সোমপ্রকাশ।

২৪ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "। ২৫ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ৭ ই বৈশাখ। ইং ১৮৮১। ১৮ ই এপ্রেল।

অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫॥০. অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

প্রেরিতপত্র।

কলিকাতা পুলিসের কার্য্যপ্রণালী।

মহাশয়! কলিকাতা পুলিসের কার্য্য-প্রণালীতে সকলেই অসন্তুষ্ট। এরূপ আমরা বলিতে পারি যে প্রায় সমস্ত সংবাদ পত্র কলিকাতার পুলিসের সংস্কার সম্বন্ধে বহুদিনাবধি চিৎকার করিতেছেন। কিন্তু অতিশয় দুঃখের বিষয় এই, কেহই এ বিষয়ে কর্ণপাত করেন না। এক্ষণে আমরা বঙ্গদেশের বর্ত্তমান লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেন সাহেবকে পুলিস সংক্রান্ত কয়েকটী বিষয় জ্ঞাত করিতেছি।

তিনি মনোযোগী হইয়া একবার আমাদের প্রার্থনা গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

প্রথম, এক ব্যক্তির হস্তে দুটী গুরুতর পদের ভার রাখা উচিত কি না? কি বাঙ্গালা, কি ইংরাজী সমস্ত সংবাদ পত্র, সমস্ত কলিকাতাবাসী একস্বরে বহুদিনাবধি বলিতেছেন, এক ব্যক্তির হস্তে পুলিষ কমিশনরের এবং মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানের কার্য্য-ভার রাখা উচিত নহে। কারণ, যে মহোদয় এই দুটী কার্য্য করেন, তাঁহাকে হয় বেঙ্গল কাউন্সিলের মেম্বর হইতে হয়, না হয় একজন পোর্ট কমিশনর হইতে হয়। এক ব্যক্তি তিনটী প্রধান প্রধান কার্য্য কিরূপে সুচারুরূপে সমাধা করিতে পারেন? পোর্ট কমিশনরের কার্য্যে যদিও তাঁহাকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না, কিন্তু কলিকাতা রাজধানীর মিউনিসিপালিটীর সভাপতির কার্য্য করিয়া আবার পুলিষ কমিশনরের কার্য্য তাঁহা দ্বারা কি প্রকারে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে? এক ব্যক্তি হয় পুলিষ কমিশনর থাকুন, না হয় মিউনিসিপালিটীর [illegible] হউন। এই দুই কর্ম্মের একটীতে তিনি [illegible] ভাল হয়। তাহা হইলে সকল কার্য্য [illegible] সম্পন্ন হইতে পারে। ভাল যদি কেহ [illegible] তাঁহার ত দুইজন দক্ষ সহকারী দুটী [illegible] আছেন।" হাঁ, আমরা তাহা স্বীকার করি এমন কি আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, [illegible] পুলিষের সমস্ত ভার বর্ত্তমান ডেপুটী কমিশনরের উপর দেওয়া হয় এবং, একজন এতদ্দেশীয়কে [illegible] সহকারী করা হয়, তাহা হইলে সমস্ত পুলিষের [illegible] সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। ভাল [illegible] সহকারীর দ্বারা সমস্ত কার্য্য হইতে পারে, তবে আবার একজনকে বাৎসরিক ৩৬ হাজার টাকা দিবার আবশ্যক কি? সহকারীর হস্তে ঐ কার্য্যভার [illegible] হইলে এই টাকা গুলি প্রজাদিগের বাঁচিয়া [illegible] সন্দেহ নাই।

[illegible] চরিত্র সম্বন্ধে কেহ অনুসন্ধান করেন কি না তাহা আমরা অদ্যাপি জানিতে পারিলাম না। তাহারা কিরূপ চতুর [illegible] কি না? প্রজা পীড়ন করে কি না? [illegible] এবিষয়ে কমিশনরের অনুসন্ধান [illegible]। কারণ, নিম্নশ্রেণীর পাহারাওয়ালা, ও জমাদার [illegible] গবর্ণমেণ্টের চাপরাস ও টুপী প্রাপ্ত [illegible] আপনাকে [illegible] অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাবান্ জ্ঞান করে এবং [illegible]লোকদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে [illegible] না। মুদি, গাড়ওয়ান, নিম্নশ্রেণীর পথিক, [illegible] এবং দরিদ্রদিগের উপর ইহাদিগের আধিপত্য এবং অত্যাচার অধিক হয়। কিন্তু ইহার নিবারণকর্ত্তা কেহই নাই।

গবর্ণমেণ্টের একটী নিয়ম আছে, রজনীতে তোপের পর কোন আবকারী দোকানে মদ কি অন্য কোন প্রকার মাদক দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এ নিয়মটী পালিত হইতেছে কি না, কেহই তাহার অনুসন্ধান করেন না। নয়টার পর মদের এবং অন্যান্য মাদক দ্রব্যের দোকানের সম্মুখের দ্বার বন্ধ হয় বটে, কিন্তু গুপ্ত দ্বার দিয়া সমস্ত রজনী যে অসংখ্য মদের পিপা এবং অসংখ্য মাদকের ডিপা বিক্রীত হয়, আমাদিগের পুলিষ কমিশনর তাহার সন্ধান রাখেন কি না? হাড়কাটার গলিতে এবং অপর অপর জায়গার বেশ্যালয়ে রজনীতে যে প্রত্যেক ঘরে এক একটী শুঁড়ির দোকান হয়, সে সংবাদ পুলিষ কমিশনরের নিকট পোঁছে কি না? বৃদ্ধ বেশ্যারা (যাহারা চৌদ্দ আইন হওয়াতে তপস্বিনী হইয়াছে) যে, রজনীতে কাপড় ঢাকা দিয়া মদের বোতল পার করে, পথের পাহারাওয়ালারা তাহা কি দেখিতে পায় না? কিম্বা তাহারা যে এই সব ব্যবসা করে, তাহা জানে না? মদের ব্যবসায়ে প্রতিবৎসর গবর্ণমেণ্টের অনেক টাকা আয় হয়। যত মদ বিক্রয় হয়, গবর্ণমেণ্টের ততই লাভ, সেই জন্য কি গবর্ণমেণ্ট একটা প্রজার মন রাখা গোচ আইন করিয়া অন্তরে অন্তরে রজনীতে মদ বিক্রয়ের প্রশ্রয় দিতেছেন? তাহা যদি না হইবে, তবে দয়ালু গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন না কেন? পল্লীস্থ ইনস্পেক্টর, দারগা, জমাদার এবং পাহারাওয়ালারা কি এ বিষয় জ্ঞাত নহে? আমাদিগের কমিশনর যদ্যপি এক দিন ছদ্মবেশে (বাঙ্গালী সাজিয়া) একজন ইয়ারগোছের বাঙ্গালী বাবু সঙ্গে লইয়া মদের দোকানে এবং হাড়কাটা গলির কোন কোন বেশ্যালয়ে, রজনী দুই প্রহরের পর মদ কিনিতে যান, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি প্রত্যেক দোকান এবং হাড়কাটা গলির প্রত্যেক বেশ্যালয়ে এক এক বোতল মদ কিনিতে পাইবেন।

প্রজাদিগের স্বাস্থ্য-রক্ষার নিমিত্ত আমাদিগের দয়ালু গবর্ণমেণ্ট একটী আইন করিয়াছেন। ঐ আইনটীর জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনেক টাকা বৎসর বৎসর ব্যয় করিতে হয়, কিন্তু উহাতে গবর্ণমেণ্টের কোন লভ্য নাই। [illegible]মাত্র প্রজাকে সাংঘাতিক পীড়া হইতে বাচাইবার জন্য এই আইনটী প্রচার করা হইয়াছে। এ আইনের নাম চৌদ্দ আইন। এই আইনের সমস্ত কার্য্যের ভার পুলিষের হস্তে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এ আইন প্রচার হওয়াতে যে কত দুষ্ট ও অসচ্চরিত্র লোকের অন্ন বস্ত্রের উপায় হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। এমন কতকগুলি বেশ্যা আছে; যাহারা প্রায় সর্ব্বদাই পীড়িত হয়; কিন্তু তাহারা কমিশনরের কাছে জাল মানুষ খাড়া করাইয়া বলে যে "আমি আর ছুটা পেসা করিব না। আমি এই ব্যক্তির নিজস্ব হইয়া আছি।" এই কথা শুনিয়া ইহার ভালরূপ তদন্ত না করিয়া যে অব্যাহতি দেওয়া হয় এটী আমাদের বড় দুঃখের বিষয়। এমন অনেক বেশ্যা আছে, যাহারা চৌদ্দ আইনে নাম কাটাইয়া সাবেক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীর ভাড়াটে হইয়া নির্ব্বিঘ্নে সাবেক পেসা আরম্ভ করে। আক্ষেপের বিষয় এই যে, যে পল্লীতে এই সব ঘটনা হইতেছে, পল্লীস্থ পুলিষ কর্ম্মচারিগণ এ সকল বিষয়ের অনুসন্ধান না রাখিয়া, যাহারা নির্দ্দোষ তাহাদের উপরেই পীড়ন করে। যে সকল বেশ্যাকে আমাদের পুলিষ কমিশনর এই আইন হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন, যদ্যপি তিনি ভাল করিয়া অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে তিনি অনেককেই পুনর্ব্বার পরীক্ষার স্থলে আনাইবেন কিন্তু কেন যে, এ সব অনুসন্ধান হয় না বলিতে পারি না।

গবর্ণমেণ্ট ডিটেক্‌টিভ পুলিষ স্থাপন করিয়াছেন কেন? কলিকাতার ভিতরে ভিতরে যে সকল গুপ্ত অত্যাচারাদি ঘটিতেছে, সেগুলির নিবারণের জন্য কি না? তাহা যদি হয়, তবে উক্ত পুলিষ কর্ম্মচারিগণ এপর্য্যন্ত স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া কয়জন গুপ্ত অত্যাচারী ধরিয়াছেন? যে সকল ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়ে, গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারেন, সেই গুলির অনুসন্ধান করাই উহাদের কার্য্য হইয়াছে। বিনা দোষে ভদ্র পথিকদিগকে অপমান করা এবং বেশ্যালয়ে ইয়ারকি দেওয়া ভিন্ন গুপ্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া উহাদের কার্য্য নহে। কলিকাতার বক্ষে, রজনীর কথা দূরে থাকুক, দিনের বেলা যে, তিন তাস ওয়ালা নশোয়ার ওয়ালা, টপকা ওয়ালা প্রভৃতি যে, ভয়ানক কাণ্ড করিতেছে, উক্ত কর্ম্মচারী তাহাদিগের কয়জনকে ধরিয়াছেন? বড়বাজার প্রভৃতি স্থানসমূহে প্রত্যহ ঐ প্রকার জুয়াচুরী হয়, উক্ত কর্ম্মচারীরা তাহা জেনেও তাহার নিবারণ করে না কেন? এই যে সে দিবস বারাণসী হইতে পনর হাজার টাকার চোরা নোট আসিয়া কলিকাতায় পাথার হইল, উক্ত পুলিষ তাহার অনুসন্ধান করিল? এক্ষণে আমরা ভরসা করি আসলি ইডেন সাহেব এই সমস্ত বিষয়ের তদন্ত করিয়া ইহার প্রতিকার করিবেন।

৩০ এ চৈত্র—১২৮৭। শ্রী হ।

"হিন্দুধর্ম্মের উদারতা ও নূতন হিন্দুশাস্ত্র প্রণয়নের আবশ্যকতা।"

প্রতিবাদের প্রতিবাদ।

বিগত ১৮ ই ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে উক্ত

শীর্ষকযুক্ত আমার যে এক খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার প্রতিবাদচ্ছলে শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৬ ই চৈত্রের সোমপ্রকাশে এক খানি পত্র লিখিয়াছেন। সে পত্র খানি পাঠ করিয়া আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি। কেন যে দুঃখিত হইয়াছি তাহা বলিব না, তবে তাঁহার পত্র সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য আছে, তাহা পশ্চাতে বলিতেছি।

তিনি প্রথমেই লিখিয়াছেন "ভগবতী বাবুর প্রথম আপত্তি এই, যখন হিন্দুসমাজে অনেকে সুরেন্দ্রনাথ বরাটের ন্যায় গোপনে দুষ্কর্ম্ম করিয়াও বিনা আড়ম্বরে, বিনা গোলমালে ও বিনা আন্দোলনে সমাজে স্থান প্রাপ্ত হইতেছেন, তখন তাঁহার বিবেচনায় হিন্দুসমাজ সুরেন্দ্রকে লইয়া আন্দোলন করিয়া ভাল কাজ করেন নাই।" পাঠকদিগের মধ্যে যিনি আমার পূর্ব্ব পত্রখানি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তিনিই জানিয়াছেন, আমি এরূপ আপত্তি করি নাই "গোপনে দুষ্কর্ম্ম" এ শব্দ গুলির নাম গন্ধও করি নাই। বিহারি বাবু যদি আমার সে পত্র খানি বুঝিতে না পারিয়া থাকেন, তবে ত কোন কথাই নাই, কিন্তু তিনি যদি তাঁহার নিজের সুবিধার জন্য আমি যে কথা বলি নাই, সে কথা আমারই কথা এরূপ প্রতিপন্ন করিবার জন্য সাহস করিয়া থাকেন, তবে তাহা বড় দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। আমি পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি, এখানে তাহা পুনরায় লিখিতেছি—তাহা এই "আজ কাল অনেকেই প্রকাশ্য ভাবে সুরাপানাদি করিয়া থাকেন। এখনই আমরা শত শত বিখ্যাত লোকের নাম করিতে পারি, যাঁহাদের বাবুর্চিকৃত প্রস্তুত অন্ন না হইলে তৃপ্তি লাভ হয় না; এবং প্রমাণ করিতে পারি যে, সমাজপতি ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াও দেখেন না" "এবং তদ্বিরুদ্ধে একটী কথাও বলেন না।" বিহারি বাবু এক "গোপনে দুষ্কর্ম্ম" লইয়া অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আমরা যখন তাহা মূলেই বলি নাই, তখন তাঁহার সে সকল কথা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

"গোপনে দুষ্কর্ম্ম" উপলক্ষে বিহারি বাবু এ কথাও লিখিয়া ফেলিয়াছেন যে, অনেক ব্রাহ্ম গোপনে চতুর্দ্দশ বর্ষের ন্যূনবয়স্কা কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন; কিন্তু কেশব বাবু প্রকাশ্যভাবে চতুর্দ্দশ বর্ষের ন্যূনবয়স্কা নিজ কন্যার বিবাহ দেওয়াতে এত আন্দোলন হইয়াছিল। আমি বিহারি বাবুকে অনুরোধ করিতেছি, তিনি যে বিষয় বিশেষরূপে অবগত নহেন, সে বিষয় সম্বন্ধে যেন হঠাৎ একটা কথা বলিয়া না ফেলেন। কতকটা প্রচলিত হিন্দুমতে কেশব বাবুর কন্যার বিবাহ হইয়াছিল, বলিয়াই এবং কেহ যেন ১৮ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালকের ও ১৪ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা বালিকার বিবাহ না দেন, তিনি অন্যকে সহস্রাধিক বার এরূপ উপদেশ দিয়াও এবং তাঁহারই উদ্যোগে ব্রাহ্ম ও অন্যান্য লোকের জন্য সিভিল ম্যারেজ নামক যে ৩ আইনটী হইয়াছে, তাহার একটী ধারাতে উক্ত বয়সের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়াও তিনি তাঁহার ১৪ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন বলিয়াই সেই ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, প্রকাশ্যভাবে বিবাহ দিবার জন্য নহে। বিহারী বাবু জানিবেন যে, কুমারীদিগের ১৪ বৎসর বয়সের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। ১৪ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা কন্যার বিবাহ দিলে ব্রাহ্ম কখনই পতিত হন না।

বিহারি বাবু লিখিয়াছেন, সুরাপায়ীর সংখ্যা এখন অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, এখন তাহাদিগকে দমন করিবার কোন উপায় নাই। এ অবস্থায় সুরাপানের সহিত ধর্ম্মত্যাগের তুলনা হইতে পারে না। কিন্তু লোক সংখ্যার কম বেশীতে কিছু আসে যায় না। এই প্রশ্নের মীমাংসা করাই সঙ্গত যে, সুরাপান করাও যাহা, জাতির মুণ্ডপাত করাও তাহাই কি না? মুসলমান প্রভৃতির অন্ন জল আহার পান করিলে যদি জাতি না থাকে, তবে সুরাপান করিলে জাতি থাকিবার সম্ভাবনা কি না? যদি সম্ভাবনা না থাকে, তবে সুরাপায়ী হিন্দু এবং তাহাদের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য হিন্দুদের অর্থাৎ প্রায় সকল হিন্দুরই জাতি নাই স্বীকার করিতে হইবে কি না? ন্যায়তঃ তাহা যদি স্বীকার করাই উচিত হয়, তবে তাহাদের মুখে "অমুক বিলাত গিয়াছিল তাহাকে একঘরে কর" "অমুক খ্রীষ্টান হইয়াছে (১) অর্থাৎ অখাদ্য ভক্ষণ করিয়াছে অতএব তাহাকে সমাজচ্যুত কর" এ সকল কথা কি শোভা পায়? যার মাথা নাই তার আবার মাথা ব্যথা কেন, যার জাত নাই তার আবার জাত্যভিমান কেন? অন্যকে একঘরে করিবার প্রয়াস পাওয়া কেন?

বিহারি বাবু এই ভাবে লিখিয়াছেন যে, মনু সত্যযুগের ব্রাহ্মণদিগের জন্যই যজন যাজন প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কলিযুগের জন্য নহে সুতরাং এখনকার ব্রাহ্মণেরা যজন যাজনাদি না করিলে, পতিত হন না। কিন্তু বিহারি বাবু জানিবেন যে, মনুসংহিতা সকল কালেই অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিতেছে এবং আজ পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজ অনেকটা মনুর বিধি ও নিষেধানুসারে চলিয়া থাকেন। মনুর ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের যেস্থলে বিরোধ, সে স্থলে মনুর মতই যে অবলম্বনীয় তাহার প্রমাণ এই,

"বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥"

"মনু স্বীয় সংহিতাতে বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন অতএব তিনি প্রধান। মনুর বিপরীত স্মৃতি প্রশস্য নহে।" কিন্তু যদি

"কৃতে তু মানবা ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ॥"
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ॥"

"মনুক্ত ধর্ম্ম সকল সত্যযুগের ধর্ম্ম, গৌতমোক্ত ধর্ম্ম সকল ত্রেতা-যুগের ধর্ম্ম, শঙ্খলিখিতোক্ত ধর্ম্ম সকল দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম, পরাশরোক্ত ধর্ম্ম সকল কলিযুগের ধর্ম্ম।" পরাশরোক্ত এই বচন অনুসারে পরাশর সংহিতাকেই কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে জিজ্ঞাস্য এই,

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥"

"স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিলে ক্লীব হইলে অথবা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত।"

পরাশরের এই বিধি অনুসারে হিন্দু মহাশয়েরা এখন বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে প্রস্তুত নহেন কেন? আর যাঁহারা সাহস করিয়া এই শাস্ত্রানুসারে (২) প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করা হয় কেন? যদি বল, বিধবা [illegible] বিধি [illegible] শাস্ত্রে আছে সত্য কিন্তু [illegible] দেশাচারে। সম্প্রতি [illegible] তাহা হইলে আমার জিজ্ঞাস্য এই, দেশাচারের অনুরোধে যদি শাস্ত্রের বিধি অগ্রাহ্য করা হয়, তবে যে "হিন্দুশাস্ত্র" "হিন্দুশাস্ত্র" বলিয়া

(১) ইহা নিশ্চয় যে, হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করার জন্য, [illegible] খ্রীষ্টান হইয়াছে [illegible] হিন্দু [illegible] হিন্দু [illegible] হন না। [illegible] তাঁহারা সমস্ত ব্রাহ্ম ও সমস্ত [illegible] একঘরে করিতে চেষ্টা করিতেন না। [illegible] হইয়াছে তখন অবশ্যই সে [illegible] বিশ্বাসই তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিবার একমাত্র কারণ। [illegible] হউক সুরেন্দ্রনাথ পুনরায় হিন্দুসমাজে গৃহীত হইয়াছেন [illegible] এ পর্য্যন্ত আমরা তাহা জানিতে পারি নাই। [illegible] কেহ কি তাহা আমাদিগকে জানাইবেন?

(২) [illegible] বিধি [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] হইতে পারে না।

এত চীৎকার করা হইয়া থাকে, সে হিন্দুশাস্ত্রের গৌরব রক্ষা হইল কৈ? হিন্দুশাস্ত্রের অনুশাসন অগ্রাহ্য করিয়া অখাদ্য ভক্ষণ করিলে যদি অপরাধী হইতে হয়, তবে সেই হিন্দুশাস্ত্রের বিধি অমান্য করিয়া যাঁহারা বিধবা বিবাহ প্রভৃতির প্রতিবন্ধকতাচরণ করেন, তাঁহারা কেন না অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবেন? বিশেষতঃ পাঠকেরা দেখুন, হিন্দুশাস্ত্রে স্মৃতি স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, বেদের সহিত বিরোধ ঘটিলে যেমন স্মৃতি (ধর্ম্মশাস্ত্র বা সংহিতা) অগ্রাহ্য হয়, সেইরূপ স্মৃতির বিপরীত হইলে দেশাচারকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে।—যথা,

স্মৃতের্ব্বেদবিরোধে তু পরিত্যাগো যথা ভবেৎ।
তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিবাধে পরিত্যজেৎ॥

অতএব "যজন যাজন প্রভৃতি কেবল সত্যযুগের ব্রাহ্মণদিগের জন্য" এ কথা বলিয়া বিহারি বাবু কিছুতেই পার পাইতেছেন না। বিশেষতঃ তাঁহার ইহাও জানা উচিত যে, কলিকালের ধর্ম্মশাস্ত্র পরাশর সংহিতায় যজন যাজন প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের স্বধর্ম্ম বৃত্তি বলিয়া যে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই এমনও নহে, প্রত্যুত তাহা স্পষ্টরূপেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"ষট্‌কর্ম্মসহিতো বিপ্রঃ কৃষিকর্ম্ম চ কারয়েৎ।"

ব্রাহ্মণ (যজন, যাজন অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই) ষট্‌কর্ম্ম-সম্পন্ন হইয়া শূদ্র দ্বারা কৃষিকর্ম্ম করাইবেন।

"কালক্রমে আচার ব্যবহারাদি কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইলে মানুষ কখনই পতিত ও জাতিভ্রষ্ট হইতে পারে না।" এ কথাগুলি লিখিবার পূর্ব্বে আমার পূর্ব্ব পত্রখানি ভাল করিয়া পাঠ করিয়া দেখা বিহারী বাবুর একান্ত কর্ত্তব্য ছিল। কারণ, তাঁহার একথা বলিবার পূর্ব্বেই আমি একথার উত্তর দিয়া রাখিয়াছি। হয় এবিষয় সম্বন্ধে তাঁহার মৌনাবলম্বন করা উচিত ছিল, না হয়, আমার লিখিত উত্তরের প্রত্যুত্তর দেওয়া তাঁহার পক্ষে সঙ্গত ছিল। নতুবা যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে, পুনরায় সে প্রশ্নের অবতারণা করিয়া মিছামিছি সময় নষ্ট, কাগজ নষ্ট, কলম নষ্ট, মস্তিষ্ক নষ্ট এবং সেই সঙ্গে পাঠকদিগের সহিষ্ণুতা নষ্ট করা কেন?

"কালকৃত বিপ্লব-স্রোতের অনুকূলে ভাসিতে হয়, প্রতিকূল দিকে উজান বাইতে চেষ্টা করিও না।" বিহারি বাবু বলিয়াছেন আমাদিগের ইহাই মত। একথা আংশিক সত্য বটে কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নহে। যে সময় যেরূপ পরিবর্ত্তনের আবশ্যক, সে সময় সেরূপ পরিবর্ত্তনের প্রতিবন্ধকতাচরণ না করিয়া তাহাতে গা ঢালিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, ইহাই যে আমার অভিপ্রায়, আমার পূর্ব্ব পত্রখানি যিনি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবেন, তিনি তাহাই বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ তাহার একাধিক স্থানে ইহা স্পষ্টরূপে উল্লিখিতও হইয়াছে। সুতরাং ইহা লইয়া বিহারি বাবুর সঙ্গে বাদানুবাদ করা বৃথা।

বর্ত্তমান সময়োপযোগী একখানি নূতন শাস্ত্র প্রণয়ন করিবার জন্য আমি হিন্দু মহাশয়দিগকে অনুরোধ করিয়া ছিলাম। কিন্তু বিহারি বাবু বলিয়াছেন, হিন্দু-শাস্ত্রে সকলই আছে, কিছুরই অভাব নাই সুতরাং নূতন শাস্ত্রেরও কোন প্রয়োজন নাই। আমিও স্বীকার করি হিন্দু-শাস্ত্রে সকলই আছে, ভালরও চূড়ান্ত আছে মন্দেরও চূড়ান্ত আছে। এসকলই আছে সত্য, তথাপি ইহার দ্বারা নূতন হিন্দু-শাস্ত্র প্রণয়নের প্রয়োজন অসিদ্ধ হইতেছে না। কারণ, প্রচলিত নিয়ম রহিত করিতে এবং পুরাতন বর্জ্জিত নিয়ম পুনঃ প্রচলিত করিতে হইলে অবশ্যই নূতন বিধি প্রণয়নের প্রয়োজন হইয়া থাকে। মনে কর, এখন হিন্দু-সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই, কিন্তু ইহা যদিও এককালে প্রচলিত ছিল এবং যদিও হিন্দু-শাস্ত্রে ইহার বিধি ছিল, তথাপি ইহা এখন হিন্দুসমাজে পুনঃ প্রচলিত করিতে হইলে নূতন বিধির অর্থাৎ "অদ্য হইতে যাঁহারা বিধবা বিবাহ করিবেন, তাঁহাদের সে বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে" অথবা "অদ্য হইতে যাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্র ও প্রাচীন আচার ব্যবহারানুসারে বিধবা বিবাহ করিবেন, হিন্দু-সমাজ তাঁহাদের সে বিবাহকে সিদ্ধ বলিয়া গণ্য করিবেন।" এই প্রকার নূতন ব্যবস্থা পত্রের একান্ত প্রয়োজন। নূতন শাস্ত্রের চারি হাতও নাই, পাঁচ পাও নাই, এই প্রকার কতকগুলি নূতন বিধি বা ব্যবস্থাপত্রের সমষ্টিকেই নূতন শাস্ত্র বলা সঙ্গত হয়। হিন্দু শাস্ত্রে সকলই থাকিলেও নূতন হিন্দু শাস্ত্র প্রণয়নের কেন যে প্রয়োজন, তাহা কি বিহারি বাবু এখন বুঝিতে পারিলেন?

উপসংহারে আমি পুনরায় বলিতেছি "এখন কালকৃত বিপ্লবস্রোতে গা ঢালিয়া চলিতে হইবে। যাঁহারা বিপরীত স্রোতোগামী হইবেন, তাঁহারাই যে কেবল অপ্রতিভ ও অপদস্থ হইবেন এরূপ নহে, তাঁহাদের হইতে হিন্দুসমাজেরও মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়া উঠিবে।" এস্থলে হিন্দুদিগকে বিনীত অনুরোধও করিতেছি, তাঁহারা এখানকার উপযোগী এক খানি নূতন হিন্দুশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া তাঁহাদের নিজের এবং হিন্দুসমাজের মহোপকার সাধন করুন।

যমুনিয়া
১০ ই এপ্রেল ১৮৮১।
শ্রীভগবতীচরণ দে

সোমপ্রকাশ

৭ ই বৈশাখ সোমবার

দেশীয় বিচারপতি ও পাইওনিয়র।

আমরা এলাহাবাদের পাইওনিয়র নামক সমাচার পত্রের একটী গুরুতর ভ্রম দর্শন করিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি। পাইওনিয়র সময়ে সময়ে এক একটী বিষয়ে এমন এক একটী অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, তদ্দর্শনে তাঁহাকে একজন ভারতদ্বেষী বলিয়া মনে হইয়া থাকে। সম্প্রতি তিনি এদেশীয় বিচারপতিদিগের বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে তাহার প্রতি বর্ণে বিদ্বেষ দেখিতে পাওয়া যায়। আলোচিত বিষয়টী নিতান্ত সামান্য নহে বলিয়া আমরা তাহাতে উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। এদেশীয় বিচারপতিরা সামান্য বেতন পান বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে কেবল যে ঘৃণা করিয়াছেন এমন নহে; অশিক্ষিত ও আইনানভিজ্ঞ বলিয়া গালি দিতেও ত্রুটি করেন নাই। দেশীয় লোকেরা অল্প বেতনে ঐ সকল গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহার মনে এই ভ্রান্ত সংস্কার জন্মিয়াছে এবং সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি তাঁহার মত সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

আমাদের দেশে একটী প্রবাদ বাক্য আছে, "চাঁদের গায়ে থুথু দিতে গেলে সেই থুথু আপনার গায়ে পড়িয়া থাকে।" আমরা বিস্ময়ান্বিত হইলাম, পাইওনিয়র সম্পাদকের মন, এদেশীয়ের প্রতি বিদ্বেষ-পূর্ণ বলিয়াই তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, এদেশীয় বিচারপতিদিগের বেতনের অল্পতার উল্লেখ করিয়া ঘৃণা প্রদর্শন বা গালি দিতে গেলে সেই ঘৃণা ও গালি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া হয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে পাইওনিয়র সম্পাদকের সদৃশ ব্যক্তিরা তাঁহাদিগের গবর্ণমেণ্টই বলিয়া থাকেন। অতএব সে গালি পরম্পরা সম্বন্ধে তাঁহাদিগের আপনার উপর বর্ষণ করা হইতেছে। এদেশীয় বিচারপতিদিগকে অল্প বেতন ও ইউরোপীয় বিচারপতিদিগকে যে অধিক বেতন দেওয়া হয় সে দোষ কার? ইংরাজ গবর্ণমেণ্টেরই কি সে দোষ নয়? তবে পাইওনিয়র এই কথা বলিবেন, এদেশীয়েরা সেই অল্প বেতনে চাকুরি স্বীকার করেন কেন? স্বীকার না করিয়াই বা কি করেন। বাল্যকাল অবধি লেখাপড়ার চর্চ্চা করিয়াছেন, অন্য কাজ কর্ম্ম শিক্ষা করেন নাই, সুতরাং যাহাতে লেখাপড়ার অনুশীলন সম্বন্ধ আছে, তাহা

দেষ্ট প্রবৃত্তি জন্মিয়া উঠে। কিন্তু তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া দেখেন, ইউরোপীয়ের প্রতি দানশৌণ্ড আমাদের গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ভাগ্যদোষে তাঁহাদের প্রতি বদ্ধমুষ্টি হইয়াছেন। কি করেন, নিরুপায় হইয়া সেই স্বল্প বেতনই স্বীকার করিয়া থাকেন। তবে মনের মধ্যে এক আশা এই, ক্রমে উন্নতির মুখ দেখিতে পাইবেন। ফলতঃ পাইওনিয়র তাঁহাদের বেতনের স্বল্পতা দেখিয়া তাঁহাদের শিক্ষার অল্পতা ও আইনজ্ঞতার অল্পতা যে অনুমান করিয়াছেন, সেটী তাঁহার নিতান্ত ভ্রান্তি।

তাঁহার এ সংস্কার শিক্ষিত লোকের সংস্কারের ন্যায় নহে। ইহা অশিক্ষিত ও অদূরদর্শী লোকদিগের ভ্রমাত্মক কুসংস্কারের ন্যায় মাত্র। অধিক বেতন পাইলেই যে অধিক শিক্ষিত হয়, এ কথার কোন অর্থ নাই। অধুনা দেশীয় বিচারপতিগণ যেরূপ শ্রম সহকারে ও আইন অনুসারে সূক্ষ্মরূপে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাহাতে সকলেই তাঁহাদিগের প্রতিভা বিচারকার্য্যে সূক্ষ্মদর্শিতা ও ন্যায়পরতা দর্শনে প্রীত হইয়াছেন এবং সেই নিমিত্তই গবর্ণমেণ্ট উত্তরোত্তর তাঁহাদিগকে বিচার সংক্রান্ত বিভাগে উচ্চ পদও প্রদান করিতেছেন। দেশীয়দিগের বিচার কার্য্যে এখন যেরূপ ক্ষমতা জন্মিয়াছে, তাহাতে তাঁহারা ডিষ্ট্রীক্ট সেসন জজ ও হাইকোর্টের জজ প্রভৃতি হইতেছেন। এদেশীয় জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ ও সুবর্ডিনেট জজ প্রভৃতি যেরূপ কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে এখানকার হাইকোর্ট, গবর্ণর জেনেরল, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ও বিলাতের ষ্টেট সেক্রেটারি পর্য্যন্ত সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন, কেবল আমরা পাইওনিয়রকে সন্তুষ্ট দেখিতে পাই না। এদেশীয়দিগের সকল বিষয়ে শিক্ষা নৈপুণ্য, বুদ্ধি-চাতুর্য্য প্রভৃতি দর্শন করিয়া রাজপুরুষগণ অবাধে ইহাদিগকে রাজ্যের সকল গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত করিতে অণুমাত্রও কুণ্ঠিত হইতেছেন না। ইহারা যদি শিক্ষিত ও আইনজ্ঞ না হইতেন, তাহা হইলে কখনই এরূপ ঘটনা ঘটিত না এবং ষ্টেট সেক্রেটারিও ক্রমে অধিক পরিমাণে এদেশীয়দিগকে রাজকার্য্যে উচ্চ পদ দান করিবার প্রস্তাব করিতেন না।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, সকলেই প্রায় একবাক্যে দেশীয় বিচারপতিদিগের সুশিক্ষার ও আইনজ্ঞতার প্রশংসা করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, দেশীয় বিচারপতিরা সাধারণতঃ সুশিক্ষিত আইনজ্ঞ ও কার্য্যদক্ষ। তবে ভ্রম-প্রমাদ সর্ব্বত্রই আছে। কদাচিৎ কোন ব্যক্তির ভ্রম-প্রমাদ দর্শন করিয়া পাইওনিয়ারসম্পাদকের যদি উল্লিখিত ভ্রমাত্মক সংস্কার জন্মিয়া থাকে, সেটী নিতান্ত দুঃখের বিষয়। ইউরোপীয় বিচারপতিদিগের কি ভ্রম প্রমাদ ঘটে না? তবে হাইকোর্টে জেলার জজদিগের রায়ের বিপক্ষে আপীল হয় কেন? আপীলে জজদিগের রায় যে রদ হইয়া যায়, তাহারই বা কারণ কি? সম্প্রতি আমাদিগের জ্ঞাতসারে যে একটী মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, পাইওনিয়র দেখুন জজ কেমন ভ্রান্ত বিচার করিয়াছেন। মকদ্দমাটী এই, বর্দ্ধিত জমীর খাজনা পাইবার প্রার্থনায় নালীশ করা হয়। প্রজার সহিত মৌরাশী বন্দোবস্ত। প্রজা পাট্টা লইয়া এই কবুলতি দিয়াছে, জমী যদি মাপে বেশী হয়, নির্দ্দিষ্ট হারে বেশী খাজনা দিবে। এটী কণ্ট্রাক্ট স্থল। কণ্ট্রাক্ট স্থলে নোটীশ দিবার প্রয়োজন নাই, ইহার স্পষ্ট নজীর আছে, কিন্তু জজ সে নজীর না পাইয়া মকদ্দমার এই ডিক্রী করিলেন যে নোটীশ দেওয়া হয় নাই। অতএব এ মকদ্দমা চলিতে পারে না। দেখুন কেমন ভ্রান্ত বিচার. অতএব স্থূলবেতনভোগী ইউরোপীয় বিচারপতির ভ্রম-প্রমাদ ঘটে না, আর অল্প বেতনভোগী বিচারপতিরই ভ্রম-প্রমাদ ঘটে, এ সিদ্ধান্তের পর অপসিদ্ধান্ত আর নাই। ফলতঃ পাইওনিয়রের এটী একটী ছল মাত্র। ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি এদেশীয়দিগকে উচ্চ পদ দান করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, সেটী যাহাতে কার্য্যে পরিণত না হয়, পাইওনিয়রের সেই চেষ্টাই উল্লিখিত প্রকার লেখার প্রধান কারণ।

ভারতের বর্তমান অবস্থা ও ভাবী উন্নতি সম্বন্ধে সর রিচার্ড টেম্পলের বক্তৃতা।

সর রিচার্ড টেম্পল ভারতবর্ষে অনেক কাল ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর, তাহার পর বোম্বাইয়ের গবর্ণরও হইয়াছিলেন। অতএব যাঁহারা বিশেষ না জানেন, তাঁহাদের মনে যদি এই সিদ্ধান্ত হয় "সর রিচার্ড যখন এত দীর্ঘকাল ভারতে ছিলেন, তখন ভারতের বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, তিনি ভারতের সম্বন্ধে যে কথা বলিবেন, তাহাতে ভ্রম প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই" তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইবে না। এই কারণেই লোকে আদর পূর্ব্বক তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহার মুখ হইতে যে সকল বাক্য বিনির্গত হয়, তাহা সত্য ও অভ্রান্ত বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। লোকে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রবণ সুখ ও মনের আনন্দ অনুভব করুন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু তাঁহার বাক্যে বড় বড় লোকের যে ভ্রান্তি জন্মিতেছে, ইহা বড় দুঃখের বিষয়। তাঁহাদের সেই ভ্রান্ত সংস্কার নিবন্ধন ক্রমে দেশীয় শিল্পের ও ভারতের বিশেষ অমঙ্গল ঘটিতে পারে। অতএব উহার প্রতিবাদ করা এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদক মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

সম্প্রতি মেয়ার্স পার্লর টাউনহল নামক স্থানে মাঞ্চেষ্টরের চেম্বর অব কমর্সের একটী [illegible] হইয়াছিল। সেই সভায় সর রিচার্ড টেম্পল একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভাস্থলে অনেক প্রধান লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। সর রিচার্ড মাঞ্চেষ্টরের স্বার্থ লইয়াই অধিকাংশ বক্তৃতা করেন। অতএব উহা যে সভ্যগণের সবিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। আমরা দেখিতেছি, তাঁহার প্রত্যেক বাক্যই প্রতিবাদসহ। তিনি সর্ব্ব প্রথমেই মাঞ্চেষ্টরের বস্ত্র ব্যবসায়ের কথা তুলিয়া বলেন "বস্ত্র যে বিশ্বজনীন প্রয়োজনীয়, এ কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। অতএব ভারতবাসিদিগের অভ্যুদয় সম্বন্ধে যে কোন বস্তুর সংস্রব আছে, সাক্ষ সম্বন্ধে মাঞ্চেষ্টরের তাহাতে স্বার্থ সম্পর্ক আছে। সহকারী সভাপতি এই মাত্র কহিলেন, ঐ স্বার্থ-সম্পর্ক কখন কখন আত্মম্ভরিতা-দোষ-দূষিত বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে, কিন্তু তিনি উহাকে যুক্তিসিদ্ধ, জ্ঞানবিজৃম্ভিত ও পরস্পরের উপকারক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চান। কারণ, যদিও ভারতবাসিরা পৃথিবীর মধ্যে তাঁহাদের (মাঞ্চেষ্টরের বণিকগণের) প্রধান বস্ত্র ক্রেতা, তথাপি তাঁহারা ভারতবাসিদিগের সহিত ব্যবসায় করিয়া যে লাভ করেন, তিনি (সর রিচার্ড টেম্পল) বলিতেছেন, ভারতবাসিরা ঐ ব্যবসায়ে দ্বিগুণতর লাভবান হইয়া থাকেন।"

এই বাক্যটী সর রিচার্ডের বদনমণ্ডল হইতে বিনির্গত হইবামাত্র আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। আনন্দধ্বনি যে উত্থিত হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এ [illegible] মাঞ্চেষ্টরের বণিকগণকে স্বার্থপরতা দোষ হইতে যে মুক্ত করিয়া দিলেন, সেটী তাঁহাদের সামান্য আহ্লাদের বিষয় নয়। অতএব তাঁহাদের যদি তাহাতে আহ্লাদ না হইবে, কাহার আহ্লাদ হ[illegible] মাঞ্চেষ্টরের বণিকগণকে কেহ স্বার্থপরতা দোষ হইতে মুক্ত করিতে [illegible] নাই। মাঞ্চেষ্টরের বণিকগণ ভারতবর্ষের যে মহোপকার করিতেছেন, এ কথাও বলিয়াছেন। সেটী মহোপকার কি না, এখন পাঠক একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন।

মাঞ্চেষ্টরের স্বার্থপরতানিবন্ধন ভারতের [illegible] মহা অপকার ঘটিয়াছে, সর রিচার্ড তাহা মহোপকার বলিয়া গণনা করিয়া মাঞ্চেষ্টরের বণিকগণের মনোরঞ্জন করিয়াছেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা

একটী লক্ষণ লক্ষণা স্বীকার করিয়াছেন। যেস্থলে উহার প্রয়োগ করা হয়, সেখানে বিপরীত অর্থই বুঝাইয়া থাকে। এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির অতিশয় অপকার করিয়াছিল। অপকৃত ব্যক্তি অপকারীকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেঃ—

"উপকৃতং বহু তত্র কিমুচ্যতে
সুজনতা প্রথিতা ভবতা পরং।
বিদধদীদৃশমেব সদা সখে
সুখিতমাস্স ততঃ শরদাং শতং।"

সখে! তুমি যে আমার বহু উপকার করিয়াছ, সে বিষয়ে আর কি বলিব। তোমার সৌজন্য সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ। তুমি এরূপ কার্য্য করিয়া শত শত বৎসর সুখিত হইয়া থাক।

মাঞ্চেষ্টরের বণিকগণ বহু দিন অবধি ভারতের যে উপকার গণনা করিয়াছেন, তাহাও এইরূপ উপকার। লক্ষণলক্ষণা বলে সে উপকার নয়, অপকার। মাঞ্চেষ্টর সুলভ মূল্যে বস্ত্র যোগাইতেছেন, অদূরদর্শী ভারতবাসিরা আহ্লাদে মত্ত হইয়া সেই বস্ত্র পরিধান করিতেছেন। তাহাতে তাঁহাদের কি কি অপকার হইতেছে, তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। প্রথমতঃ বিলাতী বস্ত্রের আমদানী হওয়াতে ভারতের যে এক বস্ত্র বয়ন কার্য্য ছিল, তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহা বিলুপ্ত হওয়াতে ভারতের যে কত অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। এতন্নিবন্ধন বঙ্গদেশের যে অনিষ্ট ঘটিয়াছে, যাহা আমরা চক্ষের উপরে দেখিতে পাইতেছি, তাহারই কথা কহিতেছি। বঙ্গদেশের প্রতি গ্রামেই প্রায় অনেক জুগী জোলা ও তাঁতির বসতি ছিল। তাহারা বস্ত্র বয়ন করিয়া গ্রামের জনপদের ও নগরের বস্ত্রজনিত অভাব দূর করিত। গ্রামে ও জনপদেও [illegible] [illegible] হইত। ঐ উভয় কার্য্য দ্বারা কত লোক যে প্রতিপালিত হইত, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিলাতী বস্ত্র বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়া ঐ দুটী কার্য্যের লোপ করিয়াছে। তাহাতে বঙ্গদেশের যে কত অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা দেখিয়াছি, জুগীরা স্ত্রী পুরুষে বস্ত্র বয়ন করিত, উহাদের [illegible] ধন ছিল। তাহারা বিলক্ষণ সচ্ছন্দে দিনপাত করিত। এ সকল জুগীর বিলক্ষণ বংশবৃদ্ধি ও বল পুষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু বিলাতী কাপড় উহাদিগকে ধনে প্রাণে নষ্ট করিয়াছে। এক্ষণে আর তাহাদের সম্পত্তি নাই। বংশ বৃদ্ধি নাই। তাহারা গ্রাম ও জনপদ হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া মানুষ সম্পত্তিহীন হইলেই প্রায় তাহার বংশ লোপ হইয়া যায়। এটী প্রকৃতির নিয়ম। সচ্ছলে না থাকিলে শরীরের স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকে না। স্বাস্থ্যভঙ্গ মাতা পিতার শরীর নাশের এবং তন্মূলক বংশলোপের প্রধান কারণ। বঙ্গদেশে বিলাতী বস্ত্রের আগমন নিবন্ধন কেবল যে তন্তুবায় দল ধনে প্রাণে গিয়াছে, তাহা নয়, তুলোৎপাদনকারী কৃষকদিগেরও মহা ক্ষতি হইয়াছে।

যখন বস্ত্র বয়ন কার্য্য ও তুলোৎপাদন কার্য্য এই দেশেই ছিল, তখন ইহাতে যে অর্থ ব্যয় হইত, এদেশের লোকেরাই সেই অর্থ ব্যয়ের ফল ভোগী হইত, তাহাতে দেশের যে কত মঙ্গল হইত বলা যায় না। কিন্তু সেই অর্থ এখন মাঞ্চেষ্টর কুম্ভীরের ন্যায় গ্রাস করিতেছে, কিছুই আর অবশিষ্ট

দ্বিতীয়তঃ, বিলাতী বস্ত্রের আমদানী হওয়াতে দেশের লোক অলস হইয়া যাইতেছে। আলস্য কেবল যে অর্থ লাভের প্রতিবন্ধক তাহা নয়, শরীর নাশেরও প্রধান কারণ।

তৃতীয়তঃ, অদূরদর্শী লোকেরা মনে করে, বিলাতী বস্ত্রের আমদানী হওয়াতে তাহাদের বড় সচ্ছল হইয়াছে। বাস্তবিক যদি বিবেচনা করিয়া দেখেন, এ সম্বন্ধে কিছুই সচ্ছল হয় নাই। পূর্ব্বে এক জোড়া দেশী কাপড়ে যত দিন যাইত, সেই সময়ে এখন তিন জোড়া বিলাতী কাপড় লাগে।

চতুর্থতঃ, মাঞ্চেষ্টরের পক্ষে অনিষ্ট—প্রবঞ্চনার প্রাদুর্ভাব। অনেক বস্ত্রেই পাট ও চূণ কাদাদি মিশ্রিত করা হয়। বিলাতী বস্ত্র যে শীঘ্র নষ্ট হয়, সে মিশ্রণ চেষ্টাই তাহার প্রধান কারণ। বড় আক্ষেপের বিষয় এই, যাঁহারা ধর্ম্মনীতির গর্ব্ব করিয়া থাকেন, ব্যবসায়ে পড়িয়া তাঁহাদেরও দর্প চূর্ণ হইতেছে।

অতঃপর সর রিচার্ড বলেন "সজ্জনগণ শুনিয়া থাকিবেন, আমাদের মধ্যে একদল কতকগুলি অনুপযুক্ত লোক আছে। তাঁহারা আপনাদিগকে [illegible] মিষ্ট" বলিয়া থাকেন। সর রিচার্ড পিসিমিষ্ট পক্ষে অবলম্বন করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ যিনি কেবল মন্দ দিক দর্শন করেন, ভাল দিক দেখেন না, তিনি "পিসিমিষ্ট।" কিন্তু তাঁহাদের উচিত যে তাঁহারা অন্ধকার ও আলোকময় উভয় দিক তুল্যরূপে দর্শন করেন। গত দুই তিন বৎসর পিসিমিষ্টদিগের পক্ষে অতি উত্তম সময় গিয়াছে। কারণ, ঐ দুই তিন বৎসর ভারতবর্ষ অনুপম বিপদ ভোগ করিয়াছে। যেমন ঝড়ের সময় সামুদ্রিক জলচর পক্ষীর পক্ষে অথবা বর্ষাকাল যেমন হংসের পক্ষে সেইরূপ ঐ দুই তিন বৎসর পিসিমিষ্টদিগের পক্ষে হইয়াছে। এই ভদ্র লোকেরা (যাঁহাদিগকে তিনি নিন্দা করিবার ইচ্ছা করেন না, কারণ তাঁহারা আমাদিগকে সাবধানতার শিক্ষা দিয়াছেন) আমাদিগকে বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষীয়েরা উত্তরোত্তর দরিদ্র হইতেছে। ভারত ভূমিতে প্রজা সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইতেছে যে তাহারা অনায়াসে খাদ্য দ্রব্য পাইতেছে না। তাঁহারা এ কথাও বলিয়া থাকেন, যে ব্রিটিশ শাসনপ্রণালী ভারতের অপকারই করিতেছে, উপকার করিতেছে না। কিন্তু যদি কেহ এই মতের পরীক্ষা করিয়া দেখেন দেখিতে পাইবেন যে সকল ভারতবর্ষীয় সময়ে সময়ে লণ্ডন দেখিতে আইসেন, তাঁহাদের হইতেই উক্ত মতের আবির্ভাব হয়। যে সকল হিন্দু ও মুসলমান দয়া করিয়া আমাদের দেশে আসিয়া আমাদিগকে ঐরূপ মত জানান, আমি তাঁহাদিগকে নিন্দা করি না। কিন্তু এটা স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে ভারতবর্ষের সদৃশ যে দেশে দীর্ঘ কাল যুদ্ধ ও রাষ্ট্র বিপ্লব ঘটিয়াছে, তথাকার লোকেরা স্বভাবতঃ তাঁহাদিগের ধন গোপন করিতে ইচ্ছা করেন এবং আপনাদিগকে শাসনকর্ত্তার নিকটে দরিদ্র বলিয়া পরিচয় দেন। মনের এই গতি পুরুষপরম্পরা চলিয়া আসিয়াছে। অতএব যদিও এখনকার লোকে উত্তমরূপে জানে, শাসনকর্ত্তার হইতে কোন অনিষ্ট শঙ্কা নাই এবং যে ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া যে ধন উপার্জ্জন করে, সে নির্ব্বিঘ্নে তাহা সম্ভোগ করিতে পারে, তথাপি উল্লিখিত ভাব এখনও অনেকের মনে আছে।"

এ স্থলেও পাঠক দেখুন সার রিচার্ড টেম্পলের কেমন ভ্রমাত্মক সংস্কার। মুসলমান অধিকার কালে পুলিসের ভালরূপ বন্দোবস্ত ছিল না, দস্যু ও তস্করেরা ইচ্ছা করিলেই ধনীর ধন চৌর্য্য ও লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত। সময়ে সময়ে বিবেকহীন, অদূরদর্শী, স্বার্থপর শাসনকর্ত্তারাও ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির ধন বলপূর্ব্বক আনয়ন করিত। সুতরাং সেই ভয়ে লোকের কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চিত হইলে সেই অর্থ ঘরের কোণার মধ্যে ও দেয়ালের মধ্যে বা উঠানের মধ্যে পুতিয়া রাখিত। ইংরাজদিগের প্রথম অধিকার কালেও পুলিসের অনুন্নত অবস্থায় অনেকে ঐরূপ আচরণ করিত। সার রিচার্ড সেই গল্প শুনিয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহার ভ্রমজ্ঞান আছে, লোকে আজও সেইরূপ করে; কিন্তু আমরা বড় চমৎকৃত হইতেছি যে সার রিচার্ড টেম্পল এতকাল ভারতবর্ষে কাটাইয়া গেলেন; কিন্তু প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন না। আজ কাল এমনি কাণ্ড হইয়া উঠিয়াছে যে অর্থ মাটীর মধ্যে পুতিয়া রাখা দূরে থাকুক, কেহ আর সিন্দুকের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। দশ টাকার সঞ্চতি হইলেই লোকে হয় ভূমি ক্রয় করে নতুবা ব্যবসায়ে খাটায়, নতুবা দেয়। যাহারা ঝঞ্ঝাট পোহাইতে না চায়, তাহারা

সেবিং ব্যাঙ্ক গিয়া জমা দিয়া আইসে। তাহাতেই তিনি দেখিতে পাইয়াছেন যে ভারতবর্ষীয়েরা ২০০০০০০০ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের গবর্ণমেণ্ট কাগজ ক্রয় করিয়াছেন।

সার রিচার্ড টেম্পল এইরূপে ভারতের ধন-শালীতা সপ্রমাণ করিবার যে চেষ্টা পাইয়াছেন উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের দুর্ভিক্ষে অসংখ্য মনুষ্য হত্যাই তাঁহার সে চেষ্টাকে বিফল করিয়া দিতেছে। ভারত যদি ধনী হইত তাহা হইলে কখন দুর্ভিক্ষে অসংখ্য লোকের মৃত্যু ঘটিত না, ভারত যে ধনী নয় তদ্দ্বারাই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। ভারতে ২০০০০০০০০ কোটী লোকের বাস। আর রিচার্ড টেম্পল কি মনে করেন যে ভারতের ২০০০০০০০০ কোটী লোকে কি ঐ ২০০০০০০০০ টাকার গবর্ণমেণ্ট কাগজ ক্রয় করিয়াছে? ভারত যে দরিদ্র সে বিষয়ে সংশয় নাই। ব্রিটিশ শাসনে ভারতের উত্তরোত্তর মঙ্গল হইতেছে একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা বিশেষ করিয়া না বলাতেই সার রিচার্ড টেম্পল ছল পাই-য়াছেন, কিন্তু এ কথা যাঁহারা বলেন তাঁহাদের বাক্য সম্পূর্ণ ঠীক নয়। ব্রিটিশ শাসনে ভারতের যেমন বিদ্যা শিক্ষাদি বিষয়ে মঙ্গল হইতেছে তেমনি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অন্ন সংস্থান বিষয়ে এবং আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে বিপ্লব ঘটিয়া বিস্তর অমঙ্গল হই-তেছে।

সার রিচার্ড টেম্পলের অধিকাংশ বাক্যে এই-রূপ ভ্রমপ্রমাদ আছে। সে সমুদায়ের উল্লেখ করিয়া খণ্ডন ও বিচার করিতে গেলে একবারের সোমপ্র-কাশে স্থান সমাবেশ হওয়া সম্ভাবিত নয়। এই নিমিত্ত আমরা এ বিষয়ে বিরত হইলাম। তবে সার রিচার্ড টেম্পল, ইংলণ্ডের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক হওয়াতে উভয় দেশের যে মঙ্গল গণনা করি-য়াছেন তদ্বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি-তেছি। ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য অন্যত্র প্রেরিত না হইয়া ভারতে থাকিলে ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হয় এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের দূর-দৃষ্টি বিশাল নয়। ভারতবর্ষের নিম্ন শ্রেণীর যে কিছু উন্নতি হই-য়াছে এই বাণিজ প্রভাবই তাহার কারণ। যে দেশে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, সেই দেশেই যদি তাহা ব্যয়িত হয় অন্যত্র প্রেরিত না হইলে দ্রব্য নিতান্ত সুলভ হইয়া পড়ে; আর সুলভ হইলে দ্রব্যোৎপাদনে লোকের যত্ন হয় না সুতরাং বাণিজ্যের অবনতি হইয়া উঠে। বাণিজ্যের অবনতি হইতেই দেশের সবিশেষ শ্রীহানি হইয়া পড়ে।

এদেশীয় মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত ৯ আইন ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।

ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরি উক্ত আইনটী রহিত করিবার প্রস্তাব করিয়া ইংলণ্ড হইতে ভারত-বর্ষীয় গবর্ণর জেনেরলকে যে পত্র লিখেন, গবর্ণর জেনেরল তদুত্তরে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, আগামী শীতকালে উহা রহিত করা হইবে। ইউরোপীয় সমাচার মধ্যে এই সংবাদটী পাঠ করাতে আমাদের মনে যুগপৎ নানা ভাবের আবির্ভাব হইল। প্রথম ভাব এই, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যটী সৃষ্টিক্রিয়ার বিপরীত হইতেছে; সৃষ্টির নিয়ম এই, প্রথমে বীজ বপন করা হইল, কয়েক দিন পরে তাহার অঙ্কুরোদ্গম জন্মিল, ক্রমে উহা বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইতে লাগিল; দশ বার বৎসরের ন্যূনে উহা আর ফলকর বৃক্ষ বলিয়া পরিগণিত হয় না। যে বৃক্ষের উন্নতি হইতে এত দিন গত হইল তাহাকে মুহূর্ত্ত মধ্যে ছেদন করা যায়। যদি দুই জন বাস-ওয়ালাকে অথবা তিন জন করাতীকে নিযুক্ত করা হয়, তাহারা মুহূর্ত্ত মধ্যে কাজ শেষ করিতে পারে। পাঠক সচরাচর দেখিতে পান, যে কোন পদার্থ হউক, তাহার উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি হইতে কত দীর্ঘ কাল লাগে; কিন্তু তাহার বিনাশ নিমেষ মধ্যে সাধিত হয়। এক অস্ত্রাঘাতে মনুষ্যের প্রাণ সংহার করা যায়; কিন্তু মানুষ, মানুষ হইতে কত কাল লাগে এবং তাহার মানুষ হইতে গর্ভাবস্থা অবধি কত অবস্থা ভেদ হয়। আমরা সকল পদার্থেরই এইরূপ সৃষ্টি ও বিনাশ প্রক্রিয়া দেখিতে পাই, কিন্তু আমাদের রাজপুরুষদিগের প্রণীত ৯ আইনটী সৃষ্টিছাড়া। উহার উৎপত্তি বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য এক দিনে সম্পন্ন হয়, কিন্তু বিনাশ কার্য্যটী সম্পাদন করিতে এক বৎসর লাগিতেছে!

দ্বিতীয়, গ্রীষ্মকালে রহিত না করিয়া শীতকালে রহিত করিবার প্রতিজ্ঞা করিবার কারণ কি? যে গরমী হইয়াছে, এ সময়ে যদি রহিত করা হয়, তাহা হইলে সম্পাদকেরা ক্ষেপিয়া উঠিয়া রাষ্ট্রবিপ্লাবন চেষ্টা করিবেন, রাজপুরুষেরা কি এই আশঙ্কা করেন? রাজপুরুষেরা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকুন, এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদক হইতে সে শঙ্কার অবসর দেখা যাইতেছে না। রাষ্ট্র মধ্যে বিদ্রোহোদ্দীপন করিয়া তাহাদের কোন লাভ দেখা যায় না। রাজা হইবার যোগ্য এমন তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদি নাই। ভাল, শীতকালের পর পুনরায় কি গ্রীষ্মকাল আসিবে না।

তৃতীয়, তিন বৎসর হইতে চলিল আজও কি পরীক্ষা করা হয় নাই? এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকেরা বিদ্রোহোদ্দীপক অথবা রাজপুরুষদিগের অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদক; রাজপুরুষেরা আজও কি তাহা জানিতে পারেন নাই? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এদেশীয়দিগের লেখনী-মুখ-নির্গত প্রতি-বাদ [illegible] শরের ন্যায় তাহাদের হৃদয়কে বিদ্ধ করে।

চতুর্থ, আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপন স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া যে, কার্য্য করিতে পারেন এতদ্দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে না। তাঁহার নিজের মতে আগামী শীতকাল পর্য্যন্ত যে প্রতীক্ষা করা হইবে আমাদের এরূপ বোধ হইতেছে না। আমা-দের নিশ্চয় বোধ হইতেছে এটী তাঁহার পারিপা-র্শ্বিকদিগের অমোঘ মন্ত্রের ফল। আমরা বড় দুঃখিত হইতেছি যে, লর্ড রিপন স্বয়ং [illegible] হইয়া কার্য্য করিতে পারিতেছেন না।

আয়র্লণ্ডের [illegible] মন্ত্রীসম্প্রদায়ের [illegible]

আয়র্লণ্ডে প্রজা ও জমীদারে যেরূপ গোলযোগ হইতেছে, মন্ত্রিসম্প্রদায় বিদ্রোহোন্মুখ প্রজার দমনার্থ যে কঠোর [illegible] করিয়াছেন, তাহাতে ঐ গোলযোগের নিবৃত্তি [illegible] না বরং জমী-উচ্ছেদমূলক স্থানে স্থানে দাঙ্গা হইয়া প্রজারা হতা-হত হইতেছে। [illegible]দিগের একটী দল উহার প্রধান কারণ হইয়াছে। ভ্রম এই যে, তাঁহারা জমীদারের পক্ষে পক্ষপাতীতা প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহাতে উপস্থিত গোলযোগের নিষ্পত্তি না হইতেছে, তাহাতে জমীদারদিগকে প্রজার ক্ষেত উচ্ছেদ করিবার ক্ষমতা দেওয়া উচিত হয় নাই। সে ক্ষমতা না দিয়া যদি উপস্থিত গোলযোগের কোন ব্যবস্থা করা হইত এবং ঐ ব্যবস্থা করিয়া যদি বিদ্রোহানুরাগী প্রজা দমনের আইন করা হইত তাহা হইলে এত গোলযোগ ঘটিত না। জমীদারের অত্যাচারের পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল, অদিকে প্রজার হাত পা বদ্ধ করিয়া ফেলা হইল, এটী যারপর নাই অন্যায় হই-য়াছে। তাহাতেই গোলযোগের শান্তি হইতেছে না, তাহাতেই স্থানে স্থানে দাঙ্গা হইয়া প্রজাহত্যা হইতেছে। প্রজা হত্যার নিমিত্ত কি জমীদারী?

ল্যাণ্ডবিল নামক যে আইনের পাণ্ডুলেখ্য করা হইয়াছে তাহাও মঙ্গলদায়ক নহে। তাহা যদি বিধি-বদ্ধ হয়, তদ্দ্বারা যে বিবাদের নিষ্পত্তি হইবে সে সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। যে প্রকার সমাচার পাওয়া যাইতেছে তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে অনেকেই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। অসন্তুষ্ট হইবার বিলক্ষণ কারণ আছে। কতক কতক বা অৰ্দ্ধ সম্পন্ন কার্য্য কাহারই মনঃপ্রীতিকর হয় না। উল্লিখিত ল্যাণ্ড বিল নামক আইনের পাণ্ডুলেখ্য দ্বারা অন্ততঃ পনর বৎসরের নিমিত্ত একটী হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া উক্ত বিবাদের মীমাংসা করিবার চেষ্টা হইতেছে। পনর বৎসর কাল নিয়ম করাই মহা ভ্রমের কার্য্য হইতেছে। এই পনর বৎসরের পরে বিবাদানল

পুনর্বার বিবাদ হইবার উচিত, পুনর্বার জমিদারে ও প্রজায় দাঙ্গা ও প্রজা হত্যা হইবে; পুনর্বার গবর্ণমেণ্টকে ঐ বিবাদ মীমাংসার নূতন আয়োজন করিতে হইবে, ১৫ বৎসর কাল নিয়মে কর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে জমিদার ও প্রজার পরস্পর মনোমালিন্য দূর হইবে, পরস্পর সদ্ভাবে সম্মিলিত হইবার সম্ভাবনা নাই। বরং তাহারই সম্ভাবনা যে ১৫ বৎসরের পরে দ্বিগুণবেগে বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে।

অতএব যে যুক্তিতে [illegible] পুনর্বার [illegible] তে ঐ ১৫ বৎসরের নিমিত্ত কর নির্দ্দিষ্ট করা হইতেছে [illegible] ঐ কর চিরকালের [illegible] নির্দ্দিষ্ট [illegible] সকল আপদের শান্তি হইতে পারে।

[illegible] একখণ্ড কাহিনীর [illegible] গবর্ণমেণ্টের উচ্চ [illegible] কর্ম্মচা- [illegible] তাহার প্রমাণ এই, [illegible] একজন গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার [illegible] চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার কার্য্যে [illegible] সন্তুষ্ট [illegible] তাঁহার পদোন্নতির [illegible] হই- [illegible] তাঁহার [illegible] হইতে [illegible] অনুসন্ধান করিতেছেন, [illegible] তাঁহাকে নিযুক্ত করিবেন, তিনি [illegible] শুনিলেন [illegible] এমন নহে, আর এখন [illegible] করিতে পারিবেন না, এ [illegible] তিনি আশ্চর্য্য হইয়া কর্ম্মচ্যুত [illegible] অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, [illegible] কর্ম্মচ্যুত হইলেন জানিবার নিমিত্ত [illegible] একজন কর্ম্মচারীকে [illegible] আর একজনের উপর [illegible] ক্রমে তিনি প্রথম [illegible] তৎপরে [illegible] সেক্রেটারি, [illegible] কমিশনর [illegible] সেক্রেটারী, [illegible] চিফকমিশনরের নিকট এক দরখাস্ত করিলেন। কিন্তু কাহারও নিকট হইতে তিনি তাঁহার কর্ম্মচ্যুতির কারণ জানিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার কর্ম্মচ্যুতির কারণ জানিবার জন্য এক আবেদন করেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কি পরিতাপের বিষয়, যে ডাক্তার বরাবর সুখ্যাতির সহিত কাজ করিয়া আসিয়াছেন তিনি কি জন্য যে কর্ম্মচ্যুত হইলেন ক্রমান্বয়ে এতগুলি লোকের নিকট আবেদন করিয়াও তাহা জানিতে পারিলেন না, অপরাধ দেখাইয়া দিয়া কর্ম্মচ্যুত করিলে আমাদিগের আর কোন ক্ষোভের কারণ থাকিত না।

ডাক্তার যদি বাস্তবিক দোষী হইতেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার নিজের দোষ বুঝিয়া নিশ্চয় নিরস্ত হইয়া থাকিতেন, কখনই কারণ জানিবার জন্য অন্যায় করিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগের পায়ে তৈল দিতেন না। আর যে ব্যক্তি বরাবর সুখ্যাতির সহিত কাল কাটাইয়াছে তাহার যদি কোন বিষয়ে কিছু সামান্য দোষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে শাকচোরের শূলের ন্যায় কর্ম্মচ্যুত করাও সঙ্গত হয় না। ১৮৭৯ অব্দে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই রেজলিউসন করেন যে, যখন কোন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীকে কোন বিশেষ অপরাধে কর্ম্মচ্যুত করা আবশ্যক হইবে, তখন তাহাকে তাঁহার সেই দোষের বিষয় জ্ঞাত করিতে হইবে। তিনি যদি তাঁহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে পারেন ভালই, অন্যথা তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত

হইবে না কেন? আইনকানুন কি কেবল গরিব-দিগেরই জন্য? তাহারা আইনের বিপরীত পথগামী হইলেই দণ্ডনীয় হইবে, আর উচ্চ রাজকর্ম্মচারীরা তাহার বিরুদ্ধে যাহাই কেন করুন না তাহা গণ্য হইবে না। লর্ড রিপনের শাসনকালে একরূপ পক্ষপাতিতা কার্য্য হইলে ইংরাজদিগের ভিতর ন্যায়পরতা আছে বলিয়া লোকের সন্দেহ জন্মিবে। এখনকার উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদিগের দোষ না ধরাতে সময়ে সময়ে বড়ই অত্যাচার হইয়া থাকে। অতএব আমরা ভরসা করি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই অন্যায় কার্য্যে প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন।

ভারতবর্ষের পোষ্ট আপিস সমূহের ১৮৭৯।৮০ অব্দের আয় ব্যয়ের হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। এক পোষ্ট কার্ড ও ডাকঘরে মনি-অর্ডার ভাঙ্গাইবার প্রথা প্রচলিত হওয়াতে বর্ষে বর্ষে গবর্ণমেণ্টের বেশ আয় হইতেছে এবং লোকেরও যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। ১৮৭৯ অব্দের জুলাই মাসে পোষ্টকার্ড ও ১৮৮০ অব্দের ১লা জানুয়ারি মনি-অর্ডার প্রথম প্রচলিত হয়। নূতন মনি অর্ডার হওয়ার ৩ মাস পর পর্য্যন্তও পুরাতন মনি-অর্ডার চলিয়াছিল। ঐ তিন মাসের প্রতি-মাসে গড়ে ৭৪৩৭২৭ টাকা মূল্যের ২০৬০৫ মনি-অর্ডার হইয়াছিল। ইহার কমিশন স্বরূপ গবর্ণমেণ্টের মাসিক ৮৮২৩ টাকা আয় হইয়াছে। মার্চ্চ মাস হইতে নূতন মনি অর্ডারের কার্য্য আরম্ভ হয়। গড়ে মাসিক ৩১৯৩০৩৪ টাকার ৯৮৬১৭ মনি-অর্ডারে গবর্ণমেণ্টের ৩৭৮১০ টাকা আয় হয়। ১৮৭৮ অব্দে বিমা করিবার নিয়ম প্রচলিত হয়। ১৮৭৯ ও ৮০ অব্দে সমুদায়ে ১৯৭৬৯২১৯ টাকা বিমা করিয়া গবর্ণমেণ্ট ১০৭৭৯০ টাকা প্রাপ্ত হন। ভিক্কলা নামক জাহাজ জলমগ্ন হওয়াতে বিমাকরা দ্রব্যের মধ্য হইতে কিছু ক্ষতি হয়, তন্নিবন্ধন ও অন্যান্য কারণে গবর্ণমেণ্টকে ৬৫৩৫০ টাকা ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। পোষ্টকার্ড প্রচলিত হওয়া অবধি ৯ মাসের মধ্যে ১ কোটী ৭০॥০ লক্ষ পোষ্টকার্ড খরচ হইয়াছে। এই সকল কার্য্যে ৫ লক্ষ টাকা আয় ও ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে খরচ বাদে ১৫২০৪৫ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। পোষ্ট আপীসে অন্য যে সকল কাজ হয় তাহার আয় ছাড়া গবর্ণমেণ্টের কেবল গত বর্ষে পোষ্ট আপীস হইতেই ১৭২৩৯২ টাকা লাভ হইয়াছে।

কয়েদীরা আন্দামানে গিয়া যেরূপে কালক্ষেপ করে তাহা শুনিতেও বড় কষ্ট হয়। এক ব্যক্তি পোর্টব্লেয়ার ভ্রমণ করিয়া আসিয়া লিখিয়াছেন, কয়েদীরা প্রায় কলিকাতার প্রেসিডেন্সি জেল হইতেই গমন করিয়া থাকে। যেদিন লোকের গৃহ হইতে বাহির হওয়া দুষ্কর এমন এক দিন দেখিয়া ইহাদিগকে মোটা শৃঙ্খল দ্বারা বন্ধন করিয়া জাহাজে তোলা হয় এবং জীবন রক্ষার উপযোগী কিছু কিছু খাবার দিয়া তাহাদিগকে দ্বীপে লইয়া যাওয়া হয়। জাহাজ পৌঁছিলে প্রহরীরা আসিয়া কয়েদীদিগকে সেই গুরুভারাক্রান্ত শৃঙ্খল বন্ধনের সহিত এক একটী ছোট কাঠগড়ায় আবদ্ধ করিয়া রাখে। এই সকল কাঠগড়া এত ছোট যে উঠিতে গেলে মাথায় কড়ি লাগে এবং ইহার চতুঃপার্শ্বেই ভয়ানক বন পাহাড় ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। দুই চারি দিন পরে কয়েদীদিগকে বাহির করিয়া প্রাতে কাজ করিতে লইয়া যায় এবং সন্ধ্যার পরে আনিয়া কাঠগড়ায় রাখা হয়। ইহাদিগকে পাথর ভাঙ্গিতে ও পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি করিতে হয়, মধ্যে একবার কেবল আহারের অবসর পায় মাত্র। ইহাদিগের সকলকেই পৃথক্ পৃথক্ স্থানে কর্ম্ম করিতে হয়। কয়েদীর কয়েদীরও প্রায় দেখা হওয়া ভার। ৬ মাস এইরূপে কাজ করিলে পর গুরুভার বিশিষ্ট শৃঙ্খল মোচন করিয়া লঘু শৃঙ্খল এবং কিছু লঘু কর্ম্ম করিতে

দেওয়া হয়। তৎপরে আর ছয় মাস পরে সে শৃঙ্খল মোচন করিয়া আর লঘু শৃঙ্খল দেওয়া হয়। এইরূপে ২ বৎসরের পর তাহাকে এক কালে শৃঙ্খলমুক্ত করা হয়। তৎপরে তাহাদিগকে ৩। ৪। ৫ হইতে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত খাটিতে হয়। অবশেষে তাহারা বনে গিয়া কাঠুরিয়ার কাজ করিয়া থাকে। অনেকদিন এই অবস্থায় কালক্ষেপ করিতে হয় বলিয়া অধিকাংশ কয়েদীই পায় নালীঘা প্রভৃতি হইয়া কষ্ট পায় এবং অনেকে মরিয়াও যায়। যাহারা বাঁচে তাহারাও আর শ্রমসাধ্য কাজ করিতে পারে না। তৎপরে ক্রমে কমিশনরের মত প্রভৃতি লইয়া রস দ্বীপে গিয়া দ্বীপান্তরিত স্ত্রীলোক কয়েদীকে বিবাহ করিয়া থাকে। তাহার পর তাহারা এক একখানি সামান্য কুটিরে বাস করিয়া অতি কষ্টে জীবনাতিপাত করিতে থাকে।

ফ্রান্সে [illegible] এই মৌদ্রিক [illegible] সভা লইয়া [illegible] গিয়াছে। এই সভায় ইংলণ্ড আহূত হইয়াও যাইতেছেন না। [illegible] বণিকেরা তাঁহার [illegible] প্রতিবাদ করিতেছেন। [illegible] সকল জাতির বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ইহাতে স্বার্থ সম্বন্ধ অধিক, অতএব ইংলণ্ড এ সভায় যাইতে না চাহিলে দরিদ্র ভারতবর্ষের উন্নতির বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। [illegible] যেরূপ মূল্য স্থির আছে, স্বর্ণের সহিত রৌপ্যের সেরূপ নাই। পশ্চিম দেশে [illegible] যেমন এক প্রকার দেখা আছে তাহার মূল্যের স্থিরতা নাই কখন ১৬ পয়সা কখন ২০ পয়সা [illegible] ইংলণ্ডীয় মুদ্রার সহিত ভারতবর্ষীয় টাকার [illegible] হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে ইংলণ্ডীয় স্বর্ণ মুদ্রা ১০ বা ১২ টাকায় পাওয়া যাইত এখন তাহার মূল্য [illegible] টাকা হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে [illegible] টাকা [illegible] যায়। [illegible] তাহারা [illegible] করিয়া [illegible] ভারতবর্ষীয় [illegible] করিয়া দেন, [illegible] ভারতবাসীদিগের [illegible] সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। [illegible] সেই মূল্যের নিরূপণ না হইতেছে [illegible] ভারতবর্ষের রাজকোষের অবস্থা স্বচ্ছল হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব ইংলণ্ড এ সভায় না যাইলে ভারতবাসীদিগের দারিদ্র্য-কষ্ট নিবারণের সম্ভাবনা অল্প। আমরা স্থানাভাবে এ বিষয়ের বিশেষ বৃত্তান্ত পাঠকগণের গোচর করিতে পারিলাম না, বারান্তরে ইহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

আফগানস্থানের সংবাদ।

মীয়ানমীর হইতে ২৩ নম্বর দেশীয় পদাতি, রাইফল ব্রাইগেড ও ২৬ নম্বর দেশীয় পদাতি সৈন্য দলকে ঝিলম হইতে কোহাটে যাইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, ইহারা তথা হইতে উজিরীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবে। আরও সৈন্য সংগ্রহের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমীরের প্রতিনিধিরা মহম্মদ সাদেককে খেলাতি গিলজাইয়ের শাসনকর্তৃত্ব পদ প্রদান করিয়াছেন।

চার আয়মাক নামক জাতি আয়ুবের বিপক্ষ লোকদিগের সহিত যোগ দিয়াছে। কালাহুম খাঁ পুস্ক নামক স্থান পুনগ্রহণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে সর্দার মহম্মদ [illegible] খাঁর বিস্তর সৈন্য হত হইয়াছে।

১৫ ই এপ্রেল হইতে ইংরাজ সেনাগণ কান্দাহার পরিত্যাগ করিতেছে ২২ এ শেষ হইবে। কিমিন উপত্যকা রক্ষার জন্য চেমান, কেলা আবদুল্লা, গলিস্তান খাঁ, [illegible] মিরাদ কেলা নামক স্থানে আপাততঃ ঐ সকল সেনা অবস্থিতি করিবে।

ইংরাজ সেনারা কান্দাহার পরিত্যাগ করিলে রেসিডেণ্ট সাহেব উহার শাসনভার আমীরের প্রতিনিধি গবর্ণর সামস উদ্দিনের হস্তে সমর্পণ করিবেন।

সর্দার [illegible] খাঁর উপর আমীর কান্দাহারের সেনাদিগের সৈনাপত্য ভার দিবেন স্থির করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি আয়ুব খাঁর চক্রান্তে লিপ্ত আছেন বলিয়া, সন্দেহ হওয়াতে আমীর তাঁহাকে বন্দী করিবার আদেশ দিয়াছেন।

[illegible]দিগের সহিত [illegible]দিগের বাদবিবাদ বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। [illegible] নিকট যাইবার পথের মধ্য দিয়া [illegible] জন্য পথ চাহিয়াছিল। উহারা তাহা দিতে অস্বীকার করায় [illegible] তাহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করে, কিন্তু পরাস্ত হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছে। উভয় পক্ষের কতকগুলি লোক হত ও আহত হইয়াছে।

৬ ই এপ্রেল কান্দাহারে অপরিমিত বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

ইংরাজেরা কান্দাহারে যে সকল কাহার রাখিয়াছেন, তাহারা ৬ মাসের অধিক হইল বেতন পায় নাই। কমিসরিয়েট কার্য্যের নিয়মানুসারে সৈন্যদিগের ন্যায় মাসে মাসে তাহাদিগের বেতন দিতে চাহেন না সুতরাং সে একজামিনরও তাহা মঞ্জুর করেন না। এই নিমিত্ত এখন তাহাদের এমন দুরবস্থা হইয়াছে, যে তাহাদের অশন বন্ধ হইয়াছে, যদি কেহ দয়া করিয়া তাহাদিগকে কিছু দেয় তবেই তাহারা খাইতে পায়, অন্যথা অনশনে থাকিতে হয়।

আফগানস্থানের লোকেরা ইংরাজদিগের কান্দাহার পরিত্যাগকে আয়ুবের ভয়প্রসূত স্থির করিয়াছে, আয়ুব খাঁ বলিয়া যে জনরব উঠিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। [illegible] নূর মহম্মদ [illegible] আব্দুল রহমানের বিদ্রোহী হইয়াছিলেন বলিয়া [illegible] অপরাধ মার্জ্জনার জন্য তাঁহার নিকট [illegible] প্রার্থনা করিতেছেন। ইংরাজেরা চলিয়া আসিলেই আয়ুব কান্দাহার অধিকার করিবার জন্য সৈন্য ও অস্ত্র লইয়া হাসিম খাঁর সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইবেন। এইরূপ জনরব হইতেছে, আমীরের সৈন্যগণ কান্দাহার অধিকার করিবার জন্য যখন তথায় পৌঁছিবে সেই সময়ে তাহারা একেবারে আয়ুবের সহিত আসিয়া যোগ দান করিবে বলিয়া পরামর্শ করিয়াছে। আয়ুবের হস্তে এখনও অনেক গুলি কামান আছে, আব্দুল রহমানের সৈন্যের অস্ত্র শস্ত্র এত অল্প যে তিনি কাবুলস্থ সৈন্যদিগের মধ্য হইতে কান্দাহারে কতক লইয়া আসিলে কাবুল নিরাপদ হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট কেবল তাঁহার একমাত্র ভরসা। ওয়ালি [illegible] কামান প্রভৃতি যাহা সমস্তই হাসিম খাঁর হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।

আমীরের সৈন্যগণ [illegible] নামক স্থানে উপনীত হইয়াছে। এখান হইতে খেলাত তিন দিনের পথ মাত্র।

আমীরের প্রধান কর্ম্মচারী কান্দাহারের চতুষ্পার্শ্বের শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এখনও নগরের ভার গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিতেছেন কাবুলের ভূতপূর্ব্ব আমীর সিয়ার আলী ১০ বৎসর পূর্ব্বে তত্রত্য প্রজাদিগের উপর যে সকল কর ধার্য্য করিয়াছেন বর্ত্তমান আমীরের তাহা উঠাইয়া দিবার ইচ্ছা আছে।

হিরাট হইতে কোন সংবাদ আইসে নাই। অপর্য্যাপ্ত বৃষ্টি নিবন্ধন সংবাদ আদান প্রদান বন্ধ হইয়াছে। তথায় এখন প্রায় নিত্যই ঝড় ও বৃষ্টি হইতেছে।

আমীর আব্দুল রহমানের ইচ্ছা এই কান্দাহারে কতকগুলি ইংরাজ সৈন্য থাকে, তিনি যখন কাবুলে থাকিবেন ঐ সকল সৈন্য সেই সময়ে রাজ্য রক্ষা করে।

কান্দাহারে আর আর যত জাতি আছে তন্মধ্যে দুরানী জাতীয় লোকের সংখ্যাই অধিক। ঐ জাতীয় অধিকাংশ লোকই আয়ুবের পক্ষ, উহারা গত জুলাই মাস অবধি ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে বলিয়া তাঁহাকে আশা দিয়াছে।

বিবিধসংবাদ।

লণ্ডনের টাইমস প্রভৃতি সংবাদপত্র বলেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে পাঁচ কোটী টাকা আফগান যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দান করিয়াছেন তাহা কেবল বদান্যতার কার্য্য। আফগান যুদ্ধে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা ভারতবর্ষেরই দেওয়া উচিত। তবে কেবল ভারতের কল্যাণের জন্য ব্রিটিশসিংহ এই যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব এই যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে ইংলণ্ড কোনরূপে বাধ্য নন। যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা কেবল দয়া করিয়া। ধন্য ইংলণ্ডের বদান্যতা।

কলিকাতা পুলিস কোর্টে ইতর ফিরিঙ্গীদিগের স্ত্রী পুরুষে বিবাদ ও মারপিটের মকদ্দমার সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে কোন বিশেষ দণ্ডবিধান দ্বারা ইহার প্রতিবিধান করা একান্ত আবশ্যক। ইহা দ্বারা যে কেবল ফিরিঙ্গী সমাজের কলঙ্ক এমন নহে পুলিস মাজিষ্ট্রেটেরও সময় অনর্থক নষ্ট হইয়া থাকে। এমন দিনই নাই যে দিন এইরূপ দুই অথবা ততোধিক অভিযোগ পুলিস কোর্টে উপস্থিত না হয়।

বিচারকালে জাতিগত বৈষম্য অনুসারে দণ্ডের ও তারতম্য হইয়া থাকে। সম্প্রতি দুইজন গোরার বিচার লইয়া যাহা ঘটিয়াছে তদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, দণ্ডবিধি আইনে যেরূপ লেখা থাকুক না কেন, জজ ইচ্ছা করিলে তাহার অন্যথা করিতে পারেন। দুইজন গোরা শীকার করিতে যায়। তাহারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া কোন কৃষকের ছাগযূথ লক্ষ্য করিয়া গুলি করে। গুলির আঘাতে একটী ছাগ হত ও কয়েকটী আহত হওয়াতে কৃষক আপত্তি করে। গোরা আর রাগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কৃষককে গুলি করে কৃষকের ও সেই আঘাতে মৃত্যু হয়। বিচারে গোরার দোষ সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ হয় এবং জুরিরা একবাক্যে তাহাকে হত্যা পরাধে অপরাধী বলেন। এইরূপ দোষে দোষী হইলে দণ্ডবিধি আইন অনুসারে ফাঁসী হইয়া থাকে। ফাঁসী যে ভাল দণ্ড এমন আমাদের ধারণা নহে। কিন্তু যদি দেশীয় কোন ব্যক্তি এইরূপ দোষে দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে তাহার অবশ্যই প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়া থাকে। কিন্তু কি কারণে বলিতে পারি না কমিশনার বিচারক জজ দয়া করিয়া প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে তাহার যাবজ্জীবন কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। এখন কি আমরা বলিতে পারি না যে জাতিগত বৈষম্য বশতঃ এরূপ বিসদৃশ বিচার হইয়াছে?

প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ সচিব প্রিন্স বিস্‌মার্কের দ্বিতীয় পুত্র নাকি রাজপরিবারের কোন মহিলার প্রণয়ে আসক্ত হইয়া তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছেন। রমণীর স্বামী বিবাহ ভঙ্গের জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। পলায়িতা মহিলার বয়স তাঁহার প্রণয়ী অপেক্ষা অনেক অধিক এবং তাঁহার একটী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কন্যা গৃহে আছেন। জর্ম্মাণ রাজসভার সকল রমণী অপেক্ষা ইনি অধিক রূপবতী ছিলেন এবং এই জন্যই মন্ত্রিকুমার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

আমাদের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "গত ১ লা বৈশাখ মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৬॥০ ঘটিকার সময়ে শান্তিপুর চিত্রকরী সভার তৃতীয় বার্ষিক সভাধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐ সভায় স্থানীয় প্রায় যাবতীয় সম্ভ্রান্ত কৃতবিদ্য ভদ্রলোক ও রাণাঘাটের মাননীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ বসু, স্কুল সব ইনস্পেক্টর বাবু হরিনাথ সেন এবং হরিপুরের শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় সমুপস্থিত হইয়াছিলেন।"

কোন বিলাতী সংবাদপত্রে দেখা গেল নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক জেমস গর্ডন বেনেট সাহেব আমাদিগের রাজকুমারী বিয়াট্রিসের পাণিগ্রহণার্থী হইয়াছেন। সম্পাদকের এ দুরাকাঙ্ক্ষা কেন?

এম, ট্রুভ নামক পারস্য দেশের এক ব্যক্তি বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া দ্বারা অস্ত্র চিকিৎসার কাজ চালাইবার উপযোগী এক প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন।

ভারত মিহির বলেন, "আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম বিগত অষ্টমী স্নানের দিবস পুলিস সব ইনস্পেক্টর বাবু প্যারীলাল গুহ মানিকচণ্ড গুহ নামক স্কুলের একটী ছাত্রের প্রতি নিতান্ত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। মাণিক অষ্টমীর স্নান করিয়া খেয়া নৌকায় পার হইয়া আসিতেছিল, সেই নৌকায় প্যারী বাবু পাত্রাসহিত পার হইতেছিলেন। মাণিক প্যারী বাবুর পাল্কীর দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। প্যারীবাবু তাহাকে সরিয়া দাঁড়াইতে বলিলেন কিন্তু সেই খেয়া নৌকা লোকে এরূপ পরিপূর্ণ ছিল যে, মাণিক চেষ্টা করিয়াও সরিয়া দাঁড়াইতে পারিল না। ইহাতেই প্যারী বাবু একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মাণিকের হাত ধরিয়া কএক ঝাঁকি দিলেন মাণিক বহুক্ষণ চেষ্টা করিয়া শেষে হাত ছাড়াইয়া লইল। প্যারী বাবু ক্রোধে দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিয়া তাঁহার পাল্কীর বেহারাদিগকে মাণিককে প্রহার করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা ইহাতে প্রথমে অস্বীকার করিল কিন্তু শেষে প্যারীবাবুর তাড়নায় ভীত হইয়া একজন বেহারা তাহার হাতের লাঠি দ্বারা মাণিককে প্রহার করিল, আর একজন তাহাকে ঠেলিয়া জলে ফেলিয়া দিল। মাণিক সাঁতার জানিত সে নৌকায় উঠিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু প্যারী বাবু তাহাকে উঠিতে দিলেন না। অবশেষে বহু কষ্টে দ্বিতীয় নৌকা পাইয়া মাণিক তীরে উত্তীর্ণ হইল।

শুনিলাম মাণিক রাখালদাস মুখোপাধ্যায়ের নিকট অভিযোগ করিয়াছে। আমরা ভরসা করি আমাদের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এই মকদ্দমার বিচার করেন।"

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার শিক্ষা বিভাগের গতবর্ষের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। পরম্পর এই ভিন্ন ভিন্ন স্থানের স্কুল সমূহে গতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ১২১১১৭ ছাত্র অধ্যয়ন করিয়াছিল। ইহাদিগের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের ২০০৩৭ টাকা ব্যয় হইয়াছে। পূর্ব্ব বর্ষের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে গত বৎসর ছাত্রের সংখ্যা ১০৪৬৩ জন কমিয়া গিয়াছে এবং তজ্জন্য ব্যয়ও ১১৩৪০৬ টাকা হ্রাস হইয়াছে।

রুশ সম্রাটের মৃত্যু নিবন্ধন যে গোলযোগ হয় তাহা এক প্রকার শেষ হইয়াছে। কিন্তু রুশ সম্বাদপত্র সম্পাদকেরা অদ্যাপি নিরস্ত হন নাই। রুশের নিহিলিষ্টদিগের মধ্যে ইউরোপের অনেক জাতির যোগ আছে, সম্পাদকেরা বলিতেছেন এ সকল বিষয়ে সাহায্য করিলে পরস্পর সকল রাজারই অসুবিধা, তাহা হইলে বাস্তবিক ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে রাজার রাজ্য রক্ষা করা কঠিন হইবে। আজ কাল ইউরোপের সকল জাতিই প্রায় এক নায়ক তন্ত্র প্রার্থী হইয়াছে। সে দিন এই উদ্দেশে বিলাতের ম্যানসন হাউস ধ্বংস করিবারও উদ্যোগ হইয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়াতে তাহা ঘটে নাই। রুশের নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পারিস, জেনাভা ও লণ্ডনের সোসিয়ালিষ্ট দলের বিশেষ সংস্রব আছে। তাহাদিগের উদ্যোগেই নিহিলিষ্টেরা উত্তরোত্তর প্রশ্রয় পাইতেছে। রুশ সম্পাদকেরা নিহিলিষ্টদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু এখন উহাদের যেরূপ দলপুষ্টি হইয়াছে তাহাতে উহাদিগের উচ্ছেদ সাধন করা বড় কঠিন ব্যাপার। আর উচ্ছেদ করিতে গেলেও রাষ্ট্রবিপ্লবেরই সমধিক সম্ভাবনা। আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ স্থলে এক-নায়কতন্ত্র প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিলেই ভাল হয়।

কাটিহুর নামক সংবাদপত্র বলেন, যোধপুর রাজ্যে একটী ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। এক জন বণিক মথুরি নামক পল্লীর নিকট দিয়া সশস্ত্র গমন করিতেছিল। তত্রত্য অধিবাসীগণ তাহাকে দেখিয়া শত্রু বলিয়া মনে করে এবং তাহাদিগের ঠাকুরের নিকট সংবাদ দেয়। ঠাকুর এই সংবাদে বণিকের নিকট আসিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। এবং তাহাকে একজন গুপ্ত চর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া তাহার প্রাণবধের আজ্ঞা দেন। কচমানের ঠাকুর এই কথা শুনিয়া প্রায় দুই শত পদাতি এবং পঞ্চাশটী অশ্ব সংগ্রহ করিয়া মথুরির ঠাকুরকে গিয়া আক্রমণ করেন। মথুরির ঠাকুরও নিশ্চিন্ত ছিলেন না সুতরাং দুই পক্ষে একটী সামান্য যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে প্রায় ২৫ জন হত ও ২০ আহত হইয়াছে।

আমেরিকার ফেনিয়ানেরা ম ডেষ্টান সাহেবকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছে।

লণ্ডনের ষ্টাণ্ডার্ড পত্রের নেটালস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, বোয়ারদিগের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অতি অল্প দিনের জন্য সন্ধি হইয়াছে। গবর্নমেণ্ট উহাদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন।

দক্ষিণ মেওয়ারের ভীলেরা লোক সংখ্যা গ্রহণ কার্য্যে ভীত হইয়া গত সপ্তাহে রাজকর্ম্মচারিদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। উহারা উদয়পুর ও খারোয়ারের পথে অনেকগুলি সিপাহি প্রভৃতিকে বধ করাতে এক দল সেনা গিয়া তাহাদিগের প্রায় এক শত লোককে বধ করিয়াছে। কর্ণেল ব্রেয়ার, কর্ণেল ওয়াল্টের সহিত তথায় গমন করিয়াছেন। ভীলদিগের সংস্কার এই, লোক সংখ্যা গ্রহণ উপলক্ষে রাজা তাহাদিগের বংশ ধ্বংস করিবার নিমিত্ত স্ত্রীলোক বালক ধরিয়া লইয়া যাইবেন।

আয়লণ্ডের লোকদিগের সাহায্যার্থ কোচিনের কতকগুলি লোক টাকা সংগ্রহ করিতেছে।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের সিনিয়র জজ স্পাঙ্কি সাহেব পদত্যাগ করিয়াছেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টে দুই জন জজের পদ খালি হইয়াছে। কলিকাতা হাইকোর্টে যেমন একজন দেশীয় জজ আছেন সেইরূপ এই অবসরে এলাহাবাদ হাইকোর্টে এক জন দেশীয় জজ নিযুক্ত করিলে কি ভাল হয় না?

৬ নম্বর ড্রাগুন সৈনাদলের অন্যতর সৈনিক বর্ণার্ড নামক যে ব্যক্তি লর্ড উইলিয়ম বেরেসফোর্ডের ভাই বলিয়া পরিচয় দিয়া নানা প্রকার প্রতারণা করিয়া বেড়াইতেছিল মার্সডেন সাহেবের বিচারে তাহার কারাবাস দণ্ড হইয়াছে। শুনা যাইতেছে লর্ড উইলিয়ম বেরেসফোর্ড সাক্ষ্য দিবার জন্য কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন।

আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম চালিসহর হইতে কতকগুলি ব্যক্তি "চালিসহর পত্রিকা" নামে একখানি সংবাদ পত্র বাহির করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার মধ্যে যে সকল ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও জুনিয়ার সিবিলিয়ান কর্ম্ম করিতেছেন আগামী ৯ ই মে বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরে তাঁহাদিগের যাণ্মাসিক পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

লাহোরের মুন্সেফ ভাই বলবান সিংহের স্ত্রী স্নানের সময় আপনার অলঙ্কার খুলিয়া স্নান করিতেছিলেন এমন সময়ে একটী দস্যু গুপ্তভাবে আসিয়া তাঁহার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া যাবতীয় অলঙ্কার লইয়া পলায়ন করিয়াছে। অপহৃত অলঙ্কারের মূল্য প্রায় চারি সহস্র টাকা হইবে। পুলিস এ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করিতেছেন।

৬ ই এপ্রেল বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভাবে গৌহাটী জজ কোর্টে আগুন লাগিয়াছিল। ইহাতে চাদের কিয়দংশ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে তদ্ভিন্ন অন্য কোন অনিষ্ট হয় নাই।

লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সদলে দারজিলিং গমন করিয়াছেন। বোধ হয় আগষ্ট মাসে, তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগত হইবেন।

জোরের মহারাজ একজন যথার্থ শিক্ষিত লোক। এই কারণে তিনি বাঙ্গালায় ভৌগোলিক ও শিল্প সভার অন্যতর সভ্য পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

টকিওর রাজবৈদ্যের সাত বৎসর বয়স্ক একটী কন্যা বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারাতে জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

আমাদের সিরাজগঞ্জের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন সিরাজগঞ্জের নবাগত মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য এখানে আসিয়া যে কয়েকটী মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহাতে আমরা যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। দ্বারিক বাবু যে এক জন কৃতবিদ্য সুবিচারক মুন্সেফ তাহা আমরা প্রত্যক্ষ জানি। প্রায় ৯। ১০ বৎসর হইল উক্ত বাবু এই সিরাজগঞ্জে ৩ মাস কাল অবস্থিতি করিয়া যান।

মানুষের ঘরে দ্বারে আগুন লাগিলে মানুষ স্থির থাকিয়া তামাসা দেখিতে পারে না। সকলেই বুক দিয়া পড়িয়া তাহার নির্ব্বাণ চেষ্টা পাইয়া থাকে, তবে যে সময়ে নিকটে জল প্রভৃতি না থাকে এবং অগ্নি নির্ব্বাণ করা অসাধ্য হইয়া পড়ে সেই সময়েই লোকে আত্মরক্ষার নিমিত্ত অগ্রসর হইতে সাহসী হয় না। এমন সময়ে গবর্ণমেণ্টের দমকল প্রভৃতির দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার নিয়ম আছে। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম আমাদিগের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর আইন করিয়া মাজিষ্ট্রেট ও পুলিস কর্ম্মচারীদিগের উপর এই ক্ষমতা দিতেছেন তাঁহারা অগ্নি নির্ব্বাণের জন্য লোকদিগকে লইয়া যাইতে পারিবেন। যিনি না যাইবেন আইন অনুসারে তাঁহাকে দায়ী হইতে হইবে। আমরা এই আইনের কিরূপ কার্য্য হইবে তাহা এখনও জানিতে পারি নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, পুলিস কর্ম্মচারীদিগের হস্তে এই ক্ষমতা থাকিলে অত্যাচারের সীমা থাকিবে না। ইহাদিগের নিকট ভদ্রলোকের মান মর্য্যাদা থাকিবার সম্ভাবনা নয়. আমাদিগের বোধ হয় এই আইনের মহিমায় পুড়ে বেশি হইলে বড় বড় রাজা রাজড়া ও ওমরা পর্য্যন্ত অব্যাহতি পাইবেন না। সাধারণত এরূপ আইন না করিয়া স্থানীয় পুলিসের সাহায্যদানের বিশেষ ব্যবস্থা করাই গবর্ণমেণ্টের উচিত।

গোয়া গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করিয়াছেন অতঃপর নিতান্ত নিঃস্ব ব্যক্তিগণ প্রতি মাসে বিনা মূল্যে অর্দ্ধ সের করিয়া লবণ প্রাপ্ত হইবে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ও যদি প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করেন তাহা হইলে অনেক দরিদ্র ব্যক্তির বিশেষ উপকার হয়।

অনেক ইংরাজ ইংলণ্ড ছাড়িয়া বিদেশে যাইলে প্রায় স্বদেশের কথা বিস্মৃত হন, এইজন্য প্রায় ২। ৩ জন ইংলণ্ডীয় যুবতী পতির অন্বেষণ করিতে করিতে মাল্টা দ্বীপে উপনীত হইয়াছেন, তথায় তাহাদিগের মধ্যে একজন তাহার স্বামীর সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইংলণ্ড হইতে রেজিষ্টরি হইয়া যে পত্র ভারতবর্ষে আসিবে তাহার জন্য ইংলণ্ডে ৫(৴১০) পেন্স মূল্যের টিকিট হইয়াছে।

সিংহল দ্বীপে মুক্তা উত্তোলন কার্য্যের দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এ বৎসর ২৪ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের ২০৪০০০ টাকা লাভ হইয়াছে।

ভারতবর্ষের পোষ্ট আপিস সমূহের ডাইরেক্টর জেনেরল মণ্টিথ সাহেব আগষ্ট মাসের শেষে কর্ম্মত্যাগ করিবেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চল অযোধ্যা ও পঞ্জাবে যে লোক সংখ্যা গৃহীত হয় তাহাতে স্থির হইয়াছে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৩২৭০০০১০ অযোধ্যায় ১১৪০০০০০ ও পঞ্জাবে ২২৬৪০৭৬৭ লোক আছে।

মান্দ্রাজের জে, টি, মার্গোসিস সাহেব যে দুই জন দেশীয়কে গুলি করিয়া হত ও আহত করেন, তিনি মাজিষ্ট্রেট ও জুরর কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া মানের সহিত পার্শ্বে চেয়ারে বসিয়া হত্যাকাণ্ডের আমূল বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিয়া অবশেষে কারাগারে গমন করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।
বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র বীরভূমে বদলী হইলেন।

প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কস্তুরি লাল পুর্ণিয়ার কার্য্য ভার গ্রহণ করিলেন।

দমদমার ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট লেপ্টেনাণ্ট হেষ্টিং দানাপুর ক্যাণ্টনের মাজিষ্ট্রেট ও ছোট আদালতের জজ হওয়াতে বারাকপুরের ছাউনির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন রিভেট কার্ণাক স্বকার্য্যও দমদমার কার্য্য করিবেন।

মুর্শিদাবাদের ডেপুটী কালেক্টার বাবু দীননাথ চক্রবর্ত্তী ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

নদীয়ার প্রতিনিধি ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ ডবলু মাক কার্ণাল ২৪ পরগণার ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ হওয়াতে ঢাকার প্রতিনিধি ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ ব্রাডবরি সাহেব নদীয়ায় বদলী হইলেন।

রামপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শরৎচন্দ্র দাস এবং বাণগঞ্জের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ব্যাসপার্সি ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে ২৪ পরগণার অন্তর্গত নদীয়া ও যশোহরে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু যদুনাথ চৌধুরী ১৮৭০ অব্দের আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

পাবনার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এচ, বেবার আগামি জুলাই মাসে কলিকাতায় উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গালা পরীক্ষা দিবার জন্য ৭ দিন। জে, ওকেনেলি ৭ মাস আকস্মিক বিদায়। পুর্ণিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী নাজিবল করীম ২ মাস বিদায়াদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

২৪ পরগণার অন্তর্গত আলীপুরের মুন্সেফ বাবু দিগম্বর কাঞ্জিলাল বাখরগঞ্জে বদলী হইলেন কিন্তু এখন পিরোজপুরেই অবস্থান করিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

কৃষ্ণনগর।

৮ ই এপ্রেল ১৮৮১।

গত ২রা এপ্রেল রাত্রিতে চাকদহ থানার অধীন রাউতাড়ি নিবাসী প্রেমচাদ সেখ নামক এক যুবক স্বীয় চোদ্দ পনর বৎসর বয়স্কা আতরণ নাম্নী পত্নীর চরিত্রের প্রতি সন্দিহান হইয়া তাহাকে সুতীক্ষ্ণ ক্ষুর দ্বারা বধ করাতে চাকদহের সব ইন্সপেক্টর বাবু শশিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আসামীকে রাণাঘাটের ফৌজদারী আদালতে প্রেরণ করেন। আসামী স্বীয় দোষ স্বীকার করে। সে বলে "আমি আমার স্ত্রীকে নিজ বাটীতে লইয়া যাইতে চাই, তাহাতে আমার শ্বশুরবাটীর লোকে বিরক্ত হয়, আমি আমার স্ত্রীর পায়ে পর্য্যন্ত ধরিয়াছিলাম, এবং বলিয়াছিলাম যে চল আমার বাটী চল। আমি আরও শুনিয়াছিলাম যে আমার স্ত্রীর চরিত্র বড় মন্দ হইয়াছে।" যাহা হউক, এখানকার সুবিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মৃত দেহ পরীক্ষা করিয়া, মৃতার গলদেশে, তলপেটে, হস্তে, এবং স্তনে গুরুতর আঘাত দেখিয়াছিলেন। রাণাঘাটের ডেপুটী বাবু তাহাকে অপরাধী বিবেচনা করিয়া বিচারার্থ সেসন সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

ন পাড়ার কুটীর মকদ্দমা শেষ হইয়া গিয়াছে। ডিসেন সাহেব ঐ মকদ্দমায় হারিয়া গিয়াছেন; বাবু কালিদাস মল্লিক জয় লাভ করিয়াছেন। আমরা ইতিপুর্ব্বে সোমপ্রকাশে এই মকদ্দমার কথা সাধারণের গোচর করিয়াছিলাম। সাহেবেরা এফিডেভিট করিয়া এ মকদ্দমা রাণাঘাটের ডেপুটী বাবুর নিকট হইতে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, আবার তাঁহারাই দরখাস্ত করিয়া এই মকদ্দমা পুনরায় রাণাঘাটের নিরপেক্ষ সমদর্শী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারার্থ লইয়া আইসেন। সাহেবেরা যে মুখে মন্দ বলিয়াছিলেন, সেই মুখেই আবার ভাল বলিলেন।

জামালপুর।

ব্রাহ্ম মিসনারি শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ গুপ্ত রেভারেণ্ড ভাই মহাশয় মধ্যে একদিন মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজে "নববিধান" সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কেশব বাবু এবং তাঁহার সম্প্রদায়স্থ প্রচারকগণের দৈনন্দিন রুচির পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমাদিগকে অবাক হইতে হইতেছে।

রেলওয়ে ভলণ্টিয়ার দলের শিক্ষা কার্য্য পরিদর্শন জন্য সেনাপতি ম্যাকফার্সন সাহেব এলাহাবাদ হইতে এখানে আসিয়াছিলেন। গত সপ্তাহে পরিদর্শন কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। নির্দ্ধারিত দিবস প্রাতে ৬ টার সময় বংশী বাজাইয়া সৈনাগণকে সাজ পোষাক করিতে বলা হয় এবং সাড়ে সাত টার সময় সকলকে ডাকিয়া একত্রিত করা হয়। দশটার সময় বন্দুক ছুঁড়িবার পরীক্ষা করা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে ঐ দিনে এলাহাবাদ প্রভৃতি অনেক স্থান হইতে ভলণ্টিয়ার সৈন্যেরা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সমস্ত সৈন্যকে এ,বি,সি এবং টাইগার শ্রেণী নামক চারিটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। লেফ্‌টেনাণ্ট সাম, ক্রাভেন ইভান ও ক্যারিংটন সাহেব এক এক শ্রেণীর অধিনায়কের কার্য্য করেন। ঐ দিন অপরাহ্নেও প্যারেড হইয়াছিল। তাহাতে অপরাহ্ন সাড়ে তিন ঘটিকার সময় বংশী দ্বারা সৈন্যগণকে সাজ পোষাক করিতে এবং চারিটার সময় ময়দানে যাইয়া একত্রিত হইতে বলা হয়। বৈকালেও প্রাতের মত চলন, ফেরন, উপবেশন এবং বন্দুক উত্তোলন প্রভৃতি দেখান হইয়াছিল। ভলণ্টিয়ার দল শাদা পোষাক পরিধান করিয়াছিলেন এবং লেপ্টেনণ্ট ক্লার্ক সাহেব সৈন্যগণের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি দেখিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শুনা যাইতেছে মধ্যে এক ব্যক্তি পুত্রের সহিত জামালপুর পাহাড়ের উপত্যকায় কাষ্ঠ আহরণ করিতে যায়, পুত্র বাঘ কর্ত্তৃক হত হইয়াছে।

এক্ষণে এখানে অপেক্ষাকৃত গ্রীষ্ম বোধ হওয়াতে বরফ প্রস্তুত করিবার কল চালনা আরম্ভ হইয়াছে। এ বৎসর বরফ গত বৎসরের অপেক্ষা অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছেন দেখিতেছি। কারণ, গত বৎসরে ইনি দুই তিন ইঞ্চি পরিমাণ পুরু ছিলেন, এ বৎসর চারি ইঞ্চি পুরু হইয়া দেখা দিয়াছেন। এ বৎসর এখানে আমও যথেষ্ট জন্মিয়াছে।

কিছু দিন হইল মুঙ্গেরের হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকেরা বিবিধ বেশভূষায় বিভূষিতা হইয়া দলবদ্ধ হইয়া নগরসংকীর্ত্তনের ধরণে রাস্তায় রাস্তায় গান করিয়া বেড়াইয়াছিল। ঐ দিন উপলক্ষে রাস্তার শোভা মন্দ হয় নাই।

মধ্যে এখানকার তিনজন বাবুর সহিত একটী যুবার কন্যাস্তর সূত্রে বিবাদ হওয়াতে বাবুত্রয় তাহাকে বাঁধিয়া প্রহার করেন। মুঙ্গেরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মকদ্দমার বিচার হয়। সম্প্রতি বিচারে ২০ টাকা করিয়া অর্থ দণ্ড হইয়াছে। এই মকদ্দমা উপলক্ষে উভয় পক্ষের যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে যুবককে নিঃসহায় ও আশ্রয়বিহীন দেখিয়া অনেকে চাঁদার দ্বারা অর্থ দিয়াছিলেন এবং তাঁহারা বিশেষ উদ্যোগী হইয়া মকদ্দমাটী চালাইয়া মজা দেখিবার জন্যও প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন। বাবু তিনটীর অসৎ কার্য্যে অনেকেই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন সন্দেহ নাই এবং আমরাও ইহার জন্য যার পর নাই দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছি; কিন্তু এখানে অনেক ভদ্র লোক আছেন, আমাদের বিবেচনায় সকলে সমবেত হইয়া আদালতের আশ্রয় ব্যতিরেকে যাহাতে মিটমাট হয় তৎপক্ষে যত্ন করিলেই ভাল হইত। এ বিষয়ের জন্য আদালতে যাওয়া এবং অনর্থক কতকগুলি অর্থ জলাঞ্জলি দেওয়া বড়ই দুঃখের বিষয়। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই দেশের হিতকর কোন কার্য্যে লোকের এক কপর্দ্দকও সহজে বাহির হয় না;

অথচ মারামারি ও দলাদলিতে যথেষ্ট টাকার শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে দেশীয় আপদ বালাই জামালপুরে আসিয়া যুটিতেছে, ইহাও নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়। ষ্টেটস্ম্যান সম্পাদক ভারত-বন্ধু নাইট সাহেবের সাহায্যার্থ সভা হইবার প্রস্তাব হইয়া থাকে, অথচ কার্য্যে পরিণত হইতে দেখা যায় না। নেটিভ ইনিষ্টিটিউটের প্রতি কাহারও দৃষ্টিপাত নাই অথচ এই মারপিটের মকদ্দমায় ভাগলপুর প্রভৃতি স্থান হইতে উকীল আনিবার খরচ অনায়াসেই সংগ্রহ হইল। দোষী ব্যক্তির দণ্ড দুই প্রকারে দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম, বাক্য ও তিরস্কার দ্বারা; দ্বিতীয়, রাজদরবারে আবেদন দ্বারা। এখানে প্রথম প্রকারের দণ্ড দিবার কোন সত্ত্ব পাওয়া হইয়াছিল কি না, আমরা বিশেষ অবগত নহি। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের দণ্ড আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। যাহা হউক, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন জন্য মধ্যে মধ্যে এরূপ মকদ্দমা মামলা হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, এ বিবাদের যিনি প্রধান উদ্যোগী বা হোতা, তিনি দীর্ঘজীবী হউন এবং তাহার সহকারিরা সন্ধী ও নাকভেয়ের কৃপায় চিরসুখ ভোগ করিতে থাকুন।

পাবনা।

পাবনায় ওলাউঠার ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। প্রতিদিন পাঁচ ছয়টীরও অধিক যমসদনে গমন করিতেছে। চারিদিকে হাহাকার রব উঠিয়াছে। ক্রন্দনের ধ্বনিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। শৃগাল কুক্কুর ও শকুনের চীৎকারে বোধ হয় যেন যমন সংহারমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পাবনাবাসিদিগকে অকালে নাশ করিতে বসিয়াছে। বিদেশী কেহ এ স্থানে আসিলেই মনে করিবেন পাবনা এখন শ্মশানভূমি। জেলা স্কুল বন্ধ হইয়াছে, অধিকাংশ ছাত্রই বাড়ী গিয়াছে। শুনিলাম গবর্ণমেণ্ট হইতে ঔষধ [illegible] জন্য ৫০০ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। [illegible] তাহা যাহাতে ভালরূপে কার্য্যে পরিণত হয় [illegible] সাহেব বাহাদুরের নিকট আমাদিগের [illegible] প্রার্থনা। দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার বাবু দিবা রাত্রি খাটিয়াও কিছুই করিতে পারিতেছেন না। গবর্ণমেণ্ট কৃপাদৃষ্টি করিয়া সরকারি ডাক্তার প্রেরণ করিলে গরিব পাবনাবাসীর প্রাণ রক্ষা হয়। [illegible] একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছে, সে দুই চারি [illegible] আনা ভিক্ষা গ্রহণ করে না। সে বলে যে, তাহার অভীষ্ট পাত্র (ঘটী) পূরিয়া টাকা ভিক্ষা দিতে হইবে। সে এইরূপ জনরব তুলিয়া দিয়াছে যে, তাহাকে ঐরূপ ভিক্ষা না দিলে এবার পাবনার নিস্তার নাই। [illegible] সাহেব এ সন্ন্যাসীর বিষয় বিশেষ অনুসন্ধান করেন, ইহা আমাদের ইচ্ছা। আমাদের বোধ হয় ওলাউঠার প্রধান কারণ ইচ্ছামতী নদীর জলশূন্যতা এবং অপরিষ্কার পুষ্করিণী। এখানে অপরিষ্কার পুষ্করিণী এত অধিক যে তাহা সংখ্যা করা যায় না। থানার পূর্ব্বদিকে ১২ হাত দূরে দুর্গন্ধযুক্ত এক পুকুর আছে। তাহার নিকট দিয়া যাইতে হইলে প্রায়ই বসনদ্বারা নাসিকা আচ্ছাদিত করিতে হয়। হয় ম্যালেরিয়া নয় ওলাউঠা পাবনাবাসিদিগকে প্রতি বৎসরই জ্বালাতন করে। আমরা কতবার চীৎকার করিয়াছি, তাহাতে কোন ফল হয় না। কর্তৃপক্ষ আমাদিগের ক্রন্দনে কর্ণপাতও করেন না। ঐ দুইটী অভাব শীঘ্র দূরীভূত না হইলে পাবনাবাসীর আর কোনকালে রোগ হইতে মুক্ত হইবার আশা নাই।

পাবনায় ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে নূতনবাজারে কর্ম্মকারের দোকানে আগুন লাগিয়া উক্ত বাজারের পূর্ব্বদিকস্থ কয়েক খানি গ্রাম দগ্ধ হইয়াছে। প্রায় ৫০০। শত গৃহ ও ৭।৮ টী পাকা বাড়ী জ্বলিয়া গিয়াছে। পাবনায় প্রতি বৎসরই এইরূপ ভয়ানক কাণ্ড হইয়া থাকে, এ দেখিয়াও লোকের চৈতন্য হয় না। সাবধান হইলে অগ্নিভয় নিবারণ হয়। গত বৎসর সহরে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, কেহ জীর্ণ গৃহ সংস্কার করিতে পারিবে না, তৎপরিবর্ত্তে টীনের বা খোলার ঘর করিতে হইবে। উহা কার্য্যে কত পরিণত হইয়াছিল তাহা আমরা বলিতে চাহি না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট সাবনয় অনুরোধ এই, এবার তিনি উক্ত বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করেন। পাবনায় এবার এইরূপ দুর্দ্দৈবের কোন কারণ বুঝিতে পারা যায় না। তবে পাবনার জেল খানা ও জল অভাবই যে প্রধান কারণ তাহা আর কোন সন্দেহ নাই। পাবনাবাসী ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হউন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে পাবনায় এত ভয়ানক দুর্ব্বৎসর সত্বেও রাধানগরের জমীদার মজুমদার মহাশয়েরা বারোইয়ারী পূজার আয়োজন করিয়াছেন। যে অর্থ অনর্থক নৃত্যগীতে ব্যয় হইবে তাহা যদি পীড়িত লোকদিগের সাহায্যে দেওয়া হয় তাহা হইলে কত লোকের জীবন রক্ষা হইয়া দেশের মঙ্গল হয়। মজুমদার মহাশয়েরা কৃতবিদ্য হইয়া অর্থের শ্রাদ্ধ করিবার নিমিত্ত কেন এরূপ অনুষ্ঠান করিতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের বিবেচনায় তাঁহাদিগের এখন উহা হইতে বিরত হওয়াই শ্রেয়।

পাবনায় ভয়ানক গ্রীষ্ম হইয়াছে। রাস্তার ধুলা এত গরম হইয়াছে যে তাহার উপর দিয়া যাতায়াত অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। গরম বাতাস সেই সমুদায় উত্তপ্ত ধুলা উড়াইয়া পাবনাবাসিদিগকে বিষম কষ্ট দিতেছে। সড়কগুলি জল দিয়া ভিজাইয়া দিলে মহৎ উপকার হয়। সাহেবদিগের বিহার প্রদেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। গরিবের মা, বাপ নাই! আকাশে মেঘ নাই—ভূমে এক বিন্দু বারিও পতিত হয় না। কৃষকগণ হাহাকার করিতেছে ও মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে। শস্যাদির অবস্থা তত ভাল নহে। এবার পাবনাবাসিদিগের উপর সত্য সত্যই দেবতার কোপদৃষ্টি পড়িয়াছে।

মফস্বলে বিশেষতঃ পাবনায় সুশিক্ষিত ধাত্রী নাই। এজন্য ভদ্র মহিলাগণকে নানারূপ কষ্ট সহ্য করিতে হয়। মেডিকাল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যাঁহারা রাজধানীতে থাকিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহাদিগের যদি কেহ মফস্বলে আগমন করেন তাহা হইলে তাঁহাদেরও যথেষ্ট লাভ এবং মফস্বলবাসিদিগেরও কষ্ট দূরীভূত হয়। ভরসা করি আমাদের পরামর্শে তাঁহারা যোগ দান করিয়া বাধিত করিবেন।

পাবনার অধীন নিরাজগঞ্জস্থ একজন মুসলমান এবার বিলাতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যে এই প্রথম দৃষ্টান্ত। আমরা ভরসা করি অন্যান্য মুসলমান চেষ্টা ও পরিশ্রমপূর্ব্বক নানারূপ উন্নতি লাভ করিয়া তাঁহাদের স্বজাতির ও পাবনার মুখোজ্জ্বল করিবেন।

মহাত্মা নাইট সাহেবের সাহায্যার্থ সকল স্থানের ছাত্রগণই একত্রপূর্ব্বক সভা করিয়া যথা সাধ্য অর্থ চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন। পাবনার ছাত্রগণের এই মহৎ কার্য্যে উদ্যোগ বিহীনতা দেখিয়া আমরা স্বাভাবিকই সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। ইঁহাদের পূর্ব্বের ন্যায় একতা ও সৎকার্য্যের নিমিত্ত উদ্যোগ নাই। ইঁহাদের মধ্যে অনেক গুলি দোষ প্রবেশ করিয়াছে। নাটক প্রভৃতি অসার আমোদে ইঁহারা অমূল্য সময় নষ্ট করিতে যত্নবান হইয়াছেন। আপনারা নিজের নিজের দোষ দেখিয়া যদি সংশোধনের চেষ্টা করেন তবেই মঙ্গল। নতুবা, হেডমাষ্টার বাবু এবিষয় বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন তাহাই বাঞ্ছনীয়।

আবার আগুন লাগিয়া পাবনার পারস্থ রাধানগর গ্রাম ভস্মী হইয়াছে।

মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

*আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ⁄০ আনা; ⁄০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

যিনি এক দিবসে হৃদয় পটে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া ছই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কম্মকার
শ্রীরামপুর।

হোমিওপ্যাথিক

ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা-প্রদর্শিকা।

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। এই পুস্তকে ঔষধ সকলের বিবরণ, ও আময়িক প্রয়োগাদি এবং সর্ব্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার্থী ও চিকিৎসাথিগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ। মূল্য ৩৲ টাকা, ডাকমাশুল ৵১০ আনা। কলিকাতা—চোরবাগান, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ৮০ নং "চিকিৎসাতত্ত্ব প্রেস" ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট "মেডিকেল লাইব্রেরিতে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহুসংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে এককালে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চমকান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশতঃ হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে এককালে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ কৃশ ও রুগ্ন প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও স্থূল করিয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাহাঁরা কখন গরমী, বাত, বাঘী, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (মারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ৫ টাকা, ছোট ৩ টাকা।

বরডেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।
গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও উইলসন
হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং
ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত পদাদিকম্প, রূপবিহীনতা, মানসিক বিকার, বুদ্ধির চাঞ্চল্য প্রভৃতি বহু প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
মোঃ কাথি—জেলা মেদিনীপুর।

আর, লায়েল কোম্পানি।

ঘড়িওয়ালা স্বর্ণকার ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য আমদানিকারী ১৩৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

*আমরা মহাশয়দিগের সুবিধার জন্য কলিকাতার এবং মফস্বলের সকল প্রকার ব্যবসায়দারদিগকে, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভদ্রলোকদিগকে এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড়লোকদিগকে অতি অল্প লাভে সকল রকম দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। যাঁহার যাহা প্রয়োজন, লিখিয়া পাঠাইলেই মূল্য জ্ঞাত করা যায়, এবং মূল্য প্রাপ্ত হইলে শীঘ্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুবিধা হয় কিনা, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। তবে এই বলিতে পারি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছি; কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কেহ কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।
আর, লায়েল কোম্পানি
১৩৫ নং রাধাবাজার
কলিকাতা।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারেরা এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের [illegible] মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছি, এবং সেই [illegible] নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণের [illegible] এই [illegible] ঔষধের [illegible] সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত [illegible] আনার টিকিট পাঠাইলে [illegible] পাঠান [illegible]।

এক শিশির মূল্য [illegible] টাকা। প্যাকিং ।৵০ আনা।

[illegible] মহৌষধ। চন্দনাসব।

[illegible] মহৌষধ নিয়ম [illegible] সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন [illegible] এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাব [illegible] প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও [illegible] নির্গমন এবং প্রস্রাব [illegible] খড়ির ন্যায় [illegible] হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ, ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য [illegible] টাকা। প্যাকিং ।৵০ দুই আনা।

[illegible] ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জরায়ুর ও বাধক বেদনা, ঋতুদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিত স্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই [illegible] ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৫ টাকা। প্যাকিং ।৵০ আনা।

জ্বরারি কষায়।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, অস্থিগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয়, এই ঔষধ দ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়। প্রতি বোতলের মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ।৵০ আনা।

ইহা ডাকে পাঠাইবার সুবিধা না থাকায় এইরূপ গুণযুক্ত বটিকা করিয়া পাঠান যায়।

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্ন-প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন নিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ১ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ।৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার দুর্গাদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং নরেন্দ্রনাথ দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।
কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪৯ নং বাটী।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত এফ, ই, পরজিটর—মাণ্ডবা ১০
শ্রীযুক্ত মহারাজ কেশবকান্ত সিংহ—গৌহাটী ১০
শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র রায়—সিউড়ি ১০
শ্রীযুক্ত বাবু শিতলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় আজিমগঞ্জ [illegible]
" " প্যারিমোহন ঘোষ—[illegible] ৭
" " গোপালচন্দ্র রায়—পরিবাজার ৭
" " শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়—কাশীমপুর ৭
" " উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—চাঁদবাজার ৭
" " কৃষ্ণলাল চৌধুরী—ইংরেজাবাদ ৭
" " রমেশচন্দ্র সান্যাল—সীতামারি [illegible]
" " হরিনারাণ মুখোপাধ্যায়—দাইহাট [illegible]
" " বেণীমাধব মহাপাত্র—তেঘরি [illegible]
" " চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য—[illegible]
" " প্রসন্নকুমার বসু—রাণাঘাট
" " নবকিশোর ঘোষ—কমলগঞ্জ

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বেয়ারিং চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। [illegible] আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণারপুর ডাক হইতে চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি [illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৪ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " ২৪ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাস্তুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ১৪ ই বৈশাখ। ইং ১৮৮১। ২৫ এ এপ্রেল। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাস্তুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

প্রেরিতপত্র

বঙ্গভাষার শিরশ্ছেদ।

মহাশয়! অধুনা বঙ্গ-ভাষার যথার্থ উন্নতির সময়। দেশীয় কৃতবিদ্য মহোদয়গণের আন্তরিক প্রযত্নে ও শুশ্রূষানুসন্ধানে ইহার কলেবর এক্ষণে বিলক্ষণ পুষ্টি লাভ করিয়াছে। এ সময় রাজপুরুষগণ প্রবর্ত্তিত কঠোর নিয়ম নিবন্ধন যদ্যপি সেই উন্নতির

প্রতিরোধ হয়, তদপেক্ষা আমাদের আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? ইংরাজ রাজপুরুষগণ আমাদিগের পরমহিতৈষী; আমাদিগের বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতি ও যে কিছু শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, সে সমস্তই তাঁহাদিগের প্রযত্নে ঘটিয়াছে। একণে তাঁহারাই আবার আমাদিগের উন্নতির প্রতিরোধপক্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা সামান্য দুঃখের ও দুর্ভাগ্যের বিষয় নহে।

এতদ্দেশের উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা বিদ্যানুশীলন বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেন না। কেবল মধ্যবর্ত্তী লোকের পক্ষেই উহা একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকেরা জীবিকা নির্ব্বাহ চিন্তায় নিয়ত কুণ্ঠিত; তাহারা জীবিকা লাভের উপযোগিতা অগ্রে পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক পশ্চাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করে; সুতরাং যে বিদ্যা জীবিকা লাভের অনুপযোগী, তৎপ্রতি তাহাদের প্রবৃত্তি কি অনুরাগ জন্মিবে, ইহা নিতান্ত অসম্ভাবনীয়। বর্ত্তমান রাজ-নিয়মানুসারে বঙ্গভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের কোন প্রকার বিচারালয়ের ব্যবসায়ে প্রবেশ করিবার পথ যেরূপ অবরুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, সরকারী কার্য্যবিভাগে প্রবেশপথও তদ্রূপ। এ অবস্থায় কে আর অতঃপর বঙ্গভাষানুশীলনে যত্ন বা আগ্রহ প্রকাশ করিবে? এবং স্বদেশহিতৈষী মহাত্মাদিগের আজীবন সঞ্চিত আলোচনের সামগ্রী চর্ব্বিতভাবে দৈনন্দিন হীনাবস্থায় উপনীত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। পূর্ব্বে প্রথম শ্রেণীর ওকালতী পরীক্ষা পর্য্যন্ত বঙ্গ-ভাষায় গৃহীত হইত। পরে ব্যবস্থাপকগণ তাহা রহিত করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর ওকালতী ও মুখ্‌তিয়ারী পরীক্ষায় তাহাদিগকে প্রবেশাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে আবার তাহাও উঠাইয়া দিয়া একমাত্র মুখ্‌তিয়ারী পরীক্ষায় তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইতেছে। কিন্তু আগামী কালে এই নিয়ম প্রবল থাকার পক্ষেও সন্দেহ।

এই নিয়ম পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে কর্ত্তৃপক্ষগণ বঙ্গভাষার মূল্যের যে ক্রমান্বয়ে হ্রাস করিয়া আসিতেছেন, তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। এক্ষণে মুখ্‌তিয়ারী পরীক্ষাটী এই ভাষায় নিবদ্ধ হইলে ইহা একেবারে মূল্যবিহীন হইয়া পড়িবে। অতএব উক্ত কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তন দ্বারা ব্যবস্থাপকগণ যে আমাদিগের গুরুতর অনিষ্ট সাধন করিতেছেন, তাহা বলা বাহুল্য। এস্থলে পাঠকগণ লুপ্তপ্রায় পারস্য-ভাষার পূর্ব্বাপর অবস্থা স্মরণ করিয়া দেখিলে পরিষ্কৃতরূপে বুঝিতে পারিবেন যে, প্রয়োজন ব্যতিরেকে মহামূল্য সামগ্রীও অকর্ম্মণ্য ও হীনগৌরব হইয়া পড়ে।

মাতৃভাষা আমাদিগের মনুষ্যত্বের মহোপকরণ ও যথার্থ গৌরবের ধন। ইহার বিচিত্র-কাব্য মাধুর্য্য ব্যতিরেকে আমাদিগের স্বদেশানুরাগ বর্দ্ধনের সামগ্রী আর নাই; প্রাচীন আর্য্যগণের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ এই ভাষায় বর্ণিত হওয়ায় তৎপাঠে আমাদিগের দৈহিক ও মানসিক জড়তা সকল অপনীত হইয়া পবিত্র স্ফূর্ত্তি লাভ হইয়া থাকে; অন্তঃকরণ অসীম আনন্দ ও উৎসাহ-রসে পরিপ্লুত হইয়া উঠে। মাতৃ-ভাষা আমাদিগের দেহের শোণিত ও মস্তকের মজ্জা স্বরূপ। লোকের শোণিত, ও মজ্জা বিশুষ্ক হইলে দিন দিন যে ক্ষীণ হইয়া পড়ে, এ কথা পুনরুক্ত। ঔষধের সহিত বৈদ্যের ন্যায় মাতৃ-ভাষার সহিত আমাদিগের উন্নতি ও অধোগতির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। একের অভাবে অন্যের নিষ্ফলতা অনিবার্য্য। অতএব গবর্ণমেণ্ট যদি যথার্থই দেশীয় ভাষার গৌরব খর্ব্ব করিতে কৃতসংকল্প হইয়া থাকেন, তাহা হইলে নিরীহ বাঙ্গালির উপর যে নিতান্ত নির্দ্দয় ব্যবহার করা হইবে, তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই।

বাঙ্গালা যে অতি সরল ও বিশুদ্ধ ভাষা, এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এই ভাষা শিক্ষা করা ইউরোপীয়দিগের পক্ষেও অপেক্ষাকৃত সহজ। নিম্ন-শ্রেণীর বিচারালয় সমূহের আনুষ্ঠানিক লিখন পঠন ও মকদ্দমার সমাধান প্রভৃতি উক্ত ভাষায় অতি সুশৃঙ্খলরূপেই সম্পন্ন হইতেছে। তদ্দ্বারা কোন প্রকার অসুবিধার কারণ নাই। অতএব দ্বিতীয় শ্রেণীর ওকালতী ও মুখ্‌তিয়ারী উভয় ব্যবসায়ে বঙ্গ ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে প্রবেশাধিকার প্রদান করা মাত্রই গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। বরং বঙ্গভাষার ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর স্কলারসিপ পরীক্ষার যেরূপ নিয়ম আছে, তদ্রূপ একটী উচ্চ শিক্ষার নিয়ম করিলে বঙ্গভাষার উন্নতি ও তৎসঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবাসিগণের সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে।

যশোহর } শ্রীযাদবচন্দ্র শর্ম্ম
সন ১৮৮১— ১১ ই এপ্রেল। } সরকারনা।

একটী সন্দেহ।

মহাশয়! নিম্নলিখিত আর্য্যধর্ম্ম-বিবেক নামক এক খানি নূতন পুস্তকের সহিত প্রাচীন গীতাদি শাস্ত্রের বিরোধ হইল কি না, এ বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ হইতেছে। অতএব পাঠক মহোদয়গণ বিচারপূর্ব্বক সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন, এই আশয়ে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল।

আর্য্যধর্ম্ম-বিবেক।
দ্বিতীয় প্রকরণ।

কূটসংস্থিতচৈতন্যং নিরুপাধিকমক্ষরং।
তদেব ব্রহ্ম চৈতন্যং তৎ স্যাৎ সৃষ্টিচিকীর্ষকং॥
১০ম শ্লোক॥

সোপাধি পরমং ব্রহ্ম জাতং তদেকপাদশঃ।
বিদ্যাবিদ্যাভিধোজ্ঞেয় উপাধির্দ্বিবিধোবুধৈঃ॥
১১ শ „॥

তয়া বিম্বায়তে ব্রহ্ম কূটস্থং বীজবীজকং।
পরমাত্মা বিম্বিতং তৎ জায়তে সৎ সিসৃক্ষকং॥
২৪ শ „॥

অর্থ।

"যিনি ক্ষর ও উদয় রহিত, উপাধি-বিহীন ও কূটস্থ চৈতন্য, তিনিই ব্রহ্ম চৈতন্য অর্থাৎ পরব্রহ্ম, সৃষ্টি করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয়॥ ১০॥ সেই সংপূর্ণতম পরব্রহ্মের চতুর্থাংশ উপাধিযুক্ত হইয়া পরম ব্রহ্ম, অর্থাৎ পরমাত্মা হইয়াছেন; ইত্যাদি ১১॥ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক বীজের বীজ সেই কূটস্থ পরব্রহ্ম পূর্ব্বোক্ত মায়া দ্বারা প্রতিবিম্বিত হইয়া পরমাত্মা হন। ২৪॥"

ভগবদ্গীতা।
পঞ্চদশ অধ্যায়।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষরএব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষরউচ্যতে॥
১৬ শ শ্লোক॥

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যোলোক-ত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭ শ"

অর্থ।

ক্ষর ও অক্ষর স্বরূপ দুই পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ আছেন; তন্মধ্যে সমস্ত ভূত-পদার্থকে ক্ষর আর কূটস্থ চৈতন্যকে অক্ষর বলা যায়। ১৬। যিনি উত্তম পুরুষ, তিনি ক্ষর ও অক্ষর হইতে ভিন্ন হয়েন, তাঁহার নাম পরমাত্মা; ইহা শ্রুতিতে কথিত আছে। ১৭।

এস্থলে আর্য্যধর্ম্ম বিবেকের সহিত গীতার বিরোধ হইল কি না?

অপিচ।
পঞ্চদশী ৬ ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যথা চিত্রপটে দৃষ্টমবস্থানাং চতুষ্টয়ং।
পরমাত্মনি বিজ্ঞেয়ন্তথাবস্থাচতুষ্টয়ং॥ ১ম শ্লোক
যথা ধৌতোঘট্টিতশ্চ লাঞ্ছিতোরঞ্জিতঃ পটঃ।
চিদন্তর্যামি সূত্রাণি বিরাট চাত্মা তথের্য্যতে॥ ২য়"
কূটস্থোব্রহ্মজীবেশাবিত্যেবং চিচ্চতুর্ব্বিধা।
ঘটাকাশমহাকাশৌ জলাকাশাভ্রখে যথা॥ ১৮ শ „
।

জগতের স্থিতিক্রম কহিতেছেন। যেমন চিত্র-পটেতে চারিটী অবস্থা দৃষ্ট হয়। ১॥

যেমন ধৌত ঘট্টিত লাঞ্ছিত এবং রঞ্জিত তদ্রূপ পরমাত্মাতেও চিৎ, অন্তর্যামী, সূত্রাত্মা এবং বিরাট এই চারিটী অবস্থা বিবেচিত হয়। ২॥"

তন্মধ্যে ঐ চিৎ অবস্থা চারি প্রকার। যথা, কূটস্থ চৈতন্য ব্রহ্মচৈতন্য জীবচৈতন্য এবং ঈশ্বর চৈতন্য।

দার্ষ্টান্তিক	দৃষ্টান্ত
কূটস্থ চৈতন্য	ঘটাকাশ
ব্রহ্ম চৈতন্য	মহাকাশ
জীব চৈতন্য	জলাকাশ
ঈশ্বর চৈতন্য	মেঘাকাশ

উপরি উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা কূটস্থ চৈতন্য হইতে ব্রহ্ম চৈতন্যের শ্রেষ্ঠতা প্রতীত হয় কি না? পরমাত্মার কত অংশের অংশ কূটস্থ চৈতন্য, তাহা বচনাতীত; কেবল পরমাত্মাতে আরোপিত অবস্থা চতুষ্টয়ের চতুর্থাংশ চিতের চতুর্থাংশ কূটস্থ চৈতন্য, এই মাত্র বক্তব্য। এমন যদি হইল, তবে আর্য্যধর্ম্ম-বিবেক-পুস্তকে কূটস্থ চৈতন্যের চতুর্থাংশ পরমাত্মা এইরূপ লিখিত হইল কেন? ইহাই আমার জিজ্ঞাস্য।

জিজ্ঞাসু।
শ্রীবনমালি ভট্টাচার্য্য।
শান্তিপুর।

বোপদেবের প্রমাদ।

মহাশয়! মুগ্ধবোধরচয়িতা বোপদেব বহু-দর্শন-বিরহিত হইয়া স্বপ্রণীত গ্রন্থমধ্যে যে এক প্রাতিপদিক বিনাশ করিয়াছেন, তাহা নিরাকৃত হইতেছে। যথা,

পাদদন্তযূষনিশাপৃতনামাসাসনসানুনাসিকোদকহৃদয়াসৃক্যকৃৎশকৃৎশীর্ষদোষঃ পদ্ দদ্ যূষন্ নিশ্পৃন্মাসাসন্সানুনস্নুদন্হৃদন্যকন্শকন্ শীর্ষন্ দোষণঃ শসাদিপৌ।

এষামেতে ক্রমাৎ স্বার্বা শসাদৌ পৌচ পরে।

'আসন' শব্দের পরিবর্ত্তে 'আসা' শব্দের বিনিবেশ করা বিধেয়। গ্রন্থকর্ত্তার ঐরূপ প্রমাদের কারণ এই যে মহামহোপাধ্যায় পাণিনি এস্থলে আদেশ মাত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু উহাদের আশ্রয়ভূত প্রাতিপদিকের উল্লেখ করেন নাই।

যথাঃ—

পদ্ দন্নোমাসহৃন্নিশসন্যূষন্দোষন্যকঞ্চকন্নুদন্নাসঞ্চস্ প্রভৃতিষু।

সিদ্ধান্তকৌমুদীকর্ত্তা উক্ত পাণিনিসূত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সৰ্ব্বসাধারণের গোচরার্থ তাহা প্রচারিত হইতেছে।

পাদ দন্তনাসিকামাসহৃদয়নিশাঅসৃক্‌যূষ দোষ্ যকৃৎশকৃৎ উদক আস্য এষাং পদাদয়আদেশাঃ স্যুঃ শসাদৌ বা।

যত্তু আসনশব্দস্য আসন্নাদেশইতি কাশিকায়ামুক্তং তৎ প্রামাদিকম্।

এ স্থলে কাতন্ত্রপ্রণেতা স্পষ্টাক্ষরে 'আস্য' শব্দ স্থানে 'আসন' আদেশ কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা—আস্যাদেরাসন্নাদিঃ শসাদৌ।

প্রক্রিয়ারত্নপ্রণেতাও "আস্য" শব্দ স্থানে "আসন" আদেশ বিধান করিয়াছেন। যথাঃ—

বা সন্নাদিরাস্যাদেঃ।

সংক্ষিপ্তসারকর্ত্তারা "আস্য" শব্দ স্থানে "আসন" আদেশ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু লিপিকর প্রমাদবশতঃ উহার কথঞ্চিৎ অঙ্গ-বৈকল্য হইয়াছে। যথাঃ—

বা দদাদিদন্ত্যাদেঃ। আস আসন্ যখন "আস্য" ও "আস" এই উভয়ের বিলক্ষণ অবয়ব সৌসাদৃশ্য পর্য্যবেক্ষিত হইতেছে, তখন তাঁহারা যে "আস্য" শব্দ স্থানে "আসন্" আদেশ বিধান করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় থাকিতে পারে না।

বোপদেবের ঈদৃশ মীমাংসা জয়াদিত্যের ব্যাখ্যার প্রতিবিম্বস্বরূপ। অতএব ঐ মীমাংসা অশ্রদ্ধেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

আর "আস্য" শব্দ স্থানে যে "আসন্" আদেশ হয়, তদ্বিষয়ে বেদশাস্ত্রও অনুকূল সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

যথাঃ—

আস্নোবৃকস্য বর্ত্তিকামভীকে ইতি মন্ত্রে মুখাদি তার্থ ওচিত্যাৎ বকসাচিৎ বর্ত্তিকামস্তনাসাদিতি মন্ত্রান্তরসংবাদাচ্চ। তথাহি বাজসনেয়মাধ্যন্দিন মন্ত্রে মুখে ইত্যর্থ বিধনাৎ। এবমাসন্যাৎ পাপমুচুরিত্যাদি বোধ্যম্।

যখন এই সমস্ত শাস্ত্রে "আস্য" শব্দ স্থানে "আসন্" আদেশের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তখন ঐ "আসন্" আদেশ যে 'আস্য' শব্দমূলক তদ্বিষয়ে কাহারও বিপ্রতিপত্তি থাকিতে পারে না

কলিকাতা
সংস্কৃত কালেজ
৭ ই এপ্রেল-৮১

শ্রীবনওয়ারিলাল সর্ব্বজ্ঞী
অধ্যাপক।

সোমপ্রকাশ

১৪ ই বৈশাখ সোমবার।

কাহার দোষে আফ্রিকায় যুদ্ধ উপদ্রব ঘটিতেছে?

আমরা বরাবর দেখিয়া আইলাম ও আজও দেখিতেছি আফ্রিকার জুলু বোয়ার্স ও বাসুটো প্রভৃতি জাতিদিগের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ক্রমান্বয়ে যে বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া আসিয়াছে ও চলিতেছে তাহার সম্পূর্ণ শান্তি হইতেছে না, তাহার কারণ কি? জুলু প্রভৃতির অসভ্যতাই কি উহার কারণ? না ইংরাজদিগের ইহাতে কোন দোষ আছে? যেটী উহার প্রকৃত কারণ বলিয়া আমাদিগের মনে প্রতীয়মান হইতেছে, আজ আমরা তাহা পাঠকগণের গোচর করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। এই কারণটীর উদ্ভাবন তত কঠিন নহে। কতকগুলি ইংরাজের চরিত্র কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া পাঠ ও দর্শন করিলেই ঐ কারণটী সহজে আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। কতকগুলি ইংরাজের অনুপম মহানুভাবতা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও দুর্ব্বলের প্রতি দয়া আছে। কিন্তু সকল ইংরাজের সে মহত্ত্ব ও সে সকল গুণ নাই। ইংরাজ-জাতি-সাধারণ্যে যে একটী গর্ব্বিত ভাব আছে, তাহা প্রায় সকল ইংরাজেই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে যাঁহারা অভ্যাস করিয়া বিনয়নম্রতা উদারতা, ধৈর্য্য ও নিরুপম ক্ষমা-গুণের শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু অধিকাংশ ইংরাজে এত দেবদুর্লভ গুণ দৃষ্ট হয় না। ইংরাজদিগের গর্ব্বিত হইবার অনেকগুলি কারণ আছে। তাঁহারা আপনাদিগের বল, বুদ্ধি, বিক্রম, উৎসাহ ও অধ্যবসায় অন্য অন্য জাতীয়দিগের অপেক্ষা অধিকতর দেখিতে পান। যাহাদিগের এই স্বাভাবিক গর্ব্ব আছে, তাহাদিগের নিজের অপেক্ষা ঐ সকল বিষয়ে হীনবল ব্যক্তিদিগের সংসর্গ ঘটিলে বিষম অনর্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। লৌহনির্ম্মিত পাত্রের সহিত মৃৎপাত্রের পরস্পর সংঘর্ষ হইলে মৃৎপাত্রই ভাঙ্গিয়া থাকে। অতএব প্রবল ইংরাজদিগের সহিত হীনবলদিগের সংসর্গ ঘটিলে যে ঐরূপ ঘটনা ঘটিবে তাহা বিচিত্র নহে। ঐরূপ ঘটনা হইবার বিশেষ কারণ এই, ইংরাজদিগের মনে যেমন আপনাদিগকে বড় বলিয়া অভিমান আছে, যে সকল ব্যক্তির সহিত ইহাঁদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, তাহারা সভ্য হউক আর অসভ্য হউক তাহাদের মনেও সেইরূপ আপনাদিগকে বড় বলিয়া অভিমান আছে। উভয় অভিমানে যত পরস্পর আঘাত লাগিতে থাকে, ততই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উত্থিত

প্রকার উন্নতি সাধন করিলে, যদি আমি সেই ভূমি হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত করি, তিনি ক্ষতিপূরণ পাইবেন না। এবং ২১ দিন পূর্ব্বে সংবাদ দিলে ভূমি ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। অনেক কৃষকের পুরুষানুক্রমে ঐস্থানে বাস ছিল, তাহারা ভদ্রাসনের মায়ায় এই প্রস্তাবে অসম্মত হইল। স্কলি দুই জন পেয়াদা ও কয়েকজন পুলিষপ্রহরী লইয়া ক্রমে ক্রমে প্রজাকে উঠিয়া যাইবার সংবাদ দিতে গেলেন। গ্রামে প্রবেশ করিবামাত্র লোকে তাঁহাকে গালি দিতে লাগিল। যে বাটীতে গেলেন, সেই বাটী শূন্য দেখিলেন। এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা যেমন ডয়ার নামক এক কৃষকের বাটীর নিকটস্থ হইয়াছেন, অমনি কয়েকটী বন্দুকের আওয়াজ হইল। দুই ব্যক্তি হত হইল স্কলি নিজেও গুরুতর আহত হইলেন।" স্কলির এই অত্যাচার বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া পাঠক কি মনে করেন, বঙ্গদেশীয় জমীদারেরা ইহাঁদিগের অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী? বঙ্গদেশের জমীদারদিগের পূর্ব্বে যত অত্যাচার থাকুক, এখন তাঁহাদিগের বিষদন্ত ভগ্ন হইয়াছে। এখন তাঁহাদিগের অত্যাচার প্রায়ই লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। যাহাদিগের যে কিছু আছে, তাহা আয়র্লণ্ডের জমীদারদিগের অত্যাচারের শতাংশের একাংশও নহে।

আয়র্লণ্ডের জমীদারেরা কোন জমীতে প্রজার কোন প্রকার স্বত্ব স্বীকার ও স্বত্ব দানে অনিচ্ছুক। ইহাঁরা যত ইচ্ছা কর বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পান, প্রজারা তাহাতে সম্মত না হইলে তাহাদিগকে উঠাইয়া দেন। এই সকল অত্যাচার নিবন্ধন প্রজারা বিরক্ত হইয়া এখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

বঙ্গদেশের কৃষকেরা যে এত ভীক, তথাপি তাহারাও নীলকরদিগের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া নীলকুঠি দাহ ও কর্ম্মচারীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। অতএব আয়র্লণ্ডের কৃষকেরা যে বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কারণ, তাহারা অধিকতর সাহসী বলবান অধ্যবসায়সম্পন্ন ও একতাবদ্ধ। এই সকল কারণে তাহারা জমীদারের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করিতে ক্ষান্ত নহে। গবর্ণমেণ্ট এ দিকে আইন কানুন করিয়া জমীদারেরই অত্যাচারেরই পথ মুক্ত করিয়া দিতেছেন; কিন্তু প্রজার পক্ষে যে হিত চেষ্টা হইতেছে তাহা নাম মাত্র। ল্যাণ্ড-বিল নামক যে এক আইনের পাণ্ডুলেখ্য করা হইয়াছে, তাহা বিধিবদ্ধ হইবে কি না, প্রথমতঃ তদ্বিষয়ে সন্দেহ। বিধিবদ্ধ হইলেও তাহা কতদূর ফলোপধায়ী হইবে, তাহা এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

জমীদারেরা প্রজার সহিত দুর্ব্ব্যবহার করিয়া "পাগলার সাঁকো নাড়িয়া দেওয়ার ন্যায়" প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং সময়ে সময়ে আবার তাঁহাদিগকে প্রজাদিগের দৌরাত্ম্যও সহ্য করিতে হইতেছে। প্রজার সহিত যাবৎ জমীদারের একটী স্থায়ী বন্দোবস্ত না হইতেছে, তাবৎ এ অত্যাচারের হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইবারই সমধিক সম্ভাবনা। যাঁহারা ভূমির হার নির্দ্দেশকে বিষয়ের মূল্যের হ্রাস কল্পনা করেন, আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহাদিগের সে আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। আর তদুত্তরে আমরা বলি, যে সকল দ্রব্যের উপস্বত্ব ও লাভের বিশেষ ন্যূনাতিরেক না হয়, কিরূপে তাহার ক্রয় বিক্রয় হইতেছে? জমীদারেরা আপনারাই স্বীকার করেন, জমীদারী ক্রয় বিক্রয় ব্যবসায় স্বরূপ। যেমন লোকে গবর্ণমেণ্টের কাগজ ক্রয় করেন, তাঁহারাও সেই প্রকার জমীদারী ক্রয় করেন। যখন টাকা বিনিয়োজিত করাই উদ্দেশ্য, তখন কৃষকের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে যে সে উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত জন্মিবে তাহার কারণ কি? গবর্ণমেণ্টের কাগজের সুদ ত বৃদ্ধি হয় না, তথাপি ইহা লোকে ক্রয় করে কেন? জমীদারীর আয় স্থির হইলেও যে এই প্রকার লোকে ক্রয় করিবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? বরং এখন অনেকে মকদ্দমার ভয়ে জমীদারী ক্রয় করেন না। স্থিরতর আয় ও সুন্দর বন্দোবস্ত থাকিলে সে ভয় থাকিবে না।

যাহা হউক, আয়র্লণ্ডের জমীদার ও প্রজার উপস্থিত বিরোধ নিবন্ধন আমাদের একটী ভ্রম ভঞ্জন হইয়া গেল। কেবল আমাদিগের নয় অনেকেরই ভ্রম ভঞ্জন হইবে। আয়র্লণ্ডের জমীদারগণের অধিকাংশই ইংলণ্ডের লোক। অনেকে প্রশংসা করিয়া বলিয়া থাকেন, ইংলণ্ডের জমীদারেরা বঙ্গদেশীয় জমীদারদিগের অপেক্ষা অধিক বিদ্বান বুদ্ধিমান ও সদ্বিবেচক। তাঁহারা অধিকতর উন্নত সভ্য সমাজে থাকেন, তাঁহাদের এরূপ গুণ থাকা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়ও জন্মিয়া ছিল। কিন্তু আমরা দেখিতেছি সে প্রত্যয় ভ্রমাত্মক। ইংলণ্ডের জমীদারেরা এই গোলযোগের সময়ে যখন প্রজাদিগকে জোত বরখাস্ত করিয়া উঠাইয়া দিবার চেষ্টা পাইতেছেন, তখন আর তাঁহাদিগের সদ্বিবেচনা কি? তাঁহারা যদি এখন প্রজাদিগকে বাস্তুভূমি হইতে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা না করিয়া কেবল খাজনা আদায় করিবার সুব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সদ্বিবেচনা প্রকাশ পাইত, এত গোলযোগও হইত না। তাঁহাদিগের সদ্বিবেচনা নাই বলিয়াই গবর্ণমেণ্টকে বিব্রত হইতে হইয়াছে। তাঁহাদিগের ঐ অবিবেচনা নিবন্ধন গবর্ণমেণ্টকে বিদ্রোহ দমনের জন্য নিষ্ঠুর আইন করিতে হইয়াছে। এখনও যদি তাঁহারা সামঞ্জস্য করিয়া বিবাদের মীমাংসা করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদিগের সদ্বিবেচনা প্রকাশ পায়।

আরল বিকন্সফিল্ডের মৃত্যু।

১৯ এ এপ্রেল ইংলণ্ডের একটী উজ্জ্বল নক্ষত্রপাত হইয়া গিয়াছে। গ্লাডষ্টোন সাহেব ও আরল্ বিকন্সফিল্ড এই দুই ব্যক্তি তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে দীপ্তিমান নক্ষত্রের ন্যায় ইংলণ্ডকে আলোক দান করিতে ছিলেন, তাহার একটী নির্ব্বাণ হইল। ইউরোপখণ্ডে প্রিন্স বিসমার্ক, গর্চ্চাকফ প্রভৃতি যে কয়জন রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, আরল বিকন্সফিল্ড তাঁহাদের অন্যতর। তিনি যে একজন প্রতিভাশালী অধ্যবসায়-সম্পন্ন ক্ষমতাবান লোক ছিলেন, তাহা তাঁহার কার্য্য ও উন্নত পদ লাভ দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। যাহাকে প্রকৃত ইংরাজ বলে, তিনি তাহা নহেন, তিনি জাতিতে ইহুদী। তিনি ইহুদীর ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে। আমাদের দেশে একটী প্রবাদ আছে যে, লক্ষ্মী ও সরস্বতীতে চির দ্বন্দ্ব। যে খানে লক্ষ্মীর অনুগ্রহ থাকে, সেখানে সরস্বতী যান না; আবার যে খানে সরস্বতীর কৃপা হয়, সেখানে লক্ষ্মীর করুণা-দৃষ্টি থাকে না। কিন্তু আরল বিকন্সফিল্ডে লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়ে পরস্পর সপত্নীভাব পরিত্যাগ করিয়া সখীভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি রাজনীতিজ্ঞতা গুণে যেমন লক্ষ্মীর বরযাত্র হইয়াছিলেন, তেমনি আবার লেখা পড়ার সবিশেষ চর্চ্চা করিয়া সরস্বতীরও কৃপাপাত্র হইয়াছিলেন; তিনি একজন প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক।

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ তাঁহার যৌবন কাল অবধি প্রধান লক্ষ্য ছিল। অনেকের লক্ষ্য ও মনোরথ দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় হৃদয়ে উদিত হইয়া হৃদয়েই বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু আরল বিকন্সফিল্ডের মনোরথের গতি সেরূপ হয় নাই। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মহাবীর অর্জ্জুনের ন্যায় লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া মনোরথ সিদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার প্রমাণ এই, তিনি ইংরাজ জাতির অধিকাংশের মনের গতি বিলক্ষণ বুঝিয়া ছিলেন। বুঝিয়াই সেই দলে অভিনিবিষ্ট হন এবং সেই দলের মনোমত কার্য্য করি[illegible] অগ্রণী হইয়া উঠেন। [illegible]

স্বরাজ্যের বৃদ্ধি হইয়া আপনাদিগের প্রভুত্ব ও গৌরব বৃদ্ধি হয়, ইহা বড় ভাল বাসেন। সৎ উপায়ে বা অসৎ উপায়ে কোন উপায়ে রাজ্য বৃদ্ধি হইয়া প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইল তাঁহারা সে গণনা করেন না। লর্ড বিকন্সফিল্ড ও ঐরূপ [illegible] ছিলেন। তিনি [illegible] বৃদ্ধি করিয়া [illegible] বৃদ্ধি করিয়া দিলেন, [illegible] ছিল। সেই নিমিত্তই তিনি [illegible] অধিকাংশ ইংরাজের [illegible] ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ইংলণ্ডেশ্বরী [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন আরল [illegible] তাঁহার একজন উৎকৃষ্ট পরামর্শ দাতা [illegible] ছিলেন।

[illegible] বিকন্সফিল্ডের উচ্চ আকাঙ্ক্ষার ন্যায় [illegible] যে বিলক্ষণ ছিল, বহু কার্য্য দ্বারা [illegible] হইয়াছে। তিনি উদ্যোগী হইয়া [illegible] ভারতেশ্বরী এই উপাধি করিয়া দেন। এই উপলক্ষে ভারতে মহাসমারোহে দিল্লীর রাজ[illegible] ব্যাপার সংঘটিত হয়। তাঁহার [illegible] ইউরোপীয় [illegible] নীত হয়। [illegible] তিনি যে, [illegible] ছিলেন তাহার বিশেষ প্রমাণ এই, তিনি [illegible] করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিবাদ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই

প্রাচীন [illegible] সেনাপতি [illegible] ন্যায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল বটে; কিন্তু তাঁহার [illegible] প্রতি দৃষ্টি অল্প ছিল। তিনি যে কার্য্য [illegible] করিতেন, তাহা সম্পন্ন না করিয়া বিরত হই[illegible] অন্যায় [illegible] অনুষ্ঠান হইলেও তাহার [illegible] হইত না। [illegible] দ্বিতীয় [illegible] প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া [illegible] প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, [illegible] না [illegible] প্রয়োজন [illegible] তিনি [illegible] পরিত্যাগ [illegible] করিয়াছেন। আমরা [illegible] উদাহরণ দেখিয়া [illegible] দলের [illegible] পূর্ব্বে [illegible] নিয়োজিত [illegible] সাহেবের [illegible] প্রদান করেন [illegible] প্রকার [illegible] আমাদিগের [illegible]

এইরূপ দলাদলি ঘটিয়াছিল, তাহাতে রোমের মঙ্গল হয় নাই।

ইহাঁর আদিনাম বেঞ্জামিন ডিসরেলি। ইনি [illegible] বহু নিবাসী খ্যাতনামা গ্রন্থকর্ত্তা আইজাক ডিসরেলির পুত্র। ইনি ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১ এ ডিসেম্বর লণ্ডন নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সেই ইহাঁর গ্রন্থ লিখিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। ইনি ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে অনেক উত্তম উত্তম উপন্যাসাদি পাঠ করিয়াছিলেন। ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে ইনি তুরস্ক প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হন। ঐ সময়ে ওয়াইকম্ব নামক স্থানের জন্য ইনি পার্লামেন্টের সভ্য হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৮৩৭ অব্দে কমন্স হাউসে মেডষ্টোন নামক স্থানের সভ্য হন। তৎপরে ১৮৪১ অব্দে শ্রুসবরি নামক স্থানের প্রতিনিধি হইয়া ঐ সভার সভ্য হইয়াছিলেন। ১৮৪৭ অব্দে ইনি বাকিংহামের প্রতিনিধি হইয়া পার্লামেন্টের সভ্যপদ গ্রহণ করিয়া জীবদ্দশা তাহাতেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সার রবার্ট পীল যখন ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রধান মন্ত্রী, ইনি তখন তাঁহার অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। তাহার পর যখন তাঁহার মত পরিবর্ত্ত হইয়া বাণিজ্যের স্বাধীনতা দান বিষয়ে তাঁহার চেষ্টা জন্মে, সেই সময়ে তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। ঐ সময়ে কন্সরবেটিব দলের অধিনেতা লর্ড জর্জ বেণ্টিঙ্ক প্রাণত্যাগ করাতে ডিসরেলি তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হন। লর্ড ডার্বির মন্ত্রিকালে ইনি ধনাগারের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন তিনি পদত্যাগ করেন, সেই সময়ে তিনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু বৎসরের শেষেই তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৮৭৩ অব্দের ১২ ই মার্চ্চ আয়লণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য বিষয়ে যে মতভেদ হয়, তাহাতে গ্লাডষ্টোন সাহেব পরাস্ত হওয়া পদত্যাগ করেন। রাজ্ঞী ডিসরেলিকে ঐ পদে মনোনীত করেন, কিন্তু তিনি উহা গ্রহণে অসম্মত হন। তখন গ্লাডষ্টোন আবার নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় করিয়া নিজে প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে পার্লামেন্ট সভার অধিবেশন হইলে গ্লাডষ্টোন সাহেব অধিবেশনের [illegible] জাতি-সাধারণের নিকট সভ্য নির্ব্বাচন প্রার্থী হন। ১৮৭৪ অব্দের ২৭ এ ফেব্রুয়ারি সভ্য নির্ব্বাচন হয়, ইহতে লিবরালের সংখ্যা [illegible] ও কন্সরবেটিবের সংখ্যা ৩৫২ হয়, গ্লাডষ্টোন সাহেব এতদ্দর্শনে পদত্যাগ করেন। ডিসরেলি তৎপদে অধিষ্ঠিত হইয়া মার্চ্চ মাসে মন্ত্রিসভা করিয়াছিলেন। ১৮৭৬ অব্দের ১৬ ই আগষ্ট তিনি আরল অব বিকন্সফিল্ড উপাধি প্রাপ্ত হন। ঐ সময় হইতে ১৮৭৮ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্ত তিনি প্রধান ধনাধ্যক্ষ ও কাউন্সিল সভার সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন। বার্লিনে যে কনগ্রেস সভা হয়, তিনি ও মার্কুইস সালিসবরি তাহাতে গেটব্রিটেনের প্রতিনিধির কার্য্য করাতে লোকে তাঁহার এই নীতির নানা প্রকার দোষ ধরিয়াছিলেন। মার্কুইস সালিসবরির অনুরোধে তিনি উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭৮ অব্দের জুলাই মাসে বার্লিনে কনগ্রেস সভার শেষ অধিবেশন হয়। এই সভায় যে সন্ধিপত্র হয়, রাজদূতেরা তাহাতে স্বাক্ষর করেন। ১৬ ই লর্ড বিকন্সফিল্ড ও সালিসবরি লণ্ডনে প্রত্যাগমন করেন। সকল লোকেই বিশেষ যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদিগের অভ্যর্থনাদি করিয়াছিল। ২২ এ জুলাই রাজ্ঞী তাঁহাকে "অর্ডার অব দি গার্টর" উপাধি প্রদান করেন। এই উপাধি দানের কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহাকে একবার উল্লিখিত উপাধি দিবার কথা হয়; কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। বার্লিনের সন্ধিপত্রের বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট যে নীতি অবলম্বন করেন, এবং ইংরাজদিগের সহিত তুরস্কের যেরূপ সন্ধি হইয়া সাইপ্রস দ্বীপ গৃহীত হয়, তদ্বিষয়ে পার্লামেন্ট সভায় বিস্তর বাদানুবাদ হইয়াছিল। মার্কুইস হার্টিংটন কমন্স হাউসে গবর্ণমেণ্টের এই নীতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। চারি দিন বাদানুবাদের পর ১৮৭৮ অব্দের ২ রা আগষ্ট [illegible] জন অনুকূল ও ১৯৫ জন প্রতিকূল মত প্রকাশ করেন। এই ঘটনার পরেই আরল বিকন্সফিল্ড ও মার্কুইস সালিসবরি লণ্ডন নগরীর স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন এবং ম্যানসন হাউসে তাঁহাদিগকে একটী ভোজ দেওয়া হয়। লর্ড বিকন্সফিল্ড অক্সফোর্ড ও এডিনবরোর অবৈতনিক ডাক্তার অব [illegible], প্রিবি কাউন্সিলর, ইংলণ্ডীয় চিত্রশালার ট্রষ্টি, [illegible] কালেজের [illegible], ট্রিনিটী হাউসের এলডার [illegible], ন্যাসনাল পোর্টেট গ্যালারির ট্রষ্টি, [illegible] এবং ১৮৭২ [illegible] প্রাপ্ত হন, তাহার প্রধান কমিশনার [illegible] ১৮[illegible] অব্দের ১৯ এ নবেম্বর ইনি [illegible] রেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত [illegible] অব্দে উক্ত পদে পুনর্ম্মনোনীত হইয়াছিলেন। রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি কনিংসবি, সিবিল, ট্যাঙ্ক্রেড নামক রাজনীতিঘটিত উপন্যাস ও ইংরাজ শাসন-প্রণালীর পক্ষ সমর্থন, লর্ড জর্জ বেণ্টিঙ্কের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, লোথেয়ার নামক উপন্যাস এবং রেভলিউশনরী এপিক নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি ১৮৩১ অব্দে [illegible]

নিবাসী মৃত জন ইভান্সের একমাত্র বিধবা কন্যা মেরি আন নামক রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তদীয় পত্নী ১৮৬৮ অব্দের ২৮ এ নবেম্বর ভাইকাউন্টেস বিকন্সফিল্ড উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৮৭২ অব্দের ১৫ ই ডিসেম্বর ৮৩ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। ডিসরেলির মন্ত্রিত্বকালে কাবুল যুদ্ধ, অস্ত্র সংক্রান্ত আইন, তুলজাত দ্রব্যের আমদানী শুল্ক রহিত, মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন সৃষ্ট হইয়াছে।

রুশের নিহিলিষ্ট দল ও প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী।

সমাচার পত্র পাঠে জানিতে পারা গেল, রুশের বর্ত্তমান সম্রাট এক দিবস শয়ন করিতে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার বালিশের নিকটে এক খানি পত্র পড়িয়া আছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে বর্ত্তমান সম্রাট যদি রুশ রাজ্য মধ্যে প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত না করেন তাঁহারও তাঁহার পিতার মত দশা ঘটিবে।

এই পত্র খানি দ্বারা নিহিলিষ্ট দল যে কেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসায়শীল তাহার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। রুশের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট দ্বিতীয় আলেগজাণ্ডর নিহিলিষ্ট দলের এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও অধ্যবসায়শীলতা দর্শন করিয়া স্বতঃ পরতঃ সর্ব্বদা ঐ দলের উচ্ছেদ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, প্রত্যুত ঐ দলের হস্তে পতিত হইয়া আপনি উচ্ছিন্ন হইলেন। তৃতীয় আলেগজাণ্ডর যদি সত্বর স্বরাজ্যে প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত না করেন, তাঁহাকে যে তাঁহার পিতার গতি লাভ করিতে হইবে না এ কথা বলা যাইতে পারে না। রুশ সম্রাটেরা ইউরোপ খণ্ডে আপনাদিগের ইতঃস্তত চতুর্দ্দিকে প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত দেখিতে পাইতেছেন। প্রজারাও আর একনায়ক-তন্ত্র ভাল বাসিতেছে না। তাহারা এই চেষ্টায় স্বয়ং বলি হইতেছে, সম্রাটকেও বলি প্রদান করিতেছে; তথাপি সম্রাট যে প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতেছেন না, ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়। রুশকে যে লোকে অর্দ্ধ সভ্য বলে এটী কি সেই অর্দ্ধ সভ্যতার ফল?

পাঠক এখন এই দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া সিদ্ধান্ত করুন, ভারতে সহজে ও স্বল্প দিনে প্রতিনিধি শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না? রুশ রাজ্য রুশ সম্রাটের নিজ রাজ্য, তাঁহার প্রজাগণও তাঁহার স্বদেশীয়, স্বজাতীয় ও স্বধর্ম্মাবলম্বী। তাহাদিগের সহিত সম্রাটের স্বাভাবিক সমসুখ-দুঃখতা আছে, সেই স্থানেই যখন রক্তারক্তি কাণ্ড করিয়া সম্রাটের হস্ত হইতে প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী ছিনাইয়া লইতে হইতেছে, তখন ভারতে যে ঐ প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী সহজে ও স্বল্প দিনে প্রবর্ত্তিত হইবে তাহার কি সম্ভাবনা আছে? যাঁহারা সে আশা করেন তাঁহাদের দুরাশা মাত্র। ভারতে ও রুশে অনেক অন্তর; ভারত বিজিত দেশ, প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখ, কোন দেশে কখন বিজিতদিগের মনোমত কার্য্য সহজে সম্পন্ন হয় নাই, জেতৃগণ স্বমতানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। আমাদিগের রাজপুরুষেরা সভ্য বলিয়া ভারতবাসিদিগকে বালকবৎ বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের প্রবোধার্থ তবুও অনেক অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারা মধ্যে মধ্যে দুই এক জনকে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও মিউনিসিপাল কমিশনর করিয়া থাকেন। জেতৃগণ যে, সকল স্বত্ব ও উন্নত পদগুলি আপনাদিগের হস্তগত করিয়া রাখেন এটী চিরপ্রসিদ্ধ ও স্বভাবসিদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই প্রসঙ্গে আমাদের আর একটী কথা বলিবার ইচ্ছা হইল। ভারতবাসিরা সর্ব্বদা এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, ইংরাজ রাজপুরুষেরা সকল কাজেই পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আইন করিতে গেলেন, ইউরোপীয়দিগের নিমিত্ত এক প্রকর আইন হইল, ভারতবর্ষীয়দিগের নিমিত্ত অন্য প্রকার হইল। রাজপদ বিতরণ করিতে গেলেন, বাছা বাছা ভাল পদগুলি ইউরোপীয়দিগকে দেওয়া হইল, আর ওঁচা কর্কটে পদগুলি এদেশীয়দিগকে বিতরণ করা হইল; ভারতবাসিদিগের এ আক্ষেপ বৃথা। জেতৃগণ বিজিতদিগের প্রতি স্বভাবতই এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন; তবে ভারতবাসিদিগের আক্ষেপ করিবার একটী কারণ ঘটিয়াছে। কতকগুলি উদারপ্রকৃতি গ্রন্থকারের উপদেশ, ও বাইবেলের উপদেশ এবং সময়ে সময়ে ইংলণ্ডেশ্বরীর কৃত সকল প্রজার প্রতি সম ব্যবহারের মহোদার ঘোষণাই মাথা খাইয়াছে। সেই সকল দেখিয়াই ভারতবাসিরা মনে করেন, ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষেরা ইউরোপীয়ের সহিত তুল্য ব্যবহার করিবেন কিন্তু কার্য্যকালে বিপরীত ঘটনা হয় সুতরাং আশা ভঙ্গ হইলে মনের মধ্যে যে সচরাচর ক্ষোভ, রোষ ও দুঃখের উদয় হয় ভারতবাসিদিগের মনেও তাহা উদয় হইয়া থাকে কিন্তু সেটী তাঁহাদিগের ভুল। রাজপুরুষদিগের বিষম ভুল এই যে, তাঁহারা সময়ে সময়ে সম ব্যবহারের ঘোষণা করিয়া থাকেন। যে বাক্য রক্ষা করিতে পারিবেন না, তাহার ঘোষণা করা কেন? ঐ ঘোষণাই যত অনর্থের মূল।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত গড়বেতার প্রজাগণ তত্রত্য নীলকরদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট যে দরখাস্ত করিয়াছে মেদিনী তাহার এই নিম্নলিখিত অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত বগড়ী পরগণার প্রজাবর্গ। পরগণার পত্তনি জমিদার মিঃ সন্ট ওয়াটসন এণ্ড কোং ও তঃ কর্ম্মচারিগণ, বিশেষতঃ মিঃ জি এন রিচার্ডস ও মিঃ গ্রাকসেন সাহেব কর্ত্তৃক অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়া ও পরিত্রাণের উপায়ান্তর না দেখিয়া হুজুর বরাবর নিম্নলিখিত কয়েকটী অত্যাচার জ্ঞাত করিতেছি। প্রার্থনা করি হুজুর, অনুগ্রহ পূর্ব্বক অধীনগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে আজ্ঞা হয়।

১। আমরা খাজনা দিতে গেলে তাহা না লইয়া বাকী খাজনার মাস মাস কিস্তি করিয়া নালিশ করতঃ খরচায় জেরবার করিতেছেন। এক আনা দুই আনা প্রভৃতি যে সবস্ত সামান্য জমা আছে তাহারও মাস কিস্তিতে নালিশ করিতেছেন।

২। গোচারণ ভূমি হইতে গো মহিষাদি বলপূর্ব্বক তাড়াইয়া লইয়া খুঁয়াড়ে দিতেছেন। এবং সুবিধা পাইলে গোয়াল হইতেও লইয়া যাইতে ত্রুটি করেন না।

৩। আমাদের পাট্টাই জঙ্গল ও জমির উপর বৃক্ষাদি, ৩। ৪ শত কুলি দ্বারা কাটাইয়া নষ্ট করিতেছেন। ইহার কারণ এই যে, এইরূপে প্রজাদের সমস্ত জঙ্গল নষ্ট হইলে উক্ত পত্তনিদারদের জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ খরিদ করিতে প্রজারা বাধ্য হইবে এবং কাজেই বশ্যতা স্বীকার করিবে।

৪। গরিব প্রজাদের মুরগী, ডিম্ব ও ছাগল বিনা মূল্যে অথবা অল্প মূল্যে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছেন।

৫। যে সকল পুষ্করিণী ও বাঁধের জলে আমাদের পুরুষানুক্রমে আবাদ হইয়া আসিতেছে তাহা কাটাইয়া দিয়া আর বাঁধিতে দেন না। সুতরাং আমাদের জমী পতিত ও শস্যের অনেক ক্ষতি হইতেছে।

৬। ফৌজদারীতে অথবা দেওয়ানীতে মিথ্যা মকদ্দমা উপস্থিত করিয়া আমাদিগকে কষ্ট দিতেছেন।

৭। আবাদ বন্ধ করিয়া সকলকে বিনা বেতনে অথবা অনেক স্থলে পরিশ্রমের অনুপযুক্ত বেতনে নীল চাষ করাইয়া কষ্ট দিতেছেন এবং সময় সময় বাড়ী হইতে সার গোবর আদি বলপূর্ব্বক উঠাইয়া নীল করিতে দিতেছেন।

৮। জমী জমীর বৃক্ষচ্ছেদন ও পাটাই জমিতে ইট গঠন ও ইন্দবিলার পঙ্কোদ্ধার করিলে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া জরিমানা করিতেছেন এবং না দিলে আবদ্ধ রাখিয়া আদায় করিতেছেন।

৯। পত্তনিদার প্রায়ই [illegible] মাসের জমীকে রোগসা বন্দোবস্ত করিয়া আমাদের আবাদের ও ফসলের অনেক ক্ষতি করিতেছেন।

১০। যদি কোন প্রজা ফৌজদারীতে অথবা দেওয়ানীতে মোকদ্দমা উপস্থিত করে তবে তাহার সাক্ষিকে ভয় দেখাইয়া অথবা ঘুস দিয়া বশ করেন কিম্বা মকদ্দমার দিনে [illegible] কতগুলি নগদি রাখিয়া [illegible] লইয়া জমিদারী কাছারিতে আবদ্ধ করেন ও মকদ্দমা নষ্ট করেন।

উপরিউক্ত [illegible] কারণ এই যে, বিনা বেতনে প্রজাদিগকে [illegible] চাস করান এবং আইন অনুসারে [illegible] নির্দ্দিষ্ট বৃদ্ধি [illegible] না বলপূর্ব্বক তাহাদের নিকট বৃদ্ধি করতঃ [illegible] ভাঙ্গাইয়া লোকের মূলে বন্দোবস্ত করান।

[illegible] বৎসর পূর্ব্বে গড়বেতায় যখন মাজিষ্ট্রেট কাছারি ছিল তখন এ সকল অত্যাচার থাকে নাই; তজ্জন্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে, গড়বেতায় পুনর্ব্বার মাজিষ্ট্রেট [illegible] আসনের আজ্ঞা [illegible] সকলেই জমিদারকে ভয় করে, [illegible] মাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত বোধ হয় উহাদের বাধ্য। মাজিষ্ট্রেট সাহেব যখন কোন সরকারী কার্য্য কিম্বা শীকারের জন্য মফস্বলে আইসেন তখন [illegible] সনন্দের কর্ম্মচারিগণের সহিত এক সঙ্গে খানা খান; তজ্জন্য অনেক অংশে তাহাদের খাতির রাখেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে এক নোটিস জারি করিয়াছেন যে, [illegible] সনের সম্বন্ধে যে কোন মকদ্দমা হইবে তাহার উপর কোন হাকিম বিচার করিতে পারিবেন না তিনি স্বয়ং বিচার করিবেন, এমন কি বাদী প্রতিবাদীর জবানবন্দী হইবার পরেও অপর হাকিমের নিকট হইতে তিনি স্বয়ং মকদ্দমা তুলিয়া লইয়াছেন তজ্জন্য প্রার্থনা যে উনি ভিন্ন অপর কোন হাকিমের দ্বারায় তদন্ত করাইলে এ বিষয় [illegible] হইবে। ইহার যাথার্থ নিম্নলিখিত ব্যক্তির দ্বারা প্রকাশ পাইবে।

শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভূতপূর্ব্ব মুন্সেফ [illegible] এই সব রেজিষ্টার [illegible] চন্দ্রশেখর বর্ম্মা, ইণ্টিলের ওভারসিয়ার, [illegible] আফসর ও উকিল মোক্তার সমূহ।

শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ ও শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ [illegible] রবিনাথ সিংহ প্রভৃতি [illegible]

[illegible] পুস্তক।

[illegible] সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র [illegible] কবিতা [illegible] সন ১২৮৭ সাল। গ্রন্থের নাম দ্বারা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য বুঝা যাইতেছে। রাজা রামমোহন রায়ের জীবন আমাদিগের এতদূর প্রিয় যে তাহা লইয়া যাহা কিছু বলা যায় তাহাই তৃপ্তিকর হয়। নন্দ বাবু রামমোহন রায়ের অতি নিকট সম্পর্কীয় লোক। স্বর্গীয় রাজার জীবন চরিত সম্বন্ধে অনেক বিষয় তাঁহার বিশেষরূপ জানিবার সম্ভাবনা। কিন্তু নন্দ বাবু যে সমস্ত গল্প রচনা করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই অনেকের জানা আছে। অতএব সেইগুলি প্রকাশ হইতে রামমোহন রায়ের যশের কিছু বিশেষ বৃদ্ধি হইবে না। আমাদিগের দেশে মহৎ লোকের জীবন চরিত লিখিবার প্রথা অদ্যাপিও পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। নন্দ বাবু যদি স্বর্গীয় রাজার একখানি সুপাঠ্য জীবনী লিখিতেন তাহা হইলে আমরা অধিকতর সন্তোষ লাভ করিতাম।

অপূর্ব্ব ভারত উদ্ধার। ভবানীপুর এংলো ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১২৮৭ সাল। পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম নাই। তিনি যিনিই হউন না কেন, বঙ্গ-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা নাটকাকারে প্রকাশ করা তাঁহার উদ্দেশ্য। আজ কাল বঙ্গে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি আবির্ভূত হইতেছেন। তাঁহারা মাতৃভূমির যথার্থ মঙ্গলকর কার্য্যে কেবল আড়ম্বর দেখাইয়া থাকেন, কাজে কিছুই হয় না। যাহা হউক গ্রন্থকার স্বকীয় উদ্দেশ্য সাধনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা দেখাইবার জন্য আমরা নিম্নে চতুর্থ বৈঠক হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

[illegible]

বাক। বন্দুক নাই, ঢাল নাই, তরবারি নাই, ঘরে এক গাছা মোটা লাঠিও নাই। ভারত উদ্ধার

সুম। কেন ইংরাজি কাগজের চুরী বা তর্জ্জমা, আর [illegible] গালাগালি দিয়ে খবরের কাগজ লেখে, -

বাক। খবরের কাগজে কাজ হচ্চে কি না, [illegible] পৃথিবীর লোকে দেখছে। ইংরাজেরও ভয় হয়েছে কি না তা প্রেস আইনেই স্পষ্ট দেখা যাচ্চে।

সুম। ইংরাজ এবার বাসায় গিয়ে মরে থাকবে। [illegible] মধ্যে বাঙ্গালির কাগজ ভদ্রলোকে আর পড়তে চায় না।

বাক। অন্য বাঙ্গালির কাগজ বল। আমাদের কাগজ অনেক ইংরাজেও যত্ন করে পড়ে, ভয়ও করে। আর আমাদের প্রণালীতে যে লিখবে, তারই জিৎ হবে। এতেই যথার্থ কাজ হয়।

আদি। কাজ ছাই হয়; ফল কেবল—লোকের মুদার পাড় হতে হয়। আর কে বা খবরের কাগজ পড়ে; কাজ হচ্চে—চিরস্থায়ী উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লেখা।

সচিত্র শিশুবোধ। শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ গুপ্ত প্রেসে মুদ্রিত। সন ১২৮৭ সাল। এখানি নূতন পুস্তক নহে। ইতিপূর্ব্বে ইহার প্রথম সংস্করণ বাহির হইয়া গিয়াছে। এখানি সুকুমারমতি বালকদিগের শিক্ষার্থ বর্ণমালা, সংযুক্ত বর্ণ, বানান, ফলা, গদ্য ও পদ্যপাঠ, জীবনবৃত্তান্ত, চাণক্যনীতি, ব্যাকরণ, ভূগোল, অঙ্ক, জমীদারী মহাজনী ও বাজার হিসাব এবং স্বয়ং শিক্ষার উপযুক্ত ইংরাজী সম্বলিত। একখানি পুস্তকের মধ্যে এত বিষয় সন্নিবেশিত হওয়া কতদূর সঙ্গত তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে কিনা অল্প ব্যয়ে বালকেরা নানা বিষয়ে শিক্ষোপযোগী বিষয় একখানি পুস্তকে পাইবে। মধ্যে মধ্যে পশু পক্ষীর চিত্র নিবিষ্ট হওয়াতে পুস্তকখানি বালকদিগের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। মুদ্রণকার্য্য সুন্দররূপ সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা ইচ্ছা করি যে বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে উহা বিদ্যালয় সমূহে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে কি না। যে যে বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সঙ্কলন-কর্ত্তার সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

ইউরোপীয় সমাচার।

সেণ্টপিটর্সবর্গ [illegible] এপ্রেল। [illegible] সম্রাটের [illegible] ফাঁসী হইল।

[illegible] ১৭ ই এপ্রেল। বিপক্ষ দলের অধ্যক্ষেরা গ্রীক [illegible] অবলম্বিত নীতির নিন্দা করিতেছে;

ইউরোপীয় রাজগণ যে পরামর্শ দিয়াছেন, গ্রীক গবর্ণমেণ্ট [illegible] করিবেন কি না, স্পষ্ট বুঝা না যাওয়াতে গ্রীক সীমানা [illegible] বিবাদের মীমাংসায় বিলম্ব হইতেছে।

লণ্ডন ১৮ ই এপ্রেল। [illegible] সভা হইতেছে সাধ পূর্ব্বই [illegible] বানাজী ও [illegible] এক এক দল [illegible] প্রেরণ করিবেন।

[illegible] সংবাদ পাইয়াছেন দুই শত সর্দার সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন তাহারা রুশ ও পারস্যের সহিত শত্রুতা করিবেন না;

সেণ্টপিটর্সবর্গ ১৭ ই এপ্রেল। এইরূপ জনরব [illegible] জেনেরেল [illegible] পদে জাঁকি স্থানের গবর্ণর জেনেরেল হইবেন।

লণ্ডন ১৯ এ এপ্রেল। গত রাত্রিতে আর্ল বিকন্সফিল্ডের পীড়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি হইয়াছিল। প্রাতঃকালে ৫ টার সময় তাঁহার মৃত্যু [illegible] তাঁহার কোন কষ্ট হয় নাই, অন্তিম ক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার চৈতন্য ছিল।

[illegible] ১৮ ই এপ্রেল। ইটালীর মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু সে মত পরিবর্ত্ত করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৯ এ এপ্রেল। ইষ্টার নামক বার্ষিক উৎসবে গত কল্য [illegible] নামক স্থানে ভলণ্টিয়ার সেনাদলের শিক্ষা কার্য্য দর্শন করা হইয়াছিল। সমগ্র এমন ২৫০০০ হাজার লোক একত্র হইয়াছিল।

লণ্ডন ২০এ এপ্রেল। ইংলণ্ডেশ্বরী সরকারী পত্রে লিখিয়া আর্ল বিকন্সফিল্ডের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন তিনি তাঁহার একজন প্রিয়বন্ধু ও সদুপদেষ্টা হারাইলেন। রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই লর্ড বিকন্সফিল্ডের মৃত্যুতে দুঃখিত হইয়াছেন। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়াতে ইউরোপের সর্ব্বত্রই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রকাশ্যভাবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

সার ফ্রেডারিক রবার্টস ইংলণ্ডে উপনীত হইয়াছেন।

প্যারিস ১৯এ এপ্রেল। অদ্য মুদ্রা প্রচলন বিষয়ক সভা বসিয়াছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মণি, ইউনাইটেড ষ্টেট রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া, ইটালী, স্পেন, পোর্ত্তুগাল, বেলজিয়ম, হলাণ্ড, গ্রীশ ডেনমার্ক ও সুইডেনের রাজপ্রতিনিধিগণ এই সভায় উপস্থিত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২২এ এপ্রেল। আর্ল বিকন্সফিল্ড উইলে বন্ধুদিগের উপর কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার ভার সমর্পণ করেন। তাঁহারা গ্লাডষ্টোনের ইচ্ছানুরূপ স্থানে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে সম্মত হন নাই। তাঁহারা উইল অনুসারে তাঁহাকে বকিংহামের হগেণ্ডেন নামক স্থানে তাঁহার মৃত পত্নীর পার্শ্বে গোর দিবেন বলিয়াছেন।

নিউইয়র্ক ১৯এ এপ্রেল। অত্যন্ত কোয়াসা নিবন্ধন আমেরিকার শস্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

লণ্ডন ২২এ এপ্রেল। লেডি বিকন্সফিল্ডের অভীপ্সিত স্থানে মহারাণী তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিবার আদেশ দিয়াছেন। মঙ্গলবার হগেণ্ডেনে তাঁহাকে গোর দেওয়া হইবে।

সহস্র ল্যাণ্ডলর্ড একত্র হইয়া সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন গ্লাডষ্টোন নামক ভূমিসংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্যের কোন সংশোধন না করিলে তাঁহারা উহার কার্য্যে সম্মত হইবেন না।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২১এ এপ্রেল। আলবানিয়ের প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

[illegible] হইতে [illegible] নিকট [illegible] [illegible]

বিবিধসংবাদ।

শুনা যাইতেছে লাহোরস্থ গবর্ণমেণ্ট কালেজ আর থাকে না। আপাততঃ কিছুদিন ঐ কালেজে ১ম ও ৩য় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদিগকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক পড়ান হইবে কিন্তু ২য় ও ৪র্থ শ্রেণীতে তাহা হইবে না।

ইংরাজদিগের টেলিফোন কোম্পানির এজেণ্ট লিগেট সাহেব কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও রেঙ্গুন এই কয়েক স্থানে টেলিফোন বসাইয়া পরস্পর সংলগ্ন করিবার একচেটে ক্ষমতা ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

কতকগুলি রসায়নবিৎ পণ্ডিত একটী ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার বিশেষ গুণ এই, অতিশয় ক্লান্তি বোধ হইলে উহা সেবন দ্বারা শরীর সবল ও কর্ম্মক্ষম হইয়া উঠে। অথচ মদিরার ন্যায় ইহা সেবনে শরীরের কোন অনিষ্ট হয় না।

উম্বিয়ায় খুদ্দ ও সিয়াদিগের মধ্যে বিরোধ হওয়াতে উভয় পক্ষই বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। খুদ্দেরা সিয়াদিগের অনেকগুলি পল্লী এককালে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে, ওদিকে সিয়ারাও পঞ্চ সহস্র খুদ্দ পরিবারকে স্বদেশ হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়াছে।

টাইম্‌স পত্রিকা বলেন বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা প্রতিমূর্ত্তি তুলিবার চেষ্টা হইতেছে।

১৩ ই এপ্রেল তারিখে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হওয়াতে সাতরা পুলের নিকট পাহাড়ের কতিপয় অংশ স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে এবং তন্নিমিত্ত উক্ত দিবস তথায় রেলওয়ের গতিবিধি বন্ধ হইয়াছিল।

ইংলণ্ডে সার গার্ণেট উলসলি বিনা লাইসেন্সে দুইটী কুকুর রাখিয়াছিলেন। পুলিষ তাঁহার নামে অভিযোগ করেন। বিচারে এই প্রমাণ হয় যে পুলিষের অনুসন্ধানের দুই ঘণ্টা পরে গার্ণেট সাহেব লাইসেন্স করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিচারস্থলে স্বয়ং উপস্থিত হন নাই কিম্বা কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন নাই বলিয়া বিচারপতি তাঁহার ২॥ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

পানামা যোজক দিয়া খাল খনন আরম্ভ হইয়াছে। ডিলেসপ সাহেব বলেন ১৮৮৮ অব্দে উক্ত খাল দিয়া পোতাদি গমনাগমন করিতে পারিবে।

কতকগুলি দেশীয় যুবক একত্রিত হইয়া কলিকাতায় একটী সারকস কোম্পানি খুলিয়াছেন। শনিবার শিয়ালদহে ইহাদিগের খেলা হইয়া গিয়াছে।

সাঁওতালেরা বিদ্রোহাচরণ করাতে তাহাদিগের উপর এই দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক সংখ্যক পুলিষ কর্ম্মচারির ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

রুশ সম্রাটের মৃত্যুর পঞ্চদশ দিবস পূর্ব্বে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল ক্রমে তাহা প্রকাশ হইতেছে। শুনা যায় সম্রাট যে গৃহে শয়ন করিয়া থাকিতেন সেই গৃহের বাতায়নের নিকট প্রতিদিন একটী কাল মৃত পারাবত লক্ষিত হইত। সম্রাট ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন এক বৃহৎ পক্ষী তথায় বাসা নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই অমঙ্গলসূচক চিহ্ন দেখিয়া সম্রাটের হৃদয় কম্পিত হইল। এ দিকে আবার সেণ্টপিটার্সবর্গে একটী দীর্ঘপুচ্ছবিশিষ্ট ধূমকেতু দেখিলেন, ওদিকে সাম্রাজ্ঞী দোলযোরিক স্বপ্ন দেখিলেন পরিণয়কালে সম্রাট তাঁহার প্রণয়চিহ্নস্বরূপ যে অঙ্গুরীয়ক ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অঙ্গুলিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। সম্রাট এ সংবাদ শ্রবণে আরও ভীত হইলেন। এই ঘটনার অল্প দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট দিল্লীতে জলের কল বসাইবার আদেশ দিয়াছেন।

১৮৬৯ অব্দ হইতে উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও অযোধ্যায় পুরুষসংখ্যা ৬৭৩০০০, ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১৪৫৫০০০ বৃদ্ধি হইয়াছে।

জোড়ের মহারাজ রাজকীয় ভৌগলিক ও শিল্প সভার একজন সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

মহারাণী স্বর্ণময়ী কলিকাতা জেনারল আসেম্বি কলেজের উন্নতিকল্পে ৬০০ টাকা দান করিয়াছেন।

বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট হইতে কালীঘাট পর্য্যন্ত ট্রামওয়ে খোলা হইবে। চৌরঙ্গীর নিকট ইহার কার্য্যারম্ভ হইয়াছে।

২৪ পরগণার মিউনিসিপাল হেড ক্লার্ক বেণীমাধব রায় ইতিপূর্ব্বে তহবিল ভাঙ্গিয়া ৩ হাজার টাকা লইয়া পলায়ন করে সম্প্রতি ধৃত হইয়া বিচারার্থ আনীত হয়। ২৪ পরগণার সেসন জজ বিভারলি সাহেবের বিচারে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৭ বৎসর কারাবাস ও ২ হাজার টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। জরিমানার টাকা না দিলে তাহাকে আর ১॥ বৎসর কারাবাস করিতে হইবে।

রেঙ্গুনের আবগারি বিভাগের একজন ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর স্ত্রী বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে তাহার বিবাহ ফেরত দিবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট হাল আইনে এই নিয়ম করিয়াছেন, ডাকের সেবিংব্যাঙ্ক ৩০০০ টাকা পর্য্যন্তের সুদ দিবেন। তদতিরিক্ত হইলে তাহার সুদ দিবেন না।

ছোট আদালতের জজ নিযুক্ত করিবার বিষয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্ট যে সুন্দর মত প্রকাশ করিয়াছেন আমরা তৎপাঠে প্রীত হইলাম। হাইকোর্ট বলেন, যে সকল বারিষ্টার অথবা উকীল অধিক দিন পর্য্যন্ত নিযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন, ছোট আদালতের জজের পদ শূন্য হইলে তাঁহারাই অগ্রে তাহার অধিকার করিতে পারেন, গবর্ণমেণ্টের তাহার বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। যদি এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে লোক না পাওয়া যায়, তখন কোন সিবিলিয়ানকে উক্ত পদ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

ক্ষিপ্ত কুকুর অথবা শৃগালে দংশন করিলে রোগীর প্রায় জলাতঙ্ক হয় এবং তাহার জীবন সংশয় হইয়া থাকে। অনেকে অনেক দিন [illegible] ইহার ভাল ঔষধের আবিষ্কার চেষ্টা [illegible] কিছুই করিতে পারেন নাই। [illegible]

ডাক্তার গিবসন ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি এই রোগাক্রান্ত এক ইউরোপীয় রমণীকে আরোগ্য করিয়াছেন। স্ত্রীলোকটী যখন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া লোককে কামড়াইবার চেষ্টা পাইতেছিল ডাক্তার সেই সময়ে তাহার একখানি হস্ত হইতে রক্তমোক্ষণ করিয়া দেন। তৎপরে চা কাফি ও পিপারমেণ্ট প্রভৃতি একৈক ক্রমে অতি-কষ্টে খাওয়াইয়া দেন। তাহাতে কিছু উপশম হইয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ পীড়া হয়। আবার রক্তমোক্ষণ ও অহিফেন খাওয়াইয়া দিবার পরে রোগী ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কালেজ প্রভৃতি গবর্ণমেণ্ট কালেজ ও স্কুল ১৭ই মে গ্রীষ্মের ছুটি উপলক্ষে বন্ধ হইবে।

৪ ঠা বৈশাখ শুক্রবার যে ঝড় ও বৃষ্টি হয় তাহাতে গঙ্গার নৌসেতুস্থ পাহারাওলার থাকিবার কাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহ উড়িয়া যায়। ময়দানস্থ কতকগুলি বৃক্ষও পতিত হইয়াছে। পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের এক খানি খালী গাড়ি ঝড়ে স্থানচ্যুত হইয়াছিল। ঐ সময়ে তিন জন লোক খিদিরপুরের পুল পার হইয়া যাইতেছিল। বজ্রাঘাতে তাহারাও প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ঐ দিন পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের একাউণ্টেণ্ট বাবু কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হুগলী নদীতে নৌকা ডুবি হওয়াতে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

বড়বাজার পুলিষের একটী কনষ্টেবলের কার্য্য দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। বিগত ১৭ ই এপ্রেল যে সামান্য ঝড় হয় তাহাতে গ্রাণ্ট লেনের একটী গৃহস্থের দরজার কয়েক খানি কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া রাস্তার উপর পড়িয়া যায়। একজন উড়িয়া কুলি ঐ রাস্তা দিয়া গমন করিতে ছিল, এমন সময়ে ঐ কনষ্টেবল তাহাকে কাষ্ঠগুলি উঠাইয়া লইতে বলে। উড়িয়া পুলিসের ভয়ে উহা উঠাইয়া লইল এবং তাহার কথানুসারে থানায় গমন করিল। শেষে কনষ্টেবল থানায় গিয়া বলিল ঐ ব্যক্তি কাঠ চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছিল সে তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছে। উড়িয়া ইহা দেখিয়া এককালে হতবুদ্ধি হইয়া গেল এবং প্রকৃত ঘটনা পুলিষের কর্তৃপক্ষের নিকট বলিল। বিচারে উড়িয়ার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হওয়াতে সে অব্যাহতি পাইয়াছে এবং পাহারাওয়ালার দুই বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

ভারতীয় প্রধান সেনাপতি সার ফ্রেডারিক রবর্টস কোন দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহা লইয়া মহা আন্দোলন চলিতেছে। ইংলণ্ড স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড এবং ওয়েলস সকলেই তাঁহাকে স্বদেশীয় বলিয়া দাওয়া করিতেছেন কিন্তু পাঠকগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন তিনি উপরিউক্ত কোন দেশেরই নহেন। তিনি কানপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। তবে তাঁহার পিতা বিটেনের নিকট কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন।

২২ এ মার্চ্চ রুশ রাজধানী সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, মন্ত্রিসভার অধ্যক্ষের কন্যা সোফি পিওফস কি রুশ সম্রাটের হত্যাকার্য্যেই বিশিষ্টরূপ সংলিপ্ত ছিলেন। তিনি তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য সেণ্টপিটার্সবর্গে গিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সম্রাটকে যে যে খানে হত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল তাহার সকলগুলিতেই তাঁহার সাহচর্য্য ছিল। তিনি ধৃত হইয়া এই সকল কথার উল্লেখ করিয়া স্বদোষ স্বীকার করিয়াছেন।

আমেরিকার অন্তর্গত আজোর নামক স্থানে একাদিক্রমে ৩৬ বার ভূমিকম্প হওয়াতে একটী গির্জ্জা অন্যূন ২০০ বাটী পতিত এবং অনেকগুলি লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ঐরূপ আবার ইটালির অন্তর্গত কয়েক স্থানে ১৫ বার উপর্য্যুপরি ভূমিকম্প হইয়াছিল।

সিমলায় যে রোমান কাথলিক গির্জ্জাটী আছে এক্ষণে উহা প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বিগণ ব্যবহার করিবেন বলিয়া কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী লর্ড রিপন আর একটী ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ইনি ২০ হাজার টাকা চাঁদা দিবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

এক জন ভ্রমণকারী যাপানের এক খানি সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন তত্রত্য কয়েকটী দ্বীপে গন্ধক, কয়লা ও লৌহ-খনী আছে। এই সকল দ্বীপে বসন্তকালের অন্তে ও গ্রীষ্মের প্রারম্ভে টাইফুন বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়া অনেক অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া থাকে।

উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা অনেক সময়ে নিজের দোষ গোপন করিবার অভিপ্রায়ে অধঃস্তন কর্ম্মচারীর উপর সেই দোষ নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। সকল সময়ে এ সকল বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান ও বিচার হয় না এবং নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীরা বিনা দোষে নানা প্রকার অসহ্য কষ্ট সহ্য করিয়া শেষে হয়ত কারাগারে জীবন অতিবাহিত করেন। কিন্তু যদি অধঃস্তন কর্ম্মচারী স্বাধীনপ্রকৃত লোক হয়েন এবং যাঁহারা তাঁহার দোষ অনুসন্ধান ও বিচার করেন তাঁহারা অপক্ষপাতী হন তাহা হইলে যে কেবল নির্দ্দোষী ব্যক্তিগণ নিস্তার পান এমন নহে, যথার্থ দোষী ব্যক্তির ও নির্দ্ধারণ হয়। সম্প্রতি বোম্বাই নগরে যে দুইটী সামরিক বিচার হয় তাহাতে এই বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বিগত বৎসরের জুলাই মাসে কান্দাহারের নিকট মেওয়াণ্ড নামক স্থানে ইংরাজেরা সেনাপতিগণের দোষে আফগানদিগের নিকট পরাজিত হন ও বিস্তর সৈন্য হত ও আহত হয়। বিশেষ জেনারল বরোজের দোষেই যে এই ঘটনা হয় অনেকেই সেই সময়ে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে মেজর কুরী ও কর্ণেল ম্যালকলমসনকে দোষী বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে সামরিক বিচারালয়ে উপস্থিত করা হয়। পূর্ব্বে কুরী নির্দ্দোষী প্রমাণিত হন; এক্ষণে আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে কর্ণেল ম্যালকলমসনও সম্মানের সহিত অব্যাহতি পাইয়াছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি বাস্তবিক কাহার দোষে এই দুর্ঘটনা হয় গবর্ণমেণ্ট তাহার কি সন্ধান করিবেন?

১৮৭৭ অব্দে নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়েরা সম্রাটকে হত্যা করিতে চেষ্টা পাওয়াতে তাহাদিগের মধ্যে ১৯৮ ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। উহাদিগের মধ্যে ৮২ জন ভদ্র-সমাজভুক্ত ১৯ জন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী ৮ জন সৈনাবিভাগীয় কর্ম্মচারী ৩৩ জন ধর্ম্ম যাজক ১১ জন বণিক ২৩ জন ব্যবসায়ী এবং ১৭ জন চাষা লোক ছিল।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। এচ, সি, বন্দ্যোপাধ্যায়; এম,সি নন্দি, কে, এচ, মিশ্র।

আমেরিকায় ইরোপীয় ও আমেরিকানদিগের মধ্যে বিবাহ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

গত ২১ এ এপ্রেল আম্বালার ঘুড়িখেলা-সংক্রান্ত মকদ্দমার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। প্রধান আসামী রিভেট সাহেব দোষ স্বীকার করাতে তাঁহার এক শত টাকা জরিমানা হইয়াছে। অপর দুই জন সহকারী আসামীর বিপক্ষে যে অভিযোগ করা হয় গবর্ণমেণ্ট পক্ষীয় উকীল তাহা উঠাইয়া লইয়াছেন।

মান্দ্রাজ অঞ্চলের লোকেরা যত সহজে মিষ্টার "স্কোয়ার" উপাধি লইতেন এখন আর তত সহজে পাইবেন না। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করিয়াছেন অতঃপর গবর্ণমেণ্টের ইউরোপীয় ও ইষ্টইণ্ডিয় কর্ম্মচারী ভিন্ন দেশীয় কর্ম্মচারিদিগের পদমর্য্যাদা অনুসারে "মিষ্টার, স্কোয়ার" প্রভৃতি উপাধি প্রদত্ত হইবে। নিয়ম হইয়াছে যাহাদিগের মাসিক বেতন দুই শত টাকার কম নহে, মুসলমান হইলে তাহারা নামের পূর্ব্বে এম, আর, আর; ও নামের শেষে সাহেব বাহাদুর এবং অন্য জাতি হইলে শুরু অথবা আরগাল এই উপাধি প্রাপ্ত হইবেন। যাহারা দুই শত টাকার কম ৫০ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক বেতন পান মুসলমান হইলে সাহেব এবং অন্য জাতি হইলে এম, আর, আর

উপাধি প্রাপ্ত হইবেন। দেশীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা বিচার কার্য্য করিয়া থাকেন তাঁহারাই ইচ্ছা করিলে কেবল স্কোয়ার উপাধি গ্রহণ করিতে পারিবেন।

রুশিয়ার সংবাদপত্রে দেখা গেল আস্মজ্রভ নামক স্থানে একটী সম্প্রদায় হইয়াছে। তাহাদের মত এই, খ্রীষ্টান করা, বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতির অনুষ্ঠান একটী অবিবাহিত অল্প বয়স্ক স্ত্রীলোক দ্বারা সম্পাদিত হইবে। ভারতের কুমারীপূজা বুঝি শেষে ইউরোপে প্রবিষ্ট হয়।

এক ব্যক্তি আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, "গত ১৪ ই ইংলিসম্যান পাঠে অবগত হইলাম যে, রাঙ্গামাটীর সিভিল মেডিকেল আফিসর শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ সাহা লুসাই (কুকি) ভাষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক সহস্র টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রজনাথ বাবু যেরূপ উপযুক্ত লোক, তাহাতে তিনি যে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমি যখন উক্ত স্থানে কোন কার্য্যোপলক্ষে গিয়াছিলাম তখন উক্ত মহোদয়ের ভদ্রতায় ও সদ্ব্যবহারে সাতিশয় বাধিত হইয়াছিলাম। ঐ সময়ে চট্টগ্রামের প্রতিনিধি কমিশনর বিমস্ সাহেব উক্ত স্থলে তত্ত্বাবধান করিতে গিয়াছিলেন। তিনি ও তাঁহার কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হন এবং তাঁহার বেতন বৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। ব্রজনাথ বাবুর জন্মাণ উক্ত কুকি ভাষায় বুৎপত্তি দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণের মধ্যে ইনিই প্রথমে লুসাই ভাষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পারিতোষিক লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর মধ্যে যতই এরূপ গুণবান ও প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন ততই আমাদিগের সৌভাগ্য।"

সুধাকর নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র এ সপ্তাহে আমাদিগের হস্তগত হইল। এক ফরমা আকারে এখানি ময়মনসিংহ হইতে প্রচারিত হইতেছে। সহযোগীর উন্নতি প্রার্থনীয়।

বেঙ্গল টাইমস লিখিয়াছেন পূর্ব্ব-বঙ্গে অদ্যাপি কন্যা বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত আছে। এখানকার লোক অতি উচ্চ মূল্যে বালিকা বিক্রয় করিয়া থাকে। যে অধিক টাকা দিতে পারে সেই কন্যারত্ন লাভ করে। অনেক হীন জাতীয় অধিক মূল্যে উচ্চ জাতীয় কন্যা ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়া তাহার পাণিগ্রহণও করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয় শিল্পকারদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর কলিকাতায় একটী প্রদর্শনী খুলিতেছেন। এই প্রদর্শনীতে যাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে উৎকৃষ্ট শিল্পজাত দ্রব্য উপস্থিত করিতে পারিবেন, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিবেন। আগামী ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে এই প্রদর্শনী আরম্ভ হইবে। প্রদর্শনীর কার্য্যভার একটী সভার উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

আজি কালি সর্ব্বস্থলে ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী স্ত্রীলোক পাওয়া বড় দুষ্কর। কলিকাতায় মেডিকাল কলেজের ডাক্তার চার্লস এই বিষয়ে প্রস্তাব করাতে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাহাতে সম্মত হইয়া উক্ত সংখ্যা ছয় জন পর্য্যন্ত ইউরোপীয় এবং ইউরেশীয় স্ত্রী-লোককে এককালে মাসিক ১৫ টাকা বৃত্তি দিয়া কলেজে পড়াইবার আদেশও দিয়াছেন। ছয় জন পাঠার্থিনীর মধ্যে বঙ্গদেশের সিবিল সার্জ্জনেরা চারি জনকে এবং প্রধান সেনাপতি দুই জনকে মনোনীত করিয়া পাঠাইবেন। পাঠ শেষ হইলে চারি জন সিবিল বিভাগে ও দুই জন সামরিক বিভাগে কার্য্য করিতে পারিবেন।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটের অন্তর্গত ব্রুকলিন নামক স্থানে আয়র্লণ্ডের ল্যাণ্ডলিগ সম্প্রদায়ের একটী সভা হইয়াছিল। পার্ণেল সাহেবের মাতা এই সভায় বক্তৃতা করিয়া ছিলেন।

গোয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কর্ম্মচারীদিগের উপর একটী বড় দয়ার কার্য্য করিয়াছেন। গোয়াতে গ্রীষ্মের এখন অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। এই কারণে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কর্ম্মচারীদিগের প্রায় বৎসরের গ্রীষ্মের ছই মাস একদিন অন্তর একদিন [illegible] করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমাদিগের দেশে গবর্ণমেণ্ট যদি উক্ত প্রকার নিয়ম করেন তাহা হইলেও [illegible] উপকার হয়। আমাদিগের দেশে ১০ টা হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত খাটিবার রীতি ছিল না। সকাল বৈকাল খাটিবার নিয়ম ছিল। দুই প্রহরের সময়ে লোকে বিশ্রাম করিত। আজিও এই নিয়ম মজুরদিগের ভিতর প্রচলিত আছে। এই কারণে তাঁহাদের শরীর গবর্ণমেণ্টের চাকুরেদিগের অপেক্ষা অনেক [illegible] [illegible] ভাল।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে

নিয়োগ।

বিচার ও সাধারণ বিভাগ।

১২ ই এপ্রেল ১৮৮১। [illegible]

[illegible] কমিশনর ও [illegible]

[illegible]

[illegible] দিন বিদায় [illegible] প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

[illegible] ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

১৪ ই এপ্রেল। মজঃফরপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু গোপীকৃষ্ণ বিশ্বাস ২৮ এ তারিখে অপরাহ্ন [illegible] কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

১৬ ই এপ্রেল। [illegible] ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু গোপালচন্দ্র মিত্র [illegible] আপন কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

জলপাইগুড়ির সবডেপুটি কালেক্টর [illegible] বদলী হইয়াছেন।

১৮ ই এপ্রেল। জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর [illegible] চট্টগ্রাম [illegible] ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের [illegible] কার্য্য করিবেন।

[illegible]

[illegible] বদলী হইয়াছেন।

২০ এ এপ্রেল [illegible] ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] ডেপুটি কালেক্টর বাবু [illegible] বদলী হইলেন।

[illegible] ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর [illegible] বদলী হইলেন।

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু [illegible]

রাজসাহীর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এইচ. জি. [illegible] সাহেব [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করিবেন।

বিচার ও কারা বিভাগ।

১৪ ই এপ্রেল ১৮৮১।

[illegible] ডেপুটি কালেক্টর বাবু [illegible] তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা [illegible] হইলেন।

[illegible] এপ্রেল ১৮৮১। [illegible] এক মাস [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] পত্র।

[illegible]

[illegible] ভাবনার অপরাহ্ন [illegible] কতকগুলি অশিক্ষিত [illegible] [illegible] এমনি [illegible] কলিকাতার বাঁশতলা পাড়ার [illegible]

কয়েক বৎসর যে প্রণালীতে সঙ বাহির করিয়াছিল, এখানকার কাঁসারীরা তাহার যৎকিঞ্চিৎ অনুকরণ করিয়াছে মাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ সকল জীবন্ত সঙেরা রং করিবার জন্য স্ত্রীলোকদিগের সম্মুখে যে সকল গান করিয়াছিল, তৎসমস্তের অধিকাংশই অশ্লীল ও অশ্রাব্য। অতএব আমাদের মতে ঐ সকল সঙ ও সঙ্গীত যত শীঘ্র উঠিয়া যায়, ততই মঙ্গল।

কৃষ্ণনগরের বার দোলের অনুকরণে মদনগোপাল পাড়ায় কয়েক বৎসর হইতে তের দোল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এবার ঐ তের দোল উপলক্ষে মদন গোপাল গোস্বামীরা যেরূপ আড়ম্বর করিয়াছিলেন, ঈশ্বরেচ্ছায় তদ্রূপ ফল দর্শে নাই। কিন্তু আশার অর্দ্ধেক ফল লাভ হইয়াছে। মদন গোপাল গোস্বামীদের দেখাদেখি আতাবুনে গোস্বামীরা আবার জলেশ্বরের আজ্ঞায় ৮ শ্যাম-সুন্দরের চৌদ্দ দোল আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু এই উভয়বিধ দোলে বৈষ্ণবদিগের উপাসনা করিয়া বিগ্রহ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। ধন্য আমোদ প্রিয়তা!

এখানকার গঙ্গার ঘাটে বাঁস ও শাল কাষ্ঠের চালীর এমনি আমদানী হইয়াছে যে, তন্নিবন্ধন স্নানার্থীদিগের স্নানের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। অতএব হিতকরী সভার সভ্যেরা লোকের ঐরূপ স্নানের কষ্ট নিবারণ করণাভিপ্রায়ে রাণাঘাটের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবুকে উহা বাচনিক জানাইয়াছেন।

এখানকার মিউনিসিপাল ইংরাজি স্কুলের শিক্ষকদিগের উপর শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে, এজন্য তাঁহাদের বেতন কমাইয়া দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। মিউনিসিপালিটীর অধীনে থাকিয়া যদি শিক্ষকদিগের অন্নকষ্ট বিদূরিত না হয়, তবে তাঁহাদিগের স্থানান্তরে কর্ম্মানুসন্ধান করাই উচিত।

আমরা সে দিন কোন কার্য্যোপলক্ষে ফরিপুরে গমন করিয়াছিলাম। সেখানকার রাস্তা ঘাটের ভগ্নাবস্থা দর্শনে বোধ হইল যে, ঐ গ্রামের পথ-কর প্রদান না করাই উচিত। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কর্তৃপক্ষীয়েরা যেরূপ প্রকৃতির লোক, পথ-কর যথাকালে প্রদান না করিলে অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা। ইহাকেই না বলে "খেয়ার কড়ি দিয়ে ডুবে পার?"

এখানকার মিউনিসিপাল কমিশনর বাবুদের কি সাত খুন মাপ? রামনগরের সরকারী রাস্তার উপর গাঙ্গুলীদের পয়ঃপ্রণালী দেখিয়া অনেকের মনে ঐ রূপ উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, নূতন নর্দ্দমা প্রস্তুত করিতে কমিশনর শ্রীরাম বাবুর বিস্তর টাকা ব্যয়িত হইয়াছে; এজন্য তিনি সরকারী রাস্তার মধ্যদেশ দিয়া পাকা পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন নাই। ফলতঃ তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা আছে যে, শীঘ্রই ঐ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন। অতএব পথিকেরা আর কিছু দিন ঐ পয়ঃপ্রণালীর দুর্গন্ধের আঘ্রাণ লউন, ইহাতে পীড়া জন্মে,তাহা হইলে গাঙ্গুলী বাবুর উপাস্য দেবতা ডাক্তার বাবু বিনা দক্ষিণায় পীড়িত ব্যক্তির পীড়া উপশম করিয়া দিবেন। পীড়িতা স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বতন্ত্র নিয়ম ও বন্দোবস্ত।

ফরিদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইংলণ্ডে গমন করিয়া তথা হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া কয়েক বৎসর হইল স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। ইঁহার পত্নী ও পুত্র কিছুই নাই পিতাও পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু পরমারাধ্যা জননী জীবিতা আছেন। এজন্য মাতৃভক্তি পরায়ণ বিপিন বিহারি বাবু মধ্যে মধ্যে ফরিদপুরে আগমন করিয়া থাকেন ও স্থানান্তরে বাসা করিয়া থাকিয়া জন্মভূমি দর্শন করেন, এতন্নিবন্ধন পরশ্রীকাতর কয়েকজন লোক একত্রিত হইয়া তাঁহার পিতৃব্য পুত্র শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে "একঘরে" করিয়া বসিয়াছে। এক্ষণে কৈলাস মনের দুঃখে শান্তিপুর সমাজের শরণাগত হইয়াছেন। এই উপলক্ষে জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র রায় মহাশয়ের ভবনে দুই দিন দুইটী সামাজিক সভা হইয়া গিয়াছে। প্রথম সভার ফল আশানুরূপ হয় নাই, কিন্তু দ্বিতীয় সভায় অনেক তর্কবিতর্কের পর ভক্তবৎসল গোস্বামী মহাশয়েরা কৈলাসকে কৃপা করিতে সংপ্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু এখানকার চৈতল, নন্দী ও বল্লভী ঠাকুরেরা সংস্রব দোষ বলিয়া উহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় কৈলাস চন্দ্রকে সংস্রব দোষে দূষিত বলিয়া উপেক্ষা করা অনুচিত, কারণ আজ কাল সমাজে কৈলাস অপেক্ষা সহস্র দোষে দূষিত এমন অনেক মহাত্মা আছেন। কিন্তু স্বার্থান্ধ সমাজ স্বার্থানুরোধে অদ্যাপি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ যে হিন্দু-সমাজে প্রকাশ্যভাবে বিলাতি বিস্কুট প্রভৃতি চলিতেছে, সেখানে আবার জাত্যভিমান কি? "এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার।"

জামালপুর।

গত শনিবার প্রাতে ৭।। টার সময় অত্রত্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৫০। ৬০ টাকা মূল্যের উত্তম উত্তম পুস্তক খরিদ হইয়া আসিয়াছিল। এই শুভ কার্য্য পরিদর্শন করিয়া বালকগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবার জন্য প্রত্যেক আফিসের বাঙ্গালী বাবুদিগকে, সাহেবদিগকে এবং মুঙ্গেরের বাবুদিগকে পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় কার্য্যকালে কয়েকটী ইংরাজ ও ১০।১৫ টি বাঙ্গালী ব্যতীত কেহই উপস্থিত হইতে পারেন নাই। মহামান্য এক্‌টিন্ লোকোমটিভ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত এলেন ষ্টোক্ সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বালকদিগকে উৎসাহ-বর্দ্ধন বাক্য দ্বারা পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন। এই পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে মুঙ্গেরের বাবুদের আসার আমরা ততদূর প্রত্যাশা করিতে পারি না; কিন্তু এখানে অন্যূন ৩।৪ শত বাঙ্গালী আছেন, তন্মধ্যে এক শত আন্দাজ উপস্থিত হইয়া বালকগণের উৎসাহ-বর্দ্ধন করিবেন এরূপ আশা আমাদের হইয়াছিল। আর তাহা হইলে ম্যানেজিং কমিটীর মেম্বরগণ যথেষ্ট আপ্যায়িত হইতেন। আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইতেছি, শুভ কার্য্যে নিমন্ত্রণ করিলেও লোকে যোগ দান করেন না, কিন্তু অহিত কার্য্যে বিনা আহ্বানেও পদধূলি দিয়া থাকেন। তাহার প্রমাণ আমরা হাতে হাতে দিতেছি। ইতিপূর্ব্বে যে মারপিটের মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, যাহাতে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে উভয় পক্ষেরই দোষ ছিল, তবে কাহারো বা বেশী কাহারো বা কম, নচেৎ এক হাতে তালি বাজে না। সেই মকদ্দমার সময় জামালপুর ষ্টেষণে এত লোকের সমাগম হইয়াছিল, যে চলাচলের পথ ছিল না।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম,রেলওয়ে কোম্পানি নেটিভ ইনিষ্টিটিউটের জন্য যে গৃহটী প্রদান করিয়াছিলেন, সম্প্রতি সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যত্নে উত্তমরূপ মেরামত ও সাধারণের বসিয়া পাঠোপযোগী করা হইতেছে। কিন্তু আমরা সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি তাঁহার পুস্তকালয়ে আর নূতন পুস্তক কই? যে সমস্ত পুস্তক তাঁহার যত্নে এবং মৃত অন্নদা প্রসাদ রায় বাহাদুরের সাহায্যে আসিয়াছিল, তাহা ত পাঠকগণের এক প্রকার পাঠ করা সমাপ্ত হইতে চলিল। এই সময়ে আবার কতকগুলি নূতন পুস্তক না আসিলে পাঠকসংখ্যা ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইবার সম্ভাবনা। অবশ্য আমরা স্বীকার করিতেছি যে, তাঁহার দৃঢ়তর অধ্যবসায়, যত্ন এবং পরিশ্রমের গুণে পুস্তকালয়টী যাহা কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং তাঁহার নিকট আমাদের আর বেশী প্রার্থনা করাও অনুচিত, কিন্তু আমরা এখানকার সাধারণের নিকট কিছু কিছু প্রার্থনা করিতে পারি কি না? যখন এক মারপিটের মকদ্দমায় দেখিয়াছি "হাত ঝাড়লে পর্ব্বত "তখন বাবুরা কি সাধারণের হিতার্থ কিছু কিছু সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন?

মুঙ্গের বঙ্গবিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্তবাবু ভোলানাথ হালদার মহাশয়ের যত্নে গত রবিবারে উক্ত

লেটার বক্স দিয়া আমাদিগের অজস্র কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন।

ভাগলপুর।

একক্ষণে গবর্ণমেন্টের কৃপায় যেখানে সেখানে মদের ভাঁটী হওয়ায় মদ্য-স্রোতে দেশ প্লাবিত হইতে চলিল। কত লোক যে সেই স্রোতের অনুকূলগামী হইয়া ভাসিতে ভাসিতে প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে হাবুডুবু খাইয়া প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। পীরপৈঁতী একটী গণ্ডগ্রাম। অন্য স্থানের কথায় অবশ্যক নাই। পাঠক দেখুন, শুদ্ধ এই স্থানেই কত মদ্য প্রস্তুত হইয়াছিল। গত বৎসর যে ব্যক্তি এখানকার ভাঁটী জমা লইয়াছিল, তাহাকে প্রতিদিন গবর্ণমেণ্টকে ১৫ টাকার হিসাবে বা বৎসরে ৫৪৭৫ টাকা কর দিতে হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত মউয়া ও জ্বালানি কাষ্ঠের মূল্য, ভৃত্যাদিগের বেতন এবং অন্যান্য খরচ ছিল। সে সময়ে ৮০ সিকা ওজনের আন্দাজ তিন পোয়া বোতলের মদ্য /১০ ছয় পয়সা করিয়া বিক্রীত হয়। এই হিসাবে মদ্য বিক্রয় করিয়া সে প্রথম কয়েক মাস বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিয়াছিল। কিন্তু শেষে লাভ না হওয়ায় সে ছাড়িয়া দেয় ও গবর্ণমেণ্ট অন্য ব্যক্তিকে তাহা জমা করিয়া দিয়াছেন। একক্ষণে দেখুন, কত মদ বিক্রীত হইয়াছিল! এ বৎসর আবার /০ আনা করিয়া বোতল!! তাই বলি, যদি কেহ অল্প পয়সায় অধঃপাতে যাইতে ইচ্ছা করেন, তবে এই দিকে আসুন! বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি, ইহার উপর আবার সময়ে সময়ে তাড়ির প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে; আর অহিফেন গঞ্জিকাদি ত বাস্তু দেবতা চির বিরাজমান!

এইস্থলে একটী গল্প মনে পড়িয়া গেল। এক বায়ুগ্রস্ত ব্যক্তি এক সময়ে তাহার কোন কুটুম্বের বাড়ী যাইলে কুটুম্ব রাত্রিকালে গৃহের মধ্যে মশারি টাঙ্গাইয়া তাহাকে শয়ন করিতে বলিল। সে শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। কিন্তু একে দারুণ নিদাঘকাল, তায় বায়ুরোগ গ্রস্ত; তাহাতে আবার গৃহের মধ্যে মশারির ভিতর শয়ন! তাহার নিদ্রা হইবে কেন? শয্যাকণ্টক উপস্থিত হইল! তখন সে এ পাশ ওপাশ করিয়া বলিতে লাগিল "একে সংসার বন্ধন, তায় গৃহ-বন্ধন, তায় মশারির বন্ধন, তাহাতে আবার পাগলের মন, এত বন্ধনেও কি পাগলের প্রাণ বাঁচিতে পারে? এই বলিয়া পাগল দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া এক লম্ফে গৃহের বাহিরে আসিয়া পড়িল। আমাদের অবস্থাও ঠিক পাগলের ন্যায় হইয়াছে। করে করে বন্ধনে বন্ধনে কণ্ঠাগত প্রাণ! ইহার উপর পল্লীতে পল্লীতে ভাঁটী হইয়া যদি কিছুকাল এইরূপে মাদক প্রাদুর্ভাব থাকে, তবে আমাদের প্রাণান্ত হইবে। পাগল লাফ দিয়া বাহির হইল, আমরা বাস্তুদেবতার হাত এড়াইতে কেন পারি না? পাগলেরও জ্ঞান হইয়াছিল, আমাদের কি জ্ঞান নাই?

গত ২১ এ চৈত্র হইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিবস এখানকার মুনশুরগঞ্জ বাঙ্গালিটোলায় বাঙ্গালি বাবুদিগের বাৎসরিক বারইয়ারি-কার্য্য বৃদ্ধদিগের মধ্যে মহাসমারোহে সমাধা হইয়া গিয়াছে। শুদ্ধ বৃদ্ধদিগের মধ্যে বলিলাম, তাহার কারণ—নৃত্যগীত সেকালের প্রিয় কালীদমন বা কৃষ্ণযাত্রা হইয়াছিল। তাহা বৃদ্ধদিগেরই প্রিয়, "ও ও—ধবলি!" নব্যদিগের তত প্রিয় হইবে কেন? আমরা গত বৎসরও বলিয়াছিলাম, এবৎসরও বলিতেছি, যদি বৎসরান্তে বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিবার জন্যই প্রায় ৯০০। ১০০০ টাকা ব্যয় করা কর্ত্তব্য হয়, তবে এমন একটী দল আনিলে ভাল হয়, যাহা সাধারণের প্রীতিপ্রদ হইতে পারে। যাহা হউক, মহিষমর্দ্দিনী প্রতিমাও একটী সাঁওতালী মাতাল, একটী দেশী বাবু মাতাল! ও অন্যান্য আর কয়েকটী মৃণ্ময়-প্রতিমূর্ত্তি অত্যন্ত সুন্দর ও মনোহর হইয়াছিল। তন্মধ্যে হাঁকরা রকমের অদ্ধ উন্মাদ প্রকৃতির প্রতিমূর্ত্তি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইয়াছিল। সেটী ঠিক জীবিত মনুষ্য। কেবল চৈতন্য থাকিলেই হইত! এই প্রতিমূর্ত্তি নবদ্বীপের পুতির কারিকরেরা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। নবদ্বীপে এক সময়ে ভাস্করকৃত প্রতিমূর্ত্তি বড় সুন্দর হইত। একক্ষণে উৎসাহের অভাবে ভারতের যেমন অন্যান্য দেশীয় ব্যবসায়গুলি ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে, এ ব্যবসায়েও সেইরূপ হইয়াছে। এই বারইয়ারি পূজায় প্রতিমাবিসর্জ্জনের দিবস অনেকগুলি কাঙ্গালি ভোজন করান হইয়াছিল।

বঙ্গদেশেই ঋতুরাজ বসন্তের যত আধিপত্য! এখানে বোধ হয়, পাছে সাঁওতাল পরগণায় আধিপত্য প্রদর্শন করিতে আসিলে অসভ্য সাঁওতালদিগের দ্বারা অবমানিত হন, এই ভয়ে তিনি প্রকাশ্যভাবে এখানে আসিতে পারেন না! শীতান্ত হইলেই গ্রীষ্মকে এতদ্দেশে পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। এখন দারুণ নিদাঘ কাল। সূর্য্যদেব যেন সংহার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। জলদেবতা, ভগবান্ ময়ূখমালীর সে রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে জলভাণ্ডার খুলিতে বুঝি সাহসী হইতেছেন না। যাহা হউক আর কিছু দিন পর্য্যন্ত যদি তিনি জলদানে পরাঙ্মুখ হন, তবে লোকের ভয়ানক কষ্ট হইবে। তবে সুখের বিষয়, রবি যেরূপ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র সেরূপ উগ্রভাব ধারণ করেন নাই। বোধ করি এখানকার জমা খরচের খাতাখানি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন!! ফলকথা, আজ কাল রৌদ্র যেরূপ ভয়ানক, অধিবাসিগণের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার তাহাতে সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকিলেও সাধারণতঃ স্বাস্থ্য উত্তম বলিতে হইবে। বাজার দরও মন্দ নহে। পূর্ব্ববৎ সমভাবেই আছে।

যে জীবন জীবনরক্ষার একটী প্রধান পদার্থ, এই দারুণ নিদাঘ সময়ে সেই জীবন অভাবে আমাদের বাসস্থান নদীয়া জেলার অধীন রাণাঘাট সবডিভিজনের অন্তর্গত কতকগুলি গ্রামের অধিবাসীরা যেরূপ জীবন্মৃতবৎ হইয়া পিপাসা শান্তির জন্য কতবার গবর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য লোকের নিকট ক্রন্দন করিয়া নিরাশ হইয়া একক্ষণে যেমন দৈব অশ্রয়পূর্ব্বক "জলদে জলদে" বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেইরূপ সোমড়া ও অন্যান্য বহুতর স্থানের বহুতর অধিবাসীর "জল, জল" করিয়া ব্যাকুলিত হইয়াছে। কিন্তু এই দুঃসময়ে, গত ৩০ এ চৈত্রের সোমপ্রকাশে আমাদের সুযোগ্য মাননীয় ভ্রাতা সোমড়ার সংবাদদাতা মহাশয়ের গবর্ণমেন্টের নিকট একটী সুখজনক প্রার্থনা পাঠ করিয়া আমরা দুঃখের উপরেও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সে প্রার্থনা কি,হয় ত বলিতে গেলে পাঠকেরা আমাদিগকে বিশ্বনিন্দুক বলিয়া স্থির করিবেন। কিন্তু কি করিব, ন্যায়ের অনুরোধে সে ভয় পরিত্যাগ করিতে হইল।

তিনি বলিয়াছেন 'আজ কাল সোমড়ায় 'এক ছটাক জল' নাই। অধিবাসিগণের বড়ই কষ্ট উপস্থিত। গ্রামের দক্ষিণভাগে 'দিল্লীবাগান, নামে একটী পুষ্করিণী আছে কিন্তু যাহারা ঐ পুষ্করিণী জমা লইয়াছে, তাহারা বাগানে কাহাকেও যাইতে দেয় না বলিয়া দক্ষিণ পাড়ার সমস্ত অধিবাসী, উপায় করিবার জন্য আমাদের নিকট আসিয়াছিল। আমরা ভরসা করি, জেলার মাজিষ্ট্রেট এই দুস্থ প্রজাদিগের কষ্টে মনোযোগ প্রদান করিবেন" উপায় বেশ করিলেন। আমাদের ন্যায় লোকের উপায় করা এই পর্য্যন্ত! তাহাতেও ক্ষতি নাই। সংবাদ পত্রে একথা প্রকাশিত হইলেও মাজিষ্ট্রেটের কর্ণগোচর হইতে পারে। কিন্তু তিনি তাহার পরই গবর্ণমেন্টের নিকট যাহাতে সোমড়ার পোষ্টাফিসে একটী টেলিফোন বসে, তাহার প্রার্থনা করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি,টেলিফোনে কি পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিগণের পিপাসা শান্তি করিতে পারিবে? যদি না পারে, তবে সে চেষ্টা এখন কেন? অগ্রে টেলিফোন পোষ্টাফিস সমূহে বসিতে আরম্ভ করুক, তখন সে চেষ্টা করিলে হইবে। এখন যখন গ্রামের লোকেরা জলের উপায় করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট আসিয়া পড়িয়াছে, তখন অগ্রে জলের উপায় দেখিলে কি

ভাল হয় না? চেষ্টা করিয়াও যদি অসাধ্য হয়, তবে দোষ কি? এই স্থলে আমাদিগকেও গবর্ণমেন্টের নিকট প্রার্থনা করিতে হইতেছে, যে যে স্থানে জলকষ্ট হইয়াছে, গবর্ণমেন্ট যদি অন্ততঃ ২। ৩ বৎসরের জন্য বিনা সুদে কিছু কিছু টাকা কর্জ্জও দেন, তাহা হইলে অনেকেই আপাততঃ সেই অর্থে পুষ্করিণী কাটাইয়া পরে সময় মত দেনা পরিশোধ করিতে পারে। প্রজার হিতার্থ গবর্ণমেন্টের এরূপ করাও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

বিজ্ঞাপন

কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কদাচ প্রেরিত হয় না।

যিনি এক দিবসে হৃদয়দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্টেজ পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

হোমিওপ্যাথিক

ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা-প্রদর্শিকা।

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। এই পুস্তকে ঔষধ সকলের বিবরণ, ৫ আময়িক প্রয়োগাদি এবং সর্ব্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার্থী ও চিকিৎসার্থিগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ। মূল্য ২ টাকা, ডাকমাশুল ৵১০ আনা। কলিকাতা—চোরবাগান, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ৮০ নং "চিকিৎসাতত্ত্ব প্রেস" ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট "মেডিকেল লাইব্রেরি"তে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহুসংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যন্ত্রণা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে এককালে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চমকান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশতঃ হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে এককালে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ কৃশ ও ক্ষয় প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও স্থূল করিয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাঁহারা কখন গরমী, বাত, বাঘী, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (মারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ৫ টাকা, ছোট ২ টাকা।

বরডেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।
গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পশ্চিম ও উইলসন হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত পদাদিকম্প, রূপবিহীনতা, মানসিক বিকার, বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
মোং কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বেণীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়—আমগ্রাম ৭
শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঘোষ—শোলাকুণ্ড ৭
" " গোঁসাইচরণ মণ্ডল—কটক ৭
" " ক্ষেত্রনাথ সরকার—কবতর বাটী ৭
" " মহানন্দ দাস—কামারপুরহাট ৭
" " পীতাম্বর মাইতি—কোলা ৭
" " হরকুমার মজুমদার—মালদহ ৭
" " কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় গমস্তা কুড়কি ৫॥০
" " জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ—কলিকাতা জোড়াসাঁকো ১০
" " বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় রাউলপিণ্ডি ১০
শ্রীযুক্ত কুমার দেবীপ্রসাদ রায়—পোষ্টু ১০
শ্রীযুক্ত সেখ আছু বিশ্বাস—গোহাটী ৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অল্প আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

যেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাঃ হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

[illegible] নিরূপণ [illegible] বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র [illegible] দ্বারা [illegible] প্রেরণ করা যায়।

শ্রীবি[illegible]লাল সেন গুপ্ত

[illegible] বালাখানা, কলিকাতা

[illegible] সম্পাদক মহাশয়ের [illegible] সোমপ্রকাশ পাকা বাটী ও [illegible] দিতে ইচ্ছা। [illegible] হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন [illegible] শ্রী[illegible]নাথ চট্টোপাধ্যায়

[illegible] ঐ গলিতে [illegible]

বিনা মূল্যে বিতরণ

[illegible]

বাঙ্গালা [illegible] নামে "[illegible]" প্রণেতা কর্তৃক প্রণীত হইয়া [illegible] এক খণ্ড করিয়া প্রকাশিত হইবে অনুমান [illegible] সমাপ্ত হইবে, আমরা উহার মূল্য গ্রহণ না করিয়া কেবল ডাক মাশুল [illegible] নাম হইতে কার্যারম্ভ হইয়াছে [illegible] দ্বিতীয় ডাক মাশুলাদি পাঠাই-[illegible] একখানি [illegible] অতিরিক্ত ডাকমাশুল [illegible] হইবে না।

কলিকাতা [illegible] ১১০ নং কার্যালয়

[illegible] শ্রীঅমৃতচন্দ্র সরকার।

প্রেরিতপত্র

কৃষিশিক্ষা।

[illegible] সম্পাদক মহাশয়! অদ্য আমি একটী [illegible] প্রস্তাব লইয়া আপনার বিজ্ঞ পাঠক [illegible] সমীপে উপস্থিত হইতেছি, ভরসা করি আমাদিগের মাননীয় গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক মহাশয় [illegible] মহামতি সার এসলি ইডেন মহো-[illegible] বঙ্গের উপকার সাধন করি-[illegible]

[illegible] লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত সার [illegible] শ্রেণীর বালকগণের [illegible] প্রত্যেক জেলার মাজিষ্ট্রে-[illegible] দিয়াছেন। তদনুসারে [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট,স্কুল সমূহের [illegible] সব ইনেস্পেক্টরগণের সাহায্যে প্রাইমারি এডুকেশন দিয়া আসিতেছেন। পাঠশালার ছাত্র ও শিক্ষকগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করা হইয়া থাকে। বৎসরে দুইবার অন্ততঃ একবার তাহাদিগকে নগদ অর্থ কিম্বা [illegible] পুস্তক সকল পারিতোষিক দান করা হয়। উক্তবিধ পাঠশালার অধিকাংশ ছাত্র কৃষক [illegible] তাহাদিগকে অন্যবিধ পুস্তক দানাপেক্ষা কৃষি সম্বন্ধীয় পুস্তক পারিতোষিক দিলে কিঞ্চিৎ উপকারের সম্ভাবনা আছে [illegible] বিবেচনায় সম্প্রতি নদীয়ার সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত টেলর সাহেব মহোদয় খ্যাতনামা গ্রন্থকার বিবিধ শাস্ত্র বিশারদ শ্রীযুক্ত বাবু কালীময় ঘটক প্রণীত "কৃষি-শিক্ষা" নামক পুস্তকের ১৫০ খণ্ড প্রাইমারি ফণ্ড হইতে ক্রয় করিয়া, পারিতোষিক দানার্থে প্রত্যেক উপবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এই ঘটনাতে আমাদিগের দুইটী সন্তোষের কারণ আছে।

প্রথমঃ—নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষা সাধনার্থ নদীয়ার মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ মনোযোগ।

দ্বিতীয়ঃ—একখানি উৎকৃষ্ট ও বিশেষ প্রয়োজনীয় বাঙ্গালা পুস্তকের প্রচার বিষয়ে সহায়তা করিয়া একজন বঙ্গীয় গ্রন্থকারকে উৎসাহ দেওয়া।

আমরা বিশেষ মনোযোগের সহিত "কৃষি-শিক্ষার" আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি; কৃষি বিষয়ে ঐ পুস্তকের ন্যায় সাধারণের পাঠোপযোগী ও ফলোপধায়ক গ্রন্থ বঙ্গভাষায় আপাততঃ আর নাই। বিশেষতঃ ঐ পুস্তকখানি স্কুল ও পাঠশালার ছাত্রগণের পাঠোপযোগী করিবার জন্য গ্রন্থকার বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। কৃষি বিষয়ক প্রত্যেক সত্যের বৈজ্ঞানিক যুক্তি টীকাকারে পুস্তক মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। উহার সমস্ত অংশই সারগর্ভ বিশেষতঃ "সার" "পাইট" বিষয়ক অধ্যায়ের সংগ্রহ ও লিপি প্রণালী অনুপম। এই জন্য নদীয়ার মাজি[illegible] সাহেবের দৃষ্টি ঐ [illegible] আমরা এত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমরা ঐ প্রয়োজনীয় পুস্তকখানির মফস্বলে প্রচার বিষয়ে নদীয়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও নদীয়ার স্কুল সমূহের বর্তমান ডেপুটী ইনেস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় যাবতীয় জিলার মাজিষ্ট্রেট [illegible] ডেপুটী ইনেস্পেক্টরের মনোযোগ প্রার্থনা করি।

মধ্য বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি ও নিম্ন বাঙ্গালার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি বিষয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। বৎসর বৎসর [illegible] ইনেস্পেক্টরগণ সেই সকল বিষয়ে ২।৪ খানি উৎকৃষ্ট পুস্তক বাছিয়া প্রত্যেক স্কুলে এক এক তালিকা পাঠাইয়া দেন। পরীক্ষার্থী ছাত্রগণ সেই তালিকার লিখিত পুস্তক সকলের মধ্যে প্রত্যেক বিষয়ে যে কোন একখানি পুস্তক পাঠ করিয়া বৎসরের শেষে পরীক্ষা দিয়া থাকে। ইনস্পেক্টরগণ গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের পুস্তক নির্ব্বাচন করিতে পারেন না। বোধ হয় এই কারণেই "কৃষি শিক্ষা" সদৃশ উৎকৃষ্ট ও বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক উক্তবিধ তালিকায় দৃষ্ট হয় না।

আমাদিগের বর্তমান লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মহামতি সার, এসলি ইডেন বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা এই যে তিনি একবার মধ্য ও নিম্ন বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষণীয় বিষয়গুলির প্রতি মনোযোগ করেন। ১১ হইতে ১৪ বৎসরের বালকগণকে এত উচ্চ বিষয় ও এত অধিক পুস্তক পাঠ করান হয় যে, তাহাকে এক প্রকার অত্যাচার বলিলেও আমরা অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইব না। যাহা এণ্ট্রান্স ও ফাষ্ট আর্টের পরীক্ষার্থিদিগকে পড়িতে হয় না, তাহা উক্তবিধ বালকগণকে পড়িতে হয়। আমাদের বিবেচনায় মধ্য ও নিম্ন বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার্থিদিগের মৌলিক বিজ্ঞান পাঠ করায় কোন ফল নাই; অতএব বিজ্ঞান এককালে উঠাইয়া দিয়া সেই [illegible] স্বাস্থ্যরক্ষা ও কৃষিশিক্ষা এই দুই খানি বৈজ্ঞানিক পুস্তক পাঠ করান উচিত। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্যরক্ষা পাঠের আদেশ, ডিরেক্টরের আফিস হইতে অতিরিক্ত বিজ্ঞাপনী দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম সকল শিক্ষা করা যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য, শরীর রক্ষার প্রধান উপাদান [illegible] উদ্ভিদ, তদুৎপাদন ও তাহার উৎকর্ষ সাধন শিক্ষা করাও তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য; এই শেষোক্ত বিষয় শিখাইতে হইলে কৃষিশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া উচিত। আমরা সত্যের অনুরোধে বলিতে পারি কালীময় বাবুর "কৃষি-শিক্ষা" তাদৃশ শিক্ষা দানের সম্পূর্ণ উপযোগী।

আমরা যে উপরিউক্ত দ্বিবিধ পরীক্ষার বিষয় সকল হইতে বিজ্ঞান উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছি, তাহার আরও একটী বিশেষ হেতু আছে। সম্প্রতি শিক্ষা বিভাগের উপরিতন কর্তৃপক্ষগণ উচ্চ শ্রেণীস্থ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং মধ্য শ্রেণীর বাঙ্গালা বিদ্যালয় ঐ উভয় বিদ্যালয়কে মিলাইয়া দিতেছেন। বাগআঁচড়া, বারাসত, যশোহর, প্রভৃতি স্থানে ঐরূপ মিলিত বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐরূপ বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণী, মধ্য শ্রেণীস্থ বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী স্বরূপ। ছাত্রগণ ঐ শ্রেণী হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেয়। পরে উপরিতন চারি শ্রেণীতে পড়িয়া চারি বৎসরে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া থাকে। বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পর এবং

[illegible] ভিন্ন-সম্প্রদায়স্থ হিন্দু- [illegible] খৃষ্টপুরোহিত প্রতিপালন [illegible] আর কি আছে ?

[illegible] একজন ধর্ম্মাধ্যক্ষ গবর্ণ- [illegible] পদস্থ হইয়া অবধি খৃষ্টধর্ম্ম [illegible]। তিনি যেমন সৈনিক [illegible] অনাবশ্যক ও অসঙ্গত ব্যয় করিয়া- [illegible] গির্জ্জার লোক সম্প্রদায়ের [illegible] ব্যয় করিয়াছিলেন। পুলিস [illegible] [illegible] সরকারী [illegible] হইতে [illegible] পাইয়াছিলেন। [illegible] প্রোৎসাহ দানে এমনি [illegible] হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা [illegible] ইণ্ডিয়ান চর্চ্চ [illegible] [illegible] অনন্য- [illegible], ইণ্ডিয়ান চর্চ্চ [illegible] এই দুরুহ ও [illegible] লিখিয়া- ছিলেন "ইণ্ডিয়ান [illegible] দিন যে [illegible], [illegible] প্রকাশ পাইতেছে ভারতবর্ষে [illegible] কতকগুলি বিশপ ক্রমশঃ [illegible] উঠিতেছে, [illegible] খৃষ্টধর্ম্ম [illegible] সরকারী [illegible] বিশপ [illegible] গির্জ্জার লোক সম্প্রদায়ের কথা উত্থাপন করেন এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি [illegible] প্রদর্শন করাই যদি বাঞ্ছনীয় হয় এবং [illegible] পুরোহিতেরা [illegible], [illegible] কিছুই নহেন, [illegible] আমরা [illegible] [illegible] সকল [illegible] [illegible] আছেন [illegible] [illegible] এবং ধর্ম্ম-সম্প্রদায় [illegible] যে প্রকার [illegible]।"

[illegible] হিন্দু মুসলমান [illegible] [illegible] তাহাদিগের [illegible] [illegible] তাহাদিগের অর্থ [illegible] [illegible] প্রতিপালন করা কি [illegible] ধর্ম্মাবলম্বীর [illegible] তাহাদিগের নিকট হইতে অর্থ [illegible] প্রটেষ্টাণ্ট পুরোহিত [illegible] অনেকেরই অনু- [illegible] অধিনায়ক [illegible] [illegible] প্রধান মন্ত্রী হই- য়াছেন তিনি একবার [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] সম্পত্তি

রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া প্রজার মঙ্গল সাধন চেষ্টা করা প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যকর্ম্ম। তাঁহার মতে যেমন শাসন ও বিচার কার্য্যের নিমিত্ত বেতন ভোগী কর্ম্মচারী রাখা হয় তেমনি পুরোহিত নিয়োগ করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করা উচিত। তিনি তৎকালে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, আয়র্লণ্ডের অধি- কাংশ লোক ক্যাথলিক হইলেও যখন ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট প্রটেষ্টাণ্ট হইতেছেন তখন আয়র্লণ্ডের পুরোহিতদের ধর্ম্ম প্রটেষ্টাণ্ট হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে ক্যাথলিকদিগের [illegible] কর ব্যয় করা অন্যায় নয়; তিনি তাহার এই কারণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ক্যাথলিক প্রজাগণ যদি অজ্ঞতা নিবন্ধন কোন কথা বলে, আর গবর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারেন যে তদ্বিপরীত কাজ করিলে ভবিষ্যতে প্রজাদিগের প্রতি মঙ্গল হইবে তাহা হইলে প্রজার আপত্তি গ্রাহ্য করা বিধেয় হয় না। সেই গ্লাডষ্টোন সাহেবের আবার এতৎসংক্রান্ত মত পরিবর্ত্ত হইয়া যায়। তিনি আবার সভায় প্রস্তাব করিয়াছি- লেন আয়র্লণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত রাজ্যের সংস্রব রাখা উচিত নহে। যে সকল প্রটেষ্টাণ্ট পুরো- হিত সরকারী বেতন ভোগ করেন তাঁহার মতে তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকেরও ঐ মত। ডিস্রেলি সাহেব গ্লাডষ্টোনের একজন প্রতিযোগী হইলেও [illegible] স্বীকার করিয়াছিলেন আয়র্লণ্ডের প্রতি অবিচার হইয়াছে, তবে তিনি এই মাত্র বিশেষ কথা বলি- য়াছেন, প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায় যেমন আছেন তেমনি থাকুন। একটী স্বতন্ত্র ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যা- লয় ও কয়েকজন ক্যাথলিক স্বতন্ত্র পুরোহিত হউন। ফলতঃ তৎকালের এই আন্দোলন দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, ক্যাথলিকদিগের প্রদত্ত অর্থ লইয়া প্রটে- ষ্টাণ্ট পুরোহিত প্রতিপালন করা কোন ক্রমেই ন্যায়ানু- মত নহে। একথা কি ডিসরেলি সাহেব, কি কাণ্ট বরির আর বিশপ সকলেই স্বীকার করিয়াছিলেন।

আয়র্লণ্ডের পক্ষে লোকের বোধে যে সকল প্রস্তাব করা হইয়াছিল,ভারতবর্ষের পক্ষে সেই সকল প্রস্তাব যে শতগুণে শ্রেয়স্কর সে বিষয়ে সংশয় নাই। আয়র্লণ্ডে ও ভারতে মহৎ অন্তর। আয়র্লণ্ডের লোকেরা ক্যাথলিক বটেন কিন্তু তাঁহারা খৃষ্টধর্ম্মা- বলম্বী। ইংলণ্ডের সহিত আয়র্লণ্ডের ধর্ম্মের মূলগত অনৈক্য নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের ধর্ম্মের সহিত খৃষ্ট ধর্ম্মের মহৎ অন্তর। হিন্দুরা এ ধর্ম্মে ঘৃণা করেন, মুসলমানদিগের চক্ষে এটী ভ্রমাত্মক ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মদিগের ত কথাই নাই। যখন ক্যাথলিক-প্রধান আয়র্লণ্ডে সরকারী বেতনভোগী পুরোহিত রাখা অন্যায় বলিয়া প্রতি- পন্ন হইয়াছে তখন হিন্দু মুসলমান-প্রধান ভারত- বর্ষের অর্থে খ্রীষ্টপুরোহিত প্রতিপালন করা যে কত দূর অন্যায় তাহা সহজে বুঝা যাইতেছে।

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই, যে লার্ড রিপন মহোদয় নানাপ্রকার আপত্তি হইয়াছিল বলিয়া এবং প্রকারান্তরে হিন্দুধর্ম্মে হস্তক্ষেপ ও তাহাতে প্রশ্রয়দান করা হয় ভাবিয়া ধর্ম্মার্থ প্রদত্ত বিষয় বিভব রক্ষার আইন বিধিবদ্ধ হইতে দেন নাই, তিনি যে হিন্দু ও মুসলমানদিগের প্রদত্ত অর্থ দ্বারা খৃষ্ট পুরোহিত প্রতিপালন রূপ ভারতবর্ষীয় গবর্ণ- মেণ্টের ব্রত পালনের ব্যবস্থাটীর উন্মূলন করি- লেন না এটী আমাদিগের অতিশয় দুঃখ ক্ষোভ ও আশ্চর্য্যের বিষয় হইতেছে। ফলতঃ আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের সদৃশ উদার গবর্ণমেণ্টের অধীনে এই অনুদার ব্যবস্থাটী বলবৎ রাখা কোন ক্রমে বিধেয় হইতেছে না।

ভারতে বিদ্যাশিক্ষা

সম্প্রতি ইংলণ্ডের কয়েকজন প্রধান লোক ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি লার্ড হার্টিংটনের নিকটে উপস্থিত হইয়া ভারতের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে একখানি আবেদন করিয়াছেন। যিনি ১৮৫৪ অব্দের শিক্ষা-সংক্রান্ত পত্রের রচয়িতা, সেই ভাইকাউণ্ট হালিফাক্স সেই আবেদক দলের অগ্রণী, [illegible], [illegible], লার্ড [illegible], [illegible] প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোক তন্মধ্যে ছিলেন। আবেদনকারিদিগের প্রধান বক্তব্য এই ১৮৫৪ অব্দের শিক্ষা-সংক্রান্ত পত্রে ভারতবাসিদিগের বিদ্যা- শিক্ষার্থে যে যুক্তি ও যে নীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার বাঞ্ছানুরূপ ফলোদয় হয় নাই।

আবেদনকারিরা বলেন, ১৮৫৬ অব্দে সমুদায়ে ১৪ টী কালেজ ছিল, তদবধি ১৮৮০ পর্য্যন্ত ৮৮ টী কালেজ হইয়াছে। উহার মধ্যে ২৯ টীর কার্য্য গবর্ণমেণ্টের নিজ ব্যয়ে সম্পাদিত হইতেছে; আর, ১৯ টী কালেজে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে। ঐ সকল কালেজের সাহায্য দানে গবর্ণ- মেণ্টের সামান্য মাত্র ব্যয় হয় কিন্তু গবর্ণ- মেণ্টের নিজের বিদ্যালয়ে ৯০০০০০ টাকারও অধিক বার্ষিক ব্যয় হইয়া থাকে। ইহাতে কেবল ধনি-শ্রেণীর ৬৫০০ উপাধিধারির শিক্ষালাভ হইয়া থাকে। সে শিক্ষালাভের ফল এই, তাঁহারা লাভজনক রাজপদে নিয়োজিত হইয়া থাকেন। ঐ ব্যয় ভারতের ধনাগার হইতে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ব্যক্তির বিদ্যাশিক্ষার্থে যে ব্যয় দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার তুল্য। ভারতের দরিদ্র প্রজাদিগের প্রাথ- মিক শিক্ষার্থে বর্ষে বর্ষে ধনাগার হইতে যে ব্যয়

দেওয়া হয়, হিসাব করিয়া দেখিলে স্কুল গমন-যোগ্য বয়স্ক বালকের প্রতি দুই পেন্স মাত্র পড়ে, আর সমুদায় প্রজা গণনা করিয়া হিসাব করিয়া দেখিলে প্রতি ব্যক্তিতে এক ফার্দিং মাত্র পড়িয়া থাকে। ইত্যাদি।"

আবেদনপত্র খানি পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হয়, উচ্চ শ্রেণীর উচ্চ-শিক্ষায় উপেক্ষা করিয়া নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষা বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যত্নবান হন, আবেদনকারিদিগের এই অভিপ্রায়। আবেদনকারিরা একথা স্পষ্টাক্ষরে বলেন নাই বটে; কিন্তু লর্ড হার্টিংটন যে উত্তর দান করিয়াছেন, তাহার পর্য্যালোচনা করিলে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। লার্ড হার্টিংটন বলেন—

উক্ত গুরুতর বিদ্যাশিক্ষা বিষয় সম্বন্ধে লার্ড হালিফাক্স ও অন্যান্য ভদ্রলোকেরা আমাকে যে কথা বলিলেন, আমি অতিশয় মনোযোগ দিয়া আদরপূর্ব্বক তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়াছি। লর্ড হালিফাক্স ও তাঁহার সহচরগণ ভারতের বিদ্যাশিক্ষার প্রণালী পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ধর্ম্ম শিক্ষার্থ উৎসাহ দিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে কোন প্রকার উত্তেজনা করিবার যে প্রস্তাব করেন নাই, তাহা শুনিয়া আমি অতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছি। কারণ, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় লোকের নিকটে এই প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়াছেন যে, তাঁহারা তাহাদিগের ধর্ম্ম সংস্কারের বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবেন না। আমার এই অনুভব হইতেছে, আগন্তুক ব্যক্তিরা যদি এ প্রকার কোন পরিবর্ত্তের কথা বলিতেন, যাহাতে ভারতবর্ষের লোকের মনে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ [illegible] সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই ঐ বিষয়ে এ দেশে অতিশয় আপত্তি উত্থাপিত হইত। অতএব আমি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি যে, আগন্তুক ভদ্রলোকেরা যাহাতে ভারতবর্ষের লোকের সাংসারিক [illegible] লাভ হয় (বিদ্যাশিক্ষা বিস্তার হয়) সরল ভাবে তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। বিদ্যাশিক্ষা নিবন্ধন ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে পরিবর্ত্ত ঘটিবে তাহার উল্লেখ করা তাঁহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। আমি এক্ষণে এ বিষয়ে যত দূর পারক হইতেছি, [illegible] আমি ইহার অপেক্ষাও অধিকতর [illegible] এ বিষয়ের আলোচনা [illegible], কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমি পদ গ্রহণ করিয়াছি সেই অবধি এ বিষয়ে আমার বিশেষরূপে মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। লর্ড হালিফাক্স বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আমাদিগের পদ লাভ অবধি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত অন্য অন্য বিষয়ে আমরা এরূপ ব্যাপৃত ছিলাম যে এ বিষয়ে যথোচিত মনোযোগ দিবার অবসর পাই নাই। যাহা হউক এক্ষণে এটী আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, যে এ বিষয়টী ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সমক্ষে এবং তাঁহার ইংলণ্ডস্থ পরামর্শদাতাদিগের অগ্রে উপস্থিত করা হয়। এক্ষণে ভারতবর্ষে উচ্চ পদস্থ এরূপ অনেক লোক আছেন যে তাঁহাদিগের মত একান্ত আদর ও গ্রহণ যোগ্য। যিনি ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিনিধি, বিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। তিনি ইংলণ্ডের শিক্ষাবিভাগে ঐ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, অতএব তিনি ভারতবর্ষের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে ঐ অভিজ্ঞতার পরিচয় দানে যে সমর্থ হইবেন সে বিষয়ে সংশয় নাই। আডাম সাহেব ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া মান্দ্রাজে যাইবার পূর্ব্বে, ইংলণ্ডের বিশেষতঃ স্কটলণ্ডের শিক্ষা প্রণালীর বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়াছেন। সর জেমস ফার্গুসন বিদ্যা-শিক্ষা বিষয়ে সবিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি উপনিবেশে ছিলেন, সেই কারণে তিনি রাজ্যের অন্যান্য অংশে বিদ্যা-শিক্ষা যেরূপ প্রচলিত আছে, তদ্বিষয় অবগত আছেন। অতএব আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে আপনারা আমাকে যে বিষয়ের কথা কহিলেন, ভারতবর্ষে ইহার বিষয় সম্পূর্ণরূপে বিবেচিত হইবে। আর আমার এখানেও অনেক বহুজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য লাভের সম্ভাবনা আছে, উহার মধ্যে অনেকেই বিদ্যা-শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। এক্ষণে আমার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা না থাকাতে আমি এক্ষণে সামান্যতঃ কেবল কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।

১৮৫৪ অব্দের শিক্ষা-সংক্রান্ত পত্র ভারতবর্ষের শিক্ষা-প্রণালীর ভিত্তি স্বরূপ। আমার বিশ্বাস এই, তদবধি ক্রমান্বয়ে ভারতবর্ষে যে সকল গবর্ণমেণ্ট হইয়া গিয়াছেন তাঁহারা সরলভাবে এবিষয়ে মনো নিবেশ করিয়াছেন। এরূপ হইতে [illegible] হালিফাক্স আদৌ যে অভিপ্রায় করিয়া ঐ শিক্ষা সংক্রান্ত পত্রে যে যে যুক্তি মূল ভিত্তিরূপে [illegible] করিয়া দিলেন তাহা [illegible] পরিবর্ত্ত হয় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগের সাধ্যানুসারে [illegible] যে পথ বিনি [illegible] করিতে পারিয়াছেন তাহা করিয়াছেন। আর আংশিক [illegible] ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে, যে [illegible] ব্যক্তি ভারতবর্ষে [illegible] করিয়াছেন তাঁহাদের [illegible] বিশ [illegible]। অতএব [illegible] বিষয়ে তাহাদিগের [illegible] হইবে, তাহা অবৈধ [illegible]। [illegible] ভারতবর্ষবাসীদিগেরও উচ্চ শিক্ষার [illegible] হইবে না। ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে [illegible] লোকেই শিক্ষা কার্য্যে অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তাঁহারা উচ্চ শিক্ষারই পক্ষপাতী। কেবল যে ধনি [illegible] উচ্চ শিক্ষার বিষয়ে ভারতবাসীরা পক্ষপাতী, তাহা নয়, মধ্য শ্রেণীর ও দরিদ্র শ্রেণীর [illegible] অংশে ঐ উচ্চ-শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আমি এ কথা বলিতেছি না, ১৮৫৪ অব্দের শিক্ষা সংক্রান্ত পত্রে যে যে যুক্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা দৃঢ়তররূপে অবলম্বিত হইবে না। কিন্তু আমরা শিক্ষা সম্বন্ধে যে কোন পরিবর্ত্ত করিব, আমাদিগকে অতি সাবধান হইয়া সে পরিবর্ত্ত করিতে হইবে। কারণ, পাছে ঐ পরিবর্ত্ত নিবন্ধন ভারতবাসিদিগের শিক্ষানুরাগের হ্রাস হইয়া যায়। ইত্যাদি।

আমরা মার্কুইস হার্টিংটনের বাক্যগুলি শুনিয়া যার পর নাই প্রীতিলাভ করিলাম। নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যা শিক্ষা [illegible] হউক তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার হ্রাস হইয়া এটী [illegible] কোন [illegible] আমাদিগের অভিমত নহে। আমরা দেখিতেছি উচ্চ-শিক্ষা হ্রাস করিবার চেষ্টা অনেকদিন [illegible] হইতেছে। কিন্তু আমরা ভূয়োদর্শন বলে নিশ্চয় করিয়া কহিতেছি রাজপুরুষেরা যে দিন ভারতের উচ্চ-শিক্ষা হ্রাস করিবেন, সেই দিন ভারতের অধঃপাত দশা আরম্ভ হইবে। এতদিন ইংরাজ রাজ-পুরুষেরা পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া ভারতকে যে উন্নত করিতে তুলিলেন ঐ দিনেই তাহার অবসান হইবে। যে শিক্ষায় [illegible] শিক্ষা ও [illegible] শিক্ষা না হয় সে শিক্ষা [illegible] উপদেশ দিয়াছি নিম্ন শ্রেণীর যতদূর ভাবে শিক্ষা লাভ হউক তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু তাহাদের এক্ষণে [illegible] [illegible] দেশের [illegible] [illegible] করিয়াছেন—

[illegible]
[illegible] বিদেশজ্ঞা।
[illegible]
[illegible]

[illegible] কিছুই জানে না তাহাকে [illegible] [illegible], আর যিনি [illegible] তাঁহাকে [illegible] আনা [illegible] পারে। [illegible] ব্যক্তি কিছু কিছু জানে [illegible] সন্তুষ্ট করিতে পারেন না।

অল্প শিক্ষা এমনি আপদের। [illegible] প্রবাদ আছে " Little learning [illegible]

হস্ত হইতে এই মকদ্দমা উঠাইয়া আনাতে আমাদের বিবেচনায় সাধারণের সমক্ষে তাহার অবধীরণা করা হইয়াছে। ৬ ষ্ঠ, এখাটে সন সাহেবদিগের সমস্ত মকদ্দমা স্বয়ং, বিচার করিবার আদেশ করায় পক্ষপাতিতার সন্দেহ উদ্রিক্ত হইতে পারে। ৭ ম এরূপ "হোলসেল" আদেশ ক্রিমিনাল প্রোসিজর কোডের ৪৮ ধারার স্পষ্ট উল্লঙ্ঘন। ৮ ম, মকদ্দমা পক্ষীয়দের প্রার্থনার অপেক্ষা না করিয়া স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এরূপ হুকুম জারি করাতে সরকারের ফির ক্ষতি করা হইয়াছে।

যাহা হউক সুখের বিষয় এই যে আপীল শুনাণ আমাদের সুবিচারক জজ বিশ্ব বাবুকে অব্যাহতি দিয়াছেন। জজ বাহাদুর আপন রায়ের শেষ ভাগে যে অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা তাহার মর্ম্ম অনুবাদপূর্ব্বক পাঠকগণের গোচর না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন "প্রাগুক্ত ... ম," "অভিযোগ পক্ষীয় সাক্ষ্যবাক্যে বিশেষ কোন অনৈক্য নাই, অথচ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অপরাধ বিলক্ষণ সাব্যস্ত হইতেছে।" ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের এই সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায়। অভিযুক্তো নিয়োজিত উকীলদিগের প্রতিবাদ সমস্তের যেরূপ তুচ্ছ মাত্র খণ্ডন করা বিবৃত হইয়াছে; আসামীর প্রার্থনা নামঞ্জুর; এবং এ প্রদেশে সম্পত্তিশালী ওয়াটসন কোম্পানির প্রতিপত্তি, এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া আমি পরিতুষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিতেছি না। যে আপিলাণ্ট পক্ষ ... ম্যাজিষ্ট্রেটর ... পক্ষপাতিতা দোষ আরোপ করা হইয়াছে ... তাহার প্রতীয়মান সুযোগ প্রদান করিয়াছেন ... আমি একথা বলিতেছি না যে ... কিন্তু আমি বিবেচনা করি ম্যাজিষ্ট্রেটকে ... সেই আসামীর পক্ষ পর্য্যালোচনা ... এবং আমার পক্ষে ন্যায় ... বটে। এবং আমি উক্ত বিবেচনা করি যদি তিনি একাপ ... সম্মত না হয়েন, ... হইলে এরূপ বিষয় ... আমার ... হইবে।"

পুস্তক সমালোচনা।

কাশীপুর কুসুম। অর্থাৎ কাশীপুরের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত। শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত। বরিশাল সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। শকাব্দ ১৮০৩। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, "দেশের অবস্থা জানিবার নিমিত্ত অধুনা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, সংবাদ পত্র পাঠে অথবা দেশভ্রমণে ব্যাপৃত হইয়া শারীরিক মানসিক উভয়বিধ কষ্ট স্বীকার করিতেছেন, তদ্দর্শনে বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ আমারও ইচ্ছা হয় যে এই স্থানের বৃত্তান্ত লিখিয়া সাধারণ সমীপে নিবেদন করিব" ইত্যাদি কাশীপুর বরিশাল জেলার একটী চাকলা মাত্র। ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ যেরূপ ... সহিত প্রতাপ বাবু বিবৃত করিয়াছেন তাহা দর্শন করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। এই বিবরণ সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে অনেক পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে সন্দেহ নাই। ভাষা দুই এক স্থান ব্যতীত অধিকাংশ স্থলে সরল ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। চাকলাস্থ সকল ব্যক্তির নামোল্লেখ না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে যদি দেশীয় আচার ব্যবহার বিশদরূপে বর্ণন করিতেন তাহা হইলে বড় সুখের হইত। যাহা হউক প্রতাপ বাবুর উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়, আমরা আশা করি ক্রমশঃ তিনি সমস্ত বরিশালের বিবরণ লিখিয়া সাধারণের কুতূহল চরিতার্থ করিবেন।

কারক-প্রকরণ। শ্রীচন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে শ্রী গোপালচন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত। ১৮৮১। প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের যাহাতে সহজে কারকে বোধাধিকার হয় সেই উদ্দেশে গ্রন্থকার পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মুগ্ধবোধের কারক প্রকরণ অবলম্বন করিয়া ইহা সঙ্কলন করিয়াছেন। বস্তুতঃ কারকে সহজে জ্ঞান জন্মায় এমন কোন সহজ সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক পাওয়া সুকঠিন। মুগ্ধবোধাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া কারক শিক্ষা করা প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিদিগের পক্ষে বড় সহজ কথা নহে। চন্দ্রমোহন বাবু যে উদ্দেশে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন অনেক পরিমাণে তাহাতে তিনি সফল প্রযত্ন হইয়াছেন।

দুঃখের বিষয় আমাদিগের বাঙ্গালা মুদ্রণপ্রণালীর দোষে গ্রন্থমধ্যে অনেকগুলি ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে। বোধ হয় গ্রন্থকার বিশেষ যত্ন করিলে উহার সংশোধন হইত। কারকের উদাহরণ গুলিও সকল স্থানে সহজ ও ... ... আশা করি দ্বিতীয় বার মুদ্রণকালে এই দুইটী দোষের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। আর তাহা হইলে আমরা আনন্দচিত্তে যাহাতে এই গ্রন্থখানি ইংরাজী বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্যপুস্তক রূপে পরিগণিত হয় সে বিষয়ে অধ্যক্ষগণকে অনুরোধ করিতে পারিব।

আরণ্য-প্রসূন। কলিকাতা, ... নম্বর ... শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ৬০ আনা মাত্র। এখানি খণ্ড কাব্য। ইহাতে অনেকগুলি পাঠ্য বিষয় আছে। স্থানে স্থানে ... গ্রন্থকারের নাম নাই। কিন্তু বিজ্ঞাপনের প্রণালী দেখিয়া আমাদিগের বোধ হইল আরণ্য-প্রসূন গ্রন্থকারের প্রথম উদ্যম। তাঁহার প্রথম উদ্যম বলিয়া আমরা পুস্তকের তন্ন তন্ন করিয়া দোষ গুণ দেখাইতে নিরস্ত রহিলাম। যতদূর দেখিলাম তাহাতে বলিতে পারি চেষ্টা করিলে কবিতা লেখায় গ্রন্থকারের বিশেষ ক্ষমতা জন্মিবে। আমরা গ্রন্থের দুই স্থান হইতে দুইটী অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; এক্ষণে পাঠক দেখিতে পাইবেন গ্রন্থকার স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন:—

পাষাণ-প্রতিমা।

" কি সুন্দর গড়িয়াছ প্রতিমা এখানে !
পাষাণে কোমল প্রাণ বঙ্গ বিধবার !
পরিয়া বসন সাদা, চিকুর এলায়ে ...
সিঁথিতে সিঁদুর দাগ রমণীর নাই,
নহে আস্য প্রফুল্লিত, নহে ওষ্ঠ বিকাশিত
আয়ত নয়ন দুটী—আধ ঢাকা তাই !
নত মুখে চেয়ে আছে কলঙ্ক পরশে পাছে,
যেন কত জড়সড় উচ মরিমরি,
অপরূপ প্রতিমূর্ত্তি—বিষাদ মাখান স্ফূর্ত্তি—
মলিন সৌন্দর্য্য রাশি একাধারে ধরি !"

শিশু।

অকালে কেনরে শিশু লইলি বিদায় !
কয় দিন তরে বল,
ধরিলি এ দেহ-ছল,
দরিদ্র কুটীরে আসি জনম লইলি,
ভাসিলি ভাসায়ে সুখে, শেষে দাগা দিলি !
পীড়িত শয্যায় তোর প্রসূতী ব্যাকুল,
সুস্থ শিশুর মত
হাসিলি কাঁদালি কত—
রহিলি আপন মনে আনন্দে বিভোর,
কে জানে অন্তরে কাল প্রবেশিছে তোর !
স্বজন বান্ধব তোর সন্তোষের লয়ে,
... সুযোগ ভাল
আবির্ভূত ব্যাধি কাল
নবপ্রাণ কচি কাঁধ জীবন চাপিল,
বদনে আননে তোর সে হাসি লুকাল !
... অবশ, তনু করিল অবশ,
একে নাই বাক্ শক্তি
কে করে যাতনা উক্তি !
অন্তরে অন্তরে তোরে পীড়িল নিদয়,
কোন্ ব্যাধি কি ঔষধি না হল নির্ণয় !

এ সপ্তাহে চারুবার্ত্তা নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র আমাদিগের হস্তগত হইল। ময়মনসিংহের অন্তর্গত সহর সেরপুর হইতে এখানি ও ফরমার আকারে প্রচারিত হইতেছে। লেখা মন্দ হয় নাই। সংযোগীর উন্নতি প্রার্থনীয়।

মার্চ্চ মাসের বেঙ্গল ম্যাগাজিন—লেখা মন্দ হয় নাই।

ময়মনসিংহের ভারতমিহির যন্ত্র ... সর্ব্বশাস্ত্র-সংগ্রহ প্রকাশিত হই... পুরাণ নামক অংশের ... হইল। এখানি ... হইতেছে।

... চক্রকিশোর ...

[illegible] ঔষধালয়ের একাদশ বার্ষিক মূল্য নিরূপণ [illegible] ১২৮৮ সালের পঞ্জিকা প্রাপ্ত হইলাম।

[illegible] হাকিমং নামক চিকিৎসা বিষয়ক [illegible] একখানি মাসিকপত্র আমাদিগের [illegible] হইয়াছে।

[illegible] সালের ২ য় কাণ্ডের প্রথম খণ্ড পঞ্চানন্দ— সম্পাদক কি রাজনীতিক কি সামাজিক সকল প্রস্তাবই বিশেষ রসিকতার সহিত লিখিতেছেন।

এপ্রেল মাসের খৃষ্টীয় মহিলা—লেখা নিতান্ত মন্দ হইতেছে না।

জয়নগর পাঠালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক বিবরণ। ১৮৭৯ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পাঠালয়ের সৃষ্টি হয়, ইহার পূর্ব্বেও উদ্যোগী ব্যক্তিগণের যত্নে তথায় এ সকল বিষয়ের অনুশীলন হইতেছিল। অনেক বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ইহা এখন যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে।

চন্দ্রিকা—এখানি সাহিত্য বিষয়ক মাসিকপত্র উদয়পুর হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। হিন্দি ভাষায় বিষয়গুলি লিখিত। আমরা ইহার দুই একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি।

হিন্দু দর্শন—মাসিক পত্র ও সমালোচন। ১২৮৭ সালের আশ্বিন কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের এক খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। লেখা মন্দ হইতেছে না, সংযোগী চেষ্টা করিলে এখানি শীঘ্র উন্নতি লাভ করিতে পারিবে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৫ এ এপ্রেল। [illegible] রাজা [illegible] মধ্যে [illegible] বিরোধ উপস্থিত [illegible] হইবে না।

[illegible] ২৬ এ এপ্রেল। [illegible] করিয়াছেন। [illegible]

কনষ্টান্টিনোপল ২৬ এ এপ্রেল। [illegible]

[illegible]

লণ্ডন ২৫ এ [illegible]

[illegible]

মাডষ্টোন সাহেব ওয়েষ্টমিনিষ্টার হল নামক স্থানে লর্ড বিকন্সফিল্ডের স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপনের জন্য ১৫ দিনের মধ্যে রাজ্ঞীর নিকট অভিনন্দন দান করিবেন। সভায় তৎপরে আয়র্লণ্ডের ভূমি [illegible] লইয়া বাদানুবাদ হইয়া ছিল। [illegible] গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত নীতির নিন্দা করিয়াছেন। [illegible] অতি তীব্রভাবে ঐ বিষয়ে বাদানুবাদ হয়। [illegible] সভা ভঙ্গ হইয়াছিল। মঙ্গলবার লর্ড বিকন্স [illegible] সভাধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

[illegible] ২৫ এ অপ্রেল। অত্যন্ত বৃষ্টি নিবন্ধন ফরাসী [illegible] আরম্ভ করিতে পারে নাই।

[illegible] ২৬ এ এপ্রেল। আলজীরিয়ার নেটীব খ্রীষ্টানেরা [illegible] হইয়াছে, বিদ্রোহ দমনার্থ ৫ হাজার নূতন ফরাসী সৈন্য [illegible] প্রেরিত হইয়াছে।

লণ্ডন ২৬ এ এপ্রেল। অদ্য হগেণ্ডেন নামক স্থানে লর্ড বিকন্সফিল্ডের সমাধি হইয়াছে। সমাধিকালে প্রিন্স ওয়েলস ডিউক কোনট, প্রিন্স লিওপোল্ড ও তাঁহার কনসরবেটীব দলের অভিনেতা মার্ক্ইস হার্টিংটন সার উইলিয়ম হার্টকোর্ট প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

[illegible] টিউনিসদিগের তাবারা দুর্গ তোপে [illegible] নিয়া সেখানে সেনা অবতরণ করাইয়াছে।

[illegible] সাহেব বলিয়াছেন ভবিষ্যতে আয়র্লণ্ডের প্রজাদিগের [illegible] বলাৎকার করিতে আসিলে অস্ত্র দ্বারা তাহার নিবারণ চেষ্টা করা হইবে।

মাডষ্টোন সাহেব [illegible] উপর হইতে [illegible]

[illegible] হইতে সংবাদ আসিয়াছে ফরাসী সেনারা ক্রমে অগ্রসর হইতেছে। [illegible] নামক স্থানে টিউনিস সৈন্যদিগের সহিত ফরাসী সেনাদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছে। ফরাসী সৈন্যেরা নিষ্কিলয়ে টিউনিসদিগের কেপ নামক নগর অধিকার করিয়াছে।

লণ্ডন ২৮ এ এপ্রেল। ব্রাডলা সাহেব শপথ না করাতে [illegible] সভা তাঁহাকে গ্রহণ করেন নাই। লার্ডনটিয়ার বলিয়াছেন তিনি এই বিষয়ে একটী আইনের পাণ্ডুলেখ্য সমর্পণ করিবেন। [illegible] শপথ করা যাহাতে ইচ্ছাধীন হয়, পাণ্ডুলেখ্য [illegible] হইবে।

লণ্ডন ২৮ এ এপ্রেল। [illegible] তাঁহাদের দলের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, [illegible] আইনের দোষ সংশোধনে ইচ্ছুক। [illegible] সমস্ত [illegible] আইনের [illegible] করিয়াছেন [illegible]

[illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] প্রতিবাদ করিয়াছেন।

বিবিধসংবাদ।

বারাকপুর ও কলিকাতার মধ্যবর্ত্তী গঙ্গায় হাঙ্গরের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে।

গত ডিসেম্বর মাসে জাপানের অন্তর্গত টোকিয়ো নামক স্থানে গণনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে তথায় ৪৯০ জনের বিবাহ হয় তাহার মধ্যে ৩৬০ জন স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়াছে।

সন্ধিগরমীতে কলিকাতায় দুই জন ভাহাজি গোরার ও এক জন পুলিষ কর্ম্মচারী মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানির বুঝি ক্রমে লোকসান হয়। এই কয়েক দিনের প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে ৩। ৪ টী ঘোটক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত কোম্পানি এক্ষণে ভাবিয়া চিন্তিয়া ইংলণ্ড হইতে ট্রামওয়ে এঞ্জিন আনিবার চেষ্টায় আছেন। এই এঞ্জিন হইতে রেলওয়ে এঞ্জিনের ন্যায় শব্দ বা ধূম উত্থিত হয় না। এবং আবশ্যক মত থামান ও ছাড়া যাইতে পারে।

মান্দ্রাজ হাইকোর্টের আটর্ণি ও উকীলদিগের মধ্যে বিরোধ হইয়াছে। তথাকার হাইকোর্টের আটর্ণিগণ জজ সাহেবের নিকট এই মর্ম্মে এক আবেদন করিয়াছেন উকীলেরা যেন এক্ষণ হইতে অরিজিনাল বিভাগে ওকালতী করিতে না পারেন। কারণ তাঁহারা আটর্ণিদিগের দক্ষিণা অপেক্ষা কম হারে ফি লওয়াতে মক্কেলগণ তাহাদিগের কাছেই উপস্থিত হয়। এই জন্য আটর্ণিগণ বিরোধী হইয়াছেন।

পল্লীগ্রামে সচরাচর কলিকা ফুল নামক এক প্রকার ফুলের গাছ আছে। বালকেরা সচরাচর ইহার ফল লইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে। এই ফলের দানা অতি বিষাক্ত। সম্প্রতি হালিসহরের এক কর্ম্মকারের স্ত্রী স্বামীর সহিত বিবাদ করিয়া এই দানা খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এক ব্যক্তি হৃষ্ট পুষ্ট এক শত শৃগাল ক্রয়ে উৎসুক হইয়া সংবাদপত্রে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন।

কলিকাতায় কতকগুলি লোক রজকের কারখানা করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। ইঁহারা বিলাত হইতে এক জন শিক্ষিত রজক আনাইবেন।

সে দিন কয়েক জন ইংরাজ নাবিক বোম্বাইয়ে মদ খাইয়া এক খানি নৌকার তিন জন দাঁড়ি ও মাঝিকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়াছিল। অতি কষ্টে তাহারা বাঁচিয়াছে কিন্তু বিচারে প্রত্যেকের ৩০ টাকা করিয়া মাত্র অর্থ দণ্ড হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের ৪ টাকা সুদের কাগজ

১০১৸৶ হইতে ১০১৸৵০

৪॥০	১৮৭০ (১৮৮৫)	১০৩৸০
৪॥০	১৮৭১ (১৮৮১)	১০১৸৹
৪॥০	১৮৭৮-৭৯ (১৮৯৩)	১০৯॥৵০ ,, ১০৯৸৵০
৪॥০	১৮৭৯ (১৮৯১)	
	১৮৬৭ (১৮৮২)	১০১

মদে মদে ভারত উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে, মদের বেগ সহ্য করা সামান্য শাকান্নভোজী দেশীয়দিগের সাধ্য নহে। বিশেষতঃ ভারত গ্রীষ্ম-প্রধান স্থান। অথচ উহার কুহকে পড়িয়া কি ধনী কি দরিদ্র প্রায় সকলেই এমন বাধ্য হইয়া পড়িতেছেন যে মদে তাঁহাদিগকে খাইতে বসিয়াছে। একে দেশীয়দিগের যেরূপ শরীর তাহাতে যমরাজকে নিত্যই তাঁহার খাতার নূতন পাত বাড়াইতে হইতেছে, তাহাতে আবার গবর্ণমেণ্টের খোলা ভাঁটীর যোগ হইয়া অমাবস্যায় ভরণী নক্ষত্র যোগের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ত এ সকল দেখিয়াও দেখেন না বরং চেষ্টা করিয়া আইন কাটাইয়া লোণা জল আনার ন্যায় বিলাতি মদ আনাইয়া সোণায় সোহাগা দিতেছেন। যাহা হউক এ সময়ে ইহার কোন প্রতীকার করিবার চেষ্টা করা গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কর্ত্তব্য। আমরা শুনিয়া বড় আনন্দিত হইলাম যে, পার্লামেণ্ট ভারতবাসিদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ইহার প্রতীকার চেষ্টা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

বিগত ২৫ এ এপ্রেল কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজে বেলা ৩ টার সময় একটী সভাধিবেশন হয়। এই সভায় ভূদেবচন্দ্র দেবশর্ম্মা নামে একটী ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালককে সমস্যা পূরণ করিতে দেওয়া হইয়া ছিল। বয়াবাইয়ের ন্যায় বালক অতি কঠিন সমস্যা সকল পূরণ করাতে সকলেই অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। শেষে তাহার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ ২০ টাকা মূল্যের একটী রৌপ্য পদক, নগদ ২০ টাকা ও কয়েক খানি সংস্কৃত পুস্তক প্রদত্ত হইয়াছে।

কলিকাতার নূতন মিউনিসিপাল আইনে উপনগরবাসিদিগকে জলদান ও পুলিষ কর্ম্মচারিদিগকে পেন্সন দিবার যে নিয়ম করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল মিউনিসিপাল করদাতাগণ তাহাতে বিশেষ আপত্তি করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপনের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড নর্থব্রুক ইংরাজের সহিত ভারতবাসিদিগের যাহাতে সৌহার্দ্দ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য ১৮৮০ অব্দের ২৩ এ ফেব্রুয়ারি বিলাতে নর্থব্রুক ক্লব নামে এক ক্লব খুলিয়াছেন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম উত্তরোত্তর এই ক্লবের উন্নতি সাধন হইতেছে, তত্রত্য অধিকাংশ দেশীয় লোকই উহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন এবং একজন দেশীয় লোকও উহার সম্পাদকতা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। লর্ড নর্থব্রুক নিজ শাসনকালে ভারতে যদি ঐরূপ ক্লবের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন তাহা হইলে তদ্দ্বারা আরও বেশী উপকারের সম্ভাবনা ছিল। বিলাতের লোকে দেশীয়দিগকে প[illegible]ত জাতি বলিয়া বড় ঘৃণা করেন না তাঁহারা তাহাদিগের সহিত সরলভাবে ব্যবহার অভিন্নভাবে সম সুখ দুঃখতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলে তাঁহাদিগের সে ভাব থাকে না তাঁহারা তদ্বিপরীতভাব প্রকাশ করিতে থাকেন ও অত্যাচার স্রোত প্রবাহিত করিয়া দেন। তাই বলি ওরূপ ক্লব ইংলণ্ডে না হইয়া ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইলেই সমধিক উপকার লাভের সম্ভাবনা।

বঙ্গের অমূল্য রত্ন ও কলিকাতা হাইকোর্টের মৃত জজ দ্বারকানাথ মিত্র অনেক দিন হইল প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, যতদিন ভারতবাসী তাঁহার দ্বারা উপকার লাভ করিয়াছিলেন ততদিন তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছিলেন কিন্তু যেই তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন অমনি ভারতবাসিরা সব ভুলিয়া গেলেন। ইংলণ্ডবাসিরা এই সকল বিষয়ে ভারতবাসিদিগের ব্যবহার দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন, তাঁহারা মৃত দ্বারকানাথের স্মরণ চিহ্ন স্থাপনের জন্য ভারতবাসিদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন। সত্য,ভারতবর্ষীয়ের নিকট গুণী ব্যক্তির পুরস্কার নাই।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আবদুল রহমনকে যে সকল বন্দুক ও কামান উপহার প্রদান করিয়াছিলেন তাহা ১৭ ই এপ্রেল কান্দাহারে পৌঁছিয়াছে।

ষ্টেট্‌সমান বলেন এক জন সিবিল সার্জ্জন পূর্ব্ব বাঙ্গালার দাতব্য চিকিৎসালয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়াছিলেন। সিবিল সার্জ্জন সাহেবের তথায় উপস্থিতির পর তথাকার মুন্সেফের পীড়া হয় এবং তিনি সার্জ্জন সাহেবকে ডাকিয়া পাঠান কিন্তু সার্জ্জন সাহেব তাঁহাকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে আসিতে বলেন। তদুত্তরে মুন্সেফ বাবু বলিয়া পাঠান যে, আমি অতি দুর্ব্বল এমন কি শয্যা হইতে উত্থান করাও আমার পক্ষে কঠিন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই,সার্জ্জন সাহেব তাঁহার কথায় উপেক্ষা করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন।

সিবিল এবং মিলিটরি গেজেট বলেন প্রায় পঞ্চদশ দিবস অতীত হইল কাশ্চিতে কৃত্রিম মেঘ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অত্যাশ্চর্য্য বৈদ্যুতিক ক্রীড়া প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই ক্রীড়ারম্ভের পূর্ব্বে গগনমণ্ডল নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালায় আচ্ছন্ন করা হয়। তৎপরে ঐ মেঘের উপর কখন ঈষৎ লোহিত কখন বা শ্বেত কখন নিবিড় নীলাভ বিদ্যুৎ দেখা দিতে লাগিল। যখন শ্বেতবর্ণের বিদ্যুৎ দেখা দেয় তখন চারিদিক দিবসের ন্যায় পরিষ্কার ও উজ্জ্বল, আবার যখন উহা অন্তর্হিত হয় তখন চারিদিক অমানিশার ঘোর তামসে আচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই কৌতুক জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে প্রদর্শিত হইলেও কৃত্রিম অন্ধকারের কিছু হ্রাস হয় নাই। তৎপরে ঘোর ঝটিকা উত্থিত হয় এবং তাহার মধ্যে নানা বর্ণের বিদ্যুৎ ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করে। যাহা হউক ইহার পর প্রকৃত বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া এই আশ্চর্য্য ক্রীড়া ভঙ্গ করিয়া দেয়।

পারিস হইতে সংবাদ আসিয়াছে সুলতান মিশরের খেদাইবকে পদচ্যুত করিয়া ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত এক ব্যক্তিকে তৎপদে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য ফরাসী গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন। মিশরে ইংরাজ প্রভুত্বলোপ করিবার জন্য সুলতান এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন; যাহা হউক ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হন নাই।

ক্লিভলাণ্ড নিবাসী ডাক্তার ব্যাণ্টনের অস্ত্র চিকিৎসা বিষয়ে পারদর্শিতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তিনি টাকা দিয়া দুইটী ভ্রাতার সহিত এই বন্দোবস্ত করেন যে, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে তাহাদিগের কতিপয় নির্দ্দিষ্ট অঙ্গ ছেদন করিতে পারিবেন এবং তৎপরে জ্যেষ্ঠের পাঁচটী অঙ্গুলি ছেদন করিয়া কনিষ্ঠের হস্তে এবং কনিষ্ঠের পাঁচটী অঙ্গুলি ছেদন করিয়া জ্যেষ্ঠের হস্তে সংলগ্ন করিয়া দেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ অঙ্গুলি এরূপভাবে জোড়া লাগিয়া গিয়াছে যে তাহারা তাহা দ্বারা স্বচ্ছন্দে কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে।

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অনরেবল ডবলিউ, এফ, ম্যাকডোনাল্ড সাহেব ২৫ এ জুন হইতে তিন মাস কাল বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ব্রহ্মদেশের বিচার সংক্রান্ত বিভাগের কমিশনর এই নিয়ম করিয়াছেন, ভবিষ্যতে তত্রত্য আদালত সমূহের উকীলদিগকে ইংরাজী ভাষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

চীনেরা কামান নির্ম্মাণের বিষয়ে বড়ই মনোযোগী হইয়াছে। উহারা ৩ মণ ৩০ সের বারুদ বোঝাই হইতে পারে এমন একটী বৃহৎ কামান প্রস্তুত করিয়াছে।

আমেরিকার নাভেডা ষ্টেটের গবর্ণমেণ্ট, ইণ্ডিয়ানদিগের লোক সংখ্যা চাওয়াতে তাহারা নূতন রকম উহা প্রদান করিয়াছে। তাহারা লেখা পড়া জানে না, সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা সমস্ত কার্য্য চালাইয়া থাকে। তাহাদিগের দেশের লোক সংখ্যা হয়, প্রথমতঃ একখানি কাগজের উপর তত[illegible] অঙ্কিত করিয়াছে। তৎপরে স্ত্রী ও পুরুষ [illegible] করিবার জন্য রেখাগুলি সরল ও বক্র করা হয়

য়াছে। আবার যে ব্যক্তির বয়স যেরূপ তদনুসারে বেশী কমি দাম ধার্য্য করা হইয়াছে।

আসামের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এই আদেশ প্রদান করিয়াছেন, যে সকল ব্যক্তি একজি বিউটিব অফিসারের পদে নিযুক্ত হইবেন তাঁহাদিগকে তাঁহাদের এলাকাধীন যাবতীয় মিউনিসিপালিটীর কমিশনরের কার্য্যও করিতে হইবে।

এবার হরিদ্বারের মেলাস্থলে যে সকল যাত্রী সমবেত হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে বহুসংখ্যক আফগান ছিল। ইহারা ব্রিটিশ সৈন্যের আফগান স্থান পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে এবং ভারতবর্ষে আসিয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা এক্ষণে আর স্বদেশ গমনে ইচ্ছুক নহে। চুন নামক স্থানে বাস করিবার নিমিত্ত তাহারা সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছে।

একজন ইউরোপীয় রেলওয়ে-যাত্রী প্রথম শ্রেণীর টিকিট লইয়া তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে গমন করাতে রেলওয়ে কোম্পানির একজন কর্ম্মচারী তাঁহাকে [illegible] নিকট ধৃত করিয়া পুলিসে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তথাকার মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ ব্যক্তির বিচার হয়; বিচারে তাহার দোষ প্রমাণ হওয়াতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার এক আনা দণ্ড করিয়াছেন। আহা এত গুরু দণ্ড।

যশোহর রেলওয়ের মাটির কার্য্য করাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই কার্য্যের ভার কতিপয় কণ্ট্রাক্টরের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এক্ষণে উচ্চ ভূমি সমূহে মাটী ফেলা হইবে এবং নিম্নভূমি হইতে শস্য উঠিয়া গেলে তথায় মাটীর কাজ আরম্ভ হইবে।

জর্ম্মণির রাজকুমার একজন বলবান এবং সন্তরণদক্ষ যুবক। পটসড্যামের সৈনিকদিগের সন্তরণ শিক্ষার যে বিদ্যালয় আছে তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাহাতে সন্তরণ শিক্ষা করিয়া থাকেন। সন্তরণকালে কোন কোন সৈনিক [illegible] তাঁহার পদদেশ ধারণ করিয়া জলের মধ্যে [illegible] দিয়া থাকে এবং এমন কি তিনি হাঁপাইয়া না উঠিলে ছাড়িয়া দেয় না। কিন্তু রাজকুমার এরূপ [illegible] অন্যায় যে তিনি ইহাতে কিছুমাত্র বিরক্ত হন না।

এ বৎসর [illegible] শৈলে লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। এ [illegible] আর কেহ তথা। স্থান পাইবেন [illegible] হোটেল পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

আমরা [illegible] হইলাম, বিলাতের মর্ণিং পোষ্ট প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর সংবাদ পত্র সকলও এ দেশীয়দিগকে সিবিলিয়ানদের কার্য্যে অধিক পরিমাণে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিতেছেন। মর্ণিং পোষ্ট বলিয়াছেন ভারতবর্ষীয় সিবিল সর্ব্বিসে প্রতি বর্ষে ইংলণ্ড হইতে ৪৫ জন করিয়া লোক নিযুক্ত হইয়া আসিয়া থাকেন, এক্ষণে ইহার সংখ্যা হ্রাস করিয়া ৩০ জন করিবার কল্পনা হইতেছে।

ভাউনগরের ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জীবন সিং জি কেম্ব্রিজ কলেজে অধ্যয়ন করিবার জন্য ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

ধনী লোকের ধন প্রায় সৎকার্য্যে যায় না। স্বদেশের উপকারার্থ তাঁহারা এক পয়সা দিতে কষ্টবোধ করেন কিন্তু মকদ্দমা মামলার সময়ে অজস্র টাকা ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হন না। পাঠক তাহার প্রমাণ দেখুন, সম্প্রতি এক ব্যক্তি পাটনার ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট একটী মকদ্দমার জন্য এক হাজার টাকা রোজ দিয়া বারিষ্টার ডবলু ক্যাম্বেল সাহেবকে লইয়া গিয়াছেন।

৩রা মে মঙ্গলবার হাইকোর্টে দায়রা বসিবে। জষ্টিস টটেনহাম ইহাতে বিচার করিবেন। এই দায়রায় ৮ জন আসামীর বিচার হইবে।

আজ কাল প্রায় সর্ব্বত্রেই হিন্দু ও মুসলমানে বড় বিবাদ চলিতেছে। সেদিন ভাগলপুরে এই উপলক্ষে মহা গোলযোগ হইয়া গেল। অন্যান্য অনেক স্থানে সামান্য কারণে বিবাদের সূত্রপাত হইয়া স্থানীয় বিচারপতিদিগের দ্বারা তাহার মীমাংসা হইয়া গেল। কাশীতেও এই ঘটনা ঘটিয়াছে, কিন্তু মুলতানে এই উভয় সম্প্রদায়ে যেরূপ গুরুতর বিবাদ হইয়াছে, তাহাতে শীঘ্র কর্ত্তৃপক্ষ হস্তাবলম্বন না করিলে শেষে শোচনীয় ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা। তত্রত্য হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর কেহ কাহারও ছায়া মাড়ায় না। মুসলমানেরা হিন্দুর নিকট হইতে কোন দ্রব্য ক্রয় অথবা হিন্দুরা মুসলমানের নিকট হইতে কোন দ্রব্য ক্রয় করে না। মুসলমানেরা হিন্দুদিগকে জব্দ করিবার জন্য প্রকাশ্য বাজারে গোমাংস বিক্রয় করিতে আরম্ভ করাতে তত্রত্য নীচ জাতীয় হিন্দুরা আবার শূকরমাংস বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। শুনা যাইতেছে মুলতানের কমিশনর হিন্দুদিগের শূকর মাংস বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়া মুসলমানদিগের গোমাংস বিক্রয় বাহাল রাখিয়াছেন। যাহা হউক কমিশনরের ইহার নিবারণ চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য, বিবাদ যাহাতে বাঁধিয়া উঠে তাহা করা কর্ত্তব্য নহে।

কলিকাতা বেথুন স্কুলের তত্ত্বাবধায়িকা বড় শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্ত্ত হইতেছে, বেথুন স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি এত শীঘ্র শীঘ্র তত্ত্বাবধায়িকা পরিবর্ত্ত করেন তাহা হইলে ভবিষ্যতে কোন উপযুক্ত স্ত্রীলোক উহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন না।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট যেমন পদ অনুসারে মিষ্টার ও স্কোয়ার উপাধিদানের নিয়ম করিয়াছেন বঙ্গদেশে ঐরূপ পদ অনুসারে নামের পূর্ব্বে বাবু শব্দ ব্যবহার করিবার একটী নিয়ম করিলে ভাল হয়। পূর্ব্বে বিশেষ সম্মানার্হ ব্যক্তিরাই বাবু উপাধি পাইতেন, এখন সেই সকল মাননীয় ব্যক্তি হইতে অতি সামান্য লোক পর্য্যন্ত বাবু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। আমরা জানি একবার কোন জমীদারের গমস্তা আমাদিগের নিকট তাঁহার প্রভুর নাম বলিয়া শেষে বলিয়াছিলেন আমাদিগের বাবু কলিকাতার বাবু নহেন। কলিকাতায় সভ্যতা বেশী বলিয়া বাবু শব্দের ইতর বিশেষ নাই। গবর্ণমেণ্ট যদি ইহার একটী বন্দোবস্ত করেন তাহা হইলে আজ কাল রাজা উপাধি লইবার যত ধুমধাম বোধ হয় এত থাকে না।

বিলাতের মর্ণিং পোষ্ট নামক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে সার ষ্টাফোর্ড নর্থকোট মৃত লর্ড বিকন্সফিল্ডের পদে অধিরূঢ় হইয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে এ অনুমান করিয়াছিলাম।

জর্ম্মনির একজন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বায়ুর উপর দিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছেন।

নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের মুখপত্র স্বরূপ "ফ্রেইহেট" নামে যে সংবাদপত্র লণ্ডন নগরে প্রকাশিত হয় তাহাতে ভূতপূর্ব্ব রুশ সম্রাটের হত্যা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল সার উইলিয়ম হারকোর্ট সাহেব পার্লিয়ামেণ্ট সভায় তাহা পাঠ করিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য উহার কিয়দংশ আমরা অনুবাদ করিয়া দিলাম;—

জয়লাভ হইয়াছে, জয়লাভ হইয়াছে! রুশ সম্রাট আর জীবিত নাই। রুশিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবকারিদিগের মধ্যে রিউসাকফ নামে কোন যুবক (সম্মানের সহিত আমরা তাঁহার নাম উচ্চারণ করি,) একটী আগ্নেয় বোমা অত্যাচারী সম্রাটের শকটের নিম্নে নিক্ষেপ করেন, কিন্তু তাহাতে হতভাগ্য অত্যাচারী সম্রাটের কোন অনিষ্ট হয় নাই। অনন্তর অপর একটী বোমা আবার নিক্ষিপ্ত হয়। উহা তদ্দণ্ডে অত্যাচারীর পাদদেশে পতিত হয়। উহা দ্বারা তাঁহার পদদ্বয় ছিন্ন ভিন্ন ও কুক্ষিদেশ বিদারিত হওয়াতে তিনি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আপন জীবনের চিহ্নার্থে নিমগ্ন হইয়া দেড়ঘণ্টা পরে মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন" ইত্যাদি। লণ্ডনের সংবাদ পত্রে অদ্যাপি এরূপ বিদ্রোহোদ্দীপক সমাচার প্রচারিত হয়! যাহা হউক ফ্রেইহেট সংবাদপত্রের সম্পাদক এই নিমিত্ত রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশুতোষ চৌধুরী, এস, সি গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী ও, সি, মল্লিক ও ব্যারিষ্টার বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী পুত্র ও কন্যাগণ বিলাতে পৌঁছিয়াছেন।

ভীলেরা যেরূপ ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল আমরা তদ্দর্শনে বাস্তবিক শঙ্কিত হইয়াছিলাম, উদয়পুরের রাজা খারওয়ার নামক স্থানে বিস্তর সৈন্যও প্রেরণ করিয়াছিলেন। বোম্বাই গবর্ণমেণ্টও সৈন্য দ্বারা সাহায্যদানে উৎসুক ছিলেন কিন্তু আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বিনা রক্তপাতে তাহাদিগের সহিত সে গোলযোগের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট পাকে প্রকারে বিবাহেরও ট্যাক্স করিলেন। আমাদিগের দেশে বিবাহকালে যেমন মালা বদল হয় বিলাতেও সেইরূপ অঙ্গুরীয়ক পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে, যাবৎ স্ত্রী পুরুষে প্রণয় থাকে তাবৎ অঙ্গুরীয়কও অঙ্গুলিতে থাকে, তাহার অন্যথা হইলে বিবাহ নামঞ্জুর হইয়া যায়। এই কারণে লোকে অঙ্গুরীয়কও ত্যাগ করিতে পারে না, এবং ট্যাক্স হইতেও মুক্ত হইতে পারে না। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতি অর্দ্ধ ছটাক অঙ্গুরীয়ক প্রতি ৮॥০ টাকা ট্যাক্স ধরিয়াছেন। গতবর্ষে এই ট্যাক্সে গবর্ণমেণ্টের ২০০০০০ টাকা আয় হইয়াছে।

ইংরাজ সৈন্যেরা কান্দাহার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। এ সময়ে সীমাপ্রদেশবাসী অসভ্য জাতিদিগের উৎপাতের সহিত বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা। উক্ত জাতি তাহার অনুষ্ঠান ও করিয়াছিল, ইংরাজ সেনাপতিগণ তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য সসৈন্যে যুদ্ধ যাত্রা করিলে তাহারা বিনা আপত্তিতে আসিয়া ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। যাহা হউক আবদুল রহমানের প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে, তবে ইংরাজ সম্পর্ক রহিত হইলে তদ্দেশবাসী অসভ্যজাতিরা তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে তাহা এখন বুঝা কঠিন।

সার উইলিয়ম হার্টকোর্ট সে দিন বড় বাঁচিয়া গিয়াছেন। আয়র্লণ্ডে যে অস্ত্র সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে বিলাতের অনেকেই মর্ম্মান্তিক চটিয়াছেন। সার উইলিয়ম হার্টকোর্ট ঐ আইনের স্বপক্ষতা করাতে ম্যাঞ্চেষ্টরের এক ব্যক্তি তাঁহার প্রাণসংহারের অভিপ্রায়ে তাঁহার নিকট বারুদপূর্ণ একটী পিস্তল ডাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি যদি সতর্ক না হইয়া হঠাৎ খুলিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার মৃত্যু হইত। কিন্তু তিনি উহা প্রাপ্তিমাত্রে সন্দিহান হইয়া পুলিষকে খুলিতে বলেন, তাহারা সাবধান হইয়া খুলিয়া তাহার মধ্যে এক পত্র পাইয়াছে তাহাতে লিখিত হইয়াছে অস্ত্র সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ করিবার স্বপক্ষতা করা নিবন্ধন আপনার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইবে এই তাহার নমুনা দেখান হইল, ইহার পর প্রাণসংহারের আরও অনেক চেষ্টা হইবে।

ওমার মহম্মদ সিদ্ধি নামে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের জনৈক প্রজার সহিত পারস্যবাসী, এক ব্যক্তির কোন কারণে বিবাদ হয়। পারস্য কনসল জেনেরলের একজন লোক এই জন্য তাহাকে কেডার রাস্তা হইতে তাঁহার নিকট ধৃত করিয়া লইয়া গেলে তিনি নিজ সম্মুখে তাহাকে বেত্রাঘাত করিবার আদেশ দেন। এই ঘটনা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি পারস্যের সাহকে ইহা জানাইয়াছিলেন। অনুসন্ধানে কনসল জেনেরলের দোষ প্রমাণ হওয়াতে উক্ত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন। কনষ্টাণ্টিনোপলস্থ দূত তাঁহার স্বপক্ষতা করাতে তাঁহাকেও ভর্ৎসনা করা হইয়াছে। এবং ওমর খাঁকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এক হাজার টাকা কনসলের নিকট হইতে দেওয়াইয়াছেন।

আমেরিকার বন্দরের অভিমুখে একখানি জাহাজ যাইবার সময়ে হঠাৎ একটা ঝটীকা উত্থিত হওয়াতে কয়েকজন ইটালিয়, অষ্ট্রীয় ও গ্রীক নাবিক জলমগ্ন হইয়াছে।

শুনা গেল গবর্ণমেণ্ট ঘোর বদমায়েস দিগের এক একখানি প্রতিকৃতি সহর ও মফঃস্বলের প্রত্যেক থানাতে রাখিতে অভিলাষ করিয়াছেন।

আজ কাল কলিকাতার উত্তর ও পূর্ব্ব অঞ্চল হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল আমদানী হইতেছে। ইহাতে বোধ হইতেছে এবার চাউলের বাজার আরও সস্তা হইবে।

ব্যারিষ্টার জি, এচ, পি, ইভান্স বর্গর জেনারলের ব্যবস্থাপক সভার অনাতর সভ্য পদে নিয়োজিত হইলেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত ধোলাপালি নামক স্থানে কয়েকজন যুবক একত্র হইয়া একখানি প্রকাণ্ড ঘুঁড়ি নিম্মাণ করিয়া উড্ডীন করে। ত্রয়োদশ বর্ষীয় একটী বালক হর্ষোৎফুল্ল হইয়া ঘুঁড়ির লাঙ্গুল ধরিয়া ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। ঘুঁড়িখানি অধিক ঊর্দ্ধে উঠিলে বালকটী ভীত ও স্খলিত হস্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়া আহত হইয়াছে। বালক এক্ষণে চিকিৎসাধীনে আছে।

কলিকাতা জেনেরল আসেম্ব্লির বাবু রামসাধন ভট্টাচার্য্য ও প্রেসিডেন্সি কালেজের বাবু চণ্ডীচরণ সেন নূতন নিয়মানুসারে ভারতবর্ষ হইতেই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

অনেকে লাল ও কাল প্রভৃতি জ্বরের কথা শ্রবণ করিয়াছেন এক্ষণে স্বর্ণ জ্বর নামে এক নূতন জ্বরের আবিষ্কার হইয়াছে। কুলু নামক স্থানে ইহার প্রভাব বৃদ্ধি হইয়াছে।

উত্তরপাড়ার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমান বর্ষের জন্য ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন সভার সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। বাবু দুর্গাচরণ লাহা আগামী বর্ষে উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন স্থিরীকৃত হইয়াছে।

কাবুল যুদ্ধে যে সকল উষ্ট্র মারা গিয়াছে গবর্ণমেণ্টকে বোধ হয় তজ্জন্য বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। কেন না কেবল এক মণ্টগোমারি নামক স্থানের লোকদিগকে উহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এক লক্ষ টাকা দিতে হইয়াছে। এখনও অন্যান্য স্থানের বাকী আছে।

শুনা গেল লক্ষ্ণৌয়ের কাগজের কলে উত্তরা মুঞ্জা নামক এক প্রকার ঘাসে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। নেকড়া ও ছেঁড়া চটেই ভাল কাগজ প্রস্তুত হইতেছে।

১৮৭০ অব্দে ইটালির উত্তর অংশে ৮৬টী শব দাহ হইয়াছিল। এক্ষণে আমরা দেখিতেছি উক্ত প্রথা তথায় ক্রমশই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। মিলানের যাবতীয় লোক শবদাহ আরম্ভ করিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

মজফরপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু গোবিন্দমোহন বোষ দ্বারভাঙ্গায় বদলী হইলেন। এই আদেশ নিবন্ধন বাবু গৌরীশঙ্কর বিশ্বাসের উপর দ্বারভাঙ্গায় যাইবার যে আদেশ হয় তাহা রহিত হইল।

পাবনার বিদায় প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ভৈরবনাথ পালিত রঙ্গপুরে বদলী হইলেন।

জলপাইগুড়ির প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ রাজসাহী ও কুচবিহারের কমিশনরের পার্স নাল আসিষ্টাণ্ট হইলেন।

বিদায় প্রাপ্ত প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বি, এল, গুপ্ত কিছু দিনের জন্য দিনাজপুরে বদলী হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত রাজমহলের সহকারী কমিশনর এস, এম, জোন্স দেওঘরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ই, এ, হারিস রাজমহলের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

বিদায় প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ভবানীশঙ্কর রায় ত্রিপুরায় বদলী হইলেন।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১২৮৭ সাল গত হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য গ্রহণের নিয়ম এ বিষয়টী বিশেষ করিয়া পাঠকগণের স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, তাহা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেন্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯১ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

আর, লায়েল কোম্পানি।

ঘড়িওয়ালা স্বর্ণকার ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য আমদানিকারী ১৩৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতার এবং মফস্বলের সকল প্রকার ব্যবসায়দারদিগকে, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভদ্র লোক দিগকে এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড় লোক দিগকে অতি অল্প লাভে সকল রকম দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। যাঁহার যাহা প্রয়োজন, লিখিয়া পাঠাইলেই মূল্য জ্ঞাত করা যায়, এবং মূল্য প্রাপ্ত হইলে শীঘ্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুবিধা হয় কি না, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। তবে এই বলিতে পারি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছি; কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কেহ কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আর, লায়েল কোম্পানি
১৩৫ নং রাধাবাজার
কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক
ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা-প্রদর্শিকা।

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। এই পুস্তকে ঔষধ সকলের বিবরণ, ও আময়িক প্রয়োগাদি এবং সর্ব্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার্থী ও চিকিৎসার্থিগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ। মূল্য ৩ টাকা, ডাকমাশুল ৵১০ আনা। কলিকাতা—চোরবাগান, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ৮০ নং "চিকিৎসাতত্ত্ব প্রেস" ও ৯১ নং কলেজ ষ্ট্রীট "মেডিকেল লাইব্রেরিতে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও বহু স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহুসংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে এককালে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চমকান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশতঃ হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে এককালে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ কৃশ ও অস্থ প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও স্থূল করিয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাঁহারা কখন গরমী, বাত, বাঘী অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (মারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ৫ টাকা, ছোট ২ টাকা।

বরাডেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।

গবর্ণমেন্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও উইলসন হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটা স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত পদাদিকম্প, রূপবিহীনতা, মানসিক বিকার, বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি বহু প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
মোং কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ পঞ্চম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে যোগ-তত্ত্ব, দেবগণের মর্ত্যে আগমন, বঙ্গদেশে দেব দেবী পূজার এত প্রাদুর্ভাব হইবার কারণ কি, মনুসংহিতা, দুঃশাসনের শোণিত-পানোদ্যত ভীম, ভালবাসা, সংসারী ভাবকের প্রতি বামদেব, সাংখ্যদর্শন, এই ৯টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

যিনি এক দিবসে ঈশ্বরদর্শন জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পরম্পরা এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৭ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ৵১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহুআয়াসসাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাবকালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিত স্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

মকরধ্বজ।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া)-বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয়, এই ঔষধ দ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়। প্রতি বোতলের মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

ইহা ডাকে পাঠাইবার সুবিধা না থাকায় এইরূপ গুণযুক্ত বটিকা করিয়া পাঠান যায়।

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্ন-প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অঙ্গের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।
কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৩ শ ভাগ | " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং " | ২৬ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ২৮ এ বৈশাখ। ইং ১৮৮১। ৯ ই মে।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা,

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১২৮৭ সাল গত হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য গ্রহণের নিয়ম এ বিষয়টী বিশেষ করিয়া পাঠকগণের স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, তাহা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য।

যাঁহারা মনিঅর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভ্রম-প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। যথা—যিনি কাগজ লন, হয় ত তাঁহার কর্ম্মচারী মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরও কর্ম্মচারির ভ্রম প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্ম্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, বাসগ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহাদের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক।

বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং কর্পরেশন।

এতদ্দ্বারা অংশিগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ডিরেক্টরগণ আর্টিকল্স অব্ এসোসিয়েশনের ৬ ধারা অনুসারে প্রত্যেক অংশ এক টাকা করিয়া তৃতীয় " কল " করিয়াছেন। উক্ত টাকা আগামী জুন মাসের ১৫ ই তারিখে কিম্বা তৎপূর্ব্বে দেয়।

বেঙ্গলব্যাঙ্কিং কর্পরেশসন লিমিটেড
৭ নং ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা
২৪ শে এপ্রেল ১৮৮১।

ডিরেক্টরগণের অনুমত্যানুসারে
শ্রীভুবনমোহন দাস
সম্পাদক।

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল ১৮৮১। | শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায়
ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল কোরণ্ড, মাংস কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

তাঁহার কৃত ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জ্বর প্রভৃতির পেটেন্ট ঔষধের মূল্য ১ টাকা। শিশুর ঔষধ ৷৷০ আট আনা। কদাচ দ্বিতীয় ঔষধের প্রয়োজন হয়।

প্রেরিতপত্র

হিন্দুধর্ম্মের উদারতা ও নূতন হিন্দুশাস্ত্র প্রণয়নের আবশ্যকতা। "

বিগত ১৬ ই চৈত্রের সোমপ্রকাশে আমি বাবু ভগবতীচরণ দে মহাশয়ের লিখিত উপরি উক্ত শীর্ষক-যুক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, গত ৭ ই বৈশাখের সোমপ্রকাশে সেই প্রতিবাদের প্রতিবাদ-পত্রের ভূমিকায় ভগবতী বাবু লিখিয়াছেন " বিহারী বাবুর প্রতিবাদ পত্রখানি পাঠ করিয়া আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি। কেন যে দুঃখিত হইয়াছি তাহা বলিব না। তবে তাঁহার পত্র সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য আছে তাহা পশ্চাতে বলিতেছি। " ইহা পাঠ করিয়া আমিও তাঁহার ন্যায় দুঃখিত হইয়াছি, কেন না আমার পত্রই তাঁহার দুঃখের কারণ হইয়াছে। তিনি যদি তাঁহার পত্রে দুঃখের কারণোল্লেখ করিতেন, তাহা হইলে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইতাম না বরং আপনাকে সুখী জ্ঞান করিতাম এবং সাধ্যানুসারে তাঁহার দুঃখের কারণের অপনোদনে যত্ন করিতে ত্রুটি করিতাম না। কিন্তু তিনি যখন বিজ্ঞ হইয়াও উপায়সত্ত্বে অজ্ঞের ন্যায় তাঁহার হৃদয়সঞ্চিত দুঃখভার হৃদয়েই বিলীন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তখন আর বৃথা দুঃখ প্রকাশ করিয়া কি করিব? তাঁহার পত্র সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য আছে,

অপরাধ অজ্ঞানের তারতম্য [illegible] না করা কর্তব্য হইয়াছে।

ভগবতী বাবু শেষভাগে বলিয়াছেন "এক সোমপ্রকাশ লইয়া ভগবতী বাবু অনেক কথাই বলিয়াছেন, অথচ আমি এ সম্পাদকের নাম গন্ধও করি নাই।" সত্য বটে ভগবতী বাবু গোপনে [illegible], এই কথার স্পষ্ট উল্লেখ কোন স্থানে তাঁহার করেন নাই, কিন্তু তিনি তাঁহার প্রথম যুক্তির সমুদয় অংশ মনোযোগ দিয়া পাঠ করিয়া দেখিবেন, তিনি আমাকে কখনই ভগবতী বাবুর ন্যায় এসম্বন্ধে অত কথা বলিতে পারিবেন না। যাহা হউক, এ কথা লইয়া আর অধিক লিখিতে ইচ্ছা করি না। পাঠক। তাঁহার পত্রে এ ভাব অনেকাংশে প্রকাশ হইয়াছে কি না দেখিবেন।

"সুরাপানের সহিত ধর্ম্মত্যাগের কখনই তুলনা হইতে পারে না" আমার এই কথায় ভগবতী বাবু যে লিখিয়াছেন "যদি মুসলমান প্রভৃতির অন্ন জল আহার পান করিলে জাতি না থাকে, তবে সুরাপায়ী ও তাহাদের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য [illegible] না জাতিভ্রষ্ট হইবেন? [illegible] লীন হইয়াছেন [illegible] [illegible] অপরাধ, সুরাপান বা মুসলমানাদির অন্নগ্রহণ শাস্ত্রানুসারে জাতিচ্যুত [illegible] সমাজভ্রষ্ট হইতে হয় [illegible], কিন্তু সুরাপায়ীর [illegible] সমান অপরাধী বলিয়া [illegible]। [illegible] সুরাপায়ীদিগকে [illegible] [illegible] হইতে পারে, কিন্তু ভগবতী বাবু [illegible] [illegible]। আমি [illegible] [illegible] আমার [illegible] [illegible], না করিয়া দ্বিতীয় কোন প্রশ্নকে [illegible] [illegible] এবং হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ [illegible] দ্বিতীয় [illegible] অবলম্বন করি তবেই আমি ধর্ম্মত্যাগী বলিয়া [illegible], অতএব হিন্দুধর্ম্মের আচার ব্যবহারের কোন একটী নিয়ম অতিক্রম করিলে ধর্ম্মত্যাগী হইবে না, [illegible] [illegible] শুদ্ধ [illegible] তিনি ধর্ম্মত্যাগী হইয়াছিলেন। [illegible] দণ্ড যে [illegible] কর্তব্য বলিয়া [illegible] [illegible] অথবা সুরাপায়ীদিগকে [illegible] [illegible] লইয়া আন্দোলন করিতে বাধা [illegible]। এখনও যাঁহারা ধর্ম্ম রক্ষার জন্য তাঁহাদের সে আন্দোলন ধর্ম্মনীতি-বিরুদ্ধ হয় নাই।

এস্থলে এ কথা বলাও সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য, ধর্ম্মশাস্ত্র [illegible] ন্যায়ানুসারে সমাজভ্রষ্ট বা জাতিচ্যুত হইয়া দণ্ডনীয়। কিন্তু আবার বলিতে হইল, পাপেরও তারতম্য দেখা কর্ত্তব্য। মনে করুন, সুরাপান হিন্দুধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। আমি যদি শৌণ্ডিকালয়ে যাইয়া সেই সুরাপান করি, তবে আমি সমাজে বা ধর্ম্মে যত পরিমাণে দণ্ডনীয় হইব, যদি ব্যাধিবশতঃ জীবন রক্ষার্থ সেই সুরা আবার ঔষধরূপে পান করি, তবে কি সেই পরিমাণে দণ্ডনীয় হইব? প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে অনেক পার্থক্য অবশ্যই আছে। সেইরূপ মুসলমানের অন্ন যদি আমি জানিয়া শুনিয়া ভক্ষণ করি, তবে তাহার দণ্ড অবশ্যই অজ্ঞাত-অন্ন ভোজন অপেক্ষা অধিক হইবে ও হইয়াও থাকে। হিন্দু-সমাজ যে এত শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছে, তথাপিও বলুন দেখি, কয়জন লোক সমাজের সম্মুখে হিন্দুধর্ম্মে থাকিয়াও ম্লেচ্ছ অন্ন ভোজনে সাহসী হইয়াছেন ও হইতেছেন? আর সেরূপ করিলে একঘরে হইয়া থাকেন কি না? সমাজের কাহারও ঘরের চাল কাটিয়া দিবার ক্ষমতা নাই। আমি যদি ইচ্ছা করিয়াও সমাজে যাইতে ইচ্ছা করি, তবেই সমাজ আমার উপর আধিপত্য করিতে পারে। নতুবা সমাজ বিচ্ছিন্ন হইলে আমিই বা কে, সমাজই বা কে? এখানে বলিতে পারেন, সুরাপায়ীরা সমাজে থাকিয়াও তবে কেন দণ্ডিত হয় না? এ কথার উত্তর প্রথম পত্রে দিয়াছি। তাই বলি সুরাপানের সহিত ধর্ম্মত্যাগের তুলনা হইতে পারে না, আর তুলনা করাও বিজ্ঞ ব্যক্তির কর্তব্য নহে। যাহারা বিলাতে গিয়া অখাদ্য ভোজন করে,

[illegible] হইবার উপযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মত্যাগ করে, [illegible] না মানিলে সমাজ তাহাকে লইয়া কি করিবে? [illegible] উপকারে বা [illegible]? এই জন্য সমাজ তাহার শিক্ষার্থে একঘরে করিতে যত্নবান হন। তাহা সামাজিক নীতিবিরুদ্ধ নহে। অন্যে যে যাহা বলুন, হিন্দু সন্তান মাত্রেই তাহা কর্তব্য-কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিবেন। যদি হিন্দুধর্ম্মের কোন বন্ধন না থাকিল, তবে শুদ্ধ 'হিন্দু" নামটী লইয়া কি ফল হইবে? সে নাম বিলুপ্ত হওয়াই ভাল। আর সংসর্গদোষে শুদ্ধ হিন্দু সমাজ কেন সকল সমাজই জাতিচ্যুত হইয়াছে! কেন না সকল সমাজেই উচ্ছৃঙ্খলকারী ব্যক্তি আছে। এ অবস্থায় যদি ভগবতী বাবুর মতে প্রায় সকল হিন্দু-সন্তান সংসর্গদোষে জাতিভ্রষ্ট হন, তবে এখন হইতে তাঁহাদিগকে অরণ্যে গিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে হয়, তাহার উপায়ান্তর নাই। পাপীর গাত্র স্পর্শমাত্রেও জাতিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা, শাস্ত্রেও ইহা আছে। তবে কি বায়ুও পরিত্যাজ্য?

হিন্দু শাস্ত্র প্রণেতৃগণের মধ্যে মনুই যে প্রধান, এ কথা ভগবতী বাবু প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া না লিখিলেও আমি, আমি কেন হিন্দু সন্তান মাত্রেই স্বীকার করিব ও করিবেন। এই মনুর স্মৃতিতে ব্রাহ্মণের যজন যাজনাদি ছয়টি বৃত্তির উল্লেখ থাকিলেও আমি যে বলিয়াছিলাম 'কালক্রমে আচার ব্যবহারাদি কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইলে মানুষ কখনই পতিত ও জাতিভ্রষ্ট হইতে পারে না; আর যুগভেদে বিভিন্ন বিভিন্ন কার্য্যেরও নিয়ম আছে।" ইহা তাঁহার ভাল বলিয়া বোধ হয় নাই ও এই জন্য তিনি সোমপ্রকাশের কতক স্থান নষ্ট করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই! ভালবোধ না হউক অধিক দূর যাইতে হইবে না, তিনি কলি-যুগের ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রণেতা পরাশরের যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাই এ কথার প্রমাণ পক্ষে যথেষ্ট হইবে। পরাশর কলি যুগে দেখিলেন, শুদ্ধ যজন যাজনাদি দ্বারা আর ব্রাহ্মণদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করা কঠিন হইয়াছে, তাই তিনি ব্রাহ্মণদিগকে "ষট্‌কর্ম্মসহিতো বিপ্রঃ কৃষিকর্ম্ম চ কারয়েৎ" বলিয়া শূদ্রদ্বারা কৃষিকর্ম্ম করাইবার আর একটী উপদেশ ও ব্যবস্থা দিলেন। জিজ্ঞাসা করি, মনুর সময়ে যে যজন যাজনাদি ছিল, কলিযুগে কৃষিবৃত্তি বর্দ্ধিত হওয়ায় কি মনুর শাস্ত্রের সহিত অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের মনু নির্দ্দিষ্ট বৃত্তির সহিত কলিযুগের বৃত্তির কিছু প্রভেদ হইল না? এক্ষণকার ব্রাহ্মণেরা কৃষিকর্ম্ম করাইতে পারিবেন বলিয়াই কি মনু আসিয়া বলিতে পারেন, ব্রাহ্মণগণ। আমি তোমাদিগকে যজন যাজনাদি ছয়টী বৃত্তির কথা বলিয়া গিয়াছি, কিন্তু তোমরা কৃষিকর্ম্ম করাও বলিয়া পতিত ও জাতিভ্রষ্ট হইলে!! মনুর এ উদ্দেশ্য নহে। তাহা হইলে তিনি কখনই

"বেদোক্তমায়ু র্মর্ত্ত্যানামাশিষশ্চৈব কর্ম্মণাং।
ফলন্ত্যনুযুগং লোকে প্রভাবশ্চ শরীরিণাং॥
অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ॥
তপঃ পরং কৃত যুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দ্দানমেকং কলৌ যুগে॥

১।৮৪।৮৫।৮৬

অর্থাৎ মনুষ্যের বেদোক্ত আয়ু, কর্ম্মের ফল ও ব্রাহ্মণাদির অভিশাপ দিবার বা অনুগ্রহ করিবার ক্ষমতা যুগানুরূপে ফলিয়া থাকে। সত্যযুগে ধর্ম্ম এক প্রকার, ত্রেতায় আর এক প্রকার, দ্বাপরে অন্য প্রকার, কলিতে আর এক প্রকার, যুগহ্রাসানুরূপ ধর্ম্মবৈলক্ষণ্য হয়। সত্যযুগে তপস্যা প্রধান, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ, ও কলিতে দান।

এ প্রকার বিভিন্ন বিভিন্ন ব্যবস্থা করিতেন না। ধর্ম্ম, বৃক্ষের ফল নহে। সৎকার্য্য হইতেই ধর্ম্মলাভ হয়। অতএব যখন যুগভেদে

ধর্ম্মোপার্জ্জনের জন্য স্নান, যজ্ঞ, দান প্রভৃতি বিভিন্ন বিভিন্ন কার্য্যের উল্লেখ হইয়াছে, তখন মনুর সত্য-যুগের লিখিত যজন যাজনাদিকার্য্যের কালে কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব নয়। সে জন্য পতিত বা জাতিভ্রষ্ট বলা বিজ্ঞের উচিত নহে।

এই স্থলে ভগবতী বাবু হিন্দু-বিধবা-রমণীগণকে পরাশরমতে বিবাহ দিতে বলিয়াছেন। এসম্বন্ধে সময়ে আর দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা আছে। তবে এক্ষণে এইমাত্র বক্তব্য, দেশাচারও উপেক্ষণীয় নহে। মনু দেশাচারকেও করণীয় বলিয়াছেন। এ মতে বিধবা-বিবাহ যেমন দেশাচার বিরুদ্ধ— দেশাচার বিরুদ্ধ না হউক; বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু-সমাজের সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। তবে বলিতে পারি, যে সকল স্ত্রীলোক দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়-বৃত্তি দমনে অসমর্থা হইয়া গোপনে ভ্রূণহত্যাদি করে বা ব্যভিচারিণী হয়, তাহারা বিবাহ করুক। কেন না ব্যভিচারিণী হওয়া অপেক্ষা একটী স্বামী লইয়া কালযাপন করা অনেকাংশে শ্রেয়ঃ।

কালকৃত-বিপ্লব-স্রোত সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য ছিল তাহা প্রথম পত্রে বলিয়াছি। ভগবতী বাবু এ পত্রে লিখিয়াছেন, তিনিও নাকি তাঁহার মত পূর্ব্বপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। যদি করিয়া থাকেন, তবে পাঠকেরা উভয় পত্র অনুগ্রহ করিয়া পাঠ করিয়া দেখিবেন, কোনটি ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে? স্রোত দেখিলেই তাহাতে ভাসা ভাল, না—পরিণাম চিন্তা করিয়া তবে ভাসিবার হইলে ভাসা কর্ত্তব্য।

হিন্দুরা যাহাতে বর্ত্তমান সময়ে একখানি নূতন হিন্দু-শাস্ত্র প্রণয়ন করেন, ভগবতীবাবুর ইহা নিতান্ত ইচ্ছা ও অনুরোধ এবং ইহাই তাঁহার শেষ যুক্তি। তিনি লিখিয়াছেন "নূতন হিন্দু শাস্ত্রের চাবি হাতও নাই পাতও নাই ইত্যাদি।" আমরা বলি নূতন হিন্দুশাস্ত্রের না থাকুক, নূতনের চাবি [illegible] পা আছে। যদি না থাকে, তবে বঙ্গবাসিগণ কোন একটী নূতন পদার্থের নাম শুনিলে হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য হইয়া তাহা গ্রহণ করিতে কেন যত্নবান্ হন? ভগবতী বাবু 'নূতন' শব্দের অর্থ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই বলিয়া অন্য কথা বলিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি, একটী শাস্ত্র হইতে যদি তাহার মন্দ অংশগুলি পরিত্যাগ করা যায়, ও ভাল দেখিয়া তাহাতে দুই একটী অংশ যোজনা করা যায়, অথচ তাহার মূল পূর্ব্ববৎ থাকে, তবে তাহাকে কি নূতন শাস্ত্র বলে? এ নূতন শাস্ত্রের ন্যায় তাঁহার কথাও নূতন। তাহাকে নূতন শাস্ত্র না বলিয়া সংস্কৃত—শাস্ত্র বলিলে কি ভাল হয় না? মনে করুন, অমুক একটী নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন বলিলে কি ইহাই অর্থ হয়, যে তিনি তাঁহার পুরাতন গৃহের কড়ক ফেলিয়া দিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়াছেন? নূতন গৃহ তাহা নহে। যাহার আমূল নূতন মাল মসলায় প্রস্তুত, তাহাই নূতন গৃহ। আর অপরকে গৃহসংস্কার বা অপভ্রংশের মেরামত কথা বলে। ভগবতী বাবুও যদি সেইরূপ হিন্দুদিগের নিকট নূতন হিন্দুশাস্ত্র প্রণয়নের উপরোধ না করিয়া হিন্দুশাস্ত্রের সংস্কার করিতে বলিতেন, তবে এক দিন সুসঙ্গত হইত এবং তাহা হইলে আমাকেও হয় ত তাঁহার সহিত অনর্থক লেখনী-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইত না! এক্ষণে তিনি হয়ত তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন!!

ভাগলপুর
১১ ই বৈশাখ।　　শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।

সন্দেহ নিরসন।

গত ১৭ ই বৈশাখের সোমপ্রকাশে একটী সন্দেহ নামক প্রস্তাব লেখক ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আর্য্য-সমাজ যথোচিত প্রশংসা করিবেন সন্দেহ নাই, কেন না তাঁহার উত্থাপিত প্রশ্নোপলক্ষে সোমপ্রকাশে আর্য্যশাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা হইবার আশা বলবতী হইতেছে। এই প্রশ্নগুলির উত্তরদানে দেশস্থ শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ ত অগ্রসর হইবেন, অল্পবুদ্ধি আমরাও উৎসাহ প্রকাশে তৎপর হইলাম। প্রশ্নকর্ত্তা "আর্য্যধর্ম্মবিবেক" নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভগবদ্গীতা ও পঞ্চদশীর সহিত তাহার অনৈক্যের আশঙ্কা করিয়াছেন, কিন্তু আমার বিবেচনায় তাহার কত অংশে সে আশঙ্কার মূল। আর্য্যধর্ম্মবিবেক যত বচন গুলি অর্থের সহিত নিম্নে লিখিত হইল, পাঠক ও লেখক উভয়েই দেখিবেন, সকল শাস্ত্রের একবাক্যতা আছে কি না।

কূটসংস্থিতচৈতন্যং নিরুপাধিকমক্ষরং
তদেব ব্রহ্মচৈতন্যং তৎ স্যাৎ সৃষ্টিবিধায়কং।

কূটসংস্থিত শব্দে প্রশ্নকর্ত্তা [illegible] অর্থ গ্রহণ করিয়াই অনর্থ করিয়াছেন, ফলে কূটের সংস্থিতং "স্থিতং" অতঃপর অর্থাৎ ত্রিগুণ মায়া-মহামায়া প্রকৃতি প্রভৃতি [illegible] যে ব্রহ্মচৈতন্য তিনি উপাধিরহিত ও অক্ষর, এমন অন্বয়পূর্ব্বক পর পর শ্লোকার্থ করিলে তবে তাৎপর্য্য প্রাপ্ত হইবে যথা,—

সোপাধি পরমং ব্রহ্ম জাতং তস্যৈক পাদতঃ।
বিদ্যাবিদ্যাভিধোক্তেয় উপাধিদ্বিবিধো বুধৈঃ।

সেই নিরুপাধিক নিরঞ্জন অচল অক্ষর চৈতন্যের সৃষ্টি কারণে ইচ্ছা হয়। যখন ইচ্ছা হয় তখন তাঁহার পাদদেশ-উপবেশন-স্থান "কূট" হইতে পরমব্রহ্ম নামক উপাধি (মায়া) প্রকাশ [illegible] পায় জানেন। অচল ব্রহ্মচৈতন্যের ইচ্ছায় মায়া সচৈতন্যা হইয়া দ্বিধা হইলে ব্রহ্মচৈতন্য তদনন্তর কি করেন তাহা তৃতীয় শ্লোকে কহিতেছেন যথা,

যা বিদ্যায়তে ব্রহ্ম কূটস্থং বীজবীজকং।

পরমাত্মা [illegible] সৎ [illegible] তথা বিদ্যায়া অবিদ্যায়া চ—সেই কূটনিষ্ঠ দ্বিধা বিদ্যা অবিদ্যা দ্বারা কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্য এখন প্রতিবিম্বযুক্ত হয়েন। ঘটে ঘটাকাশের ন্যায় প্রবিষ্ট ব্রহ্মচৈতন্যই এখন আপনাকে চতুষ্পাদপূর্ণ অবলোকন করেন। এই চারি প্রকার চৈতন্য পঞ্চদশীকার পৃথকরূপে দৃষ্টান্তের সহিত বর্ণন করিয়াছেন। স্বরূপতঃ এক ব্রহ্মচৈতন্য মহাকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপি নিরবয়ব অক্ষর অনন্ত এবং নিরুপাধিক, দ্বিতীয় সৃষ্টিকরণেচ্ছু, ঘটাকাশের ন্যায় কূটস্থ সোপাধিক চৈতন্য। তৃতীয় বিদ্যোপাধিবিশিষ্ট মেঘাকাশ সদৃশ ঈশ্বর চৈতন্য এবং চতুর্থ অবিদ্যোপাধিনিষ্ঠ জলাকাশ সদৃশ জীব-চৈতন্য হয়েন। ইহাতে ঘটাকাশস্থ জলাকাশে কূটস্থ-চৈতন্য প্রতিবিম্ব জীবচৈতন্য এক পুরুষ; ঘটাকাশস্থ জলমধ্যে বা মহাকাশমধ্যে মেঘাকাশে কূটস্থ চৈতন্য প্রতিবিম্ব ঈশ্বর চৈতন্য দ্বিতীয় পুরুষ: আর উপাধিবিহীন ঘটাকাশস্থানীয় শুদ্ধ কূটচৈতন্য তৃতীয় পুরুষ। এই পুরুষত্রয় উপলক্ষে ভগবদ্গীতায় যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাও সোপাধিক ও নিরুপাধিক উপলক্ষে বুঝিতে হইবে। ক্ষরপুরুষ দৃশ্য পঞ্চভূতাত্মক বিরাট, অক্ষর পুরুষ কূটস্থ চৈতন্য বা হিরণ্যগর্ভ, আর উত্তম পুরুষ অর্থাৎ [illegible] ব্রহ্মচৈতন্য, যিনি সকলের [illegible] পরমেশ্বর। ব্রহ্মচৈতন্যের অবস্থা [illegible] প্রসঙ্গে তাঁহার [illegible] চতুষ্পাদ [illegible] করা হইল যথা.—

"ওঁ [illegible] চতুষ্পাদ [illegible]"

[illegible] আছে, অতএব [illegible]

আর্য্যধর্ম্মবিবেকে [illegible] চতুষ্পাদ [illegible] করিলেন কেন?

উত্তর। [illegible] এই ত্রিপাদে উর্দ্ধে [illegible] চৈতন্য [illegible] আছে, [illegible] ও [illegible] ব্রহ্মজ্ঞ [illegible] হইল কিন্তু সাক্ষাৎকার হইল না; [illegible] উপাধি (দেবাসুর সম্পদ) [illegible] পুরুষ সাক্ষাৎকার (সাক্ষী) পূর্ণ হইলেন শক্তিহীন পুরুষ অশক্ত বা জড়; আর সশক্তি [illegible] পূর্ণ হয়েন। সেই শক্তিই তাঁহার পাদমাত্র অধোভাগ লাঙ্গলধারী চতুর্থাংশ অপর ব্রহ্ম, আরংশ অ-

[illegible] প্রকৃতি [illegible] জ্ঞানী [illegible] হয়েন [illegible] পাত্রী [illegible] সন্ততি [illegible] পরিবর্তনে [illegible] সম্পন্ন [illegible] হয়েন। এ [illegible] আবশ্যক হইলে [illegible] [illegible]

[illegible] তাঁহাকে [illegible] [illegible] কেবল [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] ইহাই সিদ্ধান্ত। [illegible] অন্যান্য [illegible] [illegible]

[illegible] সম্মা[illegible] সম্প্রদায়ীরা [illegible] ত্রিপাদবিশিষ্ট [illegible] চতুষ্পাদে [illegible] [illegible] ব্রহ্মের সর্বাঙ্গ [illegible] [illegible] সনন্তস্বরূপে [illegible] স্থিতি।

সকল [illegible] তাঁহার চতুষ্পাদের এক পাদ, [illegible] সেই অনন্ত দোতনাত্মক স্বরূপে তিনি জড়ে ও চৈতন্য কবিনা [illegible] আপনাতে অধিষ্ঠিত করেন। [illegible] একা[illegible] [illegible] অতএব [illegible] [illegible] [illegible] বিরোধ নাই। ইতি ৩০ এ এপ্রেল [illegible]

শ্রীমহেন্দ্রনাথ [illegible]

[illegible]

[কে]শব বাবুর "নববিধান।"

[illegible] কেশব বাবুর [illegible] বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল! যে দিন [illegible] সেই দিন হইতেই [illegible] বাবু ও তাঁহার অনুগত শিষ্যদি- [illegible] এমন নহে [illegible] ব্রাহ্মদের [illegible] বিঘ্ন ও বিপত্তি ঘটিয়া উঠি- য়াছে [illegible] জন্যই হউক আর যে কারণে [illegible] এই বিবাহ সম্পন্ন করিবার উদ্দেশে [illegible] বাল্যানুষ্ঠান করেন; সুতরাং [illegible] সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার [illegible] নাম যশ ও প্রভুত্ব প্রভৃতি ছিল, তাহা [illegible] বঞ্চিত হন। কিন্তু তিনি [illegible] বা নিরুদ্যম হইবার লোক নহেন। [illegible] এক [illegible] "স্বর্গ ভ্রমণ" প্রভৃতি ইন্দ্রজাল দ্বারা যেমন যীশুখ্রীষ্ট ও মহম্মদ প্রভৃতি ধর্মপ্রচারকেরা সেই সময়ের আম- লের লোকদিগকে ভুলাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই রূপ কেশব বাবু, এই উনবিংশশতাব্দীর লোকদিগকে "নববিধান" প্রভৃতি কুহকজাল দ্বারা আবদ্ধ করি- বার চেষ্টা পাইতেছেন—হৃত প্রতিপত্তি পুনঃ প্রাপ্তির জন্য, সর্ব্বসাধারণের নিকট অধিকতর [illegible] বার জন্য আপনাকে ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত, ও আপনার সমস্ত কার্য্যকে ঈশ্ব[illegible] কার্য্য অর্থাৎ আপনার সমস্ত কার্য্যকে ঈশ্বরাদিষ্ট কার্য্য বলিয়া স্বীকৃত করিবার জন্য তিনি বিবিধ [illegible] প্রয়াস পাইতেছেন—হিন্দুর নিকট হিন্দু, খ্রীষ্টানের নিকট খ্রীষ্টান এবং মুসলমানের নিকট মুসলমানের মনো- মত কথা বলিতেছেন ও কার্য্য করিতেছেন। [illegible] [illegible] সকল সম্প্রদায়ের লোকেই তাঁহাকে আপনা[illegible] [illegible] এবং সকলেই তাঁহাকে তাঁহা- দের নিজের মহাপুরুষ বলিয়া সম্মান করেন। কিন্তু এটা একটী নিশ্চয় কথা যে, যিনি সকলকে সন্তুষ্ট করিতে প্রয়াস পান, তিনি কাহাকেই সন্তুষ্ট করিতে পারেন না। আমরা দেখিতেছি কেশব বাবুর পক্ষে ঠিক ইহাই ঘটিয়াছে। সম্প্রতি [illegible] পত্রে কাতে প্রকাশিত তাঁহার নববিধান প্রণীত কার্য্য-বিব- রণ পাঠ করিয়া বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে তাঁহার দল [illegible] বাউল, [illegible] [illegible] সম্প্রদায়ের ন্যায় শীঘ্রই একটা পৃথক সম্প্রদায় সৃষ্ট হইবে। ইহা যদি সত্য সত্যই হয় উহা তাহা [illegible] এক প্রকার নিষ্কণ্টক হন, ব্রাহ্মস- মাজও এক প্রকার নিষ্কণ্টক হন। অর্থাৎ তাঁহাকে আর ব্রাহ্মদিগের আক্রমণ সহ্য করিতে হয় না, পক্ষান্তরে তাঁহার সহিত ব্রাহ্মসমাজের আর কোন সংস্রব নাই ইহা সর্ব্বসাধারণে জানিতে পারিয়া তাঁহার কার্য্য-বিশেষকে ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য বলিয়া আর কেহ বিশ্বাস করেন না। তাহা হইলেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বিঘ্ন ও বাধা অনেক পরিমাণে অন্তর্হিত হইয়া যায়। যাহা হউক, এ সকল বিষয়ের আলোচনা করা আমাদের অদ্যকার উদ্দেশ্য নহে। কেশব বাবু যাহাকে "নববিধান" (১) বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, লোক ভুলাইবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাহা বাস্তবিকই নববিধান কি না একটী প্রমাণ দ্বারা তাহা প্রদর্শন করাই এ পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য, অতএব এক্ষণে অন্য কথা পরিত্যাগ করা আবশ্যক হইতেছে।

কেশব বাবু এবং তাঁহার অনুগত লোকেরা বলেন যে, সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পূজিত দেবতা সকলের নামে বন্দনা করা, সমস্ত জাতির ধর্ম্মগ্রন্থকে পুষ্প চন্দন প্রভৃতি দ্বারা অর্চনা করিয়া সম্মান করা এবং সমস্ত দেশী ও বিদেশী মহাপুরুষদিগের আরাধনা করা নববিধানের প্রধান অঙ্গ। অর্থাৎ পূর্ব্বে কখনও কোন সম্প্রদায়ই অন্যান্য সম্প্রদায়ের দেবদেবীগণকে, ধর্ম্মগ্রন্থদিগকে এবং মহাপুরুষদিগকে সমানভাবে অর্চনাদি করেন নাই কিন্তু এক্ষণে নব- বিধানানুসারে কেশব বাবু ও তাঁহার অনুচরেরা খোদা, আল্লা, কালী, দুর্গা, রক্ষাকালী, শীতলা, অজুয়া প্রভৃতি এবং বেদ বাইবেল কোরাণ ভগব- দ্গীতা প্রভৃতি এবং ঈশা, মুশা, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক প্রভৃতির অর্চনা করিতেছেন এবং তাঁহাদের নামে সঙ্গীত রচনা করিয়া নূপুর পায়ে দিয়া নৃত্য করিতেছেন! কিন্তু এই বিধান ঈশ্বরের বিধান হউক বা নাই হউক, ইহা যে নববিধান নহে তাহার প্রমাণার্থ আমরা রামবল্লভী সম্প্রদায়ের বিবরণ "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, পাঠ করিলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন যে, যে নববিধান লইয়া কেশব বাবু এত আড়ম্বর করিতেছেন তাহা বাস্তবিকই নববিধান নহে, অনেক দিন হইল সে বিধানানুসারে কার্য্যানু- ষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে পাঠকেরা তাহার বৃত্তান্ত পাঠ করুন।

"কিছুদিন হইল পালদিগকে কর্ত্তা স্বরূপ স্বীকার না করিয়া বংশবাটীর কয়েক ব্যক্তি রাম- বল্লভী নামে একটী শাখা স্থাপন করেন। কৃষ্ণকিঙ্কর গুণসাগর ও শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। এ সম্প্রদায়ীরা রামবল্লভ নামে এক ব্যক্তিকে আপনাদের প্রবর্ত্তক ও শিব স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন এবং প্রতি বৎসর শিব চতুর্দ্দশীর দিবসে ঘোষপাড়া গ্রামে ঐ প্রবর্ত্তকের উদ্দেশে একটা উৎসব করিয়া থাকেন। ইহাঁরা সর্ব্বশাস্ত্রকে সমান জ্ঞান ও সর্ব্বশাস্ত্রোক্ত দেবতাদিগকে অভিন্ন বোধ করেন। অতএব ঐ উৎসবকালে ভগবদ্গীতা, কোরাণ, বাইবেল এই তিনই পঠিত হয়। সে স্থানে "পরম সত্য" নামে একটী বেদী আছে, তথায় সর্ব্বজাতীয় লোকেই একত্রিত হইয়া সকলে একরূপে ভোজন করেন। শুনা গিয়াছে ইহাঁরা পেঁয়াজ ও গোমাংসাদি সকল দ্রব্যেরই ভোগ দিয়া থাকেন। যীশুখ্রীষ্ট মহম্মদ ও নানকের এক এক ভোগ হয় এবং এক একজন তত্তৎ মহা- জন হইয়া তদীয় ভোগের সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ইহাঁদের মতে সকলকে সমান জ্ঞান করা, সকলের নিকট নম্রতা স্বীকার করা ও পরস্পর প্রগাঢ়তর প্রণয় রাখা বিধেয়। * * *

ইহাঁদিগের মত প্রতিপাদক সঙ্গীত।

---

(১) "নববিধান" অর্থাৎ মনুষ্যের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের যে বিধি ও ব্যবস্থা সকল যাহা পূর্ব্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই [illegible] এক্ষণে কেশব বাবুর দ্বারা দিয়া ঈশ্বর প্রেরণ করিতেছেন।

ঘটিতেছে। প্রাচীনকালে কোন কোন রাজ্যে রাজপদের বিলোপ হইয়াছিল বটে; কিন্তু এখন অধিকাংশ লোকের জীবন, স্বাধীনতা, স্বত্ব ও ভোগ-সুখের সমধিক সম্মাননা করা হইয়া থাকে। গ্রেটব্রিটেন যে উন্নতিলাভ করিয়াছে, প্রাচীন জাতি সকলের লব্ধ উন্নতির সহিত তাহার বহু বৈলক্ষণ্য আছে। এই উন্নতি প্রকৃত সৌভাগ্যশালিতার দ্বারা সুশোভিত এবং প্রকৃত ধর্ম্মভাব জনিত উচ্চ আকাঙ্ক্ষার বেগ-বিজৃম্ভিত। এই উন্নতি কেবল একমাত্র ইংলণ্ডের বিধি ব্যবস্থা ও অভ্যুদয়ে লক্ষিত হইতেছে এরূপ নহে, এই সাম্রাজ্যের অধিকৃত জিব্রালটর, মাল্টা, এডেন, সিলোন, ভারতবর্ষ, হঙকঙ, লেবুয়ান, ভান ডিমন্স লাণ্ড, নিউ জিলাণ্ড, টাসমেনিয়া, নেটাল, সেণ্ট হেলেনা এবং নিউফাউণ্ড লাণ্ড এই সকল স্থানেই লক্ষিত হইবে। বক্তা এইরূপ করিয়া উপসংহারে বলিলেন:—

ইতিহাস প্রাচীন জাতিদিগের ক্ষয়বৃত্তান্ত দ্বারা পরিপূরিত বটে: কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমাদিগের এই উপদ্বীপ মধ্যে বাস, প্রতিনিধি শাসন-প্রণালী, জুরি দ্বারা বিচার, বাণিজ্যিক ও সামুদ্রিক মহত্ত্ব, ধর্ম্মালয় ও বাইবল থাকিবে, তাবৎ ইংলণ্ড প্রাচীন জাতিদিগের ন্যায় বিলোপ দশা প্রাপ্ত হইবে না।

ওদিকে কাপ্তেন করচামর নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরি নামক পত্রে যে একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তদ্দ্বারা তিনি ইংলণ্ডের সাংগ্রামিক দৌর্ব্বল্যের বিষয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি বলেন, ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র সংক্রান্ত নীতি অতি শোচনীয়। মধ্য আসিয়ায় যে মহাসংগ্রাম হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহাতে ইংলণ্ডের একজনও মিত্রলাভের সম্ভাবনা নাই। এক তুরস্ক মিত্র আছেন, কিন্তু তিনি অন্তঃসার শূন্য। তথায় অন্য অন্য ইউরোপীয় রাজগণের কোন প্রকার স্বার্থ সম্বন্ধ নাই। সুতরাং সংগ্রামকালে অন্য কোন রাজার সাহায্য লাভের আশা করা বিফল। অতঃপর তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের হস্ত-পরিভ্রষ্ট হইলে ইংলণ্ডের প্রভুশক্তির হ্রাস হইয়া যাইবে। তাহা হইলে ইংলণ্ডকে আত্মরক্ষার্থ আপনার উপরেই নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার আত্মরক্ষার সুবিধা নাই। কাপ্তেন তাহার এই হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন:—

অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, ইংলণ্ডে অভিজাত-তন্ত্রই প্রধান। ইহা সমুদায় শ্রেণীর স্বত্বের তুলাংশ রক্ষার অন্তরায়। যাঁহারা ধনিশ্রেণী তাঁহারা মনে করেন, অর্থ সাহায্য দান ভিন্ন রাজ্যের প্রতি তাঁহাদের অপর কর্ত্তব্য নাই। মধ্যশ্রেণীর লোকেরা শিল্প ও বাণিজ্য কার্য্যেই আসক্ত, তাহারা যুদ্ধকার্য্যকে আপনা দগের উন্নতিপথের কণ্টক বিবেচনা করেন। অন্য অন্য রাজ্যে মধ্যশ্রেণীর অধিকাংশ লোকই সৈনিককার্য্য করে, কিন্তু ইংলণ্ডে সে রীতি নাই। তাহার পর যে শ্রেণী আছে, তাহাদের কোন সম্পত্তি নাই। ১৮৬৫ অব্দে গণনা করিয়া দেখা হইয়াছিল, ১৮০০০০০০ লোক অতি কষ্টে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, আর ১৫০০০০০ লোক অতি দরিদ্র। তাহাদিগকে সাহায্য দান করা আবশ্যক হয়। প্রস্তাব-লেখকের অভিপ্রায় এই, এই নিকৃষ্ট শ্রেণীই যুদ্ধকালের প্রধান অবলম্বন। এই শ্রেণী কেবল অর্থ বিষয়ে নয়, ধর্ম্মনীতি ও শারীরিক বল বিষয়েও দরিদ্র! কাপ্তেন করচামর এইরূপে ইংলণ্ডের সাংগ্রামিক দৌর্ব্বল্য গণনা করিয়াছেন।

এখন পাঠক! চমৎকার দেখুন, এক দল ইংলণ্ডের অনন্তকাল স্থায়িতার আশা করিতেছেন; আর এক দল এখনই উহার ক্ষয়দশা আরম্ভ হইয়াছে, এই গণনা করিতেছেন। যাহা হউক, আমরা এই প্রস্তাব গুলি পাঠ করিয়া বড় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। যাঁহারা ইংলণ্ডের অনন্তকাল স্থায়িতার আশা করিতেছেন, তাঁহারা অতি সাহসী সন্দেহ নাই। যাহা কখন হয় নাই, হবে না, তাই হবে বলিয়া তাঁহারা উল্লাসিত আছেন। তাঁহারা প্রকৃতির গতি যথারীতি দর্শন করেন নাই। কাল সুস্থির নন। তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লইয়া মহা ব্যতিব্যস্ত। তিনি কাহাকে ভাঙ্গিতেছেন, কাহাকে গড়িতেছেন। একের চির উন্নতি দর্শন তাঁহার সহ্য হয় না। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর গ্রন্থে একটী বচন এই।

অনাদিনিধনঃ কালোরুদ্রঃ সঙ্কর্ষণঃ স্মৃতঃ।
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং সকালঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

কালের আদি নাই অন্ত নাই, তিনি অতি ভয়াবহ, সকলকে আকর্ষণ করেন। সর্ব্বভূতের লয় করেন বলিয়া তাঁহার নাম কাল।

বিষ্ণুপুরাণে আছে:—

যে সমর্থা জগত্যস্মিন্ সৃষ্টিসংহারকারিণঃ।
তেঽপি কালেন লীয়ন্তে কালোহি বলবত্তরঃ॥

যাঁহারা এই জগতে ক্ষমতাশালী, সৃষ্টিসংহার করিতে পারেন, তাহারাও কালে লয়প্রাপ্ত হন, যে হেতু কাল বলবত্তর।

এই সকল বচনের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে ইংলণ্ডের কখন ক্ষয়দশা হইবে না, এ সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমরা ইতিহাস পুরাণাদি পাঠ করিয়া জানিতে পারিতেছি, যে সকল ব্যক্তি বা জাতির অন্য হইতে পরাভব বা বিনাশ হইবার সম্ভাবনা ছিল না, তাহারা গৃহবিচ্ছেদে বিনষ্ট হইয়াছে। রাবণ দুর্য্যোধন ও যদুবংশ তাহার প্রধান প্রমাণ। বিশাল কুরুবংশ ও যদুবংশের ধ্বংস হইবে, স্বপ্নেও কে মনে করে নাই। গৃহ-বিচ্ছেদ হওয়াতেই উহা নিহত হইল। ভুবনবিজয়ী দোর্দ্দণ্ডশালী রোমকে যে উৎসন্ন হইবে, কাল ভিন্ন আর কেহ জানিতে পা[রে] নাই, কিন্তু সেই রোমকদিগেরও গৃহবিচ্ছেদে ক্ষয়দ[শা] আরম্ভ হয়। কাল ইংলণ্ডেও সেই গৃহ-বিচ্ছেদের বী[জ] বপন করিয়াছেন। কন্সরবেটিভ ও লিবরাল দ[লের] দলাদলিই সেই বীজ। এখনই আমরা ঐ উভয় দ[লের] পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের পরিচয় পাইতেছি। [এই] বিদ্বেষ যখন নিতান্ত প্রবল হইয়া উঠিবে, ন্যায় সী[মা] অতিক্রম করিবে, সেই সময়েই ইংলণ্ড উৎ[সন্ন হইয়া] যাইবে। যদি বল, ইংলণ্ডের লোকেরা ক্রমেই অ[ধি]কতর বিদ্বান হইতেছেন, তাঁহাদের আশয় উ[ন্নত] হইতেছে, তাঁহারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিতে পারিতে[ছেন], তবে কেন তাঁহারা আপনাদের বিনাশ[পথ] আপনারা প্রস্তুত করিবেন? আমরা বলি বিধাত[ার] এরূপ সৃষ্টি নয়, তিনি মানুষের মনকে এরূপে সৃ[ষ্টি] করেন নাই যে বিদ্যাশিক্ষা মানুষের স্বাভাবি[ক] দোষের উন্মূলন করিতে পারে। যখন ভাগ্য-বিপর্য্[য়] ঘটিবে, তখন বুদ্ধিও বিপরীত হইবে। পাঠক এখনই দেখুন, ইংলণ্ড সকল সময়ে ন্যায়পথে চলিত[ে] পারেন না। এখনও ন্যায়ের দিকে যেকিছু দৃ[ষ্টি] আছে, যখন পরস্পরের স্বার্থ ঘোরতর প্রবল হই[য়া] উঠিবে, তখন আর তাহা থাকিবে না, সকলে অ[ন্ধ] হইয়া যাইবে।

যে ল ইষ্টুডেণ্ট সভার সভাপতি জল বায়ুর উ[ষ্ণ]তাকে প্রাচীন জাতি সকলের উচ্ছেদ-কারণ বলি[য়া] যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেটী বাস্তবিক নয়। রো[ম] ও গ্রীসে জলবায়ুর উষ্ণতা ছিল না। জলবায়ুর উষ্ণতা যদি বাস্তবিক বিনাশের কারণ হইত, তাহা হইলে যে যে উন্নতজাতি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের মূলেই উন্নতি হইত না। আর বক্তা স্বমত সমর্থনা[র্থ] ভারত ও চীনদেশের যে উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া[]ছেন, তাহাও তাঁহার পক্ষে অনুকূল হইতেছে না। ভারতের কি সেই প্রাচীন উন্নত অবস্থা আছে? উহ[া] কি ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই? ইংলণ্ড এখন যে অব[স্থা]য় আছে উহা যদি ভারতের তুল্য অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে ইংলণ্ডের না থাকাই কি শ্রেয় নয়? চীনদেশেরও প্রায় এই ভারতের দশা।

[illegible]

যেখানে ইউরোপীয় সভ্যতা প্রবেশ করিয়াছে, সেই স্থানেই আগুন জ্বলিয়াছে। [illegible] লোকের স্বার্থ, স্বত্ব, স্বাধীনতা ও অধিকার [illegible] দৃঢ়তর বদ্ধ জন্মিয়াছে এবং অন্যায় ও পক্ষপাতিতা-

[illegible] প্রাক বিজাতীয় বিপদ হইয়াছে। রাজা, রাজ-[illegible] তাহা বুঝিতে পারেন না, [illegible] একাধিপত্য ও কর্তৃত্ব-সুখ [illegible] ভার বুঝেন না। [illegible] প্রকারে সর্ব্বদা প্রজ্বলিত [illegible] তাহার ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন-[illegible] ইউরোপীয়দিগের বলবীর্য্য উৎসাহ [illegible] অধিক, সুতরাং তাহারা প্রাণ-[illegible] আপনাদিগের স্বত্ব, স্বাধীনতা ও স্বাধি-[illegible] রক্ষায় ব্যাপৃত হইয়াছে। [illegible] সমাজ ও রাজবিপ্লব করিতে হউক, [illegible] করিতে হউক, কিছুতেই সঙ্কুচিত [illegible] না। পক্ষান্তরে যে দেশের লোকে ইউরোপীয়দিগের ন্যায় বলবীর্য্যাদিশালী নয়; সুতরাং যাহাদের বিবেচনা ও সাবধানতা অধিক, তাহারা ন্যায়ানুগত পথের পথিক হইয়া স্বাভীষ্ট সাধনের পাইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সেখানকার রাজা, রাজপ্রতিনিধি ও রাজপুরুষগণ তাহাদিগকে দমিত করিবার নিমিত্ত নানা কৌশলের খেলা খেলিতেছেন! তাঁহারা যে চাতুরী খেলিয়া চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করুন, ছুইএণ কখন চাপা থাকে না। উহা একদিক দিয়া ফাটিয়া বাহির হয়। ক্রমে সেই ঘটনা ঘটিয়াছে।

ভূতপূর্ব্ব রুষ রাজ দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার স্ববলে নিহিলিষ্ট দলের উল্লিখিত চেষ্টা চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা পাইয়া ছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, শেষে আপনিই তাঁহাদের কোপে পড়িয়া হত হইলেন। নিহিলিষ্ট দলের কার্য্যসম্পাদক কমিটি সম্প্রতি বর্ত্তমান সম্রাট তৃতীয় আলেকজাণ্ডারকে সম্বোধন করিয়া যে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন কাণ্ডটা কেমন ভয়ানক এবং নিহিলিষ্ট দল যে কেমন ভয়ানক তাহাও পাঠক বুঝিতে পারিবেন। ঘোষণাটী এইঃ—

"মহারাজ! চাটুকারদিগের বাক্যে প্রতারিত হইবেন না। রাজহত্যা রুশিয়ায় প্রসিদ্ধ। ছটী কর্ম্ম আছে এক অবশ্যম্ভাবী [illegible] বিধান দ্বারা উহার নিবারণ হইবার সম্ভাবনা নাই। গবর্ণমেণ্ট প্রজার ইচ্ছায় সম্মতি দান করিলেও উহার নিবারণ হইতেছে না। অতএব আপনি দেশের স্বার্থ রক্ষার বাঞ্ছায় উৎসাহিত হউন, বথা সৈন্য নাশ নিবারণ করুন এবং [illegible] সহচর যে ভয়ঙ্কর দুঃখ তাহা দূর করুন। কার্য্যসম্পাদক কমিটী মহারাজকে এই পরামর্শ দিতেছেন, আপনি দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করুন। আপনি নিশ্চয় জানিবেন যখন প্রধান প্রভুশক্তি স্বেচ্ছাচারীরূপে কার্য্য করিতে বিরত হইবে এবং প্রজাদিগের স্বত্বরক্ষা বিষয়ে আপনার হিতাহিত বিবেচনায় যে উপদেশ দেয় তাহার বিষয় যখন চিন্তা করিবেন তখন আপনি বির্ম্বিয়ে চরদিগকে বিদায় দিতে পারিবেন। চরেরা গবর্ণমেণ্টের অনিষ্ট করিতেছে। আপনি আপনার শরীর রক্ষি সৈন্যদিগকেও বিদায় দিতে এবং ফাঁসীকাষ্ঠ দগ্ধ করিতে পারিবেন। তখন কার্য্যসম্পাদক কমিটী আপনাদিগের ইচ্ছানুসারে স্বকার্য্য পরিত্যাগ করিবে এবং কমিটীর যে সকল সৈন্য সংগৃহীত আছে তাহাদিগকে বিদায় দিবেন ও জাতীয় উন্নতি ও দেশের মঙ্গলের প্রতি মনোনিবেশ করিবেন। তখন আর অত্যাচারের সম্ভাবনা থাকিবে না। অত্যাচার করা আপনার কর্ম্মচারীদিগের অপেক্ষা আমাদিগের অধিকতর অপ্রীতিকর। তবে অগত্যা ঘটিয়া উঠে। অতএব বহু শতাব্দীর শাসন-দোষে যে অবিশ্বাস ও আমাদিগের মনে যে কুসংস্কার জন্মিয়াছে তাহা আমরা পরিত্যাগ করিয়া আপনার মতানুবর্ত্তী হইব তখন যে শক্তিতে জাতীয় দুঃখ উৎপাদন করিয়াছে আপনি তাহার প্রতিনিধি এ কথা আমরা বিস্মৃত হইব। আমরা আপনাকে বিনয়সহকারে জানাইতেছি যে, আপনার মনে যে বিরুদ্ধ-ভাব ও বিদ্বেষ ভাব আছে, তাহা আপনার প্রকৃত কার্য্য করিবার ইচ্ছা ও কর্ত্তব্য সম্পাদনের বাঞ্ছার যেন ব্যাঘাত না করে। আমাদের পক্ষেও ক্রোধের যথার্থ ও মহৎ কারণ আছে। আপনি আপনার পিতাকে হারাইয়াছেন কিন্তু আমরা আমাদিগের পিতা [illegible] স্ত্রী সন্তান বন্ধু ও সম্পত্তি হারাইয়াছি। যখন রুশিয়ার মঙ্গল লইয়া কথা, তখন আমাদিগের মনে যে বিদ্বেষ ভাব আছে তাহা আমরা পরিত্যাগ করিতেছি এবং আমরাও এই আশা করি যে আপনিও তাহা পরিত্যাগ করিবেন। আমরা সন্ধির কোন নূতন সর্ত্তের কথা কহিতেছি না। ইতিহাসে বিপ্লব সময়ে যে সর্ত্তের কথা পাঠ করা যায় আমরা কেবল তাহাই স্মরণ করাইয়া দিতেছি। আমাদিগের মতে সে সর্ত্ত ছটী—(১) রাজনীতি সম্বন্ধে যাহারা পূর্ব্বে অপরাধী হইয়াছে তাহাদিগের প্রতি সাধারণে ক্ষমা প্রদর্শন, কারণ তাহারা বাস্তবিক দোষী নয়, তাহারা কেবল স্বকর্ত্তব্য সম্পাদনের চেষ্টা করিয়া ছিল।—(২) রাজ্যে যে সকল আইন আছে, জাতীয় ইচ্ছানুসারে তাহার সংস্কার করিবার নিমিত্ত রুশিয় প্রজাগণের প্রতিনিধিদিগকে আহ্বান করা আমরা আপনাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি যে, প্রজাদিগের ইচ্ছানুসারে নিম্নলিখিত রীতিতে নির্ব্বাচন ক্রিয়া দ্বারা প্রধান প্রভুশক্তি স্থাপন করেন—(১) প্রজা সংখ্যার অনুসারে কাহাকেও বাদ না দিয়া সকল শ্রেণীর ও সকল অবস্থার প্রজাগণের প্রতিনিধি নিয়োগ করা (২) যাহারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে তাহাদিগের উপরে নির্ব্বাচনের কোন প্রকার সীমা ও বাধা নির্দ্দেশ না করা। গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত স্বত্বগুলি প্রজাদিগকে প্রদান করিবেন। মুদ্রা-যন্ত্রের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা; বক্তৃতার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা; এবং প্রকাশ্য সভা করিবার সম্পূর্ণ স্বত্ব; এই গুলি রুশিয়াকে নির্ব্বিবাদে উন্নতপথে লইয়া যাইবার উপায়। অতএব আমরা মাতৃভূমির এবং সমুদায় পৃথিবীর সমক্ষে শপথ পূর্ব্বক এই ঘোষণা করিয়া দিতেছি যে আমাদিগের দল সম্মান পূর্ব্বক জাতীয় সভার মীমাংসার অধীনতা স্বীকার করিবে, যদি ঐ জাতীয় সভা উল্লিখিত নিয়মানুসারে সমাহূত হয়। আমরা এ কথাও বলিতেছি এই প্রজা-প্রধান পার্লামেণ্ট সভা দ্বারা যে গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার কৃত কোন নিয়মের লঙ্ঘন করিয়া দোষী হইব না। অতএব মহারাজ এ বিষয়ের মীমাংসা করুন, আপনার সম্মুখে এই ছটী পথ উপস্থিত। ইহার অন্যতর যে পথ অবলম্বন করা আপনার ইচ্ছা হয় করুন। তবে আমরা কেবল এই মাত্র প্রার্থনা করিতেছি, যাহাতে রুশিয়ার মঙ্গল হয় আপনার হিতাহিত বোধ ও বিজ্ঞতা তাহারই নিদ্ধারণে আপনাকে সমর্থ করিবে। যেটী মাতৃভূমির প্রতি কর্ত্তব্য ও আপনার পদের যেটী অনুরূপ তাহা করিবেন।"

কলিকাতা ছোট আদালতের ১৮৮০ অব্দের কার্য্য বিবরণ।

অন্যায় নিবারণের জন্য আইন ও আদালত; এই আইন আদালত যত কঠোর হইতেছে, বঙ্গদেশে মকদ্দমার সংখ্যাও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে। এই ঘটনা নিবন্ধন বাস্তবিক আমরা শঙ্কিত হইয়াছি। দেশে অত্যাচারের স্রোত ক্রমে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে ইহা দেখিয়া স্বদেশের হিতচিকীর্ষু ব্যক্তি মাত্রেই যুগপৎ ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইতেছেন। এই মকদ্দমার হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে লোকের মনে যে আশা ও নিরাশা জন্মিবে তাহা আশ্চর্য্যের নহে। আদালতে বর্ষে বর্ষে যে মকদ্দমা উপস্থিত হয় অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় প্রায় তাহার অর্দ্ধেক লোক অত্যাচরিত হইয়াও অর্থ কৃচ্ছ্রতা, আদালতের কষ্ট ও অনর্থক অর্থব্যয় নিবন্ধন মকদ্দমা করে না। ফলত মকদ্দমার আধিক্যই দেশের অবনতির অন্যতর একটী কারণ।

১৮৮০ অব্দে কলিকাতা ছোট আদালতে মকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস দেখিয়া আমরা তুষ্ট হইলাম।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে বিগতবর্ষে এই সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে।

১৮৭৮-৭৯ অব্দে ৩৭৬৮১ ও ১৮৭৯ অব্দে ৩৭১ ৯ মকদ্দমা উপস্থিত হয় কিন্তু বিগত বর্ষে ৩৫৩০৪ মকদ্দমা রুজু হইয়াছিল সুতরাং এ হিসাবে বিগত বর্ষে তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১৯৯৫ মকদ্দমা হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু এক দিকে যেমন সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে অন্যদিকে তেমনি অধিক দাবির মকদ্দমা বৃদ্ধি হইয়াছে।

পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা পাঁচ শত হইতে হাজার টাকা দাবির ৩৭ টী মকদ্দমা বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু যে সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে, তৎসমুদায়ের দাবী ১২৩০ টাকা মাত্র ছিল। তদ্ভিন্ন দশ টাকা দাবীর ১০২৭ ও দশ হইতে ৫০ টাকা দাবির ৬৪৩ মকদ্দমা হ্রাস হইয়াছে। ১৮৭৯ অব্দে যে সমস্ত মকদ্দমা রুজু হয় তৎসমুদয়ের দাবী ১৮১৯৬১৪ টাকা ছিল কিন্তু বিগত বর্ষে উহার সংখ্যা হ্রাস হইয়া ১৭৭০০৩৬ টাকা হইয়াছে।

১৮৭৯ অব্দের ১৫৮৪ নম্বর মকদ্দমা নিষ্পত্তি হইতে বাকী ছিল। উহা সমেত ১৮৮০ সালে ৩৬৮৮৮ নম্বর মকদ্দমা বিচারার্থ থাকে। ইহার মধ্যে ৩৫৬০০ নম্বরের ঐ বৎসরেই বিচার হয়, অবশিষ্ট ১২৮৮ বর্ত্তমান বর্ষে নিষ্পত্তি হইবার জন্য আছে।

১৮৮০ অব্দে যে সকল মকদ্দমা হয় তাহার অধিকাংশই দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় ঘটিত। উক্ত বর্ষে এই মকদ্দমার সংখ্যা ১৩৮১৪ ও তৎপূর্ব্ব বর্ষে ১৫৪৯১ এবং তাহার পূর্ব্ব বৎসরে ১৫৪১০ ছিল। ৪৭৯৫ লিখিত চুক্তির মকদ্দমা, ৬৭০৯ বেতন ও কাজ কর্ম্মের দরুণ প্রাপ্য টাকার মকদ্দমা, ৩৯৭৬ বাচনিক চুক্তির মকদ্দমা, ৩৭২৭ মকদ্দমা রেণ্ট অব নিয়মানুযায়ী নহে, ২৬২ রেণ্ট ল্ব নিয়মানুযায়ী। ইহার মধ্যে ৬ টী মালামাল ক্রোক ও ২৫৬ বেআইনি বেদখলের নালিশ ১২৪৯ ক্ষতিপূরণের, ৮৪ টী জাহাজে মাল বোঝাই ঘটিত, ৩৬৬ দেনা পাওনা সংক্রান্ত, ১৮৩৬ মকদ্দমা যাহার বিষয় স্বতন্ত্ররূপে বর্ণিত হয় নাই। ১৮৭৫ অব্দের ডিক্লেস্ আক্টে অনুসারে কার্য্য হওয়াতে বিগত বর্ষে ১১৩১৬ কোর্টী মকদ্দমা হ্রাস হইয়াছে। জজেরা বলিয়াছেন গত বর্ষে ও তৎ তৎ পূর্ব্ব বর্ষে যে সকল মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে তাহাতে বাদীর অধিক পরিমাণে জয় হইয়াছে। ১৮৭৮-৭৯ অব্দে বাদীর অনুকূলে শতকরা ৮১·৬ ১৮৭৯ অব্দে ৮১·৪ ও ১৮৮০ অব্দে ৮০·৮ মকদ্দমা ডিক্রি হইয়াছে।

বিগত তিন বৎসরে যত মকদ্দমার যেরূপে নিষ্পত্তি হইয়াছে আমরা নিম্নে তাহার একটী তালিকা দিলাম। যথা,—

যেরূপে নিষ্পত্তি হইয়াছে	১৮৭৮	৮৭৯	৮৮
বিচারে বাদীর অনুকূলে	৮১৪২		
বাদীর অনুকূলে একতরফা ডিক্রী	৮৯০৯	৬১	৬৫
মধ্যস্থতা দ্বারা মীমাংসা	১৩৭০	৩৪	৩০৬
বিচারের পূর্ব্বে অগ্রাহ্য	২০৯৬	২০১৭	২৪৪৪
বিচারের পরে অগ্রাহ্য	১৪২৩	১৩৩৮	১৩০৭
বাদীর দোষে অগ্রাহ্য	৩৩৫৮	৩১২৪	৩০৮৩
বাদীর প্রতিকূলে	৬৮৭৭	৬৪৭৯	৬৮৩৪
মোট	৩৭৫২		

এই সকল মকদ্দমার রুসুম প্রভৃতিতে গত বর্ষে গবর্ণমেণ্টের ১৩৬৪৩৯ টাকা আয় ও বিচারপতিদিগের বেতন প্রভৃতিতে ১৬৪৫৩৩ টাকা ব্যয় হয়। ১৮৭৮।৭৯ অব্দে যে সকল মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় খরচ বাদে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের ৮১১০৬ টাকা ১৮৭৯ অব্দে ৭১৬১৯ এবং বিগত বর্ষে ৭১৯০৬ টাকা আয় হইয়াছে।

উপরি উল্লিখিত হিসাব দর্শনে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, ১৮৭৮।৭৯ অব্দ অপেক্ষা ৭৯ ও ৮০ অব্দে মকদ্দমা সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে সুতরাং উহার হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের আয়েরও কথঞ্চিৎ হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু এই হ্রাস বৃদ্ধি যেরূপ তাহাতে আমাদিগের আশঙ্কার কারণ নাই—প্রত্যুত আনন্দেরই কারণ অধিক। কারণ অল্প দাবির মকদ্দমার সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়াছে অথচ গবর্ণমেণ্টের তাহাতে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহাও অধিক নহে।

জজেরা বলিয়াছেন ছোট আদালতের সীমা বৃদ্ধির যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে মকদ্দমা বৃদ্ধির যেরূপ সম্ভাবনা আছে তাহাতে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য স্বতন্ত্র একটী আদালত গৃহ প্রস্তুত করা আবশ্যক হইবে।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর নিম্ন-শ্রেণীস্থ এক্‌জিকিউটিব কর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে একটী নূতন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। সব ডেপুটী ও কানুনগোরাই এই শ্রেণীর লোক। আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ক্যাম্বেল সাহেব এই পদের সৃষ্টি করেন। বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর এখন উহার সংশোধন মাত্র করিতেছেন। তিনি যে নিয়ম করিতেছেন তাহাতে এই দুই শ্রেণীর কর্ম্মচারীরা জেলার বন্দোবস্তে না হইয়া কমিশনরদিগের বিভাগীয় বন্দোবস্তে নিযুক্ত হইবেন। কমিশনরেরা জেলার প্রয়োজনানুসারে ইঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন। কোন জেলায় কার্য্যের ভীড় পড়িলে যে স্থানে কাজ কম থাকিবে কমিশনর সে স্থান হইতে তাঁহাদিগকে অন্য স্থানে পাঠাইতে পারিবেন।

সব ডেপুটী কালেক্টর ও কানুনগোরা পূর্ব্বে যেমন দেওয়ানী ও ফৌজদারী মকদ্দমায় বিচার করিতেন অতঃপর ফৌজদারী মকদ্দমার তত অধিক পরিমাণে বিচার করিতে পারিবেন না। তাঁহারা বিভাগীয় কমিশনরের বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন না।

জেলার ট্রেজারির ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীদিগকে নিয়মিত কাজ করিতে হইবে। সব ডেপুটীদিগের দ্বারা কাজ করাইতে পারিবেন না। সব ডেপুটী কালেক্টরেরাও কোন স্থলে ট্রেজারির কার্য্যের নিমিত্ত দায়ী হইবেন না। এই সকল কারণে সব ডেপুটী কালেক্টারদিগের কার্য্যও অনেক কমিয়া যাইতেছে সুতরাং সেই কারণে তাঁহাদিগের সংখ্যারও হ্রাস করা হইতেছে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর স্থির করিয়াছেন ভবিষ্যতে ৭৫ টাকা বেতনের ১৭ ও ৫০ টাকা বেতনের ৫০ জন কানুনগো রাখিবেন এবং ২৫ টাকা বেতনের কানুনগো শ্রেণী একবারে উঠাইয়া দিয়া নিম্ন লিখিত স্থানে নিম্ন লিখিতরূপ কানুনগো ও সব ডেপুটী রাখিবেন যথাঃ—

বিভাগ	সব ডেঃ এখন রহিয়াছেন	পরে থাকিবেন	কানুনগো এখন রহিয়াছেন	পরে থাকিবেন
বর্দ্ধমান	১১	১১	১০	১৫
প্রেসিডেন্সি	১৪	১১	১৩	১৬
রাজসাহী	৯	৯	৯	৮
ঢাকা	৯	৭	১০	১১
চট্টগ্রাম	৫	৩	৪	৩
পাটনা	১২	১০	১৪	১৮
ভাগলপুর	১০	১০	৮	১১
উড়িষ্যা	৪	৩	৯	২
ছোটনাগপুর	৬	৮	২	১
মোট	৭১	৭২	৬৭	৮৯

নূতন বন্দোবস্ত অনুসারে গবর্ণমেণ্ট কানুনগো ও সব ডেপুটীর সংখ্যা কমাইলে মাসিক ১২৮৭৫ টাকা

ব্যয় হইবে। এখন এই ব্যয় ১১৭০০ টাকা আছে। সংখ্যা কমাইয়া দেওয়াতেও যখন পূর্ব্বাপেক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে তখন বেশ বুঝা যাইতেছে এই সকল কার্য্যে অধিকতর যোগ্য লোক নিযুক্ত করাই গবর্ণমেণ্টের প্রধান উদ্দেশ্য।

ঋণের জন্য স্ত্রীলোকদিগকে অন্দর মহল হইতে ধৃত করিয়া আনিয়া কারারুদ্ধ করিবার নিয়ম প্রচলিত হওয়াতে সমস্ত হিন্দু-সমাজে মহা হুলস্থূল উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর, সলিসিটারের নিকট এ বিষয় সংক্রান্ত কাগজ পত্র চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। দেখা যাউক তিনি এ বিষয়ে কিরূপ বিচার করেন। একটী বড় দুঃখের বিষয় এই যে, দেনার জন্য যে সকল স্ত্রীলোককে ধৃত করা হয় তাহাদিগকে রসাব জেলে রাখা হইয়া থাকে। যে সকল স্ত্রীলোক দস্যুতা বা তস্করতা করে তাহারাই সেখানে কারারুদ্ধ থাকে, তাহাদিগের প্রকৃতি অতি হীন, এবং চরিত্র ও ভ্রষ্ট, তাহাদিগকে এই নিমিত্ত কঠিন পরিশ্রমের কাজ করান হয় কিন্তু দেনার নিমিত্ত যদি কোন ভদ্র মহিলা ধৃত হন তাহা হইলে তাঁহাকে কি ঐরূপ কারাগারে নিক্ষেপ করা ও তাহাদিগের সহিত তাঁহাদিগকে হাড় ভাঙ্গা কাজ করান সভ্য গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ৩০ এ এপ্রেল। অহিফেন ব্যবসায় সম্বন্ধে গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে ঘোরতর বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। মার্কুইস হার্টিংটন বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট [illegible] সম্বন্ধে অহিফেনের ব্যবসায়ে কর [illegible] তজ্জন্য তাঁহাকে অনুরোধও করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় সংগ্রাম কার্য্যের হিসাব পত্র দেখিবার জন্য যে কমিটী নিয়োজিত হয়, তাহা [illegible] অতিরিক্ত [illegible] একটা স্থায়ী কমিটী নিয়োগের অনুরোধ করিয়াছেন। লর্ড হার্টিংটন তাহাতে সম্মত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১ লা মে। [illegible] পত্রিকায় [illegible] লাড কাইন দল তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণার্থ আন্দোলন করিয়াছেন।

[illegible] অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে।

[illegible] সন্ধি প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল [illegible] এ [illegible]। সুলতান পাশা [illegible] উঁহার প্রধান [illegible] আপত্তি [illegible] তাঁহার প্রতিবাদ [illegible]।

আলজিরীয়া ২ রা মে। [illegible] ফরাসী সৈন্যদের সহিত মুসলমানদিগের যুদ্ধ হইতেছে। [illegible] পরাজয় হইতেছে না।

[illegible] শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি [illegible] ভূমি সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য যেরূপে করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন গ্লাডষ্টোন সাহেব তাহা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদিগের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

আয়লণ্ডে ভূমি ঘটিত বিবাদের ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে।

আলজিরীয়া ১ লা মে। ফরাসী সৈন্যেরা বীজারতা নামক বন্দর অধিকার করিয়াছে।

লণ্ডন ৩ রা মে। বিদেশীয় কার্য্যের অণ্ডর সেক্রেটারি গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে বলিয়াছেন, গ্রীসের সহিত তুরস্কের সীমা-সংক্রান্ত গোলযোগের যেরূপে মীমাংসা হইবার প্রস্তাব হইয়াছে সুলতান তাহাতে সম্মত হইয়া এক পত্র প্রচার করিয়াছেন।

কমন্স হাউসে আয়লণ্ডের ভূমি সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য লইয়া তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। লর্ড এল্কো ঐ পাণ্ডুলেখ্য অগ্রাহ্য করিবার জন্য বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কনসরবেটিব দলও ইহার পোষকতা করিবেন।

আদালত যাঁহাকে ভাল ও উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করিবেন পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক তিনি যাহাতে গৃহীত হন তদভিপ্রায়ে এটর্ণি জেনেরল মিনিষ্টিরীয়াল বিল নামে আইনের এক পাণ্ডুলেখ্য সভায় সমর্পণ করিয়াছেন।

চাল স ডিলন আয়লণ্ডে বিদ্রোহদ্দীপক বক্তৃতা করাতে ধৃত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৫ ই মে। সার ষ্টাফোর্ড নর্থকোট গত কল্য কেটরিং নামক স্থানে বক্তৃতাকালে গবর্ণমেণ্টের কমিউনিষ্ট রাজনীতির নিন্দা করিয়াছেন।

আয়লণ্ডের চিফ সেক্রেটারি জন ডিলনকে ধৃত করিবার আদেশ দেওয়াতে হোমরুলরেরা কমন্স সভায় তাঁহাকে নিন্দা করিবার জন্য মত গ্রহণের প্রস্তাব করিবেন।

এথেন্স ৪ ঠা মে। সুলতান গ্রীসকে সীমান্তদেশের যে যে স্থান ছাড়িয়া দিয়াছেন সেই সেই স্থান অধিকার করিবার জন্য গ্রীস তাঁহার সৈন্যদিগকে যাইতে আদেশ দিয়াছেন।

ডটরেল নামক মানওয়ারের কল ফাটিয়া যাওয়াতে ৮ জন প্রধান কর্ম্মচারী ও ১১৩ জন অন্যান্য লোক হত হইয়াছে।

লণ্ডন ৬ ই মে। সার ফ্রেডরিক রেন্স প্রভৃতি যে সকল সেনাপতি ও সৈনিক কাবুলে যুদ্ধ করিয়াছে তাহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়াই স্থির হইয়াছে। ২০ জন ইহার প্রতিকূলে ও ৩০৮ জন ইহার অনুকূলে মত প্রদান করিয়াছেন।

প্যারিস ৫ ই মে। অদ্যকার বৃক্ত মেটারিক কনফারেন্স সভাতে ইংলণ্ডের জন্য দুপটী মিণ্টমাষ্টার জেনারেল মি ডবলু ফ্রিমানেণ্টেল এবং ভারতবর্ষের জন্য সার লুইস ম্যালেট ও লর্ড রে প্রতিনিধি হইয়া গমন করিয়াছিলেন।

বিবিধসংবাদ।

প্রিন্স ওয়েলস রাজ্ঞীর পক্ষ হইতে রুশসম্রাট ৩য় আলেকজাণ্ডরকে অর্ডার অব দি গার্টার উপাধি দান করিয়াছেন।

পাটনা হইতে বারাইচ পর্য্যন্ত রেলওয়ে নির্ম্মাণার্থ গবর্ণমেণ্ট জরিপ করিবার আদেশ দিয়াছেন গগরা ও গণ্ডক নদীর উপর সেতু প্রস্তুত করিবার জন্য ইঞ্জিনিয়র স্থান নির্ণয় করিতেছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের সভাপতি হইয়াছেন।

মান্দ্রাজের একজন ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট সস্ত্রীক হইয়া স্ত্রীলোকের গাড়িতে আরোহণ করিয়া স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে পুনঃ পুন নিষেধ করাতেও তিনি তাহা না শুনিয়া গমন করেন, শেষে নিজের বে-আইনি কার্য্যের জন্য নিজে নিজের ৫ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

আলীপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট পেজ সাহেব সম্প্রতি এই আদেশ দিয়াছেন যে, পুলিষ তাঁহার নিকট বিচারের জন্য যে সকল মকদ্দমা পাঠাইবেন সে সকল মকদ্দমার বাদী উকীল মোক্তার নিযুক্ত করিলে তিনি তাঁহাদিগকে মকদ্দমার তদ্বির করিতে দিবেন না। এই কারণে উকীল মোক্তারেরা একত্র হইয়া ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন।

ক্যাভনাগ সাহেব সিংহাসনচ্যুত গুইকুমারের প্রতি সিওয়ার্ড সাহেবের কুব্যবহারের কথা গবর্ণর জেনারলের গোচর করাতে তিনি ইহার প্রতীকার করিবেন বলিয়াছে।

সিমলাস্থ গবর্ণমেণ্ট আপীসের দরিদ্র কেরাণীরা যাহাতে পাথেয়াদি ব্যয় না পান তজ্জন্য অনেকে অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ণর জেনেরল তাহা না শুনিয়া এই নিয়ম করিয়াছেন যে চারি শত টাকার অধিক বেতনের কর্ম্মচারীরা শিমলা গমনের ব্যয় ৫১৭৵০ টাকা ও যাঁহারা চারি শত টাকার কম বেতন পান তাঁহারা ১২৫৮৵০ টাকা পাইবেন। পরিবারাদি লইয়া যাইবার ব্যয় পাইবেন না।

এইরূপ শুনা যাইতেছে বিলাতের কতকগুলি লোক বিদ্রোহত্তেজনার উদ্দেশে কাগজ ছাপাইয়া বাঁশের চোঙ্গের মধ্যে দিয়া নানা স্থানে সেই সকল কাগজ প্রেরণ করিতেছে।

কলিকাতা হইতে যশোহর পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে প্রস্তুত হইবে গবর্ণমেণ্ট তাহার জন্য ভূমি ক্রয় করিয়া কোম্পানিকে দিতেছেন। ৯৯ বৎসর মেয়াদ থাকিবে। এই ৯৯ বৎসর গত হইলে পর উক্ত রেলওয়ে গবর্ণমেণ্টের হইবে। আর যে মূল ধন লইয়া কোম্পানি এই রেলওয়ে করিবেন গবর্ণমেণ্ট ৩০ অথবা ৫০ বৎসরের পরে যদি তাঁহার ব্যয় করা ১৫০ টাকা অধিক দিয়া ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে কোম্পানিকে উহা ছাড়িয়া দিতে হইবে।

ফ্রান্সে এক ব্যক্তি সীসের অক্ষরের ন্যায় কাচের অক্ষর প্রস্তুত করিয়াছেন। উহা দ্বারা পুস্তকাদি মুদ্রিত হইতেছে। ইহা বেশ শক্ত।

কলিকাতা টাউনহলে মৃত রামগোপাল ঘোষের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে কোন প্রকার সমারোহ হয় নাই।

রুশের বর্ত্তমান সম্রাটকেও হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র হইতেছে। সেদিন নিকোলাই কিবালশিস নামক এক ব্যক্তি সম্রাটকে বধ করিবার জন্য বোমা প্রস্তুত করিয়াছিল, সিবাষ্টিপোলের আর এক ব্যক্তি ঐ উদ্দেশ্যে কৃত্রিম গোঁপ ও দাড়ি প্রভৃতি করিয়া ছদ্মবেশে বেড়াইতে ছিল কিন্তু ইহারা উভয়েই ধৃত হইয়া স্ব স্ব দোষ স্বীকার করিয়াছে। নিহিলিষ্টেরা যাহাতে তাঁহার কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে না পারে তদভিপ্রায়ে চতুর্দ্দিকে প্রহরী ও কসাক সৈন্যগণ নিয়োজিত রহিয়াছে। নিহিলিষ্টেরা যাহাতে সুড়ঙ্গ করিয়া বারুদ দ্বারা বাটী নষ্ট করিতে না পারে ইঞ্জিনিয়রগণ তাহার উপায় করিতেছেন। রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকে প্রস্তর বসান হইতেছে। সেণ্টপিটার্স বর্গের চতুর্দ্দিক এখন এরূপে রক্ষা করা হইতেছে যে তথায় কি নিহিলিষ্ট কি অপর ভদ্রলোক কেহই প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। তথাপি সম্রাটের বালিসের নিম্নে ও কামার কেবে এই মর্ম্মের পত্র পাওয়া গিয়াছে যে তাঁহার উপর নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের রাগ নাই তবে তিনি যদি রাজ্যে প্রতিনিধি শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত না করেন তাহা হইলে তিনি আত্মরক্ষার জন্য সহস্র চেষ্টা করিলে এবং শত বন্ধুদের মধ্যে থাকিলেও তাঁহাকে হত্যা করা হ

বিভন ষ্টেট রেলওয়ে দিয়া দ্বারভাঙ্গায় যে সকল চিঠি পত্র যাইতেছিল সমস্তিপুর ও বিলাসপুরের মধ্যে তাহা দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

ম্যাসাচেটস নামক স্থানের মেসাস ষ্টোন নামক এক রমণী স্বদেশে শিল্পচিন্তা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশে ১১৯৩২৯২০ টাকা দান করিয়াছেন।

আমাদের চন্দননগরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "এখানকার ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট মঁসিও কোতাকাঁ সাহেব মৃত্যুকালে দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থে যে সাতাইশ হাজার এক শত টাকা দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এপর্য্যন্ত কেবল ব্যাঙ্কে জমা ছিল, সম্প্রতি সাধারণ সভায় অধিবাসিগণের অনুমত্যনুসারে উক্ত টাকা তথা হইতে বাহির হইয়া "কমিটে দে বিয়াফে সাঁসের" অর্থাৎ এখানকার দাতব্য সমাজের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। ইহার সুদ হইতে যাহা আয় হইবে, তাহা দরিদ্রদিগের নিমিত্ত ব্যয়িত হইবে।

গত ১৪ ই বৈশাখ নৃত্যলাল ঘোষ নামক এক যুবক সুরাপান করিয়া দাঙ্গা হস্তে এক গৃহস্থের বাটীতে প্রবেশ করিয়া গোলমাল করাতে বিচারে এক মাস মিয়াদ হইয়াছে। এব্যক্তি প্রথম অপরাধী সেই কারণ বশত লঘুদণ্ড হইয়াছে। ঐ দিবস রাত্রে চুচুড়ার গুপী সাণ্ডেল ও কেনারাম দাস উভয়ে এখানকার হাটখোলায় বাজারের এক বেশ্যালয়ে সুরাপান করিয়া মারপিট করাতে, বিচারে প্রত্যেকের দুই মাস মেয়াদ ও বত্রিশ ফাঙ্ক জরিমানা হইয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় আর কিছু না হউক সুরাপান করিতে উত্তম শিক্ষা হইয়াছে!!! জজ সাহেব বাহাদুর এত লঘুদণ্ড দেওয়াতেও উক্ত তিন জনেই জামিনে খালাস হইয়া পণ্ডিচারীতে আপিল করিয়াছে, দেখা যাউক সেখানে কি হয়।

এত দিনের পর এখানকার হাঁসপাতাল মেরামত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এতদর্থে পণ্ডিচারীর গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর বার হাজার টাকা দিয়াছেন। এবিষয়ে এখানকার প্রসিদ্ধ ও ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার মঁসিএ মারশাঁ সাহেবই প্রধান উদ্যোগী। ইহাঁরই যত্নে নূতন হাঁসপাতালের নিমিত্ত বাটী খরিদ হয়, এবং এই মহাত্মাই উদ্যোগী হইয়া ইহার মেরামত করিতেছেন।

অদ্যাপি বৃষ্টি না হওয়াতে অতিশয় গ্রীষ্ম হইয়াছে, প্রাতঃকালে ৮ টার পর গৃহের বাহির হওয়া দুঃসাধ্য। পীড়াও কাহেকে কমে নাই। বসন্তের কোপে দেশী টীকা যাহাদের হইয়াছে, তাহারাও শমন ভবনের অতিথি হইতেছে!

রুশের স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত নিহিলিষ্ট হইয়াছে। অতি সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকেরাও অভিপ্রেত সাধনের জন্য স্বামী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া এই কষ্টের কর্ম্মীদিগের সহিত যোগদান করিতেছে। সে দিন সোফি পিরোভস্কি নামক এক সম্ভ্রান্ত রমণী রুশ-সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডরকে মস্কাউয়ে ট্রেণ শুদ্ধ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া যখন তাহাতে বিফল-মনোরথ হন সেই সময়ে তিনি তাঁহার স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা উক্ত প্রকার ষড়যন্ত্রের প্রধান নেতা জেলাবক নামক এক ব্যক্তির নিকট তাঁহার পত্নীর ন্যায় অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎপরে জেলাবক ধৃত হইলে তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করেন। এইরূপ উদ্দেশে ইউনবর্গের কয়েক জন নর্ত্তকী প্রভৃতিও এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া ভদ্র নারী-সমাজে মহা কলঙ্ক বাঁধাইয়াছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন ফাইনান্সিয়াল সেক্রেটারির সহকারী বাবু দীননাথ ঘোষ পেন্সন সংক্রান্ত আইনের সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন বিষয়ে বিশেষ যুক্তিযুক্ত কয়েকটী প্রস্তাব করাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ৬ শত টাকা পুরস্কার দানের আদেশ দিয়াছেন।

চিও নামক স্থানের ভূমিকম্পে ৮ হাজার লোক হত ও ১০ হাজার লোক আহত হইয়াছে।

চিয়স নামক স্থানে যে ভয়ানক ভূমিকম্প হয় তাহাতে পাঁচ হাজার লোক হত হইয়াছে এবং ৪০ হাজার লোকের গৃহাদি কিছুই নাই, সমস্ত পতিত হইয়াছে। এই সকল লোকের সাহায্যার্থ বিলাতের ম্যানসন হাউসে চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে। ১২০০০০ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে।

ষ্টেট সেক্রেটারি ভারতবর্ষের জন্য তিন আনা ও দেড় আনা মূল্যের ডাক টিকিট মুদ্রিত করিবার আদেশ দিয়াছেন। তিন আনা মূল্যের টিকিট দ্বারা ইউনাইটেড ষ্টেট ছাড়া ইউরোপের সকল স্থানেই পত্র প্রেরণ করা যাইবে। দেড় আনা মূল্যের টিকিট দ্বারা ইউনাইটেড ষ্টেটে সংবাদপত্র ও পুস্তক প্রভৃতি এবং সাড়ে চারি আনা মূল্যের টিকিট দ্বারা পত্র যদি প্রেরণ করা যাইবে। অৰ্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিটে নীল রঙ্গ না দিয়া সবুজ রঙ, দুই আনা মূল্যের টিকিট হরিদ্রা বর্ণের পরিবর্ত্তে সবুজ বর্ণের হইবে।

আমাদের সিরাজগঞ্জস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত ৪ ঠা বৈশাখ অত্রত্য মুন্সেফি আদালতের সুযোগ্য সেরেস্তাদার মধুসূদন চৌধুরী ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। উক্ত সেরেস্তাদারের ন্যায় সৎস্বভাব বিশিষ্ট মনুষ্য যে আমারা কখন দেখিব এমন বোধ হয় না।

কয়েক দিন হইল খুনের মকদ্দমায় জীবনকৃষ্ণ নামক কোন এক কাহয়া জমীদার বাবুর ১০০০০ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। পূর্ব্বে এই মকদ্দমাতেই পাবনার জজ সাহেবের বিচারে দুই ব্যক্তি দ্বীপান্তরিত ও কয়েকজনের ৭ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

রোগীর সংখ্যা অল্প হওয়ায় সিরাজগঞ্জে সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন থাকা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া মাননীয় শ্রীযুক্ত মেডিকাল ইন্সপেক্টার জেনেরল সাহেব ঐ পদটী উঠাইয়া দিতে মনস্থ করিয়াছেন। এটী বড় দুঃখের কথা। ইহাতে সিরাজগঞ্জের বড় ক্ষতি হইবে। অতএব আমাদের প্রার্থনা এতত্রত্য কালেক্টার মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কেবার সাহেব মহোদয় আমাদের প্রতি অনুগ্রহ পূর্ব্বক যাহাতে সিরাজগঞ্জ হইতে উক্ত পদ উঠিয়া না যায় তদনুরূপ রিপোর্ট দিয়া আমাদিগকে চিরবাধিত করিবেন।

বৃষ্টি ভাল করিয়া না হওয়ায় এখানে আজ কাল অত্যন্ত গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে আর সাত আট দিন বৃষ্টি না হইলেই শস্যের হানি ও পীড়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

কাঙ্গায়ের চারবাগ রক্ষার্থ গবর্ণমেণ্ট দুই লক্ষ টাকা দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

গোল্ডস্মিথ জন মর্লের সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়া-

ছেন তাহা এবং [illegible] "[illegible]" নামক প্রস্তাবের অঙ্কিত বিলাতের একজন সংবাদ লেখক একখানি পোষ্ট কার্ড লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

মান্দ্রাজ [illegible] কোম্পানির এজেণ্ট এবং ম্যানেজার বলিয়াছেন উহার দক্ষিণাঞ্চলের রেলওয়ে সমূহে স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্বতন্ত্র গাড়ি রাখিবেন না, তবে কাহারও আবশ্যক হইলে প্রধান ষ্টেশনের ট্রাফিক ম্যানেজারকে [illegible] ঘণ্টা পূর্ব্বে [illegible] উক্ত প্রকার গাড়ি প্রাপ্ত [illegible]।

টিটাগড়ের একজন চা-কর এক জন দেশীয় লোকের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া [illegible] করাতে বিচারে তাহার ৮০ টাকা অর্থদণ্ড হয়। সাহেব এই অপমান নিবন্ধন তাহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন এবং কিছু দিন পরেই আবার পুনরায় তাহাকে প্রহার করেন। [illegible] আবার ১৫০ টাকা অর্থ দণ্ড হইয়াছে। এই উভয় প্রকৃতি [illegible]দিগের অর্থ দণ্ডের পরিবর্তে শারীরিক দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা করাই বিচারপতির উচিত ছিল। এই প্রকার নির্দ্দয় লোকের সংসর্গে দেশীয়েরা [illegible] কিরূপে [illegible] শিখিবে?

লোক সংখ্যা গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে কলিকাতা ও উহার উপনগর সমূহে [illegible] ৩৩০ জন লোক আছে। ১৮৭২ অব্দে [illegible] জন লোক গণনা করা হইয়াছিল।

মাহেশ, বল্লভপুর, প্রভৃতি [illegible] মিউনিসিপালিটীর অধীনস্থ স্থান সমূহের লোকে [illegible] কালে যাহাতে মিউনিসিপালিটীর নিকট হইতে টিকিট গ্রহণ করিয়া দাহ [illegible] চেয়ারম্যান সাহেব গবর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা মঞ্জুর হয় নাই। অধিকাংশ মিউনিসিপালিটী প্রায় এইরূপ ধাতুর লোক দ্বারা নির্ম্মিত।

বিলাতের সার হেনিরি বেসিমার নামক এক ব্যক্তি এরূপ একটী দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন যে উহা দ্বারা [illegible] ক্রোশ অন্তর হইতে অনায়াসে সংবাদপত্র পাঠ করা যাইতে পারে।

বারাণসী [illegible] এজেন্সির অধীনে বর্তমান বর্ষে ৫৫৬০০ [illegible] জমীতে অহিফেনের চাষ হইতেছে। বেহার ও বারাণসীতে ১৮৭৩ অব্দে ৮১১০[illegible] বিঘা ভূমিতে অহিফেনের চাষ হইয়াছিল। ১৮৮০ অব্দে ৮৯৯৬১৭ [illegible]।

কলিকাতার একজন মুসলমান [illegible] হইতে তাহার ভ্রাতার একখানি পত্র পাইয়া সেই পত্রের অর্দ্ধ আনা মূল্যের ষ্টাম্প তুলিয়া প্রত্যুত্তর-পত্রে বসাইয়া ডাকে প্রেরণ করে। পোষ্ট আফিসের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে ধৃত করিয়া বিচারার্থ অর্পণ করেন। গত শুক্রবার শিয়ালদহের মাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক মাস কারাবাস দণ্ড হইয়াছে।

সহচর বলেন—উত্তর পশ্চিমের পোষ্ট মাষ্টার জেনারল হগিসন সাহেব মান্দ্রাজে যাইতেছেন এবং রায় সালগ্রাম সাহেব তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইতেছেন। একজন ভারতবাসী একটী প্রদেশের ডাক বিভাগের প্রধানতম তত্ত্বাবধায়ক হইবেন ইহা না দেখিলে বিশ্বাস হয় না।

শিবপুর সিবিল ইঞ্জিনিয়রিং কালেজের একটী বাঙ্গালী বালককে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট গলাধাক্কা দেওয়াতে বাঙ্গালী বালকেরা একত্র হইয়া কালেজে আসা বন্ধ করিয়াছে। ফিরিঙ্গি বালকদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হয় তাহাদিগের সহিত কর্ত্তৃপক্ষ সেইরূপ ব্যবহার না করিলে তাহারা নাকি আর আসিবে না। আমরা অনেক দিন অবধি বাঙ্গালী বালকদিগের প্রতি তত্ত্বাবধায়কদিগের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ব্যবহারের কথা শুনিয়া আসিতেছি। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর স্বয়ং একদা এই সকল অভিযোগের অনুসন্ধানার্থ শিবপুরে গিয়াছিলেন কিন্তু কৈ তাহার কিছু প্রতীকার ত হইল না। শিক্ষা বিভাগের ইউরোপীয় অধ্যাপক প্রভৃতিরাও কি হাকিমদিগের ন্যায় সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইতেছেন? আশা করি লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ভবিষ্যতে এ দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন।

অ মরা [illegible] গবর্ণমেণ্টের একটী সদনুষ্ঠান দর্শন করিয়া প্রীত হইলাম। সংক্রামক রোগাক্রান্ত পশুদিগকে অন্যের স্থলে করিয়া মরিতে না দিয়া তাহাদিগের চিকিৎসার্থ পার্ক ষ্ট্রীটে শীঘ্রই একটী চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। পুলিষ কমিশনর ও ডেপুটী কমিশনর ইহার কর্ত্তা হইবেন। পার্কষ্ট্রীটের থানার ইনেস্পেক্টরের উপর এক চাপরাশীর ভার থাকিবে। যে সমস্ত ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুর সংক্রামক রোগ হইবে, জানিতে পারিলে অবিলম্বে তাহাদিগকে তথায় প্রেরণ করা হইবে। ইহাদিগের জন্য প্রতিদিন যে ব্যয় হইবে যাহার পশু তাহাকে দিতে হইবে। চিকিৎসায় আরোগ্য না হইয়া মরিয়া যাইলে মৃত দেহ খাদায় পুঁতিবার জন্য ৫ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় দিতে হইবে।

২৫ এ এপ্রেল বোগদাদ হইতে সংবাদ আসিয়াছে নাজিরা নামক স্থানে ওলাউঠায় এক পক্ষের মধ্যে ৯৪৩ জন লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

আগামী ১২ ই সেপ্টেম্বর বার্লিনে ওরিএন্টাল কনগ্রেস সভার অধিবেশন হইবে। ডাক্তার রামদাস সেন এই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় টেলিগ্রাফ কোম্পানি চীন গবর্ণমেণ্টের সহিত এই চুক্তি করিয়াছেন যে, তাঁহারা সাংহি হইতে টীনসিন পর্য্যন্ত হাজার মাইল টেলিগ্রাফের তার ও তৎসঙ্গে ১২ টী ষ্টেশন নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন।

লোক সংখ্যা গণনায় সমস্ত বঙ্গদেশে সর্ব্বশুদ্ধ ৬৮৭৫০৭৪৭ হইয়াছে। উহার মধ্যে ৩৩০০০০০০ জন পুরুষ ও অবশিষ্ট স্ত্রীলোক। পূর্ব্বের গণনা অপেক্ষা ৬০২৫০০৭ বৃদ্ধি হইয়াছে।

ইংলণ্ডের লোকের পরিমিত মদিরা সেবন বিষয়েও বাদানুবাদ চলিতেছে। বিয়ার, স্পিরিট প্রভৃতি মদ্য ১৮৭৯ অব্দ অপেক্ষা ১৮৮০ অব্দে প্রায় ৬ কোটী টাকার আমদানী কমিয়া গিয়াছে।

কলিকাতা নামক ষ্টিমারের প্রধান অফিসর উড্ষ্ট্রোক সাহেব কয়েক জন দেশীয় মনুষ্যকে হত্যা করিবার চেষ্টা করাতে বিচারার্থ করাচির মাজিষ্ট্রেটের নিকট সমর্পিত হইয়াছেন।

বোম্বাইয়ের একজন সওদাগরের বাটীতে একটী বিবাহিত বিধবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের নাম চতুর্ভুজ, বয়স ৩০ বৎসর। পাত্রীর বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর। ইনি একজন সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তির কন্যা। দশম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইনি প্রথম বিধবা হইয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রের মতানুসারে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

আয়র্লণ্ডের অন্তর্গত ডিবার্টের আরল অ্যানীলি ফ্রেমার নামক সংবাদপত্রের সম্পাদকতা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

রুশ সম্রাটের হত্যার তুই দিন পরে জর্ম্মণ সম্রাটকে হত্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। ঐ হত্যাকারীরা একপ্রকার একটী বাক্সের মধ্যে বারুদ ও গুলি পুরিয়া সম্রাটের নাম বাক্সের উপর লিখিয়া প্রেরণ করে যে সেই বাক্সটী উদ্ঘাটন করিলেই আগুন হইবে। কিন্তু সম্রাট বুঝিতে পারিয়া সেটী খুলেন নাই।

আমাদের রাণাঘাটস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, "এখানে একটী মহৎ দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। রাণাঘাটের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রামচরণ বসু, মাননীয় মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার বসু, সুপ্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী প্রভৃতি মহাত্মার যত্ন ও উদ্যোগে এখানে "রাণাঘাট ইউনিয়ন" নামে একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে।"

পাখা টানার চারিটি কল ইংলণ্ড হইতে আনীত হইয়াছে। উহা এক্ষণে কলিকাতা দুর্গের ডেলহাউসি বারিকে আছে। এক একটী বড় কলে ৬ খানি পাখা চলিতে পারে। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে বড় কলগুলিই ভাল। ছোটগুলি তত উৎকৃষ্ট নহে।

পারস্যের সাহ নূতন রুষ সম্রাটের সম্মানার্থ ২০ হাজার টাকা মূল্যের একখানি অসি ও তদীয় পত্নীর জন্য বহু মূল্যের একটী অঙ্গুরীয়ক সেণ্ট-পিটার্সবর্গে উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছেন।

পৃথিবীতে এমন স্থানই অল্প যেখানে বাঙ্গালীর সমাগম নাই। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ায়ও ইহাদিগের দুই এক জনকে দেখিতে পাওয়া যায়। এক ব্যক্তি তথায় ভ্রমণ করিতে গিয়া ৩ জন বাঙ্গালীকে দেখিয়াছেন। ইহাদিগের এক জনের নিবাস দক্ষিণ সাহাবাজপুরে অপর দুই জনের কলিকাতায়। ইহারা অন্যূন ৩০ বৎসর অষ্ট্রেলিয়ায় থাকিয়া মাতৃভাষা ভুলিয়া গিয়াছে। তথায় ইহাদিগের আর কোন অবলম্বন নাই, কেবল ফলমূলাদি বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

অমৃতসরে একজন হিন্দু এক মুসলমানের সহিত বিবাদ করিয়া মুসলমানের নাসিকা ছেদন করিয়া দিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।
বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৫ এ এপ্রেল ১৮৮১। মুঙ্গেরের অন্তর্গত বেগুসরাইয়ের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু দেবীপ্রসাদ, মুঙ্গের ও ভাগলপুরে বিশেষ কার্য্য করিবার জন্য ডেপুটী কালেক্টরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ভাগলপুরের অন্তর্গত বাঁকার সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

২৬ এ এপ্রেল। চট্টগ্রামের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] দাস কিছু দিনের জন্য নওয়াবাদে ভূমির বন্দোবস্ত করিবার জন্য ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২৭ এ এপ্রেল। প্রতিনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু গোবিন্দপ্রসাদ শুক্ল জলপাইগুড়ির ভার প্রাপ্ত হইলেন।

জলপাইগুড়ির প্রতিনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু মাণিকলাল পাল পাবনায় বদলী হইলেন।

দার্জিলিঙ্গের প্রতিনিধি ডেপুটী কমিশনর ওয়েল সাহেব কিছু দিনের জন্য ৩ য় শ্রেণীভুক্ত হইলেন কিন্তু অন্য আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত ইনি ৩য় শ্রেণীর ডেপুটী কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

বাখরগঞ্জের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ. ডি. জি. গমিস সাহেব রাজসাহীতে বদলী হইলেন এবং নাটোরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

২৯ এ এপ্রেল। ঢাকার প্রতিনিধি ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ আর. এফ. রাম্পিনি বিগত ২১ এ এপ্রেল হইতে নিজ কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার অতিরিক্ত বিদায়াদেশ রহিত হইয়াছে।

দিনাজপুরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বি. এল. গুপ্ত দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত রঙ্গপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

১৯ এ তারিখে সাপ সাহেবের উপর রঙ্গপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবার যে আদেশ হয় তাহা [illegible] হইয়াছে।

[illegible] এ এপ্রেল। গয়ার অন্তর্গত নুরদাবাদের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ভুবনেশ্বর সিংহ ১৮৭০ ও ১৮৭৬ অব্দের দশ আইনের ৩ ধারা অনুসারে অরঙ্গাবাদে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

গয়ার অন্তর্গত জাহানাবাদের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র ১৮৭০ ও ১৮৭৬ অব্দের ১০ আইনের ৩ ধারা অনুসারে জাহানাবাদের কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২ রা মে। সারণের অন্তর্গত গোপালগঞ্জের ভার প্রাপ্ত সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জে. জি. নোল উক্ত বিভাগের সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

রাজসাহীর অন্তর্গত নাটোরের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জি. কে. লিসন সাহেব সারণে বদলী হইলেন এবং উক্ত বিভাগের অন্তর্গত গোপালগঞ্জের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

যশোহরের অন্তর্গত গোয়ালন্দের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এচ. জি. [illegible] কিছু দিনের জন্য চট্টগ্রামে বদলী হইলেন।

ঢাকার সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার কে. জে. বাড়মা যশোহরে বদলী হইলেন এবং উক্ত বিভাগের অন্তর্গত গোয়ালন্দের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

৩ রা মে। [illegible] ১০ ই তারিখ হইতে এবং [illegible] ১২ ই হইতে ২ য় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

[illegible] ১০ ই তারিখ হইতে [illegible] ১৮ ই ও [illegible] ২০ এ তারিখ হইতে ২ য় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

হুগলীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] চরণ ভট্টাচার্য্য ১৮৮০ অব্দের ৯ আইন ও ৮ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু গত ২১ এ [illegible] বিদায় [illegible] শেষ যে হুকুম [illegible] তাহা বাহির হওয়াতে ৯ ই [illegible] তিনি নিজ কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

জলপাইগুড়ির অন্তর্গত [illegible] ভার প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] মুন্সেফের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ড হারবারের প্রতিনিধি ২ য় মুন্সেফ বাবু গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় বৰ্দ্ধমানের মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায় বুদবুদেই অবস্থান করিবেন।

ঢাকার অন্তর্গত কালী [illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] মোহন রায় ডায়মণ্ডহারবারের মুন্সেফ হইলেন।

বুদবুদের মুন্সেফ বাবু [illegible] বদলী হইলেন।

[illegible] প্রতিনিধি [illegible] কর্ম্মচারী এ. [illegible] ১৮৭৯ অব্দের [illegible] আইন অনুসারে [illegible] অধীন আপীল [illegible] হইলেন।

[illegible] প্রতিনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত [illegible]

বাবু [illegible] অন্তর্গত [illegible] মুন্সেফ হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

হুগলী।

[illegible] এ এপ্রেল ১৮৮১।

হুগলীর কোষাগার প্রায় প্রস্তুত হইয়া উঠিল। রেজিষ্ট্রি আফিসের বাটীও বাড়ান হইতেছে। গত বৎসর হুগলীর সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী কাছারি চুঁচুড়ায় লইয়া যাইবার প্রস্তাব হইয়াছিল; কিন্তু জেলার জমিদারদিগের ও হুগলী নিবাসিদিগের যত্নে এবং হুগলীর জজ শ্রীযুক্ত গ্রাণ্ট সাহেবের [illegible] সপক্ষতা করায় মাননীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর হুগলীতে কাছারি থাকিবে এইরূপ অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। কালেক্টর সাহেবের ইচ্ছা ছিল [illegible] চুঁচুড়ায় কাছারি উঠিয়া যায়। কারণ, এখানকার কোষাগার ভাল ছিল না। সেই জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে অনেক টাকা ব্যয় হইয়া উক্ত বাটী প্রস্তুত হইতেছে। এক্ষণে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। হুগলীর চিরমান অপরিহৃত হইল। জমিদার ও সাধারণ প্রজার কোন অসুবিধা রহিল না।

মাননীয় সার এসলি ইডেন সাহেব যখন এদেশ পরিত্যাগ করিয়া বিলাত গমন করেন, তখন গবর্ণমেণ্টের বিবেচনার জন্য কয়েকটী প্রস্তাব করিয়া যান, তন্মধ্যে একটি এই যে, [illegible] মুন্সেফকে এরূপ আদেশ করা কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা আপন আপন চৌকীর গ্রামে গ্রামে যাইয়া তথাকার মকদ্দমা সকলের নিষ্পত্তি করেন। তাহা হইলে সুবিধা হইবে কিন্তু ব্যয় বাহুল্য-ভয়ে গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন নাই। আর একটী প্রস্তাব এই যে, প্রত্যেক জেলায় বা চৌকীতে দুই জন মুন্সেফ থাকিলে ভাল হয়। তাহার মধ্যে এক জন [illegible] সংক্রান্ত মকদ্দমা ও অপর ব্যক্তি কেবল [illegible] মকদ্দমার বিচার করিবেন। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে জেলার জজ সাহেবদিগের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তাহাতে এ জেলার [illegible] জজ শ্রীযুক্ত গ্রাণ্ট সাহেব লিখিয়াছেন [illegible]

প্রস্তাব উত্তম বটে কিন্তু একব্যক্তি কেবল রাজস্ব বিষয়ক বিচারে নিযুক্ত হইলে তকিয়ৎ অর্থাৎ স্বত্বা-স্বত্বের বিচারে অজ্ঞ হইয়া উঠিবেন। অতএব পালা করিয়া ঐরূপ বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিলে যেমন বাকী খাজনার মকদ্দমা শীঘ্র শীঘ্র নিষ্পত্তি হইবে, তেমনই মুন্সেফেরা কর্ম্মঠ হইতে পারিবেন। আমাদিগের জজ সাহেব বাহাদুরের পরামর্শ যথার্থই যুক্তিযুক্ত। আমাদিগের নিতান্ত ইচ্ছা যে জ্যাকসন্ সাহেবের প্রথম প্রস্তাবটীও কার্য্যে পরিণত হয়। খুচরা খরচের ভয়ে ভীত হওয়া গবর্ণমেণ্টের ভাল দেখায় না। কেননা বিচার কার্য্যের সুশৃঙ্খলা প্রধান রাজার একটী প্রধান ধর্ম্ম।

গত ৪ ঠা বৈশাখের পর এখানে অদ্যাবধি বৃষ্টি হয় নাই। গ্রীষ্মাতিশয্য প্রযুক্ত মধ্যাহ্ন সময়ে কোন স্থানে যাইতে ইচ্ছা হয় না। বোধ হয় যেন দ্বাদশ সূর্য্য উদয় হইয়া দ্বারা বিশ্ব সংসার ধ্বংস হইয়া যাইবে। একপ্রকার নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

এখানকার কলেজ ও অন্যান্য স্কুল সমস্ত আগামী ১৬ ই মে বন্ধ হইবে আজ মাসে লক্ষণ. তাহার কি? বৃষ্টি না হইলে আর ত্রিজ্ঞান ভার। বালকগুলি আবার জ্বালার উপর জ্বালা সহ্য করিতেছে। পোড়া ষাণ্মাসিক পরীক্ষা ইহার মধ্যে হইবে, সুতরাং বড় কষ্টে পাঠাভ্যাস করিতেছে। ইহাদের অভিশাপেই স্কুল মাষ্টারের ভাগে অন্ন নাই।

বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, অত্রত্য মুসলমান মণ্ডলী আপনাদের বালকদিগকে ইংরাজি পড়াইবার জন্য হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্ত্তি করিতে নিতান্ত ইচ্ছা করেন; কিন্তু দুই টাকা করিয়া মাসিক বেতন দিতে অক্ষম। এজন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন যে, বিখ্যাতনামা মহম্মদ মোসিনের সম্পত্তি হইতে উক্ত বিদ্যালয়ে কিছু সংখ্যা বাৎসরিক নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হয় ... ন মৌলবীর বেতন ও বালকদিগের বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ সঙ্কুলান হইতে পারে। মুসলমান বালকেরা এখান হইতে চুঁচুড়ার কালেজে যাইতে বড় কষ্ট বোধ করে বিশেষতঃ এই রৌদ্রের নিদারুণ তাপে ও ধ্যানে বাহিরে পড়িতে যাইবে কি প্রাণ লইয়া টানাটানি। আমরা ভরসা করি গবর্ণমেণ্ট ইহাঁদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন।

শান্তিপুর।

(৬রা ৫ ১২৮৮)

আমাদের মিউনিসিপালিটির কার্য্যপ্রণালী প্রত্যাশানুরূপ বিশুদ্ধ নহে, তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে প্রায়ই খাম খেয়ালা গোছের হুকুম ও নিয়ম হইয়া থাকে। কয়েক দিন হইল, গরুর গাড়ীর লাইসেন্স খাসে আদায় না করিয়া ইজারা দিবার বন্দোবস্ত হয়, কিন্তু উহা আইনের অনুমোদিত নয় বলিয়া কমিশনর বাবুরা অগত্যা ঐ সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন। সম্প্রতি আবার একটী নূতন খেয়াল উঠিয়াছে যে, অতঃপর প্রজাদের গৃহ কর আদায় করিবার জন্য ট্যাক্স সরকারেরা একবার মাত্র প্রজাকে জানাইবে। ইহাতে যদি ট্যাক্স আদায় হয়, উত্তম; নতুবা ঐ প্রজার প্রতিকূলে পর্য্যায়ক্রমে নোটিশ ও সমন জারি হইবে এবং মায় খরচা ট্যাক্স আদায় হইয়া যাইবে। কমিশনর বাবুদের এই হুকুমটী যদি প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে নির্দ্ধন প্রজাপুঞ্জের যে কতদূর অনিষ্ট হইবে; তাহা ভবিষ্যদ্গর্ভে নিহিত। এস্থলে বলা উচিত যে, ইতিপূর্ব্বে ট্যাক্স আদায় করিবার জন্য যে কয়েকজন সরকার নিয়োজিত ছিল, এক্ষণে তাহাদের মধ্যে কাহাকেও ছাড়াইয়া দেওয়া হয় নাই, তবে কেন উহারা প্রজার বাড়ী বাড়ী বেড়াইয়া ট্যাক্স আদায় করিবে না? এখানকার অধিকাংশ প্রজা শ্রমজীবী ও অনেকে দিন-মজুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এমন অবস্থায় ট্যাক্স আদায় করিবার ঐরূপ কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা বিশুদ্ধ-যুক্তির অনুমোদিত কি না তাহা চেয়ারম্যান বাবু বিবেচনা করিবেন। আমাদের মতে পূর্ব্বের নিয়ম বজায় রাখাই কর্ত্তব্য।

এবার গরুর গাড়ীর রেজিষ্টরী কার্য্যভার নূতন কমিশনর বাবু পরমার্থ গঙ্গোপাধ্যায়ের হস্তে বিন্যস্ত করা হইয়াছে। পরমার্থ বাবু কাজের লোক বটেন, কিন্তু ইহাঁর অধীনস্থ প্রায় সমস্ত লোকের ভিন্ন প্রকৃতি, এতন্নিবন্ধন ঐ কার্য্যে বিস্তর বিঘ্ন ও পীড়াপীড়ি হইবার সম্ভাবনা। ইতিমধ্যে জনরব উঠিয়াছে যে, পূর্ব্বে এক টাকায় গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানেরা ষাণ্মাসিক লাইসেন্স টিকিট পাইত, এক্ষণে তাহাদিগকে এক টাকা এক আনা দিয়া টিকিট লইতে হইতেছে। গাড়োয়ানদের অতিরিক্ত এক আনা দিবার কথা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে টিকিট প্রদাতা সরকার প্রত্যুত্তর দেয় যে, ঐ এক আনা, টিকিট গাড়ীতে লাগাইয়া দিবার খরচা। যাহাদের গাড়ীতে টিকিট লাগাইয়া দিতে না হয়, তাহাদিগকেও উক্ত এক টাকা এক আনা দিয়া এক এক খানি টিকিট ও দুইটী "পেরেক" লইতে হয়। সাধারণ প্রজার হিত-কামনায় চেয়ারম্যান বাবু কি ঐ অতিরিক্ত এক আনা দর্শনী উঠাইয়া দিবেন?

এবার এখানে চন্দন যাত্রা পার্ব্বণটী আশানুরূপ সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। এই পার্ব্বণে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আমোদই অধিক, এজন্য যে যে স্থানে চন্দন যাত্রা হয়, সেই সেই স্থানে নারী সমাগমই সমধিক। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমাভিলাষিণী কামিনীকুলের সঙ্গে শ্রীরাধিকা প্রেমপ্রিয় পুরুষেরাও দলে দলে চন্দন যাত্রা দেখিয়া থাকেন, এজন্য কখন কখন বিষময় ফল ফলিত হয়। ঈশ্বরেচ্ছায় এবৎসর একস্থান ভিন্ন ঐরূপ ফল ফলিত হয় নাই। তবে অন্তঃসলিল-বাহিতার কথা স্বতন্ত্র।

কালনা।

এবৎসর লোক সংখ্যায় এদেশে এগার হাজার মাত্র হইয়াছে, পূর্ব্বের গণনায় এখানে সাতাইস হাজার লোকের বসতি ছিল। তিন চারি বৎসরের মধ্যেই এইরূপ শোচনীয়রূপে লোক সংখ্যা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। ম্যালেরিয়া জ্বর ইহার একটী প্রধানতম কারণ। ম্যালেরিয়া যে সকল কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, এখানে তাহার কোনটীর অপ্রতুল নাই, যে সময়ে এ প্রদেশে মিউনিসিপালিটী সংস্থাপিত হয় নাই, তৎকালে প্রত্যেকে আপনার অধিকার মধ্যের পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার করাইত; তাহাতে গ্রামের জল মাঠে গিয়া পড়িত। মিউনিসিপালিটীর প্রতিষ্ঠাবধি লোকে আর পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার করে না; সমস্ত পয়ঃপ্রণালী একবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। যেখানকার জল সেই খানেই বসিতেছে, সুতরাং ম্যালেরিয়ায় দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে।

এখানকার লোকদের পূর্ব্বের ন্যায় আর ধর্ম্মে উৎসাহ নাই। পূর্ব্বে এদেশে দুটী সমাজ ছিল। তন্মধ্যে গত ভাদ্র মাসে একটি উঠিয়া গিয়াছে। অপরটী কলিকাতার "ঠাকুরদের" ... এখন পর্য্যন্ত জীবিত আছে।

এখানে ভয়ানক চুরি পড়িয়াছে, ... দেখা দিতেছে।

এখানকার মিউনিসিপালিটীর অবস্থা অত্যন্ত মন্দ। এদেশে সর্ব্বশুদ্ধ এগার হাজার লোকের বাস (ইহার মধ্যে গরিব, দুঃখী ও গরিব বিধবা অনেকেরও অধিক) কিন্তু মিউনিসিপালিটী বার হাজার টাকা ট্যাক্স আদায় করেন। গড়ে প্রতি ব্যক্তিতে এক টাকারও বেশী!!! অপারক লোকদিগের উপর ভয়ানক জুলুম করিয়া ট্যাক্স আদায় করা হয়।

... হওয়ায় এদেশে চারি আনা করিয়া লবণ সের বিক্রয় হইতেছে, ইহাতে যে দেশের কতদূর অনিষ্টোৎপত্তি হইতেছে, তাহা বলা যায় না। গবর্ণমেণ্টের কি প্রজার অপেক্ষা অর্থই বড় হইল।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ।৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার এজেণ্ট।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ২১ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়পূর্ব্বক জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

আর, লায়েল কোম্পানি।

ঘড়িওয়ালা স্বর্ণকার ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য আমদানিকারী ১৩৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতার এবং মফস্বলের সকল প্রকার ব্যবসায়দারদিগকে, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভদ্র লোকদিগকে এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড় লোকদিগকে অতি অল্প লাভে সকল রকম দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। যাঁহার যাহা প্রয়োজন, লিখিয়া পাঠাইলেই মূল্য জ্ঞাত করা যায়, এবং মূল্য প্রাপ্ত হইলে শীঘ্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুবিধা হয় কি না, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার [illegible] তবে এই বলিতে পারি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছি; কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কেহ কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আর, লায়েল কোম্পানি
১৩৫ নং রাধাবাজার
কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক

ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা-প্রদর্শিকা।

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। এই পুস্তকে ঔষধ সকলের বিবরণ, ও আময়িক প্রয়োগাদি এবং সর্ব্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। হোমিওপ্যাথিক শিক্ষার্থী ও চিকিৎসার্থিগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ। মূল্য ৩৲ টাকা, ডাকমাশুল ৵১০ আনা। কলিকাতা—চোরবাগান, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্ ৮০ নং "চিকিৎসাতত্ত্ব প্রেস" ও ৬১ নং কলেজ ষ্ট্রীট্ "মেডিকেল লাইব্রেরিতে" আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহুসংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে এককালে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চমকান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশতঃ হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে এককালে পারা নিঃশেষ হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ কৃশ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও স্থূল করিয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাঁহারা কখন গরমী, বাত, ঘাষা, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (মারকরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ৫ টাকা, ছোট ২ টাকা।

বরডেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।

গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও উইলসন হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্তপদাদিকম্প, স্মরণবিহীনতা, মানসিক বিকার, বলিনাশ চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে উহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য [illegible] টাকা।

শ্রী[illegible] প্রধান
[illegible] পুর।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ পঞ্চম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে যোগানন্দ, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, বঙ্গদেশে দেব দেবী পূজার এত প্রাদুর্ভাব হইবার কারণ কি, মনুসংহিতা, দুঃশাসনের শোণিতপানোদ্যত ভীম, ভালবাসা, সংসারী ভারতের প্রতি বামদেব, সাংখ্যদর্শন, এই ৯টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাকমাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

যিনি এক দিবসে হৃদয়দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

হিন্দু-দর্শন।

স্বল্প মূল্যের সাহিত্যাদি বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বিগত ভাদ্রমাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। কলিকাতায় অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৮০ আনা, মফস্বলে ডাঃ মাঃ সমেত ১৵০। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে পত্রিকা প্রেরিত হয় না। একত্র এক যোড়কে ৫ খণ্ড লইলে ডাঃ মাঃ বিশেষ সুবিধা।

হিন্দুদর্শন কার্য্যালয়
৬৬ নং মুজাপুর ষ্ট্রীট
পটোলডাঙ্গা কলিকাতা।

শ্রীকালীচরণ পাল
হিন্দুদর্শন কার্য্যাধ্যক্ষ।

পরীক্ষিত।

কেশসংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকুনি, টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৵০ আনা।

টুথ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত নড়া, রক্তপড় এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের
আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়
১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করিয়া থাকেন।

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা ও অকালপক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ।৵০

সুরসুন্দরী বটিকা।

ইহার সেবনে শ্বেত ও রক্তপ্রদর কষ্টরজঃ বাধক ও রোগবন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২৲ ডাকমাশুল ।০

নলিনাসব।

ইহার দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য উদরাময়, জ্বর, অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য স্ফূর্ত্তি হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১॥০ ডাকমাশুল ।৵০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাহার আবশ্যক হইবে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহিত এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলে যথা স্থানে প্রেরণ করা যায়।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত
ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী—কাশীমবাজার ১০
শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাচরণ কাস্তগিরি—বহুবাজার ৬
" " পরাণচন্দ্র দত্ত—ইটালী ৫॥০
" " ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—কাছাড় ৭
" " ভুবনলাল সান্ন্যাল—কুচবিহার ৫
" " যোগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—চালনা ৭
" " ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়—পিছলা ৫
" " প্যারিমোহন নিয়োগী—বাঁশোল ৭
" " শ্রীনাথ অধিকারী—বাজিতপুর ৭
" " প্যারিমোহন মিত্র—মিয়ানমির ৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বয়ারিং চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "। ২৭ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাস্থল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ৪ ঠা জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮১। ১৬ ই মে। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ পক্ষে মাস্থল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১২৮৭ সাল গত হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য গ্রহণের নিয়ম এ বিষয়টী বিশেষ করিয়া পাঠকগণের স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, তাহা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য।

যাঁহারা মনিঅর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভ্রম প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। যথা—যিনি কাগজ লন, হয় ত তাঁহার কর্ম্মচারী মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরও কর্ম্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্ম্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, বাসগ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহাদের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল কোরণ্ড, মাংস কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

তাঁহার কৃত ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জ্বর প্রভৃতির পেটেণ্ট ঔষধের মূল্য ১৲ টাকা। শিশুর ঔষধ ৷৷০ আট আনা। কদাচ দ্বিতীয় ঔষধের প্রয়োজন হয়।

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল ১৮৮১। | শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায়
ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

বাক এণ্ড মবে।

৫৫ টাকা মূল্যের ইংলিস-ওয়াচ

কলে প্রস্তুত করা এবং লিভার স্কেপমেণ্ট সহিত। হন্টিং অথবা গার্ডস এই দুই প্রকার আকারে প্রস্তুত হয়। যত প্রকার ঘড়ি আছে সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা অধিক দিন স্থায়ী এবং ঠিক চলে। এই ঘড়ির চলিবার কল সকল ইংরাজ কারিগর দ্বারা নির্ম্মিত। ইংরাজী কেসে আমেরিকান অথবা জেনেভা কল যেমন থাকে ইহা সেরূপ নহে।

গোল্ড হণ্টিং ইংলিস ওয়াচ

মূল্য ১৮০ টাকা।

শক্ত এবং পরিষ্কার কেসে, (সাধারণত) ম্যাক কেভ আকারের।

রেলওয়ে গার্ডস কী-লেস ওয়াচ।

শক্তিতা এবং ঠিক চলা বিষয়ে সকল ঘড়ি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৫ টাকা। যে সে রূপে ব্যবহার করিলেও নষ্ট হইবে না।

রেসিং ক্রনোগ্রাফস। নিকেল এবং নিকেল নির্ম্মিত। মূল্য ৩৮ হইতে ৭০ টাকা।

উত্তম পরকোলা যুক্ত চসমা ও নিউট্রাল রং বিশিষ্ট আই প্রিজার্ভার মূল্য ৪৷৷০ ও তদুর্দ্ধ মূল্যে।

সরঞ্জাম সহিত ইলেকট্রিক বেল মূল্য ২০ টাকা।

মেরামত।

ওয়াচ, ক্লক, বাদ্যযন্ত্র, বার্ড বক্স প্রভৃতি সার্ব্বজনীন বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র যত্নের সহিত সংস্কৃত হইয়া থাকে।

হিন্দু-দর্শন।

অল্প মূল্যের সাহিত্যাদি বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বিগত ভাদ্রমাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। কলিকাতায় অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০ আনা, মফস্বলে ডাঃ মাঃ সমেত ১৷৵০। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে পত্রিকা প্রেরিত হয় না। একত্র এক যোড়কে ৫ খণ্ড লইলে ডাঃ মাঃ দিতে হইবে না।

হিন্দু-দর্শন কার্য্যালয়
৬৬ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট
পটোলডাঙ্গা কলিকাতা। | শ্রীকালীচরণ দাস।
হিন্দু-দর্শন কার্য্যাধ্যক্ষ।

[illegible]ক এণ্ড মরে [illegible] ৫০ বৎসর এই সকল কাজ করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছে। এই জন্য লোকের এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা [illegible]।

[illegible] ১১ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

[illegible] শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানা- [illegible] বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়

[illegible] নং ফৌজদারি বালাখানা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতে সর্ব্বপ্রকার [illegible] নানাবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং [illegible] উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করিয়া থাকেন।

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

[illegible] ব্যবহারে কেশহীনতা ও অকালপক্বতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক [illegible] শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক [illegible] হয়।

১ শিশির মূল্য ১ ডাকমাশুল ।৵০

সুরসুন্দরী বটিকা।

[illegible] সেবনে শ্বেত ও রক্তপ্রদর কষ্টরজঃ বাধক [illegible] বন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২ ডাকমাশুল ।০

নলিনাসব।

ইহার দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য উদরাময়, [illegible] অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য স্ফূর্ত্তি হানি প্রভৃতি [illegible] হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১।০ ডাকমাশুল ।৵০

[illegible] ঔষধাদি যাহার আবশ্যক হইবে নিম্ন [illegible] নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন

[illegible] বর্ষের পঞ্জিকা সহিত এই ঔষধালয়ের [illegible] বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র [illegible] স্থানে প্রেরণ করা যায়।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত

[illegible] বালাখানা, কলিকাতা।

আর, লায়েল কোম্পানি।

ঘড়িওয়ালা স্বর্ণকার ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য আমদানিকারী ১৩৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতার এবং মফস্বলের সকল প্রকার ব্যবসায়দারদিগকে, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভদ্র লোকদিগকে এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড় লোক দিগকে অতি অল্প লাভে সকল রকম দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। যাঁহার যাহা প্রয়োজন, লিখিয়া পাঠাইলেই মূল্য জ্ঞাত করা যায়, এবং মূল্য প্রাপ্ত হইলে শীঘ্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুবিধা হয় কি না, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। তবে এই বলিতে পারি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছি; কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কেহ কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

আর, লায়েল কোম্পানি

১৩৫ নং রাধাবাজার

কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত পদাদিকম্প, রূপবিহীনতা,মানসিক বিকার,বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান

মোঃ কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

যিনি এক দিবসে হৃদয়দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া ছই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার

শ্রীরামপুর।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহুসংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে এককালে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চনকান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশতঃ হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে এককালে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ কৃশ ও ক্ষয় প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও স্থূল করিয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাহারা কখন গরমী, বাত, বাঘী, অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (মারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ৫ টাকা, ছোট ২ টাকা।

বরডেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।

গবর্ণমেন্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও উইলসন হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র

কি সাহস !!!

সম্পাদক মহাশয় ! বিগত ১৪ বৈশাখ সোমবারের সোমপ্রকাশ পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম পত্রিকার এক পার্শ্বে বোপদেবের প্রমাদ বলিয়া একটী সন্দর্ভ লিখিত হইয়াছে। দেখিবামাত্র চমৎকৃত ও স্তব্ধপ্রায় হইয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে মুদ্রিত-নয়নে অবস্থান করিলাম। পরে আর এ বিষয় পড়িতে বা শুনিতে না হয় এই বিবেচনায় তদ্দিনের পত্রিকা পাঠে বিরত হইলাম। কারণ যখন সামান্য লোকেরও অপবাদ ভদ্রলোকের শ্রোতব্য নহে তখন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী শিরোরত্ন জগন্মান্য বোপদেব গোস্বামীর অপবাদ কখনই শ্রুতিগোচর করা কর্ত্তব্য নহে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে

> "অলোক সামান্য মচিন্ত্য হেতুকং,
> দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাং।"

অর্থাৎ মূঢ়মতিলোকেরা মহাত্মাদিগের অলৌকিক ও দুর্ব্বোধচরিত্র বুঝিতে না পারিয়া দ্বেষ করিয়া থাকে।

পরম্পরায় শুনিলাম সংস্কৃত কালেজে একজন অভিনব পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি না কি অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ, সেই মহাত্মাই বলেন যে, বোপদেব আসন শব্দ স্থানে আসন্ আদেশ করিয়াছেন কিন্তু সিদ্ধান্তকৌমুদীতে যখন আস্য শব্দ স্থানে আসন আদেশের বিধি আছে এবং বেদেরও কোন কোন স্থানে উহার প্রয়োগ দৃষ্ট হইতেছে তখন আসন শব্দ স্থানে আসন্ আদেশের বিধি কি প্রকারে হইতে পারে? কারণ সিদ্ধান্তকৌমুদীর মতই অধিক প্রামাণিক ও বোপদেবের মত প্রামাদিক বলিয়া প্রতীয়মান আছে।

সম্পাদক মহাশয় ! বাদীর উক্ত আবিষ্করণ নূতন নহে, উহা সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সিদ্ধান্তকৌমুদীকার লিখিয়া গিয়াছেন এবং পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় স্বপ্রণীত বাচস্পত্য অভিধানে উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অধিক কি, জর্ম্মণীয় পণ্ডিতগণও জর্ম্মণ সংস্কৃত ডিক্সনরিতে উহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ তদন্ত করিয়া বলিয়াছেন আসন শব্দের স্থানে আসন্ আদেশ হয়, জয়াদিত্য ও বোপদেবের মত। এবং আস্য শব্দ স্থানে আসন্ আদেশ হয় সিদ্ধান্ত কৌমুদীর মত, তবে তাঁহারা বাদীর ন্যায় সহসা কোন মতের উপর দোষারোপ করিয়া বাহাদুরী করেন নাই, উভয়কেই মান্য করিয়া গিয়াছেন।

বাদী বলেন বোপদেবের এই মীমাংসা জয়াদিত্যের ব্যাখ্যার প্রতিবিম্ব স্বরূপ। ইহাতে বক্তব্য এই যে, জয়াদিত্যের কাশিকা বৃত্তিতে আসন শব্দের স্থানে আসন্ আদেশ বিধান আছে। সিদ্ধান্ত কৌমুদী টীকাকার মনোরমাতে সিদ্ধান্ত কৌমুদী দৃষ্টে "আস্যোদ্বসা" এই খপ্রদ উদ্ধার করিয়া উহা প্রামাদিক বলিয়া গিয়াছেন কিন্তু বিবেচনা করুন জয়াদিত্য সিদ্ধান্তকৌমুদীকার ভট্টোজিদীক্ষিত অপেক্ষা কত প্রাচীন ও কত মান্য। স্মার্ত্ত চূড়ামণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মলমাসতত্ত্বে এবং নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ স্ব স্ব প্রণীত গ্রন্থে জয়াদিত্যের মত প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন, কোন গ্রন্থে ভট্টোজিদীক্ষিতের নাম গন্ধও পাওয়া যায় না। অতএব ভট্টোজিদীক্ষিত অপেক্ষা জয়াদিত্য যে অধিক প্রামাণিক ও মান্য তাহাতে আর সংশয় হইতে পারে না। সুতরাং জয়াদিত্যের মতানুসারী বোপদেবও অধিক প্রামাণিক বলিতে হইবে। আর বাদী কাতন্ত্র প্রণেতার দোহাই দিয়া বলেন যে আস্য শব্দ স্থানে আসন্ অদিষ্ট হয়। তাহা তাঁহার নিজেরই বিশেষ প্রমাদ বলিতে হইবে, কারণ কাতন্ত্র অথবা তাহার পরিশিষ্ট কিম্বা পঞ্জিকা প্রভৃতি কোন স্থানেই এইরূপ সূত্র দৃষ্ট হয় না। পরন্তু পদ-দৎ ইত্যাদি পৃথক শব্দ স্বীকৃত হইয়াছে। আর বাদী বলেন "সংক্ষিপ্তসার কর্ত্তা আস্য শব্দ স্থানে আসন্ আদেশ করিয়াছেন তবে যে তাঁর গ্রন্থে "আস আসন্" এইরূপ দৃষ্ট হইতেছে তাহার কারণ এই, যকারটী লিপিকর প্রমাদ বশতঃ পড়িয়া গিয়াছে।" যদি তাঁহার এরূপ কথা সঙ্গত হয় তাহা হইলে আমরা এস্থলে কি এরূপ বলিতে পারি না যে নকারটী লিপিকর প্রমাদ বশতঃ পড়িয়া গিয়াছে? ফলতঃ বক্তব্য এই যে, বোপদেব প্রাচীন প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সার সার অংশ সঙ্কলন করিয়া সংক্ষেপে ব্যুৎপত্তি মাত্র লাভের জন্য মুগ্ধবোধ রচনা করেন, তিনি যদি স্বগ্রন্থে আস্য শব্দ স্থানে আসন্ আদেশ নিষেধ করিয়া আসন শব্দ স্থানে আসন্ আদেশ বিধান করিতেন, বা সিদ্ধান্ত কৌমুদীতে আস্য শব্দ স্থানে আসন আদেশ করিয়া আসন শব্দ স্থানে আসন্ আদেশ নিষেধ করিতেন তাহা হইলে যথার্থ প্রমাদ বা ভ্রম বলা যাইত। ফলতঃ কোন ব্যাকরণ কর্ত্তাই সমগ্র সাধন করিতে পারেন নাই এবং চেষ্টাও করেন নাই। কথিত আছে

> "যান্যুজ্জহার মাহেশাদ্ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।
> তানি কিং পদরত্নানি সন্তি পাণিনি গোষ্পদে।"

অর্থাৎ বেদব্যাস সমুদ্র তুল্য মাহেশ ব্যাকরণ হইতে যে সকল পদরত্ন উদ্ধার করিয়াছেন পাণিনিরূপ গোষ্পদে কি তাহার সেই সমুদায়ই আছে? অতএব কিয়দংশে অভাব পাণিনি প্রভৃতি সকল ব্যাকরণেই দৃষ্ট হয়, তবে বোপদেব গ্রন্থে অপেক্ষাকৃত অধিক অভাব দৃষ্ট হয় এই মাত্র বিশেষ। এস্থলে আমরা এইরূপ মীমাংসা করিতেছি যে যখন সর্ব্বাপেক্ষা মহামান্য ও প্রাচীন জয়াদিত্য কৃত গ্রন্থ কাশিকাতে এবং বোপদেব কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে আসন শব্দ স্থানে আসন্ আদেশ দৃষ্ট হইতেছে সিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থে আস্য শব্দ স্থানে আসন্ আদেশ নির্দ্দিষ্ট আছে, সংক্ষিপ্ত সার ব্যাকরণে আস শব্দ স্থানে আসন্ বিহিত হইয়াছে, তখন এই সকল মহামহোপাধ্যায়ের কাহারও ভ্রম বলা যাইতে পারে না, কারণ বেদে ব্যুৎপত্তি লভ্য শব্দেরই ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। রূঢ় শব্দের প্রয়োগ অতি বিরল। ফলতঃ অস ধাতু হইতে যেমন মুখবাচক আস্য এই পদটী সিদ্ধ হইতেছে সেইরূপ আঙ পূর্ব্বক অস ধাতু হইতে আসন ও আস এই উভয় শব্দই নিষ্পন্ন হইতে পারে এবং ব্যুৎপত্তি দ্বারা মুখও বুঝায়।

অতএব মহাশয় আবহমান কাল পর্য্যন্ত কত শত মহামহোপাধ্যায় যাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আসিতেছেন কখন কোন দোষ কীর্ত্তন করেন নাই, যাঁহার রচনায় একটী মাত্র বর্ণ নিরর্থক বা পুনরুক্ত নাই, যাঁহার সূত্রপরিপাটীর অণুমাত্রও হ্রাস করিবার নিমিত্ত কত শত ফক্কিকা করা হয় কিন্তু কোন মতে তাহার বিন্দুমাত্রও কমাইতে পারা যায় না, যাঁহার রচনা চাতুর্য্য দর্শনে সুধীগণ মোহিত ও বিস্মিত হন অদ্য তাঁহার প্রমাদ! তাঁহার প্রমাদ! তাঁহার প্রমাদ! একথা বলিতে বাদীর জিহ্বা সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না। বাদী বলেন "বোপদেব বহুদর্শন বিরহিত হইয়া স্বপ্রণীত গ্রন্থমধ্যে যে এক প্রাতিপদিক বিন্যস্ত করিয়াছেন" এই লেখার ভঙ্গীতে বোধ হইতেছে যে, বাদী বোপদেব অপেক্ষা বহুদর্শনবান, কি আশ্চর্য্য!

> কোঽপ্যেষ সম্প্রতি নবঃ পুরুষাবতারো।
> বীরো ন যস্য ভগবান ভৃগুনন্দনোঽপি ॥
> পর্য্যাপ্তসপ্তভুবনাভয়দক্ষিণানি
> পুণ্যানি তাতচরিতানি চ যো ন বেদ ॥
> অগাধজলসঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিতঃ।
> গণ্ডূষজলমাত্রেণ শফরী ফর্ফরায়তে ॥

যাহা হউক সম্পাদক মহাশয়! আমরা বাদীর এই প্রস্তাবে প্রতিবাদ করিতেছি না, কারণ উহা প্রতিবাদ্য নহে। বরং উপেক্ষারই বিষয়। তবে আপনি আপনার জগৎ বিখ্যাত বিশ্বমান্য পত্রিকায় যে এরূপ বিষয় সন্নিবেশিত করিয়াছেন উহাই আমাদের ক্ষোভের ও প্রতিবাদের বিষয়।

কিমধিকমিতি। কস্যচিৎ সোমপ্রকাশ পাঠকস্য।

চিত্রগুপ্তের ভুল।

আপনার গত ৮ই সংখ্যার সোমপ্রকাশ পত্রের প্রেরিত পত্রে দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলাম, এক জন অপরিচিত পণ্ডিত আত্মপাণ্ডিত্য প্রখ্যাপনার্থ অথবা এতৎপ্রদেশে পরিচিত হইবার নিমিত্ত কিম্বা অন্য কোন উদ্দেশ্যসাধন জন্য " মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার " বড় বড় গ্রন্থকারের ভুল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আজ সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ প্রাচীনতম মহামান্য বোপদেবের ভুল ধরিলেন, কালি পূজ্যপাদ মহাত্মা শ্রীধরস্বামীর ভুল বাহির করিলেন অহো, (আরো কত হবে) এতদিন এতৎপ্রদেশে এমন পণ্ডিত জন্মেন নাই যে ঐ সকল ভুল কেহ ধরেন। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়! বলিতে কি আমি বোধ করি তা নয়, শ্রীধরস্বামীরও ভুল নয় বোপদেবেরও ভুল নয়, অন্য কাহারো ভুল নয় ওটি চিত্রগুপ্তেরই ভুল।

আমি ঐ সকল পত্র পড়িতেছি আর ভাবিতেছি যদি আজও এতৎপ্রদেশে সংস্কৃত বিদ্যার বিরল প্রচার হয় নাই, দেশে দেশে বিদ্যাবিনোদী পণ্ডিতবর্গ বিরাজিত আছেন, গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত বিদ্যালয়ও সুধীশূন্য নন, অবশ্য কোন না কোন মহাত্মা উক্ত ভ্রমদর্শীর ভ্রম প্রদর্শন করিবেন। তা কৈ, তবে " মৌনং সম্মতি লক্ষণং " এটী কি ভাব, না ভারতচন্দ্রের রচিত গ্রন্থের কোন পংক্তি স্মরণ করিয়া পণ্ডিত মণ্ডলী মৌনী রহিয়াছেন। যাহা হউক, আমার শরীরে আর সহ্য হইতেছে না। যেহেতু

" ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্॥ "

যে মহাত্মার নিন্দা করে, সেই যে পাপী হয় তাহা নহে, যে সে পাপ-কথা শ্রবণ করে, সেও পাপভাগী হয়। অতএব উক্ত ভ্রমদর্শী পত্রপ্রেরকের ভ্রম প্রদর্শনে আমি অগ্রসর হইলাম। আমার এই কতিপয় পংক্তি পত্রোদরে গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন। শ্রীধরস্বামী (হত জ্ঞানাস্ত তদ্রঃ তে ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ) এই শ্রীমদ্ভাগবতের ২।৬।১৮ শ্লোকের সাত্বতাং এই পদের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা—সত্ত্বেন সত্ত্বমূর্ত্তিভগবান্, স উপাস্যতয়া বিদ্যতে এষামিতি সত্বন্তো ভক্তাঃ স্বার্থে হণ; রাক্ষস বায়সাদিবং চাপ্রবণ নাম্বং তদেব সাত্বদিতি ভবতি তেষাং পতিঃ পালকঃ। ভ্রমদর্শী পত্রপ্রেরক এই বলিয়া ভুল ধরিয়াছেন যে পাণিনি ব্যাকরণানুসারে সাত্বতাং এই পদটী সিদ্ধ হইতে পারে; যথা সাতিঃ সুখার্থঃ ইত্যাদি, সাৎপরমাত্মা স উপাস্যতয়া বিদ্যতে এষামিতি সাত্বন্তো ভক্তাঃ। সম্পাদক মহাশয়! দেখুন এবং আপনার পাঠকবর্গও বিবেচনা করুন যদিও সাৎ এই পদটী কথঞ্চিৎ সিদ্ধও হইল কিন্তু এই পদ দ্বারা কি পরমাত্মা বুঝায়? সাং ধাতুর অর্থ সুখ, তাহা ক্বিপ দ্বারা জনক অর্থাৎ সুখজনক এতাবন্মাত্র বুঝাইতে পারে। অমরকোষেও লিখিত হইয়াছে " শর্ম্মসাতসুখানিচ।" সুখজনক শব্দটী কি পরমাত্মার নাম, কোন্ কোষে আছে? পরন্তু স্বামী যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ইহা দ্বারা পরমাত্মাকেই বুঝায়। যথা,—সত্ত্বেন সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্ তথাচ ভগবদ্গীতা ওঁ তৎ সদিতিনির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ, স্মৃতঃ তথা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ইতি শ্রুতেঃ। ভ্রমদর্শী পত্রপ্রেরক পদ সাধিতে পটু কিন্তু অর্থের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নাই। আর যদিও কথঞ্চিৎ পদটী সাধিয়া উঠিলেন, শ্রীধরস্বামীর কি ভুল বাহির হইল? তিনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন সে ব্যাখ্যা কি অসঙ্গত হইয়াছে? তবে মহা আস্ফালন করিয়া শ্রীধরস্বামীর ভ্রম বলা কতদূর সঙ্গত!

তাঁহার প্রেরিতপত্রে আরো একটী বিষম প্রমাদ দৃষ্ট হইতেছে যথা—পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি এই পুরুষ সূক্ত-মন্ত্রের মধ্যে যে পাদ শব্দটী আছে স্বামী বলেন উটী এক বচনান্ত, পত্রপ্রেরক বলেন স্বামীর ভ্রম উটী বহুবচনান্ত সুপাংসুলুগিতি পাণিনি সূত্রানুসারে সিদ্ধঃ, তাহার এইরূপ উদাহরণ দেন যথা ঋজবঃ সন্তু পন্থা; এবং বলেন পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি আর ঋজবঃ সন্তু পন্থাঃ এই উদাহরণ দ্বয়ের কিছুই প্রভেদ নাই।

প্রভেদ নাই কি, স্বর্গ মর্ত্ত্যে যতদূর প্রভেদ তা আছে। ঋজবঃ সন্তু পন্থাঃ এই স্থানে ঋজবঃ এই পদটী বিশেষণ ও বহুবচনান্ত সন্তু ক্রিয়াটীও বহুবচনান্ত। পন্থাঃ এপদটী বিশেষ্য এক বচনান্ত, এই স্থানে ঋজবঃ এই বিশেষণের সন্তু এই ক্রিয়ার এবং পন্থা এই এক বচনের উপপত্তি হয় না বলিয়া পন্থা এই এক বচনান্ত পদটী সুপাং সুপ এই সূত্রানুসারে বহুবচনান্ত স্বীকার করিতে হয়। পাদোঽস্যবিশ্বাভূতানি এই মন্ত্রে যে পাদশব্দ আছে এটী বিশেষণ, ইহার অর্থ অংশ। বিশ্বাভূতানি এটী বিশেষ্য ইহার অর্থ সমস্ত ভূত, যেমন বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং॥ পুরুরবোমাদ্রিবসৌ বিশ্বেদেবা ইত্যাদি স্থলে এক বচন বহুবচনে অন্বয় হইতেছে, উক্ত স্থলে ও সেইরূপ। সুপাং সুপ বলিবার প্রয়োজন কি? আর তাহার স্থলও নয়। অতএব তার্কিককুলচূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রথমাব্যুৎপত্তিবাদে আমাদিগের আনুকূল্যে বিশেষ্য বিশেষণ বচন-গত যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করা হইল, যথা—যত্র বিশেষ্যবাচকপদোত্তরবিভক্তিতাৎপর্য্য বিষয়সংখ্যাবিরুদ্ধসংখ্যায়াঃ অবিবক্ষিতত্বং তত্র বিশেষ্যবিশেষণপদয়োঃ সমানবচনত্বমিতি নিয়মঃ অতএব পুরুরবো মাদ্রিবসৌ বিশ্বেদেবা ইত্যাদৌ বিশ্ব বিশিষ্টয়োঃ পুরুরবো মাদ্রিবঃপ্রকৃত্যোর্বিশেষণ তস্যা অবিবক্ষিতত্বং তদ্বাচকপদস্য দ্বিবচনান্তত্বা। বেদাঃ প্রমাণমিত্যত্র বিশেষণপদোত্তরবিভক্ত্যা বহুত্বাবিরুদ্ধং একত্বং বিবক্ষিতমিতি। অতএব ভ্রমদর্শী [illegible] বিশেষণ জ্ঞান থাকিলে ওরূপ বলিতেন না। [illegible] পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি এ পাদের বহুত্ব নহে নিজপাদের বহুত্বই তাহাতে আরোপিত করিয়া থাকিবেন।

ভ্রমদর্শী পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, শ্রীধরস্বামী যদি পাণিনি পড়িতেন, তাহা হইলে কখনই এমন ভ্রমাত্মক মীমাংসা করিতেন না। উঃ কি গর্ব্ব! পণ্ডিতের এত স্পর্দ্ধা, আমরা এই নূতন দেখিলাম। আমরা ইহাও পরম্পরা শুনিতে পাই সত্য মিথ্যা ধর্ম্ম জানেন, ঐ পণ্ডিত নাকি নিজ ছাত্রদিগের নিকটে কহিয়া থাকেন, আমি জন্মিব জানিলে মল্লিনাথ মাঘ ভারবির টীকা করিতেন না।" বেশ, যা হউক, তাঁহার পাণ্ডিত্যের ফল বিলক্ষণ জন্মিয়াছে। ভবন্তি নম্রাঃ তরব ফলোদ্গমে "।

শ্রীরজনীকান্ত শর্ম্মা
কলিকাতা জোড়াশাঁকো।

মহাশয়! আপনার গত ২১ এ বৈশাখের সোমপ্রকাশ পাঠে অবগত হইলাম যে, জনৈক দর্শক তারকেশ্বরের মহান্ত শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র গিরি তথায় সাধারণের মঙ্গলজনক একটী দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়াছেন এজন্য তিনি তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয়! মহান্ত মাধবচন্দ্র গিরিকে যে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতে হইবে তিনি তথায় এরূপ কোন কার্য্যই করেন না। শ্রীরামপুরের জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয়ের উত্তেজনায় ৮ শিবরাত্রে ও গাজনের কয়েক দিবস ২০।২৫ টাকাতে একজন ডাক্তার রাখা হয় মাত্র এবং বৈশাখ মাসের ১ লা তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হয়, এইরূপ বরাবরই হইয়া আসিতেছে। তিনি স্থায়িরূপে তথায় ডাক্তার কিম্বা ডাক্তারখানা সংস্থাপন করেন না, এজন্য কিরূপে তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দেওয়া যাইতে পারে? বরং শ্রীরামপুরের জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর আমাদের একান্ত ধন্যবাদের পাত্র।

আরও অদ্য এক বৎসর অতীত হইল উক্ত মহান্ত মহোদয় তারকেশ্বরে সাধারণের বিদ্যা শিক্ষার জন্য একটী মাইনর স্কুল সংস্থাপনার্থ তথায় একটী গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, এপর্য্যন্ত তাহার কার্য্য আরম্ভ হইল না। শুনিলাম গত চৈত্র মাসের গাজনের সময় উক্ত গৃহটী ভাড়া দেওয়ায় ২০।২৫ টাকা আদায় হইয়াছে। এরূপে বৎসর বৎসর কিছু কিছু হইয়া যখন ৫০০।৬০০ টাকা হইবে তখন

স্কুলের কার্য্য আরম্ভ হইবে। তাহাও যে হইবে ইহাও আমাদের বিশ্বাস হয় না। কারণ, বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় সংস্থাপন প্রভৃতি সাধারণের মঙ্গলজনক কোন কার্য্যেই তাঁহার আস্থা নাই। কেবল যে কোন উপায়ে হউক অর্থ উপার্জ্জন করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এজন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে প্রস্তুত নহি। তবে দর্শক মহাশয় ভিতরের সমাচার অবগত নহেন এজন্যই তিনি মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

কস্যচিৎ পাঠকস্য।

বাঙ্গালী পাঠক সমাজ।

ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি "বাঙ্গালী পাঠক সমাজ" এই শিরোনামের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিতে পারেন; এইজন্য অগ্রে আমাদের ব্যাখ্যা প্রকাশ করিতে হইল। যাঁহারা ইংরাজী সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ইহার অন্যতম ভাষায় সুশিক্ষিত, উক্ত সংজ্ঞায় তাঁহাদিগকে বুঝিতে হইবে এবং এই প্রবন্ধ মধ্যে শুদ্ধ সমাজ শব্দেও বাঙ্গালী পাঠক-সমাজ বুঝাইবে।

ব্যক্তিগত সাধারণ অবস্থার সহিত সমাজ বা সম্প্রদায়ের সাধারণ অবস্থার অধিক বিভিন্নতা নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন স্রোত যে নিয়মে প্রবাহিত হয়, সমাজ বা সম্প্রদায়ের গতিও সেইরূপ। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই বিচার-শক্তি স্ফূর্ত্তি পায় না। আমরা যখন পুস্তকাদি পাঠ করিতে শিখিলাম তখন পুস্তকের পাতে ছাপার অক্ষরে যাহা লেখা দেখিতাম, তাহাই ভাল বোধ হইত। এইটী শিক্ষার্থীর প্রথম অবস্থা। পরের মতে মত দেওয়া অর্থাৎ পরে যাহা ভাল বলিবে আমরাও তাহা ভাল বলিব, পরে যাহা মন্দ বলিবে আমরাও তাহা মন্দ বলিব, এইটী দ্বিতীয় অবস্থা।

আবার এই অবস্থার একটী রূপান্তর আছে;— অন্ধভাবে অপরের মতানুবর্ত্তী না হইয়া অপরে কি জন্য কি মত ব্যক্ত করেন, তাহার হেতু প্রদর্শনের অপেক্ষা করা। সম্পূর্ণ অন্ধভাবে পরমতানুবর্ত্তী হওয়া অপেক্ষা উক্ত ভাব কিয়ৎপরিমাণে উন্নত। অন্যান্য-প্রায়-নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং গ্রন্থাদির উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করা শিক্ষার্থীর তৃতীয় অবস্থা। বাঙ্গালী পাঠক সমাজ সম্বন্ধেও প্রায় এই সকল অবস্থা উক্ত হইতে পারে। তবে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে বিশেষ এই—কোন ব্যক্তি এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে উপস্থিত হইলে তাঁহাতে আর প্রথম ত্যক্ত অবস্থার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না; অর্থাৎ যিনি স্বয়ংই গ্রন্থাদি ভাল মন্দ বিচার করিতে শিখিয়াছেন, তিনি আর অন্ধভাবে পরমতানুবর্ত্তী হন না। কিন্তু পাঠক সমাজের মধ্যে চিরকালই সকল অবস্থার লোক বিদ্যমান থাকে। সমাজস্থ সমস্ত লোকের মত ও ক্ষমতা এককালে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। কোন ব্যক্তি যে নিয়মে এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হন, সমাজ ঠিক সে নিয়মে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় না। তবে সমাজ মধ্যে যে অবস্থার লোক সংখ্যা অধিক, সমাজকেও সেই অবস্থাপন্ন বলিতে হইবে। বর্ত্তমান বাঙ্গালী পাঠক-সমাজ কোন্ অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছেন, এখন তাহা সহজেই স্থির করা যাইতে পারিবে।

যথাস্থানে অবস্থা সম্বন্ধে আর একটী কথার উল্লেখ করা হয় নাই। অনেকে কয়েকটী লব্ধ-প্রতিষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থকারের গ্রন্থ ভিন্ন আর কোন দিকেই দৃষ্টিপাত করেন না এবং বর্ত্তমান কালে তাঁহাদের উপাস্য গ্রন্থকার কয়টী ব্যতিরেকে অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থকার ও গ্রন্থের সৃষ্টি হইয়াছে এ বিষয়ে তাঁহাদের বিশ্বাসও নাই। ইঁহারা সমাজের দ্বিতীয় অবস্থাপন্ন। বর্ত্তমান কালে সমাজ মধ্যে এইরূপ পাঠকের সংখ্যাই অধিক। সুতরাং বর্ত্তমান পাঠক সমাজকে দ্বিতীয় অবস্থাপন্ন বলা যাইতে পারে। তাহা বলিয়া যে ইহাতে তৃতীয় বা উন্নত অবস্থার পাঠক মোটে নাই, এরূপ নহে; তবে এরূপ পাঠকের সংখ্যা অতি অল্প। এইরূপ পাঠকই আমাদের আদরের সামগ্রী এবং সমাজ মধ্যে এইরূপ পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াই প্রার্থনীয়।

যে হেতু এইরূপ পাঠক দ্বারাই পাঠক সমাজের উন্নতি হইয়া থাকে। ইঁহারাই দ্বিতীয় শ্রেণীর পথ প্রদর্শক। ইঁহারা গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, অপরাপর পাঠক তাঁহার অনুকরণে গ্রন্থের দোষ গুণ বিচার শিক্ষা করেন। এইরূপেই অল্পে অল্পে পাঠক সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু এইরূপ পাঠক সংখ্যার বৃদ্ধি বিষয়ে দুটী ব্যাঘাত আছে। আমাদিগের উৎকৃষ্ট বিষয় শিক্ষায় বিরাগ এবং দেশ সাহিত্যের অভাব। আজ কাল যে শ্রেণীর পাঠক সংখ্যা অধিক, তাহারা এই দ্বিবিধ দোষেই দূষিত। গণিত, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় শাস্ত্রের গ্রন্থাদি কেহই ইচ্ছা পূর্ব্বক পাঠ করেন না। যে কিছু প্রবৃত্তি আছে, সাহিত্যের দিকে। তাহাও সম্পূর্ণ নহে। যে হেতু সাহিত্যের অন্যান্য অঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক কেবল কথঞ্চিৎ কাব্যের আলোচনা করা হইয়া থাকে। এটী যে দোষের কথা, আমরা তাহা বলিতেছি না। কেন না উৎকৃষ্ট কাব্য পাঠের ফল অপূর্ব্ব কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের পাঠক সমাজের সে বিষয়েও বিশেষ যত্ন নাই।

উৎকৃষ্ট নাটক ও নবেলের মধ্যেও যেগুলি একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া পড়িতে হয়, সেগুলি উপেক্ষিত হইয়া থাকে। কোন গ্রন্থ চিন্তাসহকারে পাঠ করিতে হইলেই তাহাতে একটু ক্লেশ হয়। সে ক্লেশটুকু স্বীকারেও অনেকে অসম্মত। আমরা বাধ্য হইয়া সহস্র দুঃখ সহিতে পারি, কিন্তু ইচ্ছা পূর্ব্বক দুঃখের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারি না। কারণ দুঃখই যে সকল সুখের মূল, তাহা আমাদের সর্ব্বদা মনে থাকে না। যাহা হউক বর্ত্তমান পাঠক-সমাজ যে কঠিন বিষয়ের পুস্তকাদি পাঠ করেন না এবং নাটক নবেলের মধ্যেও "চট্ লাগানে" পুস্তক গুলি ভিন্ন অপর গুলি ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহার শেষ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অদ্য আমরা এক খানি মাত্র পুস্তক সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়াই এ প্রস্তাব শেষ করিব।

"ছিন্নমস্তা"—সামাজিক নবন্যাস। ব[illegible]যান প্রেসে মুদ্রিত—মূল্য এক টাকা, গ্রন্থকার অজ্ঞাত নামা এবং কলিকাতার [illegible] পুস্তকালয়েই প্রাপ্তব্য। এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমাদের যে যে বক্তব্য উপস্থিত হইয়াছে [illegible] তৎ সমুদায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য।

এই পুস্তক খানি সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিবার আমার দুটী উদ্দেশ্য আছে। প্রথমতঃ এক খানি উৎকৃষ্ট সুপাঠ্য পুস্তক পাঠ করিতে পাঠক সমাজকে অনুরোধ করা। দ্বিতীয়তঃ পাঠক সমাজ যে সকল আখ্যায়িকা গ্রন্থকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ও সম্পূর্ণ নূতন এক খানি আখ্যায়িকা পুস্তক [illegible] দিগের পক্ষপাত দূষিত দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহাদিগকে এ সংবাদ প্রদান করা। "ছিন্নমস্তা" কোন গ্রন্থ বিশেষের অনুবাদ বা অনুকরণ নহে। ইহা সম্পূর্ণ মূল গ্রন্থ। ইহা দ্বারা স্বীয় গ্রন্থকারের শিক্ষা ও শক্তির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। বাল্মীকি ও কালিদাস, সেক্সপীয়র ও মিল্টন, স্কট ও [illegible] প্রভৃতি যে [illegible] শক্তিবলে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন [illegible] সেই উদ্ভাবনশক্তি প্রচুর [illegible] উপকরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক বসিয়া আছেন কিন্তু আত্ম-জীবনের কিরূপ গঠনে তৃপ্তি পাইবেন স্থির করিতে পারিতেছেন না "ছিন্নমস্তা" তাহাদের আদর্শ। বর্ত্তমান পাঠক সমাজের "তৃতীয়" অর্থাৎ উন্নত অবস্থার পাঠকগণ "ছিন্নমস্তা" পাঠে যে সকল উক্তি করিয়াছেন, [illegible] মধ্যে যথাযথরূপে তাহার উদ্ধার করা [illegible]; তবে পাঠক সাধারণের অবগতির জন্য [illegible] চারিটী কথামাত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

একজন বলিয়াছেন,—"ছিন্নমস্তা একটী [illegible] নূতন আখ্যায়িকা। ইহাতে [illegible]

গ্রন্থকার তাঁহার [illegible] কিরূপে অদৃষ্ট-[illegible] পাতে যায়, [illegible] কিরূপে অস[illegible] সংশোধিত হয়. [illegible] চরিত্রদোষ ঘটিলে [illegible] হয়, পত্নী [illegible] হইলে সংসার [illegible] শক্তি হইতে কিরূপে [illegible] হইতে তপস্যা—তপস্যা হইতে [illegible] লাভ হয়, তাহাই শিক্ষায় [illegible] হৃদয়ে কিরূপ দৃঢ়তার [illegible] ইত্যাদি বিষয়গুলি "ছিন্নমস্তায়" সুন্দর [illegible] হইয়াছে। "ছিন্নমস্তা লেখকের লেখার [illegible] প্রকৃতি বর্ণনে তেজস্বিনী ক্ষমতা আছে [illegible] প্রকৃতির চিত্র দেওয়া হইয়াছে, একটী [illegible] বাবিধ হয় নাই। তুলিকা [illegible] গোলাপী—গোলাপী হইতে গুলেআনার গুলেআনার হইতে জবা বর্ণে আনিয়া বর্ণের সেউ করিয়াছে। যে নায়ক নায়িকার যেরূপ শিক্ষা, যেরূপ [illegible] তাহার তদনুরূপ প্রকৃতি চিত্রিত হইয়াছে।"

একজন বলিয়াছেন, "ছিন্নমস্তার গ্রন্থকার স্বদেশীয় [illegible] রীতি সমস্তের চিত্র চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং প্রেম, ভক্তি, ত্যাগ, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ভেদ করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। তাঁহার কৃতকার্য্যতার হেতু তাঁহার [illegible] শক্তি এবং [illegible] মতবাদের [illegible]। তাঁহার [illegible] রচনায় [illegible] ও [illegible] গম্ভীরতা আছে।"

আমাদের শিক্ষিতবর্গের শিরোভূষণ-স্বরূপ কোন [illegible] বলিয়াছেন,—"নায়ক নায়িকার মৃত্যু [illegible] বর্ণন পূর্ব্বক উপসংহার করিলে কাব্যে [illegible] দোষ [illegible]। [illegible] দোষ না জন্মাইয়া কাব্যের [illegible] পরিসমাপ্তি কিঞ্চিৎ বিশেষ শক্তির লক্ষণ। বস্তুতঃ নায়ক নায়িকার মৃত্যু ঘটনায় কাব্যের [illegible] [illegible]রূপে করিতে সক্ষম [illegible] বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্প পরিমাণে দৃষ্ট [illegible]। ছিন্নমস্তার রচয়িতা ভিন্ন [illegible] এরূপ ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পা[illegible]।"

[illegible] সুপণ্ডিত সুবিখ্যাত গ্রন্থকার [illegible]—[illegible] নায়িকা কপালিনী [illegible] কপালিনী সাধ্বী হইয়াও [illegible] এবং সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্যের [illegible] উদাসিনী। এই নিষ্ঠ[illegible] সম্মত হইয়া পার্থিব সুখভোগের কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগাসনে সমাসীনা হইয়া পরমাশক্তির ধ্যান করিয়াছিলেন এবং পতির সমক্ষে শাণিত ছুরিকা দ্বারা মস্তক ছেদন পূর্ব্বক অন্তর্নিগূঢ় পতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, তাহা গ্রন্থের শেষভাগে সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনা করুণরস শালিনী এবং অর্থ-গাম্ভীর্য্য ও ভাব-মাধুর্য্য হৃদয়-হারিণী। ছিন্নমস্তার নায়ক দেবেশ রায় সর্ব্বগুণান্বিত নায়কের সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত। [illegible] কবি এক দিকে এই কপালিনীর সৌন্দর্য্য ও অপর দিকে নরকের ভয়ঙ্কর দশা বিস্তার করিয়া রচনা-কৌশলের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। যদি স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য সন্তোগের ইচ্ছা থাকে, দেবেশ রায় ও মালিনীর চিত্রে নেত্রপাত কর; আর যদি নরকের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিতে অভিরুচি হয়, সুধাময়ী, রামশঙ্কর, হরিমতি ও গুরুচরণের চিত্রে নয়নাবর্ত্তন কর।"

আর এক জন সুযোগ্য পত্রিকা সম্পাদক বলিয়াছেন, "ছিন্নমস্তা অনেক বাঙ্গালা উপন্যাস হইতে সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। লেখক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সমাজ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তাঁহার মনুষ্য চরিত্র জ্ঞানের আমরা প্রশংসা না করি। এই পুস্তক মধ্যে স্থানে স্থানে এরূপ উক্তি আছে, যাহা পাঠ করিয়া লেখককে বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল না মনে করিয়া থাকা যায় না। তাঁহার বর্ণনাশক্তি ও অসামান্য।"

আমার মতে এই পুস্তক সম্বন্ধে [illegible] যাহা বলিয়াছেন কেহই অত্যুক্তি করেন না বরং ইহার অনুকূলে আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, এতাদৃশ উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানি উপেক্ষিত হইয়া না থাকে, সকলেই আদর পূর্ব্বক পাঠ করিয়া আখ্যায়িকা পাঠের অপূর্ব্ব ফললাভে সমর্থ হন, ইহাই আমার নিতান্ত বাসনা।

আর এক কথা, যাঁহারা দেশ স্বাধীন করিতে মহা ব্যস্ত, স্ত্রীগণকে স্বাধীনতা দিবার জন্য মহা ব্যস্ত, তাঁহাদিগের নিজের স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন বিচার-শক্তি না থাকা বড় লজ্জার বিষয়। পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় গ্রন্থাদির বঙ্গানুবাদে শব্দ-বিন্যাস ও বাক্য যোজনার সবিশেষ পারিপাট্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া যে আর কেহ সেরূপ করিতে পারেন না, বা করিতেছেন না, আজিকার দিনে এরূপ সংস্কার থাকা অন্যায়। বঙ্কিমবাবু বহুতর বিদেশীয় অপ্রসিদ্ধ নবেলের অন্তর্গত বিষয় সকলে নূতন বেশ ও অলঙ্কার প্রদানে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, অনেক স্থলে অপূর্ব্ব কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং বাঙ্গালা ভাষার শরীরে একটী নূতন লাবণ্যছায়া প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া যে, আর কেহ সেরূপ করিতে পারেন না বা করিতেছেন না, আজকার দিনে এই উনবিংশ শতাব্দীতে এরূপ সংস্কার অন্যায়। আমরা একদিন কলিকাতার দোকানে কোন পুস্তক বিক্রেতা ও পাঠকের কথোপকথন শুনিয়া অবাক হইয়াছি।

এ পুস্তক খানি কাহার? বঙ্কিম বাবুর, তবে ও খানা অবশ্যই ভাল হইবে। ঐ খানি কাহার? অমুকের, তবে কিছু নহে। ওখানি কাহার? রমেশ বাবুর। সিবিলিয়ান—তবে ভাল হইতে পারে। এ পুস্তক খানি কাহার? হরিদাস ঘোষের। হরিদাস ঘোষ আবার কে? ও বই কি ভাল হবে।

যে বাঙ্গালী পাঠক-সমাজ আপনাদিগকে সুশিক্ষিত ও সুবুদ্ধি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মধ্যে গ্রন্থকারের পসার ও পদমর্য্যাদানুসারে গ্রন্থের সমালোচন প্রণালী প্রচলিত থাকা কি লজ্জার বিষয় নহে?

হলছোবা মোওলাই

শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ।

১১ মে ১৮৮১ খৃঃ

সোমপ্রকাশ

৪ ঠা জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

জাতিবৈরোদ্দীপন।

সভ্যতার অভ্যুদয় সহকারে মানুষের বুদ্ধি যত জটিল হইতেছে ততই অসরল ও কপট ব্যবহারের বৃদ্ধি হইতেছে, এ অংশে অসভ্যকালের লোকেরা বরং ভাল ছিলেন। যে সকল বিষয় তাঁহারা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন, সরলভাবে তাহার অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহাদিগের এই সংস্কার ছিল, যতদূর সাধ্য পরাজিত জাতিকে অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া একান্ত নিকৃষ্ট অবস্থায় রাখিতে পারিলে পৌরুষ হয়। তাঁহারা সেই পৌরুষ প্রকাশে পরাঙ্মুখ ছিলেন না, স্পার্টার হেলট রোমের প্লিবীর ও ভারতবর্ষের শূদ্র ইহারাই উদাহরণ স্থল। বলবীর্য্য সাহসে নিকৃষ্ট বলিয়াই তাহাদিগের এ দুরবস্থা ঘটিয়াছিল। যে কোন অংশেই হউক যে ব্যক্তি দুর্ব্বল সে স্নেহের পাত্র, অসদ্ব্যবহারের পাত্র নয়, অসভ্যকালের লোকদিগের এ জ্ঞান ছিল না। এক্ষণে সভ্যকালে সে জ্ঞান জন্মিয়াছে কিন্তু ব্যবহার জ্ঞানানুরূপ হইতেছে না। অনেকে মুখে বলিয়া থাকেন জিত ও জেতা বলিয়া ভেদ না রাখিয়া পদ ও মান প্রভৃতি তুল্যরূপে বিতরণ করা উচিত। কিন্তু কার্য্যকাল উপস্থিত

বাণিজ্য করিতে আসিয়া থাকে। দীর্ঘকাল সমুদ্রে বাস নিবন্ধন নাবিকদিগের সচরাচর পীড়া জন্মিয়া থাকে। ঐ পীড়া এমন কদর্য্য যে, দেহে একবার প্রবেশ করিলে তাহাকে ব্যাধি-মন্দির করিয়া ফেলে। ভারতবাসীদিগের এখন যেরূপ দৈহিক অবস্থা তাহাতে এই পীড়া যাহাতে তাহাদিগের শরীরে প্রবেশ করিতে না পারে গবর্ণমেণ্ট যদি তাহার কোন সুব্যবস্থা না করিতেন তাহা হইলে বোধ হয় আমরা ভারতে অধিকতর পীড়ার প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাইতাম। কর্ম্মচারীদিগের অনবধানতা-দোষেই হউক, আর যে কারণেই হউক ডেঙ্গু ও ব্লাক প্রভৃতি যে দুই একটী জ্বর প্রবেশ করিতে পাইয়াছিল ভারতবাসীগণ আজিও তাহার ফল ভোগ করিতেছেন, সুতরাং এরূপ অবস্থায় হেলথ্ আপীসরের পদের উপযোগীতা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন নহে।

কলিকাতার হেলথ্ আফিসরের গত বর্ষের কার্য্য ও কার্য্যপ্রণালী যে কেমন সন্তোষজনক পাঠক তৎতৎপূর্ব্ব বর্ষের সহিত তুলনা করিলে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধী করিতে পারিবেন। আমরা নিম্নে তাহার একটী হিসাব দিলাম। যথা:—

যে সকল জাহাজ পরিদর্শন করা হয় তাহার সংখ্যা।

	আগত জাহাজ	প্রতিগত জাহাজ	মোট	মৃত্যু	হাঁসপাতালে চিকিৎসার্থ আগত লোকের সংখ্যা।
১৮৭৮	৪৯৪	৩৫৮	৮৫২		৩২৯২
১৮৭৯	৫০৯	৪১৬	৯২৫	৬১	২১১৬
১৮৮০	৬০৭	৬৯৮	১৩০৫	৪৯	২০০৫

চিকিৎসার্থ আগত লোকের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত পীড়ায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে

	১৮৮০।		১৮৭৯।		১৮৭৮।	
	আগত ব্যক্তির সংখ্যা	মৃত্যু	আগত ব্যক্তির সংখ্যা	মৃত্যু	আগত ব্যক্তির সংখ্যা	মৃত্যু।
ওলাউঠা।	২১	১৭	৪১	২৫	৪৫	২৯
অতিসার	১০৯	০	১৫৯		২২২	
উদরাময়	১৩১	১	১৩২		১৭৬	
জ্বর	১	১	৪		৭	
ম্যালেরিয়া জ্বর	১৯৭	১	৭০৫		১১১	
সামান্য জ্বর	২০৭	০	০			
যকৃত পীড়া	১৮	০	১১			
বসন্ত	৫	১	১৫		১	
গ্রীষ্ম নিবন্ধন মূর্চ্ছা	২৯	১	৩		৪২	১০
অন্যান্য পীড়া	১২৯৮	৩০	১০৬১		১৬৭১	২৭
মোট	২০০৫	৪৯	২১১৬	৬১	৩২৯২	

এই হিসাব দৃষ্টে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে সুচিকিৎসার দ্বারা ও গবর্ণমেণ্টের বিশেষ যত্নে উত্তরোত্তর অধিক রোগী আরোগ্য লাভ করিতেছে। গবর্ণমেণ্টের যদি এরূপ বন্দোবস্ত না থাকিত তাহা হইলে চিকিৎসার অভাবে কত লোক যে প্রাণত্যাগ করিত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, এবং ইংরাজ জাতির উন্নতির যে সকল বাণিজ্য তাহারও এত বিস্তার ও শ্রীবৃদ্ধি হইত না।

হেলথ্ আপীসর যে তাঁহার কার্য্যে কেমন তৎপর পাঠক তাহার একটী প্রমাণ দেখুন। গত বর্ষে জুডা হইতে একখানি জাহাজ কতকগুলি যাত্রী লইয়া বন্দরে উপনীত হইলে তাহাতে চারিজন লোককে বসন্ত রোগাক্রান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, পাছে অন্য লোকে এই রোগে আক্রান্ত হয় এই আশঙ্কায় তিনি জাহাজস্থ সমস্ত যাত্রীকেই অবিলম্বে টীকা দিয়া ছাড়িয়া দেন। এই সকল কারণেই ১৮৮০ অব্দে বলপূর্ব্বক টীকা দিবার আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ঐরূপ মালদ্বীপ হইতে একখানি জাহাজ আইসে তাহাতে একজন বসন্তরোগী ছিল, ডাক্তার পরীক্ষা করিতে গিয়া এই ঘটনা দেখিতে পান ও তাহার চিকিৎসা করেন কিন্তু পূর্ব্বে সাবধান হওয়াতে আর কোন ব্যক্তি উক্ত রোগে আক্রান্ত হইতে পারে নাই। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এইরূপ আইন পর্য্যন্ত করিতে উৎসুক হইয়াছেন যে, ভবিষ্যতে বসন্তের চিহ্ন বিশিষ্ট এমন কোন লোক জাহাজে আসিলে অথবা হাঁসপাতাল হইতে চলিয়া যাইলে বিচারপতি তাহাদিগকে দণ্ড দিতে পারিবেন।

তিনি পীড়িত ব্যক্তিদিগের খাদ্যাদিরও নানা প্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন এবং যাহাতে সমুদ্রগামী লোক কদর্য্য সামগ্রী ভক্ষণ করিতে না পারে সেদিকেও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। যদি কোন জাতির জাহাজ নির্ম্মাণের দোষ থাকে অর্থাৎ যে জাহাজে ভালরূপ বাতাস যাতায়াত করিতে না পারে তাহাতে লোকের পীড়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে বলিয়া ইহাঁরা সেই সকল দোষ সংশোধনের জন্য তদ্দেশীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাহা জানাইতেও ত্রুটী করেন না। এবং যে যে স্থানের মিউনিসিপালিটী নদী-জলে বিষ্ঠাদি ফেলেন অতঃপর যাহাতে তাঁহারা আর তাহা না করেন তজ্জন্য নিবারণও করা হইয়াছে। জাহাজের আরোহীরা যাহাতে বিশুদ্ধ পানীয় উপভোগ করিতে পারে তজ্জন্য স্বতন্ত্র জলও রক্ষিত হইবে। ইত্যাদি নানা প্রকার সদনুষ্ঠানের চেষ্টা করা হইতেছে।

আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম হেলথ্ আপীসর আর কতকগুলি সদনুষ্ঠানের প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা গবর্ণমেণ্ট এরূপ একটী আইন করেন যে তদ্দ্বারা রোগীরা হাঁসপাতালে যাইতে বাধ্য হয়, জাহাজ পরিষ্কার করা আবশ্যক বোধ হইলে অধিকারী নিজ ব্যয়ে দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়, এই সকল বিষয়ে সুবিধা করিয়া দিবার জন্য তিনি যে যে প্রস্তাব করিয়াছেন কাউন্সিল সভায় তাহা বিবেচিত হইবে। হেলথ আপীসরের এই সকল কার্য্য দেখিয়া লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরও তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

যাহা হউক আমরা গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে বিশেষ যত্ন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। হেলথ্ আপীসরের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের বিশেষ লাভ দেখা যাইতেছে, পক্ষান্তরে তাহাতে প্রজারও মঙ্গল লাভ হইতেছে। এরূপ স্থলে প্রজারা শোণিত শুষ্ক করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গবর্ণমেণ্টকে যে ট্যাক্স দিয়া থাকে তাহা হইতে সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার নাম করিয়া সমস্ত ব্যয় গ্রহণ করা গবর্ণমেণ্টের উচিত নহে, এবং ইহা বিশুদ্ধ যুক্তিরও অননুমোদিত।

অকারণ প্রজার বিরাগ উৎপাদন।

মুলতানের হিন্দুগণ পঞ্জাবের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সার রবার্ট ইগারটনের নিকটে যে একখানি আবেদন পত্র প্রদান করিয়াছেন আমরা তাহার হেতুবাদগুলি পাঠ করিয়া অতিশয় দুঃখিত ও চমৎকৃত হইলাম। রাজপুরুষেরা যদি বিনা পক্ষপাতে কিঞ্চিৎ বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করেন তাহা হইলে অকারণ প্রজার বিরাগ উৎপাদন হয় না।

আবেদনকারীরা কহিতেছেন মুসলমানেরা হিন্দুদিগের বসতির মধ্যে গোমাংস রন্ধন করিয়া বিক্রয় করে, তাহাদিগের প্রার্থনা এই যে সেরূপ না হয়। ঐ মাংস বিক্রয়ই বিবাদের কারণ। আমরা হিন্দুদিগের প্রার্থনা মধ্যে কোন অসঙ্গত বাক্য দেখিতেছি না। যাহারা বাস্তবিক হিন্দু তাহারা কোন ক্রমে গো-হত্যা দর্শন ও গো-হত্যাসূচক গোমাংসাদি বিক্রয় দর্শন করিতে পারে না। বোধ হয় কোন ধর্ম্মাবলম্বীরই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের ক্রিয়ানুষ্ঠান দর্শন সহ্য হয় না। যদি কোন ইংরাজ ধর্ম্মালয়ের (চর্চ্চ) পার্শ্বে কেহ হিন্দু দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পূজা ও কাঁসা ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্যোদ্যম করে খৃষ্টধর্ম্মোপাসকেরা কি তাহা কোন ক্রমে সহ্য করিতে পারেন? তাঁহারা কি সে অনুষ্ঠান হইতে দেন? কখনই নয়! মুসলমানেরা তাহাদিগের মসজিদের পার্শ্বে ঐরূপ হিন্দু দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত অথবা তাহাদিগের ধর্ম্মবিরুদ্ধ শূকরমাংস বিক্রয় হইতে দেখিয়া কখন কি নিস্তব্ধ হইয়া থাকিতে পারে? হয় তাহারা হিন্দু দেবালয় ভগ্ন করিয়া দেয় না হয় তন্মূলক নিত্যই বিষম বিবাদ বিসম্বাদ করিতে থাকে।

অতএব মুলতানের হিন্দুরা তাহাদিগের পল্লী মধ্যে গোমাংস বিক্রয় দর্শন করিয়া যে অসুখী হইবে আর তাহারা যে সেই মাংস বিক্রয় নিষেধ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাইবে তাহা অনৈসর্গিক নহে। রাজপুরুষেরা হিন্দু পল্লী পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে যদি ঐ মাংস বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দেন, সকল আপদের শান্তি হইয়া যায়। আর ঐ ব্যবস্থা করিলে মুসলমানদিগেরও অভীষ্ট মাংস লাভের ব্যাঘাত হয় না এবং হিন্দুদিগেরও হৃদয়ে পরিতোষ জন্মে। রাজপুরুষেরা কেন যে ইহার ব্যবস্থা করেন না তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। যেখানে ধর্ম্ম ও জাতিগত দ্বেষ চিরপ্ররূঢ় হইয়া চলিয়া আসিয়াছে সেখানে এক জাতির ভেদ বজায় হইলেও আর এক জাতির মনোবৃত্তির ব্যাঘাত জন্মিলে একের জয়োল্লাস ও অপরের যারপর নাই মনক্ষোভ জন্মে এটীও রাজপুরুষদিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। আর একটী বিশেষ কথা এই, মুলতান ও তাহার উপনগরে সমুদায়ে ৫৭০০০ লোকের বাস। ইহার মধ্যে ৪২৭৫০ হিন্দু ও অবশিষ্ট মুসলমান। উভয়ের বৈলক্ষণ্য করিয়া দেখিলে, মুসলমানের অপেক্ষা হিন্দু তিন গুণ অধিক। এত লোকের ধর্ম্মসংস্কারে আঘাত করিয়া চতুর্থাংশ লোকের সন্তোষসাধন চেষ্টা পাওয়াই বা কিরূপ রাজধর্ম্ম? আর যদি হিন্দুদিগের বাসের পূর্ব্বাবধি মুসলমানদিগের ঐ মাংস বিক্রয়ের রীতি থাকিত তাহা হইলে একদিন কথা ছিল। আবেদনপত্র দেখিলে বোধ হইতেছে তাহাও নহে। হিন্দুরা মুসলমানদিগকে সদ্ভাবে ঐ কার্য্য হইতে বিনিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টাও পাইয়াছিলেন। এরূপ স্থলে রাজপুরুষেরা স্বতন্ত্র স্থানে মাংস বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া বিবাদের যে শান্তি করিয়া দিতেছেন না এটী আশ্চর্য্যের বিষয়। আবেদনকারীরা আবেদনপত্র মধ্যে যে যে বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার কতকগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

১৮৪৯ অব্দে পঞ্জাবে বোর্ড এডমিনিষ্ট্রেশন যে অনুমতি করেন মুলতান নগর মধ্যে গো মাংস বিক্রয় তাহার বিরুদ্ধ।

ঐ বোর্ড এডমিনিষ্ট্রেশন যে সমস্ত আদেশ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে পাক করা গো-মাংস বিক্রয়ের অনুকূলে কোন অনুমতি ছিল না।

নগর মধ্যে পাক করা গো-মাংস বিক্রয়ের ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে; হ্রাস হইতেছে না। এটী হিন্দুদিগের ধর্ম্মসংস্কারের একান্ত বিরুদ্ধ।

সদর রাস্তার ধারেই গো-মাংস বিক্রয়ের দোকান সকল মনোনীত করা হইয়াছে। উহার চতুর্দ্দিকেই হিন্দুদিগের বাটী ও দোকান। তাহাদিগের নাসিকার অগ্রেই ঐ পাক করা মাংস বিক্রীত হইয়া থাকে। এটী হিন্দুদিগের ধর্ম্মভাবের একান্ত বিরোধী।

গবর্ণমেণ্ট পঞ্জাবের সমুদায় নগরেই গো-মাংস বিক্রয়ের নিষেধ করিয়াছেন। ঐ নিষেধের মধ্যে পাক করা গো-মাংস বিক্রয়ের কোন বিধি দেওয়া হয় নাই।

কতকগুলি মুসলমান এই কথা বলেন যে পাক করা গো-মাংস বিক্রয়ের দোকান বহু কালাবধি আছে। বাস্তবিক তাহা নয়। তাহা প্রমাণ করিবার ভার তাহাদিগের উপর। পক্ষান্তরে আবেদনকারীরা এই প্রমাণ করিতে পারে যে ঐরূপ দোকান কখন ছিল না। যাহারা ঐ প্রকার দোকান করিবার চেষ্টা পাইয়াছে তাহারা দণ্ডিত হইয়াছে। এরূপ পাঁচ ছয়টী মকদ্দমার কাগজ পত্র ডেপুটী কমিশনরের আপীসের রেকর্ডে আছে।

পঞ্জাব বোর্ড এডমিনিষ্ট্রেশন গো-মাংস বিক্রয়ের যে অবধি নিষেধ করিয়াছেন তদবধি গবর্ণমেণ্ট মুলতান নগর মধ্যে গো-মাংস বিক্রয়ের কোন আইন বা আদেশ করেন নাই। ইত্যাদি—

ইউরোপীয় সমাচার।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৩ ইমে। এইরূপ জনরব সম্রাটের গবর্ণমেণ্ট শাসন সংক্রান্ত নিয়মে পরিবর্ত্তন ও সংশোধন বিষয় চিন্তা করিতেছেন।

কেপ টাউন ৬ ই মে। ইংরাজ সৈন্যগণ চলিয়া আসিলে ট্রান্সভেয়ালের লোকদিগের রক্ষার্থ প্রবৃত্ত হইবার আশঙ্কা আছে।

রুষের মন্ত্রীসম্প্রদায় পদত্যাগ করিয়াছেন।

লণ্ডন ৬ ই মে। গ্লাডষ্টোন সাহেব পীড়িত হইয়াছেন।

পারিস ৬ ই মে। অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিগণ ম্যাঙ্কেটারিক সভায় ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

লণ্ডন ৭ ই মে। লর্ড হার্টিংটন গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন কাবুলের আমীর দূত প্রেরণ করিয়াছেন কি না ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এখন কোন নিশ্চয় সংবাদ পান নাই। পারস্যের আমীরকে তাঁহার পুত্রের প্রত্যাগমন বিষয়ে যেসকল সরকারী পত্র লিখিয়াছেন তিনি এবিষয়ে কি কর্ত্তব্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

ওয়াসিংটনস্থ ব্রিটিশ মন্ত্রী সার এডওয়ার্ড থরণটন সেণ্টপিটার্সবর্গে ইংরাজ দূতের কার্য্য করিবেন।

লণ্ডন ৮ ই মে। গত মাসে বিলাতে ৩৫২৫০০০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য আমদানী ও ১৮১২৫০০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য তথা হইতে রপ্তানী হইয়াছে। বিগত বর্ষের ঐ সময়ে যত টাকা মূল্যের দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী হয় তাহার সহিত তুলনা করিলে এবার ৫৭৭৫০০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য কম আমদানী ও ১৫০০০০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য কম রপ্তানী হইয়াছে।

জেড়া ৭ ই মে। আরবের কয়েটী জাতি মক্কা লুঠ করিয়াছে, ডাক বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতে যে সকল মুসলমান যাত্রী তথায় যাইতেছিল তাহাদিগের যথা-সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছে।

লণ্ডন ৯ ই মে। কেপ হইতে সংবাদ আসিয়াছে তথায় নূতন মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

স্কালান সাহেব প্রধান মন্ত্রী এবং এটর্ণি জেনেরলের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন এবং ম্যারিমেনো উপনিবেশিক সেক্রেটারি হইবেন।

আয়ার্লণ্ডে জোতজমার মূলক দাঙ্গা এখনও চলিয়াছে।

পারিস ৮ ই মে। আলজিরিয়ার সংবাদ এই, ফরাসী সেনাগণ টিউনিসের অভিমুখে ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছে।

তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট ও টিউনিসের সুলতান ফরাসী গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেছেন।

লণ্ডন ১০ ই মে। আর্ল বিকন্সফিল্ডের স্মরণার্থ ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবিতে স্তম্ভ স্থাপন প্রস্তাব ৩৮০ জনের মতে কমন্স হাউসে গত রাত্রিতে অবধারিত হইয়াছে।

লর্ড সভায় একমতে ঐ প্রস্তাব অবধারিত হইয়াছে।

কমন্স হাউসে গ্লাডষ্টোন সাহেব এবং লর্ড সভায় লর্ড গ্রানভীল সাহেব আর্ল বিকন্সফিল্ডের অতিশয় প্রশংসা করিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৯ ই মে। কনষ্টাণ্টিনোপলস্থ ফরাসী দূত এক পত্র দ্বারা তুরস্কের সুলতানকে জানাইয়াছেন, যদি টিউনিসে তুরস্ক সেনা প্রেরিত হয়, তাহা হইলে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট উহা বিবেচনা করিবেন যে, সন্ধির বিরুদ্ধ কার্য্য হইল।

টিউনিস ৯ ই মে। ফরাসী সেনাগণ বিনা বাধায় [illegible] দুর্গ হস্তগত করিয়াছে।

আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া ৯ ই মে। বলগেরিয়ার রাজপুত্র [illegible] দ্বারা জানাইয়াছেন এক্ষণে তথায় যে শাসন-প্রণালী প্রচলিত আছে তদনুসারে তদ্দেশ শাসন করা দুঃসাধ্য। যদি [illegible] মেণ্ট সভা উহার সংশোধন না করেন তিনি পদত্যাগ করিবেন।

লণ্ডন ১২ ই মে। ব্রাডল এক্ষণে পত্র [illegible]

শুনিতে পাওয়া যাইতেছে নিউটন নামক গ্রহকে আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব। ইহা এখন প্রতি সেকেণ্ডে দুই শত মাইল করিয়া ভ্রমণ করি- করিতেছে। ক্রমশঃ যত ইহা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইবে ততই ইহার গতি বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। এবং অবশেষে যখন ইহা ঘণ্টায় ২০,০০০০০০ মাইল করিয়া ভ্রমণ করিবে তখন ইহার আক র্ষণ-শক্তি এতদূর প্রবল হইয়া উঠিবে যে উক্ত গ্রহ তাহার গমন পথ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িবে। এইরূপ গ্রহ বিশৃঙ্খলা বশত সূর্য্যের উত্তাপ এতদূর প্রখর হইবে যে কোন প্রাণীই জীবন ধারণ করিতে পারিবে না।

অষ্ট্রীয়ার সেনাদলের একজন কর্ম্মচারী বলেন "মধ্যে মধ্যে ঝটিকা বৃষ্টি বজ্রপাত প্রভৃতি যেরূপ আবশ্যক পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এক একবার যুদ্ধ করা ও তদ্রূপ প্রয়োজনীয়।"

বিগত ৪ ঠা মে রাত্রি তিন ঘটিকার সময়ে গৌহাটী এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে অত্যন্ত ঝড় হইয়া গিয়াছে। দার্জ্জিলিঙেও ইহার প্রকোপ দেখা গিয়াছিল।

ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মদেশের ৭৭ নম্বর সেনাদলের তিন জন সৈনিক এক দিবস বৈকালে শীকারে বহি র্গত হয়, কিছু পরে একটী বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাওয়া যায়। তৎশ্রবণে ব্রহ্মদেশবাসী কতিপয় ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল এক ব্যক্তি শয়ান রহিয়াছে ও সৈনিকত্রয় তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। অবশেষে অনুসন্ধানে জানা গেল হত ব্যক্তির নিকট পঞ্চাশ টাকা থাকাতে সৈনিকত্রয় লোভের বশবর্ত্তী হইয়া উহাকে গুলি করে।

ষ্টোকস সাহেব ফৌজদারী আইনের সংশোধন উপলক্ষে ব্যবস্থাপক সভায় আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করিয়াছেন তাহার ৪৬৬ ধারায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, মফঃস্বলের মাজিষ্ট্রেটগণ কোন ইউ- রোপীয় ব্রিটিশ প্রজার উপর তিন মাস কারাবাসের অপেক্ষা কঠিন শাস্তি দান করিতে পারিবেন না, কিন্তু উক্ত বিষয়ের ৩২ ও ৩৩ ধারায় নির্দ্দিষ্ট হই য়াছে যে, মফঃস্বলের মাজিষ্ট্রেটগণ এতদ্দেশীয় প্রজা- দিগকে ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কারাবাস দণ্ড দিতে পারি- বেন। পাণ্ডুলেখ্যের ৪৪৯ ধারায় ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে, সেসন আদালত ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাকে এক বৎসরের অধিক মেয়াদ দিতে পারিবেন না কিন্তু উক্ত পাণ্ডুলেখ্যের ৩২ ও ৩৩ ধারায় বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে সেসন আদালত এতদ্দেশীয় প্রজাগণকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ ও মৃত্যুদণ্ড প্রভৃতি যাবতীয় মানুষিক দণ্ড দিতে পারিবেন। আপীলের বিষয়ে ৪১৬ ধারায় ব্যবস্থা দেওয়া হই য়াছে কোন ইউরোপীয়ের যদি এক দিন অথবা এক ঘণ্টা মেয়াদ হয় বা এক পয়সাও জরিমাণা হয় তাহা হইলে সে আপীল করিতে পারিবে কিন্তু এতদ্দেশী- য়ের দুই মাস মেয়াদ ও পঞ্চাশ টাকা জরিমাণা বা বেত্রাঘাত হইলে তাহার আপীল চলিবে না।

রুশের বর্ত্তমান সম্রাট দুষ্ট ব্যক্তির চরিত্র সংশো- ধনের একটী উত্তম উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি দ্বীপান্তরিত ব্যক্তিদিগের প্রতি এই আদেশ দিয়াছেন যিনি তিন বৎসর সচ্চরিত্রতার সহিত কার্য্য করিতে পারিবেন তিনি তিন বৎসর পরে প্রতি নিবৃত্ত হইয়া যেমন কার্য্যের যোগ্য হইবেন তেমনি সরকারী কার্য্য করিতে পারিবেন।

কার্য্য বাহুল্য নিবন্ধন পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের মোগল সরাই ষ্টেষণ হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত আর একটী রেলওয়ে খোলা হইতেছে।

যে সকল কল জল ও কয়লার সাহায্যে চলে সর্ব্বদা তাহার পরীক্ষা করা উচিত। কিন্তু অনেক স্থলে নয় মাস ছয় মাসেও তাহা ঘটে না বলিয়া সময়ে সময়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণ মেণ্ট নাকি এই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়রদিগের দ্বারা নিয়মিত সময়ে ঐ সকল কলের তত্ত্বাবধান করাইবার সংকল্প করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কলিকাতার এল- বার্ট স্কুল কালেজরূপে পরিণত হইল। ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরল ইহাতে ফাষ্ট আর্ট অধ্যয়ন পড়াইবার আদেশ দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট দেশীয়দিগকে যাহাতে উচ্চ শিক্ষা দান না করেন আজকাল কতকগুলি অদূরদর্শী ইংরাজ তজ্জন্য যেরূপ চীৎকার করি- তেছেন কালে তাঁহাদিগের মনোরথ সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে। যাহা হউক যাহাতে দেশীয়দিগকে গবর্ণমেণ্টের অধিক মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে না হয় কোনরূপে তাহার উপায় হইলেই ভাল হয়।

হুগলী হইতে একব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির হুগলি ষ্টেশনের বুকিংক্লর্ক বাবু নীলমণি চৌধুরী অত্যন্ত অমায়িক মিষ্টভাষী নিরহঙ্কৃত ও স্বীয় কর্ত্তব্য-কার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ লোক। নীলমণি বাবু সর্ব্বসাধারণ আরোহী বিশেষতঃ স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধ আরোহীদিগের প্রতি বিশেষ সদয়। যাহাতে সকলে বিনা ক্লেশে টিকিট পায় ও কেহ কোন প্রকার অত্যাচারগ্রস্ত না হয় এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ যত্ন ও দৃষ্টি আছে। ইষ্ট ইণ্ডি- য়ান রেলওয়ে কোম্পানি ব্যবসায়ী লোক। তাঁহারা নীলমণি বাবুর সদৃশ যত উপযুক্ত নিরহঙ্কৃত ও সচ্চরিত্র লোক রাখিবেন ততই ব্যবসায়ে লাভবান হইবেন। আমরা নীলমণি বাবুকে অপেক্ষাকৃত উচ্চ পদে অধিরোহিত দেখিতে ভাল বাসি।

নিম্ন লিখিত পুস্তক ও মাসিক পত্র গুলি সমা- লোচনার্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। যথা—ভগ্ন হৃদয়, নারদ আউর বংস সম্বাদ, পুষ্পমালা, মদিরা, রুদ্রচণ্ড, দেবনাথ চরিতম্, পরাসর সংহিতা, সাম বেদ সংহিতা, যোগেশ কাব্য, রামায়ণ ও মহাভারত, মে মাসের বেঙ্গল ম্যাগাজিন ও খ্রীষ্টীয় বান্ধব। আগামী সপ্তাহে আমরা ইহার কতকগুলির সমা- লোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

নিম্ন লিখিত জেলা সমূহে নিম্নোক্তরূপ জনসংখ্যা গৃহীত হইয়াছে। যথাঃ—বাঁকুড়া ১০৪৪১০৫, বীর- ভূম ৭৯২৪১১, হুগলী ১০০৭৪৪৫, হাবড়া ৬৩৪০০৯৫, ২৪ পরগণা ২২১০৮৯৮, নদীয়া ২০২২৫৪৫ যশোহর ২২১০৮৯৮, মুরসিদাবাদ ১২ ৮২৫, দিনাজপুর ১৫১৪- ৯২৬, রাজসাহী ১৩৩২৩৭ রঙ্গপুর ২১৬৯৬৯৯, বগুড়া ৭৩৩৫৪৬, পাবনা ১৩১২৯৭৭, দার্জ্জিলিং ১৫৭০৩৮, জলপাইগুড়ি ৫৭০২১০, কুচবিহার ৬০০০৫৬, ঢাকা ২১৯৬৫৪১, করিদপুর ১৬১৪০৮৩, বাখরগঞ্জ ২৮৮৫১৮৩ ময়মনসিং ২৯৫০১০০ চট্টগ্রাম ১১২০৯৩৭, ত্রিপুরা ১৪৯১৭৬২, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ ১০১৪৩৭ পাটনা ১৭৯৬৬৪৯, গয়া ২০৫৭৯৮০, সাহাবাদ ১৯৪০৯৫৪, দ্বারভাঙ্গা ২৫৭৮০৯০ সারণ ২২৯১১১২, চম্পারণ ১৭০৮৪১৯, মুঙ্গের ১৯৫৫১২০ ভাগলপুর ১৯২৩০৭৬, পুর্ণিয়া ১৮২৩৭১৭, মালদহ ৭১০৩২০ সাঁও- তাল পরগণা ১৪৫৭৪৫৩, কটক ১৭৩১৫৪৬, পুরী ৮৮৫৭৯৪, বালেশ্বর ৯৪২৪১৬ হাজারিবাগ ১০৭০ ৪৮৬ সিংহভূম ৫৩১৩৪৮ মানভূম ১০৪২১১৭, বর্দ্ধমান ১১২১৫৬৭ মেদিনীপুর ২৫১৭২১২, নওয়া খালী ৯০৭৬০৬, ত্রিপুরা পাহাড় ৩৮০৮২, উড়িষ্যার করদমহল সমূহে ১৬১৮৭৪৭, ছোটনাগপুরের মহল সমূহ ৬৯৬৫৫৬।

আমাদিগের এখানে গত শুক্রবার হইতে বিল- ক্ষণ বারি বর্ষণ হইতেছে। আকাশ সর্ব্বদাই মেঘা- চ্ছন্ন।

আমরা কলিকাতা গেজেটে দেখিয়া সন্তুষ্ট হই- লাম বাবু জগদীশনাথ রায় কলিকাতার প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। জগদীশ বাবু অনেক দিন নাকি যোগ্যতা সহকারে পুলিস সুপ রিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিয়াছিলেন।

গবর্ণমেণ্টের ৪ টাকা সুদের কাগজ।

১০২৸৶ হইতে ১০২৸৵০

৪৸০	১৮৭০ (১৮৮৫)	১০৩
৪৸০	১৮৭১ (১৮৮১)	১০২৸৶০ " ১০২৸৵০
৪৸০	১৮৭৮-৭৯ (১৮৯৩)	} ১১১৷০ „ ১১০৷০
৪৸০	১৮৭৯ (১৮৯৩)	
৫	১৮৬৭ (১৮৮২)	১০১৷০

বিজ্ঞানবলে [illegible] নূতন [illegible] সৃষ্টি হইতেছে। আজকাল আমেরিকায় পৃথিবীর অন্যান্য [illegible] অপেক্ষা বিজ্ঞানের চর্চ্চা অধিক [illegible] বা সর্ব্বাপেক্ষা [illegible] অনুষ্ঠান করিয়া জগতে বিজ্ঞা- [illegible] প্রকাশ করিতেছেন। সম্প্রতি [illegible] এক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত কয়লার গুঁড়া এবং [illegible] তক্তা ও কড়ি কাষ্ঠাদি প্রস্তুত করিবার [illegible] তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা যেমন হাতে টীকা লয় বিলাতের সুন্দরী রমণীগণ সেরূপ লয় না, হাতে টীকা লইলে সৌন্দর্য্যের হানি হয় বলিয়া [illegible] ও আমেরিকার সুন্দরী স্ত্রীলোকেরা পায় [illegible] টীকা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

সঙ্গীতানুরাগী ডাক্তার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর [illegible] ও বৌকুণ্ঠের যাত্রার দলের অধ্যক্ষদিগকে এক একটী পদক পুরস্কার দিয়াছেন।

বিধবা বিবাহ মহা পাপ বলিয়া যাহাদের ধারণা আছে ভারতবর্ষে ২০ ও ৩০ হইতে [illegible] বৎসর বয়স্কা এমন ৬০ লক্ষ বিধবা আছে।

বিলাতে অন্ধদিগকে সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ৮০ জন লোক তথা হইতে উক্ত বিদ্যায় পারদর্শীতা লাভ করিয়া বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া সুখে দিনপাত করিতেছে।

পেশোর এখন নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর স্থান হইয়া [illegible] গবর্ণমেণ্ট তথা হইতে সেনানিবেশ তুলিয়া আটকে লইয়া যাইতেছেন।

আমাদের [illegible] মত নানা প্রকার পরীক্ষা দ্বারা [illegible] ও [illegible] আবিষ্কার [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন।

মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন অগ্রাহ্যে [illegible] উঠিয়া যাইবে, কিন্তু উহা একবারে লোপ হইবে না। শুনা যাইতেছে সংশোধন করিয়া উহাকে [illegible] আইনভুক্ত করা হইবে। আইনটী যখন [illegible] হইয়াছে তখন কোন বিধিবদ্ধ [illegible] করা নহে। তাহা রাখিলেই [illegible] কথা। [illegible] যদি যথার্থই [illegible] উহা তুলিয়া দিতে অভি- [illegible] তাহা হইলে দেশীয় সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা যাহাতে নিঃশঙ্কচিত্তে স্বাধীন [illegible] ব্যক্ত করিতে পারেন তাহার [illegible] অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করুন। [illegible] সংশোধনই করুন আর যাহাই করুন লিটনের ন্যায় অপরিণামদর্শী লোকের হাতে ভারত শাসনের ভার পড়িলে উহা আবার নবীভূত হইয়া দেখা দিবে।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক একটী বালক চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত গত শুক্রবারের পূর্ব্ব শুক্রবার বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে মেডিকাল কালেজে অধ্যয়ন করিতেন।

সুলভ সমাচারে দেখা গেল রাজসাহীর পোষ্ট মাষ্টারের ২০০ টাকা তহবিল কম হওয়ায় তাঁহার ও মনি অর্ডার আপীসের একজন কেরাণীর নামে অভিযোগ হয়। পোষ্ট মাষ্টার একজন সাহেব, তিনি কেবল কর্ম্মচ্যুত হইলেন কিন্তু কেরাণী বাবু একজন এদেশীয় লোক, তাঁহার ৫ বৎসর মেয়াদ হইল। কিছু দিন পরে পোষ্টাল হিসাবের একজামিনর বাবু সূর্য্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায় রাজসাহী ডাকঘরের হিসাব পরীক্ষা করিতে আসেন। তাহাতে প্রকাশ হইল যে ২০০ টাকা তহবিল কম হওয়া আদৌ মিথ্যাকথা। তহবিল কমে নাই। একটী হিসাব জমা খরচ করিতে ভুল হওয়ায় কৈফিয়তে ২০০ টাকা বেশী দাড়াইয়াছিল। এদিকে আট নয় মাস হইল গরিব কেরাণীর মেয়াদ হইয়াছে।

পারস্যের সাহ ইংরাজদিগের উপর বিরক্ত হইয়া রুশের সহিত মিত্রতা করিবার অভিপ্রায়ে বর্ত্তমান সম্রাটকে পত্র লিখিয়াছেন। সাহের একজন বিশ্বাসী লোক শীঘ্রই ভারতবর্ষে আগমন করিবেন। ভারতবর্ষে পারস্যের যে সকল লোক আছে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন, ধর্ম্ম উপার্জ্জন ও বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে তাহাদিগের কোন ব্যাঘাত হইতেছে কি না, তিনি সেই সকলের পর্য্যালোচনা করিয়া সাহকে সংবাদ দিবেন।

রুশে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ক্রমেই বাড়িতেছে। ওরেনবর্গের কৃষকেরা আত্মীয় পুত্র কন্যাদিগকে খাদ্য দ্রব্যের বিনিময়ে ছাড়িয়া দিতেছে।

পৃষ্ঠে নাম লিখিয়া গবর্ণমেণ্টের কাগজের সুদ লইবার রীতি ছিল। কিন্তু নূতন নিয়মানুসারে তাহা আর করিতে হইবে না। সুদের স্বতন্ত্র রসিদ দিলেই চলিবে। কেবল হস্তান্তর করিতে হইলে পৃষ্ঠে লিখিয়া দিতে হইবে।

মুলতানের মুসলমানেরা হিন্দুদিগের সহিত বিবাদ করিয়া গোমাংস বিক্রয়ের জন্য দোকান খুলাতে হিন্দুরা উঁহাদিগের বিরুদ্ধে মকদ্দমা করিবার অভিপ্রায়ে ৭০ হাজার টাকা চাঁদা তুলিয়াছে।

অন্তঃপুরচারিণীদিগকে ঋণের নিমিত্ত ধৃত করিবার যে আইন হইয়াছে তাহার সংশোধন প্রার্থনায় কলিকাতার হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় জাতি পরস্পর একত্র হইয়া গবর্ণর জেনেরলের নিকট আবেদন করিবার কল্পনা করিয়াছে।

রাজমহল হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তথায় গত বৃহস্পতিবারে পণ্ডিত আত্মানন্দ স্বামীর যত্নে একটী সাধারণ সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় গোবধ নিবারণ সম্বন্ধে তিনি একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটী সকলের মনোমত ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সভাস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহার যুক্তি ও উপদেশানুসারে স্থির করিয়াছেন যে, অতঃপর গোবধ নিবারণ করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইবেন। আর কেহ যাহাতে মুসলমানের নিকট গরু বিক্রয় করিতে না পারে তাঁহারা তাহারও চেষ্টা করিবেন। যদি কেহ বিক্রয় করে তাহা হইলে তাহাকে সমাজচ্যুত করিবেন। তাঁহারা ইহাও স্থির করিয়াছেন যে গোয়ালারা মুসলমানদিগের নিকট বেশীভাগ গোরু বিক্রয় করে তজ্জন্য তাহাদিগকে বিশেষ সাবধান করিবেন তাহারা তাহা না শুনিলে তাহাদিগকেও সমাজচ্যুত করা হইবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৪ ঠা মে ১৮৮১। বাগরগঞ্জের অন্তর্গত পাটুয়াখালীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু দীননাথ [illegible] সাহাবাদে বদলী হইলেন।

পূর্ণিয়ার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এল [illegible] জোন্স বাগরগঞ্জে বদলী হইলেন।

বাবু শশিমোহন তালুকদার চট্টগ্রামের স্থায় রেজিষ্টারি কার্য্যের নিমিত্ত কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর সবডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

হুগলীর প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য দিনাজপুরে বদলী হইলেন।

৫ ই মে। পূর্ণিয়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ. [illegible] ২০ এ [illegible] হইতে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

হুগলীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার সি. সি. [illegible] ২০ এ তারিখ হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

বাগরগঞ্জের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ এফ, এচ, মাকলিয়ালিন ১ লা হইতে প্রথম শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী আবদুল গফুর ঢাকায় বদলী হইলেন।

৬ ই মে। ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কেদারনাথ দত্ত টাকিতে গবর্ণমেণ্ট

ইংরাজী বিদ্যালয় জন্য ভূমীর সংগ্রহার্থ ১৮৭০অব্দের দশ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ঢাকা বিভাগের ভার প্রাপ্ত সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু ভোলানাথ দাস ময়মনসিংহে কার্য্য করিবেন।

এচ, জি, কুক কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন এবং অন্য আদেশ হওয়া পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

৯ ই মে রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর বকলাণ্ড সাহেব কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করাতে প্রেসিডেন্সি বিভাগের বিদায় প্রাপ্ত বর্দ্ধমানের কমিশনর আর, এল, মাঙ্গলস ১৮ ই হইতে তৎপদে নিযোজিত হইলেন কিন্তু যাবৎ তিনি প্রত্যাগত না হইতেছেনতাবৎ বঙ্গ দেশীয় গবর্ণমেন্টের রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগের সেক্রেটারি জে, রেনল্ড রেভিনিউ বোর্ডের প্রতিনিধি মেম্বরের কার্য্য করিবেন।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের প্রতিনিধি কমিশনর এফ, সি, পিকক ১৮ ই তারিখ হইতে কার্য্য করিবেন।

ঢাকার প্রতিনিধি কমিশনর এফ, এচ, পিলো ১৮ ই তারিখ হইতে কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার সি, সি, স্টিভন্স ১৮ ই হইতে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

মালদহের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার আর পোর্ব ১৮ ই হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

মুঙ্গেরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জি, এম কুরি ১৮ ই হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন এবং ২ য় আদেশ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

রাজসাহীর দ্বিতীয় শ্রেণীর জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এচ, জি, সাপ প্রথম শ্রেণীর জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এল, সি, আবট ২ য় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

১০ ই মে। কিছু দিনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের পদোন্নতি হইল।

ভাগলপুরের অন্তর্গত সুপুলের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় চতুর্থ শ্রেণী। মুঙ্গেরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ছোটনাগপুরের পার্সনাল আসিষ্টাণ্ট কমিসনর বাবু রাজগোপাল রায় পঞ্চম শ্রেণী। মালদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী মহম্মদ আবদুল কাদের, মজঃফরপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শাস্তুপ্রসাদ, ও কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায় নদীয়ার অন্তর্গত বনগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,নওয়াখালীর ফেনি রিভর ডিবিজনের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু সারদাপ্রসাদ সরকার, সারণের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার মৌলবী জাকের হোসেন, চট্টগ্রামের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু তারিণীলাল চৌধুরী ষষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

সারণের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ, পি, ম্যাকডোনাল্ড ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের বাণিজ্য ও রাজস্ব বিভাগে কার্য্য করিবেন।

হুগলীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার সি, সি, কুইন সারণের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

হুগলীর প্রতিনিধি জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার আর কর্নিস ২ য় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত বিভাগে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

সারণের অন্তর্গত সেওয়ানের ভার প্রাপ্ত প্রতিনিধি জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এফ, বি, টেলর ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৬ ই মে। হাজারিবাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ, এচ, কলিন্স ১৮৮০ অব্দের ৩ আইনের ৩ ধারা অনুসারে হাজারিবাগের প্রথম শ্রেণীর কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৯ ই মে। বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ সারণের মুন্সেফ হইলেন এবং সচরাচর সেওয়ানে থাকিবেন।

১০ ই মে। বাবু জগদীশনাথ রায় ১৮৭৭ অব্দের ৪ আইনের ৮ ধারা অনুসারে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

বর্দ্ধমানের মুন্সেফ বাবু প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল ২ য় আদেশ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানের সুবর্ডিনেট জজের কার্য্য করিবেন।

বাবু অঘোরচন্দ্র হাজরা বর্দ্ধমানে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং সচরাচর উক্ত বিভাগের সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।

পুর্ণিয়ার অন্তর্গত আরারিয়া ও কৃষ্ণগঞ্জের মুন্সেফ সাহ লতাফৎ হোসেন ত্রিহুতে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং তাজপুরে থাকিবেন।

বাবু শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পূর্ণিয়ার মুন্সেফ হইলেন কিন্তু সচরাচর আরারিয়ায় থাকিবেন।

সাঁওতাল পরগণার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ই, বি, হারিস লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন প্রদেশ সমূহের জষ্টিস অব পীস হইলেন।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বুদবুদের মুন্সেফ বাবু চন্দ্রকুমার দাস ফরিদপুরে বদলী হইলেন কিন্তু প্রায় মাদারিপুরেই থাকিবেন। এই আদেশ নিবন্ধন ইহার উপর ঢাকার অন্তর্গত কালীগঞ্জে যাইবার যে আদেশ হয় তাহা রহিত হইল।

ফরিদপুরের অন্তর্গত মাদারিপুরের মুন্সেফ বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ ঢাকার অন্তর্গত কালীগঞ্জের মুন্সেফ হইলেন।

চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশের সহকারী কমিশনরের ক্ষমতা কক্স বাজারের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের উপর ন্যস্ত হইল।

সংবাদদাতার পত্র।

শান্তিপুর।

(১২ ই মে, ১৮৮১।

নদীয়া বিভাগের পোষ্ট আফিস সমূহের ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ ঘোষাল মহাশয় কর্ত্তৃক এখানকার পোষ্ট আফিসটী পরিদর্শিত হইয়া গিয়াছে। ভোলানাথ বাবু পরিদর্শন কার্য্য পরিসমাপ্তি পূর্ব্বক যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা সমীচীনরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, অত্রত্য পোষ্ট আফিসের কার্য্য-প্রণালী প্রত্যাশানুরূপ বিশুদ্ধ বটে। সব পোষ্টমাষ্টর বাবু রামচরণ চট্টোপাধ্যায় ও ক্লার্ক যজ্ঞেশ্বর রায় পোষ্টালবিভাগের বহুদর্শী ও পরিশ্রমশীল কর্ম্মচারী, এজন্য ইহাঁদের কার্য্যে প্রায় সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ ইহাঁদের চরিত্র এমনি পবিত্রভাবাপন্ন যে, স্থানীয় প্রায় যাবতীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি রামচরণ ও যজ্ঞেশ্বরের গুণের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন।

আমরা কোন প্রামাণিক ব্যক্তির বাচনিক পরিজ্ঞাত হইলাম যে আগামী জুলাই মাসের প্রারম্ভে পোষ্টআফিস সমূহে সেভিংব্যাঙ্ক সংস্থাপিত হইবে। মণিঅর্ডর প্রবর্ত্তিত করিয়া পোষ্টাল বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বিলক্ষণ লাভবান হইয়াছেন, এজন্য সেভিংব্যাঙ্ক সংস্থাপনার্থ তাঁহারা বড় শশব্যস্ত। বস্তুতঃ পোষ্ট আফিস সমূহে সেভিংব্যাঙ্ক সংস্থাপন করা একান্ত বাঞ্ছনীয়, কারণ উহাতে রাজা প্রজা উভয়েরই বিলক্ষণ স্বার্থ সম্বন্ধ আছে। নগর, উপনগর ও গ্রামের পোষ্ট আফিসে যে সেভিংব্যাঙ্ক সংস্থাপিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে, তাহাতে স্থানীয় লোকেরা অন্ততঃ প্রতিদিন চারিআনা জমা দিতে পারিবেন ও সুদ শতকরা সাড়েচারি টাকার হিসাবে পাইবেন। এই প্রস্তাবটী যত শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করা হয়, ততই মঙ্গল। তবে এই প্রথাটী প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে পোষ্ট আফিস সমূহের কর্ম্মচারীর সংখ্যা কিছু কিছু বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইবে ও এই সঙ্গে পোষ্টমাষ্টর ডেপুটী পোষ্টমাষ্টর সব পোষ্টমাষ্টর ও ক্লার্কদের বেতনও কিছু বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া উচিত।

এক্ষণে গ্রীষ্মরাজ ভীমের ন্যায় পরাক্রম প্রদর্শন করিতেছেন এবং সূর্য্যদেবও যেন সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন,এতন্নিবন্ধন স্থানীয় প্রায় যাবতীয় সরোবর ও কূপাদি পরিশুষ্কপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। এক গঙ্গাই এখন আমাদের অনন্যগতি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সকলের ভাগ্যে ভাগীরথীর পবিত্র জীবন লাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, সাধারণ লোকের জীবন রক্ষার্থ আমাদের মিউনিসিপালিটীর ব্যয়ে কোন একটী সরোবর খনন করা হউক। এই হিতকর কার্য্যে কিঞ্চিৎ ব্যয় করিবার জন্য আমাদের ভূতপূর্ব্ব ভাইস চেয়ারম্যান যে টাকাগুলি স্বতন্ত্র জমা রাখিয়াছিলেন, তৎসমস্ত কি ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে ?

পবিত্র ভাগীরথী সলিলে প্রতিদিন স্নান করা আমাদের আশৈশব পরিচিত সংস্কার। এজন্য এখানকার সমস্ত নরনারী ও বালক বালিকা প্রায় প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের অধিকাংশ কুলকামিনী সুন্দর অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া গঙ্গাস্নানে গমন করিয়া থাকেন, এবং স্নানান্তে এমনি সূক্ষ্ম বসন পরিধান

করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন যে তদ্দর্শনে সহসা ইন্দ্রিয়দাসের মন বিচলিত হইয়া উঠে। ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মৃত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল ঐ কুৎসিত প্রথাটী উঠাইয়া দিবার জন্য বিস্তর উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রত্যাশানুরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এক্ষণকার কর্ত্তামহাপুরুষেরা যদি ঐ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে আশানুরূপ ফললাভ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু দুঃখের কথা কি লিখিব, আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই শয্যাগুরুর চিরক্রীত গোলাম, এজন্য গিন্নীর মন যোগাইবার জন্য আমরাই সূক্ষ্ম বসন ও অষ্টালঙ্কার পরাইয়া ছাড়িয়া দিয়া থাকি অন্য পরে কা কথা।

জামালপুর।

মধ্যে এখানে অত্যন্ত গ্রীষ্মের উত্তাপ বাড়িয়াছিল। দুই প্রহরের পর গৃহের বাহির হইবার যো ছিল না। আমরা যেন দগ্ধ নগরের মধ্যে বাস করিয়া দগ্ধ হইতেছিলাম। গ্রীষ্মের আতিশয্য বশতঃ বাজারে পাড়ায় ওলাউঠা রোগ আসিয়া দেখা দিয়া অনেকগুলি লোককে গ্রহণ করিয়াছে। কয়েক দিন পর্য্যন্ত ঐদিকে যাইতে সাহস হইত না; প্রত্যেক গৃহস্থ গৃহে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে ধুনা ও গন্ধক নিক্ষেপ পূর্ব্বক পার্শ্বে বসিয়া পুত্রশোকে এমন বিলাপ ও বক্ষে করাঘাত করিত যে দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। পরে গত সপ্তাহে যৎসামান্য বৃষ্টি হওয়ায় আজ কাল গ্রীষ্ম কিছু কম বোধ হইতেছে এবং রোগের প্রাদুর্ভাবও একটু যেন কমিয়াছে; ফলতঃ উপর্য্যুপরি ২। ৩ দিন সুবৃষ্টি না হইলে সাধারণের কোন বিশেষ উপকার হইতেছে না। সম্প্রতি আবার বৈদ্যপাড়ায় অসময়ে বসন্ত রোগ আসিয়া দেখা দিতেছে।

কয়েক দিন পূর্ব্বে একজন ফিরিঙ্গি তাহার স্ত্রীকে প্রহার করায় স্ত্রী আদালতে অভিযোগ করে এবং বিচারে ১০ টাকা অর্থদণ্ড হয়। এই ঘটনার পর স্বামী স্ত্রীর সহিত অত্যন্ত মন্দ ব্যবহার করেন এবং খেতে পরতে দেন না। স্ত্রী পুনরায় স্বামীর নামে খোরাক পোষাকের দাবিতে নালিশ করায় মুঙ্গেরের জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেটের বিচারে ২৫ টাকার হিসাবে মাসোহারা দিবার হুকুম হইয়াছে। শুনিতেছি স্বামী স্ত্রীকে ডাইভোর্স করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছে।

এখানকার ২। ১ টী ব্রাহ্ম, বাড়ীতে সত্যনারায়ণের সিন্নি দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এইরূপইত ভাল, দুই নৌকায় পা দিলে হঠাৎ পদ স্খলিত হইয়া বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

জামালপুরের বাজারের সন্নিকটস্থ বেশ্যা পল্লির মধ্যে যে একটী মদের ভাঁটী আছে, সম্প্রতি কতিপয় যুবকের ঐদিকে চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম। শুনিতেছি তাঁহারা ভাঁটিটী উঠাইয়া দিবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। কিন্তু কিরূপ উঠিয়া যাইবার দরখাস্ত করিয়াছেন বলিতে পারি না। যদি একেবারে উঠাইয়া দিবার দরখাস্ত করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই। আর যদি ঐস্থান হইতে স্থানান্তরে উঠিয়া যাইবার দরখাস্ত করিয়া থাকেন তাহা হইলে উত্তম স্থানেই ভাঁটী আছে। বর্ত্তমান স্থান বাজারের নিকট, বেশ্যা-পল্লির মধ্যে এবং সদর রাস্তার ধারে। লোকে সদাসর্ব্বদা বাজারে যাওয়ায় অনেক ভদ্র মাতাল দিবসে মদ্যপান করিতে পারে না; কিন্তু যদি অন্য স্থানে ভাঁটী উঠিয়া যায় মাতাল ভায়ারা দিন দুকুরে মদ পান করিয়া দেশ উৎসন্ন দিবে। আমাদের মতে ভাঁটী ঐ স্থানে থাকে তাহাতে ক্ষতি নাই তবে যাহাতে দুর্গন্ধ বাহির না হয় এবং রাস্তার ধারে বোতল খোলা থাকলা না ফেলে তাহার প্রতিবিধান করা উচিত।

মুঙ্গেরে মধ্যে একদল পার্শী আসিয়া হিন্দিভাষায় কীচক বধ নাটকের অভিনয় করিয়াছিল। অভিনয় কার্য্য নিতান্ত মন্দ হয় নাই।

গত শনিবারে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্যামাচরণ রায় মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভায় "কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ" এতদ্বিষয়িণী একটী বাঙ্গালা বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে নাস্তিক মতাবলম্বী ছিলেন, ক্রমে তাঁহার সাধু চেষ্টার দ্বারা ও ঈশ্বরের কৃপায় অন্যান্য ধর্ম্ম মত বিচার করিয়া অবশেষে বেদ বোধিত আর্য্যধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ তাহা তিনি স্বয়ং উপলব্ধি করিয়াছেন। এই বক্তৃতায় তিনি তাহাই উত্তমরূপে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মোৎসাহ ও সাধুভাব অতি প্রশংসনীয়। তাঁহার বক্তৃতার শেষ হইলে আমাদিগের মান্যবর শ্রীকৃষ্ণ বাবু তাঁহাকে ধন্যবাদ দান পূর্ব্বক এতদ্বক্তৃতার ও শাস্ত্রের অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ চ্ছলে একটী অনতি দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন।

একপত্রের সংবাদদাতা বা পত্র প্রেরক যদি কিছু অন্যায় লেখেন ভদ্র-রীতিতে সেই পত্রেই দেখাইয়া দেওয়া উচিত। অপর পত্রের সম্পাদকের ওরূপ পত্র নিজ পত্রে স্থান দান করা উচিত নহে। কারণ অপর সংবাদদাতার সে পত্র দেখিতে না পাওয়ার সম্ভাবনা। আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী সম্পাদক ঐরূপ একখানি পত্র নিজ পত্রে স্থান দান করিয়াছেন। তাঁহার সংবাদদাতা যদি আমাদের লিখিত বিষয় অবিকল সোমপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়া দোষ গুণ দেখাইতে পারিতেন তাহা হইলেও অনেকটা সুখের হইত।

কাল্না।

এখানে ভয়ানক জলকষ্ট হইয়াছে; পান করিবার মত জল প্রায় কোন পুষ্করিণীতেই নাই। সমস্ত জীব জন্তুই পানীয় জলাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। একে এই নিদাঘকালের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড বিশ্বসংসারকে দগ্ধ করিতে বসিয়াছে, তাহাতে আবার পানীয় জলের অভাবে ভীষণ যন্ত্রণা। দয়ালু গবর্ণমেণ্ট যদি কৃপাদৃষ্টি করেন তবেই মঙ্গল।

এখানে সিঁদেল চোরের দৌরাত্ম্যে লোককে শশব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, সে দিন ডেপুটী বাবুর বাটীতে সিঁদ কাটিয়া, সিন্দুক ভাঙ্গিয়া অনেক সম্পত্তি অপহরণ করিয়া লইয়া পলাইয়াছে। এ পর্য্যন্ত চোরের কোন সন্ধান হয় নাই। এখনও পুলিষের সতর্ক হওয়া উচিত।

চকের লোকদিগের সহিত বারুইপাড়ার লোকদিগের দলাদলি হইয়া সঙ বাহির হইতেছে। ধুমধাম ও মহা আড়ম্বরের সহিত উক্ত তামাসা সম্পন্ন হইতেছে; সে দিন চকের লোকেরা এক প্রকার কলের গাড়ী বাহির করিয়াছিল; তাহাতে অনেক দর্শকের রেলওয়ে গাড়ী বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল; ইহাতে উহারা বিলক্ষণ বুদ্ধিমত্তা ও বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিল।

যশোহর।

কোটচাঁদপুর, ২০এ বৈশাখ ১৮০৩।

আজ কাল এ প্রদেশে মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণ নিবন্ধন অত্যন্ত গরম হইয়াছে। অদ্যাপি এ দিকে আশাজনক বারি বর্ষণ না হওয়ায় বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব তিরোহিত হয় নাই।

এবৎসর এতদঞ্চলে যে প্রকার আম্রের মুকুল হইয়াছিল, সেরূপ আম্র জন্মে নাই। অধিকাংশ স্থানের লোকের মুকুল দেখাই সার হইয়াছে। কাঁটালের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল বলা যায়। স্থানে স্থানে কৃষকেরা ধান্য বপন করিতেছে। কোন কোন স্থানে ধান্যের চারাও বাহির হইয়াছে।

আউট পোষ্ট কোটচাঁদপুর হইতে বলুহরের মধ্য দিয়া জয়দীয়া পর্য্যন্ত একটী ফেরিফণ্ড রাস্তা হইলে ২০। ২৫ খানি গ্রামের অধিবাসীর যাতায়াতের সুবিধা হইতে পারে। ঐ রাস্তা সম্বন্ধে গত বৎসর নর্ব্ববিভাকরে কয়েক ছত্র লিখিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদিগের কথায় কর্ত্তৃপক্ষ কর্ণপাতও করেন নাই, ইহাই নিতান্ত দুঃখের বিষয়। এ দিকে বর্ষাকাল

আগত প্রায়। এই সময় ঝিনাদহের বর্ত্তমান সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মিঃ ডিয়ার সাহেব মহোদয় এ বিষয়ে একটু কৃপা কটাক্ষপাত করিলেই প্রাগুক্ত রাস্তাটী প্রস্তুত হয়। একবার বর্ষাকালে ঐ পথে হাকিমদিগের পদব্রজে গমন সাধারণের একান্ত প্রার্থনীয়।

আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, উপযুক্ত ছাত্র অভাবে কোটচাঁদপুরের বিদ্যালয়ের হীনাবস্থা হইয়াছে। ২। ১ টী ছাত্র ভাল বটে। উক্ত স্কুলের মাষ্টার ও পণ্ডিতদ্বয় সুশিক্ষিত শ্রমশীল বটেন কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষা ও যত্নে কি লাভ হইবে। উক্ত স্কুলে গবর্ণমেণ্ট ১৫ টাকা সাহায্য দেন। শুনা যাইতেছে ঐ সাহায্য বন্ধ হইবার সম্ভাবনা। আমরা এ সংবাদে যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি। কোটচাঁদপুর স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার বাবু কান্তিমণি দত্ত মহোদয়ের অতি যত্নে এই বিদ্যালয়টী হয়। জয়দীয়া স্কুলের অবস্থা সন্তোষ দায়ক।

কোটচাঁদপুর পোষ্ট আফিসের কিশোরী ডাক পিয়নের অনবধানতা বশত মাক্রুদহ জয়দিয়া প্রভৃতি গ্রামবাসীদিগের ডাকের পত্রাদি পাইতে কিছু বিলম্ব হইতেছে। এই সকল কারণে প্রাগুক্ত গ্রামদ্বয়বাসী কয়েকজন ভদ্রলোক নূতন একটা ডাকঘর স্থাপনে মনোযোগী হইয়া দরখাস্তও করিয়াছেন। কোটচাঁদপুরের বর্ত্তমান পোষ্ট মাষ্টার আমাদের বন্ধুবর বাবু প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট সানুনয় অনুরোধ তিনি পিয়নকে একটু শাসন করিয়া দিলে সে কার্য্যে শৈথিল্য করিতে পারিবে না এবং সাধারণে রীতিমত পত্র পাইবে।

আমরা সংবাদ পত্র বিশেষে অবগত হইলাম যে, যশোহর রেলওয়ে আপাততঃ কলিকাতা হইতে ৮ ক্রোশ ব্যবধান বারাশত পর্য্যন্ত খোলা হইবে। পরে বনগ্রাম হইয়া খুলনা পর্য্যন্ত যাইবে। এ সম্বন্ধে গত ৩০ এ চৈত্রের সোমপ্রকাশে গোবরডাঙ্গার একজন পত্রপ্রেরক যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহাতে অনুমোদন করি। যশোহরবাসীদিগের কি চিরকষ্টই থাকিয়া গেল! ইডেন সাহেবের কি দয়া হইবে না?

রাণীগঞ্জ—৯ ই মে।

সে দিন সিহাড়সোল রাজবাটীর একটী হস্তী ক্ষেপিয়া উঠে ও মাহুতের প্রাণ সংহার করে। এই ক্ষিপ্ততা এত প্রবল হয় যে কয়েক দিন এ অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে অতি সশঙ্কচিত্তে থাকিতে হয়। এই দুর্ব্বৃত্ততা ও উশৃঙ্খলতা দেখিয়া আমাদের দয়া-প্রবণ-চিত্ত মহারাণী মহোদয়া হস্তীটীর বধ সাধনে কৃতসংকল্প হন। এমন কি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া ২। ৩ বার গুলি নিক্ষেপ করেন। এমন সময়ে বর্দ্ধমান হইতে অপর এক জন মাহুত আসিয়া কৌশল জাল বিস্তার পূর্ব্বক হস্তীকে ধৃত করে। এখনও এটী ক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে। তবে তাহাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করা হইয়াছে বলিয়া লোকের আর কোন আশঙ্কা দেখা যায় না।

আমরা প্রায়ই আমাদের মাজিষ্ট্রেট কাম্পার্সি সাহেবের প্রশংসা শুনিতে পাই। বস্তুতঃ তিনি এক জন নম্র প্রকৃতি সদাশয় লোক। কি দেশীয়, কি ইয়োরোপীয়, সকলেরই প্রতি তাঁহার ব্যবহার অতি অমায়িক। এরূপ বিচারপতি বিচারাসনে যত আসীন থাকিবেন ততই আমাদের মঙ্গল ততই আমাদের আনন্দের বিষয়। তবে কাম্পার্সি সাহেবের নিকট আমাদের অনেকগুলি বলিবার কথা আছে। আশা করি তিনি সে গুলি বিবেচনাধীনে লইবেন।

১। নগর সমাজে নির্ব্বাচন প্রণালী প্রবর্ত্তন।

২। এই গ্রীষ্মের সময়ে এখানকার অধিবাসীদের বড় জলকষ্ট হয়। এই ক্লেশের প্রতিবিধান।

৩। মলমূত্র ত্যাগের জন্য পাইখানা নির্ম্মাণ।

৪। এখান হইতে সিহাড়সোলের দি যে রাজবর্ত্ম টী গিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে আরও কতকগুলি বৃক্ষ রোপণ।

৫। বালিকাদের শিক্ষার জন্য একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন।

শুনিলাম, আগামী সপ্তাহে এখানকার বিদ্যালয়ের বালকদিগকে পারিতোষিক বিতরিত হইবে। বালকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য এ বিতরণের অনুষ্ঠান হয়। আমাদের আশঙ্কা এই অনেক ভদ্র লোক উত্তাপ নিবন্ধন বিতরণি সভায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না। আমরা সম্পাদক অভয় বাবুকে অনুরোধ করি তিনি এ কার্য্যটী অন্য সময়ে সুনির্ব্বাহিত করেন।

শুনিলাম, সিহাড়সোল ইংরাজী বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকের সম্প্রতি বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। এটী অতি উত্তম কাজ হইয়াছে। সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কোন আশা ভরসা নাই। তাঁহাদের অবস্থা অতীব শোচনীয়। তাঁহাদের কোনরূপ উন্নতির কথা শুনিলে আমাদের বড় আনন্দ হয়। ভাল জিজ্ঞাসা করি, আর ২। ৩ টী শিক্ষক আমাদের মহারাণী মহোদয়ার এরূপ কৃপায় বঞ্চিত হইলেন কেন?

এটী কয়লা ব্যবসায়-প্রধান স্থান। কিন্তু এবার কয়লা ব্যবসায়ীদের ঘোর বিপদ উপস্থিত। কয়লা বিক্রয় নাই বলিলেই হয়। এইরূপ মান্দ্যভাব আর কিছু দিন থাকিলে এখানকার অনেকগুলি কুঠির কার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। তবে সুখের বিষয় অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য অতি সুলভ। লোকের কিছুমাত্র ক্লেশ নাই। এরূপ সু বৎসর আমরা বহুদিন দেখি নাই। কিন্তু এবারে এত উত্তাপ কেন? আর পর্জ্জন্যদেবেরই বা এত অকৃপা কেন? উত্তাপ দিন দিন অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে।

দ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ পঞ্চম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে যোগতত্ত্ব, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, বঙ্গদেশে দেব দেবী পূজার এত প্রাদুর্ভাব হইবার কারণ কি, মনুসংহিতা, দুঃশাসনের শোণিতপানোদ্যত ভীম, ভালবাসা, সংসারী ভারতের পতি বামদেব, সাংখ্যদর্শন, এই ৯টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতায় সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ৵১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য ২৲ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহ্বায়াসসাধ্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

মকরধ্বজ।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয়, এই ঔষধ দ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়। প্রতি বোতলের মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

ইহা ডাকে পাঠাইবার সুবিধা না থাকায় এইরূপ গুণযুক্ত বটিকা করিয়া পাঠান যায়।

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্নপ্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, .. " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।
কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "। ১৮ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৮ সাল। ১১ ই জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮১। ২৩ এ মে। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা,

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১২৮৭ সাল গত হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য গ্রহণের নিয়ম এ বিষয়টী বিশেষ করিয়া পাঠকগণের স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, তাহা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য।

যাঁহারা মনিঅর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভ্রম-প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। যথা—যিনি কাগজ লন, হয় ত তাঁহার কর্ম্মচারী মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরও কর্ম্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্ম্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, বাসগ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহাদের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক।

মাথা জালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা; মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৵৹ আনা।

দন্ত পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় ও মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

ইহার প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যাইবে।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

হিন্দুধর্ম্মের উদারতা ও নূতন হিন্দুশাস্ত্র প্রণয়নের আবশ্যকতা।

শেষ পত্র। (১)

এরূপ কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা কি প্রকারে অপরের কথার প্রতিবাদ করিতে হয় ও কি প্রকার রীতিতে অপরের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হয় তাহা বিশেষরূপ অবগত নহেন, অথচ স্বভাব গুণেই হউক, অন্য কোন কারণেই হউক কাহারও কোন কথা শুনিলেই তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদে অগ্রসর হইয়া থাকেন এবং প্রতিপক্ষকে ভট্টাচার্য্য মহাশয় দিগের ন্যায় গালি বর্ষণ করিয়া জয় লাভের আশা করিয়া থাকেন। যাঁহারা এরূপ করেন তাঁহাদের মধ্যে ভাগলপুরের পত্র প্রেরক শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়কে একজন জানিয়া গতবারে আমরা দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের কারণটী স্পষ্ট করিয়া লিখিলে ন্যায়-বিরুদ্ধ হইবে ও বিহারী বাবুকে সর্ব্বসমক্ষে অপ্রস্তুত করা হইবে ভাবিয়া আমরা কেবল ইঙ্গিতে তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলাম। বিহারী বাবু ইহাতে বিরক্ত হইয়াছেন এবং সেই জন্য আমাদিগকে এক প্রকার অজ্ঞ লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন যে, দুঃখের কারণটী স্পষ্ট করিয়া বলিলে তিনি তাহার অপনোদনে যত্নবান হইতেন।

তাঁহার এ কথাটী বড় ভাল কথাই হইয়াছে এবং সেই জন্য আমরা বাধ্য হইয়া আমাদের দুঃখের কারণটী এবারে স্পষ্ট করিয়া উপরে বলিলাম। দেখা যাউক তিনি তাহার অপনোদনের চেষ্টা করেন অথবা অগ্নিশর্ম্মা হইয়া অধিকতর গালি বর্ষণ করেন। ঔষধ-বিশেষের কারণ-বিশেষ সময় বিশেষে যে স্পষ্ট করিয়া বলিতে হয়, সময় বিশেষে ইঙ্গিত করিয়া বলিতে হয় এবং সময় বিশেষে একেবারেই যে গোপন রাখিতে হয় তাহা বোধ হয় বিহারী বাবু অবগত নহেন; যদি অবগত থাকিতেন তাহা হইলে আমাদিগকে অজ্ঞের সহিত তুলনা করিতেন না।

আমরাই প্রথমে হিন্দু ধর্ম্মের উদারতা প্রদর্শন করি। প্রমাণ করিয়া দিই যে, হিন্দু ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম নহে, ইহা কোন পুস্তক বিশেষে অথবা কোন ব্যক্তি-বিশেষের উপদেশে অথবা সামাজিক আচার ব্যবহার রীতি নীতির মধ্যে আবদ্ধ নহে। প্রমাণ করিয়া দিই যে, কালের মাহাত্ম্য ও সমাজের অবস্থানুসারে যখন যেরূপ ধর্ম্ম-গ্রন্থের প্রয়োজন, যেরূপ উপাস্য দেবতা ও উপাসনা প্রণালীর প্রয়োজন এবং যখন যেরূপ আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়াছে, ইহা তখনই তদনুরূপ ধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রসব করিয়াছে, তদনুরূপ উপাসনা-প্রণালী ও আচার ব্যবহার প্রভৃতির বিধি ব্যবস্থা করিয়া দিয়া নিজের উদারতার পরিচয় দিয়াছে। আমরা সেই জন্য বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী একখানি নূতন হিন্দু-ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রণয়নের জন্য উপযুক্ত হিন্দু সন্তানদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কারণ, যাহারা নিতান্ত মূর্খ, নিতান্ত গোঁড়া, নিতান্ত কুসংস্কারী অথবা অন্ধবিশ্বাসী তাহারা ব্যতিরেকে আর সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি প্রচলিত হিন্দু-শাস্ত্র সকল এই ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু-সন্তানদিগের কিছুতেই উপযোগী নহে। অতএব আমাদের কথার প্রতিবাদ করিতে হইলে হিন্দু-ধর্ম্ম যে উদার ধর্ম্ম নহে, এবং সময়োপযোগী নূতন হিন্দু-শাস্ত্র হিন্দুধর্ম্ম কখনই যে প্রসব করে নাই সুতরাং এখনও নূতন হিন্দু-শাস্ত্র প্রণয়ন করা কখনই যে সম্ভব নহে ইহা প্রমাণ করিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বিহারী বাবু এই দুইটী বিষয়ের কোনটীতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন? কৃতকার্য্য হওয়া দূরে থাক, বোধ হইতেছে এই দুইটী প্রধান বিষয়ের প্রতিবাদ করা তিনি মূলে আবশ্যকই বিবেচনা করেন নাই, অথচ আমাদের পত্রের প্রতিবাদচ্ছলে তিনি আজ কএক সপ্তাহ হইতে আমাদের সহিত বৃথা বাদানুবাদ করিয়া আসিতেছেন!! হয়ত তিনি আমাদের মুখে "হিন্দু-ধর্ম্মের উদারতার" কথা শুনিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়াছেন এবং বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু-সমাজের জয়জয়কার ভাবিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের উদারতা স্বীকার করিলেই হিন্দু শাস্ত্রের একাধিপত্য ও অনুশাসন বিলোপ হইয়া যাইবে, আবশ্যক হইলে বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র সকল ত্যাগ করিতে হইবে, ভিন্ন জাতির সহিত আদান প্রদান ও পানাহার করিতে হইবে, তেত্রিশ কোটী দেবতার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া এক দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, বিহারী বাবু এখনও হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। সেই জন্যই তিনি হিন্দু-ধর্ম্মের উদারতা সম্বন্ধে মৌনাবলম্বন করিয়াছেন অথচ নূতন হিন্দু-শাস্ত্র প্রণয়ন সম্বন্ধে কতকগুলি অকিঞ্চিৎকর ও অপ্রাসঙ্গিক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে হিন্দু-শাস্ত্রে মধ্যে সকলই আছে, কিছুরই অভাব নাই সুতরাং নূতন শাস্ত্র প্রণয়নের কোন প্রয়োজনই নাই; কিন্তু সে কথা আর চলে না দেখিয়া এবারে তিনি সে ধুয়া ত্যাগ করিয়া নূতন ধুয়া ধরিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, আমাদের অভিপ্রেত শাস্ত্রকে নূতন শাস্ত্র না বলিয়া সংস্কৃত-শাস্ত্র বলিলেই সঙ্গত হইত। পাঠক! এ সময়ে আপনাদের কি "নেই আংড়ের" কথা মনে পড়িতেছে না?

যাহা হউক আমরা জিজ্ঞাসা করি, প্রথমে বেদ তাহার পর স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতি প্রণীত হইয়াছিল কিন্তু তা বলিয়া কে কোথায় স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতিকে সংস্কৃত বেদ বলিয়া থাকেন? যখন তাহারা প্রণীত প্রচারিত হয় তখন সকলেই কি তাহাদিগকে নূতন শাস্ত্র বলিতেন না? আমাদের অনুরোধে বিহারী বাবুর যুক্তিটী হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য পাঠকেরা বর্ণপরিচয় পুস্তককে একবার বেদ মনে করুন। চিরউন্নতিশীল বালকের পক্ষে চিরকাল বর্ণপরিচয়ে আবদ্ধ থাকা কখনই সম্ভব নহে। বেদ যখন সমাজের অনুপযোগী হইয়াছিল তখন স্মৃতি শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়, সেইরূপ বর্ণপরিচয় যখন বালকদিগের অনুপযোগী হয় তখন বোধোদয় প্রভৃতি অন্যান্য নূতন গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। এই বর্ণপরিচয়ে যাহা আছে তাহার কিয়দংশ বোধোদয় প্রভৃতি সেই প্রকৃতির সমস্ত গ্রন্থে আছে, কিয়দংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং অপর কিয়দংশ নূতন সংযোজিত করা হইয়াছে। কিন্তু তা বলিয়া আজ-পর্য্যন্ত যত গ্রন্থ সংরচিত হইয়াছে তাহাদিগকে নূতন গ্রন্থ না বলিয়া সংস্কৃত বর্ণমালা বলা কি সঙ্গত হয়? যদি না হয় তবে স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র এবং ভবিষ্যতে যাহা প্রণীত হইবে তাহাদিগকে নূতন গ্রন্থ না বলিয়া সংস্কৃত বর্ণমালা বলা কি সঙ্গত হয়? যদি

ভগবতী বাবু প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তিনি এ বিষয়ে আর লিখিবেন না। আমরা বিহারী বাবুকে অনুরোধ করিতেছি, তিনি এ বিষয়ে ক্ষান্ত হন, এতৎসংক্রান্ত পত্র আর প্রকাশিত হইবে না। স।

না হয় তবে স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র এবং ভবিষ্যতে যাহা প্রণীত হইবে তাহাদিগকে নূতন শাস্ত্র না বলিয়া বেদের সংস্করণ অপবা সংস্কৃত বেদ বলা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? পাঠক দেখুন।

"করালভৈরবং চাপি যামলং বামমেব চ।
এব বিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি তু।
ময়া সৃষ্টানি চান্যানি মোহায়ৈষাং ভবার্ণবে॥"

শিব দেবীকে কহিতেছেন "করালভৈরব যামল বাম ও এইরূপ অন্যান্য মোহশাস্ত্র (তন্ত্র) সকল ভবার্ণবে লোকমোহনের নিমিত্ত আমি সৃষ্টি করিয়াছি।" তন্ত্রমধ্যে বেদ স্মৃতি ও পুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয় সকলের কোন কোন অংশ সঙ্কলিত এবং সেই সঙ্গে কোন কোন নূতন বিষয়ও সংরচিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি শিব বলিয়াছেন তিনি তন্ত্র শাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় তাঁহার একথা বলায় কোন দোষ হয় নাই। দেবতাভক্ত বিহারী বাবু শিবের উক্ত কথার প্রতিবাদ করিতে কি প্রস্তুত আছেন? যদি না থাকেন তবে সৃষ্টি অর্থে নূতন উৎপত্তি বলিবেন কি না? অর্থাৎ বেদ প্রভৃতির প্রতিপাদ্য বিষয় সকল তন্ত্রে গৃহীত হইলেও তাহাকে যখন নূতন শাস্ত্র বলিতে কোন বাধা নাই তখন ভবিষ্যতে যে কোন শাস্ত্র সঙ্কলিত ও সংরচিত হইবে তাহাকে কেন না নূতন শাস্ত্র বলা যাইবে?" এখানে শিব স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন তিনি তন্ত্রশাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। বিহারী বাবু এই সৃষ্টি অর্থে কি সংস্করণ বলিবেন? সৃষ্টি করাও যাহা নূতন উৎপাদ হওয়াও কি তাহা নহে? বেদ পুরাণ স্মৃতিসত্ত্বে যখন তন্ত্রশাস্ত্র নূতন সৃষ্ট হইতে পারিয়াছিল তখন বেদ, পুরাণ, স্মৃতি তন্ত্রশাস্ত্রসত্ত্বে এখনকার উপযোগী একখানি নূতন শাস্ত্র কেন না প্রণীত হইতে পারিবে?

বিহারী বাবু নিজ অভ্যাসানুসারে এবারেও সেই পুরাণ কথা লিখিয়াছেন যে, সুরাপানের সহিত ধর্ম্মত্যাগের কখনই তুলনা হইতে পারে না। অর্থাৎ তাঁহার মতে সুরাপায়ী অপেক্ষা ধর্ম্মত্যাগী অধিকতর অপরাধী। কিন্তু আমরা যে লিখিয়াছিলাম হিন্দু-সমাজ ধর্ম্মত্যাগীকে কখনই গুরুতর অপরাধী জ্ঞান করেন না, তাহা যদি করিতেন তবে তাঁহারা ব্রাহ্ম ও নাস্তিকদিগকে অবশ্যই সমাজচ্যুত করিতেন। আশ্চর্য্য এই, বিহারী বাবু এ কথার কোন উত্তরই দেন নাই, অথচ তাঁহার নিজের উক্ত বাক্যের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতেছেন। যদি অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় তাঁহার পত্রের সর্ব্বস্থানই এই প্রকার অসংলগ্ন বা অনর্থক বাক্যে পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যাইবে। যাহা হউক, তিনি এবারে সময়ের উপযোগিতা অনুসারে বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রের উপযোগীতা স্বীকার করিয়াছেন। বলিয়াছেন কলিকালে মনু অনুসারে চলা অসম্ভব বলিয়া পরাশর কলিকালের উপযোগী বিধি দিয়াছেন। যদি এরূপ হইল তবে শাস্ত্র বিশেষের অনুশাসন চিরকাল যে সমানভাবে থাকিবে না তাহা সপ্রমাণ হইতে আর অবশিষ্ট কি রহিল? সহজ কথায় ইহা বলিলেই কি যথেষ্ট হয় না যে, যতদিন সমাজ যে শাস্ত্রকে আপনাদের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করিবেন ততদিন তাহা সম্মানিত হইবে। আর যখন যাহাকে উপযোগী বলিয়া বিবেচনা না করিবেন তখন তাহা সুদূরে নিক্ষিপ্ত হইবে। অর্থাৎ মানুষ যত দিন যে শাস্ত্রকে আপনার জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেকের অনুমোদনীয় বলিয়া জানিবে, তত দিন তদনুসারে চলিবে, আর তাহার বিপরীত হইলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। একথা স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, শাস্ত্র অপেক্ষা আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেক শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রের আদেশ অপেক্ষা জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেকের আদেশই অধিকতর পালনীয়। আমরা সেই জন্যই বরাবর ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি যে, শাস্ত্র শাস্ত্র করিয়া আর চীৎকার করিবার প্রয়োজন নাই, যথেষ্ট হইয়াছে। শাস্ত্রের একাধিপত্য করিবার কাল তিরোহিত হইয়াছে, তবে যাহারা শাস্ত্রের সম্পূর্ণ গোঁড়া, শাস্ত্রের নাম শুনিলে যাহারা ভাবে গদগদ হইয়া উঠে, শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে যাহারা একপদ অগ্রসর হইতে পারে না, তাহাদের এখনকার উপযোগী একখানি নূতন শাস্ত্র প্রণয়ন করা কর্ত্তব্য। এই শাস্ত্রকে তুমি নূতনই বল, পুরাতনই বল, সংস্কৃতই বল, আর যাহা ইচ্ছা তাহাই বল তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই।

বিহারী বাবু অন্যান্য যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন আমরা এবারে তাহার কোন উত্তর দিব না (অন্যান্য বারে যাহা বলিয়াছি তাহাই যথেষ্ট) কারণ মূল বিষয় লইয়া বিচার করাই সঙ্গত। তবে এখানে একটি গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ করিতে আমরা বাধ্য হইতেছি। ইতঃপূর্ব্বে বিহারী বাবু লিখিয়াছিলেন "ভগবতী বাবুর প্রথম আপত্তি এই, যখন হিন্দু সমাজে অনেকে সুরেন্দ্রনাথ বরাটের ন্যায় গোপনে উচ্ছৃঙ্খল করিয়াও বিনা আড়ম্বরে বিনা গোলমালে ও বিনা আন্দোলনে সমাজে স্থান প্রাপ্ত হইতেছেন তখন * * * ঃ সমাজ সুরেন্দ্রকে লইয়া আন্দোলন করিয়া ভাল কাজ করেন নাই।" আমরা এ কথার প্রতিবাদ করি। বলি যে, আমরা এরূপ কথা কখনই বলি নাই। বিহারী বাবু আমাদের এ প্রতিবাদের উত্তরে এবারে লিখিয়াছেন "সত্য বটে, ভগবতী বাবু গোপনে উচ্ছৃঙ্খল, এই শব্দদ্বয় স্বতন্ত্রভাবে কোন স্থানে ব্যবহার করেন নাই কিন্তু যিনি তাঁহার প্রথম যুক্তিটীর সমুদয় অংশ মনোযোগ দিয়া পাঠ করিয়া দেখিবেন তিনি কখনই আমাকে ভগবতী বাবুর ন্যায় এ সম্বন্ধে অন্ধ কথা বলিতে পারিবেন না।" বিহারী বাবু আমাদের কোন প্যারাগ্রাফটীকে লক্ষ্য করিয়া "প্রথম যুক্তি" বলিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের পত্রের যে অংশে "গোপনে" ও "প্রকাশ্যভাবে" অখাদ্য ভক্ষণ আছে তাহা আমরা পশ্চাতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাহা দ্বারা নিশ্চয়ই সপ্রমাণ হইবে যে আমরা যাহা বলি নাই বিহারী বাবু তাহা আমাদের কথা বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। হয় তিনি তাঁহার এই অপরাধটী স্বীকার করিবেন, নতুবা আমাদের পত্রের অন্যান্য অংশ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের কথা বলিয়া তিনি পূর্ব্বে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিবেন। পাঠক! এ বিষয়ের ইহাই আমাদের শেষ পত্র বলিয়া জানিবেন। এক্ষণে আমরা পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা অবলোকন করুন।

"আমরা উপরে বলিয়াছি যে, এখন অনেক কৃতবিদ্য যুবক ও সমাজের প্রধান লোক সুরাপানাদি করিয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়াও যখন হিন্দুসমাজে স্থান পাইয়াছেন, তখন যাঁহারা খ্রীষ্টান হইয়া পরে হিন্দু সমাজে আসিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকেও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন যে, কে কোথায় গোপনে কি করিয়া হিন্দু সমাজে রহিয়াছেন বলিয়া যিনি প্রকাশ্যভাবে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, বা প্রকাশ্যভাবে অখাদ্য ভক্ষণ করিবেন, তাঁহাকে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ইহার প্রত্যুত্তরে আবার আমরাও বলিতে চাহি, বড় কে কোথায় নহে, আজ কাল অনেকেই প্রকাশ্যভাবে সুরাপানাদি করিয়া থাকেন। এখনই আমরা শত শত বিখ্যাত লোকের নাম করিতে পারি, যাহাদের বাবুর্চ্চির হস্ত প্রস্তুত অন্ন না হইলে তৃপ্তিলাভ হয় না, এবং প্রমাণ করিতে পারি যে, সমাজপতি ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াও দেখেন না এবং তদ্বিরুদ্ধে একটী বাক্য ব্যয় করেন না। "কই খান নাই কেন? না, পান নাই বলিয়া" যেখানে হোটেলাদি নাই সেখানকার কথা স্বতন্ত্র কিন্তু যেখানে হোটেলাদি আছে সেখানে স্কুলের ক্ষুদ্র বালক হইতে আর কৃতবিদ্য যুবা পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই হোটেলের কোন না কোন দ্রব্য দ্বারা কি আপন আপন উদর পবিত্র করেন না? দলপতিদিগকেই জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা সত্য করিয়া বলুন দেখি, তাঁহারা কি

ইহা জানেন না ? আমরাও যখন তাঁহারা নিশ্চিন্ত আছেন তখন সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার ন্যায় অপর লোকদিগকে সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা পাওয়া কেন ?

শ্রীভগবতীচরণ দে

সুরেন্দ্র বরাটের বর্ত্তমান অবস্থা।

সুরেন্দ্র বরাটকে লইয়া শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ দে ও শ্রীযুক্ত বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিস্তর বাদ প্রতিবাদ করিতেছেন। অপর কয়েক ব্যক্তিও এ বিষয়ে কয়েকটী প্রস্তাব লেখেন। আমরা তাঁহাদের সিদ্ধান্তের গুণ দোষ কীর্ত্তনে ইচ্ছা করি না। সুরেন্দ্র এক্ষণে সমাজে কিরূপ অবস্থায় আছে, এই বিষয় জানিবার নিমিত্ত অনেকে উৎসুক হইয়াছেন, ভগবতী বাবুও ইহা জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। অতএব আমরা সুরেন্দ্রের সমাজ সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান অবস্থা ও অপর দুই একটী প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি।

ইতিপূর্ব্বে অম্বিকা কালনা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকিশোর কবিরাজ মহাশয়ের কন্যার সহিত সুরেন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহে সুরেন্দ্রের গ্রামবাসী কয়েকজন বিশেষ আত্মীয় ব্যতীত অপর কোন বৈদ্য সভাতে উপস্থিত হন নাই, এমন কি উক্ত রাজকিশোর কবিরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর কবিরাজ মহোদয়ও সভায় বসিতে পারেন নাই। তাঁহার ভ্রাতা, মাতুল, জামাতা, ও আত্মীয় স্বজন কেহই এই বিবাহে উপস্থিত হয়েন নাই। এই ঘটনা উপলক্ষে রাজকিশোর কবিরাজের কুল পুরোহিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বিদ্যাবাগীশ মহাশয় পৌরোহিত্য পরিত্যাগ করায় কালনার গঞ্জ হইতে ঠিকা ব্রাহ্মণ আনাইয়া বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করা হয়। ঐ পৌরোহিত্য সম্পাদক ব্রাহ্মণটী তদবধি সমাজে অনাদর হইয়া আছেন। আর অতি অল্প দিন হইল অম্বিকা কালনা নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজ মহাশয়ের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পোত্রের উপনয়ন কার্য্য মহাসমারোহে নির্ব্বাহিত হয়। এই কার্য্যেও রাজকিশোর কবিরাজের নিমন্ত্রণাদি হয় নাই এবং এই উপনয়ন উপলক্ষে উপস্থিত ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থগণ এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, যত দিন সমাজ রাজকিশোর কবিরাজকে বিশুদ্ধ বলিয়া মনে করিবার কারণ না পাইবেন তাবৎ কোন ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ তাঁহার বাটীতে কোন সামাজিক কার্য্যোপলক্ষে গমন করিবেন না।

উপরি উক্ত দুইটী কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন সুরেন্দ্র সম্বন্ধে সমাজের কিরূপ অভিপ্রায়। সুরেন্দ্র ইচ্ছাপূর্ব্বক খ্রীষ্টান হন নাই। পাদরী সাহেব কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক গৃহে রুদ্ধ করিয়া খ্রীষ্টান করেন তিনি এইরূপ প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং এইরূপ কথা বলাতেই নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার জাতিনাশ বা প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য কোন পাপ সংঘটিত হয় নাই এই মর্ম্মে একখানি ব্যবস্থাপত্র দান করেন। সুরেন্দ্র যদি যথার্থই ইচ্ছাপূর্ব্বক খ্রীষ্টান না হইয়া থাকেন ও অখাদ্য ভক্ষণ না করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার কোন পাপ সংঘটিত হয় নাই ইহা নিশ্চিত। কিন্তু সুরেন্দ্রের এ কথায় কেহ বিশ্বাস করিতেছেন না। সুরেন্দ্র যে ইচ্ছাপূর্ব্বক খ্রীষ্টান হয় নাই ইহার দৃঢ়তর প্রমাণ দর্শাইতে পারিলেই সমাজ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন।

আমাদিগের বিবেচনায় আদালতের দ্বারা এবিষয় প্রমাণীকৃত করিলে ভাল হয়, আদালতের বিচারে যদি এমন প্রমাণ হয় যে সাহেব বলপূর্ব্বক তাহাকে খ্রীষ্টান করিয়াছেন তাহা হইলে সমাজ নিঃসন্দেহ হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন। এইরূপ হইলে সুরেন্দ্র বাবু, রাজকিশোর কবিরাজ ও তৎসংসর্গকারী অন্যান্য ব্যক্তিও বিশুদ্ধ বলিয়া সমাজে স্থান প্রাপ্ত হইবেন ইতি।

অম্বিকা কালনা } বিনয়াবনতস্য
২৩ এ বৈশাখ ১২৮৮। } কস্যচিৎ কালনা নিবাসিনঃ।

সোমপ্রকাশ

১১ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এদেশীয় সভ্য।

সভার শোভা সম্পাদনার্থ বা এদেশীয়দিগকে স্তোভ দিবার নিমিত্ত অথবা ইউরোপীয় রাজগণের নিকটে আপনাদিগের উদার ভাবের পরিচয় দিবার জন্য, কি জন্য যে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এদেশীয় সভ্য নিয়োগ করা হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এদেশীয় সভ্য নিয়োগ দ্বারা কি যে ইষ্টলাভ হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া উঠা সহজ নহে। এদেশীয় সভ্য যদি রাজার চাটুকার হন তাহা হইলে তিনি রাজার মতেই মত দিয়া যান। আর যদি স্বাধীনভাবে কিছু বলিবার ইচ্ছা করেন তাহা হইলে প্রবল তরঙ্গে ক্ষুদ্র তরঙ্গের ন্যায় প্রবল ব্যক্তিদিগের মতে তাঁহার মত লীন হইয়া যায়। আমাদের গবর্ণমেণ্টের নিয়ম এই, বহু ব্যক্তির মতেই কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। অতএব যে স্থলে অধিকাংশ লোক গবর্ণমেণ্টের পক্ষ, সেখানে একমাত্র এদেশীয় যদি স্বাধীন ভাবে তাঁহাদিগের মতের বিপরীত কথা বলেন, সে কথা কোন কাজের হয় না। ফলতঃ এখন ব্যবস্থাপক সভায় এদেশীয় সভ্য নিয়োগের যে রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা বিড়ম্বনা মাত্র। যদি এদেশীয় সভ্য নিয়োগ দ্বারা কোন ইষ্টফল লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে মফস্বলের বিশেষ বিশেষ স্থান হইতে উপযুক্ত লোক আনিয়া ব্যবস্থাপক সভার সভ্য করা কর্ত্তব্য। এদেশীয়দিগের ন্যায় রাজ-প্রকৃতিপুঞ্জ ইউরোপীয়েরাও সভায় প্রবেশ করুন। ১৮৭১ অব্দে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন "ইংলণ্ডের ন্যায় প্রত্যেক গণ্ডগ্রাম হইতে প্রতিনিধি আনয়ন করিবার সময় এক্ষণে উপস্থিত হয় নাই বটে, কিন্তু ব্যবস্থা প্রণয়নের নিমিত্ত প্রত্যেক জেলা হইতে এক এক জন উপযুক্ত লোক আনয়ন করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।"

ঐ অব্দে বঙ্গদেশের বণিক সম্প্রদায় লর্ড সভায় এক আবেদন করেন, তাহাতে তাঁহাদিগের তিনটী বিষয়ের প্রার্থনা থাকে। প্রথম, রাজস্ব ও শাসন কার্য্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপনার্থ ব্যবস্থাপক সভায় দেশবাসীদিগের মধ্য হইতে কতকগুলি প্রতিনিধি গ্রহণ। দ্বিতীয়, গবর্ণর জেনেরলের সিমলা বাসের প্রতিবাদ। তৃতীয়, রাজকীয় কমিশন নিয়োগ। তদানীন্তন সেক্রেটারি লর্ড সালিসবরি ব্যবস্থাপক সভায় এদেশীয় প্রতিনিধি গ্রহণ সম্বন্ধে বলেন "আমি জানি কতকগুলি ভারতবর্ষীয় রাজা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য আছেন। সাধারণের মধ্য হইতে কয়েকজনকে লইয়া তাহাদিগের স্বার্থ রক্ষার্থ চেষ্টা করিলে ভাল হইতে পারে বটে কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতে পারি এরূপ প্রতিনিধি গ্রহণ করিলে সত্বরে বিশেষ বিশৃঙ্খলা হইবে। তৎপরে এই একটী অনিষ্ট হইবে যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে ঐ অল্পসংখ্যক প্রতিনিধির ক্ষমতাধীন হইয়া থাকিতে হইবে, এই সকল লোক ক্ষমতাবান সন্দেহ নাই। ইহাদিগের মধ্যে এরূপ ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয়ও থাকিবেন, যাঁহারা কাহারও প্রতিনিধি নহেন। তাঁহাদিগের সহিত সর্ব্ব সাধারণের স্বার্থের অনেক প্রভেদ থাকিবে। এক্ষণে ইংলণ্ড ভারতবর্ষ শাসনের নিমিত্ত অন্য অন্য জাতির নিকটে দায়ী। বর্ত্তমান প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলে তাঁহাকে আর সেরূপ দায়ী থাকিতে হইবে না। অন্য কেহও তন্নিমিত্ত দায়ী হইবেন না।"

লর্ড সালিসবরি বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার ও অকিঞ্চিৎ-

অন্যান্য [illegible] কোন সম্পত্তি গোপন করে তাহা হইলে সে জেলে যাইবার ভয়ে তাহার সম্পত্তি হইতে দেনা শোধ করিবার জন্য ব্যগ্র হইবে। এই জন্য যাহার সম্পত্তি হইতে দেনা আদায়ের উপায় নাই, সে অনায়াসে ইন্সলবেন্সির নিয়মানুসারে জেল হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের একটী দোষ আছে, সেই দোষের সংস্কার করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে আইন যে ভাবে আছে, তাহাতে ডিক্রীদার দেনদারের যথেষ্ট সম্পত্তি থাকিলেও সম্পত্তি ক্রোক না দিয়া দেনদারকে অনায়াসে গ্রেপ্তার করাইতে পারে। সাধারণের হিতের জন্য বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য এই আইনের সেই অংশ এরূপে পরিবর্ত্তিত করা উচিত যে ডিক্রীদার ডিক্রীর টাকা আদায়ের জন্য দেনদারের সম্পত্তি অগ্রে ক্রোক করিবার প্রার্থনা না করিয়া তাহাকে অগ্রে জেলে দিবার প্রার্থনা করিতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ, ডিক্রীদার দেনদারকে জেলে দিবার প্রার্থনা করিলে অদালত দেনদারকে এই ভাবে নোটিস দিবেন যে তাহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা কেন না বাহির হইবে? তৎপক্ষে সে কারণ দর্শায়। সে কারণ দর্শাইতে না পারিলে দেনদারের নামে ডিক্রীর দেনার জন্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বাহির হইবে। কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ কাহারও অন্যায় মানহানির সম্ভাবনা নাই। কেন না, যদি দেনদারের প্রকৃতপক্ষে কোন সম্পত্তি না থাকে তাহা হইলে [illegible] সে জেল হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। আর যদি দেনদার ডিক্রীদারকে প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে তাহার সম্পত্তি গোপন করে, তাহা হইলে সে স্ত্রীলোকই হউক আর পুরুষই হউক, সম্ভ্রান্ত হউক আর অসম্ভ্রান্ত হউক তাহার জেল হওয়া উচিত বটে।

ডিক্রীর দেনার জন্য স্ত্রীলোকের গ্রেপ্তার ও দেওয়ানী জেল হওয়া উচিত কিনা, ইহা লইয়া হাই-কোর্টে পক্ষে পক্ষে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। [illegible] সুন্দরী দেবীর মকদ্দমায় জজেরা [illegible] করেন যে, দেনার সম্ভ্রান্ত মহিলা দেন-[illegible] জন্য কয়েদ হইবেন [illegible] কিন্তু তৎপরে [illegible] ফুলবেঞ্চ হইতে এই [illegible] হয় যে দেনার জন্য ভদ্র মহিলার কারা[illegible] পারে। কিন্তু গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বাহির করিবার পূর্ব্বে আদালতের দেখা উচিত যে ডিক্রীদার [illegible] টাকা আদায় করিবার জন্য অন্য সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছে কি না, এবং তাহাতে তাহার ডিক্রীর প্রাপ্য টাকা আদায় হইবার সম্ভাবনা ছিল কি না। তাহা হইলে আদালত তাহার টাকা আদায়ের জন্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করিতে পারিবেন।

আমরা দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের যে কঠোরতা টুকু দেখাইয়া দিলাম তাহা সংশোধিত হইলে বোধ হয় সাধারণের প্রীতিকর হইতে পারে। ফলতঃ যাহাতে হিন্দুস্ত্রীগণের সম্ভ্রম রক্ষা হয় তদর্থে কলিকাতার মুসলমান ও হিন্দুগণ একবাক্য হইয়া গবর্ণমেণ্টে যে আবেদন করিতেছেন সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ অনুমোদন আছে, গবর্ণমেণ্টেরও এবিষয়ে একটী সুব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ এই, সম্পত্তি সত্ত্বে ইচ্ছামত কেহ সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকদিগকে কারারুদ্ধ করিতে না পারেন। আইনের এই অংশটী বিশেষ করিয়া বিশদ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

ফৌজদারী কার্য্যবিধির সংশোধন।

অন্যের রাজ্য জয় করা বরং সহজ, কিন্তু বিজিত রাজ্য আয়ত্ত করা, এবং তাহার প্রজাবর্গকে জেতার অনুগত ও অনুরক্ত করিয়া রাখা অতি কঠিন কর্ম্ম। যত দিন রাজা ও প্রজার স্বার্থ একীভূত না হয়, যত দিন রাজা প্রজার ভক্তির উপর এবং প্রজা রাজার ন্যায়পরায়ণতা ও প্রজা বৎসলতার উপর নির্ভর না করে, তত দিন রাজ্য দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয় না। বন্দুক ও বেয়নেটের ভয়প্রদর্শন ও বল প্রকাশ আপাততঃ পরাজিত জাতির মনে ভয় উৎপাদন করিয়া কিয়ৎকালের জন্য মৌখিক শান্তি স্থাপন করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে প্রজার মনে যে রাজভক্তি প্রীতি ও বিরক্তি উৎপাদন ও বর্দ্ধন করে, তাহা কে রোধ করিতে পারে? প্রজার রাজভক্তিই রাজ্যের সুদৃঢ় ভিত্তি, রাজার ন্যায়পরায়ণতা ও সৌহার্দ্দ জেতার রাজ্য রক্ষার অবলম্বন, এবং তাঁহাদিগের স্বার্থ এক করিতে পারিলে জেতার রাজ্য দৃঢ় ও স্থিরতর হয়।

ইংলণ্ডের ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে নর্ম্মাণ উইলিয়ম ইংলণ্ড পরাজয় করেন, কিন্তু শত বৎসরেও ইংলণ্ডের লোকে নর্ম্মান রাজার অনুরাগী হয় নাই। যত দিন নর্ম্মানেরা স্যাক্সনদিগকে স্বতন্ত্র ও অধীন জাতি মনে করিত ও সাধ্যানুসারে তাহাদিগকে উৎপীড়িত ও পদদলিত করিত, ততদিন জাতি বৈরানল প্রজ্বলিত ছিল। পরে যখন উভয় জাতি এক স্বার্থের অনুগামী হইল, যখন বিদেশীয় যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন হইতেই উভয় জাতি মিলিয়া গিয়া প্রবল পরাক্রান্ত ইংরাজ জাতিতে পরিণত হইল।

অতএব যাহাতে জেতৃ ও জিত জাতির স্বার্থের ঐক্য হয়; যাহাতে উভয়ের সহানুভূতি প্রবল হয়; যাহাতে তাহারা পরস্পর স্নেহ-বন্ধনে দৃঢ়রূপে বদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া, তাহাতে উৎসাহ দেওয়া, ও তাহার পোষকতায় আইন করা রাজার কর্ত্তব্য। ইহাই সুশাসনের মূল নিয়ম। যে রাজা তাঁহার রাজ্যকে রাজ-ভক্তির বলে বলীয়ান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার উচিত যে যাহাতে তাঁহার স্বজাতীয় প্রজা ও বিজিত ভিন্নজাতীয় প্রজা পরস্পর স্নেহ ও সখ্যে বদ্ধ হয় ও পরস্পর পরস্পরের স্বার্থে সহানুভূতি প্রকাশ করে, এবং উভয় জাতি মিলিত হইয়া রাজ্যের গৌরব বর্দ্ধনে ব্রতী হয়, তদ্বিষয়ে তিনি যত্নবান হন। আমরা এ কথা বলি না যে, আমাদের শাসনকর্ত্তারা ইহা বুঝেন না। যাহাতে উভয় জাতির এরূপ সখ্য হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা কথঞ্চিৎ যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন। সিবিল সর্বিস দ্বারে সাধারণ প্রজাবর্গের প্রবেশ করিবার নিয়ম করিয়া, ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় ও প্রদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় এতদ্দেশীয়দিগকে প্রবেশ করিতে দিয়া, এবং উপযুক্ত দেশীয়কে উচ্চ পদস্থ করিয়া তাঁহারা জাতিদ্বয়ের ভাবীসখ্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই মধ্যে মধ্যে আমাদের শাসনকর্ত্তাদের মনে স্বজাতি-পক্ষপাতিতা প্রবল হইয়া তাঁহাদিগকে বিপথে চালিত করে। অদ্য একটী উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করা যাইতেছে। সম্প্রতি ষ্টোকস্ সাহেব ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় ফৌজদারী কার্য্যবিধির সংশোধনার্থ যে পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন, ব্যবস্থাপকের স্বজাতিপক্ষপাতিতা যেন উদগ্রীব হইয়া আছে। আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি যে, বর্ত্তমান ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনটী অসম্পন্ন ও বহু দোষের আকর। ইহাতে মফস্বলের মাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে যেরূপ অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, তাহাতে একজন উষ্ণশোণিত মাজিষ্ট্রেট অনায়াসে নিরপরাধ ব্যক্তির অবমাননার একশেষ করিতে পারেন। মফস্বলের মাজিষ্ট্রেট-দিগের এরূপ অনেক অত্যাচারের কথা অনেকবার সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। একজন এতদ্দেশীয়ের প্রতি কোন মাজিষ্ট্রেট অন্যায়পূর্ব্বক কারাদণ্ডের আজ্ঞা দান করিলে তাহার প্রতিবিধানের উপায় এই আইনে নাই। প্রায় ছয় বৎসর অতীত হইল এলাহাবাদ হাইকোর্ট এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিপাত করিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। প্রস্তাবিত ষ্টোকস সাহেবের ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৪৫৬ ধারায় আছে:—

যদি কোন ব্যক্তি কোন ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাকে বে-আইনীরূপে কারাগারে রুদ্ধ করে, তাহা হইলে সেই ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা অথবা তাহার মঙ্গলাভিলাষী কোন ব্যক্তি,—যে হাইকোর্টে উক্ত ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার [illegible] কোন অপরাধের বিচার করিবার অধিকার আছে এবং যে হাই-কোর্টে উক্ত ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা তাহার অপরাধের দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিত—তাহাকে সেই হাইকোর্টের আদেশের অপেক্ষায় ঐ আদালতের সমক্ষে আনয়ন করিবার জন্য উক্ত হাইকোর্টে দরখাস্ত করিতে পারিবে।"

যে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার অপরাধ করিলেও দণ্ড হইবার সম্ভাবনা অল্প, যে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার স্বত্ব রক্ষার নিমিত্ত কি ব্যবস্থাপক সভা, কি আদালত সতত ব্যগ্র, যাহার বে-আইনীমতে দণ্ড হইবার সম্ভাবনা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, তাহারই জন্য স্বজাতিহিতাকাঙ্ক্ষী ষ্টোকস্ সাহেব আবার এই ধারাটীর রচনা করিলেন। ১৮৭২ অব্দের ১০ আইনের ৮১ ধারায় ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার বে-আইনী দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিবার যে বিধান আছে, তাহা কি ষ্টোকস্ সাহেব যথেষ্ট বিবেচনা করেন না? ভাল এই নূতন ধারাটী করিয়াছেন করুন তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু দেশীয়ের জন্য তিনি ঐরূপ কি করিলেন? ইউরোপীয়-দিগের জন্য এই ধারাটীর কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। কিন্তু যাহাদিগের জন্য ঐরূপ একটী বিধান করা নিতান্ত আবশ্যক, তাহাদের জন্য তিনি কিছুই করিলেন না। আমরা দেখিতেছি যে অবিচারে এদেশীয়েরা জেলে পচিলেও তাহাদের রক্ষার কোন উপায় নাই, উপায় হইবার কোন লক্ষণও দেখা যায় না। এই কি ইংরাজের সভ্যতম সুসংস্কৃত শাসনপ্রণালী? এই কি ইংরাজের ন্যায়ানুরাগিতা? এই কি ইংরাজের পক্ষপাতশূন্যতা?

ভারতবর্ষে নানা জাতির বাস। কোথায় দিন দিন আইনগত ভেদ দূরীকৃত হইয়া একবিধ আইন হইবে, তাহা না হইয়া আমরা দিন দিন দেখিতেছি [illegible], ইংরাজের ও ইউরোপীয়ের জন্য এক আইন ও আমাদের জন্য স্বতন্ত্র আইনের সৃষ্টি হইতেছে। চলিত ফৌজদারী কার্য্যবিধি সংশোধনার্থ ষ্টোকস্ সাহেবের প্রণীত আইনের পাণ্ডুলেখ্য তাহার নিদর্শন স্বরূপ। আদালতে জাতিভেদ অনুসারে বিচার প্রণালীর ভেদ করা শাসনপ্রণালীর মূল নিয়ম বিরুদ্ধ। কোথায় আমাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যাহাতে ইউরোপীয় ও এদেশীয়দিগের পরস্পর জাতিবৈরা-নল নির্ব্বাপিত করিয়া পরস্পরের সখ্য স্থাপনের চেষ্টা করিবেন, না, যাহাতে সেই জাতি-বৈরানল ঘোরতররূপে প্রজ্বলিত হইয়া পরস্পরের বিচ্ছেদ করিয়া দেয়, তাহারই জন্য যত অযৌক্তিক আইন বিধিবদ্ধ করিতেছেন!

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারে যাহাতে শাসনপ্রণালীর মূল নিয়ম রক্ষিত হয়, তদানীন্তন রাজনীতিজ্ঞেরা তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। তখনকার বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি গ্রাণ্ট সাহেব বলিয়াছিলেন "আইন এবং শাসনের নিয়ম সম্বন্ধে ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয়কে সমান পদবীতে রাখা কর্ত্তব্য। আর যদি ইউরোপীয়দিগকে ভারত-বাসিদিগের সহিত সমান পদবীতে রাখা না হয়, তাহা হইলে ইউরোপীয়দিগকে সহজে ভারতবর্ষে যাইতে দেওয়া উচিত নহে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণ-মেণ্টকে এরূপ ক্ষমতা দেওয়া উচিত যে, যাহাতে উভয় জাতি মিলিত হইয়া যায় ও অবশেষে এক জাতিতে পরিণত হয়, গবর্ণমেণ্ট সেই চেষ্টা করেন।" বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরলের পূর্ব্বপুরুষ আরল রিপন বলিয়াছিলেন "ইউরোপীয়দিগকে যদি ভারতবর্ষে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাদি-গকে ভারতবাসিদিগের সহিত এক আইনে নিবদ্ধ করা উচিত।" উক্ত বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সম্পা-দক মেকলে সাহেব বলিয়াছিলেন "বহুবিস্তৃত লোক সংখ্যার মধ্যে যদি কয়েকজনমাত্র ইউরোপীয় কোন বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হয়, আর অধিকসংখ্য লোকে যদি তাহা না পান, তাহা হইলে আমি তাহাকে স্বাধীনতা ও সুবিচার বলি না, [illegible] অত্যাচার [illegible] সকল [illegible]"

শাসনপ্রণালীর যে মূল নিয়মের অনুসরণ করি[illegible] ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে পুনঃ পুনঃ [illegible] [illegible]ছিলেন, এক্ষণে কার্য্যকালে গবর্ণমেণ্ট [illegible] বিস্মৃত হইতেছেন, ইহার পর ক্ষোভের ও লজ্জার বিষয় আর কি আছে? আমাদিগের [illegible] দিগের গ্রাণ্ট সাহেবের আর একটী [illegible] স্মরণ রাখা উচিত; [illegible] সাহেবের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া [illegible] অনুগামী হইয়া ইউরোপীয়দিগের [illegible] উচিত। কেন না [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কর্ত্তব্য ও [illegible]

[illegible] ইঞ্জিনিয়রিং কালেজ।

শিবপুর সিবিল ইঞ্জিনিয়রিং কালেজের ছাত্র-গণের প্রতি তত্রত্য সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের ব্যবহার নিবন্ধন যে গোলযোগ ঘটিয়াছে তাহার প্রকৃত কারণটী কি তাহা ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে। এদে-শীয়ের প্রতি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের বিদ্বেষই ইহার প্রধান কারণ। তাঁহার সংস্কার এই, এদেশে ভদ্র লোক নাই। যে সকল ছাত্র ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতে গিয়াছে তাহারা মুটে মজুরের মধ্যে। মুটে মজুরেরা যেমন সামান্য [illegible] ও অপরিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহাদিগকে সেইরূপ থাকিতে বলেন এবং মুটে মজুরের প্রতি [illegible] ইউরো-পীয়েরা যেরূপ ব্যবহার করে অর্থাৎ লাথি জুতা ঘুসি প্রভৃতি মারিয়া তাহাদিগের প্রাণকে নাসাগ্র-বর্ত্তী করিয়া তুলে, শিবপুর ইঞ্জিনিয়রিং কালেজের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবও ছাত্রদিগের প্রতি সেইরূপ অলৌকিক নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে চান। তাঁহার যদি এরূপ বিদ্বেষ না থাকিত তাহা হইলে তিনি শ্রীশচন্দ্র [illegible] অপরাধের সহজ উপায়ে দণ্ড করিয়া তাহার সমাধান করিয়া লইতে পারিতেন। তাঁহার মন এদেশীয়ের প্রতি বিদ্বেষ-বিষে জর্জরিত থাকাতে সেটী ঘটিয়া উঠে নাই। শ্রীশচন্দ্র [illegible] অজ্ঞতা প্রযুক্ত অপর বিভাগের একটী কলের অনিষ্ট করিয়াছিলেন। জ্ঞানকৃত, অজ্ঞানকৃত পাপের বড় বৈলক্ষণ্য আছে। সকল নীতি-শাস্ত্রকার ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারেরা লঘু দণ্ডের ও লঘু প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের মনে যদি বিদ্বেষ না থাকিত এবং তিনি যদি এদেশীয় ভদ্র লোক-দিগকে মুটে মজুর জ্ঞান না করিতেছেন তাহা হইলে তিনি [illegible] [illegible] দণ্ড করিয়া অথবা ঐ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লইয়া এ বিষয়ের [illegible] করিতেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মন [illegible] [illegible] [illegible] হইত তাহা হইলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এ বিষয়

[illegible] [illegible] এ বিষয়

[illegible], লেফ্টেনেণ্ট

[illegible] হইত না।

[illegible] যে এদেশীয়ের

[illegible] নহে, এদেশীয়দিগের

[illegible] সংস্কার অভাব ও আচারাদি বিব-[illegible] নিতান্ত অনভিজ্ঞ। তিনি যে শ্রীশচন্দ্র [illegible] [illegible] দিয়াছেন এটী নিতান্ত [illegible]। [illegible] [illegible] সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের ঐ ব্যবহার [illegible] [illegible] হইতেছে ইউরোপীয় [illegible] [illegible] ঐরূপ গলাধাক্কাকে অবমানের বিষয় [illegible] [illegible] না। কিন্তু এদেশীয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও সংস্কার নিবন্ধন ঐরূপ ব্যবহারকে [illegible] অবমানের বিষয় জ্ঞান করিয়া থাকে। আমরা [illegible] [illegible] দেখিতে ও শুনিতে পাই, যদি কোন শিক্ষক

ক্রোধাদির একান্ত বশীভূত হইয়া প্রাপ্ত বয়স্ক কোন যুবার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করেন তখনি বিষম গোলযোগ ঘটিয়া উঠে। এদেশের নীতি-শাস্ত্রকারেরা লিখিয়া গিয়াছেন:—

লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্র বদাচরেৎ॥

পুত্রকে পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লালন করিবে। তাহার পর দশ বৎসরকাল পুত্র অপরাধী হইলে তাড়না করিবে। পঞ্চদশ বর্ষ অতীত হইলে তাড়নার সময় অতীত হইয়া যায়। ষোড়শ বর্ষে প্রবেশ হইলে তাহার সহিত মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিবে।

এই বচনানুসারে পঞ্চদশ বর্ষের পর কেহ আর পুত্রকে তাড়না করে না। এ দেশের ব্যবহারও এইরূপ। তখন তাড়না করিলে পুত্রেরাও পিতার অবাধ্য হইয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠে। আমাদের দেশে পুত্রে ও ছাত্রে বিশেষ করা নাই। অতএব সিবিল ইঞ্জিনিয়রিং কালেজের ছাত্রেরা উল্লিখিত দুর্ব্ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া যে বিদ্রোহী হইবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাহারা যে বিদ্রোহী হইয়া সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে উত্তম মধ্যম দেয় নাই এটী সাহেবের ভাগ্য এবং ছাত্রদিগের শিষ্টতা। ছাত্রদিগকে সুশাসনে রাখিবার অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট উপায় আছে। উক্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব তাহার কিছুই জানেন না। যদি বা জানেন এদেশীয়ের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ তাহা করিতে চান না। ডিরেক্টার ক্রফ্ট সাহেব যে আদেশ দিয়াছেন সেটীও কঠোর হইয়াছে। তিনি যদি ভালরূপে অনুসন্ধান করিয়া যে যে কারণে ঐ কাণ্ডটী ঘটিয়াছে তাহার [illegible] করিতেন তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারিতেছি তিনি ঐরূপ আদেশ দিতেন না এবং তাঁহার আজ্ঞাপত্র লইয়াও এত আন্দোলন হইত না।

ছাত্রদিগের অসন্তুষ্ট হইবার আর একটী বিশেষ কারণ এই, এ দেশে একটী প্রবাদ বাক্য আছে, "[illegible]" এক্ষণে উদরের জন্য গ্রহণ করিয়া মজুরের কাজ, কামার কুমার ও ছুতারদের কাজ করিতে গিয়াছে তাহার উপর আবার সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের অন্যায় তাড়না ও অবমাননা। যাহা হউক আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম উল্লিখিত কালেজের নিয়মিত দর্শকগণ এ বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা অনুসন্ধান করিলেই প্রকৃত ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়িবে। কোন পক্ষে অবিচার হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

পাইওনিয়র ও ইংলিসম্যান এই বিষয় লইয়া এ দেশীয়দিগকে অনেক উপহাস করিয়াছেন। পাইওনিয়র সর্ব্বাপেক্ষা কিছু অধিক হাস্য পরিহাস করিয়াছেন। তাঁহারা উক্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের ন্যায় এ দেশীয়দিগের চিরমিত্র! অতএব তাঁহারা যে এরূপ করিবেন তাহা আশ্চর্য্যের নহে। বোধ হয় নর্ম্মাণেরা তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগকে জয় করিয়া তাহাদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল তজ্জন্য বৈরনির্য্যাতন-স্পৃহা পুরুষ পরম্পরা চলিয়া আসিয়া পাইওনিয়র ও ইংলিসম্যান প্রভৃতিতে সংক্রামিত হইয়াছে, তাই তাঁহারা এ দেশীয়ের প্রতি সেই ঝাল ঝাড়িতেছেন। যাহা হউক তাঁহাদিগের ঐ ব্যবহার দ্বারা একটী বিষয় সপ্রমাণ হইতেছে। বোধ হয় তাঁহাদিগের রুচি-সম্পন্ন কতকগুলি ইংরাজ এ দেশে আছেন। তাঁহারা এ দেশীয়দিগের গালি ভাল বাসেন। তাঁহাদিগের হইতেই জাতিবৈর নির্ব্বাপিত হইতেছে না। অতিশয় দুঃখের বিষয় তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া এ দেশীয়েরাও ইউরোপীয়ের প্রতি গালি বর্ষণে বিমুখ হন না। উভয়ের এরূপ সংগ্রাম ভদ্র লোকদিগের কেবল যে সন্তাপের কারণ হয় এরূপ নয় এই ব্যবহার হইতে অনেক অনিষ্ট ঘটিতেছে। উভয় জাতি যদি পরস্পরের প্রতি স্নেহবদ্ধ ও সদ্ভাব সম্পন্ন হন তাহা হইলে উভয়ের পক্ষেই মহা মঙ্গল হইতে পারে। এক জন কবি লিখিয়াছেন, "সহায়সাধ্যাঃ প্রদিশন্তি সিদ্ধয়ঃ" কার্য্য সিদ্ধি পরস্পর সাহায্য বলেই ঘটিয়া থাকে।

অতএব উভয় জাতি পরস্পর বিরোধীভাব পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর সখ্যবদ্ধ হইয়া যদি কোন কার্য্য করেন অনায়াসে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারেন।

এদেশীয়ের সহিত ইউরোপীয়ের সৌহার্দ্দ।

এদেশীয়ের সহিত ইউরোপীয়ের অকপট সৌহার্দ্দ জন্মে সদাশয় ব্যক্তি মাত্রেরই এই ইচ্ছা। এ বাসনা অসঙ্গত ও অনৈসর্গিক নহে। উভয়ের অকৃত্রিম মিত্রতা না হইলেও এদেশের প্রকৃত মঙ্গল নাই। কিন্তু এ অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। মধ্য স্থলে অনেকগুলি বৃহৎ প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হইতেছে। সেগুলির অপনয়ন সহজ নয়। সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের কেহ বা এদেশীয়ের প্রতি কেহ বা ইউরোপীয়ের প্রতি দোষারোপ করেন। কিন্তু কেহই প্রায় স্পষ্টরূপে প্রকৃত কারণ গুলির উল্লেখ করেন না। কেহ কেহ বলেন উভয়ের ধর্ম্ম ও আচারগত বৈলক্ষণ্য দূরীকৃত না হইলে মৈত্রী জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। আমরা এ যুক্তিকে সারবতী বলিয়া বিবেচনা করি না। উভয়ের ধর্ম্ম ও আচারগত একতা হইলে যদি পরস্পরের অন্তঃকরণের একতা হইবার সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ডে মধ্যে মধ্যে সমরানল প্রজ্বলিত হইতে দেখা যাইত না। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পরস্পর বিবাদানন্তর বলিয়া পরস্পরকে চিরবৈরি বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন, তাহার কারণ কি? উভয়ের কি ধর্ম্ম ও আচারগত ঐক্য নাই? ভারতবর্ষের যে সকল লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের সহিত কি ইউরোপীয়দিগের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদির একতা হয় নাই? তবে কেন এদেশের খ্রীষ্টধর্ম্মগ্রাহী ব্যক্তিরা এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, ইউরোপীয়েরা তাঁহাদিগকে সমকক্ষ জ্ঞান করিয়া তদুচিত ব্যবহার করেন না?

এটী প্রকৃত কারণ নয়। বাস্তবিক কারণ এই, উভয় জাতির পরস্পর যে জাত্যভিমান আছে তাহাই পরস্পরের অকপট প্রণয়ের প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়াছে। ইউরোপীয়েরা বিশেষতঃ ইংরাজ জাতি স্বভাবত গর্ব্বিত তাহাতে আবার তাঁহাদিগের মনে জয় গর্ব্ব ও প্রাধান্য গর্ব্ব আছে। এই সকল কারণে তাঁহাদিগের অনেকে এদেশের লোককে মানুষ বলিয়া গণনা করেন না। পক্ষান্তরে এদেশে যে সমস্ত ব্যক্তির আজিও হিন্দুধর্ম্মে সবিশেষ আস্থা আছে তাঁহারা আপনাদিগকেই সর্ব্ব জাতির শ্রেষ্ঠ এবং ইউরোপীয়দিগকে অস্পৃশ্য ও অনালপ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। আর যাঁহাদিগের এ সংস্কার পরিবর্ত্ত হইয়াছে তাঁহারা ইউরোপীয়দিগের গর্ব্বিত ব্যবহার দেখিয়া তাঁহাদিগের সহিত সৌহার্দ্দ বন্ধনে উৎসুক হন না, এরূপ স্থলে উভয়ের যথার্থ প্রণয় হইবার সম্ভাবনা কি? উভয় পক্ষে অমায়িক ব্যবহার না হইলে পরস্পরের অকপট মিলন হওয়া সম্ভাবিত নহে।

পুস্তক সমালোচনা।

যোগেশ কাব্য। শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, ৮৪ নং বাগবাজার কলিকাতা প্রেসে মুকর্জি কোম্পানির দ্বারা মুদ্রিত। ১২৮৭ সাল।

ঈশান বাবু আমাদিগের নিতান্ত অপরিচিত নহেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি "চিত্তমুকুর ও বাসন্তী" নামক দুই খানি খণ্ডকাব্য প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় কবিসমাজে কথঞ্চিৎ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত দুই গ্রন্থে তিনি নানা বিষয়ে বিবিধ প্রকার ছন্দোবন্ধ দ্বারা কবিতা রচনা করেন। কিন্তু কথিত কাব্যে তিনি কেবল মাত্র অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইংলণ্ডে যেমন কবিগুরু মিল্টন অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা করিয়া

অক্ষয় কীর্ত্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন, আমাদেশেও তদ্রূপ কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে "মেঘনাদ বধ কাব্য" প্রণয়ন করিয়া কেবল যে অনন্ত যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন এমন নহে, ইহা দ্বারা তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে মিত্রাক্ষর ব্যতীত অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচিত হইলে উহা অনেক সময়ে অধিকতর মধুর ও প্রাঞ্জল হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত যত ব্যক্তি মহাত্মা মাইকেলের ছন্দের অনুকরণ করিতে গিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই সফলপ্রযত্ন হন নাই। কিন্তু আজ ঈশান বাবুকে সে বিষয়ে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইতে দেখিয়া আমরা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম।

"যোগেশ" পুরাতন লাটিন ও গ্রীক ভাষার কবিতার অনুকরণে লিখিত। ঐ দুই ভাষার কবিতার প্রধান গুণ এই কাব্য-গ্রন্থে প্রথমে মূল ঘটনার অবতারণা হয় না। আখ্যায়িকার মূল বৃত্তান্ত গুলি কোন প্রধান নায়কের মুখ দ্বারা বলাইয়া লওয়া হয়। যদি এককালে মূল ঘটনাটী বলিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে পাঠকের কুতূহল একবারেই শান্ত হইয়া যায়। অতএব যাহাতে পাঠকগণের কৌতূহল ক্রমশঃ প্রদীপ্ত হয় এই উদ্দেশে গ্রীক ল্যাটীন কবিতাতে এই কৌশল অবলম্বিত হয়। তৎপরে মিল্টন প্রভৃতি কবিগণ উহার অনুকরণ করিয়া বিশেষ কৃতকার্য্য হন। অস্মদ্দেশেও বররুচি প্রভৃতি পুরাতন আর্য্য কবিগণ তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থাদিতেও এই রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বপ্রথমে মাইকেল মধুসূদন দত্তই তাঁহার প্রণীত "মেঘনাদ বধ কাব্যে" এই প্রণালী অবলম্বন করেন।

যোগেশ খণ্ড-কাব্য নহে। ইহা একখানি করুণরস প্রধান নীতিকাব্য। যে সমস্ত গুণ থাকিলে প্রকৃত কবি বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায় যোগেশে তাহার অনেকগুলি দৃষ্ট হয়। ঈশান বাবু তাঁহার কাব্যে যে সতীর চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতীব মধুর ও স্বাভাবিক হইয়াছে। পাঠকদিগের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলামঃ—

"কেন নিন্দ মন্দাকিনী প্রাণেশে আমার।
তাঁর কিবা অপরাধ?—আমি অভাগিনী।
আমার অদৃষ্টে বিধি না লিখিলা সুখ।
নহিলে—তেমন পতি—মূর্ত্তিমান দেব
কেন হইবেন বাম অভাগিনী প্রতি।
অথবা আমারি কোন ছিল অপরাধ।
কি শাস্ত্র না প্রাণেশের আছিল অধীত?
কিছুণ নাথের মম না ছিল সজনী?
কত মিষ্ট কথা গুলি, কেমন স্বভাব,
মৃদু মন্দ গতি কিবা, কি মধুর মন!
দিনেকের তরে নাহি শুনিশু কখন,
একটী কঠোর কথা প্রাণেশের মুখে।
দাস দাসী প্রতিবাসী আত্মপরিজন
সকলেই প্রাণেশের কহিত সুযশ।
এত গুণবান ভগ্নি! প্রাণেশ আমার
তাঁর নিন্দা অভাগীর বড় বাজে প্রাণে।"

আমরা যোগেশ কাব্যের যেমন অনেক গুলি গুণের উল্লেখ করিলাম, সেইরূপ আবার কতকগুলি দোষও দেখিতে পাইলাম। যোগেশের সকল চিত্রগুলি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় নাই। যে যে বিষয়ে প্রণয়ের গন্ধ আছে সেই গুলি ঈশান বাবুর লেখনী হইতে সুন্দর ও সুদৃশ্য হইয়া বাহির হইয়াছে, কিন্তু তদ্বিপরীত চিত্রগুলি নিতান্ত ভুম্বল ও নিস্তেজ বলিয়া আমাদিগের বোধ হইল। সেই চিত্রগুলি দ্বারা আমাদিগের মনে স্থায়ীভাব অঙ্কিত হইল না। সেই সমস্ত চিত্রের সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু চিত্রকরের বর্ত্তিকার দোষে কোথায়ও সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না। ইহার প্রমাণার্থ নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন দুই স্থান হইতে কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক দেখিবেন, উহা পাঠ করিলে জীবন্তমূর্ত্তি হৃদয়পটে অঙ্কিত হইতে পারে কি না।

তাহার অনতি উর্দ্ধে আত্মা নন্দনা,
যদি অমরীর কর উঠিতেছে শূন্যে।
বিদ্যুত প্রতিম বহ্নি অঙ্গ হ'তে তার
নিঃসৃত যে শূন্য পথ উঠিছে উজলি।
মৃত্যুচর যোগেশের আত্মারে ডাকিয়া
দেখাইলা উর্দ্ধপানে তুলিয়া অঙ্গুলি।
নিরখিয়া উর্দ্ধপানে বিস্ময়ে যোগেশ
কহিলা কাতরে—"ওযে মূর্ত্তি নন্দদার
ও করে ত্যজিল প্রাণ—ও চলেছে কোথা?
গম্ভীর বচনে আত্মা কহিলা তখন
"নন্দনা মানবী কুলে সতী অকাপনা
আজীবন তুমি তায় করিলে উপেক্ষা
কিন্তু মুহূর্ত্তের তরে কভেও নন্দনা
অভক্তি তোমায় নাহি করিলা জীবন
দেব অবতার জানি চির দিন যার
সংসারের সুখ দুঃখ হইয়া বিস্মৃত,
পুজিয়াছে আজীবন অন্তরে তোমায়।
এ হেন সতীর ভাগ্যে ঘটেনা বিধবা,
তাই তব নির্ব্বাণের মুহূর্ত্তেক আগে
পাঠাইলা সুরেশ্বরী নিজ সহচরী
লইতে উহায় স্বর্গে—সতী পুণ্যধামে।
"নর্ম্মদে! নর্ম্মদে! বলি কাতর বচনে
যোগেশ ডাকিল উচ্চে—প্রতিধ্বনি তার
শূন্যধাম ভাসাইয়া হৈল প্রবাহিত।
অধোদেশে নেত্রপাত করিয়া নন্দনা
দেখিলা প্রাণেশ তার উঠিছে পশ্চাতে।
"প্রাণেশ! প্রাণেশ!" বলি কাতর বচনে
নন্দনা চীৎকার করি ডাকিলা যোগেশে।
যোগেশ ডাকিলা পুনঃ "নন্দদে! নন্দদে!"
সেই দুই সম্বোধনে শূন্য উথলিল।
এ ডাকে "নন্দদে!" বলি কাতর বচনে
ও ডাকে "প্রাণেশ!" বলি সকরুণ স্বরে।
ডাকিতে ডাকিতে দুই মূর্ত্তি ছায়াময়
[illegible] মিশাইয়া— কিন্তু ক্রন্দনার
সকরুণ সম্বোধন নন্দদে! প্রাণেশ!
[illegible] ভাসিতে লাগিল।

সামবেদ সংহিতা। কেথুমী শাখা। ১ম সংখ্যা। শ্রীমৎ-সায়নাচার্য্য বিরচিত ভাষ্য সহিত। শ্রীযুক্ত সত্যব্রতসামশ্রমী ভট্টাচার্য্য দ্বারা অনুবাদিত ও সত্য-যন্ত্রে মুদ্রিত।

সামশ্রমী সমাজে নূতন পরিচিত নহেন। বেদ বিষয়ে ইহার বিশেষ দৃষ্টি আছে, ইনি পূর্ব্বে যজুর্ব্বেদ, সামবেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থ ৭ খানি ও আরণ্য সায়ণ ভাষ্যের সহিত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সংহিতা গ্রন্থও সায়ণ ভাষ্যের সহিত আদ্যন্ত সম্পূর্ণ একবার প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু উহার বঙ্গানুবাদ না থাকাতে সামশ্রমী মহাশয় এক্ষণে তাহা করিয়া সাধারণ পাঠকের পাঠের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। অনুবাদ সরল হইয়াছে।

পরাশর সংহিতা। মহর্ষি পরাশর প্রণীত। শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত অনুবাদ সমেত শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা জ্যোতিষ প্রকাশ যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত।

কলির ধর্ম্মশাস্ত্র পরাশর সংহিতা। এখন সেই সময় উপস্থিত, সকলেরই এ বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক, তবে যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না তাঁহারা মূল গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝিতে পারেন না। এই কারণে কেদার বাবু জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের বঙ্গানুবাদ সমেত মূলও প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তির পাঠের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। অনুবাদ সরল হইয়াছে।

দেবনাথ চরিত। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর উৎসাহে কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীদামোদর চক্রবর্ত্তী দ্বারা বিরচিত ও কলিকাতা গিরীশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

ইহা এক খানি সংস্কৃত গ্রন্থ। সংস্কৃত গ্রন্থের প্রচার বিরল বলিয়া এ খানি হস্তগত হইবামাত্র আমরা যত্নের সহিত ইহার আদ্যন্ত পাঠ করিলাম। গ্রন্থকার সাতক্ষীরা নিবাসী মৃত জমীদার বাবু দেবনাথ রায় চৌধুরীর গুণ ব্যাখ্যা উপলক্ষে সামাজিক লোকদিগের বিশেষতঃ জমীদার প্রভৃতি ধনী লোকদিগের

মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট প্রাইস সাহেবের নিকট নীলকরদিগের বিরুদ্ধে যে মকদ্দমা হয় সে মকদ্দমায় তিনি নীলকর ওয়াটসন কোম্পানির সপক্ষে ও দিগু হাতির বিপক্ষে যে অন্যায় বিচার করেন সংবাদপত্রে সেই বিষয় আন্দোলিত হওয়াতে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাহার কাগজ পত্র চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। এবং বগড়ি পরগণার প্রজাগণ নীলকরদিগের অত্যাচার নিবারণের উদ্দেশে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টে যে আবেদন করে তত্রত্য প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ফিডিয়ান সাহেব তাহারও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

চীৎপুরের রাস্তা প্রশস্ত করিবার জন্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কলিকাতার পুলিস কমিশনরকে ৬০ হাজার টাকা পুরাতন ফায়ার ব্রাইগেড ফণ্ডের নামে হাওলাত লিখিয়া মিউনিসিপালিটিকে দিতে অনুমতি দিয়াছেন।

বরদার গাড়'গিল নামক এক জন সাহেব কা[illegible] নামক পল্লীর এক বৈদ্যের নিকট হইতে সর্প বৃশ্চিক দংশনের উত্তম ঔষধ শিক্ষা করিয়াছেন ইহা এক প্রকার গাছের মূল। ইহার উপকারিতা দর্শনে বৈদ্যকে ১৫০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

অযোধ্যার তালুকদারেরা তথায় যে কৃষি প্রদর্শনী করেন, তাহাতে অনেকে কৃষিসংক্রান্ত ভাল ভাল দ্রব্য উপস্থিত করিয়াছিল। দ্রব্যাধিকারীদিগকে পুরস্কার প্রভৃতি দিতে তাঁহাদিগের ১১০৩৯ টাকা ব্যয় হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাঁহাদিগের এই সৎ উদ্দেশ্য দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাদিগের সুখ্যাতি করিয়াছেন এবং ৩ হাজার টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন।

রুশে যে নানা প্রকার চক্রান্ত হইতেছে গ্রাণ্ড ডিউক কনষ্টাণ্টাইনই না কি তাহার প্রধান উদ্যোগী বংশের উচ্ছেদ হইয়া পড়িয়াছে। এই খবর সন্ধানে [illegible] নষ্ট।

লণ্ডনা নামক স্থানের হ্যারিয়েট ডুরেল নামক এক রমণী ২২ এ ফেব্রুয়ারি হইতে ৪৭ দিন উপবাস করিয়া ৫২ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ডাক্তার টানরের ভাল লোভ দেখাইয়াছেন।

বিদ্যার্থীর সংখ্যা অনুসারে দেশের যেমন উন্নতি ও অবনতি স্থির করা যায়, এমন আর কিছুতেই যায় না। আমরা ইউরোপের মধ্যে এখন ইংলণ্ডকেই এ বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গণ্য করিয়া থাকি, কিন্তু তত্রত্য এক ব্যক্তি হিসাব করিয়া দেখিয়া বলিয়াছেন, ইংলণ্ড এ বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত। তিনি বলেন জর্ম্মণির হাজার করা ১৩৪, সুইডেনের ১৪০, ফ্রান্স ও ইউনাইটেড ষ্টেটের ১২৭, বেলজিয়মের ১২৪, ইংলণ্ডের ১০, হলাণ্ডের ৯১, অষ্ট্রীয়ার ৮৯ ইটালীর ৭০, স্পেনের ০ ও রুশিয়ার ১৫ জন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে।

বিকন্সফিল্ডের মৃত্যু হওয়াতে গ্লাডষ্টোনেরই মন্ত্রিত্বকাল এখন গণনীয় হইয়াছে। গ্লাডষ্টোনের ৬ বৎসর ২ মাস মন্ত্রীর কার্য্য করা হইল। ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত ৮ ব্যক্তি কেবল গ্লাডষ্টোনের অপেক্ষা অধিক দিন মন্ত্রীত্ব করিয়াছেন। যথা—লর্ড গডল্‌ফিন ৯, সার রবার্ট ওয়ালপোল ২১, লর্ড নর্থ ১২, লর্ড লিভারপুল ১২, লর্ড ম্যানবোরং ৬ বৎসর ৫ মাস, লর্ড পামারষ্টন ৬ বৎসর ৪ মাস এবং লর্ড বিকন্সফিল্ড ৭ বৎসর। লর্ড লিভারপুল ভিন্ন গ্লাডষ্টোনের ন্যায় দীর্ঘকাল কেহই কমন্স সভায় সভাপদে নিযুক্ত থাকিতে পারেন নাই। গ্লাডষ্টোন ৪৯ বৎসর কমন্স সভায় সভ্যের কাজ করিয়া এখনও উহাতে দলাধিপতির কাজ করিতেছেন।

মান্দ্রাজের গবর্ণর আদম সাহেব পীড়িত হইয়াছেন। ৬ জন ডাক্তার তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন।

বোম্বাইয়ের বিখ্যাত মৃত গণেশ বাসুদেবের স্মরণচিহ্ন স্থাপনার্থ যাহাতে অন্যূন ৫০ হাজার টাকা সংগৃহীত হয় তাহার চেষ্টা হইতেছে। উদ্যোগী ব্যক্তিগণ এই টাকার অর্দ্ধেক লইয়া তাঁহার নামে বৃত্তি স্থাপন করিবেন ও অপর অর্দ্ধেক লইয়া তাঁহার স্মরণার্থ একটী কারখানা খুলিবার কল্পনা করিয়াছেন।

ইউরোপের রাজগণের পরস্পর রাজ্যে যাহাতে রাজদ্রোহী লোক থাকিতে না পারে, রুশের বর্ত্তমান সম্রাট তদভিপ্রায়ে তাঁহাদিগকে লইয়া একটী সভা করিতে উৎসুক হইয়াছেন।

রেঙ্গুনের ধনী লোকেরা একত্র হইয়া তথায় এক সভা করিয়াছেন। একটী বৃহৎ পুস্তকালয় ও ব্রহ্মদেশের সাহিত্য গ্রন্থ সকল মুদ্রিত করাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। ৬০০০০০ টাকা মূলধন ১০০০০০ অংশে বিভক্ত হইয়াছে। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম তত্রত্য বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিরা ইহার অধিকাংশ অংশই ক্রয় করিয়াছেন।

বোম্বায়ের বরফ কোম্পানি নিত্য অন্যূন শত মণ বরফ প্রস্তুত করিতেছেন। শীঘ্রই তাহারা ৭৫০ মণ অতিরিক্ত বরফ প্রস্তুত করিবেন। কিন্তু কলিকাতায় বরফের যেরূপ কষ্ট, তাহাতে এখানেও শীঘ্র ঐরূপ কোম্পানি হইলে ভাল হয়।

লর্ড বিকন্সফিল্ড কেবল যে নিজের বুদ্ধিবলে ও পৈতৃক ধনে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন এমন নহে, তাঁহার অদৃষ্ট ও এমন সুপ্রসন্ন ছিল যে ১৮৫১ অব্দে মেসাস ব্রিজেস উইলিয়ম নামক একটী বিধবা ইহুদী রমণী তাঁহাকেই উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের ভাবী উত্তরাধিকারী করিবার জন্য তাঁহার নিকট আগমন করিয়া নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। বিকন্সফিল্ড ও তাঁহার কথা তামাসা মনে করিয়া পরিহাসচ্ছলে তাহাতে অনুমোদন করেন। এই ঘটনার অল্প দিন পরেই বিকন্সফিল্ডের পার্লামেণ্ট সভার সভ্য মনোনীত হইবার ব্যয় স্বরূপ রমণী ১০০০০০ টাকার একখানি চেক প্রেরণ করেন। বিকন্সফিল্ড তখন বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। এই উপলক্ষে বিবি উইলিয়ম আসিয়া তাঁহাকে একখানি উইল দেখান। তাহাতে এই সর্ত থাকে। তিনি তাঁহার মৃত্যুর পরে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবেন; কিন্তু বর্ষে বর্ষে তাঁহাদিগের স্ত্রী পুরুষকে টরকোয় নামক স্থানে তাঁহার বাটীতে গি[illegible] দুইবার করিয়া দেখিয়া আসিতে হইবে। এই ঘটনার ৪ বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে বিকন্সফিল্ড [illegible] সম্পত্তির অধিকারী হইলেন এবং নগদ ৫০০০০০ টাকা ও বিস্তর জহরত প্রাপ্ত হইলেন।

প্রিন্স ওয়েলসের পুত্রেরা পৃথিবী ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। তাঁহারা সকল স্থান পরিদর্শন করিয়া অবশেষে ভারতবর্ষও নাকি দেখিয়া যাইবেন।

চিচিউ নামক একখানি সংবাদপত্র বলেন মানলা নামক স্থানে গত ছয় বৎসর অবধি একটী স্ত্রীলোক জলে বাস করিতেছে।

আব্দুল রহমন কাবুলে অস্ত্র প্রস্তুত করিবার কারখানা সকল বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। যাহারা তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া অস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগের প্রাণদণ্ড করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে আগামী এপ্রেল মাসে ব্যবস্থাপক সভার আইনকর্ত্তা হুইটলি ষ্টোক্‌স সাহেব পদত্যাগ করিবেন। কলিকাতা হাইকোর্টের জষ্টিস কনিংহাম সাহেব তৎপদে অধিষ্ঠিত হইবেন।

ফরাসীরা টিউনিসকে নিজ রাজ্যভুক্ত করিবার [illegible] আয়োজন করিতেছেন। টিউনিসের সহিত এখনও যুদ্ধ থামে নাই, ইহার মধ্যেই এই! ফরাসী সাধারণতন্ত্র সভা পূর্ব্বে যে এই প্রতিজ্ঞা করেন, ফরাসি গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অধিকারচ্যুত রাজ্যগুলির পুনরুদ্ধার করিবেন এখন বোধ হয় তাঁহারা তৎসম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছেন।

রেঙ্গুনের নিকটস্থ এক বনে এক জন সাহেব দস্যুহস্তে নিহত হইয়াছেন। দস্যুরা তাঁহার মুখ নাসাদি এরূপে ছেদন করিয়াছে যে তাঁহাকে এখন আর চিনা যায় না। শুনা যাইতেছে কেহ কেহ ব্রহ্ম রাজের উপর সন্দেহ করিতেছেন।

মর্গ নামক স্থানের প্রোফেসর মোরেল বলেন গত ২৬ এ ফেব্রুয়ারি হইতে ১২ ই. মার্চ্চ পর্য্যন্ত ইউরোপের নিম্নলিখিত স্থানে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। যথাঃ—২৬ এ ফেব্রুয়ারি আগ্রাম ও চক্সেবিতে,২১ এ চক্সেবিতে ২৮ এ কিরিসবর্গ,অষ্ট্রীয়া,অভার্গন ও ফ্রান্সে, ৭ ই মার্চ্চ সুইটজারলণ্ডের অন্তর্গত হাই ভেলাইস,আর ও অস্তা উপত্যকায় গ্রেট সেণ্ট-বার্ণার্ড, জেনেভা, লিমান হ্রদের নিকটস্থ দেশ সমূহে, ভাড, নিউ চাটেল, বারণ, বাসেল, জুরিচ স্কাপহোসেন, টেসিন ও মধ্য সুইটজারলণ্ডে।

আমেরিকার অন্তর্গত মিচিগান নামক স্থানে এই নিয়ম আছে, ট্যাক্স দিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিতে হয়। স্ত্রীলোক ট্যাক্স দিয়া এই কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলে করিতে পারেন কিন্তু পুরুষেও ট্যাক্স না দিলে পাবেন না।

গত ৩১ এ মার্চ্চ হইতে ভারতবর্ষে ৫৮ টী তুলার কলের কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৬ টী বঙ্গদেশে ৪৪ টী বোম্বাইয়ে ৩ টী মান্দ্রাজে ২ টী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, ১ টী মধ্য-ভারতবর্ষে, ১ টী মধ্য-প্রদেশে ও ১ টী হাইদ্রাবাদে।

১৩ ই মে নৈনিতালে ঝড় হইয়া গিয়াছে।

গত সোমবার ঢাকায় অল্প ভূমিকম্প হইয়াছিল।

ফরাসী কোম্পানি লোহিত সাগরে ২৫ টী দীপ গৃহ নির্ম্মাণের জন্য কেদাইবের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

কলিকাতা ও মান্দ্রাজের নোটের টাকা বোম্বাইয়ে পাওয়া যাইবে না।

রুশ-গবর্ণমেণ্ট নিজ রাজ্যের দশ হইতে অষ্টাদশ বর্ষীয় বালকদিগের স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে ইহারা বিদেশে যাইতে পারে না।

সৈন্যদিগের খাদ্যাদি দ্রব্য প্রেরণের জন্য অধুনা যে সকল হস্তী রক্ষিত হইয়াছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার সংখ্যা কমাইতে উৎসুক হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যদি ঐরূপ রাজস্ব ও বিচার সংক্রান্ত বিভাগের পেট মোটা হাতীর সংখ্যা কমা হবার চেষ্টা পান তাহা হইলে বড় ভাল হয়।

জিলিয়াবফ নামক এক ব্যক্তি নিহিলিষ্ট বলিয়া ধৃত হইয়া বিচারার্থ কারারুদ্ধ হওয়াতে রাজ্ঞী স্বয়ং তাঁহাকে ও তৎসঙ্গিদিগকে ক্ষমা করিবার নিমিত্ত সম্রাটকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। ওদিকে হেকমান নামক নিহিলিষ্ট রমণী ও তৎসঙ্গিদিগের সম্রাট যাহাতে প্রাণদণ্ড না করিয়া নির্ব্বাসন দণ্ড দান করেন তদভিপ্রায়ে এডিনবর্গের ডচেস তাঁহার নিকট বিনীত প্রার্থনা করিতেছেন।

ইউনাইটেড ষ্টেটে এখন ৭২৭ টী কাগজের কল আছে। এই সকল কল হইতে দৈনিক ৫৪ হাজার মেণ কাগজ প্রস্তুত হইতেছে।

গুজরাটী স্ত্রীলোকেরা অধুনা কি বিদ্যাশিক্ষা কি সাহস সকল বিষয়েই বেশী বলিয়া বোধ হইতেছে। তাহারা বিলক্ষণ উৎসাহের সহিত এই সকল কার্য্য করিতেছে। সম্প্রতি তত্রত্য একটী স্ত্রীলোক বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন যদি যথার্থ দেশের উপকার সাধনোদ্দেশে বিদ্যা উপার্জ্জন করা অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে বালকদিগকে অতীত কালের বীরোপাখ্যান ও বালিকাদিগকে, হিন্দু ও রাজপুত সরলা মহিলাদিগের, সাধুতা সাহসিকতা, প্রভৃতি গুণের অনুকরণ করিতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

রুশেরা মধ্য আসিয়ায় যুদ্ধের বিরাম দেওয়াতে ৭ই এপ্রেল মার্ভ নামক স্থানে একটী সভা হয়। এই সভায় দুই শত সর্দ্দার একত্র হইয়া এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন অতঃপর তাঁহারা কি রুশিয়া কি পারস্য কোন রাজ্যেই ডাকাইতি করিবেন না।

নাগা পর্ব্বতের চীফ কমিশনর ইলিয়ট সাহেব আদেশ করিয়াছেন তথায় গবর্ণমেণ্টের যে সকল কর্ম্মচারী আছেন তাঁহাদিগকে নাগাদিগের আচার ব্যবহার ও ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। যিনি লোটা ও আসামী এই উভয় ভাষার ব্যাকরণ প্রস্তুত করিতে পারিবেন কমিশনর তাঁহাকে পুরস্কারও দিবেন, এবং ঐ ভাষায় যাঁহারা বিশেষ পারদর্শীতা দেখাইতে পারিবেন তাঁহারাও পুরস্কৃত হইবেন। নাগাদের আইন, আচার ব্যবহার, কুসংস্কার, অমূলক উপাখ্যান, পরম্পরাগত কথা, ও শিক্ষা প্রভৃতির বিষয়ে যিনি যাহা লিখিতে পারিবেন কমিশনর বিনা ব্যয়ে তাঁহার সেই সকল পুস্তক মুদ্রিত করিয়া দিবেন।

ওয়ার্ড ইনিষ্টিটিউসন উঠিয়া গেল। উহার তত্ত্বাবধায়ক নিরূপিত বৃত্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। বালকেরা ১৪ ই শনিবার স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়াছেন। ঐ দিবস অবধি পর্য্যন্ত স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদিগের নাবালক পুত্রগণ অতঃপর প্রাদেশিক কালেক্টরদিগের অধীনে থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিবে।

গত মঙ্গলবারের পূর্ব্ব মঙ্গলবার কলিকাতা অঞ্চলে যে ঝড় হয় তাহাতে অনেক বৃক্ষ ও অট্টালিকা পতিত ও গঙ্গায় নৌকা এবং আরোহী জলমগ্ন হইয়াছে।

কলিকাতা পুলিস মাজিষ্ট্রেটের নিকট মেট্রোপলিটান ও হিন্দুস্কুলের তিনটী বালকের মধ্যে মারির বিচার হইতেছে। গত ৪ ঠা এপ্রেল বেলা ৪ টার সময়ে মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের তারকচন্দ্র দত্ত নামে একটী বালক ছুটীর পরে হিন্দুস্কুল হইতে তাহার ভ্রাতা যোগেন্দ্রনাথ দত্তকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হয়। যোগেন্দ্র এই সময়ে বাহিরে আসিয়া বলে রামনাথ বসু নামক একটী বালক তাহাকে বড়ই অবমানিত করিয়াছে। এই উপলক্ষে রামনাথের সহিত তাহাদিগের মারামারি হয়। রামনাথ শেষে যোগেন্দ্রকে ছুরির আঘাত করিয়াছে। উভয় বালকের কর্তৃপক্ষই উকীল বারিষ্টার প্রভৃতি দিয়া এই বিষয়ের মকদ্দমা করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।
বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৪ ঠা মে ১৮৮১। মানিকগঞ্জের অধুনাতন হাজিপুরের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

সব ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী মহম্মদ উল নবী সেওয়ানের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

৬ ই মে। বাবু রাজমোহন দাস কিছু দিনের জন্য চট্টগ্রাম বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

বাবু ... রাজ ... কিছু দিনের জন্য জামালপুরে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

হাজারিবাগের ডেপুটী কমিশনর মেশর হ, ঝি, লিলিংষ্টোন যে পর্য্যন্ত অন্য আদেশ না হয় সেই পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণী ডেপুটী কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

১০ ই মে। পুরীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জি, জে, সি, গ্রাণ্ট যে পর্য্যন্ত অন্য আদেশ না হয় সে পর্য্যন্ত কটকের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

পুরীর অধুনাতন প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ... পুনরাদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত পুরীতে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

... ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ই, আর, মিডেলটন ... কিন্তু পূর্ব্ববৎ অবস্থিতি করিবেন।

১১ ই মে। রাজসাহীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ই, এন, বেকর, পুনরাদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

মুর্শিদাবাদের প্রতিনিধি ডেপুটী কমিশনর কাপ্তেন ... গত ১২ ই হইতে তৃতীয় শ্রেণীর ডেপুটী কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছুটী লওয়াতে বাবু ... পোদ্দার নদীয়ার অন্তর্গত ... সব ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

১০ই মে। [illegible] অন্তর্গত পুলনীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী সায়দ আবদুল্লা পুলনীয়ায় [illegible] নির্ম্মাণার্থ ভূমি সংগ্রহ করিবার জন্য ১৮৭০ সালের ১০ম আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

দার্জিলিঙের অন্তর্গত কুরসাঙের প্রতিনিধি অ্যাসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার টি, নর্টন দার্জিলিং ট্রামওয়ের প্রস্তাব জন্য ভূমি সংগ্রহার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ম আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু হরকালী মুখোপাধ্যায় কাটোয়ার দ্বিতীয় মুন্সেফের আদালত [illegible] ভূমি সংগ্রহার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ম আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৩ই মে। বাবু বিহারিলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ত্রিপুরার সম্প্রতি [illegible] মুন্সেফ হইলেন।

বাবু গোপীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বগুড়া সদর ষ্টেশনে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বাবু অন্নদাপ্রসাদ [illegible], বি এল, দিনাজপুর সদর ষ্টেশনে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বাবু কালী[illegible] মুখোপাধ্যায় বি, এল, ত্রিপুরায় বদলী হইলেন কিন্তু প্রায় [illegible] মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

রাউলপিণ্ডি। হিমালয় প্রদেশ।

আজ্ কাল এতদ্দেশে কিছু কিছু গ্রীষ্মোদ্ভব হইতেছে। এখানে ৩। ৪ মাস গ্রীষ্ম থাকে, তৎপরে সমস্ত বৎসরই প্রায় শীতের প্রাধান্য দেখা যায়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় এখানে তেমন লু চলে না এবং মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হওয়ায় বায়ুমণ্ডল নিতান্ত উত্তপ্ত হইতে পায় না। এখান হইতে মুরি পাহাড় নিকট, তথায় প্রায় মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুতের আলোক হইয়া থাকে। পাঞ্জাবী লোকদিগকে এজন্য বর্ষার প্রতীক্ষায় অধিক দিন থাকিতে হয় না। ঐ সকল পাহাড় অঞ্চলে বর্ষাপ্রধান বঙ্গদেশের অনেক গাছ গাছড়া দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। উহাতে এক একটী নিৰ্জ্জনস্থান সন্দর্শন করিলে বাস্তবিকই "যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয়ভার।" মুরি পাহাড় এখান হইতে ১৪। ১৫ ক্রোশ হইবে। যাতায়াতের বিলক্ষণ সুবিধা আছে। এই সময়ে কোন কোন সরকারী আফিস ৩। ৪ মাসের মত ঐ স্থানে গিয়া বিশ্রাম সুখ-সম্ভোগ করিয়া থাকে।

রাউলপিণ্ডি আফগান যুদ্ধের সময় হইতে বিলক্ষণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখানে আপাততঃ আট দশটী সৈন্যদল আছে। এদেশীয় লোকদিগের আচার ব্যবহার হিন্দুমুসলমান মিশ্রিত। ভাষা না বিশুদ্ধ হিন্দী, না পারসি, না সংস্কৃত। ধর্ম্ম সম্বন্ধে বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা প্রধান বলিতে হইবে। ইঁহারা জড়োপাসনা, প্রতিমা পূজাদি করেন না, পাড়ায় পাড়ায় এক একটী গুরুদ্বার আছে, তথায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যা সময়ে বহুল নরনারীর সমাগম হইয়া থাকে। নিত্য গুরুমুখী প্রভৃতি গ্রন্থাদির পঠন পাঠনা হয়। যাঁহার এরূপ সংস্কার যে জড়-প্রতিমা ভিন্ন অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের মনঃসংযোগ হয় না, তাঁহারা যদি একবার নিরক্ষর পঞ্জাবী স্ত্রী পুরুষদের ধর্ম্মভাব দেখেন ও ধর্ম্মসংকীর্ত্তন, ভজনগানাদি শ্রবণ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের অনেক শিক্ষা লাভ হইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজ এতদিন পূর্ব্বাঞ্চলে যাহা করিতে পারেন নাই, গুরুনানকের সাধন-ভজন-মাহাত্ম্যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও পঞ্জাব প্রদেশে তাহা বোধ হয় সুসম্পন্ন হইয়াছে। সজাতীয়ভাবে ধর্ম্মসংস্কার করিবার রীতি উদ্ধত প্রকৃতি পঞ্জাবীদের মধ্যে গুরুনানক যেমন সহজে প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন এমন আর কেহই পারিতেছেন না।

১। রাউলপিণ্ডি হিতকরী সভা।

এত দিনের পর এখানে একটী সদনুষ্ঠান হইতে দেখিয়া নিতান্ত আহ্লাদিত হইলাম। "হিতকরী সভা" নামে অল্পদিন হইল এখানে একটী পুণ্যফলপ্রদ সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক ভদ্র লোক যোগ দিয়াছেন। ৩ই তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রায় ৫০ জন বঙ্গবাসী ইহার সভাশ্রেণীভুক্ত হওয়া অনুষ্ঠাতাদিগের বিশেষ উৎসাহ বৰ্দ্ধন করিয়াছেন। এত কাল রাউলপিণ্ডিতে সাধারণ মঙ্গলজনক কোন অনুষ্ঠান ছিল না। রেলওয়ে আফিস সমূহ এখানে উঠিয়া আসা অবধি কোন কোন সদাশয় লোকের উদ্যোগে হিন্দুসমাজের সুখস্বচ্ছন্দকর এই সভাব জন্ম হইল। এ সভাটী চারিভাগে বিভক্ত। ১ম শারীরিক বিভাগ, ২য় সামাজিক বিভাগ, ৩য় সাহিত্য বিভাগ ৪র্থ নৈতিক বিভাগ। শারীরিক উন্নতিসাধন করা, শারীরিক বিভাগের উদ্দেশ্য। পঞ্জাবে বসবাস করিয়া যাহাতে বাঙ্গালীর দুর্ব্বল শরীর পঞ্জাবীর আদর্শে হৃষ্টপুষ্ট হয়, যাহাতে মাদক সেবন ও ব্যভিচার দ্বারা দৈহিক বলবীর্য্য নাশ না হয়, যাহাতে বিবিধ উপায়ে স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া অপরাপর গুরুতর কার্য্যভার বহন করা যাইতে পারে এ সভা দ্বারা তাহা অবলম্বিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ সামাজিক বিভাগ দ্বারা অত্রত্য অধিবাসীদের সহিত মৈত্রীভাব রক্ষা করা, বাঙ্গালীমাত্রেই যাহাতে পরস্পরের সঙ্গে সহৃদয়তা স্থাপন করিয়া একতাসূত্রে আবদ্ধ হয়, এই বিভাগ তদুপায় অবলম্বন করিয়া কার্য্যক্ষেত্র প্রশস্ত করিবেন। পূর্ব্বে এখানে এমন বিসদৃশভাব ছিল যে একজন অপরিচিত বাঙ্গালী আসিলে তাঁহাকে আশ্রয় দেওয়া দূরে থাকুক তাঁহার সঙ্গে প্রসন্নবদনে কেহ কথা কহিতেন না! বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীর সঙ্গে এরূপ বিরূপভাব বোধ হয় সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু এ ভাব এখানে বিলক্ষণ প্রবল ছিল। অতিথিশালাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া নিরুপায় প্রবাসী ভদ্র লোকদিগের সহিত সাধ্যমত সহানুভূতি প্রদর্শন করা এ বিভাগের কার্য্য হইবে।

তৃতীয়তঃ সাহিত্য বিভাগ হইতে বাঙ্গালা ও ইংরাজী গ্রন্থাদির পঠন পাঠন দেশীয় সংবাদ পত্রাদি সম্পাদক ও বঙ্গভাষা রচয়িতা উত্তম উত্তম গ্রন্থকারদিগকে সাধ্যমত উৎসাহ দেওয়া এ বিভাগের প্রধান ব্রত। এতদ্ভিন্ন যাহাতে এখানে একটী বঙ্গবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়া বঙ্গীয় বালক বালিকাদিগকে রীতিমত দেশীয়ভাবে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে তদুপায় অবলম্বিত হইবে। এখানকার বাঙ্গালী ছেলে মেয়েদের ভাষা ও আচার ব্যবহার দেখিলে শুনিলে দুঃখ হয়, তাহারা না বাঙ্গালী, না পঞ্জাবী। কিছু দিন পরে ইহাদের প্রকৃতি এক বিসদৃশভাব ধারণ করিবে, সন্দেহ নাই। আমাদের নিকট কেবল পঞ্জাবী বলিষ্ঠতাই ভাল লাগে। তদ্ভিন্ন আর কোন রীতিনীতি অনুকরণীয় নহে। এই সব ছেলেরা যে কেবল বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে অপটু এমন নহে, অধিক ইঁহাদের মিত্রভাবাপন্ন চিরপ্রবাসী বঙ্গীয় জনকজননীরা পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় পত্রাদি লিখিতে অক্ষম। এই দোষ সংশোধন মানসে প্রতি সপ্তাহে এই সভার এক এক অধিবেশন হইয়া নানা সদুপায় আলোচিত ও অবলম্বিত হইতেছে।

চতুর্থতঃ ধর্ম্মনৈতিক বিভাগ হইতে বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মভাব রক্ষা করিয়া সামাজিক পাপনিচয় বিদূরিত করা মুখ্য উদ্দেশ্য। বঙ্গীয় যুবকদের দুষ্ট বুদ্ধি দমন করা, বিশুদ্ধভাব সংক্রামিত করা, জুয়াখেলা ইত্যাদি নিতান্ত ঘৃণিত দুর্নীতিকৃত আমোদ প্রমোদের প্রতি ঘৃণা উদ্দীপন করা এই বিভাগের কার্য্য। এবম্বিধ বিবিধ গুরুভার স্কন্ধে লইয়া হিতকরী সভা আবির্ভূত হইয়াছেন। যদি স্থানীয় ভদ্র মহোদয়দিগের উৎসাহাগ্নি নির্ব্বাপিত না হয়, যদি সেই সিদ্ধিদাতার উপর সভ্যদের একান্ত বিশ্বাস ও আস্থা থাকে, যদি কার্য্যসম্পাদক সভায় আলস্য ও ঔদাস্য প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়া না ফেলে, যদি বাঙ্গালী জাতিসুলভ দলাদলি ও বিদ্বেষ পরায়ণতা দেখা না দেয়, তাহা হইলে এই স্থান যে শীঘ্র উন্নত ও সংস্কৃত হইয়া উঠিবে, ইহার নিদর্শন এখনই লক্ষিত হইতেছে, ঈশ্বর সভ্যদিগকে উৎসাহ দান করুন।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৶০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ ষষ্ঠ সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীহর্ষ, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি, রামায়ণ ও মহাভারত, দেবগণের মর্ত্তে্য আগমন; হিন্দুদিগের বহির্ব্বাণিজ্য, মনুসংহিতা, বামদেব, সাংখ্যদর্শন, এই ৮টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি কর্ম্মার ৮কর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

বসু ব্রাদার্স।

মফস্বলস্থ ব্যক্তিদিগের দ্রব্যাদি সরবরাহকারী। (যোবারি) আপিসঃ—৭০ নং বাটী হরিঘোষের ষ্ট্রীট হোগলকুঁড়িয়া।

কলিকাতা।

১। কলিকাতার বাজার দরে (কিম্বা তদপেক্ষা সুবিধামত দরে) সকল প্রকার দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যায়।

২। টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যাইবে না। আমরা নগদ ভিন্ন কাহারও সহিত ধারে কারবার করি না। নগদ মূল্যে খরিদে সুবিধা আছে, ইহাতে দ্রব্যাদি ভাল ও সস্তা পাওয়া যায়।

৩। দ্রব্যাদি অতি যত্নপূর্ব্বক এবং শীঘ্র পাঠান যায়। পাঠাইবার পূর্ব্বে পুনরায় ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া পরে প্যাকিং করিয়া পাঠান গিয়া থাকে।

৪। নিম্নলিখিত হারে আমরা কমিসন লইয়া থাকি।

৫০০ পাঁচ শত টাকার নিম্ন হইলে শতকরা পাঁচ টাকার হিসাবে।

৫০০ ঐ ঐ উপর হইলে " ২৸০ আড়াই টাকার হিসাবে।

৫। পত্রাদি ও টাকা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে পাঠাইতে হইবে। পত্রাদিমধ্যে নাম ও ধামসকল সময়ে পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক। এবং কিরূপে দ্রব্যাদি পাঠান যাইবে, তাহাও বিশেষ করিয়া লেখা আবশ্যক।

৬। আমাদিগের মফস্বলে বর্ত্তমান গ্রাহক সংখ্যা—

ভদ্রসন্তান—১৩০ একশত ত্রিশ জনের উপর।

ব্যবসায়ী ও দোকানদার—২৮ জন মাত্র।

৭। অল্প মূলধন লইয়া কেহ মফস্বলে কারবার কিম্বা দোকান করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে লিখিবেন, আমরা তৎসম্বন্ধে সুপরামর্শ দিতে পারি এবং দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেও প্রস্তুত আছি।

১লা এপ্রেল ১৮৮১ } শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু। ম্যানেজার।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ

ডাক্তার এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা ঔষধের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহুসংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে এককালে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চমকান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশতঃ হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্তপরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীর হইতে এককালে পারা নির্গত হইয়া যায় ও শরীর যে কারণবশতঃ রুগ্ন ও ক্ষয় প্রাপ্ত হউক না কেন উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও স্থূল করিয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট। যাঁহারা কখন গরমী, বাত, বাধী অথবা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা (মারকুরি) ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ৫ টাকা, ছোট ২ টাকা।

বরডেট্ কোম্পানির ঔষধালয়।

গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও উইলসন হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ দে—রামকোলা ১০
" " গৌরহরি দস্তিদার—চট্টগ্রাম ১০
" " শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় পাথাস্ত্রা ৯॥০
" " বরদাকান্ত সরকার—ঢাকা ৭
" " অক্ষয়কুমার দাস—ঐ ৭
" " মনোমাধব মুখোপাধ্যায়—ছাপরা ৫
" " মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়—গঙ্গাটিকুরি ৭
" " মধুসূদন সরকার—ভোলা ৭
" " গিরিশচন্দ্র রায়—গোয়ালন্দ ৭
শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস ভট্টাচার্য্য—কসবা ৭
" " নীলকমল সিংহ—কাকিনীয়া ৭
" " হরিপরায়ণ চট্টোপাধ্যায় মালডাঙ্গা ৭
" " চন্দ্রনাথ মজুমদার—চাটমহর ৭
" " হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—খিদিরপুর ৫
" " আনন্দগোপাল গুহ—পাবনা ৭
" " ভুবনমোহন চৌধুরী—মাণিকগঞ্জ ৭
" " সোণারাম দাস—দেকুগড় ৭
" " চন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী—এবটাবাদ ৭
সেক্রেটারি মেদিনীপুর পবলিক লাইব্রেরি মেদনীপুর ৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ । “ প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং ” । ২৯ সংখ্যা ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা । মাসিক মূল্য ১ এক টাকা ।

১২৮৮ সাল । ১৮ ই জ্যৈষ্ঠ । ইং ১৮৮১ । ৩০ এ মে ।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৸০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা ,

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য ।

১২৮৭ সাল গত হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য গ্রহণের নিয়ম, এ বিষয়টী বিশেষ করিয়া পাঠকগণের স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে । যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, তাহা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন ।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তব্য ।

যাঁহারা মনিঅর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভ্রম-প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে । যথা—যিনি কাগজ লন, হয় ত তাঁহার কর্ম্মচারী মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল । অতএব মনিঅর্ডরের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না ।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরও কর্ম্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয় । কর্ম্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, বাসগ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না ; সুতরাং তাঁহাদের কাগজ যায় না । অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য ।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক ।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল ।

(ভারতীয় তারকা তৈল ।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ ।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয় । যথাঃ—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্বপ্রকার ঘুরঘুরে ঘা, ফোস্কা ঘা, আবের ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, ডুবা ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোসপাঁচড়া, ছিঁড়িয়া, ছড়িয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোষ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) শিরঃবেদনা, সর্ব্বপ্রকার পায়ের ঘা, অঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাউড় ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, বিবিধ প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি ।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১ টাকা ।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে ।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি ।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন ।

জল কোরণ্ড, মাংস কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন । প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন । তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্রে বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায় ।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্যানেক ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন । প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র ।

শিবপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা । যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন ।

১৬ ই এপ্রেল ১৮৮১ ।

শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায়
ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী শিবপুর ।

হিন্দু দর্শন ।

জন্ম মৃত্যুর সাংখ্যাদি বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন ।

বিগত ভাদ্রমাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে । কলিকাতায় অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০ আনা, মফস্বলে ডাঃ মাঃ সমেত ১৷৹ । অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে পত্রিকা প্রেরিত হয় না । একত্র এক যোড়কে ৫ খণ্ড লইলে ডাঃ মাঃ বিশেষ সুবিধা ।

হিন্দু দর্শন কার্য্যালয়
৬৬ নং মুক্তারাম ষ্ট্রীট
পটোলডাঙ্গা কলিকাতা ।

শ্রীকালীচরণ পাল ।
হিন্দু দর্শন কার্য্যাধ্যক্ষ ।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

শ্রীযুক্ত [illegible] এবং শ্রীযুক্ত বনযারিলাল সরস্বতীর লিখিত "[illegible] প্রমাদ" প্রস্তাবের যে উত্তরদান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশিত হইল না, তাহার কারণ এই, অপর এক জন অধ্যাপক পূর্ব্বেই ঐ বিষয়ের উত্তর দান করিয়াছেন। এক বিষয়ে বহু-সংখ্যক পত্র প্রকাশিত হইলে পাঠকগণের বিরক্তি জন্মিতে পারে।

প্রেরিতপত্র।

বিফলান্যন্যশাস্ত্রাণি বিবাদস্তেষু কেবলং।
সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ॥

মহাশয়! জ্যোতিঃশাস্ত্র যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ তাহাতে কাহারও বিমতি নাই। ইহাতে মূর্ত্তিমান চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষ্য প্রদান করেন। এই নিমিত্ত অন্যান্য শাস্ত্র নিষ্ফল এবং উক্ত শাস্ত্র সফলরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, উহা সংস্কারাভাবে ও প্রকৃত উপদেশাভাবে দিন দিন হীনপ্রভ হইতেছে। তজ্জন্য নানা প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। শাস্ত্রের মহিমাও লুপ্ত প্রায় হইল। গত বর্ষে এক একাদশী লইয়া কত গোলযোগ বাঁধিল, নানা মুনির নানা মত হওয়াতে প্রকৃত নির্ণয় কিছুই হইল না। আবার এ বর্ষ প্রবৃত্ত হইতেই এক গ্রহণ লইয়া হুলস্থুল পড়িয়াছে। এবার আর বিগত একাদশীর মত চন্দ্রস্ফুট অশুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া নিষ্প্রমাণ স্বকপোলকল্পিতমাত্র বাক্য প্রয়োগ করিলে চলিবে না। আগামী অমাবস্যাতে দেশীয় পঞ্জিকাতে সূর্য্য-গ্রহণ লিখিত হইয়াছে। ইহার মর্ম্ম অদ্যাপি আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। গণিতকারেরা প্রায় প্রতি বর্ষে এরূপ গ্রহণ দুই একটী লিখিয়া থাকেন। তাহার মধ্যে যত হউক, বা না হউক। উপস্থিত গ্রহণও কি তাহার অন্তর্ভূত? ভাল জিজ্ঞাসা করি, গণিতকারদিগের ইহাতে ফল কি? গণিত লভ্য বলিয়া যদি নির্দ্দেশ করেন তবে ফলে অনৈক্য হয় কেন? এস্থলে মাঘ কবির বাক্যটী একবার তাঁহাদিগের স্মৃতিপথারূঢ় হয় না?

তুল্যেঽপরাধে স্বর্ভানুর্ভানুমন্তং চিরেণ যৎ।
হিমাংশুমাশু গ্রসতে তন্ম্রদিম্নঃ স্ফুটং ফলং॥

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহদ্বয়ের অপরাধ (মোহিনীরূপধারী ভগবানের অমৃত দানকালে দেব-পঙক্তিতে উপবিষ্ট সুধা পিপাসু রাহুদৈত্যকে নির্দ্দেশরূপ) তুল্য হইলেও সূর্য্যগ্রহকে বহুকাল পরে রাহু একবার গ্রাস করেন, কিন্তু চন্দ্রগ্রহকে অতি শীঘ্র গ্রাস করেন, ইহা কেবল মৃদুতা গুণের একমাত্র পরিচয় স্থল। কবিবাক্য অযথাভূত নহে, প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। দুই চারি বৎসরে এক সূর্য্যগ্রহণ লাভ করা দুষ্কর: কিন্তু বর্ষে দুইটী করিয়া চন্দ্রগ্রহণের ভূরি উদাহরণ পাওয়া যাইতেছে। সে যাহা হউক, আমরা কিছু কবিযুক্তির পক্ষপাতী হইতে চাহি না। রাহু মাসে মাসে উদর পূর্ত্তি করিয়া গ্রাস করুন না কেন ফলে সেটী নিশ্চয় করিয়া গণিত প্রকাশ করিলে বড় সুখের বিষয় হয়; নতুবা সম্ভাবনা মাত্র দেখিয়া গ্রহণ লিখিলে সহসা অপ্রতিভ হইতে হয়। যদি বলেন অনিশ্চিত কিসে জানিলেন তাহাতে নিবেদন এই যে ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহাদিগের প্রকাশিত বিষয় নিশ্চিতই হউক পরন্তু পরিণাম বিবেচনা করিলে অবশ্যই ভগ্নহৃদয় হইতে হইবে। অপর লিখিয়াছেন যে সিদ্ধান্ততঃ দর্শনে সন্দেহ, তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই এতৎপ্রদেশের ত কথাই নাই তৎপ্রদেশের কুত্রাপি গ্রহণস্পর্শেরও শঙ্কা নাই বলিয়া আমাদিগের বোধ হইতেছে, স্থিতিকালের অল্পত্ব ও বাহুল্যত সুদূর পরাহত। ইহা যদি প্রকৃত হয় তবেইত শাস্ত্রের যথার্থ গৌরব রক্ষা হয়, নচেৎ আমাদিগেরই একটী অতুল বিষম প্রমাদ দুরীভূত হইবে। কি পর্য্যন্ত হইয়া উঠে দেখা যাউক।

শ্রীজয়রাম দেবশর্ম্মা } বারাণসী শক ১৮০৩
শ্রীজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মণোঃ } ৫ ই জ্যৈষ্ঠস্য।

একটী সন্দেহ।

মহাশয়! আমি আমার ছাত্রদিগের নিকট বেদাদি শাস্ত্রের যে ভাব ব্যাখ্যা করিয়া থাকি, তাহার বিপরীত ভাব, আর্য্যধর্ম্মবিবেক নামক এক খানি নূতন পুস্তকে পাঠ করিয়া আমার ছাত্রদিগের এবং অন্যান্য লোকের মনে সন্দেহ হইতেছে। যদি কেহ তাহার মীমাংসা করিয়া দেন, এই অভিপ্রায়ে তদ্বিষয়ক একটী প্রস্তাব মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিয়া প্রার্থনা করিয়াছি। উহা সংশোধন পূর্ব্বক যথাবিধানে সোমপ্রকাশে মুদ্রিত করিতে আজ্ঞা হয়।

গত ২৮ এ বৈশাখের সোমপ্রকাশে সন্দেহ নিরসন শিরোভূষণ প্রস্তাব পাঠে অবগত হইলাম যে, "কূট সংস্থিত শব্দে প্রশ্নকর্ত্তা কূটস্থ অর্থ গ্রহণ করিয়াই অনর্থ করিয়াছেন।"

প্রত্যুত্তর। কূট সংস্থিত শব্দে কূটস্থ এই অর্থ আমি কল্পনা করিয়া লিখি নাই। আর্য্যধর্ম্মবিবেকের ১৯ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ং যে অর্থ লিখিয়াছেন তাহা লিখিত হইল, পাঠকগণ মিলাইয়া দেখুন। "যিনি ক্ষয় ও উদয় রহিত উপাধি বিহীন ও কূটস্থ চৈতন্য, তিনিই ব্রহ্ম চৈতন্য অর্থাৎ পরব্রহ্ম; সৃষ্টি করিতে তাঁহারই ইচ্ছা হয়। ১০॥" এবং উক্ত গ্রন্থের ২০ পৃষ্ঠায় ১৪ শ শ্লোকে কূটস্থ শব্দ প্রয়োগ আছে যথা, "কূটস্থংস্যাদনেকধা। ঐ শ্লোকের নিম্নে বঙ্গানুবাদ যথা এক কূটস্থ আত্মা এই প্রকারে বহু হইয়াছেন। ১৪॥" ইহাতে স্থির হইল আর্য্যধর্ম্মবিবেকে কূটস্থ শব্দ পরব্রহ্মবাচক হইলেন। অতএব কূটস্থের শাস্ত্রীয় অর্থ কি, এক্ষণে তাহা দেখা যাউক।

পঞ্চদশী।

৬ ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অধিষ্ঠানতয়া দেহদ্বয়াবচ্ছিন্নচেতনঃ।
কূটবন্নির্ব্বিকারেণ স্থিতঃ কূটস্থ উচ্যতে॥ ২২ শ্লোক

অর্থ।

"পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের কার্য্য অন্নময় কোষরূপ স্থূলশরীর এবং অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের কার্য্য প্রাণময়াদি-কোষত্রয়রূপ যে লিঙ্গশরীর, তদুভয়াবচ্ছিন্ন সর্ব্বাধারভূত চৈতন্যকে কূটের ন্যায় নির্ব্বিকারে অবস্থান হেতু কূটস্থ শব্দে কহা যায়॥ ২২॥"

এতাবতা স্থির হইল যে, স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা সীমাবদ্ধ চৈতন্যকে কূটস্থ বলা যায়। আর্য্যধর্ম্ম বিবেকে কূটস্থ শব্দে পরব্রহ্মকে বুঝাইতেছে; আর পঞ্চদশীতে কূটস্থ শব্দে দেহ সীমাবদ্ধ চৈতন্যকে বুঝাইতেছে; অতএব পঞ্চদশীর সহিত আর্য্যধর্ম্ম বিবেকের বিরোধ উপস্থিত হইল কি না?

. সন্দেহ-নিরসন-প্রস্তাবে আর্য্যধর্ম্মবিবেকে পরমাত্মার চতুর্থ পাদ উল্লেখ করিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ঘোষাল মহাশয় অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। কাহার প্রশ্ন, কি জন্য এত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা জানি না। উপরি উক্ত প্রশ্ন আমার নহে, আমার প্রশ্নের ভাব ওরূপ নহে। আমার প্রশ্নের ভাব এই যে, পরমাত্মাকে কোন বস্তুর চতুর্থাংশ বলা বিধেয় নহে; আর্য্যধর্ম্মবিবেকে পরমাত্মাকে চতুর্থাংশ বলিয়া গ্রন্থকর্ত্তা উল্লেখ করিয়াছেন কেন? পরমাত্মা কোন বস্তুর চতুর্থাংশ নহেন, প্রমাণ যথা,—

পরমাত্মার স্বরূপ লক্ষণ।

অথর্ব্ব বেদান্তর্গত নিরালম্বোপনিষদ্।

ভরদ্বাজ উবাচ। ভরদ্বাজ মুনি কহিয়াছিলেন। কঃ পরাত্মা। পরমাত্মা কে?

ব্রহ্মোবাচ। দেহাদেঃ পরমাৎ ব্রহ্মৈব পরমাত্মা। অস্যার্থঃ। "দেহাদি যাবতীয় মায়িক বস্তুর অতীত যে ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা।" মায়িক বস্তুর সীমা থাকে। পরমাত্মা মায়িক বস্তু নহেন, সুতরাং সীমা নাই। কূটস্থ চৈতন্যের সীমা দেহ, ইহা পঞ্চদশীতে উক্ত হইয়াছে। সসীম বস্তুর অংশ অসীম বস্তু হয় হয় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ ও সর্ব্ববাদিসম্মত। এমন যদি হইল, তবে আর্য্যধর্ম্ম বিবেকে কূটস্থ চৈতন্যের চতুর্থাংশ পরমাত্মা হন, এইরূপ লিখিত হইল কেন? আমার একটী সন্দেহ ও এই মাত্র জিজ্ঞাসা।

জিজ্ঞাসু
শ্রীবনমালি ভট্টাচার্য্য।
শান্তিপুর।

সোমপ্রকাশ

১৮ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

সোণাপুর মগরা ষ্টেট রেলওয়ে হইতে আশঙ্কিত অনিষ্টের শঙ্কা।

সোণাপুর হইতে মগরা পর্য্যন্ত যে ষ্টেট রেলওয়েটী হইতেছে, তাহা আমাদের বাসগ্রাম চাঙ্গড়িপোতার নিজ পূর্ব্বপার্শ্ব দিয়া যাইতেছে। রেলওয়ে হইতে বিস্তর উপকার লাভ। আমরা যে ইহার কতদূর উপকার লাভ ভাগী হইব, তাহা এক্ষণে বলিতে পারি না। কিন্তু প্রস্তাবিত রেলওয়ের কর্ম্মচারীদিগের কার্য্য দেখিয়া আপাততঃ আমাদের মনে একটী অনিষ্টের আশঙ্কা জন্মিয়াছে। বর্ষাকালে আমাদের গ্রামের সমুদয় জল ও আমাদের গ্রামের পশ্চিমাংশবর্ত্তী হরিনাভির এবং আমাদের গ্রামের দক্ষিণাংশবর্ত্তী কোদালিয়া গ্রামের কিয়দংশের জল আমাদের গ্রামের দক্ষিণাংশ হইয়া পূর্ব্ব দিয়া বরাবর মাঠে পড়িয়া খালে গিয়া পড়ে। আমরা স্বয়ং তদারক করিয়া দেখিলাম, উক্ত রেলওয়ে হওয়াতে ঐ পথটী বন্ধ হইয়া যাইতেছে। উহাই হরিনাভি, চাঙ্গড়িপোতা ও কোদালিয়া গ্রামের উত্তর অংশের মিউনিসিপাল জলপথ। এক্ষণে রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা জল নির্গমের যে দুটী পথ রাখিয়াছেন, তদ্দ্বারা, আমরা উপরে যে তিনটী গ্রামের জলপথের কথা কহিলাম, তাহার জল নিকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। যে দুটী পুল করা হইয়াছে, তাহা আমাদের গ্রামের বহুদূরবর্ত্তী। তাহার কোন পুলের দ্বারাই উক্ত জলপথের জল যাইবার যো নাই। জলের নিম্ন দিকেই গতি, উচ্চ দিকে গতি নয়। উক্ত জলপথের দক্ষিণ ও উত্তর উভয়দিকই উক্ত জল পথ অপেক্ষা অনেক উচ্চ। পূর্ব্বদিকই নিম্ন। সেই নিম্ন পূর্ব্বদিক দিয়া যদি একটী সমান জলপথ না হয়, গ্রামের যে কত প্রকার অনিষ্ট ঘটিবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

গ্রামের জল রীতিমত নির্গত হইয়া যদি মাঠে গিয়া পড়িতে না পারে, গ্রামে জল বসিবে। উহা ম্যালেরিয়ার আকর স্থান হইয়া উঠিবে। রেলওয়ের প্রতিবন্ধকতা হেতু গ্রামে জল বসিলে যে সাংক্রামিক জর জন্মে, এটা মৃত বাবু দিগম্বর মিত্রের অনুমানকল্পিত নয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সচরাচর বর্ষাকালে পল্লীগ্রাম মাত্রে জরের প্রাদুর্ভাব হয়, ইহার কারণ কি? কারণ ঐ সময়ে সর্ব্বদা বৃষ্টি হওয়াতে ঘর বাড়ী পথ ঘাট সর্ব্বদা ভিজা থাকে। আর্দ্র পদে গমনাগমন ও আর্দ্র গৃহে শয়নাদি করাতে পীড়া জন্মে, গ্রামের জল বহির্গত হইতে না পারিলে যে ঐ পীড়ার বৃদ্ধি হইবে, সে বিষয়ে সংশয় কি? অতএব আমাদের গ্রামবাসিদিগের প্রার্থনা এই, যে স্থান দিয়া আমাদের তিন গ্রামের জল বাহির হইয়া পূর্ব্ব মাঠে গিয়া পড়ে, রেলরাস্তা হওয়াতে সে জলপথের মধ বন্ধ হইয়াছে, সেই স্থানে একটী পুল করিয়া দেওয়া হয়। পুল না হইলে আমরা যে যে অনিষ্টের গণনা করিলাম, বাস্তবিক সে গুলি ঘটিবে কি না, ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী আসিয়া যদি তদন্ত করিয়া যান, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন। একটী ছোট রকম পুল করিলেই চলিতে পারিবে। তাহাতে গবর্ণমেণ্টের কিঞ্চিৎ ব্যয় হইবে। সে ব্যয় স্বীকার করা একান্ত আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট যদি সে ব্যয় স্বীকার না করেন, একটী গ্রাম উৎসন্ন হইবে। আমাদের গবর্ণমেণ্টের অর্থ অপেক্ষা প্রজার স্বাস্থ্য যে অধিকতর আদরণীয়, তাহা বলা বাহুল্য।

হরিনাভি ও চাঙ্গড়িপোতা গ্রামবাসিদিগের আর একটী প্রার্থনীয় এই, মাঠের যে স্থান দিয়া রেলরাস্তা যাইতেছে, তাহার উভয় পার্শ্বেই গ্রামের কৃষকদিগের কৃষিকার্য্যের উপযোগী ক্ষেত্র আছে। তাহারা এতদিন নির্দ্দিষ্ট দুটী পথ দিয়া হাল গরু লইয়া চাস আবাদ করিতেছিল। এখন রেলরাস্তা হইয়া সেই নির্দ্দিষ্ট পথ দুটী যদি রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদিগের কৃষিকার্য্যের বিষম ব্যাঘাত জন্মিবে। কৃষকেরা স্বয়ং হাল গরু লইয়া কৃষিকার্য্য করে। ধান্য জন্মিলে পর অগ্রহায়ণ মাসে আপনারা মাথায় করিয়া ধান্যের বোঝা গৃহে আনয়ন করে। তাহাদিগকে দূরপথ দিয়া যদি বোঝা আনিতে হয় এবং হাল গরু লইয়া চাস করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে চাস পরিত্যাগ করিতে হইবে। অতএব তাহারা যে পথ দিয়া বরাবর হাল গরু লইয়া যাইতেছে ও বোঝা আনিতেছে, সে দুই পথ রুদ্ধ না হয়। আমাদের অনুরোধ এই, এ বিষয়টীর অনুসন্ধান করিয়া একটী সুব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটী ও খ্রীষ্ট মিশনরিগণ।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটী একটী নূতন গোল তুলিয়াছেন। এতৎ সংক্রান্ত মকদ্দমাও আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতায় গবর্ণমেণ্টের যে কয়টী পুষ্করিণী আছে, খ্রীষ্ট-মিশনরিরা বরাবর তাহার পাড়ে বেড়ার মধ্যে ধর্ম্ম-প্রচার করিয়া থাকেন। কলিকাতার পুলিষ-কমিশনর তাঁহাদিগকে তদ্বিষয়ের নিষেধ করিয়া দেন। মিশনরিরা তাঁহার কথা গ্রাহ্য না করিয়া বরাবর যেরূপ ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, সেইরূপ

করিতেছেন। তাহাদের মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। এই বিষয় লইয়া মিউনিসিপাল সভায় ঘোর আন্দোলন ও তর্ক বিতর্ক চলিয়াছে।

যেরূপ গুরুতর মকদ্দমা উপস্থিত, যদি ইহার সহিত লোকের পারলৌকিক সম্পর্ক থাকিত, তাহা হইলে ইহা দ্বিতীয় [illegible], বা রুশ-তুরস্ক অথবা আফগান যুদ্ধ হইয়া উঠিত। মিশনরিরা যুক্তিরূপ যে আগ্নেয় অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা মনে করিতেছেন, তাহা দুর্জ্জয়। তাঁহারা ভাবিতেছেন, পুলিস কমিশনর সহস্র জলদজাল বিস্তার করুন, তথাপি তাহা নির্ব্বাণ করিতে পারিবেন না। মিশনরিদিগের যুক্তি এই, তাঁহারা বরাবর ঐ সকল পুষ্করিণীতে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া আসিতেছেন। অতএব তাঁহাদের স্বত্ব ও অধিকার জন্মিয়াছে। আজ তাঁহারা পুলিস কমিশনরের কথায় সে স্বত্ব পরিত্যাগ করিতে পারেন না। পুলিস কমিশনর বলেন, মিশনরিরা পুষ্করিণীর মধ্যে ধর্ম্ম-প্রচার করাতে তথায় বহু জনতা হয়, তাহাতে পুষ্করিণীর অনিষ্ট হয় এবং সাধারণের বিরক্তি জন্মে।

আমরা দেখিতেছি, মিউনিসিপাল কমিশনরেরা যে ঘোর আড়ম্বর করিতেছেন, যুক্তিধারা বর্ষণ করিতেছেন এবং তর্ক বিতর্কের স্রোত উচ্ছলিত করিতেছেন, সে গুলি তাঁহাদিগের ভিত্তি বিনা গড় নির্ম্মাণ হইতেছে। বন্যার প্রথম বেগে বালির বাঁধ যেমন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, এক গোলার আঘাতে ভিক্টমিয়ার কেল্লা যেমন ভূতলশায়ী হইয়াছিল, মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের তর্ক বিতর্ক তেমনি এক আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গগনে বিলীন হইবে। একটী বাক্য বা একটী আইনের সূক্ষ্ম অর্থের উপরে এ বিষয়ের মীমাংসা নির্ভর করিতেছে। সে বাক্যটী এই, মিশনরিরা উক্ত পুষ্করিণী সকলের মধ্যে যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহা বাস্তবিক অনিষ্টকর কি না? তাহাতে সাধারণের অসুবিধা ও অসন্তোষ জন্মে কি না? ইহার সিদ্ধান্ত হইলেই ঐ গোলযোগের মীমাংসা হইয়া যাইবে। মিশনরিদিগের উন্মুক্ত স্থানে ধর্ম্ম-প্রচারে অনিষ্ট হইতেছে, যদি ইহা প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে মিশনরিরা সহস্র বৎসর ধর্ম্ম প্রচার করিলেও উক্ত পুষ্করিণীসকলে তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচারের স্বত্ব জন্মিবে না। অতএব মিশনরিদিগের সে স্বত্ব সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা বিফল। আর, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে এসম্বন্ধে কিরূপ ব্যবহার হয় এবং কলিকাতায় পূর্ব্বে এ বিষয়ের কিরূপ ব্যবহার হইয়াছে, মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের এ সকল অনুসন্ধানও বিফল। আদালতে যখন এবিষয়ের মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, তখন শীঘ্র ইহার একটী সূক্ষ্ম মীমাংসা হইবে। অতএব আমরা আজ এবিষয়ে অধিক বাক্য-ব্যয় না করিয়া তাহারই প্রতীক্ষায় রহিলাম।

আলীপুর জেলখানার চরিত্রসংশোধক বিদ্যালয়।

দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত করিবার জন্য দুর্বৃত্তদিগকে দণ্ডবিধান করা যেমন আবশ্যক, যাহাতে তাহারা নিরীহ পরিশ্রমী ও সদুপায়ক্ষম হইয়া উঠে, তদ্বিষয়ে যত্ন করা রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের তেমনি উচিত। কেবল দণ্ডের ভয় দেখাইলে দুর্বৃত্তকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করা যায় না, কিন্তু যদি তাহার সেই দুষ্কর্ম্মে ঘৃণা জন্মে, যদি দুষ্কর্ম্মে রত না হইয়া সে সদুপায়ে নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সে আপনা আপনিই দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয়। মনুষ্য-সমাজের যেরূপ নিয়ম ও শাসনপ্রণালী, তাহাতে কেহ আমোদ ও গৌরব করিয়া দুষ্কর্ম্ম করিতে যায় না। অভাবই প্রবৃত্তির নেতা—অভাবই দুর্বৃত্তকে চৌর্য্য, প্রবঞ্চনা, ও ডাকাইতি প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মে প্রেরণ করে; সুতরাং অভাব দূর হইলে দুর্বৃত্তের দুষ্প্রবৃত্তির হ্রাস হয়। যাহাতে সেই অভাব মোচন করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা সভ্য শাসন-প্রণালীর কর্ত্তব্য।

সোমপ্রকাশের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে আপাততঃ পরীক্ষার জন্য আলীপুরের জেলখানায় একটী চরিত্র সংশোধক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে; তাহাতে অল্পবয়স্ক কয়েদীরা সামান্য লেখাপড়া ও জীবিকা অর্জ্জনোপযোগী শিল্পের শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গত ১৮ ই মের কলিকাতা গেজেটে ঐ বিদ্যালয়ের ১৮৮০ অব্দের কার্য্য-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ঐ কার্য্যবিবরণ পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। শিল্প বিদ্যায় শিক্ষা লাভ করিয়া যাহাতে দুষ্প্রবৃত্ত বালক কয়েদীরা সচ্চরিত্র থাকিয়া সাধুভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের হিতৈষী লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর বিশেষ মনোযোগী।

শিল্পবিদ্যা শিক্ষায় ও চরিত্র সংশোধনে উৎসাহী ও যত্নশীল করিবার অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন যে চরিত্রের সাধুতা ও শ্রমশীলতা প্রদর্শন করিলে কয়েদী বালকেরা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। সপ্তাহে সপ্তাহে শ্রমশীল ও সচ্চরিত্র বালকগণ কিছু কিছু অর্থ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। ঐ অর্থের অর্দ্ধেক তাহারা তাহাদের ইচ্ছামত যে কোন সদভিপ্রায়ে ব্যয় করিতে সমর্থ হইবে, বাকী অর্দ্ধেক সেবিংস ব্যাঙ্কে তাহাদের জন্য গচ্ছিত থাকিবে; যখন তাহারা কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিবে তখন তাহারা এককালে ব্যাঙ্কের সুদ সহিত ঐ টাকা প্রাপ্ত হইবে। তাহাতে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় এই বোধ হয় যে, তাহারা ঐ টাকা মূল ধন করিয়া পরিণামে অভ্যস্ত শিল্প বিদ্যার সাহায্যে অনায়াসে সাধুভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে।

আলীপুরের চরিত্র সংশোধক বিদ্যালয়ে কয়েদী বালকদিগকে কামার, ছুতার, টিনের মিস্ত্রী, পুস্তক বাঁধাই ও বেতের কেদেরা, খাট প্রভৃতি প্রস্তুত করণ কার্য্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। তদ্ভিন্ন তাহারা বাগিচা প্রস্তুত ও মেরামত করণ কার্য্যও করিয়া থাকে।

এই বিদ্যালয় হইতে এখনই অনেক শুভ ফল উৎপন্ন হইতেছে। ১৮৭৯। ১৮৮০ অব্দে ছয়টী কয়েদী বালক কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করে। তন্মধ্যে এক জন এক্ষণে ১৫ টাকা বেতনে সূত্রধরের কার্য্য করিতেছে। চারি জন সচ্চরিত্র থাকিয়া কর্ম্মকার্য্য করিতেছে। কেবল এক জনের চরিত্র অদ্যাপি সংশোধিত হয় নাই। সে পূর্ব্বের ন্যায় দুষ্কর্ম্মে রত হইয়াছে।

এই বিদ্যালয়ে আঠার বৎসরের অধিকবয়স্ক ছাত্র গ্রহণ করিবার নিয়ম নাই। আমরা এই নিয়মের পক্ষপাতী নহি এবং এই নিয়মটী যে ভাল নহে, গবর্ণমেণ্ট তাহা বুঝিতে পারিয়া উক্ত নিয়মের পরিবর্ত্তন করিবার জন্য কমিটীর বিবেচনার্থ অর্পণ করিয়াছেন। এই সময়ে আমাদের একটী প্রস্তাব করা আবশ্যক বোধ হইতেছে, এই প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য হইলে বোধ হয় জেল হইতে বিশেষ শুভ ফল উৎপন্ন হইতে পারে। প্রস্তাবটী এই যে, যেমন কয়েদী বালকদিগের চরিত্রসংশোধনার্থ বিদ্যালয় স্থাপিত করা হইয়াছে, তদ্রূপ অন্যান্য কয়েদীর চরিত্র সংশোধনের ঐরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত।

সাধারণতঃ লোকের ধারণা এই যে বালকের হৃদয় যেমন কোমল, অধিকবয়স্ক ব্যক্তিদিগের হৃদয় তেমন কোমল নহে; বালকেরা যেমন সহজে সদুপদেশ ও শিক্ষা লাভ করিতে পারে, তেমন অধিকবয়স্ক লোকে পারে না। সুতরাং দুষ্কর্ম্ম হইতে বালকদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করা যেমন সহজ, দুষ্কর্ম্মে যাহারা রত, হৃদয় যাহাদের দুষ্কর্ম্মানুষ্ঠানে দৃঢ় হইয়া গিয়াছে; এইরূপ লোককে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করা তত সহজ নহে। অতএব অধিক বয়স্ক ব্যক্তিদিগকে দুষ্কর্ম্মের পথ হইতে নিবৃত্ত করা যায় না। এজন্য জেলখানায় কেবল বালক অপরাধীদিগের জন্য চরিত্র সংশোধক বিদ্যালয় চাই, অধিক বয়স্কদিগের জন্য চরিত্র সংশোধন করিবার বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা নাই। এই সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক।

আমরা পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে অভাব প্রবৃত্তি

নেত্তা—অভাব চোরকে চৌর্য্য কর্ম্মে, প্রবঞ্চককে প্রবঞ্চনা কার্য্যে, ও ডাকাইতকে ডাকাইতি কর্ম্মে প্রেরণ করে। অভাব না থাকিলে চোর চুরি করিত না, প্রবঞ্চক কাহাকেও বঞ্চনা করিত না। কে কোথায় দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে যে ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন, সদুপায়ক্ষম ব্যক্তি চুরি বা তদ্রূপ অন্য কোন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মনুষ্য সমাজের শাসন-ভয়ে মনুষ্য দুষ্কর্ম্ম করিতে সাহসী হয় না। লোক সমাজে ঘৃণা ও নিন্দার ভয় দুষ্প্রবৃত্তি দমন করিবার চেষ্টা পায়। পুরাকালে স্পার্টানদিগের মধ্যে যে রীতি প্রচলিত ছিল, এখন তাহা কোন সভ্য-সমাজে আদৃত হয় না। চুরী করিয়া যশোলাভ করা কোন সমাজের রীতি নাই। বিশেষ দুষ্কর্ম্ম করিলে মনে যে আত্মগ্লানি ও সমাজের শাসন-ভয়ের উদ্রেক হয়, তাহার যন্ত্রণা ভয়ানক। চোর চুরী করিয়া প্রচুর ধন পাইলেও সে সদুপায়-ক্ষম ও উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির ন্যায় সুখী হইতে পারে না। তাহার প্রথম ভয় লোকনিন্দার, দ্বিতীয় ভয় জন-সমাজের ঘৃণার, তৃতীয় ভয় রাজদণ্ডের। এই সমুদায় ভয়কে তুচ্ছ করিয়া সে চুরি করে কেন? তাহার কারণ তাহার অভাব। তাহার স্ত্রী পুত্র মাতা পরিজন আছে, তাহাদের প্রতিপালন করা চাই। তাহার উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা নাই অথচ তাহার অর্থ চাই, ভিক্ষা করিলে কেহ তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণে ভিক্ষা দিতে চাহে না। ঈদৃশ অবস্থায় পড়িয়া বুদ্ধি-দোষে সে চৌর্য্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। সাধারণতঃ মনুষ্য এইরূপ কারণেই চোর হয়। এতদ্ভিন্ন চৌর্য্য প্রবৃত্তির যে অন্য কারণ নাই, এ কথা আমরা বলি না। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে অভাবই চৌর্য্য প্রবৃত্তির প্রধান কারণ এবং নীতি-শিক্ষার অসদ্ভাব তাহার সহায়।

চুরী করিয়া দণ্ডভোগ করিলে চোর যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, সেই শিক্ষা নীতিশিক্ষার স্থান লাভ করে। সহজে তাহার মন আর দুষ্কর্ম্মের দিকে ধাবিত হয় না। তখন যদি সে সদুপায়ে উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সে আর দুষ্কর্ম্ম করিবে কেন? তখন দুষ্কর্ম্ম করিতে তাহার আন্তরিক ঘৃণা ও পূর্ব্বাপেক্ষা মনে দ্বিগুণতর ভয়ের উদ্রেক হইবে। নিতান্ত অভাব না হইলে সে পুনরায় দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হয় না। মনে কর এক জন চোর প্রথমবার চৌর্য্য অপরাধ বশতঃ কারাবদ্ধ হইল, কারাগারের কষ্টভোগ করিয়া কিছুকাল পরে গৃহে ফিরিয়া আসিল। গৃহে তাহার সকল অভাব বর্ত্তমান, স্ত্রী পুত্র সকলেই অভাবে নিতান্ত কষ্ট পাইতেছে। মনে কর সে জেলখানা হইতে ছুতার, বা কামার বা অন্য কোন কারিকরের কার্য্য শিখিয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাহাকে বিশ্বাস করিয়া কর্ম্ম দেয় এমন লোক নাই, নিজে যে শিক্ষিত শিল্প কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে, এমন মূল ধন নাই। তখন সে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও চৌর্য্য কর্ম্মে পুনঃ প্রবৃত্ত হয় ও এইরূপে ক্রমে তাহার চরিত্র দূষিত হইয়া পড়ে। কিন্তু বালক কয়েদীদিগের ন্যায় যদি তাহাদের কারবারের মূলধনের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহারা অনায়াসে সাধুভাবে জীবিকা অর্জ্জনে সমর্থ হইয়া অন্যান্য নিরীহ প্রজাদিগের ন্যায় সাধুভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে পারে।

আমরা যে কথা বলিলাম, ইহা অমূলক বা স্বকপোলকল্পিত নহে, ইহার প্রমাণ অনেক। সাধুভাবে উপার্জ্জনক্ষম যে সকল লোক বুদ্ধি-দোষে কারাগারে অবরুদ্ধ হইয়াছে, আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি যে তাহারা কারাগার হইতে বহির্গত হইয়া এক্ষণে সদুপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। তাহাদের হৃদয়ে এক্ষণে দুষ্প্রবৃত্তি স্থানও প্রাপ্ত হয় না। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের অনুরোধ এই যে, যেমন পরীক্ষার্থ আলীপুরের জেলে বালকদিগের জন্য চরিত্রসংশোধক বিদ্যালয়ের স্থাপনা করা হইয়াছে, তদ্রূপ অধিকবয়স্ক কয়েদীদিগের জন্য ঐরূপ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বালক কয়েদীরা সপ্তাহে সপ্তাহে যেমন কিছু কিছু পাইয়া থাকে, তদ্রূপ তাহাদিগকেও কিছু কিছু সপ্তাহে সপ্তাহে বা মাসে মাসে দেওয়া হয়। সেই অর্থের ত্রিচতুর্থাংশ সেভিংব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হইবে। এবং যখন তাহারা জেল হইতে বহির্গত হইবে, তখন ঐ টাকা কারবারের মূল ধনের জন্য তাহাদের হস্তে অর্পণ করা হইবে।

আমরা আরও অবগত হইলাম যে আলীপুরের জেলখানায় চরিত্র সংশোধক বিদ্যালয়ের শুভ ফল দর্শন করিয়া আমাদের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বেহার অঞ্চলে ঐরূপ একটী চরিত্র-সংশোধক বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য উদ্যোগী আছেন। এই সময়ে উল্লিখিত প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ করিলে ভাল হয়।

ধনাঢ্য ব্যক্তির আর ঔদাসীন্য কেন?

একটা প্রশস্ত পথ নির্ম্মাণ করিতে হইবে, গবর্ণমেণ্টে আবেদন কর। খাল খনন করিতে হইবে, গবর্ণমেণ্টে আবেদন কর। কর্ম্ম চাই, বেকার থাকিয়া অন্নের সংস্থান হয় না—গবর্ণমেণ্টে আবেদন কর। বাঙ্গালীরা দরখাস্ত লিখিতে বড় মূর্ত্তিমান বীরপুরুষ। তোমার যেখানে গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য পাইবার অধিকার আছে, সাহায্য লও—ক্ষতি নাই। কিন্তু, সকল কাজেই যদি গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা কর তবে কস্মিন্ কালে তোমার অবস্থার উন্নতি হইবে না। চিরকাল তোমাকে 'হা অন্ন যো অন্ন' করিয়া বেড়াইতে হইবে। তুমি আপনার উপায় আপনি দেখ—পরমেশ্বর সাহায্য করিবেন।

আমাদের দেশের ধনাঢ্য লোকদিগের মনোযোগ থাকিলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও ইতর জাতিদিগের অবস্থা এত দিন অনেক উন্নত হইত। কিন্তু, দেশের উন্নতি সাধনের দিকে আজও তাঁহাদের কটাক্ষপাত হয় নাই। আমরা তাই অনুরোধ করি, ধনাঢ্য জমিদারেরা এই বেলা যত্নবান্ হউন। এ দেশে শিল্প কর্ম্ম না চালাইলে অচিরে ভারতবর্ষ লয় প্রাপ্ত হইবে। আমরা ভারতবর্ষের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার এই কয়েকটী উপায় দেখিতেছি। কাপড়, ছাতি, কাগজ, কলম, কালী, দেসলাই প্রভৃতি যে কয়েকটী দ্রব্য আমাদের সর্ব্বদা প্রয়োজনে লাগে, জমিদারেরা একটী কোম্পানি করিয়া এখানে ঐ সকল দ্রব্যের কারখানা খুলুন। জমিদারেরা অধিক টাকা দিয়া এই মহৎ কাজে ব্রতী হইলে তাঁহাদের বিলক্ষণ লাভের প্রত্যাশা। মধ্যবিত্ত লোকেরাও নিজ নিজ অবস্থানুসারে এক একটী ছোট ছোট অংশ লইতে পারিবেন। তাহাতে তাঁহাদেরও ঘরে কিছু কিছু অর্থ আগমন করিবে। এতদ্ভিন্ন ঐ সকল কারখানার কাজ চালাইবার নিমিত্ত অসংখ্য লোকের আবশ্যক—কত দরিদ্র ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা-দৃষ্টি পড়িবে। এখন কাজ কর্ম্মের সুযোগ না হওয়ায় কত লোক আলস্যের দাস হইয়া আছেন। শুইয়া, ঘুমাইয়া, হাসিয়া, খেলিয়া, ঘণ্টা গুনিতে গুনিতে দিন যাপন করেন।

রেলওয়ে হওয়ায় এবং স্থানে স্থানে এক একটী চটের কারখানা বসায় কত দীন হীন নিরুপায় লোকের অন্ন বস্ত্রের উপায় হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। যদি এই কাজ গুলি আজ উঠিয়া যায়, তবে কত লোককে যে উপবাসী থাকিতে হয় তাহার হিসাব নাই। গত বৎসর বাজারে পাট একেবারে নিঃশেষিত হইয়াছিল; তাহাতে চটের কলে অনেক দিন কাজ চলে নাই। কাজেই মজুরদিগের কাজ অনেক দিন বন্ধ থাকে,—চারি দিকে হাহাকার শব্দ পড়িয়া গেল। পথে পথে, দ্বারে দ্বারে, স্ত্রী পুরুষ, বালক যুবা সকলে ভিক্ষা করিতে লাগিল।

আমাদের দেশে শিল্পকর্ম্ম না থাকায় সমাজের অবস্থা এত মন্দ হইয়াছে। শিল্পকর্ম্মের কারখানা খুলিলে দিন দিন সকলে বেশ উন্নতি করিতে পারি

বন। বাঙ্গালি [illegible] দেশীয়দের বিলক্ষণ উৎসাহ আছে। [illegible] কারখানায় উৎকৃষ্ট [illegible]। বিলাতি কাপড় অপেক্ষা [illegible] শ্রেষ্ঠ। আমরা [illegible]—এ কাপড়ের অনেক [illegible] পরিলেও শীঘ্র ছিন্ন [illegible] এদেশে তুলা উৎপন্ন হয়, ম্যাঞ্চেষ্টার অপেক্ষা এখানে মজুরও সস্তা। ভাল করিয়া কারখানা খুলিতে পারিলে আমরা ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রতিযোগী হইয়াও লাভ করিতে পারিব। জমিদারেরা [illegible] একটী কাপড়ের কলের কারখানা খুলুন। সম্প্রতি মূলধন ছয় লক্ষ টাকা হইলেই কাজ চলিবে। প্রতি অংশের মূল্য ৫০ টাকা করিলে অনেক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ঐ কোম্পানিতে টাকা দিতে পারিবেন। এই ব্যবসায়ে পূর্ণমনোরথ হইতে পারিলে তখন সকলের বল বুদ্ধি ও সাহস বাড়িবে এবং আর একটী কারখানা খুলিতে কাহারও উদ্বেগ হইবে না। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বাণিজ্য ও [illegible] বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ই, বি, বক্ সাহেব ভারতবাসিদিগের এক জন পরম বন্ধু। তাঁহার যত্নে ও উৎসাহে পশ্চিমাঞ্চলে নানা প্রকার কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। সাহেবেরা জামা ও পেণ্টুলান করাইতে ঐ সকল কাপড় ক্রয় করিতেছেন। আমরা দেখিয়াছি, তেমন কাপড় বিলাত হইতেও আমদানি হয় না। বিলাতি কাপড় অপেক্ষা [illegible] কাপড়ের মূল্য দুই চারি পয়সা বেশী পড়ে বটে, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি বোধ হয় না। বিলাতী কাপড় শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, দেশীয় কাপড় দীর্ঘকাল থাকে। দেখিতেও অতি সুন্দর এবং মসৃণ। তদ্ভিন্ন বোম্বাই ও কানপুরের কলের কাপড় দেখিয়া আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছে যে, বাঙ্গালায় কাপড়ের কারখানা খুলিলে কিছুই ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। অতএব আমরা বঙ্গীয় জমিদারদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা সত্বর এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন।

[illegible] নিকট আমাদের আর একটী [illegible] আছে। কল নির্ম্মাণাদি শিল্প কর্ম্ম শিখিবার জন্য [illegible] প্রতি বৎসর বিলাতে কতকগুলি ছাত্র পাঠাইতে [illegible]। এ ভিন্ন, দেশের প্রকৃত উন্নতির পথ [illegible] না। সম্প্রতি ষ্টিম্ এঞ্জিনের কল, [illegible] নির্ম্মাণ, লোহা গালাই ও ঢালাই এবং [illegible] কাজ শিখিবার জন্য প্রতি বিভাগে দশ জন করিয়া ছাত্র পাঠাইতে পারিলে ভাল হয়। [illegible] অধ্যবসায়শীল, এবং স্বভাবতঃ দৃঢ় ও [illegible] হইবেন। তাঁহাদের সংসারে মাতা পিতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি কোন রূপ গলগ্রহ থাকিবে না। এবং প্রত্যেকে তাঁহারা চিরকৌমারাবস্থায় থাকিতে অঙ্গীকৃত হইবেন। ঘরে মন পড়িয়া থাকিলে কেবল ইতোভ্রষ্ট স্ততো নষ্ট হইবে; কাজের কথা—কিছুই ফলিবে না। ঘরে টানন থাকিলে কায়মনোবাক্যে শ্রম করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিবেন। তাড়াতাড়ি দেশে আসিয়া টাকা উপার্জ্জন করিতে হইবে—এ ইচ্ছা মনের মধ্যে বলবতী থাকিবে না। এই সকল ছাত্র যখন শিল্প কর্ম্মে দক্ষ হইয়া স্বদেশে আসিবেন, স্বহস্তে ষ্টিম্ এঞ্জিনাদি নানা প্রকার কল নির্ম্মাণ করিবেন, সেই দিন যথার্থই আমাদের দুঃখ ঘুচিবে। ভারতবর্ষ লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়া দাঁড়াইবে।

পাঠক! আমরা স্বপ্ন দেখিতেছি না। বহুদর্শী প্রবীণের মত গাঢ় ধ্যানে বসিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এই উপায় স্থির করিয়াছি। আপনারাও ভাবিয়া দেখুন, ভারতের উন্নতির এই প্রশস্ত উপায়, সাহস করিয়া এ কাজে লাগিতে পারিলে পরিণামে অবশ্যই উপাদেয় ফল ফলিবে। তবে এখন হইতে যদি কেহ লাভ লোকসানের গণনা করেন, তবে উন্নতির দ্বারে যে কণ্টক পড়িয়া আছে, তাই থাকিল তার মূল হবে, অঙ্কুর হবে, পাতা হবে, পল্লব হবে; এক হইতে শতধা হইয়া কাহাকেও আর পাশ ফিরিতে দিবে না। বাণিজ্যেই লক্ষ্মীশ্রী; কৃষিকর্ম্ম ও শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য লইয়াই বাণিজ্য; তবে শিল্প কার্য্যের উন্নতি করিলে কেন না লক্ষ্মীশ্রী হইবে? অবশ্য একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রথম উদ্যমে কিছু কিছু ক্ষতি হইতে পারে। একটী নূতন কাজে প্রবৃত্ত হইলে একেবারেই কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন। কিন্তু তাই বলিয়া কাজে হাত দিবার পূর্ব্বেই সম্মুখে ভূত প্রেত দেখা উচিত নয়। সেটী নিতান্ত কাপুরুষের কাজ। আমরা সাহস দিতেছি, ধনাঢ্য জমিদারেরা উদ্যোগী হউন, এই সদ্ব্যাপারের অমৃতময় ফল অবশ্যই তাঁহারা উপভোগ করিবেন।

এখন কথা হইতেছে—জমিদারেরা এত ব্যয় করিবেন তাহার পুরস্কার কি? ছাত্রদের ইউরোপে পাঠাইয়া শিল্প শিক্ষা দিতে অল্প ব্যয় নয়; সে টাকা কোথা হইতে শোধ হইবে? হাতে হাতে এ টাকা শোধের উপায় নাই। তাই আমরা বলি, একাজের জন্য একটী স্বতন্ত্র ফণ্ড খোলা হউক। তাহাতে দেশীয় রাজগণ ও ধনবান্ জমিদারেরা অধিক টাকা চাঁদা দিউন। এক দিনের নৃত্য ও ভোজে যাঁহারা পঞ্চাশ হাজার টাকা আমোদের নিমিত্ত ব্যয় করেন, তাঁহারা এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অবশ্যই প্রচুর অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে পারিবেন। তদ্ব্যতীত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা আপন আপন অবস্থানুসারে কিছু কিছু চাঁদা দিবেন। আপাততঃ এই কাজের নিমিত্ত বিশলক্ষ টাকা তুলিতে পারিলে অক্লেশে আমরা সফলমনোরথ হইব। ঐ টাকার সুদে বৎসর বৎসর অনেক গুলি যুবক বিলাতে যাইতে পারিবে। কিন্তু শিল্প শিখিবার জন্য প্রতিবৎসর বিলাতে ছাত্র পাঠাইবার কিছুই আবশ্যকতা নাই। কতকগুলি উৎসাহশীল যুবাপুরুষ কৃতকার্য্য হইয়া স্বদেশে আসিতে পারিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তখন ঐ মূলধন বিশলক্ষ টাকায় বৃহৎ কারখানা খুলিলে ভারতের সৌভাগ্য সূর্য্য এক কেন্দ্র হইতে অন্য কেন্দ্র পর্য্যন্ত আলোকিত করিবে। পূর্ব্বে যাঁহারা চাঁদা দিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন নিজ নিজ দত্ত টাকার পরিমাণানুসারে লাভের অংশ পাইতে থাকিবেন। এই উপায় অবলম্বন করিলে কাহারও মূলধন নষ্ট হইল না, কেহই ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন না, অথচ একটী মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইল এবং পরিণামে মহাজনেরা লাভের ভাগী হইলেন। এ ভিন্ন আরও দেখ, কারখানার কাজের সঙ্গে শিল্প শিখিবার জন্য একটী বিদ্যালয় খুলিলে ক্রমে এদেশের অনেকেই বিখ্যাত শিল্পী হইতে পারিবেন।

এই প্রকাণ্ড ব্যাপার সাধিত হইলে আর কিছুই চাই না; দেশহিতৈষণা, উৎসাহ ও ভরসা থাকিলেই যথেষ্ট হইল! আমরা সাহস দিতেছি, অনুরোধ করিতেছি, ভারতবাসিগণ আর নিদ্রিত থাকিবেন না, বৃথা আর অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। উদ্যোগী হউন, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে যত্নবান্ হউন।

হাইওয়ান সাহেব ও ভারতবর্ষের আয় ব্যয়।

গল্প আছে যে অতি প্রাচীন কালে গ্রীশ দেশে হারকিউলিশ নামে এক মহাবীর ছিলেন। রাজা ইউরিস্থিউশের আদেশে তিনি অনেক গুলি অলৌকিক কার্য্য করেন। তন্মধ্যে অগিউস নামে কোন রাজার গোশালা পরিষ্কার করিবার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। এইরূপ প্রবাদ যে অগিউসের গোশালায় তিন সহস্র ষাঁড় থাকিত, এবং তথায় বহুকাল হইতে তাহাদের পুরীষ সঞ্চিত হইয়াছিল।

গবর্ণমেণ্টের রাজস্ববিভাগ একরূপ অগিউসের গোশালার ন্যায় হইয়া আছে। কত লেঙ, কত ম্যাসি, কত টেম্পল, কত ষ্ট্রাচি পার হইয়া গেলেন তথাপি তাহারা এই গোশালা পরিষ্কার করিতে পারিলেন না। সামান্য লোকের কর্ম্ম নয় বিবেচনা করিয়া আমাদের কর্তৃপক্ষ অগিউসেরা এই গোশালা পরিষ্কারের জন্য এবার এক জন বীরপুরুষকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইঁহার নাম মেজর বেরিং। ইনি আমাদের অধুনাতন রাজস্বসচিব। ইনি এ কার্য্যে কতদূর কৃতকার্য্য হইবেন, তদ্বিষয়ে আমরা সন্দিহান হইতেছি।

রহস্য পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত কথা কহিতে গেলে দেখা যায় যে, আমাদের রাজস্ব বিভাগে যত গোলযোগ এত গোলযোগ আর কুত্রাপি নাই। ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ হইতে এই গোলযোগের সৃষ্টি, এবং যত দিন অতীত হইতেছে এই গোলযোগ ততই বর্দ্ধিত-কলেবর হইতেছে। কত বার ইহার সংস্কারের চেষ্টা করা হইল, কিন্তু তাহা প্রভাতের মেঘাড়ম্বরের ন্যায় কোন ফলপ্রদ হইল না।

সম্প্রতি হাইণ্ডম্যান সাহেব এক খানি ইংরাজী পত্রিকাতে ভারতবর্ষের রাজস্ব বিভাগের গোলযোগের কথার উল্লেখ করিয়া ইংরাজ-সাধারণকে তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কথায় ইংরাজ-সাধারণ যে উপেক্ষা করেন এক্ষণে আর সে উপেক্ষা শোভা পায় না। রুষবিভীষিকা অপেক্ষা আর একটী বৃহৎ বিভীষিকা ভারত সাম্রাজ্যকে বিমোহিত করিতেছে—সেটী রাজস্ব বিভাগের ভয়ানক বিশৃঙ্খলা।

এ দেশের আয় অপেক্ষা ব্যয় অনেক বেশী, সুতরাং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে মধ্যে মধ্যে বিস্তর টাকা ঋণ করিতে হয়। আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইলে কি গৃহস্থ, কি ব্যবসায়ী, কি রাজা সকলকেই দেউলিয়া হইতে হয়। এক্ষণে ঋণজাল ভারবর্ষকে এতদূর অভিভূত করিয়াছে যে এই সময় হইতে তাহার প্রতিবিধানের কোন উপায় না করিলে অনতিবিলম্বে ভারত সাম্রাজ্যকে দেউলিয়া হইতে হইবে। ভারতবর্ষের ব্যয় কমাইবার জন্য অনেক বার অনেক চেষ্টা করা হইয়াছে কিন্তু কোন বারই তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হয় নাই। এই জন্য হাইণ্ডম্যান সাহেব বলেন পার্লিয়ামেণ্ট সভার এতদ্বিষয়ে মনোযোগ না হইলে এ দেশকে রক্ষা করা ভার হইবে। তিনি আরও বলেন যে, যদি লিবারল সম্প্রদায় এতদ্বিষয়ে মনোযোগী হন তাহা হইলে নিশ্চয়ই অনেক কার্য্য করিতে পারেন; এক্ষণে বিশেষ মনোযোগ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, ও নির্ভীকতার সহিত যাবতীয় বিষয়ের ব্যয় কমাইতে না পারিলে এ দেশকে অর্থকৃচ্ছ্র হইতে রক্ষা করা যাইতে পারিবে না—প্রায় সকল বিভাগেই ব্যয় সংক্ষেপের উপায় আছে। পবলিক ওয়াক বিভাগে কিছু ব্যয় লাঘব করা হইয়াছে কিন্তু এখনও উহার ব্যয় আরও কমান যাইতে পারে। সৈনিক বিভাগে ভারতবর্ষের আয়ের প্রায় অর্দ্ধেক ব্যয়িত হইয়া যায়। বিশ বৎসরের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট যত কোম্পানীর কাগজ বাহির করিয়াছেন, তাহার সুদ দিতে দিতে বিস্তর আয়ের শ্রাদ্ধ হয়। আরও আয় ব্যয়ের অসামঞ্জস্য বশতঃ আয় কিছুমাত্র উদ্বৃত্ত থাকে না সুতরাং যুদ্ধ অথবা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে গবর্ণমেণ্টের ঋণ বাড়িতে থাকে।

ভারতভূমির উৎপাদিকা শক্তিরও দিন দিন হ্রাস হইতেছে অথচ প্রজাদিগের আয়ের কিছুই বৃদ্ধি হইতেছে না, বরং তাহাদের ব্যয় দিন দিন বাড়িতেছে। এই সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া হাইণ্ডম্যান সাহেব এদেশের বিলাতী বন্দোবস্তের উপর অতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। এদেশে ক্রমশই ইংরাজী রীতি প্রবর্ত্তিত হইতেছে, ইংরাজী চাল চলন বাড়িতেছে, তাহাতে দেশ দরিদ্র হইয়া ইংরাজেরাই লাভবান্ হইতেছেন। হাইণ্ডম্যান সাহেব বলেন যে দেশীয়দিগের শাসনাধীনে থাকিলে রাজ্যের এরূপ দশা ঘটিত না। এজন্য তিনি এদেশের শাসনভার এতদ্দেশীয়দিগের হস্তে রাখিবার পক্ষপাতী, অন্ততঃ তাঁহার মতে প্রদেশ বিশেষে তাহার নিয়োগ করিলে দেশের বিশেষ উপকার হয়। প্রবন্ধের শেষভাগে হাইণ্ডম্যান সাহেব লিখিয়াছেন "এই সমস্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে কেবল একটী মাত্র সুলক্ষণ লক্ষিত হয়। মহীসুর রাজ্য পঞ্চাশৎ বৎসর কাল বৃটিশ শাসনাধীনে ছিল। উহা সম্প্রতি দেশীয় রাজার হস্তে অর্পিত হইয়াছে। অন্যত্র সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলে আরও ভাল হয়। পঞ্চাশৎ বর্ষ শাসনাধীনে রাখিয়া মহীসুর বিশৃঙ্খলাময় হইয়াছিল, সেই বিশৃঙ্খল অবস্থায় ঐ প্রদেশ দেশীয়ের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে ঐরূপ বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাদের সংস্কারের একমাত্র উপায় দেশীয় শাসনপ্রণালীর পুনঃ প্রয়োগ।"

যাহা হউক মহীসুর দেশীয় রাজার হস্তে অর্পণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট দেশের যেরূপ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন ঐরূপ বেরার প্রভৃতি যে যে রাজ্য গুলি দেশীয়ের হস্ত হইতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা যদি দেশীয়ের হস্তে পুনরায় সমর্পিত হয় তাহা হইলে হাইণ্ডম্যান সাহেব যে মঙ্গলের আশা করিতেছেন তাহা ফলবতী হইয়া বহুলভাবে ভারতের কল্যাণ সাধন করিতে পারে।

ভারতবর্ষে বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কি না?

আমাদের একজন বহুমানিত লেখক নিম্নলিখিত কৌতুককর প্রস্তাবটী পাঠাইয়াছেন, এইস্থলেই সেটী গৃহীত হইল। প্রস্তাব লেখকের মত এই, ভারতে বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত নয়। তিনি এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, ভারতে বিষম অন্ন-কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। প্রজা বৃদ্ধি হইলে অধিকতর অন্ন-কষ্ট বৃদ্ধি হইবে। বিধবা বিবাহ দিলে প্রজা বৃদ্ধি হইবে। যদি বিধবা বিবাহ না হয়, প্রজা বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই; সুতরাং অন্নকষ্ট বৃদ্ধিরও আশঙ্কা নাই। প্রস্তাবলেখক স্বমত সমর্থনার্থ প্রমাণও দিয়াছেন, ইউরোপখণ্ডে অনেক পুরুষ ও অনেক স্ত্রী বিবাহ করেন না। আমরা লেখকের প্রদর্শিত যুক্তি ও প্রমাণের গুণেই প্রস্তাবটীর কৌতুককর এই বিশেষণটী দিলাম। এস্থলে লেখককে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইতেছে।

১। প্রজা সংখ্যা হ্রাস করিবার চেষ্টা পুরুষজাতির উপর দিয়া না হইয়া কেবল কতকগুলি দুর্ব্বল বিধবার উপর দিয়া হওয়াই উচিত কি না?

২। ইউরোপে কতকগুলি স্ত্রী ও পুরুষে যে অবিবাহিত অবস্থায় থাকেন, কেহ কি বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগের ঐ দশা ঘটায়? না তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হন? পক্ষান্তরে ভারতীয় বিধবারা ইচ্ছা করিয়া অবিবাহিত অবস্থায় থাকিতে চান কি না? যদি তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক অবিবাহিত অবস্থায় থাকিতে না চান, তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক ঐ অবস্থায় রাখা উচিত কি না?

৩। বিধবাদিগের উপর দৌরাত্ম্য ও নিষ্ঠুর ব্যবহার না করিয়া প্রজা-সংখ্যা হ্রাসের অন্য যে নৈসর্গিক সহজ উপায় আছে, সামাজিক লোকেরা একপরামর্শী হইয়া যদি সেই উপায় গুলি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে কি ভাল হয় না? বাল্য বিবাহ দরিদ্র-বিবাহ, বৃদ্ধ বিবাহের, নিষেধ কি সেই সহজ উপায় নয়?

৪। ভারতীয় সামাজিক লোকেরা যদি ঐ সহজ উপায় গুলি অবলম্বন করিতে শক্ত না হন, তাহা হইলে বিধি নিয়মানুসারে যেমন জন্ম হইতেছে হউক, জন্মদাতারা পুত্র কন্যাদির আহার সংস্থান করিতে না পারিলে নৈসর্গিক নিয়মেই তাহারা বিনষ্ট হইবে। বিধবাদিগের উপর জবরদস্তী করা অপেক্ষা সেটী কি ভাল নয়?

৫। আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাই, পক্ষিরা রাত্রিকালে যে বৃক্ষে বাস করে, প্রাতঃকালে তাহারা তাহা হইতে বহুদূরবর্ত্তী প্রদেশে আহার অন্বেষণ করিতে যায়। ইহারা নিত্য যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছে, তাহা দেখিয়া বহু সন্তানের জন্মদাতা ভারতবাসীরা বহুদূরে গিয়া কি স্ব স্ব সন্তানগণের অন্ন সংস্থান করিতে পারেন না? যদি না পারেন, আপনাদের দোষে আপনারা মারা যাইবেন। বিধবার উপরে জবরদস্তী অপেক্ষা তাহা কি ভাল নয়?

যে উপলক্ষে এই প্রশ্ন গুলি করিলাম, সে প্রস্তাবটী এই:—

"বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয় হউক আর না হউক, আমাদের সে কথায় প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষে বিধবা-কন্যার পুনর্ব্বিবাহ হওয়া মঙ্গলকর কি না, তাই আমরা জিজ্ঞাসা করি। বিধবাদিগের বৈধব্য-

যন্ত্রণা দেখিয়া অনেকেই বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে নিতান্ত উৎসুক। আবার কেবল বৈধব্য যন্ত্রণা নয়, উহার আনুষঙ্গিক অনেক দোষ আছে। ভ্রূণহত্যা [illegible] দেশে [illegible] বৎসর বৎসর কত [illegible] সংখ্যা নাই। সকল [illegible] দেখিয়া সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই মনে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে ইচ্ছা হয়। সে ইচ্ছা প্রশংসার যোগ্য, আমরা স্বীকার করি। কিন্তু বিধবা বিবাহের সঙ্গে একটী গুরুতর দোষ ঘটিবে তাহা এখনও কেহ ভাবিয়া দেখেন নাই। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা কি? সচ্ছলে কি সকলের দিনপাত হইতেছে? তা তো নয়! দিন দিন অন্নবস্ত্রের কষ্ট ক্রমশই বাড়িতেছে। প্রজা বৃদ্ধির সঙ্গে জীবিকা লাভ দুষ্কর হইয়া উঠিতেছে। ব্যবহারিক শাস্ত্রে বলে—লোক সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে এবং জীবিকা দুর্লভ হইলে, অন্য স্থানে গিয়া উপনিবেশ করা, বিবাহ বন্ধ করা এবং বাণিজ্য বৃদ্ধি করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। আমাদের দেশের লোকের এখনও এমন অবস্থা হয় নাই যে, অন্য দেশে গিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিবে। সময়ে সময়ে কেবল কুলিরাই বাসের জন্য দেশ দেশান্তরে গিয়া থাকে। কিন্তু যেরূপ কঠিন সময় পড়িয়াছে, কৃতবিদ্য ভদ্রসন্তানেরও জন্মভূমি পরিত্যাগ না করিলে আর চলিবে না। বাণিজ্যের কথা—তাও সুবিধামত দেখি না। তবে ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগকে এ বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে হইয়াছে নতুবা দেশ শীঘ্র উৎসন্ন যাইবে। আমরা এই বিষয়ে একটী স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিতে ইচ্ছা করি। পাঠক তদ্দৃষ্টে দেশীয় বাণিজ্যের অবস্থা সবিশেষ জানিতে পারিবেন। এখন আর একটী কথা; বিবাহ নিবারণ—ভারতবর্ষের পক্ষে [illegible] সহজ নয়। বিবাহ ভারতবর্ষীয়দিগের জীবনের যেন প্রধান উদ্দেশ্য। যাহার বিবাহ হইল না, তার কিছুই হইল না। তাহার ঘরকন্না মিথ্যা, তার সংসার ধর্ম্ম কার জন্য? উদরে অন্ন নাই, দাঁড়াইবার স্থলকূল নাই,—তবু বিবাহ করা চাই। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া, উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া যদি [illegible] শত টাকা হাতে আসিল তাহাতে [illegible] অর্চ্চনা হইল, কন্যার আর [illegible]? এর অবলা বালিকাটিকে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে [illegible] করিবার নিমিত্ত আপনার ঘরে আনি[illegible] এক জনের দিন যায় না, এখন আবার দুই জন। দেখিতে দেখিতে ক্রমে সন্তান সন্ততি হইল। বাপ মা কোথা হইতে তাদের প্রতিপালন করিবে তার কোন উপায় নাই। এরূপ বিবাহ আমাদের কিছুতেই অনুমোদনীয় নহে। পাঠক! বোধ করি এমন অনেক দেখিয়াছেন—কোন বংশজ ব্রাহ্মণের ১৫ বিঘা জমি আছে। ব্রাহ্মণের অনেক বয়স হইল, অর্থের যোগাড় নাই, বিবাহ হয় না বংশও থাকে না। কাজেই কি করেন পনর বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি পাঁচ শত টাকায় বিক্রয় করিয়া বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিলেন। নব দম্পতির এখন সুখের দশা কি?—দিনপাত হয় না। তাই বলিতেছি, আমাদের দেশের দিন দিন যেরূপ অবস্থা ঘটিতেছে, তাহাতে বিবাহ যত নিবারণ হয় ততই ভাল। উপবাসী থাকিবার জন্য কুলতিলক বংশধর রাখিয়া গেলে কি হইবে?

নূতন একটী ব্যবহার সমাজ মধ্যে প্রচলিত করা সহজ নয়; আবার যে ব্যবহার সমাজ মধ্যে অনেক দিন চলিয়া আসিতেছে এককালে তাহা উঠাইয়া দেওয়াও সহজ নয়। বিধবাবিবাহ আমাদের দেশে অনেক দিন রহিত হইয়াছে অতএব আমাদের ইচ্ছা আর উহা সমাজে প্রচলিত করিয়া কাজ নাই। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" পুত্রের নিমিত্তই ভার্য্যা গ্রহণ; কিন্তু আমরা প্রজাবৃদ্ধি চাই না। অন্নের জন্য চারিদিকে যেরূপ হাহাকার পড়িয়াছে, তাহাতে আর প্রজাবৃদ্ধি হইলে রক্ষা নাই। পথে বাহির হইলে—কেবল দরিদ্রের ছায়াবৎ কঙ্কালদেহ বায়ুর হিল্লোলে সঞ্চালিত হইতেছে, তাহাই দৃষ্টি গোচর হইবে; একপে ভারতের দুঃখভার বাড়াইয়া ফল কি? বিলাতে অনেক যুবাপুরুষ বিবাহ করেন না। দরিদ্রদিগের মধ্যে অনেকেই অবিবাহিত। কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা এখনও এত উন্নত হয় নাই যে কোন ব্যক্তি এককালে বিবাহ বন্ধ করিবে। স্ত্রীলোকের ত কথাই নাই, পুরুষেরও জীবনের সাধ আহ্লাদ বিবাহ। অবিবাহিত ব্যক্তির সংসারে মন নাই—সকল বিষয়েই ঔদাসীন্য। ফলতঃ বিষয়বিরাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। এটী আমাদের প্রধান দোষ। স্বদেশের প্রতি স্নেহ ও অনুরাগ না থাকাই ইহার কারণ। যখন এ ভাব মনে উদয় হইবে যে, স্বদেশের জন্য, স্বজাতির জন্য সকলে সর্ব্বত্যাগী হইতে পারেন; যখন স্বদেশকে আপনার সংসার ও স্বজাতিকে আপনার পরিবারবর্গ জ্ঞান করিবেন তখন অবিবাহিত ব্যক্তির সাংসারিক কর্ম্মে মনোযোগ হইবে। আমরা জানি মনুষ্যের মন উন্নত হইলে বিবাহিত ব্যক্তি অপেক্ষা অবিবাহিত ব্যক্তি দেশের অধিক হিতসাধন করেন। তাঁহারা স্বদেশের মঙ্গল কামনায় অম্লান বদনে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেন। বিবাহিত বিষয়ী লোক তত সহজে স্বার্থশূন্য হইতে পারেন না। কারণ স্ত্রীপুত্রের স্নেহে তাঁহাদিগকে বদ্ধ থাকিতে হয়। মানুষ যতই কেন বীরপুরুষ হউন না, মায়াপাশ ছিন্ন করা তাঁহার পক্ষে কঠিন কথা। আমি মরিলে স্ত্রীপুত্রের দশা কি হইবে? মনে মনে অবশ্যই একবার এ বিচার উদয় হইবে। অবিবাহিত ব্যক্তির পশ্চাতে আকর্ষণ করিবার কিছুই নাই। তিনি সর্ব্বদা আপনার স্পর্দ্ধায় ফিরিতে থাকেন। তাঁহার তিতিক্ষা ও সাহস অপ্রমেয়। সে কারণে তিনি উৎকট কর্ম্ম করিতে ভীত হন না। এদেশে যাহাতে অবিবাহিত ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, সমাজ সংস্কারকদিগের তদ্বিষয়ে যত্ন করা উচিত। এই উপায় অবলম্বন করিলে প্রজা বৃদ্ধির ভাগ অল্প হইবে এবং যাঁহারা অবিবাহিত থাকিবেন অনেক কাজে তাঁহারা পুরুষত্ব দেখাইতে পারিবেন।

বিধবা বিবাহ রহিত থাকায় এক পক্ষে দেশের যে কত মঙ্গল হইতেছে তাহা বলা যায় না। আমাদের দেশে স্বজাতির গৃহে যতগুলি পতিহীনা কন্যা আছে, তাহাদের প্রত্যেকের যদি গড়ে দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা ধরিয়া লওয়া যায়, তবে লোক সংখ্যা আরও যে কত বৃদ্ধি হয় তাহা বলা যায় না। পাঠক বিচার করিয়া দেখুন, তাহা হইলে দেশের কি দুর্দ্দশা না ঘটিত!

দুর্ভিক্ষ ও পীড়া লোক সংখ্যা কমাইবার স্বাভাবিক উপায়। আমাদের দেশে কয়েকবার দুর্ভিক্ষ হইয়া মানুষের সংখ্যা কত যে কমিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। নানা জাতীয় পীড়াও ভারতকে উৎসন্ন দিতে বসিয়াছে। লোকসংখ্যা কমাইবার এই গুলি স্বাভাবিক নিয়ম। লোক সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে এই দুই উপায় অবশ্যই ঘটিবে। কিন্তু এই দুইটীর চিত্র বড় ভয়ঙ্কর ও শোচনীয়। এই কারণে অবিবাহিত থাকিয়া প্রজাবৃদ্ধির পথ রোধ করাই কর্ত্তব্য। অনূঢ়া কন্যার এককালে বিবাহ বন্ধরাখা সুসাধ্য নয়। সে দিন এখনও আসে নাই। তবে বিধবাদিগের বিবাহ যেমন রহিত আছে সেইরূপ থাকিলে দেশহিতৈষীদিগকে কিছুই নূতন সৃষ্টি করিতে হইবে না। অতএব যাঁহারা বিধবা বিবাহের নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যগ্র হন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি—বিধবাদিগের বিবাহ দিয়া কতকগুলি নিরুপায় দরিদ্র সন্তানে আর যেন হিন্দু সমাজ পরিপূর্ণ না করেন।

শ্রীযুক্ত ব্রাডলা সাহেব এবং শ্রীমতী বিসেন্ট প্রজাবৃদ্ধি নিবারণের যে উপায় দেখাইয়াছিলেন তাহা অশ্লীলতা দোষে দূষিত, এজন্য আমরা তাহা সাধারণকে জ্ঞাত করিতে পারিলাম না। ব্রাডলা সাহেবের পুস্তকে অশ্লীল দোষ থাকায় তিনি রাজদ্বারে দণ্ডার্হ হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের চক্ষে তাঁহাকে নির্দ্দোষী বোধ হয়। সেরূপ অশ্লীলতা দোষ দোষের মধ্যে পরিগণিত হইলে কোন চিকিৎসার পুস্তক লোকের পাঠ্য হইতে পারে না।

আমাদের এই প্রস্তাবে হতভাগিনী বিধবারা কত যে ক্ষুব্ধ হইবেন বলিতে পারি না। যে সকল সমাজসংস্কারক মহোদয়, লোকের মন হইতে কুসংস্কার দূরীভূত করিয়া বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে উদ্যোগী আমরা এই প্রস্তাব লিখিয়া তাঁহাদের বিরাগভাজন হইব সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা যদি প্রজাবৃদ্ধি নিবারণ করিতে পারেন, করুন, বিধবা বিবাহে আমরা মত দিতে পারি। নতুবা কোটি কোটি দরিদ্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া অন্নাভাবে হাহাকার করিয়া বেড়াইবে তাহা অপেক্ষা ছার বৈধব্য-যন্ত্রণা আমাদের কষ্টকর বোধহয় না। বিধবাদের দেখিয়া আমরা এ কথার সারবত্তা বেস বুঝিতে পারিয়াছি। একাদশীর উপবাসে গ্রীষ্মের দিন যখন তৃষ্ণায় কণ্ঠ ফাটিতে থাকে, ক্ষুধায় আঁত শুকাইতে থাকে তখন পতিবিরহ-কষ্ট মনে থাকে না। জঠরজ্বালার মত আর ক্লেশকর কিছুই নাই। অতএব প্রজা-বৃদ্ধি নিবারণের অনুরোধে যদি আমাদিগকে বিধবা বিবাহের বিরোধী হইতে হয়—তবে হইলাম। পতিহীনা বালিকারা সতীসাবিত্রী হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করুন তাঁদের কাছে আমরা চিরদিনের জন্য অপরাধী থাকিলাম, কি করিব!"

মহম্মদ হায়ৎ খাঁকে লইয়া আজ কাল চতুর্দ্দিকে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। তিনি ২৫ বৎসরকাল বিশ্বস্তভাবে গবর্ণমেণ্টের অনেক কার্য্য নির্ব্বাহ করাতে গবর্ণমেণ্ট প্রীত হইয়া ইহাঁর উপর অতি গুরুতর কার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়া কাবুলে প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু অদৃষ্টের ফেরে সেই ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে তাঁহার প্রতিকূল হইয়াছেন, মহম্মদ হায়ৎ এক্ষণে একজন ভয়ানক বিশ্বাসঘাতক ও বাঞ্চক প্রকৃতির লোক বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি রাজদ্বারে উপস্থিত। পেশোয়ারের সেসন জজের নিকট তাঁহার বিচার হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে তাঁহাকে এই বলিয়া ধরিয়াছেন, ইয়াকুব খাঁ নির্দ্দোষী, তাঁহারই চক্রে তিনি মেজর ক্যাভাগনরীর হত্যাকারী প্রমাণিত হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছেন। ইহার আনুসঙ্গিক আর কয়েকটী গুরুতর দোষও তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি বলেন গবর্ণমেণ্টের উপদেশই এই ঘটনার মূল।

আপাততঃ এ বিষয়ে কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে আমরা ইচ্ছুক নহি। যখন বিচার হইতেছে তখন অবশ্যই সূক্ষ্ম ঘটনা ও রহস্যগুলির ক্রমে ক্রমে উদ্ভেদ হইবে। কিন্তু বিচার পদ্ধতি সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান হেরাল্ড যে কথা বলিয়াছেন যদি তাহা প্রকৃত হয় তাহা হইলে তাঁহার বিষয়ে ন্যায় বিচারের সম্ভাবনা অল্প। হায়ৎ খাঁ এই বিষয়ে যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহার এক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে "আমার পক্ষ সমর্থনার্থ কোন কৌন্সলী নিয়োগ করিতে আমি অনুমত হই নাই। কিম্বা আমার বিপক্ষে যে সকল কথা বলা হইতেছে তাহার চুম্বক তুলিয়া লইবার জন্য কাহারও সহায়তা লইতে আমাকে অনুমতি দেওয়া হয় নাই। উপসংহারে তিনি ইহাও বলিয়াছেন "আজ আমি যে দোষে দোষী হইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, কোন ইউরোপীয়ের প্রতি সেই দোষ আরোপিত হইলে তাহা ঘৃণা সহকারে উপেক্ষিত হইত।"

পুস্তক সমালোচনা।

পুষ্পমালা। শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত ২য় সংস্করণ। ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। পুষ্পমালা কবিতা গ্রন্থ। শিবনাথ শাস্ত্রী এক জন সুকবি। সুতরাং তাঁহার লেখার পারিপাট্য, ও ভাবমধুরতা প্রভৃতি গুণের সবিশেষ পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র। এ গ্রন্থে নানা বিষয়ের নানা প্রকার উপদেশ পূর্ণ কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে যে যে কবিতার কিছু কিছু দোষ ছিল শিবনাথ শাস্ত্রী সে গুলি পরিত্যাগ করিয়া তৎস্থানে ভাল ভাল সরল কবিতা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থে যে যে বিষয়ের উপর কবিতা লিখিয়াছেন সেই সেই কবিতার ভাব ও রস রক্ষায় তিনি কত দূর সমর্থ হইয়াছেন পাঠক নিম্নলিখিত কবিতাটী পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। যথা—

অরুণ উদিল জাগিল অবনী;
জাগিল ভারত দুখিনী জননী।
উঠমা জননী! উঠমা জননী।
এই রব যেন কোটি কণ্ঠে শুনি।
ঘোর কোলাহলে ডাকিছে সকলে,
উঠগো উঠগো প্রিয় জন্মভূমি।
বিশ কোটি শিশু চারিদিকে যার
কিসের বিষাদ। কি অভাব তার।
ঘোর কোলাহলে ওই সবে বলে,
আর ঘুমাওনা ভারত জননী।
ওই যে বাল্মীকি। ওই কালিদাস।
ওই ভবভূতি ওই, বেদব্যাস,
ওই যে শঙ্কর বুদ্ধের সাধন,
তর্কযুদ্ধে বীর নাস্তিকের ত্রাস।
আরো শত শত, নাম করি কত,
ভারত আকাশে সবে সুপ্রকাশ।
নাচিবে লেখনী। [illegible]
[illegible]
উঠগো ভারতি! ভাল করে মাতি
ভারত সৌভাগ্য করিব প্রকাশ।

রুদ্রচণ্ড। নাটিকা। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত। রবীন্দ্র বাবু এক জন সুলেখক, তাঁহার কবিতা ও নাটক লিখিবার বিশেষ ক্ষমতা আছে। বাস্তবিক তিনি সমাজ ও প্রকৃতির এক জন সুন্দর চিত্রকর। তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদিগের হৃদয়তন্ত্র যেমন আনন্দে নৃত্য করিয়াছে রুদ্রচণ্ড পাঠে সেরূপ হয় নাই। ইহার অধিকাংশ কবিতাই অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। ঘটনা গুলির বর্ণনা প্রসঙ্গ সঙ্গতিক্রমেই হইয়াছে, কিন্তু কবিতা গুলির স্থানে স্থানে কিছু কিছু নীরস হইয়াছে। আমরা পাঠকগণের দর্শনার্থ দুই স্থান হইতে দুইটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

এই গ্রন্থের নায়িকা অমিয়ার সহিত চাঁদ কবির প্রণয় সঞ্চার হয়। কিন্তু অমিয়ার পিতা রুদ্রচণ্ড তাহার প্রতিবাদী হইয়া অমিয়াকে যে কথা বলিয়াছিলেন এবং অমিয়া তাহার যেরূপ উত্তর দান করেন তাহা এই,—

রুদ্রচণ্ড।—
মাতৃস্তনা কেন তোর হয় নাই বিষ।
অথবা ভীষণ শয্যা চিতা-শয্যা তোর।

অমিয়া।—
তাই যদি হ'ত পিতঃ, বড় ভাল হ'ত।
কে জানে মনের মধ্যে হয়েছে কি ঘোর,
[illegible] যদি হইতাম আমি
বাঁধিয়া সহস্রধার অশ্রুজলে বাঁধ,
বিজন এ কাননেতে আকুল বিলাপে।
আগে ত লাগিত ভাল জোছনার আলো,
সুরভি ফুলের গুচ্ছ, বকুল তলাটি,
[illegible] উঠিয়া উঠিয়া
কাহাদের পরে মোর জন্মেছে বিরাগ;
শুধু একজন আছে যার মুখ চেয়ে
এতই জ্বালা পিতঃ সব যাই ভুলে,
দূর হ'তে দেখি তারে আকুল হৃদয়
দেহ ছাড়ি তাড়াতাড়ি বাহিরিতে চায়।
সে আইলে তার কাছে যেতে দিও মোরে!
সে যে [illegible] অমিয়ার আপনার ভাই।

—

বটে বটে, সে তোমার আপনার ভাই!
শত তীক্ষ্ণ বজ্র তার পড়ুক মস্তকে,
চিরজীবী হউক সে অগ্নি-কুণ্ড মাঝে।
মুখ ঢাকিসনে তুই, শোন্ তোরে বলি,
পুনরায় যদি তোর আপনার ভাই—
চাঁদ কবি এ কাননে করে পদার্পণ
এই যে ছুরিকা আছে কলঙ্ক ইহার
তাহার উত্তপ্ত রক্তে করিব ক্ষালন।

দৃশ্যপথ। নেপথ্যে গমন।

ঐ ভূতলে ছিন্ন বৃন্ত মালতীর ফুল
মুদিয়া আসিছে আঁখি তার।

চাহিয়া দেখিল চারি ধার ?
শুধু ধূ ধূ বালি মাঝে একেলা পড়িয়া,
চারিদিকে কেহ নাই আর,
নিরদয় অসীম সংসার।
এ সময়ে কে দিবে তার তৃষিত অধরে
এক বিন্দু শিশিরের কণা।
কেহ না, কেহ না।
মধ্যাহ্ন কিরণ চারি দিকে
খরদৃষ্টে চেয়ে অনিমিষে
ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায়।

ইউরোপীয় সমাচার।

আলেক্‌জান্দ্রিয়া ২৪ এ মে। টিউনিসের অন্তর্গত [illegible] নামক স্থানে আরবদিগের সহিত ফরাসী সৈনাদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ফরাসী সৈন্যেরা মেটর নগরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল কিন্তু আরবেরা তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করে। অবশেষে ফরাসীরা মেটর এবং [illegible] নগর অধিকার করিয়াছে।

লণ্ডন ২১ এ মে। লর্ড হার্টিংটন [illegible] কমন্স হাউসে প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন, [illegible] মোনিটারি কনফারেন্স সভার যে অধিবেশন হয় তাহাতে [illegible] সাহেব যে এই প্রস্তাব করেন [illegible] কিছু কাল রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত থাকিবে। [illegible] মণ্টের আর্লেশানসাহেবও এই প্রস্তাব করিয়াছেন।

[illegible] মার্কেটি [illegible] সভায় [illegible] করিয়াছেন [illegible] মুদ্রা সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন [illegible] তাহার নিজের মত।

কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল ২৫ এ মে। [illegible] তুর্কিস্থানের শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে [illegible] অসুস্থ বলিয়া তিনি তাহা অস্বীকার করিয়াছেন।

আবেরা চিলাবা নামক স্থানের নিকটে [illegible] আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু পরাজিত হইয়াছে। [illegible] জন আহত এবং [illegible] জন মারা পড়িয়াছে।

লণ্ডন [illegible] এ মে। টিউনিস সংক্রান্ত [illegible] আর্ল গ্রানভাইল বলিয়াছেন [illegible] [illegible] স্বত্ব রক্ষা করিবেন।

[illegible] উপনীত হইয়াছেন।

[illegible] [illegible] আসামিদিকে ধৃত করা হইয়াছে। [illegible]

[illegible] ভূমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পুর্ণ্য [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] সকল [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] যুদ্ধ চলিতেছে।

কনষ্টান্টিনোপল [illegible] [illegible] উপনীত হইয়াছেন।

তুরস্কের রোমস্থ দূত ফুয়াদ বে ভূতপূর্ব্ব সুলতান আবদুল আজিজের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহাকেও ধৃত করা হইয়াছে।

লণ্ডন ২৪ এ মে। লর্ড হার্টিংটন কমন্স হাউসে প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন সার ডোনাল্ড ষ্টুয়ার্ট ও সার ফ্রেডরিক রবার্টস আফগানিস্থানের যুদ্ধে কার্য্য করাতে প্রত্যেকে ১২৫০০০ টাকা করিয়া পাইবেন। জেনেরল রবার্টসকে ২০০০০০ টাকা দেওয়া হইবে একরূপ যে কোন কথা হইয়াছিল একথা লর্ড হার্টিংটন অস্বীকার করিয়াছেন।

ল্যাণ্টার্ণের সম্পাদক বেনাল্ড ধৃত হইয়াছেন।

প্রিন্স লিওপোল্ড ডিউক অব আলবানী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৫ এ মে। অদ্য রাত্রিতে গ্লাডষ্টোন সাহেব ও সার ষ্টাফোর্ড নর্থকোট কমন্স হাউসে মৃত আদম সাহেবের প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন।

গ্রানভাইল গ্রীসের সহিত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৬ এ মে। ফ্রিডিটপের সম্পাদকের মকদ্দমায় জুরি সম্পাদককে দোষী করিয়াছেন কিন্তু অনুগ্রহ প্রদর্শনার্থ বিশেষ রূপে অনুরোধ করিয়াছেন। শেষ আজ্ঞা দেওয়া হয় নাই।

লণ্ডনে অণ্টারিও হ্রদে এক খানি জলের জাহাজ উল্টিয়া পড়াতে ২০০ লোক জলমগ্ন হইয়াছে।

লণ্ডন ২৭ এ মে। ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের বাণিজ্য বিষয়ক সন্ধির প্রস্তাব চলিয়াছে।

মার্সেলি। সম্প্রদায়ের সভ্যগণের পরস্পর বিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়াছে। এ সভায় ধনরক্ষক কয়েকজন সম্ভ্রান্ত সভ্যের প্রতি অতিশয় দোষারোপ করিয়াছেন।

গোশেন সাহেব কনষ্টান্টিনোপল পরিত্যাগ করিয়া লণ্ডনের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

রোম ২৭ এ মে। সিনর ডেপ্রিটীস সম্প্রদায় হইয়া ইটালীতে নূতন মন্ত্রিসভা করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

শাসনের জন্য ইংলণ্ডে যে ব্যয় হইয়া থাকে অর্থাৎ ভারতের রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ তথায় যে সকল রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ আছেন তাঁহাদিগের বেতন ও ভারত রক্ষার্থে ইংলণ্ডে যে সকল সৈন্য আছে তাহাদিগের বেতনাদিতে বর্ত্তমান বর্ষে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে ১৭২০০০০০০ টাকা দিতে হইবে। ইহার মধ্যে গত এপ্রেল মাসের কিস্তিতে ২০৪৭৮০০০ টাকা প্রেরিত হইয়াছে। কেবল ইহাতেই নিষ্কৃতি নাই, যে টাকা ইংলণ্ডে পাঠাইতে হইবে তাহার বাট্টা ৩ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা খাতে খরচ আছে।

এক ব্যক্তি বলিয়াছেন ভূমধ্যসাগর হইতে শীঘ্রই একটী বৃহৎখাল উঠিয়া সাহারা মরুভূমিতে যাইবে, এবং সেই খাল হইতে উক্ত মরুভূমি প্রকাণ্ড জলাকারে পরিণত হইবে, কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটী দ্বীপ থাকিবে মাত্র। ট্রান্স সাহারাণ রেলওয়ে নামে ইহার উপর দিয়া যে রেলওয়ে হইবার কথা হয় এই কারণে তাহা এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে। এম,লেং নামক একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত তিনি ইহার সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া বলিয়াছেন আপাততঃ সে ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, তবে বহুকাল পরে তথায় আদৌ বায়ু চলাচল বন্ধ হইয়া যাইবে। গ্রীষ্ম এমন বৃদ্ধি হইবে যে মরুভূমি মধ্য হইতে মনুষ্যের ধীর ক্রন্দনের ন্যায় এক প্রকার শব্দ হইয়া পরে তাহা থামিয়া যাইবে, তিনি বলিয়াছেন বালির পরমাণুর সহিত রৌদ্রতাপের সংযোগে এই ঘটনা ঘটিবে। সেই সময়ে তথায় প্রাণীমাত্রেই যাইতে পারিবেন না, এবং যাহারা থাকিবে তাহারা প্রাণ ত্যাগ করিবে।

ব্যাল্টিমোরের নিকটস্থ গ্রীনমাউণ্টে একটী বড় শোকাবহ ঘটনা হইয়া গিয়াছে। জন ওলিভার নামক তথায় একজন বড় জমীদার আছেন। তাঁহার একরূপযৌবনসম্পন্না কন্যা ছিল। সেই কন্যার সহিত একটী যুবকের প্রণয় হয়। যুবকটী তাহার পিতা জন ওলিভারের বড়ই বিদ্বেষী। কিন্তু কন্যা তাহাকে বিবাহ করিতে উৎসুক হইলে ওলিভার তাহাতে প্রতিবাদী হন। তখন কন্যা অনন্যগতি হইয়া পিতার অজ্ঞাতে ছদ্মবেশে প্রণয়ীর সহিত পলায়ন করিবার চেষ্টা করে, ওলিভার তাহা জানিতে পারিয়া দ্বার রক্ষক এবং চাকরদিগকে এই আদেশ দেন রাত্রিতে কোন ব্যক্তি তাঁহার বাটীতে অনধিকার প্রবেশ করিলে তাহারা যেন তাহাকে গুলি করে। এইরূপে দুই চারি দিন অতিবাহিত হইলে পর এক দিন যুবতী ছদ্মবেশে যেমন পালাইয়া যাইবে অমনি প্রহরীরা গুলি করে, যুবতী সেই আঘাতেই প্রাণত্যাগ করিলে তাহার পিতা অতিশয় শোকার্ত্ত হন এবং অবশেষে সেই স্থানে তাহার একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ করিয়া দিয়াছেন। যুবকও অত্যন্ত উন্মত্তচিত্ত হইয়াছেন।

পারস্যদেশে এক নূতন প্রকার রোগ দেখা দিয়াছে। এই রোগে আক্রান্ত হইলে প্রথমে জ্বর ভাব হয় তৎপরে শরীরের স্থানে স্থানে কাল কাল দাগ দেখা দেয়। হস্ত পদের গাঁইট ও ফুলিয়া উঠে, তৎপরে মৃত্যু হয়।

আলীপুরের প্রথম সুবর্ডিনেট জজ জনৈক উকীলের অন্যায় জেরাতে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে যে গালি দেন জজ তাহার কৈফিয়ৎ চাওয়াতে তিনি উকীলদিগের নিকট নাকি স্বদোষ স্বীকার করিয়া এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম মান্দ্রাজের গবর্ণর পি, ডবলু আডাম সাহেব গত ২৬ এ উৎকামুণ্ডে জীবনলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

ইয়াকুব খাঁর চরিত্রের বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য পার্লামেণ্টের একটী স্বতন্ত্র অধিবেশন হইবে। যে অপরাধের সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে, তাহার কিরূপ অনুসন্ধান করা হইয়াছে এবং সাক্ষিরাই বা কিরূপ বলিয়াছে তদ্বিষয়ক কাগজ পত্র চাহিয়া পাঠান হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণর জেনেরলের সভার কয়েক জন সভ্য ইয়াকুব খাঁর বিষয়ে যাহাতে আর উচ্চ বাচ্য না হয় তদভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে কৃষ্ণনগরে অদ্যাপি সংক্রামক জ্বরের প্রকোপ কমে নাই। অনেক ভদ্র লোক প্রাণের দায়ে না কি স্থান ত্যাগ করিতেছেন।

রুশ-সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডর মৃত্যুকালে ডচেস এডিনবর্গকে প্রচুর অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন।

মান্দ্রাজের একজন ফিরিঙ্গী বালক মন্ত্রীর কার্য্য শিক্ষা করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে গমন করিয়াছে। আশা মন্দ নহে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম পঞ্জাব ইউনিভার্সিটীর সহকারী রেজিষ্ট্রার বাবু নবীনচন্দ্র রায় লাহোর ওরিয়ণ্টাল কালেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মহম্মদ লৎফর রহমান নামক এক জন মুসলমান বিলাতের ইনার টেম্পলের আইন পরীক্ষায় ভালরূপে উত্তীর্ণ হওয়াতে তত্রত্য আইন শিক্ষার উৎসাহ বর্দ্ধক সভা তাঁহাকে এক খানি উৎকৃষ্ট প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন। বাবু ফণীন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও লিঙ্কলন ইনের আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

আমাদের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, কয়েক দিবস হইল, ভৈরব পাল নামক একজন দোকানদারের দোকানের চাবী ভাঙ্গিয়া চোরেরা অনুমান চারি শত টাকার দ্রব্যাদি চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছে। স্থানীয় পুলিষ ঐ চুরির অনুসন্ধান করিতেছেন, কিন্তু অদ্যাপি কিছু কিনারা হয় নাই।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম হুগলীর কয়েক জন উদ্যোগী ব্যক্তি আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা-শাস্ত্র ও অস্ত্র প্রয়োগাদি শিক্ষা দিবার জন্য তথায় একটী বিদ্যালয় খুলিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মদেশে ১৮৭৯৮০ অব্দে কেবল অন্তর্ব্বাণিজ্যে গবর্ণমেণ্টের ২০০০০০০০ টাকা আয় হইয়াছে।

ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট আমীর আবদুল রহমানের সাহায্যার্থ তিন শত বন্দুক ও নানাপ্রকার যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী প্রেরণ করিয়াছেন। আয়ুব খাঁ যুদ্ধের ঘোরতর আয়োজন করিতেছেন। বারুকাজিরা আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছে। আয়ুব ধর্ম্ম-যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া জামিন্দোয়ারবাসীদিগকে লিখিয়াছেন আমি নাস্তিক ও বিধর্ম্মীদিগের প্রতিনিধি আবদুল রহমানকে সাজা দিবার জন্য যুদ্ধের আয়োজন করিতেছি ভরসা করি তোমরাও ইহাতে যোগ দান করিয়া দেশের কলঙ্ক অপনোদন করিবে।

লাহোরস্থ হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে যে বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছিল আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম আঞ্জুমান সংবাদপত্রের সম্পাদক মুন্সি নাজির আলীর যত্নে তাহার মীমাংসার সম্ভাবনা হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমানেরা তাঁহাদিগের দেশীয় ভাষায় পুস্তক ছাপাইয়া পরস্পরের ধর্ম্মের নিন্দাবাদ করাতে এই বিবাদ গুরুতররূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল কিন্তু নাজির আলীর বিশেষ যত্নে লাহোরস্থ শিক্ষাসভাগৃহে তত্রত্য বড় বড় পণ্ডিত ও মৌলবীগণ একত্র হইয়া একটী সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন, হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় ধর্ম্মাবলম্বীরা পুস্তক মুদ্রিত করিয়া পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্মের নিন্দাসূচক যে সকল বাক্য লিখিয়াছেন সেগুলি তাহাদিগের পুস্তক হইতে এককালে উঠাইয়া দিয়া পরস্পরের মিলন করিয়া দিবেন।

ইংলণ্ডে গত লোক সংখ্যা গণনাকালে দেখা হইয়াছে বিলাতে যত স্ত্রীলোক আছে তাহাদিগের মধ্যে ২২৬০০০ গৃহকর্ম্ম ১৬০০০ শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য ৫১০০ দপ্তরীর কার্য্য ৪৫০০ কৃত্রিম ফুল প্রস্তুত ৫৮৫০০ স্ত্রীলোকদিগের টুপি ও পোষাক প্রস্তুত ১৬৮০০ দর্জ্জির কার্য্য ২৬৮০০ কামিজ প্রভৃতি প্রস্তুত ৪৮০০ জুতা প্রস্তুত ১০৮০০ সেলাইয়ের কলে কাজ করে এতদ্ভিন্ন ৪৪০০০ বস্ত্র ধৌত করিয়া থাকে।

ঁ বংশবাটী হইতে এক জন একটী কৌতুককর সংবাদ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। একদা এক গুরু শিষ্যে বিচার হয়। অধ্যাপক ছাত্রের নিকটে পরাস্ত হন। অধ্যাপক সেই ক্রোধে অপর এক ছাত্রকে পরাজয়কারী ছাত্রকে জুতা মারিতে বলেন। সে বিলক্ষণরূপে উত্তম মধ্যম দেয়। প্রহৃত ছাত্র মাজিষ্ট্রেট আদালতে নালিশ করাতে অধ্যাপকের এক মাস কারাবাস ও ত্রিশ টাকা জরিমানা হয়। শেষে অধ্যাপক অভিযোগকারী ছাত্রের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করাতে কারাদণ্ড রহিত হইয়া কেবল অর্থদণ্ড হইয়াছে। আরো ফেরেকার সাহেব আছে!

নিম্নলিখিত পুস্তক ও মাসিক পত্রগুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। যথা:—১২৮৭ সালের ২ য় কাণ্ডের ২ য় খণ্ড পঞ্চানন্দ। ৮৭ সালের চৈত্র ও ৮৮ সালের বৈশাখ মাসের আদরিণী। বৈশাখ মাসের খ্রীষ্টীয় মহিলা। কালীনারায়ণ সান্যাল কর্ত্তৃক সংগৃহীত বালকাণ্ড রামায়ণ। ১২৮৭ সালের পৌষ মাসের আর্য্যদর্শন। শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রাচীন পুরাণ সংগ্রহ।

রিউটার কোম্পানির ভারতবর্ষস্থ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উইলিয়ম সাহেব কোম্পানির তরফ হইতে শিমলায় আসিয়াছেন। উক্ত কোম্পানি গবর্ণমেণ্টের বিনা ব্যয়ে প্রেস-কমিশনরের সমস্ত কার্য্য করিতে অভিলাষী। তাঁহারা এক পক্ষে যেমন ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র সম্পাদকদিগকে সংবাদ দিবেন পক্ষান্তরে তেমনি ভারতবর্ষের সংবাদও ইংলণ্ডীয় সংবাদপত্র সম্পাদকদিগকে দিবেন।

জেনেরল ইগ্নাটীফ রুশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে অতি উচ্চ রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার ভারতবর্ষের উপর নাকি বিশেষ লক্ষ্য আছে। ভারতবর্ষের বিষয়ে তাঁহার যত জানা আছে শুনা যায় রুশের কোন লোকেরই তেমন জানা নাই। একদা তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ভারতবর্ষস্থ সংগ্রাম-কার্য্যের বিষয়ে সম্রাটের নিকটে এরূপ এক পত্র লিখিয়াছিলেন যে সম্রাট তদ্দর্শনে তাঁহার সহিত এ বিষয়ে কথোপকথন করিবার জন্য ওয়ারসতে তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সার এসলি ইডেনের ১৮৮২ অব্দের ১১ এ মে কর্ম্মকাল নিঃশেষিত হইবে। তিনি আর কিছু কাল ঐ পদে যাহাতে অধিষ্ঠিত থাকেন তদভিপ্রায়ে ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে কেহ কেহ আবেদন করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। বরং ইডেন সাহেব তাঁহার নিজ ৫ বৎসর কর্ম্মকালের মধ্য হইতে যে ৬ মাস শিমলায় আর্ম্মি কমিশনের কার্য্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে সে ছয় মাসও কার্য্য করিতে দিতে চাহেন নাই।

লণ্ডনে একটী কোম্পানি জুটিয়াছেন। গোয়ায় রেলওয়ে করা ইহাঁদিগের উদ্দেশ্য। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট ইহার জামিন থাকিবেন এবং বর্ষে বর্ষে এই নিমিত্ত পোর্ত্তুগীজ গবর্ণমেণ্টকে চারি লক্ষ টাকা দিবেন।

ফরিদপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন—মাণিকদহ নিবাসী জমীদার বাবু বিপিনবিহারি রায় অত্রত্য জিলা স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রকে মাসিক ২ টাকা হারে একটী বৃত্তি প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যে ছাত্র অতিশয় দরিদ্র এবং অপেক্ষাকৃত অধিক শিক্ষানুরাগী বলিয়া নির্দিষ্ট হইবে, সেই ছাত্রই উল্লিখিত বৃত্তিটী প্রাপ্ত হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত প্রবেশিকা পরীক্ষায় অত্রত্য জিলা স্কুলের ফল নিতান্ত অসন্তোষ

জনক ভাবে স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটী উক্ত স্কুলের শিক্ষকদের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ তাঁহাদের পারিতোষিক পুরস্কার বিধান করিবা স্থির করিয়া বিভাগীয় স্কুল ইনস্পেক্টর সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিয়াছেন।

আজ কাল এখানে বড় জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। ভাল জলের অভাবে অনেকে বাধ্য হইয়া অপরিষ্কৃত জল পান করিতেছে। আমাদের বিলক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে দূষিত জল পান ও দূষিত জলে স্নান করিয়া পাছে লোকে অত্যন্ত পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়ে। জল-প্রণালী দ্বারা পদ্মা হইতে জল আনাইবার জন্য আমাদের দয়ালুহৃদয় বর্দ্ধমান মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয় বিলক্ষণ চেষ্টা করিতেছেন। এখন যত শীঘ্র জল আসিয়া পৌঁছে ততই মঙ্গলের বিষয়।

বুদ্ধ গয়ায় অনুসন্ধান করিতে করিতে সম্প্রতি বৌদ্ধদিগের যে সমস্ত কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা ২৫ এ মে তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। পাটনা বিভাগের কমিশনর হালিডে সাহেব গবর্ণমেণ্টের গোচরার্থ তৎসম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন তৎপাঠে অবগত হওয়া গেল যে বোধিদ্রুমের তিন দিকে যে প্রাচীর ছিল তাহা অবিকল আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অনেকগুলি স্তম্ভ, গৃহের ভগ্নাবশেষ এবং ঐ প্রাচীরের তিনটী দ্বার দৃষ্ট হইয়াছে। বুদ্ধের পঞ্চতল মন্দির বহির্গত হইয়াছে। চীন পরিব্রাজক হাউইয়েন্সোং তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে যে কয়েকটী স্তূপ ঐ প্রাচীরের কোণে থাকিবার কথা কহিয়াছেন তন্মধ্যে দুইটী প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ প্রাচীরের উত্তর ও পশ্চিম দিকে যে দুইটী মন্দির ছিল, যাহার একটীতে বুদ্ধের উচ্চ মৃর্ত্তি ও অপরটীতে বুদ্ধের পিতলের প্রতিমূর্ত্তি ছিল তাহাও বাহির হইয়াছে। বজ্রাসনের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে অবলোকিতেশ্বরের যে দুইটি মন্দির ছিল ঐ মন্দির, একটী মারস্তূপ ও একটি ব্রহ্মস্তূপ বাহির হইয়াছে। প্রথম বোধিদ্রুম যেখানে ছিল সেই স্থান ও তৎপরে যে যে স্থানে ঐ বৃক্ষ রোপিত হয় তাহাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিস্তর প্রতিমূর্ত্তি ও খোদিত ফলক বাহির হইয়া পড়িয়াছে। অদ্যাপি আবিষ্ক্রিয়া কার্য্য নির্বিঘ্নে চলিতেছে। এই সকল আবিষ্ক্রিয়া যতই হইবে ততই ভারতবর্ষের ইতিহাস উন্নতি লাভ করিবে।

মেদনীপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—কাঁথির অন্তর্গত আটিলাগড় গ্রামের উত্তরাংশ নিবাসী তারকনাথ রায় নামক সেটেলমেণ্টের বরখাস্তী আমিন ২২ ৩৮ নম্বরের ২০ টাকার ২ খানি নোট প্রস্তুত করিয়া ১ খানি নোট বালিঘাইর বাজারে নিমুর দোকানে কাপড় লইয়া মূল্য দেয়। নিমু তাহা প্রাণকৃষ্ণ মাইতির গদিতে দেয়। প্রাণকৃষ্ণ তাহা রীতিমত খাতায় জমা করে। বালিঘাইর অনাদর মহাজন বা তালুকদার মদনমোহন ভূঞা বিগত ১২ ই জানুয়ারির লাটের টাকা পাঠাইবার জন্য প্রাণকৃষ্ণের দোকান হইতে কয়েকখানি নোট আনে। তাহার মধ্যে উক্ত নম্বরের নোটখানিও থাকে। মদনের কর্ম্মচারী রাধাকৃষ্ণ রায় উক্ত ২০ টাকার নোটখানি সহ ৯০ টাকার নোট ও নগদ ৩ টাকা মেদনীপুরে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ চৌধুরী রেভিনিউ এজেণ্টের নিকট ১১ ই জানুয়ারি লোক দ্বারা পাঠায়। কালী বাবু ১১ ই তারিখের রাত্রিতে নোট আদি বুঝিয়া লইলইবার সময়ে ২০ টাকার নোটখানি অন্যান্য নোট হইতে কিছু বিভিন্ন বোধ করিয়া নিকটস্থ কয়েকজন ভদ্রলোককে দেখিতে দেন, সকলেই নোট দেখিয়া সন্দেহ করেন এবং পরদিন ট্রেজারিতে দেখাইবার কথা হয়।

কালী বাবু ১২ ই জানুয়ারি শেষ কাছারিতে নোটখানি প্রকৃত বটে কিনা জানিবার জন্য ট্রেজরির মোহরিকে দেখান। নোট-মোহরি তাহা "জাল নোট" বোধে খাজাঞ্চীকে দেয়। খাজাঞ্চি তৎক্ষণাৎ উক্ত নোট ট্রেজারির আফিসরের নিকট অর্পণ করেন। তিনি কালী বাবুকে ডাকাইয়া কোথা হইতে নোট পাইয়াছেন জিজ্ঞাসা করেন, অবশেষে কালেক্টার তাঁহার ১০০ টাকার মুচলকা ও ১০০০ টাকার জামিন লইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। তদারক আরম্ভ হইলে তারক গোয়েন্দা হইয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকটে এজেহার দেয় মধু মাইতি উক্ত জাল নোট প্রস্তুত করিয়াছে। তাহার রক্ষিত বেশ্যার বাড়িতে জাল নোট এবং তাহার নিজ বাড়িতে যন্ত্রাদি রহিয়াছে। ইহা বলা আবশ্যক যে, তারক তৎপূর্ব্ব রাত্রে কৌশল ক্রমে উভয় স্থলেই জাল নোট ও যন্ত্রাদি রাখিয়া আইসে কাঁথির সব ডেপুটী এবং দীনবন্ধু বাবু উভয়ে তারকের এজেহার মতে মধুর বেশ্যালয়ে গিয়া একটী বাক্সর মধ্যে উক্ত নম্বরের ২০ টাকার ১ খানি নোট এবং যন্ত্রাদি তাহার বাড়িতে পাইয়া তাহাকে ধৃত করেন। তৎপরে গোয়েন্দা তারকনাথ সহ মধু ও তাহার বেশ্যা এবং বাক্সাদি মেদিনীপুরে প্রেরিত হয়।

এদিকে পুনরায় ডিষ্ট্রীক্ট পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সুযোগ্য ডিটেক্টিভ ইনেস্পেক্টর বাবু হরপ্রসাদ দাসের প্রতি তদন্তের আদেশ দেন তিনি বালিঘাইয়ে যাইতেছিলেন এমন সময়ে দীনবন্ধু বাবুর প্রেরিত গোয়েন্দা ও আসামীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। হরপ্রসাদ বাবু তাহাদিগকে বালিঘাইতে ফিরাইয়া লইয়া অনুসন্ধান করিতেছেন, ইতিমধ্যে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল যে, গোয়েন্দা তারকই নিমুর দোকানে আসিয়া কাপড় কিনে এবং মূল্যের দরুন ২০ টাকার নোট দেয়। সুচতুর ইনেস্পেক্টর সমুদয় অবগত হইয়া গোয়েন্দা তারককে জালকারী অনুমান করিয়া আসামী গোয়েন্দা সহিত কাঁথিতে যান। গিয়াই তারকের ঘর খানাতল্লাসী করায় প্লেনপেপরে অর্দ্ধ অঙ্কিত ৫ টাকার কয়েকখানি নোট এবং রং ও যন্ত্রাদি প্রাপ্ত হন। কাঁথিতেই জালের মূল ধৃত হওয়ায় মেদিনীপুর হইতে মকদ্দমা উঠিয়া গিয়া তথায় বিচার হয়। নিমু, প্রাণকৃষ্ণ, মদন, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি তারকের নিকট হইতে কথিত নোট পাওয়া ও পরস্পর ব্যবহার করার সাক্ষ্য দেয়। বিশেষরূপ প্রমাণ হওয়ায় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মধু প্রভৃতিকে ছাড়িয়া দিয়া তারককে সেসন সোপর্দ্দ করেন। ২৫ এ এপ্রেল জাল নোট প্রস্তুত করা প্রমাণ না হইয়া তাহা ব্যবহারের অপরাধে তারকের কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৭ বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। তারকের বুদ্ধির প্রশংসা আছে, সে নোটে জলের দাগ দিতে পারে নাই নতুবা অঙ্ক, অক্ষর, রং সমুদয়ই প্রস্তুত করিয়াছিল।

আলাহাবাদের আল্‌ফ্রেড পার্কে একদা ব্যাণ্ডের বাদ্য হয়। অনেক ইংরাজ তথায় সমবেত হন। কতকগুলি দেশীয় ভদ্র লোকও ইহা শুনিতে যান, সেই সঙ্গে দুই চারি জন ইতর লোকও গিয়াছিল কিন্তু সাহেবেরা এতদ্দর্শনে বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া দিবার জন্য কনষ্টেবলদিগকে আদেশ দেন। তাহাদিগকে ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনে সুতরাং আদেশ পাইবামাত্র তাহারা মনের সাধে কটু প্রভৃতি বলিয়া তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া দিয়াছিল।

বস্ত্র ধৌত করিবার একটী অতি সহজ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন অর্দ্ধ সের সাবানে অর্দ্ধ ছটাক সোহাগা মিশ্রিত করিয়া বস্ত্র ধৌত করিলে উহা অতি পরিষ্কার ও শুভ্র হয়। এবং তাহাতে পরিশ্রম কম হইয়া থাকে। শুদ্ধ সাবান দিয়া ধৌত করিতে যে পরিমাণ সাবাণ লাগে সোহাগা মিশ্রিত করিলে তাহার অর্দ্ধেকেই কার্য্য হয়।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন প্রেসিডেন্সি কালেজের অন্যতর অধ্যাপক ব্যালেট সাহেবের সহিত বালকদিগের বিবাদের সূত্রপাত হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন।

কলিকাতা পুলিস কোর্টে এবং ছোট আদালতে গবর্ণমেণ্টের কোন মকদ্দমা উপস্থিত হইলে তিনি একালতনামা দিয়া মকদ্দমা করিবেন। এইরূপ যে একটা জনরব উঠে ইংলিসম্যান তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

মেদনীপুরের বিদায় প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু দীননাথ ঘোষ বৰ্দ্ধমানে বদলী হইলেন।

রাজসাহীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সার্প সাহেব বগুড়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

মুন্সি নর্শ্বেশ্বর প্রসাদ হাজারিবাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

ফরিদপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এবট সাহেব হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

ত্রিপুরার বিদায় প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী আবদুল করীম বাখরগঞ্জে বদলী হইলেন।

হাজারিবাগের প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু রাধামাধব বসু ফরিদপুরে বদলী হইলেন।

বগুড়ার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু গুণচন্দ্র গুপ্ত দিনাজপুরে বদলী হইলেন।

বোর্ডের রেবেনিউ বোর্ডের মেম্বর অনরেবল ড্যাম্পিয়ার সাহেব বিদায় প্রাপ্ত হইলেন। ইনি ১৮৮১ অব্দের ৩০ এ নবেম্বরের মধ্যে যে দিন ইচ্ছা সেই দিন ছুটী লইতে পারিবেন।

ফরিদপুরের অন্তর্গত মাদারীপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু অম্বিকাচরণ বসু চৌধুরী সাধারণ কার্য্যের জন্য ভূমি সংগ্রহার্থ কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

পূর্ণিয়ার বিদায় প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঢাকায় বদলী হইলেন।

পাটনার দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী অনওয়ার আহমদ সাহাবাদের অন্তর্গত বকসরে বদলী হইলেন।

মৌলবী ওয়াসিম আলী কিছু দিনের জন্য ওয়াজিদ হোসেনের পদে পাটনায় ২ য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন। কিন্তু ইনি দ্বারভাঙ্গার অন্তর্গত তাজপুরে রহিলেন।

টি, এফ, কার্টার কিছুদিনের জন্য মাধব লাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদে পাটনায় ২ য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন। কিন্তু ইনি গয়ার অন্তর্গত জাহানাবাদে রহিলেন।

ভাগলপুরের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু ভাইভুপ সিংহ পূর্ণিয়ার বদলী হইলেন।

পূর্ণিয়ার সব ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী আবদুল মাজিদ ভাগলপুরে বদলী হইলেন।

পাবনার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ফেয়ার সাহেব স্থানীয় সাধারণ কার্য্যের জন্য ভূমি সংগ্রহার্থ কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

বাবু নগেন্দ্রনাথ রায় ত্রিপুরার প্রতিনিধি মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায় কুমিল্লায় থাকিবেন।

বাবু নবগোপাল গোস্বামী ময়মনসিংহের মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায় নেত্রকোনায় থাকিবেন।

হাজারিবাগের অন্তর্গত চাতারার মুন্সেফ বাবু গিরীশলাল ১৮৭৮ অব্দের আফিমসংক্রান্ত ১ আইন অনুসারে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

বেতড়ুল—১৯ এ মে ১৮৮১।

এ সপ্তাহে ঋতুর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ২। ৩ দিবস বৃষ্টি হওয়াতে পৃথিবী অতি অল্প পরিমাণে শীতল হইয়াছে। সূর্য্যরশ্মির তত দূর প্রখরতা নাই। এই বৃষ্টি কৃষিকার্য্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইয়াছে। এতদূর গ্রীষ্ম হইয়াছিল তথাপিও এ বৎসর বালেশ্বর নগরে ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হয় নাই, এটী সুখের বিষয়; কেবল বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রত্যহ ২। ৩ জন মারা পড়িতেছে।

গত কল্য ডেপুটী ইনস্পেক্টার বাবু ভোলানাথ দাস অত্রত্য স্কুল উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছেন।

মোগলবন্দীর (বালেশ্বর, কটক এবং পুরীর) নিম্নলিখিত মতে লোক গণনা হইয়াছে। ১৮৭২ অব্দের গণনার সহিত এবৎসরের (অর্থাৎ ১৮৮১ অব্দের) গণনার নিম্নলিখিত মতে বৈলক্ষণ্য জন্মিয়াছে।

	১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের গণনা	১৮৮১ অব্দের গণনা
বালেশ্বর	৭৭০২৩২ জন	৯৪২৪০৪ জন
কটক	১৪৯৪৭৮৪ "	১৭,৩৮,৩৩৮ "
পুরী	৭৬৯৬৭৪ "	৮৮৪৭৯৪ "

রাজা শ্যামানন্দ দের খাজনাখানা হইতে কতক স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্রব্য চুরী গিয়াছে। পুলিষ অনুসন্ধান করিতেছেন।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায় ৮ম শ্রেণীতে উন্নতিলাভ করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয়।

শুনা যাইতেছে যে কটকের কালেক্টার পর্শি সাহেব ৩ মাসের ছুটী লওয়াতে পুরীর মাজিষ্ট্রেট গ্রাণ্ট সাহেব তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

আবকারী দারোগা বলেন কেল্লাপাড়ায় প্রতি মাসে প্রায় ৪০০ শত টাকার বেশী মদ্য বিক্রয় হয়।

—:০:—

সিরাজগঞ্জ।

১২৮৮। ২ রা জ্যৈষ্ঠ।

আজ কাল সিরাজগঞ্জ ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হওয়াতে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব অনেক কমিয়াছে।

সিরাজগঞ্জের মুন্সেফের সেরেস্তাদারের মৃত্যু-সংবাদ আমরা পাঠকদিগকে জ্ঞাত করাইয়াছি। গত মঙ্গলবার ঐ কর্ম্মে বোয়ালিয়া মুন্সেফের সেরেস্তাদার বাবু তারাচন্দ্র বাগচী নিযুক্ত হইয়াছেন। উক্ত বাবু এখনও এখানে আসিয়া পৌঁছেন নাই। তাঁহার অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত এই আদালতের ডিক্রিজারির মহরের বাবু দীননাথ চৌধুরী একটীং সেরেস্তাদার হইয়াছেন।

এবার সিরাজগঞ্জের মিউনিসিপালিটীর ট্যাক্স পূর্ব্ব হইতে অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। অতএব মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে টাকাগুলি কেবল সিরাজগঞ্জের উন্নতি বিষয়ে ব্যয় করিয়া আমাদিগকে সুখী করিবেন।

অদ্যদিন হইল সিরাজগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু কেদারনাথ ঘোষের নিকট একটী নূতন রকমের মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। একব্যক্তি কাহার নিকটে কিছু টাকা কর্জ্জ করিয়াছিল, কিন্তু সে তাহা পরিশোধ করিতে না পারিয়া ক্রমে ঐ মহাজনকে আসল টাকার প্রায় ত্রিগুণ পরিমাণে সুদ দিয়াছে, তথাপি মহাজন তাহাকে ঋণ হইতে মুক্ত করে নাই, সর্ব্বদাই টাকার জন্য তাড়না করিয়া বেড়ায়। একদিন মহাজন টাকার জন্য তাহাকে কতকগুলি গালি দেওয়াতে সে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া হস্তস্থিত দণ্ড দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিয়া গুরুতররূপে জখম করিয়া ফেলে। বিচারে দেনদার আসামী দোষী সপ্রমাণ হওয়াতে তাহার এক দিনের মাত্র কয়েদ হইয়াছিল। হতভাগ্য মহাজন প্রায় ১৫। ১৬ দিন অত্রত্য সরকারী ডাক্তারখানায় থাকিয়া চিকিৎসা করাইয়া আরোগ্য লাভ করিয়া এক্ষণে বাড়ী গমন করিয়াছে।

সিরাজগঞ্জ একটী প্রধান বাণিজ্য স্থান। আমাদের বোধ হয় কলিকাতা ব্যতীত বঙ্গদেশের আর কোন স্থানেই যে এত ধান চাল ও কোষ্ঠা প্রভৃতির আমদানী হয় না, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। এমন অবস্থায় এখানে টেলিগ্রাম ও রেলওয়ে হইলে এখানকার মহাজনদের বাণিজ্য সম্বন্ধে এবং স্থানীয় ভদ্র ও সাধারণের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। আর এসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টেরও বিশেষ লাভের সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায়। গতবার প্রস্তাবিত বিষয়ে এখানকার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বেবার সাহেব মহোদয়কে আমরা বিশেষ উদ্যোগী দেখিয়াছিলাম, কিন্তু কি কারণে যে তাঁহার সে উদ্যোগ সফল হয় নাই, তাহা আমরা বলিতে পারি না। ভরসা করি উক্ত বিষয় আমাদের মাননীয় শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর অবশ্যই অনুগ্রহ

করিয়া অভিপ্রায়ত সংবাদ প্রদানে আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবেন।

চন্দননগর।

এখানকার মিউনিসিপাল কমিটীর অধ্যক্ষ মঁসি এ সি সি দুয়েন সাহেব নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

১ম। বারত্বারীর সম্মুখের রাস্তায় অতঃপর কি দেশীয় কি ইউরোপীয় কেহই বিনা বন্ধনে কুকুর লইয়া যাইতে পারিবে না।

২য়। দেশীয় বড় বড় পর্ব্বোপলক্ষে কোন ইউরোপীয় উক্ত রাস্তাস্থিত লোকের টুল লইয়া মণ্ডলাকারে বসিয়া দেশীয় লোকের যাতায়াতে চলাচলের ব্যাঘাত হয়, এমনভাবে থাকিতে পারিবে না।

৩য়। দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে অতঃপর গঙ্গায় অতি সাবধান হইয়া অবগাহনাদি করিতে হইবে। সম্মানে পরিধান করিয়া কেহই স্নানার্থ আসিতে পারিবে না, এবং স্নানান্তে এমন কি সলিল হইতে উঠিবার পূর্ব্বে গাত্র উত্তমরূপে আবৃত করিয়া উঠিতে হইবে।

৪র্থ। বারত্বারীর সম্মুখের রাস্তায় অতঃপর কেহই বেগে গাড়ী চালাইতে পারিবে না এবং উক্ত রাস্তায় বালকদিগের পুম পুম গাড়ি লইয়া কেহই বেড়াইতে পারিবেন না।

এখানকার প্রসিদ্ধ জমীদিকারী মঁসি এ কুরজো সাহেব অতুল ব্যয়ে একটী বৈঠকখানা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, উহার আভ্যন্তরিক শোভা বর্ণনা করা লাইবর্য্যা লেখনীর সাধ্যাতীত। সম্প্রতি বিবিধ পক্ষ আনিয়া বহুব্যয়ে চিড়িয়াখানা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং চিড়িয়ার নিমিত্ত চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া দিয়াছেন।

গোঁদলপাড়ায় একটী সদর রাস্তা নির্ম্মিত হইলে, রাস্তাটী সাধারণের প্রার্থনীয়, তবে একটী বাধা আছে। যেটী এই, যে স্থান দিয়া রাস্তা যাইবে, সেই স্থানে অনেকগুলি লোক বহুকাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছেন। যদিও রাস্তাটী নির্ম্মিত হইলে সাধারণের উপকার হয়, কিন্তু তাঁহারা নিজ নিজ স্থান ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক। গবর্ণমেণ্ট উহাদিগকে উচিত মূল্য লইয়া ত্যাগ করিতে কহিয়াছেন। ইহাতেও যদি তাঁহারা স্থান ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে বলপূর্ব্বক উঠাইয়া দিবেন। এই রাস্তা নির্ম্মাণ জন্য মৃত খ্যাতনামা মেরান সাহেব হাজার টাকা দিয়াছেন।

গত রবিবার অপরাহ্নে ভয়ানক বৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু গ্রীষ্ম যেমন তেমনই আছে।

জামালপুর।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সপ্তাহে ২। ৩ দিন এখানে বেশ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস ছিল বৃষ্টি হইলে শীতল হইবে এবং ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব কমিবে; কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি হিতে বিপরীত। বৃষ্টি হওয়ায় ওলাউঠা আরও ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে এবং হিন্দুস্থানীদিগের সহিত ২। ১ বাঙ্গালীকেও গ্রাস করিতে বসিয়াছে। লোকে দিন দিন পীড়া বৃদ্ধি দেখিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইতেছেন।

প্রত্যেক রেলওয়ের বাঙ্গালী বাবুদিগের এক একখানি সাময়িক পাশ আছে। তাঁহারা তদ্দ্বারা সময়ে সময়ে কলিকাতা হইতে সুবক্তা ও ধর্ম্মপ্রচারকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া থাকেন। এখানে ঐরূপ কোন পাশ না থাকায় হরিসভা, আর্য্যসভা, ব্রাহ্মসমাজ ও মুঙ্গেরের আর্য্যসভা প্রভৃতি কতকগুলি সভার অধ্যক্ষেরা স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়া এজেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম মহামান্য এজেণ্ট বাহাদুর একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর সাময়িক পাশ দিবার হুকুম দিয়াছেন।

মধ্যে এখানে ৫। ৬ হাত লম্বা একটী মনুষ্য আসিয়াছিল। খর্ব্বাকৃতি মনুষ্যেরা আশ্চর্য্য হইয়া দলে দলে তাহাকে দেখিতে যায়। ইহাতে সে ব্যক্তি অবসর বুঝিয়া এক পয়সার হিসাবে দর্শনী লইয়া তবে দেখা দিয়াছিল। শুনিতেছি এই প্রকারে সে পথ খরচের সংস্থান করিয়া এখান হইতে প্রস্থান করিয়াছে। ঈশ্বর মুখ তুলে চাহিলে একটা না একটা উপায় করিয়া দেন।

হিন্দুমতে ওলাউঠা রোগের বেগ থামাইবার জন্য এখানকার আর্য্যসভার সভ্যেরা নগর সংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এক দিন নগরের রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইয়াও গিয়াছেন।

অতিরিক্ত গ্রীষ্ম পড়ায় এখানকার বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হইয়াছে। কেবল কেবল মহলে কি গ্রীষ্ম কি বর্ষা সকল সময়েই সমান লাগিতেছে।

জামালপুরে পূর্ব্বে পীড়াদির কোন উপদ্রব ছিল না; কিন্তু আমরা কয় বৎসর হইতে দেখিতেছি ওলাউঠা এবং বসন্ত এই দুইটী প্রধান রোগ বিলক্ষণ প্রকোপের সহিত দেখা দিতেছে। রেলওয়ে কোম্পানীর এখানে যে কয়েকজন নেটিভ ডাক্তার আছেন, তাহারা রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় বিশেষতঃ হাঁসপাতালে কর্ম্ম কাজ থাকায় কাহারও শক্ত পীড়া হইলে অধিকক্ষণ উপস্থিত থাকিতে পারেন না। শক্ত পীড়া হইলেই লোকের মনে জীবন-নাশের আশঙ্কা হইয়া থাকে। এবং অনেকে মুঙ্গের হইতে উপেন্দ্র বাবুকে আনিতে যান। কিন্তু তিনি গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করায় প্রাতে ডাকিতে যাইলে সন্ধ্যাকালে আসিতে পারেন। তাঁহাকে আনিতে ৮। ১০ টাকা ব্যয় হয়, এজন্য অল্প বেতনের কেরাণীরাও আনিতে পারেন না; এ অবস্থায় রেলওয়ে কোম্পানী যদি এখানে একজন সুদক্ষ এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রাখেন সাধারণের বিশেষ উপকার করা হয়। আমরা শুনিতেছি সার্জ্জন জে, হেকবান সাহেব সাতনায় বদলী হইবেন। তিনি এখানে মাসিক তিন শত টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট আমাদের সবিনয় প্রার্থনা, ঐ পদে যদি একজন সুযোগ্য এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নিযুক্ত করেন সাধারণের মহোপকার সাধন করা হয়।

আজ কাল প্রায়ই কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপনে দৃষ্ট হইয়া থাকে অমুক স্কুলের অমুক শিক্ষকের পদ খালি আছে। বেতন এত টাকা অমুক পাশ চাই। কর্ম্মপ্রার্থী জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলে ভাল হয়।" কর্ম্মপ্রার্থী জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলে কেন ভাল হয়, আমরা সন্দিগ্ধ চিত্তে কয়েকটী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম। ২। ১ জন কহিলেন "বোধ হয় সেই গ্রামে পূজারি ব্রাহ্মণের অপ্রতুল থাকায় অধ্যক্ষ ষষ্ঠী মাকাল পূজা করাইয়া লইবার জন্য ঐরূপ চাহিতেছেন।" আবার ২। ১ জন কহিলেন "তাহা নহে অধ্যক্ষের কন্যার বিবাহে লুচি ভাজিয়া লইবার জন্য ঐরূপ চাহিয়া থাকেন।" যাহা হউক, সোমপ্রকাশের বিজ্ঞ পাঠকগণের মধ্যে কেহ ইহার প্রকৃত অর্থ করিয়া দিলে বিশেষ বাধিত হইব। আমরা জাতিতে ব্রাহ্মণ না হওয়ায় আবেদন করিতে না পারায় বিশেষ দুঃখিত আছি।

কুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৶০ আনা, তাহার পর ।০ আনা; ।০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ ষষ্ঠ সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীহর্ষ, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি, রামায়ণ ও মহাভারত, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, হিন্দুদিগের বহির্ব্বাণিজ্য, মনুসংহিতা, বামদেব, সাংখ্যদর্শন, এই ৮টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটা স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্তপদাদিকম্প, রূপবিহীনতা, মানসিক বিকার, বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান

মোং কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়

১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং একজন উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করিয়া থাকেন।

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা ও অকালপক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ।৶০

সুরসুন্দরী বটিকা।

ইহার সেবনে শ্বেত ও রক্তপ্রদর কষ্টরজঃ বাধক ও রোগবন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২৲ ডাকমাশুল ।০

নালিনাসব।

ইহার দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য উদরাময়, জ্বর, অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য স্ফূর্ত্তি হানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ২।০ ডাকমাশুল ।৶০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাহার আবশ্যক হইবে [illegible] স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যাদি পত্র [illegible] হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহিত এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলে যথা স্থানে প্রেরণ করা যায়।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত

ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

রোগীদিগের প্রতি সুসংবাদ।

এলেন সাহেব বহু পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার করিয়া এই দেশের বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত অনেক বৎসরাবধি নানা দ্রব্যের গুণ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল ঔষধ সেবন করিয়া বহুসংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা রোগের যাতনা হইতে শীঘ্র মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার এলেন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ অকৃত্রিম ঔষধ সেবন করুন।

কুইনাইন বর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক আরক।

এই আরকের এমন চমৎকার আরোগ্যশক্তি যে প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর যত দিনের হউক না কেন, ইহা সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কুইনাইন ব্যবহার করিয়া যাহারা পুনঃ পুনঃ জ্বর ভোগ করিতেছে, তাহারা এই ঔষধ সেবন করিলে একবারে আরোগ্য হইবে। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট ১ টাকা।

অব্যর্থ বেদনানাশক ঔষধ।

বাত, পক্ষাঘাত, গাঁটফুলা ও বেদনা, অঙ্গ চমকান ও শরীরের সর্ব্বপ্রকার বেদনা যে কারণ বশতঃ হউক না কেন এই অপূর্ব্ব মহৌষধ মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহার আরোগ্য শক্তি অতি আশ্চর্য্য। মূল্য বড় শিশি ২ টাকা, ছোট শিশি ১ টাকা।

ডাক্তার এলেন্ সাহেবের রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

এই উৎকৃষ্ট ঔষধ সেবন করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার [illegible] একবারে শরীর নির্গত হইয়া [illegible] কারণবশতঃ কৃশ ও ক্ষয় প্রাপ্ত [illegible] উহা পুনর্ব্বার বলিষ্ঠ ও স্থূল [illegible] রোগ নাশ করে। ইহা সালসা অপেক্ষা [illegible] উৎকৃষ্ট। যাঁহারা বসন্ত গরমী, বাত, [illegible] কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা [illegible] ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই [illegible] দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। মূল্য বড় শিশি ৫ টাকা, ছোট ২ টাকা।

[illegible] কোম্পানির ঔষধালয়।

[illegible] হাউসের উত্তর পূর্ব্ব ও উইলসন হোটেলের দক্ষিণ রাস্তা, ৩ নং [illegible] ষ্ট্রীট কলিকাতা।

যিনি এক দিবসে হৃদয়দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মস্বরূপে অবগত হইয়া ছই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করি[illegible]

[illegible] তাহা [illegible] পত্র দ্বারা জানাইলে [illegible] জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

—॥—

আর, লায়েল কোম্পানি।

[illegible] স্বর্ণকার ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য [illegible] ১৩৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতা এবং মফস্বলের সকল প্রকার ব্যবসায়দারদিগকে, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভদ্র লোকদিগকে এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড় লোকদিগকে অতি অল্প লাভে সকল রকম দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। [illegible] যাহা প্রয়োজন, লিখিয়া পাঠাইলেই মূল্য জ্ঞাত করা যায়, এবং মূল্য প্রাপ্ত হইলে শীঘ্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুবিধা হয় কি না, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। তবে এই বলিতে পারি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছি; কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কেহ কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।
আর, লায়েল কোম্পানি
১৩৫ নং রাধাবাজার
কলিকাতা।

—— ——

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক [illegible] এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ন আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন [illegible], এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। [illegible] এই তালিকাপত্র [illegible] বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম [illegible] পারিবেন। [illegible] আনার টিকিট পাঠাইলে [illegible] পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য [illegible] টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত [illegible] মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে [illegible] ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং [illegible] মূত্র প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের [illegible] শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা,বন্ধ্যাদোষ,অকালে অধিক পরিমাণে শোণিত স্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ।৴০ আনা।

মকরধ্বজ।

(পরীক্ষিত মহৌষধ।)

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, অর্থাৎ পালাজ্বর, কম্পজ্বর, জলবায়ুদূষিত জ্বর, (ম্যালেরিয়া) বিষম জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, বিশেষতঃ কুইনাইন শরীরে আবদ্ধ হইয়া যে পালাজ্বর এবং তৎসংযুক্ত যকৃৎ, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ হয়, এই ঔষধ দ্বারা ঐ সকল পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়। প্রতি বোতলের মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

ইহা ডাকে পাঠাইবার সুবিধা না থাকায় এইরূপ গুণযুক্ত বটিকা করিয়া পাঠান যায়।

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্ন-প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ুরোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, স্বরভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ৩ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
বাবু নিত্যানন্দ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।
কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ । " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" ৩০ সংখ্যা ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৮ সাল। ২৫ এ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮১। ৬ ই জুন। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা,

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১২৮৭ সাল গত হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য গ্রহণের নিয়ম, এ বিষয়টী বিশেষ করিয়া পাঠকগণের স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, তাহা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তব্য।

যাঁহারা মনি অর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভ্রম-প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। যথা—যিনি কাগজ লন, হয় ত তাঁহার কর্ম্মচারী মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরও কর্ম্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্ম্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, বাসগ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহাদের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল কোরণ্ড, মাংস কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্রে বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

প্রেরিতপত্র।

ওয়ার্ড বিদ্যালয়।

ধনী জমীদারদের নাবালক সন্তানদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য ওয়ার্ড বিদ্যালয় ছিল। বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত বালকেরা সেই খানে থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। গবর্ণমেণ্ট এখন সেই বিদ্যালয় উঠাইয়া দিলেন। আমরা এই কাণ্ডটীর কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারি না।

সত্য বটে ওয়ার্ডে থাকিয়া এ পর্য্যন্ত কোন বালক ভালরূপ লেখাপড়া শিখেন নাই। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অতুল বিষয়ের স্বামী হইবেন; সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত কিছুই ভাবিতে হইবে না, এই ভরসায় জমিদারের সন্তানেরা লেখাপড়ায় মনো নিবেশ করেন না। বিদ্যালয় পরিত্যাগের সময় বড় জোর তাঁহারা আপন আপন নামটী চট চট করিয়া স্বাক্ষর করিতে পারেন।

সাধারণতঃ জমীদারের সন্তানেরা যে কৃতবিদ্য হইবেন, আমাদের সে আশা নাই। শিশুকালে লালন পালনের সময় তাঁহাদিগকে যেরূপ আদর দেওয়া হয়, ননীর পুত্তলীর মত যেরূপ যত্নে রাখা হয়, তাহাতে উত্তরকালে যে তাঁহারা বিদ্যালাভের জন্য কঠোর শ্রম করিবেন, ইহা কখন সম্ভবিতে পারে না। আমরা অধিক চাই না—তাঁহাদের চরিত্র গঠিত হউক, তাঁহারা আপনাদের বিষয় কর্ম্মের তত্ত্বাবধান লইতে বুঝুন। কর্ত্তৃহীন জমীদার সন্তানেরা যখন গদীতে গিয়া বসেন, সেটী বড় ভয়ানক সময়। এদিকে যৌবন কাল, প্রভুত্ব, হাতে অতুল ঐশ্বর্য্য, অবিবেকতা—তাতে মাথার উপর কর্ত্তা নাই, নিজেই সর্ব্বে সর্ব্বা। চারি দিগে পারিষদেরা এক এক জন খাসাখরা। যৌবনকালে যে সকল দোষ ঘটিতে পারে, ক্রমে তাহা সকলই আসিয়া পড়ে। সুরা ও বেশ্যাতে মান সম্ভ্রম আয়ু ধনসম্পত্তি সকল গুলির মূলে কুঠারাঘাত করে। এইরূপে আমরা কত বড় বড় ঘর মাটী হইতে দেখিলাম। সে কারণ আমরা অনুরোধ করি গবর্ণমেণ্ট নাবালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত বিশেষ মনোযোগী হউন। জেলার কালেক্টরদের হাতে এই ভার সমর্পণ করিলে ভালরূপ ফলের প্রত্যাশা নাই। কালেক্টরদিগকে আপন কাজে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়, তাঁহাদের

অবকাশ কোথায় [illegible] এমন বন্দোবস্ত করা [illegible] সচ্চরিত্র ধর্ম্মশীল ব্যক্তি বা [illegible] সর্ব্বদা তাঁদের সঙ্গে থাকেন [illegible] —তিনি প্রিয়বয়স্য, খাদ্য[illegible] শিক্ষায় গুরু। [illegible] আলোক পালাভ এ গুরু [illegible] অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে উপ[illegible] উপকার দর্শিবে (১)। [illegible] ক্রিকেট খেলা, [illegible] ও অশ্বারোহণ শিক্ষা হইলেই ভাল হয় (২)। [illegible] পুস্তকের মধ্যে এমন কতকগুলি [illegible] হইবে যাহাতে ইংরাজি ও স্বদেশীয় [illegible] ব্যুৎপত্তি জন্মে (৩)। [illegible] —তাহাতে যেন সুরাপান ও [illegible] দোষ বিশেষ বর্ণিত থাকে (৪)। [illegible] ও জমিদারী সেরেস্তার [illegible]। [illegible] ওয়ার্ডগণের মধ্যে তাঁহাদের [illegible] সঙ্গে বাস করিবেন। সন্ধ্যার সময় [illegible] বায়ু সেবন জন্য বেড়াইতে যাইবেন, [illegible] তাঁহাদের সঙ্গে থাকিবেন। বালকদিগকে এইরূপ যত্নে রাখিলে তাহারা [illegible] সচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। ফলতঃ ওয়ার্ড বিদ্যালয়ের যে প্রকার বন্দোবস্ত ছিল, গবর্ণমেন্ট তাহাই রাখুন। তবে, [illegible] সকল দোষ আছে, তাহার সংশোধন করুন। ওয়ার্ডে থাকিয়া নাবালকেরা যাহা কিছু শিখিয়াছিল, কালেক্টরের অধীনে জেলায় [illegible] করিলে তাহাও হইবে না। সেখানে [illegible] আপন আপন বাসায় থাকিবেন, কাহাকেও [illegible] করিবেন না। স্ত্রী লোকেরা আসিয়া আদর [illegible] দাস দাসী ও পারিসদেরা একটী কথাও বলিতে পারিবেন না, এবং বলিতে পারিলেও তাহাতে [illegible] করিবে কে? কালেক্টর কখন [illegible] জিজ্ঞাসা করিবেন— তাহাতে আর কি হইবে? অতএব ওয়ার্ড বিদ্যালয় উঠাইয়া দেওয়া কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ নয়।

কেহ কেহ বলেন—"ঐ বিদ্যালয় কোথা স্থাপিত করা উচিত?" এ কথা লইয়া এত গণ্ডগোল কেন, আমরা বুঝিতে পারি না। যদি বিদ্যালয় রাখা গবর্ণমেন্টের অভিপ্রেত হয়, তবে স্থান মনোনীত করা কঠিন কর্ম্ম নয়। এবিষয়ে আমরা ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতের অনুমোদন করি। একটী সহরের মধ্যেই [illegible] বিদ্যালয় সংস্থাপিত করা উচিত। প্রথমতঃ বিদ্যার্থীরা [illegible] সন্তান। তাঁহাদের বাসস্থানের জন্য [illegible] চাই, আহারাদির জন্য উত্তম উত্তম সামগ্রী চাই। সহরে এই সকল যেমন সুলভ অন্যত্র সেরূপ নয়। দ্বিতীয়তঃ সহরে নানা দেশের লোক, নানা প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্ট হয়। এই সকল দেখিলে মানুষের বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা জন্মে। অতএব আমরা দেখিতেছি, কলিকাতা সহর এই বিদ্যালয় স্থাপনের উপযুক্ত স্থান। আজি কাল স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে কলিকাতার যে প্রকার উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতার অস্বাস্থ্যকর দুর্নাম আর কাহারও মুখে শুনা যায় না। এ ভিন্ন কলিকাতায় কত প্রকার লোকের গতিবিধি হয়; টাকশালাদি কল, ও অন্যান্য আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে। মানুষের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক বিষয় কলিকাতায় থাকিয়া শিখিতে পারা যায়। আবার কলিকাতার সম্ভ্রান্ত জমিদারদের সহবাসে দূরবর্ত্তী স্থানের বালকেরা অনেক নূতন নূতন ধারা ধরণ জানিতে পারিবেন। ফলতঃ কলিকাতা সহরে ঐ বিদ্যালয় স্থাপিত করা যে সর্ব্বতোভাবে বিধেয় তাহাতে আর কিন্তু কিন্তু নাই। পল্লীগ্রামে উহা সংস্থাপন করিলে কোন প্রকার হিতের সম্ভাবনা দেখা যায় না। তবে আমরা বলিতে পারি, শীতকালে ছাত্রেরা তাহাদের তত্ত্বাবধায়ক গুরুর সঙ্গে পল্লীগ্রামের জঙ্গলে গিয়া শিকার করিতে পারেন। তাহাতে অনেক উপকার আছে। সহরের ভিতর বদ্ধ থাকিয়া দিন কাটাইতে বড় বিরক্তিজনক বোধ হয়। তাহাতে দেহ ও মনোবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। মধ্যে মধ্যে হরিত বনলতা পরিবৃত পল্লীগ্রামের শোভা দেখিলে নিস্তেজ মনোবৃত্তি উদ্দীপিত হইয়া উঠিবে। ওয়ার্ড বিদ্যালয় থাকিলে এই সকল কাজগুলি যেমন সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইবে, বালকেরা জেলায় জেলায় কালেক্টারের অধীনে থাকিলে তেমন হইবে না। অতএব ওয়ার্ড বিদ্যালয়ের উপকারিতা সকলেই স্বীকার করিবেন।

গবর্ণমেন্ট ওয়ার্ড বিদ্যালয় উঠাইয়া দিয়া ভাল কাজ করেন নাই। আমরা অবশ্য স্বীকার করি, ওয়ার্ডে অল্পসংখ্যক বালকের জন্য অনেক ব্যয় করিতে হয়। কিন্তু, সে আপত্তি কাজের নয়। এক একটী ধনী জমিদারের হাতে কত লক্ষ প্রজার মান সম্ভ্রম ও ধন সম্পত্তি রহিয়াছে। নিরক্ষর অপরিণামদর্শি জমিদারের হাতে সেই সকল প্রজাগুলি পড়িলে কত অনিষ্ট ঘটিতে পারে। আবার জমিদারের আমলারা এক একটা ক্ষুদ্র কুমীর। প্রভুর ভাগ্যে যা থাকুক তাহাতে দৃকপাত নাই, নিজের লাভের জন্যই ব্যস্ত। জমিদারীর মধ্যে গোল বাঁধাইয়া তাহারা কেবল মনিবকে ভুলাইয়া খায়। আমরা দেখিয়াছি কর্ম্মচারীর দোষে কত সদাশয় জমিদারকে কলঙ্কের ভাগী হইতে হইয়াছে, এবং কত লোকের তালুক মুলুক বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভাবিকালে যে সকল বালকের হাতে এত গুরুতর ভার সমর্পিত হইবে, তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যয়কুণ্ঠ হইলে চলিবে না। সুশিক্ষা পাইলে তবে তাঁহারা মিতব্যয়ী ও সচ্চরিত্র হইবেন। শিক্ষা না পাইলে কুবেরের ভাণ্ডার এক বেলায় উড়াইয়ে দিবেন। এজন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি, গবর্ণমেন্ট ভ্রম সংশোধন করুন। ওয়ার্ডের আসবাব্ নিলামে সব বিক্রয় হইয়া যাইতেছে, এখন আবার বিদ্যালয় বজায় রাখিলে অনেক ক্ষতি হইবে বটে, কিন্তু সে ক্ষতি ধর্ত্তব্য নহে। জমিদারদিগের সন্তানেরা সুশিক্ষা না পাইলে যে অনিষ্ট ঘটিবে, তাহাই অধিক ক্ষতিজনক। অতএব বাঙ্গালা দেশের যাঁহারা শিরঃস্থানে অধিষ্ঠিত, তাঁহাদের উন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ করা বিধেয় নয়।

শ্রীরঃ—

পশ্চিম প্রদেশ মিরটের নৌচন্দী মেলা এবং ফিসর সাহেব মাজিষ্ট্রেট কালেক্টার।

বহুকালাবধি উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ মিরট নামক স্থানে এপ্রেল মাসে তত্রত্য ধনাঢ্য জন সমূহের যত্নে একটী মেলা হইয়া থাকে। তাহার নাম নৌচন্দী মেলা। নবচণ্ডী পূজা উপলক্ষে এই মেলার সৃষ্টি হয়। নবশব্দের অপভ্রংশ নৌ, ও চণ্ডী শব্দের অপভ্রংশ চন্দী, এইরূপ উচ্চারিত হইয়া ঐ মেলা নৌচন্দী নামে বিখ্যাত।—

পুরাকালে ধর্ম্মের গৌরব হেতু পূজা এবং উপাসনার সদনুষ্ঠান ও সৎপ্রণালী অতি পবিত্রতার সহিত নিয়মবদ্ধ ছিল। এই মেলার সৃষ্টিকালে মিরটের পূর্ব্ব অধিবাসিগণ যে পবিত্রতার সহিত এই উৎসব করিতেন, তাহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই, কিন্তু এসময়ে তাহার আলোচনা বিফল, কালের পরিবর্ত্তনে মনুষ্যের সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ইদানীন্তনকালে ঐ মেলার যেরূপ প্রকরণ দেখা যায়, তাহাতে ইহাকে দেবার্চ্চনা কিম্বা দেশের উপকারের কোন কার্য্য বলিয়া পরিচয় দেওয়া ধৃষ্টতামাত্র; প্রত্যুত, ইহা দুশ্চরিত্রতার একটী প্রশ্রয় স্থান বলিলে অত্যুক্তি হয় না।—

মিরটস্থ ধনী ও মধ্যশ্রেণীর লোকেরা এই মেলার উৎসাহদাতা। তাঁহারা বিশেষ আগ্রহ সহকারে মেলা-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব ডেরা তাম্বু ইত্যাদি বস্ত্রগৃহ সুসজ্জিত করিয়া ক্রমান্বয়ে কয়েক দিবস আমোদ প্রমোদ অর্থাৎ বাই নাচ ইত্যাদি বিলাসে ধুমধামে প্রমত্ত থাকেন এবং সেই সমস্ত ক্রীড়াকে স্ব স্ব গৌরবের কারণ বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন। মেলাটী যে কেবল তাঁহাদেরই

বিলাস স্থান হইয়াছে এমন নহে, ইহাকে মিরটের নর্ত্তকী প্রভৃতির বিলাসভূমি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে সৎকার্য্যের কোন অনুষ্ঠান নাই, আমোদ প্রমোদ করাই তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য ও অভিপ্রেত কার্য্য।—

আমাদিগের রাজপুরুষেরা এই মেলায় শান্তি রক্ষা ব্যতীত কখন অন্য কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না; কিন্তু মিরটের বর্ত্তমান কালেক্টর মাজিষ্ট্রেট মেঃ ফিসর সাহেব এই মেলাটীকে দেশহিতৈষী ভদ্র মেলা করিবার মানসে ইহার সমীপবর্ত্তী একটী উদ্যানে প্রদর্শন কার্য্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে ক্রমশঃ প্রদর্শন কার্য্যের উৎসাহ বর্দ্ধন করিলে অল্পকাল মধ্যে কৃষি ও বাণিজ্যজাত দ্রব্যাদি আনীত হইয়া কৃষক ও বণিক সম্প্রদায়ের উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে দেশের অনেক উপকার হইতে পারিবে —

ফিসর সাহেব এক জন বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি এবার বোলন্দ সহরের কৃষিপ্রদর্শনী মেলাতে উপস্থিত ছিলেন। তথাকার মেলার সৌষ্ঠব ও কৃষক ও বণিক সম্প্রদায়ের উৎসাহ দেখিয়া মিরটের মেলার সংস্কারার্থ বোলন্দ সহরকে আদর্শ করিয়া নৌচন্দী মেলাতে নানা স্থান হইতে অশ্ব, গাভী, বলদ, মহিষ প্রভৃতি উপকারী জন্তু সকল আনয়ন করেন এবং কৃষক ও বণিকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন মানসে কিছু কিছু পুরস্কার দিয়াছিলেন। মিরটের যুবক সম্প্রদায় দীর্ঘকালাবধি এই মেলাটীকে তাঁহাদের বিলাস ক্ষেত্র জানিয়া রাখিয়াছিলেন। এজন্য প্রথমতঃ তাঁহাদের নৃত্য গীতাদি প্রমোদজনক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা ফিসর সাহেব কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই। কারণ, তাহা হইলে মেলাটী কলেবর ত্যাগ করিতে পারে। তিনি এই সন্দেহ করিয়া মেলার সমীপবর্ত্তী উদ্যানে প্রদর্শন কার্য্য আরম্ভ করিয়া সাধারণের সমাগমের উপায় জন্য তথায় নৃত্য গীতাদির নিমিত্ত একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল।—

বর্ত্তমান বৎসরের ঐ মেলার সময় উদ্যানের মধ্যে একটী অপরিচিতা স্ত্রীলোকের মৃত দেহ পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকটী কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।—

শুনা গেল মিরটের কতিপয় ধনী ব্যক্তি এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে ফিসর সাহেব কর্ত্তৃক স্ত্রীলোকটী আনীত ও ধর্ষিত হয়। তাহার আত্মীয়বর্গ লোক নিন্দাভয়ে তাহাকে হত্যা করিয়াছে। ঐ সকল ব্যক্তি ঐ বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করাতে মিরটের কমিশনর সাহেবের প্রতি এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার আদেশ হইয়াছে। কমিশনর সাহেব মিরটে উপস্থিত হইয়া ইহার তদন্ত করিতেছেন। শুনা গেল ঐ ধনী ব্যক্তিগণ ফিসর সাহেবের বিরুদ্ধে অগ্রগামী হইয়া তাঁহাদের পরিচিত নর্ত্তকীদিগের দ্বারা ঐ বিষয় সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। এখন আমাদিগের মতামত ব্যক্ত করা উচিত নয়, দেখা যাউক অনুসন্ধানে কি হয়।—

অনুগত—

শ্রী :—

সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়ের নিকট একটী জিজ্ঞাস্য।

বিগত ১১ জ্যৈষ্ঠের সোমপ্রকাশে লিখিত ভগবতী বাবুর "শেষপত্র" (১) পাঠ করিয়া তাহাতে তাঁহার ধৈর্য্যশীলতা, তাঁহার পত্র সমূহের একই রূপ লিখন চাতুর্য্য, তাঁহার প্রস্তাবের সারবত্তা আর আমার পত্রের সারহীনতা সমুদয়ই বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছি! এ সম্বন্ধে বহু বক্তব্য থাকিলেও ভক্তিভাজন সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, আর আমার কোন বক্তব্য নাই। তবে সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়ের নিকট একটী জিজ্ঞাসা আছে, তিনি কি জন্য "এতৎসংক্রান্ত পত্র আর প্রকাশিত করিবেন না"? ইহার কি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া শেষ সং অবধারিত হইয়াছে? না, এক বিষয় পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিলে পাছে পাঠকবর্গ বিরক্ত হন, এই বিবেচনা করিয়া আর পত্র প্রকাশ করিবেন না? যদি এই শেষ যুক্তিটিই সত্য হয়, তবে তাঁহাকে একটী কথা বলিতে হইল, যখন ভ্রমপূর্ণ পত্রের সকলেই প্রতিবাদ করিয়া থাকেন, ইহা তিনি অবগত আছেন, তখন কেন ভ্রমপূর্ণ পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং এবারেও করিয়াছেন? যদি বলেন, ভগবতী বাবুর পত্র অভ্রান্ত ও সুযুক্তিতে পরিপূর্ণ, আর তোমার পত্রই ভ্রমপূর্ণ, তবে তাঁহাকে একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিতে হইল। সেটী এই: —

ভগবতী বাবু প্রথম পত্রে লিখিয়াছেন "যে সকল হিন্দু বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট আচার ব্যবহারের অতিক্রম করিয়া থাকেন, তাঁহারাও জাতিভ্রষ্ট! কিন্তু এবার শেষ পত্রের এক স্থলে লিখিয়াছেন "** যদি এরূপ হইল, তবে শাস্ত্র বিশেষের অনুশাসন যে চিরকাল সমান ভাবে থাকিবে না, তাহা সপ্রমাণ হইতে আর কি অবশিষ্ট রহিল?" যদি অবশিষ্ট না রহিল, তবে হিন্দু-সন্তানগণ কেন পতিত হন? এই কি মূল বিষয়ের ঐক্য রাখা হইয়াছে?

ভাগলপুর
তারিখ ১৪ ই জ্যৈষ্ঠ } শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।

(১) পত্রখানি ভগবতী বাবুর একখানি শেষ পত্র পাঠ করিয়াছিলাম, এবং জীবিত থাকিলে আরও করিব।

সোমপ্রকাশ

২৫ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার

অপ্রাপ্তবয়স্ক জমিদার বালকদিগের শিক্ষাগৃহ।

গবর্ণমেণ্ট কলিকাতাস্থ এই গৃহটী উঠাইয়া দেওয়াতে অনেকে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমরাও এতৎসংক্রান্ত একটী প্রবন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। প্রবন্ধ-লেখক স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন, কলিকাতাস্থ উক্ত শিক্ষাগৃহের উত্তম ফল হয় নাই। এতদিন পরীক্ষার পরও যাহার বাঞ্ছানুরূপ ফল দৃষ্ট হইল না, তাহা রাখিয়া অসঙ্গতরূপে অর্থের শ্রাদ্ধ করা কি বিবেচক লোকের কর্ত্তব্য? অন্য উপায় চেষ্টা দেখা উচিত। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব সদ্বিবেচনাই করিয়াছেন; তবে আমাদের বক্তব্য এই, অপ্রাপ্তবয়স্ক জমিদার সন্তানেরা যেখানে থাকিয়া শিক্ষা করুন, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু কর্তৃপক্ষের তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহাদের কোন প্রকার অসৎ সংসর্গ না ঘটে, আর তাহারা আলস্যে কালক্ষেপ না করে, ইহার তত্ত্বাবধানসমর্থ সচ্চরিত্র উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। সেই শিক্ষক বিদ্যালয়ের সময় ভিন্ন অন্য সকল সময়ে ছায়ার ন্যায় তাহাদিগের অনুসরণ করিবেন। কালেক্টর সাহেবেরা আবার সেই সেই শিক্ষকের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। যদি এইরূপ ব্যবস্থা হয়, কালেক্টর সাহেবেরা যত্নবান হন, আমলার উপর নির্ভর না হয়, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহা উত্তমই হইয়াছে। নিজ নিজ পরিবারের নিকটে কালেক্টর সাহেবের এইরূপ তত্ত্বাবধানে থাকিলে এই একটী মহোপকার লাভ হইবে যে অপ্রাপ্তবয়স্ক ধনিসন্তানেরা শীঘ্র মদের মুখ দেখিতে পাইবে না। মফস্বলের অনেক স্থানে আজও হিন্দুয়ানী আছে। যেখানে হিন্দুয়ানী, সেই খানেই মদের প্রতি দ্বেষ। মদেই আমাদের ধনাঢ্যের সর্ব্বনাশ করিতেছে, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের সর্ব্বদা এই কথাটী যেন স্মরণ থাকে।

[illegible] স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ও [illegible] কর্ত্তব্য।

জ্যৈষ্ঠ [illegible] শেষ হইয়া আসিল। সম্মুখে বর্ষা সমাগত। এই সময় বঙ্গদেশের সমুদায় দক্ষি- [illegible] জলে [illegible] আসিতে থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে ম্যালে- [illegible] ভীষণ আকারে দেখা দিবে। সর্ব্বত্র জ্বর বিকার [illegible] বিধ পীড়ার ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়া [illegible] ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে। [illegible] মাস [illegible] আরম্ভ [illegible] [illegible] বৃষ্টি [illegible] [illegible] প্রশস্ত প্রণালী বাহির [illegible]। একে বাঙ্গালা [illegible] দেশ, তাহাতে সম্প্রতি [illegible] ক্লেশকর টেক্স, মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ, আবার [illegible] ম্যালেরিয়ার আগমনে বাঙ্গালীদিগের [illegible], বলহীন, ও জীর্ণকলেবর করিয়া ফেলিতেছে [illegible] এক বাঙ্গালী দুর্ব্বল, রোগে তাহাকে [illegible] তুলিতেছে।

ম্যালেরিয়ার কারণ কি [illegible] লইয়া শিক্ষিত সমাজে কয়েক বৎসর ধরিয়া মহা আন্দোলন চলিতেছে। নানা লোকে ইহার নানা কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আজি বিংশতি বৎসরের অধিক হইতে গেল এই ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে, [illegible] এ পর্য্যন্ত কেহই ইহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু এ কথা সকলেই স্বীকার করেন যে জলে উদ্ভিদাদি পচিয়া তাহা হইতে যে বাষ্প নির্গত হয়, ঐ বাষ্পের সহিত ম্যালেরিয়ার বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এবং ঐ বাষ্প জল অথবা বায়ুর সহযোগে যতদূর বিস্তৃত হয়, ম্যালেরিয়া ততদূর ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে এই রোগকে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বর্ষার সহিত ইহার বিশেষ যোগ। মফস্বলে প্রত্যেক গ্রামে প্রায় সকলের বাটীতে, উদ্যানে ও পতিত ভূমিতে নানা প্রকার উদ্ভিদ আপনা আপনি উৎপন্ন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল উদ্ভিদ কখনও কাহারও ব্যবহারে আইসে না। কেহ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া তাহাদিগকে ছেদন অথবা উন্মূলন করে না, উহা সর্ব্বত্র জঙ্গলের ন্যায় হইয়া থাকে। বর্ষার সমাগমে ঐ সমুদয় উদ্ভিদ জলে পচিতে থাকে এবং তাহা হইতে যে বাষ্প উদ্গত হয়, তাহাই বোধ হয় ম্যালেরিয়ার নিদান। এতদ্ভিন্ন মফস্বলের প্রায় সকল গ্রামেই দেখা যায় যে কুত্রাপি জলের [illegible] প্রণালী নাই। যাহা আছে সেগুলি নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও তাহাদের সহিত সকল স্থানের যোগ না থাকাতে বর্ষার জল কোন গ্রাম হইতে সম্পূর্ণরূপে নিকাশ না হওয়াতে স্থানে স্থানে সঞ্চিত হইয়া থাকে। এবং সঞ্চিত জলে উদ্ভিদ ও অন্যান্য পদার্থ পচে। কখন কখন তাহা হইতে যে পূতিগন্ধ উৎপন্ন হয়, তাহা অত্যন্ত ক্লেশকর। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে ঐরূপ স্থানসমূহে কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত ঐরূপ জল থাকে; এবং যে পর্য্যন্ত শুষ্ক না হয় তাবৎ কেহই এই জল নিকাশের কোন উপায় করে না। প্রায় সকলেই জানে যে এই পূতিগন্ধ ও এই দূষিত জল রোগের আকর, কিন্তু এ সকল বিষয়ে বাঙ্গালীর এমনই ঔদাস্য যে তাহা নিবারণের জন্য কেহই মনোযোগ দেয় না।

[illegible] সর্ব্বস্থানব্যাপী ও পরস্পর সম্বদ্ধ জল নিকাশের প্রণালী থাকা যে রোগ দূরীকরণের একটি প্রধান উপায় তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা যেরূপ স্থান ছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তখন পল্লীগ্রামের লোক পীড়ার ভয়ে কলিকাতায় আসিতে ভীত হইত। এক্ষণে জল নিকাশের প্রণালীর উৎকৃষ্টতর বন্দোবস্ত এবং পানীয় জলের সুব্যবস্থা হইয়া সে ভয় একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। ম্যালেরিয়া কলিকাতায় আর দেখা যায় না। এমন কি বোধ হয় সমুদয় বঙ্গদেশের মধ্যে এক্ষণে কলিকাতার মত স্বাস্থ্যকর স্থান আর কুত্রাপি নাই। ম্যালেরিয়াপ্রধান দেশে রোগে জর্জ্জরিত-কলেবর হইয়া বহু দিনের রোগী কলিকাতায় আসিয়া আরোগ্যলাভ করিতেছে, দেখা যায়। ইংলণ্ডে যে যে গ্রাম ও নগর এইরূপ অস্বাস্থ্যকর ছিল, ডাক্তার ট্যানর বলেন যে তথায় রীতিমত জল নিকাশের প্রণালীর বন্দোবস্ত হওয়াতে সেই সকল নগর ও গ্রাম হইতে ম্যালেরিয়া একেবারে তিরোহিত হইয়াছে।

এক্ষণে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ও মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের উচিত যে তাঁহারা এই সময়ে এতদ্বিষয়ে মনোযোগী হন। যাহাতে প্রজাবর্গের স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যেমন গমনাগমনের জন্য রাস্তার প্রয়োজন, যেমন চৌর্য্যাদি ভয় নিবারণের ও শান্তিরক্ষার জন্য পুলিসের প্রয়োজন, প্রজাবর্গের যাহাতে স্বাস্থ্য রক্ষিত হয় তৎপক্ষে উপায় অবলম্বন করাও তেমনি আবশ্যক। কিন্তু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে মফস্বলের স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ও মিউনিসিপাল কমিশনরগণ এতদ্বিষয়ে নিতান্ত অমনোযোগী। যে কার্য্য সহজে হয়—যাহার ফল বিশেষ শুভময়, এমন কার্য্যে তাঁহাদের অমনোযোগ কেন বলা যায় না। টেক্সর টাকা আদায় করিতে তাঁহারা যেরূপ যত্নবান, এইরূপ যত্ন যদি তাঁহারা সকল বিষয়ে করেন, তাহা হইলে তাঁহারা প্রজাবর্গের বিশেষ কৃতজ্ঞতার ভাজন হইতে পারেন। যাঁহারা মিউনিসিপাল কমিশনর হইয়াছেন, তাঁহাদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে প্রজাসাধারণের স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দের ভার তাঁহারা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা ন্যায় ও ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলুন যে তাঁহারা কিরূপে সেই ভার বহন করিতেছেন। যদি প্রজার অর্থ শোষণ করিয়া সেই অর্থ তাঁহাদের উপকারে ব্যয়িত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে সুশাসন বলে না—তাহার নাম অত্যাচার।

জল নিকাশের প্রণালী প্রশস্ত, পরিষ্কার, ও সমতল রাখা যেমন আবশ্যক, প্রজাবর্গের ভূমির উপর যে সমস্ত স্বাস্থ্যের হানিকর জঙ্গল আছে, সেই জঙ্গল যাহাতে নিঃশেষিত হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করাও তদ্রূপ আবশ্যক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই সমস্ত উদ্ভিদ পচিয়া তাহা হইতে যে অস্বাস্থ্যকর বাষ্প উঠে, তাহার সহিত ম্যালেরিয়ার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যাহাতে সেই উদ্ভিদগুলি কাহারও ভূমির উপর না থাকে, তদ্বিষয়ে প্রজাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করাও স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ও মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের উচিত। তদ্ভিন্ন যাহাতে গ্রামের মধ্যে কাহারও বাটী, উদ্যান, এবং পতিত ভূমির উপর জল না দাঁড়ায় তদ্বিষয়ে যত্ন করাও তাঁহাদের কর্ত্তব্য। মিউনিসিপাল আইনে ইহার পরিষ্কার বিধান আছে, কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত হয় না কেন, তাহা আমরা কমিশনরদিগকে জিজ্ঞাসা করি।

ম্যালেরিয়া-পীড়িত ব্যক্তিদিগের চিকিৎসার জন্য গবর্ণমেণ্ট আবশ্যকমত স্থানে স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত করিয়াছেন। তথায় আসিলে রোগীরা বিনা ব্যয়ে চিকিৎসকের সাহায্য ও ঔষধাদি প্রাপ্ত হয়। এই সকল চিকিৎসালয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে, স্থানীয় চাঁদা ও কোন কোন স্থানে মিউনিসিপালিটীর সাহায্যে চলে। ইহা যে বিশেষ আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু যদ্দ্বারা গ্রাম হইতে রোগ উন্মূলিত হয়, তাহার উপায় অবলম্বন করা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। দাতব্য চিকিৎসালয়ে যে অর্থ প্রতি বৎসর ব্যয় হয়, তাহার চতুর্থাংশ ব্যয় করিলে গ্রামগুলি স্বাস্থ্যপ্রদ হইয়া উঠে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কি দেশবাসী, কি স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ, কি মিউনিসিপাল কমিশনর কেহই এ বিষয়ে যথোচিত মনোযোগ করেন না। কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে আমাদের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি এজন্য তিনি অর্থ সাহায্য করিতেও প্রস্তুত আছেন।

বর্ষা উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়ে আমরা

রাজপুর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করিতেছি যে উপর্য্যুপরি দুই চারি দিন বৃষ্টি হইলে, তিনি এক দিন কোদালিয়া, চাঙ্গড়িপোতা, মাহিনগর প্রভৃতি কয়েকটী গ্রামের জল নির্গমের পথগুলি স্বচক্ষে দেখিয়া যান। তাহা হইলেই তিনি জানিতে পারিবেন, মফস্বলের গ্রামগুলির জল নির্গমমার্থ মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত কিরূপ। পল্লীগ্রামের লোকে বর্ষাকালে যে কি কারণে পীড়িত হয়, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিবেন।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ও শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সোমপ্রকাশের পাঠক মাত্রেই বোধ হয় অবগত আছেন যে শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ একজন সিবিলিয়ান। ইনি সম্প্রতি উক্ত গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে সুরাটের জিলার জজের পদে নিযুক্ত হইয়া তথাকার কার্য্যভার গ্রহণ করিবার জন্য গমন করেন। সুরাটে উপস্থিত হইয়া তিনি অবগত হইলেন যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সুরাটে বদলি করিবার আদেশর পরিবর্ত্তন করিয়া তথায় ম্যাককারসন নামক অন্যতর সিবিলিয়ানকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, স্থির করিয়াছেন, এবং তাঁহাকে কারওয়ার নামক স্থানে জিলার জজের কার্য্য করিবার আদেশ দিয়াছেন। বেঙ্গলিপত্র একজন পত্রপ্রেরকের নিকট অবগত হইয়াছেন যে সত্যেন্দ্র বাবু এই অভূতপূর্ব্ব সংবাদ শ্রবণে সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ইহার তথ্য জানিবার জন্য উক্ত ম্যাককারসন সাহেবের নিকট তারে সংবাদ পাঠান। তদুত্তরে ইহার সত্যতা অবগত হইয়া তিনি গবর্ণমেণ্টে এই ভাবে টেলিগ্রাম করেন যে গবর্ণমেণ্টের এই আদেশে তাঁহাকে সাতিশয় অসুবিধা ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে। এ নিমিত্ত তিনি এই অসঙ্গত আদেশ পুনর্ব্বার বিবেচনা ও সংশোধন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তদুত্তরে গবর্ণমেণ্টের এক জন সেক্রেটারি তাঁহার নিকট এই বলিয়া সংবাদ দেন যে “তাঁহার যে অসুবিধা হইতেছে তাহা অবগত হইয়া গবর্ণর অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সাধারণের সুবিধার জন্য যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহর পরিবর্ত্ত সঙ্গত বোধ করিতেছেন না।”

বোম্বাইয়ের উপকূলে সুরাট একটী প্রধান বন্দর। তথায় বিস্তর লোকের বাস ও অনেক দেশীয় ও বিদেশীয় লোক বাণিজ্য কর্ম্ম করে। সুতরাং সেখানকার আদালতে নানাপ্রকার বিস্তর মকদ্দমা হয়। এজন্য সুরাটের জিলার জজকে বিস্তর কার্য্য করিতে হয়। একজন জজে সমুদায় কর্ম্ম সমাধা করিতে পারেন না। তথায় এক জন ইংরাজ সহকারী জজ আছেন। এই স্থলে সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিতে পারিলে জজের বিশেষ প্রতিপত্তি ও উন্নতি লাভের সম্ভাবনা। এ নিমিত্ত সত্যেন্দ্র বাবুকে সুরাটের জজের পদে স্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা অবগত হইয়া আমরা যৎপরোনাস্তি আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। সুতরাং তাঁহাকে কারওয়ারে বদলী করা হইল শুনিয়া আমরা সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। কারওয়ার অতি সামান্য জেলা, স্থানটিও জঘন্য। তথায় জজের কার্য্য অতি অল্প, এক জন জেলার জজ থাকিলেই যথেষ্ট হয়। সেখানে কার্য্য করিয়া যশোলাভ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। এতদ্ভিন্ন বেঙ্গলির পত্রপ্রেরক যে কথা বলেন, তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট সত্যেন্দ্র বাবুর প্রতি নিতান্ত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন সন্দেহ নাই। তিনি ঐ গবর্ণমেণ্টের অধীনে ষোল সতর বৎসর যশের সহিত কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাকে এরূপে অবমানিত করিয়া বদলি করিবার কোন কারণ ছিল না। বিশেষতঃ এক জন খ্যাতনামা জজকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে বদলী করিয়া সেখানে কার্য্য আরম্ভ করিতে না করিতে তাঁহাকে বিনাপরাধে নিকৃষ্টতর স্থানে প্রেরণ করা কখনও আমাদের শ্রুতিগোচর হয় নাই। সেক্রেটারি যে সাধারণের সুবিধার কথা বলিয়াছেন সেই সুবিধাটী কি? আমরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

তবে এই বোধ হয় এক জন এডিশনাল জজ আছেন, তিনি ইউরোপীয়। তিনি ইউরোপীয় হইয়া এ দেশীয় জজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধীনে কর্ম্ম করিতে সম্মত হইবেন না। সত্যেন্দ্র বাবুকে স্থানান্তরিত করিলে তাঁহার সুবিধা হয়। সেই সুবিধাকেই কি সাধারণের সুবিধা বলিয়া সেক্রেটারি উল্লেখ করিয়াছেন?

রেলওয়েব উন্নতি।

রাণাঘাট হইতে যশোহর পর্য্যন্ত যে নূতন রেলওয়ে হইবে, তাহার নির্ম্মাণের ভার জগৎ বিখ্যাত ধনশালী রথচাইল্ডদিগের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। এই কাজে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের বিশেষ সাহায্য করিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট বিনা মূল্যে এই রেলওয়ের নিমিত্ত উপযুক্ত ভূমি প্রদান করিবেন। তদ্ভিন্ন যে পর্য্যন্ত না রাস্তা প্রস্তুত হয়, সে পর্য্যন্ত রথচাইল্ডেরা পথ নির্ম্মাণাদির নিমিত্ত যে টাকা ব্যয় করিবেন, তাহার সুদ পাইবেন। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে এখনও এইরূপ বিস্তর রাস্তার আবশ্যকতা আছে। এদেশে রেলওয়ে হওয়াতে যে কত উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা এক মুখে বর্ণনা করা যায় না।

ইউরোপীয়দিগের হাতে এই সকল কার্য্যভার সমর্পিত থাকিলে ব্যয় বাহুল্য হইয়া পড়ে, অথচ লাভ অল্প হয়। দেশীয় লোক সাহস করিয়া এ কাজে হস্তক্ষেপ করিলে অল্প ব্যয়ে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে এবং অধিক লাভের সম্ভাবনা থাকে। ত্রিশ বৎসর হইল ভারতবর্ষে প্রথম রেলওয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই দিন হইতে রেলওয়ের সংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া আসিতেছে এবং ভারতবাসীরা ইহার সমুদায় অবস্থা ভালরূপ জানিতে পারিয়াছেন। রাস্তা নির্ম্মাণের লেবলিং আদি কাজ যাহা সাহেব ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা সম্পাদিত হয়, সে সকল কর্ম্ম এখন দেশীয় লোক দ্বারা নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। তবে অন্যান্য কঠিন বিষয়ে সুদক্ষ ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্য লওয়া আবশ্যক। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এ কাজ রথচাইল্ডের হস্তগত হইল কেন? বাঙ্গালা দেশেও ত অনেক ধনকুবের আছেন, তাঁহাদের কি এ কাজে সাহস কুলাইল না? কিন্তু, বাঙ্গালা দেশের ধনাঢ্য লোকেরা ব্যয়কুণ্ঠই বা কই? শ্রাদ্ধে অন্নপ্রাশনে বিবাহে ও যজ্ঞোপবীতে যাঁহারা চক্ষু মুদিয়া অর্থ ব্যয় করেন, তাঁহারা ত কৃপণ নন। ফল কথা, এ সকল কাজে তাঁহাদের রুচি নাই; সুতরাং এ সকল কাজে তাঁহাদের চমক হয় না। আমরা অনুরোধ করি, কতকগুলি উদ্যোগী ধনী লোক এইবার এ প্রকার কাজে হস্তক্ষেপ করুন, তবে তাঁহাদের হইতে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

আমাদের দেশে এখনও দুই তিনটী রেলওয়ের নিতান্ত আবশ্যক। একটী কলিকাতা হইতে উড়িষ্যা, গাঞ্জাম ও মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত। অপরটী গোয়ালন্দ, ঢাকা ও আসাম পর্য্যন্ত। এই দুইটী রাস্তার মধ্যেই অনেকগুলি বড় বড় নদী পড়িবে। সুতরাং এক একটী রেলওয়েতে বোধ করি দুই কোটি টাকার কম খরচ হইবে না। যাহা হউক, তাহাতে ভয় পাইবার কারণ নাই। দেশীয় লোকেরা গবর্ণমেণ্টে ইহার প্রস্তাব করিয়া স্বচ্ছন্দে ঐ রেলওয়ে নির্ম্মাণের কার্য্যভার গ্রহণ করিতে পারেন। অধিক ব্যয় হইবে, তাহাতে শঙ্কা কি? ঐ টাকা এককালে খরচ করিতে হইতেছে না। রাস্তা কতকদূর নির্ম্মিত হইলে ক্রমে আয় হইতে থাকিবে, তখন ঐ উপস্বত্ব হইতে অবশিষ্ট রাস্তা সমাপ্ত করিলে চলিবে।

সম্প্রতি এখান হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ের নিতান্ত প্রয়োজন দেখা যায়। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ যাত্রী তীর্থদর্শনের জন্য শ্রীক্ষেত্রে

গমন করে। এ সকল যাত্রী নিকট বৎসর বৎসর প্রায় বারো লক্ষ টাকা আদায় হইতে পারিবে। আবার পথের সুবিধা হইলে যাত্রীর সংখ্যা যে বাড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যখন রেলওয়ে ছিল না, তখন নানা দেশ হইতে কত জন কাশী, গয়া, প্রয়াগ, বৃন্দাবন [illegible] কিন্তু, এখন পশ্চিমের তীর্থস্থানগুলি দেখিলে সেই সকল পুণ্যধামকে মাতৃভূমি বঙ্গদেশ বলিয়া ভ্রম জন্মে। শ্রীক্ষেত্র পর্য্যান্ত রেলওয়ে চলিলে যাত্রীর সংখ্যা সাত আট গুণ বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তদ্ব্যতীত বাণিজ্যেরও অনেক সুগম হইবে। কলিকাতা হইতে উড়িষ্যাপর্য্যান্ত [illegible]ের সুবিধা থাকিলে, ১৮৬৫ অব্দের দুর্ভিক্ষে দশ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিত না।

প্রায় পনর বৎসর হইল, গবর্ণমেণ্ট উড়িষ্যা পর্য্যান্ত রেলওয়ে নিম্মাণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু, সে কল্পনা অদ্যাপি কার্য্যে পরিণত হইল না। কারণ শুনিতে পাওয়া যায় উড়িষ্যার কমিশনর শ্রীযুক্ত [illegible] সাহেব বলিয়াছিলেন যে উলুবেড়িয়া হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত খাল খনন করা হইবে, অতএব রেল রাস্তার প্রয়োজন নাই। সেই খাল আজও হইতেছে, কালও হইতেছে [illegible] ঐ খাল মান্দ্রাজের ইরিগেশন কোম্পানি খনন করাইতেছিলেন; কিন্তু, ঐ কোম্পানি দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রায় নয় কোটি টাকা গুনাগার লাগিয়াছে। অতএব খাল খনন করিলে তাহা যে শীঘ্র কার্য্যোপযোগী হইবে, তাহার ভরসা নাই। বিশেষতঃ, রেলওয়ে হইলে সাধারণ লোকের যে প্রকার উপকার হইবে, খালে সেরূপ হইবে না। সে কারণ আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি যে, রেলওয়ে নিম্মাণের কল্পনাই বলবৎ রাখুন। আমাদের দেশীয় লোককেও অনুরোধ করি, এবার তাঁহারা স্বয়ং এই কাজের ভার গ্রহণ করুন।

স্বদেশের উন্নতির জন্য গত সপ্তাহে আমরা দেশের বড় লোককে বিস্তর অনুরোধ করিয়াছি। এক্ষণেও তাঁহাদিগকে বার বার অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা এইরূপ একটী একটা বড় বড় কাজ [illegible] সাধন করিতে অভ্যাস করুন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা এ বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা অনেক অগ্রসর হইয়াছেন। এদেশের শিল্প কার্য্যের উন্নতির [illegible] লক্ষ্ণৌনিবাসী মুন্সি নিওল কিশোর বিলক্ষণ উদ্যোগী। তিনি প্রথমে অতি সামান্য লোক ছিলেন। [illegible] লক্ষ্মী প্রসন্ন হওয়ায় এখন পশ্চিমাঞ্চলের একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হইয়াছেন। ভারতবর্ষে তাঁহার ছাপাখানা [illegible] কলিকাতা নগরেও তত বড় ছাপাখানা কাহারও নাই। তত বিস্তৃত কারবারও কোন থানে হয় না। সেই ছাপাখানার মুদ্রিত কাগজ ও পুস্তকাদি কাবুল, ইরাণ, আরব, তুর্ক, বোখারা প্রভৃতি নানা দেশে নীত হয়। মুন্সি নিওল কিশোর কেবল যে স্বীয় উন্নতির জন্য ব্যস্ত আছেন এমন নয়, যাহাতে স্বদেশের উন্নতি হয়, তদ্বিষয়েও তিনি বিলক্ষণ যত্নবান। যাহাতে এদেশে কল আনীত হয় ও বড় বড় কারখানা বসে, তন্নিমিত্ত তিনি বিস্তর যত্ন করিয়াছেন। চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই—তাঁহার অভীষ্টও সিদ্ধ হইয়াছে। লোকের মনে তিনি এমন ধীরে ধীরে প্রবৃত্তি জন্মাইলেন যে, অনায়াসেই সকলে একটী কাগজের কলের নিমিত্ত টাকা দিল। এখন ঐ ফণ্ডে প্রায় ছয় লক্ষ টাকা জমিয়াছে।

অনেকে বলেন, ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশ বিদ্যা বুদ্ধি ও উৎসাহে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিসে যে শ্রেষ্ঠ, তাহা ত দেখিতে পাই না। বক্তৃতা করিলে, হুজুগ করিয়া বেড়াইলে ও চাকরীর জন্য উমেদারী করিলে যদি শ্রেষ্ঠ হওয়া যায়, তবে বাঙ্গালিরা বড় লোক বটেন। কিন্তু, এ সকল বড়র লক্ষণ নয়। আমাদের রাজপুরুষেরাও বেস বুঝিয়াছেন যে, বাঙ্গালিদের মত অপদার্থ লোক আর ভূভারতে নাই। যাঁহাদের কিছু অর্থ আছে, ক্ষমতা আছে,—কিসে তাঁহারা রাজদ্বারে প্রতিপত্তি লাভ করিবেন, সেই জন্যই ব্যস্ত। স্বদেশের উন্নতি সাধনের পক্ষে কিছুই মনোযোগ নাই। আমরা গত সপ্তাহে ধনবান ব্যক্তিদিগকে অনেক অনুরোধ করিয়াছি, এবারও বলিতেছি তাঁহারা আর নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। দেশের উন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। উড়িষ্যা-অঞ্চলে বৰ্দ্ধমানাধিপতির অনেক অধিকার আছে। ঐ অঞ্চলে রেলওয়ে খুলিলে তাঁহার সম্পূর্ণ লাভের সম্ভাবনা। বৰ্দ্ধমানাধিপতি বঙ্গদেশের ভূস্বামিগণের শিরোরত্ন। অতএব এই গুরুতর কাজে তিনি প্রথমে হস্তক্ষেপ করিয়া সকলের আদর্শ হউন।

—:০:—

ইউরোপে নূতন গোলযোগের সম্ভাবনা।

[illegible]সের রুশ-তুরুকের যুদ্ধে নরমেধ যজ্ঞের এক বৃহৎ কাণ্ড সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আবার সে দিন বোয়ারদের যুদ্ধে কত লোকের প্রাণ নষ্ট হইল; এখানে কাবুল সংগ্রাম আজও ভালরূপ মিটিয়া যায় নাই। তত শোণিত-বর্ষণেও [illegible] কবির পিপাসা নির্ব্বাণ হইতেছে না। বুঝি বা ইউরোপে আবার নূতন গোলযোগ উপস্থিত হয়। আফ্রিকার উত্তরাংশস্থিত টিউনিস নামক প্রদেশ লইয়া এই গোলযোগের সূত্রপাত হইতেছে।

আফ্রিকার উত্তর পশ্চিম ভাগে আলজিরিয়া ও টিউনিস নামে দুইটী প্রদেশ আছে। আলজিরিয়া ফরাসীদের অধিকার ভুক্ত। টিউনিসে স্বাধীন রাজা নাই। তথাকার শাসন কর্ত্তাকে বে বলে। তিনি তুরস্ক সুলতানের অধীন। সুলতান যখন যেমন অনুমতি করেন, তিনি অনেক স্থলে তদাজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু, বস্তুতঃ সুলতানের সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করেন না।

কিছু দিন হইল, টিউনিসের লোকেরা আলজিরিয়াতে অনেক উপদ্রব করে। ফরাসীরা তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বে-কে বিস্তর ভর্ৎসনা করেন। কিন্তু, কেবল তিরস্কার করিয়া তাঁহারা ক্ষান্ত থাকিলেন না;—টিউনিসের শাসনকর্ত্তার প্রতি এই অনুমতি করিলেন "উত্তরকালে তোমাকে আমাদের আদেশ মত কার্য্য করিতে হইবে।" সংসারে যার বল—তাহারই জয়। বে প্রবল ফরাসীদের কথায় দ্বিরুক্তি করিবেন, তেমন ক্ষমতা কোথায়? সুতরাং অম্লান বদনে সেই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিতে হইল। এদিকে তুরস্কের সুলতান দেখিলেন, এ কি বিপদ! বিবাদ বিসম্বাদ কিছুই নাই, কথার ছলে ফরাসীরা যে টিউনিসটী কাড়িয়া লন! কিন্তু, বাহুবলও নাই, ধন বলও নাই—ফরাসীদিগকে জোর করিয়া দুটা কথা বলিবেন, তেমন ক্ষমতাও নাই। যদি যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তবে অগ্নিতে পতঙ্গের মত পড়িতে হইবে। কাজেই তিনি অধিক গোলযোগ না করিয়া টিউনিসের শাসন কর্ত্তাকেই সাবধান করিলেন। এ পক্ষে ফরাসীরা আবার যাহাতে বে-কে হস্তগত করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা পাইতেছেন। এই ত এক গোলের কথা।

এখানে ইটালির লোকেরা মাঝে পড়িয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছেন। দুর্জ্জয় ফরাসী-সেনা-নায়ক রণতরীতে ভূমধ্যসাগর আচ্ছন্ন করিলে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। অতএব যাহাতে ফরাসীরা সসৈন্যে টিউনিসের নিকট না আসিতে পারেন, এমন উপায় করিবার জন্য ইটালিয়েরা স্বদেশীয় মন্ত্রিসভাকে বিস্তর অনুরোধ করেন। মন্ত্রিরা দেখিলেন ফরাসীদিগকে কিছুতেই আটিতে পারা যাইবে না। সে কারণ তাঁহারা ভয়ে আপন আপন পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন নূতন মন্ত্রিসম্প্রদায় নির্ব্বাচিত হইয়াছে। বীরবর গারিবল্ডিও রণসজ্জায় সজ্জিত হইতেছেন।

ইংলণ্ডের একাণ্ডে কোন ভয়ের কারণ দেখা যায় না বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের জন্য তাঁহার দিবা রাত্রি স্বস্তি নাই—কোথাও কিছু নড়িলে চড়িলে ইংলণ্ড অমনি বিভীষিকা দেখেন। এই নূতন গোলযোগে তিনি আপনার বিলাসমন্দিরে থাকিয়া এখন কেবল অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। ইউরোপে অন্যান্য সম্রাটেরা আপন আপন প্রকোষ্ঠে বসিয়া কৌতুক দেখিতেছেন।

আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি, টিউনিসে যদি সমরানল প্রজ্জ্বলিত হয়, তবে ইউরোপে আবার একটী বৃহৎ পর্ব্ব ঘটিয়া বসিবে। ফ্রান্স ও তুরস্ক লইয়া ত এই অভিনয় আরম্ভ হইতেছে; কিন্তু কেবল এই খানে যবনিকা পতন হইবে না। আরও দুই একটী জাতি রঙ্গভূমিতে আসিয়া অবতীর্ণ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতা দেখিলে আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কথায় কথায় যুদ্ধ। মানুষ বলিয়া হৃদয়ে মমতার লেশ নাই; মাটীর পুতুলের ন্যায় সুখ-দুঃখ-ভাগী জীবিত-দেহ লইয়া খেলা! ইউরোপে অন্যান্য শাস্ত্রের যেমন সবিশেষ অনুশীলন হইতেছে, ধর্ম্মশাস্ত্রের সেইরূপ অনুশীলন থাকিলে যুদ্ধবিদ্যা এত দিন পৃথিবী হইতে অন্তর্ধান করিত। থাকুক,—ভারত, এইরূপ নিদ্রিত অবস্থায় থাকুক, নিন্দা কি আছে? বলুক লোকে ভীরু, ক্ষতি কি? ওরূপ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আমরা দূর হইতে বিদায় দি।

টোল পাঠশালার গুরুমহাশয়দের অপরাধ কি?

ভদ্র ইংরাজদের চক্ষে পাঠশালার গুরুমহাশয়েরা এক একটা নরকের এক একটী বিষকৃমি। গুরুমহাশয়দের প্রতি তাঁদের এত বিষদৃষ্টি কেন? আছে—তার অনেক কারণ আছে। গুরুমহাশয়গুলো অসভ্য অভদ্র মূর্খ। শিষ্টাচারিতা জানে না, মেরে ধরে ছোট ছোট ছেলেগুলোর কেবল পরকাল খাইয়া দেয়। একটী পড়ো লিখিতে আসিল না, অমনি গুরুমহাশয় তাহাকে ধরে আনিবার জন্য পাঁচ সাত জন ষণ্ডামাক ছেলে পাঠাইলেন। তাহারা গোবাধার মত গরহাজিরী ছেলেটীকে ধরে ঝুলুতে ঝুলুতে পাঠশালায় আনিয়া দিল। এখানে প্রাণদেওবৰকন্দাজের ন্যায়, কৃতান্তের সহোদরের ন্যায় [illegible] গুরুমহাশয় দেয়ালে ঠেস দিয়া [illegible]—কালাক্রমে আকাশ পাতাল ফাটিতে লাগিল,—পড়ো এসে হাজির। গুরুমহাশয় চটকা লাল হইয়া দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে [illegible] সুকুমার শিশুর কোমল দেহ [illegible] বৃষোদীর ন্যায় বেত্রাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। এই ত ছেলেদিগকে শিক্ষাদান—পাঠশালার ভিতর প্রতিদিন [illegible] বাপার। এতে গুরুমহাশয়দের প্রতি কার না ঘৃণা হয়? কোমলমতি শিশুরা ছোটবেলা হইতে সুশীলতা, নম্রতা, শিষ্টাচার শিখিবে,—তা নয়, ভুমুল দাঙ্গার ফাঁদাত। এপ্রকার অভদ্র শাসনে ছাত্রদিগের মনে বিকার জন্মে, গুরুর প্রতি আর তাদের শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে না। এই জন্য ব্যবস্থা আছে যে, সদ্গুরু দেখিয়া পিতা মাতা আপনাদের সন্তানদিগকে নীতিশিক্ষা করাইবার নিমিত্ত তদীয় হস্তে সমর্পণ করিবেন। শিশুদিগের উত্তরকালের আশা ভরসা সদ্গুরুর শিষ্টাচারিতাতেই ন্যস্ত আছে। গুরু যদি ভাল হন, শিষ্যও ভাল হইবে; গুরু যদি উদ্ধত ও নিষ্ঠুর হন, শিষ্যও উদ্ধত ও নিষ্ঠুর হইবে। অসভ্য হিন্দুদের কথা বলিতেছি না, সভ্য ইংরাজদের একজন কবি লিখিয়াছেন—

Seek you to train your favourite boy;
Each caution, every care employ:
And, ere you venture to confide,
Let his preceptor's heart be tried
Weigh well his manners, life and scope;
On these depend thy future hope

তত্ত্ববিদ্যায় একটী সার কথা আছে—লোকের অসভ্যাবস্থায় যে প্রকার আচার ব্যবহার ছিল, মনুষ্য আবার অত্যন্ত সভ্য হইলে সেই সব আচার ব্যবহার ঘুরিয়া আসিবে। এ লাক কথার এক কথা,—আমরা এ কথার পূজা করি। তত্ত্বদর্শীরা ঠিক বলিয়াছেন। পুরাকালে স্ত্রীলোকেরা স্বেচ্ছাচারিণী ছিলেন, সুসভ্য আমেরিকার মহিলাদের মনে সেই স্বেচ্ছাচারিতাভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। পূর্ব্বে কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে কাহারও অধিকার ছিল না। এই জগতে সামান্য ভাবে সকলেরই সমান অধিকার আছে! এ ভূমিটী আমার, ও ভূমিটী তোমার বিশ্বস্রষ্টা কাহাকেও এমন স্বত্বাধিকার দেন নাই। সকল বিষয়েই সকলের সমান অধিকার। সভ্য [illegible] দেশে সাধারণ সম্প্রদায়িকদের (Communists) মধ্যে এখন সেই মত [illegible] হইতেছে। আবার দেখিতেছি, এক সময় পাঠশালায় অসভ্য গুরুমহাশয়দের উৎপীড়ন [illegible] ছিল, আজ সভ্য শিক্ষক সম্প্রদায়ে সেই প্রভাব আসিয়া বিরাজ করিতেছে। আমরা ইংরাজ বাঙ্গালি সকল সভ্য শিক্ষকদের কথাই বলিতেছি—আজ শিক্ষকেরও দোষ [illegible] হইতে একদল ছাত্র নাম কাটাইল, কাল [illegible] হইতে আর এক দল ছাত্র নাম কাটাইল, এই প্রকার প্রতিবৎসরই [illegible] নূতন চেউ উঠিয়া থাকে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, শিক্ষকদের এত রাগ কেন? ছেলেদের শিখিতে যদি আর কিছু বাকি না থাকিত, তাহাদের [illegible] চরিত্র পরিণত হইত, যদি তাহারা বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া উঠিত, তবে তাহারা বিদ্যালয়ে আসিবে কেন? অজ্ঞানের জ্ঞান হইবে, অশীল বালক উপদেশ পাইয়া সুশীল হইবে, এই উদ্দেশে বিদ্যালয়ে আসা। বিদ্যালয়—জেলখানাও নয়, পুলিসের কোতয়ালও নয়—সৎপরামর্শ পাইবার স্থান, তবে এত রাগ কেন? ভারতবর্ষের শাসন প্রণালী পেনালকোর্ডের মতানুসারে চলিতেছে। কেহ কোন অপরাধ করিলে পেনালকোর্ড পাতি পাতি করিয়া খুঁজে কোন একটী ধারার সঙ্গে সেই অপরাধ মিলাইতে হয়। জিজ্ঞাসা করি, অবাধ্য বালকের প্রতি উৎপীড়ন করিবার উপদেশ পেনালকোর্ডের কোন্ ধারায় আছে?

আমরা এত কথা বলিতাম না, শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদের যদি এক দিনের, বা এক বেলার সম্বন্ধ হইত, তবে আমরা নিরপেক্ষ থাকিতাম। কিন্তু তা নয়,—শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদিগের দীর্ঘকালের সম্পর্ক, তদ্ভিন্ন শিক্ষকদের সদ্ব্যবহার বালকদের উত্তরকালের আশা ভরসা। এমন স্থলে বালকদের হইয়া দুটা কথা না বলিলে নয়। আমরা ফোর একার্স সাহেবের বৃত্তান্ত পাঠকদিগকে জ্ঞাত করিয়াছি। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যত গুলি এদেশীয় ছাত্র পড়িত, কাহারও প্রতি তিনি সদয় ব্যবহার করেন নাই। বালকদের প্রথম অসন্তোষের কারণ বাসের ঘর। ছাত্রদিগকে থাকিবার নিমিত্ত যে প্রকার ঘর দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অতি কদর্য্য! বালকেরা আপনার কষ্টের কথা জানাইল, ফোর একার্স সাহেব বলিলেন—তোমাদের কুঁড়ে ঘরের কাছে ও ত রাজমন্দির। যাও, উহাতেই বাস কর। দ্বিতীয় কষ্টের কারণ—পায়খানা। [illegible] তাতে আবার আড়াল নাই। বর্ষাকালে এক হাঁটু জল দাঁড়ায়। সেই পায়খানায় চাকর, [illegible] স্ত্রীপুরুষ সকলেই [illegible] অসুবিধা পাকশালা।—পাকশালা না [illegible] বালকদের ভোজনের বড় কষ্ট হইত। এক বেলা আহার হওয়াও কঠিন হইত। বালকেরা বার বার সাহেবকে জানাইল, নিজের ব্যয়ে ঘর নির্ম্মাণ করিতে চাহিল, সাহেব মত দিলেন না। চতুর্থ অসন্তোষের কারণ—সাহেব বালকদিগকে সর্ব্বদাই গালি, [illegible] ফোর এক্ [illegible] কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেন। [illegible] এদেশের বালকেরা ফোরএকার্স সাহেবের চক্ষের [illegible] হইয়াছেন। [illegible] নানা বিষয়ে [illegible] হইয়াছেন, শেষে [illegible] এই অভিনব ব্যাপার ঘটিল। [illegible] মানুষের এমন স্বধর্ম্ম আছে, আর্ত্তনাদ ছাড়িতে ছাড়িতে সকলে [illegible] ডাকে। বালকেরা অনন্য-উপায় হইয়া শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তা [illegible] সাহেবের কাছে আবেদন করিল—[illegible] সাগর শুকায়ে যায় [illegible] বালকদের [illegible] একেবারে [illegible] সাহেব দেখিলেন না, বিচার করিলেন না, [illegible] বালকদের মাথা [illegible] বালকেরা [illegible] সাহেবের নিষ্ঠুর হুকুম [illegible] বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিল।

সে দিন স্বয়ং ডিরেক্টর, [illegible] সাহেব, [illegible]

ভার ডাক্তার মিঃ ... বাবু কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু ... শচন্দ্র ... ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ব্যাপার তদারক করিতে গিয়াছিলেন। এ ব্যাপারকে বিদ্রোহ বলা বলিবে না, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিতে পারিয়াছিলাম। তদন্ত হইবার সময় সেখানে অভিযোগকারী কোন ছাত্র উপস্থিত ছিল না। তবে যত শীঘ্র তদন্ত করা হইয়াছে তাহা বুঝা গেল। বাদী প্রতিবাদী উভয় উপস্থিত না থাকিয়া যে বিচার হয়, সে কেমন বিচার? এখন শুনা যাইতেছে, যে সকল ছাত্র নাম কাটাইয়াছে, তাহারা না কি গবর্ণমেণ্টে কখন কর্ম্ম পাইবে না। ক্রফট্ সাহেব ডিরেক্টর ও ইডেন সাহেব লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর থাকিতে যদি এমন সকল কাজ হইয়া যায়, তবে এ দেশে দাঁড়াইবার আর স্থান নাই। আমরা অনুরোধ করি, কর্তৃপক্ষেরা ক্রোধ সম্বরণ করুন। ছাত্রদিগকে বধ করিয়া তাঁহাদের গৌরব নাই। ক্রফট্ সাহেব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে গিয়া ছাত্রদিগকে ডাকাইয়া আনুন, গুরুশিষ্যে সদ্ভাব স্থাপন করিয়া দিউন তাহাতে কোন পক্ষের মানের হানি হইবে না। ছাত্রদিগকে দুটা মিষ্ট কথা বলিয়া সুস্থির করুন। বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেওয়া সৎ ব্যক্তির কাজ। যাহাতে চারি দিক রক্ষা হয়, তাহা করা সাধু ব্যক্তির কর্ম্ম। অতএব সৎকর্ম্ম করিতে লজ্জা নাই।—কর্তৃপক্ষ আর কঠিন হুকুম দিবেন না, আমাদের অনুরোধ রক্ষা করুন।

কলিকাতা এবং তৎসন্নিহিত স্থানে ১৮৮০ অব্দের পুলিসের কার্য্যপ্রণালী ১লা জুন তারিখের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর অপরাধ ও অপরাধীর সংখ্যার হ্রাস দেখা যাইতেছে। ফৌজদারী কার্য্যবিধির বিধান অনুসারে অপরাধ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়;—প্রথমত যে সকল অপরাধের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের ওয়ারেণ্ট অসত্ত্বেও পুলিশ অপরাধিকে ধৃত করিতে পারে তাহার নাম ঐ আইনের নাম অনুসারে পুলিশ গ্রাহ্য অপরাধ; যথা, হত্যা, চৌর্য্য, ডাকাইতি, ইত্যাদি। দ্বিতীয় যে সকল অপরাধের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের ওয়ারেণ্ট ব্যতীত পুলিস অপরাধীকে ধৃত করিতে পারে না, তাহার নাম পুলিস কর্ত্তৃক গ্রহণের অযোগ্য অপরাধ। যথা মানহানি, পরস্ত্রীহরণ, প্রবঞ্চনা, ইত্যাদি। ১৮৭৯ অব্দে পুলিস গ্রাহ্য অপরাধের সংখ্যা ৫৫৩৭, ১৮৮০ অব্দে ঐ সকল অপরাধের সংখ্যা ৪৮০৬, এবং ১৮৭৯ অব্দে পুলিস কর্ত্তৃক গ্রহণের অযোগ্য অপরাধের সংখ্যা ৭৮৫৩, ১৮৮০ অব্দে ঐ সকল অপরাধের সংখ্যা ৭৬৮৮। উভয়বিধ অপরাধেরই সংখ্যা ১৮৮০ অব্দ হইতে ক্রমশই হ্রাস হইতেছে। ১৮৭৯ অব্দে কলিকাতায়ও তত্তৎসন্নিহিত স্থানে ৯টী হত্যা কাণ্ড হয়, ১৮৮০ অব্দে ১০টী হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ৬টী কলিকাতায়, অবশিষ্ট চারিটি কলিকাতার বাহিরে ঘটে। কলিকাতায় যে ছয়টি হত্যা হইয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে তিনটি হত্যাকারী বিচারালয়ে দণ্ডিত হইয়াছে। অন্য তিনটির অপরাধী অদ্যাপি ধৃত হয় নাই। যে সকল লোক হত্যাপরাধে দণ্ডিত হইয়াছে তন্মধ্যে এক জন মানিলা-নিবাসী তিনটী স্ত্রী ও একটি পুরুষকে এক কালে হত্যা করে। অপর একজন হত্যাকারী একটি ষোড়শ বর্ষীয়া যুবতীকে, মধ্যাহ্নকালে সদর রাস্তার উপরে উপর্য্যুপরি ৩৭ দায়ের আঘাতে বিনাশ করে। তৃতীয় হত্যাকারী এক জন ইয়োরোপীয়, তাহার নাম নেয়াগন্। এই হতভাগ্য এক জন পুলীশ প্রহরীকে বধ করিয়া হাইকোর্টে আনীত ও দণ্ডিত হয়।

লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর পুলিশের কার্য্য-পটুতার বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন। তাহাদের যত্ন ও মনোযোগে চৌর্য্য অনেক হ্রাস পাইয়াছে। বিশেষতঃ কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত স্থানে দোকানে দ্রব্যাদি যেরূপ অযত্নে রক্ষিত হয়, তাহাতে পুলিসের বিশেষ মনোযোগ না থাকিলে চৌর্য্যের সংখ্যা সমধিক বর্দ্ধিত

... অব্দে ৬৭ জন আত্ম হত্যা করিয়াছে তাহার মধ্যে ২৭ জন পুরুষ ও অবশিষ্ট ৪০ জন স্ত্রী। ১১ জন লোক সর্পাঘাতে, ৮২ জন জলে ডুবিয়া, ২৬ জন উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া, এবং ১৮ জন গাড়ি চাপা পড়িয়া মরিয়াছে। ১৫ জন ইউরোপীয় নাবিক জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। এ বৎসর কলিকাতায় ৬২টী এবং বাহিরে ১১টী গৃহ দাহ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে অনূন ২০ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

যদিও গত বৎসর হইতে প্রহরীদিগের বেতন বৃদ্ধি করা হইয়াছে তথাপি অত্যল্প মাত্র বাঙ্গালী পুলিস প্রহরি দলে প্রবেশ করিয়াছে। এক্ষণে কলিকাতায় দেশীয় প্রহরীর সংখ্যা ১,৩০৯ জন তন্মধ্যে ১১৮ জন বাঙ্গালী, অবশিষ্ট সমস্তই হিন্দুস্থানী। যে কয়েকজন বাঙ্গালা প্রহরী আছে তাহাদিগের মধ্যেও অধিকাংশ শাহাদপুর নিবাসী। গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত ইচ্ছা যে এই অঞ্চলের লোক বহুল পরিমাণে প্রহরী দলে প্রবেশ করে।

এ বৎসর কলিকাতায় পুলিসকর্ম্মচারিগের বেতন ও অন্যান্য বিষয়ে ৪, ২৮, ৪৭২ টাকা ব্যয় হইয়াছে, তন্মধ্যে ২,২৪,২২৯ টাকা কলিকাতা মিউনিসিপালিটী ও ১, ৩৪, ২৪৩ টাকা গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন। উক্ত গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত টাকার মধ্যে ৩১,০৯১ টাকা জরিমানায় আদায় হইয়াছে। কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ১, ৫০, ১১৯ টাকা পুলিসের জন্য ব্যয় হইয়াছে তন্মধ্যে ৭২, ৫২০ টাকা মিউনিসিপালিটী এবং অবশিষ্ট টাকা গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন। এবৎসর এই সকল স্থানে ৫, ০৭৯ টাকা জরিমানা হইতে আদায় হইয়াছে।

১৮৮১ অব্দের ১লা জানুয়ারি হইতে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটেরা সপ্তাহে তিন দিন করিয়া নিয়মিত রূপে কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাদের যত্ন ও কার্য্য প্রণালী দেখিয়া কলিকাতা পুলিসের প্রধান মাজিষ্ট্রেট অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

লাহোরে হিন্দু ও মুসলমানে যে ঘোরতর বিবাদ চলিতেছিল তাহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। কতকগুলি সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও মুসলমান এই বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়া বিগত ৯ ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার রাজা ধ্যান সিংহের বাটীতে উভয় জাতির একটা সভা করেন। এই সভায় বিস্তর হিন্দু ও মুসলমানের আগমন হইয়াছিল। পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর গোস্বামী হিন্দুদিগের পক্ষে এবং মৌলবী মহম্মদ আলী মুসলমানদিগের পক্ষে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তৎপরে মিত্রবিলাসের সম্পাদক পণ্ডিত গোপীনাথ এই জাতিদ্বয়ের বিবাদে যে দেশের কত অনিষ্ট হইতেছে শ্রোতৃবর্গকে হিন্দি ভাষায় তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দেন। তদনন্তর আখবার অঞ্জুমানের সম্পাদক নিসার আলি ঐ বিষয় অধিকতর পরিস্ফুটভাবে ব্যক্ত করিয়া হিন্দুদিগের উপর মুসলমানদিগের জাতিগত বিদ্বেষের অপনয়ন করেন। এই সভায় মৌলবী মহম্মদ হোসেন বলেন যে তিনি অনূন বিংশতি বৎসর মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন এবং শতাধিকবার কোরাণ পাঠ করিয়াছেন তাহাতে মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে অন্যান্য ধর্ম্ম আক্রমণ করিবার কোন উপদেশ তিনি দেখেন নাই। বরং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে নিন্দাবাদ করা ঈশ্বরের আদেশের বিরোধী। এই বাক্যে সভাস্থ সকলেই অনুমোদন করেন।

ধর্ম্মদ্বেষী ধ্যানত পুস্তক বর্জ্জিত করিবার জন্য এই সভা বিশেষ চেষ্টান্বিত হইয়াছেন। যে সমস্ত পুস্তকে অন্য ধর্ম্মের নিন্দা আছে, যাহার ভাষা দুর্নীত ও যাহাতে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের হৃদয়ে ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইতে পারে তাহা বর্জ্জিত অথবা সংশোধন করিবার জন্য সভা একটী কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। এই কমিটি যে গ্রন্থকে এই সকল দোষে দূষিত বিবেচনা করিবেন, সেই সমুদায় গ্রন্থ সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত অথবা বর্জ্জিত করিবার জন্য কমিটি তাহার গ্রন্থকারকে বলিবেন; গ্রন্থকারেরা তাহাতে অসম্মত হইলে

কমিটী উহা গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবেন। এই সভা অনুশাসন সভা নামে অভিহিত হইয়াছে।

তুরস্কের ভূতপূর্ব্ব সুলতান আবদুল আজিজের হত্যা ঘটিত অনুসন্ধানে যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার বাহির হইয়া পড়িয়াছে তাহার সম্বন্ধে বিলাতি ষ্টাণ্ডার্ড সংবাদপত্রের কনষ্টাণ্টিনোপলস্থ পত্র-প্রেরক বলেন :—

মামুদ দামাদের অন্তঃপুরস্থ কোন মহিলা তাঁহার দুর্ব্যবহারে দীপ্তশিখা হইয়া প্রতিশোধ বাসনায় এই হত্যাকাণ্ডের সমুদায় বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছে। এই মহিলা প্রকাশ করে যে মৃত সুলতানের প্রাণবধের জন্য একটী ষড়যন্ত্র হয়। হসেন আবনি পাষা, দামাদ পাষা, নৌরী পাষা, স্মারণার গবর্ণর মিধাত পাষা, এবং বৃদ্ধ মামুদ কথদি পাষা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। ফারি বে-নামে আবদুল আজিজের এক জন বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল। প্রভুকে বিনষ্ট করিবার জন্য এই দুরাত্মাই নিযুক্ত হয়। একদা রাত্রিকালে এই দুরাত্মা অন্য তিন জন বলবান লোকের সমভিব্যাহারে সুলতানের শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মুখ ও পাদদ্বয় চাপিয়া ধরিয়া উপর্য্যুপরি কয়েক অস্ত্রাঘাতে তাঁহার প্রাণ বিনাশ সাধন করে। অনন্তর দ্বাররুদ্ধ করিয়া বাহিরে গিয়া একাকী বাড়ীতে প্রত্যাগমন করতঃ সুলতানের রক্তাক্ত শরীর অবলোকন করিয়া, যেন কিছুই জানে না, এই ভাবে বিলাপ ও চীৎকার করিতে লাগিল। আগন্তুক মাত্রেই তাহার ক্রন্দন দেখিয়া তাহাকে নির্দ্দোষী স্থির করিল ও মনে মনে ভাবিল যে সুলতান মনোদুঃখে আত্মহত্যা করিয়াছেন। চিকিৎসকেরা যখন আবদুল আজিজের মৃত দেহ পরীক্ষা করেন তখন তাঁহাদিগকে মস্তকের মুখ এবং হস্ত ভিন্ন শরীরের আর কোন অঙ্গই দেখিতে দেওয়া হয় নাই। ইহাতেই তাঁহারা আত্মহত্যা স্থির করেন। এক্ষণে হত্যাকারীরা তাহাদের অপরাধ সবিস্তারে স্বীকার করিয়াছে। কেবল মহম্মদ দামাদ তাঁহার অপরাধ স্বীকার করেন নাই। প্রমাণ হইয়াছে পূর্ব্বেও একবার এইরূপ ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। মুসলমান রাজ্যে এরূপ ঘটনা অদ্ভুত নহে।

আমাদের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহে যে সমস্ত বাতুলালয় আছে তাহার ১৮৮০ অব্দের কার্য্য বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে এ প্রদেশে দেশীয়দিগের জন্য দলন্দা, ঢাকা, পাটনা, কটক ও বহরমপুরে এক একটি করিয়া পাঁচটী এবং ইউরোপীয়দিগের জন্য ভবানীপুরে একটি এই ছয়টি বাতুলালয় আছে। ১৮৮০ অব্দের প্রারম্ভে বাতুলালয়ে ৮৮৮ জন বাতুল ছিল। অন্যান্য বর্ষে এতদপেক্ষা অধিক সংখ্যক থাকিত। ন্যূনতার কারণ এই যে ১৮৭৬ অব্দে গবর্ণমেণ্ট শান্ত প্রকৃতি পুরাতন বাতুলদিগকে এবং মাদক সেবনে ক্ষণিক উন্মত্ত ব্যক্তিদিগকে বাতুলালয়ে রাখিতে নিষেধ করেন। তদবধি অবরুদ্ধ বাতুলের সংখ্যা ক্রমশই হ্রাস হইতেছে। ১৮৮০ সালে ২১৬ জন গৃহীত হয়, ১১৫ জন মুক্তি লাভ করে ও ১০৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

১৮৭৯ অব্দে শতকরা ১১.৭৫ জন আরোগ্য লাভ করিয়াছিল কিন্তু এ বৎসর ৮.২৭ জন আরোগ্য লাভ করিয়াছে মাত্র। বাতুলালয়ের অধ্যক্ষ ডাক্তার পেইন বলেন যে এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সতর্কতার সহিত বাতুল গৃহীত হইয়া থাকে, তাহাতে গাঁজাখোর ও ক্ষণোন্মত্ত বাতুলদিগকে আর গ্রহণ করা যায় না ইহাই ন্যূনতার কারণ।

যে সকল বাতুল অন্যান্য রোগে পীড়িত হয়, তাহাদিগকে চিকিৎসার জন্য হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়। ১৮৭৯ অব্দে ৫৪৩ জন এইরূপ রোগগ্রস্ত হয়, কিন্তু এ বৎসর তদপেক্ষা ২৪১ জন অধিক পীড়িত হইয়াছিল। ডাক্তার পেইন রোগ বৃদ্ধির কারণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

এ বৎসর বাতুলালয়ে ৮২,৪১১ টাকা ব্যয় হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৫২৪ টাকা বাতুলদিগের আত্মীয়েরা দিয়াছেন এবং ৭৪৮৭ টাকা তাহাদিগের পরিশ্রমে অর্জিত হইয়াছে। অবশিষ্ট ৭৩,৪০০ টাকা গবর্ণমেণ্টের ধনাগার হইতে গৃহীত হইয়াছে।

ইডেন সাহেব স্বয়ং বাতুলালয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে বাতুলদিগকে বিশেষ যত্ন চেষ্টা ও মনোযোগের সহিত চিকিৎসা করা হইয়া থাকে।

লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন যে বাতুলদিগের উত্তম রূপে চিকিৎসা করা হয়, কিন্তু আমরা তাহার অনুরূপ ফল দেখিতে পাই না। কারণ যে পরিমাণে বাতুল বাতুলালয়ে প্রবেশ করে, সে পরিমাণে তাহাদিগকে রোগমুক্ত হইয়া বাতুলালয় হইতে বহির্গত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইউরোপীয় সমাচার।

পারিস ২৮ এ মে। এম. গাম্বেটা কাহর্স নামক স্থানে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি ফরাসী সাধারণ তন্ত্রের সভাপতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং এই কথা বলিয়াছেন যে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা ফ্রান্সের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ২৮ এ মে। [illegible] নিহিলিষ্টদিগের ভূতপূর্ব্ব নায়ক [illegible] ও আর [illegible] দূরূপে এই স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

লণ্ডন ২৯ এ মে। আয়র্লণ্ডের পশ্চিমাংশে [illegible] ক্ষেত্র উচ্ছেদের [illegible] দিতেছে।

কর্ক জেলায় [illegible] নামক স্থানে ক্ষেত্র উচ্ছেদের সময়ে [illegible] দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। প্রায় ১২০০০ হাজার কৃষক একত্র হইয়া বাধা দিয়াছিল, শেষে পুলিশের লোকে একদল সৈন্যের সাহায্যে তাহাদিগকে [illegible] ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছে।

লণ্ডন ৩০ এ মে। [illegible] বন্দীকৃত হইয়াছেন।

[illegible] গ্রীসের সীমা সংক্রান্ত যে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, গ্রীক গবর্ণমেণ্ট তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন।

[illegible] নামক [illegible] লইয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার [illegible] তাহার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডকে ১৫০০০০ টাকা ক্ষতি পূরণ দিতে হইয়াছে।

[illegible] নামক [illegible] একজন ফরাসী সংবাদপত্র সম্পাদক [illegible] হইয়াছেন। ফরাসী [illegible] আজ্ঞা করিয়াছেন।

লণ্ডন [illegible] জুন। [illegible] নামক [illegible] প্রথম [illegible]। আয়র্লণ্ডে [illegible] সম্প্রদায় [illegible] হইয়াছেন। [illegible] দমন চেষ্টার [illegible] করিয়াছেন।

[illegible]

বিবিধ সংবাদ।

ব্রাড্‌ল সাহেব পার্লিয়ামেণ্টের কমন্স্ বাটী হইতে দূরীকৃত হইয়াছেন। তৎসম্বন্ধে তিনি কমন্স বাটীর স্পীকারকে এই বলিয়া পত্র লিখিয়াছে

“প্রজাবর্গের প্রতিনিধি স্বরূপে আমার যে সমস্ত অধিকার আছে, কমন্স সভা আমার সেই অধিকারের [illegible] আমি [illegible] হইতে আইন অনুসারে [illegible]

যাহি, [illegible] আপত্তি করেন না। আইরিশ [illegible] মেম্বরের কার্য্য করিবার [illegible] কমন্স বাটী হইতে বল পূর্ব্বক [illegible] দিগকে বহিষ্কৃত করিবার কোন [illegible] কোন আদালতও কমন্স সভার [illegible] বিধান করিতে সমর্থ নহে। [illegible] আমাকে বলপূর্ব্বক ঐ বাটী হইতে [illegible] প্রস্তাবের প্রস্তাবক্রমে [illegible] বল প্রকাশের প্রতিবাদ করিতেছি। [illegible] বাহির হইলে পর কমন্স [illegible] মেম্বর এমন [illegible] কমন্সদিগের এরূপ [illegible] ব্যবহারের প্রতিবাদ [illegible] অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

সিমলা হইতে সংবাদ [illegible] গিয়াছে যে মহম্মদ [illegible], নিজের [illegible] সাবার হওয়ার প্রবাদ নিতান্ত অমূলক।

কোয়েটা হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে অবগত হওয়া গেল যে, আয়ুব খাঁর অধীনে এক্ষণে [illegible] দল সিপাহী, ও ছই দল কান্দাহারী সৈন্য আছে। এই সকল সৈন্য লইয়া তিনি যুদ্ধ করিবার জন্য [illegible] দিবসে অগ্রসর হইবার [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] টেলিফোন যন্ত্র দ্বারা কথাবার্ত্তা ও কার্য্য চলিতেছে।

[illegible] কণ্ঠাবরোধ বিধায়ক আইনের বিরুদ্ধে কমন্স সভাতে প্রতিবাদ করিবার [illegible] অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে।

[illegible] মহম্মদের [illegible] প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে [illegible] দেওয়ানী মোকদ্দমায় বাদীর পক্ষে [illegible] না এবং ফৌজদারী [illegible] গবর্ণমেণ্টের পক্ষে [illegible] করিবেন না। এবং [illegible] সংশোধন না হইবে [illegible] তাঁহারা [illegible] মোকদ্দমায় [illegible] গবর্ণমেণ্টের ফৌজদারী মোকদ্দমায় উকীলের [illegible] কার্য্য করিবেন না।

[illegible] সিমলায় অতিশয় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। [illegible] বৃষ্টি হইতেছে বটে কিন্তু ভাল রূপ নহে।

[illegible] মেম্বর [illegible] সাহেব [illegible] মান্দ্রাজের হাইকোর্টের [illegible] সাহেব [illegible] সভাপতি [illegible] হইলেন।

আমরা অবগত হইলাম [illegible] মুসলমানদিগকে আদালতে ও গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য কার্য্যালয়ে কর্ম্ম দিবার যে আদেশ [illegible] দিয়াছিলেন সেই আদেশ অনুসারে [illegible] ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর দিগকে [illegible] জারি করিয়াছেন।

আমেরিকার এক খানি সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে লর্ড বিকন্সফিল্ড তাঁহার স্বজাতিবর্গের কিছুমাত্র সমাদর করিতেন না। তিনি ডিউক অব আর্গাইলের অতিশয় মর্য্যাদা করিতেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহাদের দ্বারা বেষ্টিত থাকিতে ভাল বাসিতেন।

গ্রীকদিগের সীমাসক্রান্ত বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়া গেল গোসেন সাহেব কনষ্টাণ্টিনোপল পরিত্যাগ করিবেন। অতঃপর ডাফরিন সাহেব কনষ্টাণ্টিনোপলে বৃটিশ রাজদূত হইবেন।

এইরূপ জনরব যে গ্লাডষ্টোন সাহেব লর্ডস সভার মেম্বরের পদে আরোহণ করিবেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার বন্ধুবর্গ অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন। বোধ হয় তিনি লর্ড হাউয়ার্ডেন উপাধি পাইবেন।

সম্প্রতি জর্ম্মন দেশে বার্লিন হইতে লিচার ফিল্ড পর্য্যন্ত তাড়িত রেলওয়ে খোলা হইয়াছে। আলীপুরে পশুশালার বাগানে তাড়িত রেলওয়ের পরীক্ষা চলিতেছিল। আমাদের দেশে একটী তাড়িত রেলওয়ে খোলা হয় না কেন?

কাপ্তেন ফ্লেটারের হত্যার পর তাঁহার অনুচরদিগের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আলজিয়া হইতে গাদিমে বসেসকে যে সকল পত্রাদি আসিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে তাহারা এক্ষণে একটী গুহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া নরমাংসভোজী হইয়াছে। এবং তাহাদের মধ্যে এক জনকে নিহত করিয়াছে।

ডফরিন কনষ্টাণ্টিনোপলে গমন করিলে পর থর্নটন সাহেব সেণ্টপিটর্সবর্গে ইংলণ্ডীয় মন্ত্রী হইবেন।

মিত্র বলেন [illegible] মোকদ্দমার ফল তাঁহার পক্ষে বড় শুভজনক নহে, এজন্য তিনি সিমলায় যাইতেছেন। তিনি [illegible]দিগের অভিপ্রায় শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

আবিসিনিয়া ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন না বলিয়াছেন এবং মিশরাজীর সহিত বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য গবর্ণরকে অনুরোধ করিয়াছেন।

[illegible] হইতে একজন পরিব্রাজক প্রত্যাগমন করিয়া বলিয়াছেন যে সেখানকার লোকে ইউরোপীয় জাতি মাত্রেরই উপর বিরক্ত হইয়াছেন এবং বোয়ারেরা যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে।

শুনা যায় যে দক্ষিণ রুশিয়াতে ইহুদিদিগের উপর অতিশয় অত্যাচার করা হইতেছে। ইহুদিদিগের কোন কোন গ্রাম জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অন্যান্য গ্রামেও লুট পাট করা হইতেছে। ইহুদীরা সাতিশয় ভীত হইয়াছে।

অষ্ট্রীয়া দেশে সালজবর্গ নগরে নিহিলিষ্টদিগের একদল ধরা পড়িয়াছে। অনেক নিহিলিষ্ট গ্রেপ্তার হইয়াছে।

বারাকপুর হইতে একজন চিকিৎসক বেঙ্গলীপত্রে লিখিয়াছেন যে বারাকপুরের সন্নিকট চন্দনপুকুরের এক জনের স্ত্রী প্রতিবার অন্তঃসত্বা হইয়া সাতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করে ও তাহার গর্ভস্থ সন্তান বিনষ্ট হয়। এজন্য সে একজন তথাকার হাতুড়িয়ার নিকট এরূপ কোন ঔষধ চাহে যাহাতে তাহার স্ত্রী আর অন্তঃসত্বা না হয়। তদনুসারে ঐ হাতুড়িয়া তাহাকে পাঁচ প্রকার বৃক্ষের পাঁচটী শিকড় দেয়। তন্মধ্যে তিনটি অতি বিষাক্ত। এই ঔষধ সেবন করিয়া তাহার স্ত্রী অচৈতন্য হইয়া পড়ে। অনন্তর অন্য চিকিৎসক একসপ্তাহকাল চিকিৎসা করিয়া এই স্ত্রীলোকটির প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। হাতুড়িয়ারা দেশের বিস্তর অনিষ্ট করিতেছে। গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

ভারতবর্ষের মধ্যে এক স্থানের গবর্ণমেণ্টের নোট অন্য স্থানে ভাঙ্গাইতে হইলে অনেক বাঁটা দিতে হয় এজন্য টাইমস অফ ইণ্ডিয়া বলেন যে "সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য একবিধ নোট করা উচিত তাহা হইলে এক স্থানের নোট অন্য স্থানে ভাঙ্গাইতে গিয়া কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হবে না।" গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি ইটালির রাজা মহা বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। লণ্ডনের ডেলিনিউসের এক জন সংবাদদাতা বলেন যে তথাকার রাজাকে বধ করিবার জন্য একটি ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। দুই জন লোক ঐ ভীষণ কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। পুলিস ইহার সংবাদ পাইয়া সেই দুই জনের অনুসন্ধান করিতেছেন।

সম্প্রতি লাহোরের দুর্গস্থ ধনাগারে মহা ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ধনাগারের নিকটে একটী ক্ষুদ্র নর্দামা আছে। গত শনিবার ঐ নর্দামাতে কয়েকটি মুখ কাটা টাকার তোড়া পাওয়া যায়। বোধ হইতেছে যে ৩৫,০০০ টাকা চুরি গিয়াছে। ধনাগার রক্ষার জন্য তথায় একজন সৈনিক প্রহরী ছিল, তাহাকেই সন্দেহ করিয়া অবরুদ্ধ করা হইয়াছে।

লাহোরে জলের কল ভাঙ্গিয়া গিয়া তথায় বিস্তর অনিষ্ট ঘটিয়াছে।

৭ ই মে সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, টিহারাণস্থ রুশমন্ত্রি পারস্য ও রুশিয়া উভয় রাজ্যের কাস্পিয়ান সমুদ্রের নিকটস্থ সীমা নির্ণয়

করিবার নিমিত্ত উদ্যোগী হইয়াছেন। এজন্য রুষিয়া ও পারস্য উভয় রাজ্য হইতেই কমিশনর নিযুক্ত হইতেছেন। এ দিকে পারস্য দূত গাচিনা নামক নগরে উপনীত হইয়া রুশরাজাকে একখানি হীরক মণ্ডিত বাঁট দেওয়া তরবারি ও চারি লক্ষ রবল মূল্যের একটী অঙ্গুরীয়ক উপঢৌকন দিয়াছেন।

চীন দেশে চন্দ্র উপাসক একদল লোক আছে। তাহারা বৎসরের মধ্যে তৃতীয় চন্দ্রোৎসব দিবসে পাহাড়ের উপর উঠিয়া চন্দ্রের আরাধনা করে ও অতি সমারোহে নৃত্য গীতাদি করিয়া ভোজনাদি করে।

অনেকে ইগল পক্ষিকে বৃহদাকার পক্ষি বলিয়া জানেন। কিন্তু ইহা যে কেমন দীর্ঘায়ু তাহার একটী সংবাদ দিতেছি। লাপলাণ্ডে একটী ঈগল হত হয়। পক্ষিটী দীর্ঘে ৭ ফুট। ১৭৯২ অব্দে আণ্ডারসন নামক এক ব্যক্তি এই পক্ষিকে ধৃত করিয়া দিনামার ভাষায় একখানি পত্র লিখিয়া ক্ষুদ্র একটী টিন বাক্সের মধ্যে পুরিয়া উহার গলদেশ বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেন। সম্প্রতি (১৮৮০) অব্দে এই পক্ষিটী গুলি দ্বারা হত হইয়াছে। যদি এইরূপে বিনষ্ট না হইত তাহা হইলে আরো দীর্ঘকাল জীবিত থাকিত সন্দেহ নাই।

হায়দ্রাবাদের রেসিডেন্সি প্রাসাদটী কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট হাউসের আদর্শে নির্ম্মিত এবং ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ জর্জের প্রাসাদের গৃহ সজ্জা লইয়া সুসজ্জিত। এই ইন্দ্রপুরীতেও হাইদ্রাবাদের রেসিডেণ্টের বাস করিয়া মন সন্তুষ্ট নয়।

লাহোরের কোন মুসলমান জমীদারের স্ত্রী বিষ ভক্ষণ করাইয়া সমস্ত পরিবারকে শমনসদনে প্রেরণ করিবার আয়োজন করে। অগ্রে স্বামী রাক্ষসীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ না পাইয়া পরলোক গমন করেন। কিন্তু সন্তানেরা ভাগ্যক্রমে মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ এই অন্তঃপুরবাসিনী ঐ মুসলমান কুলকামিনী অপর একটী প্রতিবাসী হিন্দু জমীদারের প্রণয় পাশে আবদ্ধ হয়। এই জমীদার যুবকও প্রণয়-মদে মত্ত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করে। ঐ রমণী প্রণয়ের বিঘ্ন দেখিয়া বিবাদ উপস্থিত করিয়া ঐরূপ কার্য্য দ্বারা সমস্ত বিঘ্ন হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য পরিবারদিগকে বিষ পান করায়। কিন্তু সন্তানদিগকে কি অভিপ্রায়ে বিনষ্ট করিবার উদ্যোগ করে তাহা বুঝা সহজ নহে।

বেন নামক একজন বহুশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত জাপানের প্রাচীন ইতিবৃত্ত লিখিয়া এই উল্লেখ করিয়াছেন জাপান বাসিগণ বৌদ্ধধর্ম্ম পালন করে বটে কিন্তু কার্য্যে কপিলের শিষ্য বলিয়া প্রতীত হয়। সাংখ্যকার যেরূপ প্রকৃতি ও পুরুষ স্বীকার করেন জাপান বাসিরাও বৃদ্ধকে পুরুষ ও শিণ্টো ধর্ম্মদেবতাকে প্রকৃতি বলিয়া পূজা করে। ইহাঁর ইতিবৃত্তে জাপানের কয়েকটী বিষয় এইরূপ উল্লেখ আছে খ্রীষ্টের জন্মের ৬৬০০ পূর্ব্বে জিন্মুতেন্নো নামে একজন বীর পুরুষ জাপান রাজ্য স্থাপন করেন ঐ রাজা ১২৭ বৎসর জীবিত থাকেন। ইহার উত্তরাধিকারিগণ শত বৎসরের নীচে পরলোক গমন করেন নাই। কেবল পঞ্চম শতাব্দী হইতে রাজগণের আয়ুঃক্ষয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

এডিনবর্গ হইতে পোর্টবিলোর পর্য্যন্ত বাষ্পীয় কলের দ্বারা ট্রামওয়ে শকট চালিত হইতেছে।

২৮ এ মে শনিবার উত্তর আমেরিকায় সূর্য্যগ্রহণ হইয়া গিয়াছে। সুইডেন, নরোয়ে, এবং রুশিয়ার কতক অংশে গ্রহণ দৃষ্ট হইয়াছিল।

সিন্ধু পঞ্জাব ও দীল্লি রেলওয়ে অমৃতসর হইতে চারি মাইলের মধ্যে দিবা ৯ ঘটিকার সময় একখানি গাড়ির ধুর ভাঙ্গিয়া চারি জন হত ও ২০ জন আহত হইয়াছে।

ইংলণ্ডেশ্বরীর জন্ম দিবস উপলক্ষে আমাদিগের রাজ প্রতিনিধি সিমলায় অতি সমারোহের সহিত একটী ভোজ দিয়াছেন। এই ভোজে পঞ্জাবের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সেনাপতি ও কয়েকজন সিবিলিয়ান ও সৈনিক কর্ম্মচারী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

২৪ এ মে যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে বৃষ্টি ও শস্যের সংবাদে অবগত হওয়া গেল দক্ষিণ মহারাষ্ট্র,মান্দ্রাজ,মহীসুরে,কুচবেহার,আসাম,ও বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল,অযোধ্যা,রাজপুতানা ও পঞ্জাবের কতক অংশে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছে। মধ্যপুরে সামান্যরূপ। মধ্য ভারতবর্ষে, বেরার, ও বোম্বাইয়ের উত্তর ও মধ্য বিভাগে অদ্যাপি বৃষ্টি হয় নাই। পশু পীড়া ও বসন্ত রোগের প্রকোপ ক্রমে হ্রাস হইতেছে এবং সাধারণতঃ স্বাস্থ্য সন্তোষকর। কৃষি ও শস্যের অবস্থা উত্তম।

ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজের ভারতবর্ষের উপর আন্তরিক স্নেহ আছে। ইনি ভারতবাসিদিগের পদত্ত কয়েকটী উপঢৌকন ইয়র্কসায়ারের প্রদর্শনী সভায় প্রেরণ করিয়াছেন।

২৩ এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার শিবপুর [illegible] রেলের কারখানায় এক জন [illegible] কলে কাঠ [illegible] হঠাৎ পড়িয়া [illegible] বিদীর্ণ হইয়াছে।

আমাদিগের বর্ত্তমান রাজপ্রতি[illegible] রেলও শীঘ্রই আপন কার্য্য হইতে অবসর লইয়া পরিত্যাগ করিবেন। শরীর অসুস্থ বলিয়া যে কেবল ভারতভূমী পরিত্যাগ করিতেছেন তাহা নহে, কাবুল যুদ্ধও হঁহার পদ ত্যাগের অন্যতর কারণ। লর্ড ডফরিন রাজ প্রতিনিধির আসন গ্রহণ করিবেন এরূপ সম্ভাবনা। লর্ড রিপন যদি চোখ কাণ বুজাইয়া নিয়মিত কাল পর্য্যন্ত থাকিতেন, তাহা হইলে ভারতের অনেক মঙ্গল সাধিত হইত।

ভিগারো নামক এক জন ফরাসী ডাক্তার গাত্রে বেদনা নিবারণের একটী নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। পীড়িত ব্যক্তির গাত্রে একটী জামা পরাইয়া দেওয়া হয়। উহাতে তড়িৎ প্রয়োগ করিয়া ভিগারো সাহেব রোগীর গাত্র বেদনা আরাম করিয়া থাকেন। এই চিকিৎসা প্রণালী নূতন নহে। প্রায় ছই বৎসর হইল যশোহর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ ঘোষ কলিকাতার অন্তঃপাতী মুরাপুরে একটী চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া [illegible] প্রয়োগে রোগীদিগকে রোগ নির্ম্মুক্ত করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি তাম্র-তার-মণ্ডিত একটী বাক্স প্রস্তুত করিয়াছেন এবং রোগীকে তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়া রোগের প্রতিকার করিতেছেন।

অমৃতসরের নিকটে একটী রেলওয়ে দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়। ইহাতে ১৮ জন হত ১৮ জন আহত ও অবশিষ্ট ৬০ জন সামান্যরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

কোলাপুরে পঙ্গপালের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। ইহারা তিন মাইল বিস্তৃত হইয়া পশ্চিম অংশ হইতে আইসে কিন্তু এক্ষণে শস্যাদির অনিষ্ট করিতে পারে নাই।

সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য একটী কালেজ প্রতিষ্ঠা করিবেন মানস করিয়াছেন। এই কালেজের গৃহ নির্ম্মাণ করিতে [illegible] টাকা ব্যয় পড়িবে। শ্রীযুক্ত [illegible] সাহেব কৃষি বিদ্যালয়ের ও চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ করিবেন। ছাত্রদিগকে প্রবেশকালে একটী পরীক্ষা দিতে হইবে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে পাঁচ বৎসর করিয়া থাকিতে হইবে।

বৃটিশ কলম্বিয়ার কানাডা রেলওয়ের [illegible] জন চীন কর্ম্মচারীর [illegible] মৃত্যু [illegible] হইয়াছে। [illegible] একজন চীন দেশীয় [illegible] এক বিষম দুষ্ট শরীরে উপ[illegible] করিতেছিল এমন সময়ে তাহার [illegible] আসিল। [illegible] সমস্ত [illegible] এমন [illegible] হইল যে [illegible] সকলেই [illegible] সমবেত করিল। এই [illegible] আক্রমণ [illegible] বিনষ্ট হইয়াছে।

[illegible] ৪ এ মে [illegible] দেখা গেল [illegible] চারি [illegible] বিনষ্ট [illegible]

২০০০ টাকা কলিকাতাবাসী এক স্ত্রীলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২ য়টী ১০০০ টাকা সাহারাণপুরের এক জন সাহেব। ৩ য়টী বহরমপুরের এক ব্যক্তি ৫০০ টাকা। ৪ র্থটী রেঙ্গুনের কোন ব্যক্তি পাইয়াছেন।

ফরাসীদিগের সহিত ইটালীয়দিগের যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিয়া পায়োনিয়র অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন। পায়োনিয়ার বলেন, যাহাতে ফরাসীদিগের সহিত ইটালিয়দিগের যুদ্ধ বাধে তদ্বিষয়ে জর্ম্মণি ও অষ্ট্রীয়া বিশেষ উদ্যোগ করিবেন। ইউরোপের দক্ষিণাংশের এই দুই প্রধান লাটীন জাতি মধ্যে যদি যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে জর্ম্মনি যদৃচ্ছা ক্ষমতা সঞ্চালন করিতে পারিবে। তুরস্ক ত খণ্ড খণ্ড হইতে চলিল, এই অবসরে অষ্ট্রীয়া ইজিয়ান সমুদ্রতীরে স্যালোনিকার নিকটে সমুদ্র গমনের একটু পথ চাহিবেন এবং জর্ম্মণিও অষ্ট্রীয়াকে সাহায্য করিবেন। ফ্রান্সের সহিত ইটালির যে যুদ্ধ হইবে না তাহা অসম্ভব। উভয় জাতির বিস্তর সৈনা আছে, উভয় জাতিই সেনাবল পরীক্ষার জন্য উদ্যোগী। এতদ্ভিন্ন ইটালি নব রণভেরীর বলে দর্পিত হইয়াছেন। গ্যারিবলডির রণ-চীৎকার ইটালির চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে। হয় ত ইটালী প্রথম ও তৃতীয় নেপোলিয়নের কীর্ত্তি পুনস্নার দেখিতে পাইবেন।

আইরিষ গোলযোগে লিপ্ত থাকাতে পার্লিয়মেণ্ট মহাসভায় মেম্বর ডিলন সাহেব ধৃত হওয়াতে তাঁহার সহযোগী আইরিষ মেম্বরেরা ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রণালী ও ল্যাণ্ডবিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

সম্প্রতি খোকারা পুনর্ব্বার গোলযোগ করিবার উপক্রম করাতে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট তাহাদের একজন দলপতিকে ধৃত করিয়াছেন। এ ব্যক্তি পূর্ব্বে ইংরাজদিগের অশ্বারোহী সৈনিক দলে ছিল।

আয়র্লণ্ডের গোলযোগের জন্য এ বৎসর ১০৫০০০ আইরিষ প্রজা আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরে সপরিবারে গমন করিয়া বসবাস করিয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউসের একজন পত্রপ্রেরক কুক্কুর শৃগালাদি দংশন জনিত ক্ষিপ্ততার একটী ঔষধ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। যথা—

চাউল দুই তোলা, নারিকেলের শস্য একতোলা মরিচা দুই তোলা, ও চিনি এক তোলা চূর্ণ করিয়া এক তোলা ধুতুরার রস তাহাতে মাখিলে যদি নিতান্ত গাঢ় হয় তাহা হইলে তাহাকে তরল করিবার জন্য নারিকেলের জল দিবে। কুক্কুরাদি দংশনের পাঁচ ছয় দিন পরে ইহা সেবন করিলে ক্ষিপ্ততা হয় না।

হডলষ্টন সাহেব এক্ষণে মান্দ্রাজের প্রতিনিধি গবর্ণর হইয়া কার্য্য করিবেন। ইনি ব্যবস্থাপক সভারও কার্য্য করিবেন। অপর সভ্য কার মাইকেল সাহেব এক্ষণে বিদ্রোহ দমন কার্য্যে লিপ্ত হইয়া ভিজিগাপত্তনে গিয়াছেন।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহে এক্ষণে ৬৮,৭৫০,৪৪৩ লোকের বাস, তন্মধ্যে বঙ্গদেশের লোক সংখ্যা ৩৫,৯৫৪,৮৭৪, বেহারের লোক সংখ্যা ২২,৮৯৭,২১২, উড়িষ্যার লোক সংখ্যা ৫,১৮৭,০৬৬, এবং ছোট নাগপুরের লোক সংখ্যা ৪,৭১৪,২৯১।

বেহারের শিল্প বিদ্যালয় বন্ধ হইয়াছে। দুর্ব্ব্যবহার এবং অনুপযোগিতা নিবন্ধন ঐ বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন। এক্ষণে ইহার উন্নতির জন্য চেষ্টা হইতেছে। পাটনা নগরবাসী সায়দ লুৎফ আলি খাঁ তজ্জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়র এবং স্থানীয় কমিশনর সাহেব তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতেছেন।

পাওনিয়র অবগত হইয়াছেন যে টর্কোমানেরা হিরাট উপত্যকা লুঠ করিতেছে।

রুসিয়ার ভাব গতিক দেখিয়া জাপানের গবর্ণমেণ্ট অতিশয় চিন্তাকুল হইয়াছেন। জাপানের উপকূলে নাগাসকী নামে একটী বন্দর আছে। কিয়ৎকাল হইল নাগাসখীর নিকট ইনাসা নামক দ্বীপে রুসিয়েরা বাণিজ্য করিবার অভিপ্রায়ে জাপান গবর্ণমেণ্টের নিকট সামান্য আবাস গৃহ ও গুদামঘর নির্ম্মানার্থ স্থানের প্রার্থনা করেন। সেই স্থান প্রাপ্ত হইয়া রুশ গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে স্থায়ী গৃহ ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাকা গুদামঘর নির্ম্মাণ করিতেছেন। জাপানরাজ তাহাতে বিরক্ত ও শঙ্কান্বিত হইয়া রুশিয়দিগকে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিতে বলেন, ইহাতে রুশিয়েরা অসম্মত হইয়াছে। শুনা যায় সামান্য অর্থ ব্যয় ও গৃহ-নির্ম্মাণ কৌশল প্রয়োগ করিলে এই স্থানটী প্রবলতর হইয়া জাপান রাজ্যের অনেক অনিষ্ট করিতে পারিবে। জোর যার মুল্লুক তার!

নেটালে একটী চমৎকার ঘটনা হইয়া গিয়াছে। এক জন সৈন্য অতিশয় মদ্যপান করিয়া অচৈতন্য হওয়াতে তাহাকে মৃত মনে করিয়া তাহার মৃত দেহ পরীক্ষার্থ করোনারদিগের নিকট প্রেরিত হয়। করোনারেরা তাহাকে মৃত নিশ্চয় করিয়া "অতিশয় মদ্যপানে মৃত্যু হইয়াছে" এইরূপ মত প্রকাশ করেন। অবশেষে তাহার সহচরেরা তাহাকে মৃতের সিন্দুকের মধ্যে পুরিয়া গোর দিতে লইয়া যায়। পথিমধ্যে সিন্দুকের ভিতর হইতে চীৎকার শব্দ শুনিয়া শববাহকেরা সিন্দুক খুলিয়া দেখে সে জীবিত রহিয়াছে।

ইভানক নামে এক জন রুশীয় সৈনিককে ১৮৭৩ অব্দে মধ্য আসিয়া নিবাসী টেকেরা ধৃত করিয়া লইয়া যায়। তাহাকে মুক্ত করিবার জন্য রুশীয়েরা বিশেষ মনোযোগ করে নাই। ডেলিনিউসের এক জন পত্রপ্রেরক বলেন যে ইভানককে একটী শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া একটী সামান্য গৃহের দ্বারের সম্মুখ একটী খুটিতে বাঁধিয়া রাখা হয়। কি রাত্রি কি দিন, কি শীত কি গ্রীষ্ম সকল সময়ে সকল কালে তাহাকে অনাবৃত পড়িয়া থাকিতে হয়। একদা এক জন টর্কোমান তামাসা দেখিবার জন্য তাহার গাত্রে এক খানি জ্বলন্ত অঙ্গার চাপিয়া ধরে। এই হতভাগ্যের মুক্তির জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এক প্রকার মৎস্য আছে, তাহারা পক্ষি ভক্ষণ করে। এই মৎস্য সুইজারলণ্ড জর্ম্মণি ও ইউরোপের কোন কোন হ্রদে দেখিতে পাওয়া যায়। এক একটী মৎস্য এক মণ ওজনে হয়। হংসাদি জলচর পক্ষিসকল উক্ত মৎস্যদিগের এক প্রকার আহারীয় বস্তু।

মৃত বিকন্সফিল্ডের অর্দ্ধ মূর্ত্তি ইংলণ্ডেশ্বরীর আজ্ঞা ক্রমে সম্পূর্ণরূপে অঙ্কিত হইয়া রয়াল আকাডেমির প্রদর্শনী সভাতে স্থাপিত হইবে।

রেজেষ্টারি পত্র ও বিলাতে পত্রাদি পাঠাইবার সুবিধা করিবার জন্য ।১০ আনার টিকিট মুদ্রিত খাম প্রস্তুত হইয়াছে।

ইংলণ্ডে ১৪৬৫ খানি সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। কেবল লণ্ডনেই ৩৭৮। অন্যান্য নগরে ১০৮৭ খানি; ওয়েলসে ৬৮; স্কটলণ্ডে ১৮১, আয়র্লণ্ডে ১৫৬, ব্রিটন দ্বীপে ও অন্যান্য দ্বীপে ২০১৯৮৬ খানি সংবাদপত্রের মধ্যে ১২৩ খানি দৈনিক ইংলণ্ডে প্রচারিত হয়। ওয়েলসে ৪ খানি; স্কটলণ্ডে ২১ খানি; আয়র্লণ্ডে ১৮ এবং চ্যানেল দ্বীপে ২ খানি প্রতিদিন প্রচারিত হয়।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত গোড্ডা নামক স্থানে আমাদিগের এক জন গ্রাহক একটী পল্লীতে এক আশ্চর্য্য সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার সংবাদ স্বয়ং দেখিয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। দুইটী শিশুর বক্ষঃস্থল ও উদর একত্র সংলগ্ন, কিঞ্চিৎ ক্ষীণ, দুইটী মস্তক, চারি হস্ত ও চারি পদ এবং পুরুষ চিহ্ন দুইটী আছে। বোধ হয় বিধাতা যমজ সন্তান সৃজন করিতেছিলেন, একত্র মিলিত হইয়া গিয়াছে।

গত বর্ষে কেবল এক টেলিগ্রাফ বিভাগে ৪২৪৪৪৬ টাকা আয় এবং ২৮০৯৯৯২ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

নেপালরাজের মৃত্যুতে যে বালক এক্ষণে নেপালের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন, তিনি জঙ্গ বাহাদুরের কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র।

পার্লিয়ামেন্টের লার্ড বাটীতে যখন কাবুল যুদ্ধের সৈন্যদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় তৎকালে লার্ড লীটন সেনাপতি সার ফ্রেডরিক হেইন্সকে সাহসী বন্ধু ও সহযোগী বলিয়া অভিবাদন করেন এবং ভারতবর্ষস্থ সৈন্য সম্বন্ধে তাঁহার মনোযোগও বিপৎকালে তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে যৎকালে সেনাপতি হেইন্স তাঁহার সহযোগী ছিলেন, তৎকালে লীটন তাঁহার এই সকল গুণ দেখিতে পান নাই, বরং তাঁহার অকারণ তিরস্কার করিয়াছিলেন।

পার্লিয়ামেন্ট-মহাসভায় ইয়াকুব খাঁর সম্বন্ধে যে তর্ক বিতর্ক চলিতেছে, তাহাতে তাঁহার বিষয়ে অনেক কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। ইংলণ্ডের অনেকের মনে এই বিশ্বাস যে ইয়াকুব খাঁ মেজর ক্যাভ্যাগনারির হত্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। পূর্ব্বে এই বিষয় আলোচিত হইলে কাবুল যুদ্ধে এ দেশের অর্থের শ্রাদ্ধ হইত না।

সম্প্রতি বালীর পুলের নিকট হাঙ্গরের মত একটী মৎস্য ধরা পড়িয়াছে। উহার দৈর্ঘ্য সাড়ে পাঁচ হাত ও প্রস্থ প্রায় আড়াই হাত। হাঙ্গরের অপেক্ষা উহার মুখ দীর্ঘ এবং তাহার দন্ত করাতের মত।

তিলজলার লোকদিগের গোরস্থানের বড় অসুবিধা হইয়াছে। এক্ষণে যে গোরস্থান আছে তাহাতে মৃতদেহ প্রোথিত করিবার আর স্থান নাই। এজন্য ঐ স্থানবাসীরা তাহাদের মিউনিসিপালিটী সহকারী চেয়ারম্যান ট্রাভেল সাহেবের নিকট আবেদন করে কিন্তু তিনি তদ্বিষয়ে মনোযোগ দেন নাই।

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।
বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২২ এ মে সারণের অন্তর্গত সেওয়ানের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এফ, বি, টেলর ২ য় আদেশ পর্য্যন্ত কিছু দিনের জন্য উক্ত বিভাগে গোপীগঞ্জের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

১০ ই তারিখের হুকুম অনুসারে মুঙ্গেরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ই, আর, মিডলটন পুরীতে বদলী হইবেন এবং খুরদার ভার প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া যে আজ্ঞা হয় তাহা রহিত হইয়াছে।

পুরীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কমলনাথ ঘোষ কিছু দিনের জন্য খুরদার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

২৬ এ মে। বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জে, সি, ভীসি, ২ য় আদেশ পর্য্যন্ত ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

২৭ এ মে। সাহাবাদের অন্তর্গত বকসারের ভার প্রাপ্ত প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ, ই হ্যাল ১৮৭০ অব্দের দশ আইন অনুসারে সাধারণের ব্যবহারার্থ ভূমী সংগ্রহার্থ কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

নওয়াখালীর প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় ১৮৭০ অব্দের দশ আইন অনুসারে সাধারণের ব্যবহার জন্য ভূমিসংগ্রহার্থ কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু গোপীমোহন [illegible] ১৮৭০ অব্দের দশ আইন অনুসারে সাধারণের ব্যবহারের জন্য ভূমিসংগ্রহার্থ কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৩০ এ মে। উড়িষ্যার সহকারী কমিশনর ও কটকের করদ মহলের সহকারী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ করদ মহলের ডেপুটী কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৩১ এ মে। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু জগন্মোহন রায় ২১ এ তারিখে আপন কার্য্যে প্রত্যাবর্ত্তন করাতে তাঁহার অবকাশের অতিরিক্ত সময় রহিত করা হইল।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২১ এ মে। পাটনার মুন্সেফ বাবু অবিনাশ চন্দ্র মিত্র ২ য় আদেশ পর্য্যন্ত উক্ত বিভাগের ছোট আদালতের জজ ও সবর্ডিনেট জজের কার্য্য করিবেন।

৩০ এ মে। উড়িষ্যার কমিশনরের সহকারী ও কটকের করদ মহলের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহকারী ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে সরাসরি বিচার করণার্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং উক্ত ফৌজদারী আইনের ৩৬ ও ২৬৬ ধারা অনুসারে করদ মহলের অপরাধের বিচার করিবেন। আরও মহল সকলের সবর্ডিনেট জজের কার্য্য করিবেন।

বাবু দেবেন্দ্রনাথ রায় এম, এ বি, এল ময়মনসিংহে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং ২ য় আদেশ পর্য্যন্ত সদরেই নেত্রকোনায় থাকিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

ভাগলপুর।

২০ এ জ্যৈষ্ঠ।

অদ্যাপিও এক দিবসের জন্য সুন্দররূপ বারি বর্ষণ না হওয়াতে এই পবিত্র স্থান অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিয়াছে। বেলা ৪ দণ্ডের পর গৃহের বাহির হওয়া কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। মধ্যাহ্নকালে গৃহের বাহির হইয়া দেখিলে বোধ হয় যেন দিগ্দাহ হইয়া চতুর্দ্দিক ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে আরম্ভ করে। সূর্য্য এককালে দ্বাদশ মূর্ত্তিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিস্তার করিয়া মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদির দগ্ধপ্রাণ আরও দগ্ধ করিতেছেন! পণ্ডিতেরা যে বলিয়া থাকেন, মহৎ যদিও রুষ্ট হন, তাঁহার ক্রোধবেগ সহ্য করা তত কষ্টকর হয় না, কিন্তু মহত্তের বলে বলীয়ান্ নীচের প্রকোপ কখন সহ্য করা যাইতে পারে না! তাহা প্রাণান্তকর হইয়া থাকে। এ কথার অর্থ এক্ষণে সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। মহৎস্বরূপ সহস্রদেবাধিদেব দিবাকরের প্রচণ্ড কিরণাবলী বরং কথঞ্চিৎ সহ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু সূর্য্যকরোত্তপ্ত নীচ বালুকারাশির উষ্ণতা আর সহ্য করা যায় না। মৃত্তিকায় পাদক্ষেপ করিলে বোধ হয় যেন পদ দগ্ধ হইয়া গেল। পদ দগ্ধ হউক তাহাতে কোন ক্ষোভ নাই, কেন না যাহাদের হৃদয় দিবানিশি চিন্তানলে জ্বলিতেছে, বাহিরে সামান্য উত্তাপে তাহাদের কি হইবে? যাহারা [illegible] অনবকাশে [illegible] পাতিত করিয়াছে, তাহাদের সামান্য [illegible]-বিন্দু-সম্পাতে কি হইয়া থাকে? তবে ক্ষোভের বিষয় এই, এ জগতে দরিদ্রের মুখের দিকে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিতে কি কেহ নাই? [illegible] হইতে অমর পর্য্যন্ত সকলেই দরিদ্রের উপর অত্যাচার করিতে পারিলে কি পৌরুষ বোধ করিয়া থাকেন? [illegible] সহস্র-লোচন, তাঁহার হৃদয়ও কি [illegible] দগ্ধ মনুষ্য-হৃদয়ের ন্যায়? দরিদ্রের সামান্য সুখ দেখিলেও কি তাঁহারও চক্ষু টাটাইয়া থাকে? ওই যে সুধাধবলিত অট্টালিকায় দাস দাসী পরিবৃত পুরুষরত্নকে দাসীগণ ব্যজন করিতেছে, কৈ সূর্য্য তাঁহার কি করিতেছেন? তাঁহার গৃহের নিকটে যাইবারও ত সূর্য্যের ক্ষমতা নাই। যত ক্ষমতা কি অভাগা দরিদ্রের কুটীরের উপর!! যাহা হউক, একথা লিখিয়া আর কি ফলোদয় হইবে? যিনি ধনী, যিনি মহৎ, তিনি হয় ত একথা প্রলাপ বিজৃম্ভিত বলিয়া উপেক্ষা করিবেন! তাই একথা এই খানেই শেষ করিতে হইল। জলাভাবে এক্ষণে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠিয়াছে। শীঘ্র জল না হইলে আর রক্ষা নাই! কত সহস্র মানুষ পাগল হইয়া যাইবে! কয়েক দিবস গত হইল, এই বৎসরের মধ্যে এক দিন রাত্রে অত্যন্ত ঘোর ঘনঘটা হইয়াছিল। শয্যাপার্শ্বস্থিতা ক্রুদ্ধা চঞ্চলা রমণীর ন্যায় বিজলী মেঘের কোলে থাকিয়া চঞ্চলভাবে ঘন ঘন পতির প্রতি রোষ-কষায়িত লোচনে দৃষ্টিপাতও করিয়াছিলেন; মেঘও মহাগর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সে দৃষ্টি, সে মহাগর্জ্জন বা আড়ম্বর, যামিনীতে দম্পতীকলহের ন্যায় দেখিতে দেখিতে শেষ হইয়া বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ায় পরিণত হইয়া গিয়াছে!—ন্যায় পবন মধ্যস্থ হইয়া অচিরাৎ সকল কলহ মিটাইয়া দিয়াছেন! কলহ সময়ে বিজলী মেঘ স্ত্রৈণ পুরুষের ন্যায় অনা অভিমানিনী রমণীর

জনয়রঞ্জনার্থ যদিও মৌখিক প্রণয় দেখাইবার ছলে সামান্য দুই এক বিন্দু অশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু সে সামান্য অশ্রুপাতে বিয়োগ-বিধুরা উত্তপ্ত-হৃদয়া ধরিত্রীর হৃদয় সুশীতল হইবে কেন? বরং সপত্নী-সোহাগ-সন্দর্শনে তাঁহার হৃদয় আরও দ্বিগুণ-রূপে জ্বলিয়া উঠিয়াছে! ভগবান্ সুপ্রসন্ন না হইলে গরিবের প্রাণ যায়!

এই নিদারুণ গ্রীষ্ম সময়ে অগ্নিও বাদে লাগিয়াছেন। না লাগিবেন কেন, মনুষ্যের যখন কপাল পুড়িতে আরম্ভ হয়, তখন বিপদ একটী সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে অলক্ষ্যভাবে আসিয়া শেষে বহুতর নূতন নূতন বিপদকে আনয়ন করিয়া থাকে! প্রায় দুই মাসের মধ্যে কত পল্লী যে অগ্নিসাৎ হইয়া গেল তাহার ঠিক নাই। পীরপৈঁতির ত নাম জানা আন্দাজ গৃহ পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গিয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায়, দুষ্ট লোকেরাও নাকি আবার অনেক স্থানে গৃহে আগুন দিয়া থাকে। সে দিন পীরপৈঁতির একজন দোসাদ ধৃত হইয়া এখানকার বিচারালয়ে এই অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু বিচারক, উপযুক্ত প্রমাণাভাবে তাহাকে অব্যাহতি দিয়াছেন।

আবার শীতলাও দেখা দিয়াছেন! সুলতানগঞ্জ ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অত্যন্ত বসন্ত হইতেছে। ওলাউঠাও চুপ করিয়া নাই। তিনি মফস্বলের অনেক স্থানকে বেছন্নর করিয়া এখন সহরের প্রান্তে আসিয়া উঁকি মারিতেছেন! তবে সুখের বিষয় সহরে প্রাদুর্ভাব আজিও হয় নাই। বোধ হয় শেষ কালের জন্যই আছে।

এখানকার কালেক্টরিতে অধিকাংশ সময় নোটের টাকা না পাওয়ায় মহাজনদিগের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে। কত কষ্ট করিয়া শতকরা ।৵০ ।৹ আনা বাটা দিয়া তবে বাজারে নোট ভাঙ্গাইতে হইতেছে। নোটে যে লিখিত আছে "I promise to pay the bearer on demand the sum of Rs—" জিজ্ঞাসা করি, এ প্রতিজ্ঞা কে পালন করিবেন? কেন অকারণ প্রজাদিগের শতকরা ।৵০।।৹ আনা ক্ষতি সহ্য করিতে হয়? আশা করি, অতঃপর গবর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া যেন প্রজাদিগের অকারণ ক্ষতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

আজ কাল বাজার দর উত্তম।

শান্তিপুর।

আবগারী মহলের এক চেটিয়া ইজারদার ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিঃ এখানে কয়েকটা মদের খোলা ভাঁটী খুলিয়া মাতালদিগের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে। তিন পোয়া মদের মূল্য আট আনা অর্থাৎ টাকায় ছয় পোয়া মদ বিক্রয় হইতেছে, কিন্তু কাল্না ও সাতগেছে গ্রামে টাকায় চারি বোতল মদ পাওয়া যায়। যদিও এখানে অপেক্ষাকৃত উচ্চ মূল্যে মদ বিক্রয় হইতেছে, তথাপি প্রতিদিন ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি ভিন্ন কখন হ্রাস দেখা যাইতেছে না। পূর্ব্বে মদের বাজার গবর্ণমেণ্ট খাসে রাখিয়া গরম করিয়া তুলিয়াছিলেন, এজন্য বিস্তর মদ্যপায়ীকে মদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে খোলা ভাটীর কল্যাণে ইতরজাতীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতা আবার মদ ধরিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে দুলে, বেহারা ও বুনো প্রভৃতি শ্রমজীবী লোকে মদ ছাড়িয়া দিয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল, এক্ষণে শৌণ্ডিকেরা তৎসমস্ত মদের বিনিময়ে শোষণ করিয়া লইতেছে। এই ত গেল শ্রমজীবী লোকের কথা, কিন্তু ভদ্র মদ্যপায়ীর কথা স্বতন্ত্র। সত্যের অনুরোধে ও ভদ্রলোক মাতালের চিত্ত-কামনায় এই কথা কহিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আজ কাল ভদ্র-মাতালের জ্বালায় ও অত্যাচারে লোক এমনি উৎপীড়িত হইয়া উঠিয়াছে যে, মদের খোলা ভাঁটী উঠিয়া না যাইলে কিছুতেই শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা নাই। সে দিন একটী যুবা মদ্যপান করিয়া ভাগীরথী গর্ব্ভে সন্তরণ করিতেছিল, নেশার ঝোঁকে অকস্মাৎ হাত পা ছাড়িয়া দিয়া ডুবিয়া গিয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অদ্যাপি তাহার মৃত দেহ পাওয়া গেল না। ইহাকেই না বলে মদ্যপানের অবশ্যম্ভাবী ফল?

আমরা ইতিপূর্ব্বে সোমপ্রকাশে লিখিয়াছিলাম যে, জনৈক নিকারি পুত্র এখানকার পুলিসের হাজৎ-ঘরে অকস্মাৎ উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে; কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ ঘটনার সময় হাজৎঘরে প্রহরী ছিল, ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি অপরাধে তাহাকে ফৌজদারী সোপরদ্দ করেন। সম্প্রতি ডেপুটী বাবুর বিচারে উক্ত অপরাধ প্রমাণ হওয়াতে প্রস্তাবিত প্রহরী গোপাল সেখের তিন মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত শ্রীমন্দির বাসের আদেশ হইয়াছে। ইহাকেই না বলে "উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে?"

এখানকার ভাগীরথীর স্নানের ঘাটে গরুর গাড়ী ও শাল কাষ্ঠের এমনি আমদানী রপ্তানী আরম্ভ হইয়াছে যে, তন্নিবন্ধন স্নানার্থীদিগের বিস্তর কষ্ট ও বিপদ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া আমরা ইতিপূর্ব্বে সোমপ্রকাশে উহার প্রতিকারার্থ আন্দোলন করিয়াছিলাম, কিন্তু কাঙ্গালের কথা বাসী না হইলে মিষ্ট লাগে না বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। সম্প্রতি একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক গঙ্গা স্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে গরুর গাড়ীর তলে পড়িয়া হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শুনিলাম, ঐ স্ত্রীলোকটী মিউনিসিপাল হেড্ কনষ্টেবল সীতানাথ চট্টোপাধ্যায়ের জননী।

কয়েক দিন হইল, অত্রত্য বড় বাজারের কোন দোকানীর ঘরের চাবী ভাঙ্গিয়া চোর যথা সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে। পুলিস ঐ চুরির অনুসন্ধান পাইয়া চোরকে ধৃত করিয়াছে।

রাণাঘাট।

১৮ ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু খুদীরাম পোদ্দার এখানকার নূতন সব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছেন ইনি পূর্ব্বে রাণাঘাট সব ডিবিজানের কাননগু ছিলেন। ইহাঁর কার্য্য প্রণালী ভবিষ্যতের গর্ব্ভে নিহিত হইয়া রহিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে আমরা এক তারিখের সোমপ্রকাশে রাণাঘাট সব ডিবিজানের পুলিষের পঙ্কোদ্ধার করিবার প্রস্তাব করিয়া কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জানাইয়াছিলাম। আমাদিগের সেই লেখা দেখিয়াই হউক অথবা তাঁহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই হউক এ সব ডিবিজানের পুলিষের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেছেন। রাণাঘাট থানার সব ইন্সপেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে মেহেরপুর সব ডিবিজানের অধীন করিমপুর থানায় বদলি করা হইয়াছে এবং তাঁহার পদে পরাণচন্দ্র সরকার সব ইনস্পেক্টার হইয়া আসিয়াছেন। ইনি স্বীয় কার্য্যে কতদূর যোগ্য, আমরা এ পর্য্যন্ত তাহার পরিচয় পাই নাই। পরাণ বাবু রাধাবল্লভতলার লালগোপাল পালের কাপড়ের দোকানের সেই চুরির কিনারা করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট বাহবা লন, ইহাই আমাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা।

রাণাঘাটের মিউনিসিপালিটীর মা বাপ নাই বলিলে আমরা অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইব না। শশ্মা পাড়ার গলির বর্ত্তমান অবস্থাই আমাদিগের কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করিয়া দিতেছে। এই রাস্তা দিয়া বহুসংখ্যক লোকে গমনাগমন করিয়া থাকে। বিশেষতঃ নিকটস্থ মিউনিসিপালিটীর পুষ্করিণীতে যাইতে হইলে এই রাস্তা দিয়া যাইতে হয়। অনেক ভদ্রলোকের পরিবারগণ ঐ পুষ্করিণীতে স্নান করে ও ঐ পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করিয়া থাকে। এই বর্ষাকালে শশ্মাপাড়ার কর্দ্দম বিশিষ্ট এই পথ দিয়া যাইতে হইলে সর্ব্বসাধারণের যে কি পর্য্যন্ত ক্লেশ হয় তাহা লিখিতে কাষ্ঠময়ী লেখনীও বিদীর্ণা হইয়া যায়।

এই রাস্তার ধারে মিউনিসিপালিটীর পুষ্করিণীর নিকট

যে একটী সেতু আছে তাহার দুই মুখের জমী ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে লোকের আরও অনিষ্ট হইতেছে। আমরা ভরসা করি রাণাঘাট মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান মহোদয় এই রাস্তাটী একবার স্বচক্ষে দেখিয়া এ রাস্তাটী পাকা করিয়া দিয়া ও সেতুর মুখের জমী ভালরূপ বাঁধাইয়া দিয়া সাধারণ ট্যাক্স প্রদায়ী প্রজাগণের অজস্র আশীর্ব্বাভাজন হউন।

সোমপ্রকাশের পাঠকবর্গ আপনাদিগকে "রাণাঘাট ইউনিয়ন নামে একটী নূতন ক্লবের কথা জানাইয়াছিলাম, সম্প্রতি আমরা নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, আমাদিগের এই ক্লবের উন্নতি সাধনার্থ উলা বীরনগরের প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু নীলরতন মুখোপাধ্যায় ২০ টাকা, শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৩০ টাকা, শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় ৫০ টাকা ও শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১০০ এক শত টাকা প্রদান করিয়া আমাদিগের অজস্র ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। অন্নদা বাবু বিলক্ষণ উৎসাহী লোক। আমাদিগের কালেজের কৃতবিদ্যগণ একবার কালেজ হইতে বহির্গত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই প্রায় অনেকেরই পুস্তকের সহিত সম্পর্ক থাকে না। অন্নদা বাবু ষষ্টি বৎসর-বয়স্ক হইয়াছেন; কিন্তু প্রতিদিন সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া থাকেন। পাঠকবর্গ! আমাদিগের এই বৃদ্ধ জমীদার, সোমপ্রকাশ নববিভাকর, প্রভৃতি সংবাদপত্র এবং ভারতী আর্য্যদর্শন প্রভৃতি মাসিক পত্র গ্রহণ ও উদ্যমতা পাঠ করিয়া থাকেন, এটী সামান্য আহ্লাদের বিষয় নহে? মফস্বলের অন্যান্য জমীদারগণ বৃথা আমোদে কাল হরণ না করিয়া অন্নদা বাবুর অনুকরণ করেন, ইহাই আমাদিগের নিষ্কাকিঞ্চন সংবাদে অনুরোধ।

দেবগণের মধ্যে আগমন, হিন্দুদিগের বহির্বাণিজ্য, অশ্বসংহত্যা বামদেব, সাংখ্যদর্শন, এই ৮টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাস্থল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোম প্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধরূপ একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত পদাদিকম্প, রূপবিহীনতা, মানসিক বিকার, বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
মোং কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

যিনি এক দিবসে অদৃষ্টদর্পণে জীবাত্মার প্রতি-বিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

আর, লায়েল কোম্পানি।

ঘড়িওয়ালা স্বর্ণকার ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য আমদানিকারী ১৭৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কলি-কাতার এবং মফস্বলের সকল প্রকার ব্যবসায়দার-দিগকে, দলের শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভদ্র লোক দিগকে এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড় লোক দিগকে অতি অল্প লাভে সকল রকম দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। যাঁহার যাহা প্রয়োজন, লিখিয়া পাঠাইলেই মাল চালান করা যায়, এবং মূল্য প্রাপ্ত হইলে শীঘ্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সুবিধা হয় কি না, বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। তবে এই বলিতে পারি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছি; কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কেহ কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।
আর, লায়েল কোম্পানি
১৭৫ নং রাধাবাজার
কলিকাতা।

ত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকুনি, টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৵০ আনা।

টুথ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র শীল—চুঁচুড়া	১০
" " শ্যামাচরণ রায়চৌধুরী—বেড়বল্লভপুর	৫॥
" " বঙ্কিমচন্দ্র বসু—দেহুড়দা	৭
" " কান্তিচন্দ্র সর্ব্বজ্ঞ—সোণাবেড়ে	৭
" " কৃষ্ণকিশোর রায়—শলুয়া দমদমা	৭
" " চন্দ্রশেখর সান্যাল—কুলবাড়িয়া	৭
" " হৃদয়চন্দ্র দাস	৭
" " মহেন্দ্রনাথ হালদার—মেদিনীপুর	৭
" " আনন্দমোহন দাস—কসবা	৫
" " বিহারিলাল মিত্র—মধ্যমপুর	৭
" " প্যারিমোহন চাকি—সুবর্ণখালী	৭
" " শ্রীমন্তলাল চট্টোপাধ্যায়—বগুড়া	৭
শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় দ্বারভাঙ্গাগ্রাম	৭
" " রামদয়াল নন্দী—চট্টগঞ্জ	৭॥০
" " কৃষ্ণকুমার দত্ত—হাজিগঞ্জ	৭
" " সুরেন্দ্রনাথ মিত্র—ভবানীপুর	৫॥০
" " শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জলপাইগুড়ি	৬॥০
সাঁঝিলাল শ্রীশ্রীরামনারায়ণ সিংহদেব বাহাদুর কাশীপুর	১০
সি, পি, কাসপার্স—রাণীগঞ্জ	১০
বামুনা রিডিংক্লবের সেক্রেটরি—বর্দ্ধমান	৭
ফয়জেলেচ্ছা চৌধুরাণী—লাকসমি	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ✓০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৪ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "। ৩১ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ৩২ এ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৮১। ১৩ ই জুন।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১২৮৭ সাল গত হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য গ্রহণের নিয়ম, এ বিষয়টী বিশেষ করিয়া পাঠকগণের স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, তাহা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তব্য।

যাঁহারা মনিঅর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভ্রম প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। যথা—যিনি কাগজ লন, হয় ত তাঁহার কর্ম্মচারী মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরও কর্ম্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্ম্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, বাসগ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহাদের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল কোরণ্ড, মাংস কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্রে বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ব্রাদার্‌স্ এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাস কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০৷৷০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাশুলসহ ৫৷৷০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাশুল ।৵০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৶০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৪৷৵০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ।৵০, গোপাল তাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

ব্লাক এণ্ড মরে।

৫৫ টাকা মূল্যের ইংলিস-ওয়াচ

কলে প্রস্তুত করা এবং লিভার স্কেপমেণ্ট সহিত। হণ্টিং অথবা গার্ড্জন এই দুই প্রকার আকারে প্রস্তুত হয়। যত প্রকার ঘড়ি আছে সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা অধিক দিন স্থায়ী এবং ঠিক চলে। এই ঘড়ির চলিবার কল সকল ইংরাজ কারিগর দ্বারা নির্ম্মিত। ইংরাজী কেসে আমেরিকান অথবা জেনেভা কল যেমন থাকে ইহা সেরূপ নহে।

গোল্ড হণ্টিং ইংলিস ওয়াচ

মূল্য ১৮০ টাকা।

শক্ত এবং পরিষ্কার কেসে, (সাধারণত) ম্যাক কেজ আকারের।

রেলওয়ে গার্ডস কী-লেস ওয়াচ।

শক্ত ও এবং ঠিক চলা বিষয়ে সকল ঘড়ি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৫ টাকা। যে সে রূপে ব্যবহার করিলেও নষ্ট হইবে না।

বেদিং ক্রনোগ্রাফস। পিতল এবং নিকল নির্ম্মিত। মূল্য ৩৮ হইতে ৭০ টাকা।

উত্তম পরকোলা ও চসমা ও নিটিনাম বা বিশিষ্ট আই প্রিজার্ভার মূল্য ৩৷৷০ ও তদোধিক মূল্যে।

প্রেরিতপত্র।

আমাদের জীবিকার্থ কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য।

আজ কাল অনেকের মুখে এই ধুয়া হইয়াছে—"[illegible] চাকরীর চেষ্টায় কাজ নাই সকলে এক একটী স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন কর।" চাকরীর প্রতি লোকের এরূপ [illegible] অনেক কারণ আছে। এক তো, দশ বৎসর [illegible] করে [illegible] আজ এঁর সুপারিস [illegible] [illegible] করিলে হয় [illegible] টাকার চাকরী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এক [illegible] কোন প্রকার একটী কাজ পাইলেন [illegible] সাহেবের তাড়নায় ও গালাগালি [illegible] [illegible] পরাধীনতার মত আর কষ্টকর কিছুই নাই। এই সকল দেখিয়া চাকরীতে সকলের অপ্রীতি [illegible] তাই সকলে বলেন, [illegible] [illegible] তাও কাজ নাই। আমরাও [illegible] আশা সকলে পরিত্যাগ কর। সকলেই [illegible] উপাসনা করিলে এই কষ্ট [illegible]।

[illegible] লাগে না—মুখের কথা বলাইলেই [illegible] তাহা কাজে করা [illegible] সময়ে সহজ [illegible]। এ সম্পর্কে আমাদের সমাজের কোন কোন [illegible] সংশোধন করা চাই। [illegible] জিজ্ঞাসা করিবেন [illegible] কি দোষ সংশো[illegible] [illegible], ছোট হউক [illegible] আমরা এক একটী স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করি[illegible], তাহাতে [illegible] হইবে না। আমরা [illegible] সকলকে [illegible] সম্মান [illegible] চাই—স্বাধীন-ব্যব[illegible] অধিক সম্মান করা চাই। আমি ভদ্র সন্তান, একটী মুদি খানার দোকান করিয়াছি, তৈল লবণ বিক্রয় করি—তোমার বাটীতে গেলে তুমি বলিবে—"দোকানীটে আসিয়াছে ঐ খানে বসুক।" হয়ত তোমার চেয়ে আমি পণ্ডিত, সচ্চরিত্র; এক দোকানের দোষে তুমি আমায় আদর করিলে না। আমি ভদ্র সন্তান, দোকানের দায়ে যদি সকলের নিকট উপেক্ষিত হই, তবে সে পাপ-দোকান রাখিতে কি আর ইচ্ছা করে? কাজেই, কাল দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করিব, দোকান তুলিয়া দিব। তখন অনাহারে এর দুয়ার ওর দুয়ার ফিরিব, প্রকারান্তরে ভিক্ষা করিব, আত্মীয় জনের গলগ্রহ হইব—তাতে তোমরা আমার আদর করিবে, কিন্তু দোকান করিয়াছিলাম সেই কলঙ্কে সমাজে মুখ দেখানো দায় হইয়াছিল। পাঠক দেখুন ইহাতে লোকে কিরূপে স্বাধীন বৃত্তির চেষ্টা করিবে? আমরা একথা বলি না যে, পদমর্য্যাদা একেবারে উঠাইয়া দেওয়া চাই,—উচ্চ নীচ পদানুসারে লোকের উপযুক্ত সম্মান করুন, কিন্তু স্বাধীন ব্যক্তিদের বিশেষ একটু সম্মান করুন নতুবা সামাজিক উন্নতির আশা নাই। এখানে আমরা পাঠকদিগকে একটী কৌতুককর গল্প উপহার দিতেছি—

আমাদের একজন কৃতবিদ্য যুবা কোন পদস্থ সাহেবের নিকট কর্ম্মের উমেদারীতে গিয়াছিলেন। তিনি বড় দরিদ্রের সন্তান, কিন্তু দশ জনের কৃপায় কিছু কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। সাহেবকে নিজের দুঃখের কথা সব জানাইলে, সাহেব বলিলেন—"ভাল, সম্প্রতি আমার কাছে তুমি দপ্তরীর কাজ কর, দুই মাস পরে তোমাকে এক শতটাকা বেতনের চাকরী করিয়া দিব।" যুবা বলিলেন—না সাহেব, দপ্তরীর কাজ করিতে আমার লজ্জা করিবে, আমি তাহা পারিব না।" সাহেব কিঞ্চিৎ কাল পরে দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—তাই তো, তবে কি [illegible]! এখন আমার কাছে কর্ম্ম খালি নাই। ভাল [illegible] কষ্টে পড়িয়াছ এই পঁচিশ টাকা তোমাকে দিতেছি; তুমি লও তবু অনেক উপকারে লাগিবে।" [illegible] আহ্লাদে সেই টাকা লইতে গেলেন। সাহেব তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য! দপ্তরীগিরি করিতে তোমার লজ্জা হইল, ভিক্ষা লইতে লজ্জা হইল না?" বাস্তবিক, লোকের অবস্থা প্রায়ই এইরূপ হইয়াছে।

এখন পাঠক দেখুন, এ রোগের ঔষধ কি? আমরা উপরে যাহা বলিলাম—স্বাধীন ব্যবসায়ীদিগেরও উপযুক্ত সম্মান করা চাই, তাহাই কি এই লজ্জা নিবারণের উপায় নয়? বরং আমরা সে সকল ব্যক্তিকে উৎসাহ দিব, অধিক সম্মান করিব; তবে তাঁহারা ছোট ব্যবসায়ও অবলম্বন করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। মানুষের অবস্থার সঙ্গে সমাজের অবস্থাও অনেক ফিরিয়া আসে, কিন্তু তাহাতে লোকের সহানুভূতি চাই। এখন কলিকাতা, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে ভদ্র সন্তানদের জুতার দোকান, মদের দোকান, দর্জ্জির দোকান দেখা যায়। এ সাইন-বোর্ডে দেখ লিখিত আছে—"চ্যাটর্জ্জি এণ্ড কোং শুমেকারস্।" ও সাইন বোর্ডে লিখিত আছে—"মজুমদার এণ্ড কোং টেলরস্।" আর পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যদি এই সকল ভদ্রসন্তান জুতার, মদের, দর্জ্জির দোকান করিতেন, তবে গ্রামের ভিতর তাঁদের বাস করা ভার হইত। ধোবা, নাপিত, পুরোহিত বন্ধ করা হইত; কেহ তাঁদের জল গ্রহণ করিত না।

কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ যখন প্রথম সংস্থাপিত হয়, সে এক ভয়ঙ্কর দিন গিয়াছে। যে সে জাতির মড়া ছুইতে হয়, কাটিতে হয়, মুদ্দার ফরাসের কাজ! সমাজের লোক একেবারে চমকিয়া উঠিল। মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইলে জাতি জন্ম থাকা দায়—ভর্ত্তি হইয়া কত লোক সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। কিন্তু, এখন সেই কালেজে স্মার্ত্ত শিরোমণিও গিয়া গুরুদিন মহম্মদের অন্ত্র ও পেরোয়ার প্যাচ ব্যবচ্ছেদ করিয়া দিতেছেন—আত্মিক জ্বরে সেখানে ক্ষত হইয়াছে কি না? এককালে যে কাজের প্রতি লোকের এত ঘৃণা ছিল, আর এক সময় সেই কাজের কত আদর। সকলই মানুষের প্রবৃত্তির দোষ,—আর দোষ সমাজের। যা একবার হইয়াছে, যা বরাবর হইয়া আসিতেছে তার একটু অন্যথা হইবার যো নাই। ইহাতে লোকের অবস্থা উন্নত হইবে কি, বরং দিন দিন অধঃপদে যায়। কোন একটী নূতন কাজে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, তাহার শুভাশুভ ফল ধরিয়া বিচার করা চাই, নচেৎ অবস্থার উন্নতি হয় না।

এখন সকলেই যদি স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করেন, কয় জন হাউস খুলিতে পারিবেন? বোধ করি, লক্ষ ব্যক্তির মধ্যে এক জন। বাকি নিরানব্বই হাজার নয় শত নিরানব্বই জনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারবারের চেষ্টা দেখিতে হইবে। কিন্তু, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বলিয়া সমাজে যদ্যপি তাঁহারা আদর না পান, তবে সে সকল কাজে তাঁহাদের প্রবৃত্তি জন্মিবে না। সে কারণ, স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিবার সঙ্গে আমাদের মনের অবস্থাও ফিরাইতে হইয়াছে।

শ্রীরঃ—

প্রশ্ন।

সম্পাদক মহাশয়! প্রসিদ্ধ মহাভারত অনুবাদক শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে বনপর্ব্ব

অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন তাহার ১৩০ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে,—

"রাজা কহিলেন, যে বজ্রবৎ বড়বার ন্যায় সংযুক্ত ও শ্যেনপক্ষীর ন্যায় পতনশীল দেবগণের মধ্যে কে তাহাদের গর্ভাধান করেন এবং তাহারাই বা কি প্রসব করে?

অষ্টাবক্র কহিলেন মহারাজ! ঐ দুই পদার্থ যেন আপনার শত্রুগৃহেও না থাকে। অনিল-সারথি-মেঘ তাহাদের জন্মদাতা এবং তাহারাও মেঘ প্রসব করিয়া থাকে।"

অষ্টাবক্র যে দুই পদার্থের কথা রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। অনেকে অনেক প্রকার কল্পনা করিয়া বলিতেছেন; কিন্তু কেহই সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ যুক্তিযুক্ত বাক্যে সে দুটী পদার্থ নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। অতএব আপনার সুবিখ্যাত সোমপ্রকাশে উল্লিখিত বিষয়টী প্রকাশ করিতেছি, ভরসা করি আপনার বিজ্ঞ পাঠকগণের মধ্যে যে কেহ উত্তর নির্ণয় করিবেন, তিনি আগামী বারের সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।—

১১ ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮। } শ্রীউমাপ্রসাদ কর মহাপাত্র মোহনপুর গড়।

ছিন্নমস্তা

সম্পাদক মহাশয়! আপনার সোমপ্রকাশে প্রকাশিত "বাঙ্গালা পাঠক সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমাদিগের ছিন্নমস্তা পড়িবার সাধ হয়। ছিন্নমস্তা একখানি বাঙ্গালার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তাহা আমরা জানিতাম না, সে ভ্রম আপনার পত্রপ্রেরক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া দূর করিয়াছেন। তিনি যে বঙ্গীয় পাঠকদিগের "চটকা" ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, সেই কারণে তিনি আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। ছিন্নমস্তা আদ্যোপান্ত অতি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলাম; কিন্তু দুঃখের বিষয় আশানুরূপ ফল পাইলাম না। সে দোষ গ্রন্থকারের নহে, সমালোচকদিগের নহে, পত্রপ্রেরক মহাশয়ের নহে, সে দোষ আমাদিগের অদৃষ্টের। উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করা আমাদিগের কপালে নাই, তা গ্রন্থকার কি করিবেন? তিনি ত অনেক চেষ্টা অনেক পরিশ্রম অনেক যত্ন সহকারে ছিন্নমস্তা প্রণয়ন করিয়াছেন, তবু যে আমাদিগের নিতান্ত ভাল লাগিল না, সে দোষ আমাদিগের ভিন্ন আবার কাহার? আমাদিগের অনেক দিনের আর একটী সাধ ছিল, আপনার পত্রপ্রেরকের পত্র পাঠে মনে করিয়াছিলাম বুঝি এত দিনে বিধি সুপ্রসন্ন হইলেন। কিন্তু হায় দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সাধও মিটিল না। মনে করিয়াছিলাম বুঝি এত দিনের পরে বঙ্কিম বাবুকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়ে আসন গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু কৈ তাহ ও তো হইল না? "বঙ্কিম বাবু বহুতর বিদেশীয় অপ্রসিদ্ধ উপন্যাসের অন্তর্গত বিষয় সকল নূতন বেশ ও অলঙ্কার প্রদানে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন" মাত্র আর ছিন্নমস্তা লেখক এক খানি অকৃত্রিম আদি স্বাধীন চিন্তা পরিপূর্ণ অপূর্ব্ব কাব্য সৃজন করিয়া বঙ্গ সাহিত্যসমাজ উজ্জ্বলীকৃত করিয়াছেন। বোধ হয় পত্রপ্রেরক মহাশয়ের এই মত, পত্রপ্রেরক মহাশয় কেন একেবারে পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিলেন না যে বঙ্কিম বাবু কেবল অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র আর তাঁহার কোন গুণ নাই যদি কিছু থাকে তবে অনুবাদটী উত্তম হইয়াছে। আইভানহোর অনুবাদ দুর্গেশ-নন্দিনী বড় মন্দ নহে কিন্তু মূল গ্রন্থ ছিন্নমস্তার কাছে লাগে না। পত্রপ্রেরক মহাশয় কি সেক্সপীরকে জগতের কবি বলিয়া স্বীকার করেন? যদি সেক্সপীরের কবিত্ব অস্বীকার করিবার ক্ষমতা না থাকে তবে বঙ্কিম বাবুর কবিত্বে দোষারোপ করিয়া যেন কাপুরুষের পরিচয় না দেন। সেক্সপীরের এণ্টনি ক্লিওপেট্রা প্লুটার্কের জীবনচরিত অবলম্বন করিয়া রচিত। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় জুলিয়স সিজারের অনেকগুলি ছত্র জনৈক অপ্রসিদ্ধ পুরাকালীন কবির সহিত কথায় কথায় মিলিয়া থাকে এবং প্রসিদ্ধ হামলেট অপ্রসিদ্ধ ডেনিস ইতিহাস অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে।

এক্ষণে ও সব কথা যাক্, আসুন ছিন্নমস্তা পাঠ করিয়া কি শিক্ষা করিলাম তাহারই আলোচনা করি। বাস্তবিক ছিন্নমস্তার যে সকল গুণ কীর্ত্তন করা হইয়াছে সে সকল ইহাতে আছে কি না আসুন বিচার করা যাউক। কপালিনী কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি! এই বাক্যটীর সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। কপালিনীর ৫ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়, আজ তিনি ষোড়শবর্ষীয়া, দরিদ্রের কন্যা, কপালিনী অতুল বিষয়াপন্ন সর্ব্বগুণান্বিত দেবেশ বাবুর স্ত্রী হইয়া মাঝে মাঝে পতিসহবাস সম্ভোগ করিয়াও পতিপ্রেম বুঝিতে পারিল না। দেবেশ বাবু অনেক কাকুতি বিনতি করাতেও কপালিনীর মন ভিজিল না, তাহা যে ভিজিবে না তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। প্রণয় স্বাভাবিক, কখন কাহার কথায় ভ্রূক্ষেপ করে না। ধন, মান, পদ, ঐশ্বর্য্য প্রণয়িনীর মন কখনও গলাইতে পারে না। কিন্তু হৃদয় কখনও নিরবচ্ছিন্ন প্রণয়শূন্য থাকিতে পারে না, একজনের প্রণয়ে আসক্ত না হয়—অন্যের প্রেমে হইবে। আমরা আশা করিয়াছিলাম—কারণ আশা না করা—অনৈসর্গিক—কপালিনী অন্য কাহারো প্রেমে মুগ্ধা—সেই কারণেই দেবেশ বাবুর অত যত্ন—অত বিনয় নিষ্ফল হইয়াছিল। পুস্তকের ১২৮ পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া আমাদিগের এই বিশ্বাস অবিচলিত ছিল—শুধু আমাদিগের কেন গ্রন্থকারেরও ছিল। তার পর ১২৯ পৃষ্ঠায় তিনি আমাদিগকে পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিলেন—কপালিনী অসতী নহেন। যে কপালিনীর হৃদয় এক দিনের জন্যও পতির প্রতি অনুচিত কঠোর ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হয় নাই—হঠাৎ এক গণকের মুখে—প্রায়শ্চিত্ত করিলে পতি সন্দর্শন লাভ হইবে—শুনিয়াই তাহার হৃদয় জলিয়া উঠিল—আর কপালিনী অমনি গৃহত্যাগিনী হইলেন। আর একটী কথা বলিতে ভুলিয়াছিলাম কপালিনীর পতিপ্রতি বিরাগের কারণ কি? দেবেশ বাবু আশ্রিতা দুঃখিনী "রাঙ্গা বৌকে" গহনা দিয়াছিলেন আর "রাঙ্গা বৌ" ছোট বৌকে (কপালিনীরে ভাল বাসে) বলিতেছিল—এমন সময়ে কপালিনী "ভাল বাসি" কথাটী শুনিতে পাইয়াছিল বলিয়া তাহার নায়কের প্রতি বিরাগ জন্মিল। গৃহ ত্যাগ করিয়া কপালিনী যোগিনী বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিলেন। শেষে ছদ্মবেশধারী দেবেশ বাবুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। মুর্দ্দাফরাসের গৃহে ঝটিকা বৃষ্টি সঙ্কুল—অমানিশায় তাহাদিগের পরিচয় হইল। কপালিনী নিজ দোষ স্বীকার করিলেন—দেবেশকে অনেক কষ্ট দিয়াছেন বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন—এবং অবশেষে "তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া নিজ কণ্ঠে আঘাত করিলেন। কপালিনীর মৃত্যু হইল। কপালিনীর চরিত্রে যদি কোন মাধুর্য্য থাকে, তাহা গ্রন্থের শেষ-ভাগে ১৮০-১৮১ পৃষ্ঠায় উজ্জ্বলবর্ণে প্রকাশিত হইয়াছে। শেষভাগ পাঠ করিয়া অশ্রু সম্বরণ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

কপালিনী সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মনে কি ছিল তাহা আমরা ১৮০-১৮১ পৃষ্ঠা মাত্রই পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছি। সংক্ষেপতঃ, কপালিনীর চরিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হয় নাই। গ্রন্থকারের যাহা মনে ছিল তাহা মনে রহিয়া গিয়াছে—পাঠকবর্গ তাহা জানিতে পারেন নাই। কপালিনী মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ভাগ্যবশতঃ এই কয়টী কথা বলিয়া গিয়াছিলেন তাহাই আমরা জানিতে পারিলাম—যে কপালিনী বাস্তবিক দেবেশ বাবুকে—ভাল বাসিতেন—দুষ্টা বুদ্ধি তাহার স্কন্ধে চাপিয়াছিল বলিয়া তাহার ভাল বাসা প্রকাশিত হয় নাই।

সোমপ্রকাশ

৩২ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

কলিকাতার প্রকাশ্য স্থানে ধর্ম্মপ্রচার।

কিছুদিন হইতে এই আন্দোলন চলিতেছে যে কলিকাতার পুলিস কমিশনর খ্রীষ্ট মিশনরিদিগকে প্রকাশ্য স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিতে না দিয়া ভাল কাজ করিয়াছেন কি না? আমরা মুঙ্গেরে রামলীলার ময়দানে মিশনরিদিগের যেরূপ বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম, তাহাতে আমাদিগের বিবেচনায় কলিকাতার পুলিস কমিশনর প্রকাশ্য স্থানে ধর্ম্ম প্রচার নিষেধের আদেশ দিয়া ভাল কাজই করিয়াছেন। পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়া আমাদের এই সংস্কার জন্মিয়াছে, মিশনরিদিগের ধর্ম্ম-প্রচার-কালীন বক্তৃতা কেবল অন্য ধর্ম্মের দ্বেষ ও পরধর্ম্মোপাসকদিগের আরাধ্য দেবতার নিন্দাবাদেই পর্য্যবসিত হয়। প্রকাশ্য স্থানে প্রাতে ও বৈকালে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কেহ হিন্দু, কেহ মুসলমান, কেহ বা কোন ধর্ম্মের এক সম্প্রদায় ভুক্ত, কেহ বা অন্য সম্প্রদায় ভুক্ত। যাহার যে ধর্ম্মে বিশ্বাস আছে, তাহার সেই ধর্ম্মের ও উপাস্য দেবতার নিন্দাবাদ শুনিলে তাহার হৃদয়ে যে অতিশয় আঘাত লাগে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহাতে নিঃসংশয় তাহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়। পরস্পর ধর্ম্মের আক্রমণ নিবন্ধন সে দিন লাহোরে হিন্দু ও মুসলমানে যে মহাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তবে যদি কোন ধর্ম্ম প্রচারক তাঁহার ধর্ম্মের উৎকর্ষ প্রদর্শনার্থ শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে তাহাদের ধর্ম্মের নিন্দা না করিয়া আপন ধর্ম্ম বিবৃত করিয়া বুঝাইয়া দেন এবং তাঁহার সেই ধর্ম্মের দিকে সাধারণের মন আকৃষ্ট করিবার জন্য তাঁহার ধর্ম্মের উৎকৃষ্ট উপদেশ সকল প্রদর্শন করিয়া শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিতে পারেন, তাহাতে ক্ষতি হয় না। কিন্তু সচরাচর আমরা দেখিতে পাই যে অধিকাংশ খ্রীষ্ট মিশনরি তাহা না করিয়া শ্রোতৃবর্গের ধর্ম্মের ও আরাধ্য দেবতার নানাবিধ দোষ বর্ণন করিয়া সর্ব্বতোভাবে সেই ধর্ম্মের উপর তাঁহার বিদ্বেষের পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহার ফল এই ঘটে যে ধর্ম্মপ্রচারকের বক্তৃতায় মনোযোগ দেওয়া দূরে থাকুক, শ্রোতৃগণ বক্তার উপর সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠেন। এমন কি সময়ে সময়ে ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতার ফল মারামারি ও দাঙ্গা হাঙ্গামায় পরিণত হয়।

পুলিসের প্রধান কার্য্য, সমাজের শান্তি রক্ষা করা। সেই শান্তি রক্ষার্থ তাঁহারা বিহিত উপায় অবলম্বন করিলে, এবং সেই উপায় নীতিবিরুদ্ধ, অন্যায় ও অসঙ্গত না হইলে তাহার প্রতিবাদ করা অন্যায়। ষ্টেট্সম্যান ইহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া মিশনরিদিগের স্বত্বের তর্ক উত্থাপন করিয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ষ্টেটসম্যান বলেন যে প্রকাশ্য স্থানগুলি মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের নিজের সম্পত্তি নহে, কিন্তু তাঁহারা করদাতাদিগের প্রতিনিধি বলিয়া তাহার তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণে তাঁহাদিগের অধিকার আছে। তাঁহারা সাধারণের ট্রষ্টীর ন্যায় এই সকল সম্পত্তির স্বামী। ষ্টেট্সম্যানের এই বাক্যে আমরা সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করি। কিন্তু তাহা হইতে তিনি যে তর্ক পরম্পরার উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। ষ্টেটসম্যান বলেন যখন প্রকাশ্য স্থানগুলি সাধারণের সম্পত্তি হইল, তখন মিশনরিগণ সাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপ তথায় ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারিবেন না কেন? আমরা আমাদের সহযোগীকে জিজ্ঞাসা করি, খ্রীষ্ট মিশনরিরা খ্রীষ্টান ভিন্ন হিন্দু ও মুসলমান সাধারণের প্রতিনিধি কিরূপে হইলেন? খ্রীষ্ট মিশনরিরা হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের উপর অজস্র গালি বর্ষণ করেন ও তাঁহাদের হৃদয়ে বেদনা দেন বলিয়া কি তাঁহাদের প্রতিনিধি? যিনি এইরূপ কার্য্য করিবেন, তিনিই প্রতিনিধি; এই কি প্রতিনিধি শব্দের অর্থ? এতদ্ভিন্ন ষ্টেটস্ম্যান প্রকাশ্য স্থান সমূহে মিশনরিদিগের বক্তৃতা করিবার স্বত্বাধিকারের কথা লইয়া অনেক বাগ্জাল বিস্তার করিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, সে স্বত্বটী কি? হিন্দু ও মুসলমান ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর ধর্ম্মের নিন্দা করাই কি সেই স্বত্ব? বরাবর যদি একটী নিন্দিত কার্য্য করিলেও তাহাতে স্বত্ব জন্মে, তাহা হইলে চোরেও ত বলিতে পারে সে বরাবর পুরুষানুক্রমে চুরী করিয়া আসিতেছে, অতএব চুরী কার্য্যে তাহারও স্বত্ব জন্মিয়াছে। আমরা কোন দেশে কোন আদালতে, কোন আইনের গ্রন্থে এ প্রকার স্বত্বের কথা শুনিও নাই, দেখিও নাই।

পর ধর্ম্মের নিন্দা করিলে পেনাল কোডের ২৯৮ ধারায় তাহার দণ্ডের বিধি আছে বটে; কিন্তু আদালতের ব্যয় ও কষ্ট সহ্য করিবার ভয়ে কেহই আদালতের আশ্রয় গ্রহণে অগ্রসর হয় না। এই সকল কারণে আমাদের এই ব্যবস্থা বিধান কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে যে, কি খ্রীষ্ট মিশনরি কি ব্রাহ্ম মিশনরি, কি হিন্দু ও কি মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারক কেহই পর ধর্ম্ম দ্বেষ ও নিন্দাপূর্ণ ধর্ম্ম প্রচারার্থ প্রকাশ্য স্থানে স্থান প্রাপ্ত না হন।

ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের পাণ্ডুলেখ্য।

লুইট্নি ষ্টোক্স সাহেব আমাদিগকে আইনের বলে ধর্ম্মনীতির অনুশীলনে বাধ্য করিতে উৎসুক হইয়াছেন। ইনি এক্ষণে চলিত ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনটী সংশোধন করিয়া তাহার স্থলে নূতন একটী আইন করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় একটী পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে উহার একটী ধারার প্রতিবাদ করিয়া কয়েকটি কথা বলিয়াছিলাম। এক্ষণে উহার ৪২ ধারা সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য উপস্থিত হইয়াছে। ৪২ ধারায় এইরূপ লিখিত আছে যে:—

"প্রেসিডেন্সি সহরের মধ্যে অথবা বাহিরে মনুষ্য-জীবন অথবা মূল্যবান সম্পত্তি বিনাশকর অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার নিমিত্ত সাহায্যার্থী মাজিষ্ট্রেট অথবা পুলিস কর্ম্মচারীকে সাহায্য করিতে সকল ব্যক্তিই বাধ্য।"

আপাততঃ এই ধারাটী পাঠ করিলে হঠাৎ এই প্রতীতি হয় যে ষ্টোকস্ সাহেব গৃহদাহ সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া একটী অভূতপূর্ব্ব মহৎ কল্যাণ সাধন করিলেন। এই ধারাটী পাঠ করিয়া কাহার মনে এই ভাবের উদয় না হয় যে কি সহরে, কি বাহিরে, কোন স্থানে গৃহদাহ হইলে তথাকার লোকে অগ্ন্যুৎপাত দেখিয়া সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করিয়া থাকেন? কাহারও মৃত্যু হউক, বা সম্পত্তি বিনষ্ট হউক, কেহই সেই অগ্নি নির্ব্বাণে উন্মুখ ও যত্নবান হন না, কেবল স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট ও পুলিস কর্ম্মচারীরা এই বিপদে বিপন্ন ব্যক্তির প্রতি সহৃদয়তা প্রকাশ করেন এবং তাহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিবার বাসনায় ব্যগ্র ও অগ্রসর হইয়া থাকেন; আর এরূপ বোধও হয়, যেন মাজিষ্ট্রেট বা পুলিস কর্ম্মচারী উপেক্ষমাণ দর্শকদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু কেহই তাঁহাদিগকে এই হিতকর কার্য্যে সহায়তা করেন না। বাস্তবিক কি এরূপ ঘটনা হইয়া থাকে? আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে কলিকাতার মধ্যে অথবা তাহার সন্নিহিত কোন স্থানে কোন গৃহে অগ্নি লাগিলে অগ্নি নির্ব্বাণের জন্য পুলিসের লোক আসিবার পূর্ব্বেই তৎপার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা অগ্নি নির্ব্বাণের জন্য অগ্রসর হয়, এবং কখন কখন তাহারা নিজেই নির্ব্বাণ করিয়া ফেলে। মফস্বলে কাহারও গৃহে অগ্নি লাগিলে পুলিস সাহায্যার্থ আগমন করেন, ইহা আমরা চক্ষে দেখি নাই। গৃহস্বামী ও তাঁহার প্রতিবাসিরাই অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া ফেলে। রাজসাহী, ময়মনসিংহ রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলে পর্ণকুটীরই অধিক। সেখানে প্রতিবৎসর গ্রীষ্মকালে অগ্নির ভয়ানক উপদ্রব হয়। আমরা সেইখানে দেখিয়াছি, গ্রামস্থ লোকেরাই

অগ্নি নির্ব্বাণে তৎপর হয়, বরং পুলিষের লোকে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখে।

অতএব এ সম্বন্ধে এ বিধানটীর আবশ্যকতা কি? তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। প্রত্যুত, এই বিধানের দ্বারা দেশের হিত না হইয়া বরং দেশের অনিষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। ষ্টোক্‌স সাহেবের হৃদয় অতি কোমল ও কৃপালু সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার মাজিষ্ট্রেট ও পুলিষ কর্ম্মচারীরা যে তাঁহার ধাতুতে নির্ম্মিত নন, বোধ হয় সেটী তিনি জানেন না। মফস্বলের কোন কোন পুলিষ আমলা জেলার জজ ও মাজিষ্ট্রেট অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা চালনা করেন। আমরা শুনিয়াছিলাম, এক জন পল্লীগ্রামের লোক কোন জেলার জজ সাহেবের বিচারে জয়লাভ করিয়া জজ সাহেবকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল "সাহেব তুমি দারগা হও।" মনে কর মফস্বলের কোন গ্রামে কাহারো গৃহে অগ্নি লাগিয়াছে, পুলিষ কর্ম্মচারী তাহার সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং অবচ্ছেদাব চ্ছেদে সকলকেই অগ্নি নির্ব্বাণ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, দর্শকদিগের মধ্যে যাহারা রুগ্ন ও ভগ্ন, তাহারা সাহায্য করিতে পারিল না। পুলিষ তাহাদিগের উপরে জুলুম আরম্ভ করিলেন। এই সামান্য সূত্র লইয়া কত যে শোচনীয় কাণ্ড ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা বলা যায় না।

ইউরোপীয় দ্বৈধাতব মত।

প্রথম প্রস্তাব।

প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর গত হইল, এদেশে স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে এক ভরি স্বর্ণ যে মূল্যে পাওয়া যাইত, এখন ক্রয় করিতে গেলে তদপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে হয়। তখন যে গিনির দর সাড়ে দশ টাকা ছিল, এক্ষণে সেই গিনির দর প্রায় সাড়ে বার টাকা দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ এই যে পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে ইউরোপের বাজারে রৌপ্যের মূল্যের অনেক হ্রাস হইয়াছে। রৌপ্যের মূল্যের হ্রাস হওয়াতে রৌপ্যের সহিত স্বর্ণের যে মূল্যের সম্বন্ধ ছিল, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে; সুতরাং এই উভয় ধাতুর বিনিময়কার্য্যে পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অধিক রৌপ্য না দিলে স্বর্ণ পাওয়া যায় না।

অতএব রৌপ্যের মূল্য হ্রাস হইল কেন অগ্রে তাহার নির্ণয় করা আবশ্যক। পদার্থমাত্রেরই মূল্যের এক নিয়ম এই যে—যে পরিমাণে যে পদার্থ বাজারে পাওয়া যায়, তদনুসারে তাহার মূল্যের হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে পদার্থ অধিক পাওয়া যায়, তাহার মূল্য অল্প, এবং যে পদার্থ অল্প পাওয়া যায়, তাহার মূল্য অধিক। মূল্যের তারতম্যের আর একটি নিয়ম আছে। সেটি এই যে, পদার্থ মাত্রেরই মূল্যের বৃদ্ধি ও হ্রাস পদার্থের প্রয়োজনানুসারে হয়। অর্থাৎ যে পদার্থের যত অধিক প্রয়োজন, তাহার মূল্য তত অধিক, এবং যে পদার্থের যত অল্প প্রয়োজন, তাহার মূল্যও তত অল্প। এখন দেখা যাউক, স্বর্ণ ও রৌপ্য সম্বন্ধে মূল্যের এই নিয়ম-প্রয়োগ সঙ্গত হইতে পারে কি না? মনে কর এক দেশে রৌপ্য-মুদ্রা ভিন্ন অন্য কোন মুদ্রা চলিত নাই। সেই রৌপ্য মুদ্রার নাম টাকা। সুতরাং সেই দেশবাসীদিগকে সেই রৌপ্য মুদ্রা অর্থাৎ টাকার দ্বারাই সমুদায় দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতে হইবে। কি ভক্ষ্য, কি পেয়, কি মণিমুক্তা, কি স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি যে কোন পদার্থ মনুষ্যের ব্যবহারে লাগে, তৎসমুদায় সেই দেশবাসীদিগকে সেই রৌপ্য মুদ্রা, অর্থাৎ টাকা দিয়া ক্রয় বিক্রয় করিতে হইবে। সুতরাং টাকাই তাহাদের ক্রয় বিক্রয়ের অর্থাৎ বিনিময়ের একমাত্র অবলম্বন। মনে কর সেই দেশে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে স্বর্ণ উৎপন্ন হইতেছে এবং অধিক পরিমাণে বাজারে পাওয়া যাইতেছে। প্রত্যেক স্বর্ণ-ব্যবসায়ী স্বর্ণ বিক্রয়ের জন্য উৎসুক হইয়াছে। কিন্তু তদ্দেশবাসিগণ স্বর্ণ ক্রয় করিবার জন্য তত ব্যগ্র নহে। এরূপ অবস্থায় স্বর্ণের মূল্যের হ্রাস হইতেই হইবে। যদি পূর্ব্বে সেই দেশে ষোল টাকা দিয়া একভরি স্বর্ণ পাওয়া যাইত, বাজারে স্বর্ণ বর্ণিতরূপ হইলে তদপেক্ষা ন্যূন মূল্যে অর্থাৎ অল্প টাকায় সেই একভরি স্বর্ণ ক্রয় করা যাইতে পারিবে। আবার যদি সেই দেশে অল্প পরিমাণে স্বর্ণ উৎপন্ন হয়, এবং বাজারে যদি অধিক পরিমাণে স্বর্ণ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি হইবে; অর্থাৎ ষোল টাকা অপেক্ষা অধিক টাকা দিয়া একভরি স্বর্ণ ক্রয় করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন, যে দেশে স্বর্ণের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, সেই দেশে স্বর্ণের মূল্যের নিঃসংশয় হ্রাস হইবে, পক্ষান্তরে যদি স্বর্ণের অধিক প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে তাহার মূল্যের বৃদ্ধি হইবে, অর্থাৎ তাহার বিনিময়ে অধিক টাকা লাগিবে। আমরা স্বর্ণের সম্বন্ধে যে কথা বলিলাম, রৌপ্যের সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা খাটিতে পারে। অর্থাৎ যে দেশে এক মাত্র স্বর্ণ-মুদ্রা প্রচলিত, সে দেশে রৌপ্যের আধিক্য অথবা অল্পতা হইলে রৌপ্য অল্প অথবা অধিক মূল্যে বিক্রীত হইবে। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে পদার্থমাত্রেরই সুলভতা ও দুর্লভতা এবং প্রয়োজন অনুসারে তাহার মূল্যের হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়।

এক্ষণে রৌপ্যের মূল্যের হ্রাস কেন হইল, তাহার নির্ণয় করিতে হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে উপরি উক্ত উভয় কারণই ইহার মূলে বিদ্যমান রহিয়াছে। এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আমেরিকার খনি হইতে রৌপ্য উদ্ধৃত হইতেছে। জর্ম্মণি তাঁহার চল্লিশ কোটী টাকার রৌপ্যের ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন। এজন্য ইউরোপীয় বাজারে অধিক পরিমাণে রৌপ্যের আমদানী হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইংলণ্ড, জর্ম্মণি, ইটালী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে সুবর্ণ এক্ষণে আদান প্রদানের একমাত্র মুদ্রা অর্থাৎ স্বর্ণ মুদ্রাই ঐ সকল দেশে বিনিময়ের একমাত্র অবলম্বন। তদ্দেশবাসিরা রৌপ্য-মুদ্রা এক প্রকার দেশ হইতে উঠাইয়া দিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইংলণ্ডে জনসমাজে রৌপ্য সাধারণতঃ ব্যবহার করিবার আর একটী প্রধান অন্তরায় আছে। ইংলণ্ডে রৌপ্যনির্ম্মিত ভোজন-পাত্রাদি ব্যবহার করিতে হইলে ব্যবহারকারীকে প্রত্যেক ঔন্স (প্রায় অর্দ্ধছটাক) রৌপ্যের জন্য আঠার পেনি (প্রায় চৌদ্দ আনা) করিয়া টেক্স দিতে হয়; এজন্য ইংলণ্ডের প্রজারা সাধারণ্যে রৌপ্যনির্ম্মিত ভোজনপাত্রাদি ব্যবহার করিতে পারে না। সুতরাং ইউরোপে যদিও রৌপ্যের বাজার সুলভ, তথাপি তাহার গ্রাহক অধিক নাই। এই কারণেই ইহার মূল্য এত অধিক হ্রাস হইয়াছে। এদিকে ভারতবর্ষ, ইউনাইটেড ষ্টেটস্, ক্যানেডা প্রভৃতি কয়েকটী দেশ ভিন্ন সমুদয় সভ্য দেশে সুবর্ণ মুদ্রাই চলিত। তন্মধ্যে কোন কোন স্থানে যদিও রৌপ্য-মুদ্রা প্রচলিত আছে, তথাপি সুবর্ণ-মুদ্রা বিনিময়ের একমাত্র অবলম্বন হওয়াতে ঐ সকল দেশে ও ঐ সকল সমাজে স্বর্ণের অধিকতর আদর হইয়াছে। পক্ষান্তরে, এদেশে অলঙ্কারের জন্য প্রতিবৎসর বিস্তর স্বর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং পূর্ব্বের ন্যায় রৌপ্য নির্ম্মিত অলঙ্কারের তত প্রাদুর্ভাব নাই। এই সমুদায় কারণ বশতঃ স্বর্ণের মূল্যের বৃদ্ধি হইয়াছে ও রৌপ্যের মূল্যের হ্রাস হইয়াছে। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দ অবধি এই গোলযোগের সূত্রপাত হইয়াছে; তৎপূর্ব্বে স্বর্ণ ও রৌপ্য মূল্যের যে সম্বন্ধ ছিল, যদিও মধ্যে মধ্যে তাহার সামান্য পরিবর্ত্তন হইত, তথাপি তাহাতে স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রার পরস্পর সম্বন্ধের কোন ব্যতিক্রম করিতে পারে নাই। কিন্তু যে পর্য্যন্ত ইউরোপীয় দেশ সমূহ স্বর্ণ-মুদ্রাকে পদার্থের মূল্য স্থির করিবার একমাত্র অবলম্বন বলিয়া দণ্ডায়মান করাইয়াছেন, তাবৎ এই গোলযোগ চলিতেছে।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্যের তারতম্য হওয়াতে ভারতবর্ষকে সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে। এদেশে স্বর্ণ মুদ্রা নাই। মোহর বলিয়া একটি শব্দ কেবল দেশীয়দিগের মুখে ও পাটীগণিতের সংজ্ঞা প্রকরণে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ কার্য্যে তাহার বাহুল্যে প্রচার নাই। রৌপ্যই এদেশে

বিনিময়ের অন্যতম মুদ্রা ধার্য্য করিবার একমাত্র অবলম্বন। ইংলণ্ডে আমাদের গবর্ণমেণ্টের একটী আপিশ আছে, ইউরোপে ভারতবর্ষের নামে কতকগুলি সৈন্যও রাখা হইয়া থাকে। এই সকল আপীশের কর্ম্মচারী ও সৈনিকপুরুষদিগের বেতন বিলাতী স্বর্ণমুদ্রায় দিতে হয়। সুতরাং আমাদের দেশের টাকা বিলাতের পৌণ্ডের তুলনায় পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প মূল্য হওয়াতে আমাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা বিনিময়ের জন্য দিতে হইতেছে। ১৮৭৬ অব্দের ২ রা সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এক প্রতিজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিয়া বলেন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হওয়াতে বিনিময়ের জন্য ভারতবর্ষীকে [illegible] প্রতিবৎসর আড়াই কোটি টাকা অনর্থক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। ভারতবর্ষের যে কেবল এইমাত্র ক্ষতি, তাহা নহে, ইহাতে ইংলণ্ডীয় ব্যবসায়ী সমাজও ভারতবর্ষের ক্ষতি করিয়া নিজে লাভবান হইতেছেন। কেবল এই দেশেরই ক্ষতি হইতেছে এমত নহে, যেখানে যেখানে রৌপ্যমুদ্রা বিনিময়ের একমাত্র অবলম্বন, তাহাদের সকলকেই এই ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে। এক্ষণে ভারতবর্ষ ভিন্ন ইউনাইটেড ষ্টেটস্, ক্যানেডা প্রভৃতি দেশেরও এইরূপ ক্ষতি হইতেছে। কিন্তু ইংলণ্ডের বণিক্ সম্প্রদায় এরূপ স্বার্থপর যে মনুষ্য সমাজের এই মহান্ অনিষ্ট দূরীকরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে নিষেধ করিয়াছেন। অর্থাৎ মানবজাতির এই অনিষ্ট দূর করিবার জন্য ফ্রান্সে যে দ্বৈধাতব সভা বসিয়াছে, লণ্ডনের বণিক্ সভা, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাতে যোগ না দেন, এই অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন!

যে সকল অনিষ্টের বিষয় উক্ত হইল, তৎসমুদায় নিবারণের জন্য তিন চারি মাস ধরিয়া প্রায় ইউরোপীয় সমুদায় রাজা উদ্যোগ করিতেছেন। তন্মধ্যে ফ্রান্স ও আমেরিকা বিশেষ উদ্যোগী। প্রায় তিন মাস হইল, তাঁহারা ফরাসী দেশে দ্বৈধাতব সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া অন্যান্য ইউরোপীয় রাজাদিগের নিকট এই সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইয়াছেন। রুষিয়া, অষ্ট্রিয়া, ইটালি, স্পেন, পোর্টুগাল, বেলজিয়ম, হলাণ্ড, গ্রীশ, ডেনমার্ক, সুইডেন এবং সুইটজরলণ্ড এই সভাতে উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন। লজ্জায় পড়িয়া ইংলণ্ড ও জর্ম্মণি তথায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রতিনিধিদিগকে এই সভার কোন মত প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। দ্বৈধাতব সভা সম্বন্ধে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেব যে কথা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা সাতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। তিনি ক্রশ সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন "এই সভাতে যাইবার একটী বাধা জন্মিয়াছে। নিমন্ত্রণ পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় যেন ধাতুদ্বয়ের প্রচার করিতেই হইবে ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া তাহার প্রচার করিবার উপায় অবধারণ করিবার জন্য আমাদিগকে তথায় নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। আমরা এ সিদ্ধান্তে অনুমোদন করিতে পারি না এবং ধাতুদ্বয়ের মুদ্রা প্রচার করিতেও সম্মত নহি। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে আমার বন্ধুবর হার্টিংটন সাহেব ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারীদিগকে যথোপযুক্ত উপদেশ দিয়াছেন এবং কমন্স সভায় সভ্যেরা জানিবেন যে আমরা সে বিষয়ে উদাসীন হইব না।"

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী যে কৌশল করিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপাদনে অযত্ন করিয়াছেন, তাহা প্রশস্য নহে। মুদ্রার বাজারে যে গোলযোগ ঘটিয়াছে, সভ্যতম জাতি সমূহের সাধারণ সভা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে তাহার মীমাংসা হইতে পারে না। সকল দেশেই বাণিজ্যের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অতএব বাণিজ্যের অনুরোধে এক দেশের সহিত অন্য দেশের যে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে—তাহাতে এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশে অবিসম্বাদিত ভাবে পরিগৃহীত না হইলে বাণিজ্যের উন্নতির ব্যাঘাত জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যে দেশের রাজনীতিজ্ঞেরা বলেন, জনসাধারণের সুখ স্বচ্ছন্দই শাসনপ্রণালীর প্রধান নিয়ম—সে দেশে স্বার্থপরতা ও অনুদারভাব স্থান পায় কেন? এক্ষণে আলোচ্য বিষয় এই যে মুদ্রার জন্য সুবর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে কোন্ ধাতু ব্যবহার করা উচিত? একমাত্র ধাতু ব্যবহার করা কর্ত্তব্য? কি দুটিই ব্যবহার করা বিধেয়? আর কি উপায়ে বা তাহাদের মূল্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করা যাইতে পারে?

মনুষ্য সমাজের যেরূপ কার্য্যপ্রণালী, দেনা পাওনার যেরূপ নিয়ম, ব্যবসায়ের যেরূপ রীতি, তদনুসারে সমাজমাত্রেরই অল্প মূল্য ও অধিক মূল্যের মুদ্রা আবশ্যক। এরূপ দ্বিবিধ মুদ্রা আবশ্যক হইলে, অল্প ও অধিক মূল্যের দুই ধাতুই চাই। সম্প্রতি সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা লইয়া যে গোলযোগ চলিতেছে, তাহার মীমাংসার জন্য আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্সের সভাপতি যে দুটি প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার একটি প্রস্তাব এই যে আপাততঃ রৌপ্যমুদ্রা উঠাইয়া দিয়া কেবল সুবর্ণমুদ্রাই প্রচলিত করা উচিত। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় যদি কেবল অধিক মূল্যের ধাতু দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে তাহাকে অতিশয় ক্ষুদ্র করিলেও যেখানে অতি অল্পমাত্র অর্থের প্রয়োজন, সেখানে কোন ক্রমে কার্য্য চলিতে পারে না। মনে কর আমাকে এক পয়সা মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করিতে হইবে, এরূপ স্থলে স্বর্ণ নিতান্ত ক্ষুদ্র না করিলে এক পয়সা হইতে পারে না। কিন্তু মুদ্রা নিতান্ত ক্ষুদ্র করিলে বিস্তর অসুবিধা ঘটে। অতএব যখন দ্বিবিধ মুদ্রা আবশ্যক, তখন সহজেই এই তর্ক উপস্থিত হয় যে কি উপায়ে ঐ সকল মুদ্রা এককালে ব্যবহার করা যায়? এতজ্জন্য সচরাচর এই উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে যে, যে যে ধাতুতে মুদ্রা নির্ম্মিত হয়, তাহাদের পরস্পর একটী সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আবশ্যক হয়। যাহাকে মোহর বলে, তাহার সহিত রৌপ্যমুদ্রার (টাকার) এই সম্বন্ধ স্থির করিয়া দেওয়া উচিত যে ষোল টাকা হইলে তাহাতে একটী মোহর পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ একটী মোহরও যে দ্রব্য, ষোলটী টাকাও সেই দ্রব্য। যদি আমাকে কোন দ্রব্যের জন্য এক মোহর মূল্য দিতে হয়, তাহা হইলে আমি একটী মোহর দিলেও দিতে পারি, আর ষোলটী টাকা দিলেও দিতে পারি, আমার এইরূপ স্বাধীনতা থাকা বিধেয় হয়। বোধ হয় যে সময়ে রৌপ্যমুদ্রা ও সুবর্ণমুদ্রা প্রচলিত হয়, তখন উভয়ের মূল্য সম্বন্ধে এক প্রকার স্থিরতা ছিল। যদি এই সম্পর্ক চিরকাল এইরূপ বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে কখন কোন গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু এক্ষণে সেই সম্বন্ধের ব্যতিক্রম ঘটাতে রৌপ্যের মূল্যের হ্রাস এবং স্বর্ণের মূল্যের বৃদ্ধি হওয়াতে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার সম্পর্ক বিষয়ে এত বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।

যখন ইহা স্থির হইল যে মুদ্রার জন্য দ্বিবিধ ধাতুরই প্রয়োজন, তখন এই উভয় মুদ্রার মূল্য সম্বন্ধে একটী হার নির্ণয় করিয়া দেওয়া উচিত, এবং যাহাতে সেই হার চিরকাল সমভাবে থাকে, তাহারও উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। ঐ হারটী এরূপ হওয়া উচিত যে বাজারে স্বর্ণ ও রৌপ্য সস্তা হইলেও সেই সুলভতা নিবন্ধন মুদ্রার মূল্যের ব্যতিক্রম ঘটিবে না এবং সকল দেশেই ঐ এক নির্দ্দিষ্ট হারে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়বিধ মুদ্রাই তুল্যভাবে প্রচলিত হইবে।

এ স্থলে আর একটী তর্কের মীমাংসা করা নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে। আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্সের সভাপতি দ্বিবিধ ধাতুর মুদ্রা সম্বন্ধে যে দুইটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা ইতিপূর্ব্বেই, তাহার একটীর উল্লেখ ও সমালোচনা করিয়াছি। তাঁহার অপর মন্তব্য এই যে যখন রৌপ্যের মূল্যের হ্রাস হইয়াছে, তখন রৌপ্যমুদ্রা ও সুবর্ণ-

মুদ্রার সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য রৌপ্যমুদ্রায় এখনকার অপেক্ষা অধিকতর রৌপ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। এই প্রস্তাবে ইহা বিবেচনা করা উচিত যে এক্ষণে রৌপ্যের মূল্যের হ্রাস হইয়াছে বটে, কিন্তু রৌপ্যের এরূপ অল্প মূল্য চিরকাল থাকিবে কি না? আমরা ইতিপূর্ব্বেই রৌপ্যের মূল্য হ্রাসের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি। আমরা বলিয়াছি যে এক্ষণে আমেরিকায় অধিক পরিমাণে রৌপ্য উৎপন্ন হইতেছে, জর্ম্মণি বিস্তর রৌপ্য বাজারে ছাড়িয়াছেন, এবং ইউরোপের অনেক রাজ্যে রৌপ্য ব্যবহার নাই। এইগুলি রৌপ্যের মূল্যের হ্রাসের কারণ। অতএব রৌপ্য এক্ষণে যে পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে, কিছুকাল আর যদি সেই পরিমাণে উৎপন্ন না হয়, যদি জর্ম্মণির রৌপ্যের ভাণ্ডার ফুরাইয়া যায়, যদি ইউরোপীয় সমাজে রৌপ্যের ব্যবহার সমধিক প্রচলিত হয়, তাহা হইলে আবার রৌপ্যের মূল্যের বৃদ্ধি হইবে। তখন অধিক পরিমিত রৌপ্য নির্ম্মিত মুদ্রাগুলির মূল্যেরও বৃদ্ধি হইবে, এবং তাহা হইলে ব্যবসায়ীরা তাহা স্বল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া অধিক লাভের প্রত্যাশায় দেশান্তরে প্রেরণ করিবে। অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে এক্ষণে যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, পরিণামে সেই গোলযোগই ঘটিয়া উঠিবে। এই কারণে রৌপ্যমুদ্রায় এক্ষণকার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে রৌপ্য দেওয়া সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না।

হাতুড়ে চিকিৎসক।

যে সকল ডাক্তার মেডিকাল কলেজে কিম্বা মেডিকাল স্কুলে রীতিমত চিকিৎসাশাস্ত্র পড়িয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হন নাই এবং যে সকল বৈদ্য সদ্গুরুর নিকট উপদেশ পান নাই অথচ তাঁহারা চিকিৎসা করিয়া থাকেন, এখানে তাঁহাদিগকেই আমরা হাতুড়ে চিকিৎসক বলিতেছি, শুভক্ষণে বঙ্গদেশে মেলেরিয়া আসিয়াছিল, তৎপ্রসাদে অনেকেই ডাক্তার ও বৈদ্য হইয়াছেন। গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় ডাক্তার ও বৈদ্য ছড়াছড়ি যাইতেছে। পেটে কাহারও অক্ষর নাই, ঔষধের নাম উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা নাই, তবু পল্লীতে পল্লীতে ফিরিয়া তাহারা বেস দশ টাকা উপার্জ্জন করে।

হাতুড়ে চিকিৎসা উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে সংবাদ পত্রে ঘোর আন্দোলন হইয়া থাকে। বাস্তবিক, প্রাণ লইয়া খেলা, এ সহজ কথা নহে। আমরা বলি, অশিক্ষিত চিকিৎসকের সংখ্যা কমিলেই ভাল। কিন্তু, এ বিষয়ে আমাদের কতকগুলি বক্তব্য আছে। বঙ্গদেশের প্রায় সকল পল্লীগ্রামের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। যে গ্রামগুলি সহরের নিকটবর্ত্তী কিম্বা যেখানে ধনাঢ্য জমীদার আছেন, সেই খানে ডিপ্লোমাধারী ডাক্তার ও সদ্বৈদ্য পাওয়া যায় কিন্তু সেমন পল্লী কতগুলি আছে? সহর হইতে তিন চারি ক্রোশ দূরে যাও, এমন সব কুপল্লী দেখিবে সেখানে ডাক্তার বৈদ্যের কথা কি—তৈল লবণেরও দোকান নাই। ধনী লোক না থাকিলে গ্রামের শ্রী হয় না। কুপল্লীতে ধনী লোক নাই, কেবল কতকগুলি সামান্য গৃহস্থ লোকের বাস, কষ্টে সৃষ্টে তাহারা দিনযাপন করে, সম্বৎসরে এক পয়সাও সঞ্চিত থাকে না।

কুপল্লীতে কাহারও পীড়া হইলে যদি অর্থবল থাকে, তবেই লোকে দূর হইতে ভাল ডাক্তার কিম্বা বৈদ্য আনাইয়া চিকিৎসা করাইয়া থাকেন। সে খানে একবার ডাক্তার আনিলে ভিজিটে গাড়ী কিম্বা পাল্কীর ভাড়ায় এবং ঔষধের মূল্যে ১০।১৫ টাকা খরচ পড়ে। এমন চারি পাঁচ বার ডাক্তার আনিতে হইলে গৃহস্থের পুঁজি শেষ হইয়া যায়। ডাক্তারি চিকিৎসার ব্যয় সহজ নয়। হাতে টাকা ছাড়িতে পারিলে তবে ডাক্তারের মন উঠে, আবার সব শোধ গেলেও ঔষধের দাম কিছুতে শোধ যায় না—জলের সঙ্গে দুবিন্দু টিঙ্কার মিশ্রিত করিলেই দেড় টাকা দাম। যাঁহাদের অর্থের সংস্থান আছে তাঁহাদের সব শোভা পায়। কিন্তু দরিদ্র লোকের উপায় কি? রামশরণ মজুরি করে, দিন আনে দিন খায়, তাহার চিকিৎসার ব্যয় কোথা হইতে আসে? ডাক্তার বাবুর সঙ্গে কথা কহিলেই টাকা; রোগীকে জল ঢালিলেই টাকা, রামশরণ ত টাকার মানুষ নয়।

ডাক্তারের কথা ত এই গেল। যদি ভাল কবিরাজকে ডাক, তিনি চক্ষু মুদিয়া নাড়ী টিপিবেন, নিদানের দুই একটা বচন আবৃত্তি করিবেন, রোগের মীমাংসা হইল। কিছু দর্শনী লইয়া শেষ তৈল ঘৃতাদিতে দেড়শত টাকার এক ফর্দ্দ দিলেন। জিজ্ঞাসা করি, কয় জনে এমন চিকিৎসা করাইতে পারে? মুটে মজুরের কথা কি?—কুপল্লীতে সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইতে অনেক ভদ্রলোকেরও অবস্থায় কুলায় না।

অমৃত খাইতে কার না সাধ যায়?—কার ইচ্ছা নয় যে ভাল ঘরে থাকিব, ভাল খাব ভাল পরিব? কিন্তু অবস্থায় না কুলাইলে লোকে কার ঘরে সিঁদ দিবে? পীড়া হইলে সকলেই ভাল চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু, ভাল চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইতে হইলে অনেক ব্যয় পড়ে, সচরাচর লোকে তাহা দিয়া উঠিতে পারে না। কাজেই যার যেমন ক্ষমতা সে সেইরূপ চিকিৎসক আনাইয়া চিকিৎসা করায়। ইহাতে আমরা দেখিতেছি, হাতুড়ে চিকিৎসকদের দ্বারা সাধারণ লোকের বিস্তর উপকার হয়। আজ যদি হাতুড়ে চিকিৎসকদের ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, কাঙ্গাল গরিব লোকেরা এক বিন্দু ঔষধ পাইবে না।

হাতুড়ে চিকিৎসকদের প্রতি আমাদের যে একটা বিষম ঘৃণা আছে, সর্ব্বত্র সে ঘৃণা রাখা উচিত নয়। অনেকে নিজ শ্রম ও বুদ্ধি-বলে চিকিৎসা শাস্ত্রে এমন নিপুণ হইয়াছেন যে অনেক সময় তাঁহাদের গুণপনা দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হই। অনেক ডিপ্লোমাধারী চিকিৎসকও তাঁহাদের কাছে ঘেঁসিতে পারেন না সে কারণ আমাদের মত এই, বঙ্গদেশের যে প্রকার অবস্থা হইয়াছে এখানে সকল শ্রেণীর চিকিৎসক চাই। কেবল বহু ব্যয়সাধ্য চিকিৎসা থাকিয়া গেলে সাধারণ লোকের কষ্টের সীমা থাকিবে না। গবর্ণমেণ্ট একটী কাজ করুন—প্রতি জেলার সিবিল সর্জ্জনদের প্রতি এই ভার অর্পণ করুন, তাঁহারা যেন সময়ে সময়ে হাতুড়ে চিকিৎসকদের পরীক্ষা গ্রহণ করেন। এই কাজ অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারিবে। থানার কর্ম্মচারীরা আপন আপন অধীনস্থ গ্রামে যতগুলি হাতুড়ে চিকিৎসক আছে, তাহাদের নাম ডাক্তার সাহেবের নিকট পাঠাইবেন। ডাক্তার সাহেব সেই লিষ্টিন পাইয়া পরীক্ষার দিন স্থির করিবেন। প্রত্যেক চিকিৎসক দুই টাকা ফি দিয়া পরীক্ষা দিবে। যাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে ডাক্তার সাহেব তাহাদিগকে এক এক খানি প্রশংসাপত্র দিবেন। পরীক্ষার পরে আবার যদি কোন নূতন ব্যক্তি চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সিবিল সার্জ্জনের নিকট দরখাস্ত করিবেন। ডাক্তার সাহেব সেই দরখাস্ত দেখিয়া রীতিমত ফি লইয়া আবেদনকারীকে পরীক্ষা করিয়া সার্টিফিকেট দিবেন। আমাদের বিবেচনা হইতেছে, এই উপায় অবলম্বন করিলে দরিদ্র লোকের কিছুই অসুবিধা ঘটিবে না। তাহারা অল্প ব্যয়ে এখন যেমন চিকিৎসা করাইতেছে, তখনও সেইরূপ করাইতে পারিবে। অথচ কতকগুলি নিরেট মূর্খ চিকিৎসকের হাত হইতে সকলে অব্যাহতি পাইবে।

আমরা দেখিতেছি কেবল মেডিকাল কলেজ হইতে চিকিৎসকের অভাব দূরীকৃত হয় না। যাহারা মেডিকাল কলেজে পড়িয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হন, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা অনেক। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষানুরূপ টাকা দিয়া চিকিৎসা করাইতে পারেন না। [illegible] স্থানে যেমন মেডিকাল স্কু[illegible] হইয়াছে, বঙ্গদেশে সেইরূপ একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে ভাল হয়। এই সম্পর্কে আমাদের আর একটী

কথা আছে। [illegible] দেহতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় [illegible] করিয়া আমাদের দেশীয় লোকে এই [illegible] হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বটে; কিন্তু [illegible] সাহায্য না পাইলে কোন কাজের [illegible] হয় না। এখানে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের বিশেষ অনুশীলন নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। [illegible] যে এ দেশের জল ও বায়ুর অনুকূল [illegible] এখন সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। [illegible] চিকিৎসা আবার পুনর্জীবিত হইতেছে, [illegible] ক্রমে ক্রমে লোকেরও বেশ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মিতেছে। এখন কিসে বৈদ্য শাস্ত্রের ভালরূপ অনুশীলন হইতে পারে, সে পথ সকলে অনুসন্ধান করুন। আমরা এখানে বৈদ্য মহাশয়দিগকেও দুটা কথা বলি। যদি দোষের কথা হয়, অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। জানি, সব ব্যবসায়েই জুয়াচুরী আছে, কিন্তু আপনাদের ব্যবসায়ে তার যেন কিছু বেশী বেশী বোধ হয়। একে ত দেশীয় চিকিৎসার এই দুরবস্থা তাহাতে যদি আবার কাল্পনিক ঔষধ ব্যবহার করা হয় তবে ত বৈদ্যের নাম কেহ কাণেও শুনিবে না। অতএব আমাদের প্রার্থনা সরলভাবে স্বল্প মূল্যে আপনারা ব্যবসায় করুন, শেষে যাহাতে আপনাদের জয়পতাকা ভারতবর্ষের এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত উড়িতে থাকে তাহার পথ দেখুন।

রাজপুর মিউনিসিপালিটীর অকারণ ব্যয় বৃদ্ধি ও ভ্রমমূলক প্রজার কষ্ট বৃদ্ধি

আমরা আজ রাজপুর মিউনিসিপালিটীর একটী অন্যায় ব্যয় বৃদ্ধি ও ভ্রমমূলক প্রজার কষ্ট বৃদ্ধির বিষয় কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিতে বাধ্য হইলাম। পূর্ব্বে টেক্সের সরকার করদাতাদিগের বাটীতে গিয়া টেক্স আদায় করিত। এক্ষণে সরকার টেক্সের জন্য আর করদাতাদিগের বাটীতে যায় না, টেক্সের বিল প্রস্তুত হইলেই তাহারা যে দিন ইচ্ছা এক এক খানি নোটিশ করদাতাদিগের বাটীতে দিয়া আইসে। এখন একটী আফিস হইয়াছে; করদাতাদিগকে সেই আফিসে গিয়া টেক্স দিয়া আসিতে হয়। ইহাতে করদাতাদিগের বিস্তর অসুবিধা হইতেছে। রাজপুর মিউনিসিপালিটির অধীনস্থ গ্রামের অধিকাংশ লোকই চাকুরী করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, সুতরাং তাহাদের অনেককেই কলিকাতায় থাকিতে হয়। রবিবার অথবা অন্য ছুটির দিবস ভিন্ন তাহারা বাটীতে থাকিতে পারে না। কিন্তু টেক্সের সরকার যে দিন ইচ্ছা নোটিশ দিয়া যায়। যদি কাহাকেও দেখিতে না পায়, তবে রাস্তার উপরেই হউক, আর করদাতার কোন প্রতিবেশীর নিকটেই হউক, যেখানে ইচ্ছা সেই খানে টেক্সের নোটিশ ফেলিয়া দিয়া আইসে। এইরূপে অনেক করদাতা, টেক্সের বিল বাহির হইয়াছে কি না, জানিতেও পারেন না। অতঃপর তাঁহাদিগকে অকারণে ওয়ারেণ্টের খরচার দায়ী হইতে হয়। কমিশনরদিগের এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিবিধান করা উচিত। যদি করদাতা কোন স্ত্রীলোক হয়, আর তাহার যদি কোন পুরুষ অভিভাবক না থাকে, তাহা হইলেও তাহাকে সেই আফিসে গিয়া টেক্স দিতে হইবে, নতুবা তাহার ঘটী, বাটী, ভোজন পাত্র বিক্রয় হইয়া যাইবে। আর একটী অসুবিধা এই যে যাঁহাদিগের উপরে টেক্স গ্রহণ করিবার ভার আছে, তাঁহারা রবিবার ভিন্ন অন্য দিবসে বেলা দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত টেক্স গ্রহণ করিয়া থাকেন। রবিবার অথবা অন্য দিন দশটার পূর্ব্বে বা চারিটার পরে গেলে তাঁহারা টেক্স গ্রহণ করেন না, ইহাও নিতান্ত অসুবিধার কারণ। যদি টেক্সের টাকা এইরূপে আদায় করা হয়, তবে মাসে মাসে অনর্থক চল্লিশ পয়তাল্লিশ টাকা দিয়া, একজন সরকার, একজন দারগা, ও একজন কেরাণী রাখিবার আবশ্যকতা কি? একজন পেয়াদা ও একজন গোমস্তা হইলে সুন্দররূপে কার্য্য চলে এবং তাহাতে মাসে কুড়ি টাকা ব্যয় করিলেই যথেষ্ট হয়। এদিকে শুনিতে পাই, অর্থের অভাবে গ্রামের কিছুই উন্নতি, রাস্তা, ঘাট প্রভৃতি কিছুই হইতেছে না অথচ বর্ষে বর্ষে পাঁচশত টাকা বৃথা ব্যয় হইতেছে। এইরূপে কি করদাতাদিগের কষ্টার্জ্জিত ও কষ্টে প্রদত্ত টাকার শ্রাদ্ধ করা উচিত? কোদালিয়া ও চাঙ্গড়িপোতা গ্রামের রাস্তা অতি জঘন্য। তাহার সংস্কারের জন্য তিন বৎসরের ভিতর কোন চেষ্টাই করা হয় নাই। কোদালিয়ার বেদান্তবাগীশ-লেন নামক রাস্তার মধ্যস্থলে মানব-প্রাণহারী একটী প্রকাণ্ড খানা আজি পাঁচ বৎসর সমান ভাবে রহিয়াছে। তাহাতে একটী পুল নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হয় না, রাস্তার ধারে ও উপরে যে জঙ্গল হইয়া আছে, তাহা পরিষ্কার করা হয় না। জলনির্গমের জন্য নর্দ্দামা পরিষ্কার রাখা হয় না, অথচ করদাতাদিগকে টেক্সের জন্য পীড়ন করা হয়। এইরূপে কতকাল রাজপুর মিউনিসিপালিটীর কমিশনরগণ প্রজাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি করিবেন?

কান্দাহার।

সকলেই অনুমান করিতেছেন আগামী জুলাই মাসে কাবুলে আবার যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিবে। স্বাধীনতাপ্রিয় কাবুলিদের স্বৈরপ্রবৃত্তি এখনও শিরায় শিরায় নৃত্য করিতেছে। আয়ুব খাঁ কখনই নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। কান্দাহার পাইবার জন্য তিনি প্রাণপণে সংগ্রাম করিবেন। এদিকে আবার আয়ুব খাঁর সহচরেরা কাবুলে নূতন গোলযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহাদের এই বিশ্বাস যে, আবদুল রহমন শীঘ্রই নিহত কিম্বা পদচ্যুত হইবেন। কাফেরদিগের প্রতি গোঁড়া কাবুলিদের বরাবর বিজাতীয় ঘৃণা আছে। যতদিন কাবুলে ইংরাজদের গন্ধ বাষ্প থাকিবে তত দিন সেখানে ভদ্রস্থতা নাই—রাবণের চিতা জ্বলিতেই থাকিবে।

এখন কথা হইতেছে, জুলাই মাসে কান্দাহার ও কাবুলে নূতন গোলযোগ ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আয়ুব খাঁ শীঘ্রই আবদুল রহমনকে দূরীভূত করিতে চেষ্টা পাইবেন। যদি যথার্থই এই সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তবে আবদুল রহমনের কি দশা ঘটিবে? কাবুলিরা কখনই তাঁহার প্রতি অনুকূলাচরণ করিবে না। ইংরাজ পক্ষীয় লোক তাহাদের চক্ষুর বিষ—কাবুলিরা প্রায় সকলেই আয়ুব খাঁর পৃষ্ঠপূরক হইবে। এখন জিজ্ঞাসা করি, ইংরাজদিগের প্রতিষ্ঠিত শাসনকর্ত্তা বিপদগ্রস্ত হইলে আবার কি সেই পুরাতন ব্যাপার ঘুরিয়া আসিবে?—ভারত হইতে আবার সৈন্যসামন্ত পাঠাইতে হইবে নাকি? ভারতবর্ষ খাস বন্দুক—দশ জনের কাছে এতদিন বেশ মান ছিল, অক্ষয় ভাণ্ডার যেন কত টাকাতেই পরিপূর্ণ—বাহিরে এইরূপ জাঁকজমক ছিল, কিন্তু এখন সে ভ্রম ভাঙ্গা গিয়াছে, খাস বন্দুকের ঢাকা খোলা পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যে দেউলিয়া হইতে বসিয়াছেন এইবার সকলে তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। কোন ছার রাজভাণ্ডারের কথা!—মিতব্যয়ী না হইলে সাগর শুকাইয়া যায়। নানা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিস্তর ব্যয় বাহুল্য হইয়া পড়িয়াছে। কয়েক বৎসর যুদ্ধেও অনেক টাকার শ্রাদ্ধ হইয়াছে। এক কান্দাহার যুদ্ধে ভারতের অনেক টাকা গলিয়া গেল। আবার এ বৎসর আবদুল রহমনকে যদি যুদ্ধের উপকরণ, এবং পরিশেষে সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে হয়, তাহা হইলে ভাণ্ডারের আর এক কড়ারও ক্ষমতা থাকিবে না। বিকন্সফিল্ডের নিযোজিত লার্ড লিটন যেরূপ স্বেচ্ছাচারী লোক ছিলেন, আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল সে প্রকৃতির লোক নন। কিন্তু যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিলে তিনি কি করিবেন বলা যায় না। স্বদেশের গৌরব ও প্রতিপত্তি রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি যে নাচিয়া উঠিবেন না, তাহার সম্ভাবনা কি? কিন্তু আমরা প্রার্থনা করিতেছি, এবার যেন ভারতকে ব্যয়ভার হইতে একেবারে মুক্তি দেওয়া হয়। মহাত্মা গ্লাডষ্টোন ভারতের প্রতি যেরূপ মমতা প্রকাশ করেন, তাহাতে আর অত্যাচারের সম্ভাবনা নাই, আমরা এমন আশা করিতে পারি।

এই ত এক কথা গেল। এখন জিজ্ঞাসা করি, ধীমান্ রিপন সাহেবের মত কি?—তিনি কি আর কাবুল যুদ্ধে লিপ্ত হইতে চান? কাবুলিরা সহজে বশ্যতা স্বীকার করিবার লোক নয়, কয়েকবারের যুদ্ধে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল। কাবুলে ইংরাজাধিপত্য নির্ব্বিঘ্নে স্থাপিত হইবে না তাহাও সকলে জানিতে পারিয়াছেন; অতএব বৈজ্ঞানিক সীমাপ্রদেশ রক্ষার আশঙ্কায় এত হুলস্থূল করা উচিত নয়। আমরা বলি, আর কাবুলের যুদ্ধসংশ্রবে থাকিয়া কাজ নাই।

পুস্তক সমালোচনা।

আমরা দুই সপ্তাহ যাবৎ হালিসহর পত্রিকা প্রাপ্ত হইতেছি। ইহা দুই ফরমার আকারে প্রকাশিত হইতেছে, সহযোগীর দীর্ঘ জীবন ও নিয়মিত প্রচার প্রার্থনীয়।

নারদ আর কংস সম্বাদ। শ্রীযুক্ত জয়ন্তীচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। পুস্তকখানি হিন্দি ভাষায় লিখিত হইয়াছে। নামেই বিষয়াংশের পরিচয় হইতেছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিতে যে কয়েকটী কবিতা লিখিত হইয়াছে তাহা সরল হইয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সৎ। কারণ ইহা বিক্রীত হইয়া যে মূল্য উঠিবে তাহা দরিদ্র অন্ধ, খঞ্জ ও আতুর দিগকেই প্রদত্ত হইবে। এই পুস্তক পাঠ করিয়া নূতন কিছু শিখিবার না থাকিলেও ইহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই এক এক খানি ক্রয় করা উচিত।

ময়মনসিংহ সারস্বত সমিতির চতুর্থ বার্ষিক কার্য্য বিবরণ। সারস্বত সমিতি যেরূপ উৎসাহের সহিত দেশের উপকারার্থ কার্য্য করিতেছেন আমরা এরূপ অতি অল্প সমিতিরই দেখিতে পাই, একপ সমিতি দেশের সর্ব্বত্রই হওয়া বাঞ্ছনীয়। এত সমিতি যে প্রণালীতে কার্য্য করিতেছেন তাহাতে সকল বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরই পরস্পর মনোমালিন্য দূর হইয়া সদ্ভাব বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে। এই সমিতিতে অনেকে বিগত বর্ষে নানা প্রকার শিল্প, চিত্র, উদ্ভিজ্জ, ও ব্যায়াম-ক্রীড়া প্রভৃতি প্রদর্শন করাতে সমিতি তাহাদিগের উৎসাহ বৰ্দ্ধনার্থ পুরস্কার দান করিয়া অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম অনেক ধনী লোক এই মঙ্গলকর কার্য্যে যোগ দান করিয়া সমিতিকে দীর্ঘজীবী করিবার হেতুভূত হইয়াছেন।

মদিরা। শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত কলিকাতা ঝামাপুকুর লেন সরস্বতী যন্ত্রে মুদ্রিত। আমরা ভুবনেশ্বর বাবুর লেখা পূর্ব্বে পাঠ করিয়াছি, তিনি যে একজন বহুজ্ঞ ও বিজ্ঞ সে বিষয়ে সংশয় নাই। তাঁহার কৃত মদিরা খানিও অপূর্ব্ব বস্তু, মদিরার প্রত্যেক ছত্রেই তাঁহার অনুসন্ধিৎসা গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে প্রথম মদিরার উৎপত্তি, মনুষ্য কর্ত্তৃক সেবন উক্ত রোক্তর সংস্কার এবং জন সমাজে বিস্তৃতি,২য় মদিরার প্রকার ভেদ, ৩ য় মদিরার উপাদান, ৪ র্থ মদিরার বিকার, ৫ ম মদিরার মধ্যে যে সূক্ষ্ম পদার্থ থাকায় উহা মদকর হয় তাহার রাসায়নিক তত্ত্ব এবং মদিরা বিশেষে তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ, ৬ ষ্ঠ মনুষ্য দেহে মদিরার প্রভাব, ৭ ম সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থায় মদিরার প্রয়োজনীয়তা, ৮ ম সমাজে, বিশেষতঃ হিন্দু-সমাজে মদিরার স্থল এই কয়েকটী বিষয় সন্নিবেশিত করিয়া প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা ইহার যে মীমাংসা করিয়াছেন আমরা তৎপাঠে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি।

১। ব্যাকরণ সংগ্রহ। অরিএন্টাল সেমিনরির পণ্ডিত শ্রীহেরম্বনাথ তত্ত্বরত্ন সংকলিত ১৬৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট করপ্রেসে মুদ্রিত। আজ কাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের সবিশেষ চর্চ্চা হইতেছে। ব্যাকরণ, সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রবেশের দ্বার। ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতিরেকে সংস্কৃতে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ একান্ত দুর্ঘট। অতএব ব্যাকরণ যত সুপ্রণালীতে রচিত হয়, ততই মঙ্গলের বিষয়। হেরম্বনাথ তত্ত্বরত্ন যে ব্যাকরণ খানির সংগ্রহ করিয়াছেন, এখানিতে আমরা বহু গুণ দর্শন করিলাম। সংস্কৃত সূত্রগুলি বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়াছে। সংস্কৃতের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থ খানি দীর্ঘ হয় নাই, অথচ ইহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রায় সকল কথাই আছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২ রা জুন। গবর্ণমেণ্ট আয়ালণ্ড সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, আয়ার্লণ্ডীয় সভ্যেরা তাহার প্রতি দোষারোপ করাতে কমন্স সভা তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। মতামত গ্রহণ কালে ১৩০ জন গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আর ২২ জন বিপক্ষে মত প্রদান করেন।

কমন্সের সভা ও-কেলি সাহেবের কথা অগ্রাহ্য করাতে স্থগিত হইয়াছেন।

গ্লাডষ্টোন বলেন, মান্দ্রাজের গবর্ণর পদ এখনও কাহাকে দিবার প্রস্তাব হয় নাই।

লণ্ডন ৫ ই জুন। ৯ ই জুন পুনর্ব্বার কমন্স সভা বসিবে।

আয়ার্লণ্ডের বিদ্রোহিভাব ক্রমে ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে; লর্ড লেপ্টেনাণ্ট আরো সৈন্য চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। প্রার্থনা মাত্র সৈন্য তথায় প্রেরিত হইয়াছে। যে সকল আফিসর ছুটী লইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে নিজ নিজ সৈন্য দলে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৪ ঠা জুন। অটোমান গবর্ণমেণ্ট ২৩ এ মে কনভেন্সন নামক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া গ্রীশকে যে প্রদেশ দান করিয়াছেন,তাহা শীঘ্র গ্রীশের হস্তগত করিয়া দিবার নিমিত্ত ইউরোপীয় প্রধান প্রধান রাজগণের দূতেরা তুরষ্কের সুলতানকে উত্তেজিত করিতেছেন।

আলজিয়ার্স ৫ ই জুন। আলজিরীয়ার অন্তঃপাতী স্মাওা ও সেবিবিল নগরের মধ্যস্থলে টেলিগ্রাফের ইন্সপেক্টার বিয়াউ ও আর ২৬ জন লোককে আরবেরা হত্যা করিয়াছে।

লণ্ডন ৬ ই জুন। আয়র্লণ্ডের অন্তঃপাতী টালকে ল্যাণ্ডলিগ সম্প্রদায়স্থ স্ত্রীলোকদিগের একটী সভা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে মিস পার্ণেল একটী বক্তৃতা করিয়াছেন, ঐ বক্তৃতায় তিনি পুলিসের লোকদিগকে তাড়াইয়া দিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্র সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে সংবাদ পাইয়াছেন বর্ত্তমান রুশ সম্রাটকে হত্যা করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

লণ্ডন ৭ ই জুন। হাইড পার্ক নামক স্থানে ল্যাণ্ডলিগ সম্প্রদায়ের যে সভা হয়, তাহাতে পার্ণেল সাহেব এক বক্তৃতা করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকটে আয়র্লণ্ডে জোতবরখাস্ত করিবার নিয়ম রহিত বিরত হইবার প্রার্থনা করিয়াছেন। যদি বিরত হওয়া না হয়, তাহাতে যদি কোন অনিষ্ট ফল ফলে, তিনি তাহার দায়ী নহেন।

আয়র্লণ্ড হইতে সম্প্রতি এই সম্বাদ আসিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট সরকারী আজ্ঞাপত্র দ্বারা পুলিস কর্ম্মচারীদিগকে জানাইয়াছেন যদি কেহ জোতবরখাস্তের বাধা দেয়, পুলিষ কর্ম্মচারীরা তাহার নিবারণ করিবে।

পুলিষ ল্যাণ্ডলিগ সম্প্রদায়ের সভাগণকে সভা করিতে দেয় নাই। তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছে।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ৩ ই জুন। টেকি তুর্কমান অধিনায়কদিগের যে প্রতিনিধিগণ সম্প্রতি এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন রুশ সম্রাট তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

বলগ্রেড ৭ ই জুন। সর্বিয়া অবরুদ্ধ হইয়াছে।

প্রিন্স আলেকজাণ্ডার যে প্রার্থনা করেন, তাহাতে যে আপত্তি করা হয় তজ্জন্য তাহার বৃদ্ধি হইতেছে।

লণ্ডন ৭ ই জুন। গ্লাডষ্টোন বলেন "ইণ্ডিয়ান কোষ্ট ডিফেন্স" অর্থাৎ ভারতীয় উপকূল রক্ষার বিষয়ে যে কমিটী নিয়োজিত হইয়াছেন তাঁহারা অনুমান করেন দুই তিন কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ঐ আনুমানিক ব্যয়ের কিয়দংশ দিবার সম্ভাবনা আছে।

লণ্ডন ৮ ই জুন। আয়র্লণ্ডের সংবাদ এই, কোয়ার্সন এক্ট নামে যে আইন হইয়াছে, তাহার বলে অধিকাংশ লোককে বন্দীকৃত করা হইয়াছে।

মালিঙ্গার নামক স্থানে ল্যাণ্ডলিগ সম্প্রদায়ের সভা হইবার যে কল্পনা হইয়াছিল, তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

কর্ক জিলার স্কল নামক স্থানে ঘোরতর দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে।

কনষ্টাবুলারি পুলিষ অনেককে বন্দী করিয়াছিল কিন্তু দাঙ্গাকারীরা তাহাদিগকে ছাড়াইয়া লইয়াছে। নিকটস্থ রাস্তা ও টেলিগ্রাফের তার বিনষ্ট করা হইয়াছে। গোলযোগ থামাইবার নিমিত্ত সেনাগণ কর্ক হইতে অগ্রসর হইতেছে।

চেম্বারলেন সাহেব গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত নীতির অনুমোদন করিয়া গতকল্য বর্মিংহামে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন

কার্ণারভান বরটন-অন-ট্রেণ্ট নামক স্থানে বক্তৃতা কালে বলিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তির আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে।

লণ্ডন [illegible] মাঙ্গা ক্রমে থামিয়া আসিয়াছে।

[illegible] যাইতেছিল, তাহাকে বিনষ্ট [illegible]।

[illegible] জুন। কল্য সম্রাট রুসিয়ার রাজকুমা- [illegible] সমস্কৃতা করিবেন।

[illegible] জুন। [illegible] দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। [illegible] পুলিস কম্মচারীদিগকে ভয়ঙ্করূপে আক্রমণ করিয়াছিল। [illegible] আহত হইয়াছে। দাঙ্গাকারীদিগেরও অনেকে [illegible] হইয়াছে।

[illegible] পার্লিয়ামেণ্ট সভার পুনরধিবেশন হইয়াছে। [illegible] এই প্রস্তাব করিয়াছেন [illegible] সহিত [illegible] বিষয়ক যে সন্ধি হইয়াছে [illegible] ইংলণ্ড তাহাতে সম্মত নন।

[illegible] নামক স্থানে ভয়ঙ্কর অগ্নিদাহ হইয়া গিয়াছে। [illegible] গৃহ দগ্ধ হইয়াছে।

সংবাদদাতার পত্র।

কালনা ২১ এ জ্যৈষ্ঠ।

জামাইষষ্ঠীর দিবস আরম্ভ হইয়া অদ্য প্রায় এক সপ্তাহকাল হইল আকাশমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। সূর্য্যের মুখ আর দেখিতে পাওয়া যায় না; অনবরত বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পতিত হইতেছে, ক্ষণমাত্র বিরাম নাই। মধ্যে ২।১ দিন কয়েক পসলা ভারি জল হইয়াছিল এবং তাহার সঙ্গে বাতাস হওয়াতে কেহই গৃহের বাহির হইতে পারে নাই: অনেক লোকের গৃহ ভূতলশায়ী হইয়াছে। অত্রত্য গাড়ালডাঙ্গার [illegible] বিধবা স্ত্রীর একটী গাভী চালচাপা পড়িয়াছিল; কিন্তু ভাগ্যক্রমে মারা পড়ে নাই। এই জলে চাষের বিশেষ উপকার হইয়াছে। শুনা গেল এই বৃষ্টিনিবন্ধন [illegible] মূল্য [illegible] হওয়াতে কৃষকেরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছে। তাহারা বলে এবার আমরা প্রাণে মারা গেলাম, কেমন করিয়াই বা খাজনা দিব তাহার ঠিকানা নাই।" বাস্তবিকই চাষাদের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে; পূর্ব্ববৎসর তাহারা অহঙ্কারে মাটিতে পা দিত না, যদি কেহ তাহাদিগকে চাউলের দর জিজ্ঞাসা করিত, তাহা হইলে তাহাদের অধিকাংশই নিরুত্তর [illegible]; আর যদি বা কেহ দর বলিত, এক পয়সাও কমাইতে চাহিত না। বর্ত্তমান বৎসরে [illegible] হইলে তাহাদিগের যে কি হইবে বলা যায় না।

গত কল্য দশহরা পর্ব্বোপলক্ষে এখানে নানা দেশ হইতে বহুসংখ্যক যাত্রী গঙ্গা স্নান করিতে আসিয়াছিল। [illegible] ঘাট, বাট, ও তীরে স্থান ছিল না। বৃষ্টি হওয়াতে ঘাট ও তীর অতিশয় কর্দ্দমময় হইয়া যাত্রীদিগকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়াছিল। কত লোক পদস্খলিত হইয়া তাহার উপর আছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই সব পর্ব্বো- পলক্ষে যাত্রীদিগের এবং দেশীয় লোকের যে কত কষ্ট হয়, তাহা বলা যায় না; কিন্তু এখানকার কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে একটু মনোযোগী হইয়া যদি গঙ্গার ধারটী রাবিস দিয়া বাঁধাইয়া দেন, তাহা হইলে অনেক পরিমাণে কষ্টের লাঘব হইতে পারে। এদিকে এই ত গেল যাত্রীদের কষ্ট, আবার অপর দিকে মাতালদের তেমনই আমোদ; একে মদ সস্তা তাতে আবার পর্ব্ব, তাদের মাহেন্দ্র যোগ দেখে কে? চারি আনা করিয়া মদের বোতল ভোবপেট মদ্যপান করিয়া রাস্তায় রাস্তায় মাত- লামি করাবই বা ছটা দেখে কে? শুদ্ধ যে বয়স্কে- রাই ইহা পান করিয়া থাকে তাহা নয়, ৬।৭ বৎসর এবং ১০।১২ বৎসরের বালকেরাও ইহা পান করিয়া থাকে। গত কল্য গুটীকতক ১২।১৩ বৎসরে বালক মদ্যপান করিয়া রাস্তায় টলিতে টলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে তাহাদের অভি- ভাবকেরা দেখিতে পাইয়া যথোচিত ভর্ৎসনা করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল হায়! কোম্পানি বাহাদুর মদ সস্তা করিয়া আমাদের মাথা খাইলেন দেশকে উচ্ছন্ন করাই কি তাঁহাদের অভিপ্রায়!! সুবিচারক ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এরূপ অহিতকার্য্য করা কখনই উচিত নয়।" বাস্তবিক, মদ সস্তা হওয়াতে দেশের যে কতপ্রকার অমঙ্গলের কারণ হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে তাহা বলা যায় না। দিন দিন দেশে মাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি হই- তেছে। যদি দেশের চুনপুঁটি শুদ্ধ মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিল, তবে দেশের উন্নতির আশা কোথায়? অত্রত্য শ্রীযুক্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় দেশের প্রকৃত মঙ্গলের বিষয়ে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিতে- ছেন; যাহাতে মাতালের সংখ্যা কমিয়া যায়, তদ্বি- ষয়ে অতিশয় সতর্ক আছেন কিন্তু কিছুই ফলোদয় হইতেছে না।

এখানকার কতকগুলি রাস্তা মেরামত করিবার আদেশ হইয়াছে। তন্মধ্যে গাড়ালডাঙ্গা ও যুগী- পাড়া এই দুইটী রাস্তা কঙ্কালমাত্র সার হইয়াছে। গাড়ালডাঙ্গার রাস্তার স্থানে স্থানে মাটি দেওয়া হইয়াছে। বৃষ্টি পতিত হওয়াতে তাহা কর্দ্দমময় হইয়া লোকের যাতায়াতের অত্যন্ত অসুবিধা করিয়াছে। এক পক্ষেরও অধিক হইতে চলিল, উহাতে হস্ত- ক্ষেপ করা হয় নাই। যাহা হউক, উক্ত রাস্তা কয়েকটী শীঘ্র মেরামত করিতে শ্রীযুক্ত ভাইস চেয়ারম্যান মহাশয় মনোযোগ করেন, এই সানুরোধ প্রার্থনা রহিল।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, মহারাণী মহো- দয়া এখানকার দরিদ্রদিগের ট্যাক্স দিতে সম্মতা হইয়াছেন এবং তাঁহার নিকট তালিকাও প্রেরণ করা হইয়াছে। মহোদয়া কুমার বাহাদুরের রাজ্যা- ভিষেকার্থ আগামী কল্য বর্দ্ধমানে যাত্রা করিবেন।

বিবিধ সংবাদ।

আমাদের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন কয়েক দিবস হইল, সূত্রাগড় নিবাসী শ্রীঅভয়াচরণ সাহার পীরের হাটের দোকানে একটী চুরি হয়। ঐ দোকান খানি নূতন হাট পুলিস আউটপোষ্টের বক্ষঃস্থলে সংরক্ষিত ও পুলিস পদাতিকদিগের নৈশ নিদ্রার বিলাস ভবন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উক্ত দোকানের অবরুদ্ধ দ্বারের ইঁসকল খুলিয়া গভীর রজনীযোগে চোর তন্মধ্যে প্রবেশ করে এবং নগদ ৫৩।৶০, একটী ট্যাকঘড়ি, একখানি ছুরি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি চুরি করিয়া অদর্শন হয়। পর দিবস অভয়াচরণ সাহার একজন ভৃত্য ঐ চুরীর সংবাদ পুলিসে দেয়, কিন্তু কে চুরি করিয়াছে তাহা বলিতে পারে না। অনন্তর পুলিষ ঘটনাস্থলে উপ- স্থিত হইয়া রীতিমত স্থানীয় তদন্ত করে, কিন্তু অপ- হৃত দ্রব্যাদি ও চোরের কিছুই অনুসন্ধান পায় না। নূতন হাট পুলিস আউটপোষ্টের অপরিণামদর্শী হেড কনষ্টেবল সীতানাথ চট্টোপাধ্যায় রাজকুমার ভট্টা- চার্য্য নামক একজন নিরীহ ভদ্রসন্তানের গৃহে খানা তল্লাসী করে, কিন্তু সেখানে অপহৃত মাল কিছুই পাওয়া যায় না। সম্প্রতি মতিগঞ্জ আউটপোষ্টের হেড কনষ্টেবল ভূষণ শ্রীষ্টানের যত্নে ও অনুসন্ধানে হেড কনষ্টেবল প্রভুরাম কতকগুলি অপহৃত মাল সহিত চোরকে ধৃত করিয়াছে ও সে স্বীয় অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক অপহৃত নগদ ১৬ টাকা ও ট্যাক ঘড়িটী বাহির করিয়া দিয়াছে। ঐ চোরের নাম জগন্নাথ সিং। এ ব্যক্তি নূতন হাট পুলিসের অন্যতম মিউনিসিপাল কনষ্টেবল। ইহার সঙ্গে আর একজন কনষ্টেবল ধরা পড়িয়াছে, তাহার নাম গিরিধারী সিং। এ ব্যক্তিও উক্ত আউটপোষ্টের একজন কন- ষ্টেবল বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, একবারী চোর জগন্নাথ সিং শনি মঙ্গলবারের মরার মত আরও কয়েকজন কনষ্টেবলকে সঙ্গী করিয়া লইতেছে।

উপসংহারে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য, যে রক্ষক, সেই ভক্ষক না হইলে শান্তিপুর চলে না। কারণ এখানকার পুলিষের অধিকাংশ কনষ্টেবল দীর্ঘকাল এক স্থানে থাকিয়া নিতান্ত বিলাসপ্রিয় ও বেশ্যাখোর হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং চুরি না করিলে মাসিক পাঁচ টাকা দেড় আনা বেতনে উহাদের কিরূপে চলিতে পারে?

নীলকরেরা প্রজার উপরে যে আজও অত্যাচার করিতে সমর্থ হয়, ইহা আমাদিগের অল্প ক্ষোভ ও দুঃখের বিষয় নহে। যে সময়ে নীলদর্পণ রচিত হয়, যে সময়ে লঙ সাহেব কারারুদ্ধ হন, সেই সময়ে বঙ্গদেশের বর্ত্তমান লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেবও ইহাদিগের অত্যাচার নিবারণের সবিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তখন তাঁহার নীলকরদিগের অত্যাচারের অপনোদন করিবার তাদৃশ ক্ষমতা ছিল না, এখন সে ক্ষমতা হইয়াছে এবং তিনি উহাদিগের আভ্যন্তরিক বিষয় সমূহ সবিশেষ অবগত আছেন, তথাপি যে কেন ইহার প্রতীকার হইতেছে না, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। এই নীলকরদিগের কুহকে পড়িয়াই মোর্সলি সাহেব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু অতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সপক্ষপাত বিচার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। মোর্সলির ন্যায় গবর্ণমেণ্টের যে অন্যান্য উচ্চপদস্থ সাহেব কর্ম্মচারীরা স্বজাতি পক্ষপাতিতা দোষে দূষিত হইতে পারেন না, আমাদিগের এমন সংস্কার নাই। যাহা হউক, আমরা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরকে অনুরোধ করি, তিনি যেন নীলকরদিগের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন, অন্যথা তাঁহার কলঙ্ক রটিবার সম্ভাবনা। যে কারণে আমরা এত কথা বলিলাম, তাহার কারণ এই, মেদিনী পত্রে লিখিত হইয়াছে:—

জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ব্যাডকক সাহেবের নিকট কমলসাউ নামক ওয়াটসন কোম্পানির একজন প্রজা এই বলিয়া এজাহার দেয় যে, সে হাসিমা প্রামস্থ জঙ্গল ৭২৭ টাকা মূল্যে ওয়াটসন কোম্পানির কর্ম্মচারী মিঃ ল্যারেমোরের নিকট ক্রয় করে। উক্ত জঙ্গলের পরিমাণ ২৪০/ বিঘা। ঐ জঙ্গলে মহুল, কেঁউদ, কুসুম ও পিয়াশাল প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষ সকলের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া সে কতকগুলি বড় বড় বৃক্ষ প্রথমতঃ ছেদন করে। তৎকালে সে ঐ সকল বৃক্ষ ছেদন করাইতেছিল, সে সময় একদা কন্দর্প ও লোকনাথ নামক ওয়াটসন সাহেবদের দুই জন পদাতিক অম্বিকা নন্দী নামক গোমস্তা সমভিব্যাহারে আসিয়া তাহাকে গ্রেগসন সাহেবের তলব বলিয়া ধরিয়া লইয়া যায়। গ্রেগসন সাহেব উক্ত জঙ্গলের সন্নিহিত কোন স্থানে ছিলেন। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া উক্ত গোমস্তা সাহেবকে সংবাদ দিলে সাহেব তাহাকে নিকটে আনাইয়া নানা প্রকার গালাগালি দেয় ও জিজ্ঞাসা করে, সে কেন উক্ত বৃক্ষ সকল ছেদন করিয়াছে? তাহাতে কমল উক্ত জঙ্গল ক্রয় করার কথা গ্রেগসনকে বলে। গ্রেগসন তাহার কোন ওজর না শুনিয়া তাহার সঙ্গে উক্ত গোমস্তা ও নগদী দ্বয়কে মোতায়েন দিয়া পাথরপাড়ার কুঠীতে চালান দেয়। তৎকালে এক প্রহর আন্দাজ বেলা ছিল। যখন সে পাথরপাড়ার কুঠীতে উপস্থিত হয়, তৎকালে তথায় পরান, মহেন্দ্র মিত্র সিমানদার, মুকুন্দ ও ঈশান সাহা উপস্থিত ছিল। গ্রেগসন সাহেব ইহার পূর্ব্বেই উক্ত কুঠীতে পৌঁছিয়াছিলেন। এক্ষণে কমলসাউ তথায় পৌঁছিলে সাহেব কহিলেন তুমি আমাদের জঙ্গলে বড় গাছ কাটিয়াছ এই অপরাধে তোমার ১০০ টাকা জরিমানা করা হইল, তুমি টাকা না দিলে যাইতে পাইবে না এবং টাকা আদায় করিবার জন্য তাহার উপর দুই জন নগদী মোতায়েন করা হইল। এক জন নগদীর নাম যাদব সিংহ, অন্যের নাম অজ্ঞাত। ঐ নগদী দুই জন তাহাকে সাহেবের আদেশ মতে মালখানার কুঠীতে লইয়া যায়, এবং আদায়ের জন্য তদ্বির করে। তখন পর্য্যন্ত সে কিছুমাত্র আহার করে নাই। তখন বেলা এক ঘড়ি আন্দাজ আছে। শ্রীনিবাস সাউ নামক তাহার পিশতুত ভ্রাতা সংবাদ পাইয়া তাহাকে খালাস করিবার জন্য আইসে এবং গোমস্তাকে অনেক কাকুতি মিনতি করে। না ছাড়ায় উক্ত শ্রীনিবাস ২।৩ চৈত্র তারিখে টাকা আদায়ের করারে জামিন নামা লিখিয়া দিয়া তাহাকে খালাস করিয়া লইয়া যায়। ২ রা চৈত্র টাকা লইয়া বাদী ও শ্রীনিবাস ও দুর্গাচরণ দে টাকা সহ গোহালতোড়ের কুঠীতে যায়। সাহেব তথায় না থাকায় সকলে ফিরিয়া আইসে, টাকা দেওয়া হয় নাই। পর দিন সকালে গিয়া টাকা দাখিল করে এবং বলে সে গরিব লোক তাহার গৃহ দাহ হইয়াছে, অতএব সে সমস্ত টাকা দিতে পারিবে না, কিছু ছাইড় চাহে এবং সাহেবের পায়ে পড়ে। সাহেব রাগান্বিত হইয়া তাহাকে বেত্রাঘাত করাতে সে উঠিয়া পলায়। পরে সাহেব কুক কুইলা তহশীলদারকে টাকা লইতে আদেশ করেন। মল পাজনার কাছারিতে গিয়া একশত টাকা দেওয়া হয়। সেখানে সহিস সাহেবের ঘোড়া লইয়া বসিয়াছিল, টাকা দিবার পরেই সাহেব বাহিরে গেলেন। পরে নগদীর খরচ দিবার জন্য আদেশ হওয়ায় রূপম সিংহ ও অপর একজন নগদীকে পাঁচ টাকা দেওয়া হয়। যখন টাকা দেওয়া হয়। তখন যদু মুখোপাধ্যায় মোহরীর শ্রীনিবাস সাহু, ও দুর্গাচরণ সেন উপস্থিত ছিল। এই ঘটনার পর সে পুলিশে নালিশ করে নাই। কারণ, সাহেবদের নামে নালিশ করিলে কিছু হয় না, কেহ সাক্ষ্য দেয় না। যে সাক্ষ্য দেয় তাহার গরু খোয়াড়ে দেয়। তাহাকে জঙ্গল হইতে জ্বালানীকাষ্ঠ নেয় না ও নানা প্রকার শাসন করে। কিছু দিন পরে পুলিষ ইন্সেপেক্টর বাবু গড়বেতায় গেলে তাঁহার নিকট সে এই নালিশ করিয়াছে।

এই মকদ্দমার বাদী পক্ষের সাক্ষী গুজরান ও আসামীর এজাহার লওয়া হইয়াছে। আসামী বাদির প্রায় সমস্ত মূল কথাই স্বীকার করিয়াছেন। তবে তিনি বলেন যে তিনি উক্ত টাকা জরিমানার স্বরূপ লয়েন নাই, ক্ষতিপূরণ স্বরূপ লইয়া কোম্পানির খাতায় জমা করিয়াছেন।

ডাকিনী যোগিনী ভূত প্রেত দৈত্য দানা, দেখিতেছি, এখনও মানুষ খাইয়া বেড়াইতেছে। ইংরাজি শিক্ষার কল্যাণে লোকের মন হইতে কুসংস্কার ক্রমশঃ দূরীভূত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু বোম্বাই নগরে কাল থিওসফিষ্ট সভা স্থাপিত হওয়াতে বুঝি শুষ্ক গাছ আবার বা মঞ্জুরিত হয়,—ভস্ম মন্ত্রের প্রভাব পুনর্ব্বার জীবিত হইয়া উঠিতেছে। সে দিন সিমলাতে আডাম ব্লাভাস্কি বড় বড় লোকেরও চক্ষুতে ধূলি দিয়াছেন। আর থিওসফিষ্টে মধ্যে মধ্যে কত যে গুলিখুরী গল্প বাহির হয়, পড়িবার সময় হেসে হেসে আর বাঁচি না। আজ কলের গাড়ীর এঞ্জিনকে ভূতে পাইল,—এঞ্জিন আপনা হইতেই ঘড় ঘড় করিয়া ছুটিল। আজ এ বালাখানাকে ভূতে পাইল, কাল ও তোষাখানাকে ভূতে পাইল এরূপ কত গল্প সত্য বলিয়া প্রকাশিত হয়। ফলতঃ থিওসফিষ্ট সভা দেশের ঘোর অনিষ্টকর হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি ডাইন ডাইন করিয়া বোম্বাই অঞ্চলে একটী ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। নাশিক জেলার অন্তর্গত দেশগ্রামে দুজন বৃদ্ধ স্ত্রীলোক ছিল। একজনের নাম ওয়ালী। তাহার বয়ঃক্রম ৭০ বৎসর। আর একজনের নাম চিত্রী। ইহারা দুই জনে সহোদরা এবং জাতিতে ভীল। সকলেই তাহাদিগকে ডাইন বলিয়া জানিত। গত ৪ ঠা ডিসেম্বরে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া বলিল যে, তোমরা যা অনুমান করিয়াছ তাহা সত্য। ওয়ালী ও চিত্রী নিশ্চিত ডাইন। * একে চায় আরে পায়—এই কথা শুনিয়া সকলে ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া উঠিল। ওয়ালী ও চিত্রীকে একটী আম্র গাছে বাঁধিয়া বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিল। এই মারপিটে কয়েক জন পুলিষ কর্ম্মচারীও লিপ্ত ছিল। ওয়ালী বৃদ্ধা, মারের ধমক সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করে।

ওয়ালীর হত্যায় তিন জন সাক্ষাৎ অপরাধী ছিল। তন্মধ্যে একজন পুলিষের কনষ্টেবল। সে ওয়ালীকে দড়িতে ঝুলাইয়া অনেক মারপিট করে। একজন পুলিষের প্যাটেল। সে মারপিটে মহা উদ্যোগী ছিল। বাকি আর একজন কিল ঘুসি জুতা মারিয়াছিল। গত ফেব্রুয়ারি মাসে টানার সেসন জজ এষ্টন সাহেবের কাছে ইহার বিচার হয়। বিচারে তাহারা দোষী সপ্রমাণ হওয়াতে পুলিষ কর্ম্মচারী দুই জনের দশ বৎসর, অপর ব্যক্তির পাঁচ বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা হয়। পরে অপরাধীরা হাইকোর্টে আপীল করে। হাই কোর্টের জজ ওয়েষ্ট এবং পিন্নি সাহেব পুলিষ কর্ম্মচারী দুই জনকে দশ বৎসর এবং অপর ব্যক্তিকে পাঁচ বৎসর দ্বীপান্তরিত করিবার আদেশ দিয়াছেন।

সহরের পক্ষে এ সংবাদটী নূতন, কিন্তু পল্লীগ্রামের লোকেরা এরূপ অত্যাচার কাণ্ড সময়ে সময়ে দেখিতে পান। একের কুসংস্কারে অন্যের সর্ব্বনাশ, এ সামান্য বিপদ নয়! লোকের বিশ্বাস যে ডাইনরা— একজন মানুষ মন্ত্রবলে আর এক জনকে খাইয়া ফেলে! এর চেয়ে কুসংস্কার আর কি হইতে পারে? অন্যের কথা কি!—কোন কোন স্থলে গ্রামের ভদ্র লোকদিগকেও এই সকল কাজে লিপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে। অজ্ঞ লোকের সবিশেষ বিদ্যালোচনা না হইলে ইহার প্রতীকার হইবে না।

আমরা কলিকাতা বহুবাজার গবর্ণমেণ্ট সাহায্য কৃত পাঠশালা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদটী পত্রে

যাতি "কিছু দিন পূর্ব্বে" সোমপ্রকাশের বিবিধ সংবাদ' মধ্যে মজবাজারের সাহায্যকৃত বাঙ্গালা পাঠশালার কার্য্যনির্ব্বাহক সমাজের সহিত উহার তত্ত্বাবধায়কের বিরোধ সম্বন্ধে কতিপয় পংক্তি লিখিত হইয়াছিল। তৎকালে এই বিরোধের বিষয় গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের বিবেচনাধীন থাকায় ঐ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে পারা যায় নাই। সম্প্রতি শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টার মহোদয় ঐ বিষয় তত্ত্বাবধায়কের অনুকূলে মীমাংসা করিয়াছেন। পূর্ব্বতন কার্য্যনির্ব্বাহক সমাজের দোষে বিদ্যালয়ের অর্থ ও অন্যান্য বিষয়ে ক্ষতি হওয়ায় তত্ত্বাবধায়ক পল্লীস্থ ভদ্র লোক এবং ছাত্রগণের অভিভাবকদিগের অভিপ্রায়ানুসারে উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহক সমাজকে অবসৃত করিয়া একটি নূতন কার্য্য নির্ব্বাহক সমাজ সংগঠন করেন। ডাইরেক্টার মহোদয় ইনস্পেক্টার মহাশয়কে এই নূতন কার্য্য নির্ব্বাহক সমাজের সহিত গবর্ণমেণ্টের সংস্রব রাখিতে আদেশ করিয়াছেন। এক্ষণে প্রার্থনা এই যে, পাঠকগণ পূর্ব্বে যেমন বিরোধের সংবাদ পাইয়াছিলেন, আগামী সপ্তাহে যেন সেই বিরোধের নিষ্পত্তির সংবাদও পান। এই বিদ্যালয় বঙ্গদেশস্থ সমুদয় বাঙ্গালাপাঠশালার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান এবং এইরূপ বিরোধ ঘটনাটীও বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম উপস্থিত হইয়াছে. সুতরাং পাঠকগণকে উহার নিষ্পত্তির সংবাদ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক।"

পূর্ব্বে নিয়ম ছিল কোন ব্যক্তি কোন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর নামে দেনার জন্য দেওয়ানি আদালতে ডিক্রি করিয়া তাহার বেতন আটক করিতে পারিতেন। শুনা যাইতেছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার পরিবর্ত্ত করিয়া এক্ষণে এই নিয়ম করিয়াছেন অতঃপর কোন ব্যক্তি ডিক্রী করিয়া ৫০ টাকার কম বেতনের কর্ম্মচারীর বেতন আটক করিতে পারিবেন না, তবে ৫০ টাকার উপরি বেতনের কর্ম্মচারীর বেতনের এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

খ্রীষ্টধর্ম্মের অনুরোধে প্রতি রবিবার গবর্ণমেণ্টের উচ্চতর কার্য্যালয় হইতে সামান্য ব্যবসাদারগণের দোকান পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে। কিন্তু সরাপখানাও ঐ দিবস বন্ধ করা গবর্ণমেণ্টের উচিত। এই প্রথাটী স্কট্‌লণ্ড ও আয়ারলণ্ডে আছে এবং এক্ষণে ওয়েল্‌সেও হইয়াছে। ইংলণ্ডে খ্রীষ্টধর্ম্মের যেরূপ আদর, তাহাতে রবিবার সরাপখানা বন্ধ করিবার আদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ভারতবর্ষেও ঐরূপ নিয়ম হইতে পারে। সপ্তাহের মধ্যে এক দিনও সুরাপান বন্ধ থাকিলে ভারতের অনেক মঙ্গল হয়।

যে হায়ত খাঁ পদ পাইয়াছেন ও গবর্ণমেণ্টের কথার অবাধ্য হইয়াছেন বলিয়া মহাহুলস্থূল পড়িয়াছিল, সেই হায়ত খাঁ বিচারে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়াতে মুক্ত হইয়াছেন। তিনি পুনরায় অতিরিক্ত সহকারী কমিসনরের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু যিনি তাঁহার প্রতি এই অলীক দোষের আরোপ করিয়াছিলেন, তাঁহার কি দণ্ড হইল? একজন নির্দ্দোষ সম্ভ্রান্ত লোককে মজাইবার চেষ্টা পাওয়া কি সামান্য অপরাধ? আমরা দেখিতে পাই কতকগুলি লোকের চেষ্টা এই, দেশীয় লোকে উচ্চ পদ না পায়, তাই তাহারা তাহাদিগকে বিপদাপন্ন করিবার জন্য নানা প্রকার ছলানুসন্ধান করিয়া থাকে।

কেম্ব্রিজ নিবাসী সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ অধ্যাপক গ্রিমার সাহেব ১৮৮৫ অব্দে প্রধান গ্রহগণের সঞ্চার সম্ভাবনায় পৃথিবী বিনষ্ট হইবার ভয় দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন ঐ বৎসর দীর্ঘকাল ব্যাপী শীতের প্রাদুর্ভাব, ঘন ঘন ভীষণ ভূমিকম্প, ঘোরতর ঝঞ্ঝাবাত, মুষলধারে বারিবর্ষণ, বহুদেশ ব্যাপী জলপ্লাবন, আগ্নেয় পর্ব্বতের ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত হইবে। বোধ হইবে যেন পৃথিবীধ্বংস করিবার জন্যই পঞ্চভূত মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। নদীর জল অপেয় হইবে এবং মৃত্যু উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চল হইতে ধাবমান হইয়া মধ্য এবং প্রাচ্য ইউরোপ পর্য্যন্ত ভীষণ আকারে সঞ্চরণ করিবে। ইংলণ্ডেও বাগ বাজার আছে।

জাতি ও বর্ণভেদ অনুসারে বিচারভেদ ইংলণ্ডের লিবারাল মন্ত্রিদলেও প্রবেশ করিয়াছে। হার্টিংটন সাহেব ভবিষ্যতে উচ্চতম আদালতে দেশীয় ও ইউরোপীয় বিচারপতিদিগের বেতন সম্বন্ধে এই নিয়ম প্রচার করিয়াছেন।

১৮৮১ অব্দের ২১ মের পর যে সমস্ত নিম্নপদস্থ বিচারপতি নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারা নিম্নের লিখিত নিয়মানুসারে বেতন পাইবেন:—

চিহ্নিত সিবিলিয়ান বিচারপতিদিগকে পূর্ব্বে যে শতকরা চারি টাকা করিয়া তাঁহাদের পেন্সনের জন্য দিতে হইত, তাহা আর তাঁহাদিগকে দিতে হইবে না।

যদি বিচারপতি দেশীয় না হন, অথবা দেশীয় হইয়াও যদি তিনি চিহ্নিত সিবিলিয়ান হন, তাহা হইলে তিনি ৩৬০০ টাকা মাসিক বেতন পাইবেন।

যদি বিচারপতি দেশীয় হন, এবং যদি তিনি চিহ্নিত সিবিলিয়ান না হন, তাহা হইলে তিনি ২৪০০ টাকা মাসিক বেতন পাইবেন, অর্থাৎ ইউরোপীয় অথবা সিবিলিয়ান জজ যে বেতন পাইবেন তাহার তৃতীয় অংশের দুই অংশ পাইবেন।

এক্ষণে ছুটী দিবার ও পেন্সন দিবার যে নিয়ম আছে, দেশীয় বিচারপতিদিগের সম্বন্ধে সে নিয়মের পরিবর্ত্তন করা হইবে। তজ্জন্য ভারতবর্ষীয় ষ্টেটসেক্রেটারির সম্মতি গ্রহণ আবশ্যক হইবে। ২১ এ মার্চ্চের পর যে সমস্ত দেশীয় বিচারপতি উচ্চতম আদালতে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইবে যে পেন্সন ও ছুটী সম্বন্ধে এক্ষণে যে নিয়ম আছে, তাঁহারা তাহার ফলভাগী হইবেন না।

ছুটী ও পেন্সনের নিয়ম প্রস্তুত করা হইতেছে। ২১ এ মার্চ্চের পর যে যে ব্যক্তি দেশীয় বিচারপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, ইতি মধ্যে তাঁহারা যদি অবকাশের প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে। যদি ষ্টেটসেক্রেটারি অল্প করিয়াও ইংরাজ ও দেশীয় উভয়ের বেতন সমান করিয়া দিতেন, তাহা হইলে আমাদের ক্ষোভের কারণ থাকিত না। এদেশীয়েরা সহস্র গুণে উপযুক্ত হইলেও ইংরাজের সমান বেতন পাইবেন না, এবং ইংরাজ সহস্রগুণে নিকৃষ্ট হইলেও এদেশীয়ের অপেক্ষা অধিক বেতন পাইবেন। এই কি উদার রাজনীতি?

ভাউনগরের ঠাকুর (যিনি সম্প্রতি কে, সি, এস, আই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন ইনি) ভাউনগর ও রাজকোটের মধ্যে রেলওয়ে ও একটী সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই সেতুটী নির্ম্মাণ করিতে ১২৭০০০ টাকা ব্যয় পড়িয়াছে। ইহা ভিন্ন রাজকুমার কালেজে ইঁহার অনেক দান আছে। ইঁহার বয়ঃক্রম এক্ষণে ত্রয়োবিংশতি বর্ষের ঊর্দ্ধ হইবে না।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হাইকোর্টের জজ জষ্টিস স্প্যাঙ্কি ৩৫ বৎসর দক্ষতার সহিত নিজ কার্য্য সমাধা করিয়া ভারতভূমি ত্যাগ করিতেছেন। ইনি এক জন কার্য্যদক্ষ ও উপযুক্ত বিচারপতি ছিলেন। বিলাত গমন সময়ে ইউরোপীয় ও দেশীয় উভয় যাতি সন্তোষের সহিত অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞাপন সভার গৃহ আবশ্যক। এজন্য ঐ সভার সভ্যেরা ৩০ হাজার মুদ্রার কোম্পানির কাগজ বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্যে একটী বাটী ক্রয় করিতেছেন।

আমরা অতি দুঃখের সহিত পাঠকগণকে অবগত করাইতেছি, ৩ রা জুন শুক্রবার বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৩ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী চাম্পাদানি নামক স্থানে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইঁহার বদান্যতা অতি প্রশস্ত ছিল এবং কলিকাতা ক্লাব সভার একজন কার্য্যদক্ষ সভ্য ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপন ইয়র্ক-সায়ার কালেজ নির্ম্মাণ করিবার জন্য ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

আজমীরের মেও কালেজের জন্য যে ৬২২০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ হইয়াছে, তাহা আজমীর ধনাগারে সঞ্চিত রহিয়াছে।

পঞ্জাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে। লাহোরের কয়েকজন পঞ্জাবি ব্রাহ্ম যুবক পৈতা পোড়াইয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান মিরর বলেন সিঙ্গাপুরে চীনদিগের মধ্যে এই জনরব উঠিয়াছে, বিগত ৩১ এ মার্চ্চ খোয়াতো নামক স্থানে দিবা ১১ টা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত সূর্য্য চতুষ্টয় দেখা দিয়াছিল।

একজন সিপাহী লাহোর কেল্লা হইতে কতকগুলি টাকা অপহরণ করিয়া গুলি খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। অনুসন্ধানে ২৭০০ টাকা নিকটবর্ত্তী উদ্যানে জঙ্গলে ও খাল ধারে এবং জেলের নিকটে পাওয়া গিয়াছে। অনেক প্রহরিকে দোষী বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে।

ব্রিটীশ কলম্বিয়ার ভিক্টোরিয়া নামক স্থানে রেলওয়ে কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য ৬০০ চীন কারিকর নিযুক্ত হইয়াছে।

আমেরিকার এক খানি সংবাদ পত্র বলেন যে জারের মৃত্যু হওয়ার পর আমাদের রাজ্ঞীর রক্ষার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বিত হইতেছে। সম্প্রতি যখন তিনি বাষ্পীয় শকটে উইণ্ডসর হইতে লণ্ডনে আসিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার গাড়ির অগ্রে এক খানি খালি গাড়ি গমন করিয়াছিল এবং উইণ্ডসর হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত সমুদয় পথে প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছিল।

সুইডেনের একজন কাউন্ট ও অপশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর জাল করা অপরাধে ধৃত হইয়াছেন। এই হতভাগ্য রাজা ও রাজ্ঞীর নাম পর্য্যন্ত জাল করিতে সাহসী হইয়াছিল।

গ্রামহাউ হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে ক্যাথেরাইন মার্শ্যাল নামে একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালিকা জানুয়ারি মাস হইতে এ পর্য্যন্ত কেবল জলপান করিয়া জীবিত আছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে এক স্থানের গবর্ণমেণ্টের নোট অন্য স্থানে ভাঙ্গাইতে হইলে অনেক বাঁটা দিতে হয়, এজন্য টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া বলেন যে "সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য একবিধ নোট করা উচিত, তাহা হইলে এক স্থানের নোট অন্য স্থানে ভাঙ্গাইতে গিয়া কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না।" গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি লাহোরের দুর্গস্থ ধনাগারে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ধনাগারের নিকটে একটী ক্ষুদ্র নর্দ্দামা আছে। গত শনিবার ঐ নরদামায় কয়েকটী মুখকাটা তোড়া পাওয়া যায়। বোধ হইতেছে যে ৩৫,০০০ টাকা চুরি গিয়াছে। ধনাগার রক্ষার জন্য তথায় একজন সৈনিক প্রহরী ছিল। তাহাকেই সন্দেহ করিয়া কারারুদ্ধ করা হইয়াছে।

ইংলণ্ডের ইটন কলেজে এক্ষণে ৯৬৪ জন ধনী লোকের পুত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে একজন দেশীয় রাজপুত্র আছেন।

ভারতবর্ষের অহিফেন ব্যবসায় লইয়া পার্লিয়ামেণ্ট সভার কমন্স বাটীতে মহা তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ২৯ এ এপ্রেল পীস সাহেব এই অহিফেন ব্যবসায়ের দোষ দিয়া বলিয়াছেন যে এই গর্হিত ব্যবসায় বন্ধ করিলে আয়ের যে ক্ষতি হইবে অন্য প্রকারে ভারতবর্ষের কিছু আয় বৃদ্ধি ও কিছু ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া পূরণ করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে কমন্স সভা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে আবশ্যক মত সাহস দান করিতে প্রস্তুত আছেন। ১৮৭৬ অব্দের ১৩ ই সেপ্টেম্বর চীন-রাজের সহিত আমাদিগের দূত সার টমাস ওয়েড যে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন, এবং যে সন্ধিতে আমাদের মহারাজ্ঞীর গবর্ণমেণ্ট সম্মতি দেন তাহার তৃতীয় ধারার তৃতীয় দফা অনুসারে বিনা ওজরে কার্য্য করা উচিত।

বঙ্গদেশীয় টেলিগ্রাফ আপিসে অনেক জন স্ত্রী লোক সিগনালারের কার্য্য করিবেন বলিয়া ডাইরেক্টর জেনারলের নিকট আবেদন করাতে বঙ্গদেশীয় টেলিগ্রাফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই কয়েকটী নিয়মানুসারে কার্য্য করিবার আদেশ দিয়াছেন। যাঁহারা কার্য্যের উপযুক্ত হইবেন, তাহারা কর্ম্ম পাইবেন। সৈনিক সিগনালারদিগের বেতনের যেরূপ বন্দোবস্ত আছে ইহাদিগেরও সেইরূপ হইবে। আপাততঃ ইহাদিগকে কম কিছু দিনের জন্য দেওয়া হইবে। পেন্সন অথবা বেতন বৃদ্ধির কোন বন্দোবস্ত থাকিবে না। যে স্থানে টেলিগ্রাফ কর্ম্মচারী একাকী টেলিগ্রাফের কার্য্য সমাধা করিতে পারিবে না অথচ যেখানে অপর একজন পারদর্শী কর্ম্মচারীর আবশ্যকতা নাই, সেই খানেই স্থানীয় কর্ম্মচারীর স্ত্রী টেলিগ্রাফে কার্য্য করিবেন।

জয়পুরের মহারাজ রামসিংহ পরলোক গমন করাতে রাজনীতির নানা পরিবর্ত্ত হয়। এই পরিবর্ত্তনে রাজ্য মধ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। এক্ষণে কিছু উপশমিত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের সাহেব কর্ম্মচারিদিগের অত্যাচারের কথা শুনিতে শুনিতে কর্ণ বধির হইয়া গেল। সম্প্রতি বাঁকুড়ার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের সহিত তত্রত্য ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মাষ্টার্স সাহেব যেরূপ অসদ্ব্যবহার করেন, তৎপাঠে আমাদিগের বোধ হইতেছে, এ প্রকার উদ্ধত কর্ম্মচারিদিগকে বিশেষ দণ্ড না দিলে ইহারা ইংরাজ রাজত্বকে ক্রমে নিরোর রাজত্বের ন্যায় করিয়া তুলিবে। আমরা শুনিলাম একদা মাজিষ্ট্রেট মফঃস্বল পরিদর্শনার্থ গমন করেন, তিনি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট রমেশ বাবুর উপর তাঁহার কার্য্যভার সমর্পণ করিয়া যান এবং তাঁহার অধীনস্থ আপীসগুলি যথারীতি পরিদর্শন করিতে বলেন। রমেশ বাবু যথারীতি সকল আপীস পরিদর্শন করিয়া অবশেষে পুলিস সব ইন্সপেক্টরের আপীস পরিদর্শন করিতে যান। সব ইন্সপেক্টার এই কথা ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মাষ্টার্স সাহেবকে লেখেন। তদুত্তরে তিনি লিখিলেন তিনি যেন কদাচ জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটকে আপীস পরিদর্শন করিতে না দেন। কিন্তু এই আদেশ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই রমেশ বাবু আপীস পরিদর্শন কার্য্য প্রায় এক প্রকার শেষ করিয়াছিলেন অবশিষ্ট যাহা ছিল পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের এই আদেশ তাঁহাকে দেখাইতে তিনি সে দিকে দৃকপাত না করিয়া অবশিষ্ট কার্য্য শেষ করিলেন। তৎপরে মাজিষ্ট্রেট সদর ষ্টেসনে প্রত্যাগমন করিলে রমেশ বাবু এই বিষয়ে তাঁহার নিকট রিপোর্ট করেন। মাজিষ্ট্রেট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের এতদ্রূপ অন্যায় আদেশ দিবার বিষয়ে কৈফিয়ৎ চান। তদুত্তরে তিনি অতি অভদ্রভাবে এই কথা বলিয়াছেন জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পুলিস সব ইন্সপেক্টারের আপীস পরিদর্শন করিবার কোন অধিকার নাই। অতএব তাঁহার এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। মাজিষ্ট্রেট আণ্ডার্সন সাহেব সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের এই কথায় অবমানিত হইয়া এই বিষয় কমিশনরের গোচর করেন; কিন্তু তিনি ইহাতে মৌনাবলম্বন করিয়া বিচারার্থ কাগজপত্র গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। দেখা যাউক, এখন বিচারের কিরূপ ফল হয়।

কুমার মহেন্দ্রনারায়ণ মহম্মদ ফুংক রহমন এবং আমাহুদ্দীন মহম্মদ ইংলণ্ডে ব্যারিষ্টারদিগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

অতঃপর মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে [illegible] সেনাপতি থাকিবেন না।

টাকা আরবে গলাকাটা [illegible] অনেক সুবর্ণবণিকের লোভ আছে, কিন্তু ঐ [illegible]

এখন সাধারণ্যে এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে বোম্বাইয়ের মিণ্ট মাষ্টার ঐ বিষয়ে তথাকার গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বালকগণের অনেকেই শৈশবাবস্থায় বিদ্যালয়কে অথবা পাঠশালাকে যমালয় বলিয়া জ্ঞান করে। সম্প্রতি কলিকাতা মানিকতলার একটী দশম বর্ষীয় বালক বিদ্যালয়ে যাইবার ভয়ে পিতা মাতার তাড়নায় গৃহের একটী সিন্ধুকের ভিতর লুকায়। অনন্তর সিন্ধুকের ঢাকুনি চাপিয়া দেয়। ভিতর হইতে ঢাকুনি উত্তোলন করিতে না পারাতে দিবা দশ ঘটিকা হইতে বৈকাল সাত ঘটিকা পর্য্যন্ত ঐরূপ ছিল। অনুসন্ধানের পর বালকটীকে সিন্ধুকের মধ্য হইতে মুমূর্ষু অবস্থায় বাহির করা হইয়াছে।

সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই, উপাধি পাইয়াছেন। পণ্ডিতে যাহা কখন হয় নাই, ন্যায়রত্ন হইতে তাহা হইল। ন্যায়রত্ন ক্ষণজন্মা পুরুষ সন্দেহ নাই।

বিশেষ টেলিগ্রামে দেখা গেল মান্দ্রাজের গবর্নরের পদ যে কাহাকে দেওয়া হইবে এখনও তাহা স্থির হয় নাই। তবে কেহ কেহ কহিতেছেন, উক্ত পদ লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন করা হইবে এবং উক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের পদ কোন যোগ্য ভারতবর্ষস্থ সিবিলিয়ানের উপর ন্যস্ত হইবে।

ভারতবর্ষে যেমন কেহ কাহার বিষয় লইলে নিয়মিত মেয়াদের মধ্যে সে ব্যক্তি যদ্যপি নালিশ না করে, তাহা হইলে তাহার যেমন আপত্তি তামাদি হইয়া যায়, চীনে সেরূপ যায় না। তথায় অত্যাচারিত ব্যক্তির নালিশের মেয়াদ ৬০ বৎসর।

পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার লর্ডেরা বিকন্সফিল্ডের কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণের প্রস্তাবে সকলেই অনুমোদন করিয়াছেন এবং কমন্স বাটীর ৩৮০ জন ইহাতে অনুমোদন করেন, কেবল ৫৪ জন ইহাতে মত দেন নাই।

বোম্বাই গেজেট সংবাদ পাইয়াছেন যে অতঃপর মান্দ্রাজে আর গবর্ণর থাকিবেন না। বঙ্গদেশের ন্যায় মান্দ্রাজ একজন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীনে থাকিবে। আমরা অনেক দিন অবধি মান্দ্রাজে ও বোম্বাইয়ে এক একজন লেপ্টনণ্ট গবর্ণর রাখিবার প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি।

২৮ সে মে যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, তাহাতে পূর্ব্ব বঙ্গ রেলওয়ের ৫৮,৬০৬ টাকা আয় হয়। গত বৎসর এই সময়ে ৫৮,২৫৬ টাকা আয় হইয়াছিল।

আইরিশ ল্যাণ্ডবিলে ১,৫০০ সংশোধন ও নূতন ধারা সন্নিবেশিত হইয়াছে। পালমাল গেজেট বলেন স্থানীয় ভূমিসংক্রান্ত আদালতের শাসন-প্রণালী ও বাকী খাজনার নিয়ম,এবং কৃষকদিগের বাসগৃহ সম্বন্ধে যে সমুদায় ধারা নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার বিষয়ে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ মনোযোগ দিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

আমেরিকায়ও কলিকাতার ন্যায় বটতলা আছে। একজন আমেরিকার পুস্তকপ্রকাশক বলিয়াছেন যে তাঁহার নিকট এক্ষণে সহস্রাধিক গল্পের পুস্তক আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে তিন খানিও মুদ্রাঙ্কিত করিবার যোগ্য নহে।

সম্প্রতি বরদারাজ্যে সুপানশঙ্ক নামে একটী ডাকাইত ধরা পড়িয়াছে। এই দুরাত্মা জেলা সুরাট ও পুরন্দর তালুকে বিস্তর ডাকাইতি ও হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল।

রেঙ্গুণে টেলিফোন যন্ত্রের দ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে। রাওয়েল কোম্পানির চাউলের কল হইতে দেড় ক্রোশ পর্য্যন্ত টেলিফোনে সুন্দর রূপে কার্য্য চলিতেছে।

শুনা যাইতেছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে সে লোকের হস্তে বিষ বিক্রয়ের ক্ষমতা দিবেন না।

একজন কুম্ভকার ঝানসির কোন একটী পাহাড় খনন করিতে করিতে দশ হাজার টাকা প্রাপ্ত হইয়াছে। তথাকার রাজা এই সংবাদ শ্রবণে সৈনিক প্রেরণ করিয়া উহার নিকট হইতে অর্থ আনয়ন করিয়াছেন। দরিদ্র কুম্ভকার ১০ টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছে!

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

মালদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী মহম্মদ আবদুল কাদের যশোহরের অন্তর্গত নড়াইলের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

মুঙ্গেরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ই আর মিডলটন যশোহর সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ব্রজমোহন রায় পূর্ত্তকার্য্যের রেলওয়ে বিভাগে নিযুক্ত হইলেন। ইনি ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে ২৪ পরগণা, নদীয়া ও যশোহরে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন। যথাঃ—

এচ, এ, ডি ফিলিপ্স ১৮৮১ অব্দের ২৭ এ এপ্রেল; এফ, বি, টেলর ৬ ই মে; ডি, ডবলু স্মাইথ ১৪ ই মে; ডি, নর্টন ১৪ ই মে হইতে।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ কিছু দিনের জন্য ২ য় শ্রেণী ভুক্ত হইলেন। যথাঃ—

আর, এচ. এণ্ডার্সন ২৭ এ এপ্রেল; ডি. বি, এলেন ৬ ই মে এচ, পি, পিটার্শন ৭ ই মে; সি, আর মারিয়ট ২৪ এ মে হইতে।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু রাধাকিশোর সেঠ কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। ইহাঁর উপর এক্ষণে যে কার্য্যের ভার আছে তৎসঙ্গে নদীয়ার লাইসেন্স ট্যাক্সের কার্য্য ও করিতে হইবে।

বাবু কালীকুমার রায় চৌধুরী কিছু দিনের জন্য ২ য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন। ইহাঁর উপর এক্ষণে যে কার্য্যের ভার আছে তৎসঙ্গে যশোহরের লাইসেন্স ট্যাক্সের কার্য্য করিতে হইবে।

মুর্শিদাবাদের প্রতিনিধি সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু পূর্ণচন্দ্র বসাক কিছু দিনের জন্য ২ য় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

ত্রিপুরার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এফ. জে, জি ক্যাম্বেল (ইনি ছুটী লইয়াছেন) রাজসাহীর সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

নদীয়ার অন্তর্গত বনগাঁর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (ইনি ছুটি লইয়াছেন) কিছু দিনের জন্য ২৪ পরগণার সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

মেদনীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু দীননাথ ঘোষ ১ লা হইতে নিজ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

হুগলীর প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্যামাধব রায় কিছু দিনের জন্য ঐ ষ্টেষণের সব রেজিষ্ট্রার হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

রঙ্গপুরের অন্তর্গত নেলপামারির মুন্সেফ বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র পাল (ইনি ছুটী লইয়াছেন) বাকুড়ার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু নন্দলাল দে, বি. এল দিনাজপুরের অন্তর্গত পর্ব্বতপুরে মুন্সেফ হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দুমকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বি, ডি মোরাণ মুন্সেফের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴০ আনা; ৴০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৮৬ নং ফৌজদারি বালাখানা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করিয়া থাকেন।

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা ও অকালপক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ।৶০

স্মরসুন্দরী বটিকা।

ইহার সেবনে শ্বেত ও রক্তপ্রদর কষ্টরজঃ বাধক ও রোগবন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২৲ ডাকমাশুল ।০

নলিনাসব।

ইহার দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য উদরাময়, জ্বর, অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য স্ফূর্ত্তিহানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১॥০ ডাকমাশুল ।৶০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহিত এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলে যথা স্থানে প্রেরণ করা যায়।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত
ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

হিন্দু-দর্শন।

স্বল্প মূল্যের সাহিত্যাদি বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বিগত ভাদ্রমাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। কলিকাতায় অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০ আনা, মফস্বলে ডাঃ মাঃ সমেত ১৶০। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে পত্রিকা প্রেরিত হয় না। একত্র এক মোড়কে ৫ খণ্ড লইলে ডাঃ মাঃ বিশেষ সুবিধা।

হিন্দু-দর্শন কার্য্যালয়
৬৬ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট
পটোলডাঙ্গা কলিকাতা।
শ্রীকালীচরণ পাল।
হিন্দু দর্শন কার্য্যাধ্যক্ষ।

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল ১৮৮১।
শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায়
ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ সপ্তম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ক্ষিতিশবংশাবলীচরিতম্, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, স্বর্ণ, রৌপ্য ও ভারতের আয় ব্যয়, মনুসংহিতা, ষষ্ঠীবাটায় জামাই বিদায়, প্রাচীনকালে যে যে জাতির সহিত হিন্দুদিগের সবিশেষ সম্পর্ক হয়, ললিতা, সাংখ্যদর্শন, এই ৮টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটা স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত পদাদিকম্প, রূপবিহীনতা, মানসিক বিকার, বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
মোং কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

——:०:——

যিনি এক দিবসে হৃদয়দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া ছয় মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্টেড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

——०——

আর, লায়েল কোম্পানি।

ঘড়িওয়ালা সওদাগর ও নানাবিধ বিলাতী দ্রব্য আমদানিকারী ১৩৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতার এবং মফস্বলের সকল প্রকার ব্যবসায়দারদিগকে, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভদ্র লোকদিগকে এবং জমীদার রাজা প্রভৃতি সকল বড় লোকদিগকে অতি অল্প লাভে সকল রকম দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। যাঁহার যাহা প্রয়োজন, লিখিয়া পাঠাইলেই মূল্য জ্ঞাত করা যায়, এবং মূল্য প্রেরণ হইলে শীঘ্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। অনুগ্রহ করিয়া মূল্য পাঠাইয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন সুবিধা হয় কি না, বুঝিতে পারিবেন, অধিক এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। তবে এই বলিতে

পারি যে, আমরা এই কার্য্য অনেক দিন হইতে করিতেছি; কিন্তু আমাদের সহিত কার্য্য করিয়া কেহ কখনই অসন্তুষ্ট হন নাই।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।
আর, লায়েল কোম্পানি
১৩৫ নং রাধাবাজার
কলিকাতা।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সুতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৭ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ৴১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহ্বায়াসলব্ধ মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাবকালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতায় ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তার ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার অত্যন্ত উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার জরায়ুরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত স্ত্রীগণের জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, হুলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

যোগবিলাস।

এই আশ্চর্য্য ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার বায়ু ও কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু গুল্ম অম্ল ও অম্লশূল, হাপানি, মেহ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ উদরাধ্মান, ক্রিমিদোষ, অর্শ, এই সমস্ত রোগ দুই সপ্তাহে দূরীভূত হইয়া শরীরের বল, অগ্নি, মেধা, ও শুক্র বর্দ্ধন করিয়া কান্তি পুষ্টি করে।

দুই সপ্তাহের ঔষধের মূল্য	৩,
প্যাকিং খরচা	৴০

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্ন-প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " কেদারমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং নগেন্দ্রনাথ দে জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
বাবু নিত্যাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।
কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া
বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুনাথ ঝা—রাজগ্রাম	৭
" " ব্রজনাথ দাস—মালদহ	৭
" " অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়—এলাহাবাদ	৭
" " চন্দ্রকমল লাহিড়ি—কুচবিহার	৭
" " অমৃতনারায়ণ আচার্য্য—মুক্তাগাছা	১০
" " কেদারনাথ দত্ত—চোরবাগান	১০
" " দুর্গাচরণ লাহা—কলিকাতা	১০
" " পরেশনাথ আচার্য্য—বড়বাজার	৫
" " হেমন্তকুমার রায়চৌধুরী—বারুইপুর	৭
" " উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—নোয়াখালী	৭
" " হরিলাল সরকার—রাজমহল	১০
" " জানকীবল্লভ সেন—কাঙ্গুন গোটোলা	১০
" " কিশোরচন্দ্র ভক্ত—বদনগঞ্জ	৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ । " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং " ৩২ সংখ্যা ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ৭ ই আষাঢ়। ইং ১৮৮১। ২০ এ জুন। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা,

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১২৮৭ সাল গত হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য গ্রহণের নিয়ম, এ বিষয়টী বিশেষ করিয়া পাঠকগণের স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের [illegible] না হয়, তাহা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তব্য।

যাঁহারা মনিঅর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের [illegible] কল্পক্রমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভ্রম-প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া [illegible] যথা—যিনি কাগজ লন, হয় ত তাঁহার [illegible] মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনিঅর্ডর আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কাড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরও কর্ম্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্ম্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, বাস-গ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহা-দের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক।

এতদ্দ্বারা ঠিকাদারগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে লোহারডগা জেলার অন্তর্গত রাঁচি এবং পুরুলিয়া রাস্তার পুল এবং সাঁকো নির্ম্মাণ এবং মাটী ভরাট ইত্যাদি নিম্নলিখিত কার্য্য সকলের আগামী ইং ১৪ ই জুলাই ১৮৮১ সাল বেলা দুই প্রহরের সময়ে প্রকাশ্যরূপে টেণ্ডার গ্রহণ দ্বারা কার্য্য বিলি করা যাইবে।

যাঁহারা ঐ সকল কার্য্যের ঠিকা লইতে বাসনা করেন তাঁহারা পবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের ১৪ [illegible] আবেদন করিবেন। কার্য্য বিলি [illegible] সকল ঠিকাদার উপস্থিত থাকিবেন [illegible] টেণ্ডার খোলা যাইবে।

যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর আফিসে বেলা [illegible] ঘটিকা হইতে ৪॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত আবেদন করিলে সবিশেষ দেখিতে ও জানিতে পারিবেন।

উপরিউক্ত ফরম ভিন্ন অন্য কোন ফরমে টেণ্ডার গ্রহণ করা যাইবে না। ন্যূন টাকায় টেণ্ডার পাইলেই নিম্ন স্বাক্ষরকারী সেই টেণ্ডার [illegible] করিতে বাধ্য নহেন।

		নির্দ্ধারিত ব্যয় আনুমানিক ব্যয়
১।	১৯ নং হইতে ২২ নং পর্য্যন্ত রাজাডেরা বাটী সমীপস্থ ৪ টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুল নির্ম্মাণ ও মাটী ভরাট কার্য্যের	২৫৭০
২।	চামধাতী নদীর সমীপস্থ ২৩ নং হইতে ২৫ নম্বর পর্য্যন্ত ৩ টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুল নির্ম্মাণ ও মাটী ভরাট কার্য্যের	
৩।	রূপধা নদীর সমীপস্থ ২৬ নং হইতে ৩৪ নং পর্য্যন্ত ৯টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুল নির্ম্মাণ ও মাটী ভরাট কার্য্যের	৪৭৫৫
৪।	জোনা নদীর নিকটে ৩৫ নং হইতে ৪০ নং পর্য্যন্ত ৬ টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুল নির্ম্মাণ ও মাটী ভরাট	৪১০৪
৫।	ডিপটী নদীর উপর পুল নির্ম্মাণ	৩৭০৭
৬।	জোনা নদীর উপর পুল নির্ম্মাণ	৫০৬৭
৭।	৪১ নং হইতে ৫১ নং পর্য্যন্ত ১১টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুল নির্ম্মাণ এবং ২১ ও ২২ মাইলে মাটী বিছাই	২০৬৫

হাজারিবাগ ১০ ই জুন ১৮৮১। | জে, ডব্লু, ক্লসন সি, ই, একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র হাজারিবাগ ডিবিজন।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, প্রণীত, মহা-রাজ হোলকর প্রদত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত "ভারত মহিলা" মূল্য আট আনা "বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য" মূল্য তিন আনা। বঙ্গদর্শন হইতে পুনঃ মুদ্রিত। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মাশুল ৵১০ হিসাবে।

যোগবাশিষ্ঠ।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুবাদিত। উক্ত ভট্টাচার্য্য অপারগ হওয়াতে আমি উক্ত পুস্তক বৈরাগ্য হইতে নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বার মুদ্রিত করিয়াছি, দুই খণ্ডে শেষ, উত্তম বাঁধান, মূল্য সায় ডাক মাসুল ৭ টাকা।

শ্রীবিশ্বম্ভর [illegible]
কলিকাতা চিৎপুর রোড বটতলা ১১১ নং

[illegible]নিবেদন।

[illegible] আপনি ২৮ এ বৈশাখের [illegible] নিবেদন পত্রখানি প্রকাশ [illegible], আশা ছিল তাহাই যথেষ্ট হইবে আর [illegible] না, কেন না সন্দেহকর্ত্তা ভট্টাচার্য্য [illegible] শ্রবণ মননাদি সাধন সম্পন্ন অধিকারী, শাস্ত্র [illegible]। কিন্তু গত ১৮ ই জ্যৈষ্ঠের সোমপ্র[illegible] পুনর্ব্বার "একটী সন্দেহ" দর্শনে আমার [illegible] দর্শনজ্ঞান একেবারে অদর্শন হইতে [illegible] চলিল [illegible] দার্শনিকগণ জানিবেন [illegible] বাহুল্য। প্রবন্ধ করা [illegible] আবশ্যক, একারণ এবিষয়ে পুনরায় লেখনী ধারণ করিতে হইল, নচেৎ বৃথা বিতণ্ডায় সোমপ্রকাশের অঙ্গ পূর্ণ

সন্দেহকর্ত্তা এবার লিখিয়াছেন আর্য্যধর্ম্ম বিবেকের ভাষার্থ গ্রন্থকর্ত্তা "স্বয়ং" লিখিয়াছেন, ইহা অসম্ভব, কেন না ঐ গ্রন্থখানি সহিত আমি দেখি নাই এবং গ্রন্থকর্ত্তার নামও জানি [illegible] তথাপি সেখানি যে সংস্কৃত মূলগ্রন্থ [illegible] অনুভব দ্বারা বুঝিতে অক্ষম নই। মূলকর্ত্তা যে স্বয়ং ব্যাখ্যা করি[illegible]য়াছেন বরঞ্চ তাহাই বুঝিতে পারি নাই, তাই লিখিয়াছিলাম—"গ্রন্থকর্ত্তা কাটি অর্থ গ্রহণ করিয়াই অনর্থ করিয়াছেন।" এ অনুভব যদি অন্যের হইল তবে অনুবাদের দোষ কি? ভট্টাচার্য্য মহাশয় নন মন্ত, তথাপি (আমরা মার্জ্জনা করিবেন) ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনি [illegible] সংস্কৃতজ্ঞ হইয়া মূল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্থের জন্য ভাষার উপর কেন নির্ভর করিলেন? "দশম ব্যক্তি মৃত"—বলিয়া ব্যাকুল হইলেন? এমন ব্যাকুল ও আত্মবিস্মৃত হই[illegible]লেন যে, সন্মুখস্থ সঙ্গের সঙ্গীকে (প্রত্যক্ষ প্রমাণ বস্তুকে) কেকোথা কেমন-কৈ-কবতঃ হারাইয়া বসিলেন? আর্য্যশাস্ত্র মাত্রই এক ব্রহ্মপর ঐকান্ত্য প্রতিপাদক [illegible] ভুলিয়া ভেদ করিতে বসিলেন! [illegible] এমন [illegible] যে স্মরণ করিয়া দিলাম তথাপি সাবধান হইবে [illegible] বড় আক্ষেপ!! আপনি লিখিয়াছেন, "[illegible] প্রশ্ন কি জন্য এত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন [illegible]"—কিন্তু আমি যাহা কিছু লিখিয়াছিলাম [illegible] আপনার সন্দেহ ভঞ্জনের উদ্দেশে, তাহা কি আপনি স্বীকার করিতে লজ্জিত হয়েন? আপনার প্রথম পত্রখানি পুনর্ব্বার পাঠ করিয়া এ কথা লিখিলে আমার এত বিস্ময় ও দুঃখ হইত না। আপনি যে পরমাত্মার লক্ষণ লিখিয়াছেন, আমি কি তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম? স্বীকার করুন, বিচার প্রসঙ্গে যে যে আনুসঙ্গিক প্রমাণ ও ভাব স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মীমাংসাকে দৃঢ় করে, পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে কখন অবজ্ঞা করিতে সাহসী হয়েন না। যে প্রমাণগুলি লেখা হইয়াছিল তদ্বারা কি আপনার সন্দেহ ভঞ্জন হইল না? সে গুলি কি আপনার সন্দেহের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না? কিন্তু মহাশয় যদি তদ্বারাও আপনার সন্দেহ দূর না হয় তবে "শিবের অসাধ্য" বলিয়া পেনিদান করিবেন! আপনার দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্ন গুলি এই স্থলে লিখিয়া পুনর্ব্বার উত্তর দিতেছি, দেখিবেন আর্য্যধর্ম্ম বিবেকের মূলানুযায়ী অর্থের সহিত পঞ্চদশী কি কোন বেদান্ত-শাস্ত্রের অনৈক্য নাই। আপনি অবোধ ছাত্রদিগের নিকটে বেদাদি শাস্ত্রের যে ভাব ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, আর্য্যধর্ম্ম বিবেকের ভাব বাস্তবিক তাহার বিপরীত নহে। কেবল ভাষার প্রতি আস্থা করাতে সে ভাব-বৈপরীত্য জন্মিয়াছে, মূলে দৃষ্টি রাখিলে তাহা নিশ্চয় সংশোধিত হইবে। পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীও বেদার্থ প্রকাশ করিয়া ছাত্রগণকে উপদেশ দিতেছেন, তাই বলিয়া কি তাঁহার কৃত অর্থ পণ্ডিতমণ্ডলীতে গ্রাহ্য হইবে? ভাষার ভুল থাকে শোধন করুন, নির্দ্দোষী মূল গ্রন্থকর্ত্তার দোষ ধরিয়া এ লোক হাসান কেন?

১। আর্য্যধর্ম্ম বিবেকে কূটস্থ শব্দ পরব্রহ্ম বাচক?

[illegible] যথা—আপনার ধৃত প্রথম শ্লোকার্থ—

কূটবৎস্থিত (অচল) নিরুপাধিক ও অক্ষর যে চৈতন্য তিনিই [illegible] ব্রহ্মচৈতন্য,—তাঁহারই সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হয়। এখানে কূটস্থ শব্দ নাই,—"নিরুপাধিক" বিশেষণ দ্বারা এ শ্লোকার্থে কেবল "ব্রহ্ম চৈতন্যই" গ্রাহ্য। তাঁহারই ইচ্ছা হয়। [illegible] দ্বারা ক্রিয়া অর্থাৎ "সৃষ্টিকার্য্য" হয় একারণ তিনি সোপাধিক চৈতন্য, পঞ্চদশীতে তাহাই বলিয়াছেন, যথা দ্বিতীয় শ্লোকার্থ—

সোপাধি পরমং ব্রহ্ম। ইচ্ছা (উপাধি) যুক্ত পরব্রহ্ম। ব্রহ্ম চৈতন্যের এক দেশ হইতে বা চতুর্থাংশে বিদ্যা ও অবিদ্যাখ্য দ্বিবিধ উপাধি উৎপন্ন, ইহা সকলে জানেন। এখানে সোপাধিক চৈতন্য কে "পরমব্রহ্ম" বলিয়া বিদ্যা ও অবিদ্যার সাক্ষী বর্ণন করিলেন মাত্র, পঞ্চদশীকারও ইহাকে স্থূল সূক্ষ্ম বৃহৎ ক্ষুদ্র শরীরব্যাপী ঘটাকাশ বলিয়াছেন। পরে তৃতীয় শ্লোকার্থ যথা—

"তয়া বিধায়তে ব্রহ্ম কূটস্থং বীজ বীজকং
পরমাত্মা বিম্বিতং তৎ জায়তে সৎ সিসৃক্ষকং।"

সেই ইচ্ছাশক্তি সম্ভূত বিদ্যা অবিদ্যাখ্য (জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি) উপাধিদ্বয়কে বীজের বীজ এই কূটস্থ সাক্ষী ব্রহ্মচৈতন্য দ্বিধাকারে প্রতিবিম্বিত করেন। এখানে জ্ঞান শক্তিযুক্ত বিদ্যোপাধিবিশিষ্ট যে কূটস্থ চিৎপ্রতিবিম্ব তাহাই পরমাত্মা নামে এই "সৎ" প্রত্যক্ষ জগৎ সৃজনকর্ত্তা পালনকর্ত্তা ও সংহর্ত্তা ইহাই বলা হইয়াছে। ইনি মেঘাকাশ স্থানী, ব্যাপক চৈতন্য কেবল সৎ এবং গীতোক্ত "উত্তম পুরুষ" পরমেশ্বর। দ্বিতীয় অবিদ্যা প্রতিবিম্বিত কল্মময় সদসৎ বিষয়াকার বিক্ষেপশক্তিযুক্ত ঘটাকাশ মধ্যবর্ত্তী জলাকাশ স্থানী, অব শব্দ বাচ্য প্রত্যগ্‌চৈতন্য তাহাই জীবচৈতন্য। তাৎপর্য্য এই যে, শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য কেবলমাত্র এক উপাধি শূন্য অখণ্ড ও অচল, আর বিদ্যা অবিদ্যা উপাধির সাক্ষী যে এক অক্ষর চৈতন্য তিনিই কূটস্থচৈতন্য, যাঁহাকে "প্রকৃতিস্থ পুরুষ" বলিয়া সাংখ্য-শাস্ত্রে বর্ণন করেন। সুতরাং তাঁহাকে ব্রহ্মচৈতন্য বলিতে হানি না থাকিলেও আর্য্যধর্ম্ম বিবেককার তাহা বলেন নাই। কারণ তিনি সোপাধিক আর ব্রহ্মচৈতন্য নিরুপাধিক হয়েন। অতএব সোপাধিক কূটস্থচৈতন্য জীবাত্মা পরমাত্মা। অবিদ্যায় জীবাত্মা আর বিদ্যায় পরমাত্মা পরমেশ্বর। কূট শব্দে ইচ্ছাময়ী মায়া যিনি বিশ্বসংসারের বীজ, আর কূটস্থ চৈতন্য শব্দে বীজের বীজ অক্ষর হয়েন। মায়া অবিদ্যা ভূতগ্রামরূপে ক্ষর, কূটস্থ আত্মা চৈতন্যরূপে অক্ষর। স্থূল সূক্ষ্ম শরীর সাক্ষী বলিয়া পঞ্চদশীকার যাঁহাকে কূটস্থ বর্ণন করিয়াছেন, আর্য্যধর্ম্মবিবেকে তাঁহাকেই বিদ্যা অবিদ্যা সাক্ষী সোপাধিক চৈতন্য বলিতেছেন, তবে আবার কূটস্থকে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন বলিয়া গণ্ডগোল কেন? অতএব প্রথম শ্লোকের কূটবৎস্থিত পদে "কূটস্থ" অর্থ না করিয়া কূটবৎ স্থির অচল-চৈতন্যই ব্রহ্ম-চৈতন্য; এমন অর্থ করিলে দ্বিতীয় শ্লোকোক্ত "পরমব্রহ্ম" পদের সহিত তৃতীয় শ্লোকের "কূটস্থ" প্রকৃতিস্থ অর্থের অন্বয় গ্রহণ করিলে বিরোধ কোথায় বলিয়া দিতে আজ্ঞা হয়।—

২। পরমাত্মার চতুর্থ পাদ উল্লেখ করিলেন কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। গায়ত্রী বিদ্যা পাঠ করিলেই তৃপ্ত হইবেন।

৩। আর্য্যধর্ম্ম বিবেকে পরমাত্মাকে চতুর্থাংশ বলিয়া গ্রন্থকর্ত্তা উল্লেখ করিয়াছেন কেন? পরমাত্মা কোন বস্তুর চতুর্থাংশ নহেন।

উত্তর। পরমাত্মা অন্য কোন ভিন্ন বস্তুর চতুর্থাংশ এ অতি অযোগ্য কথা। পরমাত্মা ভিন্ন বস্ত্বন্তরের অভাব বা জড়ত্ব প্রসিদ্ধ। ইচ্ছার অভাবে

তিনি ত্রিপাদ একারণ অনির্দ্দেশ্য, ইচ্ছার উদয়ে তিনি চতুর্থ পদে "পূর্ণ" নির্দ্দেশ্য হয়েন। অতএব ইচ্ছা উপাধিক তাঁহার স্বীয় চতুর্থাংশ, নচেৎ ইচ্ছা স্বয়ং পরমাত্মা হইবে। যদি ইচ্ছা স্বয়ং পূর্ণ না হয় তবে তাঁহার অংশ বলিয়া কল্পিত হইল। কত অংশ? না একাংশ অর্থাৎ জ্ঞান ইচ্ছা ক্রিয়া ও বল এই পাদচতুষ্টয়ের এক পাদ মাত্র। ইহাই কূট ইহাই মায়া ইহাই প্রকৃতি। ইতি—

শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষাল। কানপুর।

জব্বলপুরবাসিদিগের একটী কুপ্রথা।

এপ্রদেশস্থ হিন্দুস্থানীদের মধ্যে প্রচলিত একটী কুপ্রথা, অদ্য পাঠকগণের গোচর করিতে প্রবৃত্ত হইয়েছি—প্রথাটি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশে দৃষ্ট হয় কি না, নিশ্চিত বলিতে পারি না—আশা করি কোন পাঠক মহাশয় আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিবেনঃ—

বিবাহ কর্ম্ম উপস্থিত হইলে এক পক্ষ ধরিয়া প্রতিদিন রাত্রিকালে বাড়ীতে গীত বাদ্য হইয়া থাকে। পল্লীস্থ কামিনীরাই গায়িকা;—গীতের বিষয়,—বর বা কন্যার আত্মীয়বর্গকে লক্ষ্য করিয়া জঘন্য অশ্লীল গালি বর্ষণ—উহা এতদূর কদর্য্য, যে পার্শ্বস্থ ভদ্র নিবাসীরা, সে সময়, অন্তঃপুর মধ্যে বা গুরুজন সমীপে বসিতে পারেন না—যাহা হউক, উহা স্বগৃহে আপনা আপনির মধ্যে হইয়া থাকে। অতএব অধিক দূষ্য না হইতে পারে, কিন্তু বর্ণনীয় অপর প্রথাটি কখনই উপেক্ষণীয় নহে। আমাদের [illegible] [illegible] স্ত্রীলোক একত্র [illegible] অশ্লীল গান [illegible] করিতে [illegible] করে, এবং পথচারী ভদ্র-সন্তানদিগকে [illegible] মধ্য হইতে অশ্রাব্য, অবাচ্য, অশ্লীল, গালি-প্রয়োগ করে।

পাঠক! হিন্দুস্থানীদের হোলির কবির গীত যদি শুনিয়া থাকেন, তবেই এই কামিনীকণ্ঠের রহস্য রসের কিঞ্চিৎ আভাস পাইতে পার—অস্মদ্দেশীয় ইতর জাতীয় স্ত্রীলোকেরা এমন কি মেতনিরাও এতদূর অশ্লীল-ভাষী নহে—আবার এই গর্হ্য প্রথা যে কেবল নীচজাতীয়দের মধ্যে নিবদ্ধ এমন নহে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, শেঠ, বণিক, সকল সম্প্রদায়েই দেখা যায়—ইহা হিন্দুস্থানীদের বড় লজ্জার কথা—অধিকন্তু পথিক ভদ্র লোকদের বিষম বিরক্তিকর। মনে করুন, পিতা পুত্রে পথে যাইতে যাইতে কয়েকটী অপরিচিতা রমণী কর্ত্তৃক যদি ঐরূপ অশ্লীলভাবে সম্ভাষিত হন—তাঁহারা কি লজ্জায় ও ঘৃণায় মরিয়া যান না? ধন্য লজ্জা!! স্ত্রীলোকের লজ্জাই ভূষণ। সেই লজ্জার মাথায় হাত বুলাইয়া কুলবধূরা কি না অপরিচিত বিজাতীয় পুরুষদিগকে সাধারণ রাজপথে একমাত্র অজ্ঞতা-প্রণোদিত হইয়া জঘন্য অশ্লীল ভাষায় সম্বোধন করে! এই নির্লজ্জতা কি না বৈবাহিক আচারের মধ্যে গণ্য হইতেছে? আমাদের বাসর কোথায় লাগে!!

কর্ত্তব্য হিন্দুস্থানীদের উচিত, সত্বর এই জঘন্য লজ্জাকর আচারের উচ্ছেদ-সাধনে যত্নবান হন। তাঁহারা অচিরে এবিষয়ে মনোযোগ না করিলে অগত্যা বিদেশীয় ভদ্র লোকদিগকে ইহার নিবারণোপায় দেখিতে হইবে। কাহারও ঘরোয়া ব্যাপারে অপরের হস্তক্ষেপ করা ভাল দেখায় না, তজ্জন্যই আমাদের অনুরোধ।

৮ ই মে ১৮৮১ } শ্রীহরিমোহন রায়— জব্বলপুর—মধ্য প্রদেশ

রাউলপিণ্ডি হিতনাশিনী সভা।

বিগত ১১ ই জ্যৈষ্ঠের সোমপ্রকাশে আপনার অজ্ঞাত সংবাদদাতা রাউলপিণ্ডি-হিতকরী সভা সংক্রান্ত যে কিছু লিখিয়াছেন, তৎপাঠে আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম ও তজ্জন্য এখানকার সদাশয় ভদ্র লোকদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। কিন্তু গত শনিবার এ সহরস্থ দত্তাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে "হিতনাশিনী সভার" যে এক বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহার কার্য্য বিবরণ আপনার সংবাদদাতা না জানিতে পারেন, কেন না তাহাকে গোপন করিয়া উহার কার্য্য সমাধা হইয়াছিল। এজন্য এমন চমৎকার সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ [illegible] [illegible] [illegible] পাঠকদিগকে না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না। মধ্যে মধ্যে এই সর্ব্বনাশিনী সভার কার্য্যের ব্যবহার আপনাকে লিখিয়া পাঠাইব, আপনি [illegible] করিয়া অজ্ঞ হিন্দুকুলাঙ্গারদিগের [illegible] করিবেন। সভার নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া কতিপয় নিরীহ ভদ্রলোকও দত্তাচার্য্যের বাটীতে [illegible] মঠে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমাদের [illegible] ভগবান এই পবিত্র হিমাচলে "হিতকরী" সভার আবির্ভাব বার্ত্তা শুনিবামাত্র দলাদলি ও [illegible] সদগণ বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া [illegible] [illegible] করিতেছিলেন। পরে [illegible] জ্বালা ও অত্যাচার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়াতে বিকারের পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়িল। সভাস্থলে দত্তাচার্য্যই সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সম্পাদক মিথ্যাভিমানকে সভার উদ্দেশ্য পাঠ করিতে [illegible]।

সম্পাদক লেখা পড়ার বড় ধার ধারেন না, সেই কারণে কাঁপিতে কাঁপিতে "তা বা পা" করিয়া থতমত খাইতে খাইতে সভার নামটী উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, ইহা যখন হিতনাশিনী সভা তখন এর উদ্দেশ্য বলা বাহুল্য। যাতে পার হিন্দুসমাজের অহিত করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ সহরের [illegible] গলিতে গাঁজার আড্ডা, গুলির আড্ডা, মদের দোকান, বেশ্যালয় ও জুয়াখেলার যত উন্নতি হয়, ততই কলিরাজের সুখ্যাতি এবং তস্য মন্ত্রী সভাপতি দত্তাচার্য্যের সুনাম এবং আমাদেরও গৌরব। এজন্য অনুরোধ যে যাহাতে এই পঞ্চ প্রদীপ জ্বালিয়া নিত্য আমরা কলিদেবের আরতি করিতে পারি, তজ্জন্য সভাস্থ সকলকে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। (করতালি) তৎপরে অপযশ দাস উঠিয়া বলিলেন আমি এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। আপনারা জানেন, এ সহরে হিতকরী সভা আমাদের অমঙ্গল সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছে, আমাদের মদ্যপানের বিরুদ্ধে ও জুয়াখেলার বিরুদ্ধে তাহারা খড়্গহস্ত হইয়া নাকি রাজদ্বারে পর্য্যন্ত আবেদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অতএব যত শীঘ্র হয় এই সভার উচ্ছেদ সাধন করা কলিপুত্রগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। (হাস্য ও করতালি) তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] জটাধারী উঠিয়া বলিলেন ঐ দেখুন সম্মুখে হিমাচল তাঁহার মস্তকে বরফ করিয়া পুরাতন হিমাচল ভারতের সুখে [illegible] হইয়া গিয়াছে, আমরা কোথায় [illegible] অসাড় হইয়া চক্ষু মুদিয়া নেশার [illegible] [illegible] করিব, না, হিতকরী সভা [illegible] [illegible] [illegible] আসিয়া আমাদের পবিত্র মঠের [illegible] আগুন জ্বালিবার উদ্যোগ করিয়াছে। অতএব [illegible] [illegible]! [illegible] [illegible] ছোট ছোট [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া আগুন হিত করা সভার [illegible] [illegible] মনে হয়।

([illegible] [illegible] করতালি)

তৎপরে শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] চক্ষু একটু [illegible] হইয়া বলিতে লাগিলেন আজ্ঞে হাঁ! আমার যদিও বয়স হইয়াছে, কিন্তু সোমপ্রকাশের রাউলপিণ্ডির সংবাদ দাতাকে একটু শাস্তি দিতে হইবে, তিনি যে হিতকরী সভার সপক্ষতা করিয়া এক লম্বা চৌড়া পত্র ছাপাইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে এ [illegible] [illegible] দেওয়া হইবে না। [illegible] [illegible] [illegible] আছেন, [illegible] [illegible] করিয়া [illegible], যে যদি আপনারা [illegible] রক্ষা করেন, [illegible] আমাদের ঐ বড় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রাণ খুলিয়া উহার প্রতি [illegible] [illegible] [illegible]।

যে সোমপ্রকাশ সম্পাদক [illegible] [illegible] [illegible] আপনারা জানেন গত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রাজবিদ্রোহ [illegible] [illegible]

বাঁকুড়ার [illegible] খাইবার মতে নাই, আর [illegible] আমরা আঁজলা আঁজলা [illegible] বটে কিন্তু টলি না। [illegible] চেষ্টা যে পাবে, তবে সঙ্গ [illegible]

(ধন্যবাদসূচক করতালি)

[illegible] বাবু সভাপতি মহাশয় উঠিলেন এবং [illegible] বলিলেন। কিন্তু সব শুনা গেল না, [illegible] বুঝিতে পারিলাম যে আমরাও বোতল [illegible] ছুড়িয়া আমাদের হিতকারীদের মাথা [illegible] প্রস্তুত আছি। মা কালীর বরে আমরা [illegible] নহি। কার সাধ্য আমাদিগকে দম [illegible] সে দিন বেটারা হিতকরী সভায় মদ্যপানের [illegible] নানা কথা কহিয়াছে, আমরা তথায় [illegible] লোককে দেখাইলাম। ঋষিপুত্রের [illegible] হইতে মন্যাগ্নির স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল, সভাপতি তাঁহার প্রতিজ্ঞায় সাধুবাদ দিয়া তাঁহাকে বসাইলেন।

তৎপরে শ্রীমান বারবিলাস চক্রবর্ত্তী উঠিলেন, এবং অৰ্দ্ধমত্ত থাকিতে থাকিতে বলিলেন, আমাদের বাঙ্গালা ভাষার তাদৃশ অধিকার নাই। বাঙ্গালা কি একটী ভাষার মধ্যে গণ্য? আমি ইংরাজীও জানিতে চাহি না, তবে ইয়ারকির চূড়ান্ত শিখিয়াছি, আমি সেই বলেই কিছু বলি শুনুন। আমাদের বন্ধু বান্ধবগণ ক্রমে হিতকরী সভার পক্ষপাতী হইতেছেন, তারা [illegible] বাবুদিগের সঙ্গ ছাড়িতেছেন এবং আমাদিগকে একঘেয়ে করিবার যোগাড় দেখিতেছেন। আমরা বাড়ী ঘর ভুলিয়া মা বাপ ভুলিয়া স্ত্রী-পুত্র ফেলিয়া এখানে এমন ভোগনিদ্রায় যোগনিদ্রায় অভিভূত ছিলাম, যাহারা আমাদের সুখে দুঃখ আনিয়া দিবে, তাহাদের যেন সর্ব্বনাশ হয়। আমরা যদি এই হিমাচলে কখন তপস্যা করিয়া থাকি, আর আমরা যদি তাঁহাদের বংশধর হই, এবং আমাদের মা-বাপের যদি কিছু পুণ্যবল থাকে, তবে এ অভিসম্পাত অবশ্য লাগিবে।

(ধন্যবাদ)

পরিশেষে শ্রীযুক্ত ভূষাচোর ভট্টাচার্য্য উঠিয়া বলিলেন, সভাপতি মহাশয় ও সভ্য মহোদয়গণ! আপনাদের সকল কথা শুনিলাম। আমি আপনাদের কুলপুরোহিত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আপনাদের যাহাতে কল্যাণ হয় তাহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি শুনিয়া ভারি দুঃখিত হইলাম যে হিতকরী সভা না কি এখানে "গ্যাম্বলিং এক্ট" প্রচার করিবার জন্য এখানকার ডেপুটী কমিশনর সাহেবকে পত্র লিখিয়াছেন, এ বড় ভয়ানক অত্যাচার! আমরা স্ত্রীর গহনা বিক্রী করিয়া, ছেলের গলার মাদুলি বেঁচিয়া জুয়া খেলিব এদের বাপের কি? আমরা সুখে থাকি, একি এদের সহ্য হয় না? যারা পরহিতাকাঙ্ক্ষী, তাহারা সমূলে উন্মূলিত হউক। (ধন্যবাদ)

পরে সভাপতি মহাত্মা সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, এ সব উত্তম সঙ্কল্প, আপনাদিগকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমার এক অনুরোধ এই যে এসভার কার্য্য-বিবরণ যেন সোমপ্রকাশের সংবাদদাতা জানিতে না পারেন। তাঁহাকে এ পাড়া ছাড়া করিতে হইবে। তাহা না হইলে আমাদের সব যুক্তিতর্ক গোল হইয়া পড়িবে। তাঁহাকে এমন শাস্তি দিতে হইবে যে আর না আমাদের "পিড়িব" কোন কথা সোমপ্রকাশে ছাপা হয়। (করতালি ও ধন্যবাদ)

বশম্বদ

শ্রীবিষ্ময় পূর্ণ দেবশর্ম্মণঃ।

সোমপ্রকাশ

৭ ই আষাঢ় সোমবার।

বঙ্গদেশের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে ইডেন সাহেবের কর্ত্তব্য।

যে সময়ে বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া জ্বরের মহাপ্রম পড়িয়া যায়, সে সময়ে অনেকেই উহার প্রকৃত কারণ নির্দেশ করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। কলিকাতার বাবু দিগম্বর মিত্র এই স্থির করেন যে, পয়ঃপ্রণালী রুদ্ধ হইলেই দেশের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। এটী নূতন কথা নয়। অনেক প্রাচীন চিকিৎসা গ্রন্থেও ম্যালেরিয়া জ্বরের এই কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার অন্যান্য কারণের মধ্যে এতাও যে একটা প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমাদের গবর্ণমেণ্ট এ কথা লইয়া অনেকবার অনেক বাদানুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রতীকারের নিমিত্ত কখন কোন উপায় করেন নাই। পরে গত বৎসর স্যর আসলি ইডেন বিভাগীয় রাজকর্ম্মচারিদিগকে স্ব স্ব শাসনাধীন স্থান সকলের জল নির্গমের পথ পরিষ্কৃত করিতে অনুমতি দেন। তিনি এই আদেশ দেন, যে, যে যে স্থানের নালা সকল রুদ্ধ হইয়া আছে, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার ও তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ তাহার সবিশেষ তদন্ত করিয়া সত্বর যেন স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট ও রোড্‌সেস কমিটীকে তাহা জ্ঞাত করেন। গবর্ণমেণ্ট, কর্ম্মচারিদের হস্তে এই ভার অর্পণ করিলেন বটে, কিন্তু কাজের সময়ে আমরা কিছুই দেখিতে পাইলাম না। দেশীয় লোকের জীবন রক্ষা বিষয়ে সাহেবেরা ঔদাসীন্য প্রকাশ করুন, তাহাতে ক্ষোভ নাই। কারণ, এ এক প্রকার চলিত ব্যবহার হইয়া গিয়াছে—আর বড় গায়ে লাগে না। কিন্তু লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের হুকুম অমান্য করা হইল, এ অতি আশ্চর্য্য কথা! ছোট লাট সাহেবের ও দয়ার শরীর,—বঙ্গদেশ উৎসন্ন গেলেও তিনি এক দিনে এক সভায় তড়িঘড়ী এ হুকুম কার্য্যে পরিণত হওয়া ততটা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না; কাজেই তিনি মিষ্ট কথায় সকলকে বলিলেন যে,—'ভবিষ্যতে তোমরা এ বিষয়টীতে অধিক মনোযোগ দিবে।' জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট হইতে এ পর্য্যন্ত আমরা ইডেন্ সাহেবের যেরূপ কার্য্য-রেখা অঙ্কিত করিয়া আসিতে ছিলাম, আমাদের বড়ই আশা হইয়াছিল যে, ইহাঁর শাসনকালে বঙ্গদেশ দ্বিতীয় স্বর্গধাম হইবে। দেখিতেছি, সে আশা বা ফলবতী না হয়! বঙ্গদেশ হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে একটী চিরস্মরণীয় কাজ করিয়া গেলে ভাল হইত। আমরা অনুরোধ করি, দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত ইডেন্ সাহেব ভালরূপ মনোযোগী হউন। আজ কাল জ্বরের প্রাদুর্ভাব কিছু কম পড়িয়াছে বটে, কিন্তু দেশ হইতে ম্যালেরিয়া এখনও তিরোহিত হয় নাই। একবার দেশ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইলে অনেক দিন সেখানে বিষের তেজ থাকিয়া যায়। সূর্য্যকলঙ্কের সঙ্গে যেমন সুবৃষ্টি অনাবৃষ্টি স্বাস্থ্য ও রোগের সম্বন্ধ আছে, ম্যালেরিয়ার সঙ্গেও তাহার সেইরূপ সম্বন্ধ দেখা যায়।

ম্যাঞ্চেষ্টারের ডাক্তার আর্থর র‍্যান্সম ঠিক করিয়াছেন, যে সংক্রামক পীড়া সমুদায় একটা নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায়ানুসারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আইসে ও যায়। সুইডেনে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সকল পীড়ার প্রাদুর্ভাবের একটী তালিকা রাখা হইয়াছে। তদ্দর্শনে জানা যায় যে, টাইফাস প্রায় ৪ বৎসর অন্তর; বসন্ত ৪। ৫ বৎসর অন্তর, হাম ৭ বৎসর অন্তর; আরক্ত জ্বর ১৫। ২০ বৎসর অন্তর ঘুরিয়া আইসে। আমাদের দেশেও দেখা যায়, যে যে স্থান একবার ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হইয়াছিল, ৩। ৪ বৎসর অন্তর সেই সেই স্থানে ফের জ্বরের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হয়। অনেকে অনুমান করেন, বিশেষ কোন উপায় দ্বারা দূরীভূত না হইলে এক স্থানে একটী রোগের কারণ শত বৎসর থাকিতে পারে। এই অনুমান সত্য হউক আর না হউক, বঙ্গদেশের অবস্থা শীঘ্র সংশোধন করিতে হইতেছে। আমরা দেখিতেছি, রোগ অন্নকষ্ট প্রভৃতি নানা কারণে বাঙ্গালিদিগকে যেন সপ্তরথিতে আসিয়া ঘিরিয়াছে—আর কিছুতেই ভদ্র নাই।

স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ

মনোযোগী হইতে আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি। যে যে স্থান দিয়া রেলের রাস্তা গিয়াছে, তাহার অনেক স্থলেই জল নিকাশের পথ নাই। আবার কোন কোন স্থানে ঐ পয়ঃপ্রণালী এত দূরে দূরে আছে যে, মধ্যবর্ত্তী গ্রাম গুলির জল একেবারে বাহির হইতে পায় না। এই সকল স্থলে সুবিধা মত জল নিকাশের পথ করিয়া দেওয়া উচিত। তদ্ভিন্ন রেলওয়ের দুই পার্শ্বের নালায় বিস্তর জল সঞ্চিত থাকে; উহা কোন দিক দিয়া নির্গত হইতে পায় না। গ্রীষ্মকালে উহাতে তৃণ লতা গুল্মাদি জন্মে, বর্ষাকালের জলে সেই সকল পচিয়া শরৎকালে তাহার দুর্গন্ধ নানা প্রকার মারাত্মক পীড়ার কারণ হইয়া উঠে। রেলওয়ে কোম্পানি হয় সেই নালাগুলি ভরাট করিয়া দিউন কিম্বা তাহার পার্শ্বে আরও জমি লইয়া এক একটী বড় পুষ্করিণী খনন করুন, বাঙ্গালার পল্লীগ্রামগুলির অবস্থা নিতান্ত মন্দ। গবর্ণমেণ্ট তার জন্য কি করিবেন? যে যে গ্রামে মিউনিসিপাল কার্য্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তত্তৎ স্থলে স্বাস্থ্যরক্ষার যে কোন সুবিধা হইয়াছে, এমন বিবেচনা হয় না। তবে সেই সকল গ্রামের কোন কোন রাস্তার উপর নালা ডোবা নাই, ইহাই দেখা যায়; নতুবা জল সূর্য্য কিরণেই শুষ্ক হয়—নালা দিয়া নির্গত হয় না। এ দোষ কর্ম্মচারিদের নয়। তাঁহাদের দোষ কি? অধিক চাঁদা তুলিলে প্রজা পীড়ন হয়, অল্প টাকা তুলিলে ভাল করিয়া কাজ হয় না। যাহাতে পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ পরিষ্কৃত ও জল নিকাশের পথ খোলসা করা হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহার বন্দোবস্ত করুন। আমরা ইহার এই উপায় দেখিতেছি—রোডসেসের চাঁদা সম্বন্ধে কড়াকড় করিয়া আদায় করা হয়: কিন্তু সেই টাকা দিয়া সকল গ্রামের প্রজা কোন উপকারের মুখ দেখিতে পায় না। আমরা বলি, যেখানে মিউনিসিপাল কার্য্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেখানে বন জঙ্গল কাটিবারও কথা মিউনিসিপাল কর্ম্মচারিদিগকে যেন বিশেষ করিয়া বলিয়া দেওয়া হয়। যে সকল স্থানে মিউনিসিপাল কার্য্য নাই, সেখানে রোড্সেস ফণ্ড হইতে প্রধান পথগুলির সংস্কার করিয়া দেওয়া হউক। আর গ্রামস্থ লোকদের প্রতি এই আদেশ করা হউক যে তাঁহারা আপন আপন অধিকারের জমি ও রাস্তা ঘাট যেন পরিষ্কার রাখেন। ছোট ছোট গাছের গোড়ায় অত্যন্ত রস সঞ্চিত থাকে। সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পায় না, বাতাস খেলিতে পায় না, সুতরাং সেই সকল জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি রোগের প্রসূতি হইয়া উঠে। আর এক কাজ—অনেক পল্লীতে এমন সব পচা বহুকালের পুষ্করিণী আছে যে, কাছে গেলে বোধ হয় ম্যালেরিয়া যেন সেখানে আপনার চিরন্তন আধিপত্য পাতিয়া বসিয়াছে। তাহার জল স্পর্শ করিলে হস্ত মৃত্তিকা দ্বারা মর্দ্দন না করিলে সে দুর্গন্ধ দূর হয় না। দুর্গন্ধে ইহ লোকেই নরক যন্ত্রণা মনে পড়ে। এই সকল পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার না করিলে, মানুষ কেন?—[illegible] পশুও বাঁচিতে পারে না। অনেক স্থলে পল্লীবাসীরা সেই জলে স্নান ও অন্ন ব্যঞ্জন পাক করেন তাহাতে রোগকে ডাকিয়া আনা হয়। পল্লীগ্রামের সকল মজা পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করা সহজ নয়। হয়ত, তাহার মালিকের অন্ন জোড়ে না, পুষ্করিণী খনন কোথা হইতে হয়? বোধ করি এমন স্থলে পুকুর বিক্রয় করাই উচিত। কিন্তু,পুকুরের আয়তন বুঝিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে একটী নির্দ্দিষ্ট মূল্য স্থির করিয়া দেওয়া চাই, নচেৎ অনেক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। আর এক উপায় আছে—গবর্ণমেণ্ট রোডসেসাদি কোন ফণ্ড হইতে পুকুরের মালিককে বিনা সুদে টাকা কর্জ্জ দিতে পারেন। সেই টাকায় পঙ্কোদ্ধার করিয়া যে আয় হইবে, তাহাতে বাৎসরিক কিস্তি দ্বারা ঋণ শোধ হইবে। স্বাস্থ্যরক্ষার নিতান্ত প্রয়োজনীয় এই সমস্ত কাজে গবর্ণমেণ্ট একবার ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত করুন। নগরের মধ্যে বড় বড় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করায় আমরা দেশের বেশী উন্নতি বুঝিতেছি না।

ইউরোপীয় দ্বৈধাতব সভা
(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি ও রৌপ্যের মূল্য হ্রাস, তাহার কারণ ও তজ্জনিত স্বর্ণ ও রৌপ্য মূল্যের পূর্ব্বে যে পরস্পর সম্পর্ক ছিল তাহার ব্যতিক্রম, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার ব্যবহার, বিনিময়ের নিয়ম, ও তজ্জনিত ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের ক্ষতির বিষয় বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিয়াছি। দ্বৈধাতব সভার প্রয়োজন, তাহার উদ্দেশ্য, তাহাতে কোন কোন জাতি যোগ দিয়াছে, এবং কে কে কি কারণ বশতঃ এই সভায় যোগ দেয় নাই তাহাও ঐ প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্ব প্রস্তাবে এই ধাতুদ্বয় ও তন্নির্ম্মিত মুদ্রার সম্বন্ধে যে দুটি বিবেচ্য বিষয় স্থিরীকৃত হয়, তাহার প্রথমটীর এক প্রকার মীমাংসা করা হইয়াছে, এক্ষণে দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয়টীর আলোচনা করা আবশ্যক। সেটী এই:—

যদি মুদ্রার জন্য দুটি ধাতুই ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে কি উপায়ে তাহাদের মূল্যের (অর্থাৎ উভয়বিধ ধাতুদ্বয়ের এবং তন্নির্ম্মিত মুদ্রাদ্বয়ের সম্বন্ধে) সামঞ্জস্য রক্ষা করা যাইতে পারে?

পূর্ব্ব প্রস্তাবে মুদ্রাদ্বয়ের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতুরই আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তদ্বিষয়ের পুনর্ব্বার আলোচনা ও উত্থাপন করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে কি উপায়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মূল্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করা যাইতে পারে,তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মূল্যের সামঞ্জস্য রক্ষাকরিতে হইলে অগ্রে স্বর্ণ ও রৌপ্য এই ধাতুদ্বয়ের মূল্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করা চাই। অর্থাৎ এক তোলা স্বর্ণের জন্য যত তোলা রৌপ্য আবশ্যক, এক তোলা ওজনের একটী মোহরের জন্য এক তোলা ওজনের তত টাকা চাই। স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্য সম্বন্ধে যেরূপ ইচ্ছা গোলযোগ থাকুক,স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মূল্য ঠিক করিয়া দিলেই সকল গোলযোগ মিটিয়া যাইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত সাতিশয় ভ্রমাত্মক। কেন না সকল দেশে এক প্রকার মুদ্রা ব্যবহৃত হইবার রীতি নাই। যখন ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মুদ্রার প্রচলন রহিল, তখন যে দেশে কেবল স্বর্ণ মুদ্রাই প্রচলিত, সে দেশের মুদ্রার সহিত দেশান্তরের রৌপ্য মুদ্রার বিনিময় কালে যে দেশে কেবল রৌপ্য মুদ্রার ব্যবহার আছে তাহাকে সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। পক্ষান্তরে যাহারা কেবল স্বর্ণ মুদ্রাই ব্যবহার করে, তাহারাই কেবল বিশেষ লাভবান হইবে। তবে কেহ কেহ এরূপ বলিতে পারেন যে, ধাতুদ্বয়ের মূল্যের এক্ষণে যে গোলযোগ আছে তাহাই থাকুক, কিন্তু যখন দ্বৈধাতব সভা করা হইয়াছে, তখন সকল সভ্যদেশ জাতি একত্র হইয়া ইহাই স্থির করুন যে,সকল দেশে এক ওজনের ও এক মাপের স্বর্ণের এবং রৌপ্যের মুদ্রা ব্যবহার করা হউক, তাহা হইলে সকল গোলযোগ মিটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু যদি স্বর্ণের মূল্য অধিক এবং রৌপ্যের মূল্য কম থাকে, যদি এই উভয়ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রার পরস্পর মূল্যের সম্বন্ধ এখনকার নিয়ম মত স্থির হয় অর্থাৎ যদি ষোল টাকায় এক মোহর পাওয়া যায়, তাহা হইলে লোকে আর স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করিবে না, এমন কি স্বর্ণমুদ্রার লোপ হইয়া যাইবে। যদি এক ভরি স্বর্ণের মূল্য কুড়ি টাকা হয়, অথচ যদি এক মোহরের মূল্য ষোল টাকা স্থির করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে যাহার নিকট যত মোহর থাকিবে সে তাহা গলাইয়া তাহা হইতে স্বর্ণ বাহির করিয়া লইবে। কারণ স্বর্ণের মূল্য কুড়ি টাকা, পক্ষান্তরে মোহরের মূল্য ষোল টাকা মাত্র। সুতরাং গলাইলে যদি চারি টাকা লাভ পাওয়া যায়, তাহা হইলে অত পরিশ্রমের জন্য কে সেই লাভ পরিত্যাগ করিবে। স্বর্ণ মুদ্রার এই দশা হইবে যে সকলে [illegible] গলাইয়া তদ্দ্বারা লাভের চেষ্টা করিবে, [illegible] বাজারে অধিক মূল্যে স্বর্ণ ক্রয় ও [illegible]

সুবর্ণ ব্যবহার হ্রাস হয় তাহার উপায় অবলম্বন করা হউক। অর্থাৎ ইংলণ্ডের রৌপ্যপাত্রের যেরূপ টেক্স আছে তাহা সুবর্ণালঙ্কারের উপর ধার্য্য করা হউক, এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক স্বর্ণকার ও স্বর্ণালঙ্কার ব্যবসায়ীর উপর একটী টেক্স ধার্য্য করা হউক। এই সকল উপায় অবলম্বিত হইলে অলঙ্কারের আকারে স্বর্ণ ব্যবহারের হ্রাস হইয়া আসিবে। তাহা হইলে যখন রৌপ্যের ব্যবহার বাড়িবে, যখন রৌপ্যের গ্রাহক বৃদ্ধি হইবে তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে রৌপ্যের দর অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে, এবং যখন স্বর্ণের ব্যবহার হ্রাস হইবে, যখন স্বর্ণের গ্রাহকের সংখ্যা হ্রাস হইবে তখন স্বর্ণের মূল্যও হ্রাস হইবে। এইরূপ নীতি অবলম্বন করা হইলে পূর্ব্বে স্বর্ণ ও রৌপ্যের যে সম্পর্ক ছিল ভবিষ্যতে সেই সম্পর্ক পুনরায় রক্ষা হইতে পারে।

গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্যাদি ইউরোপীয় বাজারে ক্রয় করিবার রীতি ও তন্মূলক ভারতবর্ষের অর্থের অপব্যয়।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যে যে দ্রব্যের আবশ্যক, প্রায় তৎসমুদয় ভারতবর্ষের বাজারেই পাওয়া যায়। যাহার যে দ্রব্যের আবশ্যক সে সেই দ্রব্য দেশে ক্রয় করিলে অল্প ব্যয়ে হয়। ভিন্ন দেশ হইতে দ্রব্যাদি আনীত হইলে নানা কারণে অধিক ব্যয় লাগে। কিন্তু আমাদের গবর্ণমেণ্ট তাহা বুঝিয়াও যেন বুঝেন না। গবর্ণমেণ্টের রীতিই এই যে তাঁহাদের যখন যে দ্রব্যের প্রয়োজন হয় তখন তাঁহারা বিলাতের ইণ্ডিয়া আপিস দ্বারা সেই দ্রব্য বিলাত হইতে ক্রয় করাইয়া এদেশে আনয়ন করেন। বিলাতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য আমাদিগকে প্রতি বৎসর দুই কোটী আড়াই কোটী টাকা দিতে হয়। তাহাতে জাহাজ ভাড়া, মুদ্রা বিনিময়ের জন্য অধিক অর্থ ব্যয়, প্রভৃতি বিস্তর টাকা অনর্থক নষ্ট হয়। যদা সৈনিকদিগের পজ্রাদির আবশ্যক, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ষ্টেট সেক্রেটারিকে লিখিলেন, তিনি তাহার নিজের লোক দিয়া তাহা ক্রয় করাইয়া ভারতবর্ষে পাঠাইলেন। কল্য কয়েক গাঁইট কাগজের আবশ্যক, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ষ্টেটসেক্রেটারিকে লিখিলেন, তিনি তাহা পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপ কলম, ছুরি, প্রভৃতি যে কোন সামান্য ও অধিক মূল্যের দ্রব্যের আবশ্যক হয় ষ্টেটসেক্রেটারি তাহা ভারতবর্ষে পাঠান। এইরূপে গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিলাতের বাজারে ক্রয় করাতে বায়াধিক্য হয় দেখিয়া ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর-জেনারল মহামতি লার্ড নর্থব্রুক তাঁহার অধিকার-কালে ইণ্ডিয়া গেজেটে এই মর্ম্মে এক প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করেন যে ভারতবর্ষে যে দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা ভারতবর্ষেই ক্রীত হইবে। ১৮৭৮ অব্দে গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় বাজার হইতে কাগজ ক্রয় করিবার আদেশ দেন। ১৮৮০ অব্দে প্রতিজ্ঞা করেন যে, যে ইউরোপীয় দ্রব্য এদেশীয় বাজারে পাওয়া যাইবে তাহা এদেশেই ক্রয় করা হইবে। এবং যদি দেশীয় দ্রব্যে ইউরোপীয় দ্রব্যের কার্য্য চলে তাহা হইলে দেশীয় দ্রব্যই গ্রহণ করা হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষীয় ষ্টেটসেক্রেটারির জন্য উক্ত প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সম্প্রতি নর্থব্রুক সাহেবের ভ্রাতা আমাদের রাজস্ব সচিব মেজর বেরিং বলিয়াছেন যে, দেশীয় বাজার হইতে গবর্ণমেণ্টের আবশ্যক সমুদায় দ্রব্য ক্রয় করা হইবে।

গত মে মাসে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় স্মিথ সাহেব ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ১৮৭৮ অব্দে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে দেশীয় বাজার হইতে কাগজ কলম ইত্যাদি দ্রব্য ক্রয় করিতে আদেশ দেওয়া হয় তাহা রহিত করা হইয়াছে কি না? এবং যদি রহিত করা হইয়া থাকে তাহার কারণ কি? তদুত্তরে হার্টিংটন সাহেব এই কথা বলেন যে ১৮৭৮ অব্দে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে যে আদেশ দেওয়া হয় তাহার উদ্দেশ্য এই যে ভারতবর্ষের শিল্পজাত দ্রব্য, ও তথাকার বাজারে যে সমস্ত দ্রব্যাদি পাওয়া যায় তাহা ভাল ও সুলভ হইলে সেই স্থান হইতে ক্রয় করা হইবে। কিন্তু যখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এমন কোন দ্রব্যাদির প্রয়োজন হইবে, যাহা ইংলণ্ডে ক্রয় করা উচিত তাহার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়া আপিসে জানাইবেন, ইংলণ্ড হইতে তাহা প্রেরিত হইবে। এতৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে ১৮৮০ অব্দের মে মাসে যে আদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা ভিন্ন অন্য কোন আদেশ দেওয়া হয় নাই।

ষ্টেট সেক্রেটারির এই কথানুসারে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই প্রতিজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন যে তাহাদের যে কোন দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে তাহা দেশীয় বাজার হইতে ক্রয় করা যাইবে। তবে যে দ্রব্য ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয় না তাহা ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট হইতে আনয়ন করা হইবে। তবে যখন ইউরোপীয় [illegible] এদেশে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইবে, যখন ইংলণ্ড হইতে আনয়ন করিতে বিলম্ব হইবে এবং যেখানে ইউরোপ হইতে আনীত হইলে দ্রব্যাদি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা সেই খানে ইউরোপীয় দ্রব্য এতদ্দেশীয় বাজারে ক্রয় করা হইবে।

কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে ইউরোপীয় দ্রব্য এদেশের কোন কোন দোকানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। যদি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন কোন দ্রব্য সম্বন্ধে এই কথার যাথার্থ্য অবগত হন, তাহা হইলে তাঁহারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে তদ্বিষয় জানাইবেন এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিয়া তদনুযায়ী আদেশ প্রদান করিবেন।

ষ্টেট সেক্রেটরির কথায় যে গোলযোগ ছিল, তাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞায় পরিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্রতিজ্ঞাটী কার্য্যে পরিণত হইলে দুটী শুভ ফল উৎপন্ন হইবে। এতদ্দ্বারা দেশের বৃথা অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস হইবে, এবং দেশীয়দিগের শিল্পকর্ম্মানুষ্ঠানে উৎসাহ জন্মিবে। দেশীয় শিল্পের শেষ হইয়া আসিয়াছে, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিলাতী কাপড় শস্তা হইয়া তন্তুবায় ও যুগীদিগের আর অন্ন হয় না। এদেশে আর পূর্ব্বের মত ছুরি, কাঁচি, ও অস্ত্রাদি প্রস্তুত হয় না। এখন সকল দ্রব্যই বিলাত হইতে আইসে। ইহাই দেশের ভাবী দারিদ্র্যের প্রধান লক্ষণ। শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি দেশের উন্নতির একমাত্র উপায়। দেশান্তর হইতে শিল্পজাত দ্রব্য আনয়ন করিয়া দেশকে বড় করা যায় না। শিল্পজাত দ্রব্যই দেশের ধন, সেই ধনের হ্রাস হওয়া উচিত নহে। গবর্ণমেণ্ট যদি এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দান করেন, তাহা হইলে আমাদিগকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করিতে পারেন।

ভারতবাসী এই তোমাদের উন্নতির একটী অবসর। গবর্ণমেণ্ট তোমাদিগকে শিল্পকার্য্যে উৎসাহ দিতেছেন। তোমরা মোহনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া শিল্পের উন্নতি-সাধন করিয়া দেশের উন্নতি-সাধনে তৎপর হও। কেবল চাকুরী চাকুরী করিয়া বেড়াইও না- চাকুরির প্রত্যাশা পরিত্যাগ কর। তোমরা বিদ্বান হও, আর কাযাদক্ষই হও, গবর্ণমেণ্ট কয়জনকে চাকুরী দিতে পারেন? গবর্ণমেণ্ট কখন বিশ কোটি ভারতবাসীকে চাকুরি দিতে পারেন না। যদি কেবল চাকুরীর প্রত্যাশায় থাক, তাহা হইলে তোমাদিগকে হতাশ্বাস হইতে হইবে। তোমাদের অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত কর। যদি আজ ইংরাজ ভারতবর্ষের রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে তোমাদিগের অভাবের পরিসীমা থাকিবে না। তোমাদের পরিধেয় বস্ত্র, লিখিবার ও ছাপিবার [illegible] ছাপাইবার কালি, মোমের বাতি, কলম কাটিবার ছুরী বিলাত হইতে আইসে। প্রদীপ জ্বালাইবার জন্য তোমাদিগের দেশলাই চাই, কাপড় সেলাই করিবার জন্য তোমাদের [illegible] চাই, পুস্তক ও সংবাদ পত্র ছাপাইবার জন্য কাগজ চাই, তৎসমুদায়ই বিলাত তোমাদের যোগায়। তবেই [illegible] সমাজ, তোমাদিগের সভ্যতা, তোমাদের

চলে না, এই সকল অভাব দূর করিতে চেষ্টা কর। তাহা করিতে পারিলে তোমরা মনুষ্য নামের অধিকারী হইবে। গবর্ণমেণ্ট তোমাদিগকে উৎসাহ দিতেছেন। তোমরা এই উৎসাহ-বাক্যে অবহেলা করিও না। তোমাদের লক্ষ্মী পা দিয়া ঠেলিও না। তোমরা আলস্য পরিত্যাগ কর, আমরা অনেক দিন ঘুমাইয়াছ, নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যে যত্নশীল হও, দেশের ধনবৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি কর। তোমাদের দেশে উপকরণ যেরূপ সুলভ তোমাদের দেশে পরিশ্রমের মূল্য যেরূপ অল্প, চেষ্টা করিয়া শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিলে, তোমরা যত অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবে, তদ্রূপ কোন ইউরোপীয় জাতি পারিবে না। তোমাদের দেশের পাট লইয়া ইংলণ্ড তোমাদিগকে পরিধেয় দিতেছে। তোমাদের দেশের বসা লইয়া ইংলণ্ড বাতি প্রস্তুত করিতেছে, তোমাদের দেশের ইক্ষুদণ্ড কদলীবৃক্ষ ও চাউল লইয়া ইংলণ্ড তোমাদিগকে কাগজ যোগাইতেছে; অথচ তোমরাই নিৰ্জ্জীব হইয়া আছ। দেখ দিন দিন তোমাদিগেরই দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইতেছে। অতঃপর তোমরা অনাহারে মরিবে, অতএব “উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত” উত্থান কর, জাগ্রত হও।

জেনেরল রবার্টসের ও সমস্ত কাবুল যুদ্ধ।

১২৮৪ সালের কার্ত্তিক মাসে বঙ্গদেশে যে ভয়ানক ঝড় হয় তাহাতে যেমন অনেককে ক্ষতিগ্রস্ত এবং কোন কোন লোককে লাভবান হইতে দেখা গিয়াছিল সেইরূপ কাবুলরূপ গগনে যুদ্ধরূপ ঝড় উঠিলে আমরা অধিকাংশ লোকের ক্ষতি ও কতিপয় সৈনিক পুরুষের এবং সেনাপতি রবার্টসের বিশেষ লাভ দেখিতে পাইতেছি। ইনি কাবুল যুদ্ধে জয়ী হইয়া বিলাতে গিয়া দুর্জ্জয় বীর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ তাঁহাকে সম্মানসূচক উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে, ঐ উপাধি তাঁহার বংশাবলী ভোগ করিতে পারিবে। এবং বার্ষিক দশ হাজার টাকা বৃত্তি অথবা এককালীন ১,২০,০০০ টাকা দিবার কথা হইতেছে। শুনা যাইতেছে ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট নহেন। আশান্তি যুদ্ধে সার গার্নেট উলসলি জয়ী হইয়া যেমন ২০০০০০ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন জেনেরল রবার্টস [illegible] পুরস্কার প্রার্থনা করেন। আর যদি তাহা না হয় তথাপি তিনি যে ২০০০০০ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন সে বিষয়ে তাঁহার এক প্রকার স্থির বিশ্বাস ছিল। তৎপরে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অর্জ্জুনের ন্যায় দুর্জ্জয় বিবেচনা করিয়া মৃত সেনাপতি সার জজ কলের পদে বরণ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহাকে প্রেরণ করেন। তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি শুনিলেন তিনি হয় বার্ষিক দশ হাজার টাকা বৃত্তি পাইবেন, না হয় ১২০০০০ টাকা এককালীন প্রাপ্ত হইবেন। এই টাকা ভারতের রাজস্ব হইতে প্রদত্ত হইবে, ইণ্ডিয়া আপীস তাঁহাকে ইহাই দিতে সম্মত হইয়াছেন, তদপেক্ষা অধিক দিবার সম্ভাবনা নাই।

এ দেশের লোকের সংস্কার এই যিনি যাঁহার দ্বারা উপকৃত হন তিনি তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। আমরা দেখিতেছি লর্ড লিটন তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের বন্ধু ছিলেন। তিনি সেই বন্ধুতা সম্পাদনার্থ এবং ভারতের ও কাবুলের শত্রুতা সাধনার্থ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। জেনেরল রবার্টসের ভারতের প্রধান সেনাপতিত্ব পদে অধিষ্ঠিত হইবার আশাও আছে। যাহা হউক আফগানস্থানের যুদ্ধ যে কেবল তাঁহাদেরই ধন, মান ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য হইয়াছিল, তাহা এখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, আমরা উপরে যে সকল কথা বলিলাম তাহার কারণ এই, ২৩ এ মে পার্লামেণ্ট সভায় তাঁহার পুরস্কারের বিষয় লইয়া মহা বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। অবশেষে ইহাই স্থির হইয়াছে, যে উক্ত টাকা ভারতের রাজস্ব হইতে দেওয়া হইবে। আশঙ্কিত রুশ আক্রমণ হইতে ভারত রক্ষার জন্য কাবুল যুদ্ধ। জেনেরল রবার্টস সেই যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন, অতএব তাঁহার এ পুরস্কার প্রার্থনা অসঙ্গত নহে। কোন ব্যক্তি যদি কোন ব্যক্তির সাহায্যে বিশেষ লাভবান হয়েন, তাহা হইলে লাভভাগী সাহায্যকারীকে পুরস্কার দিয়া থাকেন। কাবুল যুদ্ধে জেনারল রবার্টস জয়ী হওয়াতে ভারতের কি লাভ হইল, কাবুল যেমন স্বাধীন ছিল তেমনিই রহিল, সীমা প্রদেশ যেখানে ছিল সেই খানেই রহিল কেবল আপনাদিগের একজন মনোমত লোককে আমীর করিবার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয়িত হইল। আমীর যেরূপ একণে যাহাতে তাঁহার রাজ্য রক্ষার জন্য আর যে কত টাকা দিতে হইবে, তাহারও কিছু স্থিরতা নাই। এতদ্ভিন্ন সেই আমীরই যে চিরকাল তাঁহাদিগের শরণাগত থাকিবেন, সুযোগ পাইলে তিনি যে স্বাধীন হইবার চেষ্টা পাইবেন না তাহাতেই বা বিশ্বাস কি? যখন কাবুল যুদ্ধ উপস্থিত করিয়া ভারতের সর্ব্বপ্রকারে ক্ষতি হইল, তখন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট পুরস্কারের প্রার্থনা কি? যদিই ইংলণ্ড জেনারল রবার্টসকে সেই পুরস্কার দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলেন, তবে তাহা ইংলণ্ডের ধনাগার হইতে দিউন। আর যদি ঋণভারগ্রস্ত ভারতকে পীড়ন করিয়া জেনেরল রবার্টসকে এই টাকা দেওয়ান, তাহা হইলে তাঁহাদিগের স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত প্রদর্শন করা হইবে।

রুশ রাজ তৃতীয় আলেক্জাণ্ডর নিহিলিষ্টদিগের ভয়ে স্থির হইতে পারিতেছেন না। তিনি কেবল এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার বিপুল রাজ্য, মান সম্ভ্রম, সংখ্যাতীত সুশিক্ষিত ও বলদর্পিত সৈন্য প্রভৃতি তাঁহাকে শান্তি প্রদান করিতে পারিতেছে না।

প্রকৃত কথা এই সৈনিক বল রাজার বল নহে, প্রজার রাজভক্তিই রাজার বল। নিহিলিষ্টেরা ইংলণ্ডের প্রজাবর্গের ন্যায় রাজ্যমধ্যে প্রজাতন্ত্রতা প্রার্থনা করে। তাহারা মুখে যাহাই বলুক তাহারা কেবল অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা চাহে। প্রজার সুখই রাজার সুখ; প্রজার সুখান্বেষণ করা রাজার কর্ত্তব্য; প্রজারা সুখী হইলে, তাহারা রাজকার্য্যে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আলোচনা করিতে পাইলে, তাহাদিগের স্বার্থ রক্ষিত হইলে, তাহারা রাজার অনুগত ও রাজভক্ত হয়; তাহাতে রাজারও মঙ্গল, প্রজারও মঙ্গল। আমরা রুশরাজের অবস্থা ও মনের বিকার আলোচনা করিয়া দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়াছি। আমরা বলি প্রজাদিগকে একটু স্বাধীনতা দেও, তাহাদিগকে রাজকার্য্যে উপদেশ দিবার ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিবার ক্ষমতা দেও, তুমিও নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হইবে, প্রজারাও নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হইবে। রাজ্য মধ্যে একনায়কত্ব ভাল নহে। ফ্রান্স রাজ লুই নেপোলিয়ন তাহা দেখিয়াছেন ও তাহার ফল ভোগ করিয়াছেন। এখনও পথ আছে, এই বেলা সেই পথ গ্রহণ কর। নতুবা রুশরাজ তোমার নিস্তার নাই।

১৪ ই জুনের কলিকাতা গেজেটে ১৮৮০ অব্দের মেডিকাল ইনষ্টিটিউশন সমূহের কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ইহা পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। এই বৎসরের পীড়া ও মৃত্যু সংখ্যা অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা অনেক ন্যূন। ১৮৭৫ ও ১৮৭৬ অব্দে প্রতিবৎসর ওলাউঠা রোগে যত লোকের মৃত্যু হইয়াছে এবৎসর ঐ রোগে তাহার অর্দ্ধেক লোকের মৃত্যু সংখ্যা দেখা যায়। এবং ১৮৭৩ অব্দে এই রোগে যত লোকের মৃত্যু হইয়াছে এ বৎসর তদপেক্ষা তৃতীয়াংশ ন্যূন। পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরে উদরাময় রক্তআমাশয়, ও জ্বররোগে যত লোকের মৃত্যু হইয়াছে এ বৎসর তদপেক্ষা অনেক অল্প দেখা যায়। গত আট বৎসরে গবর্ণমেণ্টের চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিত ও মৃত ব্যক্তির সংখ্যা এই:—

অব্দ	চিকিৎসিতের সংখ্যা	মৃত্যু সংখ্যা।
১৮৭৩	১৭৪৩৮	২৫৬৫
১৮৭৪	১৯৪৯০	৩০৩৭
১৮৭৫	২২০৬২	৩৬৪১
১৮৭৬	২১০৮৭	৩০৬৪
১৮৭৭	২৩৯৭৭	৩০৭২
১৮৭৮	২৭৯০৮	৪৫১৮
১৮৭৯	২২১৯৭	৩৬০২
১৮৮০	২১০৩২	

অর্থাৎ প্রত্যেক সহস্রের হিসাবে।

অব্দে		মৃত্যু সংখ্যা।
১৮৭৩	...	১৬'৯
১৮৭৪	...	[illegible]
১৮৭৫	...	[illegible]
১৮৭৬	...	[illegible]
১৮৭৭	...	[illegible]
১৮৭৮	.	[illegible]
১৮৭৯	...	[illegible]
১৮৮০	...	[illegible]

প্রায় তিন বৎসর হইতে চলিল এ দেশের হাঁস পাতালের ব্যয় হ্রাস করা হইয়াছে। তাহাতে যে রোগিদিগের কোন কষ্ট বা অসুবিধা হইয়াছে এই কার্য্য বিবরণ পাঠ করিয়া তাহা বোধ হয় না। কেন না ১৮৭৯ অব্দে হাঁসপাতালে যত লোকের চিকিৎসা হইয়াছিল এবার তদপেক্ষা নয় সহস্র অধিক রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছিল। মেডিকাল কালেজের অধ্যক্ষ কোট্‌স সাহেব বলেন যে এক্ষণে রোগিদিগের পথ্য ও সেবার বন্দোবস্ত উত্তম রূপ হইয়াছে।

যে যে স্থানে মিউনিসিপালিটী আছে প্রায় তৎসমদায় স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় যে তথাকার মিউনিসিপালিটীর সম্বন্ধে যে সকল ফৌজদারী মকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহার বিচার করিবার জন্য সেই সেই স্থানে কয়েকজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট আছেন। এই অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটদিগের মধ্যে কেহ কেহ আবার তথাকার মিউনিসিপালিটীর কমিশনর, অথবা মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের কোন কর্ম্মচারী। মিউনিসিপাল কমিশনরেরা কোন নিয়ম করিলে, সেই নিয়মের বিরুদ্ধে যদি কেহ কোন কার্য্য করে, অথবা মিউনিসিপালিটীর সম্পত্তি যদি কেহ অবৈধরূপে বলপূর্ব্বক অধিকার করে তাহা হইলে এই সকল অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট অপরাধীকে তাহার অন্যায়াচরণের জন্য দণ্ড দিয়া থাকেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত নামে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর একজন কর্ম্মচারী ও অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট উড নামক এক জন সাহেবকে লাইসেন্স না লওয়া অপরাধে দণ্ডিত করেন। তজ্জন্য উক্ত সাহেব হাইকোর্টে আপীল করেন এবং হাইকোর্ট এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন যে উমেশ বাবু মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের কর্ম্মচারী বলিয়া মকদ্দমার সহিত তাঁহার স্বার্থ ও সংস্রব থাকায় তাঁহার উক্ত মকদ্দমার বিচার করিবার অধিকার ছিল না। এই বিচারে ইহাও মীমাংসিত হইয়াছে যে, কোন মিউনিসিপাল কমিশনর, মিউনিসিপালিটী সম্পর্কীয় কোন মকদ্দমার বিচার করিবার যোগ্য নহেন।

ইংলণ্ডের কুইনস্‌ বেঞ্চ নামক প্রধানতম আদালতে একবিষয়ের [illegible] মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। [illegible] ও [illegible] মকদ্দমায় এই স্থির হইয়াছে যে মিউনিসিপালিটী সংক্রান্ত মকদ্দমায় কোন মিউনিসিপাল কমিশনর বিচারপতির কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতাবান্‌ নহেন। এবং পূর্ব্বোক্ত কারণে ও এই ছই নজীর অবলম্বন করিয়া সম্প্রতি হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র ও ম্যাক্‌লিন সাহেব এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

মেদিনীপুরের নীলকরদিগের এক একটী অত্যাচারের কথা শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাইতেছি। ব্রিটিশ শাসনে যে এরূপ অত্যাচার হয়, তাহা আমাদিগের আদৌ সংস্কার ছিল না, কিন্তু মেদিনী আমাদিগের সে ভ্রম ভাঙ্গিয়া দিতেছেন।

[illegible] গ্রাম নিবাসী লক্ষ্মণ [illegible] ৩১ এ মে তথাকার মাজিষ্ট্রেট [illegible] সাহেবের নিকট [illegible] অভিযোগ করিয়াছে, যে সে একদা [illegible] [illegible] সাহেবের নিকট মহেন্দ্রনাথ [illegible] অভিযোগ করিয়াছিল যে, [illegible] দিয়াছিল। [illegible] আমার [illegible] [illegible] মিথ্যা [illegible] করেন। লক্ষ্মণ [illegible] [illegible] যে [illegible] তাহারই নাম [illegible] আছে, কিন্তু [illegible] টাকা [illegible] আদায় [illegible] [illegible] আদেশ দেন ও [illegible] [illegible] দিলেন। [illegible] নীল [illegible] লইয়া গেল এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে জরিমানার টাকা দিতে না পারায় গোমস্তার অনুমতি মতে পদা গোয়ালা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল, অবশেষে একটি ঘরের মধ্যে তাহাকে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিল। সে দিবস সমস্ত দিন ও রাত্রিতে সে আহার করিতে পায় নাই।

তাহার পর দিবস প্রাতঃকালে লক্ষ্মণের পুত্র [illegible] মহাশয়ের নিকট পিতার দুর্গতির কথা শুনিয়া তাহার [illegible] দেখা করিতে আসিয়াছিল, লক্ষ্মণ তাহাকে বলিল [illegible] টাকা না দিলে আমার মুক্তি নাই। এই কথা শুনিয়া তাহার পুত্র রোদন করিতে করিতে চলিয়া গেল।

লক্ষ্মণের পুত্র চলিয়া গেলে সে আহার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এবং নয়াবসত গ্রামের রামধন সেন তাহার জামিন হইয়া আপন বাটীতে লইয়া গিয়া তাহাকে আহার করায় ও পুনরায় হাজির করিয়া দেয়। রাত্রিতে লক্ষ্মণকে পূর্ব্ববৎ গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখা হয়, এবং কতকক্ষণ পরে গোমস্তা আসিয়া না কাঁদিলে টাকা দিবে না, এই কথা বলিয়া নগদীদের প্রতি তাহাকে মারিতে আদেশ দেয়। তদনুসারে নগদীরাও তাহাকে [illegible] প্রহার করে, কিন্তু টাকা আদায় করিতে পারে না। [illegible] তাহারা আবার তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করে, [illegible] টাকা আদায় হয় না।

[illegible] তাহার [illegible] জন আত্মীয় ৪০, টাকা [illegible] ৫০, টাকার কমে চলিবে না, [illegible] নিকট ১০, টাকা কর্জ্জ করিয়া [illegible] সাহেবের [illegible] গোমস্তাকে দেয়। লক্ষ্মণ মুক্ত হইলে গোমস্তা [illegible] আটক করে, সে [illegible] নিকট [illegible] কর্জ্জ করিয়া [illegible] দিয়া মুক্ত হয়।

আমরা কলিকাতা পুলিশের একটী অত্যাচারের কথা পাঠকদিগকে জানাইতেছি। গত ২৮ এ এপ্রেল বিহারি নামে এক ব্যক্তি ফেনউইক বাজার পুলিশে এই বলিয়া নালিশ করে যে তাহার শ্বশ্রূ কুসুম তাহার পত্নী হরিদাসীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। পুলিশে এরূপ মকদ্দমা উপস্থিত হইলে এইরূপ রীতি ও আইন আছে যে পুলিশ বাদীকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করিতে আদেশ দেন। কিন্তু ফেনউইক বাজার পুলিশের ইনস্পেক্টর তাহা না করিয়া বেহারি ও তাহার ভ্রাতার সমভিব্যাহারে একেবারে কুসুমের বাটীতে যান এবং তাহার কন্যাকে আনিয়া দিতে বলেন। অতঃপর বলপূর্ব্বক তাহার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার কন্যার অনুসন্ধান করা হয়, তৎপরে নিকটস্থ কোন উদ্যানে হরিদাসীকে পাইয়া তাহাকে ও তাহার মাতাকে থানায় আনয়ন করা হয়। থানায় কুসুমকে বিলক্ষণ রূপে প্রহার করা হইয়াছিল, ও হরিদাসীকে সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের আদেশ অনুসারে তাহার অসম্মতি ও আপত্তি সত্বে তাহার স্বামীর হস্তে অর্পণ করা হয়। বিহারি তাহার পত্নীকে আপনার বাটীতে লইয়া গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে ও নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করে। অনন্তর যখন তাহার মাতা পুলিশের নামে অনধিকার প্রবেশ ও অন্যায় [illegible] অপরাধের নালিশ করে তখন হরিদাসী সাক্ষ্য দিতে আসিয়া [illegible] মাতার সহিত গমন করিয়াছে। কলিকাতার পুলিশ মাজিষ্ট্রেট [illegible] আমির আলি সাহেবের নিকট এই মকদ্দমার বিচার হয়। বিচারকালে তিনি পুলিশের এই [illegible]

সম্প্রতি রেঙ্গুনে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

রুশিয়ার সম্রাট এই মাসে বর্লিন নগরে যাইবেন এবং তথায় বসন্ত ঋতু পর্য্যন্ত বাস করিয়া বিয়েনা নগরে গমন করিবেন।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ আদেশ দিয়াছেন যে আগামী ১৮৮২ অব্দের পরীক্ষার জন্য ছাত্রদিগকে সংস্কৃত সাহিত্যে অভিজ্ঞান শকুন্তলের চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্ক এবং নৈষধের চতুর্দ্দশ এবং ষড়বিংশ সর্গ অধ্যয়ন করিতে হইবে এবং আরবী ভাষায় তাহাদিগকে কোরাণের ষষ্ঠ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ, ষট্‌ত্রিংশ এবং উনচত্বারিংশ অধ্যায় ও রাইট সাহেব কৃত আরবী পাঠমালা পড়িতে হইবে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, সেওড়াপুলি হইতে তারকেশ্বর পর্য্যন্ত অল্পপরিসর রেলওয়ে খুলিবার জন্য কতকগুলি দেশীয় ভদ্রলোক ধনী ও জমিদার সাধারণের নিকট আবেদন করিয়াছেন। সেওড়াপুলি হইতে তারকেশ্বর সাড়ে বার ক্রোশ। পাঁচ লক্ষ টাকায় সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। কেবল দেশীয়দিগের দ্বারা এই রেলওয়ের সমুদায় কার্য্য চালান প্রস্তাবকারিদিগের অভিপ্রেত। ধনী ও জমিদারদিগের এই একটী সুখ্যাতি লাভের অবসর।

ফরাসীদিগের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিবার জন্য ইংলণ্ড যে কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন, সর চার্লস ডিল্ক তাহার সভাপতি হইয়াছেন।

গোসেন সাহেব টাকা দিতে সম্মত হওয়াতে [illegible] ডাকাইতেরা সুটর সাহেবকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

ট্রান্সভালে বোয়ারদিগের সহিত কাফ্রি দিগের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে।

তুরস্কের ভূতপূর্ব্ব সুলতান আবদুল আজিজকে হত্যা করা হইয়াছে কি না তদ্বিষয়ে লোকের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস এই যে, নামমাত্র একটি বিচার হইয়া মিধাত পাশাকে নির্ব্বাসিত করা হইবে।

ফরাসীদেশের লাইয়ন্স নগরে সম্প্রতি একটী বিপ্লব সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে লুইস মাইকেল নামে এক ফরাসী রমণী গবর্ণমেণ্টের অনেক দোষ দিয়া এক গাছি লোহিত রঙ্গের পুষ্পমালা হস্তে ধারণ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করে যে সে সর্ব্বতোভাবে বিদ্রোহের পক্ষপাতী। সে আরও বলিয়াছে যে শীঘ্রই ফ্রান্সদেশে একটি বিষম বিপ্লব ঘটিবে।

পারস্য গবর্ণমেণ্ট অষ্ট্রিয়া হইতে দশ সহস্র কারাবিন ও বিশ লক্ষ কার্টৃজ ক্রয় করিতেছেন। ১৮৭৮ অব্দে এই গবর্ণমেণ্ট ১৫,০০০ বন্দুক ও আঠারটী কামান ক্রয় করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালোর স্পেক্টেটর বলেন যে কোলারের স্বর্ণ খনি হইতে স্বর্ণ উদ্ধরণ কার্য্য রীতিমত চলিতেছে। যাহাদিগের জীবিকা অর্জ্জনোপযোগী কোন কর্ম্ম নাই তাহারা অনেকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে।

আমিরাস্ত রাজবংশে দেবতাদিগের কি শাপ আছে। রাজারা সিংহাসনে বসিলেই যেন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। ষ্টেটসম্যান পাঠে অবগত হওয়া গেল যে যদিও কাবুলের নূতন আমীর আবদুল রহমনের রাজ্যের চারিদিকেই গোলযোগ, যদিও তাঁহার সিংহাসন এক্ষণে সামান্য বায়ুবেগে আন্দোলিত হইবার সম্ভাবনা, তথাপি তিনি কাবুলের রাজপ্রাসাদে আমোদে লিপ্ত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে অমনোযোগ দিতেছেন। এদিকে তাঁহার প্রতিযোগী আয়ুব খাঁ যুদ্ধের সমুদায় আয়োজন করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতেছেন না। এক্ষণে যে সকল সর্দ্দার আমীরের অনুগত আছেন, আয়ুব তাঁহাদিগকে ভাঙ্গাইবার চেষ্টায় আছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আবদুল্লা খাঁ প্রকাশ্য ভাবে আয়ুবের সহিত যোগ দিয়াছেন। আয়ুবও প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে, তিনি আমীর হইলে পর তাঁহাকে একটী প্রধান কর্ম্ম দিবেন। অনেকে মনে করিতেছেন যে, সর্দ্দার বাহাদুর খাঁ ও সর্দ্দার আখতার খাঁও আমীরের বিপক্ষ হইয়াছেন। অন্যান্য সামান্য সর্দ্দারেরাও আয়ুবের সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তন্মধ্যে দাউদ খাঁ ও সাবু খাঁ প্রকাশ্য ভাবে আয়ুব খাঁর পক্ষে যোগ দিয়া হিরাটে গমন করিতেছেন।

মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণের পুত্র কুমার মনেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাতে গিয়াছেন, আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে, টেম্পোলে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে যে পরীক্ষা হয় তাহাতে তিনি ইংরাজী ভাষায় সর্ব্বোচ্চ হইয়াছেন। এখন শোভাবাজারের রাজবাটীর একজন ইংলণ্ডে গেলেন। দেখা যাউক তিনি ফিরিয়া আসিলে পর সমাজের জাতি গোলযোগের কি মীমাংসা হয়।

ষ্টেটসম্যান পাঠে অবগত হওয়া গেল যে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের বখ্তিয়ারপুর ষ্টেশন হইতে বেহার পর্য্যন্ত রেলওয়ে খোলা হইবে। শুনা যায় যে, যদি গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন তাহা হইলে তাঁহার ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে, কিন্তু যদি কোন কোম্পানী এই কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন তাহা হইলে ১২ লক্ষ টাকায় সমুদায় কার্য্য সমাধা হইতে পারে। অতএব গবর্ণমেণ্টের কৃত রেলওয়ের কার্য্য কোম্পানি দিগের কার্য্যাপেক্ষা নিকৃষ্টতর। এইরূপেই গবর্ণমেণ্টের টাকার শ্রাদ্ধ হয়।

৩১ জ্যৈষ্ঠ রবিবার কেশব সম্প্রদায়ের কতকগুলি ব্রাহ্ম নববিধান মতে নূতন প্রকারের ব্যাপ্টাইজ হইয়াছেন। ঐ দিবস কেশব বাবু তাঁহার দলবল সহিত তাঁহার বাসবাটী কমল কুটীরের উদ্যানস্থ পুষ্করিণীতে অবগাহন পূর্ব্বক বাইবেলের মথি গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় পাঠ ও তাঁহার নিজের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়া স্নান করেন। অনন্তর তাঁহার অনুচরদিগের অবগাহন ও স্নান হইলে পর তিনি তাহাদের মস্তকের উপর জল ছিটাইয়া দিয়া সংস্কার কার্য্য সমাধা করেন। শুদ্ধ ইহা নহে [illegible] তিনি সে দিন নিজ বাটীর উপাসনালয়ে নূতন রকমের একটী হোমও করিয়াছিলেন। উপাসনার সময় একটি অগ্নিকুণ্ড করিয়া তাহাতে কাষ্ঠ ঘৃত ও চুয়ার আহুতি দেওয়া হইয়াছিল। কাষ্ঠগুলিকে মনের পাপরূপ অসুর জ্ঞান করিয়া পবিত্র অগ্নিতে তাহাদিগকে দগ্ধ করা হইয়াছিল। তিনি বলেন যে, ঈশ্বরের নিকট ভক্তিভাবে এইরূপ হোম করিতে পারিলে হোমের অগ্নি ঈশ্বরের পুণ্যাগ্নি হয় এবং মনের পাপাসুর সকল তন্মধ্যে ভস্ম হইয়া যায়।

লাহোর হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে, ঐ রাস্তায় বড় ডাকাইতের ভয় হইয়াছে এমন কি ডাকাইতেরা দিবা ভাগে অনেকগুলি একা গাড়ি লুট করিয়াছে।

[illegible] ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে চীন দেশের সহিত অহিফেনের ব্যবসা সম্বন্ধে যাহাতে কোন সংস্রব না থাকে, তাহার চেষ্টা করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা ষ্টেটসম্যান পাঠে অবগত হইলাম যে আগামী ১ লা আগষ্ট হইতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মহারাষ্ট্র প্রদেশের কতকগুলি দেশীয় করদরাজের অধীনস্থ আবগারি বন্দোবস্তের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতেছেন। মদে মদে ত এদেশীয় প্রজারা উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, এখন দেশীয় রাজাদের রাজ্যগুলি আর বাকী থাকে কেন? গবর্ণমেণ্ট আবগারির ব্যবসায় কি নীতিসঙ্গত মনে করেন?

* অক্সফোর্ডে ভারতবর্ষীয়সভার গৃহ নির্ম্মাণের জন্য বরদার গুইকুমার পুনরায় এক সহস্র পৌণ্ড ও আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাঁচ শত টাকা চাঁদা দিয়াছেন। এই সভাগৃহ সুবিখ্যাত বডলিয়ান লাইব্রেরির নিকট হইবে।

দার্জিলিং ট্রামওয়ে শীঘ্রই খোলা হইবে। [illegible] পূর্ব্বেও এই ট্রামওয়ের [illegible] হইয়াছে।

কর্ম্মচারিদ্বয়কে পদচ্যুত করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের একটু ধর্ম্মভীরু হওয়া আবশ্যক। লোভই তাঁহাদের মাথা খাইয়াছে। "অতি লোভে তাঁতি নষ্ট" এ কথাটী স্মরণ রাখিতে পারিলে খাতাঞ্জি মহাশয় কখনই তিন পুরুষে খাতাঞ্জি পদ হইতে এবং ভেজিনবিস মহাশয় ২৮ বৎসর যশের সহিত কার্য্য করিয়া শেষে অপযশের সহিত পদচ্যুত হইতেন না।

মধ্যে যুবক সভার একটী সভ্য ঐ সভায় "বিধবা বিবাহ" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং সভ্যদিগের এই বিষয় লইয়া অনেক বাদানুবাদ হয়। প্রবন্ধ লেখক বলেন "বিধবাদিগকে কষ্ট দেওয়ার পাপে ভারত ঘোর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতেছে। যদিও বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি অনেক বড় বড় লোক এ বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন সত্য; কিন্তু তা বলিয়া নিরাশ্বাস হওয়া উচিত নহে। অতএব এস আমরা সকলে একমত হইয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। আপাততঃ এ সম্বন্ধে কয়েকটী নিয়ম করা উচিত হইতেছে। যথা:—(১) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত পত্র দ্বারা এ বিষয়ের পরামর্শ জানিতে হইবে। (২) এক খানি পুস্তক বাহির করিয়া কত লোক এই সৎকার্য্যের পক্ষপাতী তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া লইতে হইবে। (৩) এক খানি স্বতন্ত্র পুস্তক বাহির হইবে, তাহাতে অঙ্গীকার পত্রে এই লেখা থাকিবে—যদি কেহ বিধবা কন্যা কিম্বা ভগ্নীর বিবাহ দেন, সমাজ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেও আমরা তাঁহাকে প্রাণান্তে পরিত্যাগ করিব না। একত্রে বসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় পান ভোজনাদি করিব।" প্রস্তাব লেখকের প্রস্তাবে অপরাপর যুবকগণ সাহস করিয়া অনুমোদন করিতে পারেন নাই। আমরা এ সম্বন্ধে এই কথা বলি—বিধবা বিবাহ দিলে এ কথা বলা অপেক্ষা অগ্রে আমাদের কন্যা ভগিনী প্রভৃতির বিবাহ দিব, এই কথা বলিলে ভাল হইত না? আমাদিগের পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বেচারাম বাবু এ সময়ে উপস্থিত থাকিলে ভাল হইত। তিনি ছেলে গুলো রোদে রোদে টো টো করে বেড়ায় দেখিয়া আটক করিয়া রাখিবার জন্য এবং বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক প্রভৃতি শাস্ত্রের উপদেশ দিবার জন্য এই সভাটী সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।

মুঙ্গেরের রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একটী গাভি ৫। ৬ সের করিয়া দুগ্ধ দিতে দিতে মধ্যে এক কালে দুগ্ধ দেওয়া রহিত করে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখেন, গোরুটী নিজের দুগ্ধ নিজে পান করিতেছে। আমাদের একটী বন্ধু কহিলেন "ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাঁঠাল থেরার ন্যায় গোরুর পালানটী ছালা দিয়া ঘিরিয়া রাখায় এক্ষণে ৭।৮ সের করিয়া দুগ্ধ পাইতেছেন। পালানটী অতি বৃহৎ হওয়ায় গোরু নিজের দুগ্ধ নিজে পান করিতে সমর্থ হইয়াছিল।"

দশহরা পর্ব্বটী বেশ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন মুঙ্গের কষ্টহারিণী ঘাট এই উপলক্ষে অতি আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিয়াছিল। বিস্তর বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী স্ত্রী পুরুষ গঙ্গা স্নানে আসিয়াছিল। এখানে স্ত্রী পুরুষের পৃথক পৃথক স্নানের ঘাট না থাকায় দেখিতে অতি কদর্য্য দেখায়। ভরসা করি স্থানীয় মিউনিসিপালিটী এ বিষয়ের কোন সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন। ঐ পর্ব্বোপলক্ষে জামালপুরের আর্য্য সভার ৪০।৫০ জন সংগীত নিপুণ সভ্য পতাকা ও তুরি ভেরী, ডঙ্কা সহ হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গা স্নানে আসিয়া লোকের মনে ভক্তি এবং আনন্দের উৎপাদন করিয়া দিয়াছিলেন। গঙ্গা পূজার উৎসবের সহিত তাঁহাদের হরিনাম সংকীর্ত্তনের উৎসব একত্র হইয়া ভাগীরথী কূল অপূর্ব্ব এবং অভিনব শ্রীধারণ করিয়াছিল। স্নানান্তে সভ্যগণ আর্য্য সভায় অবস্থিতি করিয়া অপরাহ্নে নগরের রাস্তায় রাস্তায় হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া জামালপুরে প্রত্যাগমন করেন।

পাঠকগণ বিদিত আছেন যে অত্রস্থ সভা সমূহের প্রার্থনানুসারে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের এজেণ্ট মহোদয় বক্তা বা উপদেষ্টাগণের গমনাগমনের সুবিধার্থ হাবড়া হইতে জামালপুর পর্য্যন্ত পাশ (বিনা ব্যয়ে গমনানুমতি পত্র) দিতে স্বীকার করিয়াছেন। এই সুযোগ পাইয়া এখানকার যুবজন মণ্ডলী উৎসাহ সহকারে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ রাজনৈতিক বাগ্মী শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি গত বৃহস্পতিবারে এখানে আগমন করিলে অত্রস্থ মিকানিকস্ ইনিষ্টিটিউটে এক বৃহৎ সভা হইয়াছিল। সাহেব ও বাঙ্গালীতে প্রায় ৫০০ শত লোক উপস্থিত ছিলেন, মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীবিহারী গুপ্ত মহাশয় অনুরুদ্ধ হইয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তৎপরে যুবজন মণ্ডলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার রায় বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন, কার্য্য বিবরণে শ্রোতৃবর্গের আনন্দদায়ী কোন বিশেষ উন্নতিকর সমাচার শ্রুত হইলাম না; সভাস্থলে সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা অতিশয় প্রীতিকর হইয়াছিল। তাঁহার বিশুদ্ধ ইংরাজি রীতিতে ইংরাজি বক্তৃতা শুনিয়া সাহেব, বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী সকলেই যথোচিত প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহ ও উত্তেজনা প্রত্যেক হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রথমতঃ ইহাই বুঝাইয়া দিলেন যে, সকল দেশে সকল সময়ে যুবা পুরুষই উন্নতির জন্য উত্তেজিত হইয়া পরিশেষে পূর্ণকাম হইয়াছেন। তৎপরে সর্ব্ব সাধারণের নৈতিক উন্নতির প্রসঙ্গ করিয়া বলিলেন যে বালকগণের ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ দুঃখের মূলে পিতা মাতা ও শিক্ষকের একমাত্র অধিকার; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে পিতা মাতা বালকের বিদ্যালয়ের মাসিক বেতন ও পুস্তকাদি দিয়াই নিশ্চিন্ত; সে বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় কি না তাহারই প্রতি তাঁহাদিগের লক্ষ্য থাকে; কিন্তু তাহার চরিত্র ভাল হইল কি না, তাহার দিকে কিঞ্চিন্মাত্রও দৃষ্টি থাকে না। শিক্ষকগণও প্রায় বালকগণের সাধু জীবনের জন্য চেষ্টা করেন না। এই দুই কর্তৃপক্ষের দোষে আমাদের নৈতিক রাজ্যে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। অতঃপর সামাজিক উন্নতির কথা তুলিয়া স্ত্রীগণের অবরুদ্ধ ভাবে অন্তঃপুরে বাস ও বাল্য বিবাহই সামাজিক উন্নতির বিশেষ অন্তরায় বলিয়া বর্ণন করিলেন। পরিশেষে রাজনৈতিক উন্নতির জন্য এইরূপ পরামর্শ দিলেন যে স্থানে স্থানে সভা সংস্থাপন করা ও সকল সভার সম্মিলিত হইয়া দেশীয় অভাব জ্ঞাপন করা এবং স্বত্ব ও স্বাধিকার প্রাপ্তির জন্য গবর্ণমেণ্টকে বৈধ রীতিতে যথোচিত উত্তোজক করা আবশ্যক। বক্তৃতাটীর মধ্যে সামাজিক উন্নতির অন্তরায় স্বরূপ অন্তঃপুরাবরোধ পদ্ধতির যেরূপ সমালোচনা ও দৃষ্টান্তাদি প্রদর্শন ও বিজাতীয় বিবিদিগের সতীত্বের যেরূপ অতিরিক্ত প্রশংসাদি করা হইয়াছিল, তাহা অধিকাংশ শ্রোতার হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। ঐ অংশটুকু পরিত্যাগ করিলে বক্তৃতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। সভা ভঙ্গ কালে প্যারীবিহারী বাবু ও একটী বালক সুরেন্দ্র বাবুর যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন। তৎপরদিন সায়াহ্নে মুঙ্গের রাজকীয় বিদ্যালয়ে "দেশীয়গণের হস্তে মিউনিসিপালিটীর স্বাধীন ভাবে কার্য্যভার গ্রহণ" সম্বন্ধে একটী উৎসাহকর বক্তৃতা করেন। তথায় এতৎকার্য্যের জন্য এক কমিটী হইয়াছে। বাবু অখিলচন্দ্র মল্লিক মহাশয় এই কমিটীর সম্পাদক হইয়াছেন। কমিটী লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট বেঙ্গল মিউনিসিপাল এক্টের ১৬ ধারানুসারে এক খানি আবেদন পত্র পাঠাইবেন ইহাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ভাগলপুরেও বক্তৃতান্তে এইরূপ একটী সভা করিয়া সুরেন্দ্র বাবু কলিকাতায় গমন করিয়াছেন।

মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভান্তর্গত সদালোচনী সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ সপ্তম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের সপ্তম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ক্ষিতিশবংশাবলীচরিতম্, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, স্বর্ণ, রৌপ্য ও হীরকের আয় ব্যয়, মনুসংহিতা, ষষ্ঠীবাঁটায় জামাই বিদায়, প্রাচীনকালে যে যে জাতির সহিত হিন্দুদিগের সবিশেষ সম্পর্ক হয়, ললিতা, সাংখ্যদর্শন, এই ৮টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই অাটপেজি ফর্মার ৮ ফর্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করিয়া থাকেন।

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা ও অকালপক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১ ডাকমাশুল।৴০

স্বরসুন্দরী বটিকা।

ইহার সেবনে শ্বেত ও রক্তপ্রদর কষ্টরজঃ বাধক ও যোনিবন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২ ডাকমাশুল।০

নলিনীরস।

ইহার দ্বারা প্লীহা যকৃৎ অগ্নিমান্দ্য উদরাময়, জ্বর, অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য স্ফূর্ত্তিহানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১।০ ডাকমাশুল।৴০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পত্রিকা সহিত এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলে সর্ব্বস্থানে প্রেরণ করা যায়।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত

ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল ১৮৮১। শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ গলির ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত পদাদিকম্প, রূপবিহীনতা, মানসিক বিকার, বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান

মোং কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

যিনি এক দিবসে অন্তর্দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মস্বরূপে অবগত হইয়া এই মর্ত্তে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পোষ্টেড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার

শ্রীরামপুর।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুর—জয়দেবপুর ১০
শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন রায়—কলিকাতা ১০
" " রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব—দিনাজপুর ১০
" " কৈলাসচন্দ্র রায়—কালিগঞ্জ ১০
" " নরসিংহ দত্ত—বড়বাজার ১০
" " রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা ১০
" " মনোমোহন দে—বড়শূল ১০
শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ পাল—চগলীচক ৭
" " কেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার—শ্রীরামপুর ৭
" " রামকিশোর দাস—জলপাইগুড়ি ৭
" " শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়—নিশ্চিন্তপুর ৭
" " গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঁকীপুর ৭
" " অমূল্যচরণ চট্টোপাধ্যায়—মৌ ৮৷০
" " বিশ্বেশ্বর প্রামাণিক—মণ্ডলগ্রাম ৭
" " ব্রজনাথ রায়—জব্বলপুর ৫৷৷০
" " দ্বারকানাথ দত্ত—ভবানীপুর ৫৷৷০
" " অন্নদাপ্রসাদ দে চৌধুরী—শ্রীরামপুর ৫
" ঠকুরা গোসাঁই হেডমুহুরি—খোয়াঙ্গা বাগিচা ৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৴০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরের চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " ।

২৪ শ ভাগ ।

৩৩ সংখ্যা ।

১২৮৮ সাল । ১৪ ই আষাঢ় । ইং ১৮৮১ । ২৭ এ জুন ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা । মাসিক মূল্য ১ এক টাকা ।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।।০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা ।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ।

১২৮৭ সাল গত হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য গ্রহণের নিয়ম, এ বিষয়টী বিশেষ করিয়া পাঠকগণের স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে । যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, তাহা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন ।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তব্য ।

যাঁহারা মনি অর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভ্রম-প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে । যথা—যিনি কাগজ লন, হয় ত তাঁহার কর্ম্মচারী মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না ।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরও কর্ম্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয় । কর্ম্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, বাসগ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না ; সুতরাং তাঁহাদের কাগজ যায় না । অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য ।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক ।

সুলভ মূল্যে ! সুলভ মূল্যে !!

অধ্যাত্মরামায়ণ ।

ইহার বঙ্গীয় অনুবাদ নাই । বাল্মীকি রামায়ণের **বিস্তর অনুবাদ** এতদ্দেশে প্রচারিত হইয়াছে, **অধ্যাত্মরামায়ণে এপর্য্যন্ত কোন** মহাত্মাই হস্তক্ষেপ **করেন নাই । এই অপূর্ব্ব** গ্রন্থখানি বাল্মীকি রামায়ণ **অপেক্ষা অনেক নূতন** নূতন উপদেশ পরিপূর্ণ । **এই সদুপদেশ গর্ভ** মহারত্নটী সংস্কৃতানভিজ্ঞ বঙ্গবাসীর **নিকট অপরিজ্ঞাত** থাকা এ সময়ে বড় **ক্ষোভের বিষয় । অতএব আমি** ক্ষুদ্রপ্রাণী হইয়াও কতিপয় সাহিত্যানুরাগী পণ্ডিত মহোদয়ের উৎসাহে ও যত্নে ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিতে **কৃতসংকল্প হইয়াছি ।**

প্রতিমাসে ডিমাই আটপেজী ছয় ফর্ম্মা করিয়া এক এক খণ্ড প্রকাশিত হইবে । প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম ।০ চারি আনা ।

অগ্রিম দ্বাদশ খণ্ডের অতিরিক্ত মূল্য একত্রে গৃহীত হইবে না । যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে পত্রসহ মূল্য পাঠাইবেন । যদ্যপি আমরা পুস্তক সম্পূর্ণ করিতে না পারি তবে সমস্ত মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে ।

(ঠিকানা) কলিকাতা মাণিকতলা নবাবী ওস্তাগরের লেন ১৯ নং বাটী ।

প্রকাশক শ্রীফকিরচন্দ্র সরকার ।

হাজারিবাগ ডিবিজনের অতিরিক্ত কার্য্য নিষ্পন্নার্থ, কিছু দিনের নিমিত্ত পবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের দুইজন অপর সবর্ডিনেটের প্রয়োজন আছে । ইংরাজি সন ১৮৭৯ সালে যে সকল কর্ম্মচারী সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পেন্সন পাইতেছেন তাঁহাদিগেরই আবেদন গ্রহণ করা যাইবে । পেন্সন লইবার কালে যে বেতন পাইতেন উপস্থিত বেতনও পেন্সন লইয়া তাহাই পাইবেন ।

কর্ম্মপ্রার্থীগণ স্ব স্ব প্রশংসা পত্রের নকল সহ এবং পূর্ব্বকর্ম্মের বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিবেন ।

হাজারিবাগ । ১৬ ই জুন ১৮৮১ । } জে, ডবলু, জনসন, সি, ই, একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার হাজারিবাগ ডিবিজন ।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাট সবডিভিজনের অধিন কাঁকড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীমতী শিবসুন্দরী দেবীর সন ১২৬৪ সালের ২ রা ভাদ্র তারিখের আমা বরাবর লিখিয়া দেওয়া মৌরসি রেজষ্টরি কবুলিয়ৎ আমার কর্ম্মচারী ঐ কাঁকড়া নিবাসী ৺ দীননাথ রায় চক্রবর্ত্তীর নিকটে বাকি খাজনার নালিশের কারণ রাখা হইয়াছিল । গত চৈত্র মাসে তাঁহার মৃত্যুর পরে পাওয়া যাইতেছে না । যদি কোন ব্যক্তি তাহা পাইয়া ব্যবহার করেন তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে ।

সন ১২৮৮ । তাং ৩ রা আষাঢ় ।

শ্রীমতী আনন্দসুন্দরী দেবী সাং বরাহনগর ।

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় হইতে
রামায়ণ (মূল অনুবাদ)
বিতরণ ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ভারত শেষ হওয়াতে অবসর ও সাধারণের অভিমতি ক্রমে রামায়ণের মূল ও অনুবাদ বিতরণ আরম্ভ করা হইল । অভিলাষী সত্বর আবেদন করিবেন । এ বিষয়ে নিয়মাদি ও অন্যান্য বৃত্তান্ত দাতব্য মহাভারত ও হরিবংশের বিজ্ঞাপনে এবং

[illegible] হইতে [illegible]

[illegible] } শ্রী প্রতাপচন্দ্র রায়
[illegible] } ভারত কার্য্যাধ্যক্ষ।

[illegible] সামাজিক নবন্যাস) [illegible]

[illegible] কাম্পানি, বার্নিং লাইব্রেরি এবং [illegible] দ্বারা উন্নীত বানারাইন লাইব্রেরি [illegible] করিলে পাওয়া যায়।

প্রেরিতপত্র।

"পাশ করা ছেলে।"

দশারাম বাবুর প্রিয় পারিষদ আশ্রিত [illegible], বিখ্যাত কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী বায়ু-তাড়িত [illegible] মালামঙ্গল [illegible] চন্দ্রমাশালিনী যামিনীতে, একাকী বসিয়া চন্দ্রকে বিবাহ করিতে গিয়া মনের অনুবাদে 'উপসংহার' আফিমে আশ্রয় হইয়া যে বলিয়াছিলেন, " এই সংসারের [illegible], এই সংসার ছেলের [illegible] দোকান এবং তাহার নিরক্ষর বিপণি দেখিয়া আমাকে অসাধারণ বলিয়া [illegible] আছে! আমার বক্ষের উপর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে! বি, এ, না হলে বিবাহ হয় না। [illegible] সংসার ভুলিল! উচ্চ শিক্ষার [illegible] কপার কলসী, গরদের কাপড় এবং স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা [illegible] একটী বংশ [illegible]! [illegible] নাই। [illegible] পাণ্ডিত্যাভিমানী বি, এ উপাধিধারী উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত নবকৃষ্ণবাবুর কন্যা [illegible] হইল!!! [illegible] উপাধি [illegible], [illegible] পাইলেন, [illegible] যুবক [illegible]!" এই কথা শুনিয়া [illegible] কমলাকান্তকে বাতিকগ্রস্ত বলিয়া [illegible]। তিনি [illegible] [illegible] স্বদেশহিতৈষী [illegible] অপরিণামদর্শী [illegible] পারিবেন। এবং [illegible] বর্ত্তমান সময়ের [illegible] করিতে সক্ষম [illegible] কাল বিবাহ [illegible] প্রাপ্ত হইতে বসিয়াছে।

"(কৌলীন) প্রথা [illegible] বর্ত্তমান সময়ের উত্তীর্ণ ছাত্রের ইহা বুঝিতে পারিয়া যাহাতে এই প্রথা অচিরাৎ সমাজ হইতে উঠিয়া যায়, তদ্বিষয়ে এক দিকে যদিও বিশেষ মনোযোগী হইতেছেন সত্য, কিন্তু অন্য দিকে অলক্ষিতভাবে তাঁহাদিগের দ্বারাই যে কৌলীন্য প্রথার ন্যায় অনিষ্টকারক আর একটী প্রথা (পাশ করা ছেলে নহিলে বিবাহ হয় না) সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া এক্ষণে বহু দূরব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে, তাহা তাঁহারা স্বার্থের অনুরোধে দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছেন না! যেরূপ ভাব গতিক হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে দিনকতক পরে অল্প শিক্ষিত "ড্যামেজ" ব্যক্তির বিবাহ বন্ধ হইয়া যাইবে। অনেক পিতা মাতা কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া প্রচুর অর্থ দিতে না পারিয়া পূর্ব্বকার রাজপুত দিগের ন্যায় সূতিকাগারেই স্বীয় স্বীয় কন্যাকে হয়ত নষ্ট করিতে বাধ্য হইবেন। না হয় তাঁহাদিগকে যাবজ্জীবন অবিবাহিত অবস্থায় গৃহে রাখিয়া দিতে হইবে! বংশজ সন্তানগণ অনেকে অনেক দিন হইতে বিবাহাভাবে ভীষ্মদেব হইতে আরম্ভ করিয়াছেন, আবার পাশ করা ছেলের অনুগ্রহে দিন দিন তাঁহাদের দলপুষ্টি হইতে চলিল!

কি পরিতাপের বিষয়, যাঁহারা মুখে "একতা" "স্বাধীনতা" "বিধবা বিবাহ" ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া উদারতার, নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই অনেকে অন্তরে দারুণ স্বার্থ-বিষে পরিপূর্ণ! কিসে বিবাহ করিয়া এক দিনে আবু হোসেনের ন্যায় বোদাদ নগরের বাদশাহ হইবেন, এই চেষ্টায় সদা সর্ব্বদা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছেন, এবং সুযোগ পাইলেই অন্যকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। যাঁহাদের মনে এইরূপ ভাব নিহিত, সে দেশের একতা, সে দেশের উন্নতি কোথায়? অন্যায় বাহ্য উন্নতিতেই বাঙ্গালার অধঃপতন হইল।

আর এক কথা, শুক্রবিক্রয়কারীদিগকে কৃতবিদ্য যুবারা নিন্দা করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনারা যে কি, তাহা একবারও পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দেখেন না। অর্থ লইয়া কন্যার বিবাহ দিলে যদি কন্যা বিক্রয় করা হয়, তবে যে সকল কুলীন অৰ্দ্ধেক রাজত্ব লইয়া স্বীয় স্বীয় উত্তীর্ণ পুত্রের বিবাহ দিয়া থাকেন, তাহাকে কি পুত্র বিক্রয় করা বলে না? তাহাতে কি পাতিত্য দোষ স্পর্শে না? ইহাই কি সভ্যতার, সুরুচির ও ন্যায়পরতার পরিচায়ক স্বরূপ, ধন্য!! ফল কথা বিবাহ আজ কাল সুখের না হইয়া বড় বিষাদের হইয়া পড়িয়াছে। দরিদ্রের আর মান সম্ভ্রম থাকে না। দরিদ্র, ধনী লোকের আদর্শে ও প্রতিযোগিতায় পড়িয়া জাহান্নমে গেল!!

যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র সমাজ হইতে এই কুপ্রথা উঠিয়া যায়, তদ্বিষয়ে সকলেরই যত্ন করা কর্ত্তব্য। এখন যেখানে সেখানে এমনকি সামান্য সভা হইতে উচ্চ শ্রেণীর সাময়িক, সাপ্তাহিক পত্রে বা পুস্তকাদিতে যতই ইহার অনিষ্টকারিতার বিষয় আলোচিত হইবে, ততই উপকারের সম্ভাবনা। এই বিষয় দৃশ্যকাব্য নাটকাকারে লিখিত হইয়া সাধারণ রঙ্গভূমিতে অভিনেতৃগণের দ্বারা রঙ্গ ভঙ্গের সহিত অভিনীত হইলে, আরও অধিক উপকারের সম্ভাবনা আছে। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম জামালপুরের শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ রায় এই সম্বন্ধে বোধ হয় এই উদ্দেশ্যে "পাশ করা ছেলে নাটক" নামক একখানি নাটক ১২৮৭ সালে প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং কিছু দিন গত হইল, দর্শনার্থ আমাদিগকে তাহার একখানি উপহার দিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত নাটক খানি যদিও ক্ষুদ্রাবয়ব সম্পন্ন কিন্তু ঘটনা বৈচিত্রে পরিপূর্ণ। "পাশ করা ছেলে" মহৎ-গুণ প্রকাশের উপযুক্ত ঘটক বা দালাল স্বরূপ! আমরা তাঁহার প্রণীত নাটক খানি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। পাঠক! তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ খানি অবসর ক্রমে পাঠ করিলেই আমাদের কথার সত্যতা অনেকাংশে অবগত হইতে পারিবেন।

যদি উচ্চ শিক্ষা পাইয়া, পাশ করিয়া মনের উন্নতি সাধন করিতে না পারিয়া, কেবল দারুণ স্বার্থে হৃদয় কলুষিত করিতে যত্নবান হই; তবে সে উচ্চ শিক্ষায় কি ফলোদয়? তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে উচ্চ শিক্ষাই নহে। যাহা হউক আর অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না, গোল্ডস্মিথ তাঁহার প্রণীত "Vicar of Wakefield" এ বামন ও দৈত্যের গল্পে যে বলিয়াছেন, "Unequal combinations are always disadvantageous to the weaker side" অর্থাৎ অসাদৃশ্য মিলন দুর্ব্বলের পক্ষে অসুবিধা বা অনিষ্টজনক; দুর্গাচরণ বাবু ও তাঁহার নাটকে ইহার সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন। দরিদ্র ব্যক্তি ধনীর দেখা দেখি বিবাহে অধিক ব্যয় করিতে গিয়া এক্ষণে মহা রোগে পতিত হইয়াছেন। এ রোগের এখনও প্রতিকার আছে; কিন্তু চাঁচিকিৎসা হইলে আর রক্ষা থাকিবে না। একবারে প্রাণে মারা যাইবেন। ফল, আর বিলম্ব নাই। প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে।

ভাগলপুর } শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।
তারিখ ১ লা আষাঢ় }

সংস্কৃত কালেজের উপাধি পরীক্ষা।

তিন বৎসর হইল সংস্কৃত কালেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যত্নে ও উৎসাহে সংস্কৃত কালেজে উপাধি

পরীক্ষার সৃষ্টি হইয়াছে ; ইহার দ্বারা যে বঙ্গদেশে সংস্কৃত চর্চ্চার আদর ও গৌরব অনেক বাড়িয়াছে তাহা যিনি বৈশাখ মাসের প্রথম সোমবার সংস্কৃত কালেজে গিয়া পরীক্ষার্থীদিগকে দেখিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন। যে দিন অবধি দুর্ভাগ্যবশতঃ হিন্দু-রাজাদিগের প্রতাপ ও বিভব কালের করাল-গ্রাসে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই দিন অবধিই দেব-ভাষার আলোচনার হ্রাস হইয়া আসিতেছে,—সেই দিন অবধিই উৎসাহের অভাবে চতুষ্পাঠী গুলিতে অনেক তর্কানভিজ্ঞ তর্কালঙ্কার, ন্যায়ান্যায়ের তত্ত্ব গ্রহে অসমর্থ ন্যায়বাগীশ সকল দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সে কালের ধর্ম্ম-সভা প্রভৃতিতে যে সকল বিচার , তাহাতে বিদ্যাবুদ্ধি দেখাইবার জন্য সকলকেই কিছু কিছু শিক্ষা করিতে হইত। কিন্তু যে অবধি সে সকলের লোপ হইয়াছে, সেই অবধিই হ্রস্ব দীর্ঘ জ্ঞান শূন্য বিদ্যাদিগ্‌গজদিগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এমন কি টোলে অধুনাতন সময়ের যাঁহারা যথার্থ পণ্ডিত, তাঁহারাও অনেকে, যে সূক্ষ্মদর্শিতার জন্য সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা চির-বিখ্যাত, তাহাতেই নিতান্ত অনিপুণ। তাঁহারা যে কোন প্রকারে প্রতিবাদীকে ঠকাইয়া জিগীষাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিলেই কৃতার্থম্মন্য হইয়া প্রকৃত শাস্ত্রার্থ বিচারে পরাঙ্মুখ হয়েন। কিন্তু পূজ্যপাদ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উদ্যোগে দিনের পর দেশের এই একটি অভাব মোচন হইয়াছে। এই পরীক্ষার্থ আসিয়া সকল পণ্ডিতম্মন্য সংস্কৃত ছাত্রই নিজের বিদ্যা বুদ্ধির পরীক্ষা দিতে পারেন। ইহাতে সকল শাস্ত্রেরই পরীক্ষা লওয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদিগের দেশে বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ প্রভৃতি শিক্ষা দিবার লোক অতি বিরল। এজন্য এ সকল বিষয়ের পরীক্ষার্থী প্রায় উপস্থিত হয় না। প্রথম বৎসর পূজ্যপাদ শ্রীতারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের ছাত্রেরা সাংখ্য ও বেদান্তে পরীক্ষার্থী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্রে কেহই উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। এজন্য পূজ্যপাদ ন্যায়রত্ন মহাশয় গত বৎসর অবধি স্বয়ং ছাত্রদিগকে দর্শনাদি শাস্ত্রে উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে পরীক্ষার উপযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার সুফলও ফলিয়াছে। এ বৎসর সংস্কৃত কালেজের বি, এ, উপাধিধারী শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্যকে তিনি সাংখ্য ও যোগ পড়াইয়াছিলেন। তিনি এ বৎসর এ বিষয়ের পরীক্ষায় যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাতে শিক্ষকের অধ্যাপনা বিষয়ে যে কিরূপ অভিনিবেশ ছিল তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে।

আর একটী কথা এই এখন প্রায় অধিকাংশ ইংরাজি অনুশীলনকারী যুবক সংস্কৃত দর্শনা-দিতে এরূপ বিদ্বেষভাব দেখান যে, তাঁহাদিগের কথা শুনিলে বোধ হয় সংস্কৃত দর্শন কেবল উন্মত্ত প্রলাপ মাত্র। কিন্তু যাঁহারা এ বিষয়ের কিছু পড়িয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে এরূপ বিশ্বাস কিরূপ ভ্রান্ত। যদিও আমরা আধুনিক দর্শনের সমান বলিলে সে কথা উপহাস বলিয়া উড়াইয়া দিতে সর্ব্ব-প্রথম হইব, তথাপি ইহাও অক্ষুব্ধচিত্তে বলি, সংস্কৃত দর্শনেও অনেক চিন্তার কথা আছে এবং ইহার পাঠে নিশ্চয়ই পাঠকের মনোবৃত্তি সবিশেষ পরিচালিত হইয়া সবল হয়। ন্যায়রত্ন মহাশয় যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী একটী ছাত্রকে এই পুরাতন দর্শন পাঠে মনোভিনিবেশ করাইতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং তাঁহাকে দুরূহ সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্রে যেরূপ পারদর্শী করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে আমাদিগের দেশের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত। বি, এ, উপাধিধরী কেহ যে নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের টোলের ছাত্রদিগের সহিত একত্র সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা দিবে এরূপ আশা করিতে আমরা কখনও সাহস করি নাই। কিন্তু ন্যায়-রত্ন মহাশয় যে কেবল একটী বি, এ, কে সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় উৎসাহিত করিয়া উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহার শিক্ষা দানের গুণে ছাত্রটী পরীক্ষায় নবদ্বীপের ন্যায়ের ছাত্রদিগের অপেক্ষাও অনেক উচ্চ হইয়াছেন। ভরসা করি ন্যায়রত্ন মহাশয় বৎসর বৎসর এরূপ শিক্ষা দিয়া দেশের উপকার করিবেন।

আমরা ভরসা করি হরিবাবুও কেবল সংস্কৃত দর্শন শিক্ষা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন না। যাহাতে দেশে ইহার চর্চ্চা বাড়ে—যাহাতে ইহাকে আধুনিক রুচির উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরাইয়া নব্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্ম প্রকাশিত করিতে পারেন, তাহার জন্য তাঁহার যত্ন উচিত। তাঁহার মত যাঁহারা আধুনিক ও প্রাচীন হিন্দুদর্শন এই উভয় শাস্ত্রেই নিপুণ, তাঁহারাই এই কার্য্যে সমর্থ এবং দর্শন সকল হইতে নিগূঢ় ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কার করা তাঁহার মত লোকেরই কর্ম্ম। যদি তাঁহার মত কৃত-বিদ্য যুবকেরা এই সমস্ত বিষয়ে মনোযোগ দিয়া দেশের উপকার করিতে দৃঢ়ব্রত হয়েন, তাহা হইলে দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশ এককালে পৃথিবীর মধ্যে দেশ বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে এবং হেয় বাঙ্গালি জাতি জগতে জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবে। ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র, রেভরেণ্ড ডাক্তার কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক গবেষণাকে ইউরোপ ও আমেরিকাস্থ সমস্ত ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মণ্ডলী যেরূপ সম্মান করিতেছেন, যদি এইরূপ গবেষণায় কৃত-বিদ্য যুবকেরা মস্তিষ্ক ব্যয় করেন, তাহা হইলে বঙ্গদেশ যে পণ্ডিত সমাজে মাননীয় হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদিও অনেকে বলেন যে, ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজে এখন বিজ্ঞানের অনুশীলন যেরূপ প্রবল তাহাতে এরূপ গবেষণার সম্মান অধিক নহে, তথাপি তাঁহাদিগের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে এরূপ তত্ত্বান্বেষণে মনোবিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের কত উপকার হয়। ইতিহাসের জন্মের পূর্ব্বে মনুষ্যের মনের কিরূপ বিকাশ হইয়াছিল, সমাজ কিরূপে গঠিত হইত, ও নীতি বৃত্তি সমুদয় কিরূপে স্ফূর্ত্তি পাইত, তাহা জানা যে বিজ্ঞানাধ্যায়ীদিগের বিশেষ আবশ্যক তাহা বিজ্ঞানবেত্তা মাত্রেই জানেন। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রধান দার্শনিক হার্ব্বার্ট স্পেন্সরের গ্রন্থ-গুলি যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই জানেন এরূপ ঐতিহাসিক জ্ঞান সমাজ বিজ্ঞান প্রভৃতির কত উপকারী। অতএব পুনরায় বলি যে হরিবাবুর মত চিন্তাশীল যুবকের উপর দেশের লোকের অনেক আশা নির্ভর আছে, তাহা যেন তাঁহারা না বিস্মৃত হয়েন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, গত বুধবারের কলি-কাতা গেজেটে হরিবাবু এক অল্প পুরস্কার পাই-য়াছেন দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। উৎসাহের অভাবে পরীক্ষার্থীদিগকেই অধিক পুরস্কার দেওয়া উচিত। এবং হরিবাবু পরীক্ষায় যেরূপ উচ্চ হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অধিক পুরস্কার পাইবার আশা ছিল। কিন্তু তাহা অপেক্ষা তাহার নিম্নস্থ ছাত্রেরা অধিক পুরস্কার পাইয়াছে দেখিয়া আমরা নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।

কলিকাতা ।

হিন্দু স্ত্রীলোকের অবস্থার উন্নতির উপায়।

এক্ষণে চারিদিকে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা ও স্বাধীনতা লইয়া শিক্ষিত সমাজে মহা আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছে। বিধবাবিবাহ ও বালিকা বিবাহ লইয়া চারি দিকে তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। ব্রাহ্মদল ও বিলাতের ফেরতদিগের দল স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা উন্নত করা চাই, এই বলিয়া চীৎকার ও নানা-বিধ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কিসে তাহাদিগের প্রকৃত উন্নতি হইবে, তদ্বিষয়ে কেহই কোন বিশেষ উপায় উদ্ভাবন করিতে পারি-তেছেন না। কেহ মনে করিতেছেন যে, স্ত্রীলোক-দিগকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা ভাল নহে

এজন্য [illegible] প্রতিবাদ করিতে [illegible] বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকদিগকে [illegible] নহে, এজন্য তিনি তাহা- [illegible] শিক্ষার জন্য যত্ন করিতেছেন। [illegible] মন্দ বলি না, আমরা [illegible], ইহা হিন্দু স্ত্রীলোক- [illegible] উন্নতি করিবার প্রকৃত উপায় নহে।

[illegible] আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা [illegible] শোচনীয়। এদেশে মধ্যবিত্ত লোকের [illegible] অধিক। তাঁহারা যে অর্থ উপার্জ্জন করেন, [illegible] তাঁহাদিগের ভরণ, পোষণ, পরি- [illegible] প্রতিপালন, পুত্র কন্যার লেখা পড়া, [illegible] প্রভৃতি বিবিধ প্রয়োজনীয় কার্য্যেই [illegible] হইয়া যায়। পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণে আর হিন্দু- দিগের মধ্যে মিতব্যয়িতা অভ্যাস করা নাই। এজন্য এক্ষণকার লোকে যাহা কিছু উপার্জ্জন করেন, তাহা হইতে আর কিছুমাত্র সঞ্চিত থাকে না। পূর্ব্বে [illegible] লোকে দশ পনর টাকার চাকুরি করিয়া দোল দুর্গোৎসব, প্রভৃতি ক্রিয়া কলাপ নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করিত; এক্ষণে কেহ মাসে এক শত টাকা উপা- র্জ্জন করিলেও স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না। এক্ষণে সমাজের যেরূপ রীতি দাঁড়া- ইয়াছে, তাহাতে [illegible] উপার্জ্জন করিলেও [illegible] লোকের [illegible] সঙ্কলন হয় না। [illegible] সমাজে যাঁহার একটু সম্মান আছে, তাহার সম্মান [illegible] মধ্যে মধ্যে অনেক ব্যয় করিতে হয়। [illegible] মোকদ্দমা, মামলা, [illegible] পুত্র কন্যা [illegible] প্রভৃতি নানা বিষয়ে [illegible] আছে [illegible] প্রাচুর্য্য [illegible] টাকায় [illegible] না। এবং মধ্যবিত্ত লোকদিগের মধ্যে মধ্যে [illegible] হইতে হয়।

[illegible] মধ্যবিত্ত লোকদিগের অবস্থা। [illegible] এই যে, তাহারা উপার্জ্জনক্ষম [illegible] সঞ্চয় করিতে না পারিলে [illegible], ও অনাথা অবস্থা [illegible] উপস্থিত হয়। আমাদের [illegible] প্রচলিত হইয়া [illegible] পরলোক হইলে বিধবারা [illegible] গ্রহণ করে। স্বাবলম্বন [illegible] জানেন না। এবং তাহা- দিগের [illegible] করিবার ক্ষমতাও নাই। সুতরাং [illegible] পত্নীর উপায় এই হয়, তাঁহা[illegible] স্বজনের ভাগ্যোপ- জীবিনী [illegible] অথবা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট- তর জীবনোপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। [illegible] তাঁহাদিগের আর [illegible] নাই। ইহা অপেক্ষা আর শোচনীয় অবস্থা কি আছে। এক কালে যাহার অনুগ্রহ লাভের জন্য চারি দিকের লোক ব্যগ্র হইত, যাহার সাহায্য পাইয়া কত দীন দুঃখী ও অনাথ মুক্ত কণ্ঠে সহস্র আশীর্ব্বাদ করিত আজ তাহারই পত্নী অন্ন বস্ত্রের জন্য পরের দ্বারে কাঙ্গালিনী অথবা দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোন রূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। যাহাতে এরূপ অবস্থা না ঘটে তাহার উপায় অবলম্বন করা আমাদিগের সমাজসংস্কারকদিগের প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কেহ বলিতে পারেন যে পত্নী ও অন্যান্য পরিবার বর্গের এই শোচনীয় অবস্থা মোচন করি- বার জন্য প্রত্যেক স্বামীর কর্ত্তব্য যে তাঁহারা তাঁহা- দিগের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখেন। এ উপায় অতি উত্তম। কিন্তু এক্ষণে যে সময় উপ- স্থিত হইয়াছে তাহাতে উপার্জ্জকদিগের সঞ্চয় করিয়া রাখিবার কথা দূরে থাকুক, বরং তাহাদিগের উপা- র্জ্জিত ধনে সম্যক ব্যয় সঙ্কুলন হয় না। সঞ্চিত ধন থাকিলেও তদ্দ্বারা বিধবা পত্নীদিগের বিশেষ উপ- কার হইবার সম্ভাবনা অল্প। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধনবান স্বামী পরলোক গমন করিলে পর তাঁহাদিগের পত্নী ও অল্প বয়স্ক সন্তান বিষয়াধিকারী হইলে, বিষয় আশয় তত্ত্বাবধানে ও তাহাদিগের প্রতিপালনের জন্য যে সকল লোক নিযুক্ত থাকে হয় তাঁহারা নাস্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষ মনোযোগী হন না, নতুবা লোভের পরবশ হইয়া বিবিধ উপায়ে তাহা আত্মসাৎ করেন। কর্ত্তব্য- পরায়ণ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ লোক যে একেবারে নাই আমরা একথা বলি না কিন্তু যদি এইরূপ অবস্থা ঘটে তাহা হইলে হিন্দু রমণী ও তাহার শিশু সন্তান সন্ততির উপায় কি? তাহার উপায় কেবল এই যে স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা ও স্বাবলম্বন শিক্ষা দেওয়া।

হিন্দু রমণীদিগের যে অবস্থা, ইংরাজ রমণী- দিগের অবস্থা তাহা অপেক্ষা ভাল, পাঠক তাহা মনেও করিবেন না। তাহাদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ চলিত আছে সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাদের মধ্যে কয়জন বিধবার বিবাহ হয়। ইংরাজ সমাজের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বিধবার ত কথাই নাই, কুমারীদিগের বিবাহ হওয়াই ভার। তবে যে বিধবার কিছু ধন আছে, তাহার কথা স্বতন্ত্র। ধনলোভে অনেক ইংরাজ যুবক বিধবা- বিবাহ করে। ইংরাজ রমণীরা স্বাবলম্বন কাহাকে বলে তাহা জানেও না। সত্য, তাঁহাদিগকে কিছু কিছু বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু তাহার সীমা অতি অল্প। সাধারণতঃ তাহাদিগের সামান্য দুই পাঁচ খানি পুস্তক পাঠ করিবার ও সামান্য দুই এক খানি পত্র লিখিবার ক্ষমতা হয় মাত্র, তদ্ভিন্ন তাহাদিগের অন্য শিক্ষা পুরুষ জাতির মন ভুলাইবার উপকরণ সংগ্রহ করা। সুতরাং স্বামীর মৃত্যুতে আমাদের রমণীরা যেরূপ অসহায়া হন, ইংরাজ রমণীরাও প্রায় তদ্রূপ অসহায়া হইয়া থাকেন। এতদ্বিষয়ে আমেরিকার ইংরাজ রমণীরা তাঁহা- দের অবস্থার অনেক উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। স্বাবলম্বন কাহাকে বলে, আমেরিকার শিক্ষিত রমণীরাই কেবল তাহা জানেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নিজে উপার্জ্জনক্ষম। সুতরাং কেবল তাঁহাদিগকেই পরভাগ্যোপজীবী হইতে হয় না।

কিন্তু আমাদের সমাজের যেরূপ গঠন, যে প্রকার রীতিনীতি, যেরূপ লোকাচার, তাহাতে হঠাৎ আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে আমেরিকার রমণী- দিগের ন্যায় স্বাধীন ও স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া সহজ নহে। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।" আমাদের সমাজসংস্কারকদিগকে শাস্ত্রের বাক্য লঙ্ঘন করিতে আমরা পরামর্শ দিই না। তবে শাস্ত্রার্থ বজায় রাখিয়া স্ত্রীলোকদিগকে স্বাবলম্বন শিক্ষা দেওয়াই আমাদিগের অভিমত। যাহাতে সকল দিক রক্ষা হয় তাহাই শ্রেয়স্কর। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এখনকার মত সমাজের মধ্যে যখন বিপ্লব ঘটে নাই, তখন আমাদের মধ্যবিত্ত লোকের রমণীরা গৃহে থাকিয়া সামান্য শিল্পকর্ম্ম করিয়া কিছু কিছু অর্থোপার্জ্জন করিতেন। তখন যেরূপ সমাজের অবস্থা ছিল, দ্রব্যাদি যেরূপ সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইত, সামান্য ব্যয়ে যেরূপে অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহ হইত, তাহাতে রমণীদিগের সেই সামান্য উপার্জ্জনেই যথেষ্ট হইত। কিন্তু এখন আর সে কাল নাই, সেরূপ সামান্য উপার্জ্জনে আর চলে না। এজন্য এক্ষণকার রমণীরা সেই সকল সামান্য শিল্প-কার্য্যে আর মনোযোগ দেন না। অতএব এক্ষণে হিন্দু রমণীদিগকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া চাই, যাহাতে তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয় কিন্তু তাহা স্ত্রীলোকদিগের ক্ষমতার উপযুক্ত হওয়া চাই। সমাজসংস্কারকেরা যদি এই সকল বিষয়ে মনোযোগ দেন, তাহা হইলে তাঁহারা সমাজের বিশেষতঃ হিন্দু রমণীদিগের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারেন। অতএব আমরা তাঁহাদিগকে এই উপদেশ দিই যে, কি বিদ্যাশিক্ষা কি অন্য প্রকার শিক্ষা দান বিষয়ে তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে উপার্জ্জনক্ষম করি- বার উপদেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে তাহারা স্বাবলম্বনক্ষম হইয়া পরিণামে নিজে সুখী হইতে পারেন, এবং স্বামী ও পুত্র কন্যাদিগকে সুখী করিতে পারেন। শ্রীঃ—

সোমপ্রকাশ

১৪ ই আষাঢ় সোমবার।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অহিফেন ব্যবসায়।

চীনদেশের সহিত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যে অহিফেন ব্যবসায় আছে, তাহা রহিত করা উচিত কি না, এই প্রসঙ্গ লইয়া সম্প্রতি পার্লিয়ামেণ্ট সভায় তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। দুই দিকে দুই দল প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে বদ্ধপরিকর হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। এক দলের অধিনায়ক পীস সাহেব, অন্য দলের লর্ড হার্টিংটন ও ফসেট সাহেব। পীস সাহেব ও তাঁহার সহচরগণের ইচ্ছা এই যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অহিফেন ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। এই উভয় দল যে তর্ক পরম্পরা যোজনা করিয়া বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, নিম্নে তাহার স্থূল বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে।

পীস সাহেব বলেন,অহিফেন ব্যবসায় ধর্ম্মনীতির একান্ত বিরুদ্ধ। চীন দেশের লোকে অহিফেন সেবন করিয়া জড়বৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে, আর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সেই অহিফেন যোগাইয়া লাভ করিবেন, ইহা ন্যায় ধর্ম্ম ও যুক্তির নিতান্ত বিরুদ্ধ; ধর্ম্মপরায়ণ খ্রীষ্টিয় জাতির এ কার্য্যে লিপ্ত থাকা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ইহার উত্তরে হার্টিংটন সাহেব বলেন, অহিফেন সেবনে মনুষ্যদেহ যে জড়বৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় ইহা প্রমাণ করা পীস সাহেবের ও তাঁহার সহচরগণের কর্ত্তব্য। তাহা যদি প্রমাণ না হয়, তাহা হইলে অহিফেন ব্যবসায় কিরূপে ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ হইল? বহু ডাক্তারেরা বলেন যে অল্প পরিমাণে অহিফেন সেবন করিলে মানুষ দীর্ঘজীবী হয়। কার্য্যতঃও দেখা যাইতেছে, চীনেরা অহিফেন সেবন করে বটে, কিন্তু তাহারা দুর্ব্বল ও শীর্ণদেহ নহে। ডাক্তার মুর বলেন, অহিফেন সেবন করাতে চীনদেশীয়দিগের উপকার হইতেছে। বিশেষ এক জন ইংলণ্ডীয় বহুকাল চীনদেশে বাস করিয়া বলিয়াছেন ইংরাজেরা যেমন নিত্য সুরাপান করে, চীনেরাও তেমনি নিত্য অহিফেন সেবন করিয়া থাকে। কিন্তু মদ্যপানে ইংরাজদিগের সাধারণতঃ যেরূপ অনিষ্ট হয়, অহিফেন সেবনে চীনদিগের সেরূপ অনিষ্ট হয় না। ১৮৭১ অব্দের পার্লিয়ামেণ্ট কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্যদান কালে আল্‌কক সাহেব বলিয়াছিলেন, অপরিমিতরূপে এই মাদক সেবন করিলে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু চীনদেশে যে পরিমাণে অহিফেনের আমদানী হয়, তাহাতে তথাকার প্রজারা এই দ্রব্য অপরিমিতরূপে সেবন করিতে পায় না। আলকক সাহেব এ কথাও কহিয়াছিলেন অহিফেন অল্প মাত্রায় সেবন করিলে তাহাতে বল বৃদ্ধি ও জ্বররোগের নিবারণ হয়। অতএব হঠাৎ অহিফেন ব্যবসায় রহিত করিলে চীনদিগের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। চীনদেশের সাজ্যে নগরে উইকেষ্টর নামে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এক জন প্রতিনিধি আছেন। তিনি এক জন চিকিৎসক। তিনি বলেন অহিফেন সেবনে জ্বর ও রক্ত আমাশয় নিবারণ করে। চীনদেশে যখন এই দুটী রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব, তখন তথাকার লোকের অহিফেন সেবন যুক্তি বিরুদ্ধ নহে। উক্ত সাহেব এ কথাও বলেন যে, চীনদেশে অহিফেনের মূল্য এত অধিক যে, অপরিমিতরূপে সেবন করিতে হইলে এক জনের এক এক বর্ষে পাঁচশত ডলর ব্যয় হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু তথাকার লোকে সাধারণতঃ বর্ষে বর্ষে পঞ্চাশৎ ডলরের অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে না। অতএব তাহাদিগের অপরিমিত অহিফেন সেবন করিবার সম্ভাবনা কি?

এই সমুদায় বাক্যের উল্লেখ করিয়া আমাদিগের ষ্টেট সেক্রেটরি বলিয়াছিলেন অহিফেন সেবন যে একেবারেই অনিষ্টকর তাহা কিছুতেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না। তদ্ভিন্ন চীনদেশে যে অহিফেন অপরিমিতরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা ভারতবর্ষীয় অহিফেন নহে। ভারতবর্ষীয় অহিফেনের যে উচ্চ মূল্য তাহাতে সাধারণ লোকের ইহা সেবন করিবার ক্ষমতাই নাই, কেবল ধনী লোকেরাই সেবন করে। আর চীন দেশের সহিত সন্ধিপত্র দ্বারা গবর্ণমেণ্টের এই চুক্তি আছে যে, ভারতবর্ষীয় অহিফেন চীন রাজ্যে বিক্রয় হইবে [illegible] নাই। এই সকল বিবেচনা করিয়া যদি সিদ্ধান্ত করা যায়, [illegible] আমাদের অহিফেনের ব্যবসায় ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ, তাহা কিরূপে প্রতিপন্ন হয়? [illegible] কি [illegible] অহিফেনের প্রভাবের [illegible] হইতেছে; কিন্তু তাহা বারণ করা গবর্ণমেণ্টের [illegible] ও এতদ্দেশে মদ্য ব্যবহারের প্রতিবাদ করা উচিত কি না?

আর একটী বিশেষ কথা এই [illegible] যদি চীন দেশের সহিত [illegible] করেন, তাহা হইলে কি চীন দেশের লোকে অহিফেন সেবন বন্ধ করিবে? তথাকার সাধারণ লোকে এদেশের অহিফেনের মূল্যের আধিক্যবশতঃ সচরাচর সেবন করিতে পারে না; তাহারা স্বল্প মূল্যে তাহাদের স্বদেশের এবং পারস্য, তুরস্ক, ও আমেরিকার অহিফেন ক্রয় করিয়া থাকে। ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট মনে করিলে চীন দেশের সহিত অহিফেন ব্যবসায় রহিত করিতে পারেন, কিন্তু পারস্য, তুরস্ক ও আমেরিকার অহিফেন ব্যবসায়ের কিরূপে নিবারণ করিবেন? যদি চীনদেশবাসীদিগকে অহিফেন সেবন হইতে বিরত করিতে পারা যায়; এবং ইংলণ্ডে ইউরোপে ও ভারতবর্ষে মদ্য সেবন রহিত করিতে পারা যায় তাহা হইলে একটী অক্ষয় কীর্ত্তি হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা যখন সাধ্যায়ত্ত নহে, তখন চীনদেশের সহিত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অহিফেন ব্যবসায় রহিত করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে বিপদগ্রস্ত ও ভারতবাসীদিগকে অধিকতর করভারে পীড়িত করিবার প্রয়োজন কি?

পীস সাহেব ও তাঁহার সহচরগণ আর একটী যে আপত্তি করেন তাহা এই:—

অহিফেনের ব্যবসায় হইতে কোন্ বর্ষে যে কিরূপ আয় হয়, তাহার স্থিরতা নাই। অতএব যে আয় স্থির নহে তাহা অবলম্বন করিয়া কোন রাজ্যের শাসন-প্রণালীর বন্দোবস্ত করা ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত নহে।

প্রায় সকল গবর্ণমেণ্টের এই রীতি আছে, নূতন বর্ষ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আগামী বর্ষের আয় ব্যয়ের অনুমান করা হয়। তদনুসারে অনুমিত আয়ের অল্পতা বা অনুমিত ব্যয়ের আধিক্য হইলে আয় বর্দ্ধিত করিবার উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হয়। অহিফেনের আয়ের অস্থিরতা নিবন্ধন নূতন বর্ষের আরম্ভে অহিফেন [illegible] আয় ব্যয় স্থির করা অতি কঠিন। এই কাঠিন্যের প্রধান কারণ এই, উৎপন্ন অহিফেনের পরিমাণ ও চীনদেশের বাজার দর। যে বৎসর যে পরিমাণে ভারতবর্ষে অহিফেন উৎপন্ন হয়, সে বৎসর সেই পরিমাণে আয় হইয়া থাকে, এবং [illegible] দেশের বাজারে যে বৎসর যেরূপ দর উঠে তদনুসারে [illegible] ও বৃদ্ধি হয়। সুতরাং অহিফেনের আয় স্থির করা সাধ্যায়ত্ত নয়। ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে যাঁহারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অহিফেন ব্যবসায়ের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন, অহিফেনের ন্যূনকল্প আয় ধরিলেও বর্ষে বর্ষে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যত টাকা আয় হয়, অহিফেনের আয় তাহার সপ্তমাংশ। দশ বৎসরের আয় গণনা করিয়া দেখা হইয়াছে, প্রতি বৎসর সাড়ে ছয় কোটি টাকার ন্যূন অহিফেনে আয় হয় না।

ভারতবর্ষীয় ধনাগারের এক্ষণে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে অহিফেনের ব্যবসায় উঠাইয়া দিলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজকার্য্য চলা কঠিন। ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজস্বমন্ত্রী লেঙ্ সাহেব বলেন, অহিফেন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলে ভারত-

হয় একেবারে নষ্ট [illegible] হইয়া যাইবে। এতন্নিবন্ধন [illegible] যে ক্ষতি হইবে, সে ক্ষতি পূরণ করা [illegible] লাইসেন্স-কর ও লবণের [illegible] কিছু আয় হইতে পারে [illegible] ভারতবর্ষবাসীদিগের সাতিশয় [illegible]

[illegible] ব্যবসায় লইয়া যে আন্দোলন চলি- [illegible] নূতন নহে। ১৮৫৯ অব্দে ইহার প্রথম [illegible] হয়। তখন মহামতি ক্যানিং ভারতবর্ষের [illegible] ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে অহিফেন ব্যবসায় রাজস্বের যেরূপ প্রশস্ত আয় দ্বার এমন আর কিছুই নাই। [illegible] অব্দে সর রবার্ট [illegible] এবং মিস্টর [illegible] ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এই ব্যবসায় বর্জ্জন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ব্যবসায়ীদিগকে একচেটিয়া অধিকার দিয়া তাহার উপর কর স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন। তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে রেবিনিউবোর্ড এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন, যে [illegible] চীনদেশীয় বাজারে এদেশীয় অহিফেনের যে এত আদর তাহার কারণ এই চীনদিগের বিশ্বাস এই, এ দেশীয় অহিফেন অকৃত্রিম, এবং অহিফেন উৎপাদনে এদেশীয়দিগের বিশেষ নিপুণতা ও পারদর্শিতা আছে। অতএব সিন্ধুকের আকারের ও অবয়বের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইলে চীন দেশের দালালদিগের মনে অহিফেনের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। তাহাতে বিক্রয়েরও ব্যতিক্রম ঘটে। এরূপ স্থলে ব্যবসায়ীদিগের হস্তে যদি অহিফেন অর্পিত হয়, তাহা হইলে বিক্রয়ের অনেক ব্যাঘাত জন্মিবে।" শুল্ক স্থাপনের [illegible] ও অসুবিধার উল্লেখ করিয়া বোর্ড বলেন "অহিফেনের মূল্য এরূপ পরিবর্ত্তনশীল যে ১৮৩৩ ও ১৮৫৫ অব্দে প্রত্যেক সিন্ধুকের মূল্য ৭৪৫/১০ ছিল, কিন্তু পর বৎসর ১৬০০ টাকারও অধিক হয়।" ইত্যাদি।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অহিফেন ব্যবসায় লইয়া বহুদিন অবধি যেরূপ তর্ক বিতর্ক চলিতেছে এবং সম্প্রতি পার্লিয়ামেণ্ট সভায় যেরূপ তর্ক বিতর্ক হয়, [illegible] পাঠকগণের গোচর করা হইল। এক্ষণে আমাদিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, [illegible] প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, অধিক [illegible] অহিফেন সেবন করিলেও লোকে অকর্ম্মণ্য [illegible] হইয়া যায় না, অতএব অহিফেন ব্যবসায় [illegible] বিরুদ্ধ নয়। এটী বাস্তবিক কথা কি না? [illegible] আমরা সচরাচর যেরূপ দেখিতে পাই তাহাতে [illegible] সাহেবের এ বাক্যটি প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ বলিয়া [illegible] প্রতীয়মান হইতেছে। প্রত্যক্ষের অপলাপ করা [illegible] আমরা এ দেশে দেখিতে পাই যাহারা অধিক পরিমাণে অহিফেন সেবন করে তাহারা প্রায়ই কাজের বাহির হইয়া যায়। তাহাদিগের শারীরিক চেষ্টা, মানসিক বল, ও বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি প্রভৃতি কিছুই থাকে না।

অধিক মাত্রায় অহিফেন সেবনে এদেশে যে ক্রিয়া হয়, চীনদেশে যে সে ক্রিয়া হয় না ইহা প্রামাণিক নহে। যদি অধিক মাত্রায় অহিফেন সেবন করিলেও বল বুদ্ধির বিপর্য্যয় না ঘটিত তাহা হইলে চীন গবর্ণমেণ্ট চীনদিগের অহিফেন সেবন বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেন না। অহিফেন বিষ। অধিক মাত্রায় উহা সেবন করিলে যে অধিক অনিষ্ট হইবে না, ইহা সম্ভাবিত নহে। ইহাতে অধিক অনিষ্ট হয়, যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে তখন এতদ্ব্যবসায় যে ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ নয়, ইহা কোন ক্রমেই প্রতিপন্ন হইতে পারে না। অহিফেন সেবন করাইয়া লোকের বল বুদ্ধি বিপর্য্যয়াদি ঘটাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করা আর পূর্ব্বকার ঠগিদিগের বিষ ভক্ষণ করাইয়া মনুষ্যের প্রাণ বধ পূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জন করায় বড় ইতর বিশেষ নাই। অতএব যদি ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অহিফেন ব্যবসায় পরিত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। তবে এক কথা এই, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অহিফেনের আয় একটী প্রধান আয়. এ আয় সামান্যও নহে। এ আয় পরিত্যাগ করিলে গবর্ণমেণ্টের কিরূপে কাজ চলিবে, ইহার মিমাংসা করাই কঠিন। এটী আমাদের বড় বিষম সমস্যা দেখিতেছি। এ আয় পরিত্যাগ করিয়া যদি বাণিজ্যের উপরে শুল্ক স্থাপন করিয়া ক্ষতিপূরণ করিবার চেষ্টা পাওয়া যায় তাহাতে সকল মনোরথ হইবার সম্ভাবনা নাই, বাণিজ্যের স্বাধীনতার লোপ হইল বলিয়া এখনি চতুর্দ্দিক হইতে চীৎকার উত্থিত হইবে। ভারতবাসীদিগের উপর নূতন কর করিয়া যে ৭। ৮ কোটি টাকা সংগ্রহ করা যায় তাহারও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। তাহা করিতে গেলে ভারতবাসীরা রক্তচক্রনিষ্পিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় গোঁ গোঁ শব্দে আপনাদিগের মুমূর্ষুত্ব জানাইতে থাকিবে। ইনকম ট্যাক্সের প্রস্তাব করিলে ইউরোপীয় ধনীরা পদাহত ভুজঙ্গমের ন্যায় ঘোরতর গর্জ্জন করিতে থাকিবে। সৈন্য সংখ্যা কমাইয়া ব্যয় সংক্ষেপের প্রস্তাব কর, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এখনই চমকিয়া উঠিবেন। রুশের অলীক ভয় তাঁহাদের হৃদয়ে নিত্য জাগরূক হইয়া আছে। যদি বল মাদক দ্রব্যের মাশুল বৃদ্ধি করা হউক, তাহা হইলে ইউরোপীয়দিগের প্রকোপ বিসুবিয়স পর্ব্বতের ঘোর গর্জ্জন সহকৃত ধাতু নিস্রবের ন্যায় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে টলটলায়মান করিয়া তুলিবে। যে দিকে যাও সেই দিকেই বিষম কণ্টক। কিন্তু অহিফেন ব্যবসায় পরিত্যাগে আমরা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যে ক্ষতির আশঙ্কা করিতেছি তাহা যদি পরিপূরিত হয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এই দণ্ডেই অহিফেন ব্যবসায় পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলে যে ক্ষতি হইবে তাহা পূরণের আমরা এই উপায় মনে করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট সৈন্য সংখ্যা বহুল পরিমাণে কমাইয়া দিন। তাঁহাদের এক রুশ ভিন্ন আর কোন শত্রু হইতেই আশঙ্কা নাই। রুশের ভারতবর্ষের প্রতি হাজার লোভ থাকুক তাহারা অন্তত ৩০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ যে আক্রমণ করিতে পারিবে সে সম্ভাবনা নাই। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট টেকি তুর্কোমান প্রভৃতি মুসলমান গবর্ণমেণ্টের ন্যায় সারহীন নয়। রুশেরা মনে করিলেই যে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া লইবে, তাহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। বিশেষতঃ এখন তাহাদিগের গৃহবিচ্ছেদ প্রবল। অতএব এখন যদি ভারতবর্ষের সৈন্য কমাইয়া দেওয়া হয়, তাহাতে ক্ষতি নাই যদি কোন আকস্মিক বিপৎপাত উপস্থিত হয়, তাহার প্রতীকার করা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের দুঃসাধ্য নয়।

এখন সাগর নদ নদী রেল তার প্রভৃতি সকলই ব্রিটিশ জাতির অনুকূল। ব্রিটিশ জাতি মনে করিলে এখন ক্ষণমধ্যে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করিতে পারেন। অতএব যদি আকস্মিক বিপৎপাত হয়, তাঁহারা ক্ষণমধ্যে তাহার প্রতীকারের উপায় করিয়া লইতে পারিবেন, সে জন্য ভাবনা নাই। সে জন্য যদি ভাবনা না রহিল, তাহা হইলে অধিকতর সৈন্য রাখিয়া, অধিকতর ব্যয়গ্রস্ত হইবার প্রয়োজন কি? এ ব্যয় কমিয়া গেলে অহিফেন ব্যবসায় পরিত্যাগ নিবন্ধন ক্ষতি পূরণের অনেক আনুকূল্য হইবে, তদ্ভিন্ন যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা নূতন লোন খুলিয়া পরিপূর্ণ করিয়া লইলেই হইবে। গবর্ণমেণ্টের অহিফেন ব্যবসায় যেমন ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ ও গর্হিত লোন খোলা সেরূপ ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ ও গর্হিত নয়।

ইউরোপ খণ্ডে বিশেষতঃ ইংলণ্ডে যেরূপ অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি লোন খুলিয়া তাহার কিছু কিছু গ্রহণ করেন, ধনীদিগের তাহাতে কিছুই আসিবে যাইবে না, সমুদ্রের দুই এক কলসী জল তুলিয়া লইলে সমুদ্র তাহাতে ক্ষীণদেহ হয় না।

দেশীয় শিল্প এবং শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ ঘোষের নূতন কাপড়ের কল।

এক্ষণে এদেশে যে যে শিল্পে বিশেষ লাভ আছে, তৎসমুদায়ই প্রায় ইউরোপীয়দিগের হস্তগত। নীল

চা, পাটের কল, কাপড়ের কল, রেশমের কল প্রায় সমুদায়েরই অধিকারী কোন না কোন ইউরোপীয়। ইউরোপীয়েরা বুদ্ধিমান ও কার্য্যদক্ষ; তাঁহারা যে দিকে লাভ দেখেন, সেই দিকেই অগ্রসর হন। যখন তাহা অতি পুরাতন হয় যখন তাহাতে যে লাভ অগ্রে হইত, ক্রমে তাহা হ্রাস পাইতে থাকে, যখন ইউরোপেরা তাহা ছাড়িয়া অন্য কোন লাভের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তখনই দেশীয়েরা তাহাতে প্রথম হস্তক্ষেপ করেন। এক্ষণে এদেশীয়েরা কোন কোন নূতন লাভের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তত্তদ্বিষয়েও ইউরোপীয় শিল্পীদিগের উন্নতি ও প্রাদুর্ভাবই অধিক। ইহা অল্প দুঃখের বিষয় নহে যে, ঔদাসীন্য বশতঃ আমাদের দেশ দ্রব্যে আমরা লাভবান হইতে পারি না, কিন্তু অপর লোকে প্রভূত উপার্জ্জন করিয়া লইয়া যায়।

নীল ভারতবর্ষে যেমন উৎকৃষ্টরূপ উৎপন্ন হয়, এমন আর কুত্রাপি হয় না। ভারতবর্ষ হইতে প্রায় প্রতি বৎসর দুই কোটি টাকার অধিক মূল্যের নীল বিদেশে রপ্তানি হয়। ভারতবর্ষের চা চীনদেশের চা অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট, ইউরোপের বাজারেও ইহার দর অধিক। ক্রমাগত তিন চারি বৎসর ধরিয়া দেখা যাইতেছে যে, প্রায় প্রতি বৎসর তিন কোটি সাড়ে তিন কোটি টাকার চা ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইতেছে। নীল ও চা এ দুই দ্রব্যের ব্যবসায়ে বিশেষ লাভ আছে, এবং এই উভয় কার্য্যে ইউরোপীয়দিগেরই অধিকার অধিক। কাগজ তুলা পাট ও কাপড়ের কল এবং লোহার কারখানা সমুদয়ই ইংরাজদিগের আয়ত্ত। রেশমের কুঠি রেশমের কারবার যদিও এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় এদেশে বলবৎ নাই, তথাপি ইহাতে এদেশের কোন ব্যক্তি অদ্যাপি হস্তক্ষেপ করিতেছে না। বাস্তবিকই আমাদিগের ঔদাসীন্য আমাদের দরিদ্রদশার মূল। আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, এই সকল ব্যবসায়ে ইউরোপীয়েরা যথেষ্ট লাভ করিতেছেন, কিন্তু ইহাতে আমাদিগের বিশেষ যত্ন ও উৎসাহ নাই। ফলতঃ কি বাণিজ্য, কি শিল্প, কি অন্য বিষয় যাহাতে অধিক লাভের সম্ভাবনা আছে, তৎসমুদায়ই ইউরোপীয়েরা হস্তগত করিয়া লইয়াছেন। কেবল চাকুরী করাই আমাদের লেখা পড়া শিক্ষার মহৎ লক্ষ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যুচ্চ উপাধিধারী অবধি নিকৃষ্টতা শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তির সকলেই চাকুরী দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করা উদ্দেশ্য। তদ্ভিন্ন দেশীয়দিগের আর কোন বিষয়ে পটুতা বা উৎসাহ দেখা যায় না। ইহার কারণ শিক্ষিত দলের অর্থ উৎসাহ উদ্যোগিতা এবং প্রতিযোগিতার অভাব। শিক্ষিত সম্প্রদায়ে মধ্যবিত্ত লোকের ভাগই অধিক; তাঁহাদিগের তাদৃশ অর্থ সংগ্রহ নাই যে তদ্দ্বারা কোন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। এক্ষণে ব্যবসায় ও শিল্প কর্ম্মের যেরূপ কার্য্য প্রণালী দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে অল্প মূল ধন হইলে চলে না। এক্ষণে শারীরিক শ্রমসাধ্য অনেক কার্য্য বাষ্পীয় কল দ্বারা অল্প ব্যয়ে সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হওয়াতে বাষ্পীয় কলের আবশ্যকতা অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছে। বাষ্পীয় কল সংগ্রহ করিতে যে ব্যয় পড়ে, আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা তাহা দিতে অক্ষম। যাহাদিগের কিছু সঙ্গতি আছে, যদি ক্ষতি হয় এই ভাবিয়া তাহা তাঁহারা ব্যবসায়ে খাটাইতে সাহসী হন না। এদিকে আমাদের সমাজে প্রতিযোগিতার নিতান্ত অসদ্ভাব; এদেশে যে সকল ধনশালী ব্যক্তি আছেন, তাঁহারাও অর্থনাশের আশঙ্কায় নিজে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে এ সকল বিষয়ে উৎসাহ ও সাহায্যদান করেন না। এদেশের ধনী লোকেরা অর্থ হইতে যে অর্থাগম হয়, তাহা ভালরূপে বুঝেন না। বঙ্গদেশের লোক অপেক্ষা বোম্বাই অঞ্চলের লোকের বরং অনেক সাহস ও বিলক্ষণ প্রতিযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল বিষয়ে এ অঞ্চলের লোকের অপেক্ষা তাঁহারা অধিকতর উন্নত ও কার্য্য দক্ষ হইয়াছেন। উৎসাহের সহিত শিল্প কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারা দেশের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। আমরা শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে আমাদের দেশের লোকের এরূপ ঔদাসীন্য দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি।

প্রায় দশ বৎসর হইল যশোহর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ ঘোষ একটী কাপড়ের কল প্রস্তুত করিয়াছেন। বিলাতী কল অপেক্ষা এই কলটী অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। এদেশের ফরাসডাঙ্গা শিমুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে যেরূপ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হয়, সীতানাথ বাবুর কলেও তদ্রূপ উৎকৃষ্ট কাপড় অল্প ব্যয় ও পরিশ্রমে প্রস্তুত হইতে পারে। এই কলের অবয়ব গুলি এত সহজ উপায়ে ও সুলভ পদার্থে নির্ম্মিত যে অনায়াসে এদেশের কর্ম্মকার ও সূত্রধরেরা তাহা প্রস্তুত করিতে পারে। একটী ইংরাজী কলে যত ব্যয় পড়ে, তদপেক্ষা অনেক অল্প ব্যয়ে এই কলটী নির্ম্মিত হইতে পারে, অথচ ইংরাজী কলে যেরূপ কার্য্য হয় ইহাতে তাহার ন্যূন হয় না। কিন্তু প্রায় দশ বৎসর হইল সীতানাথ বাবু এই কলটীর সৃষ্টি করিয়াছেন, এই দশ বৎসরের মধ্যে কত স্থানে ও কত লোককে ইহা প্রদর্শিত করিয়াছেন, তথাপি এ পর্য্যন্ত এ দেশের কোন লোকই ইহার ব্যবহার করিবার উদ্যোগ করিলেন না। ব্যবহার করা দূরে থাকুক কেহই ইহাতে উৎসাহও দিলেন না। ইউরোপে অথবা বোম্বাই অঞ্চলে হইলে এই কলের কত যে আদর ও ইহার সৃষ্টিকর্ত্তার কত যে সম্মান ও অর্থ লাভ হইত, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আমরা বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি, এদেশে এই কলটী উত্তমরূপ চলিতে পারে। এবং যিনি প্রথমতঃ এই কল চালাইবেন তিনি নিশ্চয়ই প্রভূত ধনশালী হইতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন, সীতানাথ বাবু আরও একটী উৎকৃষ্ট কল প্রস্তুত করিয়াছেন। এই কলটী ধান্য হইতে চাউল প্রস্তুত করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মাতলার পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির যে চাউলের কল আছে, তদপেক্ষা এই কল অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। ইহা আবার অতি অল্প ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। ইহাতে যেমন উৎকৃষ্ট চাউল প্রস্তুত হইতে পারে, আমাদের দেশীয় ঢেঁকিতে তদ্রূপ হয় না। এই কলটী প্রস্তুত করিতে ও চালাইতে আপাততঃ দুই সহস্র মুদ্রার অধিক ব্যয় পড়ে না। কাপড়ের কল চালাইতেও বিংশতি সহস্র মুদ্রার অধিক অর্থেরও আবশ্যকতা নাই। অতএব ধনি সম্প্রদায় ও শিক্ষিত সমাজের নিকট আমাদিগের অনুরোধ এই যে তাঁহারা সীতানাথ বাবুর এই কল দুইটী পর্য্যালোচনা করুন এবং যদি তাহা যথার্থ কার্য্যকর হয় বোধ হইলে তাহা চালাইয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন।

পরিশেষে সীতানাথ বাবুকে আমরা এই কথা বলি, যদি তাঁহার উৎসাহ পাইতে কাল বিলম্ব হয়, তিনি যেন ভগ্নোৎসাহ না হন। তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান ও উদ্যোগী পুরুষ না হইলে কখনই এদেশের উন্নতি হইবে না। এখন কেহ বুঝিতে চেষ্টা করুন আর নাই করুন পরিণামে তাঁহার নির্ম্মিত কলের এদেশে যে আদর হইবে, তদ্দ্বারা দেশের যে উন্নতি হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

[illegible] কলেজ ও লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর।

সামান্য সূত্র হইতে যে কত গুরুতর ব্যাপার উপস্থিত হয়, কত শোচনীয় কাণ্ডের ঘটনা হয়, কত অমঙ্গলের সৃষ্টি হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজে ফোরেকার্ম সাহেবের সহিত ছাত্রদিগের যে বিবাদবহ্নি প্রজ্বলিত হয় তাহা কেবল শিবপুরে ও শিক্ষাসংক্রান্ত ডাইরেক্টারের রোষে প্রজ্বলিত হইয়া নির্ব্বাণ হয় নাই, দার্জ্জিলিঙ পর্ব্বতে গিয়াও প্রজ্বলিত হইয়াছে। ডাইরেক্টার ক্রফ্ট সাহেব শিবপুর সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের বিবাদ ঘটিত যাবতীয় বৃত্তান্ত লেপ্টেনাণ্ট

[illegible] প্রকাশ করিয়াছেন। মহামান্য [illegible] এ জনের কলি- [illegible] অমতা প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] সহকারে ঐ মন্তব্য পাঠ করিয়া [illegible]। ইডেন সাহেব ইউরোপীয় ও [illegible] বিবাদ সম্বন্ধে অধিকাংশ সময় যে অসা- [illegible] ন্যায়পরতা ও মহামতিমশালিতা [illegible] কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন উপস্থিত বিষয়ে [illegible] রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহার আদেশ [illegible] পত্র খানি পাঠ করিলেই স্পষ্ট বোধ [illegible] তিনি যেন কুপিত হইয়া অমত প্রকাশ করিয়া- [illegible]। [illegible] আমরা স্থানে স্থানে তাঁহার স্পষ্ট কোপ- চিহ্ন লক্ষিত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বাগ্রেই [illegible] ক্রফ্ট সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। ডিরেক্টা- [illegible] ধন্যবাদ দিতে হয় তিনি এমন কি কাজ করিয়াছেন? আমরা তাঁহার এ সম্বন্ধে কোন [illegible] বা [illegible] অনুষ্ঠান দেখিতে পাইতেছি না। তিনি যদি এ বিষয়ে কোন ন্যায়া- নুগত কাজ করিয়া থাকেন তাহাতে তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করা হইয়াছে এই মাত্র। তন্নিমিত্ত তিনি কিরূপে ধন্যবাদার্হ হইলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

আমরা তাঁহার কোপের দুটী কারণ দেখিতে পাইতেছি। প্রথম, বালকগণ পরস্পর যোগ করিয়া শিক্ষাদাতা কোরেকার্স সাহেবের নামে অভি- যোগ করে। ইহাতে ছাত্রদিগের কেবল যে অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে এরূপ নয়, ছাত্রেরা যদি এরূপ দলবদ্ধ হইয়া অবাধ্যতা প্রকাশ করে, তাহা হইলে স্কুলের নিয়ম ভঙ্গ হইয়া যায় এবং শিক্ষাপ্রণালীর ব্যাঘাত জন্মে। কেবল এই মাত্র অপরাধ নয়, ব্যক্তিবিশেষের অপমানকে সাধারণ অপমান জ্ঞান করিয়া দলবদ্ধ হওয়া অতি অন্যায় [illegible] হইয়াছে। অতএব এবিষয়ে লেপ্টেনান্ট গ[illegible] কোপ হওয়া সম্ভাবিত।

[illegible] কোপের কারণ এই, লেপ্টেনান্ট গবর্ণ [illegible] ধারণা হইয়াছে, এদেশীয় কোন কোন [illegible] সম্পাদক বালকদিগকে উত্তেজিত না করিলে [illegible] কখনই এরূপ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত না। [illegible] কোন কোন বয়োবৃদ্ধের পরা- মর্শে নির্ভর [illegible] ঐ কার্য্য করিয়াছে, একথা লেপ্টেনান্ট গ[illegible] করিয়াছেন। অপর, লেপ্টেনান্ট গবর্ণরের [illegible], কোরেকার্স সাহেব অতি দয়ালু হৃদয়, [illegible] উপযুক্ত লোক তাঁহার যোগ্যতাদি দেখিয়াই [illegible] নিযুক্ত করি- য়াছেন। অতএব তাঁহার [illegible] কোন দোষ আছে লেপ্টেনান্ট গবর্ণর তাহা [illegible] করেন না, বালকদিগের অভিযোগ অলীক বলিয়া তাঁহার প্রত্যয় জন্মিয়াছে।

এখন এ সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটী জিজ্ঞাস্য উপস্থিত হইতেছে। বালকেরা যে স্কুলের নিয়ম ভঙ্গ করে, শিক্ষা কার্য্যের ব্যাঘাত করে, এবং অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হইয়া শিক্ষকের নামে দোষারোপ করে এগুলি অতি দোষের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু এস্থলে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই, শিক্ষক যদি ধৈর্য্যশালী শান্তপ্রকৃতি ও ছাত্রবৎসল না হইয়া ব্যাঘ্রবৎ প্রচণ্ড স্বভাব হন, এবং সকল ছাত্রের প্রতি পর্য্যায়ক্রমে দুর্ব্ব্যবহার করেন, ছাত্রেরা কি সদুপায়ে তাহার প্রতীকারচেষ্টা পাইবে না? স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে কোরেকার্স যদি শান্ত প্রকৃতি ও ছাত্রবৎসল হইতেন কখনই তাঁহার নামে অভিযোগ হইত না। আর ত সব শিক্ষক আছেন, তাঁহাদের নামে অভিযোগ হইল না কেন? অতএব কোরেকর্স সাহেবের দোষ আছে—তিনি ছাত্রগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন না। মানুষের দান শক্তি ও দয়া থাকিলেই যে সে উগ্র স্বভাব হয় না ইহা প্রকৃতির নিয়মানুগত নহে। কোরেকার্স সাহেবের এরূপ বিচিত্র স্বভাব হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কেহ কাতর হইয়া তাঁহাকে বিপদ জানাইলে তাঁহার মন দয়ার্দ্র হয়। তাহার বিপদ উদ্ধার করেন। কিন্তু তিনি যে সময় বিশেষে বা কার্য্য বিশেষে প্রচণ্ড ভাব প্রদর্শন করেন না, তাঁহার ঐ দয়ার কার্য্য দেখিয়া সে সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব ছাত্রেরা যে অভিযোগ করিয়াছে, তাহার মূলে কিছুই নাই লেপ্টে- নান্ট গবর্ণরের ন্যায় আমাদিগের মনে সে সংস্কার জন্মিতেছে না। যখন কিছু আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইতেছে, তখন ছাত্রেরা তাহার প্রতীকার চেষ্টা পাইয়া কিরূপে দোষী হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। তবে যদি তাহারা আবেদন পত্রে অশিষ্টতা প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে দোষের হইতেছে। কিন্তু তাহারা যদি আবেদন পত্রে অশিষ্টতা না করিয়া থাকে তাহা হইলে আমরা তাহাদিগকে দুষিতে পারি না "দোষা বাচ্যা গুরো- রপি" বিনীতভাবে গুরুরও দোষ বলা কর্ত্তব্য।

লেপ্টেনান্ট গবর্ণর বুঝিয়াছেন, ছাত্রেরা বালকতা প্রযুক্ত শ্রীশচন্দ্রের অপমানকে সাধারণের অপমান জ্ঞান করিয়া অনুচিত কার্য্য করিয়াছে। এস্থলেও আমাদের একটী জিজ্ঞাস্য উপস্থিত হইতেছে। বাঙ্গালি বালকদিগের কি এরূপ স্বভাব ও অভ্যাস হইয়াছে যে একের অপমানকে আপরে নিজের অপমান বোধ করে? যদি তাহা হইত, বাঙ্গালা দেশের এত দুর্দ্দশা হইবে কেন? বাঙ্গালিদিগের একতা কোথায়? সে একতা বরং মুসলমানদিগের আছে? বারুদ পোরা একটা কামানে আওয়াজ হইয়া গেলে কি পার্শ্বস্থ খালি কামানেও আওয়াজ হয়? পার্শ্বস্থ কামানগুলি যদি বারুদ পূর্ণ থাকে এবং আগুন দিবার স্থান গুলি পরস্পর সংলগ্ন হয়, তাহা হইলেই সকল কামানে এককালে আওয়াজ হইয়া উঠে। এস্থলেও সেই ঘটনা ঘটিয়াছে, ছাত্র- দিগের মন কোরাকর্সের দুর্ব্ব্যবহাররূপ বারুদে পূর্ণ হইয়াছিল, শ্রীশচন্দ্র লাহিড়ীর পূর্ব্ব প্রধূমিত মনে কোরাকর্সের দুর্ব্ব্যবহাররূপ অগ্নি লাগিবামাত্র পর- স্পর সংলগ্ন ছাত্রদিগের মন এককালে জ্বলিয়া উঠে। ডিরেক্টর ক্রফ্ট সাহেব লিখিয়াছেন পূর্ব্বে ছাত্র- দিগের অবাধ্যতার বহুবিধ ঘটনা হইয়া গিয়াছে, এ কথা অযথার্থ নয়। আমরা নিজেও অনেকগুলি ঘটনা দেখিয়াছি, তবে আমরা তাহার একটী কথা বলি। আমাদের সংস্কার যে স্থলে যে ঘটনা ঘটি- য়াছে তাহার মূলে শিক্ষকের দুর্ব্ব্যবহার আছে। এক- বার হিন্দু-স্কুলের এক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শিক্ষকের উপরে ছাত্রগণ এমনি কুপিত হইয়াছিল যে তাহারা দলবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ধনঞ্জয় মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার পরামর্শ করিয়া স্কুলের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। শেষে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শিক্ষককে পুলিযের সাহায্য লইয়া গৃহে গমন করিতে হয়। ঐ সুপরি- ন্টেণ্ডেণ্ট শিক্ষকের দুর্ব্ব্যবহার কেবল যে ছাত্রগণেই নিয়ত ছিল তাহা নয়, তাঁহার অধীনস্থ শিক্ষকেরাও তাঁহার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়াছিলেন। একজন শিক্ষক তাঁহার অবমান সহ্য করিতে না পারিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন; তিনি ওকালতী পরীক্ষা দিয়া একজন প্রধান উকীল হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার সৌভাগ্যসূর্য্যের বিলক্ষণ উদয় হইয়াছে। তিনি সেই সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শিক্ষকের দুর্ব্ব্যবহারের সাক্ষী স্বরূপ আলিপুরে বিরাজ করিতেছেন। সুপা- রিন্টেণ্ডেণ্ট হউন আর শিক্ষকই হউন যাহার উপরে গুরুতর কার্য্যভার ন্যস্ত হয় তাঁহার বিনীত হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাদৃশ ব্যক্তি উগ্রস্বভাব হইলে বহুল অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। তাদৃশ ব্যক্তির অধীনস্থ ব্যক্তিরা অগত্যা অবাধ্য হইয়া উঠে, শেষে আবার তাহারাই দোষী হইয়া পড়ে। উপরিস্থ উগ্রস্বভাব ব্যক্তির দোষ প্রায়ই সপ্রমাণ হয় না।

লেপ্টেনান্ট গবর্ণর স্থির করিয়াছেন বাহিরের লোকে কুপরামর্শ দেওয়াতে এবং দেশীয় সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা উত্তেজনা করাতে ছাত্রেরা উদ্দাম হইয়াছিল। কুপরামর্শ দিয়া থাকে তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পা- দকেরা বালকদিগকে উত্তেজিত করিয়া অন্যায় কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবার অভিপ্রায়ে কোন প্রস্তাব লিখেন নাই তাহা আমরা বেশ বলিতে পারি।

"দুষধাতোরিবাস্মাকং দোষসম্পত্তয়ে গুণঃ" একজন কবি কহিয়াছিলেন দুষ ধাতুর গুণের ন্যায় আমাদিগের গুণ দোষের নিমিত্ত হইয়াছে।

সমাচার পত্র সম্পাদকেরা গুণ মনে করিয়া যে কাজ করেন আমাদিগের মহামান্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের বিবেচনায় তাহা দোষ হইয়া পড়ে। এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকেরা এই মনে করিয়া প্রস্তাব লিখিলেন যে এবিষয় কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হইলে দোষী ব্যক্তির দোষ সংশোধন হইবে। কিন্তু ভাগ্য দোষে বিপরীত ঘটনা হইয়া উঠিল, মহাশয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাহা জাতি বৈরী পর্য্যবসিত করিলেন। ফলতঃ এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকেরা ইউরোপীয় চরিত্রের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিচার করেন আমাদের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সেটী ভাল বাসেন না। সুতরাং এ দেশীয় সমাচার পত্রে সেই বিচার দর্শন করিলে তাঁহার মনে আঘাত লাগে, কোপ জন্মে।

ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় ছাত্রদিগকে উৎকৃষ্ট বাস স্থান এবং এদেশীয় ছাত্রদিগকে নিকৃষ্ট বাসস্থান দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এদেশীয় সমাচার পত্রে যে অভিযোগ করা হইয়াছিল সেই কলঙ্কের উন্মোচনের নিমিত্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বহুল প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু সে বিষয় লইয়া আন্দোলন করা বিফল। আমরা যখন চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাইতেছি ইউরোপীয়ে ও এদেশীয়ে সকল বিষয়েই প্রায় ইতর বিশেষ করা হইতেছে, তখন এক স্থানের অপক্ষপাতিতা প্রতিপাদন চেষ্টায় ইষ্ট লাভ কি? অন্য কথা কি কলিকাতা ছোট আদালতে অগ্রে ইউরোপীয়ের মকদ্দমা না হইলে এদেশীয়ের মকদ্দমা হয় না।

যাহা হউক উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই, ক্রোরাকর্স সাহেবের বা ছাত্রগণের দোষ থাকুক বা না থাকুক ছাত্রগণের দণ্ড অন্যায় হউক আর ন্যায় হউক, দণ্ড গুরু হউক আর লঘু হউক, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর যে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন ইহাই আমাদের পরম পরিতোষের বিষয়।

ইংলণ্ডের শাসন প্রণালীর রীতি এই যে তথাকার যে সকল পুরুষের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি আছে তাঁহারা পার্লিয়ামেণ্টের কমন্স বাটীতে প্রেরণ করিবার জন্য সভ্য মনোনীত করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। কিয়দ্দিবস হইল হিউ মেসন নামে একজন ইংরাজ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে নির্দ্দিষ্ট পরিমান সম্পত্তি শালিনী স্ত্রীলোকদিগকে ও এই অধিকার দেওয়া হয়। তদনুসারে সম্প্রতি বিলাতের একটী হোটেলে ইংরাজ মহিলাদিগের এক সভা হয়। ফসেট সাহেবের পত্নী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, এবং স্ত্রীলোকদিগকে এই অধিকার দিবার বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি দর্শান হইয়া থাকে তাহার খণ্ডন করিলেন। অনন্তর কোন মহিলা এই প্রস্তাব করেন যে "এই সভার অভিপ্রায় এই যে এদেশের পুরুষ দিগের পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্য মনোনীত করিবার যেমন অধিকার আছে স্ত্রীলোকদিগকেও সেইরূপ অধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য" অবশেষে এই সভা পার্লিয়ামেণ্টে এতদ্বিষয়ে আবেদন করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

লাহোর ট্রিবিউন নামক সংবাদ পত্রে শ্রীযুক্ত বাবু নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় সুইটজরলণ্ড হইতে রুশিয়া ও ভারতবর্ষের লোকের অবস্থার তুলনা করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছেন। নিশিকান্ত বাবু বহুদিন রুশদিগের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন, এবং তিনি বলেন যে, রুশ গবর্ণমেণ্টের আভ্যন্তরিক রাজনীতি তিনি বিশেষ রূপে অবগত আছেন। তিনি বলেন যে ভারতবর্ষ অধিকার ভুক্ত করা রুশরাজের ও তথাকার রাজকার্য্যে নিযুক্ত প্রধানতম কর্ম্মচারীদিগের নিতান্ত ইচ্ছা। রুশিয়ার রাজ্য শাসন কৌশল মাকিয়াবেলির মতানুযায়ী। রুশরাজের মন্ত্রীদিগের মতই এই যে, রাজ্য শাসন সম্বন্ধে যে সকল বাক্য প্রয়োগ করা হয় তাহা রাজনীতিজ্ঞদিগের মনোগত ভাব ব্যঞ্জক নহে তাহাতে কেবল তাঁহাদের মনোগত ভাব গোপন করে। তিনি আরও বলেন যে রুশরাজ সহস্র চেষ্টা করিলেও, যতদিন দেশীয়দিগের রাজভক্তি অচল থকিবে, তত দিন ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের কিছুই করিতে পারিবেন না। ভারতবর্ষীয়দিগের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে কেহই ইংরাজ রাজের উপর ভক্তিহীন নহে। তবে কোলাপুরে যে কয়েকজন বিদ্রোহী দেখা গিয়াছিল তাহারা নিতান্ত মূর্খ ও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য। ইংলণ্ড প্রজা-স্বাধীনতার জন্মস্থান, ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য মধ্যে স্বাধীনতা বর্দ্ধিতকলেবর হইয়াছে। রুশ দেশে ঠিক তাহার বিপরীত, এমন কি রুশ সাম্রাজ্যকে স্বাধীনতার শ্মশান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতবর্ষে যে যে উষ্ণ শোনিত ব্যক্তি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপর অসন্তুষ্ট তাহাদিগের শাসনের জন্য নিশিকান্ত বাবু গবর্ণমেণ্টকে এই পরামর্শ দিয়াছেন যে তাহাদিগকে পাঁচ ছয় মাসের জন্য রুশিয়ার রাজধানী সেণ্টপিটার্সবর্গে প্রেরণ করা উচিত। কেন না তথাকার রাজনীতি, ও শাসন প্রণালী পরিদর্শন করিলেই তাহাদের চৈতন্য হইবে। রুশিয়ার বিচার প্রণালী, প্রজাদিগকে যদৃচ্ছাক্রমে অদৃশ্য করিবার রীতি, নিশীথ সময়ে যখন লোকে নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা যায় তখন গবর্ণমেণ্টের লোকের দ্বারা তাহাদিগের গ্রেপ্তার ও অবরোধ, কারাবাসের নিয়ম, নিরপরাধ ব্যক্তিকে নির্ব্বাসিত করিবার প্রথা, প্রভৃতি ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচারিতা অবগত হইলে তাহারা ইংরাজদিগের রাজ্য শাসনের উদারতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে। উক্ত পত্রে নিশিকান্ত বাবু দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন ও তন্নিবন্ধন গবর্ণমেণ্টের আদেশ ক্রমে সোমপ্রকাশ রহিত হওয়ার বিবরণ লইয়া আক্ষেপ করিয়াছেন।

পুস্তক সমালোচনা।

মহম্মদ মহসীনের জীবন চরিত। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও প্রকাশিত। চুচুড়া সাধারণী যন্ত্রে মুদ্রিত। মহম্মদ মহসীন একজন প্রসিদ্ধ দাতা ও মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতা ও দান দ্বারা অনেকে অনেক উপকার লাভ করিয়াছেন। বস্তুত তাঁহার কার্য্যকলাপ দর্শনে অনেকেই তাঁহার জীবনচরিত জানিতে উৎসুক ছিলেন, কিন্তু প্রমথনাথ বাবু ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা ভাষায় তাহার অনুবাদ করিয়া ইংরাজীর অনভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই কৌতূহল চরিতার্থ করিয়াছেন। অনুবাদ অতি সরল হইয়াছে।

শ্মশানে মিলন শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক বিরচিত। ৩০৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট বসুপ্রেসে মুদ্রিত। রাজা হরিশ্চন্দ্রচরিতের শেষাংশ লইয়া এখানি পদ্যে লিখিত হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্রচরিত যেরূপ করুণারস প্রধান তাহাতে উহা গদ্যে ও পদ্যে যেরূপে লেখা হউক না কেন উহার পাঠে যে পাঠকের মন আর্দ্র ও চিত্ত গলিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সুরেশ বাবু ইহাতে নূতন কিছুই করেন নাই, গদ্যে যাহা আছে পদ্যে তাহাই রাখিয়াছেন, কবিতাগুলি সরল হইয়াছে।

সাগর সঙ্গমে। উদাসিনী প্রণেতা কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত। এখানি কবিতা গ্রন্থ। কবিতাগুলি যেমন সরল তেমনি ভাবপূর্ণ, ও মনোহর, আমরা ইহার প্রত্যেক পংক্তি পাঠে প্রীত ও সুখী হইয়াছি। আমরা স্বয়ংই কেবল ইহার মধুর রসাস্বাদন করিয়া নিবৃত্ত হইতে পারিলাম না, পাঠকগণকে ও তাহার কিঞ্চিৎ উপহার দিলাম। বিজয়ের দামিনীর উপর অনুরাগ সঞ্চার হয় দামিনীর মাতা মহামায়া তাপসীর ন্যায় কেবল দামিনীকে লইয়া সাগরকূলে নির্জ্জন কুটীরে বাস করিলেন; বিজয় ও তাহাদিগের মধ্যে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিতেছেন এমন সময়ে অনেক স্ত্রীলোক মহামায়ার সম্মুখে বিজয়ের নানা প্রকার মিথ্যা দোষ বর্ণন করাতে মহামায়া বিরক্ত হইয়া দামিনী

তাহার হস্তে সমর্পণ করিতে অনিচ্ছুক হন এবং বিজয়কে দেখিয়া বলেন—

[illegible] বিজয়! কহিনু তোমারে
[illegible] এই সতীর মোর,
[illegible] মনে উঠুক স্মরণ,
[illegible] তুফানে [illegible]।"

[illegible] মহাশয়—কঠোর মুরাক,
[illegible] অনল ঢুকিছা [illegible],
[illegible] দামিনী বজ্রাহত প্রায়,
[illegible] যে কি হ'ল, কিছু না জানে।

[illegible] চাহি রয়, পড়ে না পলক,
[illegible] না চরণ, নড়ে না হাত,
[illegible] শুধুই বহে ঘন শ্বাস,
[illegible] হয়েছে জীবন সার।

[illegible] মালতীর ফুল,
[illegible] পড়িছে [illegible],
[illegible] আঁচল, অলক আঁচল,
[illegible] নাই তাহার পরে।

[illegible] কপোলে নামিছে [illegible],
[illegible] ভ্রমর [illegible],
কাঁদিল যে [illegible], দামিনী [illegible]
[illegible] বিজয় [illegible]।

* * *

[illegible] বিজয় [illegible],
[illegible] নয়নে [illegible],
আবার—[illegible]
নয়নে [illegible]

উর্দ্ধদিকে [illegible] নয়ন [illegible],
চাহিয়ে [illegible],
[illegible] বিজয় [illegible]
[illegible]

"[illegible] ধরিছ, [illegible],
[illegible] দোলে মম [illegible],
[illegible] কাদিবে, [illegible],
[illegible]-অনল-লহরী বয়।

চেপে চেপে [illegible], আবরণে [illegible],
[illegible] যতন [illegible],
[illegible]
[illegible] আপন [illegible]।

[illegible] আমি—[illegible]
[illegible] দিয়েছ মোরে,
[illegible]
[illegible] অনল-ডোরে।

[illegible]
[illegible]
যাক্ মহাশয়, দামিনী [illegible],
সে কুটীর [illegible]

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৯ এ জুন। গবর্ণমেণ্ট জোত উচ্ছেদ মূলক প্রজাদিগের একত্র হওয়ায় ক্রমাগত নিষেধ করাতে আয়র্লণ্ডের গোলযোগ প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়াছে।

মাল্টা ১৮ ই জুন। এখানে এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে, যে ইংলণ্ডেশ্বরীর মনার্ক নামক জাহাজ ফাটিয়া গিয়াছে। লেপ্টেনাণ্ট [illegible] হত ও জাহাজের আর কয়েকজন আহত হইয়াছে।

আলজিরিয়ার্স ১৮ ই জুন। ল্যাঘাওট জিলার আলজিরিয় বিদ্রোহীদিগের সহিত ফরাসী সেনাগণের তিনটী যুদ্ধ হয়, বিদ্রোহীরা পরাভূত হইয়াছে। ১৩০ জন হত ও অনেকে বন্দীকৃত হইয়াছে। ফরাসীদিগের ৩০ জন মাত্র হতাহত হইয়াছে।

মারসেলিস ১৮ ই জুন। এখানকার ইটালীয় ক্লব সভার কয়েকজন সভ্য টিউনীস হইতে যে সকল ফরাসী সৈন্য যাইতেছিল তাহাদিগকে ঠাট্টা করাতে কতকগুলি লোক কুপিত হইয়া ক্লব-সভাগৃহে যে ইটালীয় চিহ্ন ঢাল ছিল তাহা দূরীকৃত করিবার প্রয়াস করে। প্রিফেক্ট তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু ডেপুটী মেয়র তাহা টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন, উক্ত ক্লব-সভার সভ্যেরা বিরোধীভাব প্রকাশ করাতে প্রিফেক্ট সভা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

লণ্ডন ১৭ ই জুন। আয়র্লণ্ডীয় ল্যাণ্ডবিল পাণ্ডুলেখ্যের দ্বিতীয় প্রকরণ এক বাক্যরূপে কমিটীর অনুমোদিত হইয়াছে।

মারসেলিস ১৯ এ জুন। ইটালীয়েরা ফরাসী সেনাগণের প্রতি অসদ্ব্যবহার করাতে ইটালীয় ও ফরাসী সেনাগণের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে উভয় পক্ষেই কতকগুলি করিয়া লোক হতাহত হইয়াছে।

লণ্ডন ২০ এ জুন। ডবলিনের রোমান ক্যাথলিক আর্কবিসপ এক খানি পত্র প্রচার করিয়া লোকদিগকে স্থিরভাবে কার্য্য করিবার অনুরোধ করিয়াছেন।

প্রধান মন্ত্রী প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট আমেরিকা গবর্ণমেণ্টকে ফেনিয়নদিগের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন বলিয়া ডেলিনিউসে যে সংবাদ প্রচার হইয়াছে তাহা যথার্থ।

লণ্ডন ২১ এ জুন। আয়র্লণ্ডীয় ল্যাণ্ডবিল পাণ্ডুলেখ্যের তৃতীয় প্রকরণ কমিটীর অনুমোদিত হইয়াছে। লর্ড হার্টিংটন প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন, ইণ্ডিয়া কাউন্সিল সভা ভারতবর্ষীয় সৈনিকদিগের পেন্সনের বিধি সংশোধন করিতেছেন, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে উহা কার্য্যে পরিণত হইবে।

মারসেলিস ২০ এ জুন। যে সকল ব্যক্তি গোলযোগে লিপ্ত ছিল তাহাদিগের দুই শত লোককে বন্দী করা হইয়াছে।

রোম ২০ এ জুন। মারসেলিস ব্যাপার নিবন্ধন তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২১ এ জুন। ব্রিটিশ দূত লার্ড ডফরিন সুলতানকে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের পত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ব্ব অবধি ইংলণ্ডের সহিত তুরস্কের যে বন্ধুভাব আছে এ সময়ে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছিল।

সোফিয়া ২১ এ জুন। এম, জানটর্ক ও অন্য লিবরাল অধিনায়কেরা বলগেরিয়ার প্রিন্স আলেকজাণ্ডারকে আক্রমণ করাতে এবং গবর্ণমেণ্টকে অপমান করাতে বন্দীকৃত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ জুন। আয়র্লণ্ডের লোক সংখ্যা করাতে দেখা হইয়াছে ২৫০০০০ লোক কমিয়া গিয়াছে।

রোম ২২ এ জুন। নেপলস, টিউরিন ও জেনোয়ায় ফরাসীদিগের প্রতি বিপক্ষ ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে।

সেণ্টপিটর্সবর্গ ২২ এ জুন। এজেন্স রুস নামক অর্দ্ধ সরকারি পত্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন টেকি তুর্কোমান প্রতিনিধিগণের সহিত রুশ গবর্ণমেণ্টের সন্ধি হইতেছে বলিয়া যে জনরব উত্থিত হয় তাহা মিথ্যা।

সোফিয়া ২২ এ জুন। এখানকার রাজনীতি সংক্রান্ত দল জ্যান্কফ ও অন্য লিবরাল অধিনায়ক-দলের বন্দীকরণ বিষয়ের প্রতিবাদ করাতে তাঁহারা মুক্ত হইয়াছেন।

বলগেরিয়ার সহিত রাউমেলিয়ার সমস্বত্ত্বতার আন্দোলন চলিয়াছে।

টিউনিস ২৩ এ জুন। টিউনিসের শাসন কর্ত্তার এক জন কার্য্যাধ্যক্ষের নামে অসৎ কার্য্যের অভিযোগ হওয়াতে তিনি ব্রিটীশ কান্সলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৪ এ জুন। ট্রান্সভ্যালের ইংরাজ-অনুগত লোকেরা ক্ষতিপূরণের যে প্রার্থনা করে গ্লাডষ্টোন সাহেব তাহাতে অসম্মত হইয়াছেন।

সোফিয়া ২৩ এ জুন। তিন জন লিবরাল প্রতিনিধি এখানে হত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৩ এ জুন। লার্ড হার্টিংটন প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন ভারতবর্ষীয় সমাচার পত্রে বাঙ্গালা দেশের জেলের বন্দীদিগের প্রতি ব্যবহারের বিষয় যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে যদিও তাহা অত্যুক্ত কিন্তু অমূলক নহে। ভারতবর্ষীয় কর্তৃপক্ষ তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন।

বিবিধসংবাদ।

বোম্বাইয়ের বল্লভাচার্য্য মহারাজ বাঙ্গি ডাকের একটী মূল্যবান নির্ঘণ্ট লইয়া আসাতে গবর্ণমেণ্ট তাহা চুরী বলিয়া তাঁহাকে ধরিয়াছেন, তজ্জন্য বৈষ্ণবেরা মহারাজের সাহায্যার্থ ১০০০০০ টাকা চাঁদা তুলিয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ বিলাতের নিম্ন লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। যথা—আশাম্বুদ্দিন আহম্মদ ও লৎফর রহমন ইনারটেম্পল, কুচবিহারের গজেন্দ্রনারায়ণ মিডেল টেম্পল, ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায় লিঙ্কোলন ইন ও এম, ডি, বাদিসেঠ মিডেল টেম্পল হইতে ইনিস কোর্টের রোমান লব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। গজেন্দ্রনারায়ণ প্রত্যাগমন করিতেছেন।

ঢাকার ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় লণ্ডন ইউনিভার্সিটীর রাসায়ন শাস্ত্রের পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ হইয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জমিরুদ্দীন মহম্মদ ও এ, এল, সাণ্ডেল গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ য় এম, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

মহম্মদ ইসমাইল খাঁ অস্ত্র চিকিৎসায় পারদর্শিতা দেখানতে লণ্ডনের ইউনিভার্সিটী কালেজ হইতে সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তাহিরুদ্দিন মহম্মদ মিডেল টেম্পলে গিয়াছেন, এম, কে, দেব আইনের প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনার টেম্পলে গমন করিয়াছেন।

আমাদিগের কানপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "কুপার নামক একজন সাহেব সওদাগর, গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সমস্ত ব্রিটিশ সৈন্যের জুতার ঠিকা লইয়াছেন। এখানকার গঙ্গার ধারের পোষ্টমিট ঘাটের নিকট একটী বৃহৎ বাটী প্রস্তুত হইতেছে। ঐ বাটীতেই জুতার কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে এবং চামড়াও প্রস্তুত হইবে। এই কার্য্যটির দ্বারা অনেক লোক প্রতিপালিত হইবে সত্য, কিন্তু বোধ হয় ইহা কানপুরবাসীদিগের পক্ষে একটী বিশেষ অস্বাস্থ্যকর কার্য্য হইবে, ইহাতে ক্ষতি ভিন্ন উন্নতির কোন প্রত্যাশা নাই। যে স্থানে এই কার্য্যটী সম্পন্ন হইবে, সেই দিক হইতে গঙ্গার জল প্রবাহ সকল বহিয়া আসিয়া সমুদয় ঘাট হইয়া চলিয়া যাইবে। ঐ কারখানা হইতে দুর্গন্ধ বিশিষ্ট চামড়া পচা জল গঙ্গায় পড়িলে সকল ঘাটের জল অস্বাস্থ্যকর হইয়া যাইবে এবং সেই সেই ঘাটে স্নান করিলে ও জল পান করিলে লোক যে নিশ্চয় পীড়িত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এমন স্বাস্থ্যপূর্ণ কানপুর একেবারে স্বাস্থ্য শূন্য হইয়া যাইবে। এক ইউরোপীয় দোকানের লাভার্থ যে শত শত লোকের জীবন নাশক কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট অনুমতি প্রদান করিবেন, এমন বোধ হয় না। যাহা হউক, যাহাতে ঐ স্থানে চামড়ার কার্য্য না হইয়া স্থানান্তরে হয় সে বিষয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ দৃষ্টি রাখেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়।"

শুনা যাইতেছে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট আমীর আলী শীঘ্রই পদত্যাগ করিবেন। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত হইবেন। গবর্ণমেণ্ট বিহারী বাবুর যেরূপ সুখ্যাতি তাহাতে উঁহার উক্ত পদে স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব নহে।

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট নির্দিষ্ট দোকানে মদ বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াও সন্তুষ্ট নহেন। অধিক লাভের আশায় গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ের গাড়িতে আরোহীদিগের পানের নিমিত্ত মদ্য বিক্রয়ের আদেশ দিয়াছেন।

আমেরিকার অনেক স্ত্রীলোক প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ডের নিকট আবেদন করিয়াছেন। রমণী ডাক্তার, একটী আদালতের বড় উকীল।

আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপকূলে সেণ্ট আগষ্টিনের ৯ ক্রোশ দক্ষিণে একটী প্রস্রবণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার জল মিষ্ট। সাগর জলের ন্যায় লবণাক্ত নহে।

বিলাতে নিরামিষ ভোজী সভা আছে। অল্প দিন হইল এই সভার একটী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। স্থির হইয়াছে, এই সভা সংক্রান্ত ১২ টী ভোজন গৃহে নিত্য তিন হাজার লোক নিরামিষ ভোজন করিয়া থাকে। ইহাদিগের শরীর নাকি মাংসাশীদিগের অপেক্ষা হৃষ্ট পুষ্ট ও পবিত্রভাবাপন্ন।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউসের একজন পত্র প্রেরক বলেন, চাউল ২ তোলা, নারিকেলের শস্য ১ তোলা মসিনা ২ তোলা ও চিনী ১ তোলা চূর্ণ করিয়া ১ তোলা ধুতুরার রসে মাখিবে; যদি গাঢ় হয়, তবে তরল করিবার জন্য নারিকেলের জল দিয়া ক্ষিপ্ত কুক্কুর অথবা শৃগাল দষ্ট ব্যক্তিকে ৫। ৬ দিনের মধ্যে খাওয়াইলে তাহার আর ক্ষিপ্ততা হইবে না। যাহা হউক পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

মেদনীপুরের নীলকর ওয়াটসন কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের অত্যাচারের কথা শুনিয়া আমাদিগের কর্ণ বধির হইয়া গিয়াছে। গতবারে আমরা লক্ষণ দেয়াসীর প্রতি গ্রেগসন ও গোমস্তা মহেন্দ্রনাথ মাইতির অত্যাচারের কথা প্রকাশিত করিয়াছি। কিন্তু এবার আমরা শুনিলাম, জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট বাড়কক সাহেব লক্ষণের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রমাণ পাওয়াতে গ্রেগসন ও মহেন্দ্রকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

কলিকাতার পুলিস কমিশনর প্রকাশ্য স্থানে ধর্ম্ম প্রচার বন্ধ করিয়া দিলে খ্রীষ্ট মিশনরীগণ তাহা না শুনিয়া বক্তৃতাদি করায় কমিশনর তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে পুলিস কোর্টে অভিযোগ করেন, বিচারপতি মার্সডেন সাহেব তাহা ডিসমিস করিয়া দিয়াছেন। কমিশনর লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের বিনানুমতিতে এইরূপ আইন ও আদেশ প্রচার করিয়া সঙ্গত কাজ করেন নাই বলিয়া মকদ্দমায় পাদরী সাহেবদিগেরই জয় হইয়াছে। শুনা যাইতেছে হাই কোর্টে ইহার আপীল হইবে।

হায়দ্রাবাদের গবর্ণমেণ্ট শাসনকার্য্য সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য তথায় একটী ব্যবস্থাপক সভা স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সার সালার জঙ্গ তাহার সভাপতি হইবেন।

আরবেরা দলবদ্ধ হইয়া যাহাতে হায়দ্রাবাদে যাইতে না পারে, তদুদ্দেশে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মান্দ্রাজ ও বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে আদেশ দিয়াছেন।

ষ্টেট সেক্রেটারি ভারতের বৈদেশিক কার্য্যে ১১ শত টাকা মাসিক বেতনে একজন অতিরিক্ত আণ্ডার সেক্রেটারি নিয়োগের অনুমোদন করিয়াছেন। এই অর্থকৃচ্ছ্রতার সময়ে এরূপ বাড়াবাড়ি না করিয়া একটু মিতব্যয়ী হইয়া চলিলেই ভাল হয়।

নদীয়ার জমীদার বাবু বিপ্রদাস পাল চৌধুরী কল প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষার্থ বিলাত গমন করিয়াছেন। ইনি তথায় কোন ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের অধীনে এত দিন শিক্ষানবীশ ছিলেন। এক্ষণে অতি ত্বরায় কার্য্যাদি শিক্ষার্থ ম্যাঞ্চেষ্টরের কারখানায় প্রবেশ করিবেন। এটী শুভ সংবাদ বটে, কিন্তু ভারতবর্ষীয়দিগের সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় প্রবেশের নিয়মের মত কোন কঠোর নিয়ম প্রচলিত না হইলেই মঙ্গল।

পোর্ত্তুগীজদিগের ভারতবর্ষস্থ উপনিবেশের অন্তর্গত ডিউ নামক স্থানে এক আদর্শ গবর্ণর আছেন। সম্প্রতি তাঁহার এক গুণপনার কথা প্রকাশিত হইয়াছে। একদা উক্ত গবর্ণর রাত্রি ৮ টার সময়ে তত্রত্য এক ধনী বণিকের বাটীতে প্রবেশ করিয়া তাহার স্ত্রীকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে, স্ত্রীলোকটী আর্ত্ত হইয়া চীৎকার করিলে, উহাতে নিকটস্থ প্রতিবেশীরা তাহার সাহায্যার্থ উপস্থিত হয়, এবং গবর্ণরকে উত্তম মধ্যম দেয়। গবর্ণর জ্বালায় অস্থির হইয়া শেষে বেগে দৌড়িয়া পলান, এবং জনৈক সেনাপতিকে সসৈন্য গিয়া বণিকের বাটী ধ্বংস করিবার আদেশ প্রদান করেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সে আদেশ রক্ষা হয় নাই, গোয়ার গবর্ণর জেনেরলের নিকট এবিষয়ে অবিলম্বে টেলিগ্রাফ করা হয়, লিসবনে এই খবর যাওয়াতে তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষ ডিউয়ের গবর্ণরকে কর্ম্মে স্থগিত করিয়া একজন নূতন লোককে গবর্ণর করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। পাছে লম্পট গবর্ণর কোন গোলযোগ করেন, এই আশঙ্কায় নূতন গবর্ণরের সহিত সৈন্য সামন্তও আসিয়াছে।

[illegible] খাঁ অব্যাহতি পান নাই। পঞ্জাবে তাঁহার মকদ্দমার বিচার হইতেছে, তত্রত্য মুসলমানেরা তাঁহার এই দুর্গতি দর্শনে ইংরাজদিগের উপর বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন। এবং কলিকাতার বড় বড় মুসলমানেরাও এজন্য বিরক্তি প্রকাশ করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্টের ৪ টাকা সুদের কাগজ ১০৪।৵১০ হইতে ১০৮॥০

[illegible] ১৮৮০ (১৮৮৪) [illegible]

[illegible] ১৮৮১ (১৮৮১) [illegible] " ১০৪।০

[illegible] ১৮৭৮-৭৯ (১৮৮০) } [illegible] " [illegible]

[illegible] ১৮৭৯ (১৮৮০)

১ [illegible] (১৮৮৩) ১০১।০

লর্ড রিপন ভারতের গবর্ণর জেনেরলের পদে অধিরোহণ করিয়া যখন প্রথম এদেশে আইসেন সেই সময়ে তিনি [illegible] ও অন্যান্য স্থানে [illegible] করিয়া ভারতের শিক্ষা [illegible]

মিউনিসিপালিটির দোষ অবসর ক্রমে সংশোধন করিবেন বলিয়া একরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া ভারতবাসীদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার চক্ষের উপর সেই উচ্চ শিক্ষার অবনতি চেষ্টা দেখিয়া আমরা নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইতেছি। শুনা যাইতেছে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের বৃত্তিদান প্রথা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা পাইতেছেন এবং কালেজের ছাত্রগণের বেতনও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি করা হইতেছে। ইহাই কি প্রকারান্তরে উচ্চশিক্ষা দান বন্ধ করিবার চেষ্টা নহে?

রুশ সেনাপতি কফমানের নাকি পক্ষাঘাতে দক্ষিণ অঙ্গ খসিয়া গিয়াছে. তিনি বাঁচিয়া আছেন কিন্তু আর কথা বার্ত্তা কহিতে পারেন না।

আমরা বিগত দুই সপ্তাহ অবধি সাহস নামক এক খানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রাপ্ত হইতেছি। এখানি এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম বারের অপেক্ষা দ্বিতীয় বারের সাহসের লেখা মন্দ হয় নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের যেরূপ বিরল প্রচার এবং তদ্দেশস্থ বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা শিক্ষায় যেরূপ বীতশ্রদ্ধ তদ্দর্শনে আমরা দুঃখিত হইয়া থাকি। সাহস এক্ষণে এক ফরমার আকারে প্রকাশিত হইতেছে। সহযোগীর দীর্ঘ জীবন ও উন্নতি প্রার্থনীয়।

ভারতবর্ষের কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টার জেনেরল বক সাহেব বোটানিকাল গার্ডেনে একটী কৃষিসংক্রান্ত বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। এখানে ছাত্রদিগের জন্য সর্ব্ব প্রকার সুবন্দোবস্ত করা হইতেছে, বালকেরা ভালরূপ পড়া শুনা করিতে পারিলে মাসিক ৮ টাকা করিয়া বৃত্তিও লাভ করিতে পারিবে।

রাজমহল উপবিভাগের সাঁওতালেরা আবার ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। বোরিও, বারহিট প্রভৃতি নামক স্থান হইতে অতিরিক্ত পুলিষ সৈন্য তথায় আনান হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের দেশের মধ্য দিয়া রাস্তা চালাইবার জন্য ভূমি গ্রহণ করাতেই তাহাদিগের অসন্তোষ ব্যক্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন অতঃপর দেশীয় ঐড্‌ভকেটদিগকে সৈনিক বিভাগেই উন্নীত করা হইবে।

আলেক্জান্ডার সভার সভাপতি ডাক্তার লিটনারের উপর নাকি সভার সকল সভ্যই অতি বিরক্ত। লিটনার তাহাতে উক্ত পদ হইতে অবসৃত হন তজ্জন্য উহাঁরা সকলে অপর সম্প্রদায় সভ্যের মত গ্রহণ করিতেছেন। সভ্যেরা বলেন ডাক্তার লিটনারের তদ্দেশস্থ বালকদিগের উচ্চ শিক্ষা বন্ধ করাই অভিপ্রেত। তিনি তদ্দেশবাসী বালকদিগের শিক্ষা বিষয়ে যে কোন নূতন উপায় উদ্ভাবন করেন সে সমস্তই ছাত্রদিগের অনিষ্টকারক। সভ্যেরা তাঁহার কার্য্যকলাপ দর্শনে অসন্তুষ্ট হইয়া এক্ষণে তাঁহাকে তাড়াইবার চেষ্টায় আছেন।

ডেলহাউসি বারিকে যে পাথাটানা কল হইয়াছে তাহাতে মাসিক পাঁচ শত টাকা ব্যয় বাঁচিয়া যাইবে এইরূপ অনুমিত হইয়াছে। অনেক গুলি পাথাটানা কুলির অন্ন মারা গেল!

গত ফেব্রুয়ারি মাসে ১৯১৫ জন হিন্দু ও ৪৬৪ জন মুসলমান কলিকাতা হইতে উপনিবেশে প্রেরিত হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে ১৬৮৩ জন পুরুষও ৭১৬ জন স্ত্রীলোক।

পশুদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারিণী সভা গোরুর ফুঁকা দেওয়া প্রণালী একেবারে উঠাইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে একটী আইন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে রেজিষ্টারি চিঠির মাসুল কমাইয়া দুই আনা করিবার কল্পনা করা হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি নিয়ম করিয়াছেন, অতঃপর প্রথম শ্রেণীর জজ আদালতের নাজিরের মাসিক দেড় শত ও দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ জজ আদালতের নাজিরের মাসিক এক শত টাকার ও ন্যূন বেতন পাইবেন।

লাহোরের মেজর ডেবিস রুগ্ন বালকদিগের নিমিত্ত লৌহ ঘটিত এক প্রকার বিস্কুট প্রস্তুত করিবার নিম্নলিখিত প্রকরণ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা খাইতে দিলে বালকদিগের পীড়ার অনেক উপশম হইয়া থাকে। যথা—১ সের ময়দা ১ ছটাক মাখম, ২ চামচে সোডা কিঞ্চিৎ লৌহের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহাতে পরিমাণ মত চিটেগুড় দিতে হইবে, এবং তৎপরে ২৪ ঘণ্টা তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া ১২ ড্রাম বিস্কুট করিয়া অগ্নির উত্তাপে শুষ্ক করিতে হইবে। প্রতি বিস্কুটে ১।০ গ্রেণ করিয়া যাহাতে লৌহ থাকে, এরূপ পরিমাণে লৌহ গ্রহণ করা আবশ্যক।

ফিলাডেলফিয়ার এক ব্যক্তি সর্দ্দি রোগের নিম্নলিখিত ঔষধটির আবিষ্কার করিয়াছেন। যথা [illegible] গ্রেণ, টিঞ্চারটোলিস ১ গ্রেণ, চা [illegible] চিনী ৬৫ চামচা গরম জলে উত্তম ধোয়া জলে মিশ্রিত করিতে হইবে, এই ঔষধ প্রতি ঘণ্টায় সেবন করাইলে ১২ ঘণ্টার মধ্যে বিশেষ উপকার দর্শিবে।

[illegible] বিবুর উপর রাজ্যের অপর লোক কি, তাঁহার মহিষী পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট নহেন। সে দিন তাঁহার মহিষী তাঁহার প্রাণ সংহারের উদ্দেশে বিষ মিশ্রিত করিয়া তাঁহার জন্য মিষ্টান্ন প্রস্তুত করেন এবং তাঁহার ভোজনের জন্য প্রেরণ করেন, রাজা স্বয়ং না খাইয়া তাহার কিয়দংশ তাঁহার শ্বশ্রুর নিমিত্ত প্রেরণ করেন, তিনি তাহা ভোজন করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান রুষ সম্রাট মরিবেন তথাপি জিদ বজায় রাখিতে ত্রুটি করিবেন না! সম্প্রতি তিনি নাকি বলিয়াছেন "আমি যেরূপ গতিক দেখিতেছি তাহাতে বোধ হইতেছে আর ৪।৫ সপ্তাহ জীবিত থাকা আমার পক্ষে দুষ্কর।" বাস্তবিক নিহিলিষ্টদিগের হস্ত হইতে তাঁহার পরিত্রাণ পাওয়া দুর্ঘট তথাপি তিনি রাজ্যে প্রতিনিধি শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিবেন না। এ প্রতিজ্ঞাও মন্দ নয়।

রণস্থলস্থ সৈন্য অথবা কোন কর্ম্মচারী যাহাতে কোন সংবাদ পত্রের সংবাদ দাতার কার্য্য করিতে না পারেন তদভিপ্রায়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এক আদেশ প্রচার করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

পাটনার ডিষ্ট্রিক্ট জজ বেভারিজ সাহেবের নিকট বাঁকিপুরের একটী ঘুস লওয়ার মকদ্দমায় জনৈক উকীল আদালতের অন্যান্য উকীলকে জুরি করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, কিন্তু তিনি নাকি বলিয়াছেন পাটনার উকীলেরা জুরির কার্য্যে অযোগ্য।

পাটনা বিভাগে যে পেট্রিয়টিক ফণ্ড খোলা হইয়াছে তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৮০০০০ হাজার টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। শুনা গেল দ্বারভাঙ্গা, হাথোয়া ও বেতিয়ার মহারাজেরা প্রত্যেকে ২০ হাজার ও সৈয়দ উইলায়ৎ ৭ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই সকল খাতিরেই ত গবর্ণমেণ্ট কর সংক্রান্ত আইনের কিছু পরিবর্ত্ত করিতে পারেন না। দেশের উপকারার্থ রাজগণ অর্থ ব্যয়ে এরূপ ক্ষিপ্রহস্ত হইতে পারে না।

আমাদের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন কয়েক দিবস হইল এখানকার কতকগুলি অপারনামদর্শী ভদ্র লোক পুত্রের শুভ অন্নাসন উপলক্ষে সপরিবারে নৃসিংহতলায় গমন করিয়াছিলেন। সেখানে অন্নাসন কার্য্যটী যথাবিধি সম্পাদন পূর্ব্বক তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগমন কালে কিছুকাল দিগনগরে বিশ্রাম করেন, কিন্তু তাঁহাদের পরিবারেরা ঐ স্থান হইতে পদব্রজে নানাবিধ হাস্য পরিহাস করিতে করিতে গৃহাভিমুখী হয়েন। পথিমধ্যে (বাউইগাছীর নিকট) অকস্মাৎ "ঐ বাঘ, ঐ বাঘ" ইত্যাকার একটী কোলাহল উঠিল। তচ্ছ্রবণে উক্ত স্ত্রীলোকেরা প্রাণের ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করেন।

এই সুযোগে কোলাহলকারী কয়েক জন বদমাএস নিকৃষ্টবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় তাহারা অভিলষিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তবে জনশ্রুতি এই যে, দুর্জ্জনেরা দুরভিসন্ধি সংসিদ্ধ করিতে না পারিয়া কোন কোন স্ত্রীলোককে চুম্বন, আলিঙ্গন ও দশনাঘাতাদি করিয়া পলাইয়া যায়। যে স্থানে এই লোমহর্ষণ ব্যাপারটী সংঘটিত হয়, তাহার অনতিদূরে গোপাল পাল নামক এক ব্যক্তির দোকান থাকাতে স্ত্রীলোকগুলির সতীত্ব-ধর্ম্ম সংরক্ষিত হইয়াছে। কারণ গোপাল রমণী-কণ্ঠ নিঃসৃত আর্ত্তনাদ শুনিয়া দলবল সহিত তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং অসহায় অবলাগুলিকে দোকানে আনিয়া আশ্রয় দিয়া সময়োচিত শুশ্রূষা করে। অনন্তর তাঁহাদের অভিভাবকেরা উক্ত পালের দোকানে আসিয়া বিস্তারিত বিবরণ শ্রবণপূর্ব্বক "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" ভাবিয়া আপন আপন পরিবারকে গৃহে লইয়া গেলেন এবং লোকাপবাদ ভয়ে ঐ ঘটনা সংগোপন পূর্ব্বক সমাজে আত্মগৌরব রক্ষা করিলেন। এস্থলে সত্যের অনুরোধে ও সাধারণের হিত কামনায় আমাদের বক্তব্য এই যে, যে সকল মহাপুরুষ আপন আপন মহিলাকে অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া পথে ছাড়িয়া দিয়া থাকেন ও প্রতিদিন প্রাতে তাঁহাদিগকে গঙ্গাস্নানে পাঠাইয়া দেন, তাঁহারা যেন উপরিউক্ত ঘটনাটী [illegible] ভবিষ্যতের জন্য বিশেষরূপ সতর্ক হয়েন, নতুবা তাঁহাদের গৃহ লক্ষ্মীদেরও একদা ঐরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে। বিশেষতঃ যে নগরে চিত্তচোরের [illegible] ধর্ম্মবৃত্তির স্ফূর্ত্তি, সেখানে একাকিনী অসহায়া কুল-কামিনীদের পথে ঘাটে ছাড়িয়া দেওয়া কি বিশুদ্ধবুদ্ধির অনুমোদিত?

এখানকার [illegible] বাজারের সন্নিকটস্থ কোন দোকানের ঘরের চাবী ভাঙ্গিয়া ইতিপূর্ব্বে যে সকল টাকা ও গহনা দুইজন চোর চুরী করিয়া ধরা পড়িয়াছিল, রাণাঘাটের ডেপুটী বাবুর বিচারে তাহাদের মধ্যে এক জনের ১৮ মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস ও কুড়ি টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। জরিমানা দিতে না পারিলে তৎপরিবর্ত্তে তাহাকে আর তিনমাস [illegible] বাস করিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, এই চুরিটী হেডকনষ্টেবল [illegible] দ্বারা কিনারা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আসল চোরের কিছুই হইল না।

জলপাইগুড়ির অন্তর্গত দেবীগঞ্জ শালডাঙ্গা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "গত ৩১ এ জ্যৈষ্ঠ বারবার এতদঞ্চলে যার পর নাই বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঐ দিবস দিবা প্রায় ১০ ঘটিকার সময় ভয়ঙ্কর মেঘ গর্জ্জন হইয়া এই গ্রামে ও ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে ৩টী বোদা গ্রামে ২টী বজ্রাঘাত হইয়াছে। সুখের বিষয় এই, তাহাতে মনুষ্যের প্রাণ হানি হয় নাই কেবল ৩টী গরু ও একটী ঘোড়া মারা পড়িয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্‌টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

ত্রিপুরার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ক্যাম্বেল সাহেবের উপর ৩ রা তারিখে যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা রহিত করিয়া তাঁহাকে রঙ্গপুর সদর ষ্টেশনে বদলী করা হইয়াছে।

সারণের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এচ, হলম্যান কিছু দিনের জন্য পাটনা সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

২৪ পরগণার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] সাহেব বাখরগঞ্জের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

পূর্ণিয়ার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে. প্রাট ঐ জেলার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

হাজারিবাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু চণ্ডীচরণ বসু ১৮৮০ অব্দের ৭ আইন ও ৯ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মুঙ্গেরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জি. ডি [illegible] ভাগলপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] ২৮ এ হইতে প্রথম শ্রেণীভুক্ত ও চম্পারণের অন্তর্গত [illegible] সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও [illegible] কালেক্টার [illegible] হইতে [illegible] শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

[illegible] অন্তর্গত [illegible] নব ডেপুটী কালেক্টার [illegible] ১ লা হইতে নিজ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার আভ্যন্তরিক বিদায়ের [illegible] হইয়াছে।

[illegible] সহকারী কমিশনর এ [illegible] শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না অন্য আদেশ হয় সে পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

কুচবিহারের প্রতিনিধি ডেপুটী কমিশনর [illegible] ১ ম শ্রেণীর সহকারী কমিশনর হইলেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত অন্য কোন আদেশ না হয় সে পর্য্যন্ত তিনি [illegible] ডেপুটী কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

[illegible] অন্তর্গত [illegible] সহকারী কমিশনর [illegible] সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন কিন্তু যে পর্য্যন্ত দ্বিতীয় আদেশ না হয় সে পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

[illegible] সহকারী কমিশনর [illegible] সাহেব ২ য় শ্রেণীর সহকারী কমিশনর হইলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি সহকারী কমিশনর [illegible], [illegible] ৩ য় শ্রেণীর সহকারী কমিশনর হইলেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত অন্য আদেশ না হয় সে পর্য্যন্ত [illegible] শ্রেণীর প্রতিনিধি সহকারী কমিশনর [illegible]

[illegible] প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্যামাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ১৮ ই হইতে নিজ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি যে আভ্যন্তরিক বিদায়াদেশ হয় তাহা রহিত হইল।

[illegible] প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এল. সি. [illegible] ভূমি সংগ্রহার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

দমদমার প্রতিনিধি ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন জে, এফ, [illegible] লেপ্‌টেনণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন স্থান সমূহের জষ্টিস অব দি পিস হইলেন।

ময়মনসিংহের [illegible] ডেপুটী কালেক্টার বাবু ভোলানাথ দাস তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

নওয়াখালীর অন্তর্গত সন্দীপের মুন্সেফ বাবু গৌরচন্দ্র রায় তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] ১৮৭০ অব্দের অহিফেন সংক্রান্ত ১ আইন অনুসারে মকদ্দমা [illegible] করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মুর্শিদাবাদের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার বাবু গিরীন্দ্রনারায়ণ দেব ২ য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

দিনাজপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

নিম্ন লিখিত মুন্সেফগণ স্ব স্ব অধিকার ভুক্ত স্থান সমূহে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ইঁহারা ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন।

নাম	মুন্সেফী	জেলা
বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায়	কালীগঞ্জ	ঢাকা
" [illegible] রায়	মাণিকগঞ্জ	ঐ
মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়	[illegible]	[illegible]
" [illegible] মুখোপাধ্যায়	[illegible]	রঙ্গপুর
নীলমণি [illegible]	আটিয়া	ময়মনসিংহ
" [illegible]	[illegible]	ঐ
" শরৎকুমার ঘোষাল	[illegible]	ফরিদপুর
" [illegible] রায়	মুলাদি [illegible]	ঐ
" পূর্ণচন্দ্র রায়	[illegible]	চট্টগ্রাম
" [illegible] মিত্র	[illegible]	[illegible]
" [illegible] বন্দোপাধ্যায়	[illegible]	ত্রিপুরা
" [illegible]	[illegible]	ঐ
" [illegible]	[illegible]	ঐ

সংবাদদাতার পত্র।

সোমপ্রকাশের ওগলার সংবাদদাতার দৃঢ় দৃষ্টি [illegible] একটা পাচ পেয়ে গরু না একটা [illegible] হাত লম্বা কুম্ভীর হুগলীর সিমানায় আসে, এমন কবির বা কমলা [illegible] নাই, যে কিরূপে বর্ষা সমাগমে গগনমণ্ডল যেন লোহিত লোচন দিবাকরের উপর বিরক্তিজনিত মুখ অন্ধকার করিয়া মধ্যে মধ্যে বিকট হাস্যে মনোবেদনা প্রকাশ করিয়া সাত দিন সাত রাত্রি [illegible] কাঁদিতে [illegible] দিবাকর ও নক্ষত্রে মুখ দেখিতে [illegible] নাই [illegible]

[illegible] পাঠকের গোচর করি। কাজেই মূকের ন্যায় বসিয়া আছি।

এখানকার বিদ্যালয় গুলি পুনরায় খুলিয়াছে। শুনিলাম, [illegible] শিক্ষকের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার বেতন ২৫ টাকা ছিল। ঐ কর্ম্মের জন্য [illegible] আবেদন পত্র আসিয়াছে। ২। ৩ জন বি [illegible] উহার জন্য প্রার্থী আছেন। [illegible] বড়ই দুর্ভাগ্য। আক্ষেপের বিষয় এই যে, এখানকার কর্তৃপক্ষেরা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে কর্ম্ম দিতে সম্মত নহেন। কেন না বিদ্যালয়ে কয়েকজন মুসলমান ছাত্র আছে, তাহাদিগকে আরবী ও পারসীক ভাষা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। অথচ স্কুলে কোন মৌলবী নাই। অতএব উক্ত ভাষাদ্বয়ে অভিজ্ঞ অথচ ইংরাজিতে [illegible] কোন মুসলমানকে নিযুক্ত করা হইবে। শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে, ব্রাঞ্চ স্কুলের তিন জন উপযুক্ত অথচ অল্প বেতন শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। গ্রেডের কল্যাণে উচ্চ বেতন ভোগী শিক্ষকদিগের কিঞ্চিৎ লাভ হইয়াছে, আবার [illegible] স্থলে কষ্টও হইয়াছে। [illegible] হইলেও যথা নিয়মে কাল প্রতীক্ষা করিতে হয়।

ভগলীর পুলিস সাহেব [illegible] কবিদিগকে আপন অধীনে কর্ম্ম দিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছেন। ইহাতে শুধু [illegible] মঙ্গল নয়, পুলিসের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইবে, এবং অপর সাধারণ সকলের পক্ষে শুভ হইবে। [illegible]

[illegible] আমাদিগের অনুবাদকের পদ [illegible] আছে, [illegible] ও বি, এ [illegible] পড়িয়া [illegible]।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবকার্য্য হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোনারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম [illegible] প্রতি পংক্তি ৶০ আনা, তাহার পর ⁄০ আনা; ⁄০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উক্তদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

[illegible] নং [illegible] বালাখানা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ পাকপটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করিয়া থাকেন।

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা ও অকালপক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

১ শিশির মূল্য ১ ডাকমাশুল ।৶০

স্মরসুন্দরী বটিকা।

ইহার সেবনে শ্বেত ও রক্তপ্রদর কষ্টরজঃ বাধক ও রোগবন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ২ ডাকমাশুল ।০

নলিনাসব।

ইহার দ্বারা সূতিকা জন্য অগ্নিমান্দ্য উদরাময়, জ্বর, অরুচি প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্য স্ফূর্ত্তিহানি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১॥০ ডাকমাশুল ।৶০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যাদি পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহিত এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলে যথা স্থানে প্রেরণ করা যায়।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত

ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ [illegible] স্বরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকা [illegible] ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ৴১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২৲ টাকা। প্যাকিং ৶০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহ্বায়াসসাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাবকালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়া-

ছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৶০ আনা।

যোগবিলাস।

এই আশ্চর্য্য ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার বায়ু ও কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু গুল্ম অম্ল ও অম্লশূল, হাপানি, মেহ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ উদরাধ্মান, ক্রিমিদোষ, অর্শ, এই সমস্ত রোগ দুই সপ্তাহে দূরীভূত হইয়া শরীরের বল, অগ্নি, মেধা, ও শুক্র বর্দ্ধন করিয়া কান্তি পুষ্টি করে।

দুই সপ্তাহের ঔষধের মূল্য	৩৲
প্যাকিং খরচা	৶০

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্নে প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অঙ্গের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৫ টাকা প্যাকিং ৶০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, হবিসাধন সমাজ সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।
কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

এতদ্দ্বারা ঠিকাদারগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে লোহারডগা জেলার অন্তর্গত রাঁচি এবং পুরুলিয়া রাস্তার পুল এবং সাঁকো নির্ম্মাণ এবং মাটী ভরাট ইত্যাদি নিম্নলিখিত কার্য্য সকলের আগামী ইং ১৪ ই জুলাই ১৮৮১ সাল বেলা দুই প্রহরের সময়ে প্রকাশ্যরূপে টেণ্ডার গ্রহণ দ্বারা কার্য্য বিলি করা যাইবে।

যাঁহারা ঐ সকল কার্য্যের ঠিকা লইতে বাসনা করেন তাঁহারা পবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের ১৪ এম নম্বর ফরমে আবেদন করিবেন। কার্য্য বিলি হইবার দিবস যে সকল ঠিকাদার উপস্থিত থাকিবেন তাঁহাদের সম্মুখে টেণ্ডার খোলা যাইবে।

যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর আফিসে বেলা ১০॥ ঘটিকা হইতে ৪॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত আবেদন করিলে সবিশেষ দেখিতে ও জানিতে পারিবেন।

উপরিউক্ত ফরম ভিন্ন অন্য কোন ফরমে টেণ্ডার গ্রহণ করা যাইবে না। ন্যূন টাকায় টেণ্ডার পাইলেই নিম্ন স্বাক্ষরকারী সেই টেণ্ডার মঞ্জুর করিতে বাধ্য নহেন।

		নির্দ্ধারিত ব্যয় আনুমানিক ব্যয়।
১।	১৯ নং হইতে ২২ নং পর্য্যন্ত রাজাডেরা ঘাট সমীপস্থ ৪ টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুল নির্ম্মাণ ও মাটী ভরাট কার্য্যের	২৫৭০৲
২।	চামধাটী নদীর সমীপস্থ ২৩ নং হইতে ২৫ নম্বর পর্য্যন্ত ৩ টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুল নির্ম্মাণ ও মাটী ভরাট কার্য্যের	১০৩৭৲
৩।	রূপরা নদীর সমীপস্থ ২৬ নং হইতে ৩৪ নং পর্য্যন্ত ৯টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুল নির্ম্মাণ ও মাটী ভরাট কার্য্যের	৪৯৫৫
৪।	জোনা নদীর নিকটে ৭ নং হইতে ৪০ নং পর্য্যন্ত ৬ টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুল নির্ম্মাণ ও মাটী ভরাট	৪৯০৭
৫।	ডিপটী নদীর উপর পুল নির্ম্মাণ	৩।০
৬।	জোনা নদীর উপর পুল নির্ম্মাণ	
৭।	৪১ নং হইতে ৫১ নং পর্য্যন্ত ১১ টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুল নির্ম্মাণ এবং ২১ ও ২২ মাইলে মাটী বিছাই	

হাজারিবাঘ
১০ ই জুন ১৮৮১।

জে, ডবলু, জনসন সি, ই,
একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
হাজারিবাঘ ডিবিজন।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঋটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

তথা কোরণ্ড, মাংস কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে গিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্রে বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেন্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ সপ্তম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের সপ্তম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ক্ষিতিশবংশাবলীচরিতম্, দেবগণের মর্ত্তে আগমন, স্বর্ণ, রোপ্য ও তাম্রের আয় ব্যয়, মনুসংহিতা, ষষ্ঠীবাটায় জামাই বিদায়, প্রাচীনকালে যে যে জাতির সহিত হিন্দুদিগের সবিশেষ সম্পর্ক হয়, ললিতা, সাংখ্যদর্শন, এই ৮টা বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি কর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাস কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্দ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ২০।০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাশুলসহ ৬।০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৩ টাকা ও ডাক মাশুল।৶০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৷৶০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৪৷৶০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৮৷৶০, গোপাল তাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

যোগবাশিষ্ঠ।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুবাদিত। উক্ত ভট্টাচার্য্য অপারগ হওয়াতে আমি উক্ত পুস্তক বৈরাগ্য হইতে নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বার মুদ্রিত করিয়াছি, দুই খণ্ডে শেষ, উত্তম বাঁধান, মূল্য মায় ডাক মাশুল ৭ টাকা।

শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা

কলিকাতা চিৎপুর রোড বটতলা ১১৫ নং।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, প্রণীত, মহারাজ হোল্কার প্রদত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত "ভারত মহিলা" মূল্য আট আনা "বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য" মূল্য তিন আনা। বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মাশুল ১০ হিসাবে।

——:০:——

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল ১৮৮১। শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায়

ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত পদাদিকম্প, রূপবিহীনতা, মানসিক বিকার, বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান

মোং কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

——:০:——

যিনি এক দিবসে হৃদয়দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার

শ্রীরামপুর।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত এইচ, বিভারিজ স্কোয়ার—বাঁকিপুর	১৫
" বাবু বসন্তকুমার সেন জমীদার—বাসন্তা	১০
" " জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যো—রামপুরবোয়ালিয়া	১০
" " তারিণীচরণ চৌধুরী জমীদার—বগচর	১০
" " লালবিহারী সাহা—রাজগঞ্জ	৭
" " রামযাদব বসু—পটামুণ্ডী	৭
" " যদুগোপাল রায়—দেউলি	৭
" " কার্ত্তিকচন্দ্র মণ্ডল—চাঁইপাটগ্রাম	৭
" " রামব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায়—খোজা	৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ । " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং " ৩৪ সংখ্যা ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা । মাসিক মূল্য ১ এক টাকা । ১২৮৮ সাল । ২১ এ আষাঢ় । ইং ১৮৮১ । ৪ ঠা জুলাই । অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৸০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা ।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য ।

১২৮৭ সাল গত হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য গ্রহণের নিয়ম, এ বিষয়টী বিশেষ করিয়া পাঠকগণের স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, তাহা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তব্য।

যাঁহারা মনিঅর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভ্রম-প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। যথা—যিনি কাগজ লন, হয় ত তাঁহার কর্ম্মচারী মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরও কর্ম্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্ম্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, বাসগ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহাদের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক।

সুলভ মূল্যে ! সুলভ মূল্যে !!

অধ্যাত্মরামায়ণ ।

ইহার বঙ্গীয় অনুবাদ নাই। বাল্মীকি রামায়ণের বিস্তর অনুবাদ এতদ্দেশে প্রচারিত হইয়াছে, অধ্যাত্মরামায়ণে এপর্য্যন্ত কোন মহাত্মাই হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি বাল্মীকি রামায়ণ অপেক্ষা অনেক নূতন নূতন উপদেশ পরিপূর্ণ। এই সদুপদেশগর্ভ মহারত্নটী সংস্কৃতানভিজ্ঞ বঙ্গবাসীর নিকট অপরিজ্ঞাত থাকা এ সময়ে বড় ক্ষোভের বিষয়। অতএব আমি ক্ষুদ্রপ্রাণী হইয়াও কতিপয় সাহিত্যানুরাগী পণ্ডিত মহোদয়ের উৎসাহে ও যত্নে ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি।

প্রতিমাসে ডিমাই আটপেজী ছয় ফর্ম্মা করিয়া এক এক খণ্ড প্রকাশিত হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম।০ চারি আনা।

অগ্রিম দ্বাদশ খণ্ডের অতিরিক্ত মূল্য একত্রে গৃহীত হইবে না। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে পত্রসহ মূল্য পাঠাইবেন। যদ্যপি আমরা পুস্তক সম্পূর্ণ করিতে না পারি তবে সমস্ত মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

(ঠিকানা) কলিকাতা মাণিকতলা নবাবী ওস্তাগরের লেন ১৯ নং বাটী।

প্রকাশক শ্রীফকিরচন্দ্র সরকার।

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় হইতে রামায়ণ (মূল অনুবাদ) বিতরণ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ভারত শেষ হওয়াতে অবসর ও সাধারণের অভিমতি ক্রমে রামায়ণের মূল ও অনুবাদ বিতরণ আরম্ভ করা হইল। অর্থিগণ সত্বর আবেদন করিবেন। এ বিষয়ে নিয়মাদি ও অন্যান্য বৃত্তান্ত দাতব্য মহাভারত ও হরিবংশের বিজ্ঞাপনে এবং দাতব্য ভারত কার্য্যালয়ে বিশেষ অবগত হইতে পারিবেন ইতি।—

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় ⎫ শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়
যোড়াসাঁকো কলিকাতা ⎭ দাতব্য ভারত কার্য্যাধ্যক্ষ।

ছিন্নমস্তা (সামাজিক নবন্যাস)	১৲
কৃষিশিক্ষা	৷৷০

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, ক্যানিং লাইব্রেরি এবং ২৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বি ব্যানারজির লাইব্রেরিতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঋতুর অনিয়ম ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

চক্ষু কোরগু, মাংস কোরগু, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্রে বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেন্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র

বাদার ... ঐ স্থানে বিক্রী ... টাকা মাত্র।

সোমপ্রকাশ

২১ এ আষাঢ় সোমবার।

... [illegible]

পাঠক ! অবগত ... , অপর সকল সংবাদ ... প্রকাশিত হইয়াছিল যে, শিবপুরে গবর্ণমেণ্টের কৃষিকর্ম্মোন্নতির ফারম পুনঃ স্থাপিত হইবে, এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ই, সি, বক সাহেব এখানকার অধ্যক্ষ হইবেন। সেটী সকলের ভ্রম হইয়াছিল। বক সাহেব সাধারণ্যে ভারতবর্ষের কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারি হইয়াছেন; তাঁহার পদে শ্রীযুক্ত স্মিটন সাহেব মনোনীত হইবেন এইরূপ বার্ত্তা আছে।

গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ সংস্থাপিত হওয়াতে নানা বিষয়ে হিত সাধন হইতেছে। আজ নূতন নয়, বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যা প্রথম যখন কোম্পানির হস্তগত হয়, তখন হইতে ... এখানকার অবস্থার উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হইয়াছেন। নানা স্থান হইতে নানা জাতীয় উদ্ভিজ্জ আনিয়া এদেশে রোপণ করিলেন। ... আলু, ... , পেঁপে, মর্ত্তমান কলা, নানা প্রকার ... অনেক সামগ্রী। উহা এখন কি ধনী ... সকলেরই পরমোপাদেয় খাদ্য সামগ্রী হইয়াছে, এক দিন ঐ সকল দ্রব্যের নামও কেহ জানিতেন না। ... অঞ্চলে দারুচিনি রোপিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা এদেশের উপযোগী হইল না। সেদিন সকরকন্দ আলুর মত আর এক প্রকার রক্তবর্ণ গোল বড় আলু আবিষ্কৃত হইয়াছে, পশ্চিমাঞ্চলে তাহারও চাস উত্তম চলিতেছে, ভারতবর্ষের এ উন্নতিগুলি দেশীয় লোকের যত্নে হয় নাই। দেশীয় ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির চিত্তে এ সকল খেয়ালও আসে না।

কানপুর, সাহরণপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে গবর্ণমেণ্টের যে আদর্শ কৃষি ক্ষেত্র আছে, তৎসমুদায়ে নানা প্রকার বিদেশীয় বীজ ও বৃক্ষ রোপণ করিয়া পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত বক ফুলর এবং বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় সেই সকল আদর্শ ক্ষেত্রে যে প্রকার ধুম বাঁধাইয়াছেন, এরূপ কিছু দিন থাকিলে ভারতবর্ষের অবস্থা ফিরিয়া যাইবে। দেশে যত নূতন নূতন দ্রব্য জন্মিবে, দেশীয় লোকের ততই আহার্য্যোপায় বাড়িবে, বাণিজ্য বাড়িবে। অতএব স্থানে স্থানে আদর্শ কৃষি ক্ষেত্র সংস্থাপন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে কল্পনা করিতেছেন, তাহাতে আমরা সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করি। আসামেও এইরূপ একটী কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইতেছে। তথায় উত্তর পশ্চিম বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জে বি ফুলার সাহেব অধ্যক্ষ হইবেন। ফুলার সাহেব যেরূপ অধ্যবসায়শালী বুদ্ধিমান ও শ্রমশীল, তাঁহার তত্ত্বাবধানে শীঘ্রই যে আসামের কৃষি বিভাগের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শিবপুরে আদর্শ ফারম স্থাপিত হইলে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের অধ্যক্ষের পার্সোনাল আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তাহার সহকারী অধ্যক্ষ হইবেন। ত্রৈলোক্য বাবু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া যেরূপ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, বঙ্গদেশে আসিয়া তিনি যে, কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইবেন, তাহাতে সংশয় নাই।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যা বিভাগে শিল্প ও বাণিজ্যোপযোগী কর্ম্মেরও বিলক্ষণ উৎকর্ষ সাধন হইতেছে। ঐ দেশেই যত প্রাচীন রাজধানী। ভাল ভাল কবির কাজ, পাথরের কাজ ঐ দেশেই অধিক। সেখানে এই সকল কাজে বিশ্বকর্ম্মার মত এক এক জন কারিকর ছিলেন। কিন্তু ক্রমে দেশীয় বাণিজ্য শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িল, এই সকল কারিকরের সংখ্যাও অল্প হইয়া আসিল। এমন কি হুন্নিরগণ জরকসী কর্ম্মে দক্ষ লোক পাওয়া ভার। যে বৎসর অনেক অনুসন্ধান করিয়া দিল্লী অঞ্চলে এই বিষয়ে নিপুণ এক জন বৃদ্ধ লোক দৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার কর্ম্ম নৈপুণ্য দেখিলে মনুষ্য চক্ষের সার্থকতা সম্পাদন হয়। যে সামান্য কবির কাজ নয়, জগতের পৃথিবীর প্রসিদ্ধ নিপুণ কারিকরও অনেকটুকু জ্ঞান করে। বক সাহেব এখন উদ্যোগী হইয়া পাথরের কাজ, কবির কাজ ও দেশীয় কাপড়ের কাজ যাহাতে পুনর্জীবিত হয় তদ্বিষয়ে যত্ন করিতেছেন। আমাদের পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় গত বৎসর কাণপুরে কাপড়ের একটী কারখানা খুলিয়াছেন। বিশুদ্ধ কার্পাসে নানা কৌশলে ঐ কাপড় বোনা হইতেছে। কাপড়ের গুণ অতি চমৎকার। তাহাতে পেণ্টুলেন, জামা, কোট, কামিজ, শীতের চাদর প্রস্তুত হইতেছে। সাহেবেরা সেই সকল কাপড় ব্যবহার করিয়া এত সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, যিনি একবার তাহার গুণ বুঝিয়াছেন, তিনি আর বিলাতি বস্ত্র ক্রয় করেন না। সাহেবেরা ও অন্যান্য ভদ্র লোকে রঙ্গলাল বাবুকে যে সকল প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, তদ্দর্শনে আমরা অতি আহ্লাদিত হইলাম। রঙ্গলাল বাবুর উৎসাহ ও কৌশল দেখিয়া শ্রীযুক্ত বক ফুলার ও রাইট সাহেব তাঁহাকে বিস্তর অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন, এবং নিয়তই তাঁহাকে উৎসাহ দিতেছেন। রঙ্গলাল বাবু কলিকাতায় ঐ সকল কাপড় অল্প অল্প আনিতেছেন, কিন্তু এদেশে এখনও ভালরূপ প্রচলিত হয় নাই। যাহা হউক, কাপড় দেখিয়া আমাদের এমন বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, এক দিন বিলাতি কাপড়ের আর আমদানি করিতে হইবে না। বিলাতি কাপড় অপেক্ষা এই কাপড়ের মূল্য প্রত্যেক গজে কেবল দুই চারি পয়সা অধিক। কিন্তু এই কাপড় অধিকতর কোমল, মসৃণ ও দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং শীত গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই ব্যবহার করা যায়। যদিও এ কাজে এখনও বিশেষ লাভ হয় নাই, কিন্তু উত্তরকালে ইহা যে বিলক্ষণ অর্থকর হইয়া উঠিবে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। সকলি অর্থের খেলা। অল্প পুঁজিতে কোন ব্যবসায় খুলিলে তাহাতে অধিক লাভের প্রত্যাশা থাকে না। কিন্তু সামান্য কাজেরও বিস্তীর্ণ কারখানা খুলিলে অধিক লাভ হয়। এখানে এক পয়সায় এক এক বাক্স দেসলাই বিক্রীত হয়। উহাতে কতগুলি কাজ রহিয়াছে! উহার কাজের সঙ্গে মূল্যের তুলনা করিলে দেসলাইয়ের মূল্য নাই বলিলেই চলে। কি কারণে দেসলাই এত সস্তা? বিলাতে উহার কারখানা অত্যন্ত বিস্তীর্ণ, আবার উহার এক একটী কর্ম্ম এক একটী বিভাগে বিভক্ত, সেই জন্য অল্প সময়ের মধ্যে অধিক দ্রব্য উৎপন্ন হয়। বোধ করি আল্‌পিন নির্ম্মাণের প্রণালী সকলেই জ্ঞাত আছেন, আল্‌পিন নির্ম্মাণের কারখানায় কেহ তার প্রস্তুত করিতেছে, কেহ তার সোজা করিতেছে, কেহ তার কাটিতেছে, চতুর্থ ব্যক্তি তারের অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ করিতেছে, পঞ্চম টুপি পরাইবার নিমিত্ত মাথা ঘসিতেছে, টুপিটী আবার দুই তিনটী পৃথক্ পৃথক্ বিভাগে নির্ম্মিত হয়। তৎপরে, আর একজন ঘর্ষিত তারে টুপি লাগায়, আর একজন আল্‌পিনে রঙ করিতে থাকে। আল্‌পিন প্রস্তুত হইলে কেহ কাগজে বিঁধিয়া সাজাইতে থাকে। এইরূপে আল্‌পিন নির্ম্মাণ কাজ আঠারটী বিভাগে বিভক্ত। ছোট ছোট কারখানাতে দশ জন লোকেও এই কাজ করিয়া থাকে। এইরূপে দশ জন কারিকর প্রত্যহ ৪৮ হাজার আল্‌পিন নির্ম্মাণ করিতে পারে, অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি চারি হাজার আট শত আল্‌পিন প্রস্তুত করিয়া থাকে। কিন্তু, একজন লোক যদি সকল কাজ করিয়া লইত, তবে সমস্ত দিনে ১০। ১৫ টী আল্‌পিনও প্রস্তুত হওয়া কঠিন হইত। দেসলাই নির্ম্মাণেও এক এক জন কারিকরকে এক একটী কাজ করিয়া দিতে হয়, এই নিমিত্ত অধিক

থাকে [illegible] একটী [illegible], যদি এমন মহোপকারক সাক্ষী মেলে, তবে হাকিম বিচার- [illegible] মকদ্দমার প্রকৃত অবস্থা [illegible] বিপরীত, তাঁহাকে ডিক্রি [illegible]। তিনি দুঃখ করিয়া বলেন [illegible] আমার মিথ্যা বোধ হইল। [illegible] প্রমাণ করিতে পারিতেন [illegible] মকদ্দমা যার ধন তাহারই [illegible], সাক্ষী তাহারই [illegible]। একণে অনেক [illegible] প্রবলের হাতে [illegible] পাইতে [illegible]।

[illegible] আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট একটী প্রস্তাব [illegible]। আমাদের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে এমন ভরসা করা যায় যে, ঐ সকল অন্যায় [illegible] অনেক কমিয়া আসিবে এবং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট [illegible] সম্ভবে [illegible]। পল্লীগ্রামে পঞ্চায়ত বিচার প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইলে কি হয়? পাঁচ সাত খানি গ্রাম লইয়া এক একটী পঞ্চায়ত [illegible] থাকিবে। ঐ সমস্ত গ্রামের লোকের অনুমোদনে পঞ্চায়ত নির্ব্বাচিত হইবে। পঞ্চায়তগণ কোন ব্যবসায়ী, কি এমন লোক হইবেন না যাঁহাদের সাধারণের সঙ্গে দেনা পাওনার সম্বন্ধ আছে। কারণ, তাহা হইলে পীড়ন হইবার সম্ভাবনা।

পাঁচ সাত জন লোক লইয়া এক একটী পঞ্চায়ত [illegible] গঠিত হইবে, [illegible] ছোট যাবতীয় মকদ্দমা তাঁহাদের হাতে সমর্পণ করিলে ভাল হয়। বড় মকদ্দমাতেও স্থানীয় বিচারপতি পঞ্চায়তদের পরামর্শ লইতে পারেন। পঞ্চায়তদের নিকট মকদ্দমা [illegible] সময় মকদ্দমাকারিগণ রীতিমত ষ্টাম্প ফি [illegible] দিবেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না।

[illegible] উপায় অবলম্বন করিলে [illegible] এই, আদালতে যখন যে কোন নালিশ রুজু করা হয়, [illegible] লোকে তাহার সত্যাসত্য সকলই জানিতে পারেন। এ জন্য বাদী প্রতিবাদী যাঁহাদিগকে সাক্ষী মানিবেন, যে প্রণালীতে নালিশ করিবেন, পঞ্চায়তগণ তাহার অতিরিক্ত বিষয়ও জ্ঞাত থাকিবেন। [illegible] স্থানীয় লোকের কাছে প্রকৃত [illegible] গোপন করা সহজ নয়। বাদী প্রতিবাদী উভয়কেই [illegible] হইয়া চলিতে হইবে। সরকার পুকুরে জল নাই, বাদীর সাক্ষী আসিয়া বলিল, "আমি তখন সরকার পুকুরে মাছ ধরিতে যাইতেছিলাম [illegible] মাথায় [illegible] করে মারিল, দেখিতে পাইলাম।" এমন সাক্ষীর সংখ্যা অনেক কমিয়া আসিবে।

যে যে স্থানে পেন্সনভোগী বিচারপতি আছেন, সে স্থানে তো আরও সুবিধা। তাঁহাদিগকে পঞ্চায়ত মধ্যে গ্রহণ করিলে কাজের বিলক্ষণ সুশৃঙ্খলা হইবে। পুলিসের যাবতীয় তদারক এই পঞ্চায়তের সম্মুখে নিষ্পাদন করা হইলে সাধারণের আরও উপকার হইতে পারিবে। এক এক স্থানে পুলিস মহা সর্ব্বনাশ করিয়া বসেন। অপরাধীর নিষ্কৃতি, সাধারণ লোকের অর্থ ব্যয়, অন্যায় অত্যাচার পুলিসের হাত দিয়া অনেক স্থানে ঘটে। আমরা দেখিয়াছি কোন কোন স্থানে পুলিস দিন দুনিয়ার মালিক, যাহা যেখানে আসে তাই করিয়া বসেন। ধনী ও ক্ষমতাপন্ন লোকের কি? দরিদ্রের প্রাণটা যায়। পঞ্চায়তের দ্বারা গ্রামস্থ সকল তদন্ত পরিদর্শন করাইলে এবং পুলিসের উপর পঞ্চায়তের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিলে এই সকল অত্যাচার আর শুনিতে পাওয়া যাইবে না।

এখন কথা হইতেছে সকল স্থানে বিচারক্ষম সুযোগ্য লোক পাওয়া যাইবে কি না? সে বিষয়ে আমাদেরও সন্দেহ আছে। বঙ্গদেশের এখনও এমন অবস্থা হয় নাই যে সর্ব্বত্র কৃতবিদ্য সদ্বিবেচক লোক সুলভ হইতে পারে। ইহার ভিতর আরও একটী কথা আছে। যাঁহাদের হাতে বিচারের ভার সমর্পিত হইবে, তাঁহারা সামান্য বিষয়ী লোক হইলে চলিবে না। পিশাচ প্রকৃতি উৎকোচ—সর্ব্বনাশের গোড়া। সেই লোভ যাঁহারা সম্বরণ করিতে পারিবেন এমন লোক চাই। কিন্তু আমরা বলিতে পারি বঙ্গদেশে ধর্ম্মভীরু লোকের অসদ্ভাব নাই। ভারত যত উৎসন্ন যাউক, ঋষিবংশ ভারত-সন্তানদের ধর্ম্মই উপজীব্য। ভারতের যদি সব যায়, ও অমূল্যনিধি কখন যাইবে না। আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি, সম্প্রতি যে যে স্থানে সুযোগ্য লোক পাওয়া যাইবে, সেখানে এই পঞ্চায়ত বিচার প্রথা একবার প্রবর্ত্তিত করিয়া দেখুন। বোধ হইতেছে তদ্দ্বারা দেশে শান্তি আসিয়া বিরাজ করিবে। মিথ্যা মকদ্দমার সংখ্যা কমিয়া যাইবে।

এক এক স্থানে এই প্রথা প্রচলিত হইলে যেখানে সুশিক্ষিত লোক নাই, সেখানেও ক্রমে প্রজারা সুশিক্ষিত হইয়া উঠিবে। এই উপায় দ্বারা কেবল যে সুবিচার হইবে, এমন নয়, বাদী প্রতিবাদী উভয়ের ব্যয়ভারও অনেক লাঘব হইবে। যাতায়াতে, বাসা খরচে, উকীল মোক্তারে লোকের সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। আদালত তো বেশ্যার দুয়ার, কথায় কথায় টাকা। একটা কিছু লিখাইতে হইবে, —দাও। নকল করাইতে হইবে—দাও। তল্লাস করাইতে হইবে—দাও,—মুখে কেবল—"দাও দাও"। ইহাতে গরিবের কি প্রাণ বাঁচে? পঞ্চায়ত বিচার প্রথা প্রচলিত হইলে এই সকল বাজে খরচ আর লাগিবে না।

প্রথমে ছোট ছোট মকদ্দমা পঞ্চায়তের হাতে দিয়া গবর্ণমেণ্ট কিছু দিন দেখুন। যদি ফল সন্তোষজনক হয়, ক্রমে অপেক্ষাকৃত আরও ভারী ভারী মকদ্দমা তখন তাঁহাদের হাতে নির্ব্বিঘ্নে সমর্পণ করিতে পারিবেন।

রণপোত।

সম্প্রতি ডোটেরেল নামে ইংরাজদের একখানি রণতরি দৈবাৎ উড়িয়া যাওয়ায় প্রায় দেড় শত আরোহীর প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। কি কারণে সেই আকস্মিক বিপদ ঘটিল, তাহার কিছুই এপর্য্যন্ত ঠিক হয় নাই। কেহ কেহ বলেন ইহার গোলা ও বারুদের কামরায় আগুন লাগিয়াছিল। আবার কতকগুলি লোক অনুমান করেন যে, পূর্ব্বে চিলি ও পেরুযুদ্ধে যে সকল টর্পিডো জলমগ্ন করিয়া রাখা হইয়াছিল, বোধ হয় এই জাহাজখানি তাহার কোন টীর উপর গিয়া পড়ে, তাহাতে টর্পিডোতে আগুন লাগিয়া জাহাজ খানিকে নষ্ট করিয়াছে। টর্পিডো, রণতরির যে কি ভয়ানক শত্রু—বোধ করি পাঠকদের তাহা অবিদিত নাই। ইহা এক প্রকার অদ্ভুত কল- বারুদ কিম্বা দাহ্য কার্পাসে পরিপূর্ণ থাকে। কোন ভারী দ্রব্যের সংঘর্ষণে উহাতে নিমিষমধ্যে আগুন লাগে। তখন তাহার অপারত তেজে নিকটবর্ত্তী সমস্ত জাহাজাদি উড়িয়া যায়। যুদ্ধের সময় যে দিকে শত্রুদিগের জাহাজ যাতায়াত করিবে এমন সম্ভাবনা থাকে, সেই সেই দিকে জলের ভিতর টর্পিডো ডুবাইয়া রাখিতে হয়। পরে দৈবাৎ যদি শত্রুদিগের জাহাজ তাহার উপরে আইসে তবে তুমুল অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া রণতরীকে একেবারে খণ্ড খণ্ড করিয়া ডুবাইয়া দেয়। কখন আবার কৌশল ক্রমে শত্রুদের জাহাজে টর্পিডো বাঁধিয়া দিয়া তড়িৎ যোগে আগুন লাগাইয়া দেয়।

টর্পিডো যন্ত্রের সৃষ্টি বড় অধিক দিন হয় নাই। কিন্তু অল্প কাল মধ্যে ইহার যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় শীঘ্রই ইহা রণপোতের একটী ভয়ানক শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। এখন যত প্রকার টার্পিডো আছে, তন্মধ্যে হোয়াইট হেড্ মাৎস টার্পিডোই সর্ব্বপ্রধান। তাহার নিকট জাহাজ গেলে রক্ষার আর হাত নাই। গত রুষ তুরস্কের যুদ্ধেই টর্পিডো যন্ত্রের প্রকৃত ব্যবহার হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, টর্পিডো যন্ত্রের যদি সমধিক উন্নতি হয়, তবে ইংলণ্ডেশ্বরীর মহাবিপদের কথা। সমুদ্রেই ইংরাজদের বল—ইংলণ্ডেশ্বরী আজ পর্য্যন্ত সপ্ত সমুদ্রের পাটরাণী হইয়া আছেন। জলযুদ্ধে

ইংরাজদের প্রতিযোগী নাই বলিলেই হয়। তাঁহাদের রণতরির ভয়ে পৃথিবীর সকল জাতিকে শঙ্কিত হইয়া চলিতে হয়। আজ কাল রণতরি, কামান ও যুদ্ধের অন্যান্য আয়োজনের যে প্রকার উন্নতি হইয়াছে, টর্পিডোর তেমন উন্নতি হইলে ইংরাজদের বিক্রমের অনেক লাঘব হইবার সম্ভাবনা।

টর্পিডোর সাংঘাতিক হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার নিমিত্ত অনেকে অনেক উপায় ভাবিতেছেন। কেহ কেহ বলেন, যুদ্ধকালে জাহাজের চারি দিকে প্রখর তাড়িত আলোক রাখিতে হইবে, তাহা হইলে শত্রুপক্ষীয়েরা আসিয়া জাহাজে টর্পিডো বাঁধিতে পারিবে না। কেহ কেহ বলেন, জাহাজে এমন একটী কল সংযোগ করিয়া রাখিতে হইবে, যে জাহাজ চলিবার সময় যেন ঐ কল দ্বারা জল বিদীর্ণ হইয়া যায়। তাহা হইলে লুকায়িত টার্পিডো অনায়াসে সকলের দৃষ্টিগোচর হইবে। ইহার কোন উপায়ই ভাল বোধ হইতেছে না। যাহা হউক, সত্বর ইহার একটী উপায় আবিষ্কৃত না হইলে সামুদ্রিক যোদ্ধাদের দারুণ ভাবনার বিষয় সন্দেহ নাই।

অন্যান্য জাতির জন্য আমাদের তত ভাবনা হয় না। সম্বন্ধ না থাকিলে সহসা কাহারও নিমিত্ত ভাবনা সম্ভবে না। আমরা ইংরাজদের জন্যই ভাবিতেছি। ইহাঁদের সমুদ্র বল আজ নূতন নয়। প্রায় সহস্র বৎসর হইল এই জাতি জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে লাগিয়াছেন। যদি রণতরি টার্পিডোর কাছে পরাজয় মানে, তবে এই হাজার বৎসরের শ্রমের ফল একেবারে মাটি হইয়া গেল। বাণিজ্য ভিন্ন জাহাজ আর অন্য কোন কাজে লাগিবে না।

দিন দিন ইউরোপের যে প্রকার অবস্থা হইয়া দাঁড়াইতেছে তাহাতে এমন বোধ হয়, একবার সকল জাতিকে জড়াইয়া তুমুল সমরানল প্রজ্বলিত হইবে। যুদ্ধ বিগ্রহেই সকলের প্রবৃত্তি যাইতেছে। ইংলণ্ড লইয়া কাহারও প্রয়োজন নাই, কিন্তু ইংলণ্ডেশ্বরীর ভারত সাম্রাজ্য সকলের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বক্কণী লেহন করেন না এমন জাতিই নাই, তবে ইংলণ্ডের প্রবল বিক্রমে সহজে কিছু করিবার যো নাই, নচেৎ কাহাকেও সুস্থির থাকিতে দিত না।

রুশই ইংরাজদের প্রধান ভয়ের কারণ হইয়াছে। কাবুলের আমিরের সঙ্গে রুশের দিনকতক মহাপ্রণয় গেল, এখনও ভিতরে ভিতরে কি চলিতেছে, তাহা বলা যায় না। পারস্যরাজ আবার এখন রুশের মহা অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিলেন। সে দিন নব নৃপতির অভিষেকে অভিনন্দনের জন্য বহুমূল্য উপঢৌকন পারস্য হইতে রুশে প্রেরিত হইয়াছে। এখন পারস্যরাজ রুশের পরামর্শ লইয়াই কার্য্য করেন। পারস্যে অনেক রুশ কর্ম্মচারীও আছেন। ইহাতে কি অনুমান হয়? রুশ সম্রাট কি পারস্যরাজের সঙ্গে মিলিত হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবেন, তাহার কি কোন পরামর্শ হইতেছে? আমাদের তো তাহা বোধ হয় না। রুশের রাজ্য বিলক্ষণ বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাই রক্ষা করিতে পারিলে রুশের পরম মঙ্গল। বিশেষতঃ রুশের যেরূপ গৃহবিচ্ছেদ তাহারই শান্তি হইলে সম্রাট বাঁচেন, পররাজ্য আক্রমণ করিবার এ সময় নয়।

যাহা হউক, আমরা বলিতে পারি এক দিন না এক দিন ভারত লইয়া টানাটানি পড়িবে। ইংরাজ রাজপুরুষগণ স্থলপথ দ্বারা শত্রুদিগের ভারত প্রবেশের আশঙ্কা করিতেছেন। কিন্তু আমরা বলিতে পারি উত্তর পশ্চিমের সীমা প্রদেশ স্বভাবতই উত্তম রক্ষিত আছে। হিন্দুরাজাদের সময়ে ঐ প্রদেশ দিয়াই ভারতবর্ষে যত শত্রু প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু তৎকালে সৈন্য লইয়া কেহই ঐ স্থান রক্ষা করেন নাই। নৃপতিগণ আপন আপন সুখে নিরত থাকিতেন, শত্রুগণ রাজ্য আক্রমণ করিলে তখন চৈতন্য হইত।

ভারত তিন দিকে সাগর-প্রাকারে বেষ্টিত, সর্ব্বাঙ্গ নদীজালে সমাচ্ছন্ন—সমুদ্রবল যাঁহার অধিক তিনিই ভারতের অধীশ্বর। ইংরাজদের সমুদ্রবল যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, ভারতে কোন বিঘ্ন ঘটিবে না। এখন যাহাতে টার্পিডোর বল ব্যর্থ হয়, তদ্বিষয়েই মনোনিবেশ করাই কর্ত্তব্য হইতেছে।

বুঝি আবার ইউরোপে একটা নূতন যুদ্ধের অভিনয় হয় ?

আমরা দেখিতেছি, ইউরোপখণ্ড অসুস্থ ও অপ্রকৃতিস্থের ভাব ধারণ করিয়াছে। সময়ে সময়ে নানা প্রকার রোগ চিহ্ন প্রকাশিত হইতেছে। শরীরের অভ্যন্তরচারী বায়ু কুপিত ও দূষিত হইলে উদরাধ্মান হইয়া যেমন সর্ব্বদা উদ্গার উত্থিত হয়, অসুস্থ ইউরোপেরও তেমনি যুদ্ধোদ্গারের বিরাম নাই। সম্প্রতি আবার ফ্রান্সে ও ইটালীতে যুদ্ধ বাঁধিবার উপক্রম হইয়াছে, তাহাকেই আমরা এ উপমাটী দিলাম। গত ১৮ ই ও ১৯ এ জুন মার্সেলিস নগরে যে ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, তাহাই ইউরোপের উল্লিখিত রোগ বিকারের পরিচয় দিতেছে। গ্যারিবল্ডির রণভেরি আর স্বরে বাদিত হইতেছে, তাহাতে ইটালীয়দিগের বিগ্রহ প্রবণ হৃদয় আনন্দে যেন নৃত্য করিতেছে। শীঘ্রই যে এই উভয় রণদুর্ম্মদ জাতি মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, তাহার বড় সন্দেহ হইতেছে না।

সকলেই অবগত আছেন যে ফরাসীরা টিউনিস অধিকার করিয়া লইয়াছে। ইটালীর দক্ষিণ অংশ ও টিউনিস এ উভয়ের সম্মুখ ভাগে ভূমধ্যস্থ সাগর। যেখানে এখন টিউনিস নগর প্রতিষ্ঠিত আছে, বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ঐ স্থলে মহাসমৃদ্ধিশালী কার্থেজ নগর ছিল। তখন রোম রাজ্যের অতিশয় প্রাদুর্ভাব। তখন রোমকেরা আল্প পর্ব্বতের দক্ষিণ সীমা হইতে ভূমধ্যস্থ সাগরের উপকূল পর্য্যন্ত সমগ্র স্থান অধিকার করিয়া বলদর্পে দর্পিত হইয়াছিল। তখন সমুদায় ইউরোপ খণ্ডের মধ্যে গ্রীশ ভিন্ন এমন কোন দেশ ছিল না যে কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি রাজনীতির অভিজ্ঞতা, কি যুদ্ধ বিদ্যা কোন বিষয়ে রোম রাজ্যের সমকক্ষ হইতে পারে। তখন ইটালীর দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের অপর পারে আফ্রিকার উপকূলে কেবল একমাত্র মহাসমৃদ্ধিশালী কার্থেজ নগরীকে ঐশ্বর্য্যে ও সভ্যতায় রোম অপেক্ষা সমধিক উন্নত পদারূঢ় দেখিয়া রোমকেরা সাতিশয় জিগীষাপরবশ হয়। কার্থেজ তখন ভূমধ্যসাগর-মধ্যস্থ দ্বীপসমূহে ও ঐ সাগরের উপকূলে নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপিত করিয়াছিল। এমন কি ইটালীর ক্রোড়ে সিসিলি দ্বীপে অনেকগুলি সমৃদ্ধিশালী নগরী কার্থেজীয়দিগের অধিকৃত ছিল। বলদর্পিত রোম ঈর্ষ্যাকষায়িতলোচনে কার্থেজের অভ্যুদয় দর্শন করিয়া প্রসিদ্ধ পিউনিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। রোমকেরা প্রতিজ্ঞা করেন যে হয় তাঁহারা কার্থেজ নগরীর নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিবেন, নতুবা নিজেই এককালে বিহত বিধ্বস্ত হইবেন; কার্থেজীয়েরাও ঐরূপ প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হয়। পরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা কোন ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই।

এক্ষণে ফরাসীরা টিউনিস অধিকার করাতে ইটালীয়দিগের মনের ভাব প্রায় তদ্রূপ দাঁড়াইয়াছে। টিউনিস ও ইটালীতে অতি অল্পমাত্র ব্যবধান। ফরাসীরা রণদুর্ম্মদজাতি ও মহাবলে বলীয়ান। ইটালীর রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেছেন যে একে ত এই প্রবল পরাক্রান্ত ফরাসী জাতি তাহাদের দেশের উত্তর পশ্চিমাংশে অবস্থিতি করিতেছে, আবার যদি তাহারা তাহাদের দক্ষিণে সম্যক অধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ফরাসীদিগের ভয়ে ইটালীয়দিগকে সর্ব্বদাই অভিভূত থাকিতে হইবে। কখন কোন্ সামান্য কারণে পরস্পরে বিবাদ ঘটে, তাহার জন্য সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হইবে। ঠিক এইরূপ আশঙ্কা নিবন্ধন গত তুমুল ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয় যুদ্ধের ভীষণ অভিনয় হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে স্পেনরাজের পরলোক হইলে জর্ম্মাণ সম্রাট তাঁহার আত্মীয় জর্ম্মণীর প্রিন্স হোহেন্জোলারণকে স্পেনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প করেন। ফরাসীরাজ তৃতীয় নেপোলিয়ন তাহাতে

[illegible] আশঙ্কা করিয়া তাহা [illegible] ইহাই উক্ত যুদ্ধের কারণ।

[illegible] শতাব্দী [illegible] পূর্ব্বে ইটালী দেশের [illegible] ছিল, এখন আর তাহাদিগের সে অবস্থা [illegible] ইটালী অষ্ট্রিয়দিগের করকবলিত [illegible] দিগের লৌহদণ্ডে পুরুষানুক্রমে শাসিত [illegible] ইটালীয়েরা এককালে হীনবল, হীনসাহস, [illegible] অনভিজ্ঞ হইয়া যায়। পুরুষানুক্রমে [illegible] দাসত্ব করিলে হৃদয়ের উন্নত ভাব [illegible] ক্ষীণ হয়, এবং তাহার স্থানে [illegible] নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিনিচয় হৃদয় অধিকার করে। [illegible] যেমন দাস জাতিকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলে, গত শতাব্দীর ইটালীয়দিগের অবিকল সেই ঘটনা ঘটিয়াছিল। ঐ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহাবীর নেপোলিয়ন ফরাসী সাধারণতন্ত্রের সেনার অধিনায়ক হইয়া অষ্ট্রিয়দিগের সহিত যুদ্ধার্থ যখন ইটালীর বক্ষঃস্থলে অব[illegible] হইয়াছিলেন; যখন অপ্রতিহত বেগে উত্তুঙ্গ আল্প পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া সমধিকসংখ্যক অষ্ট্রিয় সেনার উপর জয়ের উপর জয় লাভ করিতে লাগিলেন, যখন তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি ও খ্যাতি বিস্তার দেখিয়া ফরাসী সাধারণ তন্ত্রের ঈর্ষ্যান্বিত অধিনায়কেরা সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলেন, যখন অনন্যোপায় হইয়া ইটালীয়দিগকে অষ্ট্রিয়রাজের লৌহদণ্ডের ভয় হইতে নিষ্কৃতি দিয়া তাহাদিগকে স্বাধীন করিবার নিমিত্ত অঙ্গীকার করিয়া তাহাদিগকে [illegible] সিদ্ধির জন্য তাহাদিগকে [illegible] সৈনিকদলে প্রবেশ করাইতে লাগিলেন, তখন [illegible] তাহাদিগের অকর্ম্মণ্যতা প্রমাণ হইল। এখন আর তাহারা পূর্ব্বের মত হীনবল হীনসাহস, হীনোদ্যোগ, অস্ত্রব্যবহারানভিজ্ঞ ও যুদ্ধভয়ে ভীত নহে। এখন তাহারা ইউরোপের [illegible] জাতির অনুরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন [illegible] ফরাসী জাতি অথবা [illegible] জাতির [illegible] নহে।

[illegible] অবিবাদ [illegible] ইটালীয় গবর্ণমেণ্ট [illegible] গবর্ণমেণ্টের ঐ কার্য্যের প্রতিবাদ করেন। [illegible] ইটালীয় গবর্ণমেণ্টের কথায় [illegible] না। এই নিমিত্ত উভয় জাতির [illegible] হইয়াছে। [illegible] ইটালীয় [illegible] ফরাসীদিগের সহিত সংগ্রামে উন্মত্ত [illegible] তাহার উল্লেখ নাই ইটালীয়েরা [illegible] যে কিরূপ উন্মত্ত হইয়াছে, [illegible] এ জুনের মার্সেলিসের ব্যাপারে [illegible] হইতেছে। ঐ নগরে ইটালিয়দিগের একটী ক্লব সভা আছে। ঐ সভাগৃহে ইটালীয় জাতির চিহ্নস্বরূপ একখানি ঢাল আছে। গত ১৮ ই জুন কয়েক দল ফরাসী সৈন্য ঐ ক্লবসভাবাটীর সম্মুখস্থিত রাস্তা দিয়া টিউনিস হইতে ফ্রান্সদেশে আসিতেছিল। উক্ত ক্লবসভার কয়েকজন সভ্য তাহাদিগকে উপহাস করে। ফরাসীজাতির স্বভাব এই যে তাহারা সহজেই সামান্য কারণে কুপিত হইয়া উঠে। একজন কেহ কেহ পারদের সহিত তাহাদিগের তুলনা করিয়া থাকেন। তাপমান যন্ত্রে যেমন অল্পমাত্র উত্তাপ লাগিলেই তন্মধ্যস্থিত পারদ স্থির না থাকিয়া সহজেই স্ফীত হইয়া উচ্চে উঠিতে থাকে, তদ্রূপ ফরাসীজাতি সামান্য অবমাননাও সহ্য করিতে না পারিয়া কুপিত হয়। সৈনিকদিগকে উপহাস করাতে মার্সেলিসের লোকেরা ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া ক্লব-সভাগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক উক্ত ঢালখানি দূর করিয়া ফেলিয়া দেয়। অতঃপর ঐ নগরীস্থ ইটালীয়েরা যুদ্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। ১৯ এ জুন মার্সেলিস নগরে ফরাসী সম্প্রদায়ের সহিত ইটালীয় সেনাগণের ঘোরতর সংগ্রাম হয়, তাহাতে উভয় পক্ষেরই কতকগুলি লোক হতাহত হইয়াছে।

ফরাসী-ইটালীয় যুদ্ধের এই প্রারম্ভ। এই যুদ্ধের ফল যে কি হইবে, তাহা এক্ষণে বলা [illegible] পারে না, এবং আমরা ভবিষ্য বিষয়কে নাপেদে আনয়ন করিতে ইচ্ছা করি না। তবে ইউরোপীয় অন্যান্য জাতি এই যুদ্ধ [illegible] কিরূপ [illegible] করিতে পারেন, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। এই যুদ্ধে ইংলণ্ডের বিশেষ [illegible] বা স্বার্থহানি কিছুই দেখা যায় না। এজন্য ইংলণ্ড নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিবেন বোধ হইতেছে। জর্ম্মাণ মন্ত্রিবর্গও কহিয়াছেন তাঁহারা নিরপেক্ষ থাকিবেন। কিন্তু অষ্ট্রীয়ার কথা স্বতন্ত্র। সমুদ্রের উপকূলে তাঁহাদিগের এমন একটু স্থান নাই যে তথা হইতে তাহারা বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। এখন বলবতী রাজ্যের একটী প্রধান বল [illegible] ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, ইটালী সকল দেশের সকল রাজ্যের প্রবল রণতরীদল আছে। সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তৃত নহে বলিয়া অষ্ট্রীয়-রাজ রণতরী করিতে পারিতেছেন না। যখন ইটালী তাঁহার অধিকৃত ছিল, তখন আড্রিয়াটিক সমুদ্রের উপকূলস্থিত বেনিস নগরী তাঁহার রাজ্যের প্রধান বন্দর ছিল, কিন্তু যে অবধি ইটালী তাঁহার অধিকারচ্যুত হইয়াছে, তদবধি তিনি সমুদ্রের উপকূল হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। সুতরাং তিনি এই যুদ্ধে যে নিরপেক্ষ হইয়া থাকিবেন, এমন বোধ হয় না। বোধ হয় জর্ম্মণিরাজও তাঁহার সহায়তা করিতে পারেন। অষ্ট্রীয়ার স্বার্থের সহিত জর্ম্মণির স্বার্থ সম্মিলিত। জর্ম্মণিরও দক্ষিণদিকে সমুদ্র তটে কিছু স্থান লাভ আবশ্যক হইয়াছে। তবে রুষ্যরাজমন্ত্রী বিলক্ষণ মন্ত্রণাকুশল। বর্লিন সন্ধিকালে ইংলণ্ড যেরূপে সাইপ্রস প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। পরিণাম যে কিরূপ দাঁড়ায়, এখন স্থির করিয়া বলা কঠিন।

কাবুলের গৃহবিচ্ছেদ।

বিধাতা কি কাবুলকে পূর্ব্ববৎ অবনাপূর্ণ পর্ব্বতে পরিণত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন? বোধ হয় বিধাতাই লার্ড লিটনকে স্বসঙ্কল্পিত কার্য্যের অধ্যক্ষ করিয়া ভারতে পাঠাইয়াছিলেন। ইংরাজেরা তাঁহার কুমন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া আফগানস্থানে ঘোর সমরানল প্রজ্বলিত করিলেন। অসংখ্য লোক সেই অনলে পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিল, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ ব্যবসায় হইতে বিরত হইলেন বটে; কিন্তু এরূপ পথ প্রস্তুত করিয়া দিলেন যে, যাহারা অবশিষ্ট জীবিত আছে, তাহারাও তনুত্যাগ করিবে। ইংরাজেরা দোস্ত মহম্মদের পৌত্র ও কাবুলের যথার্থ আমীরি পাইবার যোগ্য ব্যক্তিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আপনাদিগের মনোমত এক ব্যক্তিকে আমিরী প্রদান করিলেন। আবদুল রহমান সেই মনোনীত ব্যক্তি তাঁহার [এমন] কোন অসাধারণ গুণ নাই যে, আফগানস্থানবাসীরা প্রকৃত অমীরকে হারাইয়া তাঁহাকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে। আফগানস্থানবাসীরা হাজার অসভ্য হউক, হাজার হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হউক, কেহ তাহারা প্রকৃত রাজ্যাধিকারীর প্রতি ভক্তিশূন্য নহে। আবদুল রহমান প্রকৃত রাজ্যাধিকারী নন বলিয়া আফগানবাসীরা তাঁহার অনুগত ও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত নহে। তবে যে কাল্পনিক অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছে, সে কেবল ব্রিটিশ জাতির ভয়ে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কাবুল ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের সে ভয় দূরগত হইয়াছে। তাহারা এখন নির্ভীকচিত্তে আয়ুবের সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। প্রকৃত রাজার বিপৎপাতে সাহায্য করা ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া তাহাদিগের ধারণা আছে। এই জন্য তাহারা আয়ুবের সাহায্যদানে কুণ্ঠিত হইতেছে না। সরদারেরা ক্রমে ক্রমে আয়ুবের সহচর ও অনুচর হইতেছেন, মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ ঘটিতেছে, একটী বৃহৎ সংগ্রাম বাঁধিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনাও হইয়া উঠিয়াছে। ইংরাজেরা মধ্য-

বর্ত্তী হইয়া যদি একটী সৎ মীমাংসা করিয়া না দেন, এবং আবদুল রহমান ও আয়ুবকে পরস্পর বল-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে দেন, আমরা কাবুলের যে দারুণ পরিণামের আশঙ্কা করিতেছি, তাহাই ঘটিয়া উঠিবে সন্দেহ নাই।
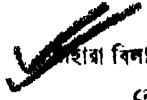
[illegible]হারা বিলাতে যান, তাঁহাদের হইতে দেশের লাভ কি?

এই বহু-লোক-গর্ভ ভারতবর্ষে অনেক সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। কাজেই পরস্পরের সহানুভূতি নাই বলিলেই চলে। কোথা হইতে সহানুভূতি থাকিবে? যেখানে এক সাম্প্রদায়িক লোকে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচারী ও বিরুদ্ধমতাবলম্বী, সেখানে ঘৃণা বিনা মমতার উদ্রেক হয় না। ধর্ম্মসম্বন্ধে মত ও বিশ্বাসে বল, সামাজিকতায় বল, আচার ব্যবহারে বল, সকলি বিভিন্ন। এ সমস্ত বিভিন্ন হইলে মতের একতা থাকে না; মতের একতা না থাকিলে পরস্পর পরস্পরের নিন্দাবাদ করিয়া থাকে। সুতরাং মনে মনে বৈরভাবের সঞ্চার হয়। তুমি পরম বৈষ্ণব,—হরিনামের অলকায় সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়া জপমালা ও ঝুলি লইয়া হরিনাম করিতেছ, আমি শাক্ত—পাঁচ পাত্র সামগ্রী করিয়াছি তোমাকে দেখিয়া বলিলাম—কি বাবাজি! কুঁড়োজালি নিয়ে কি হচ্চে? তুমি ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলে। আমি শিষ্টাচারী ও ভদ্র হইলেও তোমাকে একটুকু ব্যঙ্গ করিতে ইচ্ছা করে, কেন না তুমি আমার পথের পথিক নও।

আবার আমি তোমাকে যদি কিছু নাও বলি, তবে অনেক স্থলে আমার সঙ্গে তুমি লোকলৌকতা ও আত্মীয়তা করিতে পারিবে না। আমার বাটীতে সমারোহে দুর্গোৎসব হইবে, আমি তোমাকে আদর করিয়া নিমন্ত্রণ করিলাম। তুমি বৈষ্ণব—কাটাকে বিনানো বল, আমার নিমন্ত্রণ তুমি রক্ষা করিতে পারিবে না। আমার গৃহে অধিষ্ঠান করিলে বলিদান দেখিতে হইবে, ছাগরক্ত সম্মুখে পড়িবে। কাজেই আমার বাটীতে তোমার আসা হইল না। লোকের সঙ্গে ব্যবহার দর্পণে মুখ দেখা; আমার বাটীতে তুমি আসিলে না, তোমার বাটীতে আমি যাইব কেন? অতএব তোমাতে আমাতে বন্ধুতা থাকিল না।

আমার ও তোমার মত ও বিশ্বাস হয় তো এক; কিন্তু তুমি ভারী কুলীন, আমি বংশজ। তোমার সন্তানের সঙ্গে আমার কন্যাটীর বিবাহ দিয়া পাকা রকম কুটুম্বিতা আঁটিব, সে পথ রহিল না। হয় তো এই বৈবাহিক সম্বন্ধে আমাদের উভয়ের নিতান্ত আগ্রহ জন্মিল, কিন্তু সমাজের ভয়ে কিছুই করিতে পারিলাম না। এইরূপ জাতিভেদ মতভেদ প্রভৃতি নানা কারণে সমাজ মধ্যে আমরা অনেক কাম করিতে পারি না, সে জন্য সময়ে সময়ে সমাজের ঘোর অনিষ্ট হয়। সেই জন্যই এই অসীম ভারতবর্ষ এত হীনবল, নচেৎ কোন্ দেশ ইহার সমকক্ষ হইতে পারে? ভারতবর্ষে সুশিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মত ও সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ তিরোহিত না হইলে দেশের যথার্থ উন্নতির প্রত্যাশা করা বৃথা। পশ্চিমাঞ্চলে ও দাক্ষিণাত্যে হিন্দু মুসলমানে কতবার হুলস্থূল ব্যাপার ঘটিয়া গেল। সেগুলি তো এখনকার সময়োচিত কাজ হয় নাই। ধর্ম্মান্ধতার দিন চলিয়া গিয়াছে। হিন্দু মুসলমানের সজীব দেবতারা অনেক বলী খাইয়াছেন, আর কেন? এখন অন্য কোন নৈবেদ্যের আহরণ কর। যাহাতে দেশের মুখশ্রী উজ্জ্বল হয়, তাহার চেষ্টা দেখ।

জাতিভেদ দু দিনে ঘুচিবার নয়—কিন্তু পরস্পরের মধ্যে সৌহাদ্য এক দণ্ডে বর্দ্ধিত হইতে পারে। অতএব হিন্দু মুসলমানের পরস্পর বিদ্বেষ ভাব না থাকে, তদ্বিষয়ে সকলের যত্নবান হওয়া উচিত।

আর একটী মঙ্গলকর কাজ আছে,—বড় অসাধ্য নয়, সাধন করিতে পারিলে দেশের ভাবী মঙ্গলের বীজ রোপণ করা হয়। পশ্চিমাঞ্চলবাসিদের সঙ্গে বাঙ্গালিদের বৈবাহিক সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইলে বড় সুখের কারণ হয়। হিন্দুস্থানীরা বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের মর্ম্মগ্রাহে সমর্থ নহেন; অতএব ইংরাজি কাগজের সম্পাদকেরা এ কথা লইয়া স্বীয় স্বীয় কাগজে আন্দোলন করিলে হিন্দুস্থানীদিগকে আমাদের মত জ্ঞাত করা হইবে, এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা স্ব স্ব প্রদেশে এ কথার শুভাশুভ ফল বিচার করিয়া দেখিতে পারিবেন। আমরা আজ যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম, হিন্দুস্থানীদিগকে তাহা বিদিত করিবার জন্য বেঙ্গলী, মিরার, হিন্দুপেট্রিয়ট আমাদের মুখস্বরূপ হউন।

অজ্ঞ লোকের সম্প্রদায়ে সুনিয়ম প্রচলিত করা সহজ কাজ নহে, তাহাতে অনেকটুকু ক্লেশ পাইতে হয়। কিন্তু অজ্ঞ লোকের কথা বলিব কি!—কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগেরও মনের প্রবৃত্তি দেখিয়া আমরা অবাক হইতেছি। বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত যাঁহারা বিলাতে যান, স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে তাঁদের কেবল সাবেক রংটুকু থাকে—আর আর সকলি এক রাত্রির মধ্যে বদলিয়া যায়। বিলাতে পৌঁছিতে বিলম্ব সয় না, জাহাজে পা দিলেই খানা পরনা ফিরিল। বিলাতে উপস্থিত হইলে আর উপায় কি?—ভাল, যেখানে যেমন সেখানে তেমন। পরে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলে আর যেন সে মানুষ নয়—রোমান অক্ষরে তখন চাল চলন হইতে থাকে। ভাষা—বাঙ্গালা, কিন্তু রোমান বর্ণে লিখিত; ভিতরে—বাঙ্গালী, কিন্তু ইংরাজি কেতাতে সমাজে পরিচিত। এঁরা দেশীয় লোকের দারুণ শত্রু। খাঁটি সাহেবেরাও বরং ভারতবর্ষবাসিদিগকে স্নেহ মমতা করেন, কিন্তু ইহাঁদের হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্রও নাই। যাঁহাদের মানুষ, যাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া এত বড় হইলেন, দু দিন বিলাতে যাইয়া তাঁহাদিগকে নিগার্ড বলেন। যৌবন কালের শোণিতের উষ্ণতাই উহার কারণ। বিলাতে বিদ্যাশিক্ষা করিতে যাওয়া নিন্দনীয় নহে; কিন্তু উহার আনুষঙ্গিক দোষগুলিকে মার্জ্জনা করা যায় না। কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের দ্বারা কোথা দেশের অবস্থা ফিরিবে, না, তাঁহারা সমাজের দারুণ শত্রু হইতে লাগিলেন। সে দিন দাক্ষিণাত্যে অনৈক বিলাত-ফেরত যুবক আপনার পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। চারুশীলা কুলবধূর অপরাধ কি?—তিনি স্বামীর সঙ্গে গো-মাংস ও শূকর-মাংস খাইতে অনিচ্ছু। এ অপরাধ সভ্য পুরুষের গায়ে সহ্য হয় নাই। আমরা বলি,—যদি উচ্চতর বিদ্যাশিক্ষার পরিণাম ফল এইখানে আসিয়া দাঁড়ায়, তবে তেমন বিদ্যাশিক্ষাকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া এই অজ্ঞতাপূর্ণ ভারতগর্ভেই তাঁহারা থাকুন, আর উন্নতিতে কাজ নাই। ইহাতে কেবল বিলাতফেরত যুবকদিগকে দোষী করিতে পারি না। আমাদের সমাজেরও সম্পূর্ণ নিষ্ঠুরতা আছে। সাহেব বাবুরা আসিয়া হাম্ মটন্ চামচে কাঁটা লইয়া বসে গেলেন,—সমাজের প্রতি ঔদাসীন্য, বিরাগ, ভারতবর্ষকে জন্মস্থান বলিতে আন্তরিক ঘৃণা, হিন্দুদের কাহাকেও চান না—সব কুসঙ্গ। আবার হিন্দু-সমাজও তেমনি,—বিলাত গিয়াছিলে, কত অখাদ্য সামগ্রী পেটে গিয়াছে, হাতের জল অস্পৃশ্য,—প্রায়শ্চিত্ত কর, তবে স্থান পাইবে। কেহ প্রায়শ্চিত্ত করেন না, হিন্দু সমাজের আচার ব্যবহার তাঁহারা মানেন না, কাজেই সমাজে স্থান পান না। ইহাতে হিন্দু সমাজ দিন দিন অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। সুযোগ্য পাত্রগুলি ক্রমে ক্রমে সমাজের বহির্ভূত হইতে চলিলেন, তখন মঙ্গলের আশা কোথা? শীঘ্র ইহার প্রতিবিধান যদি না করা হয়, তবে আর কেহ যেন সন্তানদিগকে বিলাত পাঠাইবার প্রস্তাব না করেন।

হিন্দু-সমাজ দিন দিন সাত রঙ্গা ফকিরি কাঁথা হইয়া পড়িতেছে। কোন বিষয়ে দুই জন মানুষ এক রকমের পাইবে না। চির প্রসিদ্ধ একটা কথা ছিল—"আপরুচি খানা, পররুচি পিঁধনা"। কালে সকল কাজেরই উল্টা ব্যবহার হইতেছে, এ প্রবাদ

বাকাও উলটিয়া গিয়াছে। এখন, আপরুচি পিঁদনা পররুচি খানা"। মুখে ভাল লাগে না, তবু সাহেবের দায় পড়িয়া মুখ বিকট করিয়া রোষ্টটোষ্ট মাংসগুলা রাক্ষসের মত হাঁস হাঁস করিয়া গিলিতে হইবে। এ পররুচি খানা নয় তো কি বলিব? পোষাকেও দেখ, পাঁচ জনের চক্ষে যাহা ভাল লাগে তেমন কাপড় পরা হইবে না। নিজের একটা পছন্দ মত বানাইয়া লইতে হইবে। কাহারও কোটের গলায় গলাসী, জুব্বায় ঝালর পুটে, এক-শত জন বাঙ্গালীকে কোন স্থানে রাখিয়া দেখ, দুই জনের বসন ভূষণ এক রকম পাইবে না। পরিচ্ছদ দেখিয়া অন্য জাতিকে চিনিতে পারা যায়, কিন্তু বাঙ্গালীকে চিনিবার যো নাই। ভিন্ন মত ভিন্ন রুচি ভিন্ন প্রবৃত্তিই এই সমস্ত বিভিন্নতার কারণ।

যাঁহারা সমাজ-সংস্কারক, দেশের উন্নতিসাধনে তৎপর—এই সকল ক্ষুদ্র বিষয় হইতে একতা বন্ধনের চেষ্টা করুন। ক্ষুদ্র বিষয়ে উপেক্ষা করিয়া এককালে বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা বিড়ম্বনা মাত্র।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের আয় ব্যয় বিবরণ।

গত বুধবারের কলিকাতা গেজেটে আমাদের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের ১৮৭৯-৮০, ১৮৮০-৮১ অব্দের আয় ব্যয়ের বিবরণ এবং ইহার সহিত ১৮৮১-৮২ অব্দের ভাবী আয় ব্যয়ের আনুমানিক বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৭৯-৮০ অব্দে ব্যয়ের জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে ৪,৩১,১৭,০৮১ টাকা ছিল, তন্মধ্যে ৩,৮০,১২,৮৩১ টাকা ব্যয় হয় ও ৫২,০৪,২৫০ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। ঐ বৎসর যেরূপ আয় হইবে, অনুমান করা গিয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক আয় হইয়াছিল। যদিও ষ্ট্যাম্প ও রেজিষ্টরি হইতে আয়ের কিঞ্চিৎ হ্রাস হয় তথাপি শুল্ক, রেলওয়ে, পূর্ত্তকার্য্য ও মফস্বলের স্থানীয় আয় অধিক হওয়াতে কিছু মাত্র ক্ষতি হয় নাই।

১৮৮০-৮১ অব্দের জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট যে আনুমানিক আয় ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করেন, তাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন করিলে পর স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ২৯এ জুনের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্ব বর্ষের আয় হইতে এ বৎসর ৫১,০৭,০০০ টাকা উদ্বৃত্ত ছিল। এতদ্ভিন্ন লাইসেন্স ট্যাক্স, অন্যান্য কর, লবণ, ষ্ট্যাম্প, রেজিষ্টরি, আইন ও আদালত, পুলিষ, শিক্ষা, চিকিৎসা, মুদ্রাযন্ত্র, রেলওয়ে, পূর্ত্তকার্য্য ও অন্যান্য বিভাগ হইতে সমুদায়ে ৩,৫৩,৩ ,০০০ টাকা আয় হইবার সম্ভাবনা। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ও স্থানীয় আয় হইতে ৪১,০৪,০০০ টাকা পাওয়া যাইবে। সমুদায়ে ১৮৮০-৮১ অব্দে ৪,৪৫,৪৪,০০০ টাকা বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আয় এবং ব্যয়ও সমুদায়ে ৩,৯৬,৪৩,০০০ টাকা; সুতরাং এই বৎসর ৪৯,০১,০০০ টাকা উদ্বৃত্ত হইতে পারে।

১৮৮১-৮২ অব্দে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আনুমানিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণ এই :—

	আয়।
গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	৪৯,০১,০০০
আবগারি	৬০,০০,০০০
ট্যাক্স	৩,৫০,০০০
স্থানীয় কর	৩৫,৬২,০০০
শুল্ক	৭৪০০০
লবণের শুল্ক	১,৩৫,০০০
ষ্ট্যাম্প	১,১৮,০০,০০০
রেজেষ্টরী বিভাগ	১০,৫০,০০০
অন্যান্য সামান্য আয়	১,৬৫,০০০
আইন ও আদালত	১৮,২০,০০০
পুলিষ বিভাগ	৪,৬৫,০০০
সামুদ্রিক বিভাগ	১২,০০,০০০
শিক্ষা বিভাগ	৫,১২,০০০
চিকিৎসা বিভাগ	১,৬৫,০০০
মুদ্রাযন্ত্র ও কাগজ প্রভৃতি	১,০৫,০০০
সুদ	১৫,০০০
অন্যান্য বিবিধ আয়	৬,৫৫,০০০
রেলওয়ে	৩১,১০,০০০
জল সেচন ও নৌবিভাগ	১৮,৭৩,০০০
অন্যান্য পূর্ত্তকার্য্য	৬,৭০,০০০
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের দেয়	৩৮,১০,০০০
স্থানীয় আয়	২০০
সমুদায়ে	৪,৫৫,৪১,০০০ টাকা

	ব্যয়।
সুদ	৩৭,৬৯,০০০
যে টাকা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে	৬,৪৬,০০০
রাজস্ব বিভাগ	২৭,০০,০০০
আবগারি	১,৭০,০০০
ট্যাক্স	১,০০,০০০
শুল্ক	৭,০০,০০০
লবণ বিভাগ	২২,০০০
ষ্ট্যাম্প	৪,০৪,০০০
রেজিষ্টরী বিভাগ	৬,৩১,০০০
শাসন বিভাগ	১৪,৭৮,০০০
অন্যান্য সামান্য ব্যয়	২,৮৬,০০০
আইন ও আদালত	৯১,২১,০০০
পুলিষ	৪১,০০,০০০
সামুদ্রিক বিভাগ	১২,১৭,০০০
শিক্ষা বিভাগ	২৬,৯০,০০০
ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যয়	৯,০০০
চিকিৎসা বিভাগ	১১,২৫,০০০
মুদ্রাযন্ত্র, কাগজ ইত্যাদি	৮,৬৪,০০০
বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত অসমর্থ ব্যক্তিদিগকে দান	২০০০
বিবিধ ব্যয়	৩,০২,০০০
রেলওয়ে	২৬,৪০,০০০
জল সেচন ও নৌবিভাগ	৪০,০০,০০০
পূর্ত্তকার্য্য বিভাগ	৬৭,৯৩,০০০
স্থানীয় চাঁদা	১,৯৫,০০০
সমষ্টি	৪,৪০,৯৫,০০০

এই আয় এবং এই ব্যয়ের হিসাব ধরিয়া অনুমান হয় যে আগামী বর্ষে ১,৯৫,০০০ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে।

১৮৭১ অব্দের পূর্ব্বে সমগ্র ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের ভার ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে ছিল। স্থানীয় আয় ব্যয়ের ভার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হস্তে দেওয়া সুবিধাজনক বিবেচনায় ঐ অব্দে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তদনুরূপ কার্য্যের সূত্রপাত করেন। অনন্তর ১৮৭৭ অব্দে উহার রীতিমত বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ভাবি দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হইবে, এই বিবেচনায় ১৮৭৭ অব্দে তাৎকালিক রাজস্বমন্ত্রী সর জন ষ্ট্রাচি সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টকে নিজ ভার বহনে সমর্থ বুঝিয়া বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রাদেশিক আয় ব্যয়ের ভার অর্পণ করেন।

ভারতবর্ষের পোষ্ট আপীস সমূহের প্রতিনিধি ডাইরেক্টার জেনেরল আমাদিগের নিকট একখানি বিজ্ঞাপনী প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা তৎপাঠে জানিতে পারিলাম, আগামী ১ লা আগষ্ট হইতে গবর্ণমেণ্ট পত্রাদি রেজিষ্টরি করিবার ফি চারি আনার পরিবর্ত্তে দুই আনা গ্রহণ করিবেন। এই ফি দিয়া রেজিষ্টরি করিয়া লোকে ভারতবর্ষের মধ্যে এবং তদ্ভিন্ন বিদেশেও পুস্তক, পত্রিকা, চিঠি, পোষ্ট-কার্ড প্রভৃতি প্রেরণ করিতে পারিবেন। বস্তুতঃ গবর্ণমেণ্ট ডাক বিভাগের ক্রমে যেরূপ সুন্দর বন্দোবস্ত করিতেছেন, তাহাতে লোকের যে বিশেষ সুবিধা হইতেছে এ কথা বলা বাহুল্য। যদিও এ বিভাগ হইতে বর্ষে বর্ষে গবর্ণমেণ্টের বিস্তর টাকা লাভ হইতেছে তথাপি লোকের সুবিধার সহিত তুলনা করিলে ইহার মূল্য নাই বলিয়া প্রতীতি হয়। আমরা এই বিভাগ ভিন্ন অন্য বিভাগের তাদৃশ উন্নতি অথবা সুবন্দোবস্ত দেখিতে পাই না। পূর্ত্ত কার্য্য বিভাগে আমরা বর্ষে বর্ষে যে টাকা দিয়া থাকি, এবং পূর্ত্তকার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট যেরূপ পীড়ন করিয়া আমাদিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করেন, যদি আমরা তাহার এক চতুর্থাংশ উপকার লাভ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদিগের রক্তউঠা ধনের সার্থকতা জানিতে পারিতাম, কিন্তু উপকারের পরিবর্ত্তে আমরা সেই অর্থে ব্যক্তি বিশেষের উদর পূর্ণ হইতে দেখিতে পাই। একটী প্রবাদ আছে "আছে গরু না বয় হাল তার দুঃখ

চিরকাল" আমাদের ঠিক সেই দশাই ঘটিয়াছে। মিউনিসিপালিটী আছে তাহার কার্য্য নাই। রোড সেস দেওয়া আছে কিন্তু প্রয়োজন মত পথ নাই। এইরূপ নানা বিশৃঙ্খলা। ডাক বিভাগের জন্য আমাদিগকে একটী পয়সাও করস্বরূপ দিতে হয় না, কিন্তু ইহার কার্য্য শৃঙ্খলা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। আর যে যে কার্য্যের জন্য আমাদিগের কষ্টার্জ্জিত ধন আমাদিগের নিকট হইতে পীড়ন করিয়া আদায় করা হয়, সেই সেই কার্য্যের উন্নতি নাই, দেখিয়া আমরা মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাইয়া থাকি। ইহা আবার এক প্রকারে নহে, প্রথমতঃ অর্থের অপব্যয়, দ্বিতীয়তঃ ঐ সকল বিভাগের কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য যে সকল গুণপুরুষ আছেন, উঁহাদিগের অধিকাংশের দৌরাত্ম্য সময়ে সময়ে এরূপ অসহনীয় হয় যে তাহাতে লোকের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইয়া থাকে। ঐ সকল বিভাগে গবর্ণমেণ্টের তীব্র কটাক্ষপাত যে বিশেষ প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে ভুক্তভোগিমাত্রেই অবগত আছেন।

১৮৮১। ৮২ সালে কলিকাতায় ভারতবর্ষীয় শিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শন।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আজ্ঞাক্রমে আগামী ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে কলিকাতায় ভারতবর্ষীয় শিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শন হইবে।

২। মান্যবর শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত প্রদর্শনের ব্যবস্থার ও তৎসম্পর্কীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করণের ভার কলিকাতার ইকনমিক মিউজিয়মের কার্য্য নির্ব্বাহক সদর কমিটীর প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। সভাপতি মান্যবর শ্রীযুত এচ, টি, প্রিন্সেপ সাহেব ও সেক্রেটরী শ্রীযুত এচ, এচ, লক্ সাহেব; ইঁহাদের মধ্যে একতর ব্যক্তির নামে প্রদর্শন সংক্রান্ত সমুদয় পত্রাদি পাঠান যাইতে পারিবে।

৩। অধুনা যেরূপ সঙ্কল্প করা গিয়াছে, তাহাতে ভারবর্ষে প্রস্তুত নিম্নলিখিত উৎকৃষ্টতর দ্রব্যেরই প্রদর্শন হইবে, কিন্তু কমিটী তাহাতে অন্য কোন শ্রেণীর দ্রব্য সংযোগ করা বাঞ্ছনীয় বোধ করিলে ইহার পর তাহা করিতে পারিবেন। যাঁহারা প্রদর্শনে দ্রব্য পাঠাইতে কল্পনা করেন কিম্বা তাহাতে যাঁহাদের অনুরাগ আছে তাঁহারা যে কোন প্রস্তাব করেন, কমিটী তাহা যত্নপূর্ব্বক বিবেচনা করিবেন।

প্রথম—রেশমী বস্ত্রাদি—কোরা, শাদা গরদ, রঙ্গীন ও ফুলদার রেশম, তসর ও অন্য জঙ্গলা রেশম।

দ্বিতীয়—সূতার দড়ি, পর্দ্দা ও মেজের চাদর সূক্ষ্ম মসলিন ও তুলার নির্ম্মিত অন্য বস্ত্র।

তৃতীয়—রেশম ও তুলা মিশ্রিত বস্ত্রাদি

চতুর্থ—বুটার ও জরির কায।

পঞ্চম—গালিচা।

ষষ্ঠ—মাদুর প্রভৃতি।

সপ্তম—মসিনা, শণ ও নারিকেল প্রভৃতির সূতা প্রস্তুত দ্রব্য। *

অষ্টম—পশমী বস্ত্রাদি।

নবম—চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যাদি।

দশম—সোণার ও রূপার অলঙ্কার প্রভৃতি।

একাদশ—হস্তিদন্ত ও কাষ্ঠক্ষোদিত দ্রব্যাদি ও শঙ্খের কার্য্য, কৌদের কার্য্য বার্ণিশের কার্য্য খড়ের ও বেতের কার্য্য ও অন্য সখের দ্রব্য শুদ্ধ নানা বর্ণের বিচিত্র কার্য্য।

দ্বাদশ—ধাতুময় দ্রব্যাদি।

ত্রয়োদশ—মাটীর বাসন।

চতুর্দ্দশ—কৃষ্ণনগরের পুতুল ও তদ্রূপ গঠনের দ্রব্যাদি।

পঞ্চদশ—প্রস্তরে ক্ষোদিত দ্রব্যাদি।

ষোড়শ—কাচ (ইহার মধ্যে চুড়ি প্রভৃতি কাচনির্ম্মিত অলঙ্কার ধরা যাইবে।)

সপ্তদশ—শঙ্খাদিতে ক্ষোদিত দ্রব্য।

অষ্টাদশ—আলমারি প্রভৃতি ও আসবাব।

৪। এতৎকার্য্য পক্ষে বিশেষমতে নিযুক্ত কমিটীর ব্যক্তিরা স্বর্ণ ও রৌপ্য ও তাম্রের পদক ও সম্ভ্রমসূচক সার্টিফকেট দিবেন।

৫। যাঁহারা দ্রব্যাদি প্রদর্শন করাইতে চাহেন তাঁহারা যে প্রকারের ও যত সংখ্যক দ্রব্য দেখাইবার প্রস্তাব করেন ও ঐ ২ দ্রব্য রাখিবার যত স্থান লাগিবে তাহার নোটিশ পাঠাইবেন। ঐ নোটিস ও স্থানের নিমিত্ত প্রার্থনাপত্র ইকনমিক মিউজিয়মের সেক্রেটরির নামে, কলিকাতার হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের ১২ নং বাটীতে পাঠাইতে হইবে, ৩১ এ জুলাইর অব্যবহিত পর অবধি ১৫ ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সময় মধ্যে যেন ঐ নোটিস ও প্রার্থনাপত্র পহুছে। ১৫ সেপ্টেম্বরের পর পাঠাইলে যত স্থানের প্রয়োজন কমিটী যে সেই স্থান দিতে পারিবেন ইহা স্বীকার করিতে পারেন না।

৬। প্রদর্শনার্থ দ্রব্যাদি ৩০ সেপ্টেম্বরের পর যত শীঘ্র হইতে পারে কলিকাতায় পঁহুছাইয়া দিতে হইবে। প্রদর্শকের ও কমিটীর মধ্যে পূর্ব্বে বিশেষ বন্দোবস্ত না হইলে নবেম্বর মাসের ১ তারিখের পর আর কোন দ্রব্যাদি লওয়া যাইবে না।

৭। প্রদর্শকদের প্রতি বিশেষ মতে আদেশ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যে দ্রব্য পাঠান তাহা বিক্রয়ার্থ কি না ইহা জানাইবেন; বিক্রয়ার্থ হইলে প্রত্যেক দ্রব্যের সঙ্গে তন্মূল্য ও তন্নির্ম্মাতার ও প্রদর্শকের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দিবেন। সেইরূপ দ্রব্য চাহিলে আর পাওয়া যাইতে পারিবে কি না কমিটীকে ইহাও জানাইতে হইবে।

৮। প্রদর্শক যত রকমের যত দ্রব্য পাঠাইবেন তাহার এক একটী আদর্শমাত্র প্রদর্শন স্থানে রাখা যাইবে সেইরূপ আর যত দ্রব্য থাকে তাহা গ্রহণ ও বিক্রয় করণার্থে স্বতন্ত্র সিরিস্তা স্থাপনের বন্দোবস্ত করা যাইবে।

৯। দ্রব্যাদির সঙ্গে বিক্রয় করা যাইবে না বলিয়া লিখিয়া দেওয়া না গেলে, তাহা বিক্রয় করা যাইবে বলিয়া জ্ঞান হইয়া তাহাতে যে মূল্য লেখা থাকে সেই মূল্য অথবা প্রদর্শনের পর যে প্রকাশ্য নীলাম হইবে তাহাতে অত্যুচ্চ যে মূল্য ডাক হয় সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে।

১০। ইহা স্পষ্ট বুঝিতে হইবে, যে প্রদর্শনার্থ যে স্থান নির্ণয় করা গিয়াছে তাহা ও প্রদর্শিত দ্রব্যের ভাব ও গুণ বিবেচনায় কোন দ্রব্য অগ্রাহ্য করিবার স্বত্ব কমিটীর থাকিল।

১১। প্রদর্শনকার্য্য প্রায় এক মাস চলিবে। প্রদর্শন বন্ধ হইলে অবিক্রীত দ্রব্যাদি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবে। তাহাতে যে টাকা পাওয়া যায় স্বামিদিগকে তাহা পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে অথবা তাঁহাদের ইচ্ছামতে সেই ২ দ্রব্য ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে।

১২। প্রদর্শনে দ্রব্যাদি আনয়নের খরচ হয় অগ্রিম দিতে হইবে, না হয় ইহা স্পষ্ট বুঝিতে হইবে যে দ্রব্যাদি বেয়ারিং পাঠান গেলে কমিটী যে খরচ দেন তাহা ঐ দ্রব্যবিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে কাটিয়া লওয়া যাইবে। যে যে দ্রব্য বিক্রয়ার্থ নহে এই কমিটী কোন স্থলেই তাহা আনয়নের খরচ দিবেন না।

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর
সাহেবের আজ্ঞাক্রমে,
এচ, টি, প্রেন্সেপ
কমিটীর সভাপতি।

* এই শ্রেণীর মধ্যে কাগজ ধরা যাইবে।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ২৫ এ জুন। ইংরাজদিগের সহিত তুরস্কের কনস্তেন্সন নামে যে সন্ধি হয় তদ্বিষয় লইয়া গত রাত্রে কমন্স হাউসে বহুক্ষণ বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। র‍্যাডিকাল সভাগণ উহা রহিত করিবার নিমিত্ত জেদ করেন। গ্লাডষ্টোন সাহেব কনসার্ভেটীব দলের অবলম্বিত নীতির প্রতি অতিশয় দোষারোপ করিলেন, কিন্তু বলিলেন সাইপ্রস তুরস্ককে ফিরাইয়া দেওয়া সুসাধ্য নয়। কারণ, তুরস্কের শাসন প্রণালী অতি মন্দ।

ভারতবর্ষীয় সৈন্যের বন্দোবস্ত করিবার বিষয় লইয়াও সভায় দীর্ঘকাল বাদানুবাদ হইয়াছিল। চাইল্ডর্স সাহেব এ বিষয়ে অনেক কথা বলেন; লার্ড হার্টিংটন প্রত্যুত্তরে কহিলেন সৈনিক বন্দোবস্ত হইলে ভারতবর্ষের রাজস্বের অনেক সুবিধা হইবে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৮ এ জুন। আর্ম্মেনিয়ার শাসন প্রণালীর সংস্কারের যে কথা আছে সেই [illegible] ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের উপদেশানুসারে সংসম্পাদনার্থ [illegible] বারিতেছেন।

লণ্ডন [illegible] চাইল্ডার্স সাহেব সৈনিক বন্দোবস্তের [illegible] দেশীয় বলে [illegible] তাহাতে সৈনিক ও সেনাপতি উচ্চ শ্রেণীস্থ অনেকের বিলক্ষণ উৎকর্ষ হইবার সম্ভাবনা এবং তন্নিমিত্ত [illegible] ৩৪০০০০ টাকা এবং তার পরের ২০০০০০০ [illegible] যাইবে।

[illegible] মার্কিন যুদ্ধের যে সন্ধি হইতেছে তাহার কথা [illegible] চলিতেছে। এক্ষণে যে সন্ধি আছে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট [illegible] আরও তিন মাস কাল স্থায়ী করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

ফ্রান্সে যে সকল ইংরাজী দ্রব্যের আমদানী হয় তাহার আর শুল্ক বৃদ্ধি না হয় এই অভিপ্রায়ে ইংলণ্ডে আন্দোলন চলিয়াছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ২৯ এ জুন। জেনরল ইগনাটিফ ৭ হইতে ৮ মিলিয়ন রবল (রুশীয় মুদ্রা) সাংগ্রামিক ব্যয় সংক্ষেপ করিবার মানস করিয়াছেন।

রুশেরা কাসগারে সেনা লইয়া যাইতেছে বলিয়া যে জনরব [illegible] সেণ্টপিটার্সবর্গ নামক পত্র তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৫ এ জুন। তুরস্ক সেনাগণ আর্টা পরিত্যাগ করিতেছে।

লণ্ডন ২৭ এ জুন। মেক্সিকো হইতে সংবাদ আসিয়াছে আরোহীর গাড়ী সেতুর উপর হইতে পার্শ্বে নদীতে পতিত হওয়াতে ২০০ লোক হত হইয়াছে।

লণ্ডন ২৮ এ জুন। মান্দ্রাজের গবর্ণর পদ গ্রাণ্ট ডফ সাহেবকে দিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

সার চার্লস ডাইক কমন্স হাউসে প্রকাশ করিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট টিউনিসের ও আলজিয়র্সের [illegible] লইয়াছেন। সেণ্টপিটার্সবর্গে [illegible] ঐ প্রদেশের [illegible]

[illegible] আবদুল [illegible] মানকে ৩৯০০০০ [illegible]

[illegible] কমন্স হাউসের [illegible] পার্লেমেণ্টের চতুর্থ প্রকরণ [illegible]

সোফিয়া ২১ এ জুন। [illegible] ন্যাশনাল পার্টির লোকেরা [illegible]

টিউনিস ২৭ এ জুন। [illegible] নামক স্থানের লোকেরা ফরাসীদের বিদ্রোহী হইয়াছে। [illegible] শান্তিময় [illegible] হইয়াছে।

লণ্ডন ২৩ এ জুন। লর্ড হার্টিংটন প্রকাশ করিয়াছেন মান্দ্রাজে গবর্ণরের পদ [illegible] লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর নিয়োগ করিতে হইলে বিশেষ একটী আইন বিধিবদ্ধ করা আবশ্যক হয়, [illegible] করিতে হইলে সময় [illegible] অনেক দিন পর্য্যন্ত কর্ম্মচারী রাখা যায় না। আপাততঃ [illegible] নিযুক্ত করা আবশ্যক হইতেছে।

তিনি [illegible] ভারতবর্ষীয় ঋণ গ্রহণ সম্বন্ধে যেরূপ আইন আছে তাহার বিবেচনা করিলে তাহাতে নূতন ঋণের চেষ্টার [illegible] সম্ভাবনীয় বোধ হয় না।

আগষ্ট মাসের [illegible] পার্লেমেণ্ট সভার কার্য্য বন্ধ হইবে।

লণ্ডন ২৯ এ জুন। [illegible] হার্টিংটন [illegible] মান্দ্রাজে গবর্ণরের পরিবর্ত্তে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হওয়ার বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ আছে।

বার্লিন ২৮ এ জুন। এমপ্রেস অগষ্টা পীড়িত হইয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৮ এ জুন। মিধাত্‌পাশা ও আর আট জন সুলতান আবদুল আজিজের হত্যাপরাধে অপরাধী হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৯ এ জুন। ফ্রিহিট নামক পত্রের সম্পাদক হার মোষ্টের কঠিন পরিশ্রম সহ ১৬ মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

আয়র্লণ্ডীয় ল্যাণ্ডবিল পার্লেমেণ্টের ষষ্ঠ প্রকরণ কমন্স হাউসে কমিটীর অনুমোদিত হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৯ এ জুন। আবদুল আজিজের হত্যাপরাধে মিধাত পাশা, মহম্মদ পাশা, এবং নুরি পাশা ও আর সাত জনের মৃত্যুদণ্ডের এবং আর দুই জনের দশ বৎসর কাল কঠিন পরিশ্রম সহ কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

লণ্ডন ৩০ এ জুন। গ্রাণ্ট ডফ সাহেব মান্দ্রাজের গবর্ণর পদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং যথাবিধি তৎপদে নিয়োজিত হইয়াছেন।

প্যারিস ২৯ এ জুন। ত্রিপলীর গবর্ণর বিপক্ষভাবে সাংগ্রামিক আয়োজনের প্রদর্শন এবং নানা প্রকার চতুরতা প্রকাশ করাতে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতিবাদ করিয়া তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের নিকট এক পত্র পাঠাইয়াছেন।

লণ্ডন ১ লা জুলাই। আয়লণ্ড হইতে সম্প্রতি এই সংবাদ আসিয়াছে যে মিলচেষ্টাউনে জোতের উচ্ছেদ চেষ্টা নিবন্ধন তথায় পুনর্ব্বার দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে, ত্রিশ জন আহত হইয়াছে।

প্যারিস ৩ এ জুন। মন্ত্রিসভার পুনর্ব্বাধিবেশন হইয়াছিল কিন্তু বিশেষ কিছু হয় নাই। আগামী শনিবার পর্য্যন্ত সভার কার্য্য বন্ধ থাকিল।

টিউনিস ৩০ এ জুন। ফরাসী সেনারা যখন জাহাজ হইতে নামিতেছিল আরবেরা বাধা দেয়, উভয়পক্ষ উভয় দলে মারামারি উপস্থিত হয়, ফরাসী কর্ণেল আহত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১ লা জুলাই। গত রাত্রিতে কমন্স সভায় আয়র্লণ্ডীয় ল্যাণ্ডবিল পার্লেমেণ্টে লইয়া বাদানুবাদ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই সংশোধন প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়াছেন এক্ষণে যে সকল পাট্টা আছে, ঐ সকল পাট্টা যে স্থলে ১৮০০ অব্দের পরও আছে নামতঃ [illegible] হইবে, সেই স্থলেই [illegible] কনজরবেটিব দল [illegible] হইয়াছেন।

বিবিধসংবাদ।

ইংলণ্ডের সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, বৈদ্যুতিক তেজ জমাইয়া রাখিবার একটী নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। এইরূপে ইচ্ছামত কার্য্যে উক্ত পদার্থ ব্যবহৃত হইতে পারে।

রুশ বন্দর, চীন ও জাপানের মধ্যে ষ্টিমার যাতায়াতের জন্য রুশিয়া একটী পথ খুলিতেছেন। নিভসেলিক নামক একজন রুশ কতকগুলি জাহাজ ক্রয় ও নির্ম্মাণ করিবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন।

আমাদের একজন সংবাদদাতা পঞ্জাব হইতে লিখিয়াছেন তিনি তথায় ধূমকেতু আকাশে উঠিতে দর্শন করিয়াছেন, সমস্ত রাত্রি উহা উদিত ছিল।

মিয়ানমিরে ওলাউঠার একরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে অনেক বাঙ্গালি পরিবার লইয়া স্থানান্তরিত হইতেছেন। পঞ্জাবে আজি কালি ৫ টা হইতে ৮॥ টা পর্য্যন্ত দিবস। অন্ধকার হইতে না হইতে এখানে ৯ টার তোপ পড়ে।

১৮৭৯ অব্দের সরাপখানার রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে যদিরা সেবনে রুশিয়াতে ১৩০০০০০০০০ টাকা, ফ্রান্সে ১১৬০০০০০০০ টাকা, গ্রেটব্রিটনে ১৫০০০০০০০০ টাকা ইউনাইটেড ষ্টেটে ১৪৪০০০০০০০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে।

সম্প্রতি হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল বাবু মোহিনীমোহন রায় তাঁহার মাতা পরলোকগত ক্ষেত্রমণি দেবীর স্মরণার্থ গবর্ণমেণ্টের হস্তে সহস্র মুদ্রা এই বলিয়া অর্পণ করিয়াছেন যে এই টাকার শতকরা চারি টাকা সুদের কোম্পানির কাগজ ক্রয় করা হইবে এবং তাহাতে যে বার্ষিক ৪০ টাকা সুদ পাওয়া যাইবে ঐ টাকা যে অধ্যাপকের ছাত্র গবর্ণমেণ্টের নিয়মিত বার্ষিক উপাধি পরীক্ষায় স্মৃতি শাস্ত্রে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হইবে, সেই অধ্যাপককে পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হইবে। মোহিনীমোহন বাবু যেরূপ গুণগ্রাহী ও বিদ্যোৎসাহী তাহাতে এই সদনুষ্ঠান তাঁহার উপযুক্তই হইয়াছে। উৎসাহ দানাভাবে আমাদের দেশে স্মৃতি শাস্ত্র আলোচনার প্রায় লোপ হইয়া আসিতেছে, এমন কি স্মৃতির ব্যবস্থা দিতে পারে এমন লোক এখন নাই বলিলেও হয়। স্মৃতির আদর বাড়িলে দেশের এই অভাব পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। আমাদের দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ মোহিনী বাবুর আদর্শ অবলম্বন করেন ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়।

এক প্রকার নূতন পেন্সিল প্রস্তুত হইয়াছে। লেখিলে কালির ন্যায় অক্ষর ফুটিবে।

প্যারীশে সত্বর লিখিবার একটী কল প্রস্তুত হইবে।

ভারতবর্ষের মধ্যে শিয়ালকোটে সর্পের যেরূপ প্রাদুর্ভাব এরূপ আর কোথাও নাই। তিন মাসের মধ্যে ৯০ হাজার সর্প হত হইয়াছে।

প্রফেসার বস্কো নামক এক ব্যক্তি কৃত্রিম নীলের বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। মা ন্দ্রাজের বণিকগণ কৃত্রিম নীল করিয়া ব্যবহার করে। কোন প্রকার অম্ল দিয়া এই কৃত্রিম রং উঠাইতে পারা যায় না।

আয়র্লণ্ডের টেলিগ্রামে অবগত হওয়া গেল যে, অনেক আয়র্লণ্ডবাসী নিজ বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকায় যাইতেছে। ডেলিনিউসের নিউইয়র্কের একজন সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন গত মে মাসের মধ্যে ১৫০০০ আয়র্লণ্ডবাসী নিউইয়র্কে উপনীত হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, গবর্ণমেণ্ট এইরূপ আদেশ করিয়াছেন, অতঃপর সেনাদলের কেহ আর সংবাদপত্রে যুদ্ধের কোন সংবাদ দিতে পারিবেন না। যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখে না থাকিলে যুদ্ধের ঠিক সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে না এবং যুদ্ধের সম্মুখে থাকিবার সুযোগ কেবল সৈনিক-

দিগেরই আছে। গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ করাতে সংবাদপত্র-সম্পাদকদিগের এই মহৎ অনিষ্ট হইবে, যে সংবাদসংগ্রহের একটী প্রশস্ত দ্বার রুদ্ধ হইবে।

আজ কাল তাড়িতালোকের সাহায্যে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে অনেক কারখানা সুচারুরূপে চলিতেছে। নাগপুর ও কাণপুরের কারখানায় তাড়িতালোক প্রবর্ত্তিত করাতে দিন রাত্রি সমান ভাবে কার্য্য হইতেছে। ইহাতে কার্য্য অনেক হইবে, এবং ব্যবসায়ীদিগের বিশেষ লাভ হইবে। শুনা যাইতেছে কলিকাতার মাকিনন ম্যাকিঞ্জি কোম্পানি তাঁহাদিগের খিদিরপুরস্থিত কারখানা বাটীতে তাড়িতালোকের ব্যবহার করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

২১এ জুন যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে বঙ্গদেশ, আসাম ও ব্রহ্মদেশে সর্ব্বত্র পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে বৃষ্টি মন্দ হয় নাই। অযোধ্যা এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশে দুই চারি পসলা মাত্র হইয়াছে, কেবল উত্তর ও মধ্যপ্রদেশ সমূহে বৃষ্টি হয় নাই। বম্বে অঞ্চলে বৃষ্টি সামান্য মাত্র হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থলে, মহারাষ্ট্র প্রদেশে মহীশূর এবং কুর্গপ্রদেশে জল একান্ত আবশ্যক।

লাহোরে একজন জুয়াচোর ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া একজন মুসলমানকে বলে যে সে কিমিয়া বিদ্যা প্রভাবে যে কোন ধাতুকে আঠার গুণ করিতে পারে। মুসলমান তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া পোদ্দারদিগের নিকট হইতে ঋণ করিয়া আনিয়া তাহা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত সহস্র মুদ্রা দেয়। অনন্তর এই প্রবঞ্চক এইরূপ কৌশল করে, যেন সে ঐ সহস্র মুদ্রা একটী ভাণ্ডের মধ্যে রাখিয়াছে, এই বলিয়া ঐ ভাণ্ডের মুখ কাদা দিয়া লেপন করে। অনন্তর ঐ ভাণ্ডটি দগ্ধ করিতে দিয়া নির্ব্বোধ মুসলমানকে এই কথা বলিয়া গেল যে অতঃপর এক দিবস অগ্নির উত্তাপে থাকিলে তাহার মুদ্রা অষ্টাদশ গুণ হইবে এবং এক দিবস পরে সে ফিরিয়া আসিয়া ভাণ্ডের মুখ খুলিয়া দিবে। এক দিন গেল, সে ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া মুসলমান ভাণ্ডের মুখ খুলিয়া দেখে, তাহা কেবল মৃত্তিকা ও ইষ্টকে বোঝাই হইয়া আছে। বিনা শ্রমে যাহারা বড় মানুষ হইবার ইচ্ছা করে, তাহাদের প্রায়ই এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটে।

অযোধ্যায় ভূতপূর্ব্ব নবাব গ্যাসের দুর্গন্ধ সহ্য হয় না বলিয়া গ্যাসের নল, কল প্রভৃতি সমুদায় দ্রব্য তাঁহার বাটী হইতে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দিয়াছেন। নবাবী কাণ্ডই স্বতন্ত্র। অতি অল্প দিন হইল এই গ্যাস লইয়া বাটীতে বিস্তর অর্থের শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

টেঙ্গর র গোথানার নিকটে একজন এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক দুটী যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছিল। তন্মধ্যে একটী পুত্র ও অপরটী কন্যা। উভয়ের পৃষ্ঠ মাংসপেশী দ্বারা সম্বদ্ধ। প্রসূত হইবার অনতিবিলম্বেই তাহাদিগের মৃত্যু হইয়াছে।

পাচক ও পাচিকাদিগের নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সম্প্রতি কলিকাতার কোন লোকের বাটীতে এক বৃদ্ধা পাক করিতে করিতে হাঁড়িতে তৈল দিবার কিয়ৎকাল পরে হাঁড়ি জ্বলিয়া উঠে। অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার জন্য এই বিধবা হাঁড়িতে জল দেয়। তাহাতে অগ্নি নির্ব্বাণ হওয়া দূরে থাকুক, ঐ বৃদ্ধার মুখ পুড়িয়া গিয়াছে। বৃদ্ধা এক্ষণে চিকিৎসাধীনে রহিয়াছে, অধিকন্তু তাহার একটী চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ইংলণ্ডের ডেলি টেলিগ্রাফ নামক সমাচার পত্র বলেন, তুরস্কের সুলতান মিসরদেশের খেদাইবের উপর সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন। পরস্পর পরস্পরের উপরে এরূপ বৈরভাবাপন্ন হইয়াছেন, বোধ হয় শীঘ্রই বিশেষ গোলযোগ বাঁধিবে।

আগামী বারে হাইকোর্টের জজ ম্যাকলীন সাহেব সেনিয়রের বিচার করিবেন। মিরর বলেন সেনিয়রের মকদ্দমার বিচার করিবার জন্য উপযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র ভিন্ন অন্যান্য সমুদায় জজকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। মরিস ও ম্যাকডোনেল সাহেব এ কার্য্য করিতে স্বীকার করেন নাই। রমেশ বাবুকে পরিত্যাগ করা হওয়া কেন? তিনি এখনকার অনেক জজের অপেক্ষা অধিক দিন হাইকোর্টের জজের কার্য্য করিতেছেন। বিচার কার্য্যেও তাঁহার বিশেষ নিপুণতা ও সুখ্যাতি আছে। তবে কি দেশীয় বলিয়া তাঁহাকে সেনিয়রের বিচার করিতে দেওয়া হইল না?

বোধ হয় আগামী মাসে পঞ্জাবের পেসান আদালতে হায়াত খাঁর মকদ্দমার বিচার হইবে। ঐ আদালতের জজ স্মিথ সাহেব তাঁহার মকদ্দমার বিচার করিবেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তদ্বির করিবার জন্য স্পিট সাহেবকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইংরাজদিগের আইনের গ্রন্থে বলে ব্যবহার শাস্ত্রের নিয়ম এই যে এক অপরাধের জন্য এক ব্যক্তির এক বারের অধিক বিচার করা উচিত নহে। হায়াত খাঁর বিষয়ে তাহার বিপরীত করা হইতেছে কেন?

এইরূপ জনরব যে মহম্মদ জান আমির আবদুল রহমানের উপর বিরক্ত হইয়াছেন। তাহা হইলেই আমিরের সর্ব্বনাশ। শুনা যাইতেছে যে, ব্রিটিশ সৈন্যদিগকে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় করিবার জন্য মহম্মদ জান আবদুল রহমানের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন কিন্তু এখন ইংরাজ বিজয়ীরা দূর হওয়াতে তিনি আমিরকে পরিত্যাগ করিয়া ইয়াকুব খাঁর পুত্র মুসা জানের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। যাহা হউক কাবুলে বড় গোলযোগ বাঁধিল, আমাদের রাজপুরুষেরা এখন কি করিবেন?

কাবুলের ভূতপূর্ব্ব আমির সিয়ার আলি সম্বন্ধে আমরা একটী ঘটনা শুনিয়া তাঁহার উদারতার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। যখন দোস্ত মহম্মদ কাবুলের আমির ছিলেন, তৎকালে আফজুল, আজিম ও সিয়ার আলি নামে তাঁহার তিন পুত্র তাঁহার সেনাগণের অধিনায়ক ছিলেন। ঐ সময়ে ভারতবর্ষের সেনাপতি সর চারলাট এডওয়ার্ডস কাবুলের বিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার উদ্দেশে তথায় তিন জন এতদ্দেশীয় চর প্রেরণ করেন। এই তিন জনই খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী। একদা ঐ তিন ব্যক্তি আফগানস্থানের অস্তঃপাতি এরূপ কোন স্থানে উপনীত হইল, যেখানে দোস্ত মহম্মদের পুত্রত্রয় একত্র উপবেশন করিয়া কোন বিষয়ের পরামর্শ করিতেছিলেন। আফগানবাসীরা তাহাদিগের ভাবগতিক দেখিয়া তাহাদিগকে ইংরাজের গুপ্ত চর বুঝিতে পারিয়া ধৃত করিয়া বিচারার্থ তাহাদের সেনাপতিগণের সমক্ষে লইয়া যায়। তথায় তাহারা খ্রীষ্টান বলিয়া ধরা পড়ে। ইহাতে আফজুল ও আজিম তাহাদিগের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন; কিন্তু অসহায় বিদেশীয়দিগের কোনরূপে কষ্ট দেওয়া সিয়ার আলির অভিমত ছিল না। এজন্য তিনি ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত অনেক তর্ক বিতর্ক ও বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া তাহাদিগকে নিজ স্থানে লইয়া যান। অনন্তর রাত্রি আগমন করিলে তাহাদিগকে গোপনে মুক্ত করিয়া স্থানান্তরে প্রেরণ করেন।

বর্ষার আগমনে শুষ্কপ্রায় নদ নদী জলে পরিপূর্ণ হওয়াতে বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ, প্রভৃতি স্থানে ক্রেতা বিক্রেতাদিগের সংখ্যা করা যায় না। এই সকল স্থানে নানা প্রকার মাল যে কত আমদানী হইতেছে, তাহারও নিকাশ নাই।

কলিকাতার গঙ্গায় অতিশয় হাঙ্গরের ভয় হইয়াছে।

বিলাতের কৃষকদিগের অপেক্ষা আমেরিকার কৃষকেরা সমধিক কার্য্যকুশল ও উপার্জ্জনক্ষম। তাহারা কৃষি কার্য্য ভিন্ন অন্যান্য ব্যবসায়ও করে। এজন্য কৃষি কার্য্যে কোন বৎসর লোকসান হইলে তাহারা বিলাতের কৃষকদিগের ন্যায় বিপন্ন হয় না।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণ [illegible] আদেশানুসারে নিয়োগ।

[illegible] বিভাগ।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার কাম্বেল [illegible] ও সেসন জজ হইলেন।

[illegible] প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] মজুমদার সাঁওতাল পরগণার [illegible] বদলী হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] স্থলে বদলী হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] অন্তর্গত খুলনার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু আনন্দচন্দ্র সেন ঐ জেলার পটুয়াখালীর ভার প্রাপ্ত হইলেন।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু সুরেশচন্দ্র [illegible] হাবড়ায় বদলী হইলেন।

লোহারডগার [illegible] সহকারী কমিশনর [illegible] বেলী কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর সহকারী কমিশনর হইলেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের বিচার সংক্রান্ত ও রাজনৈতিক [illegible] বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের [illegible] বিভাগের প্রতিনিধি [illegible] হওয়াতে ২৪ পরগণার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও [illegible] কালেক্টার [illegible] পদ প্রাপ্ত হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] দাস [illegible] ছোট নাগপুর [illegible] নিযুক্ত হইলেন।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার [illegible] প্রথম শ্রেণী ও [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার [illegible] শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

মুর্শিদাবাদের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার মেসলি সাহেব [illegible] ১৮ ই হইতে [illegible] কিন্তু যে পর্যন্ত অন্য আদেশ না হয় সে পর্যন্ত তিনি [illegible] শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন। [illegible] সাহেব [illegible] ১৮ ই [illegible] শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী [illegible] কিন্তু যে পর্যন্ত অন্য আদেশ না হইবে [illegible] সমস্ত [illegible] কার্য্য করিবেন।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] সাহেব [illegible] শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু যে পর্যন্ত অন্য আদেশ না হয় সে পর্যন্ত তিনি প্রথম [illegible] ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য [illegible] হইতে [illegible] শ্রেণীর [illegible] হইয়াছেন। কিন্তু যে পর্যন্ত অন্য [illegible] তিনি প্রথম শ্রেণীর [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

শিক্ষাসংক্রান্ত বিভাগ।

[illegible] কালেজের অধ্যাপক [illegible] সাহেব প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

[illegible]গঞ্জ—২৬এ জুন ১৮৮১।

মধ্যে কয়েক দিন গ্রীষ্মের আতিশয্য নিবন্ধন মনুষ্য জীবন নিরতিশয় ক্লেশ উপভোগ করে। আজি কয়েক দিন বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে, আর সে বিজাতীয় উত্তাপ নাই—দ্রব্য সমূহের মূল্য অতি সুলভ, কোন রকম পীড়া নাই, সুতরাং মনুষ্য জীবন সম্প্রতি সুখে অতিবাহিত হইতেছে বলিতে হইবে। ঈশ্বরই এ সমস্ত সুখের নিদান, সুতরাং তিনি ধন্যবাদার্হ।

গ্রীষ্ম অবকাশে এখানকার স্কুলগুলির পুনরায় কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এ পর্যন্ত এই সমস্ত স্কুলের বালকদিগকে পুরস্কার বিতরিত হয় নাই। কর্তৃপক্ষদের নিকট আমাদের অনুরোধ ও প্রার্থনা এই, এই বিতরণ বিষয়ে যেন আর বিলম্ব না করা হয়। সিহাড়সোল ইংরাজী স্কুলে এ সম্বন্ধে প্রতি বৎসর মহা ধুম ধাম হয়। এবারেও কি পূর্ব্ব রীতি অনুসৃত হইবে না?

শুনিয়া সুখিত হইলাম—আমাদের মাজিষ্ট্রেট কাম্পেবিল মহোদয় একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। স্থানীয় স্কুল সব ইনেস্পেক্টার অমৃত বাবুকে লইয়া এ সংস্থাপনের উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। কাম্পেবিল সাহেব অতি নম্র প্রকৃতির লোক, দেশীয়দের সঙ্গে তাঁহার ব্যবহার অতীব প্রশংসনীয়। তাঁহার কার্য্য দেখিয়া আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিয়াছে, তিনি এখানকার অনেক অভাব পরিপূরণ করিয়া যাইবেন। এখন আমাদের ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা এই তিনি সুস্থ শরীরে এখানে কিছু অধিক কাল স্থায়ী হয়েন।

কল্য সিহাড়সোলের রথ যাত্রার কার্য্য অতি সমারোহে নির্ব্বাহিত হইয়া গিয়াছে। এ উপলক্ষে সেখানে বড় জনতা হয়। এবারে দর্শকমণ্ডলীর সংখ্যা ১০।১২ সহস্র হইবে। এখানকার মহারাণী মহোদয়া যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দেন, তাহাতে এরূপ জনতাসত্ত্বেও লোকের কোন রূপ অসুবিধা বা ক্লেশ হয় না। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া বাহাদুর কার্য্যস্থলে উপস্থিত থাকেন। আর চারি দিকে প্রহরীরা পরিভ্রমণ করে ও যাহাতে কোনরূপ অত্যাচার না হয় তৎপ্রতি তাহাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকে। এরূপ সুব্যবস্থা হইলে, এরূপ জনতাস্থলে কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

বর্ষাকাল সমুপস্থিত। বৃক্ষাদি রোপণের উপযুক্ত সময়। আমাদের মাজিষ্ট্রেট সমীপে নির্ব্বন্ধ সহকারে প্রার্থনা করি, তিনি এখানকার রাস্তাঘাটের উভয় পার্শ্বে কতকগুলি ছায়াপ্রদ বৃক্ষ রোপণ করেন। সিহাড়সোল দিয়া যে রাস্তাটী গিয়াছে, সে রাস্তায় বহু লোকের গমনাগমন হয়। পর্য্যাপ্ত সংখ্যায় ছায়াপ্রদ বৃক্ষ না থাকায় গ্রীষ্মের সময় পথিকগণের বড় ক্লেশ হয়। কতকগুলি বৃক্ষ রোপণ করাইয়া পথিকদের এ ক্লেশ নিবারণ করা বিধেয়। আমাদের মাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের এ দিকে কি মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে?

দেখিয়া সুখী হইলাম নগর সমাজের ব্যয়ে কতকগুলি পায়খানা প্রস্তুত হইয়াছে। আরো কতকগুলি প্রয়োজন। আমাদের বিবেচনায় দ্বিবিধ পায়খানা থাকা আবশ্যক। কতকগুলি স্ত্রীলোকের জন্য, অপরগুলি পুরুষদের জন্য। এরূপ পৃথকভাবে না থাকিলে এ পায়খানা তাদৃশ কার্য্যকর হইবে না। স্ত্রীলোকেরা পুরুষ-পায়খানার ত্রিসীমায় গমন করিবে কেন?

—:০:—

যশোহর।

কোটচাঁদপুর, ১৫ই আষাঢ়, ১৮০৩।

জ্যৈষ্ঠ মাসের জামাই ষষ্ঠীর পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার হইতে এতদঞ্চলে অত্যন্ত বৃষ্টি হইতেছে। অতিরিক্ত বারি বর্ষণ হওয়ায় খাল, বিল, পুষ্করিণী ও নিম্ন ভূমিসকল ডুবিয়া গিয়াছে। এতন্নিবন্ধন কৃষকদিগের ক্ষতি হইয়াছে। অদ্যাপিও অনেকে ভূমিতে আঁচড়া বা বিদে দিতে পারে নাই।

গত পরশ্ব রাত্রিতে সবডিভিজন ঝিনাদহের এলাকাধীন আউট পোষ্ট কোটচাঁদপুরের এক মাইল ব্যবহিত চুদপরা গ্রামে ডাক্তার যষ্ঠীর ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের বাটীতে চোরে সিঁদ দিয়া আনুমানিক ২০০।২৫০ টাকার স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার চুরি করিয়াছে।

অদ্য কোটচাঁদপুরের বাজারে একজন সুবর্ণ বণিক বাজি রাখিয়া সাড়ে আটসের ওজনের একটা কাঁঠাল খাইয়া প্রতি পক্ষের নিকট হইতে পাঁচ টাকা লাভ করিয়াছে।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসে যশোহরের হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষিণী সভার দ্বিতীয়াধিবেশন হইয়া গিয়াছে। নবদ্বীপের পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি কয়েকজন পণ্ডিত উপস্থিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের বিষয়ে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলেন। সভাতে অনেক ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন।

জামালপুর।

হাবড়ার গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিসের ৬ন, মেথুজ নামক একজন খ্রীষ্টান কনেষ্টেবল, স্ত্রী ও কন্যা সমভিব্যাহারে মুঙ্গেরের তোপখানার বাজারে তাহার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল।

যে দিন তাহারা কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবে, সেই দিন ষ্টেষণে উপস্থিত হইয়াই ট্রেণ মিস করে। তোপখানার বাজার ষ্টেশণ হইতে দূরবর্ত্তী, বিশেষতঃ উহারা শেষ রাত্রির ট্রেণে কলিকাতায় যাইবে এই মনস্থ করিয়া আর বাসায় যাইবে না ষ্টেষণে অবস্থিতি করিবে এইরূপ মনস্থ করিল। যখন সকলে বসিয়া গল্প করিতেছিল, সেই সময়ে জামালপুর ও মুঙ্গের ষ্টেষণের রেলওয়ে পুলিষ ইনেস্পেক্টর জোহালি নামক একজন ফিরিঙ্গি মদ্যপানে মত্ত হইয়া এবং বগলে মদের বোতল লইয়া উঁহাদের নিকটে উপস্থিত হয়। উপস্থিত হইয়া মেথুজের স্ত্রী ও কন্যার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া মেথুজকে মদ্যপান করিতে বারম্বার উপরোধ করে। মেথুজ তাহার কথায় অসম্মত হইলে এই সূত্রে বিবাদ আরম্ভ করিয়া অপরাপর কনেষ্টেবলকে তাহাকে অবরুদ্ধ করিতে আজ্ঞা দেয়। মেথুজকে অবরুদ্ধ করিয়া ঐ দুর্বৃত্ত তাহার স্ত্রী ও কন্যার নিকট আসিয়া নিজের অসৎ অভিসন্ধির কথা প্রকাশ করাতে উহারা ষ্টেষণ হইতে চীৎকার করিতে করিতে দ্রুতপদে দৌড়াইয়া তোপখানার বাজারে যাইয়া নিজ দেবরকে এই সমস্ত সংবাদ দেয়। দেবর ৭ আর ২। ১ জন বাঙ্গালী বাবু স্ত্রীলোকদিগের বিলাপে দুঃখিত হইয়া সেই রজনীতেই ষ্টেষণে আসিয়া মেথুজকে কারাগার হইতে মুক্ত করেন। মেথুজ মুঙ্গেরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট জোহালি অকারণ কারারুদ্ধ করিয়াছিল এই বলিয়া নালিশ করে। বিচারে জোহালির ৪০ টাকা অর্থ দণ্ড ও কর্ম্মে স্থগিত হইয়াছে।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, মধ্যে যুবক সভার আর একটী অতিরিক্ত অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এবার আর বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে নহে; এবারকার সভার উদ্দেশ্য বাল্য বিবাহ রহিত করা। ২১ বৎসরের নীচে বিবাহ করা উচিত নহে, এই বিষয় মোটামুটি ব্যাখ্যা করিয়া দিবামাত্র ২। ১ টী বালক ঐ বয়সের কমে বিবাহ করিবেন না বলিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছেন। বাল্য বিবাহ যে অশেষ দোষের আকর, ইহা অবশ্যই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। এ সকল দোষ যাহাতে সত্বরেই সমাজ হইতে দূর হয়, তৎপক্ষে সাধারণের যত্ন করা আবশ্যক। আমরা একটী কথা শুনিয়া কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। শুনা যাইতেছে, সত্বরই যুবক সভার সম্পাদকের ভগ্নীর একটী অষ্টাদশ বর্ষীয় বালকের সহিত বিবাহ হইবে। সুবিজ্ঞ সম্পাদক যে পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া এ বিবাহে সম্মতি দিবেন এমন বোধ হয় না। অতএব সম্পাদক ও সভ্যগণ বিবাহ সভায় পাত্রের নাম স্বাক্ষর করাইয়া লন কি চুপ করিয়া থাকেন পরে প্রকাশ করিব।

জামালপুরের দরিয়ারপুর নামক পল্লীতে একটী নরদামা আছে। ঐ নরদামা দিয়া পূর্ব্ব রেলওয়ে কোম্পানির জল নির্গত হইত। এক্ষণে ঐ কোম্পানির জল অপর নরদামা দিয়া নির্গত হইয়া যায়। শুনিতেছি ইহা দেখিয়া নরদামার সন্নিকটস্থ এক সাহেব বড় অন্যায় কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; তিনি নিজের জমী বলিয়া বর্ষাকালে প্রায়ই নরদামাটির মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া থাকেন। ইহাতে পল্লীস্থ ২। ১ টী লোকের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে, এমন কি বেশী জল দাঁড়াইলে গৃহাদি পড়িয়া যাইবারও সম্ভাবনা আছে। ঐ পল্লীস্থ কতিপয় ভদ্রলোক এবিষয় মিউনিসিপালিটীর গোচরার্থ একখানি আবেদন করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি সহৃদয় মিউনিসিপালিটী এ বিষয়ের বিশেষরূপ অনুসন্ধান লইয়া প্রজাবর্গের দুঃখ দূর করিতে যত্নবান হইবেন।

আজ কাল সংবাদপত্রে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় নানা স্থানে নানারূপ সভা সংস্থাপিত হইতেছে। সভাগুলির মধ্যে কতকগুলি সভা স্বদেশের হিত সাধনে রত, কতকগুলি সভা স্ব স্ব উন্নতির জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি নানা শাস্ত্রালোচনায় রত। আমাদের মতে প্রত্যেক সভার সভাগণের অগ্রে চরিত্র সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কারণ আমাদের বিদিত এমন সভা আছে, যাহার দুই একটী সভ্যের পশুবৎ নিকৃষ্ট বৃত্তির কথা শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতে হয়। ইহারা ছাগবৎ সম্পর্ক মানে না। ভরসা করি এমন সব সভার সভ্যগণ অগ্রে ঐরূপ কুলাঙ্গারগণকে সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে যত্ন করিবেন; অন্যথা সভা উঠাইয়া দিবেন।

রামপুরহাট হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার দুই জন উৎসাহী সভ্যের স্বাক্ষরিত পত্রে তথাকার সভার ৪ র্থ সাম্বৎসরিক উৎসবের কার্য্য বিবরণে যাহা আমরা বিদিত হইয়াছি, সহৃদয় পাঠকগণের পাঠার্থ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। যথাঃ—

২৯এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার সূর্য্যোদয় কাল হইতে রাত্রি ৭ টা পর্য্যন্ত স্থানীয় বৈষ্ণবদিগের দ্বারা হরিনাম সংকীর্ত্তন হয়, তৎপরে সভাপণ্ডিত দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতগীতা পাঠ ও সভাগণ কর্ত্তৃক সংগীত ও সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। ৩০এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার প্রাতে সভাপণ্ডিত কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, তৎপরে সভ্যগণ কর্ত্তৃক হরিসংকীর্ত্তন হয়। মধ্যাহ্নে কাঙ্গালী ভোজন হইয়াছিল। ইহাতে বিশেষরূপ সকলের চিত্তরঞ্জন হইয়াছিল। একেত দুঃখীদিগকে অন্নদানের শোভা অতীব মনোহর, তাহাতে আবার সভার সভাগণের ও অন্যান্য ভদ্র-সন্তানের যত্নে ও পরিশ্রমে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইয়া যখন তাঁহাদেরই দ্বারা অনূ্যন ১২। ১৪ শত কাঙ্গালীকে পরিবেশন করিয়া খাওয়ান হয়, সে দৃশ্যটী আরো মনোহর হইয়াছিল। সাতটা রাত্রির সময় সভ্যগণ কাঙ্গালী ভোজন শেষ করিয়া মৃদঙ্গ ও করতাল বাদ্য করিয়া "হরিনাম কি মধুর নাম, নাম শুনে প্রাণ জুড়াইলরে" এই গীতটী গাইতে গাইতে পুষ্করিণীর ঘাটে গিয়া অবগাহন করেন। ৩১এ জ্যৈষ্ঠ রবিবার শ্রীশ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ, তুলসী ও বাগ্বাদিনী দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা হয় এবং মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সহকারী সম্পাদক কুমার (১) শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহাশয় হিন্দীভাষায় "বেহার ও বঙ্গ বাসীদের সম্মিলন হওন ও আর্য্যধর্ম্মের উন্নতি সাধন" বিষয়ে নানারূপ যুক্তি ও শাস্ত্র সঙ্গত প্রমাণ দ্বারা প্রায় দুই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা শ্রবণে বেহার ও বঙ্গবাসীদিগের অশ্রুপাত হইয়াছিল। অনেক বেহারবাসী বঙ্গবাসীর সহিত একত্রিত হইয়া এই সভাতে যোগ দান করিবেন, মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার পর ব্রাহ্মণ ভোজন হইয়াছিল এবং উক্ত মহাত্মা দ্বারা প্রায় অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটা হইতে সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত জাতীয় প্রকৃতির উত্তেজনা করিয়া বেদ ও পুরাণের ঐকমত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এ বক্তৃতাটি বাঙ্গালা ভাষায় হইয়াছিল। ইহাঁর দুইটী বক্তৃতা দ্বারা সভা বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। প্রার্থনা করি উক্ত মহাত্মা দীর্ঘজীবী হইয়া এই বিলুপ্ত-প্রায় আর্য্যধর্ম্মের পুনঃ প্রচার করুন এবং আপনার অমূল্য সময়ের কিঞ্চিৎ অংশ আমাদের জন্য ব্যয় করিয়া মধ্যে মধ্যে এখানে যাতায়াত করিলে সভা তাঁহার নিকট হইতে আর্য্যধর্ম্মের মোহন মন্ত্রে দীক্ষিত হইবেন সন্দেহ নাই। ঐ দিন রাত্রি সাতটার সময়ে মহাসমারোহের সহিত নগর সংকীর্ত্তন ও সাধারণ ভদ্রলোকদিগকে সমাদরে ভোজন করাইয়া সভার কার্য্য এবৎসরের মত শেষ করা হইয়াছে।

দেলড়দা।

বালেশ্বরের আদালতে তন্নগরবাসী কোন ব্যক্তি ৩৬ টাকা ঋণ দিয়া প্রায় ৪ মাসের মধ্যে

---

(১) ভারতের আর্য্যধর্ম্মের পুনরুদ্দীপনাকে [illegible] জীবনের সার ব্রত অবধারণপূর্ব্বক আপনাকে চিরদিন [illegible] রাখিবার জন্য দার পরিগ্রহ না করিয়া চির কৌমার [illegible] অবলম্বন করিয়াছেন, এজন্য উঁহাকে তাঁহার সহানুভাবক [illegible] "কুমার" এই উপাধি দিয়াছেন। ধর্ম্মার্থ বক্তার পক্ষে ... উপাধি অতি অযোগ্য ও অমর্য্যাদাসূচক।

যে চুরি হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বে এই সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে অপহৃত মালের তালিকা দৃষ্টে জানা গেল যে, চোরেরা অনুমান আড়াই হাজার টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও রৌপ্যাভরণ চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয় যে, স্থানীয় পুলিস এই চুরির কিছুই কিনারা করিতে পারে নাই। এক্ষণে দৌলৎগঞ্জের পুলিস সব ইনস্পেক্টর দল বল সহিত ঘটনাস্থলে বিব্রত করিতেছেন।

সম্প্রতি বাবু পরমার্থ গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের মিউনিসিপালিটীর "কার্ট রেজিষ্ট্রার" হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ভাইস চেয়ারম্যান বাবু মহেশচন্দ্র রায় ঐ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, কিন্তু গরুর প্রতি স্বভাবতঃ তাঁহার সমধিক স্নেহ, এজন্য গরুর গাড়ীর রেজিষ্টরি কার্য্যভার পরমার্থ বাবুর হস্তে বিন্যস্ত করা হইয়াছে। ইনি এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াই মাসিক ছয় টাকা বেতনে তিন জন তাঁহাকে গরুর গাড়ী ধরিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন ও মাসিক দশ টাকা বেতনে একজন ওভারসিয়র রাখিয়াছেন। কিন্তু মিউনিসিপাল বজেটে বার্ষিক ৭২ টাকা মাত্র ঐ বাবুদী ব্যয় মঞ্জুর আছে। সে যাহা হউক পরমার্থ বাবুর নিয়োজিত লোকেরা নগরের মধ্যে টিকিট হীন গরুর গাড়ী দেখিতে পাইলেই ধরিয়া গাড়োয়ানের নিকট এক টাকা এক আনা আদায় করিয়া থাকে, কিন্তু ঐ টাকা গরুর গাড়ী রেজিষ্টরি বহিতে রীতিমত প্রতিদিন জমা দেওয়া হয় কি, না, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম যে,নব ডিভিজন রাণাঘাটের সন্নিহিত হবিরপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ জমিদারগণের একজন ভৃত্য স্বীয় প্রভুর উদ্যানে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। হবিরপুর হইতে উক্ত উদ্যানটী অনেক দূর অথচ ও ভৃত্যটী জমিদারদের বাটীর মধ্যে কর্ম্ম করিত, এমন অবস্থায় সে ব্যক্তি বাটী ছাড়িয়া অকস্মাৎ উদ্যানে আসিয়া উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিল কেন? উহার কি শারীরিক অথবা মানসিক কোন উৎকট ব্যাধি ছিল?

বিজ্ঞাপন।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵৹ আনা, তাহার পর ৴১০ আনা; ৴১০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ সপ্তম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের সপ্তম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ক্ষিতিশবংশাবলীচরিতম্, দেবগণের মর্ত্যে আগমন, স্বর্ণ, রৌপ্য ও ভারতের আয় ব্যয়, মনুসংহিতা, ষষ্ঠীবাটায় জামাই বিদায়, প্রাচীনকালে যে যে জাতির সহিত হিন্দুদিগের সবিশেষ সম্পর্ক হয়, ললিতা, সাংখ্যদর্শন, এই ৮ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাস কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাশুলসহ ৫।।০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাশুল ।৵০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৶০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৪।৵০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ।৵০, গোপাল তাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা. আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্তপদাদিকম্প, জ্ঞানহীনতা মানসিক বিকার, বধিরতা [illegible] প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
মোং [illegible]—জেলা মেদিনীপুর।

যিনি এক দিবসে হৃদয়দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

যোগবাশিষ্ঠ

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক অনুবাদিত। উক্ত ভট্টাচার্য্য অপারগ হওয়াতে আমি উক্ত পুস্তক বৈরাগ্য হইতে নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করিয়াছি, দুই খণ্ডে শেষ, উত্তম বাঁধান, মূল্য সায় ডাক মাশুল ৭ টাকা।

শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা
কলিকাতা চিৎপুর রোড বটতলা ১১৫ নং।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম. এ, প্রণীত, মহারাজ হোল্কার প্রদত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত "ভারত মহিলা" মূল্য আট আনা "বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য" মূল্য তিন আনা। বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মাশুল ৵১০ হিসাবে।

——:০:——

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ১৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল ১৮৮১ — শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায়
ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর

মূল্যপ্রাপ্তি

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটা	১০
" কুচবিহারের মহারাজ—আলীপুর	১০
" বাবু যজ্ঞেশ্বর সিংহ—চুঁচুড়া	১৫
" " নন্দলাল মল্লিক—জোড়াসাঁকো	১০
" " হরকুমার সরকার—করচমাড়িয়া	১০
" " চুনিলাল ঘোষ উকীল—উলুবেড়ে	৭
" " ত্রিলোচন রায়—মথুরি	৭
" " মধুসূদন সান্যাল—মালিপোতা	৭
শ্রীযুক্ত বাবু বামনদাস ঘোষ—ভালুকা	
" " অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় নওয়াবিয়া	৭৶০
" " কালিদাস দত্ত—দরজিপাড়া	৭
" " মনোহর রায়—বকনার	৭
" " পূর্ণচন্দ্র সরকার—মিরট	৭
" " শ্রীরাম পালিত—বড়বাজার	৫।।০
" " রামচরণ ঘোষ—দরজিপাড়া	৫।।০
" " রামচন্দ্র সাহা—কলিকাতা	৫।।০
" " গিরিশচন্দ্র মজুমদার—বহুবাজার	৫।।০
" " তারিণীচরণ দত্ত—দরজিপাড়া	৫।০
" সেখ বেসারৎ উদ্দীন—ফুলবাড়ি	৭
" পি, সি, চক্রবর্ত্তী—অবাই	৭
চন্দ্রগদী—[illegible]	৫।।০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ | "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং ” | ৩৫ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ২৮ এ আষাঢ়। ইং ১৮৮১। ১১ ই জুলাই।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।৽, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১২৮৭ সাল গত হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য গ্রহণের নিয়ম, এ বিষয়টী বিশেষ করিয়া পাঠকগণের স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, তাহা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তব্য।

যাঁহারা মনিঅর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভ্রম-প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। যথা—যিনি কাগজ লন, হয় ত তাঁহার কর্ম্মচারী মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু গুরু-দাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরও কর্ম্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্ম্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, বাস-গ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহা-দের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের অত্যুৎকৃষ্ট।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথাঃ—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্ব-প্রকার ঘুষঘুষে ঘা, ফোস্কা ঘা, আবের ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, ডুবা ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোসপাঁচড়া, ছিঁড়িয়া, ছড়িয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠ-ব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোষ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) শিরঃবেদনা, সর্ব্বপ্রকার পায়ের ঘা, অঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাঁউড় ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, বিবিধ প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

মুঙ্গেরের অতি উৎকৃষ্ট ঘৃত।

সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত আমি মুঙ্গের হইতে অতি উৎকৃষ্ট ও অকৃত্রিম ঘৃত পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু নামীয় মার্কার ॥৽, /৫, /২॥৽, /১।৽, কানেষ্টারে বড়বাজার চিনি পটী ৫ নং বাটীতে আমদানী করিতেছি গ্রাহক মহোদয়গণ মার্কা দৃষ্টে খরিদ করিবেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ অষ্টম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের অষ্টম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ভাষার নমস্মীতা, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, দাক্ষা কার্পাস, হিন্দুসমাজের বর্ত্ত-মান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি? মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, এই ৬টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাক-ঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

সুলভ মূল্যে! সুলভ মূল্যে!!

অধ্যাত্মরামায়ণ।

ইহার বঙ্গীয় অনুবাদ নাই। বাল্মীকি রামায়-ণের বিস্তর অনুবাদ এতদ্দেশে প্রচারিত হইয়াছে, অধ্যাত্মরামায়ণে এপর্য্যন্ত কোন মহাত্মাই হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি বাল্মীকি রামা-য়ণ অপেক্ষা অনেক নূতন নূতন উপদেশ পরিপূর্ণ। এই সদুপদেশগর্ভ মহারত্নটী সংস্কৃতানভিজ্ঞ বঙ্গ-বাসীর নিকট অপরিজ্ঞাত থাকা এ সময়ে বড় ক্ষোভের বিষয়। অতএব আমি ক্ষুদ্রপ্রাণী হইয়াও কতিপয় সাহিত্যানুরাগী পণ্ডিত মহোদয়ের উৎসাহে ও যত্নে ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি।

প্রতিমাসে ডিমাই আটপেজী ছয় ফর্ম্মা করিয়া এক এক খণ্ড প্রকাশিত হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম।৽ চারি আনা।

অগ্রিম দ্বাদশ খণ্ডের অতিরিক্ত মূল্য একত্রে গৃহীত হইবে না। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে পত্রসহ মূল্য পাঠাইবেন। যদ্যপি আমরা পুস্তক সম্পূর্ণ করিতে না পারি তবে সমস্ত মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

[illegible] নবাবী [illegible]

[illegible] বাটী

প্রকাশক শ্রী[illegible]চন্দ্র সরকার।

প্রেরিতপত্র।

ভারত কি জন্য ও কিরূপে অধঃপাতে গিয়াছে?

"ভারত কি জন্য ও কিরূপে অধঃপাতে গিয়াছে?" বহুকাল হইতে অনেক ব্যক্তি এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যত্নবান হইয়াছেন সত্য; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সকলের একরূপ মত না হইলেও "বিলাসিতাই যে ভারতের অধঃপতনের কারণ" এ কথা অনেকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। আমরাও এই মতের পক্ষপাতী হইয়া, কিরূপে বিলাসিতা হইতে ভারত উৎসন্ন গিয়াছে অদ্য সহৃদয় পাঠকগণের নিকট সংক্ষেপে সেই বিষয়ের দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

যখন কোন পুরুষ পুরুষকার অবলম্বন করিয়া সংসারের নানাবিধ সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হন তখন তাঁহার সেই সৎ-সাহস ও পরিশ্রমাদি দর্শনে লক্ষ্মী-স্বরূপ নারায়ণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া দয়া দাক্ষিণ্যাদি অনুচরগণ সহ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। ধর্ম্মের অনুগত হইলে [illegible] হইয়া ধার্ম্মিক বলিয়া জনসমাজে পরিচিত হন। কিরূপে তখন তিনি সমস্ত মনুষ্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়া পরোপকারব্রতে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিতে পারিবেন এই চিন্তাকেই মূলমন্ত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন। এইরূপে পুরুষ ধর্ম্মের অনুগত, ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, নীতিনিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও দয়ালু হইলে পর প্রকৃতির নিয়মবশে তাঁহার শুভ অদৃষ্টে ভাগ্যলক্ষ্মীর অভ্যুদয় হয়। লক্ষ্মী, পতিবিয়োগে কাতরা হইয়া আর অধিককাল একাকিনী থাকিতে না পারিয়া পতির অনুসন্ধানে প্রবৃত্তা হইয়া [illegible] সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পতি-সহ [illegible] আনন্দে কিছুকাল পর্য্যন্ত (উদ্ধৃত [illegible]) অচলাভাবে সেই স্থানে থাকিয়া নিজ চঞ্চলা নামের কলঙ্ক অপনোদনে যত্নবতী হন। বলা বাহুল্য, যখন লক্ষ্মীর অনুকম্পা হয়, তখন পুরুষ সংসারে যথার্থ সুখী। তাঁহার এক দিকে ধর্ম্মধন, অন্য দিকে [illegible], ভাগ্যোদয়ে ধর্ম্মযোগে সুবর্ণে সোহাগা [illegible] থাকে। মনুষ্য-জীবনে ইহার অপেক্ষা [illegible] আর কি হইতে পারে?

কিন্তু দুঃখের বিষয়, পুরুষের এ সুখ, পুরুষানুক্রমে চিরদিন স্থায়ী হইতে পারে না। সংসারে সুখ চিরদিন স্থায়ী নয়। যদি চিরস্থায়ী হইত, তবে সংসার কি সুখের আলয় হইত? সংসারে চক্রনেমির ন্যায় যে সুখ দুঃখ অনবরত অদৃষ্ট-চক্রে ঘূর্ণিত হইতেছে। কিছু দিনান্তরে নিশ্চয়ই পুরুষের দশা পরিবর্ত্তন হয়। তাহার কারণ এই, লক্ষ্মী যেমন স্বামি-বিচ্ছেদ কাতরা হইয়া পতির অনুসন্ধান করেন ও শেষে পতিসহ মিলিতা হন তদ্রূপ লক্ষ্মী-পুত্র। কন্দর্পও (১) পিতামাতার অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া পিতামাতার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন। এবং যখন পিতামাতার সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তখন পিতা-ধর্ম্ম মনে মনে ভাবিয়া থাকেন, "আমি পুরুষের অদৃষ্ট-রাজ্যে অনেক দিন পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলাম। এক্ষণে প্রায় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। অতএব কালবশে এই সময়ে প্রিয়পুত্র রতিপতিকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বিদায় গ্রহণ করি। পুত্রের আগমনে পিতার একস্থানে অবস্থান করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।" এই ভাবিয়া ধর্ম্ম বানপ্রস্থ অবলম্বন জন্য অন্যত্র গমন করেন। ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গেলে পুরুষ যথেচ্ছাচারী হন ও মদন নিজ আধিপত্য প্রদর্শনের উপযুক্ত সময় পান। তখন চারি দিকে পাপ-আগুন জ্বলিয়া উঠে!

পিতা অপেক্ষা মাতা অধিক অপত্য-স্নেহবতী, একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। এজন্য ধর্ম্মত্যাগ করিয়া গেলেও ভাগ্যলক্ষ্মী কিছু কাল পুরুষের পুত্র মদনের পক্ষপাতিনী হইয়া সন্তান-মদনের দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু অবশেষে যখন দেখেন, মদনের প্রিয় বন্ধুগণ কাম (কাম প্রধান মন্ত্রী!) ক্রোধ, লোভ, মদাদির শাসনে পুরুষ অত্যন্ত বিলাসী হইয়া পড়িয়াছে ও বিলাসিতা নিবন্ধন "আর আন সুরা, দাও ব্রাণ্ডি" "কাল অমুকের পুত্রবধূর সতীত্ব নাশ কর" "পরশ্ব অমুককে মিথ্যা মকদ্দমায় সর্ব্বস্বান্ত কর, ও নিজেও হয়" ইত্যাদি পাপানুষ্ঠান করিলে চঞ্চলা চঞ্চলা হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন এবং যাইবার সময় নিদর্শনস্বরূপ একটী "ভিক্ষার ঝুলি" দিয়া যান। লক্ষ্মীহীন হইলেই উৎসন্ন!! পাঠক দেখিলেন, সংসারে পুরুষের কিরূপে উন্নতি ও অবনতি হইয়া থাকে। এ নিয়ম প্রকৃতির নিয়ম বলিলেই হয়। যখন এক পুরুষের পক্ষে এ নিয়ম বর্ত্তিল, তখন পঞ্চবিংশতি কোটী প্রাণীর আবাসস্থল ভারতের পক্ষে এ নিয়ম কেন না বর্ত্তিবে? এ নিয়ম ভারতের পক্ষেও বর্ত্তিয়াছে। যখন প্রাচীন হিন্দুসন্তানগণ সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া প্রকৃত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন; যখন তাঁহারা সৎপথে থাকিয়া সৎকার্য্যে জীবনক্ষেপ করেন, তখন ধর্ম্ম ও লক্ষ্মী তাঁহাদের পিতামাতার-স্বরূপ ছিলেন। কিন্তু যে দিন মদনের প্রবেশ হইয়াছে, ভারতবাসিগণ যে দিন বিলাসী হইয়া পড়িয়াছেন, সেই দিন আদিরসের ঢলাঢলি হইয়া ভারত অধঃপাতে গিয়াছে। এক্ষণে আদিরসে দেশপ্লাবিত। যতদিন এই রস শুষ্ক না হইয়া যাইবে, ততদিন আমাদের উন্নতি নাই।

(১) পুরাণ মতে রতিপতি লক্ষ্মীর পুত্র। অর্থাৎ যেখানে ঐশ্বর্য্য, সেই স্থানেই প্রায় মদনের আধিপত্য!

কুলমবেলিয়া
মোহারবেলিয়া
তারিখ ১০ এ আষাঢ় } শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।

মাশুল।

কি কুক্ষণেই লর্ড লিটন কাবুল যুদ্ধের অবতারণা করিয়াছিলেন। শান্তিপূর্ণ কাবুল ছারখার হইয়া গেল, কত লোকের মৃত্যু হইল, কত নারী পতিশূন্যা পুত্রশূন্যা হইল, ভারতের টাকার শ্রাদ্ধ হইয়া গেল; কিন্তু এ পর্য্যন্তও কাবুল যুদ্ধের হাঙ্গামা শেষ হইল না। সে দিন ঐ কাবুল যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের ছল করিয়া টাকা আদায় করিবার জন্য একজন জাল ডেপুটী কালেক্টার ও তাহার সহচরগণ এই রাণাঘাটে ধৃত হইয়া ফৌজদারী সোপর্দ্দ হওয়াতে কঠিন পরিশ্রম সহ কারাবাসের আদেশ পাইল। সম্প্রতি কাবুল যুদ্ধের চাঁদা বা মাশুলরূপ আর একটী হাঙ্গামা আসিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছে। এবার এ অঞ্চলের জমীদার বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের এক প্রকার বিপদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমত অনেক জমীদার বা নামজাদা সম্ভ্রান্ত আছেন তাঁহাদের ভিতরের অবস্থা অনেকে জানেন না, তাঁহারা অন্তঃসারশূন্য অথচ এ হাঙ্গামায় (এক প্রকার হাঙ্গামা না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে) কিছু না দিলেও মান সম্ভ্রম থাকে না; পক্ষান্তরে কর্তৃপক্ষদিগের অসন্তোষের ভয়ও আছে। পাঠকবর্গ নিম্নলিখিত পত্র খানি পাঠ করিলেই আমাদিগের কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারিবেন। পত্র খানি এই:—

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী জমীদার মহাশয় রাণাঘাট।

"গত আফগান যুদ্ধে যে সকল ইউরোপীয় ও নেটিভ সৈন্য নিহত ও অক্ষম হইয়াছে, তাহাদিগের পরিবারগণের ভরণপোষণার্থ একটী ফণ্ড সংগ্রহ করা ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের আবশ্যক হওয়াতে মহামান্য গবর্ণর জেনেরল সাহেব বাহাদুর শিমলাতে একটী সভা সংস্থাপিত করেন। ঐ সভার উদ্দেশ্য এই যে, জমীদার এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকদিগের

নিকট হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটী ফণ্ড সংস্থাপন করা হয়, আর কালেক্টার সাহেব এই মর্ম্মের চিঠি আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, অতএব আপনি যদি এ প্রকার দেশের হিত সাধনার্থ আপন ক্ষমতানুসারে কিঞ্চিৎ দান করেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য করা হয়। আর যদি কিঞ্চিৎ দান করা বিবেচনা হয়, তবে অত্র মহকুমার কাছারিতে সেই দান অর্পণ করিলেই হইবে; এই টাকা সংগ্রহ করণ জন্য কালেক্টার সাহেবের অনুমতি আসিয়াছে ইতি।"

Si'd Pran Krisno Dass Sub Dy Magistrate.

যাহা হউক, সুরেন্দ্র বাবু গবর্ণমেণ্টের এই মাঙ্গনের টাকা দিয়াছেন কি না আমরা বলিতে পারি না। অক্ষম পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্য করা বা তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিলে পুণ্য ব্যতীত পাপ নাই সত্য, কিন্তু এরূপ অক্ষম বা পীড়িত ব্যক্তির এই রাণাঘাট সব ডিবিজনেও অভাব নাই। গত বৎসর যখন এই সব ডিবিজনের বহুসংখ্যক ব্যক্তি চিকিৎসার অভাবে জ্বরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, এ প্রদেশের সম্ভ্রান্ত ও জমীদারগণ পুষ্কাক্লে চেষ্টা করিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিলে ঔষধ ও পথ্যের অভাবে অনেক দুঃখীর অকাল মৃত্যু হইত না। পত্রে লিখিত আছে, অতএব আপনি যদি এ প্রকার দেশের হিত সাধনার্থ আপন ক্ষমতানুসারে কিঞ্চিৎ দান করেন তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য করা হয়, ইহাতে যে আমাদিগের দেশের কি হিতসাধন হইবে আমি পত্রের আদ্যন্ত পাঠ করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বরং এ প্রকার দান করিলে ভবিষ্যতে লর্ড লিটন সদৃশ স্বমত-প্রিয় গবর্ণর জেনরলদিগকে প্রশ্রয়ই দেওয়া হইবে। গত আফগান যুদ্ধে যে সকল সৈন্য নিহত ও অক্ষম হইয়াছে, তাহাদিগের পরিবারগণের ভরণপোষণার্থ ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ব্যস্ত হইয়াছেন। এরূপ হওয়া অনৈসর্গিক নহে, পরের দুঃখ দেখিলে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই দুঃখিত হইয়া থাকেন। আমরা ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টকে একটী সদুপায় বলিয়া দিতেছি, তাঁহারা প্রকারান্তরে ভারতের চুনা পুঁটীকে বিপদগ্রস্ত না করিয়া বিলাতে এ বিষয় লর্ড লিটনকে লিখিয়া পাঠান, লর্ড লিটন একজন ধনী লোক। তিনি মনে করিলেই (মনে করা উচিত,) স্বয়ং আফগান যুদ্ধে হত ও অক্ষম সৈন্যদিগের পরিবারগণের ভরণপোষণের জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে টাকা দিতে পারেন কারণ লর্ড লিটনই আফগান যুদ্ধের মূলাধার। যাহা হউক। পত্র খানি এই বলিয়া শেষ করা হইয়াছে। যে "এই টাকা সংগ্রহ করণ জন্য কালেক্টার সাহেবের অনুমতি আসিয়াছে" এস্থলে অনুমতি শব্দ যে কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। মঙ্গন বা ভিক্ষার আবার অনুমতি কি আদেশই বা কি? বরং এই টাকা সংগ্রহ করণ জন্য কালেক্টর সাহেব "অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন" লিখিলে সঙ্গত হইত।

রণাঘাট—শ্রীঃ—

ঢাকা-কলেজের ছাত্রদিগের পুরস্কার বিতরণী-সভা।

১৯ এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার অপরাহ্ণ ৫ ম ঘটিকার সময় নর্থব্রুক হলে ঢাকা কলেজ ও কলেজিএট স্কুলের ছাত্রদিগের পুরস্কার প্রভৃতি বিতরণ কার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে প্রায় পাঁচ শত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঢাকাস্থ বিস্তর গণ্য, মান্য, সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি সভারূঢ় হইয়া উৎসাহ ও সৎকার্য্যানুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথমতঃ, ঢাকার মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মেঃ ষ্টিবেন্স সাহেব সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিলে, সুযোগ্য প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত মেঃ পোপ সাহেব বার্ষিক বিজ্ঞাপনী পাঠ করেন। তৎপরে ছাত্রদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসা-পত্র, অনেকগুলি রজত-পদক, ও বিবিধ উপাদেয় পুস্তকাদি প্রদত্ত হয়। প্রদত্ত পুস্তকগুলির অধিকাংশই রুতপূর্ব্ব পোপ সাহেবের যত্নে ইংলণ্ড হইতে আ[illegible] হইয়াছিল। সুতরাং সুপাঠ্য ও সুরুচিকর পুস্তকগুলি হস্তগত হইয়াই পুরস্কার প্রাপ্ত ছাত্রদিগের নিরতিশয় প্রীতি ও উৎসাহ বৰ্দ্ধন করিয়াছে। উৎসাহ সৎকার্য্যের প্রসূতি; প্রীতি সাধুতার প্রকৃতি। আন্তরিক উৎসাহ ও মানসিক প্রীতি না থাকিলে, প্রকৃত উন্নতি ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না। ঢাকা কলেজের বর্ত্তমান সুযোগ্য অধ্যক্ষ পোপ সাহেব এই সর্ব্বতো বিসারিণী মানসিক প্রকৃতির অনুশীলনে ও সর্ব্বজনীন আন্তরিক প্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধনে ছাত্রদিগের সবিশেষ উৎকর্ষলাভ হইবে, এই নিমিত্তই তদীয় কার্য্যারম্ভ কাল হইতে ঢাকা কলেজে আড়ম্বর সহকারে পুরস্কার বিতরণ ক্রিয়ার আরম্ভ করিয়াছেন। এবং সুখের ও প্রশংসার বিষয় এই যে, তদ্বিষয়ে তিনি আশানুরূপ কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। তাঁহার কর্তৃত্বকালের প্রারম্ভ হইতেই ঢাকা কলেজের ক্রমোৎকর্ষ পরিলক্ষিত হইতেছে। বিগত বর্ষে এই উৎকর্ষ আশানুরূপ ও সবিশেষ সন্তোষপ্রদ হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে সর্ব্ববিষয়ে ঈদৃশী উন্নতি আর লক্ষিত হয় নাই। ফলতঃ পোপ সাহেবের সময়ে এই পূর্ব্ববঙ্গের সারস্বতপ্রাসাদ হইতে চতুর্দ্দিকে মনোহর সৌরভ বিকীর্ণ হইতেছে। চেষ্টা, যত্ন, উৎসাহ ও পরিশ্রমের অসাধ্য কর্ম্ম নাই, মেঃ পোপ ঢাকা কলেজের কার্য্যে তাহা বিলক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তদীয় উদ্যোগে, পরিশ্রমে ও সুনিয়ম প্রভাবে ঢাকা কলেজ এক্ষণে ছাত্রমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ। তিনি অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া অনুক্ষণ কেবল ঢাকা কলেজের কার্য্যকলাপেই ব্যাপৃত ও উহার হিত চিন্তাতেই নিরত। অতএব তাঁহাকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

এই পারিতোষিক বিতরণী সভার উপসংহার সময়ে মাননীয় সভাপতি মেঃ ষ্টিবেন্স সাহেব একটী উপাদেয় বক্তৃতা করেন। "বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণদিগের সংখ্যাবাহুল্য হওয়াতে, যদিও রাজকীয় কার্য্য সকলের নিয়োগ সম্ভাবনীয় নহে, তথাপি প্রকৃত পাণ্ডিত্য ও ক্ষমতালাভ করিতে পারিলে, বর্ত্তমান বঙ্গ-সমাজে কৃতবিদ্যদিগের নানারূপেই অভীষ্টলাভ হইতে পারে" এই আভাসপ্রদ তদীয় কতিপয় সারগর্ভ বাক্য শুনিয়া সকলেই পরিতুষ্ট হইয়াছেন। ফলতঃ পণ্ডিত ব্যক্তি, সলিলবর্ষীর প্রান্তরে মগ্ন ও নিঃসহায় পরিত্যক্ত হইলেও আপনার বিষয় করিয়া খাইতে পারেন, সংশয় নাই। "শিক্ষা প্রয়োজনং জ্ঞানং জ্ঞানপ্রয়োজনং সুখম্।"

অতঃপর সভা ভঙ্গ হয়।

২০ এ জ্যৈষ্ঠ) শ্রী প্রঃ—
১২৮৮ সাল।)

কুকুরমারার মকদ্দমা - ৫ ই জুলাই ১৮৮১।

সম্প্রতি এখানে একটী কুকুরমারার মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। হুগলির পুলিসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডেবিস সাহেব তাঁহার ভৃত্য দ্বারা হুগলির ব্রাঞ্চ স্কুলের হরিপ্রসন্ন নামক একটী বালকের নামে উক্ত সাহেবের একটী প্রিয় বিলাতী কুকুর দেশীয় কুকুর দ্বারা হত করা হয় বলিয়া ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ সাধারণী সম্পাদক মহাশয় গত বারের সাধারণীতে যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "ভ্রমবশতঃ দণ্ডবিধি আইনে কুকুরে কুকুর মারিলে তাহার (হন্তা কুকুরের) দণ্ডের ব্যবস্থা নাই।" যাহা হউক, বাদীর পক্ষে যে কয়েক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়াছে। [illegible] সাহেবের কুকুর রক্ষক মেথর এবং অনুগত

নামে অভিহিত হইবেন। তাঁহাকে চারি জন মন্ত্রী রাজকার্য্যে সহায়তা করিবেন। ঐ অব্দ হইতে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন হয়, তদবধি কোন কোন বিষয়ে প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের সম্মতি লইয়া এই দুই গবর্ণমেণ্ট স্বীয় স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু এই গবর্ণমেণ্টদ্বয়ের অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা আছে। গবর্ণরেরা ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে মনোনীত হন। ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের রাজকার্য্য সম্বন্ধে অনেক কথা বার্ত্তা চলে। এবং যখন লার্ড এলফিনষ্টোন বোম্বাই প্রদেশের গবর্ণর ছিলেন, তৎকালে এই গবর্ণমেণ্টদ্বয়ের অনেক অধিকার ছিল। সম্প্রতি পরলোকগত আদাম সাহেব তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটরি ছিলেন। তৎকালে তিনি বোম্বাই ও মান্দ্রাজের গবর্ণরের যত ক্ষমতা ও অধিকার ছিল দেখিয়া ছিলেন, তত ক্ষমতা ও তত অধিকার তিনি গবর্ণর হইয়া আসিয়া ভোগ করিতে পান নাই। ভূতপূর্ব্ব রাজস্বমন্ত্রী ষ্ট্রাচি সাহেবের মন্ত্রিত্বকাল হইতেই গবর্ণরদিগের অধিকার খর্ব্ব করা হয়। তদবধি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের কার্য্য ও গবর্ণরের কার্য্য প্রায় একরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যখন কার্য্য একরূপ, তখন বেতনের উৎকর্ষাপকর্ষের প্রয়োজন কি? বিলাত হইতে গবর্ণর প্রেরণ করিবার আবশ্যকতাই বা কি? সিবিলিয়ানদিগকেই বা এই পদবীতে অধিকার দেওয়া না হয় কেন? তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

মান্দ্রাজ ও বোম্বাই অঞ্চলে যে স্বতন্ত্র গবর্ণর রাখিবার আবশ্যকতা নাই, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর রাখিলে যে তথাকার কার্য্য রীতিমত চলিতে পারে, তাহা কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু হঠাৎ এই পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে না বলিয়াই আপাততঃ মান্দ্রাজের গবর্ণর রাখা হইতেছে। ইংলণ্ডে এ বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। সে দিন হার্টিংটন সাহেব প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন "গবর্ণরের পরিবর্ত্তে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর নিয়োগ করিতে হইলে বিশেষ একটী আইন বিধিবদ্ধ করা আবশ্যক। কিন্তু তাহা করিতে হইলে সময় লাগিবে, তত দিন পদশূন্য রাখা যায় না। আপাততঃ ঐ পদে লোক নিযুক্ত করা আবশ্যক হইতেছে।"

যাহা হউক, শীঘ্র শীঘ্র এই আইনটী বিধিবদ্ধ হইলে এদেশের বিশেষ একটী উপকার হইবার সম্ভাবনা। এদেশের ধনাগারে ধন নাই, কিন্তু রাজকার্য্যে নিযুক্ত এত অধিক বেতন ভোগী কর্ম্মচারী আর কোন দেশে বা কোন রাজ্যে নাই। আমাদের গবর্ণর জেনরল যে বেতন পাইয়া থাকেন, কোন দেশে কোন রাজ্যে কাহারও এত অধিক বেতন নাই। তাঁহার বেতনের কথা দূরে থাকুক, আমাদের গবর্ণর ও লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরেরা যে বেতন পান ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর বেতন তদপেক্ষা অনেক অল্প।

এই প্রসঙ্গ লইয়া মান্দ্রাজ মেইল বলেন মান্দ্রাজ ও বোম্বাই অঞ্চলে গবর্ণর রাখা আবশ্যক। স্ববাক্য সমর্থন জন্য আমাদের সহযোগী কহেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যেরূপে এই দুই গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার সংকোচ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে কেবল নিয়মিত ধরা বাঁধা কার্য্য করিতে হয় মাত্র! অতএব তাঁহাদের অধিকার সমধিক বর্দ্ধিত করিয়া দিয়া এই দুই গবর্ণমেণ্টকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে দেওয়া উচিত। তাঁহার মতে বঙ্গদেশে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাব অঞ্চলেও লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর না রাখিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ও সমধিক ক্ষমতা সম্পন্ন গবর্ণর রাখা আবশ্যক। কেন না লর্ড রিপন একবার ইঙ্গিতক্রমে বলিয়াছিলেন যে গবর্ণর জেনরলকে এক্ষণে যে ভার বহন করিতে হয়, তাহা নিতান্ত দুর্ব্বহ। আমাদের সহযোগীর মতানুসারে এই ভার সকল গবর্ণমেণ্টে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।

মান্দ্রাজ মেইল এইরূপে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনেক ভার লাঘব হয় বটে, কিন্তু তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আবশ্যকতা কি? কেবল যে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরেল পদ নিষ্প্রয়োজন হয় এরূপ নয়, ব্যয়েরও বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়া উঠে। ব্যয় সঙ্কোচের প্রস্তাব কালে ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব যে একান্ত অসঙ্গত, সে বিষয়ে সংশয় নাই। অতএব মান্দ্রাজ মেইলের প্রস্তাব কোন ক্রমেই আদর-যোগ্য হইতেছে না। মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের সৃষ্টিতে আমরা কোন প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা দেখিতেছি না।

পার্লিয়ামেণ্টের অধুনাতন মেম্বর মাউণ্টষ্টুয়ার্ট এল্‌ফিনষ্টোন গ্রাণ্ট ডফ সাহেব ভূতপূর্ব্ব সেতারার রেসিডেণ্ট জে, সি, গ্রাণ্টডফ সাহেবের ঔরসে ১৮২৯ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কিয়ৎকাল এডিনবরা নগরে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বালিয়ল কলেজে প্রবেশ পূর্ব্বক ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে বি, এ, ও ১৮৫৩ অব্দে এম, এ, উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ১৮৫৪ অব্দ পর্য্যন্ত ইনার টেম্পল নামক আইনের অধ্যাপনা গৃহে আইন অধ্যয়ন পূর্ব্বক বারিষ্টার হন। তিনি এলগিন, ব্যানফ, ও আবর্ডীন শিয়ারের মাজিষ্ট্রেট, এবং ১৮৫৭ অব্দের ডিসেম্বর মাসে এলগিন বরো হইতে প্রজাবর্গের প্রতিনিধি স্বরূপে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় প্রেরিত হন।

তিনি ১৮৬৭ অব্দে মার্চ্চ মাসে আবর্ডীন বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ড রেক্টরের পদ গ্রহণ করেন। গ্লাডষ্টোন সাহেবের মন্ত্রিত্বকালে ১৮৬৮ অব্দের ডিসেম্বর মাস হইতে তিনি ভারতবর্ষের অণ্ডর সেক্রেটরি পদে নিযুক্ত হইয়া ১৮৭৪ অব্দ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। কিয়ৎকাল হইল যখন লর্ড নর্থব্রুক ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হন, তৎকালে তিনি এ দেশের অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করিবার জন্য ভারতবর্ষে আগমন করেন। এক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম বাযান্ন বৎসর। তিনি যে ধাতুর লোক তাহাতে বোধ হয় তিনি মান্দ্রাজের উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন।

অহিফেন ব্যবসায়।

গত সপ্তাহের পূর্ব্ব সপ্তাহে আমরা অহিফেন সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম। ঐ ব্যবসায় উঠাইয়া দিবার বিষয়ে আমাদের মত কি তাহাও এক প্রকার পাঠকদিগকে জ্ঞাত করা হইয়াছে। এই প্রশ্নটী সহজ নয়; এমন কাজ আরও দুই এক বার হইয়া গিয়াছে,—এ প্রকার ধর্ম্মের দোহাই লোক-হিতৈষণাও আমরা নাকি দুই এক বার দেখিয়াছি, তাই ভাবিলে বুদ্ধি বিবেচনা লোপ পাইয়া যায়। যদি ধর্ম্ম নীতির উপদেশ লইতে হয় তাহাতে আর কথাটী নাই, তর্ক বিতর্কও নাই, একেবারে বলিতেছি, এইক্ষণে অহিফেনের ব্যবসায় উঠাইয়া দাও। কিন্তু, রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির মুখ পেক্ষা করেন না, তাই ভাবিতেছি,—এই ধর্ম্মের দোহাই মধ্যে কোন রাজনীতির সংস্রব আছে কি না?

পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল ইংলণ্ডে এক সম্প্রদায় ধর্ম্মপরায়ণ লোক হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ঝোঁক লবণের উপর ছিল। এখনকার আফিমের মত তৎকালে লবণও গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া ছিল,—উহাতে অন্য কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত লোকে লবণ প্রস্তুত করিত, তৎপরে উহা জনসমাজে বিক্রীত হইত। বাঙ্গালা মান্দ্রাজ ও উড়িষ্যার সমুদ্রতীরে লবণের কারখানা ছিল, তথায় সহস্র সহস্র দরিদ্র লোক প্রতিপালিত হইত। বস্তুতঃ স্থানীয় ব্যবসায় বাড়িলে সাধারণের কর্ম্মক্ষেত্রও বাড়ে, কারণ ব্যবসায় লক্ষ্মীর প্রবেশ পথ।

বিলাতি বুদ্ধি শতমুখী, আবার বাণিজ্যের পথ

আমরা দেখিতে পাই অভ্যুত্থিত নব যুবকেরা সংসার ধর্ম্মে পদার্পণ করিয়াই প্রথমে তাঁহারা সুরাপান করিতে শিখেন, চির জীবনের আশালতা অঙ্কুরেই শুষ্ক হইয়া যায়। আমাদের বিবেচনা হইতেছে, বুদ্ধিমান ইংরাজ প্রথমে ভারতের সুরাপান কমাইতে যত্নবান হইলে প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেন।

গবর্ণমেণ্ট আফিমের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এ প্রস্তাব ভাল হইয়াছে, কিন্তু সম্প্রতি অভীষ্ট সিদ্ধির আশা নাই। চীনবাসীরা কিছুতেই এককালে আফিম সেবন ত্যাগ করিতে পারিবে না। এটী তাহাদের বহুকালের অভ্যাস। মুসলমান ধর্ম্মে সুরাপান নিষেধ আছে, সে কারণ মুসলমানেরা অত্যন্ত আফিম ভক্ত; চীনেরাও আরবদিগের নিকটে আফিম খাইতে শিক্ষা করে। এক্ষণে মিশরে, পারস্যে, তুর্কে এবং চীনে প্রচুর আফিম জন্মিতেছে। তন্নিমিত্ত বোধ হয় ভারতের আফিম রপ্তানি বন্ধ হইলেও চীনের আফিম সেবন বন্ধ হইবে না।

চীনের য়ুঁচাঙ্গ প্রদেশে ১৭৩৬ সাল হইতে আফিমের চাস আরম্ভ হইয়াছে। গত শতাব্দীতে ভারতবর্ষ হইতে সিচুয়েন প্রদেশে আফিমের বীজ নীত হয় এবং আজ কাল ঐ প্রদেশের অর্দ্ধেক ভূমিতে আফিম জন্মে। তদ্ভিন্ন হোন ন্ সেন্সি সান্সি চিং চিং কেন ও মানচুরিয়া প্রদেশে যথেষ্ট আফিম উৎপন্ন হয়। ঐ সকল দেশের আফিম ভাল নয়, কেবল দরিদ্র লোকেরাই তাহা ক্রয় করে। নতুবা সকল লোকে ঐ আফিম ব্যবহার করিলে ভারতবর্ষীয় আফিমের রপ্তানি এত দিন বন্ধ হইয়া যাইত।

চীনেরা যে এত আফিম ভক্ত, তাহার একটী গূঢ় কারণ আছে। লিন্চিন্ নামে চীনের একখানি প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে যে, আফিম মনুষ্যদেহের মহৌষধ। ইহা দেহের রোগ পরিহার করিয়া মনুষ্যকে দীর্ঘজীবী করে। সম্রাট কিএঙ্গলুঙ্গের রাজত্ব সময়ে ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চীন দেশে আফিম প্রথম নীত হয়। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে প্রথম ২০০ বাক্স আফিম চীনে প্রেরিত হইয়াছিল। চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষীয় আফিম ব্যবসার এই সূত্রপাত। সেই সময় হইতে আফিমের ব্যবসায় দিন দিন উন্নত হইয়া আজ নয় কোটি টাকা ভারত রাজকোষে দান করিতেছে। ১৮৭৭ সালে ৪০,০০০ বাক্স প্রেরিত হয়; ১৮৫০ সালে, ৪৮০০০ বাক্স, তাহার মূল্য ৫০০০০০০০ পাঁচ ক্রোর টাকা, ১৮৫৫ সালে ৬৩০০০ হাজার বাক্স, তাহার মূল্য ৬০০০০০০০ ছয় ক্রোর টাকা; ১৮৬০ সালে [illegible] হাজার বাক্স, তাহার মূল্য ৯০০০০০০০ নয় ক্রোর টাকা; ১৮৮০ সালে ৯৪,৮৩৬ বাক্স, তাহার মূল্য ১৩১২০৫০০০। প্রতি বাক্সে ১৸০ এক মণ ত্রিশ সের আফিম থাকে।

ভারতের সমস্ত রাজস্ব গড়ে ৫২ কোটী টাকা অনুমান করা হয়। অতএব আফিমের আয়ে ঐ রাজস্বের প্রায় ষষ্ঠাংশ পরিপূর্ণ হইতেছে। এক দিন ইংরাজেরা চীনের সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম করিয়া এই আফিমের ব্যবসায় রক্ষা করিয়াছেন। পাছে বাণিজ্যের ক্ষতি হয়, সে কারণ ইংরাজেরা অদ্যাপি ভিন্ন দেশের আফিমের সুখ্যাতি করেন না। পারস্যাদি দেশ হইতে পরীক্ষার জন্য কেহ যদি এখানে আফিম পাঠাইয়া দেন, তাহা নষ্ট না হইলে পরীক্ষায় মনোযোগ দেওয়া হয় না। এক দিকে আফিমের ব্যবসায় উঠাইবার কথা হইতেছে, আবার এ দিকে উহার চাসও এ বৎসর দেড়গুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। অতএব এই প্রস্তাবের গূঢ় অভিসন্ধি কি, আমরা বলিতে পারি না।—তবে সোজাসোজি এই বলিতে পারি, অন্য দেশে যে প্রকার আফিম উৎপন্ন হইতে লাগিল, তাহাতে ভারতের ব্যবসায় আর অধিক দিন চলিবে না। এখন মেলেয়া দ্বীপের আফিম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; ভারতবর্ষের আফিম মধ্যম শ্রেণীর; তন্নিম্নে পারস্যের আফিম। চীনের ধনাঢ্য লোকেরা মেলেয়ার আফিম ব্যবহার করেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা চীনদেশজাত আফিমের সঙ্গে মেলেয়া কিম্বা ভারতবর্ষীয় আফিম মিশাইয়া খান। কিন্তু পারস্যের আফিম শুদ্ধই ব্যবহার করা চলে। ইহাতে বোধ হইতেছে, ক্রমে ক্রমে পারস্যের আফিমই চলিত হইবে। কাজেই, কিছু দিন পরে ভারতবর্ষের আফিমের আর আদর থাকিবে না, তাহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে।

চীনে অনুমান চল্লিশ কোটী লোকের বাস, তন্মধ্যে ন্যূনাধিক চল্লিশ লক্ষ লোক আফিম ব্যবহার করে। ভারতবর্ষেও অনুসন্ধান করিলে আফিম ও গুলিখোরের সংখ্যা ঐরূপ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব আমরা দেখিতেছি, মাদক দ্রব্যে এ দেশেরও সামান্য অনিষ্ট হইতেছে না। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আফিমের একচেটে ব্যবসায় উঠাইবার একবার প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু তখন কিছু হয় নাই। এবারেও বাদানুবাদ চলিতেছে, শেষে কি হয় বলা যায় না। যাহা হউক, অসৎ উপায় দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করা উঠাইয়া দিলে ইংরাজের সুখ্যাতি বটে; কিন্তু এখানকার—এই দরিদ্র ভারতের—মৃত্যু। নয় কোটী টাকা আবার কোথা হইতে উঠিবে?

বর্ত্তমান হাস্পাতাল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালী অনেক স্থলে যেন পদ্মানদীর পাহাড়—যেমন চড়্তি তেমনি পড়্তি। পূর্ব্বে হাসপাতালে কর্ত্তৃপক্ষীয়দের বিশেষ তত্ত্বাবধান ছিল না, যত দূর অপব্যয় হইতে পারে তাহা হইয়া গিয়াছে। তখন রোগীরা বেদানা সেরী সামপীন প্রভৃতি উপাদেয় সামগ্রী পরিতোষের সহিত খাইয়া সুখে সচ্ছন্দে থাকিত, এখন আবার এক বিন্দু বিশুদ্ধ ঔষধ পাওয়া দায় হইয়াছে। সকল বিষয়ে অতি শব্দই মন্দ—যখন চক্ষু মুদিয়া লোষ্টের মত টাকা জলা জলে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল, তাও ভাল নয়, আবার এখনকার এতাদৃশ ব্যয়সংকীর্ণতাও ভাল নয়।

পূর্ব্বে হাসপাতল যেন লুটখানা ছিল; যাঁর যা ইচ্ছা তিনি তাই করিতেন। ডাক্তার পেন্ এবং ইডেন সাহেব সেই অপব্যয় নিবারণ করিয়া অনেকের প্রশংসা-ভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু সংসার এমনি স্থান, একের সুখ্যাতির পাত্র হইলে অন্যের অখ্যাতির পাত্র হইতে হয়,—সকলের মনোরঞ্জন করা হইয়া উঠে না। হাসপাতালের ব্যয় লাঘব করায় রোগী এবং তাহার আত্মীয়গণ সন্তুষ্ট হয় নাই। ডাক্তার পেন্ এবং তৎপক্ষীয়েরা যত প্রমাণ দিউন, আমরা তাঁহাদের কথায় সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করিতে পারি না। রোগীরা এখন উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্য পায় না, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এ কথা আমরা কেবল অনুমান করে বলিতেছি না। আমরা এক দিন স্বচক্ষে দেখিয়াছি,—ক্যাম্বেল হাসপাতালে সামান্য ঔষধ ক্লোরেট অব্ পটাসও ছিল না। কেবল সেই দিন ছিল না এমত নহে, অর্থাভাবে হাসপাতালে আর ভাল ঔষধ রাখিবার উপায় নাই। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আমরা সাইনো বাইটিস রোগাক্রান্ত একজন দরিদ্র লোককে পাঠাইয়াছিলাম। সেই উৎকট ব্যাধিতে তাহার মৃত্যু হয়। হাসপাতালের এমন শোচনীয় অবস্থা যে সেই দরিদ্র ব্যক্তি উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্য পাইত না। দুগ্ধ ও মাংসের ঝোল প্রভৃতি বলকর দ্রব্যে তাহার জীবনীশক্তি রক্ষা করা আবশ্যক ছিল, কিন্তু সেই সময় যাহা হাসপাতালের রোগীর নিমিত্ত দেওয়া হয়, তাহা সে কখনই ছুঁতে নাই। আমরা সময়ে সময়ে তাহাকে কিছু খরচ দিয়া আসিতাম, তাহাতেই সে ক্ষুধার্ত্ত নিবারণ করিত।

কলিকাতা সহরে সকল দ্রব্য দুর্ম্মূল্য। টাকায় চারি সের দুগ্ধ হইলেও তাহাতে জল মিশ্রিত থাকে। অতএব সহরের ভিতর চারি পাঁচ আনায় [illegible]

তাহাদের চলৎশক্তি নাই, কষ্টে শয্যাতে উঠিয়া বসে, তাহাদের সকলকে পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হয় না। ক্বচিৎ কোন কোন রোগীকে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ কিম্বা মাংসের ঝোল দেওয়া হয়। তবে আমরা কর্তৃপক্ষীয়দের তত্ত্বাবধানে যার পর নাই প্রীত হইয়াছি। এই গেল কলেজ হাসপাতাল শেষ কথা।

আই ইন্‌ফার্ম্মারি দেখিয়া আমাদের মনে অনেক টুকু আহ্লাদের সঞ্চার হয়। সেখানকার খাদ্য সামগ্রীর অবস্থা বড় মন্দ নহে। কিন্তু ক্যাম্বেল হাসপাতালে কার সাধ্য প্রবেশ করে? দেখিলে, জগন্নাথ যমালয় কাণ্ড মনে পড়ে। দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশন পর্য্যন্ত উঠিতে আইসে, পথ্য নাই বলিলে চলে,—খাদ্য দ্রব্য বড় কদর্য্য, ঔষধ অতোধিক। তবে এখানে উপকার কি?—উপকার এই,—পথে ঘাটে গড়াগড়ি না যাইয়া অনাথাগুলা কণ্ঠাগত প্রাণ পর্য্যন্ত একটা আচ্ছাদনের ভিতর থাকিতে পায়; মরিলে পরে—মানচিত্র হইয়া বিদ্যার্থিদিগকে দেহতত্ত্বের উপদেশ দেয়। অপকার কি?—এ রোগ ও রোগ সে রোগ —একত্র নানা রোগের দুর্গন্ধ মিশ্রিত হইয়া বিষম একটা দন্দজ কাণ্ড ঘটে, পরিশেষে যার যে রোগ ছিল না, ক্রমে তাহাও আসিয়া উপস্থিত হয়। [illegible] দ্রব্যাদি উপযুক্তমত ব্যবহার করা হয় না। [illegible]

আমরা কর্তৃপক্ষদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা [illegible] হাসপাতাল একবার [illegible] দেখেন। এমন [illegible] হয় না। [illegible] সেবন করিলেই [illegible] পাকস্থলী ও অন্ত্র [illegible] এবং রোগীকে [illegible]। ডাক্তার [illegible] মহো- [illegible] করিতে ব্যগ্র [illegible] কিন্তু ইহার [illegible] স্বীকার করেন নাই। আমরা [illegible] ডাক্তার [illegible] বিশেষ বিবেচনা করিবেন। [illegible] উপযুক্ত [illegible] রোগীদের [illegible] পথ্য প্রদানের পক্ষে, [illegible] দুগ্ধ কিম্বা মাংসের ঝোল দেওয়া উচিত। [illegible] রন্ধন করিবার নিমিত্ত পাচকদিগকে যেন সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়। কলেজ হাসপাতালের দুর্গন্ধ নিবারণের জন্য কোন উপায় না করিলে সুস্থ ব্যক্তিদিগেরও অনিষ্টের সম্ভাবনা। [illegible]

সাম্রাজ্যের একটী মহৎ কীর্ত্তি, সেখানে এত টানাটানি দেখিলে আমাদের দুঃখের পরিসীমা থাকে না। জেলার হাসপাতালে দেখিয়াছি, চিরাতা ও নাটাফলই জ্বররোগে অধিক ব্যবহৃত হয়। কুইনাইনের প্রয়োগ এককালে সর্ব্বত্রই উঠিয়া গিয়াছে। এত সন্ধা খুজিলে কিছুতেই উপকারের প্রত্যাশা নাই। এ সম্বন্ধে আর যে যে বক্তব্য আছে, তাহা প্রস্তাবান্তরে লিখিত হইবে।

আবদুল সোভানের আবেদন এবং হাইকোর্টের জজ প্রিন্‌সেপ ও কানিংহাম সাহেব।

সভ্য সমাজমাত্রেরই নিয়ম এই যে, কেহ অন্যায় পূর্ব্বক কোন ব্যক্তির স্বত্বের বিঘ্ন করিলে ধর্ম্মাধিকরণ তাহার অনিষ্টের প্রতিকার করিয়া থাকেন। এই জন্যই মনুষ্য সমাজে ধর্ম্মাধিকরণের এত আবশ্যকতা। ভারতবর্ষে দুই শ্রেণীর ধর্ম্মাধিকরণ আছে। তাহার নাম দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত। ধন অথবা স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে কেহ কাহারও কোন স্বত্ব হানি করিলে দেওয়ানী আদালত তাহার প্রতিকার করেন, এবং সমাজ সাধারণের সুনিয়ম ও শান্তির বিঘ্ন করিলে অথবা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কোন অত্যাচার করিলে ফৌজদারী আদালত সেই নিয়মলঙ্ঘনকারী ও অত্যাচারীর দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। [illegible] অধিকার [illegible] আছে। নিম্নতম আদালত [illegible] অথবা [illegible] যদি কোন বিষয়ের প্রতিকার করিতে অসমর্থ হন, পীড়িত ব্যক্তি উচ্চতর আদালতে অভিযোগ করিয়া প্রতীকার প্রাপ্ত হইবেন। এই নিমিত্ত আপীল আদালতের সৃষ্টি করা হইয়াছে। হাই কোর্ট আমাদের দেশে আপীলের বিচার করিবার অধিকার প্রাপ্ত উচ্চতম আদালত। এজন্য তথাকার বিচারপতিদিগের বিচার সম্বন্ধে উচ্চতম আদর্শের উপযুক্ত হওয়া চাই। সেই উচ্চতম আদর্শের প্রতিরূপ হইয়া ন্যায় ও সুবিচারের পক্ষপাতী হইলে, নিজের স্বাধীনতা ও প্রজাসাধারণের স্বত্বের প্রতি অনুরাগী হইলে এবং শান্তচিত্তে ও ধীরভাবে সত্য ও প্রকৃত যুক্তিপরম্পরা ও [illegible] ন্যায়ানুগত মীমাংসা করিতে সমর্থ হইলে বিচারপতিদিগের প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদ্রেক হয়। [illegible] সাহেব পীকক এই আদর্শের বিচারপতি ছিলেন। [illegible] তিনি জনসমাজের শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা নিরতিশয় [illegible] হৃদয়ে বলিতেছি, যে অবধি তিনি এদেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তদবধি হাই- [illegible] প্রতি সাধারণের [illegible] ভক্তির লাঘব হইয়াছে। সাধারণে এই কথা বলে এখন আর সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। সে দিন আবদুল সোভানের আবেদন লইয়া হাইকোর্টের জজ প্রিন্‌সেপ ও কনিংহাম সাহেবের সমক্ষে যে অপূর্ব্ব অভিনয় হইয়া গিয়াছে, তাহাতে হাইকোর্টের বিচারের প্রতি যে সাধারণের অপ্রীতি জন্মিবে তাহা বিচিত্র নহে।

১১ ই জুন সোমবার ব্যারিষ্টার জ্যাকসন সাহেব পাটনা ডিবিজন বেঞ্চের বিচারপতি প্রিন্‌সেপ ও কনিংহাম সাহেবের নিকটে পাটনার সেসন আদালত হইতে আবদুল সোভানের মকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া স্থানান্তরের জজের নিকট ঐ মকদ্দমার বিচার করিবার ভার অর্পণ করিবার জন্য আবেদন করেন। আসামী আবদুল সোভান ঘুস লওয়া অপরাধে সেসিয়ন বিচারালয়ে বিচারার্থে অর্পিত হয়। স্থানান্তরে বিচার করাইবার উদ্দেশ্য এই যে, পাটনার ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের লোকের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আবদুল সোভান ঘুষ লইয়াছে, সুতরাং তথাকার জুরি অথবা আসেসর হইলে আবদুল সোভানের পক্ষে অবিচার হইবার সম্ভাবনা। পাটনা এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের লোকের মনে যে এই সংস্কার জন্মিয়াছে, তদ্বিষয়ক প্রমাণ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বেই বিচারপতি কনিংহাম ব্যারিষ্টার জ্যাকসনকে বলেন "আপনার মক্কেলের বিচার কালে যে সে নিরপেক্ষ আসেসর পাইবে না তদ্বিষয়ে আপনি কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিতে পারিবেন না।" তদুত্তরে জ্যাকসন সাহেব বলিলেন, তিনি তদ্বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কোন প্রমাণই দেন নাই, সেই প্রমাণ দিতে তিনি প্রস্তুত হইয়াছেন। "পাটনা জিলার কতকগুলি ক্ষমতাশালী অথচ এ সম্বন্ধে নিঃসম্পর্কীয় জমিদার এই মকদ্দমা সম্পর্কে পাটনার কোন আদালতে যে আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতেই তথাকার লোকের মনের ভাব পরিস্ফুট ভাবে ব্যক্ত হইতেছে এবং আবদুল সোভানের বিরুদ্ধে আদালতের পূর্ব্ব সংস্কার জন্মাইয়া দেওয়া ঐ আবেদনের উদ্দেশ্য।" এই বলিয়া যখন জ্যাকসন সাহেব সেই আবেদন পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন জজ প্রিন্‌সেপ সাহেব তাঁহাকে এই বলিয়া নিরস্ত করেন যে "পাটনার জজ এই সকল লোককে আসেসর করিবেন না।" তাহাতে জ্যাকসন সাহেব বলেন যে, তাহা হইলে যে সুবিচার হইবে, তাহার সম্ভব বলা নাই। কেন না এই সকল জমিদার বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন। তথাকার অন্যান্য লোককে তাঁহারা যে স্বমতে আনয়ন করিতে পারিবেন, তাহা অসম্ভব নহে। এই বলিয়া জ্যাকসন সাহেব জমিদারদিগের

উক্ত আবেদন পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে বিচারপতিদ্বয় পরামর্শ করেন, পরে কনিংহাম সাহেব বলিলেন "আমরা এই মকদ্দমা স্থানান্তরিত করিব না, পাটনার জজ সাহেবের সহিত ইহার বিচার করিবেন।" এখনও জ্যাকসন সাহেবের সমুদায় আবেদন পাঠ করা হয় নাই, তাঁহার নিকট আরও কয়েকখানি অপরাপর লোকের সংস্কারঘটিত (আফিডাভিট) প্রতিজ্ঞাপত্র ছিল। সেই গুলির উল্লেখ করিয়া জ্যাকসন বলিলেন "আপনারা এখনও আমার হস্তস্থিত প্রতিজ্ঞা পত্রের একটী কথাও শুনেন নাই" তাহাতে কনিংহাম সাহেব বলিলেন "জ্যাকসন আপনার যাহা কিছু বক্তব্য, আমরা তৎসমুদায়ই শ্রবণ করিয়াছি, আমরা আর শুনিতে চাহি না, এবং আবদুল সোভানের মকদ্দমা স্থানান্তরিত করিতে পারি না।" সুতরাং জ্যাকসন সাহেব তাঁহাদিগের এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া ক্রোধ ও ক্ষোভ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন "ধর্ম্ম অবতারদিগের এই আদালতে আমি আর কখন আসিব না।"

বিচারপতিদ্বয়ের উক্তরূপ অন্যায় ও অযৌক্তিক ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া হাইকোর্টের দেশীয় ও ইউরোপীয় সমুদায় ব্যবহারাজীব, উকীল ও ব্যারিষ্টার তাঁহাদিগের এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিবিধানের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া ব্যারিষ্টার ব্রানসন সাহেবকে তাহাদিগের মুখপাত্র করিয়া প্রধান বিচারপতি গার্থ ও ফিল্ড সাহেবের নিকট আবেদন করেন। বিশেষতঃ উক্ত বিচারপতিদ্বয় [illegible] যে এই প্রথম পরিচয় দিলেন তাহা নহে, ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা অনেকবার এইরূপে সুবিচারের বিপর্য্যয় করিয়াছেন এবং তাঁহারা আইন বিষয়ে অনভিজ্ঞ ও হাইকোর্টের বিচারাসনে বসিবার অনুপযুক্ত তাহারও পরিচয় দিয়াছেন। যাহা হউক, ব্যারিষ্টার ও উকীলগণ প্রধানতম বিচারপতির নিকট পূর্ব্বোক্ত সমুদায় ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই আবেদন করিলেন যে আবদুল সোভানের আবেদন সম্বন্ধে সমুদায় সওয়াল জবাব না শুনিয়া ঐ আবেদন অগ্রাহ্য করাতে প্রিন্সেপ ও কনিংহাম সাহেবের বিচার আ[illegible] রহিত করিয়া ঐ আবেদনের বিচার করিবার জন্য স্বতন্ত্র বেঞ্চ স্থির করিয়া দেওয়া হয়। বিচারপতি গার্থ এই আবেদন ও তৎসম্বন্ধে ব্রানসন সাহেবের বক্তব্য অবগত হইয়া সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করেন, এবং তাঁহার [illegible] কার্য্য করিবার কোন আইন ও নজির আছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করেন। ব্রানসন উত্তরে একটী অপ্রকাশিত নিষ্পত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৬৮— অব্দে এই হাইকোর্টের দুই জন জজের উপর ফৌজদারী আপীল নিষ্পত্তির ভার অর্পিত হয়। তৎকালে যে সকল ফৌজদারী আপীল বিচারের জন্য এই দুই জন জজের নিকট আনীত হয়, তাহা সহজে ও শীঘ্র শীঘ্র নিষ্পত্তি করিবার অভিপ্রায়ে ঐ বিচারপতিদ্বয় এক অদ্ভুতপূর্ব্ব ও অবৈধ উপায় অবলম্বন করেন। তাঁহারা এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন যে, সমুদায় ফৌজদারী আপীল দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক জন একটী ভাগের বিচার করিবেন। তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি এই বিষয় অবগত হইয়া এ রীতির দোষ দেখাইয়া বিচারপতিদ্বয়ের নিষ্পন্ন মীমাংসা অন্যায় ও অবৈধ বলিয়া অপর একজন বিচারপতির সমভিব্যাহারে স্বয়ং তাহার বিচার করিয়াছিলেন। ব্রান্সন বলেন যে এই নজীরের বলে প্রিন্সেপ ও কনিংহাম সাহেবের অবৈধ কার্য্যে গার্থ সাহেবের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার থাকা প্রতীয়মান হইতেছে। উপসংহার কালে ব্রান্সন সাহেব বলেন যে, বিচারপতিদ্বয়ের কার্য্য যে নিতান্ত অবৈধ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। যখন আদালতে কোন মকদ্দমার সওয়াল জওয়াব হয়, তখন বিচারপতির কর্ত্তব্য এই যে, তিনি নিরপেক্ষ ভাবে বাদী ও প্রতিবাদীর মকদ্দমা সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার আছে তৎসমুদায় অবহিতচিত্তে শ্রবণ করেন ও নিষ্পত্তিকালে তদ্বিষয়ে মনোযোগ দেন। বিচারপতিরা যদি এরূপ কার্য্য না করেন, তাহা হইলে এদেশের বিষম অনিষ্ট হইবে, আদালতের সম্মান হ্রাস হইবে, অভিযোক্তাদিগের আদালতে সুবিচার পাইবার আশা থাকিবে না, এবং সর্ব্বত্র অরাজকতা বিচরণ করিবে।

বিচারপতিদ্বয়ের কার্য্য যে নিতান্ত অবৈধ ও গর্হিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহের লেশ মাত্র নাই। জাতি ও পদমর্য্যাদার [illegible] মুখ বন্ধ করা বিচারপতির নিতান্ত স্বেচ্ছাচারিতার লক্ষণ। তাহা করিলে কেহই তাঁহার নিকট সুবিচারের আশা করিতে পারেন না। বিচারক সর্ব্বজ্ঞ নহেন, সুতরাং যদি তিনি অভিযোক্তাদিগের বক্তব্য সকল না শুনেন, তাহা হইলে কিরূপে তিনি ন্যায়ানুগত বিচার করিতে সমর্থ হইবেন। মনে কর, কোন আদালত শুদ্ধ বাদীর এজাহার ও প্রমাণ শ্রবণ করিয়া প্রতিবাদীর বক্তব্য ও প্রমাণ শ্রবণ ও গ্রহণ না করিয়া বাদীর পক্ষে ডিক্রী দিলেন, তাহা হইলে বিচার কতদূর ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে? যদি কোন মাজিষ্ট্রেট ফরিয়াদী ও তাহার সাক্ষিগণের এজাহার লইয়া আসামীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া দণ্ড দেন, তাহা হইলে তাহাকে কি অবৈধ কার্য্য ও অত্যাচার বলে না? প্রিন্সেপ ও কনিংহাম সাহেব যে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার পরিচালনা করিয়াছেন, মফস্বলে অনেক স্থানে অনেক মুন্সেফী ও মাজেষ্টরী আদালতে ঐরূপ অবৈধ কার্য্যের সচরাচর অভিনয় হইয়া থাকে। এই সময় হইতে এই সকল অন্যায় ও অবৈধ রীতির সংস্কার করা আবশ্যক, এবং তাহার সংস্কার না হইলে কাহারও আর আদালতের বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা থাকিবে না।

যাহা হউক, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ব্রান্সন সাহেবের বক্তৃতা শুনিয়া প্রিন্সেপ ও কনিংহাম সাহেবকে তাহার নিকট যে আবেদন করা হইয়াছে তদ্বিষয় অবগত করান। তাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের দোষ বুঝিতে পারিয়া আবদুল সোভানের আবেদন পুনর্ব্বার শ্রবণ করিবার আদেশ দিয়াছেন। ২ রা জুলাই শনিবার তাঁহাদের নিকট এই মকদ্দমার পুনর্ব্বার সওয়াল জওয়াব হয়। এখন তাঁহারা শান্তভাবে ও অবহিতচিত্তে পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া তদ্বিষয়ের তর্ক বিতর্ক শ্রবণ করিয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষের বক্তৃতা হইয়া গেলে পর তাঁহারা এই আবেদন সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া রায় দিবেন এইরূপ বলিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা ইঁহাদের দুই দিন দুইরূপ ভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। ২৭ এ জুন তাঁহারা যে বিষয়ের বিচার দশ মিনিটে সারিয়াছিলেন, এইক্ষণে তাঁহাদিগের সেই বিষয়ের মীমাংসা এক দিনে সমাপ্ত হইল না। ধন্য ইংরাজের বিচারপতিগণ! [illegible] এই, এবারের [illegible] অন্যায় হইল না। তাঁহার মকদ্দমা অগ্রাহ্য হয় নাই।

পুস্তক সমালোচনা।

ঐতিহাসিক সন্দর্ভ। শ্রী[illegible] সম্পাদিত। ময়মনসিংহ ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। অনেক যাঁহারা সুলেখক বলিয়া সাধারণে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, শ্রীনাথ বাবু সেই সকল লেখকের প্রবন্ধ সমূহ হইতে নির্ব্বাচন করিয়া কতকগুলি প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। পুস্তকখানি যে সারবান হইয়াছে, একথা বলাই বাহুল্য। এখানি উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের বালকদিগের পাঠোপযোগী হইয়াছে।

চারুবোধ, ধারাপাত, প্রথম ভাগ। শ্রীমহেন্দ্র নাথ হালদার প্রণীত। কলিকাতা [illegible] সরস্বতী যন্ত্রে মুদ্রিত। এখানি দ্বারা ছোট ছোট বালকদিগের অঙ্ক রাখিবার ও শিখিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। ইহাতে এই একটী সহজ ও নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

নিয়ম করা হইয়াছে। এ অপরাধের প্রথম অপরাধী চীনদেশীয় নহে, কিন্তু জন ইউরোপীয়।

নেপালে শস্যের অবস্থা উত্তম। তথায় প্রতিদিন রাত্রিকালে বৃষ্টি হইতেছে। ধান্য রোপণ [illegible] হইয়াছে।

[illegible] ইংরাজেরা এক্ষণে গোমাংসের [illegible] মহিষের মাংস ধরিয়াছেন। বঙ্গদেশে [illegible] দিন দিন যে পরিমাণে গোহত্যা হইতেছে, তাহাতে এখানের ইংরাজদিগকে শীঘ্রই অন্য মাংস ধরিতে হইবে।

[illegible] মফস্বলস্থ পত্র প্রেরক বলেন, [illegible] দেখা গিয়াছে, একটী মৎস্যের [illegible] উত্তর দিকে দৃষ্ট হয়, অপরটী বা ঐ [illegible] পূর্ব্ব দিকে উদয় হইয়া থাকে। পূর্ব্ব দিকের [illegible] সমধিক উজ্জ্বল ও তাহার [illegible] আছে।

প্রেসকমিশনরের পদ উঠিয়া যাইতেছে না। পায়োনিয়র বলেন গত বুধবার ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভায় এই কথার উত্থাপন করা হইয়া ইহা স্থির হইয়াছে যে, এক্ষণে প্রেসকমিশনরের পদ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বিদেশীয় বিভাগে আছে, তথা হইতে হোম বিভাগে আনয়ন করা হইবে।

দারজিলিঙে ইউরোপীয়দিগের জন্য নূতন একটী দাতব্য চিকিৎসালয় হইতেছে, এই কার্য্য জন্য বৰ্দ্ধমানের নূতন অধিপতি উঁহার অধিকৃত দারজিলিঙের একটী স্থান [illegible] গবর্ণমেণ্টকে অর্পণ করেন। কিন্তু তথায় স্থান সমাবেশ হইল না বলিয়া পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে চিকিৎসালয় প্রস্তুত হইবে।

সাইরেনসেষ্টর রাজকীয় কৃষি বিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট আর দুটী দেশীয় ছাত্রকে ১৮৮২ অব্দ হইতে তথায় নিযুক্ত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে আড়াই বৎসর কাল দুটী বার্ষিক দুই সহস্র মুদ্রার ছাত্রবৃত্তি দিতেছেন। ইডেন সাহেব যদি এ প্রদেশে একটী কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাহা হইলে তিনি বঙ্গবাসীর [illegible] ভাজন হন [illegible] অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন।

আমাদের [illegible] অপেক্ষা মান্দ্রাজ অঞ্চলের লোকেরা [illegible] কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ [illegible] ঘটনা দ্বারা প্রতিপন্ন [illegible] হইল, মান্দ্রাজ [illegible] সাহেবের হস্ত দিয়া ভারতবর্ষের [illegible] নিকট তত্রকার গবর্ণমেণ্টের ও তৎসংক্রান্ত আইন সমুদায়ের প্রতি বঙ্গের শৈলবিহার করিবার রীতির প্রতিবাদ করেন। ১৮৮০ অব্দের ২৭ ডিসেম্বর স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে এই প্রতিবাদ অর্পিত হয়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ আবেদন দুই মাসের অধিক কাল নিজ হস্তে রাখিয়া ১৮৮১ অব্দের মার্চ্চ মাসে ষ্টেট সেক্রেটরির নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

মহীসুর রাজ্যের বিস্তর দেনা হওয়াতে, ব্যয় কমাইবার জন্য তথাকার মন্ত্রিসভা যত্ন পাইতেছেন। মহীসুর রাজ্যের দাওয়ান রঙ্গ চারলু এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট চারি টাকা সুদে তিন কোটী টাকা ঋণ করিবেন বলিয়া চতুর্দ্দিকে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন। এই ঋণ পত্রার্থ ২০ এ জুলাই সিমলা, কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে টেণ্ডর লওয়া হইবে।

সুইজারলণ্ডের একজন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত একটী কচ্ছপের অদ্ভুত আকারের কথা প্রকাশ করিয়াছেন, [illegible] মস্তক, পদদেশ ও লাঙ্গুল আদি সরীসৃপের ন্যায়, অন্য অঙ্গ পক্ষীর ন্যায়। ময়ূরপুচ্ছের সদৃশ চিত্র বিচিত্র পক্ষ আছে।

কাপ্তেন [illegible] দিয়া রেলওয়ে চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। লণ্ডন নগরে এইরূপ একটী রেলওয়ে আছে।

বেণ্টেকিয়া নামক স্থানের কয়েক মাইল অন্তরে বিরিজন নামক দ্বীপে এক প্রকার মৎস্য আছে। [illegible]। ইহাদের গঠন এরূপ যে সন্তান মুখ দিয়া প্রসব করে। কি চমৎকার সৃষ্টি!

[illegible] নামক গ্রামটীতে পোষ্ট আফিসের অতি চমৎকার বন্দোবস্ত আছে। এই গ্রামের [illegible] একটী [illegible] আছে। ঐ বাক্সটী এরূপ ভাবে একটী পাহাড়ে আবদ্ধ আছে যে সকল [illegible] নিকট দিয়া গমন করে তাহারা এক এক খানি ক্ষুদ্র তরি ভাসাইয়া পত্রাদি বাক্সের ভিতর হইতে বাহির করিয়া লয় এবং উহার মধ্যে নূতন পত্রাদি রাখিয়া দেয়। এই পোষ্টআফিস রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের পোষ্ট মাষ্টার ও ডাক হরকরার ব্যয় বহন করিতে হয় না।

[illegible] হিন্দুদিগের সহিত মুসলমানদিগের যে গুরুতর বিবাদ হইয়াছে, তথাকার হিন্দুরা তাহার নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে গবর্ণর জেনরলের নিকট আবেদন করিয়াছে।

আবদুল রহমন আয়ুব খাঁর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য কাবুল হইতে বহির্গত হইলে কাবুলের যে কি দশা হইবে বলা যায় না। এক দিকে কতকগুলি লোক আমীরের পক্ষপাতী হইয়াছেন, অপর দিকে আর কতকগুলি ইয়াকুব খাঁর পুত্র মুসাজানের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। আয়ুব মুখে বলিতেছেন তিনি ইয়াকুব খাঁর জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার মানসিক ভাব যে কাবুলের সিংহাসনের দিকে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইয়াকুব খাঁ যে ক্যাভাগনারির হত্যাসম্বন্ধে লিপ্ত ছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। অতএব ইয়াকুব খাঁকে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে কাবুলের সিংহাসনে পুনর্ব্বার বসাইয়া দিলে যদি সকল গোল মিটিয়া যায় তাহাতে বাধা কি?

ইংলণ্ডের দক্ষিণ উপকূলে ডোবর নামে যে নগর আছে, সেখান হইতে ফ্রান্সের উত্তর উপকূলস্থিত ক্যালে নগর পর্য্যন্ত সমুদ্রতল দিয়া যে সুড়ঙ্গ করিয়া রাস্তা করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহার কার্য্য কতক দূর হইয়াছে। এক্ষণে আবার সুবিখ্যাত ইঞ্জিনিয়র ব্রাড্‌ফোর্ড লেসলি ঐ উভয় স্থানের মধ্যস্থ সমুদ্র মধ্যে এরূপ ভাবে চোঙ্গা বসাইয়া তাহার মধ্য দিয়া পথ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিতেছেন যে ঐ চোঙ্গা জলের মধ্যে এরূপস্থলে থাকিবে যে তাহার উপর দিয়া জাহাজ গতায়াতের কোন ব্যাঘাত না ঘটে। যে উপায়েই হউক, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সংযোগ দূরবর্ত্তী নহে। একদিকে যত ঘনিষ্ঠভাব হইবে, ওদিকে তত বন্ধুভাব দূরবর্ত্তী হইবে কি না, সে বিষয়ে বড় সন্দেহ আছে।

ফ্রান্স টিউনিস অধিকার করাতে ইটালি ও তুরস্ক ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছেন। তুরস্কের সুলতান তথাকার [illegible] বেকে পদচ্যুত করিয়াছেন।

আবদুল রহমানের ক্ষমতা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। কেহ কেহ আশঙ্কা করিতেছেন যে যুদ্ধে পরাজয় হইলেই তিনি রুশ অধিকারে পলায়ন করিবেন। ডেলিনিউস বলেন যে তিনি ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত অর্থ সমুদায় ও অস্ত্র শস্ত্র টাসকন্দ ও বুখারাতে পাঠাইয়াছেন। অবশেষে আমাদের কাবুল যুদ্ধের এই পরিণাম হইল।

আমাদের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব ২৬ এ জুলাই দারজিলিং পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চল পরিদর্শন করিবেন।

শীঘ্রই বার্লিন নগরে নানা দেশের বিবিধ ভাষাজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সভার অধিবেশন হইবে।

কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি [illegible] স্কটলণ্ডবাসী কৃষক আমেরিকায় যাইতেছে।

গত ৪ ঠা জুলাই দারজিলিং ট্রামওয়ে খোলা হইয়াছে।

টিউনিস হইতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে মুসলমানদিগের অত্যাচারে তথাকার অধিবাসী ইউরোপীয়দিগকে পলাইয়া জাহাজে থাকিতে হইতেছে।

নূতন [illegible] করিয়াছেন। উঁহার পূর্ব্বনিবাস কলিকাতা 'সিমলায়' স্থানে ছিল। তিনি কলিকাতার [illegible] একটি আফিসে মাসিক শত টাকা বেতন পাইতেন। তিনি তাঁহার ৬টী অল্প-বয়স্ক বালককে কৃষিকার্য্য শিক্ষা করাইতেছেন। বালকদিগকে স্বহস্তে হাল চালন, ভূমী নিড়ান, রোপণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। ব্রাহ্ম বাবুর বিশ্বাস যে মানসিক পরিশ্রমে ভদ্রগণ চিররুগ্ন ও হীনবল হইয়া উপজীবিকার জন্য পরোপাসনা করিতে বাধ্য হইয়া পরের গলগ্রহ হইয়া থাকে, তজ্জন্য তিনি নিজ বালকদিগের জন্য উপরি কথিত পথ অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি কহেন বালকদিগকে বর্ত্তমান সময় হইতে কৃষিকার্য্যে প্রবর্ত্তিত না করিলে, পরিণামে "আমি" ভদ্র বলিয়া অভিমান জন্মিতে পারে ও সেই সঙ্গে এ সকল কার্য্যে প্রবৃত্তি না হইতে পারে। তিনি বালক ৬টীকে ভদ্র বালকদিগের সহিত বড় মিশিতে দেন না ও তাহাদিগকে কষ্টসাধ্য কার্য্যে নিযোজিত করিয়া থাকেন। স্থানীয় অনেক ভদ্র ব্যক্তি ও তাঁহার স্ত্রী তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমার মতে অধিকাংশ ভদ্র ব্যক্তির উক্ত ব্রাহ্ম বাবুর দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। চাকুরীর বাজার যেরূপ গরম, এইরূপে নিজ সন্তানগণকে স্বাধীন পথে চলিতে না শিক্ষা দিলে উপায়ান্তর নাই।

নভোমণ্ডলে কয়েক দিবসাবধি একটি ধূমকেতু উদিত হইতেছে। রাত্রি এক ঘটিকার পর উত্তর দিকে উদিত হইয়া রাত্রি শেষ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। স্থানীয় লোকেরা ধূমকেতুর উদয় নানাবিধ অনিষ্টের কারণ বলিয়া শঙ্কান্বিত হইয়াছে।

গত ২০এ জুন আমারগাছি স্কুলগৃহে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পাঠশালা সমূহের ছাত্রগণের দ্বিতীয় পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষাতে ফুলবেড়ে পাঠশালা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়। গুরু ও ছাত্রগণ ৭০ টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছে।

সে দিন বজ্রাঘাতে আমাদের উত্তর মাঠে এক-[illegible] মৃত্যু হইয়াছে।

শুনিতে পাই সর্ব্বত্রই চাউল সুলভ মূল্যে বিক্রয় [illegible] ছে, আমাদের স্থানীয় বাজারে তাহা অল্পবিশেষে পরিগণিত হইয়াছে। মোটা চাউল ২৷০ হইতে ২৷৵০ বিক্রয় হইতেছে। আমাদের সিতার বাজারের দোকানদারগণ যেরূপ ক্রেতার নিকট উচ্চমূল্য লইয়া [illegible] আধার মাপে ক্রেতাগণকে প্রতারিত করে, স্থানীয় পুলিস ক্ষমতাসত্বেও ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন না কেন বুঝিতে পারি না।

যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তরে মহামুনি মার্কণ্ডেয় কলির ঘটনা যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা দেখিতেছি সেই ভবিষ্যৎ বাণী প্রায়ই কার্য্যে পরিণত হইতেছে। বিশেষতঃ ব্যভিচার দোষ ইতর সমাজে অত্যধিক রূপে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সে দিন মুকুন্দপুরে এক কৈবর্ত্ত রমণী নূতন উপপতির প্রয়োচনায় পুরাতন উপপতিকে অস্ত্রাঘাতে হনন করিবার চেষ্টা করে। আহত ব্যক্তি হাসপাতালে দীর্ঘকাল চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ব্যভিচারিণীর কয়েক মাস কাল কারাবাস হইয়াছে মাত্র।

বাগাটী গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে একটী কদলী কাণ্ডের মধ্যস্থল ভেদ করিয়া কদলী পুষ্প বা মোচা বহির্গত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোনারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৮৬ নং ফৌজদারি বালাখানা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করিয়া থাকেন।

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

ইহার ব্যবহারে কেশহীনতা ও অকালপক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ হয়।

১ শিশির মূল্য ১ ডাকমাশুল ।৵০

সুবর্ণসুন্দরী বটিকা।

ইহার সেবনে শ্বেত ও রক্তপ্রদর কষ্টরজঃ বাধক ও রোগবন্ধ্যা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ আরোগ্য হয়।

১ কৌটার মূল্য ১ ডাকমাশুল ।০

নলিনাসব।

ইহার দ্বারা যকৃতের জন্য অগ্নিমান্দ্য উদরাময় জ্বর, অরুচি প্রদরাদি দৌর্ব্বল্য স্ফূর্ত্তিহীন প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর সবল ও পুষ্ট হয়।

১ শিশির মূল্য ১৷০ ডাকমাশুল ।৵০

উপরি উক্ত ঔষধাদি যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে মূল্যসহ পত্র লিখিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা সহিত এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলে যথা স্থানে প্রেরণ করা যায়।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত
ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর,শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

অন্ত্র-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্রে বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র নাথ এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় হইতে রামায়ণ (মূল অনুবাদ) বিতরণ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ভারত শেষ হওয়াতে অবসর ও সাধারণের অভিমতি ক্রমে রামায়ণের মূল ও অনুবাদ বিতরণ আরম্ভ করা হইল। অর্থিগণ সত্বর আবেদন করিবেন। এ বিষয়ে নিয়মাদি ও অন্যান্য বৃত্তান্ত দাতব্য মহাভারত ও হরিবংশের বিজ্ঞাপনে এবং দাতব্য ভারত কার্য্যালয়ে বিশেষ অবগত হইতে পারিবেন ইতি।—

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়
যোড়াসাঁকো কলিকাতা } দাতব্য ভারত কার্য্যাধ্যক্ষ।

ছিন্নমস্তা (সামাজিক নবন্যাস)	১৲
কৃষিশিক্ষা	॥০

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, ক্যানিং লাইব্রেরি এবং ২৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বি ব্যানারজির লাইব্রেরিতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাস কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংকৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাসুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাসুলসহ ৫৷৹ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাসুল ।৶৹, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৸৹, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৪।৶৹, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪।৶৹, গোপাল তাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ষহ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটা স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত পদাদিকম্প, রূপবিহীনতা,মানসিক বিকার,বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
মোং কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

——:০:——

যিনি এক দিবসে হৃদয়দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া ছই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কম্মকার
শ্রীরামপুর।

যোগবাশিষ্ঠ।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুবাদিত। উক্ত ভট্টাচার্য্য অপারগ হওয়াতে আমি উক্ত পুস্তক বৈরাগ্য হইতে নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বার মুদ্রিত করিয়াছি, দুই খণ্ডে শেষ, উত্তম বাঁধান, মূল্য মায় ডাক মাসুল ৭৲ টাকা।

শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা
কলিকাতা চিৎপুর রোড বটতলা ১১৫ নং।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, প্রণীত, মহারাজ হোল্কার প্রদত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত "ভারত মহিলা" মূল্য আট আনা "বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য" মূল্য তিন আনা। বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মাশুল ৵৹ হিসাবে।

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল } শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায়
১৮৮১। } ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৭ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ৫১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহ্বায়াসসাধ্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিত স্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৫ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

যোগবিলাস।

এই আশ্চর্য্য ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার বায়ু ও কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু শূল অম্ল ও অম্লশূল, হাপানি, মেহ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ উদরাধ্মান, কৃমিদোষ, অর্শ, এই সমস্ত রোগ দুই সপ্তাহে দূরীভূত হইয়া শরীরের বল, অগ্নি, মেধা, ও শুক্র বর্দ্ধন করিয়া কান্তি পুষ্টি করে।

এক সপ্তাহের ঔষধের মূল্য ১৷৷০

প্যাকিং খরচা ।০

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্ন-প্রসূত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস

" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "

বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,

বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,

মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

বাবু নিত্যচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।

বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৯০ নং বাটী।

কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে আমার একটী শিশু সন্তান বয়ঃক্রম আড়াই বৎসর জ্বর হওয়ায় ডাক্তারি ঔষধ সেবন করানতে বাতউর্ব্বন হইয়া তৎকর্ত্তৃক বাক্যরোধ অবশাঙ্গ হয় এবং জ্বর থাকে। আমি দুই মাস ধরিয়া বৈদ্যমত ও এলাও-পেথিক এবং হোমিও পেথিক মত চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য না হওয়ায় অবশেষে শিমলা নিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করি। কবিরাজ মহাশয় দরিদ্রের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক বিনা মূল্যে এবং বহু যত্নে বহু আয়াস স্বীকার করিয়া আমার সেই শিশু সন্তানটীকে আরোগ্য করিয়াছেন।

শ্রীশ্যামলাল মুখোপাধ্যায়।

সাং ষ্ট্যানহোপ প্রেস।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

গোহাটী নর্ম্মাল স্কুলের হেড মাষ্টার—গোহাটী	১০
শ্রীযুক্ত কুমার বৈকুণ্ঠনাথ দেব—বালেশ্বর	১০
" " রাজনারায়ণ কোঙর—রোসড়া	১০
" " দ্বারকানাথ রায়চৌধুরী—সন্তোষগ্রাম	১০
" বাবু গোবিন্দমোহন রায়—কাকিনীয়া	৭
" " শ্রীধর চক্রবর্ত্তী—রাজভাটকুয়া	৭
" " অভয়াচরণ মজুমদার—দিলপসার	৭
" " প্রতাপচন্দ্র রায়—ডুপডাড়া	৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ।০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ। “প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং” ৩৬ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ৪ঠা শ্রাবণ। ইং ১৮৮১। ১৮ ই জুলাই। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

ইত্যাদি [illegible] সাধারণকে বিশেষ উপ-কার [illegible]।

[illegible], [illegible], ও মূত্রশিলা (বা [illegible]), [illegible] অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে [illegible]।

[illegible] সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার [illegible] বিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎ[illegible] পূর্ব্বক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্য পাওয়া যা[illegible]।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, অম্লউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র বাবুর এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রয় করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

নদীয়া জেলার প্রজাগণের নিবেদন।

মহাশয়! আমরা নদীয়া জেলার জলঙ্গী বা খড়ীয়া নদীর পূর্ব্বধারবর্ত্তী কতকগুলি দুঃখী কৃষক। আমাদের দুঃখ দর্শন করিয়া আমাদের দুঃখে দুঃখী হন বা আমাদের দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করেন, এরূপ নিঃস্বার্থ প্রজাহিতৈষী লোক আমরা একটীও দেখিতে পাইতেছি না। আমাদের দেশস্থ ধনী ও জমিদার ও গবর্ণমেণ্ট বিভাগস্থ কর্ম্মচারী, সকলেই আমাদের অসীম দুঃখ প্রত্যক্ষ করিয়াও কেহই নিঃস্বার্থভাবে এ পর্য্যন্ত তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিলেন না। এক্ষণে আপনার নিকট আমাদের দুঃখের কথা জানাইতেছি, আপনি আমাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া আপনার সুবিখ্যাত ও প্রজাহিতৈষী পত্রিকায় এই বিষয়ের আন্দোলন করিয়া যাহাতে গবর্ণমেণ্ট উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের কর্ণগোচর হইয়া ইহার প্রতিকার হয়, তাহা করিবেন।

নদীয়া জেলার অধিকাংশ স্থানই খড়ীয়া নদীর পূর্ব্বভাগে এবং এই ভাগের প্রায় সম্পূর্ণাংশই নিম্নভূমি। এই ভাগের মধ্যে যে কয়েকটী নদী আছে, তন্মধ্যে খড়ীয়াই প্রধান। এই নদীর সংলগ্ন অনেকগুলি ছোট খাল আছে। বর্ষাগমে নদীর জল বৃদ্ধি হইলে ঐ সকল খালের মুখ রোধ করা আবশ্যক হয় নতুবা জলরাশি প্রবলবেগে দেশ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেশের শস্যাদি সমস্ত গ্রাস করে। কেবল খালের মুখ রোধ করিলে নিস্তার নাই, যেমন নদীর জল বৃদ্ধি হইতে থাকে, তেমনি নদীর তীরবর্ত্তী স্থান (ধাপাড়) সমস্ত বাঁধিতে হয় নতুবা বন্যাদেবী বিকটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমস্ত দেশ প্লাবিত করিয়া ফেলেন। সচরাচর আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে এই সকল খালের মুখে জল লাগে এবং ক্রমে জল বৃদ্ধি হইয়া ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত জল বৃদ্ধির সময় থাকে। এই সময়ের মধ্যে দেশীয় জমিদারেরা প্রজাদিগকে লইয়া ঐ সকল খালে ও ধাপাড়ে কিছু কিছু মাটী দিয়া সাধারণরূপ এক একটা বাঁধ দিয়া দেন। যে বৎসর বন্যার জল অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, সে বৎসর তাহাতেই রক্ষা হয়; তাহার উপর আর একটু বৃদ্ধি হইলেই তখন দেশ শুদ্ধ প্রজা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া যথাসাধ্য বাঁধ রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে; কিন্তু এ অবস্থায় অনেক সময়েই ইহাতে কোন ফল হয় না, জলের উপর নূতন মাটি দিলে তাহা অনতিবিলম্বেই গলিয়া যায়। সুতরাং শেষে নিরুপায় দেখিয়া লোকে বন্যার জলের সহিত চক্ষের জল যোগ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করে। যদি বর্ষার পূর্ব্বে এই সকল বাঁধ রীতিমত ও আবশ্যকমত উচ্চ করিয়া বাঁধা হয়, তাহা হইলে বন্যার আশঙ্কা একেবারেই দূর হয়। কিন্তু তাহাতে কাহারও চেষ্টা নাই। জমিদারেরা ঘর হইতে এত টাকা ব্যয় করিতে ইচ্ছুক নহেন। স্থানীয় মাজিষ্ট্রেটদিগকে জানাইলে তাঁহারা বান্ধের জন্য জমিদারদিগকে এক এক খানি পত্র লিখিয়াই অনেক সময়ে নিরস্ত হন। তবে আর উপায় কি? জমিদার, দেশীয় ধনী লোক ও গবর্ণমেণ্ট ইহার মধ্যে কাহারও দ্বারা যদি ইহার প্রতিকার না হইল, তবে আমাদের মরণই মঙ্গল। জমিদারেরা চেষ্টা করিলে অর্থাৎ অগ্রে ঘর হইতে অর্থ ব্যয় করিয়া বাঁধ বাঁধাইয়া পরে যদি প্রজার নিকট হইতে তাহা পড়্তা ধরিয়া লন, তাহা হইলে হইতে পারে বটে; কিন্তু জমিদার সম্বন্ধে এক্ষণে প্রজাদের মনের ভাব স্বতন্ত্র অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। এখন আর কোন জমিদারের সঙ্গেই প্রজার সেরূপ সদ্ভাব নাই জমিদারেরা প্রজার হিতের জন্য অগ্রে ব্যয় করিয়া শেষে যে তাহা অবাধে আদায় করিয়া উঠিতে পারিবেন, তাঁহারা এরূপ ভরসা করেন না বলিয়াই বোধ হয় ইহাতে অগ্রসর হন না। যাহা হউক, জমিদারেরা যে নিঃস্বার্থভাবে ঘরের টাকা ব্যয় করিয়া বাঁধ বান্ধাইয়া দিবেন, সে ভরসা নিতান্তই অমূলক। এক্ষণে আমাদের ভরসার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট। গবর্ণমেণ্ট যদি বাঁধ বান্ধাইয়া দেন, তাহা হইলেই প্রজাগণ রক্ষা পায়, নতুবা উপায়ান্তর নাই। আমরা ইহাও স্বীকার করি যে প্রজাদিগের রক্ষার্থ গবর্ণমেণ্টের ব্যয়েরও ক্রটী নাই, কিন্তু যখন আমাদের জীবন কণ্ঠাগত হয় অর্থাৎ যখন দুর্ভিক্ষে দেশ হাহাকারে পরিপূরিত হয়, সেই সময়ে সে ব্যয় করিয়া প্রজাবৎসলতার পরিচয় দিয়া থাকেন।

গত ১২৮৫ সালের বন্যার পর দেশে দুর্ভিক্ষের উপক্রম হইবামাত্র গবর্ণমেণ্ট রিলিফের কার্য্য আরম্ভ করেন। রিলিফ ফণ্ড হইতে যে টাকা ব্যয় হইয়াছিল, তাহা যদি বাঁধ বান্ধা সম্বন্ধে হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের সাহায্য করা ও ভবিষ্যৎ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা নিবারিত হইত, কিন্তু তাহা না করিয়া চাপড়া হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত একটী নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে সাধারণের গমনাগমনের রাস্তা ও খড়ীয়া নদীর বাঁধ এই উভয়বিধ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে এইরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে রাস্তা প্রস্তুত হইতে না হইতেই নির্দ্দিষ্ট টাকা নিঃশেষ হইয়া গেল, সেই অবধি রাস্তাটী অৰ্দ্ধসম্পন্ন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। সম্পন্ন হইলেও ইহাতে বাঁধের কার্য্য কতদূর ফলোপধায়ী হইত, তাহা বলিতে পারি না। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের নিকটে আমাদের সবিনয় প্রার্থনা এই যে রোডসেস ফণ্ড হইতে ব্যয় করিয়া খড়ীয়া নদীর সাবেক বাঁধগুলি বান্ধাইয়া দিউন নতুবা এই প্রজাপুঞ্জের জীবন রক্ষার কোন উপায় দেখিতেছি না। আমাদের রাস্তাঘাটে প্রয়োজন নাই, যদি আমরা অন্নাভাবে মারা যাই, তখন আমাদের রাস্তায় কি হইবে? যদি রোডসেস ফণ্ড হইতেও এ ব্যয় করিতে গবর্ণমেণ্ট অসম্মত হন, তাহা হইলে বাঁধ বান্ধাইবার জন্য আর একটী স্বতন্ত্র কর ধার্য্য করিলেও প্রজারা তাহা দিতে অস্বীকার হইবেন না। ফলতঃ যে প্রকারেই হউক, গবর্ণমেণ্ট ইহাতে হস্তক্ষেপ না করিলে অপরের দ্বারা কোন প্রকারেই এ কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই।

১২৮৮ } জেলা নদীয়ার
১০ ই আষাঢ় } বন্যাপীড়িত প্রজাবর্গ।

বেহারের একটী কদর্য্য প্রথা।

আপনার ৭ ই আষাঢ়ের "সোমপ্রকাশে" শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন রায় মহাশয়ের পত্র খানি পাঠ করিয়া ঐ প্রদেশে বিবাহকালে স্ত্রীলোকে অশ্লীল গান করেন বলিয়া তদুচ্ছেদ করণে হিন্দুস্থানীদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন, এবং ঐ প্রথা স্থানান্তরে আছে কি না জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আমি অন্য প্রদেশের কথা জানি না বলিয়া কেবল বেহারের কথা যত দূর জানি তাঁহাকে লিখিতেছি।

বঙ্গদেশের মত এ প্রদেশেও যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি সকল জাতিই আছে, সকলেই জানেন।

এখানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, রজঃপুত এবং ভুইহার এই চারিটী প্রধান জাতি। ইহাদিগের বিবাহ কালে কন্যা দেখা প্রথা নাই। সচরাচর পাত্রটী অল্প বয়স্ক ও কন্যাটী পূর্ণযৌবনা দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি পাত্র ৮। ৯ বৎসরের এবং কন্যাটি ১৫। ১৬ বা ততোধিক বৎসরেরই হইয়া থাকে। পাত্র অল্প-বয়স্ক হইবার কারণ এই যে, যাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কিঞ্চিৎ মাত্র উপায় আছে, তাহাদের পুত্রের বিবাহ হইতে বিলম্ব হয় না। শত শত পাত্রীর সম্বন্ধ স্থির করিবার নিমিত্ত তাহার দ্বারে শত শত ভদ্র লোক লালায়িত। অতএব ৮। ৯ বৎসরের অধিক বয়সের পাত্র পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। ২য়, যদি কোন ঘটনা ক্রমে পাত্র ১২ বৎসরের অধিক হইল, সে পাত্রের বিবাহ অনায়াসে হইবে না। তাহার ১০ টাকা সঙ্গতি থাকিলেও ঘটকেরা সন্দেহ করে যে, হয় ইহাদের বংশের দোষ আছে, নতুবা পাত্রের কোন পীড়া আছে। এই কারণে এদেশবাসি দিগকে অগত্যা পুত্রকে বাল্য কালেই বিবাহ দিতে হয়। তবে কন্যা যে অধিকবয়স্কা হয়, তাহার কারণ, এদেশে আমাদের দেশের মত দোল দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া কলাপ কিছুই নাই, শ্রাদ্ধাদিতে ঘটা ততটা হয় না, ব্যয় কেবল এই এক কন্যা ও পুত্রের বিবাহে হয়। যেমন অপর বিষয়ে ব্যয় নাই, তেমনি এই এক বিবাহোপলক্ষে সকল ব্যয় পূরণ হয়। সামান্য এক দরিদ্র সন্তানের বিবাহেও এক শত লোকের কম আইসে না। তদ্ব্যতিরিক্ত পাত্রকে আপনার অবস্থোচিত (তিলক দহেজ) দান সামগ্রী প্রভৃতি দিতে হয়। এই জন্য মুন্সি প্যা... লাল কায়স্থদিগের বিবাহের ব্যয় কমাইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এখানে বরযাত্র তিন দিবস থাকে এবং ঐ তিন দিবসই কন্যাকর্ত্তাকে আহার করাইতে হয়। যে কাল পর্য্যন্ত ঐরূপ খরচে কন্যা কর্ত্তা সক্ষম না হয়েন, তাবৎ কন্যার বিবাহ প্রস্তাব করিতে পারেন না। এইরূপে কাল বিলম্ব হয়। ক্রমশঃ কন্যাটীও ১৩। ১৪ বৎসর কাল অতিবাহিত করেন। আবার পাত্রের এইরূপ অযোগ্য বিবাহে যে ভ্রূণ হত্যাদি কত শত বিষময় ফল ফলে, তাহা আপনি ও আপনার সুবিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই অনুভব করিয়া লইবেন। একপ কুপ্রথা বোধ হয় অপর কোন স্থলে আছে, মনেও স্থান দেওয়া যায় না। কত দিনে যে এ প্রথার উচ্ছেদ হবে তা কে বলিতে পারে? আমাদের মান্যবর লেপ্টনেন্ট গবর্ণর বাহাদুর বেহারিদিগকে উচ্চাসনে বসাইতে যে এত যত্ন করিতেছেন, তিনিও বোধ হয় এতদূর অবগত নহেন। বিদ্যাশিক্ষা না দেওয়াতে যে ভূরি ভূরি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটিতেছে, এতদ্দ্বারা বিশদরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। বিধবা বিবাহ প্রচলিত করা আর এই অযোগ্য বিবাহ রহিত করা উভয় কি সমান

নিত্যন্ত অনুগত—শ্রীঃ—

একটী সন্দেহ।

মহাশয়! শ্রুতিতে যাঁহাকে দুঃখভোগকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আর্য্যধর্ম্মবিবেক নামক পুস্তকে সেই কূটস্থ চৈতন্যকে শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র চূড়ামণি মহাশয় পরব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিলেন কেন? তদ্বিজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণ আমাদের এই সংশয় ছেদ করিবেন, এই আশয়ে অদ্য একটী সন্দেহগর্ভ প্রস্তাব ভবদীয় সমীপে প্রেরণ করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, অনুকম্পা পুরঃসর উহা সংশোধনপূর্ব্বক সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিতে আজ্ঞা হয়।

৭ ই আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে প্রকাশিত "সন্দেহনিরসন প্রস্তাব পাঠে সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম; কিন্তু একটী বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিলাম না।

আর্য্যধর্ম্ম বিবেক।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

ঈশ্বরাত্মা ততোজাতস্তস্মাজ্জীবাত্মতাং গতঃ।
সৃষ্টিসঙ্কল্পনেনৈকং কূটস্থং স্যাদনেকধা ॥১৪শ্লোক॥
পরে ব্রহ্মণি কূটস্থে সঙ্কল্পো জায়তে যদি।
তদা কামিত্বদোষঃ স্যাদিতি শঙ্কা বৃথা ভবেৎ" ॥
১৫ শ্লোক ॥

অর্থ।

পরমাত্মা হইতে ঈশ্বরাত্মা জন্মেন; ঈশ্বরাত্মা হইতে জীবাত্মা জন্মিয়া থাকেন; সৃষ্টি করিবার হেতু এক কূটস্থ আত্মা এই প্রকারে বহু হইয়াছেন। ১৪॥ এরূপ আশঙ্কা এ স্থলে বৃথা হয় যে, কূটস্থ পরব্রহ্মে যদি সঙ্কল্প জন্মে, তবে তাঁহার কামিত্ব দোষ হয়॥ ১৫ আর্য্যধর্ম্ম বিবেকে উপরি উক্ত শ্লোকে কূটস্থ শব্দে পরব্রহ্ম বুঝাইতেছে এবং ঐ পুস্তকের ৪ থ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে, যথা:—

নিরুপাধি নিরাকারমজ্ঞেয়ং সংস্বরূপকং।
কূটস্থং তৎপরং ব্রহ্ম কিম্বা জ্ঞানগতং ভবেৎ॥

আর্য্যধর্ম্ম বিবেকে কূটস্থ শব্দে পরব্রহ্মকে বুঝাইতেছে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

পঞ্চদশী ৭ ম পরিচ্ছেদ।

কিং কূটস্থশ্চিদাভাসোঽথবা কিমুভয়াত্মকঃ।
ভোক্তা তত্র ন কূটস্থোঽসঙ্গত্বাৎ ভোক্তৃতাং
ব্রজেৎ॥ ১৩৩ শ্লোক
উভয়াত্মক এবাতো লোকে ভোক্তা নিগদ্যতে।
তাদৃগাত্মানমারভ্য কূটস্থঃ শেষিতঃ শ্রুতৌ॥ ১৩৬।

কূটস্থ চৈতন্য, আভাস চৈতন্য কিম্বা উভয় মিলিত চৈতন্য; এই তিনের মধ্যে কাহাকে ভোক্তা বলা যায়? ... প্রথমে উভয়াত্মক চৈতন্যকে ... করিয়া অবশেষে শ্রুতিতে কূটস্থ চৈতন্যকে মায়িক সুখদুঃখাদির ভোগকর্ত্তা বলিয়া নিষ্পত্তি করিয়াছেন।

প্রাচীন আর্য্যধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে সুখদুঃখাদি বিকার ভোগী কূটস্থ চৈতন্য নূতন আর্য্যধর্ম্ম বিবেকে পরব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইতেছেন, হউন: তাহাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আর্য্যধর্ম্ম বিবেকের ২১ পৃষ্ঠায়।

"তয়া বিম্বায়তে ব্রহ্ম কূটস্থং বীজবীজকং।
পরমাত্মা বিম্বিতং তৎ জায়তে সংসিসৃক্ষকং॥"

অর্থাৎ পরমাত্মা জন্ম গ্রহণ করেন, পরমাত্মা কূটস্থের প্রতিবিম্ব। এই অপ্রামাণিক বচন শুনিয়া দুঃখিত হইলাম; কারণ পরমাত্মা ছায়া-সদৃশ মিথ্যা প্রতিবিম্ব নহেন। এক পরমাত্মাই সত্য। সাম বেদোক্ত সন্ধ্যার আচমন মন্ত্রের শেষভাগে প্রকাশ আছে যথা;—"সত্যো জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা"। সত্যকাল হইতে অদ্যাপি আর্য্যসন্তানেরা প্রত্যহ গঙ্গাজল হস্তে করিয়া পরমাত্মার সত্যতা-বোধক আচমন মন্ত্র পাঠ করিয়া আসিতেছেন, কেহ কখনও পরমাত্মা জায়তে এইরূপ বাক্য লিখেন নাই, মুখেও বলেন নাই। এমন যদি হইল, তবে আর্য্যধর্ম্ম-বিবেক পুস্তকে কূটস্থ পরব্রহ্ম মায়াদ্বারা প্রতিবিম্বিত হইয়া পরমাত্মা হন, এইরূপ লিখিত হইল কেন? আমার এই একটী সন্দেহ ও এইমাত্র জিজ্ঞাসা।

জিজ্ঞাসু
শ্রীবনমালি ভট্টাচার্য্য
শান্তিপুর।

একটী সৎ চেষ্টা।

জলপাইগুড়ির "সমাজসংস্কারিণী" সভার অনুষ্ঠান পত্র পাঠে বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সহৃদয় মহাত্মারা বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের পরস্পর বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়া এই প্রথা যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র দেশে প্রচলিত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা ও যত্ন করিতেছেন। কয়েক জন কৃতবিদ্য ব্যক্তি অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন। যে মহাত্মারা অন্য শ্রেণীর উপযুক্ত বরকে স্বীয় স্বীয় কন্যাদি সম্প্রদানে প্রস্তুত আছেন বা হইয়াছেন, তাঁহারা ঐ বিষয়ে এ সভার সম্পাদককে জানাইলে সমুদয় বিষয় বিস্তারিত জানিতে পারিবেন।

পরিশেষে ইহাও বক্তব্য যে অনেক বিবাহোন্মুখ

সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক মহাশয় এ প্রস্তাবে হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করিবা এটী যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হয়, তজ্জন্য আগ্রহের সহিত ব্যবস্থা দিতে সম্মত হইয়াছেন।

দেশীয় মহাত্মাদিগের সমীপে সভার বিনীত প্রার্থনা এই যে, যদি এ প্রথা প্রবর্ত্তনে দেশের মঙ্গল সংসাধিত হইবে এমত সিদ্ধান্ত করেন, তবে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করণার্থ দৃঢ়তা সহকারে বদ্ধপরিকর হউন।

এ সভার অনুষ্ঠান পত্র যে মহাত্মাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের নিকট সভার প্রার্থনা এই, তাঁহারা কৃপা করিয়া স্বীয় স্বীয় নগর ও পল্লীতে সভার উদ্দেশ্য প্রচার ও আন্দোলন করেন এবং তদ্বিষয়ে সর্ব্ব সাধারণের যে মত সংগ্রহ করিতে পারেন তাহা প্রকাশ্য সংবাদপত্র বা সম্পাদকের নামে পত্র দ্বারা সভাকে জ্ঞাপন করিলে সভা তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইবেন।

জলপাইগুড়ী। ২৪ এ আষাঢ়। ১২৮৮। — শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন রায় সম্পাদক। সমাজ সংস্কারিণী সভা।

সোমপ্রকাশ

৪ ঠা শ্রাবণ সোমবার।

সোণাপুর ডাকঘর।

উক্ত ডাকঘরটী সোণাপুর ডাকঘর বলিয়া বিখ্যাত বটে, কিন্তু উহা রাজপুর বাজারের সন্নিহিত কয়েকটী গণ্ডগ্রামের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা একটী সামান্য ডাকঘর নয়, ইহার অধিকার বহুদূরব্যাপী ভদ্রসমাজে বিস্তৃত। ইহার আয়ও বৎসামান্য নয়, মাসে প্রায় ১৭০ টাকা আয় হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার প্রভাব ও গৌরব যেরূপ, ইহার গৃহ, আসবাব ও পোষ্টমাষ্টার প্রভৃতির বেতন তদনুরূপ নয়। প্রথমতঃ গৃহটী দেখিলে অশ্রদ্ধা হয়, গোয়ালঘর বলিয়া ভ্রম জন্মে, পোষ্টমাষ্টারের বেতনও সামান্য। তিনি মাসে ২০টী টাকা পাইয়া থাকেন। যিনি এক্ষণে পোষ্টমাষ্টারের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তিনি একজন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও কার্য্যদক্ষ লোক। আমাদের বিবেচনায় অন্ততঃ তাঁহার মাসিক ৩০ টাকা বেতন হওয়া উচিত। গৃহটীও পাকা করা কর্ত্তব্য। যদি একান্ত পাকা না হয়, অন্ততঃ একটী প্রশস্ত পরিষ্কৃত আটচালা হওয়া উচিত। ইহার অনুরূপ আসবাব রাখিয়া দেওয়াও বিধেয়। এগুলি করিয়া না দিলে এটী যেমন উচ্চ অঙ্গের ডাকঘর, তেমন ইহার মান সম্ভ্রম থাকে না।

চাঙ্গড়িপোতার মিউনিসিপালিটী-বিপদ।

সংসারী ব্যক্তির নিত্য নৈমিত্তিক নানা প্রকার বিপদ আছে; কিন্তু চাঙ্গড়িপোতা গ্রামবাসিদিগের মিউনিসিপালিটীরূপ একটী আগন্তুক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। যখন এই গ্রামটী মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত হয় নাই, তখন এই গ্রামের রাস্তা ঘাটের অবস্থা একরূপ চলনসই ছিল। কোন কোন ব্যক্তির যত্নে গ্রামের একটী প্রধান রাস্তা একরূপ পাকা হইয়াছিল, তাহাতে লোকের গমনাগমনের ক্লেশ হইত না, কিন্তু গ্রামটী রাজপুর মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত হইবার পর অবধি সেই সুবিধাটুক গিয়াছে। এ বৎসর আমরা রাস্তার অতি দুরবস্থা দেখিতেছি। অনেক স্থলে রাস্তা কর্দ্দমাক্ত-কলেবর হইয়াছে; সুতরাং দুর্গম্য হইয়া উঠিয়াছে। বিদেশীয় ভদ্র লোকে গ্রামে প্রবেশ করিতে চান না, গাড়োয়ানেরা গাড়ি লইয়া যাইতে চায় না। রাজপুর মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের কেন যে এ গ্রামটীর প্রতি এত উপেক্ষা তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। উক্ত রাজপুর মিউনিসিপালিটীর যে আয় হয়, তাহা সকল গ্রামে বিভাগ করিয়া দিয়া অন্ততঃ সকল গ্রামের এক একটী প্রধান রাস্তা ভাল করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। রাজপুর মিউনিসিপাল কমিশনরেরা কেন যে তাহা করেন না, তাহা তাঁহারাই জানেন আর ঈশ্বর জানেন। সম্প্রতি আমাদিগের গ্রামে একটী অর্দ্ধশিক্ষিত গর্ব্বিত স্ত্রীলোক অভিমানে আফিম খাইয়া মরিয়াছে; কিন্তু তাহার পিতা তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। তাহাতে পুলিষ-সব ইনস্পেক্টর ও ইনস্পেক্টর তদারক করিতে আসিয়াছিলেন। ইনস্পেক্টর বাবু রাস্তাটী দেখিয়া একান্ত অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন। যদি এই উপলক্ষে রাজপুর-মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আমাদের গ্রামে আসিতে হয়, তিনি রাস্তার গতি স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারিবেন। যদি তাঁহার এ উপলক্ষে না আসা হয়, আমরা অনুরোধ করি, তিনি একবার রাস্তাটী দেখিয়া যান। গ্রামবাসিরা ট্যাক্স দিতেছেন অথচ তাঁহাদিগকে কাদা ভাঙ্গিতে হইতেছে এটী বড় দুঃখের বিষয়। আর একটী দুঃখের বিষয় এই, মিউনিসিপালিটী গ্রামবাসিদিগের হইতে ট্যাক্স লইতেছেন; সুতরাং গ্রামবাসিরা আর স্বতন্ত্র-ভাবে ঐ রাস্তার মেরামতের বিষয়ে যত্ন করেন না। ঐ রাস্তার উপরে যদি মিউনিসিপালিটীর আধিপত্য না থাকিত, তাহা হইলে গ্রামবাসী কোন কোন ব্যক্তি স্বব্যয়ে ঐ রাস্তাটী মেরামত করিয়া দিতেন। মিউনিসিপালিটীর আধিপত্য হওয়াতে তাঁতিকুল ও বৈষ্ণবকুল উভয় গিয়াছে। গ্রামবাসিরাও হস্তক্ষেপ করিতেছেন না, মিউনিসিপালিটীও এক ঝুড়ি মাটী দিতেছেন না। পাঠকগণ বলুন দেখি এটী কি ঘোর বিপদ নয়? পাঠক! আরো একটী বিপদের কথা শুনুন। এবারের বর্ষা কিছু বিচিত্র। প্রায়ই নিয়ত বৃষ্টি হইতেছে। নরদামার ভাল বন্দোবস্ত নাই বলিয়া গ্রামের সকল স্থানের জল নির্গত হইতেছে না, যেখানকার জল সেইখানেই বসিতেছে এবং গ্রামটী বনে জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ইহাতে যদি ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব না হয় এবং গ্রামবাসিরা পীড়িত না হন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়। গ্রামবাসিরা শীত ও গ্রীষ্মকালে যে স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছিলেন, আজও সেই গুণে যুঝিতেছেন; ঐ গুণটুকু উক্ত দোষ প্রভাবে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তখন আর গ্রামবাসিরা ক্ষণকালের জন্যও শয্যাতল বিহার সুখে বিমুখ হইতে পারিবেন না। উপসংহারকালে আমরা শুনিয়া অধিকতর দুঃখিত হইলাম, কোদালিয়ার অবস্থা চাঙ্গড়িপোতার অপেক্ষাও মন্দ।

নিরীহ ভালমানুষটী হইতে কাজ হয় না।

লিটনের শাসনাধীনে কাহারও মুখে হাসিটুকু ছিল না, সকলেই উত্যক্ত। শেষে প্রখর রৌদ্রের পর বৃষ্টি,—লর্ড রিপন ভারতের মাটিতে আসিয়া পদার্পণ করিলেন; দেশ শুদ্ধ লোকটা ভাবে গদ গদ, আহ্লাদে সকলের নয়ন ঝুরিতে লাগিল। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, প্রজাবৎসল রিপন কীর্ত্তি রাখিলেন কি?—তিনি কলিকাতায় আসেন আর সিমলায় যান। আর করেন কি?—ভারতে আসিয়া শরীর গেল বলিয়া এক এক বার গৃহে যাইবার ধূয়া ধরেন।

রিপন নিতান্ত নিরীহ ভালমানুষটী; কিছুতেই মুখে কথা নাই। তেমন সজ্জনের নিন্দা করিলে পাপ স্পর্শে। কিন্তু তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের ব্যাঘাত হইতেছে, তাই দুটা কথা না বলিলে চলে না। মহাত্মা রিপন চক্ষু মেলিয়া দেখুন, দেশ যে উৎসন্ন গেল! তিনি রাজ্য শাসন করিবেন কি?—অগ্রে রাজ কর্ম্মচারীর শাসন করুন। দেশ হইতে নবাবের নাম গিয়াছে, কিন্তু নবাবী চাল চলন যায় নাই; নবাবের পদ গিয়াছে, কিন্তু নবাবী ধরণের বিচার যায় নাই। আমার গৃহের দ্বারে যদি লিখিত থাকে—'কেহ প্রবেশ করিবেন না'—ইহাতে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয় না। সেইরূপ দেখিতেছি আইনে যাহাই লিখিত থাকুক, কিন্তু বিচারপতিদের বে-আইনি করিতে নিষেধ নাই। পূর্ব্বে জেলার মাজিষ্ট্রেট-দিগেরই অত্যাচার শুনিতে পাওয়া যাইত; কিন্তু বঙ্গদেশে প্রায় সকল রোগই সংক্রামক,—তবে

অবিচার হইবে না কেন? ক্রমে মাজিষ্ট্রেটদিগের বাতাস হাইকোর্টের জজদের গায়ে আসিয়া লাগিল, তাঁহারা আপনাদের মূর্ত্তি বদল করিলেন।

সার ইলাইজা ইম্পের লোকাতীত দারুণ অবিচারের পর সুবিচার, ন্যায়পরতা ও নিরপেক্ষতা, বসন্তকালের নবপল্লবের ন্যায় হাইকোর্টের চারিদিকে হাসিতেছিল। জজেরা নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিলক্ষণ স্বাধীন ভাব ও মনস্বিতা দেখাইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু, সেই সুবিচারের দিন এইবার অবসান হইল। হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত প্রিন্সেপ ও কনিংহাম সাহেব যে প্রকার পথ দেখাইলেন, দেশে এইবার আর অত্যাচার রাখিতে কুলাইবে না।

আমরা গতবারে পাঠকগণের গোচর করিয়াছি, আবদুল সোভান নামক জনৈক মুসলমান ঘুষ লওয়ার অভিযোগে পাটনার সেসনে সোপরদ্দ হয়। নানা কারণ বশতঃ তথাকার জমিদার ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোক তাহার বিপক্ষ; সুতরাং আদালতে তাঁহারা জুরী হইলে আসামীর পরিত্রাণ নাই। এই ভাবিয়া আবদুল সোভান কলিকাতার হাইকোর্টে মোশন করেন। আসামীর কৌন্সিলি জ্যাক্সন সাহেব হাইকোর্টের বিচারপতি প্রিন্সেপ ও কনিংহামের কাছে এই মোশন রুজু করেন। বারিষ্টার মহোদয় ১০ মিনিটের মধ্যে দুই চারি কথা যাহা কিছু বলিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই শুনিয়া বিচারপতিদ্বয় মোশন নামঞ্জুর করিয়া বলিলেন যে,—'পাটনার জজ সুবিচারই করিবেন, আমরা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব না।' জ্যাক্সন সাহেব অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু জজদের মন ভিজিল না—তাঁহারা ধনুকভাঙ্গা পণ করিয়া বসিয়া রহিলেন!

এই অন্যায় ও গর্হিত আচরণে উকীল ও কৌন্সিলিগণ যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইয়া পরদিন সুযোগ্য বারিষ্টার ব্রান্সন দ্বারা চিফ জষ্টিস গার্থ সাহেবের নিকট এই বলিয়া আবেদন করাইলেন যে, অপর দুই জন বিচারপতি দ্বারা যেন এই মোশনের নিষ্পত্তি করা হয়। চিফ জষ্টিস হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি,—তাঁহারও এ বিষয়ে একটী কথা কহিতে সাহস হইল না। তিনি ব্রান্সনকে বলিলেন—"এ বিষয়ে কথা কহিবার আমার কোন অধিকার নাই, অধিকার থাকিলেও কথা কহিতে পারি না।"

এই ত দেশের প্রধান বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতির সদ্বিচার! বড়র নিকট হইতেই ছোটতে শিক্ষা পাইয়া থাকে, কিন্তু ইহাঁরা ছোটর নিকট হইতে পাঠ লন,—জেলার জজ ও মাজিষ্ট্রেট ইহাঁদের শিক্ষাদাতা। জেলার এক এক জন জজ ও মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে ইহাঁরা খামখেয়ালী শিখিতেছেন। এই বার লোকের আশা ভরসায় জলাঞ্জলি। ছোট আদালতে অন্যায় ও অত্যাচার হইলে আর যে কেহ বড় আদালতের শরণাপন্ন হইবেন সে ভরসা ঘুচিয়া গেল। এখন বিচারপতির যদি মেজাজ ভাল থাকিল, তবেই তোমার মঙ্গল, আর গরম মেজাজের সময় যদি তোমার নথি ধরিলেন তবে সর্ব্বনাশ হইতে বসিল। এ সমস্ত দারুণ অত্যাচারের আর কিছুই কারণ নাই। উপর আদালতের বিচারপতিরা নিম্ন আদালতের বিচারপতিদিগের রায় বজায় রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন। দৈবাৎ কেহ যদি হঠকারীর মত ব্যবহার করেন, সেই ঝোঁক সকল আদালতেই চলিল। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানা কুতর্ক দেখাইয়া সেই অবিচারটী সুবিচার বলিয়া প্রমাণ করিতে হইবে। নিম্ন আদালতের বিচার খণ্ডন করিলে বিচারপতিদিগের অপমান করা হয়, স্বজাতির বুকে সেটী শেলসম বেদনাদায়ক।

গত ২ রা জুলাই বিচারপতি কনিংহাম ও প্রিন্সেপ সাহেব আবদুল সোভানের মকদ্দমার পুনর্ব্বার বিচার করেন, কিন্তু অনাতর বিচারপতি বলেন তিনি সংবাদপত্রের সুখ্যাতি অখ্যাতি কিছুই গ্রাহ্য করেন না। আশ্চর্য্য কথা, নিন্দায় ঘৃণা নাই! মানুষ যতই কেন দেবতুল্য হউন না, একেকালে দোষশূন্য কেহই হইতে পারে না। মনুষ্যমাত্রেরই কোন না কোন ভ্রম আছে, মনুষ্যমাত্রেই কখন না কখন কোন একটী দোষ করিয়া ফেলে, কিন্তু যাঁহাদের লজ্জা নাই, লোকনিন্দার ভয় নাই, তাঁহারা কেমন মানুষ? সংসারে গুণানুবাদে লোকের সৎকর্ম্মে উৎসাহবর্দ্ধন হয়, নিন্দাবাদে লোকের দোষ সংশোধন হয়। কেহ সৎকর্ম্ম করিতেছেন, সকলে মিলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিলে সাধু ব্যক্তি আত্ম প্রসাদ লাভ করেন, উত্তরোত্তর সৎকর্ম্ম করিতে আরও তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে। আবার কেহ অসৎ কর্ম্ম করিলে পাঁচ জনে মিলিয়া তাঁহাকে নিন্দা ও ভৎর্সনা করিলে তিনি লজ্জিত হইয়া দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হন। কিন্তু নির্লজ্জ বা জঘন্য লোক-নিন্দায় ঘৃণা নাই, সুতরাং সে নিয়তই কুকর্ম্মে লিপ্ত থাকে, আপনি নষ্ট হয় ও অপরকেও নষ্ট করে। বিচারপতি হইয়া যদি এমন কথা বলেন যে, লোকগঞ্জনায় তাঁহার কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, তবে ত আমাদের এ আশঙ্কা চিরদিন থাকিয়া গেল। আমরা জানিতাম মনুষ্যস্বভাবোচিত হঠাৎ একটা ভ্রম হইয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতে কিঞ্চিৎ সতর্ক হইলে বিচারপতির নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে আর কখন কলঙ্ক স্পর্শ করিবে না। কিন্তু যাঁহারা দোষ করিয়া তাহা স্বীকার করিতে চান না, লোকের কথায় কর্ণপাত করেন না, স্বয়ং সিদ্ধ আত্মাভিমানী, তাঁহাদের মলিনতা কস্মিন্ কালে ধৌত হইবার নয়। যাহা হউক, বিচারপতিদ্বয় যখন উক্ত মকদ্দমার পুনর্বিচারে বসিয়াছিলেন, তখন মুখে না বলুন কার্য্যতঃ তাঁহারা স্বীয় অপরাধ অবশ্যই স্বীকার করিয়াছেন। মনে মনে নিজ দোষ না বুঝিলে নিষ্পাদিত মকদ্দমার পুনর্ব্বার বিচার কেন করিবেন?

এই গেল বড় কর্ত্তাদের কীর্ত্তি। ছোট কর্ত্তাদের কার্য্যপ্রণালী সকলেই জানেন। সে দিন ময়মনসিংহের মাজিষ্ট্রেট আলেকজাণ্ডার সাহেব হাইকোর্টের রায় না মঞ্জুর করিয়াছেন। শুনিয়া হাসি আর রাখিতে পারি না,—বেঁচে থাকিলে কতই দেখিতে হয়! আবার মসলি সাহেবকে বোধ হয় পাঠক এখনও বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার নির্ভীকতা ও কর্ত্তব্যবিমূঢ়তার পরিচয় পাঠকেরা বিলক্ষণ অবগত আছেন। সে দিন তিনি এক মহাকীর্ত্তি ফাঁদিয়া বসিয়াছেন। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত জলঙ্গী থানা নিবাসী রামেশ্বর দত্ত নামে এক ব্যক্তি দিনাজপুরের কোন জমিদারের এক শত টাকার এক কেতা নোট চুরী করিয়া মুর্শিদাবাদে ভাঙ্গাইয়াছিল। জলঙ্গী থানার সব ইনস্পেক্টর রামকুমার ঘোষ ইহার তদন্ত করেন। কিন্তু তিনি ভালরূপ প্রমাণ না পাওয়ায় আসামীকে ছাড়িয়া দেন; এবং পাছে ভবিষ্যতে তাঁহার নিজের উপর কোন ঝুঁকি আইসে, সেই আশঙ্কায় নোট-চুরীর প্রমাণাভাবের কথা পুলিষের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে অবগত করেন। সাহেব বাহাদুর ইতি পূর্ব্বে আসামীকে চালান দিবার জন্য অনুমতি করিয়াছিলেন। এখন রামকুমারের পত্র পাইয়া তিনি যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন। মাজিষ্ট্রেট মসলি সাহেব পুলিষের পত্র পাইয়া ক্রোধে দিখিদিক-জ্ঞান-শূন্য হইলেন। এবার আর নিস্তার নাই—মাজিষ্ট্রেটের বিচারে রামকুমারের পাঁচ মাস কারাবাসের আজ্ঞা হইল!

এই ত দেশের অবস্থা! এখন আমাদের আশাক্ষেত্রের কল্পতরু লর্ড রিপন কোথায়? বড় ভরসা ছিল, তাঁহার আগমনে দেশ শান্তিজলে সিক্ত হইবে, কিন্তু যে আগুন সেই আগুনই যে জ্বলিতে লাগিল। এ সময় তিনি যদি ফিরিয়া না চাহিবেন, তবে কি ভারতবর্ষ উৎসন্ন গেলে তাঁহার দয়ার সঞ্চার হইবে?

১৮৮০ অব্দের বঙ্গদেশীয় জেল সমূহের কার্য্য বিবরণ।

এবার জেলের কার্য্যবিবরণ কিছু শীঘ্র শীঘ্র বাহির হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষাপেক্ষা এবার জেলের কার্য্য

বিবরণ [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৭৯ অব্দ [illegible] বঙ্গদেশীয় জেল-সমূহে [illegible] । গত বৎসরের [illegible] কয়েদীর মৃত্যু-সংখ্যা ভয়াবহ নহে, [illegible] অল্প হয় নাই। এ বৎসর [illegible] কয়েদী জেল হইতে পলায়ন করিতে [illegible] । তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে যে জেলের [illegible] প্রহার করা হইত তাহাও অনেক হ্রাস পাই- [illegible] ; ব্যয় অল্প হইয়াছে। এবং জেলের কারখানা [illegible] সমধিক আয় হইয়াছে। এই বর্ষের প্রারম্ভে [illegible] ১৮,১৫৫ জন কয়েদী ছিল, কিন্তু পূর্ব্ব বর্ষে জেলস্থিত কয়েদীর সংখ্যা ১৯,২৩৫। এই বর্ষে বঙ্গদেশের জেল সমূহে ৮২,৩৫৬ জন কয়েদী গৃহীত হয়, কিন্তু ইহার পূর্ব্ব বর্ষে এতদপেক্ষা ৭,৬১৮ জন অধিক গৃহীত হইয়াছিল। এই বর্ষের শেষে কারাগারে ১৭,৩০৫ জন কয়েদী অবরুদ্ধ ছিল, কিন্তু ১৮৬৭ অব্দ হইতে ১৮৭৯ অব্দ পর্য্যন্ত দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে প্রতি বর্ষের শেষেই এতদপেক্ষা অধিক সংখ্যক কয়েদী থাকিত। ইহাতেই স্পষ্ট দেখা যায় যে এই বৎসর অপরাধীর সংখ্যা অনেক হ্রাস পাইয়াছে, এবং এরূপ ন্যূন হইবার এক মাত্র কারণ এই বৎসরে শস্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে এবং সুলভ মূল্যে বিক্রীত হওয়াতে লোকের অভাব দূরীকৃত হইয়াছে, অভাব দূরীকৃত হওয়াতেই চৌর্য্য, ডাকাইতি, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মে লোকের প্রবৃত্তির লাঘব হইয়াছে। আমরা ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে অভাবই প্রবৃত্তির [illegible], এবৎসরের জেলের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিয়া আমাদিগের সেই সংস্কার আরও দৃঢ়তর হইল। অভাব মোচিত হইলে লোকের দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে না, সুতরাং প্রজা সাধারণের অভাব মোচন করাই অপরাধীর সংখ্যার হ্রাস করিবার এক মাত্র উপায়। যত দিন না প্রজা সাধারণ উপার্জ্জনক্ষম হইয়া উঠিতেছে তাবৎ অপরাধীর সংখ্যার প্রকৃতরূপ হ্রাস হইবে না। আমরা সকল লোককে [illegible] দিতে বলি না, কিন্তু যাহাতে সাধারণের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যে উৎসাহ ও ক্ষমতা জন্মে তাহারই উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এদেশে [illegible] অনেক প্রয়োজন, আমাদিগকে প্রায় সকল [illegible] ইউরোপের উপর নির্ভর করিতে হয়, যত দিন এই অভাব মোচিত না হইবে তাবৎ দেশের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। জেলখানার কয়েদীদিগকে নানাবিধ [illegible] রীতিমত শিক্ষা দিলে তাহারা পরিণামে [illegible] যথেষ্ট উপকার করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই।

এদিকে যেমন জেলখানার কয়েদীর সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে ওদিকে আবার তেমনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষাপেক্ষা এবার অল্প সংখ্যক অপরাধীকে কশাঘাত দণ্ডভোগ করিতে হইয়াছে। ১৮৭৪ অব্দে ৬১০২ জন অপরাধী কশাঘাত দণ্ড প্রাপ্ত হয়, ১৮৭৫ অব্দে ৩,৬৬২ জন, ১৮৭৬ অব্দে ৩,০১৭ জন, ১৮৭৭ অব্দে ৩,৪২৩ জন, ১৮৭৮ অব্দে ৪,৭৬৯ জন, ১৮৭৯ অব্দে ৪০৮৬ জন, এবং ১৮৮০ অব্দে ২,৯১৯ জন এই দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

১৮৮০ অব্দের শেষ ভাগে আলীপুরের জেলখানার চরিত্র সংশোধক বিদ্যালয়ে (রিফর্ম্মেটরি) ১০৩ জন বালক কয়েদী শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছিল: তদ্ভিন্ন ১১৮ জন জন বালক অপরাধ নিবন্ধন নানা স্থানের জেলখানায় অবরুদ্ধ ছিল। আলিপুরের রিফর্ম্মেটরিতে এক্ষণে আর স্থান নাই, এজন্য আর একটী ঐরূপ চরিত্র সংশোধক বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা হইয়াছে। আমাদের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মানস করিয়াছেন যে, হাজারিবাগে ঐরূপ আর একটী বিদ্যালয় খুলিবেন।

১৮৭৯ ও ১৮৮০ অব্দে অপরাধীগণ যে পরিমাণে দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে তুলনার জন্য নিম্নে তাহার তাহার তালিকা দেওয়া যাইতেছে:—

দণ্ডের পরিমাণ	১৮৭৯ অব্দ	১৮৮০ অব্দ	তুলনার ফল
১। অনধিক ছয় মাস কালের জন্য কারাগারে অর্পিত হয়	১৪,৮১৪	১১,৫৫১	১২৬৩ হ্রাস।
২। ছয় মাসের অধিক এবং এক বৎসরের অনধিক কালের জন্য	২,১৬১	১,৯৯৩	১৬৮ হ্রাস।
৩। এক বৎসরের অধিক এবং দুই বৎসরের অনধিক কালের জন্য	১,৪৬৮	১,৪৭৯	১১ বৃদ্ধি।
৪। দুই বৎসরের অধিক কালের জন্য	১,৬৩৩	১,৩৯২	২৪১ হ্রাস।
৫। দ্বীপান্তরিত	৩১৭	১০৩	২১৪ হ্রাস।

১৮৮৯ অব্দে জেলখানা হইতে ৫৩ জন কয়েদী পলায়ন করে; এবার কেবল ৪০ জন মাত্র পলায়ন করিয়াছিল। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাহার এক কারণ বলেন যে, প্রহরীগণ পূর্ব্বাপেক্ষা সতর্কতার সহিত পাহারা দেওয়াতে কয়েদীরা পলায়ন করিবার সুযোগ পায় নাই। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষাপেক্ষা এবার জেলখানার ভিতরে থাকিয়া অপরাধীরা অধিকতর অপরাধ করিয়াছে। ইহাতেই স্পষ্ট অনুমান হইতেছে যে, জেলখানার আভ্যন্তরীণ শাসন প্রণালী ভাল নহে। আরও অন্য গূঢ় কারণ থাকিতে পারে। যদি জেলখানার আভ্যন্তরীণ শাসন প্রণালী ভাল হইত, যদি অন্য কোন গূঢ় কারণ না থাকিত, তাহা হইলে জেলের মধ্যে অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত না। আলস্য ও কার্য্যে অপটুতা প্রভৃতি দোষে কয়েদীদিগকে জেলখানার ভিতরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আদেশ অনুসারে নির্দ্দয়ভাবে কশাঘাত করা হইত, কিন্তু এক্ষণে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশ ক্রমে আর তত অসঙ্গতরূপে কশাঘাত করা হয় না। তৎপরিবর্ত্তে অপরাধ করিলে কয়েদীদিগকে কখন কখন অনাহারে রাখা হয়।

এবৎসর এ প্রদেশস্থ সমুদায় কয়েদীর জন্য ১১,-২৫,৮৭৪ টাকা ব্যয় হয়, এবং প্রত্যেক কয়েদীর জন্য গড়ে বাষট্টি টাকা আট আনা তিন পয়সা করিয়া বার্ষিক ব্যয় হইয়াছে। শিল্পকর্ম্মে তাহাদিগের প্রত্যেকে বার্ষিক বাষট্টি টাকা পনর আনা করিয়া উৎপন্ন করিয়া দিয়াছে, এবং তাহাদিগের উৎপাদিত শিল্পকার্য্য হইতে ৪,২৬,৪৪৫ টাকা লাভ হইয়াছে। অন্যান্য সকল [illegible] অপেক্ষা প্রেসিডেন্সি জেলখানা হইতে অধিক পরিমাণে শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়, এবং তাহার জন্যই অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এখান হইতে সমধিক লাভও হইয়া থাকে। প্রেসিডেন্সি জেলে মুদ্রাযন্ত্র আছে এবং পুস্তক বাঁধাইও হইয়া থাকে। ১৮৮০ অব্দের শেষে এই জেলখানার শিল্পজাত দ্রব্যের ভাণ্ডারে ১,৫৪,৮৩৮ টাকার দ্রব্য ছিল। আলিপুরের জেলখানায় অহিফেনের সিন্দুকের আবরণ প্রস্তুত হয়, এবং এখানকার কারখানা হইতে বিস্তর শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভাগলপুরের জেলখানার পশমের কারখানা হইতে গত বর্ষে কাবুল যুদ্ধে প্রেরিত সৈনিকদিগের এবং নানা স্থানের জেলখানার কয়েদীদিগের এবং প্রহরীদিগের নিমিত্ত কম্বল ও পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইয়াছে। বক্সারের জেলে তুলার বস্ত্র নির্ম্মিত হয়, এ বৎসর তাহার জন্য স্বতন্ত্র কারখানাবাটী নির্ম্মিত হইতেছে। রাজসাহীর জেলে রেড়ির তৈল প্রস্তুত হয়। ১৮৮০ অব্দে পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গ রেলওয়ে, মাতলা রেলওয়ে, এবং দার্জ্জিলিঙ ট্রামওয়ের যত রেড়ির তৈলের আবশ্যক হইয়াছিল, তৎসমুদায়ই রাজসাহী জেল হইতে দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কলিকাতাস্থ অনেক গবর্ণমেণ্ট আপীসে এই তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হাজারিবাগের জেলখানায় গালিচা প্রস্তুত হয়, এবং তাহা হইতে পূর্ব্ব বর্ষাপেক্ষা এবার অধিক লাভ হইয়াছে। মেদিনীপুরের জেলখানায় নারিকেল রজ্জু প্রস্তুত হয়, কিন্তু এই দ্রব্য অধিক পরিমাণে বাজারে বিক্রীত হয় না বলিয়া এখন সেখান হইতে বঙ্গদেশস্থ জেলসমূহের কয়েদীদিগের নিমিত্ত বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। হুগলির জেলখানায় থলিয়া সেলাই হয়, তাহাতে এই বর্ষে ৫০০০ টাকা লাভ হইয়াছে।

আপাততঃ প্রত্যেক কয়েদীকে প্রতিদিন এগার ছটাক চাউল অথবা ময়দা এবং তিন ছটাক শাক ফল মূল আহার করিতে দেওয়া হয়। লেপ্টেনণ্ট

গবর্ণর বলেন ইহাতেই তাহাদের পর্য্যাপ্ত আহার হয় এবং তাহাতে স্বাস্থ্যের কোন বিঘ্ন হয় না। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি এই সামান্য আহারে তৃপ্তি হইতে পারে না। ভদ্র লোকের এইরূপ দৈনিক আহারে কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু যে সমস্ত ইতর লোক জেলখানায় অবরুদ্ধ আছে, ইহাতে তাহাদের কখনই উদরপূর্ত্তি হইতে পারে না। বিশেষতঃ যখন জেলখানায় ইতর লোকের সংখ্যাই অধিক, তখন পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে সকল কয়েদীকে আহার যোগাইলে তাহারা যে কৃশ, হীনবল, ও কর্ম্মে অপটু হইয়া পড়িবে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

গত বর্ষে জেলখানার কার্য্য বিবরণে দেখা গিয়াছিল যে জেলখানায় পীড়িতের সংখ্যা অনিয়মিতরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে, মৃত্যুর সংখ্যাও তদ্রূপ, এবং বিস্তর কয়েদী বিস্তর খাটিয়া, রীতিমত আহার না পাইয়া, এবং জেলখানার কঠোর শাসনে শাসিত হইয়া জীর্ণ শীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। বোম্বাই গেজেট এই বিষয় লইয়া আন্দোলন করেন, এবং এই বিবরণ এদেশীয় অন্যান্য সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হওয়াতে তদ্বিষয়ে দেশীয় ও ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পতিত হয়। তদুপলক্ষে ষ্টেট সেক্রেটারি হার্টিংটন সাহেব বলেন ভারতবর্ষের ১৮৭৯ অব্দের রিপোর্ট সন্তোষকর নহে বটে কিন্তু ভারতবর্ষীয় সংবাদ পত্র সমূহে তৎসম্বন্ধে যে সমস্ত বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তাহা বাস্তবিক নহে। এইরূপে প্রশ্নকারীর চক্ষে ধূলিমুষ্টি প্রক্ষেপ করিতে গিয়া হার্টিংটন সাহেব এক সম্প্রদায় সম্ভ্রান্ত লোকের নামে অন্যায় অপবাদ দিয়াছেন। কেন না বোম্বাই গেজেটে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা সম্পাদকের স্বকপোলকল্পিত নহে। তিনি গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট ও রেজোলিউসনে যাহা দেখিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছিলেন মাত্র, অপ্রকৃত কথা কিছুই প্রয়োগ করেন নাই। এ বৎসর জেলখানার অবস্থা যে ভাল তাহা আমরা কোন ক্রমেই বলিতে পারি না। যদিও ১৮৭৯ অব্দ অপেক্ষা এবারে কিছু মৃত্যু সংখ্যা অল্প দেখা যাইতেছে তথাপি এই হ্রাস সন্তোষজনক নহে। পীড়িত কয়েদীর সংখ্যাও ভয়াবহ বলিতে হইবে। দিনাজপুরে শত করা ১৬·৬৭ জন কয়েদী পীড়িত, সিংভূমে ১১·৭৪ জন, বারাসাতে ১০·৫৫ জন, বৰ্দ্ধমানে ১০·৩৫ জন, রঙ্গপুরে ১০·০৪ জন, জলপাইগুড়িতে ১০.০২ জন ইত্যাদি। জেলখানায় যেরূপ পীড়া বৃদ্ধি পাইতেছে এবং যে পরিমাণে কয়েদী কালগ্রাসে পতিত হইতেছে তাহা দেখিলে বোধ হয় জেলখানায় কয়েদীদিগের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া তাহাদিগকে খাটান হয়, এবং জেলের অন্তর্গত চিকিৎসালয়ে যে উপযুক্তরূপে পীড়িত কয়েদীদিগকে চিকিৎসা করা হইয়া থাকে তাহাও সন্দেহের বিষয়। আমাদের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বুঝিতে পারিয়াছেন যে কয়েদীদিগের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদিগকে খাটান হয় না, এজন্য তিনি এই আদেশ দিয়াছেন যে, যে কয়েদীরা ক্রমশঃ কৃশকায় হইতেছে তাহাদিগকে ভবিষ্যতে আর কশাঘাত করা হইবে না। কয়েদীরা কৃশ হইতেছে কি না তাহা নিরূপণ করিবার জন্য মাসে দুই বার করিয়া তাহাদিগকে ওজন করা হইবে। কিন্তু শুদ্ধ এই উপায় অবলম্বন করা হইলে কয়েদীদিগের অবস্থা ভাল হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন যে তাহারা কৃশ হয় তাহারও মূল কারণ নির্ণয় করা আবশ্যক। যদি কয়েদীদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাস্থ্যের উপযোগী আহার দেওয়া না হয় এবং যদি তাহাদিগকে নিয়মিতরূপে খাটান না হয়, তাহা হইলে যে তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে তাহার সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ জেলখানার কয়েদীকে যেরূপ ভীষণ পরিশ্রম করিতে হয়, সেইরূপ পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহাদিগকে রীতিমত প্রচুর আহার না দেওয়া হয় তাহা হইলে কয়েদীদিগের মৃত্যু, ও পীড়ার কখনই হ্রাস পাইবে না। গবর্ণমেণ্ট কয়েদীদিগের মৃত্যু ও রোগের কারণ নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু আমরা যে কারণের উল্লেখ করিলাম তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পতিত হইলে জেলের উন্নতি হইতে পারে। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী জেলসমূহে কয়েদীদিগকে কলের জল দেওয়া হয়, তাহাতে সাধারণতঃ স্বাস্থ্যের কিঞ্চিৎ উপকার হইতে পারে বটে, কিন্তু যখন রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণীত হইতেছে না, তখন কেবল পরিষ্কার জল পান করিতে দিলে কি উপকার হইবে? সচরাচর দেখা যায় কয়েদীরা উদরাময়, আমাশয়, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ফুসফুস এবং শ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্রের রোগ এবং জ্বররোগে কালকবলে নিপতিত হয়। এই সমুদয় রোগের কারণ ভিজা স্থানে শয়ন, প্রচুর পরিমাণে স্বাস্থ্যোপযোগী খাদ্য দ্রব্যের অসদ্ভাব, অভ্যাসের অতিরিক্ত পরিশ্রম, এবং বিশ্রমের ব্যতিক্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই সমুদায় কারণই আমাদের দেশের জেলখানায় বিদ্যমান আছে। একে বঙ্গদেশের মৃত্তিকা স্বভাবতই সতত ভিজা, তাহাতে কয়েদীদিগকে সেই ভিজা মৃত্তিকার উপর শয়ন করিতে হয়। তাহারা যখন গৃহে থাকিত, দরিদ্রই হউক আর সম্পন্নই হউক, তাহারা মৃত্তিকা ভিজা বলিয়া কাষ্ঠের চৌকী অথবা মাচার উপর শয়ন করিত। জেলে গিয়া সেই চিরাভ্যস্ত রীতির বিরুদ্ধে তাহাদিগকে ভিজা ভূমির উপর শয়ন করিতে হয়। ইহাতে তাহাদের পীড়া হইবে না কেন? দ্বিতীয়তঃ জেলখানার কয়েদীদিগকে প্রায় সারাদিন ভয়ানক পরিশ্রম করিতে হয়, অবকাশের সময় অল্প। সচরাচর যাহারা চৌর্য্যাদি অপরাধ বশতঃ কারাগারে প্রেরিত হয় তাহারা এদেশের দরিদ্র লোক, যখন তাহারা গৃহে থাকিত তখন তাহারা প্রাতে ও বৈকালে কর্ম্ম করিত এবং মধ্যাহ্নকালে বিশ্রাম করিত, এইরূপে কার্য্য করাই তাহাদের চিরন্তন অভ্যাস। জেলে গিয়া প্রায়ই তাহাদিগকে মধ্যাহ্নকালে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। সুতরাং তাহাতেই তাহাদের শরীর সহজেভগ্ন হইয়া যায়। এদেশে দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত কার্য্য করিবার রীতি ইংরাজের রাজত্ব কাল অবধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এ রীতি ছিল না, এবং এ রীতি এদেশের উপযোগী বোধ হয় না। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে মধ্যাহ্ন কালে গ্রীষ্মের আতিশয্য হয়। এই সময়ে পরিশ্রম করিলে বলবীর্য্যের যে হ্রাস হয়, তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। মধ্যাহ্নকালে পরিশ্রম করা যে এদেশের উপযোগী নহে তাহা আমাদের দেশের রাজগণ ও মুসলমান সম্রাট ও নবাবেরা বিলক্ষণ বুঝিতেন। এজন্য পূর্ব্বকালে এদেশে প্রাতে ও বৈকালে এমন কি কিছু রাত্রি পর্য্যন্ত কার্য্য করিবার রীতি ছিল, অদ্যাপি দেশীয় রাজা, জমিদার ও ব্যবসায়ীগণ এই রীতি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। মধ্যাহ্নকালে কর্ম্মচারীদিগকে এমন কি মজুর ও শ্রমজীবি লোকদিগকে অবকাশ দেওয়া আমাদেশের চিরন্তন প্রথা। বিলাতের কার্য্য করিবার রীতি অন্যরূপ। ইংলণ্ড শীত প্রধান দেশ, আটটা নয়টা বাজিলে সেখানে প্রভাত হয়, চারি পাঁচটার সময় সন্ধ্যা আগমন করে, প্রাতে ও বৈকালে লোক শীতে জড়সড় হয়। সেখানে সকালে ও বৈকালে কার্য্য করিবার রীতি হওয়াই অসম্ভব। অতএব বিলাতে এই রীতি সুবিধাজনক বলিয়া এদেশে যে তাহা সুবিধাজনক হইবে তাহার সম্ভাবনা কি? তৃতীয়তঃ কয়েদীগণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার পায় না। আমরা এতদ্বিষয়ে দুই একটী কথা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। কয়েদীরা প্রতিদিন যে চৌদ্দছটাক দ্রব্য আহার করিতে পায় তাহাতে কি ভদ্র কি ইতর কাহারও পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না। ভদ্রলোক মাত্রেই সারাদিনে তিন চারি বারে সচরাচর ইহা অপেক্ষা অধিক দ্রব্য ভোজন করেন। ইতর লোকের ত কথাই নাই, কুড়ি পচিশ ছটাক না হইলে তাহাদের কোন মতেই উদর পূর্ত্তি হইতে পারে না। তাহাতে আবার অধিক পরিমাণে পরিশ্রম করিলে ক্ষুধার বৃদ্ধি

হয়, সেই ক্ষুধা [illegible] তাহারা পর্য্যাপ্ত আহার না পায় [illegible] তাহাদের শরীর দুর্বল হইয়া [illegible] অতএব যখন জেলখানার [illegible] ও দোষসমূহের কারণ বিদ্যমান [illegible] কয়েদীরা যে অধিক পরিমাণে [illegible] হইয়া পড়িবে তাহা অস্বাভাবিক [illegible] আমরা কর্তৃপক্ষীয়দিগকে এই অনু[illegible] তাঁহারা এই সমুদায় বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া [illegible] সাধনে যত্নবান হউন।

[illegible] আমরা জেল পর্য্যবেক্ষণ প্রণালীর [illegible] অবগত হইয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলাম। নিয়ম আছে যে জেলার মাজিষ্ট্রেট ও জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটগণ প্রতি সপ্তাহে এক এক বার জেল পরিদর্শন করিবেন। কিন্তু নিয়ম আছে এই পর্য্যন্ত, কার্য্যতঃ তাহার কিছুই হয় না বলিলেই হয়। ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট ও জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ১৮৮০ অব্দে চারিবার মাত্র আলিপুরের জেলখানায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। এইরূপেই প্রায় সর্ব্বত্র জেল পরিদর্শন কার্য্য সমাধা হইয়াছে। এরূপ নাম মাত্র পরিদর্শন করিলে জেলের ও কয়েদীদিগের অবস্থার সংস্কার করা অসম্ভব। গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদিগের অপর অনুরোধ এই যে তাঁহারা জেল পরিদর্শনের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করুন, নতুবা এরূপে কার্য্য হইলে কোন উপকারই হইবার সম্ভাবনা নাই।

দাতব্য চিকিৎসালয়।

আজ কাল বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র ম্যালেরিয়া জ্বরের যেরূপ ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহাতে ম্যালেরিয়া পীড়িত ব্যক্তিদিগের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক। এদেশে দরিদ্র লোকের সংখ্যা বিস্তর. তাহারা অর্থাভাবে পীড়ার চিকিৎসা করিতে না পারিয়া অসহ্য কষ্টে অবসন্ন ও কালের করাল গ্রাসে পতিত হয়। স্থানে স্থানে গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয় দরিদ্র প্রজা সাধারণের চিকিৎসার অভাব অনেকাংশে দূর করিয়াছে। এই সকল চিকিৎসালয় স্থানীয় চাঁদা ও গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া প্রজাবর্গের হিতসাধন করিতেছে। কিন্তু এই সৎকার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে অর্থ দেন সেই অর্থের যথোপযুক্ত বিনিয়োগ করা হয় কি না, গবর্ণমেণ্ট তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এক্ষণে কর্তৃপক্ষীয়েরা এই অনুসন্ধান করিতেছেন যে, প্রত্যেক দাতব্য চিকিৎসালয়ের গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত অর্থসাহায্য ভিন্ন অন্য কি কি আয় আছে? সমুদায় আয়ের পরিমিতরূপ ব্যয় হয় কি না? এবং গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত সাহায্য ও স্থানীয় চাঁদা হইতে প্রত্যেক দাতব্য চিকিৎসালয়ের সমুদায় ব্যয় সঙ্কুলন হয় কি না? এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বঙ্গদেশের সর্জন জেনেরল লিখিয়াছেন যে "কোন কোন স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংগৃহীত অর্থ ব্যাঙ্কে জমা রহিয়াছে, অথচ তথাকার দরিদ্র ব্যক্তিরা চিকিৎসার দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইতেছে না, কোন কোন স্থানে অঙ্গীকৃত চাঁদা আদায় হয় নাই, কোন কোন স্থানে গবর্ণমেণ্ট কেবল চিকিৎসকের বেতন দিতেছেন, অথচ তাঁহাদিগের দ্বারা কোন কার্য্যই হইতেছে না, কোন কোন স্থানে চাঁদার টাকা হইতে কতকগুলি অধীনস্থ কর্ম্মচারী ও কম্পাউণ্ডারের উদরপূর্ত্তি করা হইতেছে, সেখানে ডাক্তার রীতিমত রোগী দেখেন না এবং চিকিৎসালয়ে উপস্থিত থাকেন না, অথচ কম্পাউণ্ডারেরা ঐ রূপ কার্য্য করে বলিয়া কেহ কোন আপত্তি করে না. কোথায়ও বা রোগীদিগের হাজিরা পুস্তক পূর্ণ করিবার জন্য মিথ্যা মিথ্যা কতকগুলি লোকের নাম লেখা হয়, এবং কোথায়ও বা দাতব্যের অনুপযুক্ত পাত্রকে ঔষধ দেওয়া হইয়া থাকে।" এই সকল অন্যায়াচরণ দেখিয়া শুনিয়া গবর্ণমেণ্ট স্থল বিশেষে এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে, স্থানীয় মিউনিসিপালিটী তথাকার দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধারণ করিবে। পূর্ব্বে এই সমুদায় চিকিৎসালয়ে গবর্ণমেণ্ট বিনামূল্যে ঔষধ দিতেন, এক্ষণে সেই রীতি এক কালে পরিত্যক্ত হইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্ট কোন কোন স্থানে উপযুক্ত মত অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়া থাকেন, এবং মেডিক্যালষ্টোর হইতে খরিদ মূল্যে ঔষধ বিক্রয় করেন। গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে এই নিয়মে দাতব্য চিকিৎসালয়ে অর্থ সাহায্য করিতেছেন যে, তথায় কোনরূপ অপরিমিত ব্যয় হইলে আর সাহায্য প্রদত্ত হইবে না। এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় যে যেখানে কেবল একজন নেটিব ডাক্তার ও এক জন ভৃত্য থাকিলে যথেষ্ট হয়, সেই খানে আবার এক এক জন কম্পাউণ্ডার আছে। এই অপব্যয়ের সংশোধন করা আবশ্যক। চিকিৎসকের নিজের সাহায্যার্থ চিকিৎসা যাহাতে সুবিধামত চলে, তাহার জন্যই এইরূপে কম্পাউণ্ডার রাখা হয়। এইরূপে সাধারণের অর্থের অপব্যয় করা অসঙ্গত বলিয়া গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে এই নিয়ম করিয়াছেন যে, দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসকের বেতনের কিয়দংশ মাত্র গবর্ণমেণ্ট দিবেন, অবশিষ্ট অংশ স্থানীয় চাঁদা হইতে দেওয়া হইবে।

দরিদ্র ব্যক্তিদিগের পীড়ার প্রতীকারের উদ্দেশেই দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৪৯ অব্দে ইহার প্রথম সূত্রপাত হয়। ঐ অব্দে সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তাঁহাদিগকে এইরূপে সাহায্য করিবার অঙ্গীকার করেন যে, উত্তরপাড়ার দাতব্য চিকিৎসালয়ের বাটী নির্ম্মাণ করিতে যে ব্যয় পড়িবে গবর্ণমেণ্ট তাহার অর্দ্ধেক দিবেন, এতদ্ভিন্ন মাসিক এক শত টাকা করিয়া সাহায্য করিবেন ও সমুদায় ইংরাজী ঔষধ ও আবশ্যকমত যন্ত্রাদি দিবেন। গবর্ণর জেনেরল বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের এই সাহায্য দানের বিষয় অবগত হইয়া তৎসম্বন্ধে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে এইরূপে সাহায্য দান করা গবর্ণমেণ্টের নীতির বিরোধী। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মধ্যে মধ্যে চিকিৎসা বিষয়ে প্রজাদিগকে বিনামূল্যে সাহায্য দান করেন বটে, কিন্তু যেখানে গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত সিবিল সার্জ্জন আছেন সেই খানেই কেবল ঐরূপ সাহায্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট যে নিয়মে উত্তরপাড়ায় সাহায্য দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, সেই নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে বঙ্গদেশে দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা ক্রমশঃই সাতিশয় বর্দ্ধিত হইবে। তাহা হইলে সাধারণের অর্থের যে কত অপব্যয় হইবে তাহার ইয়ত্তা করা যাইবে না। দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা বাড়িলে তৎপ্রতি ইউরোপীয় তত্ত্বাবধারণ সুবিধামত হইবে না। এইরূপে সাহায্য দানের দোষ দেখাইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বলেন "যাহা হউক যখন এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তিরা সাধারণ প্রজাবর্গের হিতকামনায় এই সাধু কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহাদিগকে সাহায্যদান করা বিধেয়" কিন্তু তাহা বলিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এরূপ সাহায্যদানকে যুক্তিযুক্ত বলিয়া অনুমোদন করেন না, বরং এ কথা বলেন ভবিষ্যতে এইরূপ আবেদন আর না হয় তদ্বিষয়ে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

১৮৬৯ অব্দে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহাই কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে। দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা এক্ষণে বিস্তর হইয়াছে। ১৮৬০ অব্দে দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা ৫৭ টী ছিল, ১৮৬৭ অব্দে ইহার সংখ্যা ১১৫ টী হয়, ১৮৭৭ অব্দে উহার উপর ৬৭ সংখ্যার বৃদ্ধি হয় এবং ১৮৭৯ অব্দে বঙ্গদেশে দাতব্য চিকিৎসালের সংখ্যা ২৫৫। এক্ষণে এইরূপে এদেশে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, কোন স্থানে কতকগুলি সম্পন্ন ব্যক্তি স্বীকার করিলেন যে তাঁহারা এই পরিমাণে চাঁদা দিবেন অমনি তথায় চিকিৎসালয় স্থাপিত হইল। সেখানে একজন আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন অথবা নেটিব ডাক্তার বসিলেন। তাঁহাকে

কতকগুলি ইংরাজী অস্ত্র শস্ত্র ও যন্ত্রাদি দেওয়া হইল, এবং গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিলেন যে এই আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন অথবা নেটিব ডাক্তারের বেতনের সমুদায় অথবা কিয়দংশ দিবেন। এই ত দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের প্রণালী, কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, তাহা হইতে দেশের কি উপকার হইতেছে? ডাক্তার পেইন বলেন, মুখে দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে চিকিৎসা করাইবার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার ভাণ করা হয় বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইতে কোন দরিদ্র ব্যক্তিই সাহায্য প্রাপ্ত হয় না, কেবল যাঁহারা তাহার জন্য চাঁদা দেন তাঁহারা এবং সাহায্য প্রাপ্তির অযোগ্য সম্পন্ন ব্যক্তিরাই তাহা হইতে উপকার প্রাপ্ত হন। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে মধ্যে মধ্যে যে রিটর্ণ দেওয়া তাহা কৃত্রিম ও অপলাপপূর্ণ। উক্ত ডাক্তার বলেন, চাঁদাদাতাদিগের দাতব্য চিকিৎসালয়ে যে বিশেষ স্বার্থ আছে তাহা ইহাতেই প্রমাণ হয় যে দাতব্য চিকিৎসালয়ে যদি বিলাতি ঔষধ না দেওয়া হয় তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের দেয় চাঁদা এককালে বন্ধ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। অতএব বিলাতী ঔষধের প্রার্থী হইয়া যদি কেহ দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সাহায্য দিবেন না। তবে যেখানে মরক হইবে সেখানকার কথা স্বতন্ত্র, তথায় গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রকার সাহায্যদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

১৮৭৯ অব্দের শেষে বঙ্গদেশে ২৫৫ টী দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। কতকগুলির স্থানীয় চাঁদা আদায় না হওয়াতে সেইগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে ৩৩টি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকে আপনার আয়ে চলিতেছে। এই ২৫৫টি দাতব্য চিকিৎসালয়ের মধ্যে ১৫৮টিতে রোগীদিগকে রাখিয়া চিকিৎসা করা হয়। ডাক্তার পেইন বলেন যে যেখানে যেখানে তীর্থক্ষেত্রে যাত্রিগণ গতায়াত করে, সেই স্থানে যে সমুদায় দাতব্য চিকিৎসালয় আছে তথায় যাহাতে রোগীরা স্থান প্রাপ্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

দাতব্য চিকিৎসালয়ের পর্য্যবেক্ষণ মন্দ হয় নাই। সিবিল সার্জ্জনেরা অতঃপর বৎসরে দুই বারের অধিক দাতব্য চিকিৎসালয়ের পরিদর্শন করিবেন না গবর্ণমেণ্ট এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন।

দাতব্য চিকিৎসালয় সম্বন্ধে যে রিপোর্ট ও তদুপলক্ষে গবর্ণমেণ্টের যে অভিমত উপরে প্রকাশিত হইল তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যেন এদেশের লোকের ন্যায়ানুরাগিতা ও সত্যবাদিতার নিন্দাবাদ করিবার জন্যই এই খানি প্রস্তুত হইয়াছে। অতঃপর গবর্ণমেণ্ট দাতব্য চিকিৎসালয়সমূহে যে ব্যয় করিয়া থাকেন তাহার যে শীঘ্রই সংকোচ করিবার উদ্যোগে আছেন তাহাও তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। যে যে কারণে কোন গবর্ণমেণ্ট প্রজাসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাজন হন তন্মধ্যে প্রজাসাধারণের স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দেওয়া একটি অন্যতর কারণ। বিশেষতঃ যখন বঙ্গদেশ ম্যালেরিয়া রোগে জর্জ্জরীভূত, তখন প্রজাসাধারণের এই বিপদ যাহাতে নিবারিত হয় গবর্ণমেণ্টের সে বিষয়ে সদুপায় অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পেইন সাহেব বলেন দাতব্য চিকিৎসালয়ে দরিদ্র ব্যক্তিরা কোন সাহায্য প্রাপ্ত হয় না। একথায় আমরা কোন ক্রমে বিশ্বাস করিতে পারি না। আমরা স্বচক্ষে যে সমস্ত দাতব্য চিকিৎসালয় দেখিয়াছি তথায় বিস্তর দরিদ্র রোগী যাতায়াত করে ও চিকিৎসকের সাহায্য ও ঔষধাদি প্রাপ্ত হয়। আমরা উদাহরণ স্থলে হরিনাভির দাতব্য চিকিৎসালয়ের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে এখানে প্রতিদিন শতাধিক দরিদ্র রোগী ডাক্তার শ্রীশচন্দ্ররায়ের ব্যবস্থা ও ঔষধাদি পাইয়া রোগ বিনির্ম্মুক্ত হইতেছে। শ্রীশবাবু রোগীদিগের জন্য অকাতরে পরিশ্রম করাতে সাধারণের অতিশয় প্রীতিভাজন হইয়াছেন। এমন কি তাঁহার সুচিকিৎসার যশ চারিদিকে এতদূর বিস্তীর্ণ হইয়াছে, যে হরিনাভি হইতে চারি পাঁচ ক্রোশ দূর হইতে দরিদ্র রোগী হরিনাভি দাতব্য চিকিৎসালয়ে আগমন করিয়া ঔষধ লইয়া যাইতেছে এবং অত্রত্য সমস্ত লোকই তাঁহার একান্ত অনুরাগী হইয়াছে।

আমরা পেইন সাহেবের আর একটি কথার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম। পেইন সাহেব বলেন দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে চাঁদাদাতারাই লাভবান হন। তাঁহার এই বাক্যটি নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। তিনি কি বলিতে চান যে উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ বাবু তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে বিনামূল্যে ঔষধাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন? দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে ঔষধ গ্রহণ করিতে কোন সম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে ঘৃণা উপস্থিত না হয়? আপনার সম্মানরক্ষা করিতে সকলেরই প্রবৃত্তি জন্মে। কেহ কাহারও নিকট দীনতা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে না। মনুষ্যের এই যে বদ্ধমূল স্বভাব পেইন সাহেব কি তাহার অপলাপ করিতে চান? গবর্ণমেণ্ট দাতব্য চিকিৎসালয়ে সাহায্য দান বন্ধ করুন তাহাতে আমরা বিশেষ ক্ষতি মনে করি না, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের প্রজাদিগের সম্মান রক্ষা করিয়া আদেশ প্রকাশ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

উপসংহারে আমরা গবর্ণমেণ্টের একটি সিদ্ধান্তের ভ্রম না দেখাইয়া প্রস্তাব শেষ করিতে পারিতেছি না। পেইন সাহেব বলিয়াছেন "দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে চাঁদাদাতৃগণ যে লাভবান হন তাহার প্রমাণ এই যে যখন দাতব্য চিকিৎসালয়ে ইংরাজী ঔষধাদি দেওয়ার রীতি বন্ধ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে তখনই তাঁহারা চাঁদা বন্ধ করিবেন বলিয়াছেন"। পেইন সাহেবের ন্যায় শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির সমীচীনতা দর্শন করিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। তিনি কি ইহা বুঝেন না যে দেশীয় ঔষধের অপেক্ষা সাধারণের ইংরাজী ঔষধে ভক্তি অধিক? তিনি কি ইহা বুঝেন না যে দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্র অপেক্ষা বিলাতী চিকিৎসাশাস্ত্র সমধিক উন্নতিলাভ করিয়াছে? তিনি কি ইহা বুঝেন না যে দেশীয় ঔষধ অপেক্ষা বিলাতী ঔষধে শীঘ্র সহজে রোগী প্রতিকার লাভ করে? এই সমুদায় কারণেই বঙ্গবাসীমাত্রেই বিলাতী ঔষধের পক্ষপাতী। আমরা বিলাতী ঔষধের এত পক্ষপাতী বলিয়া ইংরাজেরা এদেশে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন তাহা কি পেইন সাহেবের মনে নাই। বাউটন প্রভৃতি ইংরাজ ডাক্তারদিগের সুচিকিৎসা গুণে ইংরাজেরা যে ভারতবর্ষে পাদক্ষেপণ করিতে পাইয়াছিলেন তাহা এক বার পেইন সাহেবের ভাবিয়া দেখা উচিত। বঙ্গদেশের ইতর ভদ্র দরিদ্র ও ধনাঢ্য সকলেই ইংরাজী ঔষধের পক্ষপাতী না হইলে বঙ্গদেশে এত ইংরাজী ঔষধালয় হইত না। দেশীয় ঔষধের আর তত আদর নাই। অতএব যদি দাতব্য চিকিৎসালয়ে ইংরাজী ঔষধ না রহিল তবে দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রয়োজন কি, ইহাই মনে করিয়া চাঁদাদাতারা সাহায্য বন্ধ করিতে চান। তাঁহাদের স্বার্থের জন্য যে এরূপ করেন না তাহাই ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে।

পরিশেষে দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যয় কমাইবার যে সকল উপায় গবর্ণমেণ্ট উদ্ভাবন করিয়াছেন আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি।

প্রতিনিধিতন্ত্র শাসন প্রণালী।

তোমার সুখ দুঃখের সঙ্গে যে কার্য্যের সম্বন্ধ আছে, সে কার্য্যে তুমি উপস্থিত না থাকিলে তাহাতে তোমার অনেক অসন্তোষের কারণ থাকিয়া যাইতে পারে। এই বৃহৎ ভারতবর্ষের প্রজাগণ রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য রাজস্ব দিতেছেন, তাহাদের কি কি উন্নতিসাধনের নিমিত্ত সেই টাকা ব্যয় করা হয় তাহা তুমি জানিতে পারিলে কোন দুঃখের কারণ থাকে না। তোমার যে যে অসুখ ও অসুবিধা আছে নির্ভয়ে তৎসমুদায় যদি তুমি ব্যক্ত করিতে

পার এবং সে কষ্ট মোচন করিবার জন্য যদি তুমি রাজকর্ম্মচারীদিগকে অনুরোধ করিতে পার, তবে তোমার আক্ষেপ কি ?

কোন বড় কাজের ভার একজনের হাতে সম স্তিত থাকিলে তাহা কখন সুসম্পন্ন হয় না। বিশেষতঃ, কোথায় প্রজার কিরূপ কষ্ট ও অসুবিধা তাহা অনুধাবন করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করা সহজ নয়। আবার একজন অনেকের কর্ত্তা হইলে সকলের প্রতি সমদৃষ্টি কখনই থাকিতে পারে না। কোন না কোন কাজে স্বেচ্ছাচারিতা অবশ্যই আসিয়া পড়ে।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে রাজ্য যেন রাজার নিজস্ব ধন ছিল। প্রজারা কর দিলেন, রাজস্ব দিলেন, তাহা রাজকোষভুক্ত হইল। সে টাকায় প্রজার কোন অধিকার আছে এমন কেহই ভাবিতেন না। প্রজার হিতের জন্য রাজা সেই অর্থ কিছু যদি ব্যয় করেন—পরম মঙ্গল; যদি ব্যয় না করেন, তাহাতে কাহারও কোন কথা বলিবার অধিকার নাই—সে যে নৃপতির নিজ সম্পত্তি। দণ্ডবিধানেও রাজারা বিলক্ষণ স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। ইচ্ছা হইল, মহা অপরাধীকে নিষ্কৃতি দিলেন, ইচ্ছা হইল না, লঘুপাপে গুরুদণ্ড করিয়া বসিলেন। কিন্তু এখন সে দিন নাই। এখন উদারচরিত সভ্য সম্প্রদায়ের রাজারা ভিন্ন প্রকৃতির লোক। এখন রাজ্যে রাজা প্রজার সমান অধিকার। রাজআইনে রাজাও যেমন দণ্ডনীয় প্রজাও সেইরূপ দণ্ডার্হ হন। দোষ করিলে কাহারও অব্যাহতি নাই। এইটী উদারচরিত ইংরাজ জাতির সত্যকীর্ত্তি- এইটীই যথার্থ সভ্যতার নিদর্শন। সে বৎসর শেখআলি লাটসাহেবকে খুঁচিয়া মারিল, তাহাতে অপরাধীর ফাঁসী হইল। শেখআলি একজন ভিক্ষুককে খুঁচিয়া মারিলেও তাহার ফাঁসী হইত। কিন্তু অসভ্য জাতির হাতে পড়িলে লাট সাহেবকে খুন করায় কেবল ফাঁসী হইত না তাহার আরও গুরুতর দণ্ড হইত, শরীর পোঁচিয়া লবণ দিয়া তাহাকে জর জর করিয়া মারিত। কিন্তু সভ্য ইংরাজজাতির উদারগুণ প্রশংসনীয়। তাঁহারা সকলকেই সমান চক্ষে দেখেন।

এদিকে রাজস্ব বিভাগ দেখুন। রাজভাণ্ডারে কোন ব্যক্তি বিশেষের অধিকার নাই। তাহাতে রাজারও যেমন স্বত্ব, একজন দরিদ্র প্রজারও সেইরূপ স্বত্ব. দেশের মঙ্গল সাধনের জন্যই সমস্ত টাকা ব্যয় করা হয়। রাজপুরুষেরা যখন যে কার্য্য করিলে দেশের মঙ্গল হইবে বিবেচনা করেন, তখন তাহাই করিয়া থাকেন। কিন্তু এক কথা হইতেছে,—মনুষ্য মাত্রেরই ভ্রম আছে, আবার রাজকর্ম্মচারীরা সকল স্থানের অবস্থা ভালরূপ জ্ঞাত না থাকিতে পারেন, সে কারণ অনেক স্থলে প্রজার কষ্ট থাকিয়া যাইতে পারে এবং অন্যায় অত্যাচারও ঘটিতে পারে। অতএব এই একল অসুখ ও অসুবিধা দূরীভূত করিতে হইলে এক একটী কার্য্য বিভাগে এক এক জন প্রতিনিধি থাকা চাই। কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইলে সেই প্রতিনিধি সাধারণের সুবিধা ও অসুবিধা প্রকাশ করিতে পারেন, তাহাতে প্রতিবিধানেরও উপায় হয়। কিন্তু প্রথমে ছোট ছোট বিষয়ে এই প্রতিনিধিতন্ত্রতা প্রবর্ত্তিত করিয়া কাজ শিখিলে, তবে উচ্চ অধিকার জন্মে। সামান্য কাজে যিনি নিপুন নহেন, তিনি কখন বৃহৎ কাজে পটুতা দেখাইতে পারেন না। অতএব সামান্য রাজ্য মিউনিসিপালিটী হইতেই দেশীয় লোকের হাত খুলিতে হইবে। পাঠক ! জানেন, আমাদের দেশে অনেক গুলি মিউনিসিপালিটী আছে। কিন্তু সকল গুলিতে এখনও প্রতিনিধিতন্ত্র কার্য্যপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় নাই। যে যে স্থানে প্রতিনিধি কার্য্য প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, আর যে যে স্থানে হয় নাই এই উভয় স্থানের অবস্থা তুলনা করিলেই পাঠক ! আমাদের প্রস্তাবের শুভাশুভ ফল বুঝিতে পারিবেন।

কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে প্রতিনিধি কার্য্য চলিত হইয়াছে। সেই সেই প্রদেশের ফল বিলক্ষণ সন্তোষজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন কি আমরা অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, এই সকল স্থানে এখন মিউনিসিপালিটীর কাজ এত সুচারুরূপে চলিতেছে যে, পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচিত লোক দ্বারা তাহার এক আনা রকম কার্য্যও হইত না।

আবার যেখানে এই প্রতিনিধি কার্য্যপ্রণালী নাই, সেখানকার অবস্থা দেখুন। রাজপুর মিউনিসিপালিটীর অন্যায় অত্যাচার আমরা পাঠকদিগকে কতবার বিদিত করিয়াছি। সেইরূপ সকল স্থানেই দেখিবেন,—প্রজার সুবিধামত কাজ প্রায় হইয়া উঠে না। অতএব মিউনিসিপালিটীতে প্রতিনিধি কার্য্য প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে দেশের বিস্তর উপকার হইবে।

যে যে মিউনিসিপালিটীতে প্রতিনিধি কার্য্য প্রণালী এ পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত হয় নাই, আমরা অনুরোধ করি—তত্তৎ স্থলের করদাতারা গবর্ণমেণ্টে সত্বর আবেদন করুন। উদার প্রকৃতি গবর্ণমেণ্ট অবশ্য তাঁহাদের আবেদনে অনুমোদন করিবেন। করদাতৃগণ এরূপ আবেদন করিতে শঙ্কা করিবেন না, এটী তাঁহাদের অনধিকার চর্চ্চা নহে। প্রশস্তাশয় গবর্ণমেণ্ট দিন দিন প্রজাবর্গকে অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা দিতেছেন। ১৮৭৬ সালের ৫ আইনে উল্লেখ আছে যে, কোন মিউনিসিপালিটীর করদাতৃগণের মধ্যে অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ ব্যক্তি কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনের অধিকার পাইবার জন্য প্রার্থনা করিলে, যদি স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাতে অনুমোদন করেন, তবে সেখানে প্রজাগণ কর্ত্তৃক কর্ম্মচারী-নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত হইতে পারিবে। আবার, দশ ধারায় লিখিত আছে যে—এমন হইতে পারে গবর্ণমেণ্ট, প্রজাদের সে দরখাস্ত না মঞ্জুর করিতে পারেন; কিন্তু তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে জবাবদিহি হইতে হইবে। অপরন্তু, দয়াবান মার্কুইস অব রিপন নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন যে,—"মহারাণী এদেশের মিউনিসিপাল কার্য্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখিতে অনুমতি করিয়াছেন। কারণ, তদ্দ্বারা এদেশীয় লোকেরা ক্রমে রাজনীতি শিক্ষা করিবে এবং প্রতিনিধিশাসনক্ষম হইবে"। অতএব দেখুন, প্রজাবৎসল ভারতেশ্বরী এ দেশের কত হিতাকাঙ্ক্ষিনী। যাহাতে এদেশের লোকেরা রাজনীতি বুঝে এবং স্বাধীন ভাবে স্বদেশশাসনে পটু হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহার কত যত্ন ! এই সকল ঔদার্য্যগুণোচিত, মহৎ মহৎ কাজগুলি দেখিলে ইংরাজজাতিকে ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা না করিয়া কিছুতে ক্ষান্ত থাকা যায় না।

এখন আমরা অনুরোধ করি, যে যে স্থানের মিউনিসিপালিটীতে নির্ব্বাচন প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তত্তৎ স্থানের করদাতৃগণ গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিতে আর কাল ক্ষয় করিবেন না। করদাতৃগণ সত্বর উদ্যোগী হউন; তাঁহারা মিলিত হইয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করুন; দেখিবেন তাঁহাদের আশা অবশ্যই ফলবতী হইবে। কলিকাতার ভারতসভা এই মহৎ কাজে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন, তজ্জন্য আমরা ভারতসভাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দি। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এবং ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ভারতবর্ষের কত দূর উপকার যে করিতেছেন, তাহা ব্যক্ত করিবার নহে। এই দুই সভা দিন দিন সাধারণের পরম অনুরাগের স্থল হইয়া উঠিতেছেন। প্রজাদের যখন যে কষ্ট হইতেছে, এই দুই সভা হৃদয়ের শোণিত দিয়া তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করেন। উভয় সভা দরিদ্র প্রজার মুখস্বরূপ হইয়া প্রস্তাবিত বিষয়ে যত্ন করিলে অবশ্যই গবর্ণমেণ্ট অনুরোধ রক্ষা করিবেন।

মিউনিসিপালিটীর এলাকাধীন করদাতৃগণ নানা শ্রেণীর লোক। তাঁহাদের সকলের অবস্থা সমান নহে। অনেকেই বহুকষ্টে মিউনিসিপালিটীতে কর দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু, এত কষ্টের পর,—পেটে না খাইয়া কর দিয়াও যদি আশানুরূপ ফল না হয়, তবে আক্ষেপের পরিসীমা নাই। আমরা দেখিতেছি, মিউনিসিপালিটীতে নির্ব্বাচন প্রথা চলিলেই সকলের বিলক্ষণ সন্তোষ জন্মিবে। অতএব প্রজাহিতৈষী গবর্ণমেণ্ট সাধারণের এই অনুরোধ রক্ষা করুন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৯ ই জুলাই। আইরিষ ল্যাণ্ডবিল আইনের পাণ্ডুলিপির ত্রয়োদশ হইতে চতুর্ব্বিংশ প্রকরণ পর্য্যন্ত কমিটীর অনুমোদিত হইয়াছে। দ্বাদশ প্রকরণ লইয়া যে তর্ক বিতর্ক উঠিয়াছিল, তাহা আপাততঃ স্থগিত রহিয়াছে।

টিউনিস ৮ ই জুলাই। কাকসনগরের সহিত টেলিগ্রাফ বন্ধ হইয়াছে। এই নগরে ফরাসীরা দুই দিন ধরিয়া ক্রমাগত গোলা নিক্ষেপ করিয়াছে। কয়েকটী দুর্গ, একটী বৃহৎ মসজিদ, এবং মুসলমানদিগের আবাসস্থানের কিয়দংশ বিনষ্ট হইয়াছে। এস্থানের অধিবাসীরা ঘোর যুদ্ধ করিতেছে।

পারিস ৮ ই জুলাই। অদ্য দ্বৈধাত্তব সভার অধিবেশনে ফ্রান্স ও আমেরিকার প্রতিনিধিগণ ঐ সভায় আগত ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রাজপ্রতিনিধিদিগকে মুদ্রা বিষয়ক কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। মুদ্রা সম্বন্ধে জাতিসমূহের সন্ধি করিবার অভিপ্রায়ে আগামী বর্ষের ১২ ই এপ্রেল এই সভার পুনরধিবেশন হইবে।

লণ্ডন ১০ ই জুলাই। গতকল্য মহারাণী উইণ্ডসর পার্ক নামক স্থানে বলাণ্টিয়র দলের যুদ্ধ নিপুণতা দর্শন করিয়াছেন। প্রায় ৫৬,০০০ বলণ্টিয়র তাহাদিগের পারদর্শিতা দেখাইয়াছিল।

টিউনিস ৯ ই জুলাই। কাকসের বিদ্রোহীর সংখ্যা এক্ষণে পনর সহস্র হইবে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৯ ই জুলাই। মক্কায় বিদ্রোহ হইয়াছে। বিদ্রোহিগণ দুই দল তুরস্ক সৈনিককে পরাভূত করিয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই **জুলাই।** ইটালিয়েরা ৬৪০ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক (ইটালির মুদ্রা) কর্জ্জ লইতেছেন। রথসচাইলডদিগের সহিত যে বন্দোবস্ত হয়, তাহা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে লণ্ডনের বেরিং ব্রাদর ও হাম্ব্রো ইহার কণ্ট্রাক্ট লইয়াছেন। শতকরা ৫ টাকা সুদ।

টিউনিস ১০ ই জুলাই। ফাক্সে ক্রমাগত গোলা বর্ষণ চলিতেছে। ফরাসীসেনারা নামিতে পারে নাই।

লণ্ডন ১২ ই জুলাই। লার্ড হার্টিংটন কহিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় পবলিক ওয়াক ডিপার্টমেণ্টের ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন।

টিউনিস ১১ ই জুলাই। ফরাসি-রণতরি-সকল ফাক্সের অভিমুখে চলিয়াছে। যে সকল টিউনিস সৈন্য বিদ্রোহ দমনার্থ প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা বিদ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে।

সেণ্টপিটর্স বর্গ ১২ ই জুলাই। রুশ গবর্ণমেণ্ট মভ সরদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিতেছেন বলিয়া যে জনরব হয়, জর্ণাল ডি সেণ্টপিটার্সবর্গ পত্র তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, রুশের আর রাজ্যবৃদ্ধি করিবার বাসনা নাই, তবে কেবল সীমা নির্দ্দিষ্ট করা অভিপ্রেত। এই উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত পারস্যের সহিত বন্দোবস্ত চলিয়াছে।

আলজিয়র্স ১২ ই জুলাই। আলজিরিয়ার বিদ্রোহীরা শাকদার নামক স্থানে ফরাসিদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু পরাজিত হইয়াছে। ২৫০ জন হত হইয়াছে। এইরূপ সংবাদ আসিয়াছে ট্রিপলির লোকেরা কাফ্রবাসিদিগের উদ্ধার জন্য যাইতেছে।

লণ্ডন ১৪ ই জুলাই। আয়ারলণ্ডীয় ল্যাণ্ডবিল পাণ্ডুলেখ্যের যে প্রকারে বিদেশে আয়রলণ্ডবাসিদিগকে প্রেরণ করিবার কথা আছে, কমন্স হাউসের হোমরুলর মেম্বরেরা তাহাতে আপত্তি করিতেছেন।

টিউনিস ১৩ ই জুলাই। তুরস্কের কতকগুলি লোহাবৃত জাহাজ ট্রিপলির অনতিদূরে পৌঁছিয়াছে। ফরাসি-রণতরি সকল তাহার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

কেবিস নামক স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। ইউরোপীয়েরা জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

সোফিয়া ১৩ ই জুলাই। প্রিন্স আলেগজাণ্ডার গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যে যে সরতের দাওয়া করিয়াছেন, বলগেরিয়ার পার্লিয়ামেণ্ট সভা আনন্দের সহিত তাহার অনুমোদন করিয়াছেন।

বলগেরিয়ার প্রিন্স এই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন সরকারী কাজের যে সকল দোষ আছে তাহার সংশোধন করা হইবে। অতঃপর সভা বার্ষিক আয় ব্যয় নিদ্ধারণ এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত রাজনীতিসংক্রান্ত কার্য্যের মীমাংসা করিবেন।

বিবিধ সংবাদ।

বোম্বাইয়ের সেক্রেটারিয়েট আপীসে কয়েকজন পোর্ত্তুগীজ দেশীয় রাজ্য সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দলিল চুরি করাতে ধৃত হইয়াছে।

যে স্থলে ভূতপূর্ব্ব রুশ বাদসাহের মৃত্যু হয় সেই স্থলে রুশিয়েরা তাঁহার স্মরণার্থ একটী গিরিজা নির্ম্মাণ করিবার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন। এক্ষণে ৯০,০০০ টাকা সংগ্রহ হইয়াছে।

গত ২৯ এ জুন মৃজাপুর জিলায় পঙ্গপাল দেখা দিয়াছিল। তাহারা নীলের বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা অনুসারে ৬ ই জুলাই অবধি রাজস্ব ও কৃষিবিভাগের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ১৮৭৯ অব্দে অর্থের অনাটন বশতঃ রাজস্ব, কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগ রহিত করা হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভিক্ষ কমিশনরদিগের মতে এদেশে কৃষিবিভাগের নিতান্ত প্রয়োজন। এই বিভাগ নিম্নলিখিত বিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত থাকিবেন। যথা, রাজস্ব, জরিপ, সর্ব্ব প্রকার কৃষি কার্য্য, দুর্ভিক্ষ ও প্রজাদিগের অন্য স্থানে প্রেরণ ইত্যাদি। ব্রহ্মদেশের কমিশনর এই বিভাগের সম্পাদক হইলেন। যে পর্য্যন্ত তিনি ব্রহ্মদেশ হইতে প্রত্যাগমন না করেন, তত দিন বক সাহেব তাঁহার কার্য্য করিবেন। এই বিভাগের বাটী নির্ম্মাণ করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দেড় লক্ষ টাকা দিবেন স্থির করিয়াছেন।

স্ফূর্ত্তি খেলা লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহ নিতান্ত স্বেচ্ছাচারির কার্য্য করিতেছেন। এক দিকে পঞ্জাবের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর অম্বালা ডার্ব্বি রহিত করিয়াছেন, অপর দিকে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয় ও ইউরোপীয়দিগের সভার উন্নতি কামনায় স্ফূর্ত্তি খেলার প্রশ্রয় দিতেছেন। আমরা গবর্ণমেণ্টের এই বিষয়ে কার্য্য প্রণালী অবলোকন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি।

মালাবার উপকূলে অদ্যাপিও প্রচুর বৃষ্টি হয় নাই।

জনরব উঠিয়াছে যে লর্ড রিপন আফগান স্থান পরিত্যাগ করিতে আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু লণ্ডন ডেলিনিউস তাহা নিতান্ত অমূলক বলিয়াছেন।

রাজপুতানা প্রদেশে ভিলওয়ারা হইতে নসিরাবাদ পর্য্যন্ত ৬৮ মাইল রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু আগামী শীতের পূর্ব্বে পুলগুলি প্রস্তুত হইবে না বলিয়া আপাততঃ গাড়ি চলা বন্ধ রহিল।

লণ্ডনের টাইমস নামক সংবাদ পত্র বলেন যে এখন আমরা ভারতবর্ষের অভ্যন্তরিক বিষয়ে নিরুদ্বেগে দৃষ্টিপাত করিতে পারি। এখন আর ভারতবর্ষে কোন ভয়ের কারণ নাই, হিমালয় পর্ব্বত হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে এখন শান্তি বিরাজ করিতেছে। আয় ব্যয়ের গোলযোগে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগ পড়িয়াছে, এখন আর দুর্ভিক্ষ নাই, বাণিজ্য ব্যবসায় উত্তমরূপে চলিতেছে। ইংলণ্ডের লোকেরা ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা যে বিশেষ ফল পাইব তাহাতে সন্দেহ নাই।

সিংহল দ্বীপে একব্যক্তি একটী রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার মূল্য অনুমান ১,৩০,০০০টাকা।

মান্দ্রাজের অন্তঃপাতি পিথাপুরের রাজা শ্যামালকোটা নামক স্থানে জনৈক মুন্সেফকে ধৃত করিয়া যে উপানৎ প্রহার করেন তজ্জন্য মাজিষ্ট্রেট তন্নিমিত্ত তাঁহার পাঁচ শত টাকা জরিমানা করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে রাজা ইহার আপীল করিবেন।

কলিকাতার অন্তর্গত কপালীটোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামকৃষ্ণ সেন সর্প দংশনের এক উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি বলেন:—"সম্প্রতি জেসপ কোম্পানির লোহার কারখানায় কোন কর্ম্মকারের সর্পাঘাত হয়। তাহার অল্পক্ষণ পরেই সে ব্যক্তি জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে এক জন রাখমিস্ত্রী তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া এই ঔষধ প্রয়োগ করে। তৎকালে তাহার চক্ষু স্ফীত, অবয়ব শীতল হইয়া তাহার আসন্ন দশা আগত প্রায় হইয়াছিল। কিন্তু এই ঔষধ প্রযুক্ত হইলে পর সে ব্যক্তি অতি সত্বরেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে।" রামকৃষ্ণ বাবু বলেন যে এই ঔষধ তিনি বিনা মূল্যে বিতরণ করিতেছেন এবং যদি কোন চিকিৎসক তাহার গুণাগুণ পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন তিনি রামকৃষ্ণ বাবুর নিকটে চাহিলেই পাইতে পারিবেন। তাহার ঠিকানা কপালীটোলা লেন ১৬ নং বাটী।

সর জজ কুপর আর এক বৎসর উত্তর পশ্চিম

প্রদেশের লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের কার্য্য করিবেন। জনরব এই যে তাঁহার পর আসামের চিফ কমিসনর এলিয়ট সাহেব ঐ পদে অভিষিক্ত হইবেন।

একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্র বলেন যে ইংলণ্ডের আর পূর্ব্বের মত ক্ষমতা নাই। গত ছয় মাসের মধ্যে আমেরিকা, জর্ম্মণি, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, রুশিয়া, তুরস্ক, ইটালি এবং স্পেন ইংলণ্ডকে অবমাননা করিলেন, ইংলণ্ড তাঁহাদিগের অবমাননায় উপেক্ষা করিলেন।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মদেশ হইতে শ্যামদেশ পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ বসাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন কিন্তু শ্যামরাজ তাহাতে আপত্তি করাতে স্বতন্ত্র স্থানদিয়া টেলিগ্রাফ বসাইবার প্রস্তাব করা হয়। ব্রহ্মদেশীয় সংবাদ সমূহ অবগত হইয়াছেন যে স্বতন্ত্র স্থানদিয়া টেলিগ্রাফের তার লইয়া যাওয়া একান্ত অসাধ্য।

আগামী নবেম্বর মাসে আগরায় গবর্ণর জেনারলের দরবার হইবার কথাছিল, কিন্তু আপাততঃ সেখানে দরবার হইবেনা। তথায় সৈনিকদিগের শিক্ষা কিরূপ হইয়াছে তাহাই কেবল প্রদর্শিত হইবে। তৎপরে লর্ড রিপন বাহাদুর গোয়ালিয়র হইয়া মধ্যপ্রদেশে গমন করিবেন।

বেঙ্গল ব্যাঙ্কে আর দেশীয় খাজাঞ্চী থাকিতেছে না। তৎপরিবর্ত্তে একজন ইউরোপীয় কোষাধ্যক্ষ হইবেন। ১ লা আগষ্ট হইতে এই বন্দোবস্ত হইবে।

বোম্বাই গেজেট বলেন যে সম্প্রতি সেতারা জেলায় এক ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ঐ জেলার পূর্ব্বভাগে একজন ভদ্রলোক সপরিবারে বাস করিত। তাহার বাটীতে তাহার পত্নী, নয় বৎসর বয়স্ক এবং নয় মাসের দুইটী শিশু সন্তান থাকিত এবং একটী ভৃত্যও ছিল। কোন কারণ বশতঃ এই ভদ্রলোকের উপর গ্রামবাসিদিগের অত্যন্ত ক্রোধ জন্মে। একদা কয়েকজন দুরাত্মা সমবেত হইয়া রাত্রিকালে তাহার গৃহে অগ্নি প্রয়োগ করে এবং এবং গৃহবাসিরা বহির্গত হইলে তাহাদিগকে যষ্টি ও প্রস্তরের আঘাতে বিনষ্ট করে। অনন্তর যবন ঘোর শিশুটিকে অগ্নির উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রাণ বিনাশ করে। হত্যাকারীদিগের মধ্যে আট জন অপরাধী ধৃত হইয়াছে। সেতারার জজসাহেব তাহাদিগকে ফাঁসী দিবার হুকুম দিয়াছেন।

গত বৎসর গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের বিস্তর লোককে অবসর দেওয়া হয় এজন্য ঐ বিভাগে কর্ম্মচারীর অভাববশতঃ কার্য্য-হানি হইতেছে।

ষ্টেট্‌সমেন বলেন ইডেন সাহেব আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক এখানে কিছু দিন থাকিয়া তৎপরে ঢাকা, বাখরগঞ্জে, ও পূর্ব্বাঞ্চল পরিদর্শন করিবেন। অতঃপর তিনি যশোহর রেলওয়ের অপর সীমা খুলনিলায় গমন করিবেন।

শুনা যাইতেছে যে চব্বিশ পরগণা জেলা দুই ভাগে বিভক্ত করিবার জন্য লেপ্টেনন্ট গবর্ণর অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ২৪ পরগণা দুই ভাগে বিভক্ত হইলে খুলনিয়া অপর খণ্ডের প্রধান নগর হইতে পারে।

ঢাকার সুবিখ্যাত আবদুলগনি মিয়া নবাব উপাধি পাইয়া কি বিপদেই পড়িয়াছেন? মান্য রক্ষার নিমিত্ত তাঁহার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া যাইতেছে, পক্ষান্তরে তিনি সপরিবারে দরিদ্র দশায় আনীত হইতেছেন। এ দিকে তিনি অবিভক্ত পরিবারের কর্ত্তা। সাধারণের অর্থ হানি এবং তাহাতে কেবল কর্ত্তার সম্মান বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া, পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ পৃথক হইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন। নবাব আবদুলগনি মিয়ার নিজ অংশ আড়াই আনা মাত্র। সুতরাং তাঁহার দুরবস্থার একশেষ হইয়া আসিয়াছে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের প্ররোচনায় কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান শূন্য হইলে এই দশাই ঘটে।

এই বর্ষের শেষে বরদার গুইকুমার স্বয়ং রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইবেন। রাজ্যশাসন সম্বন্ধে তাঁহাকে সহায়তা করিবার জন্য দেওয়ান ও কয়েকজন মন্ত্রী নিযুক্ত থাকিবেন।

দারজিলিঙের ইউরোপীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাহায্যার্থ বর্দ্ধমানের রাজা দশ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন।

যে সকল তীর্থ যাত্রী বা অন্য লোক জেড্ডা বা হেজাজের বন্দরে নামিবার চেষ্টা করিবে তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট তাহাদের ছাড় চিঠি চান। তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট এ বিষয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা দেশের বন্দরে ছাড় চিঠির ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। যাহারা ছাড় চিঠির প্রার্থী হইবে তাহাদিগের প্রত্যেককে জেড্ডায় পৌছিয়া তত্রত্য কন্সলের নিকটে নাম রেজেষ্টরি করাইতে হইবে। জাহাজের অধ্যক্ষদিগকে জানান হইয়াছে ছাড় চিঠি না লইলে আরোহীরা জাহাজ হইতে নামিতে পারিবে না।

ফ্রান্স দেশে তড়িৎ-বিদ্যার আলোচনার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। এই বিষয় লইয়া ছয় খানি সাময়িক পত্র মুদ্রিত হইতেছে।

৫ ই জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুবৃষ্টি হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ও অযোধ্যায় আরও কিছু বৃষ্টি হইলে ভাল হয়। রাজপুতনায় এখনও বৃষ্টির আবশ্যক। মহীসুরের অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইতেছে।

ইংলণ্ডের ধনাগারে অনেক রৌপ্য সঞ্চিত হওয়াতে ইংলণ্ডের বাজারে রৌপ্যের দর উঠিয়াছে। রৌপ্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে ভারতবর্ষের পক্ষে বিস্তর সুবিধা হইবে।

কান্দাহার হইতে ৯ ই জুলাই যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ করিতেছে, আমীরের সেনাগণ গিরিস্কের সন্নিহিত কালাংগাজ নামক স্থানে আছে। আয়ুব খাঁর অগ্রগামী সৈনিকেরা বিয়াবানাক নামক স্থানে উপনীত হইয়াছে, আয়ুব অধিক দূরবর্ত্তী নহেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ১৮৮০ অব্দের জুলাই মাসের প্রথম নয় দিনে ৮৭৮৬৮৪।/৬ টাকা আয় হইয়াছিল, বর্ত্তমান বর্ষে ৯৫০৯৬০৸৶০ টাকা আয় হইয়াছে। এ বৎসর প্রতি দিন এক লক্ষ টাকার অধিক হইয়াছে।

মায়া পরিত্যাগ বড় কঠিন। গবর্ণমেণ্ট প্রেস কমিশনরের পদের মায়া পরিত্যাগ করিয়াও করিতে পারিতেছেন না। ঐ কার্য্য হোম ডিপার্টমেণ্টের হস্তে যাইতেছে। আপাততঃ ফরেন ডিপার্টমেণ্ট দ্বারা হইবে।

ওয়ার্লড নামক সংবাদ পত্র বলেন যে মহারাণী ট্রান্‌সভ্যালের সন্ধিতে সাতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

মধ্য আসিয়ার রুশ গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রণালী পরিদর্শন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। কিয়ৎকাল হইল কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট নামে একজন পঞ্জাবের অশ্বারোহী সেনার অধিনায়ক আর্ম্মেনীয় অশ্ব ব্যবসায়ী বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক কলিকাতা হইতে যেন আর্ম্মেনিয়ায় যাইতেছেন, এইরূপ ভান করিয়া মধ্য আসিয়ার ভিতর এবং পারস্য রাজ্যের উত্তরাংশ দিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ভ্রমণ কালে তিনি গবর্ণমেণ্টের কিছু মাত্র সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই তথাপি তাঁহার ভ্রমণের সমুদায় স্থান ও রাস্তার নক্সা প্রস্তুত করিয়া লইয়া গিয়াছেন। ভ্রমণকালে রুশেরাও তাঁহাকে ছদ্মবেশী বলিয়া জানিতে পারিয়াছিল। যাহা হউক তিনি মেজর বটলারের ন্যায় অকৃতকার্য্য হন নাই। তিনি ইংলণ্ডে উপনীত হইয়া প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন, চাইল্ডার্স সাহেব, লর্ড গ্রানবিল ও হার্টিংটন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। সম্প্রতি অনেক ইংলণ্ডীয় ভ্রমণকারী ছদ্মবেশে পারস্য রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া-

ছিলেন। তন্মধ্যে একজন অদ্যাপি চাকিনামে তথায় ভ্রমণ করিতেছেন। মান্দ্রাজের গবর্ণর এই নিয়ম করিয়াছেন যে, অতঃপর যে সমস্ত গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী দেনার জন্য যোগ্যতাহীন ব্যক্তিগণের উপযোগী আদালতেরযে নিয়ম আছে ঐ নিয়মের সাহায্য গ্রহণ করিবেন তাহাদিগকে কর্ম্ম হইতে স্থগিত করা হইবে। আর যদি দেনার জন্য কাহারও মেয়াদ হয়, তাহা হইলে তাহার বেতন বন্ধ করিয়া গবর্ণমেণ্টের স্বতন্ত্র আদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট যে নিয়ম করিয়াছেন, এতদ্দেশে ইতি পূর্ব্বে গবর্ণর জেনারল ডালহাউসী ঐরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অনবধানতা নিবন্ধন উহা কার্য্যে পরিণত করা হয় না।

লালপুরের পশ্চিম সীমায় তথাকার খাঁর সহিত কাবুলের আমীরের কর্ম্মচারীদিগের বিবাদ হওয়াতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তথায় পেষওয়ারের কমিশনরকে প্রেরণ করিয়াছেন। লালপুরের খাঁ বলিতেছেন কাবুলের কর্ম্মচারীরা সীমা হরণ করিয়া তাঁহার কতক ভূমি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছে।

১ লা আগষ্ট এলাহাবাদে স্ফূর্ত্তি খেলা হইবে। নৈনিতালের ড্রুকোম্পানী ইহার টিকিট বিক্রয় করিতেছেন। টিকিটের মূল্য দুই টাকা।

ইংলণ্ডে যুবক সম্প্রদায়ের ন্যায় দেশীয় যুবকেরা নৌকা চালন ও বাচখেলা শিক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতার সন্নিকটে গঙ্গার উপকূলে একটী নৌগৃহ প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে বর্দ্ধমানের রাজা পাঁচ শত মুদ্রা ও কাসিম বাজারের সুবিখ্যাত দানশীলা মহারানী স্বর্ণময়ী দুই শত টাকা দান করিয়াছেন। এক্ষণে ব্যায়াম শিক্ষায় আমাদের যুবকদিগের মন যে অভিনিবিষ্ট হইয়াছে, এটী মঙ্গলের লক্ষণ।

মুঙ্গের বড়বাজার হইতে শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র রায় আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, "মহাশয়! এতদ্দেশীয় অনেকে আমাদিগের সংস্থাপিত আয়ুর্ব্বেদসম্মত ঔষধালয়ের উন্নতিকল্পে কয়েক বৎসর হইতে বিশেষ সহায়তা প্রদান করায়, আমরা সম্প্রতি উক্ত ঔষধালয়ে একটী দাতব্য বিভাগ স্থাপনের সূত্রপাত করিয়াছি, যে সকল ব্যক্তি নিতান্ত দরিদ্র, অর্থ ব্যয় করিয়া চিকিৎসা করাইতে কোন মতে সক্ষম নহে, তাহারা আমাদিগকে রোগের অবস্থা আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে ব্যবস্থা পত্র সহ বিনা মূল্যে ঔষধ পাইবে। আপাততঃ কেবল ম্যালেরিয়া জ্বর, অজীর্ণ, উদরাময় ও উন্মত্ত শৃগাল কুকুর দংশনের মহৌষধ বিতরণ করা যাইবে। সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থ মহাশয়ের নিকট নিবেদন করিলাম।"

প্রসিদ্ধ মহাভারত বিতরণকারী শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র রায় রামায়ণের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উহার প্রথম খণ্ড মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। আমরা উহার এক খণ্ড উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রতাপ বাবুর উৎসাহ কেবল মহাভারতে নির্ব্বাণ হয় নাই, রামায়ণেও বিস্তৃত হইয়াছে, এটী বড় আহ্লাদের কথা। তবে তিনি একটু ক্ষোভের কথা কহিয়াছেন, তাহাতে মনে কিঞ্চিৎ কষ্ট হইল। তিনি বলেন তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির ঔপযিক মূলধন সংগৃহীত হয় নাই। বঙ্গদেশে অনেক অসামান্য বদান্য লোক আছেন। আমরা বরাবর প্রতাপ বাবুর যেরূপ উৎসাহ ও অধ্যাবসায় দেখিতেছি যদি তাহা অবিলুপ্ত থাকে তাহা হইলে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি দুর্ঘট হইবে না।

আমরা সংবাদপত্রে দেখিলাম, অক্সফোর্ড মিশনরিরা ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ছাড়িয়া দেশীয় বস্ত্র পরিধান করিতেছেন, মৃত্তিকায় বসিয়া কদলীপত্রে ভাত খাইতেছেন, কাঁটা চামচা ছাড়িয়া হস্তের দ্বারা অন্ন ব্যঞ্জন গ্রহণ করিতেছেন। মন্দ নহে; এদিকে বাঙ্গালীরা ক্রমশঃ দেশীয় ভাব পরিত্যাগ করিয়া বিলাতি পরিচ্ছদ ও আহার ব্যবহার গ্রহণ করিতেছেন, ওদিকে ইংরাজেরা আমাদের অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এ দেশে কাগজ প্রস্তুত করিতে উৎসাহ দিবার জন্য মান্দ্রাজ রেইলওয়ে কোম্পানী তাঁহাদিগের রেইলওয়েতে কাগজের মশলা প্রেরণের মাশুল অনেক কমাইয়া দিয়াছেন।

এক খানি বিলাতী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, যে মেস্তবর্গে এক জন ইংরাজ (অদ্ধ ক্রাউন) এক টাকা চারি আনা মূল্যে তাহার স্ত্রীকে বিক্রয় করিয়াছে।

ইংলণ্ডেও নিহিলিষ্টদিগের মতের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। ১০ ই জুন লিবরপুল টাউনহলের সোপানের নিম্নে বারুদ পূর্ণ একটী থলিয়া পাওয়া গিয়াছে। অগ্নি সংযোগ করিবার পূর্ব্বেই ধরা পড়াতে অনেকের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়া গেজেটে এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, অতঃপর ভারতবর্ষের মধ্যে তারে সংবাদ পাঠাইতে হইলে ছয়টি শব্দে চারি আনা করিয়া ব্যয় পড়িবে। ঠিকানা লিখিতে ব্যয় লাগিবে না এবং এক মাইলের মধ্যে সংবাদ বিলি করিতে হইলেও কোন ব্যয় পড়িবে না। এজন্য গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে টেলিগ্রাফ আপীস স্থাপন করিবার মানস করিয়াছেন।

এদেশস্থ নিকৃষ্ট ইউরোপীয়দিগের চরিত্র যে কত দূষিত তাহা নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায়। উহারা কয়েক বৎসর অবধি ইউরোপের নানা স্থান, বিশেষতঃ গুয়ালেচিয়া হইতে ইহুদী যুবতী আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে বেশ্যা করাইয়া যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করে। কিছু কাল এইরূপ ব্যবসায় করিয়া বড় মানুষ হইয়া দেশে ফিরিয়া যায়। এই দুরাত্মাদিগের আনীত যুবতীরা তাহাদের যৌবনের চরমসীমায় পদার্পণ করিলে তাহাদের দুর্গতির আর সীমা থাকে না। বোম্বাই সহরে এই ঘটনা সচরাচর ঘটিতেছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন। বঙ্গদেশীয় লেপ্‌টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮১। ২৯ এ জুন। চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় প্রদেশের অন্তর্গত শক্ষু বিভাগের ভার প্রাপ্ত প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, টি, জারবো তিন মাস ছুটী পাইয়াছেন।

জে, টি, জারবো ছুটী লওয়াতে চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় প্রদেশের প্রতিনিধি সহকারী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এ, আর, উইগ্রাম নিজ কার্য্য ভিন্ন ঐ শক্ষু বিভাগের কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৮৮১। ২ রা জুলাই। সুন্দরবনের কমিশনর এম, ই. পারজিটার কিছু দিনের জন্য নিজ কার্য্য ভিন্ন ২৪ পরগণার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন এবং তিনি সুন্দরবন কমিশনরেরও কার্য্য করিবেন।

সাঁওতাল পরগণার ডেপুটী কমিশনর ডবলিউ বি ওল্ডহ্যাম এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন। সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দেওঘরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এস এস, জোন্স তৎকার্য্য করিবেন। বীরভূমের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি আওয়েন দেওঘরে গেলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ব্রহ্মনাথ সেন ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী বারাসত বিভাগে নিযুক্ত হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরিশ্চন্দ্র ঘোষ এক্ষণে বেঙ্গল সেক্রেটারিএট্ রেবিনিউ ডিপার্টমেণ্টে প্রধান সহকারীর কার্য্য করিতেছেন। ইনি বাবু ব্রহ্মনাথ সেনের কর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন।

১৮৮১। ৫ ই জুলাই। দমদমার প্রতিনিধি ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন জে. এফ, রিবেট্ কার্ণ্যাক্ তিন মাসের ছুটি লইয়াছেন। বারাকপুরের ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট মেজর ডন লিড হপাকিনসন নিজ কার্য্য ভিন্ন তাঁহার কার্য্য করিবেন।

এফ. এইচ, ব্যারো সাহাবাদের প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

১৮৮১। ৬ ই জুলাই। ভাগলপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, সি, আরবুথনট কিছুদিনের জন্য পূর্ণিয়ার সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন। সারণ জেলার অন্তর্গত সেওয়ানের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এফ. সি. টেলর ভাগলপুরের সদর ষ্টেষণে গেলেন।

১৮৮১। ৭ ই জুলাই। দার্জিলিঙের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও

ডেপুটী [illegible] মাজিষ্ট্রেট [illegible]

[illegible] কিছু দিনের জন্য [illegible] বিভা [illegible] ডেপুটী [illegible] হইলেন।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এইচ, জি, [illegible] ছুটি [illegible] রহিলেন।

[illegible] জুলাই। [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও [illegible] কালেক্টর [illegible] সরকারী [illegible] কার্য [illegible]

[illegible] প্রতিনিধি [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] কালেক্টরের [illegible] ডেপুটী [illegible] লইয়াছেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সমস্ত [illegible]

১৮৮১। ৯ ই জুলাই। ময়মনসিংহের মাজিষ্ট্রেট ও কালে[illegible] এন, এস, আলেকজাণ্ডার [illegible] ছুটি লওয়াতে [illegible] প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] সাহেব [illegible] কার্য করিবেন।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] ছুটি লওয়াতে [illegible] প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] তাঁহার কার্য [illegible]

[illegible] নিয়োজিত [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] কিছু দিনের জন্য [illegible] ডেপুটী কালেক্টর হইলেন

১৮৮১। ১০ ই জুলাই। [illegible] প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] ছুটি [illegible] জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] সাহেব তাঁহার কার্য করিবেন।

[illegible] জুলাই। [illegible] কমিশনর [illegible] প্রাপ্ত হইলেন [illegible] কমিশনর [illegible]

[illegible] ডেপুটী [illegible] বাবু [illegible] ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

গত ১০ [illegible] শ্রীশ্রী৺ হরি [illegible] মাহাত্মিক [illegible] হইয়াছে।

গত ১৫ ই হইতে এখানে [illegible] ধূমকেতু উদয় হইতেছে, ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় আট নয় হস্ত হইবেক। ইহার গতি পূর্ব্ব দক্ষিণ হইতে উত্তর পশ্চিম। চারি দিকে যুদ্ধ বিগ্রহ, মেলেরিয়াও উপস্থিত প্রায়, তাহার উপর আবার ধূমকেতু!!

এখানকার জগন্নাথ দেবের রথ যাত্রা ও দ্বাদশ গোপাল উপলক্ষে বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল। দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় মন্দ হয় নাই, গত বৎসর এক মানুষ রথে চাপা পড়ায় এবার পুলিষ খুব সতর্ক থাকায় কোন গোলযোগ হয় নাই।

এখানকার বড় আদালতের একটিং জজ মসিএ পি গিবা সাহেব এখান হইতে বদলী হইয়া গুয়াডিলপে চলিলেন। তাঁহার স্থানে স্থায়িরূপে মসিএ সার্প সপরিবারে গত মেলে পারিস হইতে আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন।

মধ্যে কএক দিন বৃষ্টি না হওয়ায় অত্যন্ত গ্রীষ্ম হইয়াছে, যেরূপ গ্রীষ্ম হইয়াছে, এই ভাবে কিছু দিন গেলেই প্রতুল! বাজার দর উত্তম যাইতেছে।

কানপুর।

এখানে আবার বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। কয়েক দিবস হইল, এই রোগে একটী স্ত্রীলোক মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। এখনও দুই একটী রোগী শয্যাগত রহিয়াছে।

শুনা যাইতেছে উকীল বাবু বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় এখানে দ্বিতীয় মুন্সেফের পদ প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। উক্ত বাবু আলিগড় জজ আদালতে ওকালতি করিতেছিলেন।

ইংরাজী ১৮৭৯ অব্দ হইতে গবর্ণমেণ্টের একটী নিয়ম প্রচার হয় যে সকল লোকে ইংরাজী প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ বা এতদ্দেশীয় মধ্যম শ্রেণী পরীক্ষোত্তীর্ণ নহে, তাহারা এ প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট আফীস সমূহে চাকরী (১০ টাকার বেশী বেতনের) করিতে পারিবেন না। এখন সেই নিয়মের অত্যন্ত চাপাচাপি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

আলিগড়ের জজ আদালতের উকীল মানবর ঈশান বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অত্রত্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকদিগকে পারিতোষিক দিতে প্রতি বৎসর যত ব্যয় হইবে তৎসমুদায় দিতে স্বীকার পাইয়াছেন। আমরা তাঁহার মহানুভবতা ও বদান্যতার নিমিত্ত তাঁহাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তিরা এই প্রকার সদাশয় হইলে দেশের অনেক উন্নতি হইতে পারে।

গত সোমবার হইতে তিন চারি দিন ধূমকেতু দেখা গিয়াছে। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় বায়ুকোণে দৃষ্ট হয়, এবং রাত্রি শেষে তাহার বিপরীত দিকে দেখা গিয়া থাকে। প্রাচীন লোকেরা বলিতেছেন, ইহা পৃথিবীর একটী অলক্ষণের চিহ্ন। পূর্ব্বে কয়েক বৎসর গত হইল আর একবার উদয় হইয়াছিল তাহাতে অনেক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে।

৪ ঠা জুলাই সোমবার বেলা ৮ টার সময় এখানে অসংখ্য পঙ্গপাল উড়িয়াছিল। ইতর শ্রেণীর হিন্দু স্থানীরা ইহা ভাজিয়া খায়।

যশোহর।

চাকলা, ঝাঁপা, ২৯ এ আষাঢ়, ১৮০৩।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আউটপোষ্ট কোটচাঁদপুরের অন্তর্গত কুমদীগ্রাম হোমিওপেথি চিকিৎসক বাবু পরেশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় (ইনি ঢাকা হইতে ইংলণ্ডে গমন করেন) বিলাতের লণ্ডন ইউনিভারসিটির রসায়ন শাস্ত্রের পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ হইয়া স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আমরা বর্ত্তমান মাসের ১ ম সপ্তাহের কয়েক দিবস আকাশমণ্ডলের উত্তর পূর্ব্ব কোণে ধূমকেতু উঠিতে দেখিয়াছি। গত শুক্রবারেও নয়নগোচর হইয়াছিল। অদ্য ৩। ৪ দিবস গগনমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন থাকায় রাত্রে ধূমকেতু নেত্রপথে পতিত হইতেছে না। উহার পরমায়ু শেষ হইয়াছে কি না বলিতে পারি না।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, আগামী ১ লা আগষ্ট হইতে গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে পত্রাদি রেজিষ্টরি করিবার ফী চারি আনার পরিবর্ত্তে দুই আনা দিতে হইবে।

হুগলী ২৯ এ জুন—১৮৮১ খ্রীঃ।

হুগলীর মিউনিসিপালিটীর মা বাপ নাই বলিলে আমরা অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইব না। সহরের অধিকাংশ স্থানই জঙ্গলে পরিপূর্ণ। মেলেরিয়ার আকর স্বরূপ দুর্গন্ধ পচা জলরাশিপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডোবারও অভাব নাই, যে কয়েকটী প্রকাশ্য সদর পথ আছে তদ্ব্যতীত অধিকাংশ রাস্তাই কাঁচা। এই বর্ষাকালে ঐ সকল কাঁচা পথ দিয়া গমনাগমন করিতে হইলে লোকের যে কি পর্য্যাপ্ত ক্লেশ ও অসুবিধা হয়, তাহা বর্ণনা করিতে কাষ্টময়ী লেখনীও বিদীর্ণা হইয়া যায়। আবার হুগলীর রাস্তা সমূহে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আলো না থাকাতে প্রজাবর্গকে প্রতিদিন অমাবস্যা ভোগ করিতে হয়। পাঠকবর্গ আপনারা যদি কখন হুগলীতে আগমন করেন, তাহা হইলেই আমাদিগের কথার যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিবেন। হুগলীর বড়াল পাড়ার গলি ও

অন্যান্য কয়েকটী গলিতে রাত্রিতে গমনাগমন করিতে হইলে, আলোর অভাবে লোকের যে কি পর্য্যন্ত ক্লেশ ও শঙ্কা উপস্থিত হয়, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। যাহা হউক, আমরা জানি হুগলীর মিউনিসিপালিটীর আয় নিতান্ত অল্প নহে। করপ্রদায়ী সর্ব্ব সাধারণ প্রজাগণ সুখে থাকিবে বলিয়া মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ ঐ সকল প্রজার শরীর শোষিত করিয়া ট্যাক্স গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমরা ভরসা করি হুগলীর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারমান ভাইসচেয়ারমান ও কমিসনরগণ মিউনিসিপালিটীর বর্ত্তমান দোষগুণ বিচার করিয়া করপ্রদাতা অধিবাসিগণের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দিয়া সাধারণের নিকট সুখ্যাতি লইবেন। আর করদাতা হুগলীর কৃতবিদ্য অধিবাসিগণের প্রতিও আমাদিগের সবিশেষ অনুরোধ এই তাঁহারা হুগলির মিউনিসিপালিটীতে নির্ব্বাচন প্রথা (ইলেকটিভ সিষ্টেম) রক্ষিত করিবার জন্য কোমর বাঁধুন।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১২৮৭ সাল গত হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য গ্রহণের নিয়ম, এ বিষয়টী বিশেষ করিয়া পাঠকগণের স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, তাহা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তব্য।

যাঁহারা মনি অর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভ্রম-প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। যথা—যিনি কাগজ লন, হয় ত তাঁহার কর্ম্মচারী মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাহাদেরও কর্ম্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্ম্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, বাসগ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহাদের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণারপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴০ আনা; ৴০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেন্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় হইতে রামায়ণ (মূল অনুবাদ) বিতরণ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ভারত শেষ হওয়াতে অবসর ও সাধারণের অভিমতি ক্রমে রামায়ণের মূল ও অনুবাদ বিতরণ আরম্ভ করা হইল। অর্থিগণ সত্বর আবেদন ক'রবেন। এ বিষয়ে নিয়মাদি ও অন্যান্য বৃত্তান্ত দাতব্য মহাভারত ও হরিবংশের বিজ্ঞাপনে এবং দাতব্য ভারত কার্য্যালয়ে বিশেষ অবগত হইতে পারিবেন ইতি।—

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়
যোড়াসাঁকো কলিকাতা } দাতব্য ভারত কার্য্যাধ্যক্ষ।

ছিন্নমস্তা (সামাজিক নবন্যাস)	১
কৃষিশিক্ষা	।।০

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, ক্যানিং লাইব্রেরি এবং ২৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বি ব্যানারজির লাইব্রেরিতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাস কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাসুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাসুলসহ ৫।।০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৫ টাকা ও ডাক মাসুল ।৵০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৵০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৪।৵০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪।৵০, গোপাল তাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত পদাদিকম্প, রূপবিহীনতা, মানসিক বিকার, বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
মোং কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

সোমপ্রকাশ।

২৪ শ ভাগ। "প্রবন্তনাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং"। ৩৭ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ১১ই শ্রাবণ। ইং ১৮৮১। ২৫ এ জুলাই | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৹, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

অন্ত্র কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে যাইয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র প্রধার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

প্রেরিতপত্র

নববিধানীদিগের সত্যানুরাগ।

কেন যে অধিকাংশ ব্রাহ্ম কেশব বাবুকে ত্যাগ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা সংবাদ-পত্র-পাঠকেরা এক প্রকার অবগত আছেন। যাঁহারা তাঁহাকে ত্যাগ করেন, তাঁহাদের সর্ব্ব বিষয়েই উন্নতি, এবং নিজের অধিকাংশ বিষয়ের অবনতি দেখিয়া কেশব বাবুর বড় কষ্ট হয়। কোন বিষয়ে কাহারও কষ্ট হইলে সে কখনই সুস্থির হইয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং কেশব বাবু তাহার প্রতিবিধানের জন্য অর্থাৎ যাহাতে প্রতিপক্ষদিগের অবনতি ও নিজের উন্নতি হয়, যাহাতে প্রতিপক্ষেরা সাধারণ লোকমণ্ডলীর সমক্ষে লাঞ্ছিত, ঘৃণিত, ও অপদস্থ এবং নিজে সমাদৃত, সম্মানিত ও পূজিত হন, বিধিমতে তাহার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। আপনাকে ও আপন আশ্রিত শিষ্যদিগের ভক্ত, যোগী, ব্রহ্মচারী, বৈরাগী, সাধু ও ধার্ম্মিক বলিয়া এবং প্রতিপক্ষদিগকে অসাধু, অধার্ম্মিক, প্রতারক, প্রবঞ্চক, সুরাপায়ী ও ব্যভিচারী বিশেষণে বিশেষিত করিয়া নিজেই জয়ঢাক বাজাইতেছেন। ইহা একটী সত্য কথা যে, সর্ব্বদা যে, যে কার্য্য করে, তাহা তাহার পক্ষে ক্রমশঃ বড় সহজ হইয়া উঠে, এবং তাহা করিতে তাহার বিলক্ষণ সাহস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কেশব বাবু এবং তাঁহার শিষ্যেরা এতদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে সাধারণভাবে গালি বর্ষণ করিয়া আসিতেছিলেন। এই প্রকার ক্রমাগত গালি দিয়া তাঁহাদের এরূপ দুঃসাহস হইয়া উঠিয়াছিল যে, সম্প্রতি তাঁহাদের মধ্যে একজন (নাম জানিলেও এখানে তাহা প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই) গত ২১ এ মে তারিখের সুলভসমাচারে "গজেনাথ [illegible]" স্বাক্ষরিত একখানি পত্র প্রকাশ করিয়া তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া অতি কদর্য্য ও নীচভাবে গালি বর্ষণ, এবং তাঁহার মিথ্যাপবাদ ঘোষণা করেন। এরূপ পরদ্বেষী মিথ্যাপবাদকারীদিগকে একটুকু শিক্ষা দেওয়া একান্ত আবশ্যক হওয়াতে দ্বারকানাথ বাবু সুলভ সমাচারের প্রিণ্টারের নামে কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট আমির আলির নিকট অভিযোগ, এবং কেশব বাবু প্রভৃতি কতকগুলি দুঃসাহসিক লোককে সাক্ষ্য দিবার জন্য আহ্বান করেন। * আমির আলি অন্যান্য সাক্ষীদিগের নামে সমন বাহির করেন, কিন্তু কেশব বাবুর মান রক্ষা করিয়া সমনের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়া তাঁহার কোর্টে উপস্থিত হইতে বলেন। দুঃখের বিষয় এই, কেশব বাবু আপনার মান আপনি রক্ষা করিতে পারেন নাই। একজন মাজিষ্ট্রেটের কথা অমান্য করা আর কুইনভিক্টোরিয়ার কথা অমান্য করা উভয়ই যে সমান তাহা তিনি আত্মাভিমান প্রভাবে বিস্মৃত হইয়া আমির আলির কথা অগ্রাহ্য করেন। সুতরাং আমির আলি তখন তাঁহার নামে সমন বাহির করিতে বাধ্য হন। সমন দেখিয়া কেশব বাবুর চক্ষু স্থির! তখন ভয়ে ভীত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া তিনি মকদ্দমা আপষ করিতে ব্যস্ত হইলেন! তাঁহার এবং আসামী প্রভৃতির পক্ষ হইয়া প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্র দ্বারকানাথ বাবুর সমক্ষে উপস্থিত হন, এবং হাত যোড় করিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া মকদ্দমা আপষ করাইতে তাঁহাকে সম্মত করেন। এই কথা হয় যে, সুলভ সমাচারে দ্বারকানাথ বাবুর ইচ্ছানুরূপ ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি মকদ্দমা উঠাইয়া লইবেন। কান্তি বাবু ইহাতে সম্মত হইয়া প্রস্থান করেন। ইহার পরে সত্যানুরাগী নববিধানী ভ্রাতারা কি করিয়াছিলেন পাঠকেরা তাহা একবার শ্রবণ করুন। তাঁহারা দ্বারকানাথ বাবু যেরূপ বলেন তাহার কতক বাদ দিয়া গত ১৮ ই জুনের সুলভ সমাচারে প্রথম ক্রটি স্বীকার করেন, কিন্তু ঘৃণার কথা এই, যে সকল সুলভ সমাচার কলিকাতাতে বিলি করা হইয়াছিল কেবল তাহাতেই উক্ত ক্ষমা প্রার্থনা মুদ্রিত করা হয়, আর যে সকল সুলভ মফস্বলে প্রেরিত হয় তাহার মধ্যে উহার বিন্দুবিসর্গও মুদ্রিত করা হয় নাই!!! নববিধানী ভ্রাতারা জানেন, তাঁহাদের গুণাগুণ কলিকাতার লোকদিগের নিকট কিছুই অপ্রকাশিত নাই, বিশেষতঃ দ্বারকানাথ বাবু কলিকাতাতেই থাকেন কিন্তু মফস্বলে তাঁহাদের যে প্রতিপত্তিটুকু এখনও আছে, পাছে সেটুকুও যায়, বোধ হয় এই ভয়ে তাঁহারা সেখানে প্রেরিত সুলভে তাহা মুদ্রিত করেন নাই! যাহা হউক, তাঁহাদের দুর্ভাগ্যক্রমে দ্বারকানাথ বাবু নববিধানীদিগের এই শঠতা কোন প্রকারে অবগত হইয়া মফস্বলে প্রেরিত একখানি সুলভ লইয়া আমির আলির নিকট উপস্থিত হইবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন। ইহাতে সত্যানুরাগী ভ্রাতারা পুনরায় কান্তি বাবুকে পাঠান, তিনি পুনরায় দ্বারকানাথ বাবুর হাতে পায়ে ধরিয়া, অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া অঙ্গীকার করেন যে, ২৬ এ জুনের সমস্ত সুলভ সমাচারে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ ক্ষমা প্রার্থনা মুদ্রিত করা হইবে। দ্বারকানাথ বাবু ইহাতে সম্মত হন। কিন্তু ঘৃণার কথা এই যে, যদিও উক্ত তারিখের সমস্ত সুলভে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয় কিন্তু তাহা দ্বারকা বাবুর ইচ্ছানুরূপ নহে, ভ্রাতারা আপনাদের [illegible] ক্ষমা প্রার্থনাই করেন!!! দ্বারকা বাবু ইহাতে বিরক্ত হইয়া মকদ্দমা চালাইতে ইচ্ছুক হন কিন্তু কান্তি বাবু পুনরায় আসিয়া ভাই হে আমাদিগকে রক্ষা কর, তোমার ইচ্ছামত ক্রটি স্বীকার করিলে আমাদের মান সম্ভ্রম আর কিছুই থাকে না। এই প্রকার অনেক খোসামোদ করাতে দ্বারকা বাবু তাঁহার পূর্ব্ব ইচ্ছা ত্যাগ করেন এবং কতকটা নিজ ইচ্ছা ও কতকটা বিধানী ভ্রাতাদিগের ইচ্ছানুসারে পশ্চাৎ লিখিতরূপে ক্রটি স্বীকার করিয়া সুলভ সমাচারে প্রকাশ করিতে বলেন। বিধানী ভ্রাতারা তাহা ২ রা জুলাইয়ের সুলভে প্রকাশ করিয়া অর্থাৎ কলিকাতায় প্রচারিত সুলভে তিনবার এবং মফস্বলে প্রচারিত সুলভে দুইবার ক্রটি স্বীকার করিয়া এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছেন।

* অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, ধর্ম্মাত্মাদিগের পক্ষে সকল প্রকার নিন্দা, গ্লানি, উৎপীড়ন প্রভৃতি সহ্য করাই উচিত, তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা পাওয়া উচিত নহে। আমরা কিন্তু তাঁহাদের এরূপ সংস্কারকে কুসংস্কার বলিতে বাধ্য হইতেছি। কেবল মাত্র নিজের ধর্ম্মোন্নতি করা যাহাদের একমাত্র লক্ষ্য, তাহাদের পক্ষে একথা কতক সংলগ্ন হইতে পারে কিন্তু নিজের আত্মার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অপরের আত্মার উন্নতির জন্য যাঁহারা চিন্তিত, অপরের নিকট ধর্ম্ম প্রচার করা যাহাদের জীবনের ব্রত, তাঁহাদের সম্বন্ধে একথা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। মনে কর তুমি ধর্ম্ম প্রচারক। আমি যদি ক্রমাগত ঘোষণা করিতে থাকি যে, তুমি ব্যভিচারী, সুরাপায়ী প্রতারক, প্রবঞ্চক, পরস্ত্রী ও পরধন হরণকারী, আর তুমি যদি আমার সে ঘোষণা যে মিথ্যা ঘোষণা তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য কোন চেষ্টা না কর, তবে তুমি যে, সে সকল দোষে দোষী তাহাই কি সাধারণের বিশ্বাস হইবে না? এরূপ বিশ্বাস হইলে, এমন কোন্ নির্ব্বোধ স্ত্রীপুরুষ আছে, যে তোমার উপদেশ শ্রবণ করিতে অথবা তোমার পথের পথিক হইতে তোমার নিকট আগমন করিবে?

ত্রুটি স্বীকার ।

"আমাদিগের ২১ এ মে তারিখের সুলভ সমাচারে "গজেনাথ গর্ভস্রাব" স্বাক্ষরিত যে পত্র বাহির হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রের প্রতি দোষারোপ হইয়াছে শুনিয়া আমরা দুঃখিত হইতেছি। দ্বারকানাথ বাবুর যাহাতে মান হানি হয়, আমাদিগের সেরূপ কোন উদ্দেশ্য নাই। উক্ত পত্রে লেখক সম্বন্ধে যে যে দোষারোপ করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমরা দ্বারকানাথ বাবুকে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ মনে করি। আমাদের লেখার দ্বারা যদি তাঁহার চরিত্রে কোনরূপ কলঙ্ক আরোপিত হইয়া থাকে, সে জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। আমরা তাঁহাকে অনেক দিন হইতে সৎ ও নারীহিতৈষী বলিয়া জানি। ৭ ই মের সুলভ সমাচারে "দেশহিতৈষীর" পত্রে বেথুন স্কুলের ছাত্রীদিগের চরিত্রের বিরুদ্ধে কোন দোষারোপ করা হয় নাই। তাঁহাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর দ্বারা তাঁহাদের স্ত্রীপ্রকৃতির কমনীয়তা বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা, আমরা এই কথাই বলিয়াছিলাম। যদি আমাদের লেখায় কেহ এরূপ মনে করিয়া থাকেন যে, আমরা তাঁহাদের চরিত্রের উপর কোনরূপ সন্দেহ করিয়াছি, তাহা হইলে নিতান্ত ভ্রম করা হইয়াছে।"

যমুনীয়া
১৪ ই জুলাই ১৮৮১ } শ্রীভগবতীচরণ দে।

ছিন্নমস্তা।

শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়! আপনার ৪ ঠা জ্যৈষ্ঠের সোমপ্রকাশে "বাঙ্গালী পাঠক" শীর্ষক যে পত্র খানি প্রকাশিত হইয়াছিল, ৩২ এ জ্যৈষ্ঠের সোমপ্রকাশে তাহার এক খানি "ছিন্নমস্তা" শিরোনামাঙ্কিত "শ্রীনা" স্বাক্ষরিত প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিবাদকারী ছিন্নমস্তা পাঠে আশানুরূপ ফল না পাইয়া লিখিয়াছেন "সে দোষ গ্রন্থকারের নহে,—সমালোচকদিগের নহে, পত্র প্রেরক মহাশয়ের নহে,—সে দোষ আমাদিগের অদৃষ্টের"! আমরাও দেখিতেছি, প্রতিবাদকারীর অদৃষ্ট বাস্তবিকই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন নহে। কেন না ছিন্নমস্তা সমালোচনার প্রতিবাদে লেখনী ধারণ করিয়া তাঁহাকে যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠকরূপে ধরা পড়িতে হইল, এটীও তাঁহার অদৃষ্টের দোষ। তিনি যখন ছিন্নমস্তা সমালোচনের প্রতিবাদে সাহসী হইয়াছেন, তখন অবশ্যই আপনাকে উচ্চ শ্রেণীর পাঠক মনে করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় এই ভাব মনে মনে রাখিয়া সন্তুষ্ট হওয়াই তাঁহার উচিত ছিল।

প্রতিবাদকারীর মনে একটী সাধ ছিল। ছিন্নমস্তা পাঠে সে সাধ না মিটায় আক্ষেপ সহকারে লিখিয়াছেন "মনে করিয়াছিলাম, এতদিনের পরে বঙ্কিম বাবুকে সিংহাসন ছাড়িয়া নিয়ে আসন গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু কই তাহাও ত হইল না?" প্রতিবাদকারী যদি বঙ্কিম বাবুকে সিংহাসনচ্যুত দেখিবার বাসনায় আমার পত্র পাঠ করিয়া থাকেন তবে নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কেন না, আমার পত্রের কোন স্থলে বঙ্কিম বাবুর কবিত্বাদি অস্বীকৃত হয় নাই, বরং তাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্ব, প্রকৃত শক্তি, বাঙ্গালা ভাষায় নবজীবন সংস্থাপন প্রভৃতি স্পষ্টাক্ষরে স্বীকৃত হইয়াছে। ইতিহাস, পুরাণ কি কোন ঘটনা অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিলে কবি হয় না। আমার পত্রের কোন্ স্থলে প্রতিবাদকারী এ আভাস পাইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না, অথচ ঐ কথাটীর উপর কটাক্ষ করিয়া অনেকগুলি বাক্যব্যয় করিয়াছেন। আমরা ত জানি যে, ইতিহাস, পুরাণ, সাময়িক ঘটনা বিশেষ, প্রাকৃতিক পদার্থ, লোক চরিত্র, ইত্যাদিই কবির সম্বল।

"ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে" একজন সমালোচক লিখিয়াছেন "ছিন্নমস্তার নায়িকা কপালিনী কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি! প্রতিবাদকারীর এ কথাটী সহ্য হয় নাই। মানুষে চেষ্টা করিলেও সত্য লোপ করিতে সমর্থ হয় না। "কপালিনী অপূর্ব্ব সৃষ্টি" নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে সকল উক্তি করিয়াছেন, বুদ্ধিমান পাঠকগণ সেই সকল উক্তি দ্বারাই বুঝিতে পারিয়াছেন যে "কপালিনী কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি!" "শ্রীনার" লেখার ধরণে সহজেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ছিন্নমস্তার সৌন্দর্য্যানুভব সামর্থ্য, তাঁহার নাই; থাকিলে কতকগুলি বাতুল প্রলাপে প্রতিবাদ পত্র পূর্ণ করিয়া গ্রন্থকার বিশেষের পক্ষপাতী ও ছিন্নমস্তার অকারণ বিদ্বেষ্টা বলিয়া সাধারণের ঘৃণাস্পদ হইতেন না।

বোধ হয় প্রতিবাদকারী মহাশয় গ্রন্থকার বিশেষের খ্যাতি লোপের অমূলক শঙ্কায় অভিভূত হইয়া ছিন্নমস্তার সমালোচনার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কেন না ছিন্নমস্তার যে যে স্থল সুন্দর ও সুসঙ্গত, প্রতিবাদকারী তাঁহার অদৃষ্টের দোষে সেই সেই স্থলই মন্দ দেখিয়াছেন। আমার এই কথার প্রামাণ্যার্থ ছিন্নমস্তার সেই সেই স্থলের উল্লেখ করিলাম; সোমপ্রকাশের বিজ্ঞ পাঠকবর্গের প্রবৃত্তি হয় ত পাঠ করিবেন। যথা অষ্টাবিংশাধ্যায়, ত্রিংশাধ্যায়, পঞ্চদশাধ্যায়, ইত্যাদি।

বহুতর বিচক্ষণ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি ছিন্নমস্তার প্রশংসা করিয়াছেন, এটী সহ্য না হওয়াতেই হউক, কিম্বা অন্য কোন কারণেই হউক ছিন্নমস্তার সমালোচনের প্রতিবাদ করা যে নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে, প্রতিবাদকারী নিজেই তাহা বুঝিয়াছেন, সেই জন্যই প্রতিবাদ পত্রের শেষ ভাগে একটু "সাফাই" করিয়াছেন।

আর একটী কথা বলিয়াই আমি অদ্যকার পত্র শেষ করিব। কপালিনী যে, স্বামীর প্রতি "তোমাকে বড় ভাল বাসি,—তোমাকে না দেখিলে প্রাণে মরি, তোমার বিরহে আমার অন্ন জল রোচে না—তুমি নিকট না থাকিলে পৃথিবী শূন্যময় বোধ করি" ইত্যাদি খুলিয়া বলেন নাই, তজ্জন্য একটু আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। যে কপালিনী, বিরহিণী অবস্থায় গৃহত্যাগী স্বামীর দর্শন লাভমাত্রকে মহাযোগরূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার দর্শন প্রাপ্তি রূপ যোগসিদ্ধির নিষ্ক্রয় স্বরূপে অকাতরে জীবন দান করিয়াছিলেন, সেই কপালিনী অন্তর্নিগূঢ় প্রেমরাশি একটী বর্ণদ্বারাও প্রকাশ করেন নাই। এইটী যে তদীয় চরিত্রের একটী প্রধান বৈচিত্র্য, প্রতিবাদকারী তাহা বুঝেন না; অথচ কপালিনী চরিত্রে খুঁত ধরিয়াছেন, ইহা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে। তাঁহার যেরূপ শিক্ষা, যেরূপ রুচি এবং তিনি যেরূপ মনোযোগের সহিত ছিন্নমস্তা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতিবাদ পত্র পাঠে আমরা তাহার সবিশেষ পরিচয় পাইলাম। তাঁহার লেখার ধরণে কোনরূপে বোধ হয় না যে তিনি সত্য সংস্থাপনার্থ এ প্রতিবাদ উপস্থিত করিয়াছেন। আমার নিজ সিদ্ধান্তে এত অধিক বিশ্বাস আছে যে, সাহস করিয়া বলিতে পারি, যিনি ছিন্নমস্তা মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই দেখিবেন, এ প্রতিবাদের কোন মূল্য নাই; কোন হেতু নাই।

উপসংহার কালে আমার বক্তব্য এই যে, যাঁহাদের পত্রাঙ্ক গণিয়া গ্রন্থপাঠ শেষ করার রীতি আছে, এক পাত পড়িয়া পাঁচ পাতের "ভাব মারিয়া লওয়ার" অভ্যাস আছে, অপেক্ষাকৃত অসরল ও নীরস বিষয়গুলি ত্যাগ করিয়া, কেবল গল্পটী মাত্র মনে রাখার প্রথা আছে, তাদৃশ সাধারণ আখ্যায়িকা পাঠকেরা যেন ছিন্নমস্তা সমালোচনে হস্ত প্রসারণ না করেন। কারণ ছিন্নমস্তা তাঁহাদের জন্য নহে। যাঁহারা বুঝিবার ইচ্ছা ও চিন্তাভিনিবেশ সহকারে গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন, ছিন্নমস্তা তাঁহাদের জন্য। দোষমাত্রদর্শী হইয়া গ্রন্থপাঠ করিলে সকল গ্রন্থ হইতেই ভূরি ভূরি দোষ বাহির করা যাইতে পারে। ছিন্নমস্তাকেও আমরা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিতে প্রস্তুত নহি। ইচ্ছা করিলে "শ্রীনার" ন্যায় "শ্রীগো"

" শ্রীমে " " শ্রীম " প্রভৃতি সকলেই সকল পুস্তকের দোষ বাহির করিতে পারে।

ইসছোবা মোওলাই
১৬ ই জুলাই
১৮৮১ খ্রীঃ।

শ্রীদুর্গা প্রসন্ন ঘোষ।

সোমপ্রকাশ

১১ ই শ্রাবণ সোমবার।

ইংলণ্ডের নূতন ত্রাস।

মানুষের ভয়ের স্থান শত শত, বিপদের স্থান সহস্র সহস্র। হয় ত পূর্ব্বে যেখানে কোন আশঙ্কা ছিল না, সেখান হইতেও বিপদ আসিয়া পড়ে। ইংরাজি কাগজে ইংলণ্ডের নাম রসোফোবিষ্ট রাখিয়াছেন, অর্থাৎ ইংলণ্ড রুশকে দেখিলে ত্রাসে সশঙ্কিত হন, তাঁহার দেহের অর্দ্ধেক শোণিত শুকাইয়া যায়। যেমন গৃহমধ্যে গর্ত্ত বা ফাটা থাকিলে গৃহস্থ সর্পাদির ভয়ে তাহা বুজাইয়া দেন, কোথায় কোন গিরিসঙ্কট দিয়া, জঙ্গলের ভিতর দিয়া ভারতের মধ্যে আসিবার পথ আছে, ইংলণ্ড ব্যস্ত হইয়া কেবল তাহাই বন্ধ করিতেছেন,—রুশ আর প্রবেশ করিতে পারিবে না। ভারতে বসিয়া ভারতেশ্বরী সুখে সচ্ছন্দে গৃহিণীপণা করিতে পারিবেন। কিন্তু বোধ হয় ইংলণ্ডের মন হইতে রুশের আশঙ্কা এই বার তিরোহিত হইতে চলিল। আর একটী নূতন ভয়ের কথা উপস্থিত হইয়াছে।

সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের শাসনকর্ত্তা একটী সভায় বক্তৃতা কালে বলিয়াছিলেন—" এক দিন আমরা ভারতবর্ষের উপর আধিপত্য করিব। " এটী বড় সহজ কথা নয়। এই কথা শুনিলে আমেরিকার তুমুল গৃহবিচ্ছেদের কথা আমাদের স্মরণ হয়।

অষ্ট্রেলিয়া ও তৎসন্নিহিত টাসমানিয়া এবং নবজিলণ্ড প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ ভারতবর্ষের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত। বোম্বাই নগর হইতে জলপথে ইংলণ্ড যাইতে যত পথ, কুমারিকা হইতে জল পথে অষ্ট্রেলিয়া যাইতে তাহার সিকি পথও হইবে না। অতএব অষ্ট্রেলেসিয়া দ্বীপপুঞ্জ ইংলণ্ড অপেক্ষা ভারতের অনেক নিকটবর্ত্তী। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রেলেসিয়ার সিডনি নগর ইংরাজেরা প্রথম সংস্থাপন করেন। এখন যেমন ভারতবর্ষের অপরাধীদিগকে আণ্ডামান দ্বীপে নির্ব্বাসিত করা হয়, সেইরূপ প্রথম প্রথম ইংলণ্ডের অপরাধীদিগকে উক্ত সিডনি নগরে নির্ব্বাসিত করা হইত। পরিশেষে সকলে দেখিলেন,—উহার জল বায়ু বিলক্ষণ স্বাস্থ্যকর ও ভূমি শস্যশালিনী; সুতরাং ক্রমে ক্রমে তথায় অনেক ইংরাজ আসিয়া উপনিবেশ করিলেন। এখন সমস্ত অষ্ট্রেলেসিয়া দ্বীপপুঞ্জে প্রায় ৩,৩৯৬,৯৪৬ জন ইংরাজের বাস। এদিকে সমস্ত ইউরোপের লোক সংখ্যা ৩০৩,০০০,০০০ এবং ইংলণ্ড ওয়েল্‌স স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড প্রভৃতি দ্বীপ সমূহের লোক সংখ্যা ৩১,৬২৮,৩৩৮; কিন্তু ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য ও অন্যান্য কার্য্যোপলক্ষে অনেক বিদেশীয় লোক অবস্থিতি করেন, সে কারণ তৎসমুদায় দ্বীপের যথার্থ লোক সংখ্যা নিশ্চিত করা সুকঠিন। যাহা হউক, উপরে যেরূপ কথিত হইল তদ্দৃষ্টে ইংলণ্ড প্রভৃতি তদধিকার ভুক্ত দ্বীপ অপেক্ষা অষ্ট্রেলেসিয়াতে প্রায় নয় ভাগের এক ভাগ লোক বাস করে।

সমস্ত ইউরোপের আয়তন ৩,৮০০,০০০ বর্গ মাইল এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দ্বীপের আয়তন ১২১, ৫৪১ বর্গ মাইল। এ দিকে সমস্ত অষ্ট্রেলেসিয়ার আয়তন ৩,১৪৯,০০০ বর্গ মাইল।

অষ্ট্রেলেসিয়া নানা প্রকার খনিজ দ্রব্যের আকর। উহার সকল স্থানে প্রচুর লৌহ পাওয়া যায়। অনেক স্থানে প্রচুর পাথুরিয়া কয়লা মিলে। তথায় তাম্র ও সীস যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে। আবার ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে নূতন দক্ষিণ ওয়েল্‌স এবং ভিক্টোরিয়াতে যে প্রকার স্বর্ণের আকর আবিষ্কৃত হইয়াছে, আর কোথাও তাহার তুলনা নাই বলিলেই চলে। পূর্ব্বেও এখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সোণা পাওয়া যাইত। তদ্ভিন্ন ঐ সকল দ্বীপের মেষ ও তাহাদের পশম পরম উপাদেয় সামগ্রী। পূর্ব্বে সেখানে খাদ্যোপযোগী ফল মূল এবং শস্যাদি স্বভাবতঃ প্রায় কিছুই জন্মিত না। কিন্তু এখন ইংরাজেরা নানা দেশ হইতে নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জ তথায় রোপণ করিয়াছেন।

দেখা যাইতেছে অষ্ট্রেলেসিয়ার জল বায়ু বিলক্ষণ স্বাস্থ্যকর এবং মানুষের প্রয়োজনানুরূপ সকল দ্রব্যই সেখানে পাওয়া যায়। সেখানে অর্থাগমের পথও বিলক্ষণ প্রশস্ত আছে। মেলবোরন নগরে শিল্প ও বাণিজ্যের সবিশেষ উন্নতি হইতেছে। এবং যাহাতে অষ্ট্রেলেসিয়ার অবস্থা উত্তরোত্তর আরও ভাল হয়, তদ্বিষয়ে সকলেই যত্ন করিতেছেন। এখানে ভারতবর্ষবাসিদের সঙ্গেও অষ্ট্রেলেসিয়ার বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠতা জন্মিতেছে। বোম্বাই নগরের অনেক বণিক জাহাজে করিয়া অষ্ট্রেলেসিয়াতে বাণিজ্য করিতে যান। অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে, ভারতবর্ষের সঙ্গে অষ্ট্রেলেসিয়ার সম্বন্ধ ক্রমশঃ অতি নিকট হইয়া পড়িবে এবং সত্বর তথাকার লোক সংখ্যা ব্রিটনের তুল্য হইয়া উঠিবে।

এখন ভাবুন দেখি,—আমেরিকায় যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, এককালে এখানেও কি তাহাই ঘটিয়া বসিবে? আমেরিকার উত্তরাংশে ইংরাজদের উপনিবেশ ছিল। ঐ মহাদেশ স্বাস্থ্যকর ও অর্থকর হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে তথায় ইংরাজদের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া পড়িল: তাঁহারা স্বয়ং এক প্রধান জাতি হইলেন, আর ইংলণ্ডের বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। তুমুল সংগ্রাম বিজয়ী হইয়া মাতৃভূমি হইতে পৃথক হইয়া পড়িলেন।

জীবমাত্রেরই এইরূপ প্রকৃতি ক্ষমতা হইলে কেহই অন্যের বশ্যতা স্বীকার করিতে চান না। তখন মনের মধ্যে স্বাধীন বৃত্তি বলবতী হইয়া উঠে। অষ্ট্রেলেসিয়া হইতেও এক দিন যে, সেই বিপদ ঘটিবে না, আমরা এমন কথা বলিতে পারি না। বিশেষতঃ সম্প্রতি তথাকার শাসনকর্ত্তা যেরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অনেক টুকু শঙ্কাদায়ক বটে। গবর্ণর নিজ মুখে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। " এক দিন আমরা ভারতবর্ষের উপর আধিপত্য করিব। " এই কথা তিনি যে প্রকাশ করিয়াছেন, বোধ করি বুঝিয়া দেখিতে হইবে না। এতদ্দ্বারা রাজভক্তি বিচ্যুত হইয়াছে। এটী বিদ্রোহসূচক বাক্য। কে বলিবে যে, এটী গৃহবিচ্ছেদের কথা নহে?

আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি, ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমের সীমা বিলক্ষণ দৃঢ় আছে। সেখান দিয়া শত্রু প্রবেশের কিছুই আশঙ্কা নাই। যত দিন ইংরাজদের সমুদ্রবল নিস্তেজ না হইতেছে, তত দিন ইংরাজদের ভয় নাই। বিবেচনা করুন রণপোত দৃঢ় থাকিলে তদ্দ্বারা সিন্ধু নদ ছাইয়া ফেলা যায়। ভারতবর্ষের অঙ্গ ঊর্ণনাভের জালের মত নদ নদীতে জড়িত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রণতরীতে নদ নদী ঢাকিয়া থাকিলে কোন্ বীর জাতির সাধ্য যে, ভারতে প্রবেশ করে?—ভারতে আসিয়া আধিপত্য স্থাপন করে?

এখন কথা হইতেছে, ইংলণ্ডের যেন সমুদ্রবলে না ব্যাঘাত জন্মে; আর যেন গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত না হয়। অষ্ট্রেলেসিয়াতে ইংরাজ-প্রতাপ যদি দিন দিন বাড়িতে থাকে, ভারতবর্ষে ক্রমে যদি ফিরিঙ্গী ও ইংরাজ প্রভৃতি খ্রীষ্টান জাতি বাস করিতে থাকেন, তবে উত্তর কালে ঘোর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। ভারতবাসীরা কিছুই করিবেন না। তাঁহাদের অচলা রাজভক্তি চির দিন সমান থাকিবে। কিন্তু যে ইংরাজেরা আজ আমাদের মুখে কসা কসা করিয়া কপাটী দিতেছেন, আমাদের রাজভক্তি নাই বলিয়া যে ইংরাজেরা উঠিতে বসিতে আমাদিগকে ভৎসনা করিতেছেন, ভারতবর্ষে যদি কখন অনিষ্ট ঘটে তবে সে অনিষ্ট ঐ সকল কর্ত্তা ব্যক্তিদের

হইতে ঘটিবে। তাহার কারণ দেখুন, পূর্ব্ব ঘনিষ্ঠতা যতই কেন দৃঢ় থাকুক না, অধিক কাল বিদেশে থাকিলে স্বদেশের প্রতি ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি আর পূর্ব্ববৎ মায়া দয়া স্নেহ মমতা কিছুই থাকে না। তখন বিদেশকেই স্বদেশ জ্ঞান হয়। বিদেশেই মায়া বসে; বিদেশের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি করিতে অভিলাষ জন্মে; লোকে অবশেষে সেই বিদেশেরই ঘোর পক্ষপাতী হইয়া দাঁড়ায়। আমরা দেখিয়াছি যে সকল বাঙ্গালী কাশী, বৃন্দাবন, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে গিয়া বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ আর বাঙ্গালার নাম কাণে শুনেন না। বঙ্গদেশের প্রতি তাঁহাদের বিজাতীয় ঘৃণা। সেইরূপ ইংলণ্ড ছাড়িয়া যাঁহারা অষ্ট্রেলেসিয়া ও ভারতবর্ষে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ অধিক দিন আর ইংলণ্ডের গোঁড়া থাকিবেন না। উপনিবেশের প্রতি তাঁহাদের স্নেহ মমতা ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া বসিবে।

আবার দেখুন অষ্ট্রেলেসিয়া ও ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান উপনিবেশীর সংখ্যা অধিক হইয়া পড়িলে তাঁহাদের বল ও সাহস বাড়িবে। বল ও সাহস বাড়িলে স্বভাবতঃ মানুষের স্বাধীন প্রবৃত্তিও প্রবলা হইয়া উঠে। সুতরাং, তখন তাঁহারা বলিবেন,—"আমরা ইংলণ্ডের বশ্যতা আর কেন স্বীকার করি?" এদিকে অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি যুদ্ধের উপকরণ যাহা কিছু আছে, তৎসমুদায় সেই সকল ব্যক্তির আয়ত্তাধীন। অতএব বিগ্রহ ঘটাইতে উপনিবেশিদিগকে কষ্ট পাইতে হইবে না। ভারতবাসিরা দুর্ব্বল,—পরাধীন। দুর্দ্দান্ত ষাঁড়ে ষাঁড়ে তুমুল সংগ্রাম বাঁধিবে ক্ষীণবল তৃণাদির প্রাণ যাইবে।

আমরা মূঢ় ভারতবাসী। রাজনীতি আমরা বুঝি না; কিন্তু ইংরাজ জাতির কোন বিপদের আশঙ্কা শুনিলেই আমাদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া যায়। কথা কহিব না মনে করি, আবার ভয় পাইলে কথা না কহিয়াও থাকা যায় না। ইংরাজেরা আমাদের যাহাই মনে করুন, কিন্তু ভারতবাসিরা বিগ্রহপ্রিয় নহে। এমন শান্ত জাতি আর কোথাও নাই। এমন রাজভক্ত জাতি ভূমণ্ডলে দৃষ্ট হয় না। সম্প্রতি রাজকর্ম্মচারিদের কর্ত্তব্য এই ভারতবাসিদের সঙ্গ তাঁহারা ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতা সম্বর্দ্ধন করুন। যাহাতে উভয় জাতি একপ্রাণ একআত্মা হইয়া সকল রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাহাই করা উচিত। যাঁহাদের সঙ্গে এক দিনের নয়—চিরকালের সম্বন্ধ, সেখানে দ্বৈধ ভাব থাকা ইষ্টকর নহে। গৃহস্থের মধ্যেই বল আর রাজ্যের মধ্যেই বল, ঐক্য না থাকিলে কোন কাজের সুশৃঙ্খলা থাকে না। ইংরাজদের সঙ্গে ভারতবাসিদের জেতৃবিজিতভাব সম্বন্ধ এককালে নির্ম্মূল না হইলে সুখ বৃদ্ধি হইবে না। রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায়, রাজকার্য্য নির্ব্বাহে, রাজকর্ম্মচারিনিয়োগে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষবাসিদের সমান অধিকার থাকিলে কাহারও অসন্তোষের কারণ থাকিবে না। ভারতবর্ষ জানিবেন—ইংলণ্ডের ন্যায় মহা বিক্রমশালী বীর জাতির আশ্রয়ে আছি, ভাবনা কি? স্বাধীন জাতির মত রাজ্যের সকল কাজ দেখিতেছি সকল কাজ করিতেছি। পরাধীন বলিয়া কোন জাতি যে, গালি দিবেন নিন্দা করিবেন সে যো নাই। আবার ইংলণ্ড দেখিবেন—ভারতবর্ষের ন্যায় বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড আমার আশ্রিত আমার সুহৃদ। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ অঙ্গে অঙ্গে প্রাণে প্রাণে অকপট ভাবে মিলিত হইয়া আছেন। কোন্ জাতির এমন স্পর্দ্ধা যে আমাদের পানে মুখ তুলিয়া চায়? মনে করিলে পৃথিবী গ্রাস করিয়া ফেলিব।

আমরা অনুরোধ করি, ভারতেশ্বরী তাঁহার মহামান্য সভ্য সম্প্রদায় এবং ভারতবর্ষের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই অন্তরতম সৌহার্দ্দ বর্দ্ধনে সুখকর ফল ভালরূপ বিবেচনা করিয়া দেখুন। আমরা বুঝিতে পারিতেছি, তাহা যদি ঘটে তবে এমন সুখের রাজ্য আর কোথাও হইবে না।

রেবিনিউ বোর্ড ও রেবিনিউ কমিশনর।

একটি ব্যয় সংক্ষেপের প্রস্তাব।

ভাঙ্গা গড়া কার্য্য কেবল বিধাতার হস্তে ন্যস্ত নয়, আমাদের রাজপুরুষেরাও সময়ে সময়ে তাঁহার সেই অধিকার হরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিধাতার হস্ত শিক্ষিত ও অভ্যস্ত, মনও স্থির, সুতরাং তিনি যে ভাঙ্গা গড়া করেন, তাহার ক্ষণিক পরিবর্ত্ত নাই। পক্ষান্তরে আমাদের রাজপুরুষগণের হস্ত অশিক্ষিত ও মন অস্থির বলিয়া ইহাঁরা যে ভাঙ্গা গড়া করেন, ক্ষণে ক্ষণে তাহার পরিবর্ত্ত হয়, তন্নিবন্ধন মহা অনিষ্টও ঘটিয়া থাকে। আমরা আজ একটী বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছি, তদ্বৃত্তান্তের আলোচনা করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, রাজপুরুষেরা প্রজার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কেমন যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনরল লার্ড লিটন কেবল কবিত্ব খ্যাতি লাভ করিয়া পরিতুষ্ট ছিলেন না, বীর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবার তাঁহার মনে বড় বাসনা হইয়াছিল, তাহাতেই মত্ত হইয়া উঠিলেন, সুতরাং প্রজার হিতাহিতের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবার অবসর হইল না। তাঁহার টাকার বড় দরকার হইয়াছিল। কোন্ বিষয়ে ব্যয় সংক্ষেপ করিলে প্রজার অনিষ্ট নাই, তাঁহারও ইষ্টলাভ হইবার সম্ভাবনা, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে তিনি তাহার বিচার করিবার অবকাশ পান নাই, তাড়াতাড়ি কৃষিবিভাগটী উঠাইয়া দিলেন। এক্ষণে আবার লার্ড রিপন ঐ কার্য্যের অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারিয়া কৃষিবিভাগের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। তিনি এবার উহা রেভিনিউ বিভাগের সহিত সংলগ্ন করিয়া দিতেছেন।

আমরা এই প্রসঙ্গে গবর্ণমেণ্টের একটী অনর্থক ব্যয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। এক্ষণে রাজস্বাদি বিষয়ের যে প্রকার বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহাতে এখন রেবিনিউ বোর্ডের কিছুমাত্র আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে না, অথচ তাহার জন্য প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্টকে বিস্তর টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে। ১৭৭২ খ্রীষ্টীয় অব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস রেবিনিউ বোর্ড প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎপূর্ব্বে মুরশিদাবাদের নায়েব দেওয়ান রেবিনিউ বোর্ডের সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। মুরশিদাবাদে রাজস্ব সংক্রান্ত আপিস থাকাতে অসুবিধা এবং কার্য্যের বিস্তর বিশৃঙ্খলা হয় দেখিয়া তদানীন্তন গবর্ণর জেনরল মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় রাজস্ব আপীস আনয়ন করিয়া ইউরোপীয়ের কর্ত্তৃত্বাধীন করিয়া দেন। গবর্ণর জেনেরল ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ এই নূতন রেবিনিউ বোর্ডের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তৎকালে ইংরাজদিগের অধিকৃত প্রদেশ সমূহের রাজস্ব আদায়ের প্রশস্ত নিয়মাবলি নির্দ্ধারণ ও প্রচলন করা রেবিনিউ বোর্ডের প্রধান কার্য্য ছিল। এতদ্ভিন্ন এই বোর্ডের সভ্যগণ এদেশের আয় বৃদ্ধি করিবার অন্যান্য বিবিধ উপায়ের আলোচনা করিতেন। ১৮৭৩ অব্দে রেবিনিউ বোর্ডের অধীনে যে সমস্ত প্রদেশ ছিল, তাহা ছয়টি প্রধান প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়। কলিকাতা, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, ঢাকা ও পাটনা এই ছয়টি বিভাগে বঙ্গদেশ বিভক্ত হইয়াছিল। প্রত্যেক বিভাগে এক একটি সভা সংস্থাপিত হয়। এই সভা প্রোভিনসিয়াল সভা নামে অভিহিত হইত। প্রত্যেক সভায় পাঁচ জন করিয়া ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী সভ্যরূপে নিযুক্ত হন, এবং তাঁহাদের হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভার ন্যস্ত হয়। রাজস্ব আদায়ের জন্য যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল প্রত্যেক, বিভাগের সভ্যগণ সেই বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব ও অধ্যক্ষতা করিতেন। এতদ্ভিন্ন বিভাগীয় সভ্যেরা তত্রত্য সদর আদালতের কার্য্য-প্রণালীর পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। রাজস্ব আদায়ের জন্য তাঁহারা জিলায় জিলায় দেশীয় নায়েব নিযুক্ত করি-

লেন। এই সকল নায়েব রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানী মকদ্দমার বিচার করিতেন।

১৭৭২ খৃ ১৭৭৩ অব্দে রাজস্ব আদায়ের জন্য যে সমস্ত প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য কলিকাতায় যে রেবিনিউ বোর্ড ও স্থানে স্থানে যে সকল সভা ও কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছিল, ঐ আজ তৎসমুদায়ই রহিত করা হয়। ঐ অব্দের ২০ এ ফেব্রুয়ারি গবর্ণর জেনেরল এই আদেশ প্রচার করিলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের প্রভিনশিয়াল সভা উঠাইয়া দিয়া তৎসমুদায়ের পরিবর্ত্তে প্রেসিডেন্সি নগরে একটী প্রধান রেবিনিউ কমিটি প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই কমিটীতে কোম্পানীর চারি জন চিহ্নিত কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিবেন। কমিটীর সভাগণ সমবেত হইয়া রাজস্ব সংক্রান্ত সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিবেন, এবং মাসে মাসে তাঁহাদের কার্য্য বিবরণ ব্যবস্থাপক সভায় অর্পণ করিবেন। কমিটীর সভ্যদিগের অধিকাংশের মতানুসারে রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহিত হইবে। ওয়রেন হেষ্টিংসের এই কার্য্যের অনেকে অনেক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এক আপত্তি এই যে তৎপূর্ব্বে রাজস্ব সম্বন্ধে গবর্ণর জেনেরলের ব্যবস্থাপক সভার যে ক্ষমতা ছিল, এই পরিবর্ত্তনে সেই ক্ষমতার অনেক হ্রাস করা হইয়াছে। তদুত্তরে ওয়ারেন হেষ্টিংস বলিয়াছিলেন যে, ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য এত অধিক যে ঐ সভার সভ্যগণের রাজস্ব আদায়ের আলোচনা করিবার অবসর ছিল না বলিয়া তিনি উক্তরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এই রেবিনিউ কমিটী হইতে ইদানীন্তন রেবিনিউবোর্ড হইয়াছে। এই রেবিনিউ কমিটীর অধীনে জিলায় জিলায় এক একজন রাজস্ব আদায়ের জন্য কালেক্টর ছিলেন। তাঁহারা প্রজা সাধারণের মামলা মকদ্দমার বিচার করিতেন এবং পুলিষের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। এইরূপে কার্য্য চলা সাধারণের অনিষ্টকর বিবেচনা করিয়া ১৭৯৩ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস রাজস্ব এবং বিচারসংক্রান্ত কার্য্য এককালে পৃথক করিয়া দেন, এবং রাজস্ব আদায়ের কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় কালেক্টরের হস্তে রাখেন। বিচার কার্য্য সম্পাদনের জন্য জিলায় জিলায় এক এক জন জজ নিযুক্ত হন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য যে যে উপায়ের অবধারণ এবং সেই সমুদায় উপায় কার্য্যে প্রয়োগ করিতে যে সকল কর্ম্মচারী নিয়োগ করেন, ১৮২৯ খ্রীষ্টীয় অব্দ পর্য্যন্ত সেই নিয়মে কার্য্য চলিয়া আসিয়াছিল। তৎসম্বন্ধে যে সমস্ত সামান্য পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল, তাহাতে তৎপ্রতিষ্ঠিত নিয়মের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ঐ অব্দে সুবিখ্যাত গবর্ণর জেনেরল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক রাজস্বসংক্রান্ত সমুদায় বিষয়ের বিচার ও আলোচনা করিবার জন্য কমিশন নিয়োগ করেন। কমিশনরদিগের হস্তে দুই তিনটী করিয়া জিলার কার্য্যভার অর্পিত হয়। ১৭৯৩ অব্দে ফৌজদারী মকদ্দমার বিচার এবং রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যের ভার পৃথক করা হয়, কিন্তু ১৮২৯ অব্দে এই দুই বিভিন্ন কার্য্য একত্রীকৃত হইয়াছিল। কমিশনরদিগের হস্তে ফৌজদারী আদালত এবং রেবিনিউবোর্ডের কার্য্য যুগপৎ অর্পিত হয়। তাঁহারা কেবল কলিকাতার সুপ্রীম রেবিনিউ-বোর্ডের এবং সুপ্রীম ফৌজদারী আদালতের অধীন ছিলেন। কিন্তু ফৌজদারী মকদ্দমার বিচার করিতে তাঁহাদিগের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত বলিয়া তাঁহারা রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্য করিতে অবকাশ পাইতেন না। কিন্তু যখন রাজস্ব সম্বন্ধে সমুদায় কার্য্য করিবার জন্য তাঁহাদিগকে নিয়োগ করা হইয়াছিল, তখন তাঁহাদিগের হস্তে ফৌজদারী মকদ্দমার বিচারের ভার দিয়া রাজস্ব কার্য্যে তাঁহাদিগকে অমনোযোগী করা কর্ত্তব্য নহে,এই বিবেচনা করিয়া ঐ দুই কার্য্য পুনরায় পৃথক করা হইল। এই সময় হইতেই কমিশনরগণ কেবল রাজস্বের কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহারা যে ফৌজদারী মকদ্দমার বিচার করিতেন, তাহা সেসন জজের হস্তে অর্পিত হইল।

আমরা রেবিনিউবোর্ডের ইতিবৃত্ত পাঠকদিগের গোচর করিলাম। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্য কিরূপে চলে, তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। রাজস্বের আদায় ও ব্যয় এবং আয় ব্যয়ের হিসাব প্রত্যেক জিলার কলেক্টরদিগের নিকট থাকে। জমিদারেরা তাহাদিগের দেয় খাজনা কলেক্টরের নিকট দেন, আবগারীর আয় কলেক্টরের আপীসে সংগৃহীত হইয়া থাকে। ষ্টাম্প ও কোর্ট ফী ষ্টাম্প কলেক্টরেরা বিক্রয় করেন। এবম্ভূত স্থানীয় সমুদায় বিষয়ের আয় কলেক্টরের ধনাগারে সঞ্চিত হয়। স্থানীয় ব্যয় কলেক্টরদিগের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এই সমুদায় আয় ব্যয়ের তত্ত্বাবধারণ, এবং তাহার বন্দোবস্ত ও তাহার নিয়ম প্রণালী কমিশনরেরা করিয়া থাকেন। এক্ষণে আপাততঃ দুই তিন চারিটী জেলার কার্য্য পর্য্যালোচন করিবার নিমিত্ত এক এক জন কমিশনরকে রেবিনিউবোর্ডের মতানুসারে কার্য্য করিতে হয়। রেবিনিউবোর্ড যে সকল নিয়ম করেন, তদনুসারে দেশের সমুদায় রাজস্ব কার্য্য চলিতেছে।

এক্ষণে বিবেচ্য এই রেবিনিউবোর্ড ও কমিশনরের আবশ্যকতা কি? রেবিনিউবোর্ড যে কার্য্য করেন, রাজস্বমন্ত্রী, গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগ ও রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারি সেই সেই কার্য্য উৎকৃষ্টতররূপে নির্ব্বাহ করিতে পারেন। পক্ষান্তরে, যদি রেবিনিউবোর্ড রাখা হয়,তাহা হইলে মধ্যবর্ত্তী এক এক জন কমিশনরের প্রয়োজন কি? যদি রেবিনিউবোর্ড উঠিয়া যায়,তাহা হইলে রাজস্বমন্ত্রী, রাজস্ব বিভাগ ও তাহার সেক্রেটারি হইতে রাজস্ব সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম প্রচারিত হইবে, কমিশনর ও কলেক্টরেরা তদনুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন। আর যদি কমিশনর, না রাখা হয়,তাহা হইলে রেবিনিউবোর্ড যে সমস্ত নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবেন, তদনুসারে জিলার কালেক্টরেরা অনায়াসে কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন। আমাদের মতে রেবিনিউবোর্ড ও কমিশনর উভয় পদই রহিত করা কর্ত্তব্য। এ দুই পদ না রাখিলে সুচারুরূপে কার্য্য চলিবার যখন সম্ভাবনা আছে, তখন অনর্থক বিস্তর অর্থ ব্যয় করা যুক্তিসঙ্গত নহে। এই দুইয়ের জন্য গবর্ণমেণ্টকে বর্ষে বর্ষে বিস্তর টাকার শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এই অপব্যয়ের সংস্কার করা নিতান্ত আবশ্যক। ডেল হাউসির শাসন কালের পূর্ব্বে এদেশে শুল্ক, লবণ ও অহিফেনের ও সৈনিক বিভাগের এবং পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের স্বতন্ত্র এক একটী বোর্ড ছিল। সেই সমুদায় বোর্ডের কিছুমাত্র আবশ্যকতা ছিল না, অথচ তদ্দ্বারা রাজ্যের অর্থনাশ ও কার্য্য ক্ষতি হইত। এই দেখিয়া ডেল হাউসি ঐ সমুদয় বোর্ড উঠাইয়া দেন। তিনি রেবিনিউবোর্ডের সহিত শুল্ক লবণ ও অহিফেন বোর্ড একত্রিত করিয়া দেন। সৈনিক বোর্ড উঠাইয়া দিয়া তাহার স্থানে কমিশরি জেনেরল নিযুক্ত করেন এবং পূর্ত্তকার্য্যের বোর্ডের পরিবর্ত্তে একজন পূর্ত্তকার্য্যের সেক্রেটরির নিয়োগ করেন। ডেলহাউসী বলিতেন যে কোন সভার উপর রাজকার্য্যের ভার নিক্ষেপ করা অপেক্ষা ব্যক্তিবিশেষের উপর ঐ ভার অর্পণ করা ভাল, তাহা হইলে সেই সেই কার্য্যের উৎকর্ষ লাভের সম্ভাবনা। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি বিবিধ বোর্ড উঠাইয়া দিয়াছিলেন। লর্ড রিপন যদি এই সকল বিবেচনা করিয়া রেবিনিউবোর্ড ও মধ্যবর্ত্তী কমিশনর উঠাইয়া দেন, তাহা হইলে এক দিকে যেমন বৃথা অর্থ ব্যয়ের হ্রাস হয়, তেমনই আবার রাজস্ব সম্বন্ধে তর বন্দোবস্তও হইতে পারে।

রেঃ।

পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন প্রদেশে রেঃ নামে এক প্রকার ক্ষার পদার্থ ফসলের জমির যৎপরোনাস্তি অনিষ্ট করিতেছে। ইংরাজিতে

উহাকে ক্রুড কার্বনেট অব সোডা কহে। সমুদ্রতট-বর্ত্তী ভূমির উপর যেমন লবণ উঠে এবং গণ্ডক-নদের কূলে যেমন সোরা জন্মে, ভূমির উপর রেঃ সেইরূপ উঠিয়া থাকে। যে ভূমিতে একবার অধিক পরিমাণে রেঃ জন্মিয়া গিয়াছে, তাহাতে আর কোন ফসল উৎপন্ন হয় না। আলিগড় জেলার অন্তর্গত সিকন্দ্রাও পরগণার অনেকাংশ এককালে মরুভূমি হইয়া যাইতেছে, তথায় এক গাছি তৃণও জন্মে না;—উদ্ভিজ্জহীন সাদা লবণের মত শূন্য ক্ষেত্র কেবল ধূধূ করিতেছে। ঐ সকল রেঃ-রাশি এত কোমল ও হাল্‌কি যে তাহার উপর চলিতে গেলে হাঁটু পর্য্যন্ত পুতিয়া যায় এবং পায়ে কিছুই কঠিন বোধ হয় না।

অনেকে বলেন যে, বিকানীর প্রভৃতি মরুভূমি পূর্ব্বে বিলক্ষণ শস্যশালী ক্ষেত্র ছিল, তখন সেখানে যথেষ্ট শস্যাদি জন্মিত। সে সকল স্থান বহুজনাকীর্ণ লোকালয় ছিল; পরে রেঃ পড়িয়া এখন এইরূপ মরুভূমি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রেঃ ক্ষেত্র এখনও ততদূর আপনার অধিকার বিস্তার করে নাই। কেবল কোন কোন গ্রামের ক্ষেত্রগুলি রেঃ দ্বারা অকর্ম্মণ্য হইতেছে। ঐ সকল ক্ষেত্রের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে এখনও সুচারু-রূপে কৃষিকর্ম্ম চলিতেছে।

রেঃ ক্ষেত্রে অন্য জীব জন্তু বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। সেখানে কেবল মৃগপাল দলবদ্ধ হইয়া শাবক সঙ্গে সমস্ত দিন বেড়াইতে থাকে। রাত্রি হইলে তাহারা নিকটবর্ত্তী শস্যক্ষেত্রে মহা উৎপাত করে। আলিগড় প্রভৃতি জেলায় এই রেঃ উপসর্গ দিন দিন বাড়িতেছে। সিকন্দ্রারাও পরগণায় রেঃ হইতে এত ক্ষতি হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট অনেক জমিদারের খাজনা ছাড়িয়া দিতেছেন।

রেঃর উৎপত্তির কারণ এবং ইহার বৈজ্ঞানিক ইতিবৃত্ত নিরূপণ করিবার নিমিত্ত ১৮৭৮ অব্দে সিকন্দ্রারাও পরগণায় একটী সভা হইয়াছিল। সেই সভায় কৃষিশাস্ত্রবিশারদ শ্রীযুক্ত বক সাহেব, কিমিতি শাস্ত্রজ্ঞ মরে সাহেব ও কলিকাতার ভূতত্ত্ববিৎ মেডলিকট্ সাহেব মেম্বর ছিলেন। সেই সভায় এই পার্থিব পদার্থ লইয়া অনেক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উক্ত পদার্থের উৎপত্তির কারণ ও নিবারণোপায় স্থির হয় নাই। প্রাকৃত তত্ত্বের অন্যান্য মীমাংসায় যেমন সকলের সমান মত নয়, এখানেও তাহাই হইয়াছে। নানা জনে নানা কথা কহিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়া-ছেন,—কিছু দিন রেঃর প্রকৃতি উত্তমরূপ অনুসন্ধান না করিলে সহসা কিছু বলিতে পারা যায় না। আজ তিন বৎসর ধরিয়া ইহার পরীক্ষা চলিতেছে। গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত উইলসন সাহেব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন। কি কি কারণ বর্ত্তমান থাকিলে রেঃ জন্মিতে পারে; কি কারণ সত্ত্বে উহার বৃদ্ধি হয়। কি উপায় দ্বারা উহার দমন হইতে পারে, এই বিষয় গুলির বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া দেখা হইয়াছে। কিন্তু এই পরীক্ষার ফল এখনও ভালরূপ প্রকাশিত হয় নাই।

ইহার উৎপত্তি বিষয়ে কেহ কেহ বলেন,খোদিত খালের জলে ভূমি সিক্ত হওয়ায় রেঃ উৎপন্ন হইতেছে, কেহ বলেন খালের জলে ভূমি সিক্ত হওয়াতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফসল জন্মিতেছে বটে; কিন্তু তাহাতে মৃত্তিকার স্বাভাবিক গুণ কমি-তেছে। ভূমিতে অনুরূপ সার দেওয়া হইতেছে না; সুতরাং উহা রেঃ পূর্ণ ঊষর হইয়া যাইতেছে। আবার আর কতকগুলি লোকে বলেন,—নিকটবর্ত্তী রেঃক্ষেত্র হইতে জল সহযোগে কিম্বা বায়ুতে উড়িয়া ভাল জমিতে রেঃ পড়িতেছে এবং ক্রমে ঐ সকল উর্ব্বরা জমিও অকর্ম্মণ্য হইতেছে। এইরূপ রেঃর উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা কহিয়া থাকেন। এই ক্ষারের নিবারণ সম্বন্ধেও যে সকল উপায় কথিত হইতেছে, তাহাও একরূপ নয়। কেহ বলেন রেঃ পূর্ণ ক্ষেত্রে আকন্দগাছের ভস্ম ছড়াইলে আর রেঃ জন্মিতে পায় না। কেহ বলেন উত্তমরূপ সার দিলে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। আবার কেহ বলেন,—রেঃ ক্ষেত্রে বাবলা গাছের বন করিতে পারিলে ভূমি শুধরিয়া যায়। কিছু দিন হইল শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগে অনেক সন্ধানের পর লিখিয়া পাঠান যে, গোময় ও রসসম্বলিত কুট্টিত নেম্বু ভূমিতে ছড়াইলে কিছুতে রেঃ জন্মিতে পায় না এবং যে যে ক্ষেত্রে রেঃ জন্মিয়াছে তাহাদের দোষ নষ্ট হয়। যিনি যাহাই বলুন রেঃ নিবারণ করা মুখের কথা নয়। যে কোন উপায় হউক, তাহা অবলম্বন করিলে খরচ পোষাইতে পারে কি না সন্দেহ স্থল।

সচরাচর ভূমিতে এক হাত পুরু রেঃ পড়িয়া থাকে। তাহার নীচে ভাল জমি। কৃষক যদি একহাত রেঃ তুলিয়া তাহার নীচের জমিতে ভালরূপ সার দিয়া লয়, তবে কিছু দিনের দায়ে নিশ্চিন্ত। কিন্তু একে কৃষকের টাকা নাই, তার পর তাহার আবার নিজের জমি নয়; জমিদার ও গবর্ণমেণ্টের জমি,—যখন মনে করিবেন কাড়িয়া লইবেন, অথবা অতিরিক্ত খাজনা বৃদ্ধি করিবেন; কৃষক ভূমি ফেলিয়া পলাইবে,সেখানে উন্নতির আশা কোথায়? বঙ্গদেশের মত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষক ভূমির সুখ জানে না; ভূমিতে তাহাদের স্বত্ব নাই, সে কারণ তাহার প্রতি আদরও নাই। আবার তথা-কার জমিদারের জমিদারীও বড় অনিশ্চিত; গবর্ণ-মেণ্ট সহজেই তাহা কাড়িয়া লইতে পারেন। এমন ক্ষেত্রে জমিদার ও জমিদারীর উন্নতির জন্য ব্যয় করিতে চান না। কাজেই গবর্ণমেণ্ট যদি ব্যয় করিয়া সে সকল ভূমির সংস্কার করিতে পারেন তবেই কিছু হইতে পারে।

যাহা হউক, রেঃ তুলিয়া না ফেলিলেও উহা অনেক কাজে লাগিতে পারে। দুঃখের কথা পরমেশ্বর আমাদিগকে খাদ্য দ্রব্য দিয়াছেন, মুখ দিয়াছেন, পেট দিয়াছেন; কিন্তু আয়োজন করিয়া যে খাইব সে হাত দেন নাই। রেঃ তুলিয়া ফেলিতে হইবে কেন?—কোন উপায় দ্বারা উহা নষ্ট বা কেন করিতে হইবে? যদি কাজে লাগাও ঐ রেঃ বহুমূল্য পদার্থের খনি হইয়াছে,—উহাতে উত্তম সাবান ও উত্তম কাচ প্রস্তুত হইতে পারে। মিছা কাঁদিয়া বেড়াও যে, ভারতবর্ষে শিল্পের যোগ্য উপকরণ নাই, সেটী তোমার মিথ্যা ওজর। শিল্পের প্রতি তোমার খেয়াল নাই,—তাহাই বল। তোমার সাহস নাই, ও যত্ন নাই। কোন কাজে তুমি হাত পা নাড়িতে চাও না, সকল সামগ্রী নিকটে প্রস্তুত পাইলে তোমার ভাল হয়। রেঃ লইয়া উত্তম সাবান ও উত্তম কাচ প্রস্তুত কর না,তোমার বাণিজ্য বাড়িবে, অবস্থার উন্নতি হইবে। এ তো কঠিন কর্ম্ম নয়, ইহাতেও কি পরপ্রত্যাশী হইয়া থাকিবে?

সম্প্রতি মিরটে একজন সাহেব রেঃ হইতে উত্তম সাবান প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার বিলক্ষণ লাভের সম্ভাবনা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, অতি প্রাচীন কাল হইতে রেঃ দ্বারা পশ্চিমে এক প্রকার কাচ প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। কুম্ভকারের পণের মত স্থানে স্থানে কাচের ভাঁটী আছে। কিন্তু, আমা-দের দেশীয় লোক এখনও ভাল কাচ প্রস্তুত করিতে জানেন না। ঐ পণে যে কাচ প্রস্তুত হয়,তাহা নিতান্ত। অপরিষ্কৃত উহাতে চুড়ি ও কুপা শিশি ভিন্ন আর কোন দ্রব্য নির্ম্মিত হয় না। আমাদের দেশে যে সকল ভাল ভাল কাচের দ্রব্য দৃষ্ট হয়, সে সমস্ত ইটালি হইতে অধিগত। আমাদের দেশীয় লোক যদি ইউরোপের কারিকর রাখিয়া কাচ প্রস্তুত করান, তাহা হইলে এখন লাভ হইতে থাকে এবং সেই সঙ্গে কাজও শিক্ষা করা হয়। কেবল এই উপকার নয়, ক্রমে ক্রমে রেঃ উঠিয়া গিয়া জমিও ভাল হইতে পারে। ইংরাজি শিক্ষা সূত্র-পাত হওয়া পর্য্যন্ত ভারতবর্ষবাসিরা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার অনেক পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু শিল্পকার্য্যের এখনও

কিছুই করিতে পারেন নাই। এখন একবার তাঁহারা শিল্পকর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হউন।

মেলবোরান্ মেলা ও শ্রীযুক্ত বক্ সাহেব।

সম্প্রতি মেলবোরন্ নগরে কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী একটী মেলা হইয়া গিয়াছে। ঐ মেলায় অনেক দূর দেশ হইতে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য নীত হইয়াছিল। নানা রাজ্যের প্রতিনিধি মহোদয়গণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। ভারতবর্ষের বিবিধ দ্রব্য লইয়া শ্রীযুক্ত বক্ সাহেব তথায় গমন করেন এবং তিনিই তথাকার অধ্যক্ষপদে বৃত হন।

ভারতের প্রায় সকল দ্রব্যই ঐ মেলায় বিলক্ষণ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। চা, নীল, নানাবিধ শস্য, কাপড়, প্রস্তরনির্ম্মিত টেবেল, ও কণ্ঠহার এবং তৈজসপত্র, মোরাদাবাদের বাসন, লক্ষ্ণৌনগরের মাটীর কাজ এইরূপ অনেক দ্রব্য তথায় প্রেরিত হয়। গত বৎসর যখন ঐ সকল দ্রব্য আলাহাবাদ ও কাণপুরে সংগৃহীত হইয়াছিল, তখন আমরা তাহার অনেকগুলি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। প্রস্তরের কণ্ঠহার অতি অপূর্ব্ব সামগ্রী হইয়াছিল। পাথরগুলি আকাশী বর্ণের ঈষৎনীলের আভার উপর শ্যামবর্ণের ঝাড়বুটী তাহা কিঞ্চিৎ গাঢ় অথচ প্রস্তরের বর্ণে মিশিয়া আছে। দেখিলে বোধ হয় যেন সরোবরের স্বচ্ছ জলে তরুলতার ছায়া পড়িয়াছে। হারের দানাগুলি মৃগচক্ষুর ন্যায় উজ্জ্বল চল্‌কান এবং ত্রিকোণ বিশিষ্ট। গাউনের উপর পরিলে চমৎকার শোভা সম্পাদন করে। প্রস্তরের টেবেলটীও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের দ্রব্য সামগ্রী সম্বন্ধে মেলবোরনে অনেকে অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। বক সাহেব বলেন পূর্ব্বে সম্বৎসরে যত চার আমদানি হইত ঐ মেলায় এক দিনে তাহা বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। নব দক্ষিণ ওয়েলসের প্রতিনিধি সর হেনরি পার্কার বলেন যে, এই মেলার দ্রব্য সামগ্রী দেখিয়া ভারতের সঙ্গে ব্যবসায় করিতে সকলেরই মন আকৃষ্ট হইবে। ভারতবর্ষ স্বর্ণভূমি বটে, কিন্তু ইহার প্রকৃত গূঢ় সন্ধান সর্ব্বত্র বিদিত ছিল না। এইবার অষ্ট্রেলিয়া হইতে পৃথিবীর অতি দূরবর্ত্তী স্থানেও সমস্ত বিষয় প্রচারিত হইবে। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সুখের অবস্থায় এখন বক্ সাহেবের এত বিশ্বাস হইয়াছে যে তিনি বলিয়াছেন উত্তরকালে এই দেশই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইবে। জর্ম্মনির প্রতিনিধি অধ্যাপক রলো সাহেব বলেন যে ভারতবর্ষজাত দ্রব্যগুলি নানা প্রকার এবং সকলি নূতন রকমের। তিনি ইউরোপে কখন তেমন সামগ্রী দেখেন নাই।

পাঠক! দেখুন এ গুলি ভারতবর্ষের সামান্য গৌরবের কথা নহে। এদেশ আবার এক দিন উন্নতির শিখরে অধিরোহণ করিবে সে ভরসা সকলেই করিতেছেন। কিন্তু এত আশা থাকিলে কি হইবে, দেশীয় লোকেরা ত কখন কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিবেন না। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা আসিয়া তাঁহাদের অক্ষিপুটে চাপিয়া রহিয়াছে, সে নিদ্রা কিছুতে ভাঙ্গিবে না। অন্য জাতি ভারতের অঙ্গে বসিয়া ইহাকে নিঃসত্ত্ব করিবেন আর ভারতবাসীরা দেখিয়া দেখিয়া কেবল সাবাসি দিবেন।

দেখা যাউক, গবর্ণমেণ্টের কৃষি ও বাণিজ্যবিভাগ হইতে দেশীয় লোকের যদি কিছু উপকার হয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এই বিভাগ হইতে কৃষি ও শিল্পিদের অনেক সুবিধা হইয়াছে। বঙ্গদেশেও যদি সেইরূপ হইতে থাকে তবে আহ্লাদের কথা বটে। বিদেশীয় মহাত্মারা ভারতবর্ষের উন্নতি সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা যদি এ দেশীয় লোকের পক্ষে খাটে তবেই এখানকার যথার্থ উন্নতি বলা যাইবে।

বঙ্গদেশের কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের কথা আমরা পূর্ব্বে পাঠকদিগকে জ্ঞাত করিয়াছি। গত ৬ জুলাই হইতে তথাকার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। স্থানাদি ক্রয়ের জন্য গবর্ণমেণ্ট দেড়লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। সম্প্রতি টুপর সাহেব তথাকার অধ্যক্ষ আছেন। যাবৎ বক্ সাহেব বিলাত হইতে প্রত্যাগমন না করেন ততদিন ইনি অধ্যক্ষ থাকিবেন। শ্রীযুক্ত কেয়ার্ড সাহেবের প্রযত্নেই এই বিভাগ পুনঃস্থাপিত হইল। ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষিজীবী দেশ। এখানে যাহাতে কৃষিকর্ম্মের উন্নতি হয়, সর্ব্বতোভাবে সেই সকল উপায় অবলম্বন করা উচিত। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট এই বিভাগ উঠাইয়া ভাল কর্ম্ম করেন নাই। হাম্ সাহেব যদিচ বক্ সাহেবের মত দেশের উন্নতি করিতে পারেন নাই, কিন্তু এতদিন ঐ বিভাগের স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য চলিলে অবশ্যই আমরা কিছু কিছু উপকারের মুখ দেখিতে পাইতাম।

পুস্তক সমালোচনা।

এই এক প্রহসন (১)। মদ্যপান ও লাম্পট্যের দোষ উদ্ঘোষণ করাই এ পুস্তকের উদ্দেশ্য, কিন্তু ইহার রচনা ভাল হয় নাই। আজ কাল যেরূপ নাটক বাহির হইতেছে, এই খানিও তদ্রূপ। এক্ষণকার অধিকাংশ নাটক সম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন আমরা এই প্রহসন সম্বন্ধে সেই কথাই বলি :—

"এ সব বই কি আবার লোকে পয়সা দিয়ে কিনে পড়ে ?"

রামায়ণং। মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীতং। বালকাণ্ডং। (২) শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র রায় মহাশয়ের উদ্যোগ ও সাহস দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। ইতি পূর্ব্বে তিনি মহাভারতের বঙ্গানুবাদ পাঠকবর্গকে বিতরণ করিয়াছেন। এক্ষণে সানুবাদ বাল্মীকি রামায়ণ বিতরণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া ইহার প্রথম কাণ্ড হিন্দুসমাজে উপহার দিয়াছেন ; গ্রন্থখানি কাশ্মীর রাজার নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে, এবং এই মহারাজও প্রতাপ বাবুকে এই সমুহৎকার্য্যে যথোপযুক্ত উৎসাহ দিয়াছেন। অনুবাদ উত্তম হইতেছে। এই গ্রন্থ সকলেরই এক এক খানি রাখা উচিত।

সচিত্র অক্ষর পরিচয়। প্রথম ভাগ। শ্রীমহেন্দ্রনাথ হালদার প্রণীত। সরস্বতী যন্ত্রে মুদ্রিত। এখানি সুকুমারমতি বালকদিগের পাঠোপযোগী হইয়াছে, ইহাতেও দুই একটী নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

কণ্ঠ সঙ্গীত। প্রথম ভাগ। (৩) শ্রীত্রৈলক্যনাথ ঘোষাল প্রণীত। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, এদেশে সরল ভাষায় স্বরলিপি সংযুক্ত কোন বাঙ্গালা সঙ্গীত পুস্তক প্রকাশ হয় নাই, এই নিমিত্ত তিনি সরল ভাবের কতকগুলি গান চলিত ভাষায় রচনা করিয়া সাধারণের সঙ্গীত শিক্ষার সুবিধা করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। সঙ্গীতের কতকগুলি বর্ণ আছে, সে গুলির জ্ঞান ব্যতীত সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করা যায় না। এই জন্য ইহাতে সেই বর্ণ বিন্যস্ত হইয়াছে, সঙ্গীত শিক্ষাভিলাষীদিগের ইহা আয়ত্ত হইলে ২ য় ভাগের গান সহজেই আয়ত্ত হইবে। গ্রন্থখানি সময়োপযোগী হইয়াছে।

ভগ্নহৃদয় (গীতিকাব্য) (৪) আমরা ইহার আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। গ্রন্থকার নাটকের ন্যায় ইহাতে নায়ক নায়িকার নাম দিয়া এই কাব্য খানি রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার ইহাতে প্রণয় প্রভৃতি কয়েকটী রসের চূড়ান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি ইহার এক একটী নিপুনতার সহিত বর্ণন করিয়াছেন তদ্দর্শনে আমরা অতি প্রীত হইয়াছি, কবিতাগুলি সরল, হৃদয়গ্রাহী ও ভাবপূর্ণ হইয়াছে। অধিকন্তু ইহার মধ্যে মধ্যে যে গানগুলি সংযোজিত হইয়াছে,

---

(১) বি ব্যানর্জ্জি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সরস্বতী যন্ত্রে শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ১২৮৮ সাল। মূল্য ।৹ আট আনা।

(২) শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং বিনামূল্যে বিতরিত। কলিকাতা ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত।

(৩) কলিকাতা মৃজাপুর ২৩ প্রকৃতযন্ত্রে মুদ্রিত।

(৪) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কলিকাতা বাল্মিকী যন্ত্রে মুদ্রিত।

তাহা পাঠকালে হৃদয় আরও মুগ্ধ হয়। গ্রন্থকার যে আর কিছু দিন পরে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি হইবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাধারণের পাঠের নিমিত্ত আমরা এক স্থান হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

নাচ শ্যামা, তালে তালে।
বাঁকায়ে গ্রীবাটি, তুলি পাথা দুটি,
এপাশে ওপাশে করি ছুটাছুটি
নাচ শ্যামা, তালে তালে।
বন্দী বোলে তোর কিসের দুখ?
বনে বল তোর কি ছিল সুখ?
বনের বিহগ কি বুঝিবি তুই,
আছে লোক কত শত,
যারা শ্যামা তোর মত
এমনি সোনার শিকলি পরিয়া
সাধের বন্দী হইতে চায়!
এই গীত-রবে কোয়ে ভরপুর,
শুনি শুনি এই চরণ-নূপুর
জনম জনম নাচিতে চায়!
সাধ কোরে ধরা দেয় গো তারা,
সাথে সাথে ভ্রমি হয় গো সারা,
ফিরেও দেখিনে—ফিরেও চাহিনে
বড় জ্বালাতন করেগো যখন
অশরীরী বাক্য করি বরিষণ—
উপেক্ষা বাণের ধারা!
তবে দেখ্, পাখী তোর
কেমন ভাগ্যের জোর!
বড় পুণ্য ফলে মিলেছে বিহগ
এমন সুখের কারা!

নবচিকিৎসাবোধ। (৫) এই পুস্তকে নানাবিধ রোগ এবং তাহার চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আছে। সংগ্রহকার শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার নাথ দ্বাদশ বৎসর কাল ঔষধ ও দ্রব্যগুণ বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এই পুস্তক খানি প্রণয়ন করিয়াছেন।

দুই ভগ্নী। (৬) উপন্যাস। এই উপন্যাসের স্থূল বৃত্তান্ত এই—বীর গ্রামে রামনারায়ণ রায় নামে এক জন সম্পত্তিশালী লোক বাস করিতেন। তাঁহার দুইটী কন্যা ছিল; একটীর নাম কমলিনী, অপরটীর নাম বিনোদিনী। বাল্যকালে কমলিনী বিধবা হয়। বিনোদিনীর যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক একটি নিরাশ্রয় কুলীন সন্তানের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। যোগেন্দ্র শ্বশুরালয়ে প্রতিপালিত হইয়া বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বদা কলিকাতায় থাকিতেন। বিনোদিনী তাঁহাকে প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন, যোগেন্দ্রও তাঁহার একান্ত অনুরাগী ছিলেন।

রামনারায়ণ রায়ের বাটীতে হরগোবিন্দ বাবু নামে একজন সচ্চরিত্র ও বিশ্বাসী ভদ্রলোক দেওয়ান ছিলেন এবং মাধী নামে এক দাসী ছিল। যোগেন্দ্র কলিকাতা হইতে বিনোদিনীর নামে যে সকল পত্র পাঠাইতেন, মাধী তৎসমুদয় যথা সময়ে ডাকঘর হইতে আনিয়া দিত, এবং বিনোদিনী যোগেন্দ্রকে যে সমস্ত পত্র দিতেন, মাধী তাহা ডাকঘরে দিয়া আসিত। এজন্য বিনোদিনী মাধীকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন।

কালক্রমে কমলিনীর হৃদয়ে যোগেন্দ্রের প্রতি সাতিশয় অনুরাগ জন্মে। কিন্তু যোগেন্দ্র ও বিনোদিনী পরস্পরের প্রতি যেরূপ অনুরক্ত তাহাতে তাহাদের পরস্পরে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া না দিলে তাহার জঘন্য প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপায়ান্তর নাই ভাবিয়া কমলিনী মাধীর সহিত মিলিত হইয়া বিনোদিনীর সর্ব্বনাশের চেষ্টায় কৃতসংকল্প হইল। যোগেন্দ্র বিনোদিনীকে যে সকল পত্র পাঠাইতেন মাধী তাহা বিনোদিনীকে দেওয়া বন্ধ করিল এবং বিনোদিনী যোগেন্দ্রকে যে সমস্ত পত্র লিখিতেন তাহাও গোপন করিতে লাগিল। ক্রমে এই কুচক্রীদ্বয় প্রণয়ী যুগলের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিল যে তাঁহাদিগের চরিত্রে কোন প্রকার দোষ জন্মিয়াছে, এবং স্ত্রী পতির নিকট ও পতি স্ত্রীর নিকট অবিশ্বাসী হইয়াছে। ক্রমে যোগেন্দ্র তাঁহার পত্নির উপর এরূপ ক্রুদ্ধ হন যে একদা তাঁহার যথেষ্ট অবমাননা করেন ও তাঁহার ও তাঁহার কল্পিত উপপতি হরগোবিন্দ বাবুর প্রাণ বিনাশের সংকল্প করেন। কমলিনী বিনোদিনীকে যোগেন্দ্রের চরিত্রের উপর দোষারোপ করিয়া কলিকাতা হইতে যে সমস্ত পত্র লিখিয়াছিল দৈবাৎ সেই পত্র গুলি পাঠ করিয়া যোগেন্দ্র এই ষড়যন্ত্র উচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইলেন ও তাঁহার পত্নীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে গেলেন। এদিকে তাঁহার পত্নী পতিপ্রাণা বিনোদিনী স্বামীর কল্পিত দুর্ব্যবহার ও তৎকৃত অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া মাধীদাসী দ্বারা বিষ আনাইয়া পান করেন। সুতরাং যখন যোগেন্দ্র তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য অন্তঃপুরে গেলেন, তখন দেখিলেন, যে বিনোদিনীর অসময়কাল উপস্থিত। তখন তিনি অনুতাপে অধীর ও শোকে জর্জ্জরীভূত হইয়া আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। কমলিনীও ভগ্নমনোরথ হইয়া উন্মত্তা হইল। সকল অপরাধের প্রধান অপরাধিনী মাধী আত্মহত্যা করিয়া তাহার দূষিত ও ঘৃণিত জীবনের শেষ করিল।

শ্রীযুক্ত বাবু দামোদর মুখোপাধ্যায় বঙ্কিম বাবুর প্রদর্শিত পথে অনুগমন করিয়া বিলক্ষণ কৃতার্থ ও প্রতিপন্ন হইয়াছেন। এ পুস্তক খানি মন্দ হয় নাই। নায়ক যোগেন্দ্র ও নায়িকা বিনোদিনীর চরিত্র বর্ণনা একরূপ ভালই হইয়াছে। তবে পুস্তক খানিতে বঙ্কিম বাবুর বিষবৃক্ষের একটু গন্ধ আছে। মাধী বিষবৃক্ষের হীরার নকল। কিন্তু হীরা যে ধাতুতে নির্ম্মিত মাধী সেই ধাতুতে নির্ম্মিত হইলেও মাধীর ছবি হীরার অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট হইয়াছে। কুন্দনন্দিনীর সহিত বিনোদিনীর অনেক সাদৃশ্য আছে। যাহা হউক আমরা এই উপন্যাস পাঠে প্রীত হইয়াছি।

ভারত মহিলা। (৭) শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, প্রণীত। এই পুস্তক খানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ পুস্তকই আমাদের গৌরবের ধন। এব শ্রীযুক্ত বাবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ন্যায় লেখকের যত বৃদ্ধি হইবে পণ্ডিতসমাজে আমাদের দেশের উত্ত গৌরব বৃদ্ধি হইবে। এই গ্রন্থ খানি রচনা করিয়া হরপ্রসাদ বাবু মহারাজ হোলকারের নিকট পুরস্কা লাভ করিয়াছেন। লেখক এই পুস্তকের দ্বিতী অধ্যায়ে পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা ছিল কি না তাহারা অবরোধবর্ত্তিনী থাকিত কি না? তাহাদে কিরূপ বিদ্যা শিক্ষা হইত? তাহাদের বিবাহে কাল ও নিয়ম কিরূপ ছিল? কি অপরাধে ত পরিত্যাগ করা হইত? তাহাদিগের সহিত কিরূ ব্যবহার করা উচিত? তাহাদের কর্ত্তব্য কি তাহারা ধনাধিকারিণী হইত কি না? বিধবার কর্ত্তব্য এবং দুষ্টা স্ত্রীলোকদিগের কিরূপ দণ্ডবিধান ক কর্ত্তব্য? এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন সংস্কৃত গ্রন্থে নারি জাতির চরিত্র যেরূপ উক্ত হ য়াছে তাহার উৎকর্ষাপকর্ষ প্রদর্শন করাই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

---

(৫) শ্রীনবকুমার নাথ কর্ত্তৃক সংগৃহীত। মুনসী গোলাম মাওলা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। শিয়ালদহের মোরতজবি প্রেসে মুদ্রিত। ১২৮৮ সাল। মূল্য এক টাকা।

(৬) শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ১৭ ই জুলাই। গত রাত্রি লর্ডদিগের সভায়টী ট্রান্সব্যাল সম্বন্ধে যে তর্ক উপস্থিত হয় তাহাতে লর্ড কার্নার এতৎসম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের বর্ত্তমান রাজনীতির উপর দোষারো করেন। তদুত্তরে লর্ড কিম্বারলি বলেন যে ট্রান্সব্যাল সম্ব এক্ষণে সকল কথা প্রকাশ করা অনাবশ্যক। কিন্তু তদুপর রাজকীয় কমিশন যে যে বিষয় ধার্য্য করিবেন তাহা প্রচলি করিবার জন্য আপাততঃ তথায় ইংলণ্ডের সৈন্য রাখা হইবে।

---

(৭) কাঁঠালপাড়া, বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যো পাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হই প্রকাশিত।

আইরিষ ল্যাণ্ডবিলের ৪২ প্রকরণ পর্য্যন্ত কমিটির অনুমোদিত হইয়াছে, কেবল ২৭ ও ৩৪ প্রকরণ বিবেচনাধীনে আছে।

টিউনিশ ১৬ ই জুলাই। ফরাসীনৌসেনাদল স্ফ্যাক্সের অনতিদূরে উপনীত হইয়াছে। বিদ্রোহীগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আত্মরক্ষা করিতেছে।

লণ্ডন ১৭ ই জুলাই। নিউইয়র্ক হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে সভাপতি গারফিল্ড দিন দিন আরোগ্য লাভ করিতেছেন।

ইউনাইটেড ষ্টেটে গ্রীষ্মের আতিশয্য হইয়াছে। সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া ৫৫০ জন মারা গিয়াছে। আজিকাল ইংলণ্ডেও অতিশয় উত্তাপ বৃদ্ধি হইয়াছে।

টিউনিস ১৭ ই জুলাই। ফরাসী নৌসেনাদল স্ফ্যাক্স অধিকার করিয়াছে। বিদ্রোহীদিগের বিস্তর লোক হত হইয়াছে। ফরাসীদিগের পঞ্চাশ জন হতাহত হইয়াছে।

লেজিটিমিষ্ট (ফরাসী সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী) দলাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করা অপরাধে লিপ্ত থাকাতে ডন কারলস ফ্রান্স হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১৮ ই জুলাই। আয়র্লণ্ডের কৃষিজীবী মজুরেরা পুনর্ব্বার গোলযোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

রথচাইল্ড এবং বেরিং কোম্পানি মধ্য বঙ্গ রেলওয়ের বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন। ইহার মূল ধন দশ লক্ষ পাউণ্ড।

ডর্ব্যান হইতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্র এই সংবাদ পাইয়াছেন যে সমগ্র ট্র্যান্সভাল বোয়ার্সদিগকে প্রত্যার্পণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৯ এ জুলাই। গত রাত্রি গ্লাডষ্টোন সাহেব বলিয়াছেন যে এই কয়েক ব্যক্তি আইরিষ ল্যাণ্ড কমিশনে নিযুক্ত হইলেন ঃ—

সার্জ্জেণ্ট ওয়াণ্যান্, টাইরোণের প্রতিনিধি মেম্বর লিটন সাহেব এবং ভারনন সাহেব।

হোমরুলেরা এবং কন্সারবেটিব দলের সংবাদ পত্র এই কমিশন নিয়োগের প্রতিবাদ করিতেছেন।

ডিন ষ্টানলীর মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডন ২০ এ জুলাই। ল্যাণ্ডবিল আইনের পাণ্ডুলিপির শেষ প্রকরণ কমিটির অনুমোদিত হইয়াছে। কতকগুলি নূতন প্রকরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আলজিয়র্স ১৯ এ জুলাই। আলজিরিয়া এবং টিউনিসে অতিশয় গোলযোগ বাঁধিয়াছে। প্রধান প্রধান নগরে বিদ্রোহীগণ অত্যাচারের ভয় দেখাইতেছে। জনরব এই যে আলজিরিয়াস্থিত ফরাসী সেনাধ্যক্ষ কনষ্টাণ্টিনোপলে সৈন্য প্রেরণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

সিমলা ১৯ এ জুলাই। পেশোয়ার সেনাসন্নিবেশের অশ্বারোহী সেনাদল গত রাত্রি শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। দুইজন শওয়ারের মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডন ২১ এ জুলাই। ল্যাণ্ডবিল নামক আইনের পাণ্ডুলিপির যে সকল প্রকরণ পরে বিবেচনা করা যাইবে বলিয়া স্থগিত রাখা হইয়াছিল তৎসমুদায় কমিটীর অনুমোদিত হইয়াছে।

প্রধান মন্ত্রী ভূমিসংক্রান্ত কমিশনর মনোনীত করাতে হোমরুলদলের সভ্যগণ আর কোন আপত্তি করেন নাই, কেবল ঐ দলের যাহারা একান্ত অনুরক্ত তাহারাই আপত্তি করিতেছে।

মধ্যবঙ্গ রেলওয়ের জন্য বিস্তর চাঁদা উঠিতেছে।

ধাতুদ্বয় নির্ম্মিত মুদ্রাসংক্রান্ত গোলযোগ মীমাংসা করিবার জন্য ইটালীয় গবর্ণমেণ্ট প্রধান প্রধান রাজগণের নিকট আবেদন করিতেছেন।

টিউনিশ ২০ এ জুলাই। টিউনিশের সেনাদলের সেনাগণ দলে দলে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেছে।

পারিস ২১ এ জুলাই। টনকুইন উপসাগরস্থ নৌসেনা বর্গের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ফরাসীদেশীয় প্রতিনিধি সভা (চেম্বর অফ ডেপুটিস) পচিশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ জুলাই। গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত রাজনীতি হইতে যশস্কর ফল উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া ক্যাবিনেট মন্ত্রীদিগের উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ সাধারণের ব্যয়ে তাঁহাদিগকে ভোজ দিবার প্রস্তাব হইতেছে।

বিবিধ সংবাদ।

গত ৩ রা শ্রাবণ শনিবার বারুইপুর সাধারণ পুস্তকালয়ের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐ দিবস রাজপুর, হরিনাভি, চাঁঙ্গড়িপোতা প্রভৃতি গ্রামের অনেক ভদ্র ও কৃতবিদ্য লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। জমীদার বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার রায় চৌধুরীর পুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত বাবু হেমন্ত কুমার রায় চৌধুরী ও বাবু সুরথকুমার রায় চৌধুরীর যত্নে এ পুস্তকালয়টী প্রতিষ্ঠিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। পুস্তকালয়টীর ক্রমেই উন্নতি হইতেছে। এই অল্প দিনের মধ্যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। ঐ বাবুদ্বয়ের যত্নে একটী বাঙ্গালা বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জমীদার সন্তানেরা এরূপ সাধারণের হিতকর কার্য্যে মনোনিবেশ করেন, এটী আমাদের অতিশয় আহ্লাদের বিষয়। সকল ধনি সন্তানে যদি এইরূপ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, আমাদের দেশের আর এক মূর্ত্তি হইয়া উঠে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সর জর্জ্জ কুপার আগামী এপ্রেল মাসে কর্ম্মত্যাগ করিবেন। সর আশলি ইডেন সাহেবও আগামী মে মাসে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া যাইবেন। ইহাঁরা উভয়েই লোকের মনে অনেককাল জাগরূক থাকিবেন।

সিন্ধু, পঞ্জাব ও দিল্লী রেলওয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহীদিগকে বিনামূল্যে বরফজল দেওয়া হয়। যাহাদের অধিক দরকার, তাহারা সকল কার্য্যেই বিড়ম্বিত হইয়া থাকে।

৫ শ্রাবণ মঙ্গলবার করাচি ও রাজকোটের মধ্যস্থলে ভুজনগরের সন্নিকটে ঘূর্ণমান ঝঞ্ঝাবায়ু দেখা দিয়াছিল। এবার ধূমকেতুর উদয় এবার পঙ্গপাল, ঝঞ্ঝাবায়ু ও মারীভয় প্রভৃতি অনেকেই দেখা দিবেন।

জলের কল এবং জলনিকাশের প্রণালী সম্পূর্ণ করিবার জন্য লাহোর মিউনিসিপালিটি গবর্ণমেণ্টের নিকট আরও আটলক্ষ টাকা ঋণ চাহিয়াছে।

আগামী ৮ আগষ্ট পাটনার জজ বেভেরিজ সাহেবের নিকট আবদুল সোভানের বিচার হইবে। আমাদের বিবেচনায় এ বিচার বেভিরিজ সাহেবের করা উচিত নয়।

পঞ্জাবে অতিশয় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। অমৃতসর নগরে নানা স্থানে রাস্তা ও বাটীর মধ্যে জল দাঁড়াইয়াছিল। অনেক বাটী ভগ্ন হইয়াছে।

নিকৃষ্ট ইংরাজের চরিত্র যে কত ঘৃণিত তাহাদের অমানুষোচিত নীচ প্রবৃত্তি দর্শন করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তাহারা চিরপ্রচলিত সমাজের রীতি ও ধর্ম্মনীতি অবলীলাক্রমে ভঙ্গ করে। ইতিপূর্ব্বে আমরা পাঠকদিগকে জানাইয়াছিলাম একজন ইংরাজ পাঁচ সিকায় তাহার পত্নীকে বিক্রয় করিয়াছে। আবার সম্প্রতি শেফিল্ড নগরে একজন এক বোতল মদের বিনিময়ে তাহার সহধর্ম্মিণীকে অন্যের হস্তে সমর্পণ করে। সম্প্রতি ইংলণ্ডে একটী তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে এরূপ পত্নীবিক্রয় ইংলণ্ডে সচরাচর ঘটিয়া থাকে। বোধ হয় যেমন দেবা তেমনি দেবী।

যাহাতে প্রাণদণ্ডবিধি উঠিয়া যায়, তজ্জন্য পার্লিয়ামেণ্টে একটী আইনের প্রস্তাব হয়। এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে। একজন মনুষ্যের আর একজন মনুষ্যের প্রাণবধে যদি অধিকার না থাকে এ আইনটী পরিত্যাগ করা উচিত হয় নাই। যদি কেহ আদালত অগ্রাহ্য করিয়া স্বহস্তে আইন লইয়া আদালতের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করেন, তাহাতে যদি রাজা কুপিত হন, তাহা হইলে একজন মনুষ্য অপর মনুষ্যের প্রাণবধের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলে ঈশ্বর যে কুপিত হইবেন না তাহা বোধ হয় না।

কান্দাহার হইতে ২২ এ জুলাই এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে আয়ুব খাঁ নাওজাদে উপনীত হইয়াছেন। নাওজাদ হেলমণ্ডের পূর্ব্বদিকে ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। হেলমণ্ডের উপকূলে কিল্লা-ই-গাজ নামক দুর্গে আমিরের সৈন্যদল গোলাম হায়দার খাঁর অধীনে আয়ুবের অপেক্ষা করিতেছে।

১৯ এ জুলাই মঙ্গলবার রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় পেশওয়ার ও জামরুদ রাস্তার মধ্যস্থলে একদল লোক সাত জন ভারতবর্ষীয় সৈন্যকে আক্রমণ ও হত্যা করিবার চেষ্টা করে। কেবল একজন মাত্র রক্ষা পাইয়াছে। কাহারা যে এই কাণ্ড করিয়াছে তাহা অদ্যাপি স্থির হয় নাই।

বাঙ্গালোরের অন্তঃপাতী মার্কার নগরে পোষ্ট আপীশে গত বুধবার রাত্রে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। পোষ্ট মাষ্টার গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। এমন কি তিনি এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন কি না সন্দেহ।

জনরব এই যে ভারতেশ্বরী মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর আদাম সাহেবের কার্য্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ব্যারোনেট উপাধি দিবার সংকল্প করিয়াছেন। কেবল পরাপরাধে পরের দণ্ডের বিধি নয়, পরের গুণে পরের পুরস্কারেরও বিধি আছে।

পোষ্ট আপীশের মধ্যে সেবিংস ব্যাঙ্কের একটি বিভাগ থাকিবে বলিয়া এক জনরব উঠিয়াছিল। আগামী জানুয়ারি মাস হইতে উহার কার্য্য আরম্ভ হইবে। আপাততঃ উহার জন্য নিয়মাবলি প্রস্তুত হইয়া পোষ্ট আপীশের প্রধান কর্ম্মচারী দিগের নিকট প্রেরিত হইতেছে। ক্রমে ডাকবিভাগ রত্নাকর হইয়া উঠিল।

সেন্টজেমস রাজবাটীতে সম্প্রতি যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস মহারাণীর পরিবর্ত্তে দরবার করেন। এই দরবারে চার্টিংটন সাহেব হায়দ্রাবাদের সুবিখ্যাত মন্ত্রী সর সালার জঙ্গের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নবাব মকরম উদ্দৌলা বাহাদুরকে যুবরাজের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন।

মান্দ্রাজের সেক্রেটারির পত্রের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে মহারাণী মেজর জেনেরল রবার্টস সাহেবকে ভারতবর্ষীয় সেনাদলে রাখিবার মানস করিয়াছেন। তিনি মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির সৈনিকদিগের অধিনায়ক হইবেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটরি চ্যাপমান সাহেব সপরিবারে আমেরিকা বাস করিবার মানস করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার এক বন্ধুকে লিখেন "আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটে ভবিষ্যতে যে মনুষ্য জাতির প্রধান আবাস ভূমি হইবে তাহার সন্দেহ নাই" তবে ইংলণ্ড আমাদের পল্লীগ্রাম।

এইরূপ প্রবাদ যে মিধাত পাশা তুরস্কের ভূতপূর্ব্ব সুলতানের হত্যাপরাধে লিপ্ত বলিয়া বর্ত্তমান সুলতানের সম্মুখে আনীত হইলে সুলতান অবজ্ঞা প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার মুখে থুথু দেন কিন্তু মিধাত পাশা সেই অপমান সহ্য করিয়া বলিলেন যে তাঁহার প্রভুর মুখ হইতে যাহা বহির্গত হইয়াছে তাহা তাঁহার ভগ্নহৃদয়ের ঔষধ স্বরূপ। অনন্তর হামিদ বলিলেন তুমি যে নির্দ্দোষ তাহা প্রমাণ কর। তদুত্তরে তিনি তাঁহার স্তাম্বোলনগরীস্থিত গৃহমধ্যে মামুদ দামাদ পাশার প্রেরিত এক খানি পত্র অনুসন্ধান করিয়া আনয়ন করিতে বলিলেন। পত্রখানি আনীত হইলে দেখা গেল যে তন্মধ্যে এই কয়েকটী বাক্য লিখিত আছে "কার্য্যসমাধা হইয়াছে, সময়াভাবে আমরা আপনার পরামর্শ ও সম্মতি গ্রহণ করিতে পারিলাম না।"

ছোট উদয়পুরের রাজার ৭ জুলাই মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার নয়টি মহিষী এবং সাতটি পুত্র। পুত্রগণের মধ্যে কে যে তাঁহার সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন, অদ্যাপি তাহা স্থির হয় নাই। আপাততঃ তাঁহার দেওয়ান ও তাঁর ভাই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

পোষ্ট আপিশের সহিত মনিঅর্ডর আপিস একত্র হওয়াতে সাধারণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, গত ৩১ মার্চ্চ যে বর্ষ শেষ হইয়াছে, তাহাতে অন্যূন এক কোটি টাকার মনিঅর্ডার হইয়াছিল।

গিরিস্কের যুদ্ধে যে সমস্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল আমির আবদুল রহমন তাহাদিগকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পদক পুরস্কার দিয়াছেন।

শমশুল আথ্‌বার নামক মান্দ্রাজের এক খানি সংবাদ পত্র বলেন যে পারস্যের সাহ আমির আবদুল রহমনকে এই বলিয়া এক খানি পত্র লিখিয়াছেন যে আফগানস্থানের দক্ষিণাংশের প্রজাগণ আয়ুব খাঁর একান্ত অনুরক্ত, অতএব কান্দাহার রাজ্য তাঁহাকেই অর্পণ করা বিধেয়। কান্দাহার আয়ুব খাঁর হস্তে অর্পিত না হইলে আফগানস্থানের গোলযোগ যুদ্ধ ও রক্তপাত কিছুতেই নিবারিত হইবে না বরং তাহাতে কাবুল উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত হইবে। বোধ হয় ভিতরে রুশিয়ার পরামর্শ আছে।

১৮৭৯ অব্দে এতদ্দেশে ২৫৭ টি চা বাগান ছিল, এ বৎসর আরও ১৭ টী বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। এ বৎসর দারজিলিঙে ৩৩,৮৫৪ পাউণ্ড চা প্রস্তুত হইয়াছে।

আমরা ছাপরা হইতে নিম্ন লিখিত সংবাদ কয়েকটী প্রাপ্ত হইলাম। "ছাপরা বা সারণ জেলায় এ পর্য্যন্ত প্রচুরপরিমাণে বৃষ্টি হয় নাই। ভূট্টা প্রভৃতির বড় অনিষ্ট হইতেছে। যদি সত্বর বৃষ্টি না হয়, তবে ভাদই ফসলের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইবে। সম্প্রতি সহর ছাপরা মধ্যে বিসূচিকার আবির্ভাব হইয়াছে।

এখানে গঙ্গাতে একখানি ষ্টীমার রাখাতে ছাপরা হইতে পাটনা গমনাগমনের অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছে। এখানকার ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট ম্যাকডনেল সাহেব মহোদয়ের যত্নে এই সৎকার্য্যটী হইয়াছে।

এবৎসর নীলের অবস্থা উত্তম। কিন্তু বৃষ্টি না হওয়াতে ক্ষতি হইতেছে।"

কোয়েটা হইতে পায়োনিয়র সংবাদ পাইয়াছেন যে আয়ুব খাঁ সসৈন্যে ফারা নামক স্থানে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার জন্য হাসিম খাঁ এবং মহম্মদ হোসেন খাঁ দিল আরাম নামক স্থানে খাদ্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন। এ দিকে আমির আবদুল রহমন গিরিস্ক নামক স্থানে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এজন্য তিনি দুই দল সৈন্য ও বারটী কামান গিরিস্কে প্রেরণ করিয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কাবুলে ত বাঁড়ে বাঁড়ে যুদ্ধ বাঁধাইয়া দিয়াছেন। এখন যদি কোন পক্ষে সাহায্য দান না করেন, তাহা হইলেই ভাল হয়। উহাঁরা বাহুবল পরীক্ষা করিয়া দেখুন, যাঁহার বাহুবল অধিক হইবে তিনিই রাজা হইবেন। কাবুলবাসিরা এরূপ রাজাই ভাল বাসেন।

পুনার সংবাদ পত্র বলেন যে ডাকাইত বাসুদেব বলবন্ত ফদকের সহযোগী টাটি আইয়া শুরু ধৃত হইয়া টানার বিচারালয়ে প্রেরিত হইয়াছে।

রুশ রাজ গাচিনা হইতে পিটারহফে গমন করিয়াছেন।

গত মঙ্গলবার টাউনহলে লোক সংখ্যার কর্ম্মচারীদিগের সহিত পুলিষ প্রহরীদিগের ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। কতকগুলি ভদ্রলোক এই উপলক্ষে এমন গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন যে তাঁহাদিগকে হাসপাতালে প্রেরণ করিতে হইয়াছে। পুলিষ কমিশনর হারিসন সাহেব স্বয়ং তদারক করিতেছেন। শুনা যাইতেছে যে গবর্ণমেণ্টের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

ইংলণ্ডেশ্বরীর বর্ত্তমান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেবের পত্নী বিলক্ষণ দানশীলা। তিনি হাউয়ার্ডেন নগরে তাঁহার বাটীর সন্নিকটে একটী অনাথ নিবাস প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

মিরর বলেন গবর্ণর জেনেরলের আগ্রা নগরে দরবার করিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

ইয়েল কালেজের অধ্যাপক হুইটনি সাহেব সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন বলিয়া বার্লিন হইতে তাঁহাকে নাইট উপাধি দেওয়া হইয়াছে।

টিউনিসের নিকট ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

জেকোয়াবাদে পঙ্গপাল দেখা গিয়াছিল, কিন্তু কোন অনিষ্ট করে নাই।

এ বৎসর লণ্ডন ও নিউ ইংলণ্ডে বসন্ত রোগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

এ বৎসর সিংহল দ্বীপে বৃষ্টি হয় নাই অদ্যাপি গ্রীষ্মকালের ন্যায় রাস্তায় ধূলি উড়িতেছে।

পার্লিয়ামেণ্টের অন্যতর সভ্য ফাউলার সাহে[illegible] বলিয়াছেন যে যখন ভারতবর্ষের আয় ব্যয় বিবর[illegible] কমন্স বাটীতে অর্পিত হইবে, তখন তিনি দেশে[illegible] রাজস্ব ও আয় ব্যয় বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার জন[illegible] একটী কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব করিবেন। ভার[illegible]তের রাজস্ব বিভাগের যেরূপ সান্নিপাতিক বিকা[illegible]

উপস্থিত, কেবল কমিটিরূপ মুষ্টিযোগে তাহার প্রতিকারের সম্ভাবনা নয়।

সেণ্টপিটার্সবর্গ নগরে ক্যাথিরাইন খালের উপর [illegible] একটী প্রস্তরের সেতু আছে, ঐ সেতুর নিম্নে সম্প্রতি ৬টী থলিয়া পাওয়া গিয়াছে। ঐ থলিয়া বারুদে পরিপূর্ণ ছিল।

গত ২৩এ জুন স্যাণ্ডউচ দ্বীপের রাজা আমেরিকায় উপনীত হইয়াছেন। তথাকার [illegible] সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। তৎপর দিবস তিনি নেপলস নগরে গমন করিয়াছেন।

৮ই শ্রাবণ শুক্রবার হরিনাভি গ্রামে ১৪।১৫ বৎসর বয়স্ক একটী স্ত্রীলোকের সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ হইয়াছে।

[illegible] লেফ্টেনেণ্ট ডেভিস সাহেবের প্রিয় বিলাতী কুক্কুর মারার মোকদ্দমার শেষ হইয়া গিয়াছে। আসামীর পক্ষে সুপ্রসিদ্ধ বক্তা রেভেরেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ মহোদয় উকীল এবং শ্রীযুক্ত বাবু লালমোহন ঘোষ ব্যারিষ্টার ছিলেন। কালী বাবুর বক্তৃতা শুনিতে সে দিন হুগলীর শ্যামাধব বাবুর এজলাসে ও বাহিরে এবং ময়দানে প্রায় এক সহস্র লোক উপস্থিত হইয়াছিল। কালী বাবু দয়াপরবশ হইয়া আসামী হরিপ্রসন্নের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। এই মকদ্দমায় কালী বাবু পরিশ্রমের দ্বারা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। হুগলির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাধব রায় মহোদয় বাদী ডেভিস সাহেবের আনীত মকদ্দমা ডিসমিস করিয়া আসামী হরিপ্রসন্নকে খালাস দিয়াছেন।

আমরা প্রেস কমিশনরের আফিস হইতে নিম্নলিখিত সংবাদটী পাইয়াছি "রেড্ সি অর্থাৎ লোহিত সাগর নামক আরব্য দেশের সমুদ্র তীরস্থ জেদ্দা নামক [illegible] তাহাতে যে সকল তীর্থযাত্রী বা অপরাপর লোক অর্ণবযান হইতে উত্তীর্ণ হয়, তুর্কদেশীয় রাজকর্মচারীরা এক্ষণে তাহাদিগের পাসপোর্ট অর্থাৎ পথ [illegible] তাহাদিগের নিকটে চাহিতে আরম্ভ করিয়াছে। উপরি উক্ত অনুমতি পত্র দিবার জন্য ভারতবর্ষের যে যে স্থান হইতে আরোহীরা অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া থাকে, সেই সেই বন্দরে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যদ্যপি আরোহীদিগের নিকট অনুমতি পত্র না থাকে, তাহা হইলে তাহারা অর্ণবযান হইতে অবতরণের অনুমতি পাইবে না।"

এবার পারস্যে বিস্তর অহিফেন উৎপন্ন হইয়াছে। এ ব্যবসায়ে অন্যান্য বর্ষে যে পরিমাণে [illegible] এবার তদপেক্ষা অধিক লাভ হইবে। পারস্য লাভবান হইবে বটে; কিন্তু ভারতবর্ষীয় অহিফেন ব্যবসায়ের কপাল ভাঙ্গিল।

নেপালে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হওয়াতে তথাকার শস্যের অবস্থা উত্তম হইয়াছে।

মান্দ্রাজের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতর সভ্য রঙ্গনাথ শাস্ত্রী লোকান্তর গমন করিয়াছেন। মহীশূরের দেওয়ান রঙ্গচার্লুকে এই পদ দিবার জন্য মান্দ্রাজের একখানি সংবাদ পত্র প্রস্তাব করিয়াছেন।

যোধপুর রাজ্যের একটী দ্বাদশবর্ষীয় বালিকা সম্প্রতি তাহার ভ্রাতার সমভিব্যাহারে বোম্বাই নগর দিয়া স্থানান্তরে যাইতেছিল। সর মঙ্গল দাস নাথু ভাইয়ের একজন ভৃত্য তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, এবং তাহার উদ্যানে উহার সতীত্ব নষ্ট করিয়া একটী গৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে। পুলিষ তাহার অনুসন্ধান পাইয়া ঐ গৃহ হইতে কন্যাটীকে বাহির করিয়াছে। বোম্বাইয়ে এই দুরাত্মার বিচার হইতেছে।

কিয়ৎকাল হইল, জর্নাল ডি সেণ্টপিটার্সবর্গে এই সংবাদ প্রকাশ হইয়াছিল যে পারস্য ও রুশ গবর্ণমেণ্টের সীমা নির্দ্দেশ করিবার জন্য উভয় গবর্ণমেণ্টে পরামর্শ করিতেছেন। রুশ রাজ্যের সীমা সংশোধিত করিতে হইলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে টিহারণ হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে রুশ রাজ্য কিলাত-ই-নাদিরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে।

পাওনিয়রের মোবারস্ত সংবাদদাতা বলেন তথায় আর একটী ধূমকেতু দেখা দিয়াছে।

ভাওয়ালপুরের মুসলমানেরা হিন্দুদিগের উপর আক্রান্ত হইয়াছে। নবাব তত্রত্য হিন্দু মন্দির এবং দেবদেবীমূর্ত্তি সকল চূর্ণীকৃত করিবার আদেশ দিয়াছেন। মুসলমানদিগের এ অসভ্য অবস্থা কত দিনে দূরীভূত হইবে? সম্মুখে ইংরাজদিগের দৃষ্টান্ত [illegible]

আয়ুব খাঁ অগ্রসর হইতেছেন শুনিয়া কান্দাহারে [illegible]

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৮১। ২৪এ জুন। মজঃফর পুরের অন্তঃপাতী হাজিপুরের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় দুই মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

১৮৮১। ১২ই জুলাই। দিনাজপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রঙ্গপুরে বদলী হইলেন, ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে থাকবেন।

১৮৮১। ১৩ই জুলাই। ভারতবর্ষীয় ষ্টেটসেক্রেটারি সিভিল সারভিসের এইচ, এফ, জে, কিন সাহেবকে আরও তিন মাসের ছুটী দিয়াছেন।

বাখরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু মানন্দচন্দ্র সেনের প্রতি গত মাসের ১৮ই পেটুয়াখালি বিভাগের কার্য্যভার গ্রহণের যে আদেশ হয়, তাহা রহিত হইল।

নোয়াখালীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু চন্দ্রকুমার দত্ত বাখরগঞ্জে বদলী হইলেন। তিনি ঐ জেলার পেটুয়াখালির কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

যশোহরের অন্তঃপাতী খুলনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী সায়দ ওবৈদুল্লা নোয়াখালীতে গেলেন, ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।

চট্টগ্রামের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এইচ, পি, পিটারসন ভূমি রেজিষ্টরি করিবার এবং সবডেপুটী কালেক্টরদিগের রায়ের প্রতিকূল আপিল শুনিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু রমেশচন্দ্র দাস চট্টগ্রামের ভূমি রেজিষ্টরি করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন।

১৮৮১। ১৫ই জুলাই। নোয়াখালীর প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু প্রসন্নকুমার দত্তকে যে ছয় মাস ছুটী দিবার আজ্ঞা হয়, তাহা রহিত হইল।

ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি সিভিল সার্ভিসের এফ, এইচ, [illegible] সাহেবকে আরো তিন মাসের ছুটী দিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, এল বন্দ্যোপাধ্যায়কে ২১ মাসের ছুটি দিয়াছেন। তিনি বেতন পাইবেন না।

১৮৮১। ১৯ই জুলাই। কিছু দিনের জন্য নিয়োজিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার [illegible] রঙ্গপুরের সদর ষ্টেষণে গেলেন, তিনি তিন মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible]চন্দ্র গোস্বামী কিছু দিনের জন্য বালেশ্বর জিলায় রহিলেন।

মজঃফরপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ এইচ [illegible] তিন মাসের ছুটী লওয়াতে চম্পারণের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, পমফোর্ড তাঁহার কার্য্য করিবেন।

১৮৮১। ১৮ই জুলাই। মুঙ্গেরের অন্তঃপাতী বেগুসরাইর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এইচ, এফ, স্ট্রিট, [illegible] ২৭ দিনের ছুটী লওয়াতে দারভাঙ্গা সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর টি, এল, এল, [illegible] তাঁহার কার্য্য করিবেন।

লোহারডগার ডেপুটী কমিশনর এ, ডবলিউ, বি, পাওয়ার মাসের ছুটী লওয়াতে দার্জ্জিলিঙ্গের ডেপুটী কমিশনর আর, [illegible] ওয়ালার তাঁহার কার্য্য করিবেন।

১৮৮১। ১৯এ জুলাই। বাবু কমলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী [illegible] বর্দ্ধমানে কিছু দিনের জন্য সব ডেপুটী কালেক্টর [illegible] এক্ষণে জাহানাবাদে গেলেন।

২৪ পরগণার ও হুগলীর আডিশন্যাল জজ ও আডিশন্যাল সেসন জজ এইচ বেভরজি হুগলীর জজ হইলেন।

বাবু শিবপ্রসন্ন সেনের অনুপস্থিতি কালে সব ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত বাবু বিহারিলাল ঘোষ মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁথি বিভাগে রহিলেন।

গোয়ালন্দের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর কে, জে, বাদসা ঢাকা জেলার সদর ষ্টেষণে গেলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৮৮১। ১১ই জুলাই। গবর্ণমেণ্ট পেন্সনর বাবু পরমার্থ গঙ্গোপাধ্যায় শান্তিপুরের অনরারি মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন। তিনি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১৮৮১। ১৩ ই জুলাই। রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু যাদবচন্দ্র গোস্বামী প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন, তিনি সরাসরি বিচার করিতে পারিবেন।

১৮৮১। ১৮ ই জুলাই। গোড্ডার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ও মুন্সেফের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮১। ১৯ এ জুলাই। হুগলীর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর টি, ইংলিস দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

গয়ার প্রথম সদর মুন্সেফ বাবু শিবশঙ্কর সহায় ছোট আদালতের বিচার্য্য পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

বারাসতের প্রথম মুন্সেফ বাবু উমাচরণ দত্ত ছোট আদালতের বিচার্য্য পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

হুগলী—২১ এ জুলাই ১৮৮১।

গত শনিবার কুকুরের মকদ্দমা শেষ হইয়া গিয়াছে। নিরীহ ব্রাহ্মণ বালক খালাস পাইয়াছে, হাকিমও এক প্রকার খালাস পাইয়াছেন। হুগলী এখন শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কিন্তু কি শুভক্ষণে বিলাতী কুকুরের জন্ম হইয়াছিল! তাহার মৃত্যুতে দেশ শুদ্ধ উন্মত্ত। একটী কথা বলিতে হইল, দণ্ডবিধি আইনের ৪২৯ ধারায় লেখা আছে যে, ৫০ টাকা কি ততোধিক মূল্যের কোন পশু, গরু, মহিষ কি অশ্ব হত্যা কি অঙ্গহীন করিলে ৫ বৎসর কারাবাস ও জরিমানা ইহার অন্যতর শাস্তি অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হইবে। ব্যবস্থাপক সমাজের কি এরূপ উদ্দেশ্য সম্ভব যে কুকুরকে কুকুর মেলিয়া দিলে তাহার এতাদৃশ গুরু দণ্ড! আইনটী বিষদ হওয়া উচিত।

হুগলীর ব্রাঞ্চ স্কুলে একজন মৌলবী নিযুক্ত হইয়াছেন। শুনিলাম তাঁহার বেতন ও ২৫ টী মুসলমান ছাত্রের অর্দ্ধেক বেতন মৃত মহাত্মা মহম্মদ মহসিনের প্রদত্ত টাকা হইতে সঙ্কুলান হইবে, কিন্তু এরূপ বন্দোবস্ত এক বৎসরের জন্য হইয়াছে। যদ্যপি মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা অধিক হয় তবে ঐ বন্দোবস্ত থাকিয়া যাইবে। আমরা ভরসা করি হুগলীর মুসলমান অধিবাসীরা আপন আপন বালকদিগকে উক্ত বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন নতুবা শেষে কাঁদিতে হইবে।

হুগলীর জজ আদালতে দায়রা হইতেছে। জাহানাবাদ মহকুমা এই জেলায় ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত দায়রার মকদ্দমা অনেক হইয়াছে। জজ বাহাদুর প্রায় এই কার্য্যেই লিপ্ত থাকেন। অতএব এখানকার এডিসনেল সব জজের পদ স্থায়ী হওয়া উচিত। অথবা পূর্ব্বে যেরূপ একজন স্বতন্ত্র দায়রার বিচারের জন্য জজ ছিলেন, তদ্রূপ হইলে মন্দ হয় না।

গত সপ্তাহে চুচুড়ার মণ্ডলদিগের ধর্ম্মপুরের বাগানে শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনন্দনার্থ সভা হইয়াছিল। শুনিলাম সভাতে গান পান আহার সকল প্রকার আমোদ হইয়াছিল। সভাতে সাধারণকে নিমন্ত্রণ করিলে ভাল হইত। বঙ্কিম বাবু যে প্রকার বিচক্ষণ বিচারক ও সর্ব্বসাধারণের প্রিয়, তাঁহার সম্মাননা করিতে কি বড় কি ছোট সকলেই অগ্রসর আছেন। আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে দুই চারি জন বড় লোকের প্রশংসালাভ অপেক্ষা সামান্য দীন দুঃখীদিগের আশীর্ব্বচন অধিক প্রীতি ও যশস্কর।

জনরব এই যে এখানকার বিদ্যালয়ের বালকেরা শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোন সাধারণ হিতজনক বিষয়ে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছে।

রাণাঘাট

১৫ ই জুলাই ১৮৮১।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, মহাশয় এখানকার ইংরাজী বিদ্যালয়ের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইয়া আসিয়াছেন।

রাণাঘাটের "ইউনিয়ন" ক্লবের ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হইতেছে। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম রাণাঘাট ইউনিয়ন ক্লবের সুযোগ্য সেক্রেটারি তত্রত্য মাননীয় মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার বসু মহোদয় এই ক্লবটীর উন্নতি সাধনার্থ আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা পাইতেছেন। এই ক্লবের উন্নতি সাধনার্থ কাসিম বাজার নিবাসিনী দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া ২৫ টাকা, সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ২৫ টাকা ও পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় স্বপ্রণীত যাবতীয় গ্রন্থাবলী দিয়া আমাদিগকে নিতান্ত অনুগৃহীত করিয়াছেন।

কেন্দ্রপাড়া—১১ ই জুলাই ১৮৮৬।

মহাশয়! আমাদের বাসগ্রামের অনতিদূরবর্ত্তী কামার্দ্দা নামক স্থানে জগন্নাথদেবের রথপর্ব্বের দিবস একটী ভারী শোচনীয় কাণ্ড ঘটিয়াছে। শুনিলাম যে, একটী যুবকের উরুদেশ দিয়া রথ চলিয়া যাওয়াতে সে মৃতবৎ হইয়াছে, আরও বালেশ্বরস্থ "সংবাদ বাহিকা" নামক উৎকল পত্রে দেখিলাম যে, নীলগিরির রথচক্রে পতিত হইয়া একজন বৃদ্ধার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে।

কয়েক দিবস হইল সন্ধ্যার সময় উত্তর দিকের আকাশ মধ্যে একটী ধূমকেতু দেখা যাইতেছে। ইহা দিবসে উদিত হয় বলিয়া উদয় স্থান নির্ণয় করা কঠিন। রাত্রি প্রায় ৩ প্রহরের সময় ইহা অস্তমিত হয়।

শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, আমাদের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার শ্রীযুক্ত বীডন বাহাদুর এবং বালেশ্বর নিবাসী বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দে উড়িষ্যায় যাহাতে রেল হয় তদ্বিষয়ে সবিশেষ সচেষ্ট হইয়াছেন।

আমাদের গ্রামের নিকটস্থ ভোগরাই আউট পোষ্টের এলাকায় একটী অতি অল্পবয়স্কা বালিকার বিছানায় অগ্নি লাগাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

ডেপুটী কালেক্টর ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শীতল বাবুর সেরেস্তার মোহরর বাবু গৌরমোহন বসু জাল হুকুম দিবার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া বাবু কাশীকিঙ্কর সেনের বিচারে দায়রা সোপরদ্দ হইয়াছেন।

শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, আমাদের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বীডন বাহাদুর অত্রত্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ বিশ্বাসকে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতা দিবার রিপোর্ট করিয়াছেন।

গত ৩২ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার ময়ূরভঞ্জের বনকাটী পরগণার জামপণ্ডিয়া গ্রামে সালুকামাঝি নামক একজন সাঁওতাল যুবক ভজইমাঝি নামক অন্য এক বালককে যষ্ট্যাঘাত দ্বারা বধ করিয়াছে। হত্যার হেতু এই যে ভজইর পিতা মকরমাঝি চিকিৎসা ব্যবসা করিয়া থাকে। সালুকার একটী পীড়িত পুত্রকে চিকিৎসা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার চিকিৎসায় সন্তানটী মারা পড়িল। ইহাতে মকর মন্ত্র তন্ত্রে পুত্রটীকে বধ করিয়াছে এই বিশ্বাস করিয়া প্রতিহিংসা করিবার অভিপ্রায়ে মকরের পুত্রকে মারিয়া ফেলিয়াছে। সালুকা পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া আপনার দোষ স্পষ্টরূপে স্বীকার করিয়াছে। এ প্রদেশের অশিক্ষিত আদিম নিবাসীদিগের ডাইন অথবা বাণ মারিয়া কিম্বা মন্ত্রাদির দ্বারা লোকের প্রাণ বধ করিবার বিশ্বাস থাকাতে সময়ে সময়ে এইরূপ শোচনীয় ঘটনা ঘটে।

বালেশ্বর থানার সব ইনস্পেক্টর রসিদ কৃত্রিম করিবার অপরাধে সস্পেণ্ড হইয়াছেন।

গত সংস্কৃত পরীক্ষায় পুরীজেলার যোগেন্দ্র মিত্র নামক একজন ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া রাজা শ্যামানন্দ দের প্রদত্ত ৪০ টাকা এবং বাবু গৌরীশ্যাম জানার ৩০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। এবং ইঁহার শিক্ষক গোপীনাথ মিশ্র গবর্ণমেণ্ট হইতে ৫০ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অকুড়া পরগণার পড়ুয়া নিবাসী বিপ্রচরণ বড়জেনা মহাপাত্রের পুত্র শ্রীচরণদাস বিদ্যাধর মহাপাত্র শ্রীযুক্ত বাবু রাজবল্লভ পাত্রী মহাশয়ের ভদ্রকস্থ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে নগদ ৮০০ টাকা লইয়া তমস্থক লিখিয়া দিয়া রেজিষ্টরী করিতে গিয়া তমস্থক লইয়া রেজিষ্টরী না করিয়া দিয়া অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। যাহার পিতা সত্যবাদী ও ধার্ম্মিক ছিলেন, তাঁহার পুত্রের এই ব্যবহারে সাধারণে দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই। তাঁহার নামে ফৌজদারীতে মকদ্দমা দায়ের হইয়াছে।

কটকের আবগারী দারগা ও কেরাণী সস্পেণ্ড হইয়াছেন। তাঁহাদের দোষ এই যে বঙ্গদেশের এক গোলা হইতে ১২ মণ গাঁজা এখানে আসিয়াছিল। সাল তামামী নকসায় উহা লেখা হইয়াছিল; কিন্তু সে গোলার নক্‌সায় খরচ লেখা না থাকায় বোর্ড কৈফিয়ৎ তলব করেন। এখানে তাহার পাশ ও প্রমাণ করাতে পাওয়া গেল না। উক্ত কর্ম্মচারিদ্বয়ের উপর চুরী আমদানীর সন্দেহ করা হইয়াছে।

আমরা শুনিলাম বাঁকিজেলার শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্ত সম্বন্ধে যে নূতন প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে বাঁকি নিবাসিরা ভীত হইয়া গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করিয়াছেন। দরখাস্তকারীদিগের প্রার্থনা এই যে অন্ততঃ চলিত বন্দোবস্ত শেষ অর্থাৎ ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দ অব্যস্ত প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনটী স্থগিত থাকুক; আর যদি একান্ত তাহাই করা না হয়, বাঁকিজেলাকে পুরীর অন্তর্গত না করিয়া কটকজেলার অন্তর্গত করা হউক।

পুরী এলাকার লবণগোলানিতে দুই জন কনষ্টেবল লবণ চুরী করাতে তথাকার মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে ৭ মাস করিয়া কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন।

কটকস্থ জেলখানায় কল দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করা স্থির হইয়া বিলাত হইতে একটী কল আনীত হইয়াছে। ১৫ ই মঙ্গলবার উক্ত কল কটকে পৌঁছে। শুনিলাম তাহার মূল্য ১০ হাজার টাকা। আপাততঃ মনুষ্য দ্বারা উক্ত কল চালিত হইবে।

দীপিকা পাঠে অবগত হওয়া গেল যে কটকে ওলাউঠা হইয়াছে।

অদ্য হতে ৯০০০ নারিকেল বৃক্ষ বিক্রয় হয়। বর্দ্ধমানের মহারাজ তাহা ক্রয় করিয়াছেন।

আজ কাল চাঁদবালীর রাস্তা উত্তম মেরামত হইয়াছে। স্থানে স্থানে পোল প্রস্তুত হইতেছে এবং বাণিজ্যেরও সাতিশয় উন্নতি দেখা যাইতেছে।

জামালপুর।

বর্ত্তমান সপ্তাহ হইতে জামালপুরে "পিপল্‌স ফ্রেণ্ড" নামক এক খানি ইংরাজি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র বাহির হইতেছে। কাগজ খানি দুই ফরমার আকারে আপাততঃ দেখা দিয়াছে, গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে আরও এক ফরমা বাড়িতে পারে, লেখা মন্দ হইতেছে না। ঈশ্বরের নিকট এবং পাঁচ জনের নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন বেঁচে বর্ত্তে থাকে, এ হতে জামালপুরের মুখ উজ্জ্বল হইবে।

মধ্যে মুঙ্গের পুলিষের সুবেদারের সহিত তথাকার আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কথায় কথায় বিবাদ হয়। উক্ত আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সুবেদারকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই বলিয়া সোপরদ্দ করেন যে সুবেদার তাঁহাকে অমর্য্যাদাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া অপমান করিয়াছে। সম্প্রতি মাজিষ্ট্রেটের বিচারে সুবেদারকে পদচ্যুত করাই স্থির হইয়াছে। সুবেদার অনেক দিন পর্য্যন্ত পুলিষে যশের সহিত কার্য্য করিতেছেন। ইনি একজন সুদক্ষ লোক। আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের এক্ষণে সম্পূর্ণ যৌবন কাল; অতএব তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া মাজিষ্ট্রেটে সোপরদ্দ করিবেন ইহা কিছু বিচিত্র নহে। যাহা হউক বিচারটী কেমন বোধ হইল। সামান্য অপরাধে বহুকালের লোকের এককালে পদচ্যুতি!

আমাদের কোন সম্ভ্রান্ত বন্ধুর পরিবার কয়েক দিন হইল নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। ইঁহার বয়ঃক্রম ৪৩ বৎসর আন্দাজ হইবে। ইনি সামান্য বেশেই বাটী হইতে বাহির হইয়াছেন, হস্তে দুইগাছি স্বর্ণ বলয় মাত্র আছে। কত গণা, গাঁথা, অন্বেষণ হইতেছে, কিন্তু কোন স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। পাঠকগণের মধ্যে যদ্যপি কেহ এপ্রকার স্ত্রীলোক দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া মুঙ্গেরে পাঠাইয়া দিলে অথবা সংবাদ দিলে মহোপকার সাধন করিবেন।

বর্ষাকাল কিন্তু এখানে অদ্যাপি বর্ষার নাম মাত্র নাই। যে অত্যল্প বৃষ্টি হইতেছে তাহাতে ভুট্টা অপর্য্যাপ্ত জন্মিয়াছে।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১২৮৭ সাল গত হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য গ্রহণের নিয়ম, এ বিষয়টী বিশেষ করিয়া পাঠকগণের স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, তাহা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তব্য।

যাঁহারা মনিঅর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভ্রম-প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। যথা—যিনি কাগজ লন, হয় ত তাঁহার কর্ম্মচারী মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরও কর্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্ম্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, বাসগ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহাদের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ✓০ আনা; ✓০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতার পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় হইতে রামায়ণ (মূল অনুবাদ) বিতরণ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ভারত শেষ হওয়াতে অবসর ও সাধারণের অভিমতি ক্রমে রামায়ণের মূল ও অনুবাদ বিতরণ আরম্ভ করা হইল। অর্থিগণ সত্বর আবেদন করিবেন। এ বিষয়ে নিয়মাদি ও অন্যান্য বৃত্তান্ত দাতব্য মহাভারত ও হরিবংশের বিজ্ঞাপনে এবং দাতব্য ভারত কার্য্যালয়ে বিশেষ অবগত হইতে পারিবেন ইতি।—

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় যোড়াসাঁকো কলিকাতা } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় দাতব্য ভারত কার্য্যাধ্যক্ষ।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ৵১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহুয়াসসাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতার সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

যোগবিলাস।

এই আশ্চর্য্য ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার বায়ু ও কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু গুল্ম অম্ল ও অম্লশূল, হাপানি, মেহ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ উদরাধ্মান, কৃমিদোষ, অর্শ, এই সমস্ত রোগ দুই সপ্তাহে দূরীভূত হইয়া শরীরের বল, অগ্নি, মেধা, ও শুক্র বর্দ্ধন করিয়া কান্তি পুষ্টি করে।

এক সপ্তাহের ঔষধের মূল্য	১৸০
প্যাকিং খরচা	✓০

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্ন-প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।
কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে আমার একটী শিশু সন্তান বয়ঃক্রম আড়াই বৎসর জ্বর হওয়ায় ডাক্তারি ঔষধ সেবন করানতে বাতউল্বণ হইয়া তৎকর্ত্তৃক বাক্যরোধ অবশাঙ্গ হয় এবং জ্বর থাকে। আমি দুই মাস ধরিয়া বৈদ্যমত ও এলাওপেথিক এবং হোমিও পেথিক মত চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য না হওয়ায় অবশেষে সিমলানিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করি। কবিরাজ মহাশয় দরিদ্রের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক বিনা মূল্যে এবং বহু যত্নে বহু আয়াস স্বীকার করিয়া আমার সেই শিশু সন্তানটীকে আরোগ্য করিয়াছেন।

শ্রীশ্যামলাল মুখোপাধ্যায়।
সাং ইষ্ট্যানহোপ প্রেস।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল সমাধা হইয়াছে। উহাতে বেদব্যাস কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাসুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাসুলসহ ৫॥০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাসুল ।৶০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৶০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৪।৶০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৫।৵০, গোপাল তাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

ব্লাক এণ্ড মরে।

৫৫ টাকা মূল্যের ইংলিস-ওয়াচ

কলে প্রস্তুত করা এবং লিভার স্কেপমেণ্ট সহিত। হণ্টিং অথবা গার্ডেন এই দুই প্রকার আকারে প্রস্তুত হয়। যত প্রকার ঘড়ি আছে সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা অধিক দিন স্থায়ী এবং ঠিক চলে। এই ঘড়ির চলিবার কল সকল ইংরাজ কারিকর দ্বারা নির্ম্মিত। ইংরাজী কেসে আমেরিকান অথবা জেনেভা কল যেমন থাকে ইহা সেরূপ নহে।

সোণার হণ্টিং ইংলিস ওয়াচ

মূল্য ১৮০ টাকা।

শক্ত এবং পরিষ্কার কেসে, (সাধারণতঃ) ম্যাক কেন্ড আকারের।

রেলওয়ে গার্ডস্ কী-লেস ওয়াচ।

শক্ত এবং ঠিক চলা বিষয়ে সকল ঘড়ি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৫ টাকা। যে সে রূপে ব্যবহার করিলেও নষ্ট হইবে না।

বেসিং ক্রনোগ্রাফস। পিত্তল এবং নিকল কেসে মূল্য ৩৮ হইতে ৭০ টাকা।

উত্তম পরকোলা যুক্ত চসমা ও নিউট্রাল রং বিশিষ্ট আই প্রিজার্ভার মূল্য ৮।০ ও তদোধিক মূল্যে।

সরঞ্জাম সহিত ইলেক্ট্রিক বেল মূল্য ২০ টাকা।

মেরামত।

ওয়াচ, ক্লক, বাদ্যযন্ত্র এবং যন্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র যত্নের সহিত গৃহীত হইয়া থাকে।

ব্লাক এণ্ড মরে ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়ায় ৫০ বৎসর এই সকল কাজ করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। এই জন্য লোকের এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেখাইতেছেন।

ব্লাক এণ্ড মরে ৮। ১ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত পদাদিকম্প, রূপবিহীনতা, মানসিক বিকার, বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান

মোং কাঁপি—জেলা মেদিনীপুর।

যিনি এক দিবসে হৃদয়দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার

শ্রীরামপুর।

——:০:——

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল ১৮৮১। } শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রামেশ্বরপুর	১০
" " রাখালদাস হালদার—রাচি	১০
" " রাজকুমার রায়—নড়াইল	১০
" " দ্বারকানাথ রায়চৌধুরী সন্তোষগ্রাম	১০
" " নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—সাতনা	১০
" নরেন্দ্রনারায়ণ দে—ইটালী	১০
বাবু অমৃতলাল বসু—বহুবাজার	১০
" " কেনারাম সরকার—কাইতি	১০
" " শিবচরণ মিশ্র—কালিকাকুণ্ড	১০
" " নীলকমল লাহিড়ী—রঙ্গপুর	৭॥০
" " অদ্বৈতচরণ চক্রবর্ত্তী—পাণ্ডুয়া	৭
" " ভীমচন্দ্র দত্ত—সেরাজগঞ্জ	৭
" " শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী—খানাকুল	৭
" " তারাবক্স জমাদার—জয়দেবভিটা	৭
কুমার শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর দারজিলিং	১০
ভারতবর্ষীয় সভা—কলিকাতা	১০
মুন্সি এলাহিবক্স ভূঞা—মধুপুর	৭
সেক্রেটরি কালনা—লাইব্রেরি	৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাষিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অদ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৪ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং" ৩৮ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাস্থল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ১৮ ই শ্রাবণ। ইং ১৮৮১। ১ লা আগষ্ট। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ পক্ষে মাস্থল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

প্রেরিতপত্র।

কুলীনে কন্যাদান।

[illegible] মাননীয় বিহারী বাবু "পাশকরা [illegible] এই প্রস্তাবে কুলীনে অথবা বিদ্বানে উচিত [illegible] এই প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন। [illegible] কুলীনে কন্যাদান সর্ব্বনাশকর এবং পাশ-[illegible] অর্থাৎ কৃতবিদ্যে প্রদান সর্ব্বস্বাস্থ্যকর। এক্ষণে তাঁহার প্রথমোক্ত মতের খণ্ডন করা যাইতেছে। কৌলীন্যের মধ্যাহ্ন কাল অতি ভীষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার প্রাহ্ন এবং বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিলে নিতান্ত পক্ষপাতী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ উহার প্রতি দোষারোপ করিতে পারে না। কৌলীন্য যদাপিও দোষসংকুল, তথাপি উহা বিশুদ্ধ করিয়া না লইয়া সমূলে উৎপাটন করাই কি যুক্তিযুক্ত? ঝটিকাভগ্ন অট্টালিকার সংস্কার অপেক্ষা কি সমভূমি করা লাভজনক? এক্ষণে কৌলীন্যকে বিশুদ্ধ করিয়া লইবার আবশ্যকতা কি দেখান যাইতেছে।

রামশ্যামশঙ্কর কোন মতের প্রতিপোষক হইলে উহা সাধারণে সমাদৃত হয় না। কারণ রামশ্যামশঙ্কর অভ্রান্ত নহে। রাজা বলদ্বারা কোন মত প্রচলিত করিলে তাহাও সাধারণের তৃপ্তিকর হয় না। কারণ, উহা রাজা অথবা মন্ত্রিগণের মস্তিষ্ক বিলোড়নের ফল। একজন অথবা নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ব্যক্তি কখন অভ্রান্ত হইতে পারেন না। কিন্তু সমাজ শনৈঃ শনৈঃ যে মতের পরিপোষণ করিয়া উহাকে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া তুলে, তাহা কখন সম্পূর্ণ ভ্রান্তিসঙ্কুল হইতে পারে না। যদি উহা হিতকর না হইত, কখনই উহাতে সাধারণের আস্থা জন্মিত না; সুতরাং সমাজ মধ্যে স্থান পাইতে পারিত না। কৌলীন্যের যখন প্রথম অবতারণা হয়, তখন অবশ্যই উহাতে সাধু ফল সংঘটিত হইয়াছিল। কুলীনেরা বংশমর্য্যাদায় ব্রাহ্মণকুলে পরম পূজ্য, এমন কি ব্রাহ্মণ শূদ্রে যত বিভেদ, সম্প্রদায়গত বৈষম্যে কুলীন ও অন্য ব্রাহ্মণে প্রায় তত প্রভেদ। ব্রাহ্মণেরা শূদ্রাদি গৃহে যেমন অন্ন ভিন্ন অন্য দ্রব্য ভোজন করেন। কুলীনেরাও অন্য বিপ্রগৃহে সেইরূপ করিয়া থাকেন। উভয় সম্প্রদায়ে এত উচ্চতা নীচতার কি কোন কারণ নাই? অবশ্যই আছে। যে গুণে ব্রাহ্মণেরা চতুর্ব্বর্ণ মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব এমন কি দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, কুলীনগণও সেই গুণে বিপ্রকুলে পূজ্য হইয়াছেন।

যে মহাপুরুষগণের দেবোপম যোগধর্ম্ম এবং নিষ্ঠাদি গুণে মোহিত হইয়া বল্লালসেন কৌলীন্যের সৃষ্টি করেন, তাঁহাদের বংশধরগণ বহুদিবস পর্য্যন্ত আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের নির্ম্মল কীর্ত্তি উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন। বোধ হয়, সেই নিমিত্তই উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছে। রবি ঠাকুর, বিষ্ণু ঠাকুর এবং অবসথি গঙ্গানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি কুলীন মহাপুরুষগণ কত শত বৎসর পরে জন্মপরিগ্রহ করেন, কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত তাঁহারা আপনাদের বংশমাহাত্ম্য উজ্জ্বল অক্ষরে দীপ্যমান রাখিয়াছিলেন। যে বংশপুরুষ পরম্পরায় নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক ও সদাচারী, সে বংশে কন্যাসম্প্রদান করিতে কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি অমত প্রকাশ করিবেন?

কৌলীন্যের সর্ব্বনাশকর দোষ যে বহুবিবাহ তখনও পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাদিগকে দূষিত করিতে পারে নাই। কিন্তু বহুবিবাহ যত অনিষ্টকরই হউক, উহা সমাজের নিজ দোষেই সৃষ্ট, সে দোষ আর কাহার দিব? আমাদিগের অদৃষ্টের দোষ। যে দুরদৃষ্ট আমাদিগকে স্মৃতি শ্রুতি বেদাধ্যয়নে বঞ্চিত করিয়াছে; যে অদৃষ্ট আমাদিগের উদারতা গম্ভীরতা হরণ করিয়া তাহার স্থলে ঘোর স্বার্থপরতা এবং নীচতা আনয়ন করিয়াছে, সেই দুরদৃষ্ট ক্রমে আমরা চিরপরাধীন হইয়াছি। পরাধীনের সুখ কোথা? অধীন জীবনে শান্তি ও উন্নতি সাধারণ্যে সম্প্রসারিত হইতে পারে না। যবনাধিকারে আমাদিগের জাতীয় উন্নতি বিলুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীতে তখনও পর্য্যন্ত নির্ব্বাণ দীপের ন্যায় স্তিমিত আলোকে উদ্ভাসিত হইতেছিল। সেই উচ্চ শ্রেণী কাহারা? কুলীন সম্প্রদায়। উপযুক্ত পাত্রাভাব; সুতরাং উচ্চবংশীয় এক বরে অনেক কন্যা প্রদত্ত হইতে লাগিল। পৃথিবীর মধ্যে সভ্যতম জাতি আমেরিকাবাসিগণ ইহার জ্বলন্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন। তাহাদিগের দেশের এক্ষণে যেরূপ অবস্থা, তাহাতে বহুবিবাহ অচিরে প্রচলিত করিবার জন্য সকলেই কৃতসঙ্কল্প। এদেশীয় অনেক খ্রীষ্টান কন্যা উপযুক্ত পাত্রাভাবে চির কৌমার্য্যাবলম্বন করিতেছেন। এই সকল অবশ্যম্ভাবী কারণেই বহুবিবাহের অবতারণা। সুতরাং সে দোষ কুলীনের অথবা কৌলীন্যের নহে। সমাজেরই বা কি প্রকারে দোষ দিব। কারণ সমাজ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহাতে সাধারণের অনিষ্ট হয় না, ব্যক্তি বিশেষের কিম্বা সম্প্রদায় বিশেষের অনিষ্ট হয় মাত্র।

যাহা হউক, এক্ষণকার শিক্ষিত কুলীনে সে দোষ অতি বিরল। তবে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ব্যক্তির চরিত্র লইয়া সাধারণের বা সম্প্রদায় বিশেষের চরিত্র সমালোচনা করা নিতান্ত অসঙ্গত। কুলীনদিগের যত দোষই থাকুক জাতিগত উচ্চতায় তাঁহারা যে মহান এবং উদার তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। উচ্চ বংশের আর যে গুণ থাকুক না থাকুক, উদারতা, গম্ভীরতা, প্রলোভনহীনতা, এবং গর্ব্ব পরিশূন্যতা প্রভৃতি গুণ সাধারণ। এরূপ গুণ উচ্চ বংশ ভিন্ন অতি অল্প লোকেই দেখা যায়। আমাদিগের দেশে রামসুন্দর সাহা ধনকুবের, শ্যামকৃষ্ণ ঘোষ সরস্বতীর বরপুত্র; কিন্তু মানসিক উচ্চতা ব্রাহ্মণ ভিন্ন কোন্ জাতিতে সম্ভবে? পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে যে সমস্ত অসম সাহসিকতার কার্য্য সাধিত হইয়াছে, তৎসমস্ত কার্য্যেই ব্রাহ্মণজাতি অগ্রসর। নিম্নলিখিত কয়েকটী কার্য্য ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রথমে দুস্তর সমুদ্র অতিক্রম করিয়া বিলাত গমন করেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন প্রথম স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন; পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সমাজের ভ্রূকুটী কুটিলকটাক্ষে দৃক্‌পাত না করিয়া প্রথমে বিধবা বিবাহ করিতে সাহসী হন; সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী প্রথমে বিলাত হইতে চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া আগমন করেন; বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমে বিলাত হইতে সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আগমন করেন। এই সকল কার্য্যে এক্ষণে শত শত ব্যক্তি ধাবিত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা প্রথমে সহস্র বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্য কি সামান্য উদারতা-পরিব্যঞ্জক? সেই জন্য বলিতেছি উচ্চবংশীয় না হইলে মহৎ কার্য্য সাধিত হয় না। অস্মদ্দেশীয় নবযুবকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, যে পাশ্চাত্য সভ্যতাবলে তাঁহাদিগের মুখ ফুটিয়াছে, হিতাহিত বিবেচনাশক্তি হইয়াছে, সেই পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রীভূত ইংরাজ জাতিমধ্যে জাতিগত বৈষম্য কতদূর। তথাকার একজন লর্ড এক জন মিষ্টারের সহিত একত্র ভোজন পর্য্যন্ত করেন না।

মিলের ন্যায় প্রতিভা রথচাইল্ডের তুল্য ঐশ্বর্য্য এবং বিসমার্কের তুল্য বুদ্ধিচাতুর্য্য সম্পন্ন হইলেও লর্ডবংশীয় ব্যতীত ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধির পদ প্রাপ্তি অন্যের সুদূরপরাহত। অধিক কি বলিব যে মহামতি গ্লাডষ্টোনের মুষ্টিমধ্যে অতুল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ক্রীড়নকস্বরূপ নিক্ষিপ্ত, তাঁহারও, অদ্যাপি লর্ডসভায় বসিবার অধিকার নাই। সার আশ্‌লি ইডেন সাহেবও আমাদের দেশীয় কতকগুলি উচ্চ পদ উচ্চ বংশীয়দিগেরই করায়ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। ইহার কি কার্য্যকারিতা কিছুই নাই? উচ্চবংশীয় ভিন্ন উচ্চতায় এবং মহানুভবতায় কোন্ ব্যক্তি অনুপ্রাণিত হইতে পারে? ইংরাজ জাতির এই জাতীয় রীতি কখন

পক্ষপাত দূষিত বলা যাইতে পারে না। আমাদিগের দেশে জাতিগত উচ্চতায় কুলীনেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অসাধারণ নিষ্ঠাদি গুণে এবং বহুদিবসাবধি মহর্ষিসঙ্কাশ পিতৃপুরুষগণের অনুবর্ত্তনে তাঁহারা সমাজমধ্যে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। ইতি পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে বল্লাল সেনের বহুশত পরে এমন কি মুসলমান অধিকারের মধ্যাবস্থাতেও কুলীন মহাত্মারা আপনাদের সাম্প্রদায়িক গৌরব পুরুষ-পরম্পরায় রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। যবন-শাসনের ভীষণতায় এবং যবন ধর্ম্মের কঠোর উৎপীড়নে জাতীয় জীবনের অবসন্নতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদেরও অধঃপতন হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু সেই অধঃপতন সার্ব্বজনিক অধঃপতন। যে অধঃপতনে উচ্চশ্রেণী বিধ্বস্ত হইয়াছে, তন্নিম্নশ্রেণী সে আঘাতে কিরূপ বিকলাঙ্গ হইয়াছে, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই ইহা অনুধাবন করিতে পারিবেন।

একটী লৌহগোলক বা কাষ্ঠদোলক একবার মাত্র চালিত করিলে উহা থামিতে থামিতেও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত চালিত হইবে এবং সম্পূর্ণ ক্লান্ত হইয়াও কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কাঁপিতে থাকিবে। দোলক অথবা গোলক কেন্দ্রমুখ বলে থামিতে থামিতেও থামে না। তেমনি কুলীনদিগের অধঃপতন হইতে হইতেও সম্পূর্ণতা হয় নাই। অধঃপতন হইবার পরেও তাঁহাদের মধ্যে যতটুকু সারবত্তা ছিল বা আছে, তাহা অন্য কোন্ সম্প্রদায়ে আছে? কারণ ঐরূপ অধঃপতন অন্য সম্প্রদায়েও হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ১৬ হইতে ১২ বা ১৪ বাদ দি, তবে কত অবশিষ্ট থাকিবে? ৪ বা ২। স্বীকার করিলাম কুলীনদিগের চৌদ্দ আনা অধঃপতন হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদিগের সম্পূর্ণতা অর্থাৎ ১৬ আনা হইতে ১৪ আনা বিযুক্ত হইলে দুই আনাও ত থাকিবে? অন্য সম্প্রদায়, যাঁহারা বল্লাল সেনের সময়ে ঘোর মূঢ়তায় আচ্ছন্ন ছিলেন এবং যাঁহারা সম্ভবতঃ সাধারণতঃ স্ব স্ব পিতৃলোকের অনুবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সেই ঘোর বিপ্লবে কতদূর অধঃপতন হইয়াছিল? অবনতির প্রারম্ভ কালে তাঁহাদের উন্নতি কতদূর সাধিত হইয়াছিল? স্বীকার করিলাম, তাঁহারা কুলীনদিগের অর্দ্ধেকগুণে অধিকারী ছিলেন। তাহা হইলে তাঁহাদের ৮, না হয় ১২ নয় ১৪ হইতেও যদি ১৪ আনা বিযুক্ত হয় তবে তাঁহাদের কি থাকে? কুলীনদিগের তুলনায় তাঁহারা নিকৃষ্ট ছিলেন, একথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু সেই উচ্চ শ্রেণীতে যখন শোচনীয় হীনতা সংঘটিত হইয়াছিল, তখন তাঁহাদের দশা কি হইয়াছিল কে বলিতে পারে? তাঁহাদের সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে (পড়ে মরে বঙ্গের রাজা) এই প্রবাদ বাক্য মনে পড়ে। সচরাচর দেখা যায় যাহারা দেশের মুখপাত্র তাহাদেরই বিষয় লইয়াই লোকে সমালোচন করে। বড় গাছেই ঝড় লাগে। অশ্বের মৃদুগমন লোকের অসহ্য হয়, কিন্তু গর্দ্দভের ধীরতার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না। এই জন্যই কুলীনেরা এত তিরস্কৃত।

এই সমস্ত কারণেই কুলীনেরা সমাজ মধ্যে এত সম্মানিত। ইংলণ্ডদেশে একজন লর্ড বংশোদ্ভব দরিদ্র হইলেও যেমন সম্মানিত, আমাদিগের দেশে কুলীনেরাও তদ্রূপ। বিবাহ সভায় যাও দেখিতে পাইবে শ্রেষ্ঠ কুলীনগণ সুগন্ধ মালা এবং সুরভিচন্দনে বিভূষিত হইয়া মহর্ষিসকাশ পিতৃপুরুষগণের নির্ম্মল কীর্ত্তি পরিঘোষণা করিতেছেন; ভোজনের স্থলে যাও দেখিবে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর কিরণে বিপসমিতি ক্ষুৎপিপাসায় আকুল, তত্রাপি কাহার সাধ্য ভোজনস্থলে গমন করে? কারণ, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান) আগমন করেন নাই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আগমন করিলেন, ছত্রধারী রাজার ন্যায় শত শত ব্যক্তি সসম্ভ্রমে তাঁহার পরিচয় দিল। সুবৃহৎ রোহিতমুণ্ডে তাঁহার কদলীপত্রস্থিত অন্ন শোভমান হইল।

ইহা কি কুলীনদিগের সামান্য উচ্চতার পরিচয়? দুঃখের বিষয়, কতকগুলি কুলীন মহাপুরুষ বিবাহ-ব্যবসায়ী হইয়া এই সার্ব্বজনিক সম্মাননা হারাইতে বসিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে আর কুলীনগণের সে ভাব নাই। কৌলীন্যের মধ্যাহ্নকালে শিক্ষা এবং সুরুচির অভাবে কুলীনগণ (অথবা সমাজ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া) যে সর্ব্বনাশ সাধন করিতে বসিয়াছিলেন, এখন সে সর্ব্বনাশের সংশোধন হইয়াছে।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, বৈবাহিক সম্বন্ধে সকলেই আদান না হউক অন্ততঃ প্রদান বিষয়ে উচ্চ অথবা সমান পাত্র অন্বেষণ করে। ইংরাজেরা এ সম্বন্ধে অধিক সাবধান। এ পর্য্যন্ত শুনা যায় নাই একজন ইংরাজ দেশীয় খ্রীষ্টান কন্যা বিবাহ করিয়া স্বপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

আমরা কৌলীন্যের পোষকতায় লেখনী ধারণ করিয়াছি বলিয়া হয় ত কেহ কেহ আমাদিগকে ঘোর কুসংস্কারাপন্ন বলিয়া ঘৃণা করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রসাদে বিজ্ঞানে আমাদের কিঞ্চিৎ কটাক্ষ আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এরূপ প্রস্তাবের অবতারণা যে দূষক, তাহাও সেই বিজ্ঞান-প্রসাদাৎ বুঝিতে পারিতেছি এবং সেই জন্যই যুক্তিযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি। নতুবা বলিতাম কুলীনে কন্যাদান করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়। কিন্তু এক্ষণে সে কথা বলিবার সময় নয়। সেরূপ সময় প্রার্থনীয়ও নহে। যে দেশের জাতীয় জীবন প্রকৃত চিন্তাশীলতায় আবদ্ধ, সেদেশে পূর্ব্বোক্ত বাক্য উপহসনীয়। সৌভাগ্যের বিষয় আমাদিগের নবীন সম্প্রদায়ে শনৈঃ শনৈঃ এই গুণের উন্মেষ দেখা যাইতেছে। বিবাহবিষয়ক সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত করা আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল বিহারী বাবুর প্রস্তাবোক্ত ভীষ্মদেবদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত কৌলীন্যের মূলে কুঠারাঘাত করা অপেক্ষা আমরা বলি সে সমস্ত ভীষ্মদেব শরশয্যায় প্রাণত্যাগ করুন। আমাদের মাননীয় বিহারী বাবুর মতবিরোধী হইয়া আমরা আবার বলি যে যে পাত্রে কৌলীন্যের তীব্রতা না থাকে, এরূপ কুলীন পাত্রই সর্ব্বদা বরণীয়, যদ্যপি ধনবান না হন তবে তাঁহাকে কন্যাদান করা অধিক-ব্যয় সাপেক্ষ নহে।

কৃতবিদ্য কুলীন অথচ ধনবান পাত্রে কন্যা সম্প্রদান ধনিভিন্ন অন্যের সাধ্য নাই বটে; কিন্তু আপনার অবস্থার সমানুপাতে পাত্র মনস্থ করা অসম্ভাবিত নহে। দশ সহস্র টাকার সম্পত্তিশালী ব্যক্তি স্বীয় একটী দুহিতার জন্য কি সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে পারেন না? পুত্রের প্রাপ্যের দশমাংশ কি কন্যা পাইতে পারে না? একাধিক দুহিতা থাকিলে বড় মানুষের শ্বশুর হইবার আশা পরিত্যাগই যুক্তিযুক্ত। কই এপর্য্যন্ত ত দেখা যায় নাই যে কুলীন কিম্বা কৃতবিদ্যপাত্রে কন্যা দান করিয়া পিতা রঘু রাজার ন্যায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। এমনও দেখা গিয়াছে যে ১০০ কিম্বা ১৫০ টাকা বাঁচাইবার জন্য বিলক্ষণ সচ্ছল পিতা কুলীন অথবা কৃতবিদ্য পাত্র পরিত্যাগ করিয়া অপাত্রে কন্যারত্ন বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ইহা যে শুদ্ধ কৃপণতা তাহা নহে, মনের এবং বংশের নীচতার পরিচয় সন্দেহ নাই। সচরাচর দৃষ্ট হয়, রেলওয়ে শকটে ইতর লোকেরা বাবুদের সহিত গাড়িতে উঠিতে যায়। কিন্তু যে গাড়িতে সুপরিচ্ছদবিশিষ্ট দুই একটী ভদ্রলোক থাকে, স্থানের প্রাচুর্য্য থাকিলেও তাহাতে উঠিতে সাহস করে না; প্রত্যুত, ইতর লোকের জনতাপূর্ণ শকটে কষ্টে সৃষ্টে অন্ততঃ দণ্ডায়মান হইয়াও গমন করে। শিক্ষিত কুলীন পাত্র পরিত্যাগ করিয়া নীচ পাত্রে কন্যা দান ঠিক উক্ত রূপে শকটারোহণের ন্যায় হাস্যজনক। আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি, বর্ত্তমান সময়ে কন্যা দান সম্বন্ধে কুলীন ও অন্য যে পাত্রেই কন্যা প্রদত্ত হউক, ব্যয়ের অধিক ইতর বিশেষ হয় না। তবে দান ছলে বিক্রয়ের স্বতন্ত্র কথা। "উত্তমে উত্তম হয়, অধমে অধম কে কোথা দেখেছে বল অধমে উত্তম।" পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিব্যূহ মধ্যে এই কবিবাক্য অন্যথ প্রতিপালিত।

খিদিরপুর। শ্রীতারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

[illegible]ক্ষসমাজের প্রতি বিনীত নিবেদন।

[illegible] আমাদের সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ [illegible] ঈশ্বরকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ যে তিনি [illegible] জন্য ব্রাহ্মধর্ম জগতে প্রেরণ [illegible]। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আমরা যে [illegible] হইয়াছি, তাহা বাক্যে প্রকাশ অসম্ভব। [illegible] সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমরা প্রকৃত [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগের হৃদয়ের প্রিয়তম পদার্থ। ব্রাহ্মসমাজের [illegible] রক্ষা ও শত্রু হস্ত হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করা প্রত্যেক ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য। নতুবা ভয়ানক [illegible] ও হৃদয়বিহীনতা অপরাধে আমাদিগকে অভিযুক্ত হইতে হইবে।

সকলেই অবগত আছেন বাবু কেশব চন্দ্র সেন [illegible] হইতে "নববিধান" নামে একটী নূতন অদ্ভুত ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। এই ধর্ম্মে নানা প্রকার দূষিত ও ঘৃণিত মত প্রচারিত হইতেছে। এমন কি ঘোর পৌত্তলিকতাকেও নববিধানিগণ [illegible] অন্যায় মনে করিতেছেন না। বলিতে লজ্জায় মস্তক অবনত হয়, দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে মন্দির কেবল একমাত্র পরব্রহ্মের পূজার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বিধানিগণ সেই মন্দিরে নিশানের ও [illegible] পূজা করিলেন। আবার সেই দিন বিধানাচার্য্য [illegible] হোম করিয়াছেন ও কমল সরোবরে [illegible] নামে বাপ্তাইজিত (Baptised) হইয়াছেন। [illegible], নববিধান, রবিবাসরীয় মিরার ও বঙ্গবন্ধু [illegible] পত্র যাঁহারা পাঠ করেন, তাঁহারা জানেন যে [illegible] সমাজ হইতে কেশব বাবু ও তাঁহার শিষ্যগণ [illegible] নীচে গিয়া পড়িয়াছেন। এ সকল দেখিয়া কে [illegible] যে নববিধান ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী [illegible] জগতে অন্যান্য অনেক কুসংস্কার-[illegible] সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে [illegible] কেশব বাবু ও তাঁহার শিষ্যগণ যদি [illegible] থাকার [illegible] যে তাঁহারা আর [illegible] এবং সমাজের সহিত তাঁহাদিগের কোন সহানুভূতি [illegible], তাহা হইলে আমরা এ বিষয়ে কোন কথাই [illegible] না। কিন্তু তাঁহারা [illegible] ব্রাহ্ম সমাজ ও ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের নামে প্রচার [illegible]। ইহা আমাদিগের সহ্য হয় না। [illegible] সমাজের উপর একপ অন্যায় আক্রমণ [illegible] পারি না। [illegible] আসুন ব্রাহ্মগণ আমরা [illegible] হইয়া [illegible] ব্রাহ্ম সমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মকে [illegible] হইতে [illegible]। আমাদিগের মধ্যে একটী [illegible] হইয়াছে। আসুন প্রত্যেক [illegible] সমাজে সমবেত হইয়া জগৎ সমক্ষে ইহা জানাই যে "নববিধান" ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে, ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী, এই উপধর্ম্মের সহিত আমাদিগের বিন্দু-মাত্রও সহানুভূতি নাই এবং যদি কোন মফস্বলস্থ সমাজ অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নববিধানকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন অথবা গ্রহণ করেন তবে তাঁহাদিগের সহিত ব্রাহ্মসমাজের কোন সহানুভূতি থাকিবে না। যে ব্রাহ্ম যে স্থানে থাকুন, তাঁহার কর্ত্তব্য যে সেই স্থান হইতে তিনি কোন প্রকাশ্য পত্রে সাধারণের নিকট ইহা জানান যে নববিধান ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী।

শ্রীহট্ট
১০ই জুলাই ১৮৮১।

নিবেদক
শ্রীচন্দ্রকুমার ঘোষ।
" ব্রজেন্দ্রনাথ সেন।
" কৃষ্ণকিশোর মজুমদার।
" প্রসন্নকুমার চৌধুরী।
" অভয়াচরণ বিশ্বাস।
" কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
" রাধানাথ চৌধুরী।
" রাজচন্দ্র চৌধুরী।

শ্রীহট্ট প্রার্থনা সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ।

সোমপ্রকাশ

১৮ ই শ্রাবণ সোমবার।

[illegible] নূতন বিধান।

ভারতবর্ষ দিন দিন ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া কাহারও মনে স্বস্তি নাই। ইংলণ্ডের রাজনীতিজ্ঞ [illegible] বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এই ঋণ কমাইবার কত প্রকার উপদেশ দেন, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু সে সকল উপায় কোন কাজের নহে। সাগরগর্ভ পুরাইতে হয় ত বল্মীকের মাটি কাটিতে উপদেশ দিলেন, তাহাতে কি ফল হইবে? দুই এক জন কেরাণীর পদ উঠাইয়া কি এত ঋণ শোধ যায়? এখানকার শাসন প্রণালী যদি এককালে পরিবর্ত্তিত হয়, তবেই যথার্থ উপকারের সম্ভাবনা।

১৮৬৯ সালে যখন লর্ড মেও গবর্ণর জেনরেল হইয়া এদেশে আইসেন, তৎকালে ভারতের নিতান্ত দুরবস্থা। তিনি রাজ্যের আয় ব্যয় ও ঋণ দেখিয়া একবারে হতবুদ্ধি হইলেন। তখন ভারতবর্ষের আয় সর্ব্বসমেত ৫০ কোটি টাকা। কিন্তু এই বৃহৎ রাজ্যের ঋণ সমুদায়ে ২০৮ কোটি টাকার অধিক। কেবল ভারতবর্ষের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত এত টাকা ঋণ হয় নাই। অন্যান্য অনেক বিদেশীয় ব্যয় ভার ভারতের স্কন্ধে ফেলিয়া দেওয়ায় ক্রমশঃ ঐ ঋণ পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ২০৮ কোটি টাকার মধ্যে ৭০ কোটি টাকা দেশাদির অধিকার করিবার নিমিত্ত ঋণ করা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ নিবারণ করিয়া শান্তি সংস্থাপনের নিমিত্ত ৩৫ কোটি টাকা ঋণ করা হয়। বাকি ১৯৩ কোটি টাকা রেলওয়ে খাল খনন ও অন্যান্য পূর্ত্তকার্য্যের জন্য ঋণ করা হইয়াছিল। সম্প্রতি ভারতের ঋণ সাকল্যে ২৪৪ কোটি টাকারও অধিক।

ক্লাইবের সময় হইতে বরাবর অনেক অন্যায় ব্যয় ভার আমাদিগকে বহন করিতে হইতেছে, ইহাতে কেন না ঋণ হইবে? ভারত ত কামধেনু নয়, চারি দিক হইতে দোহন করিলে কোথা হইতে অর্থ আসিবে? ভূমধ্যসাগরে কোন কোন দ্বীপ অধিকারে রাখি[illegible]বে, তাহার ব্যয় ভারতবর্ষকে দিতে হইল, [illegible] ব্যয় ভারতের স্কন্ধে পড়িল। কাবুল যুদ্ধের অধিকাংশ ব্যয় ভারতের লাগিল, তবে কেন না ঋণ হইয়া পড়িবে?

এই ত গেল অন্যায় ব্যয়। আবার আয় ব্যয়ের হিসাব পত্রও [illegible]। খরচ অপেক্ষা জমার ঘরে টাকা উদ্বৃত্ত দেখাইলে সে বার ঋণ বাহির হইয়া পড়ে। অতএব যে বার আয় ব্যয় সমান সমান দর্শিত হয়, সে বার ফাজিল খরচ হয় নাই যদি আমরা এমন কথা বলি তবে পাঠক। আমাদিগকে পাগল না ভাবুন কিন্তু শুভঙ্করের সঙ্গে আমাদের কখন যে দেখা সাক্ষাৎ নাই তাহা অবশ্যই ভাবিবেন। আবার সামান্যমাত্র ফাজিল খরচ দেখাইলে দশ বৎসরের মধ্যে রাজ্য কাণা কড়াটীও যে থাকিবে না, তাহা কাহার না বিশ্বাস হবে?

১৮৬৬-৬৭ সালে [illegible] সাহেবের বাজেটে দৃষ্ট হয় যে, জমা অপেক্ষা ২৬,১০০ পাউণ্ড অতিরিক্ত ব্যয় হইতেছে। কিন্তু এই হিসাব সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। সে বৎসর আয় অপেক্ষা ২,৩০৭,১০০ পাউণ্ড অতিরিক্ত ব্যয় বাহির হইয়া পড়িল। ১৮৬৭-৬৮ সালে হিসাব করিয়া দেখা হইল যে, সে বৎসর খরচ বাদ ১,৬২৮,৫২২ পাউণ্ড গচ্ছিত থাকিবে। কিন্তু কার্য্যতঃ [illegible] ৩,৭২০ পাউণ্ড অকুলান হইয়া পড়িল। আবার ১৮৬৮-৬৯ সালের হিসাবে ১,৮৯৩,৫০৮ পাউণ্ড খরচ বাদ সঞ্চিত থাকিবে, এইরূপ দৃষ্ট হইল। কিন্তু বৎসরের শেষে হিসাব পত্র সংশোধন করিয়া দেখা গেল যে, সমুদায়ে ৮৮৩,৫০৮ পাউণ্ড ফাজিল খরচ হইয়া গিয়াছে। এই সকল অভ্রান্ত সূক্ষ্ম হিসাব গুলি মহাত্মা সার রিচার্ড টেম্পলের। আমাদের ভূতপূর্ব্ব রাজস্ব সচিব সার জন ষ্ট্রাচিও একজন বিচক্ষণ লোক। তিনিও জমা খরচের হিসাব বেশ

বুঝিতেন ;—তাঁহারও কাগজ পত্রে কথন তিন চারি ক্রোর টাকার অধিক ভুল হয় নাই। তবে ভাল বলিতে হইবে—নয়? ষ্ট্রাচি সাহেব না কি ভারতবর্ষের রাজস্বসংক্রান্ত এক খানি পুস্তক লিখিতেছেন। আমরা অধম, আর কি বলিব!—এটী তাঁর সুকৃতি আর ভারতের কপাল জোর! রাজস্ব বিষয়ে যাঁহারা কাণা কাণা খেলিবেন, তাঁহারা যেন এক এক খানি পুস্তক ক্রয় করিয়া রাখেন।

ষ্ট্রাচি সাহেব কাবুল যুদ্ধের ব্যয় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে দেখিলেন, শেষ তাঁহার হিসাব হইতে চারি কোটি টাকা ভুল বাহির হইল। ক্রোর কথাটা ইংরাজদের কাছে চলনসহি হইয়া পড়িয়াছে! ঋণে ভারতবর্ষের মাথার চুল বিকাইয়া আছে। এমন সময় ষ্ট্রাচি দেশের মহা উপকার করিলেন! ল্যাঙ্কেসায়ারের কাপড়ের শুল্কে বৎসর বৎসর ২০০,০০০০ টাকা পাওয়া যাইতেছিল, সকলের চক্ষে ধূলি দিয়া সেই শুল্ক উঠাইয়া দিলেন। আবার স্বয়ং ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া গৃহে চলিলেন, পঞ্চাশ হাজার টাকা পারিতোষিক চাই। তিনি ভারতবর্ষকে কি বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া এই টাকার দাবি করিলেন? পাঠক! দেখুন, তবে ঋণ কেন না হইবে? এখন দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ কিছুই নাই। চারি দিকে শান্তি বিরাজ করিতেছে। কাবুল যুদ্ধে আমাদের কিছুই স্বার্থ নাই। সে যুদ্ধে আমাদিগকে কেবল ধরে ভস্র ঘটানো হইয়াছে। নতুবা ঠিক কথা বলিতে গেলে, ভারতবর্ষের এখন কোথাও যুদ্ধ নাই। অতএব এমন সময় যদি টাকার এত অনটন থাকে, তবে কোন আপদ বিপদ ঘটিলে ত চক্ষু স্থির হইবে। তাই বলিতেছি, রাজ্যশাসনের প্রণালী এক কালে পরিবর্ত্ত না করিলে কিছুতেই আর মঙ্গল নাই।

সম্প্রতি কোন সম্ভ্রান্ত নূতন সিবিলিয়ান ভারতবর্ষ শাসন সম্বন্ধে অনেক সারবান্ উপদেশ দিয়াছেন। সিবিলিয়ানেরা যখন প্রথম এদেশে পদার্পণ করেন, তখন তাঁহাদের চিত্ত গঙ্গাজলের ন্যায় নির্ম্মল। উচ্চ দৃষ্টি, উদার স্বভাব, এদেশীয় লোকদের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। ফলতঃ সুশিক্ষিত ভদ্র সন্তানের যতগুলি সদ্‌গুণ থাকা আবশ্যক, সে সমস্তই দৃষ্ট হয়। কিন্তু কিছু দিন এখানে থাকিতে থাকিতে যখন পুরাতন সিবিলিয়ানদের বাতাস তাঁহাদের গায়ে লাগে, অমনি তাঁহারা নূতন মূর্ত্তি ধারণ করেন! দেশীয় লোককে নিগার বলিয়া সম্বোধন করেন, গালি দেন, ঘৃণা করেন, পদতলে রাখিবার পথ দেখেন। যাহা হউক, আমাদের নূতন সিবিলিয়ান ভারত শাসন পক্ষে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা যথার্থ সুব্যবস্থা বটে। আমরা সেই প্রস্তাব এবং তৎসম্বন্ধে আমাদেরও দুই একটী মত এখানে প্রকাশ করিতেছি।

প্রস্তাবটী এই :—রাজ্যের ব্যয় ক্রমশই বাড়িতেছে। কিন্তু আয়ের পথ বরং একে একে বন্ধ হইয়া আসিতেছে, বলিতে হইবে। ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের শুল্ক বন্ধ হইল, তাহাতে প্রতিবৎসর অনেক টাকার ক্ষতি হইয়া আসিতেছে। আফিম লইয়া গোলযোগ চলিতেছে, শেষ কি হইবে বলা যায় না। আর কোন নূতন করও প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। অতএব এত ব্যয় নির্ব্বাহ কোথা হইতে হইবে? কৃষিজীবী দরিদ্র ভারত কি হীরার লাঙ্গলে হাতী জুতিয়া চাস করিতে পারে? ভারত হইতে নিয়মিত ব্যয়ও সংকুলান হয় না। ইংলণ্ড হইতে যে সকল কর্ম্মচারী এখানে আইসেন, তাঁহাদের মোটা বেতন দিতেই রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িতেছে! কোন রাজ্যের কর্ম্মচারীরা এত অধিক বেতন পান না। এখন কর্ত্তব্য এই,—প্রতি জেলায় এক এক জন প্রধান ইংরাজ কর্ম্মচারী অধ্যক্ষ থাকুন, বাকি জজ মাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য যাবতীয় ব্যক্তির কাজ এদেশীয় লোকের হস্তে সমর্পিত হউক। স্বত্বাস্বত্বের বিচারে মুন্সেফরা ও সদর আলারা বিলক্ষণ বিচারদক্ষতার পরিচয় দিতেছেন। দেওয়ানী মকদ্দমার বিচার তাঁহাদের দ্বারা সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। উচ্চ অঙ্গের বিচারেও এদেশীয় লোক কর্ম্মঠ ও বিচার কুশল। মৃত শম্ভুনাথ পণ্ডিত দ্বারকানাথ মিত্র অসীম বুদ্ধি বিবেচনা ও বিচার ক্ষমতার ভূয়োভূয়ঃ পরিচয় দিয়াছেন। এদেশীয় লোককে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে তাঁহারা আরও ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারেন। ফৌজদারী বিচারেও দেশীয় লোক অপটু নহেন। শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর প্রভৃতি বিচারপতিগণ নিজ নিজ সদ্বিচারের রাশি রাশি প্রমাণ দিয়াছেন। বিশেষতঃ দেশীয় লোকে এখানকার আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ভাব ভঙ্গী ও ভাষা যেমন সুন্দররূপ বুঝিবেন, বিদেশীয় লোকে কখনই তেমন বুঝিতে পারিবেন না। অতএব আসামী ফরিয়াদি ও সাক্ষিদের অবস্থা দেশীয় লোকেই ভাল বুঝিতে পারেন। এমন স্থলে কেন না সদ্বিচার হইবে? কেহ কেহ বলেন,—এদেশীয় লোকের সাহস কম এবং তাঁহারা নিতান্ত শ্রমবিমুখ। আমরা ত কই সে সকল দোষ দেখিতে পাই না। ফৌজদারীর বিচারে পুলিস হাঙ্গামার তদন্তে আমরা দেখিয়াছি, ইংরাজ অপেক্ষা দেশীয় লোক অধিক পরিশ্রম করেন এবং অধিক সাহস দেখাইয়া থাকেন। কোথাও খুন কোথাও ডাকাতি কিম্বা দাঙ্গা হইলে দেশীয় ইনস্পেক্টর সব ইনস্পেক্টর কনষ্টেবল পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব দেশীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব গিয়া থাকেন। আমরা দেখিতে পাই, সাহেবেরা প্রায় আপনার তাম্বুর বাহির হন না। তবে হন,—নিকটে যদি শীকারের সুবিধা থাকে। তদ্ভিন্ন দেশীয় কর্ম্মচারীদের অঙ্গে কালঘাম ছুটিতে থাকে; তাঁহারা অনেক কৌশলে ও পরিশ্রমে যদি কোন তদন্ত করিতে পারেন, সাহেবেরা সাহস পূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি কষ্ট স্বীকার করিয়া একবার তাহা দেখিয়া আসেন। তাই বিশ্বাস হইতেছে ফৌজদারী কার্য্যের ভারও দেশীয় লোকের হাতে অবাধে সমর্পণ করা যায়। সেসনের কঠিন বিচারের জন্য কোন ভাবনা নাই। তাহাও নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারিবে।

আমাদের বিবেচনায় সিবিলিয়ান হইবার জন্য কাহারও আর বিলাতে যাইবার আবশ্যকতা নাই। হাইকোর্টে দশ বৎসর ওকালতি করিলে যাঁহারা জজ হইতে পান, তাঁহারা অবশ্যই সুযোগ্য পাত্র। হাইকোর্টে জজ হইলে তাঁহারা জেলার জজ মাজিষ্ট্রেটের রায় খণ্ডন করেন বা বলবৎ রাখেন। অতএব সেই সকল সুযোগ্য ব্যক্তির হস্তে জেলার উচ্চ অঙ্গের বিচারের ভার কেন না সমর্পণ করা যাইবে?

এইরূপে কার্য্যচতুর দেশীয় লোক পাইলেই যদ্যপি তাঁহাদিগকে সকল বিভাগেই প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়, তবে এই বিশাল ভারত রাজ্যের মঙ্গল। ইংলণ্ডের কর্ম্মচারীরা যত টাকা বেতন পান, দেশীয় লোক তাহার অর্দ্ধেক বেতনে তাঁহাদের কাজ সম্পন্ন করিতে পারিবেন। আবার সিবিলিয়ানরা নিত্য শরীর শোধরাইবার জন্য বিদায় লইয়া মাতৃভূমির অমৃততুল্য জল বায়ু সেবন করিতে গিয়া থাকেন, এদেশীয় লোকে তত অবসর চান না। সুতরাং ব্যয় সংক্ষেপ যতদূর হইতে পারে তা হইবে।

সময়ে সময়ে কোন ইংরাজ ভারতবর্ষকে পরিত্যাগ করিবার কল্পনা করেন। সে কথা তাঁহাদের মনোগত হউক আর নাই হউক, তদ্বিষয়ে আমরা কোন কথা বলিতে চাই না। কিন্তু ভারতবর্ষ ত্যাগের কল্পনা শুনিলে আমাদের আর চুপ করিয়া থাকা হয় না। তাঁহারা ত যাবেন,—স্বদেশে যাবেন কে বারণ করিতে পারে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—আমাদিগকে কার কাছে রাখিয়া যাবেন? তাঁহারা জাহাজে পদার্পণ না করিতে করিতে এখানে গৃহকলহে ভারতবর্ষ ছারখার হইয়া যাইবে। পরে বিদেশীয় কোন প্রবল নরপতি সমস্ত দেশ গ্রাস করিয়া ফেলিবেন। ইংরাজের দোষ দেখিলে তিরস্কারই হউক আর কষ্ট ভর্ৎসনাতেই হউক আমরা সেই দোষ দেখাইতে চাই। আমরা ইংরাজদের

স্বাধীন ভাবে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে চাই, ইংরাজকে আমরা কস্মিন্‌কালে ছাড়িতে চাহি না।

সম্প্রদায়ের কোন কোন উদারচরিত ইংরাজ বলেন করেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হরণ করা ইংলণ্ডের পক্ষে যার পর নাই নিতান্ত নিন্দনীয় কার্য্য। এখন আমরা আর তদ্রূপ বুঝি না। তবে এ সময় ভারতবর্ষ ছাড়িয়া গেলে ইংরাজ কতদূর যে নিষ্ঠুরাচরণ করিবেন তাহা ভাবিয়া দেখুন। যাহাতে দেশীয় লোক রাজনীতি বুঝেন এবং স্বাধীনভাবে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন, গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে যত্নবান হউন। স্বাধীন রাজাদের রাজ্যগুলি দেশীয় লোকেরা উত্তম চালাইতেছেন এবং এক একটী রাজ্যে এক এক জন মহাপ্রাজ্ঞ সচিব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের কার্য্য-কৌশল দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়া থাকেন। অতএব এই নূতন পথ অবলম্বন করিলে গবর্ণমেণ্টের কোন বিষয়ে আশঙ্কা নাই, তাহা আমরা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি।

ব্রজেশজী মহারাজ।

বোম্বাই প্রদেশের ব্রজেশজী মহারাজ চোরাই মাল ক্রয় করাতে কারারুদ্ধ হইয়াছেন। ইনি বল্লভাচারী সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদের অধিনায়ক, ইনি তাহাদেরই রাজা। আদালতে এইরূপ সপ্রমাণ হইয়াছে যে, তিনি জ্ঞানকৃতই অপরাধ করিয়াছেন। সে কারণ বিচারে তিনি কারারুদ্ধ হইয়াছেন। দাক্ষিণাত্যে মহারাজের লক্ষ লক্ষ চেলা আছে, তাহারা সকলেই মহারাজকে প্রভু ভগবানের তুল্য জ্ঞান করে। তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে, এ সহজ কথা নয়। বোম্বাই প্রদেশে একেবারে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। কেবল তাহার অনুগামী চেলারা যে ক্ষেপিয়াছে এমত নহে, প্রায় সকল শ্রেণীর ও সকল সম্প্রদায়ের লোক ইহাতে অল্প বা অধিক কাতর হইয়াছেন। পার্সি ইউরোপীয় প্রভৃতি অন্যান্য জাতীয় লোকও ইহাতে দারুণ কাতর।

কোন ব্যক্তি দণ্ডিত হইলে তাঁহার অনুচর ও সহচরবর্গেরা আত্মীয় স্বজনেরা কাতর হইতে পারেন, কিন্তু রাজনিয়মের সঙ্গে তাহার কোন সংস্রব নাই। অপরাধী উপযুক্ত দণ্ড পাইয়াছে ভালই হইয়াছে, এ কথা সকলেই বলিবে। বিচারের সময় রাজা প্রজা, প্রভু ভৃত্য, ধনী দরিদ্র, সকলেই তুল্য। অবশ্য বিশেষে বিচার ও দণ্ডাজ্ঞার বিবেচনা করা উচিত নয়। অতএব বিহিত দণ্ডের জন্য আমাদের কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু এই বিচার সম্পর্কে কতকগুলি অবশ্যই আমাদের আলোচ্য। ব্রজেশজী মহারাজ ইংরাজের এলাকার অধীন নহেন। তিনি নওয়া নগরের জামের অধীনস্থ লোক। এখন আপত্তি এই, কাটিওয়ারের পলিটিকাল এজেণ্টের এ বিষয়ে কোন হাত আছে কি না? এ বিচারে নওয়া নগরের জাম সম্মতি দিয়াছিলেন বটে, তথাপি ইহার দ্বারা তাঁহার ক্ষমতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে কি না? তিনি কোন কারণে ভীত হইয়া সম্মতি দিতে পারেন কি না?

বিচার কালে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট এড্‌ভোকেট জেনেরেলের উপদেশ অনুসারে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, দেশীয় রাজারা সম্মত হইলে তাঁহাদের এলাকাভুক্ত কোন মকদ্দমার ইংরাজ বিচারপতিরা বিচার করিতে পারেন। এ কাজ বে-আইনী নয়। পক্ষান্তরে তিন জন আইনজ্ঞ কৃতবিদ্য বারিষ্টার বলেন যে, এ কাজ সম্পূর্ণ বিধিবিরুদ্ধ হইয়াছে। এই বিচারের কেহ সপক্ষেই বলুন আর বিপক্ষেই বলুন, সে শুনিবার যোগ্য কথা নয়। আইনবেত্তাদের মত একটা তামাসা মাত্র, আদালতে সেটা জুয়াখেলা। আসামীর পক্ষে দশ জন বারিষ্টার থাকুন, তাঁহারা আসামীর পক্ষে কথা কহিবেন। ফরিয়াদীর পক্ষে দশ জন বারিষ্টার থাকুন, তাঁহারা ফরিয়াদীর পক্ষে কথা কহিবেন। সকলেই বিদ্বান, বুদ্ধিমান, আইনজ্ঞ, তবে কার কথা শুনিব? আইন এক একটী সমস্যা। পাণ্ডিত্য খরচ করিতে পারিলে একটী ধারার অনেক অর্থ করা যায়। তাই আমরা সে ন্যায় কচকচি তুলিতে চাই না। আমরা সোজা যুক্তি এই মাত্র বলি—নওয়া নগরের এলাকাধীন বিচার কার্য্য এত দিন কোথায় নিষ্পাদিত হইয়া আসিতেছিল? ইংরাজেরা তাহাতে কি হস্তক্ষেপ করিতেছিলেন? তা ত করেন নাই। তবে এ মকদ্দমায় কেন হস্তক্ষেপ করেন? জামরাজের সম্মতি আমরা বড় একটা গুরুতর কারণ বলিয়া গণনা করি না। কিন্তু তাঁহার মত লওয়া হয় কেন, আমরা তাহাই জিজ্ঞাসা করি। জাম রাজের অনুমতি প্রার্থনা করিলেই তিনি বুঝিলেন, কার ঘাড়ে দুটা মুণ্ড যে তিনি ইংরাজের অবাধ্য হইবেন। জলে বাস করিয়া কুম্ভীরের সঙ্গে বাদ সাজে না। সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা না থাকিলেও ভয়ে সম্মতি দিলেন। ইহাতে দেশীয় রাজাদের অনেক টুকু ক্ষমতা নষ্ট হইয়াছে। ইহা ভবিষ্যতের একটী নজির হইয়া রহিল। এখন এড্‌ভোকেট জেনারেল ও বারিষ্টারদের লইয়া একটা কাজ হইয়া গেল। ভবিষ্যতে ইচ্ছা করিলেই যে কোন মকদ্দমা হউক ইংরাজ বিচারপতিরা স্বহস্তে অনায়াসে গ্রহণ করিবেন। তাঁহাদের নজির দেখাইবার পথ হইল। তখন তাঁহারা বলিবেন "আবশ্যক বোধ করিলে দেশীয় রাজাদের এলাকাধীন কোন মকদ্দমা ইংরাজ বিচারপতিরা স্বহস্তে লইয়া বিচার করিতে পারেন। পূর্ব্বে অনেকে থাকিয়া ইহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। এবং এমন বিচারও একটী হইয়াছিল।"

যাঁহাদের প্রতাপ ভারতবর্ষে ওতপ্রোত ভাবে বিস্তারিত হইয়া সকলকে তটস্থ করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে সকলি করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহাকে যেমন অধিকার ও স্বত্ব দিয়াছেন, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলে দারুণ দুঃখিত হইতে হয়। ব্রজেশরাজ যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হউন, দ্বীপান্তরিত হউন, ফাঁসী যাউন, তাহাতে আমাদের খেদ নাই। তাঁর অপরাধানুরূপ দণ্ড হউক, তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট আছি। কিন্তু নওয়া নগরে তাঁহার পুনর্বিচার হউক। জামরাজের প্রজাগণের এত দিন যেখানে বিচার হইয়া আসিতেছে, সেই খানে তাঁর বিচার হউক।

এস্থলে আমাদের আর একটী কথা বলিবার আছে। দেড় শত বৎসরের অধিক হইল ইংরাজেরা ভারতবর্ষে আছেন। এখানকার রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, ধারা ধরণ তাঁহাদের কিছুই অবিদিত নাই। হিন্দুদিগের জাতি যে কি পরম ধন তাহা তাঁহারা বেস জানেন। কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও অনেক স্থলে জেলখানায় তদনুসারে কার্য্য করা হয় না। ব্রাহ্মণেরা সকলের পাক ভোজন করেন না। গলায় ত্রিদণ্ডী থাকিলেই ব্রাহ্মণ হয় না, আবার ব্রাহ্মণ হইলেই যে পরস্পর আহার ব্যবহার আছে, তাও নয়। ব্রজেশরাজের নির্দিষ্ট পাচক আছে। তিনি কাহারও হাতের অন্ন গ্রহণ করেন না। ব্রজেশজী কারারুদ্ধ হইলে ছয় দিন উপবাসী ছিলেন, তাঁহার নিজ ব্রাহ্মণকে জেলখানায় যাইতে দেওয়া হয় নাই। গবর্ণর জেনরলের কাছে আবেদন করাতে তিনি যখন আবেদন মঞ্জুর করিলেন, তখন ব্রজেশজীর ব্রাহ্মণ জেলখানায় যাইতে পান। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই ছয় দিন অনাহারে থাকিয়া যদি মহারাজের মৃত্যু হইত, সে ক্ষতিপূরণ কে করিত? কারারুদ্ধ হইলেও কাহার ধর্ম্ম নষ্ট করিবার আইন নাই, তবে এমন অবিবেচনার কাজ কেন হইল? আমরা ভরসা করি, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এবিষয়ে কিছু মনযোগী হইবেন।

কথা প্রসঙ্গে অনেক কথা উঠে, এখানে তাই জেলখানা সম্বন্ধে আমরা আর একটী কথা বলিতে চাই। দিন দিন জেলখানার বড় উন্নতি হইতেছে, চারি দিকে এই প্রকার একটা মহা গোল উঠিয়াছে। গোল তুলে কে? জেলখানার কর্ম্মচারীরাই লতোনে—জেলের ভাল মন্দ কাজে যাঁহাদের

সুখ্যাতি অখ্যাতি আছে, তাঁহারাই তোলেন। প্রজার কষ্ট হউক আর নাই হউক নির্ব্বিঘ্নে বিপুল রাজস্ব আদায় হইলেই রাজ্যের উন্নতি বলা যায়। জেলখানা হইতেও যদি প্রচুর লাভ হইলে জেল-উন্নতি বলা যায়, তবে তাহা হইয়াছে। জেলের উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীতে বেস লাভ হয়। কিন্তু কয়েদিদিগের অবস্থা ভাল নহে। তাহারা উদর পূরিয়া খাইতে পায় না। কঠিন পরিশ্রম করিয়া খাইতে না পাইলে বড় কষ্ট হয়। সে বার হাঁস-পাতালে যেমন টাকার এদিক ওদিক হওয়া ধরা পড়িয়াছিল, জেলখানাতেও যদি কোন বুদ্ধিমান লোক অনুসন্ধান করেন, তবে খরচের অনেকটা এদিক ওদিক হওয়া ধরিতে পারেন। কয়েদি-গণের জন্য যে পরিমাণে যে যে খাদ্য নির্দ্দিষ্ট আছে, এদিক ওদিক হওয়ায় ভোজন কালে সে গুলি ভাগ্যে ঘটে না। ক্ষুধায় অন্ত্র জ্বলিতে থাকে, শেষ ব্রাহ্মণের হাতে পায়ে পড়িয়া কেন চুরী করিয়া খায়, তবে পেটের জ্বালাটা কম পড়ে। এবিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষীয়দের মধ্যে মধ্যে তত্ত্বাবধান করা উচিত।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষীবল।

কৃষিকর্ম্মে কৃষকের লাভ নাই, তাহা সকলেই জানেন। কৃষক সম্বৎসর ক্ষেত্রে শ্রম করিয়া নিজ পারিশ্রমিক যাহা পায়, তাহাই তাহার লাভ। অন্যের দুয়ারে না খাটিয়া নিজের ঘরে পরিশ্রম করে—মজুরার মূল্যই তাহার লাভ। ধান্যের ভূমিতে যে বার ভাল ফসল জন্মে, সে বার প্রতি বিঘায় দুই টাকা লাভ হয়। যে বার ফসল জন্মে না, সেবার মাতায় হাত দিয়া রোদনই সার। ইক্ষু পাট ও তরকারিতে কৃষকের কিছু কিছু রস আছে, কিন্তু তাহা সকল বৎসর নয়। আবার মজুর খরচ হিসাব করিলে সে লাভ অতি সামান্য মাত্র। আমরা বঙ্গদেশের এইরূপ অবস্থা দেখি। উত্তর পশ্চিমা-ঞ্চলের কৃষকদের দুরবস্থার পরিসীমা নাই। ষোল আনা লোকের মধ্যে তথাকার পনর আনা লোকের একবেলা অর্দ্ধাশন খাদ্য জুটে। ষোল আনা কৃষকের মধ্যে এক আনাও দুই বেলা খাইতে পায় না। এক সন্ধ্যা যাহা খায়, তাহা নিতান্ত কদর্য্য দ্রব্য। বজরা প্রভৃতি মোটা দ্রব্যের আটা কিম্বা ছাতু লবণ লঙ্কা দিয়া কোন প্রকারে উদরের এক কোণ পূর্ণ করে। কলাই মুগা পেয়ারা জাম প্রভৃতির সময় শাক ও ফল খাইয়া কোন প্রকারে কষ্টে প্রাণ ধারণ করে। এক এক দিন বজরা ও ভুট্টার আটা মিলে। ফলতঃ জীবন ধারণ একটা ঘোর বিড়ম্বনা মাত্র। বিবেচনা করিলে সেখানে চিরকাল দুর্ভিক্ষ। যাঁহারা পশ্চিমাঞ্চলের পল্লীগ্রামবাসী দরিদ্র লোক-দের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহাদেরই হৃদয়ে কৃষকদের উপযুক্ত চিত্র চিত্রিত হইয়াছে। সে দুঃখের চিত্র কালী ও কলমে প্রকাশিত হয় না।

কেন পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকদের এত দুর্দ্দশা? সেখানকার লোকেরা কি শ্রমশীল নয়? শ্রমশীল হইলে কি হইবে, তাহারা উদয়াস্ত ক্ষেত্রে কাজ করে। কিন্তু কৃষিজাত দ্রব্যের লাভ জমিদারের ঘরে ও রাজার ঘরে দিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট ক্রমশই খাজনা বৃদ্ধি করিয়া নূতন বন্দোবস্ত করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট নূতন বন্দোবস্তে যে টাকা নির্দ্দিষ্ট করি-লেন, জমিদার সেই করারে জমিদারী লইলেন। তিনিও গোপনে গোপনে বিলক্ষণ শুষিতে লাগি-লেন। গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট খাজনাই চূড়ান্ত হই-য়াছে। তাহা দিয়া কৃষকের আর কিছুই থাকে না তিন মাসেরও খোরাক থাকে না। তাহার উপর আবার জমিদারের পীড়ন। প্রকাশ হইয়া জমিদার কিছুই করিতে পারেন না, কিন্তু গোপনে সর্ব্বাঙ্গের শোণিত চুষিয়া লন। কৃষকের থাকে কি? কিছুই নয়। তবে কেন না উপবাস করিতে হইবে। এই ত গেল চলিত কাজ, তাহার উপর আবার অজন্মা আছে। ফসল ভাল জন্মিল কৃষক খাজনা দিতে পারিল। অজন্মা হইল, কৃষক খাজনা দিতে পারিল না—ফেরার হইল। কৃষকের অবস্থা বড় সঙ্কটাপন্ন। জমিদার খাজনা পাইলেন না; কৃষককে ধরিয়া আনিলেন, বসাইয়া রাখিলেন, জুলুম করিলেন শেষ নালিশ করিলেন, তাহার ফস-লাদি বিক্রয় করিয়া লইলেন। জমিদারের কাজ মানুষের সঙ্গে। কিন্তু কৃষকের একবার কঠিন অবস্থা দেখুন,—যদি অনাবৃষ্টি হইল, কৃষক জল সেঁচিয়া তবু কিছু কিছু ফসল পাইল। কিন্তু অতিবৃষ্টি হইলে, পঙ্গপালে দৌরাত্ম্য করিলে, কৃষকের কিছুই হাত নাই। কৃষক কাহার সঙ্গে বিবাদ করিবে, কাহাকে ধরিয়া আনিবে, কাহাকে বসাইয়া রাখিবে, কাহার উপর নালিশ করিবে?—তাহার কোন উপায় নাই—কৃষকের কাজ দেবতার সঙ্গে। অতএব কৃষক পদায় পদায় দয়ার পাত্র।

গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে বঙ্গদেশের জমিদার-দিগকে দারুণ অত্যাচারী বলিয়া নিন্দা করেন মনুষ্য জাতি—তাঁহাদের মধ্যে কেহ ভাল কেহ বা মন্দ থাকিতে পারেন, তাহা কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের পশ্চিমাঞ্চলেও ত কই দয়ার কাজ দেখিতে পাই না। সেখানেও ত ক্রমাগত স্ক্রু পেঁচ ফিরিতেছে, যতদূর চলিতেছে ততদূর ত চালাইতেছেন। খাসমহলে সদয় ব্যবহার করিয়া আমাদের জমিদারদিগকে প্রজাপালন শিখাইলেই ভাল হইত শুধু নিন্দা করা ভাল নয়।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জমার কিছুই নির্দ্দিষ্ট ভাব নাই। নিরিখের সময় পূর্ব্ব জমার অপেক্ষা নূতন খাজনা কত বৃদ্ধি হইবে, তাহার কোন নিয়মও নাই। সেটলমেণ্ট আফিসার বিবেচনা করিয়া যেমন খাজনা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন, কোন জমিদার তাহা স্বীকার করিয়া লইলেই হইল। দশ বৎসর কাল সেই নির্দ্দিষ্ট জমার আর কমী বেশী হয় না। অনেক সময় খাজনা না দিতে পারিয়া প্রজাদিগকে ফেরার হইতে হয় এবং জমিদারেরাও সর্ব্বস্বান্ত হন। সম্প্রতি গবর্ণর জেনরল উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্টকে আদেশ করেন যে, সময়ে সময়ে নির্দ্দিষ্ট হারে খাজনা বৃদ্ধি করিলে কিছু সুবিধা হইতে পারে কি না? এবং তথাকার গবর্ণমেণ্টকে এ ক্ষমতা দেওয়া আবশ্যক কি না? এলাহাবাদের রেবিনিউ-বোর্ড রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিয়াছেন যে, সময়ে সময়ে নির্দ্দিষ্ট হারে খাজনা বৃদ্ধি করা কিছুতে সম্ভাবিত নহে।

সার জর্জ কুপার এবং রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচা-রীরা কেন এ মতে অনুমোদন করিলেন না, আমরা বুঝিতে পারি না। ইহার স্পষ্ট একটী দোষ দেখি-তেছি, রাজ্যের ক্ষতি হইবে। চিরস্থায়ি খাজনা বৃদ্ধি ও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম করিলে ভবিষ্যতে আর বেশী খাজনা আদায় হইবে না, তাহাতে রাজস্বের হানি হইতে পারিবে। কিন্তু প্রজার জীবন রক্ষার উপায় কি? দুর্ভিক্ষ ঘটিলে সকলেই ব্যাকুল হন, দুর্ভিক্ষের সময় ব্যস্ত হইয়া অনেক টাকার রাশির উপর টাকার রাশি ঢালিয়া রামশঙ্কর বাবু, রামজয় বাবু, রামকৃষ্ণ বাবুর [illegible] গলায় টাকা না ঢালিয়া পূর্ব্বে হইতে কেন [illegible] বেঁচাকে বাঁচা-ইলেও ভাল হয় না? এখন কৃষকদের পেট চিরিয়া, এক [illegible] টাকা আদুলি সিকি ও আনি [illegible] করিয়া লইলে [illegible] লাগিল,—এখন [illegible] পরে বিলিতে চারি লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিলে, এক লক্ষ টাকার চাউল [illegible] বোকাই করিয়া [illegible] বাজারে বাজারে চাউল বিক্রয়, সে পাইল দশ হাজার টাকা। রামশঙ্কর বাবু, রাম-কিঙ্কর বাবু প্রভৃতি কর্ম্মচারীর বেতনে গেল দেড় লক্ষ টাকা। বাকি টাকা কোথায় গেল? না জানি। জিজ্ঞাসা করি, এ কি [illegible]? [illegible] বলি, যাহাতে কৃষকেরা সুখে সচ্ছন্দে বাস করিয়া সম্বৎসর খাইতে পায় এমন পথ পূর্ব্ব হইতে দেখিয়া রাখিলে ভাল হয় না? তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ আসিয়া হইতে সাহসী হইবে না।

আমাদের মতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রজারা যাহাতে ভূমিতে স্থির থাকিতে পারে গবর্ণমেণ্ট এমন উপায় করুন। ভূমিতে প্রজাদিগকে দখলী স্বত্ব দিউন। প্রজারা ভূমিকে নিজ ধন বলিয়া মনে করিলে দিন দিন ভূমির উৎকর্ষ সাধন হইবে না। খাজনার পক্ষে একটী হার নির্দ্ধারিত করুন। কতক বৎসর অন্তর অল্প অল্প খাজনা বৃদ্ধি করিলেন, শেষ হার দাঁড়াইলে নিরস্ত হইবেন। একরূপ না করিলে কৃষকদের জীবন রক্ষা পাইবে না, দুর্ভিক্ষ চিরকাল সমান থাকিয়া যাইবে।

কোন ভূমির হার কত হইবে এবং পনর বৎসর অন্তর কত খাজনা বৃদ্ধি করিতে হইবে, স্থানীয় কর্ম্মচারী নিরপেক্ষ হইয়া অনুসন্ধান দ্বারা তাহা স্থির করিবেন। বঙ্গদেশের খাজনা সংক্রান্ত আইনে শ্রীযুক্ত রেনল্ড সাহেব যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন, আমরা তাহার অনুমোদন করিতে পারি না। তিনি বলেন, দশ বৎসর অন্তর পূর্ব্ব খাজনার দ্বিগুণ ভাবে খাজনা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। এ যুক্তি নিতান্ত অসঙ্গত ও অবিবেচনাসিদ্ধ। পাঠক! আমরা জমিদার কিম্বা প্রজা উভয়ের কাহারও বিপক্ষ নহি। সত্যানুরোধে যথার্থ কথাই বলিতেছি। জমীদারের জমিদারী; তিনি নিজ প্রজার নিকটে উপযুক্ত খাজনা গ্রহণ করুন। কিন্তু কাহার নিকট কি পরিমাণে খাজনা লইলে বিবেচনা সঙ্গত হয়, আমরা তাহাই দেখাইব এবং প্রজা জমিদারের জমি ভোগ করে, তাহার কি পরিমাণে খাজনা দেওয়া উচিত আমরা তাহাও করিতেছি। রেনল্ড সাহেব বলেন উপস্থিত বর্দ্ধিত খাজনা পূর্ব্ব খাজনার দ্বিগুণ হইতে পারে। এ নিয়মে খাজনা বৃদ্ধি করিলে প্রজার কষ্ট হইবে। কারণ, যাহার এক বিঘা ভূমির খাজনা ১৷০ দেড় টাকা, খাজনা বৃদ্ধি করিয়া ৩ তিন টাকা করিলেন। দশ বৎসর পরে সেই খাজনা ৬ টাকা হইল, বিশ বৎসর পরে ১২ বার টাকা হইল, ত্রিশ বৎসরে ২৪ হইবে। এরূপে খাজনা অসঙ্গত বাড়িয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন, প্রজার প্রতিও অনেক টুকু পক্ষপাত হইতে থাকিবে। বিবেচনা করুন, এক সমান জমির দুই বিঘা আছে। হরেকৃষ্ণ মণ্ডল তাহার এক বিঘা ভূমির এক টাকা খাজনা দেয়, এবং রামকৃষ্ণ মণ্ডল তাহার এক বিঘা ভূমির খাজনা ১৷৷০ দেয়। রেনল্ড সাহেবের আইন অনুসারে এখন এক জনের খাজনা দ্বিগুণ হওয়ায় দুই টাকা হইল, আর এক জনের খাজনা তিন টাকা আট আনা হইল। যাহার খাজনা অল্প ছিল, উত্তরোত্তর তাহার আরও জলিয়া উঠিতে লাগিল। এটী পক্ষপাত নয়? আমরা তাই বলি, জমিদারেরা নিজ জমিদারী মধ্যে নিরিখ বাঁধিয়া দিন অল্পে অল্পে চড়ান নিরিখে খাজনা দাঁড়াইলে তাঁহারা ক্ষান্ত হইবেন, তাহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। গম্ভীর বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ পুরুষদের অপেক্ষা এ বিষয় আমাদের দেশীয় জমিদারেরা অনেক বিচক্ষণতা প্রকাশ করেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের জমিদারদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলে প্রজাগণ সুখে থাকিবে এবং দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

বাকী খাজনা ও ছোট আদালতের বিচার্য্য মকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য এক সম্প্রদায় মুন্সেফ নিয়োগের প্রস্তাব।

বঙ্গদেশে মকদ্দমা ধরে না। সরোবর জলে পরিপূর্ণ হইলে নালা কাটিয়া জল বাহির করিয়া দিতে হয়। আমাদের রাজপুরুষেরাও তেমনি মকদ্দমাপূর্ণ বঙ্গদেশে কতকগুলি নূতন মুন্সেফ নিয়োগরূপ নালা কাটিবার চেষ্টা পাইতেছেন।

এ জুলাইয়ের কলিকাতা গেজেটে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের অভিপ্রায়ানুসারে হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রারের নিকট বাকী খাজনার ও ছোট আদালতের মকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্য এক সম্প্রদায় মুন্সেফ নিয়োগের প্রস্তাব করিয়া তাহার উপযোগিতা বিষয়ে হাইকোর্টের জজদিগের মত প্রার্থনা করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাই অদ্য আমাদিগের এ প্রস্তাবের আলোচনার বিষয় হইয়াছে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা অবধি এদেশে দিন দিন মকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বে প্রত্যেক সবডিভিজনে এক এক জন মুন্সেফে যথেষ্ট হইত, এখন আর একজন মুন্সেফ হইতে সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এমন কি কোন সবডিভিজনে দুই জন কোথাও বা তিন জন মুন্সেফ কার্য্য করিতেছেন, তথাপি তাঁহারা সমুদায় কার্য্য সমাধা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বর্ষ শেষে দেখা যায় এক এক স্থলে দুই তিন জন মুন্সেফ কাজ করিয়াছেন, তথাপি কাজের শেষ করিতে পারেন নাই। পূর্ব্বে যে আদালতে সম্বৎসরে এক সহস্র মকদ্দমা উপস্থিত হইত একণে তথায় বৎসরে আড়াই হাজার মকদ্দমা রুজু হইতেছে। মকদ্দমার সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইবার কারণ কি? পূর্ব্বে কি যত লোক ভদ্র ছিল, এখন তাহাদের সংখ্যা হ্রাস হইয়া অভদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে? না, অন্য কারণ আছে? ইহার অনেকগুলি কারণ আমাদের বুদ্ধিপথে উপস্থিত হইতেছে। পূর্ব্বে দেশ মূর্খবহুল ছিল। মূর্খের দোষ গোঁয়ারি; কিন্তু তাহাদের বুদ্ধির কুটিলতা ও বক্রগামিতা অল্প; স্তব স্তোত্র করিয়া দুটা মিষ্ট কথা বলিলেই তাহারা ভুলিয়া যাইত। সুতরাং সহজে অনেক বিবাদের মীমাংসা হইত। তখন আইন ও আদালতও অল্প ছিল না, অনেকে বৃথা অর্থ ব্যয় কষ্ট ও অপদস্থ হইবার ভয়ে আদালতে যাইত না, সহজে বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিত, গ্রামের পাঁচ জনে মধ্যবর্ত্তী হইয়াও অনেক বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিতেন। এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। এক্ষণে অনভিজ্ঞ ও বর্ণজ্ঞানশূন্য লোকের সংখ্যা হ্রাস হওয়াতে যে যে আইন ও যে যে নজীর এক্ষণে ব্যবস্থাপক সভা ও হাইকোর্ট হইতে দিন দিন বাহির হইতেছে, তৎসমুদায় সাধারণ লোকে পাঠ ও তাহা লইয়া তর্ক বিতর্ক করে। এমন কি, আইনের প্রত্যেক ধারা ও প্রত্যেক প্রকরণে যে যে বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা লইয়াও সাধারণ সমাজে তর্ক উপস্থিত হয়। এতদ্ভিন্ন উকীল, মোক্তার, ও মকদ্দমার দালাল আছেন; তাঁহাদের পরামর্শে বিশেষতঃ দালালগণের পরামর্শে মকদ্দমার সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এমন কি আমরা দেখিয়াছি যে, গ্রামে গ্রামে দুই তিন জন করিয়া এমন লোক আছে, যে তাহারা তিন চারিটী মকদ্দমা করিয়া আইন আদালত জ্ঞান সম্বন্ধে এত দূর পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে যে তদ্বিষয়ে তাহারা সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দেয় ও তাহাদের পরামর্শ অনুসারে অপর সাধারণ নীত হইয়া মকদ্দমায় প্রবৃত্ত হয়। ইহারাই মকদ্দমা বাঁধাইবার প্রধান কারণ এবং এই সকল লোক হইতেই মকদ্দমার এত শ্রীবৃদ্ধি। সাধারণতঃ সামান্য লোকে কোন কারণে কাহার দ্বারা ন্যায় পক্ষেই হউক আর অন্যায় পক্ষেই হউক পীড়িত হইয়া এই সকল ব্যক্তির পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করে এবং ইহারাই ন্যায় হউক বা অন্যায় হউক পরামর্শ দিয়া তাহাদিগের মকদ্দমায় প্রবৃত্তি লওয়ায়। ফল কথা এই, ঐ সকল দুষ্ট লোকেই মকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতর প্রধান কারণ। এই সকল লোক না থাকিলে কখনই মকদ্দমার সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইত না। ইহারা জনসমাজে মকদ্দমা বাঁধাইয়া দিয়া নিজে যথেষ্ট লাভ করে এবং ইহাদের হইতেই জনসমাজের অর্থনাশ ও সময়ে সময়ে সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অনেক জমিদার ও অনেক সম্পন্ন ব্যক্তির এক এক জন নিযুক্ত উকীল আছেন। ইহাঁরা আইন ও আইনের ধারা, প্রকরণ ও আইনের প্রত্যেক বাক্যের নূতন অর্থ করিয়া তাঁহাদের মক্কেলদিগকে প্রয়োজনানুরূপ উপদেশ দেন। সেই উপদেশও মকদ্দমা বৃদ্ধির অন্যতর কারণ।

আমাদের গবর্ণমেণ্ট যেরূপে কার্য্য করিতেছেন, যেরূপে আইনের উপর আইন বাহির করিতেছেন, তাহাতে মকদ্দমার সংখ্যা কখনই হ্রাস পাইবে না, বরং যতদিন এই নিয়ম চলিবে, ততদিন মকদ্দমার

সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। এক্ষণে এই বর্দ্ধিত-সংখ্যক মকদ্দমা যাহাতে সহজে ও শীঘ্র শীঘ্র নিষ্পত্তি হয়, গবর্ণমেণ্টের তাহার উপায় উদ্ভাবন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টও সে বিষয়ে উদাসীন নহেন। সহজে ও শীঘ্র শীঘ্র মকদ্দমা নিষ্পন্ন করিবার জন্য এদেশে দুই শ্রেণীর দেওয়ানী আদালতের সৃষ্টি করা হইয়াছে। এক শ্রেণীর নাম মুন্সেফী সবর্ডিনেট জজ ও জজ আদালত এবং হাইকোর্ট; অপর শ্রেণীর নাম ছোট আদালত। এক্ষণে মফস্বলে প্রায় প্রত্যেক জেলায় এক একটী ছোট আদালত আছে। এ সকল ছোট আদালত পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মকদ্দমা নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন, এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আবশ্যক বিবেচনা করিলে এই সকল আদালতকে সহস্র টাকার মকদ্দমা নিষ্পন্ন করিবার অধিকার দিতে পারেন। ছোট আদালতে চুক্তি ক্ষতিপূরণ খত দেনা পাওনা প্রভৃতি বিষয়ের মকদ্দমার বিচার হয়। এখানকার নিষ্পত্তির উপর আপীল নাই, কিন্তু এই আদালতের বিচারপতিগণের যে যে মকদ্দমার বিচার কার্য্যে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাঁহারা সেই সকল মকদ্দমার নিষ্পত্তি বিষয়ে সন্দেহ নিরসন করিবার জন্য হাইকোর্টের বিচারপতিদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। অপর শ্রেণীর আদালতের প্রকৃতি একরূপ নহে। এই সকল আদালত আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর আদালত কেবল নূতন মকদ্দমার বিচার করেন, ইহাদিগের নাম সর্ব্বেণাও আদালত, অপর শ্রেণীর আদালত কেবল আপীল নিষ্পত্তি করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদিগের নাম আপীল আদালত। আপীল আদালতে নূতন মকদ্দমা উপস্থিত হয় না, তথায় কেবল আপীলেরই নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। আপীল আদালতের মধ্যে হাইকোর্টই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, এবং যদিও জজ আদালতের নাম জেলাস্থ প্রধান সর্ব্বেণাও আদালত। তথাপি এই সকল আদালতে নিম্ন শ্রেণীর আপীলেরই নিষ্পত্তি হয়। জেলার জজেরা আবার সচরাচর মুন্সেফ আপীল নিষ্পত্তি করিবার জন্য নিম্নস্থ সব জজ আদালতে ঐ সকল আপীল অর্পণ করেন। তদনুসারে এক্ষণে সব জজ আদালতে অনেক মুন্সেফী আপীলেরও বিচার হইয়া থাকে। সর্ব্বেণাও আদালতের মধ্যে মুন্সেফ আদালতই সর্ব্ব নিম্ন আদালত। এখানে সহস্র টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মকদ্দমার বিচার হয়। দাবী তদূর্দ্ধ মূল্যের হইলে সবর্ডিনেট অথবা সব জজ আদালতে তাহার বিচার হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ মকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া সহজে তাহার নিষ্পত্তি করিবার জন্য কয়েক বৎসর অতীত হইল প্রধানতম আদালত নিম্নতর আদালতে যে সমস্ত মকদ্দমা উপস্থিত হয়, প্রকৃতি-ভেদে ঐ সকল মকদ্দমার শ্রেণী বিভাগ করিবার আদেশ দেন, তদনুসারে মকদ্দমা সকল চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়, যথা—১। হকিয়ত অর্থাৎ স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত মকদ্দমা, ২। বাকী খাজনা ৩। ছোট আদালতের বিচার্য্য মকদ্দমা ৪। সরাসরি অর্থাৎ বিবিধ বিষয়ক মকদ্দমা। এইরূপে মকদ্দমা চতুর্বিধ বিভাগে বিভক্ত হইলে পর প্রকাশ পাইতে লাগিল যে হকিয়ত ও সরাসরি মকদ্দমা অপেক্ষা বাকী খাজানা ও ছোট আদালতের মকদ্দমার সংখ্যাই অধিক। ক্রমশই এই দুই প্রকার মকদ্দমার সংখ্যা বাড়িতেছে। অনন্তর কতিপয় বর্ষ অতীত হইলে এই সকল মকদ্দমা শীঘ্র শীঘ্র ও সহজে নিষ্পত্তি করিবার জন্য হাইকোর্ট ছোট আদালতের মকদ্দমা আবার স্বতন্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত করিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে ছোট আদালতের মকদ্দমা এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় যে, যে সকল মকদ্দমার দাবী পঞ্চাশ টাকার অনধিক, তাহার বিচার মুন্সেফেরা করিবেন ও তাহার আপীল হইবে না এবং তদূর্দ্ধ মূল্যের দাবীর মকদ্দমার আপীল হইতে পারিবে। ছোট আদালতের মকদ্দমা এইরূপ দুই ভাগে বিভক্ত হইলে প্রায় প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক সবডিবিজনে উপযুক্ত মুন্সেফ দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের হস্তে ছোট আদালতের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন।

এক্ষণে বাকী খাজানার মকদ্দমার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সকল মকদ্দমার সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে প্রত্যেক সবডিবিজনে দুই তিন জন মুন্সেফও বিচার কার্য্য সমাধা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কিয়ৎকাল অতীত হইল হাইকোর্টের তদানীন্তন জজ সর লুইস জাক্সন এই সকল মকদ্দমা সহজে নিষ্পন্ন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রস্তাব করেন যে স্থানে স্থানে আবশ্যকমত কেবল বাকী খাজনার মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার জন্য স্বতন্ত্র এক শ্রেণীর মুন্সেফ নিযুক্ত করা হউক। এই প্রস্তাবে তিনি বলিয়াছিলেন যে এই সকল মুন্সেফ থানায় থানায় ভ্রমণ করিবেন ও সেই সমুদায় স্থানে যত বাকী খাজানার মকদ্দমা উপস্থিত হইবে তাহার নিষ্পত্তি করিবেন। সর লুইস জাক্সনের এই প্রস্তাব ঠিক সময়োপযোগী হইয়াছিল, এবং যদিও তাহাতে বিস্তর সুবিধার কথা ছিল, তথাপি গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে মনোযোগ দেন নাই। এক্ষণে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবের উপযোগিতা বুঝিয়া গত ২৭ এ জুলাইয়ের কলিকাতা গেজেটে স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। বাকী খাজনা ও ছোট আদালতের মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার জন্য মুন্সেফেরা থানায় থানায় ঘুরিয়া বেড়াইবেন বলিয়া সর লুইস জাক্সন যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহাতে বিস্তর অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহার অনুমোদন করেন না। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন যে তাহা হইলে বাদী ও প্রতিবাদিগণ উকীলের সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না, এবং তাহাতে বিচারের পক্ষে অনেক হানি হইবে। এই বিবেচনায় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বলেন যে প্রত্যেক সবডিবিজনে শুদ্ধ বাকী খাজনার মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার জন্য দুইটী স্থানে দুইটী মুন্সেফী আদালত থাকিবে এবং উহার মুন্সেফেরা প্রতি মাসে পর্য্যায়ক্রমে কয়েক দিবস এক আদালতে ও কয়েক দিবস অপর আদালতে কার্য্য করিবেন। এইরূপে কার্য্য হইলে অর্থি ও প্রত্যর্থির বিস্তর সুবিধা হইবে, এবং লুইস জাক্সনের প্রস্তাবানুরূপ কার্য্যে যে ব্যয়ের সম্ভাবনা ছিল, ইহাতে সে ব্যয়ের অনেক লাঘব হইবে।

গবর্ণমেণ্ট যে বিষয়ের প্রস্তাব করিয়া হাইকোর্টের বিচারপতিগণের অভিমত চাহিয়া পাঠাইছেন, ঐ বিষয় যত শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হয়, ততই মঙ্গল। বাস্তবিক মুন্সেফী আদালত সমূহে বাকী খাজনা ও ছোট আদালতের মকদ্দামা এরূপ অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, বিচার কার্য্য সমাধা হইয়া উঠা ভার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুন্সেফদিগের মন ঐ সকল মকদ্দমায় নিয়োজিত থাকাতে তাঁহারা হকিয়ত ও গুরুতর মকদ্দমা সমূহের বিচার করিবার অবসর পান না। অর্থী ও প্রত্যর্থীবর্গ তাহাতে বিস্তর অনিষ্ট হইতেছে। ছোট ছোট মকদ্দমার ঝঞ্ঝাটের জন্য নিরূপিত দিবসে গুরুতর মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় না। তাহাতে অর্থী ও প্রত্যর্থিবর্গের বৃথা অর্থ ব্যয় ও সময় নষ্ট হইয়া থাকে। যত শীঘ্র এই সমুদায় অনর্থের প্রতিবিধান হয় ততই ভাল।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২০ এ জুলাই। বোয়ারদিগের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সন্ধি পত্রের পাণ্ডুলিপিতে প্রকাশিত হইয়াছে যে সমগ্র ট্রান্সভাল তাহাদিগের হস্তে প্রত্যর্পিত হইবে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য বোয়রদিগের নিকট পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড দাওয়া করিতেছেন।

কমন্স সভায় প্রশ্নের উত্তরে গ্লাডষ্টোন সাহেব বলিয়াছেন যে মিধাত পাশার অপরাধ মার্জ্জনা করিবার জন্য লর্ড ডফরিন তুরস্কের সুলতানের নিকট অনুরোধ করিবেন।

লণ্ডন ২৩ এ জুলাই। কমিটি ল্যাণ্ডবিল আইনের পাণ্ডুলিপির সমুদায় প্রকরণে অনুমোদন করিয়াছেন।

রেইলওয়ে প্রস্তুত করিবার জন্য লঙ্কাদ্বীপের গবর্ণমেণ্ট পাঁচলক্ষ সত্তর সহস্র পাউণ্ড ঋণ করিতেছেন।

শেটল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জে ভয়ানক ঝড় হওয়াতে ৭০ জন মৎস্যব্যবসায়ীর মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহাদিগের এগার খানি নৌকা বিনষ্ট হইয়াছে।

কুপার্স হিল ইঞ্জিনিয়রিং কালেজের ছাত্রদিগের পুরস্কার বিতরণ কালে লর্ড হার্টিংটন বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষে পূর্ত্তকার্য্যের বিস্তর আবশ্যকতা আছে। তথাকার লোকের অর্থ উৎসাহ ও পরিশ্রম দ্বারা গবর্ণমেণ্টকে তদ্বিষয়ে সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

লণ্ডন ২৫ এ জুলাই। নেটাল হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে প্রিটোরিয়া নামক স্থানে বোয়ারদিগের সহিত যে সন্ধির প্রস্তাব হইতেছিল তাহাতে ব্যাঘাত জন্মিয়াছে।

আমেরিকা হইতে লিবারপুলে মাল্টা নামক যে জাহাজ আগমন করিয়াছে, তন্মধ্যে সিমেণ্টের পিপার মধ্য হইতে লুক্কাইত ছয়টী বারুদপূর্ণ প্রাণবিনাশক যন্ত্র বাহির হইয়াছে।

লণ্ডন ২৬ এ জুলাই। গত রাত্রি কমন্স সভা বাটীতে সর মাইকেল হিক্স্ বিচ ট্রান্সভাল সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রণালী অবিশ্বাস যোগ্য বলিয়া যে প্রস্তাব করেন তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

স্বরাষ্ট্রবিভাগের সেক্রেটারি লিবারপুলে বারুদপূর্ণ যন্ত্র ধৃত হওয়া সম্বন্ধে এই কথা প্রকাশ করেন যে এই সকল অনর্থকর যন্ত্রের আগমনবার্ত্তা গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে অবগত ছিলেন। নিউইয়র্ক হইতে আগত ব্যাভেরিয়ান নামক আর এক খানি জাহাজের মধ্য হইতে আর চারিটি ঐরূপ যন্ত্র বাহির হইয়া পড়িয়াছে। অনেকে অনুমান করিতেছেন যে ফেনিয়ানেরা এই সকল যন্ত্র প্রেরণের মধ্যে আছে।

আয়র্লণ্ডের অন্তর্গত [illegible] নামক স্থানে এক জন প্রহরী গুলির আঘাতে হত হইয়াছে।

টিউনিস ২৫ এ জুলাই। টিউনিসের উপকূলে গেবস নামক নগরে ফরাশী সেনাদল গোলা নিক্ষেপ করিতেছে।

লণ্ডন ২৬ এ জুলাই। কমন্স সভায় প্রশ্নের উত্তরে সর চার্লস ডিল্ক বলিয়াছেন যে রুশ গবর্ণমেণ্ট কুচান নামক দেশ অধিকার করিয়াছেন বলিয়া যে জনরব উঠিয়াছিল তাহা নিতান্ত অমূলক।

রুশ ও পারস্য গবর্ণমেণ্টের সীমানির্দ্দেশ কার্য্য কয়েক মাসের মধ্যে সমাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

পারিস ২৬ এ জুলাই। বার্থেলেমি সেণ্ট হিলেয়ার স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে ফরাশী গবর্ণমেণ্টের ট্রিপলি গ্রহণ করিবার ইচ্ছা নাই।

টিউনিস ২৬ এ জুলাই। ফরাশীরা গেবস নামক স্থান অধিকার করিয়াছে।

লণ্ডন ২৭ এ জুলাই। চিকিৎসকের উপদেশ অনুসারে প্রধানমন্ত্রী গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত প্রকাশ্য ভোজে উপস্থিত হইতে অস্বীকার করিয়াছেন।

লিবারপুলে যে সকল অনর্থমূলক যন্ত্র বাহির হইয়াছে, ঐ সকল যন্ত্র কে প্রেরণ করিয়াছে কোথায় কে তাহা গ্রহণ করিবে তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। আমেরিকার সংবাদ পত্র সমূহ অপরাধীদিগকে সমুচিত দণ্ড দিতে অনুরোধ করিতেছেন।

লণ্ডন ২৮ এ জুলাই। লর্ড গ্রানবিল ফরাশী গবর্ণমেণ্টকে ট্রিপলির বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন যে তাহাতে ফ্রান্সের বিশেষ হানি হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে ট্রিপলির বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট উদাসীন থাকিতে পারিবেন না।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৮ জুলাই। তুরস্কের মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সভ্য মিদাত পাশার সহচরদিগের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার পরিবর্ত্তে অন্য কোন দণ্ড দিবার প্রস্তাব করাতে তাহাদিগকে মিদাত পাশার সহিত আরবদেশে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে।

আফগান গৃহযুদ্ধের সংবাদ

কোয়েটা ২৭ এ জুলাই। কান্দাহারে নানা প্রকার জনরব উঠিয়াছে। অনেকে কহিতেছেন যে আয়ুবের সমগ্র সেনাদল মহম্মদাবাদে উপনীত হইয়াছে।

কোয়েটা ২১ এ জুলাই। ২১ এ জুলাই পর্য্যন্ত গিরিশে কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই। কেবল আয়ুবের অগ্রগামী সেনা ঐ স্থানের সন্নিকটে আসিয়াছে। আয়ুব খাঁ পশ্চাতে আছেন।

আমীরের কর্ম্মচারীগণ বলিতেছেন যে, আয়ুব খাঁর সেনার সংখ্যা অতি অল্প, তাহারা একান্ত অশিক্ষিত, ও তাহাদের অস্ত্রাদি ভাল নাই। পক্ষান্তরে আমীরের সেনাদিগকে বিশ্বাস করা যায় না। তাহারা প্রকাশ ভাবে বিদ্রোহী হইবার অবসর দেখিতেছে। জনরব এই কাজি আবদুল সালাম দুই শত শওয়ার সমভিব্যাহারে হেলমণ্ড পার হইয়া বর্ত্তমান আমীরের বিপক্ষে আফগানদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য দেরাওয়ানে উপনীত হইয়াছেন।

হাসিন খাঁ আয়ুবের পক্ষ হইতে আমীরের কর্ম্মচারীদিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিতেছেন।

আয়ুব খাঁ হেলমণ্ড নদীর অপরপারে সিংবার নামক স্থানে দুই তিন দল অশ্বারোহী সেনা প্রেরণ করিয়াছেন।

সেনাপতি গোলাম হায়দর খাঁ কান্দাহার হইতে গিরিস্ক নামক স্থানে গমন করিতেছেন।

সিমলা ২৬ এ জুলাই। কান্দাহার হইতে ২২ এ এই সংবাদ আসিয়াছে যে আয়ুব খাঁ গিরিস্ক হইতে কিয়দ্দূরে খোয়াজি আহম্মদ নামক স্থানে উপনীত হইয়াছেন। উভয়দলের সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছে।

কাবুল হইতে কান্দাহারে সৈন্য প্রেরিত হইতেছে।

কোয়েটা ২৮ এ জুলাই। ২৪ এ জুলাই সন্ধ্যাকালে আয়ুব খাঁ হঠাৎ কারেজীমুফেদস্থ ছাউনি ভাঙ্গিয়া গিরিস্কের দক্ষিণে সসৈন্যে গমন করিয়াছেন। পরদিন এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার অনুসরণার্থ আমীর সৈন্য প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তাহারা গিরিস্ক পর্য্যন্ত তাঁহার কোন অনুসন্ধান পায় নাই। সকলে এই অনুমান করিতেছেন যে আয়ুব খাঁ সসৈন্যে হেলমণ্ড পার হইয়া কান্দাহারের দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

সিমলা ২৭ এ জুলাই। কান্দাহার হইতে এই সংবাদ আসিয়াছে যে, আয়ুব খাঁ সসৈন্যে গিরিস্কের নিম্নে হেলমণ্ড নদী পার হইয়াছেন।

রহিম দিল খাঁর পুত্র সর্দ্দার গোলাম মহিউদ্দীন মেশেদ হইতে আগমনপূর্ব্বক আয়ুব খাঁর সহিত যোগ দিয়াছেন।

সিমলা ২৮ এ জুলাই। ২৭ এ জুলাই কারেজ-ই-আটা নামক স্থানে উভয় দলে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অতি প্রত্যুষে আরম্ভ হইয়া বেলা ১১ টা পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইয়াছিল। এই সময়ে আবদুল রহমানের বিস্তর সেনা আয়ুব খাঁর পক্ষে আগমন করিল। ইহা দেখিয়া আমীরের সেনাদল ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়াছে। আয়ুব খাঁর হস্তে ১৮ টী কামান এবং পাঁচ লক্ষ টাকা পতিত হইয়াছে।

সেনাপতি গোলাম হায়দার খাঁ কাবুলে পলায়ন করিয়াছেন, অপর দুই একজন সর্দ্দার চমনে গমন করিয়াছে।

বোধ হয় আয়ুব খাঁ কান্দাহার অধিকার করিয়াছেন। অন্য প্রান্তে কর্ণেল সেণ্ট জন আয়ুবের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য কোয়েটা হইতে চমনে গিয়াছেন।

সেনাপতি হিউম ২,১০০ ইউরোপীয় ও ৫,০০০ দেশীয় সেনার সাহায্যে কোয়েটা রক্ষা করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।
বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১১ এ জুলাই। চট্টগ্রামের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার আর, আর, পোপ কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রাম পার্ব্বতীয় বিভাগে বদলী হইলেন এবং উক্ত বিভাগে সদরষ্টেশনে কার্য্য করিবেন।

১৩ এ জুলাই। লোহারডগার প্রতিনিধি ডেপুটী কমিশনর আর এম, ওয়ালার (যিনি বিদায় লইয়াছেন) ২য় আদেশ পর্য্যন্ত ১১ ই হইতে ২য় শ্রেণীর ডেপুটী কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

সিংভুমের ডেপুটী কমিশনর মেজর সি, এচ, গার্বেট ২য় আদেশ পর্য্যন্ত ১১ ই তারিখ হইতে ২য় শ্রেণীর ডেপুটী কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

চট্টগ্রাম পার্ব্বতীয় বিভাগের প্রতিনিধি ডেপুটী কমিশনর এন, আর, ফাব্বস ১২ ই হইতে কিছুদিনের জন্য ৩য় শ্রেণীর ডেপুটী কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

২৪ এ জুলাই। চম্পারণের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জে, ওয়ার এডগার সি, এস, আই, ২ য় আদেশ পর্য্যন্ত চট্টগ্রামের কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

সারণের অন্তর্গত সেওয়ানের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার কিছুদিনের জন্য চম্পারণের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

২৬ এ জুলাই। নওয়াখালীর অন্তর্গত ফেনি নর্দ্দী বিভাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু সারদাপ্রসাদ সরকার (যিনি বিদায় লইয়াছেন) মুর্শিদাবাদে বদলী হইলেন এবং উক্ত বিভাগের সদর ষ্টেশনে কার্য্য করিবেন।

বাবু নিত্যানন্দ রায় বি, এ, কটকের অন্তর্গত জাজপুরের সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (যিনি ছুটী লইয়াছেন) ২৪ পরগণার সদর ষ্টেশনে রহিলেন।

২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ২০ এ তারিখে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

মৌলবী হাশমত হোসেন কিছুদিনের জন্য মজঃফরপুরের অন্তর্গত হাজিপুরের সব ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ই, ডবলিউ কলিন ২৪ পরগণায় সদর ষ্টেশনে রহিলেন।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত ডেমিন কবেষ্টের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, এফ, ম্যানসন উক্ত বিভাগের সদর ষ্টেশনে কার্য্য করিবেন।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দুমকার কিছু দিনের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার টি, ডি, বোবান উক্ত বিভাগে ডেমিন কবেষ্টের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এফ, ই, পিকার্ড কিছু দিনের জন্য দেওঘরে রহিলেন।

৮ ই এর আজ্ঞানুসারে বাবু শ্রীনাথ গুপ্তকে বাখরগঞ্জ জিলায় বদলী হইবার এবং প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবার যে আদেশ হয় তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৯ এ জুলাই। মুঙ্গেরের মুন্সেফ বাবু রাজকৃষ্ণ সেন ২ য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

২৫ এ জুলাই। চট্টগ্রামের মুন্সেফ বাবু জগবন্ধু দত্ত বাখরগঞ্জের মুন্সেফ হইলেন এবং সচরাচর সদর ষ্টেশনে থাকিবেন।

বরিশালের মুন্সেফ বাবু দুর্গাচরণ সেন চট্টগ্রামে বদলী হইলেন। ইনি সচরাচর সদর ষ্টেশনে থাকিবেন।

২৬ এ জুলাই। হাজারিবাগের আসিষ্টেণ্ট কমিশনর এচ, এচ, রিসলি সুবর্ডিনেট জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ফরিদপুরের গোয়ালন্দ বিভাগের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, সি, পিটারসন সরাসরি মকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বিবিধ সংবাদ।

মহীসুরে ইনকম টেক্স প্রচলিত হইতে চলিল। এই দুর্ভিক্ষের সময় ইনকম টেক্স প্রবর্ত্তিত করা ভাল হয় নাই।

গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফে সংবাদ প্রেরণের ব্যয় কমাইয়া দিয়া রেইলওয়ে টেলিগ্রাফ ব্যয় কমাইবার জন্য রেইলওয়ে কোম্পানীদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন।

গারো, খসিয়া, জয়ন্তিয়া ও নাগা পর্ব্বতে বিড়াল ধরিবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশে কর্ত্তব্য চীফ কমিশনর বিড়াল ধরিবার আদেশ দিয়াছেন। ব্রিটিশ পশুশালায় এই সকল বিড়াল রক্ষিত হইবে। গারো ও নাগারা বিড়াল খায়। তাহাদের মুখ হইতে এমন উপাদেয় ভক্ষ্যটি কাড়িয়া লইবার আবশ্যকতা কি?

সেই দুর্দ্দান্ত ব্যালাইণ্টাইন বেকার, (যে রুশ তুরস্ক যুদ্ধে বেকার পাশা উপাধি পাইয়াছিল) যে রেইলওয়ে শকটে একটী অসহায়া ইউরোপীয় রমণীর প্রতি অত্যাচার করিবার উদ্যোগ করে, যে তজ্জন্য সেই অপরাধের জন্য দুই বৎসর কারাগারে বাস করে, এখন সেই বেকার যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের এক জন প্রিয়পাত্র। এই ব্যক্তি এখন লণ্ডনের সৈনিক কর সভার এক জন অন্যতর সভ্যপদে মনোনীত হইয়াছে।

স্ত্রীলোকের স্বত্বাধিকার সমর্থন করিবার জন্য আর এক জন রমণী কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহাঁর নাম কুমারী বেলা লকউড। ইনি আমেরিকার আদালতের একজন কার্য্যদক্ষ ব্যারিষ্টার। এই যুবতী বেজিন নামক স্থানের রাজপ্রতিনিধি হইবার প্রার্থনা করেন। আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম যে ইহাঁর আবেদনের কোন ফল হয় নাই।

একজন সহযোগী বলেন যে তাঁহার কোন পত্র প্রেরক কেলা আছোয়া হইতে বোম্বাই নগরীস্থ তাঁহার কোন বন্ধুকে এই বলিয়া পত্র লিখিয়াছেন যে সম্প্রতি আয়ুব খাঁ হিরাটে দুইজন ইউরোপীয় সৈনিক কর্ম্মচারীকে হত করিয়াছেন। ইহারা তথায় ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছিল। ইহাদিগের মধ্যে একজন দক্ষিণ আফগান স্থানস্থিত ব্রিটিশ বাহিনীর জেনেরল সেণ্টিনেলের সহোদর।

টিউনিস লইয়া ইতালির সহিত ফরাশীদিগের যে কেমন অনেক বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই বুঝা যাইতে পারে। গত ২২ এ জুন প্যারিস নগরে সিগনর লিক্স কোয়ানি নামক এক জন ইতালীয়ের সহিত রোজিয়ার নামক একজন ফরাশীর সাক্ষাৎ হয়। উভয়ে টিউনিস ও মার্সিলিসের ব্যাপার লইয়া অনেকক্ষণ বিবাদ ও বাগ্‌বিতণ্ডা করে। বিবাদের মীমাংসার পর এই কথা স্থির হয় যে দুই জনে মদের দোকানে গিয়া মদ্যপান করিবে। উন্মত্ত হইয়া দুইজনে আবার ঐ বিষয় লইয়া পুনরায় বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। এই অবসরে সিগনর লিক্স কোয়ানি তাঁহার ফরাশী বন্ধুকে ধাকা মারিয়া ফেলিয়া দিল এবং তাহার নাসিকা কর্ণ ও অধর কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া লইল। অনন্তর মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে আনীত হইয়া সে আহ্লাদের সহিত তাহার অপরাধ এই বলিয়া স্বীকার করিল যে ফরাশির নাসা কর্ণ ও অধর উদরসাৎ করিয়াছে

কডলিভার তৈলের মত আর একটী মৎস্যের তৈল নূতন বাহির হইয়াছে। ইহার নাম উলাচান তৈল। উলাচান নামে এক প্রকার মৎস্য আছে, ইহাতে এত তৈল যে, এই মৎস্য শুষ্ক হইলে ইহা মশালের ন্যায় জ্বলিতে থাকে। এই জন্য কেহ কেহ ইহাকে বাতি-মৎস্য বলে।

বিলাতি সংবাদ পত্রে অবগত হওয়া গেল যে, টিউনিসের একজন ধনাঢ্য মুসলমান তথাকার বিদ্রোহের মূল। ইহার নাম আলি বেন খলিফা। ইহার বয়ঃক্রম ষাট বৎসর। টিউনিসের প্রায় সম্প্রদায় লোক ইহার অনুগত।

রুশগবর্ণমেণ্টের বিদেশীয় বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ডি গিয়ার্স মেষেদ নামক স্থানে একজন সৈনিক কর্ম্মচারীকে কন্সল রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এক্ষণে বাকোলিন নামক একজন রুশীয় এই খানে রুশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি আছেন। ইহার কূটমন্ত্রণা ও কার্য্যকুশলতা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষরূপে অবগত আছেন। ইহার পরিবর্ত্তে যদি একজন রুশ সৈনিক রুশরাজের প্রতিনিধি হন, তাহা হইলে পারস্যরাজ্যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা হ্রাস হইবে সন্দেহ নাই।

লাহোরের একখানি সংবাদ পত্র বলেন যে, আমীর আবদুল রহমন কান্দাহার ছাড়িয়া পলায়ন করিবার উদ্যোগে আছেন। যাহা হউক, শুভক্ষণে তিনি লর্ড লিটনের অনুগ্রহ দৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন। আমিরী পাইয়া তিনি খুব ধনবান হইলেন। ইংরাজেরা তাঁহাকে যে অর্থ দিয়াছেন, তদ্ভিন্ন নানা উপায়ে তিনি প্রজাদিগের নিকট হইতে বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন।

স্পেয়েগুলার সাহেব বলিয়াছেন যে গ্যাসের আলোক অপেক্ষা তাড়িতালোকে অনেক অল্প ব্যয়ে অধিক আলো হয় তজ্জন্য তিনিইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ষ্টেষণে এই আলো দিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

রাজমহল পাহাড়ের নিকটে বটরণা নামক স্থানে সাঁওতালেরা গোলযোগ করিতেছে। একদা ঐ স্থানে কতকগুলি সাঁওতাল সমবেত হয়, পুলিষ তাহাদিগকে দূরীকৃত না করিলে তাহারা অনিষ্ট করিতে পারিত। সাঁওতালেরা স্বভাবতঃ যেরূপ নির্বিরোধী, তাহাতে ভিতরে কিছু না থাকিলে তাহারা যে অকারণ গোল করিতেছে, ইহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

সম্প্রতি চট্টগ্রামের সন্নিকটে একটী সর্প মারা পড়িয়াছে। আলীপুরের পশুশালায় যে প্রকাণ্ড ঘোড়াসর্প আছে, এটি তাহা অপেক্ষা অধিক বড়। এই সর্প একটী ছাগল উদরস্থ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল এমন সময়ে ইহাকে দেখিতে পাইয়া তথাকার লোকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

সর রিচার্ড টেম্পল লণ্ডন শিল্পসভার প্রতিনিধি সভাপতি হইয়াছেন।

জলপ্লাবনে রাজপুতানা রেলওয়ের কিয়দংশ ভগ্ন হইয়াছে।

প্রবাদ এই যে আগামী এপ্রেল মাসে সর চেনার লম্যান সর রবার্ট ইজার্টনের পরিবর্ত্তে পঞ্জাবের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হইবেন।

আশাণ্টিরাজ মিত্রতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহার স্বর্ণ নির্ম্মিত কুঠার মহারাণীকে অর্পণ করিয়াছেন।

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে বর্লিন নগরে প্রাচ্য ভাষা ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের যে অধিবেশন হইবে, তাহাতে পণ্ডিত প্রবর মনিয়র উইলিয়মসের সমভিব্যাহারে পণ্ডিত শ্যামজি কৃষ্ণবর্ম্মা গমন করিবেন।

কবাডেন কব নামক সভায় ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড, ফ্রান্স, রুশিয়া, প্রুশিয়া, বেলজিয়ম, ইউনাইটেড ষ্টেট সমূহ এবং ভারতবর্ষ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভূসম্পত্তি সম্বন্ধে রাজা, প্রজা ও জমিদারের স্বত্ব বিষয়ক যে বক্তৃতা পঠিত হইয়াছিল, উহা এক্ষণে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। কাসেল কোম্পানী ইহা প্রকাশিত করিয়াছেন।

সম্প্রতি আমেরিকার কোন স্থানে শিলাবৃষ্টি হইয়া বিস্তর গৃহ ভগ্ন হইয়াছে ও অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। শুনা যাইতেছে যে এক একটী শিলা রাজহংসের ডিম্বের ন্যায় বৃহৎ ছিল।

লাহোরে একটী বিধবা-বিবাহ-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মান্দ্রাজের হাইকোর্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল শ্রীযুক্ত তমালপল্লী রাম রাও মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ইউরোপ হইতে আমেরিকায় উঠিয়া যাওয়া একরূপ রীতিই দাঁড়াইয়াছে। শুনা যাইতেছে যে শীঘ্রই সহস্রাধিক জর্ম্মণীর তন্তুবায় স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকায় গিয়া বাস করিবে।

পারস্য গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে কতকগুলি রুশ টেলিগ্রাফ কর্ম্মচারী আস্রাবাদ, টিহারণ, ও টের্ব্রিজের টেলিগ্রাফ আপিসে প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা করিয়া কার্য্য করে। সম্প্রতি তাহাদিগকে রুশিয়ার ফিরিয়া যাইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

বোম্বাইনগরে সর জামসেটজি জিজিভাইয়ের প্রতিষ্ঠিত একটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। তথায় একজন মুসলমান চিকিৎসা করিবার জন্য গমন করে। ঐ চিকিৎসালয়ে নিযুক্ত কয়েকটী মেডিকাল কলেজের ফিরিঙ্গী ছাত্র এই মুসলমানকে ক্লোরোফরম দ্বারা জ্ঞানশূন্য করিয়া তাহার দাড়ি গোঁফ কামাইয়া দিয়াছে। ইহাদিগকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়া উচিত।

করাচিতে সিকন নামক একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্রের একজন পত্র প্রেরক দেশীয় লোকের ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপর রাজভক্তির কত হ্রাস হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য নিম্ন লিখিত পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছেন। পত্র প্রেরক বলেন:—

"এক্ষণে গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত যে দেশীয়দিগের যেরূপ রাজভক্তি তাহাদের মুখে শুনা যায় তাহাদের ভিতরে সেরূপ নহে। তাহাদের ভাব দেখিয়া বোধ হয় ইংরাজ অথবা অপর কোন জাতি তাহাদিগকে শাসন করুক তাহাতে তাহাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, তাহারা আর ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকিতে চাহে না। ইউরোপীয় এবং তাহাদিগের পুত্র পৌত্রদিগের প্রতি তাহারা এক্ষণে প্রকাশ্যভাবে অশ্রদ্ধা দেখাইয়া থাকে। তাহারা এক্ষণে সচরাচর এই কথা আপনা আপনি বলাবলি করে যে ইংরাজ রাজত্বের শেষ হইয়াছে, রুশেরা আসিতেছে, এবং আফগানেরা শীঘ্রই ইংরাজদিগকে কোয়েটা হইতে দূর করিয়া দিবে। তাহারা ইউরোপীয়দিগকে আর গ্রাহ্য করে না, এবং আরও বলে যে ইউরোপীয়দিগের ক্ষমতা গিয়াছে ও তাহারা ভারতবর্ষ আর রাখিতে পারিবে না। ইত্যাদি

পত্র প্রেরক কি গবর্ণরজেনরলের সম্মান চাহেন? না, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের স্বজাতীয় রাজার অধিকৃত এই দেশ বলিয়া স্বয়ং রাজোচিত সম্মান পাইতে ইচ্ছা করেন? ভগবান বরাহ অবতার হইয়াছিলেন বলিয়া কি [illegible] শূকরকেই পূজা করিতে হইবে?

মহী[illegible] কৃষি বিভাগ স্থাপন করিবার জন্য তত্রত্য মহারাজ দেওয়ানের সহিত পরামর্শ করিতেছেন।

ফ্রান্স ও জর্ম্মণি আসিয়াখণ্ডে ক্ষমতা বিস্তার করিবার উদ্যোগে আছেন। জর্ম্মণির সচিবচূড়ামণি প্রিন্স বিসমার্ক চীন ও অ[illegible]লিয়ার সহিত জর্ম্মণির যোগসম্পর্ক স্থাপন করিবার উদ্যোগে আছেন।

আবিসিনিয়ার রাজা ইজিপ্টের খেদাইবকে বিস্তর উপঢৌকন দিয়া এক খানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। ইটালীয় ও ফরাসী গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে লোহিত সাগরের উপকূলে আপন আপন বন্দর স্থাপন করিবার চেষ্টায় আছেন, আবিসিনিয়ার রাজাও সেইরূপ চেষ্টা করিতেছেন। জনরব এই যে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এতদ্বিষয়ে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত সুইটজরলণ্ডের রাজকীয় সভার যে সনন্দ পত্র ১৮৮০ অব্দের ২৬ এ নবেম্বর স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহা সাধারণের অবগতির জন্য ১৮৮১ অব্দের লণ্ডন গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা উভয় রাজ্যে এইরূপ স্বীকার করিয়াছেন যে, এক রাজ্যের অপরাধীকে অপর রাজ্যে স্থান দেওয়া হইবে না।

টিউনিসে যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি আছেন, তিনি তথাকার ইংরাজদিগের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মকদ্দমা করিতে অধিকার প্রাপ্ত হইবেন ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্ট এইরূপ আদেশ দিয়াছেন।

আডভোকেট জেনেরল পল সাহেব ছুটী লইয়া ইংলণ্ডে যাইতেছেন। তাঁহার স্থলে ইবান্স সাহেব কার্য্য করিবেন।

সকলে অনুমান করিতেছেন যে, গ্লাডষ্টোন সাহেব শরীরের অস্বাস্থ্য নিবন্ধন প্রধান মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিয়া অবসর গ্রহণ করিবেন। তাঁহার স্থলে চাইল্ডার্স সাহেব প্রধান মন্ত্রী হইবেন। লর্ড হার্টিংটন যুদ্ধসম্বন্ধীয় মন্ত্রী এবং গোশেন সাহেব ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি হইবেন।

চীন দেশীয় সম্রাট তাঁহার রাজ্যে টেলিগ্রাফ বসাইবার জন্য আমেরিকা হইতে তার ও যন্ত্রাদি আনাইতেছেন। আপাততঃ পিকিন হইতে তিন দিন দিয়া সাংঘাই পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ বসান হইবে। জনরব উঠিয়াছে পিকিন হইতে তিনসিন পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইবে।

এবৎসর সুয়েজযোজক খালের অধিকারী কোম্পানী বিশেষ লাভ করিয়াছেন।

আমির আবদুল রহমন যে সাধারণের ঘৃণাস্পদ হইয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, তিনি মধ্যে মধ্যে সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিতেছেন এবং তাঁহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতেছেন। সম্প্রতি সেনাপতি নৈয়ুদিন খাঁকে কয়েদ করা হয়। তিন তিনি লক্ষ মুদ্রা দিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজের নূতন গবর্ণর গ্রাণ্টডফ সাহেব অক্টোবর মাসের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিবেন না। এক্ষণে তিনি পালিয়ামেণ্ট সভা ও অণ্ডর সেক্রেটারির পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মহীসুরের অবস্থা বড় মন্দ। ১৮ জুলাই পর্য্যন্ত সেখানে বৃষ্টি হয় নাই। কৃষিকর্ম্মের অত্যন্ত বিঘ্ন হইতেছে, শস্যের মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। পেয় জল নাই বলিলেই হয়। ইহা দেখিয়া সাধারণের মনে অত্যন্ত ভয় হইয়াছে। মহারাজ কোন কোন গ্রামে দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় বিধান করিবার জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন।

কলিকাতা টাউন হলে সেন্সস আফিসে পুলিস হাঙ্গামায় যে কয়েক জন পুলিস কর্ত্তৃক আহত সেন্সস কর্ম্মচারী হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছিল আমরা দুঃখের সহিত লিখিতেছি তাহার একজন এক দিবস পরেই মারা পড়িয়াছে; অপর আর এক জনের অবস্থাও নাকি তত আশাজনক নহে। ঘটনাস্থলে যে কয়েকজন দাঙ্গাকারী ধৃত হইয়াছিল তাহারা এক্ষণে হাজতে আছে। সম্প্রতি উহাদের আরও কয়েকজন ধরা পড়িয়াছে। ইহাতে টাউনহলের ও সেন্সস আফিসের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে, মকদ্দমার বিচারও আরম্ভ হইয়াছে, এক্ষণে দেখা যাউক ইহার শেষ ফল কোথায় দাঁড়ায়।

গত ২৩ এ জুলাই শনিবার ভবানীপুর লণ্ডনমিশনরি বিদ্যালয়ে দক্ষিণ উপনগরীয় করদাতৃগণের একটী বৃহতী সভা হইয়াছিল। ন্যূনাধিক তিন শত লোক সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। বাবু কালীমোহন দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, এবং বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত বাবু আশুতোষ বিশ্বাস প্রভৃতি কতিপয় বক্তা প্রজার পক্ষ হইয়া স্ব স্ব মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাহাতে তাঁহারা স্পষ্টতঃ বুঝাইয়া বলিলেন যে সহরতলীতে ভালরূপ আলোক, কলের জলের ও রাস্তাঘাটের উন্নতির সুবন্দোবস্ত হওয়া অতি আবশ্যক। বিশেষতঃ নাইট্ সয়েল (ময়লা) বিভাগের ট্যাক্সের হার যাহাতে কমিয়া যায়, বিধিমতে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কারণ, পড়ুয়া বাড়ীর ময়লার ট্যাক্স, বাগানের ময়লার ট্যাক্স, পুকুরের ময়লার ট্যাক্স, শ্মশানের বা গোরস্থানের ময়লার ট্যাক্স, ইত্যাদি নূতন ধরণের অন্যায় ট্যাক্স হইতে যাহাতে প্রজারা অব্যাহতি পায়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। পরিশেষে আমাদের মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তা মহাশয়েরা কলিকাতায় ও তাহার উপনগরের স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে যে একখানি পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যে ভ্রমপূর্ণ বক্তাগণ তাহা বিশেষ করিয়া সাধারণকে বুঝাইয়া দিলেন। পরে সভা ভঙ্গ হইল। আমরা এস্থলে সভাস্থ মহোদয়গণকে একটী কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি অগ্রে তাঁহারা রাস্তাগুলির পঙ্কোদ্ধার করাইতে যত্নবান হউন, পরে আর আর সকল কার্য্য করিবেন। যাঁহারা বৃষ্টির পরক্ষণেই কালীঘাটের রাস্তাটী দেখিয়াছেন, তাঁহারাই মিউনিসিপালীটীর কার্য্যদক্ষতার ও ন্যায়দর্শিতার পরিচয় বেশ পাইয়াছেন। পল্লীগ্রামের মেটিয়া রাস্তাগুলিও উহার অপেক্ষা অনেক ভাল। এখন জিজ্ঞাসা করি কর্ত্তাদের কি এদিকে দৃষ্টিপাত হয় না? না ইংরাজমহলের রাস্তাগুলি লইয়া তাঁহারা ব্যতিব্যস্ত আছেন? যত দায় প্রজাদের। উহাদের কর দিয়াও নিস্তার নাই, না দিয়াও নিস্তার নাই। ইহাকেই বলে খেয়ার কড়ী দিয়া ডুবিয়া পার হওয়া।

দেখিতে দেখিতে ট্রামওয়ের রেল ভবানীপুরের চড়কডাঙ্গার মোড় পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে। আপাততঃ ঐ পর্য্যন্তই থাকিবে। পরে রাস্তার সুবিধা দেখিয়া কালীঘাট পর্য্যন্ত আসিবে। যেরূপ শুনা যায় তাহাতে যদি কালীঘাটরোড দিয়া রেল আইসে, তবে চিৎপুরের ন্যায় এখানেও লোকের যাবপর নাই অসুবিধা হইবে। আমাদের বিবেচনায় যদি রসারোড দিয়া কালীঘাটের দক্ষিণ ঘুরিয়া পাথুরিয়া পটীর নিকট আড্ডা করা হয়, তাহা হইলে সকল পক্ষেই সুবিধা হইবে।

গত সোমবার ভবানীপুরের চৌরাস্তার নিকট একটী অল্প বয়স্ক বালক খেলা করিতেছিল, এমন সময় একখানা গাড়ী দ্রুতবেগে আসিয়া তাহার উপর পড়িল, বালক পলাইতে অবসর পাইল না, সুতরাং গাড়ী তাহার পায়ের উপর দিয়া চলিয়া গেল। চাকার আঘাতে তাহার পা খানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; তাহাকে অনতিবিলম্বেই আলীপুর হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। গাড়ীখানিও গ্রেপ্তার হইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, কি কারণে ভবানীপুর থানার পুলিস-কনষ্টেবল ভায়ারা গাড়োয়ানদের গতিবিধির উপর নজর রাখেন না?

মাদার শিপটন নাম্নী কোন ইউরোপীয় রমণী ১৮৮১ খৃঃ অব্দে পৃথিবী ধ্বংস হইবে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাক্য প্রচার করিয়াছিলেন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, যে কেবল মাদার শিপটন ঐ জনরব তুলিয়াছেন এমন নহে, কক্ সার্ড আর্টিনোনামা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর একজন ইটালীয় গ্রন্থকার তৎকৃত আকুইলাভোলান্তী নামক গ্রন্থে আগামী ১৫ ই নবেম্বর এই পৃথিবী ধ্বংস হইতে আরম্ভ হইবে এইরূপ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে ধ্বংসক্রিয়া পনর দিনে সমাপ্ত হইবে। আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর পারেও এই জনরব উঠিয়াছে। আমেরিকার অন্তর্গত কানেডা নামক দেশে এই অমূলক প্রবাদের উপর লোকের এত বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে তথাকার বিস্তর কৃষক আর অধিক শস্য উৎপাদন করিয়া কি হইবে এই ভাবিয়া এক কালে কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে।

সংবাদদাতার পত্র।

হুগলী।

সম্প্রতি আমরা [illegible] প্রকাশ করিতেছি [illegible] জেলার [illegible]

থানার অধীন কেলাদোবা মোগুলাই নিবাসী খ্যাত-নামা নৈয়ায়িক তারাচাঁদ ন্যায়রত্ন মহোদয় ইহ-লোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি অত্যন্ত অমায়িক ও শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন, তদ্ব্যতীত ন্যায়শাস্ত্রে ইঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ও হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থা ছিল, ইনি বড় একটা চতুর লোক ছিলেন না; সুতরাং জনসমাজে ইঁহার তাদৃশ প্রতিপত্তি বা খ্যাতি ছিল না, তবে এতদ্দেশের সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান ও ভক্তি করিত। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মৃত্যুতে এখানকার হিন্দুসমাজ একটী বিশেষ রত্ন হারাইলেন এ কথা বলা দ্বিরুক্তি মাত্র।

জমীদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাটীর কাছারির নায়েব বাবু দুর্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় অধীনস্থ কতকগুলি প্রজাকে হুকুম দেন যে তাহারা সুকর ধাওয়াকে কাছারিতে ধরিয়া আনে, নায়েব মহাশয়ের হুকুম পাইয়া দুরাত্মারা সুকর ধাওয়াকে ধরিয়া আনিবার কালে তাহার স্ত্রী স্বর্ণ ধাওয়ানী উহাদিগকে গালাগালি দেয়, ইহাতে ঐ সকল প্রজা রাগান্ধ হইয়া স্বর্ণকে মারপিট করে এবং একজন সজোরে স্বর্ণের তলপেটে লাথি মারে। ইহাতে ঐ স্ত্রীলোকটী মরিয়া যায়। হুগলির সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সুবিচারে বার জন প্রজার দণ্ডবিধির ৩৪৭। ৩৪২ ধারামত সাত সাত মাস কঠিন পরিশ্রমসহ কারাবাস ও পাঁচ পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড এবং নায়েব মহাশয়ের (দুর্গাপ্রসাদ বাবুর) দণ্ডবিধির ৩৪২। ১০৯ ধারামত কঠিন পরিশ্রমসহ একমাস কারাবাস ও দুই শত টাকা অর্থদণ্ড (না দিলে অতিরিক্ত একমাস কারাবাস) হইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এত কঠিন দণ্ড সত্ত্বেও জয়কৃষ্ণ বাবুর নায়েব দুর্গাপ্রসাদ বাবুর সদৃশ অত্যাচারী নায়েবগণের চৈতন্য হয় না, ইহাই আক্ষেপের বিষয়। আমরা ভরসা করি জমীদার জয়কৃষ্ণ বাবুর নায়েব দুর্গাপ্রসাদ বাবুর দুর্গতি দেখিয়া অন্যান্য অত্যাচারপ্রিয় নায়েবগণ ভবিষ্যতে সাবধান হইবেন। এই মকদ্দমায় পাণ্ডুয়া পুলিসের সুযোগ্য সব ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু অদ্বৈতচরণ চক্রবর্ত্তী ও হেড কনেষ্টবল শ্রীযুক্ত বাবু নিধিরাম দে মহাশয় আসামিদিগকে বিলক্ষণ নিব

সুখ্যাতির ভাজন হইয়াছেন [illegible] হইক আমরা উপরে বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি, এই মকদ্দমায় প্রধান আসামী মাতাব ধাওয়া [illegible] ফেরার হইয়াছে।

যে রাস্তাটী পাণ্ডুয়া হইতে বাহির হইয়া ইল-ছোবা মোগুলাইয়ের উপর দিয়া বরাবর ইলছোবা থানার দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেই রাস্তাটীর প্রতি বৎসরই সংস্কার হইয়া থাকে, অথচ বর্ষা পড়িতে না পড়িতেই পথটীর অস্থিপঞ্জর বাহির হইয়া যায়। এতদ্দ্বারা পথিকগণের গমনাগমনের যে কি পর্য্যন্ত ক্লেশ হয় তাহা বলিতে কাষ্ঠময়ী লেখনীও বিদীর্ণা হইয়া যায়। আমরা হুগলি জেলার ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়র সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি কণ্ট্রাক্টরগণ যখন রাস্তার সংস্কার শেষ করিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্য টাকা গ্রহণ করে, তখন তিনি (ইঞ্জিনিয়র সাহেব) রাস্তাটী স্বচক্ষে পরীক্ষা করিয়া লন কি না? আমরা এই রাস্তাটীর দুর্দ্দশার কথা সংবাদ পত্রে অনেক বার উল্লেখ করিয়াছি; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত আমাদিগের রোদনের প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। আমরা হুগলীর বর্ত্তমান মাজিষ্ট্রেট কলিন সাহেব মহাশয়কে নিবন্ধাতিশয় সহকারে অনুরোধ করিতেছি, এবার কণ্ট্রাক্টরগণ এই রাস্তাটীর মেরামত-কার্য্য শেষ করিলে তিনি (মাজিষ্ট্রেট সাহেব) যেন স্বয়ং রাস্তাটীর পরীক্ষা করিয়া লন।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের চতুর্থ শ্রেণীর গাড়ীগুলি খোঁয়াড় বলিলে আমরা অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইব না। এই গাড়ীতে নিয়ম আছে ৮০ জন আরোহী বসিবে, কিন্তু সময়ে সময়ে ১০০। ১২৫ জনেরও অধিক লওয়া হয়। আবার যে দিন বৃষ্টিপাত হয়, সে দিন চতুর্থ শ্রেণীর আরোহিগণের ক্লেশের সীমা পরিসীমা থাকে না। রেলওয়ে কোম্পানী ব্যবসায়ী লোক। তাঁহারা আরোহিগণের যত সুবিধা ও ক্লেশ নিবারণ করিয়া দিবেন, ততই অধিক লাভবান হইবেন।

জামালপুর।

পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন, সীতাকুণ্ড হিন্দুদিগের একটী বহুকালের তীর্থ স্থান। অদ্যাপি অসংখ্য যাত্রী তীর্থ পর্য্যটন উপলক্ষে পশ্চিম আসিলে, প্রায়ই সীতাকুণ্ডে যাইয়া শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ও দান ধ্যান করিয়া থাকেন। সম্প্রতি মিউনিসিপাল কমিটীর দোরাত্ম্যে সীতাকুণ্ডে শ্রাদ্ধাদি করা বন্ধ হইয়াছিল। কমিটী কহেন,—এই জল এতদ্দেশীয় সাহেবীয় ইংরাজ ও সম্ভ্রান্ত লোকে পান করিয়া থাকেন। যাত্রিগণ জলে ফুল বিল্বপত্র ও আতপ তণ্ডুল ফেলায় জল দিন দিন খারাপ হইতেছে। অতএব ভবিষ্যতে আর কাহাকেও সীতাকুণ্ডে শ্রাদ্ধাদি করিতে দেওয়া হইবে না। তবে পাণ্ডারা ইচ্ছা করিলে সীতাকুণ্ডের বাহিরে একটী স্থান খনন করাইয়া তাহা সীতাকুণ্ডের জলে পরিপূর্ণ করিয়া যাত্রীদিগকে শ্রাদ্ধাদি করাইতে পারিবে। পাছে পাণ্ডারা কমিটীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, এই আশঙ্কায় পাহারা বসান হইয়াছিল। আহা! এই সীতাকুণ্ডের প্রসাদে ৪। ৫ শত ঘর পাণ্ডার জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, এক্ষণে তাহাদের অন্নে ধূলি নিক্ষেপ করিবার উদ্যোগ করা কি কমিটীর উচিত হইতেছিল? সীতাকুণ্ডের জলে বহুকালাবধি ফুল বিল্বপত্র পড়িয়াও জল খারাপ হয় নাই, এক্ষণে উহার জল খারাপ হইতেছে এ বুদ্ধি বিশালবুদ্ধি কমিটীকে কে দিল? আর এক কথা—ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা আছে ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ে হস্তার্পণ করিবেন না। কিন্তু কমিটী সীতাকুণ্ডে হস্তার্পণ করিয়া কি সে সত্য রক্ষা করিতেছিলেন? পাণ্ডারা একত্র হইয়া ভাগলপুরে এই বিষয়ের অভিযোগ করিতে গিয়াছিল এবং মুঙ্গেরের মাজিষ্ট্রেটের নিকটেও আবেদন করিয়াছিল। আমাদের সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট সুবিচার পূর্ব্বক এই চির প্রচলিত প্রথা পূর্ব্ববৎ রাখিতে আদেশ করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম যে, যেদিন মাজিষ্ট্রেট সাহেব কমিটীর মতের বিরুদ্ধ আজ্ঞা প্রচার করেন সেই দিন হইতেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পুত্রটী পীড়িত হইয়াছে। এক্ষণে আশা করি ভগবৎপ্রসাদাৎ শিশু শীঘ্র পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন।

গত শনিবার অপরাহ্ণ বেলা ৫ টার সময় মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সহযোগী সম্পাদক মাননীয় শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় জামালপুর হরিসভাগৃহে "ধর্ম্ম সাধন" সম্বন্ধে একটী বাচনিক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তার প্রায় ২ ঘণ্টা অবিশ্রান্ত বক্তৃতায় ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিমাত্রেই বিশেষরূপ সুখী ও উৎসাহিত হইয়াছেন। যাহাতে ইংরাজীতে বা নব্য রীতিতে সুশিক্ষিত ভারতবর্ষবাসিগণ আর্য্যধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান হইয়া তাঁহাদের পূর্ব্ববংশীয় আর্য্য মহাত্মাদিগের আচরিত ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারেন, তাহাই বক্তার প্রধান উদ্দেশ্য, এই জন্য তিনি ধর্ম্ম সাধনের মানব প্রকৃতিগত আবশ্যকতা, তাহার ভিন্ন ভিন্ন পন্থা ও ভাগবতের গূঢ় অভিপ্রায় এবং ধর্ম্মই যে সূক্ষ্মবুদ্ধি মানবগণের বিশ্রাম স্থল, এতাবৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ক্রমে উদার ও সরল ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আর্য্যধর্ম্ম যে আবার নবীন পরাক্রমে বৈজ্ঞানিক মূর্ত্তিতে প্রচারিত হইবে, ইহা আমাদিগের আদৌ আশা ছিল না। যাহা হউক, বক্তার যেরূপ উৎসাহ ও ধর্ম্মোত্তেজনা দেখা যাইতেছে, তাহাতে ভারতীয় প্রাচীন ধর্ম্মের পুনরুজ্জ্বল মূর্ত্তি দর্শনে বোধ করি আমাদিগের আশা সফল হইবে। ভগবান এই কৌমার ব্রতী বক্তার হৃদয়ে ঐশী শক্তির সঞ্চার করুন এবং তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া ভারতের গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত রাখুন।

জামালপুর পোষ্ট আফিসের সব পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু বিপ্রচরণ দে মহাশয়কে স্থানান্তরিত

করিবার প্রস্তাব হওয়ায় এখানকার সাধারণে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। বিপ্রদাস বাবু অতি সৎ, ভদ্র এবং কার্য্যদক্ষ লোক। ইঁহার অনেকগুলি গুণ থাকাতেই স্বল্প দিন মাত্র এখানে আসিয়া সাধারণের বিশেষ প্রিয় পাত্র হইয়াছেন। ইনি যে কয়েক মাস এখানে আসিয়াছেন, কোন দিন কোন কারণে কাহারও অসন্তোষ কিম্বা অপ্রীতিভাজন হয়েন নাই। জামালপুরে যেমন অনেকগুলি ভদ্রলোকের বাস তেমনি বিপ্রদাস বাবুর ন্যায় একজন ভদ্রলোক এখানে থাকিলেই ভাল হয়। আমরা ভরসা করি পোষ্ট অফিসের কর্ত্তৃপক্ষেরা ইঁহাকে স্থানান্তরে বদলি না করিয়া সাধারণের প্রশংসাভাজন হইবেন।

এই সময়েই এপ্রদেশে অত্যন্ত সর্প ভয় হইয়া থাকে। মধ্যে জামালপুরের এক ব্যক্তি সর্পাঘাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে; কিন্তু মুঙ্গেরের এক ব্যক্তির সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে।

বক্সর—১৮ ই জুলাই।

এ বৎসর বৃষ্টি না হওয়াতে সকলেই হতাশ্বাস হইয়াছিলেন যে, ভাদুই শস্য একেবারেই হইল না। কিন্তু অদ্য প্রাতঃকালে ৫। ৬ ঘণ্টা এরূপ বৃষ্টি হইয়াছে যে তাহাতে চাসের পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে। চাসিরা প্রফুল্ল অন্তরে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কৃষিকার্য্য করিতেছে।

যে দিবস লোক সংখ্যা করা হয়, সেই দিবস গহমারে একটী পুত্র সন্তান হয়, তাহার ৪ পদ ও ৪ হস্ত, সন্তানটী যমজ হইতেছিল, কিন্তু তাহা ঘটে নাই, সন্তানটীর উপর আর একটী সন্তান পরস্পর চামড়ায় বদ্ধ। যেটী উপরে আছে, তাহার মস্তক নাই, সে জন্য সেটী স্কন্ধকাটা (অতএব মাংসপিণ্ড,) ইহার দুই পদ, দুই পদেই পাঁচটী করিয়া অঙ্গুলি আছে, দুই হস্তে একটী ছোট একটী স্বাভাবিক, ছোট হস্তে তিনটী ও অপরটীতে পাঁচটী অঙ্গুলি সমান আছে। সন্তানটী দেখিতে অতি সুন্দর ও সবল। তাহার পিতা মাতা গরিব, তাহারা এই সন্তান পাইয়া বেশ পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। কিছু দিন পরে কলিকাতায় যাইবে।

বক্সর হইতে ডবল লাইনের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু রেট অল্প হওয়ায় কন্‌ট্রাক্টারদের ভাল ভাল ঠিকাদার এখনও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন নাই। এখন যে রেল বসিতেছে, তাহা কাষ্ঠের স্লিপারের উপর নহে।

এবৎসরে বক্সরে বিসূচিকা রোগের অতি প্রাদুর্ভাব। এক্ষণ পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হয় নাই।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১২৮৭ সাল গত হইয়াছে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য গ্রহণের নিয়ম, এ বিষয়টী বিশেষ করিয়া পাঠকগণের স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, তাহা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তব্য।

যাঁহারা মনি অর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভ্রম প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। যথা—যিনি কাগজ লন, হয় ত তাঁহার কর্ম্মচারী মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাহাদেরও কর্ম্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্ম্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, বাসগ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহাদের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য।

সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকস্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেন্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় হইতে রামায়ণ (মূল অনুবাদ) বিতরণ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ভারত শেষ হওয়াতে অবসর ও সাধারণের অভিমত ক্রমে রামায়ণের মূল ও অনুবাদ বিতরণ আরম্ভ করা হইল। অর্থিগণ সত্বর আবেদন করিবেন। এ বিষয়ে নিয়মাদি ও অন্যান্য বৃত্তান্ত দাতব্য মহাভারত ও হরিবংশের বিজ্ঞাপনে এবং দাতব্য ভারত কার্য্যালয়ে বিশেষ অবগত হইতে পারিবেন ইতি।—

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়
যোড়াসাঁকো কলিকাতা } দাতব্য সভার কার্য্যাধ্যক্ষ।

যিনি এক দিবসে হৃদয়দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া, চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর,শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেন্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র প্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

—:০:—

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাসুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাসুলসহ ৫৷৹ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাসুল ।৶৹, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৶০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৪।৶০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৮।৶০, গোপাল তাপিনী ১, জগন্নাথবল্লভ নাটক ১ টাকা. আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বসু।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, চন্দ্র পদাদিকম্প, রূপবিহীনতা,মানসিক বিকার,বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
মোং কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ১৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল ১৮৮১। শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি. চুলকনি, টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৶০ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র পাহাড়ি—ক্ষীরপাই ১৪
" " দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—চাতরা ১১
" " রমণীমোহন রায়চৌধুরী জমিদার তুষভাণ্ডার ১০
" " মতিলাল চক্রবর্ত্তী—ঢাকা ১০
" " শরচ্চন্দ্র কুণ্ডু—কলিকাতা ১০
শ্রীযুক্ত মুন্সী গোলাম রব্বানি—নদীয়া ১০
" বাবু রাজনারায়ণ কোঙর—রোসড়া ৭৷৹
" " কালিদাস বিশ্বাস—শান্তিপুর ৭
" " উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—চাঁদবাজার ৭
" " তারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—গোলগ্রাম ৭
" " উপেন্দ্রচন্দ্র নিয়োগী—বেলিয়া তোড়গ্রাম ৫।৶০
" " প্যারিলাল সিংহ চৌধুরী জিবরখালি ৫৷৹
" " প্রিয়নাথ দাস—বালিচক ৫
বাঁকিপুর ক্লিডিংক্লব—বাঁকিপুর ৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৪ শ ভাগ । প্রবস্ততা প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং ” । ৩৯ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ২৫ এ শ্রাবণ। ইং ১৮৮১। ৮ ই আগস্ট।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

... [illegible] ঠিকানায় ... [illegible] পাঠাইবেন। যদ্যপি ... সম্পন্ন করিতে না পারি তবে সমস্ত ... [illegible]

... [illegible]

প্রকাশক শ্রীকিশোরীচন্দ্র সরকার।

প্রেরিতপত্র।

মিথ্যাদোষারোপের প্রতিবাদ।

মহাশয়! আপনার ১১ ই শ্রাবণের সোমপ্রকাশে "নববিধানীদিগের সত্যানুরাগ" শীর্ষক যে পত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া আমি যে কতদূর দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। পত্রখানি পাঠ করিয়া আমি মনে মনে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম যে মিথ্যা করিয়া লোকের নামে নিন্দা এবং দোষারোপ করার দৌড় কি ইহা অপেক্ষা অধিকদূর হইতে পারে? বলিতে কি মহাশয় পত্রখানি কোন মতেই আপনার পত্রিকার উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইল না এবং তাহার স্থান প্রদান করাতে আমি অতিশয় অসন্তুষ্ট মনে করিলাম। কিন্তু ভাবিলাম যে এরূপ পত্র সোমপ্রকাশের ন্যায় পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া লোকের মনে কুসংস্কার জন্মাইবে ... দেওয়া কখনই উচিত ... [illegible] "শ্রীভগবতীচরণ দে" মহাশয় নববিধানীদিগের সত্যানুরাগের পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া আপনার সত্যানুরাগের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কিছু কয়েকটী কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম, ভরসা করি আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া সত্যের গৌরববৃদ্ধি এবং সোমপ্রকাশের উদারতা রক্ষা করিবেন।

"শ্রীভগবতীচরণ দে" মহাশয় লিখিয়াছেন, কেশব বাবু ... [illegible] করেন তাঁহাদের ... [illegible] অধিকাংশ বিষয়ে অবনতি দেখিয়া কেশব বাবুর ... হয়। আমি জিজ্ঞাসা করি দে মহাশয় ... কি ক... লেন? তিনি কি কেশব বা... [illegible] আদিনিক ... কলাপ এবং নববিধানের ... [illegible] অবগত হইয়া ইহা বলিতে পারেন ... [illegible] যে কেশব বাবুর পরিত্যাজ্যদিগের সর্ব্ববিধ ... উন্নতি এবং তাঁহার নিজের অবনতি হইতেছে। ইহা তিনি দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেন। আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে এই অল্পস্য ... [illegible] কেশব চন্দ্রের ধর্ম্মতেজ দ্বিগুণ প্রভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে এবং কাহার সাধ্য এই কথার প্রতিবাদ করে? যদি কেহ নববিধানের তত্ত্ব সমুদায় তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সমুদায় বিধানবাদীদিগের চরিত্রের সহিত আজকাল যেরূপ সন্নিবেশিত হইতেছে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের মধ্যে এমন কখনই হয় নাই। কিন্তু কেবল বাহির হইতে উদাসকর্ষিত নেত্রে দর্শন করিলে চলিবে না, শান্ত সমাহিত চিত্তে ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া দেখা চাই এবং তাহা হইলেই ইহা যথার্থ উপলব্ধি হইবে।

পরে "দে" মহাশয় নববিধানবাদীদিগের উপর একটী ভয়ানক দোষারোপ করিয়াছেন। তিনি বলেন কেশব বাবু "প্রতিপক্ষদিগকে অপদস্থ এবং আপনাকে সম্মানিত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে অসাধু, অধার্ম্মিক, প্রতারক, প্রবঞ্চক, সুরাপায়ী এবং ব্যভিচারী বিশেষণে বিশেষিত করিতেছেন"। দে মহাশয় এ সংবাদ কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, তিনি কি কেশব বাবুদিগের পত্রাদি পাঠ করিয়া ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন? তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা দ্বারা কি ইহা বুঝা যায় যে কেশব বাবুর পরিত্যক্তারা সকলেই অসাধু এবং ব্যভিচারী? এবং ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য যে কেশব বাবু একজন সাধুকে অসাধু, ধার্ম্মিককে অধার্ম্মিক সরলকে প্রতারক ও প্রবঞ্চক, অপায়ীকে সুরাপায়ী ... সচ্চরিত্রকে ব্যভিচারী বলিয়াছেন? কেশব বাবু যে এ কথা বলিতে পারেন, এ কথা দে মহাশয় বিশ্বাস করেন? কাহার সাধ্য একজন সাধুকে অসাধু এবং সচ্চরিত্রকে ব্যভিচারী বলে? কিন্তু তাই বলিয়া কি তিনি অসাধুকে অসাধু এবং ব্যভিচারীকে ব্যভিচারী বলিতেও নিবারণ করেন? দে মহাশয়ের ইহা বুঝিবার ভ্রম। কেশব বাবুরা যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহাদের প্রতিপক্ষ অর্থাৎ তাঁহাদের পরিত্যক্তাদিগকে নহে, তাহা সত্যের প্রতিপক্ষদিগকেই বলা হইয়াছে, তাহা নির্দ্দোষ এবং সচ্চরিত্রদিগের প্রতি কিছুমাত্রও প্রযুক্ত হয় নাই। কিন্তু যাহারা সুরাপান ব্যভিচার ইত্যাদি দোষে দোষী, তাহাদিগকে আজও গালি দেওয়া হইবে, কালও গালি দেওয়া হইবে; তাহারা কেবল কেশব বাবুর শত্রু নহে, তাহারা প্রত্যেক ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিরই শত্রু, কে ইহা অস্বীকার করিতে পারেন?

অতঃপর "সুলভ সমাচার" লইয়া দে মহাশয় যেরূপ মিথ্যাকথা রটনা করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমি যার পর নাই ব্যথিত হইয়াছি, তিনি কোথা হইতে এ মিথ্যা সমাচার লইয়া বিধানীদিগকে এরূপ যাহা ইচ্ছা তাহা বলিয়া গালি দিয়াছেন আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সুলভের "গজেন্দ্রনাথ গর্ভস্রাব" স্বাক্ষরিত পত্রের বিপক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যে নালিশ করেন, তদ্বিষয়ে যাহা লেখা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই দে মহাশয়ের মিথ্যা কল্পনা। উক্ত পত্রে দ্বারকানাথ বাবুকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলা হইয়াছে, এই সন্দেহ করিয়া দ্বারকানাথ বাবু নালিশ করেন, কিন্তু তাহা বস্তুতঃ বলা হয় নাই বলিয়া আমীর আলীর অভিমতে মকদ্দমার মীমাংসা করা হয় ও সুলভে উক্তরূপ দুঃখ প্রকাশ করা হয়, কিন্তু "গজেন্দ্রনাথ গর্ভস্রাবের" পত্রে লিখিত সমুদায় বিষয় যে মিথ্যা ইহা তাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই, উক্ত পত্রপ্রেরক যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন, তৎসমুদায় অপ্রতিদ্বন্দ্বিত রহিয়াছে, কেবল দ্বারকানাথ বাবুর সহিত পত্রের কোন সংস্রব নাই বলিয়াই তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে, সুলভের দুঃখপ্রকাশ পাঠ করিলেই ইহা বিশিষ্টরূপে উপলব্ধি হইবে। কেশব বাবু আমীর আলীর পত্র অমান্য করিয়াছেন বলিয়া যাহা লেখা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং কান্তি বাবু বার বার দ্বারকানাথ বাবুর নিকট গিয়া পায়ে হাতে ধরিয়া অনুনয় বিনয় করিয়াছেন, বলিয়া যাহা দে মহাশয় অম্লান বদনে বলিয়াছেন তাহাও সত্য নহে, সুলভের দুইবার দুঃখপ্রকাশের কথা লইয়া তিনি যেরূপ ঠাট্টা বিদ্রূপ এবং গালাগালি দিয়াছেন, তাহা যার পর নাই দুঃখের বিষয়। সুলভে দুইবার দুঃখপ্রকাশের কারণ এই—সুলভ শনিবারে প্রকাশিত হইলেও কার্য্য সুলভতা বশতঃ প্রতিবারে প্রায় বৃহস্পতিবারের মধ্যে লেখা শেষ হইয়া ছাপা আরম্ভ হয়, সুতরাং দ্বারকানাথ বাবুর সহিত মীমাংসা হইবার পূর্ব্বেই কতকগুলি সুলভ ছাপা হইয়া গিয়াছিল, পরে কথা স্থির হইলে তাড়াতাড়ি দুঃখ প্রকাশ করিয়া অবশিষ্ট গুলিতেই তাহা প্রকাশিত হয়, পূর্ব্বে যে সুলভগুলি ছাপান হইয়াছিল তাহা নষ্ট না করিয়া বিলিকরা হয়, কিন্তু দ্বারকানাথ বাবুর তাহাতে মনস্তুষ্টি না হওয়াতে পরবারে সমুদায় কাগজেই ছাপান হয়, ইহা প্রতারণা বা শঠতা কিছুই নহে, দে মহাশয় না জানিয়া শুনিয়া যে কি করিয়া সুলভের উপর এরূপ একটা গুরুতর দোষারোপ করিলেন বলিতে পারি না।

পরিশেষে "শ্রীভগবতীচরণ দে" মহাশয়কে আমার বিনীত নিবেদন তিনি যেন ভাল করিয়া বিবেচনা না করিয়া এরূপ কোন মিথ্যা কথা প্রচার পূর্ব্বক লোকের নিন্দা না করেন, একজনের উপর দোষারোপ করা অতিশয় ভয়ানক কার্য্য; বিবেকবান লোকের হঠাৎ তাহা করা কখনই উচিত নহে।

তিনি যদি সত্যবিশ্বাসী হন, এরূপ করিতে একটু বিশেষ সাবধান হইবেন। নিবেদন ইতি।

৮১ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা। বিনয়াবনত—

৩০ এ জুলাই ১৮৮১। শ্রীপ্রিয়নাথ মল্লিক।

বৈদ্যবাটী হইতে পশ্চিমগামী রাস্তা।

মহাশয়! বর্ষাকালে গ্রাম্যরাস্তার জন্য সাধারণের যে প্রকার কষ্ট হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন; কিন্তু সে কষ্ট জানাইবার জন্য অদ্য আমরা লেখনী ধারণ করি নাই। বৈদ্যবাটী হইতে যে একটী সুবিস্তীর্ণ রাজপথ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়াছে, আজ কাল তাহার পথিকগণের শোচনীয় অবস্থা দেখিলে পাষাণহৃদয় ব্যক্তিরও অশ্রুজল নির্গত হয়। গত বৎসর এই পথের মেরামতে রোডসেস ফণ্ডের যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। কারণ, পাথরের খোওয়াগুলি কেবল রাস্তার উপর সমভাবে ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছিল, রীতিমত পেটাই না হওয়াতে সে পাথরের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার পর আজ পর্য্যন্ত রাস্তার উপর এক মুষ্টি মাটিও না দেওয়াতে উহা যে একেবারে কৃতান্তের দক্ষিণ দ্বার হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। ঐ রাস্তা দিয়া প্রত্যহ অন্ততঃ এক শত ঘোড়ার গাড়ি, দুই শত গরুর গাড়ি, প্রত্যেক শনি ও মঙ্গল (বৈদ্যবাটীর হাটের দিন) বারে সহস্র সহস্র গরুর গাড়ী, সহস্র সহস্র বলদ, সহস্র সহস্র বলদে, অসংখ্য হেটো ও অন্যান্য অসংখ্য লোক যাতায়াত করিতেছে। ইহা ব্যতীত মধ্যে মধ্যে অশ্ব অশ্বারোহী গজ গজারোহী উষ্ট্র মহিষ ও ছাগ প্রভৃতি কত শত যে জীবজন্তুর গমনাগমন আছে, তাহার ঠিকানা নাই। এই রাস্তার কোন স্থানে এক হস্ত প্রশস্ত ও অর্দ্ধহস্ত গভীর, কোন স্থানে দেড় বা দুই হস্ত প্রশস্ত তিন পোয়া গভীর, কোন স্থানে তিন চারি হস্ত প্রশস্ত এক হস্ত গভীর এবং কোন কোন স্থানে বা আট দশ হস্ত প্রশস্ত এবং তন্মধ্যে অর্দ্ধহস্ত, তিন পোয়া এক হাত, এবং কোথাও বা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে গভীর গর্ত্ত হওয়াতে এবং রাস্তার দুই পার্শ্বে দুর্গম কর্দ্দম পরিপূর্ণ থাকাতে উহা যে কি ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহা লিখিতে হইলে পত্রে স্থান হয় না। ছিনেমোড়, দেশা, মনীরপুর, পুরুষোত্তমপুর ও মল্লিকপুর প্রভৃতি স্থান সমূহে ক্ষণকাল গমনাগমন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে উক্ত গর্ত্ত সকলে [illegible] হয়ত কোন গাড়ির চাকা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কাহারও বা গরুর বা ঘোড়ার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কাহারও বা গাড়ী উল্টিয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা পাঁচ সাত জনে গরু বা ঘোড়াগুলিকে সজোরে কষাঘাত করিয়া গর্ত্ত হইতে গাড়ী তুলিবার জন্য প্রাণপণে টানাটানি করিতেছে, কেহ কেহ বা পড়িয়া গিয়া হাত পা বা কোমর ভাঙ্গিয়া রোদন করিতেছে। হয়ত কোন পূর্ণগর্ভা দুঃখিনী মস্তকে বোঝা লইয়া বৈদ্যবাটীর হাটে যাইতেছিল, হঠাৎ পদস্খলন হইয়া পড়িয়া যাওয়াতে গর্ভবেদনায় অস্থির হইয়া হাহাকার করিতেছে এবং কোথাও বা প্রসূতির ক্রোড় হইতে শিশুসন্তান কর্দ্দমে বা প্রস্তরের উপর পতিত হওয়াতে অসহ্য আঘাত প্রাপ্ত হইয়া রোদন করিতেছে। এ সকল দেখিলে কোন্ ব্যক্তি অশ্রুজল নিবারণ করিয়া রাখিতে পারে? গত বৎসর রাস্তা মেরামতের পর লোকে বৈদ্যবাটী হইতে নালিকুল পর্য্যন্ত (চার ক্রোশ পথ মাত্র) একখানি ঘোড়ার গাড়ি এক টাকা চারি আনায় ভাড়া করিত, কিন্তু এক্ষণে রাস্তার দুর্গমতা জন্য সাড়ে চার বা পাঁচ টাকার কমে পাওয়া যায় না, ইহা ভদ্র লোকের পক্ষে যে কি প্রকার কষ্টকর হইয়াছে, তাহা আপনার পাঠকবর্গ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। এজন্য আমরা প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট ও রোডসেস কমিটীর মেম্বরদিগকে সবিনয়ে জানাইতেছি যে তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক এই রাস্তার উপর একবার সুপ্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিয়া প্রজাদিগের মঙ্গল সাধন করিতে তাচ্ছীল্য না করেন।

সাং সিঙ্গুর } অনুগত

১লা শ্রাবণ ১২৮৮ } শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোমপ্রকাশ

২৫ এ শ্রাবণ সোমবার

নরহত্যার শাস্তি।

সকল দেশেই সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন দণ্ডের কঠোরতা অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিতেছে। প্রাচীন কালে সামান্য অপরাধে অপরাধীর যেরূপ দণ্ড বিহিত হইত, এখন তাহা মনে করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কাহারও চক্ষু উপাড়িয়া লওয়া হইল, কোথাও সর্ব্ব [illegible] দেহ বিক্ষত করিয়া লবণ দেওয়া হইল, কোথাও জীবন্ত মানুষ মৃত্তিকায় পুতিয়া ফেলিল, শেষে বিষ খাইতে দিল, নাক কাণ [illegible] বা কর্ণ কাটিয়া ফেলিল, তপ্ত তৈলে ভাজিল এইরূপ কত [illegible] রূপ নৃশংস ব্যবহার যে করা হইত তাহার ইয়ত্তা নাই।

মনুষ্য যত সভ্য হইয়া আসিতেছে, কঠোর দণ্ডবিধির তত অপলাপ হইতেছে। কিন্তু ইংরাজ রাজ্যে আমরা সেটী দেখিতে পাই না। ইংরাজদের দণ্ডবিধি দিন দিন বরং ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। অনেকেই বুঝিয়াছেন যে, হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম। সভ্যরাজ্য হইতে এই বিধিটী নির্ব্বাসিত হইলেই মঙ্গল। কিন্তু সকলে একমত হইয়া ইহাতে অনুমোদন করেন না, সুতরাং এ আইনটী রদও হয় না। ফাঁসী অপেক্ষা যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনকে আমরা উপযুক্ত শাস্তি জ্ঞান করি। ইহাতে অনেকগুলি ফল আছে। ক্বচিৎ কখন কখন নিরপরাধেরও ফাঁসী হইয়া থাকে। এমন ঘটনা অতি বিরল সন্দেহ নাই; কিন্তু লক্ষ জনের মধ্যে যদি একজন নিরপরাধেরও প্রাণদণ্ড হয়, তাহাও সামান্য অনুশোচনার বিষয় নহে। দ্বিতীয়তঃ, অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইলে সে নিজ দণ্ডের উপযুক্ত ফল ভোগ করিতে পাইল না। মৃত্যুকালে ক্ষণমাত্র কষ্ট পাইল, তৎপরে আর কিছুই নহে। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইলে সে বসিয়া বসিয়া নিজ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে লাগিল। ভাবিয়া দেখুন, মৃত্যুতে মৃত ব্যক্তির শাস্তি, না তাহার আত্মীয় স্বজনের শাস্তি? যে মরিল সে ত জুড়াইল—আত্মীয় স্বজনেরই শাস্তি। তবে প্রাণদণ্ড করিয়া অপরাধীর শাস্তি কি? এক কথা বলিতে পারেন, নরহত্যা নিবারণ জন্য অপরকে শিক্ষা দিতেই প্রাণ দণ্ড করা হয়। তাহাতেও বলি, নির্ব্বাসনই লোকের অধিক শিক্ষাস্থল। নির্ব্বাসনের কথা শুনিলে লোকের মন কম্পিত হয়। ঘর কন্নার মায়া কাটিয়া, বন্ধু বান্ধব স্ত্রী পুত্র পরিবারকে জন্মের [illegible] ত্যাগ করিয়া বিদেশে বিভূঁয়ে [illegible] [illegible] কাল যাপন করা সহজ কথা নয়। [illegible] কঠিন পাষাণের [illegible] হইতে হয়। আমরা শুনিয়াছি, অনেক আসামী দ্বীপান্তরিত হইবার আজ্ঞা শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জজ সাহেবের কাছে প্রার্থনা করিয়াছে— "হুজুর! আমাকে ফাঁসিতে দিউন"। [illegible] [illegible] নয়, কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] আমোদে [illegible] [illegible] ফাঁসী যায়। আমাদের বিবেচনায় সুসভ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রাণদণ্ড বিধি উঠাইয়া দিলে, ভাল করেন।

প্রাচীন কালে মনুষ্যের অসভ্যাবস্থায় [illegible] [illegible] প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইত, সেদিনও [illegible] অনেক মহাত্মা আসামীর প্রতি [illegible] সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। তবে অনেক [illegible] এখন তত [illegible] হয় না; কিন্তু পুলিস কর্ম্মচারী [illegible] গ্রামের সাক্ষ সন্ধ্যা, হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। [illegible] [illegible] প্রাণ রক্ষার মালিক। [illegible] [illegible]

অনেক বার বলিয়াছি। ইহাঁদিগের বেতন হ্রাস ও অনাবশ্যক কর্ম্মচারিদিগের পদ রহিত করিবার জন্য আমরা অনেক বার গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছি। সম্প্রতি সর ডেভিড ওয়েডরবরণ গবর্ণর জেনরলের পদ রহিত করিবার জন্য ষ্টেট সেক্রেটরির নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা অনেক দিন হইল এ বিষয়ের আন্দোলন করিয়াছিলাম। তৎকালে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে আমাদের এই প্রস্তাব অতিশয় দুঃসাহসিক, কিন্তু এক্ষণে ওয়েডরবরণ সাহেবের মুখ হইতে এই প্রস্তাব বাহির হওয়াতে সকলেই ইহার উপযোগিতা বুঝিতে পারিতেছেন।

যাহা হউক, অদ্যাপিও ইংলণ্ডে অনেকে মনে করেন যে ভারতবর্ষ অতুল ঐশ্বর্য্যের আকর, ভারতবর্ষে আসিলে একরূপ ধনশালী হওয়া যাইতে পারে। কর্ম্মচারীদিগকে অধিক বেতন দেওয়া ইংলণ্ডীয়দিগকে এদেশে আনয়ন করিবার একটী প্রলোভন। কিন্তু অধিক বেতন দিতে দিতে এ দেশ উৎসন্ন দশায় আনীত হইতেছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যে এত অর্থের অনটন, তাহার প্রধান কারণই এই এবং এই জন্যই নানা উপায়ে এদেশের ধনাগারে অর্থ সংগ্রহ করিবার বিবিধ চেষ্টা করা হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বারম্বার বলিয়াছি যে, সহজেই এ অপব্যয়ের প্রতিবিধান করা যাইতে পারে। যদি অধিক বেতন না দিলে ইউরোপীয় কর্ম্মচারিগণ এদেশে কর্ম্ম করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে প্রয়োজন মত ইউরোপীয় কর্ম্মচারী রাখিয়া বহুল পরিমাণে দেশীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা উচিত। কিন্তু এমন কতকগুলি ইউরোপীয় এদেশে আছেন, যাঁহারা এই প্রস্তাব শুনিয়া হঠাৎ ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিবেন। কিন্তু তাঁহারা ক্রোধ করুন আর না করুন, তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। ইংরাজ স্বীকার করুন আর না করুন, ন্যায় পক্ষে এদেশের রাজ কার্য্যে আমাদিগের যত স্বত্ব ও যত অধিকার, একজন বিদেশীয়ের তাহাতে সেরূপ স্বত্ব ও সেরূপ অধিকার নাই। বিশেষতঃ এক্ষণে এদেশে উপযুক্ত লোকের অভাব নাই; ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর অধীনে তাঁহাদের দ্বারা কার্য্য করাইলে ব্যয়ও অল্প হইবে, কার্য্যও রীতিমত চলিবে, অথচ দেশে অর্থের এত অনটন হইবে না।

অধিক বেতন দিয়া ইউরোপীয় কর্ম্মচারী রাখা যে কতদূর অনর্থকর, তাহা তাঁহাদিগের মহীসুর রাজ্য শাসনের ফলে প্রতীয়মান হইতেছে। কয়েক বৎসর কাল ইংরাজ কর্ম্মচারীর শাসনাধীনে থাকিয়া মহীসুরের যে দুরবস্থা হইয়াছে তাহা শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ যখন মহীসুর পরিত্যাগ করিবেন, তখন মহীসুরের রাজা ধনাগার পূর্ণ দেখিতে পাইবেন, কিন্তু এক্ষণে ইংরাজ কর্ম্মচারী মহীসুর রাজ্য তাঁহার হস্তে দিবার পর প্রকাশ পাইয়াছে যে, তথাকার ধনাগারে কিছু মাত্র ধন নাই। আবার তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট অনেক টাকার জন্য ঋণী হইয়াছেন। ইংরাজ শাসনের কি মহৎ গুণ! মহীসুরের ন্যায় উর্ব্বর দেশ কিয়ৎকাল তাঁহাদের শাসনাধীনে থাকিয়া নিতান্ত হীনাবস্থায় নীত হইয়াছে। আবার সম্মুখে দুর্ভিক্ষ যেরূপ ভীষণ ভাবে মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, তাহাতে আগামী বর্ষের শেষে এই রাজ্যের যে কি অবস্থা হইবে, তাহা ভাবিতে গেলে মনে নানা আশঙ্কা উপস্থিত হয়।

এক্ষণে আমরা মহীসুররাজকে এই পরামর্শ দিতেছি যে তিনি অপব্যয়ের হস্ত সঙ্কুচিত করুন, নতুবা তাঁহার রাজ্যের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংরাজদিগকে নাচ তামসা দেখান ও ভোজ দেওয়া বন্ধ করুন, ইহাতে বৃথা বিস্তর অর্থ ব্যয় হইবে ও তাহাতে তাঁহার রাজ্যের বিস্তর অনিষ্ট ঘটিবে। মহীসুররাজ এই সময় হইতে সাবধান হইলে তাঁহাকে রাজ্যের জন্য নিতান্ত চিন্তাকুল হইতে হইবে না।

লর্ড লিটনের আফগান কীর্ত্তি।

দেশে যখন খেয়ালী কবির বড় ধুম ছিল, তখন একটী নূতন সংবাদ শুনিয়া আমরা বড় সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। গানটী এই—

শ্যামেরো বিচ্ছেদে, মরিলে শ্রীরাধে, বধিবেরো ভাগী হবে কোন্ জন। শ্যাম হবে কি বিচ্ছেদ হবে, কিম্বা হবে সে পোড়া মদন॥

আমরাও পাঠকদের ও ই জিজ্ঞাসা করি, দিকদর্শিতের মন্ত্রণায় লর্ড লিটনের পাকচক্রে কাবুলের সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। লর্ড রিপন আসিয়া সে যুদ্ধ হইতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বিরত করিলেন এখন কাবুল যে অধঃপথে যায়। সে পাপের ভাগী কে হইবে? বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা দূরদর্শিতার বলে অনেক শিক্ষা লাভ করেন, তাঁহাদিগকে প্রায় ঠকিতে হয় না। যাঁহারা চলনসই বুদ্ধিমান, তাঁহারা ঠেকে শিখেন। যাহারা নির্ব্বোধ তাহারা ঠেকে শেখে। আবার যাহারা নিরেট নির্ব্বোধ, বার বার ঠেকিলেও তাহাদের চৈতন্য হয় না। কাবুলের অভিনয়ে যে সকল কাণ্ডগুলি হইয়া গেল, সেগুলি নূতন নয়। ঠেকিয়া শিখিবার অনেক অবসর ছিল। তবে না শিখিলে কে কি করিতে পারে। আফগান যুদ্ধ সম্বন্ধে লর্ড লিটন যত গুলি মন্ত্রণা করিয়াছিলেন, তাহার কোনটীতে সাবধানতা ও সুবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক রাজনীতিজ্ঞেরা তখন কত নাচিয়া উঠিয়াছিলেন, কত বাহাদুরী দিয়াছিলেন। ইংলিসম্যান এবং পাইওনিয়র সংবাদপত্র তো গবর্ণমেণ্টের অঙ্গমার্জ্জনী। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা মানবধর্ম্মসুলভ দোষ বশতঃ কখন কোন অবৈধ কর্ম্ম করিলে অমনি তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের গা ঝাড়িতে আরম্ভ করেন। কলঙ্ক-মলিনতা অঙ্গে লাগিতে দেন না। মুছিয়া ঘসিয়া ঢাকা দিয়া সর্ব্বাঙ্গ পরিষ্কার রাখেন। যত আবিল জঞ্জাল কুড়াইয়া দেশীয় লোকের গায়ে ঢালিয়া দেন।

আফগান যুদ্ধের প্রারম্ভে লর্ড লিটনের মন্ত্রণা অনেকের বড় ভাল লাগিয়াছিল। ইংলিসম্যান ও পাইওনিয়রের ত কথাই নাই এখনও তাঁহারা লিটনের গূঢ় কৌশলের প্রশংসানুবাদ করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। আমরা অনুমান বলে পূর্ব্বে অনেক কথাই বলিয়াছিলাম। তবে গন্ধ-বিশারদ-রাজনীতির সঙ্গে অনেক দিন আমাদের দেখা সাক্ষাৎ নাই। আমাদের জোর করিয়া কোন কথা বলা সাজে না, সেটী অনধিকার চর্চ্চা মাত্র। কিন্তু আজ বস্তুতঃ কি ঘটিয়া বসিল, পাঠক! তাহাই দেখুন। কাবুল পরাজয় এক প্রকার অসাধ্য সাধন। কাবুলিরা বিগ্রহপ্রিয়, বলিষ্ঠ ও সমরকুশল। দৈহিক পরাক্রম পক্ষে বিচার করিলে তিন জন বলবান ইংরাজ সোলজর এক জন দুর্ব্বল কাবুলির সমকক্ষ হইতে পারে না। ইউরোপীয়দের অপেক্ষা কাবুলিরা অধিক কষ্টসহিষ্ণু। অন্ন জল না পাইলে অনায়াসে তাহারা রণশ্রান্তি সহ্য করিতে পারে। আবার মুসলমানদের সম্বন্ধে তাহারা যে কিছু হউক তাহারা পরের অধীন বশ্যতা স্বীকার করিতে চায় না। যতক্ষণ একটী প্রাণী জীবিত থাকিবে, স্বাধীনতার জন্য না হউক ধর্ম্মের জন্য ঘোরতর সংগ্রাম করিবে। এদিকে আবার কাবুল ঐশ্বর্য্যশালী দেশ নয়, কাবুল অধিকার করিয়া লাভ নাই। সুতরাং যুদ্ধের ব্যয়ও অনেক পড়ে। ১৮৩৯ অব্দে ইংরাজদের কেবল ১৬,০০০ উনিশ হাজার সেনা কাবুলে গিয়াছিল। তাহাতেই কেবল ১৫,০০০০০০০ পনর কোটি টাকা খরচ হয়। এইরূপ কালে যাহা কয়েক বারে কত টাকার যে শ্রাদ্ধ হইয়াছে, তাহা বলবার নহে। কিন্তু কিছুই ফল হয় নাই। লর্ড লিটন কাবুলকে তুই ভাগে বিভক্ত করিতে অভিলাষ করিলেন। কিন্তু এ অভিলাষ সিদ্ধ হওয়া সহজ নহে। নিয়ত যুদ্ধ করিয়া [illegible] প্রদেশ রক্ষা করিতে হইবে, সেখানে অধিক [illegible] আধিপত্য থাকে না। বিশেষতঃ বিগ্রহপ্রিয় [illegible]

[illegible] বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছিলেন [illegible] হইয়াছে। সেই [illegible] শাসনকর্ত্তারা পরস্পরের প্রতি [illegible] হইবেন, তাহা সহজ যুক্তিতেই অনুমান [illegible] প্রতিষ্ঠিত আবদুল রহমান [illegible] করিয়াছেন। আয়ুব খাঁর [illegible] আবদুল রহমানের [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] আবদুল রহমানের জীবনও সংশয়। কাবুলীরা কিছুতেই [illegible] নিষ্কণ্টক দিবে না।

এ স্থলে আমরা [illegible] অভিসন্ধির মর্ম্মভেদ করিতে পারি না। আবদুল রহমানকে সিংহাসনে অভিষেক করা কোন ক্রমে উচিত হয় নাই, তিনি প্রথমতঃ [illegible] লোক। [illegible] ভিতরে রুষসম্রাটের সঙ্গে তাঁহার অনেক মমতা চলিয়া থাকে। এ দিকে আবার কাবুলীরা তাঁহার বাধ্য নহে। যাঁহার প্রতি লোকের অনুরাগ শ্রদ্ধা ও ভক্তি নাই, তাঁহার প্রভুত্ব কে স্বীকার করিতে চায়? না, তিনি কস্মিন্‌কালে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন? অতএব আবদুল রহমান শাসনকর্ত্তা হইলে কিছুতেই শান্তি সংস্থাপনের সম্ভাবনা নাই। বড় লাট বাহাদুর তখন মনে করিয়াছিলেন, আবদুল রহমান রুষের অন্তরঙ্গ, অতএব তাঁহাকে বশীভূত করিলে অনেকটুকু সুবিধা আছে। কিন্তু কাবুলীরা প্রলোভনে ভুলিবার লোক নহে। ইংরাজেরা যেমন স্বকার্য্য সাধনের মানসে টাকা ও [illegible] করণ দিতেছেন, মিত্রতা করিতেছেন; কাবুলীরাও ভাবিল, এ সমস্ত গ্রহণ করিতে ক্ষতি কি? কার্য্যতঃ যাহা মনে আছে তাহা ত হইবে। আবদুল রহমন এখন বাহিরে ইংরাজের শত্রুও নন, মিত্রও নন। "মিত্রও নন" এ কথা বলা হইল কেন? আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি, তিনি আপনার আসনে দৃঢ়ীভূত হইবার জন্য এত দিনের মধ্যে একবারও যত্ন করিলেন না। কি উপায়ে তাঁহার আধিপত্য অবিচ্ছিন্ন থাকিবে, কিসে সকলে তাঁহার অনুগত হইবে, এমন যত্ন একবারও করিলেন না। বরং কন্দাহার নানা প্রকার ভাণ করিয়া গোপনে [illegible] শাসনকর্ত্তার সঙ্গে নিগূঢ় পরামর্শ করিলেন। ইহার জন্য কখন তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণ করেন নাই, এবং এত যে কথাবার্ত্তা হইল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে তাহার কিছুই বলেন নাই। [illegible] সময়ে সময়ে এইরূপ সংবাদ পাওয়া যা[illegible] তিনি [illegible] আফগান তুর্কে প্রস্থান করি[illegible] হইতে যে টাকা ও যুদ্ধ সামগ্রী পাইয়া[illegible], [illegible] স্থান তিনি ক্রমশঃই নিজ আয়ত্ত করিয়া তুলিতেছেন। তিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রজাপালন ও রাজ্যশাসন সম্বন্ধে কোন কাজ করেন নাই। তাঁহার কাজের মধ্যে কেবল এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধনাঢ্যদিগকে নিষ্পীড়ন করিয়া কেবল অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং যাহারা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে নাই, তাহাদের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিয়াছেন। এরূপ ব্যক্তি কখন রাজকার্য্যের যোগ্য নহে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সংস্থাপিত করিয়া আমির করিলেন, কিন্তু তাহাতে অভীষ্ট সিদ্ধি হইল না।

সেরআলির পুত্র আয়ুব খাঁ একজন কার্য্যদক্ষ বীর পুরুষ। অসংসাহসী কার্য্য তৎপর হইতে তিনি কিছুতেই বিমুখ নহেন। অকুতোভয়ে সকল বিপদেই তিনি আত্মসমর্পণ করিতে পারেন। কাবুলীরাও তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করে। আমরা দেখিতেছি, ক্রমে ক্রমে সকলেই আয়ুবের সপক্ষ হইল। এবে কেন না যুদ্ধে তাঁহার জয় হইবে? আবদুল রহমানের দুর্দ্দশা দেখিয়া এখন অনেকে মনে মনে অনেক সংকল্প করিতেছেন। [illegible] এক একবার স্বপ্নে কত প্রলাপ দেখিয়া উঠিতেছেন। কিন্তু আমরা বলি,—আর রাজনীতিজ্ঞতা দেখাইয়া কাজ নাই, বীরত্ব প্রকাশও বিলক্ষণ হইয়াছে, এখন গবর্ণমেণ্ট শান্তভাব ধারণ করিয়া থাকুন, [illegible] খাঁকে মুক্তি দিউন। উত্তর পশ্চিমের সীমাপ্রদেশ দৃঢ় করিতে গিয়া ভারতবর্ষের [illegible] পরিচ্ছেদ হইল।

জেলের দুর্দ্দশা।

ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়া আর বাঙ্গালার কারাগারের কয়েদী এক দেবতার বরে সমান ভাগ্য পাইয়াছে। পৃষ্ঠের উপর মেরুদণ্ড যেন হাবড়ার ঘাটের পুল, দুই পার্শ্বে বিজিরে পঞ্জর যেন ভাগীরথীর গায়ে ঢেউ খেলিতেছে—হাড় আছে, অমনি প্রাণে প্রাণে বেঁচে আছে। উদরে দানা নাই, তৃণ নাই। ছুটিতে হইবে, গাড়ী টানিতে হইবে, নতুবা কশাঘাতে অস্থির আবরণ টুকুও থাকিবে না, দেহে যেটুকু প্রাণ আছে তাহাও থাকিবে না। বাঙ্গালার কয়েদিদের প্রাক্তনেও সেই এক বিধাতার লেখন! উদরে অন্ন নাই, দেহে বল নাই, —না আছে নাই আছে তাহাতে কার কি এসে যায়, কয়েদীকে খাটিতে হইবে, প্রাণ দিয়া খাটিতে হইবে—সে যে জেলে আসিয়াছে পূর্ব্বে জেলের বিস্তারিত বিবরণ আমরা পাঠকদিগকে জ্ঞাত করিয়াছি অদ্য কয়েদিদিগের কষ্টের কথা কিছু লিখিত হইতেছে।

প্রিজন কন্‌ফারেন্সের পর হইতে কয়েদিদের খোরাকি নিতান্ত কম হইয়া গিয়াছে। এ দিকে কাম্বেল সাহেবের ব্যবস্থা মত তাহাদের পরিশ্রম যৎপরোনাস্তি বাড়িয়াছে। ১৮৮০ অব্দের ২২ এ মার্চ্চ হইতে প্রত্যেক কয়েদী দেড় ছটাক ছোলা ও অর্দ্ধ ছটাক গুড়, প্রাতঃকালে এই অতিরিক্ত আহার পাইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতেও তাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না। কয়েদিদের যে আহারের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা নিতান্ত কম। সম্বৎসরে প্রত্যেক কয়েদীর খোরাকির জন্য গড়ে প্রায় একুশ টাকা ব্যয় করা হয়, অর্থাৎ মাসে এক এক জন লোক ১৸৹ এক টাকা বার আনা মূল্যের দ্রব্য পাইয়া থাকে। দেশে দ্রব্য সামগ্রী যতই কেন সস্তা হউক না, শ্রমজীবী মজুর লোকের অতি কষ্টেও তাহাতে দিন গুজরাণ নির্ব্বাহ হয় না। পূর্ব্বে কিছু কিছু মাংসের ব্যবস্থা ছিল, এখন তাহা একেকালে বন্ধ হইয়াছে। তৈলের পরিমাণও অত্যন্ত কম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাজেই পর্য্যাপ্ত আহার না পাইয়া জেলের মৃত্যু সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। যৎকালে কয়েদিদের আহার কমাইবার নিমিত্ত সভা হইয়াছিল, তখন জেলখানার অধ্যক্ষ বিভলি সাহেব সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আশ্চর্য্যের কথা এ বিষয়ে তিনি কিছুই আপত্তি করেন নাই। এদিকে কারাগার শূন্য হইয়া পড়িতে লাগিল। ডাক্তার লেথব্রিজ দেখিলেন পর্য্যাপ্ত আহারের অভাবেই এত মৃত্যু ঘটিতেছে। ভুক্তাবশিষ্ট পরিশ্রম করিলে দেহ ধ্বংস হওয়া যায়, আবার উপযুক্ত আহার না পাইলে প্রাণবিয়োগ হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সকল জেলখানার চিকিৎসকের এটীকে মরকের প্রধান কারণ বলিয়া গণনা করেন নাই। এ দিকে জেলের দুর্দ্দশা ক্রমাগত বাড়িতে লাগিল। পীড়া অনশন দৈহিক আবদ্ধ এবং মৃত্যু কারাগারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া দাঁড়াইল। তাহার উপর কারাধ্যক্ষেরা কয়েদিদিগকে খাটাইতে লাগিলেন, অঙ্গে সামর্থ্য নাই কশাঘাতে শ্রম করাইতে লাগিলেন। এক একটী জেলে হাজারে ১৬০ জন করিয়া কয়েদী মরিল। বড় বড় উৎকট রোগেও মৃত্যু সংখ্যা এত হয় না। দুরারোগ্য পীড়াতেও শত করা পাঁচ সাত জন লোকের মৃত্যু হয়। অতএব জেলখানা ব্যাধি নয়—ব্যাধির মন্দির। তাহাতে পদার্পণ করিলেই বিধাতার কলম রদ হইতে লাগিল। যে পঞ্চাশ বৎসর বাঁচিত, সে জেলে প্রবেশ করিয়া পঞ্চাশদিনের মধ্যেই মানবলীলা সম্বরণ করিল। পরে ১৮৭৯ সালের জেল রিপোর্ট বাহির হইল। তদ্দৃষ্টে সার আস্‌লি ইডেন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, আহারের পরিমাণ সংক্ষেপ করাতেই কারাগারে মৃত্যু সংখ্যা এত বাড়িয়াছে। তখন প্রাতঃকালের জলপানের জন্য ছোলাগুড়ের বন্দোবস্ত হইল।

সম্প্রতি গত ২৩ জুন আয়র্লণ্ডনিবাসী লোকহিতৈষী শ্রীযুক্ত ওডনেল সাহেব ইংলণ্ডস্থ কমন্স হাউসে বাঙ্গালার জেলের দুরবস্থার কারণ আমাদের মহামান্য ষ্টেট সেক্রেটরীকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি মার্কুইস অব হার্টিংটনকে এক প্রকার চূড়ান্ত অপদস্থ করিয়াছেন। ওডনেল সাহেব বলিলেন, বাঙ্গালার বন্দীরা এককালে নির্মূল হইতে বসিয়াছে, তাহার কোন সংবাদ তুমি রাখ কি না? কয়েদিদিগের মধ্যে এত লোকের মৃত্যু হইতে কোথাও দেখা যায় না। গত কয়েক বৎসরে বঙ্গদেশের জেলে বিস্তর লোক মরিয়াছে। কোন কোন স্থলে দেখা যায় যে, হাজারে ২২০,২৮০ এবং ৩৬০ জন লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। পর্য্যাপ্ত আহার না পাইয়া মৃত্যু সংখ্যা যে এত বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার কোন সংবাদ রাখ কি না? আবার শুনিতে পাওয়া যায় যে, নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে না পারায় ৮,২২০ জনকে বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল। এ কথা কি সত্য? বোম্বাই গেজেট ইংলিসম্যান প্রভৃতি ভারতবর্ষের সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে উপবাস হেতু শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও পীড়া প্রযুক্ত যাহারা কার্য্যে অসমর্থ হইয়াছিল, এমন সহস্র সহস্র ম্রিয়মাণ কয়েদীকে প্রহার করা হইয়াছে। এ সকল সংবাদ কি প্রামাণিক? যদি এই সমস্ত বিবরণ সত্য ও সমূলক হয়, তবে কি জন্য তুমি তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ কর নাই? এ সম্বন্ধে কি বঙ্গদেশের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট হইতে কোন সংবাদ পাও নাই?

লর্ড হার্টিংটন যে কি পর্য্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন, পাঠক তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারিতেছেন। পরে ওডনেল সাহেবকে তিনি কি উত্তর দিয়াছেন, তাহা দেখুন। ১৮৭৯ অব্দে জেল শাসন বিধির রিপোর্টে দৃষ্ট হয় যে, মৃত্যুসংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া আসিতেছে। ১৮৭৭ রে ৮০৯ জন, ১৮৭৮ রে ১,২১৬ জন; ১৮৭৯ তে ১,৬৭৯ জন মরিয়াছে। এই তিন বৎসরে গড়ে শত করা ৫০৬, ৭০১ এবং ৯৮৯ হিসাবে গণনা করা হইয়াছিল। যে সকল জেলে বহুসংখ্যক লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তৎসমস্ত হইতে এই হিসাবটী উদ্ধৃত হইয়াছে। দিনাজপুর জেলে হাজারে ৩৬০ জন লোক মরিয়াছে; [illegible] ১০৮ জন। ইহার মধ্যে কোন কোন কারাগারে অন্যান্য কারাগার হইতে মুমূর্ষু কয়েদীদিগকে চিকিৎসার নিমিত্ত ভর্ত্তি করা হইয়াছিল। সে কারণ একটী জেলের মৃত্যু সংখ্যা নিতান্ত অধিক দেখিয়া সেই জেলের সম্পূর্ণ দোষ দেখা যায় না। যেখান হইতে ঐ মুমূর্ষু কয়েদীরা আনীত হইয়াছে উচিত পক্ষে সেই জেলেরই দোষ বলিতে হইবে। বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বলেন যে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আহারের সংক্ষেপ করাতে, ১৮৭৯ অব্দের নয় মাস পর্য্যন্ত তদনুসারে কার্য্য করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইল, আহার কমাইলে কয়েদীরা কিছুতে জীবিত থাকিতে পারে না। তাহাদের শরীর কৃশ ও রুগ্ন হইতে লাগিল। তখন খাদ্যদ্রব্য কিছু বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া যায়, বন্দীরা আবার সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিল। কয়েদীর আহার কমাইলে যে কি শোচনীয় অবস্থা ঘটে তদ্বিষয়ে সকলের অভিজ্ঞতা জন্মিল, সে কারণ সার আসলি ইডেন জেলের খাদ্যদ্রব্যের বিষয় মীমাংসা করিবার জন্য আর একটী সভা করিতে আদেশ দেন। ১৮৭৯ অব্দে নানা অপরাধের জন্য ৮,৪৩৩ জনকে বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল, তাহা অমূলক নহে; এবং শ্রমবিমুখতাই যে তাহাদের প্রধান অপরাধ, তাহাও মিথ্যা নয়। ১৮৮০ অব্দের ২০ এ জুলাই, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা জেল সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বেত্রাঘাতের কথাও লিখিত ছিল। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে কয়েদীরা বিশেষ কোন গুরুতর অপরাধ না করিলে, আর যেন বেত্রাঘাত করা না হয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ২৭ এ আগষ্ট তদুত্তরে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের প্রস্তাবে অনুমোদন করেন। সুতরাং কথায় কথায় দণ্ডবিধি সেই পর্য্যন্ত অনেকটা রহিত হইয়াছে। ১৮৭৯ অব্দে ৩,৭২২ জন কয়েদী দণ্ডিত হয়। কিন্তু পর বৎসরে কেবল ১,৩৬৪ জন দণ্ড পাইয়াছিল। * *

সংবাদপত্রে অনেক কথা বাহুল্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু যাহা হউক, সে সকল বৃত্তান্তের অধিকাংশই সমূলক ও প্রামাণিক। অবশ্যই জেলের এই সকল অবস্থা ভারতবর্ষীয় ও [illegible] গবর্ণমেণ্ট জ্ঞাত আছেন। পরন্তু [illegible] কোন বিস্তারিত বিবরণ পাই নাই। সে কারণ, সত্বর আমুলতঃ সমস্ত বৃত্তান্ত পাঠাইতে লিখিয়াছি। এই মাত্র ভারতবর্ষ হইতে [illegible] সংবাদ পাইলাম, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট লিখিয়াছেন যে, কয়েদিদিগের শারীরিক দণ্ডসম্বন্ধে শেষ প্রত্যুত্তর বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট হইতে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু কয়েদিদিগের খাদ্যসম্বন্ধে কোন রিপোর্ট এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সভার অধিবেশনে একটা মীমাংসা না হইয়া গেলে তাহা পাওয়া যাইবে না। [illegible] দিবার জন্য [illegible] সংবাদ দেওয়া গিয়াছে। জেলাধ্যক্ষের রিপোর্ট এখনও হস্তগত হয় নাই।"

ওডনেল সাহেব বলিয়াছেন, আগামী সপ্তাহে তিনি আরও কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালা প্রদেশে কয়েদীর মৃত্যু সংখ্যা অধিক কি না, তাহা দেখা চাই। হাজার জন পুরুষের মধ্যে গড়ে মৃত্যু সংখ্যা ১৮০ এবং হাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে গড়ে মৃত্যু সংখ্যা ২৬০ বটে কি না? জেলের খাদ্যদ্রব্য কমাইবার পর অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা দৈহিক শাস্তি চতুর্গুণ বাড়িয়াছিল কি না? সার আসলি ইডন কখন জানিতে পারিলেন যে, কয়েদিরা অনাহারে নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইতেছে? এবং ইহা তাঁহার হৃদগত হইলে কতদিন পরে তাহার প্রতিবিধান করা হইয়াছে?

কারাগারে কয়েদিদিগের আহারের যে কি পর্য্যন্ত কষ্ট হয়, তাহা অবক্তব্য। পীড়া বশতঃ অকর্ম্মণ্য হইলে তাহাদের প্রতি সামান্য নৃশংসাচরণ করা হয় না। জেলখালাসীদের মুখে জেলের যে প্রকার কষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কারাগারকে তো দ্বিতীয় যমালয় জ্ঞান হয়। প্রাচীন কালে ছিল বটে, যে অপরাধ করিল তাহার প্রতি আবার দয়া কি! গায়ে আগুনের ছাঁকা দাও, ধান খাইতে দাও, কাদার উপর খোঁটা পুতে বাঁধিয়া রাখ—এ সকল অসভ্য যুগের ব্যবস্থা ছিল; এখন সদ্বিচার, জ্ঞান, দয়া, ধর্ম্ম সমাজের অলঙ্কার। এখন শত্রুকে শাস্তি দিব, সেখানেও দয়া দাক্ষিণ্য ও ন্যায়পরতা। যে রাজনীতিতে এই সকল গুণগুলির অসদ্ভাব দৃষ্ট হয়, সেখানে সভ্যতাকে একটুকু যেন কেমন কেমন লাগে। আমরা তাই অনুরোধ করি, সভ্য ইংরাজের শাসনাধীনে দণ্ডের এত কঠোরতা আর ভাল দেখায় না। জেলখানার খাদ্য ও কায়িক [illegible] নূতন ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক [illegible]।

[illegible] আছে। যাহারা [illegible], তাহাদের প্রতি [illegible] করা হয় না। এটা যুক্তিযুক্ত নহে। [illegible] সামান্য শ্রমের কাজ নহে। [illegible], আমরা বিবেচনা করি খাদ্যদ্রব্যের [illegible] ও [illegible] সকলের প্রতি সমানরূপ করাই উচিত।

——০০——

ভারতবর্ষে যে কত প্রকার দ্রব্য আছে তাহার সংখ্যা নাই। অনুধাবন করিয়া দেখিলে সেই সমুদায় দ্রব্য মনুষ্যের কত উপকারে আসিতে পারে তাহারও সংখ্যা করা যায় না। আমরা সেই সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতে জানি না, যাহাতে তাহারা ব্যবহারে আইসে তাহার কোন চেষ্টাও করি না, ইহাতেই আমাদের এত অভাব। [illegible] কি ভারতবর্ষে এতপ্রকার ও এত [illegible] পদার্থ আছে

গত ১৯ এ জুলাই। গোয়ালন্দের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার কে, জে, বাদসাকে ঢাকা জেলায় বদলী করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। ঐ আদেশ রহিত করা হইল।

চট্টগ্রামের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এইচ, পি, পিটারসন মুঙ্গেরে বদলী হইলেন তিনি ঐ জেলায় বেগুসরাই ডিবিজনে কার্য্য করিবেন।

১ লা আগষ্ট। মুর্শিদাবাদের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এইচ, মোসলি তুই মাসের ছুটী পাইলেন। তাঁহার পরিবর্ত্তে সাহাবাদের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এক এইচ ব্যালে মুরসিদাবাদে কার্য্য করিবেন।

ভাবলপুরের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার টি, এল, এল, কে পার্সের প্রতি ১৮ ই জুলাই দেওঘরের ভার গ্রহণের যে আদেশ হয় উহা রহিত হইল।

বঢ়ক কেন্দ্রাপাড়ার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার কে, জি, গুপ্ত তুই মাস পনর দিনের ছুটি পাওয়াতে বালেশ্বরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু বাদবচন্দ্র গোস্বামী কর্ত্তৃক কেন্দ্রাপাড়ার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী জৈনাদ্দিন আহম্মদ দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থায়ী হইলেন।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু জগমোহন রায় আপাততঃ কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

সারণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ তৃতীয় শ্রেণীতে স্থায়ী হইলেন।

পাবনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য কিছু দিনের জন্য তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কালীচরণ মিত্র চতুর্থ শ্রেণীতে স্থায়ী হইলেন।

পুরুলিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

নওয়াখালির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] সেন পঞ্চম শ্রেণীতে স্থায়ী হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] সেন, সাহাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাজেন্দ্রনাথ রায়, এবং মুর্শিদাবাদের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

জাহানাবাদের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু [illegible] সেন ষষ্ঠ শ্রেণীতে স্থায়ী হইলেন।

হুগলির ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কেদারমোহন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু গোঁসাই দাস দত্ত, ও কটকের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পূর্ণচন্দ্র রায় কিছু দিনের জন্য ষষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছেন।

আপাততঃ পূর্ত্তকার্য্য বিভাগে নিযুক্ত কিছু দিনের জন্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সপ্তম শ্রেণীতে স্থায়ী হইলেন।

বিবিধ সংবাদ।

সিগনর আর্টিমো বলিয়াছেন যে ১৫ ই নবেম্বর পৃথিবীর ধ্বংশ কার্য্যের আরম্ভ হইবে। ঐ দিবস সাগর ও মহাসমুদ্র উদ্বেলিত হইবে। ১৬ ই ১৭ ই ও ১৮ ই পৃথিবীর সমুদায় জল শুষ্ক হইবে, পৃথিবীতে বারির কণা মাত্র থাকিবে না। জলচর সকল বিনষ্ট হইবে। ১৯ এ লেচরদিগের মৃত্যু হইবে। ২০ এ পৃথিবীর সমুদায় গৃহাদি কম্পিত ও ভগ্ন হইবে। ২১ এ পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ২২ এ সর্ব্বত্র ভূকম্প হইবে। ২৩ এ সমুদায় পর্ব্বত বিধ্বস্ত হইবে। তৎপরদিন মনুষ্যজাতির বাক্‌রোধ হইয়া যাইবে। ২৫ এ কবর সমূহ মুখব্যাদন করিয়া মৃত ব্যক্তিদিগকে বাহির করিয়া দিবে। ২৬ এ গ্রহ নক্ষত্র বৃষ্টি হইবে। এই সমুদায় দুর্ঘটনার পর যে কেহ জীবিত থাকিবে ২৭ এ তাহাদের মৃত্যু হইবে। ২৮ এ চতুর্দ্দিকে অগ্ন্যুৎপাত হইবে। ২৯ এ মৃতব্যক্তিগণ পুনর্ব্বার শরীর গ্রহণ করিয়া নূতন আকারে দেখা দিবে এবং তাহাদের পার্থিব কর্ম্মকার্য্যের বিচার হইবে। কি গাঁজাখুরী!

ব্রজেশ্বরী মহারাজের কারামুক্তির জন্য হিন্দুসমাজ বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের নিকট যে আবেদন করিয়াছিলেন তদুত্তরে গবর্ণমেণ্ট আবেদনকারিদিগকে এই কথা বলিয়াছেন যে আপাততঃ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্তি দিতে পারেন না, কিন্তু অতঃপর যখন তাঁহার মকদ্দমার কাগজ পত্র গবর্ণমেণ্টের হস্তে আসিবে তখন তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিবেন। গবর্ণমেণ্ট আরও বলিয়াছেন যে ব্রজেশ্বরী মহারাজের খাদ্যদ্রব্য পাক করিবার জন্য জেলখানায় তাঁহার দলস্থ এক ব্যক্তিকে থাকিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

বিধবা বিবাহ লইয়া কপুরথলা রাজ্যে আন্দোলন চলিতেছে। রাজকর্ম্মচারীগণ এই আন্দোলনের মধ্যে আছেন।

মহীশূরে শস্যের যেরূপ অবস্থা তাহাতে এবৎসর তথায় যদি দুর্ভিক্ষ না হয় আগামী বর্ষে নিশ্চয় দুর্ভিক্ষ হইবে।

জয়পুরের রাজ তাঁহার রাজধানী মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্বতন্ত্র একটী রেলওয়ে ষ্টেশন করিবার আদেশ দিয়াছেন। তিনি তথায় একটী শিল্প বিদ্যালয় খুলিবেন।

ধূমকেতু দেখা দেওয়াতে বিপৎপাত দূরীকরণ জন্য জয়পুরের মহারাজা স্বস্ত্যয়ন করাইবার মানস করিয়াছেন। স্বস্ত্যয়নে পাঁচ শত টাকা ব্যয় হইবে।

জয়পুর রাজ্যে ব্রিটিশ পোলিটিক্যাল এজেণ্টের ব্যবহারে তত্রত্য প্রজাবর্গ সাতিশয় উত্ত্যক্ত হইয়াছে। জয়পুরে তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি তথাকার একজন দেশীয় বিচারপতিকে পদচ্যুত করিয়াছেন, তত্রত্য প্রধান মন্ত্রী ঠাকুর [illegible] কর্ম্ম হইতে স্থগিত করিয়াছেন। রাজার কি কি অস্থাবর সম্পত্তি আছে তাহারও এক তালিকা লওয়া হইতেছে, অথচ কোন বিষয়েই রাজার মত গৃহীত হইতেছে না। এক্ষণে যদি গবর্ণর জেনেরল এবিষয়ে হস্তার্পণ না করেন তাহা হইলে জয়পুরের মহা অনিষ্ট হইবে।

সার সুধানিধি নামক হিন্দি সংবাদপত্র বলেন যে জ্যোতির্ব্বিদগণ বলিতেছেন যে যে স্থানে ধূমকেতু দেখা দিয়াছে সেই স্থানে দশমাসব্যাপী দুর্ভিক্ষ হইবে।

মুর্শিদাবাদের নবাবের বাঙ্গালায় আসিতে কি লজ্জা বোধ হইতেছে? আমরা শুনিলাম তিনি শীঘ্রই ইংলণ্ড হইতে বোম্বাই নগরে আসিবেন, এবং তথায় কয়েকদিবস থাকিয়া মক্কা হইয়া পুনরায় ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইবেন।

আগামী অক্টোবর মাসে জম্বুনগরে কাশ্মীরের মহারাজের পুত্রের বিবাহ হইবে।

ধূমপায়ীরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে স্পেনের গবর্ণমেণ্ট মানিলা ও ফিলিপাইন দ্বীপজাত তমাকের এতকাল যে এক চেটিয়া ব্যবসায় করিতেছিলেন ঐ ব্যবসায় এক্ষণে পরিত্যাগ করিতেছেন। এক্ষণে যে কোন ব্যবসায়ী এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

একখানি বিলাতী সংবাদপত্র বলেন যে, "লর্ড-রিপনের আর ভারতবর্ষে থাকিতে ইচ্ছাই। তিনি তথায় বিস্তর রোগ যন্ত্রণা ও কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। তাঁহার যে রূপ রুগ্ন শরীর তাহাতে তাঁহার ভারতবর্ষে না আসাই ভাল ছিল। যাহাহউক তিনি এক্ষণে বেশ বুঝিয়াছেন যে ভারতবর্ষে থাকা আর তাঁহার পক্ষে ভাল নহে। —যখন গ্রীষ্মকাল তিনি ভারতবর্ষে কাটাইলেন তখন শীতকালে যে তথায় থাকিবেন তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আগামী বসন্তঋতুর প্রারম্ভেই ভারতবর্ষের জন্য অপর একজন গবর্ণর জেনেরল নিয়োগের প্রয়োজন হইবে। হয় কর্ণেষ্টার নতুবা গোসেন সাহেবকে এই পদ দেওয়া যাইবে।" পাইওনিয়র এই জনরবের প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমাদের ইংরাজী সহযোগী বলেন আমরা বেশ বলিতে পারি যে এ জনরব নিতান্ত অমূলক। লর্ডরিপন এক্ষণে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মত্যাগ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

গুরু, পুরোহিত, ডাক্তার, কবিরাজ, শিক্ষক, রক্ষক, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি যাহাদের কার্য্যও গতিবিধি. এমন কি অন্তঃপুর মধ্যেও হইয়া থাকে, তাহাদের স্বভাব চরিত্র আচার ব্যবহার বিশুদ্ধ হওয়া যে একান্ত আবশ্যক, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। ইঁহাদের কাহারও কোন অন্যায় আচরণ দ্বারা শুদ্ধ যে যাহার প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়, তাহার অনিষ্ট হয় তাহা নয়, অন্যায় আচরণকারিরও যথেষ্ট অনিষ্ট হইয়া থাকে। আবার পাপীর ঘরের সঙ্গে সঙ্গে সাধুর ঘর পোড়ার ন্যায় তাহার সমব্যবসায়ীদেরও বিস্তর অনিষ্ট ঘটে। অতএব যে স্থলে যে কার্য্যে একের দোষে, সমস্তকেই মজিতে ও ভুগিতে হয়, সে স্থলে ও সে কার্য্যে, সে ব্যক্তির বিশেষ সাবধান হইয়া চলা উচিত। আমরা সম্প্রতি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, টালিগঞ্জের দক্ষিণ " গড়িয়া " উপনিবেশী একজন যুবক ডাক্তার তাঁহার চরিত্র দোষ জন্য সম্প্রতি ঐ স্থানে ধরা পড়িয়াছেন। তিনি নাকি " ডাক্তার বাবু, " সকলরূপ চিকিৎসাতেই পরিপক্ব, বিশেষতঃ নীতিতত্ত্বের চৌষট্টিকলা সর্ব্বদাই মুখস্থ, এজন্য গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহাকে অমনি অমনি রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসিতে দেয় নাই। অবস্থা বুঝিয়া উত্তম মধ্যম ভিজিটের বিলক্ষণ বন্দোবস্ত করিয়াছিল, কিছুকাল আর তাঁহাকে বাহিরে যাইতেও হইবে না। এই ত চাই !! নতুবা নাম ডাকিবে কেন ?

কয়েক দিন হইল, চেতলা দুর্গাপুরে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষের বাটীর একটী দাসী ঘরের মধ্যে মস্তকাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ঐ ঘরেই গত বর্ষে উক্ত ব্যক্তির দাও মস্তকাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। আমরা উক্ত ব্যক্তিকে পরামর্শ দিতেছি যে, তিনি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া অগ্রে ঐ ঘরের ভালরূপ মেরামত করুন, পরে বাস করিবেন। নতুবা আবারও কি ঘটিবে কে বলিতে পারে ?

সম্প্রতি লাহোরে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

আবার খবর উঠিয়াছে যে, আমাদের গবর্ণর জেনেরলের সহধর্ম্মিণী আগামী শীতকালে ইংলণ্ডে গমন করিবেন।

সিন্ধুপ্রদেশে উত্তাপের অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। সম্প্রতি তত্রত্য একজন রেলওয়ে কর্ম্মচারী সর্দ্দিগর্ম্মিতে মারা গিয়াছে।

শ্যামরাজ একটী শ্বেত হস্তী পাইয়াছেন, তজ্জন্য তথাকার অধিবাসিগণ আনন্দোৎসব করিতেছে।

অন্যত্র হইতে চীন দেশে যে অহিফেনের আমদানী হয়, চীনগণ তাহার আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি করিতেছেন এবং দেশে যে অহিফেন উৎপন্ন হয় তাহার উপর কর বসাইবার সংকল্প করিয়াছেন। তাহার একান্ত ইচ্ছা যে তাহার প্রজাবর্গ অহিফেন পরিত্যাগ করে।

৫ ই শ্রাবণ উতকামণ্ডে মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর আডাম সাহেবের স্মরণার্থ একটী সভা হইয়াছিল। তাহাতে বিস্তর সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হয়। সভা আডাম সাহেবের স্মরণার্থ চিহ্নের নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহের উদ্যোগে আছেন।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের গবর্ণর সর জেমস ফরগুসন সাহেব আহম্মদনগরে গিয়াছিলেন। তত্রত্য দাতব্য সভায় পাঁচ সহস্র মুদ্রা চাঁদা দিয়াছেন।

পঞ্জাবের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর আগামী অক্টোবর মাসে সিমলা পরিত্যাগ করিবেন। তৎপরে কয়েক দিন লাহোরে থাকিয়া সীমাপ্রদেশ পরিদর্শনার্থ বহির্গত হইবেন।

আমরা একটী ইউরোপীয় রমণীর কার্য্য কুশলতা ও পদোন্নতির বিবরণ অবগত হইয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। ইঁহার নাম কুমারী পগসন। ইনি মান্দ্রাজের সরকারী জ্যোতির্ব্বিদের কন্যা। ইনি ছয় বৎসরকাল ইঁহার পিতার সহকারী ছিলেন। সম্প্রতি ইঁহাকে তত্রত্য টাবলজিকাল বিভাগের অধ্যক্ষের পদে উন্নীত করা হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যের কৃষকদিগের সাহায্যার্থ যে আইন প্রস্তুত করা হইতেছে, তদ্বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট পুনার স্মবর্ডিনেট জজ রাও বাহাদুর মহাদেব গোবিন্দ রাণাদেকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি আপাততঃ বোম্বাই নগরের প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছিলেন।

ইউরোপীয় একজন পণ্ডিত সময়ে সময়ে এক এক অদ্ভুত নূতন মত বাহির করেন। তাঁহাদের মতে ইউরোপের যাহা কিছু তাহাই উত্তম, অপর দেশীয় যাহা কিছু তাহাই অপকৃষ্ট, এবং অপর দেশে যে সকল উৎকৃষ্ট পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ইউরোপের কোন না কোন পদার্থের অনুকরণ মাত্র। প্রোফেসার ওয়েবর্টিন বলিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষের জ্যোতিষ শাস্ত্র গ্রীসদেশ হইতে সংগৃহীত। ইউরোপীয় খ্রীষ্টিয়ান মিশনরিরা বলেন যে, ভগবদ্গীতা বাইবেলের উপদেশ হইতে সংকলিত। কোন কোন ইংরাজ বলেন যে আগ্রার তাজমহল ইউরোপীয় কারিকরের দ্বারা নির্ম্মিত। ইঁহারা কোন ক্রমেই দেশীয়দিগের উৎকর্ষ স্বীকার করিতে পারেন না। সম্প্রতি জোসেফ হেনরি নামে এক জন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে সংস্কৃত বর্ণমালা গ্রীসদেশীয় বর্ণমালা হইতে গৃহীত হইয়াছিল।

যেরূপ দেখিতে ও শুনিতে পাইতেছি, তাহাতে অল্পকালমধ্যেই যে কালীঘাট আদ্য গঙ্গার উপর একটী দৃঢ়তর সেতু নির্ম্মিত হইবে, আমরা এরূপ আশা করিতে পারি। ঐ সেতুর উপর দিয়া শকটাদি এবং গো, মহিষাদি অনায়াসে গতায়াত করিতে পারিবে। বর্ত্তমান দোলা-পুলটীর যেরূপ দুর্দ্দশা, তাহাতে অনেক সময় আশঙ্কার উদ্রেক হয়। বিশেষতঃ কোন যোগযাত্রা বা পালা পার্ব্বণের সময় উহার উপর দিয়া এরূপ জনস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, যে প্রতি মুহূর্ত্তেই উহার অধঃপতনাশঙ্কা হয়। আমরা বহুদিন পূর্ব্বে আরও একবার এতৎসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা শারদ মেঘের ন্যায়, জলবিম্বের ন্যায়, যেমনই উঠিল অমনি মিলাইল। এবার বোধ হয় সেরূপ না হইতে পারে। কারণ, ট্রামওয়ে কোম্পানী ইহার মূলে আছেন। আলীপুরে প্রধান জজী বিচারালয় থাকায় অধিকাংশ কর্ম্মচারীই কালীঘাট, শাহানগর, বেলতলা চড়কডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে অবস্থিতি করেন। বৃষ্টির দিবসে কিম্বা গ্রীষ্মকালে তাঁহারা যে ইচ্ছা করিলে সামান্য ব্যয়ে গাড়ি করিয়া কার্য্যস্থলে যাইবেন, তাহার উপায় নাই, নিতান্ত বাধ্য হইয়া যাইতে হইলে চৌকশাল ঘুরিয়া কটক যাওয়ার অথবা মস্তক বেষ্টন করিয়া নাসিকা স্পর্শের ন্যায় তাঁহাদের হয় টালিগঞ্জ, না হয়, জিরেট ঘুরিয়া যাইতে হইবে। আবার শোনাই, ভূকৈলাস, খিদিরপুর, চেতলা প্রভৃতি স্থান হইতে গাড়ী করিয়া কালিঘাটে আসিতে হইলেও ঐ ব্যাপার উপস্থিত। ইহাতে সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন, যে কালীঘাটে একটী গাড়ীপুল হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমরাও কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বিনীত বাক্যে জানাইতেছি, যাহাতে স্থানীয় এই প্রধান অভাবটীর শীঘ্র মোচন হয়, তাঁহারা তৎপক্ষে একটু বিশেষ মনোযোগী হউন।

আমরা ডাকবিভাগের সুশৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থা দর্শনে যার পর নাই সুখী হইয়াছি। সম্প্রতি ডাকবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে পত্র রেজেষ্টরি করার ফী চারি আনা।০ হইতে কমিয়া দুই আনা ৵০ হইয়াছে। বর্ত্তমান ১ লা আগষ্ট হইতে ঐ আদেশ সর্ব্বত্রই বলবৎ হইয়াছে। অনেকে মনে করিতে পারেন, ইহাতে ডাকবিভাগের আয়ের লাঘব হইবে. কিন্তু তাঁহারা একবার যদি ভাবিয়া দেখেন, তবে তাঁহাদের সে ভ্রম দূর হইয়া যাইবে। অথবা ইহাও মনে করিলে করিতে পারেন যে জিনিষ যত সস্তা হয় তাহার খরিদদারও তত অধিক হয়, সুতরাং যতই অধিক ক্রেতা হয়, লাভও যে ততই অধিক হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি ?

কয়েক দিবস হইল ভবানীপুর ঘোষপুষ্করিণীর নিকট একটী নৃশংস হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। তথাকার এক বাড়ীওয়ালীর বাটীতে আর এক জন ভাড়াটীয়া স্ত্রীলোক বাস করিত। সে এক

ব্যক্তির রক্ষিত ছিল। ঐ ব্যক্তি কোন এক আফিসে কাজ কর্ম্ম করিয়া যে সামান্য উপার্জ্জন করিত, তদ্দ্বারাই তাহাদের কষ্টে সৃষ্টে দিনপাত হইত। হত্যার ২।১ দিন পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তি তাহার মাহিয়ানার টাকা পায়, এবং তাহা ঐ স্ত্রীর নিকট রাখিয়া দেয়। শুনিলাম যে ঐ টাকার লোভেই কোন দুরাত্মা তীক্ষ্ণ কুঠারী দ্বারা এই নৃশংস হত্যা করিয়াছে। পুলিষ তাহার উপপতিকেই সন্দেহ করিয়া চালান দিয়াছেন; কিন্তু সে ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত তাহার দোষ স্বীকার করে নাই। বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ জন্য এখনও ইহার অনুসন্ধান চলিতেছে। দেখা যাউক, বিচারে কি হয়।

দুই তিন সপ্তাহ ধরিয়া এ অঞ্চলে এত অধিক বৃষ্টি হইতেছে, পথ ঘাট মাঠ প্রভৃতি এককালে ভাসিয়া গিয়াছে। সে দিবস কোন কার্য্যোপলক্ষে বাঁড়শায় যাইতে দেখিলাম যে বর্ষার জলে ডেঙ্গা জমীর উত্তমরূপ চাষ হইতেছে; কিন্তু জলা অর্থাৎ বিলের জমীর কোন উপায়ই দেখিলাম না। সে সব জমীর উপর ৩।৪ হাত করিয়া জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে এবং যে সব বীজ তাহাতে বপন করা হইয়াছিল, তাহা নষ্ট হইয়াছে, অধিকন্তু এখন যে আর বপন করিবে সে আশাও নাই। ইহাতে আমাদের একটী আশঙ্কা হইতেছে যদি বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই এইরূপ হইয়া থাকে, তবে জলার ধান্যের আশা একেবারে নষ্ট হইল, পাছে আবার অনর্ষা হইয়া ডেঙ্গার ধান্যের অনিষ্ট করে, তাহা হইলেই পুনরায় বঙ্গে হাহাকার ধ্বনি উঠিবে।

সংবাদদাতার পত্র।

মুঙ্গের।

গত রবিবার অপরাহ্ণ বেলা চারি ঘটিকার সময় মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। বঙ্গদেশীয় ও বেহারবাসী শ্রোতৃবর্গের দ্বারা সভামণ্ডপ বিলক্ষণ সমাকীর্ণ হইয়াছিল। সভাপণ্ডিতদিগের নিয়মিত ব্যাখ্যানাদি সমাপ্ত হইলে একতান স্বরে একটী ভগবৎ ভজন সংগীত হইল। তৎপরে অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলদাস চক্রবর্ত্তী বি, এ, বি, এল, মহাশয় সভাধিনায়কের আসন গ্রহণ করিলেন। অতঃপর আর একটী সুমধুর আর্য্য সংগীত হইল। তদনন্তর সভার সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া "জাতীয় প্রকৃতি" সম্বন্ধে হিন্দি ভাষায় একটী সুদীর্ঘ ও গম্ভীর বক্তৃতা করিলেন। মুসলমান রাজত্ব কালে আর্য্য (হিন্দু) জাতির সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় রীতি, আচার ব্যবহার যে অনেক পরিমাণে যাবনিক দুর্গন্ধে দূষিত হইয়া গিয়াছে, তত্তাবৎ বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইল এবং ইহাও দার্শনিক ভাবে বিবৃত হইল যে, পরিচ্ছদ, ভাষা ও ধর্ম্মের একরূপতা জাতীয় প্রকৃতি সুগঠনের সুদৃঢ় ভিত্তি স্বরূপ। এই প্রকৃতি সংগঠিত হইলেই মনুষ্যের উন্নতি চরম শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। কিরূপ পদার্থ পুঞ্জের পারমাণবিক-শক্তি সমূহ মনুষ্যের অন্তঃকরণে আধিপত্য করে, কিরূপে স্থানীয় জল বায়ু ও আকাশীয় জ্যোতির্ম্মণ্ডল ভূতলস্থ জীবগণের উপর শক্তি সঞ্চার করে, কিরূপে মনুষ্যগণ পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র ও স্থান বিশেষে নিবাস বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম বুদ্ধির, ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদাদির ও ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে, এতাবৎ তিনি বৈজ্ঞানিক, প্রাকৃতিক, ও ভৌগোলিক প্রমাণ দ্বারা বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিলেন। বেহারবাসিদিগের মধ্যে অনেকেই এখন পর্য্যন্ত যে ভাষা ও পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশই যাবনিক রীতি দর্শক, তজ্জন্য তিনি অত্যন্ত লজ্জা ও দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং এ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিলেন, সুশিক্ষিত বেহারবাসিগণ ভাষা ও পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন ও সংস্কার দ্বারা ভারতে জাতীয় প্রকৃতির পরিচয় দিবেন।

পরিশেষে আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার অন্তর্গত সুনীতিসঞ্চারিণী সভার বিষয় উত্থাপন করিয়া তরুণ সভ্যগণ কিরূপ নৈতিক সাহস ও চরিত্র পবিত্রতার উন্নতি লাভ করিতেছে, তাহা বিজ্ঞাত করিলেন এবং সম্মুখে সংরক্ষিত বেহারবাসী সভ্যগণের নিমিত্ত হরিদ্বর্ণের মকমলের নব রীতি ক্রমে নির্ম্মিত একবিধ টুপি এবং বঙ্গীয় বালক সভ্যদিগের নিমিত্ত এক প্রকার ছিটের অঙ্গরক্ষ [illegible] সভ্যগণকে দান করিবার জন্য সভাপতি মহাশয় অনুরুদ্ধ হইলেন। [illegible] প্রদত্ত হইলে এবং বালকগণ প্রাপ্ত পরিচ্ছদ [illegible] ধারণ করিলে সভামণ্ডপের একটী সুন্দর শোভা হইল এবং উপস্থিত ভদ্র মাত্রেই তদ্দর্শনে পুলকিতান্তঃকরণ হইলেন। তৎপরে সহযোগী সম্পাদকের অনুমত্যনুসারে বঙ্গীয় বালক সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া সমস্বরে পদ্যে বিরচিত "বালকদিগের প্রতিজ্ঞা" আবৃত্তি করিল। তদবসানে সভাধিনায়ককে ধন্যবাদ দান, ধর্ম্ম, সংগীত, স্তোত্র পাঠ, ও নারায়ণের আরতি হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

মুঙ্গেরের একজন মাকেল আফিসার বৎসরে ২।৩ বার করিয়া প্রজার নিকট লাইসেন্স টাকা আদায় করেন, এইরূপ জনরব এসেসর বাবুর কর্ণগোচর হইলে তিনি উঁহার নামে অভিযোগ করিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে দশ টাকা ধরা পড়ায় বিচারে ৬ মাস কারাদণ্ডের হুকুম হইয়াছে। আপাততঃ অফিসারটী জামিনে খালাস থাকিয়া আপীল করিয়াছেন।

জামুই নামক স্থানের সন্নিকটস্থ একজন বণিকের পুত্র সংসারীয় দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া মদ্য পান করিত। বণিক এক দিন এ বিষয়ের জন্য পুত্রকে তিরস্কার করাতে পুত্র পিতাকে প্রহার করে। ইহাতে পিতা, পুত্রের নামে আদালতে অভিযোগ করিলে পুত্র ভবিষ্যতে আর এমন করিবে না বলাতে উহারা মকদ্দমা উঠাইয়া লয়। এই অভিযোগ হওয়ায় পুত্রের, পিতার উপর এবং তাহার মেসো আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাওয়াতে তাহার উপর মর্ম্মান্তিক রাগ থাকে। দুরাচার, পিতা এবং মেসোকে জব্দ করিবার কোন উপায় না দেখিয়া এক দিন মেসোর একটী শিশুসন্তানকে হত্যা করিয়া ফেলে। বিচারে দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে গত সপ্তাহে ইহার ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

কালিম সিং নামক একজন মুঙ্গের জেলের পাহারাওলার নাম স্বাক্ষরিত এক খানি দরখাস্ত জেলের ইনস্পেক্টর জেনরলের নিকট যাইয়া উপস্থিত হয়। দরখাস্ত এই ভাবে লিখিত ছিল—আমাকে স্থানান্তরিত করা হউক, অথবা নাম কাটিয়া দেওয়া হউক, আমি বড় কষ্টে আছি। ইনস্পেক্টর জেনরল তাহাকে ডাকিয়া কি কষ্টে আছে জিজ্ঞাসা করিলে কহে—আমি ঐ দরখাস্ত পাঠাই নাই এবং আমার স্থানান্তরিত হইবারও কোন কারণ নাই। পরে কে দরখাস্ত লিখিয়াছে, অনুসন্ধান করিতে প্রকাশ হইয়াছে, দরখাস্ত খানি কবুলাল আলি নামক এক ব্যক্তির হস্তলিখিত। সে কেন লিখিয়াছে, তাহা কিছু প্রমাণিত হয় নাই।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের লুপ লাইনের জেদিয়া ও দুশকরা ষ্টেশনের মধ্যে কিছু দূর পর্য্যন্ত রেলের রাস্তা জলে প্লাবিত হইয়া যাওয়াতে আপাততঃ ট্রেন গমনাগমনের অসুবিধা হইতেছে।

জামালপুর ওয়ার্কসপের অতি কঠিন নিয়ম; পাছে উহার শ্রমজীবীরা লোহা লক্কড় চুরী করে, এই আশঙ্কায় গেটে পাহারা বসান আছে। পাহারাওলারা কোন শ্রমজীবীকে কারখানা হইতে প্রত্যাগমন করিতে দেখিলে অগ্রে তাহার পা ঝাড়া, গা ঝাড়া এবং কোমর টিপিয়া দেখিয়া, তবে বিদায় দেয়। কিন্তু তত্রাপি চুরী করিতেও ছাড়ে না। মধ্যে এক ব্যক্তি তামার রিবিট অপহরণ করিয়া ধৃত হওয়াতে বিচারে কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন মাসের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছে।

গত সপ্তাহে কয়েক দিন এখানে প্রচুর পরিমাণে বারিবর্ষণ হইয়া গিয়াছে।

শান্তিপুর।

জেলা নদীয়ার অন্তর্গত সব ডিভিসন কুষ্টিয়ার অনতিদূরবর্ত্তী কোন গ্রামের একজন হিন্দু সধবা রমণীর দুটী উপপতি ছিল। কিন্তু তাহার সুচতুরতায় উভয় উপকান্ত কিছুকাল নিরুদ্বেগে উপকান্তার উপ[illegible] উপভোগ করে; অথচ পরস্পর পরস্পরের উপপ্রণয়ের কোন অনুসন্ধান পায় না। একদা ঐ ব্যভিচারিণীর প্রথম উপপতি প্রণয়প্রসঙ্গে উপপত্নীকে কহিল যে "প্রিয়ে! প্রতিদিন সংগোপনে উপপ্রেম উপভোগ করিয়া প্রত্যাশানুরূপ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না, অতএব তোমার পতিকে সংহারপূর্ব্বক উপপ্রেম যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেওয়াই উচিত। স্বৈরিণী উপকান্তের এই নিদারুণ প্রস্তাবে ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া শেষে সম্মতা হইয়া কহিল যে, অদ্য রজনীতে আমি যখন স্বামী লইয়া শয়ন করিব, তখন তুমি সঙ্গোপনে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে এবং শাণিত অস্ত্রে তাহার শিরশ্ছেদপূর্ব্বক নিষ্কণ্টকে আমাকে লইয়া সুখে কাল কাটাইবে।" কুলটার সহিত এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া ১ ম, উপপতি স্বস্থানে প্রস্থান করিল। অনন্তর দ্বিতীয় উপপতি উক্ত যুবতীর নিকটে যথাকালে উপস্থিত হইল, তদ্দর্শনে রমণী অহ্লাদে গদগদ হইয়া তাহাকে ঐ পরামর্শের কথা বিস্তারিতরূপে জানাইল এবং কিছুকাল তাহার সহিত হাস্য কৌতুকাদি করিয়া যথাকালে তাহাকে শস্ত্রপাণি হইয়া আসিতে কহিল। ২ য়, উপপতি উপপত্নীর ঐ প্রস্তাবে অনুমোদনপূর্ব্বক স্বীয়গৃহে গমন করিল। এদিকে ক্রমে কমলিনীকান্ত অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলেন, তদ্দর্শনে সন্ধ্যাবধূ তিমিরাবৃত বসনে আবৃতা হইয়া দেখা দিলেন; গৃহস্থেরা প্রদীপাদি জ্বালিয়া ও শঙ্খ ঘণ্টাদি বাজাইয়া সন্ধ্যাবধূকে বরণ করিয়া লইলেন। এদিকে রজনী ক্রমে গভীরা হইয়া উঠিল, সুতরাং উক্ত স্বৈরিণী স্বামী লইয়া বিশ্রামশয্যায় শয়ন করিল। ঈশ্বরেচ্ছায় ঐ রজনী তাহার স্বামীর অকস্মাৎ পেটের পীড়া উপস্থিত হওয়াতে সে বহির্দ্দেশে গমন করিল। ঐ সময় তাহার স্ত্রীও উপপতির আগমন প্রতীক্ষায় প্রতিক্ষণ ঘর বাহির করিতে লাগিল। এমন সময় তাহার ১ ম উপপতি শস্ত্রপাণি হইয়া আগমন করিল, তদ্দর্শনে ব্যভিচারিণী তাহাকে সতর্ক করতঃ হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে আনিল ও তাহাকে ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া থাকিতে ইঙ্গিত করিল, কিন্তু অন্ধকারপ্রযুক্ত সে তাহা বুঝিতে পারিল না। ইতিমধ্যে তাহার ২ য়, উপপতি ঐরূপ শস্ত্রপাণি হইয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং উপপত্নীর ১ ম উপপতিকে পতি বিবেচনায় ২ য় উপপতি অস্ত্রাঘাত করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে ১ ম উপপতিও তাহাকে উপপত্নীর পতিভ্রমে আঘাত করিতে লাগিল, সুতরাং তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ব্যভিচারিণী উপপতিদ্বয়ের লোমহর্ষণ যুদ্ধ দর্শনে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া কাহাকেও কিছু কহিতে পারিল না। উপপতিদ্বয় প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া উভয়েই রণক্ষেত্রে শয়িত হইল। একজন তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল, অপর ব্যক্তি ক্ষণকাল বাঁচিয়া থাকিয়া গ্রামস্থ লোক ও দারগার নিকট ঐ ঘটনার আদ্যোপান্ত একরার করিয়া মরিয়া গেল। ঐ সময় ব্যভিচারিণীর স্বামীও তথায় উপস্থিত ছিল। স্থানীয় পুলিস উভয় মৃতদেহ যথাস্থানে পাঠাইয়া দিয়া ব্যভিচারিণীকে বিচারার্থ যথাস্থানে চালান দেয়। সেখানে তাহার অপরাধ প্রমাণ হওয়াতে এক্ষণে ঐ ব্যভিচারিণী সেসন সোপরদ্দ হইয়াছে। সেসন বিচারে উহার যেরূপ দণ্ড হয়, তাহা জানিয়া পরে লিখিয়া পাঠাইব।

কয়েক দিন হইল, এখানকার ডাক্তার অভয়াচরণ বাগচী একটী দেওয়ানী মকদ্দমায় জয়লাভ করিয়াছেন। ঐ মকদ্দমায় রাণাঘাটের মুন্সেফের সেরেস্তার চন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় প্রতিবাদী ছিলেন। মকদ্দমাটীতে বাদী প্রতিবাদী উভয়েরই বিস্তর অর্থের শ্রাদ্ধ হইয়াছে। ডাক্তার বাবু এই মকদ্দমা জিতিয়া এককাঠা জমী দখল পাইয়াছেন। সেদিন মুন্সেফী আদালতের একজন পেয়াদা ঐ জমিতে বাঁশগাড়ি করিতে আসিয়াছিল। এই উপলক্ষে বাদী ডাক্তার বাবু একটী জয়ঢাক, এক জোড়া করতাল ও একজন পুলিস পদাতিক লইয়া বিবাদী জমীতে বাঁসগাড়ি করিয়াছেন। ঐ আছোড়া বাঁশের উপর জুতা, ঝাঁটা ও কুলা বাঁধিয়া বাদী গাত্রের জ্বালা নিবারণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু উহাতে তাঁহার স্বভাবের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ঐ দিবস প্রতিবাদী যদি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে কি শান্তিভঙ্গ হইত না?

এই শান্তিপুর নগরে প্রতিদিন কত লোক কত বিবাদী জমিতে বাঁসগাড়ি করিয়া দখল লইতেছে, কিন্তু কস্মিন্ কালে কেহ ত ঐরূপ বেত্তয়াচরণ করে নাই। জয়ঢাক ও করতাল না বাজাইলে ও বাঁসের উপর জুতা ঝাঁটা না বাঁধিলে কি বিবাদী জমী দখল করা হয় না? ডাক্তার বাবু এই নূতন দখল প্রণালী আবিষ্কার করিলেন সত্য, কিন্তু কেহ তাঁহাকে উপযুক্ত পারিতোষিক দিলেন না, ইহাই দুঃখের বিষয়।

বর্ষাকাল সমুপস্থিত, এ সময় এখানকার মিউনিসিপালিটীর রাস্তাঘাটাদি দেখিলে অন্তঃকরণে যুগপৎ দুঃখ ও ঘৃণা উপস্থিত হয়। কিন্তু উচিত কথা কহিলে কমিশনর বাবুদের সহিত বিজাতীয় মনোমালিন্য জন্মে, এজন্য সকল সময় আমরা মনের কথা খুলিয়া বলি না। যাহা হউক, বর্ষাসমাগমে যে সকল রাস্তাঘাটের বিষ্ণুপঞ্জর বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তন্মধ্যে মতিগঞ্জের ঘাট অবধি ভাগীরথী তীর পর্য্যন্ত রাস্তাটীই আমাদের প্রধান উদাহরণ। সামান্য বৃষ্টিতেও এই রাস্তা দিয়া লোকের গমনাগমন যার পর নাই কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। বোঝাই গরুর গাড়ীর ত কথাই নাই। আমরা প্রতিদিন ঐ রাস্তার উপর নর-নারীর যে সকল কষ্ট দেখিতে পাই, তৎসমুদায় লিখিতে দুঃখে কাষ্ঠের লেখনীও আড়ষ্ট হইয়া উঠে। কিন্তু দেশীয় কমিশনর বাবুরা উহার কখন প্রতীকার চেষ্টা পান না, ইহাই আমাদের যুগপৎ দুঃখ ও ঘৃণার কারণ।

রাউলপিণ্ডি।

এখানকার ভূসামণ্ডিতে আগুন লাগিয়াছে। কমিশারি এই ভিড়িকে পড়িয়া কোন কোন লোক নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। উহার মধ্যে ভাল মন্দ দুই প্রকার লোকই আছে সন্দেহ নাই, মন্দের সংসর্গ দোষে ভাল যে শাস্তি পায়, ইহা সকলে অবগত আছেন। এখানে আমরা তাহার নিদর্শন পাইতেছি। গত আফগান যুদ্ধ উপলক্ষে ভারতবাসীর একুল অকুল দুই হইয়া গেল, সহস্র সহস্র নিরীহ অভাগা দুর্ভাগা কুলি মজুর প্রবল শীতে অঙ্গে বস্ত্রাভাবে শমন সদনে পলাইয়া গেল, অনেক ভারবাহী উষ্ট্র ও অশ্বাদি বরফে জমিয়া গেল, বৃটিশরাজের বিলক্ষণ শিক্ষালাভ হইল; কিন্তু কতকগুলি ধূর্ত্ত কেরাণী শৃগাল কুক্কুরের ব্যবহার দেখিয়া আমরা অবাক হইতেছি। শুনিতে পাই, কেহ ৫০ টাকা বেতনে "ফিল্ডে" ঢুকিয়া ৫০০০০ হাজার টাকার মোড় মারিয়া বড় বৌকে গহনা পরাইতে গিয়া ধরা পড়িয়াছেন। এ লইয়া ঝিলাম ও পিণ্ডির কমিশরিয়ট বিভাগে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। কোন এক জন এদেশীয় কর্ম্মচারীর মকদ্দমা তদারক করিবার সময় তাহার খাতাপত্রে এখানকার কোন কোন বড় বাবুর নামে টাকা দেনা পাওনা লেখা থাকায় তাহার বাটী খানা তল্লাসী করা হইয়াছে, এবং তাহার মকদ্দমা হইতেছে। দেখিতে দেখিতে আর একটী বাঙ্গালী বাবু কিছু টাকা জমা দিতে এদিক ওদিক করাতে তাহার উপর ওয়ারেণ্ট জারি হইয়াছে। এই অবসরে কলিকাতা হইতে মেজার মারিয়ট আসিয়া বিশেষ তদন্ত করিতেছেন। এবার

ছেন। বিচারের ফলাফল পরে পাঠকবর্গকে জানাই-বার ইচ্ছা আছে।

সেদিন এখানকার পোষ্ট আফিসের পোষ্টমাষ্টার বাবুর একটী ৬। ৭ বৎসরবয়স্ক পুত্র ছাদ হইতে পতিত হইয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হই-য়াছে। বালকটিকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার থানায় প্রেরণ করা হই-য়াছে।

আমরা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম, এখান-কার বিদ্যালয়টির অবস্থা ভাল নহে। আমরা ভরসা করি বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি মহাশয় এ বিষয়ে একটু মনোযোগী হইবেন।

আজ কাল এখানে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হই-

চন্দননগর—২১। ৪ ৮৮।

গত ১৪ ই জুলাই সাধারণ তন্ত্রের জন্মতিথি উপ-লক্ষে অত্রত্য সাহেবপটীতে প্রায় দুই সহস্র লোকের জনতা হইয়াছিল। ঐ দিবস প্রাতে প্রথমে দুঃখী লোকদিগকে গবর্ণমেণ্ট হইতে এক আনা করিয়া দান করা হয়, তৎপরে ময়দানে একটী ত্রিশ হাত উচ্চ কাষ্ঠের খুঁটি পুঁতিয়া, তাহার উপর চক্রাকারে একটী বেষ্টন দিয়া তাহার চারি দিকে বস্ত্র ছাতা জুতা অন্যান্য বিলাতী দ্রব্য ঝুলাইয়া দিয়া সাধার-ণকে জানান হয়, যে উক্ত খুঁটীর উপরি স্থিত দ্রব্যাদি যে কেহ লইতে ইচ্ছা করে, উঠিয়া লউক। কিন্তু খুঁটীর সর্ব্বাঙ্গে চর্ব্বি মাখান থাকায় কেহই উঠিতে পারে নাই, শেষে অতি কষ্টের পর এমন কি প্রাতে ছয়টার সময় আরম্ভ করিয়া অপরাহ্ণে ছয়টার সময় অত্রত্য একজন ইতর লোক লইয়াছিল। তাহার পর লালদিঘীতে হাঁস ছাড়া হয়, এবং তাহাও জন কয়েক ইতর ব্যক্তি পাইয়াছিল। শেষে সন্ধ্যার পূর্ব্বে অত্রত্য মাঝীদিগের নৌকায় বাচ খেলান হয়। যে যে মাঝী নৌচালনে দক্ষতা দেখাইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকেই পাঁচ ছয় টাকার পুরস্কার পাই-য়াছিল। তৎপরে রাত্রিতে রাস্তার চারি দিকে আলো দেওয়া হয়, এবং অনেক প্রকার বাজী পোড়ান হয়। শেষে গঙ্গার ধারে ঘন ঘন তোপধ্বনি হইয়া জন্মতিথি কার্য্য শেষ হয়।

গত ৩০ এ জুলাই গোন্দলপাড়ার একজন যুবক এখানকার নূতন থানায় হাজতঘরে উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। ঘটনার দুই দিবস পূর্ব্বে ঐ স্থানের এক ভ্রষ্টা স্ত্রীলোক উক্ত যুবকের উপর চুরী দাবী দিয়া নালিশ করে। পরে ঐ দিবস প্রাতে ধৃত হইয়া থানায় আটক থাকে, শেষে মধ্যাহ্নে হতভাগা উলঙ্গ হইয়া স্বীয় বস্ত্র গলদেশে বন্ধন করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ক্রমে এই শোচনীয় ঘটনার সংবাদ যুবকের বাটীতে যাইলে উহার ভ্রাতা এই বলিয়া পুলিষের উপর দাবী দেয় যে, থানার লোকে গুরুতর আঘাত করায় মরিয়া গিয়াছে, শেষে পুলিষ আত্ম-দোষ ক্ষালনার্থ মিথ্যা করিয়া টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ডাক্তার সাহেবের পরীক্ষায় আত্মহত্যা প্রমাণ হওয়ায় থানার লোকেরা অব্যাহতি পাইয়াছে।

এখানকার নূতন হাঁসপাতাল মেরামতের জন্য পণ্ডিচারীর গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার মসিএফলে সাহেব এক শত টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১০ ই ও ১৪ ই এখানে ভয়ানক বৃষ্টি হই-য়াছে। রাস্তাঘাট প্রভৃতি জলময় হইয়াছে, এবং কয়েকখান মৃত্তিকার ঘর পড়িয়া গিয়াছে। ধূম-কেতু এখনও প্রকাশ উদয় হইতেছে

—০—

দেওড়দা।

২১ এ জুলাই ১৮৮১।

আমরা অত্যন্ত আনন্দসহকারে প্রকাশ করি-তেছি যে ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় যে পুরস্কারের কথা ছিল, সেই অব্দের পরী-ক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র এবং প্রধান পণ্ডিত পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত বাবু গোবৰ্দ্ধন ঘোষাল ৬টী স্বর্ণ অঙ্গুরীয়ক প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের ১৬ টাকার একটী অঙ্গুরীয়ক ও নগদ ৪০ টাকা পাইবার কথা। কিন্তু তিনি স্বর্ণ অঙ্গুরীয়ক ও নগদ দশ টাকা পাইয়াছেন, অবশিষ্ট ৩০ টাকা পান নাই। আশা করি বিদ্যোৎসাহী দেশহিতৈষিগণ শীঘ্র পুরস্কার দান করিয়া স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবেন।

বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত লাঙ্গলেশ্বর বৃটীর সন্নিকটস্থ জঙ্গলে ৮॥ হাত লম্বা একটা বোড়া সর্প একজন মনুষ্যকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

১০ ই জুলাই বালেশ্বরস্থ উৎকল দর্পণ নামক সংবাদ পত্রের প্রেস হইতে নগদ টাকা ও দ্রব্যাদিতে প্রায় ১৫০ টাকা চুরী গিয়াছে।

ভদ্রক সব ডিভিজনের অন্তর্গত কোঠার জঙ্গলে একটী অদ্ভুত কাণ্ড দেখা গিয়াছে। অতি অল্পদিন হইল বেলা ৩॥ ঘণ্টা হইতে ৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত মাকড়সা জালের মত অথচ ঘন এবং অত্যন্ত শুভ্র ও বিস্তৃত একটী পদার্থ বায়ুদ্বারা উড়িয়া যাইতেছিল। ইহা অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছিল।

এ বৎসর চাসের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। মাঠের দিগে দৃষ্টিপাত করিলে সেই নয়নমনোহর শস্যের শ্যামল শোভা আর দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল সমস্ত ক্ষেত্র জলপূর্ণ সাগরতুল্য শুভ্রবর্ণ দৃষ্ট হয়। ধূমকেতুকে দর্শনে লোকে দুর্ভিক্ষের পূর্ব্ব বৎসর মনে করিয়া শঙ্কিত হইয়াছে।

উত্তম পবাকোণা যুক্ত চশমা ও নিউট্রাল রং বিশিষ্ট আই প্রিজার্ভার মূল্য ৪।।০ ও তদোধিক মূল্যে।

সরঞ্জাম সহিত ইলেকট্রিক বেল মূল্য ১০ টাকা।

মেরামত।

ঘড়ি, কল, বাদ্যযন্ত্র, বাড বাব প্রভৃতি যাবতীয় বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র যত্নের সহিত গৃহীত হইয়া থাকে।

ব্রাক এণ্ড মরে ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়ায় ৫০ বৎসর এই সকল কার্য্য করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। এই জন্য লোকের এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেখাইতেছেন।

ব্রাক এণ্ড মরে ৮। ১ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় হইতে রামায়ণ (মূল অনুবাদ) বিতরণ।

দ্বিতীয় সংস্করণ ভারত শেষ হওয়াতে অবসর ও সাধারণের অভিমতি ক্রমে রামায়ণের মূল ও অনুবাদ বিতরণ আরম্ভ করা হইল। অর্থিগণ সত্বর আবেদন করিবেন। এ বিষয়ে নিয়মাদি ও অন্যান্য বৃত্তান্ত দাতব্য মহাভারত ও হরিবংশের বিজ্ঞাপনে এবং দাতব্য ভারত কার্য্যালয়ে বিশেষ অবগত হইতে পারিবেন ইতি।—

দাতব্য ভারত কার্য্যালয় যোড়াসাঁকো কলিকাতা। } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় দাতব্য সভার কার্য্যাধ্যক্ষ।

যিনি এক দিবসে হৃদয়দর্পণে জীবাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগৎকে আত্মভূতস্বরূপে অবগত হইয়া দুই মাসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমাকে পেইড পত্র দ্বারা জানাইলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
শ্রীরামপুর।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী রোগ) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

—:০:—

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাসুল ২৮০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাসুলসহ ৫।।০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাসুল।৶০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৶০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৪।৶০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ২।৶০, গোপাল তাপিনী ১, জগন্নাথবল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বস্থ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার বায়ুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই অকৃত্রিম মহৌষধটীকে একটী স্বর্ণের মাদুলি করিয়া ধারণ করিলে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, বায়ু, ভ্রম, হস্ত পদাদিকম্প, কর্ণবধিরতা, মানসিক বিকার, বধিরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতি যত প্রকার বায়ুরোগ আছে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মূল্য ডাঃ মাঃ ২ টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রধান
মোং কাঁথি—জেলা মেদিনীপুর।

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল ১৮৮১। } শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন তালুকদার—নওয়াখিলা	১০
" " অধরচন্দ্র দাস—পীরপৈতি	৫
" " সারদাচরণ মুখোপাধ্যায়—কাকিনীয়া	৫
" " নিত্যানন্দ সরকার—মালদহ	৭
" " দুর্গাপ্রসাদ মিত্র—বড়বাজার	৫।।০
" " যাদবচন্দ্র বিশ্বাস—তরতিপুর	৭
" " চন্দ্রকান্ত আচার্য্য—মহাদেবপুর	৭
" " নারায়ণগঞ্জ লাইব্রেরি	৭
" " সোমড়া লাইব্রেরি	৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বর্রাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অদ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ । " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " ৪০ সংখ্যা ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৮ সাল। ৩২ এ শ্রাবণ। ইং ১৮৮১। ১৬ ই আগষ্ট। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।।০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

[illegible] হে। এক্ষণে সেই সেই ঔষধগুলি [illegible] ঠিকানায় পাওয়া যায়।

[illegible] চট্টোপাধ্যায় যে বহু দিবস হইতে [illegible] নিরাময় হইবার ঔষধ বিষয়ে পরীক্ষা [illegible] করিতেছেন ইহা অনেকেই অবগত আছেন। এক্ষণে ঈশ্বরানুগ্রহে ইহাতে কৃত[illegible] হইয়া সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন করিতেছেন যে, [illegible] পীড়ায় কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা কেবল [illegible] টাকা এবং ডাক খরচ বার আনা [illegible] দিয়া এক সপ্তাহ কাল শরীর হইতে পারা নির্গত হইবার ঔষধটী ব্যবহার করিলেই অনেকা উপকার প্রাপ্ত হইবেন। এই ঔষধ ব্যবহারে কঠিন নহে, এবং সহজে খাওয়া যায়। ইহাতে পারদের কোন রাসায়নিক দ্রব্যের লেশ মাত্র নাই।

এই ঔষধ কলিকাতার, গরানহাটা, চিৎপুর রোডের ধারে ৩৩৭ নং ভবনে সারদাযি পুস্তকালয়ে সকল সময়ে পাওয়া যায়।

প্রেরিতপত্র।

সেতারযন্ত্রে পিত্তলতারে স্বর গ্রামসাধন।

সম্পাদক মহাশয়! বঙ্গীয়-সঙ্গীত-বিদ্যোৎসাহী শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের প্রণীত যন্ত্র ক্ষেত্রদীপিকা, অর্থাৎ সেতার শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভ্রম বশতই হউক বা প্রকৃতই হউক, নিম্নলিখিত কয়েক স্থলে আমার অসংলগ্ন বোধ হওয়ায় সেই ভ্রম সংশোধন করণাভিপ্রায়ে এই প্রবন্ধের অবতারণা। এক্ষণে মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আপনার সুবিখ্যাত পত্রিকার এক পার্শ্বে স্থান দান করিলে এবং সঙ্গীতোৎসাহী সহৃদয় পাঠকগণ আমার ভ্রম দূর করিলে বাধিত হইব।

যন্ত্রক্ষেত্র-দীপিকার ৩১ পৃষ্ঠার ৭ ; ৮ পংক্তিতে লিখিত হইয়াছে যে "দ্বিতীয় পর্দ্দায় নায়কী তার চাপিয়া যে উদারার পঞ্চম হয়, সেই পঞ্চম কাঁচা তারের ষষ্ঠ পর্দ্দায় চাপিলে প্রদর্শিত হইবে।" এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে গান্ধার এবং মধ্যমের মধ্যস্থিত ৩টী শ্রুতির অনুরোধে উদারার ধৈবত প্রতিপাদক তৃতীয় পর্দ্দা এবং নিষাদ-প্রতিপাদক পঞ্চম পর্দ্দার মধ্যস্থলে তিনটী শ্রুতি থাকায় পঞ্চম পর্দ্দাটিকে ১ শ্রুতি কোমল করিয়া মধ্যম স্বর সম্পন্ন করায় ঐ কোমল নিষাদ প্রতিপাদক ৪ র্থ পর্দ্দা হইতে মুদারা গ্রামের ষড়জ অর্থাৎ ৬ ষ্ঠ পর্দ্দা পর্য্যন্ত তিনটী শ্রুতি পাওয়া যাইতেছে। কারণ, প্রকৃত নিষাদ হইতে ষড়জ পর্য্যন্ত দুইটী শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট আছে। এস্থলে পিত্তলতারে ৬ ষ্ঠ পর্দ্দায় মিড়রূপ আঘাত করিলে কিরূপে প্রকৃত পঞ্চম স্বর সম্পন্ন হইতে পারে? মধ্যম ও পঞ্চমের মধ্যস্থলে চারিটী শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট আছে, এখানে ষষ্ঠ পর্দ্দায় কাঁচা তারে পঞ্চম সম্পন্ন করিলে মধ্যম এবং ঐ পঞ্চমের মধ্যবর্ত্তী স্থানটী কি ৩টী শ্রুতি বিশিষ্ট হয় না?

ঐ গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠার ১৪।১৫ পংক্তিতে লিখিত আছে যে "নায়কী তার চাপিয়া ৮ম পর্দ্দায় মুদারার গান্ধার। ঐ মুদারার গান্ধার কাঁচাতারে ১২শ পর্দ্দায় সম্পন্ন হইবে।" এস্থানে দেখা যাইতেছে যে ঋষভ হইতে গান্ধারে ৩টী শ্রুতি নিরূপিত আছে, এদিকে মুদারার পঞ্চম প্রতিপাদক ১১শ এবং ধৈবত প্রতিপাদক ১২শ পর্দ্দার মধ্যে ৪টী শ্রুতি পাওয়া যায়। এমত স্থলে ঐ ১২শ পর্দ্দায় পিত্তল তারে মুদারার গান্ধার সম্পন্ন করিলে ঐ গান্ধারটী প্রকৃত হয় কি ১টী শ্রুতি তীব্র হয়? পাঠকগণ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

উক্ত গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠার ২২।২৩ পংক্তিতে লিখিত হইয়াছে যে "নায়কী তার চাপিয়া ১১শ পর্দ্দায় মুদারার পঞ্চম কাঁচা তারে ১৭শ পর্দ্দাতে ঐ মুদারার পঞ্চম হইবে।" এস্থলে তারাগ্রামের ষড়জ প্রতিপাদক ১৪শ পর্দ্দায় কাঁচাতারে মুদারার পঞ্চম সম্পন্ন করিলে উল্লিখিত উদারা গ্রামের পঞ্চমের ন্যায় এ পঞ্চম স্বরটীও বিকৃত অর্থাৎ ১ শ্রুতি কোমল হয়।

উপসংহারকালে আমার বক্তব্য এই যে নায়কী তার অবলম্বনেই হউক, বা পিত্তলতার অবলম্বনেই হউক, ষড়জ ঋষভাদি ক্রমে সপ্তস্বর সাধন করিতে হইলে নিরূপিত শ্রুতির অনুসারী হইয়া স্বরগুলি যে প্রকাশ হওয়া উচিত বোধ হয়, তাহা পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন; তবে পিত্তল তারে স্বর গ্রাম সাধিত হইলে তারগত এবং স্থানগত ভেদজনিত লৌহনির্ম্মিত নায়কী তার অপেক্ষা পিত্তল নির্ম্মিত কাঁচা তারের ধ্বনি কিঞ্চিৎ মৃদু শোনা যাইবে মাত্র।

কমলপুর বেথনকুটী
তারিখ ২১ এ শ্রাবণ। } শ্রীহরিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

[illegible] (প্রতিবাদ)

মহাশয়! বিগত ১১ ই জ্যৈষ্ঠের সোমপ্রকাশে রাউলপিণ্ডির সংবাদদাতা মহাশয়ের পত্র খানি পাঠ করিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। লেখক "হিমালয় প্রদেশ" "হায় শোক, হায় তাপ, হায় হৃদয় ভার" প্রভৃতি বাক্যবিন্যাস করিয়া উপরে বেশ পত্তন করিয়াছেন, কিন্তু ভিতরে যে কীর্ত্তন গাইয়াছেন তাহা নিতান্ত অসাধু, অপ্রকৃত ও পক্ষপাতদূষিত বিদ্বেষভাবে পরিপূর্ণ। তিনি "রাউলপিণ্ডি হিতকরী সভা" শিরোনাম দিয়া এখানকার বাঙ্গালিদিগের আচার ব্যবহার, বুদ্ধি বিদ্যা ও সহৃদয়তার কতকগুলি অযথা নিন্দাবাদ করিয়া নিজের অনভিজ্ঞতা ও অসামাজিকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে উক্ত হিতকরী সভাটী প্রায় তিন মাস হইল, লাহোর হইতে নবাগত রেলওয়ে বাবুদিগের ঐকান্তিক যত্নে স্থাপিত হইয়াছে। প্রতিরবিবারে উহার নিয়মিত অধিবেশন হইতেছে। কিন্তু সভার উদ্দেশ্য কি তাহা আমরা বলিতে পারি না; বাস্তবিক সভ্যগণের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে কি না, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন পরিচয় পাই নাই। তবে "হিতকরী" এই বিশেষণ বাচক শব্দে বুঝিয়া লইতে হইবে যে সভার উদ্দেশ্য সৎ ও মহৎ। যাহা হউক, সংবাদদাতা মহাশয় লিখিয়াছেন "এত দিনের পর এখানে একটী সদনুষ্ঠান হইতে দেখিয়া নিতান্ত আহ্লাদিত হইলাম।" "এত কাল রাউলপিণ্ডিতে সাধারণ মঙ্গলজনক কোন অনুষ্ঠান ছিল না।" ইহাতেই তাঁহার অদূরদর্শিতা ও স্থানীয় লোকদিগের আচার ব্যবহার বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তিনি যে "নবাগত" উহা তাহাও প্রকাশ করিয়া দিতেছে। ১৮৫৯ অব্দ হইতে রাউলপিণ্ডিতে প্রথম সভাধিবেশন, বিদ্যালয় সংস্থাপন প্রভৃতি সদনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে যদিচ রাউলপিণ্ডিতে "হিতকরী" আখ্যাধারিণী রঙ্গসূচক কোন অভিনয় হয় নাই সত্য, কিন্তু প্রকৃতার্থে অনেকানেক উজ্জ্বলতর সভা সংস্থাপিত হইয়া এখানকার বঙ্গবাসিদিগের মধ্যে এক প্রকার সমাজবন্ধন হইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞ সংবাদদাতা মহাশয় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন "রেলওয়ে আপিষ সমূহ এখানে উঠিয়া আসা অবধি কোন কোন সদাশয় লোকের উদ্যোগে হিন্দুসমাজের মুখোজ্জ্বলকর এই সভার জন্ম হইল।" তাঁহার লিখিবার উদ্দেশ্য ও ভাবার্থ এই যে পূর্ব্বে এখানে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দেশহিতৈষী, পরহিতচিকীর্ষু কোন ব্যক্তি ছিলেন না; নবাগত রেলওয়ে বাবুরা সর্ব্বগুণে বিভূষিত; তাঁহারা আসিয়া রাউলপিণ্ডিতে সমাজ সঙ্গঠন করিতেছেন, মৃতদেহে জীবনীভাব উদ্দীপন করিতেছেন, পঞ্জাবের রক্ষে সন্তানসন্ততির দৈহিক দুর্ব্বলতা দূর করিয়া পঞ্জাবীর আদর্শে তাহাদিগকে হৃষ্টপুষ্ট করিতেছেন, পরস্পরের হৃদয়ে একতাভাব সম্বদ্ধ করিয়া পরস্পরকে আবদ্ধ করিতেছেন, অর্থাৎ এক কথায় রাউলপি-

ত্তিকে "চায়েন" করিতেছেন। তাঁহারাই মানুষ আসিয়াছেন; অপর সকলে মূর্খ অসভ্য পশুমধ্যে গণ্য! অথচ এখানকার প্রকৃত সংবাদ কিছুই অবগত হইলেন না। মাননীয় সংবাদদাতা মহাশয়ের মন যে কতদূর বিদ্বেষবুদ্ধিতে পরিপূর্ণ, সহৃদয় পাঠক ইহাতেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক, সংবাদদাতা মহাশয় ও তাঁহার সহচরবর্গ যশোলিপ্সায় আমাদিগের হইতে উচ্চস্থানে আরোহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। যদি ইহাতে তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সাধন হয়, আমরা অপ্রস্তুত নহি।

দ্বিতীয়তঃ, সংবাদদাতা মহাশয় লিখিয়াছেন "পূর্ব্বে এখানে এমন বিসদৃশ ভাব ছিল যে একজন অপরিচিত বাঙ্গালী আসিলে তাঁহাকে আশ্রয় দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার সঙ্গে সম্ভাষণে কেহই কথা কহিতেন না! বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীর সঙ্গে এরূপ বিরূপ ভাব বোধ হয় সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু এ ভাব এখানে বিলক্ষণ প্রবল ছিল।" ইহা পাঠ করিয়া আমরা একেবারে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। সংবাদদাতা একখানি প্রধানতম সংবাদপত্রের নামে একটী লেখনী ধারণ করিয়া কিরূপে এরূপ জীবন্ত অসত্য কথাটী পত্রে নিবেশিত করিলেন, বলিতে পারি না। বলুন দেখি, যেখানে এক দিবসে এক স্থানে বসিয়া সাময়িক দান ব্যতীতও, সাধারণ উপকারার্থে এক সহস্র টাকা চাঁদা উঠিয়া থাকে, তথাকার বঙ্গবাসীদিগকে স্বজাতির প্রতি বিরূপ কিরূপে বলি? বলুন দেখি, যেখানে সহায়হীন বাঙ্গালীদিগের সাহায্যার্থ সচরাচর ১০০। ২০০ টাকা প্রদত্ত হইতেছে, তথাকার বাঙ্গালিদিগকে স্বজাতির প্রতি বিরূপ কিরূপে বলি? বলুন দেখি, যেখানে কোন বঙ্গীয় কুলকামিনী অদৃষ্টবশতঃ পতিবিয়োগ নিবন্ধন নিরাশ্রয়া হইয়া পড়াতে তাঁহার ভরণ পোষণার্থ অন্যূন দুই সহস্র টাকা পর্য্যন্ত চাঁদা উঠিয়াছে, তথাকার বাঙ্গালিদিগকে স্বজাতির প্রতি বিরূপ কিরূপে বলি? বলুন দেখি যেখানে দুই সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া অপরিচিত বাঙ্গালিদিগের অবস্থিতি জন্য "কালীবাড়ী" (অতিথিশালা) নির্ম্মিত হইয়াছে, তথাকার বাঙ্গালিদিগকে স্বজাতির প্রতি বিরূপ কিরূপে বলি? যখন এই সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তখন নব্যগত রেলওয়ে বাবুরাই কোথায়; হিতকরী সভাই বা কোথায় এবং এই দেশহিতৈষী, হিতাকাঙ্ক্ষী সংবাদদাতা মহাশয়ই বা কোথায়? এখানকার কমিসরিয়েট ও অন্যান্য বিভাগের বাঙ্গালি বাবুদিগের যত্ন ও সাহায্যেই এই সকল মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়াছে। সংবাদদাতা মহাশয় যখন এ সমস্ত লক্ষ্য না করিয়া কেবল কতকগুলি অপ্রকৃত ঘটনা চিত্রপটে চিত্রিত করিয়া আমাদিগের প্রতি অযথা দোষারোপ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে বিশ্বনিন্দুক না বলিয়া আর কি বলিতে পারি। নিন্দুক হইবার জন্যই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন!! নিন্দুক হইবার জন্যই লেখনী ধারণ করিয়াছেন!!! বলিলে আত্মশ্লাঘা করা হইবে, গত কাবুল সমরের আরম্ভ হইতে অবসান পর্য্যন্ত এখানে অনেকেরই পদার্পণ হইয়াছে; এমন কি প্রত্যেক বাঙ্গালীর বাটীতে এক এক সময়ে ১৪। ১৫ জন বাঙ্গালী বাবু ক্রমান্বয়ে আতিথ্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এবং লাহোর হইতে সম্প্রতি আগত পোষ্ট অফিস ও রেলওয়ে বাবুদিগের নিকটও অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন, তাঁহারা অনেকেই অদ্যাপি এক এক বাঙ্গালীর বাটীতে (১০। ১২ জন করিয়া) বন্ধুত্বপাশে বদ্ধ আছেন; বোধ করি তাঁহারা কেহই অস্বীকার করিবেন না। বলিতে কি, যদি সৌভাগ্যক্রমে কোন অপরিচিত বঙ্গবাসীর মুখ দেখিতে পাই, আহ্লাদে আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, তাঁহার সহিত কথা কহিয়া আশ মিটে না; অধিক কি, সসম্ভ্রমে ও সাহ্লাদে তাঁহাকে গৃহে আনিতে আমাদিগের মধ্যে অনেকেই পরাঙ্মুখ নহেন; কারণ আমরা প্রবাসের কষ্ট বিলক্ষণ অনুভব করিতে শিখিয়াছি! অদ্যাপি ভূতপূর্ব্ব ষ্টেষণ গোমস্তা মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দোকানে কিম্বা বাজারে কোন বাঙ্গালী দেখিতে পাইলে তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক নিজালয়ে আনিতেন ও সহোদরের ন্যায় যত্ন করিতেন। স্বর্গীয় বাবু ব্রজমোহন মিত্র, বাবু গঙ্গাচরণ ঘোষাল, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণ প্রত্যেকে বার মাস ৪। ৫ জন লোককে নিজ ভবনে রাখিয়া পালন করিয়া থাকেন। এতাদৃশ আরও অনেক মহাত্মার নামোল্লেখ করিতে পারা যায়, কিন্তু অনাবশ্যক। আক্ষেপের বিষয়, আমাদের দেশহিতৈষী সংবাদদাতা মহাশয় অন্ধকারবশতঃ এ সকল কিছুই দেখিতে পান নাই।

তৃতীয়তঃ, সংবাদদাতা মহাশয় আমাদের আচার ব্যবহার ও ভাষা সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিয়াছেন। যদিও আমরা দুরদৃষ্টবশতঃ স্বদেশ হইতে পৃথক হইয়াছি—প্রবাসে থাকিয়া প্রবাসী হইয়াছি, তথাপি আমরা বাঙ্গালী। আমাদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে চিরপ্রবাসী ব্যক্তির নিকট জন্মভূমি ও তদ্দেশীয় দ্রব্যাদি বিশেষ আদরণীয় হয়। তবে যখন যে দেশে থাকিতে হয়, তখন সেই দেশ প্রচলিত এমন কতকগুলি নিয়ম আছে যাহা অবলম্বন না করিলে উপহসিত ও ঘৃণিত হইতে এবং সময়ে সময়ে কষ্ট পাইতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া পঞ্জাবস্থিত বাঙ্গালিদিগের অগণ্য-অবলম্বিত ২। ১ টী সেইরূপ নীতি দেখিয়া তাহাদিগকে "না বাঙ্গালী না পঞ্জাবী" বলা সংবাদদাতার নিতান্ত অন্যায় ও অল্পবুদ্ধির কার্য্য হইয়াছে। অপর, আমরা মাতৃভাষায় পত্রাদি লিখিতে এবং কথা পর্য্যন্ত কহিতেও অক্ষম, সংবাদদাতা ইহা স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়া আমাদিগের ভবিষ্যৎ উন্নতি বিষয়ে যত্নবান হইয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে শত ধন্যবাদ প্রদান করি। সংবাদদাতার ইহা বিবেচনা করা উচিত যে, লেখাপড়া সম্বন্ধে সর্ব্বদেশে সকল সময়ে তারতম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। আজকাল যাঁহারা মাতৃভাষায় হতশ্রদ্ধ হইয়াছেন তাঁহারা, বঙ্গদেশের, বঙ্গবিদ্যার, বঙ্গসমাজের অযত্নে ও ইংরাজী শিক্ষার দোষেই হইয়াছেন। পঞ্জাব বা রাউলপিণ্ডির দোষে হন নাই। সে দোষ ব্যক্তিবিশেষকে স্পর্শিতে পারে না তাহা জাতীয় দোষ। কিন্তু তাই বলিয়া এখানে এমন লোক অল্পই আছেন, যাঁহারা মাতৃভাষায় পত্রাদি লিখিতে বা কথা কহিতে অক্ষম। ব্যক্তিবিশেষ বা ১। ২ জনকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত ব্যক্তির উপর অযথা দোষারোপ করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। এখানে অনেকগুলি কৃতবিদ্য ভদ্রসন্তান আছেন। তবে তাঁহারা আধুনিক নব্য সম্প্রদায়ের মত। বাবুদিগের মত কায়ক্লেশে এবং নিতান্ত অস্বাভাবিক স্বরে সাধুভাষায় কথা কহেন না অথবা সেরূপ কহিতে তাঁহাদিগের ইচ্ছা হয় না এবং আজ পর্য্যন্ত তাঁহারা সগৌরবে দণ্ডায়মান হইয়া প্রকাশ্য বক্তৃতাবে সংস্কৃতাক্রান্ত পদসমূহ উচ্চারণ পূর্ব্বক ঘর্ম্ম পদাদি ফাটাইতে ফাটাইতে "ভাতে গেল আর কৈ না" ইত্যাদি প্রলাপ বক্তৃতা করেন নাই; অথবা তাহাদিগের গলার জোর নাই।

উপসংহারে সংবাদদাতা মহাশয়ের প্রতি বক্তব্য এই যে, কতকগুলি বাক্যবিন্যাস করিলেই সুলেখক হওয়া যায় না, কতকগুলি নিন্দাবাদ করিলেই দেশহিতৈষী হওয়া যায় না। কোন স্থানের, কোন জাতির, কোন সম্প্রদায়ের বিষয় লিখিতে হইলে আগে তৎসমুদায়ের আমূল বৃত্তান্ত বিশেষরূপে অবগত ও অতীত ঘটনায় পরিচিত হওয়া আবশ্যক। ২। ৪ দিনের পদার্পণেই তত্তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া যায় না। যিনি এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া লেখনী ধারণ করেন, তিনিই যশোভাজন হইয়া থাকেন। অন্যথা লেখক ও পাঠকের কালক্ষয়মাত্র।

শ্রীঃ—

রাউলপিণ্ডি।

"কুলীনে কন্যাদান।"

আজ কাল কুলীনবংশ-সম্ভূত কৃতবিদ্য বালক [illegible] হাঁকেরা বিবাহ-বাজারে যেরূপ প্রীমিয়মে [illegible] হইতে আরম্ভ হইয়াছেন, এক একটী [illegible] সন্তানে কন্যা সম্প্রদান করিতে কন্যার পিতা [illegible] অতিরিক্ত অর্থ প্রদান ও অসাধ্য [illegible] হয়; এবং তজ্জনিত দিন দিন সমা[illegible] যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়া উঠিতেছে! আমরা সেই বিষয়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য বিগত ১৪ই আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে "[illegible] পাশকরা ছেলে" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, বাবু তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করিয়া গত ৮ই শ্রাবণের সোমপ্রকাশে এক খানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন। পত্র খানি যেরূপ সুদীর্ঘ, সেরূপ অখণ্ডনীয় যুক্তিপূর্ণ নহে। তাহার অধিকাংশই কুলসর্ব্বস্ব কুলীনের অন্যায় স্তুতিবাদে পরিপূর্ণ। এজন্য তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে হইল।

"কুলীনে কন্যাদান সর্ব্বনাশকর" বলিয়া আমরা সাধারণ কুলীনগণকে নিন্দা করি নাই। আমরা সমুদায় প্রস্তাবটীর মধ্যে যে অর্থে কেবল মাত্র "কৌলীন্য প্রথা বড় অনিষ্টজনক" এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম; যাহাকে লক্ষ্য করিয়া তারাপ্রসন্ন বাবু দীর্ঘ পত্র খানি লিখিয়াছেন, দুঃখের বিষয় তিনি সেই বাক্যটীর অর্থ সরল ভাবে হৃদয়ঙ্গম করেন নাই; তাই বিষম অনর্থ ঘটাইয়াছেন। আমরা যে অর্থে ওই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলা হইয়াছে এবং ইহাতেও ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। এক্ষণে বলা কর্ত্তব্য প্রকৃত কুলীন সমাজে আদরণীয় কি না? অবশ্য আদরণীয়। বল্লালসেন পণ্ডিতমণ্ডলীর উৎসাহ ও গৌরব বৰ্দ্ধনার্থ আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন ও নিষ্ঠাদি নবগুণ সম্পন্ন যে সকল ব্রাহ্মণকে "কুলীন" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারাই যথার্থ কুলীন শব্দে বাচ্য। এখন নবগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা কুলীন বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন। কিন্তু কুলীনের বংশে যদি লীলাবতী নাটক বর্ণিত "নদের চাঁদের" ন্যায় মূর্খ, সুরাপায়ী, নীচাশয়, জ্রূণহত্যাকারী, অর্থলোভী ও বিবাহ ব্যবসায়ী কোন গুণবান পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তবে সেও কি মহা কুলীন হইবে? বল্লালসেন বংশানুক্রমে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন, এ কথা কি লেখক প্রমাণ করিতে পারেন? যদি পারেন তবে নদের চাঁদেরাও অবশ্য কুলীন! অন্যথা বলিতে হইবে, যেখানে চন্দন বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেখানে কি কণ্টক বৃক্ষ জন্মে না? যদি জন্মে ত সে কণ্টক বৃক্ষকেও কি চন্দনবৃক্ষ বলিয়া আদর করিতে হইবে? কখনই নয়। রতি ঠাকুর, বিষ্ণু ঠাকুর অবশ্য সমাজে কুলীন বলিয়া আদরণীয় ছিলেন, কিন্তু যে পুরুষপরম্পরা নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক ও সদাচারী, সেই পুরুষপরম্পরার নামে কোন অসচ্চরিত্র ব্যক্তিকে কন্যা সম্প্রদান করিতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অমত প্রকাশ করিতে না পারেন কিন্তু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা অবশ্যই অমত প্রকাশ করিবেন। সেরূপ পাত্রে কন্যা অর্পণ করিলে শাস্ত্রের মর্য্যাদা থাকে না। ভগবান কৰ্ম্ম অবতার হইয়াছিলেন বলিয়া যেমন সকল কূর্ম্মই পূজার্হ নহে, তেমনি অসচ্চরিত্র কুলীন-কুলাধম পূজার্হ ও সুপাত্র নহে।

"কৌলীন্যের সর্ব্বনাশকর দোষ যে বহুবিবাহ তখন পর্য্যন্তও পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাদিগকে দূষিত করিতে পারে নাই। কিন্তু বহুবিবাহ যত অনিষ্ট কর হউক, উহা সমাজের নিজ দোষে সৃষ্ট; সে দোষ আর কাহার দিব? আমাদিগের অদৃষ্টের দোষ" ইত্যাদি যাহা বিজ্ঞানপ্রিয় লেখক লিখিয়াছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে "পাঠকগণের প্রসাদে তাঁহার বিজ্ঞানে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ থাকিতে পারে" সত্য, কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞানে তাঁহার কটাক্ষ থাকিলেও তিনি তাহাতে কটাক্ষপাত করিবার অবসর পান নাই। কেন না সে দোষ সমাজের নহে, সে দোষ কুলাভিমানী কুলীন সন্তানের বা আমাদিগের অদৃষ্টের। সমাজ কাহার দ্বারা নিজ অভাব পূরণ করিয়া লয় না। সে আপনার বলে আপনি পরিচালিত হইয়া আপনার অভাব দূর করিয়া থাকে। সমাজের এত অভাব ও পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধের দায় উপস্থিত হয় নাই, যে সে কুলীনকে বহুবিবাহ করিতে বাধ্য করিয়াছে। স্বাভাবিক নিয়মানুসারে ইউনাইটেডষ্টেটে আজ কাল পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক হইয়া পড়িয়াছে, শুনিতে পাওয়া যায়, তাই সেখানে একটী পুরুষকে ২।৩ টী বিবাহ করা অনেকে কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিতেছেন। কিন্তু বঙ্গদেশের এমন কি অবস্থা হইয়াছে, যে এক ব্যক্তিকে সমাজের উপরোধে ২।৩ বিবাহ করিতে হইবে? সে অবস্থা যদি ঘটিত, তবে সমাজ অবশ্যই বহুবিবাহের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া তিরস্কৃত হইতে পারিত। এখানে দেখা কর্ত্তব্য,সমাজে ব্রাহ্মণ জাতিতে এত অবিবাহিত পুরুষ আছে, যে তাহাদের প্রত্যেকে যদি এক একটী রমণীকে বিবাহ করেন,তবে সর্ব্বসামঞ্জস্য হইতে পারে। এ অবস্থায় একটী অর্থলোভী হিতাহিতজ্ঞানশূন্য কুলীন পুত্র কেন ২।৩ হিতাহিতজ্ঞানসম্পন্ন অধিক বয়স্ক ব্যক্তিকে অবিবাহিত রাখিয়া ১।৩ বা ততোধিক ২০।২৫ রমণীকে বিবাহ করিয়া তাহাদের সংসার সমুদ্রের ধ্রুবনক্ষত্র হইয়া থাকেন? ও তাহাদিগকে যাবজ্জীবন অশ্রুজলে প্লাবিত করেন? সে দোষ কাহার? অবশ্য কুলীনের। আর কুলীন মৌলিকে আজিও যাঁহার ব্রাহ্মণ শূদ্রের ন্যায় ইতর বিশেষ জ্ঞান আছে, তিনিই আবার অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী। এ মন্দ রহস্য নহে?

যাহা হউক, কুলীনের স্বার্থপরতা দোষেই যে বহুবিবাহের সৃষ্টি হইয়াছে, এস্থলে সে কথা বলিতে হইল। বল্লালসেন কৌলীন্য মর্য্যাদার সৃষ্টি করেন, তাহার পর দেবীবর ঘটক সেই পুরাতন কুলগুলিকে একত্র করিয়া সর্ব্বানন্দী, বল্লভী, খড়দহী ইত্যাদি ৩৬ টী মেল দৃঢ়তররূপে বাঁধিয়া দিয়া যান। মেল বন্ধনে এই স্থিরীকৃত হয় যে অমুক, অমুক অমুক মেলে কন্যাপুত্র আদান প্রদান করিতে পারিবে। প্রথম প্রথম যখন পাত্রের অভাব না হইয়াছিল, তখন এক একটী পাত্রে এক একটী কন্যা সম্প্রদান হইত। তাই "তখন পর্য্যন্তও কৌলীন্যের সর্ব্বনাশকর দোষ যে বহুবিবাহ, তাহা পূর্ব্বোক্ত মহাত্মা রতিঠাকুর প্রভৃতিকে দূষিত করিতে পারে নাই।" পরে যখন কালক্রমে নানা কারণে পাত্রের অভাব হইতে লাগিল, তখন ভ্রান্ত-বিশ্বাসী মেলপ্রিয় কুলীন-কন্যার পিতা মাতারা আপন আপন মেলে পাত্রের অভাবে এক একটী অনুপযুক্ত পাত্রে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া ৫।৭ টী কন্যা দিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে লাগিলেন। সে সময়ে কুলীনেরা যদি শুষ্ক কুলাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আবার অন্য মেলে কন্যা সম্প্রদান প্রথা প্রচলিত করিতেন, তবে আর এক ব্যক্তিকে বহুবিবাহ করিতে হইত না। তাই বলি, সে দোষ কাহার? সমাজের না কুলীন সন্তানগণের? এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল, যে বহুবিবাহের সৃষ্টিকর্ত্তা সমাজ নহে। কুলাভিমানী কুলীন সন্তানগণ। আর এরূপ বহুবিবাহ যে অবশ্যই দূষণীয়, ইহাও বোধ হয় লেখক মহোদয় এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন। যদি না বুঝিয়া থাকেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া একবার "কুলীন কুল-সর্ব্বস্ব" পাঠ করুন। কুলীনের নীচাশয়তা বা মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবেন।

অতঃপর তারাপ্রসন্ন বাবু যে বলিয়াছেন, "কুলীনদিগের যত দোষই থাকুক, জাতিগত উচ্চতায় তাঁহারা যে মহান ও উদার তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।" এ কিরূপ কথা! জাতিগত উচ্চতায় তাঁহারা কিসে মহান ও উদার? কুলীনগণ মৌলিক হইতে কি ভিন্ন জাতি? জাতি ত ভিন্ন নহে; একই ব্রাহ্মণ জাতি! তবে অবস্থা বা গুণগত উচ্চতায় মহান হইলেও হইতে পারেন। কুললক্ষণাক্রান্ত গুণবান বলিয়াই তাঁহারা কুলীন হন। বর্ত্তমান কুলীন

সন্তানগণের সেই গুণেই যদি "যত দোষ" থাকে, তবে তাঁহারা কিরূপ কুলীন? ইহা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। আশা করি আমাদের এ ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

আর এক কথা তিনি যে বলিয়াছেন, "রামকৃষ্ণ শ্যামকৃষ্ণ ঘোষ অনেকে সরস্বতীর বরপুত্র আছেন, কিন্তু মানসিক উচ্চতা আর কোন্ জাতিতে সম্ভবে? এ কথায় বিজ্ঞান কি বলেন, বলিতে পারি না (!) তবে আমাদের বোধ হয় যদি অন্যান্য জাতিরাও আজন্মকাল ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় শাস্ত্রানুশীলন করেন, তবে তাঁহারা অনেকেও মানসিক উচ্চতা প্রাপ্ত হইতে পারেন।

"যে পাশ্চাত্য সভ্যতা বলে অস্মদ্দেশীয় নব-যুবকগণের মুখ ফুটিয়াছে, সেই পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রীভূত ইংরাজ জাতি মধ্যে জাতিগত বৈষম্য কত-দূর! তথাকার একজন লর্ড একজন মিস্টারের সহিত একত্র ভোজন পর্য্যন্ত করেন না।" এতদ্ভিন্ন আমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইংরাজজাতি সম্বন্ধে যত টুকু জ্ঞান আছে, তাহাতে এই বোধ হয় ইংরাজজাতির মধ্যে জাতিগত বৈষম্য আমাদের ন্যায় নাই। সেথানে অর্থ ও গুণগত বৈষম্য। যাঁহার অর্থ ও গুণ আছে, তিনিই উচ্চ। অর্থ ও গুণবলে এক ভ্রাতা মহামান্য, অন্য ভ্রাতা তদ্রূপ অভাবে রজক বা চর্ম্মকারের ব্যবসায়ে নিযুক্ত। সেথানে দুই ভ্রাতা যেন পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন। আবার অর্থ ও সদ্বিদ্যা হইলে সেই চর্ম্মকারের ব্যবসায়ী মহামান্য হইয়া কালে সকলের সহিত আহার করিতে পারেন। যে মহামতি গ্লাডষ্টোনের কথা বলি-য়াছেন, তিনি আবার লর্ড পদবীতে উন্নীত হইয়া একটী নূতন লর্ড পরিবারের সৃষ্টি করিয়া যাইতে পারেন। বিকন্সফিল্ড সামান্য একজন য়িহুদী ছিলেন, কিন্তু তিনি লর্ড বা আরল হইলেন কিরূপে? তিনি যে সমুদায় কন্সারবেটিব দলের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কি বড় বড় কুলীন ইংরাজেরা আহার করিতেন না? এরূপ স্থলে জাতিগত বৈষম্য কোথায় রহিল?

কুলীন-স্তাবক লেথক ইহার পরেই ২। ৩ স্তম্ভ কেবল কুলীনের গুণ ও গৌরবগানে শেষ করিয়া-ছেন। তিনি বলিয়াছেন, "+ + + + + + + + ভোজনের স্থলে যাও দেখিবে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর কিরণে বিপ্রসমিতি ক্ষুৎপিপাসায় আকুল, তথাপি কাহার সাধ্য ভোজনস্থলে গমন করে? কারণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান) আগমন করেন নাই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আগ-মন করিলেন, ছত্রধারী রাজার ন্যায় শত শত ব্যক্তি সসম্ভ্রমে তাঁহার পরিচয় দিল। সুবৃহৎ রোহিতমুণ্ডে তাঁহার কদলীপত্রস্থিত অন্ন শোভমান হইল।" এ উত্তম কথা। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যদি যথার্থই গুণবান হন, তবে সমাজ আজিও তাঁহাকে ঐরূপ সম্মাননা করিতে স্বীকৃত আছে। কেননা তাহাতে সমাজেরই গৌরব বৃদ্ধি। যদি বন্দ্যোপাধ্যায় মহা-শয় কেবল কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান বলিয়া ঐরূপ সম্মাননা পাইতে এথনও ইচ্ছা করেন, আর সমাজ যদি ঐরূপ মর্য্যাদা প্রদর্শন করেন, তবে বলিতে হইবে আমাদের সমাজ একবারেই অধঃপাতে গিয়াছে। সমাজ গুণীর গুণ জানে না। সুথের বিষয়, সমাজ এথন গুণ বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন।

"কৌলীন্যের মধ্যাহ্নকালে শিক্ষা ও সুরুচির অভাবে অনেক কুলীন বিবাহ ব্যবসায়ী হইয়া সমা-জের সর্ব্বনাশ করিতেছিলেন; এথন সে সর্ব্বনাশের সংশোধন হইয়াছে।" সংশোধন আজিও হয় নাই, এথনও সমাজে অনেকে বিবাহ ব্যবসায়ী আছেন। আবশ্যক হইলে অনেকের নাম পর্য্যন্তও করিয়া দিতে পারি।

"কৃতবিদ্য কুলীন অথচ ধনবান পাত্রে কন্যা সম্প্রদান ধনিভিন্ন অন্যের সাধ্য নাই বটে, কিন্তু আপনার অবস্থার সমানুপাতে পাত্র মনস্থ করা অসম্ভাবিত নহে। তাহা হইলে বিবাহ দিতে সর্ব্ব-স্বান্ত হইতে হয় না।" এ ধরের কথা! কিন্তু কৌলীন্যের উপরোধে মেলবন্ধনের অনুগ্রহে যেথানে স্ব ঘরের বা "থাকের পাত্র পাওয়া দুষ্কর, সেথানে কি হইয়া থাকে? "বিবাহের ফন্দের" জ্বালায় যে কন্যাকর্ত্তাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। সে "ফন্দ" দেখিলেই চক্ষু স্থির। যদি সে ফন্দের জন্য যাত্রী বরসজ্জা দিতে হয়, তবে সমানুপাত কোথায় থাকে? এরূপ স্থলে হয় নিশ্চয়ই কন্যা-কর্ত্তাকে কোনরূপে ক্ষমতাতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়, না হয় কাণা খোঁড়ার সঙ্গে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হয়। বথা লেথনী দুষ্ট আবশ্যকতা নাই, যিনি একবার বিবাহের ফন্দ দেখিয়াছেন, তিনিই মুক্ত কণ্ঠে বলিবেন "আর দিন কতক পরে অর্থাভাবে দরিদ্র কুলীন কন্যার বিবাহ হইবে না।"

উপসংহারে বক্তব্য, ১৪ হইতে ২ বাদ যাইলে ১২ থাকে। কি ১২ হইতে ৮ যাইলে ৪ থাকে, আমরা গণিত বিজ্ঞানের এ হিসাব বুঝিতে চাহি না; আমরা বুঝি যদি বর্ত্তমান কুলীন সন্তানগণ যথার্থই "কুলীন" (১) হন, তবে আমাদের তাহাতে কিছু মাত্র আপত্তি নাই, আমরা তাঁহা-দিগকে এবং যথোচিত মান সৎকারে আদর করিব, কিন্তু বর্ত্তমান কুলীনে আমাদের আবশ্যকতা নাই। সোনার ভারতই যথন অধঃপাতে গিয়াছে, তথন অসার কৌলীন্য মর্য্যাদায় পড়িয়া কন্যাদিগকে চিরদিনের জন্য কাঁদাইবার কোন আবশ্যকতা নাই। এ ছাই যত শীঘ্র সমাজ হইতে উঠিয়া যায়, ততই সমাজের মঙ্গল *।

ভাগলপুর। তারিথ ২৩ এ শ্রাবণ। } শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।

(১) উৎকর্ষ বিশেষাত্মক নবধাগুণ বিশিষ্ট কুলীনত্ব। শব্দকল্পদ্রুম।

* কুলীনে কন্যাদান প্রস্তাব সম্বন্ধে আমরা আরো দুই খানি প্রতিবাদ পত্র পাইয়াছি, একখানি কানপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র-নাথ [illegible] লিখিত, আর একখানি শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাপ্রসন্ন [illegible] লিখিত। এক বিষয়ে অধিক পত্র প্রকাশ করিয়া সোম-প্রকাশের কলেবর পূর্ণ করিলে অন্য অন্য বিষয়ের সমাবেশ হই-বার সম্ভাবনা নাই। এই কারণে কেবল [illegible] পত্র খানি প্রকাশিত হইল। অপর, প্রস্তাবিত বিষয়ের [illegible] আন্দোলনে বিশেষ ফলও দেখা যাইতেছে না। অতএব আমাদিগের সানুনয় অনুরোধ এই, পত্র-প্রেরকগণ [illegible] বিষয়ের আন্দোলনে বিরত হউন। [illegible] সোম-প্রকাশে প্রকাশিত হইবে না। সো— স।

সোমপ্রকাশ

৩২ এ শ্রাবণ সোমবার।

কৃতবিদ্য ভারতবাসিদের কর্ম্মদক্ষতা।

বাঙ্গালা, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, পঞ্জাব, বোম্বাই, এবং মান্দ্রাজ ভারতবর্ষের এই কয়েকটী প্রধান প্রদেশ। অযোধ্যাদিকেও আমরা ঐ সকলের মধ্যে গণনা করিলাম। উহার সকল স্থানেই সমধিক বিদ্যা-নুশীলন হইতেছে, তদ্বিষয়ে দ্বিরুক্তিমাত্র করিবার যো নাই। প্রতি বৎসর এ দেশে অসংখ্য কৃতবিদ্য ব্যক্তি বড় বড় উপাধি লাভ করিতেছেন। তদ্ভিন্ন বিলাত যাইয়াও বৎসর বৎসর কত লোক এক একটী গুরুতর বিভাগে কৃতকৃত্য হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছেন। কেহ চিকিৎসা শাস্ত্রে কেহ আইনে, কেহ অন্যান্য বিষয়ে যার পর নাই বিলক্ষণ পারদর্শী হইতেছেন। এ সকল [illegible] প্রমাণ, আনুমানিক তর্কের দ্বারা ইহার সত্যাসত্য সংস্থাপন করিতে হইবে না। কিন্তু ঈর্ষা এমনি সামগ্রী, ভারতের অনেক বিদ্বেষ্টা এই সত্য কথার অপলাপ করিতে চাহেন। সিবিল ও মিলিটারি গেজেট, পায়োনিয়র প্রভৃতি সংবাদপত্র-গুলি আমাদিগকে দুচক্ষে দেখিতে পারেন না। তদ্ভিন্ন, এক এক জন পদস্থ কর্তৃপক্ষীয়ের আমরা এত বিরাগ [illegible] য়াছি যে তাঁহারা পাইলে আমা-দিগকে মধ্যে তুলিয়া টিপিয়া মারেন বাজ

... একটী উচ্চপদ লাভ করিল ... বিলাতের অভিমত নয়। বিলাত ... বৎসর অনেকে সিবিল সার্বিসের ... উত্তীর্ণ হইয়া আসিলেন। গবর্ণর জেনেরল ... এদেশীয় যুবকদের আশাপথে ... পড়িতেছে। অতএব ইহা দূর করিবার ... চিন্তিয়া পরীক্ষার্থীদের বয়ঃক্রম ... তুলিলেন। নিয়ম করিলেন যে, ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমে সিবিল সার্বিসের পরীক্ষা দিতে হইবে। ভারতবাসিরা এদেশে লেখা পড়া শিখিয়া, একটী বিদেশীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইবেন, সহজ কথা নয়। তৎপরে আত্ম পিতা মাতা ভাই ভগ্নী আত্মীয়স্বজনকে অল্প বয়সে পরিত্যাগ করিয়া দেশের কল্যাণের জন্য সপ্তসাগর উত্তীর্ণ হইয়া পৃথিবীর সীমান্তে বিদ্যা শিখিতে যাওয়া সহজ কথা নয়। একে ত ব্যয়ের কথা কহিতে নাই, ... কৃপাদৃষ্টি না হলে সে বিদ্যা উপার্জ্জন কাহারও অদৃষ্টে ঘটে না। সে এক দারুণ অসুবিধা। আমাদের দেশে যাঁহারা লক্ষ্মীর বরপুত্র, সরস্বতীর সঙ্গে তাঁহাদের বাদ। পিতা মাতা বিদ্যালয়ে যাইতে বলেন, তাই যান। গুরুজনের অনুরোধ সহসা লঙ্ঘন করিতে পারেন না। কিন্তু বিদ্যা শিক্ষায় মনোযোগটা [illegible]। তবে আজ কাল রাজধানীর ধনবান্ লোকের সন্তানেরা বিদ্যা শিক্ষায় অনেকটা যত্নশীল হইয়াছেন। পল্লীগ্রামের ধনাঢ্য জমিদারেরা ও ব্যবসায়ীরা লেখা পড়ার কথা মুখে আনেন না। ক্রীড়া কৌতুক আমোদ প্রমোদেই তাঁহারা দিন যাপন করেন।

অর্থ না হইলে বিলাতে বিদ্যা শিক্ষা করা হয় না। অর্থবান ব্যক্তিদের বিদ্যায় অনুরাগ নাই। সুতরাং বিদেশে বিদ্যা শিখিতে যাওয়া ইচ্ছা করিলেই সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তার পর আহার ব্যবহার ... সকলি বিপরীত। অতএব সকল দিকেই কষ্ট। যাহা হউক, এত অসুবিধা থাকিলেও বৎসর বৎসর কত বালক বিলাত যাইতেছিল। কিন্তু ... পুরস্কার ভয়ানক। লর্ড লিটন কোথায় নবযুবকদিগকে উৎসাহ দিবেন, না তাহাদিগকে এক কালে নিরুদ্যম করিয়া দিলেন। মহারাণী অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, ... যোগ্য হইলে সকলেই রাজসংসারে ... উচ্চপদ পাইবেন। তাহাতে জাতিধর্ম্ম কিছুরই বিচার করা হইবে না। জিজ্ঞাসা করি, সে প্রতিজ্ঞা পালন কি এই?

এখন চিকিৎসা বিভাগের দ্বার ... প্রকারে ... মুক্ত আছে। ভারতবাসিরা বিলাত যাইয়া এখনও সিবিল সর্জ্জন হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু ... বোধ হয় রুদ্ধ হইবে। যদি জিজ্ঞাসা কর,—"কেন?" আমরা বলি "কেন" এ কথার কি উত্তর আছে? উচ্চপদ দেশীয় লোকদিগকে দেওয়া হইবে না, তাহাতে বিলাতের যুবকদের ক্ষতি হয়, ইহাই স্পষ্ট উত্তর। ভারতবর্ষে অভ্যাগত কোন কোন ইংরাজ সম্প্রদায়ী এই আপত্তি করিতেছেন যে, এখান কার অল্পশিক্ষিত ডাক্তারেরা জেলার সিবিল সার্জ্জন হইতেছেন। জেলার মধ্যে সিবিল সার্জ্জনই প্রধান, সেখানে অন্য ডাক্তার পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই সকল চিকিৎসকের হাতে তাঁহারা সন্তানাদির প্রাণ সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। ইংরাজ চিকিৎসকেরা যেমন বিদ্বান বুদ্ধিমান ও চিকিৎসা বিদ্যায় নিপুণ, এদেশীয় লোকেরা বিলাতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেও তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে পারেন না।

এ কথার উত্তর নাই। ডাক্তার চক্রবর্ত্তী ডাক্তার রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র কলিকাতা সহরে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। স্বদেশীয় বিদেশীয় সমস্ত লোকেই তাঁহাদের গুণরাশি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন ইংরাজ ডাক্তারদের অপেক্ষা তাহারা কোন অংশে ন্যূন নহেন। উহাঁরা মেডিকাল কলেজে নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। তথাপি কেমন অদৃষ্টের ফের, নিন্দা কোথাও যায় না। অল কথা ভাল কাজই কর, আর মন্দ কাজই কর; কর্ম্মক্ষম হও আর নাই হও, তদ্বিষয়ে আর বিচার করিলে চলে না। এদেশীয় লোকেরা ক্রমে ক্রমে বড় বড় পদ স্থান অধিকার করিয়া বসিলে, শ্বেতাঙ্গ যুবকদের পাশে ফিরিবার স্থান থাকিবে না। সেজন্য সকল দিক আঁটা আঁটি করিয়া বন্ধ করা হইতেছে। ইউরোপ যেরূপ সভ্যতা পদে অধিরূঢ় হইতেছে, এত স্বার্থপরতা ইউরোপের সমুচিত নয়। ইংলণ্ড পর্য্যন্ত প্রমাণ অর্থ ঢালিয়া ক্রীতদাসদের পদশৃঙ্খল মোচন করিলেন। রুশ সার্ফদাসদিগকে অব্যাহতি দিলেন। ইউরোপের হৃদয় প্রশস্ত আশা উচ্চ ও প্রশংসনীয়। সকল বিষয়েই অনেকে অসামান্য কাজ করিতে অগ্রসর। তাঁহাদের হৃদয়ে দেশজ্যোতি প্রতিভাত রহিয়াছে,—তবে তুচ্ছ কাজে সময়ে সময়ে এত নীচ দৃষ্টি কেন? ভারতবাসিদের প্রতি ইংলণ্ডের এত নিগ্রহ কেন?

পাঠকের স্মরণ আছে, আমরা মিউনিসিপালিটীতে প্রতিনিধিতন্ত্র শাসন-প্রণালীর একটী প্রস্তাব পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম। ঐ প্রস্তাব লইয়া কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে মহা আন্দোলন চলিতেছে। যাহাতে সকল মিউনিসিপালিটীতে প্রতিনিধি শাসন প্রচলিত হয়, তদ্বিষয়ে দেশহিতৈষী লোকমাত্রেই করিতেছেন। কিন্তু ভারতবাসির, স্বাধীনভাবে কোন রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে এটী সকলের অভিপ্রেত নয়। আমাদের হাত পা বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখেন, অনেকের মনে মনে এমন ইচ্ছা। মিউনিসিপালিটীর ট্রাবেল্ল সাহেব আমাদের বিষম বিদ্বেষ্টা। মিউনিসিপালিটিতে আমাদিগকে স্বাধীনতা দিতে তাঁহার মত নহে। তিনি স্বপ্রণীত পুস্তক খানিতে কত প্রলাপ বাক্য যে কহিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি বলেন—"প্রকৃত এদেশীয় লোকেরা মিউনিসিপালিটীর স্বাধীন তন্ত্র শাসন প্রার্থনা করে না। কতকগুলি স্বার্থপর ব্যক্তি নিজ স্বার্থের নিমিত্ত প্রজাদের প্রতিনিধি হইয়া একরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন ইত্যাদি। পাঠক বোধ হয় জানেন, ট্রাবেল্ল সাহেব স্বয়ং মিউনিসিপালিটীর প্রতিনিধি সভাপতি। মিউনিসিপালিটীর কাজ তিনি ভালরূপ জানেন কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু এদেশীয় লোককে নিন্দা করিতে জানেন তাহা আমরা বলিতে পারি। মিউনিসিপালিটীতে যতগুলি ভদ্রসন্তান ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারা সকলেই নিঃস্বার্থ স্বদেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং পরোপকারী। আপনার ক্ষতি করিয়াও তাঁহারা পরোপকারে সময় নষ্ট করেন। তাঁহাদের নিন্দা করা ভদ্র লোকের কর্ত্তব্য নয়। এমন হইতে পারে, কেহ কেহ স্বয়ং মিউনিসিপালিটীর সভ্য হইবার নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে কি স্বার্থপরতা প্রকাশ পায়? ট্রাবেল্ল সাহেব না বুঝিয়া নিতান্ত অল্পবুদ্ধি বালকের ন্যায় কথা কহিয়াছেন। যাঁহারা স্বদেশের মঙ্গল কামনা করিতেছেন, তাঁহারা কেন না মিউনিসিপালিটীর সভ্য হইতে চেষ্টা করিবেন? স্বচক্ষে দেখিয়া স্বহস্তে সুচারুরূপে সকল কাজগুলি সম্পন্ন করিবেন, এই জন্যই তাঁহারা সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন। এ সকল কাজে আমরা স্বার্থপরতা দেখিতে পাই না। কি গৃহকর্ম্মে কি গ্রামস্থ কোন জটিল বিষয়ে কি রাজকার্য্যে, যিনি কার্য্যদক্ষ হইবেন তাঁহারই অগ্রসর হওয়া উচিত।

এখন এক কথা এই, এদেশীয় লোকদের দ্বারা সুচারুরূপে কার্য্য চলিতে পারে কি না? ট্রাবেল্ল সাহেব বলেন যে, এদেশীয় লোকেরা এখনও সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম হন নাই। স্বাধীন ভাবে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে অনেকটা ক্ষমতা চাই, সে ক্ষমতা এ পর্য্যন্ত দেশীয় লোকে লাভ করেন নাই। ট্রাবেল্লের কথায় অনুমান হয়, তিনি কখন কৃতবিদ্য ভারতবাসিদের সহবাস করেন নাই। যে কাজে দিবে, যে বিভাগে দিবে, ভারতবর্ষবাসিরা তাহাতেই তৎপর। বুদ্ধিবলে যত কিছু কাজ সম্পন্ন হয়, ভারতসন্তানেরা সে কাজে অযোগ্য নহেন। ইহাঁরা মস্তিষ্ক চালনা করিতে বেশ জানেন। বিশ্বাস ও

কষ্টসহিষ্ণুতা গুণও তাঁহাদের অপরিমিত। সকল গুরুভার তাঁহাদের হাতে অবাধে সমর্পণ করা যায়। কোন কোন সন্দিগ্ধচিত্ত ইংরাজ আশঙ্কা করেন যে, এদেশীয় লোকদের হস্তে গুরুতর কার্য্যের ভার বিশ্বাস করিয়া সমর্পণ করা যায় কি না। আমরা কেবল মুখের কথায় ইহার উত্তর দিতে চাই নাই, কার্য্যতঃ ইহার প্রমাণ দিতেছি। এ পর্য্যন্ত অনেকগুলি দেশীয় লোক হাইকোর্টের জজ হইয়াছেন। অনেক লোকের ধনসম্পত্তি এবং প্রাণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের হাতের কলমে ন্যস্ত ছিল। কখন কি কেহ উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন? পক্ষপাত করিয়াছেন? অনেকে সদর-আলা, মুন্সেফ, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহাদের হাতে বিপুল গুরুতর ভার অর্পিত রহিয়াছে। দেখুন, তাঁহারা বিশ্বাসী বটেন কি না। তাঁহারা মনে করিলে অনেক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন, অনেকের সর্ব্বনাশ করিতে পারেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কয়জন বিচারপতি অবৈধ কর্ম্ম করিয়াছেন? এগুলি স্পষ্ট বলবৎ প্রমাণ। এগুলি দেখিয়া আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি, ভারতবর্ষবাসিদের হস্তে নির্ভয়ে সকল প্রকার গুরুতর ভার অর্পণ করা যায়। তাঁহারা অস্বাচরণ করিবেন না কিম্বা তাঁহাদের অপটুতা হেতু রাজ্যের কোন ক্ষতি হইবে না, তাঁহারা কঠিন কার্য্যেও অপটু নহেন। যে বিভাগে যখন হস্তক্ষেপ করিতেছেন, তাহাতেই ক্ষমতার পরিচয় দিতেছেন। অতএব গুরুতর কার্য্যের ভার দিলে অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই।

মিউনিসিপালিটীর প্রতিনিধিতন্ত্র শাসন প্রণালী দেশের পক্ষে পরম হিতকর। আমাদের দেশীয় লোক অনেক দিন স্বাধীন ভাবে রাজকার্য্য করেন নাই। অতএব প্রথম প্রথম মিউনিসিপালিটীর স্বাধীন কার্য্যে যদি এখন তাঁহাদের ত্রুটি হয়, তাহা অবশ্য মার্জ্জনীয়। শিক্ষার্থিদের কার্য্যে প্রথম প্রথম অবশ্যই ভুল হইতে পারে। নূতন কার্য্যে হাত দিয়া কে কোথায় এক কালে পরিপক্ক হইয়াছে? তাহা কখন হয় নাই হইবেও না। অনেক ঠেকিয়া ঠেকিয়া কার্য্য শিখিতে হয়। স্বাধীনতন্ত্র মিউনিসিপালিটীর সভ্যদিগের যদি কখন কোন ভ্রম হইয়া থাকে, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে নিরুৎসাহ করা বিধেয় নয়। এখন তাঁহাদের উৎসাহ ভঙ্গ করিলে কস্মিন্‌কালে নূতন বিষয়ের শিক্ষা হইবে না। যখন যে কোন নূতন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন, তখন প্রথম প্রথম কিছু কিছু ভুল বাহির হইবে। টালিগুল দেশীয় যুবাদিগের অনেক নিন্দাবাদ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের গুণবত্তাকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। বিদ্যাবান বুদ্ধিমান ভারতবর্ষবাসিরা এক দিন রাজনীতিজ্ঞ হইবেন, মিউনিসিপালিটীর ভাবি সুখময় ফল তাঁহাদের হাতে সংন্যস্ত রহিয়াছে, তাহা তিনি বেশ বুঝিয়াছেন। টেম্পল সাহেব অনেক নিন্দা ও বিদ্রূপ করিয়া শেষ বলিয়াছেন যে—সম্প্রতি কাজের এই সমস্ত অবনতি দৃষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে বাঙ্গালার মিউনিসিপালিটীর অবশ্যই সুফলোৎপত্তি হইবে। নানাবিধ মিথ্যা অকিঞ্চিৎকর আপত্তি এবং নির্ব্বাচন প্রথা ত্যাগ করিয়া গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় কর্ম্মচারিদের সাহায্যে যদি ভাল ভাল লোক মনোনীত করেন, এবং তাঁহাদের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেন...তবে প্রজা এবং গবর্ণমেণ্ট সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন।

যখন শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষের পদ শূন্য হইয়াছিল, তখন আমরা সম্পূর্ণ আশা করিয়াছিলাম যে, ভূদেব বাবুই ঐ পদে উন্নীত হইবেন। শিক্ষা বিভাগের আইন অনুসারেই আমরা তেমন আশা ভরসা করিয়াছিলাম,—স্বপ্ন দেখি নাই। ভূদেব বাবু বিদ্বান কর্ম্মকুশল প্রাচীন। উড্রো সাহেবের পরেই শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরি পদ তাঁহারই প্রাপ্য। শেষ দেখিলাম ক্রফ্‌ট সাহেব ঐ পদে নিযুক্ত হওয়ায় কেবল ভূদেব বাবু যে বঞ্চিত হইলেন তা নয়, উত্তর কালে আর কোন সুযোগ্য দেশীয় লোক ঐ পদ পাইবেন না তাহাও নিশ্চিত হইয়া গেল। মুখে কোন কথা বলিলে ফল হয় না, কাজে করা চাই। টেম্পল সাহেবের যুক্তি দেখিয়াও আমরা তাই ভাবিতেছি। মহারাণী তাঁহার প্রজাদের মিউনিসিপালিটীতে অনেক টুকু স্বাধীনতা দিতে রাজি, কিন্তু তাঁহার প্রেরিত মহাপুরুষেরা তাহাকে যার পর নাই কাতর হইতেছেন। স্বাধীনতন্ত্র মিউনিসিপালিটীর সভ্যগণ সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইলে পাছে তাঁহার নিজের কোন ক্ষতি হয়, সে জন্য তিনি ভাবিয়া আকুল। নিন্দা করিয়া ভয় দেখাইয়া গবর্ণমেণ্টের কাণে বিষ ঢালিয়া দিতেছেন। যাহাতে স্বাধীনতন্ত্র শাসন প্রবর্ত্তিত না হয়, তজ্জন্যে যত্ন করিতেছেন। গ্রীষ্মকালে ক্ষুদ্র নদীর বেগ রোধ করা যায়, কিন্তু বর্ষাকালের প্রবল তরঙ্গিণীর বেগ বদ্ধ করা সহজ নয়। সম্মুখে বাঁধ দিলে নদী প্লাবিত হইয়া পার্শ্বস্থ ভূমি নষ্ট করে এবং পরিশেষে বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেয়। সুশিক্ষিত যুবাদের অন্তঃকরণে এখন স্বাধীনতা প্রবৃত্তি প্রবলা হইয়াছে। মহারাণী সদয় ভাবে তাঁহাদের সেই তরঙ্গবেগ খেলিবার অবকাশ দিতেছেন, ভারতের প্রজাদিগকে বাৎসল্য ভাবে তিনি স্বাধীনতা দিতেছেন। তুমি কেন তাহাতে হস্তক্ষেপ কর। টেম্পল সাহেবের অবশ্যই কোন স্বার্থ আছে, সন্দেহ নাই। নতুবা তিনি মহারাণীর আজ্ঞার অন্যথাচরণ করিতেছেন কেন? যাহা হউক ভারতবাসিরা আর কোন কাজে প্রতিনিবৃত্ত হইবার নহেন। তাঁহারা ইংলণ্ডের নিকট চিরকালের নিমিত্ত কৃতজ্ঞ হইয়া ইংলণ্ডের সঙ্গে সুখ দুঃখের ভাগী হইবেন—ইংলণ্ডের সঙ্গে সকল রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

পুস্তক প্রচার।

ভূমির উৎকর্ষ সাধন হইলে তাহাতে নানা প্রকার তরু লতা উৎপন্ন হয়। তরু লতা শাখা প্রশাখা মেলিতেছে, দলিত অঞ্জন বর্ণ স্নিগ্ধপত্রে উপশোভিত হইতেছে, ফুল ফুটিতেছে, ফল ধরিতেছে—ভূমির হৃদয় আলো করিয়া তুলে। সমাজের উন্নতি হইলেও নানাবিধ গ্রন্থ প্রচার হয়। এটী মনুষ্যের হৃদয়ক্ষেত্রের উৎকর্ষসাধনের প্রমাণ। ভারতবর্ষের যে দিন সৌভাগ্য সূর্য্য উদিত ছিল, সেই সেই সময়ে নানা প্রকার শাস্ত্র লিখিত হইয়াছে। গ্রিক ও রোমকদেরও যখন উন্নতির পরা কাষ্ঠা হইয়াছিল, তখন তাঁহারা অগাধ বিদ্যাসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া বহুমূল্য রত্ন উদ্ধার করিয়াছেন। কাব্য, চিত্ররচনা, সঙ্গীত, শিল্প, তত্ত্বজ্ঞান, রাজনীতি প্রভৃতি কঠিন শাস্ত্রগুলি সমাজের উন্নতাবস্থার কীর্ত্তি। মানবের অসভ্য অবস্থায় এ সকল সৎকার্য্য দেখা যায় না। অসভ্য লোকদের এক খানিও গ্রন্থ নাই।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যৎসামান্য পাঠ্য পুস্তক ছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, বিদ্যাসুন্দর ও অন্নদামঙ্গল, কাশীদাসের মহাভারত, কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ প্রভৃতি কয়েকখানি মাত্র গ্রন্থ বর্ত্তমান ছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও আধুনিক ভাষার পুস্তক দুই এক খানির অধিক প্রায় কুত্রাপি ছিল না, পরে স্থানে স্থানে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়াতে তাহার সঙ্গে স্থানীয় ভাষাও পঠিত হইতে লাগিল। সে কাল হইতে বৎসর বৎসর নানা প্রকার পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। ১৮৭৮ সালে বঙ্গদেশে ১৪৮৬ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৭৯ সালে পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ৯৫ খানি পুস্তক কম, সেবার ১৩৯১ খানির অধিক পুস্তক প্রচারিত হয় নাই। বোম্বাই প্রদেশে ১৮৭৮ সালে, ৯০৮ খানি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। পর বৎসরে ১৮৯ খানির অধিক পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে। মান্দ্রাজ প্রদেশে ১৮৭৮ সালে, ৮২৪ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল; ১৮৭৯ অব্দে ৭৭৫ খানি প্রচারিত হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ১৮৭৮ সালে সর্ব্বসমেত ৬২৯ খানি প্রচারিত হয়। তৎপর বৎসরে কিছু কম দেখা যায়। সেবার কেবল ৫৮১ খানি প্রকাশিত হইয়াছে। পঞ্জাবে ১৮৭৮

সালে [illegible] হয়। ১৮৭৯ সালে কিছু উন্নতি হইয়াছে, সে বৎসর [illegible] খানি প্রচারিত হয়। মধ্য প্রদেশে বিদ্যার অনুশীলন নিতান্ত অল্প। [illegible] এক খানি এবং ১৮৭৮ সালেও এক [illegible] প্রচারিত হইয়াছিল; আর তৎপরবৎ- [illegible] খানিও নহে। মধ্য প্রদেশের এ প্রকার [illegible] দেখিয়া আমরা যার পর নাই দুঃখিত [illegible], যদি সেখানে বিদ্যার চর্চ্চা কম হইয়া থাকে [illegible] কর্তৃপক্ষীয়েরা সম্পূর্ণ অপরাধী সন্দেহ নাই। আমরা এ বিষয়ে কিছু প্রকৃত সন্ধান পাইলাম না। [illegible] হউক, স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া বিদ্যালাভ বিষয়ে সাধারণের রুচি জন্মাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ উন্নতির শিখরে আরোহণ করিয়াছে, মধ্যপ্রদেশ [illegible] পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলে কি ভাল দেখায়? আমরা [illegible], মুদ্রাযন্ত্রের আইন সর্ব্বত্রই [illegible] কিছু বর্দ্ধিত করিয়াছে। গ্রন্থকার ও সাধারণ লোকে অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়াছেন। পূর্ব্ববৎ তাঁহাদের মনের স্ফূর্ত্তি নাই। কিন্তু আমরা এমন কথা বলিতে পারি না যে, কেবল মুদ্রাযন্ত্রের আইনের নিমিত্তই মধ্য প্রদেশে পুস্তক প্রচার হয় নাই। অবশ্য সেখানে আরও কোন গুরুতর কারণ বিদ্যমান আছে।

উপরে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যে সমস্ত পুস্তক সংখ্যার বিষয় লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বঙ্গদেশে ১৮৭৯ সালে, ২০৮ খানি কাব্য বোম্বাই প্রদেশে [illegible]; মান্দ্রাজ প্রদেশে ৪৮; উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৫৪, পঞ্জাবে ২১। আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি, অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালায় কাব্যের সংখ্যা অধিক। [illegible] সুখের বিষয় এই, দিন কতক যে প্রকার কুৎসিত ও কদর্য্য পুস্তক প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, এখন আর সে কুপ্রথা প্রায় নাই। লেখক ও পাঠক উভয়েরই রুচি ফিরিয়াছে। এখন সে প্রকার অশ্লীল ও কদাকার পুস্তক লিখিতে গ্রন্থকারদের প্রবৃত্তি হয় না, পাঠকেরাও তেমন সব গ্রন্থ পড়িতে ঘৃণা বোধ করেন। ১৮৭৮ সালে বঙ্গদেশে [illegible] খানি বৈজ্ঞানিক পুস্তক প্রচারিত হইয়াছিল। [illegible] পর বৎসরে বৈজ্ঞানিক পুস্তকের সংখ্যা নিতান্ত কম হইয়া গিয়াছে, ১৮৭৯ সালে ৫৮ খানির অধিক প্রচারিত হয় নাই। যাহা হউক, তবু অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা এ বিষয়েও বঙ্গদেশ শ্রেষ্ঠ। ১৮৭৮ সালে বোম্বাই প্রদেশে কেবল [illegible] খানি বৈজ্ঞানিক পুস্তক প্রচারিত হয় এবং তৎপরবৎসরে ৩৮ খানি। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ১৮৭৮ সালে, [illegible] খানি এবং ১৮৭৯ সালে ২৫ খানি; পঞ্জাবাঞ্চলে ১৮৭৮ সালে, ৩৭ খানি এবং ১৮৭৯ সালে ২৫; পঞ্জাব অঞ্চলে ১৮৭৮ সালে ৩৭ খানি, ১৮৭৯ ৩৫ খানি, মান্দ্রাজ প্রদেশে ১৮৭৮ সালে, ২২ খানি এবং ১৮৭৯ সালে ৩০ খানি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। ঐতিহাসিক পুস্তকেও বঙ্গদেশ অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। ১৮৭৮ সালের মধ্যে ২৪ খানি বাঙ্গালা ভাষায় ইতিহাস লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। এদিকে পরবৎসরে আরও উন্নতি হইয়াছে, সেবার ৫৯ খানি ইতিহাস প্রচারিত হয়। ১৮৭৮ সালে বোম্বাই অঞ্চল বঙ্গদেশের সমতুল্য হইয়াছিল। সে বৎসর সেখানেও ২৪ খানি ইতিহাস প্রচারিত হয়। কিন্তু পরবৎসর বোম্বাইদেশ অনেকটা পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে, ১৮৭৯ সালে তথায় ৩৭ খানি ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছিল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ১৮৭৮ সালে ১৬ খানি এবং ১৮৭৯ সালে ২৭ খানি। মান্দ্রাজে ১৮৭৮ সালে কেবল ৭ খানি মাত্র, এবং ১৮৭৯ সালে কেবল [illegible] খানি। ১৮৭৮ সালে পঞ্জাবে ২৩ খানি এবং ১৮৭৯ সালে ১১ খানি মাত্র।

অন্যান্য সকল প্রদেশ অপেক্ষা মান্দ্রাজ প্রদেশে ধর্ম্মপুস্তকের সংখ্যা অধিক হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য পুস্তকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। ইহাতে অনুমান হয় মান্দ্রাজিদের মন এখনও [illegible] উন্নত হয় নাই। [illegible] একটী আশ্চর্য্য নিয়ম দেখিতে পাই। সকলে যাহাকে সভ্যতা বলেন— (সভ্যতা সংসারের [illegible] হিতকর হউক আর নাই হউক সে কথা আমরা এখানে তুলিতে চাহি না।)—কিন্তু সোজা [illegible] এই বলি যে, মনুষ্য যাহাকে সভ্যতা বলেন, সেই সভ্যতা সমাজ মধ্যে সর্ব্বতোভাবে প্রবেশ করিলে লোকের ধর্ম্মানুরাগ কমিয়া যায়। ধর্ম্ম প্রীতি শ্রদ্ধা ও আন্তরিক আসক্তি আর অধিক থাকে না। ধর্ম্মকথাটী তখন যেন একটী কথার কথা, একটা সৌজন্য ও ভদ্রতার মত হইয়া পড়ে। [illegible] নাম শুনিলে আর চক্ষে জল আসে না; শরীরে [illegible] নাড়ীতে টান পড়ে না, মানুষকে পাগল করিয়া তুলে না। প্রাচীন কালে মনুষ্য যখন অসভ্য ছিল, তখন ধর্ম্মশ্রদ্ধা ও ধর্ম্মের দোহাই অধিক ছিল। খাইতে উঠিতে বসিতে শয়ন করিতে [illegible] সকল কার্য্য ধর্ম্মনিয়মের সঙ্গে সংলিপ্ত। সেটী কেবল হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় এমত নহে, খ্রীষ্টীয় ও মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রেও পান ভোজন ও অন্যান্য বিষয় বিধিবদ্ধ আছে, তবে হিন্দুধর্ম্ম ও শাস্ত্রে সকলি কিছু বাড়া বাড়ি। মনুষ্য সভ্য হইয়া আসিলে ধর্ম্মের প্রতি আস্থা অনেকটা কমিয়া আসে। তখন রাজনীতির প্রতি সকলের মন আকৃষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন ইহ সংসারের উন্নতিতেই সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কাজেই তখন ধর্ম্ম পুস্তক আর অধিক প্রচার হয় না। মান্দ্রাজ প্রদেশে এখনও অধিক সংখ্যক ধর্ম্ম পুস্তক লিখিত হইতেছে, এতদ্দ্বারা অনুমান হয়, তৎ প্রদেশীয় লোকদের এপর্য্যন্ত সামাজিক উন্নতি অধিক হয় নাই। সে কারণ তাঁহারা অদ্যাপি ব্যবহারিক শাস্ত্র, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে অল্প মনোযোগ করিতেছেন। বঙ্গদেশে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের চারি দিকে ধর্ম্মবিষয়ে সমধিক আলোচনা চলিতেছে, তজ্জন্য বঙ্গভাষায় মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি ধর্ম্মপুস্তক প্রচারিত হইয়া থাকে। এখানে ব্রাহ্মদিগের এত ধূম না থাকিলে আমরা একখানিও ধর্ম্ম পুস্তকের মুখ দেখিতে পাইতাম না। যাহা হউক, মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মপুস্তক প্রচারিত হওয়া সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশুদ্ধ সমাজতত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্রের পুস্তক অধিক প্রচারিত হইতেছে না। সেটী ভারতবর্ষের একটী প্রধান অভাব বলিতে হইবে। তদ্ভিন্ন কাব্য নাটক ও নভেল লিখিতে নব্য সম্প্রদায় যতদূর অগ্রসর হইয়া থাকেন, অন্য শাস্ত্র লিখিতে ততদূর ইচ্ছুক নহেন। তাহার কারণ, পাঠক নাই। বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের লেখক নাই, এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। যাহা হউক, বিদ্যা বিষয়ে ভারতবর্ষের দিন দিন বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছে দেখিয়া আমাদের আহ্লাদের পরিসীমা নাই।

[illegible]—[illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible]
[illegible]

আবদুল রহমন আফগানিস্থানের আমীর থাকুন, আর আয়ুব খাঁ তাঁহার হাত হইতে ঐ দেশ কাড়িয়া লউন তাহাতে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমরা এই প্রতিযোগিদ্বয়ের কাহারও পক্ষপাতী নহি। ভারতবর্ষ যেমন আছে তেমনই থাকুক এই আমাদের প্রার্থনা। রোমের সম্রাটদিগের ন্যায় আমরা এমন ইচ্ছা করি না যে প্রশান্তমহাসাগরের উপকূল হইতে লোহিত সমুদ্র পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সীমা বর্দ্ধিত হউক। আমরা এমন ইচ্ছা করি না যে আমাদের রাজা আসিয়া খণ্ডের দাক্ষিণাত্য দেশ সমূহের অধীশ্বর হউন। আমাদের কেবল এই মাত্র কামনা যে ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যের যেন কোন বিঘ্ন বা বিপদ না ঘটে, যেন বৃটিশ সিংহের বল অপ্রতিহত থাকে, যেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সৌভাগ্য রবি কখন অস্তমিত না হয়। যেন বিদেশীয় শত্রু আসিয়া ভারতবর্ষের উপর কোন অত্যাচার করিতে না পারে। এই জন্যই আমরা আমাদিগের শাসন কর্ত্তাদিগকে সময়ে সময়ে তাহার উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিই। আমাদের হৃদগত ভাবই এই, এবং এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা লিটন ও বিকন্সফিল্ডের আফগান রাজনীতির প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমাদের বিশ্বাস এই যে

ওই রাজনীতিজ্ঞগণ আফগানস্থান সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, এখনও কন্সারবেটিব দল যে নীতির সমর্থন করিতেছেন, সে নীতি প্রশস্ত ও উদার নহে। সে নীতি প্রভাবে ভারতবর্ষের বিস্তর অনিষ্ট ঘটিয়াছে। আমরা এই বুঝি যে "সীমার সংস্কার" "বৈজ্ঞানিক সীমা" প্রভৃতি বাগ্বিন্যাসের অর্থ ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যকে সমধিক হীনবল করা মাত্র। যে নীতির বলে বিকন্সফিল্ড ও লিটন ভারতবর্ষকে সুদৃঢ় করিবেন মনে করিয়াছিলেন, আমাদের বিবেচনায় সে নীতির ফল তাহার বিপরীত, তাহা যদি কার্য্যে পরিণত হইত তাহা হইলে ভারতবর্ষ হীনবল ও বিদেশীয় শত্রুর সুগলভ্য হইয়া উঠিত।

আমাদের এরূপ বিশ্বাসের কারণ এই যে ভারতের চতুর্দ্দিকে যত মিত্র রাজ্য থাকে, ততই আমাদের মঙ্গল। কাবুল যত দুর্ব্বল হউক না কেন, যদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ থাকে, তাহা হইলে সহসা কোন শত্রু পাশ্চাত্য প্রদেশ হইতে আসিয়া আমাদের অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না। রুশ-রাজ ক্রমেই ভারতের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি যাহা কেন বলুন না, ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার যে লক্ষ্য আছে সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। এই জন্যই তিনি জর্জ্জিয়া ও স্বাধীন তাতার অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। এই জন্যই তিনি মার্ভের এ পার পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যের সীমা বলিয়া নক্সা ধার্য্য করিয়াছেন। মার্ভ হইতে হিরাট অধিকতর দূরবর্ত্তী নহে। আবার যদি কাস্পীয় রেলওয়ে মার্ভ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে রুশরাজের আদেশ মাত্র সহস্র সহস্র রুশসেনা আফগান প্রদেশের অভিমুখে আনীত হইতে পারিবে। যদি আফগানস্থান গৃহীত হইত, যদি হিন্দুকুশ পর্ব্বত শ্রেণীর উপরিভাগে বৃটিশ পতাকা উড্ডীন হইত, তাহা হইলে অনতিবিলম্বেই রুশরাজ্যের সহিত বৃটিশ রাজ্যের সংস্পর্শ হইত। তাহা হইলে কালক্রমে এই উভয় রাজ্যের সীমা ও নানা বিষয় লইয়া কত যে গোলযোগ উপস্থিত হইত এখন তাহার গণনা করা যায় না। এই বিবাদের যে কি দারুণ পরিণাম হইত, তাহা এখন [illegible] উঠা ভার; কিন্তু তাহাতে যে ভারতবর্ষ সমধিক দুর্ব্বল হইত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আমরা বলিয়াছি যে আফগানস্থান বৃটিশ সাম্রাজ্য ভুক্ত করা [illegible] নহে। তাহার অপর একটী কারণ এই যে আফগানেরা কখনই সহজে ইংরাজের বশ্যতা [illegible] করিবেও না। আপাততঃ বৃটিশ [illegible] তাহারা নিরস্ত হইয়া থাকিত বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিদ্বেষ বহ্নি প্রধূমিত হইত, সুযোগ পাইলেই যে এই বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া ভীষণ আকার ধারণ করিত, তাহার সন্দেহ নাই। য়াকুব খাঁ [illegible] বলিয়াছিলেন যে আফগানেরা কিরিঙ্গীর নামে জ্বলিয়া উঠে, এজন্য তিনি আফগানস্থানে বৃটিশ [illegible] রাখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি আফগানদিগের হৃদয়ের ভাব বেশ বুঝিতেন, উত্তেজিত হইলে তাহারা বৃটিশ দূতের কত যে অনিষ্ট করিবে [illegible] তাঁহার মনে দেদীপ্যমান হইয়াছিল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, অথবা লিটন সাহেব তাহা বুঝিয়াও বুঝেন নাই। [illegible] তাঁহার নিজের বলের উপর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি য়াকুব খাঁর কোন কথাই শুনেন নাই, তাহার পরিণাম এই হইল যে কাবুলীরা সৈন্যসামন্ত ও রক্ষিবর্গের সহিত মেকর কাবানাগনারির প্রাণ বিনাশ করিল। এখনও আমরা সেই কথা বলি যে কাবুলীরা কখনই বশ্যতা স্বীকার করিবে না, কাবুল অধিকার করিলে ইংরাজ রাজপুরুষদিগকে আফগানদিগের উপর সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, এবং তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা চিন্তাকুল থাকিতে হইবে। অতএব আফগানস্থান গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নহে। অধিক কি আমাদের বিবেচনায় ইংরাজ-রাজপুরুষদিগের আফগান রাজনীতির বিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করাই একান্ত বিধেয়। যে কেহ আফগানস্থানের আমীর হউক না কেন, তিনি আফগানদিগের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র হইলেই যথেষ্ট। আমরা এই চাই তিনি আফগানদিগের প্রিয় হউন, আফগানেরা তাঁহার নিকট অকপট ভাবে বশ্যতা স্বীকার করুক, তিনি আফগানদিগের অকপট বশ্যতার বলে বলীয়ান হউন। আমরা তাহা ভিন্ন আর কিছু চাহি না। যদি আফগানেরা অকপটভাবে তাঁহার বশীভূত হয়, যদি তিনি নিজে সুদৃঢ় ও সাহসী হন, তাহা হইলে তিনি নির্ব্বিঘ্নে আফগানস্থানের সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিতে পারিবেন। কাবুলের একজন এইরূপ আমীরের প্রয়োজন হইয়াছে। আমীর আবদুল রহমন এরূপ লোক নহেন। তাঁহার যে সাহস ও ক্ষমতা নাই, আমরা এ কথা বলিতে পারি না, আমরা কেবল এই মাত্র বলি যে প্রজারা তাঁহার অনুরক্ত নহে। খাবেল-ই-আটার যুদ্ধের দিবস তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আয়ুব খাঁ যুদ্ধ কৌশলে, অথবা সেনার শিক্ষা নৈপুণ্যের বলে, ঐ দিবস আবদুল রহমনকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। আবদুল রহমানই বরং তাঁহাকে কথঞ্চিৎ হটাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেনাবর্গের বিশ্বাসঘাতকতাই তাঁহার পরাজয়ের এক মাত্র কারণ। আবার তাহার বলি আফগানদিগের প্রতি আবদুল রহমনের স্নেহের লেশ মাত্র ছিল না। তিনি কাবুলের আমীর হইয়া অবধি প্রজাদিগকে পীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। [illegible] ন্যায় যেই তিনি শুনিতেন যে অমুকের যথেষ্ট টাকা আছে, অমনি তাহাকে অবরুদ্ধ করিতেন, ইচ্ছানুরূপ অর্থ না পাইলে ছাড়িয়া দিতেন না। [illegible] উপর তাঁহার [illegible] ছিল না, প্রজারাও তাঁহার উপর অনুরক্ত ছিল না, এ দিকে আবার কাবুলের সিংহাসনের উপর তাঁহার কোন [illegible] ছিল না। [illegible] কাবুলের সিংহাসনে নির্ব্বিঘ্নে [illegible] আসিলেন, প্রজারা তাঁহার পক্ষ অবলম্বন [illegible], যে সকল লোক আমীরের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়াছিল, তাহারা আমীরের বিরুদ্ধে [illegible], সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইল, আমীরের [illegible] আবদুল রহমন পরাস্ত হইলেন।

[illegible] য়াকুব খাঁ অনুপযুক্ত লোক নহেন। তিনি কেবল কাবুলে ইংরাজদিগের সহিত [illegible] করিয়াছিলেন, তাঁহারই জন্য একবার ইংরাজ সেনাকে কাবুলে কম্পিত হইতে হইয়াছিল। তিনি যদি এখন কাবুলের আমীর হন আর কাবুলের প্রজারা যদি অকপটে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে, তবেই কাবুলের মঙ্গল নতুবা য়াকুব খাঁ ও [illegible] সমর্থন করিবার জন্য যদি অপর এক দল লোক তাঁহার বিপক্ষ ভাব অবলম্বন করে, তাহা হইলে কাবুলে আবার কুমুল কাণ্ড বাঁধিবে। যখন আয়ুব খাঁ কান্দাহারের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন যে তিনি য়ুসাকাদের যথার্থ অধিকার সমর্থন করিবার জন্যই আবদুল রহমানের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু এখন তিনি আর সে কথা বলিতেছেন না, এখন তিনি নিজে আমীর এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছেন। অতএব কাবুলে যে পুনর্ব্বার গণ্ডগোল বাঁধিবে তাহা আমাদিগের বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে।

ফলতঃ কাবুলে এখন এক জন উপযুক্ত আমীর থাকা নিতান্ত আবশ্যক। ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ [illegible] আফগান স্থান হীনবল হইয়া পড়িয়াছে: অন্যদিকে পারস্যরাজ এবং রুশরাজ লোলুপ হইয়া কাবুলের উপর দৃষ্টিপাত করিতেছেন। অবসর [illegible] এখন [illegible] জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। কাবুল [illegible] করিবার জন্য পারস্যরাজের একান্ত ইচ্ছা। [illegible] যখন দোস্ত মহম্মদ কাবুলের আমীর ছিলেন, তখন অবধি পারস্যের শাহ কাবুল অধিকার [illegible] করিবার অভিলাষী। ইংরাজদিগের বিক্রম শাহ তাঁহার সে মনোরথ পরিপূর্ণ সমর্থ হন নাই। কিন্তু এখন যদি রুশ গবর্ণমেণ্ট ও পারস্যরাজ [illegible] প্রদেশ অধিকার করিয়া লন, তাহা হইলে কাবুল ও [illegible] যাইবে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টেরও তাহাতে [illegible] ও দুশ্চিন্তার কারণ বর্দ্ধিত হইবে। অতএব [illegible] যাহাতে [illegible] থাকে, তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমরা আরও বলি পারস্যের সাহেব সহিত ইংরাজদিগের সখ্য আরও দৃঢ় করা হউক। পারস্যরাজ এখন রুশরাজের দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছেন, তিনি এখন রুশরাজের একান্ত [illegible]। ১৮৭১ ও ১৮৭৮ অব্দে তিনি যেমন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুরক্ত ছিলেন, এখন আবার সেইরূপ প্রবল রুশ গবর্ণমেণ্টের অনুরক্ত হইয়া [illegible]। কিন্তু এখনও তাঁহার হৃদয়ে জাজ্বল্য [illegible] আছে। ক্ষমতা অল্প কি করেন, [illegible] সহিত বিবাদে সমর্থ হইবেন না, কাজেই তাঁহাকে [illegible] হইয়াছে। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে [illegible] নগরে পারস্যরাজের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যে সন্ধি হয়, তাহা যদি এখন [illegible], তাহা হইলে পারস্যরাজ আজি কখনই রুশরাজের অনুগ্রহের প্রার্থী হইয়া তাঁহাকে [illegible] উপঢৌকন দিতেন না। ঐ সন্ধিপত্রের ৬ষ্ঠ প্রকরণে এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে [illegible] কোন ইউরোপীয় জাতি পারস্য আক্রমণ করে, তাহা হইলে পারস্য-গবর্ণমেণ্ট ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের প্রার্থী হইলে ভারতবর্ষের গবর্ণর [illegible] সৈন্য, সেনানায়ক কর্ম্মচারী, এবং [illegible] অস্ত্র শস্ত্রাদি দিয়া পারস্যরাজকে সাহায্য করিবেন। যদি এই সন্ধি [illegible] থাকিত তাহা হইলে আজি ব্রিটিশ সিংহকে [illegible] ভয়ে এত ভীত হইতে [illegible]। আমরা এখন গবর্ণমেণ্টকে এই [illegible] গবর্ণমেণ্ট এখন পারস্যরাজের সহিত [illegible]।

চট্টগ্রামের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার মৌলবী ফকরাম রহমন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাখরগঞ্জের প্রথম সবডিনেট জজ বাবু বেণীমাধব মিত্র ২ মাসের ছুটি পাইলেন।

মেদনীপুরের ২ য় মুন্সেফ বাবু বিনোদবিহারী চৌধুরী আগামী দুর্গোৎসবের বন্ধ পর্য্যন্ত ছুটী পাইলেন।

বিবিধ সংবাদ।

গত ৭ ই আগষ্ট শনিবার কালীঘাটে মৃত মহাত্মা হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে কালীঘাট শাহাপুর, চেৎলা, মনোহরপুর প্রভৃতি স্থানবাসী মিউনিসিপাল করদাতৃগণের একটী সভা হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় সভাস্থলে আশানুরূপ লোক সমাগম হয় নাই।

সুলতানবংশীয় প্রিন্স শ্রীযুক্ত ওয়ালা গহুর সাহেব অনুগ্রহ করিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে হাইকোর্টের উকীল বাবু প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম প্রস্তাবের অবতারণা করেন এবং বাঙ্গালা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলেন যে আমাদের মধ্যে নির্ব্বাচন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং আপনাদের মধ্য হইতে দুই এক জনকে কমিশনর নির্ব্বাচন করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ, ব্যথার ব্যথী না হইলে, পরে কখন পরের মর্ম্মবেদনা বুঝিতে পারে না। আমাদের এ সকল স্থানের জন্য যে কয়েকজন কমিশনর আছেন, তাহার দুই জন টালীগঞ্জবাসী সুলতানবংশীয়, অপর কয়েক জনই ভবানীপুরবাসী বড় লোক। ইঁহারা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সরেজমিনে প্রজার ও রাস্তাঘাটের অবস্থা তদারক করা দূরে থাকুক, প্রজারাও যে স্বয়ং তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া মনের দুঃখ জানাইবে, তাহারও যো নাই। কারণ, তাঁহারা বড় লোক। আর কষ্টেসৃষ্টে জানাইতে পারিলেও তাহাতে কোন ফললাভ নাই। কারণ বর্ত্তমান কমিশনরগণ বিলক্ষণ জানেন, তাঁহারা যদি কোনক্রমে হুজুরদের বিরাগভাজন হন, তবে, পাছে পদচ্যুত হইতে হয়, এই ভয়ে, দাদার মতে মত দিয়া, আপকা ওয়াস্তে হুজুর বলিয়া, সব কাজে ডিটো দিয়া সারেন।

এ দিকের ত এই দশা। আবার ও দিকে, কর দিয়া মরিব আমরা, রাস্তা পাকা হইবে কমিশনর তাঁহাদের বাগানের। আ মরি কি সূক্ষ্ম বিচার! এ দিকে নালা নর্দ্দামা বন্ধ থাকায় পচা জলের দুর্গন্ধে মরিব আমরা, ও দিকে তাঁহারা দিব্য পরের ধনে পোদ্দারী করিয়া গায় ফুঁ দিয়া বেড়াইবেন; আমাদের রাস্তা ঘাট ভাল নাই, বৃষ্টির পরক্ষণেই বাহির হইতে হইলে অন্তরের সহিত তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করিতে ইচ্ছা হয়, অনেকের পক্ষে বিকয়া ক্রয়াও সমাধা হয়; তাঁহাদের ত আর মাটিতে পা দিতে হয় না, দিব্য গাড়ী আছে জুড়ী আছে, আর ভাবনা কি? ইহার পর বাবু আশুতোষ বিশ্বাস ইংরাজী ভাষায় একটী তেজস্বিনী বক্তৃতা দ্বারা প্রথমতঃ পরলিক লোকের সহিত তুলনায় মিউনিসিপালিটীর অকৃতকার্য্যতার প্রমাণ দিয়া পরে মিউনিসিপাল টাকা কিরূপে অপব্যয় হয় ও হইতেছে, তাহা দেখাইলেন। পরে স্বাস্থ্য বিভাগের কাগজ পত্র হইতে এখন যে মৃত্যু সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে তাহাও স্পষ্ট করিয়া দেখাইলেন। এই সকল দুর্দ্দশা দূর করিতে হইলে সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং আপনাদের মধ্য হইতে এক এক ব্যক্তিকে কমিশনর নিযুক্ত করিতে হইবে, নির্ব্বাচন প্রণালী অবলম্বন করা যে একান্ত কর্ত্তব্য তাহাও বিশেষ করিয়া বলিলেন। পরে দ্বিতীয় প্রস্তাবে সপ্রমাণ হইল যে এই সকল কার্য্য সফল করিবার জন্য করদাতৃগণের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র ছোট লাট সাহেবের নিকট প্রেরিত হইবে। ইহার পর সভাপতিকে এবং বক্তাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

বন্যার প্রাদুর্ভাবে এবার লোকের বিস্তর অনিষ্ট হইতেছে। কয়েক দিন হইল শিবপুরের একটী কল ঘরের ছাত বৃষ্টির জল ভারাক্রান্ত হইয়া হঠাৎ একেবারে ভূমিসাৎ হইয়াছে। ইহাতে কলকোম্পানীর ত বিস্তর অনিষ্ট হইয়াছে, পরন্তু কোন প্রাণের হানি হইয়াছে কি না জানিতে পারি নাই। ঐ সময়েই আবার রাধাবাজারের একটী দোতালা ঘর সমভূম হইয়া গিয়াছে। ইহার উপরতলে অর্ড লমানষ্টোর ষ্টেসনারী মনোহারী প্রভৃতি দ্রব্যের গুদাম ছিল এবং নিম্নতলে [illegible] দোকান ছিল। কি পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে, এখনো তাহার নির্ণয় হয় নাই, তবে সৌভাগ্যের বিষয় কোন প্রাণের হানি হয় নাই। যাঁহারা পুরাতন কোটাঘরে বাস করেন, বর্ষাকালে সে ঘর বাস যোগ্য কি না, ইহার বিশেষ পরীক্ষা করা তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। অথবা গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী হইলে স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারগণ দ্বারায় অনায়াসে এ বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিতে পারেন।

পঞ্জাববাসিনী রমণীগণ সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ্য স্থানে এবং প্রকাশ্যভাবে নগ্ন হইয়া স্নানাদি করে বলিয়া, লাহোরের সহযোগী ট্রিবিউন বড়ই আক্ষেপ করিয়াছেন। এবং পঞ্জাবী ভ্রাতৃগণকে ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করিয়াছেন, যে, তাঁহারা যেন এই দুর্নিবার প্রথা দেশ হইতে সত্বরই দূর করেন। আমাদের সুযোগ্য সহযোগীর এই সাধু চেষ্টা, যাহাতে সত্বরই কার্য্যে পরিণত হয়, এজন্য আমরাও পঞ্জাবী ভ্রাতৃগণকে অন্তরের সহিত অনুরোধ করি। কারণ ঈদৃশাকার লজ্জাজনক ব্যাপার কল্পনায় ভাবিতেও লজ্জা বোধ হয়, কিন্তু পরক্ষণেই যখন আবার আমাদের বঙ্গবাসিনীদিগের সূক্ষ্ম বসনাবৃত অনঙ্গবাহার কেরো, সহর-গুলজার, চোক ঠেকরা প্রভৃতি নিমসাচ, ঢাকাই ও শান্তিপুরের শাড়ীর কথা মনে হয়, তখন লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। কাজেই সাহস করিয়া পরকে কোন কথা কহিতে সাহস হয় না। কারণ পরের চোকের কুটা বাহির করিতে হইলে, আগে আপনার চোকের ঢিল বাহির করা উচিত।

রাজপুর বারেন্দ্রপাড়ায় একটী দুঃখজনক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। গত সপ্তাহে ঐ পাড়ার এক ব্যক্তি রাত্রিযোগে উজানবাহী মাচ ধরিবার জন্য পাড়ার আলো জ্বালিয়া বাহিরে যান, সেখানে যাইয়া মাচ ধরিবার সময় অন্যদিকে চাহিয়া দেখেন যে সেদিকে বড় উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে, ভাবিলেন ওদিকে বিস্তর মাচ ধরা পড়িতেছে অতএব ঐ দিকেই যাওয়া কর্ত্তব্য। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন যে সে সামান্য আলো নয়, কি প্রকারে আগুন লাগিয়া তাঁহার আপনারই ঘর পুড়িয়া যাইতেছে। আমাদের বোধ হয়, ঐ পাড়ার আলোর টিকা লাগিয়াই এ দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে।

কলিকাতা পোর্টার আফিসের একজন কেরাণী নিজ বিবাহ কার্য্য উপলক্ষে ডেপুটী একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের নিকট তিন দিবস অবকাশ প্রার্থনা করেন। কর্তৃপক্ষ মাসের প্রথমে কোন কর্ম্মচারী অবকাশ প্রাপ্ত হইবে না বলিয়া আবেদন অগ্রাহ্য করেন। কেরাণী নিরুপায় হইয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট এই বলিয়া আবেদন করিলেন যে তিনি ১২ বৎসরের মধ্যে এক দিনও অবকাশ লন নাই। এক্ষণে এই বিবাহ বলিয়াই অবকাশের প্রার্থনা করিতেছেন। ঐ দিন মাসের প্রথম দিবস বলিয়া অবকাশ না দেওয়া হয় তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট দিনে বিবাহ হয় না। এবং ইংরাজি মাসের মধ্যে অথবা শেষে এমন অন্য কোন দিন নাই যে দিনে উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। ডেপুটী একাউণ্টেণ্টে জেনেরেল এই সমস্ত বিষয় অনুধাবন করিয়া পরিশেষে উক্ত বিবাহার্থীকে তিন দিবসের অবকাশ দিলেন এবং পুনরায় আর কাহাকেও এরূপ অনির্দ্দিষ্ট অবকাশ দেওয়া হইবে না, এরূপ আদেশ দিয়াছেন। যিনি নিয়ম লঙ্ঘন করিবেন তাঁহার এক মাসের বেতন কর্ত্তন হইবে। এই অন্যায় আদেশে সকলেই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

"আমাদের ঢাকাবাসী সংবাদদাতা লিখিয়াছেন সংপ্রতি দেশের অনেক গ্রামে পোষ্ট আপিস খুলিবার প্রস্তাব হইতেছে। এই সমস্ত আপিসের ভার, গ্রামের মণ্ডল, মুদী ও কোন মহাশয় ও স্কুল মাষ্টার দিগের হস্তে ন্যস্ত হইবে। ইহারা মনি অর্ডার দিতে বা বিলি করিতে, পার্শেল বিলি করিতে বা গ্রহণ করিতে এবং বিমা করিতে পারিবে না। কেবল সামান্য পত্রাদি গ্রহণ ও বিতরণ এবং পার্শেল রেজেষ্টরি পত্র আদান প্রদান করিবে।

নদনগঞ্জ হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, হুগলী জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদের সন্নিকটস্থ গোধাড় নামক স্থানের দুই ব্যক্তি কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুত করিত, তাহাদিগকে গেপ্তার করিয়া সেসনে প্রেরণ করা হইয়াছে।

চম্বলনদীতে ভয়ানক বন্যা হইয়াছে। প্রবার-কোম্পানী ইহার উপর যে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। এজন্য আগরা হইতে গোয়ালিয়র রেইলওয়ের গমনাগমন বন্ধ হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন যে পৃথিবীর নানাস্থানে যে সকল বেদে আছে, ইহাদের আদিম বাসস্থান ভারতবর্ষ হইতে পারস্য দেশের মধ্যস্থলে কোন স্থানে ছিল। ইহাদের ব্যবহৃত ভাষায় বিস্তর সংস্কৃত বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

লণ্ডনে জনরব উঠিয়াছে যে মুদ্রাযন্ত্র আইন যাহাতে রহিত না হয় তজ্জন্য অত্রত্য ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা বিশেষ আপত্তি করিতেছেন।

মধ্যপ্রদেশে ওলাউঠা রোগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। রাইপুর জেলায় পঞ্চাশ জন লোক এই রোগে আক্রান্ত হয় তন্মধ্যে আটত্রিশ জনের মৃত্যু হইয়াছে। শিউনি, ধুমো, মণ্ডলা, নৃসিংহপুর, নাগপুর, ও জব্বলপুর জেলায় এই রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

এবার ইংলণ্ডে এত গ্রীষ্ম হইয়াছিল, যে তত্রত্য পার্লিয়ামেন্ট সভাবাটীতে সভার অধিবেশন কালে দ্বারে পরদা টাঙ্গাইয়া তাহাতে বরফের জল দিতে হইয়াছিল। সেখানে ত অনেক ভারতবর্ষের পুরাতন কর্ম্মচারী আছেন, তাঁহারা, তথায় পাখা ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন নাই কেন?

২৬ এ জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে তাহাতে বঙ্গদেশ, আসাম ও বৃটিষ ব্রহ্মদেশ সর্ব্বত্র সুবৃষ্টি হইয়াছে। বঙ্গদেশের কোথাও অধিক কোথাও বা অল্পবৃষ্টি হইয়াছে। অযোধ্যা ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বৃষ্টিপাত মন্দ হয় নাই, কিন্তু আর একটু জল হইলে ভাল হয়। পঞ্জাব রাজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাটে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এই সমুদায় স্থলে শস্যের অবস্থা উত্তম। কেবল দাক্ষিণাত্য ও নিজামরাজ্যে বৃষ্টি ভালরূপ হয় নাই। মান্দ্রাজ বিভাগে ও মহীসুর রাজ্যে বৃষ্টি না হওয়াতে তথায় শস্যের অবস্থা অতি মন্দ।

মান্দ্রাজ অঞ্চলে একটি শ্বেত কাক দেখা গিয়াছে ইহা দেখিয়া নানা লোকে নানা প্রকার আশঙ্কা করিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে কোন পিশাচ শ্বেত কাকের রূপ ধারণ করিয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতেছে, যে বাটীতে বসিবে তথায় গৃহ দাহ হইবে।

করিতেছে। আপাততঃ এই কাক জেলোয় দেখা দিয়াছে, কিন্তু তথায় কোন গৃহ দগ্ধ হয় নাই। আমরা এখানে কাল কাকই দেখিতে পাই, সুতরাং আমাদের চক্ষে শ্বেত কাক অদ্ভুত পদার্থ। কিন্তু তিব্বত দেশে মানসসরোবরে ও রাবণ হ্রদের তীরে শ্বেত কাক বিস্তর দেখা যায়। দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জেও বিস্তর শ্বেত কাক আছে। অনেক দিন অবধি আলিপুরের পশুশালায় একটি শ্বেত কাক রাখা হইয়াছে।

বিজয়লক্ষ্মী নাম্নী যে হিন্দুবিধবার উপর শিশুহত্যার অপরাধে সুরাটের সেসিয়ন জজ প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন, এবং হাইকোর্টে আপীল হইলে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্ত্তে যাহার উপর যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি তাহাকে পাঁচ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসে থাকিতে আদেশ দিয়াছেন।

ইংলিশম্যান বলেন যে সর আশলি ইডেন যতদিন আর্ম্মি কমিশনে নিযুক্ত ছিলেন, ততদিন তিনি লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের কার্য্য করেন নাই বলিয়া গবর্ণর জেনেরল এই মনস্থ করিয়াছেন যে, আরো ততদিন তিনি লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের কার্য্য করিতে পারিবেন। এত দিনে ইডেন সাহেবের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল, তিনি আর এক বৎসর বঙ্গদেশের শীর্ষদেশে বিরাজ করিবেন।

রুশ ইঞ্জিনিয়ারেরা বলিয়াছেন যে কাস্পীয় হ্রদ হইতে হিরাট পর্য্যন্ত রেইলওয়ে করিতে পঁইত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িবে। অনেকে অনুমান করিতেছেন যে শীঘ্রই এই রেইলওয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবে।

কলিকাতার মধ্যে কলুটোলার রাস্তার উত্তর অংশে ঐস্থান হইতে শ্যামবাজার পর্য্যন্ত চৌদ্দ আইন অনুসারে কার্য্য করা রহিত হইবে। কেবল দক্ষিণ অংশে এই আইন প্রচলিত থাকিবে, এই রূপ অভিমত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর প্রকাশ করিয়াছেন।

পাঠকগণ অবগত আছেন যে মিধাত পাশা ও তাঁহার সহচর দিগের উপর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। আপিল আদালত এই আদেশ অব্যাহত রাখিয়াছেন। কিন্তু সুলতান প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিবার আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু মিধাত নির্ব্বাসিত হইতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে ইহা অপেক্ষা তাঁহার মৃত্যু বাঞ্ছনীয়। এদিকে মিধাতের বন্ধুবর্গ তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টায় আছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে মিধাতকে অবিচার করিয়া দণ্ড দিলে ইউরোপীয় সমাজে সুলতানের দুর্নাম রটিবে। সুলতান এই কথা শুনিয়া ভীত হইয়াছেন।

রকসাহেব সিমলায় আগমন করিয়া নূতন কৃষি-বিভাগের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

অযোধ্যা ও রহিলখণ্ড রেলওয়ের কয়লার গুদাম হইতে পঞ্চাশ সহস্র টাকা মূল্যের কয়লা অপহৃত হইয়াছে। মিরর বলেন যে সকল কেরাণী কয়লা ওজন কার্য্যে নিযুক্ত আছে, তাহারা ও কয়েক জন রেইলওয়ে শকটচালক ইহার জন্য দায়ী।

গবর্ণর জেনেরল বিজয়নগ্রামের রাজাকে মহারাজ উপাধি দিয়াছেন। আমরা আশা করি নব মহারাজ তাঁহার পিতার ন্যায় সাধারণের সম্মানার্হ হইবেন।

আমরা অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি মহারাণী স্বর্ণময়ীর দেওয়ান ও তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত রায় রাজীবলোচন রায়বাহাদুর বহুদিবসাবধি উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইয়াছেন। পীড়া বৃদ্ধি হইতেছে। এক্ষণে তাঁহার চিকিৎসার্থ মহারাণী তিন জন উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে ইহাঁর বয়ঃক্রম অশীতি বর্ষ। মহারাণীর সংসারে থাকিয়া তিনি তাঁহার অনেক মঙ্গল ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তিনি অতিশয় সদাশয় ও নম্র প্রকৃতির লোক। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই, তিনি আরও কিয়ৎকাল জীবিত থাকিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি করুন।

আমরা রাজপুর বান্ধব পুস্তকালয়ের ১২৮৭ চতুর্থ সাম্বৎসরিক বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। উহা পাঠ করিয়া দেখিলাম অনেক গ্রন্থকর্ত্তা স্বরচিত গ্রন্থ পুস্তকালয়ের উন্নতি সাধনার্থ দান করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন অনেক বিদ্যোৎসাহী মহোদয় পুস্তক এবং অর্থ দিয়া এই পুস্তকালয়ের সাহায্য করিতেছেন। তত্ত্বাবধায়কদিগের প্রযত্নে ইহা যে ক্রমে উন্নতি লাভ করিতেছে তাহা বলা বাহুল্য। আমরা পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা এ বৎসর অনেক উন্নতি দেখিলাম। রাজপুর একটি গণ্ডগ্রাম এখানে কৃতবিদ্য লোকের বাস আছে। যুবকগণ বৃথা গল্প ও কুচিন্তায় অতিবাহিত না করিয়া এইরূপ সদনুষ্ঠানে রত হন, তাহা হইলে দেশ অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে।

বোম্বাই অঞ্চলে ব্রোচ নামক স্থানে অতিবৃষ্টি হওয়াতে শস্যহানি হইয়া গিয়াছে। পুনরায় বীজাদি বপন না করিলে শস্য হইবে না।

গবর্ণমেণ্টের উপদেশ অনুসারে আগামী দুর্গোৎসবের সময় যখন হাইকোর্ট বন্ধ থাকিবে, তখন তথাকার সেসন জজ ফৌজদারী মকদ্দমা করিবেন। ফৌজদারীবিভাগ ভিন্ন অন্যান্য বিভাগ বন্ধ থাকিবে।

অতিশয় বৃষ্টি হওয়াতে বোম্বায়ের অনেকগুলি গৃহ পতিত হইয়াছে।

আজ কাল জর্ম্মণি ইউরোপের মধ্যে সকল দেশ অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। জর্ম্মণির সম্রাটের এখন অপ্রতিহত প্রভাব ও প্রভূত যশ। ইউরোপে যত রাজমন্ত্রী আছেন, প্রিন্স বিশমার্ক তাঁহাদিগের সকলের শ্রেষ্ঠ। জর্ম্মণির ন্যায় সেনাবল আর কোন দেশের নাই। বর্লিন এখন ইউরোপের মহানগরী। এই নগরে নানাজাতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত একটী সম্মিলনী সভা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। আবার ষ্টাসবর্গ নগরে সর্ব্বদেশীয় জ্যোতির্বিদগণের একটী সম্মিলনী সভা করিবার চেষ্টা হইতেছে।

মান্দ্রাজে শস্যের অবস্থা ভাল নহে।

মান্দ্রাজ অঞ্চলে বেলারি জেলায় সম্প্রতি পঙ্গপাল দেখা দিয়াছিল। কিন্তু তাহারা শস্যের কোন অনিষ্ট করে নাই।

সম্প্রতি ভোজ নগরে ঝঞ্ঝা বায়ু বহিয়া গিয়াছে।

পুলিষ কর্ম্মচারিরা এখন যেথায় সেথায় ধর্ম্ম প্রচার বন্ধ করিতেছে। সংপ্রতি বাঙ্গালোর নগরের পুলিষ কলিকাতা পুলিষের অনুবর্ত্তী হইয়া তথায় ধর্ম্ম প্রচার বন্ধ করিয়াছে। একদা বেঞ্জামিন পিটর্স নামক এক জন খ্রীষ্ট মিসনরি তত্রত্য একটী রাস্তার মোড়ে একটী বাটীর বারাণ্ডার উপর দাঁড়াইয়া নিয়ন্থ শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে নিজ ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। পুলিষ এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বক্তৃতা বন্ধ করিয়া দেয়।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ দিয়াছেন যে নিম্ন লিখিত কয়েকটী দ্রব্য বিলাত হইতে এ দেশে আনাইতে যে ব্যয় হয়, ঐ ব্যয়ে অথবা তদপেক্ষা ন্যূনতর ব্যয়ে যদি ঐ সকল দ্রব্য এতদ্দেশে পাওয়া যায় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট উহা এতদ্দেশ হইতেই সংগ্রহ করিবেন। ইংলণ্ড হইতে আনয়ন করিবার প্রয়োজন নাই। দ্রব্য গুলি এই—সুর্ম্মা বটিকা, গন্ধক দ্রাবক ও সুরাসর। এদেশে বিস্তর কাগজ, কলম, দোয়াত পাওয়া যাইতে পারে। এই সকল দ্রব্যাদি এখানকার বাজার হইতে ক্রয় করা হইতেছে না ইহা দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইতেছি।

জলপাইগুড়ি হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "বর্ষা কাহাকে বলে আমরা এ পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারিলাম না। বৃষ্টির কথা দূরে থাকুক, দিবাকরের প্রখর কিরণে ঘরের বাহির হওয়া কঠিন। কৃষকেরা অনেক ভূমিতে এখনও হস্তক্ষেপ করিতে পারে নাই। কেহ কেহ দুই এক খানি নিম্ন ভূমিতে আমন ধান্যের বীজ রোপণ করিয়াছে। কিন্তু বৃষ্টির অভাবে তাহাও শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইতেছে আবার পাট পচাইবার এই সময়, তাহাতেও কোন ফল ফলিতেছে না। বাস্তবিক অন্যান্য বৎসর এ সময় যে সকল স্থানে উরুদেশ পর্য্যন্ত জলে নিমগ্ন হইত,এ বৎসর জুতা পরিয়া সেই সকল স্থানে অনায়াসে যাতায়াত চলিতেছে। শুনিলাম দিনাজপুরের অবস্থাও এইরূপ শোচনীয়।

দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে চিকিৎসা শাস্ত্রে শিক্ষা দিবার জন্য অমৃতসরে এক জন চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ-ইউরোপীয় রমণীকে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে নিযুক্ত করা হইবে। এদেশে এরূপ লোকের অত্যন্ত অভাব। অমৃতসরের মিউনিসিপালিটী এই অভাব পূরণার্থ যত্নবান হইয়াছেন।

সংবাদদাতার পত্র।

শান্তিপুর।

বর্ষাকালে প্রতি বৎসর মিউনিসিপালিটীর ব্যয়ে নূতন গঙ্গায় (মরাগাঙ্গীতে) কয়েকটী স্নানের ঘাট বিনির্ম্মিত হইয়া থাকে; কিন্তু এবার ঐ সম্বন্ধে ভাইসচেয়ারম্যান বাবু অদ্যাপি কোন বন্দোবস্ত করেন নাই। এতন্নিবন্ধন স্নানার্থী নরনারী ও বালক বালিকাগণ প্রতিদিন যৎপরোনাস্তি কষ্ট ভোগ করিতেছে। প্রস্তাবিত স্নানের ঘাট কয়েকটী প্রস্তুত করাইতে প্রতি বৎসর মিউনিসিপালিটীর অনুমান ৮।১০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্দ্বারা করদাতৃবর্গের বিস্তর সুবিধা ও উপকার হয়। তবে এই সাধারণ হিতকর কার্য্যে সামান্য ব্যয় করিতে আমাদের নূতন ভাইসচেয়ারম্যান বাবু ইতস্ততঃ করিতেছেন কেন?

এবার বর্ষাকালে ওলাউঠা যেরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তদ্দর্শনে অনেকেই অনুমান করিতেছেন যে, ওলাউঠা যদি কিছু দিন এ ভাবে বিচরণ করে, তাহা হইলে শ্রীপাঠ শান্তিপুর শীঘ্রই জনশূন্য হইবে। বস্তুতঃ ওলাউঠার যে প্রকার পরাক্রম দেখা যাইতেছে, তাহা অত্যন্ত ভয়াবহ। বিস্তর নর নারী ঐ রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে কাল কবলিত হইতেছে। অ্যালোপেথিক ঔষধে রোগীর কিছু মাত্র উপকার দর্শে না, এজন্য প্রায় সকল রোগীই হোমিওপেথিক ডাক্তার গোপালচন্দ্র রায়ের ঔষধ সেবন করিতেছে। এই মহৌষধ-সেবনে অধিকাংশ রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। আমাদের নূতন ভাইসচেয়ারম্যান বাবু এই সময় সাধারণকে সতর্ক করণার্থ কয়েকটী অপূর্ব্ব নিয়ম অবধারণ করিয়াছেন ও তাহা সাধারণকে পরিজ্ঞাত করণার্থ বিজ্ঞাপনোপায়ও অবলম্বিত হইয়াছে। নিয়ম কয়েকটী এই:—

(১) যখন কোন পরিবারের মধ্যে ওলাউঠা রোগ উপস্থিত হয়, তখন প্রতিবাসীর কেহ সেই বাটীতে না যায় এবং রোগীকে পৃথক ভাবে রাখে ঐ পরিবারের সহিত অন্য পরিবারের যত পৃথকভাব হয় ততই ভাল।

(২) যে সকল পুষ্করিণী ও কুয়ার জল লোকে পান করিয়া থাকে, সেই জলে ওলাউঠা রোগীর বস্ত্রাদি কেহ না কাচে এবং পরিবারেরা সেই রোগীকে সর্ব্বদা ছোঁয়া লেপা না করে।

(৩) ওলাউঠা রোগীর ব্যবহার করা নেকড়া ও বিছানাদি উত্তম প্রকারে মাটীর মধ্যে পুতিয়া কোন প্রকারে নষ্ট করে, সচরাচর কোন স্থানে ফেলিয়া না দেয়।

(৪) ওলাউঠা রোগীর মল ও তাহার বস্ত্রাদি ধৌতের নিমিত্ত একটী পৃথক বন্দোবস্ত করে।

(৫) আপন আপন বাটীতে ধুনা ও গন্ধকের ধুঁয়া প্রাত্যহিক দিতে থাকে।

এখানকার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটদিগের বেঞ্চের কার্য্য-প্রণালী প্রত্যাশানুরূপ সন্তোষজনক নহে। এই বেঞ্চে ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্তবাবু মহেশচন্দ্র রায় সভাপতি ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তিনি ঐ পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন; সুতরাং বেঞ্চের কার্য্যাদি সম্পাদন করণার্থ প্রতি সোমবার—রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুকে শান্তিপুরে গমনাগমন করিতে হইতেছে। রামচরণ বাবুর বিচারে প্রায় সকলেই সন্তুষ্ট, এজন্য আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, এখানকার বেঞ্চের শূন্যাসন তিনি স্বয়ং পরিগ্রহ করেন।

সম্প্রতি লক্ষ্মীতলা পাড়ায় একখানি প্রকাণ্ড মহিষাসুরমর্দ্দিনী প্রতিমার মহাসমারোহের সহিত পূজা হইয়া গিয়াছে। ঐরূপ প্রণালীতে আর কখন লক্ষ্মীতলায় বারইয়ারী পূজা হয় নাই। নৃত্য, গীত ও অন্যান্য উৎসবাদি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে এবং দর্শকদিগের অভ্যর্থনাদিও পাণ্ডারা প্রত্যাশানুরূপ করিয়াছেন। কোন বিষয়ে তাঁহাদের কোন ত্রুটি দেখা যায় নাই। তবে নিরতিশয় দুঃখ ও ঘৃণার কথা এই যে, পাণ্ডারা একটা প্রকাণ্ড মহিষ ক্রয় করিয়া আনিয়া অতি নির্দ্দয়রূপে বলিদান

কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরও কর্ম্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্ম্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, বাসগ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহাদের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য।

সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকস্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ⁄০ আনা; ⁄০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

সুলভ মূল্যে! সুলভ মূল্যে!!

অধ্যাত্মরামায়ণ।

ইহার বঙ্গীয় অনুবাদ নাই। বাল্মীকি রামায়ণের বিস্তর অনুবাদ এতদ্দেশে প্রচারিত হইয়াছে, অধ্যাত্মরামায়ণে এপর্য্যন্ত কোন মহাত্মাই হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি বাল্মীকি রামায়ণ অপেক্ষা অনেক নূতন নূতন উপদেশ পরিপূর্ণ। এই সদুপদেশগত মহারত্নটী সংস্কৃতানভিজ্ঞ বঙ্গবাসীর নিকট অপরিজ্ঞাত থাকা এ সময়ে বড় ক্ষোভের বিষয়। অতএব আমি ক্ষুদ্রপ্রাণী হইয়াও কতিপয় সাহিত্যানুরাগী পণ্ডিত মহোদয়ের উৎসাহে ও যত্নে ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি।

প্রতিমাসে ডিমাই আটপেজী ছয় ফর্ম্মা করিয়া এক এক খণ্ড প্রকাশিত হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম ।০ চারি আনা।

অগ্রিম দ্বাদশ খণ্ডের অতিরিক্ত মূল্য একত্র গৃহীত হইবে না। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে পত্রসহ মূল্য পাঠাইবেন। যদ্যপি আমরা পুস্তক সম্পূর্ণ করিতে না পারি তবে সমস্ত মূল্য ফেরত দেওয়া যাইবে।

(ঠিকানা) কলিকাতা মাণিকতলা নবাব্দী ওস্তাগরের লেন ১৯ নং বাটী।

প্রকাশক শ্রীফকিরচন্দ্র সরকার।

স্বর্ণলতা উপন্যাস

তৃতীয় সংস্করণ মূল্য ১৷৵০। আমার নিকট প্রাপ্তব্য।
বঙ্গীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী।
৯৭ নং কলেজ-ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ম্যানেজার শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথা:—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্বপ্রকার ঘুরঘুরে ঘা, ফোস্কা ঘা, আবের ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্থাবার ঘা, ডুবা ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, পোষপাঁচড়া, ছিঁড়িয়া, চ'ড়িয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোষ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) ফিকবেদনা, সর্ব্বপ্রকার পারার ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাঁউড় ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, বিবিধ প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১্ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১১ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

বরাহনগর নর্সারী।

আমেরিকা হইতে "ওয়ায়ন" জাহাজ যোগে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের উৎকৃষ্টজাতীয় কপি আদি বিবিধ শাক সবজির বীজ, বৃহদাকার অম্বু-জাদি ফলের বীজ, নানাবর্ণ পরম সুন্দর ওইহাদি ফুলের বীজ, এবং অতি সুগন্ধি লেভেণ্ডারাদি তৃণের বীজ আনান হইয়াছে। একত্র শাক সবজি ও ফলের বীজের পূর্ণ প্যাকেট ৪্ টাকা। সুগন্ধি তৃণ ও ফুলের বীজের পূর্ণ প্যাকেট ৪্ টাকা। প্রত্যেকের অর্দ্ধ প্যাকেট ২॥০ টাকা। দেশীয় বীজের প্যাকেট ১্ টাকা। আমদানী বীজের অধিকাংশের চাস প্রণালী মৎপ্রণীত কৃষি চন্দ্রিকায় আছে। মূল্য ॥০ আনা।

শ্রীউমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।
বরাহনগর পোষ্ট আপিস কলিকাতা।

অধ্যাত্ম রামায়ণ।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীত। সংস্কৃত মূল হইতে অবিকল গদ্যোনুবাদিত হইয়া (গত আষাঢ় মাস হইতে) প্রতি মাসে দুই খণ্ড করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। অনুমান ১৬ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। আমরা ইহার মূল্য গ্রহণ করিব না, কেবল প্রতি খণ্ডের ডাকমাশুলাদি ব্যয় অগ্রিম ৵০ আনা গ্রহণ করিব। এককালীন সম্পূর্ণ খণ্ডের ডাকমাশুলাদির ব্যয় অগ্রিম ১৸৵০ আনা। যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে ডাকমাশুলাদির ব্যয় পাঠাইবেন।

কলিকাতা	অধ্যক্ষ।
১১০ নং গ্রেষ্ট্রীট	শ্রীশ্রীরামচন্দ্র সিংহ।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ নবম সংখ্যা।

এই কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগের নবম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে শৌর্য্য, দেবগণের মর্ত্যে আগমন, হিন্দুদিগের চিকিৎসাবিদ্যা, ঘোমটা, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি? মনুসংহিতা, সংখ্যাদর্শন, এই ৭টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

পরীক্ষিত।

কেশ সংবর্দ্ধিনী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকুনি, টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৵০ আনা।

টুথ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

মুঙ্গেরের অতি উৎকৃষ্ট ঘৃত।

সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত আমি মুঙ্গের হইতে অতি উৎকৃষ্ট ও অকৃত্রিম ঘৃত পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু নামীয় মার্কার ॥০, ।৵০, ।৶১০, ।১০, কানেষ্টারে বড়বাজার চিনি পট্টী ৫ নং বাটীতে আমদানী করিতেছি, গ্রাহক মহোদয়গণ মার্কা দেখিয়া খরিদ করিবেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বড়বাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন বাতরোগ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র রায়ের এণ্ড কোং প্রস্তুত হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

—:০:—

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৫০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাশুলসহ ৩॥০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাশুল ।৵০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৷০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৪।৵০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ১৷৵০, গোপাল তাপিনী ১, জগন্নাথবল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বহ্ম।

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ১৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল	শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায়
১৮৮১।	ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দিকপতিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সাধুহাটী ১০
" " আশুতোষ মিত্র—নাগোদ ১০
" " রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়—বুলবুলচণ্ডী ১০
" " নন্দিনাথ বড়ুয়া—নওগাঁ ১০
" " মথুরেশচন্দ্র দেবরায়—ছাতনাড়া ১০
" " রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সোনাবাড়িয়া ৭
" " নবীনচন্দ্র গুপ্ত—যোধপুর ৭
" " দীনবন্ধু দাস ডাক্তার—রাঁচি ৭
" " তারকনাথ চৌধুরী—বাউলিয়া ৭
" " বঙ্কুবিহারি সিংহ—চকর ৫॥০
" " যজ্ঞনাথ মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা ৫।০
" " কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায়
ভবানীপুর ৫
শম্ভুচন্দ্র লাইব্রেরি—কাকিনীয়া ৭॥০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা, তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৪ শ ভাগ । " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " ৪১ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাস্থল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ৭ ই ভাদ্র। ইং ১৮৮১। ২২ এ আগষ্ট।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ পক্ষে মাস্থল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

কবিদের বিশেষ আদৃত। উহার অগ্রিম বার্ষিক ... ডাকমাশুল সমেত ৩।৵০। বীজ ও গাছের ... ক্যাটেলগ মুদ্রিত আছে। অন্যান্য ... বিষয় আমাকে পত্র লিখিলে জানিতে পারা ... ০ প্রকারের সবজীর প্যাকেটের দর ৫ টাকা। ... ফুলের বিচের জন্য ৩ টাকা নির্দ্ধারিত ... হইতেছে।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সারী কলিকাতা।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের আবিষ্কৃত অর্শ, ধাতুর পীড়া ইত্যাদি কয়েকটী উৎকট রোগের ঔষধ প্রায়, ১০।১২ বৎসর হইতে ভারতবর্ষের দেশ বিদেশে বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইয়া বিস্তর ভদ্র লোকে, যাহা একটী মহৌষধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যে বিষয়ের প্রশংসা পত্র সকল "সোমপ্রকাশ" "অমৃতবাজার" এবং "সাধারণী" ইত্যাদি কয়েকটী সম্ভ্রান্ত সংবাদ পত্রে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। একণে সেই সেই ঔষধগুলি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায়।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায় যে বহু দিবস হইতে শরীরস্থ পারা নির্গত হইবার ঔষধ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন ইহা অনেকেই অবগত আছেন। একণে ঈশ্বরানুগ্রহে ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়া সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন করিতেছেন যে, যাঁহারা পারায় কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা কেবল চারিটীমাত্র টাকা এবং ডাক খরচ বার আনা করিয়া দিয়া এক সপ্তাহ কাল শরীর হইতে পারা নির্গত হইবার ঔষধটী ব্যবহার করিলেই অবশ্য উপকার প্রাপ্ত হইবেন। এই ঔষধ ব্যবহারে কঠিন নহে, এবং সহজে খাওয়া যায়। ইহাতে স্বাস্থ্যের কোন হানিজনক দ্রব্যের লেশ মাত্র নাই।

এই ঔষধ কলিকাতার, গরানহাটা, চিৎপুর রোডের ধারে ৩৩৭ নং ভবনে সারদাসিন্ধু পুস্তকালয়ে সকল সময়ে পাওয়া যায়।

বরাহনগর নর্সারী।

আমেরিকা হইতে "ওয়ায়ন" জাহাজ যোগে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের উৎকৃষ্টজাতীয় কপি আদি বিবিধ শাক সব্জির বীজ, বৃহদাকার তর্ম্মুজাদি ফলের বীজ, নানাবর্ণ পরম সুন্দর এষ্টরাদি ফুলের বীজ, এবং অতি সুগন্ধি লেভেণ্ডারাদি তৃণের বীজ আনান হইয়াছে। একত্র শাক সব্জি ও ফলের বীজের পূর্ণ প্যাকেট ৪৷ টাকা। সুগন্ধি তৃণ ও ফুলের বীজের পূর্ণ প্যাকেট ৪৷ টাকা। প্রত্যেকের অর্দ্ধ প্যাকেট ২৷৷০ টাকা। দেশীয় বীজের প্যাকেট ১৷ টাকা। আমদানী বীজের অধিকাংশের চাস প্রণালী মৎপ্রণীত কৃষি চন্দ্রিকায় আছে। মূল্য ৷৷০ আনা।

শ্রীউমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।
বরাহনগর পোষ্ট আপিস কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র।

বন্যা-প্রপীড়িত অধিবাসিগণের
১ ম—পত্র।

ইংরাজ রাজ্যে বাস করিয়া আমরা যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি, বোধ হয় ভারতবর্ষের আর কোন স্থানের অধিবাসিগণের এরূপ শোচনীয় অবস্থা অদ্যাপি ঘটে নাই। দুর্দ্দশার চরম সীমা এক্ষণে উপস্থিত। বলা বাহুল্য, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টই আমাদের এ দুরবস্থার মূল কারণ; গবর্ণমেণ্টের দোষেই আমরা রসাতলগত হইতেছি।

কথাটা গোড়া হইতেই বলা উচিত। আজ প্রায় ২৭ বৎসর অতীত হইল, গবর্ণমেণ্ট, বৰ্দ্ধমান জেলায় প্রবাহিত দামোদর নদের এক পার্শ্বস্থ বাঁধ স্থানে স্থানে কাটাইয়া দেন:—যে পার্শ্ব কাটাইয়া দেওয়া হয় সমুদায়ে প্রায় দশ ক্রোশ পরিসর নদীর ধারে বাঁধ রহিল না। আর নদীর অপর পার্শ্বে খুব সুদৃঢ় বাঁধ বাঁধাইয়া দিলেন;—কোথাও একটু খোলা রহিল না। ফল এই হইল, বর্ষাকালে নদীতে বান আসিলে, নদীর এক পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকল বন্যার জলের প্রবল বেগে ভাসিয়া যাইতে লাগিল;—বন্যাপীড়িত বহুসংখ্যক প্রজা স্থানান্তরে পলাইয়া গেল; যে দুই এক স্থানের প্রজা একটু চোথল মুখল ছিল, তাহারা বড় কান্না কাটনা করায়, তাহাদের কেবল গ্রাম রক্ষার্থ গবর্ণমেণ্ট বাঁধ বাঁধাইয়া দিলেন, যেমন শ্রীকৃষ্ণপুর, জাহাঙ্গীরপুর ইত্যাদি। কোন কোন গ্রাম একবারে সমভূম হইল। কোটিশীমূল নামে একখানি গণ্ডগ্রামের অধিকাংশ প্রজা পলাইয়া গেল; বন্যার তেজে গ্রাম মধ্যে দুইটা খাল হইল; জমী সকলে বালি পড়িয়া গেল; প্রজার দুরবস্থার পড়িতে লাগিল,—গোরু, বাছুর ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বেড়গ্রাম নিবাসী ৺ দামোদর বসু ঐ গ্রামটী বৰ্দ্ধমানের মহারাজের নিকট হইতে পত্তন গ্রহণ করেন,—পত্তনদারের মালগুজারি বাদে প্রায় বার শত টাকা বৎসরে মুনফা ছিল; প্রজা সকল পলায়ন করায় পত্তনদার মালগুজারি করিতে না পারায় দশদমাইতে নিলাম হইল। ১২ শত টাকার মুনফার মহল, বৰ্দ্ধমানের মহারাজ খাস ডাকে ১০ টাকায় ডাকিয়া লইতে বাধ্য হয়েন!! বলা উচিত, গবর্ণমেণ্ট এই গ্রাম রক্ষার্থ বাঁধ বাধাইয়া দেন নাই; পত্তনিদারের সাহায্যে গ্রামবাসিগণ চাঁদা করিয়া বাঁধ বাঁধিলে, গবর্ণমেণ্ট তাহা কাটাইয়া দিতে হুকুম দেন; বাঁধ কাটিতে একটু বিলম্ব হওয়ায়, গবর্ণমেণ্ট পত্তনদারের ৫০ টাকা জরিমানা করেন। এ আজ ৮ বৎসরের কথা।

জিজ্ঞাসা করি, এ কি রকম কার্য্য হইল? নদীর অপর পারের লোক বেশ সুখে থাকিবে, বন্যায় কিছু মাত্র কষ্ট পাইবে না, আর এক পারের লোক বন্যায় উৎসন্ন যাইবে,—ধনে প্রাণে নষ্ট হইবে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, গবর্ণমেণ্টের এ কি রকম বিচার? এক পারের অধিবাসিগণ এতই কি পাপ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে তাহারা গবর্ণমেণ্টের এরূপ অত্যাচার সহ্য করিতে বাধ্য হইল? গবর্ণমেণ্টের কাছে সকল প্রজা সমান ত; তবে আমরা গবর্ণমেণ্টের এত বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছি কেন? কি ন্যায় বিচারে গবর্ণমেণ্ট দুই পারের লোকের মধ্যে এরূপ আকাশ পাতাল, ব্রাহ্মণ শূদ্র, ভেদ করিলেন? গবর্ণমেণ্টের নিকট আমরা এ প্রশ্নের উত্তর চাই?

এইবার নিজ কথা। বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী দামোদর নদের এক পার্শ্বে আমাদের বাস। আমাদের গ্রামগুলির নাম বেড়গ্রাম, বলরামপুর, গঙ্গারামপুর, লাখরা নর্শাপুর এবং শালিমডাঙ্গা। দামোদর নদী ধনুকের আকৃতিতে কোর হইয়া গ্রামগুলিকে বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। আজ ৪ বৎসর হইল, গ্রামগুলির উত্তরে এবং দক্ষিণে দুইটী ধনুকোটিতে দুইটী হানা পড়িয়াছে; (অর্থাৎ দুই ধারের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।) সুতরাং বর্ষাকালে নদী উথলিয়া গ্রাম সকলকে প্লাবিত করে, কষ্টের একশেষ হয়, সম্পত্তি নষ্ট হয়, এবং মনুষ্যের প্রাণ হানিরও সম্ভাবনা হয়। আজ ৪ বৎসর কাল বাঁধ বাঁধাইয়া দিবার জন্য আমরা কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট দরখাস্ত করিতেছি, কিন্তু কোনও ফল প্রাপ্ত হই নাই। ১ ম দরখাস্ত ১৮৭৮ সালে ২৮ এ নবেম্বর করা হয়, ইহার কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই; ২ য় দরখাস্ত ১৮৭৯ সালে ২৯ এ মে করা হয়, কোনও উত্তর পাওয়া যায় নাই; ৩ য় দরখাস্ত ১৮৮১ সালের ২১ এ মে করা হয়—উত্তর নাই; ৪ র্থ দরখাস্ত ঐ সনের ১০ ই জুন করা হয়,—উত্তর নাই।

তবে ৪ র্থ বার দরখাস্ত করার পর আষাঢ় মাসের শেষে একটী লোক হঠাৎ আসিয়া গ্রামবাসিগণকে বলে, আমি বাঁধের বিষয় তদারক করিতে আসিয়াছি। কিন্তু গ্রামবাসিগণ উপস্থিত হইলে, সে

বাঁধের বিষয় কিছু তদারক না করিয়া, একটু বেড়াইয়া চলিয়া যায়। এই তদারক সম্বন্ধে আরও অনেক গুরুতর কথা আছে, তদ্বিষয় এবং ঐ চারিখানা দরখাস্তের কথা, এবং আমাদের দুরবস্থার বিবরণ পরবারে বিবৃত হইবে।

১৯ এ শ্রাবণ ১২৮৮ বেড়্গ্রাম পোষ্ট---মেমারি (বৰ্দ্ধমান)	শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু শ্রীতারিণীচরণ চৌধুরী শ্রীমাধবচন্দ্র বসু ইত্যাদি।

সোমপ্রকাশ

৭ ই ভাদ্র সোমবার।

বরদারাজ্যে শাসন-প্রণালী নিয়োগের প্রস্তাব।

বালকেরা মৃত্তিকা লইয়া যেমন ইচ্ছামত ক্রীড়া করে, আমাদের দেশীয় রাজগণের অধিকার লইয়া রাজপুরুষেরা মধ্যে মধ্যে সেইরূপ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। বালক মৃত্তিকায় পুতুল গড়ে, আবার ভাঙ্গে, আবার গড়ে; রাজপুরুষেরাও সেইরূপ কোন কোন রাজ্য লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে কখন গড়িতেছেন, কখন ভাঙ্গিতেছেন, আবার গড়িতেছেন। তাঁহাদিগের যখন যাহা মনে উদয় হয়, সেই রাজ্যগুলিতে তখন তাহাই করিয়া বসেন। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া বোধ হয় যেন তাঁহাদের কেহ নিয়ন্তা নাই, যেন অসীম ও অপ্রতিহত ক্ষমতা চালনের জন্যই তাঁহারা ইহসংসারে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরা ইংলণ্ডে শাসন প্রণালীর কথা যেরূপ শুনিতে পাই, আমরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত ভারতবর্ষস্থ প্রদেশসমূহে যেরূপ দেখি, দেশীয় রাজগণের অধিকার মধ্যে গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত রাজপুরুষগণের কার্য্যকলাপে তাহার অন্যরূপ দেখিতে পাই। স্থানে স্থানে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি রেসিডেণ্টদিগের কার্য্য, প্রকৃতিও আকার, ইঙ্গিত দেখিয়া আমাদের মনে এই প্রতীতি জন্মে, যেন সেখানে অত্যাচার ও অরাজকতা ভীষণ আকারে বিরাজ করিতেছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা সোমপ্রকাশের পাঠকদিগকে জয়পুরের বৃত্তান্ত বিদিত করিয়াছি; রেসিডেণ্ট মহারাজের নাবালক বয়স পাইয়া সেখানে ভয়ানক হুলস্থূল বাঁধাইয়াছেন। তত্রত্য প্রধান মন্ত্রী ঠাকুর ফতে সিং কি অপরাধ করিলেন, কেহ জানিল না, কেহ শুনিল না, রেসিডেণ্ট তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। কয়েকটী লোকের এইরূপে কর্ম্ম গিয়াছে। কিয়ৎকাল হইল সর সালার জঙ্গের কার্য্যের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য হায়দ্রাবাদে তাঁহার একজন সহযোগী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। আমীর ই কবীরের নিয়োগের প্রয়োজন কি তাহার কিছুই বুঝা যায় না। বরদার ভূতপূর্ব্ব গুইকুমার মলহাররাওকে বলা হইল তোমাকে আর দুই বৎসর সময় দিলাম তুমি রাজ্যের সুব্যবস্থা কর। ইতি মধ্যে কর্ণেল ফেয়ার এক হুজুক তুলিলেন, গুইকুমার তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়া বিনষ্ট করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন। অপরাধ প্রমাণ হইল না, সকলেই বুঝিলেন বিষ প্রয়োগের কথা হুজুক মাত্র। তথাপি তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইল। কেন না তিনি রাজ্যের সুব্যবস্থা করিতে অসমর্থ। পাঠক! জানিবেন যে,গবর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুত দুই বৎসর কাল তখনও অতীত হইতে বিলম্ব ছিল। মলহাররাওকে পদচ্যুত করা হইল, গবর্ণমেণ্ট বলিলেন তোমার যেখানে অভিরুচি সেখানে থাকিতে পার, কেবল সেই স্থান গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হওয়া চাই; তুমি বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে পারিবে। কিন্তু বাস্তবিক কি তাহা হইয়াছে? মলহাররাওর কাউন্সেল ডাক্তার কাম্বনাগ যাহা বলেন তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তিনি এখন সামান্য বন্দীর অবস্থায় কারাগারে বাস করিতেছেন,তাঁহার অবস্থা অতি শোচনীয়, এমন কি নিতান্ত দীন দুঃখির ন্যায় তাঁহাকে দিনপাত করিতে হইতেছে। এই কি তিনি বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা পাইতেছেন? আবার মলহাররাওর যেরূপ অবস্থা করা হউক না কেন, তাহাতে তত দোষ দেখিতে পাই না, কেননা তিনি গবর্ণমেণ্টের অভিশম্পাতে অভিশপ্ত। আমরা জিজ্ঞাসা করি তাঁহার মহিষীদ্বয়ের অপরাধ কি? ডাক্তার কাম্বনাগ বলেন যে, রেসিডেণ্ট সিওয়াড সাহেব তাঁহাদের অলঙ্কার ও ধনে হস্তার্পণ করিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কাহার না মনে এই বিশ্বাস জন্মে যে রেসিডেণ্টদিগের নিয়ন্তা নাই, তাঁহারা যাহা মনে করেন তাহাই করিতে পারেন, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অবশ্য পোষ্য ও প্রিয়পাত্র। আবার সেই বরদার সিংহাসনে অপর এক জনকে বসান হইল নূতন গুইকুমারকে ভূতপূর্ব্ব গুইকুমারদিগের সমুদায় অধিকার দেওয়া হইল, তথায় অপর একজন রেসিডেণ্ট রাখা হইল, ইংরাজদিগের অনুরক্ত, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রিয়পাত্র সর টি মাধব রাওকে তাঁহার দেওয়ান করিয়া দেওয়া হইল। রাজা এখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক সুতরাং রেসিডেণ্ট ও দেওয়ান গুইকুমারের অধিকারে এখন সমস্ত কার্য্য করিতেছেন। তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে এখন বরদার রাজ, যাহা মনে করিতেছেন তাহাই করিতেছেন। এক্ষণে তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া তথায় তাঁহাদিগের ইচ্ছা, সুবিধা, ও স্বার্থের উপযোগী শাসন-প্রণালী নিয়োগের প্রস্তাব করিতেছেন। এই প্রস্তাব অনুসারে গুইকুমারের ক্ষমতা দেওয়ান ও রেসিডেণ্টের হস্তে অর্পিত হইতেছে। গুইকুমার পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া থাকিবেন, অন্তঃপুরের আমোদ আহ্লাদ উপভোগ করিবেন, রাজ্যের শুভাশুভ, ইষ্ট অনিষ্ট, কোন বিষয়ের সহিত তাঁহার কিছুমাত্র সম্পর্ক থাকিবে না। তাঁহার অধিকারে তাঁহার অস্তিত্ব একরূপ বিলুপ্ত হইবে, দেওয়ান ও রেসিডেণ্ট বরদার প্রকৃত অধিকারী, প্রকৃত গুইকুমার হইবেন। ফলতঃ যখন গুইকুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া গদিতে বসিবেন তখন দেখিবেন, তিনি রাজক্ষমতাশূন্য রাজা, তিনি তাঁহার রাজ্যের কেহই নহেন, তাঁহার ক্ষমতা, তাঁহার অধিকার ও মান সম্ভ্রম ইংরাজের দুই জন প্রিয়পাত্র অধিকার করিয়া লইয়াছেন।

উল্লিখিত প্রস্তাবের আলোচনা করা আমাদের এই প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য। তদনুসারে আমরা ইহাকে নিম্নলিখিত দুই অংশে বিভক্ত করিয়া ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

১। দেওয়ান ও রেসিডেণ্টের শাসন-প্রণালী নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করা ন্যায় সঙ্গত হইয়াছে কি না?

২। এক্ষণকার অবস্থানুসারে বরদারাজ্যে শাসন-প্রণালী প্রয়োগ করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত।

প্রথম বিচার্য্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে হইলে অগ্রে দেখা উচিত দেওয়ান ও রেসিডেণ্টের অধিকার কি? এখন গুইকুমার অপ্রাপ্তবয়স্ক, সদসৎবিবেচনা করিবার সময় অদ্যাপি তাঁহার উপস্থিত হয় নাই। রাজ্য সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্বাদি করিতে এখনও তাঁহার কোন অধিকার নাই। ন্যায় ও ধর্ম্ম অনুসারে তিনি ও তাঁহার রাজ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রক্ষণাবেক্ষণাধীন। রেসিডেণ্ট ও দেওয়ানকে এখন তাহার অছি বলিয়াও বলা যাইতে পারে, এবং তাঁহার অছির ন্যায় এক্ষণে তাঁহারা কার্য্য করিতেছেন। অছির কর্ত্তব্য নাবালকের বিষয়, সম্পত্তি, ও স্বত্ব রক্ষা করা। যাহাতে তাহার কিছুমাত্র ক্ষতি না হয় তদ্বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা এবং যত্নসহকারে তাঁহার সম্পত্তির উন্নতিসাধন করা। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকদিগের সম্পত্তির হানি করিবার অছির কিছুমাত্র অধিকার নাই। যাহাতে সর্ব্বতোভাবে সম্পত্তি অক্ষুন্ন থাকে এজন্য অছি রাজা ও নাবালকের নিকট দায়ী। নাবালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অছির নিকট ন্যস্ত সম্পত্তির নিকাশ লইতে পারেন। অছি যদি কোন সম্পত্তির হানি করেন, তিনি সেই ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য। কেন না অপ্রাপ্তবয়-

হার [illegible] রীতি নীতি এবং জনসমাজের [illegible] জ্ঞান থাকে না, অনায়াসে প্রবঞ্চকে [illegible] হরণ করিতে পারে; বুদ্ধি, [illegible] জ্ঞানের অপরিপক্কতা বশতঃ বিষয় সম্পত্তি [illegible] করিতে সে অসমর্থ, এজন্য রাজা স্বয়ং [illegible] সম্পত্তি রক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। [illegible] আমাদের দেশীয় শাস্ত্রকারগণ এই মতের পোষকতা করিয়াছেন এমত নহে, প্রাচীনকালে [illegible] এই নিয়ম প্রচলিত ছিল, এবং ইংলণ্ডে [illegible] রাজাদিগের অধিকার কাল হইতে এই রীতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। মনু, বিষ্ণু, এবং শঙ্খ ও লিখিত স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে বিষয় সম্পত্তির সংরক্ষণে অসমর্থ বলিয়া রাজা নাবালকের সম্পত্তি রক্ষা করিবেন। রাজার এই ভার, তিনি এই ভার অছির উপর অর্পণ করেন। সুতরাং অছি অন্যায় আচরণ করিলে, তিনি রাজা, নাবালক, জনসমাজ ও ঈশ্বরের নিকট দায়ী। যে অছি স্বাভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য ন্যস্ত সম্পত্তির হানি করিবার উদ্যোগ করে তাহাকে জনসমাজ পরস্বাপহারক প্রবঞ্চক প্রভৃতি বাক্যে অভিহিত করিয়া থাকে। কোন রাজা কোন আদালত তাঁহাদিগের সহায়তা করেন না, বরং যাহাতে তাঁহাদের কৃত অন্যায় কার্য্যের প্রতিবিধান হয় তাঁহারা তদ্বিষয়ে যত্নবান হন।

এখন কথা এই দেওয়ান ও রেসিডেণ্ট বরদার গুইকুমারের অছি হইয়া তাঁহার সম্পত্তি বরদারাজ্যে শাসন-প্রণালী স্থাপনের প্রস্তাব করিবার অধিকারী কি না? আমাদের বিবেচনায় একজন সামান্য প্রজার পক্ষে যে কথা যে যুক্তি খাটে একজন রাজ্যেশ্বর রাজার পক্ষেও সেই কথা সেই যুক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে। কেহ বলিবেন যে দেওয়ান ও রেসিডেণ্টের কৃত অন্যায় কার্য্যের প্রতিবিধান করিবার জন্য কোন আদালত ত নাই। কিন্তু অন্যায় কার্য্যের বিচার করিবার আদালত যদি না থাকে তাহা হইলে কি অন্যায় কার্য্যকে অন্যায় বলা যাইবে না? যে কার্য্যে গুইকুমারের সম্পত্তির হানি হইবে সেই কার্য্য যে অন্যায় তাহাতে সন্দেহ নাই, সেই অনিষ্টের প্রতিবিধান করা নিতান্ত আবশ্যক, এবং লর্ড রিপন যদি ইহার প্রতিবিধান না করেন তাহা হইলে গুইকুমারের প্রতি নিতান্ত অন্যায় ব্যবহার করা হইবে। কিন্তু এস্থলে আর একটী বিবেচ্য কথা আছে। কেহ কেহ এরূপ বলিতে পারেন যে গবর্ণমেণ্ট দেশীয় রাজগণের যেমন স্বত্ব রক্ষার জন্য দায়ী, তেমনি আবার তাঁহাদিগের প্রজাবর্গের স্বত্ব রক্ষার জন্যও দায়ী। কে না জানে যে দেশীয় রাজগণ তাঁহাদের প্রজাবর্গের উপর স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় ব্যবহার করেন, কে না জানে যে তাঁহাদের রাজ্যে অতিশয় বিশৃঙ্খলা, কে না জানে যে তাঁহারা মধ্যে মধ্যে প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকেন, কে না জানে যে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের স্বেচ্ছাচার, অত্যাচার, ও বিশৃঙ্খলার সংস্কার করিতে অনুরোধ করেন, কে না জানে যে গবর্ণমেণ্ট কখন কখন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করেন। অতএব আপত্তিকারীরা বলিতে পারেন যে, দেওয়ান ও রেসিডেণ্ট যে শাসন প্রণালী নিয়োগের প্রস্তাব করিতেছেন, তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এই সমুদায় কার্য্য আর করিতে হইবে না, তাহাতে বরং গুইকুমার ও বরদার মঙ্গল হইবে। এই যুক্তি এই মীমাংসা নিতান্ত হেয়। কে না জানে যে, কোন কোন জমিদার প্রজাবর্গের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করে, কে না জানে যে জমিদারদিগের অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে এদেশীয় আদালত সমূহ মুক্তহস্ত হইয়া আছেন, কে না জানে যে জমিদারদিগের অত্যাচার নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট মধ্যে মধ্যে আইন প্রকটিত করিতেছেন। কিন্তু প্রজাদিগের সুবিধা হইবে বলিয়া যদি কেহ জমিদারের হস্ত হইতে জমিদারী কাড়িয়া লইবার প্রস্তাব করেন, তাহা হইলে কি ঐ প্রস্তাবকে ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব বলা যাইতে পারে? আমরা বলি গুইকুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করুন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজকার্য্যপরিচালনে সৎপরামর্শ দিউন। তখন যদি তিনি বরদা রাজ্যে শাসন-প্রণালী স্থাপনে যত্নবান হন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে শাসন-প্রণালী স্থাপনের পথ দেখাইয়া দিবেন। নতুবা তাঁহার নাবালক বয়ঃক্রম পাইয়া সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার সম্পত্তির নিয়ম করা দেওয়ান ও রেসিডেণ্টের কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু মাধবরাও ও রেসিডেণ্ট বলিতে পারেন যে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের শাসন-প্রণালীর পত্তন ভূমি ম্যাগনা কার্টা রাজা জনের নিকট হইতে ভয়প্রদর্শন ও বল প্রকাশ পূর্ব্বক গ্রহণ করা হইয়াছিল, এবং চই তিন জন রাজার অপ্রাপ্ত ব্যবহার কালে তাহাতে তাঁহাদের সম্মতি গ্রহণ করা হইয়াছিল। অতএব রাজার নাবালককালে তাঁহার অনিষ্ট করিলে কোন দোষ নাই, তাহা ব্রিটিশ শাসন প্রণালীর অনুমোদিত। এ যুক্তির মত অন্যায় যুক্তি আর কি হইতে পারে? ইংলণ্ডের অবস্থার সহিত এদেশের রাজা ও প্রজার তুলনা হইতে পারে না। ইংলণ্ডের রাজা ও প্রজা এক স্বতন্ত্র পদার্থে নির্ম্মিত, কুত্রাপি তাহার তুলনা আছে কি না সন্দেহ, বিশেষতঃ দেওয়ান ও রেসিডেণ্ট যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হইবে। ১৮৭৫ অব্দের ৯ ই এপ্রেল দিবসে সিমলা হইতে গবর্ণর জেনরল যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন তাহাতে ভূতপূর্ব্ব গুইকুমার মলহরাওকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বর্ত্তমান গুইকুমারকে তাঁহার গদি প্রদান পূর্ব্বক এই অঙ্গীকার করা হয় যে "বরদার গুইকুমারদিগের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল সন্ধি হইয়া গিয়াছে, তাহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করা হইবেক না।" শাসন-প্রণালী প্রয়োগ করিলে কিরূপে সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা হইবে?

আমাদের দ্বিতীয় আলোচনার বিষয় এই যে এক্ষণকার অবস্থানুসারে বরদা রাজ্যে শাসনপ্রণালী প্রয়োগ করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত। ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার অগ্রে ইহা দেখা উচিত যে বরদার প্রজাবর্গ শাসন প্রণালী চাহে কিনা, এবং তাহারা শাসন প্রণালীর উপযুক্ত কিনা? বরদার প্রজাবর্গ সাধারণতঃ নিতান্ত মূর্খ, ইহা যে কি পদার্থ তাহা তাহারা জানে না, বরদারাজ্যে ইহার প্রয়োগ করা বিড়ম্বনা মাত্র, বরং তাহাতে গুইকুমারের অনিষ্ট হইবে অথচ তাহাতে প্রজা সাধারণের বিশেষ কোন উপকার হইবে না। ইহার ফল এই হইবে যে গুইকুমারের রাজশক্তির ও প্রজাদিগের রাজভক্তির হ্রাস হইবে, এবং দেওয়ান ও রেসিডেণ্টের ক্ষমতার বৃদ্ধি হইবে। তাঁহারা যখন যাহা মনে করিবেন, তখন তাহা করিবার সুযোগ পাইবেন। রাজার ক্ষমতার হ্রাস হইলে, প্রজাসাধারণের রাজনীতিবিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকিলে, এবং রাজকর্ম্মচারীদিগের ক্ষমতার বৃদ্ধি হইলে যে কি অনর্থ হইবে তাহার সাক্ষ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস দিতেছে। এক একটি সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া কত যে ভিন্ন ভিন্ন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ভারতবর্ষে হইয়াছে তাহার কারণ ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক শিবজীর সাম্রাজ্য হইতে এই কারণেই হোলকার, গুইকুমার, প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার অধিকারের উৎপত্তি হইয়াছে। এবং দিল্লীর সম্রাটের অধিকার হইতেই অযোধ্যার নবাব, হায়দ্রাবাদের নিজাম, বঙ্গদেশের নবাব নিজ নিজ রাজ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অতএব এখন আর রাজকর্ম্মচারীর ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইতে দেওয়া কোন ক্রমেই যুক্তি সঙ্গত নহে। অগ্রে প্রজাদিগকে ক্রমে ক্রমে শাসনপ্রণালীর উপযোগী করা হউক, তৎপরে তাহাদের হস্তে নিজশাসন ভার ন্যস্ত করিলে ক্ষতি হইবে না। নতুবা তাহাদের এই অশিক্ষিত অবস্থায় শাসনপ্রণালী প্রযুক্ত হইলে মহান্ অনর্থ ঘটিবে। আমরা আশা করি ন্যায়পরায়ণ রাজনীতিকুশল লর্ড রিপন এই সমুদায় বিষয়ের আলোচনা করিয়া মাধবরাও ও রেসিডেণ্টের প্রস্তাবে মতামত প্রকাশ করিবেন।

বন্ধকী দ্রব্য এবং টাকার সুদ।

কুসীদব্যবসায়ী উত্তমর্ণ এবং অধমর্ণের মধ্যে সময়ে সময়ে মহা বিবাদ উপস্থিত হয়। আমরা দেখিতে পাই গড়ে মহাজনেরা কোথাও ক্ষতিগ্রস্ত হন না, দেনদারেরাই লণ্ড ভণ্ড হইয়া পড়েন। যদি আমরা এক শত জন মহাজন ও একশত জন দেনদারের তালিকা করিয়া তাঁহাদের আদ্যন্ত অবস্থা সুক্ষ্মরূপে মীমাংসা করিয়া দেখি, তাহা হইলে মহাজন টাকা কর্জ্জ দিয়া দেউলিয়া হইয়াছেন এমন ঘটনা অতি বিরল। কিন্তু, দেনদার টাকার অপরিমিত সুদভারে জড়িত হইয়া অবশেষে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন এমন দৃষ্টান্ত সর্ব্বকালে সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছে দৃষ্ট হইবে। কোন ব্যক্তি নিতান্ত দায়গ্রস্ত হইয়া টাকা কর্জ্জ করিলেন। গরজের সময় মনুষ্যকে জ্ঞান শূন্য হইতে হয়, অগ্রপশ্চাৎ বা হিতাহিত বোধ থাকে না, সুতরাং মহাজনও গরজ বুঝিয়া যত সুদ চাহিলেন তিনি তাহাতেই সম্মত হইলেন। টাকা কর্জ্জ লওয়া হইল। শেষ পরিশোধের সময় জীবন সংশয় হইয়া পড়ে। এখন সচরাচর বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামে অল্প টাকার কর্জ্জতে টাকা প্রতি অর্দ্ধ আনা সুদ। ইহাতে কেহ অলঙ্কার পত্র বন্ধক রাখেন, কেহ নাও রাখেন। অধিক টাকা লইলে শত করা মাসিক ৸৹ বার আনা, এক টাকা, ১৷৹ দেড় টাকা সুদ লাগে। সহজে ঋণ করিতে গেলে প্রায় এইরূপ সুদের হারে টাকা কর্জ্জ পাওয়া যায়। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে চোটার সুদ অতি ভয়ঙ্কর। পৌষ মাস। কাছারীতে বড় ধুম বাঁধিয়াছে। খাজনা না দিলে নায়েব গমস্তা কিছুতেই ছাড়িবে না। কাছারীর পেয়াদা তঙ্কা প্রতি মাসিক চারি আনা সুদে লোকাই দাসকে ২৫ পঁচিশ টাকা কর্জ্জ দিল। লোকাই দাসের মাসিক ৬৷৹ ছয় টাকা সুদ লাগিবে। জমীদার মহাশয় লাটবন্দীর টাকা দাখিল করিতে গেলেন, ১৫০০ দেড় হাজার টাকা জুটিল না। আদালতের দুয়ারে দেবী সিং গড়ম পায় দিয়া চারপায়াতে বসিয়া থাকে; দোক্তা মিশ্রিত পান খায় আর পিচ পিচ করিয়া ছেপ ফেলে— টাকার আণ্ডিল। তঙ্কা প্রতি আট আনা চোটায় দেড় হাজার টাকা কর্জ্জ দিয়া নিলাম রক্ষা করিল। পাঠককে বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না,—প্রতি দিন তঙ্কা প্রতি আট আনা চোটা দিয়া নিলাম রক্ষা করিতে হইল।

সচরাচর বঙ্গদেশের অবস্থা এই। কিন্তু তাহাও আবার সর্ব্বত্র নয়। স্থানে স্থানে মহাজনের অত্যাচার অতি ভয়ঙ্কর। একবার টাকা কর্জ্জ লইলে পুরুষানুক্রমে তাহা পরিশোধ করিতে হয়, সুদের সুদ তার সুদ দিয়া নিষ্কৃতি নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের কথা তো অভাবনীয়। বণিকেরা এবং মাড়য়ারি মহাজনেরা লোকের সর্ব্বনাশ করে। দেনদারদিগকে মহাজনের কঠিন হস্ত হইতে পরিত্রাণ দিবার জন্য সময়ে সময়ে অনেকেই অনেক চিন্তা করিয়া থাকেন। পশ্চিমাঞ্চলেই মহাজনের নৃশংস আচরণ অধিক। মহাজনেরা দেনদারদিগকে নানা প্রকারে কষ্ট দিয়া থাকেন, এবং সময়ে সময়ে স্বল্প মূল্যে বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফেলেন। তাহাতে দেনদারের বিস্তর ক্ষতি হয় এবং পুলিষও এক এক সময়ে নিরর্থক কষ্ট পাইয়া থাকে। মহাজন এবং দেনদার সম্বন্ধে একটী বিশেষ আইন বিধিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত পুলিষের অধ্যক্ষেরা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন বোম্বাই পুলিষের ডেপুটী কমিশনর শ্রীযুক্ত এড্‌ডিংটন্ সাহেব এই বিষয়ক একটী আইনের পাণ্ডুলিপিও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পাণ্ডুলিপি খানি গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তখন কেহই তৎপ্রতি আস্থা প্রদর্শন করেন নাই। সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি বিভাগের মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মার্সডেন্ সাহেবও এই বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন এবং "টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া" নামক সংবাদ পত্রে সেই প্রস্তাব লইয়া বিস্তর আন্দোলন করা হইয়াছে। আমরাও সর্ব্বতোভাবে এটী যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি। এখন হইতে অনুপায় দেনদারদের রক্ষার নিমিত্ত কোন একটী উপায় না দেখিলে, দেশে দিন দিন দরিদ্রতা বিস্তীর্ণ হইতে থাকিবে। ১৮৫৬ অব্দে অযথা সুদ গ্রহণ সম্বন্ধে আইনটীর পুনঃসংস্কার করা হইয়াছিল। কিন্তু তৎকালে মহাজনের টাকা আদায়ের সুবিধা পক্ষে কিম্বা দেনদারদিগকে মহাজনের নিষ্ঠুরতা হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কোন বিশেষ নিয়ম করা হয় নাই। এখন আমাদের বক্তব্য এই, টাকার একটী নির্দ্দিষ্ট সুদের হার, বন্ধকী দ্রব্য বন্ধক রাখিবার একটী নিরূপিত সময় এবং বন্ধকী দ্রব্য বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা এই কয়েকটী নিয়ম বিধিবদ্ধ করা যারপর নাই নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, নতুবা দরিদ্র ও দায়গ্রস্ত লোকের পরিত্রাণ নাই।

সুদের একটী নির্দ্দিষ্ট হার বাঁধিয়া দেওয়া সর্ব্বাংশে বিধেয়। কিন্তু এটী বড় সহজ কথা নয়। নির্দ্দিষ্ট হার বাঁধিয়া দেওয়া যুক্তি সঙ্গত এবং যুক্তি বিরুদ্ধও বটে। ব্যবহারিক শাস্ত্রের নিয়মানুসারে কিঞ্চিৎ সমাহিতচিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে, এটীকে বিধিবিরুদ্ধ বলা যায়। কারণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, কোন দ্রব্যের মূল্যের ন্যূনাধিক্যের উপর কাহারও কথা কহিবার অধিকার নাই। কোন স্থানে গবর্ণমেণ্টও তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। দুই টাকায় যদি এক মন চাউল পাওয়া যায়, কেহ এমন ব্যবস্থা দিতে পারেন না যে, তুমি কখনও কাহারও নিকট দুই টাকার অধিক মূল্য লইতে পারিবে না। লোকের গরজের সঙ্গে দ্রব্যের মূল্য বাড়ে। এদেশে সকলেরই চাউলের প্রয়োজন, এবং বিদেশেও চাউলের রপ্তানী হইতেছে, সুতরাং চাউলের বিলক্ষণ আদর এবং সকলেই মূল্য দিয়া উহা ক্রয় করে। চাউলে এতাদৃশ প্রয়োজন না থাকিলে উহার মূল্যও কম হইত। যদি কেহ সুযোগ ক্রমে দেড় টাকা হিসাবে চাউলের মন ক্রয় করিয়া রাখে, এমন কেহ নিয়ম করিতে পারেন না যে প্রতি টাকায় এক আনা লাভ লইয়া ঐ চাউল ছাড়িতে হইবে। ব্যবসায়ে লাভালাভ ও মূল্যের ন্যূনাধিক্য আপনার গতি আপনি লইয়া থাকে। টাকার লেনা দেনাও ঠিক ঐরূপ। এক ব্যক্তির নিকট দুই হাজার টাকা নগদ আছে। সে দুই হাজার টাকার বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয় না করিয়া নগদ টাকাই রাখিয়াছে। দুই দুই হাজার টাকার মাসে এককালীন সুদ সমেত কেহ ২২০০ দুই হাজার দুই শত টাকা পাইল। এ স্থলে ২০০ হাজার টাকা বাণিজ্যের লাভ বলিয়া গণ্য এবং কর্জ্জের টাকার ঐ লাভ হইলে সুদ বলিয়া গণ্য। ব্যবসায়ে যেমন একশত টাকায় এক হাজার টাকা লাভ করিলে, কাহারও কথা কহিবার অধিকার নাই। ঋণের টাকাতেও সেইরূপ, কেহ অধিক সুদে টাকা কর্জ্জ দিলে কোন ব্যক্তির কথা কহিবার অধিকার নাই। টাকার অনটন ও গ্রাহকের গরজে সুদ বৃদ্ধি হয়। আবার যেখানে মহাজন অসংসাহসী হইয়া টাকা ঋণ দেন, সেখানেও অধিক সুদ। এটী যে কেবল গৃহস্থের মধ্যে ঘটিয়া থাকে, তাহা নয়; বড় বড় রাজ্যেও ঘটে। কোন রাজ্য দেউলিয়া হইবার উন্মুখী হইলে কেহ তাহাকে টাকা ঋণ দিতে সাহস করেন না। এমন ক্ষেত্রে যিনি টাকা দিবেন, তিনি অধিক টাকা লাভের সম্ভাবনা দেখিবেন। তুর্কের অবস্থা বড় মন্দ। এজন্য তুর্ককে কেহ টাকা কর্জ্জ দিতে সাহস করেন না। আবার যিনি টাকা কর্জ্জ দিতে ইচ্ছা করেন, তিনি অধিক সুদ চাহিয়া বসেন। কিন্তু ইংলণ্ডের অবস্থা ভাল, সে কারণ ইংলণ্ডকে অল্প সুদে সকলেই টাকা কর্জ্জ দিতে পারেন। গৃহস্থের মধ্যেও দেখা যায় যেখানে অলঙ্কার পত্র বন্ধক রাখা যায় সেখানে অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ মিলে। কিন্তু যেখানে বিনা বন্ধকে টাকা কর্জ্জ পাওয়া যায় সে স্থলে মহাজন অধিক সুদ চাহিয়া থাকেন। কুসীদব্যবহারের নিয়ম ও অন্যান্য ব্যবসায়ের মধ্যে পরিগণিত। যাহা হউক ইহাতে দরিদ্র ও দায়গ্রস্ত লোকের বড় বিপদ হইতেছে সে কারণে যুক্তি ও বিচারে যাহাই হউক কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যে

আমরাও তাহাকে সর্ব্বতোভাবে [illegible]।

বন্ধকী দ্রব্য কত দিন মহাজনের কাছে থাকিবে, [illegible] ও আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, কোন ব্যক্তি [illegible] দ্রব্য বন্ধক রাখিবার সময় একটীও সাক্ষী রাখেন না; কিম্বা কত কাল পরে টাকা পরিশোধ [illegible] হইবে তাহার ও কোন মেয়াদ থাকে না। ইহাতে সময়ে সময়ে উভয় পক্ষকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। হয় তো মহাজন এক দিন বন্ধকী দ্রব্য ফেলিয়া রাখিলেন যে পরিশেষে সেই দ্রব্য বিক্রয় করিয়া কেবল মূলধন ও যৎকিঞ্চিৎ সুদ পাইলেন। কোথা ও অল্পদিনে মধ্যেই বন্ধকী দ্রব্য বিক্রয় করিয়া মহাজনে অনেক টাকা পাইলেন, দেনদারকে কিছুই ফেরত দিলেন না। ইহাতে এক এক সময় উভয় পক্ষে মহা কলহ উপস্থিত হয়। গবর্ণমেণ্ট এমন একটী নিয়ম করুন যে, মহাজন কোন বন্ধকী দ্রব্যে টাকা কর্জ্জ দিবার তিন বৎসরের মধ্যে বিক্রয় করিতে পারিবেন না। তিন বৎসর অতীত হইলে তিনি দেনদারকে সঙ্গে লইয়া কোন প্রকাশ্য স্থলে বহুসংখ্যক লোকের সম্মুখে সেই বন্ধকী দ্রব্যের মূল্য স্থির করিয়া তৎপরে বিক্রয় করিবেন। সুবিধা বোধ হইলে নিলামও করিতে পারেন।

নীলকরের অত্যাচার ও ইউরোপীয় মাজিষ্ট্রেট।

যিনি সর ওয়ালটার স্কটের আইভানহো পাঠ করিয়াছেন, তিনি অবগত আছেন, বিজেতা নর্ম্মানেরা বিজিত স্যাক্সনদিগের প্রতি কিরূপ অত্যাচার করিতেন। তাঁহারা বিজিত স্যাক্সনদিগকে দাসানুদাসের ন্যায় কীটানুকীটের ন্যায় জ্ঞান করিতেন, এবং তাহাদিগকে স্যাক্সন কুকুর বলিয়া প্রকাশ্যভাবে অবজ্ঞা করিতেন। দেশের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট নর্ম্মানেরা তাহাই ভোগ করিতেন, যাহা তাঁহারা পরিত্যাগ করিতেন তাহাই স্যাক্সনদিগের ভোগ্য ছিল। দেশের উচ্চপদ নর্ম্মানদিগের, উৎকৃষ্ট ভূসম্পত্তির অধিকারী নর্ম্মানেরা, রাজার মন্ত্রী রাজসভাসদ নর্ম্মান, নর্ম্মান ধর্ম্মাধিকরণের অধ্যক্ষ, নর্ম্মান খ্রীষ্টীয় যাজক, লোকে যেখানে মান, যেখানে লাভ সেই খানেই নর্ম্মান বিরাজমান ছিল। আবার যেখানে নর্ম্মানে স্যাক্সনে বিবাদ সেখানে সতত দোষে থাকিলেও নর্ম্মানের জয় স্যাক্সনে পরাজয়। নর্ম্মান আদালতের আশ্রিত, রাজার আশ্রিত এবং নিজের বলে বলীয়ান ছিলেন। তখন নর্ম্মানেরা যেরূপ অসভ্য ছিল, স্যাক্সনেরাও সেইরূপ অসভ্য ছিল, ইউরোপীয় রাজগণ ইউরোপীয় জনসমাজ সেইরূপ অসভ্যাবস্থায় নিমগ্ন ছিল। বিজিত জাতিকে স্নেহ করিতে হইবে, আপনার দেশের প্রজার ন্যায় বিজিত প্রজাকে সমান পদবীতে রাখিতে হইবে, রাজার স্নেহরশ্মি সকলেই সমান ভাবে উপভোগ করিবে এ রাজনীতি তখন রাজনীতিজ্ঞদিগের হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। কিরূপে বিজিতদিগকে রাজভক্ত করিতে হইবে রাজা তাহা জানিতেন না। কেহ তাঁহাকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতেও জানিত না। তাঁহারা কেবল এই জানিতেন বাহুবলে বিজিতদিগকে পরাভূত করিয়াছি বাহুবলে ইহাদিগকে আয়ত্ত ও বশীভূত করিব। এখন আর সে দিন নাই, সে অসভ্যতার কাল এখন অতীত হইয়াছে। এখন রাজারা জানিয়াছেন প্রজার রাজভক্তিই রাজ্যের পত্তন ভূমি, রাজার প্রধান বল। এখন তাঁহারা জানিয়াছেন বাহুবলে রাজভক্তি পাওয়া যায় না, অত্যাচারে প্রজাবর্গ উত্যক্ত হয় ও রাজার সর্ব্বনাশের কামনা করে। যেখানে প্রজার রাজভক্তি নাই সেই খানেই রাজার সিংহাসন টলিয়াছে। এই জন্যই এক্ষণকার কালের রাজনীতিজ্ঞদিগের মত এই যে বিজিত প্রজাকে রাজা আপনার প্রজার ন্যায় জ্ঞান করিবেন এবং তাহাদিগকে আপনার প্রজাদিগের সহিত সমান অধিকার দিবেন।

এই ত রাজনীতিজ্ঞদিগের উপদেশ, কিন্তু সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে বিষয় বিশেষে আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে, এই উপদেশ উল্লঙ্ঘিত হইয়া থাকে। আবার রাজা যদি বিজিত প্রজার মঙ্গল করিতে চাহেন, তাঁহার স্বজাতীয় প্রজাবর্গ তাহার প্রতিকূল হইয়া বসেন। যাহাতে রাজার অভিমত কার্য্য না হয় তন্নিমিত্ত তাঁহার চেষ্টা করেন। আবার আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা ভাবে রাজা ত আমাদের স্বজাতীয়, বিচারপতিরা ত আমাদের দেশস্থ সমাজস্থ লোক, আমরা বিজিত জাতির উপর যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব, আইন কানুন গ্রাহ্য করিব না, (সে ত আমাদের স্বজাতীয় রাজার কপোলকল্পিত) আদালত মানিব না (তথায় ত আমাদের স্বজাতীয় বিচারপতি) কে আমাদের কি করিতে পারে? ইহাদের উপোষক আবার কতকগুলি বিচারপতি আছেন, সাত খুন করিলেও ইহাঁদের চক্ষে তাহারা অপরাধী নহে, আবার বিজিত জাতি যদি তাহার অনুগৃহীত দলের কোন কিছু বিরুদ্ধে করে তাহা হইলে তাহাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া বসেন, লঘু পাপে এমন কি বিনাপরাধেও তাহাদের দণ্ড দেন। অনেক নীলকর এই শ্রেণীর লোক এবং মেহেরপুরের মাজিষ্ট্রেট স্যাক সাহেব এই শ্রেণীর বিচারপতি। ইহাঁদের রকম সকম কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমাদের আইভানহোর কথা মনে পড়ে। আমাদের বোধ হয় যেন আমরা সেই স্যাক্সন সেই নর্ম্মানদিগের সময়ে বাস করিতেছি, যেন আমাদের ন্যায় অসহায় ও বিপন্ন জাতি জগতে আর কেহ নাই। ভাগ্যে আমারা উন্নত বৃটিশ শাসনে আছি নতুবা এই সকল অত্যাচারী নীলকর ও বিচারপতি হইতে আমাদের যে কি দশা ঘটিত তাহা কে বলিতে পারে?

নীলকরদিগের নাম শুনিলে আমাদের গায়ে জ্বর আইসে। তাহারা প্রজাদিগের উপর যে ভয়াবহ অত্যাচার করে তাহা নীলদর্পণে সবিশেষ বর্ণিত আছে। নাটোল্লিখিত উড ও রোগের ন্যায় কোন নীলকর আছে কি না তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃতির লোকের অপ্রতুল নাই। মেদিনীপুরে নীলকর ওয়াটসন কোম্পানীর কর্ম্মচারী গ্রেগসন ও মহেন্দ্রনাথ মাইতি লক্ষণ দিয়াশীর প্রতি যে ভীষণ অত্যাচারের করে তাহার বৃত্তান্ত আমরা ৭ ই আষাঢের সোমপ্রকাশে প্রকাশিত করিয়াছি। রাজসাহী জেলায় এই কোম্পানির কর্ম্মচারীরা প্রজাদিগের উপর যেরূপ অত্যাচার করিতেছে, প্রজাগণ মাজিষ্ট্রেটের হস্তে তাহার কোন প্রতিবিধান না পাইয়া, প্রতিবিধান কামনায় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিয়াছে। সম্প্রতি মেহেরপুর সবডিভিজনের অন্তর্গত আনন্দবাস গ্রামে যে কাণ্ড হইয়া গিয়াছে ইদানীং ব্রিটিশ শাসনের অধীনে কেহ যে প্রজাদিগের উপর এরূপ অত্যাচার করিতে পারে এমত আমাদের বিশ্বাস ছিল না। এখানকার নীলকরেরা সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া আছেন। গত ৯ই জুলাই আনন্দবাস গ্রামে নীলকরের সহিত প্রজাদিগের এক ঘোরতর দাঙ্গা হয়। এসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট স্যাক উহার বৃত্তান্ত এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে তিনি এই দাঙ্গার সংবাদ পাইয়া তাঁহার কোর্ট ইনস্পেক্টরকে তৎপরদিন প্রত্যূষে দাঙ্গার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। মাজিষ্ট্রেট নিজে প্রাতঃকালে তথায় উপনীত হইয়া বেলা আন্দাজ সাড়ে সাতটার সময় দাঙ্গার বিচার আরম্ভ করেন। তিনি কি সূত্রে এই মকদ্দমার বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা যেরূপ দেখিয়াছি ও যেরূপ বুঝিয়াছি তাহাতে আমাদের এই বিশ্বাস যে সকল আদালতে সচরাচর দশটার সময় কার্য্য আরম্ভ হয়, কেহ নালিশ না করিলে অথবা পুলিষ কোন ঘটনার সংবাদ না দিলে মাজিষ্ট্রেট, কোন মকদ্দমার বিচার করিতে পারেন না। কেহ যে এস্থলে আদালতে নালিশ উপস্থিত করিয়াছিল.

এরূপ বোধ হয় না। পুলিষ যে এত অল্প সময়ে রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছিল, ইহাও সম্ভব নহে। আমরা অমৃতবাজার পত্রিকা পাঠে অবগত হইলাম যে, পুলিষ ইহার একাদশ দিন পরে মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই ঘটনার রিপোর্ট প্রেরণ করে। মাজিষ্ট্রেটের এই অন্যায় কার্য্য দেখিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আমরা আরও অবগত হইলাম, মাজিষ্ট্রেট যখন মফস্বলে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে একদল ইনস্পেক্টর সব ইনস্পেক্টর ও পুলিষ প্রহরী ছিল। ইহারা গ্রামের যাহাকে পাইয়াছে তাহাকেই দাঙ্গার অপরাধী বলিয়া ধৃত করিয়াছে। এইরূপে চব্বিশ জন আসামীর বিচার হয়, তাহাদিগকে মোক্তার অথবা উকীল নিয়োগ করিবার অবসর দেওয়া হয় নাই, মাজিষ্ট্রেটও সুযোগ বুঝিয়া তাহাদিগকে দুই বৎসর তিন বৎসর করিয়া কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন।

এই মকদ্দমা সম্বন্ধে অক্ষয়বিশ্বাস নামক একজন ব্যক্তি নদিয়ার সেসন জজের নিকট এই বলিয়া এক অঙ্গীকার পত্র (আফিডেভিট) দাখিল করিয়াছে যে মাজিষ্ট্রেট বাদীর নামে তাহার নিজের নালিশে কর্ণপাতও করেন নাই, এবং তাহার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য উকীল নিযুক্ত করিবার অবসর দেন নাই তৎপরে ১৩ জুলাই একজন উকীল মাজিষ্ট্রেটের নিকট আসিয়া বাদী ও তাহার সাক্ষিদিগের জেরা করিবার প্রার্থনা করিলে, ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে জেরা করিতে দেন নাই। এই সকল বৃত্তান্ত যদি প্রকৃত হয় তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় চলিতে পারি স্ম্যাক সাহেব পক্ষপাতশূন্য হইয়া কখনই বিচার করেন নাই। স্ম্যাক সাহেবের এই নীলকরদিগের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। তিনি যদি এই মকদ্দমার যথার্থ বিচার করিবার অভিলাষী হইতেন, তাহা হইলে স্বয়ং কখনই ইহার বিচার করিতেন না। স্ম্যাক সাহেবের কার্য্য দেখিয়া আমাদের বোধ হয় যে—তিনি মেহেরপুরে থাকিবার যোগ্য নহেন, তাঁহাকে এখনই স্থানান্তরে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।

আমাদের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব যখন বারাসাতে ছিলেন তখন তাঁহারই উদ্যোগে নীলকর শাসিত হয়। তিনি নীলকরদিগের অত্যাচারের দমন করিয়া বঙ্গবাসীর চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। তিনি যে এক্ষণে এই নীলকর দিগের অত্যাচারে ও মাজিষ্ট্রেট স্ম্যাকের অন্যায় আচরণে কর্ণ পাত করিবেন না ইহা আমাদিগের মনে হয় না। এই সময়ে তিনি এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করুন নতুবা পূর্ব্বের ন্যায় নীলকর দিগের লোমহর্ষণ অত্যাচার বঙ্গবাসী কৃষক দিগকে জর্জ্জরীভূত করিবে।

আমাদের কার্য্যালয়ের সন্নিকটে রাজপুরের বাজারে সোনাপুর পোষ্ট আপীশ নামে একটী পোষ্ট আপিশ আছে। ইহার নাম সোনাপুর পোষ্ট আপীশ হওয়াতে এখানকার লোকের অনেক অসুবিধা হইতেছে। ভারতবর্ষে এই নামে এক্ষণে চারিটি পোষ্ট আপীশ আছে, একটী ফরিদপুরে, একটী কামরূপে, একটি গাঞ্জাম প্রদেশে, এবং অপরটী আমাদের সন্নিকটে। এতন্মধ্যে তিনটী বঙ্গদেশে অপরটী মান্দ্রাজ অঞ্চলে আছে। নামের সাদৃশ্য বশতঃ এক স্থানের পত্র, পত্রিকা, রেজেষ্টারি চিঠি, পার্শেল, মনিঅর্ডার প্রভৃতি অন্য স্থানে গিয়া পড়িতে পারে; মধ্যে মধ্যে এরূপ গোলযোগ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। ইহাতে সর্ব্বদা এখানকার লোকের বিশেষতঃ আমাদের ক্ষতি হয়। সম্প্রতি আমাদের নামে এক খানি মনিঅর্ডার এই গোলযোগ বশতঃ অন্যত্র গিয়া পড়িয়াছে, আমরা অদ্যাপি উহা প্রাপ্ত হই নাই। ভারতবর্ষীয় পোষ্ট আপীশ সমূহের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের এই গোলযোগের মীমাংসা করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের বিবেচনায় নামের পরিবর্ত্তন করিলেই সকল গোল মিটিয়া যাইতে পারে। সোনাপুর পোষ্ট আপিশ নাম ইহার কেনই বা রাখা হয়? এখান হইতে সোনাপুর এক ক্রোশের ন্যূন নহে। যেখানে পোষ্ট আপিশ আছে তাহার নাম রাজপুর। দেরাদূনে আর একটী রাজপুর পোষ্ট আপিস আছে। তদ্ভিন্ন বাদাওন ও অম্বালায় রাজপুরা পোষ্ট আপিশ নামে দুইটী স্বতন্ত্র পোষ্ট আপীশ আছে। সুতরাং ইহার নাম রাজপুর পোষ্ট আপীশ রাখিলে এই গোলযোগের শান্তি হইবে না। রাজপুর হইতে হরিনাভি অর্দ্ধ মাইলেরও ন্যূন। হরিনাভির নামে কুত্রাপি পোষ্ট আপীশ নাই। হরিনাভি একটী বিশেষ গণ্ডগ্রাম। এখানে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় একটী ইংরাজী বিদ্যালয়, একটী বাঙ্গালা পাঠশালা, এবং রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটির সভাগৃহ ও কার্য্যালয় আছে। হরিনাভি পোষ্ট আপীশ নাম হইলে কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না, বরং তাহাতে উল্লিখিত গোলযোগ মিটিয়া যাইবে। অতএব পোষ্ট আপীশের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট আমাদের এই অনুরোধ যে তাঁহারা এই পোষ্ট আপীশের বর্ত্তমান নাম পরিবর্ত্তন করিয়া, ইহাকে হরিনাভির নামে অভিহিত করুন।

আজি কাল বঙ্গদেশের সার্জ্জন জেনেরেল ডাক্তার পেইন এই নিয়ম করিয়াছেন যে—তাঁহার অধীনস্থ কোন ডাক্তার তাঁহার পরিবারস্থ কাহার ও পীড়ার সংবাদ দিয়া যদি অবকাশের প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে তিনি স্থানীয় পুলিশের দ্বারা তাহার সত্য মিথ্যার তদন্ত করান। ডাক্তার সাহেবের এই অশ্রুত পূর্ব্ব, ও গর্হিত আচরণ দেখিয়া আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। ইহা দেখিয়া আমাদের এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে—ডাক্তার সাহেবের সহৃদয়তার লেশ মাত্র নাই। চুরি ডাকাইতি খুন প্রভৃতি এই সকল কাণ্ড হইলেই পুলিষ তদারক হয় ইহাই আমরা জানি, কিন্তু ইহার সহিত অধীনস্থ চিকিৎসকের পরিবারের পীড়ার কি সম্পর্ক ইহা কেবল ডাক্তার পেইন ও তাঁহার অমানুষোচিত হৃদয় বুঝেন। যদি ডাক্তার পেইনের পরিবারের কাহারও কোন পীড়া হয়, আর তজ্জন্য যদি তিনি উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকট ছুটির প্রার্থনা করেন, এবং যদি সেই উপরিতন কর্ম্মচারীর আদেশ মতে তাঁহার বাটীতে পুলিষ কর্ম্মচারী ও এক দল প্রহরী প্রবেশ করে তাহা হইলে তাঁহার মনে কিরূপ ভাবের উৎপত্তি হয়? বাস্তবিক হৃদয়ের ভাবের কথা বলিতে গেলে ডাক্তার পেইন ও যে পদার্থ আর এক জন সামান্য বেতন ভোগী নেটিব ডাক্তারও সেই পদার্থ। উচ্চপদে আরোহণ করিয়া নিম্নপদস্থ লোকের প্রতি এরূপ হৃদয়শূন্যের ন্যায় ব্যবহার করা মনুষ্যের লক্ষণ নহে। সম্প্রতি হাজিপুরের নেটিভ ডাক্তার বাবু পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পত্নীর পীড়া নিবন্ধন অবকাশের প্রার্থনা করে। মজঃফরপুরের সিবিল সার্জ্জনের হস্ত দিয়া এই আবেদন ডাক্তার পেইনের নিকট প্রেরিত হয়। সিবিল সার্জ্জন তাহাতে সম্মতি দেন। কিন্তু পেইনের নিকট এই আবেদন আসিলে তিনি সিবিল সার্জ্জনকে এই অনুরোধ করেন যে পুলিষের দ্বারা পূর্ণচন্দ্রের পত্নীর পীড়ার তদন্ত করা হয়। সিবিল সার্জ্জন সহৃদয় লোক। তিনি এই আদেশ কতদূর ন্যায়সঙ্গত তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইয়া এবিষয়ে তত্রত্য জিলায় মাজিষ্ট্রেট ওয়রসলি সাহেবের মত জিজ্ঞাসা করেন। শুনিলাম মাজিষ্ট্রেট সাহেব সার্জ্জন জেনেরালের আদেশের ন্যায়বিরোধিতা প্রতিপাদন করিয়া তাহাকে এই কথা জানাইয়াছেন যে পুলিষ তাহার অনুমতি অনুসারে কার্য্য করিবে না। যাহা হউক আমাদের এই সৌভাগ্য যে ডাক্তার পেইন নিজে পুলিসের উপর কোন আদেশ দিতে পারেন না, তাহা হইলে আমাদের রক্ষা থাকিত না।

ষ্টাণ্ডার্ড নামক বিলাতী সংবাদ পত্রে গত ১৮ ই আগষ্ট যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তৎপাঠে আমাদের মনে এই বিশ্বাস জন্মিতেছে যেন লাণ্ডনের ধনাগারে আর ধন রাখিবার স্থান নাই। ষ্টাণ্ডার্ড বলেন যে গবর্ণর জেনেরল কাবুলের আমিরকে আরও কিছু অর্থ সাহায্য করিবার নিমিত্ত

[illegible] জন্য টেলিগ্রাফ করি থাকেন [illegible] সমাচারের যেরূপ অসফল [illegible] এই সংবাদের সত্যতা বিষয়ে আমরা [illegible]। কিন্তু যদি এই সংবাদ প্রকৃত [illegible] ধনের যে কিরূপ অপ[illegible] আমাদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইবে। [illegible] আবার অর্থ সাহায্য করা কেন? একেত [illegible] আমাদের যথেষ্ট ধন লইয়াছেন, আবার [illegible]স্থানের প্রজাদিগের নিকট হইতে যত [illegible]য়াছেন তত অর্থ শোষণ করিয়াছেন। অথেরও [illegible] নিতান্ত অসচ্ছল নাই। শুনা যাইতেছে [illegible] তাঁহার সৈনাদিগের সমুদায় বেতন চুকাইয়া দিয়াছেন। তবে যুদ্ধের কথা স্বতন্ত্র। ইহাতে [illegible] জলের ন্যায় স্রোত বহিয়া যায়। কিন্তু সে যুদ্ধে আমাদের কি? তিনি জয়ী হইলে আমাদের কি লাভ? গবর্ণমেণ্ট ভাবিতেছেন আবদুল রহমন জয় লাভ করিলে আমাদের পৃষ্ঠপোষক হইবেন, আমাদের অনুগত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু আমাদের ত সে কথায় কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। তিনি এ বিপদ্-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলেই ইংরাজকে কদলী দেখাইবেন। যাহা হউক আমাদের বিস্তর অর্থ গিয়াছে, মিথ্যা মিথ্যা কেন আর অর্থের শ্রাদ্ধ করা হয়? কি বলিব, এ দেশ যে ইংলণ্ড নহে, এখানে যে কমন্সদিগের মত সভা নাই। সেখানে এই কথা উত্থাপিত হইলে প্রস্তাবকারীকে হাস্যাস্পদ হইতে হইত।

পুস্তক সমালোচনা।

বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য। (১) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একজন কৃতবিদ্য লোক। কিন্তু এ পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিলাম না। তিনি বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অষ্টাদশ বর্ষের [illegible] সময়ের গ্রন্থকারদিগের আলোচনা করিয়াছেন মাত্র। তিনি যেরূপ সূক্ষ্মদর্শী পুস্তক খানি পাইয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম যে এ পুস্তকে আমরা মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিত ও মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময় হইতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সময় পর্য্যন্ত যে সমস্ত গ্রন্থকার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাঁহাদিগের রচনা প্রণালী, ও রচিত পুস্তকের সম্যক সমালোচনা দেখিতে পাইব; কিন্তু হরপ্রসাদ বাবু সে পথে যান নাই। তিনি কেবল বঙ্কিম বাবু ও বঙ্গদর্শনের কয়েক জন লেখকের ও দুই চারি জন অপর লেখকের যশঃকীর্ত্তন করিয়া পুস্তক খানি সমাপ্ত করিয়াছেন। এমন কি এই পুস্তকে এক্ষণকার অনেক সুকবি ও সুলেখকের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। আবার এই প্রবন্ধে এরূপ কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখকেরও প্রশংসা বাদ দেখিলাম, বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে যাঁহাদের নাম অদ্যাপি কেহ জানে না কেহ শুনে নাই। এই প্রবন্ধে অধুনাতন কবিদলের শীর্ষস্থানীয় বিহারিলাল চক্রবর্ত্তীর নাম ও গ্রন্থাবলির উল্লেখ মাত্র হয় নাই। যিনি বাঙ্গালিদিগকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতে শিখাইয়াছেন, যাঁহার অনুগামী হইয়া অনেক বাঙ্গালী গ্রন্থকার যশোলাভ ও জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন, যাঁহার বিশুদ্ধ, মার্জ্জিত ও মধুময়ী রচনার তুলনা বাঙ্গালা কোন গ্রন্থেই দেখা যায় না, সেই আদর্শ লেখক পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিবরণ পাঠ করিয়া আমরা যারপর নাই বিস্মিত হইয়াছি। যিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি যে বিদ্যাসাগরের দেশহিতৈষিতা, স্বভাব নির্ভীকতা স্বাধীন ভাব লইয়া এত বক্তৃতা করিবেন অথচ তাঁহার রচনা নৈপুণ্য ও তাঁহা হইতে ভাষার কত দূর উৎকর্ষ হইয়াছে তাহার বৃত্তান্তও লিখিবেন না ইহা আমরা মনেও করি নাই।

কলিকাতাস্থ শোভাবাজার নিবাসী মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের জীবনচরিত। (২) জীবনচরিত খানি মন্দ হয় নাই। ইহাতে নবকৃষ্ণ দেবের জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। নবকৃষ্ণের সঙ্গে বাঙ্গালার ইতিহাসের যত টুকু সম্বন্ধ তাহা ইহাতে একরূপ বিবৃত হইয়াছে। বিপিন বাবু রাজা নবকৃষ্ণের গুণ দোষ সকলই উল্লেখ করিয়াছেন। দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়া নায়কের কেবল গুণগ্রাম লইয়া পুস্তক খানি পূরণ করেন নাই।

কৃষিতত্ত্ব। (৩) মাসিক পত্রিকা। তৃতীয় খণ্ড। আমরা এক কালে এই পত্রিকার ছয় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। এইরূপ পুস্তক যত অধিক প্রকাশিত হয় বঙ্গদেশের ততই মঙ্গল। বঙ্গীয় শিক্ষিত যুবকগণ ইহাতে তাঁহাদের চাকুরি ভিন্ন জীবিকা অর্জ্জনের স্বতন্ত্র ও প্রশস্ত উপায় দেখিতে পাইবেন। এই কয়েক সংখ্যায় এই কয়েকটী বিষয় লিখিত হইয়াছে। "কৃষিধন্যা, কৃষিম্মেধ্যা জন্তূনাং জীবনং কৃষি" বীজ, খরমুজ, মকিষ্ঠা, সপেটা, আম্র," ধানি-কুশলং বদ, " বৃষ্টি,কাঁকরোল,বোয়ান, কার্পাস, কৃষক, গোলাপ, জুবা, ফুলকফি, ইক্ষু, পীচ, আনারস, শস্যের পর্য্যায়াবর্ত্তন, তিল, কৃষিব্যবহার্য্য পশু, দেশীয় তরকারি ও মৃত্তিকা। প্রবন্ধ গুলির রচনা অতি সরল, ও সুখবোধ্য হইয়াছে।

রসিকরাজ (৪)। হাস্যোদ্দীপক, বিদ্রূপাত্মক, মাসিক পরিদর্শক ও সমালোচক। ইহাতে সম্পাদকের নাম নাই। যাহা হউক তিনি একজন হাস্যোদ্দীপক ও বিদ্রূপাত্মক রচনার উৎকৃষ্ট রচয়িতা। আমরা তাঁহার রচনাবলি পাঠে পরম প্রীতি লাভ করিলাম। জ্যৈষ্ঠমাসের রসিকরাজে আমরা "প্রাচীনা ও নবীনা," "ধর্ম্মপক্ষ," "ও ভারতীর ফেভারে মাইকেল সমালোচন" পাঠ করিয়া যথেষ্ট আমোদ পাইলাম। রসিকরাজ বালকত্ব প্রকাশ করেন নাই, তিনি যাহা রহস্যচ্ছলে বলিয়াছেন তাহা সারগর্ভ। তিনি যে সফলকাম হইয়াছেন ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এখন যেমন সময় তাহার উপযুক্ত পত্রিকাই এই। চেষ্টা করিলে রসিকরাজ বর্ত্তমান কালের সমাজের রীতি নীতির অনেক সংস্কার করিতে পারিবেন।

বেঙ্গল ম্যাগেজিন (৫)। এখানি ইংরাজী মাসিক পত্র। আমরা ইহার জুন মাসের সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। অনেকই অবগত আছেন শ্রীযুক্ত রেভারেণ্ড লালবিহারি দে অতি সুলেখক। ইহাতে আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র বসুর একটী প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধে রামচন্দ্র বাবু আমেরিকার যে বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন তাহা অতি হৃদয়গ্রাহী। পত্রিকা খানির শেষ ভাগে আমরা নববিধান সম্বন্ধে ভাই ভক্ত বিটেল ও বাবু মনোমোহন বসুর কথোপকথন পাঠ করিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই।

যাদবনন্দিনী কাব্য (৬)। যদি কেহ অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাশীরাম দাসের মহাভারতের আদি পর্ব্বান্তর্গত সুভদ্রাহরণ বৃত্তান্ত পাঠ করিতে চান তিনি এই যাদবনন্দিনী কাব্য পাঠ করিবেন। গ্রন্থ খানি ভালও হয় নাই, নিতান্ত মন্দও হয় নাই। স্থানে স্থানে এরূপ বর্ণনাও আছে, তাহা পাঠ করিলে গ্রন্থকারের একটু যে কবিত্ব শক্তি আছে তাহা বোধ হয়। কিন্তু গ্রন্থকার একবারে অন্ধ হইয়া কাশীদাসের পদপ্রান্তিমের পাদক্ষেপণ করিয়াছেন। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুকরণ করিতে গিয়া তিনি

(১) বঙ্গদর্শন হইতে পুনঃ মুদ্রিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ [illegible]। কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। [illegible]। মূল্য তিন আনা মাত্র।

(২) শ্রীবিপিনবিহারী মিত্র কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। কলিকাতা ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৮৩ সাল। মূল্য ছয় আনা।

(৩) শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত ও শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পাইকপাড়া নগর হইতে প্রকাশিত।

(৪) কলিকাতা এংলো ইণ্ডিয়ান প্রিণ্টিং ওয়ার্কস যন্ত্রে শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১২৮৮।

(৫) রেভারেণ্ড লালবিহারি দে কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা [illegible] যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(৬) কলিকাতা ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৮৮০।

আসলকে খাস্ত করিয়াছেন ; মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের যে গাঁথনি, যে পারিপাট্য, ইহার গাঁথনি সেরূপ নহে, ইহার কিছুমাত্র পারিপাট্য নাই ; তবে যাদবনন্দিনী রচয়িতার একটু কল্পনা শক্তি আছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১২ ই আগষ্ট। কমন্স সভা-বাটীতে প্রশ্নোত্তরকালে পররাষ্ট্র বিভাগের অণ্ডর সেক্রেটারি বলিয়াছেন যে মধ্য আসিয়ায় রুশরাজের অধিকৃত স্থান সমূহের মধ্যে কিয়দংশ প্রদেশ পারস্যরাজ গ্রহণ করিবার যে জনরব উঠিয়াছে তাহা অমূলক। রুশ ও পারস্যের সীমা নির্দ্দেশ কার্য্যে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট হস্তার্পণ করিবেন না।

লণ্ডন ১৩ ই আগষ্ট কমন্স সভা ল্যাণ্ডবিল আইনের পাণ্ডুলিপির যে সংশোধন করিয়াছেন লর্ড সভার অধিকাংশ সভ্য তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের নিজের কৃত সংশোধন গৃহীত হওয়ার জন্য জিদ করিতেছেন। আগামী সোমবার কমন্স সভা ল্যাণ্ডবিল আইনের পাণ্ডুলিপির পুনর্ব্বার বিবেচনায় প্রবৃত্ত হইবেন। ষ্ট্যাণ্ডার্ড নামক সংবাদ পত্র লর্ডস সভার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেছেন।

ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সহিত ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য সম্বন্ধে যে নূতন সন্ধি হইতেছে তন্মধ্যে যাহাতে বিশেষ শুল্ক স্থাপিত হইবার প্রকরণ রহিত হয় তজ্জন্য কমন্সসভার অন্যতর সভ্য রিচি সাহেব এক প্রস্তাব করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যাহাতে ইংলণ্ডের ক্ষতি হয় এমত সন্ধি তাঁহারা করিবেন না।

আলেকজান্দ্রিয়া ১৩ ই আগষ্ট। সেনাদলে অসন্তোষাঙ্কুর লক্ষিত হওয়াতে, অত্রত্য মন্ত্রি সভায় মহা গোলযোগ পড়িয়া গিয়াছে। বিগ্রহমন্ত্রী ওসমান পাশা বেকার কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন। খেদাইব অত্রত্য মন্ত্রিসভার সভাপতির কার্য্য করিবেন বলিয়াছেন।

লণ্ডন ১৫ ই আগষ্ট। আইরিস ল্যাণ্ডবিল আইনের পাণ্ডুলিপি যেরূপ রচিত হইয়াছে সেইরূপ যাহাতে ঠিক থাকে তাহার জন্য স্থানে স্থানে সভা হইতেছে।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড নামক সংবাদ পত্র বলেন যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরেল কাবুলের আমীরকে অর্থ সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি চাহিয়াছেন।

তুর্কিস্থানের গেজেট বলেন যে কলসম্পাদনের পর সেইরূপ রুশ দূত শীঘ্রই টাসখন্দ হইতে বোখারার আমীরের নিকট যাত্রা করিবেন।

লণ্ডন ১৫ ই আগষ্ট। অদ্য সন্ধ্যাকালে গ্লাডষ্টোন সাহেব আইরিস ল্যাণ্ডবিল আইনের পাণ্ডুলিপিতে লর্ডসভা যে সমস্ত সংশোধন করিয়াছেন তাহার বিবেচনা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৬ ই আগষ্ট। গত রাত্রিকালে কমন্সসভায় আইরিস ল্যাণ্ডবিলে লর্ডসভার সংশোধনের কিয়দংশ পরিত্যক্ত কিয়দংশ পরিবর্ত্তিত, এবং কিয়দংশ পরিগৃহীত হইয়াছে।

যাহারা হোমরুলবাদীদের একান্ত পক্ষপাতী তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের উপর এজন্য বিস্তর দোষারোপ করিতেছেন।

ল্যাণ্ডবিল অদ্য আবার লর্ডসভায় প্রত্যর্পিত হইয়াছে।

মেসেদ হইতে ডেলিনিউশ তারযোগে এই সংবাদ পাইয়াছেন যে রুশ গবর্ণমেণ্ট হইতে একজন টেকি সর্দ্দার মার্ভে আগমন করিয়াছেন। ইনি যাহাতে তুর্কোমানেরা রুশ গবর্ণমেণ্টের বশ্যতা স্বীকার করে তাহার উপায় করিবেন।

লণ্ডন ১৬ ই আগষ্ট। আইরিস ল্যাণ্ডবিল আইনের পাণ্ডুলিপিতে কমন্সসভা যে সকল সংশোধন সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। লর্ডসভা তাহাতে অনুমোদন করিয়াছেন।

হার্বার্ট গ্লাডষ্টোন একজন ধনাধ্যক্ষ হইলেন।

নিউইয়র্ক ১৬ ই আগষ্ট। সভাপতি গারফিল্ডের অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন, কিন্তু এখনও তাঁহার আরোগ্য হইবার আশা আছে।

লণ্ডন ১৭ ই আগষ্ট। গত রাত্রিকালে কমন্সসভাবাটীতে সর চার্লস ডিলকি বলিয়াছেন যে আর্ম্মেনিয়ার শাসনপ্রণালীর সংস্কার করিবার জন্য লর্ড ডফরিন তুরস্কের সুলতানকে ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু অন্যান্য রাজগণের দূত কনষ্টাণ্টিনোপলে না থাকাতে অন্যান্য প্রধান প্রধান রাজগণের অনুরোধ তাঁহাকে জানান হয় নাই।

লণ্ডন ১৮ আগষ্ট। পার্ণেল সাহেব বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান পার্লিয়ামেণ্ট সভা বন্ধ হইলে পর তিনি আয়রলণ্ডে কৃষক দিগের গোলযোগ পুনর্ব্বার উদ্দীপিত করিবেন।

লণ্ডন ১৯ এ আগষ্ট। কমন্স সভাবাটীতে প্রশ্নোত্তর কালে সর চার্লস ডিলকি বলিয়াছেন যে ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের যে বাণিজ্য সন্ধি হইয়াছিল ফ্রান্স তাহা আর তিন মাস কাল অব্যাহত রাখিতে অস্বীকার করাতে, ইংলণ্ড নূতন সন্ধির প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন

আফগান গৃহযুদ্ধ সংবাদ।

সিমলা ১৬ ই আগষ্ট আয়ুব খাঁ কান্দাহার হইতে কাবুল যাত্রা করিবার যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, আপাততঃ তাহা হইতে বিরত হইয়াছেন। তাঁহার সমগ্র সেনা কান্দাহারে সংগৃহীত রহিয়াছে। তিনি আরও অধিক সেনা সংগ্রহে নিযুক্ত আছেন, এবং তাহাদিগকে অগ্রিম বেতন দিতেছেন। কাবুলী হিরাটী ও কান্দাহারী সেনাদিগের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া গিয়াছে। দলে দলে কাবুলী সেনারা আয়ুব খাঁর কর্ম্মত্যাগ করিতেছে।

খারেজ-ই-আমিরে যুদ্ধক্ষেত্রে আয়ুব খাঁ যে পনরটি কামান শত্রু হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন তাহ [illegible] প্রেরণ করিয়াছেন।

আমিরের কর্ম্মচারীগণ খেলাত নামক স্থানে তাঁহার সেনাগণের জন্য খাদ্য ও সৈন্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন

সিমলা ১৫ আগষ্ট। আয়ুব খাঁর সহিত যে সকল কান্দাহারী সেনা হিরাট হইতে আগমন করিয়াছিল তাহারা কাবুলে যাইতে অস্বীকার করাতে তাহাদিগের তিন দলকে আয়ুব খাঁ সেনাদল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন।

সিমলা ১৮ আগষ্ট। কাবুল হইতে এই সংবাদ আসিয়াছে যে আমির আফগানস্থানের উত্তরাংশের সমুদয় সর্দ্দারদিগের প্রতি সম্প্রতি এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে শত্রুদল কান্দাহার অধিকার করাতে তিনি এক সপ্তাহের মধ্যেই সসৈন্যে তৎস্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইবেন। শুনা যাইতেছে যে তিনি প্রধান প্রধান সেনানিবাসের সৈন্যদিগের বেতন চুকাইয়া দিয়াছেন এবং গিজনি ও খেলাত-ই-গিলজাই নামক স্থানে সৈন্য ও অর্থ প্রেরণ করিতেছেন। সেনাপতি মহম্মদ জান ও অপর কয়েক জন প্রধান প্রধান সর্দ্দার দূত হইয়াছেন। কাবুলে কিছু মাত্র গোলযোগ নাই।

সিমলা ১৯ এ আগষ্ট। কান্দাহার হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে সর্দ্দার নূর মহম্মদ খাঁ কয়েক পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনাদলের সহিত কান্দাহারের বাহিরে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া আছেন। দুরাণী অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হইতেছে। যে সকল দুরাণী দূরস্থ জেলা হইতে আসিয়া আয়ুব খাঁর সহিত যোগ দিয়াছিল তাহারা তাঁহার দল ত্যাগ করিতেছে। আমীরের সেনাগণ অদ্যাপি খেলাত-ই-গিলজাই দুর্গে রহিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১০ ই আগষ্ট। মানভূমের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গিরীন্দ্রনাথ মিত্র গত ২০ এ জুলাই হইতে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১৩ ই আগষ্ট। মেদিনীপুরের কিছু দিনের জন্য ভার প্রাপ্ত সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের পদে স্থায়ী হইলেন।

মেদিনীপুর জিলার কিছু দিনের ভার প্রাপ্ত সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] পাল প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের পদে স্থায়ী হইলেন।

১৩ ই আগষ্ট। [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডবলিউ, এম, ওয়েলস সাহেব তিন মাসের জন্য অবকাশ গ্রহণ করিলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] পুনর্ব্বার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

[illegible] জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত কিছু দিনের জন্য [illegible] ভার প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের অনুপস্থিতি কালে অথবা দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের [illegible] সেক্রেটারির কার্য্য করিবেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৬ ই আগষ্ট। [illegible]

বাবু [illegible] মুন্সেফ হইলেন এবং [illegible] পুরে থাকিবেন।

[illegible] মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, অপর আদেশ পর্য্যন্ত মজঃফরপুরের মুন্সেফ হইলেন এবং সীতামারিতে থাকিবেন।

ত্রিপুরার অন্তর্গত কুমিল্লার মুন্সেফ বাবু বিনোদবিহারী মিত্র (তিনি ছুটি লইয়াছিলেন) মানিকগঞ্জের মুন্সেফ হইলেন, ইঁনি ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডবলিউ, আর [illegible] সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মজঃফরপুরের অন্তর্গত সীতামারির সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর, ডি, জে, ম্যাকফরসন ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে সরাসরি বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। আরও [illegible] অফিস অব দি [illegible] কার্য্য করিবেন।

২৪ পরগণার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ই, ডবলিউ কলিন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের অধিনস্থ প্রদেশ সমূহের অন্যতর [illegible] হইলেন।

বিবিধ সংবাদ।

আমেরিকা হইতে কুম্ভীরের চর্ম্ম অনেক দিন হইতে ইউরোপে আনীত হইতেছে। এক্ষণে আমেরিকায় ও ইউরোপে উক্ত চর্ম্মের অনটন হওয়াতে এদেশে ইহার কারখানা খোলা হইবার প্রস্তাব হইতেছে।

আমাদিগের রাজপ্রতিনিধি ১লা নবেম্বর শিমলা পরিত্যাগ করিয়া ২রা ডিসেম্বর কলিকাতায় উপনীত হইবেন। আগমন কালে ধর্ম্মপুর, অম্বালা, দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, জয়পুর, ভরতপুর আজমীর, চিতোর, বারানসী প্রভৃতি স্থান দর্শন করিবেন।

আপাততঃ মহীশূরে দুর্ভিক্ষের ভয় একরূপ তিরোহিত হইয়াছে। চাউলের দর অনেক কমিয়াছে।

যে ধূমকেতু কিছু দিন হইল এখানে দেখা দিয়াছিল উহা আমেরিকায় গিয়া দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে।

সেদিন নিউইয়র্ক নগরে একটী ৬৫ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা রমণীর সহিত একটী দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবকের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

বোম্বাইয়ের বণিক ভাইমতি ভাই নামক একজন পারসির মাতা তাঁহার কন্যার নিকট হইতে লক্ষ টাকা লইয়া দাবদ প্রতিবেশিদিগকে বিতরণ করিয়াছেন।

জনরব এই সাউইস্বাজ্যে কালকয় এই অভিপ্রায়ে ইউরোপে গিয়াছেন, যে তথা হইতে দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ যুবক আপন রাজ্যে আনাইয়া তাহাদিগের ঔরসে ও স্বরাজ্যের নারীদিগের গর্ভে অপত্য উৎপাদন করাইবেন। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে লাটীন, সেক্সন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ও জর্ম্মানির যে যে যুবক তাঁহার অনুরোধে সম্মত হইবেন তিনি তাহাদিগকে যথেষ্ট ভূসম্পত্তি, রাজ-সংসারের প্রধান কার্য্য ও উৎকৃষ্ট আবাস স্থান প্রদান করিবেন।

রুশসম্রাট একটী অভিনব আদেশ প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার সকল সৈনিক কর্ম্মচারীকে দাড়ি রাখিতে হইবে।

ট্রামওয়ে কোম্পানী বিশেষ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে ভবানীপুরে রেল ফেলার সংবাদ পাঠকগণকে জানাইয়াছিলাম। এক্ষণে ঐ রেল চড়কডাঙ্গার বেলতলার মোড় হইতে বসান আরম্ভ হইয়া এই ৭। ৮ দিনে ভবানীপুর থানা পর্য্যন্ত আসিয়াছে। আপাততঃ একটী লাইন প্রস্তুত হইতেছে। শুনিলাম এটী প্রস্তুত করিয়া উহার পার্শ্বে আর একটী লাইন বসিয়া ডবল লাইন হইবে। আমরা আরও জানিতে পারিয়াছি, এই ভাদ্রমাসের মধ্যেই এই লাইন প্রস্তুত হইয়া বিক্টোরিয়াতলাওয়ের নিকট চৌরঙ্গী লাইনের সহিত মিশ্রিত হইবে। এবং ট্রামওয়েকর্ত্তা রবিনসন্ স্টার সাহেবও কতকগুলা হালকা এঞ্জিন এবং বর্ত্তমান অপেক্ষা উন্নত ও নূতন প্রকারের গাড়ী সঙ্গে লইয়া পূজার মধ্যেই কলিকাতায় আসিতেছেন। তাহা হইলে লাইন যে পূজার মধ্যে খুলিবে আমরা এরূপ আশা করিতে পারি।

আমরা কালীঘাট রাস্তাটীর দুরবস্থা দেখিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। কেনই না কর্ত্তারা প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া লন, আর কেনই বা তাদের ন্যায্য গণ্ডায় তাদের আবশ্যক রাস্তা ঘাট গুলি পরিষ্কার করান না, এ প্রশ্নের মীমাংসা স্বয়ং শিবেরও অসাধ্য। কালীঘাট তীর্থস্থান বলিয়া যাত্রী সমাগম জন্য একদিকে যেমন প্রতিদিন শতশত গাড়ীর চক্র ঘর্ষণে রাস্তার প্রস্তুর পর্য্যন্ত চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে, তেমনি অন্যদিকে বৃষ্টির জল সরাব জন্য কোনরূপ নালা নর্দ্দামা নাথাকায়, রাস্তার উপর দিয়াই বৃষ্টির জল চলিয়া এক্ষণে রাস্তার বিক্ষু প্রস্তর পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ওদিকে চড়কডাঙ্গার রসারোডে ট্রামওয়ের কায আরম্ভ হওয়ায় টালিগঞ্জে যাতায়াতের গাড়ী সকল কালীঘাট রোড দিয়া যাইতেছে। এদিকে মিউনিসিপালটী কার্য্যতৎপরতা দেখাইবার জন্য কালীঘাট রোডের একার্দ্ধ চাপিয়া পাথর ঢালিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে শীঘ্র যেউহার মেরামত। কার্য্যে হস্তক্ষেপ হইবে সে আশা নাই। সুতরাং কালীঘাট বাসীরা মিউনিসিপালিটীর প্রসাদে এইক্ষণে কিছু কাল হরিশ্চন্দ্র রাজার স্বর্গ ভোগ করিতে থাকুন। আর একান্ত অসহ্য হয়, তখন যেন বলে।—চাইনে আমি রাজার ভূষণ, আমার বাকল ফিরে দে।

সম্প্রতি কালীঘাটে কালীবাড়ীর ঘাটে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছে। পেরেকের সূক্ষ্মভাগ উপর দিকে এবং স্থূলভাগ নিচের দিকে রাখিয়া ঘনসন্নিবেশ করিয়া ছাওয়া চৌদ্দপোয়ালম্বা এক খানি চৌকীর উপর ঐ সন্ন্যাসী কখন উপবেশন কখন শয়ন করিয়া আছেন। অথচ সূচীবৎ পেরেক তাঁহার অনাবৃত গাত্রের কোথাও বিদ্ধ হয় না। সন্ন্যাসী সর্ব্বদাই মৌনী থাকেন, লোকের শ্রদ্ধাদত্ত দান হইতে তাঁহার দিনপাত হইতেছে।

বঁড়িশার সাবর্ণ এবং আন্দুলীয়ার রাজাদিগের অনুগ্রহে সম্প্রতি, কালীঘাটের কালীমন্দির ও ঘাট মন্দিরের সংস্কার হইয়াছে, এবং মিউনিসিপালীটীর অনুগ্রহে ভোগগৃহের জল সরার জন্য একটী পাকা নর্দ্দামা প্রস্তুত হইতেছে। আমরা কালীমায়ের সেবাইত হালদার মহাশয়গণকে এই সময় একটী কথা বলি যে তাঁহারা এই বেলা উদ্যোগী হইয়া যাহাতে বলিদানের রক্ত নির্গত হওয়ার একটী সুপন্থা হয় তাহা করিয়া লউন। নতুবা মন্দিরের উত্তরাংশে আবদ্ধ নর্দ্দমার অনবরত রক্ত, ফুল, পাতা, পচাজল জমিয়া জমিয়া যেরূপ দুঃসহ দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে, আর ২। ৪ দিন বাদে সে স্থান দিয়া লোক যাতায়াত কষ্টকর হইয়া উঠিবে।

ভবানীপুর ঘোষপুখরীয়ার গঙ্গামনী বেওয়ার খুনীমকদ্দমার আসামী শিউশরণ তেওয়ারীর সেসনের বিচারে ফাঁসির হুকুম হইয়াছে। আসামীর বৃদ্ধদশা দেখিয়া জুরিরা দীর্ঘকাল মেয়াদের প্রস্তাব করেন কিন্তু আসামী স্বেচ্ছাক্রমে দীর্ঘকাল মেয়াদ হইতে ফাঁসী ভাল বলায় বিচারেও তাহাই স্থির রহিল।

আডাম সাহেবের স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপনের জন্য মহীশূরের মাহারাজা দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি ভারতবর্ষীয় পোষ্ট আফিশের ডাইরেকটার জেনারল হগসহেব বাবু বিষ্ণুচন্দ্র দত্তকে বঙ্গদেশীয় পোষ্ট আফিশের প্রথম শ্রেণীর সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইনি এক্ষণে বেহারের প্রতিনিধি ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার জেনারলের কার্য্য করিবেন। বেহার হেরাল্ড বলেন এব্যক্তি কার্য্যদক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ। উপযুক্ত লোকের উপরেই ডাইরেকটার জেনারল এই গুরুভার ন্যাস্ত করিয়াছেন।

কলিকাতার ডেপুটী কালেক্টার শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শীঘ্রই পেন্সন লইয়া কর্ম্ম

হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। ইনি সকলেরই প্রিয় হইয়াছিলেন। ইতর ভদ্র সকল লোকেই তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকে। ইনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে সাধারণে বিশেষ ক্ষতি বোধ করিবে।

ট্রিবিউন নামক সংবাদ পত্রে শিয়ালকোটস্থ সংবাদদাতা বলেন যে সম্প্রতি শিয়ালকোটে এক লোমহর্ষণ ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। তথায় একটী নবম বর্ষীয়া কাশ্মীরী বালিকা, মাতার সহিত বাস করিত। একদা রাত্রিকালে ইহার মাতা ইহাকে দেখিতে না পাইয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হয়। প্রায় তিন ঘণ্টা অতীত হইলে বালিকা ক্রন্দন করিতে করিতে মাতৃসন্নিধানে উপনীত হইয়া বলে যে এক জন প্রতিবেশী তাহাকে বলাৎকার করিয়াছে। অপরাধী ধৃত হইয়া তত্রত্য আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের নিকটে আনীত হইলে, ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন বলাৎকার জনিত চিহ্ন সকল তাহার অঙ্গে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিয়ৎকাল পরে বলাৎকারের জন্য বালিকাটীর মৃত্যু হয়। সে তাহার মৃত্যুকালে অপরাধীর নাম, এবং যেরূপে সে তাহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে তাহার সমুদায় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছে। কর্ণেল বার্চের নিকট এই মকদ্দমার বিচার হইতেছে।

আবদুল সোভানের মকদ্দামার বিচার হইয়া গিয়াছে। আবদুল সোভান এ উগ্রসিং মুক্তিলাভ করিয়াছে।

সর আলফ্রেড লায়ালের পরিবর্ত্তে অনরেবল চার্লস গ্রাণ্ট পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটরি হইলেন।

গত ৬ ই আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে তাহাতে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানীর ১,২৮,৮১৩ টাকা আয় হইয়াছে ১৮৮০ অব্দে এই সময়ে ৯৬,৬৪২ টাকা আয় হইয়াছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা মসূরী পর্ব্বতে রেলওয়ের কর্ম্মচারী ও তাহাদিগের সন্তানদিগের নিমিত্ত একটী স্বাস্থ্য নিবাস ও একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য ষ্টেট সেক্রেটরির অনুমতি পাইয়াছেন।

লাহোরে ওলাউঠা রোগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এজন্য তত্রত্য ডেপুটী কমিশনর দেশীয় প্রজাদিগের সাহায্যার্থ স্থানীয় মিউনিসিপাল কমিটী সমূহে কয়েক বোতল ক্লোরোডাইন প্রেরণ করিয়াছেন। এই বোতলগুলি বৈদ্য ও হকীমদিগের হস্তে দিলে ভাল হয়।

গবর্ণমেণ্টের উপদেশ অনুসারে মান্দ্রাজ রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা পরীক্ষার জন্য দেশীয় শকট চালক নিয়োগ করিবার স্থির করিয়াছেন। আপাততঃ ইহারা দিন দিন এক এক টাকার অনধিক বেতন পাইবে। তাহারা পাইলট কল মালের গাড়ি ও মিশ্রিত গাড়ির চালনা করিবে এবং অল্পদূরে যাতায়াত করিতে পাইবে। এই কার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য শিক্ষানবিশ গৃহীত হইবে। ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী হইলে তাহারা দিন চারি আনা ও দেশীয় হইলে দিন দুই আনা করিয়া বৃত্তি পাইবে। শিক্ষানবিশেরা শিক্ষা লাভ করিয়া যথেচ্ছা কার্য্য গ্রহণ করিতে পারিবে।

শিয়ালদহের ছোট আদালতের মালখানা হইতে কতকগুলি ক্রোক করা অলঙ্কার চুরী গিয়াছে। এক চাপরাসীর উপর সন্দেহ হওয়াতে সে ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে।

ট্র্যাভানকোরে স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলিত হইবে। এজন্য তত্রত্য মহারাজ ইংলণ্ডে স্বর্ণ মুদ্রা মুদ্রিত করাইবার জন্য আদেশ দিয়াছেন। মুদ্রার এক দিকে বর্ত্তমান মহারাজের মুখ অঙ্কিত থাকিবে অপর পৃষ্ঠায় তাঁহার নাম ও মূল্য মুদ্রিত হইবে। প্রত্যেকটী মুদ্রার মূল্য অর্দ্ধ পাউণ্ড করিয়া হইবে।

বেঙ্গলব্যাঙ্কে দেশীয় খাজাঞ্চীর স্থানে একজন ইউরোপীয় নিযুক্ত হইলেন। ইহার নাম বিশ। ইনি সহকারিদিগের কৃত ক্ষতির জন্য দায়ী হইবেন না। এজন্য সকলকেই জামিন দিতে হইবে।

সাঁতরাগাছিতে একটী হিন্দু বালক ক্ষিপ্ত কুক্কুর দংশনে উন্মত্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

সম্প্রতি হুগলি জেলার অন্তঃপাতী পাণ্ডুয়া থানার অধীন আচার পাড়া নামক একটী গ্রামে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। গত ৪ ঠা আগষ্ট রাত্রিতে এই ডাকাইতি হয়। ডাকাইতগণ গৃহস্বামী গোলবাছের মাথায় লাঠী, তাহার ভ্রাতা এরবাছের পেটে খোঁচা ও আবদুল গফুর নামক অপর একজনের হাতে লাঠি মারিয়া আহত করিয়াছে। হুগলির পুলিষ সাহেব ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, পরে পাণ্ডুয়া পুলিশের সুযোগ্য দারগা শ্রীযুক্ত বাবু অদ্বৈতচরণ চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার অধিনস্থ কর্ম্মচারীগণ ছদ্মবেশে হেড কনষ্টেবল বাবু নিবিরাম দে কনষ্টেবল চন্দ্র কাওরা ও কার্ত্তিক সিংহ এই চারি জন পুলিসের বেশ পরিত্যাগ করিয়া হেটো তাঁতির বেশ ধারণ পূর্ব্বক বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত থানা সলিমাবাদের অধীন মুহিদহ গ্রামের অক্ষয় বাগদী বুড়রাম বাগদী সর্ব্বেশ্বর বাগদী মুন বগদী কুশ ডলে ও নবীন ডলে প্রভৃতি কয়েক জন ডাকাইতকে কৌশলে ধৃত করিয়া হুগলির মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারার্থ সমর্পন করিয়াছেন। এক জন স্বর্ণকারকেও সন্দেহ করা হইয়াছে। অপহৃত মালের কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে যাহা হউক পুলিশ সবইন্‌স্পেক্টর বাবু ক্রমশই প্রশংসার ভাজন হইতেছেন, এইটী অহ্লাদের বিষয়।

অমৃতসরের জেলখানা হইতে একজন কয়েদ পলায়ন করিয়াছে। ইহার প্রতি ফাঁশির আদেশ হইয়াছিল। সাত মাস কাল কারাগারে থাকিয়া বার হাজার টাকা ঘুস দিয়া এ ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে, ইহার চারিজন রক্ষী এই অপরাধে ধৃত হইয়াছে।

বেরারে তুলার চাস উত্তম হইয়াছে। জওয়ার মন্দ হইবে না কিন্তু নিম্নভূমিতে জল বাঁধিয়া এই শস্যের কিঞ্চিৎ হানি হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু এক্ষণে আর বৃষ্টির কোন প্রয়োজন নাই।

১ লা ভাদ্র ভবানীপুর নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে পারিতোষিক প্রদান করা হইয়াছে।

সম্প্রতি খিদিরপুর ওয়াটগঞ্জের ঘাটে একটী বিস্ময়জনক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। পোর্ট কমিশনরদিগের ইঞ্জিনিয়ার ফ্র্যাঙ্কাট সাহেব এক দিন হঠাৎ আসিয়া ঐ ঘাটের উপর ঠাকুরবাড়ীস্থিত শিবঠাকুরকে তুলিয়া গঙ্গার জলে ফেলিয়া দেন এবং ব্যক্তিবিশেষের নিত্য পূজার জন্য যে সকল ঠাকুর ঐ ঠাকুর বাড়ীতে ছিল, সে গুলিকেও নষ্ট করিয়াছেন। ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া, শিবঠাকুরের সেবক ভজানন্দ অধিকারীর ঘর খানি পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। ইহাতে সে গরিবের অন্যূন ৭০।৮০ টাকার ক্ষতি হইয়াছে। আমরা অবগত হইলাম, ভজানন্দ এই সব স্বেচ্ছাচার এবং অত্যাচারের নিমিত্ত ফ্র্যাঙ্কাট সাহেবের নামে পোর্ট কমিশনরদিগের চেয়ারম্যান ম্যাঙ্গলস সাহেব এবং আলিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মৌলবী সৈয়দ আমীর হুসেন সাহেবের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। ইহাঁরা উভয়েই সুযোগ্য লোক এখন দেখা যাউক বিচারে কে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হয়। সে যাহা হউক, আমরা স্থূলতঃ যত দূর জানি, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় কোন প্রজার সমাজ এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে কখনই অন্যায় হস্তক্ষেপ করেন না এবং অন্যকেও করিতে দেন না। তবে ফ্র্যাঙ্কাট সাহেব কোন্ আইন ও কোন্ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টান্ত অনুসারে এ কার্য্য করিয়াছেন আমরা তাহাই জানিতে চাই।

আবার ঘর চাপা পড়িয়া মানুষ মারা পড়িয়াছে। বেলিয়াঘাটার নিকট সুঁড়ায় যে চটের কলটী আছে, কয়েক দিন হইল তার কারখানা ঘরের ছাদ অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া পড়ে। ঐ ছাদ চাপা পড়িয়া এক জন মজুর তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইয়াছে, অপর একজন হাঁসপাতালে যাইতে যাইতে পথিমধ্যেই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরোও ১।৪ ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় হাঁসপাতালে পড়িয়া আছে। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, আবার এখনও বলিতেছি

এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী না হইলে, আরও যে এরূপ অশুভ সংবাদ কত শুনিতে হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

কলিকাতায় মিশনরীগণের বক্তৃতা সম্বন্ধে পুলীস কমিশনর হেগিন্স সাহেব সম্প্রতি এই নিয়ম করিয়াছেন যে বিডন স্কোয়ার এবং ওয়েলিংটন স্কোয়ার নামক স্থান দ্বয়ের উত্তরার্দ্ধ সর্ব্ব সাধারণের সঞ্চরণ ও সম্মিলনের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে রক্ষিত থাকিবে এবং দক্ষিণার্দ্ধ মিশনরী প্রভৃতি বক্তাদিগের বক্তৃতার জন্য স্বতন্ত্র রক্ষিত হইবে। এক জন বক্তৃতা আরম্ভ করিলে যদি অন্য বক্তার সে স্থানে বক্তৃতা করিতে ইচ্ছা হয়, তবে প্রথম বক্তার ৫০ গজ অন্তরে তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হইবে এ নিয়মের ব্যত্যয় যিনি করিবেন পুলিস তাঁহাকে উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করিয়া দিবে।

মসুরী হইতে এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, তত্রত্য দুই জন বণিক কোন সম্পত্তি লইয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। আদালতের সাহায্যে বিবাদের মীমাংসা করিতে গেলে সময় লাগিবে বলিয়া তাহারা মারামারী করিবার উদ্যোগ করে। কিন্তু সিয়ার আলির ভ্রাতা সরিয়ত মহম্মদ খাঁ বিবাদস্থলে উপনীত হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিবার জন্য নিজে মধ্যস্থ হইবার প্রস্তাব করেন। উভয় পক্ষ তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলে, তিনি একদা উভয়কে আপনার বাটীতে আসিতে বলেন। ঐ দিবস একজন আসিল কিন্তু অপর ব্যক্তি আসিল না; তিনি তাহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করেন। সরিয়তের লোকেরা এই ব্যক্তির বাটীতে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া তাহার পরিবারবর্গের উপর অত্যাচার করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট মসূরীতে আফগানদিগের বাসস্থান দিয়া কি অন্যায় কার্য্যই করিয়াছেন।

আয়ুব খাঁকে তাহার পিতা সিয়ার আলির দোষে ধরিয়াছে। আফগানই এ বংশের সর্ব্বনাশ করিল। আয়ুব খাঁ না থাকিলে বোধ হয় সিয়ার আলির দশা তাঁহার হইত না। আয়ুব যেরূপ বলবীর্য্য প্রকাশ করিয়া কান্দাহার পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ বলবীর্য্যের সহিত যদি তিনি [illegible] দিকে অগ্রসর হইতেন, তা হইলে সেনাপতি গোলাম হায়দার খাঁর [illegible] হইয়া বসিতে পারিতেন, তাহা হইলে [illegible] পথ রুদ্ধ হইত না। [illegible] বলিয়া তিনি কান্দাহারে বিশ্রাম করিয়াছে ও এই [illegible] সময় নিশ্চিন্ত হইয়া আলস্যে কাল কাটাইতেছেন। হইতে পারে, তিনি এখন অধিক সৈন্য সংগ্রহে ব্যাপৃত আছেন। কিন্তু আমীরের এখন যেরূপ দুরবস্থা তাহাতে তাঁহার সময় ক্ষেপন করা ভাল হয় নাই। বরং ইহাতে আমীরই অধিক সুযোগ পাইতেছেন। যাহা হউক এখন যাহা হইয়াছে, তাহার আর সংশোধন করিবার উপায় নাই। তিনি এখন দক্ষিণ আফগানস্থানে দৃঢ় হইয়া থাকুন, এখন তাঁহার আর ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমরা শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলাম তিনি একটী নিতান্ত অপরিণামদর্শীর কার্য্য করিতেছেন, তিনি বণিক ও ধনীসম্প্রদায়ের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করিতেছেন। এ কার্য্যটী ভাল হয় নাই ইহাতে তাঁহার শত্রু বাড়িবে।

ক্রমে দেখিতেছি যে, কুচবেহারের রাজপরিবার কেশব বাবুর কন্যাগণের আদান প্রদানের ঘর হইয়া উঠিল। গত ১৩ ই আগষ্ট শনিবার কেশব বাবুর রমণীয় প্রাসাদ "কমল কুটীরে" তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যার সহিত কুচবেহারের রাজার জ্ঞাতি ভ্রাতা কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের শুভবিবাহ হইয়া গিয়াছে। কুমার গজেন্দ্র ইংলণ্ড হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছেন। বিবাহসভায় মৌলবী আবতুল লতিফ খাঁ বাহাদুর, উইলিশ, চরণবী ব্রাউন, প্রভৃতি কয়েকজন খ্রীষ্টীয় মিশনরী, ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু মণিলাল সান্যাল, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন খ্রীষ্টীয়ান এবং কয়েকটী দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। কোন অঙ্গহীন হয় নাই। একেত ঐ শনিবারে হিন্দুদিগের বিবাহের একটী শুভদিন ছিল, তাহাতে স্ত্রী আচার আদি কোন বিষয়ে শুভ কার্য্যের কোন ত্রুটি হয় নাই। আবার বিবাহ রেজিষ্টরী করিবার জন্য নরেন্দ্র বাবু তথায় উপস্থিত ছিলেন। শুনিলাম সাহেবেরা লুচি সন্দেশ খাইয়া বড়ই সন্তোষ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

ইংলণ্ডে প্রতি বৎসর ক্রমান্বয়ে যেরূপ গ্রীষ্মের বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে তাহাতে তথায় সিমলার পাহাড়ের প্রয়োজন হইয়াছে। ৫ ই জুলাই সেখানে তাপমান যন্ত্রে পারদ ৯৮ ডিগ্রী উঠিয়াছিল। গত ২৫ বৎসরের মধ্যে তথায় এত গ্রীষ্ম কখন হয় নাই। তত্রত্য কর্ম্মকারেরা ঐ দিবস হাপরের কার্য্য বন্ধ করিয়াছিল।

মান্দ্রাজ অঞ্চলে বৃষ্টি হওয়াতে তথাকার শস্যের অবস্থা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

৯ ই আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। যে যে স্থানে পূর্ব্বে বৃষ্টি হয় নাই তথায় বৃষ্টি হওয়াতে শস্যের বিশেষ উপকার হইয়াছে। মহীসুর ও মান্দ্রাজ অঞ্চলে শস্যের অবস্থা মন্দ নহে, কিন্তু বৃষ্টির প্রয়োজন আছে। দক্ষিণ মহারাষ্ট্র প্রদেশে ভূমি এখনও শুষ্ক রহিয়াছে, শস্য বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে নাই। মধ্য প্রদেশে এখনও কিছু দিন বৃষ্টি বন্ধ হইলে ভাল হয়। আলাহবাদ অঞ্চলে এখনও বৃষ্টির প্রয়োজন।

বর্দ্ধমান রেলওয়ে পুলিস রক্ষিত করা কর্ত্তব্য কি না তদ্বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য শীঘ্রই কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট ও রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের সভা হইবে।

বার্লিন হইতে চার্লটনবর্গ পর্য্যন্ত ৬ই মাইল পথ যে ট্রামওয়ে আছে তাহার শকট চালনার জন্য তড়িৎ ব্যবহৃত হইবে।

সংবাদদাতার পত্র।

কানপুর –২৮ এ জুলাই ১৮৮১।

কানপুর নিবাসী সীতারাম নামক একজন নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুস্থানী গত ৫ ই জুলাই বেলা দুই প্রহরের পর তত্রত্য রামনারায়ণ বাজারের একটী দোতালা বাটীর উপরে তিন জন পুলিস কর্ম্মচারীকে তরবারির আঘাত করে। এক জন তৎক্ষণাৎ যমভবনে গমন করে, দ্বিতীয় ব্যক্তি কিয়ৎক্ষণ জীবিত থাকিয়া উহার পশ্চাৎগামী হয়, তৃতীয়ের অল্প আঘাত লাগায় সে চিকিৎসার গুণে বাঁচিয়া গিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে অত্রত্য ঠাঠেরীবাজারের ধারে একটী দোকানে চুরী হইয়া যায়। পুলিষ চোরের অন্বেষণ করিতে করিতে সন্দেহ পূর্ব্বক উক্ত সীতারামের পিতা ও ভ্রাতাকে ধৃত করে। তৎকালে সীতারাম গৃহে ছিল না। পরে যখন আসিয়া পিতা ও ভ্রাতার এই অবস্থা শুনে পুলিষের নিকট আসিয়া তাহাদের মুক্তির জন্য বলে, কিন্তু পুলিস না ছাড়াতে, সে রাগান্বিত হইয়া চলিয়া যায়।

এই চুরীর অনুসন্ধানের জন্য পুলিস রামনারায়ণ বাজারের এক বাটীতে আড্ডা করিয়া থাকে। ৫ ই জুলাই দুই প্রহরের সময় যখন সকলে নিদ্রিত ছিল, সীতারাম এই হত্যাকাণ্ড করিতে যায়।

অন্যান্য সকলে পালায় কেবল এই ৩ জন হত ও আহত হয়।

অনেক দিন বৃষ্টি না হওয়াতে এখানে যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় গত রাত্রিতে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়া সকলের জীবন রক্ষা হইয়াছে। রাত্রি একটার সময় হইতে ৬ টা পর্য্যন্ত তেজে বারি বর্ষণ হইয়াছে। অনেক রাস্তার উপরেও জল দাড়াইয়া গিয়াছিল। এই বৃষ্টিতে অনেক বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে। এখনও বৃষ্টি হইতেছে, আকাশ পরিষ্কার নাই।

ডাক্তার বাবু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি কয়েক দিন হইল এখানে আসিয়াছেন। ইনি

হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করেন যে কয়েকটী কঠিন পীড়ার ইনি চিকিৎসা করিয়াছেন সকলেই অতি সত্বর উত্তমরূপ আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ইহাঁর চিকিৎসার সুপ্রণালী, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি দেখিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাঁর ঔষধের মূল্য যেরূপ অল্প তাহাতে বোধ হয় আমাদিগকে এলোপ্যাথি ঔষধের মূল্যাধিক্য জনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না। ইনি অতি যত্নের সহিত দরিদ্র লোকদিগের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। তাহাদের নিকট হইতে ঔষধের দাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না। ইনি যেরূপ সুদক্ষ ও দয়াবান তাহাতে বোধ হয় অধিক দিন ইনি এখানে থাকিলে যে সাধারণের হিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

মসুণ্ডা—১০ ই আগষ্ট ১৮৮১।

আমরা মসুণ্ডা হইতে রাণাঘাটে যাইবার রাস্তাটীর কথা সংবাদ পত্রে অনেক বার লিখিয়াছি; কিন্তু আমাদের দুরবস্থা মোচনের প্রতি এ পর্য্যন্ত কেহই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন না। আমরা সবিনয়ে বাবু রামচরণ বসুর নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, যে মসুণ্ডা হইতে রাণাঘাট পর্য্যন্ত রাস্তাটী প্রস্তুত করিয়া একটী চিরকীর্ত্তি স্থাপন করুন।

এতদঞ্চলে বন্যার জল দিন দিন অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতেছে। ভাদুই ধান্য ও পাট প্রায় অধিকাংশ মগ্ন হইয়াছে। বৃষ্টিও প্রচুর পরিমাণে হইতেছে।

গত বৎসর এতদ্দেশে ম্যালেরিয়ার ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হয়, তাহাতে যে কত লোক সমনভবনে গমন করিয়াছিল তাহা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। এক এক গৃহস্থ একেবারে সমূলে নির্ম্মূল হইয়াছে। এবারেও ম্যালেরিয়া মুখব্যাদান করিয়া অবশিষ্টাংশ গ্রাস করিতে বসিয়াছে।

রাণাঘাট—১৬ ই আগষ্ট ১৮৮১।

এ বৎসর নিজ রাণাঘাট ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে সাংক্রামিক জ্বররোগের সূত্রপাত গত আষাঢ় মাস হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। গত বৎসর এই সবডিভিজনের অনেক গুলি লোক জ্বরে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বোধ হয় কর্ত্তৃপক্ষগণ একটু পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইলে, অনেক দুঃখী জ্বর প্রপীড়িত প্রজার জীবন দান করিতে পারিতেন। আমরা ভরসা করি রাণাঘাটের সবডিভিজনের ডেপুটী বাবু ও স্বদেশ হিতৈষী মহোদয়গণ এবার এক্ষণ হইতে প্রস্তুত হইবেন, যাহাতে এ সবডিভিজনের সর্ব্বত্র ঔষধাদি পাওয়া যায় তাহার উপায় বিধান করুন, নতুবা আশ্বিন কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে গত বৎসরের ন্যায় জ্বর ও মৃত্যুর পুনরভিনয় হইবে। এখনও জ্বরের তাদৃশ প্রকোপ হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট ও স্বদেশ হিতৈষী মহাত্মগণ এখন হইতে প্রস্তুত হউন। কলিকাতা হইতে আরও কিছু কুইনাইন ও বিবিধ প্রকার ঔষধাদি আনয়ন করুন। প্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়া গেলে পরে তৈল প্রদান বৃথা। যেন গত বৎসরের ন্যায় না হয়। যাহা হউক আমরা শুনিলাম গবর্ণমেণ্ট দয়াপরবশ হইয়া এ সবডিভিজনের জ্বর পীড়িত লোকের উপকারার্থ একজন নেটিভ ডাক্তার প্রেরণ করিয়াছেন, এ যে সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ্য। রাণাঘাট সবডিভিজনে ন্যূনাধিক ৫৬০ থানি গ্রাম আছে এক রাণাঘাট থানাতেই ১৭৩ থানি গ্রাম আছে। আমরা আরও শুনিলাম কর্ত্তৃপক্ষগণ এই নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, নেটিভ ডাক্তার মহাশয় এক এক গ্রামে, এক দিন না হয় দুই দিনের অধিক থাকিতে পারিবেন না। পাঠকবর্গ মনে করুন নেটিভ ডাক্তার মহাশয় আজ কামালপুর গ্রামে উপস্থিত হইয়া তথাকার যাবতীয় পীড়িত লোক দেখিয়া ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের বর্ত্তমান নিয়মানুসারে আর ৫৫৯ দিন গত না হইলে নেটিভ ডাক্তার মহাশয় পুনরায় কামালপুরে রোগী দেখিতে পারেন না। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে যে রোগীর বিস্তর মৃত্যু হইবে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহা হউক আমরা আহ্লাদিত হইলাম আমাদের বর্ত্তমান কমিশনর পিকক সাহেব ও এখানকার সুযোগ্য মাননীয় ডেপুটী বাবু রামচরণ বসু মহোদয়ের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আছে। সত্য কথা বলিতে কি গত বৎসরে যদি প্রতিনিধি কমিশনর মনরো সাহেব ও লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব তাচ্ছিল্য না করিতেন তাহা হইলে নদীয়া ডিভিজনের অনেক গুলি দুঃখী জ্বরপীড়িত লোকের জীবন দান করিতে পারিতেন। তবে ভাগ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট টেলর ও কৃষ্ণনগরের উকীল মোক্তার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ছিলেন তাই শেষে কতক গুলি লোকের প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল।

শান্তিপুর।

ধূমকেতুর উদয়ে অথবা অন্য কোন কারণে এ বৎসর এখানে অসময়ে ওলাউঠা দেবী ভীষণমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এতন্নিবন্ধন প্রতিদিন প্রত্যেক পল্লীর নর নারী উক্ত রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে কালকবলিত হইতেছে। এই লোমহর্ষণ সংবাদটী ষ্টেটসম্যান ও সোমপ্রকাশে উপর্য্যুপরি আন্দোলিত হওয়াতে রাণাঘাটের সুযোগ্য ডেপুটী বাবু এখানে একজন অতিরিক্ত নেটিভ ডাক্তর পাঠাইয়া দিয়াছেন। ডাক্তার বাবু শান্তিপুর ও তন্নিকটস্থ গ্রামের ওলাউঠাক্রান্ত দরিদ্র রোগীকে বিনা দক্ষিণায় চিকিৎসা করিবেন এবং বিনা মূল্যে তাহাকে ঔষধও দিবেন। পথ্যের ব্যবস্থাটী ঐ সঙ্গে "গ্রাটীস্" করিয়া দিলে অধিকতর আনন্দের বিষয় হইত সন্দেহ নাই। যাহা হউক ডেপুটী বাবুর ঐরূপ সদ্ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছে ও দুঃখী প্রজাবর্গ তাঁহাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে। কিন্তু তাঁহার প্রেরিত উক্ত ডাক্তর বাবু স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ে বাস করেন নাই, এজন্য অনেক সময় তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া লইতে লোকের অনেক অসুবিধা হইতেছে, ইহাই দুঃখের বিষয়।

ডেপুটী বাবুর দেখা দেখি আমাদের নূতন ভাইস-চেয়ারম্যান বাবুও সম্প্রতি পাড়ায় পাড়ায় ঢেঢ়া দিয়াছেন যে, "অতঃপর যে সকল দুঃখী প্রজার ওলাউঠা হইবে, তাহারা তৎক্ষণাৎ এ পক্ষের সদনে উপস্থিত হইলে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসিত হইতে পারিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভাইস্‌চেয়ারম্যান বাবুর বাটীর ডাক্তার বাবুর উপর স্থানীয় লোকের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অত্যল্প, এজন্য রোগীর আত্মীয়েরা প্রায় কেহই সেখানে স্বেচ্ছানুসারে যাইতে চায় না। যাহা হউক ভাইস্‌চেয়ারম্যান বাবুর অনুকরণ-প্রিয়তা শ্লাঘনীয় বটে। ইহাঁর শরীরে যখন এত গুণ, তখন মিউনিসিপালিটীর ব্যয়ে এবৎসর মরা গাঙ্গীতে কেন সাময়িক স্নানোপযোগী ঘাট কয়েকটী বিনির্ম্মিত হইল না?

আমাদের নূতন ভাইসচেয়ারম্যান ও কমিশনর বাবুদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, এবার এখানকার গৃহকর সংস্করণ করা হয়। এই প্রস্তাবে চেয়ারম্যান বাবুও অনুমোদন করিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল, গৃহকর সংস্করণ কার্য্যে কয়েকজন কমিশনর বাবু নিয়োজিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ তৎকালে যেরূপ বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তদ্দ্বারা সমীচীনরূপে অনুমিত হইয়াছে যে, স্থানীয় কমিশনর বাবুদের কর্ত্তৃক গৃহকর সংস্করণ করা বিশুদ্ধ যুক্তির অননুমোদিত নহে। এক্ষণে যদি একান্তই গৃহকর সংস্করণ করা আবশ্যক বোধ হইয়া থাকে, তবে আমাদের সানুনয় অনুরোধ এই যে, ডেপুটী বাবু স্বয়ং ঐ কার্য্যে ব্রতী হউন। যদি তাঁহার একান্ত সময় না থাকে, তবে তাঁহার মনোনীত একজন সরকারী লোককে ঐ কার্য্যে ব্রতী করুন, তাহা হইলে প্রত্যাশানুরূপ গৃহকর সংস্করণ হইবার সম্ভাবনা, নতুবা "এক ভস্ম আর ক্ষার দোষ গুণ কব কার।"

অসাময়িক ওলাউঠার কল্যানে আমাদের মিউনিসিপল কমিশনর বাবুরা স্থানীয় বন জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এ কল্পনাটী যুক্তি যুক্ত বটে, কিন্তু মিউনিসিপালিটির ওভরসিয়র বাবু নগরের স্থানে স্থানে ও মতিগঞ্জের সাহেব ঘাটের উপর যে সকল ময়লা ফেলিয়াছেন, অগ্রে সেসমস্ত পরিষ্কার করাই উচিত। সে দিন পোষ্ট আফিসের সম্মুখে ওভরসিয়র বাবু ঐরূপ ময়লা ফেলিয়া স্থানটী দুর্গন্ধময় করিয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু সব পোষ্টমাষ্টার বাবুর দরখাস্তে ও ভাইসচেয়ারম্যান এর কল্যাণে তাঁহাকে তাহা পুনর্ব্বার উঠাইয়া ফেলিয়া দিতে হইয়াছে। এক্ষণে মতিগঞ্জের সাহেব ঘাটের ময়লা গুলি যথা স্থানে উঠাইয়া ফেলিয়া দেওয়া উচিত, নতুবা কেবল বন জঙ্গল পরিষ্কার করিলে কখনই আশানুরূপ উপকার দর্শিবে না।

আমরা নিরতিশয় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, এখানকার প্রসিদ্ধ জমিদার মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র রায় মহাশয় সাঙ্ঘাতিক পীড়িতাবস্থায় গঙ্গাতীরস্থ হইয়াছেন। ইনি ৺ মতি বাবুর মধ্যম ভ্রাতা। ইনি পীড়িত হইয়া অবধি কয়েক মাস পর্য্যন্ত স্থানীয় ডাক্তার বাবুদের চিকিৎসাধীনে ছিলেন, এতন্নিবন্ধন তাঁহার বিপুল অর্থ ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রোগ কিছুই উপশমিত হয় নাই। এরূপ জনশ্রুতি যে ডাক্তার অভয়াচরণ বাগচী উক্ত বাবুকে চিকিৎসা করিয়া অনুমান ৭০০ টাকার বিল করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ডাক্তার ও স্থানীয় কবিরাজের ব্যয় স্বতন্ত্র। আমরা জগদীশ্বর সমীপে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যে, ভগবান বাবু শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করুন। কিন্তু ডাক্তারী ঔষধে তাঁহার শরীরের অবস্থা এমন মন্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, অনেকেই তাঁহার জীবন আশা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

নব সালের উদয়ে, নূতন বর্ষ উপস্থিত, সোমপ্রকাশের মূল্য সম্বন্ধে নিয়মাবলি নিম্নে লিখিত করিয়া গ্রাহকগণকে জানান যাইতেছে। গ্রাহকগণ আমাদের নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তব্য।

যাঁহারা মনিঅর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভ্রমপ্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। যথা—যিনি কাগজ লন, হয় ত তাঁহার কর্ম্মচারী মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরও কর্ম্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্ম্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, বাসগ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহাদের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য।

সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকস্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

—না।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴০ আনা; ৴০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ৵১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য —১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহ্বায়াসসাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহকাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া

দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা,বন্ধ্যাদোষ,অকালে অধিক পরিমাণে শোণিত-স্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

যোগবিলাস।

এই আশ্চর্য্য ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার বায়ু কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু গুল্ম অম্ল ও অম্লশূল, হাঁপানি, মেহ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ উদরাধ্মান, ক্রিমিদোষ, অর্শ, এই সমস্ত রোগ দুই সপ্তাহে দূরীভূত হইয়া শরীরের বল, অগ্নি, মেধা, ও শুক্র বর্দ্ধন করিয়া কান্তি পুষ্টি করে।

এক সপ্তাহের ঔষধের মূল্য ১৷৷০

প্যাকিং খরচা ।০

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্ন-প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস

" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "

বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,

বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,

মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।

বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

বুক এণ্ড মরে

৫৫ টাকা মূল্যের ইংলিস-ওয়াচ।

কলে প্রস্তুত করা এবং লিভার স্কেপমেণ্ট সহিত। হণ্টিং অথবা গার্ডস এই দুই প্রকার আকারে প্রস্তুত হয়। যত প্রকার ঘড়ি আছে সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা অধিক দিন স্থায়ী এবং ঠিক চলে। এই ঘড়ির চলিবার কল সকল ইংরাজ কারিকর দ্বারা নির্ম্মিত। ইংরাজী কেসে আমেরিকান অথবা জেনেভা কল যেমন থাকে ইহা সেরূপ নহে।

সোণার হণ্টিং ইংলিস ওয়াচ

মূল্য ১৮০ টাকা।

শক্ত এবং পরিষ্কার কেসে, (সাধারণতঃ) ম্যাক কেন্ড আকারের।

রেলওয়ে গার্ডস কী-লেস ওয়াচ।

শক্ততা এবং ঠিক চলা বিষয়ে সকল ঘড়ি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৫ টাকা। যে সে রূপে ব্যবহার করিলেও নষ্ট হইবে না।

রেসিং ক্রনোগ্রাফস। পিত্তল এবং নিকল কেসে মূল্য ৩৮ হইতে ৭০ টাকা।

উত্তম পরকোলা যুক্ত চসমা ও নিউটাল রং বিশিষ্ট আই প্রিজার্ভার মূল্য ৪৷৷০ ও ততোধিক মূল্যে।

সরঞ্জাম সহিত ইলেক্ট্রিক বেল মূল্য ২০ টাকা।

মেরামত।

ওয়াচ, ক্লক, বাদ্যযন্ত্র,বার্ড বক্স প্রভৃতি যাবতীয় বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র যত্নের সহিত গৃহীত হইয়া থাকে।

বুক এণ্ড মরে ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়ায় ৫০ বৎসর এই সকল কাজ করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। এই জন্য লোকের এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেখাইতেছেন।

বুক এণ্ড মরে ৬।১ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

বসু ব্রাদার্স।

মফস্বলস্থ ব্যক্তিদিগের দ্রব্যাদি সরবরাহকারী। (মোবারি) আপিসঃ—৭০ নং বাটী হরিঘোষের ষ্ট্রীট বোগলকুণ্ডিয়া।

কলিকাতা।

১। কলিকাতার বাজার দরে (কিম্বা তদপেক্ষা সুবিধামত দরে) সকল প্রকার দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যায়।

২। টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যাইবে না। আমরা নগদ ভিন্ন কাহারও সহিত ধারে কারবার করি না। নগদ মূল্যে খরিদে সুবিধা আছে, ইহাতে দ্রব্যাদি ভাল ও সস্তা পাওয়া যায়।

৩। দ্রব্যাদি অতি যত্নপূর্ব্বক এবং শীঘ্র পাঠান যায়। পাঠাইবার পূর্ব্বে পুনবায় ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া পরে প্যাকিং করিয়া পাঠান গিয়া থাকে

৪। নিম্নলিখিত হারে আমরা কমিশন লইয়া থাকি।

৫০০ পাঁচ শত টাকার নিম্ন হইলে শতকরা পাঁচ টাকার হিসাবে।

৫০০ ঐ ঐ উপর হইলে " ২৷৷০ আড়াই টাকার হিসাবে।

৫। পত্রাদি ও টাকা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে পাঠাইতে হইবে। পত্রাদিমধ্যে নাম ও ধাম সকল সময়ে পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক। এবং কিরূপে দ্রব্যাদি পাঠান যাইবে, তাহাও বিশেষ করিয়া লেখা আবশ্যক।

৬। আমাদিগের মফস্বলে বর্ত্তমান গ্রাহক সংখ্যা—

ভদ্রসন্তান—১৩০ একশত ত্রিশ জনের উপর।

ব্যবসায়ী ও দোকানদার—২৮ জন মাত্র।

৭। অল্প মূলধন লইয়া কেহ মফস্বলে কারবার কিম্বা দোকান করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে লিখিবেন, আমরা তৎসম্বন্ধে সুপরামর্শ দিতে পারি এবং দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেও প্রস্তুত আছি।

১ লা এপ্রেল ১৮৮১ শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু। ম্যানেজার।

স্বর্ণলতা উপন্যাস

তৃতীয় সংস্করণ মূল্য ১।০। আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

বঙ্গীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী।

৯৭ নং কলেজ-ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজার শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথাঃ—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্বপ্রকার দুরদুরে ঘা, ফোস্কা ঘা, আবের ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, ডুবা ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোস পাঁচড়া, ছিঁড়িয়া, ছড়িয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোথ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) ফিক্‌বেদনা, সর্ব্বপ্রকার পারার ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাঁউড় ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, বিবিধ প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অৰ্দ্ধ আউন্স শিশি ১্ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

——०——

অধ্যাত্ম রামায়ণ।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীত। সংস্কৃত মূল হইতে অবিকল গদ্যোনুবাদিত হইয়া (গত আষাঢ় মাস হইতে) প্রতি মাসে দুই খণ্ড করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। অনুমান ১৬ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। আমরা ইহার মূল্য গ্রহণ করিব না, কেবল প্রতি খণ্ডের ডাকমাশুলাদি ব্যয় অগ্রিম ৵০ আনা গ্রহণ করিব, এককালীন সম্পূর্ণ খণ্ডের ডাকমাশুলাদির ব্যয় অগ্রিম ১৸৵০ আনা। যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে ডাকমাশুলাদির ব্যয় পাঠাইবেন।

কলিকাতা ১১০ নং গ্রেষ্ট্রীট } অধ্যক্ষ। শ্রীশ্রীরামচন্দ্র সিংহ।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ নবম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের নবম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীহর্ষ, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, হিন্দুদিগের বহির্ব্বাণিজ্য, মোমাই, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি? মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, এই ৭টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাস্থল সমেত অগ্রিম বার্ষিক পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

——

মুঙ্গেরের অতি উৎকৃষ্ট ঘৃত।

সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত আমি মুঙ্গের হইতে অতি উৎকৃষ্ট ও অকৃত্রিম ঘৃত পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু নামীয় মার্কায় ৸০, ।৩, ।২৸০, ।১।০ কানেস্তারে বড়বাজার চিনি পটী ৫ নং বাটীতে আমদানী করিতেছি, গ্রাহক মহোদয়গণ মার্কা দৃষ্টে খরিদ করিবেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু।

——

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বড়বাজার ষ্ট্রীট ১৮৭ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংকৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাস্থল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাস্থলসহ ৫॥০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাস্থল ।৵০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৷৵০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৪৷৵০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ১৷৵০, গোপাল তাপিনী ১, জগন্নাথবল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যণ্ড।

——

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল ১৮৮১। } শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারি মুখোপাধ্যায় গণটীয়া রামনগর ১০
" " গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—চাঁপাতলা ৭
" " নবকৃষ্ণ দে বক্সি—নোয়াদা ৭
" " যোগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী জমীদার হালসা গ্রাম ৭
" " কমলাপতি সিদ্ধান্ত বস্থ—দেবগ্রাম ৭
" " নন্দমোহন দাস—মথুরাপুর গ্রাম ৭
" " কালীকিশোর চক্রবর্ত্তী—নওয়াখালী ৭
" " রাজকুমার দাস—গাইবান্ধা ৭
" " বরদাকুমার দত্ত—রোশড়া ৭
" " ক্ষেত্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া ৫॥০
" " হরনাথ মিত্র—মুন্সিবাজার ৫॥০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাস্থল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অৰ্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাস্থল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৫ শ ভাগ "মসলনাং সর্কমিশ্রিতায় পার্থিব: সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" ৪২ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ১৪ ই ভাদ্র। ইং ১৮৮১। ২৯ এ আগস্ট।

অগ্রিম সাপ্তাহিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

যাঁহার আবশ্যক হইবে তিনি সাক্ষাৎ করিলে পারিবেন।

জয়কালীসুশোভনঃ।

ইহা পরীক্ষার অধীনে আছেন, কিছু দিন পরে প্রকাশ হইবে।

শান্তিরস।

এই আরোক বহুসংখ্যক অসাধ্য রোগের মহৌষধ। ইহাতে নবজ্বর হইতে ত্রিবিধ বিকার, বাত, শ্লেষ্মাবাত, আন্তরিক বাহ্যিক ও আঘাতজনিত বেদনা, রক্তামাশয় অম্লরোগ, ওলাউঠা, পুরাতনজ্বর, প্লীহা, যকৃৎ ইত্যাদি আরাম হয়।

এক শিশির মূল্য মায় ডাক মাসুল ও প্যাকিং ২ টাকা মাত্র।

রোগিগণ রোগের বিশেষ বিবরণ, লক্ষণ, আত্মীয় প্রধানতা, বয়স ও ঠিকানা লিখিয়া ভবানীপুর চড়কডাঙ্গার দক্ষিণ শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলিতে সএকঃ পুরুষোধন্যঃ নামে প্রাকৃতিক ঔষধালয়ে বা কলিকাতা পবলিক ওয়ার্কস বেঙ্গল সেক্রেটরিয়েট আফিসে শ্রীঅঘোরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটে মূল্য ও খরচা সমেত পত্র পাঠাইলে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। শিশি বা মোড়কের ও পত্রের উপর উক্ত শ্লোকের শীলমোহর না থাকিলে ঔষধ লইবেন না।

প্রশংসা পত্র ও নিয়মাবলী ঔষধের সঙ্গে পাইবেন। সএকঃ পুরুষোধন্যঃ স্বসা দাসঃ প্রিয়া, চ, ব, ।

রোগাঙ্কুশ।

৺ শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যটন কালীন জনৈক উদাসীন মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

এই আশ্চর্য্য দুষ্প্রাপ্য ঔষধ সেবন করিলে শুক্র বৃদ্ধির বিশেষ প্রাবল্য হয় ও সর্ব্ব প্রকার উদরাময়, অজীর্ণ, অরুচি, দৌর্ব্বল্য, মৃতবৎসা দোষ ও স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সন্তান উৎপাদিকা শক্তিহীনতা রোগ প্রভৃতি অল্প দিবসেই আরোগ্য হয় এবং প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধি ও ক্ষুধার প্রাবল্য হয়। এই ঔষধের আর এক ক্ষমতা এই যে নিত্য সেবন করিলে বার্দ্ধক্যে যৌবনভাব জানা যায়। অরসজ্ঞে সেবনীয় নহে। ব্যবহারের নিয়ম ও ব্যবস্থা পত্র ঔষধের সহিত পাঠান যায়। মূল্য ডাক মাসুল সহিত ২ টাকা। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হয় না।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বেনারস।

প্রেরিতপত্র

মুজামুঠা প্রভৃতির প্রজাগণের ক্রন্দন।

সুবিখ্যাত "বর্দ্ধমানাধিপতি" মহারাজ নামটী সর্ব্বদেশে প্রসিদ্ধ। আমাদের বাঙ্গালাদেশের মধ্যে ইহাঁর অপেক্ষা গৌরবশালী দ্বিতীয় নাই। এমন কি কুইন ভিক্টোরীয়া ভারতেশ্বরী ইহাঁর যথোচিত সম্মননা করিয়া থাকেন। বোধ হয়, আমাদের বাঙ্গালাদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবার জন্যই জগদীশ্বর ঐ বিশাল কুলোদ্ভব মহাত্মার হস্তে বিশাল জমীদারী প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক, ইহাঁর যেমন মান সম্ভ্রম প্রতাপ প্রভাব ও অতুল ঐশ্বর্য্যবান্ তেমন যদি জমিদারীর প্রতি দৃষ্টিপাত থাকিত, তাহা হইলে এ পৃথিবীতে আমাদের মত দরিদ্র প্রজাবর্গের সুখের সীমা পরিসীমা থাকিত না।

বর্দ্ধমানের প্রজা বলিয়া মনে মনে আমাদের বড় অহঙ্কার ছিল এবং এই আশা ছিল এবার আমাদের দুঃখের সমুদ্র ক্রমান্বয়ে শুষ্ক হইবে। কিন্তু আমাদের অদৃষ্টের দোষে তাহা না হইয়া বরং তাহার বৃদ্ধি হইতেছে। রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা বিষয়ে কর্ম্মকারকেরা কেন যে এতদূর আলস্যের বশীভূত বলা যায় না। শুনিতে পাওয়া যায় "প্রেসিডেন্ট, ভাইসপ্রেসিডেন্ট, মেম্বর, দেওয়ান, প্রভৃতি" কতকগুলি বড়দরের কর্ম্মকারক আছেন, কিন্তু তাঁহারা যে বর্দ্ধমানাধিপতির কি উপকার করিতেছেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। জমিদারীর উন্নতিসাধন করিয়া প্রজাবর্গকে সুখী রাখা তাঁহাদের উচিত ও প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু আমরা তাহার বিপরীত আচরণই দেখিতে পাই।

আমরা সময়ে সময়ে মুজামুঠা, ডিহি কাজলাগড় প্রভৃতির উন্নতির গর্জ্জন মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শুনিতে পাই; কিন্তু কর্ম্মকারকেরা কার্য্যটী আকাশ কুসুমের ন্যায় সমাধা করিয়া হিসাবটী বর্দ্ধমানের রাজসংসারে বুঝাইয়া পাঠাইয়া দেন। পরগণাদ্বয়ের ভেড়ী বন্দীর জন্য বাৎসরিক দশ, বার হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকে, কিন্তু আমরা বেশ বুঝিতে পারি চারি পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হইলে রীতিমত ভেড়ী হইতে পারে। আমরা শুনিয়াছিলাম, এ বৎসর বর্দ্ধমান হইতে ১০০০০ দশ হাজার টাকা ভেড়ী বন্দীর জন্য আসিয়াছিল, কিন্তু সেটা কি জনরব মাত্র? না, বন্যায় উড়াইয়া লইয়া গেল? যাহা হউক, এ বৎসর বর্ষায় নিতান্ত ছুর্ব্বিষহ অত্যাচার হইয়াছে, তাহাতে আবার ভেড়ীবন্দীও নাই। অতএব শস্য উৎপাদন আদৌ হইবে না, গুম গড়, অরঙ্গানগর, ভুঞ্জামুঠা, প্রভৃতি চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী পরগণার জল আসিয়া আমাদের চাসের ভূমির উপরে প্রায় তিন চারি হাত জল দাঁড়াইয়াছে। শস্যক্ষেত্র দেখিলে বোধ হয় স্রোতস্বতী আপন তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া স্বয়ং সেই স্থানে অধিষ্ঠান হইয়াছেন! আমাদের দেশের এই নৈসর্গিক ধান্য এক মাত্র জীবনোপায়, রবিশস্য কিছুমাত্র জন্মে না। অন্যান্য দেশস্থ মহোদয়গণ যেমন চাকরী ও বাণিজ্য প্রভৃতির দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করেন, এদেশে তাহার কিছুই নাই। অতএব আমরা জন্মের মত ডুবিলাম। ভূমিতে শস্য হইবে না, মালের খাজনার জন্য দেশ পরিত্যাগ করিতে হইবে দেখিতেছি, কর্ম্মকারক বাবুদের চার্জ্জ দিবার বিলক্ষণ পারদর্শিতা আছে, ১০ আইনের প্রাদুর্ভাব যাহাতে বলবান্ থাকে, তাঁহারা যত্নের সহিত সর্ব্বদা তাহার চেষ্টা করিতেছেন।

নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে গোপালজীউর ঠাকুর বাড়ীর বাৎসরিক আঠার হাজার টাকা দেবোত্তর ভূমি সংক্রান্ত আয় আছে। কিন্তু রাজসংসারে বাৎসরিক ২৩০০ টাকা খরচ নির্দ্ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন। ইহাতেই "মেলা, মোহৎসব, দুর্গোৎসব, শ্রীপঞ্চমী প্রভৃতি পর্ব্বাদি সম্পন্ন হয় এবং ইহাতে প্রায় ১০ জন চাকরের বেতনও দিতে হয়! মহারাজের ঘরে টাকা জমিতেছে জমুক হানি নাই।

পরিশেষে, আমাদের প্রার্থনীয় এই, মহারাজ সত্বর ধর্ম্মভীরু কোন সুদক্ষ কর্ম্মকারক নিয়োজিত করিয়া আমাদের দুঃখ বিমোচন করিবার উপায় করিয়া দেন। বৎসর বৎসর ভেড়ি বান্ধিতে বিস্তর টাকা ব্যয় করা অপেক্ষা একবারে একটী পয়ঃপ্রণালী প্রশস্তরূপে খনন করিয়া দিউন এবং প্রত্যেক মৌজার প্রজাবর্গকে জ্ঞাত করাইয়া দিউন যে যেন তাহারা আপন আপন অধিকারের রাস্তা পরিষ্কৃত করিয়া লয়। কর্ম্মকারক মহাশয়দের দোষে বর্দ্ধমানের রাজসংসারের প্রতি দোষারোপ হইতেছে, ইহা নিতান্ত ঘৃণা ও দুঃখের বিষয়। সুদক্ষ সুবিবেচক কর্ম্মকারক থাকিতে কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে, সামান্য দুর্নামের বিষয় নহে। ইমারতের কাজে ৪০০০ টাকা আসিয়া প্রায় চারি বৎসর পড়িয়া আছে, কিন্তু এখনও এক পাঁজা ইট রীতিমত প্রস্তুত হইল না, আশ্চর্য্যের বিষয়।

৬ ই ভাদ্র ১২৮৮। } মুজামুঠা প্রভৃতি পরগণাদ্বয়ের বিপন্ন প্রজাগণ।

152

বাঙ্গালা রঙ্গে পঞ্জাবী চিত্র।

বিগত ৩১ এ শ্রাবণের সোমপ্রকাশে আমাদের ১১ ই জ্যৈষ্ঠের রাউলপিণ্ডির চিত্রখানি উপলক্ষ্য করিয়া "শ্রী" স্বাক্ষরিত আত্মশ্লাঘাপূর্ণ একখানি প্রতিবাদ পত্র পাঠ করিয়া লেখকের "বন্ধুভাবের" জন্য ধন্যবাদ দিলাম। মনে করিয়াছিলাম যে বাঙ্গালা "বিলিষ্টার" হয় ত পঞ্জাবে ধরিবে না, কিন্তু তিন মাস পরেও যে জ্বালাকর হইয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্য। এখন শুধরাইবার পথ হইল। "বিলিষ্টারের" জ্বলনের সময় রোগীর মুখ হইতে কত আবোল তাবল এলোমেলো গালাগালি বাহির হয়, কিন্তু সে সব ধর্ত্তব্য নয়। রোগ আরাম হইলে জ্বালার গুণ বোঝা যায়। আমাদের লেখা কড়া হইয়াছিল বটে; কিন্তু কি করি যেমন রোগ তেমনি ব্যবস্থা, মিষ্ট ঔষধ কোথায় পাব? লেখক প্রথমতঃ হিতকরী সভার "উদ্দেশ্য" কি, বুঝিতে পারেন নাই। বোধ হয় হিতকরী সভা যে দিক দিয়া যান, লেখক সে দিকে যান না। তাহা হইলে এক পাড়ায় থাকিয়া ইহার উদ্দেশ্যাদি বুঝিতে বাকি থাকিত না। আমাদের লিখিত "এত কাল রাউলপিণ্ডিতে সাধারণ মঙ্গলজনক কোন অনুষ্ঠান ছিল না," পাঠ করিয়া শ্রী মহাশয় তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। ইহার প্রত্যুত্তরে ইনি লিখিয়াছেন যে "১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দ হইতে রাউলপিণ্ডিতে প্রথম সভাধিবেশন, বিদ্যালয় সংস্থাপন প্রভৃতি সদনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে।" "আরম্ভ হইয়াছে" না লিখিয়া আরম্ভ হইয়াছিল লিখিলে ভাল হইত, কেন না এ সদনুষ্ঠান গুলির একটিও এখন বর্ত্তমান নাই, কোন্ কালে কাঁরা করিয়াছিলেন বলিয়া কি এখন সেই বাহাদুরী লইতে হইবে? এখন কোন্ পাড়ায় কতগুলি "সভা" বা আড্ডা এবং "বিদ্যালয়" বা অবিদ্যালয় আছে, তাহা পত্র প্রেরক লিখিলে বোঝা যাইত। ১৮৫৯ খ্রীঃ যে সব সদাশয় লোকের প্রযত্নে বিদ্যালয়াদি হইয়াছিল, তাঁহাদেরই মুখে শুনিয়াছি, যে উপযুক্ত সহানুভূতি বিরহে সেগুলি অল্প দিন মধ্যে শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। পত্র প্রেরক কি জানেন না আমাদের শ্রদ্ধেয় গিরিশ বাবুর বিশেষ উদ্যোগে যে স্কুলটী এখানে হইয়াছিল তাহা ফলোন্মুখ হইতে না হইতে শুকাইয়া গেল কেন? "শ্রী" মহাশয়েরা যদি সদনুষ্ঠানী হইতেন তাহা হইলে কি খ্রীষ্টিয় মিশনরীদের মায়াজালে হিন্দু-ছেলেগুলিকে ফেলিয়া কণ্ঠীবান্নিষ্ঠার পরা কাষ্ঠা দেখাইতে লজ্জাবোধ হইত না? যাহাদের প্রথম কর্ত্তব্য শিশুশিক্ষার পথে কাঁটা পড়িয়াছে, তাহাদের আবার এত জাঁক কেন?

"শ্রী" নিজেই লিখিয়াছেন যে "আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে উক্ত হিতকরী সভাটী প্রায় তিন মাস হইল লাহোর হইতে নবাগত রেলওয়ে বাবুদিগের ঐকান্তিক যত্নে স্থাপিত হইয়াছে" কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে—ঐ "শ্রী" আমাদের পর্ব্ব লিখিত "রেলওয়ে আফিস সমূহ এখানে উঠিয়া আসাবধি কোন কোন সদাশয় লোকের উদ্যোগে হিন্দু সমাজের মুখোজ্জ্বলকর এই সভার জন্ম হইল" পড়িয়া এমনি ক্রোধান্ধ হইয়াছেন যে এই সরল কথার উদ্দেশ্য ও ভাবার্থ বুঝিতে গিয়া "নবাগত" রেলওয়ে বাবুদিগকে মনের সাধে গলাগালি দিয়াছেন। ধন্য তোষামোদপ্রিয়তা!

আমাদের লিখিত এখানকার অধিকাংশ বাঙ্গালীর অবিমৃষ্যকারিতার প্রতিবাদে "শ্রী" অনেক পুরাতন ঢেঁকুর তুলিয়াছেন। এবং তাঁহাদের দান সাগরের তরঙ্গমালা এক এক করিয়া দেখাইয়াছেন, কিন্তু অতি বিস্ময়কর ব্যাপার যে এত "দাতাকর্ণের" প্রতিকৃতি এখানে থাকিতেও মা কালীর উদরে অন্ন যায় না!! "ছই সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া অপরিচিত বাঙ্গালিদের অবস্থিতির জন্যই" যদি কালীর টী নির্ম্মিত হইতেছিল তবে তাহা বন্ধ হইল কেন? দান-সাগরে চড়া পড়িল কেন? হিন্দুর মা কফিনে মোদা পড়িয়া আছেন কেন? যাদের মার প্রতি এত অচলা ভক্তি তাহারা যে "অপরিচিত বাঙ্গালীর" জন্য কত ভাবনাযুক্ত পাঠকগণ বুঝিয়া লউন। দুই সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া মার দোহাই দিয়া যে কালীবাড়ী প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাতে এখন ভূতের নাচ হয় কেন? এখনও যদি তাহার সংস্কার না হয় তাহা যে সত্বর নরায় আরো জীর্ণ হইবে ইহা বলা বাহুল্য। অন্যান্য কি ভাবিতেছেন? হিন্দুর বাস্তুদেবতার ভোগ না সরিলে বাটীতে জল পর্য্যন্ত জলগ্রহণ করে না, কিন্তু এখানে মা কালী অনাহারে। প্রায় কেহ দেখিবার লোক নাই, অথচ বিশ্বাস করিতে হইবে এঁরা সবই দাতাকর্ণ!! অন্ততঃ একটী সদনুষ্ঠান করিয়া দেখাও যে তোমরা এককালে ভাল ছিলে। তোমাদের যশ গানে সংবাদ পত্রসমূহ পুলকিত হইবে। প্রকাশ্য পত্রে নিন্দা হইল ভাবিয়া "শ্রী" মহাশয় লজ্জিত হইয়াছেন। সে লজ্জা এ সময় হিতকরী সভার কার্য্য করিবে।

"হ্রীকর্ত্তা বাধতে ধর্ম্মং ধর্ম্মো হন্তি হতঃ শ্রিয়ম্।"

অর্থাৎ লজ্জা নষ্ট হইলে ধর্ম্মে বাধা জন্মে এবং ধর্ম্ম হানি হইলে "শ্রী" নাশ হয়। যাহাতে ধর্ম্ম নষ্ট না হয়, যাহাতে প্রারব্ধ কার্য্য পড়িয়া না যায়, যাহাতে তোমাদের ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া পঞ্জাবীরা করতালি না দেয়, যাহাতে তোমাদের মান সম্ভ্রম বৃদ্ধি হয়, যাহাতে সত্যসত্যই ধর্ম্মানুরাগী হইতে পার, তদুপায় অবলম্বন কর, মিছে বিবাদে প্রয়োজন কি? একবার পেসারার গটরা ও গুলির ও মদের আড্ডাগুলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীর ন্যায় ভদ্রলোকের দুঃখিত ও লজ্জিত হওয়া উচিত। আমাদের বড় মাননীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মত লোক এখানে বিরল, তাঁর কাজ তিনি করিতেছেন, তাঁর পুণ্যে কি রাউলপিণ্ডি শুদ্ধ বাঙ্গালীরা উদ্ধার হইবে? শ্রদ্ধেয় অঘোর বাবু যখন এখানে ছিলেন, তখন প্রাণপণে স্বধর্ম্মের মাহাত্ম্য দেখাইয়া গিয়াছেন, আর কি এমন লোক নাই যে তাঁর স্থান এখন অধিকার করিতে পারেন? তিনি যদি আর কিছু দিন পরে শুনেন যে তাঁহার যত্নপসৃত কালীবাটী (ঈশ্বর না করুন) ধূলিসাৎ হইয়াছে, তাহা হইলে কি মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইবেন না। আমরা ব্যক্তিবিশেষের সুখ্যাতি বা নিন্দা করিবার জন্য পূর্ব্ব পত্র লিখি নাই। অত্রত্য বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা সাধারণভাবে সমালোচনা করা উদ্দেশ্য ছিল। "সমালোচনা" ও "নিন্দা" এক কথা নয়। পত্র প্রেরক "শ্রী" যদি সেকালের ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দ ছাড়িয়া বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজের অনুষ্ঠেয় কোন সদনুষ্ঠানের উল্লেখ করিতে পারেন, আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব, নতুবা বুঝিব যে তিনি কেবল দায়ে পড়িয়া উপরোধে ঢেঁকি গেলার মত, তাঁহার প্রতিবাদ পত্র খানি লিখিয়া এমন "শ্রী" কে বিশ্রী করিয়া ফেলিয়াছেন। আমরা রেলওয়ে কমিশরিয়েট বাবুদের দলাদলির কথা বলি নাই, আমাদের নিকট বাঙ্গালার অনুষ্ঠান মাত্র পূজনীয় এবং সাধ্যমত সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছি, তবে "নবাগত রেলওয়ে বাবুদের" উপর ইহাঁর এত কোপ দৃষ্টি কেন? সব বাঙ্গালী এক হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া ধর্ম্মালয়, অতিথিশালা, পাঠশালা, স্কুল, ধর্ম্মসভা, বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি বঙ্গের কীর্ত্তি হিমাচলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যশস্বী হন, ইহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। "কাতু কাতু" "নাচ নাচ" বলিয়া এই পরদেশে কেহ সর্ব্বস্বান্ত না হন, মদ গাঁজা গুলি খাইয়া কেহ না মরেন, কোন প্রকারে পঞ্জাবীদের নিকট বাঙ্গালীরা অপদস্থ না হন, আমরা তাই চাই। ইহাতে চটিয়া থাক নাচার।

বাঙ্গালি রঙ্গে পঞ্জাবি চিত্রকারক।

সিদ্ধেশ্বরী ষ্টীমার।

এই ষ্টীমার খানি গত [illegible] হইতে আরোহী ও মাল লইয়া হুগলী [illegible] প্রভৃতি স্থান হইয়া কালনা গমনাগমন করিতেছে। ইহাতে সাধারণের যে বিশেষ উপকার হইতে

[illegible], বিশেষতঃ শান্তিপুর ও কালনা [illegible] মহাজনদিগের কলিকাতা হইতে [illegible] আমদানি, রপ্তানির পক্ষে সম্পূর্ণ সুবিধা হইয়াছে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে ষ্টীমারের কর্ম্মচারিদের এখন আর সে অনুরাগটুকু নাই! [illegible] না কেন? আর কি সেকাল আছে! [illegible] পুরাতন প্রেম! এখন মহাজনের মাল [illegible] গুদামে থাকিয়া ইন্দুরেই কাটুক, আর [illegible], কে আর সে দিকে চায়! কাজেই "[illegible] না ফাটে" সে ক্ষতি সে গৃহস্থের।

সম্প্রতি গত ২৭ এ শ্রাবণ বুধবার অপরাহ্নে এক [illegible] রেসম শান্তিপুর প্রেরণ জন্য কলিকাতার [illegible] ষ্টীমার আফিসে দেওয়া হয়, শুক্রবার পর্যান্ত উহা ষ্টীমার আফিসের গুদামে থাকিয়া শনিবার দিবস উক্ত ষ্টীমার যোগে শান্তিপুর রওনা হয়, রবিবার দিবস যখন ঐ রেসম শান্তিপুরের ঘাটে উঠাইয়া লওয়া যায় তখন উহার দুই স্থানে ইন্দুর কাটা দেখিয়া ষ্টীমারের জনৈক কর্ম্মচারিকে বলায় তিনি উত্তর করেন, "কি করিব বাপু উহা কলিকাতার গুদামে কাটিয়াছে" কাজেই আর উত্তর কি আছে, এদিকে যে মহাজন বেচারা চারি আনা পয়সা সুলভ করিতে গিয়া চারি পাঁচ টাকা গঙ্গাদেবীকে অর্পণ করিয়া গেলেন, তাহা একবার মনের কোণেও স্থান দিলেন না। যাহা হউক, ষ্টীমার গুদামের মজুত দ্রব্যের প্রতি কর্ম্মচারি বাবুদের লক্ষ্য রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ মূল্যবান দ্রব্যের প্রতি উহাদিগের সমধিক যত্ন করা উচিত, এবং শ্রীকৃষ্ণ বাবুরও মধ্যে মধ্যে এক এক বার তত্ত্বাবধান করা ও গুদামটী পরিষ্কার রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, নচেৎ মহাজনদিগের পরিত্রাণের অন্য উপায় দেখি না।

[illegible] কমলপুর রেসমকুঠি
[illegible] মেদিনীপুর।
[illegible] ভাদ্র।
শ্রীহরিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

সোমপ্রকাশ।

---

১৪ ই ভাদ্র সোমবার।

গবর্ণমেন্টকে দেখি অনেকগুলি আইন করিতে হয়।

এদেশীয় সমাচার পত্রে গবর্ণমেন্টের হউক সাধারণের হউক রাজপুরুষদিগের হউক আর রাজপুরুষ বিশেষের হউক যে সমস্ত দোষ বর্ণিত হয় তাহা অসত্য নহে, তবে অপ্রিয়; যাঁহাদিগের স্বভাব গর্ব্বিত কোপন ও উগ্র, সেই সত্য কথা তাঁহাদিগের সহ্য হয় না। কতকগুলি রাজপুরুষ অপ্রিয় বলিয়া সেই সত্য বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া নয় আইন করিয়া বসিলেন; আর যাহারা অকারণ জাতিবৈরের উদ্দীপন করে, আমাদিগের রাজপুরুষেরা তাহাদিগের মুখে বলগা রোপণার্থ একটী নূতন আইন করিতেছেন না কেন? "পাওনিয়র ও সাধারণী সংবাদ পত্র" এই শীর্ষকাঙ্কিত যে প্রবন্ধটী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, আমরা কেন এ কথা কহিতেছি। পাওনিয়র পত্র এদেশীয়দিগকে অসভ্য ও মূর্খ প্রভৃতি গালি দিয়া কহিয়াছেন এদেশীয়েরা ইউরোপীয়দিগের সমকক্ষভাবে রাজপদ লাভের যোগ্য নহেন। পাওনিয়র এদেশীয়দিগকে অযোগ্য বলিলেই অযোগ্য, আর যোগ্য বলিলেই যোগ্য হইলেন তাহা নহে, আমাদের গবর্ণমেণ্ট এরূপ অসার নন যে পাওনিয়রের কথায় এদেশীয়দিগকে অযোগ্য স্থির করিয়া সর্ব্ব পদ হইতে বর্জ্জিত করিবেন। গবর্ণমেণ্ট কার্য্য দ্বারা পরীক্ষা না করিয়া যোগ্যাযোগ্যতা নির্ণয় করেন না এবং যোগ্যাযোগ্যতার নির্ণয় না করিয়াও কাহাকে কোন পদ দান করেন না। এরূপ স্থলে গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাওনিয়রের বাক্য অরণ্যে রোদনের তুল্য বিফল। পক্ষান্তরে, ঐ বাক্যগুলি বিষময় ফল প্রসব করিতেছে। অকারণ জাতিবৈর উদ্দীপিত হইতেছে, অতএব যে সকল সমাচার পত্র এইরূপে দেশের অনিষ্ট সাধন করে, তাহাদের দমন নিরোধার্থ আপাততঃ একটী আইন করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। আইনটী না করিলে জাতিবৈরের শান্তি না হইয়া উত্তরোত্তর উহার বৃদ্ধি হইবে। এটী যে সুখকর নয়, সজ্জন ব্যক্তি মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন, গবর্ণমেণ্ট যে এতদ্দর্শনে সুখী হইবেন আমরা এরূপ বিবেচনা করি না। যাহারা অকারণ জাতিবৈরের উদ্দীপন করে, তাহাদিগকে সাইবিরিয়ায় পাঠাইয়া দিলে হয় না? প্রাপ্ত প্রবন্ধটী এই—

"পাওনিয়র ও সাধারণী সংবাদ পত্র।

পাওনিয়র সংবাদ পত্র খানি কেমন? মূর্ত্তিমান বিদ্বেষানল। তাহার হৃদয়ে ঈর্ষ্যাবহ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। প্রতিদিন ভারতবর্ষবাসিদের দুই একটা নিন্দা না করিয়া জলগ্রহণ করে না। ভারতীয়দের অযথা নিন্দাবাদ তাহার জপমালা হইয়াছে। বাঙ্গালীরা বিদ্যাবুদ্ধি বিবেচনায় সর্ব্বত্র পূজনীয়। সকলেই মুক্ত কণ্ঠে তাঁহাদের ক্ষমতা স্বীকার করেন। তদ্দৃষ্টে পাওনিয়র গায়ের জ্বালা সম্বরণ করিতে পারে নাই, তাই বাঙ্গালী বাবুদের উপর অনেকটা ঝাল ঝাড়িয়াছে। পাঠক! নিন্দার একবার ধাঁজাটা দেখুন;—

"But as a rule the oriental with his thin coating of civilisation covering the dirty skin of barbarism, ignorance and superstition, cannot be placed on a level with the more cultured individual who hails from the other side of the Suez.

ফলতঃ পূর্ব্বাঞ্চলবাসীরা অসভ্যতা মূর্খতা এবং মূঢ়তারূপ কদর্য্য চর্ম্মকে পাতলা একটা সভ্যতার আবরণে ঢাকা দিয়া, সুয়েজ পারের অধিগত অধিকতর প্রকৃষ্ট ব্যক্তিদের সমকক্ষ হইতে পারে না।

পাঠক! বুঝিলেন ত? বাঙ্গালীরা অত্যন্ত মূর্খ মূঢ় এবং অসভ্য। পোষাক পরিয়া সভ্য ভব্য হইয়া তাঁহারা কি ইংরাজের সমকক্ষ হইতে পারেন? না ইংরাজ সুলভ্য বড় বড় পদগুলি বাঙ্গালিদের শোভা পায়? পাওনিয়রের এই গ্লানি শুনিয়া সাধারণী কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা ইহাতে ক্রোধও করি না দুঃখিতও হই না;—আমরা যে বিদ্যাসুন্দর পড়িয়াছি, অসমকক্ষ লোকে উচ্চ কথা বলিলে আমরা তাহা হেসে উড়াইয়া দিই। যাঁহারা দোষ সংশোধনের নিমিত্ত স্নিগ্ধ গম্ভীর মূর্ত্তিতে দোষ দেখাইয়া দেন, আমরা তাঁহাদের কথায় আস্থা প্রদর্শন করি। জনসমাজে তাঁহারাই যথার্থ পূজনীয়। কিন্তু যাহারা লোকের কেবল দোষান্বেষণ করিয়া বেড়ায়, তাহাদের কথায় কর্ণপাত করা চপলতা মাত্র। সাধারণী বিস্মৃত হইয়াছেন যে, সংসারে যে যেমন তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্মও তদনুরূপ। এক দিন পুষ্পবাটিকায় বায়ুসেবন সেবন করিতে গিয়া আমরা এই উপদেশটী পাইয়াছিলাম। মনোহর মাধবীতলে একটী সুদিব্য বেদিকায় বসিয়া আছি। দেখিলাম যে যেমন জীব সে তাহার নিজ প্রকৃতি ও রুচির অনুরূপ দ্রব্য আহরণ করিতেছে। মধুমক্ষিকাগুলি বন্ বন্ করিয়া উড়িয়া আসিতেছে, সুবাসিত ফুলে বসিয়া মধু আহরণ করিতেছে। সে মধু ফুলের কোথায় থাকে সকলে দেখিতেও পায় না। এ দিকে পাতায় নানাজাতীয় দংশক কীট পাতাগুলি কুচি কুচি করিয়া কাটিতেছে। লতাটিকে শ্রীহীন করিতেছে। আবার নিম্নভাগে চাহিয়া দেখি,—বৃক্ষে গোময়াদির সার দেওয়া হইয়াছিল, গোবরা পোকা সেই দুর্গন্ধ বিট্‌রাশি সংগ্রহ করিতেছে। গোবরা নীচেতে থাকে, উপরে উঠিবার ক্ষমতা নাই, মধুও চিনিতে পারে না—মধুতে প্রবৃত্তিও নাই; নীচেতে পড়িয়া কেবল দুর্গন্ধের রাশি আহরণ করিতেছে। আমরা সাধারণীকে তাই বলি—দোষে গুণে মানুষ। সকলেরই কিছু কিছু

দোষও আছে কিছু কিছু গুণও আছে। এখন যার যেমন প্রবৃত্তি সে, মানুষের সেই ভাগ গ্রহণ করে—কেহ বা কেবল দোষ খুঁজিয়া বেড়ায়, কেহ বা গুণের অনুসন্ধান করে। অতএব ছিদ্রান্বেষী ব্যক্তিদের উপর রুষ্ট হওয়া অবৈধ।

আজ আমরা এ প্রস্তাবের অবতারণা করিতাম না। পাঠক! মনে করিবেন সাধারণীর সম্পাদককে দুটা কথা শুনাইবার নিমিত্ত আমরা এতটা লিখিলাম। কিন্তু তাহা নয়। পাওনিয়র সহস্র বদনে ভারতবাসিদের নিন্দাবাদ করুন তাহাতে আমরা দুঃখিত নহি। আবার সাধারণী কেন?—সকল সংবাদ পত্র পাওনিয়রের কথার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিউন, আমরা তাহাতে একটীও কথা কহিতে চাই না। কিন্তু এইরূপ অযথা নিন্দাবাদের সঙ্গে বর্ত্তমান রাজনীতির অনেকটা সংস্রব আছে তাই দুই একটা কথা না বলিলে চলে না। পাওনিয়র হট্‌ করিয়া নিতান্ত অবিবেচকের ন্যায় বলিয়া বসিল যে,—ভারতবর্ষবাসীরা অসভ্য মূর্খ ও মূঢ়। এখন, ভারতবর্ষবাসীরা যদি প্রমাণ করিতে যান যে, "ইংরাজেরা [illegible] অভদ্র মিথ্যাবাদী" তাহা হইলেই আগুন লাগিবে। রাজপুরুষেরা এখনি বলিবেন—"তোমাদের রাজভক্তির [illegible] হইতেছে, তোমরা বিদ্রোহসূচক বাক্য বলিতেছ"। আমরা তাই বলি, এমন স্থলে শান্তি ও সদ্ভাব রক্ষার উপায় কি? মুদ্রা যন্ত্রের আইন প্রচলিত থাকুক, আমরা খেদ করি না। কিন্তু কতকগুলি অপরিণতবুদ্ধি উদ্ধত স্বভাব ইংরাজ ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া শান্তস্বভাব ঋজুপ্রকৃতি ভারতবর্ষবাসীদিগকে নিয়ত কটু বাক্যে উত্তেজিত করিবে, তাহাতে ভারতীয়দিগের প্রাণে কত সহ্য হইবে? রাজপুরুষেরা কি এমন কথা বলিতে চান যে, "আমরা তোমাদিগকে যদৃচ্ছাক্রমে গালি দিব নিন্দা করিব, তোমরা একটা কথাও কহিতে পাইবে না?" আশা করি, এত অবিচার কখন হইবে না। ইংরাজজাতির মধ্যে অনেকেই যে প্রকার উদারচরিত ধর্ম্মপরায়ণ ও সমদর্শী, তাঁহাদের মুখ হইতে কখনই এমন অসঙ্গত বাক্য নির্গত হইবে না। আমাদের বেশ বিশ্বাস আছে, পাওনিয়রের সদৃশ ইংরাজ অধিক নাই। যদি কেহ থাকে তাহারা মাতৃভূমির বর্জ্জিত সৎশীল বিশুদ্ধ ইংরাজ সমাজে তাহাদের আদর নাই। স্বদেশে সকলেই তাহাদিগকে ঘৃণা করেন, তাই বিদেশে আসিয়া কোন প্রকারে কাল যাপন করে। আমরা এই পাওনিয়রকে দেখিতেছি; আর অনেক দিন—(নাম করিব কি? হয় তো অন্ন হইবে না;) দেখিয়াছিলাম।

এখন আমরা একটা অনুরোধ করি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট আমাদের মধ্যস্থ হউন। ভবিষ্যতে এই প্রধূমিত বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়া যেন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ না করে? তাহার উপায় করুন। দেখুন, কটুকথা শুনিলে সকলেরই মনে দুঃখ হয়, ক্রোধও হয়। তবে, কেহ নিজ ধৈর্য্যগুণে ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না, সে পৃথক কথা। কিম্বা কেহ বলিলেন,—"বড় বা লোক তার আবার কথা" এই বলিয়া উপহাস করিয়া দিলেন। কিন্তু সকলে ত চুপ করিয়া থাকিবেন না। অনেকেই বদ্ধপরিকর হইয়া উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিতে যাইবেন। তখন উপায় কি? কোন অবিবেচক লোক নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে বার বার রাগাইয়া যদি দশ কথা শুনিতে চায়, তবে কে অপরাধী হইবে? যাহাতে পরস্পরের প্রণয় ও সদ্ভাব সবর্দ্ধন হয়, সৎ ব্যক্তির তাহাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু কটু বলিলে বা নিন্দা করিলে প্রণয় থাকে না। মনে মনে কেবল দারুণ বিদ্বেষ জন্মে। এমন স্থলে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। শান্তি রক্ষার নিমিত্ত প্রকাশিত স্থলে ধর্ম্ম প্রচার নিষিদ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু আমরা দেখিতেছি তদপেক্ষা এক এক খানি ইংরাজি সংবাদ পত্র অধিকতর অনিষ্টকর হইয়া উঠিতেছে। যে জাতি রাজার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত, রাজাকে পিতার তুল্য শ্রদ্ধা করে দেবতার তুল্য পূজা করে: পাওনিয়রের ন্যায় দুই একখানি সংবাদ পত্র যদি কিছু দিন প্রচলিত থাকে তবে সে জাতিকেও রাজার ঘোরতর বিদ্বেষ্টা করিয়া তুলিতে পারে। আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি, এরূপ অপরিণামদর্শী সংবাদপত্রগুলি যেন সত্বর উঠাইয়া দেওয়া হয়। কিম্বা তাহাদের নিকট মোচলকা লওয়া হয়। দেশীয় সংবাদ পত্রের উপর গবর্ণমেণ্ট বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন দেখুন অপরাধী কে? কাহার দোষে দেশে বিদ্বেষ বিস্তীর্ণ হইতেছে।

ইচ্ছা করিলেই লোকে সংবাদ পত্রের সম্পাদক হইতে পারেন। কিন্তু বিজ্ঞতা প্রকাশ সকলের দ্বারা চলিতে পারে না। সম্পাদকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম অতি কঠিন। তিনি সাধারণকে সন্তুষ্ট রাখিবেন, দেশের উন্নতি সাধন করিবেন, রাজ নীতিতে দক্ষ হইবেন তবে তাঁহার দ্বারা মঙ্গল হইবে। নতুবা পদে পদে কেবল অনিষ্টই ঘটিবে। মিষ্টবাক্য এবং সদয়াচরণ না করিলে লোকে কখন অনুরক্ত হয় না। সদয় আচরণ করিলে বনের হিংস্রক পশুটা ও বশীভূত হয় ও পোষ মানে। আমরা ইংরাজের ভক্ত ও একান্ত অনুরাগী। পাওনিয়র তাই মনে করিয়াছে যে, গালি দিয়া আমাদের অস্থি পঞ্জর ভেদ করিলে ও আমরা তাহাকে সভ্য ভব্য বলিব। সেটা সম্পূর্ণ ভ্রম, তাহা তিলার্দ্ধও মনে করা উচিত নয়। বিষ্ণু বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা সকল বরাহকে পূজা করি না, অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণাই করিয়া থাকি। ইংরাজ জাতি ন্যায়পরায়ণ দয়াবান্‌ বলিয়া আমরা সকলকে তদনুরূপ সম্মান করি না। আমরা গুণ দেখিয়া লোকের পূজা করি।

আশ্চর্য্যের কথা, যে দেশে ধর্ম্মই লোকের উপজীব্য। নীতিশাস্ত্রই লোকের ব্যবসায়, উঠিতে বসিতে পারত্রিক চিন্তা। কত সহস্র বৎসর ধরিয়া যে দেশে নীতিশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বের অনুশীলন হইতেছে, সেখানকার লোক অসভ্য ও মূর্খ। আমাদের পিতৃ পুরুষেরা কে, তাহা আমাদের শাস্ত্রে বিদ্যমান রহিয়াছে। পাওনিয়র! তোমাকে দেখিয়া ডারুইন্‌ কি কুলের কথা খুলে দিতেছেন, পড়ে একবার শুনাও দেখি?

রাজস্ব সচিব মেজর বেয়ারিং।

লর্ড নর্থব্রুকের শাসন কালে মহাত্মা বেয়ারিং সাহেব তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। বাস্তবিক ইনি যেমন ধর্ম্মপরায়ণ, সেইরূপ কার্য্যদক্ষ ও সৎস্বভাবসম্পন্ন। পাঠকের স্মরণ আছে, শান্তপ্রকৃতি নর্থব্রুকের সময় প্রজার কষ্টকর কোন কাজ হয় নাই আমরা আবার সেই সুখের রামরাজ্য আশা করিতেছি। সেই ন্যায়পরায়ণ বেয়ারিং সাহেব ভাগ্যক্রমে আবার ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। ষ্ট্রাচি সাহেব রাজস্বসচিব হইয়া দেশে আগুণ জ্বালিয়া দিয়াছেন। যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই আগুনের শিখা এখনও দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে। অতএব এমন সময় জলসিঞ্চন না করিলে কি আর রক্ষা আছে? তাই আমরা এত আহ্লাদিত হইতেছি। মেজর বেয়ারিং সেই আগুণে জল ঢালিবার উপযুক্ত পাত্র।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, কিন্তু একটু দুঃখিতও হইতেছি। গবর্ণমেণ্ট হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের দ্বারা এদেশে রেলওয়েকার্য্য সম্পন্ন করাইবার প্রস্তাব মেজর বেয়ারিং নূতন উদ্ভাবন করিয়াছেন। এ প্রস্তাব যে সর্ব্বপক্ষে মঙ্গলকর তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম, এই বৃহৎ কাজটীতে ভারতবর্ষের মহাজনদের প্রতি কিছুই দৃষ্টি রাখা হয় নাই। বিলাতে বড় বড় ধনী আছেন, কোন ব্যবসায়ে টাকা ফেলিতে তাঁহারা সন্দিগ্ধ বা ভীত হন না। পৃথিবীর মধ্যে বিলাত সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যস্থান। তথায় বড় বড় ধনাঢ্য বণিক বাস করেন। ব্যবসা করিয়া তাঁহারা সকল কাজে পরিপক্ক হইয়াছেন, অকুতোভয়ে দারুণ দুঃসাহসিক কাজে টাকা ঢালিতে শঙ্কা করেন না। মেজর

বেয়ারিং এখানকার রেলওয়ের কাজ নির্ব্বাহের নিমিত্ত বিলাতে অর্থ সংগ্রহের কাজ খুলিলেন। বেয়ারিং-সদৃশ সদ্বিবেচক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে আমরা যার পর নাই লজ্জিত হই। কিন্তু যাহা হউক, আমাদের যুক্তি তাঁহার সঙ্গত বোধ হইবে তাহাতে সংশয় নাই। এবং তাঁহার মহৎ গুণ এই, কেহ ভ্রম দেখাইয়া দিলে তিনি অম্লান বদনে তাহা স্বীকার করেন। আমরা এরূপ আশা করিতে পারি, আমাদের দর্শিত মত তাঁহার সঙ্গত বোধ হইলে অবশ্যই তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন। আমরা বলিতেছি, রেলওয়ে নির্ম্মাণের নিমিত্ত এ দেশে কারবার খুলিয়া এখানেই টাকা ঋণ করিলে ভাল হইত। এ দেশে অনেক জমীদার ও ধনাঢ্য বণিক আছেন, তাঁহারা অর্থের ব্যবহার করিতে সুযোগ পান না। ভারতবর্ষে ব্যবসায় বিশেষের আড়ম্বর নাই। ছোট ছোট যে কিছু ব্যবসায় আছে, তাহাতে ব্যবসাদারদিগকে প্রায় ভূতের বেগার খাটিতে হয়। লাভের কথা, অতি সামান্য মাত্র হইয়া থাকে। এ দেশের লোক নূতন কোন কাজে প্রথম হস্তক্ষেপ করিতেও সাহস করেন না, সুতরাং ব্যবসায়ের উন্নতিও হইতেছে না। কিন্তু রেলওয়ের কর্ম্ম কয়েক বৎসর ধরিয়া সকলেই দেখিতেছেন, সে জন্য লোকের মনে বিলক্ষণ সাহসও জন্মিয়াছে। সুশৃঙ্খলায় রেলওয়েকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে তাহাতে ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, তাহা সকলেই বেশ বুঝিয়াছেন। তাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে, দেশীয় লোকেরাই উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া এ কাজ সম্পন্ন করিতে পারিতেন।

এখন সে পথ অনেক টুকু বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বিলাতের রথচাইল্ড এবং বেয়ারিং ব্রাদার্সদিগের হস্তে এখানকার নূতন রেলওয়ের কার্য্য ভার সমর্পণ করা হইয়াছে। পরন্তু, এখনও একটী পথ মুক্ত আছে। ঐ কার্য্য বিভাগে এ দেশীয় লোকও টাকা কর্জ্জ দিতে পারিবেন, এমন ব্যবস্থা করিলে অসঙ্গত হইবে না। আমরা ভরসা করি, রাজস্বসচিব এ বিষয়ে শীঘ্র দৃষ্টিপাত করিবেন। একে ত এ দেশের লোক সহসা দুষ্কর কাজে হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না। আবার যে কাজে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন, সে কাজগুলি যদি বিদেশীয় লোকের হাতে সমর্পিত হয়, তবে এখানকার উপায় কি? পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষবাসিদের যে প্রকার মনের গতি ছিল এখন আর সেরূপ নাই। অনেক দেখিয়া শুনিয়া তাঁহারা গুরুতর কার্য্যের ভার স্বহস্তে লইতে শিখিয়াছেন। বাণিজ্যের কাজেও অল্প অল্প সাহস জন্মিয়াছে। অতএব বর্ত্তমান রেলওয়ের কাজটী বিলাতের লোকের হাতে দেওয়া ভাল হয় নাই। যাহা হউক, এখন এদেশীয় লোকের টাকা ঋণ লইলে ভারতবর্ষের অনেকটা উন্নতি করা হয়। অতএব মহামান্য রাজস্বসচিব এই বিষয়টীর পুনর্ব্বিচার করুন, তাহা হইলে অনেকটা মঙ্গল হইবে।

কুপার্সহিল ইঞ্জিনিয়রিং কলেজ।

পরের স্কন্ধে ভোগের পর সুখ আর নাই। যাহারা অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ, তাঁহারাই যে কেবল এই সুখের একান্ত প্রত্যাশী তাহা নয়, যাহাদের হাত পা আছে, তাহারাও পরের স্কন্ধে ভোগ করিবার সুযোগ পাইলে ছাড়ে না। পরের স্কন্ধে ভোগ যে কেমন ন্যায়োপেত কার্য্য পাঠককে আর তাহার পরিচয় দিতে হইবে না। আজ আমরা সুখময় পরস্কন্ধভোগের একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি।

প্রায় দশ বৎসর হইল কর্ণেল চেসনির যত্নে কুপার্সহিল নামক স্থানে একটী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পূর্ব্বে এদেশে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ইঞ্জিনিয়রিং কালেজ ছিল। তথায় যে সকল দেশীয় ও ইউরোপীয় ইঞ্জিনিয়রী শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ সুখ্যাতি ও দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছেন, ও করিতেছেন। দেশীয়দিগের সুবিধা হইতেছে, ইহা আর চেসনি সাহেবের সহ্য হইল না। তিনি এদেশের জন্য ইংলণ্ডে উপযুক্ত ইঞ্জিনিয়র প্রস্তুত করিবার ভাণ করিয়া কুপার্সহিল কালেজের সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার নিকটে অনেক ইউরোপীয় ইঞ্জিনিয়র কৃতজ্ঞ হইতে পারেন বটে, কেননা তিনি তাঁহাদের অনেকের এদেশের স্কন্ধে ভোগ করিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তিনি অনেক কাল ভারতবর্ষীয়দিগের স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিবেন। তাঁহা হইতেই ভারবর্ষস্থ ইঞ্জিনিয়রিং কালেজের ছাত্রদিগের অন্নসংস্থানের পথে কণ্টক রোপিত হইয়াছে। যে অবধি কুপার্সহিল কালেজ হইয়াছে, সেই অবধিই প্রেসিডেন্সি কালেজের অন্তর্গত ইঞ্জিনিয়রিং কালেজের ছাত্রদিগের নিশ্চিত কর্ম্ম পাইবার আশয়ে বিসর্জ্জন হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে এই ইঞ্জিনিয়রিং কালেজে এই নিয়ম ছিল যে, যে ছাত্র কালেজে শিক্ষা পাইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত, তাহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি গবর্ণমেন্টের অধীনে নিশ্চয় কর্ম্ম পাইত। কিন্তু কুপার্সহিল কালেজ প্রতিষ্ঠার পর গবর্ণমেণ্ট আর দায়ী নন।

কুপার্সহিল কালেজ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের যত্নে লালিত পালিত, নিয়মিত ও উন্নীত হয়। ভারতবর্ষই ইহার ছাত্রগণের এক মাত্র জীবন-যষ্টি হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত যত ছাত্র এই কালেজে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, প্রায় তৎসমুদায়ই ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছে। এই কালেজ হইতে অন্যূন তিন শত ছাত্র ভারতবর্ষস্থ পূর্ত্তকার্য্য-বিভাগে কর্ম্ম পাইয়াছেন। এক্ষণে এক শত ছাত্র এই কালেজে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। এই কালেজ হইতেই ভারতবর্ষবাসীদিগের একটী বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে, এতদ্দেশীয় ইঞ্জিনিয়রদিগের আর আশা ভরসা নাই।

গত ২২ এ জুলাই এই কালেজের ছাত্রদিগকে পারিতোষিক দেওয়া হয়। মার্কুইস অফ হার্টিংটন ছাত্রদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করেন। পারিতোষিক বিতরণের পর বক্তৃতা কালে হার্টিংটন কর্ণেল চেসনির প্রশংসা করিয়া এই কালেজের কিরূপে সৃষ্টি হইল, কিরূপে ইহা পরিপুষ্ট হইতেছে, ইহা দ্বারা ছাত্রদিগের কত উপকার হইতেছে, বিস্তারিতরূপে তাহার বর্ণন করেন। তিনি বলেন যে ভারতবর্ষের ধনাগার এই কালেজের ব্যয় দিয়া আসিতেছে, এবং ভারতবর্ষের জন্যই এতকাল ইহার ছাত্রেরা শিক্ষা লাভ করিতেছিল। কিন্তু এখন অবধি যে এখানকার ছাত্রেরা কেবল ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবে এমত নহে, ভারতবর্ষ, কানেডা, জ্যামেকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ইংলণ্ডীয় সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত অন্যান্য দেশেও কর্ম্ম পাইবে। অথচ ভারতবর্ষের টাকায় এই ছাত্রদিগের শিক্ষা দেওয়া হইবে। পাঠক! দেখুন ইংলণ্ডের লিবরল মন্ত্রিদল কেমন উদার ও ন্যায় পরায়ণ, তাঁহারা ভারতবর্ষের অর্থের কেমন সদ্ব্যবহার করেন।

হার্টিংটনের বক্তৃতায় আর এক অংশ পাঠ করিয়া আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। আমরা জানিতাম ইংলণ্ড অতি উন্নত দেশ, ইংলণ্ডের লোকেরা সর্ব্ববিষয়ে আমাদের অপেক্ষা অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে, আমরা মনে করিতাম যে ইংলণ্ডের লোকেরা কেবল জ্ঞানলাভের জন্য, নিজের উন্নতির জন্য বিদ্যা শিক্ষা করে, কেবল গবর্ণমেন্টের চাকুরির জন্য তাহাদের বিদ্যা শিক্ষা করা নহে, তাঁহারা বিদ্যালাভ করিয়া চাকুরির জন্য আমাদেরমত লালায়িত হয় না, তাঁহারা বিদ্যাবলে নিজেই নিজের উন্নতির উপায় আবিষ্কার করেন। কিন্তু হার্টিংটনের বক্তৃতা পাঠ করিয়া আমাদের সে ভ্রম ঘুচিয়া গেল। বড় বড় জন বুল আমাদিগকে যখন তখন এই সৎপরামর্শ দিয়া থাকেন শিক্ষিত বাঙ্গালী তুমি চাকুরীর প্রত্যাশা করিওনা, গবর্ণমেন্ট সকলকে চাকুরী দিতে পারেন না। গবর্ণমেন্টের হস্তে এত কর্ম্মখালি নাই। বৎসর বৎসর কলিকাতার সেনেট হাউসে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে উপাধি বিতরণ সভা হয়, তাহাতে,

কখন হবহাউস, কখন লিটন, কখন কোন উচ্চপদস্থ গবর্ণমেণ্টের ইংরাজ কর্ম্মচারী আমাদিগকে এইরূপ সদুপদেশ দিয়া থাকেন। সেদিন হাইকোর্টের চিফজষ্টিশ সার রিচার্ড গার্থ আমাদিগকে ঐ রূপ সৎপরামর্শ দিয়াছেন। আমারা তাঁহাদের বাগ্মিতার প্রস্রবণ-বিনিঃসৃত স্রোতে ভাসিয়া যাই। তখন আমরা মনেকরি উঃ ইংরাজের হৃদয় কি উদার, তাঁহারা আমাদিগকে কেবল সাধুপরামর্শ দিয়া থাকেন। আমরা লেখা পড়া শিখিয়া যাহাতে স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হই, তদ্বিষয়ে তাঁহারা কেমন উৎসাহ দিয়া থাকেন, আমারা যাহাতে গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা না করি তাহার জন্য তাঁহারা আমাদিগকে কত কথা বলিতেছেন। তখন আমাদের একথা মনে হয় না যে এই সকল সৎপরামর্শদাতা নিজেই গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী কর্ম্মচারি। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের চাকুরীর জন্য কতকাল ধরিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছেন ও কতকাল ধরিয়া পরের উপাসনা ও উমেদারী করিয়াছেন। ফলতঃ এই সকল উপদেশ ও উৎসাহ বাক্য তাঁহাদের মুখে শোভা পায় না। তাঁহারা যদি স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেন, তাঁহারা যদি গবর্ণমেণ্টের চাকর না হইয়া এই সকল উপদেশ দিতেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের এইরূপ উপদেশ দিতে অধিকার থাকিত, উপদেশের ফলও হইত।

পরিশেষে আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে অতঃপর এই কালেজে সকল লোকেই অধ্যয়নের অধিকার প্রাপ্ত হইবে। এতকাল কেবল ইংরাজদিগেরই ইহাতে পাঠ করিবার অধিকার ছিল, এখন এই নিয়ম রহিত হইল। আমরা আরও শুনিলাম যে ষ্টেট সেক্রেটারী বলিয়াছেন যে অতঃপর যাহাতে এই বিদ্যালয়কে ভারতবর্ষের ধনাগারের উপর নির্ভর করিতে না হয় তাহার চেষ্টা করা যাইবে। কিন্তু ইহা যে কত দূর কার্য্যে পরিণত হইবে তাহা বলা যায় না।

মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় আইন।

মহাশয় ব্যক্তি একবার আশ্বাস দিয়া জীবনসত্ত্বে কখন প্রত্যাশীকে নৈরাশ করেন না, জগৎ জুড়িয়া চিরকাল এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। আশা দিয়া নৈরাশ করা সহৃদয় সজ্জনের কর্ম্ম নয়। যখন মুদ্রাযন্ত্রের আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, সে একদিন গিয়াছে। সে স্বেচ্ছাচারী শাসন কর্ত্তাও এখন নাই, সে মন্ত্রী ও নাই। নিষ্কলঙ্ক ইংরাজ রাজ্যের সেই কলঙ্ক টুকু এইবার ধৌত হইবে, আমারা সর্ব্বদাই এমন আশা করিয়া থাকি। কিন্তু গত ১৮ ই মমার্স সাহেব ইংলণ্ডের কমন্সসভায় আমাদের ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটনকে এ সম্বন্ধে যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর বড় সন্তোষজনক নহে। ষ্টেট সেক্রেটারি বলিলেন যে, "ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে ২৮ এ ফেব্রুয়ারি তারিখের যে কাগজ পত্র তিনি পাইয়াছেন তাহাতে লিখিত আছে যে, আগামী শীতকালে গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের সভায় প্রথম অধিবেশনেই মুদ্রাযন্ত্রের আইন উঠাইয়া দেওয়া হইবে"। ষ্টেট সেক্রেটারির এই উত্তরটী বেশ সরল ও স্পষ্ট নহে। আমরা ইহাতে এককালে নৈরাশও হইতেছি না, সম্পূর্ণভাবে আশ্বস্তও হইতে পারি না। লর্ড হার্টিংটন বলিলেন,—এইরূপ "লিখিত আছে" প্রত্যুত্তরের এই অংশটুকু যেন কেমন কেমন লাগিতেছে। এ দিকে বিলাতের সংবাদ পত্রে এইরূপ প্রচার যে, গবর্ণর জেনারলের সভ্যেরা মুদ্রাযন্ত্রের আইন উঠাইয়া দিতে ঘোরতর আপত্তি করিতেছেন। এ কথা সত্য হইবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে যে সকল মহাত্মারা থাকিয়া উক্ত আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আজও এখানে বিদ্যমান আছেন। আইনটী তাঁহাদের স্বহস্তার্জ্জিত বিষবৃক্ষ, এখন ছেদন করিতে কিছু মমতা হইতেছে। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন,—"বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতং"। স্বকৃতি অনিষ্টকরী হইলে তাহা নির্ম্মূল করিতে কেমন লোক চাই? সে সাধারণ লোকের কাজ নয়। দৃঢ় মর্ম্মবল ও ন্যায়পরতা ভিন্ন কখন সে কর্ম্ম হইতে পারে না। ভ্রম দেখাইয়া দিলে যাঁহারা অম্লান বদনে স্বীয় দোষ স্বীকার করেন, তাঁহারাই এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। একবার যাহা মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, ন্যায় হউক অন্যায় হউক আর তাহা ঘুরিবে না, সে সকল লোক কথনও ভ্রম সংশোধন করেন না। একে ত গবর্ণর জেনেরেলের কোন কোন সভ্য মুদ্রাযন্ত্রের আইন রদ করিতে সম্পূর্ণ বক্র আছেন, তাহাতে ইংলিসমান ও পাওনিয়র সময়ে সময়ে বাতাস দিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্টের মন আরও ভারী হইয়া উঠে।

যিনি যাহাই বলুন আমাদের দুঃখ ঘুচিবার এই প্রকৃত সময়। মুদ্রাযন্ত্রের আইন যে নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ হইয়াছে এবং ইহাতে দেশীয় সমস্ত লোকের মন দারুণ ব্যথিত করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের একটীও কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই। আজ আমরা হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া যাঁহাদের নিকট দুঃখ জানাইতেছি, সেই মহাত্মারাই এই দারুণ দূষনীয় আইনটীর সৃষ্টিকালে অনুদার চরিত শাসনকর্ত্তাদের ঘোরতর নিন্দা করিয়াছিলেন, কথায় কথায় এ আইনের দোষ দেখাইয়া ছিলেন;—আজ সেই ব্রাইট সেই গ্লাডষ্টোন সাহেব কর্ত্তা। আমাদের যাহা বলিতে হইবে, তাহা তাঁহারাই বলিয়াছেন; আমরা এ আইনের যে অনৌচিত্য সপ্রমাণ করিব, তাহা তাঁহারাই বহুপূর্ব্বে জনসমাজে প্রকাশ করিয়া বসিয়া আছেন। আমাদের এখানে ত অরণ্য, কে কার রোদন শুনে?—তাঁহারা মহারাণীর সিংহাসনের নিকট এই আইনের দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রশস্তচিত্ত, প্রশস্তাশয় গম্ভীর বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন, রাজনীতিজ্ঞ উদার চরিত সহস্র সহস্র লোক সেই দোষ কীর্ত্তন স্বকর্ণে শুনিয়াছেন, ইহাতে কি বিশ্বাস হয় যে, মুদ্রাযন্ত্রের আইন রদ হইবে না? ষ্টোক্স সাহেব ইহাতে বিপক্ষতা করিবেন, তাহা আমরা জানি। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য কোন কোন ব্যক্তিও কিছু কিছু বিরুদ্ধাচারী হইবেন, তাহাতে সংশয় নাই; কিন্তু আমরা বলি লর্ড রিপন এবিষয়ে কিঞ্চিৎ সাহস প্রকাশ করুন, তাঁহার দৃঢ় ধর্ম্মবলে তিনি সকল আপত্তির উচ্ছেদ করুন।

এখন মহাত্মা রিপন লার্ড হার্টিংটন ও গ্লাডষ্টোন সাহেবের নিকট আমাদের সানুনয় প্রার্থনা এই, তাঁহারা এই নিন্দনীয় আইনটী সত্বর উঠাইয়া দিউন। একবার যাহাকে দুষনীয় জ্ঞান করিয়াছেন, নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক অঙ্গে আর সে কলঙ্কের মালা ধারণ করা শোভা পায় না। ন্যায়পক্ষে ভাবিয়া দেখিলে, এখন এই গর্হিত আইনটী অবশ্যই উঠাইতে হইয়াছে,—কেবল ভারতবর্ষের মঙ্গলসাধনের অনুরোধে নয়, উদারচরিত মহাপুরুষদের কর্ত্তব্য পালনের জন্যও বটে।

ভারতবর্ষে মদ্যপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে কি না?

গবর্ণমেণ্ট চীনের সহিত আর অহিফেন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিবে না কেন না ইহা ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ। কিন্তু অহিফেন ব্যবসায় রহিত হইলে রাজস্বের সাত আট কোটি টাকার অকুলান পড়িবে। এই টাকা চাই, নতুবা ভারতবর্ষে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যে অপরিমিত ব্যয় তাহা কিরূপে সংকুলান হইবে। এদিকে আয়ের যে যে পথ ছিল, তাহা ত ক্রমে এক একটী করিয়া বন্ধ হইতেছে। তুলার কাপড়ের কতক শুল্ক উঠিয়া গিয়াছে। লবণের একচেটিয়া হইতে পূর্ব্বে যে আয় হইত, এখন আর সে আয় হয় না। আবার ষ্টেট সেক্রেটারি বলিয়াছেন ভারতবর্ষের ধনাগারের এবার যে সচ্ছল অবস্থা, তাহাতে আগামী বর্ষে তুলার শুল্ক এককালে উঠিয়া যাইতে পারে। কিন্তু টাকা চাই, নতুবা রাজত্ব চলে না। গবর্ণমেণ্ট মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছেন। প্রজাদিগের স্কন্ধে আর নূতন করভার ন্যস্ত করিতে

পাওয়া যায় না। আর তাহারা ভার বহন করিতে পারে না। এখন টাকা কোথা হইতে আসিবে? কোন বুদ্ধিজীবী বলিলেন দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে শুণ্ডিদিগকে মদের ভাঁটী খুলিতে দেও। টাকার অভাব ঘুচিয়া যাইবে। যে যত পারে মদ্য পান করুক। গবর্ণমেণ্টের টাকা হই লই হইল। গ্রামে গ্রামে মদের ভাঁটি খোলা হইল, যে কখন মদ খায় নাই সে এখন মদ খাইতেছে। মূল্য অল্প, ক্রেতার অভাব নাই। যে লোক চারি আনার মজুরী করে, সেও সন্ধ্যার সময় গৃহে প্রত্যাগমন কালে চারি পয়সার মদ খাইয়া বাটীতে আইসে। মদে মদে দেশ উৎসন্ন গেল। প্রজারা মদ্যচক্রে পড়িয়া দিন দিন হীনাবস্থায় নীত হইতেছে, দীর্ঘ জীবন স্বল্পকাল স্থায়ী করিতেছে, শরীর রোগের আলয় করিতেছে, পুত্র কলত্রকে অন্যের দ্বারের ভিখারী করিতেছে, পিতৃ পিতামহের বহু কালের সঞ্চিত অর্থে জলাঞ্জলি দিতেছে। অতএব আমরা গবর্ণমেণ্টের পোষাকী ধর্ম্মনীতি দেখিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হইতেছি। চীনেরা ভিন্ন দেশীয় প্রজা, তাহারা অহিফেন সেবন করিয়া উৎসন্ন যাইতেছে,তাহাদিগকে উৎসন্ন দেওয়া ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ, আর গবর্ণমেণ্টের খাস প্রজারা যে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, তাহা কি ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ নয়?

যাহা হউক এতন্নিবন্ধন, ইংলণ্ডে গোলযোগ পড়িয়া গিয়াছে। সম্প্রতি কমন্স সভার একজন সভ্য ষ্টেট সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগকে বহুল পরিমাণে মদ্য পান করিতে দিয়া তাহাদের অনিষ্ট করা হইতেছে কি না? এই প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া চাই। গবর্ণমেণ্ট এদেশে ইহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছেন। স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, নানা স্থানে যে ভাঁটি খোলা হইয়াছে তাহাতে প্রজাবর্গের ইষ্ট কি অনিষ্ট হইতেছে? কালেক্টর ও কমিশনারেরা ইহা লইয়া এখন অতিশয় ব্যস্ত। গবর্ণমেণ্টের নিকট নানা স্থান হইতে রিপোর্ট প্রেরিত হইতেছে। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা সংগ্রহ করিয়া তদ্বিষয়ে স্বাভিমত প্রকাশ করিতেছেন। পুরীর কালেক্টার এ বিষয়ে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, উড়িষ্যার কমিশনর তাহাতেই অনুমোদন করিয়াছেন, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টও তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। পুরীর কালেক্টর বলেন "আমার বক্তব্য এই যে সর্ব্বত্র ভাটি খুলিবার অনুমতি দেওয়াতে বোধ হয় মদ্যপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু ইহাতে মদ্যজনিত উন্মত্ততা বৃদ্ধি পায় নাই। এজেলায় মদ্যপানে উন্মত্ত অপরাধীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প এবং প্রজাগণ শান্ত ও সচ্চরিত্র। গবর্ণমেণ্টের নিজের ভাঁটি উঠিয়া যাওয়াতে অপরাধীর সংখ্যার হ্রাস অথবা বৃদ্ধি হয় নাই সুতরাং আমার এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে প্রজাবর্গ ধর্ম্মপথ হইতে অবনীত হয় নাই। আমি বলিয়াছি যে, বোধ হয় মদ্যপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কেননা আমি এইরূপ সংবাদ পাইয়াছি, কিন্তু এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমি যে যে জেলায় ছিলাম সেই সেই স্থানে আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছিল, যে সকল লোক পূর্ব্বে মদ্যপান করিত, প্রজার হস্তে ভাঁটি হওয়ার পরে তাহারাই কেবল মদ্যপান করিতেছে, পুরীতেও সেই সমুদয় জেলার অনুরূপ ঘটনা না হইয়া ভিন্নরূপ হইতে পারে না। কিছুতেই আমার এরূপ বিশ্বাস হয় না যে পূর্ব্বে পুরীজেলায় এমন অনেক লোক ছিল যাহারা মদ্যপানের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক ছিল,কিন্তু মদ্যপানের সুবিধা নাই বলিয়া মদ খাইত না। যেখানে ইচ্ছা আছে সেখানে তাহার পথও আছে। যদি কেহ মদ্য ক্রয় করিতে ইচ্ছা করে, শুল্ক তাহার ইচ্ছার ব্যাঘাত করিতে পারে না, তাহার অর্থ থাকিলেই হইল।" কালেক্টার সাহেবের এই যুক্তি—যে যুক্তিতে কমিশনার অনুমোদন করিয়াছেন,—যে যুক্তি গবর্ণমেণ্ট রাজস্বের অনুরোধে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন—এই যুক্তি কেবল যুক্তি মাত্র, ইহা প্রত্যক্ষ ঘটনার বিরোধী। আমরা বাস্তবিক দেখিতেছি গ্রামে গ্রামে ভাঁটি হওয়াতে মদ্যপায়ীর সংখ্যা বাড়িয়াছে। আমাদের এখানে রাজপুর গঞ্জে যে মদের ভাঁটি হইয়াছে, তাহা অনেকগুলি গণ্ডগ্রামের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি নূতন নূতন মাতালের আবির্ভাব হইতেছে। মাদকতা পক্ষে তাড়ি ও মদ প্রায় একই পদার্থ। কিন্তু তাড়ির অপেক্ষা মদ্য অধিক অনিষ্টকারী। যাহারা পূর্ব্বে অর্থাভাবে মদ্য পান করিত না, কেবল তাড়ি খাইত, মদ্য সুলভ ও শস্তা হওয়াতে এখন তাহারা তাড়ি পরিত্যাগ করিয়াছে, মদ্যপান করিতেছে। যাহারা পূর্ব্বে কেবল গাঁজা খাইত, এখন তাহারাও মদ ধরিতেছে। কালেক্টর সাহেব কি তর্কানুরোধে এই সকল প্রকৃত ঘটনা অস্বীকার করিতে চাহেন? এইরূপে মদ্যপায়ীর সংখ্যা কত যে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কালেক্টর সাহেব একথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই যে ইহাতে প্রজার অর্থনাশ হইতেছে না। যদিও একথা প্রকৃত হয় যে মদ্যপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নাই, যাহারা পূর্ব্বে মদ্যপান করিত এখনও তাহারাই কেবল মদ্যপান করিতেছে, ইহাতে প্রজার অর্থনাশ হইতেছে না, যদি এ কথা বল তাহা যুক্তি সঙ্গত হইতেছে না। কারণ, পূর্ব্বে যাহারা তাড়ি খাইত তাহারা হয় ত নিজে তাড়ি প্রস্তুত করিত, কিন্তু এখন মদ্য শস্তা হইয়াছে। এখন আর তাহারা তাড়ি প্রস্তুত করে না, মদ খাইতেছে। অতএব কে বলিতে পারে যে গ্রামে গ্রামে ভাঁটি হওয়াতে প্রজার অনিষ্ট ও অর্থনাশ হইতেছে না?

গবর্ণমেণ্টের ভাঁটি উঠিয়া যাওয়াতে যে প্রজার অনিষ্ট হইতেছে না ইহা কেবল সত্যের অপলাপ মাত্র। আমরা দেখাইয়াছি যে, মদ্যপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মাদক সেবনে মনুষ্যের যে কত অনিষ্ট হয় তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রকারেরা মদ্যপানের এত নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। মদ্যপানে শরীর অসুস্থ হয়, এবং বল বীর্য্য ও আয়ুর হ্রাস হইয়া থাকে। যাহাতে এত অনিষ্ট হয় তাহা কি ধর্ম্মনীতির বিরোধী নহে! আমরা দেখিতেছি, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ধর্ম্মনীতি কেবল একটী পরিচ্ছদ মাত্র। আবশ্যক মতে ইহা পরিধান করিতে হয়। চীনদেশের সহিত অহিফেন ব্যবসায়ে ইউরোপসমাজে নিন্দা হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্মনীতির পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। আবার যদি ভারতবর্ষীয়দিগকে মদ খাওয়াইতেছ বলিয়া ইউরোপীয় সমাজে গবর্ণমেণ্টের নিন্দা হয়, এই পরিচ্ছদ পুনর্ব্বার গবর্ণমেণ্টের অঙ্গে উঠিবে।

এত দিনের পর বিধি বোধ হয় যশোহরের প্রতি প্রসন্ন হইতে চলিলেন। বহু দিন হইল একবার প্রস্তাব হইয়াছিল যে, বাঙ্গালাবিভাগে কয়েকটী নূতন জজ ও মাজিষ্ট্রেটের পদের সৃষ্টি হইবে এবং তাঁহাদের জন্য কয়েকটী প্রধান প্রধান জেলায় ও প্রধান প্রধান মহকুমায় এক একটী স্বতন্ত্র স্থান ও আসন প্রস্তুত হইবে, এবং কৃতবিদ্যদিগের মধ্য হইতে লোক নির্ব্বাচিত হইয়া ঐ ঐ স্থানে নিয়োজিত হইবেন। পরে ক্রমে ক্রমে ঐ সব মহকুমা এক একটী স্বনামখ্যাত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জেলারূপে পরিগণিত হইবে। বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, কালনা এবং খুলনা প্রভৃতি স্থান ঐ সকল পদের উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। আমাদের বর্তমান ছোট লাট সাহেবের আন্তরিক ইচ্ছা সত্বেও ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। বঙ্গের কৃতবিদ্যদিগের মধ্য হইতে যদিও বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার শীলকে বাঁকুড়ার জজীয়তি পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ছোট লাট সাহেবের বা দেশীয় কৃতবিদ্যদিগের মন তত দূর সন্তুষ্ট হয় নাই। এবার বোধ হয় রেলওয়ের কল্যাণে তাঁহার চিরাভিলষিত বিষয়টীর সিদ্ধিলাভ হইতে

চলিল। সেই সিদ্ধান্ত দূরবর্ত্তী নহে। আমাদের ছোট লাট সাহেবের উৎসাহে ও উদ্যোগে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র লৌহবর্ত্ম বিস্তার হইতে চলিল, তাহার মধ্যে আসাম লাইন ও খুলনা যশোর লাইন সর্ব্ব প্রধান। খুলনা লাইনের কাজ বিলাতের বিখ্যাত ধনকুবের বেরিং ও রথ চাইল্‌ড কোম্পানী গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে আমাদের ছোট লাট সাহেব নিম্ন বঙ্গের প্রধান জেলা ও মহকুমাগুলির পরিদর্শন কার্য্যে ব্রতী হইয়া গত ১৮ ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার ১ টার সময় বাষ্পীয় পোতযোগে সপারিষদ খুলনা মহকুমায় উপনীত হন। ঐ বিভাগের কমিশনর পীকক্ সাহেব, মাজিষ্ট্রেট বার্টন সাহেব, এবং পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব প্রভৃতি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ প্রত্যাশায় পূর্ব্বেই খুলনায় উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার সময়ে লাট সাহেব তীরে উত্তীর্ণ হইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কয়লাহাট পরিদর্শন করেন। ঐ স্থানেই রেলওয়ের টার্‌মিনস অর্থাৎ সর্ব্বশেষ ষ্টেষণ নির্ম্মিত হইবে। যামিনীযোগে উজ্জ্বল আলোকমালায় খুলনা সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আতস বাজীও হইয়াছিল। পর দিন প্রাতে প্রবাহিণীর পরপারে পদার্পণ করিয়া পুরাতন খুলনা পরিদর্শন করেন। এবং খুলনাকে সুন্দরবন-বিভাগের জেলারূপে পরিণত করিবার জন্য ১৭ ই আগষ্ট ইংলিসমান পত্রে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার অনুকূলে সমস্ত বিষয়ের বিশেষ পরীক্ষা করিয়া আইসেন। এক্ষণে আমরা বেশ ভরসা করিতে পারি, যে ছোট লাট সাহেবের এই পরিদর্শন বৃথা যাইবে না। ২৪ পরগণার বসিরহাট ও সাতক্ষীরা এবং যশোহরের খুলনা ও বাগেরহাট এই চারটী মহকুমা লইয়া একটী ২ য় শ্রেণীর নূতন জেলা সংস্থাপন হইবার আশা জন্মিয়াছে। খুলনাই সেই জেলার প্রধান নগর হইবে। বস্তুতঃ আজকাল যশোহরের ভৈরব নদ আপনি মজিয়া যশোহরকেও যেরূপ মজাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে যশোহর আর বেশী দিন অন্যান্য জেলার যশ হরণ করিতে পারিতেছেন না। খুলনা এখন রেলওয়ে সংযোগে সর্ব্ব বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিতে চলিল, সুতরাং সেই প্রাধান্যের পুরস্কার কার না বাঞ্ছনীয়? আমাদের ছোট লাট সাহেব যে ত্বরায় আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন, প্রতি পদে আমরা তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইতেছি। এক্ষণে প্রার্থনা যে যদি খুলনাকে সত্য সত্যই একটী দ্বিতীয় শ্রেণীর জেলারূপে পরিণত করা তাঁহার অভিপ্রেত হইয়া থাকে, তবে এই নূতন জেলার নূতন পদগুলি যেন তাঁহার নূতন সৃষ্ট নূতন জজ, মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা পরিপূরিত হয়। নতুবা বাস্তার তাঁহার বাক্যের ব্যত্যয় হইলে, বঙ্গবাসীর এ দুঃখ রাখিবার স্থান হইবে না।

ইউরোপীয় সমাচার।

সেণ্টপিটর্স বর্গ ২০ এ আগষ্ট। চীন ও রুশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণ অদ্য সেণ্টপিটার্স বর্গ নগরে উভয় গবর্ণমেণ্টের সন্ধিপত্র পরস্পরের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। রুশরাজ চীন সম্রাটকে খোর্গাস নদী পর্য্যন্ত কুলজা প্রদেশ অর্পণ করিলেন, চীন সম্রাটও রুশ গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ নব্বই লক্ষ রুবল দিবার অঙ্গীকার করিলেন। চীন সাম্রাজ্যের প্রাচীর পর্য্যন্ত রুশেরা বাণিজ্য করিতে পারিবে। চীনরাজ কন্সল নিয়োগে সম্মতি দিয়াছেন, এবং চার শুল্ক হ্রাস করিতে স্বীকার করিয়াছেন।

লণ্ডন ২১ এ আগষ্ট। আগামী ২৭ এ আগষ্ট হইতে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার কার্য্য বন্ধ হইবে।

এথেন্স ২০ এ আগষ্ট। গ্রীক গবর্ণমেণ্টের সহিত তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের যে সন্ধি হইয়াছিল, তদনুসারে তুরস্ক সৈন্য থেসালি পরিত্যাগ করিয়াছে। গ্রীক সেনাগণ ঐ প্রদেশ অধিকার করিয়াছে।

পারিস ২১ এ আগষ্ট। ফ্রান্সদেশের সাধারণ প্রতিনিধি সভার সভ্য মনোনীত করা শেষ হইয়া গিয়াছে। মসিয়র গ্যাম্বেটা মনোনীত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ আগষ্ট। টাইমস নেটাল হইতে এই সংবাদ পাইয়াছেন যে জুলুদিগের দেশে পুনর্ব্বার অতিশয় গোলযোগ বাঁধিয়াছে। এজন্য সর এভেলিন উড তিনদল অশ্বারোহী সেনার সহিত তথায় গিয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ আগষ্ট। কমন্সসভায় প্রশ্নোত্তর কালে লর্ড হার্টিংটন বলিয়াছেন যে, কাবুলের আমির ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট অর্থ ও অস্ত্রাদির সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন এ বিষয় তিনি কিছুই অবগত নহেন। তাঁহার বিশ্বাস এই যে আফগান গৃহযুদ্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপণ করিবেন না।

বণিক সভার সভাপতি প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন যে, ফরাসীদিগের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধে যে সন্ধি হইতেছে, তাহা হইতে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট বিরত হন নাই। আপাততঃ সন্ধির প্রস্তাব স্থগিত রহিয়াছে মাত্র। তাঁহার বিশ্বাস এই যে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট সন্ধি-সম্বন্ধে নূতন কোন প্রস্তাব করিবেন।

মাড্রিড ২২ এ আগষ্ট। স্পেনের প্রতিনিধি সভার সভ্য মনোনীত কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। অধুনাতন মন্ত্রিদলের অনুরাগী সভ্যই মনোনীত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৩ এ আগষ্ট। কমন্সসভায় লর্ড হার্টিংটন বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের ধনাগারের অবস্থা এখন সচ্ছল, ব্যয় আয় হইতেই সংকুলান হইতেছে। যাহাতে আগামী বর্ষে কার্পাসের শুল্ক উঠিয়া যাইতে পারে, এজন্য তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবেন। ইংলণ্ডীয় মুদ্রার সহিত বিনিময়ে ভারতবর্ষীয় মুদ্রার যে ক্ষতি হইতেছে, তাহার অপনয়ন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের বিশেষ যত্ন ও উদ্যোগ আবশ্যক, এ নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের দ্বৈধাতব সভার পরামর্শে যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। দ্বৈধাতব সভা হইতে এ পর্য্যন্ত যদিও কোন শুভ ফল উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু আগামী বসন্তকালে ইহা হইতে সন্তোষপ্রদ ফল পাওয়া যাইবে। হার্টিংটন বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় সৈনিক বিভাগ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন প্রস্তাবই পরিগৃহীত হয় নাই, তদ্বিষয় অদ্যাপি বিবেচনাধীনে আছে। ভারতবর্ষে পুনর্ব্বার কৃষিবিভাগ স্থাপনের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে ভারতবর্ষের যে অবস্থা তাহাতে কোন প্রকার কর‍ই রহিত করা সম্ভব নহে।

লণ্ডন ২৪ এ আগষ্ট। কমন্সসভায় প্রশ্নোত্তর কালে উপনিবেশের অণ্ডর সেক্রেটরি বলিয়াছেন যে জুলুদিগের গোলযোগ নিবারণের উদ্দেশে সর্দ্দারদিগের সহিত কথোপকথন করিবার জন্য সর এভেলিন উড জুলু ভূমিতে গমন করিয়াছেন। তিন দল অশ্বারোহী সেনা তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়াছে, শীঘ্রই তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

প্রধান মন্ত্রী প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন যে, পার্লিয়ামেণ্টের আগামী অধিবেশনে ইংলণ্ডীয় ভূমি সংস্কার আইনের পাণ্ডুলিপি সভায় অর্পিত হইবে কি না তাহা তিনি নিশ্চয় বলিতে পারেন না।

লণ্ডন ২৫ এ আগষ্ট। মহারাজ্ঞী অদ্য এডিনবর্গ নগরে বলণ্টিয়র দলের যুদ্ধনৈপুণ্য দর্শন করিয়াছেন। সেনাগণের আকৃতি ও শিক্ষা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছেন।

ইংলণ্ডে সর্ব্বত্র অতিশয় বৃষ্টি হইতেছে।

ইণ্ডিয়া আফিসের রাজস্বমন্ত্রী কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন।

আয়র্লণ্ডে লিমেরিক নিগরে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে।

লণ্ডন ২৩ এ আগষ্ট। সেনাপতি রবার্টস আগামী ১২ ই অক্টোবর ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিবেন।

আফগান গৃহযুদ্ধ সংবাদ।

কোয়েটা ১৯ এ আগষ্ট। ষ্টেটসম্যানের সংবাদ দাতা বলেন যে আয়ুব খাঁ সসৈন্যে কাবুলে যাইবার অভিপ্রায়ে উদ্যোগ করিতেছেন। সর্দ্দার নুর মহম্মদ কতকগুলি হিরাটী অশ্বারোহি সেনা ও তিন দল অপর সৈন্য লইয়া নগর হইতে বহির্গত হইয়াছেন, এবং ১১ ই আগষ্ট দেহ খোজা নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ১৩ ই আগষ্ট আবদুল্লা খাঁ আর দুই দল সৈন্যের সমভিব্যাহারে তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইয়াছেন। আপাততঃ সেনাগণ জলদকে গিয়া থাকিবে। কিছুদিনের মধ্যেই আয়ুব খাঁ কান্দাহার হইতে বহির্গত হইবেন।

কান্দাহারে আপাততঃ আয়ুবের আট দল সেনা আছে। তিনি সম্প্রতি মহম্মদ হোসেনের সমভিব্যাহারে হিরাটে ১৬ টী কামান, ও দুই লক্ষ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।

আমিরের সৈন্যগণ এখনও খেলাত্-ই-গিলজাইয়ে রহিয়াছে। তাঁহার সাহায্যার্থ কাবুল হইতে মকর নামক স্থানে সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমির শীঘ্রই গজনী নগরে যাত্রা করিবেন।

সিমলা ২১ এ আগষ্ট। কন্দাহার হইতে প্রত্যাগত বণিকদিগের নিকট সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে আয়ুবের সৈন্যগণ কন্দাহারের বাহিরে অবস্থিতি করিতেছে। সৈন্যদিগকে বেতন দিবার অর্থের সংকুলান হয় নাই বলিয়া তিনি এখনও কান্দাহারে আছেন। যে সকল কাবুলী সেনা আয়ুব খাঁর সহিত

যোগ দিয়াছিল তাহারা তাঁহার দল পরিত্যাগ করিবার অভিলাষী হইয়াছে। বিস্তর দুরাণী অশ্বারোহী সেনা গৃহে প্রতিগমন করিয়াছে।

কান্দাহারে যে সকল ইউরোপীয় কর্ম্মচারী ছিল তাহাদিগের মধ্যে একজন রাজস্ব কালেক্টার অবরুদ্ধ হইয়াছে।

সিমলা ২৭ শে আগষ্ট। কাবুল হইতে এই জনরব শুনা যাইতেছে যে আমির সসৈন্যে কাবুলের বাহিরে দেঃ মেজাং নামকস্থানে ১১ ই আগষ্ট শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তিনি গজনির দিকে অগ্রসর হইতেছেন। জনরব কতদূর প্রকৃত তাহা বলা যায় না।

সিমলা ২৪ এ আগষ্ট। সত্য সত্যই আমির কাবুল হইতে সসৈন্যে বহির্গত হইয়াছেন। আপাততঃ তিনি দেঃবুরি নামক স্থানে শিবির সংস্থান করিয়াছেন। মহম্মদ জান কারাগারে অবরুদ্ধ রহিয়াছেন। জনরব এই যে কান্দাহার হইতে পনর ক্রোশ দূরে কেলাত-ই-আখন্দ নামক স্থানে একদল পরাক্রান্ত অশ্বারোহী সেনা কাবুলের পথে দৃষ্টি রাখিয়াছে। আয়ুব খাঁ এখনও বহির্গত হন নাই।

আফগানস্থানে এখন সকলে এই কথা বলিতেছে যে আমীরের কর্ম্মচারীদলে বিবাদ ও ঈর্ষা বশতঃ কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে আয়ুব খাঁর গতিবিধির সংবাদ দেন নাই, এ নিমিত্তই আমির খায়েজ-ই-আটার ক্ষেত্রে পরাভূত হন।

আয়ুব খাঁ আফগান স্থানে ধর্ম্মযুদ্ধের ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন। তিনি আপনাকে গাজি ও আমিরকে কাফের বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

আলাহবাদ ২৫ আগষ্ট। ষ্টেটসম্যানের সংবাদদাতা বলিয়াছেন যে আয়ুব অদ্যাপি কান্দাহার হইতে বহির্গত হন নাই, কিন্তু তথা হইতে খেলাত-ই-আখন্দ পর্য্যন্ত কাবুলের পথে স্থানে স্থানে অশ্বারোহী সৈন্য সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহাদিগের জন্য অস্ত্র শস্ত্র ও খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সেনাগণের নিমিত্ত বিস্তর উষ্ট্র ও শকট সংগ্রহ করা হইতেছে। এজন্য আয়ুব খাঁ কাবুল অথবা ভারতবর্ষে ফল ও শস্য প্রেরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এক্ষণে কান্দাহার হইতে বহুল পরিমাণে কেবল মঞ্জিষ্ঠার আমদানী হইতেছে। অন্যান্য ব্যবসায় বন্ধ আছে। আফগানস্থানে জনরব এই যে আমীরের সহিত সন্ধি করিবার জন্য আয়ুব খাঁ দূত প্রেরণ করিয়াছেন। খেলাত-ই গিলজাই হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে কাবুল হইতে সর্দ্দার আজিজ খাঁ বিস্তর পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য ও কয়েকটি কামান লইয়া ১৮ ই আগষ্ট তথায় উপনীত হইয়াছেন।

সিমলা ২৬ এ আগষ্ট। কান্দাহার হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে আয়ুবের সেনার বিস্তর হ্রাস হইয়াছে। এখন তাঁহার যে আট দল সেনা আছে তাহার প্রত্যেক দলে চারি শতের অধিক লোক নাই। তন্মধ্যে আবার কাবুলী সেনাগণ তাহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। আয়ুব হিরাটে বিস্তর যুদ্ধাস্ত্র, তাম্বু, খাদ্য, ও অর্থ প্রেরণ করিয়াছেন তিনি দুরাণী অশ্বারোহী সেনাদিগকে তাঁহার সহিত যোগ দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা তাঁহার আহ্বানে কর্ণপাত করে নাই।

বিবিধ সংবাদ।

আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি ১১ ই ভাদ্র শুক্রবার ঢাকা কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক রমানাথ সরস্বতীর মৃত্যু হইয়াছে। অতি অল্প বয়সে ইহাঁর মৃত্যু হওয়াতে সকলেই দুঃখিত হইয়াছে।

হায়দ্রাবাদ কালেজের জন্য দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে শীঘ্রই একটী বাটী প্রস্তুত করা হইবে। এখানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের শিক্ষা দিবার জন্য নূতন শ্রেণী খোলা হইবে সুতরাং এই কালেজে গ্রীক জর্ম্মান [illegible] ফরাশী ভাষার অধ্যাপনা হইবে।

টাইমস অফ ইণ্ডিয়া বলেন যে গত মেইলে ইংলণ্ড হইতে বাহির হইয়া আসিবার পর পার্লিয়ামেণ্টের অন্যতর সভ্য সর ডেভিড ওয়েডর্বর্ণ [illegible] সমক্ষে ভারতবর্ষীয় আদালতের একটী অবিচারের কথা লইয়া আন্দোলন করিবেন বলিয়াছেন। আপাততঃ টানার জেলখানায় যাদবরায় হরিশঙ্কর নামে একজন কয়েদী আছে। কতিওয়ারের সহকারী বিচারপতি জাল অপরাধে ইহার চব্বিশ হাজার টাকা অর্থ দণ্ড ও পাঁচ বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা দেন, কিছু দিন পরে এই মকদ্দমার প্রধান সাক্ষী প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অপরাধে দণ্ডিত হয়। যাদবরায় হরিশঙ্কর এই কারণ দেখাইয়া তাহার মকদ্দমার পুনর্ব্বার বিচার কামনায় অথবা যাহাতে কোন সেসন জজ অথবা হাইকোর্ট তাহার মকদ্দমার আলোচনা করেন এজন্য আবেদন করে। এই আবেদন তিন জন বিচারপতি সমর্থন করেন। তাঁহারা এই কথা বলেন যে হরিশঙ্করের দণ্ড ন্যায়ানুগত হইয়াছে কিনা তাহার স্থিরতা নাই। গবর্ণমেণ্ট এই আবেদন গ্রাহ্য করেন নাই। এই কারণ বশতঃ সে কমন্স সভায় আপিল করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট হরিশঙ্করের আবেদন কেন যে গ্রাহ্য করেন নাই তাহা আমরা বুঝিতে পারিনা। দেশীয় লোক জেলে পচিলে গবর্ণমেণ্টের এত কি মাথা ব্যথা?

অমৃত বাজার পত্রিকা বলেন বঙ্গদেশের ন্যায় মান্দ্রাজে দেশীয়েরা প্লীহা ফাটিয়া মরে না। সেখানে ইউরোপীয়ের হস্তে দেশীয়ের মৃত্যু হইলে ইউরোপীয় অপরাধী উন্মাদ রোগের সাহায্যে আইন নির্দ্দিষ্ট দণ্ড হইতে মুক্তিলাভ করে। এই উপায়ে মার্টিন ও মার্গোমিশ হত্যাপরাধের দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে।

গত বৎসরের মত এবার নদীয়া জেলায় জ্বর দেখা দিয়াছে। অদ্যাপি তত ভীষণ আকার ধারণ করে নাই বটে, কিন্তু এখনও কার্ত্তিকমাস সম্মুখে রহিয়াছে। কথায় বলে কার্ত্তিকমাসে যমের চারি দ্বার খোলা থাকে। আপাততঃ প্রজাবর্গের হিতার্থ গবর্ণমেণ্ট নদীয়া জিলায় আট জন নেটিব ডাক্তার প্রেরণ করিয়াছেন।

ষ্টেটসম্যান অবগত হইয়াছেন যে ঢাকার প্রসিদ্ধ নবাব আশানউল্লা ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারতবর্ষ ভ্রমণের স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ কলিকাতায় দুইটী পেয়জলের ফোয়ারা করিয়া দিবেন; একটী বেণ্টিক ষ্ট্রীটে অপরটী ফোয়ার্লি প্লেসে স্থাপিত হইবে।

পূর্ণিয়ার রাজা লীলানন্দ সিংহের কর্ম্মকর্ত্তা টেলর সাহেব দেওয়ান বাবু ভুবনচন্দ্র রায়ের নামে এই অভিযোগ করিয়াছেন যে দেওয়ান যখন চলিয়া যান তখন তিনি রাজাকে এই ভয় প্রদর্শন করেন "আমি চলিলাম [illegible] ফাঁশাদ বাঁধে কে এখন [illegible] করিবে।" অভিযোগের পর মাজিষ্ট্রেট উইকন [illegible] গ্রহণ না করাতেই দেওয়ানের [illegible] পরোয়ানা বাহির করেন এবং ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষের নিকট কমনামা সোপর্দ্দ করেন। ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ দেওয়ানের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। শুনিলাম জেলার মাজিষ্ট্রেট ডেপুটীকে মকদ্দমা চালাইবার প্রণালী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, আসামীর ব্যারিষ্টার অবৈধ বলিয়া ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট উইকন্ বলিতেছেন ডেপুটীকে বিচার প্রণালী দেখাইয়া দিবার তাঁহার অধিকার আছে। ব্যারিষ্টার গ্যাম্পার সাহেব বাদীর পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। আবার শুনিতে পাই ভাগলপুরের কমিশনার বার্লো ইহার ভিতরে আছেন। তিনি নাকি দেওয়ানকে কর্ম্মচ্যুত করাইবার জন্য জমীদার হরিমোহন ঠাকুরকে দিয়া রাজাকে অনুরোধ করিয়া পাঠান। আসামীর ব্যারিষ্টার স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে এই ফৌজদারি মকদ্দমা গুপ্ত ষড়যন্ত্রের ফল। অন্ধ, অকর্ম্মণ্য রাজা কমিশনরের ভয় ও অনুরোধে দেওয়ানের নামে এই অভিযোগ চালাই-

তেছেন। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বিচারে দেওয়ান অব্যাহতি পাইয়াছেন।

২৩এ আগষ্ট প্রাতঃকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লক্ষ্মীসরাই ষ্টেষনের নিকটে এক খানি প্যাসেঞ্জার ও এক খানি গুড্স্ ট্রেণে ধাক্কা লাগিয়াছিল। প্যাসেঞ্জার ট্রেণ সৌভাগ্য ক্রমে রক্ষা পাইয়াছে। গুড্স্ ট্রেনের কয়েক খানি মালগাড়ি রেলচ্যুত হয়, কিন্তু কাহারও প্রাণহানি হয় নাই।

এলাহাবাদের নিকট সঙ্গগ্রামে বারা দুর্গের সন্নিকটে ১৫ ই আগষ্ট ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত গ্রামের লোক ও পুলিষের কর্ম্মচারীরা ডাকাইতদিগের কিছুই অনুসন্ধান পায় নাই। গ্রামবাসিদিগের হস্তে অস্ত্র শস্ত্র থাকিলে তাহারা ডাকাইতি নিবারণ করিতে পারিত। এ জন্য গবর্ণমেণ্ট অত্রত্য প্রজাদিগকে অস্ত্র ব্যবহার করিবার আদেশ দিয়াছেন। শুনা যাইতেছে ডাকাইতেরা গ্রামের নিকটে আবার মিলিত হইতেছে।

সিবিল ও মিলেটেরি গেজেট বলেন যে, কাবুলের ভূতপূর্ব্ব আমীর সিয়ার আলীর কোন মহিষী বর্ত্তমান আমীরের বিপক্ষে আবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন। তিনি উত্তরস্থ কয়েকটী হাজরা সম্প্রদায়ের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন। যখন আমরা দেখি যে গত বৎসর অক্টোবর মাসে দুই জন কাবুলী রমণীর ষড়যন্ত্রে কাবুলে হুলস্থূল বাঁধিয়াছিল, তখন এ সংবাদ অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন ইনি বোধ হয় ইয়াকুব ও আয়ুব খাঁর মাতা। ইনি মামুণ্ডদলের নায়কের কন্যা। কিছু দিন হইল ইনি এই সম্প্রদায়কে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের পক্ষসমর্থনার্থ অনুরোধ করিয়াছিলেন।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরের ভ্রাতা কুমার শ্রীজীবন সিংহ এবং মহিম ঠাকুরের ভ্রাতা কুমার শ্রীহরভামজি বাওয়ানি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ লণ্ডনে উপনীত হইয়াছেন।

মহারাষ্ট্র প্রদেশে একটী কাপড়ের কারখানা খোলা হইবে। অধিকারী কোম্পানীর মূলধন ছয় লক্ষ টাকা। ইহা ২৪০০ অংশে বিভক্ত হইবে। প্রত্যেক অংশের মূল্য ২৫০ টাকা।

শীঘ্রই গুইকুমার নিজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। এজন্য নৃত্য গীত ও ভোজের বিস্তর আয়োজন হইতেছে। প্রস্তাবিত শাসন প্রণালীর কথা আর শুনিতে পাওয়া যায় না কেন?

এক্ষণে কোম্পানীর কাগজের বাজার দর বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। চারি টাকা সুদি কাগজের মূল্য এক শত টাকা আট আনায় দাঁড়াইয়াছে। ৩৷৷০ সুদি কাগজের মূল্য ইহার অনুসারে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রেঙ্গুনের জেলখানায় কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। এজন্য শীঘ্রই তথায় একটী কারখানা খোলা হইবে। বঙ্গদেশে এ চেষ্টা হয় না কেন?

পুলিষের অত্যাচারের কথা শুনিতে শুনিতে আমাদের কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছে। সম্প্রতি ধারওয়ার জিলায় এক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। তথাকার পুলিষের এক জন পেটেল, এক জন সিপাহী, ও এক জন দেশাই অপরাধ স্বীকার করাইবার অভিপ্রায়ে এক জন স্ত্রীলোক ও তাহার স্বামীর প্রতি নিতান্ত নির্দ্দয় ব্যবহার করে। দেশাই পলায়ন করিয়াছে, অপর দুই জনের সাত বৎসর করিয়া কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। পুলিষ কর্ম্মচারীদিগের এরূপ শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

হাইকোর্ট অরিজিনাল বিভাগ দুর্গা পূজার উপলক্ষে ১৯ এ সেপ্টেম্বর হইতে ১৯ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

একজন চা-কর একজন দেশীয়ের উপর অত্যাচার করাতে, তাহার ৩০০ টাকা অর্থ দণ্ড হইয়াছে।

বেঙ্গল টাইমস্ বলেন বঙ্গ দেশের পূর্ব্বাংশে বৃষ্টির আধিক্য নিবন্ধন তত্রত্য ধান্যের অনিষ্ট হইতেছে।

লাহোর দুর্গের ধনাগার যে ২৫ জন কয়েদি কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয় ডেপুটী কমিশনর কর্ণেল বিডন সাহেব তাহার এক জনকে চারি বৎসরের জন্য কারাবাস ও হাজার টাকা অর্থ দণ্ড এবং অবশিষ্টদিগকে ৩ বৎসর করিয়া কারাবাস ও হাজার টাকা অর্থ দণ্ড করিয়াছেন।

২২ এ আগষ্ট সোমবার আমাদিগের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব মাতলা বন্দরে উপনীত হন। পরে রেলওয়েযোগে কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন।

আহাম্মদাবাদে ওলাউঠার ভয়ানক প্রকোপ দৃষ্ট হইতেছে।

গাঁজা অহিফেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্য লোকে ডাকযোগে স্থানান্তরে প্রেরণ করে। এক্ষণে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন যে অতঃপর কেহ মাদক দ্রব্য ডাকযোগে প্রেরণ করিলে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে।

টিকারী রাজার মকদ্দমা এক প্রকার শেষে হইয়া গিয়াছে। যেরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহাতে টিকারী মহারাণীর পক্ষে মঙ্গল। এই মকদ্দমা ৬ মাস করিয়া চলিতে ছিল। এই মকদ্দমাতে উকীল, ব্যারিষ্টার, ষ্টাম্প কাগজ এবং সাক্ষি প্রভৃতিতে ৩,১১,০০০ টাকার শ্রাদ্ধ হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষে প্রজাদিগের কষ্ট হইতেছে দেখিয়া ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান ত্রিবাঙ্কুরের দক্ষিণাংশের প্রজাদিগের কষ্ট নিবারণের জন্য লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার আদেশ দিয়াছেন।

আমেরিকার একজন কারিগর এরূপ একটি ক্ষুদ্র বাষ্পীয় কল নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে এরূপ কেহ কখন দেখে নাই। ইহার ওজন ১৫ গ্রেণ। এই কলের পিষ্টন ১/১২ ইঞ্চি লম্বা এবং ইহার পরিধি ১/২০ ইঞ্চি। ইঞ্জিনটী ১৪০ খণ্ডে বিভক্ত এবং ৫২ স্ক্রূপ দ্বারা আবদ্ধ। কলের যেখানে অগ্নি থাকে তাহার উপরে তিন চারি ফোঁটা জল দিলেই ইঞ্জিন চালান যাইতে পারে।

চর্চ্চ অফ ইংলণ্ডের অন্তঃপুর মিসনরী সভা "ভারতবর্ষীয় মহিলা" নামে একখানি মাসিক ইংরাজী পত্রিকা প্রচার করিতেছেন। কাউণ্টেস অফ ডার্ণলী এই সভার সভাপতি।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি "সিংহ এণ্ড বানর্জ্জি ফ্রেণ্ডস্ ও রিলেণ্টাল পবলিসিং এষ্টাবলিশমেণ্ট" নামে একটী কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। কার্য্যস্থান কলিকাতা শ্যামবাজার ২ নং মহেন্দ্রনাথ বসুর লেন। তৎসংক্রান্ত যে অনুষ্ঠান পত্র লিখিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ এই—

"সাধারণতঃ বঙ্গীয় কৃতবিদ্য লেখকগণকে বঙ্গভাষার প্রয়োজনীয় উত্তম উত্তম গ্রন্থাদি রচনায় অনুরোধ ও প্রবৃত্ত করা, তাঁহাদের লেখন প্রসূত সেই সকল গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে মুদ্রিত ও প্রচারিত করা এবং দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সকলের পুনর্মুদ্রাঙ্কণ করা এই কার্য্যানুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য।

এতদ্ভিন্ন নিয়মিত গ্রাহক শ্রেণী সংগ্রহ হইলে পর এই কার্য্যালয় হইতে এক খানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় আছে। উক্ত পত্রিকা মধ্যে নবপ্রকাশিত বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহের তালিকা ও তদ্বিবৃত বিষয়ের সার সংগৃহীত হইবে; বর্ত্তমান সময়ের বাঙ্গালা সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকার অন্তর্গত প্রধান প্রধান প্রস্তাব সমূহের তালিকা মুদ্রিত ও নির্ব্বাচিত প্রবন্ধাদি উদ্ধৃত করা যাইবে, এবং তৎসঙ্গে কৃতবিদ্য বঙ্গীয় লেখকগণেরও অন্যান্য রচনা সন্নিবেশিত হইবে। এরূপ এক খানি পত্রিকা যে কেবল মাত্র সহযোগী সম্পাদকগণ সমীপে (যাঁহাদের সম্পাদিত পত্রিকাদির বিনিময় সাদরে প্রার্থনীয়) আবশ্যক বলিয়া আদৃত হইবে এরূপ নহে এতদ্দ্বারা ভাষানুরাগী সাধারণ জন মণ্ডলীও বর্ত্তমান বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের উৎকর্ষ ও সারবত্ত স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিবেন।"

অনুষ্ঠানকারিরা অতি মহৎ ও সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব সাধারণের যথাসাধ্য সাহায্যদান করিয়া ইহাঁদের উৎসাহ বর্দ্ধন করা কর্ত্তব্য।

জনরব এই যে, ইডেন সাহেব শীঘ্রই বৰ্দ্ধমানে যাত্রা করিবেন। তথায় একটী নূতন খাল খনন করিবার পরামর্শ স্থির করা ও মহারাজকে তাঁহার পদে অভিষিক্ত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

১৬ই আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে মধ্য প্রদেশ ও রাজপুতানার রাজ্যসমূহে সৰ্ব্বত্র প্রচুর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এমন কি কোন কোন স্থলে আর বৃষ্টির প্রয়োজন নাই। বোম্বাই অঞ্চলে গুজরাট ও বরদায় অতিশয় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র প্রদেশে বৃষ্টির একান্ত আবশ্যকতা হইয়াছে। নিজামের রাজ্যে এখনও বৃষ্টির প্রয়োজন আছে। মান্দ্রাজ অঞ্চলে ও মহীসুর রাজ্যে বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা উত্তম। কিন্তু কোন কোন স্থানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয় নাই। বঙ্গদেশে আশু ধান্যের অবস্থা মন্দ নহে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চল, অযোধ্যা, ও পঞ্জাব প্রদেশে শস্যের অবস্থা সন্তোষপ্রদ। আসাম, ব্রিটিশ ব্রহ্ম, বেরার ও কুর্গ নামক স্থানে শস্যের অবস্থা ঐরূপ। এবার প্রায় সৰ্ব্বত্রই শস্যের অবস্থা ভাল বোধ হইতেছে। দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে প্রায় মাসার্দ্ধ অতীত হইল শস্যের অবস্থা সন্তোষজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পায়োনিয়র বলেন জয়পুরের রাজসভার প্রতিনিধি সভাপতি ঠাকুর ফত্তে সিংহের নামে যে দোষারোপ করা হইয়াছিল তাহার অসত্যতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এখন কে না বলিবে যে জয়পুরের রেসিডেণ্ট যে কার্য্যপরম্পরার অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা নিতান্ত অবৈধ?

মোরার ও গোয়ালিয়রের অতিবৃষ্টিনিবন্ধন শোচনীয় অনিষ্টাপাত হইয়া গিয়াছে। শত শত বাটী ভগ্ন ও পতিত হইয়াছে, বিস্তর দরিদ্র লোক গৃহাভাবে সাতিশয় কষ্ট ভোগ করিতেছে। বিস্তর লোক গৃহপাতে মারা গিয়াছে। পল্লীগ্রামের অবস্থা আরও ভয়াবহ।

গত ৩১ এ শ্রাবণ রবিবারে সাতক্ষীরা উপবিভাগের অন্তর্গত সোনা বেড়িয়া গ্রামের আদর্শ বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গকে এবং ৩১ এ শ্রাবণ সোমবাসরে থলসী গ্রামস্থ শার্কেল পাঠশালার বালক বালিকা বৃন্দকে বিশেষ সমারোহের সহিত পুরস্কার দান করা হইয়াছে।

পোর্ট কমিশনারদের ভুতরসিয়ার ফ্রাঙ্কাট সাহেবের সহিত ভবানন্দ অধিকারীর যে মকদ্দমা আলিপুরের মাজিষ্ট্রেট আমির আলির নিকট উপস্থিত ছিল, ফ্রাঙ্কাট সাহেব বিলাতজন্মা বলিয়া ঐ মকদ্দমা পারগিটার সাহেবের নিকট প্রেরিত হয়। পারগিটার সাহেব মকদ্দমা ডিসমিশ করিয়াছেন। ইহাতে হিন্দু সম্প্রদায় দুঃখিত হইয়াছেন।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্র ছুটী লওয়াতে বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তৎপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই নিয়োগে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

গত সোমবার প্রাতে ভারি বর্ষা হয়, তাহাতে কালীঘাট চক্রবর্ত্তী পাড়া গলীতে একটী কোটা ঘর সমভূম হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় কাহারও প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই।

বৰ্দ্ধমানের মহারাজ কুমার আপতাপচাঁদ মহাতাপ, সম্প্রতি বড় লাট সাহেবের নিকট হইতে "মহারাজাধিরাজ বাহাদুর" উপাধি পাইয়াছেন। অতঃপর তাঁহার সিংহাসন অধিরোহন দিন হইতে, তিনি মহারাজাধিরাজ আপতাপচাঁদ বাহাদুর এই উপাধিতে অভিহিত হইবেন।

কালীঘাটের দালাল অভয়াচরণ ঠাকুর নামে এক ব্যক্তি কোন স্ত্রী যাত্রীর প্রতি অত্যাচার করাতে আদালতের বিচারে তাহার দুই টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। আমাদের মতে ইহার অর্থ দণ্ড না হইয়া বেত্রাঘাত বা কারাদণ্ড হওয়া উচিত ছিল। এমন পবিত্র তীর্থস্থান কতক গুলা ক্রিয়াকাণ্ড-জ্ঞানশূন্য নৃষণ্ড পাষণ্ড ভণ্ড দালাল দ্বারা লণ্ড ভণ্ড হইতে চলিল, ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়।

বৃষ্টির বাহুল্য বশতঃ কলিকাতায় এক্ষণে পরিশ্রুত ও পরিষ্কৃত কলের জলের পরিমাণ কম হইয়া আসিয়াছে। যে গঙ্গার জল পরিষ্কৃত হইয়া পানার্থ প্রেরিত হইত এক্ষণে গঙ্গায় ঢল নামিয়া তাহা অত্যন্ত ঘোলা হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য পরিষ্করণ কার্য্যের আংশিক ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। কলিকাতা বাসিরা এখন দিন কত এই অসুবিধা ভোগ করিতে থাকুন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে কতকগুলি শিক্ষিত ভদ্রলোকের কন্যা রীতিমত ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিয়া ধাত্রীর কার্য্য করিতেছেন। স্থানান্তরে এ বিষয়ে একটী বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হইবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৬ই আগষ্ট। ১৮৮১। ২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০ ই নিজ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

১৭ ই আগষ্ট। ২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র হাবড়ায় বদলী হইলেন।

১৯ এ আগষ্ট। । আর, এইচ, উইলসন্ সাহেব যে ছুটি লইয়াছিলেন ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি আর তাঁহার ২৪ দিন ছুটী বাড়াইয়া দিয়াছেন।

ত্রিপুরার সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু মহেন্দ্রনাথ শীল ৯ ই নিজ কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

২০ এ আগষ্ট। ১৮৮১। যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু অধরলাল সেন কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২৩ এ আগষ্ট। রঙ্গপুরের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ এফ. জে, জি, কাম্বেল ২ য় শ্রেণীর ডিষ্ট্রীক্ট এবং সেসন জজ হইলেন। মজঃফরপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ ঐ জেলায় ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ এইচ. উবলিউ, গরর্ডন সাহেব হইলেন।

চট্টগ্রামের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ, ম্যান্সন্ এক মাসের ছুটী লওয়াতে চট্টগ্রামের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, কেনেডি সাহেব, এ, ম্যানসন্ সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

দারজাঙ্গার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু গোবিন্দমোহন ঘোষ ছয় মাসের ছুটী লইয়াছেন।

বাখরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কৃষ্ণকুমার সেন এক মাস একুশ দিনের ছুটী লইয়াছেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাট বিভাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার নওয়াখালিতে বদলী হইলেন।

পুর্ণিয়ার অন্তঃপাতী সুরাজপুর ষ্টেটের ম্যানেজার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় তিন মাস ছুটী লইয়াছেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবার বিভাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ই, এম, রেলি দুই মাস ১৩ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ভবাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ই এম, রেলির অনুপস্থিত কাল পর্য্যন্ত ডায়মণ্ডহারবার বিভাগের কার্য্য করিবেন।

যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ই, আর, মিডলটন আড়াই মাস ছুটী পাইয়াছেন।

নওয়াখালীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী সৈয়দ ওবেদুল্লা দুই মাস ছুটী পাইয়াছেন।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এফ, ই, পারগিটার ঐ জেলার কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

যশোহরের অন্তর্গত খুলনিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু তারিণীকুমার ঘোষ ঐ উপবিভাগে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মুঙ্গেরের অন্তর্গত জামুইয়ের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু হরিমোহন সান্যাল সাঁওতাল পরগণায় বদলী হইলেন।

ভাগলপুরের অন্তর্গত বাঁকার সবডেপুটী কালেক্টর বাবু কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাঁওতাল পরগণায় বদলী হইলেন।

পুর্ণিয়ার অন্তর্গত আরারিয়া বিভাগের সব ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী নাজিমুদ্দিন আহাম্মদ সাঁওতাল পরগণায় বদলী হইলেন।

যশোহরের অন্তর্গত নড়াইলের সব ডেপুটি কালেক্টার বাবু বরদাদাস বসু দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটি কালেক্টার হইলেন।

বাবু বরদাদাস বসু দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টারী পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্যও করিবেন।

যশোহরের অন্তঃপাতী বসিরহাটের প্রতিনিধি সব ডেপুটি কালেক্টর বাবু খুঁদিরাম পোদ্দার কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটি কালেক্টার হইলেন।

বাঁকুড়ার প্রতিনিধি জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার জে এণ্ডারসন্ সাহেব দুই মাসের ছুটি লওয়াতে বাঁকুড়ার প্রতিনিধি ডেপুটি কালেক্টার ও জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত আর, সি, দত্ত ঐ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু কাশীনাথ বসু পূর্ব্বে যে ছুটি পাইয়াছিলেন তদতিরিক্ত চারি মাসের ছুটি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৯ এ আগষ্ট। ১৮৮১। বাবু অতুলচন্দ্র ঘোষ ছুটী লওয়াতে বাবু অঘোরচন্দ্র হাজরা বি, এল, যশোহরের মুন্সেফের কার্য্য করিবেন। তিনি সচরাচর নড়াইলে থাকিবেন।

২০ এ আগষ্ট। ১৮৮১। মেদিনীপুরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু অটলবিহারী মৈত্রেয় দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২৩ এ আগষ্ট। ১৮৮১। পূর্ণিয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী নজলাল করিম প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বাবু বিনোদবিহারী চৌধুরী ছুটি লওয়াতে শ্রীহট্টের নবীগঞ্জের মুন্সেফ বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বি, এল, মেদনীপুরে বদলী হইলেন। তিনি সচরাচর সদর ষ্টেষণে থাকিবেন। তিনি ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০ টাকা পর্য্যন্ত মকদ্দমা করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

রাজসাহীর সবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ বাবু গণেশচন্দ্র চৌধুরী দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

সংবাদদাতার পত্র।

জামালপুর।

গত ১৭ ই আগষ্ট মুঙ্গের ডাকঘর হইতে যাবতীয় রেজেষ্টরি চিঠি অপহৃত হইয়াছে। ঐ দিন মেল ক্লার্ক রাত্রি দশটার ট্রেণে মেল পরীক্ষা করিয়া লইয়া পোষ্ট আফিসের সিন্দুকের মধ্যে তালা বন্ধ করিয়া বাসায় প্রস্থান করেন; দ্বাররক্ষক দ্বারে তালা দিয়া বহির্ভাগে শয়ন করিয়া থাকে। প্রাতে ডাকঘরের রণার গৃহ পরিষ্কার করিতে যাইয়া দেখিল, মেল রাখিবার সিন্দুকের ডালা খোলা; মেল ব্যাগ কাঁচি দিয়া কাটিয়া তন্মধ্য হইতে শুদ্ধ রেজেষ্টরি পত্র গুলি এবং জামালপুরের একাউণ্ট ব্যাগ অপহরণ করিয়াছে। সে ব্যক্তি পোষ্ট মাষ্টারকে ডাকিলে তিনি আসিয়া এই ঘটনা দর্শন করিয়া বিস্মিত হন এবং তৎক্ষণাৎ ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল এবং ভাগলপুরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে তারে সংবাদ পাঠান। এক্ষণে সকলে ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া এ বিষয়ের অনুসন্ধান লইতেছেন।

গত সপ্তাহে বেহার সার্কেলের স্কুল ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এখানকার ইংরাজি এবং বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। জামালপুর মধ্যশ্রেণী বিদ্যালয়টী প্রবেশিকা পরীক্ষোপযোগী হইয়া অল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে দেখিয়া, ইনি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্কুলের উচ্চ শ্রেণী গুলির পরীক্ষা করিয়া যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, নিম্ন শ্রেণী গুলির পরীক্ষায় সেরূপ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। আমরা আশা করি সম্পাদক ও ম্যানেজিং কমিটীর সভ্যগণ যাহাতে নিম্ন শ্রেণী গুলিতে পাঠের সুবন্দোবস্ত হয়, তৎপক্ষে যত্ন করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বিষ্ণুচন্দ্র দত্ত বেহারের প্রতিনিধি ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার হইয়া আসায় জামালপুরের সকলে তাঁহার গুণের কথা শুনিয়া ভূতপূর্ব্ব পোষ্ট মাষ্টার বাবু বিপ্রচরণ দেকে পুনরায় এখানে আনিবার জন্য প্রত্যেকে স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়া একখানি দরখাস্ত করিয়াছেন। ভরসা করি, বিষ্ণু বাবু ইঁহাদের প্রার্থনা পূরণ করিয়া সাধারণের সন্তোষভাজন হইবেন।

এক্ষণে এখানে রীতিমত বৃষ্টি হইতেছে। শস্যাদির অবস্থা মন্দ নহে।

কো-অপারেটিভ দোকানের অংশীদার দিগকে শত করা ২৫ টাকার হিসাবে অংশ দেওয়া হইতেছে। বোধ করি বাকী টাকা আদায় হইলে সত্বরেই আর কিছু কিছু দেওয়া হইবে। কত টাকা ক্ষতি হইয়াছে আমরা স্থির অবগত নহি; অনুমান অর্দ্ধেক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

ভাগলপুর।

গত ৩১ এ শ্রাবণ এখানকার চম্পানগরের বিখ্যাত "বেহুলার ভাসান মেলা" সমাধা হইয়া গিয়াছে। বহুতর লোক বহুদূর স্থান হইতে এই মেলা দেখিতে আসিয়াছিলেন। সংক্রান্তির দিবস বেহুলা ও মনসার পূজা হইয়া ১ লা ভাদ্র অগস্ত্য যাত্রা দিবস বেহুলা সতীকে কলার মান্দার বা ভেলা করিয়া দিয়া মৃতপতি নখীন্দরের সহিত জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য। ৪। ৫ টি চিত্র বিচিত্র দেখিতে পরম সুন্দর কলার মান্দার যখন ভাসিতে ভাসিতে উর্ম্মিমালাসংকুল ভাগীরথীতে আসিয়া পড়িয়াছিল, তখন কাহার মনে না আনন্দের উদয় হইয়াছিল? আর কেই বা শত শত বার সতী-সাধ্বীরমণীগণকে পতিব্রতা বেহুলা সতীর সহিত ধন্যবাদ ও প্রশংসা করিতে মনে মনে সংকল্প না করিয়াছিল? ধন্য পতিব্রতা রমণী!

কয়েক দিবস গত হইল, বারারির পূর্ব্ব পার্শ্বে ভাগীরথীতে একখানি আন্দাজ ৪০০ শত মণ চাউল ও ধান্য বোঝাই হাজীপুরের জনৈক মহাজনের নৌকা প্রবল তরঙ্গে পড়িয়া জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। শুনিতেছি মহাজন ও দুই জন মাঝি নাকি উঠিতে পারে নাই। মহাজন যদি সত্য সত্যই জলমগ্ন হইয়া থাকেন, তবে বড়ই দুঃখের বিষয়। বাণিজ্যে তাঁহার লাভ হইল ভাল। ধনও গেল, জীবনও গেল!

সম্প্রতি এখানকার নিকটবর্ত্তী একটী পল্লীতে একটী দশম বর্ষীয়া বালিকার (বালিকা বলিব কি যুবতী বলিব, তাহা ঠিক করিতে পারিতেছি না!) সন্তান হইয়াছে। সন্তানটী যেমন হইয়াছে তেমনি পিতা মাতাকে কাঁদাইয়া চলিয়া গিয়াছে! শুনিলাম স্ত্রীলোকটির অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি আজিও সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। এই "ঘোঁড়া রোগে" দরিদ্র ভারতসন্তানেরা মারা গেল। এ রোগের কি কোন প্রতিকার হইবে না?

এ বৎসর নীল তেমন উত্তম না জন্মিলেও ফলে ভাল হইয়াছে। নীলের দানা উত্তম ও দাম অধিক। এই সময় পীরপৈঁতির নীলকুঠিতে অনেক লোক খাটিয়া ২। ১ মাসের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। নীলকুঠিতে এদেশীয়ের এই একমাত্র লাভ, আর লাভ নাই! ইহাই আমাদের যথেষ্ট।

আজ কাল বাজার দর উত্তম। অধিবাসিগণের স্বাস্থ্যও নিতান্ত মন্দ নহে। গঙ্গার জল দিন দিন অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইতেছে। নিম্নভূমির অনেক শস্যক্ষেত্র জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে।

হুগলী--১৮ ই আগষ্ট ১৮৮১।

আপনার ভাগলপুরস্থ সংবাদদাতা কএকটী দ্বিপদ গরু দেখিয়া সাধারণকে কৌতুক দেখাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন; কিন্তু ওরূপ দ্বিপদ পশু আজ কাল সর্ব্বত্রেই পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার কল্যাণে আমরা কত গরু মানুষ হইতে ও মানুষ গরু হইতে দেখিতেছি। ফলতঃ ইংরাজী কৃতবিদ্য দলের মুখ-খানা কিছু লম্বা হইয়া উঠে আকারে না হউক প্রকারে বটে। যখন রেলগাড়ি ঘড় ঘড় শব্দে চলিয়া যায়, মাঠে দুই চারিটা গরু শৃঙ্গ পাতিয়া যেন যুদ্ধ করিতে উদ্যত হয়, আবার হয় ত পরক্ষণেই পুচ্ছ তুলিয়া দৌড়িতে থাকে। ইংরাজ রাজনীতি ও কৌশলে সুমহৎ ও দ্রুতবেগে ধাবিত কালেজ হইতে দুই চারিটী মেকলে কি বাইরণের গত মুখস্থ করিয়া

বক্তৃতা করিলে সেবেগ রক্ষা হয় না। আবার কোথায় পাক খুঁজিতে যাইব!

অল্পদিন হইল চুঁচুড়ার বাবিকে এখানকার সমস্ত ইস্কুলের ছাত্রেরা সমবেত হইয়া শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বসুর একটী বক্তৃতা শুনিয়াছিল। আমেরিকা ও ইউনাইটেড ষ্টেটস্ নামক রাজ্যে যে যে শিল্প কোশল বিদ্যাচর্চ্চা ও রীতি নীতি আছে, বক্তা তাহা এমত রূপে বর্ণন করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। পরিশেষে শ্রীযুক্তবাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন হইতে ছাত্র বৃন্দকে একটী সভা সংস্থাপনের জন্য উপদেশ দিলেন। ঐ উপদেশানুসারে ছাত্রেরা আগামী শনিবারে উক্ত বাবুকে এখানে আসিতে অনুরোধ করিয়াছেন। বোধ হয় সভা সংস্থাপনও হইবে। উত্তম কথা। তবে একটী দোষ এই, বক্তৃতার মাত্রা কিছু অতিরিক্ত হইতে থাকে। লেখা পড়ার সময় জোঁক্তাদের ন্যায় বক্তৃতা করা অভ্যাস করিলে পিতা মাতা শিক্ষক কি প্রতিবাসী সকলেই জ্বালাতন। আর এক কথা এই আমাদের দেশে বোধ হয় বক্তৃতাটা কিছু বেশী বেশী হইতেছে।

ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় এক প্রকার কলমের চারা। প্রথম মুকুলগুলি ভাঙ্গিয়া দিলে ভাল হয় না? নতুবা অল্পে বৃদ্ধ হইয়া নিস্তেজ হইয়া শুখাইয়া যাইবে।

অধিক বক্তৃতা সুলক্ষণ নয়। গ্রীশদেশে ডিমসথিনিসের বক্তৃতা ও স্বাধীনতাবিনাশ এবং অবনতির সূত্রপাতে প্রায় অল্পকাল ব্যবধান। রোমে সিসিরো বক্তৃতার পরা কাষ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, আর সাধারণ তন্ত্রের লোপ এবং রোমকদিগের বীরত্বের অবসান আরম্ভ হইল। পক্ষান্তরে নব জর্ম্মাণীর ও গ্রীশের অভ্যুদয়ে বক্তৃতার বড় ঘটা দেখা যায় না।

গত কল্য এখানকার কালেক্টরি কোষাগারের ছাদ হইতে একজন মজুর পড়িয়া গিয়াছিল, শুনিলাম হাসপাতালে যাইয়া মরিয়া গিয়াছে।

জগলীর জজ আদালতের দায়রা শেষ হইয়াছে। এখানকার জুরিদিগের বড় কষ্ট হয়, যেদিন আদালতে উপস্থিত হইতে হয় প্রায় সেদিন আর পর তিন চারি দিন না আসিলে মকোদ্দমা শেষ হয় না। আর এক যে জজ সাহেবের সাক্ষীর জবানবন্দী করিতে কি অতিরিক্ত সময় ক্ষেপণ করেন, অন্যত্র এরূপ হয় না। আমাদিগের সবিনয় অনুরোধ সুযোগ্য জজ বাহাদুর এদিকে একটু দৃষ্টি করেন।

ছাপরা—রামকেলো।

এ অঞ্চলে এ পর্য্যন্ত প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু মধ্যে মধ্যে যেরূপ বৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে ভাদুই ফসলের বিশেষ ক্ষতি হইবে না।

ছাপরাতে প্রতিদিন অন্যূন ১০।১৫ জন বিসূচিকা রোগে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। এখানকার ডাক্তার প্রাইস সাহেব হুকুম দিয়াছেন যে সহর মধ্যে কেহ কাঁটাল, পেয়ারা বা কসাইয়ের দোকানের মাংস না খায়। এই সকল দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করিবার নিষেধার্থ ঢোল বাজাইয়া সহরে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে।

এখানকার গঙ্গার জল অত্যন্ত বাড়িয়াছে। সহরের অতি নিকট পর্য্যন্ত জল আসিয়া রাস্তাগুলি ডুবিয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে এখান হইতে পাটনা গমনাগমনের কষ্ট নিবারণ করিবার জন্য প্রথমে একখানি ষ্টিমার রাখা হয়, পরে লাভ দেখিয়া কার্য্য সৌকর্য্যার্থে আর এক খানি রাখা হইয়াছিল। সম্প্রতি দেখিলাম ঘাটে অপর একখানি ভগ্নাবস্থায় রহিয়াছে। কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের অনুরোধ এই, তাঁহারা ঐ খানার সত্বর মেরামত করিয়া দেন। কারণ যে একখানি যাতায়াত করিতেছে, উহা এক দিবস অন্তর যাইয়া থাকে। ইহাতে লোক সাধারণের অত্যন্ত অসুবিধা হয়। বর্ষাগমে ষ্টিমারের উপকার বিশেষ লক্ষিত হয়।

শান্তিপুর।

বিগত ২০ এ আগষ্ট শনিবার অপরাহ্নকালে আমাদের মাননীয় জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র রায় মহাশয় মায়াময় দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গোলোকধাম গমন করিয়াছেন। ইনি সাংঘাতিক পীড়িতাবস্থায় মুমূর্ষাবস্থ হইয়াছিলেন, এই হৃদয় বিদারণ নিদারুণ সংবাদটী গতবারের সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এবার তাঁহার মৃত্যু সংবাদটী প্রকাশ করিতে হইল, ইহাই আমাদের অধিকতর দুঃখের বিষয়।

সম্প্রতি এখানকার মিউনিসিপাল হেডকনষ্টেবল জুমন খ্রীষ্টান একজন ময়রাণীর ঘরে অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার চাকরকে মারপিট করিয়াছিল। এজন্য ময়রাণী উক্ত জমাদারের প্রতিকূলে ফৌজদারীতে নালিশ করাতে ডেপুটী বাবুর বিচারে আসামীর দশটাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। ডেপুটী বাবুর পুলিশের উপর তীব্রতর দৃষ্টি থাকে ইহাই বাঞ্ছনীয়।

সম্প্রতি আমাদের মিউনিসিপালিটী ঢেড়া দ্বারা ঘোষণা দিয়াছেন এই যে সরকারী রাস্তার উপর যাহাদের ছাদের জল পড়িয়া থাকে তাহারা অবিলম্বে ঐ সকল নালী ভাঙ্গিয়া দেন, নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য আমলে আসিবেক।"

এই ঘোষণাটী শুনিয়া অনেক লোকের চক্ষু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ মিউনিসিপালটী সৃষ্টি হইবার অনেকদিন পূর্ব্বে ঐ সকল নালী সংপ্রস্তুত হইয়াছে, এক্ষণে উহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া বহুব্যয়সাধ্য, মিউনিসিপলিটী প্রজার উপর ঐরূপ উৎপীড়ন করিলে অগত্যা অনেককে বাটী বিক্রয় করিয়া উঠিয়া যাইতে হইবে। অতএব নূতন ভাইসচেয়ারম্যান বাবু ঐরূপ খামখেয়ালী হুকুম পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রজার স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রতিপালন করেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

বেজপাড়া নিবাসী বাবু ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি মিউনিসিপালিটীতে এই বলিয়া দরখাস্ত করিয়াছেন যে মিউনিসিপল ওভারসিয়র ও অনুচরেরা তাঁহার পৈতৃক ভদ্রাসন বাটীর প্রাচীরের নিম্নদেশ হইতে এমনি ভাবে মৃত্তিকা কাটিয়া লইয়া "নয়ানজুলি" প্রস্তুত করিয়াছে, তন্নিবন্ধন তাঁহার প্রাচীর পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে ও তাঁহার বাটীর জল নির্গমার্থ পয়ঃপ্রণালী রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক, মিউনিসিপল কমিশনর বাবুরা ঐ মকদ্দমার কিরূপ বিচার করেন।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১২৮৭ সাল শেষ হইয়াছে, নূতন বর্ষ পড়িয়াছে। সোমপ্রকাশের অগ্রিম মূল্য গ্রহণের নিয়ম, এ নিয়মটী বিশেষ করিয়া পাঠকগণের স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যাহাতে আমাদের নিয়ম ভঙ্গ না হয়, তাহা করিয়া গ্রাহকগণ আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

মূল্য প্রেরণ সম্বন্ধে বক্তব্য।

যাঁহারা মনিঅর্ডর করিয়া সোমপ্রকাশের ও কল্পদ্রুমের মূল্য প্রেরণ করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভ্রম প্রমাদ নিবন্ধন বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। যথা—যিনি কাগজ লন, হয় ত তাঁহার কর্ম্মচারী মনিঅর্ডর করিলেন, তাঁহার নামেই মনি অর্ডর আসিল, আমরা তাঁহার মনিবের নাম জানিতে পারিলাম না, সুতরাং তাঁহার টাকা জমা করিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠিল। অতএব মনিঅর্ডরের সঙ্গে বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া যদি এক এক খানি কার্ড পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না।

অপর, যাঁহারা সংস্কৃত যন্ত্রে বা বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে টাকা জমা দেন, তাঁহাদেরও কর্ম্মচারির ভ্রম-প্রমাদ দোষে সময়ে সময়ে আমাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। কর্ম্মচারিরা বাবুর নাম লিখিয়া দিয়া যান, ডাকঘরের, বাস গ্রামের ও জিলার ঠিকানা দেন না; সুতরাং তাঁহা-

দের কাগজ যায় না। অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধ এই, নাম ও ঠিকানাগুলি স্পষ্ট অক্ষরে বিস্তারিতরূপে সকলেরই লেখা কর্ত্তব্য।

সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকস্য।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা-পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

অধ্যাত্ম রামায়ণ।

বিনা মূল্যে বিতরণ।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীত। সংস্কৃত মূল হইতে অবিকল গদ্যে অনুবাদিত হইয়া (গত আষাঢ় মাস হইতে) প্রতি মাসে দুই খণ্ড করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। অনুমান ১৬ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। আমরা ইহার মূল্য গ্রহণ করিব না, কেবল প্রতি খণ্ডের ডাকমাশুলাদি ব্যয় অগ্রিম ৵০ আনা গ্রহণ করিব। এককালীন সম্পূর্ণ খণ্ডের ডাকমাশুলাদির ব্যয় অগ্রিম ১৷৵০ আনা। যাঁহারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহারা সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নামে ডাকমাশুলাদির ব্যয় পাঠাইবেন।

কলিকাতা } অধ্যক্ষ।
১১০ নং গ্রেষ্ট্রীট শ্রীশ্রীরামচন্দ্র সিংহ।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ নবম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের নবম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীচৈতন্য, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, হিন্দুদিগের বণিক্সাধিকা, মোমাই, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি? মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, এই ৭টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

স্বর্ণলতা উপন্যাস

তৃতীয় সংস্করণ মূল্য ১৷৵০। আমার নিকট প্রাপ্তব্য।
বঙ্গীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী।
৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ম্যানেজার শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল [illegible] ক্ষতরোগে অমোঘ ঃ কাটা [illegible] প্রকার পুরাতন ঘা, ঘা ও স্তনমূলের ঘা, প্রকার গলিত কুষ্ঠ,

[illegible] প্রকার নূতন ও পুরাতন ঘা, যথাঃ— [illegible] পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্ব- [illegible] ঘা, আবের ঘা, স্তনের [illegible] ঘা, চেরা ঘা, সকল [illegible] ফোড়া, চিড়িয়া, ছড়িয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠ-ব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোষ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) ফিকবেদনা, সর্ব্বপ্রকার পাথর ঘা, আঙ্গুলহাড়া, [illegible]স্ফোটক, কাঁউড় ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের আবিষ্কৃত অর্শ, ধাতুর পীড়া ইত্যাদি কয়েকটী উৎকট রোগের ঔষধ গুলি, ১০।১২ বৎসর হইতে ভারতবর্ষের দেশ বিদেশে বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইয়া বিস্তর ভদ্র স্থলে, যাহা একটী মহৌষধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, যে বিষয়ের প্রশংসা পত্র সকল "সোমপ্রকাশ" "অমৃতবাজার" এবং "সাধারণী" ইত্যাদি কয়েকটী সম্ভ্রান্ত সংবাদ পত্রে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই সেই ঔষধগুলি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায়।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায় যে বহু দিবস হইতে শরীরস্থ পারা নির্গত হইবার ঔষধ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন ইহা অনেকেই অবগত আছেন। এক্ষণে ঈশ্বরানুগ্রহে ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়া সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন করিতেছেন যে, যাঁহারা পারায় কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা কেবল চারিটিমাত্র টাকা এবং ডাক খরচ বার আনা করিয়া দিয়া এক সপ্তাহ কাল শরীর হইতে পারা নির্গত হইবার ঔষধটী ব্যবহার করিলেই অবশ্য উপকার প্রাপ্ত হইবেন। এই ঔষধ ব্যবহারে কঠিন নহে, এবং সহজে খাওয়া যায়। ইহাতে স্বাস্থ্যের কোন হানিজনক দ্রব্যের লেশ মাত্র নাই।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়
সারদাদি পুস্তকালয়
৩৩৭ নং চিৎপুর রোড গরাণহাটা
কলিকাতা।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকানি, টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৵০ আনা।

টুথ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৫শ ভাগ । " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " ৪৩ সংখ্যা ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা । মাসিক মূল্য ১ এক টাকা । | ১২৮৮ সাল । ২১ এ ভাদ্র । ইং ১৮৮১ । ৫ ই সেপ্টেম্বর । | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৸০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র ।

৩য়—নম্বর।

ইহা সেবনে অম্লশূল, অম্লরোগ, বাত ও বাত-জন্য, [illegible] দোষ ও ক্রিমিরোগ আরাম হয়। ৩।৪ সপ্তাহ নিয়মিতরূপে সেবন করিলে ২৫।৩০ বৎসরের অম্লরোগ ও শূল একেবারে আরোগ্য হয়।

প্রথম বোতলের মূল্য	।০
মাশুল	১॥০
প্যাকিং	॥০

৪র্থ—নম্বর।

ইহা ইষ্ট মন্ত্রের ন্যায় গোপনীয়, ইহার মূল্য নাই, অম্লরোগের সকল প্রকার ঔষধ সেবন করিয়া যাঁহার আরাম না হইবে তিনি সাক্ষাৎ করিলে পাইবেন।

জয়কালীসুশোভনং।

ইহা পরীক্ষার অধীনে আছেন, কিছু দিন পরে প্রকাশ হইবে।

শান্তিরস।

এই আরোক বহুসংখ্যক অসাধ্য রোগের মহৌষধ। ইহাতে নবজ্বর হইতে ত্রিবিধ বিকার, বাত, গেটেবাত, আন্তরিক বাহিক ও আঘাতজনিত বেদনা, কৃমিতে অম্লজরোগ, ওলাউঠা, পুরাতনজ্বর, প্লীহা, যকৃৎ ইত্যাদি আরাম হয়।

এক শিশির মূল্য মায় ডাক মাসুল ও প্যাকিং ২ টাকা মাত্র।

রোগিগণ রোগের বিশেষ বিবরণ, লক্ষণ, নাড়ীর প্রধানতা, বয়স ও ঠিকানা লিখিয়া ভবানীপুর চড়কডাঙ্গার দক্ষিণ শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলিতে সওকঃ পুকুরোধনাঃ নামে প্রাকৃতিক আলয়ে বা কলিকাতা পবলিক ওয়ার্কস বেঙ্গল সেক্রেটরিয়েট আফিসে শ্রীঅঘোরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটে মূল্য ও খরচা সমেত পত্র পাঠাইলে ঔষধ প্রাপ্ত হইবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট গৃহীত হইবে না। শিশি বা মোড়কের ও পত্রের উপর উক্ত শ্লোকের শীলমোহর না থাকিলে ঔষধ লইবেন না।

প্রশংসা পত্র ও নিয়মাবলী ঔষধের সঙ্গে পাইবেন। সওকঃ পুকুরোধনান্তস্য দাসঃ প্রিয়া, চ, ব,।

প্রেরিতপত্র

নববিধানীদিগের সত্যানুরাগ।

(প্রতিবাদের প্রতিবাদ)

ইতিপূর্ব্বে আমি উপরি উক্ত শীর্ষক দিয়া যে পত্রখানি প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহার প্রতিবাদচ্ছলে শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মল্লিক গত ২৫এ শ্রাবণের সোমপ্রকাশে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। আমি যাহাকে সত্য ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, তাহাকেই তিনি অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। সুতরাং এরূপ স্থলে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারাই প্রতিবাদিত বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় হওয়া অধিকতর সঙ্গত। সঙ্গত বলিয়াই আমি এত দিন চুপ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম প্রতিবাদিত বিষয়ের বিশেষজ্ঞ কলিকাতার কোন না কোন ব্যক্তি প্রিয়নাথ বাবুর পত্রের যথোচিত উত্তর প্রদান করিবেন। কিন্তু এত দিন অপেক্ষা করিয়া ইহাই বুঝিলাম যে, তাঁহারা প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন—সহজে তাঁহাদের চৈতন্য হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া তদ্বিষয়ে আমাকেই অগ্রসর হইতে হইল।

পাঠকেরা বুঝিতেই পারিতেছেন, আমি মফস্বলে রহি, আর ঘটনাটী হয় কলিকাতায়, সুতরাং আমি নিজে তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। আমি কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় গিয়া তিন জন শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মের মুখে ঘটনাটির আমূল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সোমপ্রকাশে প্রকাশ করি। পরে যখন আমার পত্রের প্রতিবাদ পত্র প্রকাশিত হইল, তখন আমি শুনিবার দোষে বিধানী ভ্রাতাদিগের বিরুদ্ধে মিথ্যাপবাদ প্রচার করিয়াছি কি না ইহা জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া একটী বিশেষ ব্রাহ্মকে পত্র লিখিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে তিনি ক্রমান্বয়ে দুই খানি পত্র লিখিয়াছেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি এই জন্য যে, সুলভ সমাচারের মিথ্যা ব্যবহার সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা মিথ্যা হওয়া দূরে থাকুক, তাহার কৃত আরও কয়েকটী মিথ্যা ব্যবহার আমার দ্বারা এ পর্য্যন্ত বর্ণিতও হয় নাই। এখন আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি যে, "একটী দোষ বা মিথ্যাকথা গোপন করিবার জন্য আর দশটী দোষ করিতে বা মিথ্যা বলিতে হয়।" এই যে এক প্রবাদ বাক্য আছে তাহার যাথার্থ্য প্রিয়নাথ বাবু সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। বিধানী ভ্রাতাদিগের মিথ্যা ব্যবহার গোপন করিতে গিয়া তিনি নিজে মিথ্যার প্রশ্রয় করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার সাহসকে ধন্যবাদ করি! এই উনবিংশ শতাব্দীর দিনে দুই প্রহরে প্রকাশ্য সংবাদ পত্রে যিনি সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হইতে পারেন, তাঁহার অসাধ্য বোধ হয়; কিছুই নাই।

ক্রমান্বয়ে ৫ ই ১২ ই এবং ১৯ এ আষাঢ়ের সুলভসমাচারে য্যাপলজি মুদ্রিত করা হয় কিন্তু প্রিয়নাথ বাবু কেবল দুই বারের কথা স্বীকার করিয়াছেন। বাস্তবিকই কি ইহা দ্বারা অসাধ্য সাধন করিবার চেষ্টা করা হয় নাই? বাস্তবিকই কি তিনি বিশ্বাস করেন যে, তিনি দিনকে রাত করিতে পারেন? পাঠকেরা দেখুন প্রিয়নাথ বাবু আবার দুই বার য্যাপলজি ছাপিবার চমৎকার কারণ দেখাইয়াছেন, বলিয়াছেন যে, "দ্বারকানাথ বাবুর সহিত মীমাংসা হইবার পূর্ব্বেই কতকগুলি সুলভ ছাপা হইয়া গিয়াছিল, পরে কথা স্থির হইলে তাড়াতাড়ি দুঃখ প্রকাশ করিয়া অবশিষ্টগুলিতেই তাহা প্রকাশিত হয়, পূর্ব্বে যে সুলভগুলি ছাপান হইয়াছিল তাহা নষ্ট না করিয়া বিলি করা হয় কিন্তু দ্বারকানাথ বাবুর তাহাতে মনস্তুষ্টি না হওয়াতে পরবারে সমুদায় কাগজেই ছাপান হয়।" আমি বলিতেছি প্রিয়নাথ বাবুর ইহা সত্য কথা নহে, মিথ্যা কথা। পাঠকেরা এখানে প্রকৃত ঘটনা শ্রবণ করুন—"প্রথমবারে দ্বারকানাথ বাবু যাহা লিখিতে বলিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত লেখা হয় নাই, এবং যাহা লেখা হইয়াছিল তাহাও আবার সমস্ত সুলভে প্রকাশ হয় নাই; সুতরাং দ্বারকানাথ বাবু তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। * * * তাঁহারা (সুলভওয়ালারা) আবার দ্বারকানাথ বাবুকে মকদ্দমা পোষ্টপণ্ড রাখিতে অনুরোধ করেন এবং সে দিনও দ্বারকানাথ বাবু পোষ্টপণ্ড রাখিয়া আসেন। তখন আবার আপোষের কথা চলে। দ্বারকানাথ বাবু য্যাপলজি সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিতে বলেন তাহার মধ্যে "ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি" এই কথাটী ছাড়া আর সমুদায় কথা ও পক্ষের লোকেরা ছাপিতে সম্মত হন এবং তাহা ১২ ই আষাঢ়ের সুলভে ছাপেন। (এবারেও সমস্ত সুলভে তাহা ছাপা হয় নাই) কিন্তু দ্বারকানাথ বাবু তাহাতে সম্মত না হইয়া সফিনার খরচ দাখিল করেন এবং মকদ্দমার পূর্ব্ব দিবসে কেশব বাবু প্রভৃতিকে সফিনা ধরাইবার জন্য তাঁহার বাটীতে যান। কান্তি বাবু ও ত্রৈলোক্য বাবু বিনয় সহকারে মকদ্দমা আপোষ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুনয় করেন এবং শেষে কান্তি বাবু একজন ভদ্রলোকের সালিসি দ্বারা য্যাপলজির রচনা স্থির করিবার জন্য অনুরোধ করেন। দ্বারিক বাবু তাহাতে সম্মত হন। যে দিন সালিসি হইবার দিন স্থির হয়, সেই দিন আবার কান্তি বাবু ১২ ই আষাঢ়ের সুলভে প্রকাশিত য্যাপলজিতে সন্তুষ্ট হইতে দ্বারিক বাবুকে বিনয়ের সহিত অনুরোধ করেন। দ্বারিক বাবু তখন বলেন "ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি" য্যাপলজির মধ্যে এ কথা থাকা একান্ত আবশ্যক। ইহাতে কান্তি বাবু দ্বারিক বাবুর সম্মুখে দুইটী হাত যোড় করিয়া "এই ত আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি" বলেন। ইহাতে দ্বারিক বাবু আর কিছু বলিতে পারিলেন না, উক্ত ১২ ই তারিখের য্যাপলজিতেই সম্মত হইয়া

বাটীতে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু উক্ত ১১ ই তারিখের সমস্ত সুলভে যে য়্যাপলজি ছাপা হয় নাই তখনও তিনি তাহা জানিতেন না। পরে বিধির বিপাকে, সত্যের মাহাত্ম্যে অথবা নববিধানীদিগের ভাগ্যদোষে তিনি তাহা জানিতে পারিয়া কান্তি বাবুকে এক পত্র লেখেন। শঠতা অথবা চালাকি খাটিল না দেখিয়া ১৯ এ আষাঢ়ের সমস্ত সুলভে আবার সেই য়্যাপলজি ছাপা হয়।" দুঃসাহসী প্রিয়নাথ বাবু এই বৃত্তান্তটীকে মিথ্যা বলিতে এখনও কি সাহসী হইবেন? আমি মিথ্যা লিখিয়াছি পুনর্বার এ কথা বলিতে তাঁহার কি বাকরোধ হইবে না? জিজ্ঞাসা করি, কান্তি বাবু যাহা বলিয়া য়্যাপলজি চাহিতে প্রথম সম্মত হইয়াছিলেন, তাহার সমুদায় কথা লিখিয়া য়্যাপলজি মুদ্রিত করা হয় নাই কেন? জিজ্ঞাসা করি, আপোষের কথা স্থির হইবার পূর্ব্বে (তর্কানুরোধে স্বীকার করিলাম) যেন কতকগুলি সুলভ ছাপা হইয়াছিল, তাই প্রথমবারে সে গুলিতে য়্যাপলজি ছাপা হয় নাই; কিন্তু দ্বিতীয় বারে অর্থাৎ ১২ ই আষাঢ়ের সুলভে য়্যাপলজি মুদ্রিত করিবার সময় সে কারণ ত কিছুই ছিল না, তবে সে তারিখের সমস্ত সুলভে তাহা প্রকাশ করা হয় নাই কেন? ইহাকেও যদি মিথ্যা, শঠতা ও প্রতারণা না বলিবে, তবে আর কাহাকে তাহা বলিবে? জগদীশ! তোমার ভক্ত বলিয়া যাহারা পরিচয় দিয়া থাকে, তাহাদের এই কাজ?

প্রিয়নাথ বাবু একস্থলে এই ভাবে লিখিয়াছেন, সুলভসমাচার ওয়ালারা মকদ্দমা আপোষ করিবার জন্য তত ব্যগ্র হন নাই, তবে মাজিষ্ট্রেট আমীর আলির অভিমতেই মকদ্দমাটা যেন মীমাংসা করা হইয়াছিল! এটী তাঁহার মিথ্যা কথা। "মকদ্দমা উপস্থিত হইলেই প্রথমে বিধানী বাবু রাজমোহন বসু ডাক্তার বাবু চকড়ী ঘোষের নিকট আসিয়া মকদ্দমা আপোষের চেষ্টা করেন, তৎপরে বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্র দ্বারিক বাবুর বাটীতে আসিয়া আপোষের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, এমন কি দ্বারিক বাবুর হাতে পর্য্যন্ত ধরেন। যখন এই সকল ব্যাপার হইতে থাকে, তখন আমীর আলি কোথায়? আপোষের কথা এক প্রকার ঠিক করিয়া তাঁহাকে জানান হয়, তিনিও তাহাতে আহ্লাদের সহিত সম্মতি এবং শীঘ্র মিটাইয়া ফেলিবার জন্য পরামর্শ দেন।" এখনও কি প্রিয়নাথ বাবু এ বৃত্তান্তটীকে মিথ্যা বলিতে সাহসী হইবেন? এখনও কি তিনি বলিবেন যে, বিধানীরা নিজে মকদ্দমা আপোষ করিতে সচেষ্ট হন নাই?

প্রিয়নাথ বাবু একস্থলে লিখিয়াছেন, কেশব বাবু আমীর আলির পত্র অমান্য করেন নাই। "আমীর আলি কেশব বাবুকে যে পত্র লেখেন তাহা তিনি গ্রহণ করেন নাই, ফিরাইয়া দেন। আমীর আলি তাহার পরে তাঁহার নামে সফিনা বাহির করেন।" আমি জিজ্ঞাসা করি, কেশব বাবুর নামে সফিনা বাহির হইয়াছিল কি না? যদি হইয়া থাকে, আর যদি কেশব বাবু আমীর আলির পত্র অমান্য না করিয়া থাকেন তবে সেই সফিনা বাহির হইবার কারণ কি? কি আশ্চর্য্য! আমি নয়, তুমি নয়, খোদ আদালত যাহার সাক্ষী তাহাতেও মিথ্যা কথা? তাহাতেও সত্যকে মিথ্যা করিবার চেষ্টা? যাহারা এরূপ করিতে চেষ্টা করে, পাঠকেরা বলিতে পারেন, তাহারা কোন্ কাজ না করিতে পারে? আমি এক স্থলে এই ভাবে লিখিয়াছিলাম যে, কান্তি বাবু দ্বারিক বাবুর হাতে পায়ে ধরিয়া মকদ্দমা আপোষ করিয়াছেন। প্রিয়নাথ বাবু এ কথারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, কান্তি বাবু হাতেও ধরেন নাই, পায়েও ধরেন নাই। আমি হাতে ধরা পায়ে ধরা অর্থে হাতে পায়ে ধরা লিখি নাই। কান্তি বাবু অত্যন্ত খোসামোদ করিয়া দ্বারিক বাবুকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন, আমি সেই অত্যন্ত খোসামোদ অর্থেই হাতে পায়ে ধরা লিখিয়াছিলাম। আমি ইহা নূতন লিখি নাই, এরূপ লেখা এক প্রকার প্রচলিতই আছে। যাহা হউক আমার জিজ্ঞাসা এই, প্রথমে কান্তি বাবু যখন দ্বারিক বাবুর বাটীতে আসেন, তখন সত্য সত্যই কি তিনি দ্বারিক বাবুর হাতে ধরেন নাই? সালিসি দ্বারা মীমাংসার দিনে সত্য সত্যই কি কান্তি বাবু হাত যোড় করিয়া "এই আমি ক্ষমা চাহিতেছি" বলিয়া দ্বারিক বাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন নাই? এরূপ ব্যবহারকে হাতে পায়ে ধরা বলিবে না ত কাহাকে তাহা বলিবে?

প্রিয়নাথ বাবু কেশব বাবুর উন্নতি সম্বন্ধে এক স্থলে লিখিয়াছেন "এই অজস্র গালিবর্ষণের মধ্যেও কেশব চন্দ্রের ধর্ম্মতেজ দ্বিগুণ প্রভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে এবং কাহার সাধ্য এই কথার প্রতিবাদ করে? যদি কেহ নববিধানের ভক্ত সম্প্রদায় তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সমুদায় বিধানবাদীদিগের চরিত্রের সহিত আজ কাল যেরূপ সন্নিবেশিত হইতেছে, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের মধ্যে এমন কখনই হয় নাই।" ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই, কেশবচন্দ্রের গোঁড়ারা তাঁহার সম্বন্ধে যাহাই কিছু বলুন না কেন, তাঁহার উন্নতি হইতেছে কি অবনতি হইতেছে তাহা এই জগতের নিকট আর অবিদিত নাই, তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য আমাদিগকে আর কষ্ট পাইতে হইবে না। বিধানবাদীদিগের চরিত্রের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা প্রস্তাবিত বিষয় সম্বন্ধে সুলভ সমাচারের ব্যবহার এবং প্রিয়নাথ বাবুর পত্রখানি দ্বারাই বিশেষরূপে বুঝা যাইতেছে!! আর কেন যথেষ্ট হইয়াছে। এখন জগৎ ইহাই জানিয়াছেন যে, বিধানীদিগের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে খ্রীষ্টানধর্ম্ম প্রচার করুন, ব্যাপটাইষ্টই হউন, নূপুর পায়ে নৃত্যই করুন, হোমই করুন, তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজাই করুন, আর আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয়ই দিন, লোকে দিব্য চক্ষে দেখিতেছে, দিব্য জ্ঞানে জানিতেছে যে, তাঁহারা এক্ষণে নেড়ানেড়ীর দলপুষ্টি করিতেছেন মাত্র!!

আমি লিখিয়াছিলাম কেশব বাবু প্রতিপক্ষদিগকে অপদস্থ এবং আপনাকে সম্মানিত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে অসাধু, অধার্ম্মিক, প্রতারক প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, প্রিয়নাথ বাবু এমন জীবন্ত সত্যটীরও প্রতিবাদ করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, "যে মহাশয় এ সংবাদ কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, তিনি কি কেশব বাবুদিগের পত্রাদি পাঠ করিয়া ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন? তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন তাহা দ্বারা কি ইহা বুঝা যায় যে, কেশব বাবুর পরিত্যাক্তারা সকলেই অসাধু ও ব্যভিচারী?" ইহার উত্তরে আমরা আর মাথা মুণ্ড কি বলিব, কেশব বাবুর নিজ মুখ হইতে যাহা বাহির হইয়াছে, পাঠকেরা তাহা একবার শ্রবণ করুন। তিনি ঈশ্বরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন "জননি! তোমার প্রতি যাহার বন্ধুতা, তোমার শত্রুর প্রতি তাহার শত্রুতা, যে ব্যক্তি তোমার শত্রুকে আদর করে, প্রশ্রয় দেয় সে তোমার বন্ধু নহে, সে তোমাকে ভাল বাসে না। যাহাতে তোমার রাজ্য জগতে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তজ্জন্য যাহারা প্রাণপণে চেষ্টা করে, তাহারা তোমার শত্রু। আমরা তোমার প্রেরিত নববিধানের আশ্রিত হইয়া তাহাদিগকে কোনরূপে প্রশ্রয় করিতে পারি না। দীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া উপাসনা করা উচিত নহে, যোগ ভক্তি বাতুলতা, বিধান কিছুই নাই, ঈশ্বর দর্শন ও প্রত্যাদেশ কথার কথা— এই সকল অবিশ্বাসের কথা যাহারা বলে, তাহারা তোমার শত্রু, আমরা তাহাদিগকে কোনরূপে প্রশ্রয় দিব না। এই সকল ভয়ঙ্কর রাক্ষস প্রকৃতি লোক কত লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে কত [illegible] ভগিনীর গলায় ছুরিকার দ্বারা আঘাত করিতেছে ভাবিলে হৃৎকম্প হয়। ইহারা নিষ্ঠুর [illegible] তোমার শত্রু জানিয়া আমরা ইহাদের [illegible]

ধারণ করিয়া [illegible] সকল লোক ধর্ম্মের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া নানা দেশের যুবক যুবতীর মন ভুলাইয়া লইয়া [illegible] সাংঘাতিক বিষ খাওয়া- [illegible] নারীজাতির পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে, [illegible] ও বিলাসিতাকে প্রশ্রয় [illegible] ঈশ্বরের উপাসনা ও ধর্ম্মের [illegible] আকর্ষণ করি- [illegible] তাহাদের গলায় ছুরী দিতেছে।" [illegible] ইত্যাদি। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এমন [illegible] আছে যে, কেশব বাবু নিজ মতের বিরো- [illegible] অর্থাৎ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে লক্ষ করিয়া সাধারণভাবে যে গালিবর্ষণ করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিবে না? এমন কোন মূর্খ আছে যে, দেশ বিদেশ হইতে নবনারী আসিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতেছেন দেখিয়া—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সবিশেষ উন্নতি হইতেছে দেখিয়া কেশব বাবুর অসহ্য যন্ত্রণা হওয়াতে তাহার প্রতিবিধানের জন্য অর্থাৎ সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি লোকের বিরাগ জন্মাইবার জন্য তিনি যে "এই সকল লোক ধর্ম্মের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া নানা দেশের যুবক যুবতীর মন ভুলাইয়া লইতেছে" প্রভৃতি জঘন্য কুৎসা প্রচার করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিবে না। পাঠকেরা আরও শুনুন, বিগত ফাল্গুন মাসে ভূতপূর্ব্ব ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সাণ্ডেল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে নিজ ভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। আহারান্তে ত্রৈলোক্য বাবু বিজয় বাবুকে সঙ্গে করিয়া পুলিষ ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট গিয়া তিনি ও কালীনাথ উভয়েই মিলিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যদিগের আদ্য শ্রাদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন, অর্থাৎ স্পষ্টাক্ষরে বলিতে থাকেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সকলেই অধার্ম্মিক, সকলেই মন্দ লোক, সকলেই মাতাল ও লম্পট!! বিজয় বাবু এই প্রকার তিরস্কার শুনিয়া হতজ্ঞান হন এবং তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া চলিয়া আসেন। পাঠকেরা আরও শুনুন, বিজয় বাবু যেখানে যেখানে প্রচার করিতে গিয়াছেন, নববিধানীরা প্রায় সেই স্থানের ব্রাহ্মদিগকেই কখন বা সনামী, কখন বা বেনামী পত্র দ্বারা "বিজয় বাবু মন্দ লোক, অবিশ্বাসী, তাঁহার মতের স্থিরতা নাই, আপনারা সাবধান হইবেন, তাঁহার দ্বারা আপনাদের যেন অনিষ্ট না হয়" এই প্রকার নানা কুৎসা লিখিয়া পত্র লিখিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যদিগের প্রতি নববিধানীদিগের এরূপ নীচ ব্যবহার সত্ত্বেও আমাদের এ কথা বলিবার কি অধিকার নাই, যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি দেখিয়া নববিধানীরা ঈর্ষানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়া তাঁহাদের অনিষ্টসাধন মানসে মিছামিছি তাঁহাদের কুৎসা করিয়া থাকেন? যাহা হউক আজ কাল কেশব বাবু কিরূপ ধর্ম্ম সাধন করিতেছেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত তাঁহার চরিত্রের কিরূপ সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা পাঠকেরা উহার উপরি উদ্ধৃত প্রার্থনাটী দ্বারাই বুঝিতে পারিবেন। এক জন ঘোর বিষয়ী, ঘোর সংসারী, ঘোর পাপীর মুখ হইতেও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাকালে এরূপ নীচ ও অপবিত্র কথা বাহির হয় না। এই কেশবচন্দ্রই আবার বলিয়া থাকেন ভারত উদ্ধারের জন্য ঈশ্বর তাঁহাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। পোড়া কপাল আর কি?

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই "গজেনাথ গণ্ডুসাবে" একটু স্পষ্ট করিয়া দ্বারিক বাবুকে আক্রমণ করা হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার লেখকদিগকে উত্তম মধ্যম শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবে আর কাহাকে কিরূপ লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা বিশদরূপে কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। প্রিয়নাথ বাবু জানিবেন যদি বুঝিতে পারা যাইত, তবে শিক্ষা দিবারও বাকী থাকিত না। অতএব তিনি যে লিখিয়াছেন উক্ত প্রস্তাবে অপর যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে তাহা অপ্রতিদ্বন্দ্বিত রহিয়াছে। তাহার উত্তরে আমরা বলি, যে সকল ভীরু কাপুরুষ অপরের নাম মনে মনে করিয়া গালি দেয়, অথচ সে নাম প্রকাশ করিতে সাহস নাই, তাহাদের কথা ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করাই সুবুদ্ধির কার্য্য।

যমুনিয়া
২৫ এ আগষ্ট ১৮৮১

শ্রীভগবতীচরণ দে।

অধিকাংশ বিজ্ঞাপনদাতার সদ্ব্যবহার।

আজ কাল দেশে যতই বিদ্যা, সভ্যতা ও অর্থাভাবের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, লোকে ততই দিন দিন অর্থাগমের নূতন নূতন উপায় বাহির করিতেছেন। "বিজ্ঞাপন প্রকাশ" অর্থোপার্জ্জনের একটী প্রধান উপায়! "ঢাল নাই খাঁড়া নাই অথচ যেমন গঙ্গারাম সর্দ্দার" বিলক্ষণ এক জন বীরপুরুষ ছিলেন! অনেকে বিজ্ঞাপন দানেও সেইরূপ বীরত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতেছেন। কেহ লিখিতেছেন "অতি চমৎকার! অতি চমৎকার!! দিল্লীকা লাড্ডু,—অব্যর্থ বেদনা নিবারক মহৌষধ, একবার সেবনেই স্বর্গফল প্রাপ্ত হইবেন। বিশ্বাস না হয়, একবার মাত্র পরীক্ষা করিয়া দেখুন"। অন্যে বলিতেছেন, "অতি সুলভ! অতি সুলভ! হরিহোড়ের উপন্যাস, ইংরাজী ডন্‌কুইকোট অবলম্বনে রচিত। মূল্য প্রতি মাসে ৵০ দুই আনা মাত্র। সপ্তম সংখ্যা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে, আনুমানিক এক বৎসরে শেষ হইবে" ইত্যাদি। ভঙ্গীটি বিলক্ষণ! শেষে হয় ত অব্যর্থ ঔষধ নামমাত্রেই সার হইল; উপন্যাসের বৎসরের মূল্য দিয়া ২। ৩ খণ্ড মাত্র পাওয়া গেল; আর বাহির হইল না! রাশি রাশি পত্র লিখ তাহার প্রতি উত্তর নাই। দুই এক জন আবার এমনি ন্যায়পর, যে মূল্য পাইয়াও হয় ত বলিলেন "মূল্য পাই নাই"। পোষ্টমাষ্টার না হয় পিয়নে মূল্য পত্রসমেত আত্মসাৎ করিয়াছে! নাচার!!

সকল বিজ্ঞাপনদাতাই যে প্রতারক, সকল ঔষধই যে ব্যর্থ, বা সকল গ্রন্থই যে ২। ১ খণ্ডে শেষ হয়! আমরা এমন কথা বলিতেছি না। অবশ্য এমন অনেক সদাশয় পরোপকারী ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিয়া অর্থোপার্জ্জনকে অতি নীচ কার্য্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যাহাতে লোকের উপকার হয়, তাহাই তাঁহাদের বিজ্ঞাপন দানের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু দুই একটী "চোরা গরুর দোষে যেমন কপিলা নষ্ট হইয়াছিল" তেমনি দুই একজন অর্থলোভী ব্যক্তির কুব্যবহারে সৎ ব্যক্তিরও পশার নষ্ট হইয়া যাইতেছে। বিদেশীয় গ্রাহকবর্গ একবার একজনের নিকট প্রতারিত হইয়া সাধারণকে প্রতারক বলিয়া মনে করিতেছেন। এ রোগের ঔষধ কি? আমরাই কতবার শিক্ষালাভ করিয়াছি ও অন্যান্য বহুতর ব্যক্তিকেও কত শত বার শিক্ষালাভ করিতে দেখিয়াছি। আশ্চর্য্যের বিষয় এরূপ বিজ্ঞাপনের ক্রমশঃ হ্রাস না হইয়া বরং শ্রীবৃদ্ধিই হইতেছে। কোন কোন সংবাদ পত্রের প্রায় অর্দ্ধাংশ বিজ্ঞাপনে পরিপূর্ণ! বিজ্ঞাপন প্রকাশে সম্পাদকের লাভ ভিন্ন অলাভ নাই সত্য, কিন্তু তাহাতে "ঘর পোড়া গরুর সিন্দূরে মেঘ" দেখিয়া পাঠকের লাভ কি?

আমরা কি জন্য এত কথা বলিতে বাধ্য হইলাম, তাহা এই—প্রায় ৫ সপ্তাহ অতীত হইতে চলিল, সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন স্তম্ভে মেদিনীপুর জেলার বাবু গোপালচন্দ্র প্রধানের "অব্যর্থ বায়ুরোগ বিনাশের" বিজ্ঞাপন দেখিয়া ভাগলপুর ষ্টেষণের গুড়স ক্লার্ক শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর হালদার সেই ঔষধ আনয়নার্থ ২ টি টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দেন। মনিঅর্ডারের রসীদ ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাতে গোপাল বাবুর দস্তখত আছে দেখিলাম; কিন্তু ঔষধ ত এ পর্য্যন্ত দেখিলাম না! কোন উত্তর নাই। ৩। ৪ খান পত্র লেখা গেল সে সমুদায় বোধ হয় তাঁহার নিকট পৌঁছিল না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা, দরিদ্রের সে দুই টাকা কি গেল? টাকা যাউক তাহাতে ক্ষতি নাই, ৩। ৪ খানি পত্রের অন্ততঃ একখানিরও উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল। যাহা

হউক, এত দিন তাঁহার পত্রের আশায় থাকিয়া এখন দুরাশাগ্রস্ত হইয়া ভদ্র লোক হইয়া অগত্যা এক জন ভদ্র লোকের নামে সোমপ্রকাশের নিকট অভিযোগ করিতে বাধ্য হইলাম। সোমপ্রকাশ এ অভিযোগ গ্রহণ করিলে (গ্রহণ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য) আমরা চির বাধিত হইব।

উপসংহারে আর একটী কথা বলিতে বাকি আছে। এমনও হইতে পারে, অন্য লোকে টাকা দুটী আত্মসাৎ করিয়া গোপাল বাবুর নামে রসীদে দস্তখত করিয়া দিয়াছে। তিনি হয় ত ইহা জানিতেও পারেন নাই। পত্র কয়েক খানিও হয় ত দুষ্ট লোকে গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের এ অনুমান যদি সত্য হয়, তবে আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করি, তিনি স্বীয় কলঙ্ক দূর করিবার জন্য উপযুক্ত পথ অনুসন্ধান করুন; নতুবা এ কলঙ্ক তাঁহাকেই বহন করিতে হইবে। আমাদের আর ঔষধে প্রয়োজন নাই।

ভাগলপুর
তারিখ ৮ ই ভাদ্র। } শ্রীঃ——

সোমপ্রকাশ।

২১ এ ভাদ্র সোমবার।

মাজিষ্ট্রেটদিগের মফস্বল ভ্রমণ।

নির্ম্মল শরৎকাল আসিল। সরোবরে কমল কুমুদ কহ্লার প্রস্ফুটিত হইল; কাশকুসুমের চামর ফুটিয়া দুলিতে লাগিল; লঘুমেঘযুক্ত আকাশে চন্দ্রতারকা প্রকাশ পাইল; পথের কর্দ্দম শুষ্ক হইল, রঘুরাজা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। মাজিষ্ট্রেটদিগেরও মফস্বল পর্য্যটন ভাই। পল্লীগ্রামের বন জঙ্গল হিমানীর প্রভাবে কতক শুষ্ক হইয়া মরিয়া গিয়াছে, কতক পত্রহীন হইয়াছে; পথ ঘাট শুষ্ক, নালা খাল বিল ঝিল ডোবা ডহর খট খট করিতেছে, কৃষকগণ শস্য ছেদন করিয়া কেহ পালা দিতেছে, কেহ বহিয়া আনিতেছে, কেহ মাড়িতেছে, কেহ ঝাড়িতেছে, কেহ তুলিতেছে; পৌষমাস—লক্ষ্মীমাস। যে নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া তাহারও উঠানের নিকট দিয়া লক্ষ্মী একবার হাসিয়া যাইতেছেন। শুভদিন শুভক্ষণ শুভযোগ, আমাদের মাজিষ্ট্রেটেরা মফস্বল পর্য্যটন করিতে আসিলেন! যে সময় প্রজাদের কষ্ট দেখিয়া শিয়াল কুকুরও কাঁদিয়াছিল, তখন ধর্ম্মাবতার সৌধরাজিবিরাজিত-জেলার অট্টালিকা মধ্যে কাছারি করিতেন। বর্ষায় কোন পথে এক হাঁটু এক কোমর এক বুক জল, কোথাও কাদায় পা বসিয়া যাইতেছে, কাঁকালি পুতিয়া যাইতেছে; কেহ আছাড় খাইতেছে; বনে জঙ্গলে পবনদেবেরও গতি রোধ হইয়াছে; গরিব পরওয়ারিস তখন জেলার ঠনঠনে পাকা রাস্তায় ঘর্ঘর করিয়া চেরেট বগী হাঁকাইতেছেন। বর্ষাকাল,—চাসের সময়; রামতনু ভূমির আলি বাঁধিল, লোকাই মণ্ডল কাটিয়া দিল। শিবু মণ্ডল ভূমিতে চাস দিয়াছে, নায়েব তাহারে বেদখল করিবে। কাছারির গমস্তা পেয়াদা লেঠেল মাঠ ঠেসে ফেলিল। গজাই মণ্ডল, শিবুর ভূমিতে ফের চাস দিয়া দখল করিল। দাঙ্গা হঙ্গমায় রক্তারক্তি হইয়া গেল, মাজিষ্ট্রেট তখন জেলায়। বর্ষা শেষ না হইলে তিনি মফস্বলে আসিতে পারেন না। প্রজাদের গোলযোগ যখন এক প্রকার মিটিয়া যায়; ঋতুর কৃপায় পথ ঘাট শুষ্ক হইয়া যখন প্রজার কষ্ট কিছু কমিয়া আসে, ধান্যে শস্যে গৃহে গৃহে যখন কিছু কিছু লক্ষ্মীশ্রী দৃষ্ট হয়, তখন হুজুর বাহাদুরেরা, সেই সময় কাঙ্গালের মা বাপেরা মফস্বল দেখিতে আসেন। পাছে পরদুঃখ দেখিলে দুঃখ হয়, সে জন্য দুঃখের সময় আসেন না। আমরাও আসিতে বলি না, যাহা সহ্য করিতে হইতেছে তাহা দরিদ্র প্রজাতেই সহ্য করুক। কোথায় দেশের কূল রাজ্যের কূলে গরিবের সন্তান দুদিনের জন্য হাকিম হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা কষ্ট সহ্য করিতে বলি না। তিনি সুখে থাকুন, সুখের সময় প্রজাদিগের উপর একবার চক্ষু বুলাইয়া যাউন।

আমরা দেখিতেছি, যাঁহারা প্রজার কষ্ট দেখিলে কষ্ট মোচন হইবে, তাঁহারা প্রজার কষ্ট দেখিতে পান না। প্রজার কষ্ট দেখিবার তাঁহাদের সুযোগও হয় না। আমাদের মহারাণীর পুত্রেরা যখন ভারতবর্ষে আসিলেন, মহা ধূম পড়িয়া গেল। অলি গলি পথ ঘাট পরিষ্কার আলোকাকীর্ণ, লোক জনের ভিড়, গাড়ী ঘোড়ার ঠাসাঠাসি। সমারোহে সহর টলমল করিতে লাগিল। তাঁহারা ভারতবর্ষের প্রধান নগরের উৎকৃষ্ট স্থানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অট্টালিকাতে আসিয়া বাস করিলেন; সন্ধ্যার পর মহোৎসবে একবার প্রধান রাস্তাটী দিয়া ঘুরিয়া আসিলেন। মণি মাণিক্য পরিভূষিত বড় বড় রাজাদের সঙ্গে চকিতের ন্যায় একবার দেখা সাক্ষাৎ করিলেন। রত্নভার উপঢৌকন পাইলেন। দেশের অবস্থা লোকের অবস্থা সকলি বুঝিলেন!

শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর একবার পূর্ব্ব রাজ্যে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তত্রত্য চতুর কর্ম্মচারীরা প্রজাদিগকে পরিষ্কার বস্ত্রাদি পরাইয়া নদীকূলে দণ্ডায়মান রাখিলেন। গবর্ণর বাহাদুর জলপথে যাত্রা করিতেছেন, দুধারে কাতার দিয়া লোক দাঁড়াইয়াছে আর দুহাতে সেলাম করিতেছে। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর শুনিলেন যে তাহারা সকলেই কৃষক। তাঁহার আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। বেশভূষা দেখিয়া তিনি বুঝিলেন যে, কৃষকেরা সকলেই বিলক্ষণ সুখে সচ্ছন্দে আছে। কৃষকদের গৃহে কি দুর্দ্দশা তাহা তিনি জানেন না। তাহারা বারমাস পরিশ্রম করিয়া ছয় মাসের অন্নের সংস্থান করিতে পারে না। তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র নাই। সচরাচর যে বস্ত্র পরে তাহাতে কষ্টেসৃষ্টে বিবস্ত্রতা দোষের পরিহার হয় এই মাত্র, শীতবাত নিবারণের যো নাই। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরাই প্রজার কষ্ট নিবারণের কর্ত্তা। কিন্তু তাঁহারা প্রজার প্রকৃত কষ্ট দেখিতে পান না, সুতরাং তাহার নিবারণও হয় না।

আমরা এমন কথা বলি না যে, প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীরা লোকের দ্বারে দ্বারে কষ্ট দেখিয়া বেড়াইতে থাকুন। আমাদের ইচ্ছা, প্রজার প্রকৃত কষ্টের সময় মাজিষ্ট্রেটেরা মফস্বল ভ্রমণ করুন। তাহা হইলে দরিদ্র ও নিরুপায় প্রজাদিগের অনেকাংশে কষ্ট দূর হইবে। মফস্বলের দুর্দ্দশা ও দুর্ঘটনাগুলি হাকিমদের কাণে উঠে না। মকদ্দমায় তাঁহারা এক একটী বিষয়ের কেবল ছায়া মাত্র জানিতে পারেন; কিন্তু প্রকৃত দুরবস্থার কিছুই জানেন না। তাহা জানিবার উপায়ও নাই। তদ্ভিন্ন, বঙ্গদেশের যে প্রকার দুর্দ্দশা হইয়াছে, স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী না হইলে বঙ্গভূমি এককালে উৎসন্ন যাইবে। স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইলে বর্ষাঋতুতেই মফস্বলে ভ্রমণ করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। বর্ষাকালেই বঙ্গদেশের অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইয়া পড়ে। কোথায় কত জল দাঁড়ায়, কোথায় কত কাদা হয়, কোন স্থানে অধিক জ্বর ও অন্যান্য পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, স্বচক্ষে দেখিলে তাহার প্রতিবিধানও হইতে পারে। মফস্বলে ভ্রমণ সম্বন্ধেও আমাদের দুই চারিটী কথা বলিবার আছে। বৎসর বৎসর হাকিমেরা মফস্বলের স্থানে স্থানে ভ্রমণ করেন বটে, বেস দশটা টাকাও পান। কিন্তু সে ব্যয়ে দেশের উপকার হয় কি? হাকিম মফস্বলে আসিলেন, ভারী একটা ধূম পড়িয়া গেল। এখানে তাম্বু, ওখানে ঘোড়া, সেখানে পিয়াদা লোক লস্কর গিস্ গিস্ করিতেছে। হাকিম বাহাদুর কিন্তু চন্দ্র সূর্য্যের মুখ দেখেন না। যদি বড় ইচ্ছা হইল, তবে ঘোড়া চড়িয়া দুই চারি কদম এ দিক ও দিক ঘুরিয়া হাওয়া খাইলেন। যদি শীকার কাছে থাকিল, তবে কতকটা আহ্লাদ বটে,—দুএক বেলা সেখানে কাটাইলেন। নিরর্থক এ ভস্মে ঘি ঢালিয়া ফল কি? এ ভ্রমণের ব্যয় ত অল্প হয় না? পূজাপার্ব্বণ চলিয়া আসিতেছে বলিয়া কি

[illegible] দশা হয় নাই? কোনক [illegible] কোন নিয়ম ঘটে, তাই কি [illegible] যদি মফস্বল ভ্রমণের প্রথা [illegible] গবর্ণমেণ্ট একটী কল্প করুন। [illegible] এক একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া [illegible] কর্ম্মচারীরা সেই এক একটী [illegible] মধ্যবর্ত্তী স্থান করিয়া ক্রমে নিজ [illegible] সমস্ত গ্রামগুলির বৎসরে একবার করিয়া তত্ত্বাবধান করিবেন। মফস্বলে আসিয়া সাহেবচালী করিলে কাজ হইবে না, তাম্বুতে বিশ্রাম করিলে সাধারণের কোন উপকার নাই। প্রাতঃকালে অনায়াসে অশ্বপৃষ্ঠে চারি পাঁচ খানি গ্রাম পরিদর্শন করিতে পারেন। স্থানে স্থানে আরও অধিক গ্রাম দেখিতে পারেন। যদি এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, তবে মফস্বল ভ্রমণ প্রথা প্রচলিত থাকুক, নতুবা উহা উঠাইয়া দেওয়া বিধেয়। প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্টের অনেক টাকা বাঁচিয়া যাইবে।

জমিদারের খাজনার সঙ্গে সঙ্গেই রথ্যা কর সংগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই করটী কি এবং তাহাতে প্রজালোকের কোন উপকার সাধিত হয় কি না, তাহা কেহই জ্ঞাত নহেন। পল্লীগ্রামের নিরক্ষর প্রজারা কিছুই বুঝে না। অনর্থক কর দিতে হইলে তাহাদের দারুণ কষ্ট হয়, ইহাই তাহারা বুঝে। নিয়মিতরূপে রথ্যাকর আদায় হয় অথচ তাহারা কোন ফল দেখিতে পায় না, ইহাও তাহারা বুঝে। যখন এই কর নূতন প্রবর্ত্তিত হয়, তৎকালে প্রজাদিগকে অনেক বুঝাইতে হইয়াছিল। ঐ টাকায় রাস্তা ঘাটের সংস্কার হইবে, তাহাদিগকে এইরূপ বলিতে হইয়াছিল। কিন্তু এখন সে কথার কোন উচ্চবাচ্য নাই। প্রজাগণ পথাদি নির্ম্মাণের নিমিত্ত রোডসেস্ সভায় আবেদন করিলে, সভাপতি প্রজাদের নিকট আবার অৰ্দ্ধেক চাঁদা চাহেন। ইহার মর্ম্ম কি আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। প্রজারা যে রথ্যাকর দেয়, তাহাই ত প্রজাদের চাঁদা, তবে আবার স্বতন্ত্র টাকা চাঁদা করিবার জন্য কেন আদেশ করা হয়? প্রতি গ্রামে বৎসর বৎসর যে টাকা উঠিয়া থাকে, তাহাতে প্রত্যেক গ্রামের কিছু কিছু উন্নতি করা কর্ত্তব্য, নচেৎ প্রজারা যার পর নাই দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হয়। তাহারা রথ্যাকর দেয়। তাহা আদায়ের সময় কোন ক্রমে ত্রুটি হইবার যো নাই, কিন্তু উপকারের সময় কেহই কিছু জানিতে পারে না। মাজিষ্ট্রেট মফস্বলে ভ্রমণ করিবার সময় যে গ্রামের যেমন অবস্থা দেখিবেন, তথায় সেইরূপ কিছু কিছু উন্নতি করিলে কাহারও আর ক্ষোভের কারণ থাকে না। কোথাও একটী জল নিকাশের পুল নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন, কোথাও স্থান বিশেষে নীচ কৰ্দ্দমযুক্ত পথে বিশ ঝুড়ি মাটী ফেলিয়া দেওয়াইলেন, কোন স্থানে জঙ্গল কাটাইলেন। এইরূপে রথ্যাকরে যে গ্রামে যেমন টাকা আদায় হয়, প্রায় প্রতি বৎসর তদনুরূপ উন্নতি করা চলে। প্রতি বৎসর পথ ঘাটের অল্প অল্প সংস্কার হইলে, দশ বৎসরে অতিশয় কদর্য্য গ্রামেরও শ্রী ফিরিয়া যায়। অতএব আমরা রোডসেস্ কমিটীকে অনুরোধ করি, তাঁহারা আমাদের সদযুক্তি অবলম্বন করুন। গ্রামের পথ নির্ম্মাণ ও তাহার সংস্কারের নিমিত্ত তাঁহারা আর পৃথক চাঁদা চাহিতে পারেন না। রথ্যাকরের টাকাই প্রজাদের চাঁদা। পথের উন্নতি সাধনের নিমিত্তই প্রজাদের নিকট ঐ কর আদায় করা হয়। যে উদ্দেশ্যে তাহা গৃহীত হইতেছে, সেই বিষয়ে ব্যয় করাই উচিত। আবার চন্দনপুরের টাকা লইয়া কৃষ্ণচন্দ্রপুরে ব্যয় করাও ন্যায়ানুগত নহে। কোন গ্রাম হইতে যদি বৎসরে দশ টাকা রথ্যাকর আদায় হয়, তবে তাহাতে সেই দশ টাকাই ব্যয় করা কর্ত্তব্য। এক বৎসরের অল্প টাকায় কোন কাজ হইবে না, যদি এরূপ অনুমান হয়, তবে দুই তিন বৎসরের টাকা সঞ্চিত করিয়া চতুর্থ বৎসরের অনেক উপকার সাধিত হইতে পারে। কোন গ্রামের সংস্কার করিয়া যদি অধিক টাকা উদ্বৃত্ত থাকে, তবে সে টাকা অন্যত্র দান করা যাইতে পারে। সংসার সহানুভূতিতেই চলিতেছে। বিশেষতঃ, পথের কল্প কেবল এক খানি গ্রামের জন্য নহে; এক গ্রামের পথ অন্য গ্রামের লোকেরও অনেক উপকারে আইসে। কার্য্যবশতঃ মনুষ্যকে সর্ব্বত্রই যাইতে হয়। আপনি স্বয়ং না যাউন, আপনার দাস দাসী যায়। হয় ত সেই গ্রাম দিয়া আপনার খাদ্য সামগ্রী আইসে। অতএব দিল্লীরও প্রশস্ত পথ আমার ও আপনার অধিক না হউক এক আনাও উপকার করিয়া থাকে।

যে যে গ্রামে চৌকীদারী পঞ্চায়ত আছে, তত্তৎস্থলে সেই মেম্বরদিগের হাতে গ্রামস্থ পথের নির্ম্মাণ ও সংস্কার জন্য রথ্যাকরের টাকা সমর্পণ করা যাইতে পারে। মাজিষ্ট্রেট পঞ্চায়তদিগকে টাকা ও কার্য্য ভার দিয়া অনায়াসে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন। কার্য্য শেষ হইলে, পঞ্চায়তের সভ্যেরা একটী হিসাবের কাগজ প্রস্তুত করিবেন। তাহাতে গ্রামস্থ ভদ্র লোকেরা ও পুলিষের কোন প্রধান এক জন কর্ম্মচারী সহি দিবেন। এই উপায় অবলম্বন করিলে অর্থের অযথা ব্যবহারও হইবে না।

যেখানে মিউনিসিপাল কার্য্য বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সে স্থলে ত কথাই নাই। মিউনিসিপালিটীর কর্ম্মচারীরা আয় বুঝিয়া নিজ নিজ কর্ম সাধন করিবেন। কিন্তু আমরা কয়েক বার বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি,—মিউনিসিপালিটীতে নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত না হইলে দেশের মঙ্গল নাই। যখন লোকেরা স্বয়ং মিউনিসিপালিটীর কর্ম্মচারী মনোনীত করিয়া দিবে এবং মিউনিসিপাল কর্ম্মচারীদিগকে সর্ব্বপক্ষে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে, তখন দেশের প্রকৃত উন্নতির মুখ আমরা দেখিতে পাইব। আশ্চর্য্যের বিষয়, সকল দিক হইতেই আমরা মিউনিসিপালিটীর অবিচার ও কার্য্যশৈথিল্যের কথা শুনিতে পাই। বড় কষ্টে অর্থ দিয়া, শেষ যদি উপকার না হয়, তবে মনঃকষ্টের পরিসীমা থাকে না। নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে এই কষ্টটী দূর হইবে। কারণ, প্রজাগণ তখন আপনাদের ইচ্ছামত লোক পাইবে, সুতরাং কাহাকেও অযোগ্য ও পক্ষপাতী বলিয়া নিন্দা করিতে পারিবে না। আমরা সম্পূর্ণ আশা করিতেছি, সদাশয় শ্রীযুক্ত লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর শীঘ্র এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

মিউনিসিপালিটীর মেম্বরেরা গ্রামের কিরূপ উন্নতি করিয়াছেন, বর্ষাকালই তাহার উপযুক্ত পরীক্ষার সময়। শীত গ্রীষ্মে পথগুলি প্রশস্ত ও পরিষ্কার থাকিতে পারে, কিন্তু বর্ষার আগমনে সে পথ যমের দক্ষিণ দ্বার বলিয়া বোধ হয়। অতএব মাজিষ্ট্রেটেরা বর্ষাঋতুতে মফস্বলে আসিলে মিউনিসিপাল কার্য্যেরও অনেক উন্নতি হইবে।

নেপাল।

কিছুদিন গত হইল নেপালের মহারাজ লোকান্তর গমন করিয়াছেন। সত্বর নূতন মহারাজ রাজপদে অভিষিক্ত হইবেন। তিনি এখন নিতান্ত শিশু। শুনা যাইতেছে নব ভূপালের অভিষেক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইবে। দুই হাজার হাতীকে উত্তম রূপে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। উৎসবকালে তাহারা চিত্র বিচিত্র বসন ও মণি মুক্তায় উপশোভিত হইয়া নৃত্য করিবে। এই মহোৎসবে চীনদেশ হইতেও চৌদ্দ হাজার সেনা ও সেনানায়ক আসিতেছেন। পাঠক হয় ত বিস্ময়ে অবাক হইলেন, নেপালের উৎসবে চীনের সেনা কেন? নেপাল যে চীনের এলাকাধীন; কাজে না হউক নামে অনেকটুকু বটে। আবার কাজেই বা নয় কেন? নেপালরাজ পাঁচ বৎসর অন্তর চীন দেশে কর পাঠাইয়া থাকেন, মধ্যে মধ্যে উপঢৌকন দেন। তবে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নেপালের উপর চীনের কোন কর্তৃত্ব নাই। আজ প্রায় ৯০ নব্বই বৎসর অতীত হইল, নেপাল চীনরাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে।

নেপালিরা কহিয়া থাকে যে, পূর্ব্বে তাহাদের দেশ জলপূর্ণ সমুদ্র বিশেষ ছিল। অতঃপর নয় নামা জনৈক ঋষি উহাকে জল হইতে উদ্ধার করেন, তাঁহার নাম হইতেই উক্ত দেশ নেপাল নামে অভিহিত হয়। নয় মুনির বংশধরেরা পাঁচ শত বৎসর নেপালে রাজত্ব করেন, খ্রীষ্টাব্দের ৭০০ সাত শত বৎসর পূর্ব্বে নেপাল রাজ্য কিরাতদিগের অধীনস্থ হয়। তৎপরে খ্রীষ্টাব্দের ১৭৮ বৎসর পূর্ব্বে ঐ দেশ সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের হস্তে আসিয়া পড়ে। আবার ৪৩ খ্রীষ্টাব্দে আভীরী গোয়ালারা তথায় রাজত্ব করে। পরে খ্রীঃ ৪৭০ অব্দে নেওয়ারীরা সেখানে নিজ আধিপত্য স্থাপন করেন। খ্রীঃ ১৮৭৮ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাদের ক্ষমতা নেপালে অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে গোরখারা নেপালাভিমুখে ক্রমশই ধাবিত হইয়া নিজ অধিকার বিস্তার করিতেছিল। গোরখা শব্দটী গোরক্ষ (অর্থাৎ গোপালক) শব্দের অপভ্রংশ। বোধ হয় পূর্ব্বে যে আভীরী জাতি নেপালে রাজত্ব করিয়াছিল, ইহাদের সঙ্গে সেই জাতির কোন সংস্রব থাকিবে। গত শতাব্দীতে ঐ গোরখারা নেপালের কিয়দংশ অধিকার করিয়া বসিল। তাহারা আপনাদিগকে উদয়পুরের রাজবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তাহারা পার্ব্বতীয় বর্ণশঙ্কর জাতি,—বোধ হয় কোন প্রকার নীচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। চীন ভাষায় গোরখাদিগকে কুকালি কহে। নেপালের নেওয়ার রাজারা অত্যন্ত প্রতাপান্বিত ছিলেন। কিন্তু খৃঃ ১৬০০ অব্দ হইতে তাঁহাদের বল অনেক হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। ঐ অব্দে রাজা জয়াক্ষমল্ল নেপালকে চারি খণ্ডে বিভাগ করিয়া তাহার তিন বিভাগে আপনার তিন পুত্রকে প্রতিষ্ঠিত করেন, আর এক অংশ স্বীয় কন্যাকে দেন। ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে নেপালে ঘোর অন্তর্বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। রণজিতমল্ল নামা জনৈক রাজা গোরখাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ভারতবর্ষের রাজরা যেমন ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া একে একে প্রায় সকলেই লোপ পাইয়াছেন, নেপালের ভাগ্যে ও তাহাই ঘটিল। নেওয়ার রাজগণও গোরখাদের সাহায্য লইয়া একে একে সকলেই বিলুপ্ত হইলেন। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গোরখারা প্রায় সমস্ত নেপাল গ্রাস করিয়া ফেলিল। কেবল কাটমুণ্ডতে রাজা পৃথ্বীনারায়ণ মাত্র ছিলেন। গোরখাদের উৎপাতে পৃথীনারায়ণও কণ্ঠাগতশ্বাস হইয়া পড়িলেন। ঐ সময় তিনি ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইংরাজেরা কাপ্তেন কিনলককে কতকগুলি সৈন্য সঙ্গে সুসজ্জিত করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু কাপ্তেন কিনলক দুর্দ্দান্ত গোরখাদের কিছুই করিতে পারিলেন না। পর্ব্বতের তরাই সাতিশয় অসুস্থ স্থান। তথাকার জ্বরে সৈন্য সামন্ত পীড়িত হইয়া পড়িল এবং গোরখারাও ইংরাজদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দিল। অতঃপর বিজয়ী গোরখারা নেওয়ার রাজবংশ এককালে ধ্বংশ করিয়া আপনারা নেপালের অধীশ্বর হইল। পুনঃ পুনঃ জয় লাভে তাহাদের জিগীষাবৃত্তি প্রবলা হইয়া উঠিল, এবং অচিরে সিকিম রাজ্যও নিজ অধীন করিয়া ফেলিল। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা তিব্বৎ আক্রমণ করে। পরে দিগর্চি নামক স্থানে যাইয়া তথাকার মন্দির লুঠ করিল।

দিগর্চিতে চীন সম্রাটের গুরু টেবুলুম্বু বাস করিতেন। গুরুর ধনসম্পত্তি লুঠ করায় চীনাধিপতি ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন এবং নেপাল আক্রমণের নিমিত্ত বহুসংখ্যক সেনা পাঠাইলেন। তুমুল সংগ্রামে গোরখারা পরাভূত হইল সুতরাং টেবুলুম্বুর যাবতীয় অপহৃত সম্পত্তি ফিরিয়া দিতে হইল। সেই যুদ্ধের সন্ধি অনুসারে নেপালরাজ তিন বৎসর অন্তর চীনে নির্দ্দিষ্ট কর দিতে স্বীকৃত হন, এবং সিকিমও চীনের কর্ত্তৃত্বে সমর্পণ করেন; সম্প্রতি নেপালের রাজা তিন বৎসর অন্তর কর না পাঠাইয়া পাঁচ বৎসর অন্তর পাঠাইয়া থাকেন, এবং পূর্ব্বোক্ত সন্ধির মর্ম্মানুসারে চীনের বশ্যতাও স্বীকার করেন। এই কর্ত্তৃত্বহেতু সম্প্রতি নবভূপালের অভিষেক-উৎসবে চীন হইতে সৈন্যসামন্ত আসিতেছে।

চীনের হাতে হতগৌরব হওয়ায় গোরখারা আর পূর্ব্ব দিকে অধিকার বিস্তার করিতে পারিল না। পশ্চিম দিকেই রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিল। ক্রমে কুমাউন গড়োয়াল সিরমুর বসাহির বাঘল বিলাসপুর প্রভৃতি হিমালয়ের অন্তর্গত রাজ্যগুলি আপনাদের অধিকারভুক্ত করিয়া লইল। শতদ্রু আক্রমণ করিয়া যখন কাংগ্রা আক্রমণ করে, তৎকালে রণজিত সিংহের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম বাঁধিল। গোরখারা পরাস্ত হইল। নেপালের দিগ্বিজয়ের এই খানেই শেষ। শতদ্রু নদই তদ্রাজ্যের পশ্চিম সীমা হইল। এদিকে ইংরাজেরা গোরখাদের পরাক্রম দেখিয়া অত্যন্ত ভয় করিতে লাগিলেন। নেপালের সেনাপতি অমর সিংহ ইংরাজদের বিস্তর অপমানও করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত শীঘ্র নেপালের সঙ্গে ইংরাজের যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিল। গোরখারা ঐ যুদ্ধে যার পর নাই অভাবনীয় বীরত্ব প্রকাশ করে। এমন কি, ইংরাজ সেনা নায়ক অক্টার্লনি সাহেব অনেক কষ্টে তাহাদিগকে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ায় গোরখাদের নেপাল ভিন্ন সমুদায় অধিকার বিচ্যুত হইল। পাহাড়ের নিম্নভাগে তরাই ইংরাজদিগকে অর্পণ করিতে গোরখাদের যার পর নাই মর্ম্মান্তিক বেদনা হইয়াছিল। পরে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহিবিদ্রোহে জংবাহাদুর ইংরাজদের বিস্তর সহায়তা করেন, তজ্জন্য প্রত্যুপকারের স্বরূপ তরাইয়ের কিয়দংশ প্রত্যর্পিত হয়। নেপালের আয়তন প্রায় ৫৪,০০০ বর্গ মাইল। তথায় ২৪,০০০০০ চব্বিশ লক্ষ লোকের বাস। বাৎসরিক প্রায় ৫০,০০০০০ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়।

ভারতবাসির প্রতি ভারতস্থ ইদানীন্তন ইউরোপীয়ের সহানুভূতি নাই।

যখন শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ডের জনসমাজের সমক্ষে বলেন ভারতবর্ষস্থ ইংরাজেরা দেশীয়দিগের প্রতি নিতান্ত ঘৃণা প্রকাশ ও কঠোর ব্যবহার করিয়া থাকেন তখনও আমরা যে দুই চারি জন ভদ্র ইউরোপীয়ের এদেশীয় প্রতি স্নেহ, দয়া, মমতা ও সখ্য দর্শন করিয়া ছিলাম, এখন আর তাহা দেখিতে পাইতেছি না। দিন দিন উহার হ্রাস হইতেছে। ইহার কারণ কি? এখন কি পূর্ব্বের ন্যায় মহাবংশ সম্ভূত উদারাশয় মহানুভব ভদ্র ইউরোপীয়েরা এদেশে আগমন করেন না? ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটন কুপাস-হিল ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের ছাত্রদিগকে পারিতোষিক বিতরণ কালে ইহার কএকটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন "ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে যাতায়াতের ও উভয় দেশে পরস্পর সংবাদ আদান প্রদানের সুবিধা হওয়াতে এই অনিষ্ট ঘটিয়াছে যে, যাঁহাদের হস্তে ভারতবর্ষ শাসনের ভার আছে, তাঁহারা এখন আর পূর্ব্বকার সিবিলিয়ানদিগের ন্যায় ঐ দেশকে তাঁহাদের আবাসভূমি মনে করেন না। পূর্ব্বকার কর্ম্মচারীরা ভারতবর্ষে যাত্রাকালে এই মনে করিতেন যে ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের সহিত একত্র থাকিয়া তাঁহারা জীবন অতিবাহিত করিবেন; এখন আর সে ভাব নাই। এই জন্যই বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের সহিত তদ্রত্য প্রজাবর্গের মনের মিল অথবা সহানুভূতি নাই। ইউরোপীয়দিগের হৃদয়ে প্রাচ্য লোকদিগের প্রতি যে দয়া ও স্নেহের হ্রাস হইয়াছে আমি এ কথা বলি না, কিন্তু এই উভয় জাতির পরস্পর সদ্ভাব ও সহানুভূতি ও প্রণয়ের লাঘব হইয়াছে।" লর্ড হার্টিংটন স্পষ্ট স্বীকার না করুন, কিন্তু তিনি যে কারণটী নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ হইতেছে। পূর্ব্ববৎ আর ইউরোপীয়দিগের এদেশীয়ের প্রতি স্নেহ ও দয়াদি নাই। উত্তরোত্তর ইহার যে একান্ত অভাব হইবে, তাহাও স্পষ্ট বুঝা যাই-

... ইউরোপীয়েরা আমাদের প্রতি ... ব্যবহার করেন ইংলণ্ডের লোকেরা এখন ... কতক জানিতে পারিয়াছেন। বাস্তবিক ইউরোপীয়দিগের আমাদের সহিত আর পূর্ব্ব সহানুভূতি নাই। ... বলিয়াছেন যে ... আমাদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়া ... যদি তিনি প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতেন তাহা হইলে কখনই এরূপ কথা বলিতেন না। যদি বাস্তবিক ইউরোপীয়দিগের আমাদের উপর স্নেহ দৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে ইংরাজী সমাচার পত্রে কখনই এমন কথা প্রচারিত হইত না যে দেশীয়দিগের সহিত ব্যবহার করিতে হইলে "আগে লাথ্ পিছে বাত্" চাই।

আমরা অপর ইউরোপীয়ের কথা তত ধর্ত্তব্য করি না, ইংরাজেরা আমাদের প্রতি যে এরূপ ব্যবহার করেন, তাঁহাদের প্রকৃতির ঔদ্ধত্যই তাহার কারণ। জনবুলের ন্যায় উদ্ধত ও আত্মম্ভরি জাতি পৃথিবীতে আর নাই। তাহাদের একমাত্র আত্মম্ভরিতা দোষ নয়, তাহারা স্বজাতির প্রতিও একান্ত পক্ষপাতী। ছয় বৎসর অতীত হইল, এই কুপার্সহিল কালেজে তদানীন্তন ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড সালিশবরি বলিয়াছিলেন "আমাদের দেশের লোকের স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বাস এই যে আমাদের মত উন্নত জাতি জগতে আর কোথাও নাই। এই স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বাস-নিবন্ধন তাহারা অপর জাতির প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে। এই বিদ্বেষ ভারতবাসীর পক্ষে ঘৃণা ও কঠোরতার আকারে পরিণত হয়। ভারতবর্ষীয়দিগকে প্রতিপালন ও বিপৎ হইতে উদ্ধার করা আমাদের প্রধানতঃ কর্ত্তব্য। তাঁহারা আমাদের শাসনে সন্তুষ্ট আছেন। কিন্তু যেখানে শাসনকর্ত্তা ও শাসিতদিগের পরস্পর অনুরাগ নাই, যেখানে শাসিতেরা আপনাদিগকে শাসনকারীদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্টভাবে ব্যবহৃত বলিয়া মনে কষ্ট অনুভব করে, সেখানে গবর্ণমেণ্ট কখনই নিরাপদ হইতে পারেন না।" এই বাক্য অণুমাত্র কল্পিত নহে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র দৃষ্টিকর, ইংরাজের এই উদ্ধত ভাব, এই আত্মম্ভরিতা, আমাদের প্রতি এই ঘৃণা দেখিতে পাইবে। মফস্বলে গিয়া দেখ মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার অহঙ্কারে আপনি পরিপূর্ণ হইয়া আছেন, কোন দেশীয়ের সহিত তিনি মিশিতে চাহেন না, তিনি আপনার মানে, আপনার অহঙ্কারে আপনি বড়, বাস্তবিক এটী তাঁহার পক্ষে একটি বিষম বিড়ম্বনা। তিনি জনসমাজে আছেন, কিন্তু তিনি জনসমাজের কেহ নহেন। তাঁহার এই বিড়ম্বনা দেখিয়া কবির লিখিত আলেগজাণ্ডার সেলকার্কের কথা আমাদের মনে পড়ে। যথাঃ—

"I am out of humanity's reach,
I must finish my journey alone.
Never hear the sweet music of speech,
I start at the sound of my own."

বর্ণিত প্রকার মাজিষ্ট্রেটের রকম সকম দেখিয়া আমাদের সাধারণ লোকের মনে বোধ হয় যে সুন্দরবনের ব্যাঘ্রে ও ইংরাজে বড় একটা প্রভেদ নাই। ব্যাঘ্র যে পথে আছে আমরা যেমন সেই পথ পরিত্যাগ করি, ইংরাজের আবাসস্থানও আমরা সেইরূপে পরিহার করিয়া থাকি। আবার অন্য একটী কথা আছে, আমরা ইংরাজদের রীতিনীতি চালচলন, স্বভাব, চরিত্র, বিশেষরূপে অবগত নহি। সে জন্য পাছে তাঁহাদের নিকট আমরা কোন ত্রুটি করিয়া ফেলি, তাহা হইলে তাঁহারা আমাদিগকে অবজ্ঞা করিবেন, অথবা অবমাননা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে দূর করিয়া দিবেন, এই ভয়ে অনেকে তাঁহাদের সমক্ষে যাইতে সাহস করেন না। সকল ইংরাজই যে এই আদর্শের অনুরূপ ইহা আমরা বলি না, কিন্তু অনেকের রীতিনীতি দেখিয়া আমাদের এইরূপ মনে হয়।

টাউনহলের দাঙ্গার নিষ্পত্তি।

এত দিন পরে টাউনহলের দাঙ্গার মকদ্দমার বিচার শেষ হইল। গত ২৯ এ আগষ্ট বিচারপতি মার্সডেন সাহেব ইহার বিচার করিয়া এই রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, গত ১৯ এ জুলাই সেন্সেস অফিসের বাবুদিগের সহিত কতকগুলা পাহারাওয়ালার দাঙ্গা ঘটিত এই মকদ্দমা উপস্থিত হয়। মকদ্দমা রুজু করার বিবরণে এইরূপ প্রকাশ পায় যে, বাবুদিগের মধ্যে অভয়াচরণ দত্ত নামে এক ব্যক্তি টাউনহল কম্পাউণ্ডের এক প্রস্রাবখানায় প্রস্রাব করিতে যায়, তাহাতে শিবদিন দোবে নামক এক পাহারাওয়ালা উহাকে ধরিয়া ঘুসি ও রুলের দ্বারা বিলক্ষণ প্রহার করে। তাহাতে মারের ধমক না সামলাইতে পারিয়া "মলুম গো" "মেরেফেল্লে গো" বলিয়া অভয়াচরণ চীৎকারশব্দ করিতে থাকে। ইহা শুনিয়া অফিসের আর ২। ৩ জন বাবু ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া পাহারাওয়ালাকে কহিলেন—দেখ তোমার এরূপ করিয়া উহাকে মারা অন্যায় হইতেছে। যদিও কোনরূপ অন্যায় কাজ করিয়া থাকে, তবে উহাকে অফিসের বড় বাবুর নিকট লইয়া যাওয়া উচিত ছিল। এ কথা শুনিয়া পাহারাওয়ালা উহাকে ছাড়িয়া দেয়, বাবুরাও এই অবসরে তাঁহাদের অফিসে অর্থাৎ টাউনহলের মধ্যে যাইতে লাগিলেন, এমন সময় ঐ পাহারাওয়ালা "কৈ হ্যায়" বলিয়া চীৎকার করায় টাউনহলের নিম্নতল হইতে কতকগুলি পাহারাওয়ালা লাটী, সোটা, রুল, প্রভৃতি মারাত্মক শস্ত্র সহিত বাহির হইয়া, বাবুদিগকে টাউনহলের দিকে তাড়া করিয়া চলিল, এবং তাহাদের উপর চড়াই করিল। বাবুরা তাহাদের হাত ছাড়াইয়া দ্রুতবেগে টাউনহলে প্রবেশ করিয়া দরোজা বন্ধ করিয়া দেন। তাহাতে পাহারাওয়ালা দরোজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে চড়াই করে এবং অনেকগুলি বাবুকে সাংঘাতিকরূপে আক্রমণ করে, কয়েকটী বাবুর প্রমাণে এরূপ প্রকাশ পায় যে শুধু পাহারাওয়ালাই অন্যায়রূপে তাঁহাদের উপর চড়াই করে, বাবুরা কেবল দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে থাকিলেই আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু আমার বিবেচনায় এ কথা ততদূর বিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হইল না। কারণ টাউনহলের বাহিরে যে সকল ভাঙ্গা টুল বেঞ্চ ও রাশি রাশি মর্ব্বল পাথর দৃষ্ট হইল, তাহা নিঃসন্দেহই বাবুদের দ্বারা পাহারাওয়ালাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এদিকে প্রতিবাদীদের বর্ণনায় মকদ্দমার বিষয় এইরূপ প্রকাশ পাইতেছে, যে সময় ঐ পাহারাওয়ালা তাহার পাহারা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেছিল, সেই সময় কয়েকজন বাবু উহার সহিত অনর্থক ঝগড়া করিয়া উহাকে ধাক্কাদি মারেন। ইহাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া এক বাবুর হাত চাপিয়া ধরে, বাবুরা ইহা দেখিয়া তাহাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া টাউনহলের ভিতর লইয়া চলিলেন, টানাটানি করিয়া তাহার পোষাক ছিড়িয়া ফেলিলেন দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল যে বাবুরা তাহাকে মারিয়া ফেলিল। ইহা শুনিয়া টাউনহলের নীচের তালা হইতে কয়েকজন পাহারাওয়ালা উহার সাহায্যার্থ দৌড়িয়া আসিল। বোধ হয় প্রকাশ চোবে সর্ব্ব প্রথম আসিয়াছিল। প্রকাশ অকুস্থলে উপস্থিত হইয়াই বাবুদের নিক্ষিপ্ত পাথর দ্বারা মস্তকের পার্শ্বে আহত হয়। ইহার পর এক দল বাবু বেগে বাহির হইয়া যাহা পাইয়াছে, তাহাই পাহারাওয়ালাদের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছে। এক্ষণে আমার বিবেচনায় ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না যে, যদি পাহারাওয়ালা "আমায় বাবুরা মারিয়া ফেলিল" বলিয়া চীৎকার করে, তবে অবশ্যই অপর পাহারাওয়ালারা হাতের নিকটে যা পায় তাই লইয়া তাহার সাহায্যার্থ ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু অপর দিকে বাদীর বর্ণনায় যেরূপ প্রকাশ পাইতেছে, যে প্রতিবাদী পাহারাওয়ালা "কৈ হ্যায়" বলিয়া ডাক ছাড়িতেই কতকগুলি পাহারাওয়ালা লাটী সোটা প্রভৃতি লইয়া বাবুদের সহিত লড়াই করিবার জন্য গুদাম হইতে বাহির হইয়া আসিল ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য।

আমার বিবেচনায় বাবুদের মধ্যে কেহ কেহ এই দাঙ্গার জন্য বিশেষরূপ নিন্দার ভাজন আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই তাঁহাদের ভালরূপ সনাক্ত না দিতে পারায় আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য তাঁহাদের প্রতি কোনক্রমে ওয়ারেণ্ট জারি করিতে পারা যায় নাই। সে যাহা হউক, এই ঘটনায় পুলিষ যে পথ অবলম্বন ও কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, তাহা কোন মতে ন্যায় সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না। যখন পাহারাওয়ালারা দেখিল যে, বাবুরা তাহাদের আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত হইয়াছে, তখন তাহাদের সে স্থান হইতে সরিয়া আসা কর্ত্তব্য ছিল। এবং পুলিষের ইহা অবশ্যই জানা উচিত ছিল যে সহিষ্ণুতা প্রদর্শনও তাহাদের একটী প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে এই বর্ত্তমান ঘটনায় উহারা এমন একটী ঘটনার যোগ দান করিয়াছিল, যাহার ভাবী ফল বর্ত্তমান হইতেও বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইত।

খোদায় সিং ও রামধন কুরমীর ভালরূপ সনাক্ত না হওয়ায় উহাদের নাম আসামী শ্রেণী হইতে খারিজ করিয়া দেওয়া গেল। প্রকাশ চোবের বিষয় এই দেখা যাইতেছে যে, ব্যাপারটা কি তাই দেখিবার জন্য যেমন ঘটনা স্থলে উপস্থিত, অমনি এক নিক্ষিপ্ত প্রস্তরের আঘাত তাহার মাথায় সাংঘাতিকরূপে লাগায় সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়ে সুতরাং সে এ দাঙ্গায় কোনরূপ যোগ দেয় নাই। এজন্য তাহার নামও খারিজ করা গেল। দানধন দোবে, আখবর সেখ, এবং গুলজার খাঁ এই আসামীত্রয় সম্বন্ধে বিচার মতে এই হুকুম হইল যে ইহারা প্রত্যেকেই কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন তিন মাস কারাবাস করিবে।

এই ত হইল বিচারের কথা। পাঠকগণ! ইহার দোষ গুণ বিচার করিবেন। আমরা এইমাত্র জানিতে চাই যে, যে হতভাগ্য এই দাঙ্গায় বিনাপরাধে প্রাণ হারাইল এবং গবর্ণমেণ্টের যে সকল দ্রব্য সামগ্রী অকারণে নষ্ট হইল সে ক্ষতিপূরণ কে করিবে? যখন উভয় পক্ষই গবর্ণমেণ্টের চাকর তখন যে পক্ষই হউক অবশ্য গবর্ণমেণ্টের এ ক্ষতি পূরণের দায়ী। যখন দায়ী তখন অবশ্যই ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। যে পক্ষ দায়ী সে পক্ষ এ টাকা কোথায় পাইবে? আমরা ইহাই জানিতে চাই।

পুস্তক সমালোচনা।

সারদামঙ্গল। শ্রীবিহারিলাল চক্রবর্ত্তী বিরচিত বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এই কাব্য খান অতি মনোহর। পাঠ করিতে করিতে হৃদয়ের নিভৃত দ্বারা উদ্ঘাটিত হয়, ভাব উচ্ছাসিত হইয়া উঠে। এখানি আমরা যত বার পড়ি তত বার আমাদের নূতন বলিয়া বোধ হয়।

আনন্দ রহো। ঐতিহাসিক নাটক। শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা ১২৮৮ সাল।

আজ কাল যে সকল নাটক বাহির হইতেছে, তাহা দেখিলে মনে কেবল ঘৃণারই উদ্রেক হয়। কিন্তু গিরিশ বাবুর এই নাটক খানি সে ধাতুর নহে, ইহা প্রশংসার যোগ্য। প্রতাপের চরিত্র যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তৎপাঠে তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় বোধ হয় না, কেবল স্পার্টাবাজ লিওনিডাসের সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে। সেলিমের চরিত্র দেখিয়া পাঠক মাত্রেরই হৃদয়ে ঘৃণার উদ্রেক হয়। কিন্তু গিরিশ বাবু মানসিংহের চরিত্র যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের ধারণা তাহার অন্যরূপ। মানসিংহের দুহিতা লহনা ঘৃণার পাত্রী; লহনা যেরূপ উদ্ধতা, আবার সেই রূপ দুশ্চরিত্রা, রমণী নামের কলঙ্ক। তাহার অদম্য ইন্দ্রিয়পরায়ণতা স্বেচ্ছব্যবহার নাটকে অতি বীভৎস চিত্রে চিত্রিত হইয়াছে।

যুগল নায়িকা নাটক। কলিকাতা বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৮৮ সাল।

আমরা এ নাটক খানি সম্পূর্ণাবয়বে প্রাপ্ত হই নাই। মধ্যের কয়েকটী ফরমা ইহাতে নাই। সমগ্র পুস্তক পাঠ করিতে না পাওয়াতে এ খানি ভাল হইয়াছে কি না তাহা আমরা এখন বলিতে পারি না।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৭ এ আগষ্ট। আগামী ৫ ই অক্টোবর গ্রাণ্ট ডফ সাহেব মান্দ্রাজে আসিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিবেন।

ষ্টাণ্ডার্ড পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত ছয় মাস কার্য্য করিবেন।

ডেলিনিউস তারে সংবাদ পাইয়াছেন যে প্রস্তাবিত কাস্পীয় রেলওয়ে বামি পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে।

পার্লিয়ামেণ্ট অদ্য হইতে ১২ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। মহারাণী বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে অন্যান্য দেশীয় রাজগণের সহিত তাঁহার এমন কোন বিবাদ নাই, বরং সখ্য আছে; গ্রীশদেশের সীমাবিবাদের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে; ফরাসী গবর্ণমেণ্ট টিউনিশ ও ট্রিপলি সম্বন্ধে ইংলণ্ডের চিন্তা দূর করিয়াছেন; ট্রান্সভ্যালে সন্ধি হইয়া গিয়াছে, উহা বোয়ারদিগের হস্তে অর্পিত হইয়াছে; বাসুতোদিগের সহিত বিবাদ মিটিয়া গিয়াছে। কান্দাহার হইতে ব্রিটিশ সেনার প্রত্যাগমন বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে যদিও এক্ষণে আবদুল রহমন ও আয়ুব খাঁ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তথাপি তাহাতে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কোন গোলযোগের সম্ভাবনা নাই। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে এই বিবাদের মীমাংসা হইয়া আফগানস্থানে পুনর্ব্বার শান্তি স্থাপিত হয়। ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সহিত বাণিজ্য সন্ধির সম্বন্ধে তিনি বলেন যে আপাততঃ এই বিষয়ের কথোপকথন বন্ধ রহিয়াছে। যাহাতে এই সন্ধিতে ইংলণ্ডের বিশেষ সুবিধা হয় তদ্বিষয়ে তিনি মনোযোগী আছেন। আইরিষ ভূসংক্রান্ত আইন রচনায় মহাসভা যেরূপ যত্ন ও শ্রম করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শিবার আশা আছে। তিনি আশা করেন যে ইহাতে আয়লণ্ডের এরূপ উন্নতি হইবে যে পরিণামে গবর্ণমেণ্টের আর বলপ্রয়োগের আবশ্যকতা হইবে না।

লণ্ডন ২৯ এ আগষ্ট। ইংলণ্ড ব্যাঙ্ক স্থির করিয়াছেন যে অতঃপর আর স্বর্ণের বাট বিক্রয় করা হইবে না।

স্মার্ণা ২৮ এ আগষ্ট। চসমে নামক স্থানে ভীষণ ভূমিকম্প হওয়াতে বিস্তর সম্পত্তি ধ্বংস হইয়াছে।

লণ্ডন ৩০ এ আগষ্ট। ডটারেল নামক রণপোতের মধ্যস্থিত বারুদের গুদামে বায়ু প্রবেশ না হওয়াতে, বারুদ গরম হইয়া জাহাজখানি ধ্বস্ত হইয়াছে।

গত রাত্রিকালে ডবলিন নগরে ডিলন সাহেবকে ভোজ দেওয়া হয়। তিনি আইরিষ ভূসংক্রান্ত আইনের ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছেন। পার্ণেল সাহেব বলিয়াছেন এই আইন অনুসারে কিছু দিন কার্য্য হইলে তবে ইহার উপযোগিতা বুঝা যাইবে, কিন্তু ডিলনের সহিত পার্ণেলের মতের মিল না হওয়াতে, ডিলন বলিয়াছেন তিনি আর অতঃপর সাধারণ কার্য্যে যোগ দিবেন না।

টিউনিশ ২৯ এ আগষ্ট। ফরাসীরা গুণা নগর অধিকার করিবে বলিয়া আরবেরা ঐ নগর আক্রমণ করিবার ভয় দেখাইতেছে।

লণ্ডন ৩১ এ আগষ্ট। বার্লিন নগরে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের যে সভা হইবার কথা আছে তাহাতে অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়ম্স ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি থাকিবেন।

টিউনিশ ৩১ এ আগষ্ট। ফরাসী সেনাগণ হেমামত অধিকার করিয়াছে। তথাকার অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। চতুর্দ্দিক হইতে আরবেরা ভয় প্রদর্শন করিতেছে।

রোম ৩১ এ আগষ্ট। ক্রমশঃ জর্ম্মাণির সহিত পোপের বিবাদ মীমাংসিত হইয়া সখ্য হইতেছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৩১ এ আগষ্ট। ঘুষ লওয়া অপরাধে তুরস্কের সুলতান বায়াজিদের মাতামারফকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন।

আলবেনিয়া নামক প্রদেশে পুনর্ব্বার বিদ্রোহের সূত্রপাত হইতেছে। দর্বেশ পাশা তুরস্কের গবর্ণমেণ্টের নিকট আরও সৈন্য চাহিয়াছেন।

টিউনিস ১ লা সেপ্টেম্বর। হেমামত অধিকার করিতে গিয়া ফরাসীরা প্রথমতঃ পরাস্ত হন তৎপরে তাঁহারা দুই বার আরবদিগকে পরাভূত ও তাহাদের সহস্রাধিক লোকের প্রাণ বিনাশ পূর্ব্বক নির্ব্বিবাদে নগর অধিকার করিয়াছেন।

আফগান গৃহযুদ্ধ সংবাদ।

সিমলা ২৮ এ আগষ্ট। কান্দাহার হইতে এই জনরব আসিয়াছে যে আয়ুব খাঁ ২৮ এ আগষ্ট তথা হইতে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইবেন। সর্দ্দার নূর মহম্মদ তাঁহার অগ্রে খেলাত-ই-গিলজাইয়ের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন।

হোতক গিলজাইদলের অধিনায়ক কান্দাহারে উপনীত হইয়াছেন।

সিমলা ২৯ এ আগষ্ট। চমন হইতে ২৩ এ

আগষ্ট যে সমস্ত পত্রাদি প্রেরিত হইয়াছে, তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, আমীরের আদেশ অনুসারে সর্দ্দার আজিজ খাঁ সসৈন্যে সাহজুই নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। পদাতি ও অশ্বারোহী সেনা এবং কয়েকটী কামান লইয়া অদ্য আমীর খেলাত-ই গিলজাইয়ে আসিবেন। মহম্মদ খুসদিল খাঁর সহিত আর এক দল সেনা হিরাটের অভিমুখে প্রেরিত হইয়াছে।

সিমলা ৩১ এ আগষ্ট। ৩০ এ আগষ্ট কান্দাহার হইতে চমনে যে পত্র খানি প্রেরিত হয় তাহাতে অবগত হওয়া গেল যে আয়ুব খাঁ ১ লা সেপ্টেম্বর কান্দাহার হইতে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইবেন। তাঁহার সঙ্গে আপাততঃ সাত দল সৈন্য আছে। যে দুই দল কাবুলী সেনাকে তিনি অস্ত্রত্যাগ করিবার আদেশ দেন, তাহারাই কান্দাহার রক্ষা করিবে। প্রধান প্রধান সর্দ্দারদিগকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। সত্তিপ পুর মহম্মদ অশ্বারোহী সৈন্যদিগের নায়ক হইবেন। জনরব এই যে, বণিক ও কৃষকেরা আয়ুবের শাসনে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন।

খেলাত হইতে ২৩ এ আগষ্ট এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, আজিজ খাঁ সৈন্যসমভিব্যাহারে খাদ্য সংগ্রহের জন্য সাহজুই নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। বেঃ অথবা মশাকি নামক স্থানে আমীর অশ্বারোহী, পদাতিক, ও অপরাপর সৈনা এবং কয়েকটী কামান লইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। আমীর পুল-ময়দানে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। তথা হইতে ১৫ ই আগষ্ট যে পত্র প্রেরিত হয় তাহাতে জানা যায় যে আমীর সসৈন্যে যেরূপ দ্রুতবেগে গমন করিতেছেন তাহাতে ১৯ এ আগষ্টের মধ্যে গিজনীতে পহুছিতে পারেন। আমীরের গতিবিধি দেখিয়া আফগানস্থানের প্রজাবর্গ তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছে।

কান্দাহার হইতে এই জনরব শুনা যাইতেছে, যে কাবুল হইতে দলে দলে বিদ্রোহী আসিয়া ঐ নগরে প্রবেশ করিতেছে। হাসিমের ভ্রাতা মহম্মদ ইষাক আপাততঃ কান্দাহারের গবর্ণর হইলেন।

কয়েক দিবস হইল আয়ুব খাঁ হিরাটে এক লক্ষ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।

যুদ্ধের পর যে যে কাবুলী সৈনিক কর্ম্মচারী আয়ুবের সহিত যোগ দিয়াছিল তাহাদিগকে তিনি ফরায় প্রেরণ করিয়াছেন।

সিমলা ২ রা সেপ্টেম্বর। কান্দাহার হইতে এই জনরব আসিয়াছে যে আয়ুব খাঁ ৩০ এ আগষ্ট পর্য্যন্ত কান্দাহারে ছিলেন। তিনি খায়েল-ই-আখন্দের অধিক অগ্রসর হইবেন না। সামসু উদ্দিন খেলাত-ই-গিলজাইয়ে যাইবার জন্য কান্দাহার হইতে বহির্গত হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন। বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৬ এ আগষ্ট। ১৮৮১। জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় এক মাসের ছুটী পাইলেন।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনরের প্রতিনিধি সহকারী বাবু জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য কমিশনরের সহকারীর কার্য্যে স্থায়ী হইলেন।

২৮ এ আগষ্ট। ১৮৮১। বীরভূমের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু বিনোদবিহারী সরকার এক মাসের ছুটী পাইলেন।

বাখরগঞ্জের ডেপুটী কালেক্টার ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু অন্নদাপ্রসাদ বসু ১৮৭০ সালের ১০ আইন অনুসারে ঐ জেলার কালেক্টারের ক্ষমতা পাইলেন।

২৯ এ আগষ্ট। ১৮৮১। ময়মনসিংহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার গয়ায় বদলী হইলেন, তিনি ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে কার্য্য করিবেন।

চম্পারণের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রামচরণ লাল কিয়ৎকালের জন্য রেভিনিউ বোর্ডের অনুমত্যানুসারে কার্য্য করিলেন। তিনি বাবু শিবপ্রসাদের পরিবর্ত্তে মজঃফরপুর জেলায় বাঁটোয়ারার কার্য্য করিবেন।

৩০ এ আগষ্ট। ১৮৮১। পাবনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ডবলিউ এম, ক্লে.১২ ই আগষ্ট হইতে অপর আদেশ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

দিনাজপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এচ. জি, কুক ১২ ই আগষ্ট হইতে অপর আদেশ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ভৈরবনাথ পালিত যে ছুটী পাইয়াছিলেন তদতিরিক্ত আর পাঁচ সপ্তাহ ছুটী পাইলেন।

লোহারডগার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু নীলমনী কুণ্ডর ময়মনসিংহ জেলায় বদলী হইলেন তিনি সদর ষ্টেষণে কার্য্য করিবেন।

সারণ জেলার অন্তর্গত গোপালগঞ্জের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু যদুনাথ সরকার দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

চম্পারণের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ষ্টিফেন উলফৎ হোসেন (যিনি ছুটীতে আছেন) ভাগলপুরে বদলী হইলেন।

৬ ই আগষ্টের আদেশর পরিবর্ত্তে রঙ্গপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রতনলাল ঘোষ ত্রিপুরায় বদলী হইলেন। তিনি ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে কার্য্য করিবেন। আপাততঃ তিনি ছুটীতে আছেন।

যে পর্য্যন্ত বাবু রজনীকুমার দত্ত ছুটিতে থাকিবেন অথবা যে পর্য্যন্ত অপরাদেশ দেওয়া না হয় তাবৎ ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু তারিণীশঙ্কর রায় চাঁদপুর বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২৩ এ আগষ্ট। ১৮৮১। ভাগলপুরের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার কুমার রামেশ্বর সিং প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১৯ এ আগষ্ট। ১৮৮১। মাদারিপুরের মুন্সেফ বাবু চন্দ্রকুমার দাস ৫০ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর ছোট আদালতের মকদ্দমার বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

লোহারডগার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২১ এ মের আদেশের পরিবর্ত্তে পাটনার সুবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ বাবু পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১ এ মে হইতে দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

৩০ এ আগষ্ট। ১৮৮১। বাবু নলিনীনাথ মিত্র চট্টগ্রাম জেলায় মুন্সেফের কার্য্য করিবেন। তিনি মিরসরাইয়ে থাকিবেন।

যত দিন বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় ছুটিতে থাকিবেন অথবা যত দিন স্বতন্ত্র আদেশ না হয় তাবৎ পিরোজপুরের মুন্সেফ বাবু দিগম্বর কুন্দনগো রঙ্গপুর জেলায় গাইবান্ধা মহকুমায় থাকিবেন। তিনি ৫০ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মকদ্দমায় ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের সুবর্ডিনেট জজ বাবু মথুরানাথ গুপ্ত ২৪ পরগণায় বদলী হইলেন এবং ২৪ পরগণার সুবর্ডিনেট জজ বাবু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সারণে বদলী হইলেন।

বর্দ্ধমানের মুন্সেফ বাবু অমৃতলাল পাল বাখরগঞ্জে বদলী হইলেন। তিনি সচরাচর বরিসালে থাকিবেন।

চিন্তামনের মুন্সেফ বাবু শ্যামকিশোর বসু আরও এক মাসের ছুটী পাইলেন।

বিবিধ সংবাদ।

গত মঙ্গলবার রাজপুর মিউনিসিপালিটীর কমিশনরদিগের সভার অধিবেশন হয়। এক্ষণে কমিশনরদিগের লেখা পড়া ও হিসাব পত্রের কার্য্য করিবার জন্য একজন কেরাণী আছে। এ ব্যক্তি বিশেষ কার্য্যদক্ষ বলিয়া বোধ হয় না। সে একাকী সমুদায় কার্য্য শেষ করিতে পারে না বলিয়া ভাইস-চেয়ারম্যান তাহার একজন সহকারী নিয়োগের প্রস্তাব করেন। কমিশনরেরা ইহার প্রতিবাদ করাতে আপাততঃ তিন মাসের জন্য দশ টাকা বেতনে একজন ঠিকা লোক রাখা হইয়াছে। এই রূপেই যদি এই মিউনিসিপালিটির আয়ের শ্রাদ্ধ হইবে, তবে মিউনিসিপালিটির উদ্দেশ্য কি উপায়ে সাধিত হইবে?

কমন্স সভায় প্রশ্নোত্তরে টাইলার সাহেব ষ্টেট সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করেন যে এনাগাইত কাবুলের আমীর আবদুল রহমনকে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড

হইতে কত টাকা কত কামান বন্দুক ও অন্যান্য যুদ্ধের উপকরণ প্রদত্ত হইয়াছে? আর যখন জানা যাইতেছে যে আমীর আয়ুব খাঁর নিকট পরাস্ত হইয়াছেন, তখন আর তাঁহাকে ঐরূপ সাহায্য প্রদান করা হইবে কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে ষ্টেটসেক্রেটারি বলিয়াছেন যে এনাগাইত আমীরকে এক কালে উনত্রিশ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন আমাদিগের কান্দাহার পরিত্যাগের পর ছয়মাস কাল তিনি মাসে মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহাকে পঞ্চাশটী কামান অনেকগুলি বন্দুক, বিস্তর টোটা দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আমিরকে যে ঐরূপ কোন সাহায্য প্রদান করিবেন, এরূপ তাঁহার বিশ্বাস নাই।

গত সপ্তাহের পূর্ব্ব রবিবার প্রায় তিন শত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক বোম্বায়ের সেক্রেটেরিয়েট আপিষে উপস্থিত হয়। তাহারা সর জেম্‌স্ ফরগিউসনের গলায় মাল্য প্রদান করিয়া বহু সম্মান পূর্ব্বক তাঁহার হস্তে একখানি আবেদন প্রদান করে। বৈষ্ণবেরা তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করে যে, তাহাদের মহারাজকে জেল হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়, অথবা তাঁহাকে ষ্টেট কয়েদীর সম্মানের সহিত অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। তাহারা বলে যে, যদিও ব্রাহ্মণে মহারাজের অন্নাদি পাক করিয়া দিতেছে, তথাপি তাঁহাকে ঘৃত দেওয়া হয় না, এবং তাঁহাকে তিন ঘণ্টার অধিক কারাগারের বাহিরে আসিতে দেওয়া হয় না। বোম্বাইয়ের গবর্ণর এই আবেদন মনোযোগ করিয়া দেখিবেন বলিয়াছেন।

মহীসুর যখন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন ছিল, তৎকালে বৎসর বৎসর পূর্ত্তকার্য্যে ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইত। এখন হইতে এই বিষয়ে দশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। রাজসভার মন্ত্রিগণ বলিতেছেন, ইহাকেও অতিরিক্ত ব্যয় বলিতে হইবে। এই জন্যই মহীসুর রাজ্যের এত দুর্দ্দশা!

গবর্ণমেণ্টের সিকিমস্থ সিঙ্কোনার কুঠিতে সিঙ্কোনার ছাল হইতে কুইনাইন বাহির হইয়াছে। ডাক্তর কিং বলিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্টের এদেশে যত কুইনাইনের প্রয়োজন হইবে, তাহা তিনি যোগাইতে পারিবেন।

মসূরী পর্ব্বতের যে বাটীতে এক্ষণে কাবুলের ভূতপূর্ব্ব আমীর বন্দী আছেন, ঐ বাটীতে সম্প্রতি বজ্রাঘাত হয়। বজ্র বিলিয়ার্ড গৃহে পতিত হয় তখন ইয়াকুব খাঁ কয়েকজন সহচরের সহিত ঐ গৃহে ছিলেন। সকলেই মূর্চ্ছিত হন, কিন্তু কাহারও প্রাণ বিয়োগ হয় নাই।

আবদুল সোভান ফৌজদারী মকদ্দমার দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন বটে কিন্তু কিছুতেই পাটনার মুসলমানদিগের হস্ত এড়াইতে পারিতেছেন না। ফসিহান নাম্নী যে ধনবতী বিধবাকে আবদুল বিবাহ করেন, যাহাতে তাহার ধনে তিনি হস্তার্পণ করিতে না পারেন, এজন্য কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান তত্রত্য কমিশনরের নিকট এই বলিয়া আবেদন করিয়াছেন যে ফসিহান তাঁহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে অসমর্থ অতএব কোর্ট অব ওয়ার্ড হইতে তাঁহার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ হয়। উক্ত সম্পত্তি এরূপে রক্ষিত না হইলে আবদুল সোভান তাঁহার অপচয় করিবে।

সান ফ্রান্‌সিসকো নামক দেশে দুই খানি চীন ভাষায় রচিত সংবাদপত্র আছে। তন্মধ্যে "ওয়াকি" নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক যে ব্যক্তি, তিনিই আবার কম্পোজিটর, প্রেসম্যান ও প্রচারক। এই ব্যক্তির বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎ বৎসর। এই সংবাদ পত্রের এক সহস্র গ্রাহক, এবং ইহার বার্ষিক মূল্য পাঁচ পাউণ্ড (পঞ্চাশ টাকা।)

আবার একজন ইংরাজ একজন দেশীয়ের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে। এডওয়ার্ড ব্রাউন নামক একজন কাউন্সেলর নামক ষ্টীমারের কর্ম্মচারী সেখ সরম আলী নামক একজন কুলিকে তাহার ইচ্ছামত কোন কার্য্য করিতে বলে। কুলি ঐ কার্য্য করিতে বিলম্ব করাতে সাহেব ক্রোধান্ধ হইয়া এক লাঠির আঘাতে তাহার প্রাণ বিনাশ করিয়াছে। এই দুরাত্মা সেসনের বিচারে অর্পিত হইয়াছে। দেখা যাউক ইহার অপরাধের কি উচিত শাস্তি হয়।

গত ১৫ ই আগষ্ট এক দল আকাখেল পেশোয়রের অন্তর্বর্ত্তিস্থ মাঙ্গ নামক পল্লী আক্রমণ করিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগের কতকগুলি মহিষাদি পশু লইয়া গিয়াছে। আক্রমণকালে পল্লীবাসীদিগের এক ব্যক্তি হত আর এক ব্যক্তি আহত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট আগামী শীত ঋতুতে জাকা ও খোকাখেল দিগকে দমন করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের অন্তর্গত গিরগাঁওয়ের বিধবা বিবাহ সভার উদ্যোগে তথায় এক গুজরাটী বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়া বলেন ইউরোপ ভ্রমণকারী একজন হিন্দু মস্কাউ হইতে বোম্বাইস্থ তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছেন যে তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহার উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিয়াছেন। তিনি যখন যেখানে যাইতেছেন, তাঁহারা তাহার সংবাদ রাখিতেছেন।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট জজ বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সুরাট হইতে কারওয়ারে বদলী করাতে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার কৈফিয়ত চাহিয়াছেন।

বিছানায় বিড়ালকে শয়ন করিতে দেওয়া বড় দোষের। শুনা যাইতেছে কত ব্যক্তির বিছানায় বিড়াল শয়ন করিয়া থাকিলে সে ব্যক্তি ডিপথিরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। রাইফল ব্রিগেডের বেলি হেমিণ্টন সাহেব নিজ শয্যায় বিড়ালকে শয়ন করিতে দিয়া ডিপথিরিয়া রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়ার উদয়পুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, ভীলেরা উদয়পুরের রাজার পাঁচ জন লোককে বধ করিয়াছে। ইহারা কয়েক জন অপরাধী ভীলকে ধৃত করিতে গিয়াছিল।

চীনের অহিফেন ব্যবসায় হইতে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টকে বিরত করিবার অভিপ্রায়ে চীন সম্রাটের একজন দূত রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতায় আগমন করিতেছেন।

পাওনিয়র বলেন মির্জাপুরের হিন্দু ও মুসলমানে ঘোর বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। মুসলমানেরা হিন্দুদিগের সমক্ষে গোহত্যা করিবার উদ্যোগ করাতে হিন্দুরা তাহার নিবারণ চেষ্টা করে। এ বিষয় স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ণগোচর হয়। তিনি উক্ত গোহত্যা বন্ধ রাখিয়া দেন। ইতিমধ্যে তিনি স্থানান্তরিত হইয়া যান। নবাগত মাজিষ্ট্রেট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করাতে উভয় পক্ষে ঘোর বিবাদ আরম্ভ হয়। হিন্দুরা হাইকোর্টে জানাইয়া গোহত্যা বন্ধ করিয়াছে। মুসলমানেরা মকদ্দমার বিলক্ষণ তদ্বির করিতেছে।

শীঘ্রই শুক্রগ্রহ সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যস্থল দিয়া গমন করিবে। আমেরিকার জ্যোতির্ব্বিদগণ এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আয়োজন করিতেছেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে বিধয়রাজ সর জয়মঙ্গল সিং বাহাদুর গত ২৫ এ আগষ্ট মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

১৮৮০ অব্দের কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ও বঙ্গদেশস্থ পুলিসের কার্য্য বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা প্রকাশিত হইয়াছে। আগামী বারে তাহার সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

নিম্ন পদস্থ সিবিলিয়ান ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারদিগের পরীক্ষা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট ৩০ এ আগষ্ট এই নিয়ম প্রচারিত করিয়াছেন যে, যে সকল ডেপুটী কালেক্টার একটীমাত্র ভাষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, যে জেলার ভাষা স্বতন্ত্র, সে জেলায় সচরাচর তাঁহাদিগকে বদলী করা হইবে না। এ নিয়ম সত্ত্বেও যদি তাঁহাদিগকে বদলী করা হয়, যদি তাঁহারা অন্য কোন কারণ বশতঃ উপযুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে যে জেলায় বদলী করা হইবে, বদলী হইবার দিবস হইতে দ্বাদশ মাসের

পর দেশানকার ভাষায় পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে তাঁহাদের উন্নতি লাভের আশা থাকিবে না।

বহরমপুরের সুযোগ্য জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন বর্লিনের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সভায় আহূত হন। কিন্তু তিনি তাহাতে যোগ দিতে পারিলেন না। ঐ সভায় পঠিত হইবার জন্য তিনি কয়েকটি সংস্কৃত কবিতা প্রেরণ করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের উক্ত সভায় প্রতিনিধি শ্যামজি কৃষ্ণ বর্ম্মা এই কবিতাগুলির অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন।

আমেরিকার নায়াগারা নদীতে একটী প্রকাণ্ড জলপ্রপাত আছে। তড়িৎ বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা বলিতেছেন যে ইহার সাহায্যে এরূপ তড়িৎ উৎপাদন করা যাইতে পারে যে তদ্বারা যন্ত্রাদি শত শত মাইল চালিত হইতে পারে। পদার্থ বিদ্যার অসাধ্য কিছুই নাই।

নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকা ও ময়মনসিংহ দিয়া আসাম গৌহাটী পর্য্যন্ত রেলওয়ে হয় এই প্রার্থনায় বণিকসভা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সহিত মিলিত হইয়া আমাদের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিয়াছেন। পূর্ব্ব-বঙ্গ-রেলওয়ের প্রধান কর্ম্মচারী প্রেষ্টেজ সাহেব এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী আছেন। আমরা শুনিলাম ইডেন সাহেব ইহাঁদের অভিপ্রায়ের পোষকতা করিবেন বলিয়াছেন। এই রেলওয়ে হইলে চা বাগানের অধিকারীদিগের বিস্তর সুবিধা হইবে।

যাহাতে শনিবার বৈকাল হইতে সোমবার পর্য্যন্ত কলিকাতার বহুবাজার রাধাবাজার প্রভৃতি স্থান সমূহের মদের দোকান বন্ধ থাকে, এজন্য আন্দোলন চলিতেছে। শনিবার বৈকালে ও রবিবার মদের দোকান খোলা থাকাতে জাহাজের গোরা ও এদেশীয় মদ্যপায়ীরা মদ্যপান করিবার বিশেষ সুযোগ পায়। এই জন্যই কেহ কেহ শনিবারকে মধুবার কহিয়া থাকে। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, এ বিষয়ে পুলিসের কর্ত্তৃপক্ষ মনযোগী হইয়াছেন। তাঁহারা রাধাবাজারের শুঁড়িদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যদি কেহ গোরাদিগকে অধিক পরিমাণে মদ দেয়, সে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে নিয়ম হওয়াতে রাধাবাজারের শুঁড়িরা অতিশয় বিরক্ত হইয়াছে।

যাহাতে জাহাজের গোরারা ক্রীড়া কৌতুকে সদা লিপ্ত থাকে ও বাহিরে আসিয়া মদ্যপান করিতে না পায়, এজন্য কলিকাতা সেলর্সহোম নামক গোরাদিগের আবাসে নানাবিধ বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব হইতেছে।

যাহাতে পারস্যের প্রজাগণ আপন আপন ইচ্ছামত বিদেশীয় বণিকদিগের নিকট যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহ করিতে না পারে, এজন্য পারস্যের শাহা ইংলণ্ডীয় বণিকদিগকে ঐ সমুদায় দ্রব্যের আমদানি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অতঃপর পারস্য রাজ্যের মধ্যে যদি কাহারও নিকট বিদেশীয় যুদ্ধোপকরণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে পারস্য গবর্ণমেণ্ট তাহা বাজেয়াপ্ত করিবেন।

মেকি টাকা প্রস্তুত করাতে মধ্য প্রদেশের ৩৭১ জন ১৮৭৮—৭৯ অব্দে ধৃত হয়; তন্মধ্যে ২০৬ জনের অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াছে। অদ্যাপিও কোন কোন স্থানে কয়েক জন মিলিত হইয়া মেকি টাকা প্রস্তুত করিতেছে। নাগপুর, ওয়র্দ্দা, চন্দা, বালাঘাট, মণ্ডলা হোশঙ্গাবাদ, নিমার, নৃসিংহপুর, চিন্দ্বারা, বেটল, রাইপুর, ও সম্বলপুর, নামক স্থানে ইহাদের নয়টি আড্ডা আছে। যাহারা মেকি টাকা প্রস্তুত করে, তাহারা এক্ষণে মুসলমান ফকিরের বেশে স্থানে স্থানে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লিতে এইরূপে প্রবঞ্চনা করিয়া বেড়াইতেছে।

পাতিয়ালার মহারাজ পঞ্জাব ইউনিবর্সিটি কলেজের উন্নতি সাধনার্থ পচিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

শ্যাম দেশে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে শ্যামরাজ ভ্রমণশীল চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। একখানি ষ্টীমারে কতকগুলি ঔষধ ও একজন চিকিৎসক আছেন। যেখানে পীড়া হয় সংবাদ পাইলেই চিকিৎসক শীঘ্র তথায় উপনীত হন।

কয়েক দিন হইল ওয়েসলিয়ান মিশনের হইট্‌ মোর নামক একজন পাদ্রী অপর আর একজন পাদ্রীর সহিত কালীঘাট পুলের মোড়ে আসিয়া খুব ধূমধামের সহিত বক্তৃতা করেন, এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বিষয়ক কয়েক খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক কতক বা বিক্রয়, আর কতক বা বিতরণ করেন। সাহেব প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলেন যে কালীঘাট বঙ্গের সর্ব্ব প্রধান তীর্থ স্থান। এস্থানে আশানুরূপ পুস্তক বিতরণ করিতে পারিবেন না। ও হরি, যখন বিতরণের নাম শুনিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে শত শত কাঙ্গালী হরি হরি, কালী কালী শব্দে দলে দলে আসিয়া তাঁহাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিল, তখন তাঁহাদের চক্ষু স্থির হইয়া আসিল। সুতরাং বিতরণ করা চুলায় যাক্ পলায়ন করিবার পথ অগ্রে দেখিতে লাগিলেন।

সম্প্রতি কেশব বাবুর পুত্রের সহিত ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরীর দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহটী কিছু নূতন রকমের, তাইতে বোধ হয় নব প্রতিষ্ঠিত নববিধানের কোন নববিধান অনুসারে ইহা সম্পাদিত হইয়া থাকিবে। শুনিলাম পাত্রের বয়স আঠার উনিশ বৎসর, পাত্রীর বয়স বাইশ তেইশ বৎসরের ন্যূন নহে।

শিয়ালদহের ছোট আদালতের যে আর্দ্দালী সম্প্রতি ক চাবির মাল গুদাম হইতে অলঙ্কার আত্মসাৎ করে শিয়ালদহের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ চেষ্টায় সেই আর্দ্দালী তিন বৎসরের জন্য কঠিন পরিশ্রম সহকারে শ্রীমজ্জিরবাসের আজ্ঞা পাইয়াছে।

গত ১৫ ই ভাদ্র মঙ্গলবার রাত্রিতে চেতলার পুলের দক্ষিণ খইয়াপটিতে একটী বেশ্যা হত হইয়াছে। পুলিষ তদারকে আসিয়া দেখিলেন, ঘরে দুই তিনটা মদের বোতল খালি পড়িয়া রহিয়াছে; স্ত্রী লোকটীর গায়ের গহনাপত্র সমস্তই অপহৃত হইয়াছে, মৃতদেহ আবৃত অবস্থায় পতিত আছে। ক্ষত দৃষ্টে বোধ হইল, কোন দুরাত্মা শাণিত অস্ত্র দ্বারা উহার গল দেশে গুরুতর আঘাত করাতে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। পুলিস ইহার বিশেষ তদন্তে নিযুক্ত রহিয়াছেন, শেষ যাহা হয় পরে জানাইব। ঐ রাত্রিতে বকুলবাগানের একজন দরজী, তাহার ভাইয়ের সহিত ঝগড়া করিয়া গলায় ছুরি দিয়া আত্মঘাতী হইবার চেষ্টা করে। শুনিলাম হতভাগ্য জীবিত আছে। ইহার দুই দিবস পূর্ব্বে কালীঘাট সিকদার পাড়ার গলীর এক পুখুরে একটী বৃদ্ধা জলে ডুবিয়া মরিয়া গিয়াছে।

বহুদিন আন্দোলনের পর এক্ষণে ঠিক হইল যে কালীঘাটের কালীকুণ্ডটীর পঙ্কোদ্ধার করান শক্তি কর্ত্তব্য। চতুর্দ্দিকের মল, মূত্র, জঞ্জাল, বাসনধোয়া হেঁদোমার জল এবং ছাগাদির রক্ত, চামড়া, নাড়ী ভুঁড়ী, ফুল, পাতা প্রভৃতি সর্ব্বদা পড়িয়া পচিয়া ঐ কুণ্ড যে কি ভয়ানক স্থান হইয়া উঠিয়াছে তাহা পাঠকগণের অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহা হালদার মহাশয়দের সাধারণ সম্পত্তি। কিন্তু সাজার মা গঙ্গা পান না, ইহার প্রতি কাহারো দৃষ্টি নাই। হাজরাপুখুর যখন মিউনিশিপালিটী হইতে কাটান হয়, তখন আমরা এই কালীকুণ্ডের বিষয় লইয়া একবার আন্দোলন করিয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় মিউনিসিপালিটীর কার্য্য শৈথিল্যে এপর্য্যন্ত তাহার কোন ফল পাওয়া যায় নাই। এক্ষণে আবার ঐ বিষয়ের আন্দোলন উপস্থিত শুনিয়া আমরা এইরূপ প্রস্তাব করিতেছি যে হাজরার ন্যায় এস্থানটীও হালদার মহাশয়দিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া যতদূর সম্ভব প্রশস্ত করিয়া কাটান হউক যে উহার জল লোকে পানার্থ ব্যবহার করিতে পারে এবং একজন সরকারী রক্ষক উহার জল ও চতুঃপার্শ্বে রোপিত ফুলগাছ প্রভৃতি রক্ষার্থে নিযুক্ত হউক, তাহা হইলে স্থানীয় পানার্থ জলের একটী প্রধান অভাব মোচন হইবে।

আমাদের ছাপরা রামকোলাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "এবার আবার অনেক দিন পরে অদ্য এখানে ধূমকেতু দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে উত্তর দিকে উদয় হইত, এবার উত্তর পশ্চিম দিকে দেখিলাম।

অদ্য ৪। ৫ দিবস এখানে প্রায়ই প্রত্যহ বৃষ্টি হইতেছে, ভাদুই ফসলের অবস্থা উত্তম, ধান্য রোপণের বা আবাদকরণোপযোগী বৃষ্টি হয় নাই দ্রব্যাদির মূল্য সুলভ।"

সংবাদদাতার পত্র।

মুঙ্গের।

মুঙ্গের পোষ্ট অফিসের রেজেষ্টরী পত্রাদি চুরি যাওয়ার বিষয় পূর্ব্ববারে প্রকাশ করা হইয়াছে। সাধারণের বিদিতার্থে এ সপ্তাহে তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিতেছি। পোষ্ট অফিসের উত্তর ও দক্ষিণে দুটী রুদ্ধ দ্বার আছে। দক্ষিণ দ্বারের চাবি পোষ্টমাষ্টারের নিকট এবং রাত্রিতে অফিস বন্ধ হইলে উত্তর দিকের চাবি একজন দ্বারবানের নিকট থাকে। অফিসের মধ্যস্থ মেল বাক্সের চাবি মেল ক্লার্কের জিম্মা থাকা বরাবর রীতি আছে। বুধবার প্রাতঃকালে গৃহমার্জ্জনকারী উত্তর দিকের দ্বার খুলিবামাত্র দেখিল দক্ষিণ দ্বার উন্মুক্ত এবং ব্যাগ গুলি কাটা পড়িয়া রহিয়াছে। ব্যাগগুলি কাটিবার পদ্ধতি পরীক্ষা করিলে পোষ্ট অফিসের কোন লোকই যেন চুরী করিয়াছে বোধ হয়। পুলিষ আসিয়া দ্বারবান দ্বয়কে ধরিয়া লইয়া গেল। বেলা প্রায় ৮ টার সময় পুলিষের বিবিধ কৌশলের জ্বালায় তাহারা বলিল যে, হরি বাবু (রেজিষ্ট্রেশন ক্লার্ক) রাত্রি দুই প্রহরের পর রুমাল ফেলিয়া গিয়াছি বলিয়া আমাদের নিকট হইতে চাবি লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন এবং অর্দ্ধঘণ্টা পরে বাহির হইয়া যান তদনুসারে পুলিষ বাবু হরিচরণ রায়ের, তাঁহার চাকরের ও প্রতিবাসীর থানাতল্লাসি ও জবানবন্দী গ্রহণ করেন। পোষ্ট মাষ্টারেরও থানাতল্লাসি হইয়াছিল, অবশেষে পোষ্ট বিভাগের ইনস্পেক্টর, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার জেনারলাদি সকলে আসিয়া সরজমিনে তদারক করিলেন। মেল ক্লার্কের গৃহ তল্লাসি দ্বিতীয় দিনে হইয়াছিল। পুলিষের কি আশ্চর্য্য তদারক! যাহার নিকট মেল বাক্সের চাবি থাকে, প্রথমেই তাহার গৃহ তল্লাস না করিয়া দূরসম্পর্কীয় লোকের গৃহতল্লাসী করা হইল। পুলিসের কর্ম্মচারিবর্গ কি বিচক্ষণ!! পোষ্টাল বিভাগের সূক্ষ্মানুসন্ধান দ্বারা স্থির হইল যে হরি বাবু নিতান্ত নির্দ্দোষ, দ্বারবানগণ কাহারও কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়াই উক্ত সচ্চরিত্র যুবার শিরে ভার নিক্ষেপ করিয়াছিল। হৃত দ্রব্য কোথাও পাওয়া গেল না। মেল ক্লার্কের নিকট মেল বাক্সের চাবি থাকে এবং সে রাত্রিতে উক্ত ক্লার্ক যখন বাক্সে ব্যাগ রাখিয়াছিল তখন দ্বারবানদিগের অসাক্ষাতে বাক্স বন্ধ করিয়াছিল, ইহাও নিয়ম বিরুদ্ধ; ইহার প্রতি সন্দেহ হওয়ায় এ ব্যক্তি কর্ম্মচ্যুত হইয়াছে, অপর দ্বারবানদ্বয় ও ট্রেণ পিয়ন ও অন্য আর এক জন পিয়ন কর্ম্মচ্যুত এবং ২য় ক্লার্ক আবদুল সমদ স্থানান্তরিত হইলেন। পোষ্টাল বিভাগের বিচার বড় মন্দ হয় নাই। কিন্তু পোষ্ট মাষ্টারের নিকট যে দ্বারের চাবি থাকে তাহা উন্মুক্ত থাকায় পোষ্ট মাষ্টারের প্রতি কোন সন্দেহ না হইবার কারণ কি বুঝিতে পারিলাম না। তালাগুলি দেখিলে বোধ হয় সকল তালা গুলিই তাহাদের নিজ নিজ চাবিতে খোলা হইয়াছে। পোষ্ট মাষ্টারের অজ্ঞাতসারে যদি কেহ উক্ত চাবি লইয়া থাকে, তাহাও কি তাঁহার অসাবধানতার দোষ নহে? তজ্জন্য কি তিনি কিছুমাত্র দায়ী নহেন? আর বাক্সে যখন দেশ দেশান্তর হইতে আগত মূল্যবান দ্রব্য পূর্ণ ব্যাগ গুলি রাখা হয়, তাহা তিনি অফিসের সমস্ত বিষয়ের দায়িত্ব স্কন্ধে রাখিয়াও স্বচক্ষে দেখেন না কেন? তিনি কি কেবল অফিসের চেয়ার ও টেবিলের জন্য দায়ী! রেজেষ্টরী পত্রাদির জন্য নহেন? তিনি কি বড় লোকের ভ্রাতা বলিয়া কোন ফল ভোগী হইলেন না?

মধ্যে বেলা আন্দাজ অপরাহ্ণ ২। ২॥০ টের সময় যখন এক খানি ট্রায়েল এঞ্জিন ধারারা হইতে জালমাপুর অভিমুখে আসিতেছিল, এক ব্যক্তি রেল কাটা পড়িয়া মারা গিয়াছে।

মধ্যে বাবু ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুঙ্গের গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসিয়া ঐ স্কুলের পণ্ডিত ভাইরাম অগ্নিহোত্রিকে পেন্সন লইবার জন্য দরখাস্ত করিতে আদেশ দিয়াছেন। ভূদেব বাবুর আজ্ঞা সুতরাং অগ্নিহোত্রি মহাশয়কে অনিচ্ছাসত্বেও বাধ্য হইয়া পেন্সন লইতে হইতেছে। ভূদেব বাবু ঐ সঙ্গে আর একটী লোককে পেন্সন লইতে আদেশ করিলে বড় ভাল হইত। আমরা যাঁহার কথা বলিতেছি তিনি আর কেহ নহেন, স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়। অগ্নিহোত্রি অপেক্ষা অঘোর বাবুর বয়ঃক্রম সমান ব্যতীত কম হইবে না। তদ্ভিন্ন অঘোর বাবুর শরীরে বোধ হয় অগ্নিহোত্রির বলের এক চতুর্থাংশ আছে কি না সন্দেহ। ভূদেব বাবু যদ্যপি ইঁহাদের উভয়কে একত্র এক স্থানে দাঁড় করাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন, কাহার অগ্রে পেন্সন লওয়া উচিত প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারিতেন। অঘোর বাবু প্রাচীন শরীরে পরিশ্রম করিতে না পারায় বালকগণও যে তাঁহার উপর সন্তুষ্ট এমন বোধ হয় না। কারণ, সময়ে সময়ে বিনা নাম স্বাক্ষরে সংবাদ পত্রে ইঁহার বিরুদ্ধে পত্রাদিও প্রকাশ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ভূদেব বাবু, অঘোর বাবুকে প্রাচীন বয়সে অবসর লইতে আদেশ করিলে বড় সদ্বিবেচনার কার্য্য করিতেন।

আমরা দেখিতেছি জামালপুরের লোকের মরিলেও সুখ নাই। বিশেষতঃ স্থূলাকার ব্যক্তিরা যেন ঐ স্থানে বাস না করে। জামালপুরে সকল জাতিই আছে। অনুসন্ধান করিলে প্রত্যেক জাতির মধ্যেই প্রায় ৫০। ৬০ জন পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মড়া ফেলিবার সময় ১০। ১২ জনের অধিক জুটে না। আরো ২। ৪ জন জুটিয়া থাকেন, তাঁহারা মোড়লী করিতে এবং ইহা কর উহা কর আদেশ করিতে বড় মজবুত। কার্য্য কালে কোথায় যে অদৃশ্য হন, খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মধ্যে ঐস্থানের মহাদেব মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। লোকটী স্থূলকায় থাকায় যে দিন অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় মৃত্যু হয়, তৎপরদিন বেলা আন্দাজ একটার সময় গৃহ হইতে বাহির করা হইয়াছিল। আমাদের মতে জামালপুরের লোকের চাঁদা করিয়া এক খানি টুলি প্রস্তুত করানই উচিত হইতেছে। যখন দেখা যাইতেছে সকলকেই এক দিন না এক দিন মরিতে হইবে, তখন জীবিতাবস্থায় অন্তিম কালে কিসে চড়িয়া যাইবেন তাহার পথ প্রস্তুত করিয়া রাখা উচিত হইতেছে না?

চন্দননগর—১৪ ই ভাদ্র ১২৮৮।

গত ৭ ই ভাদ্র নাড়ুয়া নামক পল্লীতে অতীব লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটিয়াছে। ঐ দিবস রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় রাজেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের পরিবার নিজ গৃহে উপপতির সহিত বসিয়াছিল, এমত সময়ে হঠাৎ রাজেন্দ্র ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া স্বীয় পরিবারের এতাদৃশ জঘন্য প্রবৃত্তি দেখিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারায় গৃহস্থিত দাত্র দ্বারা উপপতি নীলু তাঁতীকে এক আঘাতেই ভূতলশায়ী করিয়া তৎপরে পাঁজরে স্কন্ধে চার পাঁচবার আঘাত করিয়া যখন দুষ্টার প্রতি ধাবমান হয়, সেই সময়ে দুষ্টার চিৎকারে কয়েক জন লোক আসিয়া কৌশলে রাজেন্দ্রকে ধরে, এবং তাহার হস্ত হইতে দাত্র ছিনিয়া লয়। তার পরে ক্রমেই লোকের জনতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং পুলিষও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে পুলিষ যথাবিহিত জবানবন্দি লইয়া রাজেন্দ্রকে হাজতে

ও নীলু তাঁহাকে হাসপাতালে চালান দেন। পর দিবস বৈকালে জজ সাহেব ও পণ্ডিত সাহেব (Prosticate of Law.) উক্ত মতে হওয়া অবধি উপ- [illegible] হওয়া পর্যন্ত রাজেন্দ্রের মৃত্যু জবানবন্দি লইয়া পরে অন্যান্য লোকের জবানবন্দি লয়েন এবং ঐ দিন সহ হাঁসপাতালে গিয়া নীলুর জবানবন্দি লওয়া হয়। মকদ্দমা এখনও হয় নাই, শীঘ্রই হইবেক। সকলেরই ইচ্ছা যে, রাজেন্দ্র খালাস পাউক এবং উপযুক্ত ও ডাক্তার কঠিন শাস্তি ভোগ করুক।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ আর ওয়েষ্টারলী কম্পাণ সওদাগরের খাজাঞ্চি বাবু উমেশচন্দ্র পাল বত্রিশ হাজার টাকার তোড়া ভাঙ্গিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন এবং মুরারী পালপাড়া নিবাসী রসিকলাল বিদ্যালঙ্কার এ বিষয়ে লিপ্ত আছেন কি না তাহা জানি না কিন্তু সন্দেহ বশতঃ মুরারীকে এক দিন কলিকাতার হাজতে বাস করিতে হইয়াছিল। যে দিবস ক্যাসের গোলমাল প্রকাশ হয়, সেই দিন খাজাঞ্চি উপস্থিত ছিলেন না, কেবল মুরারী উপস্থিত ছিলেন। বোধ হয় খাজাঞ্চি বাবু সময় থাকিতেই গা ঢাকা দিয়াছেন। এ দিকে ক্যাসের গরমিল হওয়ায় উপস্থিত মত মুরারীকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিয়া সেই দিনেই খাজাঞ্চিকে গ্রেপ্তার করণার্থ সওদাগরের কয়েক জন আমলা ও কতিপয় কলিকাতার পুলিস কর্ম্মচারী এখানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং দস্তুর মত ফেঞ্চ গবর্ণমেন্টের অনুমতি লইয়া নানা স্থানে অনুসন্ধান করিতেছেন। ও দিকে মুরারী এক দিবস হাজতে থাকিয়া এক হাজার টাকার জামিন দিয়া খালাস পাইয়াছেন। মকদ্দমা শীঘ্রই হইবেক। যে ব্যক্তি ঐ খাজাঞ্চিকে ধৃত করিতে পারিবেক, তাহাকে উক্ত সওদাগর ৬ শত টাকা পারিতোষিক দিবেন।

গত ৩০ এ শ্রাবণ বেলা দ্বাদশ ঘটিকার সময় [illegible]লপাড়ার দেবীচরণ পালের বাটীতে বজ্রাঘাত হইয়াছিল, আশ্চর্য্যের বিষয় যে কুত্রাপি মেঘ নাই [illegible] রৌদ্র আছে, এমন সময় অকস্মাৎ বজ্রপাত [illegible] একেই কি বলে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত? [illegible] বিষয়, বিশেষ কোন হানি হয় নাই।

[illegible] বকম ভয়ানক বন্যা এমন প্রায় আর [illegible] নাই। এই বন্যায় কত লোকের কত [illegible] হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। [illegible] [illegible] সময় [illegible] দৈনিক [illegible] দেওয়াল চাপা পড়িয়া [illegible] পাইয়াছে। হতভাগ্য এখন হাঁসপাতালে আছে [illegible] জীবনের আশা নাই। এ দিকে [illegible] অনেকেই বনে জঙ্গলে [illegible] হইতেছে; [illegible] দেখা দিয়াছে,

ইহাতেই বোধ হইতেছে, যে ইটালিয়ান গণকের গণনা বুঝি ফলবতী হইতে চলিল!!

শান্তিপুর।

এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়টীর উপর শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। কয়েক মাস হইল, উক্ত চিকিৎসালয়ের নেটিব ডাক্তারের দশ টাকা বেতন কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে আবার কম্পাউণ্ডরের পদটী উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হইতেছে। কতকগুলি করদাতা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে দাতব্য চিকিৎসালয়টী মিউনিসিপালিটির গলগ্রহ মাত্র। উহা দ্বারা দরিদ্র রোগীর প্রত্যাশানুরূপ চিকিৎসা হয় না, তবে কেন মিউনিসিপালিটী বার্ষিক পাঁচ শত টাকা ব্যয় করিয়া ভস্মে ঘৃতাহুতি দিবেন? এই দাতব্য চিকিৎসালয়ে আজ কাল গড়ে প্রতিদিন চল্লিশ জন রোগী চিকিৎসিত হইতেছে, তবে অর্থাভাব নিবন্ধন "ইন-ডোর-পেসেণ্ট" রাখিবার নিয়ম নাই। সত্য বটে, আজ কাল এই নগরে এম, বি, উপাধিধারী তিন জন ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছেন, এতদ্ভিন্ন দুই জন এল, এম, এস, ও কয়েক জন নেটিব ডাক্তার এবং কতকগুলি হাতুড়ে চিকিৎসকও আছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত চিকিৎসকের দ্বারা দরিদ্র রোগীর কিছু মাত্র উপকারের প্রত্যাশা নাই। এক মাত্র দাতব্য চিকিৎসালয়ই উহাদের অনন্যগতি। এমন অবস্থায় যাঁহারা উক্ত চিকিৎসালয়টী উঠাইয়া দিতে পরামর্শ দেন, তাঁহাদের প্রকৃত অভিপ্রায়টী কি দ্বৈপায়ন হ্রদে লুক্কায়িত নয়? আমরা দেখিতেছি যে মিউনিসিপালিটী বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় রূপ দুটী সৎকার্য্যে প্রতি বৎসর এক হাজার টাকা ব্যয় করিয়া প্রজার শোণিত শোষক অর্থের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উহা কতকগুলি স্বার্থপর লোকের চক্ষুঃশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ দিকে মিউনিসিপালিটী প্রতি বৎসর পুলিসে ৬,৩৫৫৷৷০ ও কমিশনর এবং ম্যাজেষ্ট্রেট সাহেবের আফিসে ৩৭৫ টাকা দিতেছেন। কিন্তু কেহই ঐ ব্যয় সম্বন্ধে কখন একটী কথা কহিতে পারেন না, ইহাই আমাদের যুগপৎ বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয়।

আমাদের মিউনিসিপালিটীর বার্ষিক আনুমানিক আয় ষোল হাজার পঞ্চাশ টাকা, কিন্তু উহার বার্ষিক আনুমানিক ব্যয় ষোল হাজার ছই শত এক চল্লিশ টাকা আট আনা। আয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া ব্যয় করা উচিত, কিন্তু আমাদের নূতন ভাইসচেয়ারম্যান বাবুর তদ্বিষয়ে দৃষ্টি নাই। ইনি যখন "কার্ট রেজিষ্টার" ছিলেন, তখন মাসিক ছয় টাকা বেতনে তিন জন পদাতিক ও মাসিক দশ টাকা বেতনে এক জন ওভরসিয়র নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু মিউনিসিপাল বজেটে ঐ বাবদ বার্ষিক বায়াত্তর টাকা মঞ্জুর ছিল। ভাইসচেয়ারম্যান বাবু যদি মিতব্যয়ী হইতেন, তাহা হইলে কখনই মাসিক ছয় টাকা ব্যয়ের স্থলে আটাইস টাকা ব্যয় করিতেন না।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, বাদ কাঁচড়ার উত্তর আলুইপুর নামক গ্রামের পঞ্চায়েতেরা প্রজার নিকট অবস্থানুরূপ চৌকীদারী টেক্স আদায় করেন না। আশা করি, রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামচরণ বসু গ্রাম্য পঞ্চায়তদিগের কার্য্যকলাপের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে সচেষ্ট হইবেন এবং মধ্যে মধ্যে উহাদের নিকট রক্ষিত সরকারী তহবীলাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

এ বৎসর ভাগীরথীর জলের যেরূপ বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, ও প্রতি দিন যেরূপ বৃষ্টিপাত হইতেছে, তদ্দ্বারা সমীচীনরূপে বুঝা যাইতেছে যে, গত ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের বন্যার ন্যায় এবার একটী ভয়ানক বন্যা হইবে। অতএব আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, এই সময় রাণাঘাটের ডেপুটী বাবু ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামশঙ্কর সেন মহাশয়ের ন্যায় সতর্ক হইয়া থাকুন এবং নদীর জল বৃদ্ধির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কিংকর্ত্তব্যতা অবধারণ করুন, নতুবা অকস্মাৎ বন্যা হইলে শান্তিপুরের অনেক স্থান ডুবিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। গত ১০ এ আগষ্ট গঙ্গার জল বৃদ্ধি হইয়া বাজার উঠিয়াছে।

রেলওয়ে গার্ডস কী-লেস ওয়াচ।

শক্তভা এবং ঠিক চলা বিষয়ে সকল ঘড়ি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৫ টাকা। যে সেরূপে ব্যবহার করিলেও নষ্ট হইবে না।

রেসিং ক্রনোগ্রাফস। পিত্তল এবং নিকল কেসে মূল্য ৩৮ হইতে ৭০ টাকা।

উত্তম পরকোলা যুক্ত চসমা ও নিউটাল রং বিশিষ্ট আই প্রিজার্ভার মূল্য ৪৸০ ও তত্তোধিক মূল্যে।

সরঞ্জাম সহিত ইলেকট্রিক বেল মূল্য ২০ টাকা।

মেরামত।

ওয়াচ, ক্লক, বাদ্যযন্ত্র, বাষ্প যন্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র যত্নের সহিত গৃহীত হইয়া থাকে।

ব্লাক এণ্ড মরে ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়ায় ৫০ বৎসর এই সকল কাজ করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। এই জন্য লোকের এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেখাইতেছেন।

ব্লাক এণ্ড মরে ৬। ১ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

—:০:—

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিয়ে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ৵১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহুয়াসসাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

সুধাংশু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিত স্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল-মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

যোগবিলাস।

এই আশ্চর্য্য ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার বায়ু কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু শুল অম্ল ও অম্লশূল, হাঁপানি, মেহ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ উদরাধ্মান, ক্রিমিদোষ, অর্শ, এই সমস্ত রোগ দুই সপ্তাহে দূরীভূত হইয়া শরীরের বল, অগ্নি, মেধা, ও শুক্র বর্দ্ধন করিয়া কান্তি পুষ্টি করে।

এক সপ্তাহের ঔষধের মূল্য	১৷০
প্যাকিং খরচা	৵০

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্ন-প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাসরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
বাবু নিত্যাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।

বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।
কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

স্বর্ণলতা উপন্যাস।

তৃতীয় সংস্করণ মূল্য ১৷৵০। আমার নিকট প্রাপ্তব্য।
বঙ্গীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী।
৯৭ নং কলেজ-ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ম্যানেজার শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথাঃ—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্বপ্রকার ঘুষঘুষে ঘা, কোঙ্কা ঘা, আবের ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, ডুবা ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোষ পাঁচড়া, ছিড়িয়া, ছড়িয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোষ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) ফিকবেদনা, সর্ব্বপ্রকার পারার ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাঁউড় ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১, টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

—০—

কে. সি, চট্টোপাধ্যায়ের আবিষ্কৃত অর্শ, ধাতুর পীড়া ইত্যাদি কয়েকটী উৎকট রোগের ঔষধ গুলি, ১০।১২ বৎসর হইতে ভারতবর্ষের দেশ বিদেশে বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইয়া বিস্তর ভদ্র স্থলে, যাহা একটী মহৌষধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, যে বিষয়ের প্রশংসা পত্র সকল "সোমপ্রকাশ" "অমৃতবাজার" এবং "সাধারণী" ইত্যাদি কয়েকটী সম্রান্ত সংবাদ পত্রে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই সেই ঔষধগুলি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায়।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায় যে বহু দিবস হইতে

শরীরস্থ পারা নির্গত হইবার ঔষধ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন ইহা অনেকেই অবগত আছেন। এক্ষণে ঈশ্বরানুগ্রহে ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়া সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন করিতেছেন যে, যাঁহারা পারায় কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা কেবল চারিটীমাত্র টাকা এবং ডাক খরচ বার আনা ধরিয়া দিয়া এক সপ্তাহ কাল শরীর হইতে পারা নির্গত হইবার ঔষধটী ব্যবহার করিলেই অবশ্য উপকার প্রাপ্ত হইবেন। এই ঔষধ ব্যবহারে কঠিন নহে, এবং সহজে খাওয়া যায়। ইহাতে স্বাস্থ্যের কোন হানিজনক দ্রব্যের লেশ মাত্র নাই।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়
সারদায়ি পুস্তকালয়
৩৩৭ নং চিৎপুর রোড গরাণহাটা
কলিকাতা।

বরাহনগর নর্সারী।

আমেরিকা হইতে "ওরায়ন" জাহাজ যোগে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের উৎকৃষ্ট জাতীয় কপি আদি বিবিধ শাক সব্জির বীজ, বৃহদাকার তম্মুজাদি ফলের বীজ, নানাবর্ণ পরম সুন্দর এষ্টরাদি ফুলের বীজ, এবং অতি সুগন্ধি লেভেণ্ডারাদি তৃণের বীজ আনান হইয়াছে। একত্র শাক সব্জি ও ফলের বীজের পূর্ণ প্যাকেট ৪৲ টাকা। সুগন্ধি তৃণ ও ফুলের বীজের পূর্ণ প্যাকেট ৪৲ টাকা। প্রত্যেকের অর্দ্ধ প্যাকেট ২॥০ টাকা। দেশীয় বীজের প্যাকেট ১৲ টাকা। আমদানী বীজের অধিকাংশের চাস প্রণালী মৎপ্রণীত কৃষি চন্দ্রিকায় আছে। মূল্য ॥০ আনা।

শ্রীউমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।
বরাহনগর পোষ্ট আপিস কলিকাতা।

পাইকপাড়া নর্সারী।

বীজ, বীজ, বীজ।

সম্প্রতি আমেরিকা হইতে কপি, বিট, গাজর, মটর, শালগম প্রভৃতি নানাবিধ শবজী ও বহু প্রকার মনোহর ফুলের বীজ আনীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বহুতর ফুল ও ফলের কলমের চারাও বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। উদ্যান কার্য্যে ব্যবহার্য্য বিলাতী অস্ত্র ও চীনের পটও এখান হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। কৃষি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত প্রায় তিন বৎসর হইল, এখান হইতে "কৃষিতত্ত্ব" নামে এক খানি মাসিক পত্র নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। যাবতীয় প্রধান প্রধান ইংরাজী ও বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের নিকট কৃষিতত্ত্ব বিশেষ আদৃত। উহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য বা চাঁদা ডাকমাশুল সমেত ৩।৵০। বীজ ও গাছের পৃথক পৃথক ক্যাটেলগ মুদ্রিত আছে। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় আমাকে পত্র লিখিলে জানিতে পারা যায়। ৪০ রকমের সবজীর প্যাকেটের দর ৫ টাকা। ২০ রকমের ফুলের বীজের জন্য ৩ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়া বিক্রয় হইতেছে।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সারী কলিকাতা।

মুঙ্গেরের অতি উৎকৃষ্ট ঘৃত।

সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত আমি মুঙ্গের হইতে অতি উৎকৃষ্ট ও অকৃত্রিম ঘৃত পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু নামীয় মার্কার ॥০, ।৫, ।৴॥০, ।১।০, কানেস্তারে বড়বাজার চিনি পটী ৫ নং বাটীতে আমদানী করিতেছি, গ্রাহক মহোদয়গণ মার্কা দৃষ্টে খরিদ করিবেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্রকুণ্ডু।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ায় তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

—:০:—

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল ১৮৮১। শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায়
ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু	উমেশচন্দ্র রায়—গোয়ালপাড়া	১০
" "	গোপালচন্দ্র বাগচি—সুখপুখুরিয়া	১০
" "	ক্ষেত্রচন্দ্র দাস—কানপুর	৭
" "	হারাধন মিশ্র—নক্তল গ্রাম	৭
" "	জগদ্বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়—খররা	৭
" "	রামদয়াল চক্রবর্ত্তী—পঞ্জাব	৭
" "	নকুড়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মলিহাবাদ ষ্টেষণ	৫
" "	তারিণীচরণ দাস—হাজারিবাগ	৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ⁄০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৫ শ ভাগ — "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" — ৪৪ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ২৮ এ ভাদ্র। ইং ১৮৮১। ১২ ই সেপ্টেম্বর।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র

প্রেরিতপত্র।

কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত।

মহাশয়! আজ কাল কেশবচন্দ্র সেনকে লইয়া মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। কত লোকে তাঁহাকে যে কত কথা বলিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। কেহ তাঁহাকে বলিতেছে তিনি পাগল হইয়াছেন, কেহ তাঁহাকে বলিতেছে তিনি অব্রাহ্ম, তিনি পৌত্তলিক, তিনি নিশান পূজা করেন, তিনি নাম কিনিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছেন ইত্যাদি প্রকারে তাহার বিপক্ষগণ তাঁহার উপরে অজস্র গালি বর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা যথার্থ ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং ধার্ম্মিক, তাঁহারা তাঁহার কার্য্যকলাপ ঠিক বিপরীত আলোকে দর্শন করিতেছেন। বাস্তবিক মণিকার ব্যতীত যেমন অন্য কেহ মণি চিনিতে পারে না, সেই রূপ যথার্থ ধর্ম্মপিপাসু ব্যতীত ধর্ম্মের এবং ভাবুকজনের গূঢ় ভাব কেহই বুঝিতে পারে না। কেশব বাবুর বিপক্ষগণ তাঁহার কার্য্যকলাপ ঈর্ষাকষায়িত নেত্রে দর্শন করিয়া সচ্ছন্দে কেন তাঁহার এবং নববিধানের দোষ প্রচার করুন

না, কিন্তু যথার্থ ধর্ম্মাত্মা মহাজনেরা কখনই সেরূপ করেন না। ইহার প্রমাণ স্বরূপ আমি আজি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত এক খানি পত্র হইতে নিম্ন লিখিত অংশটুকু প্রকটিত করিলাম। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের [illegible] মত হতা দ্বারাই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। তিনি লিখিয়াছেন:—

"* * * এক্ষণে ব্রহ্মানন্দের কথা কি বলিব? [illegible] তাঁহার প্রসঙ্গ ত লোকের জল্পনা হইয়াছে। তাঁহাকে স্তুতিই করুক, আর নিন্দাই করুক, তাঁহার নাম না করিয়া কেহ জল গ্রহণ করে না। কেহ বা তাঁহার আদর করিতেছে, কেহ বা তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছে। তিনি মান অপমানে, স্তুতি নিন্দাতে অটল থাকিয়া ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছেন। তিনি রাজভবনে, তিনি দরিদ্রের কুটীরে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় সমভাবে [illegible] প্রচার করিতেছেন। যতক্ষণ তিনি তাঁর ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাঁর মহিমা কীর্ত্তন করেন, [illegible] জীবন। সেই ধর্ম্মের জন্য মরণও [illegible]। মধ্যাহ্নসূর্য্যের ন্যায় তাঁহার [illegible] প্রসন্নতা, মৃদুতা, নম্রতা [illegible] উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। যদি [illegible] কাহারও প্রতিমা থাকে, তবে সে [illegible] প্রতিমা। তাঁহার আপাদ মস্তক, তাঁহার [illegible] নখগুলি অবধি মস্তকের কেশ বিন্যাস [illegible] এই পত্র লিখিতে লিখিতে, জীবন্ত [illegible] হইতেছে। যদি কাহারও জন্য [illegible] বিসর্জ্জন হইয়া থাকে, তবে সে [illegible] নিমিত্তে। এখন আর সে প্রেমাশ্রু নাই, [illegible] শোণিত এত অল্প হইয়া গিয়াছে [illegible] আর চক্ষুঃ অশ্রুরূপে পরিণত হইতে পারে না! আমার চক্ষু শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, নতুবা এই পত্র অশ্রুতে ভিজিয়া যাইত। ব্রহ্মানন্দ [illegible] উচ্চ পদবীতে উঠিয়াছেন যে আমরা [illegible] নাগাইল পাই না, তাঁহার মনের ভাব আর [illegible] বুঝিতে পারি না, ছায়াময় প্রহেলিকার ন্যায় [illegible] অমরা কেবল এক জন্মভূমির অনুরাগে [illegible] বাক্যেই তৃপ্ত হইয়াছি। তিনি অসাধারণ [illegible] প্রেমে উদ্দীপ্ত হইয়া এই ভারতবর্ষের [illegible] সঙ্গে প্যালেষ্টাইন ও আরববাসী [illegible] দিগের সমন্বয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন।"

[illegible] উক্ত পত্রখানিই গভীর মর্ম্ম ব্যাখ্যাত [illegible] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত কেশবচন্দ্রের [illegible] অনৈক্য থাকিলেও তাঁহারা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে [illegible] অন্তরে যুক্ত, তাহার আর কিছু মাত্র [illegible] নাই। কেশবচন্দ্রকে তাঁহার বিপক্ষ অধিকাংশ ব্রাহ্মই আজ কাল অব্রাহ্ম বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। এমন কি আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি বাবু রাজনারায়ণ বসু পর্য্যন্ত এই কথা বলিতে ছাড়েন নাই, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যে তাহা মত নহে, এই পত্রই তাহার প্রমাণ। নিবেদন ইতি

বিনয়াবনত
শ্রীপ্রিয়নাথ মল্লিক।

সেতারা যন্ত্রে পিত্তলের তারে স্বর গ্রাম সাধন।

সম্পাদক মহাশয়! আপনার ৩২ এ শ্রাবণের সোমপ্রকাশে "শ্রী হরিভূষণ মুখোপাধ্যায়" স্বাক্ষরিত পত্র খানি অবগত হইয়া পরিশেষে স্থিরীকৃত হইল যে, হরিভূষণ বাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা সঙ্গত, কিন্তু শ্রীযুক্ত রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরেরও এস্থলে ভ্রম হয় নাই। কারণ, পিত্তলের তারের স্বর সাতটী যে শ্রুতিবিভাগানুসারে সম্পন্ন হয় না, অর্থাৎ তন্মধ্যে কোনটী কিঞ্চিৎ তীব্র ও কোন কোন টী যে কিছু কোমল ভাব ধারণ করে, তাহা তিনি যন্ত্রক্ষেত্র দীপিকায় স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব প্রস্তাব-লেখক মহাশয়ের নিকটে আমাদের সবিনয় নিবেদন যে উক্ত গ্রন্থের পিত্তলের তারে স্বর গ্রাম সাধনের আরম্ভ হইতে সমাপ্ত পর্য্যন্ত অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিবেন।

অপর, তাঁহার নিকট আমাদের আর একটী নিবেদন এই যে, যে স্বরে যে কয়টী শ্রুতি থাকা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই কয়টী শ্রুতি বলা আর সেই স্বরটীর নাম বলা উভয়ই তুল্য কথা। এমত অবস্থায় পিত্তলের তারে যে পর্দ্দার যে স্বর নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই স্বর প্রকৃত কি না তাহা বুঝিতে হইলে অন্যরূপ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

তার চাপিয়া আঘাত করিলে যদি গণনার নির্দ্দিষ্ট শ্রুতির কম কি বেশী হয়, তবেই বুঝিতে হইবে যে প্রকৃত স্বর হইল না। নায়কী তারে যে পর্দ্দার যে স্বর সিদ্ধ হইয়া থাকে, পিত্তলের তারে ঠিক সেই পর্দ্দায় যখন সেই স্বর সিদ্ধ হয় না, তখন পিত্তলের তারে স্বর সাধিতে গিয়া নায়কী তারের শ্রুতির আলোচনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। যে হেতুক নায়কী তার এবং পিত্তলের তার সম-স্বর-বিশিষ্ট নহে। তা হইলে ত নায়কী তার দ্বারা তারা সপ্তকের যে পর্য্যন্ত সাধিত হয়, পিত্তলের তারেও তাহাই হইত? এ স্থলে এইরূপ করিয়া গণনা করিতে হইবে, পিত্তলের তারে যে যে পর্দ্দায় যথাক্রমে সাতটী স্বর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সেই পর্দ্দায় তার চাপিয়া আঘাত করিলে ঐ ধ্বনিতে গণনায় ষড়জে ৪, ঋষভে ৩, গান্ধারে ২, মধ্যমে ৪, পঞ্চমে ৪, ধৈবতে ৩, নিষাদে ২, এই দ্বাবিংশতি শ্রুতি যথাক্রমে উপলব্ধি হয় কি না? প্রকৃত পক্ষে পিত্তলের তারে তা হয় না। কেবল বাদ্যের মধুরতা সম্পাদনের জন্য সঙ্গীতানুরাগী মহাত্মাদের কর্ত্তৃক উহা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে মাত্র।

শ্রীগোপীচন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরাজ
ব্রহ্মকোলা, সিরাজগঞ্জ।

সাতনা।

কোন স্থানের বিষয়ে কিছু লিখিবার পূর্ব্বে তাহার ঐতিহাসিক বিবরণ বলা আবশ্যক, কিন্তু সাতনায় এমন কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই যে তদ্দ্বারা ইহা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এ স্থান ৮।১০ বৎসর পূর্ব্বে জঙ্গলে আকীর্ণ ছিল। এক্ষণে রেলওয়ের কল্যাণে একটী সামান্য সহরে পরিণত হইয়াছে। এ সহরটী সমুদায়ে অর্দ্ধ ক্রোশ মাত্র বিস্তৃত। ইহার স্বাভাবিক শোভা দেখিলে নয়ন ও মন মুগ্ধ হইয়া যায়। এ স্থানটীর চারি দিকই পর্ব্বতে বেষ্টিত। মধ্যে মধ্যে শ্যামল প্রকাণ্ড সমতল ভূমি। স্থানে স্থানে এমন সুন্দর শিলা সমাবেশ ও তাহার নিম্ন হইতে উর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত মনোভিরাম বৃক্ষরাজী দেখিতে পাওয়া যায় যে দর্শনমাত্রেই সেই মহামহিমশালির অসাধারণ চিত্রনৈপুণ্যের কথা স্মরণ হইয়া হৃদয়তন্ত্রী আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, শুদ্ধ ইহা নহে জব্বলপুর রেলওয়ের উভয় পার্শ্বে যত দূর দৃষ্টিগোচর হয়, সকল স্থানেরই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অনুপম বলিয়া মনে হইয়া থাকে।

সাতনা মহারাজ রেওয়ার অধিকারভুক্ত। রাজধানী এখান হইতে কিঞ্চিদূন ১৬ ক্রোশ দূর হইবে। রেওয়া রাজ্যে অনেকগুলি দৃশ্য পদার্থ আছে। তন্মধ্যে বান্ধবগড় একটী অপূর্ব্ব বস্তু। অনুমান হয় কোন ব্যক্তিবিশেষের নামে এই বৃহৎ দুর্গের নাম করণ হইয়াছে। এই গড়টী স্বাভাবিক। চতুঃপার্শ্বেই দুরারোহ পর্ব্বতে বেষ্টিত। একটী মাত্র পথ আছে। দুর্গের চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত পরিখার আকারে দল দল নামে এক প্রকার চোরাবালী আছে। ইহার উপর পাদক্ষেপ করিলে কোন জীবই আর উঠিতে পারে না। প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্য আক্রান্ত হইলে সমুদায়ই অধিকৃত হইতে পারে, কিন্তু বান্ধবগড় জয় করা যে দুঃসাধ্য তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। ইহার ভিতর মহারাজের কতকগুলি সৈন্য নিয়তই অবস্থান করে, বৈদেশিকের ইহাতে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই।

তজ্জন্য ইহার ভিতর যে কিরূপ তাহা জানা অতি সুকঠিন।

শুনা যায় এই রেওয়ার মৃত মহারাজ রঘুরাজ সিং রাজ্যের উন্নতির নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের নিকট পোলিটীকাল এজেন্টের নিয়োগ প্রার্থনা করেন। গবর্ণমেন্ট প্রথমে অস্বীকার করিয়া শেষে রাজার পীড়াপীড়িতে দিতে বাধ্য হন। কিন্তু এক্ষণে সেই পোলিটীকাল এজেন্ট হইতে রাজ্যের বিশেষ উন্নতি দেখা যাইতেছে না।

রেওয়ার বর্ত্তমান মহারাজ এক্ষণে নাবালক। পোলিটীকাল এজেন্ট ও দেওয়ান তাঁহার অছি। রাজ্যের বিশেষ উন্নতি হউক, না হউক ইহাঁরা আপনার আপনার উন্নতি ও সুখ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। রেওয়া বিশেষ আইনের অন্তর্গত নহে। এখানে এজেন্ট ও দেওয়ান হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। আইন কানুন যে কিছু সমস্তই তাঁহাদিগের মুখে। রেওয়া রাজ্য যেরূপ বিস্তৃত, এরূপ বিস্তৃত রাজ্য বিরল। কিন্তু ইহার অধিকাংশ জঙ্গলাবস্থায় পতিত। রাজ্যের এক ষোড়শাংশ রাজস্বের উপযোগী হইয়াছে কি না সন্দেহ। আমাদিগের বোধ হয় পোলিটীকাল এজেন্টের বেতনে বর্ষে বর্ষে যে টাকা ব্যয় হয়, সেই টাকা যদি রাজকোষে সঞ্চিত থাকিত, তাহা হইলে তদ্দ্বারা অনেক পতিত ভূমি আবাদ হইতে পারিত। উপযুক্ত লোক দেওয়ান হইলে বোধ হয় পোলিটীকাল এজেন্টের কোন প্রয়োজন হয় না। উপযুক্ত শিক্ষিত লোক বিনা কোন কার্য্যেরই উন্নতি সম্ভবে না। দুঃখের বিষয় এই এখানকার যত গুরুতর কার্য্য অশিক্ষিত ও অনুপযুক্ত লোকের উপর ন্যস্ত। এখানে শিক্ষাবিভাগের যেমন দুরবস্থা, রাজনীতি বিভাগেরও তেমনি দুরবস্থা। উপযুক্ত বেতন দিয়া যোগ্য লোক আনিবার চেষ্টা না থাকাই এই ঘোর অনর্থের মূল। আত্মীয় পালনের অথবা ব্যয় সংক্ষেপের অভিপ্রায়ে কোন গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহাকে মিতব্যয়িতা ও হিতৈষিতা বলা যায় না। আবশ্যক বিষয়ে ব্যয় না করা বরং কৃপণের কার্য্য। বিশেষতঃ এতন্নিবন্ধন যে অনিষ্ট হইতেছে, তজ্জন্য প্রকৃত পক্ষে দেওয়ান ও পোলিটীকাল এজেন্ট ধর্ম্মের নিকট দায়ী।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে রেওয়া নিয়মবহির্ভূত প্রদেশ। ঐ স্থানে বিচার সংক্রান্ত বিভাগেরই বল আর অন্য অন্য বিভাগেরই বল কাহারই ক্ষমতা সীমাবদ্ধ নহে। অযোগ্য বিচারপতির হস্তে প্রভূত ক্ষমতা দান যে কি ভয়ানক অনিষ্টকর, তাহা বলাই বাহুল্য এবং তজ্জন্য সময়ে সময়ে যে কত নিরপরাধ ব্যক্তি দণ্ডভোগ করে ও দোষী ব্যক্তি নির্দ্দোষ হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তবে সকলেই যে একরূপ তাহা আমরা বলিতে পারি না। কেন না অনুসন্ধান দ্বারা আমরা এই বিভাগে দুই একটী সূক্ষ্মবুদ্ধি লোকের বিষয় জানিতে পারিয়াছি। তন্মধ্যে সাতনার মুন্সিরীম ইনি এক জন যোগ্য লোক। ইহাঁর আইনে যে বিশেষ জ্ঞান আছে এবং ইনি যে শ্রমশীল ও কার্য্যকুশল, আমরা তাহার ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণ পাইতেছি। মুন্সিরীম কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কালেজের ছাত্র, ইনি নিজ অধ্যবসায় গুণে অতি অল্পদিনের মধ্যে পারস্য ভাষাও শিক্ষা করিয়াছেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, এই সকল কারণে পোলিটীকাল এজেন্ট ইহাঁকে নিজের বাসস্থান সাতনায় রাখিয়া ইহাঁর হস্তে প্রভূত ক্ষমতা দান করিয়াছেন।

আগ্রা তণ্ডুলা প্রভৃতি স্থানে এবার যেমন অতিবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, এ সকল স্থানে সেরূপ হয় নাই। এখানে আবশ্যক মত বৃষ্টি পাতই হইয়াছে। মধ্যে কয়েক দিন অত্যন্ত গ্রীষ্ম হইয়াছিল; কিন্তু মধ্যবিধ বৃষ্টি ও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকাতে তাহা কমিয়া গিয়াছে। ধান্যের চাস আরম্ভ হইয়াছে। অন্যান্য ফসলের অবস্থা মন্দ নহে।

সম্প্রতি একজন রেলওয়ে খালাসী অতিরিক্ত মদ্য পান করিয়া গাড়ি শণ্ট করিতেছিল। নেশার ঝোঁকে হঠাৎ পতিত হওয়াতে তাহার দক্ষিণ পদের উপর দিয়া গাড়ি চলিয়া যায়। ডাক্তারেরা পা খানি কাটিয়া দিয়াছেন। তাহার জীবন সংশয়।

কিছু দিন পূর্ব্বে সাত খণ্ডের নিকট অতিরিক্ত বৃষ্টি নিবন্ধন রেল উঠিয়া যায় কিন্তু অবিলম্বে তাহা সারিয়া দেওয়া হইলেও চিতোর হইতে ডাক গাড়ি সময়ে যাইতে পারে নাই।

গত ৩১ এ আগষ্ট রেওয়ার মহারাজের ধনাগার হইতে রেসিডেণ্ট সাহেব নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা লইয়া গবর্ণমেণ্টে কাগজ ক্রয় করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। টাকা গুলি কতকগুলি গোরুর গাড়ি ও কয়েকটী হস্তি ও উষ্ট্র বোঝাই হইয়া গিয়াছে। অনর্থক টাকা বসাইয়া না রাখিয়া রেসিডেণ্ট সাহেব টাকা খাটাইবার অভিপ্রায়ে কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিতেছেন। ইহা হইতে বার্ষিক বিশ হাজার টাকা আয় হইবে। কিন্তু রাজ্যের যেরূপ অবস্থা তাহাতে এই টাকা রাজ্যের উন্নতি কল্পে ব্যয় করিলে অধিক টাকা আয় হইতে পারিত। কিন্তু তাহাতে শ্রম করা আবশ্যক।

চাকরি বা উমেদারী।

আজ কাল দয়ালু গবর্ণমেণ্টের কৃপায় ভারতের অধিকাংশ স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়াতে বিদ্যা লাভ অতি সহজ হইয়াছে। পূর্ব্বে যে বিদ্যা কেবল মাত্র ধনবান্ লোকের সন্তানেরা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া শিক্ষা করিতে পারিতেন, এখন সেই বিদ্যা আপামর সাধারণ সকলেরই সন্তান সামান্য অর্থ ব্যয়ে শিক্ষা করিতেছেন। বাগ্দেবী এক্ষণে সকলের প্রতি সুপ্রসন্না; তাঁহার নিকট আর জাতিবিচার নাই। এটি সুখের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয় লোকে যতই বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন, ততই যেন তাঁহারা সাহসহীন হইয়া পড়িতেছেন। সাহসিক কোন কর্ম্মে আর তাঁহাদের প্রবৃত্তি নাই। যাহাতে সাহসের আবশ্যকতা নাই, তাঁহারা একাগ্রচিত্ত হইয়া তাহাই করিতেছেন। চাকুরিই এখন আমাদের সকলেরই প্রায় জীবনাবলম্ব হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে হিন্দুগণ যে পরভাগ্যোপজীবীকে জীবন্মৃতের মধ্যে গণনা করিয়া গিয়াছেন, কালক্রমে তিনিই এখন সমাজের শ্রেষ্ঠ! কামার, কুমার সকলেরই লক্ষ্য এখন চাকুরি। সুতরাং চাকুরির বাজারে আগুন লাগিয়া গিয়াছে। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টও আর সকলকে চাকুরি দিতে পারিতেছেন না। দিবেন কেমন করিয়া? পঞ্চবিংশতি কোটী কর্ম্ম খালি না থাকিলে ত আর সকলকে চাকুরি দিতে পারা যায় না। অত কর্ম্ম কোথায় আছে? থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

রাজপুরুষেরাও কর্ম্ম দিতে পারিতেছেন না; আমরাও উমেদারী করিতে ছাড়িব না। ভিক্ষুকের ন্যায় ঝাঁটা, লাথি খাইয়াও এক মুষ্টি উদরান্নের জন্য এক স্থানে থাকিয়া উমেদারী করিব। বর্ত্তমান সময়ে উমেদারীর অবস্থা যে কি শোচনীয় হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। যিনি কখন উমেদার হইয়া কাল যাপন করিয়াছেন, তিনিই তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনিই পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়া সশরীরে স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়াছেন!! পাঠক! একবার উমেদার হইলে বুঝিতে পারিবেন। ঈশ্বর করুন, তাহা যেন না হইতে হয়। কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া পিতৃপুরুষ উদ্ধারের জন্য ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের ন্যায় উমেদার হইতে হইলে প্রথমে বহু পরিমাণে তোষামোদ বা উপাসনা-তৈল লইয়া অফিসের ব্রহ্মা, বিষ্ণুর ন্যায় গম্ভীরপ্রকৃতি বড় বাবুদিগের নিকট যাইয়া বহুকাল ধরিয়া তাঁহাদের চরণে তৈল-মর্দ্দন করিতে হয়। অনবরত তৈলমর্দ্দন করিতে করিতে যখন উমেদারের পিতৃপুণ্যবলে উপাসনা-তৈল নিঃশেষ হইয়া যায় ও সেই তৈলে বিষ্ণুসদৃশ বাবুর চরণ আর্দ্র হইয়া যখন চরণ হইতে স্নেহ গড়াইয়া পড়িতে থাকে, তখন পতিতপাবনী গঙ্গাদেবীর উৎপত্তির পূর্ব্ব অবস্থার স্বরূপ একখানি সুপারিস পত্র বাহির হয়। সেই খানি হতভাগ্য উমেদার-ভগীরথের [illegible]

[illegible] আবার কি উপকারের উপায় হয়? তাহার [illegible] জলগণ্ডূষ পাইবার [illegible] এ উপায় হইলেও ফল লাভ হয় [illegible] না হইলে শুদ্ধ উপায়ে কি হইবে? যিনি [illegible] পতিতপাবনী গঙ্গার জীবনসর্ব্বস্ব, [illegible] তুষ্টি না করিলে ত গঙ্গাপ্রাপ্তির অন্য [illegible] নাই। এজন্য ভগীরথকে নিষ্কম্পদন্ত সেই [illegible] খানি লইয়া শীতময় কাঁপিতে কাঁপিতে [illegible] আলয় কৈলাসভবনে যাইয়া আবার বজ্র-[illegible] মহেশ্বরের কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত [illegible] হয়। মহাদেব পশ্চাৎ মহাসাগর তুল্য গম্ভীর [illegible]। অল্প আরাধনায় তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা [illegible] পিতারও অসাধ্য!

তুমি উপবাসীই থাক আর নাই থাক, সভ্যতার অনুরোধে আদালতে যাইতে হইলে তোমার ভাল কাপড় পরা চাই; ভাল জুতা চাই, কাষ্ঠ হাসিও হাসিতে হয়। না হাসিলে উপায় নাই। এরূপ অবস্থায় বৎসরাবধি নিত্য তীর্থের কাকের ন্যায় আশায় প্রলোভিত হইয়া আদালতে যাওয়া আসাতে তোমার পাদুকা ছিন্ন হইয়া গেল, বস্ত্র জীর্ণ শীর্ণ ও মুখশ্রী বিবর্ণ ও দন্ত বাহির হইয়া পড়িল। তবু মহাদেবের দয়া হইল না। শেষে যখন কাল পূর্ণ হওয়াতে তোমার বিবর্ণ মুখশ্রী দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল, তখন তিনি " পাইবে " বলিয়া আশ্বাস দিলেন, তখন মন আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তোমার হৃদয়-মধ্যে গঙ্গার আগমন হইয়া কল কল রবে ছুটিতে লাগিল, উলটি পালটি খাইতে লাগিল। তখন তোমার সে আনন্দ বর্ণনাতীত। কিন্তু এ আনন্দ যে কিছুকাল পরে নিরানন্দে পরিণত হইবে, শঙ্খাসুর যে পথ ভুলাইয়া গঙ্গাদেবীকে বিপথগামী করিয়া লইবে, তাহা তুমি জানিতে পার না। জানিলে এত আনন্দ প্রকাশ করিবে কেন? শেষে যখন অদৃষ্ট দোষে শঙ্খাসুর গঙ্গাকে বিপথগামী করে, তখন তুমি হতাশাস হইয়া শাখামৃগের ন্যায় বিকট দন্ত বাহির করিয়া বসিয়া পড়। ও হায় কি হইল, কেন দরখাস্ত হইলাম বলিয়া আক্ষেপ করিতে থাক।

কষ্ট এ আক্ষেপ সকলকে চির দিন করিতে হয় না। তোমার অদৃষ্ট নিতান্ত সুপ্রসন্ন হইলে গঙ্গা আবার ফিরিয়া আসিয়া ভাগীরথী হইয়া তোমার পশ্চাদ্বাহিনী হন। তুমি ঢাক, ঢোল, শঙ্খ, ঘণ্টা বাজাইয়া ইষ্টদেবের পূজা দিতে থাক। সেই সময় হতভাগা উমেদার-ভগীরথের পিতৃপুরুষ উদ্ধার হইয়া যান। যাহা হউক, গঙ্গা অধিক কাল মর্ত্ত্যে থাকেন না। অল্প দিবসের মধ্যেই সামান্য সূত্র ধরিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার চির-আশা-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া শতমুখী হইয়া বা দিয়া অনন্ত সাগরে গিয়া মিলিত হন। এবার আর কাঁদিয়া কাটিয়া মরিলেও ফিরিয়া আসেন না!

তাই বলি উমেদারী ও চাকরীর অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। চাকরী করিতে হইলে ভগীরথের গঙ্গা আনার ন্যায় কতই অসাধ্য সাধন করিতে হয়। এ উমেদারী করিয়া চাকরি করা অপেক্ষা দেশে যাইয়া কৃষিকর্ম্ম করা কি মুদির দোকান করিয়া কালযাপন করা কি বহুগুণে শ্রেয়স্কর নহে? যাঁহারা এই শ্রেণীর উমেদার, তাঁহাদিগকে আমরা বড় বড় জাহাজ ভাসাইয়া বৈদেশিক বাণিজ্য করিতে পরামর্শ দিতে চাহি না। সামান্য আয়ের দোকান করাই উপযুক্ত। তাহাই তাঁহাদের অবস্থার অনুরূপ। সমাজে ভদ্রসন্তানের সামান্য দোকান করিয়াও আবার সুখ নাই। দারিদ্র্য "শাঁখের করাত" হইয়া থাকে। এ দিকে এই দারুণ অবস্থা, আবার দোকান করিলে সমাজে দোকানদার বলিয়া ঘৃণাস্পদ হইতে হয়। উভয় সঙ্কট: রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় অবস্থা! শাঁখের করাত যাইতেও কাটে আসিতেও কাটে। যাঁহারা ধনী সমাজের শীর্ষস্থানীয়, তাঁহারা মুদিওয়ালাকে ঘৃণা করিয়া নিকটে বসিতে দেন না। সে দিন "শ্রীরং" স্বাক্ষরকারী মহাশয় এ সম্বন্ধে সোমপ্রকাশে সত্য কথাই বলিয়াছেন। আর এ সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

যদি সামান্য দোকান করিয়াও সমাজের ঘৃণায় মনের সুখ না হইল, তবে উপায় কি? ধনী নিন্দা করিবেন না কেন? তাঁহাকে ত আর দারিদ্র্য দুঃখ ভোগ করিতে হয় না! আমাদের ধনিগণের কথা ঠিক যেন "ভাল করতে পারব না মন্দ করব কি দেবে তা দেও।" তাঁহারা নিজে পাঁচ জনকে স্বাধীন ব্যবসায় বাণিজ্যে খাটাইয়া প্রতিপালন করিবেন না, কিন্তু ঘৃণা করিতে সুদক্ষ! কিন্তু আমরা বলি, ধনিদিগের ঘৃণায় ঘৃণা করিয়া সাহস পূর্ব্বক অবস্থানুরূপ বাণিজ্য আরম্ভ কর। যদি উৎসাহ ও অধ্যবসায় থাকে, সত্য নিষ্ঠা থাকে, কার্য্যদক্ষতা থাকে, তুমিই আবার এক জন বৃহৎ মহাজন ও ধনকুবের হইয়া সমাজের পূজনীয় হইয়া উঠিবে।

ভাগলপুর।
তারিখ ১৪ ই ভাদ্র। } শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

বাবু দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ ছিন্নমস্তার প্রতিবাদের যে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, শ্রী লা আবার তাহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন। আমরা দুর্গাপ্রসন্ন বাবুর পত্রে দেখিয়াছিলাম এবং শ্রীলার নূতন পত্রেও দেখিতেছি, পত্র প্রেরকেরা ক্রমে শিষ্টজনবিগর্হিত পথে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহারা যুক্তিসিদ্ধ বিচার পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরের প্রতি গালিবর্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই কারণে আমরা " শ্রী লার " শেষ পত্র খানি প্রকাশ করিলাম না। সো—স।

সোমপ্রকাশ

২৮ এ ভাদ্র সোমবার।

লর্ড হার্টিংটন ও ভারতের আয় ব্যয়।

আমাদের ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটন সাহেব বাহাদুরের হাতে সুলক্ষণাক্রান্ত একটী যব আছে। অন্ধতনয় মহারাজ দুর্য্যোধনের হাতেও যব ছিল; তিনি এক গুণ দান করিলে গ্রহীতার হাতে গিয়া দশ গুণ হইত। লর্ড হার্টিংটনকে কিছু দান করিতে হয় না, তিনি কলম ধরিলেই শূন্য রাজকোষ অর্থরাশিতে পরিপূর্ণ হয়। ভারতবর্ষের রাজভাণ্ডারে "টাকা নাই টাকা নাই" বলিয়া কান্নাকাটী পড়িয়াছে, বহু কোটী টাকা ঋণও বহিয়াছে। কিন্তু ষ্টেট সেক্রেটারি মহাশয় সেটা বড় গুরুতর বিবেচনা করেন না। আমরা গত সপ্তাহে পাঠক মহাশয় দিগকে একটু আভাস দিয়াছি,—গত ২৭ এ আগষ্ট বিলাত হইতে তারযোগে সংবাদ আসিয়াছে যে, লর্ড হার্টিংটন সাহেব কমন্স সভায় বলিয়াছেন,— "এখন ভারতবর্ষের রাজস্বের অবস্থা যার পর নাই সন্তোষজনক। আগামী বৎসর কার্পাসজাত আমদানী দ্রব্যের শুল্ক এক কালে উঠাইয়া দিতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবেন। ভারতবর্ষের সৈন্য সংক্রান্ত ব্যয় কমাইতে এখনও কোন অনুমতি দেওয়া হয় নাই। ভারতবর্ষের কোন প্রকার কর এখন কমাইতে পারা যায় না।"

এ গুলি বড় পাকা কথা। বুঝিয়া দেখিলে উহার ভিতর সকলি আছে। মানুষ ব্রহ্মের তদন্ত করিতে পারেন না, তাই যুগপৎ কতকগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ বিশেষণ দ্বারা তাঁহার গুণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি সাকার তিনি নিরাকার, তিনি চলেন তিনি চলেন না। একাধারে এই সকল বিরুদ্ধ গুণ এত দিন কেবল সেই ব্রহ্মেতে খাটিত, এখন রাজনীতিতেও খাটিতে চলিল। " কোন কর কমাইতে পারা যায় না, আবার কর উঠাইয়া দিতে হইবে। " এমন কথা রাজনীতি ভিন্ন আর কোথাও সাজে না। ভারতবর্ষের এখন কোন কর উঠাইতে পারা যায় না, কোন কর কমাইতেও পারা যায় না। অবশ্যই তবে অর্থের অনটন আছে। অর্থের অনটন না

থাকিলে এ প্রকার কথা বলিবার তাৎপর্য্য কি? রাজকোষে প্রচুর অর্থ থাকিলে অবশ্যই কর উঠাইয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হইত। অন্ততঃ কিছু কিছু কর কমাইয়া দিলেও দেশের অনেক মঙ্গলের সম্ভাবনা। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র, সেখানে প্রজালোক ভূরি করভার বহন করিতে কিছুতেই পারে না। কিন্তু রাজ্যের ব্যয় অধিক। কর্ত্তৃপক্ষীয়দের মিতব্যয়িতা নাই; অতএব যে টাকা রাজস্ব আদায় হয় তাহাতে রাজ্যের ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না। বৎসর বৎসর কেবল ঋণ হইতেছে। সুতরাং প্রজালোকের করভার কোন ক্রমে কমাইতে পারা যায় না। কিন্তু বিলাতি কর উঠাইয়া দেওয়া যায়, সে টাকা বিলাতের লোক যে দিতেছে! বর্ত্তমান রাজস্বের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছে যে, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দীন দুঃখী ভারতবর্ষের প্রজাদের কর কমাইতে সাহস হইল না। আমদানী তুলার কাপড়ের শুল্ক উঠাইয়া দিতে সম্পূর্ণ সাহস হইল! তুলাজাত দ্রব্য হইতে এখনও ৬০০০০০০ ষাট লক্ষ টাকা ভারতবর্ষের রাজকোষে আসিতেছে, কিন্তু তাহাও বন্ধ হইতে চলিল। লর্ড লিটন ও ষ্ট্রাচি সাহেব থাকিয়া ম্যাঞ্চেষ্টরের তৈলাক্ত মাথায় একবার তৈল দিয়া অভিষিক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা মোটা কাপড়ের শুল্ক উঠাইয়া দিয়াছেন, এইবার মিহি কাপড়েরও শুল্ক উঠিয়া যাইবে। সকল কাজের ওজরগুলি রাজপুরুষদের যেন জিহ্বাগ্রে থাকে। মোটা কাপড়ের শুল্ক উঠাইবার সময় তাঁহারা ওজর করিলেন যে, ঐ কর উঠাইয়া দিলে এ দেশীয় দরিদ্র লোকেরা সুলভ মূল্যে বস্ত্রাদি ক্রয় করিতে পারিবে। এখন সরু কাপড়ের শুল্ক উঠাইবার প্রস্তাবে এই লাভ দর্শিত হইতেছে যে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলণ্ডের বাণিজ্যের সুবিধা হইবে। আমরা আর কথা কহিব কি, উদারচরিত রাজপুরুষদের ব্যবহার দেখিয়া অবাক হইয়াছি। লর্ড হার্টিংটন সাহেব এবং গ্লাডষ্টোন সাহেব ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের রাজস্বে সুশৃঙ্খলা না হইলে বস্ত্রের শুল্ক কোন ক্রমেই উঠাইয়া দেওয়া ন্যায়ানুগত নহে। ফসেট সাহেব বলিয়াছিলেন, বস্ত্রের শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া অপেক্ষা চাউলের শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে বরং অধিক মঙ্গলের সম্ভাবনা। আমরা আবার বলি, লবণের শুল্ক রহিত করিলে বিশেষ ইষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে। লবণ মানুষের আহার ঔষধ উভয়। ভারতবর্ষে উহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়াও যায়, লবণের শুল্ক রহিত করিলে দরিদ্র লোকেরা স্বয়ং উহা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিবে। তদ্ভিন্ন দেশীয় লোকের একটী বাণিজ্যের পথ মুক্ত হইবে। যে সকল কাজগুলিতে আমরা আশু উপকার দেখি, যাহাতে ধনী দরিদ্র সকলেরই উপকার হয়, গবর্ণমেণ্ট তেমন কাজে হস্তক্ষেপ করেন না। যাহাতে ভারতবর্ষের উপকার হইবে, কিন্তু ইংলণ্ডের যুণাক্ষরে অপকার হইলে তেমন কাজে হস্তক্ষেপ করিতে ইংরাজজাতির প্রাণে আর কিছু থাকে না। আবার যে কাজ ইংলণ্ডের যুণাক্ষরে হিত হইবে, কিন্তু ভারতবর্ষ তাহাতে অধঃপাতে যাইবে, তেমন কাজে সকলেই তৎপর। আজ হইলে আর দু-দিন কাহারও বিলম্ব সয় না। ভারতবর্ষীয়দের করভার কমাইতে কাহারও সাহস হইল না, কিন্তু ইংলণ্ডের বৎসর বৎসর কতক টাকা শুল্ক লাগিতেছিল, তাহা রহিত করিবার নিমিত্ত কাহারও চক্ষে নিদ্রা নাই। সকলেরই মুখে দয়া ধর্ম্ম শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু রাজনীতিজ্ঞদিগের দয়া ধর্ম্ম—অভিধানে লিখিত নাই, তাহাকে আর এক কথায় স্বার্থপরতা বলে। তুলাজাত দ্রব্যাদির শুল্ক উঠাইয়া ম্যাঞ্চেষ্টরের মনোরঞ্জন করিবার প্রস্তাব যখন প্রথম উত্থাপিত হয়, তৎকালে কি তুলস্থূল না হইয়া গিয়াছে। উদার চরিত সম্প্রদায়ের সমস্ত ব্যক্তি উহার বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন। ডিস্‌রেলীকে, লর্ড লিটনকে সকলেই অজস্র নিন্দা করিয়াছিলেন। ঐ শুল্ক রহিত করা সম্বন্ধে দুইটী গূঢ় অভিসন্ধি আছে, তাহাও সকলে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এক কারণ, ম্যাঞ্চেষ্টর বৎসর বৎসর অনেক টাকা ভারতবর্ষকে দিয়া আসিতেছে, সে টাকাটী বাঁচিয়া গেল। দ্বিতীয় বোম্বাই নগরের কাপড়ের কল ম্যাঞ্চেষ্টরের বিষম প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছিল। কাপড়ের শুল্ক উঠাইয়া দেওয়ায় বিলাতি কাপড় পূর্ব্বাপেক্ষা সস্তা মূল্যে এখানে বিক্রীত হইতে লাগিল। বোম্বাই নগরে যে কাপড়ের কল আছে তাহাতে অধিক মাল উৎপন্ন হয় না অথচ খরচ অধিক পড়িয়া যায়; সুতরাং বিলাতি মহাজনদের সঙ্গে প্রতিযোগী হইয়া বোম্বাই নগর কাজ চালাইতে অক্ষম হইলেন। তাহার উপর আবার লর্ড রিপন কারখানা সংক্রান্ত আইন প্রচলিত করিলেন, কাজেই এখানকার কলের আরও অনিষ্ট ঘটিল। ছোট ছোট বালকেরা কারখানায় কর্ম্ম করিতে পাইবে না এবং মজুরেরা অধিকক্ষণ পরিশ্রম করিতে পাইবে না, এইরূপ নিয়ম করা হইল। বালকদিগকে স্বল্প বেতনে পাওয়া যাইত, তজ্জন্য ব্যয় কম হইত। আবার অধিকক্ষণ কল চলিলে অধিক দ্রব্যও উৎপন্ন হইত, কিন্তু কারখানার আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় সে সকল পথ অবরুদ্ধ হইল। লর্ড রিপন এই নূতন আইনটী প্রচার করিয়া বিবেচনাসঙ্গত কাজ করেন নাই। তাঁহার কার্য্য প্রণালী দেখিয়া স্পষ্ট উপপন্ন হইতেছে, তিনি এ দেশীয় লোকের অবস্থা সবিশেষ জ্ঞাত নহেন। অন্নাভাবে পথে পথে ফিরিয়া জঠর জ্বালায় প্রাণত্যাগ করা ভাল, না কারখানায় কর্ম্ম করিয়া অল্পায়ুঃ হওয়া ভাল? এ দেশীয় লোকের কি কষ্টে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয় তাহা অনেকেই জানেন না। পূর্ব্বে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করিয়া উদরান্নের সুযোগ করিতেছিল। নূতন আইনে সেই অল্পপায় দরিদ্র ব্যক্তিদের সর্ব্বনাশ হইল।

অনুদারচরিত সম্প্রদায়ের হাতে যখন রাজ্যভার ছিল, সে সময় সকলেই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। ভারতবর্ষের চারি দিকে ব্যয় বাহুল্য হইয়া উঠিল। প্রজাগণ করজালে জড়িত, মুদ্রা-যন্ত্রের আইন বিধিবদ্ধ হইল; শুল্কস্বরূপ ইংলণ্ড হইতে অনেক টাকা পাওয়া যাইতেছিল, সে পথে কণ্টক পড়িল; এ দেশীয় যুবকেরা বিলাতে গিয়া সিবিলিয়ান হইতেছিলেন, পরীক্ষার্থীদিগের বয়ঃক্রম সঙ্কোচ করিয়া সে পরীক্ষায় ফললাভ এক প্রকার অসাধ্য করিয়া দেওয়া হইল। অস্ত্রসংক্রান্ত আইন প্রচার হইল। ফলতঃ ভারতবর্ষীয়দের যতগুলি অসুখ ও অসুবিধার কারণ, তৎকালে সে সমুদায় ঘটিয়া গেল। ক্রমে উদারচরিত সম্প্রদায়ের হাতে রাজকার্য্য আসিল। আমরা কত আশা কত ভরসা করিলাম, কিন্তু শেষ ফলের সময় দেখি কি—

> সুবর্ণসদৃশং পুষ্পং ফলে রত্নং ভবিষ্যতি।
> আশয়া সেবিতো বৃক্ষঃ পশ্চাৎ বৃক্ষনায়তে॥

১৮৮০ অব্দে বঙ্গদেশীয় পুলিসের কার্য্য বিবরণ।

এবার পুলিসের জন্য গবর্ণমেণ্টের ১৬,৫০,৮০৯ টাকা ব্যয় হইয়াছে। গত বৎসরের অপেক্ষা এবারের ব্যয় ১১,৮২৪ টাকা অধিক। এতদ্ভিন্ন মিউনিসিপ্যালটী সমূহের নিজ ব্যয় আছে। বৎসর বৎসর এত অধিক টাকা যেমন ব্যয় হইতেছে, সেই পরিমাণে যে অপরাধের সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে, আমরা এ কথা বলিতে পারি না। এ বৎসরে অপরাধের সংখ্যার কোন বিষয়ে হ্রাস কোন বিষয়ে বৃদ্ধিও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সমুদায় একত্রিত করিয়া অপরাধের সংখ্যা করিলে অন্যান্য বর্ষের অপেক্ষা এবার অধিক বলিতে হইবে। যদি পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরের অপরাধের সংখ্যার গড় হিসাব করা যায়, তাহা হইলে প্রতীতি হইবে যে, এই পাঁচ বৎসরে গড়ে ৯৬,৮৭৪ সংখ্যক অপরাধী পুলিসের তত্ত্বাবধানের অধীনে আসিয়াছে, কিন্তু এ বৎসরের অপরাধের সংখ্যা ৯৯,৪৭৮। অধিক ব্যয় করিয়াও অপ-

[illegible] হইতেছে না ইহার কারণ কি? [illegible] বর্ত্তমান পুলিসের অযোগ্যতাই [illegible] একমাত্র কারণ বলিয়া বোধ হয়। আমরা [illegible] দেখিতে পাই তাহাতে আমাদের [illegible] জন্মিয়াছে যে, এক্ষণকার পুলিষের শাসন- [illegible] এ দেশের চৌকিদার কন- [illegible] কনষ্টেবলদিগের মাথার উপর যে এক [illegible] উচ্চ পদবীর কর্ম্মচারী তত্ত্বাবধায়করূপে নিযুক্ত আছেন, তাহা তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া [illegible] বুঝা যায় না। ইউরোপের বিশেষতঃ লণ্ডনের পুলিসের কার্য্যদক্ষতার কথা আমরা যেরূপ শুনিতে পাই, এ দেশে তাহার কিছুই দেখিতে পাই না। আমাদের কার্য্যালয়ের নিকটে আমরা দেখিয়াছি যে সন্ধ্যার পর কনষ্টেবলেরা আউট পোষ্ট হইতে আসিয়া এক একটী স্থানে সারারাত্রি সুখে নিদ্রা যায়; কে বা তাহাদের কার্য্য দেখে, কে বা তাহাদের সংবাদ লয়? অধিবাসিদিগের সম্পত্তি নিজে নিজেই রক্ষিত হয়। যদি কাহারও বাটীতে চোর আসিল, অথবা কোথায়ও একটা গোলযোগ বা দাঙ্গা বাঁধিল, পাহারাওয়ালা পাহারা-ওয়ালা করিয়া শতসহস্রবার চীৎকার কর, কে কোথায় কাহারও দেখা নাই। প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ। আমরা নানা স্থানে দেখিয়াছি, কোথায়ও কার্য্যকুশল কনষ্টেবল অথবা কর্ম্মানুরাগী হেড কনষ্টেবল প্রায় দেখিতে পাই না। এদিকে কনষ্টেবল সুখে নিদ্রা গেল, ওদিকে হেড কনষ্টেবল যদি সচ্চরিত্র হইলেন তবে আউট পোষ্টেই সুখে নিদ্রা গেলেন, নতুবা যদি লম্পট হইলেন ত তাঁহার উপভোগ্যা রমণীর দ্বারে উপনীত হইলেন। যদি কোথায়ও গৃহস্থ চোর ধরিয়া দিল, কনষ্টেবল চোর ছাড়িয়া দিল, শেষে যে চোর আনিয়া দিয়াছিল তাহাকেই লইয়া টানাটানি পড়িল। তবে যদি রাস্তার উপর গরু চরে কিম্বা কেহ রাস্তার ধারে গরু বাঁধিয়া দেয়, পুলিষ অমনি আগ্রহের সহিত গরুটীকে আপনার রক্ষণা-বেক্ষণের অধীনে আনয়ন করেন।

এক্ষণে স্থানে স্থানে পঞ্চায়ত স্থাপিত হইয়াছে। গ্রামের মধ্যে সম্ভ্রান্ত দেখিয়া বাছিয়া বাছিয়া পঞ্চা-য়তে লোক নিযুক্ত করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত। ইহাঁরাই চৌকীদার পাহারাওয়ালাদিগের অন্যতর তত্ত্বাবধায়ক। ইহাঁরা চৌকীদারদিগের বেতন দিবার জন্য প্রজাদিগের উপর চৌকীদারী টেক্স ধার্য্য করেন, ইহাঁরাই তাহা আদায় করেন, ও তাহা হইতে চৌকীদারদিগের বেতন দিয়া থাকেন। পূর্ব্বের অপেক্ষা এখন চৌকীদারেরা ঠিক মাসে মাসে বেতন পাইতেছে।

সর্ব্বত্র প্রায় এই প্রবাদটী শুনিতে পাওয়া যায় যে চোর না হইলে চোর ধরিতে পারে না। প্রবা-দটীও যুক্তিসঙ্গত বটে। কোথায় কোন ভদ্র লোক, কোন নিরীহ লোক চোরের সঙ্গে মিশে? চোরের সঙ্গে না মিশিলে তাহারা কি প্রণালীতে চলে, কি পরামর্শ করে, কাহার সঙ্গে তাহাদের যোগ, কোথায় তাহারা অপহৃত দ্রব্যাদি লুকাইয়া রাখে, কাহাকে তাহারা চোরাই মাল বিক্রয় করে তাহা জানা যায় না। ভদ্র ও নিরীহ লোকে তাহা কিরূপে অবগত হইবে? চোর ভিন্ন এই সন্ধান অপরে রাখিতে পারে না। সুতরাং প্রচলিত নিরীহ লোক না রাখিয়া এইরূপ লোকের সঙ্গ প্রবেশাধি-কার দেওয়া যায় ততই মঙ্গল। বেহারে শতকরা নব্বই জন এই প্রকৃতির চৌকীদার নিযুক্ত আছে। পুলিষের ইনস্পেক্টর জেনরল এই মতের পোষ কতা করেন। তিনি বলিয়াছেন "যে পর্য্যন্ত অপ-রাধিশ্রেণীর মধ্য হইতে চৌকীদার বাছিয়া লওয়া না হয় তাবৎ অপরাধের সংখ্যার হ্রাস হইবে না।"

চৌর্য্যাদি নিবারণের অপর উপায় বসতির মধ্যে রাস্তায় রাস্তায় স্থানে স্থানে রাত্রিকালে আলোক দেওয়া। রঙ্গপুর, গয়া, দ্বারভাঙ্গা, রামপুর বোয়া-লিয়া, ও মুঙ্গের মিউনিসিপালিটিতে আলোক দিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পল্লীগ্রামের মিউ-নিসিপালিটীর যেরূপ সামান্য আয় তাহাতে এক একটী নগর এককালে আলোকিত করা সম্ভাবিত নহে। তবে যেখানে অতিশয় চৌর্য্য ভয় সেই খানে অগ্রে আলো দেওয়া বিধেয়। ক্রমশঃ সমগ্র নগরে আলো দিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

এবারে ডাকাইতির সংখ্যা অনেক হ্রাস পাই-য়াছে। ১৮৭৮ অব্দে এ অঞ্চলে ১৮৮ টী ডাকাইতি হয়, ১৮৭৯ অব্দে ১৭১, ১৮৮০ অব্দে ১২২ টী মাত্র। ইহার মধ্যে প্রকৃত পক্ষে ৮০ টী মাত্র ডাকাইতি হয়। মেদিনীপুর, দিনাজপুর, হাজারিবাগ, মাল-দহ এই কয়টী স্থানে অধিকসংখ্যক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। এবারে নৌডাকাইতির সংখ্যা ১১ টী। তন্মধ্যে একটী অতি লোমহর্ষণ। একদা এক জন ফরিদপুরের ব্যবসায়ী তাহার গমস্তার সম-ভিব্যাহারে নৌকাযোগে বাখরগঞ্জে যাইতেছিল। পথিমধ্যে এক দল ডাকাইত নৌকা করিয়া তাহার অনুসরণ করে। ব্যবসায়ীর নৌকা মেঘনায় উপনীত হইলে পর, ডাকাইতেরা ব্যবসায়ীর নৌকার মাঝিদিগের সহিত যোগ করিয়া তাহার নৌকায় আইসে, এবং ব্যবসায়ী ও তাহার গমস্তার প্রাণ বিনাশ করিয়া তাহাদিগের মৃতদেহ জলে ভাসাইয়া দেয়। তৎপরে তাহারা নৌকা লুণ্ঠন করিয়া ডুবা-ইয়া দেয়। অতঃপর মাঝিদিগকে আপনাদিগের নৌকায় লইয়া যায় এবং তাহাদিগকেও বিনষ্ট করে। পুলিষ দশ জনকে অপরাধী বিবেচনায় ধরে। ইহাদের মধ্যে পাঁচজন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত, একজন পাঁচ বৎসরের জন্য কারাবাসদণ্ডে দণ্ডিত, অপর কয়েক জন অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়।

গঙ্গার খাল।

আমাদিগের বর্ত্তমান ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাস-নাধীনে এ দেশের অনেকপ্রকার উৎকর্ষ সাধন হইয়াছে। লৌহবর্ত্মে লৌহময় শকট উচ্চৈঃশ্রবাকেও দ্রুতগমনে পরাজয় করিয়াছে; তারের সংবাদ, ডাকের বন্দোবস্ত, পাকা প্রশস্ত রাজপথ; দুস্তর নদীপৃষ্ঠে প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মাণ প্রভৃতি অশেষবিধ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কর্ম্ম ভারতবর্ষের নানা বিষয়ে ভূরি উপকার সাধন করিতেছে। আমরা দেখিতেছি, অন্যান্য কাজের মধ্যে গঙ্গার খালও ইংরাজদের একটী মহোপকারী কৃতি ও কীর্ত্তি। যে যে স্থানে এই খাল নিখাত হয় নাই, তথাকার লোক উহার উপকারিতা সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞাত নহেন। কিন্তু কৃষিজীবী দরিদ্র ভারতবর্ষের খাল খনন দ্বারা কত-দূর যে কৃষকের কার্য্যসৌকর্য্য সাধিত হইতেছে, তাহা অন্যে কি জানিবে? যে যে স্থান দিয়া জল প্রণালী চলিয়া গিয়াছে, সেই সমস্ত দেশের লোকই নহরের উপকারিতা বুঝিতেছে।

ভারতবর্ষে যেমন দিন দিন দুর্ভিক্ষ, আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি, যেখান দিয়া খাল চলিয়া গিয়াছে সেখানে দুর্ভিক্ষ কদাচ কটাক্ষ করিতে পারিবে না। আমাদের ভারতে অতিবৃষ্টি কিম্বা অনাবৃষ্টিই অজন্মার প্রধান কারণ। পতঙ্গ-পালের উৎপাতে কদাচিৎ শস্যহানি হয়। অতএব নহর নিখাত হওয়ায় কৃষিকর্ম্মের সর্ব্বতোভাবে সুবিধা হইয়াছে। এখন জমিদারেরা যদি সৌম্য-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রজাদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করেন, তবে ভারতে "দুর্ভিক্ষটী ক্রমে গল্প কথা মাত্র হইয়া পড়িবে" বোধ করি এরূপ নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হয় না।

কি অতিবৃষ্টি কি অনাবৃষ্টি, উভয় পক্ষেই গঙ্গার খাল বিলক্ষণ হিতকর। যদি অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়া ক্ষেত্র জলে প্লাবিত করে, তবে খাল দিয়া অতিরিক্ত জল বাহির করিয়া দেওয়া যায়। আবার যদি এক-কালে বৃষ্টি না হয়, তবে নহরের জলে সমস্ত ভূমি অভিষিক্ত করা যায়। ১৮৭৮ অব্দে উত্তর পশ্চি-মাঞ্চলে একেবারে বর্ষা হয় নাই, তজ্জনিত খালের নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলির কোন ক্ষতি হইল না। কিন্তু যেখানে নহরের জল যায় নাই, তত্রস্থলের লোকেই অন্নাভাবে কষ্ট পাইল ও প্রাণত্যাগ করিল। এ বৎসরও বর্ষা আরম্ভ

হইতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। লহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে শস্য উপ্ত হইল, কিন্তু দূরবর্ত্তী ভূমিগুলি পড়িয়া রহিল। প্রতি বৎসর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গঙ্গা-খালের জলে ৩০ ত্রিশ লক্ষ বিঘা ভূমির আবাদ হইয়া থাকে। যে সকল কৃষক খাল হইতে জল লইয়া ক্ষেতে সিঞ্চন করে তাহাদিগকে ভূমির দূরত্ব ও নৈকট্য অনুসারে প্রতি বিঘায় ।/০ পাঁচ আনা হইতে ১॥০ দেড় টাকা পর্য্যন্ত বাৎসরিক কর দিতে হয়। ইহাতে বৎসর বৎসর ন্যূনাধিক ২২,০০,০০০ বাইশ লক্ষ টাকা কর আদায় হয়। খালের সংস্কারাদি কার্য্যে ও কর্ম্মচারীদিগের বেতনে প্রতিবৎসর ১০,০০,০০০ দশ লক্ষ টাকা খরচ হয়, বক্রি ১২,০০,০০০ বার লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্টের লাভ থাকে। এই বহু বিস্তীর্ণ খাল খনন করিতে প্রায় তিন কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

হরিদ্বারের সন্নিহিত মায়াপুর হইতে উক্ত খাল আরম্ভ হইয়াছে। ঐ স্থল হইতে গঙ্গার জল খালে নীত হয়। তৎপরে সাহারণপুর—মুজঃফর নগর—মিরাট—আলীগড়—বুলন্দসহর—আগ্রা—ইটাওয়া—ইটা—মৈনপুরী—ফরুক্কাবাদ জেলার ভিতর দিয়া কাণপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক গঙ্গার সঙ্গে আবার মিলিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত জেলায় প্রধান খাল হইতে অসংখ্য শাখা প্রশাখা চারি দিক বিস্তীর্ণ হইয়া দূরবর্ত্তিনী ভূমিকে রসার্দ্র করিতেছে। এই সকল শাখা প্রশাখা না থাকিলে, খাল হইতে তত উপকার হইত না। ছায়াপথের ন্যায় কেবল একটী স্থান দিয়া চলিয়া গেলে কতগুলি ভূমি জল সেঁচিয়া রক্ষা করা যাইত? চারি দিক শাখা প্রশাখা থাকায় অনেকেই খালের জলে উপকার লাভ করিতেছে। হরিদ্বার হইতে কাণপুর পর্য্যন্ত এই খালের দৈর্ঘ্য ৫৭৬ মাইল। ইহার সমস্ত শাখা প্রশাখার মোট দৈর্ঘ্য ৩৪০৩ মাইল. প্রায় সকল স্থানেরই গভীরতা ১০০ এক শত হাত। এই লহর দিয়া প্রতিপলে প্রায় ৫০০০ পাঁচ হাজার ঘন ফিট জল নির্গত হইয়া থাকে। কাশীর সম্মুখে গঙ্গা দিয়া প্রতি পলে ২৫০,০০০ ঘন ফিট জল নির্গত হয়! অতএব, খালের জল গড়ে গঙ্গার ৫০ পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ নির্গত হইয়া থাকে। এই লহরের জলে সর্ব্বসমেত ৫ ৬৩ খানি গ্রাম সিক্ত হয়। ভূমিতে খালের জল সেঁচিবার দুই প্রকার উপায় আছে। এক উপায় এই, উচ্ছলিত লহরের নিকটবর্ত্তী ভূমির মৃত্তিকা কাটিয়া নালা করিয়া দিলে আপনি জল গিয়া ভূমিতে পড়ে। দ্বিতীয় উপায়, সিউনি দ্বারা জল সেঁচিতে হয়। যে সকল ক্ষেত্রে আপনি জল যায় সে স্থানে অধিক কর লাগে। লহরের জলে ছোট ছোট নৌকারও গতিবিধি আছে। ঐ সমস্ত নৌকাযোগে স্থানে স্থানে বাণিজ্য দ্রব্য নীত ও প্রেরিত হয়। নৌকার কর হইতে বৎসর বৎসর প্রায় ২৫,০০০ পঁচিশ হাজার টাকা আদায় হইয়া থাকে। লহরের জলপথে বাণিজ্য দ্রব্যের মধ্যে লবণই প্রধান। ১৮৭৭ অব্দে প্রায় ,২০,০০০ মন সম্বর লবণ খালপথে নীত হইয়াছিল।

সার প্রবি কাণ্টলি সাহেব উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের খালের সৃষ্টিকর্ত্তা। ১৮৩৭ অব্দে পশ্চিমাঞ্চলে অত্যন্ত অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ হয়। তাহাতে বিস্তর লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। তদ্দৃষ্টে কাণ্টলি সাহেব খাল খননের নিমিত্ত তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরেল লর্ড অকলাণ্ড বাহাদুরের নিকট আবেদন করেন। সদাশয় গবর্ণর সাহেব তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া খাল খনন করিতে আদেশ দেন। ১৮৩৯ অব্দে খনন কার্য্যের সূত্রপাত হয়, কিন্তু উহার প্রধান প্রধান কাজগুলি লর্ড ডালহাউসির সময় সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৮৫৪ সালের ৪ ঠা এপ্রেল মহা সমারোহে প্রথম খাল খোলা হয়। এই উৎসব উপলক্ষে কাণ্টলি সাহেব অনেক ব্রাহ্মণ ও দীনদুঃখী অনাথ ব্যক্তিকে পরিধেয় বস্ত্র বিতরণ করিয়াছিলেন।

হরিদ্বার পাহাড়ের নিম্নে অবস্থিত খালের আরম্ভ স্থান সমুদ্রতট হইতে প্রায় ৩৩৮ হাত উচ্চ এবং কাণপুর সমুদ্রতট হইতে ১৭০ হাত উচ্চ। অতএব জলের স্রোত কত প্রবল হইতে পারে তাহা সহজে অনুমান করা যায়। কিন্তু খালের মধ্যে নানা কৌশলে আটক করা আছে, এজন্য অধিক বেগ হইতে পায় না। হরিদ্বার অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দূরে ঐ খাল একটী নদীর নীচে দিয়া চলিয়া গিয়াছে উপরে নদী প্রবাহিত হইতেছে, তন্নিম্নে খাল! পাঠক! কি আশ্চর্য্য কৌশল বুঝিয়া লউন। আবার রুড়কির নিকট ঐ খাল একটী পুলের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। নিম্নে প্রশস্ত পথ, হাতি ঘোড়া গাড়ী মনুষ্য সকল যাইতেছে। এই খাল দেখিয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে মান্দ্রাজ ইরিগেশন কোম্পানি উড়িষ্যাতে একটী খাল খনন করিতে গিয়াছিলেন। খালের কার্য্যও অনেক দূর সম্পন্ন হইয়াছিল. কিন্তু শেষে ঐ কোম্পানি দেউলিয়া হইলেন। গবর্ণমেণ্টকেও অনেক টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল। সম্প্রতি উড়িষ্যার খাল পুনর্ব্বার কাটাইবার নিমিত্ত আমাদের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিতেছেন। উলুবেড়িয়া হইতে কটক পর্য্যন্ত ও অন্যান্য স্থানে প্রধান খালের শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতে অনেক ব্যয় হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু লোক সাধারণের উপকারও বিস্তর হইবে। তবে আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি এদেশের মৃত্তিকা অত্যন্ত নরম; অতএব পশ্চিমাঞ্চলের মত এ দেশের খাল গভীর হওয়া কঠিন হইবে। গবর্ণমেণ্ট আশা করিতেছেন, উড়িষ্যার খালে জাহাজ চালাইবেন; ক্ষুদ্র জাহাজ চলিতে পারিবে, কিন্তু সকল সময় কিরূপ সুবিধা হইবে এখন বলা যায় না। ঐ খাল খননের আশায় উড়িষ্যা পর্য্যন্ত আজও রেলওয়ে হইল না। যাহা হউক একটী কার্য্য সত্বর নির্ব্বাহ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

ভারতবর্ষ কৃষিজীবী দেশ। যে কোন উপায়ে কৃষি কার্য্যের সুবিধা হয়, সর্ব্ব প্রযত্নে তদ্বিষয়ে সমস্ত ভূস্বামীর মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। প্রতি কাজে গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা না করিয়া তাঁহারা স্বয়ং কৃষি কর্ম্মের উন্নতি করুন। গবর্ণমেণ্ট কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিলে কাজটী নিশ্চিত সুসিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে ব্যয়-বাহুল্য হইয়া পড়ে। আমাদের দেশীয় লোক যদি সৎ ব্যক্তিদের দ্বারা কার্য্য করাইয়া লন তাহা হইলে তত টাকা ব্যয় হয় না। পূর্ব্বে ভূস্বামীরা মাঠে মাঠে জল সেচিবার পুষ্করিণী খনন করিয়া দিতেন, অতিরিক্ত বৃষ্টি হইলে জল নিকাশের খাল খনন করিতেন, তাহাতে কৃষিকর্ম্মের বিলক্ষণ সুবিধা হইত। সেই সকল প্রাচীন কৃতি অদ্যাবধি স্থানে স্থানে বিদ্যমান আছে। কিন্তু ইদানীন্তন জমীদারদের সে প্রকার কাজে প্রায় উদ্যোগ দেখা যায় না। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে বিলে ও মাঠে কোথাও ছোট কোথাও বড় এক একটী খাল খনন করিয়া দিলে সকলেরই যথেষ্ট উপকার হয়,—জমীদারদেরও আয় বৃদ্ধি হইতে পারে প্রজাদেরও লাভ হয়। আমরা জানি রাজশাহী জিলা প্রসিদ্ধ চলন বিল এ পর্য্যন্ত প্রায় পতিত রহিল। এত দীর্ঘ ও প্রশস্ত বিল বঙ্গদেশের কুত্রাপি প্রায় নাই। ইহার মৃত্তিকাও বিলক্ষণ ফলবতী। বিলটী এখন অত্যন্ত মজিয়া গিয়াছে,—উহার আর অধিক গভীরতা নাই। কিন্তু গভীরতা না থাকিলে কি হয়?— বর্ষাকালে জলে প্লাবিত হইয়া যায়। কেবল উপরের জমিতে অল্প অল্প আবাদ হয়, এবং জলে মৎস্যজীবিরা মৎস্য ধরে,—বিল হইতে এই মাত্র আয়। ইহাতে একটী সুদীর্ঘ খাল কাটিলে কেবল বরিন্দের শস্যে সমস্ত বঙ্গদেশ প্রতিপালিত হইয়াও প্রচুর শস্য উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে। নবাবের আমলে একবার খাল খনন আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু স্বল্প দিন কার্য্য চলিয়াই বন্ধ হইয়া যায়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রও একবার ঐ কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কাজও অধিক দিন চলে নাই। সম্প্রতি রাজতার ছয় ক্রোশ উত্তরে বাঘের খাল দিয়া এবং রাজতার আড়াই ক্রোশ দক্ষিণে নবাবগঞ্জের খাল দিয়া বরজির কিছু কিছু জল বাহির হইয়া যায়.

[illegible] ক্রমিক [illegible] কিছু উপকার হইয়া থাকে। [illegible] [illegible] [illegible] মিলিত হইয়া [illegible] অনল করিয়া দিউন। তাঁহাদের সীমা পরিসীমা থাকিবে না।

হেদ্রাবাদের রেসিডেণ্ট মিড।

পাঠক [illegible] বোধ করি আপনারা রবার্ট নাইট সাহেবকে বিলক্ষণ চিনেন। তিনি এতদ্দেশীয় ষ্টেটস্‌মেন নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক ছিলেন। ষ্টেটস্‌ম্যান ও ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা রাজপুরুষদের যথার্থ দোষ যেমন ঢাকিয়া বেড়ান; নাইট সাহেব সেরূপ করেন না। তিনি দোষগুলি প্রকাশ করিয়া তাহার সংশোধনের চেষ্টা করেন। এই মহাত্মা এখন ভারতবর্ষে নাই। অধুনা তিনি বিলাতে থাকিয়া লণ্ডন ষ্টেটস্‌ম্যান নামক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতেছেন। গত জুলাই মাসে উক্ত সংবাদপত্রে নাইট সাহেব হেদ্রাবাদের ভূতপূর্ব রেসিডেণ্ট সাহেব শ্রীযুক্ত সার রিচার্ড মিডের নামে কতিপয় গুরুতর দোষের অভিযোগ করিয়া একটী দীর্ঘ প্রস্তাব লেখেন। সম্প্রতি মিড্ সাহেব সেই অভিযুক্ত অপরাধগুলি অপ্রমাণ করাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছেন। আমাদের ষ্টেট্ সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটনও তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন। এখন আমরা বলি যদি যথার্থই তদ্বিষয়ের তদন্ত করা হয় তবে যেন পক্ষপাতশূন্য দক্ষতাশালী লোক ঐ গুরুতর ব্যাপারে নিযুক্ত হন। কেন না, কাকের মাংস কাকে খায় না তাহা সকলেই জানেন।

পাঠক! জিজ্ঞাসা করিবেন, সেই অপরাধগুলি কি? সে অপরাধগুলি সহজ নয়, বলিতে হৃৎকম্প হয়। ১৮৬৯ অব্দে নাবালক নিজাম হায়দ্রাবাদের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। হায়দ্রাবাদ এক প্রকার স্বাধীন। তথাকার রাজকার্য্য সকলি স্বতন্ত্র। তাহাতে ইংরাজদের কোন কর্তৃত্ব নাই। কেবল তথায় একজন রেসিডেণ্ট থাকেন, এই মাত্র। নূতন ভূপতিশিশু, রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে পারিবেন না এই জন্য রাজপরিবারস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা পরামর্শ করিয়া আমিরী কুবীর সমস্থল উমরাকে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। ইংরাজেরা তদ্বিষয়ে কোন আপত্তি করেন নাই, কিম্বা মধ্যবর্ত্তী হইয়া কোন পরামর্শও দেন নাই। রাজসংসারের লোকদিগকে এবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। ১৮৭৭ অব্দে উক্ত রাজপ্রতি[illegible] মৃত্যু হয়। কিন্তু এখন ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের আর পূর্ব্বভাব রহিল না। রেসিডেণ্ট সাহেব সম্পূর্ণ বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তিনি একজন [illegible] বিদ উইকার উমরাকে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। এই ব্যক্তির হস্তে রাজকার্য্যের ভারার্পণ করিতে কাহারও সম্মতি ছিল না। সকলেই একমত হইয়া ইহাতে ঘোর আপত্তি করেন; কিন্তু মিড সাহেব কাহারও কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। উইকার উমরার প্রতি সমস্ত লোক যে এত বিরূপ তাহার কারণ এই তিনি পূর্ব্বে অনেক গুলি দোষে অপরাধী হইয়া ছিলেন, সেজন্য কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস করেন না। ১৮৬১ অব্দে তিনি মন্ত্রীর পদ পাইবার মানসে একটী বড় যন্ত্র করিয়াছিলেন; সে কারণ লর্ড কানিং তাঁহাকে কোন রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে নিষেধ করেন। ১৮৫৭ অব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় আলাউদ্দিন নামক জনৈক মওলবির সঙ্গে যোগ করিয়া রেসিডেণ্ট সাহেবের কাছারি লুট করেন। এই মকদ্দমার কাগজপত্র মিড সাহেবের নিকট ছিল এবং তিনি এ সমস্ত বিষয় জানিতেন। ১৮৫৮ অব্দে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিদিগকে আশ্রয় দিয়া তিনি অনেক উৎসাহ দিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে অনেক দুর্বৃত্ত লোক তাঁহার কাছে থাকিত একথা সর্ব্বত্র প্রকাশিত ছিল। যে ব্যক্তি এতগুলি এবং অন্যান্য আরও শত শত গুরুতর দোষে দোষী মিড্ সাহেব তাঁহাকে অম্লান মুখে রাজপ্রতিনিধি করিলেন। চারিদিকে সহস্র সহস্র লোকের ওজর আপত্তি সকলি নিষ্ফল হইল।

পাঠক! এখন দেখুন, ডাইনের হাতে পুত্র সমর্পণ করিলে কি হয়? তিনি মিড সাহেবের উৎসাহে ও ভরসায় দৃঢ়বল হইয়া এবং রাজপদে প্রমত্ত হইয়া দুই হাতে সসাগরা রাজ্যটি গ্রাস করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যত প্রকার করার ও একরার হইয়াছিল, তৎসমুদায় এক কালে উল্টাইয়া গেল। তিনি তাঁহার জ্ঞাতির সমস্ত বিষয় অপহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজপ্রতিনিধির পদে অভিষিক্ত হইবামাত্র তিনি ২৫০,০০০ টাকা বাৎসরিক আয়ের একটী সম্পত্তি নিজ আয়ত্তাধীন করিয়া লইলেন। রাজপরিবারের লোকেরা রেসিডেণ্ট সাহেবকে এ বিষয় জ্ঞাত করিলেন, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন যে,—"আর বিবাদে কাজ নাই ছাড়িয়া দাও।" যাক এক দফা এই গেল! তৎপরে উচ্চপদের নজরের স্বরূপ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদের নিকট তিনি ৫০০,০০০ টাকা দাবি করিলেন। রেসিডেণ্ট সাহেব এবার বলিলেন,—"হাঁ অবশ্য এ টাকা দিতে হয়। এ ন্যায্য পাওনা"। এখন উপায় কি? কাজেই জেহান সুমা নামক একটী অপূর্ব্ব বাগান ছাড়িয়া দিতে হইল। এইবার আমীর একটা বড় রকম দাবি করিয়া বসিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদের নিকট ৪০০,০০০ টাকা বাৎসরিক আয়ের দুইটী সম্পত্তি ছিল। কৌশলে সেই বিষয় নিজ নামে করিয়া লইলেন। হতভাগ্য জ্ঞাতিরা এই সমস্ত ব্যাপার রেসিডেণ্ট সাহেবকে জানাইলেন। কিন্তু মিড সাহেব তাঁহাদের আবেদন গ্রাহ্য করিলেন না। আমীর উৎফুল্ল হইয়া নূতন প্রাপ্ত গ্রামগুলি অধিকার করিবার নিমিত্ত সৈন্য পাঠাইলেন, তাহারা গ্রামবাসিদিগের প্রতি অনেক দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। ভূমির শস্য সকল নষ্ট করিল, গৃহাদি লুঠ করিল, স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব হরণ করিল,—ঐরূপ অত্যাচারের সীমা রহিল না। প্রজাগণ মিড সাহেবকে এ সমস্তই জানাইলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন যে, এ বিষয়ের তিনি নিশ্চিত কিছুই জানেন না। এই গেল, আর এক ব্যাপার! এক মাস গত না হইতেই তিনি ১২০,০০০ টাকা লাভের অন্যান্য সম্পত্তি অপহরণ করিলেন। যে বিষয় বিভবে আমীরের কোন সত্ত্ব ছিল না, অক্লেশে তাহা হইতে ১০,০০০০০ টাকা লাভের বিষয় লইলেন অথচ মিড সাহেব কথাও কহিলেন না।

লণ্ডন ষ্টেটস্‌ম্যান এই সকল অপরাধগুলির তদন্ত করিবার নিমিত্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩ রা সেপ্টেম্বর। সার লুইস ম্যালেটকে এই অভিপ্রায়ে কনষ্টাণ্টিনোপলে পাঠান হইয়াছে যে তিনি সুলতানকে এই কথা বলিবেন যদি ইজিপ্টের সেনাগণ বিদ্রোহ উপস্থিত করে তবে তাঁহাকে আলেকজাণ্ড্রিয়ায় সৈন্য ও জাহাজ পাঠাইতে হইবে।

নিউইয়র্ক ২ রা সেপ্টেম্বর। প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ডের চিকিৎসকেরা এই কথা বলিতেছেন তাঁহার গৃহে যাওয়াই পরামর্শসিদ্ধ।

হুগেওেনবলীর ডটারেল জাহাজের কয়লা রাখিবার পাত্রে গ্যাস জ্বলিয়া উঠাতে জাহাজ বিনষ্ট হয়। অনুসন্ধানে ইহা প্রমাণ হওয়াতে যে যে ব্যক্তির নামে অভিযোগ করা হইয়াছিল তাহারা মুক্তি লাভ করিয়াছে।

লণ্ডন ৫ ই সেপ্টেম্বর। লিমারিক নামক স্থানে ভয়ঙ্কর দাঙ্গা উপস্থিত হয় পুলিসের লোকেরা দাঙ্গাকারিদিগের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করে তাহাতে পনর জন আহত হইয়াছে।

নিউইয়র্ক ৪ ঠা সেপ্টেম্বর। আমেরিকার উত্তরাংশবাসী এপাচিয়ানেরা সেনাপতি কার ও ১৭ জন আফিসার ও সৈনিককে হত্যা করিয়াছে, উহারা ইউনাইটেড ষ্টেটের অশ্বারোহী সৈন্য দলের লোক। ইণ্ডিয়ানেরা যে সাধারণে বিদ্রোহী হইবে, এ প্রকার আশঙ্কা জন্মিয়াছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৫ ই সেপ্টেম্বর। রুশিয়ার সম্রাট শীঘ্রই জর্ম্মণের সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

লণ্ডন ৬ ই সেপ্টেম্বর। সার চার্লস ডাইক পারিসে কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রী এম, টিরাডের সহিত কথোপকথন করিয়াছেন। বাণিজ্য সংক্রান্ত নূতন সন্ধিপত্র বিষয়ক বন্দোবস্ত লইয়াই বোধ হয় ঐ কথোপকথন হইয়াছে।

নিউইয়র্ক ৫ ই সেপ্টেম্বর। প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ডকে ওয়াশিংটন হইতে লঙ ব্রাঞ্চ নামক স্থানে তাঁহার নিজ গৃহে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ৭ ই সেপ্টেম্বর। আয়র্লণ্ডের সংবাদ এই তত্রত্য লোকের সহিত পুলিসের সংঘর্ষ চলিয়াছে, পুলিসের প্রতি এই দোষারোপ করা হইয়াছে। লিমারিকে যে ঘোর দাঙ্গা হয়, তাহাতে পুলিস পশুবৎ আচরণ করিয়াছে।

নিউইয়র্ক ৩ ই সেপ্টেম্বর। আরিয়োলা হইতে সংবাদ আসিয়াছে পূর্ব্বে সেনাপতি কারের সৈন্যগণের বিপদ ঘটনার বিষয় যে বর্ণন করা হইয়াছে,তাহা অতুক্ত সেনাপতি কারের মৃত্যু হয় নাই। তিনি অধিকাংশ সৈন্যসহ মরিশাস ফিরিয়া আসিতেছেন। কেবল ১১ জন হত হইয়াছে এইরূপ অনুমান করা হইতেছে।

লণ্ডন ৮ ই সেপ্টেম্বর। বারুদদ্বারে অগ্নি লাগাইয়া কাষ্টেলবার সেনানিবাস বাটী উড়াইয়া দিবার জন্য কয়েক ব্যক্তি চেষ্টা করে। কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

অদ্য যুবরাজ সস্ত্রীক লিবারপুলের অ্যালেকজাণ্ড্রা দোক নির্ম্মাণ স্থান খুলিয়া দিয়াছেন। উহা তাঁহার পত্নীর নামে অভিহিত হইতেছে।

লণ্ডন ৯ ই সেপ্টেম্বর। লণ্ডন নগরে ট্রেডস ইউনিয়ন কনফারেন্স নামক বণিক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। অন্যান্য রাজ্যে ইংরাজদিগের ব্যবসায়ের অসুবিধা দূরীকরণ করাই এই সভার উদ্দেশ্য।

আফগান গৃহযুদ্ধ সংবাদ ।

সিমলা। ৫ ই সেপ্টেম্বর। কান্দাহার হইতে জনরব আসিয়াছে যে আমীর খেলাতে, ও আফিজ খাঁ দলদকে উপনীত হইয়াছেন। আয়ুব খাঁ সমুদায় সৈন্য সমভিব্যাহারে কান্দাহারের নিকটে শত্রুর অপেক্ষা করিতেছেন। শীঘ্রই যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা।

আমীরের সৈন্য সংখ্যা বিস্তর এবং তিনি সৈনিক কর্ম্মচারী ও সহযোগীদিগকে বিস্তর ধন বস্ত্র দান করিতেছেন এইরূপ প্রবাদ আফগান স্থানে প্রচার হওয়াতে তত্রত্য প্রজাবর্গ আয়ুবের প্রতি দিন দিন বীতরাগ হইতেছে। এই কারণ বশতঃ তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে একে একে ত্যাগ করিতেছেন।

সিমলা। ৭ ই সেপ্টেম্বর। আমীর খেলাতই গিলজাইয়ের দুর্গের সংস্কার করিতেছেন। কান্দাহারের প্রজাবর্গ আত্মরক্ষার জন্য উদ্যোগ করিতেছে।

সিমলা ৯ ই সেপ্টেম্বর। দুরাণী ও গিলজাই জাতিদ্বয়ে বিবাদ বাঁধিয়া গিয়াছে। দুরাণীরা আয়ুবের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে চেতলার পুলের পার্শ্বে কদম নামে যে বেশ্যাটী হত হইয়াছে, পুলিস এপর্য্যন্তও তাহার কোন কূল কিনারা করিতে পারেন নাই। যে স্থানে খুন হই যাছে সে স্থানটী পুলিসের একটী সদর ঘাঁটী বলিলেও অযথা প্রয়োগ হয় না। দিনরাত্ত অষ্টপ্রহরই সে স্থানে পুলিস পাহারা থাকে; লোক জন সর্ব্বদাই ঐ রাস্তা দিয়া গতায়াত করিতেছে; চেতলার পুলিস ফাঁড়ীও ঘটনাস্থল হইতে বড়জোর ২০ ২৫ রশি তফাত হইবে; কালিঘাটের ফাঁড়ী বোধ হয় আরও নিকট হইবে; অতি নিকটে, এমন কি ২।৩ হাত তফাতে এবং সেই একই গৃহের অপর পার্শ্বে এক মাত্র দরমার বেড়া ব্যবধানে, অন্যান্য বাসিন্দা ভাড়াটীয়ারা রহিয়াছে, আবার সেই খুনের রাত্রে, মৃতার এক মাত্র গৃহের এক মাত্র দুয়ারের বাহিরে দাওয়ায় হাটুরীয়ারা শুইয়াছিল ইহার মধ্যে এমন অবস্থায় এরূপ খুন কোথাকার লোকে করিল অথচ ধরা ছোঁয়া পড়িল না ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। যে কয়েক ব্যক্তির উপর সন্দেহ জন্মিয়াছিল কোনোরূপ বিশ্বাস জনক প্রমাণ না পাওয়াতে তাহারা অব্যাহতি পাইয়াছে। শুনিলাম পুলিস এখন অন্য রূপ উপায় অবলম্বন করিয়া এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে যে ব্যক্তি কদম বেশ্যার হত্যাকারীকে ধরিয়া দোষ সপ্রমাণ করাইয়া দিতে পারিবে পুলিস তাহাকে নগত দুই শত টাকা পুরস্কার দিবেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, ডোঙ্গাডীয়াদিগের নিকট পুলিস কোন অনুসন্ধান লইয়াছেন কি না? যদি না লইয়া থাকেন, তবে সেই রাত্রে বা তাহার পরদিন প্রাতে যত ডোঙ্গা বাহির হইয়া গিয়াছে, কুদঘাটের তালিকা দৃষ্টে তাদের অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক।

কয়েক দিন হইল চেতলা মায়াবপুরের ঘোষদিগের সদর পুখুরে, একটী বৃদ্ধা জলমগ্ন হইতে হইতে বড় বাঁচিয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ পদস্খলিত হইয়াই বৃদ্ধা যখন নিমগ্ন ও অদৃশ্য হইল, তখন সকলেই তাহার জীবনে নিরাশ হন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে বৃদ্ধা যখন পুনরায় ভাসিয়া উঠিল, তখন দর্শকদিগের এক ব্যক্তি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া বৃদ্ধার উদ্ধার সাধন করেন। পরে চিকিৎসার দ্বারা বৃদ্ধাকে প্রকৃতিস্থ করা হয়। পুখুরটী নূতন,আজিও উৎসর্গ কার্য্য সমাধা হয় নাই, সুতরাং ঘোষ মহাশয়দিগের অনেক পুণ্যবল বলিতে হইবে।

চেতলা মায়াবপুরের রাস্তাটীর দুরবস্থা দেখিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইলাম। রাস্তার উভয়পার্শ্বে বহুতর ভদ্র লোকের বাস। মিউনিসিপাল কর বরাবর নিয়ম মত আদায় হইতেছে। তবে রাস্তাটীর যে এরূপ দুর্দ্দশা কেন? আমরা তাহা বুঝিতে পাই না। [illegible] মিনতির পর প্রায় ৭।৮ বৎসর গত হইল, রাস্তাটী [illegible] করা হয়। [illegible] উহার প্রতি আর মিউনিসিপালিটীর নজর পড়ে নাই, বা পড়া আবশ্যক বোধ করেন নাই। অন্যান্য রাস্তা সকল যে নিয়মে পাকা হয়, এটীও যদি সেই নিয়মে হইত, তাহা হইলে বোধ হয় রাস্তাটী এত শীঘ্র নষ্ট হইত না। শুনিলাম অনেক স্থানে রাস্তার নীচে ইটের পাড়ন না দিয়া অমনি শুধু মাটীর উপর রাবিশ ঢালিয়াই কাজ সমাধা করা হয়। স্কুলোদর কর্ত্তারা স্ব স্ব শরীর লইয়াই ব্যতিব্যস্ত, রাস্তাঘাটের দিকে নজর দিতে তাঁদের সময় কৈ; কাজেই কনট্রাক্ট ওয়ালারা জলকে জল বুঝাইয়া দিয়া আপন আপন উদর পূর্ত্তির বিলক্ষণ বন্দোবস্ত করিয়া লন। মরে মরুক পচা তাতে তাঁদের কি? রাস্তার যে অংশটী চেৎলার হাটের নিকট আছে, সর্ব্বদা গরুর ও ঘোড়ার গাড়ীর বরুতে তাহার অর্দ্ধেক সম্ভাব লোপ হইয়াছে, এক্ষণে শীঘ্র ইহার মেরামত না হইলে আর কিছুদিন বাদে একবারেই উহার লোপ হইবে। রাস্তার মাঝে মাঝে কতকগুলি গরুর গাড়ীওয়ালাদের আড্ডা আছে। সেই সেই স্থানে রাস্তার এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে যে বৃষ্টির সময় সে স্থান দিয়া চলা ফেরা করা অতীব দুরূহ। যদি মাঝে মাঝে দুই চার গাড়ী করিয়া রাবিস সে স্থানে ঢালিয়া দেওয়া হইত, তাহা হইলেও এরূপ দুর্দ্দশা হইত না। আবার রাস্তার নর্দ্দামাগুলি অপরিষ্কার থাকায় ও উভয়পার্শ্বে অপরিমিত জঙ্গল হওয়ায় লোকের চলাফেরা আরও কষ্টকর হইয়াছে, আমরা ভরসা করি, সুবর্দ্ধান মিউনিসিপালিটী চেতলা মায়াবপুর বাসী প্রজাপুঞ্জের প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করিবেন।

খ্রীষ্টীয় মিশনরীরা এক্ষণে নানা দেশে নানা বেশে ভ্রমণ করিতেছেন। কখন বা পেণ্টালুন ছাড়িয়া ধুতি কখন বা ধুতি ছাড়িয়া ডোর কৌপীন ধারণ করিতেছেন। আবার কখন বা রুটীমাংস ছাড়িয়া দালরুটী কখন বা দালরুটী ছাড়িয়া মাছভাত আবার কখন বা চেয়ারে বসিয়া কাঁটা চামচেয়, কখন বা বিছানায় বসিয়া সানকে কখন বা কুশাসনে বসিয়া কদলীপত্রে ভোজন করিতেছেন। আবার কখন বা গীর্জ্জায় ভজন কখন কীর্ত্তনে মাতন কখনও বা বাউলের নাচনে মাতিয়া সকল শ্রেণীর লোকের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ৩।৪ দিন গত হইল একজন পাদ্রী সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভবানীপুর থানার সম্মুখে বাঙ্গালাসুরে বাঙ্গলা ধরনে বাঙ্গালা [illegible]-সঙ্গীত গাহিয়া বেশ বাহবা নিয়াছেন। আমরা পাদ্রি সাহেবের এই উদ্যমের যথেষ্ট প্রশংসা করি [illegible] ভাবের [illegible] ভবী ভুলিবে কি না [illegible] ভাবনা।

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় ভবানীপুর [illegible]

পুষ্করিণীর [illegible] টি যুবক বাবু মদ খাইয়া চড়কড ঙ্গার [illegible] মাৎলামী করায় ঐ স্থানের পাহারাওয়ালা বাবুদিগকে ঐরূপ করিতে নিষেধ এবং বাটী যাইতে অনুরোধ করে। বাবু দল ইহা অসহ্য এবং অবমানসূচক বোধ হওয়ায় পাহারাওয়ালাকে প্রহার করেন পরে পঞ্চত পাহারাওয়ালা অপর ২।১ জন সঙ্গীর সাহায্যে মাতাল বাবুদের দুই জনকে ধরিয়া থানায় লইয়া গিয়াছে।

কলিকাতা কালীদাস সিংহের গলীর মাখনলাল বাঁড়ুয্যে নামে এক ব্যক্তি তাহার সম্পর্কীয় ভ্রাতৃবধূ ক্ষীরোদমণী দেবীকে হত্যা করাতে গত মঙ্গলবার হাইকোর্টের বিচারে তার ফাঁশীর হুকুম হইয়াছে।

কলিকাতা ইডেন উদ্যানের মধ্যস্থলে একটী স্বতন্ত্র ছাতওয়ালা বাজাঘর প্রস্তুত হইবে। এবং দর্শক মণ্ডলীর বর্ষাকালে যাহাতে ভিজিয়া কষ্ট পাইতে না হয়, সেজন্য কতকগুলি স্বতন্ত্র আবরণ প্রস্তুত হইবে। ইহার নিকটে কয়েকটী জলের ফোয়ারা নির্ম্মিত হইবে। এবং একটী জলের কল ও উদ্যানে স্থাপিত হইবে। সুখ সমৃদ্ধির যতই বৃদ্ধি হয় ততই ভাল।

আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম যে, পিপুলপটী রোডের বেদেপাড়া অংশ সমস্তই বানের জলে ডুবিয়া গিয়াছে। ইহার উভয় পার্শ্বে অনেক গুলি গরিব প্রজার বসতি আছে। রাস্তাটীর উভয় প্রান্তের হিসাবে যদি এস্থানে অপেক্ষাকৃত ৭।৮ ইঞ্চ খোয়া উচ্চ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আর এ দুর্দশা ভোগ করিতে হয় না। যাহারা পদব্রজে গমন করে, তাহারা জুতা খুলিয়া হাতে তুলিয়া মিউনিসিপালিটীকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে যায়। ইস্কুলের ছেলেদের ও কষ্টের সীমা নাই। আমাদের ভয় হয়, পাছে কোন দিন কোন ছেলে রাস্তা ভুলিয়া নর্দ্দামার গভীর জলে না পড়ে।

আমরা রেলওয়ের দুর্ঘটনা হইতে সর্ব্বদা মৃত্যুর আশঙ্কা করি কিন্তু গ্রেট ব্রিটনে অশ্ব হইতে পতিত হইয়া [illegible] লোকের মৃত্যু হইয়াছে

রিনিউ বোর্ড কমিক [illegible] বৎসর এক সময়ে [illegible] রাজস্বের রিপোর্ট দেওয়াতে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বড় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। উক্ত বোর্ড ১৮৮০।৮১ অব্দের যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতে দেখা গেল যে ভূসম্পত্তি হইতে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায় হইয়াছে তাহা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম যে ভূসম্পত্তির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, দ্বিতীয় যে ভূসম্পত্তির সাময়িক বন্দোবস্ত, তৃতীয় গবর্ণমেণ্টের খাসমহল, চতুর্থ বাযৃতি বন্দোবস্ত। ১৮৭৮।৭৯ অব্দে প্রথম শ্রেণীর ভূসম্পত্তি সংখ্যা ১৩৮০৩১ ছিল, ১৮৭৯।৮০ তে ১৩৯০৪৯ হয়। ১৮৮০।৮১তে ১৪০০০৭ হইয়াছে। ঐরূপ দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর ও ঐ কয় বর্ষে ন্যূনাতিরেক হইয়াছে। সম্পত্তির ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভাগই ঐরূপ হইবার কারণ। ১৮৮০।৮১ অব্দে গবর্ণমেণ্টের বাকী খাজনা সমেত সমুদায়ে ৩৭৪১৪২৯৪ টাকা আদায় হইয়াছে।

আমরা ডায়মণ্ডহারবারের উন্নতির সংবাদ পাইয়া আহ্লাদিত হইলাম। এই বন্দরে জাহাজাদি নঙ্গর করিয়া রাখিবার এবং শীঘ্র একটী বাণিজ্যের স্থান করিবার জন্য ইঞ্জিনিয়ার প্রেরিত হইয়াছেন। ইহাঁরা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ শিল্প বিদ্যালয় হইতে কতকগুলি চীনের বাসনের নমুনা কলিকাতা প্রদর্শনী সভাতে প্রেরিত হইয়াছে। এই সকল দ্রব্যের মূল্য হাজার টাকা।

এক দল ফরাসী ব্রহ্মরাজের অধিকৃত স্থানগুলি ও মিকং নদীর চিত্র অঙ্কিত করিবার জন্য সম্প্রতি মান্দালাইতে আগমন করিয়াছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার নসিরাবাদের এক জন সংবাদদাতা বলেন রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপনের ভ্রমণ বিষয়ে এক্ষণে এই স্থির হইয়াছে। তিনি ১৯ এ নবেম্বর আজমীরে উপনীত হইবেন। তথা হইতে ২২ এ চিতোর দর্শন করিয়া ২৪ এ আগ্রায় প্রত্যাগমন করিবেন

ত্রিবাঙ্কুরের রাজা তাঁহার রাজ্যমধ্যে ভারতবর্ষীয় ফৌজদারী আইনের অনুযায়ী আইন করিয়াছেন। ১৫ ই অক্টোবর হইতে মহারাজের দেওয়ান এই নূতন আইন অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য ৭৫০ টাকা বেতন দিয়া একজন সহকারী পুলিষ কমিশনর নিযুক্ত করিবেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের সংগ্রহার্থ ২৪০০০ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। ঐ টাকা নিম্ন লিখিত নিয়মে [illegible] হইবে। বঙ্গদেশে ৩২০০, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যায় ৩২০০, মান্দ্রাজ ও মহীসুরে ৩২০০, পঞ্জাবে ১৬০০, বোম্বাই রাজপুতানা ও মধ্যপ্রদেশে ৮০০০, আসিয়াটীক সোসাইটীতে ৩০০০ টাকা; মুদ্রিত করিবার জন্য ১০০০ এবং রৌদ্রে পুঁথি ও পুস্তকাদি শুষ্ক করিবার জন্য ৮০০ টাকা দিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগের সেক্রেটরি শীঘ্রই উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যাইবেন। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগের উন্নত সাধন করা তাঁহার অভিপ্রেত। এদেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য ফেমিন কমিশন যে যে উপায় অবলম্বন করিতে বলেন তাহার অনুসারে কিরূপে কার্য্য করা যাইতে পারে তিনি তত্রত্য গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিবেন।

হাতুড়ের ঔষধে মধ্যে মধ্যে ভয়ানক শোচনীয় ঘটনা ঘটে। সম্প্রতি বাঁকিপুর থানার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর গ্রামের কৈলাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পত্নীকে শৃগালে আঁচড়ায়। তথাকার একজন হাতুড়ে তাহাকে এমন এক ভীষণ ঔষধ খাইতে দেয় যে তাহা সেবন করিয়া ভেদ বমন হইয়া বার ঘণ্টার মধ্যেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে।

এডওয়ার্ড ব্রাউন নামক যে ইংরাজ কাউনসেলর নামক জাহাজে একজন দেশীয় লোকের প্রাণ বিনাশ করে হাইকোর্টের সেসনের বিচারে তাহার এক বৎসর মেয়াদ হইয়াছে।

বার্লিনস্থ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সভা হইতে ওয়েবর সাহেব বহরমপুরের শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেনকে এই পত্র লিখিয়াছেন:—

"মহাশয়ের প্রেরিত চব্বিশ খানি অভিনন্দন পত্রিকা প্রাপ্ত হইলাম। ইহাতে আমাদিগের এই সভার প্রশংসাবাদ পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি, এবং তাহার জন্য আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। আপনি স্বয়ং এখানে আসিলে আমরা বড় সুখী হইতাম।"

রাজপুর মিউনিসিপালিটীর টেক্সের সরকারেরা করদাতাদিগের উপর ভীষণ ও অবৈধ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা করদাতাদিগের নিকট এখন আর টেক্স গ্রহণ করিতে বড় আইসে না। একেবারে ওয়ারেণ্ট লইয়া ৩।৪ জন পুলিষ প্রহরী ও ঢোল ঘাড়ে করিয়া করদাতাদিগের বাটীতে যেখানে যাহা পাইতেছে তাহা লইবার চেষ্টা করিতেছে। একে এখানকার লোক করভারে পীড়িত [illegible]হাতে আবার ওয়ারেণ্ট ও ঢোলের পরচা। ইহার নিবারণের কোন উপায় কি কমিশনরেরা করিতে পারেন না?

ডাক্তার টানার যিনি উপবাস দিয়া বাহাদুরি লইয়াছেন, সম্প্রতি তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি ক্রমাগত ৪০ দিন অনসনে কালযাপন করিয়া অতি শীর্ণ হইয়া পড়েন ও পীড়িত হন। সংবাদ পত্রে অবগত হওয়া গেল, ইনি গুপ্ত ভাবে জলে মাংসের রস মিসাইয়া খাইতেন, বোধ হয় এই ৪০ দিন ইহার বলে জীবিত ছিলেন।

স্ত্রীলোকে স্বাবলম্বন শিক্ষা করে বোধ হয় যেন মহারাণীর একপ ইচ্ছা নহে। বেঙ্গলি নামক সংবাদপত্র বলেন যে জাতি সাধারণ চিকিৎসা সভায় স্ত্রীজাতিকে চিকিৎসা শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হইবে কিনা এই প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়াতে সার উইলিয়ম জেনর বলেন যে এই সকল প্রস্তাব গৃহীত হইলে মহারাণী এই সভায় সাহায্য করিবেন না বলিয়াছেন।

যে ব্যক্তি চিৎপুরের কালী বেশ্যাকে হত্যা করিয়াছিল ইন্‌স্পেক্টর অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। তাহার নাম হীরালাল মিশ্র, মথুরায় তাহার বাড়ী। ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে বেশ্যার সমুদায় গহনা পাওয়া গিয়াছে।

২৩ এ আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে মাড়োয়ারে আত্যন্তিক বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। যোধপুরে শতাধিক গৃহ ভূতলশায়ী হইয়াছে, এবং অন্য অন্য অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

একখানি ফরাসী সমাচার পত্র বলেন, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী এক ব্যক্তির হঠাৎ সমুদায় সম্পত্তি বিনষ্ট হয়, কেবল এক লক্ষমাত্র ফ্রাঙ্ক (ফরাসী মুদ্রা) অবশিষ্ট ছিল। ঐ ব্যক্তি ঐ ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শোকে প্রাণত্যাগ করে। তাহার এক ভ্রাতা ছিল, সেই ঐ একলক্ষ মুদ্রার অধিকারী। সে চিরকাল দারিদ্র্য কষ্ট ভোগ করিয়াছিল। ঐ টাকার কথা শুনিয়া তাহার এরূপ আনন্দ হয় যে সেই আহ্লাদে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

ভাগলপুরের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, আবার কয়েক দিবস হইতে আকাশের উত্তর পশ্চিম দিকে ধূমকেতু উঠিতেছে। ধূমকেতু কি একটা কাণ্ড না করিয়া ছাড়িবে না?

আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম ১৮৮১ অব্দের ৭ই সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেট খানি বড় প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিপূরিত হইয়াছে। বৰ্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদনীপুর, হুগলী, ২৪ পরগণা নদীয়া প্রভৃতির অধিবাসিরা সাধারণের উপকারার্থ ১৮৮০ অব্দে যে সমস্ত রাস্তা, ঘাট, সেতু, বাঁধ প্রভৃতি করিয়াছেন, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর গেজেটে তাহার উল্লেখ করিয়া কর্ম্মকর্ত্তাদিগের ভূরি প্রশংসা পূর্ব্বক ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। আমরাও ভূরিদাতাদিগের নাম ও দানের উল্লেখ করিয়া সাধারণের উৎসাহ বর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হইলাম। সাধারণের যে কার্য্যে যত ব্যয় হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ও কার্য্যের সংখ্যা নিম্নে লিখিত হইল।

কার্য্যের নাম	সংখ্যা	ব্যয়
সরাই	৩	৪৮০০
রাস্তা	১০	১০৭৫০
সেতু	১৮	৩৯৫২৫।৶১৫
বাঁধ	৩	১২৪৬/০১৫
পুষ্করিণী	১৪৮	১৬৫৮৪৮৶১০
কূপ	৫১	১৮৪০৯৶১৫
পাকা ঘাট	৪	৩৪৮০
ছই শত টাকার ন্যূনে যে সকল কাজ হইয়াছে		২৮৫৩৬।৶০

দাতাবিশেষের নাম।

কলিকাতার বাবু যদুনাথ মল্লিক যাত্রিদিগের সুবিধার নিমিত্ত মাহেশের জগন্নাথের মন্দিরের সম্মুখে ২৫০০ টাকা ব্যয় করিয়া একটী আচ্ছাদন করিয়া দিয়াছেন, এবং দ্বারভাঙ্গার বাবু গিরিধারী সিং ও দুর্গাদত্ত সিং মধুবনীতে ২০০০ টাকা ব্যয় করিয়া একটী সরাই করিয়া দিয়াছেন। হুগলীর বাবু অন্নদাপ্রসাদ কুণ্ডু ৬৫০০ টাকা ব্যয় করিয়া মহীয়াড়ী হইতে শিবপুর পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা করিয়াছেন। জেলা রঙ্গপুরের বাবু নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরী ঐ জেলার অলয়করী নদীর উপরে এক লৌহময় সেতু করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার ৩০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। কুচবিহারের অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজের পক্ষ হইতে একটী রাস্তা ও ১৫ টী সেতুর নির্ম্মাণে ৮৫৭৫ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। সারণের বাবু গোবর্দ্ধন দাস পুষ্করিণীতে ৬০০০০ টাকা ব্যয় করিয়াছেন, এবং নদীয়ার বাবু শ্রীবাস দত্ত ৯০০০, ময়মনসিংহের বাবু হরদয়াল ঘোষ ৫৫০০, নলহাটীর বাবু রামসুন্দর পাল এবং নদীয়ার বাবু চণ্ডীচরণ দত্ত প্রত্যেকে তিন হাজার করিয়া পুষ্করিণীতে ব্যয় করিয়াছেন। জেলা রঙ্গপুরের বাবু তিনকড়ি বাগচি ৪০০০ টাকা ব্যয় করিয়া একটী পাকা কূপ করিয়াছেন। লালবাঘের বাবু শিবনাথ হালদার ১০০৫ টাকায় একটী পাকা স্নানের ঘাট করিয়া দিয়াছেন।

৭ ই সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেটে দাতব্য চিকিৎসালয়ের নিয়মাবলী প্রকাশ হইয়াছে। আমরা বিস্তার ভয়ে সেগুলির উল্লেখ করিতে পারিলাম না।

পারিসের জ্যোতির্ব্বিদগণ ২০ হাজার নক্ষত্রের গতি দূরত্ব, আকার, অবস্থা, প্রভৃতি বিষয় পরিদর্শন করিয়া তাহার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

আমাদিগের দেশে গুটী পোকাকে তুঁতের পাতা ও কুলপাতা খাওয়াইয়া থাকে; কিন্তু চীনদেশে কর্পূর বৃক্ষের পাতা খাওয়াইয়া গুটীপোকা পোষণ করিয়া থাকে। ইহাতে রেশম অপেক্ষাকৃত শক্ত হয়।

২৭ এ আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহের রিপোর্টে প্রকাশ হইয়াছে, কলিকাতায় ১৯৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে। জ্বরে ৬৫, ওলাউঠায় ১৬, ধনুষ্টঙ্কারে ২১ জন মরিয়াছে। অবশিষ্টের অন্যান্য রোগে মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতায় এক ব্যক্তি ব্যাঘ্রের সহিত ক্রীড়া দেখাইয়া লোককে মোহিত করিয়া গিয়াছেন, আবার উইলসন নামক একজন সিংহের সহিত ক্রীড়া দেখাইবেন।

সংবাদ পত্রের ডাক মাস্থল যেরূপ নির্দ্ধারিত আছে, এক্ষণে তাহার অপেক্ষা কম করিবার জন্য পোষ্ট আফিস বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষেরা চেষ্টা করিতেছেন। অবগত হওয়া গেল, তিন তোলা ওজনের দেশীয় সংবাদ পত্র গুলি এক পয়সা মাস্থলে যাহাতে যায়, কর্ত্তৃপক্ষেরা তাহার চেষ্টায় আছেন।

অল্‌ওয়ারের মহারাজ পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে ২৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। যাঁহারা বর্ষে বর্ষে সংস্কৃত ও ইংরাজি পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবেন, তাঁহারা এক একটী স্বর্ণ পদক পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন।

মহীসুরের মহারাজ প্রজার অনুরাগভাজন হইবার একটী উত্তম উপায়ের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। পূজার পর একটী সভা হইবে, তাহাতে দেশের জমীদার ও সওদাগর প্রভৃতি আহূত হইবেন। তাহাদিগকে লইয়া শাসন-প্রণালীর বিষয় বিবেচনা করা হইবে।

আমেরিকার একজন চিকিৎসক বলেন, লেবুর আরক বসন্ত রোগের মহৌষধ। নিজের বিষয়ে ইহার পরীক্ষা করিয়াছেন।

১ লা সেপ্টেম্বর সিমলার কাল্‌কা নামক স্থানে সাত মাইল ব্যাপিয়া পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

ইজিপ্টের খেদিব ক্রীতদাস প্রথা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা পাইতেছেন।

করাচীতে ধূমকেতু উদিত হইতে দেখা যাইতেছে।

বঙ্গদেশে আমন ধান্যের অবস্থা উত্তম, কিন্তু শেষ রক্ষাই রক্ষা।

অমৃতসরে বন্যা নিবন্ধন কয়েদীদিগকে স্থানান্তরিত করা হইতেছে। বৃষ্টির আধিক্য প্রযুক্ত অনেক গুলি অট্টালিকা ভূতলশায়ী হইয়াছে।

পারস্যের সাহ পুরাতন শাসনপ্রণালী ও মন্ত্রিত্ব পদ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন প্রকারের শাসনপ্রণালী অবলম্বন করিতেছেন।

যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের পুত্র সিডনি নামক স্থানে ৬০ হাজার দর্শকের সম্মুখে মহারাণী কুইন ভিক্টোরিয়ার একটী প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

আমাদিগের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া মেদনীপুরের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। ইনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় দার্জ্জিলিং যাইবেন এবং নবেম্বর মাসে বেহার, ডুমরাওন, বেতীয়া, হাথওয়া হইয়া বৰ্দ্ধমানের নূতন মহারাজকে খেলাত ও উপাধি দান করিয়া কলিকাতায় আসিবেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কোথায় সিমলা নাম পরিত্যাগ করিবেন, না, সিমলাকে জাঁকাইয়া তুলি-

হয়েছেন। গবর্ণমেণ্টের সৌধ শোভা-বর্দ্ধনার্থ ও কর্ম্মচারিদিগের বাসগৃহ-নির্ম্মাণার্থ নিকটস্থ বাটী গুলি সকল ক্রয় করা হইতেছে। "ধোবীর ফাটে না ঘটে।" রাজপুরুষেরা বিলাসিতাসুখ ভোগ না করিবেন কেন?

সম্প্রতি কলিকাতা বরাহনগরের নূতন বাজারে অগ্নি লাগিয়া কয়েকখানি গৃহ ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।

সমস্ত ভারতবর্ষের লোক সংখ্যার হিসাব ... দিনের পর শেষ হইল। সমগ্র ভারত-বর্ষের লোক সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ২৫২০০০০০০। বঙ্গদেশে ৬৮৮০০০০০, আসামে ৪৮০০০০০, মান্দ্রাজে ৩০৮০০০০০ বোম্বাইয়ে ১৬৯০০০০০, দেশীয় রাজগণের অধিকৃত প্রদেশে ৬৯০০০০০, সিন্ধুপ্রদেশে ২৪-০০০০০, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৩২৬০০০০০, দেশীয়দিগের অধিকৃত প্রদেশে ৭০০০০০, অযোধ্যায় ১১৪০০০০০, বিটিশ অধিকৃত পঞ্জাবে ১৮৭০০০০০, দেশীয়দিগের অধিকৃত পঞ্জাবে ৩৮০০০০০, মধ্যপ্রদেশে ১১৫০০০০০, বেরারে ২৬০০০০০, ব্রিটিশ ব্রহ্মে ৩৭০০০০০, মহীসুরে ৪১০০০০০, রাজপুতানায় ১১০০০০০০, মধ্য ভারতবর্ষে ৯২০০০০০, হায়দ্রাবাদে ৯১০০০০০। সমুদায়ে পুরুষের সংখ্যা ১২৯০০০০০০, স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১১৮০০০০০০। পূর্ব্বের গণনার সহিত এক্ষণকার গণনায় শত করার হিসাবে বঙ্গদেশে ১০ জন, আসামে ১৯, সিন্ধুপ্রদেশে ১০, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৬, অযোধ্যায় ১, পঞ্জাবে ৭, মধ্যপ্রদেশে ২৫, বেরারে ২০, ব্রহ্মদেশে ৩৫ বৃদ্ধি হইয়াছে, মান্দ্রাজে শত করা ২ ৪ বোম্বাইয়ে ৩, মহীসুরে ১৭ জন করিয়া লোকের হ্রাস হইয়াছে।

আমরা ১৮৮১ অব্দের ৭ ই সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেটে নিম্ন শ্রেণীর সিবিলিয়ানদিগের শিক্ষার প্রস্তাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। এখন অনেক বিচার পতির বিচার কার্য্য অশিক্ষিত নাপিতের ক্ষৌর কার্য্যের ন্যায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব এ বিষয়টী বিশেষরূপে বিদিত হইয়াছেন। তন্নিমিত্ত তিনি নিম্ন শ্রেণীর সিবিলিয়ান-দিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য যত্নবান হইয়াছেন। এবিষয়ে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি-দিগের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মতামত হওয়াতে তিনি স্বয়ং তিনটী প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা তাঁহার একটী প্রস্তাবের উল্লেখ করিতেছি। তাহা পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন নিম্ন শ্রেণীর সিবিলিয়ানদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য ইডেন সাহেবের কেমন যত্ন জন্মিয়াছে। তিনি বলেন পাঁচ বৎসর কার্য্যের পর চিহ্নিত সিবিল সারভাণ্টদিগের হস্তে মুন্সেফের ক্ষমতা দেওয়া হইবে। তাঁহাদিগের হস্তে যে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা আছে, তাহার সঙ্গে ঐ ক্ষমতা চালন করিবেন ইত্যাদি। তাঁহার প্রস্তাবগুলি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত না হইলে আর গৃহীত হইবে না। কিন্তু তাঁহার কৃত যে প্রস্তাব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হউক, চিহ্নিত সিবিলিয়ান-দিগকে প্রথমাবধি এক একটী কার্য্যের ভার দিয়া সুশিক্ষিত না করিয়া হঠাৎ তাঁহাদিগের হস্তে গুরুতর কার্য্যের ভার দেওয়া বিধেয় নহে।

সাধারণকে সতর্ক করিবার নিমিত্ত যশোহর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "এখানে ২ই জন বাণিজ্যবঞ্চক ধরা পড়িয়াছে; উহাদের মধ্যে এক জনের নাম চৈতন্যকৃষ্ণ পাল অপর জনের নাম গোপীমোহন বসাক, উভয়েই ঢাকা নগরের কোন এক জন মহাজনের কার্য্যকারক। ঢাকানগরে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী লোক আছে, তাহারা স্বর্ণকার চাকর রাখিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের আভরণ ও রৌপ্য বাসন ও তৈজস প্রভৃতি বিবিধ কৃত্রিম দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দেশ বিদেশে বিক্রয় পূর্ব্বক প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে। প্রায় ৫। ৬ বৎসর হইল যশোহরে উহাদের গতিবিধি আরম্ভ হইয়াছে। উহারা প্রতি-বৎসর লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া বিস্তর অর্থ লইয়া যায়। এ বৎসর আবার পূর্ব্বলোভের বশবর্ত্তী হওয়া পূর্ব্বোক্ত ২ই ব্যক্তি বহুবিধ সোণা ও রূপার দ্রব্যাদি লইয়া এখানে উপস্থিত হয়; কিন্তু এ বার উহাদের যাত্রাকালে চন্দ্রতারা বিশুদ্ধ ছিল না; উহারা আসিয়া লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল মাত্র, ইতি মধ্যে এখানকার মিউনিসিপালিটীর হেডক্লার্ক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন রায় মহোদয়ের সহিত উহাদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি ছোট রকমের একটী রৌপ্যবাটী মনোনীত করিয়া উহাদের নিকট দর জিজ্ঞাসা করাতে উহারা ফিঃ ভরি ১ টাকার হিসাবে দর স্থির করিয়া বাটিটী কালী বাবুর নিকট বিক্রয় করে, কিন্তু মূল্য নগদ দেওয়া হয় না। বাটিটী লইয়া যাওয়ার পরে কালী বাবুর মনে উহার প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হয়। পরন্তু ঐ বাটীর তলা বসিয়া তাম্র বলিয়া বোধ হওয়াতে তিনি বিক্রেতাদিগের নামে দণ্ডবিধি আইনের ৪১৭ ধারামত অভিযোগ করেন। তৎপরে ক্ষীরদা নাম্নী এক বেশ্যা উহাদের নামে আর একটী অভিযোগ উপস্থিত করে যে, ২। ৩ বৎসর পূর্ব্বে তাহার নিকট ১৪ টাকা মূল্য লইয়া উহারা একখানি চাঁকার খল্‌পা বিক্রয় করিয়াছিল, উহা আদৌ রূপার নহে দস্তার। উভয় মোকদ্দমা বিচার জন্য সুবিজ্ঞ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মিডল্‌টন্‌ সাহেবের সমীপে অর্পিত হয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্ষীরদার মকদ্দমাটী প্রমাণাভাবে ডিসমিস হইয়াছে; অর্থাৎ বাদিনীর নিকট উহারা যে খল্‌পা বিক্রয় করে, তাহা সে প্রমাণ করিতে পারে নাই, সুতরাং আদালত কি করিবেন? কিন্তু কালী বাবুর মকদ্দমা সেরূপ নহে, এই মকদ্দমায় দ্রব্যের মূল্য অবধারণ পূর্ব্বক বিক্রয়ের প্রমাণ বিলক্ষণ হইয়াছে; বিশেষতঃ বিরোধীয় বাটি হইতে ১।০ ভরি ওজনের এক খণ্ড কাটিয়া লইয়া উপযুক্ত পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করা হইয়াছে; তাহাতে ১।০ ভরির মধ্যে ১ ভরি খাইদ বাদ যাইয়া।০ সিকি ভরি মাত্র রৌপ্য পাওয়া গিয়াছে। এই ব্যাপার নেত্রগোচর করিয়া এখানকার সমস্ত লোক অবাক হইয়াছেন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট আসামীদ্বয়ের নামে ৪১৭ ধারার ৫১১ ধারামত চার্য্য করিয়াছেন, আসামীরা সাফাই সাক্ষী মানিয়াছে। আপাততঃ মোকদ্দমা স্থগিত আছে। কিন্তু ঢাকার স্বর্ণকারদিগের কৌশল দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। উহারা প্রত্যেক ভরিতে ৷৹ ও ৷৵০ আনা পর্য্যন্ত তাম্র ও দস্তা চালাইতে পারে।"

আমাদের সারণস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, "পূর্ব্ব পত্রে যে বৃষ্টি হইতেছিল লিখিয়াছিলাম, ঐ বৃষ্টি এত অধিক পরিমাণে হইয়াছে যে নদী নালা সমস্ত পরিপূর্ণ হইয়া রাস্তা ঘাট কয়েক দিবস জলমগ্ন রহিয়াছে। অনেকের ভুট্টার ক্ষেত্রে ২। ৩ হস্ত বা ততোধিক জল দাড়াইয়াছে। ইহাতে এই সমস্ত ক্ষেত্রের শস্য লাভ বিষয়ে কৃষকেরা হতাশ হইয়াছে। যে সমস্ত নিম্ন ভূমিতে অত্যল্প দিবস ধান্য রোপণ করা হইয়াছিল, তাহাও প্রায় ৫। ৬ হস্ত জলের মধ্যে ডুবিয়া আছে। এ দিকে গঙ্গা আর গণ্ডকীর জল বৃদ্ধি হইয়া চরস্থ জমীর শস্যগুলি আপন আপন স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া গেল।

এ জেলায় গঙ্গা ও গণ্ডকী প্রভৃতি কয়েকটী বড় বড় নদী আছে। ইহারা বর্ষাকালে অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। আবার ইহাদের তীরবাসী এক একটী ঘাটওয়ালাও এ সময়ে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এ সময়ে নদীগুলি প্রশস্ত হওয়াতে ঘাটের খেয়া দিতে অনেক বিলম্ব হয় বলিয়া নাবিকেরা ইজারদারের অনুমতি ক্রমে এক পালে এত অধিক লোক লয় যে প্রতিক্ষণে মনে হয়, এই বার নৌকা ডুবি হইল। ইহাদিগের আরোহী লইবার কিছু নিয়ম আছে কি না? যদি থাকে, এই নিয়মানুসারে কেহ কার্য্য করে কি না? এই সমস্ত বিষয় কোন কর্ম্মচারী দেখেন কি না আমরা বলিতে পারি না। অতএব প্রার্থনা যে, যেন জেলার বড় সাহেবেরা খেয়া ঘাটের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখেন।"

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন। বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২১ এ আগষ্ট। ১৮৮১। চট্টগ্রামের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে. কেনেডি সব ডেপুটী কালেক্টারের আপীল শুনিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৮ ই জুলাই এইচ, পি, পিটারসনকে যে ঐ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল, এতদ্দ্বারা তাহা রহিত হইল।

ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারির অনুমতিতে জে. ওকেনলি আরও এক মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারির অনুমতিতে এইচ, গিলন আরও আঠার দিনের ছুটি পাইয়াছেন।

১ লা সেপ্টেম্বর বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সেক্রেটারি এ, মেকেঞ্জি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টে গেলেন।

২ রা সেপ্টেম্বর মুরশিদাবাদের ষ্টেটের ম্যানেজারি কার্য্যে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় দুই মাস ছুটী পাইয়াছেন।

৫ ই সেপ্টেম্বর। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু অভয়চন্দ্র দাস (যিনি ছুটী লইয়াছেন তিনি) এক্ষণে ২৪ পরগণার সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।

নোয়াখালির প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বর্দ্ধমানে বদলী হইলেন এবং ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।

রাজসাহীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু আশুতোষ গুপ্ত কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কিছু দিনের জন্য নিয়োজিত ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যশোহরে বদলী হইলেন এবং ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।

কিছু দিনের জন্য নিয়োজিত গয়ার অন্তর্গত নোয়াদার সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু প্যারিমোহন বসু একমাস ছুটী পাইয়াছেন।

৭ ই সেপ্টেম্বর। দ্বারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত মধুবনী বিভাগের ভার প্রাপ্ত প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, জে, এস, ফেল্ডার এক মাস একুশ দিনের ছুটী লওয়াতে দ্বারভাঙ্গার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু দীননাথ আঢ্য ঐ কার্য্য করিবেন।

জলপাইগুড়ির অন্তর্গত বক্সার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার এ, ডবলিউ কসারাট ৩১ দিনের ছুটি পাইয়াছেন।

জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অমূল্যচরণ মল্লিক ঐ কার্য্য করিবেন।

চট্টগ্রামের অন্তর্গত কক্স বাজারের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, এইচ, সুইরডেন তিন মাসের ছুটি লওয়াতে চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আর, আর, পোপ সাহেব তাহার কার্য্য করিবেন।

গয়ার অন্তর্গত নোয়াদার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, জি, এস, শারকোর ৩০ দিনের ছুটি লওয়াতে গয়ার অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মোলবী রামিজ উদ্দিন তাহার কার্য্য ভার পাইয়াছেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৮৮১। ৫ ই সেপ্টেম্বর। চম্পারণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গঙ্গানাথ রায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অভয়চন্দ্র দাস প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৩ ই সেপ্টেম্বর। জলপাইগুড়ির অন্তর্গত বক্সার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অমূল্যচরণ মল্লিক দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বৰ্দ্ধমানের সুবর্ডিনেট জজ বাবু ভূপতি রায় ২১ দিনের ছুটি পাইয়াছেন।

বৰ্দ্ধমানের মুন্সেফ বাবু প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায় বাবু ভূপতি রায়ের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত বৰ্দ্ধমানের সুবর্ডিনেট জজের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসতের প্রতিনিধি দ্বিতীয় মুন্সেফ এ, সি, মিত্র ১৫ দিনের ছুটি পাইয়াছেন।

সংবাদদাতার পত্র।

জামালপুর।

মধ্যে যুবক সভার একটী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভার উদ্দেশ্য ভারতবন্ধু নাইট সাহেবের সাহায্যার্থ সভ্যগণ সাধারণের নিকট হইতে যে চাঁদা আদায় করিয়াছিলেন, ঐ চাঁদা টাকার সংখ্যা অল্প হওয়াতে সময়ে নাইট সাহেবকে টাকা পাঠান হয় নাই, এক্ষণে টাকাগুলি সভার অপর ব্যয় নিমিত্ত লওয়া হইবে অথবা যাহাঁরা চাঁদা দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ফেরত দেওয়া হইবে, এই বিষয়ের মীমাংসা করা। সভায় স্থির হইয়াছে ঐ টাকা ফেরত না দিয়া সভার অপর কার্য্যে ব্যয় করা হইবে। কারণ, যাহাঁরা চাঁদা দিয়াছিলেন, তাঁহারা আর পুনর্গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না।

সম্প্রতি বালি উত্তরপাড়া হইতে চারিটী বালক এখানে পলাইয়া আসিয়াছে। উহারা বৰ্দ্ধমানে আসিলে আর একটী পলাতক বালক সঙ্গী হয়। পরে পাঁচ জনে জামালপুরে আসিয়া হোটেলেতে বাসা লইয়াছিল। ইতাবসরে উত্তরপাড়ার বালক দুটী বৰ্দ্ধমানের বালকের চল্লিশ টাকা অপহরণ করাতে, সে পুলিষে গিয়া সংবাদ দেয় এবং বালীর দুটী বালককে সাক্ষী মানে। এদিকে বালির বালকদ্বয়ের মধ্যে এক জনের দাদা আসিয়া পুলিষে এজাহার দেন যে তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার একটী ফুলট বাঁশী এবং অপর দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। মুঙ্গেরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই বিষয়ের বিচার হয়। দাদা প্রথমে ভ্রাতার চুরী অস্বীকার করিয়া কহেন, যখন উভয়ে এক অন্নে থাকি, তখন চুরী করিয়াছে বলিতে পারি না। কিন্তু তিনি পুলিষে কি এজাহার দিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিলে চুরী করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে কহেন। হাকিম তৎশ্রবণে কহেন "ইহাদের কি কিছু সাজা দিতে ইচ্ছা কর?" তাহাতে সম্মত হইলে পাঁচ বেত্রাঘাতের হুকুম হয়। ঐ ব্যক্তি অপর বালককেও এই বলিয়া পাঁচ বেত্রাঘাত খাওয়াইয়াছেন যে তাহার পলান রোগ থাকাতে আর এক বার পলাইয়াছিল এবং সেই তাঁহার ভ্রাতাকে পরামর্শ দিয়া আনিয়াছে।

গত বৎসর এই সময় মুঙ্গেরে খেয়ার নৌকা ডোবায় এবার একখানি ষ্টীমারে পারাপার করা হইতেছে। কণ্ট্রাক্টরেরা বার্ষিক দশ হাজার টাকা করে পাঁচ বৎসরের জন্য ঘাট জমা লইয়াছেন। ভাড়া প্রতি ক্ষেপ দুই আনা।

ভাগলপুর।

আমরা সোমপ্রকাশে পুচ্ছহীন চতুষ্পদ গোরুর কথা লিখিয়া বড়ই শঙ্কিত হইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম যদি কৌতূহলাক্রান্ত কোন পাঠক কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য "ছাঁদন দড়ি" লইয়া এক বারে এখানে আসিয়া গোরু বান্ধিয়া রেলযোগে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রেরণ করেন, তবে গোরুর উপায় কি হইবে? কিন্তু ঈশ্বরকে, পাঠকবর্গকে এবং হুগলীর সংবাদদাতা মহাশয়কে ধন্যবাদ, যে কেহই এখানে আসেন নাই। তবে যে এখন সংবাদদাতা মহাশয় লিখিয়াছেন, বাঙ্গালায়ও ওরূপ গোরুর অভাব নাই, সে আমাদিগের পক্ষে সৌভাগ্যেরই কথা বলিতে হইবে। কেন না বাঙ্গালায় যদি ঐরূপ গোরু না থাকিত, তবে একজন হতভাগ্য সম্পাদকের ন্যায় আমাদিগকেও পথে পথে বেড়াইয়া গোরু দেখাইতে হইত। তিনি গোরু দেখাইয়া বেড়ান নাই, তিনি কোন সহরের মিউনিসিপাল রাস্তার শোচনীয় অবস্থার কথা তাঁহার পত্রে প্রকাশ করিয়া চোরদায়ে ধরা পড়িয়াছিলেন। সহর কোতয়াল ধমক দিয়া তাঁহাকে বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া রাস্তা দেখাইয়া লন! চমৎকার বিচার! তাই বলি ঈশ্বর হুগলীর সংবাদদাতাকে দিয়া আমাদের মানরক্ষা করিয়াছেন। গোরু দেখাইবার হাত হইতে আপাততঃ নিষ্কৃতি পাইয়াছি।

সম্প্রতি বংশজ কুলকুলাঙ্গার (!) মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন আমাদের কোন সচ্চরিত্র, কৃতবিদ্য এবং অধিকবয়স্ক বন্ধু এখান হইতে বিবাহ করিতে তাঁহার জন্মভূমি বর্দ্ধমান জেলায়—গ্রামে স্বীয় বাটীতে গমন করিয়াছিলেন। বাটীতে গিয়া শুনিলেন বিবাহের কথাবার্ত্তা সমুদায় এমন কি দিন

পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গিয়াছে; কিন্তু অর্থাভাব! অর্থাভাব বলিয়া দরিদ্র বংশজ সন্তানের বিবাহ হইল না; তিনি মনের অনুরাগে কাহাকেও না বলিয়া বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন করিয়া সংসারত্যাগী হইয়াছেন! কি দুঃখের বিষয়, সমাজের কি সূক্ষ্ম বিচার! এক জন সচ্চরিত্র ব্যক্তি অর্থ দিতে পারিল না বলিয়া তাহার একটীও বিবাহ হইল না, আর এক জন অসচ্চরিত্র ব্যক্তি ৫। ৭ টী বিবাহ করিয়া স্ত্রীধন পর্য্যন্ত লইয়াও সুখে কাল যাপন করিয়া থাকেন। যাহা হউক, দরিদ্র অবস্থায় বন্ধুর বিবাহ প্রস্তাব করা আদৌ যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই। দরিদ্র অবস্থায় বিবাহ করিয়া আমরা যে দিন দিন আরও দরিদ্র হইয়া উদরান্নের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছি, বোধ করি এ কথা তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি ত সংসারত্যাগী হইয়াছেন, এক্ষণে যে সকল অবিবাহিত দরিদ্র যুবক আছেন, তাঁহাদিগকে আমরা অনুরোধ করি যেন বিবাহের অগ্রে স্বীয় স্বীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া দেখেন। বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এক বার মনের সাধে পাল্কী চড়িয়া লইব, এ দুরাশা যেন করেন না। যাঁহারা এই দুরাশায় মোহিত হইয়া পাল্কী আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা পাল্কীর মহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়াছেন! পাল্কী বড় সহজ দ্রব্য নহে। ঐ যে উহার উপর বক্র বংশ খণ্ড দেখা যায়, ঐ বক্র বংশ কালে যখন সরল হয় তখন চক্ষু স্থির! উহা রক্ষা করিতে জীবনান্ত হয়। অতএব বিশেষ বিবেচনা করিয়া বংশে আরোহণ করা কর্ত্তব্য, এ কথা যেন সকলের স্মরণ থাকে।

২২। ২৩ বৎসরবয়স্ক এক জন মুসলমান যুবা প্রথম বার একটী কাঁটাল, দ্বিতীয় বার ১ খানি থাল এবং তৃতীয় এই বার এক খানি কাপড় অপহরণ করায় পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বিচারালয়ে প্রেরিত হয়। এখানকার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট দ্বারভাঙ্গার রাজকুমারের নিকট তাহার বিচার হয়। বিচারে দোষী সপ্রমাণ হওয়ায় অদ্য কয়েক দিবস হইল তাহার ১৫ বেত ও ৩০ টাকা অর্থ দণ্ড ও দুই বৎসর কারাবাস হইয়া গিয়াছে। অর্থ দণ্ড দিতে না পারিলে তাহাকে আরও ৬ মাস কারাগারে থাকিতে হইবে। চুরী করার যে কি ফল, তাহা মুসলমান যুবক এইবার বিলক্ষণ শিক্ষা করিয়াছে।

গত পরশ্ব: (২১ এ ভাদ্র) কাগাল গ্রামের নিকট গঙ্গাগর্ভে আমাদের এক জন মহাজনের দ্রব্য পূর্ণ এক খানি নৌকা জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। আন্দাজ ২০০০ টাকার দ্রব্য তাহাতে বোঝাই ছিল। বৎসর বৎসর গঙ্গাগর্ভে যে কত মহাজনের আশা-স্বপ্ন জলাঞ্জলি পাইয়া থাকে, তাহার সংখ্যা নাই। "বিমা" প্রথা প্রচলিত থাকিলে অনেক মহাজনের বিশেষ সুবিধা হয়।

মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ বৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু অধিবাসিগণের স্বাস্থ্য মন্দ নহে। বাজার দর পূর্ব্ববৎ সমভাবেই আছে।

শান্তিপুর।

সম্প্রতি এখানকার পুলিষ স্থানীয় কবিরাজ ও ডাক্তারদের তালিকা প্রস্তুতকরণার্থ মহাব্যস্ত হইয়াছেন। ঐ তালিকা খানি প্রস্তুত হইলে তৎপাঠে সহজেই চিকিৎসক ও ডাক্তারদের বিদ্যাব্রাহ্মণের পরিচয় পাওয়া যাইবে। এক্ষণে এখানে যে সকল ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছেন, তৎসমস্তের মধ্যে তিন জন এম, বি, দুই জন এল, এম, এস, তিন জন নেটিব ডাক্তার, পাঁচ জন কবিরাজ, এক জন হোমিওপ্যাথিক ও অবশিষ্ট দশ বার জন হাতুড়ে ডাক্তার এবং হাতুড়ে কবিরাজ আছেন। হাতুড়ে ডাক্তার ও কবিরাজেরা মূর্ত্তিমান যমদূত, এজন্য তাঁহাদের চিকিৎসা ও ঔষধের গুণে রোগীকে প্রায়ই অকালে কাল কবলিত হইতে হয়, তবে যে রোগীর অখণ্ড পরমায়ু, তাহার স্বতন্ত্র কথা। আমরা হাতুড়ে ডাক্তার ও চিকিৎসক সম্বন্ধে অনেক আন্দোলন করিয়াছি, কিন্তু কাঙ্গালের কথা বাসী না হইলে মিষ্ট লাগে না বলিয়া স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তদ্বিষয়ে এত দিন মনোযোগী হন নাই। এক্ষণে রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু সাধারণের হিত কামনায় ডাক্তার ও চিকিৎসকদিগের তালিকা প্রস্তুত করণার্থ পুলিষকে নিযুক্ত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু যত দিন হাতুড়ে ডাক্তার ও চিকিৎসকদিগকে সমুচিত শাস্তি দেওয়া না হইবে, তত দিন কখনই প্রত্যাশানুরূপ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই।

আমাদের এখানকার ডাক্তার বাবুরা "পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া" পাল্কী চড়িয়া থাকেন। এটী বড় কুৎসিত ও ঘৃণিত প্রথা। কিন্তু কলিকাতার ডাক্তার বাবুদের নিজের গাড়ী, ঘোড়া ও পাল্কী আছে। তাঁহারা রোগীর নিকট দর্শনী (ভিজিট) ভিন্ন গাড়ী কিম্বা পাল্কী ভাড়া গ্রহণ করেন না। এ উত্তম নিয়ম। কিন্তু এখানকার ডাক্তার বাবুদিগকে ডাকিতে অগ্রে দর্শনী দুই টাকা ও পাল্কীভাড়া ছয় আনা যোগাড় করিয়া রাখিতে হয়। কলিকাতায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঔষধালয় আছে, কিন্তু এখানে ডাক্তার বাবুরাই রোগীর অনন্যগতি, সুতরাং দ্বিগুণ ত্রিগুণ মূল্যে ডাক্তার বাবুদের ঔষধালয় হইতে ঔষধ ক্রয় করিতে হয়। কলিকাতার ডাক্তার বাবুদের কৃত ব্যবস্থাপত্র আবশ্যক হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে সে প্রথা নাই। ডাক্তার বাবুদের ব্যবস্থাপত্র তাঁহাদের ডিস্পেন্সরীতেই রক্ষিত হইয়া থাকে, সুতরাং আবশ্যক হইলে তাহা সহজে পাইবার উপায় নাই। কলিকাতায় পয়সা খরচ করিলে টাট্‌কা ঔষধ পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে ত্রিগুণ মূল্য দিয়াও পচা ঔষধ লইতে হয়। কলিকাতায় দ্বিগুণ দর্শনী দিলে রজনীতে ডাক্তার পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে রজনীতে দ্বিগুণ দর্শনী দিলেও ডাক্তার পাওয়া সুকঠিন। যত দিন ঐ সমস্ত কুপ্রথা উঠিয়া না যাইবে, তত দিন রোগীর শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা নাই।

নদীয়া জেলার সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার বেন্সলী সাহেব জ্বর ও প্লীহার একটী চমৎকার ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ ঔষধ সেবন করিয়া বিস্তর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এ বৎসর এ জেলায় জ্বরের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এ জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের চিকিৎসার্থ বার জন অতিরিক্ত নেটিব ডাক্তার পাঠাইয়া দিয়াছেন। মধ্যে এক জন নেটিব ডাক্তার এখানেও পদার্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিকট দুই ড্রাম কুইনাইন ছিল, এজন্য দীন রোগীর আশানুরূপ উপকার দর্শে নাই। গবর্ণমেণ্ট যদি নেটিব ডাক্তারের পরিবর্ত্তে দাতব্য চিকিৎসালয়ে ডাক্তার বেন্সলী সাহেবের কৃত জ্বর ও প্লীহা নাশক কয়েক বোতল ঔষধ পাঠাইয়া দিতেন, তাহা হইলে দরিদ্র রোগীর বিস্তর উপকার হইত সন্দেহ নাই।

বর্ষা সমাগমে প্রতি বৎসর ভাগীরথীর জল বৃদ্ধি হইয়া মরাগাঙ্গীতে প্রবেশ করে, তন্নিবন্ধন কয়েক মাস লোকের গঙ্গা স্নানের সুবিধা হয় ও নগরটীও অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। এবার যথাকালে মরাগাঙ্গীতে উত্তরবাহিনী গঙ্গা আসিয়াছেন, কিন্তু আউস ধান্যের অনুরোধে গড়ের বাঁধ কৃষকেরা কাটিয়া না দেওয়াতে জলের রীতিমত স্রোত হয় নাই। মধ্যে কয়েক দিন বৃষ্টি হইয়াছিল, তন্নিবন্ধন গঙ্গার জল বৃদ্ধি হইয়া বাঁধের কোন কোন স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়র বাবু দ্বারকানাথ সরকারের নূতন অসম্পূর্ণ সেতুটীরও ঐ দশা, এক্ষণে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের বন্যার ন্যায় নগরে জল প্রবেশ না করে, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

বিজ্ঞাপন।

মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, ডুবা ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোষ পাঁচড়া, ছিঁড়িয়া, ছড়িয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠ-ব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও খোষ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) শিকবেদনা, সর্ব্বপ্রকার পাবার ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাউড় ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১৲ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর কেটিংষ ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

———o———

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের আবিষ্কৃত অর্শ, ধাতুর পীড়া ইত্যাদি কয়েকটী উৎকট রোগের ঔষধ গুলি, ১০। ১২ বৎসর হইতে ভারতবর্ষের দেশ বিদেশে বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইয়া বিস্তর স্থলে, যাহা একটী মহৌষধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, যে বিষয়ের প্রশংসা পত্র সকল "সোমপ্রকাশ" "অমৃতবাজার" এবং "সাধারণী" ইত্যাদি কয়েকটী সম্ভ্রান্ত সংবাদ পত্রে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই সেই ঔষধগুলি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায়।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায় যে বহু দিবস হইতে শরীরস্থ পারা নির্গত হইবার ঔষধ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন, ইহা অনেকেই অবগত আছেন। এক্ষণে ঈশ্বরানুগ্রহে ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়া সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন করিতেছেন যে, যাঁহারা পারায় কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা কেবল চারিটীমাত্র টাকা এবং ডাক খরচ বার আনা করিয়া দিয়া এক সপ্তাহ কাল শরীর হইতে পারা নির্গত হইবার ঔষধটী ব্যবহার করিলেই অবশ্য উপকার প্রাপ্ত হইবেন। এই ঔষধ ব্যবহারে কঠিন নহে, এবং সহজে খাওয়া যায়। ইহাতে স্বাস্থ্যের কোন হানিজনক দ্রব্যের লেশ মাত্র নাই।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়
সারদাম্বি পুস্তকালয়
৩৩৭ নং চিৎপুর রোড গরাণহাটা
কলিকাতা।

———

পাইকপাড়া নর্সারী।

বীজ, বীজ, বীজ।

সম্প্রতি আমেরিকা হইতে কপি, বিট, গাজর, মটর, শালগম প্রভৃতি নানাবিধ শবজী ও বহু প্রকার মনোহর ফুলের বীজ আনীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বহুতর ফুল ও ফলের কলমের চারাও বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। উদ্যান কার্য্যে ব্যবহার্য্য বিলাতী অস্ত্র ও চীনের পটও এখান হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। কৃষি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত প্রায় তিন বৎসর হইল, এখান হইতে "কৃষিতত্ত্ব" নামে এক খানি মাসিক পত্র নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। যাবতীয় প্রধান প্রধান ইংরাজী ও বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের নিকট কৃষিতত্ত্ব বিশেষ আদৃত। উহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য বা চাঁদা ডাকমাশুল সমেত ৩।৶০। বীজ ও গাছের পৃথক পৃথক ক্যাটেলগ মুদ্রিত আছে। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় আমাকে পত্র লিখিলে জানিতে পারা যায়। ৪০ রকমের সবজীর প্যাকেটের দর ৫ টাকা। ২০ রকমের ফুলের বীজের জন্য ৩ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়া বিক্রয় হইতেছে।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সারী কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যার গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোষণ্ড, মাংস-কোষণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেন্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

—:o:—

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল ১৮৮১। } শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায়
ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র রায়—গোয়ালপাড়া ১০
" " গজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মতিহারি ১০
" " গোলোকচন্দ্র সেন—দিনাজপুর ১০
" " কৃষ্ণজীবন দত্ত—কাছাড় ৭
" " রাধামোহন সামন্ত—কমলপুর ৭
" " ব্রজনাথ পাল—নওয়াখালী ৭
" " রসিকলাল চন্দ্র—কলিকাতা ৫।।০
" " অনন্তরাম দাস—ভবানীপুর ৫।।০
" " কৃষ্ণপ্রসাদ সামন্ত—কেওড়ামাল ৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৫ শ ভাগ | " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " | ৪৫ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ৪ঠা আশ্বিন। ইং ১৮৮১। ১৯ এ সেপ্টেম্বর। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

প্রেরিতপত্র।

লজ্জা।

একাং লজ্জাং পরিত্যজ্য ত্রৈলোক্য-
বিজয়ী ভবেৎ।

অনেকে সমাজের হিত সাধনের উদ্দেশে অনেক প্রকার প্রস্তাব লিখিয়া থাকেন, আমিও আজ এই নূতন প্রকার প্রস্তাবটী লিখিলাম। যেমন জল

[illegible] বল প্রদান [illegible] অতএব [illegible] দান করিয়া অনুগৃহীত

[illegible] লজ্জা কি মানুষের [illegible] এটী কাল্পনিক, অভ্যাসের [illegible] হইয়াছে? কাহাকেও [illegible] দিলে তুমি সহজে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা [illegible] লজ্জার কারণ দেখিলেই লজ্জা কি [illegible] জানিতে ইচ্ছা হয়। আবার লজ্জা-সঙ্কুচিতা [illegible] ব্রীড়া-বিনত হস্তে যখন অবগুণ্ঠন টানিয়া [illegible] ঢাকা দেন, তখন সহজেই বুঝিয়া [illegible]—লজ্জা কি, কবে হইতে লজ্জা।

[illegible] বালিকাটী বড় শান্ত শিষ্ট, এমন লজ্জাশীলা কোথাও দেখি নাই: 'বালিকাটী লজ্জাশীলা'—তবে কি তিনি সর্ব্বদা লজ্জিত হইয়া আছেন? তাঁর আহার [illegible] অবসর নাই, কথাবার্ত্তার অবসর নাই, [illegible] আহ্লাদ আমোদ করিবেন হাস্য পরিহাস করিবেন সে যো নাই—রাত্রি দিন কেবল লজ্জাতেই জড় সড় মুখ তুলিয়া চান না? ঘরের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন?—না, সে কথা বলিতেছি না। বালিকাটী নির্লজ্জ নন; লজ্জার কারণ উপস্থিত হইলে ইনি রৌদ্রতাড়িত ম্লান পদ্মদলের ন্যায় বিচ্ছায়-মুখী হইয়া পড়েন। লজ্জাহীনার তো তাহা হয় না। তার কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। তবে লজ্জার কারণ চাই নতুবা লজ্জা হয়না? সাধ করিয়া কেহ লজ্জায় মুখ লুকাইয়া থাকে না। তবে লজ্জার কারণ কেমন, দেখাও দেখি? লজ্জার সে কারণ কত দিন হইয়াছে, বল দেখি শুনি?

বসনে হিমানির তীক্ষ্ণতা রোদ্রের প্রখরতা নিবারণ হয়। এখন তো পল্লব-পত্র-বিধৃত স্নিগ্ধ বসন্ত সমীরণ বহিতেছে। আর রোদ নাই, তারকা-লোকিত নীল-নিদিষ্ট সান্ধ্যগগন সময়; হেমন্ত প্রকোপও গিয়াছে, তবে উলঙ্গ থাক না কেন? বসনে এখন প্রয়োজন নাই, তবে বস্ত্র পরিয়া ফল কি? বিনা অর্থ ব্যয়ে তুমি উলঙ্গ হইতে পারিবে, কাপড় পরিত্যাগ করিলেই উলঙ্গ। উলঙ্গ হইবার জন্য বাজার হইতে কিছুই কিনিয়া আনিতে হইবে না, কারিগরের ঘরে কিছুও গড়াইতে হইবে না। এখনি মনে করিলে উলঙ্গ হইতে পার। গ্রীষ্ম কাল আসিলে তুমি মোটা শীত বস্ত্র রাখিয়া সরু কাপড় ব্যবহার কর, আবার শীতকালে পাতলা কাপড়ে শীত নিবারণ হয় না, তাই মোটা কাপড় পর। তোমার প্রয়োজনানুসারে বস্ত্রের পরিবর্ত্তন কর। এ সময় ত কোন তোমার বস্ত্রের প্রয়োজন নাই, তবে সকলি পরিত্যাগ কর না কেন? —তা পারিবে না, লজ্জা তোমার হাত ধরিয়া নিষেধ করিবে,—তা করিও না, তুমি উলঙ্গ হইও না? উলঙ্গ হইতে তোমার লজ্জাবোধ হইবে। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, বসনে লজ্জা নিবারণ হয়।

লজ্জা তবে কেমন পদার্থ? দয়া মায়া ভয় কাপড়ে নিবারণ হয় না, অন্য কোন পদার্থেও নিবারণ হয় না। একটী দরিদ্র লোক দেখিয়া তোমার দয়ার সঞ্চার হইল। তোমার মনোবৃত্তি সেই উত্তেজনা কিছুতে ঢাকিতে পারিবে না। সে বৃত্তিকে চরিতার্থ করা চাই, তবে তার শান্তি হইবে, নচেৎ যতক্ষণ সেই শক্তি তোমার হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে ততক্ষণ তোমার অন্তর পুড়িবে। কিন্তু লজ্জা সেরূপ নয়, ইহাকে তুমি মনে করিলেই ঢাকিতে পার। লজ্জা তবে অভ্যাস-লব্ধ বৃত্তি, মনুষ্যচিত্তের এটী স্বাভাবিক গুণ নয়। মায়া দয়া ভয় চিরকাল ছিল, এখনও আছে। মানুষ প্রকৃতি দেবীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন; কিছুই জানেন না। তিনি তখন সংসারকে জানেন না আপনাকেও জানেন না কাহাকেও চিনেন না। সকলি নূতন; কাহারও সঙ্গে আলাপ নাই। তখনও তাঁহার হৃদয়ে মায়া; অন্যের প্রতি না হউক তাঁহার আপনার প্রতি মায়া। তিনি আপনাকে জীবিত রাখিবার নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হইলে তিনি আহার অন্বেষণ করিলেন। তখন তিনি মায়ার বশীভূত না হইলে আজ একটীও মনুষ্য পৃথিবীতে থাকিত না। মায়াদি মানুষের সহজ ধর্ম্ম। সদ্যঃ প্রসূত শিশু কষ্ট বোধ করে; কষ্ট হইলে কাঁদিতে থাকে। কিন্তু কি হইতেছে তাহা সে জানে না। কষ্ট দূর করিতে নিজে অক্ষম। আবার কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হইলে ভয় মায়া দয়া প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলি স্বতই তাহার হৃদয়ে কোরকিত হয়। এ বৃত্তিগুলি কাহারও নিকট শিখিতে হয় না। স্বভাব তাহার শিক্ষাগুরু। শিশু কিছুই বুঝে না অথচ কেন ভীত হয়; তাহার প্রিয়বস্তু লইলে সে কাঁদিয়া উঠে। কিন্তু, লজ্জা সেরূপ নয়। লজ্জা শিখিতে হয়, অভ্যাস করিতে হয়। লজ্জা মানুষের অবস্থার সহচরী। একবার যে কারণে লজ্জার আবির্ভাব হইয়াছিল অবস্থান্তর হইলে আবার সেই কারণে অন্য সময়ে লজ্জাবোধ না হইতে পারে। একজন শ্রমজীবী মুটে মোট লইয়া তোমার গৃহে আসিল। তুমি দেশের একজন সম্ভ্রান্ত পূজনীয় ব্যক্তি। মুটেকে দেখিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহার মোট নামাইয়া বসিবার আসন দিয়া তাল বৃন্তে ব্যজন করিতে লাগিলে। মুটে যার পর নাই লজ্জিত হইল, কারণ এটী তাহার অবস্থার মত ব্যবস্থা নহে। এ অবস্থায় কেহ কখন মুটে মজুরের এ প্রকার সম্মান করে নাই, সুতরাং সে অপ্রতিভ হইল, কিন্তু, আবার যদি সেই মুটের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়, সে বিদ্বান্ ধনবান হইয়া উঠে, তখন সপরিবারে যদি তার পদ প্রক্ষালন করিয়া দাও আর সে লজ্জানুভব করিবে না। তখন তার অবস্থার মত ব্যবস্থা হইল। মুটের ধন হইয়াছে আর সে মুটে নাই, এখন তার মোট কত লোকে বয়! এখন সে যেখানে যায় সকলে দাঁড়াইয়ে বলে—আসুন। কেহ বসিবার চৌকী আনিয়া দেয়। চাকরে পা ধোয়াইতেছে, বাতাস করিতেছে, পান তমাক দিতেছে—সকলেই পরিচর্য্যায় ব্যস্ত। তখন এ সমস্ত না হইলে তাহাকে অপমানিত করা হইত।

এই এক পক্ষের কথা গেল। আবার দেখ, চন্দ্রবিলাস বাবু বিলক্ষণ ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি গাড়ী ঘোড়া পাল্কী চড়েন, অগ্রপশ্চাৎ অস্ত্র-শস্ত্র-ধারী কনক কেয়ূর বিলাসিত ভুজদণ্ড আস্ফালন করিতে করিতে অনুচরবর্গ ছুটিতে থাকে। দেশে দেশে মান সম্ভ্রম, সকলেই একতালে যশঃ কীর্ত্তন করে। বাটীতে নিত্য সমারোহ। এ আসিতেছে, ও বসিতেছে, সে যাইতেছে, কেহ চীৎকার করিতেছে, কেহ ডাকিতেছে, কেহ হাঁকিতেছে, কেহ কিছু আনিতেছে, কেহ তুলিতেছে, কত জনে লুঠিতেছে, কেহ কেহ বকিতেছে—মহা ধূম, রাত্রি দিন বাড়ী শোরগরম হইয়া আছে। বাতুলের বুদ্ধি আর কমলার বুদ্ধি—কখন স্থির থাকে না! চন্দ্রবিলাস বাবু দরিদ্র হইলেন, আর তাঁহার দাস দাসী নাই, অনুচর সহচর নাই। এখন নিজেই সমস্ত গৃহকর্ম্ম সমাধান করেন। তিনি স্বয়ং মাথায় মোট করিয়া দ্রব্য সামগ্রী আনিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম তাঁহার বড় লজ্জা হইল। কেন আজ এ লজ্জা হয়? কারণ এ কাজে তাঁহার অভ্যাস ছিল না। তাঁহার অবস্থায় এ কাজ শোভা পাইত না, তাই আজ লজ্জা হইতেছে। লজ্জা তবে অবস্থার সঙ্গে চলিতেছে—অবস্থার প্রিয় সখী।

পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা অমৃতায়মান বাক্যকণ্ঠোচ্চিত্ত স্বরে কথা কহিতেছে। তুমি তাহাকে হৃদয়ে রাখিয়া কৌতুক করিতেছ, নীল-বিচ্ছুরিত আকাশ-অঙ্গের মানিক ডাকিয়া চিহ্ন দিতেছে। বালিকা ত লজ্জাবোধ করে না। কিন্তু পঞ্চম বর্ষীয় বালিকা কিছুই করিল না, তুমি কোলে করিলে সঙ্কুচিত হইল না! আর দশবৎসর পরে, লজ্জা কোথায় ছিল? ভাবটা যেন কেমন কেমন; সর্ব্বদাই চকিত আর তোমার পানে চান না, ব্রীড়াবনত কৃশ তনু সঙ্কুচিত করিয়া চটুল চক্ষে পার্শ্ব দৃষ্টি করেন। লজ্জা তবে বয়োধর্ম্মও বটে, অভ্যাসে উপলব্ধ হয়।

আবার দেখ, যখন বসনে লজ্জা নিবারণ হয়। তবে সৃষ্টির শৈশবাবস্থায় এ লজ্জা কোথায় ছিল। সকলেই বিবস্ত্র, তখন বৃক্ষের বাকলও পরিত না পত্রও

পরিত না। লজ্জার নামও তখন কেহ জানিত না। পিতা, কন্যার কাছে; পুত্র জননীর কাছে; ভাই ভগিনীর কাছে—উলঙ্গ। কাহারও মনে বিকার জন্মিত না, কেহ সঙ্কুচিত হইত না। মানুষ বল্কল পত্র পরিধান করিতে শিখিল, বস্ত্র বুনিতে শিখিল—লজ্জা জন্মিল। যখন বস্ত্র ছিল না, এ লজ্জাও সে সময় ছিল না; বস্ত্র হইল, লজ্জা আসিয়া পড়িল। সুতরাং অভ্যাস করিয়া লজ্জা শিখিতে হইয়াছে। বসনে লজ্জা নিবারণ করে;—কেন? বসনে দেহ আবৃত রাখে; তাই। বস্ত্রদ্বারা শরীর ঢাকিলে অন্যের দৃষ্টি চলে না, সে কারণ বসনে লজ্জা নিবারণ হয়। চক্ষু—দর্শনেন্দ্রিয়; তবে বিশ্বসংসারের মানুষগুলা যদি অন্ধ হইত তবে লজ্জা থাকিত না। নির্লজ্জ ব্যক্তিকে সকলে বলে যে, তাহার চক্ষুর চর্ম্ম নাই। সুতরাং চক্ষুর চর্ম্ম যদি না থাকিত তবে লজ্জা কেমন তাহা আমরা জানিতাম না! ভাল, চক্ষু আছে থাকুক; চক্ষু থাকিলেই মানুষ দেখিতে পায় না। যদি আলোক না থাকিত তবে চক্ষুতে কোন কাজ হইত না;—এ নিষ্ফল চর্ম্মপিণ্ড মাত্র। অতএব আলোকই লজ্জার মূলাধার। বিশ্বসবিতা সূর্য্যদেব হইতে আলোকের সৃষ্টি, সূর্য্যের সঙ্গে জগতের সমস্ত ব্যাপারের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, তবে লজ্জার সঙ্গে হইবে কেন? সূর্য্য প্রাণীর প্রাণ, বিশ্বের নিয়ন্তা। বিশ্বপ্রকাশক মার্ত্তণ্ড আলোক ও সন্তাপ দিয়া সংসার পালন করিতেছেন। তাঁহার তেজে সমস্ত গ্রহনক্ষত্রাদি এক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া ঘুরিতেছে, কেহ কখন স্বস্থান ভ্রষ্ট হয় না। দ্যুলোক ভূলোক তাঁহারই শক্তির অধীন। কিন্তু জগতে আমরা আরও কিছু আশ্চর্য্য দেখি। সূর্য্যের উদয়াস্তের সঙ্গে সাংসারিক উন্নতি অবনতির ও গাঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে। হঠাৎ শুনিলে কথাটা যেন কিছু হাস্যজনক বোধ হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক তত্ত্বে ও লোকানুগত সংসারিক ব্যাপারে কিঞ্চিৎ প্রণিহিত-চিত্তে প্রবেশ কর দেখি, গূঢ় রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারিবে। তোমাকে কোন্‌টা দেখাইব, সকল দিকেই ইহার প্রমাণ জাজ্জল্যমান রহিয়াছে। সূর্য্যেই বলবীর্য্য, সূর্য্যে উপমা, সূর্য্যে শিক্ষা, সূর্য্যে উন্নতি অবনতি,—সকল কাজ সূর্য্যপথ অনুকরণ করিয়া চলিতেছে, কখন তাহা হইতে এক পদ অপসৃত হয় না। সূর্য্যের আবির্ভাবে তুমি যেন নবজীবন লাভ করিয়া দ্বিগুণতর বলে দৈনিক কাজ নির্ব্বাহ করিতে লাগিলে। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিলে। সূর্য্য অস্তমিত হইল, তুমি ও নিদ্রালস্যে অভিভূত হইয়া পড়িলে। বিভাবরী, নিভৃত শয্যায় বিশ্রাম সুখে কাটাইলে। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে আবার তুমি উঠিলে, সূর্য্যপথের প্রতিলিপি টানিতে টানিতে দিনমান কাটাইলে। এই এক চর্ম্মচক্র সূর্য্যের সদৃশ। সংসারে যে উপমা দিবে, সূর্য্যে সকলি দেখিতে পাইবে। সূর্য্যে যাহা নাই, তাহা আর কোথাও নাই। লোক নিয়ম সূর্য্যগতির অনুরূপ মাত্র। সূর্য্যের উদয়াস্তই মানুষের প্রধান শিক্ষা স্থল। সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া ক্রমে চলিতে চলিতে পশ্চিমে ঢলিয়া পড়েন। মানুষের সভ্যতাও প্রথমে পৃথিবীর পূর্ব্বখণ্ডে আরম্ভ হইয়াছিল। ভারতবর্ষ চীন শ্যাম, মানুষকে পশুভাব হইতে আনিয়া উচ্চতর উন্নতিশীল সভ্যতা সোপানে তুলিয়া দিলেন। এই সকল দেশ যখন হেমময় হর্ম্ম্যরাজিতে অলঙ্কৃত হইতেছে; মানুষে বৃক্ষকোটর গিরিগহ্বর ত্যাগ করিতেছে; অরণ্য-সুলভ পূর্ব্বপরিচিত বৃক্ষের ত্বক, বৃক্ষের পত্র, মৃগচর্ম্ম খুলিয়া ক্ষৌমবিতান বিঘট্টিত পরিচ্ছদে ফিরিয়া বেড়াইতেছে; তখন পশ্চিম দেশ ত অন্ধকারের কোলে চক্ষু মুদিয়া ঘুমাইতেছে। তখন সেখানে কি মনুষ্য ছিল? আমরা মনুষ্য বলি, কিন্তু মনুষ্য নয়, তথাকার মানুষের পিতৃপুরুষ,—সে সময় ডারুইনের লোকচরিত নায়কেরা তথায় বিচরণ করিত। তৎকালে ইউরোপাদি স্থান নৃশংস পশুতে পরিপূর্ণ। মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে যে জাতি ছিল তাহারা পারিষদ শ্বাপদদিগের অপেক্ষাও অধিকতর নৃশংস। গিরিগহ্বর বৃক্ষকোটর তাহাদের বাসস্থান। বন্য পশু বধ করিয়া তন্মাংস ভোজন করিত। অন্য কাজ ছিল না, শীকারী জন্তুর ন্যায় পালে পালে চরিদিকে ফিরিত।

এ দিকে ভারতবর্ষের সভ্য সমাজ দিন দিন অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিতে লাগিল। শিল্প ব্যবহারিক শাস্ত্র ধর্ম্মতত্ত্ব রাজনীতি সমাজনীতি জ্যোতিষ সাহিত্য অঙ্কবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের গবেষণায় মনুষ্য নামের গৌরব বাড়িতে লাগিল। উদয় পর্ব্বতের সন্নিকর্ষ স্থান সকলও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষের সভ্যতা চীনাদি দেশে বিস্তীর্ণ হইল।

বেলা দ্বিপ্রহর। পূর্ব্বদিক চক্‌ চক্‌ করিতেছিল; স্বর্ণ দীপ্তির রেখা, গাঢ় নীল, ঈষদঞ্জনাভা, উন্মুষ্ট কার্পাস রাশির ন্যায় শ্বেতবর্ণ অভ্রপংক্তি স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছিল। আর নাই, কিন্তু আলোক এখনও রহিয়াছে। ভারতের গৌরব কিছু মিট্‌ মিট্‌ করিতে লাগিল, পারস্য আরব মিশর আলোকময়। সভ্যতা অগ্রসর হইয়া গেলেন। তথাকার মনুষ্য পশুভাব হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া সভ্যতার পদবীতে আরোহণ করিল।

আজ দেখ আবার সায়ংকাল উপস্থিত, সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। পশ্চিমদিক আলোকাকীর্ণ। সভ্যতা, সূর্য্যের অনুগামিনী হইয়া তদ্দেশে উপস্থিত হইলেন। এখন ইউরোপের প্রতাপ কত? চাহিলে চক্ষু ঝল্‌সিয়া যায়। সকল দেশের বীজ আহরণ করিয়া ইউরোপ এখন সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছেন। হউন, দাতার তাহাতে খেদ নাই। তবে দুঃখের কথা এই, অনাথ অসহায় শিশু ইউরোপকে যে ভারত হাতে ধরিয়া সভ্যতাব্রতে দীক্ষা দিলেন, আজ গুরুর প্রতি তাঁর কি অনাস্থা সাজে? দুগ্ধ পোষ্য শিশু সন্তান যখন উঠিতে পারে না বসিতে পারে না আপনার আহারান্বেষণ করিতে পারে না; জননী বাৎসল্যরসে শিশুকে হৃদয়ে রাখিয়া ভরণ পোষণ করেন। সন্তান বর্দ্ধিত হইল। তখন চলৎশক্তি শূন্য পলিতকেশ গলিত তনু জননীকে অবজ্ঞা করা কি মাতৃবৎসল পুত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম? সূর্য্য পথ অনুসরণ করিয়া সভ্যতা পশ্চিমদিক আলোকিত করিতেছেন, কিন্তু অধিক ক্ষণ থাকিবেন না। এখনি রাত্রি হইবে। দেখ, উষাদেবী আসিয়া ভারতের নিদ্রিত সন্তানকে জাগরিত করেন এই। আবার এখানে সকল বিদ্যার অনুশীলন বাড়িবে। শ্রমের পর বিশ্রাম করিতে হয়, এটী স্বভাবের নিয়ম। অবিশ্রান্ত কে মস্তিষ্ক চালন করিতে পারে? আর এমন বীর পুরুষ কে আছে যাহার কিছুতে ক্লান্তি নাই? তুমি দেখাইতে পারিবে না। যেখানে এখন পনর আনা লোক নিরক্ষর, অচিরে তথায় সরস্বতীর কৃপাদৃষ্টি পড়িবে। আবার দেখিবে, কত শত শুকদেব মাতৃগর্ভ হইতে বেদমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ভূমিষ্ঠ হইবেন। তবে এ কথা বলিতেছ, এ দুর্ব্বল দেহে বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হইবে না, কেবল উদ্যম থাকিলে ফল কি? চিন্তা নাই,—কালের প্রতিক্রিয়া স্বভাবের নিয়ম। অবসন্নতার পর প্রতিক্রিয়া হইলে আবার অভিনব স্ফূর্ত্তি জন্মে। কেহই বুঝিতে পারে না কোন্‌ শক্তিতে কি কাজ হয়। না দেখিলে কে বিশ্বাস করিত যে পদহীন সর্প বেগে উস্কাদিকেও অতিক্রম করে? নিশ্চিন্ত থাক, এই ক্ষীণ ক্ষুদ্র কৃশ কলেবরে তীক্ষ্ণবুদ্ধি উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় খেলিয়া বেড়াইবে। আবার দেখিবে পবিত্র ঋষিদিগের গগনস্পর্শি গীতরবে আকাশ পাতাল ফাটিতে থাকিবে। আবার ব্যাস ভারত রচিবেন, আবার বাল্মীকি রামায়ণ গাহিবেন। ভারতের নাম যশঃ কীর্ত্তি—বিদ্যাতে। সে বিদ্যা ছাড়িয়া ভারত কত দিন থাকিতে পারেন?

আমরা সূর্য্যের সঙ্গে সংসারের উন্নতি অবনতির যে সম্বন্ধ দেখিতেছি, লজ্জার সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ। সকলেই জানেন আর্য্যকামিনীরা সচ্ছন্দ বিহারিণী ছিলেন। তাঁহারা জলক্রীড়া করিতেন, উদ্যানে বিচরণ করিতেন, ইচ্ছা হইলে সকলি করিতে পারিতেন। পরে অবরুদ্ধা হইলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে

[illegible] করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত [illegible] নির্বিঘ্নে কথা [illegible]। তাহাতেও কতকগুলি [illegible] লোক বাছিয়া গুছিয়া লইতে হয়। [illegible] স্ত্রীলোকদের এই দশা, কিন্তু ইউরোপ আমেরিকায় তাঁহারা বিলক্ষণ স্বাধীনা। মনে [illegible] শিক্ষা তথা যাইতেছেন, যাহা [illegible] করিতেছেন। পরন্তু আর কত দিন তাঁহারা এ অবস্থায় থাকিবেন বলা যায় না। যাহা [illegible], তবে দেশেও স্ত্রীলোকদের এ স্বাধীনতা যে অধিক দিন থাকিবে না তাহা আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি। কাল সহকারে লৌকিক আচার ব্যবহার কেন পরিবর্ত্তিত হয়? স্ত্রীজাতি হউক কিম্বা পুরুষ হউক, প্রভু হউন কিম্বা ভৃত্যই হউক, কাহারও হাতে স্বাধীনতা অর্পণ করিলে কালে আর তাহার সদ্ব্যবহার থাকে না। সংসারের গতি এই, সকল পদার্থই একবার উন্নতির মুখে ধাবমান হয়। মন্দ উত্তরোত্তর আরও মন্দের দিকে যাইতে থাকে; আবার ভাল উত্তরোত্তর আরও ভালর দিকে উঠিতে যায়। মনুষ্য যদি মধ্যবর্ত্তী হইয়া তাহাদের গতি না রোধ করে, তবে উভয় পক্ষের চরম ফল মন্দই হইয়া পড়ে। মন্দের ফল ত মন্দই হইবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ভালরও অন্যথা উন্নতি হইলে শেষ ফল মন্দ। এই জন্য পণ্ডিতেরা বলেন—"সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং"। বাস্তবিক এটী সংসারের অবিচলিত নিয়ম। কার্য্যতও আমরা সর্ব্বত্র ইহার স্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাই, তাহাতে দ্বিধা মাত্র থাকে না। সুমিষ্ট ফল অত্যন্ত পরিপক্ক হইলে অবশেষে পচিয়া যায়। ধর্ম্ম এমন মধুর পদার্থ তাহারও আতিশয্যে গোঁড়ামি, মূঢ়তা এবং চিত্তবিকৃতি জন্মে। ভারতবর্ষীয়দের যে এতদূর চিত্তক্ষয় গাঢ় ধর্ম্মানুরক্তিই তাহার এক মাত্র মূল কারণ। সতী দেবলোকে গিয়া পতিসহবাস সুখ ভোগ করিবেন; জীবনের আশা তিনি পরিত্যাগ করিলেন, দৈহিক যন্ত্রণাকে তৃণবৎ ভাবিলেন, অবলীলাক্রমে স্বামীর জ্বলৎ চিতায় পুড়িয়া মরিলেন। সর্ব্বদা এক মনে এক ধ্যানে ইষ্টদেবের আরাধনা করিতে করিতে মনের বেগ উৎকট হইয়া উঠে, তখন হৃদয় চিরিয়া শোণিত দ্বারা ইষ্টদেবের অর্চ্চনা করেন। এইরূপে নরবলি পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছে। আবার কোন কোন স্বাধ্যায় নিরত যোগী অধিক ভাবিতে ভাবিতে পরিশেষে নাস্তিক হইয়া পড়েন। কাহারও আবার চিত্তবিকৃতি জন্মে মনের একাগ্রতাহেতু সম্মুখে নানা প্রকার বিভীষিকা দেখেন। চৈতন্যদেব নীলাম্বু তলে প্রত্যক্ষ দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীগণ সঙ্গে রাসরসরঙ্গে কেলী করিতেছেন। তিনি চিত্ত-বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, জলে ঝাঁপ দিলেন।

ধর্ম্মের কথা এই গেল। রাজনীতিতে দেখ, রাজার হাতে রাজ্যের ভার সমর্পিত হইল। ক্রমে তিনি স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিলেন, প্রজা পীড়ন করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ মিলিত হইয়া তাঁহাকে আসনচ্যুত করিল, রাজ্যে প্রজাতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল। কিন্তু তাহাও অধিক দিন স্থির থাকে না। সকলের মনে স্বাধীন বৃত্তি প্রবলা হয়, সকলেই শাসনসম্প্রদায়ের দলভুক্ত হইতে যত্ন করে। সকলেই রাজ্য শাসনের সভ্য হইতে ইচ্ছুক হইলে আবার সেই স্বভাবের নিরপেক্ষ ভাব আসিয়া পড়ে—সকলেই স্বাধীন, সকলেই স্ব স্ব প্রধান। অতএব পুনর্ব্বার অরাজকতা হয়; তখন সকলে ঐকমত্য হইয়া এক জনকে রাজপদে বরণ করে। এইরূপে চিরকাল লৌকিক ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে।

সত্যকালে স্ত্রীলোকেরা অনবরুদ্ধা ছিলেন, তখন তাঁহারা সচ্ছন্দে সকল পুরুষেই উপরতা হইতেন। কিন্তু তাহার পরিণাম ফল বিষময় হইল। স্ত্রীপুরুষের যথার্থ একটী আন্তরিক প্রেম কেহই জানিত না। যথার্থপক্ষে পুত্র পিতাকে চিনিত না। মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় স্ত্রীলোক লইয়া নানাবিধ বিভ্রাট ঘটিত। কাজেই বিবাহ বিধি প্রবর্ত্তিত হইল। লজ্জার এখানে একটী অঙ্কুর। তাহা কিরূপে ক্রমে পল্লবিত ও কুসুমিত হইল, দেখ। বিবাহের নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল, কিন্তু তথাপি স্ত্রীলোকেরা স্বেচ্ছাচারিণী থাকিলেন। পতিপুত্রের সম্মুখে অন্য পুরুষ আসিয়া কামিনীকে আলিঙ্গন করিত। ক্রমে তাহাও নিন্দনীয় বোধ হইল। স্ত্রীলোকেরা আবার অনেক টুকু পরাধীন হইয়া পড়িলেন। এইরূপে এক একটী বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল, হিন্দু-মহিলাদেরও পা ক্রমে দৃঢ়শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া আসিল। কিন্তু এটী অস্বাভাবিক। পিঞ্জরবদ্ধ হইয়া থাকিতে সকলেরই কষ্ট। যাহার স্বাধীনতা নাই তাহার কিছুই নাই। স্বাধীনতা প্রাণীমাত্রেরই জীবনের একটী প্রধান উপভোগ। স্বাধীনতা না থাকিলে বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি জন্মে না, দেহের বলবীর্য্য সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, মানসিক বৃত্তিগুলি চারিদিকে খেলিতে পায় না। পিঞ্জরে একটী পাখী পুষিয়া রাখ, তাহাকে দুর্লভ অমৃতরস খাইতে দাও, তবু অরণ্যের স্বাধীন বিহঙ্গমের ন্যায় তাহার শ্রীছাঁদ থাকিবে না। পরাধীনতায় মনের স্বাভাবিক তেজ মস্তকোন্নত করিয়া উঠিতে পায় না। একটী নবাঙ্কুরিত তরুকে যদি চাপা দিয়া রাখা যায় তবে আর সে শাখা প্রশাখা মেলিতে পায় না। সেইরূপ পরাধীনতা যদি মনুষ্যকে সর্ব্বদাই চাপিয়া রাখে; যে দিকে পার্শ্ব মেলিবে সেই দিকেই বাধা দেয়, তবে উন্নতির প্রত্যাশা কোথায়? তোমার মনোবৃত্তি ত চারি দিকে শাখা প্রশাখা মেলিতে পাইল না, সে কুসুমিতা ও ফলবতী হইবে কিরূপে? বর্দ্ধিষ্ণু বৃক্ষের চারি দিকের লতা পাতা কাটিয়া পরিষ্কার করিলে সে যেমন নীল নিষ্ক্রান্ত পল্লব পত্রে চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া ফেলে। তোমরাও চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত প্রতিবন্ধক চিত্তবৃত্তিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগকে পরিষ্কার করিয়া দিলে, বলবুদ্ধি তেজস্কর হইয়া উঠিবে। পুরুষের পুরুষত্ব এই খানে। ছার জীবনকে, কেবল শালগ্রাম সেবার সিংহাসনে তুলিয়া রাখিলে কি হইবে। জীবনের উন্নতি সাধন কর, পুরুষত্ব লাভ কর। দেখ, হিন্দু-মহিলাগণ অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা থাকিয়া দিন দিন নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছেন। স্বামীর নিকট, দুই এক জন প্রিয় বয়স্যার নিকট যাহা কিছু মনের আনন্দ লাভ করেন। তদ্ভিন্ন মনের সচ্ছন্দতা লাভের অবকাশ নাই। যাহার মনের সচ্ছন্দতা নাই, জীবন তাহার পক্ষে দারুণ কষ্টকর। সংসারে সুখ আর কি আছে?—মনের সচ্ছন্দতাই সুখ। কিন্তু স্ত্রীলোকের ভাগ্যে তাহা যদি না ঘটিল, তবে জীবন ক্লেশকর স্কন্ধের বোঝা ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্ত্রীলোকের অবরুদ্ধতা ভারতবর্ষীয়দের সন্তান সন্ততি এত দুর্ব্বল হইবার মুখ্য কারণ। একে ত এই কৃষিজীবীদেশে সাধারণের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। লক্ষ জনের মধ্যে পাঁচ জনে প্রত্যহ পুষ্টিকর পথ্য পায় কি না সন্দেহ। আবাস গৃহগুলি অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন, তাহাতে আবার যাঁহাদের বলে সন্তান বলিষ্ঠ ও তেজস্বী হইবে তাঁহারা অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ। কাজেই সূতিগৃহে অনেক শিশু কালগ্রাসে পতিত হয়। ভাগ্যে ভাগ্যে দুই চারিজন যাহারা জীবিত থাকে, তাহারা জীবনাবধি দুর্ব্বল ও নিস্তেজ। কলিকাতা সহরে যে সমস্ত গাভি সর্ব্বদাই গোয়াল ঘরে বদ্ধ থাকে, এক তিলার্দ্ধকালও সচ্ছন্দে কোথাও ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে পায় না, তাহাদের বৎস বাঁচে না। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, সহরের গরুগুলি দিব্য হৃষ্টপুষ্ট স্থূলকায়, কিন্তু তাহাদের বাছুরগুলি দেখিলেই হরিভক্তি উড়িয়া যায়। কেবল অস্থি কয়েক খানি একটী লোমবস্ত্র আবরণে আচ্ছাদিত, নিশ্বাসে পঞ্জর নড়িতে থাকে তাই জীবিত বলিয়া বিশ্বাস জন্মে; নতুবা ঠেলিয়া দিলেও দু পা সরিতে পারে না। অনেকে মনে করিতে পারেন, বৎস প্রচুর দুগ্ধ পান করিতে পায় না, তজ্জন্য এত কৃশ। বস্তুতঃ, তাহা নয়। গাভি সর্ব্বদা বদ্ধ থাকে, সে কারণ তাহার বৎস এত দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হয়।

যে সকল ধেনু গড়ের মাঠে চরিয়া বেড়ায়, তাহাদের বাছুর বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হয়।

হিন্দুমহিলাদিগকে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা দেওয়া চাই; কিন্তু অধিক নহে। যাহাতে মনের কিঞ্চিৎ স্ফুর্ত্তি জন্মে, এমন উপায় করা বিধেয়; কিন্তু যেন অধিক বাড়া বাড়ি না হইয়া পড়ে। স্ত্রী স্বাধীনতা এবং স্ত্রী-শিক্ষার নিমিত্ত অনেকেই যত্নবান্ হইয়াছেন। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগকে নীতিশিক্ষাই ভাল রূপে দেওয়া আবশ্যক। তদ্ভিন্ন যাহাতে সকলে বিশিষ্ট রূপ লজ্জাশীলা হন তাহা যত্ন পূর্ব্বক শিখাইতে হইবে। লজ্জা অভ্যাসে উপলব্ধ হয়, অতএব অভ্যাস করাইলেই স্ত্রীলোক লজ্জাশীলা হইবেন। এখন লজ্জাটা কি তাহা দেখুন। লজ্জা, আদৌ ভয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু ইহাতে কিঞ্চিৎ কোমলত্ব আছে। কোমল ভয় কিঞ্চিৎ আন্তরিক দুঃখে মিশান, আবার তাহাতে একটু আক্ষেপ ও অনুতাপের ভাঁজ। ভয়টুকু কিছু মিটে মিটে। তুমি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ; তজ্জন্য কেহ তোমাকে শাস্তি দিবে, সে ভয় করিতেছ না। তাই ভয় টুকুতে কোমলত্ব আছে। কিন্তু দুষ্কর্ম্মটী করিয়া আক্ষেপ হইতেছে, তাই লজ্জা কিছু মিষ্ট।

অসভ্যাবস্থায় লজ্জা ছিল না, কেবল ভয় ছিল। তুমি কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে, তোমার উত্তম মধ্যম বিলক্ষণ শাস্তি হইল। তখন নিষ্ঠুরতাতেই লোকের মন পরিপূর্ণ ছিল। সকলেই উগ্র দুর্দ্ধর্ষ। কিন্তু মানুষ যত সভ্য হইতে লাগিল, সে লৌহ হস্তে কিঞ্চিৎ কোমলত্ব আসিয়া পড়িল। সকলেই সদয় ব্যবহার করিতে শিখিলেন। তখন লৌহ মুদ্গরে যে কার্য্য সিদ্ধি হইত এখন দুইটী মিষ্ট ভর্ৎসনাতেই তাহা হইয়া থাকে। এখনও দেখনা, ইতর লোকদের তত লজ্জাবোধ হয় নাই। সে কারণ নিন্দা ও ভর্ৎসনায় তাহাদের চরিত্র সংশোধন হয় না। এক জন ভদ্র লোক কোন অবৈধ কাজে লিপ্ত হইতে সঙ্কুচিত হন, কেন না সকলে তাঁহার নিন্দা ও অপযশঃ করিবে মনে এই একটী ভয় আছে। আবার একজন ইতর লোক কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহার মনে রাজদণ্ডের ভয়—লোক-গঞ্জনা সে ততটা গ্রাহ্য করে না। দেখ, এখানে উভয় পক্ষেই ভয় রহিয়াছে; কিন্তু একটী ভয়ে কোমলতা অপরটীতে নিষ্ঠুরতা, ব্যবহারের এই দীর্ঘ পরিখা উভয়ের মহদন্তর দেখাইতেছে।

মনুষ্য কিঞ্চিৎ পদস্থ হওয়া চাই, স্ব স্ব পদের কিঞ্চিৎ মর্য্যাদা বুঝা চাই; নতুবা প্রকৃত লজ্জাবোধ হয় না। যে পদস্থ নয় সে অপদস্থ হবে কিসে? অতএব অপদস্থ না হইলে লজ্জা কি? আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে, সকলে উচ্চ উচ্চ রাজ পদ লাভ করুন। যিনি যে সম্প্রদায়ে থাকেন, তিনি সেই সম্প্রদায়ের অনুরাগ-ভাজন হইতে পারিলেই তাঁহার উচ্চপদ লাভ হইল। যিনি যে পরিবারে থাকেন, পরিবারবর্গের সকলে তাঁহাকে স্নেহ করিলেই তাঁহার উচ্চ পদ লাভ হইল, তিনি উপযুক্ত পদমর্য্যাদা ও পাইলেন। এই রূপ দেখ, প্রভুকে ভৃত্য শ্রদ্ধা ভক্তি করে, প্রভু ভৃত্যকে স্নেহ মমতা করেন। রাজা প্রজাকে পুত্রবৎ পালন করেন; প্রজারাও রাজার নিতান্ত অনুরাগী। মানুষের এই গুলিই যথার্থ পদ, এবং যে যেমন তাহার পদেরও তদুপযুক্ত মর্য্যাদা আছে। সেই মর্য্যাদার হানি হইলেই লজ্জাবোধ হয়। প্রভু ভৃত্যকে কোন আজ্ঞা করিলেন, ভৃত্য তাহা উপহাস করিয়া দিল। এখানে প্রভুর মর্য্যাদার হানি হইল। আবার প্রভু ভৃত্যকে বড় ভাল বাসেন। সেই ভালবাসা টুকুই ভৃত্যের পদ, সেই টুকুই তাহার মর্য্যাদা। সেই মর্য্যাদা টুকুর হানি হইলেই ভৃত্যের লজ্জাবোধ হয়। গ্রামে কেহ মণ্ডল, সকলেই তাহাকে সম্মান করে; সেই সম্মান টুকুই মণ্ডলের পদ, তাহাই মণ্ডলের মর্য্যাদা। হঠাৎ যদি একদিন গ্রামস্থ লোকেরা মণ্ডলের আজ্ঞানুবর্ত্তী না হয় তবে মণ্ডলের মর্য্যাদার হানি হইবে সুতরাং লজ্জা বোধও হইবে। যে ব্যক্তি সমাজের শ্রদ্ধা ভক্তির প্রত্যাশা করে না, লোকের অনুরাগ ভাজন হইতে চায় না, তাহার পদ ও মর্য্যাদা নাই। কাজেই তাহার লোকনিন্দার ভয় নাই লজ্জাও নাই।

মানুষ যত সভ্য হইয়া আসিবে, শাস্তির কঠোরতা ততই কমিয়া যাইবে। যেখানে কালান্তক কালদণ্ড আবশ্যক করিত, সেখানে দুইটী মিষ্ট কথাতেই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। মধ্যস্থতাতে বিবাদ ভঞ্জন এবং মিষ্ট ভর্ৎসনাতে চরিত্র সংশোধন সভ্যতা দেবীর আশীর্ব্বাদীয় নির্ম্মাল্যের অগ্রভাগ। যত দিন সমাজের নীচ হইতে মহৎ পর্য্যন্ত সকল সমাজে এই নিয়ম ওতপ্রোতভাবে প্রবর্ত্তিত না হইতেছে তাবৎ আমরা সভ্যতার কিছুই ফল পাইতেছি না।

সভ্যতা, শ্যামপর্ণশিঞ্জিতা কুটজকুসুমধারিণী বঙ্গমহিলা সর্ব্বদাই আপনার সজ্জার ভাবনে আছেন; মৃদুমন্দ মলয় হিল্লোলে পদচারণা করিতেছেন, কোকিল স্বরে মিষ্ট মিষ্ট কথাগুলি কহিতেছেন, শীতের তাড়না নাই, রৌদ্রের উগ্রতা নাই—সকল পক্ষেই শান্তভাব। লজ্জা তাঁহার দুহিতা; ললিতাঙ্গিনী চারুনেত্রা বালাকে কোলে রাখিয়া জানু নাড়িতে নাড়িতে ধীরে ধীরে দোলাইতেছেন, নাচাইতেছেন। এক এক বার গলৎপয়ঃ স্তনভার টিপিয়া দুগ্ধ পান করাইতেছেন কখন বা পুষ্পগুম্ফিত মাল্য পরাইয়া দুহিতাকে মনের সাধে সাজাইতেছেন। লজ্জা উঠিয়া বসিলেন দাঁড়াইলেন না। আবার গায়ের বসন টানিয়া, অঞ্চল খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুলি অগ্রে ধরিয়া একবার সাবধানে দাঁড়াইলেন; কিন্তু সাহস করিয়া চলিতে পারিলেন না। নম্রমুখে চকিত নয়নে একবার এ দিক ও দিক কি দেখিলেন, কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইলেন—মনে যেন কিছু ভাবিলেন, তাহা কাহাকেও বলিলেন না, জননীর কাছেও কিছু ফুটিলেন না। একটুক বক্র গ্রীবায় অনেক অবস্থান করিয়া দু পা চলিলেন, কোন দিকে ফিরিয়া দেখিলেন না কাহারও পানে চাহিলেন না। যখন পথিমধ্যে কাহাকেও দেখিতেছেন, তিনি কুঞ্চিত জননীর অঞ্চল ধরিয়া তাঁহার গায়ে যেন মিশিয়া যাইতেছেন। যৎকালে আবার লাজ ছড়াইয়া বেদিকার নিকটে তুমি মঙ্গলাচরণ করিতেছিলে, দেখ নাই,—সভ্যতা, হাত ধরিয়া এইরূপ মূর্ত্তিতে ত লজ্জাকে তোমার আসনে বসাইয়া দিলেন? তুমি এটীকে ভাল বাস?—না। ভড় বড় করিয়া গাড়ী হইতে যিনি নামিলেন; অগ্রে অগ্রে কুকুরে মৃত্তিকার আঘ্রাণ লইতে লইতে ছুটিতেছে; পশ্চাৎ পশ্চাৎ কর্ত্রী দুপ দুপ করিয়া পা ফেলিতেছেন খট খট করিয়া চলিতেছেন। ঝন ঝন করিয়া কাপড় ঝুলিতেছে, ফর ফর করিয়া পোষাক উড়িতেছে, দশ কাঠা স্থান জুড়িয়া একটা স্ত্রীলোক বুক ফুলাইয়া যাইতেছে। কে ভাল? আমি বলি, দুয়ের একটীও ভাল নয়। চারুশীলা ললনারা স্বভাবতঃ ভীরুপ্রকৃতি, কিন্তু অতদূর ভীরুতা ভাল দেখায় না। আর কিঞ্চিৎ তেজস্বীতা চাই, তবে যেন পুরুষত্বে গিয়া না পড়ে। আমরা কি বীরাঙ্গনা দেখি নাই?—দেখিয়াছি। বীরাঙ্গনাদিগকে আমরা ভাল বাসি। কিন্তু স্ত্রীলোকদের সে বীরত্বটুক লজ্জায় গালিয়া শীলতায় ঢালিয়া পঞ্চরসে মিলাইয়া যেন প্রস্তুত হয়,—তাহাতে যেন ছিটেফোটা ভীরুতার আমেজ থাকে। ভড় ভড় দড় দড় করিয়া চলিলে লজ্জা যেন অন্তরে ব্যথিত হন। স্ত্রীজাতির পক্ষে সেটা বেস শোভা পায় না। যাঁহার অন্তরে তেজ, নীতিতে দৃঢ়তা, তাঁহাকেই বীরাঙ্গনা বলি। স্ত্রীজাতিকে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা দাও ক্ষতি নাই বরং তাহাতে মঙ্গলেরই সম্ভাবনা। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা অপর পুরুষের সঙ্গে ক্রীড়া কৌতুক করিতে গেলেন, হাত ধরাধরি করিয়া পুষ্পোদ্যানে বিচরণ করিতে লাগিলেন, আমরা তেমন স্বাধীনতা ভাল বাসি না। আমরা চাই, স্ত্রীলোকেরা পল্লীর মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করুন, স্ত্রীজাতির সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ, হাস্য পরিহাস করুন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল। আমাদের এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই, সম্প্রতি আমরা কাহার

দুটী বিপরীত ভাব দেখিতেছি,—এক সম্প্রদায়ের লোকেরা স্ত্রীলোকদিগের পদবন্ধন একেকালে খুলিয়া দিয়াছেন। কুলবধূরা একাকিনী যেথানে সেথানে সেই খানেই যাইতেছেন, পরপুরুষের সঙ্গে আহ্লাদে আমোদে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাদের পক্ষে আর কিছুই শঙ্কা নাই আবার আর এক পক্ষ দেখি ঠিক উহার বিপরীত। নবযুবতীগণ স্ত্রীলোকদিগকে স্নান ভোজন করাইয়া গৃহমধ্যে চাবি দিয়া রাখেন। এতদূর ভাল নয়,—শেষ "বজ্র আঁটুনে আলগা গের" হইয়া পড়ে। এরূপ লোকের সংখ্যাও নিতান্ত স্বল্প নয়। কৃতবিদ্য নব্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন। সতীত্ব বাঁধিয়া রাখিবার সামগ্রী নহে, তাহাতে কিঞ্চিৎ স্বৈরভাব-নিস্পৃষ্ট মাধুর্য্য আছে। বন্ধনে তাহা রক্ষিত হয় না। এই শ্রেণীর ভদ্র-ভাগিনী স্ত্রীলোকদিগকে কিছু কিছু স্বাধীনতা দিতে অনুরোধ করিতেছি। পূর্ব্বে ছিল ভাল; গৃহস্থ লোকের ঘরে স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ম্ম করিতেন, পরে প্রতিবেশি মণ্ডলে একস্থানে বসিয়া নানা বিষয়ে হাস্য পরিহাস ও আহ্লাদ আমোদে কাল কাটাইতেন। কিন্তু এখন লোকের অবস্থা যত উন্নত ও মার্জ্জিত হইয়া আসিতেছে, ততই আর এক কুৎসিত রীতি সমাজে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। কেহ বগীতে চড়িয়া সন্ধ্যার সময় হাওয়া খাইতে শিখিতেছেন। কেহ ঘরের স্বর্ণ প্রতিমা হইয়া পড়িতেছেন। মাংস পিণ্ড কেবল প্রস্থে বাড়িতেছেন, যেখানে রাখ সেই খানে থাকেন, ঘরের তৃণটী নাড়িয়াও উপকার করেন না। বারাণসী শাড়ী পরা, সর্ব্বাঙ্গ মণি মুক্তা সোণায় ঝল মল করিতেছে—যেন অলঙ্কারের গাছ। ছবি পুতুল না কিনিলেও দুদিন ঘর সাজাইলে চলে; তবে পুতুলের উপর বেশী দারুণ বাক্য-জ্বালাটাই দায়! সোফাতে ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন, নিকটে তাম্বূল-করঙ্কবাহিনী তাম্বূল দিতেছে। গৃহলক্ষ্মী বসিয়া আছেন, আর এক এক বার শাশুড়ির উপর তম্বি হইতেছে,—"এইবার বাড়ী আসুক্; বল্‌বো এবার; মাগী পার্‌লেও ত কর্ব্বে না। আমি কি দুটো মতিচুর খেয়ে দশটা এগারটা অবধি শুকিয়ে থাক্‌তে পারি? আবার ওকর করা হলো—"কাল একাদশী গেছে, এখনও জল খাই নি। ওঃ তবে ত সব বয়ে গেল"। মুনি ঋষিরা ভবিষ্যৎ কথাগুলি সব ঠিক ঠিক লিখিয়া গিয়াছেন। কলিযুগে জাতিভেদ থাকিবে না, তাও সত্য হইল। কলিতে কেহ কোন বিধি মানিবেন না তাও ঠিক হইল। সকল কথাগুলি ঠিক ঠিক ঘটিতেছে। কিন্তু কেমন 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ' বর্ণশ্রেষ্ঠ সকল জাতির গুরু ব্রাহ্মণকে শূদ্রের পাচক হইতে হইবে, আর পূজ্যপাদ জননীকে স্ত্রীর রাঁধুনী হইতে হইবে এ দুটী ভবিষ্যৎ কথা তাঁহারা লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। লজ্জা এই খানে জড়সড়, পলাইবার পথ পাইতেছেন না।

যদি আলোক না থাকিত তবে লোকের সঙ্গে মুখামুখি চখোচখি হইত না। কাহারও লজ্জা বোধও থাকিত না। ভাবিয়া দেখুন, সংসার কি ভীষণ ক্ষেত্র হইত। মানুষের কর্ত্তব্য এই, সর্ব্বাগ্রে নিজ মনের গ্লানি দূরীকৃত করিবে। যে কাজে আপনা আপনি লজ্জা পাইতে হয়, যে কাজে নিজ জ্ঞান অন্তরকে দগ্ধ করিতে থাকে, কখন তেমন কাজের অনুষ্ঠান করিবে না। যে কাজের অনুষ্ঠানে জ্ঞান ভৎর্সনা করে না, অনুশোচনার তীক্ষ্ণ দংশনে আত্মা জর জর হয় না, সেই সৎকর্ম্মে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিবে। যে যুক্তি তোমার বিশুদ্ধ বোধ হইতেছে, যে ব্যবহারে তুমি আপনাকে উন্নত বিবেচনা করিতেছ, অপরেও যদি তোমার মতে অনুমোদন করেন, তবেই তাহাকে প্রকৃত বিশুদ্ধ আচরণ বলিয়া জানিবে। অনেকে দুষ্কর্ম্ম করিয়া নানা প্রকার কৌশলে এবং লোক লজ্জার ভয়ে মনের কুবৃত্তি লুকাইতে যত্ন করেন। কিন্তু তাঁহাদের অন্তরের দারুণ জ্বালা কোথাও যায় না। কুপ্রবৃত্তিজনিত দারুণ অনুতাপানল হৃদয়কে সহস্র বৃশ্চিক দংশনে অস্থির করিয়া দেয়। মনের কুভাব গোপন করিতে যতই যত্ন করেন, ততই তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। পাপী লোক কখন সংসারে সুখ লাভ করে না। লোকলজ্জা দুরাচারদিগের মস্তকের উপর তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ স্বরূপ হইয়া আছে। আজ একটী দুষ্কর্ম্ম করিয়া কাল লোকের কাছে কিরূপে মুখ দেখাইব, এই ভয়ে অনেকে কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হন। অতএব অন্যান্য শাসনের মধ্যে লজ্জা সংসারের বিলক্ষণ শুভকরী।

শ্রীরঃ—

হুগলী।

আমাদিগের এ জেলার পুলিষের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ডেবিস সাহেব এক জন বহুদর্শী, কার্য্যদক্ষ ও বুদ্ধিমান লোক। ফলতঃ ইঁনি পুলিষ বিভাগের একজন অন্যতম রত্ন তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু হায়! এক ক্রোধ দারিদ্র্য দোষের ন্যায় ইহাঁর গুণরাশিনাশী হইয়া উঠিয়াছে। পাঠকবর্গের স্মরণ আছে, সে দিন ইনি একজন সামান্য মেথরের কথায় বিশ্বাস করিয়া রাগে অস্থির বাতগ্রস্ত হইয়া অকারণ একটী দুঃখী অজাতশ্মশ্রু বিদ্যালয়ের বালকের নামে কুকুর মারার মকদ্দমা উত্থাপিত করিয়া বালকটীকে ক্ষতিগ্রস্ত করাইলেন, আপনিও অপদস্থ হইলেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম গত ১০ ই সেপ্টেম্বর ডেবিস সাহেব হুগলীর ষ্টেষণের প্লাট-ফরমে একটী মেম সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, সাহেবের নিকট হইতে মেম সাহেব কয়েক হস্ত দূরে ছিলেন। এক জন সামান্য প্যাসেঞ্জার সাহেব ও মেম সাহেবের মধ্যস্থিত স্থান দিয়া তাড়াতাড়ি যাইতে ছিল। ডেবিস সাহেব এই সামান্য অপরাধেই বেচারার গালে এক বিরাশী সিক্কার চাপড় মারিলেন! দুঃখী লোকটী মার খাইয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া ট্রেনে উঠিল ট্রেনও ছাড়িয়া দিল। যাহা হউক তৎকালে পুলিষে সাহেবের ঐ ব্যবহার দর্শনে সকলেই দুঃখিত ও অবাক হইয়া রহিল। আমরা ভরসা করি পুলিষের সাহেব ভবিষ্যতে একটু রাগ পরিহার করিবেন।

সোমপ্রকাশ

৪ ঠা আশ্বিন সোমবার।

আফ্রিদিদিগের উৎপাত।

সম্প্রতি উত্তর পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী আফ্রিদীরা আবার সরকারী ডাক লুট করিয়া বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে। ব্রিটিশ সিংহ স্বীয় অপ্রতিহত ভুজবীর্য্যে ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের সকল জাতিকেই বিলক্ষণ আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু আফ্রিদি-দিগকে কিছুতেই দমন করিতে পারিলেন না। সুযোগ পাইলেই তাহারা দুরারোহ দুর্গম পার্ব্বতীয় প্রদেশ হইতে নিম্নে আসিয়া সর্ব্বদাই মহা উৎপাত করিয়া থাকে। পেশোয়ার,ডেরাগাজি খাঁ,কোহাট প্রভৃতি অঞ্চল তাহাদের লুট পাটের প্রধান লীলাস্থল, তাহাদিগকে শাসন করিবার নিমিত্ত কতবার যে সৈন্য সামন্ত প্রেরিত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সৈন্য যাইলে কি হইবে, শত্রু দেখিলে আর তাহারা এক স্থানে স্থির থাকে না, সম্মুখ যুদ্ধও করে না। গ্রাম সমস্ত লুঠ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করে। ইংরাজ সৈন্য তখন আর কি করিবে? সেই অসভ্য জাতির গ্রাম দগ্ধ করিয়া চলিয়া আইসে ইংরাজ সৈন্য প্রত্যাগমন করিলে আফ্রিদীরা পুনর্ব্বার আপনাদের গ্রামে আসিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করে। কিন্তু লুঠ করিতে কিছুতেই নিরস্ত হয় না, সর্ব্বদাই সুযোগ অনুসন্ধান করিতে থাকে, অবসর পাইলে আবার নীচে আসিয়া গ্রামস্থ লোকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে, এবং তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব

অপহরণ করে। কয়েক মাস অতীত হইল ঐ অসভ্য জাতিরা সিবি আক্রমণ করিয়া প্রায় তিন লক্ষ টাকা লুট করিয়া লইয়া যায়। এই আক্রমণের সময় কৃষ্ণচন্দ্র নামক এক জন বাঙ্গালী বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া হত হন। আফ্রিদি-দিগকে দমন করিবার নিমিত্ত ইংরাজ সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা এক দিক রক্ষা করিতে করিতে অন্য দিক দিয়া আর এক দল আসিয়া পড়িল।

এই সকল অত্যাচারী অসভ্যদের মধ্যে কত প্রকার জাতি কিম্বা সম্প্রদায় আছে, এবং তাহাদের সংখ্যাই বা কত, তাহার একটী তালিকা করা হইয়াছে। যাহারা পর্ব্বতে থাকে এ পর্য্যন্ত নিম্নে আসে নাই, তাহাদের সংখ্যা নির্দ্ধারিত করা সহজ নয়। কিন্তু যে সমস্ত লোক সর্ব্বদাই নীচে আসিয়া উৎপাত করে, কথঞ্চিৎ তাহাদের সংখ্যা করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে স্বোয়াত ২০০০০ বিশ হাজার, মোমন্দ ১২০০০ বার হাজার, আফ্রিদী ২০০০০ বিশ হাজার, এরোকজাই ৩০০০০ ত্রিশ হাজার উজিরি ২০০০০ বিশ হাজার, সেওরাণী ৫০০০ পাঁচ হাজার, বেলুক ২০০০০ বিশ হাজার, তুরখেলী ৬০০০ ছয় হাজার, হজারা ১৮০০০ আঠার হাজার, যুষফজাই ২৫০০০ পঁচিশ হাজার, খটক ১২০০০ বার হাজার, বলগস ১৫০০০ পনর হাজার, ডেরাজাত ১০০০০ দশ হাজার এবং কুল ১৯৫০০০ এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার। এই সমস্ত নানা প্রকার অসভ্য জাতির অসংখ্য লোক উত্তর পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী জনপদ সমূহকে নিয়ত সশঙ্কিত করিয়া থাকে। যৎকালে ওয়াহাবিদিগের উপদ্রব হয়, তখন বঙ্গদেশের ও পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমানেরা এই সমস্ত অসভ্যজাতির আশ্রয়ে থাকিয়া ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল।

উপরের লিখিত অসভ্য পার্ব্বতীয় জাতিরা মহা পরাক্রমশালী বীরপুরুষ। শৈশবাবস্থা হইতেই তাহারা ব্যায়াম ও অস্ত্র ধারণ করিতে শিক্ষা করে। তাহাদের ন্যায় অসমসাহসী মনুষ্য পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। জীবনের প্রতি তাহাদের কিছু মাত্র মায়া মমতা নাই। তাহাদের নিকট প্রাণটা নিতান্ত হতশ্রদ্ধার বস্তু। বিপদে জীবন সমর্পণ করিতে তাহারা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। যখন আপনার প্রাণের প্রতি যত্ন নাই, তখন অন্যের আর কথা কি? পরকে ত অবলীলাক্রমে নষ্ট করিবে। হিন্দুস্থানবাসিদের সাহস ও বীরত্ব নাই বলিয়া তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করে। তাহারা সকলেই মুসলমান; সুতরাং হিন্দুদিগের প্রাণ বিনাশ করা তাহাদের পক্ষে পরম পুণ্য কর্ম্ম। যে সময় রণজিৎ সিংহ কাবুল আক্রমণ করেন, তৎকালে ঐ অসভ্যজাতিরা ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল।

আমরা উপরে যতগুলি অসভ্যজাতির নাম ও সংখ্যা নির্দ্দেশ করিলাম, পাঠক! বিবেচনা করুন, তাহাদের ঐক্য এবং উপযুক্ত যুদ্ধের উপকরণ থাকিলে কি বিপদের কথা হইত। এমন কি হিন্দুস্থানবাসিদিগের সুস্থির থাকা দুর্ঘট হইয়া পড়িত। যাহা হউক, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সীমাপ্রদেশে তাহারা যে প্রকার দৌরাত্ম্য করিতেছে তাহাও নিতান্ত কম নহে। তথাকার লোকে সর্ব্বদাই ধন প্রাণ লইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা দেখিতেছি, উত্তর পশ্চিম সীমাই ভারতবর্ষের পক্ষে কালস্বরূপ হইল ভারতবর্ষের। যাবতীয় অর্থ রাশি ঐ স্থানে ঢালিতে হইবে, নচেৎ কিছুতে শান্তিরক্ষা হয় না। ঐ সীমার স্থানে স্থানে দৃঢ় গড় এবং সৈন্যের সমাবেশ সর্ব্বদাই রাখা কর্ত্তব্য। পঞ্জাব হইতে যাহাতে ব্যয় সঙ্কুলান হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহার চেষ্টা করুন, এবং বিলাত হইতে অধিকাংশ চাঁদা তুলুন। ঐ সমস্ত অসভ্যজাতি ভারতবর্ষের সীমা বহির্ভূত স্থানের লোক। তাহাদিগকে দমন করিতে হইলে ইংলণ্ডের সকল ভার বহন করা উচিত। আর এক উপায় আছে, তাহাও ঐ সকল কাজের সঙ্গে পুনর্ব্বার প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক হইয়াছে। অস্ত্রবিষয়ক আইনটী শীঘ্র রহিত করা হউক। ঐ আইনটী প্রচারিত হওয়ায় যে যেমন স্থান কথায় তদনুরূপ লোকের কষ্ট ও অসুবিধা বৃদ্ধি হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, বঙ্গদেশে কৃষকদের ভূমিতে শূকর প্রভৃতি পশুতে অত্যন্ত উৎপাত করিতেছে। বর্ষাকালে এক এক খানি গ্রামে কৃষকেরা বিশ পঁচিশটী করিয়া বন্য শূকর মারিত, কিন্তু অস্ত্র বিষয়ক আইন প্রবর্ত্তিত হওয়াতে কৃষকেরা বন্দুক বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে, সুতরাং কয়েক বৎসরের মধ্যে আর একটীও শূকর বিনষ্ট হয় নাই। তাহাদের সন্তানাদি ক্রমশই বাড়িতে লাগিল, এদিকে বিনাশ নাই। অতএব অল্প কালেই পল্লীগ্রামগুলির অধিকাংশ স্থান বন্য শূকরে অধিকার করিয়া বসিবে। একে অনাবৃষ্টিতে দেশটা খাক হইতেছে, তাহার উপর আবার এই এক বিষফোড়া উঠিতেছে। দরিদ্র কৃষকদের কিছুতেই স্বস্তি নাই। আমরা অনুরোধ করি, প্রজাহিতৈষী শ্রীযুক্ত লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বাহাদুর বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম গুলির অবস্থা একবার পরিদর্শন করুন, কি দুর্দ্দশা ঘটিতেছে জানিতে পারিবেন। অধিক দূর যাইতে হইবে না, ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি থানা নৈহাটীর এলাকাধীন কামগাছী, রাহুতা, কাঁসিয়া, বাসুদেবপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি দেখুন, বন্য শূকরের কি ভয়ঙ্কর উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। অস্ত্রসম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে কৃষকেরা স্বয়ং বন্দুক রাখিত ও শূকর মারিত। পরে যখন ঐ আইন বিধিবদ্ধ হইল, কৃষকেরা বন্দুক বিক্রয় করিল। কিন্তু শূকরের উৎপাত সহজ নয়। তাহাদের হইতে ইক্ষুর ও শস্যাদির সম্পূর্ণ ক্ষতি হয়। সে কারণ বারাকপুর হইতে গোরা ও অন্যান্য লোক আনাইয়া বন্য শূকর বধ করাইত। কিন্তু এখন বারাকপুরে সৈন্য নাই, সুতরাং চাসী লোকের যৎপরোনাস্তি কষ্ট বাড়িয়াছে।

অস্ত্রসম্বন্ধীয় আইনের এই এক বিষময় ফল গেল। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্ব বঙ্গে কৃষ্ণনগর জেলায় এবং অন্যান্য স্থানে ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রক জন্তুর দারুণ অত্যাচার বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজাদের নিকট অস্ত্র শস্ত্র থাকিলে সেই অত্যাচার অনেক পরিমাণে নিবারণ হয়। এখন কোন হিংস্রক গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইলে পুলিষে এবং মাজিষ্ট্রেটের কাছে নিবেদন করিতে হয়। তাঁহারা হয় ত ঘোষণা দিলেন "যিনি বাঘ মারিয়া দিবেন তাঁহাকে ৫০ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।" প্রজার ঘরে ঘট বঁটী কাটারি আছে, তাহাতে বাঘের সকলি হইবে!

বঙ্গদেশ হইতে চোরের ভয় এখনও সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত হয় নাই। বীরভূম মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় এ পর্য্যন্ত বিলক্ষণ ডাকাতি হইয়া থাকে। সে কারণ প্রায় সকল ধনাঢ্য লোকের ঘরে এক একটী বন্দুক ছিল। কিন্তু এই নূতন আইনের সৃষ্টি হওয়ায় অনেকে বন্দুক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহাতে দুষ্ট লোকের অত্যাচার বাড়িবে ভিন্ন কমিবে না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সীমাপ্রদেশে অসভ্যজাতির যে প্রকার অত্যাচার বাড়িয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক ঘরে ৩। ৪ টী বন্দুক রাখা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের অনেক সাহায্য হয় এবং ঐ সকল অসভ্যজাতি এত অত্যাচার করিতে পারে না।

ঢাকার বাণিজ্য।

ঢাকা বিভাগের কমিশনর সাহেব তাঁহার গত রিপোর্টে স্পষ্টাক্ষরে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে, তত্রত্য বাণিজ্য আবার পুনর্জীবিত হইতেছে। এটী পরম আহ্লাদের সংবাদ, সন্দেহ নাই। বাণিজ্য না থাকিলে দেশের শ্রী থাকে না, মানুষ লক্ষ্মী ছাড়া হইয়া যায়। দরিদ্রতা ও দুর্ভিক্ষ প্রবল হইয়া উঠে। বঙ্গদেশের মধ্যে ঢাকা অতি প্রাচীন ও প্রধান বাণিজ্যের স্থল। বহুকাল হইতে এই নগর মিহি কার্পাস বস্ত্রের নিমিত্ত বিখ্যাত আছে। প্রাচীন

রোমকেরা ঐ সমস্ত চিক্কন বস্ত্র স্বদেশে লইয়া যাইতেন। [illegible] গ্রিস্ তুরস্ক মিশর প্রভৃতি অন্যান্য দেশে উহা প্রেরিত হইত। সোণারগাঁয় [illegible] স্থাপিত হইলে ঢাকার বাণিজ্য ও প্রতিপত্তি অনেক কম হইয়া পড়িল। কিন্তু মুসলমান বাদসাহের শাসন কালে মগেরা সুবর্ণগ্রামে বারম্বার নির্দয়রূপ উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে প্রজাগণ ও ব্যবসায়িগণ যার পর নাই উৎপীড়িত হয়। তথাকার শাসনকর্ত্তাকেও অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। সে কারণ, ১৬১২ খ্রীঅব্দে ইস্লাম খাঁ ঢাকা নগরে পুনর্ব্বার রাজধানী করিলেন। অন্যূন শত বর্ষ পর্য্যন্ত এই ভাবে তথায় কার্য্য চলিতে লাগিল। লোকের সুখ সমৃদ্ধি আবার বৃদ্ধি হইল, শিল্প বাণিজ্য আবার পুষ্ট ও বিস্তীর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু ১৭০৪ খ্রী অব্দে মুর্শিদ্ কুলি খাঁ মুর্শিদাবাদে বঙ্গের রাজধানী করিলেন, সুতরাং ঢাকার সৌভাগ্যসূর্য্য পুনর্ব্বার অস্তমিত হইল।

১৬৬৬ খ্রী অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারীরা ঢাকা নগরে একটী কুঠি স্থাপন করেন। তথায় ফরাশি এবং দিনামারদেরও ব্যবসার কুঠি ছিল। ঐ কুঠি গুলি ক্রমে ইংরাজদের হস্তগত হয়। মুর্শিদাবাদে রাজধানী করায় ঢাকার বাণিজ্য এক কালে বিনষ্ট হয় নাই। কলিকাতা নগরেই রাজধানী স্থাপিত হইলে, ঢাকার বিশেষ ক্ষতি হইয়া পড়ে। অধিকন্তু, মুসলমান বাদসাহ রাজ্যচ্যুত হইলে ঢাকার বাণিজ্য বার আনা বিলুপ্ত হইয়াছিল বলিলেও বলা যায়। সর্ব্বাপেক্ষে মুসলমানেরা বড় সৌখীন। এমন বিলাসী জাতি ত্রিসংসারে কোথাও নাই বলিলে বোধ করি অসঙ্গত প্রয়োগ হয় না। ঢাকার যাবতীয় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মহামূল্য মিহি কাপড় মুসলমানেরা ক্রয় করিতেন। এ দিকে আবার ইউরোপে কার্পাসের সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইতে লাগিল, সুতরাং ঢাকাই কাপড়ের আদর অনেকাংশে কমিয়া আসিল। ১৮০১ খ্রী অব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজ বণিকেরা ঢাকাই কাপড়ের নিমিত্ত বৎসর বৎসর প্রায় ২৫০০০০০ পঁচিশ লক্ষ টাকা দাদন করিতেন। কিন্তু ১৮০৭ অব্দে বাণিজ্য এত কমিয়া আইসে যে, সে বৎসর ৬০০০০০ ছয় লক্ষ টাকার অধিক দাদন করা হয় নাই। আবার ১৮১৩ অব্দে কেবল ২০০০০০ দুই লক্ষ টাকা মাত্র দাদন করা হইয়াছিল। ১৮০৭ হইতে ঢাকার সঙ্গে ইংরাজদের বাণিজ্য এক প্রকার সম্পূর্ণ ভাবেই বন্ধ হইয়াছিল বলিতে হইবে। সে বৎসর দেশীয় ও অন্যান্য গুজরা ব্যাপারে কেবল ৫৬০০০০ পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার টাকার দ্রব্য বিক্রীত হয়। ঢাকার যেমন বাণিজ্য কমিতে লাগিল তৎসঙ্গে লোক সংখ্যাও অনেক কম হইয়া পড়িল। সুতরাং দোকানী পসারীরও ব্যাপার যার পর নাই মন্দ হইয়া আসিল। ১৮০০ সালে ঢাকা ২০০০০০ দুই লক্ষ লোক বাস করিত, কিন্তু ১৮৭২ সালে ৬৯,০০০ কেবল উনসত্তর হাজার লোক হয়। যৎকালে ঢাকা নগরে বাণিজ্যের সবিশেষ প্রভাব ছিল, তখন কুসুম ফুলের রং সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র, রূপার কাজ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট হইত। কুসুম রং ও রৌপ্যের কাজ অদ্যাপি কিছু কিছু চলিতেছে। কিন্তু সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রের কাজ এক কালে নাই বলিলে চলে। এখন যৎসামান্য বস্ত্র বসরা ও জেড্ডা নগরে প্রেরিত হয়, তথা হইতে তুরস্ক এবং মিশরে নীত হইয়া থাকে। গত রুশ তুরস্ক যুদ্ধের পর তুরস্কে ঐ বস্ত্র নিতান্ত স্বল্প পরিমাণে ক্রয় করা হয়।

ঢাকার উৎকৃষ্ট বস্ত্রের নাম "আবরওয়ান" অর্থাৎ জলপ্রবাহ ও "শাবনাম" অর্থাৎ সায়ন্তন নীহার। এই দুই প্রকার বস্ত্রের পারিপাট্য ও সূক্ষ্মতার কথা শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। মুসলমান বাদসাহের সময় ক্রেতাও ছিল কারিকরও ছিল। এই রূপ কথিত আছে, জাহাঙ্গিরের শাসন কালে এক খানি দশহাত দীর্ঘ এবং দুই হাত প্রস্থ বস্ত্রের ওজন পাঁচ তোলার অধিক হইত না। পাঠক! বিবেচনা করুন, কপড় খানি কত সূক্ষ্ম হইত। এ প্রকার এক এক খানি সূতী কাপড়ের মূল্য ৪০০ চারি শত টাকার ন্যূন নহে। ১৮৪০ সালেও সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইত, কিন্তু তাহা পূর্ব্বোক্ত বস্ত্রের ন্যায় মিহি নহে। ৮।৯ তোলা ওজনের দশহাতী কাপড় প্রস্তুত হইত বটে, তাহার মূল্য একশত টাকার অধিক ছিল না। ডাক্তার ব্যাল্‌ফোর কহেন যে, ১৮৫০ অব্দে ঢাকায় কেবল এক ঘর ভাল তাঁতী ছিল, তাহারাই উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম বস্ত্র বুনিতে পারিত। উপরে যে প্রকার মিহি বস্ত্রের কথা লিখিত হইয়াছে, তেমন এক খানি বস্ত্র বুনিতে ছয় মাস লাগিত। অধুনা ঢাকাই সাটী বিলাতী সূত্রেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ উদ্ভিজ্জতত্ত্ববিদ্ রক্সবর্গ সাহেব কহেন যে, পূর্ব্ব কালে যে প্রকার কার্পাসে ঢাকাই বস্ত্র প্রস্তুত হইত তেমন কার্পাস অন্য কোথাও জন্মিত না। আমেরিকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট তুলাও তাহার তুল্য নহে। ঢাকার উত্তরাংশে মেঘনা এবং ব্রহ্মপুত্র নদীকূলে সোণার গাঁ, জঙ্গলবাড়ী প্রভৃতি স্থানে ঐ কার্পাসের চাস করা হইত। আশ্চর্য্যের কথা সেই বীজে সেই সকল অঞ্চলে এখন তেমন তুলা জন্মে না। বোধ করি, মৃত্তিকা কিম্বা বীজে কোন প্রকার দোষ ধরিয়া থাকিবে। নীলের বীজেও দেখা যায় বঙ্গদেশে নীল জন্মে বটে, কিন্তু সে নীলের বীজে ভাল বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না। রেশমেও দেখা যাইতেছে কীট ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বের মত আর তাহাতে ভাল গুটী ও রেশম হয় না। পারস্য ও চীন দেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রথম রেশমের কীট আনীত হয়। ক্রমে অধিক কাল এ দেশে ব্যবহৃত হওয়ায় তাহার অনেক ভাবান্তর ঘটিতেছে। ঢাকাই কার্পাসের কথা আমরা ঠিক কিছুই বলিতে পারি না। চাসের ভূমিতে কিম্বা বীজে কোন একটা দোষ ঘটিয়াছে তাহা নিশ্চিত বলা যায়। বঙ্গদেশে প্রশস্ত কৃষিবিভাগ থাকিলে ঐ কার্পাসের পুনর্ব্বার উন্নতিসাধন হইতে পারে।

জরকসি কাজের নিমিত্ত বহুকাল হইতে ঢাকা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এ অন্য প্রকার সামান্য জরী নহে। সোনা রূপার তারে বিচিত্র ফুল ও ঝাড় বুটী তোলা কাপড়ের কাজ যথা কিম্খাপ, কামদানি ইত্যাদি। কার্পাস রেশম ও তাজে নানা প্রকার চিত্র বিচিত্র সোণা রূপার কাজ করা; সলিমা, চুকা প্রভৃতির কারিকার্য্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এক একটী তার কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম। অরঙ্গিব পাদসাহের সময়ে এক শত নলী তারের মূল্য ২০,০০০ টাকা ছিল। সম্প্রতি তারের কাজে কটক ত্রিচিনপলী, চীন এবং ব্রহ্মরাজ্যই ঢাকার প্রতিযোগী দৃষ্ট হয়।

ইণ্ডিয়া গর্ণমেণ্টের কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগ পুনর্ব্বার স্থাপিত হইল। এবার আমরা মনের মত উদ্যমশীল লোক পাইয়াছি। বক সাহেব ভারতবর্ষে আসিয়াই তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়াছেন। ত্রৈলোক্য বাবু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং অযোধ্যার কার্য্য-কৌশল দেখাইয়া যে প্রকার সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন এখানে তদ্রূপ উন্নতি করিতে পারিলে আমরা যার পর নাই আহ্লাদিত হইব। ফেমিন কমিশনদের সঙ্গে এখন তাঁহারা নানা বিষয়ের পরামর্শ করিতেছেন। যাহা হউক বঙ্গদেশের কৃষিকর্ম্ম এবং বাণিজ্য যে পুনর্জ্জীবিত হইবে তাহার আমরা আশা করিতে পারি।

বয়ঃপ্রাপ্তির কাল নিয়ম।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদিগের বয়ঃ প্রাপ্তির আইনটী অদ্যাপিও বিশদ হইল না, হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ব্যবহার প্রাপ্তির কাল ষোড়শ বৎসর, মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র হেদায়া, দরল মুখতার জামি-উর-রামজ অনুসারে মুসলমান বালক পঞ্চদশ বর্ষ অতীত হইলে প্রাপ্ত ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা যায় যে, এত অল্প বয়সে অধিকাংশের বিদ্যা বুদ্ধির পরিপক্বতা এবং বহু দর্শনজনিত জ্ঞান জন্মে না। সুতরাং এই অল্প বয়সে সম্পত্তির অধিকারী হইলে বালকের

বিস্তর অনিষ্ট হইতে পারে। ১৭৯৩ অব্দে ভারত-বর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার এদিকে দৃষ্টি পতিত হয়। ঐ বৎসর গবর্ণর জেনেরল যে ১০ আইন প্রচার করেন, তাহাতে হিন্দু ও মুসলমানের বয়ঃপ্রাপ্তির কাল ষোড়শ বর্ষ নিরূপিত হয়,কিন্তু ইহাতে অনিষ্টা-পাতের সম্ভাবনা দেখিয়া ঐ অব্দে গবর্ণর জেনেরল যে ষড়বিংশ আইন প্রচারিত করেন, তাহাতে জমিদার-বালকদিগের বয়ঃপ্রাপ্তির কাল উনবিংশ বর্ষ নির্দ্দিষ্ট হয়। নাবালক জমিদারদিগের বয়ঃ-প্রাপ্তির কাল উনবিংশ বর্ষ নিরূপিত হইল বটে, কিন্তু অপর সাধারণ প্রজাবর্গের পক্ষেবয়ঃ প্রাপ্তি-কাল পূর্ব্ববৎ ষোড়শ বর্ষই রহিল। অনন্তর অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল অতীত হইলে পর ১৮৪৮ অব্দে ব্যবস্থাপক সভা এতদ্বিষয়ে পুনর্ব্বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ঐ অব্দের ৪০ আইনে পুনর্ব্বার ভারতবর্ষীয়ের বয়ঃপ্রাপ্তিকাল নিরূপিত হইল,—জমিদারদিগের ও মফস্বলের প্রজা সাধা-রণের উনবিংশ বর্ষ স্থির হইল; কিন্তু কলিকাতার নাবালকদিগের বয়ঃপ্রাপ্তিকাল পূর্ব্ববৎ ষোড়শ বর্ষই রহিল। এই বিশৃঙ্খলা দেখিয়া তদবধি অনেকেই ইহার প্রতিবাদ করেন। এবং অনেক ধূর্ত্ত লোকে নানা কৌশলে এই বিশৃঙ্খলার ফলভোগী হয়। ব্যবস্থাপক সভা সাধারণের পক্ষে যদি এইরূপ নিয়ম করিতেন যে ভারতবর্ষীয়েরা অষ্টাদশ বর্ষ অতীত না হইলে কেহই প্রাপ্তব্যবহার হইবে না, তাহা হইলে সকল বিবাদ মিটিয়া যাইত। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভা সে দিকে দৃষ্টি করিলেন না। এই আইনে এই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল যে কলিকাতার যে ব্যক্তি সপ্তদশ বর্ষ বয়স্ক হইয়া তথাকার নিয়মে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, সে সরকিউলার রোডের বাহিরে আসিলে অপ্রাপ্ত ব্যবহার হইত। কলিকাতার বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি দান বিক্রয় ঋণ-গ্রহণ প্রভৃতি সকল করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি আবার মফস্বলে আসিলে তৎকৃত কার্য্য সমুদায় আইন বিগর্হিত হইত। ব্যবস্থাপক সভা এই বিশৃঙ্খলা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। পুনর্ব্বার এই আইনের যখন সংস্কার করা হইল তখন যদি এই দোষের সংশোধন করা হইত, তাহা হইলে আক্ষেপের কারণ থাকিত না। আপাততঃ যে ভারতবর্ষীয় বয়ঃপ্রাপ্তির আইন চলিতেছে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বিশৃঙ্খলা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই আইন অনুসারে জমিদার শিশুদিগের বয়ঃপ্রাপ্তির কাল একবিংশ ও অপর প্রজার অষ্টাদশ বর্ষ।

বালক যত অধিক বয়সে প্রাপ্ত ব্যবহার হয়, ততই দেশের ও তাহাদের নিজের মঙ্গল। পরিণত বুদ্ধি, সদসৎ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি যেরূপ সকল দিক দেখিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া কার্য্য করিতে পারে, অপরিণত বুদ্ধি বালক তাহা কখনই পারে না। বিশেষতঃ যৌবনের প্রারম্ভে মনুষ্যের মন যত কুপথে আকৃষ্ট হয় বয়ঃক্রম কিছু অধিক হইলে আর তত হয় না। তখন জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা ইন্দ্রিয়াদি বেগের অনেক দমন করে। জমিদার বালকদিগের একবিংশ বৎসর ব্যবহার প্রাপ্তির বয়স নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদের বিশেষ উপকার করা হইয়াছে। কিন্তু এই নিয়মটী সকলের পক্ষে প্রযুক্ত হইলে সাধারণ জনসমাজের বিশেষ একটী উপকার করা হয়। ইহাতে কেবল জমিদারদিগের উপকার করা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু এমন অনেক লোক আছে, যাহার জমিদারী তিলা-মাত্র নাই অথচ সে কোটি টাকার অধিকারী। যদি জমিদার সন্তান উনবিংশ বৎসরে প্রাপ্ত ব্যবহার হইলে অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা থাকে, তবে জমিদারী হীন কোটি মুদ্রার অধিকারী বালক ঐ বয়সে প্রাপ্ত ব্যবহার হইলে তাহার বুদ্ধি দোষে কি তাহার ও সমাজের অনিষ্ট হইতে পারে না। যদি উক্ত ধনশালী বালক অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া প্রাপ্ত-ব্যবহার হইয়া সঞ্চিত ধনে জমিদারী ক্রয় করে, তাহা হইলে তাহাকে কি পুনর্ব্বার অপ্রাপ্ত-ব্যবহার হইতে হইবে? আইনের এক্ষণে যে ভাব তাহাতে এই সন্দেহের মীমাংসা করা দুঃসাধ্য। ষ্টোক্স সাহেব এই গোলযোগের মীমাংসার একটী সদুপায় করেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

-:০:——

১৪ ই সেপ্টেম্বরের কলিকাতা [illegible] ট রেজি-ষ্ট্রেশন বিভাগের ১৮০—৮১ অব্দের কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। গত বৎসরের সহিত তুলনায় এবার এই বিভাগের কার্য্য সংখ্যা ন্যূন। কিন্তু আয়ের পরিমাণে বরং কিছু বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। কার্য্যের ন্যূনতা কল্পে অনেকে অনেক কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যাহা বলিয়াছেন তাহাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলিয়াছেন যে এ বৎসর শস্য উত্তম জন্মিয়াছে, সমুদায় দ্রব্যই সুলভ, সুতরাং লোকের আয়ে ব্যয় সঙ্কুলান হইয়াছে। অভাব না হওয়াতে লোকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় সম্পত্তি বিক্রয় বা ঋণ গ্রহণ করে নাই। কার্য্য অল্প হওয়াতেও আয় বৃদ্ধি হইবার কারণ এই যে রেজিষ্ট্রী আপীশে সম্প্রতি এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে যে, দলিল রেজিষ্ট্রী হইবার পর এক মাস অতীত হইয়া গেলে গৃহীতাকে কালাতিপাতের জন্য জরিমানা দিতে হয়। এতদ্ভিন্ন হাই-কোর্ট এই নিয়ম করিয়াছেন যে ডিক্রীর দেনার জন্য ডিক্রীদার যদি দেনদারের সম্পত্তি বিক্রয় করাইবার প্রার্থনা করে তাহা হইলে ডিক্রীদারকে আদালতের সমক্ষে শপথ পূর্ব্বক ইহা বলিতে হইবে যে সে রেজিষ্ট্রী আপীশের পুস্তকাদি অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছে যে দেনাদারের যে সম্পত্তি সে বিক্রয় করাইতে চাহিতেছে তাহা দেনাদার তৎ পূর্ব্বে অপর কাহাকেও বিক্রয় করে নাই। এই অনুসন্ধানের জন্য ফি লাগে। এই ফি ও উক্ত জরিমানা হইতে এবার বিস্তর টাকা আদায় হইয়াছে, সুতরাং কার্য্যের ন্যূনতার জন্য যে ক্ষতি হইয়াছে, ইহা হইতেই তাহার পূরণ হইয়াছে। পূর্ব্ব বর্ষাপেক্ষা এবার পাঁচটী অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রী আফীষ খোলা হইয়াছে। ব্যয়ও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছে। এই বিভাগে আয় ও ব্যয় বাদে এবার যত টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে তাহা গত বর্ষের অপেক্ষা অল্প।

যেমন বরাবর হইয়া আসিতেছে এবারেও সেই-রূপ পার্লিয়ামেণ্ট বন্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটরি এতদ্দেশের আয় ব্যয় বিবরণ মহাসভায় অর্পণ করিয়াছেন। যখন নানা বিষয়ে ব্যস্ত থাকিয়া সভ্যেরা কার্য্যে বীতরাগ হইয়া উঠেন, যখন কোন গুরুতর কাজ দিলে তাঁহারা আগামী বারের জন্য ফেলিয়া রাখেন, যখন কোন কার্য্যে গাঢ় মনঃসন্নিবেশের ইচ্ছা থাকে না তখনই দেখিতে পাই আমাদের ষ্টেট সেক্রেটরি এতদ্দেশের আয় ব্যয় বিবরণ সভ্যগণের সমক্ষে পাঠ করেন। আবার এত শেষ কালে পাঠ করা হইতেছে বলিয়া আক্ষেপ করাও আছে। আফগান যুদ্ধে এবার কত অর্থের যে শ্রাদ্ধ হইয়াছে তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হয়। যদি এই যুদ্ধ না ঘটিত তাহা হইলে ১৮৭৮ হইতে ১৮৮১ অব্দ পর্য্যন্ত চারি বৎসর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রায় দশ কোটি টাকা সঞ্চিত থাকিত। এতদ্ভিন্ন ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট এই যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য ভারত-বর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অন্যূন পাঁচ কোটী টাকা সাহায্য করিয়াছেন, আবার দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত সঞ্চিত দেড় কোটী টাকাও ঘুষ গিয়াছে। ষ্টেট সেক্রেটারির হিসাব অনুসারে এই যুদ্ধে অন্যূন ১৩,৪১,২০,০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। যাহা হউক ষ্টেট সেক্রেটারি একটী পরম সন্তোষ জনক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা যদি কাজে ঘটে তাহা হইলে আমাদের কত যে উপকার হইবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি বলিয়াছেন ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত বৎসর বৎসর দেড় কোটী টাকা আদায় করা হইবার যে নিয়ম করা হইয়াছে যে বৎসর দুর্ভিক্ষ হইবে সে বৎসর এই টাকা হইতে তাহার নিবারণের চেষ্টা

করা হইবে যে বৎসরে দুর্ভিক্ষ হইবে না সেই বৎসরে ঐ টাকা খাল খনন রেলওয়ে নিৰ্ম্মাণ প্রভৃতি লাভ জনক পূর্ত্তকার্য্যে ব্যয়িত হইবে। আয় ব্যয় বিবরণ পঠিত হইলে পর ওকনর নামক একজন সভ্য ভারতবর্ষের দুইটী অপব্যয় দেখাইয়া দেন। তিনি বলেন যে ইংলণ্ডস্থিত ভারতীয় চিত্রশালার ব্যয় ও ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের চীনদেশস্থ আপিষ ও কর্ম্মচারীদিগের বেতন প্রভৃতি ভারতবর্ষের ধনাগার হইতে দেওয়া অন্যায়। তদুত্তরে হাটিংটন বলিয়াছেন যে উহা হইতে ভারতবর্ষের উপকার আছে, এজন্য ভারতবর্ষ ঐ ব্যয়-ভার বহন করেন। ঐ দুই বিষয় হইতে ভারতবর্ষের যে কি উপকার হইতেছে, হাটিংটন সাহেব তাহা যদি বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিতেন, তাহা হইলে আমাদের বড় আহ্লাদের হইত। কিন্তু কি উপকার আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

—:০:—

সোনাপুর হইতে মগরা পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে হইতেছে উহার প্রথমাদ্ধ কয়েকটী বড় বড় গণ্ড-গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে হরিনাভি, চাঙ্গড়িপোতা, কোদালিয়া, মালঞ্চ সর্ব্ব প্রধান। এই কয়েকটী গ্রামে বিস্তর ভদ্রলোকের বাস। প্রায় সকলেই কলিকাতায় চাকুরী করে। ফলমূল মৎস্যাদির ব্যাপারীও এখানে বিস্তর। এখানে দুইটী বাজার আছে। ব্যাপারীরা এই দুই বাজার হইতে বিস্তর দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া কলিকাতায় বিক্রয় করে। এই কয়েকটী গ্রামের মধ্যস্থলে একটী ষ্টেষণ হইলে গবর্ণমেণ্টের অনেক টাকা আয় হইতে পারে। কিছু দিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে কোদালিয়ায় একটী ষ্টেষণ হইবে। কিন্তু সম্প্রতি এই জনরব শুনা যাইতেছে যে কোদালিয়ায় ষ্টেষণ না হইয়া বারুইপুরের নিকটে মল্লিকপুর নামক একটী অৎসামান্য গ্রামে ষ্টেষণ করা হইবে। ঐ স্থানে ষ্টেষণ হইলে গবর্ণমেণ্টের উল্লিখিত আয় হইবার কিছু মাত্র সম্ভাবনা নাই। ঐ খানে ষ্টেষণ হইলে উহার আয় কম ও ব্যয় বেশী হইবে। গবর্ণমেণ্ট কেন যে ঐ স্থানে ষ্টেষণ করিতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। মল্লিকপুর হরিনাভি প্রভৃতি গ্রাম হইতে দুই তিন চারি মাইল দূরে। এখানে ষ্টেষণ হইলে এই কয়েটী গণ্ডগ্রামের লোকের কিছু মাত্র সুবিধা হইবে না, বরং তাহাতে সমধিক অসুবিধা হইবে। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য।

ইউরোপীয় সমাচার

কেয়ারো ৯ ই সেপ্টেম্বর। অদ্য অপরাহ্নে চারি সহস্র মিসর দেশীয় সৈন্য ত্রিশটি কামান লইয়া খেদাইবের বাজবাটী বেষ্টন করতঃ তাঁহাকে বর্ত্তমান মন্ত্রীসভা পরিত্যাগ করিতে, মিশররাজ্যে শাসন প্রণালী স্থাপন করিতে এবং সেনাবল বৰ্দ্ধিত করিতে অনুরোধ করে। খেদাইব তাহাদিগের প্রার্থনায় সম্মতি দিয়াছেন ও শেরিফ পাশাকে মন্ত্রী সভার অধ্যক্ষ করিয়াছেন।

টিউনিশ ১০ ই সেপ্টেম্বর। সেনাপতি লজরো ফরাসী গবর্ণমেণ্টের নিকট আর ২০,০০০ সেনা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। এক দল ফরাসী সেনা গত কল্য সুসা অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই সেপ্টেম্বর। উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে ইংলণ্ডীয় সৈন্যদিগকে প্রত্যানয়ন করিবার জন্য সৈনিক অর্ণবযান প্রেরিত হইয়াছে।

টিউনিশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে তথায় ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে। ইউরোপীয়েরা দলে দলে জাহাজে পলায়ন করিতেছে। ইউরোপের রাজগণের প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ গবর্ণমেণ্টের নিকট সৈন্য পাঠাইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন।

ম্যাঞ্চেষ্টরের তূলা ব্যবসায়ীরা লিবারপুলস্থ সমব্যবসায়ীদিগের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া এক সপ্তাহ কল চালান বন্ধ রাখিয়াছে।

কেয়ারো ১১ ই সেপ্টেম্বর। মিসরে এখনও গোলযোগ চলিতেছে। শেরিফ পাশা মন্ত্রীসভার অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিবেন কি না তদ্বিষয়ে ইতস্ততঃ করিতেছেন। অত্রত্য ধনাগার হইতে আলেকজান্দ্রিয়ার ধনাগারে স্বর্ণ প্রেরিত হইয়াছে।

টিউনিস ১১ ই সেপ্টেম্বর। ফরাসী সেনাগণ অবিবাদে সুসা অধিকার করিয়াছে। আরবেরা টেবোলানগর অধিকার করাতে তত্রত্য অধিবাসীগণ পলায়ন করিতেছে।

নিউইয়র্ক ১২ ই সেপ্টেম্বর। গিটো নামক যে ব্যক্তি সভাপতি গার্ফিল্ডের প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিয়াছিল তাহাকে কারাগারের জনেক বক্ষী গুলি করে। গিটো সামান্য মাত্র আহত হইয়াছে।

কেয়ারো ১২ ই সেপ্টেম্বর। শেরিফ পাশা মন্ত্রীসভার অধিনায়কের পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। বিদ্রোহীগণ ভয় প্রদর্শন করিতেছে।

লণ্ডন ১৩ ই সেপ্টেম্বর। সুইটজরলণ্ড হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে তত্রত্য গ্লেরস বিভাগে এলম নামক স্থানে ভূমি হঠাৎ বিদীর্ণ হইয়া অনূন দুই শত লোকের প্রাণ বিনাশ হইয়াছে।

মাল্টা ১৩ ই সেপ্টেম্বর। এডেন নগরে ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে পোতাধ্যক্ষদিগের প্রতি এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, ঐ স্থানে যে যে জাহাজ গিয়াছিল তাহাদিগকে এক সপ্তাহ কাল মাল্টা নগরে আসিতে দেওয়া হইবে না। স্পেন গবর্ণমেণ্ট অধীনস্থ জাহাজের অধ্যক্ষদিগকে এডেনে জাহাজ লইয়া যাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

টিউনিস ১৩ ই সেপ্টেম্বর। জাঘোয়ান নগরে ফরাসীদিগের শিবির আরব সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতেছে। টিউনিশনগরে জল আনয়নের যে প্রণালী ছিল আরবেরা তাহা ভগ্ন করিয়াছে। পাঁচ হাজার তুরস্ক সৈন্য কতকগুলি কামান লইয়া ট্রিপলিতে উপনীত হইয়াছে।

সভাপতি গার্ফিল্ড আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। তিনি এখন উঠিয়া বসিতে পারেন।

লণ্ডন ১৪ ই সেপ্টেম্বর। ইংলণ্ডের সহিত ফরাসী গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য বিষয়ক সন্ধির আলোচনা করিবার জন্য আগামী সোমবার পারিস নগরে মন্ত্রীসভার অধিবেশন হইবে।

কেয়ারো ১৩ ই সেপ্টেম্বর। সৈনাগণ বিদ্রোহিতার পরিত্যাগ করিয়া খেদাইবের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। নূতন মন্ত্রীসভা স্থাপিত হইয়াছে। শেরিফ পাশা ইহার সভাপতি হইবেন। মহম্মদ বায়ান্দি বিগ্রহ বিভাগের ও হায়দর পাশা রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী হইলেন। মিসর দেশের গোলযোগের কারণ অনুসন্ধানার্থ তুরস্কের সুলতান কমিশন নিয়োগ করিবেন বলিয়াছেন।

কেয়ারো ১৪ ই সেপ্টেম্বর। মনিটিওর ইজিপ্শিয়ন নামক সরকারী পত্রিকায় শেরিফ পাশার একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে মিশরের যে সকল দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার সংস্কার করিতে হইবে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। পত্র মধ্যে ঐ দেশে ইউরোপীয়দিগের আধিপত্যের বিস্তর প্রশংসা করা হইয়াছে। খেদাইব এই সমুদায় অনুষ্ঠানে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৫ ই সেপ্টেম্বর। রুশ, অষ্ট্রীয়া ও জর্ম্মাণের সম্রাট ডাণ্টজিগ ও গাষ্টিন নগরে মিলিত হন। এই ঘটনা লইয়া সেণ্টপিটার্সবর্গ ও বার্লিনের সংবাদপত্র সমূহ বলিতেছেন যে ইহাতে রাজ্যত্রয়ের মিত্রভাব আরও দৃঢ় হইল।

এথেন্স ১৫ ই সেপ্টেম্বর। তুরস্ক গ্রীক গবর্ণমেণ্টকে যে স্থানগুলি প্রদান করিয়াছেন গ্রীক সেনাগণ তাহা অধিকার করিয়াছে।

লণ্ডন ১৫ ই সেপ্টেম্বর। অদ্য ডবলিন নগরে ল্যাণ্ডলীগ দলের এক সভার অধিবেশন হয়। পার্নেল সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি ঐ দলের সভ্যদিগকে আইরিষ ভূমি সংক্রান্ত আইনের উপর নির্ভর করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন জমিদারের দৌরাত্ম্য নিবারণের জন্য সভ্যদিগের এক মত ও বদ্ধপরিকর হওয়া আবশ্যক। ল্যাণ্ডলীগ দলের সভ্যেরা এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে যত দিন গবর্ণমেণ্ট কোয়ার্শন আইন অনুসারে অবরুদ্ধ কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া না দিবেন তাবৎ তাঁহারা ভূমি সংক্রান্ত আইন গ্রহণ করিবেন না।

টিউনিশ ১৫ ই সেপ্টেম্বর। আরবেরা টিউনিশের পয়ঃপ্রণালী ভাঙ্গিয়া দেওয়াতে তথায় পেয় জল কিছু মাত্র নাই।

বে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিবেন বলিয়াছেন। আরবেরা জাঘোয়ান নামক স্থানে ফরাসী শিবির অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। অদ্যাপি ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে। আরবেরা শিবির গ্রহণ করিতে বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

আফগান গৃহযুদ্ধ সংবাদ।

সিমলা ১২ ই সেপ্টেম্বর। আবদর রহমান ৪ ঠা সেপ্টেম্বর খেলাত-ই-গিলজাই হইতে বাহির হইয়া ১০ ই বান্দ-ই-তক্রু নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই স্থান কান্দাহার হইতে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। ঐ দিবস বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত এবং তৎপরদিন প্রাতঃকাল হইতে ৪ টা পর্য্যন্ত কান্দাহারের দিক হইতে তোপ ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। কান্দাহার প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। কেবল শিকারপুরের ফটক খোলা আছে।

সিমলা ১৩ ই সেপ্টেম্বর। ইতিপূর্ব্বে আমির আবদুল কুদস্ খাঁ নামক জনৈক সেনাপতিকে সসৈন্যে তুকি স্থান হইতে হিরাটের দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইনি তাইওয়ারা নামক দুর্গ অধিকার করাতে, আয়ুব খাঁর সৈন্যগণ হিরাটে পলায়ন করিয়াছেন। এক্ষণে কবুলে কিছুমাত্র গোলযোগ নাই।

সিমলা ১৬ ই সেপ্টেম্বর। আবদর রহমানের তুর্কস্থানবাসী সেনাগণ ঘর নামক স্থান অধিকার করিয়াছে। তথাকার গবর্ণর আবদুল ওয়াহাব কান্দাহারে পলায়ন করিয়াছেন। হিরাট হইতে যে সকল সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয়াছিল তাহারা ঘর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে নাই।

আমির সেনাগণকে সুনিয়মে রাখিয়াছেন। তাহারা যে যে স্থানের শস্যের হানি করিয়া ছিল তিনি তথাকার কৃষকদিগের ক্ষতি পূরণ করিতেছেন।

বিবিধ সংবাদ।

আমাদের সাতনাগ সংবাদদাতা বলেনঃ—আজ কাল এতদ্দেশে অত্যন্ত সর্পভয় হইয়াছে। দুই তিন দিনের মধ্যে এখানকার দুই তিন ব্যক্তি সর্প দংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বঙ্গদেশে যেমন বর্ষাকালে মাঠ ঘাট জলপূর্ণ হয় বলিয়া সর্পসকল গৃহস্থের বাটীতে আশ্রয় লয় এখানে সেরূপ হয় না। এখানে গ্রীষ্মাতিশয্য-নিবন্ধন সন্ধ্যার সময়ে সর্প-সকল শীতল বায়ু সেবনে বহির্গত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে গ্রীষ্মকালে যেরূপ রৌদ্রের প্রচণ্ড তাপ হয়, আজকাল এখানে ঠিক সেইরূপ।

ইতিপূর্ব্বে এখানকার ৮ নম্বর বেঙ্গল ক্যাভাল রির মেজর সাহেব জনৈক হিন্দুস্থানী মহাজনের দোকানে ছাতা ক্রয় করিতে আইসেন। উচ্চ পদস্থ লোকের সমভিব্যাহারে যেমন অনুচর থাকে ইঁহার সহিত সেরূপ কিছুই ছিল না, সুতরাং ছত্র বিক্রেতা মেজর সাহেবকে প্রথমেই এক জন সামান্য ইউরোপীয় মনে করে। সাহেব অভিপ্রায়ানুরূপ ছত্রের মূল্য স্থির করিয়া দেখেন তাঁহার [illegible] কম আছে, সুতরাং হস্তস্থিত টাকা [illegible] টাকা পাঠাইয়া দিবেন বলেন, কিন্তু [illegible] তাহাতে না ছাড়াতে তিনি জোর করিয়া [illegible] চেষ্টা করেন। ছত্র বিক্রেতাও ইহাতে টানা টানি করিয়া শেষে কাড়িয়া লয়। এই সময়ে তথায় জনৈক পুলিষ কনষ্টেবল বেড়াইতে ছিল, সাহেব তাহাকে সাহায্যার্থ আহ্বান করেন, এবং তাহাকে অবশিষ্ট মূল্যের জন্য জামিন হইতে বলেন, কিন্তু সে তাহাতে সম্মত হয় নাই; কারণ এখানে রেলওয়ের চাকুরী উপলক্ষে যে সকল সাহেব আছেন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বাজারে আসিয়া ঐরূপ অত্যাচার করিয়া থাকেন এবং শেষে মূল্য দিব বলিয়া গিয়া পরে আর তাহা দেন না। সুতরাং গরিব পাহারাওয়ালা সাহেবের বিশেষ পরিচয় না পাইয়া জামিন হইতে সম্মত হয় নাই। সাহেব ইহাতে অবমানিত ও কুপিত হইয়া পোলিটীকাল এজেন্টের নিকট নালিশ করেন। বিচারে ছত্র বিক্রেতার একশত টাকা অর্থদণ্ড ও কনষ্টেবল কর্ম্মচ্যুত হয়। সাহেব ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আপীল করাতে প্রতিবাদী ভীত হইয়া মেজর সাহেবের নিকট গিয়া মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিয়াছে।

রেওয়ার রাজার গুরুর মৃত্যুতে উক্ত পদ খালি হয়। দেওয়ান সাহেব প্রধান চেলাকে গদী প্রদানের জন্য এজেন্ট সাহেবকে বলেন কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত না হইয়া রাণী ও সর্দ্দারদিগকে সভা করিয়া চেলাদিগের মধ্যে [illegible] ব্যক্তি মনোনীত করিতে বলায় [illegible] পরস্পরে সভা করিয়া অপর একজন চেলাকে মনোনীত করেন। প্রধান চেলা গদী প্রাপ্তি বিষয়ে হতাশাস হইয়া এক ব্যক্তিকে এজেন্ট সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন, এ ব্যক্তি সাহেবকে ২৫ হাজার টাকা ঘুস লইয়া প্রথমোক্ত চেলাকে গদী প্রদান করিতে বলাতে সাহেব তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করিয়াছেন।

এজেন্ট সাহেব গবর্ণমেণ্টের কাগজ ক্রয় করিবার জন্য রেওয়ার রাজকোষ হইতে নগদ ৫ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা পাঠাইয়াছেন। শুনা যায় রাজা তাঁহার জীবদ্দশায় টাকাগুলি বুক্ বুক্ করিয়া রাখিতেন। টাকা বসাইয়া রাখা অপেক্ষা খাটান ভাল বটে, কিন্তু এরূপে নহে। শুনা যাইতেছে চারি টাকা সুদের কাগজ শতকরা দশ টাকা প্রিমিয়ম দিয়া ক্রয় করা হইতেছে। যদি ইহা সত্য হয় তবে আরও ৫০।৫৫ হাজার টাকার যে শ্রাদ্ধ হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাজার যদি মহার্ঘ হয় তবে তাড়াতাড়ি এত টাকা অনর্থক নষ্ট করিয়া কাগজ ক্রয় করার কি আবশ্যক? রাজ্যের উন্নতিই যদি অভিপ্রেত হয় তবে সেরূপে দুপয়সা থাকে এজেন্ট সাহেবের তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। আর এক কথা এই, এই পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া যদি কাপড়ের কল অথবা ব্যাঙ্ক খোলা হইত কিম্বা বাণিজ্যের সুবিধা করিবার চেষ্টা করা হইত তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের কাগজের সুদ অপেক্ষা, অধিক টাকা আয় হইত, এবং তদুপলক্ষে অনেকগুলি লোকও প্রতিপালিত হইতে পারিত। শুদ্ধ ইহা নহে, বাণিজ্যোপলক্ষে ভিন্ন দেশস্থ অনেক লোক এই সকল দেশে আগমন করিয়া স্থায়ীরূপে বসবাস করিলে অনেক পতিত ভূমিও উর্ব্বর হইয়া রাজস্বের বৃদ্ধি হইত। কোম্পানির কাগজ ক্রয় করা ভিন্ন কি অন্য কোন উপায়ে রাজার উন্নতির সম্ভাবনা নাই?

উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক না থাকাতে অনর্থক রাজ্যের বিস্তর অর্থ ব্যয় হইতেছে। বাপের বাপের শ্রাদ্ধের ন্যায় কেহ কাহার কোন খবর রাখেন না। যিনি যে বিভাগে নিযুক্ত আছেন তিনি সেই বিভাগে ইচ্ছামত কার্য্য করিতেছেন তাহার আর ব্যয়ও দেখা নাই, হিসাব নিকাশও নাই। ইঞ্জিনিয়র এক দিকে বাটী প্রস্তুত করিতেছেন অপর দিকে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, এক কার্য্যের জন্য দশ বার টাকা ব্যয় হইতেছে; আশ্চর্য্যের বিষয় সে দিক কাহারও দৃষ্টি নাই। রাজা তাঁহার জীবদ্দশায় যাহাদিগকে যেরূপ জায়গীর দিয়া গিয়াছেন এখন তাহাদিগের হয়ত কেহ দুই তিন অথবা চারিগুণ বেশী জায়গীর ভোগ করিতেছেন। কেহ যে যত্ন করিয়া সেই বেশী ভূমির রাজস্ব আদায় করেন, এরূপ লোক নাই। যাহা হউক আমরা আশা করি এজেন্ট সাহেব এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়া ত্বরায় ইহার সুবন্দোবস্ত করিবেন।

সারণস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, সম্প্রতি এই জেলার হাতুয়া গ্রামের সন্নিকটস্থ এক পল্লীতে একটী দীনা, শ্রমজীবিনী, সাধ্বী স্ত্রী বাস করিত। জনৈক প্রতিবাসী ইহার সতীত্ব-হরণাকাঙ্ক্ষী হয়, এবং তজ্জন্য বহুবিধ চেষ্টাও করে। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া ঐ পাপাত্মা স্ত্রীলোকটীর স্বামীকে, এক দিবস কোন কার্য্যোপলক্ষে এক প্রান্তরে লইয়া গিয়া তাহার চক্ষু বাঁধিয়া এক কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করে। এ দিকে তাহার পত্নী পতিকে না দেখিয়া তাহার অনুসন্ধানে বহির্গত হয়। পরে কূপ মধ্যে রোদন-ধ্বনি শুনিতে পাইয়া কোন উপায়ে অপর লোকের সাহায্যে স্বামীর প্রাণ রক্ষা করে। পরে আদালতে অভিযোগ করিলে দুর্বৃত্ত দায়রা সোপরদ্দ হয়। অদ্য জজ ষ্টিভেন্স সাহেব দুরাত্মাকে যাবজ্জীবন কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন।

বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের কোকনদের এক জন হিন্দু এক অভিনব উপায়ের উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহাঁর নাম পয়দা রামকৃষ্ণ। বিধবাদিগকে পুনর্ব্বার বিবাহ না দেওয়াতে সমাজের যত অনিষ্ট হইতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি কয়েকটী সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। কতক গুলি লোক স্থানে স্থানে এই সকল সঙ্গীত গাইয়া বেড়াইতেছে। রামকৃষ্ণের বিশ্বাস এই যে সাধারণ জনসমাজে বিধবাদিগের কষ্ট, সমাজের হানি এই সকল উদ্ঘোষিত হইলে লোকের বিধবার বিবাহ দিতে যত্ন হইবে।

ইংলিশম্যান বলেনঃ—সাঁওতালেরা যেরূপ গোল যোগ করিতেছে তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা। সামান্যই হউক আর অধিক হউক আমরা গত বৎসর হইতে ইহার সূচনা দেখিতেছি। কেহ কেহ বলিতেছেন যে লোকসংখ্যা ইহার কারণ, কিন্তু আমাদের বোধ হয় ইহার ভিতর অন্য কোন গূঢ় কারণ থাকিতে পারে। যাহা হউক এই সময়ে ইহার কারণ অনুসন্ধান করা একান্ত আবশ্যক।

দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে এক্ষণে তিনটী রমণী চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহাদের দল পুষ্টি করিবার জন্য মান্দ্রাজের প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নী লণ্ডন হইতে এম, বি, উপাধি পাইয়া ভারতবর্ষে আসিতেছেন। শুনা যাইতেছে ইনি তত্রত্য সূতিকা-হাঁসপাতালে কার্য্য করিবেন।

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল কলিকাতা

আগমন কালে নিমচ ও নসিরাবাদ রেলওয়ে খুলিয়া উদয়পুরে যাত্রা করিবেন। অনন্তর বারাণসী দর্শন করিয়া ডুমরাওনের বৃদ্ধ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

সম্প্রতি চীন গবর্ণমেণ্ট তত্রত্য প্রজাদিগকে কিয়ৎ কালের জন্য মস্তক মুণ্ডন করিতে নিষেধ করেন। ফুচু নগরের কতিপয় ব্যক্তি এই আদেশ লঙ্ঘন করায় তাহাদিগের তের টাকা করিয়া অর্থ দণ্ড ও বেত্রাঘাতের আদেশ দেওয়া হয়। অপর লোকে যাহাতে এরূপ কাজ আর না করে এজন্য তাহাদের মুণ্ডিত মস্তক চিহ্নিত করিয়া তাহাতে বার্ণিশ দেওয়া হইয়াছে। যেমন আইন তেমনি বিচার!

বোম্বাই গেজেট নামক সংবাদপত্রে ২৩ এ জুলাই একটী স্ত্রীলোকের স্বাক্ষরিত যে পত্র প্রকাশিত হয় তাহাতে লিখিত হয় যে বোম্বাই নগরে কয়েক জন দুশ্চরিত্র ইউরোপীয় স্বদেশ হইতে রমণীদিগকে এদেশে ভুলাইয়া আনিয়া তাহাদিগকে বেশ্যা করিয়া একরূপ জঘন্য ব্যবসায় চালাইতেছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রকৃত বৃত্তান্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া অবগত হইয়াছেন যে এই উক্তি সম্পূর্ণ অমূলক।

রাজপুতানার অন্তর্গত বিকানীরের নিকটে অপ্‌নি নামক স্থানে সম্প্রতি এক ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। তথায় সিদ্ধ নামে এক সম্প্রদায় আছে। ইহাদিগের মহান্তের নাম বগোনাথ। সনধারের ঠাকুর আপ্‌নি গ্রামের কর আদায় করিবার জন্য তথায় এক জন উকীলকে প্রেরণ করেন। সিদ্ধেরা মহান্তের প্ররোচনায় কর দিতে অস্বীকার করে। অনন্তর তাহাদের ১৫০ জন সমবেত হইয়া উকীলের নিকট এই বলিয়া কর হইতে নিষ্কৃতি চাহে যে যদি তিনি তাহাদের আবেদন অগ্রাহ্য করেন তাহা হইলে জীবন্ত থাকিতে তাহারা তাহার সম্মুখে সমাহিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে। উকীল তাহাদের এই অসঙ্গত আবেদন অগ্রাহ্য করাতে তাহারা সত্য সত্যই দুই জনের গোর দেয়। ঠাকুরের কর্ম্মচারীগণ এই হত্যাকাণ্ড নিবারণ করিতে বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। বিকানীরের রাজা অপরাধিগণের ১৯ জনকে ধৃত করিয়াছেন, অপর সকলে পলায়ন করিয়াছে। মহান্তের তিন বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

একজন ফকীর আমড়াতলার অক্ষয়কুমার বিশ্বাসের নিকট আসিয়া বলে যে, সে যে কোন পদার্থকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারে। অক্ষয়কুমারের প্রতীতির জন্য সে কয়েকটী ধান্য লইয়া তদনুরূপ স্বর্ণ তাহাকে প্রদান করে। অতঃপর দ্বিগুণ অথবা ত্রিগুণ বাড়াইয়া দিবে বলিয়া অক্ষয়ের নিকট হইতে একশত টাকার একখানি নোট লইয়া পলায়ন করিয়াছে। এই জুয়াচোর সম্প্রতি ধৃত হইয়াছে, এবং বিচারার্থ পুলিসের হস্তে রহিয়াছে।

কলিকাতার একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট সম্প্রতি বিষম দায়ে পড়িয়া ছিলেন। ইহাঁর নাম শ্রীযুক্ত বাবু সাগর দত্ত। ইনি গত বৃহস্পতিবার বিচারাসনে উপবেশন করিলে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর হেল্‌থ অপিসরের সহকারী গিলবার্ট রাইট তাঁহার নিকট কয়েক জন মুসলমানের নামে এই বলিয়া গ্রেপ্তারি পরোয়ানার প্রার্থনা করে যে তাহাদের নিকট তিন চারি শত মন গোমাংস আছে। উহা পচিয়া যাওয়াতে একান্ত অব্যবহার্য্য হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা পল্লীস্থ প্রতিবাসীদিগের স্বাস্থ্যের বিশেষ বিঘ্ন হইতেছে। এই সকল মাংস তৎক্ষণাৎ নষ্ট করা আবশ্যক বোধ হওয়ায় রাইট সাহেব হেল্‌থ অপিসরের দত্ত নিদর্শন পত্র প্রমাণার্থ অর্পণ করেন। কিন্তু সাগর বাবু ঐ আপিসরের এজাহার আবশ্যক বোধ করাতে রাইট সাহেব তাহাতে অনর্থক সময় লাগিবে বলিয়া আদালতের সন্দেহ নিরসন জন্য কিঞ্চিৎ পচা গোমাংস প্রদর্শন করে। সাগর বাবু হিন্দু সন্তান, গোমাংস স্পর্শ করা অথবা আঘ্রাণ লওয়া তাঁহার ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। সুতরাং কি করেন, দায়ে পড়িয়া প্রার্থীর ইচ্ছানুরূপ আদেশ দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

রুশ গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে যে যে ব্যক্তিকে নিহিলিষ্ট দলভুক্ত বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন তাহাকে সাইবিরিয়ার তুষারাবৃত অরণ্যে প্রেরণ করিতেছেন।

গত ১৮ ই আগষ্ট পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অন্যতর সভ্য ওডনেল সাহেব ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করেন যে ১৮৭৮ অব্দে বঙ্গদেশের দেশীয় সৈনিকদিগের মধ্যে শতকরা বিরানব্বই জন জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়াছিল কি না? এবং বঙ্গদেশের সর্জ্জন জেনেরেলের মতানুসারে দেশীয় সৈনিকদিগের আবাস গৃহ আগাগোড়া অস্বাস্থ্যকর কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে হাটিংটন বলিয়াছেন যে কথিত বিষয়ে তিনি মনঃসন্নিবেশ করিয়াছেন এবং দেখিয়াছেন উহা সম্পূর্ণ সত্য হউক আর না হউক অনেকাংশে সত্য বটে। এই অনিষ্ট নিবারণের জন্য বিস্তর চেষ্টা করা হইতেছে এবং অতঃপর যাহাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরেল তদ্বিষয়ে মনোযোগ দেন তাহার আদেশ দেওয়া যাইবে।

আজ কাল হাইকোর্টে সিবিলিয়ান বিচারপতিগণ সেসনের বিচার করিতেছেন। আপাততঃ জষ্টিস ফিল্ড এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ব্যারিষ্টারদিগের সহিত যে কাণ্ড করিতেছেন তাহা শ্রবণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বিচারপতি প্রিন্সেপ ও কনিংহামের বৃত্তান্ত পাঠকবর্গের মনে জাগরূক আছে। ইনি আবার তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি এক মকদ্দমায় ব্যারিষ্টর জাক্সন সাহেব মক্কেলের উপদেশ ও আপনার বিবেচনা অনুযায়ী সাক্ষীকে জেরা করিতেছিলেন, কিন্তু তাহা নিষেধ করিয়াছেন। আবার গাম্পার নামক জনৈক ব্যারিষ্টারের সহিত একটী সামান্য কথা লইয়া তিনি যেরূপ বিবাদ করিয়াছেন, কখন কোন জজ হাইকোর্টের বিচারাসনে বসিয়া ওরূপ করেন নাই। আবার তাঁহার দণ্ডাজ্ঞাগুলি আরও চমৎকার। পিনাল কোডে (Solitary confinement) নিভৃত অবরোধ নামে এক প্রকার অতি কঠোর দণ্ডের বিধান আছে। ইউরোপে অতি দুর্বৃত্ত নরহত্যাকারীকে এই দণ্ড কখন কখন দেওয়া হয়। এ দেশে কোন জজ কখন এই দণ্ডের প্রয়োগ করিয়াছেন কি না তাহা আমাদের স্মরণ হয় না ফিল্ড সাহেব চোর ও ডাকাইতকে এই দণ্ড বিধান করিতেছেন।

চারুবার্ত্তা বলেনঃ—চীনদিগের পদার্পণ হইবার বহু পূর্ব্বে জাপানে ভারতীয় বর্ণমালা এবং ভারতীয় দেব দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল।

মধ্য ভারতে নিওয়ার নামক স্থানে কয়েকটী পর্ব্বত ভূগর্ভে বসিয়া গিয়াছে। এই অদ্ভুত ঘটনার কারণ এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই।

সম্প্রতি গ্লাডষ্টোন সাহেবের পীড়া হওয়াতে চিকিৎসকেরা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম করিতে উপদেশ দেন। ঐ সময়ে তিনি গ্রীক বাইবেলের সহিত তাহার ইংরাজী অনুবাদের মিলন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্রাম।

২২ এ আগষ্ট সোমবার মহারাণী আইরিষ ভূমি সংক্রান্ত আইনে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। এই আইনটি সাত খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। ইহাতে ৬২ টী ধারা আছে।

জুলাই মাসে আমরা এই সংবাদ পাইয়াছিলাম যে ভুটানের দেবরাজ পরলোকগামী হইয়াছেন। কিন্তু ভোটরাজের কর্ম্মচারীরা বলিয়াছিলেন যে দেবরাজের মৃত্যু হয় নাই, তিনি কার্য্যব্যপদেশে নিভৃত স্থানে বাস করিতেছেন, কাহারও সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিবেন না। কিন্তু সম্প্রতি আবার

এই সংবাদ আসিয়াছে যে ৩রা জুলাই ভূটান রাজের পরলোক হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট আপনার আয়ত্ত হইতে দেশীয় মদের ভাঁটি পরিত্যাগ করিয়া মদ্য ব্যবসায়ীর হস্তে অর্পণ করাতে দেশের অনিষ্ট হইতেছে কি না ইহা জানিবার জন্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা চারিদিকে বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছেন।

২১ আগষ্ট কইম্বাটুর জেলায় কয়েকজন তথাকার কোন বনে চিতাবাঘ আসিয়াছে শুনিয়া তাহার অনুসরণে গমন করে। তাহারা বিফল প্রয়াস হইয়া যখন প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিল, তখন ঐ ব্যাঘ্র তাহাদিগকে আক্রমণ করে। ব্যাঘ্র নিহত হইয়াছে, কিন্তু তৎকর্তৃক আহত হইয়া অনুসরণকারীদিগের অনেকের মৃত্যু হইয়াছে।

সম্প্রতি দিল্লিবারিকে সার্জেণ্ট কুক নামক জনৈক সৈনিক কর্ম্মচারী আত্মহত্যা করিয়াছে। কারণ কিছুই জানা যায় নাই। আবার কাপ্তেন হুইটক নামক অপর একজন সৈনিক কর্ম্মচারী পুত্রশোকে অধীর হইয়া জলচ্ছিতারোহণ পূর্ব্বক প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

আমাদের সারণস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, "আমরা একটী নূতন রেওলয়ের প্রস্তাব শুনিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম। রেলওয়েটী শোনপুর (হরিহর ছত্র) হইতে আরম্ভ হইয়া, চাপরা ও শিওয়ান হইয়া মতিহারির রেলওয়ের সহিত গোরক্ষপুরে মিলিত হইয়া অযোধ্যায় যাইবে। ইহাতে প্রজাবর্গের ব্যবসায়ের বিশেষ উপকার হইবে, এবং দ্রব্যাদির মূল্যও সুলভ হইবে। চাপরা এত বড় জেলা কিন্তু এখানে টেলিগ্রাফের যোগ না থাকাতে সময়ে সময়ে জনসাধারণের অনেক অসুবিধা হয়। এবার রেলওয়ের প্রসাদে এই অভাবটীও দূরীভূত হইবে। এই রেলওয়ের জরিপের কার্য্য সত্বর হইবে শুনিতেছি। এক্ষণে কার্য্যে পরিণত হইলেই সুখী হই। যে পর্য্যন্ত রেলওয়েটী প্রস্তুত না হয়, তাবৎ এ জেলার লোকের কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি স্থান হইতে কোন দ্রব্য আনিতে হইলে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানিকে এক জেতের ব্রাহ্মণের মত দক্ষিণা কিছু অধিক দিতে হয়। কারণ শিওয়ান, সওরঘাট, চাতুয়া, রামকোলা প্রভৃতি স্থানের লোককে পাটনা ষ্টেষণ হইতে দ্রব্যাদি আনিতে হইলে ৩।৪ দিবস পরে উক্ত ষ্টেষণে যাইয়া পঁহুছিতে হয়, পরে নৌকা ও গাড়ির বন্দোবস্ত করিতেও এক আধ দিবস লাগে। এখানে রেলওয়ে কোম্পানি ২৪ ঘণ্টার পর ডিমরেজ লইতে থাকেন। লোকেরাও অনন্যগতি হইয়া টাকা গণিয়া দিয়া মাল লন। এ বিষয়ে ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ের নিয়ম ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের অপেক্ষা বহু গুণে উৎকৃষ্ট। উক্ত রেলওয়ের কর্ম্মচারিরা কোন ষ্টেষণে কোন দূরস্থ ব্যক্তির মাল আসিলে দূরত্ব বিবেচনা করিয়া ২।৩ বা ৪।৫ দিবস পরে ডিমরেজ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাতে সাধারণের বিশেষ উপকার হয়, অন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। শুনিয়াছি এ সম্বন্ধে কোন মহোদয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের এজেণ্টগণের নিকটে আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও প্রায় ১ বৎসরের অধিক হইল। এ পর্য্যন্ত কোন ফল দেখিতে পাইলাম না।

১৮৮২ অব্দের মার্চ্চ মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়েরা ঐ বর্ষের জন্য ঠাকুর আইন অধ্যাপক মনোনীত করিবেন। কর্ম্মপ্রার্থীগণ স্ব স্ব আবেদন পত্র আগামী বর্ষের ১ লা জানুয়ারির মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

অতঃপর গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনের নিমিত্ত নিম্নলিখিত নিয়ম মত গমনাগমনের ব্যয় প্রাপ্ত হইবেন।

১। উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারীগণ যেরূপ দৈনিক অথবা মাসিক ভ্রমণের ব্যয় পাইয়া থাকেন, তাঁহারা তাহাই পাইবেন।

২। যাঁহারা পঞ্চাশ টাকা অথবা তদধিক বেতন পান তাঁহারা রেলওয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া পাইবেন।

৩। যাঁহারা পঞ্চাশ টাকার ন্যূন বেতন পান তাঁহারা ইণ্টারমিডিয়েট অথবা তৃতীয় অথবা নিম্ন শ্রেণীর ভাড়া পাইবেন।

যদি তাঁহাদিগকে কথক রেলওয়ে কথক বা অন্য উপায়ে গমনাগমন করিতে হয় তাহা হইলে তাঁহাদিগের যে ব্যয় হইবে সেই ব্যয় দেওয়া যাইবে।

এক্ষণে লণ্ডন নগরে প্রায় সাত হাজার ভারতবর্ষীয় লোক আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান।

ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি আজ্ঞা দিয়াছেন যে অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে মোরাদাবাদ হইতে শাহরণপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া সিন্ধু পঞ্জাব রেলওয়ের সহিত যোজিত হইবে।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট গবর্ণর জেনেরেলের সম্মতির জন্য করসংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি শীঘ্রই সিমলায় প্রেরণ করিবেন।

আবার ইডেন সাহেব শৈলবিহারে চলিলেন। আগামী ২২ এ সেপ্টেম্বর তাঁহার দার্জ্জিলিং যাইবার দিন স্থির হইয়াছে।

নিম্নশ্রেণীর ইউরোপীয় ও ইউরোপীয়দিগের শিক্ষাদান প্রস্তাব সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নিজ অভিপ্রায় ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরির নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।
বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১ লা সেপ্টেম্বর ১৮৮১। যত দিন অনরেবল এইচ. জে. রেনোল্ডস অন্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন তাবৎ এ, পি ম্যাকডনেল বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরির কার্য্য করিবেন।

৯ই সেপ্টেম্বর ১৮৮১। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, কেলহার ৫ই সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছেন, তিনি যশোহরে থাকিবেন।

১০ই সেপ্টেম্বর ১৮৮১। কিয়ৎকালের জন্য নওয়াখালির সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাজমোহন দাস এক মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

১২ই সেপ্টেম্বর ১৮৮১। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অভয়াচরণ দাস ৬ ই সেপ্টেম্বর চব্বিশ পরগণার সদর ষ্টেষণে তাঁহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ফরিদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত ১৮৭০ অব্দের দশ আইন অনুসারে ঐ জেলায় কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, হোয়াইট, চিকিৎসকের সার্টিফিকেট অনুসারে ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারির আদেশ অনুসারে তাঁহার ছুটির পর আর দুই মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

মানভূম জেলার গোবিন্দপুর বিভাগের আসিষ্টাণ্ট কমিশনর ডবলিউ এল সামুয়েলস ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

হাজারিবাগের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, এইচ. কলিনস্ মানভূমে বদলী হইলেন। তাঁহাকে গোবিন্দপুর বিভাগের ভার প্রদত্ত হইল।

১৩ ই সেপ্টেম্বর ১৮৮১। কটকের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর টি. জে. সি, গ্রাণ্ট অপর আদেশ পর্য্যন্ত পুরীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

পুরীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, গডফ্রে অপর আদেশ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন। তাঁহার হস্তে পুরী জেলার খুর্দ্দা বিভাগের ভার অর্পিত হইল।

পুরী জেলার খুর্দ্দা বিভাগের কিছু দিনের জন্য ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কমলনাথ ঘোষ ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

নারুকপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অমরনাথ ভট্টাচার্য্য ১৮৭০ অব্দের দশ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভ্রূ শ্রেষ্ঠ হর রায় ১৮৭০ অব্দের নয় আইন অনুসারে ঐ জেলার কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সারণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাজেন্দ্র নাথ রায় ১৮৭০ অব্দের দশ আইন অনুসারে ঐ জেলার কালেক্টারের ক্ষমতা পাইলেন।

ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ গত ৯ ই জুলাই হইতে চতুর্থ শ্রেণীতে স্থায়ী হইয়াছেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু প্রাণকানাথ সেন মৌলবী মহম্মদের স্থানে কিছু দিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নন্দকিশোর দাস (তিনি এক্ষণে কটকের করদমহলে সহকারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন) পঞ্চম শ্রেণীতে স্থায়ী হইলেন।

বাকরগঞ্জের অন্তর্গত পটুয়াখালির কিছু দিনের জন্য ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু চন্দ্রকুমার দত্ত ষষ্ঠ শ্রেণীতে স্থায়ী হইলেন।

কার্য্যান্তরে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এইচ, ওয়াড জোন্স ২৪ এ জুলাই হইতে ষষ্ঠ শ্রেণীতে স্থায়ী হইলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমলুকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল কিছু দিনের জন্য ষষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

নাকোড়ের কিছু দিনের জন্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, ম্যাকল-স্মিথ ও পূর্ণিয়ার কিছু দিনের জন্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী বজলল করিম ষষ্ঠ শ্রেণীতে স্থায়ী হইলেন।

দেয়ারায় জরিপী কার্য্যে নিযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরামপুরের বাবু শ্যামাচরণ দাস এ পর্য্যন্ত প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন, তাঁহারা কিছু দিনের জন্য সপ্তম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৯ ই সেপ্টেম্বর ১৮৮১। যশোহরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, কেলহাম প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২২২ ধারা অনুসারে সরাসরি বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১১ ই সেপ্টেম্বর ১৮৮১। বাবু নাগেন্দ্রনাথ সেন ২৪ পরগণায় মুন্সেফের কার্য্য করিবেন। বাবু মহেন্দ্রনাথ রায়ের অনুপস্থিতিকালে অথবা স্বতন্ত্র আদেশ পর্য্যন্ত তিনি আলিপুরে থাকিবেন।

হুগলির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪২ ও ৫২১ ধারা অনুসারে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

যশোহর।

চাকলা, ঝাঁপা, ২২ এ শ্রাবণ ১৮০৩।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, নড়ালের জমিদার বাবুদিগের উৎসাহ ও প্রযত্নে আগামী আশ্বিন মাস হইতে আচার্য্য নামক এক খানি মাসিক পত্র প্রকাশ হইবে। কয়েক জন সুযোগ্য ব্যক্তি ইহার লেখকের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই পত্রে সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, পুরাণতত্ত্ব, প্রভৃতি নানা বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিত হইবে। ইহা কোন এক সম্প্রদায় বিশেষের মুখ পাত্র হইবে না।

গত ১৮ ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার ১ টার সময় বাষ্পীয় পোতারোহণে আমাদের মাননীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেন বাহাদুর খুলনা সব ডিভিজনে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ইডেন বাহাদুরের সাক্ষাৎকার লাভাশায়, তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে তথায় যশোহরের কমিশনর পিকক সাহেব, মাজিষ্ট্রেট বার্টন সাহেব এবং ডিঃ পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি তথায় উপস্থিত ছিলেন। ইডেন মহোদয় খুলনা পরিদর্শনে প্রীতি লাভ করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে ২৪ পরগণার সাতক্ষীরা, বশিরহাট, এবং এ বিভাগের বাঘেরহাট ও খুলনা লইয়া একটী স্বতন্ত্র নূতন জেলা সংস্থাপিত হইবে। খুলনাই ঐ বিভাগের সদর নগর হইবে। খুলনা জেলা হইলে যশোহরের যশোহরণের সম্ভাবনা। প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট যশোহরের নিম্নস্থিত ভৈরব নদটির পঙ্কোদ্ধার করিয়া দিয়া কি আমাদের চিরমনোরথ পূর্ণ করিবেন? আমাদের এ চীৎকার ধ্বনি কি গবর্ণমেণ্টের শ্রবণ বিবরে প্রতিধ্বনিত হয় না?

বর্দ্ধমান মাসের প্রথমে যশোহর জজ আদালতের দায়রা শেষ হইয়াছে। এখানকার জুরি নির্ব্বাচন প্রণালী সন্তোষজনক নহে। সাক্ষীদিগের দুরবস্থার প্রতি কাহারও দৃষ্টি থাকে না ইহাই নিতান্ত দুঃখের বিষয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এ দিকে কটাক্ষপাত করা আবশ্যক।

এ বিভাগে জ্বর রোগের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। কিন্তু একটী সুখের বিষয় এই, পূর্ব্বে হাতুড়িয়া কবিরাজের ঔষধ গিলিতে গিলিতে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইত, সম্প্রতি ঢাকা বিভাগের সব ডিভিজন মানিকগঞ্জের অধীন সাহোড়াইল নিবাসী বাবু মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের স্বনামপ্রসিদ্ধ জ্বরঘ্ন ২১ পুরিয়া প্রচারিত হওয়ায় সাধারণে কবিরাজের ঔষধ সেবনের দায় হইতে অব্যাহতি পাইতেছে। এই ঔষধ সেবনে শত শত রোগীব্যক্তি আরোগ্যলাভ করিতেছে। এ পুরিয়াকে জ্বর-রোগের অব্যর্থ ঔষধ বলা যাইতে পারে। আমরা এই বিখ্যাত ঔষধের গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নদীয়া বিভাগে এ ঔষধের প্রচার একান্ত আবশ্যক।

কয়েক দিবস অতিরিক্ত বারিবর্ষণ হওয়ায় কৃষকদিগের যার পর নাই,ক্ষতি হইতেছে। তাহারা সুপক্ব আশু ধান্য কাটিতে পারিতেছে না, এমন কি কাটা ধান্য মলিয়া খামার হইতে ঘরে তুলাই ভার হইয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশ ধান্য পচিয়া যাইতেছে। এ বৃষ্টি আমনের পক্ষে সুবিধা জনক। এবার আশু ধান্যের অবস্থা বড় ভাল নহে।

হুগলী—১৪ ই সেপ্টেম্বর ১৮৮১।

রথ্যাকর-বিভাগ ও পূর্ত্তকার্য্য-বিভাগ উভয়ে বড় নিকট সম্পর্ক। উভয়ের পোষ্যপুত্রদিগেরও তজ্জন্য বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে, অনুমানে মাতৃষ্বসেয়ের ন্যায় বোধ হয়। হুগলীর পরপারে অনতিদূর দক্ষিণে ভাটপাড়া নামে একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে। ঐ গ্রামের পূর্ব্ব দিকে "আমডাঙ্গা রোড" হইতেছে। গত বৎসর ঐ রাস্তা এক মাইল পাকা হইয়াছিল, কিন্তু এই এক বৎসর মধ্যে তাহা কঙ্কালমাত্র হইয়া গিয়াছে। রাস্তাটীর জন্য শুনিতে পাই অনেকগুলি টাকা চাঁদা লওয়া হইয়াছে, তদ্ভিন্ন প্রজার শোণিত শুষ্ক করিয়া রথ্যাকর সংগ্রহ করা হইয়াছে, শেষ পোষ্যপুত্র বাবুদের সুখের জন্য কি টাকা ব্যয় করা হইল? আমাদের সানুনয় অনুরোধ ২৪ পরগণার কর্ত্তৃপক্ষ এদিকে দৃষ্টি করেন। এবারে ঐ রাস্তার আর এক মাইল পাকা হইতেছে, যেন আবার টাকার শ্রাদ্ধ না হয়।

হুগলীর রাস্তায় রাস্তায় রাত্রিতে আলো দেওয়া হয়, কিন্তু মধ্যে মধ্যে দুই চারি স্থানে আলো থাকে না। ইহার কারণ বুঝিতে পারি না। আজি দেখিলাম কোন স্থান অন্ধকারময়, কাল,সেখানে আলো, অন্য স্থানে নাই। মিউনিসিপাল কর্ম্মচারীরা কি মিতব্যয়িতার অনুরোধে এরূপ করেন?

পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদের কার্য্যদক্ষতাও চমৎকার। গত বৎসর যে বাটী মেরামত হইয়াছে, এ বৎসর বর্ষায় তাহার ছাদ সহস্রধারা। আবার চারি বৎসর না হইলে পুনঃ সংস্কার হইবে না। কালেক্টরি বাটীর নূতন অঙ্গরাগ হইতেছে, উপরের ছাদ রাখিয়া নীচে ভাঙ্গা হইতেছে। অল্প দিন বিলক্ষণ চাকচিক্য থাকিবে। এবার বর্ষা প্রায় শেষ হইয়াছে, আগামী বর্ষায় ছাদ জল রক্ষা করিবে না। তবে কথা এই এরূপ কার্য্যে বিস্তর দীন দুঃখী প্রতিপালিত হয়।

হুগলির এডিসনাল সব জজ আপাততঃ আর ৬ মাসের জন্য থাকিবার অনুমতি পাইয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় এক জন দ্বিতীয় সব জজ এখানে স্থায়ী হওয়া উচিত।

খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যত্নে এখানে একটী ছাত্রসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত শনিবার হুগলী কালেজের অন্যতম ছাত্র শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে রচনা পাঠ করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্র বাবু সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়া ছাত্রবৃন্দের বিশেষ উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। আমাদের যে ভয় আছে, তাহা পূর্ব্বেই পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করিয়াছি।

বিজ্ঞাপন

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ দশম সংখ্যা।

এই পত্রের তৃতীয় ভাগের দশম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে প্রতিবাদ, ২য়—প্রতিবাদ, প্রতিবাদের প্রতিবাদ, দেবগণের মর্ত্তো আগমন, অশোকবনে সীতা, মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, বৈজ্ঞানিক কৌতুক এই ৮টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্মার ৮ ফর্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ।

ধাত্রী।

শ্রীমতী দেবী নিতম্বিনী চট্টোপাধ্যায় ১০৮ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

স্বর্ণলতা উপন্যাস।

তৃতীয় সংস্করণ মূল্য ১।৵০। আমার নিকট প্রাপ্তব্য।
বঙ্গীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী।
৯৭ নং কলেজ-ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ম্যানেজার শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথাঃ—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্বপ্রকার ঘুরঘুরে ঘা, ফোস্কা ঘা, আবের ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, দুর্বা ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোষ পাঁচড়া, ছিঁড়িয়া, ছড়িয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোষ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) ফিক্‌বেদনা, সর্ব্বপ্রকার পারার ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাঁউড় ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১৲ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ৵১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—১, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহ্বায়াসসাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৶০ আনা।

যোগবিলাস।

এই আশ্চর্য্য ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার বায়ু কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু গুল্ম অম্ল ও অম্লশূল, হাঁপানি, মেহ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ উদরাধ্মান, কৃমিদোষ, অর্শ, এই সমস্ত রোগ দুই সপ্তাহে দূরীভূত হইয়া শরীরের বল, অগ্নি, মেধা, ও শুক্র বর্দ্ধন করিয়া কান্তি পুষ্টি করে।

এক সপ্তাহের ঔষধের মূল্য	১১০
প্যাকিং খরচা	।০

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্ন-প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর, নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৶০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং এক্লেন্দ্রনাথ দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।
কলিকাতা মানিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৭০ নং বাটী।

পাইকপাড়া নর্সারী।

বীজ, বীজ, বীজ।

সম্প্রতি আমেরিকা হইতে কপি, বিট, গাজর, মটর, শালগম প্রভৃতি নানাবিধ শবজী ও বহু প্রকার মনোহর ফুলের বীজ আনা হইয়াছে।

একতদ্ভিন্ন বহুতর ফুল ও ফলের কলমের চারাও বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। উদ্যান কার্য্যে ব্যবহার্য্য বিলাতী অস্ত্র ও চীনের পটও এখান হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। কৃষি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত প্রায় তিন বৎসর হইল, এখান হইতে "কৃষিতত্ত্ব" নামে এক খানি মাসিক পত্র নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। যাবতীয় প্রধান প্রধান ইংরাজী ও বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের নিকট কৃষিতত্ত্ব বিশেষ আদৃত। উহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য বা চাঁদা ডাকমাশুল সমেত ৩।৴০। বীজ ও গাছের পৃথক পৃথক ক্যাটেলগ মুদ্রিত আছে। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় আমাকে পত্র লিখিলে জানিতে পারা যায়। ৪০ রকমের সবজীর প্যাকেটের দর ৫ টাকা। ২০ রকমের ফুলের বীজের জন্য ৩ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়া বিক্রয় হইতেছে।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সারী কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যার গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ায় তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র বাবার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

—:০:—

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৯ ই এপ্রেল ১৮৮১। শ্রীদীননাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

বুাক এণ্ড মরে

---

৫৫ টাকা মূল্যের ইংলিস-ওয়াচ।

কলে প্রস্তুত করা এবং লিভার স্কেপমেণ্ট সহিত। হণ্টিং অথবা গার্ডস এই দুই প্রকার আকারে প্রস্তুত হয়। যত প্রকার ঘড়ি আছে সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা অধিক দিন স্থায়ী এবং ঠিক চলে। এই ঘড়ির চলিবার কল সকল ইংরাজ কারিকর দ্বারা নির্ম্মিত। ইংরাজী কেসে আমেরিকান অথবা জেনেভা কল যেমন থাকে, ইহা সেরূপ নহে।

সোণার হণ্টিং ইংলিস ওয়াচ
মূল্য ১৮০ টাকা।

শক্ত এবং পরিষ্কার কেসে, (সাধারণতঃ) ম্যাক কেঞ্জ আকারের।

রেলওয়ে গার্ডস কী-লেস ওয়াচ।

শক্ততা এবং ঠিক চলা বিষয়ে সকল ঘড়ি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৫ টাকা। যে সে রূপে ব্যবহার করিলেও নষ্ট হইবে না।

রেসিং ক্রনোগ্রাফস। পিত্তল এবং নিকল কেসে মূল্য ৩৮ হইতে ৭০ টাকা।

উত্তম পরকোলা যুক্ত চসমা ও নিউটাল রং বিশিষ্ট আই প্রিজার্ভার মূল্য ৪॥০ ও তত্তোধিক মূল্যে।

সরঞ্জাম সহিত ইলেক্‌ট্রিক বেল মূল্য ২০ টাকা।

মেরামত।

ওয়াচ, ক্লক, বাদ্যযন্ত্র, বার্ড বক্স প্রভৃতি যাবতীয় বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র যত্নের সহিত গৃহীত হইয়া থাকে।

বুাক এণ্ড মরে ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়ায় ৫০ বৎসর এই সকল কাজ করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। এই জন্য লোকের এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেখাইতেছেন।

বুাক এণ্ড মরে ৬। ১ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

বসু ব্রাদার্স।

মফস্বলস্থ ব্যক্তিদিগের দ্রব্যাদি সরবরাহকারী। (মোখ্যারি) আপিসঃ—৭০ নং বাটী হরিঘোষের ষ্ট্রীট ঢোগলকুঁড়িয়া।

কলিকাতা।

১। কলিকাতার বাজার দরে (কিম্বা তদপেক্ষা সুবিধামত দরে) সকল প্রকার দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যায়।

২। টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাঠান যাইবে না। আমরা নগদ ভিন্ন কাহারও সহিত ধারে কারবার করি না। নগদ মূল্যে খরিদে সুবিধা আছে, ইহাতে দ্রব্যাদি ভাল ও সস্তা পাওয়া যায়।

৩। দ্রব্যাদি অতি যত্নপূর্ব্বক এবং শীঘ্র পাঠান যায়। পাঠাইবার পূর্ব্বে পুনরায় ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া পরে প্যাকিং করিয়া পাঠান গিয়া থাকে।

৪। নিম্নলিখিত হারে আমরা কমিশন লইয়া থাকি।

৫০০ পাঁচ শত টাকার নিম্ন হইলে শতকরা পাঁচ টাকার হিসাবে।

৫০০ ঐ ঐ উপর হইলে " ২॥০ আড়াই টাকার হিসাবে।

৫। পত্রাদি ও টাকা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নামে পাঠাইতে হইবে। পত্রাদিমধ্যে নাম ও ধাম সকল সময়ে পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক। এবং কিরূপে দ্রব্যাদি পাঠান যাইবে, তাহাও বিশেষ করিয়া লেখা আবশ্যক।

৬। আমাদিগের মফস্বলে বর্ত্তমান গ্রাহক সংখ্যা—

ভদ্রসন্তান—১৩০ একশত ত্রিশ জনের উপর।

ব্যবসায়ী ও দোকানদার—২৮ জন মাত্র।

৭। অল্প মূলধন লইয়া কেহ মফস্বলে কারবার কিম্বা দোকান করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে লিখিবেন, আমরা তৎসম্বন্ধে সুপরামর্শ দিতে পারি এবং দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেও প্রস্তুত আছি।

১ লা এপ্রেল ১৮৮১। শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু। ম্যানেজার।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ রায়—ফুলবাগান ১২॥৴০
" " মহেশচন্দ্র রায়চৌধুরী—হরিদেবপুর ১০
" " রাজনাথ গুহ—চাঁচল
" " হরিচরণ দাস—পালিতোলা
" " কালিকমল সরকার—কলিকাতা
" " দিব্যলোচন শর্ম্মা—সাতড়াগড়
" " উমেশচন্দ্র দেব—কলিকাতা ৫॥০
" " ব্রজেন্দ্রনাথ রায়—জোড়াসাঁকো ৫॥০
" " কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—ভবানীপুর ৫॥০
" " প্রাণনাথ পণ্ডিত—ভবানীপুর ৬
আতাওল হক—বেগুসরাই ৭

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৫ শ ভাগ। “প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং”। ৪৬ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৮ সাল। ১১ ই আশ্বিন। ইং ১৮৮১। ২৬ এ সেপ্টেম্বর। { অগ্রিম সাণ্মাসিক ৫৷৹, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র

বিজ্ঞাপন।

২৫ টাকা পুরস্কার।

বর্দ্ধমানের নিকট রায়ান্ গ্রাম নিবাসী শ্রীরাধামাধব তর্কসিদ্ধান্তের পুত্র শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য (বয়স ২১। ২২ গৌরবর্ণ) প্রায় তিন বৎসর অনুদ্দেশ হইয়াছে। যিনি তাহার অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন তাঁহাকে উপরিউক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী একটী ব্রাহ্মণ কন্যা, বিবাহপ্রার্থিনী, বালবিধবা, কিন্তু এক্ষণে বয়ঃক্রম ২০ কিম্বা ২১ বৎসর হইবে; ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বৈদ্য, এই তিন জাতির মধ্যে, অবস্থানুসারে বিবাহ দেওয়া যাইবে। যাঁহারা এই প্রস্তাবিত বিষয়ে ইচ্ছুক হইবেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকৃত অবস্থা এবং নাম ধাম লিখিয়া ২০ এ আশ্বিন মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন, তৎপরে পত্রাদি পাঠান বিফল।

ঠিকানা।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

৫০ নং সিকদারের বাগান ষ্ট্রীট কলিকাতা।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ একাদশ সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের তৃতীয় ভাগের একাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, হরিদ্বারের মেলা, ইন্দ্রধনু, হিন্দুদিগের বহির্ব্বাণিজ্য, মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, বৈজ্ঞানিক কৌতুক এই ৮টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

প্রেরিতপত্র।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত।

সম্পাদক মহাশয়! ২৯ এ ভাদ্রের সোমপ্রকাশে বাবু প্রিয়নাথ মল্লিক বাবু কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রোক্ত যে সম্ভ্রান্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন, সে মত যদি অত্যন্ত আধুনিক হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। মহর্ষি মহোদয়ের মত সমগ্র ব্রাহ্মসমাজে অত্যন্ত আদরের সহিত সম্মানিত হইয়া থাকে। কুচবিহার পর্ব্বের পর বাবু কেশবচন্দ্র নববিধান আখ্যায় আখ্যাত করিয়া হোম ও ব্যাপ্টাইজ প্রভৃতি যে সকল অভিনব মত প্রচার ও অভিনব অনুষ্ঠানের অভিনয় করিতেছেন, মহর্ষি মহোদয় যদি সেই সকল মত ও অনুষ্ঠান পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন এবং যদি সেই সিদ্ধান্ত তাঁহার নামে প্রচারিত হয়, তাহা হইলে সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ সেই পোষকতার গুরুত্বহেতু অবশ্যই স্তম্ভিত এবং কেশবচন্দ্র সেনের আধুনিক মত সম্বন্ধে স্বীয় বিরুদ্ধ অভিপ্রায় সহসা প্রকাশ করিতে অবশ্যই সঙ্কুচিত হইবেন। কাজে কাজেই ব্রাহ্মসমাজকে তন্নিবন্ধন কিয়ৎ পরিমাণে বিপন্ন হইতে হইবে। এ কারণে দেবেন্দ্র বাবুর লিখিত পত্রের সময় নির্দ্ধারণ সাধারণের পক্ষে আবশ্যক হইয়াছে। প্রিয়নাথ বাবু কি অভিপ্রায়ে তাহা গোপন করিয়াছেন জানি না; কিন্তু সত্যের অনুরোধে, সাধারণের হিতের অনুরোধে ও ব্রাহ্মসমাজের অনুরোধে তাহা তাঁহার প্রকাশ করা উচিত ছিল, সন্দেহ নাই। অবশ্যই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাবু কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে যে সম্ভ্রান্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন, কুচবিহার-কাণ্ড-সম্ভূত নববিধানের অবতারণার পূর্ব্বে সেই মত পোষণ করা দেবেন্দ্র বাবুর পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও কেশব বাবুর পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা কখনই উহা বিশ্বাস করিতে পারি না যে, কুচবিহার পর্ব্বের পশ্চাৎ নববিধানাখ্যাত যে সকল কিম্ভূত মত ও অনুষ্ঠান অভ্যুদিত হইয়াছে, মহর্ষি প্রধান আচার্য্য মহাশয় তাহার অনুমোদন করিবেন। যদি করিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে চতুর প্রিয়নাথ পত্রের তারিখটী প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিজ পক্ষ দৃঢ়রূপে সংস্থাপন এবং তাঁহার অতি প্রিয় নববিধান ও কেশবচন্দ্রকে সম্যকরূপে উপকৃত করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। এ বিষয়ে এই ত্রুটি তাঁহার পক্ষকে হীনবল করিতেছে। যাহা হউক, প্রিয়নাথ বাবু সত্যের অনুরোধে দেবেন্দ্র বাবুর পত্রের তারিখটী প্রকাশ করিয়া সত্যের মহিমাকে মহীয়ান্ করুন এবং তৎসঙ্গে যদি পারেন, নিজ পক্ষের জয় প্রতিপোষণ করুন, তদভাবে প্রিয়নাথ বাবুর ইহা জানা উচিত যে, সোমপ্রকাশে প্রকাশিত দেবেন্দ্র বাবুর মত সম্বলিত তাঁহার পত্রখানি তাঁহার, ও তাঁহার নববিধানের ও তাঁহার কেশবচন্দ্রের কোন উপকারে আসিতেছে না।

নিতান্ত বাধ্য

শ্রীতারাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।

হিমাচলে দুর্গোৎসব।

বাউলপিণ্ডি।

এখানে এবার দুর্গোৎসবের আয়োজন হইতেছে শুনিয়া অহ্লাদিত হইলাম। এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। ভরসা যে অধ্যক্ষগণ পূর্ব্বাবধি একটু মনোযোগ করিয়া কার্য্য করিবেন। কেন না গত বৎসর অনেক অংশে টাকা চাঁদায় উঠিয়াছিল সত্য, কিন্তু উৎসবের মত কর্ম্মাবধানাভাবে অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। হিমাচলে হৈমবতী পূজা ভারি আমোদ জনক ব্যাপার সন্দেহ নাই। পার্ব্বতীর পিত্রালয় বাস্তবিক এই হিমাচল প্রদেশ, এই স্থানে উত্তর পূজার্চ্চনা বিধিসঙ্গত বিশুদ্ধ ভাবে হওয়া উচিত এমন কি এখানকার পদ্ধতি একদূর পবিত্র হওয়া চাই যে তাহা পঞ্জাবের অন্যান্য নগরের সাধারণ অনুকরণীয় হইতে পারে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আমোদ এই স্থান হইতে ভক্তিপূর্ব্বক

" কীর্ত্তিঃ শ্রীর্হ্রী মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ।
লক্ষ্মী বপুঃ শান্তিস্তুষ্টিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ॥"

ইত্যাদিরূপে গদগদস্বরে স্তব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কুলপাবন সম্প্রদায়ের দ্বারা এই স্থানে সেই হিমশৈলজার পূজায় যদি তাহার কোন ভাবই পরিলক্ষিত না হয়, তাহা হইলে নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। শুনিতে পাই ১৪। ১৫ শত টাকা চাঁদা উঠিবে, ভালই। এই টাকা চয় অংশে বিভক্ত করা হউক। তিন অংশ তিন দিন পূজাতে ব্যয়িত হউক, তৃই অংশে দরিদ্রদিগের অন্ন বস্ত্রাদি দান করিয়া অন্নপূর্ণা পূজার গৌরববৃদ্ধি করা হউক, এবং অবশিষ্টাংশ যদি না হলে না হয় তাহা হইলে নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে ব্যয়িত হউক। গত বারের মত এবার যেন বারবিলাসিনীদিগকে নাচাইয়া সেই "স্বর্গলক্ষ্মীর" নিকট লজ্জাছাড়া ব্যবস্থা দেখান না হয়। এবার অধ্যক্ষগণ একটু পাকা লোক হওয়া চাই। যাঁহাদের ধর্ম্মভয় আছে, এবং বারইয়ারী পূজার চক্ষে যাঁহারা এই সিদ্ধ বিদ্যার অঙ্গনাকে না দেখেন, এমন সব ভদ্রলোক যেন কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত হন। মৎস্যপুরাণে দুর্গাধ্যক্ষের যে সব লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, যদি শাস্ত্রে শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে সাধ্যমত উহার অনুকরণ করা যার পর নাই কর্ত্তব্য।

অনাহার্য্যশ্চ শূরশ্চ তথা প্রোক্তঃ কুলে দৃঢ়ঃ।
দুর্গাধ্যক্ষঃ স্মৃতো রাজ্ঞঃ স্মৃতদুষ্ক সর্ব্বকর্ম্মসু॥

অধ্যক্ষদের দোষে ও নাস্তিকতায় এই সব সদাচারে কদাচারে পরিণত হইয়া থাকে। যাহাতে দীন দরিদ্রেরা মার পূজাবাটীতে আসিয়া ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া না যায়, যাহাতে নিমন্ত্রিত ভদ্র লোকদের আদর সম্ভাষণ রীতিমত হয়, যাহাতে পূজা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়, যাহাতে পঞ্জাবীরা বাঙ্গালিদের এই মহোৎসবের গাম্ভীর্য্য ও বিশুদ্ধতা উপলব্ধ করিয়া অনুষ্ঠাতাদিগকে ধন্যবাদ দিতে পারে, যাহাতে গত বৎসরের মত পুলিসের সঙ্গে দাঙ্গাহাঙ্গামা না হয়, এবং যাহাতে এবারেও লোকহাসান নাটক রটনা করিয়া দেওয়া না হয়, এমত সদুপায় অবলম্বন করা সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য। কি আশ্চর্য্য যদি এই উপলক্ষে কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠাটা হইত। আমোদপ্রিয় যুবকেরা আমাদের এরূপ প্রস্তাবে হয়ত খড়্গহস্ত হইবেন, হউন ক্ষতি নাই, একটু রক্ত ঠাণ্ডা হইলে আমাদের হিতোপদেশের মর্ম্মোচ্ছেদ করিতে পারিবেন।

শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

অভিনয় সমালোচনা।

দীর্ঘকাল হইতে আমাদের প্রকাশ্য নাট্যশালাগুলিতে অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু কি দুঃখের বিষয় অদ্যাপিও উহার পূর্ব্বাবস্থার কোন বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইল না!—আমরা চারি বৎসর পূর্ব্বে অভিনেয় চরিত্রগুলি যে প্রণালীতে অভিনীত হইতে দেখিয়াছি, এখনও প্রায় তাহাই দেখিতেছি—সে ভাবের কোন বিশেষ উন্নতির লক্ষণ লক্ষিত হয় না; বরং কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু অবনতি ঘটিয়াছে। আজ কাল যে প্রণালীতে অভিনয় চলিতেছে তাহার আমূল সংস্কার সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। প্রকৃত অভিনয় ব্যতিরেকে দৃশ্য কাব্যের কখনই গৌরব বর্দ্ধিত হয় না—কাব্য-হৃদয়ে কি কি সৌন্দর্য্যরাশি স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়া কাব্য-হৃদয় আলোকিত করিয়া আছে, তাহা পূর্ণ মাত্রায় অনুভব করিতে হইলে উৎকৃষ্ট অভিনয়ের একান্ত প্রয়োজন; কিন্তু সেরূপ অভিনয় বিশেষ সাধনা ব্যতীত সুসম্পন্ন হয় না। মনুষ্যহৃদয়ের একখানি নকল ছবি আঁকিয়া দর্শকমণ্ডলীর অন্তরে তাহাকে আসল বলিয়া বিভ্রম ও বিস্ময় উৎপাদন করা কিরূপ দুরূহ কার্য্য, সুদক্ষ অভিনেতাই তাহা এক দিন অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু এ বড় লজ্জার কথা যে আমাদের দুইটী নাট্যশালার (বেঙ্গল ও ন্যাশন্যাল থিয়েটরের) সুযোগ্য অধ্যক্ষ মহাশয়গণ তাহা জানিয়াও জানেন না। প্রকৃত অভিনয় জন্য যে পরিমাণে যত্ন ও সতর্কতা বিহিত হওয়া উচিত তাহা তাঁহাদের দ্বারা আজিও হয় নাই। আমরা কখনই এ কথা বলিতে প্রস্তুত নহি যে তাঁহাদের মধ্যে সকলেই অজ্ঞ ও অদূরদর্শী—অভিনয় যেমন দৃশ্যকাব্যের প্রাণ, দর্শক মণ্ডলীর অন্তরে বিভ্রম ও বিস্ময় উৎপাদন করাও তেমনই অভিনয়ের জীবন—যে অভিনয় সে ভাব উৎপাদনে অসমর্থ, তাহা অভিনয় নামের বিড়ম্বনা মাত্র—এ কথা যে উভয় নাট্যশালার সকলেই অনবগত এমন কথা বলিতে আমরা সাহসী নহি; কিন্তু আমরা বিলক্ষণ সাহস সহকারে এ কথা অবশ্যই বলিতে পারি যে অভিনয় প্রণালীর উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধন পক্ষে উভয় পক্ষের মধ্যে কাহারও আন্তরিক যত্ন নাই; অন্যথা আমরা এত দিন সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃশ্যকাব্যগুলির সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় দর্শনে আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতাম।

পূর্ব্বে আমরা যে চরিত্র যে ভাবে অভিনীত হইতে দেখিয়াছি এখনও সেই ভাবে দেখিতেছি—সত্য বটে সময়ে সময়ে এক একটী চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়াছি; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই আমরা যে বিফল-মনোরথ হইয়া আন্তরিক ব্যথিত হইয়াছি, তাহা কেমন করিয়া বিস্মৃত হইব!—কবিজন স্পৃহণীয় বীর রসের অভিনয় দর্শনে কোথায় আমাদের অন্তঃকরণ তালে তালে নৃত্য করিতে থাকিবে—হৃদয়ের প্রত্যেক শিরা উপশিরা দিয়া খরবেগে তাড়িতপ্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকিবে—মর্ম্মনিহিত সুষুপ্ত বিষয় সকল একে একে জাগরিত হইয়া অন্তরে তীব্র মাদকতা জন্মাইয়া দিবে—আমরাও ক্ষণকালের জন্য ক্ষতি লাভ গণনায় তৎপর এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের গভীর কোলাহল বিস্মৃত হইয়া স্ব স্ব হৃদয়ে বীরহৃদয়ের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত দেখিয়া মুগ্ধ হইব—না কোথায় তাহার স্থলে কর্কশ কণ্ঠ-নিঃসৃত বিকট চিৎকার, বিবিধ অঙ্গভঙ্গী, অযথা লাফালাফি ও অসঙ্গত আস্ফালনে বীরত্বের পর্য্যবসান দৃষ্টে আমরা আন্তরিক ক্ষুব্ধ হইয়াছি; করুণরসের অবতারণাস্থলে কোথায় কোন সংসারললাম কুসুমশোভন বাল-বিধবার অকাল-বৈধব্য-জনিত দারুণ নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক কাতরতা ও মর্ম্মভেদী অস্ফুট ক্রন্দন-কালিম-ব্যাপ্ত-কলেবর, ম্লান মুখচ্ছবি, প্রভাহীন ও স্পন্দহীন চক্ষুর ভাব দর্শনে আমাদের অন্তঃকরণ ঘোর বিষাদময় হইয়া চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইবে, পুত্র শোকাতুরা দুঃখিনী জননীর হৃদয়ভেদী হাহাকার শ্রবণে আমরা ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইব এবং যত্ন-রক্ষিত সতীত্ব মণির গৌরব রক্ষার্থ কোন বীর ললনাকে জ্বলন্ত বহ্নিমুখে পতঙ্গবৎ ঝম্প প্রদানে ভস্মীভূত হইতে দেখিয়া কিছু কালের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া পড়িব—না, তাহার পরিবর্ত্তে কতিপয় বিকৃতভাব দেখিয়া আমরা বিষম বিরক্তি অনুভব করিয়াছি, এবং হাস্য রসের আবির্ভাব স্থলে বিবিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে ভাঁড়ামি ও সং দেখানর চরম সীমা দেখিয়া দেখিয়া যার পর নাই অসুখী হইয়াছি!

অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে উভয় নাট্যশালার প্রত্যেক অভিনেতা বা অভিনেত্রী উল্লিখিত দোষ

লিপ্ত নহেন—তাঁহাদের মধ্যে দুই এক জনের অভিনয় বিষয়ে বিশেষ নিপুণতা আছে, তাহা স্বীকার না করিলে আমাদের সমালোচনা এক-দেশ-ব্যাপী হইয়া পড়িবে; কিন্তু আবার তাহাও বলি—শুদ্ধ দুই এক জনের গুণে অভিনয়ের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শিত হইতে পারে না! অতঃপর আমরা উল্লিখিত নাট্যশালাদ্বয়ের অভিনয় সম্বন্ধে দুই একটী রুচিগত দোষ প্রদর্শন করিব—১ ম। অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সময়ে সময়ে ইঁহাদের হস্তে পতিত হইয়া অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়—গ্রন্থকর্ত্তা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বিস্তর রং ফলাইয়া, একটী চিত্রের পর আর একটী ভাঙ্গিয়া, পরে আর একটী গড়িয়া—এইরূপে বিস্তর ভাঙ্গা গড়ার পর যে একটী চিত্রের পূর্ণালেখ্য প্রস্তুত করেন, ইহাঁরা যদৃচ্ছাক্রমে তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া যে কিরূপ সহৃদয়তার পরিচয় দান করেন, তাহা আমরা বুঝিতে নিতান্ত অক্ষম—অভিনয় সহজ-সাধ্য করিবার জন্য যে একটী ভাল জিনিষ একবারে বাদ দিতে হইবে এবং স্থান বিশেষে একটী ভাল জিনিষ ভাঙ্গিয়া তাহার স্থলে একটী মন্দ গড়িয়া গ্রন্থ রচয়িতার বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইবে ইহা যে কোন্ শাস্ত্রে লিখে তাহা আমরা জানি না! যদি অপর একটি অপেক্ষাকৃত ভালই গড়িতে না পারিলাম তবে যেটী আছে তাহাকে ভাঙ্গিব কেন? অন্য সকল দোষের ক্ষমা আছে কিন্তু এ দোষের ক্ষমা নাই!

২য়। যে সমস্ত দৃশ্যকাব্যের বাহুল্যরূপ অভিনয় হইলে সমগ্র দেশের হিত সাধিত হইবে—যাহা সমাজের মৃতকল্প মনুষ্য-হৃদয়ে ধীরে ধীরে অত্যুগ্র তেজোমদিরা ঢালিয়া দিবে,—হীনবল মস্তিষ্কে বল প্রদান করিবে, অন্তরে উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিনিচয়ের বীজ বপন করিবে ইহাঁরা আজকাল সে সকল গ্রন্থ ছাড়িয়া জঘন্য হাস্যরসোদ্দীপক রং তামাসাপূর্ণ সামান্য সামান্য পুস্তকের অভিনয়ে অধিক পরিমাণে মনোনিবেশ করিয়া দর্শকবৃন্দকে বেশ মাতাইতে শিখিয়াছেন। ধন্য ইহাঁদের রুচি! ধন্য দর্শক সমাজের সহৃদয়তা!!

সাধারণতঃ অভিনয় সম্বন্ধে আজি আমরা এই পর্য্যন্ত বলিলাম—সময়ান্তরে আমরা অভিনয় সম্বন্ধ বিস্তৃতরূপে অপর একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিয়া কোন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিব। যে উদ্দেশের বশবর্ত্তী হইয়া এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি এক্ষণে তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

গত ২৬ এ ভাদ্র শনিবার, আমরা বঙ্গরঙ্গভূমিতে বঙ্কিম বাবুর মনোমোহিনী দুর্গেশ নন্দিনীর অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। অভিনয়ের কোন অংশ আমাদের নিকট নিতান্ত বিরক্তিপ্রদ হইয়াছিল এবং কোন কোন স্থান ভাল বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তাহা আমরা আগামী বারে বিস্তৃতরূপে লিখিতে ইচ্ছা করি। সময়াভাব প্রযুক্ত এবার লিখিতে পারিলাম না, বিশেষতঃ প্রস্তাবটী দীর্ঘ হইয়া সংবাদ পত্রের অধিকাংশস্থল অধিকার করিবে বলিয়া লিখিতে ইচ্ছা সত্বেও নিবৃত্ত হইলাম। আগামী বারে আমরা অভিনীত চরিত্রগুলির একটী একটী করিয়া দোষ গুণের সমালোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

১০ নং কাশী ঘোষের লেন
মাণিকতলা ষ্ট্রীট
১৯ এ ভাদ্র, ১২৮৮।

শ্রীবিজয়লাল দত্ত।

আগমনী।

আইল শরৎ অতি মনোহর
হইল অমল বিমল অম্বর
শোভিল গগনে স্বচ্ছ শশধর
সলিলে নলিনী কুসুম ফুটিল।

ধরিল ধরণী অপরূপ শোভা
পাইল অরুণ খরতর আভা
প্রফুল্ল প্রকৃতি প্রভা মনোলোভা
হেরিয়া নয়নে মানস মোহিল!

শুকাইল পথে কাদা জল যত
সুখের শরৎ দেখিয়া আগত
বিশ্ববাসী জীব সবে হরষিত
আনন্দে উথলে তাদের হৃদয়।

মহামূল্য কাল বৎসর ভিতরে
শরদেরে বলে সব চরাচরে
সকলেই সুখে সময় বিহরে
ধনে ধানে পূর্ণ সবার আলয়।

হেন কাল বিশ্বে আগত দেখিয়া
বিশ্ব বিমোহিনী দেবী মহামায়া
জীবের দুর্গতি তারিতে অভয়া
ভারতে আসিতে মহেশে সুধান

"শুন শূলপাণি! করিহে মিনতি
বঙ্গধামে যাব দেহ অনুমতি
ভিক্ষা মম এই, ওহে পশুপতি!
হেরিব সন্ততি করুণা-নিধান"।

ভবানীর বাণী শুনিয়া শ্রবণে
ভব কন তবে আগত আশ্বিনে
পঞ্চদশ দিনে শুভলগ্নে ক্ষণে
যেও বঙ্গধামে বাসনা পূরাতে।

হেরিলে তোমায় হিন্দু যে বাঙ্গালী
পূজিবে সাদরে হয়ে কুতূহলী
সচন্দন ফুলে অর্পিবে অঞ্জলি
আছয়ে যাহার যেরূপ মনেতে।

জগত জননী আগত আশ্বিনে
আসিবেন বঙ্গে পঞ্চদশ দিনে
আনন্দে ভাসিছে বঙ্গবাসি জনে
প্রফুল্ল হৃদয়ে মাতিছে সদাই।

কি দিয়ে পূজিবে যুগল চরণ
কি দিয়ে তুষিবে মহেশীর মন
কেমনে সার্থক করিবে জীবন
ব্যস্তভাবে ভাবে মনেতে সবাই।

শিব সোহাগিনী আগতা দেখিয়া
নাচিছে ভারত হেলিয়া দুলিয়া
নিদ্রিত প্রকৃতি উঠিল জাগিয়া
বহিছে সমীর মাতিয়া রঙ্গে।

শাখী পরে সুখে যত পাখিগণ
মিলি একতানে করিছে কূজন
অতি সুমধুর শুনিতে নিস্বন
অভ্যাগমন ঘোষিছে বঙ্গে।

কেহ মনসাধে কিনিছে বসন
সাজাতে সন্তান অমূল্য রতন
কেহ বা আদরে কিনিছে ভূষণ
সাজাতে ললনা-লতিকা কায়।

স্বরগ সমান ধরণী হইল
মৃদুল মধুর পবন বহিল
বিবিধ বাদিত্র সকল বাজিল
সুধাসিক্ত সব হইল হায়!

আনন্দ অম্বরে কেহ বা হাসিছে
ব্যথিত হৃদয় কাহারো কাঁদিছে
বিরহ বারিধি মাঝেতে ভাসিছে
পড়িছে নিয়ত নয়নে নীর।

এই শান্তিপূর্ণ শরদের কাল
কাহারো পক্ষে নিদম জঞ্জাল
সাধিয়াছে বাদ যাহাদিগে কাল
কেমনে তাহারা হয় বল স্থির।

স্বামি-শোকে সতী, উঠিছে কাঁদিয়া
জ্বলিতেছে জ্বালা থাকিয়া থাকিয়া
চিরতরে গেছে হৃদয় ভাঙ্গিয়া
মরম বেদনা কেমনে প্রকাশে।

প্রসূতি-হৃদয় সন্ততি বিহনে
সকলি আঁধার হেরিছে নয়নে
পুত্রশোক-শেল বাজিছে পরাণে
পাগলিনী প্রায় দুঃখেতে ভাসে।

বারেক জননি! সুস্নেহ নয়নে
হের গো দরিদ্র বাঙ্গালী নন্দনে

তব দরশন আশায় কেমনে
ভাসিছে হরষে সুখের সাগরে।

তোমায় হেরিলে শৈলেশবালা
দূরে যায় যত হৃদয় জ্বালা
তাই বঙ্গবাসী হইয়ে বিভোলা
ডাকিছে তোমায় পরাণ ভোরে।

এস গো মা উমা হৃদয় অন্তরে
সম্বৎসর পরে হেরিয়া তোমারে
ভাসিবে বাঙ্গালী সুখের সাগরে
চির মন আশা করিবে পূরণ।

সদা পরাধীন বাঙ্গালী সন্তান
খাটনী সময় হেরি অবসান
হয়েছে আকুল তাদের পরাণ
হেরিতে জননি! তোমার চরণ।

মহেশমোহিনি! দেখ মা নয়নে
বাঙ্গালী সন্তান তব আগমনে
ত্যজি রোগ শোক আনন্দিত মনে
মাতিছে উৎসবে উন্মত্ত প্রায়।

ভুলনা সন্তানে নগেন্দ্র নন্দিনি!
অন্নদা, অভয়া বিপদ-বারিণি।
সঙ্কটে শঙ্করি! তারিবে তারিণি।
অভাগা সন্তান এই ভিক্ষা চায়।

শ্রীকালীভূষণ ঘোষ
কাঁসারিপাড়া
শান্তিপুর।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

আমাদের বাউলপিণ্ডিস্থ সংবাদদাতার প্রতিবাদ পত্রের প্রতিবাদ লিখিত হইয়া যে পত্র খানি আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে, আমরা তাহার প্রকাশে বিরত হইলাম। তাহার কারণ এই, লেবু কচলাইলেই তিক্ত হয়, এক বিষয়ের পুনঃ পুনরান্দোলন পাঠকগণের বিরক্তি উৎপাদন করে। বিশেষতঃ প্রতিবাদ কালে পত্র প্রেরকদিগের ক্রোধাদি ধৈর্য্য-বেলা অতিক্রম করে। তাহাতে তাঁহাদিগের গাম্ভীর্য্য ও মহিমার হানি হয়।

সোমপ্রকাশ

১১ ই আশ্বিন সোমবার।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে দুর্গোৎসব উপলক্ষে আগামী সপ্তাহ অবধি দুই সপ্তাহ সোমপ্রকাশের কার্য্য বন্ধ থাকিবে।

চিকিৎসা বিভাগ।

শনৈঃ শনৈঃ ক্ষিপেৎ পাদৌ প্রাণিনাং বধশঙ্কয়া
পশ্য লক্ষ্মণ পম্পায়াং বকঃ পরম ধার্ম্মিকঃ॥

পাঠকের স্মরণ আছে, আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, এদেশীয় কৃতবিদ্য যুবকেরা বিলাত যাইয়া সিবিল সর্জ্জন হইতেছেন, তাহাও পবিত্রচিত্ত সভ্য ইংরাজদের অনেকের প্রাণে সহ্য হইতেছে না। এক একটি সুবিধার ওজর দেখাইয়া কৌশল ক্রমে ভারতবর্ষবাসিদের উন্নতি পথের সকল দিকেই কণ্টক রোপণ করা হইতেছে। কুপর্সহিলে ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজ গেল। সিবিল সর্ব্বিসের বয়ঃক্রম কম করিয়া দেওয়া হইল। আবার চিকিৎসা বিভাগে একটী নূতন কথা উঠিয়াছে। লণ্ডন টাইমস নামক সংবাদপত্রের কলিকাতার সংবাদদাতা বলেন যে "অধুনা মেডিকাল সর্ব্বিসের যে প্রণালীতে পরীক্ষা হইয়া থাকে তাহার আর অনুসরণ না করিয়া ভারতবর্ষের নিমিত্ত প্রধান প্রধান কতকগুলি চিকিৎসা বিদ্যালয় হইতে চিকিৎসক বাছিয়া লইতে হইবে। সুপ্রিম্ কৌন্সিলে এই প্রকার প্রস্তাব হইতেছে। এই প্রস্তাব না কি কৌন্সিলস্থ অনেক সভ্যের অনুমোদিতও হইয়াছে। গত পরীক্ষায় সাত জন এতদ্দেশীয় লোক নিযুক্ত হন; কিন্তু দুই জনের অধিক ইউরোপীয় ডাক্তার নিযুক্ত হইতে পারেন নাই। এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, ব্রিটিশ এবং দেশীয় লোকের সমন্বয় হইয়া চিকিৎসা বিভাগে উভয় পক্ষে কার্য্য পাইতেছেন না। অতএব পূর্ব্বে যে অভিপ্রায়ে এই পরীক্ষার সৃষ্টি হয় তাহা সুসিদ্ধ হইল না। যদ্যপি এই প্রথা থাকিয়া যায় তবে ভবিষ্যতে এ দেশীয় লোকের হাতে চিকিৎসার জন্য সাহেবদিগকে নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। এই সমস্ত ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট যার পর নাই শঙ্কিত হইয়াছেন।

পাঠক বুঝিলেন ত? প্রস্তাবটা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিলে ফলিতার্থ কি উপলব্ধি হইতেছে? সুপ্রিম কৌন্সিলের নিতান্ত অভিপ্রায় এই, এদেশীয় কোন ব্যক্তি আর সিবিল সর্জ্জনের পদে অভিষিক্ত হইবেন না। তাহাব গুরুতর আপত্তি আছে। জিজ্ঞাসা করিবে, কি অযোগ্যতা?—তা নয়। অযোগ্যতা রোগের ত ঔষধ আছে। সম্পূর্ণভাবে সুযোগ্যতাই এ দেশীয় লোকের অন্নে বালি পড়িবার এক মাত্র কারণ। উত্তরোত্তর ভারতবর্ষবাসিদের বিদ্যা বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি বাড়িতে লাগিল। তাঁহারা নিজ নিজ প্রতিভাশক্তির অপ্রতিহত প্রভাবে আর সমস্ত জাতিকে পরাভব করিতে লাগিলেন, ভাল ভাল পদগুলি ক্রমে অধিকার করিতে লাগিলেন। যদি তোমরাই সব লইবে, সব মাখিবে, সব খাইবে তবে বিলাতিদিগের কি উপায় হইবে? সেটা ত ব্যবস্থা নহে। সর্ব্বসমদর্শী পবিত্রাত্মা ইংরাজেরা পরম সুখে সারভাগ উপভোগ করুন; উচ্ছিষ্ট কিছু থাকে, তখন পাইবে। এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, ভেক ভুজঙ্গের সমান গতি হয় না। অবশ্য অনেক বার প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, এ দেশীয় লোক সুযোগ্য হইলে তাঁহাদিগকে সকল উচ্চ পদ প্রদান করা হইবে। ধর্ম্মভেদ, বর্ণভেদ ও জাতিভেদ ইহার কিছুই বিচার করা হইবে না। উচ্চপদ পাইবার সকলেরই সমান অধিকার রহিল। আমরা মানি, এ প্রতিজ্ঞা অনেক বার হইয়াছে—একবার নয়, কত শত বার হইয়াছে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন প্রতিজ্ঞার কি ওজর নাই? ওজরটা বড় না প্রতিজ্ঞাটা বড়?

এখন বেশ বুঝিতে পারা গেল, ম্রিয়মাণ ভারতবর্ষ ক্রমশই অবসন্ন হইয়া পড়িতে চলিল। আর যে পুনর্জ্জীবিত হইবে সে আশা থাকিল না। কাজের ফল ও উৎসাহদাতা না থাকিলে কেহ কখন দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না। যেখানে উৎসাহদাতা নাই, তথায় প্রতিভাশালী মনুষ্যও নাই, তথায় দেশের উন্নতিও নাই। পাঠক! দেখুন, প্রাচীনকালে এই ভারতবর্ষে কি আশ্চর্য্য কাজ না হইয়াছে। ঢাকাই বস্ত্র তখন যেরূপ প্রস্তুত হইত এখন তাহার সহস্রাংশের একাংশও হয় না। অনেকে অনুমান করেন, তাজমহল গ্রীস কিম্বা ইটালি দেশীয় কোন কারিকরে নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কিন্তু সে কথা অলীক। তাজমহল আমাদের দেশীয় লোকেরই হস্তনির্ম্মিত কীর্ত্তি। তৎকালে উৎসাহদাতা ছিলেন, উৎকৃষ্ট কারিকরও ছিল। জয়পুরের সমাধিমন্দিরগুলি দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাহাও আমাদের দেশীয় লোকের নির্ম্মিত। তথাকার প্রধান রাজকর্ম্মচারী সৎশীল কর্ম্মঠ শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দেশীয় শিল্পকে পুনর্জ্জীবিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, একটী শিল্পবিদ্যালয়ও সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু মহারাজের অকালে লোকান্তর গমনে সকল আশা সফল হইল না। যাহা হউক, আমাদের দেশীয় লোকের সকল কাজেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে, তাহার ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। কেবল উৎসাহদাতার অভাবে সে বুদ্ধির কার্য্য দেখা যায় না। ইংরাজেরা বিদ্যানুরাগী, ধার্ম্মিক, উদারচরিত এবং প্রজাবৎসল। সে কারণ আমাদের সম্পূর্ণ আশা হইয়াছিল যে, ভারতবর্ষের অবস্থা সত্বর পুনর্ম্মার্জ্জিত হইবে। দুঃখের কথা সে আশালতা অঙ্কুরেই বুঝি নষ্ট হইয়া যায়। যদি পবিত্র ইংরাজ রাজত্বে আমা-

দের সুখ না ঘটিল, বুঝিলাম তবে হতভাগ্য ভারতের ভাগ্যে অনেক কষ্ট আছে। দুস্তর সমুদ্র পারে স্বদেশ আত্মীয় স্বজন অর্থ ও জাতি নষ্ট করিয়া নব যুবকেরা অনেক আশাতেই বিলাত গমন করেন, কিন্তু সে পথ রোধ হইতে চলিল। ভারতবর্ষে যে সকল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান নাই, যে সকল বিদ্যার আলোচনা নাই, আশা হইয়াছিল ক্রমে তৎসমুদায় এখানে প্রবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু, আর আমরা সে আশার ছলনায় প্রতারিত হইব না। ইংরাজেরা কি মনে করিতেছেন বলিতে পারি না, কিন্তু সভ্য ইউরোপের অন্যান্য জাতিরা এ কথা শুনিলে কি বলিবেন? ভাবিলে আমাদেরও মনে ঘৃণার উদয় হয়। কোথায় এদেশীয় লোকের উন্নতির পথ চারি দিকে দিন দিন প্রশস্ত ও সুগম করিয়া দিবেন, না, ক্রমশই সমস্ত পথগুলি সঙ্কীর্ণ ও দুর্গম করিয়া দিতেছেন, কোনটীর এককালে অবরোধ করিতেছেন! আমরা আশা করি, কলিকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন এবং ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন এ সময় নিদ্রিত থাকিবেন না। তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইয়া এ সম্বন্ধে বিলাতে আপত্তি করুন।

উদারচরিত সম্প্রদায়ের শাসনাধীনে, ধর্ম্মভীরু মহাত্মা লর্ড রিপন উপস্থিত থাকিতে যদি এ প্রকার কাজের প্রস্তাব হইতে লাগিল, তবে ইহার অপেক্ষা আর মনস্তাপের কথা কি হইতে পারে?

ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আসিবার পথ।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এখন মূর্ত্তিমতী শান্তি বিরাজ করিতেছে। কুত্রাপি যুদ্ধ বিগ্রহ নাই বলিলে চলে। কাবুল যুদ্ধ আমরা ভারতবর্ষের অন্তর্বিচ্ছেদ বলিয়া গণনা করি না। ভারতে কোন বিবাদ বিসম্বাদ না থাকিলেও ইংরাজেরা সর্ব্বদাই রুষের নামে সশঙ্কিত হইয়া পড়েন। বহুকাল হইতে রুষ সম্রাট ভারতে পদার্পণ করিবার একটী সুগম পথ অন্বেষণ করিতেছেন। আগামী বারে আমরা পাঠক মহাশয়দিগকে তাহার একটী বিস্তারিত বিবরণ উপহার দিব। ভারতবর্ষের প্রতি রুষদের যে কতদূর লোভ, পাঠকগণ তৎপাঠে সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন। কিন্তু রুষের মনোনীত সুগম পথটী সাধারণের উত্তমরূপ হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত অদ্য তাহার মুখবন্ধ স্বরূপ প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার মসিয়ো ডি লেসেপের বিবৃত কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত এখানে লিখিত হইতেছে। এই মহাত্মা এক জন বিলক্ষণ কর্ম্মঠ ও অসমসাহসী ফরাসী দেশীয় লোক। ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া ইনি অনেকগুলি বড় বড় কাজ করিয়াছেন এবং এখনও বড় বড় অসাধ্য কাজের প্রস্তাব করিতেছেন। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি তিনি আর কিছু কাল জীবিত থাকেন, তবে বোধ হয় অক্লেশে সপ্ত সাগরের জল এক ঠাঁই করিতে পারিবেন সমুদ্র সেঁচিয়া মাণিক তুলিবেন। ইনি দুর্ভেদ্য আল্প পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া তাহার মধ্যস্থল দিয়া রেলগাড়ী চালাইয়াছেন। তদ্দ্বারা ইটালি এবং ফরাসী রাজ্যের বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যবর্ত্তী প্রণালীর নিম্ন দিয়া পথ নির্ম্মাণ করিতেছেন। ইংলণ্ড হইতে আমেরিকা অন্যূন ১৫০০ দেড় হাজার ক্রোশ দূর। এই সুবিস্তীর্ণ উত্তাল-তরঙ্গ বেগশালিত মহাসমুদ্রের ভিতর দিয়া তিনি পথ করিতে সাহস করিতেছেন। সেই পথ দিয়া রেলগাড়ী চলিবে। প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল তিনি রুষ হইতে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত রেলগাড়ীর পথ নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু এতদুভয় রাজ্যের মনে মনে সম্প্রীতি নাই, সে কারণ ঐ প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত হইল না। তিনি এক্ষণে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যস্থিত পানামা যোজকটী কাটিবার অভিপ্রায় করিতেছেন। এই কার্য্যটী সম্পন্ন হইলে বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইবে। বণিকদিগকে তাহা হইলে আর দক্ষিণ আমেরিকা বেষ্টন করিয়া যাইতে হইবে না। সুয়েজ যোজক কাটিয়াও তিনি বাণিজ্যের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। পূর্ব্বে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া প্রায় তিন মাসে ভারতবর্ষে জাহাজ আসিত। এখন ১৯ দিনে ষ্টিমার বোম্বাই নগরে পৌঁছিতেছে। ১৫। ১৬ দিনেও অনেক জাহাজ আসিয়া থাকে।

সুয়েজ যোজক কাটিয়া যে প্রণালী হইয়াছে তাহা প্রায় ২৩ তেইশ ক্রোশ দীর্ঘ, প্রশস্ত ২১৮ হাত এবং ১৮ হাত গভীর। এই প্রণালী সহজে খনন করা হয় নাই। পাঠক! আরব ও আফ্রিকার অবস্থা ভাল জ্ঞাত আছেন। সেখানে কঠিন মৃত্তিকা নাই, কেবল জলশূন্য বালুকা রাশি ধূ ধূ করিতেছে। অনেক প্রকার কলের সাহায্যে ও বহু আয়াসে ঐ প্রণালী খনন করা হইয়াছে। এই প্রণালী কাটিবার নিমিত্ত বহু কাল হইতে অনেক প্রকার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরে ১৮৬৯ অব্দে লেসেপ্ ঐ কাজ সমাধান করিয়া চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি রাখিয়াছেন।

দূরবর্ত্তী পশ্চিম দেশীয় অনেক জাতি অতি প্রাচীন কাল অবধি রত্নভূমি ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এক সুয়েজ যোজক গতায়াতের মহাপ্রতিবন্ধ ছিল। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে আসিবার তিনটী পথ সকলে জানিতেন। একটী লোহিত সাগর দিয়া; দ্বিতীয় পথ, ইউফ্রেটিস এবং টাইগ্রিস ও পারস্য উপসাগর দিয়া এবং তৃতীয় পথ, উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া। এতন্মধ্যে একটী পথও সহজ ও সুগম নহে। মধ্যস্থলে ২২। ২৩ ক্রোশ প্রশস্ত এক সুয়েজ যোজক প্রতিবন্ধ থাকায় যত অসুবিধার কারণ হইয়াছিল। প্লিনি হিরোডোটস ষ্ট্রাবো এবং অন্যান্য গ্রীস দেশীয় ইতিবেত্তারা লিখিয়াছেন, পূর্ব্বে লোহিত সমুদ্র দিয়া সকলে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। ভারতবর্ষ হইতে মসলা ঔষধ-দ্রব্য প্রভৃতি সামগ্রী লইয়া বণিকেরা সুয়েজযোজকে জাহাজ লাগাইতেন। ঐ স্থান তখন আর্সিনো নামে অভিহিত ছিল। তথা হইতে ঐ সমস্ত দ্রব্যজাত উষ্ট্রাদির পৃষ্ঠে আড়াই ক্রোশ দূরে কাসন্ নগরে নীত হইত। আফ্রিকার মরুভূমি কেবল বালুকা রাশিতে পরিপূর্ণ, সুগম পথও ছিল না। দুস্তর সমুদ্রে যেমন কম্পাশ কিম্বা নক্ষত্রাদি না দেখিলে দিক নিরূপণ হয় না, মরুভূমিতেও সেইরূপ; কোন প্রকার একটী নিদর্শন না থাকিলে দিক নিশ্চিত করা যায় না। দিবসে প্রখর রৌদ্রের উত্তাপে কেহ চলিতে পারিত না, রাত্রিতে বাণিজ্যের দ্রব্য লইয়া নক্ষত্রাদি দ্বারা দিক নিশ্চিত করিতে করিতে যাইত।

কয়েক সহস্র বৎসর অতীত হইল মিশরের নৃপতি সিসষ্ট্রীস সুয়েজ যোজক কাটিবার যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মনোরথ সফল হইল না। তৎপরে খ্রীঃ ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে নিকো নামা মিশরের আর এক জন রাজা উক্ত যোজক কাটিবার প্রয়াস পান। কিন্তু তিনিও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অগত্যা তিনি ফিনিসিয়ার নাবিকদিগকে উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া ভারতে আসিতে অনুমতি করেন। দুই সহস্র বৎসর পরে প্রসিদ্ধ পর্টুগাল নাবিক ভাস্কোডিগামা ঐ অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া কত বাহাদুরী পাইলেন, ফলতঃ তাহা ফিনিশিয়ার নাবিকেরা বহু পূর্ব্বে বেষ্টন করিয়া আসিয়াছিল। তৎপরে ডেরায়স মিশর দেশ পরাজয় করিয়া সুয়েজ যোজক কাটিবার কল্পনা করেন। কিন্তু তাঁহার ইঞ্জিনিয়ারেরা কহিলেন যে, লোহিত সমুদ্র নীল নদ অপেক্ষা তিন হাত উচ্চ। সুতরাং ঐ যোজক কাটিলে নীল নদে জল প্রবেশ করিয়া মিশর দেশ প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। কাজেই ডেরায়স স্বীয় সংকল্প হইতে বিরত হইলেন। অনন্তর খ্রীঃ ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত ভূতত্ত্ব ও জ্যোতির্ব্বিদ টলেমি ঐ দুঃসাধ্য কাজে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি নীল নদের একটী শাখা দিয়া ডামেইটা বন্দর পর্য্যন্ত একটী খাল খনন করাইলেন। উক্ত খাল দৈর্ঘে আঠার ক্রোশ প্রস্থে ৬৬ ছেষট্টি হাত এবং ২০ বিশ

জল গভীর। সুয়েজ যোজক কাটিয়া তাহার সঙ্গে এই খালের যোগ করিয়া দিবার মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু ডেরায়সের ন্যায় তিনিও ঐ যোজক কাটিতে ভীত হইলেন। খ্রীঃ ২৭৭ বৎসর পূর্ব্বে টলেমি ফিলেডেল্‌ফস্ আলেকজাণ্ড্রিয়াকে প্রধান বাণিজ্য স্থান করিয়া তুলিলেন। ভারতবর্ষের বাণিজ্য দ্রব্য তথায় নীত হইয়া ইউরোপের সমস্ত প্রধান প্রধান স্থানে প্রেরিত হইত। তিনি বেরিনিসে একটী বন্দর করিয়াছিলেন। যাবতীয় জাহাজ সেই খানে নঙ্গর করিত। এই বাণিজ্যের শুল্কে টলেমির অপরিসীম লাভ হইত। তৎপরে রোমকেরা মিশরদেশ জয় করিলে ভারতবর্ষের বাণিজ্য আরও অধিক বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। প্রতিবৎসর অন্যূন ১২০ এক শত বিশ খানি জাহাজ ভারতবর্ষে আসিত। এইরূপ কথিত আছে যে, তৎকালের বাণিজ্যে এক টাকায় ১০০ এক শত টাকা লাভ হইত।

রোমক রাজ্যের পতনের পর মুসলমানেরা পৃথিবীতে প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিলেন। তৎকালে বোগদাদ্ প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান হইয়া পড়িল। সে সময় স্থল পথে সকলে বাণিজ্য করিতে লাগিল। চীন হইতে ভারত সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ হইতে এবং ভারতবর্ষ হইতে প্রথমে গঙ্গা ও যমুনা দিয়া দ্রব্যজাত লইয়া পরে কাবুলের ভিতর দিয়া কোন কোন নদীপথে সোমরকন্দ নগরে নীত হইত। এই সময় জেনোয়ার লোকেরাই পৃথিবীর মধ্যে প্রধান বণিক ছিলেন। তদনন্তর ভিনিসিয়ার লোকেরা রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে আসিবার আর একটী নূতন পথ অবলম্বন করেন। তাঁহারা ভিনিস হইতে আফ্রিকার ত্রিপলী নগরে জাহাজযোগে আসিতেন। তথা হইতে আসিয়া মাইনরস্থিত আলিপো নগরে বাণিজ্যজাত দ্রব্য উষ্ট্রাদির দ্বারা আলিপো নগরে প্রেরিত হইত। তৎপরে ইউফে্‌টিস নদ দিয়া বেড্ নগরে; বেড্ নগর হইতে পারস্যোপসাগর দিয়া ভারতবর্ষে আসিত। আরব্যোপন্যাসের সিন্ডিবাদের গল্পে এই পথের বিষয় অনেক বার উল্লিখিত হইয়াছে। এখনও অনেকে বিবেচনা করেন যে, ইউফে্‌টিস নদ দিয়া ভারতের পথ অতি সুগম। অনেক বার এই পথে রেলওয়ে নির্ম্মাণেরও প্রস্তাব হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, মশিয়েঁ। লেসেপ্ সুয়েজ যোজক কাটিয়া সম্প্রতি মহোপকার সাধন করিয়াছেন। রুষেরা স্থলে তদপেক্ষা একটী সুগম পথ নির্ম্মাণের চেষ্টায় আছেন এবং তৎসম্পর্কে ভারতবর্ষ জয় করিব এইরূপ অনেক কথা কহিয়া থাকেন। তদ্বৃত্তান্ত আমরা আগামী বারে পাঠক মহাশয়দিগকে উপহার দিব।

দুর্গোৎসবের অবকাশ ও বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের কৌশল।

এই রমণীয় শরৎকাল, দুর্গোৎসব উপস্থিত, ভারতবর্ষের ত কথাই নাই, এ উৎসবটীকে বিশ্বজনীন উৎসব বলিলে দোষ হয় না। ওদিকে পার্লিয়ামেন্ট বন্ধ, এদিকে হাইকোর্ট প্রভৃতি আদালত সকল বন্ধ। আমাদের শাস্ত্রকারেরা এই কালটীর রমণীয়তা ও কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের কৃষকদিগের বিশ্রাম সময় দেখিয়া ইহাকেই একটী প্রধান উৎসবকাল বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন। এ সময়ে সকলেই আনন্দময়, কেবল আমরা অত্রস্থ ইংরাজ বণিকদিগকে নিরানন্দ দেখিতে পাই। কয়দিন কার্য্যালয় বন্ধ থাকাতে তাঁহাদের লাভক্ষতি হয়। সূর্য্য যেমন আকর্ষণ রশ্মিতে বদ্ধ করিয়া গ্রহ ও উপগ্রহগণকে অহরহ ঘুরাইতেছেন ফিরাইতেছেন, স্বার্থও তেমনি লোভ রশ্মিতে বদ্ধ করিয়া জগজ্জনকে বংভ্রমমাণ করিতেছে। অতএব লাভক্ষতি হইলে যে মানুষের অসহ্য হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বিশেষতঃ বণিকগণের বুকে বরং বজ্রাঘাত সহ্য হয়, কিন্তু স্বার্থ হানি সহ্য হয় না। এই লাভক্ষতি অসহ্য হওয়াতেই ইংরাজ বণিকগণ কয়েক বৎসর ধরিয়া ছুটী কমাইবার নিমিত্ত ধড়ফড় করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহারা ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল সর জন লরেন্সের সময়ে এই দুর্গোৎসবের অবকাশ দিন কমাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট এক আবেদন করেন। তিনি দেখিলেন দুর্গোৎসব বঙ্গদেশের প্রধান পর্ব্ব। যেমন খ্রীষ্টানের খ্রীষ্টমাস, যেমন মুসলমানের মহরম, বাঙ্গালীর পক্ষে দুর্গোৎসবও তদ্রূপ। লোকে সম্বৎসর পরিশ্রম করিয়া এই সময়ে পর্ব্বের আমোদে উন্মত্ত হয়। এই সময়ে বাঙ্গালীসমাজের যত অর্থ ব্যয় হয়, আর কখন এত অর্থ ব্যয় হয় না। যাহার বাটীতে পূজা তাহার ত কথাই নাই। সে ব্যক্তি চারি পাঁচ মাস কেহ কেহ বা সম্বৎসর ধরিয়া পূজার আয়োজন করে। পূজা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই বাঙ্গালী আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। আবার যাহার বাটীতে পূজা নাই, সে ব্যক্তিও পূজার দুই তিন মাস পূর্ব্বে ব্যয় হয়। বাঙ্গালীর কুটুম্বিতা, লৌকিকতা, চিরদিনের বিবাদ ভঞ্জন করিবার সময় এই। কার্য্য উপলক্ষে বাটী হইতে যাহারা বহু দূরে থাকে, এই সময়েই তাহারা বার তের দিবস অবকাশ পাইয়া সমুদায় বৎসরের মধ্যে একবার করিয়া স্ত্রী পুত্রাদির মুখ দর্শন করিতে পায়। এই উপলক্ষে বাঙ্গালীর কত আশা কত ভরসা। সামান্য গৃহস্থ হইতে ক্রোড়েশ্বর পর্য্যন্ত এই উৎসবের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে।

লরেন্স সাহেব এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আবেদকদিগের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অবকাশ পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, সেইরূপই রহিল। আমরা শুনিতে পাই যাহাতে ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আর গোলযোগ না ঘটে, এজন্য তিনি সকল পর্ব্বগুলির অবকাশের একটী নিয়ম বাঁধিয়া দেন, তদনুসারেই কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। যখন লর্ড নর্থব্রুক ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি হন, তৎকালেও বণিকগণ আবার তাঁহার নিকট দুর্গোৎসবের ছুটি কমাইবার প্রার্থনা করেন। নর্থব্রুক বিচক্ষণ লোক ছিলেন, লর্ড লরেন্স যে পথ অবলম্বন করিয়া যান, তিনিও তৎপথের পথিক হইলেন। ছুটি পূর্ব্ববৎ অব্যাহত রহিল। বণিকগণ আবার ভগ্নমনোরথ হইলেন। আবার যখন লর্ড লিটন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হন, তখনও বণিকেরা সেই পুরাতন কথা পুনর্ব্বার তুলিলেন। লিটন ত অস্থিরচিত্ত ছিলেন। তিনি স্বজাতির অনুরোধ-পরিহারে সমর্থ হইলেন না। ছুটি কমাইয়া দেন, তাঁহার এই ইচ্ছা হইল, কিন্তু যখন দেখিলেন, বাঙ্গালীরা তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া সাতিশয় অস্থির হইয়াছে, যখন দেখিলেন সংবাদ পত্র সমূহ তাঁহার মতের ভয়ানক প্রতিবাদ করিতেছেন, তখন কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। দেশের মত জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা তাঁহাকে ছুটি কমাইয়া দিতে নিষেধ করিলেন। তিনি অবশেষে ছুটির পূর্ব্ব নিয়ম বলবৎ রাখিলেন। বণিকেরা বার বার তিন বার চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অপর লোক হইলে ইহাতেই লাঞ্ছিত হইয়া ক্ষান্ত হইতেন। কিন্তু তাঁহারা সে ধাতুর লোক নহেন। তাঁহারা এবার এক কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিতেছেন যে, গবর্ণর জেনেরলকে জানাইলে কোন ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ এখন লর্ড রিপন গবর্ণর জেনেরল, তিনি অব্যবস্থিতচিত্ত নহেন, তাঁহার মতের দৃঢ়তা আছে, তাঁহা হইতে ফল লাভের সম্ভাবনা অল্প। এতএব তাঁহারা যুক্তি করিয়া এক নূতন উপায়ের উদ্ভাবন করিয়াছেন। এখন বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে গবর্ণমেন্টের কর্তৃত্ব নাই। উহার সাধারণ ঋণ বিভাগ ও সেবিংস ব্যাঙ্ক বিভাগ যদিও গবর্ণমেন্টের আয়ত্ত, তথাপি অন্যান্য বিভাগে গবর্ণমেন্টের বিশেষ কোন ক্ষমতা নাই। গবর্ণমেন্টের তিন জন কর্ম্মচারী বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর আছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ ডাইরেক্টরই সওদাগর। ডাইরেক্টরেরাই ব্যাঙ্কের সর্ব্বে সর্ব্বা। তাঁহারা যাহা মনে করেন, তাহাই করিতে পারেন। তাঁহাদের অধিকাংশ দুর্গোৎসবের অবকাশের বিপক্ষ। গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারীরা কি করিবেন। ডাইরেক্টর-

দিগের অধিকাংশের মতে সকল কার্য্য সমাধা হয়। তাঁহাদের মতে এবার এই আদেশ প্রচার হইয়াছে যে, ৩০ এ সেপ্টেম্বর হইতে ৩ রা অক্টোবর পর্য্যন্ত অর্থাৎ সপ্তমী অষ্টমী নবমী ও দশমী বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকিবে, তৎপরে ৭ ই ৮ ই অক্টোবরও ব্যাঙ্ক খোলা হইবে না। ছুটির অপর কয়েক দিন ব্যাঙ্ক একটা পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। কিন্তু সেবিংস ব্যাঙ্ক ও সাধারণ ঋণ বিভাগ নিয়মিতরূপ দ্বাদশ দিন বন্ধ থাকিবে।

এ উপায়টীকে আমরা ভবিষ্যৎ দুর্গোৎসবের অবকাশের উন্মূলনের একটী যন্ত্র মনে করিতেছি। এটীকে "টর্পিডো" অপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হইতেছে। এটী যদি বাস্তবিক ভবিষ্যৎ ছুটী কমাইবার স্বস্তিবাচন হয়, তাহা হইলে বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টারেরা একটী গুরুতর অন্যায় কার্য্য করিলেন। ইহাতে তাঁহারা যে দেশের লোকের মনে কত কষ্ট দিলেন তাহা বলা যায় না। আমাদের তত কথা বলিবার অধিকার নাই, কেন না ব্যাঙ্ক এখন গবর্ণমেণ্টের অধীন নহে। কিন্তু কেবল ইহা করিয়া বণিকেরা ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহাদের প্ররোচনায় এবার গবর্ণমেণ্টের পেপার করেন্সী অফিসে ছুটীর গোলযোগ হইয়াছে। বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টারদিগের অধীনে একজন ডেপুটী সেক্রেটারি ও ধনাধ্যক্ষ আছেন। ইহাঁর নাম ওয়েষ্টল্যাণ্ড। ইনি গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রোলর জেনেরল ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের ভ্রাতা। করেন্সী অফিস কণ্ট্রোলর জেনেরলের অধীন। তিনি সম্প্রতি এই আদেশ দিয়াছেন যে দুর্গাপূজার ছুটীর সময়ে যে যে দিন বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক খোলা থাকিবে, সেই সেই দিন ঐ ব্যাঙ্ক কৌন্সিলের বিলের টাকা প্রদান করিবেন। করেন্সী অফিস ২৯ এ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ও ৬ ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার একটা পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। পূর্ব্বে এই নিয়ম ছিল, এবং এ পর্য্যন্ত এই নিয়ম চলিয়া আসিয়াছে যে দুর্গোৎসবের ছুটির সময়ে কৌন্সিল সভার যে যে বিলের টাকা ছুটীর সময়ে দেওয়ার কথা থাকিত, তাহা ছুটীর অগ্রেই প্রদত্ত হইত। কিন্তু এবারে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম করাতে কেবল যে অযৌক্তিক কার্য্য হইয়াছে তাহা নহে, অধিকন্তু তাহাতে আমাদের হৃদয়ে দারুণ আঘাত দেওয়া হইয়াছে। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব এই কার্য্যের সাহায্য করাতে কেবল যে একটী নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন তাহা নহে, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের চিরপ্রচলিত ও বারংবার অনুমোদিত আদেশের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হইয়াছে।

কিন্তু করেন্সী আফিস কেন যে খোলা রহিল তাহা বুঝা যায় না। কেহ কেহ বলেন যে নোটের নিয়ম এই যে যখন ইচ্ছা তুমি নোট ভাঙ্গাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট অর্পণ করিতে পার এবং যখনই তুমি নোটের টাকা চাহিবে গবর্ণমেণ্ট তখনই সেই টাকা দিতে বাধ্য। সুতরাং পূজার সময়ে করেন্সী আফিস বন্ধ থাকিলে নোটের টাকার আদান প্রদান হইতে পারে না। ইহা আইনের বিরুদ্ধ। গবর্ণমেণ্ট জানিয়া শুনিয়া বে-আইনী কার্য্য করিতে পারেন না।

এ সম্বন্ধে আমাদের তর্ক করিবার প্রয়োজন হইতেছে না। এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, করেন্সী আফিস বরাবর বন্ধ থাকিত, তাহাতে বে-আইনী হইত না, আজ বে-আইনী হইল। এটী বড় বিস্ময়জনক বাক্য। যাহা হউক, আমরা অধিকতর দুঃখিত হইলাম যে গবর্ণমেণ্টের করেন্সী আফিসও ব্যাঙ্কের রচিত কৌশল মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু রাজার কৌশল-সংগ্রহ শোভা পায় না। বড় দুঃখ ও লজ্জার কথা, ভারতবর্ষীয়দিগের বিশেষতঃ বঙ্গবাসিদিগের জোর করিয়া উপভোগ করিবার কিছুই নাই। এই একটী বিষয় ছিল। এই সময়ে বাঙ্গালিরা দুনুয়স্ক খাটনীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বিশ্রাম সুখ ভোগ করিত, তাহাও ব্যাঙ্কের কৌশলে ও গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনে লোপ পাইতে চলিল।

সিবিলিয়ানদিগের দেওয়ানি কার্য্যে শিক্ষা দিবার প্রস্তাব।

এক্ষণে সিবিলিয়ানেরা জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট হইতে একেবারে জেলার জজ হইয়া বসেন। তাঁহারা দেওয়ানী আদালতের আইন কানুন কিছুই না জানিয়া না শিখিয়া হঠাৎ ফৌজদারী আদালত হইতে দেওয়ানী মকদ্দমার আপিল নিষ্পত্তি করিবার অধিকার পান। মুন্সেফ ও সবর্ডিনেট জজের নিষ্পত্তির তাঁহাদের নিকট আপিল হইয়া থাকে। অথচ প্রায় দেখা যায় মুন্সেফ ও সবর্ডিনেট জজেরা দেওয়ানী মকদ্দমার বিচার কার্য্যে তাঁহাদের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এমন লোকের হস্তে তাঁহাদের নিষ্পত্তির ভ্রম বাহির করিবার ভার অর্পিত হইলে বিচারের যে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? উন্নতির নিয়ম এই যে যত অধিক জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন হইবে, সে তাহার নিকৃষ্টতর ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা উন্নততর পদবীতে অধিকার প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু আমাদের গবর্ণমেণ্টের নিয়ম কি চমৎকার, কর্তৃপক্ষীয়েরা যে সকল ব্যক্তি অধিকতর জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন তাহাদিগকে নিম্নে এবং যাহারা তদ্বিষয়ে তাঁহাদের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে ন্যূন, তাহাদিগকে উন্নততর পদবীতে স্থান দেন। প্রায় দশ বার বৎসর অতীত হইল, হাইকোর্টের বিচারপতিগণ বিচারসংক্রান্ত বিভাগের এই বিশৃঙ্খলা দেখিয়া যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তদনুসারে সর জর্জ ক্যাম্বেল সিবিলিয়ানদিগের এই অপকর্ষ নিবারণার্থ ১৮৭৩ অব্দে তাঁহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। যে যে সিবিলিয়ান জেলার জজ হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন, তাঁহারা এক শ্রেণীভুক্ত হইলেন, আর যাঁহারা মাজিষ্ট্রেট, কলেক্টর, কমিশনর প্রভৃতি পদের আকাঙ্ক্ষা করিতেন, তাঁহারা স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত হইলেন। সর জর্জ ক্যাম্বেল মনে করিয়াছিলেন, যাঁহারা দেওয়ানী বিচারকের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইবেন, তাঁহারা দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপ্রণালী ও দেওয়ানী আইন রীতিমত শিক্ষা করিবেন। কিন্তু এই শ্রেণী বিভাগের ফল অন্যরূপ হইল। সর আশলি ইডেন বলেন "পূর্ব্বতন নিয়ম অনুসারে সিবিলিয়ানেরা সেসন জজ হইবার পূর্ব্বে কিয়ৎকাল মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিতেন, তাহাতে তাঁহাদের ভূমি ও কর-সংক্রান্ত আইনের কথঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মিত। কিন্তু এক্ষণকার সিবিলিয়ানেরা এগার বার বৎসর মাত্র জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়া একেবারে সেসন জজের পদে উন্নীত হন। তাঁহাদের দেওয়ানী মকদ্দমার কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না, এবং ফৌজদারী কার্য্যে যাহা কিছু অভিজ্ঞতা জন্মে তাহাও যৎসামান্য মাত্র, তাহা কেবল জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদের উপযোগী। পূর্ব্বতন নিয়ম অনুসারে বরং তাঁহাদের কিছু কিছু অভিজ্ঞতা জন্মিত, এখন কেবল তাহার বিপরীতই দেখা যায়।"

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর যাঁহাদিগকে কথঞ্চিৎ উপযুক্ত বলিতেছেন, হাইকোর্টের জজেরা পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে অনুপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এক্ষণকার সিবিলিয়ানেরা আবার তাঁহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। বিচার সংক্রান্ত বিভাগের এই বিশৃঙ্খলার সংস্কার একান্ত আবশ্যক। ইডেন সাহেব এই অভিপ্রায়ে এই কয়েকটী নিয়মের প্রস্তাব করিয়াছেন:—

১। চিহ্নিত সিবিল কর্ম্মচারীরা পাঁচ বৎসর কর্ম্ম করিলে পর মুন্সেফের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন। মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য ব্যতীত তাঁহাদিগকে এই কার্য্য করিতে হইবে। সিবিলিয়ানেরা যে শ্রেণীতেই প্রবেশ করুন না কেন তাঁহাদিগকে অগ্রে এই নিয়মে কার্য্য করিতে হইবে।

২। আপাততঃ যে নিয়ম আছে যে সিবিলিয়ানেরা দ্বাদশ বৎসর কর্ম্ম করিবার পর আপনার অভীপ্সিত শ্রেণী মনোনীত করিবেন, এই নিয়মের পরিবর্ত্তে তাঁহারা নয় বৎসর কর্ম্ম করিয়া শ্রেণী মনোনীত করিবেন।

৩। যাঁহারা বিচার সংক্রান্ত শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইতে অভিলাষ করিবেন, তাঁহারা ঐ শ্রেণী মনোনীত করিলে পর যত দূর পারা যায় শাসন কার্য্য হইতে তাঁহাদিগকে নিষ্কৃতি দেওয়া হইবে। তাঁহারা অডিশনেল জজ হইবেন ও ফৌজদারী আপীলের বিচার করিবেন।

বিচারপতিদিগের কর্ম্মদক্ষতা ও আইন জ্ঞান যত অধিক হয়, ততই দেশের মঙ্গল সাধন হয়। ইডেন সাহেবের এই প্রস্তাবটীর আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিয়াছি। যাহাতে দেশের বিচারপতিরা অধিকতর বিদ্যা বুদ্ধি ও আইনজ্ঞানসম্পন্ন হন, যাহাতে তাঁহারা যে পদবীতে অধিরোহণ করেন, সেই পদবীর গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারেন, তাহার উপায় বিধান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদের এই আশঙ্কা হইতেছে, ইডেন সাহেব সিবিলিয়ানদিগের দেওয়ানী কার্য্য শিক্ষার যে উপায় অবলম্বনের প্রস্তাব করিতেছেন, তাহাতে দেশের উপকার না হইয়া প্রত্যুত অপকার হইবার সম্ভাবনা। সে অপকার কি পশ্চাতে আমরা তাহার উল্লেখ করিতেছি। ফলতঃ লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর যে পথ অবলম্বন করিবার অভিলাষ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা সম্যক অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিতেছি না। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির যে মুন্সেফী কার্য্য শিখিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে, যদি তাহা না করিয়া এরূপ করা হইত যে, অতঃপর যাহারা জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি হইয়া এদেশে আসিবেন তাঁহাদিগকে ব্যারিষ্টারদিগের ন্যায় আইন শিখিয়াও আসিতে হইবে, তাহা হইলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল হইতে পারে। মুন্সেফ ও সব জজ যত আইন জ্ঞানে উন্নত হউন না কেন তাঁহারা ব্যারিষ্টারদিগের সমকক্ষ নহেন। ব্যারিষ্টারেরা যেরূপ আইন বুঝেন, তাঁহারা যেরূপ আইনের ব্যাখ্যা করিতে পারেন, এদেশে সহস্র শিক্ষা করিলেও সেরূপ আইন জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা অল্প। হাই-কোর্টে যে ব্যারিষ্টারদিগের সমকক্ষ উকীল নাই, আমরা এ কথা বলি না, কিন্তু সাধারণতঃ ব্যারিষ্টার-দিগের আইনের জ্ঞান উকীলদিগের অপেক্ষা অধিক, ব্যারিষ্টারেরা ইংলণ্ডে আইন শিক্ষা করিবার যেমন সুযোগ পান এদেশের আইন শিক্ষার্থীর তেমন সুযোগ নাই। সুতরাং উৎকৃষ্টরূপে আইন শিক্ষা করিতে হইলে ইংলণ্ড হইতে শিখিয়া আসাই কর্ত্তব্য। জেলার জজের মুনসেফ ও সব জজের অপেক্ষা অধিকতর আইন জ্ঞান ও কার্য্যকুশলতা চাই। ব্যারিষ্টার হইতে তাহার সম্পূর্ণ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। আমাদের বিবেচনায় এইরূপ নিয়ম হইলে সকল দিক রক্ষা হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করুন সিবিলিয়ানেরা ব্যারিষ্টার না হইলে বিচারসংক্রান্ত বিভাগে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। ব্যারিষ্টার সিবিলিয়ানেরা যদি অল্প কাল মাত্র নিম্নতর দেওয়ানী কার্য্য স্বহস্তে করেন ও কার্য্য প্রণালী দর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা সর্ব্ব-প্রকারে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা লাভ করিতে পারিবেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন এ নিয়ম করা হইলে সিবিলিয়ানেরা কেহই বিচার সংক্রান্ত বিভাগে প্রবেশ করিতে চাহিবেন না। কিন্তু এ কথায় আমরা আস্থা করিতে পারি না। এক্ষণে যত সিবিলিয়ান দেশে আছেন তাঁহাদের অনেকেই ব্যারিষ্টার। দেখ যে যেখানে ব্যারিষ্টার সিবিলিয়ান, আমরা সেই সেই স্থানেই দেখিয়াছি তাঁহারা অন্য সিবিলিয়ান-দিগের অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর বিচার করেন।

আমরা উপরে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের প্রস্তাব ঘটিত যে অপকারের আশঙ্কা করিয়াছি, তাহা এই—ইডেন সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য হইলে ভারতবর্ষীয়-দিগের পক্ষে বিচারসংক্রান্ত বিভাগে উচ্চশ্রেণীর পদ পাইবার দ্বার ক্রমে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। যদি সিবিলিয়ানেরা সব জজ হন, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয়েরা যে আর সব জজ হইবেন, তাহার প্রত্যাশা তিরোহিত হইবে। লর্ড কর্ণওয়ালিশ নিয়ম করিয়াছিলেন, দেশীয়দিগকে রাজকার্য্যে অথবা বিচার সংক্রান্ত কার্য্যে উচ্চ পদ দেওয়া হইবে না। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সেই অযৌক্তিক নিয়ম রহিত করিয়া চির স্মরণীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ১৮৩১ অব্দের ৫ আইন তাঁহার সেই কীর্ত্তিস্তম্ভ। তিনি বাঙ্গালীদিগকে প্রথমতঃ বিচারসংক্রান্ত বিভাগে মুনসেফ, সদর আমিন প্রভৃতি বিচারকের পদে অধিকার দেন। কার্য্যে দেখা যাইতেছে যে তাঁহারা এই পদের যথার্থই গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। উঁহার প্রতিষ্ঠিত মুনসেফ ও সদর আমীন এ দুটী পদ এখনে আর স্বতন্ত্র নাই, এই দুইটী পদ এক হইয়া গিয়াছে, এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত প্রধান সদর আমিনেরা এক্ষণে সব জজ নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমাদের আশঙ্কা এই যে বর্ত্তমান লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের প্রস্তাবিত নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইলে দেশীয়দিগের সবজজ হইবার আর আশা থাকিবে না। মহাত্মা উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের কীর্ত্তিস্তম্ভও বিলুপ্ত হইবে।

কি আমেরিকা, কি ইংলণ্ড, প্রায় সর্ব্ব দেশে সকল লোকে আমেরিকার সভাপতি জেম্‌স্ গারফিল্ডের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছেন। ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁহার বিধবা পত্নীকে সময়োচিত সান্ত্বনা বাক্য প্রেরণ করিয়াছেন। প্রায় তিন মাস অতীত হইল ইনি গিটোর গুলিতে আহত হন। গিটো পূর্ব্বে একজন কন্সল ছিলেন, কার্য্যে অপটুতা ও নানা দোষের জন্য গারফিল্ড ইহাঁকে কর্ম্মচ্যুত করেন। গিটো সেই ক্রোধ বশতঃ ইহাঁকে গুলি করে।

১৮৩১ অব্দের ১০ ই নবেম্বর গারফিল্ড ইউ-নাইটেড ষ্টেটের ওহিও নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর মাতা অতিশয় বুদ্ধিমতী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। সামান্য মাত্র বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ইনি নৌকার দাঁড়ির কর্ম্মে নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া গারফিলড বিদ্যা শিক্ষা পরিত্যাগ করেন নাই। ২৬ বৎসর তিনি হিরাম বিদ্যালয়ের ইংরাজী ও প্রাচীন ভাষার শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই পদ হইতে কিয়ৎকালের মধ্যেই তিনি ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়া-ছিলেন। ১৮৫৯ অব্দে তিনি এই বিদ্যালয় হইতে তৎস্থানের রাজকীয় সভার সভ্য পদে মনোনীত হইয়াছিলেন। ইহার তিন বৎসর পরে যখন আমে-রিকায় গৃহযুদ্ধ উপস্থিত হইল, তখন তিনি বিদ্যা-লোচনা ও প্রজাবর্গের প্রতিনিধি কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্রে সেনানায়কতা কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ভূতপূর্ব্ব ছাত্রেরা দলে দলে আসিয়া আনন্দসহকারে তাঁহার সেনাদলে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাঁহার সেনাদলে তাঁহার এক শত ছাত্র ছিল। তিনি শীঘ্রই একজন খ্যাতনামা সৈনিক কর্ম্মচারী হইলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে তাঁহাকে সৈনিক কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি আমেরিকার কংগ্রেস নামক মহাসভার সভ্য পদে বৃত হইলেন। এই সভার সভ্য হইয়া তিনি বিশেষরূপে স্বকীয় বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা, সাধুভাব ও স্থির-প্রতিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতেই পরিণামে তিনি সভাপতির পদে উন্নীত হন। তাঁহার বাকপটুতা ও রাজনীতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা দেখিয়া আমেরিকার সকল লোকই চমৎকৃত হইয়াছিল। এদিকে তিনি আবার বিলক্ষণ ন্যায়পরায়ণ ও সাধু ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই এই কথা বলিতেন যে ন্যায় পক্ষে তাঁহার পরাজয় হওয়াও ভাল, তথাপি তিনি অন্যায় পক্ষ অবলম্বন করিয়া জয়ী হইতে চাহেন না। তিনি যথার্থই স্বনামখ্যাত ধন্য পুরুষ ছিলেন।

মেদিনীপুরের খাল সম্বন্ধে আমাদের লেপ্টেনণ্ট-গবর্ণর বলিয়াছিলেন, ইহাতে মেদিনীপুরের প্রজা-বর্গের বড়ই সুবিধা হইয়াছে। তাহারা এই খালের জল পাইবার প্রত্যাশায় নানা স্থান হইতে উঠিয়া

খালের ধারে আসিয়া বাস করিতেছে; যেমন কুকুরেরা এক খণ্ড মাংস পাইলে তাহার লোভে পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হয় প্রজারাও তদ্রূপ জল লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ করিতেছে। কিন্তু এক্ষণে আমরা তাহার বিপরীতই ত দেখিতে পাইতেছি। এই খাল বরং প্রজাদের অনর্থের মূল হইয়াছে। ইহার জন্য তাহাদের সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইতেছে। আমরা শুনিলাম, ইহার জন্য প্রজাবর্গ কাতর হইয়া লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকট দায় হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তাঁহার দ্বারে আসিয়া কয়েকখানি আবেদন পত্র অর্পণ করিয়াছে। প্রজাবর্গের ক্রন্দনধ্বনিতে গগণমণ্ডল বিদীর্ণ হইতেছে। এই সকল আবেদনে খালের কর্ম্মচারীদিগের যে সকল অত্যাচারের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিলে এমত বোধ হয় না যে আমরা ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে বাস করিতেছি। একখানি আবেদনে উক্ত হইয়াছে যে প্রজাদিগের খালের জলের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, বরং তাহাতে ধান্যের ক্ষতি হইতেছে। আবার খালের কর্তৃপক্ষীয়েরা তাহার উপর ভয়ানক পীড়ন আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রজাদিগের নিকট হইতে ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক কবুলতি গ্রহণ করিতেছেন। এমন কোন কোন প্রজা আছে এই খালের জলের সহিত তাহাদের কিছুমাত্র সংস্রব নাই। তাহারা তজ্জন্য খালের কর্ম্মচারিদিগের নিকট খাজনা দিবার দায়ী নহে। তাহারা কবুলতি দেয় নাই বলিয়া খালের কর্ম্মচারিরা গোপনে মজুর লাগাইয়া তাহাদের ভূমির উপর খাল কাটাইয়া জল আনাইয়া দিয়া তাহাকে চোর্য্য অপরাধের ভয় দেখাইয়া অন্যায্য করের কবুলতি লইতেছেন। আর এক খানি আবেদনে লিখিত হইয়াছে যে খালের কর্ম্মচারীরা খালের নিকট যাহার ভূমির চিহ্ন মাত্র নাই তাহাদেরও নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কবুলতি গ্রহণ করিতেছেন। আবার তাঁহারা এক বিঘা ভূমিকে মিথ্যা মিথ্যা দেড় বিঘা করিয়া অন্যায় কর আদায় করিতেছেন। প্রজারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষদিগের নিকট বারংবার দুঃখ জানাইয়াও কোন ফল পাইতেছে না। তাঁহারা একেবারে তাহাদের চীৎকারে বধির হইয়া রহিয়াছেন। আর আর অনেক দুঃখের কথা এই সকল আবেদনে লিখিত হইয়াছে।

প্রজাদিগের আবেদনে যে অত্যাচারের কথা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত কি না তাহার অনুসন্ধান করা একান্ত আবশ্যক। প্রজারা দুঃখে আর্ত্তনাদ করিতেছে এবং দিন দিন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে এ সংবাদ দেশের পক্ষে মঙ্গলসূচক নহে।

পুস্তক সমালোচনা।

পণ্ডিতমূর্খ প্রহসন বা নাটক। নবদ্বীপবাসী শ্রীব্রহ্মব্রত সামধ্যায়ী—সরস্বতী ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১২৮৮। এই পুস্তক খানি না নাটক না প্রহসন না কাব্য গ্রন্থ। ইহাকে আমরা যে কি বলিব, তাহা অনুসন্ধান করিয়া পাই না। ইহাতে চিত্ত আকর্ষণ বা চিত্ত রঞ্জন করিবার কিছুই নাই। কয়েকটী পুরাতন গল্প লইয়া পুস্তক খানি রচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার গল্পগুলিকে ভাল করিয়া সাজাইতেও পারেন নাই। বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতদিগের অবমাননা ও তাঁহাদের লইয়া রহস্য করাই পুস্তকরচয়িতার উদ্দেশ্য। গ্রন্থকার কালীদাসের মুখে এই কথাটি দিয়াছেন যে সেখানকার (অর্থাৎ বঙ্গদেশের) কেমন অনির্ব্বচনীয় জলবায়ুর গুণ যে, প্রায় ষোল আনা অধ্যাপকই পণ্ডিতমূর্খ হইয়া থাকেন।

কাশীর ব্যবস্থা ও তাহার প্রতিবাদ। শ্রীযুক্ত অচলানন্দ স্বামীর কোন শিষ্য কর্ত্তৃক সংকলিত। ১২৮৮ সাল। কিয়ৎকাল হইল কাশীস্থ কয়েকজন অধ্যাপক ভদ্রলোক মদ্যপাননিষেধক একটি ব্যবস্থা দেন। সেই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করা এই ক্ষুদ্র পুস্তকের অভিপ্রেত। গ্রন্থকার তদ্বিষয়ে যে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন আমরা তাহা বলিতে চাহি না। আমাদের কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে এ সময়ে কোন রূপেই মদ্যপানের উৎসাহ দেওয়া ভাল নহে, মদে মদে দেশ উৎসন্ন যাইতেছে। বঙ্গদেশে আবাল বৃদ্ধ অনেকেই মদ ধরিতেছে। মুটে মজুর হইতে বড় লোক পর্য্যন্ত আর প্রায় বাকী নাই বলিলেই হয়। এখন যদি মদ্যপানের প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহা হইলে দেশের আরও যে কত অনিষ্ট হইবে তাহা বলা যায় না।

শারদোৎসব। গীতি নাট্য। নারাজোল ও মেদিনীপুরাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁর কর্ত্তৃক সুরলয়ে গঠিত। কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক ষ্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১২৮৮ সাল। এ নাট্যগ্রন্থখানি কিছু নূতন ধরণের। ইহা তানলয়ে পূর্ণ গীতে রচিত হইয়াছে। গল্পটী এই, গিরিরাজ-পত্নী মেনকা বহুকাল তাঁহার আত্মজা উমাকে না দেখিয়া তাঁহার স্বামী হিমাচলের নিকট কন্যাকে কৈলাশ হইতে আনয়ন করিবার জন্য অনুযোগ করিতেছেন। গিরিরাজ পত্নীর সন্তোষ সম্পাদনার্থ কৈলাশে গিয়া দেখিলেন যে হরপার্ব্বতী বিল্বমূলে বসিয়া আছেন। তাঁহাদের পার্শ্বে গণপতি ও কার্ত্তিকেয় ক্রীড়ায় মগ্ন রহিয়াছেন। উমা পিতাকে তথায় আগত দেখিয়া বাষ্পাকুলিত লোচনে তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইলেন। কার্ত্তিক ও গণেশ মাতামহকে দেখিয়া নিকটে দৌড়িয়া আসিলেন ও তাঁহার গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন। গিরিরাজ কন্যার সহিত কথোপকথন করিয়া জামাতার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন করিয়া নিজগৃহে কন্যাকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। মহাদেবও তাহাতে সম্মতি দিলেন। মতিনন্দিনী মর্ত্ত্যে আগমন করিলেন। পথিমধ্যে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণপতি, জয়া ও বিজয়ার সহিত বিল্বমূলে রাত্রি যাপন করিয়া পর দিন প্রভাতে পিত্রালয়ে উপনীত হইলেন। পুস্তকখানির পঞ্চম ও ষষ্ঠ অঙ্কে শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাপূজার বর্ণনা আছে। রাম দশাননকে পরাজয় করিবার জন্য আদ্যা শক্তির আরাধনা করিতেছেন। সুগ্রীব ও কপিগণ সমস্বরে তাঁহার স্তব করিতেছে। দেবী রাম ও তাঁহার অনুচরদিগের স্তবে প্রসন্না হইয়া রামচন্দ্রকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন।

এই অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে রামচন্দ্রের লঙ্কাপুর প্রবেশ বর্ণিত হইয়াছে। ষষ্ঠ অঙ্কে বিজয়া বর্ণিত হইয়াছে।

আমরা গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। পাঠকদিগকে এই একটী গীত উপহার দিলাম।

মেনকা অস্তাচলগামী চন্দ্রিমার প্রতি দর্শন করতঃ করযোড়ে—

ললিত সম্পূর্ণ—আড়া

করি নতি উড়ুপতি থাক থাক ওইখানে।
তুমি গেলে অস্তাচলে হারাইব তারাধনে।
দশমীর দিবাকর, *
প্রকাশ হইলে পর,
আসিবে নাকি শঙ্কর, লইতে উমা রতনে।
সদত ভাবি যে তারা,
সে তারা আঁখির তারা,
সে তারা হইলে হারা, বাঁচিব কেমনে প্রাণে।

ইউরোপীয় সমাচার।

পারিস ১৬ ই সেপ্টেম্বর। ইংলণ্ডের সহিত ফরাসী গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্যসম্বন্ধে যে সন্ধি হয়, তাহা আর তিন মাস প্রবল থাকিবে।

টিউনিস ১৬ ই সেপ্টেম্বর। আরবেরা যে পয়ঃপ্রণালী ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল তাহার সংস্কার করা হইয়াছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১৬ ই সেপ্টেম্বর। কাস্পীয় রেলওয়ে কিজিল আর্ব্বট পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে।

লণ্ডন ১৮ ই সেপ্টেম্বর। ডন লনস্থ ল্যাণ্ডলীগ সভার অধিবেশন শেষ হইয়াছে। সভ্যেরা ইংলণ্ডের বিরোধী মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষকদিগের সহিত যোগ দিবেন বলিয়াছেন।

টিউনিস ১৮ ই সেপ্টেম্বর। আরবেরা সর্ব্বদাই ফরাসীদের অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে। মধ্যে মধ্যে ফরাসী সৈন্যদিগের সহিত তাহাদের যুদ্ধ চলিতেছে।

নিউইয়র্ক ১৯ এ সেপ্টেম্বর। ১৭ ই সেপ্টেম্বর হইতে সভাপতি গারফিল্ডের পীড়ার বৃদ্ধি হইল। অদ্য রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সহকারী সভাপতি আর্থর সভাপতির পদে অধিরোহণ করিয়াছেন।

পারিস ১৯ এ সেপ্টেম্বর। ইংলণ্ডের সহিত ফরাসী গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্যসম্বন্ধে সন্ধির কথাবার্ত্তা চলিতেছে। এম টীরাড ও সর চার্লস ডিল্কি বলিতেছেন যে সন্ধি স্থাপন হওয়া অসম্ভাবিত নহে।

লণ্ডন ২০ এ সেপ্টেম্বর। কোয়ার্শন আইন অনুসারে যাঁহারা কারাবরুদ্ধ হইয়াছে, যত দিন গোলযোগ চলিবে, তত দিন তাহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হইবে না।

নিউইয়র্ক ২০ এ সেপ্টেম্বর। আগামী সোমবার ক্লীবলেণ্ড নামক স্থানে সভাপতি গারফিল্ডের সমাধি হইবে।

টিউনিস ২০ এ সেপ্টেম্বর। তিন সহস্র তুরস্ক সৈন্য ত্রিপলি নামক স্থানে উপনীত হইয়াছে। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট টিউনিসের বেকে বলিয়াছেন যে ফরাসী সেনাগণ টিউনিস [illegible] করিবে না।

লণ্ডন ২২ এ সেপ্টেম্বর। সভাপতি গারফিল্ডের মৃত্যু হওয়াতে ইংলণ্ডীয় রাজসভা এক সপ্তাহ কাল শোকসূচক চিহ্ন ধারণ করিবেন।

লণ্ডন ২৩ এ সেপ্টেম্বর। কমন কৌন্সিল নামক রাজসভা একটী স্বর্ণ নির্ম্মিত বাক্সের মধ্যে পুরিয়া প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেবকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার অর্দ্ধ মূর্ত্তি গিল্ডহল নামক রাজবাটীতে রক্ষিত হইবে।

আফগান গৃহযুদ্ধ সংবাদ।

১৯ এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কান্দাহারে কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই। উভয়দল পূর্ব্ববৎ এক ভাবেই রহিয়াছে। টিরিন ও জমিন্দারওয়ারে আয়ুব খাঁর সাহায্যার্থ একদল সেনা সংগৃহীত হইয়াছে এবং তাহারা তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছে। বহুসংখ্যক কাজী তাঁহার সেনাদলে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে মাসিক চারি টাকা করিয়া বেতন দিবার আদেশ দিয়াছেন। তুর্কিস্থানে ইশাক খাঁর অধীনে আমিরের যে সেনাদল ছিল তাহারা বিদ্রোহী হইয়াছে। কাবুল হইতে এই জনরব আসিয়াছে যে আমীরের আদেশে মহম্মদ জানকে হত্যা করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন তাঁহার চক্ষু উৎপাটিত হইয়াছে।

সিমলা ২০ এ সেপ্টেম্বর। কান্দাহার হইতে এই সংবাদ আসিয়াছে যে আমীরের কতকগুলি কাবুলী অশ্বারোহী সেনা ঐ নগরের বহির্ভাগ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। আয়ুব খাঁ তাহাদের উপর তোপ চালাইতে আদেশ দেন। শিকারপুরের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। তারাকী ও সুলেমানখেল গিলজাইয়েরা আমীরের পক্ষ অবলম্বন করিতেছে।

সিমলা ২২ এ সেপ্টেম্বর। আমির তাঁহার পূর্ব্ব সেনানিবেশস্থান হইতে কান্দাহারের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে তিন ক্রোশ দূরে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছেন। গিরাষ্ট হইতে কান্দাহারে আসিবার এই পথ। আমির ঐ পথে দৃষ্টি রাখিয়াছেন।

ষ্টেটসম্যান আলাহাবাদ হইতে ২৩ এ সেপ্টেম্বর এই সংবাদ পাইয়াছেন যে প্রতিদিন আয়ুব খাঁর সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এক্ষণে তাঁহার সৈন্যের সংখ্যা আমিরের অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। তথাপি তিনি আক্রান্ত না হইলে শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না বলিয়াছেন। তাঁহার অনুচরেরা যুদ্ধের জন্য উৎসুক হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটে বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য চীনদেশ হইতে কয়েকজন ছাত্র প্রেরিত হয়। ইহারা তথায় ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধান করাতে চীনদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার আদেশ দিয়াছেন। আমাদের ইউরোপগামী বাবুরা শুনুন।

কয়েক জন দিল্লির স্বর্ণকার স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারকার্য্য করিবার জন্য লণ্ডনের একটী কারখানায় নিযুক্ত হইয়াছে। এই কারখানায় কাশী হইতে কয়েকজন কাঁশারী প্রেরিত হইবে।

১৮৮০ অব্দে ভারতবর্ষীয় সমুদ্রে পঞ্চাশ খানি জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ষে ২৮৯ খানি জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছিল। গত বর্ষে এতন্নিবন্ধন ৩৫৭ জন লোকের মৃত্যু হয়, এবার ১২০ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

এবার একজন ভারতবর্ষীয় পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্যপদের প্রার্থী হইয়াছিলেন। ইঁহার নাম রাজা রামপাল সিং; ইনি এক্ষণে ইংলণ্ডে আছেন। ইনি বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষে তাঁহার বিস্তর ভূসম্পত্তি আছে। তিনি শীকার করিতেও জানেন। তিনি লিনকনসিয়ারের লোকদিগকে বলিয়াছেন যে তিনি কায়মনোবাক্যে ভূস্বামীদিগের স্বত্ব রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট হইবেন, শ্রমজীবী লোকদিগেরও উন্নতি-সাধনার্থ তাঁহার যত যত্ন আছে অপর কাহারও সেরূপ যত্ন নাই। ইহাঁর দুর্ভাগ্য যে ইনি এত করিয়াও সভ্যপদে মনোনীত হন নাই।

আগামী নবেম্বর মাসে গবর্ণর জেনেরেল আগ্রায় দরবার করিবেন। এজন্য বলরামপুরের মহারাজ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণ দরবারে রাজপ্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। দরবারগুলি রাজাদিগের ধনস্থানে শনি হইয়াছে।

কোহাট হইতে ২২ এ সেপ্টেম্বর এই সংবাদ আসিয়াছে যে ২০ সেপ্টেম্বর রাত্রি দুই প্রহরের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে জাক্কাখেল আফ্রিদিরা তৃতীয় সংখ্যক পঞ্জাবী অশ্বারোহীদিগের আবাস স্থানে অলক্ষিতভাবে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা রক্ষিদিগকে প্রথম আক্রমণ করে। তৎপরে দুই জনকে হত ও এক জন দফাদারকে আহত করিয়া এবং দুইটী বন্দুক অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

অমৃত বাজার পত্রিকা সংবাদ পাইয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট বরদার ভূতপূর্ব্ব গুইকুমারের মকদ্দমার পুনর্ব্বিচার করিবেন। তাঁহার পদচ্যুতির বিষয় যে পুনর্ব্বার বিবেচিত হইবে এরূপ বোধ হয় না। তবে তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত অধিকতর স্বাধীনতা দেওয়া হইবার সম্ভাবনা। যে স্থানে তিনি থাকিতে ইচ্ছা করিবেন তাহা তাঁহাকে মনোনীত করিতে দেওয়া হইবে।

সকলে শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন ভারতহিতৈষী কর্ণেল অসবরণ সাহেব কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে পাওনিয়র এই আশঙ্কা করিয়াছেন যে যে সকল ভারতবর্ষীয় সিবিলিয়ান কেম্ব্রিজে অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহারা অসবরণ সাহেবের কুমন্ত্রণায় নষ্ট হইবেন। অসবরণের উপদেশ পাইয়া সিবিলিয়ানেরা যে ভারতবর্ষের হিতৈষী হন এটী কি পাওনিয়রের মত হইতেছে না?

কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের হাইকোর্টে যেমন দেশীয় জজ আছেন গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছেন যে আলাহাবাদের হাইকোর্টে ঐরূপ একজন দেশীয় জজ হইবেন। গবর্ণমেণ্ট এতৎসম্বন্ধে তত্রত্য হাইকোর্টের জজদিগকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন যে সম্প্রতি তথায় দেশীয় বিচারপতি নিয়োগ করিবার আবশ্যকতা আছে কি না? শুনিলাম হাইকোর্টের জজেরা এই প্রস্তাবের ঘোর তর প্রতিবাদ করিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে এই পদের উপযুক্ত লোক তথায় কেহ নাই। এদেশে একটী প্রবাদ বাক্য আছে, "নাই বলিলে সাপের বিষও থাকে না।" তাই ত নয়।

ত্রিবাঙ্কুড়ের মহারাজ তাঁহার অধিকার মধ্যে এই নিয়ম প্রচারিত করিয়াছেন যে তাঁহার কোন দরিদ্র প্রজা গুরুতর দোষে অপরাধী হইয়া আদালতের সমক্ষে বিচারার্থ নীত হইলে যদি দারিদ্র্য-নিবন্ধন মকদ্দমার ব্যয় যোগাইতে না পারে তাহা

হইলে সরকারী ব্যয়ে তাহার পক্ষ সমর্থন করা হইবে।

অমৃত বাজার পত্রিকার একজন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন যে বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন হইতে রাধাকুণ্ড পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে,ঐ রাস্তার ধারে কুসুম সরোবর নামে এক তীর্থ আছে। এই কুসুম সরোবরের নিকটে একটী জঙ্গলে কয়েক জন ডাকাইত সর্ব্বদা যাত্রীদিগের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে। পুলিষের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কি এতদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন না?

যৎকালে মহীসুর ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রক্ষণাবেক্ষণের অধীনে ছিল, তখন কিরূপে উহার অর্থের অপব্যয় হইয়াছে,তাহার একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদিগের সুবিধার জন্য এই সামান্য মাত্র স্থানে ১৪৬টি বাঙ্গালা প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহাতে যে সকল দ্রব্যাদি আছে তাহার মূল্যও অনেক। এই সকল বঙ্গালা কেহ কখন ব্যবহার করে কি না সন্দেহ; অথচ এগুলি প্রস্তুত হইল কেন তাহা বুঝা যায় না। দেওয়ান এই সকল অপব্যয় এক কালে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

১৮৮০।৮১ অব্দের লবণ বিভাগের কার্য্য বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। লবণ বিভাগে গত বৎসর ও এ বৎসরে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ লাভ হয় নাই। ১৮৭৮ অব্দে লবণের শুল্কের হ্রাস হওয়াতে আয়ের যে ক্ষতি হইয়াছিল, গত বর্ষে সে ক্ষতিপূরণ হইয়া ৪,৫৮,৭০৮ টাকা অধিক আয় হইয়াছিল। কিন্তু এবারে আবার ক্ষতি হইয়াছে। গত বর্ষে ২,৪৭,৪০,৬১৭ টাকা আয় হয়, এবারে ২,৩৯,৮২,৪২৯ টাকা আয় হইয়াছে। কিন্তু যদি লবণ বিভাগের ব্যয় হ্রাস না হইত, তাহা হইলে এতদপেক্ষা আরও অধিক ক্ষতি হইত। এবারে এতদ্দেশজাত লবণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু তদনুরূপ অধিক পরিমাণে বিক্রয় হয় নাই। গত বৎসর এতদ্দেশে ৫,০১৫৮৮ মণ লবণ উৎপন্ন হইয়াছিল, এবার ৬,১৫,-৭৭৫ মণ জন্মিয়াছে। অদ্যাপিও কোন কোন স্থানে গোপনে লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। উড়িষ্যার কমিশনর বলেন যে বৎসরের যে সময়ে লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে, ঐ সময়েই ইহার বিক্রয়ের লাঘব হয়। ইহাতে তিনি অনুমান করেন যে উড়িষ্যা বিভাগে প্রজারা গোপনে গোপনে লবণ প্রস্তুত করে। লবণ সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন করার অপরাধে এ বৎসর ১,০৫৪ মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল, গত বর্ষে ইহা অপেক্ষা ২৯১ সংখ্যা অধিক হয়।

আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠকদিগকে ট্যানার সাহেবের মৃত্যুর সংবাদ দিয়াছিলাম। আমেরিকান সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল, তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। তিনি আবার নব্বই দিন উপবাস করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

যখন টেলিগ্রাফের সৃষ্টি হয় নাই, তৎকালে শীঘ্র শীঘ্র সংবাদ প্রেরণ করিতে হইলে কপোতের সাহায্যে তাহা সম্পাদিত হইত। বেলজিয়ম দেশে প্রথমতঃ কপোত এই কার্য্যে শিক্ষিত হয়। তৎপরে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এই রীতি প্রচলিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে কপোতকে এই কার্য্যে শিক্ষা দিবার প্রস্তাব হইতেছে। সৈনিক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা প্রস্তাব করিতেছেন যে ইংরাজদিগের প্রধান প্রধান সেনানিবেশে কপোতদিগকে যথোপযুক্ত শিক্ষা দিয়া রাখা হইবে। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রয়োজনীয় কোন সংবাদ পাঠাইতে হইলে যদি এই উভয় স্থানের মধ্যগত টেলিগ্রাফের তার বিনষ্ট হইয়া থাকে, এমন হয়, তাহা হইলে এই শিক্ষিত কপোতের দ্বারা সেই কার্য্য সম্পাদন করা হইবে।

ষ্টাণ্ডার্ড নামক সংবাদ পত্রে দেখা গেল যে, ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি গবর্ণর জেনারলের সভার পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের জন্য একজন সভ্য রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তিন বৎসর হইল এই পদটী রহিত হইয়াছে। ইহার বিশেষ আবশ্যকতাও দেখা যায় না, তবে অনর্থক ক্ষতি করিবার প্রস্তাব করা কেন? ষ্টেট সেক্রেটারিই আমাদের সর্ব্বাধ্যক্ষ, তিনি কোথায় ব্যয়বিষয়ে হস্ত সঙ্কোচ করিবেন, না, হাত লম্বা করিতেছেন!

স্বামী যদি স্ত্রীর কথা না শুনে, কিরূপে স্বামীকে তাহার সমুচিত প্রতিফল দেওয়া যায়, একটী ইউরোপীয় রমণী তাহার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। বিউকারেষ্ট নামক স্থানে সেনাপতি কর্ণেস্কোর পত্নী চিকিৎসকের পরামর্শে স্বাস্থ্য সম্পাদনার্থ কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইবার অভিলাষ করে। তাহার স্বামী তাহাতে অসম্মত হন। রমণী এজন্য স্বামীর নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করে। আদালত কর্ণেস্কোর উপরে তাহার পত্নীর ব্যয়ার্থ দুই সহস্র ফ্র্যাঙ্ক ডিক্রী দিয়াছেন।

কিছু দিন হইল পুলিষের একজন কর্ম্মচারী তাহার পীড়িত কোন বন্ধুকে কলিকাতার জেনারেল হাঁসপাতালে রাত্রিকালে দেখিতে যাইতেছিল। পথিমধ্যে গড়ের মাঠে দুইজন লোকের সহিত তাহার দেখা হয়। একজন তাহাকে বলিল "আমার এই চুরটটী ধরাইয়া দেও"। পুলিষ কর্ম্মচারী চুরাট ধরাইয়া দিতেছে, এমন সময়ে এই দুই জনের অন্যতর ব্যক্তি তাহাকে এমন এক ধাক্কা মারিল যে তাহাতে সে পড়িয়া গেল। তখন ঐ দুই ব্যক্তি তাহাকে মারপিট করিয়া তাহার নিকট যে টাকা ছিল, তাহা কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করিল। শুনা গেল পুলিষ কর্ম্মচারী বিলক্ষণ আহত হইয়াছে। গড়ের মাঠে মধ্যে মধ্যে এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে, কখন কখন খুনও হয়। কলিকাতার এই স্থানটী ভালরূপে রক্ষিত হয় না কেন?

গত ১৮ ই আগষ্ট ও ডনেল সাহেব ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে আসামের চা বাগানে প্রতি বর্ষে শতকরা দশ জন করিয়া কুলি মরে কি না? পূর্ব্বে যে কুলিদিগকে তিন বৎসর করিয়া চা বাগানে রাখিবার নিয়ম ছিল, তৎপরিবর্ত্তে তাহাদিগকে পাঁচ বৎসর করিয়া চা বাগানে রাখিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে কি না? এবং আপাততঃ যে কয় জন সিবিলিয়ান কর্ম্মচারী চা বাগানের অংশীদার আছেন, তাহাদের তালিকা তিনি দিতে পারেন কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে হার্টিংটন সাহেব বলিয়াছেন যে আপাততঃ আসামের চা বাগানের যে কার্য্যবিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অবগত হওয়া যায়, চা বাগানে কুলিদিগের মৃত্যু সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে। কুলিদিগের মৃত্যু সংখ্যা কমাইবার নিমিত্ত তিনি গবর্ণর জেনেরলকে তাহাদের অবস্থার সংস্কার করিবার উপায় বিধান করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে যে বাগানে চাকরের দোষে কুলীর মৃত্যু অধিক হইতেছে,সেই বাগানে আর যাহাতে কুলী পাঠান না হয়,গবর্ণর জেনরেল তাহার উপায় বিধান করিবেন। হার্টিংটন এ কথাও বলিয়াছেন যে এক্ষণে চা বাগানে কুলীদিগকে তিন বৎসরের পরিবর্ত্তে পাঁচ বৎসর রাখা হইবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সিবিলিয়ানদিগের চা বাগানে অংশীদার থাকিবার বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন যে ১৮৬১ ও ১৮৬২ অব্দে সিবিলিয়ানদিগের সম্বন্ধে যে নিয়ম করা হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের চা বাগানের অংশীদার হইবার কোন নিষেধ নাই। তবে এইমাত্র নিয়ম আছে যে, যাঁহারা চা বাগানের সংস্রবে থাকিবেন তাঁহারা চা বাগানের তত্ত্বাবধানাদি কার্য্য করিতে পাইবেন না, এবং যে জেলায় চা বাগান থাকিবে তথায় কার্য্যও করিবেন না। শেষোক্ত বাক্যটীতে আমরা বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলাম। চা বাগানে সিবিলিয়ানদিগের কোন প্রকারে সম্বন্ধ রাখা উচিত নয়। সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নিষিদ্ধ হইলেও পরম্পরা সম্বন্ধে তাঁহাদের হইতে অন্যায় হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

ইংলণ্ডের কারাগারের কমিশনারদিগের রিপোর্টে অবগত হওয়া গেল যে কারাগারে প্রবেশ করিবার পর এক সপ্তাহ কালের মধ্যে যত কয়েদী আত্মহত্যা করে, ঐ সপ্তাহ অতীত হইলে পর তত আত্ম হত্যা করে না। যাহারা বারংবার অপরাধ

করিয়া বারংবার জেল খাটে, তাহাদের কাহাকেও আত্মহত্যা করিতে এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। ইহাতেই বোধ হয়, প্রথম অপরাধীদিগের কারাবাস দণ্ডে প্রথমতঃ লজ্জা ও আত্মগ্লানির যেরূপ বেগ উপস্থিত হয়, পরে আর সেরূপ হয় না, ক্রমে অভ্যাস হইয়া যায়।

ইংলণ্ডীয় পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল ফসেট সাহেব পোষ্ট আফিষের নানা প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। এই বিভাগে এক্ষণে দুই সহস্রাধিক স্ত্রীলোক নানা স্থানে কার্য্য করিতেছেন।

এইরূপ অনুমিত হইয়াছে, সমস্ত ভূমণ্ডলে ১৪৫৫-৯২৩০০০ লোক আছে। ইউরোপে ৩১৫৯১৯০০০, আসিয়ায় ৮৩৪৭০৭০০০, আফ্রিকায় ২০৫৬১৯০০০, আমেরিকায় ৯৫৪০৫০০০, অষ্ট্রেলিয়া ও পলিনেশিয়ায় ৪৩১০০০, মেরু প্রদেশে ৮২০০০ লোক আছে।

হ্যারিসো নামক একজন মার্কিণ লণ্ডন হইতে সাউদাম্‌টন পর্য্যন্ত ৭০ মাইল পথ এক দৌড়ে গমন করিয়াছিল।

কলিকাতার শবদাহের কয়লাতে টীকা প্রস্তুত হয়; কিন্তু এই টীকা ব্যবহারে স্বাস্থ্যের অনিষ্ট হইতেছে। টীকা-ব্যবসায়িগণ যাহাতে ঐ কয়লার টীকা প্রস্তুত করিতে না পারে কর্তৃপক্ষ তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

কলিকাতা সারকিউলার রোডের একটী বৃক্ষতলে এক হিন্দুস্থানী ৫।৬ দিন অনাহারে পড়িয়া থাকে। এক্ষণে এ ব্যক্তিকে হাসপাতালে রাখা হইয়াছে।

নিউইয়র্কের সন্নিকটে একটী বৃহদাকার হোটেল নির্ম্মিত হইয়াছে। হোটেলে প্রবিষ্ট হইবার ৫০ টী দ্বার আছে। সম্মুখের বারাণ্ডা দীর্ঘ ১৪০০ ফুট, প্রশস্ত ৭০ ফুট, পার্শ্বের বারাণ্ডাগুলি দীর্ঘ ৪০০ ফুট, প্রশস্ত ৫৬ ফুট। উপর ও নীচে সর্ব্বশুদ্ধ ১২০০ কক্ষ আছে। পাকশালায় ২০ টী রন্ধনযন্ত্র চলিতেছে। হোটেল মধ্যে ৭০০০ লোক একত্র ভোজন করিতে পারে। এই সুবিস্তৃত হর্ম্ম্যে আলোক দিবার জন্য গ্যাসের নল ৩২ মাইল বসান হইয়াছে। সমস্ত ময়লা জল আদি বাহির করিয়া দিবার জন্য ৩ মাইল পর্য্যন্ত নল ও জাল জল আনিবার জন্য ৩০ মাইল পর্য্যন্ত নল বসান হইয়াছে।

মহাভারত ও রামায়ণ প্রকাশক বাবু প্রতাপচন্দ্র রায় আমাদিগকে এই সংবাদ দিয়াছেন যে, কাশ্মীরের মহারাজ তাঁহাকে পুরাণ প্রকাশ কার্য্যে উৎসাহিত করিবার জন্য দ্বিতীয় বার ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন এবং কলিকাতাবাসী সুপ্রসিদ্ধ বাবু দ্বারকনাথ প্রামাণিক ১০০ টাকা দান করিয়াছেন।

কলিকাতা সিটি স্কুলের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক বিবরণ পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইলাম। বিদ্যালয়টী দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে বটে কিন্তু ইহার মধ্যে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে এরূপ উন্নতি সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। বিদ্যালয়ের এক্ষণকার ছাত্র সংখ্যা ৫১৩ জন। গত বর্ষ শেষে ২৭ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষার্থ প্রেরিত হয়। ইহার মধ্যে ২৪ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ৯ জন প্রথম শ্রেণী, ১৩ জন দ্বিতীয় শ্রেণী এবং ২ জন তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। দুই জন ছাত্রকে গবর্ণমেণ্ট ১০ টাকা করিয়া বৃত্তি দিয়াছেন। কলিকাতার মধ্যে যে সকল বিদ্যালয় আছে তাহার মধ্যে এই বিদ্যালয়টী তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। একটী বাঙ্গালা বিভাগও ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত আছে। এটী হইতেও উত্তম ফল ফলিবে সন্দেহ নাই। এই বিদ্যালয়ে ড্রইং, গীত, বাদ্য, দর্শন, ব্যায়াম, ও নীতি শিক্ষা, দেওয়া হয়। একটী এল, এ, ক্লাসও আছে। ইহার ছাত্র সংখ্যা ৫০ জন। যেরূপ বিজ্ঞ বহুদর্শী ও উপযুক্ত ব্যক্তি এখানে আছেন, তাহাতে যে এই বিদ্যালয়টী ক্রমে উন্নত পদবীতে আরোহণ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

৫ হইতে ১০ টাকার নোট হারাইলে কারেন্সি আফিসে উহার কতক কিনারা হইতে পারিত; কিন্তু এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট ছোট ছোট নোটের হিসাব পত্র রাখিবেন না, প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল অধিক টাকার নোটের হিসাব পত্র থাকিবে।

সেল্‌সুইগ নামক স্থানে একটী তিমি মৎস্য ধরা পড়িয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৫২ ফুট এবং প্রস্থ ২৬ ফুট। ৭ ফুট করিয়া ইহার এক একটী ডানা আছে।

ফ্রেডরিক নামক এক জন ইউরোপীয় পণ্ডিত অণুবীক্ষণ দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন, কীট পতঙ্গাদির শোণিতের কোন বর্ণ নাই, রৌদ্রে দেখিলে শোণিত তরল রঙ্গের বলিয়া বোধ হয়।

নেচর নামক পত্রের এক জন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে তিনি সুমাত্রা দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে ১॥০ বৎসরের একটী আশ্চর্য্য বালিকা দেখিয়াছেন। উহার চারিটী পা আছে। তিনি যাবা দ্বীপে একটী বালকের স্কন্ধে দুটী মস্তক দেখিয়াছেন।

নর্ম্মাণ্ডির একটী বৃদ্ধ অশীতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার দেহ আজিও সম্পূর্ণ সবল আছে। এরূপ বয়সে সবল থাকিবার কারণ তিনি এই বলেন যে তিনি প্রত্যহ নিয়মিত রূপে অর্দ্ধ বোতল করিয়া ব্রাণ্ডি খাইয়া আসিতেছেন।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে কালেক্টরী আফিষ ও কষ্টম হাউস ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় পূর্ব্বাবধি যেরূপ অবকাশ পাইয়া আসিতেছে, সেইরূপ ২৮ এ সেপ্টেম্বর হইতে ৯ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ১২ দিন বন্ধ থাকিবে।

লণ্ডন নগরের এথিনিয়ম নামক সংবাদ পত্র বলেন, বর্লিন নগরের আর্চ্চডিউকের কন্যা জেন লী সংস্কৃত মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। তিনি অধ্যাপক বেনফির নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। বেনফি মৃত্যুকালে তাঁহার ছাত্রীকে এই কার্য্যের ভার দিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। মহাভারতে লক্ষ শ্লোক। ইংলণ্ডের স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত এই গুরুতর কার্য্যে ব্রতী! এই কারণেই ইংরাজেরা এত অহঙ্কার করেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে হোলকার ষ্টেট রেলওয়ের যে সকল ইউরোপীয় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তাঁহাদের পরিবর্ত্তে দেশীয় ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইবেন। দেশীয় ইঞ্জিনিয়ারদিগের হস্তে এই বিভাগের ভার অর্পিত হইল। উত্তর বঙ্গ ষ্টেট রেলওয়ে এবং নলহাটী ও মাতলা রেলওয়েতে এই প্রথা প্রচলিত হইলে ভাল হয়।

দ্বারভাঙ্গার মহারাজ ভারি বিপদে পড়িয়াছেন। তাঁহার সদর বাটীর দ্বারের সম্মুখে মুসলমানদিগের একটী মসজিদ আছে। রাজা এই মসজিদটী উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। তন্নিবন্ধন ঐ মসজিদ উঠার লোকদিগের সহিত মুসলমানদিগের এক দাঙ্গা হয়। ইহার কিছু দিন পরে রাজার বাটীর সম্মুখস্থিত একটী ফটকে বজ্রাঘাত হয়। বজ্রাঘাতে পাঁচটী পায়রা, একটী বিড়াল এবং নিকটস্থ পুষ্করিণীর একটী বৃহৎ মৎস্যের মৃত্যু হইয়াছে। রাজা ইহাতে অনিষ্ট আশঙ্কা করিতেছেন। এজন্য তিনি ব্রাহ্মণ নিয়োগ করাইয়া স্বস্ত্যয়নাদি করাইতেছেন, এবং শুনিলাম মুসলমান দেবতার সন্তোষার্থ এক দিন মসজিদে গিয়া তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন। একেই বলে "ধান ভানাইতে গিয়া চাউল গলায় পড়ে।"

লক্ষ্মী চামারণী নামে ৪০ বৎসরবয়স্কা একটী স্ত্রীলোক ট্রামওয়ের গাড়ি চাপা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সে যখন নন্দলাল মল্লিকের গলি পার হইয়া চিৎপুর রোড অতিক্রম করিতেছিল, তৎকালে এক খানি গাড়ি হঠাৎ আসিয়া পড়ে। ধাক্কা লাগিয়া স্ত্রীলোকটী পড়িয়া যায়। শকটের চাকা তাহার দক্ষিণ পা ও হস্তের উপর দিয়া যাওয়াতে তাহার ঐ দুটী অঙ্গ চূর্ণ হইয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে। যমরাজ ট্রামওয়েকে মনুষ্য-গ্রহণের কি একটী দ্বার করিলেন? হত্যা নিবারণের কি কোন বন্দোবস্ত

হয় না? কর্ত্তৃপক্ষদিগের মনোযোগ নাই, ইহাই স্পষ্ট বোধ হইতেছে।

শ্রীরামপুরের শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার লিখিয়াছেন "মহাশয়! জ্যোতিষের গণনানুসারে আগামী ১৩ই আশ্বিন বুধবার একটী ঝটিকা হইবার সম্ভবনা আছে। এক বেলা অগ্র পশ্চাৎ হইলেও হইতে পারে।"

আমাদের সারণস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "জেলা সারণের অন্তর্গত ছাপরা সবডিবিজনের পর্শা চৌকির মুন্সেফের কাছারিটী এক্ষণে খাস ছাপরা সহরে উঠিয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে ছাপরাতে চইজন মুন্সেফ ছিলেন এক্ষণে ৩ জন হইলেন।

পর্শার এলাকাধীন পরগণার লোকের ছাপরা গমনাগমন অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছে। পূর্ব্বে সাক্ষীদিগকে পর্শা যাইতে যে খরচ দেওয়া হইত এখনও তাহাই দেওয়া হইতেছে। তবে যাঁহারা মাইনের হিসাবে পাইয়া থাকেন তাঁহাদিগের কিছু ক্ষতি নাই। কিন্তু যাঁহারা পদব্রজে আইসেন তাহাদের দিকে আর কেহ ফিরিয়া চাহেন না। অতএব অর্থী প্রত্যর্থী এবং সাক্ষিগণের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। পূর্ব্বে একবার ঐ পর্শা চৌকির মুন্সেফ কিছুদিনের জন্য ছাপরায় আসিয়া ছিলেন আবার ২।৩ মাস পরেই ঐস্থানে পুনর্যাত্রা করেন। এবার বোধ হয় অগস্ত্যের যাত্রা হইয়াছে।"

কলিকাতার ট্রামওয়ে কোম্পানী ইংলণ্ড হইতে চারি খানি বাষ্পীয় শকট আনাইতেছেন। কলগুলি চৌরঙ্গীর রাস্তায় গতায়াত করিবে।

হাইকোর্টের আদিম বিভাগের রেজিষ্ট্রার সম্প্রতি এই আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন যে, অতঃপর আদালতের কোন কর্ম্মচারী বিচারপতির বিনা অনুমতিতে কোন সংবাদপত্রের রিপোর্টারকে কোন মকদ্দমার বিচার-কার্য্য দেখিতে দিবেন না। হাইকোর্ট সকল অত্যাচার নিবারণ করেন, সেখানেও অত্যাচার আরম্ভ হইল!

৫ ই সেপ্টেম্বর জাক্কাখেলেরা পুনর্ব্বার মধুখেলদিগের গ্রাম লুঠ করিয়াছে। পুলিস ও সৈনিক কর্ম্মচারীরা সসজ্জ ছিল, তথাপি তাহারা শতাধিক পশু লইয়া গিয়াছে। উভয় দল উভয় দলকে গুলি করে। তাহাতে লুঠকারীদিগের একজন ও শান্তিরক্ষকদিগের তিন জনের মৃত্যু হইয়াছে।

আল্প পর্ব্বতের নিম্নে পাহাড় ভাঙ্গিয়া একটা নূতন সুরঙ্গ করিবার সূচনা হইতেছে। মণ্টব্লাঙ্কের নিম্ন দিয়া এই পথটী যাইবে। এই পথটী প্রস্তুত হইলে পারিস ও ব্রিণ্ডিসিতে যে পথ ব্যবধান আছে, তাহার ১২ ক্রোশ কমিয়া যাইবে।

নলডাঙ্গার রাজা প্রমথচরণ দেব সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে বৃত্তি দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে ৩৭০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ অর্পণ করিয়াছেন। ইহার সুদ হইতে দর্শনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের তিন জনকে চারি টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইবে। উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে যে ছাত্র বারাণসী কালেজে অধ্যয়ন করিবেন, তিনি এই বৃত্তি পাইবেন।

গত মঙ্গলবার মুলতানের মুসলমানেরা গোমাংস লইয়া হিন্দুদিগের অবমাননা করাতে তথায় হিন্দু ও মুসলমানে ঘোরতর দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। এমন কি দাঙ্গা নিবারণের জন্য কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে সৈনিকদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই দাঙ্গা নিবন্ধন কাজ কর্ম্ম একরূপ বন্ধ হইয়াছে। জগতে ধর্ম্ম ভেদ থাকাতে এই সকল উপদ্রব হয় বলিয়া খ্রীষ্টানেরা এক ধর্ম্ম করিবেন বলিয়া বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছেন, মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যগণ তলবার ধরিয়াছেন, ব্রাহ্মেরাও স্বর্গ হইতে নববিধান আনাইলেন। কিন্তু সব চেষ্টা বন্যার জলে ধুইয়া লইয়া গেল!

শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতীনাথ দত্ত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস সি, ও এম, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, বাবু এ, সি চট্টোপাধ্যায় গ্লাসগাউ বিশ্ববিদ্যালয়ের এল, এম, ও এল, আর, সি, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

লাহোর ট্রিবিউন বলেন, বুলন্দসহর জেলার অন্তর্গত দারাই নামক স্থানে হিন্দু ও মুসলমান ঘোরতর দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। তত্রত্য একটী হিন্দু মন্দিরের পূজক ব্রাহ্মণ একদা সন্ধ্যাকালে দেবতার আরতি করিতেছিল। সন্নিকটস্থ মসজিদ হইতে একদল মুসলমান আসিয়া পুরোহিতকে আক্রমণ ও মারপিট করিয়া মন্দিরস্থ দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। পূজক মুসলমানদিগের নামে ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ করিয়াছেন। পুলিস আসিয়া বিবাদকারী উভয় দলকে লইয়া না গেলে কি ইহার শান্তি হইবে না? গবর্ণমেণ্ট শান্তিরক্ষকেরা বিশিষ্ট চেষ্টা পাইলে ইহার নিবারণ হয় না, আমাদের ত এমন বোধ হয় না। বোধ হয়, তাঁহারা রঙ্গ দেখেন।

বাঁকিপুরের জজ বেভেরিজ সাহেব একজন সদাশয় যথার্থ ভদ্র লোক। তাঁহার একটী সদনুষ্ঠানের কথা অবগত হইয়া আমরা পরম প্রীতিলাভ করিলাম। তিনি ১০ ই সেপ্টেম্বর তত্রত্য সম্ভ্রান্ত দেশীয় লোকদিগকে তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহার অমায়িকতা ও ভদ্রতা দেখিয়া সকলেই প্রীতিলাভ করিয়াছেন। ইতি পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট নোলান সাহেব এইরূপ সদনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইংরাজ ও দেশীয়দিগের জাতিগত বিদ্বেষ দূর করিবার এই একটী সদুপায়।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৬ ই সেপ্টেম্বর। ১৮৮১। দ্বারভাঙ্গার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু দীননাথ আঢ্য ১৮৭০ অব্দের ১১ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাজমোহন দাস নওয়াখালিতে বদলী হইলেন।

১৯ ই সেপ্টেম্বর। ১৮৮১। চট্টগ্রামের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু গিরিশচন্দ্র দাস পনর দিনের ছুটী পাইলেন।

জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর আর এইচ, গ্রীবস্, দিনাজপুরের সেসন জজের প্রতিনিধি ছিলেন, তিনি ময়মনসিংহে বদলী হইলেন। তিনি পুনরাদেশ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর থাকিবেন।

জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এল, সি, এবট সাহেব ভাগলপুরে বদলী হইলেন, তিনি পুনরাদেশ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার থাকিবেন।

পূর্ণিয়ার প্রতিনিধি সেসন জজ জে প্রাট সাহেব পুনরাদেশ পর্য্যন্ত ঐ জেলার প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২০ এ সেপ্টেম্বর। ১৮৮১। লোহারডাগার অন্তর্গত পালামাউয়ের মুন্সেফ বাবু অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নওয়াখালিতে বদলী হইলেন। তিনি সুধারামে থাকিবেন।

নওয়াখালির অন্তর্গত সুধারামের প্রথম মুন্সেফ বাবু করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায় লোহারডাগার অন্তর্গত পালামাউয়ে বদলী হইলেন।

যশোহর জেলার অন্তর্গত নড়াইলের মুন্সেফ বাবু অতুলচন্দ্র ঘোষ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দাতুন মহকুমায় বদলী হইলেন।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দাতুনের মুন্সেফ বাবু কালীনাথ দত্ত যশোহরে বদলী হইলেন। তিনি নড়াইলে থাকিবেন।

মানভূম জেলার অন্তর্গত ঝালদার মুন্সেফ বাবু নীলমণি দাস তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

চম্পারণের অন্তর্গত মতিহারির মুন্সেফ বাবু তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মুরশিদাবাদে বদলী হইলেন তিনি বহরমপুরে থাকিবেন।

মুরশিদাবাদের অন্তর্গত বহরমপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু হেমচন্দ্র মিত্র সাবেক এবং চম্পারণ জেলায় বদলী হইলেন তিনি সদর মতিহারিতে থাকিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

শান্তিপুর।

গত ৭ ই সেপ্টেম্বর হইতে ষ্টীমার "সিদ্ধেশ্বরী" কাটোয়া পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সিদ্ধেশ্বরী প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবারে অপরাহ্ণ

সাড়ে পাঁচটার সময় কলিকাতা হইতে ছাড়িয়া পর দিন সন্ধ্যার সময় কালনায় পহুঁছে। ইহাতে কাটোয়া পর্য্যন্ত সকল ষ্টেসনের আরোহী লইবার নিয়ম হইয়াছে। "হংসেশ্বরী" নামে আর এক খানি ষ্টীমার প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণ সাড়ে ছয়টার সময় কাটোয়া হইতে ছাড়িয়া থাকে। ইহা নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের আরোহী লইয়া সম্ভবতঃ সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় পহুঁছে। কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপের মধ্যে অপর একখানি ষ্টীমার হইয়াছে। বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী ঐ সকল ষ্টীমারের অধিকারী ও অধ্যক্ষ। এরূপ জনশ্রুতি যে, কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর উভয় পত্নীর নামে ষ্টীমার সিদ্ধেশ্বরী ও হংসেশ্বরী নামকরণ করা হইয়াছে। এক্ষণে ষ্টীমারের কার্য্য অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধভাবে পরিচালিত হইতেছে, এতন্নিবন্ধন আরোহিগণের অনেকটা সুবিধা হইয়াছে সত্য, কিন্তু সন্ধ্যার পর ষ্টীমার চালান প্রথাটী উঠাইয়া দেওয়াই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত, এবং অধিক-সংখ্যক আরোহী বোঝাই করাও অকর্ত্তব্য। গত বৎসর ঐ অপরাধে ষ্টীমারের অধ্যক্ষকে কলিকাতা পুলিসে এক শত টাকা জরিমানা দিতে হয়, অতএব আমরা আশা করি যে, তিনি ঐ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিয়া কার্য্য করিবেন।

কয়েক দিবস হইল, জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সিবিল সার্জ্জনের সমভিব্যাহারে আসিয়া এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয় ও মিউনিসিপাল আফিসটী পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আজকাল যখন দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রতিদিন রোগীর সংখ্যা-বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, তখন ঔষধ ক্রয় করণার্থ কিঞ্চিৎ অর্থ অধিক ব্যয় করাই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত এবং ইনডোর পেশেণ্ট রাখিবার বন্দোবস্ত করাও কর্ত্তব্য।

আমাদের মিউনিসিপাল কমিশনরেরা মিউনিসিপাল মকদ্দমার বিচার করিয়া থাকেন। এই প্রথাটী উঠাইয়া না দিলে কখনই সুস্থ বিচার প্রত্যাশা করা যায় না, কারণ মিউনিসিপাল মকদ্দমায় কমিশনরেরাই প্রকৃত প্রস্তাবে বাদী। অতএব বাদী হইয়া বিচারক হওয়া বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। হাইকোর্ট ঐ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যে নিয়ম করিয়াছেন, আমাদের কমিশনর বাবুরা কি তাহা দেখেন নাই ? আশা করি চেয়ারম্যান বাবু হাইকোর্টের নিয়মানুসারে ঐ কুপ্রথাটী শীঘ্র উঠাইয়া দিতে সচেষ্ট হইবেন ও কয়েকজন স্বাধীন-চেতা ভদ্রলোককে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিয়োজিত করিবেন এবং তাঁহাদের হস্তে মিউনিসিপাল মকদ্দমার বিচার কার্য্যভার বিন্যস্ত করিলে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হইবে সন্দেহ নাই।

ক্ষেত্রজাত শস্যাদি নষ্ট বা ভক্ষণ করিলে যেমন গরু, ছাগল ও অন্যান্য পশুদিগকে খোঁয়াড়ে দিবার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তেমনি বেকার ঘোড়া, কুকুর ও বিড়ালাদিকে খোঁয়াড়ে পাঠাইয়া দেওয়াও উচিত। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, বেকার ঘোড়া, বিড়াল ও কুকুরাদির দৈনন্দিন অত্যাচারে গৃহস্থেরা সর্ব্বদা শশব্যস্ত ও জ্বালাতন হইয়া থাকেন, কিন্তু বিড়াল ও কুকুরাদিকে খোঁয়াড়ে পাঠাইবার নিয়ম না থাকাতে অগত্যা তাঁহাদিগকে ঐ সকল অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। এ বিষয়ে একটী বিশেষ ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

সে দিন এখানকার রথের সারাণের রাস্তার উপর একজন পথিক অচৈতন্য অবস্থায় পতিত ছিল, তদ্দৃষ্টে কয়েকজন সহৃদয় লোক ঐ সংবাদটী পুলিসে পাঠাইয়া দেন এবং স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে উহার সময়োচিত চিকিৎসা করিতে অনুরোধ করেন। ডাক্তার যদুনাথ উহার চিকিৎসা কার্য্যে তৎক্ষণাৎ ব্রতী হয়েন এবং পুলিস উহার রক্ষণাবেক্ষণার্থ একজন বিশেষ কনষ্টেবল মোতায়েন করিয়া দেন। হাটখোলা গোস্বামী পাড়ার কয়েক জন কৃতবিদ্য যুবক ঐ অনাথ পথিকের যথোচিত সেবা করেন ও ডাক্তার যদুনাথ নিঃস্বার্থভাবে তাহাকে বহুমূল্য ঔষধাদি সেবন করান, কিন্তু কয়েক ঘণ্টার পর সে ব্যক্তি মানবলীলা সম্বরণ করাতে তাঁহাদের সমুদয় চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার যদুনাথ বলেন যে, ঐ ব্যক্তিকে কেহ বিষ প্রয়োগ করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা জানা গেল যে, মৃত ব্যক্তির নিকট কিছু অর্থ ছিল, ঐ অর্থের লোভে এক ব্যক্তি উহার শিষ্য হয়। পরে সুযোগ পাইয়া উহাকে বিষ খাওয়াইয়া সে অর্থ আত্মসাৎ করিয়া অদর্শন হইয়াছে। আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, রাণাঘাটের ডেপুটী বাবু ঐ ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করেন।

শারদীয় মহামহোৎসব সমুপস্থিত, এতন্নিবন্ধন প্রকৃতি মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। চতুর্দ্দিক হর্ষময়। বাজারের বিপণি-সকল নানাবিধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ। কাপড় ও জুতার বাজার বড় গরম। এখানকার ওস্তাগরেরা দিবা রাত্রি কাপড় শেলাই করিতেছে! উঃ কি কর্কশ ধ্বনি!!

ভাগলপুর।

আরব্যোপন্যাসে লিখিত আছে, আজিম যখন অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া বহুদূর স্থিত রাজ্য সকল দেখিতে যান, তখন সহসা এক স্থান হইতে জাহাজের গতি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নাবিকেরা গতি হ্রাস করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিল ; কিন্তু গতি হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে জাহাজের বৃদ্ধ কাপ্তেন অদূরে চুম্বক প্রস্তরের খনি আছে, তাহারই আকর্ষণে জাহাজ দ্রুতগতিতে গমন করিতেছে ইহা বুঝিতে পারিয়া হতাশ্বাস হইয়া যেমন ঈশ্বরের নাম জপিতে লাগিল অমনি দেখিতে দেখিতে প্রবলবেগে জাহাজ খানি চুম্বক প্রস্তরের উপর পড়িয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল ; তেমনি কাহালগ্রামের গঙ্গাগর্ভস্থ পর্ব্বতের পার্শ্ব-দেশে এক খানি প্রকাণ্ড প্রস্তর আছে। চুম্বক প্রস্তর না হইলেও তাহার গুণ একই প্রকার। সে স্থানের জলের গতি বড় প্রবল। অপরিচিত নাবিকেরা পূর্ব্ব হইতে বিলক্ষণ সতর্ক হইয়া না থাকিলে বড় বড় নৌকা হঠাৎ প্রবলবেগে পড়িয়া সেই প্রস্তরের উপর গিয়া তাহার আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। বৎসর বৎসর এই স্থানে ও সুলতান গঞ্জের গৈরিকনাথের পর্ব্বতে যে কত মহাজনের কত নৌকা জলমগ্ন হইয়া থাকে তাহার সংখ্যা নাই। আমরা ২১ এ ভাদ্র কাহালগ্রামের এই খানে এক জন মহাজনের এক খানি নৌকা জলমজ্জনের সংবাদ দিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে আবার বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের দশ সহস্র টাকার দ্রব্য পূর্ণ কয়েক খানি নৌকা ও শ্রীধর মণ্ডলের কয়খানি নৌকা জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। জলমগ্ন দ্রব্য কিছু পাওয়া দূরে থাকুক, নৌকারই সন্ধান হয় নাই! কি ভয়ানক বিষয়!! এ জগদ্দল পাথরের কি কোন উপায় হয় না ?

এ বৎসর খাদ্য সামগ্রীর দর বড় মহার্ঘ্য নহে। ১০১ সিক্কার ওজনে বাজারে ভাল চাউল, ২৸০—৲৴০ চিণীগম ২৸০ ; বুট ১৷৵০ ; অরহর ১৷/০—৷১০ করিয়া বিক্রীত হইতেছে। অরহর কলাইয়ের প্রায় এক দর। কলিকাতায় প্রায় এইরূপ। আর এখানকার বাজার দর কলিকাতার বাজার দর দৃষ্টে ন্যূনাধিক হইয়া থাকে। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে, কলাইয়ের দাউল-প্রিয় আমাদের নিকট আজিও বুট, অরহরের আদর হয় নাই! হইতে আজিও বহু বিলম্ব আছে। আদর থাকিলে বুট, কলাই প্রায় তুল্য দরে বিক্রীত হইবে কেন ?

এখানকার অধিবাসিগণের স্বাস্থ্য আজ কাল উত্তম। এবার ঈশ্বরেচ্ছায় আজিও বড় সপভয় হয় নাই।

কয়েক দিন হইল, একজন দোসাদ এই দেশীয় একটী নীচজাতীয় কুলটাকে প্রহার করায় আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাহার তিন বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পং ~~৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

পঞ্চদশী

মূল, টীকা ও ৺ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কৃত বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ শীঘ্রই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে। যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি নাম ধাম সহ পত্র আমাকে লিখিবেন।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
সোমপ্রকাশের কার্য্যালয়।
চাঙ্গড়িপোতা
সোনাপুর পোষ্ট আপীস।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকুনি, টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৵০ আনা।

টুথ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর।
কলিকাতা।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ।

ধাত্রী।

শ্রীমতী দেবী নিতম্বিনী চট্টোপাধ্যায় ১০৮ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

স্বর্ণলতা উপন্যাস।

তৃতীয় সংস্করণ মূল্য ১৷০। আমার নিকট প্রাপ্তব্য
বঙ্গীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী।
৯৭ নং কলেজ-ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ম্যানেজার শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথাঃ—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্বপ্রকার দুষ্ট্যুরে ঘা, কোস্কা ঘা, আবের ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, ডুবা ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, পোষ পাঁচড়া, ছিঁড়িয়া, ছড়িয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠ-ব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোষ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) ফিক্‌বেদনা, সর্ব্বপ্রকার পারার ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাঁউড় ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের

আবিষ্কৃত ও দশ বার বৎসরের পরীক্ষিত।

অব্যর্থ মহৌষধগুলির প্রথম হইতে কোন বিশেষ নাম ছিল না, কিন্তু প্রচারক একালাবধি ইহাদিগকে শত-সহস্র গুণে শুভ ফলদায়ক দেখিয়া আসিতেছেন বলিয়া এক্ষণে ইহাদিগের শিবাক্ষয় নাম দিয়া প্রচার করিতেছেন।

"শিবাক্ষয়" চূর্ণ অর্শ রোগের; "শিবাক্ষয়" তৈল ঘার; "শিবাক্ষয়" ঘৃত গরমি ঘটিত শরীরস্থ পারা-নাশক, "শিবাক্ষয়" রেণু, ধাতুর ব্যামোহের, "শিবাক্ষয়" বটিকা, দদ্রুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ গুলির মূল্য ও অন্যান্য নিয়ম সাধারণের সুবিধার কারণ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ এক আনার টিকিট সহিত নিম্ন ঠিকানা মতে পত্র পাঠাইলেই সকল জানিতে পারিবেন।

এই সকল রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ যদ্যপি অচিরাৎ পীড়ার যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই সকল ঔষধ ব্যবহার করুন। যিনি, না করিবেন, তাঁহার গ্রহ সুপ্রসন্ন নহে বলিতে হইবে।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়
সারদাখ্য পুস্তকালয়
৩৩৭ নং চিৎপুর রোড
গরাণহাটা- কলিকাতা।

পাইকপাড়া নর্সারী।

বীজ, বীজ, বীজ।

সম্প্রতি আমেরিকা হইতে কপি, বিট, গাজর, মটর, শালগম প্রভৃতি নানাবিধ শবজী ও বহু প্রকার মনোহর ফুলের বীজ আনীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বহুতর ফুল ও ফলের কলমের চারাও বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। উদ্যান কার্য্যে ব্যবহার্য্য বিলাতী অস্ত্র ও চীনের পটও এখান হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। কৃষি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত প্রায় তিন বৎসর হইল, এখান হইতে "কৃষিতত্ত্ব" নামে এক খানি মাসিক পত্র নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। যাবতীয় প্রধান প্রধান ইংরাজী ও বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের নিকট কৃষিতত্ত্ব বিশেষ আদৃত। উহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য বা চাঁদা ডাকমাশুল সমেত ৩৷৵৹। বীজ ও গাছের পৃথক পৃথক ক্যাটেলগ মুদ্রিত আছে। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় আমাকে পত্র লিখিলে জানিতে পারা যায়। ৪০ রকমের সবজীর প্যাকেটের দর ৫ টাকা। ২০ রকমের ফুলের বীজের জন্য ৩ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়া বিক্রয় হইতেছে।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সারী কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ১৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্রে বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

— ঃ০ঃ—

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল ১৮৮১। — শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

রোগাঙ্কুশ।

৺ শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যটন কালীন জনৈক উদাসীন মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

এই আশ্চর্য্য দুষ্প্রাপ্য ঔষধ সেবন করিলে শুক্র বৃদ্ধির বিশেষ প্রাবল্য হয় ও সর্ব্ব প্রকার উদরাময়, অজীর্ণ, অরুচি, দৌর্ব্বল্য, মৃতবৎসা দোষ ও স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সন্তান উৎপাদিকা শক্তিহীনতা রোগ প্রভৃতি অল্প দিবসেই আরোগ্য হয় এবং প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধি ও ক্ষুধার প্রাবল্য হয়। এই ঔষধের আর এক ক্ষমতা এই যে নিত্য সেবন করিলে বার্দ্ধক্যে যৌবন ভাব জানা যায়। জ্বরসত্বে সেবনীয় নহে। ব্যবহারের নিয়ম ও ব্যবস্থা পত্র ঔষধের সহিত পাঠান যায় মূল্য ডাক মাসুল সহিত ২ টাকা। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হয় না।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বেনারস।

ডাক্তার ৺ দুর্গাদাস কর মহাশয়ের প্রণীত মেটিরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভৈষজ্যরত্নাবলী সপ্তম সংস্কার মূল্য ৮৲ ডাকমাশুল ॥৹ এবং অন্যান্য সকল রকম বাঙ্গালা ডাক্তারি হোমীওপ্যাথিক ও কবিরাজী পুস্তক ইত্যাদি আমার নিকট পাওয়া যায়।

বঙ্গীয় মেডিকেল ও স্কুলবুক লাইব্রেরী।
৯৭ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।
ম্যানেজার শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
তারিখ ৩১ এ আগষ্ট ১৮৮১।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমুদনারায়ণ ভূপ—গোয়ালপাড়া ২০
" বাবু ব্রজনাথ ঝা—লাহিরি ২০
" " নবীনচন্দ্র রায়চৌধুরী—শিমলাগড়ি ১০
" " কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় শিমলাপাহাড় ১০
" " যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা ১০
শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র রায় জমীদার ঘড়িয়াল ডাঙ্গা ১০
" রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়—জেমুয়া রাজবাটী ১০
" বাবু গোপালকৃষ্ণ মৈত্র—চাটমোহর ৭
" " হরিদাস নন্দী—নবাবগঞ্জ ৭
" " বঙ্কবিহারি চক্রবর্ত্তী—শোভাবাজার ৭
" " পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—কল্যাণপুর ৫॥৹
" " বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতা ৫॥৹
" " চন্দ্রশেখর সেন গুপ্ত—ভবানীপুর ৫
" " রাজকুমার রায়—নড়াইল ৫
" " গদাধর রায়—মাকদপুর ৫
রড়া রিডিং ক্লব—রড়া ৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥৹ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵৹ দুই আনা তাহার পর /৹ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৫ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " ৪৭ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৮ সাল। ২ রা কার্ত্তিক। ইং ১৮৮১। ১৭ ই অক্টোবর। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৸০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

গোবাজে টীকা।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, বঙ্গদেশীয় গোবীজে টীকা দিবার আইন নামে ১৮৮০ অব্দে যে ৫ আইন হয়, তাহা কলিকাতার উপনগর-সকলে জারী হইয়াছে। ঐ সকল উপনগরে বলপূর্ব্বক টীকা দিবার বন্দোবস্তও করা হইয়াছে। প্রতি-পুলিষের আড্ডার সুবিধামত স্থানে টীকা দিবার আড্ডা সকল খোলা হইয়াছে, এবং নিম্নলিখিতরূপে টীকাকারদিগের উপস্থিত হইবার দিবস ও সময় নিরূপিত হইয়াছে।

প্রাতঃকাল ৭॥০ হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ১৫ই অক্টোবর হইতে ১৫ই মার্চ্চ এবং প্রাতঃকাল ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত এই নিয়মে চলিবে।

[illegible]র আড্ডা	[illegible]	দিন
কাশীপুর	উত্ত[illegible] [illegible] [illegible] ৬ কাশীপুর রাস্তা	মঙ্গল বৃহস্পতি, শ[illegible]
চিৎপুর	[illegible]	সোম বুধ, শুক্র
উল্টাডিঙ্গি	[illegible] রাস্তা	সোম, বুধ, শুক্র
মাণিকতলা	[illegible] মাণিকতলা	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি
বলিয়াঘাটা	[illegible] কলডাঙ্গা প্রধান রাস্তা	সোম, বুধ, শুক্র
৬ [illegible]	[illegible] [illegible] রাস্তা	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি
৭ বলিয়াপুকুর	[illegible] [illegible] রা[illegible]	সোম, বুধ, শুক্র
৮ বালিগঞ্জ	[illegible] ক[illegible] রাস্তা	মঙ্গল বৃহস্পতি, শনি
৯ টালিগঞ্জ	[illegible] গঞ্জ রাস্তা	সোম বুধ, শুক্র
ভবানীপুর	শম্ভুনাথ পণ্ডিতের [illegible] রাস্তা	মঙ্গল বৃহস্পতি, শনি
আলিপুর	আলিপুর দাতব্য [illegible] [illegible] বেল ভেডিয়ার ঐ	[illegible] বুধ, শুক্র
একবালপুর	[illegible] কমডান বাগান রাস্তা	মঙ্গল বৃহস্পতি, শনি
ওয়াটগঞ্জ	[illegible] ওয়াটগঞ্জ রাস্তা	মঙ্গল বৃহস্পতি, শনি
গার্ডেনরিচ	[illegible] গার্ডেনরিচ রাস্তা	সোম বুধ, শুক্র

যে সকল ব্যক্তি টীকার পয়সা দিতে অশক্ত, তাহারা উল্লিখিত আড্ডা সকলের যে কোন আড্ডায় উপস্থিত হইলে তাহাদিগের নিকট হইতে খরচ না লইয়া টীকা দেওয়া যাইবে। আর যে সকল ব্যক্তির টীকা দিবার সঙ্গতি আছে, তাঁহারা নিজ গৃহে টীকাদার লইবা টীকা দিবার ইচ্ছা করিলে টীকাদার পাইতে পারিবেন। যে সকল ব্যক্তিকে টীকা দেওয়া হইবে, তাহার প্রত্যেকের প্রতি চারি আনা করিয়া দিতে হইবে।

কলিকাতা উপনগরের মিউনিসিপাল আপিস আলিপুর ২৫ এ সেপ্টেম্বর ১৮৮১। } আর, সি, ইরবেল সহকারী সভাপতি।

প্রেরিতপত্র

মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা।

"দুর্গা" নাম কি মধুর, কি হৃদয়োন্মাদক। কত যুগ যুগান্তর হইল, ভারতে যে আদ্যাশক্তি মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা জগৎ-জননীরূপে পূজিতা হইতেছেন তাহার স্থিরতা নাই। হিন্দুদিগের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র সনাতন বেদের দুই এক স্থানে "দুর্গা" শব্দ দৃষ্ট হয়; কিন্তু সে সকল দুর্গতিনাশিনী ভগবতীর উদ্দেশে লিখিত হয় নাই। তৎসমুদয় রাত্রি ও অন্যান্য পদার্থের উদ্দেশে লিখিত। দুর্গা বৈদিক সময়ের

দেবী নন। ভারতে যখন দস্যুগণের উপদ্রব ছিল; দেবাসুরে যখন প্রতিনিয়ত যুদ্ধ হইত, মহিষাসুর-মর্দ্দিনী সেই সময়েরই যুদ্ধজয়াধিষ্ঠাত্রী দেবী। সেই সময় হইতেই আমরা তাঁহাকে স্বতন্ত্রভাবে পূজা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু তিনি কি, কিরূপে তাঁহার উৎপত্তি ও পূজা প্রচলিত হইয়াছে, আমরা অনেকে তৎসমুদয় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি। এজন্য চণ্ডী, দুই এক খানি পুরাণ ও অন্যান্য গ্রন্থ এবং বঙ্গমহিলা নামক মাসিক পত্রিকার বহুস্থান হইতে বহু মত সংগ্রহ করিয়া দুর্গা সম্বন্ধে আমরা দুই একটী কথা বলিয়া বিজয়ার পর সহৃদয় সোমপ্রকাশ-পাঠকবর্গের সহিত সাদর সম্ভাষণ করিতে ইচ্ছা করি। এক্ষণে সোমপ্রকাশ আমাদের এ আশা পূর্ণ করিলে অনুগৃহীত হইব।

অতি প্রাচীনকালে দেবাসুরে যখন ঘোর যুদ্ধারম্ভ হয়, তখন মহিষ নামে এক অমিতবল-সম্পন্ন অসুর আসুরী সেনাদলের অধিনায়ক হইয়া স্বীয় ভুজবলে ও অখণ্ড প্রতাপে দেবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের উপর ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করে। দেবগণ সেই অত্যাচারে দারুণ কষ্ট উপভোগ করিয়া প্রতিকারার্থ বিষ্ণুর নিকট গমন করিলে সকলে পরামর্শ করিয়া স্বীয় স্বীয় তেজ অর্থাৎ রুদ্রতেজে মুখ, যমতেজে কেশ, বিষ্ণুতেজে বাহুশ্রেণী সুধাংশুতেজে স্তনাবলী, ধরিত্রীতেজে নিতম্ব, ব্রহ্মতেজে পদদ্বয় এবং সূর্য্যতেজে পদাঙ্গুলি প্রদান করিয়া এক মহাদেবীর সৃজন করিলেন। তিনিই আমাদিগের আরাধনীয়া মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা। তাঁহার ভয়ঙ্করী অথচ শান্তিময়ী মূর্ত্তি। পদভরে পৃথিবী টলমল করিতে লাগিল। তিনি দস্যুগণকে যুদ্ধে পরাজিত ও বিনষ্ট করিয়া দেবগণকে নিরাপদ করিয়া দিলেন। তখন " ওঁ শান্তি ওঁ শান্তিঃ " রবে ভারতের চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

পুরাণ মতে দুর্গা বহু বার পৃথিবীতে বহু রূপে অবতীর্ণা হন। তিনিই দক্ষদুহিতা সতী এবং হিমাচলের প্রাণকন্যা উমা। দুর্গাসুরকে বধ করেন বলিয়া তিনিই দুর্গা। দুর্গা মূর্ত্তি আমরা বহুকাল পূজা করিয়া আসিতেছি সত্য; কিন্তু এক্ষণে তাঁহার প্রকৃত পূজা হয় কি না বলিতে পারি না। যোগপরায়ণ আর্য্যঋষিগণ অতি মহৎ উদ্দেশ্যে সাধকদিগের বা দুর্ব্বল অধিকারীদিগের মঙ্গলের জন্য দুর্গা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া গিয়াছেন,যিনি অদূরদর্শী হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষী, তিনি হিন্দুদিগের এই আরাধ্য মূর্ত্তিকে ঘৃণা করেন, করুন তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু দূরদর্শী পণ্ডিতমণ্ডলী এ মূর্ত্তিকে নিশ্চয়ই আত্মজ্ঞান লাভ না করা পর্য্যন্ত ঐহিক ও পারলৌকিকের সুপথ-দর্শিকা মনে করিয়া অন্তরের সহিত ভক্তিভাবে পূজা করিবেন ও করিয়া থাকেন। বলিতে কি এ মূর্ত্তি অতীব শুভফল-প্রসবিনী।

সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী তিন ভাবে দেবী ত্রিমূর্ত্তি ধারিণী। তুমি রাজস ভাবে দেবীর অর্চ্চনা কর, জানিতে পারিবে, দেবী রাজনীতির কেমন সুন্দর ও গভীর-যুক্তি পূর্ণ উপদেশ দিতেছেন। বহুভূজচ্ছলে দেবী বহু বিদ্যার শিক্ষা দিয়া থাকেন। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিকাদির কল্পনাতেও সদ্‌যুক্তি ও উপদেশ আছে। যুদ্ধে জয়ী হইতে হইলে বহু মন্ত্রণা করিতে হয়, এজন্য বাম ভাগে বহুবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী বাগ্দেবী বিরাজ করিতেছেন। প্রচুর অর্থ না হইলে যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায় না; এ নিমিত্ত দক্ষিণে ধনরূপিণী লক্ষ্মী। যুদ্ধে সৈন্যের আবশ্যকতা করে। এই হেতু ময়ূর পৃষ্ঠে কার্ত্তিকেয় ও গজসেনাজ্ঞাপক গজানন। সিংহ বিক্রমে শত্রুকে আক্রমণ করা কর্ত্তব্য, তাই দেবী সিংহে আরূঢ়া। শত্রু মৃতপ্রায় হইলেও তাহাকে ত্যাগ করা উচিত নহে, সেই উপদেশের জন্য দেবীর এক পদ সিংহের উপরি দেওয়া হইয়াছে। মৃতপ্রায় শত্রু হইতেও কালে সশস্ত্র শত্রুর আবির্ভাব হইতে পারে, এজন্য মহিষ-মুণ্ড হইতে মহিষাসুর মূর্ত্তি আবির্ভাব কল্পনা। যুদ্ধ কালে সর্ব্বদিক দর্শনের জন্য দেবী ত্রিনয়না হইয়াছেন (১)। কি চমৎকার উপদেশ! কি আশ্চর্য্য জয়-লক্ষণ যুক্ত মূর্ত্তি! এ মূর্ত্তি কি অনাদরণীয়?

আবার যিনি দূরদর্শী, তত্ত্বজ্ঞানপ্রিয়, যিনি সাত্ত্বিকভাবে এই মূর্ত্তির আরাধনা করিবেন, তিনি ইহাতে অধ্যাত্ম—বিদ্যার চরম উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। তত্ত্বপ্রিয় ব্যক্তিরা অবগত আছেন, দেবাসুরের যুদ্ধ শেষ হয় নাই। যতকাল মনুষ্য থাকিবে, দেবাসুরযুদ্ধ চলিবে, ততকাল এ মূর্ত্তিরও পূজা হইবে। কেননা মানবজীবনই দেবাসুরের যুদ্ধ ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্রে দিবানিশি সুধার জন্য উভয় পক্ষের ঘোর যুদ্ধ হইতেছে। এক দণ্ড এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে যুদ্ধের বিরাম নাই। রাবণের চিতা অনবরতই জ্বলিতেছে। তুমি আমি তাহা বুঝিতে পারি না; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিরা বুঝিয়া থাকেন,মনুষ্যের ইন্দ্রিয়সকল দেবতা-বিশেষ। এই দেবতাসকলের সহিত কুপ্রবৃত্তিরূপ অসুরগণের যুদ্ধ হইতেছে। অজ্ঞানরূপ মহিষ তাহাদের অধিনায়ক, ইহার সহিত ঘোর যুদ্ধ। যতদিন অজ্ঞানতা দূর না হইবে,যত দিন ইন্দ্রিয়রূপী দেবতারা বিষ্ণুস্বরূপ পবিত্র জ্ঞানের নিকট গমন না করিবেন, ততদিন এ যুদ্ধের বিরাম হইবে না। জ্ঞানের নিকট গমন করিলেই আত্মজ্ঞান লাভ,দুর্গার উৎপত্তি। আত্মজ্ঞানেই অজ্ঞানতা দূর। জীবের ভাবমুক্তি, দেবপক্ষের জয়, অসুর পক্ষের বিনাশ। " ওঁ শান্তিঃ " " ওঁ শান্তিঃ " রব। তাই বলি এ মূর্ত্তি কনিষ্ঠ অধিকারীদিগের পক্ষে কত উপকারী। ধন্য! আর্য্য ঋষিগণ।

তামসিক ভাবে অর্চ্চনা করিলেও এ মূর্ত্তিতে বহু উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুর্গোৎসব জাতীয় সম্মিলনীর বা একতাবন্ধনের একমাত্র উপায়। ইঁহারই কৃপায় নিরানন্দময় ভারত কিছু দিনের জন্য আনন্দধাম হইয়া থাকে। ইহাও আমাদের অপ্রার্থনীয় নহে।

যাহা হউক, চৈত্রবংশীয় সুরথ রাজাই প্রথম দুর্গা পূজা করেন। কথিত আছে, তিনি রাজসভাবে পূজা করিয়া দেবীর সাক্ষাৎকারের জন্য সন্ধিক্ষণ লক্ষ্য করিয়া লক্ষ বলি প্রদান করেন; কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়। সন্ধিক্ষণ ঠিক হয় নাই, এজন্য মৃত্যুর পর লক্ষ বলিরূপী মৃত জীব জীবন্ত মূর্ত্তিতে তাঁহার নিকট আসিয়া প্রত্যেকে রাজাকে বধ করিতে উদ্যত হয়! সন্ধিক্ষণে পূজা না হইলেও রাজার অকৃত্রিম ভক্তিবলে ভগবতী দুর্গা তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হন। সুরথরাজা দ্বারাই প্রথম বসন্তকালে মনুষ্য লোকে দুর্গাপূজা প্রচলিত হইয়াছিল।

তাঁহার পর সূর্য্যবংশাবতংস রামচন্দ্র সমুদ্র তটে দক্ষিণায়নের সময় অকালে আশ্বিন মাসে রাবণ বধের জন্য ভগবতীর অর্চ্চনা করেন। দক্ষিণায়ন দেবতাদিগের রাত্রি। অর্থাৎ সে সময়ে ইড়া নাড়ী প্রবহমানা থাকে। ইড়ানাড়ী প্রবহমানা থাকিলে কুণ্ডলিনী আদ্যাশক্তি সুষুপ্তা থাকেন, শাস্ত্রের এই মত। এজন্য বোধন করিয়া অর্থাৎ ষড়চক্র বর্ণিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতরা সুষম্না নাড়ীর মধ্যে মূলাধারে নিত্যস্থিতা কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিয়া দুর্গাপূজা দ্বারা চরম ভক্তি-প্রদর্শন ও রাবণ বা অজ্ঞান-দৈত্যকে বধ করেন। কি গূঢ় উপদেশ! যোগ-পরায়ণ ব্যক্তি ভিন্ন এ উপদেশ কে দিতে সমর্থ?

রামচন্দ্রের অনুকরণেই আমরা আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা করি। কিন্তু যে বোধন করি, তাহাতে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হন কি না তাহা পাঠকবর্গই অবগত আছেন। ফল মূল দিয়া সাত্ত্বিকী পূজা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু আমরা সে পূজা প্রায় করি না। আমরা রাজসী এবং তামসীপূজাই প্রায় করিয়া থাকি। পূজায় দেহাভ্যন্তরস্থ কুপ্রবৃত্তিগুলিকে দূর যত করিতে পারি আর না পারি, অনেকে কিন্তু দরিদ্রদিগকে একমুষ্টি অন্নের জন্য দূর করিয়া দিয়া থাকি! ও সেই অর্থে তেলামাথায় তেল ও বাই এবং সুরার চরণ পূজা করিয়া (!)

(১) বঙ্গমহিলা।

দেবী-ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকি। কি ঘৃণার কথা! হিন্দুগণ! এই উদ্দেশেই কি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ দুর্গাপূজা করিতে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন? না কখন নয়। যদি এই উদ্দেশ্যই হয় (!) তবে বাতাকে সুরার রাশি রাশি অর্থ নষ্ট না হইয়া সেই অর্থের সদ্ব্যয় হয়, তাহাই করুন।

বরাহাট, পিরপৈঁতি
২২ এ আশ্বিন
শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র সম্বন্ধে নববিধানীদিগের ব্যবহার।

বিগত ২২ এ ভাদ্রের সোমপ্রকাশে নববিধানী শ্রতি বাবু প্রিয়নাথ মল্লিক দেবেন্দ্র বাবুর পত্রোক্ত যে অংশ টুকু প্রকাশ করিয়া নববিধান-প্রবর্ত্তক কেশবচন্দ্রের জয়ঢক্কা বাজাইয়াছিলেন, এবং যাহা নববিধানকর্ত্তারা স্বয়ং তাঁহাদের মুখপাত্র মিরার ও ধর্ম্মতত্ত্বে আরও উচ্চতর রবে নিনাদিত করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্র বাবুর নির্জ্জন পর্ব্বত বাস হইতে তাহার প্রতিবাদধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে তিনি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে যে পত্র লেখেন, তাহা আশ্বিনের তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। যখন সোমপ্রকাশে দেবেন্দ্র বাবুর পত্রাংশ প্রকাশিত হইয়াছে, তখন সোমপ্রকাশের পাঠকগণের গোচরার্থে দেবেন্দ্র বাবুর প্রতিবাদপত্র তাহাতে প্রকাশিত হওয়া বিধেয়। এজন্য আমরা তত্ত্ববোধিনী হইতে দেবেন্দ্র বাবুর পত্রের এক খণ্ড প্রতিলিপি পাঠাইলাম, পাঠকগণ দেখিবেন, নববিধানীরা কিরূপে সাধারণের চক্ষে ধূলিক্ষেপ করিয়া আপনাদের কার্য্যোদ্ধার করিতে চেষ্টা পান। তাঁহারা দেবেন্দ্র বাবুর অভিমত না লইয়া তাঁহার লিখিত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পত্র হইতে বাছিয়া বাছিয়া আপনাদের অভিমত কথাগুলি তুলিয়া এবং বিরোধী কথাগুলি পরিত্যাগ করিয়া সত্য, ন্যায় ও ভদ্র ব্যবহারের শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। পত্র খানি এই:—

শ্রী
প্রেমাস্পদ।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় সহৃদয়েষু।

প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কার।

শ্রীযুক্ত কেশব বাবুর প্রতি এখনো যে আমার স্নেহ আছে, তাহা ম্লান হয় নাই, তাহাই আমি প্রতাপ বাবুর পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছিলাম। আমি পূর্ব্বে যখন সিমলা পর্ব্বত হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলাম এবং কেশব বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল—তখন তাঁহার সরলতা, নম্রতা, সাধুতা ও ধর্ম্মভাব আমার মনকে অতিমাত্র আকৃষ্ট করিল। সেই সময়ে আমার মনের স্নেহ ও অনুরাগ যেমন তাঁহাতে অর্পণ করিলাম, অমনি তাঁহার নিকট হইতে তাহার অনুরূপ ভক্তি প্রাপ্ত হইলাম। তিনি আমাকে পিতৃরূপে বরণ করিলেন। তাঁহার সহিত আমার এই যে একটী ধর্ম্ম-সূত্রে যোগ হইল, তাহা অদ্যাপি আমি হৃদয়ে রক্ষা করিতেছি। তিনি যখন তখনকার নূতন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইতেন, তখন তাঁহার এমনি একটী সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতাম, তাহাতে আমার প্রেম তাঁহাতে সহজেই যাইত। এখনো তাঁহার সেই তখনকার উজ্জ্বল মুখশ্রী যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। কি আশ্চর্য্যরূপে তাঁহার সেই নূতন মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে অদ্যাপি মুদ্রিত আছে, তাহা আমি বলিতে পারি না এবং সেই মূর্ত্তিটী যখন আমি অন্তরে নিরীক্ষণ করি, তখনি কেন যে তাঁহার প্রতি আমার স্নেহ ও প্রেম অনুধাবিত হয়, তাহার হেতু পাই না। এই কথাটী আমার মন খুলে প্রতাপ বাবুকে লিখিয়াছিলাম।

প্রতাপ বাবু সিমলা হইতে ৯ই আগষ্ট আমাকে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন, তাহাতে তিনি আমার প্রতি তাঁহার পূর্ব্বকার অপরাধসকল সন্তপ্ত হৃদয়ে মার্জ্জনা প্রার্থনা করেন, এবং পূর্ব্বে যখন তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ ছিল, তখনকার আমার সহিত তাঁহার সাধু ব্যবহারসকল উল্লেখ করিয়া বিনীত ভাবে বাহুল্য করিয়া আমার অনেক স্তুতি করেন এবং তাহার প্রত্যুত্তরে আমিও তাঁহার সদ্গুণের বিস্তর প্রশংসা করিয়া আমার লেখনীকে তৃপ্ত করি। সেই প্রত্যুত্তরে কেশব বাবুর প্রতি আমার যে প্রগাঢ় স্নেহের ভাব তাহা অনুরাগের সহিত বর্ণনা করিয়াছিলাম। আমার এই রহস্য কথা সংবাদ পত্রে যে উঠিবে এবং আমার প্রতি কৈফিয়ত তলব হইবে আমি ইহা ভাবি নাই। আমার সহিত কেশব বাবুর যাহাতে পুনর্ব্বার সম্মিলন হয়, প্রতাপ বাবু তাঁহার পত্রের শেষে এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। "Only if I have long wish which I would express before you, it is this, that you and he should be once more reconciled in to that union of perfect confidence and love which formed such a blessed spectacle in the dear old by gone days in the infinite possibilities of divine wisdom and power. Say father is that glorious fact impossible? what could you not do if you two wished it."

এই কথার সহজ উত্তর এই যে, ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আর মিল হইতে পারে না। মিলের সম্ভাবনাই বা কোথায়? যখন তিনি স্বীয় অভিমানে এত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছেন যে, আমরা তাঁহার আর নাগাইল পাই না, তখন আর তাঁহার সঙ্গে কি প্রকারে মিল হইবে? যখন তিনি কখনও গঙ্গার স্তব করিতেছেন, কখনও রাধাকৃষ্ণের প্রেম গান করিতে করিতে রাস্তায় মাতিয়া বেড়াইতেছেন, কখনও আবার হোম করিতেছেন, কখনও সশিষ্যে বাটীর পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া বলিতেছেন, জোর্ডান নদীতে জান-দি-বেপটাইষ্ট দ্বারা বেপটাইস হইতেছি, মধ্যে মধ্যে মুসা, যীসা সক্রেটিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সশরীরে পরলোকে তীর্থ যাত্রা করিতেছেন—তখন এই সকল প্রহেলিকা ভেদ করিয়া তাঁহার সঙ্গে কি প্রকারেই বা মিল হইবে? এই জন্যই আমি মৃদুভাবে লিখিয়াছিলাম যে "ব্রহ্মানন্দ এত উচ্চ পদবীতে উঠিয়াছেন যে, আমরা তাঁহার নাগাইল পাই না। তাঁহার মনের ভাব আর সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি না। ছায়াময় প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়।" কিন্তু কেবল যে তাঁহার সঙ্গে মিল হইতে পারে না, এমত নহে, তাঁহার সঙ্গে নিত্য বিরোধই উপস্থিত হইতেছে। "আমরা কেবল এক জন্মভূমির অনুরাগে ঋষিদিগের বাক্যেই জ্ঞানতৃপ্ত হইয়াছি। তিনি অসাধারণ উদার প্রেমে উদ্দীপ্ত হইয়া এই ভারতবর্ষের ব্রহ্মবাদিদিগের সঙ্গে প্যালেষ্টাইন ও আরববাসী ব্রহ্মবাদিদিগের সমন্বয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন।" এই তাঁহার অসাধারণ উদার প্রেমই সমস্ত কলহের মূল; ইহা লইয়াই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এত বিবাদ। এই জন্য আমি পরে লিখিয়াছিলাম যে, ইহা অতি বটে, ইহা লইয়া যে বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার অন্ত নাই, ইহার কোলাহল ক্রমাগতই বৃদ্ধি হইতেছে। আমার এমন যে নির্জ্জন পর্ব্বত বাস, এখানেও সে কোলাহল আসিয়া পঁহুছিয়াছে। কখন কখন ব্রহ্মানন্দের এই অভিনব মতের বিরোধী হইয়াও আমার কথা কহিতে হয়, তাহার জন্য আমার মন কিন্তু বড়ই ব্যথিত হয়। তাঁহার পক্ষ ও তাঁহার মত যদি আমি সমর্থন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি কত আনন্দ যে লাভ করিতাম, তাহা বলিতে পারি না। আমার পত্রের এই অংশ মিরার পত্রে উদ্ধৃত হয় নাই, এজন্য আমার সকল অভিপ্রায় তুমি বুঝিতে পার নাই। এ অংশটিও গোপন করিয়া রাখা মিরার সম্পাদকের উচিত কার্য্য হয় নাই।

আমি কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে তোমাকে এইটুকু লিখিলাম। পরের দেবেন্দ্র ...

চিন্তা আমার পোষায় না। আমার পক্ষে অতি অপ্রিয় কার্য্য। ঈশ্বর আমাকে উদ্ধার করুন ইতি।

নিয়ত শুভানুধ্যায়ী।

হিমালয় মসূরী পর্ব্বত
১৮ ই জুলাই। ৮১ } শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা

নিত্যাশ্রয় পত্র।
শ্রীতারাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।

সোমপ্রকাশ

২রা কার্ত্তিক সোমবার।

দুই সপ্তাহ বিশ্রামের পর আজ সোমপ্রকাশ স্নিগ্ধ মিত্রভাবে পাঠকগণের করতললালিত হইতে চলিল। আজ আমাদের বিজয়া। আসুন পাঠকগণ আমরা পরস্পর সাদর সম্ভাষণ ও সপ্রেম আলিঙ্গন করিয়া এবং জগদীশ্বরকে প্রণাম করিয়া পুনরায় সোমপ্রকাশের কার্য্যে দীক্ষিত হই।

এবার শুভ বর্ষ। দেশ শস্যসমৃদ্ধিতে পূর্ণ: দেশে পীড়াও অনেক কম: বিশেষতঃ বঙ্গদেশকে আমরা সর্ব্বতোভাবে সুখিত দেখিতেছি। এবার বঙ্গদেশে যে প্রকার শস্য জন্মিয়াছে, প্রাচীন বঙ্গবাসিরা কহিতেছেন, ২০। ২৫ বৎসরের মধ্যে এরূপ হয় নাই। ১২৭২ সালের আশ্বিনের ঝড়ের ন্যায় দারুণ ঝড়ে লোক উদ্বেজিত হয় নাই, এবং ১২৭৩ সালের ন্যায় ভীষণ অনাবৃষ্টিতেও দেশ দগ্ধ হয় নাই। অতএব এ বর্ষটাকে শুভ বর্ষ বলিতে হইবে সন্দেহ নাই। আমরা পরম ধার্ম্মিক মহানুভব লার্ড রিপনের আগমন অবধি দেশের এই শুভ ভাব দেখিতেছি। রাজার পুণ্য বলে দেশ সৌভাগ্যশালী হয়, যদি ইহার কিছু অর্থ থাকে, লার্ড রিপনে তাহা ফলিত হইয়াছে। তাঁহার পুণ্যপ্রভাবে এই ঘটনা ঘটিয়াছে, যদি এরূপ হয়, তিনি আমাদের চির শাসনকর্ত্তা থাকুন, এ প্রার্থনায় আমরা অনধিকারী নহি। এই অবসরে নাটকরচয়িতাদিগের ন্যায় আমরা এ প্রার্থনাও করিতেছি,

> ক্ষীরিণ্যঃ সন্তু গাবো ভবতু বসুমতী সর্ব্বসম্পন্নশস্যা
> পর্জ্জন্যঃ কালবর্ষী সকলজনমনোনন্দিনো বান্তু বাতাঃ।
> মোদন্তাং জন্মভাজঃ সততমভিমতা ব্রাহ্মণাঃ সন্তু সন্তঃ
> শ্রীমন্তঃ পান্তু পৃথ্বীং প্রশমিতরিপবো ধর্ম্মনিষ্ঠাশ্চ
> ভূপাঃ।

গাভিসকল দুগ্ধবতী হউক, পৃথিবী সর্ব্বশস্যশালিনী হউক, মেঘ যথাকালে বর্ষণ করুক, সকল লোকের আনন্দদায়ক বাতাস বহিতে থাকুক, জীব জন্তু সুখে থাকুক, সদাশয় সাধু ব্রাহ্মণসকল পূজিত হউন, শ্রীমান শত্রুহীন ধার্ম্মিক রাজগণ পৃথিবী পালন করুন।

৺ রাজীবলোচন রায়।

যিনি মহারাণী স্বর্ণময়ীর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন; যাঁহার বুদ্ধিবলে বিপন্ন বিষয় বিভবের উদ্ধার সাধন করিয়া রাণী স্বর্ণময়ী মহারাণী উপাধি তদপেক্ষা পরম দুর্লভ "দীনজননী" উপাধি লাভ করিয়াছেন, এবং রাজদ্বারে পরম সম্মানিত হইয়াছেন; যাঁহার সদ্বিবেচনা, বিচক্ষণতা, কার্য্যদক্ষতা, নিঃস্বার্থপরোপকারিতা, বদান্যতা ও উদারতাগুণে মহারাণীর দান সর্ব্বদেশপ্রসৃত হইয়া নাম জগদ্বিখ্যাত করিয়াছে, সেই বহুগুণাধার, চতুরস্রবুদ্ধিসম্পন্ন মহামনা রাজীবলোচন রায় বর্ত্তমান বর্ষের ৯ ই আশ্বিন শনিবার সন্ধ্যার পর ৭॥০ টার সময়ে জগতীতল পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ৭৪ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। জন্মগ্রহণ করিয়া কালধর্ম্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কাহারও সাধ্য নাই। রাজীবলোচন যথা সময়ে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি আমাদের হৃদয় শোকসন্তপ্ত হইতেছে। তাহার কারণ এই যে তাঁহার দ্বিতীয় দুর্লভ। "দাতা শতং জীবতু"। এই চিরন্তন প্রার্থনা বাক্য আছে। তিনি আরো যত অধিক দিন ভূমণ্ডলে থাকিতেন, তত অধিক দেশের মঙ্গল হইত। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গভূমি যে কেবল একটা রত্নহারা হইল এরূপ নয়, মহারাণী স্বর্ণময়ী একটী অমূল্য মাণিক হারাইলেন।

রাজীবলোচন রাত্রিজাগরণ ও অস্থিভেদী দীর্ঘ পরিশ্রম করিয়া ইংরাজী ও সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই; কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক এরূপ বুদ্ধির অদ্ভুত তীক্ষ্ণতা ছিল যে তিনি ইংরাজী ও সংস্কৃতের জ্ঞাতব্য অধিকাংশ বিষয় আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার তর্কশক্তি দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতে হইত, ভাল ভাল বিদ্বান ব্যক্তিও তাঁহার সহিত তর্ক করিতে শঙ্কিত হইতেন।

তাঁহার শরীর সুগঠিত ছিল। ললাট প্রশস্ত, নয়নযুগল অতিবিশাল, রাজীবলোচন এই নামটী তাঁহাতে অন্বর্থ হইয়াছিল। "যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি" এই সামুদ্রিক শাস্ত্রোক্ত বাক্যটীও তাঁহাতে সার্থক হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় দীর্ঘদর্শী গম্ভীরপ্রকৃতি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ লোক অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার সকল বিষয়ে যে সদ্বিবেচনা ছিল, তাঁহার কৃত উইলে তাহার পরিচয় দিতেছে। তাঁহার পুত্র কন্যা ছিল না। তাঁহার বিষয় তাঁহার ভ্রাতা ও ভাগিনেয়কে দিয়া গিয়াছেন। যে সকল লোক তাঁহার অনুগত ছিল, তিনি মৃত্যুকালে তাহাদিগের সকলকে যথাসম্ভব দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি কেবল ব্যক্তি বিশেষকে দান করিয়া তুষ্ট ছিলেন না। তিনি সাধারণকে দান করিবার মর্ম্মও বিলক্ষণ বুঝিতেন। তিনি তাঁহার মৃত মাতার নামে কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে মাসিক পঞ্চাশ টাকার হিসাবে ছাত্রবৃত্তি দিবার নিমিত্ত ১৫০০০ পনর হাজার টাকা এবং বহরমপুর কালেজে নিজনামে মাসিক পঞ্চাশ টাকা হিসাবে একটি ছাত্রবৃত্তি দিবার নিমিত্ত ১৫০০০ হাজার টাকা সমুদায়ে ৩০০০০ হাজার টাকা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে সবিশেষ আস্থা ছিল। তিনি শিবপ্রতিষ্ঠা ও অন্য অন্য দেব সেবার বিষয়েও বহু অর্থ দান করিয়াছেন এবং তাঁহার শ্রাদ্ধের নিমিত্ত পাঁচ হাজার টাকা রাখিয়াছেন।

কলিকাতা কলেজ হাসপাতালে স্ত্রীলোকদের নূতন ওয়ার্ড নির্ম্মাণের প্রস্তাব।

কলিকাতার কলেজ হাসপাতালে স্ত্রীলোক এবং বালকদিগের অবস্থিতির নিমিত্ত যে ওয়ার্ড গৃহ আছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে কার্য্যোপযোগী নহে। তন্নিমিত্ত কয়েক বৎসর ধরিয়া নূতন একটা গৃহ নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছে। এইবার বোধ হয়, তাহা সম্পন্ন হইতে পারে। স্ত্রীরোগের খ্যাতনামা চিকিৎসক শ্রীযুক্ত ডাক্তার চার্লস এদেশ হইতে বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে ঐ গৃহটী যে প্রণালীতে নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারেই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে এমন সম্ভাবনা আছে। গৃহটী প্রশস্ত হইবে এবং মেঝে মার্ব্বল প্রস্তরে বাঁধান থাকিবে। দেয়াল নানাবিধ সুদৃশ্য চিত্রপটে সজ্জিত করা হইবে। বালকদের ক্রীড়া কৌতুকের নিমিত্ত নিকটে খেলিবার স্থান রাখা হইবে, এবং বাটীর চতুর্দ্দিকেই আশু সংবাদ প্রাপ্তির নিমিত্ত টেলিফোন থাকিবে। গৃহটী স্বাস্থ্যকর করিবার নিমিত্ত এবং রোগিণী ও বালকদিগের চিত্তরঞ্জনার্থ সুবিজ্ঞ চিকিৎসকেরা যে কিছু সৎ ব্যবস্থা বিবেচনাসিদ্ধ বোধ করেন, —করুন, আমরা তাহা পরম কল্যাণকর বিবেচনা করিব। দরিদ্রদিগের রোগের কষ্ট নিবারণার্থ যত উন্নতি হয়, ততই মঙ্গল। কিন্তু এই সুযোগে আমাদের দেশাচারঘটিত কয়েকটী কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না; মহাত্মা ডাক্তার চার্লস আমাদের পরামর্শে যদি কর্ণপাত করেন, তবে আরও শত গুণে এদেশের উপকার হইবে। যে সমস্ত ইংরাজ চিকিৎসক কিছুকাল এদেশে বাস করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন, ভারতবর্ষবাসিদের অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকেরা পর পুরুষের নিকট বাহির হয় না। স্ত্রীলোকদিগকে অবরুদ্ধ রাখিতে পারিলে তাহাদের জাতি

কুল লজ্জা এবং মান সম্ভ্রম সকলি রক্ষা হয়। কুলকামিনীগণ প্রসব বেদনায় যৎপরোনাস্তি কাতর হইলে কিম্বা মূত্রাবরোধে কণ্ঠাগতপ্রাণ হইলেও সহজে ডাক্তার দ্বারা প্রসব করাইতে কিম্বা শলাকা চালাইতে সম্মত হন না। যাহা হউক, লোকের এই সকল কুসংস্কার দিন দিন অন্তর্হিত হইতেছে; স্ত্রীলোক পীড়ায় কাতর হইলে সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে আর কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু চিকিৎসার নিমিত্ত কুলকামিনীদিগকে হাসপাতালে পাঠাইতে অনেকেই অনিচ্ছু হইয়া থাকেন। মনুষ্যের অবস্থা সকল সময় সমান থাকে না; দরিদ্র ব্যক্তিও মানী ও সম্ভ্রান্ত হইতে পারেন। আমাদের দেশের রীতি এই, ভদ্র লোকে যতই কেন নির্ধন ও নিরুপায় হউন না, আত্মীয়বর্গের কেহ সঙ্গে না থাকিলে তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে কোথাও রাখিতে পারেন না। হিন্দু ও মুসলমান জাতির এটী বড় লজ্জা ও কলঙ্কের কথা। যিনি স্ত্রীলোকদিগকে একাকিনী কোথাও পাঠাইতে কিম্বা রাখিতে সাহস করেন, প্রতিবেশিগণ এবং কুটুম্ববর্গ তাঁহার অপযশঃ রটনা করিয়া থাকেন। সে কারণ অনুপায় এবং দরিদ্র ভদ্রলোকের ঘরে স্ত্রীলোকেরা উৎকট রোগে পীড়িত হইলেও তাঁহাদিগকে কেহ হাসপাতালে পাঠাইতে সাহস করেন না। আবার হিন্দু ও মুসলমান জাতির ঘরে স্ত্রীলোকেরা শিশু কাল হইতেই অবরুদ্ধা থাকেন, কখন তাঁহারা পর পুরুষের মুখাবলোকন করেন না, পর পুরুষের সঙ্গে কথা কহেন না। অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিলে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়েন। এমন কি, কুসংস্কারপরিশূন্য শিক্ষিত সমাজের মধ্যে কেহ স্ত্রীলোকদিগকে হাসপাতালে পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেও তাঁহারা লজ্জা বশতঃ কোন ক্রমে যাইতে চান না। হাসপাতালে স্ত্রীলোকদিগকে যদি এক একটী স্বতন্ত্র গৃহে রাখা হয় এবং তাঁহার স্বামী কিম্বা অন্য কোন আত্মীয় স্বজন নিকটে থাকিতে পান, তবে অনেকেই কুলকামিনীদিগকে হাসপাতালে রাখিতে পারেন। কারণ, আত্মীয় স্বজন নিকটে থাকিলে লোকে আর কলঙ্ক রটাইতে পারে না। তজ্জন্য আমাদিগের মত এই, স্ত্রীলোক এবং বালকদের নিমিত্ত এক একটী শয্যা ও এক একটী পৃথক কামরা হইলে ভাল হয়। একটী সুবিস্তীর্ণ প্রশস্ত গৃহে সকল রোগীকে রাখিলে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইবে। কেহ মল মূত্র ত্যাগ করিতেছেন, কেহ বা দেহের বস্ত্র খুলিয়া ফেলিতেছেন। সে স্থলে নিঃসম্পর্ক পর পুরুষ থাকা অবিধেয়। এক একটী স্ত্রীলোকের এক একটী ভিন্ন প্রকোষ্ঠ থাকিলে পরস্পর দেখা সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই। স্ত্রীলোকের স্বামী কিম্বা তাহার অন্য কোন আত্মীয় নিকটে থাকিলে তাঁহারা বিবেচনা পূর্ব্বক লজ্জা রক্ষা করিতে পারেন। তাঁহারা নিজ বাটী কিম্বা বাসা হইতে আহারাদি করিয়া রোগিণীর নিকট অবস্থিতি করিবেন, এবং তাঁহার পরিচর্য্যা ও সেবা শুশ্রূষাও করিতে পারিবেন। বালকদিগেরও প্রকোষ্ঠ পৃথক পৃথক করিলে তাহাদের জননী কিম্বা অন্য কোন স্ত্রীলোক নির্ব্বিঘ্নে কাছে থাকিতে পারেন। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হইতেছে এ দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আমাদের মতে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিবেন। এ দেশীয় আচার ব্যবহার এ দেশীয় লোকে যত দূর অবগত আছেন, বিদেশীয় লোক কখনই তত দূর জ্ঞাত হইতে পারেন না। অতএব আমরা যে প্রস্তাব করিলাম, এ দেশীয় লোকেই তাহার যথার্থ উপকারিতা বুঝিবেন। অতএব কলিকাতার ধনাঢ্য ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণ এ সম্বন্ধে হারি সাহেবকে কিছু পরামর্শ দেন, আমাদের এই প্রার্থনা।

ডাক্তার মহোদয়গণ এস্থলে কয়েকটী আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু, আমরা সে আপত্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করি। একটী আপত্তি এই উঠিতে পারে, রোগীর গৃহ বিস্তীর্ণ ও প্রশস্ত না হইলে তন্মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে নির্ম্মল বায়ু খেলিতে পায় না, সুতরাং গৃহটী স্বাস্থ্যকর হয় না। নির্ম্মল বায়ু সেবন জীবন রক্ষার এবং রোগারোগ্যের প্রধান সাধন। নির্ম্মল বায়ু সেবনে বঞ্চিত হইলে পীড়িত ব্যক্তির কিছুই হিত করা হইল না। দ্বিতীয়, যদি কোন স্ত্রীলোক কিম্বা বালকের নিকট আত্মীয় ব্যক্তি উপস্থিত না থাকে, তবে তাহাদিগকে একাকী একটী একটী পৃথক প্রকোষ্ঠে পড়িয়া থাকিতে হইবে। পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে তাহা সামান্য কষ্টকর নহে। তৃতীয়, প্রত্যেক রোগীর পৃথক প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট করিতে হইলে গৃহনির্ম্মাণের ও গৃহ সাজাইবার ব্যয় অধিক পড়িবে, অথচ অট্টালিকাটি দেখিতে সুন্দর হইবে না। এই কয়েকটী আপত্তি গুরুতর বোধ হয় না। যাহাতে বহুসংখ্যক নিরুপায় ব্যক্তির উপকার হয়, সর্ব্বথা তাহাই বাঞ্ছনীয়। অট্টালিকা মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিলে নির্ম্মল বায়ু খেলিতে পাইবে না; এ সম্বন্ধে আমরা এই বলি বঙ্গদেশের গৃহগুলিতে উত্তর এবং দক্ষিণে দ্বার থাকিলে নির্ম্মল বায়ু খেলিতে পায়। প্রকোষ্ঠগুলি অপ্রশস্ত হইলে প্রচুর বায়ু যাতায়াত করিতে পারে না সত্য, কিন্তু কামরা গুলি কিঞ্চিৎ কৌশলে নির্ম্মাণ করিলে সংকীর্ণতার জন্য কিছুতেই ক্ষতি হইবে না। প্রকোষ্ঠের পার্শ্বস্থিত প্রাচীর ছাদ পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ না করিয়া মনুষ্য দাঁড়াইলে অন্তরাল হইতে পারে এত উচ্চ করিলেই চলিবে। আবার ইষ্টকের প্রাচীর না করিয়া কাঠের ঝিলমিলির অন্তরাল করিলে তাহার ভিতর দিয়া বায়ু খেলিতে পারিবে। গৃহটীর মধ্যস্থলে একটী প্রশস্ত হল থাকিলে, যে সকল রোগীর কাছে আত্মীয় জন অবস্থিতি না করিবে, তাহারা একত্র ঐ হল মধ্যে থাকিতে পারিবে। গৃহটী এ প্রণালীতে নির্ম্মাণ করিলে অনেকটা সৌন্দর্য্যের হানি হইবে বটে, কিন্তু রোগীর উপকারই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। উপকারের হানি না হইয়া অট্টালিকার সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয়,—হউক। পর্দ্দানশিন স্ত্রীলোকদের আবরু রক্ষা করিয়া গৃহের সৌন্দর্য্য সাধিত হউক। স্ত্রীলোকদের ওয়ার্ডে পর্দ্দা থাকিলে অধিকাংশ লোকের উপকার হইবে এবং কি ইতর কি ভদ্র সকলেই নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে হাসপাতালে রোগী পাঠাইতে পারিবে। এদেশে হিন্দু ও মুসলমান রোগীই অধিক। ইহুদী খৃষ্টিয়ান ও অন্যান্য জাতির স্ত্রীলোকের ও বালকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। অতএব হাসপাতালে যে প্রকার রোগী থাকিবে, যে কোন উপায়ে তাহাদের আচার ব্যবহার মান সম্ভ্রম রক্ষা পায় সর্ব্বাংশে তাহার বিধান করা শ্রেয়স্কর। বিপদগ্রস্ত হইলে যাহাতে সকল ব্যক্তিই হাসপাতালে চিকিৎসকের সাহায্য লইতে পারে, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তদনুরূপ কার্য্য করিলে লোকের বিশেষ হিত সাধন হইবে। জাতি রক্ষার নিমিত্ত হাসপাতালে ব্রাহ্মণের জন্য ব্রাহ্মণ, মুসলমানের জন্য মুসলমান পাচক নিযুক্ত আছে। জাতি এবং স্ত্রীলোকদের সম্ভ্রম রক্ষা, হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষে এ উভয়ই সমান কথা। হাসপাতালের রোগীদের সুখসাচ্ছন্দতা বৃদ্ধির নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট আর টাকা অপব্যয় করিবেন না। ঐ ওয়ার্ডটী লোকহিতৈষী সদাশয় ব্যক্তিগণের আনুকূল্যে নির্ম্মিত হইতেছে; ইউরোপীয় ও এদেশীয় বদান্য লোকে অর্থ দান করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত ১০,০০০ দশ হাজার টাকা

গৃহটী সমাপ্ত করিতে অনুমান ৩০০০০ ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। কিন্তু আমরা যেরূপ প্রস্তাব করিলাম, তদনুসারে কার্য্য করিলে আরও কিছু অধিক ব্যয় পড়িবে।

দেশীয় এবং বিদেশীয় লোকের উদ্যোগে ঐ গৃহটী নির্ম্মিত হইতেছে। অতএব সমস্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠাপন্ন ভদ্র সন্তানেরা এক পরামর্শী হইয়া চিকিৎসা বিভাগের একটী মহৎ অভাব দূরীভূত করুন। ভদ্র ও মাননীয় ব্যক্তিদের স্ত্রীলোকেরা যাহাতে অনায়াসে হাসপাতালে গিয়া অবস্থিতি করিতে পারে, যাহাতে তাহাদের সম্ভ্রম রক্ষা পায়, এই সময় তাহার উপায় করুন। তাঁহাদের

উদ্যোগী হইবার এবং যত্ন করিবার এই উপযুক্ত অবসর উপস্থিত। দেশীয় লোকের নিকট কিছুই অবিদিত নাই,—সময়ে সময়ে সম্ভ্রান্ত দরিদ্র লোক স্ত্রীলোকদের জন্য এত বিপদাপন্ন হন, তাহা কথিতব্য নহে। বিশেষতঃ প্রসব কালে কোন ব্যাঘাত হইলে দীন হীন ব্যক্তিকে জগৎ অন্ধকার দেখিতে হয়। পক্ষে ভাল চিকিৎসক লইয়া যাইবার সাধ্য নাই, হাসপাতালে স্ত্রীলোক পাঠাইলে মান সম্ভ্রম রক্ষা পায় না, সুতরাং অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হইয়া হতভাগিনী কামিনীরা প্রাণত্যাগ করে। এটী কি আমাদের এক প্রধান কষ্টের কারণ নয়? না এটী এক প্রধান অভাব নয়? অনুপায় ব্যক্তির কষ্টমোচনে তৎপর হইতে হইলে এই গুরুতর বিষয়টীকে কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। যাঁহারা দেশের হিত [illegible] করেন, লোকের উপকারের নিমিত্ত অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন, কি উপায়ে এই অভাব [illegible] দূর হইতে পারে তাঁহারা তাহা স্থির করুন।

রুষের আগমনে।

আমরা পূর্ব্বে ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আগমনের পথের বৃত্তান্ত পাঠকদিগকে জ্ঞাত করিয়াছি। সম্প্রতি রুষের নবয়ী ব্রেমিয়া নামক সংবাদ পত্রে রুষরাজ্যের এ দেশে আগমনের বিবরণ সগর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। অদ্য আমরা পাঠক মহাশয়দিগকে তাহাই বিদিত করিতেছি। অনেকে অনুমান করেন, ঐ প্রস্তাবটী এলেনকফ নামা এক জন রুষের লিখিত। প্রস্তাব-লেখক বলিতেছেন—মধ্য আসিয়ায় এবং আখল-টেকীতে রুষসৈন্য যে সমস্ত জয় লাভ ও অধিকার বিস্তার করিয়াছে, তাহাতে রুষরাজ্যের আন্তরিক সুখ বৃদ্ধি হয় নাই। সম্রাটের পরলোক গমনে সকলেই দারুণ শোকাকুল হইলেন, তজ্জন্য তাঁহারা অন্য কোন বিষয়ে আর মনঃসংযোগ করিতে পারেন নাই। টেকীজাতিরা নিতান্ত অসভ্য। তাহাদের উপর আধিপত্য সংস্থাপনে রুষের বিশেষ ইষ্ট লাভের সম্ভাবনা নাই। এই দিগ্বিজয়ে রুষের বিস্তর ব্যয় হয় এবং অসংখ্য সৈন্য সামন্তও হত ও [illegible] হইয়াছিল। যাহা হউক, লেখক প্রত্যাশা করেন যে, উক্ত আখল টেকীর পরাজয়ই এক দিন রুষের চিরবাঞ্ছিত অভিলাষ পূর্ণ করিবে। পাঠক! সে অভিলাষটী কি বোধ করি আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন,—ভারতাগমনের পথ সুগম হইবে, তাহাই নির্দ্দেশ করা হইতেছে। পূর্ব্বে ইউরোপের অনেক মহাত্মা স্থলপথে ভারতবর্ষে আসিবার কল্পনা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের সে কল্পনা কেবল স্বপ্নের ন্যায় অমূলক সর্ব্বতোভাবে তাহার সম্ভাবনা হইয়াছে। ভারতে আগমনের অন্যান্য পথের কথা আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে বিস্তারিত লিখিয়াছি। এলেনকফ কহেন যে, কাস্পিয়ান সাগর, কিজিল—আর্ব্বাট, সিরাক হিরাট, কান্দাহার, কোয়েটা প্রভৃতি স্থান দিয়া রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিলে ভারতবর্ষ ইউরোপের অতি সন্নিকট হইয়া পড়িবে। ব্রিণ্ডিসির মধ্য দিয়া পারিস নগর হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক ৩০৮২ ক্রোশ পথ। কিন্তু, এলেনকফের পথ আরও সুগম ও অল্প হইবে। ঐ পথ নির্ম্মিত হইলে পারিস নগর হইতে ভারতবর্ষ ২১৫৩ ক্রোশের অধিক হইবে না। বিপুল ভারত রাজ্যে প্রতাপশালী ইংরাজেরা এখন সম্পূর্ণ ভাবে বদ্ধমূল হইয়া বসিয়াছেন। তাঁহাদের যুদ্ধোপকরণ, সৈন্যসামন্ত সকলি প্রচুর। ও দিকে রুষের সৈন্য ক্রমশই পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। এলেনকফ উভয় জাতির সম্বল এবং যুদ্ধের আয়োজনের তুলনা করিয়া গর্ব্বিত বাক্যে কহিতেছেন:—

সম্প্রতি ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা ২৫০০০০০০০ পঁচিশ কোটী। তথায় ৬০ [illegible] ষাট হাজার মাত্র ইংরাজ সৈন্য আছে। এ দিকে রুষাধিকৃত তুর্কিস্থানে ৩৫০০০০০০০ পঁইত্রিশ কোটী লোক সংখ্যা। তথায় ৪৫০০০ হাজার রুষ সৈন্য আছে। আবার ভারতবর্ষের অবস্থা বিচার করিয়া দেখ, তত্রত্য প্রজাবর্গের অন্তঃকরণে ইংরাজদের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণার উদয় হইয়াছে। বিশেষতঃ ইংরাজদের হইতে দেশীয় বাণিজ্য এককালে বিনষ্টপ্রায় হইয়াছে। দেশীয় লোকে প্রধান প্রধান বিচারপতির আসন গ্রহণ করিতেছিলেন; কিন্তু সম্প্রতি সে পথ এক প্রকার অবরুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। ভারতের প্রজাগণের এইরূপ অসন্তোষের বিস্তর কারণ আছে। রুসজাতির কার্য্যপ্রণালী বিভিন্নরূপ। তাঁহারা দেশীয় আচার ব্যবহার এবং রাজ্যে দেশীয় লোকের সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকার রক্ষা করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন, স্থানীয় বাণিজ্য যাহাতে উৎকর্ষ লাভ করে, রুষেরা তদ্বিষয়েও বিলক্ষণ মনোযোগ প্রদর্শন করেন।

পরন্তু, রুষ সৈন্যের ভারতবর্ষ আক্রমণ বিষয়ে ভূরি ভূরি অসুবিধাও দৃষ্ট হয়। পথ যে প্রকার দুর্গম, তাহাতে আবশ্যক হইলেই এত দূরে অনায়াসে সৈন্য আসিতে পারে না। গিরিসঙ্কট মরুভূমি এবং বন জঙ্গল অতিক্রম করিয়া যুদ্ধোপকরণ সমভিব্যাহারে কখনই সৈন্যসামন্ত সহজে আসিতে সমর্থ হইবে না। মরুভূমির উপর ভ্রমণ পক্ষে উষ্ট্র বিশেষ উপযোগী বটে; কিন্তু কয়েক বারের যুদ্ধ যাত্রার ফল যে প্রকার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে, তাহাতে এই সকল দুর্গম পথে উষ্ট্র হইতে তাদৃশ উপকারের প্রত্যাশা নাই। ১৮৭৯ সালে আখল টেকীর যুদ্ধ যাত্রায় ১০,০০০ উষ্ট্রের মধ্যে ৯৬০০ টী উষ্ট্র প্রাণ ত্যাগ করে। গত যুদ্ধে ১৮০০০ উষ্ট্রের মধ্যে কেবল ১০০০ এক হাজার উষ্ট্র জীবিত ছিল। অধিকন্তু, ভারতবর্ষ রেলওয়ের দ্বারা যে প্রকার সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে ইচ্ছা করিলেই ইংরাজেরা অবলীলাক্রমে যুদ্ধস্থানে সৈন্য উপস্থিত করিতে পারিবেন। তবে যদি সমস্ত ভারতের লোক প্রতিপক্ষ হইয়া উঠেন, তাহা হইলে রেলওয়ের পথও অক্লেশে অবরুদ্ধ হইতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত ইংরাজদের যুদ্ধের জাহাজ দৃঢ় ও প্রচুর, কাস্পিয়ান সাগরে রুষদের যে যুদ্ধের জাহাজ আছে, তাহা বিশেষ কার্য্যকর নহে। রুষরাজ্য হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত রেলওয়ে নির্ম্মিত হইলে সকল অসুবিধা তিরোহিত হইবে। রেল পথে ভারতবর্ষে অনায়াসে ১০০০০০০ রুষ সৈন্য আগমন করিতে পারিবে। এলেনকফ বলেন যে, রুষের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ বাঁধিলে রণক্ষেত্রে ৬০,০০০ কিম্বা ৪০,০০০ হাজার ইংরাজ সৈন্যের অধিক হইবে না। বক্রি ২০০,০০০ দেশীয় সৈন্য তৎকালে ইংরাজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে। কিন্তু সমরানল প্রজ্বলিত হইলে রুষ সম্রাট অক্লেশে ১০০,০০০ সৈন্য সমরাঙ্গনে প্রেরণ করিতে পারিবেন।

পাঠক! দেখুন, জিগীষু নৃপতিদিগের লীলাক্ষেত্র এই ভারত ভূমির প্রতি রুষজাতির কীদৃশ লোভ। এলেনকফ কাগজে ও কলমে উভয় জাতির সুবিধা অসুবিধা এবং বলাবল তৌল করিয়া একটী শেষ সমাধান করিয়াছেন। অন্য জাতি আসিয়া হঠাৎ যে, ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবেন এখন সে সময় উপস্থিত হয় নাই। ভারতবর্ষ হইতে স্থলপথে ইউরোপ পর্য্যন্ত রেলওয়ে নির্ম্মিত হইলে বাণিজ্য কার্য্যের অনেক সুবিধা হইবে বটে; কিন্তু সে সুবিধা আমাদের প্রার্থনীয় নহে। শ্মশানবাসী শিবা শকুনি গৃধ্রের মত ইউরোপের পরাক্রান্ত নৃপতিগণ সৈন্য সামন্তে সুসজ্জিত হইয়া নির্জ্জীব ভারতবর্ষকে লইয়া নিত্য ছেঁড়াছিঁড়ি করিবেন। রুষ জাতি সতৃষ্ণ নয়নে ভারতের প্রতি যে প্রকার বারম্বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, তদ্দৃষ্টে অনুমান হয় তাঁহারা শীঘ্রই এদেশে আসিবার কোন উপায় অবলম্বন করিবেন। তাঁহাদের দৃঢ় রণতরীই একটী প্রধান অভাব। অর্থের অনটন আছে বটে, কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য জাতি টাকা ঋণ দিতে পারিবেন। পারস্যরাজের সঙ্গে রুষসম্রাটের এক্ষণে আন্তরিক সৌহার্দ্দ হইয়াছে। তিনি সত্বর রুষে যাত্রা করিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

কাবুলেও ইংরাজদের আধিপত্য বিচ্যুত হইয়া গেল। অতএব স্থলপথে রুষরাজ অনায়াসে রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিয়া ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিবেন। বাণিজ্যকার্য্যের সৌকর্য্যার্থ রুসের ক্রমতবীও উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। এমন ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে সর্ব্বতোভাবে দৃঢ় করিয়া রাখা বিধেয়। যাহারা অন্যের বলহানি করিয়া আপনার প্রতাপ বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পান, তাঁহাদের যুক্তি নীতিশাস্ত্র সঙ্গত নহে। অচিরে তাঁহাদিগকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। মনঃক্ষুণ্ণ করিলে সকলেই ছিদ্রান্বেষণ করেন, অবসর পাইলে তাঁহাদের অন্তরস্থিত প্রধূমিত ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। এলেনবরুকের অন্যান্য প্রলাপবাক্য আমরা তত গুরুতর জ্ঞান করি না। কিন্তু তিনি এ দেশীয় লোকের অসন্তোষের কথা যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। ন্যায়পরতা, সদাচরণ এবং স্বার্থশূন্যতা ভিন্ন রাজ্য রক্ষা পায় না। বিদেশীয় রাজা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে ইংরাজজাতির পক্ষপাতী ভারতবর্ষবাসীরা যে তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরী হইবে, আমরা কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করি না। ভারতবর্ষ রুসের অধিকৃত হইলে দেশীয় লোকে উচ্চ পদ লাভ করিবে, এ দেশের বাণিজ্যের উন্নতি হইবে—আশু এই প্রবোচন বাক্যগুলি শুনিতে অতীব মিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু, ঐরূপ রুচিকর বাক্যে বিশ্বাস করিতে নাই, ভারতের লোক সে পাঠ বেশ অভ্যাস করিয়াছে। লোভ প্রদর্শন করিয়া মনের রুচি জন্মাইতে সকলেই মুক্তিমন্ত, পরন্তু প্রতিজ্ঞা পালনের সময় বাক্যের বড় দৃঢ়তা থাকে না। আমরা রুসের অধীনস্থ হই অথবা ইংরাজদের অধীনস্থ থাকি, পরাধীনত্ব শৃঙ্খল কোথাও যাইতেছে না। তবে ইংরাজজাতির অপরাধ কি? আমাদের এখন অন্য আশা নাই, অন্য আকাঙ্ক্ষাও নাই—যাহাতে রাজভক্তি মধ্যে হৃদ্যতা বর্দ্ধিত হয়, তাহাই আমাদের একান্ত বাঞ্ছনীয়। ভারতবাসীদের অন্তঃকরণে যতগুলি ক্ষোভের কারণ বর্ত্তমান আছে, ইংরাজগণ তাহা দূরীভূত করুন এবং রাজকার্য্য বিভাগে আমাদিগকেও সমান অধিকার প্রদান করুন। অবশ্য এক দিন বিদেশীয় কোন রাজা ভারতবর্ষ নিশ্চিত আক্রমণ করিবেন, এই বিশাল রাজ্য একীভূত থাকিলে কখনই কেহ বিপদগ্রস্ত হইবে না। যাহাতে এদেশে অন্তর্বিচ্ছেদ না থাকে, ইংরাজেরা তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখুন। বিদেশীয় শত্রু কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

স্বল্প মূল্যের নোট।

নোট কাগজ বিনিময় বিভাগের প্রধান কমিশনর সাহেব গত ৩১ এ আগষ্ট উক্ত বিভাগের কমিশনর এবং ডেপুটী কমিশনরদিগকে এই মর্ম্মে পত্র লিখেন যে, ভবিষ্যতে পাঁচ টাকা হইতে ২০ বিশ টাকা পর্য্যন্ত কোন নোট ভাঙ্গাইবার কিম্বা হস্তান্তরিত করিবার সময় আর হিসাব রাখিতে হইবে না। এটীকে আমরা সদযুক্তি বিবেচনা করিতে পারি না। কমিশনর সাহেব এ সম্বন্ধে যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা বিচারসঙ্গত নহে। তিনি বলেন, এ বিষয়ে আপামর সাধারণ সকলেরই মত আছে। বিশেষতঃ, খুচরা নোটের হিসাব রাখিয়া কিছুই ফল নাই, কেবল ভূতানন্দী পরিশ্রম মাত্র সার। নোট হারাইলে এমন হিসাব রাখায় কখন সে নোট পাওয়া যায় না।

সচরাচর গৃহস্থ লোকেরা এবং ব্যবসায়ীরা ৫। ১০ টাকার খুচরা নোট লইতে সঙ্কুচিত হন না। অধিকন্তু, বাঙ্গালা ব্যাঙ্কেও খুচরা নোটের হিসাব রাখা হয় না। কিন্তু তাহাতে সাধারণ লোকের আপত্তি নাই, এমন কথা কিরূপে বলা যায়? আবার সাধারণ লোকের আপত্তি না থাকিলেও গবর্ণমেণ্টের এতদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ আপত্তি থাকা উচিত। সংসারে দুরাচারের দুঃশীলতা কস্মিন্ কালে নিরাকৃত হইবে না; এটী একপ্রকার বেদবিহিত বাক্যের ন্যায় অখণ্ড সত্য। যে স্থলে লেনা দেনা প্রভৃতি সকল কাজের যত লিখিত পঠিত হিসাব থাকে ততই মঙ্গল। খুচরা নোটগুলির লেনা দেনার সময় দাতার নাম এবং নোটের নম্বরাদির হিসাব না রাখিলে দুষ্ট ব্যক্তিকে এক প্রকার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। নোট অপহৃত হইলে কস্মিন কালে দুর্বৃত্ত চোর যে ধরা পড়িবে সে আশঙ্কা থাকিল না। স্বচ্ছন্দে সকল স্থানেই অপহৃত নোট দিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারিবে, সর্ব্বত্রই তাহা ভাঙ্গাইতে পারিবে। যে সকল নোটের নম্বরাদি এবং দাতার নাম লিখিয়া লওয়া হয়, তাহা অপহরণ করিলে চোরে কখনই সহজে ভাঙ্গাইতে পারে না। দেখা যায়, গৃহস্থের ঘরে ডাকাতি পড়িলে চোরেরা অধিক মূল্যের নোটগুলি দগ্ধ করিয়া ফেলে। কি জন্য তাহারা দগ্ধ করে? সে সমস্ত নোটের নম্বরাদি লিখিত আছে, ভাঙ্গাইতে কষ্ট হইবে, হয় ত ভাঙ্গাইবার সময় তাহারা ধরাও পড়িতে পারে, এই সকল আশঙ্কায় অধিক মূল্যের নোট নিকটে রাখিতে তাহাদের সাহস হয় না। কিন্তু নোটের নম্বরাদি লিখিত না থাকিলে এত দূর ভীত হইবার কোন কারণ থাকিত না। এতদ্ভিন্ন, অন্যান্য অনেক অপরাধীও নোটের দ্বারা ধৃত হইতে পারে। বস্ত্রে ধোবার চিহ্ন দেখিয়া, জুতা টুপি প্রভৃতি পোশাক কোথায় ক্রয় করা হইয়াছে তাহার তদন্ত লইয়া অনেক স্থলে অপরাধী ধৃত হইয়াছে। নোটের নম্বর দেখিয়া অপরাধী ধৃত হইতে পারে, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে। আমাদের বিবেচনায় খুচরা নোটগুলিরও হিসাব রাখা কর্ত্তব্য। ইহাতে ব্যবসায়িদের এবং ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারিদের অধিক শ্রম করিতে হইবে বটে; কিন্তু তাহাতে দুষ্ট লোকের দুঃশীলতার অনেকাংশে লাঘব হইবে। অতএব গবর্ণমেণ্ট যে পথ অবলম্বন করিবার মনস্থ করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করাই বিধেয়।

বঙ্গদেশের অধিকাংশ পল্লিগ্রাম গুলির

বনের তরুগুলিতে সুগন্ধ সুদৃশ্য ফুল প্রস্ফুটিত হইল, তুমি তাহাদের চয়ন করিয়া তোড়া রচিলে মালা গাঁথিলে তাহাতে বাবুর মেজ সুসজ্জিত হইল, রসিক পুরুষের গলে আলম্বিত হইয়া দুলিতে লাগিল —বনের শোভা হইবে কি? বনের মাণিক কাড়িয়া লইলে কি বনের শোভা থাকে? আজ কাল সকল পল্লীতেই পাঁচ সাতজন করিয়া কৃতবিদ্য যুবা যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। গণ্ডগ্রামে তাঁহাদের সংখ্যা আরও অধিক। বিদ্যা বুদ্ধি লোক হিতৈষণা দেশানুরাগিতা সকলেরই মনে জাগরূক হইয়াছে। নব্যতন্ত্রের যুবাদের মধ্যে স্বদেশের উন্নতি সাধনের কথা কহেন না এমন লোক প্রায় দেখা যায় না। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেরই মুখে উঠিতে বসিতে কেবল "দেশের উন্নতি দেশের উন্নতি" এই কথাই নির্গত হইতেছে, তবে দেশের উন্নতি হয় না কেন? উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হওয়া দূরে থাক, পল্লীগ্রামগুলি দিন দিন বন্ধ হইতে চলিল। পাঠক! হয় ত অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন,—"গ্রাম আবার বন্ধ হওয়া কি?" হাকিম ও আমলারা না আসিলে "কাছারি বন্ধ" বলা যায়; শিক্ষক ও ছাত্র না থাকিলে বিদ্যালয় বন্ধ; তাই বলিতেছি, গ্রামে মানুষ না থাকিলে গ্রাম বন্ধ হইয়া যায়। পল্লীগ্রামের লোক বিদ্যালাভ করিতেছেন, ধনোপার্জ্জন করিতেছেন, বিলক্ষণ কৃতী হইয়া উঠিতেছেন, আর তাঁহাদের পল্লীগ্রাম ভাল লাগে না। তাঁহারা পল্লীগ্রামের বিষম বিদ্বেষ্টা হইয়া উঠেন। সেখানে ভাল খাদ্য সামগ্রী মিলে না, পথ ঘাট ভাল নয়—কেবল বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ, সুজন সৎসঙ্গ পাওয়া যায় না। পল্লীগ্রামের এই সমস্ত দোষ কীর্ত্তন করিয়া সহরে বাস করেন। তখন ভারী ধুম,—আজ এখানে সভা করিতেছেন, অমুক লার্ডের

করা হইবে তাহার চাঁদা দিতে- ... দেশের নানা উন্নতি সাধনে মহা- ... দেখুন, আজ হরিহর রায় দুর্লভ এম্ এ কে ... এস আই এল এল ডি পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বাস করিলেন; কাল রায় বণশঙ্কর ... আসিলেন, তবে পল্লীগ্রামে থাকিবে কে?— কাহার দ্বারা পল্লীগ্রামের উন্নতি হইবে? যাঁহারা বন জঙ্গল কাটাইয়া পথ ঘাট বাঁধাইয়া ... নিৰ্ম্মাণ করিয়া চিকিৎসালয় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গ্রামের উন্নতি করিবেন, তাঁহারাই যদি গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যান, তবে কিনু ভিখারী কি গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি করিবে? ভোজন করিবার লোক থাকিলেই উপাদেয় ভোজ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু ভাল ভাল সামগ্রী যাহারা ক্রয় করিবেন, তাঁহারা যদি দেশত্যাগী হন, তবে পল্লীগ্রাম অরণ্যে পরিণত না হইবে ত কি হইবে? তাঁহারা জন্মস্থানের—কেবল একটী ক্ষুদ্র পল্লীর উন্নতি করিলেন না, কিন্তু তাঁহারা এই অসীম ভারতবর্ষটার শ্রীবৃদ্ধি করিতে ব্যতিব্যস্ত! যে সকল লোকের সঙ্গে শৈশবাবস্থা হইতে শয়ন উপবেশন ক্রীড়া পরিহাস আহ্লাদ আমোদ করিয়াছেন, যাহাদের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকা সম্ভাবিত ও প্রার্থনীয়, একবার তাহাদের মুখাবলোকন করিলেন না, কিন্তু এই অসীম ভারতের লক্ষ লক্ষ লোকের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির নিমিত্ত চিন্তিত—যাহাদের সঙ্গে কস্মিনকালে দেখা সাক্ষাৎ নাই, তাহাদের অবস্থা মার্জ্জিত করিতে ব্যাকুল,—এমন পরিহাসের কথা কখন শুনিয়াছি কি না, কই স্মরণ হয় না। এ প্রকার দেশহিতৈষী লোক আর কোথাও দেখিয়াছি কি না, কই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না।

দেশত্যাগী বিদ্বান্ ও ধনবান লোকের ভরে সহরের পৃষ্ঠবংশ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে,—আর ভার সহ্য হয় না। এদিকে পল্লীগ্রাম নির্জ্জন বন হইতেছে, কেবল কতক গুলি শ্রমজীবী লোক বাস করে। তাহারা গ্রামে অবস্থিতি না করিলে উপায় কি? সহরের লোকের দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার যে বন্ধ হইবে। কৃষকেরা বাততাড়িত কদলী পত্রের ন্যায় মেলেরিয়ার কম্পজ্বরে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছে, আর ভূমিতে চাস দিতেছে। পথে কর্দ্দম জল, চৌদিক নিবিড় বনে পূর্ণ, পচা পুষ্করিণী, যে দিকে পদার্পণ করিবে, সেই দিকেই ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ; কৃষকের উপায় কি? সেই নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তাহাকে অন্নের আয়োজন করিতে হয়। গ্রামে দেশহিতৈষী ধনাঢ্য লোক নাই যে, সে কাঁদিয়া পল্লীর দুরবস্থা জানাইবে। কে বা পথ বাঁধাইয়া দিবেন? কে বা পুষ্করিণী খনন করাইবেন? এই সমস্ত ব্যয়সাধ্য কাজে যাঁহাদের ক্ষমতা ছিল, তাঁহারা এখন সহর বাসী। সহরে ইন্দ্রত্ব পদ উপভোগ করিতেছেন, দেশের উন্নতির নিমিত্ত পুস্তক লিখিতেছেন সভা করিতেছেন ধূম ধামে বক্তৃতা করিতেছেন।

পাঠক! বলুন দেখি, কথাগুলি সত্য কি না? এমন স্বদেশানুরাগিতা থাকায় ফল কি? আমরা পরামর্শ দি, কৃতবিদ্য ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা প্রাণান্তে যেন জন্মস্থান পরিত্যাগ না করেন। যদি কুস্থানে বাস হয়, তাঁহাদের হইতেই আবার সুস্থান হইয়া উঠিবে। যে যে কারণে পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয়, তাহা দূরীভূত করুন, বন জঙ্গল কাটাইয়া গ্রাম পরিষ্কার রাখুন; পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কার করুন; চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় স্থাপন করুন; জন্মস্থান পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। কখন মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইলে স্থান পরিবর্ত্তন করা যায়। কিয়ৎ দিনের জন্য অন্যত্র যাওয়ায় দোষ নাই, কিন্তু এক কালে জন্মস্থান ত্যাগ করা যার পর নাই অবৈধ কর্ম্ম। যাঁহারা একরূপে পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরবাসী হইতেছেন তাঁহাদের কিছু মাত্র ভাবী দৃষ্টি নাই। সহরে কত লোকের স্থান হইতে পারে? কলিকাতায় নিবিড় বসতির জন্য নানা প্রকার উৎকট রোগ হইয়া থাকে। পল্লী গ্রাম যতই কেন অসুস্থ হউক না, সে সকল রোগ পল্লী গ্রামের লোকে কখন কর্ণেও শুনে নাই। বর্ত্তমান প্রথানুসারে গ্রাম ত্যাগ করিলে এক পক্ষে সহর লোক ভারে দারুণ অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিবে, পক্ষান্তরে পল্লীগ্রাম দুর্গম অরণ্যে পরিণত হইবে।

উদ্যমশীল পরিশ্রমী জাতিরা কত কুস্থানে গিয়া উপনিবেশ করে। অস্বাস্থ্যকর স্থানকে বিলক্ষণ স্বাস্থ্যকর করিয়া তুলে। অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে ইংরাজেরা যখন প্রথম উপনিবেশ করে, তৎকালে ঐ স্থানের জল বায়ু নিতান্ত পীড়াদায়ক ছিল। গুণের মধ্যে স্থানটী শস্যশালী ও বহু রত্নের আকর। একমাত্র সেই গুণে মুগ্ধ হইয়া ইংরাজেরা সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার কি উন্নতি না করিয়াছেন?

আমাদের একান্ত ইচ্ছা বাঙ্গালী যুবকেরা সেই সকল দৃষ্টান্ত আদর্শস্বরূপ করিয়া প্রথমে নিজ নিজ গ্রামের উন্নতি করুন, তবে সমস্ত ভারতবর্ষের উন্নতির নিমিত্ত যত্ন করা শোভা পাইবে।

ইউরোপীয় সমাচার

নিউইয়র্ক ২৩ এ সেপ্টেম্বর। অদ্য সভাপতি গারফিল্ডের মৃত দেহ সমাহিত হইয়াছে। সমাধিসভায় সত্তর হাজার লোক উপস্থিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ভূতপূর্ব্ব সভাপতি হেপস, ক্যাবিনেট ও কনগ্রেস সভার সভ্যগণ ছিলেন। সমুদায় ষ্টেটে রাজকার্য্য বন্ধ ছিল।

টিউনিস ২৭ এ সেপ্টেম্বর। আরবেরা হামামেতস্থ ফরাসী সৈন্যগণকে এ পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ করিয়া রহিয়াছে।

লণ্ডন ২৮ এ সেপ্টেম্বর। মক্কার যাত্রীদিগের ওলাউঠা হইতেছে। মিশর ও তুরস্কের রাজকর্ম্মচারীরা তন্নিবারণের বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

কোয়ার্শন আইন অনুসারে যে পাঁচ জন লোক কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ফাদার শিলি নামে এক জন রোমান কাথলিক পাদ্রি ছিলেন।

ট্রান্সভাল ২৭ এ সেপ্টেম্বর। নূতন সন্ধিপত্র লইয়া অদ্যাপি তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। বোধ হয় অনেক দিন এই বিবাদ চলিবে। ট্রান্সভালের প্রতিনিধিগণ ইংরাজদিগের বিরোধী মত প্রকাশ করিতেছেন।

লণ্ডন ২৯ এ সেপ্টেম্বর। আয়ালণ্ডের পাদ্রিগণ সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে ভূমিসংক্রান্ত আইনদ্বারা আয়র্লণ্ডের প্রজাবর্গের একান্ত ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহারা প্রজাসাধারণকে এই অনুরোধ করিয়াছেন যে তাহারা এই আইনের মহোপকারিতা উপলব্ধ করুক। তাঁহারা বলিয়াছেন যে তাহারা যেন আর গুপ্ত পরামর্শ, ষড়যন্ত্র, বলপ্রকাশ ও ভয় প্রদর্শন না করে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ২৮ এ সেপ্টেম্বর। মস্কাউএর বাজার অগ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। প্রায় পাঁচশ লক্ষ রুবল (মুদ্রা বিশেষ) মূল্যের সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে।

রুশিয়ার সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে বোখারার আমীর পীড়িত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৩০ এ সেপ্টেম্বর। আয়ালণ্ডের রোজেবা মোহিল নামক স্থানে ভূস্বামীদিগের সমনজারী উপলক্ষে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। নিউপলস নামক স্থানে এক জন ভূস্বামীর বাটীর পার্শ্বে এক পিপা বারুদে অগ্নি লাগাইয়া প্রজারা ঐ বাড়ীর কিয়দংশ ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

ট্রান্সভাল হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, যে সকল বোয়ারেরা ব্যারোন মাহেবের হত্যাপরাধে লিপ্ত বলিয়া বিচারার্থ নীত হইয়াছিল, বোয়ার জুরীরা তাহাদিগকে নির্দ্দোষ বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

টিউনিস ২০ এ সেপ্টেম্বর। আরবেরা ফরাসী সেনাগণকে দুই বার পরাজয় করিয়াছে এবং তাহাদিগের কামান ও বন্দুক কাড়িয়া লইয়াছে।

লণ্ডন ১ লা অক্টোবর। ইংলণ্ড ও ফরাসী গবর্ণমেণ্টদ্বয়ের বাণিজ্য সন্ধি সম্বন্ধে উভয় পক্ষে একটু গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণ ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণ গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য লণ্ডনে আসিতেছেন।

আয়াল ণ্ড হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে কিয়ৎকাল হইল ফাদার শিলি কারামুক্ত হইয়া ভূমি সংক্রান্ত বিষয় লইয়া আবার গোলযোগ করিতেছেন। তিনি অতি কঠোর বাক্যে গবর্ণমেণ্টের দোষ দিতেছেন।

লণ্ডন ৩ রা অক্টোবর। ফরাসী ও ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের সন্ধির পরামর্শ আপাততঃ ১৮ এ অক্টোবর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ২ রা অক্টোবর। জেনাল ডি সেণ্টপিটার্সবর্গ বলেন যে আফগানদের দিকে কম সেনা সংগৃহীত হইতেছে।

এথেন্স ৩ রা অক্টোবর। থেসালির সীমা নির্ণয় লইয়া তুরস্ক ও গ্রীক গবর্ণমেণ্টের বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে তুরস্ক গবর্ণ-

যেন্ট গ্রীক গবর্ণমেণ্টকে থেশালি অধিকার করিতে দিতেছেন না।

লণ্ডন ৪ ঠা অক্টোবর। ডন নগরে বক্তৃতাকালে সার ষ্ট্যাফোর্ড নর্থকোট বলিয়াছেন যে আইরিস ভূমিসংক্রান্ত আইন আয়র্লণ্ডে প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে কঠোরতর নিয়ম অবলম্বন করা আবশ্যক।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৩ রা অক্টোবর। রুশিয়ার সংবাদ পত্র সমূহ বলেন যে পারস্যের শাহা আগামী এপ্রেল মাসে রুশিয়ায় গমন করিবেন।

টিউনিস ৩ রা অক্টোবর। আরবেরা ওয়েদজার্কা নামক স্থানের রেলওয়ে ষ্টেশন ভগ্ন করিয়া দিয়াছে এবং তথায় যে যে ফরাসী কর্ম্মচারী ছিল, তাহাদিগের প্রাণ বিনষ্ট করিয়াছে।

ট্রান্সভ্যাল ৫ ই অক্টোবর। বোয়ার গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন যে ভলক্‌রাদে যে সন্ধি হইয়াছে, উহা স্যাণ্ড রিবার সন্ধির বিপরীত। এজন্য তাঁহারা এই নূতন সন্ধিতে সম্মত নহেন। তাঁহারা এই অনুরোধ করিয়াছেন যে নূতন সন্ধির নিয়ম কয়েকটির পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

টিউনিস ৫ ই অক্টোবর। সেনাপতি সসিয়ার টিউনিসের দক্ষবগুলি অধিকার করিয়া লইতে ফরাসী সেনাদিগকে আদেশ দিয়াছেন।

লণ্ডন ৬ ই অক্টোবর। বিয়েনার ভূগোলসভা ডাক্তার হণ্টারকে ভারতবর্ষীয় গেজেটিয়ার নামক ভূগোল প্রণয়ন জন্য এক খান স্বর্ণপদক পারিতোষিক দিয়াছেন। বার্লিনের প্রাচ্য ভাষানুশীলন সভা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

আলেকজাণ্ড্রিয়া ৬ ই অক্টোবর। তুরস্কের সুলতান মন্ত্রীদিগের মত না লইয়া মিসরের গোলযোগের কারণ নির্ণয় করিবার জন্য কমিশন প্রেরণ করিয়াছেন। কমিশনরেরা অন্য খেদিবের নিকট উপনীত হইয়াছেন। সুলতান খেদাইবকে ইউরোপীয় প্রধান প্রধান রাজ্যের মতানুসারে কার্য্য করিতে বলিয়াছেন।

লণ্ডন ৭ ই অক্টোবর। ষ্ট্যাণ্ডার্ড বলেন জুলুভূমিতে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে।

লণ্ডন ৭ ই অক্টোবর। লীড্‌স নগরে লিবারলদিগের একটী সভা হয়। ঐ সভায় গ্লাডষ্টোন বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ডে আইরিষ ভূসংক্রান্ত আইনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু তদ্দেশে জমিদার ও প্রজাদিগের সম্বন্ধের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে।

টিউনিস ৮ ই অক্টোবর। ফরাসী সৈন্যেরা টিউনিস অধিকার করিয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই অক্টোবর। আগামী বুধবার ক্যাবিনেট মন্ত্রিসভার অধিবেশন হইবে।

গত রাত্রিকালে গ্লাডষ্টোন লিড্‌সনের ভোজে বলিয়াছেন যে, আয়র্লণ্ডের সাম্প্রতিক অবস্থা এই যে তথায় নিয়ম ও অনিয়মে তুমুল বিসম্বাদ চলিতেছে। এক দিকে পার্ণেল লুটপাট বিষয়ে এবং নীচ ও ঘৃণিত কার্য্যে প্রজাদিগকে উৎসাহ দিতেছেন, অপর দিকে ডানিয়েল ও বর্ণেট কিসে প্রজাদিগের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়, কিসে সকলে রাজভক্ত হয় তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন যে আইরিষ ভূসংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ ও রাজানুমোদিত হওয়াতে গবর্ণমেণ্টকে শান্তি রক্ষা ও আইন প্রচলিত করণের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

লণ্ডন ৯ ই অক্টোবর। লীড্‌সের বণিকদিগের সভার অভিনন্দনের উত্তরে গ্লাডষ্টোন সাহেব বলিয়াছেন যে, ইংরাজদিগকে হীন হইতে হইবে, এরূপ সন্ধি তিনি ফরাসীদিগের সহিত কখনই করিবেন না। ইহাতে বর্ত্তমান কার্য্য নিয়মের কোন ব্যতিক্রমও ঘটিবে না।

অন্য এক কালে এক লিবারল সভায় তিনি বলিয়াছেন যে, ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিদলের আফগানস্থান সম্বন্ধে রাজনীতি অতি ঘৃণনীয় এজন্যই বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট আফগানস্থান হইতে বিটিশ সেনাদিগকে প্রত্যানয়ন করিয়াছেন। তাহারা কেবল বিশেষ কার্য্য বশতঃ ঐ দেশের এক প্রান্ত সীমায় আছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ৮ ই অক্টোবর। তুরস্কের সুলতান মক্কায় ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন তথায় কয়েকজন স্বাস্থ্যরক্ষার্থ কমিশনর প্রেরণ করিয়াছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৯ ই অক্টোবর। পারস্যের সেনাদিগের শিক্ষা দেওয়ার জন্য পারস্যের শাহ রুশগবর্ণমেণ্টের নিকট কয়েকজন সেনাপতির সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

লণ্ডন ১০ ই অক্টোবর। ওয়েক্সফোর্ডে বক্তৃতা কালে পার্ণেল সাহেব বলিয়াছেন যে, প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন একান্ত অধার্ম্মিক ও অন্যায়পরায়ণ ও অসৎ। তাঁহার ন্যায় আয়র্লণ্ডের নিন্দুক জগতে আর কেহ নাই।

টিউনিস ১০ ই অক্টোবর। আরবদিগের সহিত ফরাসী সেনাগণের কমাগতই সামান্য সামান্য যুদ্ধ হইতেছে। পীড়ার আতিশয্য নিবন্ধন ফরাসীরা হামামেত পরিত্যাগ করিয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১০ ই অক্টোবর। আল্বেনিয়ার শাসন প্রণালীর সংস্কার ও উন্নত করিবার জন্য তুরস্কের সুলতান তথায় বিশেষ কমিশন প্রেরণ করিবার মানস করিয়াছেন।

নিউইয়র্ক ১০ অক্টোবর। অন্য সেনেট সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সামান্য প্রজাদলের অধিনায়ক বেয়ার্ড সাহেব কিছু দিনের জন্য সভা পদে মনোনীত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১২ই অক্টোবর। নিউক্যাসল নামক স্থানে কনসার্বেটিভ দলের এক ভোজ হয়। উহাতে লর্ড সালিসবরি গবর্ণমেণ্টের আয়ল ও সংক্রান্ত কার্য্যপ্রণালীর বিস্তর দোষ দিয়াছেন আরও বলিয়াছেন যে ট্র্যান্সভাল সম্বন্ধে পুনর্ব্বার গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

লণ্ডন ১৩ ই অক্টোবর। গিল্ডহল নামক ভবনে গ্লাডষ্টোন সাহেবকে যে অভিনন্দন দেওয়া হয় তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে তিনি তাঁহার অর্দ্ধমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইতে সম্মত আছেন।

ডবলিনের একটী হোটেলে পার্ণেল সাহেবকে ধৃত করা হইয়াছে। তিনি এক্ষণে কিলমেনহাম জেলে আছেন। গ্লাডষ্টোন বলিয়াছেন যে আয়র্লণ্ডে শান্তি স্থাপন জন্য তাঁহাকে ধৃত করা হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে পার্ণেল অবরুদ্ধ না হইলে আইরিষ ভূমি সংক্রান্ত আইন প্রচলিত করা ভার হইত। ইহাতে ক্যাবিনেট মন্ত্রিদিগের মতভেদ নাই।

গবর্ণমেণ্ট ট্র্যান্সভালের নূতন সন্ধি পত্রের নিয়মগুলির সমর্থন করিবেন।

লণ্ডন ১৪ ই অক্টোবর। ল্যাণ্ডলীগদলে পার্ণেল সাহেবের পরিবর্ত্তে ডিলন সাহেব অধিষ্ঠিত হইলেন।

প্রজাদিগকে কর দিতে নিষেধ করা ও ভূসংক্রান্ত আইন যাহাতে আয়র্লণ্ডে প্রবর্ত্তিত না হয়, এই অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্টকে ভয়প্রদর্শন করা অপরাধে পার্ণেল ধৃত হইয়াছেন।

ল্যাণ্ডলীগ দল গবর্ণমেণ্টের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করাতে সমুদায় আয়র্লণ্ডের প্রজাবর্গ উত্তেজিত হইয়াছে।

মক্কায় ওলাউঠা রোগের হ্রাস হইতেছে।

বিবিধ সংবাদ।

আমাদিগের এক জন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, "গত অষ্টমী পূজার দিন কলিকাতার রাজা রাজবল্লভের ষ্ট্রীটের শ্রীযুক্ত বাবু কীর্ত্তিচন্দ্র মিত্র কাঙ্গালিদিগকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোজন করাইয়াছেন। আমরা স্বচক্ষে দর্শিয়াছি ঐ দিন বেলা ১২ টার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত দুঃখী লোকদিগকে আহার করান হয়। ন্যূনাধিক ৩। ৪ তিন চারি সহস্র গরিব লোক ভোজন করিয়াছিল। সমস্ত রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটের পথের দুই ধারে কাঙ্গালিরা সারি সারি হইয়া আহার করিতে বসিয়াছিল। পুলিসের সার্জ্জন জমাদার ও পাহারাওয়ালাদিগের সুশৃঙ্খলায় ঐ সকল দুঃখী লোক কোনরূপ গোল করিতে পারে নাই। ভাল চাউলের অন্ন, বিবিধ ব্যঞ্জন পরমান্ন কাঙ্গালিরা মনের সাধে পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়াছিল। আহারান্তে ঐ সকল কাঙ্গালির বয়স অনুসারে যথাক্রমে আট ও চারি খানি লুচি বাঁধিয়া গজা জিলাপি প্রভৃতি মিষ্টান্ন কাপড়ে দেওয়া হইয়াছিল। আহা! তৎকালের ভাব দেখিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইয়াছিল। আমরা আরও শুনিলাম পূজার তিন দিবসই কীর্ত্তি বাবু কাঙ্গালিদিগকে এইরূপ আহার করাইয়া থাকেন।"

সম্প্রতি পারমো ও আবরাজি নামক স্থানে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

মাডাগাস্কারের রাজ্ঞী এই ঘোষণা করিয়াছেন যে তাঁহার রাজ্যমধ্যে কেহ মদিরা পান অথবা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

অমৃতসরে জ্বর রোগের ভীষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ২৮ এ সেপ্টেম্বর তথায় ২৪২ জনের মৃত্যু হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৮০ জন শিশু। শিশুরা জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রাণত্যাগ করে। ২৯ এ ২০০ জনের অধিকের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত শরীর গাড়ি বোঝাই হইয়া নগরের বাহিরে নীত হইতেছে। তাহাদিগের দাহ করে এমন দুষ্কাল কেহ আত্মীয় স্বজন নাহি বলে হয়।

১৮৮০। ৮১ অব্দে গোবীজে টীকা দিবার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৮০ অব্দে মে মাস হইতে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত কমিশনরের ইংরাজী টীকা প্রচারের কার্য্যভার ন্যস্ত হয় বৎসরে ৫২৬০ বর্গ মাইল স্থানের অভ্যন্তরে প্রচার হইয়াছে। ঐ পরিমিত স্থানের লোক ২

২৩,৫৪,৬১৫। তন্মধ্যে ১৭২৪,৭১১ জন লোককে টীকা দেওয়া হইয়াছে। আপাততঃ বঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের অধীনে কলিকাতা, কলিকাতার অন্তঃপাতী স্থান সমূহ, মেট্রোপলিটান বিভাগ, দার্জ্জিলিং, রাঁচি, সাঁওতাল পরগণা, পূর্ব্ব বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, ও বেহার এই কয়েক স্থানে ঐ টীকা দেওয়া হইয়াছে। এবারে যত লোককে টীকা দেওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ৭,৩০,১৮৪ জন পুরুষ ও ৬৬৬,৯২৭ জন স্ত্রী।

১৮৮০-৮১ অব্দে গোবীজ টীকা দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের ১৩১,০৬৬ টাকা ব্যয় হইয়াছে। তন্মধ্যে ৮১,৫৫০ টাকা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের বেতন ৪১,৩০৫ টাকা ঔষধাদির ব্যয় এবং মিউনিসিপালিটি ও [illegible] ৭,১৪১ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

গোবীজ টীকার প্রতি ক্রমশঃ লোকের অনুরাগ বৃদ্ধি হইতেছে। কলিকাতা ও তদন্তঃপাতী স্থান সমূহে এখন আর বাঙ্গালা টীকা দিবার নিয়ম নাই। কিন্তু অদ্যাপি লোকের ইংরাজী টীকার প্রতি কুসংস্কার সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই।

মানভূমের অন্তঃপাতী ঝালদা নামক স্থানের ডেপুটী কমিশনর এ, এল, ক্লে সাহেব তত্রত্য লোকদিগের কুসংস্কার অপনয়ন করিবার জন্য স্বয়ং ইংরাজী টীকা গ্রহণ করিয়া প্রধানদিগের বাটী বাটী গমন করিয়া তাহাদিগকে ইংরাজী টীকা গ্রহণ করাইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ইঁহার প্রশংসা করি। বলিয়াছেন যে, এইরূপে সকল কর্ম্মচারীরা যদি প্রজাসাধারণকে ইংরাজী টীকার [illegible] ও উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকে সম্মত করেন, তাহা হইলে দেশের মহোপকার সাধন হয়।

গোবীজে টীকা দিবার আইন [illegible] জেলার, পূর্ণিয়ার অন্তঃপাতি ছয়টি থানার অধিকাংশ স্থান সমূহে, পুরীতে, মৈমনসিংহের ছয়টি থানায়, পাবনার চারিটি থানায়, ১৮৮০-৮১ অব্দে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং এ বৎসরে পূর্ণিয়ার আর সাতটি থানায় এই আইন চলিত করা হইয়াছে।

আমেরিকায় এক সম্প্রদায় লোক আছে, তাহারা স্বপ্ন দ্বারা মনুষ্যের শুভাশুভ নির্ণয় করে। তাহারা বলে যে স্বপ্ন ঈশ্বরের দূত। তাহার অর্থ নির্ণয় করিয়া কার্য্য করিলে মনুষ্য সকল কার্য্যে সফলকাম হইতে পারে। এই সম্প্রদায়ের অধিনায়ক স্বপ্ন ব্যাখ্যায় অতি পটু। আমরা একটী আশ্চর্য্য দেখিতেছি, ভারতবর্ষে যাহা পরিত্যক্ত হইতেছে, আমেরিকায় তাহা আদৃত হইতেছে। ভারতবর্ষীয়েরা স্বপ্ন বিদ্যায় বিলক্ষণ পটু। ইঁহারা দণ্ড মুহূর্ত্ত ধরিয়া স্বপ্নের ফলাফল নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

ওরিএণ্টাল টেলিফোন কোম্পানি ভারতবর্ষে টেলিফোনের কার্য্য প্রচার করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া বোম্বাই ও মান্দ্রাজে শীঘ্র কার্য্য আরম্ভ করিবেন।

৫ই অক্টোবর বুধবার একটার সময় সিমলায় ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

ইংলণ্ডে যত পুরুষ আছে, তদপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৬০০,০০০ অধিক। তথায় একটী সভা হইয়াছে, সভার উদ্দেশ্য এই যে অতিরিক্তসংখ্যক স্ত্রীলোকদিগকে [illegible] দেশান্তরে প্রেরণ করিবেন।

হুইট্লি ষ্টোক্স সাহেব গবর্ণর জেনেরেলের ব্যবস্থাপক সভা হইতে অবসৃত হইলে অধ্যাপক ব্রাইস সাহেব ব্যবস্থাপকসভার আইনের সভাপদে নিযুক্ত হইবেন।

ইংলণ্ডের একখানি সংবাদপত্র বলেন যে, ভারতবর্ষের সিবিল বিভাগের জন্য কর্ম্মচারী প্রস্তুত করিবার উদ্দেশে ইংলণ্ডে যুবকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। ভারতবর্ষে কি উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় না?

বোম্বাইয়ের গবর্ণর ফর্গিউসন সাহেব পুনরায় খ্যাত নামা দেশীয় ব্যক্তিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন। তিনি শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিতের সমভিব্যাহারে সর্দ্দার দক্ষ রাও অপ্পা সাহেব, পুরন্দর রাও বাহাদুর, খান্দে রাও বিশ্বনাথ প্রভৃতি কয়েক জন প্রধান প্রধান ব্যক্তির বাটীতে গিয়াছিলেন। গবর্ণরের এরূপ ব্যবহারে দেশীয়দিগের গবর্ণমেণ্টের উপর অতিশয় অনুরাগ জন্মে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত আহম্মদ নগরে বক্তৃতা শিক্ষার একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতি সপ্তাহে এই সভার অধিবেশন হয় এবং শিক্ষিত যুবকেরা তথায় নানা বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া থাকেন। শিক্ষিত দেশীয়দিগের কর্ত্তব্য ও গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রজাবর্গের সম্বন্ধ প্রভৃতি কএকটী বিষয়ে বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে। এই সভা উৎকৃষ্ট বক্তাকে পুরস্কার দিয়া থাকেন। কলিকাতায় এরূপ সভা আবশ্যক। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ যুবকেরা বক্তৃতা করিতে এত অপটু যে তাঁহাদের এরূপ শিক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

জলে চলিয়া বেড়াইবার একটি কল প্রস্তুত হইয়াছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডনের আলেকজাণ্ডার নামক রাজবাটীতে এই কল প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রদর্শনের দিন কলের রচয়িতা এই কলের সাহায্যে একটী হ্রদের পারাপার হইয়াছিলেন।

গত জুলাই মাসে দুইশত ষোলজন দেশীয় ব্যক্তি কলিকাতা হইতে নেটালে গিয়াছে।

বীরভূম ও মেদিনীপুরে ম্যালেরিয়া জ্বরের সাতিশয় বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। যশোহরেও জ্বরের প্রাদুর্ভাব নিতান্ত অল্প নহে। নদীয়ায় কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। কেবল মুর্শিদাবাদে ইহার হ্রাস দেখা যাইতেছে। বগুড়া, সারণ, চম্পারণ, ও পূর্ণিয়ায় জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

কলিকাতায় যে মৌলবী জল পড়িয়া দিয়া নানা লোকের নানা রোগের চিকিৎসা করিতেছে, তাহার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিয়াছে। এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ। ১২ই অক্টোবর বুধবার একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ কয়েকজন হিন্দুস্থানীর সমভিব্যাহারে কলিকাতার পুলিসের ডেপুটী কমিশনরের নিকট এই বলিয়া আবেদন করিল যে সে মৌলবী অপেক্ষা অধিকতর অদ্ভুত কার্য্য করিতে পারে। সে কোন অবলম্বন গ্রহণ না করিয়া গঙ্গার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। দুইসের সেঁকোবিষ ও দুইমণ চাউল ভোজন করিতে পারে এবং কলিকাতার লোকদিগকে অনায়াসে এক বৎসর বিনা ব্যয়ে আহার যোগাইতে পারে। এই বলিয়া সে ডেপুটী কমিশনরের নিকট গঙ্গার ঘাটে কিছুদিনের জন্য একটু স্থান প্রার্থনা করিয়াছে। ডেপুটী কমিশনার তাহার আবেদন শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যদি হিন্দু ও মুসলমানে বিবাদ না ঘটে তাহা হইলে সে প্রার্থিত স্থান পাইতে পারে।

বানর যে কিরূপ বুদ্ধিজীবী, তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। মনুষ্যের সহিত তাহাদের বিস্তর সাদৃশ্য আছে। এজন্য লোকে কথায় বলে "বানরেরা সকল করিতে পারে, কেবল ট্যাক্স দিবার ভয়ে কথা কহে না।" সম্প্রতি একটী বানর একটী হত্যাকাণ্ড সেতারার জজ সাহেবের বিচারালয়ে বিচারের জন্য উপস্থিত করিয়াছে। ঐ জেলার মধ্যে কোন স্থানে একটী লোক পাঁচটী বানর ও একটী ছাগলের ক্রীড়া দেখাইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। একদা কয়েক জন দস্যু ঐ ভিক্ষুককে তাহার ছাগল ও চারিটী বানরকে হত্যা করিয়া নিকটস্থ কোন স্থানে তাহাদের মৃতদেহ প্রোথিত করে। একটী বানর পলায়ন করিয়া বৃক্ষের উপর লুক্কায়িত থাকিয়া সমস্ত ঘটনা দর্শন করে। হত্যাকারীরা পলায়ন করিলে পর বানর নিকটস্থ এক জন প্রহরীর নিকট গিয়া এরূপ বিকৃত স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল ও এরূপ অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিল যে ঐ প্রহরী তাহার ভাবভঙ্গী ও চীৎকারে চমৎকৃত হইয়া ইহার ভিতরে কিছু আছে এই ভাবিয়া বানরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। বানর যেখানে হত ভিক্ষুকের বানর ও ছাগলের মৃতদেহ প্রোথিত ছিল, তথায় তাহাকে লইয়া গিয়া ঐ স্থান দেখাইয়া দিল। পুলিষ প্রহরী ঐ স্থান হইতে মৃতদেহ গুলি বাহির করিয়া থানায় সংবাদ দিল। হত্যাকারীরা বানরের সাহায্যে ধৃত হইয়া সেতারার জজের সমক্ষে বিচারার্থ নীত হইয়াছে। বানর বাদী হইয়া এই ফৌজদারি মকদ্দমা চালাইতেছে।

এক জন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত চিনির কয়েকটী গুণ প্রকাশ করিয়াছেন। উদরাময়পীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে চিনি মহোপকারী।

আমেরিকায় গা টিপিবার একটী কল হইয়াছে। এই কলটী ভারতবর্ষে আসিলে অনেক বাবু বাঁচিয়া যাইবেন।

কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংএ ৬০টী টেলিফোন যন্ত্র স্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন।

কলিকাতার মধ্যে অশিক্ষিত কম্পাউণ্ডারগণ আর যে স্বেচ্ছানুসারে চিকিৎসালয়ে কর্ম্ম করিতে পারিবেন, গবর্ণমেণ্ট সে পথ রহিত করিয়া দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এইরূপ নিয়ম করিতেছেন, এক্ষণ হইতে কম্পাউণ্ডারদিগের একটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। যাঁহারা সেই পরীক্ষা না দিবেন, তাঁহারা কোন ঔষধালয়ে কম্পাউণ্ডারি করিতে পারিবেন না।

জাপানে এরূপ প্রথা আছে, তথাকার লোকেরা মৃতদেহ সমাহিত করে। পরে তিন বৎসর গত হইলে সেই মৃত দেহ কবর হইতে উত্তোলন করিয়া কেবল কঙ্কালগুলি বাহির করিয়া জলে ধৌত করিয়া পরিষ্কার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রোথিত করে।

লার্ড রিপন কলিকাতায় আসিয়াই ২০ এ ডিসেম্বর সস্ত্রীক রেঙ্গুণে যাইবেন। তথা হইতে জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ দিয়াছেন যে সৈনিক পুরুষেরা সাত বৎসর কাল কার্য্য না করিলে বিবাহ করিতে পারিবে না। আবার সেই বিবাহে সেনাপতির অনুমতি চাই।

পার্লিয়ামেণ্টের অবকাশের সুযোগ পাইয়া ঐ মহাসভার সভ্য ও ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী ডবলিউ ই ব্যাক্সটার ভারতবর্ষে আসিবেন শুনা যাইতেছে।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের এক জন ইংরাজের জুয়াচুরি ধরা পড়িয়াছে। এই জুয়াচোরের নাম ই, এস, বার্চ্চ। মান্দ্রাজে রেভরেণ্ড কগলান নামে এক জন পাদ্রী আছেন। বার্চ্চ গবর্ণর জেনেরলের পারিবারিক যাজক রেভরেণ্ড এইচ, এস বারের নামে স্বাক্ষরিত এক খানি পত্র কগলানকে লিখিয়া তাঁহার নিকট ছইশত টাকার প্রার্থনা করে। কগলান এই টাকা দেন। বার্চ্চ ইহাতে অধিকতর সাহসী হইয়া তাঁহার নিকট ঐরূপে আর একশত টাকা চাহে। ইহাতে কগলানের সন্দেহ হয়। অনন্তর বহু অনুসন্ধানের পর সমুদায় ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

মুলতানের হিন্দু ও মুসলমানের দাঙ্গার শেষ হইয়া গিয়াছে। উপর্য্যুপরি কয়েক দিন মহা হুলস্থুল চলিয়াছিল। পুলিষ ও সৈনিকেরা বহুসংখ্যায় নগরে উপস্থিত না থাকিলে কত যে হত্যা ও রক্তপাত হইত, তাহার সংখ্যা করা যাইত না। ক্রমশঃ দোকান পসার খুলিতেছে। ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা না থাকে, এজন্য গবর্ণমেণ্ট মুলতানে গোমাংস আমদানী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং হিন্দুদিগকে পাঁঠা বলিদান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম যে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর নর্থব্রুক সভায় ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

কলিকাতা ইমামবাগ লেনে একটী দ্বিতল গৃহ বৃষ্টিতে ভূমিসাৎ হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে কাহারও মৃত্যু হয় নাই।

শ্রীরামপুরের কেশবচন্দ্র কর্ম্মকার দেবীপক্ষের পঞ্চমীতে একটী ঝটিকা হইবে বলিয়া গণনা করিয়াছিলেন। আমরা শুনিলাম, ঐ দিবস তাড়দানামক স্থানের নিকটে একটী ঝটিকা হইয়া অনেকগুলি ঘর পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের এখানে ঝড় হয় নাই বটে, কিন্তু বিলক্ষণ বেগে বায়ু বহিয়াছিল প্রতিক্ষণেই মনে হইতে লাগিল, বুঝি ঝড় হয়।

বঙ্গদেশ যে কেমন কৃতবিদ্য হইয়াছেন এবং বঙ্গবাসিদিগের যে কেমন কার্য্যকারণভাব জ্ঞান জন্মিয়াছে, মক্কার এক জন মৌলবীর জলপড়াই তাহা সুন্দররূপে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে। মৌলবী গঙ্গা গর্ভে নৌকায় থাকেন, মধ্যে মধ্যে একবার তীরে উঠিয়া রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করেন। সহস্র সহস্র লোক এক একটী ভাঁড় ও জল লইয়া রাস্তার ধারে বসিয়া থাকে। মৌলবী ফুৎকার দিতে দিতে চলিয়া যান। তাহাতেই জলপড়া হয়। সেই জলপড়া খাওয়াইলে অন্ধের দর্শন ও বধিরের শ্রবণশক্তি জন্মে এবং দুঃসাধ্য ও অসাধ্য রোগশান্তি হয়। এই কথা শুনিয়া দেশদেশান্তর হইতে দলে দলে যে কত লোক আসিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এতদ্দ্বারা বঙ্গদেশের যে কেবল বিদ্যার পরিচয় হইতেছে, তাহা নয়, বঙ্গদেশের স্বাস্থ্যরক্ষারও বিলক্ষণ পরিচয় হইতেছে। মৌলবী কাহারও নিকট হইতে এক পয়সা লন না। তাঁহার খরচ কে দেয়? ইহার অভ্যন্তরে কিছু গূঢ় কাণ্ড আছে কি না, বুঝা সহজ নয়। আমাদের গবর্ণমেণ্ট আউলে নহেন, মৌলবীর গতি পর্য্যবেক্ষণার্থ সার্জ্জন নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

গত ৩রা অক্টোবর রাত্রি দুইটার পর ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের চুয়াডাঙ্গা ষ্টেষণে নং ১৪ ডাউন পেসেঞ্জার ট্রেণের সহিত নং ১৭ অপ গুড্‌স ট্রেণের সংঘর্ষণ হইয়াছিল। ৪ খানি ওয়াগন একেবারেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যদি দুই খানি পেসেঞ্জার গাড়ী হইত, তাহা হইলে অনেক লোকের মৃত্যু হইত তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এক ব্যক্তিরও মৃত্যু হয় নাই। যাহা হউক, এক্ষণে পেসেঞ্জার ট্রেণের ড্রাইভারকে ফৌজদারী সোপরদ্দ করা হইয়াছে। বিচারের ফলাফল পরে জানাইব।

আগামী সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষায় পরীক্ষা দিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টকে তিন জন দেশীয় যুবককে মনোনীত করিতে বলিয়াছেন। তন্মধ্য হইতে কেবল এক জনকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বাছিয়া লইবেন।

কল্কেফুল গাছের ফল ভয়ানক বিষাক্ত। হুগলির সারদাপ্রসাদ দাসের চারি বৎসরবয়স্ক একটি কন্যা এই ফল খাইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

৯ ই সেপ্টেম্বর রবিবার ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের এক খানি কল বালি ষ্টেষণের নিকটে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কয়েক জন লোক হত ও আহত হইয়াছে।

মধ্য ভারতের প্রসিদ্ধ ডাকাইত তাঁতিয়া ধরা পড়িয়াছে। ১৮৭৬ অব্দ হইতে পুলিষ ইহার অনুসন্ধানে ছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

আমেরিকায় দিন দিন কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য নূতন নূতন কার্য্য হইতেছে। শুনিয়াও শ্রবণ করিলে বিস্মিত ও পুলকিত হইতে হয়। আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ারেরা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা অক্ষুণ্ণভাবে তুলনেণ্ড যন্ত্রের সাহায্যে স্থানান্তরিত করিয়া থাকেন। আবার সম্প্রতি তথায় ভাসমান মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি করা হইয়াছে। নিউ অর্লিয়ান্স নামক স্থানে ডিমোক্রাট নামে একখানি সংবাদ পত্র আছে। নানা স্থানের সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য এই সংবাদ পত্রের অধিকারিগণ চল্লিশ হাত লম্বা ও আট হাত প্রশস্ত একখানি নৌকা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই নৌকার বাহিরের কামরায় সম্পাদকের কার্য্যালয় ও অন্যান্য লেখা পড়ার ঘর আছে, তাহার পশ্চাতে কয়েকটী কামরায় কম্পোজিটরদিগের গৃহ, ছাপাখানা, নিদ্রা যাইবার ঘর, [illegible] ও রন্ধনশালা আছে। আবার গ্রামে উঠিয়া [illegible] স্থান হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য [illegible] রাখিবার একটী আস্তাবল এই নৌকার [illegible] আছে। এই নৌকা খানি প্রায়ই মিসিসিপি নদী দিয়া নিউ অরলিয়ান্স হইতে মেম্ফিস ও অন্যান্য স্থানে যাতায়াত করে।

সুয়েজ খালের পার্শ্বে আর একটী খাল খনন

[illegible] শুনা যাইতেছে। এ খালটী [illegible], ইহার মধ্য দিয়া দুই খানি [illegible] পারে না। এক্ষণে [illegible] থাকে। আবার ইহার মধ্যে [illegible] সকল জাহাজ গতায়াত করে, তাহার মাসুলও অত্যন্ত অধিক। গড়ে প্রত্যেক জাহাজকে [illegible] টাকা মাসুল দিতে হয়। বোধ হয়, শীঘ্রই অন্য একটী খাল খনন করা হইবে।

[illegible] একখানি সম্বাদ পত্রে [illegible] যে [illegible] বিটিশ দূত [illegible] ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ১,২০,০০০ টাকা ব্যয় পড়ে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট এই ব্যয়ের [illegible] টাকা কমাইয়া দিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট [illegible] বিটিশ দূতের ব্যয় দেন কেন? [illegible] কি কিছু [illegible]?

[illegible] যে কয়েক দিন আগ্রায় থাকিবেন, তাবৎ গোয়ালিয়ার ও ভরতপুরের মহারাজ, ঢোলপুরের মহারাণী ও রাজা সর দিন-কর-রাও ঐ স্থানে তাঁহাদের নিজ নিজ বাটীতে থাকিবেন। তত্রত্য কমিশনর সেকেন্দ্রা নামক স্থানে রাজপ্রতিনিধিকে ভোজ দিবেন। নানাবিধ খেলা তামাসা হইবে। [illegible] তাঁহার সহিত যোধপুর ও কুচবিহারের মহারাজ [illegible] নবাব প্রভৃতি সাক্ষাৎ করিবেন।

আগ্রাস উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের রাজধানী হয়, তত্রত্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর [illegible] ইচ্ছা। তিনি [illegible] গবর্ণর জেনরলের সহিত আগ্রায় [illegible] পরামর্শ করিবেন।

[illegible] এ সেপ্টেম্বর অমৃতসরে ভয়ানক [illegible] হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে শিলাবৃষ্টি হইয়াছিল। [illegible] পড়িয়া [illegible]। এই ঝড় দেড় ঘণ্টার অধিক কাল [illegible]।

[illegible] অক্টোবর সোমবার লাহোরে একটী [illegible] হইয়া গিয়াছে। বর, কন্যা উভয়েরই [illegible] তেইস বৎসর।

[illegible] সহিত পাটনার কমিশনরের [illegible] ট্রেটমান বলেন এই কথাই [illegible] কালে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর [illegible]।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম কাশী রাজ [illegible] হইয়াছেন।

বৈষ্ণব মহারাজের মুক্তির জন্য বোম্বাই অঞ্চলের লোকে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া কেবল যে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন এমন নহে, তাহাতে তাঁহার দণ্ড বৃদ্ধি হইয়াছে। আদালত ইহাঁকে দুই বৎসর মেয়াদ দেন, গবর্ণমেণ্ট এই শাস্তি উপযুক্ত হয় নাই বিবেচনা করিয়া তাঁহার আর তিন বৎসর মেয়াদ বাড়াইয়া দিয়াছেন। ইহাকেই বলে "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।"

৬ ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার কলিকাতার সুকিয়া ষ্ট্রীটে একটী খুন হইয়া গিয়াছে। হত ব্যক্তির বয়ঃক্রম ১৮। ১৯ বৎসর, ইহার চরিত্র দূষিত ছিল। হত্যাকারী এপর্য্যন্ত ধৃত হয় নাই।

[illegible] ইন্‌ষ্টিটিউসনের জন্য যোধপুরের মহারাজ পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলসের পুত্রদ্বয় অষ্ট্রেলিয়া হইতে প্রতিগত হইয়া জাপানে গমন করিয়াছেন।

বাঁকিপুরে এক পারসী রমণী একটী অদ্ভুত সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। সন্তানটির কপালের মধ্যস্থলে একটি মাত্র চক্ষু এবং মস্তকের উপরে একটী শৃঙ্গ। ভূমিষ্ঠ হইবার কয়েক ঘণ্টার পর এই অদ্ভুত জীবের মৃত্যু হইয়াছে।

লার্ড রিপন সিমলা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন কালে চিতোরে গমন করিয়া উদয়পুরের মহারাণীকে গ্রাণ্ড কমাণ্ডার অফ ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া উপাধি প্রদান করিবেন।

বোম্বাই ও বরদা রেলওয়ের প্রধান কর্ম্মচারী [illegible] সাহেবের মধ্য ভারতে [illegible] হইতে গোয়ালিয়ার দিয়া কানপুর পর্য্যন্ত রেলওয়ে চালাইবার [illegible] হইয়াছেন।

[illegible] নামক স্থানে [illegible] শিবির লুঠ করিয়াছি, [illegible] মধ্যে এক জন [illegible] পড়িয়াছে। [illegible] নাম [illegible]। এ ব্যক্তি [illegible] পলায়ন করিতে পারে নাই। সে বলিতেছে যে ইংরাজ সৈনিক কর্ম্মচারীরা তাহাদের [illegible] ফাঁসী দিয়াছিল বলিয়া প্রতিহিংসার জন্য তাহারা এই রূপ লুঠ পাট করিয়াছে।

ছোট ছোট বালক বালিকার অঙ্গে অলঙ্কার পরাইয়া তাহাদিগকে একাকী বাটীর বাহিরে যাইতে দেওয়া যে কত অন্যায় তাহা নিম্নলিখিত হত্যাকাণ্ডে প্রকাশ পাইবে। শিবপুরের ঈশান চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নবম বর্ষীয়া একটী কন্যা ২৮ এ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার পর বাটীর বাহিরে গিয়াছিল। তাহার অঙ্গে কয়েক খানি অলঙ্কার ছিল। এক জন দস্যু তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার অলঙ্কারাদি লইয়া পলায়ন করিয়াছে। পরদিন তাহার মৃত দেহ নিকটস্থ একটী পুষ্করিণীতে পাওয়া গিয়াছে। হত্যাকারী এ পর্য্যন্ত ধৃত হয় নাই।

অনেকেই দেখিয়াছেন কলিকাতার মধ্যে ছোট ছোট গাড়িতে বসিয়া অনেক মুসলমান ভিক্ষুক ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। তাহার এক জন সহযোগী তাহাকে টানিয়া লইয়া যায়। এই সকল ভিক্ষুকেরা এইরূপ ভাণ করে যেন তাহাদের চলৎশক্তি নাই। সম্প্রতি এক জন এইরূপ ভিক্ষুক চৌরঙ্গী রাস্তা দিয়া ভিক্ষা করিতে যাইতেছিল। এমন সময়ে একটী ক্ষিপ্ত ঘোড়া বন্ধন ছিড়িয়া হঠাৎ তথায় আসিয়া পড়ে। ভিক্ষুক যখন দেখিল যে ঘোড়া তাহার উপর আসিয়া পড়িতে পারে তখন প্রাণ ভয়ে এক লম্ফ দিয়া গাড়ি হইতে বাহিরে আসিয়া পড়িল ও অপরাপর লোকের অপেক্ষা অধিকতর দ্রুতবেগে দৌড়াইয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিল।

জাপান গবর্ণমেণ্ট কৃষি বিভাগ স্থাপন করিবার মানস করিয়াছেন। কৃষিবিভাগ এই কয়েকটী বিষয়ে মনোনিবেশ করিবেন ১। জাপানে কিরূপ কৃষিকার্য্য চলিতেছে, তাহার বিবরণ সংগ্রহ করা। ২। এক স্থানে হইতে স্থানান্তরে বীজ আদান প্রদান করা। ৩। বৃক্ষ লতাদির সার প্রস্তুত ও বিতরণ করা, ও তাহার উপায় উদ্ভাবন করা। ৪। ভক্ষ্য মৎস্যের অনুসন্ধান, ও তাহা যে যে স্থানে সুবিধামত রাখা যাইতে পারে তাহার অনুসন্ধান ও তত্ত্বাবধারণ করা। ৫। যে যে ব্যক্তি কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিতে পারিবে তাহাদিগকে উৎসাহ ও পুরস্কার দেওয়া। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ কি এ সকল বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবেন না?

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৭ ই সেপ্টেম্বর ১৮৮১। হাবড়ার প্রাতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মি, ই, নকলাণ্ড গত ৯ ই সেপ্টেম্বর নিজ কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

২০ এ সেপ্টেম্বর। নওয়াখালির ফেনিনদী বিভাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শ্যামাচরণ মিত্র ঐ জেলার সদর বিভাগে বদলী হওয়াতে সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দেওঘরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু চন্দ্রনাথ গুপ্ত ফেনিনদী বিভাগে বদলী হইলেন।

২১ এ সেপ্টেম্বর। ময়মনসিংহের প্রাতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, সি, প্রাইস ১৬ ই জুলাই নিজ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

হাবড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভগবানচন্দ্র বসু এক মাসের ছুটী পাইলেন।

মিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও বলশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধসকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।
কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ।

ধাত্রী।

শ্রীমতী দেবী নিতম্বিনী চট্টোপাধ্যায় ১০৮ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের

আবিষ্কৃত ও দশ বার বৎসরের পরীক্ষিত;

অব্যর্থ মহৌষধগুলির প্রথম হইতে কোন বিশেষ নাম ছিল না, কিন্তু প্রচারক একালাবধি ইহাদিগকে শত-সহস্র গুণে শুভ ফলদায়ক দেখিয়া আসিতেছেন বলিয়া এক্ষণে ইহাদিগের শিবাক্ষয় নাম দিয়া প্রচার করিতেছেন।

"শিবাক্ষয়" চূর্ণ অর্শ রোগের; "শিবাক্ষয়" তৈল ঘায়; "শিবাক্ষয়" ঘৃত গর্ম্মি ঘটিত শরীরস্থ পারা-নাশক, "শিবাক্ষয়" রেণু, ধাতুর ব্যামোহের, "শিবাক্ষয়" বটিকা, দদ্রুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ ঐদিগের মূল্য ও অন্যান্য নিয়ম সাধারণের সুবিধার কারণ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, প্রত্যেচ্ছু ব্যক্তিগণ এক আনার টীকিট সহিত নিম্ন ঠিকানা মতে পত্র পাঠাইলেই সকল জানিতে পারিবেন।

এই সকল রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ যদ্যপি অচিরাৎ পীড়ার যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই সকল ঔষধ ব্যবহার করুন। যিনি, না করিবেন, তাঁহার গ্রহ সুপ্রসন্ন নহে বলিতে হইবে।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়
সারদাবি পুস্তকালয়
৩৩৭ নং চিৎপুর রোড
গরাণহাটা কলিকাতা।

পাইকপাড়া নর্সারী।

বীজ, বীজ, বীজ।

সম্প্রতি আমেরিকা হইতে কপি, বিট, গাজর, মটর, শালগম প্রভৃতি নানাবিধ শবজী ও বহু প্রকার মনোহর ফুলের বীজ আনীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বহুতর ফুল ও ফলের কলমের চারাও বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। উদ্যান কার্য্যে ব্যবহার্য্য বিলাতী অস্ত্র ও চীনের পটও এখান হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। কৃষি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত প্রায় তিন বৎসর হইল, এখান হইতে "কৃষিতত্ব" নামে এক খানি মাসিক পত্র নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। যাবতীয় প্রধান প্রধান ইংরাজী ও বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের নিকট কৃষিতত্ব বিশেষ আদৃত। উহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য বা চাঁদা ডাকমাসুল সমেত ৩।৵০। বীজ ও গাছের পৃথক পৃথক ক্যাটেলগ মুদ্রিত আছে। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় আমাকে পত্র লিখিলে জানিতে পারা যায়। ৪০ রকমের সবজীর প্যাকেটের দর ৫ টাকা। ২০ রকমের ফুলের বীজের জন্য ৩ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়া বিক্রয় হইতেছে।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সারী কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর,শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ ম্যানেজ্র ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

—:০:—

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল ১৮৮১। শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথাঃ—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্ব প্রকার ঘুরঘুরে ঘা, ফোস্কা ঘা, আবের ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, ডুবা ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোস পাঁচড়া, ছিঁড়িয়া, ছড়িয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, দুষ্টব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোষ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) ফিক্‌বেদনা, সর্ব্বপ্রকার পাবার ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাঁউড় ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

বুক এণ্ড মরে

৫৫ টাকা মূল্যের ইংলিস-ওয়াচ।

কলে প্রস্তুত করা এবং লিভার স্কেপমেণ্ট সহিত। হণ্টিং অথবা গার্ডস এই দুই প্রকার আকারে প্রস্তুত হয়। যত প্রকার ঘড়ি আছে সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা অধিক দিন স্থায়ী এবং ঠিক চলে। এই ঘড়ির চলিবার কল সকল ইংরাজ কারিকর দ্বারা নির্ম্মিত। ইংরাজী কেসে আমেরিকান অথবা জেনেভা কল যেমন থাকে, ইহা সেরূপ নহে।

সোণার হণ্টিং ইংলিস ওয়াচ

মূল্য ১৮০ টাকা।

শক্ত এবং পরিষ্কার কেসে, (সাধারণতঃ) ম্যাক কেও আকারের।

রেলওয়ে গার্ডস কী-লেস ওয়াচ।

শক্ত এবং ঠিক চলা বিষয়ে সকল ঘড়ি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৫ টাকা। যে সে রূপে ব্যবহার করিলেও নষ্ট হইবে না।

বেসিং ক্রনোগ্রাফস। পিতল এবং নিকল কেসে মূল্য ৩৮ হইতে ৭০ টাকা।

উত্তম পরকোলা যুক্ত চসমা ও নিউটাল বং-বিশিষ্ট আই প্রিজার্ভার মূল্য ১।০ ও তদোধিক মূল্যে।

সরঞ্জাম সহিত ইলেকট্রিক বেল মূল্য ২০ টাকা।

মেরামত।

ওয়াচ, কক, রাসায়নিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র যত্নের সহিত গৃহীত হইয়া থাকে।

ব্রাক এণ্ড মরে ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়ায় ৫০ বৎসর এই সকল কাজ করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন ; এই জন্য লোকের এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেখাইতেছেন।

ব্রাক এণ্ড মরে ৮।১ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়—ভমুয়া রাজবাটী		১০
" কুমার প্রমথনাথ মালিয়া—সেহার্ড শোল		১০
" বাবু কানাইলাল নিয়োগী—দক্ষিণেশ্বর		১০
" " গঙ্গানারায়ণ প্রধান—কুকুড়াহাটী		১০
" " প্যারিমোহন বড়ুয়া—বড়বাজার		১০
" " রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়—নবাবগঞ্জ		৭
" " শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—জয়নগর		৭
" " প্রতাপচন্দ্র ঘোষ—খাটগুলা		৭
" " কার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—মুড়াগাছা		৭
শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রতাপকাটি গ্রাম		৫
" " বিপিনবিহারি ঘোষ—বাচামারি		৫
" " শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী—বারুইপুর		৫
" " শশিভূষণ শেঠ—বড়বাজার		৫।।০
" " বেণীমাধব আঢ়্য—ভবানীপুর		৫।।০
" " রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ—সভাবাজার		৫
" " সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়—বড়বাজার		৫।।০
" " মদনগোপাল মল্লিক—পাথুরেঘাটা		৫
" " রামগোপাল ঘোষ—বড়বাজার		৫।।০
" " রাখালদাস মণ্ডল—মানকাই		৭
মুন্সি গোলাম আলী মিঞা চৌধুরী চাটুরিয়া		১০
মুন্সি মহম্মদ হামেদ—ছাতিল গ্রাম		৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে উহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৴০ দুই আনা তাহার পর ৵০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইতে চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৫ শ ভাগ । " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " ৪৮ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত [illegible] টাকা । মাসিক মূল্য ১ এক টাকা । | ১২৮৮ সাল । ৯ ই কার্ত্তিক । ইং ১৮৮১ । ২৪ এ অক্টোবর । | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৩॥০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র ।

বিজ্ঞাপন ।

বিতরণ ! বিতরণ !!

যাঁহারা বাস্তবিক অর্থাভাবে কপি প্রভৃতি বীজ খরিদ করিয়া চাস করিতে অসমর্থ, এরূপ ব্যক্তিগণ বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণসহ প্রার্থী হইলে, বিনা মূল্যে এখান হইতে বাঁধা, ফুল, ওল প্রভৃতি কপির বীজ পাইতে পারেন দেশ মধ্যে যাহাতে কৃষি কার্য্যের উন্নতি হয়, পাইকপাড়া নর্সরির ইহাই এক মাত্র উদ্দেশ্য, বিদেশীয় দরিদ্রদিগকে ডাকের খরচ পর্য্যন্ত দিতে হইবে না ; আমরা নিজ ব্যয়ে উহা ডাকে পাঠাইয়া দিব ।

পাইকপাড়া নর্সারি কলিকাতা পোষ্ট অফিস । } শ্রীনন্দগোপাল চট্টোপাধ্যায় । ম্যানেজিং প্রোপাইটর ।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ দ্বাদশ সংখ্যা ।

কল্পদ্রুমের তৃতীয় ভাগের দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাতে [illegible] দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, সংস্কৃত গ্রন্থে যবন শব্দে কাহাকে বুঝায়, বিধবা রমণী, সংস্কৃত লিপিকাল সম্বন্ধে মোক্ষমূলারের মত ও তাহার খণ্ডন, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি ? মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, বৈজ্ঞানিক কৌতুক এই ৯টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে । ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা । গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন । অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না ।

গোবীজে টীকা ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, বঙ্গদেশীয় গোবীজে টীকা দিবার আইন নামে ১৮৮০ অব্দে যে ৫ আইন হয়, তাহা কলিকাতার উপনগর-সকলে জারী হইয়াছে। ঐ সকল উপনগরে বলপূর্ব্বক টীকা দিবার বন্দোবস্তও করা হইয়াছে। প্রতি-পুলিষের আড্ডার সুবিধামত স্থানে টীকা দিবার আড্ডা সকল খোলা হইয়াছে, এবং নিম্নলিখিতরূপে টীকাকারদিগের উপস্থিত হইবার দিবস ও সময় নিরূপিত হইয়াছে ।

প্রাতঃকাল ৭॥০ হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ১৫ই অক্টোবর হইতে ১৫ই মার্চ্চ এবং প্রাতঃকাল ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত এই নিয়মে চলিবে ।

পুলিস	স্থান	ঠিকানা	উপস্থিত
১ কাশীপুর	উত্তর সুবর্ব্বন হ[illegible]	[illegible] নং ৭৬ কাশীপুর	[illegible]ঙ্গল, বৃহস্প[illegible] শনি
২ চিৎপুর	ঐ	[illegible] ৪৷	সোম, বুধ শুক্র
৩ উল্টাডিঙ্গি	লাগেছিয়া রাস্তা		সোম, বুধ, শুক্র
৪ মাণিকতলা	এ মাণিকতলা		মঙ্গল, বৃহস্পতি, শ[illegible]
৫ বেলিয়াঘাটা	নারিকেলডাঙ্গা প্রধান		সোম, বুধ, শুক্র
৬ ইটালি	[illegible]		[illegible]
৭ [illegible]	[illegible]		[illegible]
৮ [illegible]	[illegible]		[illegible], বৃহস্পতি, শনি
৯ [illegible]	[illegible]		[illegible], শুক্র
ভবানীপুর	[illegible]	[illegible] রসা রাস্তা	মঙ্গল বৃহস্পতি, শনি
আলিপুর	আলিপুর [illegible]	[illegible]	সোম [illegible], শুক্র
একবালপুর	নং [illegible]		শনি
গুবাটগঞ্জ			মঙ্গল [illegible]স্পতি শনি
গার্ডেনরিচ	[illegible]নরিচ		সোম [illegible] শুক্র

যে সকল ব্যক্তি টীকার খরচ দিতে অশক্ত, তাহারা উল্লিখিত আড্ডা সকলের যে কোন আড্ডায় উপস্থিত হইলে তাহাদিগের নিকট হইতে খরচ না লইয়া টীকা দেওয়া যাইবে । আর যে সকল ব্যক্তির টীকা দিবার সঙ্গতি আছে, তাঁহারা নিজ গৃহে টীকাদার লইয়া টীকা দিবার ইচ্ছা করিলে টীকাদার পাইতে পারিবেন । যে সকল ব্যক্তিকে টীকা দেওয়া হইবে, তাহার প্রত্যেকের প্রতি চারি আনা করিয়া দিতে হইবে ।

কলিকাতা উপনগরের মিউনিসিপাল আপিস আলিপুর ২৫ এ সেপ্টেম্বর ১৮৮১ । } আর, সি, ইবেন্স সহকারী সভাপতি ।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা ।

পাঠক মহাশয় !

" রাজকন্যার কাহিনী অতি অদ্ভুত, এতে না আছে এমন ব্যাপারই নাই । সমুদ্রমন্থনে যেমন অমৃত, হলাহল, লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভমণি প্রভৃতি কত রকমের কত পদার্থ উঠেছিল, এই [illegible] কাণ্ডের মধ্যেও সেইরূপ নানা ব্যাপার, নানা ঘটনা নানা কারখানা দেখিতে পাবেন । শরৎকালের মেঘগর্জ্জনের ন্যায় বৃথা বাকাড়ম্বর করার [illegible] ফল নাই । বিজ্ঞাপনে সকল বিষয় লিখিতে [illegible] গল্প মাটি হয়, সেই অনুরোধে এখন পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় হই---পুনশ্চঃ---

" ব্রাহ্মকন্যার পুথি "—অদ্ভুত ব্যাপার !!

যোগ জ্যোতিষ গণন, যোগ সিদ্ধকরণ, ভূত সিদ্ধ করণ, মনস্কামনাপরীক্ষাকরণ, মৃত্যুপরীক্ষাকরণ, মিলনপরীক্ষাকরণ, বিদ্যাপরীক্ষাকরণ, বিবাহ-পরীক্ষাকরণ, মন্ত্রপরীক্ষাকরণ, বাক্যপরীক্ষাকরণ, বিপদ পরীক্ষাকরণ, বিশ্বাসপরীক্ষাকরণ, যুদ্ধপরীক্ষা করণ, ধনপরীক্ষাকরণ, গর্ভপরীক্ষাকরণ, সন্তান পরীক্ষাকরণ, পরমায়ুপরীক্ষাকরণ জগতের যাবতীয় কার্য্যপরীক্ষাকরণ:—

যদি কোন বঙ্গীয় পাঠক মহাশয়! আমাদের এই গ্রন্থের বিষয়গুলি অলীক ভাবিয়া পাঠ না করেন, তাঁহাকে সবিনয়ে আমাদেরও এই আবেদন তিনি দুই এক খণ্ড পাঠ করিয়া দেখুন। আমরা অনেক পরিশ্রমে, অনেক কষ্টে অনেক উৎসাহে অনেক ব্যয়ে এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছি:—

যাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা কার্য্যালয়ে পত্র লিখিলে পুস্তক পাইবেন, (দ্বাদশ খণ্ডের) মূল্য মায় রাহা খরচ ১৸৵০ আনা, প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ।০ আনা মাত্র।—

প্রকাশক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।

কলিকাতা নর্থসুবর্দ্ধন টালা ২ নং কার্য্যালয়।

প্রেরিতপত্র।

কিছু দিন হইল তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা সম্পাদকের নিকট আমি কএকটী প্রশ্ন পাঠাইয়াছিলাম, তিনি তাহা এবং তাহার উত্তর উক্ত পত্রিকায় প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত উত্তরে আমি সন্তুষ্ট না হইয়া আমার যথা বক্তব্য পুনরায় লিখিয়া পাঠাইয়া দিই। এবারে সম্পাদক মহাশয় না আমার পত্রখানি, না তাহার উত্তর—ইহার কিছুই প্রকাশ করেন নাই। তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকাখানি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে, সুতরাং ইহার মধ্যে যে কিছু মতামত প্রকাশিত হয়, তাহা অবশ্যই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুমোদনীয় বলিয়া বিশ্বাস করিতে সাধারণ লোকের বিলক্ষণ অধিকার আছে। অতএব আমার প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং তদ্বিরুদ্ধে আমার অভিপ্রায়ই বা কিরূপ তাহা সাধারণকে জ্ঞাত করিবার জন্য আমার সে প্রশ্নগুলি, তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক প্রদত্ত তাহার উত্তর এবং আমার শেষ পত্র যাহা তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হয় নাই, পশ্চাতে লিখিত হইতেছে, আশা করি সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় তাহা সোমপ্রকাশে প্রকাশিত করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

প্রশ্ন ও উত্তর।

ঘোর পৌত্তলিক বৃদ্ধ পিতা মাতা। পুত্র ও পুত্রবধূ ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা। বৃদ্ধ পিতামাতার এমন শক্তি নাই যে, তাঁহারা তাঁহাদের নিজের জন্য অন্ন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারেন; তাঁহাদের এমন সামর্থ্যও নাই যে, তজ্জন্য অন্য কোন লোক নিযুক্ত করেন, সুতরাং পুত্র ও পুত্রবধূ তাঁহাদের একমাত্র ভরসা স্থল। কিন্তু পুত্র ও পুত্রবধূ ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহারা জাতিভেদ স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁহারা যদি ভিন্ন জাতির অন্ন গ্রহণ করেন, ভিন্ন জাতির সহিত পুত্র কন্যাদিগের বিবাহ দেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই বৃদ্ধ পিতা মাতা তাঁহাদের অন্ন গ্রহণ করিবেন না। এরূপ স্থলে কি করা কর্ত্তব্য? আহারাভাবে পিতামাতাকে মরিতে দেওয়া উচিত, অথবা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে জাতিভেদ রক্ষা করিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

উত্তর।—বিশ্বাস ও সত্য বিরুদ্ধ আচরণ কোন অবস্থাতেই কর্ত্তব্য নহে। উক্ত পুত্র ও পুত্রবধূ যদি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া অন্ন জল দিতে অসমর্থ হন, তখন কি কেহ অন্ন জল দিল না বলিয়া দোষারোপ করে? পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে অন্ন জল দেওয়া যেমন শরীর সম্বন্ধে অসম্ভব, তাহার সাধ্য নাই—সুতরাং অকরণে নিন্দা নাই, তেমনি ধার্ম্মিকের পক্ষে বিশ্বাস বিরুদ্ধ আচরণ করা আধ্যাত্মিকভাবে অসম্ভব; তাহার সাধ্য নাই সুতরাং অকরণে নিন্দা নাই। পক্ষাঘাত হইলে যদি কোন উপায় হয় এরূপস্থলেও হইবে।

প্রভু পৌত্তলিক, ভৃত্য ব্রাহ্ম। প্রভু ভৃত্যকে স্নানাদি করিয়া দেবালয় পরিষ্কারাদি করিতে, পুষ্প প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে অনুমতি করিলেন। ভৃত্যের সে আদেশ পালন করাতে কোন দোষ হইতে পারে কি না? যদি দোষ হয়, তবে দেব পূজার উদ্দেশে কোশাকুশি প্রভৃতি ক্রয় করিতে গেলে ব্রাহ্মদোকানদার তাহা বিক্রয় করিলে কেন না অপরাধী হইবেন?

উত্তর।—প্রভু জাতিভেদ মানেন না, ভৃত্য জাতিভেদ মানে। প্রভু যদি তাহাকে মুসলমান পাচকের হস্তে আহার করিতে আদেশ করেন সে ব্যক্তি করিতে বাধ্য কি না? তৎক্ষণাৎ ভৃত্যগণ কি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যায় না? প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধের মূলে এই কথা থাকে যে, প্রভু তাহার বিবেকবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে বলিবেন না, যদি বলেন তবে সে পদ ত্যাগ করিবে, তথাপি সেকার্য্য করিবে না। এ ঘটনাও নূতন নহে। এমন কি যদি এমন কোন কার্য্য হয়, যাহাতে যোগ দিলে বিবেকবিরুদ্ধ আচরণ করিতে হয়, তাহা হইলে রাজকর্ম্মচারিগণও পদ ত্যাগ করিয়া থাকেন, এরূপ ঘটনা সর্ব্বদা হইতেছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক বিজয় বাবু ও রামকুমার বাবু প্রভৃতিকে "পণ্ডিত" বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, "পণ্ডিত" রামকুমার বিদ্যারত্ন বলা হয় কেন? তাঁহারা সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া যদি তাঁহাদিগকে "পণ্ডিত" বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা হয় তবে জিজ্ঞাস্য এই, সংস্কৃতভাষা ও হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ কায়স্থ প্রভৃতি কুলোদ্ভব বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতিকে "পণ্ডিত" বলা হয় না কেন?

উত্তর।—ব্রাহ্মণবংশোৎপন্ন সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে পণ্ডিত বলিবার প্রথা আছে বলিয়াই বলা হয়। বিশেষ কোন গুরুতর কারণ নাই।

ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে মফস্বলের ব্রাহ্মেরা যথাসাধ্য গরিব দুঃখীদিগকে অন্ন প্রভৃতি দান করিয়া থাকেন, কিন্তু কলিকাতার ব্রাহ্মদিগকে তাঁহাদের নিজের আহারের বন্দোবস্ত ব্যতিরেকে কখনই গরিব দুঃখীদিগের আহারাদির কোন বন্দোবস্ত করিতে দেখা যায় না কেন? কলিকাতায় গরিব দুঃখীর সংখ্যা অধিক সত্য এবং সেই জন্য তাহাদিগকে দান করিতে হইলে ব্যয় বাহুল্যও হইবে সত্য; কিন্তু গরিব দুঃখীর সংখ্যা যেমন অধিক, তেমনই মফস্বলের ব্রাহ্মসংখ্যা অপেক্ষা কলিকাতার ব্রাহ্মসংখ্যাও ত অধিক আছে; সুতরাং মফস্বল অপেক্ষা কলিকাতায় অধিক আয়েরও সম্ভাবনা আছে; তাই জিজ্ঞাসা করি, কলিকাতার ব্রাহ্মেরা উৎসবোপলক্ষে দুঃখী প্রাণীকে এক মুষ্টিও অন্ন দান করা কর্ত্তব্যের মধ্যে কি গণ্য করেন না?

উত্তর।—এরূপ দান করা অনেকের মতবিরুদ্ধ, কারণ অনেক অসৎ লোক প্রতারণাপূর্ব্বক দান গ্রহণ করে। বিশেষতঃ তদ্দ্বারা কাহারও বিশেষ লাভ হয় না। তদপেক্ষা পরোপকারের স্থায়ী উপায় সকল অবলম্বন করা শ্রেয় বলিয়া মনে করেন।

আজ কাল কেশব বাবু ও তাঁহার শিষ্যেরা যে ভাবে উপাসনাদি করিতেছেন, হিন্দুরাও কি প্রায় সেই ভাবে উপাসনাদি করেন না? যদি তাহা করেন, তবে কেশব বাবু প্রভৃতিকে আপনারা যখন ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, তখন হিন্দুদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার না করিবার কারণ কি?

উত্তর।—আমরা আর তাঁহাদিগকে ব্রাহ্ম বলি না। তাঁহাদের কার্য্যকে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য মনে করি না। এই জন্যই তাঁহাদিগকে নববিধানী বলিয়া থাকি এবং তাঁহাদের কার্য্যের সংবাদ অপরাপর সংবাদের মধ্যে দিয়া থাকি।

কেহ যদি গমনাগমনের পাথেয় দিলেন অথবা নিমন্ত্রণ করিলেন তবেই প্রচারক মহাশয়েরা তাঁহাদের নিকট ধর্ম্ম প্রচারার্থে গমন করেন, নতুবা অন্য কোথাও যাইতে অধিকাংশ প্রচারককে দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ প্রচার প্রণালীকে কি প্রকারে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলা যাইতে পারে? খ্রীষ্টান মিশনরিরা বিনা আহ্বানে দেশের সর্ব্বস্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন এবং তাহাই সঙ্গত ও ফলপ্রদ বলিয়া বোধ হয়। আমরা জানিতে ইচ্ছা করি, ব্রাহ্মপ্রচারকেরা সেরূপ প্রচার প্রণালী অবলম্বন করেন না কেন। তাঁহারা বম্বে যান, ঢাকায় যান, পঞ্জাবে যান, কিন্তু কলিকাতা হইতে ১৫। ২০ ক্রোশ দূরে এমন সকল গ্রাম আছে, যেখানকার লোকেরা এখনও ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম গন্ধ শ্রবণ করে নাই। ইত্যাদি।

উত্তর —একেবারেই যে নিমন্ত্রণের পত্র না পাইলে যান না এরূপ নহে। তবে প্রচারক সংখ্যা এক্ষণে অল্প হওয়াতে যে সকল স্থান হইতে তাঁহারা নিমন্ত্রিত হন, তাহারই সকল স্থানে যাইতে পারেন না; অনেককে নিরাশ হইতে হয়। প্রচারক সংখ্যা যখন অধিক হইবে তখন আশানুরূপ ফল দৃষ্ট হইবে।

আমার শেষ পত্র।

(আমি মূল পত্রখানির প্রতি লিপি রাখি নাই। সুতরাং যাহা লিখিত হইল ইহা তাহার অবিকল নকল নহে। দুই এক স্থান ইচ্ছা করিয়া পরিবর্ত্তন করিয়াও দিয়াছি।)

আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই যে, যদি ব্রাহ্ম পুত্র ও পুত্রবধূর সম্মুখে পৌত্তলিক বৃদ্ধ পিতা মাতা অন্নজলাভাবে প্রাণত্যাগ করেন তাহাও শ্রেয়, তথাপি ভিন্ন জাতির অন্নজল গ্রহণ হইতে বিরত হওয়া উচিত নহে। কারণ তাহাতে বিরত হইলে ব্রাহ্মের পক্ষে বিশ্বাস বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে। আপনার এ লেখাটি ধর্ম্মের কথা অথবা অধর্ম্মের কথা হইয়াছে আপনি তাহা আর একবার বিবেচনা করিয়া দেখেন ইহা একান্ত প্রার্থনীয়। যে যাহা বিশ্বাস করে, সে তৎক্ষণাৎ তদনুসারে কার্য্য না করিলেই যে, সে বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ বা কপটাচরণ করিল এমন কথা বলা সঙ্গত নহে। আমি বিশ্বাস করি, গরিব দুঃখীদিগকে দয়া করা, তাহাদের উপকার করা ধর্ম্ম, কিন্তু সম্পূর্ণ অক্ষম বলিয়া আমি তাহাদের উপকার করিতে পারিলাম না বলিয়া আমি কপট হইলাম বা বিশ্বাস বিরুদ্ধাচরণ করিলাম এ কথা বলা সঙ্গত নহে। আপনি বিশ্বাস করেন সংসারের সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন হওয়া, তাঁহাতে আত্মা মন সমর্পণ করা আর তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। কিন্তু উপাসনা কালে সহস্র সহস্র বিষয়চিন্তা আসিয়া আপনার মনকে আকুলিত করিয়া ফেলিতেছে বলিয়া, কার্য্য কালে আপনি সহস্র সহস্র অকার্য্য করিয়া ফেলিতেছেন বলিয়া আপনি কপটাচরণ বা বিশ্বাস বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন এমন বলা যায় না। যদি ইহাকে বিশ্বাস বিরুদ্ধাচরণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে, বিশ্বাস বিরুদ্ধাচরণ না করা মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব নহে, ঈশ্বর মনুষ্যকে এমন শক্তি দেন নাই যে, সে সমস্ত কার্য্য তাহার বিশ্বাসানুসারে করিতে পারে। যাহা ঈশ্বর দেন নাই, যাহা হইবার নহে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার কল্পনা কেবল কল্পনা মাত্র বলিতে হইবে। বাস্তবিক বিশ্বাসানুসারে সকল কার্য্য করিতে সক্ষম না হইলে যদি কপট বলিয়া পরিগণিত হইতে হয় তাহা হইলে আমি কপট, আপনি কপট —সকলেই কপট। দেখুন, আপনি জাতিভেদ স্বীকার না করিয়াও, সকল নরনারী ঈশ্বর সম্বন্ধে ভ্রাতা ও ভগিনী জানিয়াও এ পর্য্যন্ত নিজ পুত্রকন্যাদিগের চামার, ডোম, ফিরিঙ্গিদিগের সহিত বিবাহ দিতে পারিলেন না। চামার ডোমদিগের মধ্যে সুপাত্র ও পাত্রীর অসদ্ভাব থাকিতে পারে; কিন্তু ফিরিঙ্গি, সাহেব, মুসলমান সম্বন্ধে ওকথা বলিয়া পার পাইবার ত যো নাই! এ সকলের বেলা ব্রাহ্মদিগের কপটাচরণ ও বিশ্বাস বিরুদ্ধাচরণ হয় না, আর যেখানে পরমারাধ্য পিতা মাতার প্রাণ রক্ষা লইয়া কথা, কেবল সেই খানেই বিশ্বাস বিরুদ্ধাচরণের দোহাই দিয়া তাঁহাদের গলায় পা দিয়া বধ করিবার ব্যবস্থা!!! আমি যেমন বিশ্বাস করি, সকল নরনারী ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার ভ্রাতা ও ভগিনী, আমি তেমনই ইহাও বিশ্বাস করি, পিতা মাতার সেবা করা, তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা করা প্রত্যেক পুত্র কন্যার পরম ধর্ম্ম। আমি যদি এই পরম ধর্ম্ম পালন করিবার জন্য আপাততঃ ভিন্ন জাতির অন্ন গ্রহণ না করি, আমি যদি সরলভাবে বলি, "আমি জাতিভেদ স্বীকার করি না সত্য কিন্তু পিতা মাতার প্রাণ রক্ষার জন্য আপাততঃ ভিন্ন জাতির অন্ন গ্রহণ করিতে সক্ষম নহি, কারণ তাহা করিলে তাঁহারা আমার চক্ষের সম্মুখে ছটফট করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন।" তাহা হইলে আমি কেন কপট বলিয়া বিবেচিত হইব? শরীরে পক্ষাঘাতের ন্যায় আত্মায় পক্ষাঘাত হইয়াছে মনে করিয়া বিষয় চিন্তা হইতে বিরত হওয়া যেমন মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব, তেমনিই আমি ধার্ম্মিক, অতএব বিশ্বাস বিরুদ্ধাচরণ করা আধ্যাত্মিক ভাবে আমার পক্ষে অসম্ভব, এরূপ মনে করিয়া যাহার শরীরে এক বিন্দু মাত্রও মনুষ্য শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, সে কখনই উল্লিখিতরূপ বিশ্বাস বিরুদ্ধাচরণের দোহাই দিয়া কখনই স্বচক্ষে পিতা মাতার প্রাণ বিনাশ দেখিতে পারে না। ইহা একটী চিরপ্রসিদ্ধ সত্য যে, যেখানে দুটী বিভিন্ন কর্ত্তব্যের বিরোধ উপস্থিত হয়, সেখানে যেটী গুরুতর কর্ত্তব্য অগ্রে সেইটী পালন করাই সর্ব্ববাদিসম্মত। ভিন্ন জাতির অন্ন গ্রহণ করা অপেক্ষা পিতা মাতার প্রাণ রক্ষা করা যে গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা বোধ হয় সকলেই বলিবেন। যাহা হউক আমার বিবেচনায় যে ধর্ম্মে বিশ্বাস বিরুদ্ধাচরণের দোহাই দিয়া পিতা মাতার প্রাণ বিনাশের অনুমোদন করে, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে, পিশাচধর্ম্ম, যত শীঘ্র তাহা ভূমণ্ডল হইতে বিদূরিত হয় ততই মঙ্গলের বিষয়।

আপনি মূলেই আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই। পৌত্তলিক প্রভুর দেবপূজার জন্য ব্রাহ্মভৃত্য পুষ্পাদি সংগ্রহ করিয়া দিলে অপরাধী হইবেন কি না? ইহার উত্তরের প্রয়োজন। যদি অপরাধী হন, তবে যে সকল ব্রাহ্ম দোকানদার দেবদেবী নির্ম্মাণের এবং তাহাদের পূজার উপকরণাদি বিক্রয় করেন, অথবা যে সকল ব্রাহ্ম উকীল ব্যারিষ্টার দেবদেবীর ভূসম্পত্তি প্রভৃতির পক্ষ সমর্থন করেন অথবা যে সকল ব্রাহ্ম ইঞ্জিনিয়ার মন্দির, মসজিদ, চর্চ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন তাঁহারাও অপরাধী বলিয়া পরিগণিত হইবেন কি না? এ প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া আবশ্যক।

ইনি কায়স্থ, উনি ব্রাহ্মণ, তিনি চামার—এরূপ নির্দ্দেশ জাতি বা বর্ণভেদ জ্ঞাপক ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু ব্রাহ্মেরা জাতিভেদ স্বীকার করেন না, বিশেষতঃ তাঁহাদের মধ্যে যখন চামারে ব্রাহ্মণে, হাড়িতে কায়স্থে, মুসলমানে বৈদ্যতে বিবাহ হইবে তখন ইনি ব্রাহ্মণ, উনি কায়স্থ এ কথা বলিবার আর অবসর থাকিবে না। যথার্থ কথা বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে, ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি বর্ণ ভেদ শীঘ্র রহিত হয় ইহাই ব্রাহ্মদিগের পক্ষে প্রার্থনীয়। অতএব এরূপ স্থলে যিনি ব্রাহ্মণ কুলোৎপন্ন হইবেন আর সংস্কৃত জানিবেন কেবল তাঁহাকেই "পণ্ডিত" বলিব, আর যিনি অন্য কোন কুলোৎপন্ন হইবেন তিনি উত্তম সংস্কৃত জানিলেও তাঁহাকে "পণ্ডিত" বলিব না, ব্রাহ্মদিগের পক্ষে এরূপ নিয়ম করা কি শোভা পায়? ইহা দ্বারা কি জাতিভেদের প্রশ্রয় দেওয়া বা তাহার পক্ষ সমর্থন করা হইবে না?

আমার চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে আপনি কলিকাতার ব্রাহ্মদিগের পক্ষ হইয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা পাঠ

এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসিদের হৃদয়ে দারুণ বিদ্বেষ ভাবের বীজ রোপণ করিয়া দিতেছেন। তাঁহারা অনবধানতা প্রযুক্ত জাতীয় বৈর জন্মাইতেছেন। বেহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এই প্রকার ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে যে, সেখানে তদ্দেশবাসী ভিন্ন অন্য কেহ গবর্ণমেণ্টের আফিসে কর্ম্ম পাইবেন না। বুঝিয়া দেখুন, এই আজ্ঞার পরিণাম ফল কখনই হিতকর হইতে পারে না। ইহা বঙ্গবাসী ও তত্তৎ স্থানের লোকের মনে কতদূর বিদ্বেষ ভাব জন্মাইবার কারণ হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। বলিতে কি, পরস্পর হিংসা ও শত্রুতা করিতে শিখিবার ইহা একটী প্রধান কারণ হইয়াছে। কালক্রমে ভারতবর্ষের সমস্ত জাতি পরস্পর পরস্পরের দুঃখে কাতর হইবে, পরস্পর পরস্পরকে স্নেহ মমতা করিবে সে আশা এক কালে বিনষ্ট হইতেছে। বিদ্যা শিক্ষা করিয়া সভ্য ভব্য হইয়া কোথায় ভারতবর্ষবাসিরা এক প্রাণ হইয়া এক প্রাণে এক মনে এক সদনুষ্ঠানে উদ্যোগী হইয়া দীন হীন দুঃস্থ ভারতের কষ্ট মোচন করিবেন, না রাজপুরুষেরাই সচেষ্ট হইয়া সে আশালতা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেছেন। এ প্রকার নিয়ম প্রকাশ করা কাপুরুষতা মাত্র, তাহাতে সদ্বিবেচনার লেশ মাত্র নাই। আবার এই নিয়ম পক্ষপাত ও অশেষবিধ দোষের পরিপূর্ণ। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট আফিসে বাঙ্গালীরা কর্ম্ম পাইবেন না, কিন্তু জিজ্ঞাস্য করি—ইউরেশিয়ান, ফরাসি, ফিরিঙ্গী ও অন্যান্য জাতি পাইবেন কেন? [illegible] খ্রীষ্টিয়ান বা [illegible] পাইবেন কেন? এটি কি পক্ষপাত [illegible] ভারতবাসী [illegible] কারণ [illegible] অনেক বৈসাদৃশ্য ঘটিয়াছে। ইংলণ্ডেও সে প্রকার বৈসাদৃশ্য আছে। [illegible] বৈসাদৃশ্য [illegible] জাতিগত ধর্ম্মগত বা বর্ণগত কোন বৈসাদৃশ্য দেখিয়া এক জাতির প্রতি [illegible] ভিন্ন [illegible] জন্মাইয়া দেওয়া [illegible] উচিত নহে। ভারতবর্ষবাসিগণ সকলেই এক রাজার প্রজা, অতএব তাহারা সকলে এক পরিবারের ন্যায় [illegible] সম্বন্ধে বাস করিবে, ইহাই প্রার্থনীয়। রাজার অধিকার মধ্যে সর্ব্বত্রই বাস করিতে পারিবে, সর্ব্বত্রই [illegible] করিবে, [illegible] উপদেশ দিয়া থাকেন। বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা ব্যবসায়ের নিমিত্ত বিদ্যা অথবা অন্য কোন কারণে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাস করিতে পারেন, এবং হিন্দুস্থানীরা বঙ্গদেশে বাস করিতে পারেন। [illegible] নানা স্থানের হিন্দুগণ [illegible] হইতে প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে বাস করিয়া আসিতেছেন। কাশী প্রয়াগ মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্রে অনেক বাঙ্গালী পাঁচ ছয় পুরুষ বাস করিয়া আসিতেছেন, বঙ্গদেশেও অনেক হিন্দুস্থানী আসিয়া কত পুরুষ বাস করিয়া রহিয়াছেন। এ প্রকার উপনিবেশের প্রথা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। উত্তর কালে আরও কত উপনিবেশ হইবে। কিন্তু তাঁহাদের [illegible] সন্ততিগণ কি গবর্ণমেণ্ট আফিসে কর্ম্ম পাইবেন না? এ নিয়মটী সত্বর রহিত করা অবশ্য আবশ্যক হইয়াছে, নতুবা দেশে দারুণ বিশৃঙ্খলা ঘটিবে এবং শান্তিরক্ষাও হইবে না।

হিন্দু ও মুসলমানে সময়ে সময়ে যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা কখন কখন লঘুচেতা নব্য [illegible] রাজপুরুষগণের অনাস্থা দোষে ঘটিয়া থাকে। সম্প্রতি মুলতানে যে ভয়ঙ্কর কাণ্ডটী ঘটিয়া গিয়াছে, তত্রত্য ডেপুটী কমিশনর শ্রীযুক্ত বো সাহেব পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ সতর্ক হইলে অনায়াসেই তাহার নিবারণ হইতে পারিত। মুলতান নগরে সর্ব্বশুদ্ধ ৪২৫০০ হাজার হিন্দু এবং ১৫০০০ হাজার মুসলমান। হিন্দুরা প্রায় সকলেই পরম বৈষ্ণব। ঐ নগরে প্রহ্লাদপুরী নামে একটী দেবমন্দির আছে। হিন্দুরা তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার উপাসক। গত ৪ ঠা আশ্বিন একাদশী গিয়াছে। হিন্দুগণ সে দিন উপবাসী ছিল। মুসলমানেরা নগর মধ্যে গোমাংস আনিয়া চীৎকার পূর্ব্বক হাঁকিতে লাগিল—"দুই পয়সা করিয়া সের।" ইহাতে হিন্দুগণ যৎপরোনাস্তি মনঃপীড়া পায়।

মুলতানের সর্ব্বত্র গোমাংস আনিবার বাক্যানুমতি ছিল না। নগরের বাহিরে একটী ফটক আছে, সেই দিকেই গোমাংস বিক্রীত হইত। ঐ দিকে হিন্দুরা কখন যাতায়াত করেন না। গত ১৬ ই সেপ্টেম্বর মুসলমানেরা চতুর্দ্দিকে গোমাংস বিক্রয় করিবার অনুমতি প্রার্থনায় বো সাহেবের নিকট আবেদন করে। তৎকালে কমিশনর সাহেব মফঃস্বল ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, বো সাহেব মুসলমানদের আবেদন মঞ্জুর করিয়া একবারও ভাবিলেন না; পরিণামে কি ঘটিবে [illegible] একবারও সে ভাবের উদয় হইল না। তিনি [illegible] চতুর্দ্দিকে সর্ব্বত্রই গোমাংস বিক্রয় করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

বঙ্গদেশে মুসলমানে ও হিন্দুতে [illegible] আছে। তাঁহাদের ধর্ম্ম মত এবং বিশ্বাস যেরূপ হউক; কিন্তু সকলেই একাত্মা হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। এক ভারতবাসী বলিয়া পরস্পর পরস্পরের সহানুভূতি করিতে হয়, তাহা সকলেই শিক্ষা করিতেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে এখনও সে বিশুদ্ধভাব প্রবর্ত্তিত হয় নাই। মুসলমানেরা বো সাহেবের অনুমতি পাইয়া আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। হাটে বাজারে হিন্দুদের সম্মুখে চীৎকার করিয়া গোমাংস বিক্রয় করিতে লাগিল। তাহাতে হিন্দুদের সঙ্গে ঘোর দাঙ্গা উপস্থিত হয়। হিন্দুগণ মুসলমানদের গৃহাদি ও মসজিদ নষ্ট ও দগ্ধ করিয়া দেয় এবং মুসলমানেরাও হিন্দুদের দোকান দেবালয় এবং গৃহাদি দগ্ধ করে। উভয় পক্ষের অনেক লোক আহত ও হইয়াছিল। হিন্দুগণ বো সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সাহেব বাহাদুর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। অগত্যা তাঁহারা গবর্ণর জেনরলকে এতদ্বিবরণ জ্ঞাত করিবার নিমিত্ত তারযোগে সংবাদ দিলেন। এ দিকে উভয় পক্ষের বিবাদ আরও ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। পরিশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া পুলিষের ও সৈন্যাদির সাহায্যে গোলযোগের শান্তি করা হইল।

পাঠক! দেখুন, বো সাহেবের অবিমৃষ্যকারিতা হেতু কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিয়া গেল। তিনি বিচারপতি। এদেশের শান্তিরক্ষা করিবেন, প্রজার জাতি ধর্ম্ম মান সম্ভ্রম ধনৈশ্বর্য্য সকলি তাঁহার হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। তিনি সকলের রক্ষাকর্ত্তা। এদেশের বিচার কার্য্যের গুরুতর ভার গ্রহণ করিয়া যদি দেশীয় আচার ব্যবহার জ্ঞাত না থাকেন, তবে কত দূর যে আক্ষেপের হয়, তাহা বলিবার নহে। বহুপূর্ব্ব হইতে যে নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল, হঠকারিয়া তাহার নিষেধ করিলেন, ক্ষণকালের নিমিত্ত কোন চিন্তা করিলেন না। শেষ এই অগ্নিকাণ্ড জ্বলিয়া উঠিল,—নির্ব্বাণ করা দায়। দেশের অনিষ্টে আমাদের অনিষ্ট, এই আমাদের প্রার্থনা হিন্দু ও মুসলমানে আর যেন বিবাদ না ঘটে, রাজপুরুষগণ তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হউন। একবার নয়, এ প্রকার বিবাদ অনেকবার ঘটিয়া গেল। অতএব স্থানীয় রাজপুরুষগণ মধ্যবর্ত্তী হইয়া সত্বর ইহার নিবারণ করুন। নতুবা এই প্রধূমিত বিদ্বেষানল উত্তরকালে প্রজ্বলিত হইয়া বিপরীত কাণ্ড ঘটাইতে পারে।

গবর্ণমেণ্টের আয়ব্যয়ের কৈফিয়ৎ।

প্রথম প্রস্তাব।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আয়ব্যয়বিভাগের ভার মেজর বেরিং সাহেবের হস্তে ন্যস্ত হওয়া অবধি আমরা যেন একটি অভিনব সমাচার [illegible] শ্রবণ করিতেছি। আমাদের বোধ [illegible] সুশাসনের দিকে, সুব্যবস্থা ও [illegible] দিকে আমরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছি। এক কাল যে প্রগাঢ় কুজ্ঝটিকা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আয়ব্যয়বিভাগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল তাহা যেন ক্রমশঃ তিরোহিত হইবার উপক্রম হইতেছে। যেন সেই নিবিড়

অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বেয়ারিং আলোক জ্বালিয়া লোকদিগকে বলিয়াছেন " তোমরা ইহার অনুসরণ কর ও নিরীক্ষণ কর, আমি ক্রমশঃ এই গাঢ় অন্ধকার অপসারিত করিতেছি।" বাস্তবিক গবর্ণমেণ্টের আয়ব্যয়বিভাগ ইংরাজদিগের কাছে যাহারা যেরূপ ভাবিলে অন্ধকারে আবৃত আছে, এবং আয়ব্যয়বিভাগের মন্ত্রিগণ সেই অন্ধকার ক্রমশঃ এত গাঢ়তর করিয়া তুলিয়াছেন, যে তাহার ভিতর প্রবেশ করা অল্প আয়াস ও চেষ্টার সাধ্য নহে।

যে উপায়ে লর্ড বিগ্‌সন গবর্ণমেণ্ট এই বিভাগ সাধারণের চক্ষে পরিস্ফুট করেন, তাহার নাম কেন্দ্রবর্জ্জন। ১৮৭০ সালে লর্ড মেও ইহার সূচনা করেন। তিনি ইহার সূচনা করিয়াছিলেন এই মাত্র, ইহার উন্নতিকল্পে বিশেষ চেষ্টা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। লর্ড নর্থব্রুক ইহার কিঞ্চিৎ উন্নতি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সর্বসাধারণের অনুভাব থাকাতে তিনি এক দিকে যাহা করিতেন, অন্য দিকে তাহার বিপরীত ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে নিস্ফল করিয়া তুলিতেন। তিনি এক দিকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে যে টাকা দিতেন, আবার অন্য দিকে তাহা ফিরাইয়া লইবার উপায় করিয়া রাখিতেন। এইরূপে তিনি চারি বৎসরে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ৬৭০০০০০ টাকা আদায় করেন। এই অসরল ব্যবহারে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহের তিনি কত যে অনিষ্ট করেন, তাহা ইয়ত্তা করা দুষ্কর। মেজর বেয়ারিং স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে ইহাতে উন্নতির ব্যাঘাত ও পূর্ত্তকার্য্যের ক্ষতি হইয়াছে। এক্ষণে তিনি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রথা পরিবর্ত্তন করিয়া ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের কেন্দ্রবর্জ্জন পূর্ব্বক তাহার বিস্তৃতির প্রস্তাব করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয়ের কেন্দ্রবর্জ্জন ও তাহার বর্জ্জনেই কি বা শুভ ফল ফলিবার সম্ভাবনা, আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য প্রজার শরীর ও সম্পত্তি রক্ষা করা। যে গবর্ণমেণ্ট প্রজার শরীর ও সম্পত্তির দিকে দৃষ্টি করেন না, আপনার স্বার্থ ও নিজ দলের উন্নতিসাধন ও প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়া আপনার সুখ সমৃদ্ধি বর্দ্ধন চেষ্টা পান, তাহাকে গবর্ণমেণ্ট বলে না, তাহার নাম অত্যাচার। সুসংস্কৃত শাসন প্রণালীর মূল নিয়ম এই যে তদ্দ্বারা অধিকাংশ লোকের অধিক সুখ সমৃদ্ধির অন্বেষণ করা হইবে, যাহাতে আমরা অন্যের সম্পত্তি বিলুণ্ঠন করিয়া, আপনাদের অভাব পূরণ না করিতে পারি, যাহাতে আমরা বলপ্রয়োগ না করিয়া আমাদের বিবাদ বিসম্বাদের নিষ্পত্তি করিতে পারি, যাহাতে অন্য কোন দেশের লোক আমাদের অনিষ্ট করিতে না পারে, এবং যদি অনিষ্ট চেষ্টা পায়, তাহা হইলে দেশ শুদ্ধ একত্র হইয়া আমাদিগের স্বার্থরক্ষায় সমর্থ হই এই জন্যই গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজন, এই জন্যই মনুষ্যজাতি দলে দলে সমাজে সমাজে বদ্ধ হইয়া গবর্ণমেণ্টের বশ্যতা স্বীকার করে। কিন্তু এই অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্টের অর্থের প্রয়োজন। আমাদের দেওয়ানী ফৌজদারী বিচারালয় চাই, তাহার ব্যয় সঙ্কুলন আবশ্যক। আমাদের শান্তিরক্ষা ও সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত পুলিস চাই, তাহার জন্য ব্যয়ের প্রয়োজন, আমাদের স্বচ্ছন্দ গমনাগমন করিবার পথ ঘাট চাই, তাহা প্রস্তুত করিতে ও তাহার সংস্কার করিতে অর্থের প্রয়োজন। সকল বিষয়েই অর্থ চাই—এই অর্থ কোথা হইতে আসিবে. যাহার যে প্রয়োজন, তাহাকে তাহার মূল্য দিয়া ক্রয় করা উচিত। অতএব শান্তিরক্ষার জন্যই বল, বিচারের জন্যই বল, পররাজ্যীয় শত্রু হইতে স্বদেশ রক্ষা করই বল, আমাদের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের জন্যই তাহার মূল্যস্বরূপ অর্থ দেওয়া কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত কারণ সমূহের জন্য আমাদিগের নিকট যে অর্থ গ্রহণ করেন, তাহার নাম—রাজস্ব খাজানা, ট্যাক্স, শুল্ক, ইত্যাদি। এই সকল কর গ্রহণ না করিলে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য চলিতে পারে না।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসন কাল অবধি লর্ড মেওর শাসন পর্য্যন্ত এ দেশে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব সমুদায় নিজ হস্তে গ্রহণ করিতেন, নিজে তাহার আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিতেন, কোন বিষয়ে কিরূপ ব্যয় হইবে, তাহার নির্ণয় ও বন্দোবস্ত করা; প্রজাদিগকে সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাখিয়া আয়ের কিরূপে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, তাহা স্থির করা, এবং তাহা আদায় করিবার ব্যবস্থা করা, এ সমুদায় কার্য্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং করিতেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টসমূহ, অথবা প্রজাসাধারণের সম্প্রদায়বিশেষের এ সমস্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপণ করিবার অধিকারমাত্র ছিল না। গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং প্রজার অভাব বুঝিতেন, স্বয়ং প্রজার অভাব নির্ণয় করিতেন এবং স্বয়ংই সেই অভাবের মোচন করিতেন। কলেক্টর, কমিশনর, ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহ সেই সকল অভাবের অনুসন্ধান করিতেন, এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের নিকট হইতে তাহা অবগত হইয়া আপন ইচ্ছা ও প্রয়োজনানুরূপ কার্য্য করিতেন। যখন এই নিয়মে রাজ্য চলিয়াছিল, তখন সামান্য ও গুরুতর বিষয়ের সংবাদ নানা পথে গবর্ণমেণ্টের নিকট যাইত এবং নানা পথে গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত সাহায্য প্রজাদের করতলে ন্যস্ত হইত। এইরূপ কার্য্যপ্রণালী যে বিস্তর দোষাবহ, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। ইহাতে সময় ও অর্থের বিস্তর ক্ষতি হইত এবং তাহাতে সময়ে সময়ে প্রজাদের বিস্তর অনিষ্ট ঘটিত। উড়িষ্যার শোচনীয় দুর্ভিক্ষে যে এত লোকের কষ্ট ও প্রাণহানি হইয়াছিল, এইরূপ কার্য্যপ্রণালীই তাহার প্রধান কারণ। লর্ড মেও এ সকল দেখিয়া শুনিয়া ও বুঝিয়া এইরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আয়ের কিয়দংশ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে বিন্যস্ত হইবে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুসারে তাহার বিনিয়োগ করিবেন। ১৮৭০ অব্দে এই প্রণালী প্রথমতঃ ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হয়। এই প্রণালীর নাম কেন্দ্রবর্জ্জন। পূর্ব্বে রাজস্ব প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টরূপ একমাত্র কেন্দ্রে ধৃয়মান হইত, লর্ড মেও তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহে সঞ্চারণ করিবার ব্যবস্থা করেন। তিনি আর কিছু কাল জীবিত থাকিলে ইহার যে কত উন্নতি করিতে পারিতেন, তাহা বলা যায় না। কিন্তু অকালে শিয়ার আলির হস্তে প্রাণত্যাগ করাতে তাঁহার এই উন্নত অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

কোন বিষয়ে অর্থ ব্যয় করিবার পূর্ব্বে মনুষ্য মাত্রেরই স্বভাবতঃ এই ইচ্ছা জন্মে যে এই অর্থ ব্যয় করা আবশ্যক কি না? অর্থ ব্যয় হইয়া গেলে পর সেই অর্থের প্রকৃত ব্যয় হইল কি না, উহা যথোপযুক্তরূপে ব্যয়িত হইয়াছে কি না, তাহার বিবরণ জানিতে এক স্বাভাবিক ঔৎসুক্য উপস্থিত হয়। অর্থ খোলার কুচির ন্যায় অনায়াসলভ্য নহে, মনে করিলেই কেহ অর্থ সংগ্রহ বা উপার্জ্জন করিতে পারে না। সহজে অর্থ কাহারও হস্তে আইসে না। সুতরাং আয় ব্যয় পর্য্যবেক্ষণ করিবার ইচ্ছা যে মানবহৃদয়ে বলবতী হইবে, তাহার বৈচিত্র্য কি? তুমি ক্ষমতাপন্ন আমি তোমার অধীন, তুমি মনে করিলে আমাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার। তুমি আমাকে বলিলে অর্থ দেও, কারণ কি বলিলে না, প্রয়োজন কি জানিলাম না, তোমার ভয়ে আমি টাকা দিলাম—কেন না উপায় নাই। কিন্তু আমি দিলাম বলিয়া কি আমার মনে তাহার কারণ জানিতে ইচ্ছা হয় না? অথবা তাহার কিরূপ বিনিয়োগ করা হইল, তাহা অবগত হইতে আমার অভিলাষ জন্মে না? এই অনুসন্ধিৎসা নিবন্ধন ইউরোপে যে কত ভীষণ কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ইহার জন্যই রোমের প্লীবিয়ান দল কত যে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। ইহার জন্য ইংলণ্ডের প্রথম চার্লস যূপকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ইহার জন্য হাম্পডেন ও পিম চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। এই অনু-

লিপ্সা মানবহৃদয়ের একটী প্রবল বৃত্তি। আমরা যে মিউনিসিপ্যালিটির ও গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয় লইয়া মধ্যে মধ্যে এত আন্দোলন করি, তাহারও কারণ এই। অতএব গবর্ণমেণ্টসমূহের প্রধানতঃ কর্ত্তব্য এই যে তাঁহারা প্রজাসাধারণকে অথবা প্রজাবর্গের প্রতিনিধিদিগকে সংকল্পিত করের আবশ্যকতা ও তাহার আয় ব্যয় বিবরণ বুঝাইয়া দেন।

অর্থ ব্যয় কার্য্যে মনুষ্যের স্বভাবতঃ আর একটী প্রবৃত্তি ইহা এই যে তাহারা নিজের অথবা তাহার প্রতিনিধির হস্ত দিয়া সেই অর্থের ব্যয় করে। এই ইচ্ছাটী পূর্ব্বোল্লিখিত ইচ্ছার ফলমাত্র। কেন না নিজে ব্যয় করিলে ব্যয় কালে তাহার আবশ্যকতা ও অনাবশ্যকতা যেমন বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, ব্যয়ের বৃদ্ধি অথবা সংকোচ প্রয়োজন অনুসারে যেমন প্রতীয়মান হয়, এবং তাহাতে যেরূপ হৃদয়ের তৃপ্তি জন্মে অন্যের হস্তে ব্যয় হইলে তদ্রূপ তৃপ্তি জন্মিতে পারে না।

মেজর বেয়ারিং আয় ব্যয়ের কেন্দ্র বর্জ্জনের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে এই সমস্ত কারণেই যে তাহার হৃদয়কে আন্দোলিত করিয়াছিল, তাহা স্পষ্টই অনুমিত হয়। আমরা সংস্কৃত শাসনপ্রণালীর মূল সূত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তদ্দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয় কার্য্যে প্রজাসাধারণের পর্য্যবেক্ষণ করিবার অধিকার আছে। এমন কি, প্রজাসাধারণের প্রতিনিধিগণ যে সেই আয় ব্যয়ের সম্বন্ধে চালনা করিতে পারেন, তাহাও উৎকৃষ্টতর শাসনপ্রণালীর অনুমোদিত। মেজর বেয়ারিং যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তদনুসারে লোকে সকলে যদি কার্য্য হইলে সে ব্যাপার মূলসূত্রের অনুযায়ী কার্য্য হইবে, এবং তাহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রতি যে প্রজাবর্গের অনুরাগ বর্দ্ধিত হইবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ইহাতে রাজা ও প্রজার যে পরস্পর মমতা ও অনুরাগ সুদৃঢ়রূপে বদ্ধ হইবে, তাহাও নিঃসংশয়রূপে বলা যাইতে পারে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে রাজমন্ত্রীর এই উন্নত প্রস্তাবের অনুমোদন করিতেছি, কিন্তু আমাদের মনে এক সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে যে, এই উন্নত প্রস্তাবের অনুসারে কার্য্য হইবে না।

আয় ব্যয়ের কেন্দ্রবর্জ্জনের সহিত আত্মশাসনের গাঢ় সম্বন্ধ। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি আয়ের কতক অংশ পরিত্যাগ করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহ ও প্রজাসাধারণের হস্তে তাহা অর্পণ করেন, প্রজাসাধারণ ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টসমূহ যদি স্বাধীনভাবে তাহা ব্যয় করিতে পান, তাহা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ও প্রজাসাধারণের হস্তে আত্মশাসনের একটী গুরুতর ভার বিন্যস্ত হইবে। কি আয় ও কি ব্যয় হইলে সুচারুরূপে কার্য্য চলিবে, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি পতিত হইবে। সেই আয় ও সেই ব্যয়ের সামঞ্জস্য করিবার জন্য তাঁহাদের উৎসাহ ও যত্ন বৃদ্ধি হইবে। এ কার্য্যে রাজকীয় কর্ম্মচারীর যত সম্পর্ক অল্প হয়, ততই মঙ্গল। ইহাতে যত অধিক পরিমাণে রাজকীয় কর্ম্মচারীর সম্পর্ক থাকিবে, ততই আত্মশাসন সঙ্কুচিত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। আত্মশাসন যত অধিক পরিমাণে ছিন্নশৃঙ্খল হয়, ততই রাজ্যের উন্নতির সম্ভাবনা তবে আয় ব্যয় সংরক্ষণ করিবার কার্য্যপ্রণালী ও নিয়মপ্রণালী আবশ্যক।

তিব্বৎদেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য।

বহুকাল হইতে তিব্বতের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্য চলিতেছে। কিন্তু তিব্বতবাণিজ্য আজও সুসম্পন্ন হইতে পারে নাই। দ্রব্য সামগ্রীর ক্রয় বিক্রয়ের নিমিত্ত অদ্যাপি তথায় মুদ্রা প্রচলিত হয় নাই বলিলেও চলে। দ্রব্যের বিনিময়ে অন্যবিধ দ্রব্যাদি গৃহীত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ হইতে তিব্বতের পথও অতিশয় দুর্গম। গিরিসঙ্কট দিয়া পার্ব্বতীয় জাতি ভিন্ন অন্য কেহ গমনাগমন করিতে পারে না। আবার হেমন্ত ঋতুর সমাগমে ঐ সমস্ত সংকীর্ণ গিরিসঙ্কট তুষার রাশিতে বদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং কেবল গ্রীষ্মকাল ভিন্ন অন্য কোন ঋতুতে গতিবিধির উপায় থাকে না। বাণিজ্য দ্রব্যজাত বহনের নিমিত্ত ছাগ মেষই প্রধান বাহন। ভুটীয়া ঘোটকও কখন কখন ব্যবহৃত হয়। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন পশু পর্ব্বতের উচ্চনীচ ভূমিতে এবং শিলাখণ্ডে গমনাগমন করিতে সমর্থ হয় না। ভুটীয়ারাই এই বাণিজ্যের একমাত্র পরিচালক।

ঐ সমস্ত বণিক ভুটীয়া হিমালয়ের তুষারাবৃত উচ্চ উপত্যকার নিম্নেই গ্রীষ্মকালে অবস্থিতি করে। তথায় পশুদিগের চরিবার যথেষ্ট প্রচুর তৃণাদি জন্মে। ভুটীয়াগণ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। গিরিসঙ্কট এবং বাণিজ্যের প্রণালীসারে তাহাদিগের নামকরণ হইয়া থাকে। যথা, যাহারা জোহার গিরিসঙ্কট দিয়া বাণিজ্য করে তাহাদিগকে জোহারী, যাহারা দর্ম্মাগিরিসংকট দিয়া তাহাদিগকে দর্ম্মিয়া কহে। চৈত্র বৈশাখে তুষার রাশি বিগলিত হইয়া পথ মুক্ত হইলেই ভুটীয়ারা হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বতে গমন করে এবং তথায় হাট বাজারে নানা প্রকার বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে।

তিব্বৎবাসিরা, ইংরাজ ও তৎপক্ষীয় জাতিদের নিতান্ত বিদ্বেষ্টা। কিন্তু, ভুটীয়াদিগকে তাহারা বিস্তর সমাদর করে এবং যাহাতে ভারতবর্ষের সহিত তথাকার বাণিজ্যের সম্পূর্ণ উৎকর্ষ সাধিত হয় তদ্বিষয়েও তাহারা সমধিক যত্নবান্। তিব্বৎদেশীয়েরা বাণিজ্য জাত দ্রব্যের উপর কিছু কিছু শুল্ক গ্রহণ করে। নেপাল দেশের শুল্কের সঙ্গে তিব্বতের শুল্কের তুলনা করিলে ইহা বড় অসঙ্গত বা অন্যায্য বলিয়া বোধ হয় না। জোহার গিরিসঙ্কটে ভুটীয়াদের মিলাম নামে, একটী প্রধানপল্লী আছে। তথায় একজন প্রধান ব্যক্তি অবস্থিতি করেন। তাঁহার অধীনে ৬ইটী টাটুঘোড়া এবং শিবিরের উপযুক্ত সৈন্যবর্গীয় আয়োজন আছে। তিনি বাণিজ্য ব্যাপার পরিদর্শনের নিমিত্ত যথা ইচ্ছা তথায় গমন করিতে পারেন, তাহাতে নিজের কিছুই ব্যয় নাই। এক একটী আড্ডায় অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত প্রয়োজনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যের সংস্থান থাকে। বাণিজ্যের কর অধিক নয় বটে, কিন্তু করগ্রহণের প্রণালী নিতান্ত কদর্য্য। উপর ব্যাপারীর প্রত্যেক বার চনে এক এক চাপ শুল্ক লাগে। তদ্ভিন্ন যে সমস্ত বস্ত্রের রপ্তানি হয়, তাহার এক এক থানের যত বহর প্রত্যেক থণ্ডে তত টুকু দীর্ঘ বস্ত্র শুল্ক দিতে হয়। দর্ম্মিয়া এবং ব্যাস ভুটীয়ারা বিনিময়ে যে পরিমিত শস্য পায় তাহার দশম ভাগের এক ভাগ শুল্ক লাগে। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে তিব্বতে মুদ্রার চলন প্রায় নাই। পরন্তু টিমসি নামে এক প্রকার রৌপ্য মুদ্রা কচিৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক টিমসির মূল্য ।৶ ছয় আনার অধিক নহে। তিব্বতের দূরবর্ত্তী পার্ব্বতীয় ব্যাপারিরা তদ্দেশের সীমা অতিক্রম করিলে তাহাদের প্রত্যেককে ৬০ টিমাস কর প্রদান করিতে হয়।

ভারতবর্ষ হইতে তিব্বতে বাণিজ্য করিতে যাইবার নিমিত্ত পাঁচটী প্রধান গিরিসঙ্কট আছে। যথা পাড়ন পর্ব্বতের পূর্ব্বাংশে নিলঙ্গ পথ। ঐ পথ দিয়া সম্বৎসরে ন্যূনাধিক ৩১১৫৫ টাকা মূল্যের ৮২৩০ মণ বাণিজ্য দ্রব্য প্রেরিত হয়। নিলঙ্গের পূর্ব্বাংশে মন এবং নিতি গিরিসঙ্কট। ইহাদের প্রথমোক্তটী অতিশয় দুর্গম এবং শেষোক্তটীর পথে প্রতি বৎসর প্রায় ১২৮৭৭৮ টাকা মূল্যের ২৬৯৫৩ মণ বাণিজ্য দ্রব্য প্রেরিত হইয়া থাকে। তৎপূর্ব্বে জোহার গিরিসঙ্কট। এই পথে প্রতি বৎসর অন্যূন ৮৫৮৯৫ টাকা মূল্যের ১৮০৭৬ মণ দ্রব্যের রপ্তানি হয়। জোহারের পূর্ব্বাংশে দর্ম্মা ও ব্যাসগিরিসঙ্কট। এই উভয় পথে বাৎসরিক প্রায় ১২৬১১৩ টাকা মূল্যের ... মণ দ্রব্যের রপ্তানি হইয়া থাকে।

যে সকল ভুটীয়া উক্ত গিরিসঙ্কট দিয়া বাণিজ্য করে, তাহারা ইংরাজাধিকারে এবং তিব্বৎদেশের বাজারে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। ব্যাসগিরিসঙ্কটের ভুটীয়ারা ইংরাজাধিকারের বাজারে এবং তিব্বৎদেশে তকলকোট বাজারে বাণিজ্য করে।

দর্শা এবং ছোতাব সঙ্কটের ব্যবসায়িরা ইংরাজাধিকারভুক্ত বাগেশ্বর, পিলিভিত ও রামনগরে এবং তিব্বদেশের তর, মিসর, গ্যানিমা ও গার্ত্তক বাজারে বাণিজ্য দ্রব্যের বিনিময় করে। নিতি পথের ব্যবসায়িরা তিব্বদেশের দাপ ও শিব চিতম বাজারে ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। কেনি সাহেব হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, নিলঙ্গসঙ্কটে প্রায় ২৫,০০০ ৩০,০০০ হাজার টাকার দ্রব্য প্রেরিত হয়। পূর্ব্বে তিহুরীর রাজা সমস্ত আমদানি দ্রব্যের উপর প্রতি টাকায় /০ এক আনা শুল্ক গ্রহণ করিতেন। তৎপরে ১৮৭৮ খৃঃ অব্দ হইতে লবণের প্রতি গলিয়াতে এক তিমসি শুল্ক গ্রহণ করেন। পূর্ব্ব বন্দোবস্তে শত করা ৬৷৹ ছয় টাকা শুল্ক পড়িত, কিন্তু বর্ত্তমান বন্দোবস্তে শতকরা ২০ বিশ টাকা লাগিতেছে। এই নূতন বন্দোবস্তে তাহারা নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে। বাস্তবিক তাহাদের অসন্তোষ প্রকাশের সম্পূর্ণ কারণও বিদ্যমান রহিয়াছে। সামান্য ব্যাপারে এত টাকা কর দিয়া কিছুই লাভ থাকে না, বরং বৎসর বৎসর তাহারা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। ১৮৭৭ সালে কর দিবার নিমিত্ত তাহারা অনেক টাকা ঋণ করে, কিন্তু অদ্যাপি তাহার পরিশোধ করিতে পারে নাই। ১৮৭৮ সালে তাহারা আবার ৪০০০ চারি হাজার টাকা ঋণ করিয়াছে। বৎসরের শেষে সমস্ত দেয় কর পরিশোধ না করিলে তিহুরীর রাজা তাহাদিগকে বাণিজ্যের নিমিত্ত আসিতে দেন না।

ভুটীয়া প্রভৃতি পার্ব্বতীয় ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া কত কষ্টে যাতায়াত করে, পাঠক! তদ্বিষয় জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইতে পারেন। চৈত্র কিম্বা বৈশাখ মাসে মিলম পল্লীতে মেষের পৃষ্ঠে বাণিজ্য দ্রব্য বোঝাই করিয়া তিব্বতের প্রধান ব্যবসায়ের স্থান গটকে উত্তীর্ণ হয়। তথায় তিব্বৎবাসীরা দূরবর্ত্তী স্থান হইতে সোহাগা, লবণ এবং স্বর্ণরেণু আনিয়া তদ্ৎ বিনিময়ে ভুটীয়াদের নিকট হইতে শস্য, শর্করা, বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্য গ্রহণ করে। গ্রীষ্মের প্রভাব অতীত হইবার পূর্ব্বে তাহারা হিমালয়ের পরপারে তেজম এবং মুন্সিয়ারিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তথা হইতে আলমোড়ার ১৪ চৌদ্দ ক্রোশ উত্তরে বাগেশ্বরের মেলায় সেই সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করে। বাগেশ্বরের মেলায় সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় না হইলে ভুটীয়ারা পিলিভিট, রামনগর, দিল্লি, আগ্রা এবং কাণপুর পর্য্যন্ত আসিয়া থাকে।

ভুটীয়ারা নিতান্ত দরিদ্র। ব্যবসায় চালাইবার যোগ্য তাহাদের কিছুই মূলধন নাই। বাগেশ্বর, আলমোড়া এবং বর্ম্মদেবের মহাজনদের নিকট টাকা ঋণ করিয়া তাহারা এই ব্যবসায় করে। ঐ ঋণের কারণ ভুটীয়াদের কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই। মহাজনদের নিকটে তাঁহারা এক প্রকার ক্রীত দাস হইয়া আছে। এমন কি মহাজনদের বিনা অনুমতিতে আমদানি দ্রব্য আর কাহাকেও বিক্রয় করিতে পারে না। কলিকাতা হইতে এক বার এক মহাজন এক লক্ষ টাকার সোহাগা ক্রয় করিবার নিমিত্ত বাগেশ্বর মেলায় গিয়াছিলেন। তিনি বাজার দর দিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু মহাজনদের ভয়ে কোন ভুটীয়া সোহাগা বিক্রয় করিতে পারিল না। পাছে নিজ নিজ ব্যবসায়ে প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়, সে কারণ ঐ মহাজনেরা অন্য কাহাকেও বাণিজ্য দ্রব্য বিক্রয় করিতে অনুমতি দিতে সাহস করে না।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভুটীয়ারাই তিব্বতে গিয়া তথাকার বাণিজ্যজাত দ্রব্য এদেশে আনিয়া থাকে। কিন্তু তিব্বতের লোকও বৎসর বৎসর বাগেশ্বরের মেলায় আইসে। স্বর্ণরেণুই তাহাদের প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য তদ্ভিন্ন মৃগনাভি, প্রস্তর পশুচর্ম্ম পশম এদেশে আনিয়া বিক্রয় করে। তিব্বতের দ্রব্যবাহক মেষগুলি ভুটীয়াদের মেষ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। তাহাদের সুকোমল চিক্কণ পশম পরম উপাদেয় সামগ্রী। তিব্বৎবাসিরা বাণিজ্যের নিমিত্ত ভোটরাজকে শত করা ১০ দশ টাকা শুল্ক দিয়া থাকে। প্রথমেই কথিত হইয়াছে, তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধে মুদ্রার বিশেষ চলন নাই। কিন্তু এক কালেই যে, মুদ্রার ব্যবহার নাই এমত নহে। ঘোড়া ও পশম নগদ টাকাতেই প্রায় বিক্রীত হয়। স্বর্ণরেণুর বিনিময়ে সকলেই বিশেষ আগ্রহ সহকারে বস্ত্র লইয়া থাকে। আমাদের দেশীয় টাকা সকলেই ইচ্ছা পূর্ব্বক গ্রহণ করে। অর্দ্ধ তিমসি মূল্যের দ্রব্য লইতে হইলে মুদ্রাটী মধ্যে কর্ত্তন করিয়া দেয়। কলিকাতার কেল্লার বাজারেও এই প্রথা প্রচলিত আছে, তিব্বতের ব্যবসায়ে চীন দেশীয় মুদ্রারও চলন দেখা যায়, অধিক মূল্যের দ্রব্য লইতে হইলে কুর নামে এক প্রকার মুদ্রা আছে, তাহাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একটী কুরের মূল্য ১৬৬ টাকা। সাম্বৎসরে তিব্বদেশে প্রায় ৩৭১৭০ মন ওজনের এবং ১১৭৪০২ টাকা মূল্যের দ্রব্য রপ্তানি করা হয়। এবং ৪৯৩৮৭ মণ ওজনের ও ২৭৩৪৭৮ টাকা মূল্যের দ্রব্য আমদানি করা হয়। বাজারে সোহাগার মূল্য সাতিশয় অল্প হইয়াছে, পশমও পূর্ব্বের ন্যায় বহু মূল্যে বিক্রীত হয় না। সে কারণ ভুটীয়াদের ব্যবসায় বৎসর বৎসর নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইতেছে। বাগেশ্বরে বাণিজ্যের দ্রব্য বিনিময় করিলে তাহাদের প্রায় কিছুই লাভ থাকে না। তখন অনন্যোপায় হইয়া তাহারা মজুরী করিয়া পাথেয় সঞ্চয় করে। বিলাতি বস্ত্রের আমদানিতে এ দেশীয় তাঁতীরা ত এককালে নিরন্ন হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় পশমীবস্ত্রও আর অধিক বিক্রয় হয় না। পূর্ব্বে কাশ্মীরে যে প্রকার চিক্কণ ও বহুমূল্য সাল প্রস্তুত হইত, এখন আর তেমন হয় না। সুতরাং উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পশম আমদানি করিয়া তিব্বতের পূর্ব্ববৎ লাভের প্রত্যাশা নাই।

কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বিশেষ মনোযোগী হইলে ভারতবর্ষের সঙ্গে তিব্বতের বাণিজ্য উত্তর কালে বিলক্ষণ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। ইউরোপীয় বাণিজ্যজাত দ্রব্যের আমদানীতে এতদ্দেশীয় নানা প্রকার বাণিজ্যের পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে। সে কারণ ভারতবর্ষের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। মনুষ্যের নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য লবণের উপর শুল্ক নির্দ্ধারিত হওয়ায় এ দেশের প্রধান একটী অর্থকর বাণিজ্য লোপ পাইল। তিব্বদেশাগত লবণ পার্ব্বতীয় সমস্ত জাতিরা বিশেষ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু এক পক্ষে তিব্বতের লবণ আমদানি ক্রমশঃ অল্প হইয়া আসিতেছে, পক্ষান্তরে লিবরপুল লবণের চলন দিন দিন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। ১৮৭৭-৭৮ সালে ১০৯০৭১ টাকা মূল্যের ৩১৭০৯ মণ লবণের আমদানি হয়, ১৮৭৮ ৭৯ সালে ১০৭৮৩২ টাকা মূল্যের ২৭৯৭৩ মণ লবণের আমদানি হইয়াছিল। তিব্বতে লবণের গ্রাহক বিস্তর আছে, কিন্তু অন্যান্য দ্রব্যের আমদানির সঙ্গে লবণও আনীত হয়। অন্যান্য দ্রব্যের আমদানি কম হইয়াছে, সুতরাং লবণেরও আমদানি একণে পূর্ব্ববৎ নাই। ১৮৭৭-৭৮ সালে ৭১৪৩৩ টাকা মূল্যের ২২৬৯৪ মণ সোহাগা আমদানি করা হইয়াছিল। ১৮৭৮ ৭৯ সালে ৯২৭৩০ টাকা মূল্যের ১৮৫৪৬ মণ সোহাগা আমদানি করা হয়। ঐ বৎসর সোহাগার মূল্য অধিক হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহার আমদানি পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৪১৪৮ মণ কম হইয়াছিল। আমেরিকা হইতে সোহাগার আমদানি হইতে আরম্ভ হওয়ায়, তিব্বতের আমদানি ক্রমশই কম হইয়া পড়িতেছে। ১৮৭৭-৭৮ সালে ৮০৪১৭ টাকা মূল্যের ৬১২৫ মণ পশমের আমদানি হয়; ১৮৭৮-৭৯ সালে ৪১০০৯ টাকা মূল্যের ২০৪৯ মণ পশমের আমদানি হইয়াছিল। ১৮৭৭-৭৮ সালে ২৮৮৫৮ টাকা মূল্যের ১০৭২ মণ পশমী কাপড় আনীত হইয়াছিল এবং ১৮৭৮ ৭৯ সালে ১৩১৩৪ টাকা মূল্যের ২৫৫ মণ পশমী বস্ত্রের আমদানি করা হইয়াছিল। এ স্থলে

ও ৮১৭৬ মণ পশম এবং ৭১৭ মণ পশমী বস্ত্র আমদানি কম হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষ হইতে তিব্বতে খাদ্য দ্রব্যের রপ্তানি কম হয় নাই, বরং বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু বস্ত্র ও সুপার রপ্তানি কম হইয়া গিয়াছে। ১৮৭৭-৭৮ সালে ৪৯১৫১ টাকা মূল্যের ২৭১৬৪ মণ শস্যের রপ্তানি হইয়াছিল। ১৮৭৮ ৭৯ সালে ৭৩০৭৬ টাকা মূল্যের ৩৪৬৪৬ মণ শস্যের রপ্তানি হয়। ১৮৭৭ ৭৮ সালে ২৩০৬৮ টাকা মূল্যের ৭৫৬১ মন চিনির রপ্তানি হয়; ১৮৭৮ ৭৯ সালে ১২০৬৭ টাকা মূল্যের ১৮৬৮ মণ চিনির রপ্তানি হইয়াছিল। এইবারে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা চিনির রপ্তানি কম হইয়া গিয়াছে।

তিব্বতের বাণিজ্য ক্রমশঃ প্রশস্ত ও সুগম করিতে পারিলে ভারতবর্ষ এবং তিব্বত উভয় দেশেরই অবস্থা উন্নত হইতে পারে। ইংরাজ রাজত্বে ভারতবর্ষের নানা বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি। কিন্তু স্থানীয় ব্যবসায় উত্তরোত্তর সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। অনেকে পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে দোকান ও ব্যবসায়ীর সংখ্যা অধিক দেখাইবেন। আমরাও সে কথা স্বীকার করি; পূর্ব্বে যথানে এক খানি দোকান কিম্বা একজন ব্যবসায়ী ছিল না, এক্ষণে তথায় শত শত দোকান ও ব্যবসায়ী হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে এ দেশের কিছুই মঙ্গল দৃষ্ট হয় না। দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্য কি পরিমাণে দেশ দেশান্তরে প্রেরিত হইতেছে আমরা তাহাই দেখিতে চাই। বাণিজ্যোপযোগী দ্রব্য বৎসর বৎসর নানা প্রকার প্রস্তুত হইতেছে কি না এবং বৎসর বৎসর তাহাদের রপ্তানি বাড়িতেছে কি না, এই সমস্ত বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

এদেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত এবং কার্য্যাক্ষম। ব্যবসায়ে অন্য কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইলে তাহারা হীনসাহস হইয়া পড়ে। তিব্বতের টর্কুই পার্থিব প্রস্তর তুরস্ক দেশজাত টর্কুই অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট। ছাগলের লোমের কথা ত কহিতেই নাই। কিন্তু উপযুক্ত ব্যবসাদার নাই, সুতরাং ঐ সকল দ্রব্যের বাণিজ্য ক্রমশই লোপ পাইতেছে। ইংরাজেরা নেপাল এবং কাশ্মীর রাজ্যের সঙ্গে মিলিত হইয়া সত্বর তিব্বতের বাণিজ্য বিস্তার করিতে পারেন। নেপালী এবং কাশ্মীরিদের প্রতি তিব্বৎবাসিদের বিদ্বেষ নাই! অতএব ঐ দুই রাজ্য হইতে উপযুক্ত কার্য্যাক্ষম ব্যক্তি তিব্বতে গিয়া অবস্থিতি করিলে ভারতবর্ষ হইতে বিস্তর দ্রব্য তিব্বতে প্রেরিত হইতে পারে এবং তথাকারও বিবিধ প্রকার দ্রব্য এদেশে আনিবার সুবিধা হয়। তিব্বৎবাসিদের সঙ্গে বিশেষরূপে ঘনিষ্টতা করিলে তাহারও বন্ধুতার ফল অনুভব করিতে পারিবে। স্বর্ণরেণু, পশ্বাদির চর্ম্ম, মৃগনাভি, প্রস্তর, সোহাগা, লবণ, পশম প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্য অল্প ব্যয়ে এদেশে আনিতে পারিলে বিস্তর লাভের সম্ভাবনা আছে। তিব্বতের সোহাগা মেষাদির পৃষ্ঠে এক কালে অধিক আইসে না, সুতরাং অধিক কাল ক্ষয় হয় এবং লোকের বেতন পোষায় না। উহা অধিক মূল্যে বিক্রয় না। কিন্তু এক কালে অধিক সোহাগা আনাইতে পারিলে আমেরিকার রপ্তানিতে উক্ত ব্যবসায়ের কিছুই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। তিব্বতের পশমও যে প্রকার সূক্ষ্ম কোমল মসৃণ এবং চিক্কণ, তাহার তুলনা আর কোথাও নাই। কোন দেশের কোন পশুর লোম তাহার সদৃশ হইতে পারে না। কিন্তু দুঃখের কথা এই, এদেশের সকল কাজের রীতি অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। কালসহকারে মানুষের রুচি পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু ভারতবর্ষজাত বস্ত্রাদির কিছুই পরিবর্ত্ত হইল না। তিব্বতের ছাগ লোমে আলপাকা প্রভৃতি বস্ত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম ও পরিষ্কার বস্ত্র বুনিলে তাহাতে জামা, কোট, চাপকান প্রস্তুত হইতে পারে। তাহা হইলে সকলেই ঐ বস্ত্র ক্রয় করেন, বিদেশীয় পশমী-বস্ত্রে আর কাহারও রুচি থাকে না। কয়েক বৎসর অতীত হইল, কোন বন্ধুর নিকট আমরা তিব্বত-দেশের কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ ছাগ লোম উপহার পাইয়াছিলাম। পাঠক! বলিব কি, তাহা স্পর্শ ও দৃষ্টি করিলে হস্ত ও চক্ষুর যেন পবিত্রতা জন্মে। আমরা বহুমূল্য সাল রুমাল দেখিয়াছি, কিন্তু তেমন উৎকৃষ্ট পশম কখন কোন সাল রুমালে দেখি নাই। বোধ করি, বিশুদ্ধ পশমে সচরাচর কেহ সাল রুমাল প্রস্তুত করে না। আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি, পশমে জামার যোগ্য বস্ত্র প্রস্তুত করিলে পশমের সমধিক আমদানি হইবে এবং এদেশের বাণিজ্যও বাড়িবে। কাশ্মীর রাজ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগী হইলে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারিবে।

ময়ুরভঞ্জের মহারাজ, রাজা শ্যামানন্দ দে, বাবু উমেশচন্দ্র মণ্ডল, রাধারমণ দাস প্রভৃতি মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্য লোক রাণীগঞ্জ হইতে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বালেশ্বর, কটক ও খোর্দ্দা দিয়া পুরী পর্য্যন্ত রেলওয়ে চালাইবার প্রস্তাব করিয়া সাধারণের সমক্ষে একখানি অনুষ্ঠান পত্র অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে প্রতি বৎসর নানা স্থান হইতে শ্রীক্ষেত্রে পাঁচ ছয় লক্ষ যাত্রী গমনাগমন করিয়া থাকে। এই যাত্রিদিগের দ্বি-চতুর্থাংশ উড়িষ্যার উত্তর, উত্তর পূর্ব্ব ও উত্তর পশ্চিম দিক হইতে তথায় আগমন করে। ইহাদের গতায়াতের বিশেষ সুবিধা না থাকাতে অনেককে পদব্রজে, কাহাকে শকটে, কাহাকে বা ষ্টীমারে গমনাগমন করিতে হয়। প্রস্তাবিত রেলওয়ে হইলে লোকের এ অসুবিধা অপনীত হইবে এবং আয়ও অল্প হইবে না। যদিও ব্যবসায়ের জন্য দ্রব্যাদির আমদানী রপ্তানী না ধরা যায়, রেলওয়ে হইলে যাত্রীর যে সংখ্যাবৃদ্ধি হইবে তাহারও যদি হিসাব গ্রহণ করা না যায়, তাহা হইলেও আপাততঃ যে যাত্রী প্রতি বৎসর শ্রীক্ষেত্রে গতায়াত করে তাহাদের হইতে শত করা বার্ষিক ৭॥ সাড়ে সাত টাকা আয় হইতে পারে।

এই রেলওয়ে প্রস্তুত হইলে প্রজার যে কত সুবিধা হইবে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। উড়িষ্যা ধান্যের জন্মভূমি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে যে পরিমাণে ধান্য জন্মে ভারতবর্ষের কুত্রাপি সে পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয় না। প্রস্তাবিত রেলওয়ে হইলে বঙ্গদেশে ও অন্যান্য স্থানের সহিত যে উড়িষ্যার ধান্যের ব্যবসায় বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাতায়াতের সুবিধা না থাকাতে এই ব্যবসায়ের উন্নতি হইতেছে না। এই রেলওয়ে প্রস্তুত হইলে শ্রীক্ষেত্রের যাত্রিদিগের নানা বিষয়ে বিস্তর সুবিধা হইবে। আপাততঃ যাত্রিরা দুর্গম পথ দিয়া গতায়াত করিয়া, কুৎসিৎ ও অপকারী দ্রব্য আহার এবং অপেয় জল পান করিয়া নানা রোগে আক্রান্ত হয়। এজন্য পথিমধ্যে অনেককেই ওলাউঠা রোগে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। যাত্রিদের এই কষ্ট ও তজ্জনিত রোগের প্রাদুর্ভাবের জন্য উড়িষ্যা ওলাউঠার একরূপ আগার হইয়া উঠিয়াছে বলিলেই হয়। রেলওয়ে প্রস্তুত হইলে এই সকল কষ্ট এই সমুদায় রোগের কারণ অন্তর্হিত হইবে।

কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বলিতে পারেন আজ পনর বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া মেদিনীপুর হইতে সমুদ্রের উপকূল দিয়া যে খাল হইবার প্রস্তাব হইতেছে, এবং যাহার জন্য আংশিক কার্য্যও করা হইয়াছে রেলওয়ে হইলে তাহার বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। রেলওয়ের প্রস্তাব কারীরা বলেন যে ইহাতে খালের অনিষ্ট না হইয়া বরং পরস্পরে পরস্পরের কার্য্যের সহায়তা করিবে। কেননা যদি খালের কোন বিঘ্ন ঘটে রেলওয়ে হইলে সেই বিঘ্ন অনায়াসে অপসারিত হইতে পারিবে। বিশেষতঃ প্রস্তাবিত রেলওয়ে হইলে উক্ত খালের কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। খাল ফল্‌স পাইণ্ট, চাঁদবালি, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থান দিয়া যাইবে, পক্ষান্তরে রেলওয়ে রাণীগঞ্জ হইতে বাহির হইয়া বাঁকুড়া মেদিনীপুর বালেশ্বর ও কটক দিয়া গমন করিবে; সুতরাং

১৮৮০-৮১ অব্দে বঙ্গদেশে ৮,৬৬,৪৪৪ মণ লবণের আমদানী হইয়াছিল। তন্মধ্যে ইংলণ্ড হইতে শতকরা ৭৭·৭৪ মণ, আরব ও পারস্য দেশ হইতে শতকরা ১৩·০৫ মণ, বোম্বাই হইতে শতকরা ৬·৬৯ মণ, এবং অবশিষ্ট মান্দ্রাজ, ইটালী, স্পেন ও ফরাসী দেশ হইতে প্রেরিত হইয়াছে। এবৎসর এদেশে চাউলের মূল্য হ্রাস হওয়াতে আরব ও পারস্য দেশ হইতে অধিক পরিমাণে লবণের আমদানী হইয়াছিল। এবং আরব ও পারস্য লবণের জন্য এবৎসর লবণের মূল্য হ্রাস হইয়াছিল।

পুনায় একটি বিধবা রমণী একটি সন্তান প্রসব করিয়া কলঙ্কের ভয়ে তাহাকে ভূগর্ভে প্রোথিত করে। পুলিস ইহার অনুসন্ধান পাইয়া মৃত্তিকার গর্ভ হইতে সদ্যোজাত শিশুটিকে বাহির করিয়াছে। বিচারে রমণীর পাঁচ বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

যাহাতে শনিবার বৈকাল হইতে সোমবার প্রাতঃকাল পর্যন্ত কলিকাতার মদের দোকান বন্ধ থাকে এজন্য বিস্তর লোক স্ব স্ব নাম স্বাক্ষরিত করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতেছেন। শুনা যাইতেছে যে অনেক নাবিক এই আবেদনে স্বাক্ষর করিবে।

আগামী ডিসেম্বর মাসে ক্যাম্বেল মেডিকাল স্কুলে কম্পাউণ্ডারদিগের পরীক্ষা হইবে। পরীক্ষার্থিগণকে প্রমাণ দেওয়া চাই যে তাহারা কোন ইউরোপীয় ঔষধালয়ে তিন বৎসর কার্য্য করিয়াছেন, তাহাদিগকে তিন টাকা করিয়া পরীক্ষার ফি দিতে হইবে।

আগামী জানুয়ারি মাসে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আপীষ বেলবেডিয়ার হইতে রাইটর্স বিল্ডিং নামক লালদিঘীর উত্তরদিকের অট্টালিকায় উঠিয়া যাইবে। সেক্রেটারিদিগের সহিত সংবাদ আদান প্রদানের জন্য তাঁহার আপীষের সহিত সেক্রেটারিদিগের আপীষের তারে যোগ থাকিবে।

মাড়ুয়া নামক স্থানে বেদে জাতীয় কয়েক জন মুসলমান রমণী জনৈক কোন লোকের বাটীতে ডাকাইতি করিয়া ১০০ টাকা অপহরণ করাতে মাড়ুয়ার সেসন জজ তাহাদের প্রত্যেকের পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরিমানা করিয়াছেন।

কলিকাতা হইতে কালনা পর্য্যন্ত হংসেশ্বরী নামে যে ষ্টীমার খানি সর্ব্বদা যাতায়াত করে, সম্প্রতি তাহাতে একটী শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একটী রমণী ষ্টীমার যোগে ফরাসডাঙ্গা হইতে বলাগড় নামক স্থানে তাহার শ্বশুরালয়ে যাইতেছিল, বলাগড়ে নামিবার কালীন সে জলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সাতিশয় দুঃখের বিষয় এই ষ্টীমারের কর্ম্মচারিগণ চেষ্টা করিলে স্ত্রীলোকটীর প্রাণ রক্ষা করিতে পারিতেন। তাঁহারা তাহার কোন চেষ্টাই করেন নাই।

খসিয়া ও জয়ন্তীয় পর্ব্বতের লোকসংখ্যার প্রকাশিত হইয়াছে যে ঐ জেলায় ৮৮,৭১০ জন স্ত্রী ও ৮০,৪০৩ জন পুরুষ আছে। গারো ও কাছাড় পর্ব্বতে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা প্রায় একরূপ। নীলগিরি পর্ব্বতে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা এত অধিক যে তথায় এক এক জন রমণীর দুই তিনটী করিয়া স্বামী আছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সর জর্জ কুপরকে বোধ হয় কোন রোগে আক্রমণ করিয়াছে। মিরর বলেন সম্প্রতি তিনি এই আদেশ দিয়াছেন যে তথায় যে সকল মিউনিসিপাল নগর আছে, তত্রত্য প্রত্যেক অধিবাসীকে নিজ নিজ গৃহের এক একটী নাম দিতে হইবে। ঐ নাম ফলকে ক্ষোদিত হইয়া প্রত্যেক অধিবাসির বহির্দ্বারের গাত্রে স্থাপিত হইবে। যিনি এই আদেশ অনুসারে কার্য্য না করিবেন, তাঁহাকে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে।

আমাদিগের অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগের অবস্থা অবগত হইবার জন্য ভারতেশ্বরী একান্ত অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন। ইংলিসম্যান বলেন "যাহাতে ইউরোপীয় ঔষধ ও ইউরোপীয় চিকিৎসা প্রণালী আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে ইহাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। এজন্য তিনি ইউরোপীয় রমণী চিকিৎসকদিগকে এই কার্য্যে উৎসাহ দিয়াছেন। সম্প্রতি কুমারী বিবী নাম্নী চিকিৎসা ব্যবসায়িনী কোন রমণী মহারাণীর সহিত উইণ্ডসরে সাক্ষাৎ করিতে যান। মহারাণী তাঁহাকে পঞ্জাব ও পারস্য নামক স্থানের অন্তঃপুরস্থ মহিলাদের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করেন। মহারাণী বিবীকে এই আদেশ দিয়াছেন যে যখন ভারতবর্ষে আসিবেন, তখন এতৎসম্বন্ধে পত্রাদি লিখিয়া তাহাকে পরিতুষ্ট করিবেন"।

মান্দ্রাজের অন্তর্গত কোকনদের একজন বণিক বিধবা বিবাহের উৎসাহ দিবার জন্য ৩০,০০০ টাকা দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন।

উদয়পুরের মহারাণা রাজপ্রতিনিধিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উদয়পুর হইতে চিতোরে আগমন করিতেছেন। এই উপলক্ষে চিতোর গ্যাসের আলোক আলোকিত হইবে।

লাহোর ট্রিবিউন নামক সংবাদ পত্র মুলতানের হিন্দু ও মুসলমানের দাঙ্গা উপলক্ষে তত্রত্য ডেপুটি কমিশনার রো সাহেবের নামে দোষারোপ করাতে রো সাহেব সম্পাদকের নামে আদালতে অভিযোগ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের অনুমতি চাহিয়াছেন।

দক্ষিণ কানারা নামক স্থানে মাঙ্গুচেটী নামক এক ব্যক্তি তাহার অন্ধ পত্নীকে হত্যা করিতে চেষ্টা করে। মাঙ্গুচেটির ৬টি বিবাহ। তাহার প্রথম পত্নী অন্ধ। তাহার গর্ভে মাঙ্গুর একটী পুত্র জন্মে। মাঙ্গু এই পত্নীকে ও তাহার পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রীর সহিত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল। একদা তাহার অন্ধ পত্নী নিজ পুত্রের সমভিব্যাহারে স্বামীর আলয়ে আগমন পূর্ব্বক স্বামির নিকট আপনার ও পুত্রের ভরণপোষণের প্রার্থনা করে। মাঙ্গুচেটি তাহাদিগকে দিবসত্রয় বাটীতে রাখিয়া তাহাদিগকে অন্যত্র লইয়া যাইবার ভাণ করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হয়। পথিমধ্যে তাহাদিগকে একটী নদী পার হইতে হইয়াছিল। অন্ধ কামিনী যখন নদী পার হইতেছিল, তৎকালে তাহার পতি দুরাত্মা মাঙ্গু তাহাকে নদীগর্ভে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করে। এক জন কৃষকের সাহায্যে অন্ধ রমণীর প্রাণ রক্ষা হয়। সে স্বামির নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করাতে মাঙ্গুর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-বাসের আজ্ঞা হইয়াছে।

কোলাপুরের মহারাজ উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহার পত্নী প্রাণভয়ে তাঁহার সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান করিবার জন্য কোলাপুরে এক জন চিকিৎসক প্রেরণ করিয়াছেন।

বঙ্গদেশে এক্ষণে পীড়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কথায় বলে কার্ত্তিক মাসে যমালয়ের সকল দ্বার খোলা থাকে। বাস্তবিক বহুকালাবধি এই ঘটনা চলিয়া আসিতেছে। অদ্যাপি যে ইহার বিশেষ কোন প্রতীকার হইল না ইহাই আশ্চর্য্য। কলিকাতা গেজেটে নানা স্থানের পীড়ার নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে।

বৰ্দ্ধমান- সর্ব্বত্র জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। বিশেষতঃ বৰ্দ্ধমান নগরে ইহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে।

বাঁকড়া—বিষ্ণুপুর বিভাগে জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

বীরভূম—প্রায় এই জেলায় সর্ব্বত্র জ্বরবোগ দেখা দিয়াছে। পল্লীবাসীরা জ্বরে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে।

মেদিনীপুর—জ্বররোগ সাতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

হাবড়া—জ্বরের প্রাদুর্ভাব নাই। কিন্তু ওলাউঠা দেখা দিয়াছে।

নদীয়া জেলায় জ্বরের আরম্ভ প্রাদুর্ভাব।

চট্টগ্রামের [illegible] ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, [illegible] ১০ই অক্টোবর হইতে এক বৎসরের ছুটী পাইলেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] হইতে ৩ মাস ১৪ দিনের ছুটী পাইলেন।

২৮এ [illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাম- [illegible] ১৭ই অক্টোবর হইতে ৩ মাসের ছুটী পাইলেন।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৫ ই অক্টোবর ১৮৮১। ঢাকার কমিশনর এফ. এ. [illegible] সাহেব এক মাস বিদায় গ্রহণ করাতে ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টার এন. এস. আলেকজাণ্ডার অপর আদেশ পর্য্যন্ত ঢাকার কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

দার্জ্জিলিঙের সহকারী কমিশনর ডবলিউ এল. [illegible] বিভাগের কমিশনরের কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন।

মানভূমের সহকারী কমিশনর মেজর ডবলিউ এল স্যামুয়েলস দার্জ্জিলিঙে বদলী হইলেন, এবং উক্ত বিভাগের সদর ষ্টেশনে কার্য্য করিবেন।

[illegible] অক্টোবর। রঙ্গপুরের অন্তর্গত বাগডোগরার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর [illegible], মুলার বর্দ্ধমানে বদলী হইলেন এবং উক্ত বিভাগের সদর ষ্টেশনে থাকিলেন।

সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ. এচ. [illegible] (যিনি বিদায় লইয়াছিলেন) একণে রঙ্গপুরের অন্তর্গত বাগডোগরার ভার প্রাপ্ত হইলেন এবং দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

২৮এ সেপ্টেম্বর ১৮৮১। [illegible] জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জে. এফ. [illegible] প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের [illegible] উন্নীত হইলেন এবং ফৌজদারী আইনের [illegible] ধারা [illegible] ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৭ ই অক্টোবর। রঙ্গপুরের অন্তর্গত বাগডোগরার [illegible] জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এফ. এচ. [illegible] প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন [illegible] আইনের [illegible] ধারা অনুসারে কার্য্য করিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

শান্তিপুর।

গত ১৭ ই অক্টোবর [illegible] অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময়ে [illegible] মিউনিসিপাল ইংরাজী স্কুলগৃহের প্রাঙ্গণে একটী বিশেষ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এ সভায় স্থানীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রায় অনেকেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমাদের মিউনিসিপালিটীর ভাইসচেয়ারম্যান বাবু মহেশচন্দ্র রায় ও বাবু ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের যত্নে প্রস্তাবিত সভাটী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সভার উদ্দেশ্যকয়েকটী উপস্থিত সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই বোধগম্য হয় নাই। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র রায় উক্ত সভার সভাপতির আসনে আসীন হন এবং তাঁহার অনুরোধানুসারে বাবু মতীনকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় সভার উদ্দেশ্য কয়েকটী বাঙ্গলা ভাষায় সভাস্থ সমস্ত সভাকে বুঝাইয়া দেন। উদ্দেশ্য কয়েকটী এই :—

১। ইলেক্টিভ মিউনিসিপালিটী প্রচলনার্থ গবর্ণমেণ্টে আবেদন।

২। শান্তিপুরের সহিত রেলওয়ের সংযোগ করণার্থ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা।

৩। স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের উন্নতি সংসাধনার্থ গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ ও অর্থ সাহায্য-সূচক আবেদন।

৪। শান্তিপুরে একটী মুন্সেফী আদালত সংস্থাপন ও সেই মুন্সেফের হস্তে পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা বিন্যস্ত করণার্থ গবর্ণমেণ্টে আবেদন পত্র প্রেরণ।

পর্য্যায়ক্রমে উপরি উক্ত প্রস্তাব চারিটী প্রস্তাবিত হইল এবং উহা ক্রমান্বয়ে সভ্য মহাশয়েরা অনুমোদন করিলেন। অনন্তর সভাপতি বাবু ঈশ্বরচন্দ্র রায় একটী "ম্যানেজিং সব-কমিটী" সংস্থাপনাভিপ্রায়ে কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে সভাপদে মনোনীত করিলেন। এ স্থলে বলা উচিত যে, সভা হইবার পূর্ব্বেই কয়েকজন ব্যক্তিকে সভাপদে মনোনীত করা হইয়াছিল, এজন্য মনোনীত সভ্যদিগের মধ্যে প্রায় অনেকেই ঐ কার্য্যে ব্রতী হইতে অসম্মত হইলেন। তদনন্তর সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত কাল পরেই সভা ভঙ্গ হইল। বলা বাহুল্য যে, এখানকার কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই বিদেশে বিষয় কর্ম্ম করিয়া থাকেন। শারদীয় মহা মহোৎসবের অবকাশোপলক্ষে তাঁহারা বিদেশ হইতে কথঞ্চিৎ দেশহিতৈষিতা পাকেটে পূরিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং পূজার পর সভা করিয়া তাহা বাহির করিয়া বসেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা ছুটির পর বিদেশে চাকরী করিতে গমন করিলেই সেই দেশহিতৈষিতাটুকু মরিচহীন কর্পূর ও ছিপিহীন ইথরের ন্যায় উবিয়া গিয়া থাকে। এটী আমাদের আধুনিক কৃতবিদ্য যুবকবৃন্দের সংক্রামক ব্যাধি বিশেষ। এই রোগেই পরাধীনতাপ্রিয় বাঙ্গালী জাতির দৈনন্দিন অবনতি।

রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু "সরকোটে" বহির্গত হইয়াছেন। এটী মফস্বলের হাকিমদিগের সাময়িকী রীতি। ডেপুটী বাবু আপাততঃ দেড় মাস কাল শান্তিপুরে থাকিয়া কাছারী করিবেন, এজন্য স্থানীয় পুলিস প্রাঙ্গণে তাঁহার একটী পটমণ্ডপ বিস্তৃত করা হইয়াছে। ডেপুটী বাবুর "ফাইলে" এক্ষণে যে কয়েকটী মকদ্দমা আছে, তন্মধ্যে লক্ষ্মীতলার ৪৯৮ ধারার মকদ্দমাটি বড় রহস্যজনক। এই মকদ্দমায় বাদীর পক্ষে একজন উকীল ও কয়েক জন মোক্তার এবং প্রতিবাদীর পক্ষে এক জন ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছেন। মকদ্দমাটী বিচারাধীন রহিয়াছে, এজন্য আপাততঃ উহাতে মতামত প্রদান করা বিশুদ্ধ যুক্তির অননুমোদিত। বিচার শেষ হইলে মকদ্দমার অবস্থা বিশদরূপে বিবৃত করিবার অভিপ্রায় রহিল।

আমাদের মিউনিসিপাল ইংলিস স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু অর্শরোগে শয্যাগত হইয়া রহিয়াছেন এবং নূতন নিযুক্ত দ্বিতীয় মাষ্টার বাবুও অনুপস্থিত। এমন অবস্থায় বিদ্যার্থীদিগের বিদ্যাভ্যাসের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইতেছে। এদিকে বার্ষিক পরীক্ষাকালও আগতপ্রায়। লক্ষণে বোধ হইতেছে যে, বিগত বর্ষের ন্যায় এ বৎসরও পরীক্ষার ফলশ্রুতি অসন্তোষজনক হইবে। আমরা আশা করি, পরমেশ্বর-প্রসাদাৎ হেড মাষ্টার বাবু শীঘ্র নিরাময় হইয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হউন এবং দ্বিতীয় মাষ্টার বাবুও শীঘ্র স্বদেশ হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বীয় কার্য্যভার গ্রহণ করুন।

এত দিনের পর স্থানীয় পুলিসের কার্য্যভার একজন সব ইনস্পেক্টর পরিগ্রহ করিয়াছেন। কয়েক মাস যাবৎ ইনচার্জ্জ হেড কনষ্টেবলের হস্তে ঐ কার্য্যভার বিন্যস্ত হইয়াছিল, এজন্য সুচারু রূপে পুলিসের কার্য্য সম্পাদিত হয় নাই। এক্ষণে যিনি সব ইনস্পেক্টর হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহার ব্যবহার ও কার্য্যপ্রণালী বিজ্ঞভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। যদি শান্তিপুরের মৃত্তিকাগুণে উনি বিমুগ্ধ না হয়েন, তাহা হইলে ইঁহার দ্বারা প্রত্যাশানুরূপ কার্য্যাদি সম্পাদন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

সোমড়া।

পূজোপলক্ষে সোমড়া কয়েক দিন যেন নব সাজে সুসজ্জীভূত হইয়াছিল। মহামায়ার আগমনে প্রবাসী ও কুটুম্বাদিগের আগমন হওয়ায় সোমড়া যেন আর সে সোমড়া ছিল না। আমরা শেষ পূজার দিন সুখড়িয়ার শ্রীযুক্ত বাবু রাধাজীবন মুস্তফী মহাশয়ের বাটীতে সোমড়ার কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যাত্রা শুনিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। দলটী আধুনিক, যাবতীয় উৎকৃষ্ট যাত্রার দল অপেক্ষা কোন অংশে হীন হইবে না। সাজ পোশাকগুলিও মন্দ নহে। ঐ দিন সীতার অগ্নি পরীক্ষা যাত্রা হয়। অভিনেতাদিগের অভিনয় মন্দ হয় নাই। সর্বাপেক্ষা হনুমানের অভিনয় উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু রামের প্রতি হনুমানের কর্কশ বাক্যে "রে দুরাত্মা, রে পাষণ্ড ভণ্ড রাম"

ইত্যাদি তিরস্কারবাক্যগুলি শুনিতে বড় কর্কশ হইয়াছিল। হনুমান রামের যেরূপ ভক্ত ও অনুরক্ত, তাহাতে "নির্দ্দয়" "পাষাণহৃদয়" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তিরস্কার করিলেই ভাল হইত। দলটীর একটী বিশেষ গুণ দেখিলাম গানগুলি বেস সুস্পষ্টরূপ বুঝিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন শ্রোতৃবর্গের রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার বিলাপে নয়নাশ্রু বাহির হইয়া থাকে।

সোমড়ার সাধারণ পুস্তকালয়টীর অবস্থা বড় শোচনীয়। সম্পাদক বাবু সতীপ্রসাদ সেন স্থানান্তরে গমন করায় ইহার কোন উন্নতি নাই। পুস্তকালয়ের হিসাব পত্রে দেখা গেল ইহার আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী। আয় এত অল্প যে, যে সমস্ত সংবাদপত্রাদি লওয়া হয়, তাহার মূল্য উঠে না। গ্রামে অনেকগুলি কৃতবিদ্য যুবক আছেন, তাঁহারা পূজার বন্দে বাড়ী আসিয়া বৎসর বৎসর যদি কিছু কিছু দিয়া যান, ইহার কার্য্য উত্তমরূপে চলিতে পারে; কিন্তু সে বিষয়ে কাহারও যত্ন দেখিলাম না।

কিছু দিন হইল এখানে একটী শৃগাল ক্ষেপিয়া প্রায় শতাধিক লোককে দংশন করিয়াছিল। শৃগালটীকে হত্যা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, দষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে কয়েক জনের মৃত্যু হইয়াছে।

যদি চ এখন এখানে পীড়াদির উপদ্রব তাদৃশ নাই, কিন্তু মেলেরিয়ার আক্রমণ করিবার আর বেশী বিলম্ব নাই। সোমড়ার সন্নিকটস্থ বাঁকিপুর নামক স্থানে পাট ও নীল বৃক্ষ সকল কর্ত্তন করিবার অগ্রে জলমগ্ন হওয়ায় মেলেরিয়া প্রস্তুত হইতেছে। নদীর বেগ থাকায় ঐ বিষ ভাসিয়া যাওয়ায় কার্য্য হইতেছে না। জল কমিলে যখন নদীর মুখ বন্ধ হইবে, গ্রামবাসিগণ সেই বিষমিশ্রিত নদীজল পান করিলেই মেলেরিয়া রোগাক্রান্ত হইবে বাঁকিপুরের যে স্থানে পাট ও নীল পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে, তথায় কাহার সাধ্য তিষ্ঠায়! আমাদিগের হুগলির মহামান্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয় এই সময় মফস্বল ভ্রমণে আসিলে কি জন্য সোমড়া ও ইহার সন্নিকটস্থ গ্রামগুলির শ্রী বিনষ্ট হইতেছে, তাহার প্রকৃত কারণ জানিতে পারিতেন। আমাদের মতে গবর্ণমেণ্ট হইতে গুপ্তিপাড়া হইতে সোমড়া পর্য্যন্ত নদীতে যাহাতে কেহ পাট ও নীল পচাইতে না পারে এরূপ আদেশ প্রচার হইলে ভাল হয়।

সোমড়ায় ৪।৫ জন ডাক্তার আছেন, সম্প্রতি আবার বাবু নির্ম্মলচন্দ্র গুপ্ত আসিয়া চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ইনি প্রাতে ৯ টা পর্য্যন্ত বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা করিবেন, এইরূপ সাইনবোর্ড টাঙ্গাইয়া দেওয়ায় রোগিগণ মহাভ্রমে পতিত হইতেছে। তাহারা বিনা ব্যয়ে ঔষধ পর্য্যন্ত পাইবে এইরূপ অর্থ করিয়া দলে দলে আসিতেছে। শুনিলাম নির্ম্মল বাবু অস্ত্র চিকিৎসায় ভাল। ইনি দেশে থাকিয়া যশোলাভ করেন এই প্রার্থনা, তবে অনেকগুলি ডাক্তারের মধ্যে পসার করিতে হইলে অগ্রে বিদ্যা বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক।

মধ্যে গুপ্তিপাড়ায় এক ব্রাহ্মণ পুষ্করিণীতে জল মগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। লোকটীর মৃগী রোগ ছিল।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵৹ আনা, তাহার পর ৴৹ আনা; ৴৹ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

২৫৲ টাকা পুরস্কার।

বর্দ্ধমানের নিকট রায়ান্ গ্রাম নিবাসী শ্রীরাধামাধব তর্কসিদ্ধান্তের পুত্র শ্রীরামনাথ ভট্টাচার্য্য (বয়স ২১।২২ গৌরবর্ণ) প্রায় তিন বৎসর অনুদ্দেশ হইয়াছে। যিনি তাহার অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে উপরি উক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৲, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৲০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ।

ধাত্রী।

শ্রীমতী দেবী নিস্তারিণী চট্টোপাধ্যায় ১০৮ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের

আবিষ্কৃত ও দশ বার বৎসরের পরীক্ষিত।

অব্যর্থ মহৌষধগুলির প্রথম হইতে কোন বিশেষ নাম ছিল না, কিন্তু প্রচারক একাবধি ইহাদিগকে শত-সহস্র-গুণে শুভফলদায়ক দেখিয়া আসিতেছেন বলিয়া এক্ষণে ইহাদিগের শিবাক্ষয় নাম দিয়া প্রচার করিতেছেন।

"শিবাক্ষয়" চূর্ণ অর্শ রোগের; "শিবাক্ষয়" তৈল ঘায়; "শিবাক্ষয়" ঘৃত গরমি ঘটিত শরীরস্থ পারা-নাশক, "শিবাক্ষয়" রেণু ধাতুর ব্যামোহের, "শিবাক্ষয়" বটিকা, দদ্রুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। ঔষধগুলির মূল্য ও অন্যান্য নিয়ম সাধারণের সুবিধার কারণ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে. গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ এক আনার টীকিট সহিত নিম্ন ঠিকানা মতে পত্র পাঠাইলেই সকল জানিতে পারিবেন।

এই সকল রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ যদ্যপি অচিরাৎ পীড়ার যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ ইচ্ছা করেন, তাহা

[illegible] [illegible] বাবহার [illegible]। [illegible], না [illegible] [illegible] উপদ্রব নাই বলিতে হইবে।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়
সারদায় পুস্তকালয়
৩৩৭ নং চিৎপুর রোড
গরাণহাটা কলিকাতা।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল [illegible] দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের [illegible] চুলকণি টাক পড়া ও নানা কারণে [illegible] নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল [illegible] বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক [illegible] এবং মাথা [illegible] মাথা জ্বালা [illegible] বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকার [illegible]।

মূল্য [illegible] টাকা। মফস্বলে প্যাকিং [illegible] [illegible] আনা।

ট্রু [illegible] দন্ত [illegible], রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর [illegible] হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীম[illegible] [illegible] গুপ্ত ডাক্তার।
[illegible] নং [illegible]
কলিকাতা।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, শ্রীধরকৃত টীকা [illegible] শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০মে [illegible] [illegible] ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার [illegible] সংস্কৃত [illegible] বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত [illegible] প্রকাশ হইয়াছে, সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ১৮।০ টাকা ও ডাক মাশুল [illegible] টাকা। ইহা ব্যতীত [illegible] ডাক মাশুলসহ ৭॥০ টাকা আর [illegible] গ্রন্থের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাশুল [illegible] সটীক ৩৵০, পদ্ম পুরাণ [illegible] [illegible] ৮।০, গোপাল [illegible] টাকা, আমার নামে [illegible] পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

[illegible]

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

কল-কারণ্ড, মাংস-রোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন যা নবিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেন্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ব্রাদার এণ্ড কোং অম্বুবান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

—:০:—

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ২৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৯ই এপ্রেল } শ্রীদীননাথ চট্টোপাধ্যায়
১৮৮১। } ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটিক, সর্ব্বপ্রকার বুদবুদে ঘা, ফোস্কা ঘা, আবের ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, ডুবা ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোস পাঁচড়া, ছিঁড়িয়া, ছড়িয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোষ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গাম্বর ঘা) ফিকবেদনা, সর্ব্বপ্রকার পারার ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাঁউড় ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর তেইশন ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাজা বৈদ্যনাথ পণ্ডিত—কটক		১০
" বাবু বংশীধারী সিংহ—বাঘবপুর		১০
" " অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী—পাঁচড়িয়া		৭
" " পার্ব্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায় পাঁচগাঁও		৭
" " উমাচরণ দাস—দক্ষিণডিহি		৭
" " রমানাথ সেন—কালনা		৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং বাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হওয়ার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা, তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাক ঘরের চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৫ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" ৪৯ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৮ সাল। ১৬ ই কার্ত্তিক। ইং ১৮৮১। ৩১ এ অক্টোবর। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

নর্দারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে।

রামপুর বোয়ালিয়া হইতে কলিকাতা।

সারা হইতে ষ্টীমার সপ্তাহে দুইবার গমন করিবে।

আগামী মাসের ৩ রা হইতে এক খানি ষ্টীমার শুক্রবার সারা হইতে রামপুর বোয়ালিয়ায় গমন করিবে। ষ্টীমারখানিতে কয়েক জন প্রথম শ্রেণীর আরোহীর সুখসেব্য বন্দোবস্ত উপবেশন স্থান আছে। দেশীয় রমণীদিগের থাকিবার জন্য স্বতন্ত্র প্রস্তুত করা আছে। এতদ্ভিন্ন মধ্যম ও নিম্ন শ্রেণীর অনেকগুলি যাত্রী অনায়াসে বসিবার স্থান পাইতে পারে। এক ফ্ল্যাটে পাঁচ শত মণ মাল রাখিবার স্থান আছে, যাত্রীগণ ইহাকে সর্ব্বপ্রকার আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিবেন, এবং যত অধিক পরিমাণে ইহা ব্যবহৃত হইবে, ততই ইহা স্থায়ী হইবে। এই ষ্টীমার ও ফ্ল্যাটে পান, আহার ও বিশ্রামের সুবিধামত স্থানের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

এই ষ্টীমারে যিনি যাতায়াত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি শিয়ালদহ হইতে সোমবার ও বুধবার রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় যে ট্রেন ছাড়ে ঐ ট্রেণে সারায় আগমন করিবেন। ভাড়া প্রভৃতির বিবরণ অবগত হইবার জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির নিকট আবেদন করা আবশ্যক।

সারা ২০ এ অক্টোবর ১৮৮১। } পারাপার ষ্টীমারের অধ্যক্ষ। নর্দারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে।

বিতরণ! বিতরণ!!

যাঁহারা সাংসারিক অর্থাভাবে কপি প্রভৃতি বীজ খরিদ করিয়া চাস করিতে অসমর্থ, এরূপ ব্যক্তিগণ বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণসহ প্রার্থী হইলে বিনা মূল্যে এখান হইতে বাঁধা, ফুল, ওল প্রভৃতি কপির বীজ পাইতে পারেন। দেশ মধ্যে যাহাতে কৃষিকার্য্যের উন্নতি হয়, পাইকপাড়া নর্সারির ইহাই এক মাত্র উদ্দেশ্য, বিদেশীয় দরিদ্রদিগকে ডাকের খরচ পর্য্যন্ত দিতে হইবে না; আমরা নিজ ব্যয়ে উহা ডাকে পাঠাইয়া দিব।

পাইকপাড়া নর্সারি কলিকাতা পোষ্ট অফিস। } শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়। ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটর।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

(অদ্ভুত-রহস্য!!)

পাঠক মহাশয়!

"রাজকন্যার কাহিনী অতি অদ্ভুত, এতে না আছে এমন ব্যাপারই নাই। সমুদ্রমন্থনে যেমন অমৃত, হলাহল, লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভমণি প্রভৃতি কত রকমের কত পদার্থ উঠেছে, এই গুপ্ত কাণ্ডের মধ্যেও সেইরূপ নানা ব্যাপার, নানা ঘটনা নানা কারখানা দেখিতে পাবেন। শরৎকালের মেঘগর্জ্জনের ন্যায় বৃথা বাক্যব্যয় করায় কোন ফল নাই। বিজ্ঞাপনে সকল বিষয় লিখিতে হইলে গল্প মাটি হয়, সেই অনুরোধে এখন পাঠকবর্গের হইতে বিদায় হই। পুনশ্চঃ—

"রাজকন্যার পুথি"--অদ্ভুত ব্যাপার!!

যোগ-জ্যোতিষ গণন, যোগ সিদ্ধকরণ, ভূত সিদ্ধকরণ, মনস্কামনাপরীক্ষাকরণ, মৃত্যুপরীক্ষাকরণ, মিলনপরীক্ষাকরণ, বিদ্যাপরীক্ষাকরণ, বিবাহপরীক্ষাকরণ, মন্ত্রপরীক্ষাকরণ, ব্যবসাপরীক্ষাকরণ, বিপদ পরীক্ষাকরণ, বিশ্বাসপরীক্ষাকরণ, যুদ্ধপরীক্ষাকরণ, ধনপরীক্ষাকরণ, গর্ভপরীক্ষাকরণ, সন্তান পরীক্ষাকরণ, পরমায়ুপরীক্ষাকরণ জগতের যাবতীয় কার্য্যপরীক্ষাকরণঃ—

যদি কোন বর্গীয় পাঠক মহাশয়! আমাদের এই গ্রন্থের বিষয়গুলি অলীক ভাবিয়া পাঠ না করেন, তাঁহাকে সবিনয়ে আমাদেরও এই আবেদন তিনি দুই এক খণ্ড পাঠ করিয়া দেখুন। আমরা অনেক পরিশ্রমে, অনেক কষ্টে অনেক উৎসাহে অনেক ব্যয়ে এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছি—

যাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা কার্য্যালয়ে পত্র লিখিলে পুস্তক পাইবেন, (দ্বাদশ খণ্ডের) মূল্য মায় ডাক খরচ ১৸৵ আনা, প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ।০ আনা মাত্র--

প্রকাশক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ

কলিকাতা নথবস্কন টালা ২ নং কার্য্যালয়।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ দ্বাদশ সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের তৃতীয় ভাগের দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীশ্রী দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, ... প্রশ্নোক্ত যবন শব্দ কাহাকে বলায়, দিব্যা বনতা, সংস্কৃত লিপিকাল সম্বন্ধে মোক্ষমূলারের মত ও তাহার খণ্ডন, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি? মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, বৈজ্ঞানিক কৌতুক এই ৯টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ... ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিবেন

পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কাগজ প্রেরিত হয় না।

---

২৫ টাকা পুরস্কার।

বর্দ্ধমানের নিকট রায়ান্ গ্রাম নিবাসী শ্রীরাধামাধব তর্কসিদ্ধান্তের পুত্র শ্রীরামনাথ ভট্টাচার্য্য (বয়স ২১।২২ গৌরবর্ণ) প্রায় তিন বৎসর অনুদ্দেশ হইয়াছে। যিনি তাহার অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে উপরি উক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

গোবীজে টীকা।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন যাইতেছে যে, বঙ্গদেশীয় গোবীজে টীকা দিবার আইন নামে ১৮৮০ অব্দে যে ৫ আইন হয়, তাহা কলিকাতার উপনগর-সকলে জারী হইয়াছে। ঐ সকল উপনগরে বলপূর্ব্বক টীকা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। প্রতি-পুলিসের আড্ডার সুবিধামত স্থানে টীকা দিবার আড্ডা সকল খোলা হইয়াছে, এবং নিম্নলিখিতরূপে টীকাকারদিগের উপস্থিত হইবার দিবস ও সময় নিরূপিত হইয়াছে।

পুলিষ আড্ডা	স্থান	উপস্থিতির দিন	সময়
১ কাশীপুর	উত্তর সুবর্বণ ইাসপাতাল নং ৭৬ কাশীপুর রাস্তা	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি	প্রাতঃকাল ৭।০ হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ১৫ই অক্টোবর হইতে ১৫ই মার্চ্চ এবং প্রাতঃকাল ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত এই নিয়মে চলিবে।
২ চিৎপুর	নং [illegible] কাশীপুর রাস্তা	সোম, বুধ, শুক্র	
৩ উল্টাডিঙ্গি	নং ২ [illegible] রাস্তা	সোম, বুধ, শুক্র	
৪ মানিকতলা	নং [illegible] মানিকতলা	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি	
৫ বেলিয়াঘাটা	নং [illegible] নারিকেলডাঙ্গা প্রধান রাস্তা	সোম, বুধ, শুক্র	
৬ ইণ্টালি	নং ১২ দক্ষিণ রাস্তা	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি	
৭ বেনিয়াপুকুর	নং ২৯ ডুনাপর রাস্তা	সোম, বুধ, শুক্র	
৮ বালিগঞ্জ	নং ৪১ করেয়া রাস্তা	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি	
৯ টালিগঞ্জ	টালিগঞ্জ রাস্তা	সোম, বুধ, শুক্র	
১০ ভবানীপুর	শম্ভুনাথ পণ্ডিতের ইাসপাতাল ১০৯ বসা রাস্তা	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি	
১১ আলিপুর	আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয় নং ১১ বেলভেডিয়ার ঐ	সোম, বুধ, শুক্র	
১২ একবালপুর	নং ৩৪ কমণ্ডান বাগান রাস্তা	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি	
১৩ ওয়াটগঞ্জ	নং ৩২ ওয়াটগঞ্জ রাস্তা	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি	
১৪ গার্ডেনরিচ	নং ৫৭-৩১ গার্ডেনরিচ রাস্তা	সোম, বুধ, শুক্র	

যে সকল ব্যক্তি টীকার খরচ দিতে অশক্ত, তাহারা উল্লিখিত আড্ডা সকলের যে কোন আড্ডায় উপস্থিত হইলে তাহাদিগের নিকট হইতে খরচ না লইয়া টীকা দেওয়া যাইবে। আর যে সকল ব্যক্তির টীকা দিবার সঙ্গতি আছে, তাঁহারা নিজ গৃহে টীকাদার লইয়া টীকা দিবার ইচ্ছা করিলে টীকাদার পাইতে পারিবেন। যে সকল ব্যক্তিকে টীকা দেওয়া হইবে, তাহার প্রত্যেকের প্রতি চারি আনা করিয়া দিতে হইবে।

কলিকাতা উপনগরের মিউনিসিপাল আপিস আলিপুর ২৫ এ সেপ্টেম্বর ১৮৮১। — আর, সি, ইবরেশন সহকারী সভাপতি।

প্রেরিতপত্র।

মৌলবী কাণ্ড।

মৌলবী কাণ্ডে এবার কেবল যে কুম্ভকারগণ লাভবান হইলেন, তাহা নয়, প্রকারান্তরে অনেকেই সে লাভের অংশভাগী হইয়াছেন। তন্মধ্যে গন্ধবণিক কালোভিবে বেচিয়া, বাঙ্গাল দোকানদার পাট বেচিয়া, ঘাটমাঝী পার করিয়া, পোলওয়ালা ট্যাক্স আদায় করিয়া, গাড়োয়ান চতুর্গুণ ভাড়া লইয়া, তাম্বলী পান বেচিয়া, মুদী জলপান বেচিয়া এবং সর্ব্ব শেষে সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র বটতলাবাসী ভায়াদের ত মাহেন্দ্র যোগ, তাঁহারা রকম বেরকম বহি বেচিয়া লাভ করিলেন। আমরা দেখিতেছি, মৌলবী সাহেব অতি অপক্ষপাতী লোক, পাছে এক স্থানের ব্যবসায়ীদের উদর পূর্ণ দেখিয়া অপর স্থানের সমব্যবসায়িগণ দুঃখিত হয়, এজন্য আজ বাবুঘাট কাল শিবপুরে পরশ্ব মেটিয়াবুরুজে এইরূপ স্থাননাড়া হইয়া বেড়াইতেছেন। সম্প্রতি তিনি মির্জ্জাপুরে অবস্থিতি করিতেছেন। আজিও পড়াজল পাইবার জন্য দলে দলে লোক সেখানে যাইয়াও উপস্থিত হইতেছে। মৌলবীর পড়াপানীতে কোন পীড়িতের পীড়ার উপশম হইয়াছে কি না, তাহা ধর্ম্ম জানেন, তবে সর্ব্ব-কুসংস্কার-বর্জ্জিত সভ্যতাভিমানী খ্রীষ্টীয় ভ্রাতারাও যে এ সুযোগ ছাড়েন নাই, তাহা দেখিয়া মূর্খ লোকদিগের অন্ধ বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হইয়া উঠিয়াছে। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দূরদেশস্থ দীনদুঃখী ব্যক্তিরাও ধারকর্জ্জ করিয়া পাথেয় সংগ্রহ পূর্ব্বক পড়া জলের প্রত্যাশায় মৌলবীর নিকট উপস্থিত হইতেছে। আমাদের প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট এই মৌলবী কাণ্ডের হুজুকে এবার কয়েকটী বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন। প্রথমতঃ দেখুন মফস্বলে, অধিক কি, এই সহর মহানগরীতেও পীড়িত ব্যক্তির সংখ্যা কত অধিক। অতএব দেশ মধ্যে যে পীড়ার প্রস্রবণ সহস্রমুখে বিষবর্ষণ করিতেছে, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে পাইবেন যে দেশের দুঃখী প্রজারা আজিও কিরূপ বিদ্যালোকপরিশূন্য অন্ধতামসে অবস্থিতি করিতেছে। তৃতীয়তঃ দেখুন যে যাহাতে জাতীয় ধর্ম্মের সংস্রব আছে, তাহাতে লোকের কিরূপ অটল বিশ্বাস ও ভক্তি। চতুর্থতঃ দেখিতে পাইবেন যে সাধারণ প্রজাবর্গ কিরূপ নির্ধন ও দেশজাত ভৈষজ্যাভক্ত, অল্প আয়াসে অমূল্য ঔষধ পাইবে, আবার সে ঔষধ দেশজাত অথচ তাহাতে কাহারও কোনরূপ ব্যয় নাই, কাজে কাজেই তাহারা চক্ষুঃকর্ণ বাধা না হইয়া করে কি!

এক্ষণে এই সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিতে হইলে আমাদের মতে যাহাতে সাধারণ প্রজার স্বাস্থ্যোন্নতি এবং শারীরিক উৎকর্ষ লাভ হয়, প্রথমতঃ তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে পীড়ার ভাগও যে ক্রমশঃ কমিয়া আসিবে তাহা বলা বাহুল্য। দ্বিতীয়তঃ দেশের নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যা শিক্ষার সুব্যবস্থা করা। যখন সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল মহোদয় বঙ্গের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন তিনি এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ও মনোযোগী ছিলেন, এবং তাঁহারই উদ্যোগে সেই সময় স্থানে স্থানে গণ্ডগ্রাম সমূহে অনেকগুলি পাঠশালা স্থাপিত হইয়া সাধারণ প্রজাগণ শিক্ষা পাইতেছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় পরবর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী না থাকায় জলের বিম্ব জলেই মিশাইয়া গেল। এক্ষণে আমাদের অনুরোধ যে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট একপ কোন ব্যবস্থা করুন, যাহাতে সাধারণ প্রজাবর্গ অন্ততঃ সামান্য শিক্ষায়ও বঞ্চিত না থাকে। তৃতীয়তঃ দেশের ধনাগম ও দেশীয় ঔষধের বহুল প্রচার। ইহার প্রথমটী সম্পূর্ণ গবর্ণমেণ্টের আয়ত্ত। প্রজার ও জমিদারের অবস্থা বিচার করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি একটী কায়েমী বন্দোবস্ত করিয়া দেন, যাহাতে জমিদারে ও প্রজায় কোনরূপ গোলযোগ না ঘটে এবং প্রজারা জমী তাহাদের নিজ সম্পত্তির ন্যায় ভাবিয়া অধিক পরিশ্রম করিতে পারে, তাহা হইলে এ বিষয়ে অনেক আশা করা যাইতে পারে। তবে ভরসা এই, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে নিতান্ত উদাসীন নহেন। দ্বিতীয়টী ঔষধের বহুল বিস্তার। এ বিষয়ে আমরা গবর্ণমেণ্টের কোন দোষ দিতে পারি না। আমাদের নিজের অমনোযোগিতাই ইহার প্রধান কারণ। দেশের কৃতবিদ্য বৈদ্যগণ যদি কায়মনোবাক্যে একমত হইয়া এ বিষয়ের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, তবে গবর্ণমেণ্টও অবশ্য তাঁহাদের সহায়তা করিতে

পারেন। আমাদের স্মরণ হয় কিছু দিন গত হইল, কলিকাতা ও মফস্বল নিবাসী কতিপয় সম্ভ্রান্ত বৈদ্য মহোদয় এক বার এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া এরূপ নিয়মাদি প্রকাশ করেন যে, নিজ কলিকাতায় একটী আয়ুর্ব্বেদী বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। যথা নিয়মে ছাত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে, এবং ছাত্রগণের শিক্ষা সৌকর্য্যার্থ একটী আয়ুর্ব্বেদী ভৈষজ্য উদ্যানও স্থাপিত হইবে, এবং মফস্বলের প্রতি প্রধান প্রধান নগরে ইহার এক একটী শাখা বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। আমরা এই সকল বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া অত্যন্ত আশান্বিত হইয়াছিলাম যে এরূপ একটী মহৎ অনুষ্ঠান কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের অশেষ মঙ্গল হইবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় শরৎকালীন নীরদের ন্যায় কষ্ট গাভির ন্যায় তাঁহাদের সে সদনুষ্ঠান উৎসাহের অভাবে মনেই উদয় এবং মনেই বিলয় প্রাপ্ত হইল। অতএব এই মৌলবী কাণ্ডে এক্ষণে আমরা গবর্ণমেন্ট এবং দেশস্থ কৃতবিদ্য ও ধনী ভদ্রগণকে এই অনুরোধ করি, সাধারণ প্রজাপুঞ্জ যে সকল অভাব জন্য এই অকিঞ্চিৎকর জলপড়া পাইবার প্রত্যাশায় দলে দলে মৌলবীর নিকট উপস্থিত হইতেছে, তাঁহারা উদ্যোগী হইয়া সেই সেই অভাব মোচন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করুন, তাহা হইলে দেখিবেন যে, ভবিষ্যতে আর কেহ এরূপ হুজুকে কখনই বিচলিত হইবে না।

শ্রীঃ পঃ—

—ঃ০ঃ—

দীপান্বিতা।

দেখিলাম কি আশ্চর্য্য ভুবন মোহিনী।
প্রকৃতির চারু কান্তি আনন্দ দায়িনী॥
এই অমা নিশা ঘোরে, গগন তারকা করে,
ধরাতলে স্বচ্ছ জলে দ্বিতীয় আকাশ।
ভাবুকের মনোহরা কুমুদ বিকাশ॥
ঘোর অন্ধকারময় অমা নিশা হেরি।
বাড়িল ভাবনা-বেগ পুলকে শিহরি॥
কি না হয় এই কালে, সুনীল গগন তলে,
সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য নরক যাতনা।
নক্ষত্র পতন কত না হয় গণনা॥
ভারত গৌরব-রবি পৃথ্বীরাজ বীর,
এই ঘোর অন্ধকারে ত্যজিল শরীর;—
দুরন্ত যবন করে, স্বদেশের হিতত্তরে।
ম্যাকবেথ মহাপাপে লিপ্ত এই কালে।
নিরো মাতৃ বধ করে স্বীয় পদে দলে॥
সাজেহান কারারুদ্ধ এই নিশি ঘোরে।
চিতোর পতিত হয় যবনের করে॥
হের দেখ কবিগণ আনন্দ প্রফুল্ল মন
চিন্তার তরঙ্গে রঙ্গে হেলিতে দুলিতে,—
ভাসে মর্ত্যপুরে কভু অমরাবতীতে॥
দুষ্ট জনগণের পাপ চরিত্র কেমন,
করিছে অন্ধকার কার উদ্ঘাটন।
হেথা পরমাত্মা ধ্যানে যোগরত যোগিগণে,
নিমগন সদা হের প্রফুল্ল বদন।
প্রণয়ী মধুর ভাবে তোষে প্রিয়জন॥
ধার্ম্মিক উদার চেতা মহোদয়গণ।
স্বদেশ মঙ্গল চিন্তা করেছে সাধন॥
স্বার্থপর নর দলে, দেখ দেখ ধরাতলে,
অবসন্ন আঁখি হল তন্দ্রা পরশনে।
অন্যের অনিষ্ট চিন্তা তবু করে মনে॥
জীবনের দুঃসময় আঁধার গগনে,
সুখচন্দ্র উঠে কিহে শুনেছ শ্রবণে?
রে পাপিষ্ঠ নরাধম। ত্যজ চিন্তা বিষসম
স্বার্থপর পরদ্বেষী মানবের দল,
জীবনের ক্রম তারা অতীব চঞ্চল॥
ঘোর অমা নিশা অতি ভীতিপ্রদায়িনী।
ঝলসে নয়ন তাহে চারু সৌদামিনী॥
জয় জয় বাদ্য বাজে, ঘরে ঘরে সবে সাজে,
বালবৃদ্ধ যুবাগণ প্রফুল্ল অন্তরে,
দীপমালা আজি কেন হেরি থরে থরে,
কিসের উল্লাস ধ্বনি বল না আমায়।
অমা নিশা নাহি আর আলোক মালায়॥
যেন শত দিবাকর, বিতরে প্রখর কর।
ত্রিদিব সমান পুরী হেরি মনোহর।
নিশার স্বপন একি অতি সুখকর॥
আলোকে উজ্জ্বল হেরি বিশাল তোরণ।
পূর্ব্ব গর্ব্ব কথা হায়! হইল স্মরণ॥
আজি কি ভারত মাতা, পাইলেন স্বাধীনতা,
তাই ভারতের জয় ঘোষিছে সকলে,
অথবা মরিতে সবে জ্বলন্ত অনলে,—
ঘোর অমা নিশা ঘোরে আয়োজন করে,
বালবৃদ্ধ যুবাগণ প্রফুল্ল অন্তরে॥
কিসে আজ বঙ্গবাসী, জাগে ঘোর অমা নিশি
আলোকে উজ্জ্বল কেন পবিত্র ভবন।
ধনী কিম্বা দীন হেরি আনন্দে মগন?
নৃমুণ্ডমালিনী ভীমা মহিষমর্দ্দিনী।
কালী মুক্তকেশী শিবা কৈবল্যদায়িনী॥
ধরি অসি বাম করে, অবতীর্ণা ঘরে ঘরে।
তাই (ও) উৎসব রোল ভারত ভিতর।
বাজিছে সানাই ঢোল শ্রুতি সুখকর॥

বশম্বদ।
শ্রীঃ—
চাটমোহর।

১২৮৮
৩০ এ আশ্বিন

সোমপ্রকাশ

১৬ ই কার্ত্তিক সোমবার।

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়।

কালের গতি সমান যায় না; আবার কালের তরঙ্গায়িত অঙ্গে পড়িয়া মানুষেরও মনের প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হয়। এক সময়ে ভারতবর্ষের সহৃদয় উদারচরিত শাসনকর্ত্তারা এই অজ্ঞতাভিভূত ভারতবর্ষকে সুরস উচ্চশিক্ষার অমৃত ধারায় অভিষিক্ত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। তাঁহারা সময়ে অনেক বিঘ্ন বিপত্তির আশঙ্কা দেখিয়াও উচ্চ অঙ্গের ইংরাজি শিক্ষা দান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পবিত্র চিত্তের সমুচিত কার্য্যগুলি তাঁহারা বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই; রাজপুরুষদের চিত্তপ্রবৃত্তি ফিরিয়া গিয়াছে। এখন তাঁহাদের ঔদার্য্য গুণের কোন সদনুষ্ঠান দৃষ্টিগোচর হয় না, বরং ভারতের প্রজাগণের হস্ত পদ বাঁধিয়া নিবিড় অজ্ঞতাকূপে নিক্ষিপ্ত করিতে পারিলে ইচ্ছাসত্ত্বে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে চাহেন না। সে বৎসর ক্যাম্বেল সাহেব উচ্চ ইংরাজি শিক্ষা উঠাইয়া দিবার কল্পনা করিয়াছিলেন; তদনান্তন গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর যদি সেই প্রকৃতির লোক হইতেন, তবে দেখিতে হইত না। ইংরাজি শিক্ষা এত দিন এদেশ হইতে কলির দেবতার ন্যায় কোন্ দুর্লক্ষ্য নিগূঢ় স্থানে গিয়া সুখে নিদ্রা যাইত। কিন্তু ভাগ্য ভাল, তাই সাধারণের প্রাতঃস্মরণীয় আমাদের পরমহিতৈষী মিত্র মহাত্মা লর্ড নর্থব্রুক তৎকালে ভারতের পোড়া মাটীতে আসিয়া পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেই পর্য্যন্ত যাহা হউক নিম্ন বঙ্গের অবস্থা এক প্রকার ভালই চলিতেছে। বিদ্যা শিক্ষার প্রতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কেহ বড় বিদ্বেষের মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন না। কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং পঞ্জাবে উচ্চ অঙ্গের ইংরাজি বিদ্যা শিক্ষা দিতে গবর্ণমেন্টের হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে। পঞ্জাবে কলিকাতার ন্যায় সুবিস্তীর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত দেশীয় রাজগণ এবং অন্যান্য সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণ ৩৫০০০০ সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহারা উৎসাহ সহকারে আরও অধিক টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু গবর্ণমেন্টের আন্তরিক শঙ্কা দূরীভূত হইতেছে না। ১৮৭৯ সালে লর্ড লিটন লাহোরে একটী বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে যে উদ্দেশ্য উচ্চ ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া হয়, লাহোরে সে উদ্দেশ্য থাকিবে

[illegible] শিক্ষা বঙ্গদেশীয়দিগের রুচি ও [illegible] কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের [illegible] প্রকৃতি স্বতন্ত্র।

[illegible] একটী গূঢ় অভিসন্ধি আছে। ভারত-বাসীদিগের পক্ষে সাহেব দেখিলে ছুটিয়া পলায়ন [illegible], সাহেবদিগকে সিংহ ব্যাঘ্রের ন্যায় একটা [illegible] বিশেষ জ্ঞান করিত। আবার [illegible] সাহেবদের মনুষ্যের আবাধ্য [illegible] বিশেষ ভাবিত। এই প্রকার [illegible] কারণ আছে। কতকগুলি সাহেব [illegible] প্রবেশ করিলে [illegible] অনেক উৎপীড়ন করিতেন, [illegible], তাহাদিগকে বেতন দিতেন না; [illegible] উপদ্রব করিতেন, আবার [illegible] কুলবধূও হরণ করিত। [illegible] পুরুষেরাই বিশেষ অত্যাচারী ছিল। [illegible] শুনিলে তথাকার সমস্ত লোক গৃহাদি [illegible] করিয়া দূরে আশ্রয় লইত।

আবার আর কতকগুলি ভদ্র সাহেব ছিলেন, তাঁহারা এ দেশীয় লোকদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। একবার কাহারও প্রতি কৃপাদৃষ্টি পড়িলে তাহাকে সাধ্যানুসারে উচ্চ পদ দিতে ত্রুটি করিতেন না। সুতরাং তাঁহাদের প্রতি লোকের অচলা ভক্তি জন্মিত। এক্ষণে উচ্চ ইংরাজি শিক্ষা দ্বারা লোকের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইতেছে। আর ইংরাজদিগকে দেবতুল্য জ্ঞান করেন না। অধিকন্তু ভারতবাসিরা এখন ইংরাজদের সমকক্ষ হইয়া রাজকার্য্যে সমান অধিকারী হইতে যত্ন করিতেছেন। ইংরাজেরা এ দেশীয়দিগকে যে সমস্ত স্বত্ব দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই অসন্তোষ প্রকাশ করেন, কিন্তু বঙ্গদেশের লোক [illegible] এবং রাজভক্ত [illegible] তাঁহাদের অসন্তোষে কোন অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং পঞ্জাবীরা দৃঢ়কায় সাহসী ও যুদ্ধকুশল; তাহাদের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে উত্তর কালে রাজ্যমধ্যে গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই আশঙ্কায় পঞ্জাবে উচ্চ ইংরাজি শিক্ষা বিস্তার করিতে রাজপুরুষেরা বিমুখ হইতেছেন। কিন্তু [illegible] রাজপুরুষদিগের এই দুরভিসন্ধির প্রখর কলোপ [illegible] স্থির করিতে পারিতেছি না। অজ্ঞতা হইতে [illegible] কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে; তাহাদের [illegible] বোধ থাকে না। মূর্খ লোকের [illegible] অধিক বিকলের সম্ভাবনা। [illegible] দেখুন। তাহারা সুশিক্ষিত [illegible] সামান্য কারণে বিগ্রহে রত [illegible] রাজপুরুষ-দিগেরও কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের ত্রুটি আছে, তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যক। চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া সত্য বিষয় কত দিন গোপন করিয়া রাখা যায়? এবং স্বভাবের গতির প্রবল বেগ কে রোধ করিতে পারে? প্রকৃতির নিয়মে এই সংসার উন্নতির অভি[illegible] আপনিই ধাবিত হইতেছে। এক দিন সক[illegible] উন্নতির শিখরে অধিরোহণ করিবে, সে বেগ অবরুদ্ধ করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। তবে যত্নবান ও উদ্যোগী হইলে শীঘ্র অভীষ্টসিদ্ধি হয়, এই মাত্র প্রভেদ।

ভারতবর্ষবাসিদিগকে অজ্ঞতায় ফেলিয়া রাখিলে মঙ্গল নাই, তাহা আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি। তাহাদিগকে সুশিক্ষা দিয়া সৌহার্দ্দভাবে এই বিশাল রাজ্য শাসন করাই শ্রেয়ঃকল্প। রাজা ও প্রজায় যেন প্রভেদ না থাকে, সকলেই রাজকার্য্যে সমান অধিকারী হউন—তবে কাহারও মনে অসন্তোষের কারণ উপস্থিত হইবে না এবং ভারতে ইংরাজ শাসন চিরকালের নিমিত্ত অক্ষুণ্ণ থাকিবে। যেখানে ধর্ম্ম, সেই খানেই জয়। পক্ষপাতশূন্যতা এবং ন্যায়পরতাই সুখের রাজ্যের ভিত্তিভূমি।

পঞ্জাবে স্থানিক ভাষায় উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা শিক্ষিত হইবে, এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি লর্ড রিপন অপরিপক্কবুদ্ধি মন্ত্রিদিগের প্ররোচনায় প্রতারিত হইয়াছেন। এটী কখন তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়ের সমুচিত কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তিনি সমীচীনরূপে বিচার করিয়া দেখিলে কলিকাতার ন্যায় পঞ্জাবে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে কখন কুণ্ঠিত হইতেন না। অতএব আমাদিগের প্রার্থনা, তিনি এই মহোপকারী বিষয়ে পুনর্ব্বার যেন মনোযোগ প্রদান করেন।

কৃষিকার্য্যের উন্নতির নিমিত্ত ব্যাঙ্ক সংস্থাপন।

ভারতবর্ষ কৃষিজীবী দেশ। ইহার আয়তন বহুবিস্তীর্ণ, ইহার লোকসংখ্যাও বিস্তর; কিন্তু এখানকার অধিবাসিদের জীবিকার উপায় নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। এক ভূমিই মনুষ্যের প্রাণধারণের উপায়। বসুমতী যদি দয়া করিলেন, পর্জ্জন্যদেব সুপ্রসন্ন হইলেন তবেই কোন প্রকারে শাকে ভাতে বৎসরটা কাটিল। কিন্তু যে বৎসর [illegible] কালবর্ষিণী না হইল, কিম্বা জলদানে কৃপণতা বা অজস্রতা প্রকাশ করিল তবে সর্ব্বনাশ ঘটিয়া পড়ি[illegible]। ভূমিজাত শস্য ভিন্ন জীবন ধারণের আর উপায় নাই; ব্যবসায় বাণিজ্য নাই, শিল্প নাই। কতকগুলি ধনাঢ্য লোক ভিন্ন অসংখ্য অসংখ্য ব্যক্তি কেবল "হাতে মুখে" কষ্টেসৃষ্টে বাঁচিয়া আছে। তাহাদের এক পয়সার সঙ্গতি নাই। কিছুমাত্র পুঁজি নাই। এক বৎসর ভূমি হইতে লাভ না হইলে দুদিন বসিয়া খাইবে, এমন সম্ভাবনা নাই। যত্র আয় তত্র ব্যয়, বরং তাহাতেও সংকুলান হয় না। বৎসরের শেষে দুই তিন মাস অর্দ্ধাশনে দিন ক্ষেপণ করিতে হয়। যাঁহারা প্রেসিডেন্সি বিভাগে কিম্বা সহরের সান্নিধ্যে বাস করেন, তাঁহারা প্রজাবর্গের প্রকৃত দুরবস্থা কিছুমাত্র জ্ঞাত নহেন। কলিকাতার চতুঃপার্শ্বে কৃষকদিগের অর্থোপার্জ্জনের বিস্তর উপায় আছে এবং তাহাদের ক্ষেত্রে যে সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তৎসমুদায় সহরে আনিয়া মহার্ঘ্য মূল্যে বিক্রয় করে। তদ্ভিন্ন শ্রম করিবারও বিবিধ পথ সুগম হইয়া আছে। অন্যান্য জেলাতেও নগরবাসী লোকেরা যাহা হউক, এক প্রকার সুখে আছে। সহরের নিকটবর্ত্তী পল্লিগ্রামগুলির লোকেরাও নিতান্ত হতভাগ্য নহে। কিন্তু প্রকৃত মফস্বলের প্রজাগণ এক কালে উপায়হীন। তাহাদের দিনপাত হওয়া অতি কষ্টকর। মফস্বলে শ্রম করিবার যোগ্য অধিক কার্য্য নাই, সুতরাং অধিকাংশ লোক আলস্যে কালযাপন করে। আবার সুচারুরূপে কৃষিকর্ম্ম নির্ব্বাহ করাও অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এক বৎসর অজন্মা হইলে কৃষক বাড়ীতে ধান্য ঋণ করিয়া উদরপূর্ত্তি করিল, টাকা কর্জ্জ করিয়া চাসের খরচ চালাইল, অবশেষে তাহা পরিশোধ কালে দরিদ্র কৃষকের মস্তকের চুল পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়া গেল। বাড়ীর সুদ বড় সামান্য নয়—দেড়া; ভাদ্র মাসে এক বিশ ধান্য ঋণ করিলে পৌষ মাসে দেড় বিশ দিতে হয়। আবার আহারের জন্য নগদ টাকা লইলে তাহাতে সিকি টাকা সুদ লাগে। দেড়া ও সিকি টাকার কমেও সুদ কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। অল্প স্থানেই কম সুদে ধান্য ও টাকার লেনা দেনা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এক বৎসর কিছু অধিক ধান্য বাড়ী লইলে দুই জন্মে তাহা পরিশোধ করা সুকঠিন হইয়া উঠে। কৃষককে চির জীবনের নিমিত্ত মহাজনের নিকট দাসত্বপাশে বদ্ধ থাকিতে হয়। ইহাতে লোকেরই বা উন্নতি হইবে কি? দেশেরই বা অবস্থা ফিরিবে কি? মৃত দেহ চুষিয়া কেবল কতকগুলি লোক হৃষ্ট পুষ্ট হইতেছে, অবশিষ্ট অসংখ্য ব্যক্তি অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া কষ্টের চিতায় দেহ পাত করিতেছে।

বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ পাবনা উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থান দীন দুঃখী নিরুপায় প্রজাদের অভিনয়চত্বর। এই সকল স্থানের কৃষকেরা কি নিদারুণ কষ্টে কালক্ষেপ

সমস্ত অত্র প্রধান কারণ অধিকসংখ্য প্রজা ঋণগ্রস্ত। বাস্তবিক কর্জ্জ দিয়া পরিশোধের দীর্ঘ মেয়াদ না দিলে উপকারের প্রত্যাশা নাই। কৃষক টাকা স্পর্শ করিলেই তাহাতে পর্য্যাপ্ত লাভ হয় না। তদ্ব্যতীত টাকা কর্জ্জ লইতে যদি ঘোর আড়ম্বর পড়িয়া যায় এবং দরিদ্র কৃষকের তাহাতে অযথা ব্যয় হয়, তবে কিছুই উপকার নাই। কৃষকেরাও টাকা ঋণ লইতে অগ্র-সর হইবে না। সে কারণ আমরা যে উপায় স্থির করিলাম, বোধ করি তাহাতে কৃষকের কিছুই অসুবিধা ঘটিবে না।

প্রতিনিধিতন্ত্র শাসনপ্রণালী।

ইতিপূর্ব্বে মিউনিসিপালিটীর প্রতিনিধি-তন্ত্র শাসন প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিবার নিমিত্ত আমরা মাননীয় গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম, বোধ করি এখনও পাঠকদিগের স্মৃতিপট হইতে তাহা অপনীত হয় নাই। লর্ড রিপন যথার্থই সাধারণের আন্তরিক অনুরাগভাজন এবং উদার প্রকৃতির লোক। লোকানুরঞ্জন তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত, এবং ন্যায়পরতা তদীয় শাসনের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি সুস্থ দেহে কিছুকাল এখানে অবস্থিতি করিলে ভারতবর্ষের মৃতশরীরে জীবন সঞ্চার হইবে তাহার প্রত্যাশা জন্মিতেছে। বঙ্গদেশে প্রতিনিধিতন্ত্র কার্য্যপ্রণালী প্রচলিত করিবার নিমিত্ত মহামান্য শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর গত ১০ ই অক্টোবর বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টে এক খানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। পত্র খানি বাগাড়ম্বর নহে, লোক দেখানেও নহে। তিনি অন্তরের সহিত এই শাসন প্রণালীতে আপনার সম্মতি দিয়াছেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকেও ঐ প্রণালী অনুমোদন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। লর্ড রিপন আর কিছু না করিলেও এই সদনুষ্ঠানে তাঁহার কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল। লর্ড লরেন্স, লর্ড মেয়ো, লর্ড নর্থব্রুক এবং স্যার জর্জ ক্যাম্বেল কোন কোন বিশেষ সংক্রান্ত অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। লর্ড রিপন ভারতের ভাবী সৌভাগ্যের প্রকৃতিমূলে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন উত্তরকালে ইহার ফল যে পরম সুখকর হইবে তাহাতে সংশয় নাই।

সম্প্রতি মিউনিসিপালিটীর কার্য্যভার স্থানিক প্রতিনিধিদের হস্তে বিন্যস্ত থাকিবে। তাঁহারা সুচারুরূপে কর্ম্ম চালাইলে ভবিষ্যতে স্থানিক শিক্ষা চিকিৎসা, দাতব্য এবং পূর্ত্তকার্য্যেরও সমধিক ভার পাইবেন। উত্তরকালে পুলিসের ব্যয়ভার হইতেও মিউনিসিপালিটীকে অব্যাহতি দেওয়া কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের মিউনিসিপালিটী কর্তৃক পুলিসের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য ২৭৫০০০০ টাকা খরচ করা হইয়া থাকে। কলিকাতা এবং বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থলের মিউনিসিপালিটীর অধীনস্থ পুলিসে ৯০০০০০ টাকা ব্যয়িত হয়। ১৮৮১। ৮২ সালে প্রদেশী শিক্ষা বিভাগে ন্যূনাধিক ২৬৯০০০০ টাকা খরচ হইবার সম্ভাবনা। চিকিৎসা বিভাগে, অন্যূন ১১৬৩০০০ টাকা। প্রাদেশীয় পূর্ত্তবিভাগে ৫৩৪৩০০০ টাকা এবং স্থানিক পূর্ত্তকার্য্যে ৪৭৭১০০০ টাকা।

মিউনিসিপালিটী নিজ এলাকাধীন পুলিসের ব্যয় ভার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলে দেশের সমধিক উন্নতি হইবে। চিকিৎসা, দাতব্যকার্য্য, পূর্ত্তকার্য্য প্রভৃতি এক একটী স্থানিক প্রতিনিধি বিশেষের হস্তে বিন্যস্ত হইলে অচিরে ভারতবর্ষ একটী সুখের রাজ্য হইয়া দাঁড়াইবে। উচ্চ অঙ্গের বিচার কার্য্যে যথাবিধি সিবিলিয়ানদিগকে নিযুক্ত রাখিয়া স্থানিক সমস্ত বিভাগের কার্য্য কৃতবিদ্য ভারতবর্ষবাসিদের হস্তে সমর্পিত হইলে ক্রমে রাজস্ব বিভাগের অনেক ব্যয় লাঘব হইবে এবং এদেশস্থ উন্নতচেতা ব্যক্তিদিগেরও ক্ষোভ নিরাকৃত হইতে পারিবে। এস্থলে আমাদের আর একটী যুক্তি বিবেচনাসিদ্ধ বোধ হইতেছে। মিউনিসিপালিটীর প্রতিনিধিতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গেই শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর অন্য কয়েকটী বিভাগের কার্য্য ভার নির্ব্বিঘ্নে স্থানিক প্রতিনিধির হস্তে সমর্পণ করিতে পারেন। পরিণামে অবশ্যই সুফল ফলিবে, তাহা আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি।

সাধারণের নির্ব্বাচিত স্থানিক প্রতিনিধি কর্ম্মচারীর হস্তে এক একটী বিভাগের সমস্ত কার্য্যভার অর্পিত হইলে কোন প্রকার আর অসুখ থাকিবে না। যে সকল কার্য্যের উন্নতি করিলে প্রজার উন্নতি, যে সকল কার্য্যের প্রতিবিধান করিলে প্রজার অসুখ প্রতিহত হয়, একে একে সেই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে। এখন প্রায় সর্ব্বত্র মিউনিসিপালিটীর কার্য্য বিশৃঙ্খলতার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। রোড্‌সেস কমিটীরও কার্য্য প্রণালী নিতান্ত কুৎসিত। বঙ্গদেশের সকল প্রজা রোড্‌সেসের চাঁদা নিয়মিতরূপে দিয়া থাকে, কিন্তু তাহার ফল কেহই প্রত্যক্ষ করিতে পায় না। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, পূর্ব্বে আমরা এ সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা লিখিয়াছিলাম। কিন্তু ক্রমশঃ দেখা যাইতেছে, প্রদেশীয় কমিটীর অধীন অল্লিগ্রামে এক একটী করিয়া প্রজাদিগের প্রতিনিধি সভা স্থাপিত না হইলে কোন গ্রামের বিশেষ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। রোড্‌সেসের কর দিয়া প্রজাগণ যদি কোন উন্নতির মুখ না দেখিতে পায়, তবে নিষ্ফল টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া কাজ কি? একৈক মাত্র ডিষ্ট্রীক্ট কমিটির দ্বারা এ সকল কাজ নির্ব্বাহ হইবে না। অনেক স্থানের অজ্ঞ কৃষক ও অন্যান্য নীচজাতি নিরক্ষর প্রজা কিছুই জানে না, কোন কাজ বুঝে না। সরকারের লোকও জমিদারের লোক খাজনা, চাঁদা ও কর চাহিলে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া তাহা দিতে হয়, না দিলে রক্ষা নাই নিস্তার নাই, মূর্খ প্রজারা ইহাই বুঝে। গ্রামের পথ ঘাট সংস্কারের নিমিত্ত কমিটীর সভাদের নিকট আবেদন করিতে হয়, ইহা তাহারা জ্ঞাত নহে। প্রদেশীয় কমিটীর অধীনে গ্রামে গ্রামে সভা থাকিলে তাঁহারা মফস্বলের তত্ত্বাবধান করিয়া পল্লীর উন্নতি ও রাস্তার সংস্কার করিতে পারেন। পাঠক এ বিষয়ের সবিস্তার বৃত্তান্ত প্রস্তাবান্তরে দর্শন করিবেন।

পানীয় জলকষ্ট।

আমাদের বহু মানিত পত্র লেখক শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র সরকার যশোহরের পানীয় জলকষ্ট বর্ণন করিয়া আমাদের নিকটে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, এই স্থলেই সেই পত্রখানি গৃহীত ও প্রচারিত হইল। পত্রপ্রেরক বলেন, জলকষ্টই যশোহরের অস্বাস্থ্যের প্রধান কারণ। এ বাক্যটী একান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার অনুমোদন করিতেছি। নির্ম্মল পানীয় জলের অভাব যে, দেশব্যাপী পীড়ার প্রধান কারণ, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কেবল যশোহরের কেন, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি সমুদায় জেলারই অধিকাংশ পল্লীগ্রামের লোকে নির্ম্মল জল পান করিতে পান না। আমাদের সংস্কার এই, সেই কারণে ম্যালেরিয়া বঙ্গদেশকে পরিত্যাগ করিতেছে না। বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে অধিকাংশ পল্লীগ্রামের দুরবস্থার ইয়ত্তা থাকে না। আমাদের বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, কলিকাতায় যখন কলের জল হয় নাই, তখন গ্রীষ্মকালে দুঃখী দরিদ্র লোকেরা লালদীঘী হইতে জল আনাইয়া পান করিতে পারিত না, ইতস্ততঃ যথা তথায় পঙ্কিল জল পান করিত। সেই হেতু ঐ সময়ে প্রায় প্রতিবর্ষেই ওলাউঠা বিষম পরাক্রম প্রকাশ [illegible] দেশ আক্রমণ করিত। এখন কলের জল [illegible] সে অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। তাই প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইতেছে, নির্ম্মল জল পান স্বাস্থ্যের প্রধান কারণ। অতএব আমরা পত্রপ্রেরকের সহিত একমত হইয়া এই প্রস্তাব করিতেছি, মিউনিসিপালিটীসকলের কর্ত্তব্য, তাঁহারা স্ব স্ব অধিকৃত স্থানে অগ্রে স্বচ্ছ লঘু জলের সংস্থান হইবার উপায় করিয়া দেন। যদি বলেন, সকল মিউনিসিপালিটীতে স্বচ্ছ জলের উপায় বিধানের উপযোগী অর্থ সংগ্রহ হয় না। তদুত্তরে আমা-

দের বক্তব্য এই, যদি রাস্তা না হয়, না হউক, তথাপি যে টাকা সংগ্রহ হইবে, তদ্দ্বারা অগ্রে ভাল পুষ্করিণী করিয়া দিবার চেষ্টা পাওয়া যশোহর মিউনিসিপালিটীর একান্ত কর্ত্তব্য। ম্যালেরিয়া আক্রমণে গ্রাম যদি জন শূন্য হয়, মিউনিসিপাল রাস্তায় কে চলিবে? যে প্রসঙ্গে আমরা এ প্রস্তাবের উত্থাপন করিলাম, সে পত্রখানি এই:—

মহাশয়! ইংরাজ অধিকৃত ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে পর্য্যবেক্ষণ করিলে সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয় যে,—যে জেলাটী কলিকাতা রাজধানীর যত সন্নিহিত, সেই জেলার সামাজিক ও আভ্যন্তরিক উন্নতি তত অধিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যশোহর জেলাটী এই নিয়মের বহির্ভূত। এখানে যদিও বিষয় কার্য্যোপলক্ষে আজ কাল অনেক সুশিক্ষিত লোক অবস্থান করিতেছেন—যদিও নগরের সুখ স্বচ্ছন্দতা ও সৌষ্ঠব সাধনোদ্দেশে এখানে বহু দিন হইতে মিউনিসিপালিটী সংস্থাপিত হইয়াছে—যদিও সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে এই মিউনিসিপালিটীর মেম্বর পদে নিযুক্ত আছেন, কিন্তু এখানকার লোক এরূপ অনবধান ও নিরুৎসুক যে জেলার হিতানুষ্ঠানে কাহারো যত্ন কি আগ্রহ নাই। এই স্থানটী অস্বাস্থ্যকর বলিয়া বহুদিন হইতে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ; কিন্তু সেই অস্বাস্থ্যের প্রধান কারণ জলকষ্ট ভিন্ন আর কিছুই নহে। জেলার উত্তরাংশে প্রাচীন ভৈরব নদের চিহ্ন মাত্র আছে; বর্ষাকালে উহাতে জল দেখা যায় এই মাত্র, তদ্ভিন্ন অন্যান্য সময়ে জলের পরিবর্ত্তে শৈবাল ও দাম দলে পরিপূর্ণ থাকে। তবে প্রাচীন [illegible] কয়েকটী পুষ্করিণী যাহা বর্ত্তমান আছে, [illegible] অবস্থা যার পর নাই নিকৃষ্ট,—নিম্নভাগে পঙ্ক উপরিভাগে শৈবাল পরিপূর্ণ। জলের [illegible] সদৃশ! আবার উহা এরূপ বিস্বাদ ও [illegible] যে উহা পুনঃ পুনঃ কখন পান করা যায় না। কেবল মাত্র "[illegible]" বলিয়া যে একটী পুষ্করিণী আছে, তাহাই লোকের জীবনোপায়,—সেই এক মাত্র পুষ্করিণীর জল পান করিয়া জেলার সমস্ত লোক জীবন ধারণ করে; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ [illegible] একণে [illegible],—দৈনন্দিন জলের হ্রাস দেখিয়া বোধ হইতেছে যে আর অধিক দিন জেলার সমস্ত অধিবাসীকে জল যোগাইতে পারিবে না; তাহা হইলেই একবারে চূড়ান্ত হয়!

মিউনিসিপালিটী [illegible] এক মাত্র উপকার হইতেছে যে যখন যে পুষ্করিণীটী শৈবাল যোগে একবারে অব্যবহার্য্য হইয়া উঠে, তখন সেই পুষ্করিণীর অধিকারীর প্রতি উহা পরিষ্কার করিয়া দিবার নিমিত্ত পরয়ানা বাহির করেন। অধিকারিরা [illegible] টাকা ব্যয় করিয়া পরিষ্কার করিয়া দিলেন; আবার দশ দিন পরে ঠিক পূর্ব্ববৎ কিম্বা তদপেক্ষা অধিকতর শৈবালে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপে দীঘি ও পুষ্করিণীর অধিকারীদিগের বৎসর বৎসর অনর্থক অর্থ ব্যয় হইতেছে, কিন্তু তথাপি [illegible] নামটীও কাহারো মুখে শুনা যায় না। অস্বাস্থ্যকর বলিয়া যশোহরের যে একটা দুর্নাম আছে, উল্লিখিত জলকষ্টই যে তাহার বলবৎ কারণ তৎপক্ষে সন্দেহ নাই; অথচ এই অস্বাস্থ্যের মূলীভূত, নিদারুণ জলকষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়াও কি রাজপুরুষগণ—কি মিউনিসিপালিটীর মেম্বর মহোদয়বর্গ—অথবা জেলার অধিবাসী ধনিগণ—কেহই এই নিদারুণ—জলাপনয়নের কথাটীও মুখে আনেন না, ইহা কতদূর পরিতাপের বিষয় তদ্বর্ণনে লেখনী নিতান্তই অক্ষম। আজ কাল মিউনিসিপালিটী বিলক্ষণ অর্থশোষণ করিতেছেন, যদি তদ্দ্বারা সাধারণের সুখ স্বচ্ছন্দতার কোন প্রকার উপায় না হইল, তবে আর মিউনিসিপালিটীর উপকারিতা কি, তাহা আমরা বিবেচনা করিতে পারি না। ফলতঃ এই সাধারণ হিতকর কার্য্যে সকল শ্রেণীর লোকেরই সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

যশোহর।
১২৮৮ সাল
১২ ই কার্ত্তিক

শ্রীযাদবচন্দ্র সরকার

গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয়ের কেন্দ্র বন্ধন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

আত্ম শাসন।

এতৎ সম্বন্ধে গত বারে আমরা যে প্রস্তাবটী লিখিয়াছিলাম, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ও করস্থাপনের হেতু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এতদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয়ের বিষয় এত কাল কি ছিল, সেই সেই কেন্দ্র বন্ধন করিবার উদ্দেশ্য কি, তাহা কিরূপ [illegible], এবং তাহাতে প্রজা সাধারণের কি [illegible] হইয়াছে। অতঃপর প্রস্তাবে আমরা আয় ব্যয়ের কেন্দ্র বন্ধনের সহিত আত্ম শাসনের যে গাঢ় সম্বন্ধ তাহা নির্দ্দিষ্ট করিতেছি।

উন্নত শাসন প্রণালীর মর্ম্মজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞেরা অবিবাদে স্বীকার করেন যে সাধারণের সুখবৃদ্ধি করা গবর্ণমেণ্ট মাত্রেরই উদ্দেশ্য। কিসে প্রজারা সুখে থাকে, কিসে তাহারা [illegible] অত্যাচারীর হস্ত হইতে বিমুক্ত হয়, কিসে তাহাদের সম্পত্তি অপহারকের হস্তে ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়, কিসে তাহারা আপন আপন শরীর ও সম্পত্তি নাশের আশঙ্কা বিমুক্ত হইয়া, সুখে তাহা ভোগ করিতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখা উন্নততম শাসন প্রণালীর উদ্দেশ্য। যেমন একান্নবর্ত্তী ও অবিভক্ত পরিবারের কর্ত্তার পরিবারস্থ সকল ব্যক্তির সুখ স্বচ্ছন্দ সম্পাদন ও তজ্জন্য উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য, তাঁহার যেমন তাঁহাদের নানা সকল অভাব পূর্ণ করা উচিত, তাহাদের অসৎ কামনা, দুরভিসন্ধি, কুক্রিয়া নিষেধ করা বিধেয়। গবর্ণমেণ্টেরও তদ্রূপ প্রজাবর্গের শরীর ও সম্পত্তি রক্ষা বিষয়ে যত্ন ও উপায় বিধান করা বিধেয়। অনেক বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপ ও কার্য্যপ্রণালীতে এবং একান্নবর্ত্তী ও অবিভক্ত পরিবারের কর্ত্তার কার্য্যকলাপ ও কার্য্যপ্রণালীতে সাদৃশ্য আছে। একান্নবর্ত্তী ও অবিভক্ত পরিবারের কর্ত্তা পরিবারস্থ সকল ব্যক্তির ধন গ্রহণ করেন, তাহাদের অভাব পূরণ করেন, তাহাদিগকে দুষ্কর্ম্ম ও দুরভিসন্ধি হইতে নিবৃত্ত করেন, তাহাদের পরস্পরের বিবাদ বিসম্বাদ, অবিচার অত্যাচার মিটাইয়া দেন, গবর্ণমেণ্টও তদ্রূপ প্রজাসাধারণের নিকট কর গ্রহণ করেন, তাহাদের অভাব পূরণ করেন, তাহাদিগকে দুষ্কর্ম্ম দুরভিসন্ধি হইতে নিবৃত্ত করেন, তাহাদের পরস্পরের বিবাদ বিসম্বাদ, অবিচার অত্যাচার মিটাইয়া দেন। একান্নবর্ত্তী ও অবিভক্ত পরিবারের কর্ত্তা যেমন নিজ পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের শরীর ও সম্পত্তি রক্ষার্থ সমুদায় পরিবারের সহিত এক মন ও এক বাক্যে বদ্ধপরিকর হইয়া অত্যাচারীর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন, গবর্ণমেণ্টও তদ্রূপ অপর কোন বিদেশীয় রাজার অত্যাচার হইতে নিজ প্রজাদিগের রক্ষার্থ প্রজাবর্গের সহিত একমন ও এক বাক্যে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন। আবার একান্নবর্ত্তী ও অবিভক্ত পরিবারের কর্ত্তা আপন ইচ্ছানুসারে পরিবারস্থ উপযুক্ত পাত্রে আয়ের বিভাগ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ কার্য্য করিবার অধিকার দিয়া নিজে সেই আয় ব্যয়ের সংযম করিতে পারেন। তিনি যেমন কর্ত্তা তদ্রূপই রহিলেন অথচ পরিবারস্থ সকল উপযুক্ত ব্যক্তিই নিজ নিজ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাদের যে অভাব তাহারা নিজেই তাহা পূরণ করিতেছে, তাহাদের যাহা অভিরুচি নিজেই তাহার সম্পাদন করিতেছে, আয় অনুসারে নিজের ব্যয়ের বন্দোবস্ত করিতেছে, ব্যয় অনুসারে আয়বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে, কর্ত্তাকে কিছু বলিবার কিছু জানাইবার প্রয়োজন নাই, তিনি কেবল দেখিতেছেন, এবং তাহা নিয়মিত করিয়া দিতেছেন। গবর্ণমেণ্টও তদ্রূপ আপন ইচ্ছানুসারে অথচ, গবর্ণমেণ্ট সমূহে প্রজাসাধারণের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত সমাজ সমূহে ও নিজ আয়ের বিভাগ করিয়া দিয়াও উহাদিগকে আপন আপন কার্য্য সম্পাদন করিবার অধিকার দিয়া নিজে সেই আয় ব্যয়ের সংযম করিতে

উপর আক্রমণ সহজেই ভয়ানক হইয়া পড়ে; কিন্তু তাহাতে যে উন্নতি বোধ হয়, পূর্ত্তকার্য্য বিভাগে দুর্ভিক্ষ আসিয়া পড়ে, এবং অমিতব্যয়িতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এতৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই ব্যবস্থা করিতেছেন যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহ দুর্ভিক্ষ ভিন্ন অন্য কোন কারণ বশতঃ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আয়ে হস্তক্ষেপণ করিবার আশা করিবেন না। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টও উক্তবিধ বিশেষ বিপদ না পড়িলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রার্থী হইবেন না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উক্তরূপ বিপদ ঘটিলে যদি ও সঞ্চিত ধনে বায় না কুলায় তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের প্রার্থনা করিবেন। ইহাতে যদি সমস্ত সাম্রাজ্যে উন্নতির ব্যাঘাত জন্মে তাহাও সহ্য করিতে হইবে।"

পুস্তক সমালোচনা।

দক্ষযজ্ঞ কাব্য (১)।

এখানি সংস্কৃতে রচিত। নাম দ্বারাই পাঠক ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝিতে পারিতেছেন, যতক্ষণ স্বয়ং রসাস্বাদ না করিতেছেন, ততক্ষণ এটী বুঝিতে পারিতেছেন না যে এখন এমন সংস্কৃত রচনা হয়। সংস্কৃতের চর্চ্চা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। অতএব এখন সংস্কৃতে কোন গ্রন্থরচনার চেষ্টা বিড়ম্বনা, এতদিন আমাদের এই সংস্কার ছিল, কিন্তু রামনারায়ণ তর্করত্ন দক্ষযজ্ঞ কাব্য প্রণয়ন করিয়া আমাদের সে সংস্কার ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। রচনা যেমন প্রাঞ্জল, তেমনি রসমাধুর্য্যে মনোহারিণী হইয়াছে। আমরা অনেক স্থলে নূতন ভাব সমাবেশ দেখিলাম। অনেক স্থলে কবিত্বশক্তির সবিশেষ পরিচয় হইয়াছে সোমপ্রকাশে স্থান সঙ্কীর্ণ, অতএব ইহাতে ইহার দীর্ঘ সমালোচন সম্ভাবনা নয়, তথাপি আমরা বর্ষাবর্ণনের একটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠক দেখুন কেমন গুণসম্পন্ন হইয়াছে।

> মগ্নং জলে কুমুদং কমলঞ্চ মগ্নং,
> দৃশ্যো নাদ্য নভু সম্প্রতি চন্দ্রসূর্য্যো।
> মেঘৈঃ ঘনৈঃ জতমসেন নভোবিলগ্নে
> ভেদে কিমস্তি রজনীদিবসপ্রভেদে।

কুমুদ ও কমল জলে মগ্ন হইয়াছে, এক্ষণে চন্দ্র সূর্য্যও আর দেখিতে পাওয়া যায় না, আকাশ মণ্ডল মেঘরূপ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অতএব রাত্রি ও দিন বলিয়া পরিচয় দিয়া দেয়, এমন কিছুই নাই।

পাঠক! কবির কেমন ভাবুকতা দেখুন, রাত্রির জ্ঞাপক কুমুদ ও চন্দ্র দৃষ্ট হইতেছে না, দিবস জ্ঞাপক পদ্ম ও সূর্য্য দেখা যাইতেছে না। নক্ষত্রাদি দর্শন করিয়া যে রাত্রি দিন বুঝা যাইবে, তাহারও পথ নাই। কারণ, নভোমণ্ডল গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন

ফলতঃ রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত দক্ষযজ্ঞ কাব্য খানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এরূপ সংস্কৃত রচনা এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। পাঠক স্বয়ং রসাস্বাদ না করিলে আমাদের মুখে আন পাইয়া ইহার গুণবর্ণন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না।

কয়েক খানি পত্র। কলিকাতা ভবানীপুরস্থ ওরিয়েণ্টাল প্রেসে মুদ্রিত ১২৮৮। কয়েকটী সন্দর্ভ পত্রাকারে এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। স্বামী স্ত্রীকে সাংসারিক লৌকিক, ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক উপদেশ দিতেছেন। এই পুস্তকে নিম্ন লিখিত কয়েকটী বিষয় আছে:—বেশভূষা, নম্রতা, সত্যবাদিতা, পরশ্রীকাতরতা, শিক্ষা, ব্যবহার, বিবেক শক্তি, ধর্ম্ম, অদৃষ্ট, পরিচ্ছন্নতা ও বিধবা। পুস্তক খানি স্ত্রীলোকদিগের পাঠের উপযোগী হইয়াছে। রচয়িতা যে অভিপ্রায়ে পুস্তক খানি রচনা করিয়াছেন আমাদের বিবেচনায় তাঁহার সেই অভিপ্রায় সফল হইয়াছে। তবে দুই একটী বিষয় কিছু কঠিন হইয়াছে।

ধর্ম্মবিষয়ক প্রতিবাদ। কালীঘাট হিতসাধিনী সভার উৎসাহে হিন্দুধর্ম্ম প্রতিপাদক সম্প্রদায় হইতে প্রকাশিত। ভবানীপুর ওরিয়েণ্টাল প্রেসে মুদ্রিত। আমরা ইহার তিন খণ্ড পাইয়াছি। প্রতিবাদগুলি মন্দ হয় নাই, যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে। এই পুস্তক গুলিতে বাইবেলের ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে দেখিতাম খ্রীষ্টীয় মিশনরিগণ বাঙ্গালায় পুস্তক রচনা করিয়া আমাদের ধর্ম্ম ও দেব দেবীর অজস্র নিন্দা ও গালি বর্ষণ করিতেন। এখন সেরূপ পুস্তক আর দেখিতে হয় না। পিনাল কোডের শাসন ভয়েই হউক আর সদ্বিবেচনার প্রভাবেই হউক মিশনরিগণ ঐরূপ লিখিবার প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই প্রতিবাদ পুস্তক গুলি সেভাবে, সে রকমে, লিখিত হয় নাই। ইহাতে কেবল বাইবেলের ভ্রম প্রমাদ দর্শিত হইয়াছে মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক প্রচারক। শ্রীবিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মাসিক খণ্ডে প্রকাশিত। সন্তোষপুর। কলিকাতা। ক্যানিং প্রেসে মুদ্রিত। ১২৮৮। আশ্বিন। এই পত্রিকাখানি আমরা আদরের সহিত গ্রহণ করিলাম। বিপিন বাবু প্রশংসনীয় কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। সাধারণ লোকের চিকিৎসা বিষয়ে যাহাতে অভিজ্ঞতা জন্মে তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পরে যে সকল খণ্ড প্রকাশিত হইবে এই খণ্ড খানি তাহার অবতরণিকা মাত্র। আমরা বিপিন বাবুকে অনুরোধ করি তিনি যেন অতঃপর প্রত্যেক খণ্ডের শেষ ভাগে দুই একটী রোগের চিকিৎসার বিবরণ প্রকাশ করেন।

বিবিধ কবিতা। প্রথম খণ্ড। শ্রীকালিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৮৮ সাল।

কবিতাগুলি মন্দ হয় নাই। দুই একটী হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। অপর কয়েকটি আমাদের ভাল লাগে নাই। মাচাণ্টঅব বিনিশ হইতে ভাবগ্রহণ করিয়া যে কবিতাটি রচিত হইয়াছে আমরা পাঠকদিগকে তাহা উপহার দিলাম।

> কেমন মধুর অই সুধাংশু যামিনী
> তটোপরে! এস, প্রিয়ে, বসি দুই জনে,
> তুমি সুমধুর স্বরে শ্রবণ-বিবরে,
> রসে ভাসি। নীরবতা আর নিশিথিনী,
> মরি রে! সেজেছে ভাল এ সুধা বর্ষণে
> দেখ, লো প্রেয়সী! দেখ! গগন-প্রাঙ্গণ,
> উজ্জ্বল কনকপাতে কেমন মণ্ডিত!
> একটী তারকা নাই অনন্ত বিমানে,
> অপ্সরা নিন্দিত গীত যাহা নাহি গায়
> গেয়ে যেতে,—হেন রস স্বর্গীয় আত্মায়!
> কিন্তু যতদিন, ধনি, এই মাংসপিণ্ড
> রয় আবরিত নর, পারে না শুনিতে
> সে সঙ্গীত ততদিন এই মর্ত্ত্যলোকে।

কাব্যহার। পদ্যময় সন্দর্ভ। শ্রীবনোয়ারিলাল গোস্বামিপ্রণীত। ১২৮৮ সাল। এই গ্রন্থের কয়েকটী কবিতা ইতিপূর্ব্বে সাময়িকীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। কবিতা গুলির ভাব মন্দ হয় নাই এবং মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু নূতনত্ব আছে। গ্রন্থখানি পাঠযোগ্য হইয়াছে।

মালতীমালা। প্রথম ভাগ। শ্রীমতী কাদম্বিনী শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ রায়ের প্রযত্নে প্রকাশিত। দীঘাপতি। ১২৮৮। আমরা রমণীর রচনা বলিয়া আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তকটীর প্রশংসা করিতেছি না। এখানি অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। কবিতা গুলি যেমন সরল সেইরূপ ভাবব্যঞ্জক। সুদশা দশাপন্না পতিপরায়ণা রমণীর স্বামির প্রতি উক্তি আমরা পাঠকদিগের জন্য উদ্ধৃত করিয়া দিতাম কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ ক্ষান্ত হইলাম।

প্রাপ্তি স্বীকার।

চাইলড্‌স্_ওউন গ্রামার, ইংরাজী প্রণালীতে শিক্ষা ব্যাকরণ।

(১) কলিকাতা সংস্কৃত পাঠশালার অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত, কলিকাতা ২৪ নং গিরিশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্তৃক গিরিশবিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

রাজপুতানা প্রভৃতি যে যে স্থানে লোকে পীড়া হইলে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে যাইত, সেই সকল স্থান এক্ষণে পীড়ার আগার হইয়া উঠিয়াছে। রাজপুতানার রাজ্যগুলি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর বলিয়া বিখ্যাত ছিল, এক্ষণে সেখানে জ্বর ও প্লীহাদি ভীষণ আকারে দেখা দিতেছে।

আগামী শীত কালের প্রারম্ভে গবর্ণর জেনেরল জয়পুরে যাইবেন বলিয়া জয়পুরের মহারাজ তাঁহার অভ্যর্থনা ও ভোজের জন্য লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার সংকল্প করিয়াছেন। দরবার ও গবর্ণর জেনরল ও লেপ্টনণ্ট গবর্ণর প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ প্রভৃতি কার্য্যে যদি কিছু লাভ থাকে, সে সামান্য মাত্র, কিন্তু রাজগণের ঐ সকল কার্য্যে বিশেষ ক্ষতি হয়। একটী যে প্রবাদ আছে, "এক জনের তামাসা আর এক জনের মৃত্যু" এস্থলে প্রায় তাহাই ঘটিয়া উঠে। আবার শুনা যাইতেছে জয়পুরের রাজা এই উপলক্ষে নগরের বাহিরের দোকানদার ব্যবসায়ী ও দরিদ্র গৃহস্থদিগকে এই আদেশ প্রদান করিয়াছেন যে, তাহাদিগকে নিজ গৃহ ও দোকান প্রভৃতি ভগ্ন করিয়া স্থানান্তরে উঠিয়া যাইতে হইবে। রাজা তাহাদের ক্ষতি পূরণ করিবেন বলিয়াছেন। ইহাতেও রাজ্যের অল্প অর্থ নষ্ট হইবে না।

কলিকাতা কৃষ্ণসিংহের গলিতে যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ নামক এক যুবা অত্যন্ত মদ্যপান করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। আমাদের দেশীয় মদ্যপায়ীরা এই সকল দেখিয়াও কি শিক্ষা লাভ করিবেন না?

মান্দ্রাজে এই জনরব উঠিয়াছে যে আগামী মাসে তথায় একটা ঘূর্ণমান প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু বহিবে।

ছোটনাগপুরের অন্তর্গত হাজারিবাগ। লোহারডগা, মানভূম এবং সিংভূমের অন্তর্গত ঢলভূম ও কলহান পরগণা এক্ষণে নিয়মান্তর্গত হইল।

যেরূপে গবর্ণমেণ্ট মুলতানের হিন্দু ও মুসলমানের বিবাদ মিটাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে হিন্দুরা সন্তুষ্ট হইয়াছে। হিন্দুদিগকে মন্দিরের চূড়া প্রস্তুত করিতে দেওয়া হইবে, কিন্তু এতকাল তাহারা যে কূপ লইয়া এত বিবাদ করিতেছিল, তাহা আর পাইবে না। উহা মুসলমানেরাই পাইবে। হিন্দুরা তৎপরিবর্ত্তে স্বতন্ত্র একটী স্থান পাইবে। মিরর বলেন ইহাতে তত্রত্য হিন্দুগণ নিতান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে।

বার্লিনের একখানি সংবাদপত্রে একটী কৌতুকাবহ বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে। কলিকাতার অবিবাহিত যুবকগণ উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। "হেলেনের ন্যায় সুন্দরী, পেলিলোপের ন্যায় গৃহকর্ম্ম নিপুণা, মরিয়ান ডি ব্র্যাণ্ডিবুর্গের ন্যায় মিতব্যয়িনী, ম্যাডাম ডি ষ্টেলের ন্যায় রসিকা, জেনিলিণ্ডের ন্যায় গায়িকা, কোরাইটোর ন্যায় নৃত্যকুশলা, পিয়ানো বাদ্য-বাদনে বোজা কাষ্টসাবের সহযোগিনী, বেহালা বাদনে নিলানোলার প্রতিদ্বন্দ্বিনী, বীণাবাদনে বার্ট্রাণ্ডের সমকক্ষা, রাজকুমারী মেরি ডি আর্লিয়ান্সের ন্যায় ক্ষোদনকার্য্যে নিপুণা এবং লিউক্রিসিয়ার ন্যায় সাধুশীলা ও চরিত্রশালিনী একটী মহাবংশসম্ভূতা যুবতী স্বামিকামনা করেন। কিন্তু তিনি এরূপ কোন পুরুষকে এপর্য্যন্ত দেখিতে পান নাই তিনি তাহার গুণ গ্রহণে সমর্থ। এজন্য আপাততঃ তিনি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া স্বামীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্তা হইয়াছেন।"

মাধব রাওর পুত্র গুইকুমারের প্রাইবেট সেক্রেটারি হইবেন। তাঁহার মাসিক বেতন এক সহস্র টাকা।

পঙ্গানপুর নামক স্থানে একজন জৈন বৈরাগী একানব্বই দিন উপবাস করিয়াছিল। এ ব্যক্তি আমেরিকার প্রসিদ্ধ উপবাসকারী ডাক্তার টানরকে পরাস্ত করিয়াছে।

ফারমার্স য়্যালায়েন্স সভা ইংলণ্ডের ভূমিসংক্রান্ত আইনের একটী পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। পার্লিয়ামেণ্ট সভার আগামী অধিবেশনে উহা সভায় অর্পিত হইবে। আমরা দেখিতেছি, সর্ব্বত্রই ভূমি লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ভূমি স্থাবর বস্তু, সর্ব্বত্র উহার একটা স্থাবর নিয়ম হওয়া উচিত।

সম্প্রতি কাবুল হইতে পেষোয়ারে একদল ব্যবসায়ী আসিয়াছে। তাহারা পেস্তা বেদানা বাদাম প্রভৃতি কাবুলের নানাবিধ বাণিজ্য দ্রব্যাদি ছয় শত উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া আনিয়াছে। তাহারা বলিতেছে যে পেষোয়ারের সন্নিহিত স্থান সমূহে সর্ব্বদাই ভয়ানক ডাকাইতি হইতেছে। ডাকাইতেরা হত্যা করিতেও সঙ্কুচিত হইতেছে না।

পারিশ নগরে বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার উন্নতি দেখা যাইতেছে। সাধারণ রাজপথে তাড়িত আলোক দিবার এবং তড়িতে রেলওয়ে চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রুশিয়ার অন্তর্গত একটী পাহাড়ের কতক স্থান সহসা ফাটিয়া প্রস্তররাশি ও ধাতু নিঃস্রব বহির্গত হইয়া নিকটবর্ত্তী কয়েকখানি পল্লিকে উৎসন্ন দিয়াছে।

রুষিয়ার ২৩৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ঋণের একটী হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। রুষগবর্ণমেণ্ট এই ঋণের সুদের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত, তথাপি উঁহারা ইংরাজ রাজ্য অধিকার করিবার জন্য লোলুপ হইয়া বেড়াইতেছেন।

১৮ ই আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহের ভারতবর্ষীয় প্রাদেশিক রিপোর্টে বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা অবগত হওয়া গেল, বঙ্গদেশে সাধারণতঃ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ধান্য ও অন্যান্য ফসলের অবস্থা এবং চাষের কার্য্য উত্তম চলিতেছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যায় বারিবর্ষণ হয় নাই। মধ্যবিভাগে বৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছে। কেবল উক্ত বিভাগের এক অংশে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কৃষিকার্য্য চলিতেছে। বোম্বাইয়ে রবিশস্য বপন করা হইতেছে। কেবল তথাকার দুটী বিভাগে বৃষ্টির আবশ্যকতা আছে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি ও মহীশূরে সামান্যতঃ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পঞ্জাব, মধ্য ভারত, রাজপুতনা, কূর্গ, আসাম, ও ব্রিটীসব্রহ্মে বারিবর্ষণ হয় নাই। কৃষিকার্য্য চলিতেছে। চাষের কার্য্য একপ্রকার সম্পন্ন হইয়াছে। অনেক স্থানে পীড়ার প্রকোপ দেখা যাইতেছে। কতক স্থানে বৃষ্টির অভাব হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান রিলিফ কার্য্যের জন্য লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন। ইনি দরিদ্রদিগের দুঃখমোচন করিতে যত্নবান হইয়াছেন।

আমাদিগের হিন্দুশাস্ত্রে উত্তর দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করার নিষেধ আছে; কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান ইউনিয়ন নামক সংবাদ পত্রে বর্ণিত বিষয়টী ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতেছি। জার্ম্মণির এক জন চিকিৎসক বৃদ্ধ বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইঁহার উত্তর দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করা অভ্যাস ছিল। তিনি বলেন, পৃথিবীর উত্তর কেন্দ্রে চুম্বকের আকর্ষণ আছে। মানব দেহে লৌহ পদার্থ থাকাতে সেই পদার্থ আকৃষ্ট হয়। ইহাতে তাঁহার দেহ বলিষ্ঠ ও দৃঢ়ীভূত করিয়া রাখিয়াছিল।

সুরাটের কতকগুলি কৃতবিদ্য ব্যক্তি চারি লক্ষ টাকার মূলধনে একটী বস্ত্রবয়নের কল করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন। নবাব মীর আলম খাঁ সাহেব এই দলের সভাপতি।

জাপানের একখানি সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে, ওটস্কা বিনাকিসি নামক এক ব্যক্তি নানা প্রকার পরীক্ষা দ্বারা বন্দুক ও কামান আদি নির্ম্মাণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহা লৌহ নির্ম্মিত কামানের ন্যায় শক্ত অথচ অতি লঘু হইবে।

ইংলিসম্যান বলেন, নারায়ণ গঞ্জের বন্দরে বোলিব্রাদার কোম্পানির একটী বিতল অট্টালিকা ভূমিসাৎ হওয়াতে কতকগুলি ভদ্র লোক হত ও কয়েক জন আহত হইয়াছে।

ঢাকায় একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বর ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব এবং কন্যা টী কায়স্থ বংশোদ্ভব।

বালেশ্বরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর টি. বন্ধ্যান রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন। আপাততঃ তিনি ছুটী লইয়াছেন।

মুর্শিদাবাদের প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ. এইচ. বার্লো যে দিন এই কার্য্যভার হইতে অবসর পাইবেন সেই দিন সাহাবাদে বদলী হইয়া অপর আদেশ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

চব্বিশ পরগণার প্রতিনিধি জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই. ডবলিউ. কলিন দশ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

২১এ অক্টোবর। রাজসাহীর সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর রঙ্গপুরে বদলী হইলেন। তিনি ঐ জেলার বাগডহরা বিভাগে কার্য্য করিবেন।

রঙ্গপুরের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এইচ. জনবউড নাটোরে বদলী হইলেন। তিনি ঐ জেলার সদর ষ্টেসনে কার্য্য করিবেন। [illegible] প্রতিনিধি জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এফ. এইচ. হার্ডিং তাজপুর বিভাগে কার্য্য করিবেন।

নওয়াদার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি. জি. এম. [illegible] ত্রিপুরায় বদলী হইলেন। তিনি ঐ জেলার সদর ষ্টেসনে কার্য্য করিবেন। তৎপরিবর্ত্তে বাড়ের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ. ব্যাট্রে নওয়াদার কার্য্য করিবেন।

চম্পারণের অন্তর্গত বেতিয়ার প্রতিনিধি জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এম. সি. টেলর পাটনায় বদলী হইলেন। তিনি ঐ জেলার বাড় বিভাগে কার্য্য করিবেন।

মুঙ্গেরের অন্তর্গত বেগুসরাইয়ের প্রতিনিধি জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এইচ. পি. পিটারসন গোয়ালন্দে বদলী হইলেন।

২৫এ অক্টোবর। বারাসতের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] পীড়ার জন্য ১২ই সেপ্টেম্বর হইতে অবকাশ [illegible]।

[illegible] মি. এ. সামুএলসকে [illegible] অবকাশ দিয়াছেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৮ই অক্টোবর বর্দ্ধমান জেলার সবর্ডিনেট জজ বাবু [illegible] ৯ই অক্টোবর হইতে চারি মাসের ছুটি পাইলেন।

১০ই অক্টোবর। বাবু [illegible] বর্দ্ধমানে মুন্সেফের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তিনি ঐ জেলার সদর ষ্টেসনে থাকিবেন এবং পুনর্ব্বার আদেশ পর্য্যন্ত কার্য্যান্তরে নিযুক্ত বাবু প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে কার্য্য করিবেন।

১৮এ অক্টোবর। [illegible] প্রতিনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায় তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২০এ অক্টোবর। [illegible] এইচ. বিসান ১৮৮০ সালের [illegible] সেনানিবাসের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা [illegible] হইলেন।

চট্টগ্রামের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ. [illegible] প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন। তিনি ফৌজদারী কার্য্যবিধির ২২২ ধারা অনুসারে নরহত্যার বিচার করিতে পারিবেন।

সংবাদদাতার পত্র

শান্তিপুর।

গত বৎসরের ন্যায় এবৎসরও শ্রীপাঠ শান্তিপুরে ও সূত্রাগড় গ্রামে শ্রীশ্রীকালী-প্রতিমা পাঁচশত পঞ্চাশ খানির অধিক হইয়াছিল। এই সমস্ত প্রতিমার মধ্যে পঞ্চাশখানি বিচিত্র ডাকের সাজে সুসজ্জিত ও পৃথক পৃথক গৃহস্থের ভক্তি ও অবস্থানুরূপ প্রতি বৎসর ষোড়শোপচারে পূজিত হইয়া থাকে। এবৎসর যদিও সর্ব্বত্র জ্বর, বিকার ও ওলাউঠার সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, কিন্তু তন্নিবন্ধন শ্রীশ্রী৺শ্রী কালীপূজার কোন বিশেষ প্রতিবন্ধ জন্মে নাই। মহামায়ার আগমনে প্রায় সকলেই আনন্দোৎসব হইয়া গিয়াছে, তবে কোন কোন দরিদ্রগণ গৃহস্থের গৃহে নিরানন্দ সর্ব্বদা মূর্ত্তিমান, সুতরাং সেখানে আনন্দের কস্মিন কালে অধিকার নাই।

শান্তিপুর হিতকরী সভার অধ্যক্ষ অশেষ গুণালঙ্কৃত শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ১০ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার পরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় মায়াময় কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগধামে গমন করিয়াছেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ৪১ বৎসর। ইনি শারদীয় মহামহোৎসবের অব্যবহিত কাল পূর্ব্বে জ্বর-বিকার রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হন। তদবধি ৪১ এক চল্লিশ দিন স্থানীয় প্রায় যাবতীয় কৃতবিদ্য ডাক্তার মহাশয়েরা প্রত্যহ দুই বার দুই টাকা দর্শনী ও ছয় আনা পাল্কীভাড়া লইয়া সাধ্যানুসারে তাঁহার চিকিৎসা করেন এবং তাঁহারা স্ব স্ব-কৃত ব্যবস্থাপত্রের ঔষধের মূল্য স্বতন্ত্র আদায় করিয়া লন। স্থানীয় প্রধান বৈদ্য মহাশয়েরাও ত্রৈলোক্য বাবুকে চিকিৎসা করেন, অতদ্ভিন্ন কৃষ্ণনগরের ডাক্তার তারাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়কেও প্রতি দিন ৩০ ত্রিশ টাকা দর্শনী দিয়া উক্ত রোগীর চিকিৎসা করান হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এত চেষ্টা এত যত্ন ও এত অর্থ ব্যয় করিয়াও আমরা অমূল্য রত্ন ত্রৈলোক্যনাথকে নিরাময় করিতে পারিলাম না। ত্রৈলোক্য বাবু জীবিতাবস্থায় জন্মভূমির বিস্তর উপকার সাধন করিয়াছেন ও স্থানীয় দীন দরিদ্রদিগকে সর্ব্বদা মুক্তহস্তে দান করিতেন। অত এব এরূপ সহৃদয় ব্যক্তির অকাল মৃত্যু নিতান্ত শোচনীয় সন্দেহ নাই। এক্ষণে এখানকার হিতকরী সভার সভ্যদিগের উচিত যে, ত্রৈলোক্যনাথের স্মরণার্থ কোন একটী স্মারক চিহ্ন সংস্থাপন করিয়া আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করেন।

এত দিনের পর গত কল্য ২৬এ, অক্টোবর লক্ষ্মীতলার ৪৯৮ ধারার মকদ্দমাটীর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। এই মকদ্দমায় পঞ্চানন সাহা বাদী ও যাদু সরকার, সাতকড়ি নাপিত এবং ক্ষেত্রমণি বোষ্টমী প্রতিবাদী। মকদ্দমাটীর অবস্থা এই—

পঞ্চানন সাহা বাদী [illegible] ডেপুটী বাবুর হুজুরে এই বলিয়া অভিযোগ করে যে ১ নং প্রতিবাদী যাদু সরকার, ২ নং প্রতিবাদী সাতকড়ি নাপিত ও ৩ নং প্রতিবাদী ক্ষেত্রমণি বোষ্টমীর সহায়তায় আমার বিবাহিতা স্ত্রী [illegible] রোহিণীকে ফুসলাইয়া বাহির করিয়া আনিয়া পশুবৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছে এবং দুষ্টা ক্ষেত্রমণি ও তাহার উপপতি সাতকড়ি ঐ কার্য্যের পারিতোষিক স্বরূপ রোহিণীর কোমরের এক ছড়া রূপার গোট ফুসলাইয়া লইয়াছে ইত্যাদি। এই ত গেল বাদীর মকদ্দমার আসল কথা কিন্তু স্থানীয় তদন্ত ও গোপনীয় অনুসন্ধানের ফল সম্পূর্ণ বিপরীত। ডেপুটী বাবু স্বয়ং এই মকদ্দমার সরেজমিনে তদন্ত করেন, কিন্তু প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তিনি, ১ নং আসামী যাদু সরকারকে কঠিন পরিশ্রম সহ নয় মাস, ২ নং আসামী সাতকড়ি নাপিতকে ঐরূপ ছয় মাস ও ৩ নং আসামী ক্ষেত্রমণিকেও সশ্রম ছয় মাস শ্রীমন্দির বাসের আদেশ দিয়াছেন। আসামীর পক্ষের ব্যারিষ্টার ডেপুটী বাবুর ঐ রায়ের প্রতিকূলে আপীল করিবার জন্য রীতিমত কাগজ পত্রের নকলাদি সংগ্রহ করিতেছেন। এই মকদ্দমাটী অমূলক বলিয়া বোধ হয় না এবং রোহিণীর চরিত্র ও পবিত্রভাবাপন্ন বলিয়া কেহ স্বীকার করে না।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা পার্ব্বণটী আগতপ্রায়। এই উপলক্ষে এখানে বিস্তর বৈদেশিক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে; কিন্তু এ বৎসর মহামায়া দোলায় পৃথিবীতে শুভ গমন করাতে সর্ব্বত্র "ফলং মড়কং" দৃষ্টিগোচর হইতেছে, এবং জ্বর, বিকার ও ওলাউঠারও স্থানে স্থানে সাতিশয় প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। এমন অবস্থায় স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর উচিত যে, রাসের যাত্রিসমাগম হইবার পূর্ব্বে নগরের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে বিহিতোপায় অবলম্বন করেন এবং যাত্রীদিগের স্নানার্থ ভাগীরথীর কয়েকটী কাঁচা ঘাট প্রস্তুত করাইয়া দেন। আজ কাল আমাদের [illegible] গঙ্গার ঘাটে যেরূপ কর্দ্দম অথবা "দল দল" দেখা যাইতেছে, মিউনিসিপালিটী যৎকিঞ্চিৎ ব্যয় স্বীকার করিয়া যদি উহার প্রতীকার না করেন, তাহা হইলে বিস্তর নরনারীর গঙ্গাস্নানে যাইয়া ঐ দলদলে পড়িয়া অকালে কালকবলিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমরা আশা করি যে, এখানকার মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ডেপুটী বাবু প্রস্তাবিত গঙ্গার ঘাট বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

সাওনা—১২ ই কার্ত্তিক।

বঙ্গদেশে [illegible] ধূম, [illegible] তাহার কিছুই নাই। এ দেশবাসিরা দেবীপক্ষের প্রথম অবধি আমাদিগের দেশের মনসার গানের ন্যায় দেবীর মাহাত্ম্যবিষয়ক গান গাহিতে থাকে। পরে পূজার তিন দিন [illegible] গাছ মস্তকে ধারণ করিয়া মহা আড়ম্বরে রাস্তায় রাস্তায় নৃত্য করিয়া বেড়ায়।

এখানকার নিম্ন শ্রেণীর [illegible] দর্শন করিলে অশ্রুজল সম্বরণ করা [illegible] পক্ষের মজুরী দুই আনা, স্ত্রীলোকের মজুরী এক আনা ও বালকের মজুরী তিন পয়সা মাত্র। কখন তাহাদিগের গাফিলি [illegible] উহার দুই এক পয়সাও কাটা যায়। সুতরাং সকলের [illegible] এক সন্ধ্যা উদর পূর্ত্তি করিয়া [illegible] নাই না। সাধারণতঃ নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের আকার প্রকার অতি দীন। [illegible] মজুরী করিতে না পারিলে স্বামী তাহার ভরণ পোষণে অসমর্থ হইয়া অনেক স্থলে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। দারিদ্র্য নিবন্ধন কখন কখন নিম্ন শ্রেণীর কোন কোন ব্যক্তি প্রকারান্তরে আত্ম বিক্রয়ও করিয়া থাকে।

আমরা দেখিতেছি এই [illegible]পুর লাইনে প্রায়ই দুর্ঘটনা হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কর্ত্তৃপক্ষের কিছুই কর্ণগোচর হয় না। সকলই চুপে চুপে যায়। সে দিন গাড়ি উল্টাইয়া পড়িয়া গেল, ওদিন মানুষ কাটা [illegible]ল, অপর দিন [illegible] চাকা জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু [illegible] বিষয় এই যে কাহারও খবর নাই। আমরা ভরসা করি ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ দুর্ঘটনা না হয়, কর্ত্তৃপক্ষ [illegible] মনোযোগী হইবেন; কেন না রেলওয়েতে বিস্তর লোক ভ্রমণ করিয়া থাকেন, সামান্য দুর্ঘটনাতে অনেক লোকের সহজেই প্রাণ নাশ হইতে পারে।

হত্যাকারীকে ফাঁসী দেওয়া অপেক্ষা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর [illegible] অথবা কারাবাসের ব্যবস্থা করার উপযোগিতা সম্বন্ধে সোমপ্রকাশে অনেক বার লিখিত হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি বেওয়ার পোলিটিকাল এজেন্টেরও এই মত। এখানে ফাঁসীর [illegible] হত্যাকারীর ফাঁসীর পরিবর্ত্তে হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর [illegible] না হয় যাবজ্জীবন [illegible] দণ্ড হইয়া থাকে। আমরা দেখিতেছি ৪। ৫ জন ঐরূপ [illegible] এক্ষণে অবস্থান করিতেছে। [illegible] হত্যাদিগকে শীঘ্রই না কি দ্বীপান্তরে প্রেরণ করিবার জন্য কলিকাতায় পাঠান হইবে।

উদয়পুর নাগোদরাজ জঙ্গল বড় ভাল বাসেন। এই কারণে তাঁহার রাজ্যের অধিকাংশ স্থল জঙ্গলাকীর্ণ। [illegible] শীকারপ্রিয় বলিয়া এই সকল বন [illegible] রক্ষা করিয়া থাকেন। কেহ একগাছি তৃণও গ্রহণ করিলে তিনি অমনি তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া থাকেন। এই সকল বনে বিস্তর ব্যাঘ্র হরিণ ও [illegible] আছে। সম্প্রতি মাহের নামক স্থানের কয়েক ব্যক্তি গোপনে পাহাড়স্থ জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ কাটিতেছিল, রাজা সংবাদ পাইয়া তাহাদিগকে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপ জনরব [illegible]দের রাজার সহিত মনান্তর থাকায় তিনি ঐ লোকদিগকে ধরিয়া তাহার প্রতিশোধ লইতেছেন। যদি কথা সত্য হয় তাহা হইলে এই যে প্রবাদ আছে “রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।” তাহা এস্থলে অবর্থ হইতেছে।

আমরা দেখিতেছি পোলিটিকাল এজেন্টের যত্নে রেওয়ার অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজার অনেক দিকে অনেক সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু মৃত মহারাজের পাওনা আদায়ের জন্য তাঁহার বিশেষ যত্ন না দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। রাজার যে দেনা ছিল, তাহা প্রায় পরিশোধ করা হইয়াছে; কিন্তু যে ২৫। ২৬ লক্ষ টাকা পাওনা আছে, তাহা আদায় না করাতে রাজার মহাক্ষতি হইতেছে। এই টাকা আদায় হইলে ইহার সুদে বিস্তর টাকা আয়ের সম্ভাবনা। অধিকন্তু রাজকার্য্যও বিলক্ষণ সচ্ছল হইতে পারে। যাহা হউক, পোলিটিকাল এজেন্টের এই দেনা উহার উদ্ধারে চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। রাজা এখন জীবিত নাই। বিশেষতঃ টাকা অধিক দিন পড়িয়া থাকিলে তাহার উদ্ধার করাও কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে।

বঙ্গদেশে যেমন ইতর লোকদিগের পত্যন্তর [illegible] রীতি আছে, এদেশেও ঐ রীতি প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বিশেষ এই, স্বামীর মৃত্যু হইলে কনিষ্ঠ যদি অবিবাহিত অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে সে অগ্রজের সেই বিধবা পত্নীর পাণি গ্রহণ করিতে পারে।

গত শুক্রবার হইতে রবিবার পর্য্যন্ত ৩ দিবস [illegible] এ দেশের দেওয়ালী শেষ হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে মাঘমাসে সরস্বতী পূজার সময়ে যেমন লোকে দোয়াত ও কলম পূজা করিয়া থাকে, এদেশে সেরূপ করে না। এখানে কালীপূজার সময়ে দোয়াত ও কলমের পূজা হইয়া থাকে। দেওয়ালীর কয়দিন এখানে এরূপ জুয়াখেলার ধূম হইয়াছিল যে অনেক লোকে স্ত্রীর গহনা প্রভৃতি বন্ধক দিয়া জুয়া খেলিয়াছিল। পথে ঘাটে মাঠে কি ভদ্র কি ইতর লোকে দলে দলে বসিয়া তিন দিন দিবারাত্রি খেলিয়াছে, এই খেলায় অবস্থানুসারে এক এক ব্যক্তি এক শত হইতে ৫। ৬ শত টাকা হারিয়াছে।

বিজ্ঞাপন

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৮,৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ১৶০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ

ধাত্রী।

শ্রীমতী দেবী নিস্তারিণী চট্টোপাধ্যায় ১০৮ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়মপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ৵১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহ্বায়াসসাধ্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাবকালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহকাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, জলস্রাব ও বাধক বেদনা,বন্ধ্যাদোষ,অকালে অধিক পরিমাণে শোণিত স্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকালমৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

যোগবিলাস।

এই আশ্চর্য্য ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার বায়ু কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু শূল অম্ল ও অম্লশূল, হাঁপানি, মেহ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ উদরাধ্মান, কৃমিদোষ, অর্শ, এই সমস্ত রোগ দুই সপ্তাহে দূরীভূত হইয়া শরীরের বল, অগ্নি, মেধা, ও শুক্র বর্দ্ধন করিয়া কান্তি পুষ্টি করে।

এক সপ্তাহের ঔষধের মূল্য	১৷০
প্যাকিং খরচা	।০

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্ন-প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধসকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং ব্রজেন্দ্রনাথ দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।
কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া
বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

ব্লাক এণ্ড মরে

৫৫ টাকা মূল্যের ইংলিস-ওয়াচ।

কলে প্রস্তুত করা এবং লিভার স্কেপমেণ্ট সহিত। হণ্টিং অথবা গার্ডস এই দুই প্রকার আকারে প্রস্তুত হয়। যত প্রকার ঘড়ি আছে সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা অধিক দিন স্থায়ী এবং ঠিক চলে। এই ঘড়ির চলিবার কল সকল ইংরাজ কারিকর দ্বারা নির্ম্মিত। ইংরাজী কেসে আমেরিকান অথবা জেনেভা কল যেমন থাকে, ইহা সেরূপ নহে।

সোণার হণ্টিং ইংলিস ওয়াচ

মূল্য ১৮০ টাকা।

শক্ত এবং পরিষ্কার কেসে, (সাধারণতঃ) ম্যাক কেস্ত আকারের।

রেলওয়ে গার্ডস কী-লেস ওয়াচ।

শক্ততা এবং ঠিক চলা বিষয়ে সকল ঘড়ি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৩৫ টাকা। যে সে রূপে ব্যবহার করিলেও নষ্ট হইবে না।

রেসিং ক্রনোগ্রাফস। পিত্তল এবং নিকল কেসে মূল্য ৩৮ হইতে ৭০ টাকা।

উত্তম পরকোলা যুক্ত চসমা ও নিউটাল রং-বিশিষ্ট আট প্রিকার্ডার মূল্য ৪॥০ ও ততোধিক মূল্যে।

সরঞ্জাম সহিত ইলেক্‌ট্রিক বেল মূল্য ২০ টাকা।

মেরামত।

ওয়াচ, ক্লক, বাদ্যযন্ত্র,বাডবক্স প্রভৃতি যাবতীয় বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র যত্নের সহিত গৃহীত হইয়া থাকে।

ব্লাক এণ্ড মরে ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়ায় ৫০ বৎসর এই সকল কাজ করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। এই জন্য লোকের এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেখাইতেছেন।

ব্লাক এণ্ড মরে ৬। ১ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

রোগাঙ্কুশ।

৺ শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যটন কালীন জনৈক উদাসীন মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

এই আশ্চর্য্য দুষ্প্রাপ্য ঔষধ সেবন করিলে শুক্র বৃদ্ধির বিশেষ প্রাবল্য হয় ও সর্ব্ব প্রকার উদরাময়, অজীর্ণ, অরুচি, দৌর্ব্বল্য, মৃতবৎসা দোষ ও স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সন্তান উৎপাদিকা শক্তিহীনতা রোগ প্রভৃতি অল্প দিবসেই আরোগ্য হয় এবং প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধি ও ক্ষুধার প্রাবল্য হয়। এই ঔষধের আর এক ক্ষমতা

এই ঔষধ সেবন করিলে বাৰ্দ্ধক্যে যৌবন ভাব [illegible] যায়। জ্বরসত্ত্বে সেবনীয় নহে। ব্যবহারের নিয়ম ও ব্যবস্থা পত্র ঔষধের সহিত পাঠান যায়। মূল্য ডাক মাশুল সহিত ২ টাকা। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হয় না।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ রোড [illegible]।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়ের

আবিষ্কৃত, ও পরীক্ষিত মহৌষধের মধ্যে
"[illegible]" ঔষধ।

গবর্ণমেণ্টের [illegible] আরোগ্য লাভ "[illegible]" অসাধ্য ব্যাধি বলিয়া অনেকেরই ভ্রম আছে, [illegible] এই "[illegible]" [illegible] সপ্তাহ কাল ব্যবহার করিলে তাহাদিগের সে ভ্রম নিশ্চয় দূরীকৃত হইবে। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ যদ্যপি অচিরাৎ পীড়ার যন্ত্রণা, এবং সমাজের ঘৃণা হইতে মুক্তিলাভ ইচ্ছা করেন, তবে এই মহৌষধ ব্যবহার করুন। যিনি না করিবেন, তাহার গ্রহ সুপ্রসন্ন নহে বলিতে হইবে।

ঔষধের মূল্য।

এক সপ্তাহের প্রতি শিশি [illegible] টাকা ডাকমাশুল [illegible] আনা।

কে, সি, চট্টোপাধ্যায়
সান্দাদি [illegible]
[illegible] রোড
[illegible] কলিকাতা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা [illegible] হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে [illegible] [illegible] ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সংস্কৃত [illegible] প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ১০ [illegible] ডাক মাশুল ১৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত [illegible], ডাক ম, [illegible] ৭৷৷০ টাকা আর [illegible] খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাশুল [illegible] ৩৷৴০, পদ্ম পুরাণ [illegible] [illegible] সিদ্ধ ৯৷৷৴০, [illegible], আমার নামে [illegible] পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

[illegible]।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যার গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, [illegible]দের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

[illegible]-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র [illegible] এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

—:০:—

খিদিরপুরে রামকমল মুখোপাধ্যায়ের গলিতে ১৬ নং দোতালা দোমহল পাকা বাটী ও বাগান বিক্রয় করিতে বা ভাড়া দিতে ইচ্ছা। যাঁহার আবশ্যক হয়, আমার নিকট বিশেষ অবগত হইবেন।

১৬ই এপ্রেল। শ্রীমাতানাথ চট্টোপাধ্যায়
১৮৮১। ঐ গলিতে ২৫ নং বাটী খিদিরপুর

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথা:—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্ব প্রকার দুষ্টব্রণের ঘা, ফোস্কা ঘা, আবের ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, দুবা ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোস পাঁচড়া, চিড়িয়া, ছাড়িয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোথ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) ফিকবেদনা, সর্ব্বপ্রকার পায়ের ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, দাঁউড় ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর [illegible] ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু	চন্দ্রশেখর মজুমদার—হস্তিনাপুর	৫
" "	যোগেন্দ্রকুমার পাল—শান্তিপুর	৭
" "	[illegible] চট্টোপাধ্যায়—সেওড়াফুলি	৮
" "	শরচ্চন্দ্র ঘোষাল—চন্দননগর	৫৷৷০
" "	গিরিশচন্দ্র রায়—দমদমা [illegible]	৭
" "	গোবিন্দচন্দ্র তরফদার—[illegible]	৭
" "	দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—কলিকাতা	৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না [illegible] সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁ[illegible] সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা [illegible] নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোনারপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত [illegible]কুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে তাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোনারপুর ডাকঘরের চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়

সোমপ্রকাশ।

২৫ শ ভাগ | " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " | ৫০ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ২৩ এ কার্ত্তিক। ইং ১৮৮১। ৭ ই নবেম্বর। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

নর্দারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে।

রামপুর বোয়ালিয়া হইতে কলিকাতা।

সারা হইতে ষ্টীমার সপ্তাহে দুইবার গমন করিবে।

আগামী মাসের ৩ রা হইতে এক খানি ষ্টীমার ও ফ্ল্যাট সারা হইতে রামপুর বোয়ালিয়ায় গমন করিবে। ষ্টীমারখানিতে কয়েক জন প্রথম শ্রেণীর আরোহীর সুখসেব্য রমণীয় উপবেশন স্থান আছে। দেশীয় রমণীদিগের সুবিধার জন্য ফ্ল্যাটে আবৃত গৃহ আছে। এতদ্ভিন্ন উহাতে নিম্ন শ্রেণীর পঞ্চাশ জন যাত্রী অনায়াসে বসিবার স্থান পাইতে পারে। এই ফ্ল্যাটে পাঁচ শত মণ মাল রাখিবার স্থান আছে, যাত্রিরা ইহাকে যত আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিবেন, এবং যত বহুল পরিমাণে ইহা ব্যবহৃত হইবে, তদনুসারে ইহা স্থায়ী হইবে। এই ষ্টীমার ও ফ্ল্যাটে পান, আহার ও বিশ্রামের [illegible] স্থানের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

এই ষ্টীমারে যিনি গতায়াত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি শিয়ালদহ হইতে সোমবার ও বুধবার রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় যে ট্রেণ ছাড়ে, ঐ ট্রেণে সারায় আগমন করিবেন। ভাড়া প্রভৃতির বিবরণ অবগত হইবার জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির নিকট আবেদন করা আবশ্যক।

সারা ২৯ এ অক্টোবর ১৮৮১। } পারাপার ষ্টীমারের অধ্যক্ষ। নর্দারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে।

বিতরণ ! বিতরণ ! !

যাঁহারা বাস্তবিক অর্থাভাবে কপি প্রভৃতি বীজ খরিদ করিয়া চাস করিতে অসমর্থ, [illegible] ব্যক্তিগণ বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণসহ প্রার্থী হইলে বিনা মূল্যে এখান হইতে বাঁধা, ফুল, ওল প্রভৃতি কপির বীজ পাইতে পারেন। দেশ মধ্যে যাহাতে কৃষিকার্য্যের উন্নতি হয়, পাইকপাড়া নর্সরির ইহাই এক মাত্র উদ্দেশ্য, বিদেশীয় দরিদ্রদিগকে ডাকের খরচ পর্য্যন্ত দিতে হইবে না; আমরা নিজ ব্যয়ে উহা ডাকে পাঠাইয়া দিব।

পাইকপাড়া নর্সরি কলিকাতা পোষ্ট অফিস। } শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়। ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটর।

২৫ টাকা পুরস্কার।

বর্দ্ধমানের নিকট রায়ান্ গ্রাম নিবাসী শ্রীরাধামাধব তর্কসিদ্ধান্তের পুত্র শ্রীরামনাথ ভট্টাচার্য্য (বয়স ২১।২২ গৌরবর্ণ) প্রায় তিন বৎসর অনুদ্দেশ হইয়াছে। যিনি তাহার অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে উপরি উক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

(অদ্ভুত-রহস্য !!)

পাঠক মহাশয় !

" রাজকন্যার কাহিনী অতি অদ্ভুত, এতে না আছে এমন ব্যাপারই নাই। সমুদ্রমন্থনে যেমন অমৃত, হলাহল, লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভমণি প্রভৃতি কত রকমের কত পদার্থ উঠেছিল, এই গুপ্ত কাণ্ডের মধ্যেও সেইরূপ নানা ব্যাপার, নানা ঘটনা নানা কারখানা দেখতে পাবেন। [illegible]নের ন্যায় বৃথা বাক্যব্যয় করায় কোন [illegible]। বিজ্ঞাপনে সকল বিষয় লিখিতে হইলে গ্রন্থ [illegible] হয়, সেই অনুরোধে এখন পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় হই।

পুনশ্চঃ—" রাজকন্যার পুথি "—অদ্ভুত ব্যাপার !!

যোগ-জ্যোতিষ গণনা করণ, যোগ সিদ্ধি করণ, মনস্কামনা পরীক্ষা করণ, মিলন, মৃত্যু, বিদ্যা, বিবাহ, মন্ত্র, ব্যবসা, বিপদ, বিশ্বাস, যুদ্ধ, ধন, গর্ভ, সন্তান, পরমায়ু প্রভৃতি জগতের যাবতীয় কার্য্য পরীক্ষা করণঃ—ইত্যাদি।

পুস্তকের—নিয়ম, (অগ্রিম দ্বাদশ খণ্ডের) মূল্য মায় রাহা খরচ ১৸৵০ আনা মাত্র।

প্রকাশক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ
কলিকাতা নর্থসুবর্বন টালা ২ নং কার্য্যালয়।

——:০:——

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ দ্বাদশ সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের তৃতীয় ভাগের দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীধর্ম, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, সংস্কৃত গ্রন্থোক্ত যবন শব্দে কাহাকে বুঝায়, বিধবা-রমণী, সংস্কৃত লিপিকাল সম্বন্ধে মোক্ষমূলারের মত ও তাহার খণ্ডন, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি ? মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, বৈজ্ঞানিক কৌতুক এই ৯টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া

[illegible] ন্যাটানিকাল গার্ডেনের স্থপা- [illegible] প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স [illegible], [illegible] ১৬ আউন্স শিশি ১০৬০ আনা। নগদ [illegible] ডাক মাস্থল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ দে।

এই মহোদয়ের সহিত আমাদিগের এক [illegible] আলাপ পরিচয় [illegible] সময়ে সময়ে সোমপ্রকাশে প্রকাশিত [illegible] সদ্যুক্তিপূর্ণ এক এক খানি পত্র পাঠ করি[illegible] প্রীতি লাভ করি, এবং তাঁহাকে [illegible] একজন যথার্থ- বাদী [illegible] ছাহার পরিচয় পাইয়া আনন্দ [illegible] ভগবতী চরণ দে স্বাক্ষরিত [illegible] পাঠ করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত [illegible] জন্মে। সম্প্রতি [illegible] কার্ত্তিকের সোমপ্র- কাশে ভগবতী বাবুর [illegible] পত্র কএকটীর মধ্যে প্রথম প্রশ্নটী পাঠ করিয়াই অত্যন্ত কৌতুকাবিষ্ট [illegible] কৌমুদীর সম্পাদক মহাশয়ের উত্তরের প্রতি নিরীক্ষণ করিলাম কিন্তু তাঁহার ভয়ঙ্কর কর্কশ ভাবের উত্তর পাঠ করিয়া অতিশয় ব্যথিত হৃদয়ে পুনশ্চ ভগবতী বাবুর শেষ পত্রখানি আগ্র- হের সহিত পাঠ করিলাম। [illegible] কৌমুদীর প্রথম প্রথম প্রশ্নের উত্তরে ভগবতী বাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি ও প্রেম উচ্ছলিত হইয়া উঠিল, তজ্জন্য তাঁহাকে অন্ত- [illegible]র সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। যদি ভগবতী বাবু তত্ত্ব কৌমুদীর প্রথম প্রশ্নের উত্ত- [illegible] প্রতিবাদ না করিতেন, তাহা হইলে হয়ত আমরা মহাভ্রমে পতিত হইতাম। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ভগবতী বাবু দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সমা- জের উন্নতি সাধন করুন। আশা করি পূজনীয় সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় আমার এই পত্র খানি সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

[illegible] কার্ত্তিক } শ্রীরাজকুমার দাস।
গাইবান্ধা।

[illegible] অভিনয় সমালোচন।

কতদিন [illegible] আমাদের নাট্যশালাগুলিতে অভিনয় আরম্ভ [illegible], কিন্তু একাল পর্য্যন্ত কোন নাট্যশালাতে মনের মত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভি- নয় দর্শন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে পারি নাই। অর্থ দিয়া টিকিট কিনিয়া যতবার অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছি, ততবার বিষম ক্ষুব্ধ হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছি; এমন কি সময়ে সময়ে রঙ্গ ভূমিতে অনেকানেক অভিনেতার অন্যায় অভদ্র আচরণ, কোন কোন অভিনেত্রীর পবিত্র চক্ষুর পীড়া- দায়ক অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ও বচনা দ্বারা পরিহাস এবং [illegible] হৃদয় ও কুরুচির পরিচায়ক দর্শক বৃন্দের [illegible]কের অসভ্যতা দেখিয়া আমাদের মন এমন ব্যথিত হইয়াছিল যে আমরা সহজেই এই স্থির করিয়াছিলাম, আমাদের দেশীয় নাট্যশালাগুলি কোন কালেই আমাদের আশানুরূপ সুসংস্কৃত ও সমু- ন্নত হইবে না। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এই বিশ্বাস মনো মধ্যে পোষণ করিয়া আসিয়াছি, অত্যল্পকাল গত হইল একদিন আমরা কথা প্রসঙ্গে আমাদের কোন সুশিক্ষিত ও সুরুচি সম্পন্ন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলাম আমাদের নাট্যশালাগুলি কত দিনে এবং কেমন করিয়া উন্নতির সমুচ্চ সোপানে উপনীত হইতে পারে? ইহাতে তিনি হাসিতে হাসিতে এই উত্তর দান করেন যে, যেদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সদৃশ কোন মহাত্মা নাট্যশালার নেতা হই- বেন, সেই সুপ্রসন্নদিন হইতে দেশীয় নাট্যশালাগুলি উন্নতি মার্গে পদার্পণ করিতে সমর্থ হইবে। আমা- দের বন্ধুর কথা যে নিতান্ত অসম্ভব তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলে তিনিও আমাদিগকে বিশেষ বিশেষ কারণ দর্শাইয়া বুঝাইয়া দিলেন যে তাঁহার কথা যে পরিমাণে অসম্ভব দেশীয় নাট্যশালাগুলির পক্ষে সম্পূর্ণ উন্নতি লাভও সেই পরিমাণে অসম্ভব। সে যাহা হউক, আমরা তত দূর চাই না; কারণ আমরা জানি যে যতদিন ভারত সমাজ উচ্চজ্ঞান ও উচ্চ সভ্যতার সুবিমল আলোকে সমুজ্জ্বল না হইবে, যত- দিন ভারতের সম্ভ্রান্ত বংশজাত নরনারী রঙ্গভূমিতে না নামিবেন, ততদিন সেরূপ পূর্ণ উন্নতির আশা করা ঘোর বিড়ম্বনা মাত্র। কিছুকাল গত হইল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশ্রমে বিদ্বজ্জন সমা- গম উপলক্ষে বাল্মীকি প্রতিভা অভিনয়ে কবি রবী- ন্দ্রনাথ ও সুকুমারী প্রতিভা আমাদের হৃদয়ে সে বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহা বলিয়া ভারত সমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার তুল্য কয়টী সুসংস্কৃত পরিবার আছে যে, তদ্রূপস্থানে বাটীর পুত্র কন্যাগণ দ্বারা অভিনয় কার্য্য সম্পাদিত হইবে! সুতরাং এখন উক্ত বিষয় আমাদিগের নিকট আকাশ কুসুম বা সাগর কমল সদৃশ অসম্ভব বোধ হয়। এখন সাধারণতঃ আমাদের সমাজের যেমন অবস্থা, তদনুসারে আমরা এই চাই যে আমা- দের নাট্যশালাগুলি বিশেষরূপে সংস্কৃত ও নৈতিক অনুশাসনে পরিচালিত হইয়া পরিমার্জ্জিত রুচিমান ব্যক্তিবৃন্দের দর্শনোপযোগী হউক। উল্লিখিত নাট্য- শালার অধ্যক্ষগণ বিশেষ যত্ন পাইলেই প্রস্তাবিত বিষয়টী অতি সহজেই কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

বিগত ১৬ই কার্ত্তিক সোমবার পাথুরিয়াঘাটা রাজভবনে জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে জাতীয় নাট্য- শালায় (National theatre) অতি সুন্দর অভিনয় দর্শনে আমাদের মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে এই রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ অন্তরের সহিত যত্ন পাইলে ইহাকে অচিরকাল মধ্যে বিশেষ উন্নতিশালী করিতে পারেন। অতঃপর আমরা উক্ত অভিনয় সম্বন্ধে কিছু বলিতে অগ্রসর হইলাম।

রঙ্গ ভূমিতে "সীতার বনবাস" অভিনীত হই- য়াছিল। অভিনয় যার পর নাই মনোহর হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে দেশীয় কোন নাট্যশালায় এরূপ মনোহর অভিনয় হয় নাই! অভিনয় স্থলে প্রায় ২০০ দুইশত সম্ভ্রান্ত বংশজাত সুশিক্ষিত লোকের সমাগম হইয়া- ছিল। সকলেই অভিনয় দর্শনে বিমোহিত হইয়া- ছিলেন। জাতীয় নাট্যশালা পূর্ব্বে আর কখনও এক সময়ে এত অধিকসংখ্য সজ্জন মণ্ডলীর মনো- রঞ্জন করিতে পারে নাই।

এই সুযোগে আমরা উল্লিখিত অভিনয়ের দুই একটী দোষ গুণ প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইলাম।—

রাম ও লক্ষ্মণের চরিত্রাভিনয় আমাদের আশা- নুরূপ না হইলেও নিতান্ত মন্দ হয় নাই। রামবেশ- ধারী যুবকের কণ্ঠস্বর কর্কশ না হইলে এবং স্থল বিশেষে উহা অধিকতর ললিত অথচ গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে বিনির্গত হইলে অতি উত্তম হইত। লক্ষ্মণ-বেশী যুবক অপেক্ষাকৃত স্থূলকায় ও সবল হইলে এবং যুবকের কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইলে আরও ভাল হইত। আসল জিনিষ নকল করিয়া দর্শকের মনে বিভ্রম উৎপাদন করাই যখন অভিনয়ের ধর্ম্ম, তখন সেই নকলটী যত অধিক পরিমাণে আস- লের অনুরূপ হইবে, ততই অভিনয়ের গৌরব বৃদ্ধি হইবে এবং দর্শকবর্গও বিভ্রমবিমুগ্ধ হইয়া অপরি- সীম হর্ষানুভব করিবে। এই সকল প্রধান বিষয়ে নাট্যশালার অধ্যক্ষ বর্গের সমস্ত প্রযত্নে দৃষ্টি রাখা উচিত।

সীতা-চরিত্র সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে অভিনীত হই- য়াছিল। আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত অভিনেত্রীর মুখে গভীর বিষাদের কালিমা ব্যাপিয়াছিল এবং অভি- নেত্রীর যেন মূর্ত্তিমতী সরলতা কোমলতা ও বিষাদ প্রতিমারূপে শোভা পাইয়াছিল। তাহার মর্ম্মভেদী খেদোক্তি ও বিজন বনমাঝে "লজ্জারাখ শিবরাণী ও মা লজ্জানিবারিণী" ইত্যাদি ঘোর নৈরাশ্য- ব্যঞ্জক ও হৃদয়বিদারক গান শ্রবণে সমবেত ব্যক্তি

বর্গের মধ্যে অনেককেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল।

দুটি অল্পবয়স্ক অভিনেতা সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়া চারুদর্শন কুশীলবের চরিত্রের অভিনয় করিয়াছিল। ইহাদের অভিনয় দর্শকগণের এত মনোহর হইয়াছিল যে ইহারাই যে পূর্ব্ব অঙ্কে সীতার সহচরী বেশে কাননে গান গাইতে গাইতে পুষ্পচয়ন করিতেছিল, তাহা অনেকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ইহাদের অভিনয় আদ্যন্ত পূর্ণভাবে বিকসিত হইয়াছিল।

রাক্ষসী নিকসা ভীষণ বেশে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়া পিশাচীর হৃদয়ের পৈশাচিক বৃত্তির পরিচয় দিয়া দর্শকমণ্ডলীকে বিলক্ষণ মাতাইয়াছিল।

সংক্ষেপতঃ—সীতা, উর্ম্মিলা, ও কুশীলব সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। রাম লক্ষ্মণ ও নিকষাও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। সুমন্ত্র মন্দ হয় নাই। মহর্ষি বাল্মীকি আশানুরূপ ভাল হয় নাই। অন্যান্য চরিত্রগুলির অভিনয় নিতান্ত মন্দ হয় নাই। গানগুলি সুন্দররূপে গীত হইয়াছিল।

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক—যে স্থানে লক্ষ্মণ সরয়ূ প্রান্তবর্ত্তী ভয়াল শ্বাপদ-সঙ্কুল বিজন-কানন-মাঝে কাঁদিতে কাঁদিতে সীতাকে রামের নিষ্ঠুর আজ্ঞা জানাইয়া সহসা অদৃশ্য হইলেন এবং অসহায়া সীতা ভীতি-বিহ্বল হৃদয়ে আপনার দুরবস্থা ভাবিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বন দেবতাদিগের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছেন এবং পরক্ষণেই বিবশা হইয়া শিবরাণীর চরণে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন, সেই স্থানটী অতি সুন্দররূপে অভিনীত হইয়াছিল। আবার চতুর্থ অঙ্কের যজ্ঞস্থলে যে স্থানে রাম সীতার পরীক্ষাপ্রয়াসী হইলেন এবং সীতা দারুণ অভিমানভরে পতি-হস্তে প্রাণসম কুশী-লবকে সমর্পণ করিয়া জননীর ক্রোড়ে লুকাইলেন এবং রাম সীতার অদর্শনে দুঃখে ও ক্ষোভে অধীর হইয়া পৃথিবীর বক্ষ বাণ বিদীর্ণ করিতে উদ্যত হইলেন সেই স্থানটির অভিনয়ও অতি মনোজ্ঞ হইয়াছিল।

ক্রমে আমাদিগের সমালোচনা শেষ হইয়া আসিল। উপসংহারকালে আমরা আর দুই একটি কথা বলিয়া নিরস্ত হইব। নাট্যশালার অধ্যক্ষবর্গের নিকট আমাদের এই অনুরোধ যে তাঁহারা উহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে কৃতসঙ্কল্প হউন। পুরুষ চরিত্র অভিনয়ের উৎকর্ষ সাধনে অধিক পরিমাণে মনোযোগ দান করুন। বলা বাহুল্য যে পুরুষ-চরিত্র অপেক্ষা স্ত্রীচরিত্র অভিনয়ের উৎকর্ষ প্রদর্শনে তাঁহারা অধিক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। নাট্যশালা জঘন্য আমোদ প্রমোদ ও অসভ্যতা প্রকাশের স্থান নহে, এ কথা যেন তাঁহারা কার্য্যে দেখাইতে সমর্থ হন। অতঃপর আর যেন আমাদিগকে কোন সময়ের নিমিত্ত ভাঁড়ামি পূর্ণ, অসার বালবাসাদীপক গ্রন্থের অভিনয় দর্শনে ব্যথিত হইতে না হয়। তাঁহারা চেষ্টা করুন, উৎকৃষ্ট দৃশ্য কাব্যগুলির মনোহর অভিনয় প্রদর্শনে সাধারণের নিকট যশস্বী হইতে পারিবেন। এস্থলে দেশীয় ধনশালী মহাত্মাদিগের নিকট সানুনয় এই প্রার্থনা যে তাঁহারা কোন সদনুষ্ঠান উপলক্ষে আমোদ জন্য নিকৃষ্ট বারাঙ্গনাদিগের নৃত্যগীতে রাশি রাশি অর্থ অপব্যয় করার পরিবর্ত্তে সুরুচিসম্পন্ন মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে দেশীয় নাট্যশালাগুলিকে উৎসাহ দানে উহাদের উন্নতি বিধান করুন।

১০ নং কাশীঘোষের লেন
মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
১৮ ই কার্ত্তিক, ১২৮৮

শ্রীবিজয়লাল দত্ত।

একটী জিজ্ঞাসা !

বিগত ৯ ই কার্ত্তিকের সোমপ্রকাশে শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ দে মহাশয়ের তত্ত্বকৌমুদী পত্রে লিখিত কয়েকটী প্রশ্ন তাহার উত্তর এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য পাঠ করিয়া আমাদের একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আশা করি সহৃদয় পাঠক মণ্ডলী ইহার সদুত্তর প্রদান করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

জাতিভেদ রহিত করাই—উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। পাছে উপবীত থাকিলে মূর্খ—পৌত্তলিকেরা হিন্দুকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়া মনে করে এই জন্য অনেক মোক্ষাভিলাষী ব্রাহ্ম হিন্দুধর্ম্মকে ও জাতিভেদকে নিন্দা করিয়া উপবীত পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া থাকেন। পদাঘাত করুন, কি করিব ও কি বলিব; বলিবার কিছুই নাই। তবে একটী কথা বলিতে এবং জানিতে হইতেছে। যদি জাতিভেদ দূর করিয়া সাম্যমতাবলম্বী হইবার জন্য উপবীত পরিত্যাগ করা ও হিন্দুধর্ম্মকে এবং হিন্দুধর্ম্মের সহিত পিতৃ-পিতামহের অনুষ্ঠিত যাবতীয় কার্য্যকে ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করা শ্রেয়স্কর ও বিশুদ্ধবুদ্ধির অনুমোদিত হয়, তবে উপবীতের সহিত উপাধিটি ত্যাগ করা হয় না কেন? অমুক ব্রাহ্মকে জিজ্ঞাসা করুন, "মহাশয়! আপনার নাম কি?" তিনি তৎক্ষণাৎ অম্লানবদনে স্ফূর্ত্তির সহিত বলিবেন, "অমুক চট্টোপাধ্যায় কি মুখোপাধ্যায়"। এইরূপ সকল ব্রাহ্মই প্রায় বলিয়া থাকেন, অমুক দাস, ঘোষ, কি অমুক দে, দত্ত ইত্যাদি। এরূপ বলিবার অর্থ কি? আমাদের যেরূপ বুদ্ধি, তাহাতে ইহাই বোধ হয়, ব্রাহ্মণতনয় পৈতা ফেলিয়া দিয়া ব্রাহ্মই হউন, আর যাহাই হউন উচ্চবংশজাত বলিয়া তাঁহার মনে যে অহঙ্কার আছে, সে অহঙ্কার দূর হয় নাই। নতুবা যিনি জাতিভেদ দূর করিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে ডোম চণ্ডালের সহিত সমানজাতি ও সমান স্বত্বাধিকারী বলিয়া মুখে পরিচয় প্রদান করেন; যিনি বা যাঁহারা সুসভ্য ও উন্নত হইয়া বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বৃদ্ধ পৌত্তলিক পিতামাতাকে প্রতিপালন না করিয়া ঈশ্বরের হস্তে কাষ্যাক্ষম পিতামাতার ভার সমর্পণ করিয়া "যে পিতা স্বর্গ হইতেও উচ্চ; যে মাতা ধরিত্রী হইতেও গরীয়সী" সেই পিতামাতার ঋণ পরিশোধ করিতে সকলকে পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পিতৃ পিতামহের স্বত্বাস্পদ চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি উপাধিতে আবশ্যকতা কি? পৈতার সহিত সে উপাধি ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। তবে পিতার নাম বলিবার আবশ্যকতা হইলে তাহাতে উপাধি সংযোগ করা যুক্তিসঙ্গত।

যাহার উপাধি রহিল; সদর্পে যিনি আপনার নাম "অমুক চট্টোপাধ্যায় বা বন্দ্যোপাধ্যায়" বলিয়া পরিচয় দিলেন, যাহার মনে ব্রাহ্মণ বা অন্য কোন উচ্চ হিন্দু কুলে জন্মিয়াছি, এই কুসংস্কার বা অহঙ্কার রহিল; তিনি বাহিরে উপবীত পরিত্যাগ বা হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিয়া কায়স্থ, কুম্ভকার বা ক্ষৌরকারের সহিত বিদেশে একত্র বসিয়া রসনা-পরিতৃপ্তিকর মিষ্ট লুচি, সন্দেশাদি ভক্ষণ করিলেই কি জাতিভেদ উঠাইয়া দিতে সক্ষম হইলেন? কখনই নয়। বাহিরে ঐ রূপ করুন, কিন্তু সত্য মনের কথা বলিতে কি, অন্তরে তাঁহার "জাতি" শব্দটী সর্ব্বদা জাগরিত। জাগরিত বলিয়াই হিন্দুধর্ম্ম বা জাতিজ্ঞাপক উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাই বলি, যখন হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পৈতা ফেলিয়া দিয়া ও হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত আচার ব্যবহারাদিতে উপেক্ষা করিয়া সকলের সহিত একত্র আহার করতঃ জাতিভেদ উঠাইয়া দিতে কৃতসংকল্প হইলেন, তখন স্বতন্ত্র হিন্দুজাতিজ্ঞাপক উপাধিতে প্রয়োজন কি? ইহা কি ব্রাহ্মগণের বিশ্বাসবিরুদ্ধ কার্য্য নহে? আমরা বলি, ব্রাহ্মমতে একটী সাধারণ উপাধি গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সেই উত্তম কার্য্য। যখন সকল জাতির বা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বিভিন্ন উপাধি আছে; যখন অনেক ব্রাহ্ম হিন্দুধর্ম্মের উপর খড়্গহস্ত, তখন অনর্থক হিন্দুধর্ম্মের নিকট কেবল মাত্র উপাধিটি লইয়া ঋণী থাকিবার প্রয়োজন কি? উত্তর দিতে পারেন, এ বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্ম

পণের বা তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়ের কিরূপ মত হইবে।

পীরপৈঁতি। ভাগলপুর ১৬ই কার্ত্তিক } শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।

সোমপ্রকাশ

২৩এ কার্ত্তিক সোমবার।

পাঠকগণ স্মরণ করিয়া দেখুন, আমরা একবার লিখিয়াছিলাম, হাকিমেরা পথ ঘাট প্রবস্তুকনা না হইলে মফস্বলে পদার্পণ করেন না। আমাদের সেই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিবার নিমিত্তই রাজপুর মিউনিসিপালিটীর সভাপতি আলিপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট গত সোমবার আমাদিগের গ্রামে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। আমাদের গ্রামের অবস্থা দেখিয়া যদি তাঁহার মনে ইহার উন্নতিসাধক কোন প্রকার ভাবের উদয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, মিউনিসিপাল টাক্স দিয়া আমরা কেমন সুখস্বচ্ছন্দে আছি, আমাদের স্বাস্থ্যও কেমন উন্নত হইয়াছে, তাঁহাকে দেখাইতে পারিলাম না। যদি তিনি একবার বর্ষাকালে গ্রামে প্রবেশ করিতেন, সমুদায় স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারিতেন। আমরা সে অনুরোধও করিয়াছিলাম। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে সে সময়ে গ্রামটী দর্শন করেন নাই। যে কারণে তিনি গত সোমবার শুভাগমন করিয়াছিলেন, তাহা এই:—

কয়েক ব্যক্তি মিউনিসিপাল ট্যাক্স দেন নাই। সহকারী সভাপতি ওয়ারেণ্ট জারী করিতে পারেন নাই। তন্নিমিত্ত তিনি সভাপতির সাহায্য প্রার্থনা করেন। সেই কারণে সভাপতি স্বয়ং আসিয়াছিলেন। তিনি অনেক স্থলে কৃতকার্য্যও হইয়া গিয়াছেন। যাঁহারা ট্যাক্স দেন নাই, কি কারণে দেন নাই, তাহা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু তাঁহাদের ট্যাক্স না দিবার যদি এই কারণ হয়, তাঁহারা এমন কথা বলেন, আমরা যে টাক্স দিয়াছি, তাহার কোন ফল দেখিতে পাই নাই। টাক্স দিবার দুটী প্রধান উদ্দেশ্য। এক, গ্রামবাসিদিগে স্বাস্থ্যসাধন, দ্বিতীয়, গ্রামের সৌষ্ঠবসম্পাদন। আমাদের গ্রামে এ পর্য্যন্ত ইহার অন্যতর কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হয় নাই। স্বচ্ছজল জলাশয়ের খননাদি দূরে থাকুক, গ্রামের জল নির্গমের বন্দোবস্তও এ পর্য্যন্ত হয় নাই। গ্রামের রাস্তার উৎকর্ষের এই মাত্র পরিচয় দিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে দারুণকষ্টজীবী ছ্যাকড়াগাড়ির ঘোড়াও প্রসন্ন বদনে গ্রামে পদার্পণ করিতে ইচ্ছা করে না। যদি ট্যাক্স দিয়া আমাদের কোন ফলেরই লাভ না হয় তবে আমরা ট্যাক্স দিব কেন? যদি কেহ এই আপত্তি করেন, মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান সেটী কি অসঙ্গত বলেন? যে নিমিত্ত টাক্স দেওয়া, সে কার্য্য না করিয়া ট্যাক্স লওয়া কি অন্যায় কার্য্য নয়? এ অবস্থায় যিনি ট্যাক্স দিলেন না, তিনি অন্যায়কারী? না যিনি ট্যাক্স লইলেন, তিনি অন্যায়কারী?

দেশীয় আমলাদিগের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের কঠোর ব্যবহার।

কি আদালতে, কি অন্যান্য গবর্ণমেণ্ট আফিসে, সময়ে সময়ে কর্ম্মচারিগণ নিরতিশয় মনোবেদনা পাইয়া থাকেন। এ দেশীয় কর্ম্মচারিদিগের প্রতি পদস্থ কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা অনেক সময়ে সদয় ব্যবহার করিতে বিস্মৃত হইয়া পড়েন। একে ত এ দেশীয় লোক সকল বিষয়েই সাহেবদিগের কৃপাপাত্র। তাঁহাদের নিজের কোন যোগ্যতা নাই, সকল কাজেই সাহেবদের মুখাপেক্ষা করিতে হয়; তাহাতে আবার এক এক সময় আশ্রয়দাতৃগণ কঠোর ব্যবহার দ্বারা এ প্রকার নিরুৎসাহ করিয়া দেন যে তাঁহাদের যতটুকু যোগ্যতা থাকে তাহারও হ্রাস হইয়া যায়। পাঠক! শুনিয়া থাকিবেন, আজ অমুক সাহেব আমলার জরিমানা করিলেন; কাল হয় ত কোন আমলার বেতন কমাইয়া দিলেন; পরশ্ব: কাহাকেও পদচ্যুত করিলেন। দুঃখের কথা, এ প্রকার শাস্তিবিধান করা প্রায় অনেক সাহেবের স্বভাবসিদ্ধ। কলিকাতা ও অন্যান্য রাজধানীতে আমলাদিগের দণ্ড প্রায় ইহার অপেক্ষা কঠিন হয় না। কিন্তু জেলার মধ্যে বিশেষতঃ মফস্বলে দণ্ডগুলি আরও কিছু কড়া পাকে সিদ্ধ। তত্তৎস্থলে সাহেবেরা আমলাদিগকে কটুবাক্য প্রয়োগ এবং কখন কখন প্রহারও করিয়া থাকেন। আমরা এমন কথা বলি না যে, সকল সাহেবই এ প্রকার নিষ্ঠুর ও হিতাহিত বিবেচনা শূন্য। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ভদ্রকুলোদ্ভব, সচ্চরিত্র এবং অমায়িক তাহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি। কিন্তু এক এক সময়ে তদ্বিপরীত চরিত্রের লোকও হতভাগ্য আমলাদের ভাগ্যে পতিত হন। এরূপ অবিবেচক উদ্ধত স্বভাবের লোক নিতান্ত অল্প নহে। বৎসরের মধ্যে অনেক স্থান হইতেই ত অসন্তোষের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের এবং গবর্ণর জেনরলের সভা আবেদন পত্রে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। ধর্ম্মপরায়ণ সভ্য রাজার শাসনে সর্ব্বত্র সদ্ব্যবহার, অমায়িকতা ও বাৎসল্যভাব বিরাজমান থাকিবে, ইহাই প্রার্থনীয়। রাজা, প্রজার ধন মান প্রাণ জাতি কুল সকলেরই রক্ষাকর্ত্তা। তিনি প্রজাবর্গকে পুত্রবৎ স্নেহ করিবেন এবং সদয়ভাবে পালন করিবেন। প্রজা, নৃপতিকে পিতৃবৎ জ্ঞান করিয়া যথাযোগ্য শ্রদ্ধাভক্তি করিবেন। প্রভু, ভৃত্যকে ভরণ পোষণ করিবেন, কদাচ তাহার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ কিম্বা নিষ্ঠুরাচরণ করিবেন না। ভৃত্যও প্রভুকে প্রীতি করিবেন এবং সাধ্যানুসারে তাঁহার ন্যায্যানুগত আজ্ঞা পালন করিবেন। সভ্য সমাজের ত এই রীতিই পূজনীয়। পৃথিবীতে ইংরাজজাতি সভ্যতাবিষয়ে উন্নতির অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের নীতিশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মানুষের মন যতদূর নির্ম্মল ও দোষপরিশূন্য হইতে পারে তাহা যেন এককালে হইয়া গিয়াছে,—চিত্তের আর কোন স্থান সঙ্কুচিত নাই, ইংরাজিশাস্ত্র তাহা প্রতিপন্ন করিতেছে। কিন্তু এমন পবিত্র জাতির পুস্তকের নীতিপদ্ধতি যদি চিত্তপ্রবৃত্তির ও কার্য্যপ্রণালীর বিপরীত হয়, তাহা হইলে কি দুঃখের বিষয় হয় না? সাহেবেরা কোন হিন্দু বা মুসলমানকে চিরস্থায়িরূপে কোন কাজে নিযুক্ত করিলেন। পরিশেষে কোন অপরাধ নাই, কেবল খামখেয়ালী কর্ত্তৃপক্ষের হঠকারিতা প্রবৃত্তির বলিহোমের নিমিত্ত নিঃসহায় কর্ম্মচারীর শিরশ্ছেদ করিলেন। ক্ষুদণ্ড চিন্তা করা নাই, হিতাহিত ন্যায় অন্যায় ভাবিয়া দেখা নাই; মনে হইলেই খেয়ালকে শান্ত করা চাই। তাহাতে যদি কাহার মনের কষ্ট হয়, মানের হানি হয়, কি সর্ব্বনাশ হয়,—হউক। এইরূপে কত মানী ব্যক্তির মান গিয়াছে; পদস্থ ব্যক্তির পদহানি হইয়াছে; নিরপরাধ ব্যক্তি জনসমাজে নানা দোষে দোষী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন; কত ব্যক্তি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া অবশেষে নিমিষাবসরে হঠকারিতা প্রভাবে পেন্সনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছেন।

এইরূপ অন্যায় ও অত্যাচার কেবল আজ কাল শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, এমত নহে। পূর্ব্বেও এমন দৃষ্টান্ত অনেক ঘটিয়া গিয়াছে। মহামান্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীনেও আমলাদের প্রতি বিস্তর কঠোর অন্যায় আচরণ করা হইয়াছিল, পাঠক! বিবেচনা করিবেন না যে, এটী সুসভ্য ইংরাজ শাসনের কাদাচিৎক ঘটনা। মধ্যে মধ্যে অনেক সাহেব আপনাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীর প্রতি অনাদর প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সময়ে সময়ে এ প্রকার দুঃশীল আচরণ এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, এক একবার তন্নিবারণ জন্য বিশেষ

আইনও বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, তদ্দ্বারা এ পর্য্যন্ত আশানুরূপ কিছুই ফল দর্শে নাই। আমরা পূর্ব্বতন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষ সভাকে ভূয়োভূয়ঃ ধন্যবাদ দি, তাঁহারা দেশীয় কর্ম্মচারিদিগকে সুখে সচ্ছন্দে রাখিবার নিমিত্ত নিরপেক্ষ ভাবে কত উপায় ভাবিতেন। অত্যাচারী কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে বারম্বার ভৎর্সনা করিতেন এবং সুযোগ্য নিরপরাধ আমলাদিগকে সুখে রাখিবার জন্য কত উপদেশ দিতেন। ১৮৫১ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষ সভা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রেবিনিউ বোর্ডের রিপোর্ট হইতে নিম্ন লিখিত কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করেন—“ কখন কখন কর্ত্তৃপক্ষের হঠকারিতা দোষে নিরপরাধ দেশীয় কর্ম্মচারিদিগকে পদচ্যুত করা হয়। অনেক স্থলে দেশীয় আমলারা একজন কর্ত্তার একাধিপত্যের অধীন। তিনি সর্ব্বে সর্ব্বা, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। আমলাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিবার ক্ষমতা তাঁহার হাতেই সমর্পিত আছে। সুতরাং কোন কোন আমলাকে এককালে কর্ম্মচ্যুত করিলে তাহা নিষেধ করিবার কর্ত্তা কেহই নাই।”

বোর্ডের জনৈক অধস্তন সভ্য একবার লিখিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্টের দেশীয় কর্ম্মচারিদিগের প্রতি এতদূর অন্যায় অত্যাচার সমুচিত নহে। ঙদৃষ্টে মহামান্য অধ্যক্ষসভা যৎপরোনাস্তি অনুশোচনা করিয়া লিখিয়াছিলেন যে,—এই সমস্ত বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমরা অতীব মনঃপীড়া পাইয়াছি। সাহেবেরা যদি দেশীয় কর্ম্মচারিদের প্রতি সর্ব্বদা এ প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন এমন হয় তবে তাঁহাদের পক্ষে এটা সম্পূর্ণ অখ্যাতির কথা সন্দেহ নাই। যে নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে অত্যাচারিদের প্রকৃতি অনেক শান্ত হইয়া পড়িবে এবং তাঁহারা শিষ্টাচারিতা শিক্ষা করিবেন। কোন ব্যক্তিকে কার্য্যবিশেষে স্থায়িরূপে নিযুক্ত করিলে সামান্য কারণেই তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করা বিধেয় নহে। কর্ত্তব্য কর্ম্মে শঠতা বা দুঃশীলতা প্রকাশ করিলে, কার্য্যে জ্ঞানকৃত ঔদাসীন্য ও অবহেলা দেখাইলে কিম্বা চরিত্রগত দোষ ঘটিলে আমলাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করা যায়। এমন সকল ক্ষেত্রে এই চরমশাস্তি ন্যায়ানুমোদিত বটে। আমরা বিবেচনা করি,অসৎ ব্যক্তিকে গবর্ণমেণ্ট আফিষে কর্ম্ম না দিলে বরং সমধিক উপকারেরই সম্ভাবনা। তাহা হইলে সকল কর্ম্মচারীই সাধুতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠতা প্রদর্শন করিবেন,—এ একটী সামান্য প্রলোভন নহে। কোন আমলা অপরাধ করিলে আফিষের কর্ত্তা তদ্বিষয় তাঁহার প্রধান ব্যক্তিকে জ্ঞাত করিবেন, এবং গুরুতর বিষয় হইলে গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত জানাইবেন। এ ভিন্ন সহসা একটা নিষ্পত্তি করা উচিত নহে।

সদাশয় কোর্ট অব ডিরেক্টর মহোদয়গণ আমলাদিগের মানসম্ভ্রমাদি রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই প্রকার আদেশ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহার যেমন প্রকৃতি, তাঁহার কার্য্যপ্রণালীও তদনুরূপ। লর্ড লিটন বাহাদুর ভারতবর্ষে আসিয়া যে প্রকার কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তিনি এই কথাটা লইয়া ১৮৭৭ সালে একবার কিছু কিছু আন্দোলন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এ দেশের যেমন বন্ধু, তাহা কাহাকেও পরিচয় দিতে হইবে না,—মোটামটী কতকগুলা কাজেই তাহা এ দেশীয় আপামর সাধারণ সকলেরই মনে অবিনশ্বর অক্ষরে খোদিত হইয়া রহিয়াছে। গবর্ণর জেনরেল কতদূর তদন্ত করিয়াছিলেন, বলিতে পারি না; কিন্তু তিনি আহ্লাদ সহকারে লিখিয়া গিয়াছেন যে,—স্থানিক প্রধান প্রধান সাহেবেরা দেশীয় কর্ম্মচারিদিগকে কর্ম্মচ্যুত করেন বলিয়া সময়ে সময়ে অনেক আবেদন পত্র ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হয়। যাহা হউক, আহ্লাদের বিষয়,—কোথাও অন্যায় পূর্ব্বক কোন আমলার প্রতি এ প্রকার শাস্তি বিধান করা হয় নাই। বলিবেন না ত কি;—লর্ড লিটনের মুখ হইতে এমন কথা বিনির্গত না হইলে শোভা পাইবে কেন? যিনি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণের উপযোগিতা স্থির করিয়াছেন, অস্ত্রসংক্রান্ত আইনের ঔচিত্য নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন; কাবুল অভিনয়ের নট নটীর নেপথ্য বিধান সম্পাদন করিয়াছেন; তিনি যে হঠকারী কর্ত্তাদের অঙ্গ কলঙ্করেখাপরিশূন্য দেখিবেন না, তাহাও কি কখন হইতে পারে? তাঁহার চক্ষে স্বজাতির সমস্তই পবিত্র; অপবিত্র যত কিছু, তাহা এ দেশীয় লোক, আর এ দেশীয় লোকের রীতিনীতি কাজ কর্ম্ম।

পাঠকমহাশয়েরা জ্ঞাত আছেন,সাহেবেরা ভারতবর্ষবাসিদের প্রতি অসদাচরণ করিলে তাহা সপ্রমাণ করা কেমন দুরূহ ব্যাপার! ব্রহ্ম নিরূপণ হয়, বায়ুকে ধরিয়া প্রত্যক্ষ করা যায়; কিন্তু আমলাদের প্রতি সাহেবেরা নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলে, তাহা সপ্রমাণ করিতে পারে এমন কাহার ক্ষমতা? কোন জটিল কাজে, কেহ অপ্রস্তুত হইবেন যদি এমন অনুমান হয়, তবে স্বজাতির সম্ভ্রম রক্ষার নিমিত্ত সকল সাহেব মিলিয়া তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হন। সুতরাং নিঃসহায় ভারতবাসিরাই সকল ক্ষেত্রে মারা গিয়া থাকেন। ভাল, অনাথের দুঃখ শুনেন, এমন আমরা একজন সুহৃদ পাইয়াছি। তবে লর্ড রিপন কি এ বিষয়ে কিছুই করিয়া যাইবেন না? এটী ত তুচ্ছ কথা নয়? কৃষক যেমন হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক করিয়া শস্য ভার উৎপাদন করে, ধনী লোকের পাচক তাহা হইতে নানা রসে নানাপ্রকার উপাদেয় সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া থাকে; রাজ কার্য্যে ত তাহাই দেখিতে পাই। নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারিরাই রাজ্যের পৃষ্ঠবংশ; যত টুকু গুরুতর ভার তাহা তাঁহাদেরই মস্তকের উপর দিয়া যায়। উচ্চপদস্থ মহাপুরুষেরা সুখে উপাদেয় ফল ভোগ করেন। যাঁহারা রাজ্যের এত হিতকর, তাঁহাদের প্রতি কি নির্দয় ব্যবহার শোভা পায়?—না: সভ্য জাতির তাহা উচিত কর্ম্ম? ইংলণ্ড আপনি সভ্য হইয়াছেন, তিনি অপরকেও সভ্য করুন। ইংলণ্ড সকলের প্রতি সমদৃষ্টি রাখিতে বলেন, তবে স্বয়ং কার্য্যেও তাহা সম্পন্ন করুন। নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারিদের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিতে হয়, তাঁহাদিগকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিতে হয়,—এ ব্যবস্থা ইংলণ্ডের নীতিসঙ্গত। কিন্তু লর্ড রিপনের ন্যায় সদাশয় ব্যক্তি ভিন্ন এ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত কে করিবে? আশা করি, আশানুরূপ সৎপাত্র পাইয়াছি তাই ভরসা করি,—আজ লর্ড লিটন থাকিলে ভ্রমেও এমন কথা মুখে আনিতাম না,—কাতরের কাতরোক্তি শুনেন বলিয়া আমরা মহাত্মা রিপনের শুভাগমনে আশ্বস্ত হইয়াছি, তাই বলিতেও পারি, দেশীয় কর্ম্মচারিদিগের প্রতি দারুণ অত্যাচারের কিরূপে নিবারণ হইবে এইবার তাহার উপায় করুন অনেকবার অত্যাচার নিবারণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সর্কিউলর জারিও হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে কিছুই ফল দর্শে নাই। আমলাদের প্রতি ভূয়োভূয়ঃ অত্যাচার হয়, তাহা সকলেই জানেন,—আমরাও জানি; কিন্তু তাহা কিরূপে দূরীকৃত হইবে সে কথা কর্ত্তৃপক্ষেরাই বলিতে পারেন, আমরা কিছুই বুঝি না।

য়ুরোপে সংস্কৃত শাস্ত্রের পুরস্কার এবং সংস্কৃতের অনুশীলন।

পৃথিবীতে যত প্রকার ভাষা আছে, তন্মধ্যে সংস্কৃত ভাষাই প্রাচীনতম। কেবল হিন্দুরা আত্মশ্লাঘা প্রকাশের নিমিত্ত এমন কথা বলেন না, ভূমণ্ডলের যাবতীয় সভ্য জাতি মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করেন। পণ্ডিতগণ নানা দেশের ভাষা শিক্ষা করিয়া শব্দ শাস্ত্রের সহায়তায় পুরাতন ইতিহাস সঙ্কলন করিতেছেন, কিন্তু সংস্কৃতের তুল্য প্রাচীন আর কোন ভাষা তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। পুরাতন কালের সকলি কুৎসিত এবং কদাকার। ভোজ্য দ্রব্য বল, বসন ভূষণ বল, গৃহাদি বল,—কিছুই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট এবং

সুরুচিসম্পন্ন নহে। ভাষা—তাও কিরাত বর্ব্বর জাতির মুখে অবাক্ত ও অসম্পূর্ণ। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা তেমন নয়, প্রাচীন বলিয়া ইহার কোন অঙ্গটী খঞ্জ, নত লাবণ্যবিহীন, শরীরের কোথাও একটী অলঙ্কার নাই, তাহা নহে। সংস্কৃত ভাষা মার্জ্জিত,পরিপুষ্ট এবং নানা সজ্জায় সুসজ্জিত। এই দেবমাতৃক ভাষার অনুপম গুণে মুগ্ধ হইয়া আমাদের গুণগ্রাহী রাজপুরুষগণ লুপ্ত গ্রন্থের উদ্ধার এবং সংস্কৃতের সবিশেষ অনুশীলন নিমিত্ত বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। সংস্কৃতের পুরাতন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য ১৮৬৮ সালে গবর্ণমেণ্ট বাৎসরিক ব্যয়ের নিমিত্ত ২৪০০০ চব্বিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। ঐ টাকার মধ্যে বঙ্গদেশে ৩২০০ টাকা; অযোধ্যা এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৩২০০ টাকা; মান্দ্রাজ এবং মহীসুরে ৩২০০ টাকা; পঞ্জাবে ১৬০০ টাকা; বোম্বাই, রাজপুতানা এবং মধ্য প্রদেশে ৮০০০ টাকা; এসিয়াটিক সোসাইটিকে ৩০০০ টাকা; মুদ্রাঙ্কনের জন্য ১০০০ টাকা; এবং বাজে খরচ ৮০০ টাকা; এই মোট ২৪০০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

বঙ্গদেশের হস্তলিখিত পুরাতন পুস্তকের অনুসন্ধায়ী শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং তাঁহার সহকারিগণ ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত ১০০০ এক হাজার পুরাতন পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। বিকানিরের রাজার পুস্তকালয়ে অন্যূন ২০০০ দুই হাজার পুস্তক সঞ্চিত আছে। নেপাল দেশীয় প্রচলিত বৌদ্ধ ভাষার ব্যাখ্যা বিষয়েও সমধিক উন্নতি করা হইয়াছে। সাকল্যে ৯৫৬ খানি তাঁহারা এই সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করেন। তন্মধ্যে কতক গুলি ক্রয় করা হইয়াছে। এবং কতক গুলি নকল করিয়া লওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইতি পূর্ব্বে ৬৫৬ খানি পুস্তক ক্রয় করা হয়; অতএব সমগ্র পুস্তকের সংখ্যা ১৬১২ খানি হইতেছে। ইহার মধ্যে অধিকাংশ পুস্তক নিতান্ত দুর্লভ ও অশ্রুতপূর্ব্ব; অবশিষ্টগুলি এদেশে প্রচলিত ছিল না।

ইংরাজাধিকারভুক্ত ব্রহ্ম দেশেও পুরাতন সংস্কৃত পুস্তকের অনুসন্ধান চলিতেছে। কিন্তু সেখানে এ পর্য্যন্ত নূতন পুস্তক একখানিও আবিষ্কৃত হয় নাই। ডেপুটী চিফ কমিশনর লিখিয়াছেন যে, রেঙ্গুনের উচ্চ শ্রেণীস্থ বিদ্যালয়ের পালি ভাষার অধ্যাপক নূতন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ বিষয়ে অচিরে কৃতকার্য্য হইবেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চুণ্ডিরাজ শাস্ত্রী এই কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। তিনি অনেকগুলি বহুমূল্য দুর্লভ পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন। অযোধ্যায় পণ্ডিত দেবীপ্রসাদের হস্তে এই কার্য্যভার বিন্যস্ত ছিল। ১৮৭৮ হইতে ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত তিনি সর্ব্ব সমেত ২৬০ খানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন।

পঞ্জাব প্রদেশে শ্রীযুক্ত কাশীনাথ পণ্ডিত এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পণ্ডিত হৃষীকেশের পুস্তকালয়ে ৫০০ খানি পুস্তক দর্শন করেন। তন্মধ্যে ২২৭ খানি হস্তলিখিত। ইহার মধ্যে ২৭ খানি দুষ্প্রাপ্য। পণ্ডিত জনদত্ত প্রসাদের পুস্তকালয়ে ২৫০০০ খানি পুস্তক আছে। তন্মধ্যে ১৯০০ খানি নির্ব্বাচন করিয়া দেখা হইয়াছিল। তাহার মধ্যে ১৫৭ খানি দুর্লভ ও বহুমূল্য বস্তু। পণ্ডিত দিনরায়ের পুস্তকালয়ে ৪১০ খানি পুস্তক আছে। তন্মধ্যে ১০ খানি দুষ্প্রাপ্য।

মান্দ্রাজ এবং মহীসুরে শ্রীযুক্ত ওপার্ট এবং বর্ণেল সাহেব বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া অনেকগুলি নূতন পুস্তকের নাম সংগ্রহ করিয়াছেন। ওপার্ট সাহেব সর্ব্ব সমেত ৮৮৭৬ খানি পাণ্ডুলিপির নামোল্লেখ করেন; এবং বর্ণেল সাহেব তাঞ্জোরে ১২৩১৫ খানি এবং মহীসুরে ১৬০ খানি হস্ত লিখিত পুস্তকের নাম তালিকায় মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন।

বোম্বাই, রাজপুতানা এবং মধ্য প্রদেশে শ্রীযুক্ত বুলার সাহেব বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াছেন। শান্তিনাথের পুস্তকালয়ে তিনি ৩০০ খানি হস্ত লিখিত পুস্তক দেখেন; তন্মধ্যে ছয়খানি ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছে। পাটানের সঙ্ঘবিন পদ পুস্তকালয় অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত এক জন পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তথায় তিনি অনেকগুলি দুর্লভ পুস্তক প্রাপ্ত হন। ঐ বহুমূল্য পুস্তকের মধ্যে একখানি শাশ্বত কোষ ছিল। এই অভিধান এখন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কেবল অক্সফোর্ড এক খানি উক্ত গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। এই সকল প্রদেশে সর্ব্ব সমেত ২২৯ খানি পুস্তক ক্রয় করা হইয়াছে।

হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তকের এইরূপ অনুসন্ধান করিলে লুপ্তকল্প সংস্কৃত শাস্ত্রের বিস্তর অশ্রুতপূর্ব্ব অভিনব বিষয় আবিষ্কৃত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণদিগের ঘরে এখনও দুই একখানি পুরাতন পুস্তক সঞ্চিত আছে। কিন্তু গোঁড়া হিন্দুদের ধর্ম্মান্ধতা এ পর্য্যন্ত সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত হয় নাই; পুস্তকের নাম প্রকাশ করিলে পাছে তাহা যবনের হস্তগত হয়, সেই ভয়ে অনেক ব্রাহ্মণ নূতন পুস্তকের নামাদি গোপন করিয়া রাখেন। পাঠক! মনে করিবেন,—এখনও কি ভারতবর্ষের সে দিন আছে?—এখনও কি পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইলে যবনাদি অস্পৃশ্য জাতি দেখিবে ব্রাহ্মণেরা সে আশঙ্কা করেন? আমরা জানি, এখনও এমন লোক বিস্তর আছেন। যাহা হউক, তাঁহাদের সংখ্যা দিন দিন কম হইয়া আসিতেছে। আর অত্যল্প দিন পরেই পুস্তক-মুদ্রাঙ্কণের মহৎ ফল সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। কিন্তু গোঁড়া ব্রাহ্মণদের মনের কুসংস্কার দূরীভূত হইতে হইতে তাঁহাদের নিকটস্থ পুস্তকগুলি যদি কীটাদিতে বিনষ্ট করে,তবে আক্ষেপের পরিসীমা থাকিবে না। নৃশংস যবন নৃপতিদিগের অত্যাচারে সংস্কৃতের ত আর কিছুই নাই,—তাঁহার দেহের সহস্র স্থান ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিকলাঙ্গ হইয়া এখনও যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহাও যদি রক্ষিত হয়, তবে মুখ তুলিয়া পরিচয় দিতে আমাদের কিছু গৌরব থাকে।

বিদ্যানুরাগী রাজপুরুষদিগের ঈদৃশ যত্ন থাকিলে বিলুপ্তপ্রায় সংস্কৃতশাস্ত্রের যে পুনরুদ্ধার হইবে,আমরা তাহা আশা করিতে পারি। কিন্তু বিলুপ্ত পুস্তক গুলি উদ্ধৃত হইলেই সকল দিক রক্ষা হয় না। সংস্কৃত শাস্ত্রের গাঢ়রূপে অনুশীলন করা চাই। এই বহু বিস্তীর্ণ আয়াসসাধ্য বিদ্যার যে প্রণালীতে পঠন পাঠন করা আবশ্যক, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত হওয়া অবধি আর তাহা হয় না। এখন ইংরাজি ভাষাই অর্থকরী সুতরাং তাহারই সমধিক সম্মান বাড়িয়াছে। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা যত্ন পূর্ব্বক ইংরাজি পাঠ করিয়া থাকেন, সংস্কৃতের আলোচনায় আর পূর্ব্ববৎ মনোনিবেশ করেন না। কোন প্রকারে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারিলেই হইল। সে কারণ, তাঁহারা সংস্কৃতের কেবল পল্লবগ্রাহী হন, কোন একটী শাস্ত্রে তাঁহাদের সবিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে না।

আমরা স্বীকার করি, পূর্ব্বাপেক্ষা এখন শিক্ষা প্রণালী ভাল হইয়াছে। চতুষ্পাঠীর আচার্য্যেরা যে বিষয় বিশ বৎসরে শিখাইতেন, স্কুলের পণ্ডিতেরা তাহা অক্লেশে দুই বৎসরে শিখাইতেছেন। ছাত্রেরাও অনায়াসে ভাবগ্রহে সমর্থ হইতেছে। কিন্তু তাঁহাদের মন নানা বিষয়ে বিভক্ত হওয়ায় কোন একটী নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান জন্মিতেছে না। বিস্তীর্ণ শাস্ত্রের বিষয় বিশেষে বিভাগ নিতান্ত আবশ্যক। শাস্ত্র বহুল হইলে একজন মনুষ্যের সকল বিষয়ে সমধিক দৃষ্টি থাকিতে পারে না। চারি দিক রক্ষা করিতে গেলে ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্ট হইয়া পড়ে, কোন টীতে অধিকার জন্মে না। ইংরাজী চিকিৎসাশাস্ত্র অগাধও বহুবিস্তীর্ণ,সে কারণ কেহ নিয়ত চক্ষুর পীড়ার অনুশীলন করেন,কেহ বক্ষঃস্থলের,কেহ দন্ত রোগের, কেহ স্ত্রী-রোগের এইরূপ এক একটী বিষয়েরই চর্চ্চা করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের অবসর অনেক, একটী বিষয় বারম্বার আলোচনা করিতে করিতে ব্যুৎপত্তিও বদ্ধমূল হয়। এদেশেও সংস্কৃত শাস্ত্রের বিষয় বিশেষে বিভাগ প্রথা পরম মঙ্গলকারী, সন্দেহ

নাই। কেহ ন্যায়শাস্ত্র লইয়াই জীবন কাটাইলেন, কেহ অলঙ্কার শাস্ত্র, কেহ স্মৃতি, এইরূপ এক একজন একটী বিভাগে মনঃসংযোগ করিলে একটী বিষয়ের উপর্য্যুপরি অনেকবার আলোচনা করিবার অবকাশ থাকে, সুতরাং তাহাতে গাঢ় ব্যুৎপত্তিও জন্মে। আধুনিক সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃতের সঙ্গে অসংখ্য ইংরাজী পুস্তক, ছাত্রেরা কোন দিক রক্ষা করিবেন? কাজেই এখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের সংস্কৃতজ্ঞান নিতান্ত সংকীর্ণ। কই? পূর্ব্বে যে সকল মহোপাধ্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ ঐ কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন, এখন ত তাঁহাদের সমকক্ষ একজনকেও দেখিতে পাওয়া যায় না? ইহাতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, আর কিছুকাল পরে কলেজে সংস্কৃতের কেবল নাম মাত্র থাকিবে। ইংরাজী পরীক্ষার পুস্তকাদি বৎসর বৎসর কঠিন হইয়া পড়িতেছে, সুতরাং বালকদিগকে ইংরাজী অভ্যাস করিতে অধিক কাল ক্ষয় করিতে হইবে, সংস্কৃতের আলোচনার অবসর হইবে না।

আমরা নিশ্চিন্ত বলিতে পারি, সংস্কৃত ভাষা সম্যক রক্ষা করিতে হইলে সংস্কৃত কালেজের নিয়ম পরিবর্তন করা আবশ্যক। এখান হইতে এক্ত ইংরাজী পুস্তক উঠাইয়া দেওয়া হউক। ছাত্রদিগের বহুদর্শিতার নিমিত্ত তাঁহারা প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত ইংরাজী পাঠ করুন, তৎপরে কেবল সংস্কৃত লইয়া থাকিবেন। নতুবা সংস্কৃতের যে দুর্দ্দশা, সেই দুর্দ্দশাই থাকিয়া যাইবে। ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত ইংরাজী অধ্যয়ন করিয়া তৎপরে কেবল এক এক খানি নূতন ইংরাজী সাহিত্য পুস্তক প্রতিবৎসর পাঠ করিবেন; অবশিষ্ট সময় সংস্কৃত শাস্ত্রেরই সবিশেষ অনুশীলন করিতে থাকিবেন। এই উপায় অবলম্বন করিলে ইংরাজীতে কিছু কিছু অধিকার হইবে এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিবে। সংস্কৃত বিদ্যার সম্যক আলোচনার এই একমাত্র উপায়।

পূর্ব্বে স্থানে স্থানে চতুষ্পাঠিতে ছাত্রেরা সংস্কৃত বিদ্যার সবিশেষ অনুশীলন করিতেন। কিন্তু অধ্যাপকেরা এক্ষণে সহায়হীন এবং বৃত্তিহীন হইয়াছেন, সুতরাং পূর্ব্ববৎ আর তাঁহারা অন্ন দিয়া ছাত্রদিগকে বিদ্যাদান করিতে পারেন না। এদিকে ছাত্রদিগেরও সংস্কৃত বিদ্যাশিক্ষায় তাদৃশ মনোযোগ নাই। বহু আয়াসে যদি কেহ বিদ্যালাভ করিলেন, কিন্তু বিদ্যার সমুচিত ফল লাভ কেহই করিতে পারেন না। বিদ্যার জন্যই বিদ্যালাভ, এ কথা সত্য। কিন্তু উপবাসী থাকিয়া কেহ কায়মনোবাক্যে বিদ্যাভ্যাস করিতে পারেন না। জীবিকা লাভেরও উপায় নাই। এখন কেবল সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া সে উপায় হয় কই? কাজেই, আপনা হইতে এই মুমূর্ষু বিদ্যার অনাদর হইয়া পড়িতেছে। বিদ্যালয়াদিতে শিক্ষক নিযুক্ত করিবার আবশ্যক হইলে টোলের পণ্ডিতদিগকে কেহ বড় গ্রাহ্য করেন না, অগত্যা টোলের ছাত্রেরা এক প্রকার নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। এখন সংস্কৃত কলেজই মৃতকল্প সংস্কৃতের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। অতএব কালেজে যাহাতে সংস্কৃতের বিশেষরূপ অনুশীলন হয়, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাহাই করুন।

আয়রলণ্ডের ভূমিসংক্রান্ত আইন।

অয়রলণ্ডে এতদিন যে হুলস্থুল চলিতেছিল, এত দিনের পরে তাহার শান্তি হইবার সূচনা হইয়াছে। এতকাল তথাকার ভূস্বামিগণ তত্রত্য প্রজাবর্গের প্রতি যে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেন, প্রজারা তাহাতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে, পরিশেষে তত্রত্য সম্ভ্রান্ত বিদ্বান, বুদ্ধিমান, এবং কার্য্য ও মন্ত্রণাকুশল লোকের সাহায্যে জমিদারের অত্যাচার নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হয়। জমিদারেরা মনে করিলেই প্রজার সর্ব্বনাশ করিতে পারিতেন, মনে করিলেই তাহাদিগের জোত উচ্ছেদ ও কর বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইতেন। প্রজারা জমিদারের উৎপীড়নে একান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের হৃদয়ে যে বিদ্বেষবহ্নি বহুকাল হইতে প্রধূমিত হইতেছিল পার্ণেল ডিলন প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাহাতে আহুতি প্রদান করিয়া তাহা প্রজ্বলিত করিয়া তুলেন। যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল তাহা দাবানলের ন্যায় সমগ্র আয়রলণ্ড মধ্যে শীঘ্রই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সেই অগ্নির প্রখর তেজ দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত ভীত হইলেন। তাহা নির্ব্বাণের জন্য মন্ত্রিগণ প্রয়োজনানুরূপ আইন বিধিবদ্ধ করিলেন। জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধ, পরস্পরের অধিকার সমুদায় নিরূপিত করিয়া দিলেন। যে আইনের দ্বারা গবর্ণমেণ্ট এই সমুদায় বিষয় স্থির করিয়া দিয়াছেন তাহার নাম আইরিষ ভূসংক্রান্ত আইন।

যখন প্রজারা ভূস্বামিদিগের অত্যাচারে জ্বালাতন হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে সকলে একমত হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল তখন ভূস্বামী করগ্রহণ করিতে তাহাদের নিকট পাইক গমস্তা প্রেরণ করিলেন। প্রজারা তাহাদিগকে তাঁকাইয়া দিল। জমিদার তাহাদের জোত উচ্ছেদ করিবার জন্য পেয়াদা পাঠালেন, প্রজাগণ একমত হইয়া তাহাদিগকে দূর করিয়া দিল। জমিদার বিদ্রোহী প্রজাদিগের শাসনের জন্য অস্ত্র শস্ত্র সমভিব্যাহারে লোক প্রেরণ করিলেন, প্রজারাও সমবেত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। অবশেষে জমিদারের লোকেরা হতাহত হইয়া পলায়ন-পরায়ণ হইল। প্রজাদিগের সাহায্যার্থ ল্যাণ্ডলীগ সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। সভ্যেরা নানাস্থানে সভা করিয়া ভূস্বামিদিগের অত্যাচারের উদ্ঘোষণ এবং প্রজাদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। আয়রলণ্ড টলমল করিয়া উঠিল। গবর্ণমেণ্ট হেবিয়স কর্পস আইন স্থগিত করিলেন। অনেকগুলি প্রজাপক্ষীয় লোক অবরুদ্ধ হইল। ল্যাণ্ডলীগ সভা গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রণালীর দোষ ঘোষণা করিতে লাগিলেন। গবর্ণমেণ্ট আর নিরস্ত থাকিতে পারিলেন না। অবশেষে আইনটি বিধিবদ্ধ করিলেন। এক্ষণে গোলযোগ হ্রাস পাইবার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। ডবলিনে ল্যাণ্ডলিগ সভার যে কার্য্যালয় ছিল তাহা বন্ধ হইয়াছে। ধর্ম্মযাজক এবং নিরীহ লোকেরা প্রজাদিগকে শান্তি অবলম্বন করিতে উপদেশ দিতেছেন। প্রজারাও তাহাদের অনুরোধে সম্মতি প্রকাশ করিতেছেন।

যে আইনটি বিধিবদ্ধ হইল তাহার স্থূল স্থূল বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে।

এই আইন অনুসারে আয়রলণ্ডের সর্ব্ববিধ প্রজা ন্যায্য হারে খাজনা দিয়া জমি জোত করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল। এই হার জমিদারে ও প্রজায় স্থির করিয়া লইতে পারিবেন, স্থানীয় মধ্যস্থ, আদালতের বিচারপতি অথবা ল্যাণ্ড কমিশন এই হার নির্ণয় করিয়া দিতে সমর্থ হইবেন। প্রজা যদি এক বৎসরের জন্য ভূমি জোত করিতে লয় তাহা হইলেও ভূমির খাজনা ঐরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিবে। আমাদের দেশে ১৮৫৯ অব্দের যে দশ আইন প্রচলিত ছিল এবং তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া আপাততঃ যে আইন (১৮৬৯ অব্দের ৮ আইন) প্রচলিত আছে তাহাতে প্রজাদিগকে এই অধিকার দেওয়া হয় নাই। এতদ্দেশে প্রজা জমিদারের নিকট ভূমি জোত করিতে লইলে, জমিদারের ইচ্ছানুসারে খাজনার হার নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, আদালতের সেই হার নির্ণয় করিয়া দিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই। হয় প্রজাকে জমিদারের ইচ্ছায় সম্মতি দিতে হইবে, নতুবা প্রজা জমি জোত করিতে পাইবে না।

এই হার নির্দ্দিষ্ট হইলে পর আয়র্লণ্ডের প্রজারা ক্রমাগত পনর বৎসর নির্দ্দিষ্ট হারে খাজনা দিয়া অবিবাদে ভূমি জোত করিতে পাইবে। প্রজা যদি খাজনা দিল জমিদারের তাহাকে পনর বৎসরের মধ্যে উচ্ছেদ করিবার অধিকার থাকিবে না। কেবল খাজনা দিতে গোলযোগ করিলে তাহার স্বত্বের বিঘ্ন হইতে পারিবে। পনর বৎসর অতীত হইলে পর প্রজার সহিত ভূস্বামির পুনর্ব্বার খাজনার বন্দোবস্ত হইবে, তখনও আবার পূর্ব্বের ন্যায়

উভয়ের সম্মতিক্রমে অথবা মধ্যস্থ দ্বারা অথবা আদালত হইতে খাজনার ন্যায্য হার নির্ণয় করিয়া দেওয়া হইবে। এইরূপে প্রজাগণ এক একটী জোত পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিতে পাইবে, কেবল পনর পনর বৎসর অন্তর ভূমির রাজস্বের পরিবর্ত্তন হইতে থাকিবে। কিন্তু প্রজা যদি নিজের পরিশ্রমে ও অর্থ ব্যয়ে ভূমির উন্নতি সাধন করে, যদি তাহার পরিশ্রমে ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে জমিদার তদ্দ্বারা লাভবান হইতে পারিবেন না। ভূমি প্রথম বন্দোবস্তের সময় যেরূপ ছিল তখনও যদি সেইরূপ থাকিত তাহা হইলে তাহার যে ন্যায্য খাজনা হইত, প্রজার ব্যয় ও যত্নে ভূমির উন্নতি হইলে, জমিদারকে সেই ন্যায্য খাজনা গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি প্রজার ব্যয় ও পরিশ্রমের ফলভোগী হইতে পারিবেন না। এদেশে বার বৎসর ক্রমাগত এক ভূমি জোত করিলে প্রজার তাহাতে দখলী স্বত্ব জন্মে। জমিদার দখলী স্বত্বাধিকারী প্রজার নিকট অন্যায্য হারে খাজনার দাওয়া করিতে পারেন না। বার বৎসর অধিকার করিলে পর জমিতে প্রজার একটু স্বত্ব জন্মে, একটু জোর দাঁড়ায়। জমিদার মনে করিলেই তখন তাহাকে জোতভ্রষ্ট করিতে পারেন না। তখনই প্রজা আদালতের সাহায্যে জোতের ভূমির ন্যায্য হার নির্ণয় করিয়া লইতে পারে।

এতদ্দেশীয় প্রজার দখলি স্বত্ব বিক্রয় করিবার অধিকার নাই। সে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে তাহা ভোগ ও অধিকার করিতে পারে। যদি বিক্রয় করে তাহা হইলে তাহার স্বত্ব লোপ হয়, ক্রেতাও কোন স্বত্ব পায় না। আইরিষ ভূমিসংক্রান্ত আইনে প্রজাকে ভূমিতে এতদপেক্ষা অধিকতর স্বত্বাধিকার দেওয়া হইয়াছে। প্রজা আপন ইচ্ছা ও সুবিধাক্রমে তাহার জোতের ভূমি অপরকে বিক্রয় করিতে পারে। ক্রেতাও তাহার স্বত্বে স্বত্ববান হইতে পারিবে। তবে কেবল জোত বিক্রয়ের এই মাত্র ব্যাঘাত রহিল যে প্রজা জোতের ভূমির কোন অংশ বিক্রয় করিতে পারিবে না, বিক্রয় করিতে হইলে এককালে সমুদায় জোতের ভূমি বিক্রয় করিতে হইবে। এই নিয়মটী হওয়াতে জমিদারের পক্ষে খাজনা আদায়ের কিছু সুবিধা হইল বটে, কিন্তু প্রজার পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট হইল। ইহাতে প্রজাকে হয় সমুদায় ভূমি বিক্রয় করিতে হইবে নতুবা সমুদায় ভূমি জোত করিতে হইবে। মনে কর যখন প্রজার অবস্থা ভাল ছিল তখন সে পঞ্চাশ বিঘা ভূমি জোত করিতে গ্রহণ করিয়াছিল, তখন তাহার অর্থ ও লোকবলের অনটন ছিল না। সে অনায়াসে সমুদায় ভূমি চাষ করিতে পারিত এবং জমিদারের দেয় অনায়াসে দিত। মনে কর কিছু কাল পরে তাহার অবস্থা হীন হইয়া পড়িল, অর্থ ও লোকবল তাহার পূর্ব্বের মত রহিল না। তখন সে একাকী পঞ্চাশৎ বিঘা চাষ করিতে সমর্থ হইল না। তখন কিরূপেই বা সে রাজস্ব দিবে। আর কিরূপেই বা সমুদায় সম্পত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। তখন তাহার দশ বিঘা জোত করিবার সামর্থ্য আছে। তখন সে যদি চল্লিশ বিঘা বিক্রয় বা পরিত্যাগ করিতে না পারে তাহা হইলে তাহাকে ঋণগ্রস্ত ও বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে। মনে কর সে কায়িক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া ভূমির উন্নতি করিয়াছিল, তাহার ইচ্ছা সে নিজকৃত উন্নতির কিয়দংশ ভোগ করে এবং অপরাংশ অন্যকে বিক্রয় করে। তখন সে যদি পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের ফল না পায় তাহা হইলে তাহার কি অনিষ্ট হইবে না? পক্ষান্তরে জমিদারের সামান্য মাত্র পরিশ্রম বাড়িবে, তিনি পূর্ব্বে এক জনের নিকট যে খাজনা আদায় করিতেন তখন দুই তিন জনের নিকট হইতে সেই খাজনা লইতে হইবে এবং ভিন্ন ভিন্ন ক্রেতার নিকট খাজনার অংশ লইবার জন্য কখন কখন জরিপ করা আবশ্যক হইবে এই মাত্র। যদি প্রজা ও জমিদার উভয়ের ক্ষতির তুলনা করা যায় তাহা হইলে প্রজার ক্ষতি যে অধিক তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

যদি জমীদার প্রজার নিকট অধিক খাজনা দাওয়া করেন এবং প্রজা যদি সেই অধিক খাজনা দিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে প্রজা দেওয়ানী আদালত অথবা ল্যাণ্ড কমিশনের সমক্ষে জমীদারের নামে অভিযোগ করিতে পারিবে। আদালত ন্যায্য খাজনা স্থির করিয়া দিবেন এবং সেই খাজনা পনর বৎসর কাল একরূপ থাকিবে। প্রজা যদি এই সমুদয় উপায় অবলম্বন না করে অথচ জমিদারের প্রার্থনায় সম্মত না হয় তাহা হইলে জমিদার তাহার জোত উচ্ছেদ করিয়া দিতে সমর্থ হইবেন। এই নিয়মটী আমাদের বিবেচনায় প্রজার পক্ষে অতি কঠোর হইয়াছে। বঙ্গদেশে এই নিয়ম চলিত আছে—জমিদার যদি প্রজার নিকট অধিক খাজনা দাওয়া করেন তাহা হইলে হয় প্রজা নতুবা জমীদারকে আদালতে নালিশ করিতে হইবে। প্রজা এই বলিয়া নালিশ করিতে পারে যে জমিদার যে খাজনার প্রার্থনা করিতেছেন তাহা অন্যায় ও অতিরিক্ত। জমিদারও তাহার নামে বেশী খাজনার নালিশ করিতে পারেন। কিন্তু প্রজা যদি জমিদারের নামে নালিশ করে এবং নিজ মকদ্দমা সপ্রমাণ করিতে না পারিয়া মকদ্দমায় পরাস্ত হয় তাহা হইলেও প্রজাকে যে বেশী খাজনা দিতে হইবে তাহা নহে। জমীদারের খাজনা বৃদ্ধির স্বতন্ত্র নালিশ করা চাই। তখন তিনি যদি পরাস্ত হন প্রজাকে বেশী খাজনা দিতে হইবে না। এই আইনটির সহিত আইরিষ ভূমি সংক্রান্ত আইন তুলনা করিতে গেলে আইরিষ আইনটী প্রজার পক্ষে যে অনিষ্টকর হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই।

তবে বঙ্গদেশের আইন অপেক্ষা এই আইনে প্রজাদিগকে এই অধিকতর সুবিধা দেওয়া হইয়াছে যে বঙ্গদেশে প্রজারা জমিদারের নিকট বসত বা মৌরুশী পাট্টা না লইয়া কোন ভূমিতে যদি বাস গৃহ নির্ম্মাণ অথবা পুষ্করিণী খনন করে তবে জমিদার মনে করিলেই সেই ভূমি হইতে তাহাকে দূর করিয়া দিতে পারেন। কেবল মাত্র নোটিশ দেওয়ার অপেক্ষা। বসত বাটী অথবা পুষ্করিণীতে এদেশীয় প্রজার দখলী স্বত্ব হয় না। আয়র্লণ্ডের প্রজার অধিকার ইহার অপেক্ষা অনেক অধিক। সে অনায়াসে আপনার জোতের ভূমিতে গৃহ নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খনন করিতে পারে। জমিদারের সহিত পনর বৎসর অন্তর খাজনার বন্দোবস্ত করিলেই হইল। জমিদার কখনই তাহার জোত উচ্ছেদ করিতে পারেন না। এতদ্দেশে এতদ্বিষয়ক আইনটী অত্যন্ত কঠোর রহিয়াছে, গবর্ণমেণ্টের ইহাতে কেন যে দৃষ্টি পতিত হয় না ইহাই নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। সকল ভূমি অপেক্ষা আবাসভূমি মনুষ্যের প্রিয়তর পদার্থ। লোকে সকল ভূমি পরিত্যাগ করিতে পারে কিন্তু নিতান্ত দুঃখে একান্ত বিপদে না পড়িলে কেহ আবাস ভূমি পরিত্যাগ করিতে পারে না। সেই ভূমির, সেই প্রিয় পদার্থের রক্ষার্থ কেন যে অদ্যাপি পরিষ্কার আইন হইল না ইহাই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

আয়র্লণ্ডের প্রজারা যদি খাজনা না দেয়, তাহা হইলে আইন অনুসারে জমিদার তাহার জোত উচ্ছেদের নালিশ করিতে পারিবেন। প্রজার জোত এইরূপে উচ্ছেদ হইবে বটে কিন্তু ডিক্রী করিবার পর ছয় মাসের মধ্যে জমিদারের নিকট প্রার্থনা করিলে সে জোতের ভূমি পাইতে পারিবে। এদেশের আইন অপেক্ষা এই আইনটী আংশিক ভাল আংশিক মন্দ হইয়াছে। এ দেশের প্রজা খাজনা না দিলে জমিদার বাকী খাজনা ও জোত উচ্ছেদের নালিশ করিতে পারেন। আদালত বাকির প্রমাণ পাইয়া জোত উচ্ছেদের এই রূপ ডিক্রী দিয়া থাকেন যে ডিক্রীর দিন হইতে পনর দিবস মধ্যে প্রজা যদি ডিক্রীর টাকা না দেয় তাহার জোত উচ্ছেদ হইবে। আইরিষ আইনের দোষ এই যে খাজনা না দিলে জমিদার এক কালে জোত উচ্ছেদের প্রার্থনা করিতে পারেন। আদালতও প্রজার জোত উচ্ছেদ করিয়া

দিতে পারেন। আইরিষ আইনের উৎকর্ষ এই যে প্রজার জোত উচ্ছেদ হইলেও সে ছয় মাসের মধ্যে জোতের ভূমি পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে পারে, এদেশে প্রজাকে এ সুবিধা দেওয়া হয় নাই। বঙ্গদেশীয় আইনে এই যে প্রজার অসুবিধা বিদ্যমান রহিয়াছে, আইরিষ আইন অনুসারে ইহার সংস্কার করা কর্ত্তব্য।

আইরিষ আইনে যদিও কিছু প্রজার উপকার করিয়া দেওয়া হইয়াছে কিন্তু তাহা সর্ব্বাঙ্গীন নহে। জমিদারের লাভ ও সুবিধা সকল দিকেই দেখা যাইতেছে। ইউরোপে জমিদারের যত ক্ষমতা প্রজার ক্ষমতা তদপেক্ষা অনেক অল্প, আইরিষ জমিদারেরা কিছু স্বত্বত্যাগ করিলেন মাত্র কিন্তু অধিক স্বত্ব তাহাদেরই রহিল।

আত্মশাসন ও কয়েক জন দেশীয় ব্যক্তির মত।

আত্মশাসনের জন্য এদেশে দুই প্রকার প্রজাসাধারণের প্রধান সভা আছে—স্থানীয় মিউনিসিপাল কমিটী ও ডিষ্ট্রীক্ট রোড শেষ কমিটী। মিউনিসিপাল কমিটী স্থানীয় প্রজাদিগের স্বাস্থ্য, গমনাগমনের পথ ও অন্যান্য সুবিধা সম্পাদনে যত্নবান থাকেন। ডিষ্ট্রীক্ট রোডশেষ কমিটী জেলায় জেলায় যেখানে যেখানে রাস্তা নির্ম্মাণ বা সংস্কারের প্রয়োজন, সেই সেই থানে আবশ্যক মত কার্য্য সম্পাদন করেন। উপযুক্ত দেখিয়া দেশীয়দিগকে এই এই সভার সভ্যপদে নিযুক্ত করা হয়। সভ্যেরা স্বস্ব অধিকারের মধ্যগত স্থানসমূহের প্রজাদিগের উপর কর স্থাপন এবং আয় ব্যয় ব্যবস্থা করেন। অধিকৃত স্থান সমূহের উন্নতিকল্পে তাঁহারা যে যে উপায় বিধান করেন, তদনুসারে স্থান বিশেষে কার্য্য হইয়া থাকে। এই সভার সভ্যেরা যে ভ্রমপ্রমাদ শূন্য ইহা সম্ভাবিত নহে। গবর্ণমেণ্টের যে ভ্রম হয় না তাহা নহে, অতএব স্থানীয় সভা বিশেষের যে ভ্রম হইবে, তাহার বৈচিত্র্য কি? গবর্ণমেণ্টের লোকেরা বহু কাল ধরিয়া শাসন কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, ক্রমে ক্রমে গুরুতর গুরুতম কার্য্যভার গ্রহণ করিতেছেন, ক্রমশঃ তাহাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইতেছে; কিন্তু শাসন কার্য্যে যখন তাঁহাদেরও ভ্রম হয়, তখন প্রথম শিক্ষা করিতে গিয়া নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া মিউনিসিপাল ও রোডশেষ কমিটীর সভ্যদিগের যে ভ্রমপ্রমাদ ঘটিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু তাঁহারা যে নিজে আপনাদিগকে এককালে অভ্রান্তমনে করেন, তাঁহারা যে অন্যের সৎপরামর্শে কর্ণপাত করেন না, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। তাঁহাদের ভ্রম দেখাইয়া দেওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য এবং সেই ভ্রম যদি প্রকৃত হয়, তাহা তাঁহাদের শিরোধার্য্য করিয়া লওয়া উচিত।

মিউনিসিপাল কমিটী এবং রোডশেষ কমিটীর ভ্রম হয় বলিয়া, তাঁহারা সকল কার্য্য বুঝিয়া দেখিয়া শুনিয়া করিতে পারেন না বলিয়া সভাগুলি উঠিয়া যাউক, এরূপ ইচ্ছা করি না। বরং এই সভা যত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, আমাদের বিবেচনায় ততই দেশের মঙ্গল। আমরা বরং এই চাহি যে এই সভাগুলি যত স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হন, ততই ইহাদিগকে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য দেওয়া বিধেয়। তবে উচ্চতর গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য এই যে সভা যাহাতে আয়ের অপব্যয় না করেন, যাহাতে সভা দেশের উন্নতিসাধন করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে তীব্র দৃষ্টি রাখেন, এবং সুনিয়মে যাহাতে ইহার কার্য্য সম্পাদন হইতে পারে তাহার উপায়বিধান করেন। গবর্ণমেণ্ট এই সভা সমূহের জন্ম দিয়াছেন, উহার হস্ত পদ ভগ্ন করিয়া উহাকে অকর্ম্মণ্য করেন, ইহা গবর্ণমেণ্টের উচিত কার্য্য নহে, বরং যাহাতে ইহার হস্ত পদ বলিষ্ঠ হয়; যাহাতে সভাগুলি উন্নতমস্তক হইয়া দাঁড়াইতে পারে এবং রীতিমত কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহা করিতে থাকুন।

সার আশলি ইডেন নূতন একটী আইন করিয়া রোডশেষ কমিটীর অধিকার খর্ব্ব করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া আমরা একান্ত দুঃখিত হইয়াছি। এদিকে ত এই সকল কমিটীর উপর গবর্ণমেণ্টের এই কোপদৃষ্টি, আবার তাহার উপর আমাদের স্বজাতীয়দিগের কোপ দেখিয়া আমাদের নিতান্ত দুঃখিত হইতে হয়! সোস্যাল সায়েন্স সভার রিপোর্টে দেখা গেল লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের কৌন্সিলের অন্যতর সভ্য অনরেবল বাবু প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় রোডশেষ কমিটী সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন যে, এই সকল কমিটী যে টাকা আদায় করেন, তাহাতে কর্ম্মচারিদিগের বেতন দিয়া অবশিষ্ট যে টাকা কমিটীর হস্তে থাকে, ঐ টাকা সভ্যগণ অযথা ব্যয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা তাঁহাদের অধিকারভুক্ত জেলার সকল স্থানের সংবাদ রাখেন না, প্রজাবর্গের কিসে উপকার, কিসে অভাব দূর হইবে, তাহা বুঝেন না; না বুঝিয়া না জানিয়া টাকার অপব্যয় করিয়া থাকেন। তিনি এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কমিটী প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি প্রস্তুত করিয়া দিয়া তৎপরে হস্তে যে টাকা থাকিবে, ঐ টাকাগুলি গ্রামে গ্রামে ভাগ করিয়া দিউন। গ্রামের লোকেরা প্রয়োজন বুঝিয়া আবশ্যক মত রাস্তার সৃষ্টি বা সংস্কার করিতে থাকুন। সর জর্জ্জ ক্যাম্বেল এই মতের অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এই জন্যই তিনি নানা স্থানে—গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে মিউনিসিপালিটি স্থাপনের প্রস্তাব করেন।

শ্রীযুক্ত বাবু যদুলাল মল্লিক বলিয়াছেন যে ডিষ্ট্রীক্ট কমিটীর অধিকাংশ ধন কর্ম্মচারিদিগের বেতন দিতেই যায়, গবর্ণমেণ্টের যে মহান্ উদ্দেশ্য যে এই অর্থে রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ ও সংস্কার হইবে, সেই উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় না। সার আশলি ইডেনও ডিষ্ট্রীক্ট কমিটীর উপর এই দোষ দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট নিজেই কর্ম্মচারিনিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, আবার গবর্ণমেণ্ট যে তাহাতে দোষারোপ করেন, ইহা সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। বরং গবর্ণমেণ্ট যদি দোষ বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই দোষের সংশোধনে যত্নবান হউন, যাহাতে প্রজাদের কষ্টার্জ্জিত ও কষ্টে প্রদত্ত অর্থের অপব্যয় না হয়, তাহার উপায় বিধান করুন।

রোডশেস কমিটীগুলির যে যে দোষ উক্ত হইল এই দোষগুলি যে মিথ্যা আমরা এ কথা বলিতে পারি না। কিন্তু রোডশেষ কমিটী দ্বারা যে কোন কার্য্য হয় নাই, এ কথা আমরা কিছুতেই স্বীকার করি না। এমন অনেকগুলি স্থান আছে, রাস্তার অভাবে এতকাল তথায় যাতায়াতের কোন সুবিধাই ছিল না, রোডশেষ কমিটীর প্রসাদে তথায় রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু যে অর্থ অপব্যয় হয়, সেই অপব্যয় সংযত করা বিধেয়। কমিটীর দোষ হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই দোষের ক্রমশঃ যাহাতে সংস্কার হয়, তাহার উপায় করা উচিত। প্রায় অনেকেই বলেন যে স্থানীয় প্রজাসাধারণের সভাগুলি আয় করিতে জানেন কিন্তু সেই আয়ের প্রকৃত ব্যয় করিতে জানেন না। যাহাতে তাঁহারা রীতিমত ব্যয় করিতে সমর্থ হন, তাহারই শিক্ষা দেওয়া উচিত, কমিটীর দ্বারা ফল হইল না বলিয়া এই সদনুষ্ঠানগুলির লোপ করা বিধেয় নহে।

ইউরোপীয় সমাচার।

প্যারিস ২৮ এ অক্টোবর। অদ্য ফরাসী চেম্বর সভা খোলা হইয়াছে। এম গাম্বেটা অধিকাংশের মতে প্রতিনিধিদিগের চেম্বার সভার সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন।

টিউনিস ২৮ এ অক্টোবর। ফরাসি সেনাদল বিনা বাধায় কায়রোন নামক স্থান অধিকার করিয়াছেন; ফরাসিরা উপস্থিত হইলে বিদ্রোহিরা নগর লুঠ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে।

লণ্ডন ৩০ এ অক্টোবর। আয়রলণ্ডে আরো কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী পাদরি [illegible] বন্দীকৃত হইয়াছেন।

বার্লিন ২৯ এ অক্টোবর। জর্ম্মণ পার্লেমেণ্টের সভ্য [illegible] মনোনীত করিবার ফল গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অনুকূল নহে। [illegible]

বিসমার্কের পুত্র একজন প্রার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সোসিয়ালিষ্ট মত দায়কের সংখ্যারই সবিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছে।

বিয়েনা ১লা অক্টোবর। অদ্য ইটালির সম্রাট ও রাজ্ঞী এস্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২ রা নবেম্বর। এক্ষণে নেটালে যে সমস্ত সৈন্য আছে, তাহার অর্দ্ধেক সৈন্য ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

ডুমরাওয়ের মহারাজকে নাইট কম্যাণ্ডার উপাধি দেওয়া হইয়াছে।

ল্যাণ্ডলিগ সম্প্রদায়ের অন্যতম সেক্রেটারি সেক্সটন নামক যে ব্যক্তিকে বন্দী করা হইয়াছিল পীড়িত বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

ফরাসী ও ইটালীয়দিগের সহিত বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধির নিয়ম বন্ধন শেষ হইয়া আসিতেছে।

লণ্ডন ২ রা নবেম্বর। আয়ালণ্ডে এখনও দাঙ্গা চলিতেছে। বেলমুলেট নামক স্থানে পুলিসের সহিত প্রজাদিগের ঘোর দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। পুলিস গুলি চালাইতে বাধ্য হয়। তাহাতে কয়জন প্রজা হতাহত হইয়াছে।

আয়ালণ্ডে ল্যাণ্ড কমিশন নামে যে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যের আত্যন্তিক ভিড় হইয়াছে।

পারিস ৩ রা নবেম্বর। ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের বাণিজ্য সংক্রান্ত যে সন্ধি হইতেছে, তাহার নিয়মাদি বিষয়ে বাদানুবাদ কার্য্য শেষ হইবে। সর সি ও ইক ও তাঁহার সহচরগণ এতৎসংক্রান্ত অপর উপদেশ গ্রহণার্থ শনিবারে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিতেছেন।

পারিস ৩ রা নবেম্বর। এম, গাম্বেটা পারলামেণ্ট মন্ত্রিসম্প্রদায়ের সভাপতি হইবেন, এই সম্ভাবনা আছে; এই হেতু এম, ব্রিশন ডেপুটী চেম্বর সভার সভাপতি হইলেন।

লণ্ডন ৩ রা নবেম্বর। আয়ালণ্ডের অন্তঃপাতী বেলমুলেট নামক স্থানের দাঙ্গার যে সমাচার প্রচার হইয়াছে তাহা অমূলক।

পারিস ৩ রা নবেম্বর। ইটালির সহিত ফ্রান্সের বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

এইরূপ প্রচার হইয়াছে, ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধি সম্বন্ধে যে যে অংশে বিবাদ চলিয়াছে নীতিজ্ঞদিগের নিয়মানুসারে তাহার মীমাংসা হইবে। উভয় জাতিতে এ সম্বন্ধে যে প্রকার সরল ভাব দেখা যাইতেছে তাহাতে শীঘ্রই এ বিষয়ে একটী নিষ্পত্তি হইবে তাহার সম্ভাবনা দেখা

বিবিধ সংবাদ।

চীনদেশের সম্রাট যখন বাটীর বাহির গমন করেন, তখন তাঁহার সঙ্গে একশত পারিষদ থাকে। ঐ পারিষদেরা তাঁহার ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করেন। বিদ্বেষবুদ্ধিবশতঃ কেহ তাঁহার অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করিলে তাহা করিবার সুযোগ হয় না। কেন না এত লোকের মধ্যে কে যে সম্রাট তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

২রা নবেম্বরের কলিকাতা গেজেটে বহির্বাণিজ্যের শুল্ক বিভাগের কার্য্য বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এবারে ৩,১৮,১৬,১৭০ টাকা আয় হইয়াছিল। গত বৎসর ৩,২১,৫৬,১৫ টাকা আয় হয়। সুতরাং এবারে ৩,১৮,১৬,১৭০ টাকা ন্যূন আয় হইয়াছিল। গত বৎসর ২,৯১,৩২৬ টাকা প্রত্যর্পণ করিতে হইয়াছিল এবার ৪,০৯,০৭৬ টাকা প্রত্যর্পণ করিতে হইয়াছে। সুতরাং এবারে ঊর্দ্ধ সাড়ে চারি লক্ষ টাকা আয়ক্ষতি হইয়াছে। লবণ ও কাটা কাপড়ের শুল্কের আয় কম হওয়াতে এই ক্ষতি দাঁড়াইয়াছে।

গত বৎসর এই বিভাগে ১০,৩৮,০৬৭ টাকা ব্যয় হইয়াছিল; এবারে তদপেক্ষা ১,২৩,৫৭০ টাকা অধিক ব্যয় হইয়া গিয়াছে।

এবারে গবর্ণমেণ্টকে ৮৮,৪১,৮০৩ টাকা শুল্ক দিতে হইয়াছে। এ বৎসর ইউরোপ হইতে গবর্ণমেণ্ট যত দ্রব্য আমদানি করিয়াছেন ইহার পূর্ব্বে কোন বৎসরেই এত আমদানী হয় নাই। তন্মধ্যে রেলওয়ের আবশ্যক দ্রব্যাদিই অধিক।

এবারে কলিকাতার বন্দরে অধিকপরিমাণে তুলা, রেশমী, ও পশমী কাপড়ের আমদানী হইয়াছিল। কাগজ ও ছাতার আমদানী নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু রৌপ্যের আমদানী এবার অল্প হইয়াছে।

এদেশে অধিক সিনকোনা উৎপন্ন হওয়াতে কুইনাইনের আমদানীর প্রায় অর্দ্ধেক হ্রাস হইয়াছে। চার আমদানী কমিয়া গিয়াছে। চুরট ও তামাক অন্য দেশ হইতে আর পূর্ব্বের ন্যায় আমদানী হয় না।

দিল্লী হইতে একজন বিখ্যাত ঐন্দ্রজালিক কলিকাতায় আসিয়াছে। তাহার নাম মিয়া বড় খাঁ। তাহার সঙ্গে তিনটী যুবতী আছে। সম্প্রতি বড়বাজারের অক্রূরদত্তের বাটীতে তাহাদের ক্রীড়া হইয়াছিল। অন্যান্য অদ্ভুত কৌতুকের পর একটী যুবতীর হস্ত পদ দৃঢ় বদ্ধ করিয়া তাহাকে একটী পেটিকা মধ্যে রুদ্ধ করা হয়। পেটিকা বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। তাহার চতুর্দ্দিকে দর্শকেরা বেষ্টন করিয়া বসেন। দশ মিনিট পরে পেটিকা খুলিয়া দেখা গেল যুবতী তন্মধ্যে নাই। বড়মিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। সে অন্তঃপুরের দ্বিতল বারাণ্ডা হইতে উত্তর দিল। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলেই সাতিশয় চমৎকৃত হইয়াছেন। সংবাদটী যদি সত্য হয়, আশ্চর্য্যের বটে।

সিবিল সর্ব্বিসের কর্ম্মচারিগণ এতদ্দেশীয় ভাষায় পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলে পুরস্কার পাইতেন। গবর্ণমেণ্ট সেই নিয়মটী রহিত করিতেছেন।

সিমলার শিল্প প্রদর্শিনী মেলা সিমলায় না হইয়া আগ্রায় হইবার কল্পনা হইতেছে। এই মেলা সিমলায় হইলে সাধারণের দেখিবার সুবিধা হয় না। এই কারণ বশতঃ মেলা স্থানান্তরিত হইতেছে।

২২এ অক্টোবর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতার ১৩৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ১২০ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। জ্বররোগে ৬৭, ওলাউটায় ১১, উদরাময়ে ২৩, ধনুষ্টঙ্কারে ২৯ এবং অবশিষ্ট ১৩ জন ব্যক্তির অন্য পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

জাপানে রেশমের একটী কারখানা খোলা হইতেছে। ইহার মূলধন ৬০০০০০০ টাকা।

আমরা শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, সংস্কৃত কালেজের অন্যতম অধ্যাপক পণ্ডিত রামময় কবিরত্ন মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি অতি সুপণ্ডিত ও নম্রস্বভাব ছিলেন ইহার উপাধি কবিরত্ন, কিন্তু ইনি নিজেও একটী রত্ন স্বরূপ ছিলেন। ইহাঁর মৃত্যুতে ইহাঁর পরিবারগণই যে রত্নহারা হইলেন, তাহা নয়, কলিকাতা সংস্কৃত কালেজও একটী রত্ন হারাইলেন।

ক্রমশই তুলা, নীল, চাউল, ও রেশমের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু গোচর্ম্ম, পাট, চিনি, গণিব্যাগ ও রেড়ির তৈলের রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে। সোরার রপ্তানি কয়েক বৎসর ধরিয়া বাড়িতেছে ও হ্রাস পাইতেছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে সমুদ্র দিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যে বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি হইয়া থাকে তদ্দ্বারা এবার ৪,৪৬,১৫,২৫০ টাকা শুল্ক আদায় হইয়াছে। গত বৎসর ইহা হইতে অল্প টাকা আদায় হইয়াছিল। চাউল সুলভ হওয়াতে বোম্বাই ও মান্দ্রাজ অঞ্চলে বঙ্গদেশ হইতে অধিক চাউল রপ্তানি হইয়াছিল। বঙ্গদেশ ও মান্দ্রাজ হইতে ব্রিটীশ ব্রহ্মদেশে অধিক পরিমাণে রেশম প্রেরিত হয়।

দেওয়ালির রাত্রিকালে বোম্বাইয়ের কতকগুলি বালক পুলিসের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বাজী পোড়ায়। তাহাদের পঞ্চাশ জন ধরা পড়িয়াছে। মাজিষ্ট্রেট কাহারও দুই আনা কাহারও চারি আনা জরিমানা করিয়াছেন।

আমরা অবগত হইলাম রুশিয়ার বিস্তর সম্ভ্রান্ত লোক নিহিলিষ্টদিগের চক্রান্তের প্রতিবন্ধকতা করিবার জন্য একটা সভা করিয়াছেন।

আমেরিকার অরণ্যে এক অদ্ভুত ফুলগাছ

আছে। বার মাস দিবারাত্রি তাহাতে ফুল ফুটে। এই ফুলের জ্যোতি এত দূর বিস্তীর্ণ হয় যে চতুর্দ্দিকে এক ক্রোশ পর্য্যন্ত কিছু মাত্র অন্ধকার থাকে না। মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রজনীতেও ঐ সকল স্থান জ্যোৎস্নাময় বোধ হয়। ফুল শুভ্র বর্ণ এবং বৃক্ষের মূল হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত প্রস্ফুটিত হয়। এই বৃক্ষের পত্র কখন হরিদ্রা বর্ণ হয় না, চিরকাল সবুজ থাকে। কামিনী বৃক্ষের ন্যায় উহার ঝাড় হয়। চন্দ্রকান্ত নামে এক ব্যক্তি আপন গৃহে সেই বৃক্ষ রোপন করেন। ছয় মাস পরে তাহার ফুল ফুটে শুনা যায় চন্দ্রকান্তের বাটীতে তদবধি আলোক জ্বালিতে হয় নাই।

অনেকেই আমেরিকার নায়াগারার জলপ্রপাতের কথা শুনিয়া থাকিবেন। কত বেগে যে তাহার জল পতিত হইতেছে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তিন কোটী প্রবল অশ্বের বেগ যত হইবে সেই বেগে এক মাইল উচ্চ হইতে এই জল নিম্নে পতিত হইতেছে।

গত বুধবার বঙ্গ রঙ্গভূমিতে মৃণালিনী নাটকের অভিনয় দর্শন মানসে তথায় উপস্থিত হই। অভিনয় মন্দ হয় নাই। অভিনয় গৃহটীর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত অবস্থা দেখিলাম। ইতিপূর্ব্বে অনেক বিশৃঙ্খলা লক্ষিত হইয়াছিল এবং ষ্টেজটী ছিন্ন ভিন্ন দশাগ্রস্ত দেখিয়া দুঃখ হইয়াছিল। এক্ষণে যাঁহারা ইহার তত্ত্বাবধায়কের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা যেমন ষ্টেজের অঙ্গসৌষ্ঠব প্রীতিকর করিয়া তুলিয়াছেন। সেইরূপ অভিনয় করিবার চেষ্টায় আছেন। শিষ্টাচার ও ব্যক্তিবিশেষের মানরক্ষা বিষয়ে ইহাঁরা যে পূর্ব্বের তত্ত্বাবধায়কদিগের অনুসরণ করিয়াছেন তদ্দর্শনে আমরা পরিতোষ লাভ করিয়াছি। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে মগধ রাজপুত্র হেমচন্দ্র ও তাঁহার ভৃত্য দিগ্বিজয়, বঙ্গরাজমন্ত্রী পশুপতি, রাজপ্রতিনিধি কুতবুদ্দিন প্রভৃতি ব্যক্তিগণের অভিনয় প্রীতিকর হইয়াছিল। স্ত্রীগণের মধ্যে মথুরা-রাজদুহিতা মৃণালিনী, ভিখারিণী গিরিজায়া, এবং পশুপতির স্ত্রী মনোরমা এই কয়েক জনের অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। মৃণালিনীর মধুর স্বর ও গিরিজায়ার সুললিত গীত সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

গত ৯ ই মার্চ্চ উড়িষ্যার কমিশনর এই সংবাদ পান যে বার জন পুরুষ ও তিন জন স্ত্রীলোক ১ লা মার্চ্চ শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি দগ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে মন্দিরের অভ্যন্তরে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। এই উপলক্ষে যে হাঙ্গামা ঘটিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের এক জনের মৃত্যু হইয়াছে। এই কয়েক জন ব্যক্তির আবাসস্থান মধ্যপ্রদেশের অন্তঃপাতী সম্বলপুর। তাহারা তাহাদের মৃত গুরুদেবের আজ্ঞাক্রমে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীর মূর্ত্তিগুলি দগ্ধ করিতে আসিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছে যে গুরুর আজ্ঞা পালনার্থ সম্বলপুর হইতে তাহাদের বিস্তর স্ত্রী ও পুরুষ বহির্গত হইয়াছে।

১ লা মার্চ্চ জগন্নাথ দেবের মন্দিরের সিংহদ্বাররক্ষক যখন পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তৎকালে প্রায় কুড়িজন নগ্নপ্রায় স্ত্রীপুরুষ "অলক্ষ্য" "অলক্ষ্য" শব্দে চীৎকার করিয়া দ্বারের নিকট আগমন করিল। তাহাদের হস্তে এক একটী হাড়ি তাহাতে সিদ্ধ অন্ন ছিল। যাহাতে তাহারা মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারে এজন্য দ্বাররক্ষক দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। কিন্তু তাহারা বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিল। অনন্তর তাহারা ভোগমণ্ডপের সন্নিহিত দ্বার ভাঙ্গিবার উদ্যোগ করে, কিন্তু তৎকালে তথায় ভোগের অন্ন ব্যঞ্জন না থাকায় তাহারা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ নাটামন্দিরে আসিয়া শ্রীমন্দিরের, জয়বিজয় দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবার চেষ্টা পায়। ঐ দ্বার রুদ্ধ থাকাতে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ না পাইয়া অন্য কোন দ্বার দিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ লাভের চেষ্টা করে। এই সময়ে ঘোরতর দাঙ্গা উপস্থিত হয়। ইহাতে অলক্ষ্যবাদিগের এক জনের মৃত্যু হইয়াছে। দাঙ্গা করার অপরাধে অবশিষ্ট কয়েক জনের তিন মাস করিয়া কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

এই অলক্ষ্যবাদিরা হিন্দুদিগের এক নূতন সম্প্রদায়। ইহারা হিন্দুদিগের তেত্রিশ কোটী দেবদেবী স্বীকার করে; কিন্তু প্রতিমূর্ত্তিতে তাহাদের বিশ্বাস নাই। তাহারা বলে দেবদেবীদিগকে কেহ কখন দেখে নাই, তবে কিরূপে তাঁহাদের মূর্ত্তি কল্পনা করা যাইতে পারে। তাহারা বলে যে তাহাদের দেবতা ঈশ্বরের অবতার অলক্ষ্যস্বামী হিমালয়ে বাস করিতেন। ১৮৬৪ অব্দে তিনি কটক জেলার অন্তর্গত বাঁকি নামক স্থানে আগমন করিয়া ৬৪ জন ব্যক্তির নিকট তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন। অতঃপর তিনি কটক জেলার অন্তঃপাতী ঢেনকানালে গমন করিয়া তিরোহিত হন।

অলক্ষ্যস্বামী কটকে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন বটে কিন্তু ঐ স্থানে তাঁহার ধর্ম্মাক্রান্ত লোক অধিক নাই। সম্বলপুরে তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বীই অধিক। কেবল উড়িয়া ব্রাহ্মণেরা তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করে না কিন্তু অপরাপর জাতি সাগ্রহে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে।

অলক্ষ্যবাদিদিগের আবার তিন সম্প্রদায় আছে। এক সম্প্রদায়ের লোক কুম্ভবৃক্ষের ত্বক পরিধান করে। অপর সম্প্রদায়ের নাম কানপাতী তাহারা কৌপীন পরিধান করে। অপর সম্প্রদায়ের নাম আশ্রিত বা গৃহস্থ ইহারা দারগ্রহণ করে এবং সংসারে থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ সংসার পরিত্যাগ করিয়া থাকে এবং জাতি বিচার করে না। তাহারা রাজা, ব্রাহ্মণ, রজক ও হাড়ির অন্ন ভিন্ন যে কোন জাতির অন্ন গ্রহণ করে। তৃতীয় সম্প্রদায়িরা জাতি স্বীকার করে এবং অপর দুই সম্প্রদায়ের লোকদিগকে গুরু বলিয়া মান্য করে।

তুলসী পত্রে বিষ্ণুপূজা হয় বলিয়া অলক্ষ্যবাদিরা উহা স্পর্শ করেনা। এবং কালীর নিকট বলি প্রদত্ত হয় বলিয়া ছাগ মাংস আহার করে না। তাহারা প্রাতঃ ও সন্ধ্যা কালে সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া অলক্ষ্যের উপাসনা করে। রাত্রি কালে আহার করে না। তবে রাত্রিতে ক্ষুধা হইলে জলপান করিতে পারে। উপাসনার পর তাহারা চৌষট্টিবার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া থাকে। তাহারা মিথ্যা কথা কহে না। মিথ্যা কহিলে তাহারা ধর্ম্ম ও সমাজভ্রষ্ট হয়।

যে অলক্ষ্যবাদিরা জগন্নাথদেবের মন্দির আক্রমণ করিয়াছিল তাহাদের নিবাস চন্দ্রপুর। তাহাদের দলপতি দশরামের মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে যদি জগন্নাথকে ভস্মীভূত করিতে পারা যায় তাহা হইলে হিন্দুদিগের দেবদেবীপূজায় অশ্রদ্ধা ও অলক্ষ্যধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মিবে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সে দলবল সহিত পুরীতে আগমন করে। দাঙ্গায় তাহারই মৃত্যু হইয়াছে।

সম্প্রতি জাপানে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া সমুদ্রের জল সাতিশয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে, ইহাতে বিস্তর লোকের জীবন ও সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে।

শ্রীহট্ট প্রতাপগড় হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন গত শারদীয়োৎসবে বাবু মাধবচরণ চৌধুরীর বাড়ীতে তাঁহার নিমন্ত্রণ ক্রমে শ্রীমতী রমাবাই সরস্বতী ও তাঁহার স্বামী বাবু বিপিন বেহারি দাস এম এ, বি এল আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাসস্থান অন্তঃপুরে দেওয়া হইয়াছিল। স্ত্রী পুরুষ সকলেই ইচ্ছানুসারে রমাবাইকে দেখিয়াছেন। তিনি বেশ বাঙ্গলা কথা বলিতে পারেন। রমাবাই আগের মত নহেন; সম্প্রতি রমা মনোরমা সুন্দরী। না হইবেন কেন?—স্ত্রী লোকের পক্ষে পুরুষ স্পর্শমণি! পুরুষ-সংসর্গ ঘটিলেই মোহিনী সাজিতে হয়। কিন্তু রমাবাই যত্নে সুন্দরী নহেন, তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য পূর্ণ-বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। রমাবাই অলঙ্কার পরেন না। কিন্তু দশমীদিনে তাঁহাকে কয়েকটী স্থানীয় স্ত্রীলোক অনুরোধ করিয়া বঙ্গাঙ্গনা সাজাইয়া ছিলেন অর্থাৎ অলঙ্কার ও শাড়ী পরাইয়া ছিলেন। এতদুপলক্ষে রমাবাই সম্মুখবর্ত্তিনী সুবে-

শিনী স্ত্রীলোকদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, আপনাদিগকে সুন্দর দেখাইবার জন্য এত সাজগোজ করা উচিত নহে। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য ইত্যাদি। বাস্তবিক এই কথা শুনিয়া বিলাসিনীগণ লজ্জিতা হইয়াছেন। ভরসা করি, অতঃপর শিক্ষিতা স্ত্রীলোক আপনাকে সুন্দরী দেখাইবার নিমিত্ত বাড়াবাড়ি করিবেন না।

রমাবাই একটী বানর পুষিয়াছেন। সে তাঁহার স্তনপান করে। আপন মেয়েটীকে তিনি নিয়মের অধিক স্তন্য পান করান না; অধিক স্তনদুগ্ধ জমিয়া থাকিলে পীড়া হওয়া সম্ভব। বোধ হয় এই জন্যই বানরকে স্তনদুগ্ধ পান করান। এখানে সভা করিয়া রমাবাইকে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করা হয় নাই, কারণ আমাদের বাসভূমি একটী পাড়াগাঁ। এখানে তাহা অশোভনীয়।

বিপিন বাবু ডাক্তারিতেও দক্ষ। তিনি আমাদের গ্রামস্থ অনেক ব্যক্তিকে ঔষধ দান করিয়াছেন। আপাততঃ অনেকে তাঁহার ঔষধের উপকারিতা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছে। বিপিন বাবুর প্রযত্নে কাচোড়ে দুটী ঔষধালয় খোলা হইয়াছে। আজ কাল যে রকম রোগের বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, তাহাতে যে কোন স্থানে যে কোন ব্যক্তি ঔষধালয় স্থাপন করিবেন তিনি প্রকৃত ধন্যবাদার্হ।

বিপিন বাবু আমাদের গ্রামে প্রায় এক সপ্তাহ বাস করিয়া সস্ত্রীক আপন কার্য্যক্ষেত্র কাচোড়ে চলিয়া গিয়াছেন।

গত মঙ্গলবার রাত্রি দশটার সময় কালীঘাট মুচিপাড়ার মোড়ের উপর এক চাউলের দোকানে আগুন লাগিয়া দোকানদারের যথাসর্ব্বস্ব পুড়িয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় যে তাহার চতুষ্পার্শ্বে আর কাহারও ঘর নিকটবর্ত্তী ছিল না।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম আমাদের লেখার পরদিবস হইতেই কালীঘাটের নূতন রাস্তায় সকালে ও বৈকালে জলসিঞ্চন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই উহার পরিমাণ এত অল্প যে তাহাতে কোন মতে উদ্দেশ্য সাধন হয় না। আমরা শ্রবর্ন কমিশনরগণকে জিজ্ঞাসা করি, যদি ভিস্তিওয়ালারা জলপূর্ণ ভিস্তী কাঁধে করিয়া রাস্তার উপর দিয়া ঘোড়ার মত দৌড়িয়া যায় এবং তাহাদের গতির বেগ বশতঃ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে শ্লথবদ্ধ মোশক হইতে দুই চারি ফোঁটা জল যদি রাস্তায় পড়ে আর তাহাতেই মিউনিসিপাল কমিসনরদিগের মতে এ কার্য্যের চূড়ান্ত হইল বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে আমাদের কোন কথা নাই। যদি তাহা না হয় তবে এরূপ বন্দোবস্ত করুন যাহাতে ভিস্তিওয়ালারা নেমক খাইয়া নেমক হারামী না করিতে পারে।

বোম্বাই ট্রামওয়ে কোম্পানির লোক কলিকাতায় আসিয়া তথাকার জন্য ৭৫ টী ওয়েলার ঘোড়া ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছে। এদিকে কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী চৌরঙ্গী ও কালীঘাট লাইনের জন্য বিস্তর পাহাড়ীয়া ঘোড়ার আমদানী করিয়া ভবানীপুর আস্তাবলে রাখিয়া শিক্ষা দিতেছেন। আইন পরীক্ষার জন্য এক খানি ট্রামগাড়ী সম্প্রতি আলীপুর ষ্টেসণে আসিয়াছে। ৯ই তারিখ গাড়ী চলিবার কথা। এদিকে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ট্রাম ওয়ে কমিটী চৌরঙ্গী লাইনে রবিন্সন সাহেব এঞ্জিন চালাইবার যে কল্পনা করেন, তাহাকে অমত প্রকাশ করিয়াছেন। ওদিকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এ বিষয় পরীক্ষা করিবার জন্য অনুমতি করিয়াছেন এবং কয়েকটী এঞ্জিনও বিলাত হইতে রওনা হইয়াছে। দেখা যাউক কিসে কি হয়।

কোন নূতন লোকে যখন কোন নূতন কার্য্যে নূতন ব্রতী হয়, তখন তাহার কিছু নূতনত্ব দেখান চাই। এজন্য ইষ্ট পত্রিকা বলেন, ঠাকুরবক্স তেওয়ারী নামক এক ব্যক্তি, এবার দুর্গাপূজা করিয়া সামান্য মেষ, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি বলিদানে সন্তুষ্ট না হইয়া একটী বন্য ব্যাঘ্র বলিদান দিয়াছে!

গত ৩রা নবেম্বর মুসলমানদিগের ইদুজ্জোহা পর্ব্ব উপলক্ষে জোয়ানপুরের বিখ্যাত মৌলবী কেরামত আলীর সুযোগ্য পুত্র মৌলবী হাফেজ আহম্মদ এক ঘোষণা পত্র বাহির করেন যে তিনি ঐ দিবস প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় যাদুঘরের সম্মুখে গড়ের মাঠে নমাজ পড়িবেন। তাঁহার এই বিজ্ঞাপন পাইয়া ও শুনিয়া নিকট ও দূরবর্ত্তী অসংখ্য ভদ্রাভদ্র ছোট বড় ধনী নির্ধন মুসলমান, মৌলবী সাহেবের সহিত একত্র নমাজ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। নমাজকালে তথাকার শোভা অতি চমৎকার হইয়াছিল। দর্শক ও নমাজকারিদিগের দ্বারা প্রায় অর্দ্ধ ময়দান পূর্ণ হইয়াছিল কেহ কেহ অনুমান করেন ত্রিশ সহস্রেরও অধিক লোক সমাগত হইয়াছিল।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে গঙ্গাস্নান করিবার জন্য কালীঘাটে বিস্তর যাত্রির আমদানী হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই পূর্ব্বদেশীয়, সুতরাং কালীঘাট ও চেৎলার দোকানদারগণেরও ইহা একটী মাহেন্দ্রযোগ।

অনেক দিন ধরিয়া তাহারা যে সব ওঁচা পচা, ভাঙ্গা ফুটা, ছেঁড়া টুটা জিনিসের আমদানী করিয়াছিল, এই পূর্ণিমার যোগে পূর্ব্ব বঙ্গের যাত্রিগণের চক্ষে ধূলি দিয়া সে সমস্তই পার করিবে। আর অত্যাচারের ত কথাই নাই। ভবানীপুর পুলিষ ইনস্পেক্টর যদি এ বিষয়ে একটু মনোযোগ করেন, তা হলে অত্যাচরগুলাও অগত্যা অনেক কমিয়া যায়। খালগণ্ডী চাপরাসিরাও এ যোগের সুযোগ ছাড়েন না। পুলিষ যেন সেদিকেও একটু কড়া নজর রাখেন।

সম্প্রতি কলিকাতায় গঙ্গার তীরবর্ত্তি রেল লাইনে একটী আশ্চর্য্য ও রহস্য জনক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। একজন সাহেব মেম ও ছেলেপুলে লইয়া এক ট্রলিতে চড়িয়া হাটখোলার দিকে যাইতে ছিলেন। কিয়ৎ দূর যাইতে যাইতে দেখিলেন সম্মুখে রেলের পার্শ্বে দুইটা বলদ চরিতেছে, মনে করিলেন তাঁহারা ওই স্থানে যাওয়ার পূর্ব্বেই উহারা সরিয়া যাইবে। দেখিতে দেখিতে যাই ট্রলী খানী বলদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, অমনি তাহার একটী বলদ ভয়ে রেলের অপর পার্শ্বে লাফাইয়া পড়িল। সাহেব পূর্ব্বে জানিতেন না যে বলদ দুটী এক দড়িতে বাঁধা আছে, সুতরাং গাড়ীর গতি কমাইবার ও কোন আবশ্যকতা হয় নাই। যখন ভীত বলদ যুগল উভয় দিক হইতে সমান বলে পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিল, এবং শ্লথ রজ্জু যখন তাহাদের মস্তকের সমান্তরালে ঋজু ও দৃঢ় হইয়া উঠিল, তখন সাহেবও বেগে আসিয়া ঐ দড়ির উপর পড়িলেন। দড়ি প্রথমতঃ তাঁহার কোমর বরাবর ছিল, কিন্তু দুটা বলদ বই ত নয়, জোর করিয়া মাথার উপর দিয়া দড়ি সরাইয়া দিতে অনায়াসে পারিব মনে করিয়া যেমন দড়ি ধরিয়া তুলিতে গেলেন অমনি দড়ি কিছু উঠিয়া তাঁহার গলায় বাঁধিয়া গেল এবং অন্য উপায় ভাবিতে না ভাবিতে ট্রলীর বেগ বশতঃ চকিতের ন্যায় পশ্চাৎ নিক্ষিপ্ত হইলেন। তখন গাড়ী ও থামিল দড়িও নোল পরিল। এদিকে সাহেবের শরীরের অনেক স্থানে গুরুতর আঘাত লাগিল, তিনি হাঁসপাতালে প্রেরিত হইলেন। পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইলে তাঁহার বিপদ ঘটিত না।

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের উপদেশ অনুসারে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সিমলা মিউনিসিপালিটিকে দুই লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিবেন। এই টাকায় তথায় একটী টাউনহল নির্ম্মিত হইবে।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে যত বিদ্যালয় আছে, তাহাতে টেবিল, কেদেরা, বেঞ্চ প্রভৃতি যত দ্রব্যাদির প্রয়োজন তত্রত্য ইউরেশীয় সভা তাহা যোগাইবার মানস করিয়াছেন। সভাটী কি ব্যবসায়ের উন্নতি সাধনার্থ প্রতিষ্ঠিত?

বোয়ারদিগের সহিত ইংলণ্ডের পুনর্ব্বার যুদ্ধ বাঁধিবার উপক্রম হইতেছে। লণ্ডন হইতে ২৫ এ অক্টোবর এই সংবাদ আসিয়াছে যে ট্রান্সভালের সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধের উদ্যোগ হইতেছে। এজন্য

অশ্বারোহী, পদাতি সেনাদিগকে ঐ দিকে যাইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ডেলিনিউস বলেন যে, অধ্যাপক মোক্ষমূলর জাপান দেশ হইতে বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম গ্রন্থের সংস্কৃত মূল পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার দুটী জাপানী ছাত্র তাঁহাকে এই পুস্তক খানি দিয়াছে। এতকাল লোকের এই সংস্কার ছিল যে, বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মপুস্তকের মূলগ্রন্থ নাই। মোক্ষমূলর সেই সংস্কার অপনীত করিলেন।

জামালপুর ও মুঙ্গেরের সন্নিহিত অরণ্যে অত্যন্ত ব্যাঘ্রের ভয় হইয়াছে। বিস্তর দরিদ্র লোক কাষ্ঠ আহরণ করিতে গিয়া ব্যাঘ্রের দ্বারা নিহত হইয়াছে।

আগামী ২ রা ডিসেম্বর প্রাতে ৮ টার সময় লার্ড রিপন কলিকাতায় আগমন করিবেন।

অমৃতসর হইতে পাঠানকোট পর্য্যন্ত রেলওয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবে। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং কি কোন কোম্পানী এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার নির্ণয় নাই।

সিন্ধিয়া মহারাজ তাজমহলে লর্ড রিপনকে এক মহাভোজ দিবার সংকল্প করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরল সস্ত্রীক হইয়া অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে ৩রা নবেম্বর দিল্লীতে উপনীত হইয়াছেন।

অমৃতসরে পীড়ার আরম্ভ অবধি এ পর্য্যন্ত নয় হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে। যে অমৃতসরকে আমরা প্রধান স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া জানিতাম। তাহার এই দশা! এটী নিতান্ত শোচনীয় সন্দেহ নাই। কার্ত্তিক মাস বঙ্গদেশের পক্ষে ত বিষম ভয়ঙ্কর। নদীয়া জেলা প্রভৃতি অনেক স্থানে পীড়ার সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

১ লা নবেম্বর কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট ট্রেজরিতে ২২৭১৯০৩৩ টাকা জমা ছিল।

সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, লার্ড নরেক্স সস্ত্রীক হইয়া শীঘ্র ভারতবর্ষ দর্শনার্থ আগমন করিবেন। পার্লিয়ামেণ্ট সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার সময় ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবেন।

এই শীত কালে গবর্ণর জেনরল, গবর্ণর, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ও কমিশনর প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণের দেশবিহারের মরশুম সময়। দেশীয় রাজা ও জমীদার প্রভৃতি ধনী লোকেরা ইচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক, রাজভক্তি-প্রদর্শনার্থ শশব্যস্ত। কেহ মহাসমৃদ্ধরূপে ভোজের আয়োজন করিতেছেন, কেহ নগর আলোকমালায় সুশোভিত করিতেছেন, কেহ নৃত্যের ব্যয় সংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহারা মুক্তহস্ত হইয়া অর্থ ব্যয় করুন, আর আমাদের রাজপুরুষেরা আমোদ করুন, তাহাতে আমাদের কথা নাই। তবে আমাদের বক্তব্য এই, রাজা ও জমিদার প্রভৃতি যে অর্থ ব্যয় করেন, প্রজাদিগকে তাহা পূরণ করিয়া দিতে হয় কি না? আর সেই টাকা প্রজাদের মঙ্গলার্থ ব্যয় করিলে প্রজারা সমধিক সুখী হইতে পারিত কি না? আমাদিগের রাজপুরুষগণ কি কখন ইহার অনুসন্ধান করিয়াছেন?

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৪ এ অক্টোবর ১৮৮১। ফরিদপুর গোয়ালন্দের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার শ্রীযুক্ত কে জে বাদসা ঢাকায় বদলী হইলেন। ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।

দারভাঙ্গার অন্তঃপাতী তাজপুরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার জি ই মানিষ্টি। (ইনি এক্ষণে ছুটি লইয়াছেন) কটকে বদলী হইলেন। ইনি ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।

চট্টগ্রামের ভূমি রেজেষ্টরী কার্য্যে নিযুক্ত কিছুদিনের জন্য সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু শশিমোহন তালুকদার দুই মাস তিন দিনের ছুটি পাইয়াছেন।

ময়মন সিংহের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার মৌলবী ফয়জুদ্দিন হোসেন এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন। আগামী মাসের ৭ ই হইতে তাঁহার ছুটি আরম্ভ হইবে।

২৫ এ অক্টোবর। পাবনার ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ সি এ কেলি সাহেব এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন। আগামী মাসের ২১ এ অবধি ছুটী আরম্ভ হইবে।

২৪ পরগণার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে এক ব্রাডবরি সাহেব কেলি সাহেবের অনুপস্থিতি কালে পাবনার ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।

২৮ এ অক্টোবর। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার এ ডবলিউ পাল সাহেব মানভূমে বদলী হইলেন। ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে থাকিবেন। যে পর্য্যন্ত না অন্য হুকুম হয়, সে পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

মেদনীপুরের অন্তর্গত ঘাটালের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন। মেদিনীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্যামাপদ চৌধুরী ঘাটালে গেলেন।

মেদনীপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার ব্যাঙ্কক সাহেব তিন মাসের ছুটি লইয়াছেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু অমূল্যচরণ মল্লিক রঙ্গপুরে বদলী হইলেন। ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।

২৯ এ অক্টোবর। দিনাজপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার শ্রীযুক্ত সায়দ আবদুল রহমান (বা ... হার) এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন। আগামী মাসের ১৫ অথবা তাহার পর তিনি যে দিন ছুটী লইবেন, সেই দিন অ... ছুটী গণনা হইবে।

১ লা নবেম্বর। বাবু ললিতকুমার দাস বীরমোহন প... ণার বিভাগ কার্য্যে কিছু দিনের জন্য নিযুক্ত হইলেন। তি... রেবিনিউ বোর্ডের অধীন হইয়া কার্য্য করিবেন।

লেপ্টনণ্ট সি ই ডবলিউ মাক ডোনাল্ড দমদমার সহক... ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত নি... হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

হুগলী—১৯ এ কার্ত্তিক ১২৮৮।

শারদীয়া পূজোপলক্ষে আমরা হুগলির অনতিদূরবর্ত্তী ভাগীরথীর পরপারে ভাটপাড়ার পূর্ব্ব নারায়ণপুরে গমন করিয়াছিলাম। গ্রামটীতে অনে... ভদ্র লোকের বাস আছে। হাইকোর্টের প্রধা... উকীল শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এ... গ্রামের জমীদার ও গ্রামবাসী; কিন্তু বহুদিন হই... বাটীতে আসেন না। অন্যান্য ২। ৪ জন ভদ্র ও... ব্যক্তি এক প্রকার গ্রাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। অ... এব গ্রামটীর অবস্থা দর্শন করিলে সোমপ্রকাশে... আক্ষেপ ও উত্তেজনা নিতান্ত মনোমধ্যে উদয় হয়... গ্রামে বৈদ্য নাই, ডাক্তার নাই, রাস্তা নাই বলি... লেই চলে। তরল বর্ষা সমাগমে পথ ঘাট কর্দ্দম... জলময়, সর্ব্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ওষধি, গুল্ম, লতায় পরি... পূর্ণ, বৃক্ষ পত্র ও তৃণ পচিয়া প্রায় সমস্ত জলাশ... দুর্গন্ধ ও প্রকৃত পক্ষে অব্যবহার্য্য। গ্রামটী ম্যালে... রিয়া জ্বরের আকর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্লীহা ও যকৃৎ ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছেন এবং জ... কহিয়াছেন, নারায়ণপুর পরিত্যাগ করিয়া এ... পাদও কোথাও যাইবেন না। কিন্তু আক্ষেপ এ... ধনী, জ্ঞানী, মানী ব্যক্তিসকল থাকিতে গ্রাম... উৎসন্ন যাইতেছে, নিরীহ দীন দুঃখী প্রজারা মরি... তেছে, তাঁহারা দেখিবেন না, শুনিবেন না, কেব... "চাচা আপন বাঁচা" বলিয়া কেহ কলিকাতা... কেহ অন্যত্র পলায়ন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন... আমরা বিনীতভাবে নারায়ণপুরস্থ ভদ্র বাবুদিগকে... বিশেষতঃ বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত অন্নদাবাবুকে অনুরো... করি যে, অন্ততঃ একবার এই সময় গ্রামে যাইয়া... পথ ঘাট ও পয়ঃপ্রণালীর সংস্কার বিধান করু... নতুবা নিশ্চয়ই এই শীতে গ্রামটী একেবারে উৎসন্ন যাইবে।

কয়েক দিন হইল হুগলীতে একটী শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে। এখানকার স্কুলের গোপাল... লাল বসু নামা একজন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায়... যাইতে পাইবে না, এই আশঙ্কা করিয়া অহিফে...

কারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তজ্জন্য বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন। বালকের স্বভাব ভাল ছিল এবং তাহাকে পরীক্ষায় [illegible] হইবে না এমন কথাও কেহ কহে নাই।

[illegible] একটী জনরব যে, এখানকার একজন [illegible] স্ত্রী চোর অপরাধে ধৃত হইয়াছেন। আবেদনকারী গবর্ণমেন্ট উকীল বাবুর নিকট সাগুনয়ে [illegible] দ্রব্য প্রার্থনা করিয়াছিল ও অনুগত [illegible] ছিল, [illegible] অহঙ্কারোন্মত্ত হইয়া কোন অংশে মিটাইলেন [illegible]। ইহার সত্যাসত্য ও অপরাধের সীমা কি [illegible] পরে লিখিব। ফলতঃ দৈন্য, বৃথা অহঙ্কার [illegible] স্বাধীনতাপ্রিয়তা এই কয়টি দোষ আমাদের [illegible] শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশেষ কলঙ্ক করিতেছে।

—:•:—

ভাগলপুর।

[illegible] ৫। [illegible] বড় বড় ব [illegible] মহা[illegible]ন আছেন, তন্মধ্যে বাবু চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায় একজন। ইঁহার ভাগলপুর ও মুঙ্গের প্রভৃতি জেলায় মহাজনী বা কারবার আছে। ভাগলপুরে যে সকল [illegible]গালা আছে, তাহাতে ৫০ টাকা লাইসেন্স ট্যাক্স দিতে হয়। গত ৮০ সালে লাইসেন্স কর্ম্মচারীরা ইঁহার নাম ট্যাক্স-সংগ্রাহক হিসাব বহিতে ভ্রমক্রমে লেখেন নাই, এবং তাঁহার নামে কোন নোটিসও [illegible] নাই; এজন্য তিনি ট্যাক্স না দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিলেন। পরে গত সেপ্টেম্বর মাসে এক দিন লাইসেন্স সার্কেল-অফিসর বাবু [illegible]লাল [illegible] আসিয়া তাঁহার নিকট রসিদ দেখিতে চাহিলেন। তখন চন্দ্রকান্ত বাবু বিস্মিত হইয়া লোক দ্বারা ট্যাক্স দাখিল করিয়া দিয়া আসেন। লাইসেন্স অফিসের হেডক্লার্ক সেই টাকা লইয়া একখানি কাগজে রসীদ লিখিয়া ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] দত্ত মহাশয়ের স্বাক্ষর করাইয়া রসীদ প্রদান করেন। [illegible] বাবু তখন ভাগলপুরে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি এখানে আসিয়া শুনিলেন, চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়ের ট্যাক্স দাখিল হইয়া [illegible], [illegible] কালেক্টর বাহা[illegible] [illegible] ডিষ্ট্রিক্ট [illegible] জারি করিয়া তাঁহার নিকট হইতে [illegible] টাকা জরিমানা ও এক টাকা তলবানা [illegible] করিয়া লইয়াছেন। চন্দ্রকান্তবাবু কালেক্টর বাহাদুরের নিকট আপীল করিয়াছেন। [illegible] শুনিলাম, এ পর্য্যন্ত আপীলের কোন প্রকার [illegible] হয় নাই।

এ স্থলে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে, কোন্ যুক্তিবলে লাইসেন্স কর্ম্মচারীরা তাঁহার নিকট জরিমানা আদায় করিলেন? সত্য বটে চন্দ্র বাবু সময়ে লাইসেন্স দাখিল করেন নাই, কিন্তু সে দোষ কাহার? তাঁহার নামে নোটিস জারি করা হয় নাই কেন? আর এক কথা যখন ট্যাক্স লইয়া ডেপুটী কালেক্টর রসীদ দিয়াছেন, তখন তাঁহাকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া ও অর্থদণ্ড করা কিরূপ বিশুদ্ধবুদ্ধির অনুমোদিত বলিতে পারি না।

সে যাহা হউক, এবার আবার ৫০ টাকার পরিবর্তে তাঁহার উপর ১০০ টাকা লাইসেন্সের জন্য নোটিস্ জারি হইয়াছে। দেখা যাউক, ইহারি বা কি হয়।

পূজার সময় সুলতানগঞ্জের একজন গোয়ালা গাড়োয়ান্ দেশী ভাঁটিখানায় সুরাপান করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া যেমন গাড়ী চালাইতেছিল, অমনি গাড়ীর তলে পড়িয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে। সুরার কি মহীয়সী ক্ষমতা।

[illegible]র নিকটস্থ খানাপুরের পার্শ্বে গঙ্গাগর্ভে বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের ও রাম গোপাল [illegible] ৩৫ খানি দ্রব্যপূর্ণ নৌকা সংপ্রতি জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে বুট ও তিসি ছিল। শুনিলাম যে যৎসামান্য দ্রব্য জল হইতে উঠান হয়, তাহার মধ্যে নাকি বুট ৷৴০ আনা ।০ আনা করিয়া মণ বিক্রীত হইয়াছিল। অনেক টাকা ক্ষতি হইয়া গিয়াছে।

শ্যাম পূজার দিবস এতদঞ্চলে বহুতর লোকে জুয়াখেলা করিয়া থাকে। ইহাতে অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হয়। বোধ হয় পুলিস এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন না; করিলে প্রকাশ্য পথে ২। ৩ দিন ধরিয়া লোকে জুয়াখেলা করিতে পারিবে কিরূপে? জুয়া খেলারও যেমন আধিক্য, সুরাপানেরও সেইরূপ অ[illegible]দ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ দিবস [illegible]র ভাঁটিতে একটী আশ্চর্য্য চুরী হইয়া গিয়াছে। চোরেরা বা সুরাপায়ীরা অন্য কোন দ্রব্য না লইয়া অমূল্য ধন যে মদের বাক্স সেইটী লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। চোরেরা বাক্সযোগে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, নতুবা অমূল্য বস্তু পাইবে কেন?

ইতি মধ্যে বরাহাটে একটী শৃগাল ক্ষিপ্ত হইয়া ১৮ জনকে দংশন করিয়াছে। দুঃখের বিষয়, ২ জন ভিন্ন সকল ব্যক্তিগণের আর সকলেই—হাইড্রোফোবিয়া বা জলাতঙ্করোগে দারুণ যাতনা পাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। কালে শৃগালও সর্প ব্যাঘ্রাদির উপর টেক্কা দিল। কামড়াইলে আর পরিত্রাণ নাই। এক সময়ে ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউসে শৃগাল দংশনের যে ঔষধ প্রকাশিত হয় (১ তোলা চাউল, ১ তোলা তিসি, ১ তোলা চিনি, ১ তোলা নারিকেল দুগ্ধ ও ধুতুরার রস) আমাদের দুই এক বন্ধু দুই একটী রোগীকে সেই ঔষধ প্রদান করেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল পাওয়া যায় নাই।

আজ কাল শাসের অবস্থাও অধিবাসিগণের স্বাস্থ্য বড় মন্দ নহে। বাজার দর উত্তম। ১০৫ সিক্কার ওজনে ভুট্টা ১॥৫ সের পর্য্যন্ত।

কানপুর।

কয়েক দিন ধরিয়া দেওয়ালির বড় সমারোহ হইয়া গেল। দেওয়ালি এ প্রদেশের একটী প্রধান পর্ব্ব; হোলিও কম নয় বটে; কিন্তু দেওয়ালিতে এ প্রদেশীয়েরা এমনই উন্মত্ত হয় যে জুয়া খেলিতে বসিয়া কেহ কেহ একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়।

সম্প্রতি এখানে একটী লোক জুয়া খেলিতে গিয়া ধনে প্রাণে মজিয়াছে। উক্ত লোকটী একজন মহাজনের চাকর, সে তাহার প্রভুর অজ্ঞাতে তদীয় সম্পত্তি হইতে ক্রমান্বয়ে ২০০০ দুই হাজার টাকা লইয়া জুয়াদেবীর পাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়া পরে কিরূপে টাকা পরিশোধ করিব এই লজ্জায় গলায় ছুরিকা দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। হায়! জুয়া দেবি! তোমার কি আশ্চর্য্য মহিমা!!—

অত্রত্য আউদ ও রহিল-খণ্ড ষ্টেষণের বাঙ্গালি বাবুরা মহাজনদিগের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিয়া বড় ধুম ধামে ৺ কালীপূজা করিয়াছেন; প্রথম হইতে যেরূপ আড়ম্বর দেখিয়াছিলাম কার্য্যে তত দূর পরিণত হয় নাই, দরিদ্রদিগকে কিছু কিছু দান করিলে বড় উত্তম হইত; কিন্তু তাহা না করিয়া অনেক অনর্থক ব্যয় করা হইয়াছে।

এখানে প্রাতঃকালে বিলক্ষণ শীত বোধ হইতেছে; কিন্তু কিছু বেলা হইলে রৌদ্রের উত্তাপে বাহির হওয়া কষ্টকর।

জ্বররোগ এখনও হীনবল হয় নাই।

অত্রত্য "হার্নেস এবং স্যাডলারি ফ্যাক্টরি" আফিসের বাবুরা একটী ক্লব করিয়াছেন। তাহাতে ইংরাজি ও বাঙ্গালা কয়েক খানি সংবাদ পত্র লওয়া হইতেছে। যাহা হউক, পরমেশ্বর কৃপায় এটী স্থায়ী ও উন্নত হইলেই সুখের বিষয়।

এখানকার "মিওরমিল" নামক কাপড়ের কলে আজকাল দিবারাত্রি কার্য্য হইতেছে, তথায় বৈদ্যুতিক আলোক দ্বারা কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে।

এখানকার রাস্তা সমূহের আজকাল এমন দুর্দ্দশা হইয়াছে, যে তাহা বলিতে কষ্ট বোধ হয়। বর্ষাকালে বৃষ্টিতে রাস্তায় যেরূপ কাদা হইয়াছিল, এখন আতপ তাপে সেই সকল শুষ্ক হইয়া মনুষ্যের চক্ষুঃশূল হইয়াছে, এত ধূলা বোধ হয় অন্য কোন সহরে নাই। অন্যান্য সহর অপেক্ষা রাস্তায় জল দিবার এখানে অত্যন্ত সুবিধা, "নহর" অর্থাৎ

গঙ্গার খাল সহরের ভিতর দিয়া যাওয়ায় ছোট ছোট নালা দ্বারা সহরের সকল স্থান ঐ জল দ্বারা ধৌত হইতেছে। অতি অল্প আয়াসে ঐ সকল জল দ্বারা রাস্তার ধূলা মারা যায়। যাহা হউক "মিউনিসিপাল কমিটীর মেম্বর" মহাশয়েরা যদি কৃপা-কটাক্ষপাতে এ কষ্টের দূরীকরণে যত্নবান হন, তাহা হইলে হতভাগা প্রজারা বাঁচিয়া যায়।

—:০:—

জামালপুর।

এ বৎসর এখানে জ্বরের উপদ্রব বেশী দেখা যাইতেছে। এমন ঘর নাই যেখানে ২।১ জন না শয্যাগত। সকলেই প্রায় পূজার বন্ধে বাটী যাইয়া এই জ্বর সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। জ্বরের উপদ্রব দেখিয়া যাহারা বাটী যায় নাই, তন্মধ্যেও ২।১ জনের আতঙ্কে জ্বর হইতেছে। আমরা জ্বরের হাঙ্গামায় পড়িয়া মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু বৈদ্যনাথ বরাট মহোদয়ের গুণের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। ইনি রেলওয়েতে কর্ম্ম করেন; কিন্তু বহুদিবসাবধি চিকিৎসাশাস্ত্রে আস্থা থাকায় এবং ঐ বিষয়ের সদা সর্ব্বক্ষণ আলোচনা করায়, এক্ষণে এতদূর উন্নতি করিয়াছেন যে দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। রোগীর চিকিৎসার্থে ডাকিলে ইনি বিনা [illegible] নিজের পরিবারের ন্যায় যত্নের সহিত এবং বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ইঁহার দ্বারা অনেক দীন দুঃখী বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইতেছে। তদ্ভিন্ন ইনি সাধারণের উপকারার্থ জামালপুরের বাজারে "বরাট নিউ মেডিকেল হল" নামক একটী ইংরাজি ঔষধালয় খুলিয়া সুলভ মূল্যে উত্তম ঔষধ বিক্রয় করিতেছেন এবং স্বয়ং বিবিধ পরীক্ষার দ্বারা ও বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া "সড়রসামৃত" নামক এক প্রকার বলকারক মিকশ্চার প্রস্তুত করিয়া ১৷৹ মূল্যে বোতল বিক্রয় করিতেছেন। এই ঔষধটী ডিঃ গুপ্তের ঔষধ অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা। ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ উহা এক এক বোতল খাইলে বিশেষ গুণ জানিতে পারিবেন। ঔষধটী নূতন প্রচার হওয়ায় অদ্যাপি সাধারণে প্রচার হয় নাই। এখানকার অনেকেই এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মধ্যে একটী স্ত্রীলোক পাহাড়ে কাষ্ঠ আহরণে যাইলে ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। সে আত্মরক্ষার জন্য কাষ্ঠ হস্তে লইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিয়া শেষে ক্লান্ত হইলে ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক হত হইয়াছে।

এবৎসর এখানে চোরের উপদ্রব কিছু বেশী বেশী দেখা যাইতেছে; পূজার পূর্ব্ব হইতে অনেকগুলি সিঁদ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে চৌর্য্যের উপদ্রব যথেষ্ট ছিল। তৎপরে পুলিসের সুদক্ষ ইনস্পেক্টর ক্যাভানার সাহেব আসিয়া এমন দমন করেন যে, চৌর্য্য ভয় ছিল না বলিলেই হয়। আবার যখন আরম্ভ হইতেছে ভরসা করি ক্যাভানার সাহেব আর একবার আদা জল খাইয়া লাগিয়া যান, যে, আমরা সুস্থ শরীরে ও খোস মেজাজে নিদ্রা সুখ অনুভব করিতে পারি।

কেশবপুরের রাখালদাস মুদি নামক এক ব্যক্তির একটী গাই এককালে যমজ এঁড়ে প্রসব করিয়াছে। একটা হইলেই দুগ্ধ পাওয়া ভার, তাহাতে দুইটা অতএব মুদির পোকে আর দুগ্ধ খাইতে হইবে না।

গত সপ্তাহে অপরাহ্ণ ৬ টার সময় অত্রস্থ হরিসভাগৃহে তারানাথ চূড়ামণি "আর্য্য ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। জ্বরের উপদ্রব বশতঃ তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার শ্রোতা অতি অল্পই হইয়াছিল।

রেলওয়ে ক্যাস আফিসের তৃতীয় ক্লার্ক বাবু হরিমোহন মল্লিক মহাশয়ের নামে বেতন কম দেওয়া সম্বন্ধে কোন অভিযোগ হয়। হরি বাবু যথাসাধ্য প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা নিজের নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিলেও মুঙ্গেরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও রেলি সাহেব ৬ মাস মেয়াদ দেন। ভাগলপুরের জজের নিকট এই মকদ্দমার আপীল করা হইলে জজ সাহেব মহোদয় হুকুম বাহাল রাখেন কিন্তু রায় বাহাল রাখেন নাই। সম্প্রতি উচ্চ আদালত হাইকোর্টের বিচারে হরি বাবু নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। আমরা আদালতের বিচারের ভাব কিছু বুঝিতে পারিতেছি না; তবে দিব্য চক্ষে দেখিতেছি অর্থ না থাকিলে নির্দ্দোষকেও মফঃসলের কর্ত্তাদের দোষে সাজা পাইতে হয়। হরি বাবুর যদি পয়সা না থাকিত, নিঃসন্দেহই তিনি নিম্ন আদালতের বিচার সহ্য করিতেন! নির্দ্দোষ হরিমোহন বাবু যে, অনর্থক শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করিলেন, মকদ্দমায় সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। আবার হাইকোর্ট হইতে প্রথমে জামিনে খালাস দিবার হুকুম না হওয়ায় একমাস কারাবাস কষ্টভোগ করিলেন, এ সকল কি নিম্ন আদালতের দোষে হইল না? অতএব আশা করি উচ্চ আদালত হইতে যেন রীতিমত কৈফিয়ৎ লওয়া হয়।

কিছুদিন হইল রামপুরহাটের প্লেটিয়ার ফেরোবো সাহেবের রক্ষিত স্ত্রীলোককে উদ্ধার নামক একজন কলচালক সাহেব চুম্বন করিতে যাওয়ায় ফেরোবো তাহাকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছেন। ফেরোবো এক্ষণে সেসনে অর্পিত হইয়াছেন।

পরীক্ষিত।

কেশ সংবর্দ্ধিনী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকুনি, টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ।৵০ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইবে। দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর।
কলিকাতা।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ

ধাত্রী।

শ্রীমতী দেবী নিস্তারিণী চট্টোপাধ্যায় ১০৮ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০৲ টাকা ও ডাক মাশুল ২৷৵০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাশুলসহ ৭॥০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাশুল ।৵০, পদ্মামৃত সমগ্র সটীক ৩৷০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ১৷৵০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪।৵০ গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথবল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথা:—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্বপ্রকার পুরঘুরে ঘা, ফোস্কা ঘা, আবের ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, ডুবা ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোস পাঁচড়া, ছিঁড়িয়া, ছাড়িয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোষ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্শ্মির ঘা) ফিক্বেদন্য, সর্ব্বপ্রকার পারার ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাঁউড় ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১১ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণজীবন চক্রবর্ত্তী—বড়বরুর ১৫॥০
" " পূর্ণচন্দ্র সিংহ—শিয়ালদহ ৫॥০
" " কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—ধুবড়ি ৭
" " নীলরত্ন সেনগুপ্ত—ইসলামপুর ৫
" " অন্নদাচরণ রায়চৌধুরী জমিদার টেপা ১০
" " প্যারিমোহন বসু—রাধাবল্লভ ১৵
" " প্রসন্নকুমার বসু—দানপুর ৫
" " জানকীনাথ ঘোষ—গুড়বাড়ী ৫
" " যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়—মরিচা গ্রাম ৭
" মুন্সি আমির হোসেন—রঙ্গপুর ৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ✓০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৫ শ ভাগ। প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং ৫১ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ৩০ এ কার্ত্তিক। ইং ১৮৮১। ১৪ ই নবেম্বর।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

১০০ এক শত টাকা পুরস্কার।

এতদ্দ্বারা ঘটকদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে আমার কোন বিশেষ আত্মীয় ব্যক্তি নিম্নলিখিতরূপে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন অতএব যিনি এইরূপ আগামী অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে যোগাযোগ করিতে পারিবেন, তিনি উক্ত পারিতোষিক পাইবেন, আর এমন কি সর্ব্ব সাধারণের বিশ্বাসের জন্য সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা থাকিবে।

পাত্রটীর বিবরণ।

পাত্রটী জাতিতে ব্রাহ্মণ উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায় কুলমর্য্যাদাও আছে, দেখিতে শুনিতেও উত্তম, বাস কলিকাতায়, বয়ঃক্রম ২১। ২২ বৎসর, লেখা পড়ায় ভালরূপ; সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব।

প্রার্থিত পাত্রীটীর বিবরণ।

পাত্রীটী কোন সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য কুলোদ্ভব ও সুশ্রী হওয়া আবশ্যক; কিন্তু যদি পাত্র অপেক্ষা কুলমর্য্যাদায় লঘু হয় তাহাতে কোন আপত্তি নাই, যাহাতে বিবাহ অবধি পাত্রটী সুখে সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে তাহাই উদ্দেশ্য। যদ্যপি কন্যাকর্ত্তারা উঁহাকে তাহাদিগের বাটীতে রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই।

এই সমস্ত বিবরণ অনুসারে যিনি বিবাহ নিষ্পন্ন করিতে পারিবেন, তিনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নিকট আসিলে কিম্বা আমাকে পত্র লিখিলে সবিশেষ জ্ঞাত হইবেন। ইতি—

শ্রীযোগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
চৌধুরিপাড়া
সাং কাঁচড়াপাড়া।

প্রায় দেড় বৎসর অতীত হইল শ্রীশ্রী৺ কালীঘাটে একটী "হিন্দুধর্ম্ম প্রতিপাদক" নামে সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই সভার অধ্যক্ষগণ সময়ে সময়ে রাজপথের স্থানে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের স্বাপক্ষে যথাসাধ্য বক্তৃতা করিয়া থাকেন, তাঁহারা আরও একটী মধ্যশ্রেণীর ইংরাজী বাঙ্গালা বিদ্যালয় (Hindu mission school) সংস্থাপিত করিয়াছেন এবং "ধর্ম্মবিষয়ক প্রতিবাদ" নামে এক খানি কাগজও খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু এই সমস্ত বিষয় অর্থ সাপেক্ষ হওয়ায় আমরা একটী কোষ (Hindu mission fund) স্থাপনে যত্নবান হইয়াছি, এক্ষণে মহানুভব আর্য্য সন্তানদিগের নিকট আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা যে তাঁহারা যেন উক্ত সম্প্রদায়কে যথাসাধ্য দানে কুণ্ঠিত না হন।

কালীঘাট হিন্দুধর্ম্ম প্রতিপাদক সম্প্রদায়ের কার্য্যাধ্যক্ষ অথবা বাওয়ালী নিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের নিকট স্ব স্ব দান পাঠাইলেই উক্ত সম্প্রদায় পাইবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
সাং কালীঘাট।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

(অদ্ভুত-রহস্য !!)

পাঠক মহাশয়!

"রাজকন্যার কাহিনী অতি অদ্ভুত, ইহাতে না আছে এমন ব্যাপারই নাই। সমুদ্রমন্থনে যেমন অমৃত, হলাহল, লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তভমণি প্রভৃতি কত রকমের কত পদার্থ উঠেছিল, এই গুপ্ত কাণ্ডের মধ্যেও সেইরূপ নানা ব্যাপার, নানা ঘটনা নানা কারখানা দেখতে পাবেন। শরৎকালের মেঘগর্জ্জনের ন্যায় বৃথা বাক্যব্যয় করায় কোন ফল নাই। বিজ্ঞাপনে সকল বিষয় লিখিতে হইলে গল্প লাট হয়, সেই অনুরোধে এখন পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় হই।

পুনশ্চঃ—" রাজকন্যার পুথি "—অদ্ভুত ব্যাপার !!

যোগ জ্যোতিষ গণনা করণ, যোগ সিদ্ধি করণ, মনস্কামনা পরীক্ষা করণ, মিলন, মৃত্যু, বিদ্যা, বিবাহ, মন্ত্র, ব্যবসা, বিপদ, বিশ্বাস, যুদ্ধ, ধন, গর্ভ, সন্তান, পরমায়ু প্রভৃতি জগতের যাবতীয় কার্য্য পরীক্ষা করণঃ—ইত্যাদি।

পুস্তকের—নিয়ম, (অগ্রিম দ্বাদশ খণ্ডের) মূল্য মায় রাহা খরচ ১৸৵০ আনা মাত্র।

প্রকাশক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ
কলিকাতা নর্থব্রুকন টালা ২ নং কার্য্যালয়।

নর্দারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে।

রামপুর বোয়ালিয়া হইতে কলিকাতা।

সারা হইতে ষ্টীমার সপ্তাহে দুইবার গমন করিবে।

আগামী মাসের ৩ রা হইতে এক খানি ষ্টীমার ও ফ্ল্যাট সারা হইতে রামপুর বোয়ালিয়ায় গমন করিবে। ষ্টীমারখানিতে কয়েক জন প্রথম শ্রেণীর আরোহীর পক্ষে সর্ব্বা রমণীয় উপবেশন স্থান আছে। দেশীয় রমণীদিগের সুবিধার জন্য ফ্ল্যাটে আবৃত গৃহ আছে। একটি বৃহৎ উচ্চ নিম্ন শ্রেণীর পঞ্চাশ জন যাত্রী অনায়াসে বসিবার স্থান পাইতে পারে। এই ফ্ল্যাটে পাঁচ শত মণ মাল রাখিবার স্থান আছে, যাত্রিরা ইহাকে যত আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিবেন, এবং যত অধিক পরিমাণে ইহা ব্যবহৃত হইবে, তদনুসারে ইহা স্থায়ী হইবে। এই ষ্টীমার ও ফ্ল্যাটে পান, আহার ও বিশ্রামের সুবিধামত স্থানের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

এই ষ্টীমারে যিনি গতায়াত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি শিয়ালদহ হইতে সোমবার ও বুধবার রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় যে ট্রেণ ছাড়ে, ঐ ট্রেণে সারার

[illegible] ভাড়া প্রভৃতির বিবরণ অবগত হইবার জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির নিকট আবেদন করা আবশ্যক।

[illegible] ৫ অক্টোবর ১৮৮১। } পারাপার ষ্টীমারের অধ্যক্ষ। নর্দাণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেন্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতায় প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স [illegible], [illegible] আউন্স ১২, ১৬ আউন্স শিশি ২॥০ আনা। [illegible] মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

কল্পদ্রুম তৃতীয় ভাগ দ্বাদশ সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের তৃতীয় ভাগের দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে খ্রীষ্ট, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, সংস্কৃত গ্রন্থোক্ত যবন শব্দে কাহাকে বুঝায়, বিধবা রমণী, সংস্কৃত লিপিকাল সম্বন্ধে মোক্ষমূলরের মত ও তাহার খণ্ডন, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি? মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, বৈজ্ঞানিক কৌতুক এই ৯টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মের ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোনাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যাসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

প্রেরিতপত্র

“[illegible]”।

মহাশয়! উপপ্রদেশে আমি যখন পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ভুগুলা নামক ষ্টেশনের বৈদ্যুতিক বিভাগে কার্য্য করিতাম, সেই সময়ে মধ্যে মধ্যে বিভাগীয় অধ্যক্ষের অনুরোধে আমাকে উক্ত ষ্টেশন হইতে নিকটবর্ত্তী যে সকল সামান্য ষ্টেশন আছে, তাহাতে যাইতে হইত। একদা কোন একটী বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে [illegible] নামক ষ্টেশনে গমন করি। যে কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য আমি তথায় প্রেরিত হইয়াছিলাম, তাহা সম্পাদন করিতে আমাকে ১০।১২ দিনেরও অধিক থাকিতে হইয়াছিল। এই ১০।১২ দিন যে আমাকে দিবা রাত্রি কার্য্য করিতে হইত, তাহা নহে। দিবাভাগে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করিয়া আমি এত সময় পাইতাম, ইচ্ছা হইলে সে সময়ের মধ্যে ২।৩ ক্রোশ অনায়াসে পরিদর্শন করিতে পারিতাম। সে জন্য এক দিন আমি দক্ষিণ পশ্চিম কোণের অভিমুখে গমন করি। অনুমান দুই ক্রোশ গমন করিয়া আমি একটী ক্ষুদ্র গ্রাম দেখিতে পাই। উহার দুই ক্রোশের মধ্যে আমি অন্য কোন গ্রামই প্রাপ্ত হই নাই। যখন আমি উহার পূর্ব্ব প্রান্তে উপস্থিত হইলাম, বোধ হয় তখন বেলা চারিটা বাজিয়া থাকিবে। আমি উহার পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত গ্রামের মধ্যস্থল দিয়া যাইবার মানসে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমি গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে গ্রামের লোকসকল আমাকে একদৃষ্টভাবে দেখিতে লাগিল, তদ্দৃষ্টে আমার বোধ হইল তাহারা যেন তৎপূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালিকে দেখে নাই। আমি কিয়দ্দূর গমন করিয়া যখন গ্রামের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলাম, দেখি এক কামিনী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে অপর একটী বাটীতে প্রবেশ করিল। সেই রমণী যে বাটীতে প্রবেশ করিল, সে বাটীর লোকেরাও ক্রন্দন করিতেছে। তাহারা সকলে একত্র হইয়া যে ভাবে ক্রন্দন করিতেছে দেখিলাম, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইল, যে সে বাটীতে কোন প্রকার বিপদ ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহাদের যে কি বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সে জন্য কোন পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হয় এই মানসে আমি ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ করাতে এক বৃদ্ধের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধ সেই বিপদাপন্নবাটীর সম্মুখে আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি যে কারণে তথায় দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহা তাহাকে বলাতে সে ব্যক্তি বলিল, অদ্য এই বাটীতে একটী পুত্রসন্তান হইয়াছে; সে জন্য ইহারা সকলে ক্রন্দন করিতেছে। আমি তাহার এই কথা শ্রবণ করিয়া যে কি পর্য্যন্ত চমৎকৃত হইলাম, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। আমাদের দেশে এবং অপর দেশেও গৃহস্থের সন্তান হইলে সকলে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া থাকে; কিন্তু ইহারা দেখিতেছি ক্রন্দন করিতেছে। এ আবার কি? আমি বৃদ্ধকে বলিলাম, বাপু সন্তান হইলে যে কেবল আমাদেরই দেশে লোকে আহ্লাদ প্রকাশ করে এমন নহে, আমি এই গত ১৪ বৎসর মধ্যে এ প্রদেশে যে সকল গ্রাম দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে এমন কোন স্থানই দেখি নাই যে স্থানে লোকেরা সন্তান হইলে আনন্দ প্রকাশ না করিয়া তোমাদের ন্যায় ক্রন্দন করে। ইহার তাৎপর্য্য কি? তাহাতে বৃদ্ধ আমাকে বলিল, জন্ম হইলেই মৃত্যু আছে। অতএব যে ছেলে জন্মিয়াছে, সে ছেলে অবশ্যই এক দিন মরিবে, তজ্জন্য ইহারা ক্রন্দন করিতেছে। ইহারা বলে যে যদি ছেলে না হইত, তাহা হইলে ইহার মৃত্যু আমাদের শোকের কারণ হইত না।

ইহাদের আচার ব্যবহার সমস্তই হিন্দুর মত। ইহাদের মধ্যে যাহার সহোদর ভাই নাই, তাহার বিবাহ সহজে হয় না। যাহার ভাই আছে, তাহার বিবাহের জন্য কোন চিন্তা করিতে হয় না। পঞ্চপাণ্ডব যেমন এক স্ত্রীতে উপগত হইয়াছিলেন, ইহারাও সেইরূপ ৩। ৪ সহোদর এক স্ত্রীতে উপগত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে এক জনের মৃত্যু হইলে রমণীকে বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

বশম্বদ
শ্রীনকুড়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মণিহারাদ ষ্টেশন।

কবির স্বপ্ন।

সফল হইবে কিরে কবির স্বপন?
ধরা মাঝে নরজাতি, ধরিবে স্বর্গীয় জ্যোতি
বিষমতা যাবে কবে সমতা স্থাপন!—
সফল হইবে কবে কবির স্বপন?
সেই সমাজের চিত্র আঁকো দেখি মনে!—
তুলাদণ্ডে পরিমাণ, ন্যায়েতে গঠিত প্রাণ—
সমাজ বন্ধন সব! শান্তির অগার
সদা স্নিগ্ধ করিবেক এই চরাচর!
ভ্রাতৃভাব, ভগ্নীভাব হৃদয়ে, বদনে
পাবে দীপ্তি অনুদিন;—কাপট্য অতীব হীন
নহে শুধু, যাবে মুছে অভিধান হতে
হিংসা দ্বেষ ক্রোধ ভাব রবে না মহীতে।
অনুভব করি যত পারি কি লিখিতে?
সত্য যুগ আর্য্যদের, আসিবে কি হায় ফের
সফল করিতে আর্য্য কবির স্বপন—
স্বর্গীয় শান্তির ভাব করিতে চেতন?
এবে স্বপ্ন! স্বপ্ন কবে হয় রে সফল?
দুঃখির হৃদয় ডোর, আছে ছিন্ন বেশ! ফের
কেন যত্ন বল তার করিতে বন্ধন?
স্বপ্ন স্বপ্ন দেখাইয়া করাতে রোদন?
হোক্ স্বপ্ন! তিক্ত নহে এ স্বপন!
কবির হৃদয়ে জাগে, ছায় যার অনুরাগে
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ সদা তাঁর মন!
কেন বুঝি মনে, যদি নাই পরিণাম?

আছে ভিত্তি! এ স্বপন হইবে সফল!
কবি সৃষ্টি কেন সুধু? জাগে না কি আশাবিধু
মানস তামসাকাশে কবিলে স্মরণ
নরজাতি দার্শনিক নীতিবেত্তাগণ?
এস ভাই নিরাশায় দলি পদ তলে!
সেই আশা মদিরায়, চেলে দিই চিত্ত হায়!
এ আশার নেশা ঘোরে রব অচেতন!
আশার এ মাদকতা মধুর কেমন?
বারেক ভুলিয়া যাই ক্রুর বর্ত্তমান!
জীবনের সত্য চয়, ভাবি মিথ্যা স্বপ্ন প্রায়!
কবির সে স্বপ্ন ভাবি প্রকৃত জীবন!
আশার এ মাদকতা মধুব কেমন?
আয় মা ভারত ভূমি বসি তোর কোলে
মুছাই নয়ন জল!—কেন গণ্ডে করতল?
জীবন্ত দীনতা কেন আননেতে তোর?
পোহাল মা এত দিনে দুঃখ নিশা ঘোর!
সত্যযুগে যে বসনে ছিলে মা ভূষিত
পর সেই পরিধান, আবার স্বর্গীয় ঘ্রাণ—
ছুটুক শ্রী অঙ্গে তব!—অতুল বদন
স্বর্গীয় জ্যোতিতে পুনঃ হোক দীপ্তিমান!
স্নিগ্ধ সে স্বর্গীয় জ্যোতি আননে তোমার
মর্ত্ত্যে নাম স্বাধীনতা! স্বাধীনতা অমরতা
বিশেষ তোমার! বড় ব্যথা নাই মনে
হারাইয়ে ছিলে তাহা পড়ে যবে মনে!
কল্পনার পূর্ণাবেশে দেখিয়া হরষে
তোর ক্রোড় শোভা করে, তনয় তনয়া চয়ে,
তাহাদের কীর্ত্তি যশে পূরেছে ভুবন!
মা পুনঃ পেয়েছ ক্রোড়ে আপন সন্তান!
পেয়েছ মা ক্রোড়ে পুনঃ গুণি পুত্রগণ!
সমধিক প্রফুল্লতা, সমধিক পবিত্রতা
সমধিক ভাবুকতা করিয়া অর্জ্জন
মা তোমার কোলে বসে গুণি পুত্রগণ!
পূততর বেদগান পশিছে শ্রবণে!
সে শান্তি মহিমা গীতি, শুনিয়া পাইছে প্রীতি
জীব জড়দেব সবে দেখ মা কেমন!
গুণী পুত্রগণ পুনঃ করে বেদ গান!
ব্যাস, বাল্মীকি গর্গ জৈমিনি সকলে
দেখ মা কোলেতে তোর, ভাবে জ্ঞানে সদা ভোর
চায় তোর মুখ পানে সুবিমল জ্যোতি!
পুরস্কার কর মাগো দেখাইয়ে প্রীতি!
লক্ষ্মী রূপা মা তোমার তনয়া সকলে
সীতা, দময়ন্তী, সতী যাঁদের মধুর স্মৃতি
দুর্দ্দিনেও হায় তোর পারেনি হরিতে!
আর্য্য নারী পবিত্রতা হৃদয় হইতে!
সে সব তনয় আর তনয়া তোমার
চরে কোল শোভা করে; অনন্ত সুষমা ভরে

নির্জ্জীব ভারত আজ হয়েছে উজ্জ্বল!
আর না রাখিতে হবে গণ্ডে করতল!
ভবিষ্যের এই চির ভারত মাতার
আঁকিনু কল্পনা পথে, কি আনন্দ মরি তাতে!
কিন্তু—
আবার যে পড়ে মনে ক্রুর বর্ত্তমান!
আশার সে মাদকতা কোথায় এখন?
সফল হইবে কিরে কবির স্বপন!
কোথা শান্তি বর্ত্তমানে, উঠেছে তরঙ্গ চীনে,
পারস্য বায়ুতে দোলে দেখি এসিয়ায়!
কোথা শান্তি নিদর্শন খুঁজিব বৃথায়!
সভ্যতার বর্ত্তমান উৎস মনোহর
কোথা শান্তি ইউরোপে? ভাবিতে হৃদয় কাঁপে
কেশরী মাতঙ্গে হেরি সংগ্রামে নিরত!
শান্তি! শান্তি! হায় শান্তি মরীচিকা মত!
যে জাতি মাতায়ে ছিল একদা ভুবন—
কোরাণ কৃপাণ করে জিতে ছিল বসুধারে
দেখাইয়া একতার মহিমা কেমন।—
সে তুরকী করে আজ ধূলায় লুণ্ঠন!
কেশরী মাতঙ্গ বৈরী-তারাও মিলিল!
রুগ্ন মগ্ন শার্দ্দূলেরে, দমিতে একতা করে
হায় চির বৈরী যারা তারাও মিলিল!
বল হীনে পূর্ণ বল সমরে ডাকিল!
আসুর বিক্রমে হায় নারকী আশায়
বীর দাপে ধায় রুষ। শান্তির নাহিক লেশ
কি বাহিরে কি অন্তরে অশান্তি সমান?
প্রলয়ে বসুধা বুঝি রসাতলে যান!
ফরাশী কেশরী ঐ জাগে নিদ্রা হতে!
নব বলে বলীয়ান, এবার নাহিক ত্রাণ!
প্রমত্ত মাতঙ্গ পানে রোষে ফিরে চায়!
ফরাশী জার্ম্মনে দ্বন্দ্ব অনিবার্য্য হায়!
নরজাতী স্বাধীনতা আকর বৃটন!—
কিন্তু কোথা শান্তি তার? সন্তোষ শান্তির সার!
সে সন্তোস বৃটনের পেয়েছে বিলয়!
বৃটনে শান্তির স্রোত কই আর বয়?
অবিশ্বাস বৃটনের হৃদয়ে এখন
সর্ব্বেসর্ব্বা নরপতি! কই আর সেই প্রীতি
মানব মণ্ডলে, যার দৃপ্ত প্রণোদনে
দাসত্ব ঘুচিল নরে, গ্রীস বাঁচে প্রাণে?
কোথা শান্তি? হায় শান্তি সুদূর স্বপন!
সুখ স্বপ্নে স্বর্গ বনে, ভ্রমিয়ে প্রফুল্ল মনে
অবিচার্য ফুল, চাহি সাজাইতে হায়
অনন্ত দুঃখিনী এই ভারত মাতায়!
একে স্বপ্ন! স্বপ্ন কবে হয় রে সফল?
দেখ ক্রুর বর্ত্তমান ছিঁড়ে ফেল আশাদাম!
জীবনের সত্যচয় মিছা সে কেমন?

শান্তি চাও? কোথা শান্তি? সুদূর স্বপন
সফল হইবে কিরে কবির স্বপন?
ধরা মাঝে নরজাতি ধরিবে স্বর্গীয় জ্যোতি,
বিষমতা যাবে, হবে সমতা স্থাপন!
সফল হইবে কবে কবির স্বপন?

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

সোমপ্রকাশ

৩০ এ কার্ত্তিক সোমবার।

একটী নূতন সম্প্রদায়।

"ঘর সন্ধানে রাবণ নষ্ট।" বিভীষণ লঙ্কা পরিত্যাগ করাতেই লঙ্কা ছার খার হয়। "পর চোরকে পারা যায়, ঘর চোরকে পারা ভার।" গৃহশত্রু বড় ভয়ঙ্কর। এত দিন বিদেশীয়েরা শাণিত কৃপাণ করে লইয়া ভারতের পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ চেষ্টা পাইতেছিলেন, তাঁহারা পর বলিয়া বড় কৃত-কার্য্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু এখন গৃহশত্রু লাগিয়াছেন। এখন বড় বিপদ ওদিকে কতকগুলি কৃতবিদ্য ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ করিয়া পৌত্তলিকতার ভিত্তিমূল খনন আরম্ভ করিয়াছেন, আবার ভারতের কতকগুলি অসভ্যও পৌত্তলিকতার বিষম বিদ্বেষী হইয়াছে। আমরা গতবারে কলিকাতা গেজেটে ঐ সম্প্রদায়ের জগন্নাথ মূর্ত্তি দাহ করিবার দুশ্চেষ্টা-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া বিবিধ সংবাদ স্থলে তৎসমাচার পাঠকগণের গোচর করিয়াছিলাম· তাহাতে মনের তৃপ্তি লাভ হয় নাই। অতএব এবার ঐ বিষয়টী বিস্তারিতরূপে পাঠকগণের গোচর করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সম্বলপুর নিবাসী কুম্ভপতী নামক কতক গুলি ধর্ম্মান্ধ অসভ্য জাতীয় লোক গত ১ লা মার্চ্চ জগন্নাথ দেবের প্রতিমূর্ত্তি বিনষ্ট করিবার সংকল্পে তথায় আগমন করে। এই দুঃসাধ্য কাজে বহু সংখ্যক স্ত্রীপুরুষ ব্রতী হইয়াছে। জগন্নাথের প্রতি তাহাদের এতাদৃশ বিজাতীয় আক্রোশ জন্মিবার কারণ এই,— ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি মনুষ্যচক্ষুর অগোচর। অতএব মনুষ্য যে মূর্ত্তি কল্পনা করে সে কেবল লোক বিমো-হনার্থ। দেবমূর্ত্তি বিনাশ করিতে পারিলে সাধারণ লোকে বুঝিবে যে, তাহাতে কিছুমাত্র দৈবশক্তি নাই। সুতরাং মনুষ্য কল্পিত প্রতিমা অকিঞ্চিৎকর; মানুষ ইচ্ছা করিলেই মূর্ত্তি গড়িতে পারে ও তাহা ভাঙ্গিতে পারে। দৈবশক্তির সমাবেশ থাকিলে কখন এরূপ হইত না। ইহাই সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত কুম্ভপতিরা জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভ

ভাব [illegible] প্রকাশ্য স্থানে আনিয়া দগ্ধ করিতে [illegible] ঐ অসভ্য জাতিরা বলে, যে [illegible] মূর্ত্তিকে কোন চিন্ময় দেবতার দ্বারা জগ [illegible] বিনাশ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিল। বহু সংখ্যক [illegible] সন্তান সন্ততি সঙ্গে ঐ মহৎ উদ্দেশ্য [illegible] নিমিত্ত নিজ নিজ গৃহ হইতে বহির্গত হই[illegible]। তন্মধ্যে বার জন পুরুষ এবং তিন জন স্ত্রী [illegible] হইয়া পুরীতে প্রবেশ করে।

এই কয়েক ব্যক্তি জগন্নাথ [illegible] উপনীত হইল। তাহাদের [illegible] একটী মৃৎভাণ্ড ছিল। বোধ হয় [illegible] কাল পথেই তাহারা আহার করিয়াছিল, কারণ তাহাদের হাতের উচ্ছিষ্ট অন্ন ব্রাহ্মণের [illegible] তখনও অপগত হয় নাই। কিন্তু দেবতার জাতি নষ্ট করিবার মানসে ঐ উচ্ছিষ্ট অন্ন আনিয়াছিল কি না, তদ্বিষয় প্রকাশিত হয় নাই। সিংহদ্বারে এক জন দ্বাররক্ষক ছিল, গোলযোগ দেখে অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া সে দ্বার অবরুদ্ধ করিল, ফলতঃ তাহাতে কিছুই কাজ দর্শিল না। এ দিকে আক্রমণকারিদের সংখ্যা অনেক, তদ্ভিন্ন বিস্তর যাত্রীও উপস্থিত ছিল। তাহারা বলপূর্ব্বক দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সর্ব্বাগ্রে তাহারা ভোগমণ্ডপে প্রবিষ্ট হইয়া অত্যাচার করিবার মানস করে; কিন্তু তৎকালে সেখানে ভোজ্যসামগ্রী কিছুই ছিল না। ইত্যবসরে যাত্রীর সংখ্যাও প্রায় তিন চারি শত হইয়া পড়ে। তৎপরে অত্যাচারীরা মন্দিরের জয় বিজয় দ্বারে উপনীত হইল। কিন্তু তৎকালে ঐ দ্বার রুদ্ধ ছিল, সুতরাং মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত তাহারা অন্য পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে যাত্রীর সংখ্যা অসংখ্যেয় অধিক হইয়া পড়িল এবং দেবালয়ে মহা হুলুস্থূল [illegible] পড়িয়া গেল। এই গোলযোগে এক অত্যাচারীকে ধাক্কা মারিয়া এক বাক্সে ফেলিয়া দেয়। [illegible] উপলখণ্ডে তাহার [illegible] আঘাত লাগে এবং কিয়ৎকাল পরে সে মানবলীলা সম্বরণ করে। পুলিস দ্বারা অত্যাচারিগণ শীঘ্রই [illegible] হয়, বিচারে তাহাদের প্রত্যেকের তিন মাস [illegible] কারাবাসের আজ্ঞা হয়।

[illegible] অত্যাচারী ধৃত হইবার অত্যল্প কাল [illegible] ছয় জন পুরুষ, এগারজন স্ত্রীলোক [illegible] বৎসর বয়স্ক দুগ্ধপোষ্য শিশু পুরীর বহি[illegible] তাহারা কোন অনিষ্ট বা উৎপাত [illegible] নাই। তাহারা পুনরায়েই পুলিস কর্ত্তৃক [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট [illegible] এইরূপ অভিহিত হয় যে ঐ সমস্ত লোকের [illegible] কোন উপায় নাই। অতএব অবশ্যই তাহারা কোন অসৎপথ অবলম্বন করে, অন্যথা তাহাদের দিন নির্ব্বাহ কি প্রকারে হয়। কিন্তু সুবিবেচক বিচারপতি মহাশয় কোন দণ্ডবিধান করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, ঐ সকল ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে হইলে আরও অন্যান্য অনেক ভিক্ষুক দণ্ডার্হ হয়। ভারতবর্ষে নিরাশ্রয় ভিক্ষোপজীবীর অসদ্ভাব নাই। বাস্তবিক এ কথা যথার্থ বটে, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু, এই শেষোক্ত কয়েক ব্যক্তির পুরীতে আগমনের উদ্দেশ্য কি প্রকাশিত হয় নাই।

এই ঘটনা অতীত হইলে মধ্য প্রদেশের প্রধান কমিশনর মাননীয় শ্রীযুক্ত লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরকে ঐ সকল ব্যক্তির সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠান। আমরা পাঠক মহাশয়দিগকে তাহা জ্ঞাত করিতেছি।

কুম্ভপতিরা সম্বলপুরবাসী। কুম্ভপতি শব্দটীর ব্যুৎপত্তি এই,—কুম্ভ শব্দে এক প্রকার বৃক্ষ, এবং পত্র তাহার ত্বক। কুম্ভ বৃক্ষের বল্কলে রজ্জু নির্ম্মাণ করিয়া কটিবন্ধ প্রস্তুত করে, তজ্জন্য উক্ত জাতি কুম্ভপতি নামে অভিহিত হয়। তাহারা হিন্দু, অথচ হিন্দু নহে। হিন্দুদিগের ত্রেত্রিশকোটী দেবতাকে মানে, কিন্তু দেবমূর্ত্তির প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধাভক্তি নাই। মনুষ্য কস্মিন্ কালে কোন দেবতাকে দেখে নাই অতএব দেবতার প্রতিমা কিরূপে কল্পিত হইতে পারে? তজ্জন্য বিগ্রহাদির প্রতি তাহাদের নিরতিশয় বিদ্বেষ।

এই জাতি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) প্রথম, নির্দ্দিষ্ট কুম্ভপতি। ইহারাই বল্কল রজ্জু পরিধান করে। (২) দ্বিতীয় কনপতি; ইহারা ছিন্ন বস্ত্রাদি পরে। (৩) তৃতীয়, আশ্রমী বা গৃহস্থ। ইহারা স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া গৃহধর্ম্ম করে। প্রথমোক্ত দুই শ্রেণী নিরাশ্রমী। তাহাদের জাতি বিচার বা অন্নের বিচার নাই। রাজা বা জমীদার, ব্রাহ্মণ, রজক, এবং হাড়ি ভিন্ন আর সকলেরই অন্ন তাহারা গ্রহণ করিয়া থাকে। রাজা এবং জমীদার প্রজাপীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন, তজ্জন্য তাঁহারা কুম্ভপতিদের অতিশয় ঘৃণাস্পদ। সে কারণ তাহারা রাজা কিম্বা জমীদারের অন্ন গ্রহণ করে না। ব্রাহ্মণেরা শ্রাদ্ধাদিতে পিণ্ডদান করাইয়া দক্ষিণা লইয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহারাও অস্পৃশ্য। রজকেরা সকল জাতির বস্ত্র ধৌত করে, তজ্জন্য উহাদের অন্ন অপবিত্র। হাড়ীরা অতিশয় নীচজাতি, সুতরাং তাহাদের অন্নও অভক্ষ্য। গৃহস্থেরা দারপরিগ্রহ করে। প্রথমোক্ত দুই সম্প্রদায় ইহাদের গুরু। কুম্ভপতিরা সকলেই প্রাতঃস্নান করে। এক এক সম্প্রদায়ের এক একটা পৃথক সাধনমন্দির আছে। তাহারা একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে। কুম্ভপতিরা তাঁহাকে "অলক্ষ্য" বলে। দৃঢ় বিশ্বাস, সত্যকথন এবং গুরুভক্তিই তাহাদের ধর্ম্মনীতির বীজমন্ত্র। হিন্দুদিগের তেত্রিশ কোটী দেবদেবীর প্রতি তাহাদের বিশ্বাস আছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ উহারা হিন্দুদের সম্পূর্ণ বিদ্বেষ্টা। তুলসীপত্র স্পর্শ করা দূরে থাক, তাহারা তুলসীবৃক্ষের নিকটেও যায় না। কারণ হিন্দুরা তুলসীপত্রে দেবার্চ্চনা করিয়া থাকেন। হিন্দুদের পূজাপার্ব্বণে ছাগবলি হয়, সে কারণ তাহারা ছাগ মাংস ভক্ষণ করে না। তাহারা দিবাভাগেই ভোজন করে; রাত্রিতে নিতান্ত ক্ষুধাতুর হইলে কিঞ্চিৎ জলপান ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য গ্রহণ করে না। ইহাদের দৈনন্দিন ঈশ্বরবন্দনাদি ক্রিয়া প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যান্তে এই দুইবার অনুষ্ঠিত হয়। সাধন কালে কৃতাঞ্জলিপুটে নাসিকার উপর হস্ত সংস্থাপন পূর্ব্বক সূর্য্যাভিমুখী হইয়া তাহারা স্তুতিপাঠ করিতে থাকে। পরমেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তনই তাহাদের সাধনের মূলমন্ত্র। তিন জনের অধিক ব্যক্তি উপাসনা ক্ষেত্রে সমবেত হইলে এক জন উচ্চৈঃস্বরে স্তব পাঠ করিতে থাকে, অন্যান্য সকলে তাহা আবৃত্তি করে। স্তব সমাপ্ত হইলে সকলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক চৌষট্টিবার ভূমিতে নমস্কার করে।

বঙ্গদেশের দরবেশীদের ন্যায় কুম্ভপতিরা সাতিশয় অনাচারী। পীড়া হইলে তাহারা ঔষধ খায় না; তবে নিতান্ত উৎকট রোগে তাহারা উপাসনাক্ষেত্র হইতে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা আহরণ করিয়া তাহা অন্ন মণ্ডের সংযোগে ভক্ষণ করে। যে কোন ব্যাধি হউক না কেন, চিকিৎসা এই পর্য্যন্ত। ফলতঃ ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিকতাই তাহাদের সকল কাজের মূলসাধন।

কটকে এই মত বহুদিন প্রবর্ত্তিত হয় নাই। এইরূপ প্রথিত আছে,—অলক্ষ্য স্বামী অর্থাৎ কুম্ভপতিদের গুরু, পূর্ব্বে হিমালয় পর্ব্বতে বাস করিতেন তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত একটী অবতার বিশেষ। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কটক জেলার অন্তর্গত মলহারপুরে আসিয়া স্বীয় মত ও বিশ্বাস প্রকাশ করেন। সর্ব্বাদৌ ৬৪ চৌষট্টি ব্যক্তি তাঁহার প্রদর্শিত ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তন্মধ্যে গোবিন্দ দাসই প্রধান। অলক্ষ্যস্বামীর জীবদ্দশায় এই মতের অধিক প্রচার হয় নাই; তাঁহার শিষ্যেরাই উহা অনেক স্থানে প্রচলিত করিয়াছে। কটক হইতে সত্বর ঐ মত সম্বলপুরে আনীত হয়; এক্ষণে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য অনেক জাতিই ঐ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, এবং উহার শাখাপ্রশাখা বিস্তর হইয়া পড়িয়াছে।

কুম্ভপতিদিগকে অসভ্য ও অজ্ঞ বলিয়া আমরা যতই কেন ঘৃণা করি না প্রকৃত তাহাদের সত্য-

নিষ্ঠতা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ মিথ্যাবাদী এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে কেহ অসতী আছে কি না সন্দেহের বিষয়। জীবনসত্ত্বে তাহারা মিথ্যা কথা বলে না, এবং স্ত্রীলোকেরা পর পুরুষের মুখাবলোকন করে না। কেহ মিথ্যা বলিলে কিম্বা স্ত্রীলোকেরা ব্যভিচারিণী হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। সমাজে সভ্যতা প্রবেশ করিলেই শঠতাও নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়ে,—দুইয়ের মিত্রতা বড়, সারাদিন কেবল মনের আদরে কোলাকোলি করিতেছেন। কুম্ভপত্তিদের গৃহবিচ্ছেদ ছিল না, সুতরাং অতিরিক্ত সম্প্রদায় বিভাগও ছিল না। কিন্তু কিঞ্চিৎ সভ্যতার গন্ধ একবার তাহাদের মধ্যে কতকটা প্রবেশ করিয়া কিছু কিছু আমোদ করিয়া ফেলিল; শঠতা আর কোথায় যান? সহচরী ফেলিয়া কি থাকিতে পারেন?—ক্রমে তিনিও আসিয়া মিলিলেন। কুম্ভপত্তিদের দল অনেকটা লণ্ডভণ্ড হইয়া পড়িল। পাঠক! জিজ্ঞাসা করিবেন, সে সভ্যতা কেমন?—তবে শুনুন পূর্ব্বে শোণপুরের ভীমকুণ্ড তাহাদের এক জন অধিনায়ক ছিল। ভীম জন্মান্ধ; কিন্তু অনেকটা সভ্যভব্য চালাক চতুর সহরে গোচের লোক। মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য উড়ে পুস্তক শুনিয়া তাহার অনেকটা ভাষা জ্ঞানও জন্মিয়াছিল। এই অল্প বিদ্যাতেই তাহার স্বাভাবিক মেধার গুণে ভীম উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিতে সক্ষম হইল। এমন কি অচিরে সে এপ্রকার কয়েক খানি ঈশ্বরগুণকীর্ত্তন-সম্বলিত কাব্য পুস্তক প্রণয়ন করে যে, তাহা অদ্যাপি পণ্ডিত সমাজে আদৃত হইয়া আসিতেছে। ভীমের পুস্তকগুলি উড়িষ্যাভাষায় লিখিত। কবিতার ভাবমাধুরী, বর্ণনাচাতুর্য্য এবং ভাষার লালিত্য চমৎকার, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। পাঠক! এখন বিবেচনা করুন—ভীম কেমন ঠাটের মানুষ। কিছু কিছু বিদ্যা আছে, উড়িষ্যা ভাষায় সুন্দর ও সুশ্রাব্য কবিতা লিখিতে পারে। সে কবিতা আবার যেমন তেমন নয়,—সুভদ্রার রূপ বর্ণনা নয়, কৃষ্ণগুণানুকীর্ত্তন নয়। কুম্ভপত্তিদিগের রুচির অনুরূপ,—এক ঈশ্বরের গুণানুবাদ। কাহার না হৃদয় তৎশ্রবণে প্রেমরসে আর্দ্রীভূত হইবে? প্রায় সমস্ত কুম্ভপত্তি তাহার গুণে বিমোহিত হইয়া তদীয় অনুচর ও শিষ্য হইল। কিন্তু জলের তিলক ও শঠের শঠতা কতক্ষণ থাকে? ভীম ক্রমশঃ স্বীয় শিষ্যগণের নিকট অপ্রতিভ হইয়া পড়িতে লাগিল। সর্ব্বাগ্রে এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাহার প্রসক্তি হয়। সত্য কথা কতক্ষণ অব্যক্ত থাকে, তাহার শিষ্যগণ শীঘ্রই এই অবৈধ প্রণয় সম্বন্ধ বুঝিতে পারিল, তাহাদের ভক্তিও অনেক পরিমাণে বিচলিত হইল। কিন্তু কেবল সন্দেহারূঢ় হইয়া এক জনের চরিত্রে দোষারোপ করা বিধেয় নহে; সরল চিত্ত শিষ্যগণ এই স্থির করিয়া স্ত্রীলোকটীর গর্ভসঞ্চারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। গর্ভ—বিধির বিপাকে তাও ঘটিল। এখন সম্ভ্রম রক্ষা হয় কিসে?—ভীম বলিল,—ঐ স্ত্রীলোকের গর্ভে স্বয়ং অর্জ্জুন জন্মপরিগ্রহ করিয়া যাবতীয় অধার্ম্মিককে নির্ম্মূল করিবেন। সরল হৃদয় কপটতা বুঝে না,—ভাল তাহাই শিরোধার্য্য। অর্জ্জুন—পুরুষ, স্ত্রীলোকটা পুত্র প্রসব করুক, তা নয়—কন্যা। এখন উপায়? মিথ্যাবাদীর বাক্যব্যয় আর শঠের ওজর ফুরায় না; ভীম বলিল যে,—পূর্ব্বে তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে, ঐ বালিকা আপনার অনুপম রূপ মাধুরীতে সমস্ত অধার্ম্মিককে বিনষ্ট করিবেন। যাহারা নিজে সরল, তাহারা জগৎকে সরল দেখে, শিষ্যেরা এবারও ভীমের আপত্তি শুনিল। কিন্তু ঈশ্বরের বিড়ম্বনা মৃত্যু হইতেও অপরিহার্য্য,—বালিকাটী শৈশবাবস্থাতেই প্রাণত্যাগ করিল। সকল কাজের সীমা আছে, ওজর আপত্তিরও সীমা আছে। ভীম ওজর করিল যে,—বালিকাটী পাপপরিপূরিত সংসারে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। তজ্জন্যই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। এবার তাহার আপত্তি আর শোভা পাইল না। বুদ্ধিমান শিষ্যের মধ্যে অনেকগুলি গুরুত্যাগী হইয়া স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ভুক্ত হইল। পাঠক! বুঝিলেন ত সভ্যতার মাহাত্ম্য কেমন?

আমরা সভ্যতা চাই,—না চাই এমন নয়। কিন্তু চতুর রাজনীতির অভিনেত্রী সভ্যতাকে আমরা দূর হইতে নমস্কার করিয়া,—যাও যাও বলিয়া বিদায় করি, আসিতে বলি না। ধর্ম্মনীতিসম্মত সভ্যতাই ভারতবাসিদের পূজনীয়। যাহা হউক, এখন একটা কথা বলি, জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে এ উৎপাত কেন হইল?—এক জন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির প্রাণ বিনাশের কারণ কি? অজ্ঞতা নয়?—আমাদের প্রজাহিতৈষী সুবিবেচক গবর্ণমেণ্ট তবে কোন বিচারের বশানুবর্ত্তী হইয়া ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা শিক্ষা রহিত করিতে কৃতসংকল্প হইতেছেন? এই কি পুত্রবৎ প্রজাপালন? জাপান পারস্য প্রভৃতি স্বাধীন রাজগণ ইউরোপে গিয়া তথাকার বিদ্যা শিল্প ও অন্যান্য মহোপকারী শাস্ত্র সকল শিখিয়া আসিতেছেন; কেহ বা তথাকার কৃতবিদ্য অধ্যাপক স্বদেশে আনাইয়া প্রজাগণকে বিদ্যা শিক্ষা করাইতেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের এমনি কপাল মন্দ যে, আমরা হাতে মানিক পাইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে তাহা হারাইতেছি। ভারতবর্ষের লোকে কৃতবিদ্য পণ্ডিতে পরিবেষ্টিত হইয়াও সমুচিত বিদ্যা শিক্ষা করিতে পাইবেন না! সাগর সেঁচিয়া জল রাখিবার স্থান হয়, কিন্তু এ খেদ রাখিবার স্থান মিলে কি না সন্দেহ।

এস্থলে সংক্ষেপে সম্বলপুর বৃত্তান্ত বর্ণন অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে না।

সম্বলপুর মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত। ইহা পূর্ব্বে অরণ্যময় ছিল। যাহারা ইহার ইতস্ততঃ ছিল, তাহারা বনমানুষের ন্যায় ফলমূলাদি আহার করিয়া ও পর্ব্বতগুহায় বাস করিয়া কালাতিপাত করিত। ঐ প্রদেশটি পাটনার অধিকারভুক্ত ছিল। ১৪৪৫ খ্রীঃ অব্দে তথাকার রাজা নরসিংহ দেব তাঁহার ভ্রাতা বলরাম দেবকে এই প্রদেশটি দান করেন।

বলরাম দেব সম্বলপুরে মৃগয়া করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন। নানা প্রকার আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া তিনি তথায় নগর নির্ম্মাণের মানস করিলেন এবং জঙ্গল কাটাইয়া দুর্গ ও নগরাদি নির্ম্মাণ করাইতে লাগিলেন। জঙ্গল কাটিতে কাটিতে এক দেবীমূর্ত্তির দর্শন পাইলেন। স্বপ্নযোগে জানিতে পারিলেন যে তাঁহার নাম সমলাইদেবী। এই হেতুক তিনি সে স্থানের নাম "সমলাইপুর" রাখিলেন। ক্রমশঃ লোকের উচ্চারণ দোষে সমলাইপুর হইতে সম্বলপুর হইয়াছে। তদবধি সম্বলপুরে রাজ্য আরম্ভ হইল। সেই রাজসিংহাসনে ক্রমে যে সকল নৃপতি আরোহণ করেন, তাঁহারা স্ব স্ব বাহুবলে নিকটবর্ত্তী চতুষ্পার্শ্বস্থ ১৮ গড়জাতের রাজগণকে জয় করিয়া মহারাজ পদ প্রাপ্ত হন। মহারাজ বলরাম দেব ১৪৪৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৪৯৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র হৃদয়নারায়ণ দেব ১৪৯৩-১৫২৬ পর্য্যন্ত, তৎপরে তাঁহার পুত্র বলভদ্র ১৫২৬—১৫৫৬ পর্য্যন্ত, তৎপরে তাঁহার পুত্র মধুকর ১৫৫৬—১৫৮২ পর্য্যন্ত, ও তদনন্তর তাঁহার পুত্র বলিয়ারসিংহ ১৫৮২—১৬২০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বলিয়ার সিংহের পুত্র রত্নসিংহ ৪ মাস মাত্র রাজত্ব করিয়া কালক্রোড়গত হইলেন। তাঁহার পুত্র ছত্রধর ১৬২০—১৬৬০ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র অজিত সিংহ ১৬৬০—১৭৩২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত, তার পরে তাঁহার [illegible] অভয় সিংহ ১৭৩২—১৭৬৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

শেষোক্ত রাজার রাজ্যারম্ভ সময়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত এক যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়েরা পরাস্ত হইয়া নাগপুর প্রদেশে পলায়ন করে। পরে রাজসভার কোন কোন প্রধান লোক বিদ্রোহী

হইয়া রাজার ভ্রাতা জইৎসিংহকে লইয়া গিয়া রামপুর ও বামড়ার মধ্যস্থিত দলদলী স্থানে দুর্গ প্রাচীরাদি নির্ম্মাণ করেন। ঐ সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা কৌশল ক্রমে জইত সিংহকে কয়েদ করিয়া গড়-মণ্ডলে লইয়া গেল। ইতিমধ্যে অভয় সিংহ নিঃসন্তান ১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার ভ্রাতা বলভদ্র নামে এক বালককে রাজসিংহাসনে বসান হইল। এই রাজা ১৭৭৮—১৭৮৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। জইত সিংহ ঐ সময়ে কোন কৌশলে কারাবিমুক্ত হইয়া সম্বলপুরে আগমন পূর্ব্বক উক্ত রাজার প্রাণদণ্ড করিয়া আপনি রাজা হইলেন।

এই জইত সিংহের রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে রাজা পরাস্ত হইয়া পুত্র সমেত মহারাষ্ট্রীয়দিগের কর্তৃক ধৃত হইয়া চাঁদায় নীত হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী ভূপ সিংহকে শাসন কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। রাজা জইত সিংহ ও তাঁহার পুত্র ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বন্দীদশায় ছিলেন। ঐ সালে ইংরাজ সেনাপতি মেজর রফিস সাহেব তাঁহাকে কারাবিমুক্ত করিয়া সম্বলপুরে আনয়ন করেন। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে জইত সিংহের মৃত্যু হইল। ছোট নাগপুরস্থ ইংরাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহার পুত্রকে খাস সম্বলপুরে রাজা করিয়া গড়জাত মাহাল সমস্ত আপনাদিগের অধীন করিয়া লইলেন। এই সময় অবধি সম্বলপুরে ইংরাজদিগের রাজত্ব আরম্ভ হইল।

উক্ত রাজার ১৮২৭ খ্রীঃ অব্দে কালপ্রাপ্তি হইলে, তাঁহার মহিষী মোহনকুমারী ১৮২৭—১৮৩৪ অব্দ পর্য্যন্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ সিংহকে রাজা করেন। ঐ রাজা ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে নিঃসন্তান হইয়া কালগ্রাসে পতিত হন। তদবধি ইংরাজেরা রাজকার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের অন্য অন্য প্রদেশ যেমন দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া আছে, সম্বলপুরও সেই অবস্থায় অবস্থিত। মূর্খ ও অসভ্য বলিয়াই সম্বলপুরবাসী উক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা সহজে প্রতারিত হইয়াছে। মূর্খ অসহায় ও স্ত্রীলোকেরাই নূতন ধর্ম্ম প্রচারকদিগের সম্বল। তাহারা না থাকিলে ধর্ম্মপ্রচারকদিগের যে কি উপায় হইত, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

মফঃ[illegible] গচ্ছিত রাখিবার
নিয়ম [illegible]।

নব্যতন্ত্রী বিলাতী সিবিলিয়ান প্রভৃতি প্রায় এ দেশে আসিয়া কার্য্য শিক্ষা করেন; অতএব তাঁহাদের বুদ্ধির অপরিণত অবস্থায় কাজের কতদূর বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান রাজস্বসচিব শ্রীযুক্ত মেজর বেয়ারিং সে দলের লোক নহেন। ইনি সকল কাজে পরিপক্ক, রাজস্ববিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন; তাহার সমুচিত পরীক্ষিতও হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার প্রত্যেক কাজের অনুষ্ঠানে আমরা সমধিক হিতের প্রত্যাশা করি। লোকে কথায় বলে, যে খেলিতে জানে, সে কাণা কড়িতেও খেলিতে পারে। সেই ভারতবর্ষ, সেই আয়, সেই ব্যয়; প্রজাগণ সব সেই,—ভেদ কেবল একটী,—সে রাজস্ব সচিব নয়। এই ভারতবর্ষে কত গোল উঠিয়াছিল, এখন ক্রমে সব মিটিয়া যাইতেছে। নৈয়ায়িকেরা বলেন,—অন্যান্য কারণসত্ত্বে যাহার অসদ্ভাবে ফলেরও অসদ্ভাব হয়, তাহাকেই উহার কারণ বলা যায়। অতএব অন্যান্য আর সকলি বিদ্যমান আছে, কেবল সে মন্ত্রী নাই আর পূর্ব্বের মত রাজস্বে সে গোলও নাই। সুতরাং মন্ত্রীর দোষেই এত গোল উঠিয়াছিল। প্রবাদ আছে,—মন্ত্রীর দোষেই রাজা নষ্ট। বাস্তবিক সে কথা মিথ্যা নয়। মন্ত্রদাতা ভাল হইলে চতুর্দ্দিকে কল্যাণ বিরাজমান থাকে।

মেজর বেয়ারিং এ দেশীয় প্রজাসমূহের অবস্থার উন্নতির জন্য অনেক উপায় করিতেছেন। পোষ্ট আফিসে টাকা গচ্ছিত রাখিবার কল্পনা পূর্ব্ব হইতে চলিতেছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এইবার তাহা সিদ্ধ হইবে এমন সম্ভাবনা হইয়াছে। কৃষক ও অন্যান্য সামান্য ব্যক্তি টাকা সঞ্চিত রাখিবে মফস্বলে এমন স্থান নাই। সচরাচর মধ্যবিত্ত কৃষকদিগের হাতে এককালে অধিক টাকা আইসে না। কচিৎ কখন দুই এক টাকা হাতে আসিলে প্রায় তাহা খরচ হইয়া যায়। কিন্তু ঐ টাকা অল্পে অল্পে কোন স্থানে সঞ্চিত রাখিতে পারিলে কিছু দিনে যাহা হউক তবু কিঞ্চিৎ পুঁজি হয়। এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া প্রজাহিতৈষী রাজস্বসচিব ডাকঘরে টাকা গচ্ছিত রাখিবার নিমিত্ত এক একটী ব্যাঙ্ক খুলিবার মানস করিয়াছেন। এই সদনুষ্ঠান প্রজার পক্ষে পরম হিতকর।

টাকা জমা দিবার পূর্ব্বে সকলেই ব্যাঙ্কের নিয়মগুলি উত্তমরূপে পড়িবেন। যিনি পড়িতে অক্ষম, তিনি অন্যের দ্বারা পড়াইয়া নিয়মগুলির মর্ম্ম জ্ঞাত হইবেন। তৎপরে আবেদন পত্রে স্বীয় নামধাম ব্যবসায় জাতি ও পিতার নাম বিবৃত করিয়া পত্রখানি নিকটবর্ত্তী ডাকঘরে দাখিল করিতে হইবে। স্বাক্ষরকারী স্বয়ং উপস্থিত না হইলেও চলিবে। স্বাক্ষরিতপত্রে এইরূপ লিখিত থাকিবে যে, তিনি সেবিংব্যাঙ্কের নিয়মাবলী পাঠ করিয়া কিম্বা শুনিয়া অবগত হইয়াছেন এবং তাহাতে স্বীকৃত আছেন। যে ব্যক্তি লিখিতে অশক্ত, তিনি এক জন সাক্ষিসমেত ডাকঘরের ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইবেন। পরে তাঁহার প্রতিজ্ঞাপত্রে ঐ সাক্ষী স্বাক্ষর করিলে তিনি তাঁহার নামের উপর টিপসহি কিম্বা মোহর থাকিলে মোহর করিয়া দিবেন।

নাবালক কিম্বা বিবাহিতা বা অবিবাহিতা স্ত্রী সকলেই স্ব স্ব নামে টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারিবে। পিতা মাতা কিম্বা অন্য কোন আত্মীয় স্বজন বালক বালিকার নামে টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারিবে। যে কোন জাতি কি ধর্ম্মাবলম্বী হউক না, অষ্টাদশবর্ষে সকলেই বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে। কোন ব্যক্তি আপনার নামে দুই বা ততোধিক হিসাব খুলিতে পারিবে না। কিন্তু নিজ নামে টাকা গচ্ছিত রাখিলে সে ব্যক্তি অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বালিকার নামে টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারিবে, কোন প্রতিবন্ধ থাকিবে না। আবার নাবালকের নামে অপরে যেমন টাকা জমা দিতে পারিবে, তেমনি স্বয়ং নাবালকেরাও স্ব স্ব নামে টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারিবে। যদি কোন ব্যক্তি আপনার নামে টাকা জমা দেয়, আর তাহার পত্নীর স্বোপার্জ্জিত ধন থাকে, তাহা হইলে সেই পত্নী নিজ নামে জমা রাখিতে পারিবে; কিন্তু স্বোপার্জ্জিত ধন না হইলে এমন ক্ষেত্রে আর পৃথক জমা গৃহীত হইবে না। জেলার ব্যাঙ্কে যদি কেহ টাকা গচ্ছিত রাখেন, তাহা হইলে তিনি সদর পোষ্ট আফিসের ব্যাঙ্কে আর টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারিবেন না। জামিনী টাকা কিম্বা দুই বা ততোধিক ব্যক্তির অধিকৃত টাকা গৃহীত হইবে না। কিন্তু বহুজন মিলিত কোন বিশেষ নামের কারবারের টাকা গ্রহণ করা যাইবে। টাকা গচ্ছিত রাখিবার কালে ।০ চারি আনা, ॥০ আট আনা ৸০ বার আনা এবং পূর্ণ টাকা গৃহীত হইবে; কিন্তু ।/০, ।৶০, ॥/০, ৸৶০, ১৶ এরূপ গৃহীত হইবে না। ৩১ এ মার্চ্চ হইতে আগামী বর্ষের ১ লা এপ্রেলের মধ্যে অর্থাৎ সম্বৎসরের ভিতরে কেহ ৫০০ পাঁচ শত টাকার অধিক গচ্ছিত রাখিতে পারিবে না। গচ্ছিত টাকার উপর বাৎসরিক শতকরা ৩৸০ হিসাবে সুদ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। বৎসরের শেষে প্রাপ্য সুদ মূলধনের সঙ্গে পরিগণিত হইবে এবং তাহার উপরও সুদ চলিতে থাকিবে। কিয়দংশ টাকা বাহির করিয়া লইতে ইচ্ছা করিলে সপ্তাহের মধ্যে একবার টাকা পাইবে। কেহ ভাঙ্গা অঙ্কের আনা কিম্বা টাকা বাহির করিতে পারিবে না। সমস্ত টাকা আবশ্যক হইলেও বাহির করিতে পারিবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বালিকারা স্বীয় নামে টাকা গচ্ছিত রাখিলে

স্বয়ং তাহা বাহির করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু তাহাদের নামে অন্য কেহ টাকা গচ্ছিত রাখিলে নিকট অভিভাবক কর্ত্তৃপক্ষ ভিন্ন সে টাকা অন্য কেহ বাহির করিতে পারিবে না।

টাকার হিসাব এক খানি খাতায় লিখিত থাকিবে। গচ্ছিত টাকা, প্রতিগৃহীত টাকা, এবং টাকার সুদ ঐ খাতায় লিখিত থাকিবে। দৈবাৎ ঐ খাতা হারাইলে ১ এক টাকা মূল্য দিয়া আর এক খানি ক্রয় করিয়া লইতে হইবে। যিনি টাকা জমা দিবেন, তাঁহার নিকট ঐ খাতা খানি থাকিবে। টাকা জমা দিবার সময় কিম্বা বাহির করিয়া লইবার সময় ঐ খাতা সমেত ডাক ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইতে হইবে। বহিতে টাকার হিসাব তুলিয়া পোষ্ট মাষ্টার তাহাতে নিজের নাম স্বাক্ষর এবং ডাকঘরের মোহর অঙ্কিত করিবেন। ঐ খাতা পাইয়া সকলেই এক খানি রসিদ লিখিয়া দিবেন। ঐ হিসাবের খাতায় যে সকল টাকা লিখিত থাকিবে না, পোষ্ট মাষ্টার তজ্জন্য দায়ী হইবেন না। হিসাবে কোন কাটার চিহ্ন লক্ষিত হইলে পোষ্ট মাষ্টার জেনেরলকে তদ্বিষয় জ্ঞাত করিতে হইবে, এবং এই আপত্তি পরিষ্কার না হইলে পুনর্ব্বার টাকা গচ্ছিত রাখিবে না। যদি সহস্র মুদ্রার অনধিক টাকা গচ্ছিত রাখিয়া কাহারও মৃত্যু হয়; এবং তিন মাসের মধ্যে যদি কেহ তৎকর্ত্তৃক উইল পত্র কিম্বা ১৮৬০ সালের ২৭ আইন অনুসারে সার্টিফিকেট দাখিল করিতে না পারে, তবে পোষ্ট মাষ্টার জেনেরলের নিকট যিনি সেই টাকার ন্যায্য অধিকারী বলিয়া উপস্থিত হইবেন, তিনিই তাহা পাইবেন। কোন ব্যক্তি উন্মত্ত কিম্বা বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহে অশক্ত হইলে তাঁহাদেরও টাকা ঐরূপে দেওয়া যাইবে।

ডাক ঘরে ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলে দরিদ্র লোকের হাতে কিছু কিছু অর্থ সংযোগ হইতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উপরের লিখিত কয়েকটী নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। স্বামীর নামে ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত থাকিলে তদীয় পত্নী কেবল স্বোপার্জ্জিত ধন আপনার নামে গচ্ছিত করিতে পারিবেন। এ নিয়মটী বড় সঙ্গত নয়। বোধ হইতেছে, এ প্রকার নিয়ম বিধি বদ্ধ থাকিলে টাকা জমা লইবার সময় বিস্তর গোল উঠিবে। পোষ্ট মাষ্টার কিরূপে জানিতে পারিবেন যে, কোন স্ত্রীলোকের ধন তাহার স্বীয় উপার্জ্জিত কি না? আমাদের বিবেচনায় এ নিয়মটী পরিত্যক্ত হইলেই ভাল হয়। এ বিধির বিশেষ কোন উপকারিতা দৃষ্ট হয় না। আর একটী কথা উল্লিখিত হইয়াছে যে, জেলার ব্যাঙ্কে কেহ টাকা গচ্ছিত রাখিলে, তিনি আর মফস্বলের ডাকঘরে টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারিবেন না। এ নিয়মটীও আমাদের যুক্তিযুক্ত বোধ হইল না। অনেক ক্ষুদ্র কারবারী ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদিগকে নগদ টাকা লইয়া দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ের নিমিত্ত স্থানে স্থানে যাইতে হয়। নগদ টাকা সঙ্গে থাকিলে এক এক সময় বিপদও ঘটে। কিন্তু স্থানে স্থানের ব্যাঙ্কে তাঁহাদের নামে টাকা গচ্ছিত থাকিলে কেবল খাতা খানি সঙ্গে লইয়া গমন করিলেই হইল, কোন বিঘ্ন বিপত্তির আশঙ্কা থাকে না। এইরূপে অনেক কাজে লোকের বিস্তর সুবিধা হইতে পারে।

ব্যাঙ্কে সহস্র টাকা গচ্ছিত রাখিয়া কাহারও মৃত্যু হইলে উইল ও সার্টিফিকেটের অসদ্ভাবে উত্তরাধিকারী যিনি টাকার দাবী করিবেন, পোষ্ট মাষ্টার জেনরেল তাঁহাকেই উক্ত টাকা দিবেন। এ নিয়মটীও সুসঙ্গত নহে। সময়ে সময়ে প্রতারকের হস্তে টাকা পড়িতে পারে। আমাদের বিবেচনায় কোন ব্যক্তির মৃত্যুসংবাদ ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইলে পোষ্ট মাষ্টার তাঁহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী নির্ণয় করিয়া যেন টাকা দেন।

এতদ্দেশস্থ ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগের বিদ্যাশিক্ষার উপায় বিধান।

লোকসংখ্যায় প্রকাশ পাইয়াছে যে বঙ্গদেশ, বেহার, উড়িষ্যা, উত্তর পশ্চিম অঞ্চল, পঞ্জাব, মধ্য প্রদেশ, আসাম, বেরার, আজমীর, ও রাজপুতনায় ১৩,৫৬৭টী শিক্ষা গ্রহণের যোগ্য বয়স্ক ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গি বালক আছে। তন্মধ্যে ৮৫০০টী বালক বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে অপর ৫০৬৭টী বালক শিক্ষা পাইতেছে না। ইহার মধ্যে ৫০০০ বালকের কলিকাতায় বাস, তাহাদের ১০০০ শিক্ষালাভ করিতে পায় না। অবশিষ্ট ৮৫৬৭ টী কলিকাতার বাহিরে নানাস্থাননিবাসী। বহিঃস্থানবাসী ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গি বালকদিগের কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধেক অংশ শিক্ষালাভ করিতেছে, অবশিষ্ট কিঞ্চিদূন অর্দ্ধেক অংশ কোন শিক্ষাই পাইতেছে না। যাহাতে ইহাদের সকলের বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা হয় এজন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ চেষ্টান্বিত হইয়াছেন। এ চেষ্টা গবর্ণমেণ্টের নূতন নহে, লর্ড-ক্যানিঙের সময় হইতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন তৎপরে প্রায় সকল গবর্ণর জেনেরলই এ বিষয়ে কিছু না কিছু মনোযোগ দিয়া গিয়াছেন। বিশ বৎসর অতীত হইল লর্ড ক্যানিং এতদ্দেশস্থ ইউরোপীয়দিগের দুর্দ্দশা ও তাহাদের পুত্র কন্যার শিক্ষা দানে অনাস্থা দেখিয়া বলিয়াছিলেন এটা একটা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের স্থায়ী দুর্নাম ও কলঙ্ক। সেই দুর্নাম ও কলঙ্ক অপনোদনার্থ যত্নবান হইয়াও তাঁহাকে নানা গুরুতর বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিতে হওয়াতে তিনি উদ্দিষ্ট বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইতিপূর্ব্বে বিখ্যাতনামা সর হেনরি লরেন্স সৈনিক পুত্রদিগের লেখাপড়া শিক্ষার জন্য পঞ্জাব অঞ্চলে কয়েকটী মিলিটারি আসাইলম নামক পাঠশালা ও বোর্ডিং প্রতিষ্ঠিত করেন। যে সকল সৈনিক পুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করে, যে সকল সৈনিকদিগের পুত্রগণের শৈশব কালে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে দারিদ্র্য নিবন্ধন লেখা পড়া শিখিবার সুযোগ হয় না এবং যাহারা বিদ্যালয়ের ব্যয় যোগাইতে সামর্থ নহে, তাহারা ঐ সকল মিলিটারি আসাইলমে বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে। এই সকল বিদ্যালয়ের অবস্থা ও পঠনপাঠনাদির প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য ১৮৭৪ অব্দে লর্ড নর্থব্রুক এক কমিশন নিয়োগ করেন এবং অপর "দরিদ্র শ্বেতকায় পুরুষদিগের" বিদ্যা শিক্ষার উপায় স্থির করিতে আদেশ দেন। ১৮৭৯ অব্দে লর্ড লিটন এই বিষয়ের জন্য তাঁহার সহযোগী সর জন ষ্ট্রাচি, সার এডউইন জনসন [illegible] বর পশ্চিম প্রদেশের ও পঞ্জাবের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরদিগকে কমিটী স্বরূপে নিয়োগ করেন। এই কমিটীর সভ্যদিগকে তিনি এই উপদেশ দেন যেন তাঁহারা বঙ্গদেশীয় ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগের শিক্ষার জন্য সম্যক উপায় স্থির করিয়া দেন।

সম্প্রতি লর্ড রিপন সেই উপায় স্থির করিয়া এক [illegible] করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় তিনি কতকগুলি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনের সংকল্প করিয়াছেন, এবং অপর কতকগুলি বিদ্যালয়ে অর্থ সাহায্য দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়গুলি দেশীয় বিদ্যালয় হইতে স্বতন্ত্র হইবে। দেশীয় ছাত্রেরা এই সকল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে পাইবে না এবং দেশীয় বিদ্যালয়ের সহিত ইহাদের কিছুমাত্র সংস্রব থাকিবে না। এইরূপ স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করিবার উদ্দেশে তিনি যে [illegible] কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন আমরা সেই কারণ গুলির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। কারণ গুলি এই।—

১। দেশীয়দিগের শিক্ষার জন্য নানাস্থানে যে সকল বিদ্যালয় আছে তাহাতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হয় না। এমন কি সেই সমুদায় বিদ্যালয়ে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের নাম গন্ধ নাই।

২। কলিকাতার বা হবে যে খানে যে খানে ইউরোপীয়েরা থাকে তথায় ইউরোপীয় বালিকার অধ্যয়নের উপযোগী একটীও বিদ্যালয় নাই। তাহাদের পাঠের সুবিধা হয় না।

৩। কলিকাতার বাহিরে যে যে স্থানে ইউরোপীয়দিগের বাস সর্ব্বত্রই তাহার অনেক দূরে থাকে। দেশীয় বালকদিগের শিক্ষার্থ বিদ্যালয়গুলি দেশীয়দিগের আবাস স্থানের সন্নিকটে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই উষ্ণ প্রধান দেশে ইউরোপীয়দিগের ছোট ছোট বালক বালিকার দূর হইতে যাতায়াত করা অতিশয় কষ্টকর।

গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞাপত্রের এই যুক্তিগুলি পাঠ করিলে আপাততঃ প্রতীয়মান হইবে যে এই যুক্তিগুলি অকর্ম্মণ্য নহে; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলগুলি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলিয়া বোধ হয় না। গবর্ণমেণ্ট যে ধর্ম্মশিক্ষার আপত্তি করিয়াছেন সেটী সুসঙ্গত বোধ হইতেছে না। প্রজাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া গবর্ণমেণ্টের যে একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমাদের ইহা কোন রূপেই বোধগম্য হইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের ইহ সংসারের সুখ স্বচ্ছন্দ সম্পাদন করিয়া থাকেন, ইহাই গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য; কিন্তু পরলোকের সুখ স্বচ্ছন্দের সহিত গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের সম্পর্ক যে কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ভাল যদি ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ান গবর্ণমেণ্টের কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইল, তাহা হইলে কথা এই গবর্ণমেণ্ট যে সকল বিদ্যালয় খুলিবার প্রস্তাব করিতেছেন তাহাতে নানা প্রকার ধর্ম্মাবলম্বী খ্রীষ্টিয়ান বালক অধ্যয়ন করিবে। এখন জিজ্ঞাসা এই এই সকল বালকদিগকে বিভিন্ন প্রকার কি এক প্রকার ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হইবে? যদি এক প্রকার ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয় তাহা হইলে অপর ধর্ম্মাবলম্বী বালকেরা ঐ ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবে কেন? আর যদি নানা প্রকার ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া অভিপ্রেত হয় তাহার সুবিধাই বা কিরূপে হইবে?

গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় আপত্তি অতি সঙ্গত, আমরা তাহার সম্যক অনুমোদন করি। আমাদের ইচ্ছা এই যে নানাস্থানে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক। যাহাতে ইংরাজ, ফিরিঙ্গি, ও বাঙ্গালীর কন্যাগণ সর্ব্বত্র স্ব স্ব সুবিধামত বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারেন তাহার উপায় করিয়া দেওয়া হউক।

প্রতিজ্ঞাপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে বাহিরে যে যে স্থানে ইউরোপীয়ের বাস সেখান হইতে দেশীয়দিগের আবাসস্থান অনেক দূর। দূরত্ব-নিবন্ধন এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ইউরোপীয় বালকদিগের দেশীয়দিগের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের বিস্তর অসুবিধা হয়। আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে এই অসুবিধা দূর করিবার কি আর কোন উপায় নাই? পৃথক বিদ্যালয় না করিয়া উভয়ের মধ্যস্থলে সাধারণের পাঠোপযোগী এক একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলে কি সকল দিকে সুবিধা হয় না? এরূপ পৃথক বিদ্যালয় হইলে যে ব্যয় বাহুল্য হইবে, এক স্থানে বিদ্যালয় হইলে কি তদপেক্ষা ন্যূন ব্যয়ে পঠন পাঠনাদির বিশেষ উন্নতি হইবে না? এতদ্ভিন্ন ছাত্রদিগকে বিদ্যালয়ে আনয়ন করিবার জন্য যদি দুই এক খানি গাড়ি রাখিলে কি সকল দিকে সুবিধা হয় না?

আমাদের বিবেচনায় গবর্ণমেণ্টের এই প্রস্তাবটি নিতান্ত অযৌক্তিক হইয়াছে। ইহাতে বরং জাতিগত বিদ্বেষের হ্রাস না হইয়া যাহাতে তাহা বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয় তাহারই উপায় বিধান করা হইয়াছে। কোথায় গবর্ণমেণ্ট এই জাতিগত বিদ্বেষের অপনয়নের চেষ্টা করিবেন না তাঁহাদের কার্য্যে ইহা বর্দ্ধিত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আমরা বলি গবর্ণমেণ্ট যখন ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগের বিদ্যাশিক্ষা দিবার ও তাহাদের উন্নতি সাধন করিবার সংকল্প করিয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন তখন যাহাতে ঐ সকল বিদ্যালয়ে দেশীয়েরাও অধ্যয়ন করিতে পারে তাঁহারা তাহার সুবিধা করিয়া দিউন। ইহার ফল বিলক্ষণ উপাদের হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাতে দেশীয় ও ইউরোপীয় জাতির বিদ্বেষ অপনীত হইবার সুযোগ হইবে। শৈশবকাল হইতে উভয় জাতির বালকেরা একত্র সহবাস করাতে এবং অধ্যয়নের উৎকর্ষাপকর্ষ নিবন্ধন উভয় জাতির সংঘর্ষ হওয়াতে উভয় জাতির জাতিগত বিদ্বেষ অপনীত হইবে, পরস্পরে প্রণয় ও অনুরাগ জন্মিবে, এবং বিদ্যাশিক্ষারও বিশেষ উন্নতি হইবে

গবর্ণমেণ্ট স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপনের যে সংকল্প করিয়াছেন তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। খ্রীষ্টীয় মিসনরিদিগের ন্যায় ইউরোপীয়েরা এক একটী সভা করিয়া চাঁদায় অর্থ সংগ্রহ করুন। সেই সভা প্রয়োজনানুসারে স্থানে স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবেন। গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কেবল সাহায্য দান করুন, তাহা হইলে কেবল যে ব্যয়ের লাঘব হইবে এরূপ নহে ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের বিশেষ যত্ন প্রকাশ হওয়াতে যে পক্ষপাত দোষের প্রসঙ্গ হইতেছে, তাহারও অনেকটা অপনয়ন হইবে। উপস্থিত স্থলে গবর্ণমেণ্ট যেরূপে ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগের বালক সংখ্যা করিয়া তাহাদের বিদ্যা শিক্ষার উপায় বিধান করিতেছেন দেশীয় বালকদিগের সংখ্যা করিয়া তাহাদিগের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে কি সেইরূপ যত্ন করিয়া থাকেন?

ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটরির আদেশ মতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনানুরূপ দ্রব্যাদি এ দেশে পাওয়া যাইলে বিলাত হইতে আর আনয়ন করিবেন না এই যে সংকল্প করিয়াছেন সেই সংকল্প অনুসারে কিছু দিন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গেজেটে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এই এক সংকল্প প্রকাশিত হইয়াছে, যে রুড়কি ও আলিগড়ের কারখানায় এক্ষণে যে বাক্সর কল, চাবি, ও কুলুপ প্রস্তুত হইতেছে, এবং তুলাদণ্ড, হাতুড়ি, নেহাই, প্রভৃতি কামারের কার্য্যোপযোগী দ্রব্যাদি যাহা রুড়কির কারখানায় এবং কলিকাতায় জেসপ, বর্ণ, অপকার এবং ম্যারিলিয়ার ও এডওয়ার্ডস কোম্পানির কারখানায় প্রস্তুত হয়, এবং বোম্বাইয়ের দুই একটী কারখানায় যাহা প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা; পিত্তল ও লৌহের ইষ্টকল, কজা, রাণীগঞ্জের পাথরের পাত্রাদি, এবং পাথরিয়া কয়লা ও কোক কয়লা ইউরোপ হইতে আর আনীত হইবে না। এই সমুদায় দ্রব্য ভারতবর্ষে অল্প ব্যয়ে ও অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট আরও এই নিয়ম করিয়াছেন যে বিলাত হইতে এই সকল দ্রব্যাদি আনয়ন করিতে যে ব্যয় পড়ে এখানে তদপেক্ষা যদি অধিক ব্যয় না হয়, অথচ বিলাতের অনুরূপ দ্রব্যাদি এখান হইতেই মিলে তাহা হইলে, তাহা বিলাত হইতে আনীত হইবে না। আমরা গবর্ণমেণ্টের এই আদেশে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। ইহাতে দেশীয় শিল্পের বিলক্ষণ উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই।

প্রতি বৎসর গবর্ণর জেনেরল ও গবর্ণমেণ্টের কয়েকটী আপিষের কর্ম্মচারিদিগের সিমলা যাতায়াতে বিস্তর অর্থ অনর্থক ব্যয় হয় বলিয়া আমরা বহুকালাবধি তাহার প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে কর্ণপাতও করেন নাই। গবর্ণর জেনেরলের সমভিব্যাহারে যে সকল আপিষ সিমলায় গিয়া থাকে, তাহার অনেকগুলির সিমলা গমনের কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখা যায় না, অথচ সে গুলিও সিমলায় প্রতি বৎসর প্রেরিত হয়। গত ৩১ এ অক্টোবর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ দিয়াছেন যে, অতঃপর একাউণ্টাণ্ট জেনেরল ও তাঁহার আপিষ, সৈনিক বিভাগ, পূর্ত্তকার্য্য বিভাগ, সর্জ্জন জেনেরল, ডাক বিভাগের ডাইরেক্টর জেনেরল, টেলিগ্রাফ বিভাগের ডাইরেক্টর জেনেরল, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মিটিওরলজিক্যাল সংবাদদাতা ও প্রেশকমিশনর নিজ নিজ কার্য্যালয় সহিত প্রতি বৎসর সিমলায় গমন করিবেন। ভূগোল ও জরিপ বিভাগের ডাইরেক্টর এক্ষণে সিমলায় আপিষ স্থাপন করিয়াছেন, তজ্জন্য ব্যয়বাহুল্য হইবেক না। অর্ডনান্সের ইনস্পেক্টর জেনেরল, গবর্ণমেণ্টের অপশিক্ষা কার্য্যের ইনস্পেক্টর আর

সিমলায় গমন করিবে না। বঙ্গদেশীয় সৈনিক বিভাগের সর্জ্জন জেনেরল, স্বাস্থ্যরক্ষার কমিশনর, ষ্টেট রেলওয়ে সমূহের ডিরেক্টর জেনেরল, মিলিটারি বিভাগের ইনস্পেক্টর জেনেরল এবং ঠগি ও ডাকাইতি নিবারণের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই কয়েক জনের আপিস এক্ষণে সিমলায় স্থায়ী হইয়াছে এবং সৈনিক বিভাগের একটী আপিস ও বঙ্গদেশীয় কামিশারি জেনেরলের আপিস ও আগামী বৎসর হইতে তথায় স্থায়ী হইবে। যাঁহারা আপাততঃ সপরিবারে সিমলা যাতায়াতের ব্যয় পাইতেছেন তাঁহাদিগকে এই ব্যয় দেওয়া হইবে বটে কিন্তু অতঃপর যে সকল কর্ম্মচারী নূতন সিমলায় যাইবেন, তাঁহারা এই ব্যয় পাইবেন না।

দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যে অর্থ ভারতবর্ষের ধনাগারে সঞ্চিত হইয়া থাকে, ঐ অর্থ লর্ড লিটনের শাসন কালে আফগান যুদ্ধে ব্যয় হইয়া যায়। যখন এই অর্থ সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব হয়, তৎকালে গবর্ণমেণ্ট এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, এই অর্থ কেবল দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সঞ্চিত থাকিবে, এবং দুর্ভিক্ষ ভিন্ন উহা আর কিছুতেই ব্যয় করা হইবে না। কিন্তু যখন আফগান যুদ্ধের ঘোরতর দায় আসিয়া গবর্ণমেণ্টের শিরে পতিত হইল, যখন স্রোতের ন্যায় টাকা বাহির হইতে লাগিল, যখন ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম কোন হইতে "আন টাকা" "আন টাকা" শব্দ উঠিল, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানশূন্য হইয়া গবর্ণমেণ্ট যেখানে যাহা পাইলেন, তাহা খরচ করিতে লাগিলেন। তখন মান রক্ষা করা চাই, তখনই দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সঞ্চিত ধন উহাতে ব্যয় হইয়া গিয়াছিল। এবার যুদ্ধ নাই, দুর্ভিক্ষ নাই, গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কোন বিপদ নাই। দুর্ভিক্ষের টাকাও সঞ্চিত রহিয়াছে। এ বৎসর সর্ব্বত্র যেরূপ শস্য উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে ১৮৮২-৮৩ অব্দে যে দুর্ভিক্ষ হইবে তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। এজন্য গবর্ণমেণ্ট সংকল্প করিয়াছেন যে, ১৮৮১-৮২ অব্দে দুর্ভিক্ষের জন্য যে সঞ্চিত ধন আছে এবং ১৮৮২-৮৩ অব্দে যে অর্থ ঐ বিষয়ের জন্য সঞ্চিত হইবে, উহা রাজস্ব বিভাগের ১৮৮১-৮২ অব্দের প্রতিজ্ঞার ৫৭ ও ৬৬ ধারা মতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ঋণ শোধে ব্যয়িত হইবে। আপাততঃ এই বিষয়ের জন্য গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে পঁচাত্তর লক্ষ মুদ্রা সঞ্চিত আছে, এবং ১৮৮২-৮৩ অব্দে যে ৭২২,০০০ টাকা সঞ্চিত হইবে, ঐ অর্থ নিম্নের নিয়ম অনুসারে ঋণশোধকার্য্যে ব্যয়িত হইবে:—

১। আপাততঃ চারি টাকা সুদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যে ২২,১৮,০০০ টাকা কোম্পানীর কাগজ ঋণ আছে ১৮৮২ অব্দের ১১ ই ফেবরুয়ারি তাহা পরিশোধ দেওয়া হইবে। ঐ দিবস ঋণ দাতারা যদি ঐ টাকা গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে তাহার সুদ আর চলিবে না।

২। ১৮৬৭-৬৮ অব্দের পাঁচ টাকা সুদি যে ৬০,০৩,০০০ টাকা দেনা আছে ১৮৮২ অব্দের ১ লা জুন তাহা শোধ দেওয়া হইবে। ঐ দিনের পর আর তাহার সুদ চলিবে না।

লর্ড রিপণের এই অক্ষয় কীর্ত্তি ভারতবর্ষে চিরস্মরণীয় থাকিবে। ভারতবর্ষ ক্রমশঃ ঋণজালে জড়িত হইতেছিল, ক্রমশঃ ডুবিতে ছিল—দেনায় দেনায় এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যায় যায় হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু লর্ড রিপন এই ঋণজাল হইতে ভারতবর্ষকে ক্রমশঃ মুক্ত করিতে প্রস্তুত হইতেছেন। যে ঋণ হ্রাস করিতে মহামতি লর্ড নর্থব্রুক পারেন নাই, লর্ড লিটন যে ঋণের বৃদ্ধি করিতেছিলেন, সেই ঋণ ৩. ক্রমশঃ শোধ হইতে চলিল, ইহার ন্যায় লর্ড রিপনের গৌরব আর কি আছে। তিনি ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পুস্তক সমালোচনা।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

এখানি কথা নামে গদ্য কাব্য। আমরা যে পরিচয় দিলাম, বোধ হয় স্পষ্ট হইল না। ইহার স্পষ্ট পরিচয় এই, এক্ষণে যে নূতন ধরণের উপন্যাস লিখিবার রীতি হইয়াছে, এখানি সেই উপন্যাস। বালকেরা মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া যে উপন্যাস শুনিয়া থাকে, এ সে উপন্যাস নয়। ইহাতে কল্পনাচাতুর্য্য, রচনালালিত্য, বর্ণনার চমৎকারত্ব ও রসভাব-যোজনা-নৈপুণ্য চাই। কবিরা নবরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রসঙ্গ সঙ্গতি ক্রমে সেই নব রসের উপন্যাস করিতে না পারিলে উপন্যাসের শোভা হয় না। সেই নবরসে আবার এরূপে উপন্যাস করিতে হইবে যে পাঠক পাঠের সময়ে তন্ময় হইয়া যাইবেন। সেই সেই রসগুলি মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহার হৃদয়কে মাতাইয়া তুলিবে। আমরা উপন্যাসের উৎকর্ষবিধায়ক যে গুণগুলির বর্ণন করিলাম, উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথাতে তাহার অনেক গুলির সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। পাঠ করিয়া অনেক স্থলে ভাবতরঙ্গের উচ্ছ্বাস হইয়া আমাদের হৃদয় আন্দোলিত হইল। আরব্ধ গ্রন্থভাগের পরিসমাপ্তি করা পর্য্যন্ত আমরা বিসম আনন্দ অনুভব করিলাম, এবং গ্রন্থকারের লিপিচাতুর্য্য দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে অনেক বার ধন্যবাদ প্রদান করিলাম।

মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশ। শ্রীবিপিনবেহারি ঘোষাল কর্ত্তৃক সংকলিত। কলিকাতা গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৮৮১।

ঘোষাল মহাশয় এই পুস্তকখানিতে নিজের মত কিছুই প্রকাশ করেন নাই; আর্য্য ঋষিগণ মুক্তি সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তিনি ইহাতে তৎসমুদায় সংকলিত করিয়াছেন। পুস্তকখানি প্রশংসার যোগ্য।

আজিকাল বঙ্গদেশে সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা একরূপ বন্ধ হইয়াছে বলিলেই হয়। এমন সময়ে বেদ বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ, ও তন্ত্রাদি হইতে উপদেশ সংগ্রহ করা এবং পাঠকদিগের উপকারার্থ জনসমাজে অর্পণ করা অতি গৌরবের কার্য্য বিপিনবেহারি ঘোষাল তাহা করিয়া আমাদের ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছেন।

এই গ্রন্থে মুক্তির প্রকারভেদ, জীবন্মুক্ত অবস্থা সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম, দ্বৈত ও অদ্বৈত বাদ, ইন্দ্রিয় সংযমের আবশ্যকতা, ইন্দ্রিয় সংযমের উপায়, শরীরের উপর মনের অধিকার, মনঃ সংযমনের উপায়, উপাসনা, যোগ, সমাধি, কর্ম্মত্যাগ, সন্ন্যাস, বিষয়সুখ ও ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি বিষয় বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থ শেষে সংকলয়িতা ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে "একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের প্রতি সুদৃঢ় ভক্তি যোগ ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না।"

যে যে পুস্তক হইতে প্রমাণ সংকলন করিয়া এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে তাহাদের নাম নিম্নে প্রকটিত হইল:- অষ্টাবক্র সংহিতা, আত্মবোধ, উত্তর গীতা, কঠোপনিষৎ কুলার্ণব তন্ত্র, দক্ষস্মৃতি, পঞ্চদশী, প্রশ্নোপনিষৎ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, মনুসংহিতা, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, মহাভারত, মুণ্ডকোপনিষৎ যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, যোগবশিষ্ঠ, বিষ্ণুপুরাণ, বেদান্ত দর্শন, ভগবদগীতা, ভাগবত, ইত্যাদি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৫ ই নবেম্বর। সেক্রেটারির অধীনস্থ ল্যাণ্ড কমিশনর [illegible] অতিরিক্ত খাজনা কমাইয়া দিয়াছেন।

প্যারিস ৮ ই নবেম্বর। ৭ম, জুলেস ফেরি ডেপুটি সভায় বলিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্টের টিউনিশ সম্বন্ধীয় রাজনীতির দোষ [illegible] যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহার উত্তর দিবার জন্য তিনি আপাততঃ কর্ম্মত্যাগ করিবেন না।

লণ্ডন ৬ ই নবেম্বর। ক্যানেডার গবর্ণর জেনেরল ইংলণ্ড যাইতেছেন।

[illegible] ৫ ই নবেম্বর। আলজিরিয়ার গবর্ণর জেনেরল [illegible] করিয়াছেন।

লণ্ডন ৮ ই নবেম্বর। আইরিস ল্যাণ্ড কমিশনের [illegible]

এত [illegible] হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট সব কমিশন নিয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ভিয়েনা ৮ ই নবেম্বর। ব্যারন ডি ক্যালে অষ্ট্রীয়ার পার্লিয়ামেণ্ট সভায় বলিয়াছেন যে ইটালির রাজা বিয়েনায় আগমন করাতে প্রকাশ পাইতেছে যে অষ্ট্রীয়ার সহিত ইটালির বিবাদের কোন আশঙ্কা নাই।

[illegible] ৮ ই নবেম্বর। টিউনিসের অনেক [illegible] গবর্ণমেণ্টের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে।

বিয়েনা ৮ ই নবেম্বর। রোমানিয়ার [illegible] ইংলণ্ডের মন্ত্রী গ্লাডষ্টোনের নিকট অষ্ট্রীয়ার [illegible] বিরুদ্ধে এই বলিয়া এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন যে ঐ গবর্ণমেণ্ট রোমানিয়ার [illegible] করিতেছেন।

বার্লিন ৮ ই নবেম্বর। [illegible] সভার সভ্য নির্ব্বাচনের ফল এই যে [illegible] [illegible] হইয়াছেন।

[illegible] ৮ ই নবেম্বর। [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে যে [illegible] মন্ত্রী [illegible] অভিলাষ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১০ ই নবেম্বর। গত [illegible] লর্ড মেয়র গ্লাডষ্টোনকে ভোজ দেন। [illegible] কালে গ্লাডষ্টোন বলিয়াছেন যে আইরিস ভূমিসম্বন্ধীয় আইনে [illegible] বিশেষ লাভ হইয়াছে। এই লাভ [illegible] আইন [illegible] বিশ্বাস আছে। [illegible] আবশ্যক [illegible] প্রত্যাশা [illegible] আফগানিস্থান সম্বন্ধে তিনি [illegible] যে [illegible]

[illegible] প্রাতর্ভোজন [illegible] আর [illegible] এই [illegible] বলিয়াছেন যে [illegible] কেন [illegible]

[illegible]

[illegible] বলিয়াছেন যে [illegible] কোন [illegible]

[illegible] দিতে [illegible]

[illegible] ২০ এ সেপ্টেম্বর [illegible]

[illegible] হইতে অনেক [illegible] সেই স্থানে [illegible] সম্বন্ধীয় [illegible]

লণ্ডন ১০ ই নবেম্বর। [illegible] বলিয়াছেন যে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে মার্সেলীকে আড কুটাণ্ট জেনারেলের পদে উন্নীত করা হইবে।

প্যারিস ১০ ই নবেম্বর। ফ্রান্সদেশের প্রধান মন্ত্রী কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন। এম, গাম্বেটা নূতন মন্ত্রিসভা নিয়োগের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১০ ই নবেম্বর। রুশদূত তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের কার্য্যপ্রণালীর সংস্কার সম্বন্ধে যে আপত্তি করিয়াছিলেন, তুরস্কের সুলতান তাহা গ্রাহ্য করেন নাই।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা ও দক্ষিণ পূর্ব্ব (মাতলা) রেলওয়ে এবং নলহাটি রেলওয়ের জন্য কয়েক জন ষ্টেসন মাষ্টার, টেলিগ্রাফের সিগন্যালার, এবং গার্ডের প্রয়োজন হইয়াছে। যে সকল ষ্টেসন মাষ্টার শলাকা যন্ত্রের টেলিগ্রাফের কার্য্যে অভিজ্ঞ, তাঁহাদিগের আবেদন সমধিক আদৃত হইবে। সিগন্যালার-দিগের শলাকাযন্ত্রে টেলিগ্রাফের কার্য্যে অভিজ্ঞতা চাই। যাঁহারা পূর্ব্বে রেলওয়েতে কার্য্য করিয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা নিজ নিজ প্রশংসা পত্রের নকল সহিত নিম্নের স্বাক্ষরকারির নিকট ২০ এ নবেম্বরের মধ্যে আবেদন করিবেন। তাঁহারা পূর্ব্বের চাকরি হইতে কেন অপসৃত হইয়াছেন তাহা আবেদনে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা) শ্রীরামগতি মুখোপাধ্যায়
১২ ই নবেম্বর) কলিকাতা দক্ষিণ পূর্ব্ব (মাতলা)
) ও নলহাটি রেলওয়ের ম্যানেজার

বিবিধ সংবাদ।

মহীশূরে এবার দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইয়াছিল কিন্তু সম্প্রতি প্রায় প্রচুর বৃষ্টি হওয়াতে সে আশঙ্কা তিরোহিত হইয়াছে।

পেশোয়ার জেলার অন্তঃপাতী হোতিগ্রামে দৈবাৎ আগুন লাগিয়া অত্যন্ত ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। এই অগ্নিকাণ্ডে ৯৮টী দোকান ও ২১ টী বাটী বিনষ্ট হইয়াছে।

কাবুল ও পেশোয়ারের পথে মধ্যে যে ডাকাইতির ভয় হইয়াছিল তাহা তিরোহিত হইয়াছে। সম্প্রতি বিস্তর ব্যবসায়ী পেশোয়ারে উপনীত হইয়াছে। কিন্তু সুলেমান খেল ও তকাখেল নামী সাবু ও দাউ খাঁ অদ্যাপি ডাকাইতি করিতেছে। সম্প্রতি তাহারা তিনশত উষ্ট্র বোঝাই বাণিজ্য দ্রব্য অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

৪ঠা নবেম্বর শুক্রবার কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত স্থান সমূহে ভূমিকম্প হইয়াছিল, কিন্তু উহা এত সামান্য হইয়াছিল যে প্রায় কেহ অনুভব করিতে পারে নাই।

পাটনায় জ্বরের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে তথায় কুইনাইন এত দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়াছে যে তথাকার একজন ঔষধব্যবসায়ী কেবল কুইনাইন বিক্রয় করিয়া দুইমাসে হাজার টাকা লাভ করিয়াছে।

অযোধ্যার অন্তঃপাতী সিতাপুরে সম্প্রতি একটী ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাইতেরা একখানি উষ্ট্রের গাড়ি লুঠ করে। আশ্চর্য্য এই যেখানে ডাকাইতি হইয়াছিল তথা হইতে থানা এক ক্রোশেরও কম। ছয়জন ডাকাইতের মধ্যে পাঁচজন ধরা পড়িয়াছে।

কলিকাতার কষ্টম হাউসে যে সকল দ্রব্যাদির আমদানী রপ্তানি হয় তাহাদিগের মূল্য নিরূপণ করিবার জন্য কয়েকজন কর্ম্মচারী আছে। গত শুক্রবার একজন কর্ম্মচারী, এক জন লবণের দালাল ও একজন লবণ ব্যবসায়ীকে মারপীট করাতে সকল দালাল ও ব্যবসায়ীরা এই বলিয়া ধর্ম্মঘট করিয়াছে যে শুল্ক সংগ্রহের কালেক্টর ইহার বিচার না করিলে তাহারা আর শুল্ক দিবে না।

ফ্রান্সে গটিয়া নামে এক ব্যক্তি একটী নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন মনুষ্যের মুখের লাল আর সর্পের মুখের লাল একই পদার্থ। উভয়ই বিষ। কেবল মনুষ্যের মুখের লালে বিষাক্ত পদার্থ অল্প থাকে বলিয়া উহা তত ভয়ানক নহে। তিনি মনুষ্যের লাল ঘন করিয়া একটী পক্ষীর শরীর কাটিয়া তাহার রক্তের সহিত মিশাইয়া দেন। পক্ষী তৎক্ষণাৎ কাঁপিতে লাগিল, অল্পক্ষণ পরেই মরিয়া গেল।

২৭ এ কার্ত্তিকের এডুকেশন গেজেটে ১৮৮১ অব্দের নিম্ন ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে হুগলী জেলায় চারি জন ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে, নয় জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে, ও আটাইশ জন তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। হাবড়া জেলায় ছয় জন প্রথম শ্রেণীতে সাত জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে ও এগার জন তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলায় পাঁচ জন প্রথম শ্রেণীতে, কুড়ি জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে, ৩৭ জন তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। বীরভূমে প্রথম শ্রেণীতে তিন জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৮ জন, এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ৩৭ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। বাকুড়া জেলায় পাঁচ জন প্রথম শ্রেণীতে, ২৯ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং ৪৯ জন তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। বর্দ্ধমান জেলায় ১৭ জন প্রথম শ্রেণীতে, ৯৬ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে, এবং ১৪৪ জন তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

রাজপ্রতিনিধি কলিকাতায় আসিয়া ৯ ই ডিসেম্বর সেন্ট জেভিয়র্স কলেজের ও ১৫ ই ডিসেম্বর লামাটিনিয়র কালেজের ছাত্রদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করিবেন বলিয়া সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজের এক জন মুসলমান সস্ত্রীক স্থানান্তরে গমন করিতেছিল। পথিমধ্যে তাহাদের বিবাদ হয়। স্বামী ক্রোধে অধীর হইয়া স্ত্রীকে প্রহার করে ও তাহার নাক কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া লয়। স্ত্রী পুরুষে প্রণয়টা ভাল।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে ময়মনসিংহের রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী ময়মনসিংহে টাউনহল নির্ম্মাণার্থ ১৫,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

এবার মান্দ্রাজ অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টি না হওয়াতে সকলেই পরিণামে বিপৎ আশঙ্কা করিতেছেন।

চীন গবর্ণমেণ্ট জর্ম্মণী হইতে দেড় কোটি মার্কমূল্যের যুদ্ধোপকরণ আমদানী করিতেছেন।

গত সোমবার প্রাতঃকালে দমদমার এক জন সিপাহী তাহার উচ্চপদস্থ এক জন সৈনিক কর্ম্মচারিকে গুলি করিয়া বধ করিয়াছে।

গবর্ণর জেনরলের খ্যাতনামা স্বর্ণকার রায় বদ্রিদাস বাহাদুর গত সোমবার সায়ংকালে তাঁহার মানিকতলাস্থ উদ্যানে কলিকাতার বড় বড় লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই নিমন্ত্রণ সভায় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল, ময়মনসিং নিবাসী রাজা সূর্য্যকান্ত রায়, বাবু দুর্গাচরণ লাহা, বাবু শ্যামাচরণ লাহা, বাবু যদুলাল মল্লিক, রায় কানাইলাল দে বাহাদুর, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, নবাব আবদুললতিফ খাঁ বাহাদুর, প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে উদ্যান ও পরেশনাথের মন্দির অতিশয় সুশোভিত করা হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সাতিশয় তৃপ্ত হইয়া নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করিয়াছিলেন।

ঈষ্ট নামক সংবাদ পত্র বলেন, ঢাকার অন্তঃপাতী আমলিগোলানিবাসী ভরতচন্দ্র সাহার একটী গাভি এক অদ্ভুত বৎস প্রসব করিয়াছে। ইহার দুটি মস্তক, এক একটীতে দুই দুইটি চক্ষু ও দুই দুইটি কর্ণ আছে। সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন অবস্থায় রাখিবার জন্য এই জন্তু মিটফোর্ড হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে।

লীড্‌স নগরে বক্তৃতাকালে গ্লাডষ্টোন সাহেব বলিয়াছেন যে গ্রেট ব্রিটনের অনেক স্থানের সহিত আমার যত নিকট সম্বন্ধ, কোন ইংরাজের সেরূপ সম্বন্ধ নাই। আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের বাসস্থান স্কটলণ্ড, অতএব আমি স্কটলণ্ড বাসী; লণ্ডন নগরে আমার বাসস্থান, সুতরাং এক্ষণে আমি লণ্ডননিবাসী, আমি ওএলস দেশে বিবাহ করিযাছি, এজন্য আমি ওএলস নিবাসী এবং লাঙ্কাসায়ারে আমার জন্ম হওয়াতে আমি লাঙ্কাসায়ারবাসী।

৭ ই নবেম্বর লর্ড রিপন সারাদিন দিল্লীর প্রধান প্রধান স্থান সমূহ পরিদর্শন করিয়া সায়ংকালে টাউনহলে উপনীত হইয়াছিলেন। তথায় দিল্লীর মিউনিসিপাল কমিটি দিল্লীর প্রজাবর্গের পক্ষ হইতে তাঁহাকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন, তাহার উত্তরে লর্ড রিপন বলিয়াছেন যে এতদ্দেশে লাভজনক পূর্ত্তকার্য্যে গবর্ণমেণ্টের ও ধনী ব্যক্তিদিগের অর্থ ক্ষেপণ করা অতীব কর্ত্তব্য। দিল্লী হইতে যে তিনটী রেলওয়ে তিন দিকে গমন করিয়াছে, তাহাতে দেশের বাবসায়ের বিশেষ আনুকূল্য হইয়াছে। যমুনা খালের সহিত ওকলা খালের সহিত যে যোগ হইবার কথা হইয়াছে এবং রেওয়ারি হইতে ফিরোজপুর পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে হইবার প্রস্তাব হইতেছে, এগুলি সম্পন্ন হইলে বাবসায়ের আরও বিস্তর সুবিধা হইবে। লর্ড রিপন দেশীয় শিল্প ও আত্মশাসন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন এবং আফগান যুদ্ধের পর শান্তি স্থাপনের উল্লেখ করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন। পরিশেষে দিল্লীর গৃহ নির্ম্মাণ কৌশল ও ভাস্করদিগের কারুকার্য্যের বিস্তর সুখ্যাতি করিয়া বক্তৃতা শেষ করেন।

দ্বারভাঙ্গার মহারাজ ইডেন সাহেবকে এক নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তিনি যখন মজঃফরপুরে থাকিবেন তৎকালে দ্বারভাঙ্গার রাজার সেকন্দারাপুর বাটীতে বাস করিবেন। মহা সমৃদ্ধি সহকারে তাঁহাকে একটী ভোজ দেওয়া হইবে। আমাদিগের প্রধান কর্ত্তাদিগের মফস্বল ভ্রমণে কি ফল হয়। তাহা আমরা জানিতে পারি না। তাঁহারা যদি নিজ নিজ ভ্রমণ বৃত্তান্ত গেজেটে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে অনেকের ভ্রমান্ধকার ঘুচিয়া যায়। ফল যত হউক, না হউক, আমরা ত দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, প্রধান কর্ত্তাদিগের মফস্বল ভ্রমণটী দেশীয় রাজা মহারাজ প্রভৃতির ধন স্থানে শনি হইয়াছে।

এই বৎসরের মধ্যেই ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ের একটী শাখা মতিহারী পর্য্যন্ত যাইবে।

গত বুধবার সন্ধ্যাকালে লর্ড ও লেডি রিপন ফতেপুর সিক্রী হইতে আগ্রায় উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা তথায় সৈনিকদিগের শিক্ষার পরীক্ষা দর্শন করিবেন।

ইংরাজদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে স্ত্রীর ভগ্নীকে বিবাহ করিতে নাই। কিন্তু পশ্চিচরিতে এই প্রথা প্রচলিত আছে। এজন্য সম্প্রতি বাঙ্গালোরের এক জন ইংরাজ আপনার স্ত্রীর ভগ্নীকে বিবাহ করিবার মানসে তাহাকে পণ্ডিচরিতে লইয়া গিয়া শাস্ত্রমত বিবাহ করেন. সামাজিক ভ্রম অনেক আকার ধারণ করে, সময়ে সময়ে অনেক কৌতুকও প্রদর্শন করে।

কলিকাতায় স্ত্রীলোকদিগের জন্য যে হাঁসপাতাল প্রস্তুত হইতেছে, তাহার জন্য লর্ড রিপনের পত্নী পাঁচশত টাকা ও মহারাণী স্বর্ণময়ী দুই সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

ভূতপূর্ব্ব গুইকুমার মলহর রাওর পিতামহ গোবিন্দরাওর প্রপৌত্র সদাশিব রাও এক্ষণে বারাণসী ধামে ষ্টেট কয়েদীর অবস্থায় অবরুদ্ধ আছেন। তাঁহার অব্যাহতি লাভের ও মাসহারা বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে গবর্ণর জেনেরলের নিকট আবেদন করিবার নিমিত্ত ব্যারিষ্টার ডাক্তার ক্যাভন্যাগকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ফ্রান্সের অন্তঃপাতী রাউজেন নগরের মিউনিসিপ্যাল পুস্তকালয়ে একটি ঘড়ী আছে। ইহাতে মাস তারিখ ও বৎসর প্রভৃতি জানা যায়। ঘড়িটী একবার দম দিলে এক বৎসর দুই মাস ও কয়েকদিন চলিতে থাকে। ১৮৮২ অব্দে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৮১৬ অব্দে ইহার সংস্কার করা হয়। রাউজেন নগরের মিউনিসিপালিটি ১০০৩ ফ্রাঙ্ক মূল্যে ইহা ক্রয় করিয়াছেন।

১৮৭৯ অব্দে যে সকল পূর্ত্তকার্য্যের কর্ম্মচারিদিগকে কর্ম্ম হইতে বিদায় দেওয়া হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করিয়াছেন যে গবর্ণরজেনরলের অনুমতি ভিন্ন বিদায় প্রাপ্ত ইউরোপীয় ইঞ্জিনীয়র দিগকে আর গ্রহণ করা হইবে না। যাঁহারা পেন্সন গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহাদের বেতনের টাকা হইতে পেন্সনের টাকা বাদ দেওয়া হইবে। যাহারা পেন্সনের পরিবর্ত্তে এককালীন কিছু টাকা গ্রহণ করিযাছেন, তাঁহারা যত পেন্সন পাইতে পারিতেন সেই টাকা প্রতি মাসে তাহাদের বেতন হইতে কাটিয়া লওয়া হইবে।

আদালতের নকলের ফী হইতে এবার গবর্ণমেণ্টের ১,৪৬,৮৭,৯১৭, টাকা আয় হইয়াছে। উকীল ব্যারিষ্টারও আটর্ণিদিগের দেয় ষ্টাম্প মূল্য হইতে ৭৮[illegible] টাকা আয় হইয়াছে। এবার ষ্টাম্প বিভাগের আয় ১,১৩,৮৭,৯৪৫, ব্যয় ৩,৭৯,৬৭ টাকা ১,১০,০৮, ২৭০ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

রুশগবর্ণমেণ্ট এক দল তুর্কোমান সৈন্য প্রস্তুত করিবার জন্য মধ্য আসিয়াস্থিত রুশ সেনাপতি দিগকে আদেশ দিয়াছেন। সেনাপতি স্কবেলফ মধ্য আসিয়ায় যে যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তথা হইতে এই সৈন্য সংগ্রহ করা হইবে। এজন্য তথাকার যুবকদিগকে তুরস্ক ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

পান্ধারপুরের মেলায় এবার প্রায় লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল। কিন্তু তত্রত্য মিউনিসিপ্যালিটীর টেক্সের জ্বালায় অনেকে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে।

পুনার এক খানি সম্বাদপত্র বলেন যে এলিচপুর তালুকে একটী অদ্ভুত গাভি আছে। ইহার পূজা, অর্চ্চনা ও সেবা করিলে রোগীর রোগ, দুঃখীর দুঃখ সমুদায় অপনীত হয়। সম্প্রতি এক ব্যক্তি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া ইহার সেবা শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হয়। কিয়ৎকাল পরে সে রোগনির্ম্মুক্ত হয়। এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচার হইলে পর নিকটস্থ ও দূরস্থ লোক মালা, পুষ্প, চন্দন, ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি লইয়া ইহার অর্চ্চনা ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে আসিতেছে। রঘুবংশে আমরা যে নন্দিনী গাভির কথা শুনিয়াছিলাম, এই গাভিটী তাহার বংশধর নাকি?

মান্দ্রাজের নূতন গবর্ণর গ্রাণ্ট ডফ সাহেব বোম্বাইয়ে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে তাঁহার পত্নী ও দুটি কন্যা আছেন। যেদিন তাঁহারা বোম্বাইয়ে উপনীত হন, সে দিন তথাকার গবর্ণর সর জেমস ফারগুসন তাঁহাকে তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট হাউসে একটী ভোজ দিয়াছেন।

গ্রাণ্ট ডফ সাহেব মান্দ্রাজের গবর্ণরী পদে উপবেশন করিয়াছেন। এবার ভারতবর্ষের বড় শুভ গ্রহ। এ দিকে লর্ড রিপন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল, ও দিকে মান্দ্রাজের গবর্ণর গ্রাণ্ট ডফ, আবার বোম্বাই অঞ্চলে সর জেমস ফারগুসন বিরাজ করিতেছেন। সকলেই সদাশয়, সকলেই কার্য্য কুশল, এবং সকলেরই পূর্ব্বকৃত কার্য্যকলাপের সর্ব্ব অতি নির্ম্মল। ইঁহারা একমত হইয়া যদি কার্য্য করেন তাহা হইলে এ দেশের কত যে উপকার হইতে পারে, তাহা বলা যায় না। আমরা অনেক আশা করিতেছি।

মুলতানের ডেপুটী কমিশনার রো সাহেব তত্রত্য ট্রিবিউন নামক পত্রের সম্পাদকের নামে মুলতানের দাঙ্গা ঘটিত অপবাদের অভিযোগ করিবেন বলিয়া গবর্ণমেণ্টের সম্মতির জন্য যে আবেদন করেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

পাতিয়ালারাজ কসৌলীতে এক নূতন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে ১১০০ টাকা দিয়াছেন।

ইউরোপীয়দিগের সহানুভূতি কেমন প্রবল, নিম্ন লিখিত বৃত্তান্ত দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। বোম্বাইয়ের এক ইউরোপীয় রমণীর নাট্যশালা করিয়া ৩৪২৫ টাকা ক্ষতি হয়। এই ক্ষতি পূরণ করিবার জন্য ইউরোপীয়েরা ৩৮১০ টাকা চাঁদা করিয়া তুলিয়াছে।

জাপানে ১৩ ই ও ১৪ ই সেপ্টেম্বর প্রচণ্ড ঝটিকা হওয়াতে উপকূলবর্ত্তী স্থান সমূহের অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

আমরা অবগত হইলাম যে, পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অন্যতম সভ্য ডবলিউ ই, ব্যাক্সটার ভারতবর্ষে শীঘ্রই আগমন করিবেন। এ দেশে ভ্রমণ ও নানা স্থানের বিবরণ সংগ্রহ করা তাঁহার উদ্দেশ্য।

দুর্গাপূজার সময় হইতে এ পর্য্যন্ত কয়েকজন খ্রীষ্টীয় মিশনরি ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে বাটীর দেয়ালে হিন্দু ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অবমাননা সূচক পট লাগাইয়া দিতেছেন। এই কার্য্যটী নিতান্ত হেয় ও জনসমাজের একান্ত অরুচিকর। তাঁহারা নিজের গির্জ্জায় বসিয়া যাহাই করুন, অন্য কোন স্থানে এরূপ করিলে লোকের খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মে ভক্তি না হইয়া বরং ঘৃণা জন্মিবে। তাঁহাদের এটিও জানা উচিত যে তাঁহারা ইহাতে দণ্ডার্হ হইতেছেন। হিন্দুরা যদি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি এইরূপে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা কি সন্তুষ্ট হন?

কোথা হইতে দমদমায় একটী বন্য চিতাবাঘ আসিয়াছে। সে দিন একজন মারিবার অভিপ্রায়ে তাহার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করে, তাহাতে ব্যাঘ্রটী আহত হয় মাত্র। ব্যাঘ্র ক্রুদ্ধ হইয়া একটী চাষা লোককে আক্রমণপূর্ব্বক খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে।

উদয়পুরের মহারাণা লর্ড রিপনকে ভোজ দিবার জন্য ১৫,০০০ টাকা ব্যয় করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এই টাকায় প্রতিদিন ৬০ জন লোককে ভোজ দেওয়া হইবে। চারি দিন এইরূপ ব্যাপার চলিবে। এ টাকায় উদয়পুরের অনেক উন্নতি সাধিত হইতে পারিত।

লণ্ডন ষ্টেটসম্যান বলেন যে, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা আফগান যুদ্ধের যে ব্যয়ের হিসাব দেন, তাহা প্রকৃত নহে। বাস্তবিক তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যয় হইয়া গিয়াছে। ষ্টেটসম্যান বলেন যে, লর্ড নর্থব্রুকের শাসন কালে যুদ্ধ বিভাগে যত টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহার সহিত লর্ড লিটনের শাসন কালের ঐ বিভাগের ব্যয়ের তুলনা করিলে আফগান যুদ্ধব্যয় স্থির হইবে। এই হিসাব ধরিয়া এই পত্র অনুমান করেন, এই যুদ্ধে প্রায় চল্লিশ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে:—

নর্থব্রুকের শাসনকাল।

১৮৭২-৭৩—১৪৫৯৬৮০২০ টাকা।
১৮৭৩-৭৪—১৪২১৭,৩৯০০ টাকা।
১৮৭৪-৭৫—১৪৩৮৬৩২১০ টাকা।
১৮৭৫-৭৬—১৪২৬২৮৪৮০ টাকা।

৫৭,৪৬৩৩৬১০ টাকা।

লিটনের শাসনকাল।

১৮৭৮-৭৯—১৭০৯২৪৮৮০ টাকা।
১৮৭৯-৮০—৩১৩৮১৯৮১০ টাকা।
১৮৮০-৮১—৩০৫৮৭৮৬৪০ টাকা।
১৮৮১-৮২—১৯৬১৮১০০০ টাকা।

৯০৬৭৮৪৯৪০ টাকা।

৯০৬৭৮৪৯৪০
৫৭৪৯৩৬১০

৩৩২১৫০৭৩০ টাকা।

সুতরাং এই হিসাবে যুদ্ধ বিভাগে লর্ড লিটনের সময়ে চারি বৎসরে ৩৩২১৫০৭৩০ টাকা অধিক ব্যয় হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও যে কত টাকা গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ এই বিবরণ এত গোপন করেন যে, তাঁহাদের হইতে ঠিক সংবাদ পাইবার উপায় নাই।

বিজনীর মহারাজ গত শুক্রবার প্রাতঃকালে কলিকাতায় আসিয়াছেন।

কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত স্থানের গোলায় ১৭,৪৯,০১৯ মণ চাউল আছে, তন্মধ্যে ৭ লক্ষ মণ চাউল রপ্তানি হইতে পারে।

এবার বাখরগঞ্জে চাউল বিলক্ষণ জন্মিয়াছে, রাজসাহীর সংবাদও ঐরূপ।

আমেরিকার এক ব্যক্তির একটী প্রাচীন কুক্কুর আছে। বার্দ্ধক্য নিবন্ধন ইহার শ্রবণ ও দর্শন শক্তির হ্রাস হইয়াছে, অনেকগুলি দন্ত পড়িয়া গিয়াছে। কুক্কুরস্বামী ইহাকে চসমা পরাইয়া দিয়াছেন, কর্ণে শ্রবণযন্ত্র বসাইয়া দিয়াছেন ও দাঁতগুলি বাঁধাইয়া দিয়াছেন।

বোম্বাই গেজেট বলেন—বোম্বাই প্রদেশের মাঙ্গ্রোল নামক স্থানের আনন্দজী মোরারজী নামক এক ব্যক্তি বিবাহ করিবার জন্য বোম্বাই নগরে গমন করেন। অমৃতবাই নাম্নী ত্রয়োদশ বর্ষীয়া একটী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ স্থির হয়। বিবাহের দিন সমুদায় উদ্যোগ হইয়াছে, এমন সময়ে হাইকোর্ট হইতে তাহার নামে এই পরোয়ানা আসিল যে অমৃতবাইয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, আনন্দজী যেন তাহাকে বিবাহ না করেন। কোথায়

আনন্দজী বিবাহ করিবেন, না তিনি জানিলেন যে, অপরের পত্নীকে বিবাহ করিবার চেষ্টা করাতে তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। রুক্মিণীর সহিত শিশুপালের বিবাহ অপেক্ষা এ বিবাহে কিছু অধিক কৌতুক আছে।

আমরা কেমন উদার গবর্ণমেণ্টের অধীনে আছি, জর্ম্মণির নিম্নলিখিত সংবাদটী তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। জর্ম্মণিতে সভা করিয়া কোন কথা কহিতে হইলে পুলিষ উপস্থিত থাকেন। সম্প্রতি বার্লিন নগরে প্রগ্রেশিষ্ট দলের এক সভা হয়। সভাতে ১৫০০ লোক উপস্থিত ছিল। পুলিষের প্রধান কর্ম্মচারী দল বল সহিত সেখানে ছিলেন। দুই এক জন লোক বক্তৃতা করিবার পর তৃতীয় বক্তা উঠিয়া যেই বলিয়াছেন "যদি এখানে সোসিয়ালিষ্ট মতাক্রান্ত কেহ থাকেন" অমনি পুলিষ কর্ম্মচারী বলিলেন সভা ভঙ্গ কর। সভ্যেরা অবাক হইয়া রহিলেন। কেহ কেহ ভীত হইয়া পলায়ন করিবার জন্য বাহিরে আসিয়া দেখেন, অসংখ্য পুলিষ প্রহরী যেন দলপতির আদেশ পালনের জন্যই প্রস্তুত রহিয়াছেন, সভাও ভঙ্গ হইল।

সম্প্রতি রাউলপিণ্ডির একজন মুসলমান সদর রাস্তায় হিন্দুদের সমক্ষে একটা গরু জবাই করিবার জন্য আনয়ন করে। সেনাদলের একজন কর্ম্মচারী ইহা দেখিয়া গোলযোগ করিয়া গরুটী জবাই করিতে দেন নাই। কিন্তু এই উপলক্ষে রাউলপিণ্ডিতে মহা গোলযোগ বাঁধিয়াছে। হিন্দুরা অতিশয় উত্তেজিত হইয়াছেন। মুসলমানেরা বিদ্বেষ বশতঃ হিন্দুদিগের মনে যে এ প্রকার ব্যথা দেন, স্থানীয় কর্তৃপক্ষেরা যত্নবান হইলে কি ইহার নিবারণ হয় না? এ বিষয়ে তাঁহাদের ঔদাস্য একান্ত শোচনীয়।

বহির্বাণিজ্য পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি জন্মিবে যে লঙ্কাদ্বীপের কৃষিকার্য্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছে। এবারে সেখান হইতে অন্যূন ৫৬৮,১১৮ মণ কাফি, ২০৫১৪ মণ দারুচিনি, ৩০৮,-৮৯১ মণ নারিকেলতৈল ও ৭৬৮৮০ মণ নারিকেলের দড়ি নানাস্থানে রপ্তানি হইয়াছে। অন্যূন ১৫০৯৬ সিঙ্কোনা, ১৭৮১০ সের চা, ২৭৮ সের কোকো তথায় উৎপন্ন হইয়াছিল। কোকো ও সিঙ্কোনা লঙ্কাদ্বীপে ক্রমশঃ উৎকৃষ্টতর ও ভূরি পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। ভারতবর্ষে বঙ্গোপসাগর ও ভারত-মহাসাগরের উপকূলে এই সমুদায় দ্রব্যের উৎকৃষ্ট চাস হইতে পারে। ব্যবসায়িরাও ইহাতে বিলক্ষণ লাভবান হইতে পারেন।

মথুরায় গবর্ণর জেনেরেলের শুভাগমন হইবে বলিয়া তত্রত্য কর্তৃপক্ষীয়েরা বাটী, ঘর, মন্দিরে চুনকাম করাইবার ধুমধাম লাগাইয়া দিয়াছেন। শুনাগেল এই উপলক্ষে কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট শ্বেত প্রস্তর ক্ষোদিত মূর্ত্তিতেও চুনকাম করা হইয়াছে। ইহাতে মূর্ত্তিগুলি শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এত করিয়াও গবর্ণর জেনেরল মথুরায় যাইবেন না।

আমরা শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলাম যে ডুমরাওনের বৃদ্ধ মহারাজের মৃত্যু হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের নিকট তিনি যে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা তিনি ভোগ করিতে পাইলেন না।

যশোহরের মাজিষ্ট্রেট বার্টন সাহেব ওডনেলকে অবমানিত, অবনীত ও স্থানান্তরিত করাইয়া দিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি তাঁহার আপীষের শ্রেষ্ঠ কেরানীবাবুর বেতন কমাইয়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিতেছেন। কেরানীর অপরাধ এই যে তিনি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ওডনেলের কিছু অনুগত ছিলেন। ইহাকেই বলে "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলু খাঁকড়ার প্রাণ যায়।"

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৯ এ অক্টোবর ১৮৮১। চট্টগ্রামের অন্তর্গত কক্স বাজারের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আর, আর, পোপ গয়ায় বদলী হইলেন এবং উক্ত বিভাগের সদর ষ্টেসনে থাকিবেন।

ত্রিপুরার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর পি জি, মিলটন চট্টগ্রামে বদলী হইলেন এবং উক্ত বিভাগের সদর ষ্টেসনে থাকিবেন।

জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ওবার্ডি, এচ, পেজ কিছু দিনের জন্য হাবড়ার সদর ষ্টেসনে কার্য্য করিবেন। তিনি দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

১ লা নবেম্বর ১৮৮১। [illegible] বাবু [illegible] চৌধুরী ২ য় আদেশ পর্য্যন্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন এবং উক্ত বিভাগের সদর ষ্টেসনে থাকিবেন।

২ রা নবেম্বর ১৮৮১। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] ১৮৭০ অব্দের [illegible] আইন অনুসারে কলিকাতা সহরের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

সাঁওতাল পরগণার বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত মৌলবী [illegible] মিয়াব আলী তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

৩ রা নবেম্বর ১৮৮১। ভাগলপুর [illegible] সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, [illegible] বদলী হইলেন তিনি উক্ত বিভাগের সদর ষ্টেসনে থাকিবেন।

৪ ঠা নবেম্বর ১৮৮১। [illegible] প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] ট্রামওয়ে চালাইবার জন্য [illegible] ১৮৭০ অব্দের দশ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৫ ই নবেম্বর। তিন মাসের ছুটী লইয়াছিলেন তিনি ১৮৮১ অব্দের ২৭ এ অক্টোবর ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন।

৭ ই নবেম্বর ১৮৮১। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] মেদিনীপুরে রহিলেন এবং দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত প্রথম [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ময়মনসিংহের [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] ফরিদপুরে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

ফরিদপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, ই, বি, [illegible] বদলী হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] নাত দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

৮ ই নবেম্বর ১৮৮১। [illegible] দ্বিতীয় শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] প্রথম শ্রেণী জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী [illegible] করিবেন।

মেদিনীপুরের কিছু দিনের জন্য ভার প্রাপ্ত জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং [illegible] আদেশ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

এফ, এচ, [illegible] কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন এবং দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

[illegible] ২ য় আদেশ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন। [illegible] এক মাস সাত দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২৯ এ অক্টোবর। [illegible] জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে [illegible] বিচার করিবেন।

১ লা নবেম্বর। ঢাকার [illegible] বাবু [illegible] চৌধুরী [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইয়াছেন, এক্ষণে তৃতীয় শ্রেণী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা [illegible]।

৩ রা নবেম্বর। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা [illegible] হইলেন।

৫ ই নবেম্বর। [illegible] বিভাগের [illegible] প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] প্রথম শ্রেণী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৭ ই নবেম্বর। মেদিনীপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে [illegible] বিচার করিবেন।

[illegible] বাবু [illegible] দিনের জন্য ঢাকার অতিরিক্ত [illegible]।

৮ ই নবেম্বর। [illegible] জয়েণ্ট [illegible] প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা [illegible]।

...হইলেন। ইনি ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে সরা-সরি বিচার করিবেন।

নওয়াখালি। অস্থায়ী [illegible] প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শ্যামাচরণ মিত্র প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

নিম্ন লিখিত [illegible] আদালতের মকদ্দমা বিচার করিবার জন্য মুন্সেফের কার্য্য করিবেন। বাবু জগৎবন্ধু দত্ত, বাবু চণ্ডীচরণ [illegible], কিছু দিনের জন্য অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু [illegible], বাঁকুড়ার অন্তর্গত কাতনার মুন্সেফ বাবু হেমচন্দ্র বসু, দক্ষিণ সাবাজপুরে এবং ফিরোজপুরে। প্রথম মুন্সেফ বাবু [illegible] রায়।

পটুয়াখালীর প্রথম মুন্সেফ বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন। [illegible] অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু [illegible] থাকিবেন।

বাবু রামধন মুখোপাধ্যায় [illegible] কার্য্য করিবেন।

কোটচাঁদপুরের মুনসেফ বাবু আনন্দনাথ মজুমদার ময়মনসিংহে বদলী হইলেন। তিনি [illegible] কার্য্য করিবেন।

[illegible] দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু তারাপ্রসন্ন ঘোষ [illegible] বদলী হইলেন।

[illegible] প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় কিয়ৎকালের জন্য ঐ চৌকির অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন।

[illegible] মুন্সেফ বাবু শ্যামকিশোর বসু ঢাকায় বদলী হইলেন। তিনি সদর ষ্টেশনে কার্য্য করিবেন।

নিম্নলিখিত কয়েকটী স্থানে এই কয়েকজন ব্যক্তি কিছু দিনের জন্য অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন :—

বাবু [illegible]	[illegible]
বাবু [illegible]	[illegible]
বাবু [illegible]	[illegible]
বাবু [illegible]	[illegible]
বাবু [illegible]	[illegible]
বাবু [illegible]	[illegible]
বাবু [illegible]	[illegible]
বাবু [illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible] বদলী হইলেন [illegible] করিবেন।

[illegible] বদলী হইলেন [illegible] করিবেন।

[illegible] দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু বিনোদ [illegible] অনুসারে [illegible] ছুটী দেওয়া হইল।

আলিপুরের [illegible] বাবু [illegible] ১৯ এ সেপ্টেম্বর নিজ কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

কালনার মুন্সেফ বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় ২৫ এ অক্টোবর নিজ কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ই নবেম্বর। মেদিনীপুরের প্রথম মুন্সেফ বাবু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৮ এ অক্টোবর হইতে এক মাসের ছুটী পাই লেন।

সংবাদদাতার পত্র।

সারণ।

অদ্যিও এখানে জ্বরের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। এমন শোণপুরমেলা, যাহাতে লোকে থোকা বন্দী হয় সেখানে এবারে অত্যল্প লোকের যাতায়াত দেখিতেছি। অদ্য পূর্ণিমা কেহ গঙ্গায় কেহ বা গণ্ডকীতে স্নান করিতেছে কিন্তু কুত্রাপি লোকের অধিক ভিড় নাই। এক স্থানে দেখিলাম ঘাটে স্ত্রীলোকেরা স্নান করিয়া পুষ্প ও বিল্বপত্র গঙ্গাতে ভাসাইয়া তৎসঙ্গে এক এক গাছি ঝাড়ু ও নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম বলি-লেন ইতিপূর্ব্বে এয় ঝাড়ুর মত একটী ধূমকেতু উঠি-য়াছিল, ঐ ধূমকেতুই এই সমস্ত পীড়ার কারণ। অতএব ঝাড়ু গঙ্গাদেবীতে নিক্ষেপ করিলে উহার অনর্থপাত হইতে দেশ নিষ্কৃতি পাইবে। এ প্রদেশে অন্য অন্য শাস্ত্রের যেমন, চিকিৎসা শাস্ত্রেরও তেমনি আলোচনা? জেলার সদর স্থান ভিন্ন ডাক্তার প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। লোকে এক মাত্র অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। যদি অনু-গ্রহ করিয়া মৌলবী সাহেব কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া একবার এ অঞ্চলে আইসেন,তাহা হইলে বড় ভাল হয়? তাঁহার বক্তৃতা কেবল কলিকাতা ও তন্নি-কটবর্ত্তী স্থানে বদ্ধ থাকে তাহা উচিত নয়।

এবার ইতর লোকদিগেরও শুভ গ্রহ নয়, অনে-কেই আসামে যাইত, শীত কয়েক মাস থাকিত; কিন্তু আজ কাল আসাম যাওয়া দূরে থাকুক আপন আপন দেশে বপন কার্য্য করিবারও লোকের সামর্থ্য নাই।

শোণপুরের মেলাতে এবার পাটনায় কমিশনর কলিকাতার কমিশনর এবং জেলার হাকিম ২। ৪ জন, আর ঘোড়দোড় কারণে কতকগুলি সাহেব ভিন্ন অপর কোন বড় লোকের পদার্পণ হয় নাই। দ্বার-ভাঙ্গা, বেতিয়া হাথুয়া প্রভৃতি স্থানের মহারাজগণ এবারে হরিহর দর্শনে আসিবেন না। বোধ হয় সকলে ইডেন দেবের পূজার জন্য স্ব স্ব গৃহে ব্যস্ত আছেন। দেবভক্তি মনে মনে রাখিলেও হইতে পারে, কিন্তু রাজভক্তি বাহিরে না দেখাইলে বা পূজার কোন ত্রুটী হইলে প্রত্যক্ষ দেবতার কোপে পড়িয়া দগ্ধ হইবারই কথা। এবার বাবা হরিহরেরও ধূমকেতু দর্শনে অশুভ ফল ফলিল। গো অশ্ব হস্তিরও বাজার মন্দ, গ্রাহক অল্প। কলিকাতার দোকানের আমদানিও কম। প্রতি বৎসর মেলার জন্য একটী ডাকঘর স্থাপিত হয়, এ বৎসর ঐ ডাকঘরকে মনি-অর্ডারের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

যশোহর।

চাকলা, ঝাঁপা, ২১ এ কার্ত্তিক ১৮০৩।

আমরা অতিশয় আক্ষেপের সহিত প্রকাশ করি-তেছি যে ষ্টেশন কেশবপুরের হাট লইয়া কলিকা-তার পটোলডাঙ্গানিবাসী বাবু চারুচন্দ্র বসু (মল্লিক) জমীদার মহাশয় অত্যন্ত হাঙ্গাম আরম্ভ করিয়াছেন। আলতাপোল নিবাসী বাবু সুধাসিন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, ও বাবু বঙ্কুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ঐ হাটের বর্ত্তমান অধিস্বামী প্রথমতঃ মাছুয়া বাজার লইয়া বিবাদের সূত্র হয় ক্রমশঃ সমস্ত হাট লইয়া সম্পূর্ণ টান পড়িয়াছে। মৎস্য হাটার দৈনিক আয় আনু-মানিক ৫০।৬০ টাকা হইবে। বিবাদের কারণ এই:—

কেশবপুরের নিম্নে হরিহর (চড়চড়ে) নদ প্রবা-হিত। নদের পশ্চিম পার্শ্বে ঐ হাট। পূর্ব্বপারে চারু-বাবুর খরিদা সম্পত্তি। চারুবাবু জোর করিয়া ঐ হাট ভাঙ্গিয়া স্বাধিকারে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে নিকট-বর্ত্তী গ্রামের দস্যুপ্রকৃতি লোকদিগকে নিযুক্ত করি-য়াছেন। মধ্যে মধ্যে মারামারি লাঠালাঠি হইতেছে। পুলিসের বিদ্যাবুদ্ধি ফুরিতেছে না। তাঁহারা হতবুদ্ধি হইয়া আছেন। বোধ হয় এই ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত খুলনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহোদয় অব-গত আছেন। আমাদের যশোহরের সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট বার্টন সাহেব মহোদয়ের নিকট অনুরোধ এই, খুলনার ডেপুটী বাবুর নিকট হাট সংক্রান্ত সমুদায় কথা শুনিয়া বিহিত আদেশ প্রচার করুন।

আউট পোষ্ট গদখালির অন্তর্গত উজলপুর গ্রামে জ্বর বিকারে অনেকেই মানবলীলা সম্বরণ করি-য়াছে। অদ্যাপিও বিরতি নাই। প্রতি বাড়ীতে ৪। ৫ জন করিয়া শয্যাগত। উজলপুরের নিম্নে একটী বাঁওড় আছে। উহাতে অসংখ্য ডাল পালা দিয়া কোমর বন্ধ দেওয়া হইয়াছে। ঐ ডালে [illegible] পানীয় জল দুর্গন্ধ ও বিষাক্ত হওয়াতেই পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। উজলপুরের জমীদার চৌধুরী বাবুদিগের নিকটে বিনীত অনুরোধ এই, বাঁওড় হইতে কোমরবন্ধ তুলিয়া সাধারণের জীবন রক্ষা করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন।

যশোহরের জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট ওডন্নেল সাহেবকে অবনীত করিয়া ময়মনসিংহের আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রে-টের পদে বদলী করায় আমরা সকলেই দুঃখিত হইয়াছি।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "। ১ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ৭ ই অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৮১। ২১এ নবেম্বর।

অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রেয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীশশিমোহন সেন
কবিরাজ।
কাশী।
কাকিনিয়ার ছত্র
অথবা
গণেশ মহল্লা।

PARADISE LOST.
বা
সুখ ধাম বিনাশ।

এই পুস্তকের ১ ম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। গ্রাহকগণ স্ব স্ব অগ্রিম মূল্য নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। এখনও যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তকের গ্রাহক হইতে বাসনা করেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম, ঠিকানা, ও অগ্রিম মূল্য প্রেরণে বাধিত করিবেন। গ্রাহকগণের মধ্যে যদি কেহ পুস্তক না পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা সত্বর আমাকে জানাইলেই পুস্তক পাইবেন।

তারিখ ৭ ই নবেম্বর ১৮৮১ — শ্রীমহিমাচন্দ্র গুপ্ত
ওভারসিয়ার আর,সি,সি,
ময়মনসিংহ।

বাঙ্গালা স্মলপাইকা ও পাইকা অক্ষরের প্রয়োজন।

আমাদের ছাপাখানার নিমিত্ত পাঁচ মণ স্মলপাইকা ও পাঁচ মণ পাইকা নূতন অক্ষরের প্রয়োজন হইয়াছে। অক্ষরগুলি উত্তম ছন্দের ও দেখিতে অতি সুন্দর হইবে। ঢালাইও উত্তমরূপ হইবে। ঢালাইয়ে কোন দোষ থাকিবে না। যদি এরূপ অক্ষর কাহার প্রস্তুত থাকে, কিম্বা স্বল্প দিনের মধ্যে প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন, তিনি কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে আমার নিকটে সংবাদ লিখিবেন। ঐ উভয় অক্ষরের এক একটু প্রুফ পাঠাইবেন এবং কোন্ অক্ষরের মণ কত দরে দিতে পারেন, তাহাও বিশেষ করিয়া লিখিবেন।

১২৮৮ সাল তাং ৩ রা অগ্রহায়ণ — শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক।

ভজ ও হরির কথোপকথন।

ভজ। ভাই হরি! বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি, বল দেখি নবীন ব্রাহ্মেরা সকল সময়ে সর্ব্ব বিষয়ে কি সত্য কথা কহিয়া থাকেন?

হরি। সত্যই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল। সত্যই ব্রাহ্মদিগের প্রাণ ও বীজমন্ত্র সত্য বটে; কিন্তু একটী বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। বোধ হয় সেই বিষয়ে ব্রাহ্মগণ সত্য ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন না।

ভজ। বল কি ভাই, এমন কোন্ বিষয় আছে, যাহাতে ব্রাহ্মেরা সত্য রক্ষা করিতে পারেন না?

হরি। "উপাধি" বলা বিষয়ে।

ভজ। কেন?

হরি। বলি শুন, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, দে, দত্ত গুপ্ত ইত্যাদি উপাধি হিন্দুগণের। হিন্দুরাই উপরি উক্ত উপাধি সকল ব্যবহার করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মেরা হিন্দু নহেন, হিন্দু হইলে হিন্দুধর্ম্মের উপর খড়্গহস্ত কেন? আর তাহা হইলে বিশ্বাসের বিপক্ষে হিন্দুপিতামাতাকে কেন পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিবেন? তাঁহারা স্বতন্ত্র জাতি বা সম্প্রদায়। তাঁহাদের আচার, ব্যবহার, করণ কারণও স্বতন্ত্র। এ অবস্থায় যখন তাঁহারা হিন্দু নহেন, ব্রাহ্ম; তখন হিন্দুদিগের উপাধি বলা ও উপাধি বলিয়া হিন্দু বলিয়া পরিচয় প্রদান করা কিরূপ যুক্তিসিদ্ধ? এ বিশ্বাস-বিরুদ্ধ কার্য্য! ইহাতে সত্য রক্ষা সম্বন্ধে কিছু দোষারোপ হইতেছে কি না বিচার করিয়া দেখ।

ভজ। সত্য বটে, ব্রাহ্মেরা যখন হিন্দু নহেন, তখন হিন্দু বলিয়া পরিচয় প্রদান করা বিশ্বাসবিরুদ্ধ কার্য্য। আমার মতে তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম-জ্ঞাপক কোন উপাধি গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এ বিষয় আমি বাঙ্গালা সংবাদপত্রের শীর্ষস্থানীয় সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মগণের মত জানিতে ইচ্ছা করি। সোমপ্রকাশ কি স্থান দানে বাধিত করিবেন না?

হরি। সে কথা আমি কেমন করিয়া বলিব। সে সোমপ্রকাশের ইচ্ছা।

ভজ। তবে চল, সোমপ্রকাশের নিকট যাই।

অনুগত শ্রীভজ ও হরি।

বাঙ্গালির "সাহস"।

বাঙ্গালির "সাহস" বড় অসম্ভব কথা, আকাশ কুসুম বা প্রহেলিকা স্বরূপ। বাঙ্গালিতে এখন অমিত বল ও সাহসসম্পন্ন উদয়নারায়ণাদি নাই। বাঙ্গালি সাধারণতঃ দরিদ্র ও ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য দুশ্চিকিৎস্য যোড়াযোগে অস্থিকঙ্কালাবশিষ্ট। তাহারা দুর্ব্বল ও নির্জীব। নির্জীব বলিয়া মন ও হৃদয়ও নির্জীব, নিরুৎসাহপূর্ণ, সাহসহীন। সাহসহীন হৃদয়ে সাহসের মান রক্ষা করা বড় অসম্ভব বিষয়। যদিও কোন কারণে কোন কোন সময়ে দুর্ব্বল হৃদয়ে সাহস সঞ্চার হয় সত্য বটে; কিন্তু সে সাহস ক্ষণিক, দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না। তাহা ঋষিশ্রাদ্ধ, অজাযুদ্ধ বা দম্পতীকলহের ন্যায় বাহ্য আড়ম্বর বিশিষ্ট, দেখিতে দেখিতে ঘোর ঘনঘটা করিয়া অল্পায় বারি বর্ষণ পূর্ব্বক অচিরাৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া যায়; আর তাহার চিহ্নও থাকে না।

আমরা কি জন্য এত কথা বলিলাম, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। "সাহস" নামক এক খানি সাপ্তাহিক বাঙ্গালা সমাচার পত্রই আমাদের উপলক্ষ্য স্থল। তাহার জন্যই আজ নির্জীব হৃদয়ে একটু সাহস সঞ্চার হইয়াছে। এ পত্রখানি নামেও যেমন, কার্য্যেও সেইরূপ। এলাহাবাদ হইতে কয়েক জন বঙ্গবাসীর যত্নে এই পত্রিকার জন্ম হইয়াছে। জন্মলাভ করিয়া ৫। ৬ মাস পর্য্যন্ত ইহা যথার্থ সৎসাহসের সহিত প্রকাশিত হইতেছিল; কিন্তু আমাদিগের দুরদৃষ্ট; বাঙ্গালির সঙ্কীর্ণ-হৃদয়ে বুঝি সাহসের স্থান হইল না। সাহস বুঝি বঙ্গবাসীর নিকট এক বারেই বিদায় গ্রহণ করিল! একবারে বিদায়গ্রহণ না করুন, কিন্তু সাহসের অবস্থা বড় শোচনীয়।

সাহসের পূর্ব্বে এলাহাবাদ হইতে আর দুই খানি পত্র বাহির হয়। তাহার একখানির নাম "প্রয়াগদূত" অন্য খানির নাম "সমাচার সার"। কোন্ রোগে প্রয়াগদূতের মৃত্যু হইয়াছে, তাহা আমরা অবগত নহি; কিন্তু সমাচারসারের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমরা সকল ঘটনা বিলক্ষণ অবগত আছি। আমাদের আত্মীয় ও প্রতিবেশী বাবু লাল গোপাল চক্রবর্ত্তী সমাচারসার সম্পাদক ছিলেন। একা বিদেশে তাঁহার দ্বারা কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় না বলিয়া কলিকাতা হইতে সাহায্যার্থ এক জন বিশ্বাসী কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে এলাহাবাদে লইয়া যান। কিছু দিন পরে কোন কার্য্যোপলক্ষে তিনি যেই তাঁহার হস্তে মুদ্রাযন্ত্রের ও কাগজের ভার দিয়া স্থানান্তরে গমন করেন, অমনি সেই বিশ্বাসী সহকারী সম্পাদক হাজার বার শত টাকা লইয়া চম্পট! লালগোপাল বাবু মধ্য অবস্থার লোক, একবারে ১০০০। ১২০০ শত টাকা ক্ষতি সহ্য করিয়া কাগজ চালাইতে সক্ষম হইলেন না। অগত্যা সমাচার সার উঠিয়া গেল।

সাহসে বোধ হয় এ রোগ স্পর্শ করে নাই! আর সাহসের অধ্যক্ষগণেরও বোধ হয় কোন মনান্তর হয় নাই। অধ্যক্ষগণও কৃতবিদ্য সন্দেহ নাই, অধিকন্তু বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও বাবু ভগবতীচরণ দে প্রভৃতি সোমপ্রকাশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কয়েক জন পত্রপ্রেরকও মধ্যে মধ্যে ইহাতে লিখিতেন ও অন্যান্য পত্র প্রেরকেরা সময়ে সময়ে ইহার

সম্প্রতি আমাদিগের আবাস ভূমি চাকলা গ্রামে সুযোগ্য মোক্তার পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রযত্নে একটী ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে গ্রাম্য লোকের সমধিক উৎসাহ এবং অর্থ ব্যয় হইলে বিদ্যালয়টী দীর্ঘজীবি হইতে পারে। যশোহরের স্কুল ডেপুটী ইনস্পেক্টর সমীপে সবিনয় নিবেদন এই, একবার বিদ্যালয়টীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গবর্ণমেণ্ট সাহায্যের উপায় বিধান করিয়া দেন।

বিজ্ঞাপন।

শরীরের বল, অগ্নি, মেধা, ও শুক্র বর্দ্ধন করিয়া শান্তি পুষ্টি করে।

এক সপ্তাহের ঔষধের মূল্য	১॥০
প্যাকিং খরচা	/০

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহু যত্ন-প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ু-রোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিচ্ছিন্নতা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমূহ এককালীন বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা শিশি ১। ১ পোয়ার মূল্য ৮ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধসকল পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু, এল এম এস

" ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "

বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম.

বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম.

মেং একেন্দ্রনাথ দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।

বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্র[illegible] হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা [illegible], ও ১০ মে বৈষ্ণব ১০ ম স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার [illegible] সমস্ত [illegible]। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ১২।০ টাকা ও ডাক [illegible] ১৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাশুল সমেত [illegible] টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৮ টাকা ও ডাক মাশুল ।৵০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৸০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৪।৵০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪।৵০ গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের [illegible] ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, [illegible] পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রসব [illegible] করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

[illegible] কাবগু, [illegible]-কোবগু, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে করিয়া থাকেন।

প্রসব সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র রায়ের এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথাঃ—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্বপ্রকার পুরুষের ঘা, কোষ্ঠা ঘা, আবের ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, ডুবা ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোষ পাঁচড়া, ছিড়িয়া, ছড়িয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠব্রণ, সর্ব্বপ্রকার [illegible] ঘা ও শোষ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) ফিকবেদনা, সর্ব্বপ্রকার পারার ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাঁউড় ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অৰ্দ্ধ আউন্স শিশি ১ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ৬৩ নম্বর কালাপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু	শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী—ভাগলপুর	১০
" "	অক্ষয়কুমার চৌধুরী—পেশোয়ার	৬
" "	বিশ্বম্ভর নিয়োগী—গবসাই	৭
" "	শ্রীনাথ সেন—কড়রা ফরেষ্ট	৭
"	ভগবানচন্দ্র কর—সোনাটোলা ষ্ট্রীট	
"	দিগম্বরচন্দ্র দাস—সাতবাড়িয়া	৫॥০
	ঢাকা ল লাইব্রেরী—ঢাকা	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাক [illegible] চাংড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সাহায্য করিতেন, এ অবস্থায় কাগজখানি কেন শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়াছে? এ প্রশ্নের উত্তর বড় সহজ নহে। সাহস সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন, "গ্রাহকবর্গের নিষ্ঠুরতাই সাহসের হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইবার প্রধান কারণ। সাহস যদি উঠিয়া যায়, তবে অধ্যক্ষগণের তাহাতে কোন দোষ নাই ইত্যাদি। আমরা বলি গ্রাহকবর্গও অপরাধী সম্পাদকেরও কিছু বুঝিবার ত্রুটি আছে।

সম্পাদকের বুঝিবার ভ্রম পরে বলিব, আপাততঃ বাঙ্গালা সংবাদপত্রের পাঠক ও গ্রাহকবর্গ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা কর্ত্তব্য। গ্রাহকবর্গ যে আমাদের ন্যায় সংবাদপত্র পাঠ করিয়া সময়ে মূল্য দেন না, নিঃস্বতাই তাহার একটী কারণ। অপর একটী প্রবল কারণ এই, বঙ্গসমাজে ধর্ম্মের বন্ধন আর পূর্ব্বের ন্যায় শক্ত নাই, তাহা দিন দিন শিথিল হইতেছে। এক দিকে যেমন ধর্ম্মবন্ধন শিথিল হইতেছে, অন্য দিকে তেমনি আবার দিন দিন অসার সভ্যতার বৃদ্ধি হইতেছে। সভ্যতার বৃদ্ধি, আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি, কিন্তু অর্থের অভাব। অর্থের অভাব বলিয়া অনেক লোক সম্পাদক হইয়া দুই দিন কাগজ লিখিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া অন্তর্হিত হন। এজন্য প্রথম প্রথম কোন কাগজ হইলে গ্রাহকবর্গ ভাবিয়া থাকেন, "হয়ত দুই দিন পরে কাগজ উঠিয়া যাইবে, কেবল পয়সাগুলি নষ্ট হইবে।" এই ভাবিয়া মূল্য দেন না। ও দিকে সম্পাদক দৃঢ়ব্রত হইলেও মূল্য না পাইয়া কাগজ বন্ধ করিতে বাধ্য হন।

সাহস সম্পাদক মহাশয় বোধ হয় একথা ভাবেন নাই। অগ্রে গ্রাহকগণের নিকট বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়। এ বিশ্বাস স্থাপন, ৫।৬ মাস "ঘরের কড়ি দিয়া বনের মহিষ তাড়ানও" বড় সহজ ব্যাপার নহে। এ কার্য্য মধ্যবিধ অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে অসাধ্য। সাহসের অধ্যক্ষগণের লেখায় বোধ হয় সাহস কোন ধনী ব্যক্তির সম্পত্তি নহে। এরূপ স্থলে কি করা কর্ত্তব্য। আমরা বলি সম্পাদক ও অধ্যক্ষগণ আর দুই এক মাস কাগজ চালান। গ্রাহকবর্গের নিকট বিশ্বাসী হইলে আর গ্রাহকবর্গ নিষ্ঠুরতা করিবেন না।

উপসংহারে গ্রাহকবর্গের নিকট নিবেদন এই যে, সাহস মধ্যবিধ বাঙ্গালির অমূল্য রত্ন। এ রত্ন যদি হেলায় দূর করিয়া দেওয়া যায়, তবে বড়ই ঘৃণার কথা হইবে, বাঙ্গালি নামে কলঙ্ক আরও রটিবে। সাহস সম্বন্ধে কোনসন্দেহই নাই। অদ্য আমরা সম্পাদকের পত্র পাইলাম ও সাহস দেখিলাম। সাহস ও সম্পাদকের পত্র দেখিয়া সাহস সম্বন্ধে এই কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি; "সাহস" সাহস-সম্পাদকের ও অধ্যক্ষগণের হৃদয়ের শোণিত তুল্য। পাঠক ও গ্রাহক বর্গের নিতান্ত নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন ভিন্ন এ শোণিত বিন্দু শীঘ্র শুষ্ক হইবে না। অতএব আর উপেক্ষা ও সন্দেহ কেন? যাহার যেরূপ ক্ষমতা, তিনি সেইরূপ সাহায্য করিয়া জাতীয় সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে কি ভাল হয় না? বলা বাহুল্য, জাতীয় সহানুভূতি বলে এক দিন মুমূর্ষ প্রায় পাওনিয়ার, আজ ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র হইয়াছে। সাহস হইবে না এ কথা বলিতে কে সমর্থ?

বরাহাট পীনপৈতি
তাং ২৪ এ কার্ত্তিক
শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়

বেহারের জমিদারগণ।

বঙ্গদেশে জমিদার শব্দটী শুনিলেই বড় লোক বোধ হয়, কিন্তু বেহার অঞ্চলে অধিকাংশ জমিদারের সেরূপ সম্ভ্রম নহে; বঙ্গদেশের জমিদারদিগের জমিদারি বিস্তীর্ণ, তজ্জন্য তাহাদের আয়ও অধিক, এখানকার বিশেষতঃ ছাপরার জমিদারদিগের অনেকের জমিদারি ॥০ দশ কাঠা ।০ পাঁচ কাঠা এবং এক কাঠা পর্য্যন্ত আছে। রাজকর ১ টাকা /০ আনা বা অর্দ্ধ আনা কাহাকেও কাহাকেও দিতে হয়। এইরূপ জমিদার শব্দের প্রকৃত অর্থ এই যে, তাহারা যে জমি ভোগ করে, তাহার রাজস্ব কালেক্টরিতে দিতে হয়। জমি আছে এই বলিয়াই জমিদার নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এরূপ জমিদারগণের রাজস্ব আদায় বড় কঠিন হইয়াছে। ভারতবাসিদের ক্ষেত্রজাত শস্যই প্রধান আয়। এ বৎসর শস্যের মূল্য সুলভ হওয়াতে প্রজার জমিদারকে খাজনা দেওয়া এবং জমিদারের কালেক্টরির মাল গুজারি দেওয়া বড় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। তবে লাটবন্দির নিলামের ভয়ে কষ্টে সৃষ্টে রাজকর আদায় হইতেছে। কিন্তু টাকা প্রতি /০ এক আনার হিসাবে রোডসেস ও পবলিক ওয়ার্কসেস আদায় করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। পূর্ব্বে কালেক্টরীতে রোডসেস বাকি পড়িলে অস্থাবর সম্পত্তি গো মহিষাদি ক্রোক করিয়া তৎপরে নিলাম করিয়া লওয়া হইত। কিন্তু রাজকর্ম্মচারিদিগের ঐরূপ সম্পত্তির অনুসন্ধান করা কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হওয়াতে ঐ প্রথা রহিত করা হইয়াছে। এক্ষণে রোডসেস বাকি পড়িলে রাজকর আদায় না হইলে যেরূপ জমিদারি নিলাম করা হয়, তদ্রূপ নিলাম করা হইতেছে। আবার এ দেশে অনেক জমিদারি এজমালি আছে, উক্ত এজমালি জমিদারির কোন জমিদার আপনার দেয় করের কিঞ্চিৎ বাকি রাখিলে সমস্ত জমিদারের সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া যায়। অপরন্তু এক একটী মহল বা লাটে ২০।২৫ বা ততোধিক গ্রাম ভুক্ত আছে, এই কয়েক খানি গ্রামের মধ্যে একটী মাত্র গ্রামে আবার ২০।৩০ জন জমিদার আছেন, এই সমস্ত জমিদারের মধ্যে যদি কেহ নিজের দেয় রোডসেস না দিলেন তবে উক্ত মহলের সমস্ত জমিদারের জমিদারি নিলামে উঠিল। কত শত লোক এককালে নিঃস্ব হইল। পূর্ব্বে যখন এই কর নির্দ্ধারিত হয়, তখন জমিদারদিগের নিকট হইতে আপন আপন জমিদারির জমাবন্দি তলব হইয়াছিল। ঐ সময়ে অনেকেই প্রকৃত জমাবন্দি দেয় নাই; কেহ প্রজার নামে জমা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, কারণ যদি ভবিষ্যতে রাজার প্রজায় কোন বিবাদ হয়, তখন সুবিধা হইবে, কেহ বা ইজারদারের নিকট হইতে গৃহীত কবুলতির অনুযায়ী জমাবন্দি দাখিল করিয়াছিলেন। প্রজাকে পীড়ন করিবার অভিপ্রায়ে যাহারা জমা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন তাহাদের দুরভিসন্ধির ফল হাতে হাতে ফলিতেছে। এবং যাহারা ইজারদারের কবুলতির অনুযায়ী জমাবন্দি দাখিল করিয়াছেন তাহাদিগকে অতিরিক্ত কর দিতে হইতেছে কারণ ইজারদার প্রজার নিকট হইতে যাহা আদায় করিতেছেন তাহা কেবল জমিদারকে দিতেছেন। পক্ষান্তরে জমিদার বেশী করিয়া যে জমা জমির সদ্দ দিয়াছিলেন, তাহাকে তদনুসারে রোডসেস দিতে হইতেছে। এই সকল কারণে অল্প জমিদারদিগকে অনর্থক কষ্ট পাইতে হইতেছে। অনেকে পরে আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রায়ই তাহা গ্রাহ্য হয় নাই; ৫ বৎসর হইল এই কর প্রচলিত হইয়াছে। একবার ইহার সংশোধন আবশ্যক হইয়াছে রাজকর্ম্মচারিগণ এবার যেন কিঞ্চিৎ সাবধান হইয়া কার্য্য করেন। বিভাগীয় কমিশনর সাহেব ও রেবিনিউ বোর্ডের নিকট আমাদের প্রার্থনা এই তাঁহারা কোন রূপ সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন। না করিলে অকারণে অনেকের জমিদারি লোপ হইবে। বিশেষতঃ এজমালি মহলের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। একের দোষে বহু পরিবার উৎসন্ন না হয়।

ম্যালেরিয়া জ্বরের মহৌষধ।

মহাশয়, আজ কাল ম্যালেরিয়া পীড়িত বঙ্গদেশের নানা স্থান হইতে আমাদিগের সংস্থাপিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়ের দাতব্য বিভাগে এত অধিক পত্র আসিতেছে, যে তৎসমুদায় আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া উঠাই আমাদের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এই কারণবশতঃ সক্ষ-

সাধারণের বিদিতার্থে আপনার বহুদেশমান্য সুবিখ্যাত পত্রিকার এক পার্শ্বে অদ্য ম্যালেরিয়া জ্বরের একটী মহৌষধ প্রকাশার্থ পাঠাইতেছি; আমরা বহুস্থলে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, উহা রীতিপূর্ব্বক ব্যবহৃত হইলে প্রায়ই নিষ্ফল হয় না। যে সকল লোক ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া দিন দিন অর্থহীন, অকর্ম্মণ্য ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া উঠিতেছেন, তাঁহারা এক সপ্তাহকাল ঐ ঔষধটী সেবন করিলে বিশেষ উপকার পাইতে পারিবেন, এবং এক মাস কাল সেবন করিলে তাঁহাদের শরীরে আর কোন প্রকার গ্লানি থাকিবে না। ঔষধ সেবন কালে কেবল শাক, অম্ল, কলাইয়ের দাল, ও পক্কবস্তু ভোজন, মৈথুন, ও শীতল জলে স্নান নিষিদ্ধ। ঔষধটী এই:—

শ্বেতপাপড়া, গুলঞ্চ, শুঁঠ, পিপুল, যষ্টিমধু, কণ্টিকারী, হরীতকী, প্রত্যেক ২ তোলা, সোনামুখী ৩ তোলা, অনন্তমূল ৪ তোলা, ছোট এলাচি /০, অল্প কুট্টিত করিয়া /১৫০ সাত পোয়া জলে সিদ্ধ করত ।১/০ সাত ছটাক অবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া একটী পরিষ্কার বোতলে রাখিতে হইবে। প্রাতঃ প্রাতে ও অপরাহ্ণে (দুইবার) উহার এক ছটাক পরিমাণে সেব্য।

আমার বিশেষ পরিচিত জনৈক কৃতকর্ম্মা বহুদর্শী ডাক্তার সম্প্রতি আমাকে লিখিয়াছেন, তিনি এই ঔষধটী প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে ১৪ গ্রেণ কুইনাইন ও ১৪ বিন্দু ডাইলিউটেট সল্ফিউরিক অ্যাসিড মিশাইয়া, তদ্দ্বারা অনেক পুরাণ জীবিতাশাহীন রোগীকে অতি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য করিয়াছেন।

যাঁহারা সচরাচর কুইনাইন সেবন করেন, তাঁহারা এইরূপে কুইনাইন সহ ঔষধটী সেবন করেন ইহা আমাদের একান্ত অভিপ্রেত।

[illegible]	বশম্বদ
আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়	শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়।

সোমপ্রকাশ

৭ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

সোমপ্রকাশের বর্ষবৃদ্ধি।

অগ্রহায়ণ মাসে সোমপ্রকাশের জন্ম হয়। সোমপ্রকাশ জগদীশ্বরের কৃপায় পঞ্চবিংশতি বৎসর অতিক্রম করিয়া ষড়্‌বিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। গত পঞ্চবিংশতি বৎসরের মধ্যে আমরা রাজনীতি সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বহুল বিষয়ের পরিবর্ত্ত দর্শন করিলাম। কতকগুলি পরিবর্ত্তিত বিষয় আমাদের সুখের ও কতকগুলি নিতান্ত অসুখের হইয়াছে। আমাদের রাজা বিদেশীয়। বিদেশীয়ের বিদেশীয়ের প্রতি [illegible] ও সবিশেষ আত্মীয়তা হওয়া সহজ নয়। তাঁহারা একদিন আমাদিগকে ভিন্ন ভাবিয়া স্বেচ্ছাচারিভাবে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছেন। রাজসংক্রান্ত সার্ব্বজনীন কার্য্যে আমরা দূরবর্ত্তী ছিলাম। কোন রাজকার্য্যে আমাদের অন্তরঙ্গভাব ছিল না। সম্প্রতি রাজা অনুকূল হইয়া আমাদিগকে রাজ্যাঙ্গ করিয়া তুলিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। বঙ্গদেশের সার জর্জ্জ কাম্বেল সাহেবের অধিকার অবধি এই চেষ্টার সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু এত দিন ইহা সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। এক্ষণে মহানুভব উদারমতি লার্ড রিপন ও মেজর বেয়ারিঙ্গের কল্যাণে ইহা পূর্ণবিকশনোন্মুখ হইয়াছে।

রাজনীতি সংক্রান্ত পরিবর্ত্ত যেমন সুখের, সমাজসংক্রান্ত পরিবর্ত্ত তেমনি বহু অংশে অসুখের কারণ হইয়াছে। অনেক বিষয়ের ভ্রান্তির উচ্ছেদ ও সংশয়চ্ছেদ হইয়াছে এবং ইংরাজী শিক্ষা প্রভাবে অনেকের মনস্বিতা ও তেজস্বিতা প্রভৃতি সদ্গুণ জন্মিয়াছে সত্য বটে; কিন্তু কয়েকটী মারাত্মক দোষ প্রবেশ করিয়া সমাজের জীবনী শক্তির হ্রাস করিয়া তুলিতেছে। এখন আর সে সমাজ বন্ধন নাই। এখন সকলেই স্ব স্ব প্রধান। কেহ কাহার বাধ্য বা বশ্য নয়। সর্ব্বত্র স্বেচ্ছাচারিতার একাধিপত্য। এতন্নিবন্ধন এদেশের অনুপযোগী শত্রুরূপ সুরাপানাদি প্রবেশ করিয়া কেবল যে সমাজের দেহ মন ধন ও মান সম্ভ্রমাদি সম্বন্ধে অনিষ্ট করিতেছে এরূপ নয়, আর যে একটী মহৎ অনিষ্ট সাধন করিয়াছে তাহার প্রতিবিধানের আর সম্ভাবনা নাই। মুসলমানেরা যে বিষম অত্যাচারী রাজা ছিলেন, তাঁহাদের সময়েও সে অনিষ্টটী ঘটে নাই। সংস্কৃত চর্চ্চার হ্রাসই আমাদের উদ্দিষ্ট বিষয়। মুসলমানদিগের অধিকার কালেই নবদ্বীপ অসাধারণ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ তর্কালঙ্কার, গদাধর ভট্টাচার্য্য ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এখন কি আর সে নবদ্বীপ হইবে, না, সে রঘুনাথ রঘুনন্দন প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করিবেন? এখন আমাদের রাজপুরুষেরা সংস্কৃতের রক্ষা চেষ্টা পাইতেছেন বটে; কিন্তু সে চেষ্টা, ভগ্ন বৃক্ষে ঠেকো দিয়া রাখিবার চেষ্টা হইতেছে। মুসলমান ও ইংরাজ উভয় রাজ্যে এরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটিবার কারণ কি? মুসলমানেরা অনেক হিন্দুকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের সে অনিষ্ট চেষ্টা উপরিভাবের চেষ্টা, তাহারা সমাজের অন্তস্তল বিলোড়ন করিতে পারে নাই। তাহাদের সময়ে সমাজ বন্ধন অক্ষুণ্ণ ছিল। সুতরাং সমাজের মারাত্মক অনিষ্ট ঘটে নাই। কিন্তু ইংরাজেরা যে আগুন ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহা অন্তস্তল বিলোড়ন করিয়াও ক্ষান্ত হইতেছে না। আরো অধিক দূর গমন করিয়াছে। এখন সমাজ বন্ধন-রজ্জু সহস্র ভাগে ছিন্ন হইয়াছে। তাহাতেই আমরা পূর্ব্বকার গুণরত্নগুলি হারাইতেছি।

সোমপ্রকাশের নিজের সম্বন্ধে যে অবস্থা পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে, এস্থলে তাহারও উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক বা অসঙ্গত হইতেছে না। ইহার মধ্যে সোমপ্রকাশের যে একটী বিষম ফাঁড়া (মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত ৯ আইনরূপ রাহুর গ্রাসে নিপাত) গিয়াছে তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। তৎপ্রসঙ্গ করা অদ্য আমাদের অভিপ্রেত নয়। ইহার মূল্য ও অবয়ব সম্বন্ধে যে পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে, তাহারই উল্লেখ করা আমাদের অভিপ্রেত। প্রথমে সোমপ্রকাশ দুই ফরমায় প্রকাশিত হয়। তখন মূল্য বার্ষিক ৬ টাকা ছিল। তাহার পর চারি ফর্ম্মা করিয়া ১৩ টাকা মূল্য করা হইয়াছিল। তাহার পর গবর্ণমেণ্ট যখন সংবাদ পত্রের মাশুল কমাইয়া দেন, তখন ইহার ১০ টাকা মূল্য করা হয়। কিন্তু স্কুলের পণ্ডিত ও তৎসদৃশ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা ১০ টাকা মূল্য দিবার বিষয়ে আপনাদিগের অসামর্থ্য জানাইয়া অনেকগুলি পত্র লিখেন। আমরা তদনুরোধ বশবর্ত্তী হইয়া অসমর্থপক্ষে ৭ টাকা মূল্য নির্দ্ধারণ করি, কিন্তু দুঃখের ও ক্ষোভের বিষয় এই, ক্রমে দেখিতেছি, অধিকাংশ গ্রাহকই অসমর্থ পক্ষ আশ্রয় করিতেছেন। এরূপ ঘটনা হইবার কারণ কি? আমরা [illegible] উঠিতে পারিতেছি না। তাঁহারা কি বাস্তবিক সঙ্গতিহীন হইয়া অসমর্থ হইয়াছেন? না, কল্পনাবলে আপনাদিগকে অসমর্থ ভাবিতেছেন? ইহার অন্যতর যে কারণ হউক, তাহাই আমাদিগের দুঃখের বিষয়। যদি তাঁহারা বাস্তবিক দরিদ্র হইয়া গিয়া থাকেন, তাহা আমাদের যেমন দুঃখের, আর তাঁহারা যদি ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধপথে বিচরণ করিয়া থাকেন, তাহাও আমাদিগের দুঃখের হইতেছে। যে কারণ হউক, আমরা জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি উত্তরকালে আমাদিগকে এ বিষয় লইয়া আক্ষেপ করিতে না হয়। এটী দেশেরও মহা কলঙ্কের বিষয়।

ইংরাজদিগের ভারত শাসন।

গত আগষ্ট মাসে মহাত্মা সার ডেবিড্ ওয়েডারবরন ভারতবর্ষ এবং সিংহল দ্বীপের শাসন প্রণালী

তুলনা করিয়া লণ্ডন ষ্টেটসম্যান নামক সংবাদপত্রে একটী সারবান্ প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন। প্রস্তাবটী সকল রাজপুরুষের মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করা কর্ত্তব্য। আবার শুদ্ধ পাঠ করিলে হয় না, তদনুরূপ কার্য্য করা চাই। সমগ্র ভারতবর্ষ একটী বৃহৎ সম্রাজ্য, কিন্তু ইহার শাসন প্রণালী প্রজার পক্ষে নৎপরোনাস্তি ক্লেশকর। সিংহল একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ, কিন্তু তাহার শাসনপ্রথা এমন নয়। প্রজাগণ সেখানে বিলক্ষণ সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছেন। তাহাদের অসন্তোষ প্রকাশের কোন কারণ নাই। সিংহলের সঙ্গে ভারতবর্ষের শাসনপ্রথার তুলনা করিলে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ বোধ হইবে।

যবন রাজার শাসনাধীনে ভারতবর্ষের মহাকষ্ট ছিল, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। বাস্তবিক প্রজার অনেক বিষয়েই কষ্ট ছিল, তাহা মিথ্যা নয়। কিন্তু সে কি প্রকার কষ্ট? দস্যুর অত্যাচার এবং বাণিজ্যের অভাব; এই দুটী কষ্টই প্রধান ছিল। দস্যুভয় ও দুষ্টের অত্যাচার সর্ব্বদাই ঘটিত। স্ত্রী পুত্র এবং ধনৈশ্বর্য্য লইয়া কেহ সুখে ও নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে পারিত না। এক স্থান হইতে অন্যত্র যাতায়াতেরও অসুবিধা ছিল। দেশে বাণিজ্য কার্য্য ভালরূপ চলিত না, তাহাতে প্রজালোকেরও সমধিক কষ্ট হইত। এখন ইংরাজ শাসনে সেই সমস্ত উপদ্রব তিরোহিত হইয়াছে। স্ত্রী পুত্র পরিবার এবং ধনসম্পত্তি লইয়া সকলে সুখে বাস করিতে পারিতেছে, বাণিজ্যেরও বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু ভিতরের শাসনাভিসন্ধি বড় পরিবর্ত্তিত হয় নাই। তখন রাজকর্ম্মচারিগণ অনেকটা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন, এখনও মফস্বলে রাজপুরুষেরা স্বেচ্ছাচারিতা হইতে যে এককালে বিনির্ম্মুক্ত হইয়াছেন, এমন বলা যায় না। আবার কয়েকটী কাজে বরং এক্ষণকার প্রজাগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। যবন নৃপতিদিগের সময়ে দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক রাজ্যের উচ্চ উচ্চ পদ লাভ করিতেন। এক্ষণে ভারতবর্ষবাসিদিগের সে সমস্ত আশা ক্রমে ক্রমে নির্ম্মূল হইতেছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এ দেশের শাসনভার প্রাপ্ত হওয়া অবধি প্রজার কষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহারা দেশের শাসন ভার নিজ হস্তে লইলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা ব্যবসায়ী ভিন্ন কেহই নন। যাহাতে তাঁহাদের বাণিজ্য সুচারুরূপে চলিতে পারে, তৎপ্রতি সমধিক দৃষ্টি রাখিতেন। রাজ্যের উন্নতি সাধন করা, প্রজার অবস্থা উন্নত করা এই গুলিই রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাঁহারা সে প্রকার কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে ব্রতী ছিলেন না। আত্মীয় স্বজনকে এ দেশের প্রধান প্রধান কাজে নিযুক্ত করিতেন। তাঁহারাও ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া কেবল অর্থ সংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন; সুতরাং রাজ্যের বিশেষ উন্নতি হইত না। ইংরাজেরা যে প্রকার উদারচেতা, ধর্ম্মপরায়ণ এবং ন্যায়দীক্ষিত, পূর্ব্বে এই সমস্ত দেবোচিত সদ্গুণের কিছুই পরিচয় পাওয়া যায় নাই। স্বয়ং ক্লাইব, ইম্পে, হেষ্টিংস, প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের চরিত্র, পবিত্র ইংরাজ জাতির এক প্রকার ঘোর কলঙ্ক বলা যায়।

ভারতবর্ষের শাসন ভার স্বয়ং মহারাণীর করতলন্যস্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও পূর্ব্ব ভাব সম্পূর্ণরূপে অপগত হয় নাই। এ দেশে অভ্যাগত কোন কোন রাজপুরুষের চিত্তে দারুণ স্বার্থপরতা নিবদ্ধ লাগিতেছে। আবার এ দেশীয় লোকের রাজকার্য্যে দিন দিন কোথায় অধিকার বৃদ্ধি হইবে, তা নয় বরং কমিয়া আসিতেছে। অধিকন্তু করভার অযথা অর্থ ব্যয়ে প্রজালোক অশান্ত কাতর হইয়াছে। ভারতবর্ষ অপেক্ষা সিংহল অনেক সুখী। তথাকার সৈনিক বিভাগের ব্যয় অন্যায্য নহে, অন্যান্য ব্যয়ও বিচারসঙ্গত। প্রজাগণ অযথা করভারে কাতর নহে। মহাত্মা ওয়েডারবরন্ সাহেব লিখিয়াছেন—সিংহলের এক্ষণে ঋণ নাই চলিত রাজস্ব হইতে সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। পূর্ত্তকার্য্য, খাল খনন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য সাধারণ লাভ হইতে চলে।

সিংহলদ্বীপ যে পরম সুখে থাকিবে, সে কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে। একমাত্র সৈনিক বিভাগের ব্যয়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ হইতেছে। আমাদিগকে প্রতি বৎসর অনূ্যন ১৫০০০০০০ পাউণ্ড দিতে হইতেছে, কিন্তু সিংহলের সৈনিক বিভাগের ব্যয় কেবল ৫০০০০০ পাউণ্ড মাত্র। ওয়েডারবরন সাহেব বলেন—বোয়ার যুদ্ধে সমস্ত ইংরাজ সেনা গমন করিলে সিংহলবাসী সৈন্যদের বিশেষ রাজভক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমরা বলিতে পারি প্রজালোকের অসন্তোষের কারণ বর্ত্তমান না থাকিলে তাহারা অবশ্যই রাজার পরম ভক্ত হইয়া উঠিবে। এ ত আশ্চর্য্যের কথা নয়। ভারতবর্ষবাসিরা এত দিন সিবিল সর্ব্বিসের পরীক্ষা দিয়া উচ্চ পদ পাইতেছিলেন, কোশল ক্রমে সে পথ অবরোধ করা হইল; সিংহলবাসিদিগের সে পথ মুক্ত আছে। আবার তাহাদের আরও একটী অধিক সুবিধা। সিবিল সার্ব্বিসের পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে বিলাতে যাইতে হয় না। স্বদেশেই তাহারা পরীক্ষা দিতে পারেন।

এত দিন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারের ব্যয় রাজস্ব হইতে দেওয়া হইতেছিল, সম্প্রতি তাহা রহিত করা হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে সে নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় নাই। এই বিধিটী কতদূর সঙ্গত তাহা বলা যায় না। আমাদের রাজা একধর্ম্মাবলম্বী, প্রজাগণ অন্য ধর্ম্মাবলম্বী! সে স্থলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত সাধারণ রাজস্ব শূন্য করা কখন ন্যায়ানুগত নহে। ভারতবর্ষ হইতেও এই কুৎসিত প্রথা শীঘ্র উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ভারতরাজ্যের এত অযথা ব্যয় হইবার আর একটী কারণ আছে। এখানকার কর্ম্মচারিদিগের বেতন নিতান্ত অধিক। অনেকে এই আপত্তি করেন যে, বিলাত হইতে যাঁহারা এ দেশে আগমন করেন, তাঁহারা এখানকার উষ্ণতা প্রযুক্ত প্রায় অসুস্থ হইয়া পড়েন; বিশেষতঃ সর্ব্ব প্রকারে এখানে তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্নে ও সাবধানে থাকিতে হয়। তাহাতে অনেক ব্যয় পড়ে। সে কারণ অধিক বেতন না পাইলে ভদ্র সন্তানেরা এ দেশে আসিতে ইচ্ছা করেন না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, সিংহলও ত উষ্ণ প্রধান স্থান, সেখানে অল্প বেতনে ভদ্র সন্তানেরা কিরূপে আসিয়া থাকেন? বস্তুতঃ ঐ সমস্ত আপত্তি কোন কাজের নয়। আমরা অনুরোধ করি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সিংহলের কার্য্য প্রণালীর অনুকরণ করুন। এখানে সম্ভ্রান্ত লোকের মনে যে সমস্ত ক্ষোভ জন্মিতেছে, তাহা এককালে দূরীভূত হইবে এবং প্রজাগণও সুখে থাকিবে।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকদিগের প্রতি [illegible] আপত্তি।

প্রসিদ্ধ কবি [illegible] লিখিয়াছেন,—লোকে বলে দিনমণি কমলিনীকে বড় ভাল বাসেন। কিন্তু কমলিনীকে [illegible] এমনি ভাল বাসেন যে, তাহার জীবনের প্রধান সহায় বারিরাশি শোষণ করিতে ত্রুটি করেন না;—এই ত তাঁর ভাল বাসা। সকলেই জানেন মিশনরিরা ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া এ দেশের সবিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তাঁহারা সত্যপ্রিয়, দয়াশীল এবং লোকহিতৈষী। চিরকাল লোকের মনে এই যে দৃঢ় সংস্কার ছিল, বোধ করি এত দিনে তাহা অপনীত হইতে চলিল। [illegible], মিশনরিরা হিন্দু ও মুসলমানের মানসম্ভ্রম লোপন করিতে পারিলে ত্রুটি করেন না। যত দিন তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির প্রত্যাশা থাকে, তাবৎ [illegible] পাওয়া যায়। অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না, অমনি ভাব অন্তর্হিত হইল।

মিশনরিরা বাস্তবিক আমাদের দেশের বিস্তর উপকার করিয়াছেন। এমন কি, সাক্ষাৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট এত উপকার করিতে পারেন নাই। আমরা মিশনরিদের নিকট চির ঋণী আছি। ভারতবর্ষে ইহারাই বিদ্যার বীজ [illegible]

ছেন; তাঁহারাই বিদ্যাশিক্ষা করিতে লোকের মন লওয়াইয়া দেন। মহাত্মা ডফ্ সাহেবের প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার এবং চুঁচুড়ার বিদ্যালয় দুটী উচ্চ শ্রেণীর কলেজ সদৃশ। তন্মধ্যে একটীর এখন পতনাবস্থা, অপরটী উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করিতেছে। পূর্ব্বে এই দুই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া অনেকে এখন কৃতবিদ্য, সৎশীল, সাধুসমাজে যশস্বী হইয়া উঠিয়াছেন। অনেকে, যাহা হউক কোন প্রকার বিষয় কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। একবার স্বয়ং ডফ্ সাহেব পশ্চিমাঞ্চলে রেলওয়েতে ভ্রমণ করিতে করিতে অনেক ষ্টেসনের কর্ম্মচারিদিগের পরিচয় লন; তিনি প্রায় প্রতি ষ্টেসনেই স্বপ্রতিষ্ঠিত অনেকের বিদ্যালয়ের ছাত্র দেখিলেন; অহ্লাদে তাঁহার হৃদয় প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। ডাক্তার ম্যাকে প্রভৃতি অন্যান্য মহাত্মাদিগের মধুর মূর্ত্তি, গাম্ভীর্য্য চিত্তের ঔদার্য্য এবং সদাচারিতা কত দিন দেখে ... তাঁহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়াছে; কিন্তু কি আক্ষেপ। আধুনিক মিশনরিদের সে ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এখন তাঁহারা বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। পথে ঘাটে, হাটে বাজারে ধর্ম্ম প্রচারের সময়, হিন্দুমতের অজস্র নিন্দাবাদই তাঁহাদের উপদেশের সারভাগ, বিচারের একমাত্র যুক্তি এবং সৎপথ প্রদর্শনের উদ্দীপ্ত আলোক। সে যাহা চলিতেছিল,—চলুক। এখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনায় সে উপায় অপেক্ষা আর একটী গরীয়ান পথ অবলম্বিত হইয়াছে। ধর্ম্মতলার প্রাচীরে হিন্দুধর্ম্মের নিন্দাপরিপূরক পট লাগান হইয়াছে। আমরা যার পর নাই বিস্মিত হইলাম, ধার্ম্মিক ব্যক্তি পৃথিবীর অলঙ্কার স্বরূপ। তাঁহারা দেবতার ন্যায় পূজ্য। এমন গর্হিত কাজেও তাঁহাদের প্রবৃত্তি জন্মিল? যাঁহারা অপর জনসমাজকে ভদ্র হইতে বলিবেন, শিষ্টাচারী হইতে উপদেশ দিবেন, তাঁহাদের এমন ব্যবহার কখন শোভা পায়? সদুপদেশ দিবার কৌশল আছে; অজ্ঞতা দূর করিবার স্বতন্ত্র উপায় আছে। নিন্দা উদ্ঘোষণ দ্বারা উপদেশ দিলে উপদেষ্টার অভীষ্টসিদ্ধি হয় না। প্রথমে মিষ্ট বাক্য ও সদয়াচরণ দ্বারা প্রীতিভাজন হওয়া পরে প্রসন্ন যুক্তিতে সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করা চাই। লোকের শ্রদ্ধাস্পদ না হইতে পারিলে তাঁহার কথায় কেহ কর্ণপাতও করে না; তিনি যতই বলুন, সে কেবল অরণ্যে রোদন হয়; যতই সারগর্ভ শাস্ত্রার্থ বাহির করুন, সে কেবল উলুবনে মুক্তা ছড়ান হয়। বক্তা যদি শ্রোতার মনকে মুগ্ধ করিতে না পারেন, তবে সে বাক্যব্যয়ে ফল কি? শ্রোতার মন এখনও ঠিক নাই, শ্রোতা যাঁহাকে মানেন, শ্রদ্ধা ভক্তি করেন, একেবারে তাঁহার নিন্দাবর্ণন করিলে কি কেহ ভাবে গদ গদ হইয়া থাকে, বলিতে পারেন? তাহা হইতে পারে না, বরং বক্তার প্রতি বিজাতীয় আক্রোশ জন্মে, মনে বিদ্বেষের সঞ্চার হয়। মিশনরিরা দেয়ালে দেয়ালে যে কাণ্ড করিয়া বেড়াইতেছেন, পরিশেষে কবির লড়াই কাটাকাটিতে গিয়া দাঁড়াইবে। হিন্দু ও মুসলমানেরা মিশনরিদের ঘোর শত্রু হইয়া উঠিবেন। অবশ্য হিন্দু ও মুসলমানদিগের ভদ্র সন্তানেরা কিছুতেই প্রত্যুত্তর করিবেন না। কিন্তু আমরা চপলপ্রকৃতি লোকদিগের জন্য বড় ভয় করি; তাহারা করকণ্ডুয়ন সম্বরণ না করিয়া নীরব থাকিবে না। কলহ ক্রমশই বাড়িবে, উত্তরোত্তর কত নূতন ঢেউ খেলিবে, অবশেষে জোয়ারের জল কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা বিধাতার পাকুনে লিখিত আছে। আমাদের জ্যোতিষ পড়া নাই, এখন গণনা করিয়া ঠিক বলিতে পারিলাম না। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনে ধর্ম্মের নিন্দাবাদের একটী ধারা আছে। হিন্দুরা অন্য পথ অবলম্বন না করিয়াও মিশনরিদের নামে অভিযোগ করিতে পারেন। এই গুলি কি উচিত হয়? ভদ্র ব্যক্তির সঙ্গে ভদ্র আচরণই ভাল দেখায়। মিশনরিরা সাধারণের পূজনীয় লোক। ধর্ম্মতত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্রের আলোচনায় তাঁহাদের পাপনির্ম্মুক্ত পবিত্র অন্তঃকরণে স্বর্গীয় ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। একটা ইতর কাজ লইয়া আদালতে উপস্থিত হওয়া কিম্বা কথান্তর করা কত দূর ঘৃণার কথা। ধর্ম্ম শাস্ত্রের নিন্দা বাহির করিতে গেলে কোন ধর্ম্মেই তাহার অভাব হয় না। অতএব নিন্দা ঘোষণা দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করা প্রশস্ত উপায় নহে। উত্তরকালে ইহাতে অনিষ্ট ও ঘোর অপ্রণয় ঘটিবে।

ভ্রম বশতই হউক আর যে কারণেই হউক, মিশনারিরা ত এক কাণ্ড করিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু আমরা চমৎকৃত হইলাম, পুলিশের এবং মিউনিসিপালিটির মহাপুরুষেরা কি করিতেছিলেন? তাঁহাদের কি তখন চটকা ভাঙ্গে নাই, চক্ষে ঝাপ্সা ঝাপ্সা অন্ধকার দেখিতেছিলেন? সে দিন প্রকাশ্য স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করা লইয়া মহা হুলস্থূল ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। এখনও সে কথা সকলের মনে জাগিতেছে। দু দিন না যাইতে এ আবার কি? যে জন্যই হউক, আমরা বুঝিলাম,—পরস্পরের নিন্দাবাদে অকুশল ঘটিতে পারে। সর্ব্বপক্ষে শান্তি সংস্থাপনই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। মিউনিসিপালিটী ত সে কাজে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। এখন সে মিউনিসিপালিটী কোথায়? শারদীয় পার্ব্বণে কি অবসর লইয়াছেন? স্বকাজে নিযুক্ত থাকিলে, কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান প্রকাশ্য স্থান ধর্ম্মতলা—তথায় এ প্রকার দারুণ অবৈধ ব্যাপার ঘটিয়া গেল, কেহ কি একবারও দৃষ্টিপাত করিতেন না? এক্ষণে গত অনুশোচনায় আর প্রয়োজন নাই। যা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, সম্প্রতি সকলের শ্রদ্ধাভাজন মিশনরি মহোদয়গণ আপনাদের মর্য্যাদানুরূপ সদনুষ্ঠান করুন, এই আমাদের একান্ত বাসনা। লোকে যেমন তাঁহাদিগকে পরম আত্মীয় জ্ঞান করেন, তাঁহারাও তদ্রূপ মমতা রক্ষা করুন। সদুপদেশ দিবার প্রকৃত পথ অবলম্বন করিয়া সাধারণের মূঢ়তা মোচন করুন। সুকবি পোপ লিখিয়াছেন, মনুষ্যকে এমন কৌশলে শিক্ষা দিতে হইবে যে, প্রস্তাবিত বিষয় যেন বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাহা কেবল স্মরণ করিয়া দেওয়া হইতেছে। তুমি এক জনকে অজ্ঞ জানিয়া উপদেশ করিতেছ, যেন এমন স্পর্দ্ধা প্রকাশ না পায়।—বাস্তবিক এই মহাবাক্যটী বহুমূল্য রত্ন অপেক্ষাও মূল্যবান। উপদেষ্টৃগণ সর্ব্বথা ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে অনেক অজ্ঞ লোক দুদিনে বিজ্ঞ হইয়া উঠেন। সৎ শিষ্য অপেক্ষা সদ্গুরুই দুর্লভ। কুসংস্কার বিশিষ্ট অজ্ঞতা পরিপূর্ণ ব্যক্তিও সদুপদেষ্টার কাছে দিব্য জ্ঞান লাভ করিতে পারে। অঙ্গার যে স্বাভাবিক এত মলিন শতবার ধৌত করিলেও তাহার মলিনতা দূরীভূত হয় না, তাহাও অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে। উপদেশের কৌশলই প্রধান। অতএব, আমরা ভরসা করি, এ কাজে গবর্ণমেণ্টকে যেন আর মধ্যবর্ত্তী হইতে না হয়।

ব্যবসায় বিভাগের অখ্যাতি।

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস,—এইত ব্যবসায়িদের মহোপকার। আবার ক্রেতাদিগেরও এতদ্দ্বারা সম্পূর্ণ হিত সাধিত হয়। এদেশে যে দ্রব্য জন্মে না, বণিকেরা তাহা দেশান্তর হইতে আনেন। তুমি গৃহে বসিয়া তোমার প্রয়োজনানুরূপ সকল দ্রব্যই অক্লেশে পাইতেছ। বাণিজ্য না থাকিলে তোমাকে কত দৌড়াদৌড়ি করিতে হইত, তাহা কথয়িতব্য নহে। তবু সমস্ত আবশ্যক দ্রব্যের আয়োজন করিতে পারিতে না। এমন যে মহৎ হিতকর ব্যবসায়, লোকের দোষে তাহাও গালিস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। তুমি যদি অসরল ভাবে দুটা ছক্কা পঞ্জার কথা কও, তৎক্ষণাৎ আমি বলিব,—ব্যবসাদারী কর কেন? বটেত,—সকলেই বুঝিয়াছেন নাকে মুখে কথা কহিতে না পারিলে দোকানদারী করা হয় না, ব্যবসায় চলে না। মিষ্ট বাক্য বলিতে হইবে দ্রব্য হউক না হউক, কথায় লোকের মন ভুলাইতে হইবে, পোষাকী সত্য এবং ধর্ম্মকে গৃহে রাখিয়া আসিতে হইবে; সত্য করিতে বল, হাজির;

ধর্ম্মাবতার দাও,—তখনি প্রস্তুত? তবে ব্যবসায় বজায় থাকিবে, নচেৎ দোকানটা মাটী। ব্যবসাদারেরা যে যাহা করে, করুক। তাহাদের সদসৎ কার্য্যের কে দায়ী হইবে? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, হতভাগ্য অবোধ ক্রেতৃগণ মাঝে হইতে মারা যায় কেন? ইহার কি কোন উপায় হয় না। চীনা বাজারে যাও, দশগজ আলপাকা চাই। আট আনার স্থানে হয় ত আট টাকা মূল্য হাঁকিয়া বসিল। ক্রেতা যদি বাহাজ্ঞান শূন্য নিতান্ত উদার লোক হইলেন, তবে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। আমরা কেবল একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলাম, কিন্তু সকল দোকানেই এই কাণ্ড ঘটে। কত অবোধ লোকের যে সর্ব্বনাশ হয় তাহা বলিবার কথা নহে।

এ বিষয়ে যদি বলেন, ক্রেতার ইচ্ছা। সে যদি অধিক মূল্য দেয়, তাহাতে কে কি করিবে? যাহা হউক, যদিচ এ কথাটী নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে, তথাপি ইহা আমরা উপেক্ষা করিতেছি। তবে ইহার যদি কোন প্রতীকার হয়, বড়ই সুখের কথা। কিন্তু আমরা আর একটী গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি, সেটী কিছুতেই উপেক্ষণীয় নহে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা অত্যন্ত আবশ্যক। ব্যবসাদারী কথাটা যে গালি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার অনেক কারণ আছে। কেবল বাক্যের প্রতারণায় লোকের অনিষ্ট হইতেছে, এমত নহে। কার্য্যতঃ যে সকল অনিষ্ট ঘটিতেছে তৎসমুদয় আরও ভয়ানক। ব্যবসাদারেরা খাদ্যদ্রব্যে নানা প্রকার দ্রব্য মিশ্রিত করে। ঘৃতে রম্ভা, কোঁচড়ার তৈল ময়দা ইত্যাদি; দুগ্ধে জল; পচা মিষ্টান্ন ভাঙ্গিয়া নূতন মিষ্টান্ন প্রস্তুত করণ, ইত্যাদি আর আর অনেক প্রকার ঘোর অনিষ্টকর কাজ আছে যাহা আমরা জ্ঞাত নহি। প্রজার স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট অনেক উপায় করিতেছেন। কিন্তু খাদ্য সামগ্রীগুলি বিশুদ্ধ না হইলে কেবল বাহ্য বিষয়ের সতর্কতায় বিশেষ ফল দর্শিবে না। ব্যবসাদারেরা কোথায় কোন্ দ্রব্যে কি মিশ্রিত করে তাহা সম্যক জ্ঞাত হইবার উপায় নাই। পরন্তু সময়ে সময়ে কদর্য্য দ্রব্যের মন্দফল আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই। দুগ্ধে জল মিশ্রিত করিয়া সকল গোয়ালাই বিক্রয় করিয়া থাকে, এ কথা কাহারও অবিদিত নাই। পীড়িত ব্যক্তি কিম্বা নিতান্ত শিশু সেই দুগ্ধ পান করিলে আরও অসুস্থ হইতে পারে। গোয়ালাদের জলের বিচার নাই, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অত্যন্ত পূতিগন্ধি পল্বলের জল ও তাহারা দুগ্ধে মিশাইয়া থাকে। ময়রাগণ সাত আট দিনের পচা মিষ্টান্ন ভাঙ্গিয়া নূতন মিষ্টান্নের সঙ্গে পাক করে, তাহা কখন দেহের পক্ষে হিতকর হইতে পারে না।

এক এক দ্রব্যে অন্য দ্রব্য ভাঁজ দিয়া ব্যবসাদারেরা যে তাহা বিক্রয় করিয়া থাকে, ইহা সকলেই জানেন। ইহা পীড়াদায়ক হয়, তাহাও সকলে স্বীকার করেন? তবে কি, ইহার প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিপাত করা উচিত নহে? অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে, সর্ব্বত্র এই কুপ্রথা নিবারণ করা সহজ নয়। একটী দ্রব্য অনেক হস্তান্তরিত হইয়া আসিতেছে, কোথায় কোন ব্যক্তি তাহাতে কি মিশ্রিত করিয়াছে তাহা সপ্রমাণ করা সুগম নহে। এটী এক প্রকার অসাধ্য ব্যাপার বলিলেও বলা যায়। কিন্তু এত অসুবিধা সত্ত্বেও আমরা বলিতেছি, এ বিষয়ে একটুকু শাসন থাকা ভাল। এ সম্বন্ধে একটী বিশেষ আইন করিলে, অনেক দুষ্ট ব্যবসাদারকে শঙ্কিত হইয়া চলিতে হইবে। কোন দ্রব্য বারম্বার হস্তান্তরিত হউক না ক্ষতি কি? ব্যবসায়ীরা ক্রয় করিবার সময় ক্রেয় দ্রব্য উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া লইবেন। সর্ব্বত্র বিক্রেতা এবং ক্রেতার নাম যেন লিখিত থাকে। যে দ্রব্য অধিক দিন দোকানে পড়িয়া থাকিয়া নষ্ট হইবে, তাহা যেন পরিত্যাগ করা হয়। ব্যবসাদারদিগের মধ্যে এ প্রকার নিয়ম প্রচলিত করিলে অনেকের জীবন রক্ষা হইবে এবং ব্যবসায়ীদেরও চরিত্র সংশোধন হইবে।

চিকিৎসক পীড়িত ব্যক্তির নিকটে আসিয়া অনেক সময়ে পীড়া চিনিতে পারেন না, পীড়ার কারণও নিশ্চিত করিতে পারেন না। রোগীও তাঁহার পীড়ার কারণ ভাবিয়া পান না। কিন্তু দেখুন খাদ্য দ্রব্যের দোষে যদি কোন পীড়া ঘটে তবে বেদে কোরাণে কোথাও ত তাহার কারণ মিলিবে না। রোগী বমন করিল, রোগী বমন করিতেছে—রোগটার এইরূপে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু কেন বমন করিতেছে, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে অনেক স্থলে চিকিৎসকের চক্ষু স্থির হয় কারণ ঠিক মিলাইতে পারেন না। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা অনেক স্থলে খাদ্য দ্রব্যের দোষে পীড়া জন্মিতে দেখিয়াছি। পাঠক! খাদ্য দ্রব্যের দোষে বাক্যে এমন ভাবিবেন না যে, ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহ অপর্য্যাপ্ত কিম্বা কদর্য্য দ্রব্য ভোজন করিয়া পীড়িত হইয়াছে। যৎসামান্য আহার করিয়াই পীড়িত হইয়াছেন এমন অনেক রোগী আমরা দেখিয়াছি। ঘৃতে এরণ্ডতৈল মিশ্রিত ছিল। সেই ঘৃতপক্ক দ্রব্য ভোজন করিয়া উদরস্ফীতি বমন প্রভৃতি উপসর্গ ঘটিয়াছে। পাঠক মহাশয়গণও এমন দোষ অনেক দেখিতে পারিবেন। তাই বলিতেছি, দেশের মঙ্গলের জন্য, প্রাণ রক্ষার জন্য ইহার প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি রাখা উচিত নয়?

এই গেল খাদ্য দ্রব্য। তারপর আর একটীর কথা বলি। কি বিলাতি কি দেশীয় সকল প্রকার ঔষধেও কৃত্রিম দ্রব্য চলিতেছে। যাহাতে মনুষ্যের জীবনের আশা, তেমন দ্রব্য কৃত্রিম! ইহার অপেক্ষা অবৈধ কর্ম্ম সংসারে আর কি হইতে পারে? এগুলির নিবারণের নিমিত্ত রাজার কি কোন উপায় করা কর্ত্তব্য নহে? উপদংশ রোগে প্রজাবর্গ কষ্ট পাইতেছিল; সৈন্যগণে অবিবেকী জনসাধারণে বেশ্যালয়ে দুরারোগ্য নানাবিধ ব্যাধির বীজ আনিয়া দেহ অকালে বিনষ্ট করিতেছিল, তদ্দৃষ্টে গবর্ণমেণ্ট চৌদ্দআইন বিধিবদ্ধ করিলেন। কিন্তু আমরা যে কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিলাম সে গুলি ও জনসাধারণের সবিশেষ অনিষ্টকর। অতএব তৎসমুদায় নিবারণের কোন উপায় করিলে প্রজার বিস্তর কষ্টের লাঘব হয়, দোকানীর বাটখরা পরীক্ষার ন্যায় মিউনিসিপালিটীর কর্ম্মচারী এবং স্থানিক চিকিৎসকদিগের দ্বারা দোকানের খাদ্য দ্রব্য এবং ঔষধাদি পরীক্ষা করাইলে অধিক কৃত্রিম দ্রব্য চলিতে পায় না। তাহাতে জন সাধারণের বিস্তর উপকার দর্শিতে পারে।

—

প্রাপ্ত।

নীলামের কিস্তি যত নিকট হইয়া আসে জমিদারেরা ততই উদ্বিগ্ন হইতে থাকেন। আজ বাদে কাল লাটের কিস্তি, খাজনা দাখিল করিতে হইবে—দাখিল করিতে না পারিলে, জমিদারী লাটে উঠিবে—জমিদার, নায়েব, গমস্তা, পাক, পেয়াদা, কাহারও নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই—খাজনা আদায়ের জন্য সকলেই ব্যস্ত। জমিদার প্রজার নিকট যাহা পারিলেন আদায় করিলেন, টাকায় কুলাইল না, মাথায় হাত দিয়া বসিলেন—শেষে অলঙ্কার বন্ধক দিয়া দাদন করিয়া কোন রকমে টাকার যোগাড় করিলেন—কিস্তির শেষ দিন টাকা কালেক্টরিতে জমা দিলেন—তখন নিশ্বাস ছাড়িয়া তিনি ও তাঁহার আমলারা বাঁচিলেন। সচরাচর মফস্বলে এইরূপ ঘটনা ঘটে। লাটের কিস্তির পূর্ব্বে প্রায়ই জমিদারকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। আবার প্রজারা যদি জমিদারের খাজনা দিবে না বলিয়া ধর্ম্মঘট করিয়া বসিল, যদি জমিদারের নায়েব গমস্তা তালুকে গিয়া প্রজার নিকট একটী পয়সা আদায় করিতে না পারিল, এমন কি স্থান বিশেষে প্রজার দৌরাত্ম্যে তাড়া খাইয়া আসিল, তাহা হইলেই জমিদারের সর্ব্বনাশ। ধার কর্জ্জ করিয়া গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিয়া তালুক রক্ষা করিতে জমিদারের সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়। প্রজার নিকট সময়ে সময়ে খাজনা আদায় হয় না। বিশেষ [illegible]

পাইয়াছে তাহাতে প্রজাকে জমিদারের কথাটী কহিবার যো নাই। কানের কাছে ফৌজদারী ও দেওয়ানি আদালত—প্রজাও পুত্রের ন্যায় অন্ধ মূর্খ নয় সকলেরই চক্ষু ফুটিয়াছে—জমিদার যদি প্রজার প্রতি সামান্য মাত্র অত্যাচার করিলেন, তবে আর তাঁহার নিস্তার নাই। আমরা ক্রমশঃ দেখিতেছি এক্ষণে জমিদারের জমিদারী রক্ষা করা ভার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আবার দেখ জমিদারকে কিস্তি কিস্তি খাজনার টাকা কালেক্টরিতে দাখিল করিতে হইবে, সময়ে দাখিল করিতে না পারিলে তালুক বিক্রয় হইয়া যাইবে; অথচ প্রজা যদি জমিদারের টাকা না দেয়, তবে নালিশ না করিলে আর জমিদারের টাকা আদায় হইবার উপায় নাই। এ দিকে নালিশ করিয়া তাহার ফল পাইতে অনেক কাল লাগে। সেই কাল অতীত করিয়া প্রজার নিকট টাকা আদায় পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিতে গেলে তালুক বিক্রয় হইয়া যায়। জমিদারেরা কালেক্টরিতে আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ, ও চৈত্র এই চারি কিস্তিতে খাজনা দিয়া থাকেন। যদি জমিদারে ও প্রজায় সদ্ভাব রহিল, নিয়মিত সময়ে প্রজা জমিদারকে খাজনা দিল, জমিদারের কোন আশঙ্কা কোন ভাবনা রহিল না। কিন্তু যেখানে জমিদারে ও প্রজায় সদ্ভাব নাই, যেখানে প্রজা জমিদারকে জব্দ করিবার মানস করিল, তথায় প্রজা নিয়মিত সময়ে জমিদারকে খাজনা না দিয়া জমিদারের বিপদে আমোদ করিতে লাগিল, সেখানে জমিদারের ভয়ানক অনিষ্ট হইয়া থাকে। জমিদার ধার কর্জ্জ করিয়া গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিলেন। বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৮৬৯ অব্দের ৮ আইনে আছে, প্রজা যে সময়ে খাজনা দিয়া থাকে, সেই সময়ে সে খাজনা না দিলে, সেই খাজনা বাকী খাজনা বলিয়া গণ্য হইবে। খাজনা অগ্রিম পাইবার দাবী করিবার যো নাই, বাকী খাজনারই নালিশ চলে। জমিদার ধার কর্জ্জ করিয়া রাজস্ব দিলেন, আবার ধার কর্জ্জ করিয়া প্রজার নামে বাকী খাজনার নালিশ করিলেন। মফস্বলে আদালতের কার্য্যে যেরূপ শৈথিল্য তাহাতে প্রজার নামে সমন বাহির হইতে কিছু কাল গেল, তৎপরে সমন জারী হইল, সমনে লেখা আছে, সমন জারির পর চৌদ্দ দিন অতীত হইলে পর মকদ্দমা হইবে। এইরূপে এক মাস দেড় মাস অতীত হইয়া যায়। তখন প্রজার নামে ডিক্রী পাইয়া ডিক্রী জারী করিয়া প্রজার নিকট টাকা গ্রহণ করিতে আরও এক মাস দেড় মাস অতীত হয়। এতদ্ভিন্ন মকদ্দমার খরচা আছে, উকীলের টাকা, যাতায়াতের ব্যয় তত্ত্বাবধায়নের খরচা আছে। এই সমস্ত দিয়া জমিদারের যৎসামান্য থাকে, তাহাতে পূরা খাজনার টাকাও হয় না। আবার যদি সমুদায় প্রজা বিদ্রোহী হয়, তাহা হইলে ত জমিদারের আর নিস্তার থাকে না। সকল প্রজার নামে নালিশ করিয়া টাকা আদায় করিতে গেলে, জমিদারী ত জমিদারী, জমিদারের ভিটা মাটি পূর্ব্বসঞ্চিত ধন সকলই বিনষ্ট হয়। প্রজার নামে ডিক্রী পাইয়াও লাভ নাই, রাজস্বের জন্য ঋণ, খরচার জন্য ঋণ, ঋণের সুদ দিতে দিতে সে টাকাতেও কুলায় না।

আবার দেখ প্রজা জমিদারকে খাজনা না দিলে তাহার জোত উচ্ছেদ হইবার নিয়ম আছে। জমিদার ইহার অধিক আর প্রজায় কিছুই করিতে পারেন না। কিন্তু সে জোত উচ্ছেদ করাও সহজ কথা নয়। এ কেত বৎসরের মধ্যে খাজনার কিস্তি বাকী পড়িলে, তজ্জন্য প্রজার জোত উচ্ছেদ হইতে পারে না। কেবল বৎসরের শেষে খাজনা বাকী থাকিলে জোতের উচ্ছেদ হইতে পারে, তাহাতে আদালতও জমিদারের প্রতি তেমন অনুকূল নহে, জোত উচ্ছেদের প্রার্থনা করিলেই যে জোতের উচ্ছেদ হইবে, এরূপ নয়—ডিক্রির পর পনর দিনের মধ্যে টাকা দিলে জোত উচ্ছেদ হয় না। সুতরাং সকল দিকেই প্রজার লাভ জমিদারের ক্ষতি। তবে খাজনা না দিলে প্রজাকে জমিদারের নালিশের খরচা ও কখন কখন সুদ বা ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে হয়। তাহাতে প্রজার যে অধিক ব্যয় হয় না এমন নহে, কিন্তু তাহাতে জমিদারের যত কষ্ট, যত ক্ষতি প্রজার তত কষ্ট তত ক্ষতি হয় না।

এখন জমিদারদিগের এই কষ্ট ও অসুবিধা দূর করা আবশ্যক। যে উপায় অবলম্বন করিলে প্রজার কষ্ট বৃদ্ধি না হয়, অথচ যাহাতে সহজে জমিদারের খাজনা আদায় হয় সেই উপায় অবলম্বন করা বিধেয়। ১৮৫৯ অব্দের দশ আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে জমিদারেরা প্রজাকে কাছারি বাটীতে ধরিয়া আনিতেন, বলপূর্ব্বক তাহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতেন, প্রয়োজন হইলে তাহাদিগকে কাছারি বাটীতে আটকাইয়া রাখিতেন, মারপিট করিতে পারিতেন। এত করিয়া তখন প্রজার নিকট খাজনা আদায় হইত। যদিও এই রীতির প্রশংসা আমরা করিতে পারি না, বরং এই রীতি আমরা দূষিত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি তথাপি ইহা হইতে এই বুঝা যাইতেছে যে প্রজারাই জমিদারকে খাজনা দিতে দুষ্টতা করে। এখন আরও তাহার উপর আইনের বল পাইয়া তাহারা সমধিক বাড়াবাড়ি করিয়াছে। এখন প্রজার অসদ্ব্যবহার হউক আর জমিদারের অসদ্ব্যবহার হউক, আমরা সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই। আমরা কেবল যাহাতে জমিদারের অসুবিধা দূর হয় তাহাই চাই। তবে আমরা এ কথা বলি না যে কেবল জমিদারের সুবিধা ও প্রজার অসুবিধা করিয়া দেও। আমরা কেবল এই কথা বলি যাহাতে উভয় দিক রক্ষা হয়, যাহাতে জমিদারও বাঁচে প্রজাও বাঁচে তাহাই করিয়া দেও। অন্যথা একপক্ষে অনিষ্ট অপর পক্ষে সুবিধা, এটী নিতান্ত অসঙ্গত।

কিন্তু জমিদার ও প্রজার যে সম্বন্ধ তাহাতে একের সুবিধা করিতে গেলে অন্যের কিছু অসুবিধা হইতে পারে। জমিদারের খাজনা আদায়ের যদি কড়াকড় নিয়ম হয়, প্রজা যে এতকাল শৈথিল্য করিয়া আপনার সুযোগমত খাজনা দিয়া আসিতেছে প্রজার সে সুবিধা অন্তর্হিত হইবে। কিন্তু যখন প্রজাকে খাজনা দিতেই হইবে, তখন জড়াইয়া জমাইয়া রাখাই তাহার পক্ষে অসুবিধা, ফেলিয়া দিতে পারিলেই তাহার পক্ষে সুবিধা। সুতরাং সময় মত জমিদারের আদায় হওয়া ও সময় মত প্রজার দেওয়া, উভয়ই উভয়ের পক্ষে মঙ্গলকর। জমিদারের খাজনা আদায় করিতে ও প্রজার খাজনা দিতে শৈথিল্য করাই উভয়ের পক্ষে হানিজনক, উভয়ের পক্ষে অমঙ্গলকর। জমাইয়া রাখিলে সুদ ও মকদ্দমার খরচপ্রজাকে দিতে হইবে, অল্পে অল্পে দিলেও তাহাকে দিতে হইবে। কিন্তু জমাইয়া রাখিলে প্রজার দিতে কষ্ট হইবে, অল্পে অল্পে দিলে তাহার কোন কষ্টই হইবে না। এস্থলে যাহাতে প্রজা কিস্তি কিস্তি জমিদারের টাকা দিতে পারে তাহাই তাহার পক্ষে সুবিধা, তাহারই ব্যবস্থা করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। তাহার ব্যবস্থা করিলে প্রজারও অসুবিধা হইবে না, জমিদারও সুখী হইতে পারিবেন।

আবার বাকি খাজনার মকদ্দমায় যে টাকা ষ্টাম্প, উকীল ফি, পেয়াদার মেয়াদ, ফয়সলার ষ্টাম্প, নকলের খরচা প্রভৃতিতে ব্যয় হয়, মকদ্দমা ডিক্রী হইলে সেই টাকা প্রজাকে দিতে হয়। ইহাতে প্রজার বিস্তর অনিষ্ট হয়। এই ব্যয় হ্রাস করাও কর্ত্তব্য। একে অনেক প্রজা খাজনাই দিতে পারে না, তাহাতে আবার মকদ্দমার খরচা দিতে হইলে তাহাদের সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। জমিদার খরচা পাইবেন না, এ নিয়ম করাও অন্যায়, কেন না ন্যায্য পাওনা আদায় করিতে তাঁহার যে ব্যয় হইবে, সেই ব্যয়ও তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য। সুতরাং যাহাতে কম খরচায় বাকী খাজনার মকদ্দমা হয় তাহারই ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা হইলে প্রজাকেও কষ্ট পাইতে হইবে না, জমিদারেরও সুবিধা হইবে, এবং সকল দিক রক্ষা হইবে।

যদি বল মকদ্দমার খরচা কমাইলে আদালতের ব্যয় কুলাইবে কেন, তাহার উত্তরে আমরা বলি যে এক্ষণে আদালতে বাকী খাজনার মকদ্দমাই অধিক। হকিয়ত ও দেনা পাওনার মকদ্দমা অপেক্ষা বঙ্গদেশের মুন্সেফী আদালত সমূহে অধিকতর সংখ্যায় বাকী খাজনার মকদ্দমা হয়। সুতরাং বাকী খাজনার মকদ্দমায় আদালতের যত আয় হয়, হকিয়ত অথবা দেনাপাওনার মকদ্দমায় তত আয় হয় না। পক্ষান্তরে বিচারপতিকে হকিয়তের মকদ্দমায় যত পরিশ্রম করিতে হয়, বাকী খাজনার মকদ্দমায় তাহার অর্দ্ধেকও পরিশ্রম করিতে হয় না। এখন ন্যায় ও যুক্তি মতে যাহাতে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার জন্য তত অধিক মূল্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সুতরাং ন্যায়তঃ হকিয়তের অপেক্ষা বাকী খাজনার মকদ্দমার ব্যয় স্বল্প হওয়া উচিত। অতএব আমাদের বিবেচনায় হকিয়তের মকদ্দমার ব্যয় কিছু বৃদ্ধি করিয়া বাকী খাজনার মকদ্দমার ব্যয় কমাইয়া দিলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না, আয় যেমন তেমনই থাকিবে, অথচ সকলের পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধা হইবে।

পূর্ব্বে যে যে কথা উক্ত হইয়াছে তাহাতে প্রতিপন্ন হইল যে (১) প্রজার নিকট জমিদারের রাজস্ব যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র ও সহজে আদায় হয় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। (২) দ্বিতীয়তঃ বাকী খাজনার মকদ্দমার ব্যয় কমাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যাহাতে এই দুইটী বিষয় কার্য্যে আনয়ন করা যাইতে পারে তাহার উপায় অবধারণ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। কিয়ৎকাল অতীত হইল গবর্ণমেণ্ট প্রথমোক্ত বিষয়ে মনঃসন্নিবেশ করেন। কিন্তু উক্ত বিষয়ে মনোযোগ দিয়াও অদ্যাবধি তাহার কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। গবর্ণমেণ্ট ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, আবার প্রজার স্বত্ব নিদ্ধারণ, জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধ নির্ণয় প্রভৃতি বিষয়ে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা বলি ঐ সমস্ত বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য বটে কিন্তু আপাততঃ প্রজার স্বত্ব, জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধ এই সমস্ত একরূপ নিতান্ত মন্দ নাই। তাহার পরিবর্ত্তন করিতে অনেক সময় ও বিবেচনার প্রয়োজন। সে বরং আরও কিছু কাল ভাবিয়া স্থির করিলেই হইবে। কিন্তু আপাততঃ উক্ত দুইটী বিষয় নির্ণয় করিলে ভাল হয়। জমিদারে ও প্রজায় সর্ব্বত্র এই বিষয় লইয়া গোলযোগ চলিতেছে। আমাদের বিবেচনায় গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করুন যে খাজনা বাকী পড়িলে জমিদার আদালতে প্রজার বিরুদ্ধে বাকীর হিসাব সম্বলিত এক এক খানি আবেদন করিবেন। আপাততঃ আবেদন পত্রে যে হিসাবে ষ্টাম্প লওয়া হয় ঐ হিসাবে জমিদার ষ্টাম্প দিবেন। আবেদন দাখিল হইলে পর আদালত জমিদারের নিকট বাকী খাজনার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ লইয়া দুই তিন দিনের মধ্যে প্রজার নামে এই বলিয়া সমন বাহির করিবেন, যে বাকীর টাকা না দিলে প্রজার প্রতিকূলে ডিক্রী হইবে। প্রজা ঐ টাকা আমানত করিয়া, দাবীর ন্যায্যান্যায্য বিষয়ে আপত্তি করিতে পারিবেন। তখন যদি এরূপ প্রমাণ হয় যে জমিদারের দাবী অন্যায্য, তখন সেই অন্যায্য দাবীর দ্বিগুণ জমিদারকে জরিমানা দিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অপরাধে তাঁহাকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। এরূপ হইলে বোধ হয় অনেকটা সুবিধা হইতে পারে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১১ ই নবেম্বর। ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিক সভা কার্পাস বস্ত্রের শুল্ক এককালে উঠাইয়া দিবার প্রার্থনায় ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। তাঁহাদের আবেদনের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে এতদ্বিষয়ে ইংলণ্ডের ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ দিবেন। কিন্তু আপাততঃ এ বিষয়ে কোন নিশ্চিত উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে এই শুল্ক উঠাইয়া দিলে যদিও ভারতবর্ষের লোকের ও লাঙ্কাশিয়ারের বণিকদিগের উপকার হইবে কিন্তু যখন উহার সহিত ভারতবর্ষের আয়ের সম্বন্ধ আছে, বিশেষতঃ অহিফেনের আয় লইয়া যখন গোলযোগ চলিতেছে তখন আপাততঃ উহা পরিত্যক্ত হইতে পারে না। তবে আয় ব্যয় বৃত্তান্ত যখন প্রস্তুত হইবে তখন এতদ্বিষয়ে বিবেচনা করা যাইবে।

প্যারিস ১২ ই নবেম্বর। এম ফেরি মন্ত্রী-সভার অধিনায়কত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৪ ই নবেম্বর। ব্রাডফোর্ড নামক স্থানে ফেনিয়ানদিগের কতকগুলি কাগজ পত্র ও অস্ত্রশস্ত্র ধরা পড়িয়াছে।

রোম ১৩ ই নবেম্বর। সিসিলির এক গন্ধকের খনিতে হঠাৎ অগ্নি লাগিয়া প্রায় পঞ্চাশজন খনকের মৃত্যু হইয়াছে।

নিউইয়র্ক ১৪ ই নবেম্বর। গিটোর বিচার আরম্ভ হইয়াছে। সে এক্ষণে উন্মাদের ন্যায় আচরণ করিতেছে। কিন্তু সে উন্মত্ত বলিয়া কাহারও বিশ্বাস হইতেছে না।

লণ্ডন ১৪ ই নবেম্বর। বুধবারে বক্তৃতা কালে লর্ড সালিসবারি বলিয়াছেন যে আইরিস লাণ্ড কমিশনের বিচারে কাহারও কাহারও সম্পত্তির হানি হইতেছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে মন্ত্রিসভায় হুইগদলের আরও কিছু আধিপত্য থাকিলে ভাল হইত।

ওয়াশিংটন ১৫ ই নবেম্বর। বৃটিশ দূত স্যাকভিল ওয়েষ্ট প্রেসিডেণ্ট আর্থরকে পত্র দিলে তিনি বলিয়াছেন যে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে আপাততঃ যে সখ্য আছে তিনি তাহা বৃদ্ধি করিতে সাধ্যানুসারে যত্ন করিবেন।

প্যারিস ১৫ ই নবেম্বর। এম গাম্বেটা বলিয়াছেন যে ক্রমশঃ রাজ্যের সংস্কার সাধন, বাণিজ্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশের সহিত সন্ধি-স্থাপন, এবং দেশে বিদেশে যাহাতে শান্তি সংস্থাপিত হয় তদ্বিষয়ে তিনি মনোযোগী হইবেন।

বার্লিন ১৭ ই নবেম্বর। মন্ত্রী বিস্মার্ক জর্ম্মনীর সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রমধ্যে এক্ষণে কোন গোলযোগ নাই। প্রিন্স বিস্মার্ক কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন না।

লণ্ডন ১৭ ই নবেম্বর। ষ্টাণ্ডার্ড সংবাদ পাইয়াছেন যে ট্রান্সভালের অন্তঃপাতী লীডেনবর্গ জেলার মপোচ নামক এক জন সর্দ্দার বোয়ারদিগের বিপক্ষে অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছে।

বার্লিন ১৮ ই নবেম্বর। ১৭ই নবেম্বর হইতে জর্ম্মণির পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। সম্রাট উইলিয়ম তাঁহার বক্তৃতা সভায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। চান্সেলর দ্বারা উহা পঠিত হয়। সম্রাট বলিয়াছেন গত দশ বৎসরের মধ্যে নানা বিদেশীয় শত্রুর সহিত বিবাদের সম্ভাবনা ছিল, এবার সে সম্ভাবনা কিছু মাত্র নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন, দেশের সামান্য অবস্থাপন্ন লোকদিগের উন্নতি সাধনার্থ তাহারা যাহাতে বিত্তসঞ্চয় অভ্যাস করে এজন্য তিনি যত্নশীল আছেন। ইহাতে তাহাদের অবস্থারও উন্নতি হইবে, এবং সোসিয়ালিষ্ট মতাবলম্বি দলের হ্রাস হইবে।

বিবিধ সংবাদ।

গারফিল্ডের হন্তা গিটোর মকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছে। একজন ব্যারিষ্টার তাহার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। গিটোকে উন্মাদ রোগগ্রস্ত প্রমাণ করা তাঁহার উদ্দেশ্য। গিটো উন্মাদ প্রমাণ হইলেই মুক্তিলাভ করিতে পারে, এই অভিপ্রায় সিদ্ধি কামনায় ব্যারিষ্টার আমেরিকায় এরূপ এক বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে, যে কেহ তাহার উন্মত্ততা বিষয়ে কিছু অবগত আছে, সেই ব্যক্তি যেন গিটোর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আমরা বলি ব্যারিষ্টার ঠিক বিজ্ঞাপন দিতে পারেন নাই। তিনি যদি এরূপ বিজ্ঞাপন দিতেন যে, যে কেহ গিটোকে উন্মাদ বলিয়া সাক্ষ্য দিবে, সে পুরস্কৃত হইবে, তাহা হইলে ভাল হইত। সাক্ষীর অভাব হইত না।

রঙ্গপুর দিকপ্রকাশে একটী অদ্ভুত ইউরোপীয় বৃত্তান্ত রমণীয় প্রকাশিত হইয়াছে। এই রমণী ষ্ট্রাসবর্গ বাসিনী। একদা তিনি তত্রত্য প্রসিদ্ধ ফটোগ্রাফার হেরস্টুটজারের দোকানে উপনীত হইয়া আপনার প্রতিমূর্ত্তি লইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ফটোগ্রাফার প্রস্তুত হইলে তিনি বলিলেন "আমার আর ৩টী বন্ধু আছে, তাহাদের সহিত আমার প্রতিকৃতি উঠাইতে হইবে। ইহা কহিয়া বিবি একটী বাঁশী বাজাইল, তৎক্ষণাৎ ৩টী ভীষণ সিংহ তাহার নিকটে আসিয়া উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। দর্শকদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল, কেহ বা পলায়ন করিল, কেহ বা দূর হইতে

কৌতুক দেখিতে লাগিল। হরসুন্দর ভীত ও বিস্মিত হইয়া স্বহস্তরূপে সিংহের সহিত রমণীর প্রতিকৃতি উঠাইয়া দিলেন। যুবতীর সিংহাসীন হইয়া প্রস্থান করিলেন।" এই প্রতিমূর্ত্তি বিক্রয় করিয়া হরসুন্দর বিলক্ষণ লাভ করিয়াছে। গল্পটি যদি সত্য হয় আশ্চর্য্য বটে।

এই সংবাদ পত্র বলেন, উত্তর বঙ্গ রেলওয়ের অনেক ষ্টেষণে আরোহিদিগের জল পানের কোন বন্দোবস্ত নাই। নাটোর পার হইয়া সাহেবগঞ্জ পর্য্যন্ত দুই তিনটী ষ্টেসনে আরোহিরা জল জল করিয়া চীৎকার করিয়া এক বিন্দু জল পায় না। কোন কোন ষ্টেসনের কর্ম্মচারীরা বলেন, ষ্টেসনে জলপানের বন্দোবস্ত নাই। রেলওয়ের কর্তৃপক্ষের এতদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

হুইটলি ষ্টোক্‌স সাহেব ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা হইতে অবসর গ্রহণ করিলে পর এতদ্দেশস্থ কোন ইউরোপীয় ঐ কর্ম্ম পাইবেন না। ইংলণ্ড হইতে উপযুক্ত লোক আনীত হইবে।

দানাপুরের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে গোহত্যা লইয়া হিন্দু মুসলমানে বিবাদ বাঁধিয়াছে। তত্রত্য ম্যাজিষ্ট্রেট এই অপরাধে দুই জন মুসলমানের দণ্ড দিয়াছেন।

লর্ড রিপন ১১ ই নবেম্বর সিন্ধিয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন যে, এ দেশে আসিবার কালে তিনি মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে মহারাণী সিন্ধিয়া মহারাজের ভুয়সী প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিয়া থাকেন। তিনি এতদ্দেশের সকল রাজগণের নাম ও যশ শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে তাঁহাদের সহিত আলাপ করেন। বৃদ্ধ দশা না হইলে তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। লর্ড রিপন সিন্ধিয়া মহারাজকে আরও এই বলিয়াছেন যে, যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস সতত তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া তাঁহার নিকট যে অতিথি সৎকার পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি কখন ভুলিবেন না।

১১ ই নবেম্বর রাত্রি দুইটার সময় মান্দ্রাজের উপকূলে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। এই ঝড়ে দুই খানি জাহাজ ডুবিয়া তিরিশ জন লোক মারা গিয়াছে। [illegible] উৎপাটিত হইয়া বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে।

আর্চিবল্ড ম্যাকআলা নামক এক বৃদ্ধ সংপ্রতি আরগিল শিয়ারে ডনুন নামক স্থানে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ১৭৭৫ অব্দে ইহাঁর জন্ম হয়। ১০৬ বৎসর বয়সে ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত ও এই ব্যক্তির জ্ঞান ও বুদ্ধির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তবে বার্দ্ধক্য নিবন্ধন এ ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার জ্যেষ্ঠপুত্রের বয়ঃক্রম অশীতি বৎসর হইয়াছে।

মান্দ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড বলেন যে, মান্দ্রাজের নূতন গবর্ণর গ্রাণ্ট ডফ সাহেব ইহারই মধ্যে গাঢ় মনোযোগের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। আবার তিনি কেবল যে নিজে পরিশ্রমের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন এমন নহে, যাহাতে সকল কর্ম্মচারী তাঁহার ন্যায় যত্ন ও মনোযোগের সহিত কার্য্য করে, তদ্বিষয়ে তাঁহার চেষ্টা দেখা যাইতেছে। তিনি সেক্রেটরিদিগকে আদেশ দিয়াছেন যে, তাঁহারা স্বয়ং তাঁহার নিকট আসিয়া আপন আপন কার্য্য বুঝাইয়া দিবেন। ইতি মধ্যে তিনি সেক্রেটরির ও নিজের আপীস রীতিমত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন।

গত শুক্রবার তিনি কয়েক জন পারিষদ সমভিব্যাহারে মান্দ্রাজের একটী কৃষিবিদ্যালয়ে উপনীত হন, এবং বিদ্যালয়ের বাটী, বিদ্যালয়, উদ্যান দর্শন করিয়া, এবং কিরূপ উহার কার্য্য চলিতেছে তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান লইয়া প্রতিগমন করেন।

আমরা শুনিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলাম যে, শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আবার্ডীন বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, ডি পরীক্ষার ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

অম্বিকা দাসী নাম্নী একটী কুলী রমণী কলিকাতার একটী গুদামঘরে কার্য্য করিতেছিল। ইত্যবসরে দুইটী চট মণি বস্তা তাহার উপর পতিত হয়। তাহাতে সে অত্যন্ত আঘাত হওয়াতে তাহাকে মেডিকাল কালেজে পাঠান হয়। দুই দিবস পরে সে আরোগ্য লাভ করিয়া যখন গৃহে ফিরিয়া আসিল তখন সে দেখিল তাহার হস্ত পদাদি অবশপ্রায় হইয়াছে। ইহার অল্পক্ষণ পরেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়।

মঙ্গলবার ইডেন সাহেব বেহার অঞ্চল পরিভ্রমণার্থ কলিকাতা হইতে বহির্গত হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট নিজের হস্ত হইতে দেশীয় মদ্য প্রস্তুত করা পরিত্যাগ করিয়া দেশীয়দিগের হস্তে তাহা অর্পণ করাতে দেশের যে বিস্তর অনিষ্ট হইতেছে তদ্বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিবার জন্য মিশনরীরা গত সোমবার এক সভা করিয়াছিল। এই সভায় গিরিদির রেভারেণ্ড ক্যাম্বেল সাহেব বক্তৃতা করেন। এই দেশহিতকর কার্য্যের জন্য আমরা মিশনরিদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করি।

লাহোরে অশ্বরোগ-চিকিৎসা বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। লাহোরের মেডিক্যাল কলেজের সহিত ইহার যোগ করিয়া দেওয়া হইবে।

গত বুধবার আমরা ন্যাশনাল থিয়েটরে রাবণ বধ নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। নাটক খানি এই থিয়েটরের অন্যতম অভিনেতা শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রণীত। পুস্তকখানি আমরা বারান্তরে আলোচনা করিব। নাটকের অভিনয় মন্দ হয় নাই, কিন্তু আমরা কোন কোন অভিনেতার অভিনয় কার্য্যে ঔদাস্য দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি। রামচন্দ্র, রাবণ, হনুমান, ত্রিজটা ও মন্দোদরীর অভিনয় প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল।

গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই আদেশ দিয়াছেন যে শিক্ষা বিভাগের কোন কর্ম্মচারী ছাত্রদিগকে গৃহে শিক্ষা দিতে পারিবেন না। শিল্পবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ও দর্শন শাস্ত্র লইয়া যে সকল সাময়িক পত্র লিখিত হয় তাহাতে তাঁহারা অধিকারী হইতে পারিবেন বটে, কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য কোন সংবাদপত্রের সম্পাদকতা কি অধ্যক্ষতা করিতে পারিবেন না।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে বঙ্গবাকার বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন অভিপ্রায়ে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট দশ হাজার টাকা দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ভারতবর্ষীয়দিগকে অর্পণ করিবার সুবিধা করিয়া দিবার জন্য, ভারতবর্ষে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। পূর্ব্ব হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে যে গিলক্রাইষ্ট ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় যে যে ছাত্র উত্তীর্ণ হইবে সে যেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে এইরূপ বিবেচিত হইবে। সংপ্রতি এই নিয়ম করা হইতেছে যে গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এতদ্দেশীয়েরা কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কোন বিদ্যালয়ে নিয়মিত কাল অধ্যয়ন করিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষা দিতে ও উপাধি গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে। এই ডিগ্রী পরীক্ষা ভারতবর্ষে গৃহীত হইবে। তবে এম এ পরীক্ষা ও আইনের পরীক্ষা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে ইংলণ্ড ভিন্ন অন্য কোন স্থানে গৃহীত হইবে না।

আমরা অবগত হইলাম যে স্বামি দয়ানন্দ সরস্বতী বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করিবার মানসে চিতোরে গমন করিতেছেন। তিনি তথায় অভীপ্সিত বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন।

আমরা অবগত হইলাম, যে অল্পবয়স্ক নিজাম ইহার মধ্যেই শিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি প্রদর্শন করিতেছেন। মেজর উইলসনের শিক্ষাধীনে থাকিয়া ইংরাজি ও প্রাচ্য ভাষা অধ্যয়নে এত উন্নতি করিয়াছেন যে পরীক্ষকেরা চমৎকৃত হইয়াছেন।

১৬ ই নবেম্বরের কলিকাতা-গেজেটে ১৮৮০।৮১ অব্দের কুলি প্রেরণের কার্য্য বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই অব্দে কলিকাতা হইতে ৫৯৩৯ জন এবং গোয়ালন্দ হইতে ৭৭২ জন এবং অপরাপর স্থান হইতে ৯২৩ জন কুলী ভারতবর্ষের নানা স্থানের চা-বাগানে প্রেরিত হইয়াছে। সমুদায়ে এ বৎসর ৭৬৩৪ জন প্রেরিত হয়। ১৮৭৯।৮০ অব্দে ১৩,৭৫০ জন প্রেরিত হইয়াছিল। কুলির সংখ্যার হ্রাসের কারণ এই যে ছোটনাগপুরে আর অধিক কুলি পাওয়া যায় না।

ধর্ম্মতলা রাস্তায় ট্রামওয়ে লাইনের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, আর এক সপ্তাহের মধ্যে বহুবাজারের গোলদিঘীর মোড় পর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত হইয়া যাইবে। আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষে লাইন খুলিবার কথা।

চৌরঙ্গী ও ভবানীপুর লাইন, গত ১ লা অগ্রহায়ণ হইতে সাধারণের জন্য খোলা হইয়াছে। কিন্তু ভাড়ার পরিমাণ অতিরিক্ত ও অনিয়মিত হওয়ায়, আশানুরূপ আরোহী জুটিতেছে না। লালদীঘী হইতে চড়কডাঙ্গা ও ইহার মধ্যবর্ত্তী যে কোন স্থান হইতে যে কোন ব্যক্তি আরোহণ বা অবরোহণ করুন না কেন, তাঁহাকে ৵০ দুই আনা ভাড়া দিতে হইবে। আমাদের বিবেচনায় ট্রামওয়ে কোম্পানী ভাড়ার বিষয়ে শীঘ্র যদি কোনরূপ সুবন্দোবস্ত না করেন, তবে এ লাইনে তাঁহারা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

কালীঘাট লাইনের এখনো কোন বিষয় স্থির হয় নাই। সিকদারপাড়া, হালদারপাড়া, ও নেপাল-ভট্টাচার্য্যের রোড, এই তিনটী রাস্তারই মাপ ও নক্সা গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু কোন্ রাস্তা দিয়া লাইন যাইবে, অদ্যাপি তাহার মতামত প্রকাশ হয় নাই। তবে ট্রামওয়ে কোম্পানীর সকল বিষয়ে সুবিধা বিবেচনা করিতে হইলে হালদার পাড়া রাস্তা দিয়াই লাইন আসিবার অধিক সম্ভাবনা। কিন্তু আমরা অন্যান্য লাইনে যেরূপ দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে হালদারপাড়া রোডবাসী গৃহস্থগণের ইহাতে অনেক অসুবিধা হইবে। এখন দেখা যাউক, কোন্ রাস্তায় লাইন আসা স্থির হয়, পরে ইহার ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা করা যাইবে।

রাগের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক সময় অনেক বুদ্ধিমান লোককেও গর্হিত কার্য্য করিতে দেখা যায়। কয়েক দিন হইল জনৈক ওভারসিয়ার কালীঘাটের রাস্তার নর্দ্দামা পরিষ্কার করাইতে আসিয়া নর্দ্দামার উপর স্থাপিত দোকানদারদিগের তক্তার পোলগুলি সমস্তই ভাঙ্গাইয়া দেন এবং নিষেধ করেন যে, যে কোন ব্যক্তি নর্দ্দামার উপর পুনরায় তক্তা দিবে, তাহার তক্তা বাজেয়াপ্ত হইবে। ঠিক সেই সময় চাহিয়া দেখেন যে তাঁহার সম্মুখে একখানি বোকড়ের দোকানে নর্দ্দামার উপর পুনরায় তক্তা দেওয়া হইয়াছে। ওভারসিয়ার বাবু ইহাতে তেলে বেগুনে জলিয়া উঠিয়া তাঁবেদার কুলিদিগকে হুকুম করিলেন "লে যাও তক্তাকো কাজী হাউসমে" হুকুম তখনি তামিল হইল। পরে দোকানদার যখন তাঁহার নামে ফৌজদারী করিতে উদ্যত হইল, এবং ঐ তক্তা দেওয়ার হুকুম সরকার হইতে পাইয়াছে প্রকাশ পাইল, তখন ওভরসিয়ার বাবু জুজুভীত বালকের ন্যায় জড়সড় হইয়া যে হস্তে জোর করিয়া তক্তা লইয়াছিলেন, আবার অম্লান বদনে সেই হস্তে ফিরাইয়া দিলেন। ইহাকেই বলে রোগের মত ঔষধ।

বহু দিন হইল সোমপ্রকাশ স্তম্ভে দিল্লীবাসী বাজীকর বড়মিয়া সম্বন্ধে পাঠক যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, সম্প্রতি আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া জানিতে পারিয়াছি, তাহার অধিকাংশই অলীক। আমরা ভাবিয়াছিলাম, বড়মিয়া ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন, না জানি কতই আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখাইবেন। সম্প্রতি ভবানীপুরে বাবু হরপ্রসাদ চৌধুরীর বাটীতে বড়মিয়ার খেলা হইয়াছিল। এতদ্দেশীয় সাধারণ তুবড়ীওয়ালা বাজীকরদিগের খেলা অপেক্ষা তাহার খেলা কোন অংশেই উৎকৃষ্ট নহে। আমরা আরও দেখিলাম, দর্শকদিগের, মধ্যে কেহ কেহ তাহার কারচুপী ধরিয়া তাহাকে অপ্রতিভ করিতে উদ্যত হওয়ায় তিনি তাহাদিগের নিকট মাপ চাহিয়া নিষ্কৃতি পান।

কালীঘাটের বাজারের হাটচালা সকল গোলপাতায় নির্ম্মিত থাকায়, বাজার স্বামীদিগের উপর মিউনিসিপালিটী হইতে অনেক দিন হইল, এই মর্ম্মে এক নোটিশ আইসে যে, হাটচালা সকল পাকা কর। না করিলে ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। বাজার স্বামীদিগের ইহাতেও চৈতন্য না হওয়ায়, সম্প্রতি সুবর্বন মিউনিসিপাল কোর্টে তাঁহাদের কৈফিয়ত তলব হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রহণযোগ্য কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে না পারায়, তাহাদের ৫০ টাকা অর্থদণ্ড এবং হাটচালা সকল শীঘ্রই পাকা করিবার তাগিত হইয়াছে। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, এই চেতনা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজনোপযোগী মালমসলাদি বাজারে আসিয়া পড়িয়াছে। ইতিপূর্ব্বে দুই খানি ঘরও প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে।

কয়েক দিবস অতীত হইল শিবপুর নিবাসী শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় নামক একজন ব্রাহ্মণ তত্রত্য মৃত ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটী সপ্তমবর্ষীয় কন্যাকে অলঙ্কারের লোভে হত্যা করিয়াছে। দুরাত্মা এই কন্যাটীকে কাছারী বাটীর নিকটস্থ একটী বাগানে লইয়া গিয়া বধ করে। অনন্তর অলঙ্কারগুলি তাহার মৃতদেহ হইতে উন্মোচন করিয়া তাহার বাটীর মধ্যস্থ ইটের স্তূপের নিম্নে লুকাইয়া রাখে। হত্যাকারী পলায়ন করিয়াছে। পুলিষ এ পর্য্যন্ত তাহার কোন অনুসন্ধান পায় নাই।

গত বুধবার নীলকণ্ঠ রায় নামক এক জন চিকিৎসক অতিশয় মদ্যপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। মদ্যপানের এই ফল, দেখিয়াও কি দেশীয়দিগের চৈতন্য হয় না?

বোম্বাইয়ের পারসীরা বালণ্টিয়ার দলে প্রবেশ করিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছে। ১৮৬০ অব্দে নাউরোজজী ফারডনজী ও অপরাপর কয়েক জন সম্ভ্রান্ত পারসী এই বিষয়ে উদ্যোগী হন, কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই।

বোম্বাইয়ের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে ভীলেরা এড়র নামক জেলায় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে। এই দৌরাত্ম্য নিবারণের জন্য কপ্তেন ইয়েটস দুই দল সৈন্য সমভিব্যাহারে গত সোমবার এড়রে গমন করিয়াছেন।

বৈদ্যনাথ হইতে দেওঘর পর্য্যন্ত রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট বরন কোম্পানীকে আদেশ দিয়াছেন। এই রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার জন্য বরন্ কোম্পানী গবর্ণমেন্টের নিকট অন্য কোন সাহায্য চাহিতেছেন না। কেবল যে টুকু ভূমি রেলওয়ের জন্য আবশ্যক হইবে গবর্ণমেন্ট তাহার এক শত বৎসর কোন রাজস্ব গ্রহণ করিবেন না।

লর্ড রিপন ১৭ ই নবেম্বর জয়পুরে উপনীত হইয়াছেন।

রুষিয়ার সংবাদপত্র সমূহ তুরস্কের সুলতানকে এই উপদেশ দিতেছেন যে যদি তিনি রুষ-তুরস্ক যুদ্ধের ব্যয় দিতে না পারেন তাহা হইলে তিনি তুরস্ক সাম্রাজ্যের কিয়দংশ রুষসম্রাটকে অর্পণ করুন। এই উপদেশ বার্লিনের সন্ধিপত্রের একান্ত বিরোধী।

সম্প্রতি বোম্বাই গবর্ণমেন্ট এই আদেশ দিয়াছেন যে মান্দ্রাজের সময় অনুসারে বোম্বাই অঞ্চলের গবর্ণমেন্টের আপীষ সমূহের ঘড়ি মিলাইয়া দেওয়া হইবে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই নিয়ম প্রচলিত করিলে ভাল হয়।

কর্ণেল ব্যানারম্যান জয়পুরের রেসিডেন্টের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কর্ণেল বেনিয়ম এই স্থানের রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁহার অস্বাস্থ্য নিবন্ধন তাহাকে এই স্থান হইতে অবসৃত করা হইতেছে।

১৫ ই নবেম্বর। দিনাজপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য নদীয়া জেলায় গেলেন।

যশোহরের অন্তঃপাতী নড়াইলের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু বরদা দাস বসু বাবু গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্থলে সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বাবু পূর্ণচন্দ্র বসাক বাবু বরদা দাস বসুর স্থলে কিছু দিনের প্রেসিডেন্সি বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বাকুড়ার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের সব ডেপুটী কালেক্টর অন্নদা-প্রসাদ পাঠক তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

ময়মনসিংহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ক্ষেত্র গোপাল রায় তিন মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ. এইচ, বি, স্কাইন প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়া যশোহর জেলায় রহিলেন।

পাবনার প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু মাণিকলাল পাল দিনাজপুরে বদলী হইলেন।

প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর উড মেদনীপুরের সদর ষ্টেষণে রহিলেন।

বাবু অনন্তলাল চট্টোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটি কালেক্টর হইয়া ফরিদপুরে রহিলেন।

দারভাঙ্গার অন্তঃপাতী তেজপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর চলমউডের প্রতি পূর্ব্বে যে হুকুম হয়, তাহা রহিত হওয়াতে তিনি সাধারণের সদর ষ্টেষণে রহিলেন।

মজঃফরপুরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর সি, এম. ডালিঙ্ সেট সারণে বদলী হইলেন। ঐ জিলার সেওয়ান বিভাগে থাকিবেন।

যশোহরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জে, একফর মজফরপুরের সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

এইচ, এম. টোবিন এক্ষণে চম্পারণ জিলার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিতেছেন, উহা হইতে অবসৃত হইলে দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত ঐ জিলায় প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়া কার্য্য করিবেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৮ ই নবেম্বর। রঙ্গপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর সি, এইচ, বাউয়েন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ও সরাসরি মকদ্দমা করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১৪ ই নবেম্বর। বালেশ্বরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১৫ ই নবেম্বর। লোহারডগার অন্তঃপাতী পালামৌয়ের বাবু করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছেন।

মেদনীপুরের প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জে, সি, উড তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যশোহরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এফ, এইচ, বি, স্কাইন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ও সরাসরি মকদ্দমা করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন।

রঙ্গপুরের অন্তর্গত গাইবান্ধার মুন্সেফ বাবু দিনেশচন্দ্র রায় ঐ চৌকীর খাজনা আদায়ের মকদ্দমার মুন্সেফ হইলেন। তিনি ৫০ টাকা পর্য্যন্ত ছোট আদালতের বিচার্য্য মকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন।

চম্পারণের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এইচ, এম, টোবিন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ও সরা-সরি মকদ্দমা করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত স্থানে অতিরিক্ত মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাবু রাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তী — বরিশাল। (সদর ষ্টেষণ)
রামধন মুখোপাধ্যায় — পাবনা।
যোগেন্দ্রনাথ দেব — ঢাকা। (সদর ষ্টেষণ)
অন্নদাপ্রসাদ বাগচী — মুন্সীগঞ্জ।
সুরেশচন্দ্র ঘোষ — দিনাজপুর। (সদর ষ্টেষণ)
নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় — চিল্মারী।
সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় — মাদারীপুর।
নগেন্দ্রনাথ রায় — মুরশিদাবাদ (সদর ষ্টেষণ)
অঘোরচন্দ্র হাজরা — বগুড়া।
মহেন্দ্রলাল গোস্বামী — নাটোর।

৯ ই নবেম্বর। দিনাজপুরের অন্তর্গত ঠাকুর গঞ্জের মুন্সেফ বাবু চন্দ্রপ্রসন্ন দত্ত তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

সংবাদদাতার পত্র।

কানপুর—১ । ১১। ৮১।

এখানে বারইয়ারিতে ৮ জগদ্ধাত্রী পূজাও হই-য়াছে। বেশ্যার নাচ ও গান প্রভৃতি কোন অনু-ষ্ঠানের ত্রুটী হয় নাই। শুনিতে পাই যে “হাতা-হাতি” পর্য্যন্তও হইয়া গিয়াছে।

এ প্রদেশে যে কোন সমারোহের কার্য্য হউক প্রায় সকলেরই শেষে বেশ্যাদিগকে নাচাইয়া আমোদ করা যেন একটা অঙ্গ স্বরূপ হইয়া পড়ি-য়াছে। সৎ ব্যয় যত দূর হউক আর না হউক, বেশ্যার নাচ হওয়া চাই। যে টাকা ঐ অনর্থক কার্য্যে যায়, তাহা অনাথ দরিদ্রদিগের উপকারার্থ যদি ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে কর্ম্মকর্ত্তারা যশঃ ও পুণ্য উভয়ই অর্জ্জন করিতে পারেন।

গত কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে বিঠুরে গঙ্গা-স্নানের বড় যোগ ছিল। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে স্নানার্থীরা আসিয়া স্নান করিয়াছে। ঐ দিন অবধি একটা মেলা আরম্ভ হইয়াছে। উহা ১৫ দিন পর্য্যন্ত থাকিবে। পূর্ব্বে এই মেলার আরও ধুমধাম ছিল, প্রায় মাসাবধি ইহা থাকিত; যখন রেল রাস্তা ছিল না, দেশ বিদেশের বাণিজ্য দ্রব্য লোকের দুষ্প্রাপ্য ছিল, তখন এ প্রদেশের ব্যবসাদারেরা এই মেলা হইতেই দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া সম্বৎসর বিক্রয় করিত; শাল দোশালা প্রভৃতি ভিন্ন দেশীয় শিল্প দ্রব্য এবং হাতিঘোড়া প্রভৃতি নানাবিধ বহু মূল্য দ্রব্য ভারত-বর্ষীয় রাজারা এই মেলা হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন। বটেশ্বরের মেলা ভিন্ন এ প্রদেশের মধ্যে ইহার তুল্য মেলা আর নাই। উক্ত স্থানে প্রতি বৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে গঙ্গাস্নানের যোগ হয়।

যে স্থানে লোকে স্নান করিয়া থাকে, তাহার নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত ক্ষেত্র। কথিত আছে ঐ স্থানে ব্রহ্মা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন স্বরূপ একটা কাষ্ঠের খোঁটা ঘাটের জল সন্নিহিত ধাপের উপর পোতা আছে, স্নানার্থীরা উহা স্পর্শ করিয়া স্নান করে। প্রতি বৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে এখানে এই যোগ হয়।

ঐ ঘাটের অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে মহর্ষি বাল্মীকির তপোবন। ঐখানে সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া মুনির আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্রের যমজ পুত্র লব ও কুশ এই স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন; ইহার নিকটেই বিখ্যাত লব কুশের যুদ্ধে রামচন্দ্র পরাস্ত হইয়াছিলেন। এই বিঠুরেই গত সিপাহী বিদ্রোহের উত্তেজক নানা সাহেবের বাড়ী। এটী আমাদের একটী প্রধান তীর্থ স্থান। এই যোগ ভিন্ন অন্যান্য সময়েও নানা স্থান হইতে তীর্থযাত্রিরা এই তপোবন দর্শনাভি-লাষে আগমন করে।

রাণীগঞ্জ।

১। দেশের অবস্থা অতি জঘন্য। যে দিকে দেখা যায়, সেই দিকেই জ্বর সদর্পে বিরাজ করি-তেছে। এ অঞ্চল অতি সুখের স্থান ছিল,—অন্য পীড়ার কথা স্বতন্ত্র, জ্বরের প্রকোপ প্রায়ই অনুভূত হইত না বলিলেই হয়। পূর্ব্ব প্রদেশ হইতে অনে-কেই স্বাস্থ্য লাভের জন্য এখানে অবস্থিতি করি-তেন। কিন্তু এখন বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে—সে সুখের কাল নাই, এখন যে কোন গৃহে প্রবেশ কর, দেখিবে অন্ততঃ ২। ১ জন গৃহী পীড়াবশতঃ শয্যায় শয়িত রহিয়াছে,—ভাল জিজ্ঞাসা করি, দেশের ভাবের এরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন কেন?

২। সে দিন এখানে অগ্নিকাণ্ড হইয়া যায়। অগ্নিসংযোগে অনেকগুলি গৃহ দগ্ধ হয়। সহরের মধ্যস্থলে অনেকগুলি তৃণ নির্ম্মিত গৃহ ছিল। অগ্নি-দেব সেই গৃহগুলি উদরসাৎ করিয়া ফেলিয়াছেন; আমরা অনেক বার বলিয়াছি, সহর মধ্যে আর তৃণাচ্ছাদিত গৃহ থাকা ভাল দেখায় না। ইহার প্রতিবিধানে তৎপরতা অবলম্বন করিলে অগ্নিদাহ-

দের মঙ্গল কোথায়? শুনিলাম গৃহদাহের দিন এখানকার মাজিষ্ট্রেট মহোদয় স্বয়ং ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া অগ্নি নির্ব্বাণের অনেক সহায়তা করেন। বস্তুতঃ সে সময় তাঁহার আগমন না হইলে অগ্নির প্রবলতা বহুল পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইত।

৩। সে দিন সিহাড়সোলে পুরস্কার বিতরণ উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। তথাকার ইংরাজী স্কুলের বালকদিগকে এই পুরস্কার বিতরিত হয়। বিতরণী সভায় অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক সমবেত হন। বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট সাহেব সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। বার্ষিক বিজ্ঞাপনী পঠন, বক্তৃতা প্রভৃতি এ উৎসবের সমস্ত অঙ্গগুলি একে একে অনুষ্ঠিত হয়। তবে নূতনের মধ্যে দেখা গেল দুটী বালককে নগদ টাকা পুরস্কার দান ও বালক এবং দর্শকগণের অভ্যর্থনা জন্য আহারের আয়োজন ও আহ্বান। এটী এখানকার মহারাণীর স্কুল। তিনি বিপুল অর্থের অধিকারিণী তাঁহার স্কুলে যে এ সব কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে, তাহা বিচিত্র নহে, না হওয়াই দুঃখের বিষয়। তবে শুনিতে পাই এ স্কুলের একটী অভাব আছে,—অভাবটী সামান্য গোছের নহে। এখানে ছাত্রনিবাস নাই—এতন্নিবন্ধন বহু সংখ্যক ছাত্রের বড় ক্লেশ হয়। আমাদের মহারাণী মহোদয়া সে অভাবটী পরিপূরণ না করেন কেন? বোধ হয় এ বিষয়টীর গুরুত্ব তাঁহার সন্নিধানে যথাযথরূপে বর্ণিত হয় না। যখন সামান্য সামান্য স্কুলের সঙ্গে এক একটী ছাত্রনিবাস দেখা যায়, তখন এরূপ উচ্চ অঙ্গের স্কুলে এ অভাব থাকা অল্প দুঃখের বিষয় নহে। তাঁহার যোগ্য পুত্র কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া মহোদয়ের নিকট আমাদের সানুরোধ প্রার্থনা এই অভাব পরিপূরণে তিনি মনোযোগী হউন।

৪। রাণীগঞ্জ মধ্যবিধ ইংরাজী স্কুলের মাইনার পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। ৪ টী বালক এ পরীক্ষায় উপস্থিত হয়। ২ টী প্রথম বিভাগে অপর দুই জন দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। ফল অতিশয় প্রীতিকর বলিতে হইবে। এ বৎসর শিক্ষকদের কিছু কিছু বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। স্কুলের কমিটীকে অনুরোধ করি আগামী অধিবেশনে এ বিষয়টীর বিবেচনা করেন।

৫। আমাদের মাজিষ্ট্রেট মহোদয় শীত কালীন পরিভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। শুনিলাম এবারে তিনি এক নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। যে যে স্থানে কখন কোন মাজিষ্ট্রেট গমন করেন নাই, তিনি এবার সেই সেই স্থান পরিদর্শন করিবেন। এটী অতি উত্তম কার্য্য হইবে বলিলাম। প্রতি বৎসর এক স্থানের অবস্থা দেখিলে সুচারুরূপে পরিদর্শন কার্য্য সম্পন্ন হয় না।

৬। এখানকার উত্তর পশ্চিম কোণে এক খানি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘ আজি ২।৩ মাস দেখা দিয়াছে। মেঘ খানির ভাব দেখিয়া বোধ হয় বর্ষণ না হইয়া যায় না। তাহা হইলেই এ অঞ্চলের একটী অতি সম্ভ্রমশালী পরিবারের ঘোর বিপদ। ঈশ্বর না করুন, যদি বর্ষণ হয়, তবে সেই পরিবার হইতে দয়া, দাক্ষিণ্য, মায়া মমতা প্রভৃতি সদ্গুণ কোন দিকে লোপ হইয়া যাইবে, তাহার কিছু মাত্র থাকিবে না। অদ্য ইঙ্গিত মাত্র করিলাম—আবশ্যক হইলে এ রহস্যের উদ্ঘাটনে বিমুখ হইব না।

ছাপরা।

১। কার্ত্তিক পূজা উপলক্ষে রবি সোম এবং মঙ্গল তিন দিবস কাছারি বন্ধ রহিল। পূর্ব্বে এ প্রদেশে এ পর্ব্বে কাছারি বন্ধ হইত না, এবারে কি জন্য এখানেও হুকুম জারি হইল, কেহ বুঝিতে পারিল না। বঙ্গবাসি ভিন্ন এই পর্ব্বের নাম গন্ধও এখানে কেহ জানে না। বোধ হয় বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি মহাশয়ের ভ্রম ক্রমে এইরূপ ঘটিয়া থাকিবে। তবে চাকিরদের বিশ্রাম হইল, অর্থিপ্রত্যর্থিগণের ও সাক্ষিগণের অকারণ খরচা বাড়িল। সেটী আর কেহ ভাবিলেন না। রাজকর্ম্মচারিগণ এবারে প্রায় সকলেই জ্বররোগের প্রাদুর্ভাব স্বচক্ষে দেখিলেন, কিন্তু প্রতিকারে কেহ যত্নবান হইলেন না। বেহার হেরল্ড প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, পাটনার ক্যাম্বেল স্কুলের শিক্ষিত ছাত্রদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ঔষধ দিয়া সর্ব্বত্র পাঠাইলে ভাল হইত।

২। ছাপরা মিউনিসিপালিটীর যত্নে সহরের রাস্তাগুলির অবস্থা অতি উত্তম। কিন্তু রাস্তায় আলো দেওয়া হয় না। লণ্ঠন রাখিবার লৌহ দণ্ডগুলি অনেক দিন হইতে পোতা রহিয়াছে, কিন্তু আলোক কখন দেওয়া হয় নাই। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সাহেব আসিলেই সেই রাত্রি মাত্র সহরে আলোক দেওয়া হয়। এবারেও আসিতেছেন আমাদের প্রার্থনা যেন ঐ দিবসে যে সহরে আলোক দেওয়া হইবে, ঐটী যেন এক দিবসের মত না হয়। ঐ দিবস হইতে যেন বরাবর আলোক দেওয়া হয়। তাহা হইলে উহা উক্ত মহোদয়ের শুভাগমনের চিহ্ন স্বরূপ চিরকাল থাকিবে। যদি মিউনিসিপালিটীর অবস্থা উত্তম না হয়, তবে রায় মহাবীরপ্রসাদ সাঃ বাহাদুর এবং অপর ধনিগণ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিয়া উক্ত গবর্ণর সাহেবের স্মরণার্থ সহরের চিরকালের জন্য আলোকের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তাহা হইলে অনেকেই দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

ইতিপূর্ব্বে রাউলপিণ্ডিতে অবস্থিতিকালে আমরা এক দিন "আটক" পর্য্যন্ত বেড়াইতে যাই। রাউলপিণ্ডি হইতে "আটক" ৬০ মাইল হইবে। আটক নদীর উপরেই উত্তর পঞ্জাব রেলওয়ের দাকময় একটী সামান্য ষ্টেশন আছে। রেলওয়ে "এক্ট" অনুসারে ঐ রেলওয়ের কোন ষ্টেশনেই প্রায় সুবন্দোবস্ত দেখা যায় না। উহা গবর্ণমেণ্টের খাস লাইন, কাজে কাজেই কাহার কোন কথা কহিবার অধিকার নাই। গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে হইলে মহা গলদপূর্ণ পড়িয়া থাকে সন্দেহ নাই। রাউলপিণ্ডি হইতে আটক পর্য্যন্ত লাইনটী প্রায় সর্পাকৃতি হইয়া গিয়াছে। বোধ হয় ৩।৪ মাইলও লাইন সরল নাই। এক এক স্থান এত উচ্চ ও এত নিম্ন হইয়া গিয়াছে যে সময়ে সময়ে ৩।৪ টী ব্রেক কষিয়াও ট্রেণের গতি লাঘব করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। এজন্য উক্ত লাইনে যে সমস্ত ট্রেণ চলে তাহাতে ২।৩ খানি গাড়ি অন্তর এক একটী ব্রেক দৃষ্টিগোচর হয়। রাউলপিণ্ডি ও ঝিলামের মধ্যে যেমন একটী নাতিবৃহৎ "টনেল" আছে, রাউলপিণ্ডি ও "আটকের" মধ্যেও তেমনি কোন টনেল অর্থাৎ পর্ব্বত সুড়ঙ্গপথ নাই। কিন্তু অধিকাংশ লাইনই পর্ব্বত গাত্র স্পর্শ করিয়া গিয়াছে। আটক নদীকে তত্রত্য হিন্দুরা "সিন্ধুগঙ্গা" বলে, তাহারা তাহাতে স্নান করিয়া গঙ্গাস্নানের ফল প্রাপ্তির আশাবাই চরিতার্থ করিয়া থাকে। এই আটক নদীর জল অত্যন্ত শীতল, বরফ গোলা বলেও বলা যায়। যথার্থ পৌত্তলিক হিন্দুর পক্ষে ইহার জল স্পর্শনীয় নহে, এবং ইহার পরপার যাওয়াও নিষিদ্ধ, এই জন্য ইহার নাম "আটক" অর্থাৎ হিন্দুর গতি বিধির সীমা এই পর্য্যন্ত, আর নয়। বাস্তবিক বলিতে হইলে এখানকার লোকের আচার ব্যবহারে হিন্দুআনার বোধ হয় এক আনা ভাগও নাই। তারা মুসলমানদের সঙ্গে মিশিয়া এক প্রকার ম্লেচ্ছভাব ধারণ করিয়াছে। ইহারা প্রায় উচ্ছিষ্ট বিচার করে না। মলমূত্রাদি ত্যাগ করিয়া জল সংস্কারের বড় ধার ধারে না। মৃত্তিকা ঘর্ষণে শুদ্ধ হইয়া থাকে!! এদেশে হিন্দু বাঙ্গালি বিধবা রমণীদের অবস্থা ভারি শোচনীয়, কেন না তাঁরা যেমন শুদ্ধাচারিণী থাকিতে ভাল বাসেন, এদেশের দাসদাসীরা তেমনি কদাচারী ম্লেচ্ছ। এজন্য তাঁহাদের চক্ষের জল না ফেলিয়া দিন কাটান ভার। আট-

কেও ২।১টী শিবালয় দেখিলাম। মুসলমানদের দৌরাত্ম্যে হিন্দুকীর্ত্তি ও হিন্দুদেবালয় এ সব স্থানে অতি বিরল ছিল। আমরা যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া "আটক" সহর দেখিতে চলিলাম। সহর নিতান্ত সামান্য, দোকানপসার অতি অল্প, এবং বসতিও অধিক নাই। থাকিবার মধ্যে "আটক" দুর্গটী বেশ জমকাল বোধ হইল। আফগান যুদ্ধ কাল অবধি এই দুর্গের বিশেষ সংস্কার ও উৎকর্ষ সাধন হইতেছে। এখানে এক দল ইউরোপীয় সৈন্য ও এক দল দেশীয় সৈন্য আছে। আটক নদীর বেগ এত প্রবল যে নৌকারোহণে অনায়াসে পারাপার হওয়া যায় না। এ জন্য গবর্ণমেণ্ট একটী সুদৃঢ় পনটুন সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু শীতকাল ভিন্ন ভাসাইবার যো নাই, কারণ তখনই কেবল হিমাচলের বরফ জমিতে আরম্ভ হইয়া নদীর বেগ মন্দীভূত হইতে থাকে, তথনই ঐ সুদৃঢ় নৌলৌহশৃঙ্খল দ্বারা পাহাড়ের সহিত আবদ্ধ করিয়া ভাসান হইয়া থাকে। "আটক" ষ্টেষণের প্রায় ৩ মাইল দূরে একটী প্রকাণ্ড রেলসেতু নির্ম্মিত হইতেছে। এইটী প্রস্তুত করিতে ন্যূনাধিক দুই বৎসর লাগিবে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে সিন্ধু নদের উপর দিয়া পেসোয়ার পর্য্যন্ত প্রায় লাইন প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। রাউলপিণ্ডির ১১ মাইল উত্তরে টর্ণাল জংশন হইতে কোহাট পর্য্যন্ত একটী শাখা রেলওয়ে লাইন খোলা হইয়াছে, ইহা ৬৬ মাইল হইবে। ইহা আপাততঃ কুশালপুর অবধি গিয়াছে। কাবুল যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে এই লাইনটীর বিস্তৃতি স্থগিত আছে আটকে আমাদের আহার সামগ্রী ভাল কিছুই পাওয়া যায় না। আমরা অতি কষ্টে দ্বাদশ ঘণ্টা তথায় কাটাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। আটকের পুরাতন দুর্গটী দেখিয়া অনেক অতীত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী মনে পড়িল। এই দুর্গ একটী পর্ব্বতের উপরিস্থিত, ইহার অপর পার্শ্বে সিন্ধুনদ প্রবল বেগে প্রবাহিত, ইহা সহজে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইবার নয়।　　ক্রমশঃ

বিজ্ঞাপন

ক্ষুধার প্রাবল্য হয়। এই ঔষধের আর এক ক্ষমতা এই যে নিত্য সেবন করিলে বার্দ্ধক্যে যৌবন ভাব জানা যায়। জ্বরসত্ত্বে সেবনীয় নহে। ব্যবহারের নিয়ম ও ব্যবস্থা পত্র ঔষধের সহিত পাঠান যায়। মূল্য ডাক মাশুল সহিত ২ টাকা। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হয় না।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বেনারস।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংকৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাশুলসহ ৭।।০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাশুল ।৵০, পদামৃত সমগ সটীক ৩৵০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৪।৶০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪।৵০ গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

(অদ্ভুত-রহস্য !!)

পাঠক মহাশয় !

" রাজকন্যার কাহিনী অতি অদ্ভুত, এতে না আছে এমন ব্যাপারই নাই। সমুদ্রমন্থন যেমন অমৃত, হলাহল, লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভমণি প্রভৃতি কত রকমের কত পদার্থ উঠেছিল, এই গুপ্ত কাণ্ডের মধ্যেও সেইরূপ নানা ব্যাপার, নানা ঘটনা নানা কারখানা দেখতে পাবেন। শরৎকালের মেঘগর্জ্জনের ন্যায় বৃথা বাকাবাদ করায় কোন ফল নাই। বিজ্ঞাপনে সকল বিষয় লিখিতে হলে গল্প মাটি হয়, সেই অনুরোধে এখন পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় হই।

পুনশ্চঃ—" রাজকন্যার পুঁথি "—অদ্ভুত ব্যাপার !!

যোগ জ্যোতিষ গণনা করণ, যোগ সিদ্ধি করণ, মনস্কামনা পরীক্ষা করণ, মিলন, মৃত্যু, বিদ্যা, বিবাহ, মন্ত্র, ব্যবসা, বিপদ, বিশ্বাস, যুদ্ধ, ধন, গর্ভ, সন্তান, পরমায়ু প্রভৃতি জগতের যাবতীয় বাধ্য পরীক্ষা করণ:—ইত্যাদি।

পুস্তকের—নিয়ম, (অগ্রিম দ্বাদশ খণ্ডের) মূল্য মায় রাহা খরচ ১৸৶০ আনা মাত্র।

প্রকাশক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ
কলিকাতা নর্থসুবর্দ্ধন টালা ২ নং কার্য্যালয়।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথা:—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্বপ্রকার দুরদুরে ঘা, ফোস্কা ঘা, আবের ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, ডুবা ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোস পাঁচড়া, চিঁড়িয়া, ছড়িয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোষ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) শিরঃবেদনা, সর্ব্বপ্রকার পারার ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাঁউড় ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১৲ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ দে—নরসিংপুর	১১
" " কৃষ্ণনাথ সাহা—কুমারটুলী	৭
" " পূর্ণচন্দ্র হালদার—পালিপোতা	৭
" " মহেশচন্দ্র পণ্ডিত—বটুলগ্রাম	৭
" " দুর্গাচরণ চট্টাচার্য্য—রামালপুর	৭
" " কৃষ্ণমোহন রায়—মণ্ডচা বাগিচা	৭
" " সারদাচরণ মুখোপাধ্যায়—কাকিনীয়া	৭
" " রামব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায়—গোবরা	৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারও নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং" ২ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ১৪ ই অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৮১। ২৮এ নবেম্বর। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৹, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

গঙ্গার মর্ত্ত্যে আগমন, মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, বৈষ্ণা- লন লৌকিক, পাদপূরণ, এই ৭টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। উহাই আইভোরি ধরনের ৮ কলম্বা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়গণ সোণাপুর ডাক- ঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র লিখিলে গ্রাহক হইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ

ধাত্রী।

শ্রীমতী দেবী নিতম্বিনী চট্টোপাধ্যায় ১০৮ নং কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র

রাজপ্রতিনিধি ও তাঁহার সভা উঠাইবার কল্পনা।

ভারত-সাম্রাজ্য চলিতেছে,—মন্দ নয়, এক প্রকার চলিতেছে। সুক্ষরূপে বিচার করিয়া দেখিলে ভালই চলিতেছে বলিতে হইবে। কিন্তু কার পক্ষে ভাল? তোমার পক্ষে আমার পক্ষে নয়, ভারতবর্ষবাসী কোটী কোটী দীন দরিদ্র প্রজার পক্ষে নয়। তবে—যদি ঠিক কথা বলিতে চাও, তবে রাজার পক্ষে, আর ভাল রাজার স্বসম্প- র্কীয়দের পক্ষে তোমার আমার পক্ষে যে ভাল, সে ঐ সকল ভালর আনুসঙ্গিক। সাগরকুলে ষাট লক্ষ সাগর পুত্র উদ্ধারিতে পতিতপাবনী গঙ্গা ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। বলত তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য কি? সাগরবংশ উদ্ধার করাই তদীয় আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু যে দিক দিয়া তাঁহার পবিত্র বারি প্রবাহিত হইল সেই দিক তৎস্পর্শে পাপবিমুক্ত হইয়া গেল। ভারতসাম্রাজ্যের যে কিছু মঙ্গল দেখিতেছ সে ঐরূপ। [illegible] রাজকার্য্যের এমনি গোপনীয় [illegible] দিক দিয়া চলিয়া যাইবে, সেই দিকেও কিছু কিছু মঙ্গল সাধিত হইবে। ইংলণ্ড ভারতের অধিযোগী হইয়া পড়িয়াছেন। ভারত হইতে যে অর্থাগমের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, সে কেবল ইংলণ্ডকে যে ধনী করিতেছে এমন নহে, যে দিক দিয়া সে স্রোত প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, সে দিকও কিছু কিছু বসাদ্রিসিক্ত হইতেছে। তাই ভারতের অবস্থা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিতেছে। উদ্দাম দস্যুর দমন না করিলে কার্য্যের অসুবিধা হয়। পুস্তকশ্রেণীর উন্নতি না করিলে বাণিজ্যের সুবিধা নাই, স্থানে স্থানে সৈন্য পাঠাইবার বড় অসুবিধা ঘটে। সুতরাং রাস্তা ঘাটের সংস্কারও বিশেষ করা চাই। এই উন্নতি দ্বারা দেশের সবিশেষ উপকার। কিন্তু সংসার মহাপুরুষক্রমচক্রে ফিরিতেছে, কাজেই কল্যাণ তোমারও উপকার হইতেছে। তাই আমরা বলি, ইংরাজ রাজ্যে প্রজাগণ পরম সুখে আছে।

আমাদের সুখের এই একটী কারণ গেল। আর কিসে আমাদের আন্তরিক সুখ বৃদ্ধি হয়? যদি প্রজা হইলে যদি ভাল রাজা পাই। কিন্তু আমাদের ত রাজা নাই রাজপ্রতিনিধি। কিছু দূর সম্পর্ক,—অতএব স্বভাবতঃ গাঢ় স্নেহ জন্মিবার বড় কথা নয়। তবে তিনি সহৃদয় ধর্ম্মভীরু এবং ন্যায়পরায়ণ হইলেই আমরা সুখী। কেবল ইংলণ্ড নয়, সমগ্র ইউরোপের অবস্থাই এখন উৎকৃষ্ট। যেমন দেশ দেখিতে সুসজ্জিত ও রমণীয়, তদ্রূপ মনুষ্যের অবস্থা ও চিত্তবৃত্তিও উন্নত এবং পরি- মার্জ্জিত হইয়াছে। এক এক জন মহাত্মার আশয় কত উচ্চ?—ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া কি সেখানে মন্দ লোক নাই, এমন নয়, ভাল মন্দ লইয়া সংসার। সুশিক্ষিত সভ্যের মধ্যেও দিল্লীচন্দ্রাদি নরাধম আছে; আবার অসভ্য বর্ব্বরের মধ্যেও দেববৎ পবিত্রাত্মা দৃষ্ট হয়। অতএব যখন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সৎ ব্যক্তি আমাদের রাজ- প্রতিনিধি হন, তাঁহার পরিবেষ্টিত সভ্যগণ যখন ন্যায়পরতার দিকে দৃষ্টি রাখেন, তখনি আমরা পরম সুখে থাকি। কিন্তু শাসন-কর্ত্তৃগণের উদারা- শয়ের ব্যত্যয় ঘটিলে আমাদেরও সুখস্বচ্ছন্দতার লাঘব হয়। মিবিরিয়ান প্রভৃতি যে সমস্ত মহাত্মা বিপুল ভারতরাজ্য শাসনের গুরুতর ভার লইয়া এদেশে আগমন করেন, তাঁহারা সকলেই একপ্রাণ একাত্মা। মনুষ্য-স্বভাবোচিত ভ্রম বশতঃ কেহ কখন অযথাচরণ করিলে সকলেই তাঁহার দোষাপনয়নে যত্নবান হন। তেমন ক্ষেত্রে লেপ্টে- নন্ট গবর্ণর ও মহামান্য গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের নিকট যথোচিত আবেদন ভিন্ন প্রপীড়িত ব্যক্তির পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই। দেশীয় আমলা- দের প্রতি সময়ে সময়ে যে অত্যাচার হয়, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন।

এক্ষণে অদ্যকার প্রস্তাবে আমাদের বক্তব্য এই, মধ্যে মধ্যে কল্পনা করা হইয়া থাকে যে, ভারতবর্ষ হইতে রাজপ্রতিনিধি ও তাঁহার সভা এখন অনা- য়াসে উঠাইয়া দেওয়া যায়। এক্ষণে ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে যাতায়াতের বিলক্ষণ সুবিধা হই- য়াছে; তারযোগে সংবাদও শীঘ্র আসিয়া থাকে, অতএব ইংলণ্ডে বসিয়া ভারতবর্ষের যাবতীয় রাজ- কার্য্য অবলীলাক্রমে নির্ব্বাহ হইতে পারে। অধিকন্তু ষ্টেটসেক্রেটারীই এখন ভারতের সর্ব্বময় কর্ত্তা। এখানে রাজপ্রতিনিধিকে তদীয় আজ্ঞাবহ হইয়া সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। সুতরাং গবর্ণর জেনারল এক জন সাক্ষীগোপাল ভিন্ন আর কেহই নন। এই সমস্ত কারণ পর্য্যালোচনা করিয়া গবর্ণর জেনারলের পদ উঠাইতে অনেকেই পরামর্শ দেন।

ভারতবর্ষের রাজস্ব লইয়া যে প্রকার গোলযোগ হইতেছে, রাজকোষে টাকার যে প্রকার অনটন, তদৃষ্টে যাহাতে ব্যয় সংক্ষেপ হয়, তাহাই আমাদের অনুমোদনীয়। কিন্তু এই গুরুতর প্রস্তাবটী কিঞ্চিৎ বিবেচনাসাপেক্ষ। ইহাতে যত টাকাই ব্যয় হউক আমরা সহজে এ প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত ও ভারতের পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়া গণনা করিতে পারি না। ভারতের প্রজাগণ ক্ষমতাহীন নিঃসহায়। কোন ব্যক্তি তাহাদের উপর অন্যায় ও অত্যাচার করিলে রক্ষাকর্ত্তা কেহই নাই। মধ্যে মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কিছু কিছু অবৈধ আচরণ করেন। তখন গবর্ণর জেনা- রলই একমাত্র আশ্রয় স্থান। উৎপীড়িত ব্যক্তি চক্ষুর জল ফেলিতে ফেলিতে তাঁহারই নিকট গিয়া কাঁদিয়া পড়ে। কিন্তু গবর্ণর জেনারলের পদ উঠা- ইয়া দিলে এই সকল অত্যাচার ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে। ষ্টেটসেক্রেটারির নিকট আপিল করিলে চলিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে আপীল কার্য্যকারী হইবে কি না বলা দুর্ঘট। তবে বলিবে, এখানে অনেক অন্যায় ও অত্যাচার হইয়া গিয়াছে, গবর্ণর জেনারলের নিকট আপিলও অনেক হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কখন কোন উপকার হয় নাই কি? এ কথা সত্য, আমরা অবশ্যই স্বীকার করি। দুর্ভাগ্য প্রজাদের পক্ষে আপীলে প্রায় কখন সুবিধা হয় নাই, তাহা সকলেই জানেন। যে পক্ষ প্রবল, প্রায় সেই দিকেই জয় হইয়া থাকে। কিন্তু তবু নিকটে গবর্ণর জেনারল থাকিলে অত্যাচারিদের স্বেচ্ছা- চারিতা অনেক নম্রভাব ধারণ করিয়া থাকে। প্রধান ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী না হইলে রাজ্যমধ্যে প্রায় কোন গুরুতর অনিষ্ট ঘটিতে পায় না। অবৈধ কর্ম্ম করিতে যাঁহাদের প্রবৃত্তি জন্মে, তাঁহাদিগকেও সঙ্কু- চিত হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ দূরে থাকিলে তাঁহাদের মনে ততটা আশঙ্কা থাকিবে না। গবর্ণর জেনারলের করতলে থাকিয়াই যখন কোন কোন ব্যক্তি অশিষ্টাচারিতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত নহেন, তখন কর্ত্তৃপক্ষ ইংলণ্ডে থাকিলে কি অনিষ্ট যে ঘটিতে পারে অনুমান বলে তাহা নিশ্চিত করা দুঃসাধ্য। বাষ্পপোতে যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে

সন্দেহ নাই, তারযোগে সংবাদাদিও অবিলম্বে যাইতে পারে ও আসিতে পারে; কিন্তু সে সুবিধা কাহার? প্রজার ত নয়,—সে সুবিধা রাজার ও রাজকর্ম্মচারীর। তাঁহারা মনে করিলে তৎক্ষণাৎ যাইতে পারেন ও আসিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে এতদ্দেশের প্রজাদের উপকার কি? গবর্ণর জেনেরল নিকটে থাকিতে যখন কোন অত্যাচার প্রমাণ হয় না, সে স্থলে ইংলণ্ডে ষ্টেটসেক্রেটারি থাকিলে এখানকার কোন অবৈধ আচরণ ত তাঁহার কাণে উঠিবে না। ভারতবর্ষের যে কি দুর্গতি বাড়িবে তাহা কে বলিতে পারে?

প্রজার পক্ষে এই দারুণ কষ্টের সম্ভাবনা গেল। রাজকার্য্য নির্ব্বাহেরও বিস্তর অসুবিধা ঘটিবে। প্রত্যক্ষ সকল কার্য্য দৃষ্টি করিলে তাহার যেমন সুব্যবস্থা হয়, লোক মুখে শুনিয়া ব্যবস্থা করিলে তেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। গবর্ণর জেনারল বৎসর বৎসর স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছেন; মফস্বলের অবস্থা না বুঝুন, তবু মোটামোটী দেশের এক প্রকার ভাব জানিতে পারিতেছেন, তাহাতে সকল কাজের সুশৃঙ্খলা রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু এখানকার অধস্তন কর্ম্মচারিদের মুখে যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কার্য্য করিতে হইলে দেশের তাদৃশ উন্নতি হইবে না এবং অনেক বিষয়ে বিশৃঙ্খলাও ঘটিবে। অতএব গবর্ণর জেনারল পদ উঠাইবার নিমিত্ত যাঁহারা কল্পনা করেন, ভারতবর্ষের অবস্থা তাঁহারা সবিশেষ জ্ঞাত নহেন। এ কথা লইয়া বারম্বার আলোচনা করাই অবিধেয়।

শ্রীঃ—

আগামী পৌর্ণমাসীতে চন্দ্রগ্রহণ সর্ব্বগ্রাস হইবে কি না?

আগামী পূর্ণিমায় যে চন্দ্রগ্রহণ নিরূপিত হইয়াছে, তাহা সিদ্ধান্ত শাস্ত্র-সম্মত, সে বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই, ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রদেশে ইহা দৃশ্য এবং দেশ ভেদে গ্রাস-গত কোন ভেদ লক্ষিত হয় না, তবে স্পর্শ ও মুক্তি সময়ের তারতম্য হইবে। এক্ষণে গ্রাস প্রমাণ বিবেচ্য, তাহাতে সর্ব্বগ্রাস হইবে বলিয়া অনেকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, বাঙ্গালার গণিতকারেরাও সেই মতাবলম্বী সুতরাং তাঁহারা নিজ নিজ পঞ্জিকাতে তাহাই লিখিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের লেখনী তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদানে কুণ্ঠিতা হইতেছে, সূক্ষ্মরূপে অনুধাবন করিলে সম্পূর্ণ বিম্বটি যে গ্রস্ত হইবে তাহা বোধ হয় না। যৎকালে চন্দ্রবিম্ব ছায়ামার্গে প্রবিষ্ট হইবেন, তৎকালে নিজ গতিবশাৎ বিম্বের সমগ্র ভাগ ছায়াগর্ভস্থ হইবে না, মধ্যকল্পিত দক্ষিণ দিকের কিঞ্চিদংশ অবশিষ্ট থাকিবে, বিবেচনা করুন দিনমান যদি দশ ১০ অঙ্গুলি কল্পনা করা যায় তাহা হইলে গ্রাসমান ৯॥ সাড়ে নয় অঙ্গুলি হইবে, অতএব কি করিয়া সর্ব্বগ্রাস স্বীকার করা যায়। ইহাই যদি প্রকৃত হয় তবে যথার্থ শাস্ত্র-মর্য্যাদা বুঝা যাইবে। উক্ত বিষয়ে যেরূপ উল্লেখ করা গেল তাহার একটী চিত্র নিম্নে প্রদর্শিত হইল বিজ্ঞগণ দৃষ্টি করিবেন।

বারাণসী শকঃ ১৮০৩ ৭ ই অগ্রহায়ণ।	শ্রীজয়রাম দেবশর্ম্ম শ্রীজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মণোঃ।
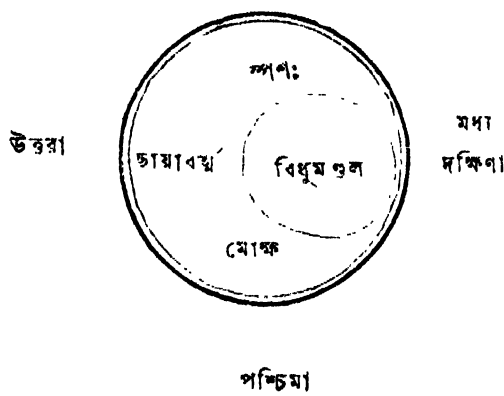
সোমপ্রকাশ।

১৪ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য গবর্ণর জেনরল পদ রহিত করিবার প্রস্তাব।

কাল নিজে যেমন ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, তেমনি সকল বিষয়কেও ঘুরাইতেছে ফিরাইতেছে। পূর্ব্বে যে বস্তুর যে উপযোগিতা ছিল, এখন তাহার বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কারণ কার্য্যেরও পৌর্ব্বাপর্য্যের বহুল বিপর্য্যয় হইয়াছে। পূর্ব্বে যে নদী যে কারণে যে স্থান দিয়া বহমানা ছিল, এখন সে কারণের বিপর্য্যয় হওয়াতে তাহার স্রোতের বেগ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার কাণা নাম হইয়াছে। এক্ষণে আদিম কারণ বিরহে ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরল পদও কাণা হইয়া পড়িয়াছে। এ পদের আর সে উপযোগিতা নাই। এখন এ পদ রহিত হইলে ভারতের অণুমাত্র অনিষ্ট নাই। এক্ষণে বিলাত হইতে ভারতবর্ষ শাসনের নানা প্রকার সুবিধাও হইয়াছে। ইত্যাদি নানা কারণ চিন্তা করিয়া বহু দিন পূর্ব্বে সোমপ্রকাশে ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরল পদ রহিত করিবার প্রস্তাব প্রকটিত করা হয়। উহা সোমপ্রকাশে সর্ব্ব প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহার পর ক্রমে ক্রমে বনজাত বহ্নির ন্যায় বহুস্থানব্যাপী হইতেছে। আমরা এ সপ্তাহে এতৎ সংক্রান্ত একটী প্রস্তাব প্রাপ্ত হইয়াছি। লেখকের ইচ্ছা নয় যে, গবর্ণর জেনরল পদ রহিত হয়। ঐ পদ উঠাইয়া দিবার বিষয়ে যেগুলি অনুকূল যুক্তি, যে যুক্তিগুলি সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে, লেখক সেগুলির একৈকক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তাঁহার এক মাত্র প্রতিকূল যুক্তি এই, গবর্ণর জেনরল না থাকিলে নিম্নতর কর্ম্মচারির অত্যাচার নিবারণ সম্ভাবনা থাকিবে না।

আমরা দেখিতেছি, এটী লেখকের আশঙ্কা মাত্র। প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তারা যদি ভাল লোক হন, তাঁহারাই সে অত্যাচার নিবারণ করিবেন। গবর্ণর জেনরল যদি ভাল লোক না হন, তাঁহা হইতেও সে অত্যাচারের নিবারণ হয় না। অধিকাংশ গবর্ণর জেনরল দ্বারা বিলক্ষণরূপে ইহার পরীক্ষা হইয়াছে। ভারতবর্ষ অতি হতভাগ্য। অধিকসংখ্য গবর্ণর জেনরলই ভারতের প্রতি নিস্নেহ হইয়া পড়েন। ভারতের প্রতি মমতা ও স্নেহবান্ গবর্ণর জেনরলের অধিষ্ঠান কাদাচিৎক ঘটনা। যাঁহারা এখানে পদার্পণ করিয়া প্রথমে উদারতা ও সদাশয়তা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা অব্যবহিত পরে শনি রাহু প্রভৃতির চক্রে পড়িয়া আর একপ্রকার হইয়া যান। লার্ড লিটনই তাহার প্রধান প্রমাণ। বিলাত হইতে ভারতবর্ষ শাসন হইলে এ প্রকার ঘটনা বিরল হইবে সন্দেহ নাই। সেখানে দুর্মন্ত্রণা দিবার লোক অল্প আছেন। ইংলণ্ডে মহানুভাবতা পরদুঃখ-কাতরতা সুবিচারশালিতা অপক্ষপাতিতা স্বাধীন-হৃদয়তা নিয়ত বিরাজ করিতেছে। যাঁহারা সেখানে বাস করেন তাঁহাদের গায়ে সর্ব্বদা ঐ সকল গুণের বাতাস লাগিতেছে। সুতরাং তাঁহাদের মন প্রায়ই বিপরীত পথাবলম্বী হয় না। অতএব সেখানে যে বিচার হইবে, তাহা যে বিশুদ্ধ হইবে, সে বিষয়ে সংশয় অল্প। পক্ষান্তরে এখানকার বিচারের বিকৃত ভাবাপন্ন হইবার অসংখ্য কারণ আছে। লেখক কি তাহা অস্বীকার করেন? তিনি কি এই সকল চিন্তা করিয়া ইংলণ্ডের বিচার শ্রেয়োজ্ঞান করেন না?

তবে কি জান, একটা নূতন কাণ্ড হইলে নূতন কোন পরিবর্ত্তন করিতে হইলে নানা প্রকার আশঙ্কা উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ আমরা ভারতবাসী, যা চলিয়া আসিতেছে, তাই আমরা ভাল বাসি। আমরা পিতৃপিতামহাদিক্রমে চিরকাল দুই পদে ভর দিয়া চলিয়া বেড়াইতেছি, আজ যদি

…কে আমাদের উড়িয়া যাইবার উপায় করিয়া …বাস পরিত্যাগ করিতে বলেন, আমরা কি সহজে সম্মত হইব? মনে কি নানা আশঙ্কার উদয় হইবে না? অন্য কথা কি? এখন আমাদের দেশের অবস্থার বিষম বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। এখন আর সেই পূর্ব্ব বাস-প্রণালী ও আহার-প্রণালীতে চলে না। উহার পরিবর্ত্ত ব্যতিরেকে স্বাস্থ্যরক্ষার সম্ভাবনা নাই। আমরা যদি বলি, কেবল ভাতের উপরে নির্ভর না করিয়া বঙ্গবাসিদের রুটি ও অন্য অন্য পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজনের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। সে কথায় কি কেহ কাণ দিবেন? এখনই …ক করিয়া বসিবেন, এতদিন ভাত খাইয়া ব্যামোহ হয় নাই, আজ ব্যামোহ হইবে, এ কোন দেশী কথা? এক বেলাও যদি রুটি খাইয়া থাক, পীড়া হইবে। ঈশ্বর যদি এদেশের পক্ষে রুটির ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে বঙ্গদেশে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে যব গোধূম জন্মিত, পঙ্কাঙ্করে এত ধান্য হইত না। কিন্তু তুমি যদি প্রতিশঙ্কা কর, এখন আর বঙ্গদেশের ভূমির পূর্ব্ব অবস্থা নাই। এখন অধিকাংশ ভূমিতে পূর্ব্ববৎ ধান্য ফলে না। এখন বঙ্গদেশের অধিকাংশ ভূমি যব-গোধূম-বীজ-বপনোপযোগী হইয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই চক্ষু কর্ণের বিবাদ ঘুচিয়া যাইবে। কিন্তু আমাদের বাক্যে আস্থা করিয়া কে সে পরীক্ষা করে? পাঠক! যদি জোয়ারের সময়ে নদীর জলের আন্দোলন দেখিয়া থাকেন, বুঝিতে পারিবেন, পরীক্ষার পূর্ব্বে পরীক্ষা-প্রবৃত্ত ব্যক্তির চিত্ত সেইরূপ আন্দোলিত হইবে। তাহার হৃদয়ে কত শঙ্কার উদয় ও কত শঙ্কার যে বিলয় হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ধান্যের ন্যায় এদেশে যব গোধূম জন্মিবে না, তাহার এই প্রথম আশঙ্কা। দ্বিতীয় আশঙ্কা এই, বিপুল পরিশ্রম করিতে হইবে, ক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে সার দিতে হইবে, এত পরিশ্রম ও এত ব্যয় কে করে? তৃতীয় রুটি সহ্য হইবে না।

যা হা হউক, উপসংহারে লেখকের নিকটে আমাদের বক্তব্য এই, গবর্ণর জেনরল পদ এখন প্রাচীন হইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধের যুবজনোচিত বল ও তেজ প্রভৃতি কিছুই থাকে না। বুড়ো গাছে কি পর্য্যাপ্ত ফল ফলে? বৃদ্ধের সংসার হইতে অন্তর্দ্ধানই উচিত কার্য্য। এই নিমিত্ত আমাদের শাস্ত্রকারেরা বানপ্রস্থ আশ্রমের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেৎ বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ॥

গৃহস্থ যখন দেখিবেন তাঁহার শরীরের চর্ম্ম লোল হইয়াছে কেশ সকল ধবল হইয়াছে এবং পুত্রের পুত্র জন্মিয়াছে সেই সময়ে অরণ্য আশ্রয় করিবে।

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল পদেরও সেইরূপ দশা ঘটিয়াছে, অতএব এখন তাহার অন্তর্দ্ধানই উচিত হয়, তাহাতে রাজা ও প্রজা সকলের পক্ষেই মঙ্গল। প্রথম মঙ্গল এই, ব্যয় সংক্ষেপ হইবে। দ্বিতীয় গবর্ণর জেনেরল স্বেচ্ছাচারী হইলে পাঁচ বৎসর ধরিয়া যে জ্বালাতন করিতেন, সে যন্ত্রণা হইবে না। তৃতীয় প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা যদি স্বেচ্ছাচারী হইয়া উপদ্রব করেন, ইংলণ্ড হইতে তাহার প্রতীকারের অনেক পথ হইয়া উঠিবে।

চিকিৎসা বিস্তারের আর একটী কণ্টক।

কলিকাতার মেডিকাল ফ্যাকল্টী এইরূপ কল্পনা করিয়াছেন যে, লাটিন ভাষা না শিক্ষা করিলে আর কোন ডাক্তার বি এম্ উপাধি পাইবেন না। এ প্রকার কল্পনা করিবার উদ্দেশ্য কি আমরা বুঝিতে পারিলাম না। চিকিৎসা স্বতন্ত্র শাস্ত্র, ইহাতে নানাবিধ ভাষা জ্ঞানের কিছুই আবশ্যকতা নাই। যে ভাষায় চিকিৎসা শাস্ত্র লিখিত আছে তাহাতেই সম্যক্ অধিকার জন্মিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে। এ দেশে ইংরাজি ভাষায় লিখিত চিকিৎসা পুস্তক সকলে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। ইংরাজিতে ব্যুৎপত্তি জন্মিলেই চিকিৎসা শাস্ত্রের মর্ম্ম সকলে বুঝিতে পারেন। লাটিন একটী প্রাচীন ভাষা। ঐ ভাষায় এখন কুত্রাপি কথোপকথন হয় না; লাটিন ভাষায় মহামূল্য চিকিৎসা শাস্ত্রও নাই, তবে ঐ ভাষা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত বিফল সময় নষ্ট করিয়া ফল কি? যতক্ষণ ডাক্তারেরা উহা অধ্যয়ন করিবেন, সে সময়ের মধ্যে তাঁহারা অন্যান্য অনেক অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় শিখিতে পারিবেন। তাহাতেই প্রকৃত উপকার দর্শিবে। যদি এমন হইত যে, লাটিন ভাষায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র আছে তাহা পাঠ করিলে বিশেষ জ্ঞান জন্মিবে,—তবে এ প্রস্তাব সঙ্গত বোধ হইত। কিন্তু সে সকল কিছুই নাই; প্রাচীন ভাষার জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয় ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে। তৎসমুদায় পাঠ করিয়া ডাক্তারেরা যাবতীয় বিষয় জ্ঞাত হইতে পারেন। আমরা দেখিতেছি, ফ্যাকল্টীর এই নূতন প্রস্তাবে কিছুই সারবত্তা নাই। এটী এতদ্দেশীয় ডাক্তারদের উপাধি গ্রহণের দ্বারে একটী কণ্টক ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা ভরসা করি, সিণ্ডিকেট সভা এই প্রস্তাবে অনুমোদন করিবেন না।

লাটিন ভাষা শিক্ষা অপেক্ষা আমরা বরং অন্য একটী শাস্ত্র শিক্ষা করায় অধিক ফলের আশা করিতে পারি। এতদ্দেশীয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অতি উপাদেয় সামগ্রী। তাহাতে দেহ তত্ত্বের মীমাংসা উত্তমরূপ নাই বটে, কিন্তু এক একটী রোগের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে। বিশেষতঃ সেই সমস্ত ঔষধ এ দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। বিলাত হইতে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যাঁহারা এদেশে সিবিল সার্জ্জন হইয়া আইসেন, সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাঁহাদের বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক। অতএব গবর্ণমেণ্ট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করুন, যাঁহারা সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ পাঠ না করিবেন, তাঁহারা এতদ্দেশে সিবিল সার্জ্জনের পদ পাইতে পারিবেন না।

বীরভূম জেলার ম্যালেরিয়া জ্বর।

কষ্ট পাইলে আমরা কাতর হইতে বেশ জানি, সে কষ্ট কিসে নিবারণ হয়,—পড়িয়া হউক শুনিয়া হউক, তাহাও কিছু কিছু জানিয়াছি; কিন্তু যত্নবান্ হইয়া সেই প্রতিবিধায়ক উপায়গুলি অবলম্বন করিতে এখনও কিছু শিখি নাই। এমনি আমাদের গুণ, ক্ষমতা হইলেও করিব না,—কে যেন মাথার দিব্য দিয়াছে। অনেক দিন হইল বঙ্গদেশে মেলেরিয়া জ্বরের আগমন হইয়াছে। বঙ্গদেশের জমিদারদের সঙ্গে একটা নাকি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, তাই লোভটা কিছু বেশী বেশী। জ্বর এলেন,—থাউন দাউন দুদিন থাকুন, পরে স্বস্থানে প্রস্থান করুন; তা নয়। এলেন ত যাবার আর নামটী নাই;—কুটুম্বিতা কি এইরূপেই করিতে হয়? ইনিও যেন জমিদারের মত একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার মানসে পড়িয়া আছেন। প্রজাদের সঙ্গে এক প্রকার বন্দোবস্তও করিয়াছেন,—প্রতি বৎসর কিছু কিছু না লইয়া ছাড়েন না।

বর্ষা যায় শরৎ আইসে, জ্বরের কিস্তি আরম্ভ। অল্পই হউক, আর অধিকই হউক, দেখা যায় প্রতি বৎসর এই সময় জ্বরের বিলক্ষণ প্রকোপ হইয়া থাকে। যিনি একবার জ্বরাক্রান্ত হন, তিন চারি মাস তাঁহাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখে। পাপ জ্বর, দেহত্যাগ করিতে চায় না। এইরূপে পুরাতন জ্বরে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইয়া কত লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, চিকিৎসার ব্যয়ে অর্থ নষ্ট হইতেছে; দেহ দুর্ব্বল ও নানা প্রকার পীড়ার আকর হইতেছে; কত বংশ বিলুপ্ত হইতেছে। ম্যালেরিয়ার এই সমস্ত মন্দ ফল দেখিয়াও তাহার নিবারণ করিতে কাহারও উদ্যোগ নাই। আমাদের দেশের লোক এত নিরুদ্যোগী যে, নিজ হিত চেষ্টা করিতেও বিমুখ।

ম্যালেরিয়া জ্বর বঙ্গদেশের দারুণ শত্রু হইয়া উঠিয়াছে। সকলে যত্নপূর্ব্বক ইহার প্রতিকার বিধান

না করিলে সমস্ত দেশ উৎসন্ন যাইবে। দেশের উন্নতি দেশের উন্নতি করিয়া যাঁহারা পাগল হইয়াছেন, তাঁহাদের আশা ভরসা এই পর্য্যন্ত, দেশের উন্নতির এখানে পূর্ণ বিরাম। কোথা হইতে উন্নতি হইবে? কে উন্নতি করিবে? ম্যালেরিয়া জ্বরের বিষ এক বার দেহে প্রবিষ্ট হইলে শরীরে আর কিছুই থাকে না। দেহের স্বাভাবিক তাপোৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হয়, সুতরাং বায়ুর অল্প পরিবর্ত্তনেই একটী না একটী ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে, কাজেই তাহাদের স্বাভাবিক ক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষমতা থাকে না। সেই হেতু উপযুক্ত নিস্রবণ ও প্রস্রবণ হয় না। অতএব সামান্য কারণেই কোষ্ঠবদ্ধ, ক্ষুধামান্দ্য, সর্দ্দি কাশী এবং জ্বর হইয়া পড়ে। শুক্রেরও অনেক দোষ ঘটে, তজ্জন্য সন্তানোৎপত্তি হয় না; এবং সন্তান হইলেও তাহারা সুস্থ সবল ও দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। জীবনের পক্ষে এইরূপ অনেক ব্যাঘাত, সকলগুলি বিবৃত করিতে হইলে পত্রিকায় স্থান হয় না। বিদ্যার্থী বালকগণ মনোনিবেশপূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস যে করিবেন, সে যো থাকে না। সম্বৎসর পরিশ্রম করিয়া শেষ আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে জ্বরের হাতে প্রাণান্তপরিচ্ছেদ হয়। পরিশ্রম করিবার কিছুমাত্র শক্তি থাকে না; পরিশ্রম করিলেও সহ্য হয় না। সম্বৎসরের কষ্ট বিফল হয়। অনেকের বাল্যকাল এইরূপে জ্বরে ও প্লীহায় কাটিতেছে, শেষ বয়োবৃদ্ধি হইল, সুতরাং বিদ্যোপার্জ্জন সমাপ্ত হইল।

আপামর সাধারণে যে জ্ঞানী হইবে, সুশিক্ষিত হইবে, সমস্ত দেশ বিদ্যারসে অভিষিক্ত হইবে তাহার ত এই আশা ভরসা। ভারত কৃষিজীবী দেশ; নিয়ত পীড়িত থাকিলে কৃষিকর্ম্মই বা কিরূপে চলে? বর্ষাকালে কৃষক কোন প্রকারে ধান্য রোপণ করে। কিন্তু ফসল পরিপক্ব হইল, ক্ষেত্রেই নষ্ট হইতে লাগিল। কৃষক দুর্দ্দান্ত কম্প জ্বরের প্রভাবে কাতর, চলৎশক্তি নাই—ধান্য ছেদন হইল না। আবার রবিখন্দ রোপণেরও সময় উপস্থিত, শস্য হয় ত রোপিত হইল, নয় ত সে বৎসর ভূমি পড়িয়া থাকিল। কিন্তু নিয়মিত সময়ে খাজনা গণিতে হইবে, কৃষক সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তাহা গণিল। কোন্ দিকে তবে দেশের উন্নতি হইবে,—দেখাও।

এই দারুণ শত্রু মেলেরিয়া জ্বরের কি প্রতিকারের উপায় নাই?—আছে, সকলেই মনোযোগী হইলে বঙ্গদেশ নিশ্চিত নিষ্কণ্টক হইতে পারে, শীঘ্রই এই কাল শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। কিন্তু কেবল তুমি আমি মনোযোগী হইলে কিছুই হইবে না, এটী বৃহদ্ব্যাপার—দুই এক জনের কর্ম্ম নয়। যদি দেশশুদ্ধ লোক বদ্ধপরিকর হইয়া লাগে, যাহার যেমন ক্ষমতা, সে ব্যক্তি যদি সাধ্যানুসারে যত্ন করে, তবে অচিরে বঙ্গদেশ হইতে মেলেরিয়ার মূল উৎপাটন করা যায়। ধনী লোকে অর্থ দিয়া আনুকূল্য করুন, শ্রমোপজীবীরা কায়িক শ্রম দ্বারা সাহায্য করুক, গবর্ণমেণ্টও কিছু মনোযোগী হউন, বঙ্গদেশ শীঘ্রই সচ্ছন্দতার আলয় হইয়া দাঁড়াইবে। তদ্ভিন্ন স্বাস্থ্যরক্ষার যে সমস্ত উপায় আছে, তাহাও করা চাই। সামান্য বিষয়ের লোকের অবহেলা, কিন্তু সামান্য কারণে যে কত উৎকট দুরারোগ্য ব্যাধি জন্মিতে পারে, তাহা কেহই জানে না। যখন যে কষ্টের কারণ উপস্থিত হয়, সর্ব্বতোভাবে তাহার প্রকৃতির অনুসন্ধান করিয়া তন্নিবারণের উপায় করা কর্ত্তব্য। তাহার আমূল শেষ পর্য্যন্ত যাহা কিছু জানা যাইতে পারে তৎসমুদায় জ্ঞাত হওয়া উচিত। তবে কষ্টের প্রতীকার হয়। এ বৎসর নবদ্বীপ, বারাসত, বীরভূমি প্রভৃতি স্থানে মেলেরিয়ার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চল এবং পঞ্জাবের স্থানে স্থানের কথা ত কহিতেই নাই। মুলতানে প্রতিদিন ২৫০ আড়াই শত লোকেরও মৃত্যু হইয়াছে। এ অপেক্ষা ভয়ঙ্কর কথা আর কি হইতে পারে? যাহা এককালে আরোগ্যাকর এবং বলপ্রদ ছিল, আজ তাই আবার শ্মশান ক্ষেত্র,—কৃতান্ত সেনার রঙ্গভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

মেলেরিয়ার দারুণ প্রকোপ দেখিয়া চতুর্দ্দিকের সংবাদপত্রে মহা হুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে। সদাশয় গবর্ণমেণ্টও নিশ্চিন্ত নাই। মাননীয় শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরও বিশেষ যত্নবান হইয়া মেলেরিয়া নির্য্যাতনের উপায় করিতেছেন। এক্ষণ এতদ্দেশীয় লোক একবার চিরাভ্যস্ত আলস্য মোক্ষণ করিয়া যদি গবর্ণমেণ্টের সহযোগী হন তবেই মঙ্গল। পূর্ব্বে রাজা দিগম্বর মিত্র গ্রামের জল নিকাশের পথ পরিষ্কার রাখিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তদনুসারে বিভাগীয় কমিশনরদিগকে জল নিকাশের পথ পরিষ্কার রাখিতে অনুমতি করা হয়। ১৮৭৭ সালের ৭ ই আগষ্ট সর্ব্বত্র কমিশনরদিগের প্রতি ঐরূপ আদেশ হয়। পরে ১৮৭৮ সালের ৭ ই এপ্রেল রাজা দিগম্বর মিত্র স্বীয় মত প্রকাশ করেন। অনন্তর ১৮৭৮ সালের ২৯ এ এপ্রেলে কমিশনরদিগকে আবার পূর্ব্ব পত্রের মর্ম্ম স্মরণ করিয়া দেওয়া হয়। ১৮৮০ সালের ১৯ ই জুন আবার পূর্ব্ব পত্রের মর্ম্ম স্মরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৮৮১ সালের ১৮ জানুয়ারিতে বর্দ্ধমান, চব্বিশ পরগণা, রাজসাহী এবং কোচবিহারের কমিশনরদিগকে পত্র প্রেরণ করা হয়। পূর্ব্ব আদেশানুসারে তাঁহাদের স্ব স্ব বিভাগে কতদূর কার্য্য করা হইয়াছে তাহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত ঐ পত্র লিখিত হইয়াছিল। গত ১০ ই নবেম্বর আবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধনীয় প্রতিজ্ঞার মর্ম্ম স্মরণ করিয়া দিবার নিমিত্ত পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে। পাঠক দেখুন, গবর্ণমেণ্ট প্রজার প্রাণরক্ষার জন্য কীদৃশ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর নবদ্বীপের মহামারির অবস্থা বিশেষ সতর্কতা সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। ডেপুটী সানিটারি কমিশনরের অধীনে অনেকগুলি সুদক্ষ ডাক্তার নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বত্র পীড়ার অবস্থা দেখিয়া বেড়াইতেছেন এবং পীড়িত ব্যক্তিকে ঔষধ বিতরণ করিতেছেন। সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার গুপ্তের অধীনে এক্ষণে ত্রিশ জন চিকিৎসক নিযুক্ত আছেন। যাহা হউক, এত আনুকূল্যেও কিছুমাত্র রোগের প্রতিকার দেখা যাইতেছে না। অনেকেই সাংঘাতিক জ্বররোগে প্রাণত্যাগ করিতেছে। অধিকাংশ লোকের দেহ পুনঃ পুনঃ জ্বরাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পড়িতেছে। আবার শীত উপস্থিত, যাঁহারা সবল আছেন, তাঁহারা ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু যাঁহারা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের নিষ্কৃতি নাই। শীতের প্রভাবে নীরক্ত দেহে বলাধান হইবে না, অনেকেই মানবলীলা সম্বরণ করিবেন। যদি নবদ্বীপের পূর্ত্তকার্য্য ও অন্যান্য উন্নতির নিমিত্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রদান

এক্ষণে উপযুক্ত পরিমাণে স্থানিক সাহায্য পাইলে তথাকার অবস্থা ফিরিয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন ম্যালেরিয়ার স্থানিক কারণ নিশ্চয় করিবার নিমিত্ত ডাক্তার লিডর্ডেল, লল সাহেব, এবং সুইক্ সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সমস্ত মহাত্মা নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়া কোথায় জ্বরের কি কি কারণ বিদ্যমান আছে তাহাই নিশ্চয় করিবেন। পনর বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত পথ নির্ম্মিত হইয়াছে, তৎকর্ত্তৃক জল নিকাশের প্রণালী অবরুদ্ধ হইয়াছে কি না, তাহা বিশেষ করিয়া দেখিবেন। পুরাতন নদী কিম্বা অন্য প্রকার জল নির্গমনের পথ কোথাও ভরাট হইয়া গিয়াছে কি না তাহারও অনুসন্ধান করিবেন। পানীয় জলের নিমিত্ত পঙ্কিল পুষ্করিণীগুলি পরিষ্কার রাখিবার নিমিত্ত প্রজাদিগকে বিশেষরূপে আদেশ দিবেন। পুষ্করিণী খননের নিমিত্ত এবং জল নিকাশের পথ পরিষ্কার রাখিবার নিমিত্ত জমিদারদিগের প্রতি অনুমতি দেওয়া হইবে। প্রজাগণ যাহাতে ভূমিশয্যা পরিত্যাগ করিয়া অবস্থানুসারে কেহ খাটে, তক্তাপোষে এবং মাচায় শয়ন করে, তাহা সকল প্রজাকেই বলিয়া দিতে হইবে।

আমরা গবর্ণমেণ্টের এই সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠানে পর পর নাই আহ্লাদিত হইলাম। জেলার মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর, বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি মহোদয়গণ এবিষয়ে কমিশনকে সর্ব্বপক্ষে সাহায্য করিবেন। আমরা অনুরোধ করি, এই সময় গ্রামস্থ ভদ্র লোক ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ যেন নিশ্চিন্ত না থাকেন। তাঁহারাও যত্নবান হইয়া স্ব স্ব আয়ত্তাধীন স্থানের পীড়ার কারণ নিশ্চিন্ত করুন। গ্রামস্থ অশিক্ষিত সম্প্রদায় সহজে কোন কথা বুঝে না। এই সকল ব্যক্তিকে সাবধান করিবার কে আছে? শিক্ষিত সমাজের লোকেরা আপন আপন গ্রামের অজ্ঞ লোকদিগকে সর্ব্বদা সাবধান করিতে পারেন, এবং তাহাতেই যথার্থ ফল দর্শিতে পারে।

অন্যূন ষোল বৎসর ধরিয়া আমরা বীরভূমের পল্লিগ্রাম গুলির অবস্থা বিশেষরূপে পরিদর্শন করিয়া আসিতেছি। পূর্ব্বে এ প্রদেশের জল বায়ু বিশেষ আরোগ্যদায়ক ছিল। নিম্ন বঙ্গে কেহ পীড়িত হইলে এদেশে আসিয়া নীরোগ হইতেন। কিন্তু কালের বিচিত্র গতি,—এখন সেই প্রদেশ যমের দক্ষিণ দ্বার। ১৮৬৯ সালে স্থানে স্থানে কিছু কিছু ম্যালেরিয়া প্রকাশিত হইল। ১৮৭০ সালও এক রূপ গেল, জ্বরের প্রাদুর্ভাব নিতান্ত অধিক হয় নাই। কিন্তু ১৮৭১ সালে জেলা একেবারে উৎপাটিত হইতে লাগিল, পল্লীগ্রাম গুলি লণ্ডভণ্ড হইয়া পড়িল। সেই অবধি কোন বৎসর অধিক, কোন বৎসর অল্প ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ঘটিয়া আসিতেছে, এই কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি পল্লীগ্রাম একেবারে জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। যে স্থান পূর্ব্বে এত স্বাস্থ্যকর ছিল, হঠাৎ তাহা কেন এত পীড়াদায়ক হইল, ইহার বিশেষ অনুসন্ধানে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। অনেক স্থলে পানীয় জল দোষই পীড়ার একটী কারণ বলিয়া বিবেচিত হইল। তদ্ভিন্ন ভরাট নদী এবং জল নিকাশ পথের অবরোধ ও অনেক স্থলে দৃষ্ট হইল। গণোটী, আভাডেঙ্গা, দুর্গাপুর, মহলা, ভোগপুর, প্রভৃতি গ্রামগুলির নিকটে মজা ময়ূরাক্ষী বিদ্যমান আছে। এইরূপ অন্যান্য আরও অনেক গ্রামে ভরাট নদী আছে, সেই স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপও অতি ভয়ঙ্কররূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। আবার যে স্থলে ভরাট নদী নাই, তথায় ম্যালেরিয়ার অন্যান্য বহুবিধ কারণ বর্ত্তমান আছে। গ্রামের জল কিছুমাত্র বহির্গত হইতে পায় না, পথ কর্দ্দমে পরিপূর্ণ; পুষ্করিণী কোন্ সত্যযুগে খাত হইয়াছিল, আর তাহার পঙ্কোদ্ধার হয় নাই, সন্ধ্যার সময় তাহার তটে উপস্থিত হইলে জলোৎক্ষিপ্ত বাষ্পে মূর্ত্তিমান ম্যালেরিয়া বিকীর্ণ হইতেছে, অনুভূত হয়। কতকগুলি গ্রাম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুলতা গুল্মাদিতে আচ্ছাদিত। তাহাদের ভিতর সূর্য্যকিরণ প্রবিষ্ট হইতে পায় না, সুতরাং সে সঙ্কীর্ণ থাকিয়া বায়ুকে দূষিত করে। কোন নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন বশতঃ স্থান বিশেষের বায়ু পীড়াদায়ক হইতে পারে। কিন্তু উপরের লিখিত বিষয় গুলি ম্যালেরিয়ার যে উত্তেজক কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা ভরসা করি, বঙ্গবাসিদিগের এইবার চৈতন্য হউক, তাঁহারা সাধ্যানুসারে উপরের লিখিত কারণ গুলির পরিহার করিতে চেষ্টা করুন। যত্নের অসাধ্য কিছুই নাই; যত্ন থাকিলে অবশ্যই মনোরথ পূর্ণ হয়। এতদ্ব্যতীত ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব কালে যেগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তৎসমুদয় জ্ঞাত হইয়া যত্নপূর্ব্বক সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করুন। দুর্গন্ধ পুষ্করিণীর জল পান করিলে কিম্বা তাহাতে অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিলে পীড়া জন্মে, অতএব বহু দিনের পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করুন। তদ্ভিন্ন অতি সামান্য উপায় দ্বারা জল পরিষ্কৃত হইতে পারে। চারিটা কলসী উপরি উপরি রাখিয়া বালি ও অঙ্গারে অনায়াসে জল নির্ম্মল ও দোষপরিশূন্য হইয়া থাকে। এ প্রক্রিয়া কে না জানেন? কিন্তু কার্য্যতঃ কয় জন ইহা করিয়া থাকেন? ইহাতে ত ব্যয় নাই, তবে হয় না কেন? এক আলস্য ও ঔদাসীন্য উহার প্রধান কারণ। পীড়া হইলে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া চিকিৎসা করাইবেন, তাও ভাল; তবু এই সামান্য উপায় দ্বারা যদি পীড়ার আক্রমণ নিবারণ করা যায়, তাহা কেহই করিবেন না। সর্ব্বথা উক্ত জল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এই সামান্য উপায়গুলি সকলেই করিতে থাকুন, এই আমাদের একান্ত অভিলাষ।

ম্যালেরিয়ার বিষ কিপ্রকার তাহা বলা যায় না। কিন্তু বায়ুর শৈত্যে উহা কিঞ্চিৎ সংযত হয়, সুতরাং তৎকালে গুরুত্ব হেতু উহা ভূমির নিকটে থাকে। সে কারণ মৃত্তিকায় শয্যা পাতিয়া শয়ন করা উচিত নয়। যাঁহার যেমন ক্ষমতা, তিনি তদ্রূপ উচ্চে শয্যা করিতে পারেন। যিনি ভাল অবস্থাপন্ন, তিনি খাট পালঙ্কে শয়ন করুন। দরিদ্র লোকেরা অনায়াসে সামান্য খাটিয়া কিম্বা মাচায় শয়ন করিতে পারে। পরিধেয় বস্ত্র এবং শয্যা প্রত্যহ ধৌত করা কর্ত্তব্য।

ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত স্থানে কেহ অভুক্ত থাকিয়া গৃহের বহির্গত হইবেন না। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কিম্বা সূর্য্য অস্তগত হইলে বায়ু সেবন করা অবিধেয়। ঐ সময় বায়ু শীতল হয়, সুতরাং ম্যালেরিয়ার বিষ সংযত হইয়া পড়ে। রৌদ্র উঠিলে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে যাইবে এবং সূর্য্য অস্তগত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গৃহে প্রত্যাগমন করিবে। কিছুতেই রাত্রিকালের বায়ু সেবন করিবে না। ম্যালেরিয়া প্রধান স্থানে সকলেরই শ্মশ্রু রাখা কর্ত্তব্য। ভ্রমণ করিবার সময় মুখ বন্ধ করিয়া নাসিকা দ্বারা শ্বাস গ্রহণ করিবে এবং কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থল অনাবৃত রাখিবে না।

এই সমস্ত উপায়গুলি সহজ। ইচ্ছা করিলে সকলেই ঐ সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারেন। শিক্ষিত সমাজ কিঞ্চিৎ উদ্যোগী হইলে বোধ করি ইতর লোকের মধ্যে ঐ সমস্ত নিয়ম অনায়াসে প্রবর্ত্তিত করা যায়। অতএব যাঁহারা দেশের হিত করিতে বাঞ্ছা করেন; শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যাঁহাদের অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা আছে, প্রথম প্রথম এই প্রকার কর্ম্মসাধন করিয়া তাঁহারা দেশোন্নতির সূত্রপাত করুন।

মিউনিসিপাল ব্যয় সংক্ষেপের একটী উপাদেয় পরামর্শ।

যে নদীতে জোয়ার ভাঁটা খেলে, ভাঁটার সময়ে তাহার জল অৰ্দ্ধাবশেষ হয়, কিন্তু জোয়ারের সময়ে আবার তাহার পরিপূরণ হইয়া উঠে; কৃষ্ণপক্ষে শশিকলার ক্ষয় হয়, কিন্তু শুক্লপক্ষে তাহার পূরণ হইয়া থাকে; আমাদের দৈহিক ক্ষয়ও নিত্য ঘটিতেছে, আবার ভোজ্য দ্রব্য দ্বারা তাহা পরিপূরিত হইতেছে; কিন্তু মিউনিসিপাল আয়-ব্যয়-সম্বন্ধে আমরা সে ব্যবস্থা দেখিতেছি না। ইহার নিত্য ক্ষয়ই হইতেছে, পূরণ সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে না। পূরণ সম্বন্ধ নাই বলিয়া যে কারণ মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি তাহা সাধিত হইতেছে না। মিউনিসিপালিটী সৃষ্টির উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত করিতেছে।

আমরা ভাবিতাম, আমাদের মিউনিসিপালিটীই বুঝি অপব্যয়শীল, তাই আমরা অভীষ্ট লাভে সমর্থ হইতেছি না। আমাদের পিতামহ ঠাকুর জীবিত কালে আমাদের গ্রামের যে অবস্থা দেখিয়া গিয়াছেন, আমরাও প্রায় তাহাই দেখিতেছি, বেশীর মধ্যে দুই একটী ইটের ঘর। বর্ষাকালে গ্রাম যেমন দুষ্প্রবেশ ছিল, এখনও তেমনি আছে। গ্রামের শ্রী ছাঁদ নাই, অঙ্গসৌষ্ঠব নাই, অণুপরিমাণেও স্বাস্থ্যকরতা পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। স্বচ্ছ পানীয় জল তখন যেমন দুর্লভ ছিল, এখনও সেইরূপ আছে। অন্ধতমসাচ্ছন্ন রাত্রিতে কদাচিৎ আলেয়ার আলো যা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বিশেষের মধ্যে এই দেখিতেছি, পূর্ব্বে গ্রামের জল নির্গমের সুবিধা ছিল, এখন তাহার অভাব। একটী বাক্যে বলিলে বোধ হয় পাঠক সুন্দররূপে বুঝিতে পারিবেন, আমাদের গ্রামটী অক্ষয়বট স্বরূপ হইয়াছে। পাণ্ডারা যে শাখা-প্রশাখা হীন-

বৃক্ষ কাণ্ডকে অক্ষয়-বট বলিয়া দেখাইয়াছ, আমরাও এখন সেই অক্ষয়বট দেখিতেছি। কিন্তু পিতামহ ঠাকুরকে ট্যাক্সের ছড়া খাইতে হয় নাই, আমাদিগকে সেই ছড়া খাইতে হইতেছে, এইটী আমাদের নূতন স্বচ্ছন্দ! পাঠকগণকে স্বচ্ছন্দের কথা আর কত বলিব, আমাদের পৈতৃক বাসগ্রাম যেমন তেমনি আছে, মাঝখান হইতে রাজপুর মিউনিসিপালিটীর কল্যাণে সহর হইয়া উঠিয়াছে।

যদি মিউনিসিপাল কমিশনরদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আমরা নিয়ম মত টাক্স দিতেছি, তবে আমাদের এ দুর্দ্দশা কেন? তাঁহারা অম্লানবদনে বলিবেন, টাকায় কুলায় না। আবার যদি জিজ্ঞাসা কর, কেন কুলায় না, তাঁহারা উত্তর দিবেন, মিউনিসিপাল আয়ের অধিক অংশ পুলিস ও কর্ম্মচারিগণ গ্রাস করে। সুতরাং মিউনিসিপালিটী সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

মিউনিসিপালিটী পুলিষের গ্রাস হইতে মিউনিসিপাল আয় যে রক্ষা করিতে পারেন না, আমাদের এখানেই কেবল সে ঘটনা নয়, সর্ব্বত্রই ঐ রোগের প্রাদুর্ভাব। ঐ রোগের প্রাদুর্ভাব বলিয়া সে দিন যশোহরের মিউনিসিপালিটীর সহকারী সভাপতি সি, জে, ওডনেল সাহেব অপদস্থ ও অবমানিত হইয়া অধঃপদে নীত হইয়াছেন। তিনি অপব্যয়শীল বলিয়া তিরস্কৃত হন। সম্প্রতি তাঁহার যে উত্তর-পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে, তিনি অপব্যয়শীল নহেন। তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মচারিদিগের সময়েই অপব্যয় বল আর সদ্ব্যয় বল হইয়া গিয়াছে। তিনি ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া ২২০০ টাকা বাঁচাইয়াছেন। তিনি যে যে বিষয়ে ব্যয় সংক্ষেপের ফর্দ্দ দিয়াছেন, তাহাতে দেখা গেল, পুলিস ব্যয়ের এক কপর্দ্দকও কর্ত্তিত হয় নাই। সে ব্যয় সংক্ষেপের চেষ্টা করিলে বোধ হয় তিনি পদস্থ থাকিতে পারিতেন না। রাস্তা জল পুষ্করিণী বিদ্যাশিক্ষা ও নগর পরিষ্ক্রিয়াদির ব্যয়ই সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। অবশ্য কর্ত্তা এ সকল বিষয়ের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া যদি পুলিষের উদর পূরণ করা হইল, তাহা হইলে মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি হইয়া কি ইষ্টলাভ হইল? ওডনেল সাহেব দোষী কি না? তাঁহাকে অন্যায় করিয়া অপদস্থ করা হইয়াছে কি না? এস্থলে তাহার বিচার কতকটা অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে। অপ্রাসঙ্গিক না হইলেও বঙ্গদেশের শিরঃস্থানীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর যে বিচার করিয়াছেন, তাহার উপর আমাদের মত ধৃষ্টতা মাত্র। "ভেতো বাঙ্গালির" কথায় কে কাণ দেয়।

যাহা হউক, এ অপ্রাসঙ্গিক আলাপে প্রয়োজন নাই। পাঠক বুঝিলেন ত পুলিষ ও কর্ম্মচারিরা মিউনিসিপাল আয় ধ্বংস করিতেছেন, তাহাতেই নায়ের কড়ি দিয়া আমাদের ডুবে পার হওয়া হইতেছে। আমরা টাক্স দিতেছি, কিন্তু তাহার কিছুমাত্র ফললাভ হইতেছে না। যদি পুলিষই আমাদের উন্নতিপথের কণ্টক হইল, তাহা হইলে আমাদিগকে যাহাতে পুলিসের ব্যয় দিতে না হয়, তাহার একটী সৎ-পরামর্শ করা উচিত। যেখানে যত মিউনিসিপাল কমিশনর আছেন, তাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে রাত্রিকালে স্বাধিকৃত গ্রামগুলি রক্ষা করুন (গ্রামের চৌকিদারী করুন এ কথা বলা সঙ্গত হয় না, কারণ তাঁহারা সম্ভ্রান্ত লোক) প্রতি রাত্রিতে দুই জন করিয়া এক একটী গ্রাম রক্ষার ভার লইবেন। আমরা তাঁহাদিগকে অভয় দিতেছি, সারা রাত্রি জাগিয়া কষ্ট পাইতে হইবে না। তাঁহারা এক এক বার সন্ধ্যাকালে সায়ং পর্য্যটনচ্ছলে গ্রামগুলি প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেই চলিবে। সকল দিন গ্রামে যাইবারও প্রয়োজন হইবে না। যাহারা এখন পাহারা দেয়, তাহারা ঐরূপেই কাজ করিয়া থাকে। আমরা রাত্রিতে তাহাদের ত সাড়াশব্দ পাই না। বোধ হয়, পাছে গৃহস্থদিগের নিদ্রাভঙ্গ হয় এই ভয়ে পাহারাওয়ালারা সাবধান হইয়া চলিয়া থাকে? ইহাতে কমিশনরদিগের আত্মশাসন শিক্ষারও সবিশেষ উন্নতি হইবে। এ দেশীয়দিগকে আত্মশাসন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়াও মিউনিসিপালিটী সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য। কমিশনরেরা আপনাদিগের রাস্তা ঘাটের ব্যবস্থা আপনারা করিবেন, গ্রাম রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন না, তাহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? বলিতে কি, যতদিন তাঁহারা এ কার্য্যের ভার না লইতেছেন, ততদিন তাঁহাদের আত্মশাসন শিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে না।

ভারতবর্ষকে কে উৎসন্ন দিল?

যে গাছে যার নাম আম ফলে, তাহার কোন ডালে দেখ মুকুল, কোন ডালে দেখ ছোট ছোট আম, কোন কোন ডালে পাকা আম হইয়া আছে। তাহার শোভা-সম্পত্তি ও সৌন্দর্য্য অনুপম। ভারতেরও আজ কাল সেই অবস্থা। ভারত বিদেশীয় লোক জনে ও ধন সমৃদ্ধিতে পূর্ণ। এ দিকে লোক জনের চলিবার ও বাণিজ্যের সুবিধার জন্য রাস্তা ঘাট ও রেলওয়ে; ওদিকে কৃষিকার্য্যের উন্নতির নিমিত্ত খাল; সে দিকে বস্ত্রের কল, চতুর্দ্দিকে অতুল বিভব; এক একটী নগরে প্রবেশ করিলে বোধ হয়, লক্ষ্মী যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছেন। এখন সৌভাগ্যের সময়ে আমরা উপরে যে সৌভাগ্য বিলাপী অলক্ষণে প্রশ্ন করিলাম, তাহার অর্থ কি? পাঠক হয় ত অবধারণে অসমর্থ হইয়া আকুল হইবেন। আমাদের বক্তব্য বিশদ করিয়া দিবার নিমিত্ত অগ্রে পাঠকগণের নিকটে একটী প্রশ্ন করি। এক জন কোটীশ্বর। তাঁহার গৃহ ধন জনে পূর্ণ। সৌধ শোভা সন্দর্শন করিলে নয়ন ও মন মোহিত হয়। অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে বন উপবন সরোবর কৃত্রিম নদী ও পর্ব্বতাদি দ্বারা উপশোভিত। পুষ্পোদ্যান দেখিলে বোধ হয় বসন্ত যেন তথায় নিত্য বিরাজ করিতেছে। ভ্রমর গুঞ্জন ও কোকিল কাকলীর ক্ষণকাল বিরাম নাই। কোটীশ্বরের এইরূপে কোন অংশে কোন বিষয়ের অভাব নাই; কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষার বিষয় নাই, কিন্তু সে ব্যক্তি যক্ষ্মারোগগ্রস্ত। যক্ষ্মা সকল রোগের নিদান। ক্রমে ক্রমে তাহার শরীর ব্যাধিমন্দির হইয়া উঠিল। এখন জিজ্ঞাস্য এই, আমরা উপরে যে তাহার অতুল বিভবরূপের বর্ণন করিলাম, সে ব্যক্তি তাহাতে সুখী কি না? তাহার সেই অট্টালিকা, সেই বৃক্ষবাটিকা, সেই দীর্ঘিকা, সেই পুষ্পোদ্যান, এ সমুদায়ই তাহার পক্ষে বিফল। অপরেই তাহার উপভোগ সুখ ভোগ করিয়া থাকে। নাম মাত্র তিনি অধিকারী।

ভারতেরও অবিকল এই দশা ঘটিয়াছে। ভারতবাসিরা নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় কাহারই সুস্থ দেহ দেখিতে পাওয়া যায় না। একটা না একটা রোগ দেহকে আশ্রয় করিয়া আছে। এ অবস্থায় ভারতের নিজের সুখ কি? তাহার যতই ঐশ্বর্য্য বর্ণন কর, তাহা পরেরই ভোগার্থ। ভারত নিঃস্ব হইয়া কেবল আময়-সুখ ভোগ

ভারত নিত্য রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই আমরা উপরে প্রশ্ন করিলাম, ভারতকে কে উৎসন্ন দিল? পাঠক এ সপ্তাহের কলিকাতা গেজেট দেখিবেন, গেজেট একথা বলিতে সাহসী হইতেছে না যে দেশের কোন জেলা সুস্থ। সর্ব্বত্রই জ্বরের বিষম প্রকোপ। আমাদের সংবাদদাতারাও চতুর্দ্দিক হইতে যে সমস্ত পত্র লিখিতেছেন, তাহাতেও জ্বর জ্বর বই আর কথা নাই। কেবল এক বঙ্গদেশ যদি রোগ-শয্যায় শয়ান থাকিত, তাহা হইলেও আমরা উপরের প্রশ্ন উত্থাপন করিতাম না। বঙ্গদেশ ত যমালয়ের দ্বার-সন্নিহিত। ইহার শারদী পীড়াও চিরপ্রসিদ্ধ। তবে বলিবে এখন বৎসর বৎসর উহার যে প্রকার প্রভাব বৃদ্ধি হইতেছে, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। যাহা হউক, আমরা তাহাও যেন ধর্ত্তব্য করিলাম না। কিন্তু যে যে অঞ্চলের লোকে জ্বরের নাম মাত্র শুনিয়াছিল, কখন ভোগ করে নাই,

[illegible] পীড়া বসন্ত ও ওলাউঠা, সে সমুদায় [illegible] জ্বর বঙ্গদেশকে পরাজয় করিয়াছে। আমরা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কথা কহিতেছি, সেখানকারও কোন গ্রাম ও নগর জ্বর-নির্ম্মুক্ত নহে। অমৃতসরে যে রোগে যত লোকের মৃত্যু হইয়াছে, সে দিন তাহার একটী তালিকা প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে দেখা গেল, ধর্ম্মরাজ ১০০০০ লোককে নিজ ক্রোড়ে লইয়াছেন। একমাত্র অমৃতসর এই শোচনীয় দশাগ্রস্ত হইলে আমরা কথঞ্চিৎ ক্ষোভ নিবারণে সমর্থ হইতাম; কিন্তু উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে এইরূপ অমৃতসর অনেক হইয়াছে।

এখন আমাদিগের এই প্রশ্নের মীমাংসা করা আবশ্যক, ভারতের এই শোচনীয় অবস্থা ঘটিবার কারণ কি? একটী কারণ নয় "[illegible]" পৃথিবী রথচক্র গ্রাস করিলেন, নানা তেজোবধ করিলেন, ইত্যাদি ছয়টী কারণের মেলন হওয়াতেই কর্ণবধ হইয়াছিল, ভারতের শোচনীয় অবস্থা ঘটিবারও কারণ সমষ্টি ঘটিয়াছে। রেলওয়ে হওয়া জল-নির্গম পথ বন্ধ হওয়াই ভারতের এ শোচনীয় অবস্থার একমাত্র কারণ নয়, বহুজন সংসর্গ ও প্রাণধারিতার বিরোধ প্রভৃতি অনেকগুলি কারণ ঘটিয়াছে। ভারতের আকর্ষণী শক্তি নানা দেশীয় নানা জাতীয় নানাবিধ লোককে আকর্ষণ করিতেছে। রেলওয়ে হইয়া গমনাগমনের সুবিধা হওয়াতে এক এক স্থানে বহুজন সমাকীর্ণ হইতেছে। তাহাদের শ্বাস প্রশ্বাস ও মল মূত্রাদি দোষে পরস্পরের শরীর দূষিত হইতেছে; এক স্থানে বহুজনের সমবস্থানে যে সকলেরই অনিষ্ট ঘটে, তাহার একটী প্রমাণ এই, যে বৃক্ষে অধিক নারিকেল জন্মে, তাহার ফল বড় হয় না। বৃক্ষ-শ্রেণী ঘনসন্নিবেশিত হইলে সকলেরই তেজো-হ্রাস হয়; কাহারই উন্নতি থাকে না। ভারতে বিদেশীয় বহু লোকের সমাগম হওয়াতে প্রাণধারিতারও বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। ভারতবাসির জীবিকা ক্রমেই কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং ভারতের ইতর সাধারণ লোকে পুষ্টিকর আহার পাইতেছে না। এটীও ভারতবাসিদিগের রোগাক্রান্ত হইবার প্রধান কারণ। এতদ্ভিন্ন, স্বাস্থ্যের প্রধান শত্রু সুরা বিদেশীয় [illegible] বহুল পরিমাণে এ দেশে প্রবেশ করিয়াছে। বিশেষে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অধিকাংশ লোক [illegible] হইয়া উঠিয়াছে। একে পুষ্টিকর আহার নাই, তাহার উপরে মদ্য পান, ইহাতে দুর্ব্বল শরীর কতক্ষণ টিকিতে পারে? উষ্ণ প্রধান দেশ, এখানে প্রাতঃকাল ও অপরাহ্ণ পরিশ্রম করিবার সময়; মধ্যাহ্ন আহার ও বিশ্রাম কাল। ইউরোপীয়দিগের অধীনে ইহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। ইহাও ভারতবাসিদিগের জীবনীশক্তি ক্ষয়ের অপর কারণ। তাড়াতাড়ি সাহেবের কাজে যাইতে হইবে, এই ভয়ে অনেকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করিবারও অবসর পায় না। জামালপুরে আমরা দেখিয়াছি, যখন ভোঁ বাজিতে থাকে, তখন অনেক কর্ম্মচারির যথা কথঞ্চিৎ উদরগত অন্নগুলিও চাউল হইয়া উঠে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চল, মধ্যপ্রদেশ, ও বঙ্গদেশের পশ্চিম বিভাগে সুরার কিরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, আমরা যে একটী ক্ষুদ্র স্থানের কথা বলিতেছি, পাঠক তদ্দ্বারাই তাহা বুঝিতে পারিবেন। রেওয়া রাজ্যের অন্তর্গত সাতনা নামক একটী ক্ষুদ্র স্থানে সাত আট হাজার মাত্র লোকের অবস্থান, কিন্তু তথায় আবগারিতে বার্ষিক ২৪০০০ টাকা আয় হইয়া থাকে। এ সকল অত্যাচার সংশোধনের উপায় কি? এ সকলের সংশোধনের উপায় না হইলে ভারতের মঙ্গল নাই? ভারত কখন সুস্থ দেহ হইবে না, ক্রমেই রোগে রোগে জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া পড়িবে। ইহার পর আর উত্থানশক্তি থাকিবে না। ভারতবাসিরা যেন স্ব স্ব শরীরের প্রতি উপেক্ষা করিয়া ইউরোপীয়দিগের আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন, কিন্তু যমরাজ ও তাঁহার দূতগণ জ্বর ওলাউঠা বসন্ত প্রভৃতিও যে তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে, আমরা ত তাহার কোন কারণ দেখিতেছি না। তাহারা বড় ধৃষ্ট ও কথার অবাধ্য।

মফঃস্বল দেওয়ানী আদালত সমূহের কার্য্যপ্রণালীর সংস্কার আবশ্যক।

আমরা অনেক স্থানে দেখিয়াছি যে, মুন্সেফী ও সব জজ আদালতে দেওয়ানী কার্য্যবিধির অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য হয় না। যাহাতে ঠিক আইন অনুসারে কার্য্য হয়, তজ্জন্য হাইকোর্ট মধ্যে মধ্যে সরকিউলার বাহির করিয়া থাকেন। কিন্তু উকীল আমলা এমন কি কোন কোন স্থানে বিচারপতিদিগের উপেক্ষা নিবন্ধন কার্য্য-প্রণালীর বিশৃঙ্খলা ঘটে। ঠিক আইন ও সরকিউলার মত কার্য্য হয় কি না তাহা দেখিবার জন্য ও অধঃস্থ বিচারপতিদিগকে কার্য্যের নিয়মে উপদেশ দিবার জন্য সময়ে সময়ে হাইকোর্টের কোন কোন বিচারপতি জেলায় জেলায় ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইয়া থাকেন। কিন্তু হাইকোর্টের বিচারপতিরা এত করিয়াও যতদূর সাধ্য নিম্ন আদালত সমূহের কার্য্য-প্রণালীর সংস্কার সাধন করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। আমরা দেখিয়াছি মুন্সেফী আদালতে ঠিক আইন মত আফিডেভিট হয় না, হাকিমেরা ঠিক আইন মত দলিল প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করিতেন না, এমন কি অনেক স্থলে ঠিক আইনের অনুরূপ সওয়াল জবাবও করা হয় না।

আমরা দেখিয়াছি যে, মুন্সেফী আদালত সমূহে বাদী, প্রতিবাদী, ও তাহাদের মানিত সাক্ষীদিগের এজেহার গৃহীত হইয়া তৎপরে উভয়-পক্ষের উকীলের বক্তৃতা হইয়া থাকে। এ নিয়মটী দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের একান্ত বিরোধী, ইহাতে সাতিশয় অসুবিধাও হয়। প্রায় দেখা যায় যে, বিচারপতির সমক্ষে বিচারের জন্য একটী মকদ্দমা উঠিল, তিনি পূর্ব্বে তাহার কিছুই জানেন না। একবার উকীলেরা বা আমলারা আরজী ও জবাব বিচারপতিকে শুনাইলেন। যদি মকদ্দমা সহজ হইল এবং বিচারপতি যদি মনোযোগ করিয়া শুনিলেন, তবে হয় ত বুঝিতে পারিলেন। তৎপরেই সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হইতে লাগিল। আদালত বিচার্য্য বিষয় ঠিক বুঝিলেন না। এরূপ করিলে সুবিচারের যেমন ব্যাঘাত জন্মে, বিচারপতিদিগের সময়ও তেমনি বৃথা বিনষ্ট হয়, এরূপ না করিয়া বাদীর উকীল যদি অগ্রে বিচারপতিকে মকদ্দমা বুঝাইয়া দেন তৎসম্বন্ধে তাঁহার পক্ষে কি কি আইনের বল আছে তাহা দেখাইয়া দেন, এবং তাঁহার দাবী প্রমাণ করিবার জন্য তিনি কি কি প্রমাণ প্রয়োগ করিবেন তাহা যদি বলিয়া দেন তাহা হইলে মকদ্দমার সাক্ষী গ্রহণের পূর্ব্বেই মকদ্দমার অবস্থা পরিষ্কাররূপে বিচারপতির হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। বাদীর উকীল বাদীর দাবী এইরূপে বিচারপতিকে বুঝাইয়া, ও দাবীর পোষণার্থ প্রমাণাদি দিলে পর প্রতিবাদীর উকীল যদি এরূপ কার্য্য করেন তাহা হইলে অনেক সুবিধা হইতে পারে। তাহা হইলে বিচারপতিদিগের বুঝিবার যেমন সুবিধা হয় মকদ্দমা করিতে তেমনই অল্প সময় লাগে। আমাদের দেশের দেওয়ানী কার্য্যবিধি অনুসারে হাইকোর্টের সরেনাও বিভাগে কার্য্য চলিয়া থাকে, এবং এই নিয়মেই ইংলণ্ডে, ওয়েষ্টমিনিষ্টর হলে ও অন্যান্য আদালতে কার্য্য হয়। কিন্তু আমাদের দেশের নিম্নস্থ আদালত সমূহ এই শুভ নিয়মের অনুগমন করেন না। এই নিয়মের অনুগমন করিলে বিচারালয়েরও যেমন উন্নতি হইবে, কার্য্যও সেইরূপ শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হইতে পারিবে। মুন্সেফেরা আইনের উদ্দেশ্য বুঝিয়া প্রস্তাবিত নিয়ম অনুসারে কার্য্য করেন ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়।

বরদার ভূতপূর্ব্ব গুইকুমারের প্রতি অনুচিত ব্যবহার।

আমাদের এই সংস্কার আছে আমাদের গবর্ণ-

মেণ্ট যত স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য করুন কিন্তু তাঁহারা যেমন উচিতকারী ও ন্যায়পথাবলম্বী এরূপ অতি অল্প গবর্ণমেণ্ট আছেন কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বরদার ভূতপূর্ব্ব গুইকুমার মলহর রাওর প্রতি যেরূপ অনুচিত ব্যবহার করিয়াছেন তাহারও দৃষ্টান্ত বিরল। গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রথম অবধি এ-পর্য্যন্ত মলহর রাওর প্রতি যে ব্যবহার হইয়াছে তাহার একটীও প্রশংসনীয় নয়, প্রথমে রেসিডে-ণ্টের সহিত তাঁহার বিবাদ বিসম্বাদ চলিতে থাকে সেই সময়েই গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া রেসিডেণ্টকে স্থানান্তরিত করা এবং মলহর রাওকে সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত ছিল, তাহা হইলে এত অকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত হইত না। মলহর রাও সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ হইয়া আত্মদোষ সংশোধনে যত্নবান হইতেন। তাহার পর যখন এই অপবাদ উত্থিত হইল যে মলহর রাও রেসিডেণ্টের প্রাণ সংহারার্থ বিষ-প্রয়োগ করিয়াছেন তখনও গবর্ণ-মেণ্ট যে আচরণ করিয়াছিলেন তাহাও উদার-নীতির অনুমোদিত হয় নাই। তখন মলহর রাওর সহিত রেসিডেণ্টের দারুণ অন্তর্বিচ্ছেদ, প্রকৃতরূপে পর-স্পরের শত্রুতাই জন্মিয়াছিল। সে সময়ে গবর্ণমে-ণ্টের এক প্রকার ধ্রুবজ্ঞানই হয় মলহর রাও ঐ কুকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু রেসিডেণ্টের মনে তখন দারুণ ক্রোধানল জ্বলিতেছিল অতএব তিনি সেই ক্রোধ বশত ধর্ম্মপদ বিসর্জ্জন দিয়া মলহর রাওকে অধঃপাতে দিবার উদ্দেশে ঐ বিষ-প্রয়োগ ব্যাপারটী স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া তুলিতে পারেন। উভয় পক্ষেই উৎকটকোটীক সম্ভাবনা ছিল, তাহার পরেও গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অপরাধের যে বিচার প্রণালী অবলম্বন করিলেন সেটী নিতান্ত বিড়ম্বনার বিষয়। তাঁহার দোষ প্রমাণ হইল না তথাপি দণ্ডিত হইলেন।

সম্প্রতি মরেস্, ডি, ক্যাণ্ডেনাগ, ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে যে একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইলাম, ঐ আবেদনপত্র প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মলহর রাওয়ের প্রতি নিতান্ত দুর্ব্যবহার করিয়াছেন, ১৮৭৫ অব্দের ৯ ই এপ্রেল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন তাহাতে স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট আছে যে মলহর রাও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা করিবেন সেইখানে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া বাস করিতে পারিবেন। তাঁহার দুই রাণী সমুচিত দাস দাসী প্রভৃতি লইয়া তাঁহার সহিত অবস্থান করিবেন। বরদা রাজ্যের আয় হইতে তাঁহাদের ব্যয় দেওয়া হইবে। এই সময় মার্কুইস সালিসবরি ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি ছিলেন তিনিও ভারত-বর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে এই কথা লিখিয়া দিলেন ইংলণ্ডেশ্বরীর গবর্ণমেণ্টের এরূপ অভিপ্রায় নয় যে মলহর রাওকে বিষ-প্রয়োগ কাণ্ডে লিপ্ত-দোষী মনে করিয়া তাঁহার প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করা হয়।

এইরূপ স্পষ্ট আজ্ঞা সত্ত্বেও মলহর রাওর প্রতি নিতান্ত কুক্রিয়াকারীর ন্যায় দুর্ব্যবহার করা হই-তেছে, মান্দ্রাজে থাকিবার তাঁহার কোন ক্রমে ইচ্ছা নাই, কিন্তু তাঁহাকে বলপূর্ব্বক সেখানে রাখা হই-য়াছে। তাঁহার রাণীদিগের স্ত্রীধনও তাঁহাদিগকে দেওয়া হইতেছে না। তাঁহার ছোট রাণীর গর্ভে যে সন্তান জন্মে তাহাকে অনেক মূল্যবান অলঙ্কার আদি দেওয়া হইয়াছিল, ন্যায়ানুসারে সে গুলি তাঁহাদিগের প্রাপ্য, তাহাও তাঁহাদিগকে দেওয়া হইতেছে না, যাহা হউক আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যেরূপ মহৎ একার্য্য গুলি তদনুরূপ হইতেছে না। ষ্টেট সেক্রেটরি এ বিষয়ে সুবিচার করিয়া এ কল ঙ্কের অপনয়ন করেন, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনীয়। মলহর রাও ইচ্ছামত স্থানে বাস করিয়া পরিণামে যে কোন উপদ্রব করিবেন সে আশঙ্কা অলীক তাঁহার বিষ-দন্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তিনি কি বাস্ত-বিক এমন কোন অপরাধ করিয়াছেন যে কোন উকীল ও ব্যারিষ্টারকে তাঁহার নিকট যাইতে দেওয়া হয় না। উকীল ব্যারিষ্টারেরা বিদ্রোহ-প্রবৃত্তি জন্মা-ইয়া দিবেন, এ প্রকার আশঙ্কা করা নিতান্ত লজ্জার বিষয়।

পুস্তক সমালোচনা।

রাজা জমিদার ও সদ্দারদিগের বৃত্তান্ত। বাবু লোকনাথ ঘোষ প্রণীত। এখানি ইংরাজিতে লিখিত, আমরা এই পুস্তক পাঠ করিয়া বিলক্ষণ প্রীতি লাভ করিলাম। এরূপ গ্রন্থ এদেশে কখন প্রস্তুত হয় নাই বলিলেই হয়। ইহাতে ভারতবর্ষের স্বাধীন ও করদ রাজগণের নাম, ও বিবরণ, তাঁহাদের অধিকৃত প্রদেশের বৃত্তান্ত, প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে। বঙ্গদেশবাসী জমীদার, ও প্রধান লোকেরও বিবরণ ও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে যুবরাজ প্রিন্স অফ ওএলসের ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও দিল্লীর দরবার লিখিত হইয়াছে। বর্ক যেমন ইংলণ্ড স্কটলণ্ড প্রভৃতি দেশের বড় বড় লোকের বিবরণ লিখিয়া এক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, লোকনাথ বাবু ও তদ্রূপ এই দেশের রাজা জমিদার ও খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের বিবরণ সংগ্রহে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া এই অভিনব পুস্তকখান সঙ্কলন করিয়াছেন। পুস্তকের রচনা উত্তম হইয়াছে ইহা পাঠ করিলে অনেক বিষয় জানা যাইতে পারে। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট গ্রন্থ-রচয়িতার উচিত সম্মান করিয়া-ছেন। স্থানাভাব বশতঃ আমরা গবর্ণমেণ্টের পত্রের অনুবাদ পাঠক দিগের গোচর করিতে পারি-লাম না।

রাবণবধ। পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক দৃশ্যকাব্য। শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। শ্রীহরিমোহন মুখো-পাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা ৬২ জিগজ্যাগ লেন। ১২৮৮ সাল।

এই নাটকখানি দেখিয়া আমরা পরম প্রীতি-লাভ করিলাম। ইহার বিশেষ নূতন এই যে এখানি অন্যান্য নাটকের ন্যায় গদ্যে লিখিত নহে। ইহা অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিরচিত হইয়াছে। অথচ যে ভাষায় কথা কহা যায়, যে ভাষা সাধারণে অবলীলা-ক্রমে বুঝে, সেই ভাষায় এই গ্রন্থখানি রচিত হই-য়াছে ইহার রচনা-প্রণালী যেমন সহজ তেমনি হৃদয়গ্রাহী। সোমপ্রকাশে স্থান অল্প এজন্য আমরা ইহার বিশেষ সমালোচনা করিতে পারিলাম না। আমরা ইহার অনেক স্থলে মহাকবি সেক্সপিয়রের লিখিত কোন কোন নাটকের স্থলবিশেষের সাদৃশ্য দেখিতে পাইলাম। রামচন্দ্রের দুর্গাস্তব পাঠ করিয়া আমাদের বোধ হইয়াছিল যেন আমরা ভারতচন্দ্রের কালিকাস্তব পাঠ করিতেছি। গিরিশ বাবু যে প্রণালীতে এই নাটক লিখিয়াছেন, এই প্রণালীর উন্নতি হইলে বঙ্গভাষায় যে অনেক উন্নতি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে গিরিশ বাবু এই নাটক খানি পাঁচ দিনে রচনা করিয়াছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

পারিস ২০ এ নবেম্বর। মান সি, ডাইক; এম, এম, গাম্বে-টা ও বাণিজ্য সংক্রান্ত মন্ত্রি রুবিয়রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ছিলেন। এই স্থির হইয়াছে, ডিসেম্বরের মধ্যভাগে বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধি নিয়মের পুনরায় আন্দোলন করা হইবে।

লণ্ডন ২২ এ নবেম্বর। মকয় যে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল তাহার হ্রাস হইয়াছে।

লণ্ডন ২৩ এ নবেম্বর। আয়র্লণ্ডে সাধারণভাবে অত্যা চারের পুনরুদ্দীপন হইয়াছে। টমসন একটী প্রস্তাব লিখিয়া বলিয়াছেন, এ অবস্থা শঙ্কাজনক কারণ নয়।

বার্লিন ২২ এ নবেম্বর। সম্রাট উইলিয়ম পুনরায় অসুস্থ হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৪ এ নবেম্বর। আয়র্লণ্ডের লর্ড লেপ্টেনণ্ট বেলফাষ্ট নামক স্থানে এই কথা বলিয়া [illegible] দিগকে [illegible] দিয়াছেন যে, তাঁহারা আইনের পোষকতা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মনে আশঙ্কা এবং পরস্পরের মন [illegible] বদ্ধমূল হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৪ এ নবেম্বর। তুরস্ক ও গ্রীস [illegible] পৌঁছ [illegible] লইয়া [illegible] হইয়াছে [illegible]

কনষ্টাণ্টিনোপলস্থ [illegible] অধীন রহিত করিতে আদেশ দিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

সম্প্রতি চিৎপুর ট্রাম লাইন সম্বন্ধে একটী বড় কৌতুককর মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। কয়েক দিন হইল শ্রীঅধরলাল সেন নামক একজন উকীল বাড়ী [illegible] হইতে চাপেন, কিন্তু সে গাড়ীখানি তখন লোকে এরূপ বোঝাই ছিল যে, [illegible] দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অতিরিক্ত লোক [illegible] কোম্পানীর নিষেধ সত্ত্বেও [illegible] আরও লোক গাড়িতে উঠে। অধরলাল বাবুর পুলিস কোর্টের নিকট নামিবার [illegible] ভাড়া চাহে, অধর বাবু তাহা দেন না, পরে তাঁহার নামে কোর্টে নালিশ উপস্থিত হইলে হাকিম সকল বিষয় শুনিয়া এই বলিয়া মকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিলেন যে, যেমন তুমি সংখ্যার অতিরিক্ত লোক গাড়ীতে চড়াইয়া নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছ, তেমনি প্রতিবাদী ভাড়া না দিয়া ন্যায়সঙ্গত কাজই করিয়াছে।

শুনা যায় বার্লিন নগরে এই আইন হইয়াছে যে অতঃপর তথায় আর কোন বেশ্যা পথিক দিগকে ভুলাইবার কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে পারিবে না।

এ বৎসর প্রায় ২২২৮ জন ছাত্র প্রবেশিকা ও ৯৬৮ জন ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষা প্রদান করিবে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বাবু সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, ডি পরীক্ষায় ও কেম্ব্রিজ বিশ্ব বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শাস্ত্রে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অপর বাবু মতিলাল দে গ্লাসগো বিশ্ব বিদ্যালয়ের এম, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

[illegible] পড়িতে আরম্ভ হয় তখন কিছুতেই তাহার নিবারণ হয় না, অষ্ট্রেলিয়ার প্রজারা একে [illegible] উপর আগামী বৎসর [illegible] শস্য পঙ্গপালে খাইয়া গিয়াছে, [illegible] দেশের কতক স্থান [illegible]।

[illegible] বেঙ্গল জেনা-রল একাউণ্টেণ্ট [illegible] স্কোয়ারে কিছু দিনের জন্য উঠিয়া [illegible] সময়ে, ঐ আফি-সের প্রায় [illegible] লক্ষ টাকার [illegible], এজন্য ঐ আফিসের নিযুক্ত সমস্ত কর্ম্মচারীকে একযোগে সস্পেণ্ড করা হইয়াছে।

পরের সোনা পোদ্দারী করিতে সকলেরই ইচ্ছা, বিশেষতঃ স্বর্ণকার, মণিকার, পোদ্দার ইহাদিগের ত এ ব্যবসায় একরূপ এক চেটিয়া বলিলেও অযথা প্রয়োগ হয় না। পরের সোনা যখন হাতে পড়ে তখন যতক্ষণ না তাহা হইতে তাহার ইচ্ছানুযায়ী অংশ চুরী করিতে পারে, ততক্ষণ তাহার মন অস্থির ও হাত নিস্‌পিস্‌ করিতে থাকে। পরে তাহার ইচ্ছা সাধন হইলে সেই অংশ মত বিমিশ্র স্বর্ণ উহাতে মিশাইয়া পূর্ব্ব পরিমাণ পুরাইয়া রাখে। সম্প্রতি এই অপরাধে একজন সেকরা আলিপুর পুলিস কোর্টে অভিযুক্ত হন, বিচারে তাহার ৩ মাস কঠিন পরিশ্রম সহ কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে।

আমাদের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা নিম্ন লিখিত সংবাদ কয়টী পাঠাইয়াছেন। এখানকার খেয়াঘাটের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিদিন যাঁহাদের খেয়া পার হইতে হয়, তাঁহাদের মুখে আমরা প্রায়ই খেয়াঘাট ঘটিত অনিয়ম ও অত্যাচা-রের কথা শুনিতে পাইয়া থাকি, কিন্তু স্বচক্ষে না দেখিয়া আমরা কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি না বলিয়াই এতদিন সংবাদ পত্রে উহার আন্দোলন হয় নাই। কয়েক দিবস হইল, আমরা খেয়াঘাট পরিদর্শন করিতে গিয়া যে সকল অত্যাচার ও অনিয়ম স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা এই :—

খেয়াঘাটের ইজারদার প্রত্যেক পারার্থীর নিকট দুই পয়সা দর্শনী লইয়া পার করিয়া দিয়া থাকেন। এটী তাঁহার সাধারণ নিয়ম, কিন্তু গ্রীষ্মকালে কখন কখন পারার্থীর নিকট এক পয়সা পারানী লওয়া হইয়া থাকে। এ নিয়মটী অল্প দিন স্থায়ী। খেয়া-ঘাটের লিখিত নিয়মাবলী ইজারদার প্রকাশ্য স্থানে লট্‌কাইয়া রাখেন না, উহা প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার বাক্সমধ্যে বাস করিয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি ইজার-দারের নিকট ঐ নিয়মাবলী দেখিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলেই তাঁহার সঙ্গে তখনি কলহ উপস্থিত হইয়া থাকে, কারণ ইজারদার সরকারী লোক ভিন্ন প্রায়ই অন্য লোককে উহা দেখিতে দেন না। এই ত গেল এক অপরাধের কথা। ইজারদারের দ্বিতীয় অপরাধ এই যে, তিনি পারার্থীদিগের পারাপারের উভয় ঘাটের নৌকার উপর উঠিবার ও নামিবার উপযুক্ত সিঁড়ি রাখেন না অথবা অন্য কোন বন্দোবস্ত করেন না। তাঁহার তৃতীয় অপরাধ এই যে, তিনি পারাপারের উভয় ঘাটের সন্নিকট পারার্থী দিগের দাঁড়াইবার অথবা বসিবার উপযুক্ত স্থানের কোন বন্দোবস্ত করেন না। পারার্থীদিগের সহিত অবিনম্র ব্যবহার করা ইজারদারের চতুর্থ অপরাধ। এই কয়েকটী অপরাধের জন্য উক্ত ইজারদার ইতি-পূর্ব্বে একবার রাণাঘাটের ডেপুটী বাবুর নিকট দণ্ডিত হন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে; ঐ দণ্ডে তাঁহার অদ্যাপি চৈতন্য হয় নাই। কয়েক দিবস হইল, এই ইজারদারের প্রতিকূলে জেলার কালেক্টর সাহেবের নিকট উপর্য্যুপরি দুইখানি দরখাস্ত পড়ি-য়াছে, তদনুসারে এখানকার পুলিষ সব ইন্সপেক্টর স্বয়ং খেয়াঘাটে গমন করিয়া দরখাস্ত-লিখিত বিষয়ের অনুসন্ধান পূর্ব্বক যথাস্থানে রিপোর্ট করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাউক কতদিনে ইজারদার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়!

সেদিন রাণাঘাটের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট-বাবু কর্ত্তৃক অত্রত্য মিউনিসিপাল স্কুল গৃহ প্রাঙ্গণে একটী বিশেষ সভা হইয়াছিল। ঐ সভায় স্থানীয় প্রায় যাব-তীয় কৃতবিদ্য ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ডেপুটী বাবু সভাস্থ হইয়া প্রস্তাব করিলেন যে, স্কুলগৃহ নির্ম্মাণার্থ যে সকল মাল মসলা ক্রয় করা হইয়াছে ও চাঁদা পুস্তকে যে সকল অনাদায়ী চাঁদার টাকা আছে, তৎসমস্ত প্রদান করিলে তিনি অতি সত্বরেই স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিতে পারেন। এই প্রস্তাবটী সভাস্থ সমস্ত লোকের অনুমোদিত হইয়া অবধারিত হইল যে, অনাদায়ী চাঁদার টাকা ও স্কুল-গৃহের মাল মসলা ডেপুটী বাবু যাঁহাকে দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তৎসমস্ত দিয়া অনতিকাল বিলম্বে স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এতদনুসারে তিনি বাবু মহাভারত দে পোদ্দার, বাবু মধুসূদন প্রামা-ণিক ও বাবু হীরালাল সাহাকে সভার মধ্যে ডাকা-ইয়া ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন যে, আমি আশা করি আপনারা উদ্যোগী হইয়া অতি ত্বরায় স্কুল গৃহটী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া দেশের গৌরব রক্ষা করেন। এক্ষণে স্কুল গৃহের কার্য্যারম্ভ হইয়াছে।

এই সভায় ডেপুটী বাবু আর একটী সাধারণ হিতকর প্রস্তাব করেন এই যে, স্থানীয় দাতব্য চিকিৎ-সালয়ে "ইনডোর পেসেণ্ট" রাখিবার বন্দোবস্ত করা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু ঐ নিয়মটী প্রচলিত করা অর্থসাপেক্ষ। স্থানীয় ভদ্রলোকেরা যদি প্রতি মাসে এক আনার হিসাবে চাঁদা দিতে সম্মত হন, তাহা হইলে তিনি ঐ হিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত হইতে পারেন। এই প্রস্তাবটীও সভাস্থ সমস্ত ভদ্রলোকের অনুমোদিত হইল এবং অনেকেই চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ডেপুটী বাবু তাঁহাদের অমায়িকভাবে ও সহৃদয়তায় বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া কহিলেন যে, ঐ বিষয়ে তিনি শীঘ্রই হস্তক্ষেপ করিতে সচেষ্ট হইবেন। তদনন্তর সভাপতি বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

অনেক আরাধনা ও অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া এতদিনের পর আমরা একটী স্নানেরঘাট পাইয়াছি কিন্তু গঙ্গার একটী ঘাটে আমাদের চলে না, এজন্য আর একটী ঘাটের জন্য যথাস্থানে উমেদারী করা যাইতেছে। বোধকরি, শীঘ্রই আর একটী স্নানের ঘাট প্রস্তুত হইবে। মিউনিসিপালটী প্রতিবৎসর আমাদের অর্থে কয়েকটী কাঁচা স্নানের ঘাট প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকেন, কিন্তু জানি না, এবার কেন ঐ বিষয়ে কমিশনর বাবুরা এতদিন উদাসীন হইয়া ছিলেন। আমাদের এক গঙ্গাই যখন একমাত্র গতি তখন মধ্যে মধ্যে গঙ্গারঘাট সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ব্যয়-স্বীকার করাই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত। আমাদের অর্থ আমাদের হিত বা স্বার্থের জন্য ব্যয় করিলে কেহ তদ্বিষয়ে কোন আপত্তি করিতে পারেন না।

এবার জ্বর ও ওলাউঠা প্রভৃতি রোগে নদীয়া জেলা উৎসন্ন গিয়াছে। প্রত্যেক পল্লী ও প্রত্যেক বাটীতে পীড়িত লোকের আর্ত্তনাদ ও মৃত ব্যক্তির বিরহে প্রিয় পরিবারের ক্রন্দনধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। গবর্ণমেন্ট কৃপা করিয়া কয়েকজন কমিসানর নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা এই জেলার প্রত্যেক স্থানে গমন করিয়া সংক্রমক ব্যাধির প্রকৃত কারণানুসন্ধান করিবেন। আবশ্যক হইলে তাঁহারা ঐ সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের অগোচরে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে পারিবেন। এক্ষণে আমাদের কপাল ও তাঁহাদের হাতযশ।"

মান্দ্রাজের অন্তর্গত কৃষ্ণার অধীন যাজপৎ বিভাগের প্রতিনিধি তহশিলদার তত্রত্য একটী পাহাড়ের সন্নিকটে এক বৃহৎ বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ বাহির করিয়াছেন। অমরাবতীতে বুদ্ধদিগের যেমন স্তূপ বহির্গত হইয়াছে এটীও ঠিক সেইরূপ।

এ সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটে ১৯ এ নবেম্বর পর্য্যন্তের পীড়ার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা গেল বঙ্গদেশের কোন জিলাই রোগ মুক্ত নয়। পাটনা, গয়া, সাহাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলেও জ্বরের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে।

২২ এ নবেম্বর গবর্ণমেন্ট-ট্রেজরিতে ২৩৬৭৪৪ ৩৪ টাকা জমা ছিল।

গবর্ণর জেনারল ২১ এ নবেম্বর আগরার মেও কলেজে পুরস্কার বিতরণ-সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া যে একটী বক্তৃতা করেন তাহা হইতে আমরা এই কয়টী সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিলাম। তিনি ছাত্রদিগকে এই কথা বলেন তোমরা এক্ষণে যে লেখা পড়া করিতেছ উত্তমরূপে তাহার ফল-ভোগী হওয়া একান্ত আবশ্যক। উত্তরকালে তোমরা এক দিন যখন উচ্চ পদে আরোহণ করিবে তখন তোমাদিগকে যে গুরু কার্য্যভার বহন করিতে হইবে এক্ষণকার শিক্ষা দ্বারা তোমাদিগের তদ্বিষয়ে যোগ্যতা লাভ হইবে। যাহাতে তোমাদিগের পরিবার ও দেশের প্রতি স্নেহের হ্রাস বা সম্পর্কের বিচ্ছেদ হয় গবর্ণমেন্টের এরূপ কোন কার্য্য করিবার ইচ্ছা নাই। গবর্ণমেন্ট তোমাদিগকে পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু তোমাদের দেশের যেগুলি উত্তম আচার ব্যবহার তাহার রক্ষা বিষয়ে যত্নবান হইবে। আমাদিগের মহানুভব গবর্ণর জেনারল এই মহোদার উপদেশ দিলেন বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই তত্ত্বাবধারক ইউরোপীয়ের বিবেচনার দোষে অনেকেই সাহেব হইয়া পড়েন।

১৮ ই নবেম্বর শুক্রবার রজনীতে কলিকাতার কম্বলিয়া টোলায় একটী ব্রাহ্মণ জাতীয় বিধবার হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের নাম মন্মথনাথ বন্দোপাধ্যায় বয়স ২৫ বৎসর। পাত্রটী সুশিক্ষিত, ওকালতী করিয়া থাকেন। নিবাস বীরভূম জেলার অন্তর্গত রামনগর, পিতার নাম ৺ গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বল্লভীমেল। পিতামহ ৺ মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেতমপুরের চক্রবর্ত্তীদিগের ঘরে কুলভঙ্গ করেন। মন্মথনাথের এই প্রথম বিবাহ।

কন্যার নাম শ্রীমতী সুশীলা দেবী বয়স ৯ বৎসর। সাত বৎসরে প্রথম বিবাহ হইয়া ৬ মাসের মধ্যেই বৈধব্য ঘটে। বঁইচির সন্নিহিত পাঁচগড়া গ্রামে গাঙ্গুলী মহাশয়দিগের বাটীতে প্রথম বিবাহ হয়। পিতার নাম নীলকমল মুখোপাধ্যায়। বলরাম ঠাকুরের সন্তান, কুলে মেল। পিতামহ ভঙ্গ, আদি নিবাস বলাগড়, বর্ত্তমান বাস কলিকাতা কম্বলিয়া টোলা। বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যার পিতা প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোক হইয়াও ঈদৃশ কার্য্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্পন্ন করিয়াছেন, ইহা অল্প আনন্দের বিষয় নহে।

ম্যাড্রিডের লোকেরা চাঁদা করিয়া ইংলণ্ডের নিকট হইতে জিব্রলটার ক্রয় করিবার অভিলাষ করিয়াছেন, ইংলণ্ড যদি ইহাতে সম্মত না হন তাহা হইলে তাঁহারা আফ্রিকা ও স্পেনের মধ্যস্থ প্রণালীতে দুর্গ নির্ম্মাণ করিবেন, মাড্রিডের মহাজনেরা এই নিমিত্ত ৫০০০০০০ ফ্রাঙ্ক দিবেন বলিয়া সম্মত হইয়াছেন।

লাহোরের বিধবা বিবাহ সভা এই বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে তত্রত্য জনৈক সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয় তাঁহার ১২ বৎসর বয়স্ক বিধবা কন্যার বিবাহদানে উৎসুক হইয়াছেন। বালিকাটী লেখাপড়া শিখিতেছেন।

মান্দ্রাজের অন্তর্গত বাঙ্গালোরে স্ত্রীলোকে পোষ্ট আপীষের কার্য্য করিয়া থাকে, অনেক পুরুষে এই তামাসা দেখিতে গিয়া কার্য্যের ব্যাঘাত করে, বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে যবনিকার অন্তরালে বসিয়া কার্য্য করিতে আদেশ দিয়াছেন।

চৌরঙ্গি রাস্তা দিয়া ভবানীপুর পর্য্যন্ত ট্রামওয়ে চলিতেছে, কালঙ্গ ষ্ট্রীটেও রেলবসান হইতেছে।

সম্প্রতি বেলারী নামক প্রেসিডেন্সি জেলের একজন মুসলমান কয়েদী হঠাৎ কালগ্রাসে পতিত হয়। গত ১৮ ই নবেম্বর করোনারেরা তাহার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখেন যে, প্লীহা ফাটিয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে। বিস্তর অনুসন্ধানের পর জানা গিয়াছে যে, গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক অন্যতম কয়েদী বিবাদ করিয়া মৃত ব্যক্তির পেটে লাথি মারাতে খোদাবক্সের মৃত্যু হইয়াছে। কারাগারে যে এই সকল ঘটনা হইতে পারে, ইহাই আশ্চর্য্য। তথাকার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা নিদ্রিত থাকেন না কি ?

সোমবার মেলের দিন নিরূপিত হওয়াতে আপীসের কর্ম্মচারীদিগকে রবিবারে প্রায় কর্ম্ম করিতে হয় বলিয়া কলিকাতার পাদ্রিরা ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট মঙ্গল ও বুধবারে মেলের দিন ধার্য্য করিবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই।

গত বর্ষে ইংলণ্ড ও তাহার নিকটস্থ স্থান সমূহে ২৩১৯ খানি জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। বিগত ২৬ বৎসরে ৫১৮৪১ খানি জাহাজ বিনষ্ট হওয়াতে ১৮৫৫০ জন লোকের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে ও নৌসমিতি কর্ত্তৃক ২৮১৩৬ জন লোকের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

বিগত এপ্রেল হইতে ৬ মাসের মধ্যে ভারতে ১৩২৪৫০৩০১ টাকার মাল আমদানী ও ভারত হইতে ১৬৭১৩৫৮৭৫ টাকার মাল রপ্তানি হইয়াছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে গ্রেটব্রিটন হইতে ২৪২৬৮ জন লোক দেশ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বাস করিতে গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ২০৬২৪ ইউনাইটেডষ্টেটে, ৩৩৯৬ কানেডায়, ৬৭ জন অষ্ট্রেলিয়ায়, ১৬৯ দক্ষিণ আমেরিকায়, ৩০ ভারতবর্ষে, ২৬ জন পশ্চিম ভারতের দ্বীপ সমূহে, ২৮ জন চীনে, ৭২ জন পশ্চিম আফ্রিকায় এবং ৬ জন দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে ইংরাজ ১৩১৫০, স্কচ ১২০, আইরিস ২১৪৬, জর্ম্মণ ৮১২২ এবং অন্যান্য জাতি ৬৫৯ জন।

মান্দ্রাজের গবর্ণর গ্রাণ্ট ডফ সাহেব সৎকার্য্য দ্বারা প্রজাদিগের মনে অনুরাগ জন্মাইয়া দিয়া

[illegible] পাইতেছেন, তিনি ইতি মধ্যেই তদঞ্চলের প্রধান প্রধান বিদ্যালয় প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়াছেন, মফঃস্বল ভ্রমণকালে তাঁহার এবার সকল স্থানেই যাইবার কল্পনা আছে, সকলের সহিত আত্মীয়তা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

ইংলণ্ডের পোষ্ট মাষ্টার জেনারল ফসেট সাহেব পোষ্ট আপীস সমূহে ইনসুরেন্স ফণ্ড স্থাপনের কল্পনা করিতেছেন।

নেটাল হইতে বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র আমদানি লইয়া যাইবার নিয়ম রহিত করা হইয়াছে, [illegible] সেটীবাওর ভ্রাতার অধীন হইতে [illegible] না। সেটীবাওকে নাকি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক [illegible] দেওয়া হইয়াছে। সার এচ, [illegible] হুকুম দিয়াছেন তাঁহাকে ৬ মাস পরে ইংলণ্ডে [illegible] হইবে, কিন্তু শুনা যায় ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হওয়াতে তিনি সর্ব্বদাই মনঃক্ষোভে কাল কাটাইতেছেন। জন ডন নামক এক ব্যক্তির উপর তাঁহার নাকি বিজাতীয় আক্রোশ। তিনি বলিয়া থাকেন " আমি তাঁহাকে শীতার্ত্ত ও অতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিয়া আশ্রয় দান করিয়াছিলাম এবং সেকালে তাহাকে নিজ অগ্নি ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু এখন তিনি বড়লোক হইয়াছেন; এত বড় হইয়াছেন, যে আমার অগ্নি আমাকে এরূপে বঞ্চিত করিয়াছেন যে আর আমি আমার নিজের অঙ্গে সেক দিতে পাইলাম না। "

রেবরেণ্ড ই, ভোলানাথ ঘোষ বিলাতের বেথ নাল সেণ্ট আণ্ড্রুর পদিপদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ব্রিষ্টলের সিডনি ফ্রান্সিস বি নামক এক ব্যক্তি ব্যবসায়ে দেউলিয়া হইয়া অনেকের অনেক টাকায় জল দিয়া শেষে পলাইয়া আসিয়া বারাণসীতে লুকাইয়াছিলেন। এক্ষণে অনুসন্ধানে ধৃত হইয়া ৫ বৎসর কয়েদ হইয়াছেন, জেল হইতে বহির্গত হইলে বোধ হয় পুরুষানুক্রমে বড়মানুষী করিতে [illegible] দেন।

গত মঙ্গলবার হইতে মান্দ্রাজে টেলিফোনের কার্য্য চলিতেছে। ওরিএন্টাল টেলিফোন কোম্পানির এজেণ্ট এক্ষণে আবশ্যক কতকগুলি [illegible] [illegible] কর্ম্ম দিবার কল্পনা করিয়াছেন।

[illegible] জেলখানায় যে সকল কার্পেট ও দড়ি প্রস্তুত হইয়াছে তাহা নাকি এমন উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে ঐ সকল দ্রব্য [illegible] প্রদর্শনী সভায় উপস্থিত করা হইবে।

একজন মুসলমান [illegible] ব্রাহ্মধর্ম্ম ভজিয়া শেষে গত [illegible] স্থানে বিস্তর লোকের সমক্ষে আবার মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

ইহা বলেন ভূমি রেজিষ্টরি করিবার জন্য এক ব্যক্তি ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের সেরেস্তায় কতকগুলি দলীল পত্র দাখিল করে। কিন্তু এক্ষণে সে সকল কাগজ নথীতে পাওয়া যাইতেছে না, আপীসে ও তাহার কোন হিসাব পত্র ও নাই। কাগজ কোথায় যাইল বা কে লইল এ পর্য্যন্ত তাহার নাকি অনুসন্ধানই নাই।

গোহত্যা লইয়া মুসলমানদিগের সহিত হিন্দুদিগের প্রায় সর্ব্বত্রই ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইতেছে। মুজাপুর, মুলতান, লাহোর প্রভৃতি স্থানে আজিও হিন্দুদিগের সহিত মুসলমানদিগের কলহের হ্রাস হয় নাই আবার গত ৩রা মুঙ্গেরে এতদুপলক্ষে মুসলমানদিগের সহিত হিন্দুদিগের ঘোরতর দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। ঘটনা এই, এক বাঁদের দিবসে একজন মুসলমান একটী গরু হত্যা করিবার নিমিত্ত ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছিল, জনৈক হিন্দু তদ্দর্শনে ক্ষুণ্ণ হইয়া তাহার নিকট হইতে অধিক মূল্য দিয়া গোরুটী ক্রয় করিয়া লয় এবং আর যাহাতে গোহত্যা না করে তাহা বলিয়া দেয়, কিন্তু সে তাহা না শুনিয়া গোপনে আর একটী গরু ক্রয় করিয়া লইয়া আইসে এবং তাহাকে বধ করে, হিন্দুরা এই কথা শ্রবণ করিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং মুসলমানদের বাটীতে প্রবেশ করিয়া বালক, বৃদ্ধ, বনিতা সকলকেই গুরুতররূপে প্রহার করে। শুনা যায় কতকগুলি মূর্খ লোকে স্ত্রীলোকদিগেরও সতীত্ব নাশ করিয়াছিল, অবশেষে এক জন হিন্দু তাহাদিগের এই দুরবস্থা দেখিয়া বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান পূর্ব্বক প্রহৃত ব্যক্তিদিগের যথা বিহিত সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। মুঙ্গেরের মাজিষ্ট্রেটের নিকট এখন এই মকদ্দমা হইতেছে। শুনা যায় যাহারা মারপিট করিয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে কেহই ধৃত হয় নাই, অপর যাহারা ধৃত হইয়াছে, আহত ব্যক্তিরা তাহাদিগকে চিনিতে পারিতেছে না।

আগামী ১ লা ডিসেম্বর হইতে রাজপুতানা ষ্টেট রেলওয়ের ১১০০ মাইল পথের কার্য্যভার গবর্ণমেণ্ট নিজ হস্তে গ্রহণ করিবেন।

এই জনরব উঠিয়াছে যে পোষ্ট আপীষ ও টেলিগ্রাফ বিভাগ একত্র হইবে। এই সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের একটী পৃথক সেক্রেটারিয়েট স্থাপিত হইবার সংকল্প হইতেছে।

সম্প্রতি গ্লাডষ্টোন সাহেব যখন রেলওয়ে শকটে একহিল ষ্টেষণ হইতে নোসলি যাইতেছিলেন তৎকালে তাঁহার শরীর রক্ষার নিমিত্ত এক দল পুলীষ প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছিল। গ্লাডষ্টোন সাহেব যখন নোসলি ষ্টেষণে ছিলেন তৎকালে ষ্টেষণে যাহাতে অপর কোন লোক প্রবেশ করিতে না পারে এজন্য দ্বার রুদ্ধ করা হইয়াছিল।

এক্ষণে ভারতবর্ষীয় সেনাদলে ৮৮ টি কামান চালক সেনাদল আছে। আর্ম্মি কমিশন এই সংখ্যার এগার দল কমাইবার উপদেশ দেন। শুনা যাইতেছে গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই তদনুসারে কার্য্য করিবেন।

গত বুধবার মহা সমারোহে ডুমরাওনের মৃত রাজার শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণদিগকে বিস্তর হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব ও গাড়ি এবং ধন বিতরণ করা হইয়াছিল। দরিদ্র ভিক্ষুকদিগকেও অনেক দান করা হয়।

গত বুধবার চিতোরে বেলা দুই প্রহরের সময় লর্ড রিপন উদয়পুরের মহারাণা সাজ্জন সিংহকে নাইট গ্রাণ্ড কমাণ্ডার অফ দি ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া উপাধি দিয়াছেন। উপাধি প্রদান সভায় কয়েকজন সামান্য সদ্দার মাত্র উপস্থিত ছিলেন।

এই নবেম্বর মাসে পৃথিবীর ধ্বংস হইবে বলিয়া যে জনরব উঠিয়াছিল, সেই জনরবে বোম্বাইয়ের নীচ লোকেরা এত ভীত হইয়াছিল যে গত সপ্তাহে তাহারা কাজ কর্ম্ম বন্ধ করিয়া এখানে ওখানে দল বদ্ধ হইয়া উহারই আন্দোলন করিয়াছিল। এমন কি বোম্বাইয়ের লোকমিত্র নামক সংবাদপত্র বলেন যে শীঘ্র তত্রত্য প্রজাবর্গের এ আশঙ্কা তিরোহিত হইবে না।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম মকদ্দমার অল্পতা নিবন্ধন বারুইপুর সব ডিবিজনটী উঠিয়া যাইতেছে, কিন্তু উহা থাকাতে দেশের যে মহোপকার হইতেছিল তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বারুইপুর সবডিবিজনটী থাকাতে ইহার অন্তর্গত স্থান সমূহের দুষ্ট লোকেরা শাসনে ছিল, সেই কারণেই মকদ্দমার সংখ্যা হ্রাসও হইয়াছিল, কিন্তু যখন এখানে সবডিবিজনটী ছিল না, তখন দরিদ্র লোকের উপর প্রবলের অত্যাচার, চুরী ডাকাইতি প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মের এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে; তাহার নিবারণার্থই বারুইপুরে একজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট রাখা আবশ্যক হইয়াছিল, কিন্তু এখন যদি উহা উঠিয়া যায়, তাহা হইলে ঐ সকল অত্যাচার যে পূর্ব্বের ন্যায় প্রবল হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, দরিদ্র লোকের পক্ষে অত্যাচার নিবারণার্থ আলিপুরে গিয়া মকদ্দমা করা কোন ক্রমেই সম্ভব নহে, তবে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা যে বিচার পদ্ধতি আছে, তাহা তত বিশুদ্ধ নহে, সুতরাং এরূপ স্থলে উহার দ্বারা আশানুরূপ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই।

আমেরিকায় যাহারা বাস করিয়া আছে তন্মধ্যে জর্ম্মণির লোক ১৩০৮০২, আয়লণ্ডের ৫৩২৯৯, সুইডেনের ২৮০০৭৭ ইংলণ্ডের ২২১৫১।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম প্রেসিডেন্সি বিভাগের এক্জিকিউটীব ইঞ্জিনিয়র বাবু ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বারাসত বিভাগের অনাথ বালক বালিকা ও বিধবাদিগের সাহায্যার্থ এককালীন ৭ সাত হাজার টাকা দান করিয়াছেন। বারাসতনিবাসী কতিপয় ভদ্রলোকের তত্ত্বাবধানেই ইহার কার্য্য চলিবে। ইনি ইতিপূর্ব্বে তত্রত্য দরিদ্র বালকদিগের পাঠার্থ ১৬ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ক্ষেত্র বাবু বারাসত নিবাসী, এই জন্যই তিনি উহার উন্নতি বিধানে এত যত্নবান।

ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর শুনিয়াছেন মহাত্মা নাইট সাহেবের প্রচারিত লণ্ডনস্থ ষ্টেটসম্যান সংবাদ পত্রের প্রচার বন্ধ হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম আর্চডিকন ম্যাগির্ড ইরিসিপ্লস রোগে আক্রান্ত হইয়া সিমলায় অবস্থিতি করিতেছেন।

জনরব উঠিয়াছে ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রধান অমাত্য গ্লাডষ্টোন সাহেব শীঘ্র পদ ত্যাগ করিবার কল্পনা করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে ধনাধ্যক্ষের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াই অমাত্য পদবী ত্যাগ করিবেন। একে কাজ গুরুতর, তাহাতে দেহ প্রাচীন ও অসুস্থ সুতরাং পদত্যাগের কথা অমূলক বলিয়া আমাদের বোধ হইতেছে না।

মান্দ্রাজে যে ভয়ানক ঝড় হয় তাহাতে লোকে তত্রত্য অধিবাসী দিগের যে ক্ষতি গণনা করে, বাস্তবিক তদপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষতি হইয়াছে, এই ঝড়ে কেবল মান্দ্রাজ বন্দরের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহাতেই গবর্ণমেণ্টের দশ লক্ষ টাকা নষ্ট হইয়াছে।

পণ্ডিতের সংসর্গে অবনতিও বরং প্রার্থনীয় কিন্তু মূর্খের সংসর্গে উন্নতিও প্রার্থনীয় নহে। পরম্পরা সম্বন্ধে উৎপীড়নকারী সদাবাজাও আমাদের শত গুণে ভাল তথাপি মিশর দেশের ন্যায় মূর্খ রাজা প্রার্থনীয় নহে। পাঠক তাহার প্রমাণ দেখুন সেদিন মিশর দেশের অন্যতর ফরাসী সংবাদ পত্র এল, ইজিপ্টি মহম্মদকে মিথ্যা ধর্ম্ম প্রচারক বলিয়া প্রকাশ করাতে গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং সম্পাদককে হত্যা করা হইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন। শেষে কোনো কল্পনা তাঁহাকে দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বলাতে তিনি তাহাই করিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ ধনী ব্যারন্ জেমস্ ডি রথস্‌চাইল্ড প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দে পারিস নগরীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত যে এক পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল চ্যান্সেলর ও লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সহকারী চ্যান্সেলর মনোনীত হইয়াছেন, অধ্যাপকের নিয়োগ ও চ্যুতির ভার ইঁহাদিগেরই হস্তে থাকিবে, লাইটনারের ন্যায় অধ্যক্ষ বিশেষের হস্তে এইরূপ ক্ষমতা না রাখিয়া এ ব্যবস্থা হওয়াতে প্রকৃত মঙ্গল লাভেরই সম্ভাবনা।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮১। ১৮ ই নবেম্বর। রাজসাহীর আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু নন্দকৃষ্ণ বসু ২৮ এ নবেম্বর অবধি ১৫ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

২৯ এ নবেম্বর। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ ওয়ার্ড সাহেব পূর্ব্বে যে ছুটী পাইয়াছিলেন, ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি তাঁহাকে অতিরিক্ত ২৩ দিনের ছুটি দিয়াছেন। এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট কমিশনর সি, এ, এল, বেডফোর্ডকে ছয় মাসের অতিরিক্ত ছুটী দিয়াছেন।

ঢাকার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, সি, ষ্টিভেন্স ২১ এ নবেম্বর অবধি এক মাস দশ দিনের ছুটী লওয়াতে ঐ ঢাকার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, সি, টিউড, ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।

পাবনার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, ই, দি, জেফ্রি, এক মাস চোদ্দ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

২১ এ নবেম্বর। রেবিনিউ বোর্ডের মেম্বর এইচ, এল, ডাম্পিয়ার সাহেব ২১ এ অক্টোবর স্বকার্য্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

২২ এ নবেম্বর। কিছু দিনের জন্য সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মেদিনীপুর বর্দ্ধমান হুগলি ও বীরভূমের বাঁধের জরিপ-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি কিছু দিনের জন্য ২৪ পরগণার সব ডেপুটী কালেক্টরের মধ্যে নিযুক্ত হইলেন।

ই, এফ, গ্রোস বর্দ্ধমানের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট হইয়া ঐ জেলার সদর ষ্টেশনে রহিলেন। ইনি সম্প্রতি বাঙ্গালায় সিবিল সর্ব্বান্ট পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি ১৮ ই নবেম্বর ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছেন।

আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এল হেয়ার দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়া মানভূমের সদর ষ্টেশনে থাকিলেন।

পূর্ব্ব আজ্ঞার পরিবর্ত্ত হওয়াতে ময়মনসিংহের ডিষ্ট্রিক্ট সেসন জজ টি, এম, কর্কউড তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বগুড়ার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এইচ, ডি, ন্যাপ ২৫ দিনের ছুটী লইয়াছেন।

পাবনার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, ইউ, কোবেন ৮ ই ডিসেম্বর অবধি দশ দিনের ছুটি লইয়াছেন।

জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সে, এইচ, আইরিন ১৫ ই নবেম্বর স্বকার্য্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৮ ই নবেম্বর। বাবু চন্দ্রপ্রসন্ন দত্তের অনুপস্থিতি কালে অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয় তাবৎ বাবু পূর্ণচন্দ্র দে দিনাজপুরের মুন্সেফের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।

২১ এ নবেম্বর। বর্দ্ধমানের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, এস, গ্রোস তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত আলিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু দেবেন্দ্রনাথ দত্ত প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মুর্শিদাবাদের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, গ্রাট মুর্শিদাবাদের সদরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মানভূমের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এল হেয়ার প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ও সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২১ এ নবেম্বর। ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরের মুন্সেফ বাবু হরিহর রায় ২৫ এ সেপ্টেম্বর অবধি দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

সংবাদদাতার পত্র।

চন্দননগর।

এত দিনের পর রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও নীলুডাক্তির বিচার শেষ হইয়াছে। বিচারে উভয়েই নিষ্কৃতি পাইয়াছে। যদিচ রাজেন্দ্র নীলুকে প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছিল, কিন্তু বিচারপতি রাজেন্দ্রকে নিম্নলিখিত কারণে অব্যাহতি দিয়াছেন। ১ ম রাজেন্দ্র নীলুকে নিজ বাটীতে তাহার স্ত্রীর সহিত একাসনে বসিতে দেখিয়া পরে আঘাত করিয়াছিল। ২ য় এমন ভয়ানক অবস্থায় বিশেষতঃ প্রথম উদ্যমে কেহই ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারে না। ৩ য় রাজেন্দ্র নীলুকে খুন করিব বলিয়া আঘাত করে নাই। সকলেরই ইচ্ছা ছিল, যে নীলুর কঠিন শাস্তি হয়, কিন্তু হতভাগা হাঁসপাতালে একাদিক্রমে এক মাস ভয়ানক কষ্ট ভোগ করায়, বিচারপতি ও ব্যবস্থাপক উভয়েই দয়া করিয়া উহাকেও অব্যাহতি দিয়াছেন।

অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে এখানকার খ্যাতনামা গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার মঁসিএ, ফের্দ্দ, মারগাঁ সাহেব দেশীয় ও ইউরোপীয় উভয়কে শোকার্ণবে নিমগ্ন করিয়া গত ২৪ এ অক্টোবর রাত্রি নয়টার সময় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। এই মহাত্মা ইংরাজী ১৮১৯ সালে ফ্রান্সের অন্তঃপাতী মাবেস নগরে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং অল্প কাল মধ্যেই চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন, এবং সন ১৮৪২ খ্রীঃ ফ্রান্সের রোসফোর নামক মেডিকেল কালেজ হইতে প্রশংসা পত্র

পাইয়া এখানে আগমন করেন। এখানে ইঁহাকে তিনটী বিভাগে দৃষ্টি রাখিতে হইত। ১ ম চিকিৎসা বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ২ য় কমিতে দে বিয়াঁফেসাঁস অর্থাৎ দাতব্যসমাজের সভাপতি ছিলেন। ৩ য় অত্র স্থানীয় প্রজাবর্গের যাহা কিছু পণ্ডিচারীতে নিবেদন করিতে হইত, তাহা ইনিই করিতেন। ইনি মধ্যে এখান হইতে বদলি হইয়া ভারতবর্ষে ফরাসিদিগের অধিকৃত রেওনিয়নে দুই বৎসর থাকেন। সেখানে নিজ নামে দুটী বাটী খরিদ করিয়া, পুনর্বার এখানে আসিয়া সহর উক্ত দুটী বাটীর একটী অনাথ আশ্রম ও একটী হাঁসপাতালের নিমিত্ত রেওনিয়ন গবর্ণমেণ্টকে দান করেন, এবং আরো অনেক স্থানে দান করিয়াছেন। ইনি এ যাবৎ অকৃতদার ছিলেন। ইঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র ফ্রান্সে আছেন, তিনিই একমাত্র উত্তরাধিকারী। এই মহাত্মা আমাদের নিমিত্ত অনেক করিয়াছেন, আমাদের উচিত যে তাঁহার নামে কোন চিরস্মরণীয় চিহ্ন স্থাপন করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

এতাবৎ ভারতবর্ষীয় ফরাসী অধিকৃত স্থানের প্রজাসমূহের একমাত্র পণ্ডিচারীই হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় প্রজাবৃন্দের নিমিত্ত পারিস নগরীতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়াছেন। তিন জন ফরাসি এতদর্থ দণ্ডায়মান হন, তন্মধ্যে মঁসিও, পিয়ার আলিপ অধিকাংশের মতে মনোনীত হইয়াছেন। ইনি মধ্যে এখানে আসিয়া তদারক করিবেন, এবং শেষে ঐ বিষয় লইয়া পারিস নগরীর ডেপুটী চেম্বার সভায় আন্দোলন করিবেন।

এখানকার ভূতপূর্ব্ব কাপ্তেন মঁসিও আগাষ্ট [illegible] পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার স্থানে মঁসিও আগাষ্ট আসিফল একটীং নিযুক্ত হইয়াছেন।

একণে জ্বরের ভীষণ বেগ। প্রতি বাটীতেই দুই চারিজন শয্যাশায়ী, এবং ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে কলেরাও পদার্পণ করিয়াছেন। ধান্যের দর না মন্দ

[illegible]—২১ এ নবেম্বর।

গত ১৭ ই নবেম্বর এখানকার রোডসেস কমিটীর অধিবেশন হয়। সভ্যগণ প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির নিকট অনেক ইংরাজ ছাপরা হইতে দানাপুর গমনাগমনের জন্য, এক খানি ষ্টিমার ক্রয় করিবার নিমিত্ত দশ হাজার টাকা রোডসেস ফণ্ড হইতে ঋণ প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন করিয়াছিলেন। ঐ দিবস সভাতে সভ্যগণের মতামত জানিবার জন্য উক্ত বিষয় প্রস্তাবিত হয়। বহু বাদানুবাদের পর অধিকাংশ সভ্যের অমত হওয়াতে উক্ত টাকা আবেদনকারীকে দেওয়া হইল না। যদি ব্যয় বাদে টাকা উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে তবে আগামী বর্ষের রোডসেসের হার কমাইয়া দিলে কি ভাল হয় না? অথবা গ্রাম্য রাস্তাগুলিতে কিছু কিছু দান করিতে পারেন?

কল্য আমাদের মাননীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মহোদয় কৃষ্ণপ্রসাদ সাহী বাহাদুরের কাথুয়া রাজভবনে আতিথ্য স্বীকার করিবেন। এক দিবস ঐ স্থানে অবস্থিতি করিয়া ২৪ এ বৃহস্পতিবার ছাপরাতে আসিবেন। এখানেও শুনিতেছি মহারাজ বাহাদুরই ভোজ দিবেন। তিনি এখানকার বিচারালয়গুলি পরিদর্শন করিবেন বলিয়া কাছারিগুলি পরিষ্কৃত হইতেছে। ও দিকে গুভারসিয়ার প্রভৃতি রাস্তায় রাস্তায় বাঁস গাড়িয়া আলো দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

রবিশস্যের অবস্থা প্রীতিপ্রদ। যদি কোনরূপ অনিষ্ট না হয় তবে দাল কলায়ের আর ভাবনা থাকিবে না। পোস্ত দানারও বপন কার্য্য উত্তমরূপ হইতেছে। অহিফেন এ বৎসর উৎকৃষ্ট হইবে। জ্বরের অবস্থার হ্রাস বৃদ্ধি নাই।

যশোহর।

৭ ঠা অগ্রহায়ণ।—১৮০৩।

আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বিগত ২৮ এ কার্ত্তিক বুধবার দিবা দশ ঘটিকার সময় আমাদিগের আবাস ভূমি চাকলার শিরোভূষণ প্রাতঃস্মরণীয় যষ্ঠীবর রায় মহোদয় আমাদিগকে শোক সাগরে নিমগ্ন করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। অষ্টাবিংশ বৎসর বয়সে তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে এদেশের সকলেই যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছে। বাস্তবিক তিনি নিজ গুণেই সুবিচার করিয়া সাধারণের প্রিয় পাত্র হইয়াছিলেন। যে সময় কপোতাক্ষী নদী-তটে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সে সময় চতুঃপার্শ্বে আবালবৃদ্ধ বনিতা অন্যূন সহস্রাধিক লোক বিষণ্ণ বদনে শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিল। আমরা কখন কাহারও অন্ত্যেষ্টির সময় এত অধিক লোক সমাবেশ পরিদর্শন করি নাই।

সম্প্রতি আউট পোষ্ট গদখালির অন্তঃপাতী বাঁকড়া গ্রামে জ্বরবিকারে বিস্তর লোকের প্রাণ বিয়োগ হইতেছে। এবার প্রায় সর্ব্বত্রই জ্বরবিকারের আধিকার হইয়াছে। এদিকে উপযুক্ত ডাক্তার কি কবিরাজ পাইবার যো নাই। কেবল সরস্বতীর বরপুত্র ধন্বন্তরি সদৃশ হাতুড়িয়া কবিরাজ দিগেরই একাদশ বৃহস্পতি! গবর্ণমেণ্ট সত্বর চিকিৎসক না পাঠাইলে এ স্থান অচিরকাল মধ্যেই শ্মশানশাসনাধীন হইবে। প্রজাবৎসল দয়ালু গবর্ণমেণ্ট কি এদিকে একবার কটাক্ষপাত করিবেন? কিছু পূর্ব্বে চৈৎন মণিরামপুরের অন্তর্গত মোয়ালী গ্রামে বসন্ত রোগে বিস্তর গরু মরিয়াছে। সম্প্রতি ভরুলপুর ও দিগ্‌দানা গ্রামে বসন্তের প্রকোপ দৃষ্ট হইতেছে।

এবার কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টি না হওয়ায় রবিশস্য ভালরূপ জন্মে নাই। মুগ, মসুর, অরহর, ছোলা, মটর, কলাই, সরিষা, তিসি প্রভৃতিতে কৃষকদিগের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। জমিতে যে বীজ বপন হইয়াছিল, তাহাই কৃষকদিগের ঘরে উঠিয়াছে কিনা সন্দেহ।

সম্প্রতি আমাদিগের আবাস ভূমি চাকলা, এবং কাঁটালতলা, খেজুরা মোয়ালী প্রভৃতি গ্রামে একটা ব্যাঘ্র আসিয়া অতিশয় অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের পোষ্টনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু শুকদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

ব্লাক এণ্ড মরে

৫৫ টাকা মূল্যের ইংলিস-ওয়াচ।

কলে প্রস্তুত করা এবং লিভার স্কেপমেণ্ট সহিত। হণ্টিং অথবা গার্ডস এই দুই প্রকার আকারে প্রস্তুত হয়। যত প্রকার ঘড়ি আছে সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা অধিক দিন স্থায়ী এবং ঠিক চলে। এই ঘড়ির চলিবার কল সকল ইংরাজ কারিকর দ্বারা নির্ম্মিত। ইংরাজী কেসে আমেরিকান অথবা জেনেভা কল যেমন থাকে, ইহা সেরূপ নহে।

সোণার হণ্টিং ইংলিস ওয়াচ

মূল্য ১৮০ টাকা।

শক্ত এবং পরিষ্কার কেসে, (সাধারণতঃ) ম্যাক কেজ আকারের।

রেলওয়ে গার্ডস কী-লেস ওয়াচ।

শক্ততা এবং ঠিক চলা বিষয়ে সকল ঘড়ি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মূল্য ৭৫ টাকা। যে সে রূপে ব্যবহার করিলেও নষ্ট হইবে না।

রেসিং ক্রনোগ্রাফস। পিত্তল এবং নিকল কেসে মূল্য ৩৮ হইতে ৭০ টাকা।

উত্তম পরকোলা যুক্ত চসমা ও নিউটন এবং বিলিষ্ট আই প্রিজার্ভার মূল্য ৪৷৷০ ও তদুর্দ্ধ মূল্যে।

সরঞ্জাম সহিত ইলেক্‌ট্রিক বেল মূল্য ২০ টাকা।

মেরামত।

ওয়াচ, ক্লক, বাদ্যযন্ত্র, বার্ড বক্স প্রভৃতি যাবতীয় বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র যত্নের সহিত গঠিত হইয়া থাকে।

ব্লাক এণ্ড মরে ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়ায় ৫০ বৎসর এই সকল কাজ করিয়া বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। এই জন্য লোকের এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেখাইতেছেন।

ব্লাক এণ্ড মরে ৬।১ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যে সকল প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা আমাদের ঔষধের তালিকাপত্রে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, এবং সেই সকল ডাক্তারের নাম নিম্নে লিখিত হইল। সর্ব্বসাধারণকে এই তালিকাপত্র ঔষধের সহিত বিতরণ করা যায়। ঔষধ সেবনের নিয়ম পত্র ঔষধের সহিত পাইবেন, ৵১০ আনার টিকিট পাঠাইলে ঔষধের তালিকা পাঠান যায়।

এক শিশির মূল্য—২, টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

নবাবিষ্কৃত মহৌষধ। চন্দনাসব।

এই সুবিখ্যাত বহুব্যয়সাধ্য মহৌষধ নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাব কালীন জ্বালা, বা প্রস্রাবের সহিত শোণিত স্রাব ও সপূয় ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণতা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ সপ্তাহ কাল মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ প্রকাশে কলিকাতাস্থ ও বিদেশীয় বহুতর রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া আমাকে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন। এবং এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত সুযোগ্য ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ইহার আশু উপকারিতা দর্শনে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক শিশির মূল্য ২ দুই টাকা প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, কলস্রাব ও বাধক বেদনা, বন্ধ্যাদোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিত স্রাব এবং গর্ভ-দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অসময়ে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সমূহ এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

যোগবিলাস।

এই আশ্চর্য্য ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার বায়ু কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু গুল্ম অম্ল ও অম্লশূল, হাঁপানি, মেহ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ উদরাধ্মান, কৃমিদোষ, অর্শ, এই সমস্ত রোগ দুই সপ্তাহে দূরীভূত হইয়া শরীরের বল, অগ্নি, মেধা, ও শুক্র বর্দ্ধন করিয়া কান্তি পুষ্টি করে।

এক সপ্তাহের ঔষধের মূল্য ১৸০

প্যাকিং খরচা ৵০

রতিমঞ্জরী ঘৃত।

এই বহুমূল্য-প্রস্তুত ঘৃত যথা নিয়মে ব্যবহার করিলে পর নিশ্চয়ই সকল প্রকার বায়ুরোগ প্রশমিত হয়। যথা মূর্চ্ছা বায়ু, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, হৃদয়ের বিক্ষিপ্ততা, ইন্দ্রিয়াদির শিথিলতা, শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা, কাশরোগ, ধ্বজভঙ্গ নূতন ও পুরাতন বহুমূত্রাদি রোগ সমস্ত এককালীন বিদূরিত হইয়া শরীরের সৌন্দর্য্য ও বলবীর্য্য বৃদ্ধি করে। কেবল মাত্র পক্ষাঘাতে স্বতন্ত্র একটী তৈলের মূল্য ২ টাকা দিতে হয়। ১ পোয়ার মূল্য ৪ টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপরি উক্ত ঔষধ সকলের পরীক্ষা করিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাধাদাস বসু, এল এম এস
" " ক্ষেত্রমোহন মিত্র, " " "
বাবু অমৃতকৃষ্ণ বসু ডাক্তার এল, এম,
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু ডাক্তার এল, এম,
মেং এন্দ্রেনাথ দে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট।
শ্রীযুক্ত বাবু রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।
বাবু নিতাইচাঁদ গোস্বামী, হরিসাধন সমাজ সম্পাদক।
বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।
কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

রোগাঙ্কুশ।

৺ শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যটনকালীন কনৈক উদাসীন মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

এই আশ্চর্য্য তুলনা ঔষধ সেবন করিলে শুক্র বৃদ্ধির বিশেষ প্রাবল্য হয় ও সর্ব্ব প্রকার উদরাময়, অজীর্ণ, অরুচি, দৌর্ব্বল্য, মৃতবৎসা-দোষ ও স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সন্তান উৎপাদিকা শক্তিহীনতা রোগ প্রভৃতি অল্প দিবসেই আরোগ্য হয় এবং প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধি ও রুধিরে প্রাবল্য হয়। এই ঔষধের আর এক ক্ষমতা

এই যে নিত্য সেবন করিলে বৃদ্ধক্যে যৌবন ভাব জানা যায়। জ্বরসত্ত্বে সেবনীয় নহে। ব্যবহারের নিয়ম ও ব্যবস্থা পত্র ঔষধের সহিত পাঠান যায়। মূল্য ডাক মাসুল সহিত ২ টাকা। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হয় না।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বেনারস।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব-তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাসুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাসুলসহ ৭।০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাসুল ।৵০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৷৵০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫৷০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪।৵০ গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

(অদ্ভুত-রহস্য !!)

পাঠক মহাশয় !

" রাজকন্যার কাহিনী অতি অদ্ভুত, এতে না আছে এমন ব্যাপারই নাই। সমুদ্রমন্থনে যেমন অমৃত, হলা-হল, লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভমণি প্রভৃতি কত রত্নের কত পদার্থ উঠেছিল, এই গুপ্ত কাণ্ডের মধ্যেও সেইরূপ নানা ব্যাপার, নানা ঘটনা নানা কারখানা দেখতে পাবেন। শরৎকালের মেঘগর্জ্জনের ন্যায় বৃথা বাক্যব্যয় করায় কোন ফল নাই। বিজ্ঞাপনে সকল বিষয় লিখিতে হইলে গল্প লাট হয়, সেই অনুরোধে এখন পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় হই।

পুনশ্চঃ—" রাজকন্যার পুঁথি "—অদ্ভুত ব্যাপার !!

যোগ-জ্যোতিষ গণনা করণ, যোগ সিদ্ধি করণ, মনস্কামনা পরীক্ষা করণ, মিলন, মৃত্যু, বিদ্যা, বিবাহ, মন্ত্র, ব্যবসা, বিপদ, বিশ্বাস, যুদ্ধ, ধন, গর্ভ, সন্তান, পরমায়ু প্রভৃতি জগতের যাবতীয় কার্য্য পরীক্ষা করণঃ—ইত্যাদি।

পুস্তকের—নিয়ম, (অগ্রিম দ্বাদশ খণ্ডের) মূল্য মায় রাহা খরচ ১৸৵০ আনা মাত্র।

প্রকাশক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ
কলিকাতা নথসুবর্ণন টালা ২ নং কার্য্যালয়।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপ-কৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথাঃ—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্বপ্রকার ঘুরঘুরে ঘা, ফোস্কা ঘা, আবের ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, ডুবা ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোষ পাঁচড়া, ছিড়িয়া, ছড়িয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠ-ব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোষ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) ফিক্‌বেদনা, সর্ব্বপ্রকার পারার ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাঁউড় ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১্ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্ন-লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু	ভগবতীচরণ দে—যমুনিয়া	৭
" "	নরেন্দ্রনারায়ণ কর—গুজ্জরপুর	৭
" "	মতিলাল ঘোষ—বাসনা	৭
" "	সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—বালীগঞ্জ	৭
" "	কৈলাসচন্দ্র রায় মোক্তার—দিনাজপুর	৭
" "	ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়—রামগঞ্জ	৭
" "	রামতারণ শিরোমণি—কান্দি স্কুল	৭
"	খিদিরপুর বঙ্গবিদ্যালয়—খিদিরপুর	৫।।০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অদ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "। ৩ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ২১ এ অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৮১। ৫ ই ডিসেম্বর। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

কর্ম্মখালি।

সর্ব্ব সধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়ের ৩ য় শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। মাসিক বেতন ৩০ টাকা। যাঁহারা প্রার্থী হইবেন তাঁহারা ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ঈশান চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট আবেদন করিবেন। যাঁহারা এল, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছু দিন কোন বিদ্যালয়ে কর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহাদের আবেদনই সবিশেষ আদৃত হইবে। উক্ত আবেদনের সহিত তাঁহাদের সৎ চরিত্রের প্রশংসা পত্র পাঠাইয়া দিবেন। যাঁহারা এল, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নহেন, তাঁহাদিগের আবেদন করিবার প্রয়োজন নাই।

মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ।

মূল্য ১৷৷০ ডাক মাশুল ৴১০।

কলিকাতা ১৪ নং কালেজ স্কোয়ার রায়প্রেস ডিপজিটরীতে এবং কতিপয় প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

PARADISE LOST.

বা

সুখ-ধাম বিনাশ।

এই পুস্তকের ১ ম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। গ্রাহকগণ স্ব স্ব অগ্রিম মূল্য নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। এখনও যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তকের গ্রাহক হইতে বাসনা করেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম, ঠিকানা, ও অগ্রিম মূল্য প্রেরণে বাধিত করিবেন। গ্রাহকগণের মধ্যে যদি কেহ পুস্তক না পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা সত্বর আমাকে জানাইলেই পুস্তক পাইবেন।

তারিখ ৭ ই নবেম্বর ১৮৮১

শ্রীমহিমাচন্দ্র গুপ্ত
ওভারসিয়ার আর,সি,সি,
ময়মনসিং।

বাঙ্গালা স্মলপাইকা ও পাইকা অক্ষরের প্রয়োজন।

আমাদের ছাপাখানার নিমিত্ত পাঁচ মণ স্মলপাইকা ও পাঁচ মণ পাইকা নূতন অক্ষরের প্রয়োজন হইয়াছে। অক্ষরগুলি উত্তম ছন্দের ও দেখিতে অতি সুন্দর হইবে। ঢালাইও উত্তমরূপ হইবে। ঢালাইয়ে কোন দোষ থাকিবে না। যদি এরূপ অক্ষর কাহার প্রস্তুত থাকে, কিম্বা স্বল্প দিনের মধ্যে প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন, তিনি কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে আমার নিকটে সংবাদ লিখিবেন। ঐ উভয় অক্ষরের এক একটু প্রুফ পাঠাইবেন এবং কোন্ অক্ষরের মণ কত দরে দিতে পারেন, তাহাও বিশেষ করিয়া লিখিবেন।

১২৮৮ সাল তাং ৩ রা অগ্রহায়ণ | শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকুনি, টাক পড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৴১০ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর।
কলিকাতা।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৮, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৷৷০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগপ্রথম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দুর্গোৎসব, রামায়ণ ও মহাভারতের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে পুনঃ প্রতিবাদ, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, বৈজ্ঞা

কাহারও কোন আপত্তি না হইতে পারে। যদিও এটা উনবিংশ শতাব্দী, যদিও এখন "আমার কথা সত্য, তোমার কথা মিথ্যা" এরূপ বলিলে কেহই আমাকে সত্যবাদী বা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিবেন না, যদিও এখন সকল কথার যাথার্থ্য বিষয়ে প্রমাণের প্রয়োজন, তথাপি আমরা যাহা বলিলাম, তাহা এরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য যে, তজ্জন্য প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া পত্র খানিকে দীর্ঘ করা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন বোধ হইতেছে। যাহা হউক, এখনকার হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুদিগের অবস্থা যার পর নাই বিচিত্রভাবাপন্ন হইয়াছে। নিতান্ত অজ্ঞ ও মূর্খ লোক ব্যতিরেকে এখন হিন্দুসমাজে এক জনও সরল বিশ্বাসী নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। যে সরলতা নারীজাতির ভূষণ ও সৌন্দর্য্য, যে সরলতার জন্য আমরা নারীজাতিকে পূর্ণ হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা ও সম্মান করি, দেশকালের মাহাত্ম্য গুণে এখন সে সরলতাও হিন্দুনারী হৃদয় অন্ধকার করিয়া অন্য স্থানে প্রস্থান করিয়াছে। এখন হিন্দু সমাজের যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই কপটতা ও অসরলতা বিরাজমান করিতেছে দেখিতে পাইবে। কপটতা ও অসরলতার অভাব আছে, জগতে এমন কোন ধর্ম্মসমাজ নাই সত্য, কিন্তু হিন্দু সমাজে আজ কাল উহার বড় বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিয়াছে। এক জন কৃতবিদ্য যুবক, যিনি একেশ্বরবাদী, অন্তরের সহিত যিনি পৌত্তলিকতাকে ঘৃণা করিয়া থাকেন, বৃদ্ধদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই হউক, অথবা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই হউক, ঐ দেখ তিনিও হিন্দু দেব দেবীর সম্মুখে গিয়া নতমস্তকে প্রণিপাত করিতেছেন! যিনি নব্যতন্ত্রের ইয়ংবেঙ্গল, যিনি না মানেন ঈশ্বর, না মানেন দেব দেবী, হোটেলের উপাদেয় সামগ্রী না হইলে মূলেই যাঁহার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না, ঐ দেখ তিনিও গিয়া হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুশাস্ত্রের দোহাই দিয়া ইঁহাকে সমাজচ্যুত করিতেছেন, উঁহাকে সমাজে উঠাইতেছেন, তাঁহাকে নিজ দলভুক্ত করিয়া লইতেছেন! আবার ঐ দেখ এক জন ঘোর পৌত্তলিক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, দিবারাত্রি হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ বৈ যাহার মুখে অন্য কথা নাই, ত্রিসন্ধ্যা না করিয়া, সহস্রবার দেব দেবীর নাম না করিয়া যিনি জল গ্রহণ করেন না, তিনিই আবার দুই পয়সা পাইবার লোভেই হউক অথবা অন্য কোন স্বার্থ সিদ্ধির প্রত্যাশাতেই হউক নব্য তন্ত্রের যুবকদিগের নিকটে গিয়া হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা করিতেছেন—দেব দেবী ও ঈশ্বর সকলই মিথ্যা বলিয়া নিজের বিশ্বাস প্রকাশ করিতেছেন এবং সেই সঙ্গে ব্রাণ্ডী ও বিফের শ্রাদ্ধ করিতেছেন! আবার ঐ দেখ, সেই পৌত্তলিক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণই এক জন একেশ্বরোপাসক যুবকের নিকটে গিয়া ওঁ ব্রহ্ম ওঁ ব্রহ্ম ব লয়া প্রতিধ্বনিত করিতেছেন, "বাপ হে কালী দুর্গা প্রভৃতি সকলই মিথ্যা, তবে কি জান দুইটা সংস্কৃত মন্ত্র আওড়াইলে সর্ব্বদা দেব দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিলে যদি চাউল, মূলা কাঁচকলা দক্ষিণা ও বিদায়টা পাওয়া যায় তবে তাহা ছাড়িবার প্রয়োজন কি" বলিয়া আপনার বিশ্বাস জ্ঞাপন করিতেছেন! আবার ওদিকে দৃষ্টিপাত কর, ঐ যে স্ত্রীলোকটী দেখিতে পাইতেছ, উনি কখনও বা স্বামীর সঙ্গে ব্রাহ্মদিগের উপাসনালয়ে গিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ব্রহ্ম ধ্যান করিতেছেন, কখনও বা সমবয়স্কা বন্ধুদিগের নিকট ব্রাহ্মের ও দেব দেবীর নিন্দা করিতেছেন, আবার কখনও বা ঐ দেখ, ভাল করিয়া দেখ, নিজশ্বাশুড়ীর সঙ্গে একটী পুত্রকামনায় ষষ্ঠীপুকুরের পূজা করিতে যাইতেছেন! পাঠক! এখন হিন্দুসমাজের যেদিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, সেই দিকেই এই প্রকার বিচিত্রতা ও কপটতা দেখিতে পাইবেন। কিন্তু এই বৈষম্যের মধ্যে একটী বিষয়ে আশানুরূপ একতা দেখা যাইতেছে। এই উনবিংশ শতাব্দীর মাহাত্ম্যেই হউক, ইংরাজী লেখাপড়ার বহুল প্রচার গুণেই হউক, অথবা ধর্ম্মজ্ঞানেরই উন্নতি ও বিকাশ জন্যই হউক, এখন পৌত্তলিকই হউন, নাস্তিকই হউন অথবা সংসারবাদীই হউন—কেহই এখন সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে বা প্রকাশ্য সংবাদপত্র মধ্যে দেবদেবীর গুণগরিমা ব্যাখ্যা করিতে ও পৌত্তলিকতা প্রচার করিতে সাহসী হন না। বিশ্বাসে যিনি ঘোর পৌত্তলিক, প্রকাশ্য ভাবে তিনিও এখন কথায় কথায় একেশ্বরবাদের দোহাই দিয়া থাকেন। বলেন যে, হিন্দুধর্ম্ম একেশ্বরবাদমূলক ধর্ম্ম, যদিও আমরা মাকাল মনসা কালী দুর্গার পূজা করিয়া থাকি, কিন্তু তাহা দ্বারা সেই ব্রহ্মেরই পূজা করা হইয়া থাকে। এখন প্রকাশ্যভাবে জ্ঞানিলোকসমক্ষে কেহ এই সন্তানটী মাদুর্গার কৃপায় পাইয়াছি বলিতে সাহসী হন না, ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহাকে বলিতে বাধ্য হইতে হয় যে, এ সন্তানটী জগদীশ্বরের কৃপায় পাইয়াছি। এই প্রকারে একেশ্বরবাদ এখন হিন্দুসমাজের বিশ্বাসে ও কার্য্যে পরিণত না হইলেও এক প্রকার মতে পরিণত ও বাক্যে আবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুদিগের বিশ্বাস মত ও বাক্যের এই প্রকার বিভিন্নতা ও অসামঞ্জস্যভাব দেখিয়া কোন কোন স্বদেশহিতৈষী ধর্ম্মসংস্কারককে আক্ষেপ ও অশ্রুবর্ষণ করিতে দেখা যায়। আমরা কিন্তু এরূপ আক্ষেপ ও অশ্রুবর্ষণের কোন কারণই দেখিতে পাই না, অধিকন্তু এই বিশ্বাস, মত ও বাক্যের অসামঞ্জস্য ভাবই ধর্ম্ম সম্বন্ধে হিন্দুদিগের প্রকৃত উন্নতির পূর্ব্বলক্ষণ জানিয়া ত্বরায় হিন্দুরা পৌত্তলিকধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একেশ্বরবাদ-মূলক ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন বুঝিয়া আমরা আনন্দ প্রকাশ করিয়াই থাকি। বিশ্বাস এক, মত এক, কার্য্য আর এক—এ প্রকার অসরলতা ও কপটতা উন্নতির পূর্ব্বলক্ষণ, একথা হঠাৎ নূতন বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে আমাদের কথার যাথার্থ্যবিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ না থাকিতে পারে। কোন একটী বিষয়ের সত্যতা অসত্যতা, কর্ত্তব্যতা অকর্ত্তব্যতা স্থির করিতে হইলে অগ্রে মনে মনে তদ্বিষয় চিন্তা করিতে হয়। চিন্তা দ্বারা যাহা সত্য ও কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হয়, হঠাৎ কেহই তাহা একেবারে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না। চিন্তার পর বাগাড়ম্বর তর্ক বিতর্ক ও আন্দোলন করার প্রয়োজন হইয়া থাকে। আন্দোলনের পর যখন কোন একটী বিষয়ের সত্যতা ও কর্ত্তব্যতা অধিকাংশ লোক হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয়, তখন সমাজস্থ সাহসী ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিরা পথপ্রদর্শক হইয়া সেই সত্য ও কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁহাদের দেখাদেখি অপর সাধারণ লোকেও ক্রমে ক্রমে সেই কর্ম্মানুষ্ঠানে অগ্রসর হইয়া থাকেন (২)। ধর্ম্ম সম্বন্ধে হিন্দুসমাজে এখন আর চিন্তার কাল নাই; আন্দোলনের কালও গতপ্রায় হইয়াছে—যাঁহাদের দ্বারা সমাজ পরিচালিত হইয়া থাকে, তাঁহারা প্রায় সকলেই এখন সত্য ধর্ম্ম কি, ঈশ্বর এক, না বহু, সাকার না নিরাকার তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। বুঝিয়াছেন যে, একেশ্বরবাদ মূলক ধর্ম্মই সত্য ও মুক্তিপ্রদ ধর্ম্ম, বুঝিয়াছেন যে ঈশ্বর—পূর্ণ ঈশ্বর এক ব্যতিরেকে কখনই বহু হইতে পারেন না। কিন্তু এই জ্ঞান, এই মত ও বিশ্বাস এখন ক্রমে ক্রমে কার্য্যে পরিণত করা চাই, পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিয়া দেব দেবীর উপাসনা ত্যাগ করিয়া এখন ব্রহ্মোপাসনা করা চাই, দেব দেবীর উদ্দেশে ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া এখন ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করা চাই। তাই আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি, ব্রাহ্মেরাই

(২) আমরা সমাজ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই ঘটিয়া থাকে। সমাজ সম্বন্ধে যেমন প্রথমে চিন্তা, তার পর আন্দোলন, এবং পরিশেষে কার্য্য হইয়া থাকে, ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই হইয়া থাকে। এখানে ইহা বলাও উচিত হইতেছে যে যাহারা বাঙ্গালি যুবকদিগকে সমাজ সংস্কার প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে ও সংবাদপত্রে আন্দোলন করিতে দেখিয়া "মুখসর্ব্বস্ব বাঙ্গালি" বলিয়া উপহাস করেন, তাঁহারা বাস্তবিকই নিজের অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন; অগ্রে আন্দোলন করিয়া সকলকে প্রস্তুত করিতে হয়, পরে তাঁহাদিগকে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়। ইহা বিবেচিত যে, বাঙ্গালিদিগের সামাজিক অবস্থা যেরূপ হীন তাহাতে তাহার সংস্কারের জন্য এখনও অনেক আন্দোলনের প্রয়োজন।

হউন অথবা অন্য কোন সম্প্রদায়স্থ হউন, যাঁহারা [illegible]দিগের পথপ্রদর্শক হইয়া একেশ্বরমূলক ধর্ম্ম অবলম্বন ও তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য উৎসাহ ও প্রবৃত্তি দিতেছেন এবং নিজে তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহারা [illegible]দিগের শত্রু না মিত্র বলিয়া গণ্য হইবেন?

মনুনিয়া
৮ নবেম্বর ১৮৮১
শ্রীভগবতীচরণ দে।

মুদ্রণকারীর ভ্রম।

আমরা যে চিঠিটী লিখিয়াছি, তাহা অবিকল মুদ্রিত হয় নাই, বরং আমরা যে পক্ষ সমর্থন করিয়াছি, চিঠিটি ঠিক তাহার বিপরীত পক্ষাবলম্বী হইয়াছে। বিধুভূষণ চায়ামণ্ডল হইতে দক্ষিণাংশে [illegible] থাকিবে, তাহা না হইয়া সমস্ত [illegible] ছায়াপ্রবিষ্ট হইয়াছে এবং চন্দ্রমান ১০ অঙ্গুল [illegible] ১০ অঙ্গুল মুদ্রিত হইয়াছে। এই দুইটী ভ্রম সংশোধিত হইলে ভাল হয়।

বারাণসী
২০এ অগ্রহায়ণ
শ্রীঅক্ষয়কৃষ্ণ শর্ম্মণঃ।

সোমপ্রকাশ

২১এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

প্রধান রাজপুরুষদিগের মফস্বল ভ্রমণ ও আতিথ্য স্বীকার।

যে বাটীতে অনেকগুলি ছোট ছেলে পিলে আছে, সেগুলি যদি একত্র হইয়া নানা প্রকার বাদ্যধ্বনি [illegible] উঠানের মধ্যে দাঁড়াইয়া বেসুরে বাজাইতে নাচিতে ও গাইতে আরম্ভ করে এবং উচ্চৈঃস্বরে মহাকোলাহল করিতে থাকে, তাহা হইলে বাটীর কর্ত্তা ও গিন্নিরা বিরক্ত হইয়া বলেন, বাড়ীর ছেলেগুলো [illegible] সব মাথায় করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের রাজপুরুষেরাও সেইরূপ এই শীতকালে দেশটা [illegible] মাথায় করিয়া তুলিয়াছেন। মহা হলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে, কেহ আর সুস্থির নন, কেহ আর বাস [illegible] করিতে পারিতেছেন না। যাঁহার [illegible] কিছুমাত্র কর্ত্তৃত্ব গন্ধ আছে তিনি দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। ওদিকে বড় [illegible], আগ্রা [illegible], আজমির, চিতোর, [illegible] প্রভৃতি পরিদর্শন করিতেছেন। এ দিকে ছোটকর্ত্তা [illegible], [illegible] প্রভৃতি স্থান দর্শন করিতেছেন। মাজিষ্ট্রেট জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি মধ্য ও নিম্ন পদস্থ রাজপুরুষদিগকে গৃহত্যাগী হইয়া মফস্বলবাসী হইতে হইয়াছে।

কর্ত্তা রাজপুরুষেরা যে মফস্বল ভ্রমণ করেন ইহাতে অনেক উপকার আছে। যাঁহারা ইংলণ্ড হইতে নূতন আগত হন, তাঁহাদের বহুদর্শিতা লাভ হয়, মিত্র রাজগণের সহিত সৌহার্দ্দ দৃঢ়রূপে বদ্ধ হয় মধ্য ও নিম্নস্থ কর্ম্মচারিগণ সতর্ক ও সাবধান হন, অন্যায় ও অত্যাচারপ্রভাব সঙ্কুচিত হয়। কর্ত্তারা অন্যায় ও অত্যাচারের উপায় ও কৌশল বোধে সমর্থ হন। এগুলি মহাফল লাভ সন্দেহ নাই। ইহাতে যে রাজভাণ্ডারের লক্ষ টাকা ব্যয় হয় তাহাতে ক্ষতি বোধ হয় না। একটী বিষয়ে কেবল আমাদের হৃদয়ে অপরিতোষ জন্মিতেছে, সেটী এই। আমাদের শাসনকর্ত্তারা রাজগণের আতিথ্য স্বীকার করেন। এ কাজটী আমাদের কেমন কেমন বোধ হইতেছে। আমরা এই আপত্তির উত্থাপন করিলাম বটে; কিন্তু চিরসংস্কার বশতঃ যাঁহাদের হৃদয় এতদ্দর্শনে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাঁহারা হয় ত বিরূপ হইবেন। তাঁহারা হয় ত ইহাতে দোষ দর্শন করিবেন না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, ষ্টেট সেক্রেটারি যে যুক্তিতে উপহার (নজর) গ্রহণের নিষেধ করিয়াছেন, সে যুক্তি এই আতিথ্য স্বীকারে সম্পূর্ণ বর্ত্তিতেছে কি না? উপহার গ্রহণে যেমন, আতিথ্য স্বীকারেও তেমনি, কেমন যেন একটী বাধ্যবাধকতা আছে বলিয়া বোধ হয়। মিত্র রাজগণ রাগদ্বেষাদি শূন্য ও ন্যায়ের বশবর্ত্তী হইয়া রাজধর্ম্মানুসারে

[illegible]

[illegible] প্রতিপালন না করেন যদি তাহা অভিপ্রেত হয়, বাধ্যবাধকতা থাকিলে কোন মিত্র রাজা প্রজার প্রতি অন্যায় করিলে তাহার উচিত পূর্ব্বক রাজাকে সাবধান করিয়া দেওয়া চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয়-চতুর্বিধ-ভোজ্যভোক্তা শাসন কর্ত্তার পক্ষে কি কঠিন হইবে না? তাঁহার কি চক্ষুর লজ্জা জন্মিবে না? পক্ষান্তরে রাজারও মনে কি এরূপ ভাবের উদয় হইবে না, তিনি যখন মহাসমৃদ্ধ ভোজ দিয়া শাসনকর্ত্তাকে বাধ্য করিয়াছেন, তখন তিনি নিজ রাজ্য মধ্যে স্বেচ্ছা ব্যবহার করিলেও শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে কিছু বলিতে পারিবেন না।

শাসনকর্ত্তারা সময়ে সময়ে দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন, এটী আমাদের অনভিলষণীয় নহে। ইহাতে মহোপকার লাভ সম্ভাবনা আছে। শাসনকর্ত্তারা ভ্রমণকালে অনুগত মিত্র রাজগণের রাজ্যশাসন-প্রণালী অবগত হইয়া যদি তাহার দোষ সংশোধন চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে সদুপায় বলিয়া দেন, এবং তাহার অনুষ্ঠান বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য-দান করেন, তাহাতে যে কত ইষ্ট লাভ হয়, বলিয়া শেষ করা যায় না। ঐ কার্য্যগুলি করিলে যথার্থ মিত্রের কাজ করা হয় সন্দেহ নাই। আতিথ্য স্বীকার ব্যতিরেকে এই কাজগুলি করা কি ঘটিয়া উঠে না? যে রাজা শাসনকর্ত্তার অভ্যর্থনার্থ যে ব্যয় করিতে উদ্যত হন, সে ব্যয় ভোজে না করাইয়া যদি রাজ্যের কোন সাধারণ হিতকর কার্য্যে করান হয়, তাহা হইলে যে কিরূপ মহোচ্চভাব কার্য্য হয়, তাহা আমরা এক মুখে বলিতে পারি না। মিত্র রাজাই যে কেবল তাহাতে পরম প্রীত হইয়া চিরবাধ্য হইয়া থাকেন, এরূপ নয়, তাঁহার প্রজাবর্গ উপকৃত হইয়া হস্ত তুলিয়া চিরকাল আশীর্ব্বাদ করিতে থাকে। পক্ষান্তরে শাসন কর্ত্তার দেশ ভ্রমণ প্রসঙ্গে যে রাজার রাজ্যে যে মঙ্গলকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে, তাহা তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ হইয়া স্বদেশীয় ও বিদেশীয়ের নিকটে তাঁহার মহামনস্কতার চির পরিচয় দিবে। যাঁহারা শাসন কর্ত্তাদিগের অভ্যর্থনা করিয়া ঋণগ্রস্ত হন, তাঁহারা বাঁচিয়া যাইবেন; আর যাঁহারা স্বভাবতঃ ব্যয়কুণ্ঠ, তাঁহারা পরম আহ্লাদিত হইবেন। অনুগত মিত্র রাজগণের মনোমধ্যে প্রধান গবর্ণমেণ্টের প্রতি সদা ভয় ও ভক্তির উদয় থাকা উচিত। আমরা যে প্রস্তাব করিলাম, তাহাতে কি ঐ উভয় বিষয়ের সমধিক বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নয়?

প্রধান রাজপুরুষদিগের দেশভ্রমণে কেবল যে মিত্র রাজগণের আনুগত্য ভয় ভক্তি ও উৎসাহের বৃদ্ধি হয়, এরূপ নয়, অন্য অন্য লোকেরও রাজভক্তি ও উৎসাহের সমধিক বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আমাদের রাজপ্রতিনিধি যে যে স্থানে গমন করিয়াছেন, সেই সেই স্থানে উৎসাহ-স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে লোকের মনে যেমন আশা ভরসা জন্মিয়াছে, তেমনি তাঁহার প্রতি এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি ভক্তির উচ্ছ্বাস হইয়াছে। তাঁহার সারবৎ বাক্যগুলি শুনিলে কাহার মন না প্রফুল্ল হয়? কাহার মনে না উৎসাহ জন্মে? কাহার মনে না হয় যে ভারতবাসিরা তাঁহার অধিকারে সুখী হইবে। তিনি সে দিন কাশীর মিউনিসিপালিটীর অভ্যর্থনাপত্রের প্রত্যুত্তরে কহিয়াছেন সকলেই যে তাঁহার সকল কার্য্যের অনুমোদন করিবেন ও সকল কার্য্যে সন্তুষ্ট হইবেন, তিনি তাহার আশা করেন না। কিন্তু তাঁহার দৃঢ় সংকল্প যে তিনি ভারতবাসিদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া ভারতবর্ষ শাসন করিবেন। ইহার অপেক্ষা উৎসাহবর্দ্ধক বাক্য আর কি আছে? তিনি যে লার্ড লিটনের ন্যায় ভারতবাসিদিগকে সকল বিষয়ে বঞ্চিত করিয়া ভ্রূভঙ্গীতে সকলকে নিস্তব্ধ করিয়া সকলকে পদতলে মর্দ্দন করিয়া

"ভারতবাসিদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া ভারত শাসন" মনে করেন না, তাঁহার প্রকৃতিগুণে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে। অতএব সে বিষয়ে আমাদের দ্বিরুক্তি করা বিফল।

প্রসঙ্গ-সঙ্গতি-ক্রমে উপসংহারে আর একটি কথার উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। যিনি বেহার অঞ্চল বেতিয়া, হাতুয়া, দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি বঙ্গবিভাগের অন্তর্নিবেশিত করিয়াছেন, তিনি অতি সুবুদ্ধি লোক। যে শাসনকর্ত্তার ভ্রমণকালে কাজ করিবার ইচ্ছা থাকে, তিনি ঐ ঐ স্থলেই আপনার মঙ্গলময়-ইচ্ছা-পূর্ণ কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন। আর যিনি আতিথ্য স্বীকার করিয়া কেবল আমোদ করিয়া বেড়াইবার ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষেও ঐ সকল স্থানে বিলক্ষণ সুবিধা। প্রকৃত বাঙ্গালায় ঐ উভয় বিষয়েরই আবশ্যকতা ও সুবিধা নাই। এখানকার রাজা ও জমিদারেরা স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অধিকাংশ কৃতবিদ্য, ইঁহারা ইঙ্গিত মাত্রে সকল বুঝিতে পারেন।

নাগাদিগের অত্যাচার নিবারণ।

আমাদের গবর্ণমেণ্ট বিষম এক কষ্ট শত্রুর হস্তে পতিত হইয়াছেন। তাহাদের সহিত সপ্রণয় ব্যবহার করিলেও সুবিধা নাই, শত্রুবৎ আচরণ করিয়াও অভীষ্টলাভের সম্ভাবনা নয়। ব্রিটিশ সিংহের সহিত বিরোধে তাহাদিগের যে মত অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, যদি তাহাদিগকে সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেও, তাহারা বুঝিবে না, প্রত্যুত অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠিবে; মনে করিবে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের খোসামোদ করিতেছেন। মনোমধ্যে এই ভাবের উদয় হওয়াতে তাহারা অধিকতর উপদ্রব ও অত্যাচার করিবে। নির্ব্বোধের স্বভাবই এইরূপ, তাহাদের নিকটে সামবাক্য প্রয়োগ প্রায়ই বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। আবার নিগ্রহ চেষ্টা করিয়াও ইষ্টলাভের সম্ভাবনাও অল্প। কারণ তাহারা পর্ব্বতময় স্থানে বাস করে, বড় পীড়াপীড়ি দেখিলে চকিতমাত্রে অদৃশ্য হইয়া যায়। এই কারণে আমরা তাহাদিগকে কষ্ট শত্রু বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। এস্থলে তাহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়াও আবশ্যক হইতেছে। এই অসভ্য পার্ব্বতীয় জাতি আসামের উত্তরাংশে হিমালয় পর্ব্বতে বাস করে। তাহাদের উত্তম গৃহ, উত্তম পরিচ্ছদ কিম্বা অলঙ্কার পত্র নাই। তাহারা পর্ব্বতের গুহায় এবং কুটীরে বাস করে; বৃক্ষের ত্বক, মৃগচর্ম্ম কৌপীন ও মোটা কাপড় পরিধান করে। অস্থি, ঝিনুক, প্রস্তর খণ্ড এবং পালক অঙ্গের ভূষণ। তাহাদের খাদ্য অত্যন্ত কদর্য্য; শুষ্ক মৎস্য মাংস এবং ফল মূলই অধিক আহার করিয়া থাকে। নাগাদিগের রাজা প্রায় বম্ ভোলা দিগম্বর। কটিতে কৌপীন, সর্ব্বাঙ্গ অলকাস আবৃত, গলদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত অস্থি ও প্রস্তর মালায় উপশোভিত। কেশ পক্ষপুচ্ছে সুসজ্জিত।

এই অসভ্য জাতি পর্ব্বত হইতে নামিয়া সময়ে সময়ে কাছাড় আসাম প্রভৃতি নানা জনপদে সাতিশয় উপদ্রব করিয়া থাকে। ১৭৩২ সালে ইংরাজেরা প্রথমে নাগা পর্ব্বতের সন্নিহিত অঞ্চলে উপস্থিত হন। কিন্তু মণিপুর এবং আসামের মধ্যে নাগাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। অতঃপর ১৮৩৫ হইতে ৩৮ সাল পর্য্যন্ত অঙ্গামিবাসিরা উত্তর কাছাড়ে অনেক দৌরাত্ম্য করে। ১৮৩৯ সালে নাগাদিগের অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, সুতরাং তাহার নিবারণের জন্য সৈন্য পাঠাইতে হইয়াছিল। অত্যাচারিগণ পলায়ন করিলে কহিমাতে এক দল সৈন্য রাখা অনেকের অভিপ্রেত হয়। কিন্তু তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট তাহাতে অনুমোদন করিলেন না। ১৮৪১ সালে নাগাদের সঙ্গে সন্ধি হইল; তাহারা কর দিবে অঙ্গীকার করিল। একে রাজনীতি,—অঙ্গীকার বল, সত্যবল, সকলি কার্য্যসাধনের সময়,—নাগারা আবার অসভ্য—কেবল রাজনীতির চক্রে চক্রী নয়,—পর বৎসর কর দিল না। কিসের কি? বলিয়া মাথা নাড়িয়া সকল কথা উড়াইয়া দিল; ইংরাজদিগের আউট পোষ্টে দলবদ্ধে আসিয়া ঘোর উপদ্রব করিল। ১৮৪৭ সালে তাহাদের সঙ্গে পুনর্ব্বার সন্ধি হইল; তদনুসারে একজন দেশীয় এজেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে সামাগুটিঙ্গে এক দল সশস্ত্র সৈন্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই সময়ে মোজিমা এবং কহিমা নিবাসী নাগা দিগের পরস্পর অন্তর্ব্বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। এজেণ্ট মহোদয়ের দুর্দ্দৈব,—তিনি সেই বিবাদে মধ্যস্থতা করিতে গিয়াছিলেন। অসভ্য নাগারা তাঁহাকে সদলে বিনাশ করিল। এই অত্যাচারে ইংরাজেরা ক্রুদ্ধ হইয়া ১৮৪৯ সালে এক দল সৈন্য পাঠাইয়া দুর্ব্বৃত্তদিগের কথঞ্চিৎ দণ্ড বিধান করেন। ইংরাজেরা কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ১৮৫১ সালে সে স্থল হইতে প্রত্যাগত হইলেন। এই সময় হইতে চৌদ্দবৎসর যাবৎ নাগারা ব্রিটিশ অধিকারে বিস্তর উৎপাত করে। অবশেষে এক বৎসরে অন্যূন বাইশবার লুণ্ঠনাদি নানা অনিষ্ট করিয়াছিল এবং ৫৫ জনকে হত ও ১০ জনকে আহত করে। তদ্ভিন্ন ১১৩ জনকে বন্দীভাবে লইয়া যায়। অত্যাচারিদের ভয়ে সকলেই সশঙ্কিত; উত্তর কাছাড়ের বিচারপতি গবর্ণমেণ্টকে লিখিলেন যে, নাগাদিগকে যদি বিশেষরূপে দমন না করা হয়, তাহা হইলে সত্বর তৎস্থান পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

এই পত্র পাইয়া গবর্ণমেণ্ট উত্তর কাছাড় অঞ্চল পরিত্যাগ করিবার মনস্থ করিলেন। কারণ নাগাদিগকে দমন করিতে হইলে আসাম গুহান্তর্গত নাগা,অবর এবং ভোটদের সঙ্গেও বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে হইত। যাহা হউক, সামাগুটিঙ্গে একজন দক্ষ কর্ম্মচারীর অধীনে এক দল সৈন্য স্থাপিত হইল। তথায় ১৫০ জন পুলিসের লোক ছিল। গবর্ণমেণ্ট এই অনুমতি করেন যে, যাবৎ আসাম যাইবার পথ সুগম না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত কেহই সামাগুটিঙ্গের সীমা অতিক্রম করিয়া অন্যত্র যাইতে পারিবে না। এই বন্দোবস্তটী যার পর নাই ফলদায়ক হইল। নাগারা ইংরাজ অধিকারে আসিয়া আর উৎপাত করিতে সাহসী হইত না। নাগাদিগকে শান্ত ভাব ধারণ করিতে দেখিয়া ইংরাজেরা তাহাদের পল্লিগ্রাম গুলি পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন, নাগাদের অন্তর্ব্বিবাদে মধ্যস্থ হইতে লাগিলেন। ১৮৭৪ সালে তাহারা রোষপরবশ হইয়া ইংরাজ কর্ম্মচারী এবং অন্যান্য অনেকের প্রাণনাশ করে। সে কারণ ১৮৭৫ সালে নাগাদের সঙ্গে আবার একটী যুদ্ধ হইয়া যায়। ১৮৭৬ সালে পলিটিকাল এজেণ্ট পুনর্ব্বার নাগাদের গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করেন, কিন্তু তাঁহাকে আর প্রত্যাগমন করিতে হইল না। তজ্জন্য ইংরাজেরা নাগাদের অনেক গুলি গ্রাম দগ্ধ করিয়া দেন। পর্ব্বত বাসীরাও ইহার প্রতিহিংসা লইবার নিমিত্ত উত্তর কাছাড়ের ইংরাজ অধিকার ভুক্ত এক খানি গ্রাম দগ্ধ করিয়া নূতন পলিটিক্যাল এজেণ্টকে বধ করে। ১৮৭৮ সালে কোহিমা নিপাহিমা এবং ওকা প্রভৃতি স্থানে বিস্তর সৈন্য প্রেরিত হইল। এত বার নাগাদিগের অনেক গুলি গ্রাম ইংরাজদের অধিকার মধ্যে পরিভুক্ত হইয়া গেল। কিন্তু ইহাতে ইংরাজদিগের কিছু সুবিধা হইল না। নাগারা অসভ্য; তাহারা কৃষিকর্ম্ম করে না, তথায় বাণিজ্য নাই। গোলাঘাট হইতে খাদ্য দ্রব্য আনিয়া পর্ব্বতাঞ্চলে ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের দিন যাপন হইত, ইহাতেও আবার সময়ে সময়ে নানা বিঘ্ন ঘটিত। নাগাযুদ্ধে ইংরাজদের অনেক টাকা ব্যয় হইয়া গেল, কিন্তু নাগাদের কিছুই ব্যয় হয় নাই বলিলেও চলে। ইংরাজদের পক্ষেই বিস্তর লোকের মৃত্যু হয়,তত্তুলনায় নাগাদের কোন ক্ষতি হয় নাই বলিলে অন্যায় হয় না। ঐ পার্ব্বতীয় প্রদেশ অধিকারে রাখিলে বহুকাল পর্য্যন্ত তথাকার আয়ে ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে না। যাহা হউক নাগারা এখনও শান্তভাব ধারণ করে নাই। গত বৎসরও তাহারা বিস্তর উপদ্রব করিয়াছে। সে

কারণ ইংরাজ অধিকারকে কুশলে ও সুখে রাখিবার নিমিত্ত নাগাদের শাসন করা নিতান্ত আবশ্যক। প্রধান সেনাপতি [illegible] গমন করিয়াছেন, দেখা যাউক কি হয়।

জাপান।

জাপানদ্বীপ ক্রমে একটী প্রসিদ্ধ রাজ্য হইয়ে উঠিল। তদ্বাসী ব্যক্তিগণ বিলক্ষণ পাশ্চাত্য সভ্যতাপন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইউরোপীয় আচার ব্যবহার রীতি নীতি বিদ্যা ক্রমে জাপানে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। জাপানীরা ইউরোপে গিয়া নানা প্রকার শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রচলিত করিতেছেন; বাণিজ্য শিল্প প্রভৃতি সকল কাজে জাপানীরা যে প্রকার উন্নতিলাভ করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে অন্যান্য জাতিকে [illegible] করিতে হয়। চীন নিশ্চল, বিশেষতঃ ইউরোপের প্রতি চীনদেশের [illegible] তখন পাশ্চাত্য রীতির অনুকরণ করিতেছেন [illegible] চীনের কোলাহল প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। বোধ হয় জাপানের সঙ্গে চীনের [illegible] অধিক দিন থাকিবে না।

ইংরাজির অনভিজ্ঞ পাঠকগণ অবশ্যই কৌতূহলাক্রান্ত হইতে পারেন, জাপান কোথায় তাহার পূর্ব্বাবস্থাই বা কি প্রকার ছিল? কি প্রকারেই বা এই অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হইল? বাস্তবিক এই প্রশ্নগুলি তাঁহাদের পক্ষে অসঙ্গত নহে। পাঠক-মহাশয়দিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে প্রকাশ করিতেছি। ভারতের পক্ষে সেই বৃত্তান্ত বিলক্ষণ উপকারী, সন্দেহ নাই।

চীনদেশের পূর্ব্বভাগে সমুদ্রগর্ভে কতকগুলি দ্বীপ জাপান রাজ্য বলিয়া বিখ্যাত। ঐ সমস্ত দ্বীপের অধিবাসীরা অল্প দিন হইল পূর্ব্ব আচরিত রীতি নীতি পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় সভ্যতার আশ্রয় লইয়াছে। কিন্তু জাপানিদের অধ্যবসায় [illegible] ও শ্রম এতাদৃশ যে, অল্প কাল মধ্যেই তাহারা নানা বিষয়ের যথেষ্ট উন্নতি করিয়া তুলিয়াছে। এক্ষণে পৃথিবীর সকল জাতিই অবাক হইয়া উহাদের কার্য্যপ্রণালী নিরীক্ষণ করিতেছেন। জাপানের সম্রাট যে নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, অমনি [illegible] সকলে আন্দোলন করিতে থাকেন। জাপানবাসী সমস্ত ব্যক্তি বিশেষ বিদ্যানুরাগী। [illegible] কদমিদে নামক এক জন জাপানী [illegible] এক খানি সুবিস্তীর্ণ অভিধান প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] নগরে অনেক সুশিক্ষিত লোক আছেন। [illegible] ভাষায় একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে।

জাপানের সম্রাটকে মিকাডো বলে। প্রকৃত পক্ষে "মিকাডো" এই শব্দটী কাহারও নাম নহে। সম্রাট জীবিত থাকিতে কেহই তাঁহার নাম গ্রহণ করিতে পারে না, তজ্জন্য তিনি ঐ সম্মানসূচক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মিকাডো শব্দের অর্থ পবিত্র-দ্বার। দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি নাম মাত্র রাজা ছিলেন, বস্তুতঃ রাজকার্য্যে তাঁহার কিছুই কর্ত্তৃত্ব ছিল না। পেশোর বাহুবলে ও বুদ্ধি কৌশলে শিবজির বংশাবলী যেরূপ মহারাষ্ট্রীয়দিগের নামমাত্র রাজা ছিলেন, জাপানেও ঠিক তদ্রূপ রাজকর্ম্মচারিদিগের কৌশলে কেবল নাম মাত্র একজন সম্রাট ছিলেন। প্রকৃত তিনি সাক্ষী গোপাল ভিন্ন আর কেহই নন। তাঁহার কেহ নাম করিতে পারিত না, তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইত না। তাঁহার নিকটে কেহ যে যাইবেন সে যো ছিল না। স্বয়ং সম্রাট কোন প্রকার রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। যখন যে ব্যক্তি তাঁহার তত্ত্বাবধায়ক হইতেন,তৎকালে তিনিই সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া জাপানে একাধিপত্য করিতেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার প্রাপ্তির নিমিত্ত ঘোরতর সংগ্রামও উপস্থিত হইত। খ্রীষ্টিয় দশম শতাব্দীতে ফুজিওয়ারা বংশীয়দিগের হস্তে সম্রাটের তত্ত্বাবধানের ভার উপন্যস্ত হয়। সেই সময় হইতে মধ্যে মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইত। তৎপরে ষোড়শ শতাব্দীতে টকুগাওয়া বংশীয়দের হস্তে নৃপতির ভার পতিত হয়। এই মাধুগণ শকুন বা টাকুন নামে অভিহিত হইতেন। রাজ্যের যাবতীয় কর্ম্ম তাঁহারাই নির্ব্বাহ করিতেন। এতদ্বংশোদ্ভব যোরাস, যোমিৎস্থ, যোৎসুনা, যোযোষী, যোসাদা প্রভৃতি মন্ত্রীদিগের বুদ্ধি কৌশলে প্রায় আড়াই শত বৎসর জাপানে কোন প্রকার উপদ্রব বা যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিতে পায় নাই।

সমগ্র জাপান অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপরাজ্যে বিভক্ত ছিল। মিকাডো তাঁহাদের সকলের কর্ত্তা। কিন্তু তাঁহার কর্তৃত্ব নাম মাত্র ছিল; ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতিরা সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন ছিলেন বলিতে হইবে। অতঃপর, শোগুন বংশীয়েরা নৃপতির তত্ত্বাবধায়ক হইলে, ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজারা তাঁহাদের করতলগত হইয়া পড়িলেন। এইরূপে ও জাপানের রাজকার্য্য চলিতেছে, ইত্যবসরে ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে আমেরিকার রাজদূত পেরী সাহেব চারি খানি রণতরি সুসজ্জিত করিয়া জাপানের কূলে উপনীত হইলেন। বিনা অনুমতিতে নগরে প্রবেশ করা কর্ত্তব্য নয়, অতএব পেরী সাহেব রাজসভায় এই সংবাদ দেন, যে আমেরিকাবাসিরা জাপানের সঙ্গে সদ্ভাবসূচক সন্ধি করিতে অভিলাষ করেন, ইহাতে রাজার ও রাজমন্ত্রীর মত কি? এই সমাচার পাইয়া রাজসভায় একটা মহা হুলুস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গেল। সকলেই সাত পাঁচ ভাবিতে লাগিলেন; পরিণামে কি ঘটিবে তাহাতেই সকলের আশঙ্কা হইল। অবশেষে অনেক বিবেচনার পর এই প্রত্যুত্তর দেওয়া হইল যে, পেরী সাহেব আগামী বৎসর আসিলে প্রস্তাবিত বিষয়ে জাপানিদের মত জানিতে পারিবেন। সুতরাং সে বার কিছুই শেষ হইল না। পর বৎসর আবার পেরী সাহেব সজ্জীভূত হইয়া জাপানে আসিলেন। রাজসভায় পুনর্ব্বার ঘোর গোলযোগ পড়িয়া গেল। বিদেশীয়দিগকে জাপানে স্থান দিতে কাহারও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সন্ধি না করিলে পাছে আমেরিকাবাসিরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন সকলেরই এ আশঙ্কা হইতে লাগিল। প্রায় আড়াই শত বৎসর জাপানের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছিল। এই সময়ের মধ্যে প্রায় যুদ্ধ ঘটে নাই, তজ্জন্য যুদ্ধের আয়োজনও ভালরূপ ছিল না। তথাপি কেহ কেহ এই মত প্রকাশ করিলেন যে, আমেরিকা ও ইউরোপবাসিদিগকে কিছুতেই বিশ্বাস নাই। তাঁহারা ব্যবসায় ছলে আসিয়া শেষ সমস্ত দেশ গ্রাস করিয়া ফেলেন। অতএব অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে, বিনা যুদ্ধে স্থান দেওয়া কিছুতেই কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু আর কতকগুলি লোকের সে মত হইল না। তাহারা বলিলেন, সম্প্রতি আমেরিকা বাসিদিগকে স্থান দিয়া তাঁহাদের নিকট শিল্প ও রণকৌশল শিক্ষা করা আবশ্যক। পরিশেষে উহাদিগকে দূরীভূত করিলেই হইবে। এই মতটাই সকলের অনুমোদিত হইল। পেরী সাহেবের সঙ্গে সন্ধি হইয়া গেল।

এই সন্ধির পর কোন কোন ইউরোপীয়জাতিও ক্রমে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গেও সন্ধি হইল। এই সমস্ত সন্ধি স্থাপনের সময় জাপানে নানাবিধ উপদ্রব ঘটিয়াছিল। রাজসদস্য যোযোষীর সহসা মৃত্যু হইল। উপর্য্যুপরি ভূমিকম্প হইতে লাগিল। সমুদ্র উচ্ছলিত হইয়া দেশ জলপ্লাবিত করিল। পর্ব্বতচূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং নগর ও গ্রাম দগ্ধ হইতে লাগিল। রিড সাহেব বলেন যে, এই সমস্ত উৎপাতে প্রায় দুই শত ক্রোশ স্থান একেবারে জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল। সম্বৎসরের মধ্যে জাপানে অন্যূন আটবার ভূমিকম্প হয়। জেডো নগরে ভূকম্পে ১৪০০০ চৌদ্দ হাজার গৃহ ও ব্যবসায়ীদের ২০০০ দুই হাজার গুদামঘর এককালে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাহাতে ১০৪০০০ এক লক্ষ চারি হাজার লোকের মৃত্যু হয়। রুষ দেশীয় ডায়ানা নামক একখানি জাহাজ কূলে এ প্রকার সংঘর্ষিত হয় যে, নিমিষাবসরে তাহা

খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। পর বৎসর আবার জেডো নগরে প্রবল বাত্যাযোগে ১০০০০০ এক লক্ষ লোকের প্রাণ নষ্ট হয়। দুই বৎসর পরে বিসূচিকা রোগে ৩০০০০ ত্রিশ হাজার লোকের মৃত্যু ঘটে।

রাজমন্ত্রী বিদেশীয়ের সঙ্গে সন্ধি করিলেন বটে, কিন্তু সে সন্ধি বিশেষ ফলদায়ী হইল না। বিদেশীয়দিগের প্রতি জাপানিদের বিজাতীয় ঘৃণা থাকিয়া গেল। তাহারা গৃহের বহির্গত হইলে জাপানিরা তদ্দণ্ডেই শিরশ্ছেদ করিত। কোন জাপানী বিদেশীয়দের কর্ম্মচারী হইবে যে, এমন যো ছিল না। জাপানবাসীরা তাহারও সমুচিত দণ্ডবিধান করিত। নগরের লোকে ইংরাজদিগের কুঠি দুই বার আক্রমণ করে। এই সকল অত্যাচারে রাজকর্ম্মচারিদিগের কোন উদ্বেজনা ছিল না।

ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্যে খাদ্য সামগ্রীর অতিরিক্ত রপ্তানি হওয়ায় সকল দ্রব্য দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিল। ১৮৫৯ সালে চাউলের মণ ১৷০ এক টাকা চারি আনা ছিল। ১৮৬৯ সালে সেই চাউলের মূল্য ৬ ছয় টাকা হইয়া দাঁড়াইল। এই সকল কারণে জাপানবাসিরা যৎপরোনাস্তি উত্যক্ত হইয়া যে রাজকর্ম্মচারিরা সন্ধিবন্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রাণ বিনাশে উদ্যত হইল। পরিশেষে গৃহবিচ্ছেদে সাতশুমাবংশ এককালে নির্ম্মূল হইয়া গেল। দয়া মায়া আত্মীয়তা দেশ হইতে অন্তর্দ্ধান করিল। সকলেরই উগ্রমূর্ত্তি, সকলেই রুধির পিপাসায় ক্ষিপ্ত প্রায়। মৃত্যুকালে সকলেই এই আক্ষেপ করিতে লাগিল যে,—"শত্রুনির্যাতন করা হইল না।" যুদ্ধকালে জাপানিদের হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্র থাকে না। বৈরনির্যাতনে তাহাদের যে কীদৃশ জেদ এবং জিঘাংসা বৃত্তি যে কত প্রবল, তাহা এই বাক্যে সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। হ্যাই বংশের পূর্ব্বপুরুষ মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন—"জন্ম হইলেই মৃত্যু অপরিহার্য্য। মৃত্যুর হস্ত হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। সুতরাং আমি মরি তাহাতে খেদ নাই। পৃথিবীতে আমার বিপুল ঐশ্বর্য্য ছিল, আমি সম্রাটের মাতামহ। সম্রাটের নামে অনেক দিন কর্ত্তৃত্ব করিয়াছি। আমার এই মাত্র খেদ যে,—মদীয় শত্রু মিনাম ওটোর ছিন্ন মস্তক না দেখিয়া আমাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইল। মৃত্যুর পর কেহ আমার সৎকার না করে। আমার অন্য শ্রাদ্ধ শান্তির প্রয়োজন নাই; মিনাম ওটোর ছিন্ন মস্তক আমার মৃত দেহের নিকট রাখিলেই আমি সদ্গতি লাভ করিব। আত্মীয় স্বজন সকলকেই বলিতেছি, মুমূর্ষু কালে এই বাক্যে কেহ অবহেলা না করে।

জাপানের অন্তর্বিবাদানল ১৮৬৮ সালে নির্ব্বাণ হইল। সম্রাট দেখিলেন, জাপানের কিছুতেই মঙ্গল নাই,—রাজ্য একেবারে উৎসন্ন যাইতে বসিল। তিনি সমস্ত রাজ্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। মন্ত্রী এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগের অধিপতিরা দেখিলেন যে, ঐক্য ভিন্ন কোন জাতি বলবান হইতে পারেন না। জাপান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত থাকিলে কোন কালে একতাও হইবে না, সুতরাং সকলেই আহ্লাদপূর্ব্বক পূর্ব্ব সম্রাটের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন। এইরূপে সমস্ত জাপান একীভূত হইয়া অশেষ সমৃদ্ধিশালী ও সভ্য হইতে লাগিল। সম্রাট, বিদেশীয় সকল জাতিকে জাপানের সঙ্গে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দিলেন। বহুসংখ্যক যুবককে ইউরোপ ও আমেরিকায় রণকৌশল শিল্প চাতুরী বিজ্ঞান ও অন্যান্য শাস্ত্র শিক্ষা করিবার নিমিত্ত পাঠাইলেন। অধিক দিনের কথা নয়, দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে জাপানে কিছুই ছিল না। কেবল উদ্দেশবাসিদিগের নিজের উদ্যোগে আজি তথায় রেলওয়ে, তাড়িতবার্ত্তাবহ, ডাকঘর ও বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। ১৮৭৭ সালে জাপানে সর্ব্ব সমেত ২৪৪৬০ পঁচিশ হাজার চারি শত ষাটটী নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল। ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রায় ৬০০০০ ষাট হাজার শিক্ষক ছিলেন এবং ২০০০০০০ বিশ লক্ষ ছাত্র অধ্যয়ন করিত। এতদ্ভিন্ন ৩১৯ তিন শত উন আশিটী উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় ও টোকিও নগরে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ঐ বিশ্ব বিদ্যালয়ে ন্যূনাধিক ১০৪০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করে। ঐ সমস্ত ছাত্র, রাজনীতি বিজ্ঞান সাহিত্য ও চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করে। শিক্ষকেরা দুইটী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত বিদেশীয় ভাষা শিখিবার নিমিত্ত ২৮ আটাইশটী অপর বিদ্যালয় আছে। তথায় ফরাসী জর্ম্মন ইংরাজি রুষ ও চীনভাষায় শিক্ষা প্রদত্ত হয়। বিদ্যালয় ও ছাত্রের সংখ্যা প্রতি বৎসর বিলক্ষণ বাড়িতেছে। সম্প্রতি জাপানে ৫০ পঞ্চাশ ক্রোশ রেল হইয়াছে। আর তিন শত ক্রোশ সত্বর প্রস্তুত হইবে।

এক্ষণ জাপানে সর্ব্বসমেত ৬৯১টী ডাকঘর, ৭০৩টী পত্র দিবার বাক্স; এবং ৮৩৬ জন টিকিট বিক্রেতা আছে। ১৫০০০ পনর হাজার ক্রোশ ডাকের যাতায়াত হইয়া থাকে। ১৮৭৪ সালে ১৬০০০০০০ খানি পত্র, এবং ১৮৭৬ সালে ৩০০০০০০০ খানি পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের মত জাপানের ডাকঘরে মণি-অর্ডারের প্রথা চলিত আছে। জাপানের লোকসংখ্যা ৩৪২৬৫৩২০। রাজস্ব ১২৩০০০০০০ টাকা।

পাঠক! দেখুন বার বৎসরের মধ্যে জাপানের কি শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। নিজের উদ্যোগ না থাকিলে কিছুই হয় না। পূর্ব্বসংস্কারের দাস হইয়া থাকিলে আজ কাল কেবল অধোগতি ভিন্ন উন্নতির প্রত্যাশা থাকে না। তুরস্ক, পারস্য, ভারত ও চীনের কেবল দুর্গতি বাড়িতেছে। ভারতবর্ষের ধনাঢ্য ভূস্বামিগণ ১/ এক বিঘা জমির নিমিত্ত প্রাণ সমর্পণ করিবেন তবু স্বদেশের প্রকৃত উন্নতির দিকে পদার্পণ করিবেন না। জাপানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির অধিকারিগণ স্বদেশের উন্নতির নিমিত্ত অম্লানবদনে নিজ নিজ স্বত্ব ত্যাগ করিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের অধিবাসী হইলে সেটী ঘটিত না। সম্রাট তদ্রূপ প্রস্তাব করিলে কত সভা হইত, কত দরখাস্ত পড়িত—শত বৎসরেও সে গোল মিটিত না, কস্মিনকালেও দেশের মুখ উজ্জ্বল হইত না। ভারতবাসী ইতর, ভদ্র, ধনী, দরিদ্র সকলেই জাপানের অনুকরণ করুন। যত্নবান হইয়া শিল্পবিদ্যা বিজ্ঞানশাস্ত্র শিক্ষা করুন, মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করিতে উদ্যোগী হউন।

এদেশে উচ্চশিক্ষার ব্যয় আবশ্যক কি না

১৮৫৪ অব্দে ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি উদারনীতিজ্ঞ গবর্ণর জেনারলের নিকট উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে যে পত্র প্রেরণ করেন, সেই পত্রের অনুসারে কিরূপ কার্য্য হইতেছে তাহা পর্য্যালোচনা করিবার জন্য কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব হইয়াছে। এই শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত হইবার প্রস্তাব হওয়াতে অনেকেই আশঙ্কা করিতেছেন যে অতঃপর দুষ্ট গবর্ণমেণ্ট দেশীয়দিগের শিক্ষাবিষয়ে আনুকূল্য করিবেন না। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন কেবল কতকগুলি মাত্র প্রজাকে উচ্চশিক্ষা প্রদান করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যকর্ম্ম নহে। আমরা এ যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি না। বাস্তবিক সকল সভ্যদেশ ও সভ্যসমাজে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে কতকগুলি মাত্র প্রজাকে উচ্চশিক্ষা প্রদান করিবার রীতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। আপামর সাধারণ সমস্ত প্রজাকে উচ্চশিক্ষা দান করা সাধ্যায়ত্ত নয়। সাধ্যায়ত্ত হইলেও সাধারণ লোকে তাহা লাভ করিতে ও তাহার ফলভাগী হইতে পারে না। অতি প্রাচীনকালে রোম ও গ্রীসদেশে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে প্রজাগণকে উচ্চতর শিক্ষা প্রদান করা হইত। ভারতবর্ষের ধনী ও রাজগণ টোলের অধ্যাপকদিগকে উচ্চশিক্ষা দানের সাহায্য করিতেন। ফলতঃ রাজ্যের যাবতীয় প্রজাই যে উচ্চশিক্ষা লাভ করিবে ইহা সম্ভাবিত নহে। সুতরাং যে অল্পমাত্র লোক উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হন, তাঁহারা প্রজাসাধারণের মুখপাত্র এবং গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণ প্রজার মধ্যবর্ত্তী হইয়া থাকেন। উচ্চশিক্ষা

[illegible] করিতে হইলে যে অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন, সেই অর্থ [illegible] নিজে দিতে হইলে দুই চারিজন ধনশালী ব্যক্তি ভিন্ন মধ্যশ্রেণীর প্রজাসাধারণে সে [illegible] বহন করিতে সক্ষম হয় না। পক্ষান্তরে [illegible] লাভ বিষয়ে যে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের [illegible], ধনিসন্তানেরা তদপেক্ষা যে সেই যত্ন ও পরিশ্রম করিবে, ইহা সম্ভাবিত নহে। কে কোথায় দেখিয়াছেন যে ধনিসন্তানেরা সামান্য লোকের [illegible] উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালাভ করিয়া থাকে? সুতরাং [illegible] হীনাবস্থাপন্ন প্রজাবর্গের উচ্চতর শিক্ষা লাভ করা সুসাধ্য নয়। এই জন্যই সকল সভ্যসমাজে ও সভ্যদেশে এই রীতি চলিয়া আসিতেছে যে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং এই [illegible] প্রদান করিয়া থাকেন। [illegible] গবর্ণমেণ্ট এ কথা বলিতে পারেন যে ইংলণ্ডে [illegible] বিদ্যালয়ের ব্যয় ছাত্রদের বেতন [illegible] অসাধারণ সম্পত্তির আয় হইতে নির্বাহিত হয়। গবর্ণমেণ্টকে [illegible] হয় না। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের [illegible] সমস্ত সম্পত্তি আছে, [illegible] বিদ্যালয়গুলির বন্দোবস্ত [illegible] এদেশের বিদ্যালয়ের সেরূপ কোন [illegible] নাই। সুতরাং এদেশে ছাত্রেরা [illegible], তাহাতে যে অর্থ সঞ্চিত হয়, [illegible] বিদ্যালয়গুলির ব্যয় নির্বাহ হইয়া থাকে। কিন্তু অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের বিদ্যালয়গুলির যে সম্পত্তি আছে, তাহা কোথা হইতে হইল? উহার অধিকাংশই গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত। [illegible] পূর্বকালে ইংলণ্ডের রাজগণ উচ্চশিক্ষার উন্নতিসাধনোদ্দেশে বিস্তর রাজকীয় ভূমি এই [illegible] নিমিত্ত অর্পণ করিয়াছিলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ক্রাইষ্টচর্চ [illegible] সাহায্যার্থ অষ্টম হেনরী কার্ডিনাল [illegible] যে ভূসম্পত্তি দান করিয়া যান, [illegible] হইতে ঐ বিদ্যালয়ের বিস্তর সংস্থান [illegible]।

[illegible] প্রেসিডেন্সি কালেজের ছাত্রদের [illegible] টাকা সুতরাং প্রত্যেক ছাত্রকে [illegible] দিয়া শিক্ষালাভ করিতে হয়। [illegible] সামান্য নয়। এদেশে ১৪৪ টাকায় [illegible] চারিজন লোক প্রতিপালিত হইতে পারে [illegible] ক্রাইষ্টচর্চের ছাত্রদের বেতন [illegible] ২১ পাউণ্ডের এক জন [illegible] উভয়ের তুলনা করিতে [illegible] বেতন যে অতিরিক্ত তাহার আর সন্দেহ নাই। [illegible] উভয় দেশের ধনসমৃদ্ধিরও একবার তুলনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

সে তুলনায় ভারতবর্ষের শিক্ষার্থীর যে নিতান্ত অসঙ্গত অধিক করা হইয়াছে, সে বিষয়ে কি কাহারও সংশয় থাকিতে পারে? তথাপি গবর্ণমেণ্ট বলেন যে, এদেশের ছাত্রেরা সামান্যমাত্র বেতন দিয়া কেবল গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত অর্থসাহায্যে উচ্চশিক্ষা ভিক্ষা করিয়া থাকেন, এ বাক্যটী নিতান্ত অন্যায়। গবর্ণমেণ্ট উচ্চশিক্ষার জন্য এদেশে কত অর্থই বা ব্যয় করিয়া থাকেন? ভারতবর্ষে ৮২ টী কালেজ আছে, গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য ১৮৬০০০ পাউণ্ড ব্যয় করেন মাত্র; কিন্তু ইংলণ্ডের কেবল ম্যাগডেলেন অথবা নিউ কালেজে গবর্ণমেণ্টের যে অর্থ ব্যয় হয়, তাহাতে এখানকার অনেকগুলি কালেজের ব্যয় কুলাইয়া যায়।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত লোকগণ প্রজাসাধারণের মুখপাত্র স্বরূপ, তাঁহারা প্রজাসাধারণের মধ্যবর্ত্তী। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের মনের ভাব প্রজাসাধারণকে বুঝাইয়া দেন, প্রজারাও তাঁহাদিগের মুখে গবর্ণমেণ্টের ভাব বুঝিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ কিছু ইংলণ্ড নহে, এদেশ ইংলণ্ডের বলে অর্জ্জিত ও অধিকৃত। সুতরাং জেতৃ ও জিত জাতির মনের ভাব সহজে কখন বিকাশোন্মুখ হয় না। উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত লোকগণ জেতৃ ও বিজিত উভয় জাতির মধ্যবর্ত্তী বন্ধন স্বরূপ। এই বন্ধন যত দৃঢ়তর হয়, ততই প্রজা ও রাজা উভয়ের পক্ষে মঙ্গল। কিন্তু উচ্চশিক্ষা বন্ধ করিলে এ বন্ধন একান্ত শিথিল হইয়া পড়ে সন্দেহ নাই। অতএব এই বন্ধন শিথিল করা কোনরূপে কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয় না। যাহাতে উত্তরোত্তর অধিকতর উচ্চতর শিক্ষা প্রাপ্ত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তাহাই করা গবর্ণমেণ্টের উচিত। সুতরাং উচ্চতর শিক্ষা বন্ধ করা বা তাহার হ্রাস করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নহে।

———:•:———

[illegible] হইতে লণ্ডনগামী রেলওয়ে।

বোধ হয় আর তিন চারি বৎসর পরে ইংরাজেরা সমুদ্রপথ ছাড়িয়া রেলওয়ে শকটে ইংলণ্ড হইতে এদেশে আসিবেন। এখন যে ইংলণ্ডে যাইতে সাত শত অথবা ততোধিক টাকা পাথেয় চাই আর তিন চারি বৎসর পরে সেই ইংলণ্ডে যাইতে ঊর্দ্ধ সংখ্যা আড়াই শত টাকা ব্যয় হইবে। এই রেলওয়ে প্রস্তুত হইলে লণ্ডনযাত্রী হাওড়ার রেলওয়ে শকটে আরোহণ করিয়া পেশোয়ার, কাবুল, মার্ভ, ও কিভা অতিক্রম দিয়া কাস্পীয়-হ্রদে উপনীত হইবে, তদনন্তর ষ্টিমারে ঐ হ্রদ পার হইয়া রেলওয়ে শকটে রুশিয়া, প্রুসিয়া, জর্ম্মনী ও ফ্রান্সের মধ্য দিয়া গমন করিয়া ইংলিস-চ্যানেলে উপনীত হইবে। অনন্তর ষ্টিমারে দুই তিন ঘণ্টায় ঐ চ্যানেল পার হইয়া রেলওয়েযোগে লণ্ডন নগরে উপনীত হইতে পারিবে। এক্ষণে সুয়েজের খাল দিয়া ইংলণ্ডে যাইতে চব্বিশ পঁচিশ দিন লাগে, অতঃপর এই রেলওয়ে প্রস্তুত হইলে দশ বার দিনে ইংলণ্ডে যাওয়া যাইবে। আলেক রুফ নামক এক জন রুশীয় ইঞ্জিনিয়র এই রেলওয়ের প্রবর্ত্তক। কিয়ৎকাল হইল এই রেলওয়ের পূর্ত্তকার্য্য আরম্ভ হইয়া সম্প্রতি কিজিল আরবত পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। কিজিল আরবত মার্ভের উত্তর পশ্চিমের কিয়দ্দূরে অবস্থিত। ঐ নগর তুর্কোমানদিগের বাণিজ্যের প্রধান স্থান। এই রেলওয়ের পূর্ত্তকার্য্য অদ্যাপি চলিতেছে, যদি কোন ব্যাঘাত না ঘটে তাহা হইলে যে আর দুই তিন বৎসরে হিরাট পর্য্যন্ত উহা খোলা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে ষ্টিমার ছিল না, তখন সামান্য জাহাজে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে গতায়াত করিতে হইত। তখন ভূমধ্যসাগর দিয়া ইউরোপ যাত্রীর গমনাগমনের সুবিধা ছিল না. এজন্য তাঁহাদিগকে আফ্রিকার দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলস্থিত ভূমধ্যসাগর দিয়া গতায়াত করিতে হইত। এই পথ দিয়া ইংলণ্ডে যাইতে চারি পাঁচ মাস অতিবাহিত হইত। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর এই পথ দিয়া ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে সুয়েজ হইতে আলেকজান্দ্রিয়া পর্য্যন্ত রেলওয়ে প্রস্তুত হইলে, ইংরাজেরা ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সমুদ্র দিয়া ভারতবর্ষে আসিতেন। ইংলণ্ড হইতে জাহাজ আলেকজান্দ্রিয়া আসিত। ভারতবর্ষ যাত্রীরা তথায় জাহাজ হইতে নামিয়া রেলওয়ে শকটে উঠিয়া সুয়েজে আসিয়া পুনর্ব্বার যে জাহাজে উঠিতেন ঐ জাহাজ ভারতবর্ষে উপনীত হইত। ইহাতেও দুই তিন মাস অতিবাহিত হইত। এই সময়ে ষ্টীমারের সৃষ্টি হয়। ষ্টিমার এই পথ দিয়া গতায়াত করিত। কিন্তু এই পথে যাইতে এক মাসেরও অধিক সময় লাগিত বলিয়া ইউরোপ যাত্রীরা ভারতবর্ষ হইতে সুয়েজ পর্য্যন্ত ষ্টিমারে [illegible], তথা হইতে আলেকজান্দ্রিয়া পর্য্যন্ত রেলওয়ে এবং আলেকজান্দ্রিয়া হইতে ইটালির উপকূলস্থিত ব্রিণ্ডিসি পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার ষ্টিমারে যাইয়া ব্রিণ্ডিসি হইতে রেলওয়ে যোগে ইংলণ্ডে উপনীত হইতেন। মধ্যে কেবল একবার যাত্রীদিগকে ইংলিশ চ্যানেল পার হইবার জন্য তিন চারি ঘণ্টা ষ্টিমারে অবস্থিতি করিতে হইত। অদ্যাপি ইউরোপযাত্রীরা এই পথ দিয়া গমন করিয়া থাকেন। ইহাতেও ইংলণ্ডে

যাইতে চব্বিশ পঁচিশ দিন লাগে। যাহাতে ইংলণ্ড হইতে এদেশে আসিতে এত সময় না লাগে একন্য ইংরাজেরা পঞ্চাশ, ষাইট বৎসরাবধি নানাবিধ কল্পনা করিতেছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। প্রায় পঁচিশত্রিশ বৎসর অতীত হইল আণ্ড্রুনামা একজন ইংরাজ ইঞ্জিনিয়র ভূমধ্যসাগরের উপকূলস্থিত আসিয়ামাইনর হইতে ইউফ্রেটিশ নদীর ধার দিয়া পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত রেলওয়ে করিবার প্রস্তাব করেন। যদি এই রেলওয়ে প্রস্তুত হইত তাহা হইলে ইংলণ্ড হইতে এদেশে আসিতে উদ্ধসংখ্যা সতর আঠার দিন লাগিত। কিন্তু যখনই আণ্ড্রু সাহেব তাঁহার প্রস্তাব ইংলণ্ডের রাজকর্ম্মচারিদিগের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন, তখনই ঐরূপ একটী না একটী নূতন প্রস্তাব উপস্থিত হওয়াতে আণ্ড্রু সাহেবের মনোরথ সফল হয় নাই। সুতরাং আণ্ড্রু সাহেবের প্রতিদ্বন্দ্বী ইঞ্জিনিয়রেরা এই চিরাকাঙ্ক্ষিত রেলওয়ে করিতে দেন নাই বলিলেই হয়।

এত দিন যে এই রেলওয়ে প্রস্তুত হয় নাই তাহাতে বিশেষ ক্ষতি ছিল না কিন্তু এই রেলওয়ে প্রস্তুত করা এক্ষণে নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কাস্পীয়হ্রদ হইতে যে রেলওয়ে হইতেছে তদ্দ্বারা মস্কাউ অথবা সেন্টপিটর্স বর্গ হইতে সাত আট দিনে ভারতবর্ষে আগমন করা যাইবে। রুশরাজ স্পষ্ট বলুন আর না বলুন ভারতবর্ষ অধিকার করিতে তাঁহার যে একান্ত ইচ্ছা আছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংলণ্ডের বল বিক্রম অধিক, ধনও যথেষ্ট, এই ভয়ে সহসা রুশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ লইয়া ইংলণ্ডের সহিত বিবাদ করিতে সাহসী হইতেছেন না। এদিকে তাঁহারা তুর্কোমানদিগের অধিকার পর্য্যন্ত একরূপ দখল করিয়া বসিয়াছেন। আফগানিস্তান তথা হইতে যে বড় দূর তাহা নহে। যদি মার্ভ পর্য্যন্ত তাঁহারা রেলওয়ে প্রস্তুত করেন তাহা হইলে ভারতবর্ষ আক্রমণ জন্য রুশিয়া হইতে তাঁহারা ইচ্ছামত যথেষ্ট সৈন্য আনয়ন করিতে পারিবেন এবং যদি ইংরাজের সহিত যুদ্ধে সৈন্য ক্ষয় হয় তাহা হইলেও রুশরাজ আদেশমাত্র অসংখ্য সেনা রণস্থলে প্রেরণ করিতে পারিবেন। রেলওয়ে যোগে মস্কাউ হইতে সৈন্য আসিতে সাত আট দিবস লাগিবে মাত্র। কিন্তু ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ইংলণ্ড হইতে সৈন্য আনয়ন করিতে হইলে চব্বিশ পঁচিশ দিন লাগিবে। বাস্তবিক ভারতবর্ষে কিছু এত সৈন্য নাই যে ইংরাজেরা তাহা লইয়া তিন চারি লক্ষ রুশ সেনার সম্মুখীন হইতে পারেন। সুতরাং যুদ্ধ বাঁধিলে যখন সৈন্যের প্রয়োজন হইবে তখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের দেশীয় ও ইউরোপীয় সৈন্যের বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হইবে। শত্রুর হস্তে এত সুবিধা থাকিলে অনর্থ হওয়া অসম্ভাবিত নহে। অতএব যাহাতে ইউরোপ হইতে এখনকার অপেক্ষা অল্প সময়ে এদেশে সৈন্য আনয়ন করা যাইতে পারে তাহার সদুপায় করা উচিত। ইউফ্রেটিশের ধার দিয়া রেলওয়ে হইলে যে এ বিষয়ের অনেক সুবিধা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই উপলক্ষে আমরা মৃত মন্ত্রী বিকন্সফিল্ডের বুদ্ধিমত্তার বিলক্ষণ পরিচয় পাইতেছি। রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ উপলক্ষে বার্লিন নগরে যে সন্ধি হয়, তাহাতে তিনি যে ইংলণ্ডের জন্য সাইপ্রস লইয়াছিলেন ইহাতে তাঁহার দূরদর্শিতা সম্যক প্রকাশিত হইয়াছে। যদি ভারতবর্ষ লইয়া ইংলণ্ডের সহিত রুশিয়ার যুদ্ধ বাঁধে তাহা হইলে ইংলণ্ড যুদ্ধের উপক্রম দেখিয়া সাইপ্রসে অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন। সাইপ্রস হইতে এখানে শীঘ্র শীঘ্র সৈন্য প্রেরণ করার যেমন সুবিধা তথা হইতে সৈন্য লইয়া রুশরাজের দেশে গিয়া যুদ্ধ করারও তদ্রূপ সুবিধা। ভারতবর্ষ লইয়া ইংলণ্ডের সহিত রুশরাজের যুদ্ধ বাঁধিলে সাইপ্রস ইংরাজদিগের সৈন্য স্থাপনের প্রধান ক্ষেত্র হইবে। তদ্দ্বারা ভারতবর্ষ রক্ষার যেমন সুবিধা হইবে, রুশ গবর্ণমেণ্টকে বিপদগ্রস্ত করিবারও তদ্রূপ সুবিধা হইবে। কিন্তু সাইপ্রসে ইংরাজ সেনা থাকিলেও ইউফ্রেটিশের উপকূল দিয়া রেলওয়ে করা একান্ত আবশ্যক। কেননা এই রেলওয়ে প্রস্তুত থাকিলে যুদ্ধকালে সাইপ্রস হইতে ভারতবর্ষে সৈন্য আনয়ন করিবারও যেমন সুবিধা হইবে [illegible] সেনা প্রেরণ করিবারও তদ্রূপ সুবিধা হইতে পারিবে।

ইউফ্রেটিশ নদীর উপকূল দিয়াই হউক আর মার্ভ ও আষ্ট্রাবাদ দিয়াই হউক রেলওয়ে হইলে বাণিজ্যের যে কত সুবিধা হইবে [illegible] যায় না। তাহা হইলে আমরা [illegible] এক্ষণকার অপেক্ষা অধিকতর [illegible] পারিব। ইউরোপের সহিত [illegible] অপেক্ষা অধিকতর নিকট সম্বন্ধ হইবে।

[illegible] এ নবেম্বর [illegible] এসোসিয়েশন সভার অধিবেশন হইয়াছিল, অনেক [illegible] সম্ভ্রান্ত লোক এই সভায় উপস্থিত ছিলেন, ইহাতে ম্যাক্‌মিলান সাহেব এই সভায় কৃষিকার্য্যে সারপদার্থের উপযোগীতার বিষয়ে একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন, আমরা [illegible] তাহার প্রীত হইয়াছি, বস্তুত আমাদিগের দেশের কৃষকেরা ইহার উপযোগীতা [illegible] অনুভব করিতে পারে না। কি উপায় অবলম্বন করিলে জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি হয় কৃষকেরা যদি [illegible] অবগত থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গদেশের জমির এখন [illegible] উর্ব্বরাশক্তি আছে [illegible] অনেক [illegible] এবং [illegible] তাহারা [illegible] [illegible] আমাদিগের উচ্চশিক্ষার [illegible] [illegible] এবং অনেক বিষয়ে [illegible] লোকে ভোগ করিতেছে, কিন্তু কৃষিকার্য্যের উন্নতির [illegible] সদুপায় এযাবৎ [illegible] অবহেলা করা হইতেছে এবং [illegible] অবস্থাও অনেক পরিমাণে হীন হইতেছে। জমিতে সার দেওয়া পূর্ব্বে সকল স্থানেই একটী নিয়মমধ্যে পরিগণিত ছিল, কিন্তু অধুনা অস্মদ্দেশে কৃষকদিগকে আর সে রূপ প্রায় করিতে দেখা যায় না, গোবর, পাংশু, বিষ্ঠা প্রভৃতিতে উক্ত ক্ষারকরাস অধিক পরিমাণে আছে, এই কারণে ঐ সকল দ্রব্য ভূমিতে দিলে তাহার উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধি হয়। বক্তা বলেন সার দিবার পূর্ব্বে এডিনবার্গের যে জমিতে [illegible] পাউণ্ড ফসল উৎপন্ন হইয়াছে, সেই জমিতে নিয়মিত সার দেওয়াতে ৫৭ পাউণ্ড ফসল উৎপন্ন হইতেছে। অবশেষে তিনি বলিয়াছেন যাহাতে কৃষিবিদ্যার চর্চ্চা হয় তাহার নিমিত্ত এদেশের জমিদারদিগের গবর্ণমেণ্টের বিনা সাহায্যে একটী কালেজ খোলা উচিত।

বাস্তবিক ম্যাকমিলান সাহেবের প্রস্তাব যে অতি [illegible] নাই, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সাহায্য বিনা [illegible] কৃষি কালেজ খুলিবার যে [illegible] দিয়াছেন, উহা আমাদিগের বিশেষ [illegible] বলিয়া মনে হইতেছে না, বঙ্গদেশের জমীদার সম্প্রদায়ে [illegible] বিশিষ্ট উৎসাহশীল [illegible] অতি অল্প. [illegible] তাঁহাদিগের উপর [illegible] খুলিবার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইলে উহা [illegible] কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা নাই, তবে গবর্ণমেণ্ট যদি উদ্যোগী হইয়া ইহাঁদিগকে লইয়া এই মহৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে ঐরূপ একটী কালেজ হইতে পারে। [illegible] কৃষকদিগকে কৃষিকার্য্য ভালরূপে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এখানে এইরূপ একটী কালেজ প্রতিষ্ঠিত হই[illegible] [illegible] বঙ্গদেশের লোকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা [illegible] জন্য বিস্তর ব্যয় ভূষণ ও কষ্ট স্বীকার করিয়া [illegible] ইংরেজ কৃষিবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে [illegible] [illegible] গবর্ণরের উদ্যোগেই উহার মূল। [illegible] তিনি যদি এই মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইয়া সাধারণ শিক্ষার নিমিত্ত এখানে একটী কালেজ [illegible] হইলে বঙ্গবাসীদিগের [illegible] এবং তাঁহার [illegible] নাম [illegible] হইয়া যাইবে।

৮ ই লিড্‌স নামক স্থানে এক সভা হয়, ইংলণ্ডেশ্বরীর বৃদ্ধ অমাত্য এই সভায় ভদ্রলোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, “মহোদয়গণ! আমার অদৃষ্ট অপরের অদৃষ্টাপেক্ষা কিছু চমৎকার। এই রাজ্যের সহিত আমার সম্পর্ক সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বলিয়া আমার দাবি করিবার অধিকার আছে। কেন না আমি জাতিতে স্কচ, লণ্ডনের অধিবাসী, আমি বিবাহ করিয়াছি ওয়েলসে, আমার জন্ম ল্যাঙ্কসায়রে। কেবল মতে গ্রীক এই কথাটী বলিলে ঠিক হইত।

অযোধ্যার প্রতাপগড়ের অন্তর্গত চিৎপালের তালুকদার রাজা চিৎপাল সিং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নেটীব সিবিল সার্ব্বিসে নিযুক্ত হইয়াছেন

বঙ্গদেশ ও কটকের স্থানে স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে। শস্যের অবস্থা সাধারণত সন্তোষকর কিন্তু কটক ও বালেশ্বরে বৃষ্টির অভাবে ভালরূপ ধান্য জন্মে নাই। স্থানে স্থানে ধান্য কাটা হইতেছে। রবি শস্যের বপন কার্য্য চলিতেছে। কোন কোন স্থানে বৃষ্টির অভাব হইয়াছে। ম্যালেরিয়া জ্বর সর্ব্বত্রই বিরাজমান।

বোম্বাইয়ের গোজাজাতীয় এক স্ত্রীলোক অলঙ্কারের লোভে একটী বালিকার প্রাণ বধ করাতে দ্বীপান্তরিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকটী বিচারকালে আদালতে এই বলিয়া জবানবন্দী দেয় যে দারিদ্র্যই তাহার এই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার কারণ। সত্য কি বোম্বাইয়ে আজিও লোকের এত কষ্ট।

ভারতেশ্বরী বিলাতের স্ত্রীচিকিৎসকদিগকে ভারতবর্ষের চিকিৎসা-কার্য্যে নিযুক্ত করিবার উদ্দেশে পূর্ব্বে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন পান্নার মহারাণী তদুত্তরে বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের কার্য্যের জন্য যে সকল স্ত্রীচিকিৎসক এদেশে আসিবেন তাঁহারা তাঁহাদিগের বেতন প্রভৃতি দিবেন বটে, কিন্তু যদি তাঁহারা অন্যের কার্য্যে যান তাহা হইলে তাঁহাদিগকে তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে।

ব্লাণ্ডফোর্ড সাহেব বলেন লে নামক স্থান হইতে সূর্য্যের উত্তাপদানশক্তি কত তাহার পরিমাণ গ্রহণ করিবার যেমন সুবিধা আছে এমন অন্যস্থানে নাই, লে সমুদ্রের উপরিভাগ হইতে ১২ শত ফিট উচ্চ, পরিমাণ গ্রহণ করেন তন্নিমিত্ত তিনি তথায় লোক প্রেরণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট তদনুসারে কার্য্য করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

হাডউইক সাম্মাক নামক একখানি সংবাদ পত্র বলেন হর্ডেন হল নামক স্থানে একটী গাভী আপন বৎসকে পরিত্যাগ করিয়া চারিটী মেষশাবককে নিজ স্তনদুগ্ধ পান করাইতেছে।

ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে টেলিগ্রাফ প্রেরণ করিবার জন্য সমুদ্রগর্ভে গবর্ণমেণ্টের যে তার আছে সেই তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন স্থানে ছিঁড়িয়াছে তাহা নিরূপণ করিয়া সারিয়া দিবার জন্য মাক্স সাহেব ২৬ এ নবেম্বর করাচি হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

লাইভষ্টোক জর্ণাল নামক সংবাদ পত্রে ফরাসি দেশস্থ সংবাদদাতা বলেন মিজিদিশ নামক স্থানের সন্নিকটে একটী গাভী একটী খাল পার হইবার সময়ে দৈবাৎ পড়িয়া এক খানি পা ভাঙ্গিয়া ফেলে। এক জন চিকিৎসক তাহার সেই ভাঙ্গা পা কাটিয়া এক খানি কাষ্ঠের পা পরাইয়া দিয়াছেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, গাভীটী এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় পদচারণ করিতেছে।

শুনা যাইতেছে জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত আলীপুরস্থ আদালত সমূহ আলীপুর হইতে উঠাইয়া নিয়াসদের ক্যানিং বাজারস্থ অট্টালিকায় অর্থাৎ যেখানে এক্ষণে ক্যাম্বেল স্কুল ও হাঁসপাতাল আছে তথায় আনা হইবে। ক্যাম্বেল স্কুল ও হাঁসপাতাল আলীপুরের কাছারি গৃহে যাইবে। আলীপুরে কেবল এক জন মুন্সেফ ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট থাকিবেন।

পোর্ট কমিশনরেরা কষ্টম হউস হইতে চাঁদপাল ঘাট পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে খুলিবার কল্পনা করিয়া মিউনিসিপালিটীর নিকট ৮ ফুট প্রশস্ত ভূমি প্রার্থনা করিয়াছেন। এ বিষয় এক্ষণে তাঁহাদিগের বিবেচনাধীন আছে।

আয়ুব খাঁ পারস্যদেশে প্রস্থান করিয়াছেন।

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে রাউলপিণ্ডির লোকেরা যে আবেদন করিয়াছিলেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে পারম্যাগনেট পোটাস সর্পবিষের মহৌষধ। ডাক্তার ফেরারের কৃত থানাটো পীডিয়া অব ইণ্ডিয়া নামক গ্রন্থে ইহার গুণের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

বরদার সিংহাসনচ্যুত যুবরাজকুমারের তত্ত্বাবধায়ক সিউয়ার্ড সাহেব স্থানান্তরিত হওয়াতে মান্দ্রাজে

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ বিলাতের আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। যথা—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মিডেল টেম্পল হইতে, চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিরাজকৃষ্ণ ঘোষ লিনকোলন্‌স ইন হইতে।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ বিলাতে পৌঁছিয়াছেন। বীরভূমের আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন এন, পি, সিংহ, ও এস, পি, সিংহ, ১ ম ব্যেড়াইতে, ২ য় আইন শিক্ষার্থ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও এম, এন, ঘোষ কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার হইবার জন্য।

এবার কলিকাতা হাইকোর্টের দায়রায় ছত্রিশ [illegible] [illegible] করিবেন। ১৩টী মকদ্দমা বিচা- [illegible]

[illegible] বাকিংহাম নামক এক [illegible] কাজ করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

মাইক্রোফোন প্রভৃতি টেলিফোনের সৃষ্টি হইয়া লোকের ও গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে এই যন্ত্র হয় আমেরিকার কারাগারে এই অভিপ্রায়ে বসান হইয়াছে যে যখন কোন কয়েদী গুপ্তভাবে কারাগারে কথাবার্ত্তা করিবে অধ্যক্ষ ও রক্ষক ইহা দ্বারা অনায়াসে তাহা জানিতে পারিবেন।

আমরা অতীব শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি মেদিনীপুরের মুন্সেফ বাবু বিনোদবিহারী চৌধুরী অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি অতি মিষ্টভাষী ও নম্রপ্রকৃতির লোক ছিলেন। ইনি বারুইপুর উপবিভাগে যখন মুন্সেফি করিতেন তখন ইঁহার সুবিচারে অর্থী প্রত্যর্থী সকলেই সাতিশয় সুখী হইয়াছিল।

মানুষ অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলে মেরুদণ্ড সঙ্কুচিত হইয়া যায় এবং উপবিষ্ট হইলে পূর্ব্ববৎ হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া সৈনিক-বিভাগের লোকদিগকে মিউনিসিপাল কর হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

অধ্যাপক মোক্ষমূলর বহরমপুর নিবাসী বাবু রামদাস সেনকে একখানি পত্রে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি লিখিয়াছেন যথা “যদিও আমি কখন ভারতবর্ষে যাই নাই সত্য কিন্তু আমি আমার জীবনের অধিকাংশ সময় ভারতবর্ষের সাহিত্য ও ভারতবাসীর বচিত গ্রন্থ পাঠে অতিবাহিত করিয়াছি। আমি যদি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিতাম তাহা হইলে আমার বড় সুখের হইত। এক্ষণে আমি পূর্ব্বকালের ন্যায় ভারতবাসিদিগের জাতীয় উৎসাহ এবং প্রাচীন সাহিত্য পাঠে ঔৎসুক্য দেখিতে বড়ই ইচ্ছা করি। তোমাদিগের ভবিষ্যত অতীত অপেক্ষা যাহাতে উত্তম ও উজ্জ্বল হয় তদ্বিষয়ে তোমাদিগের বিশেষ যত্ন করা উচিত। ইউরোপের যাহা ভাল তাহা গ্রহণ কর কিন্তু ইউরোপীয় হইবার চেষ্টা করিওনা। তোমরা যে মনুর সন্তান আছ সেই মনুরই সন্তান থাক। তোমরা পবিত্র ভারতের ধর্ম্মপরায়ণ ঈশ্বরতত্ত্বানুসন্ধায়ী সুপুত্র।” এই মহামনা উদারচেতা মহাত্মার বাক্য পাঠ করিলে হৃদয়তন্ত্রী আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, [illegible]

বিষয় এই যে ভারতবর্ষাগত ইংরাজদিগের অধিকাংশেরই ইহার বিপরীত মত।

বোম্বাইয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার পরীক্ষকদিগের দোষে প্রশ্নপত্রগুলি পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল। এই কারণে পুনর্ব্বার নূতন প্রশ্ন বাছিয়া স্থির করা হইতেছে।

সংবাদপত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল এবার রেলওয়ে দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেক কম। বর্ত্তমান বর্ষের দ্বিতীয় কোয়াটারে রাজপুতানা ষ্টেট রেলওয়ে ৮৭৩ টী দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, ইহাতে ৪ জন আরোহী হত ও ১৩ জন আহত হইয়াছে। ট্রেণের দুর্ঘটনা ছাড়া অন্য প্রকার দুর্ঘটনায় ৭ জন আরোহীর মৃত্যু ও ৩৯ জন আহত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ঐ সকল দুর্ঘটনায় কোম্পানীর ৫১ জন লোক হত ও ২৭ জন আহত হইয়াছে।

আমাদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বেহার ভ্রমণ উপলক্ষে বেতীয়ার রাজভবনে গমন করিয়াছিলেন। মহারাজ মহাসমারোহে তাঁহাকে ভোজ দিয়াছিলেন, এতদুপলক্ষে নৃত্য, গীত, বাজি ও সহর প্রভৃতি আলোকিত করা হইয়াছিল, মহারাজ ও তদীয় পুত্র কুমার সাহেব তাঁহার অভ্যর্থনার্থ রাজভবন হইতে দশ মাইল দূরে এক স্থানে আসিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন, শেষে নজর আদি প্রদান করিয়া সমারোহের সহিত বিদায় দিয়াছিলেন, এতদুপলক্ষে মহারাজের অনেক অর্থ ব্যয় হইয়াছে।

এইরূপ জনরব ব্রহ্মরাজ থিবার এক রমণীর সহিত গুপ্ত প্রণয় হইয়াছিল, রাজা তাহা অবগত হইয়া ক্রোধ বশতঃ রাজ্ঞী হওয়া তাঁহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া একটী বাক্সে মৃতদেহ বদ্ধ করিয়া অবশেষে ঐরাবতীতে নিক্ষেপ করিয়াছেন।

বসা জেলের একজন স্ত্রীলোক কয়েদী জেলের সীমার মধ্যস্থ একটী পুষ্করিণীতে জল লইতে যায়। দৈবক্রমে তাহার পা সরিয়া যাওয়াতে সে জলমগ্ন হয়, অপর কয়েদিনী এই ঘটনা দর্শন করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে যায়; কিন্তু সেও জলমগ্ন হয়, আর এক কয়েদিনী এতদ্দর্শনে স্থির থাকিতে না পারিয়া উহাদিগকে উঠাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু সেও জলমগ্ন হয়। অবশেষে কয়েদিনীদিগের রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত অপর কয়েদিনী এই কথা শুনিয়া পুষ্করিণীতে অবতরণ পূর্ব্বক সাহস সহকারে সন্তরণ দিয়া তাহাদিগের তিন জনকে উদ্ধার করিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট লায়েল সাহেব এই বিষয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের গোচর করাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কারামুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন। বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮৮১ ২৫এ নবেম্বর। ২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী সৈয়দ হোসেন ১৭ ই নবেম্বর হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

২৬এ নবেম্বর। মেদনীপুরের বন্দোবস্ত কার্য্যে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কৈলাস চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৫ দিনের ছুটী প্রাপ্ত হইয়াছেন।

চম্পারণের অন্তর্গত বেতীয়ার সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু ঈশ্বরী প্রসাদ কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন। মুন্সি কুতবুদ্দিন কিছু দিনের জন্য পাটনা বিভাগের ২ য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

নদীয়ার অন্তর্গত চুয়াডাঙ্গার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু যদুনাথ বসু ১৭ দিন বিদায়ের যে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, উহা রহিত হইল।

জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, এচ ডাওয়েল সাহেব হুগলিতে কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন, ৭ ই তাঁহার প্রতি যে আদেশ হইয়াছিল, সে আদেশ রহিত হইয়াছে।

যশোহরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ম্যাক্‌ইন ৭ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

নদীয়ার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরগণ কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু সীতাকান্ত মুখোপাধ্যায় পুরীর সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

রঙ্গপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল কাদির ১০ আইন অনুসারে ঐ জেলায় কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাকুড়ার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

মুর্শিদাবাদের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু নগেন্দ্র নাথ পাল চৌধুরী ১ লা ডিসেম্বর হইতে দেড় মাস বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভগবান চন্দ্র বসু দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

সহকারী কমিশনর বিভেট কার্ণাক বারাকপুরের ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ছোট আদালতের জজ হইলেন।

সাহাবাদের ডিষ্ট্রিক্ট সেসন জজ ওয়ারব্যাটন সাহেব কটকের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

ঢাকার ডিষ্ট্রিক্ট সেসন জজ কে, টুইডি সাহাবাদে বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নবীন চন্দ্র মিত্র পাটনায় বদলী হইলেন। ইঁহার প্রতি মুর্শিদাবাদে যাইবার যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগ।

২৯ এ নবেম্বর। ঢাকা কলেজের অধ্যাপক ষ্টাক কৃষ্ণনগর কালেজের প্রতিনিধি অধ্যক্ষ হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২১ এ নবেম্বর বীরভূমের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে হুইটমোর, হাবড়ার ডবলু, এচ, পেজ, মুঙ্গেরের জি জি, ডে. ময়মন সিংহের আর, এচ, গ্রীন্‌স, চম্পারণের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, পসফোর্ড লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে সুবর্ডিনেট জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২৮ এ নবেম্বর। হাবড়ার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার পেজ সাহেব ফৌজদারী আইনের ১৪২, ১৫৭, ৪১, ৫২১ ধারানুসারে বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন। ইনি আরো ২৬৬ ধারানুসারে ২ য় ও ৩য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট দিগের বিচারের আপীল শুনিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

হুগলীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডাওয়েল সাহেব ও বারাকপুরের ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট বিভেট কার্ণাক প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ইঁহারা ২২২ ধারানুসারে সরাসরি মকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন।

বাবু মুরারীলাল সোম বি. এল. দিনাজপুরের অন্তর্গত ঠাকুরগাঁর মুন্সেফ হইলেন। এই আদেশ নিবন্ধন পূর্ণ বাবুর উপর যে আদেশ হয় তাহা রহিত হইল।

এটর্ণি বাবু অপূর্ব্বকৃষ্ণ সেন মেদিনীপুরের মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায় নিমলে অবস্থিতি করিবেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত আলীপুরের মুন্সেফ বাবু যোগেশ চন্দ্র মিত্র, বি, এল, ৩ মাসের জন্য সাহাবাদের অতিরিক্ত সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

নিমলের দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু জগদীশ চন্দ্র গুপ্ত ২ মাস ২০ দিন বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

মুঙ্গের।

সোমপ্রকাশের পাঠকগণ গত সপ্তাহের বিবিধ সংবাদস্তম্ভে বকরিদের দিন মুঙ্গেরে হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্মার্থে তুমুল বিবাদের কথা পাঠ করিয়াছেন। ঈদৃশ বিবাদের প্রবল অগ্নি আজকাল ভারতের চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। এই বিষম বহ্নি যে স্থানীয় হুজুরগণের দণ্ড দমকলের জলে নির্ব্বাণ হইবে এরূপ আশা নাই, স্বর্গীয় বারিধারা বর্ষণের নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। যদি হিন্দু ও মুসলমান এতদুভয় সমাজের হৃদয়তন্ত্রী স্পর্শ করিয়া দেখা যায়, তবে ইহাই প্রতীতি হয়, যেন দিন দিন বিদ্বেষবহ্নি তাহাদের প্রতিধমনীকে সমুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। হা! যে ধর্ম্ম স্বর্গসুখের সোপান স্বরূপ ও শান্তিরাজ্য লাভই যাহার চরম লক্ষ্য, আজ সেই ধর্ম্মানুষ্ঠাতা জীবগণ ঘোর রণতরঙ্গে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। গত বর্ষ হইতে গ্রহবৈগুণ্য প্রযুক্ত এই দৈব-দুর্ব্বিপাক ভারতে সূচিত হইয়াছে। মুরদাবাদ, অমৃতসর, মির্জ্জাপুর, মুলতান, কাশী, দ্বারভাঙ্গা, আলীগড়, লাহোর, ভাগলপুর, জব্বলপুর, এবং মুঙ্গেরাদি অনেক স্থানই এই অপবিত্র পাবকে দগ্ধ হইতে চলিল। এখনও যে এই অগ্নি কতদিন ধূমায়িত হইতেছে তাহা কে বলিতে পারে!! মুঙ্গেরের যে বিবাদটীর উত্থাপন করিয়া

আমরা এক কথা বলিলাম, তাহা অত্রত্য জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারাধীন ছিল, ২৯ এ নবেম্বর তিনি নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়া একজন ধনাঢ্য হিন্দু মহাজনকে ৬ মাস, ৩ জনকে ৪ মাস ও আর ৩ জনকে তিন মাস কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন। এই আদেশটী শ্রুতিমাত্র হিন্দু-মাত্রেই চকিত ও চমৎকৃত হইয়াছে। কেহই এরূপ আশা করে নাই যে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট এতদপেক্ষা সূক্ষ্ম বিচার করিতে অথবা বিবাদের গূঢ়োদ্দেশে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। হিন্দুদিগের হৃদয় যে সাধারণতঃ মুসলমানগণ অপেক্ষা সরল ও করুণারসপূর্ণ তাহা বোধ করি কাহারই অবিদিত নাই। অতীব গুরুতর কারণ ভিন্ন ইহারা সহজে অন্যের দিকে কুটিল কটাক্ষপাত করে না। এই বিবাদের মধ্যে হিন্দুগণ সম্পূর্ণ অদোষস্পৃষ্ট না হইলেও তাহারা যে হৃদয়ে অতীব বেদনা না পাইয়া কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইহা সহজ-বিশ্বাসের বহির্ভূত। হিন্দু ও মুসলমানে বিবাদ মিটাইতে গিয়া বিচারকর্ত্তৃগণ সর্ব্বত্রই হিন্দুদিগকে দোষী স্থির করিতেছেন। হিন্দুগণকে সর্ব্বত্র নিঃসহায়ের ন্যায় পরাস্ত হইতে দেখিয়া মুসলমানগণ আরও প্রবল হইয়া উঠিতেছে। আমরা বুঝিতে পারিতেছি না যে এই কুটার্থযুক্ত সূত্র-পাত কি ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে। বিবাদ হইলেই বিচার ও দণ্ড-বিধান করা গবর্ণমেণ্টের একটী কার্য্য কিন্তু বিবাদ ঘটিবার পূর্ব্ব হইতেই তৎসূচনার মূল নিপাত করিবার যত্ন বা চেষ্টা করা কি বিচক্ষণ বিচারপতিগণের প্রথম ও প্রধানতম কার্য্য নহে? আমাদের প্রার্থনা যে গবর্ণমেণ্ট যখন দেখিতেছেন যে এই গোবধ লইয়া ভারতের চতুর্দ্দিকে তুমুল কাণ্ড বাঁধিয়া উঠিল, তখন উক্ত জাতিদ্বয়ের মধ্যে একটী বৈজ্ঞানিক সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিন, যেন তাহারা পরস্পরে আর বিরূপভাবে ঈদৃশ বিবাদ ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে না পারে। ভগবান গবর্ণমেণ্টকে ও উক্ত জাতিদ্বয়কে শুভ-বুদ্ধি দান করুন। মুসলমানগণ মহরম উপলক্ষে হিন্দুগণের নিকট বর্ষে বর্ষে প্রচুর অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকে। এমন কি যদি এ প্রদেশের হিন্দুগণ সাহায্য না করেন তবে তাহা হইলে তাজিয়ার আদৌ ধুমধামই হয় না। হিন্দু ও মুসলমানের এই ঘোরতর অকৌশল ও মুসলমানগণের দুর্ভাগ্যদোষে তাহারা হিন্দুদিগের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইতেছে। ধুমধামও ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। এখানে অনেক হিন্দুকে তাজিয়া করিতে ও শোক-চিহ্ন ধারণ করিতে দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। কতকগুলি হিন্দু এরূপ আছে যে তাহারা দুর্গা বা কালীর নিকট বলি দেওয়া ছাগমাংস ভোজন করে না কিন্তু মহম্মদীরীতে হালাল করা ছাগের মাংস পবিত্র-বোধে ভোজন করে। হা! বেহারবাসী হতভাগ্য হিন্দুগণ। তোমরা কি জাতীয় প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়াছ? বেহারে যে সকল প্রকৃত হিন্দু সন্তান আছেন তাঁহারা হিন্দুদিগের মধ্যে ঈদৃশ অর্দ্ধ হিন্দু ও অর্দ্ধ মুসলমানকে সামাজিক শাসনের অধীনে আনিয়া শাসন ও সংশোধন করিয়া জাতীয় ধর্ম্ম মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

বোধ করি সোমপ্রকাশের [illegible] অবগত আছেন যে জামালপুরের ক্যাস-আফিসের জনৈক কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন মল্লিক মহাশয় [illegible] টাকার হিসাবের গোলমালে পড়িয়া অত্রত্য মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ৬ মাসের কারাবাস দণ্ড প্রাপ্ত হন, ক্রমে ক্রমে হাইকোর্ট হইতে, তিনি নিতান্ত নির্দোষী প্রমাণ হইয়া অল্পকাল মধ্যেই কারামুক্ত হইয়াছেন। ভাগলপুরের জজ এইরূপ বিচার করেন যে মল্লিক মহাশয় চুরি করেন নাই বটে, তাঁহার হেড বাবু তারাচরণ ভট্টাচার্য্যই সম্পূর্ণ দোষী এবং ইহাঁর তৎসহযোগীতা ছিল। হাইকোর্টের বিচারে মল্লিক মহাশয় সম্পূর্ণ নির্দোষী বলিয়া প্রমাণ হন এবং উক্ত আদালত ভাগলপুরের জজের বিচারে দোষারোপ করিয়া রেলওয়ে কোম্পানিকে এইরূপ আদেশ দেন যে তারাচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে ভাল হয়। রেলওয়ে কোম্পানী আর অভিযোগ না করিয়া তারাচরণকে পদচ্যুত ও কয়েক জন চাপরাসিকে স্থানান্তরিত করিলেন। জলোপরি ভাসমান তৈলের ন্যায় এক্ষণে সত্য মুক্ত-চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত হইল। নির্দোষী মল্লিক মহাশয় কেবল ভাগ্যদোষে অবরুদ্ধ ও কারাবাস দণ্ড ভোগ করিলেন। "যতোধর্ম্ম ততোজয়ঃ।"

গত বৎসর তাজিয়া উপলক্ষে হিন্দু ও মুসলমানে বিবাদ হইবার উপক্রম হওয়ায়, এ বৎসর পুলিস দিন থাকিতে ঢেঁড়ারা দ্বারায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, ঐ পর্ব্বোপলক্ষে কোন হিন্দু [illegible] কিম্বা মুসলমান মোটা ডণ্ডা লইয়া দেখিতে যাইতে পারিবে না।

এক্ষণে শীত পড়ায় এখানে আর জ্বর রোগের উপদ্রব নাই।

অদ্য [illegible] অগ্রহায়ণ পূর্ব্বাহ্নে শ্রীপাঠ শান্তিপুরের রাজধানী বিভাগের কমিশনর শ্রীযুক্ত এফ, বি, পিকক, ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এফ, ডবলিউ, ই, টেলর ও একজন টোল-কালেক্টর সাহেব শুভাগমন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে স্থানীয় মিউনিসিপালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান বাবু করদাতৃগণের প্রদত্ত অর্থ হইতে যৎকিঞ্চিৎ ব্যয়ে দুটী কাঁচা গেট প্রস্তুত করেন। ঐ গেট দুটী কাঁচা কদলী বৃক্ষ ও কাঁচা পত্র প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল এবং স্থানে স্থানে লাল পতাকা উড্ডীয়মান হওয়াতে শোভা [illegible] ছিল. [illegible] মহা মহোৎসব [illegible] ছিল উক্ত সাহেবদিগের বিশ্রামার্থ মিউনিসিপাল গৃহটীও শোভিত ও সজ্জিত করা হইয়াছিল, কিন্তু ভাবে বিলক্ষণ বোধ হইল, তাঁহাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের কোনরূপ আয়োজন করা হয় নাই। সাহেবেরা রাণাঘাট হইতে রওয়ানা হইয়া প্রাতঃ সাড়ে সাত ঘটিকার সময় শান্তিপুরে আগমন করেন। এই সংবাদ শুনিয়া স্থানীয় কয়েকজন মিউনিসিপাল কমিশনর আবশ্যকরূপ পরিচ্ছদ পরিয়া সাহেবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, কিন্তু তদ্দণ্ডে তাঁহারা কতদূর পুরস্কৃত হইয়াছেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। একজন মিউনিসিপাল-কমিশনর [illegible] বাজিবা [illegible] সাহেব সকলে গমন করেন, জনৈক বিদেশক আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে, মহাশয়! আজ বাবুদের কোথায় নিমন্ত্রণ হইয়াছে বলিতে পারেন?" আমরা কহিলাম যে, না, বলিতে পারি না। তদনন্তর সাহেবেরা পুলিস প্রাঙ্গণ হইতে বহির্গত হওয়া স্থানীয় দাতব্য-চিকিৎসালয়ে প্রবেশ করিলেন। কমিশনর বাবুরাও চির পরিচিত প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কর্ত্তব্যকর্ম্মপ্রিয় সাহেবেরা চিকিৎসালয় পরিদর্শন পূর্ব্বক স্কুলগৃহে গমন করিলেন আমাদের মান্যবর সাধারণ প্রতিনিধি তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গাড়ী হাঁকাইয়া দিলেন। পথমধ্যে বাবুদের এক খানি গাড়ী সবেগে একজন পথিকের উপর দিয়া দৌড়িয়া গেল, [illegible] তৎক্ষণাৎ তাহাকে ডাক্তারখানার আশ্রয় লইতে হইল, কিন্তু বাবুরা ঐ সময় যেন [illegible] দেখিতে পাইলেন না। সাহেবেরা স্কুল পরিদর্শনাদি করিয়া বেলা অনুমান [illegible] প্রহরের সময় কৃষ্ণনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আমাদের ভাইস-চেয়ারম্যান বাবুও এই সুযোগে [illegible] মন্দিরা„ খেলিয়া দেশীয় [illegible] রুমে ঢুকিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। আমাদের সব ডিবিজনাল আফিসের [illegible] বাবু মহাশয় এক্ষণে [illegible] আছেন, এজন্য বোধ হয় সাহেবের সঙ্গে আসি[illegible] আমাদের সাধারণ প্রতিনিধি বাবুদের কার্য্য দেখিতে পাইলেন না, ইহাই দুঃখের বিষয়।

কয়েক দিন হইল, স্থানীয় দাতব্য [illegible] কমিশনর বাবুদের একটী সাধারণ সভাধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐ সভায় ভাইস-চেয়ারম্যান বাবুও উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কমিশনর বাবুরা

বলায়ে তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। ঐ সভাধিবেশন হইবার পূর্ব্বে জনরব উঠিয়াছিল যে, ভাইস-চেয়ারম্যান বাবু বঙ্গদেশের সার্জ্জন জেনেরল ডাক্তর পেইন সাহেবের কৃত মন্তব্য লিপির মর্ম্মানুসারে স্থানীয় চিকিৎসালয়ের কম্পাউণ্ডরের পদটী উঠাইয়া দিবেন ও তৎপরিবর্ত্তে মাসিক তিন টাকা বেতনের একজন চাকর রাখিবেন ও চিকিৎসালয় সংক্রান্ত অন্যান্য খরচ পত্রও কিছু কিছু কমাইয়া দিবেন এবং সুযোগ বুঝিলে উক্ত চিকিৎসালয়ের যোগ্য নেটিভ ডাক্তর বাবুকে বিদায় দিয়া তৎপদে একজন মনের মত প্রিয় ডাক্তর নিযুক্ত করিবেন, কিন্তু কমিশনর বাবুদের ঐকমত্যে, ঐ সভায় তদ্বিপরীত সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। এতদ্দ্বারা চিকিৎসালয়ের কার্য্য প্রণালী পূর্ব্ববৎ অপরিবর্ত্তিত রহিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বড় কমিশনরের আসল মতলবটী দ্বৈপায়ন হ্রদে আপাততঃ লুক্কায়িত ভাবে রহিল। ফলতঃ এই সভায় আর একটী উৎকৃষ্ট নিয়ম অবধারিত হইয়াছে যে, অতঃপর চিকিৎসালয়ের ব্যবহারার্থ ঔষধাদি অর্থ দিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্রয় করিতে হইবে না। সুলভ মূল্যে অকৃত্রিম ঔষধ যেখানে পাওয়া যাইবে, চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষগণ সেখান হইতেই ঔষধ ক্রয় করিতে পারিবেন। তবে যে সকল ঔষধ ক্রয় করিতে হইবে, তৎসমুদয়ের একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া জেলার সিবিল সার্জ্জন দ্বারা তাহা স্বাক্ষরিত করাইয়া আনাইতে হইবে।

এবার সুত্রাগড়ে ঘরে ঘরে জ্বর প্রবেশ করিয়াছে। প্রত্যেক গৃহস্থের প্রায় সকলেই পীড়িত ও শয্যাগত। স্থানীয় ডাক্তর বাবুদের একাদশ বৃহস্পতি বটে, কিন্তু গৃহস্থ যে ধনে প্রাণে মারা পড়িতে লাগিল! গবর্ণমেণ্ট এক ড্রাম সিনকোনা দিয়া যে কয়েক জন নেটিভ ডাক্তর পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের চিকিৎসায় ও ঔষধে রোগীর কিছু মাত্র উপকার লাভের সম্ভাবনা নাই।

ভাগলপুর।

এখানকার আদালতে সম্প্রতি যে একটী মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে "মরা হাতী লাখ টাকা" এই চির-প্রচলিত বাক্যের সত্যতা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। হাতী মরিলেও লক্ষ টাকা না হউক, স্থান-বিশেষে বড় অর্থের খবর লইয়া থাকে। সাধারণের বিদিতার্থ আমরা সেই মকদ্দমাটীর স্থূল বৃত্তান্ত নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

কলিকাতাবাসী প্রসিদ্ধ ধনী বাবু গিরীন্দ্রনাথ ঘোষের পীরপৈঁতির ৬।৭ মাইল দক্ষিণে মনিহারী পরগণা নামে একটী বিস্তৃত জমিদারী আছে। সেই জমিদারীর সদর কাছারি বলবড্ডায়। কয়েক মাস গত হইল, সেই বলবড্ডা হইতে একটী বৃদ্ধ হস্তী কার্য্যবশতঃ কোন স্থানে গিয়া প্রত্যাগমন সময়ে পীরপৈঁতিতে হস্তী-লীলা সম্বরণ করে। হাতীকে আপন জমিদারীতে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে বলিয়া, মণিহারীর নায়েব হাতীকে সেই স্থানেই কবর দিতে অনুমতি দেন।

এ দিকে পীরপৈঁতি, ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ নীলকর সাহেব উইলিয়ম্ গ্রাণ্ট সাহেবের ইজারা-ভুক্ত। কার্ল সাহেব পীরপৈঁতিকুঠির কর্ম্মকর্ত্তা। কিছু দিন পরে কার্ল দেখিলেন, কেহই আর হস্তীর অনুসন্ধান করে না। তখন তিনি বেওয়ারিস সম্পত্তি ভাবিয়া কতকগুলি হাড় তুলিয়া লইয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। মণিহারীর নায়েব ইহা জানিতে পারিয়া প্রথমে হাড় চাহিয়া পাঠান; কিন্তু না পাওয়াতে অগত্যা আদালতে সাহেবের নামে ১০/ মোণ হাড় ৩০ টাকার দরে ৩০০ শ ১ টাকার দাবী দিয়া অভিযোগ করেন। বিচারে ৩০০ শত টাকার স্থানে ৫ টাকা ডিক্রী পাইয়াছেন! এখন শুনিতেছি, মকদ্দমা আবার চলিবে। হাতীর মরিয়াও সুখশান্তি হইল না।

পীরপৈঁতি ষ্টেসনের সহকারী ষ্টেসন মাষ্টার এক জন যথার্থ ভদ্রলোক। তাঁহার আগমনে সকলেই সুখী হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার উপর হঠাৎ গোরাঙ্গ বিরূপ হইয়াছেন। বুঝি তাঁহাকে অকারণ তল্পি-তাগাদা লইয়া স্থানান্তরে যাইতে হয়। যদি সত্য সত্যই রীতিমত প্রমাণ না লইয়া রেলওয়ে কোম্পানি তাঁহাকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া দেন; তবে তাঁহার প্রতি অবিচার প্রদর্শন করা হইবে। আমরা আশা করি সেরূপ কখনই হইবে না। এস্থলে তাঁহার দোষের কথা একটু বলা কর্ত্তব্য। শুনিতে পাই, তিনি সাহেবের সম্মুখে উলঙ্গ গাত্রে স্নান করিয়াছিলেন! ও তাঁহার দ্রব্য ষ্টেসন মাষ্টার ডেলে ভারি দিয়াছেন কি না তাহা নিশ্চই করিয়া বলিতে পারেন নাই মাত্র!

মাড়োয়ারি জাতির একতা বড় প্রশংসনীয়, শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। বরাহাটে বহু কালের দুটী হাট আছে। একটীতে ব্যবসায়ের দ্রব্য চাউল, তিসি, বুট ইত্যাদি। অন্যটীতে তরকারী ও অন্যান্য ফলমূলাদি বিক্রীত হয়। যেখানে ব্যবসায়ের দ্রব্যাদি বিক্রীত হয়, তাহার নাম পিরোজপুর, উহা মনিহারীর অন্তর্ভূত। ব্যবসায়ের সময়ে ইহাতে প্রত্যেক হাটে ১০০০০।১৫০০০ হাজার মণ বিক্রীত হয়, অন্যটী বরাহাটে পীরপৈঁতির অধীন। বরাহাটেই ২৫।৩০ ঘর মাড়োয়ারি বাস করে। সম্প্রতি পীরপৈঁতি কুঠির সাহেব এক জন মাড়োয়ারির নামে বাকি খাজনার অভিযোগ করিয়া ডিক্রী করায় সকল মাড়োয়ারি অপমান বোধ করতঃ পরামর্শ করিয়া ও সকলকে পরামর্শ দিয়া বরার হাটটী উঠাইয়া দিয়াছে। যে হাটে প্রতি হাটে ৬।৭ সহস্র লোকের সমাবেশ হয়, সেই হাটে এক দিন জনপ্রাণীরও সমাবেশ হয় নাই! ইহাতে পৈঁতির সাহেবের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। এই ক্ষতি নিবন্ধন বোধ হয় আগামী হাটে একটী ভীষণ কাণ্ড হইয়া যাইবে। যাহা হউক মাড়োয়ারির একতাকে ধন্য।

আজকাল অধিবাসীগণের স্বাস্থ্য পূর্ব্ববৎ। হৈমন্তিক ধান্যও আশানুরূপ। বাজার দর মন্দ নহে।

দেহুড়দা—২০।১১।৮১।

কয়েক বৎসর হইল, কটক নগরে একটী হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তাহার কার্য্য এ পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের গোচর করা হয় নাই। এ বৎসর ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রীবর্গকে পুরস্কার বিতরণের নিমিত্ত কটকের কালেক্টগৃহে গত ১৮ ই কার্ত্তিক এক সভা হইয়াছিল।

সভাস্থলে কমিশনর সাহেব, ডাক্তার ষ্টুয়ার্ট সাহেব, তিন জন ইংরাজ মহিলা, হিন্দোলের রাজা ও কতিপয় ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে, আমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই অনুপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ ছাত্রীদিগের কবিতা পাঠের পর তাহাদিগের সূচীকর্ম্ম প্রদর্শিত হয়। তৎপরে কমিশনর সাহেব পুরস্কার বিতরণ করেন। ৪০ টাকা মূল্যের রূপার ফুল, পশম, পুত্তলিকা ও ছবি পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন হিন্দোলরাজ ৬ টী রূপার কর্ণফুল পুরস্কার দিয়াছেন। পরিশেষে কমিশনর বালিকাদিগের বিবাহের পর তাহাদের শিক্ষাবিষয়ে সাধারণকে মনোযোগী হইতে বলেন, এবং স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি বিষয়ে সাধারণে যাহাতে যত্নবান হন তদ্বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। এ বিদ্যালয়ে এক্ষণে ২৫ টী ছাত্রী পড়িতেছে। গবর্ণমেণ্ট ইহাতে মাসিক ১৫ টাকা সাহায্যদান করেন এবং ১৬ টাকা চাঁদা উঠে।এই ৩১ টাকার মধ্যে ৩০ টাকা মাসিক ব্যয় হইয়া থাকে। এই বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মাণের নিমিত্ত নিম্নলিখিত চাঁদা উঠিয়াছে।

কেন্দুঝরীর রাজা	৫০০ টাকা
চৌধুরী কৃত্তিবাস দাস	৩০০
রাজা শ্যামানন্দ দে	২৫০
অন্যান্য ব্যক্তি	৫০
	১১০০ টাকা

তালচেরের রাণী মহোদয়া ছাত্রীদিগকে পুরস্কার দিবার নিমিত্ত বার্ষিক ২০ টাকা দিতে স্বীকৃত

হইয়াছেন। এক মেম ছাত্রীদিগকে সূচিকর্ম্ম শিখাইতেছেন। তাহা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত দুই জন শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। কলেজীএট স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী উক্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদক। তাঁহার যত্নে ইহার কার্য্য আজ কাল উত্তমরূপ চলিতেছে।

উড়িষ্যার বার্ষিক বিজ্ঞাপনী বাহির হইয়াছে। তাহার মধ্যে জনসাধারণের স্বাস্থ্যবিষয়ের কিছু উল্লেখ করিতেছি। বর্ত্তমান বর্ষের মৃত্যুসংখ্যা পূর্ব্ব বর্ষ অপেক্ষা অধিক। যথা,—

	১৮৭৯	১৮৮০
কটক	৩০১৯১ জন	৩৪৩১৩ জন
পুরী	১৩৮৬৩	১৯৪৮১
বালেশ্বর	১৯৬৫৭	১৬১৪২
মোট	৬৩৭১১	৬৯৯৩৬

এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, এ বৎসর লোকের স্বাস্থ্য পূর্ব্ব বর্ষ অপেক্ষা মন্দ। যদি বালেশ্বরে পূর্ব্ব বর্ষ অপেক্ষা এ বৎসর মৃত্যুর সংখ্যা কম, তথাপি তাহা বালেশ্বরের লোক সংখ্যার প্রতি শত করা ১০ জন হওয়াতে সন্তোষজনক নহে। কটকে শত করা দুই জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ওলাউঠা রোগ অনেক কম, তজ্জনিত মৃত্যু ও পূর্ব্ব অপেক্ষা অল্প। যথাঃ—

	১৮৭৯	১৮৮০
কটক	৪১৬০ জন	২৭৮০ জন
পুরী	১৭৬৬	১৩৭২
বালেশ্বর	৬০৪২	১১০৫
মোট	১২১৭১	৭২৫৭

ওলাউঠা রোগ যেমন কম, বসন্ত সেই পরিমাণে বেশী। উহাতে অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

	১৮৭৯	১৮৮০
কটক	৩১৩	৫৭৬৪
পুরী	১৫১	৪৮৯৯
বালেশ্বর	১৩২	৫৪৯
	৬২৯	১১১৯২

যাজপুর সব ডিবিজনে জ্বর ও অন্যান্য রোগ অধিক হইয়াছিল।

কটক জেলার অন্তর্গত মারসাঘাই ডাকঘরের ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার মনি অর্ডরের টাকা হইতে ২৫০ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। উহা প্রকাশ হওয়াতে তিনি স্বদেশে পলাইয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে ধৃত হইয়াছেন।

এ অঞ্চলের শস্যের অবস্থা মন্দ নহে। শস্য যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে। ধান চাউল খুব শস্তা দরে বিক্রীত হইতেছে, প্রায় কোন সামগ্রী মহার্ঘ্য নহে।

কামার্দা হইতে জগন্নাথ সড়ক পর্য্যন্ত যে রাস্তাটী গিয়াছে, তাহার অবস্থা ভাল নহে। রাস্তার দুই স্থানে খাল আছে। এক স্থানে সাঁকো হইয়াছে, আর এক স্থানে সাঁকো না হওয়াতে লোকের যে কি প্রকার কষ্ট হইতেছে, তাহা বলা যায় না। এমন দিন নাই সেখানে ডুবিয়া না মরে যে লোকে পার হয়। সুতরাং পদব্রজে পার হওয়াতে বিষম কষ্ট হয়।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় এ বৎসর ছাত্রবৃত্তি এবং মধ্যবৃত্তি পরীক্ষা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। এই পরীক্ষার সাহিত্যের প্রশ্ন অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল। আমরা জানি মধু বাবু ছাত্রবৃত্তির সাহিত্যের পরীক্ষক। তিনি একজন বিবেচক লোক হইয়া ছাত্রদিগকে কেন যে এরূপ কঠিন প্রশ্ন দিলেন, আমরা ইহার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছি না। বৈদেহীবিলাস এবং রসকল্লোল প্রভৃতি হইতে বিষম কঠিন প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছিল। এই কারণে অনেক বালক এবার বোধ হয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না।

ঢেঁকানালের আসিষ্টেণ্ট সারজন বাবু বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী তিন মাসের অবকাশ পাইয়া স্বদেশ যাইতেছেন। কেন্দ্রপাড়ার কানুনগোকে কোন সরকারি কাগজ দেওয়ার বিলম্ব হওয়ার দোষে একটিং কালেক্টর গ্রাণ্ট সাহেব কর্ম্মচ্যুত করিয়াছিলেন, ও আবগারী দারোগাকে পাশ হারাইবার অপরাধে ৬ মাস সসপেণ্ড করিয়াছিলেন। ইহাঁরা কমিশনর সাহেবের কাছে আপীল করাতে কমিশনর সাহেব কানুনগোকে ৬ মাস এবং দারগাকে ৩ তিন মাস সস্পেণ্ড করিবার আদেশ করিয়াছেন।

উক্ত গ্রাণ্ট সাহেব বড় কঠিনহৃদয়। ইনি এক জন নকলনবিশকে অল্প দোষে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন। আপীলে কমিশনর সাহেব তাঁহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন।

আমাদের বাসগ্রামের অনতিদূরবর্ত্তী বালিয়াপাল থানার এলাকায় একটী রমণী আপনার ৮।৯ বৎসরবয়স্ক পুত্রকে ক্রোধপরবশ হইয়া এক চাপড় মারে। বালক সেই আঘাতেই প্রাণত্যাগ করে। এক্ষণে সেই স্ত্রীলোকটী ধৃত হইয়াছে।

উড়িষ্যার রেলওয়ে হওয়ার নিমিত্ত বঙ্গদেশের এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকদিগকে অংশীদার করিবার অভিপ্রায়ে কুমার বৈকুণ্ঠনাথ দে বঙ্গদেশ হইয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিতেছেন।

বর্ত্তমান ঋতুর পরিবর্ত্তন হওয়াতে আকাশে মেঘের সঞ্চার দেখা যাইতেছে।

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয়ের এবম্বিধ দয়ার কার্য্য দেখিয়া আমরা যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম। উক্ত মহাত্মা স্বব্যয়ে ডাক্তারি ঔষধ আনাইয়া এবং একটী নেটীব ডাক্তার রাখিয়া এ স্থানবাসী দরিদ্র লোকদিগের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া অশেষ উপকার করিতেছেন বলা

বিজ্ঞাপন

স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

—:o:—

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৬৷৹ টাকা ও ডাক মাসুল ২৸৹ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাক মাসুলসহ ৭৷৹ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাসুল।৵৹, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৸৹, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৪৷৹, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪।৵৹ গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা।

(অদ্ভুত-রহস্য!!)

পাঠক মহাশয়!

"রাজকন্যার কাহিনী অতি অদ্ভুত, এতে না আছে এমন ব্যাপারই নাই। সমুদ্রমন্থনে যেমন অমৃত, হলাহল, লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তভমণি প্রভৃতি কত রকমের কত পদার্থ উঠেছিল, এই গুপ্ত কাণ্ডের মধ্যেও সেইরূপ নানা ব্যাপার, নানা ঘটনা নানা কারখানা দেখতে পাবেন। শরৎকালের মেঘগর্জ্জনের ন্যায় বৃথা বাকাব্যয় করায় কোন ফল নাই। বিজ্ঞাপনে সকল বিষয় লিখিতে হইলে গন্ন লাট হয়, সেই অনুরোধে এখন পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় হই।

পুনশ্চঃ—"রাজকন্যার পুথি"—অদ্ভুত ব্যাপার!!

যোগ-জ্যোতিষ গণনা করণ, যোগ সিদ্ধি করণ, মনস্কামনা পরীক্ষা করণ, মিলন, মৃত্যু, বিদ্যা, বিবাহ, মন্ত্র, ব্যবসা, বিপদ, বিশ্বাস, বৃদ্ধ, ধন, গর্ভ, সন্তান, পরমায়ু প্রভৃতি জগতের যাবতীয় কার্য্য পরীক্ষা করণঃ—ইত্যাদি।

পুস্তকের—নিয়ম, (অগ্রিম দ্বাদশ খণ্ডের) মূল্য মায় রাহা খরচ ১৸৵৹ আনা মাত্র।

প্রকাশক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ
কলিকাতা নর্থ্সুবর্ব্বন টালা ২ নং কার্য্যালয়।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরগু, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) যোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র প্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

ইণ্ডিয়ান ষ্টার অয়েল।

(ভারতীয় তারকা তৈল।)

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

এই তৈল লেপনে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন ক্ষতরোগ আরোগ্য হয়। যথাঃ—

কাটা ঘা, বহুকাল স্থায়ী পচা ঘা, স্ফোটক, সর্ব্বপ্রকার ঘুরঘুরে ঘা, ফোস্কা ঘা, আবের ঘা, স্তনের ঘা ও স্তনমূলের ঘা, বেলেস্তারার ঘা, ডুবা ঘা, সকল প্রকার গলিত কুষ্ঠ, খোষ পাঁচড়া, ছিঁড়িয়া, ছড়িয়া, পড়িয়া যাওয়া ঘা, গণ্ডমালা, পুড়ে যাওয়া ঘা, পৃষ্ঠব্রণ, সর্ব্বপ্রকার নালী ঘা ও শোষ ঘা, নানাপ্রকার অর্শ, উপদংশ অর্থাৎ (গর্ম্মির ঘা) ফিক্‌বেদনা, সর্ব্বপ্রকার পারার ঘা, আঙ্গুলহাড়া, বিস্ফোটক, কাঁউড় ঘা, সর্ব্বপ্রকার বেদনা, কর্ণমূলের ঘা, নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, ইত্যাদি।

মূল্য প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশি ১ টাকা।

এই তৈল কলিকাতা ১৩ নম্বর কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে এবং ১০ নম্বর হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নারায়ণপ্রসাদ আচার্য্য— বহুবাজার ১০
" " কৃষ্ণবিহারি রায়—জামালপুর ১০
" " ঘনশ্যাম চৌধুরী—বগচরা ১০
" " পিবিনবিহারি শেঠ—শ্রীপুর পোষ্ট ১০
" " কামিনীকুমার পাল—কালীগঞ্জ থানা ৭
" " বিপিনবিহারি কুণ্ডু—বল্লভপুর ৭
" " অন্নদাচরণ রায়—মাজিমপুর ৭
" " কৈলাসচন্দ্র দে—প [illegible] ৭
" " নরেশনাথ বসু—পী-গঞ্জ ৭
" যশোহর পবলিক লাইব্রেরী— যশোহর ৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সকলকে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵৹ দুই আনা তাহার পর ৴৹ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ । “ প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং ” ৪ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাস্তুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ২৮ এ অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৮১। ১২ ই ডিসেম্বর।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাস্তুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

কৃষি ও উদ্যানকার্য্যে জ্ঞান বিস্তার জন্য নর্সরি হইতে কৃষিতত্ত্ব নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। তিন বৎসর হইতে কৃষিতত্ত্ব যাবতীয় প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আসিতেছে; উহার বার্ষিক চাঁদা ডাক মাসুল সমেত ৩৵৹ আনা মাত্র।

মফস্বলস্থ মহোদয়গণের অনুরোধে নর্সরি আফিসে আমরা এজেন্সির কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। বিদেশস্থ ব্যক্তিগণের যে কোন দ্রব্যের আবশ্যক হয় আমাদিগের দ্বারা তাহার সদুপায় সুবন্দোবস্তে সরবরাহ হইয়া থাকে। পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত শত করা পাঁচ টাকা হিসাবে কমিশন লইয়া থাকি, অধিক টাকার দ্রব্য খরিদ করিতে হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হয়। অন্যান্য বিষয়ে আমাদিগকে পত্র লিখিলে জানান যাইবে। কেবল ... মহোদয়গণ আমাদের এজেন্সির ... এবং তাহার প্রণালী পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীনৃত্যলাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সরি কলিকাতা।

বাঙ্গালা স্মলপাইকা ও পাইকা অক্ষরের প্রয়োজন।

আমাদের ছাপাখানার নিমিত্ত পাঁচ মণ স্মলপাইকা ও পাঁচ মণ পাইকা নূতন অক্ষরের প্রয়োজন হইয়াছে। অক্ষরগুলি উত্তম ছন্দের ও দেখিতে অতি সুন্দর হইবে। ঢালাইও উত্তমরূপ হইবে। ঢালাইয়ে কোন দোষ থাকিবে না। যদি এরূপ অক্ষর কাহার প্রস্তুত থাকে, কিম্বা অল্প দিনের মধ্যে প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন, তিনি কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে আমার নিকটে সংবাদ লিখিবেন। ঐ উভয় অক্ষরের এক একটী প্রুফ পাঠাইবেন এবং কোন অক্ষরের মণ কত দরে দিতে পারেন, তাহাও বিশেষ করিয়া লিখিবেন।

১২৮৮ সাল } শ্রীউপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
২৮শে অগ্রহায়ণ } সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক।

কর্ম্মখালি।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়ের ... শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। মাসিক বেতন ... টাকা। যাঁহারা প্রার্থী হইবেন তাঁহারা ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট আবেদন করিবেন। যাঁহারা এল, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছু দিন কোন বিদ্যালয়ে কর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহাদের আবেদনই সবিশেষ আদৃত হইবে। উক্ত আবেদনের সহিত তাঁহাদের সৎ চরিত্রের প্রশংসা পত্র পাঠাইয়া দিবেন। যাঁহারা এল, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নহেন, তাঁহাদিগের আবেদন করিবার প্রয়োজন নাই।

প্রেরিতপত্র

"ব্যয় ও সময়।"

মহাশয়! আমরা উদরান্ন সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করিয়া কোথায় আসিয়াছি? ক্ষুদ্রহৃদয়ে যখন এই ভয়ানক চিন্তা প্রবলবেগে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন চিত্ত যে কিরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠে তাহা মাদৃশ জনে অনায়াসেই অনুভব করিবেন। হৃদয়ে এই ভীষণ উদ্যম-তরঙ্গ সমুত্থিত হইয়া যখন নীররূপে নয়ন দ্বার দিয়া বহির্গত হইতে থাকে, জগতে এমন সুহৃদ্ কে আছে যে ... চিরকালমধ্যে আমাদের এই সামান্য হৃদয়ের ভীষণ উদ্যম-তরঙ্গ দূর করিয়া চক্ষের জল নিবারণ করিতে পারে? আমাদের এই প্রশ্নের উত্তরে বোধ হয় অনেকেই বলিবেন উপস্থিত সময়ে হৃদয়ের এই ভীষণ উদ্যম অচিরকাল মধ্যে বিদূরিত করিতে তাড়িতবার্ত্তাবহ বিভাগকে যেরূপ সুপারগ বলিয়া অনুমিত হয়, অন্য কোন বিভাগই তদ্রূপ নহে। তুমি যত দূরদেশে থাক না কেন, এই বিভাগ অনতিকালমধ্যে তোমার আত্মীয়স্বজনের শিবসংবাদ লইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া তোমার হৃদয়ে শান্তি সংস্থাপন করিবে। ভাবিয়া দেখ কোথায় ভারতবর্ষ আর কোথায় ইংলণ্ড! ডাকবিভাগের দ্বারা সংবাদ আদান প্রদান করিতে হইলে কত সময়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু যেন দেখিবে ডাকযোগে ভারতের সংবাদ বিলাতে প্রেরণ করিতে হইলে যে সময়ের প্রয়োজন হয়, তাড়িতবার্ত্তাবহ-যোগে তাহার শতভাগের এক ভাগও আবশ্যক হয় না, তখন এরূপ উত্তর কতদূর সত্য তাহা অনায়াসেই অনুভব করিবে। সত্য বটে, যে অবধি চপলা মানবের বার্ত্তাবহন-কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে, সে অবধি বিশেষ প্রয়োজনীয় সংবাদ সকল ইহার দ্বারায়ই প্রেরণ করা হইয়া থাকে; কিন্তু এ সুবিধা যে আপামর সাধারণ সকলেই সমভাবে উপভোগ করিতে পারে, তাহা পারে না। যাহাদের অর্থ আছে এ সুবিধা তাহাদেরই জন্য। যাহাদের তাহা নাই, তাহাদের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধও নাই। কারণ এক টাকার নিম্নে কোন স্থানেই কোন সংবাদ প্রেরণ করিতে পারা যায় না। সুতরাং ইহা সাধারণের উপকারে আইসে না। যাহা সাধারণের উপকারে সহজে আইসে না, তাহার যে কোন গুণ থাকুক না কেন, ডাকবিভাগের গুণের সহিত তাহার সমত্ব হইতে পারে না। বৈদ্যুতিক বার্ত্তাবহ বিভাগের কার্য্যাপেক্ষা ডাকবিভাগের কার্য্য কথঞ্চিৎ সময়সাপেক্ষ, কিন্তু উক্ত বিভাগের কার্য্যাপেক্ষা ডাকবিভাগের কার্য্য যে স্বল্পব্যয়সাপেক্ষ তাহা আপামর সাধারণ সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। সত্য বটে আজকাল তাড়িতবার্ত্তাবহ বিভাগ ডাকবিভাগের অসাধারণ উন্নতি দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা যৎকথঞ্চিৎ ব্যয় কমাইয়া দিয়াছেন। পরন্তু ডাকবিভাগের ন্যায় এক পয়সায় অপরিমিত বার্ত্তা কখনই বহন করিতে সক্ষম হইতে পারিবে না। আরও ইহার যে কেবল বাক্যের সংখ্যানুসারে মূল্য গৃহীত হইয়া থাকে এমন নহে, এই বিভাগের কর্ম্মচারিগণ যে স্থানে থাকিয়া চপলার বাহিত সংবাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সেই স্থান হইতে দূরতা প্রাপকের বাসস্থান সার্দ্ধদ্বয় ক্রোশের অধিক হইলে, তাহা তাঁহারা আপন কর্ম্মচারীর দ্বারা প্রেরণ করেন না। প্রেরক যদি স্বয়ং কোন প্রকার বন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলে সেই সমাচার তাঁহারা সেই বন্দোবস্ত অনুসারে প্রাপকের নিকট প্রেরণ করেন, অন্যভাবে তাঁহারা এই মহোপকারী ডাকবিভাগের হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হন।

তুমি যে এক টাকা ছয়টী কথার নিমিত্ত প্রদান করিলে, তাহার জন্য তাঁহাদের কোন চিন্তাই নাই। কি চমৎকার বিচার! আমাদের মহোপকারী ডাকবিভাগ দেখ, তোমার নিকট একটী পয়সা গ্রহণ করিয়া তোমাকে একখানি কার্ড দিলেন। তোমার যেরূপ ইচ্ছা তুমি তাহাতে লিখিলে। তাঁহারা তোমার সেইখানি বহন করিয়া তোমার অভীপ্সিত স্থানে লইয়া গিয়া প্রাপকের হস্তে প্রদান করিলেন। প্রাপকের বাটী ডাকঘর হইতে পাঁচ ক্রোশ অন্তর হউক, আর দশ ক্রোশ অন্তরেই হউক, তাহার প্রতি তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। এমন উপকারী কি অন্য কোন বিভাগ হইবে? দেখ পূর্ব্বে এই সকল সংবাদপত্র, এক আনা টিকিটে যাইত, তাহাতে বৎসরে তিন টাকা দিতে হইত। তিন টাকা মূল্যের কোন সংবাদপত্র গ্রহণ করিতে হইলে ছয় টাকা ব্যয় হইত। তজ্জন্য অনেকেই সংবাদপত্র গ্রহণ করিতে পারিতেন না। ডাকবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ইহা বুঝিতে পারিয়া

যাহাতে সকলে গ্রহণ করিতে পারে, সে জন্য সাধারণ চিঠির নিয়মে সংবাদপত্র গ্রহণের নিয়ম করিলেন। ইহাতেও তাঁহাদের মহতী ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়াতে সম্প্রতি এক পয়সায় সংবাদপত্র প্রেরণ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। সত্য বটে শেষ নিয়মে এখনও কিঞ্চিৎ গোলযোগ আছে, কিন্তু তাহা যে দীর্ঘকাল থাকিবে না, তাহা এই বিভাগের পূর্ব্বাপর কার্য্যপ্রণালীর পর্য্যালোচনা করিলে দিব্যচক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। যে বিভাগ কথায় কথায় উদারতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন, সে বিভাগ যে এই সামান্য গোলযোগের প্রতিবিধান করিবেন না তাহা কোনক্রমেই বিশ্বাস হয় না কারণ ডাকবিভাগের কর্তৃপক্ষেরা ভারতবাসীর অবস্থা যেমন সুন্দররূপে অবগত হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের সংস্থাপিত কোন বিভাগই সেরূপ জানিতে পারেন নাই। ডাক বিভাগের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের অপরাপর বিভাগ আমাদের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইলে কি আমাদিগকে প্রতিনিয়ত ক্রন্দন করিতে হইত? তদ্ভিন্ন সকল বিভাগই আমাদিগকে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে দেখিতে পাইতেছেন। আমাদের অবস্থা স্বচ্ছন্দের হইলে কি সম্পাদকদিগকে, গ্রাহকের দোষে কাগজ বন্ধ হইল বলিয়া আক্ষেপ করিতে হইত? সংবাদপত্রের বহুলপ্রচার যত দিন দিন বৃদ্ধি হইবে, ততই যে ভাষার এবং সমাজের উন্নতি সাধিত হইবে, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু তথাপি যাহাতে তাহার জীবন রক্ষা হয়, তাহা করিতে পারিতেছেন না; ভারতবাসীর দুরবস্থাই এক মাত্র কারণ। আমাদের এই দুরবস্থার সময়ে যিনি আমাদের অভ্যুদয়ের জন্য অশেষপ্রকারে চেষ্টা করিবেন, তিনি যে সমগ্র ভারতবাসীর ধন্যবাদের পাত্র হইবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এইত গেল কাগজ পত্রের কথা, এক্ষণে একবার দ্রব্যাদি বহনের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ। বৈদ্যুতিক বিভাগ দ্বারা উহা কস্মিনকালেও হইতে পারিবে না। যাহার যে কোন দ্রব্য যে কোন স্থানে পাঠাইবার ইচ্ছা, এই ডাকবিভাগ দ্বারা সে তাহা সেই স্থানে পাঠাইতে পারে। উপস্থিত সময়ে এই বিভাগ যে ভাবে কার্য্য করিতেছে, তাহাতে ইহাকে পুরাকালের কল্পবৃক্ষের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কল্পবৃক্ষের নিকট যেমন যাহার যাহা প্রয়োজন হইত, সে তাহাই প্রাপ্ত হইত। এই বিভাগও সেইরূপ, যাহার যাহাতে প্রয়োজন তাহার তাহাই পূরণ করিয়া দিতেছে। এমন অশেষগুণসম্পন্ন বিভাগ কি আর আছে? সমাচার, টাকা, দ্রব্য, সংসারীর যাহা প্রয়োজন, তাহাই এই বিভাগ স্বল্প ব্যয়ে সম্পাদন করিতেছে। ইহার সহিত কোন বিভাগেরই তুলনা হইতে পারে না। এই জন্য আমরা নিরতিশয় আগ্রহের সহিত ডাকবিভাগের ডাইরেক্টর সাহেব বাহাদুরকে অনুরোধ করিতেছি, যাহাতে এই বিভাগের "বার ও সময়" নামক দোষদ্বয় বিদূরিত হয়, তাহা করা আবশ্যক হইয়াছে। এই দোষ দুইটী দূর হইলে যে এই বিভাগ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। এই দুই দোষ বহুকাল হইতে এই বিভাগে নিয়মরূপে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া এতৎসম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কেহই কোন কথা বলেন নাই। কিন্তু এক্ষণে আর উহা রাখা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যে বিভাগ প্রতি কথায় অসীম উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে, সে বিভাগে এবম্ভূত অনায়াসত্যাজ্য সামান্য দুটী দোষ থাকা আর ভাল দেখায় না। যদ্যপি রবিবারে ডাকবিভাগের কর্ম্মচারীরা এককালে অবসর প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের সেই অবসরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতাম না। উক্ত বারে তাঁহাদিগকে যখন কথঞ্চিৎ সময়ের জন্য কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়, তখন আর কতকগুলি কার্য্য উক্ত দিবস বন্ধ রাখিবার প্রয়োজন কি? বোধ হয় ইহাতে যে লোকের কোন ক্ষতি হয়, ডাকবিভাগ তাহা মনে করেন না। কিন্তু আমরা ইহার দ্বারা যে লোকের ক্ষতি হইতেছে, তাহা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। মনে কর রাম স্বীয় পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার পাইবার জন্য যে ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে, তাহা তাহার বাটী হইতে চারি দিনের পথ। ধর্ম্মাধিকরণ তাহাকে মঙ্গলবার উপস্থিত হইবার জন্য যে অনুজ্ঞাপত্র শুক্রবারে ডাকযোগে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা সে রবিবারে প্রাপ্ত হইল। এক্ষণে সে যদি রেজিষ্টারি পত্রের দ্বারা উক্ত মঙ্গলবারে উপস্থিত হইতে না পারার প্রতিকারণ বিজ্ঞাপন করিয়া তাহার অভিযোগের বিচার স্থগিত রাখিবার জন্য বিচারপতির নিকটে প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তাহা হইতে পারে। কারণ সেই আবেদনপত্র বিচারপতির হস্তে ঠিক বিচারের দিনে উপস্থিত হইবে। কিন্তু রবিবারে রেজিষ্টরী করার নিয়ম না থাকাতে, সে তাহা করিতে পারিল না। সুতরাং অভিযোক্তার অনুপস্থিতিতে অভিযোগের যে অবস্থা হইয়া থাকে, তাহা হইল। সময় সম্বন্ধেও সেইরূপ, মনে কর কোন ব্যক্তিকে চতুর্থ দিবসে টাকা দিতে হইবে। ঐ দিবসে তাহা না দিলে সে আমার নামে ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ উপস্থিত করিবে। আজ শনিবার সেই টাকা রেজিষ্টারী পত্রে প্রেরণ করিলে সে ব্যক্তি ঠিক চতুর্থ দিবসে তাহা প্রাপ্ত হইবে। কোন অপরিহার্য্য কার্য্যের অনুরোধে আমি ঠিক সময়ে ডাকঘরে উপস্থিত হইতে না পারায় আমার পত্র রেজিষ্টরী করা হইল না। তাহার পর দিবস রবিবার রেজিষ্টারি করিবার নিয়ম নাই। এক্ষণে দেখ সময় এবং বারের নিয়ম থাকাতে লোকের ক্ষতি হয় কি না? তাই বলি যে বিভাগের সকল নিয়ম সুন্দর, তাহার মধ্যে দুটো কুৎসিত নিয়ম কেন? এই দুটী নিয়ম যাহাতে উঠিয়া যায়, তাহা করা কর্ত্তব্য হইতেছে।

শ্রীনকুড়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ম্যালেরিয়া নিবারণার্থ যমুনার পঙ্কোদ্ধার প্রার্থনা।

জল নির্গমনের পথ বদ্ধ হওয়াই যে ম্যালেরিয়া উৎপত্তির প্রধানতম কারণ, এই মত এত দিনের পর আমাদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের মনে দৃঢ়তররূপে বদ্ধমূল হওয়ায়, তিনি নদীয়া ও অন্যান্য কয়েকটী জেলার জল-নির্গমনপথ পরিষ্কার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন, এবং নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ফণ্ডে এককালে ৫০০০০ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। আজ কয়েক বৎসর হইতে নদীয়া জেলার অধিবাসিগণ ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বরে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া দুর্ব্বল অস্থিকঙ্কালবিশিষ্ট হইয়া এক্ষণে অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিতেছে। এবার কিছু অতিরিক্ত। প্রায় প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থের ২।৩ ব্যক্তি করিয়া পীড়িত শয্যায় শয়িত। অনেক পল্লীগ্রামে পীড়ার এতদূর আধিক্য, যে তথাকার কৃষকেরা পীড়া নিবন্ধন হৈমন্তিক ধান্য রক্ষা করিতে পারে নাই ও পারিতেছে না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদিগের বঙ্গেশ্বর, ডাক্তার আর, ডি, লিডারডেল, জে, টি, হেন্স উইল্স প্রভৃতি কয়েকজন রাজপুরুষকে কমিশনর করিয়া নদীয়ায় পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগকে শীতকাল পর্য্যন্ত নদীয়া জেলার দুর্গম স্থানসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া কি জন্য প্রজাগণ পীড়িত হয়, তাহার কারণানুসন্ধান করিতে এবং তাহাদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। এই সুযোগে আমরা নদীয়া জেলার একটী প্রশস্ত স্থানের ম্যালেরিয়ার কারণ রাজপুরুষগণের নিকট প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। যদি রাজপুরুষগণের এ বিষয়ে মনোযোগ [illegible] তবে অনেক অসহায় প্রজার মহোপকার হইবে।

এই সেই প্রশস্ত স্থান যমুনা নদীর উভয় পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহ। যমুনা, ত্রিবেণীর পূর্ব্ব ধারের খাল হইতে গঙ্গার নিকট বিদায় হইয়া নিকৃষ্ট,

রাজাপুর, নারায়ণপুর, সুবর্ণপুর, মোল্লাবেলিয়া, ফতেপুর, কুকমবেলিয়া, গাইঘাটা, ইছাপুর, গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি অনূন ২০০ [illegible] শত গ্রাম অতিক্রম করিয়া প্রায় ৪০। ৪২ মাইল পরিভ্রমণের পর চাং-ঘাটের পার্শ্বে ইছামতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার অবস্থা বড় শোচনীয়, সমস্তই প্রায় [illegible] শৈবালাদিতে আচ্ছন্ন। শীতকালে সকল স্থানে [illegible] থাকে না : বিষ্ণু-পঞ্চর বাহির হইয়া [illegible]। [illegible] হইয়া যায়। [illegible] তাহাও পাট পচান, [illegible] কারণে বিবর্ণ হইয়া উঠে। [illegible] বাসিগণের একমাত্র [illegible] হইবে না কেন? [illegible] পূর্ব্বে আমরা [illegible] কিন্তু [illegible] হয় নাই, [illegible] কর্ত্তব্য।

[illegible] উপযোগী [illegible] বলিয়া [illegible] কিন্তু [illegible] গ্রামসমূহের [illegible] দরিদ্র বলিয়া যমুনার পঙ্কোদ্ধার করিয়া সেই জীবন, [illegible] পানীয়জলে পবিণত করিতে পারে না। যাঁহাদের অবস্থা উত্তম, তাঁহারা মনে করিলে কোন উপায় করিতে পারেন, তাঁহারা সে বিষয়ে মনোযোগী হন না। এ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ভিন্ন অসহায় প্রজাদের অন্য উপায় নাই।

বঙ্গেশ্বর গত ৭ ই [illegible] [illegible] বলিয়াছেন, [illegible] ও মুর্শিদাবাদ [illegible] জলনিঃসরণের [illegible] জন্য ভবিষ্যতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইবে। যদি এই [illegible] তাঁহার মনোযোগ হয়, তবে [illegible] প্রজা-[illegible] মহৎ কল্যাণ সম্পাদিত হয়। অবশ্য এ কার্য্য করিতে কিছু অধিক অর্থের প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্ট যদি সম্পূর্ণ টাকা এ সময়ে না দিতে চাহেন, তাহা হইলে [illegible] সমুদায় গ্রামবাসির নিকট চাঁদা [illegible] আপন আপন অবস্থানুযায়ী চাঁদা [illegible] অসম্মত না হইতে পারে। কিন্তু [illegible] গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ ভিন্ন সে চাঁদা [illegible] কোন মঙ্গল সম্ভাবনা নাই।

[illegible] কথা, সমুদায় যমুনানদীর পঙ্কোদ্ধার করিতে হইলে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। এ কারণ আমরা সমুদায় নদীর পঙ্কোদ্ধার করিবার প্রার্থনা করি না। [illegible] নিকটবর্ত্তী [illegible] (যাহা এক্ষণে মৃত্তিকা জমিয়া গঙ্গার সহিত পৃথক হইয়া পড়িয়াছে) স্থান প্রশস্ত ও গভীর করিয়া খনন করিয়া দিলেই হইতে পারিবে। তাহা হইলে বর্ষাকালে গঙ্গার প্রবলস্রোত তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া যমুনার আবর্জ্জনারাশি ভাসাইয়া দিয়া যমুনাকে স্রোতস্বিনী করিয়া তুলিতে পারিবে। যমুনা স্রোতস্বতী হইলে জল বিশুদ্ধ হইয়া অধিবাসিগণের স্বাস্থ্যবর্দ্ধিত করিয়া দিবে।

শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।

চোদ্দ আইনের প্রতিবাদ।

৭ ই কার্ত্তিকের হালিসহর পত্রিকায় উক্ত পত্রিকার মাননীয় সম্পাদক মহাশয় "চোদ্দ-আইন" এই শীর্ষক দিয়া যে একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা উহার উপকারিতা [illegible] অনুভব করিয়াছি। "শরীরং ব্যাধি-[illegible] [illegible] জীবদেহে যত প্রকার রোগ [illegible] উপদংশ পীড়ার তুল্য ঘৃণাকর ক্লেশকর ও [illegible] রোগ আর নাই। উপদংশ রোগাক্রান্ত নরনারী যখন ইহার ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া করুণস্বরে রোদন করিতে থাকে তখন তাহাদের কণ্ঠনিঃসৃত সেই করুণধ্বনি শ্রবণ করিলে পাষাণহৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়। এই [illegible] রোগে আক্রান্ত হইয়া কোন কোন ব্যক্তি তাহার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, এ কথাও আমরা কখন কখন [illegible]। মানবগণের অন্যান্য ক্রুর রোগ তাহাদের দেহের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইয়া যায়, কিন্তু উপদংশ মহাব্যাধি প্রভৃতি কয়েকটী রোগ আদম ও ইভের পাপের ন্যায় পুরুষানুক্রমে ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগেরও যন্ত্রণার কারণ হইয়া থাকে।

এক্ষণে আমার বক্তব্য বিষয়ের অবসর উপস্থিত হইতেছে। শ্রদ্ধাস্পদ হালিসহর প্রকাশিকার সম্পাদক মহোদয় এই সকল অনিষ্ট দর্শন করিয়া যাহাতে "চোদ্দ আইন" না উঠিয়া যায় সে জন্য গবর্ণমেণ্টকে আগ্রহাতিশয় সহকারে অনুরোধ করিয়াছেন। বাস্তবিক চোদ্দ আইনের প্রচলন হওয়াতে যে প্রজার কিয়ৎপরিমাণে উপকার হইয়াছে সে বিষয়ে হালিসহর পত্রিকার সহিত আমাদিগের মতভেদ নাই। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ কর, চোদ্দ আইনের তুল্য ঘৃণাকর ও লজ্জাকর আইন বা ব্যবস্থা কখন কোন রাজা করেন নাই। ভারতবর্ষীয়েরা এক্ষণে ধনহীন মানহীন গৌরবহীন, আর্য্যদিগের আর কিছুই নাই, কেবল ভারতসীমন্তিনীগণের লজ্জাই তাহাদের (ভারতবাসিগণের) গর্ব্বের বিষয় আছে। সেই ভারতীয় অবলাগণ (উপদংশ রোগাক্রান্ত বেশ্যাগণ) যখন সলজ্জভাবে মুদ্রিত নয়নে আপনাদের শরীরের গুহ্যদেশ ইউরোপীয়দিগের সম্মুখে দিবা দুই প্রহরে (অর্থাৎ অধিক আলোতে) দেখায়, তখনকার সে ভাব, সে দৃশ্য, স্বচক্ষে দর্শন করা দূরে থাকুক স্মরণ করিলেও অতি ঘোর পাপী ব্যক্তিরও ঘৃণা ও লজ্জা বোধ হয়।

পাঠকবর্গের অনেকে বলিতে পারেন বেশ্যার আবার লজ্জা কি? এ কথার উত্তর দেওয়া আমাদিগের সাধ্য নাই। লজ্জা মনুষ্যের বিশেষতঃ নারীগণের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। যাঁহারা বলেন বারবনিতার লজ্জা আদৌ নাই, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত অপসিদ্ধান্ত তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আবার আমরা অসঙ্কুচিতচিত্তে বলিতে পারি ভারতীয় বেশ্যাগণেরও এক্ষণে যে লজ্জা আছে অনেক বিদেশীয় কুলকামিনীরও তাহা নাই। আমরা স্বজাতিস্নেহ বশতঃ পক্ষপাতদোষে দূষিত হইয়া এ কথা বলিতেছি না। ভারতীয় নারীগণের সতীত্ব ও লজ্জা সম্বন্ধে ইউরোপীয় কোন কোন পণ্ডিত মহোদয়ের মত এস্থলে, পাঠকবর্গকে জানাইতে ইচ্ছা ছিল কিন্তু প্রস্তাব বাহুল্যভয়ে তাহা হইতে ক্ষান্ত রহিলাম। যাহা হউক চোদ্দ আইন হওয়াতে গবর্ণমেণ্টের অনেক ব্যয় হইতেছে, অথচ ইহাতে আয় নাই। রাজা ব্যবসাদার নহেন প্রত্যেক বিষয়ে লাভালাভ গণনা করা তাঁহার কার্য্য নহে। প্রজার হিতাহিত চিন্তাই তাঁহার একমাত্র আলোচনা হয়, এই বলিয়া আমাদিগের পূজ্যপাদ হালিসহর পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় চোদ্দ আইন যাহাতে না উঠিয়া যায় সে জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া লাগিয়াছেন।

"ভিন্নরুচির্হি লোকঃ" মানুষ ভিন্ন রুচি বিশিষ্ট। চোদ্দ আইন দ্বারা প্রজার যৎকিঞ্চিৎ উপকার হইয়াছে বটে, কিন্তু আমরা এই ঘৃণাকর আইনটীর পক্ষপাতি নহি। এই লজ্জাকর আইনটী এদেশ হইতে যত শীঘ্র উঠিয়া যায় ততই ভাল। কিন্তু চোদ্দ আইন উঠিয়া গেলেও প্রজাগণকে ভীষণ উপদংশ রোগ হইতে মুক্ত করিবার জন্য আইনের একটী ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক, এটী আমরা স্বীকার করি। সে ব্যবস্থা পিনালকোডের (ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির, একটী ধারার বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া মাত্র। আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে গবর্ণমেণ্ট, পিনালকোডে এইরূপ একটী ধারা করুন যে ধারাটী এই:—"যদি কোন উপদংশাক্রান্ত বেশ্যা কুকর্ম্ম করিবার অভিপ্রায়ে কোন পুরুষকে শয্যায় স্থান দেয়, * কি ঐ পুরুষের অঙ্গ স্পর্শ করে, কি ঐ পুরুষের সহিত কুকর্ম্ম করিবার উদ্যোগ করে,

* বসন্ত, বিসূচিকা, উপদংশ প্রভৃতি পীড়া সাংক্রামিক রোগ, এই পীড়ায় আক্রান্ত লোকের বিছানায় বসিলেও ঐ রোগ হইয়া থাকে।

কি ঐ পুরুষের সহিত কুকর্ম্ম করিতে থাকে, কি ঐ পুরুষের সহিত কুকর্ম্ম করিয়াছে, এমন বোধ হয় তবে তাহার (ঐ উপদংশাক্রান্ত বেশ্যার) ৬ই বৎসর পর্য্যন্ত কোন প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ড হইবে, অথবা নূতন ধারার প্রয়োজন কি?

পিনালকোড রত্নাকর বিশেষ। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি হলওয়ে সাহেবের বটিকা, ইহার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার রোগের উপশম হয়। অধিক কি আমরা পিনালকোডকে কল্পদ্রুম বলিলেও অত্যুক্তি-দোষে দূষিত হইব না। ইহাতে যাহা চাহা যায় তাহাই, পাওয়া যাইতে পারে। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ২৬৯ ধারায় (যে কর্ম্ম দ্বারা সাংঘাতিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে জানিয়া অনবধানে সেই কর্ম্ম করণ) ও ২৭০ ধারায় (যে কর্ম্ম দ্বারা সাংঘাতিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে জানিয়া দ্বেষপূর্ব্বক সেই কর্ম্ম করণ) ৬ই একটী শব্দের বৃদ্ধি করিয়া দিলেই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারিবে। পিনালকোডের ৩৭৬ ধারার (বলাৎকার করণের) মকদ্দমার ন্যায় আমাদিগের প্রস্তাবিত নূতন ধারার মকদ্দমায়ও সরকারী ডাক্তারের সাক্ষ্য লওয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্ট এই উপায় অবলম্বন করিলে উহাতে চৌদ্দ আইন বিভাগের ন্যায় ব্যয় হইবে না অথচ প্রভাব উপকার হইবে। আবার চৌদ্দ আইন বিভাগের স্বার্থপর কর্ম্মচারিগণ নিরীহ বেশ্যাগণের উপর যেরূপ অত্যাচার করিয়া থাকে গবর্ণমেণ্ট এই উপায় অবলম্বন করিলে সে অত্যাচারের সম্ভাবনা থাকিবে না।

বেশ্যার শত্রু বেশ্যা। প্রতিবেশী কোন বারাঙ্গনার উপদংশ রোগ হইলে তাহারা শত্রুতাবশতঃ আপনারাই পুলিসে সংবাদ দিবে। আর চোরাই মদ, গাঁজা, আফিঙ্গ প্রভৃতি ধরাইয়া দিয়া অপরাধীর সাজা দেওয়াইতে পারিলে পুলিসের কর্ম্মচারিগণ ও সর্ব্বসাধারণে যেরূপ পুরস্কার পাইয়া থাকে, উপদংশাক্রান্ত বেশ্যার নামে উত্থাপিত মকদ্দমায়ও সাজা দেওয়াইতে পারিলে সেইরূপ পুরস্কার পাইবে। গবর্ণমেণ্টকে নিজ ধনাগার হইতে এ টাকা দিতে হইবে না, চোরাই মদ প্রভৃতি ধরাইয়া দিতে পারিলে আসামীর জরিমানার টাকা হইতে যেরূপ পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে, এ মকদ্দমায়ও সেইরূপ পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক। গবর্ণমেণ্ট এই নূতন প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিলে সহস্র সহস্র বেশ্যাকে আর প্রতি সপ্তাহে বা পনর দিন অন্তর একজামিন দিতে যাইতে হইবে না, অথচ চৌদ্দ আইনের সঙ্গে সঙ্গে এ বিভাগের ব্যয়ও উঠিয়া যাইবে।

উপসংহারকালে আমাদিগের ধর্ম্মভীরু প্রজাহিতৈষী গবর্ণর জেনারল মহামতিম লর্ড রিপন বাহাদুরের, তথা বহুদর্শী ব্যবস্থাসচিব ইল্‌বার্ট সাহেব মহোদয়ের নিকট বিনয়াবনত সহকারে নিবেদন এই যে, তাঁহারা চৌদ্দ-আইনরূপ অত্যাচারপূর্ণ, অদ্ভুত লজ্জাকর, ঘৃণাকর ও অবশঙ্কর আইনটী রহিত করিয়া দিয়া আমাদিগের প্রস্তাবিত উপায় অবলম্বন করিয়া সর্ব্বসাধারণ বেশ্যাগণকে লজ্জা হইতে রক্ষা করিয়া প্রজার হিতসাধন করিতে থাকুন।

রাণাঘাট ফৌজদারী আদালত } শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ
১৭ ই নবেম্বর ১৮৮১ খ্রীঃ

সোমপ্রকাশ

২৮ এ অগ্রহায়ণ সোমবার

নানা প্রকার চিকিৎসাশাস্ত্রের সমন্বয়।

বিশ্বব্যাপারকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, যদি ভূতাত্মক দেহীর নিদানভূত উপাদানগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইত তবে কাহার কি দশা ঘটিত [illegible], জলে মিশ্রিত হইল, বায়ু—বায়ুতে। মৃত্তিকা কাহারও সঙ্গে সহযোগ রাখিল না, সেও পৃথক হইয়া পড়িল। তেজ!—একাকী কি করিবে বা অন্যের সঙ্গতি রাখিবে, সেও স্বতন্ত্র হইল। তখন বিশ্বের কি ভাবের অবস্থা, অনুমান দ্বারা স্থির কর দেখি! বৃক্ষ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িতেছে; অন্তরীক্ষ [illegible]—বা কম্পিত হয় না, [illegible] চূর্ণ হইয়া যাইতেছে, আর এই যে আধার সাধের মানবদেহ, কাহাই বা কোথায় থাকিবে, পঞ্চভূতে পঞ্চ দেহ পঞ্চভূতে মিশ্রিত হইল। এক [illegible] প্রয়োজন। আমরা অধিকাল চিকিৎসাবিভাগেও এই মহা প্রলয়ের অনুষ্ঠান দেখিতেছি। সভ্যসম্প্রদায়ে সাধারণতঃ চারিপ্রকার চিকিৎসাশাস্ত্র প্রচলিত আছে, এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ এবং ইনানী মত। এই বিভিন্ন মতের শাস্ত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে ইনানী ও সংস্কৃত [illegible] প্রাচীন। সুতরাং ঐ দুই মতে যে প্রকার [illegible] ও পাঁচন নিদানতত্ত্ব স্থির করা হ[illegible] ভ্রমসঙ্কুল। এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথির মত আধুনিক, কারণ এতদুভয়ে অধিক ভ্রম না থাকিতে পারে। কিন্তু রোগ নিবারণের সময় আমরা দেখিতে পাই, কোন কোন ব্যাধিতে আমাদের দেশীয় আয়ুর্ব্বেদোক্ত এক একটী ঔষধ মহোপকারী। কোন কোন রোগে ইনানী মতের ঔষধে অধিক ফল দর্শে। আবার স্থলবিশেষে এলোপ্যাথি ঔষধ ব্যতীত জীবন রক্ষার উপায়ান্তর নাই। কোথাও আবার এই তিনটী মতের ঔষধই নিষ্ফল হইয়া পড়ে, তখন একমাত্র হোমিওপ্যাথির ঔষধই অমোঘ সন্ধান। এই চারিটী পণ্ডিতজনগৃহীত শাস্ত্রীয় চিকিৎসা। এতদ্ভিন্ন অবধৌত মতেরও বিস্তর ঔষধ প্রচলিত আছে। কিন্তু সেই সমস্ত ঔষধ প্রায় মূর্খ লোকেই প্রয়োগ করিয়া থাকে। মূর্খবৈদ্য যমের সদৃশ, তাহারা ঔষধের প্রকৃত গুণ, আময়িক প্রয়োগ এবং উপযুক্ত মাত্রা জ্ঞাত নহে। সে কারণ তাহাদের ব্যবস্থানুসারে ঔষধ সেবন করা নিতান্ত বিপদপরিশূন্য নয়, অনেক স্থলে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। যাহা হউক, অবধৌত মতেও এক একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে। সে গুলির যথাযথরূপ গুণ ও মাত্রা নিশ্চিত হইলে লোকের অনেক মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। অজ্ঞ লোকেরা ঐ সকল ঔষধ জানে, প্রাণান্তেও তাহারা কাহাকেও বলিতে চায় না। তাহাদের বংশে যদি কেহ থাকিল, হয়ত তাহাদিগকে বলিল নয়ত বলিল না। অতএব ঐ সকল লোকের অবর্ত্তমানে অনেক ঔষধ বিলুপ্ত হইয়া যায়। আমরা জানি, ডাক্তার কেবার কোন নাপিতের দন্ত জলদোষের এক প্রকার ঔষধের গুণ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সুবিজ্ঞ ডাক্তার মহাশয় ঔষধটীর গুণ জানিবার নিমিত্ত বিস্তর যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে নাপিত কিছুতেই তাহা প্রকাশ করে নাই।

এখন আমাদের বক্তব্য এই, মূর্খের কথা বড় একটা গণনা করি না। অজ্ঞতাবশতঃ তাহারা সকলি বলিতে পারে, সকলি করিতে পারে। তাহাদের দ্বারা সমাজের যে অধিক হিতসাধিত হইবে, আমরা এমন প্রত্যাশা করি না। তাহারা আত্মস্বার্থ ও আত্মশ্লাঘাই বুঝে। কিন্তু আমাদের সুশিক্ষিত সম্প্রদায় দ্বারা সমাজ হইতে উপকার কি? তাঁহারা স্বীয় মত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত নহেন, সত্য। কিন্তু বিভিন্ন মতকে পরস্পর এত ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা করেন কেন? হোমিওপ্যাথিক মতের প্রতি এলোপ্যাথ চিকিৎসকের ঘোর বিদ্বেষ। সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদের নাম শুনিলেত ব্রহ্মাণ্ডের ক্রোধ আসিয়া তাঁহার মস্তিষ্ককে গরম করিয়া তুলে। আবার হোমিওপ্যাথির চিকিৎসক, যেন সর্ব্ব তত্ত্বের সার সংগ্রহ করিয়া সিদ্ধপুরুষের মত বসিয়া আছেন, চিকিৎসার মূল তাঁহার মুষ্টির ভিতর,—কাহাকেও ভ্রূক্ষেপ নাই। এলোপ্যাথির চিকিৎসক,—তিনি মানুষ খুন করিতেছেন; বৈদ্য,—তিনি মাথার ঘর করিতেছেন। রোগ ভাল যা হইতেছে,—সে কেবল তাঁহার হাতে। তারপর আমাদের বৈদ্য, [illegible] বৃহস্পতি। রোগের নিদান, ঔষধের ব্যবস্থা [illegible]-

সিদ্ধ মুনি ঋষি দ্বারা দেবভাষা সংস্কৃতে লিখিত, তাহা আবার ছন্দোবন্ধে গাঁথা; ঔষধের নাম নয় ত—কালিদাসের সুশ্রাব্য শ্লোক, তানলয়মানে সুর করিয়া গান করা যায়। বৈদ্যেরা আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ বসিয়া আছেন, যেন অহঙ্কারের গাছ। পুথি দেখেন আর ভাবেন ডাক্তারদের নাড়ীজ্ঞান নাই, তাঁহারা কেবল কুইনাইন দিয়া জ্বর বন্ধ করিতে পারেন। এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে হিংসা ও হেয়জ্ঞান করিয়া থাকেন, কেহ কাহারও সহানুভূতি করেন না। এরূপস্থলে লোকের ও উপকার সাধিত হইতে পারে না। চিকিৎসা—মহোপকারী বিদ্যা। অন্য কথা নয়, রহস্যঘটিত প্রবন্ধ নয়, কাব্য নাটক নয়,—ইহাতে মনুষ্যের প্রাণ রক্ষা হয়। এ স্থলে পরস্পরের মনে এক বিদ্বেষ সঞ্চিত থাকা কোন পক্ষে শ্রেয়স্কর নয়। ইহাতে কাহারও কোন দিক নিরাকৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদের মতে, মন হইতে এ প্রকার হিংসা ও বিদ্বেষ দূরীভূত করাই সর্ব্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত। তাহা হইলে পরস্পর পরস্পরের ভ্রম সংশোধন করিতে পারিবেন। পরে শেষে যে একটী সর্ব্ববাদীসম্মত হইবে তাহাই সকলে গ্রহণ করিবেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি সাধনের এই প্রকৃত উপায়। সুশিক্ষিত বুদ্ধিমান ব্যক্তি-মাত্রেরই গুণগ্রাহী হওয়া উচিত। সংসার শিক্ষালাভের ক্ষেত্র। উপদেশ এবং অভিজ্ঞতা ভিন্ন শিক্ষা লাভ হয় না। বিবেচনা করুন, আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যদি মহোপকারী কোন ঔষধ থাকে, এলোপ্যাথির চিকিৎসক তাহা অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারেন। তাহাতে লজ্জা নাই, মানের হানি নাই। কিন্তু আদৌ মনে বিদ্বেষ সঞ্চিত থাকিলে এরূপ হইতে পারে না। বৈদ্যের নাম শুনিলে যদি কাহারও আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠে, তবে তিনি কি বৈদ্যের মত গ্রহণ করিতে পারেন? বৈদ্যগৃহে মহামূল্য রত্ন থাকিলেও তাহা গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি হইবে না।

এখন সর্ব্বত্র এলোপ্যাথির মতই অধিক প্রবল। রাজাও এলোপ্যাথি মতের সহকারী। হোমিওপ্যাথির এই সবে শৈশবাবস্থা। যৌবনকালে ইহার মূর্ত্তি কিরূপে দাঁড়াইবে, এখন আমরা তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধের আমরা ভূরি পরীক্ষা পাইয়াছি। এই প্রাচীন শাস্ত্র মধ্যে যে উৎকৃষ্ট নানাবিধ ঔষধ আছে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাহার অনেকগুলি, এ দেশীয় লোকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অতএব আমাদের মতে এই সমস্ত চিকিৎসাশাস্ত্রের মতের সমন্বয় করিলে ভাল হয়। মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালে একজন সুযোগ্য বৈদ্য এবং একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক নিযুক্ত থাকিলে ভাল হয়। সমস্ত চিকিৎসকের একটী কমিটী থাকিবে। কোন ব্যাধির কেমন অবস্থায় কি ঔষধ প্রয়োগ করিলে কতদূর ফল দর্শে সকলেই তাহা দেখিতে পাইবেন এবং কমিটীর মধ্যে তাহার বিচারও হইতে পারিবে। এই উপায় দ্বারা কোন্ মতের কোন্ ঔষধটী পরিত্যাজ্য, ও কোন্ মতের কোন্ ঔষধটী পরিগৃহীত হইবার যোগ্য তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এইরূপ ঘটনা হইলে এখন পরস্পরের মনে যে দারুণ বিদ্বেষ আছে, তাহা অচিরে তিরোহিত হইবে।

বৈদ্যশাস্ত্রের অনেকগুলি তৈল দেহের পক্ষে বিশেষ হিতকর। ইউরোপে তৈল মাখার প্রথা নাই, সে কারণ স্থলবিশেষে ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা বৈদ্যশাস্ত্রের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু আমরা এই বলি, যদি কোন কোন তৈল শীতপ্রধান দেশীয় লোকদিগের অযোগ্য হয়,—হউক। তাহাতে ক্ষতি নাই। এই উষ্ণপ্রধানদেশীয় লোকদিগের পক্ষে তাহা যথার্থ হিতকর হইতে পারে কি না তদ্বিষয়ে পরীক্ষা করা চাই। যথার্থই যদি তৈলাদি উৎকট রোগ নিবারক হয় তবে এ দেশীয় লোকের জন্য ব্যবস্থা করায় ক্ষতি কি? উপকার দেখিলে ক্রমে ইউরোপেও তৈল মাখার প্রথা প্রচলিত হইতে পারিবে। কড্ লিবর অএল এম্বুকেশন ত অনেকেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। সে স্থলে অন্যান্য তৈলও ব্যবহার করিতে বিশেষ আপত্তি থাকে না।

মূলে হিন্দু ও ইউনানী মতের চিকিৎসা হইতে এলোপ্যাথির সৃষ্টি হইয়াছে। এখনও সেই মাতৃবিদ্যার সহায়তায় যদি চিকিৎসাশাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি হয়, সে ত পরম আহ্লাদের বিষয়। এ দিকে হিন্দুদিগের আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। রাজা তাহার সহায়তা করিলে ঐ শাস্ত্র পুনর্জ্জীবিত হইবে, তাহার অন্তর্গত ভ্রম সমুদয় দূরীভূত, এবং অনতিকালবিলম্বে উহার দ্বারা এদেশের সম্পূর্ণ উপকার সাধিত হইবে। যেমন গোমাংস, মদিরা প্রভৃতি অনেক দ্রব্য এদেশীয়দিগের দেহের উপযোগী নয়, ঐ সমস্ত সামগ্রী নিয়ত ব্যবহার করিলে পীড়া জন্মে। কিন্তু শীতপ্রধান দেশের লোকেরা গোমাংস মদিরাদি প্রত্যহ ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহাতে কোন অনিষ্ট হয় না। ঔষধের পক্ষেও সেই নিয়ম খাটিতে পারে। শীতপ্রধান দেশের উপযোগী অনেক ঔষধ এ দেশের পক্ষে বিষবৎ ক্রিয়া করে। অতএব পরিধেয় বস্ত্র, আবাসগৃহ, খাদ্যদ্রব্য এবং ঔষধাদির দেশকাল পাত্র ভেদে ব্যবস্থা করিলে উপযুক্ত হয়। সে কারণ আমাদের ইচ্ছা, মেডিক্যাল কলেজে বৈদ্যের ও হোমিওপ্যাথির এক একটী ওয়ার্ড স্থাপন করিলে উত্তরকালে সমধিক উপকারের সম্ভাবনা। অতএব গবর্ণমেণ্ট এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগী হউন।

দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত সংগৃহীত অর্থ।

ভারতবর্ষ দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে উৎসন্ন যাইতেছে; এ বৎসর এখানে, অন্য বৎসর ওখানে অল্প বা অধিক অন্নকষ্ট ক্রমাগত হইয়া আসিতেছে। এক এক বার অন্নকষ্টে অসংখ্য মনুষ্যের প্রাণবিয়োগ হইতেছে। সেই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ শান্তির নিমিত্ত অর্থ সংগৃহীত হয়। সে অর্থ অন্য কোন বিষয়ে ব্যয়িত হইবে না, এইরূপ কথা ছিল। পাঠক! জ্ঞাত আছেন, লর্ড লিটন এবং তাঁহার মনের মত মন্ত্রী সার জন ষ্ট্রাচি সেই সত্য কতদূর পালন করিয়াছিলেন। আফগান যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিল, ভারতবাসিগণও বিশুদ্ধ মহাত্মদ্বয়ের সত্যনিষ্ঠা বুঝিবার উপযুক্ত অবসর পাইলেন। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যক্তিদের কষ্ট শান্তির নিমিত্ত কোথায় সেই টাকা ব্যয় করা হইবে, না—আফগান যুদ্ধে তাহার আহুতি প্রদান করা হইল। কিন্তু এক্ষণে আর সে গবর্ণর জেনারল নাই, আর সে রাজমন্ত্রীও নাই। এখন আমাদের সুখের রামরাজ্য,—আমরা মহাত্মা লর্ড রিপন এবং প্রজাহিতৈষী মেজর বেয়ারিঙের শাসনাধীনে বাস করিতেছি। ক্রমে ক্রমে পুরুসঞ্চিত সমস্ত পঙ্করাশির উদ্ধার হইতে চলিল,—ক্রমে সকল কাজের সংস্কার হইতেছে। আর কোন কাজের বৈষম্য ঘটিবে না। গবর্ণমেণ্ট এইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত যে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা অন্য কাজে ব্যয়িত হইবে না। তাহার উপযুক্ত ব্যবহারই হইবে। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট ডিবেঞ্চারে সেই টাকা দুর্ভিক্ষ নিবারণ বিভাগের নামে ছিল এই মাত্র। কিন্তু ফেমিন কমিশনরের তাহাতে হাত কই? ষ্ট্রাচি সাহেব ত অনায়াসে সে টাকা অনর্থক যুদ্ধকাজে ব্যয় করিলেন। কে তাঁহার হস্ত ধরিয়া রাখিতে পারিল? আমাদের একান্ত ইচ্ছা, এবার ঐ টাকা যেন পৃথক করিয়া কেবল ফেমিন কমিশনরদিগের নামে রাখা হয়। গবর্ণমেণ্ট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করুন কখন কোন কারণবশে আর তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। আজ যেন সচ্চরিত্র সদাশয় লর্ড রিপন এবং বেয়ারিং সাহেব আছেন। কিন্তু তাঁহারা ত চিরস্থায়ী নহেন। তাঁহাদের অবর্ত্তমানে আবার কোন মহাত্মা ভারতবর্ষের কাটা গায়ে নুনের ছিটা দিতে আসিবেন তাহার স্থিরতা কি? আবার যে, লর্ড লিটন সদৃশ গবর্ণর জেনরল এবং

সার জন ষ্ট্রাচি সদৃশ রাজস্ব মন্ত্রী আসিবেন না, তাহা কে বলিতে পারে? তাঁহাদের সদৃশ মহাপুরুষের আগমন হইলেই পুনর্ব্বার অর্থের অযথা ব্যবহার হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত যে টাকা সংগৃহীত হইতেছে, তাহা কেবল সঞ্চিত রাখা যুক্তিযুক্ত নহে। পূর্ব্বসাবধানতা ভিন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায়ান্তর নাই। কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা এতদ্দেশের কৃষিকর্ম্ম ও বাণিজ্যের উন্নতি হইতে থাকুক, ফেমিন কমিশনরগণ এখন হইতে দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপযুক্ত পথ দেখুন। বিপদ উপস্থিত হইলে তৎকালে যে শশব্যস্ত হইয়া বেড়াইতে হইবে, এমন কিছু কথা নহে। যাহাতে দুর্ভিক্ষ না ঘটিতে পারে সে ব্যবস্থা করাই বিধেয়। যে সমস্ত স্থানে যথোপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয় না, কৃষিকর্ম্মের সুবিধা নাই, তত্তৎস্থলে সেই সমুদায় কাজের সুবিধা করুন। যেখানে দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানির কোন সুযোগ নাই, তথায় স্থান ও ক্ষেত্র বিবেচনা করিয়া কোন স্থানে খাল খনন করুন, কোন স্থানে রেলওয়ে নির্ম্মাণ করুন, কোন স্থানে পথাদি প্রস্তুত করাইয়া দিউন। ১৮৬৫। ১৮৬৬ সালে কটকে যে মহা দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে কখনই তত লোকের মৃত্যু হইত না। কিন্তু খাদ্যদ্রব্য আমদানি করিবার সুযোগ ছিল না, সুতরাং বিস্তর লোকের মৃত্যু ঘটিল। আমাদের বিবেচনা হইতেছে, বাণিজ্য ও কৃষিবিভাগের সঙ্গে ফেমিন কমিশনরেরা যোগ দিলে বিলক্ষণ উপকার দর্শিবে। যে স্থলে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী জন্মিয়া থাকে, আমদানী ও রপ্তানির সুযোগ থাকিলে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত স্থানে অনায়াসে সেখান হইতে খাদ্যদ্রব্য আনীত হইতে পারিবে। পূর্ব্বাহ্ণে এই সমস্ত সুযোগ করিয়া রাখাই গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দুর্ভিক্ষের সময় ব্যস্ততাপ্রযুক্ত অনেকের অর্থের অযথা ব্যবহার হয়। পূর্ব্বে সাবধান হইলে, তাহা ঘটিবে না।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যদিগকে কি নিমিত্ত ব্রহ্মোত্তর ভূমি দেওয়া হইত?

পাঠক! বিদ্যার অনুশীলন না থাকিলে কোন দেশের, কোন রাজ্যের শ্রীসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় না, কোন জাতির অবস্থাগত কিছুই উন্নতি হয় না। মনুষ্যের অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি কায়িক শ্রমের ফল বটে, কিন্তু কেবল কায়িক শ্রম দ্বারা লোকের যাবতীয় অভাব দূরীভূত হয় না। বিদ্যা এবং বুদ্ধির অনুশীলন করা চাই, নচেৎ প্রয়োজনানুরূপ অন্ন জল বস্ত্রেরও সংযোগ হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। একটী অসভ্য রাজ্যে এক বিঘা ভূমিতে যে কয়েকটী লোক প্রতিপালিত হইতে পারিবে, সভ্য রাজ্যে সেই এক বিঘায় তাহার চতুর্গুণ লোক প্রতিপালিত হইবে। ইংলণ্ড একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ, ভারতবর্ষের একটী কণামাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; ইংলণ্ডের আয়তন পরিমিত কিঞ্চিৎ ভূমি ভারতবর্ষ হইতে কাটিয়া লইলে ভারতের কিছুমাত্র অঙ্গহীনতা বোধ হইবে না—সমুদ্র হইতে এক অঞ্জলি জল গ্রহণ, আর কি? কিন্তু দেখুন, ইংলণ্ডে যতগুলি লোক প্রতিপালিত হয়, আবার সেই সমস্ত লোকের অবস্থা কেমন উন্নত; এই বহু বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে তাহার সিকি লোকও প্রতিপালিত হয় না, অথচ এ দেশীয় লোকের অবস্থা আবার কত হীন। ইহার কারণ কি? ভারতভূমি প্রচুর শস্যশালিনী, তবু এখানকার লোক এতাদৃশ হীনাবস্থ কেন? এতদ্দেশে পুনঃ পুনঃ এত দুর্ভিক্ষই বা কি নিমিত্ত ঘটিয়া থাকে? ইহার আর কিছুই কারণ নহে,—ভারতবর্ষে এখনও সুচারুরূপে বিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ হয় নাই; এখনও ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর ও নির্ব্বোধ।

বিদ্যার অনুশীলন না করিলে যদি দেশের উন্নতি, মনুষ্যের অবস্থার উন্নতি না হয়, তবে বিদ্যানুশীলনে সকলেরই যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু বিদ্যা শিক্ষার পক্ষে একটী মহৎ প্রতিবন্ধ ঘটিয়াছে। পূর্ব্বকালে নৃপতিগণ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদিগকে ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করিতেন; ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিকেই সকল ভার সহ্য করিতে হয়; অতএব রাজাই সেই গুরুতর ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিশ্চিন্ত লোক ভিন্ন বিদ্যার অনুশীলন হয় না; পূর্ব্বে নৃপতিগণ অধ্যাপকদিগের গ্রাসাচ্ছদনের ভাবনা দূর করিয়া তাঁহাদিগকে নিরুদ্বিগ্ন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে বিদ্যার প্রখর প্রভা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। রাজাদিগের নিষ্কর ভূমিদানের ফল সার্থক হইল। বর্ত্তমান নৃপতির শাসনাধীনে সকলেই দেখিতেছেন, বিলক্ষণ বিদ্যানুশীলন চলিতেছে; সর্ব্বত্রই সকলে উত্তমরূপ লেখা পড়া শিখিতেছে। কিন্তু বুঝিয়া দেখুন, কার্য্যপ্রণালীর ভিতরে কিঞ্চিৎ মগ্ন হউন;—দেখাইয়া দিউন, কই—আশানুরূপ বিদ্যানুশীলন চলিতেছে। এই সুসভ্য সুশিক্ষিত ইংরাজাধীনে যত দূর বিদ্যাশিক্ষা বিস্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক, তাহা কি হইতেছে। কই—নীচ জাতির মধ্যে এখনও ত কেহই বিদ্যার রসাস্বাদন করিতে পারে নাই। কতকগুলি ভদ্রজাতি কেবল কিছু কিছু সুশিক্ষিত হইয়াছেন, তদ্ভিন্ন অসংখ্য অসংখ্য লোক যে মূর্খ সেই মূর্খই আছে। এখনও তাহারা পূর্ব্ববৎ নিবিড় অন্ধকারে ফিরিতেছে। ইহার কারণ কি, নীচজাতিরা এখনও কেন বিদ্যার মধুর রসাস্বাদে সমর্থ হয় নাই?

এতদ্দেশে রাজাই চিরকাল বিদ্যা শিখাইবার ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিতেছেন। এটী ভারতবর্ষের চিরপ্রচলিত প্রথা। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিলে জনসাধারণে কিছুতেই বিদ্যা-লোকের মহিমা জানিতে পারিবে না। রাজস্বের অধিকাংশ অর্থ বিফল অন্যান্য কারণে ব্যয়িত হইতেছে। বিদ্যাদান একটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও দেশের হিতকর ব্যাপার, তৎপ্রতি রাজার পূর্ব্ববৎ আর দৃষ্টি নাই; ক্রমশই ব্যয় সংকোচের চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু তদ্দ্বারা কোনক্রমে দেশের উন্নতি সাধিত হইবে না। পূর্ব্বে সার জর্জ ক্যাম্বেল জনসাধারণে বিদ্যাদান করিবার নিমিত্ত সবিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন; সম্প্রতি মহামান্য লর্ড রিপনও সাধারণে বিদ্যা বিতরণ করাইবার প্রস্তাব করিতেছেন। কিন্তু কেবল প্রস্তাব করিলে হইবে না, আর কেবল সাধারণে সামান্য বিদ্যা দান করিলে ভারতবর্ষের প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে না। ইতর অসভ্য জাতির চক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়া দেওয়া চাই, ভদ্রলোককেও বিলক্ষণ কৃতবিদ্য করিয়া দেওয়া চাই। সকল দেশে সর্ব্বকালেই গবর্ণমেণ্ট যত্নবান হইয়া কতকগুলি লোককে সর্ব্বতোভাবে সুশিক্ষিত করিয়া থাকেন, তাহা না করিলে রাজার রাজ্য পর্য্যন্ত চলে না। তজ্জন্য রাজারাই সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে বিদ্যাবিস্তারের অধিনায়ক। বিখ্যাতনামা মহম্মদ মহসীন হুগলী প্রভৃতির বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত অতুল সম্পত্তি দান করিয়াছেন। কৃষ্ণনগর বর্দ্ধমান, যশোহরপ্রভৃতি স্থানের রাজারা অধ্যাপকদিগকে কত নিষ্কর ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে বিদ্যার্থিদিগের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করা দূরে থাক, ছাত্রেরা অধ্যাপকের গৃহে লালিত পালিত হইত। ভারতবর্ষে বিদ্যার গৌরব এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, কোন ভূপতির রাজ্যে দ্বিজাতির মধ্যে কেহ মূর্খ থাকিতে পাইত না। ভদ্রলোকেরা স্বীয় সন্তানদিগকে যথোপযুক্ত বিদ্যা শিক্ষা না করাইলে নৃপতি তাহাদিগকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন। প্রথিত আছে, কবি কালিদাস শৈশবাবস্থায় গোপালক ছিলেন। ব্রাহ্মণ কুমার হইয়া বিদ্যায় অমনোযোগ করাতে মিথিলাধিপতি বল্লালদেব তাঁহাকে স্বরাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। রুশজাতিকে আমরা অসভ্য বলি, পরন্তু রুশদিগের বিদ্যাশিক্ষায় অসাধারণ যত্ন। সে রাজ্যে কাহারও সন্তান মূর্খ থাকিতে পায় না; সকলকেই বিদ্যা শিক্ষা করিতে বাধিত হইতে হয়। ইংলণ্ডেও বিদ্যার গৌরব সকলে বুঝিয়াছে। তথায় ইতর ভদ্র, ধনী দরিদ্র সকলেই যত্নপূর্ব্বক বিদ্যা শিক্ষা করে। প্রত্যহ সংবাদ পত্র পাঠ করে না,

প্রায় এমন লোক দেখায় কেহই নাই। আমরা সেই বিদ্যানুরাগী ইংরাজজাতির শাসনাধীনে বাস করিতেছি। প্রায় দেড় শত বৎসর হইতে চলিল আমরা সুসভ্য ইংরাজজাতির সহবাস করিতেছি, কিন্তু ইহার মধ্যে আমাদের সর্ব্বত্র বিদ্যালোক বিস্তীর্ণ হইল না। পূর্ব্বে সাহায্যকৃত বিদ্যালয়গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল, গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সকলেই ব্যগ্র হইতেন। কিন্তু আর সে দিন নাই। এখন সাহায্যকৃত বিদ্যালয়গুলি উঠিয়া গেলে গবর্ণমেণ্টের গায় বাতাস লাগে।

সম্প্রতি লর্ড রিপন বাঙ্গালার [illegible] হইয়াছেন, তাঁই প্রত্যাশা অনেক; অতএব তাঁহার ছটী কথা বলা যায়। তিনি কলেজের ছাত্রদিগের বেতন কমাইবার ব্যবস্থা দিউন। কলিকাতার ফ্রিচর্চ কলেজে ছাত্রদিগের মাসিক [illegible] টাকা বেতন নির্দ্দিষ্ট আছে, [illegible] অযথা নহে। গবর্ণমেণ্ট-কলেজগুলিতেও সেই প্রথা অবলম্বিত হউক। তদ্ভিন্ন রাজস্ব হইতে শিক্ষা বিভাগে আরও কিছু অর্থদান করুন। শিক্ষা বিভাগে কিছু অর্থ ব্যয় না করিলে কোন পক্ষের মঙ্গল নাই। কালেজের বেতন কমাইয়া সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াইয়া সদাশয় লর্ড রিপন জনসাধারণের আশীর্ব্বাদভাজন হউন।

জমিদারী ডাক।

ডাকের সৃষ্টি হওয়াতে মনুষ্যসমাজের কত যে উপকার হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। হিন্দু রাজাদিগের রাজত্বকালে প্রজাসাধারণের সুবিধার্থ ডাকের বন্দোবস্ত ছিল কি না সন্দেহ। ভাটেরা রাজগণের পত্রাদি বহনাবহন করিত। দময়ন্তী ঋতুপর্ণ রাজার অধিকারে ভাট প্রেরণ করিয়া নলরাজার সংবাদ লইয়াছিলেন। বর্দ্ধমানরাজ বীরসিংহ বিদ্যার পাত্র স্থির করিবার জন্য গঙ্গা ভাটকে কাঞ্চীপুরে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু এখনকার মত তখন সুপ্রণালীবদ্ধ ডাক ছিল না। মুসলমান বাদসাহদিগের অধিকারকালে এ দেশের সাধারণ প্রজার সুবিধার জন্য [illegible] প্রথমত ডাকবিভাগ স্থাপিত হয়। ইতিহাসে আছে সুরবংশের আদি পুরুষ শেরসাহা মোগল সম্রাট হুমায়ুনকে ১৫৪০ খ্রীঃ অব্দে সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন; তিনি সর্ব্বপ্রথমে এ দেশে ঘোড়াওয়ারি ডাকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। [illegible] যে তাঁহার রাজত্বকালে বাঙ্গালা [illegible] দিল্লী পর্য্যন্ত ডাকযোগে [illegible] আদান প্রদান চলিত।

ইংরাজেরা বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া বোম্বাই, সুরাট, মান্দ্রাজ, বালেশ্বর, কলিকাতা, হুগলি প্রভৃতি স্থানে কুঠি স্থাপন করেন। ডাকের সুবিধা না থাকিলে বাণিজ্য চলে না, এজন্য তাঁহারা এক কুঠি হইতে অন্য কুঠিতে পত্রাদি বহনাবহনের জন্য প্রণালীবদ্ধ ডাকের স্থাপনা করেন। কিন্তু এ ডাক থাকাতে ভারতবর্ষের সাধারণ প্রজার বিশেষ সুবিধা হয় নাই। কালক্রমে ব্যবসায়ী ইংরাজেরা রাজ্যেশ্বর হইলেন, কিন্তু তখনও তাঁহারা ব্যবসায়িভাব পরিত্যাগ করেন নাই। পূর্ব্বে যেরূপ ডাকের বন্দোবস্ত ছিল, ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে সেইরূপই রহিল। ১৭৫৮ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতা হইতে মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত কয়েকটী ডাকের আড্ডা সংস্থাপিত হয়। কলিকাতা হইতে মুরশিদাবাদে এবং মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় চিঠি আসিতে ত্রিশ ঘণ্টা লাগিত। ১৭৬৩ অব্দে কলিকাতা হইতে অগ্রদ্বীপ, মুরশিদাবাদ, রাজমহল, শকরিগলি, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থান দিয়া বারাণসীতে ডাক গমন করিত। যদিও গ্রাণ্ড ট্রঙ্ক রোড দিয়া যাইলে অল্পতর সময়ে বারাণসীধামে পঁহুছিতে পারিত, কিন্তু মুরশিদাবাদ প্রভৃতি উল্লিখিত স্থানে ইংরাজদিগের কুঠি থাকায়, ঐ পথ দিয়াই ডাক প্রেরিত হইত। ১৭৬৩ অব্দের ২৫ এ জুন রাজমহলের ফৌজদার, নবাবের অনুমতিক্রমে ডাকপেয়াদাদিগকে ধৃত করেন। ইহাতে কয়েক দিন ডাক বন্ধ থাকে। ঢাকার ডাকপেয়াদারাও ঐরূপ ধৃত ও অবরুদ্ধ হয়। এজন্য ১৭৬৩ অব্দের মে ও জুন মাসে ইংরাজদিগের ডাকের গমনাগমন একরূপ বন্ধ হইয়াছিল।

১৭৬৪ অব্দের জুন মাসে কলিকাতা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত ডাকের গমনাগমনের বন্দোবস্ত হয়। তৎকালে চিমনা সেন নামে এক জন মহারাষ্ট্রীয় কটকের সর্দ্দার ছিলেন। কলিকাতার গবর্ণর ঐ অব্দের ২ রা জুন তাঁহার নিকট এই অনুরোধ করেন যে ডাকবাহকেরা কলিকাতা হইতে ডাক লইয়া কটক ও পুরী দিয়া যেন বোম্বাই অঞ্চলে গমনাগমন করিতে পারে। তখন ঐ পথই ডাকের সহজ ও প্রশস্ত পথ ছিল। ঐ অব্দে কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজে ডাকের গমনাগমনের ব্যবস্থা করা হয়। ঐ কার্য্যের তত্ত্বাবধানের জন্য বালেশ্বর, কটক প্রভৃতি স্থানে কয়েক জন ইংরাজ তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন।

ডাক বহনাবহনের জন্য ইহার অনতিপূর্ব্বকাল হইতেই পাইক, পেয়াদার আবশ্যকতা হয়। বিশেষতঃ ডাকের পথে বন জঙ্গল ছিল, তাহাতে ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি শ্বাপদ জন্তু বাস করিত। এজন্য ডাকের পেয়াদারা অরণ্য দিয়া গমনাগমনকালে মশাল জ্বালিয়া যাইত। হিংস্র জন্তুদিগকে ভয়প্রদর্শন করিবার জন্য পেয়াদারা ঢাক স্কন্ধে করিয়া অরণ্য দিয়া বাজাইতে বাজাইতে গমন করিত। যে পথ দিয়া ডাক যাইত তাহার পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারদিগকে উহার কার্য্যসৌকর্য্যার্থ প্রয়োজনানুরূপ ডাকপেয়াদা, তৈল, মশাল, ঢাক, বল্লম প্রভৃতি যোগাইতে হইত। কালক্রমে ঐ রীতি প্রচলিত হইয়া আসিল, এবং ডাকবাহকও আবশ্যক উপকরণ যোগান জমিদারদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইয়া উঠে। ১৭৯৩ অব্দের ১২ আইনে ও ১৮১৭ অব্দের ২০ আইনে জমিদারদিগকে ডাকের পেয়াদা যোগাইবার জন্য পরিষ্কার বিধান করিয়া দেওয়া হয়। এমন কি জমিদারেরা গবর্ণমেণ্টকে এতৎকার্য্যে সহায়তা করিতে ত্রুটি করিলে তাঁহাদিগকে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হইত।

জমিদারদিগের নিকট গবর্ণমেণ্টের এই সাহায্য গ্রহণ করিবার কারণ এই যে এক্ষণকার ন্যায় পূর্ব্বকালে এতদ্দেশে ডাক গমনাগমনের সুবিধা ছিল না। তখন পথে চোর ডাকাইতের বিলক্ষণ ভয় ছিল। ইংরাজেরাও দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা ভালরূপ জানিতেন না। তখন নিজ নিজ জমিদারীর উপর জমিদারদিগের এক্ষণকার অপেক্ষা অধিকতর প্রভুত্ব চলিত। দশ জন লোক তাঁহাদের বাধ্য ছিল। তাঁহাদের পাইক, পেয়াদা, লাঠিয়াল প্রভৃতি ছিল। সুতরাং জমিদারদিগের দ্বারা ডাকের কার্য্য করান গবর্ণমেণ্ট সুবিধা বোধ করিয়াছিলেন। জমিদারী ডাকে কেবল পুলিসের সংবাদ ও রিপোর্ট, ফৌজদারী আদালতের পরোয়ানা প্রভৃতি প্রেরিত হইত। স্থানীয় মাজিষ্ট্রেটেরা ইহার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। অতঃপর ১৮৬২ অব্দের ৮ আইন হয়। এই আইনে জমিদারদিগকে বলা হইল যে তাঁহাদিগকে ডাকের জন্য পাইক, পেয়াদা, তৈল, মশাল, দিয়া আর সাহায্য করিতে হইবে না। তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চাঁদা দিবেন। পূর্ব্বে এই নিয়ম ছিল যে, যে পথ দিয়া ডাক যাইত তাহার সন্নিহিত জমিদারদিগকে কেবল উক্তরূপ সাহায্য করিতে হইত; এই আইনে এই নিয়ম করা হইল যে পথের নিকটবর্ত্তীই হউন, আর দূরবর্ত্তীই হউন, সকল জমিদারকেই চাঁদা দিতে হইবে। আরও নিয়ম হইল যে জমিদারী ডাকে সর্ব্বপ্রকার চিঠি পত্রাদি প্রেরিত হইবে।

[illegible] নিয়মটি যে অবৈধ ইহা প্রতিপাদন করিয়া সম্প্রতি ভা[illegible]র সভা বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এক [illegible]বেদন প্রেরণ করিয়াছেন। এই আবেদনে সভা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছেন যে পূর্ব্বের ন্যায় জমিদারী ডাকে

যেন কেবল পুলিসের চিঠি ও রিপোর্ট পর্য্যন্ত প্রেরিত হয়; (২) ইহা যেন পোষ্ট আপীসের একটী বিভাগের ন্যায় গণ্য হয় এবং যেখানে যেখানে গবর্ণমেণ্টের ডাক আছে, সেই সেই স্থানে যেন জমিদারী ডাক রহিত হয়, এবং সেই সেই স্থানে গবর্ণমেণ্ট যেন আর ঐ চাঁদা গ্রহণ না করেন।

এই আবেদনটী আমাদের বিবেচনায় যুক্তি সঙ্গত বোধ হইতেছে। এক্ষণে আর পূর্ব্বের ন্যায় ডাক গমনাগমনের অসুবিধা নাই, আমাদের বিবেচনায় এখন আর গবর্ণমেণ্টের জমিদারী ডাক রাখা ও জমিদারদিগের নিকট হইতে ডাকের চাঁদা লওয়া কর্ত্তব্য হয় না, এখন বহু স্থলে ডাকের সুবিধা হইয়াছে। এখন যে যে স্থলে ডাকের বন্দোবস্ত নাই সেই সেই স্থলেও ডাকের বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া দুর্ঘট নয়। এখন ডাকের উপযোগিতা সকলেই বুঝিয়াছেন। ডাকের সর্ব্বত্র যাহাতে বন্দোবস্ত হয়, তজ্জন্য অনেককেই এখন ব্যগ্র দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা থানার ডাকে চিঠিপত্র বা সংবাদ পত্রাদি লইয়া থাকেন তাঁহারা বিলম্ব নিবন্ধন উহার উপর সন্তুষ্ট নহেন, এখন বোধ হয় সকল স্থানেই ডাকের বন্দোবস্ত করিলে ব্যয় সঙ্কুলান হইতে পারে, অতএব জমিদারী ডাক রহিত করিয়া গবর্ণমেণ্টের ডাক সর্ব্বত্র প্রচলিত করাই কর্ত্তব্য। জমিদারী ডাকের অনেকগুলি দোষ, প্রথমতঃ জমিদারী ডাকে কেবল জমিদারদিগের কার্য্য হয় না অন্যেরও কার্য্য হয় অথচ জমিদারদিগকে তাহার চাঁদা দিতে হয়, এটী নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। আর একটী যুক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য এই, জমিদারেরা আবার ডাক বেতন বলিয়া প্রজাদিগের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিয়া থাকেন কিন্তু জমিদারী ডাক উঠিয়া গেলে এক প্রযত্নে সকলের আপদের শান্তি হইতে পারে।

এতদিনের পর বর্ত্তমান ইংলণ্ডীয় উদার গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। গত বুধবারে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় আইনটী উঠাইয়া দিয়াছেন। একজন গবর্ণর জেনেরল এই আইনটী করিয়া কলঙ্কের ডালি মাথায় লয়েন। আর এক জন এ আইনটী রহিত করিয়া যশোমুকুট পরিধান করিলেন। ইহার উৎপত্তি ও মৃত্যু উভয়ের গুণের অন্তর বুঝাইয়া দিতেছে। এক দিনে এই আইনের উৎপত্তি হয় কিন্তু আইনটী মুমূর্ষু অবস্থায় প্রায় দুই বৎসর ছিল।

"আমরা আজ অতিশয় দুঃখিত-চিত্তে আমাদের একজন সংবাদদাতার নিম্নলিখিত সংবাদটী পাঠকগণের গোচর করিলাম।"

জগতে উমাপ্রসাদ সেন আর নাই। উমাপ্রসাদ সেনের নাম পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। আমরা নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, সোমড়া নিবাসী বিখ্যাত সেনবংশ চূড়ামণি অশেষগুণালঙ্কৃত উমাপ্রসাদ সেন মহাশয় বিগত ১৫ই অগ্রহায়ণ তারিখে রাত্রি ১০ টার সময় পরিজনবর্গকে অকূল শোকসাগরে ভাসাইয়া দক্ষিণ প্রয়াগ তীর্থ ত্রিবেণীতে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইহাঁর মৃত্যুতে সোমড়ার নক্ষত্র পতন, সেনবংশের জ্যোতি তিমিত বঙ্গদেশ একটী রত্নশূন্য হইল। ইহাঁর ন্যায় বুদ্ধিমান, নীতিকুশল, বাজনীতিজ্ঞ, বিচক্ষণ পুরুষ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যাইত। শকাব্দা ১৭৪৩ সালের ১ লা ফাল্গুন তারিখে উমাপ্রসাদ সেনের জন্ম হয়। তৎকাল প্রচলিত পারস্য ভাষা ও কিয়ৎপরিমাণে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া অতি অল্প বয়স হইতে পৈতৃক জমিদারী ও বিষয় সম্পত্তির পর্য্যবেক্ষণে এবং নানাবিধ মকদ্দমা মামলাদিতে মনোনিবেশ করেন। বাল্যকাল হইতেই কেমন সাহস, কেমন মেধা, ও কেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং প্রতিভা জন্মিয়াছিল যে, যখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। অল্পবয়সেই প্রথমতঃ মহিষাদলাধিপতির মেদিনীপুরস্থ সদর মোক্তারিপদে নিযুক্ত হয়েন। কিয়ৎকাল সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া পরে উক্ত রাজ্যের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত হয়েন। এই সময়ে কলিকাতা নিবাসী শিল বাবুরা মহিষাদল রাজধানী লুঠ করিয়া রাজাকে সর্ব্বস্বান্ত করেন; অধিক কি রাজভাণ্ডারে সামান্য গৃহস্থালী দ্রব্য পর্য্যন্ত ছিল না। রাজার এই দুর্দ্দৈবের সময় উমাপ্রসাদ সেন সাহস করিয়া সমস্ত বিবাদ নিষ্পত্তি ও রাজছত্র বজায় করিতে প্রতিশ্রুত হওয়াতে রাজা তাঁহাকে কলিকাতায় প্রেরণ করেন। উমাপ্রসাদ স্বীয় অসীম ক্ষমতা সাহস, কৌশল ও বুদ্ধিবলে কলিকাতার বিখ্যাত ঐশ্বর্য্যশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে বশীভূত করিয়া, শীল বাবুদিগের সহিত রাজার বিবাদের সুন্দর নিষ্পত্তিপূর্ব্বক মহিষাদলে প্রত্যাগমন করেন। এই অসম্ভবনীয় কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ রাজা তাঁহাকে নিজ রাজ্যের দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত করিয়া সর্ব্বময় কর্ত্তা করেন। উমাপ্রসাদ ক্রমাগত দ্বাদশবৎসরকাল অশেষ সুখ্যাতি, সম্মান ও যশের সহিত কার্য্য করিয়া রাজার, রাজ্য বজায় ও ইহার চতুর্গুণ আয়বৃদ্ধি এবং অশেষ উন্নতি সাধন করিয়া সমস্ত দক্ষিণ বঙ্গে বিখ্যাত হয়েন। অধিক কি ইহাঁর উপর দক্ষিণদেশস্থ লোকের এতদূর ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল যে ইহাঁর কথায় [illegible] জীবন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারিত। মহিষাদলের পর ইনি আরও কয়েকস্থানে দেওয়ানী কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

মৃত মহাত্মা ১২৮৫ সালে "গোহত্যা নিবারণ ও দেশের উপকার উদ্দেশ্য নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ইহার উদ্দেশ্য যে কতদূর মহৎ ছিল, তাহা সোমপ্রকাশ পাঠক মাত্রের কাহারও অবিদিত নাই। ইনি এতৎ কার্য্য পরিণত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু একের [illegible] দুষ্কর ব্যাপার সাধন হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। জমিদারী কার্য্যে উক্ত পরগণার রাজীবলোচন ও এ প্রদেশের উমাপ্রসাদ সমকক্ষ লোক ছিলেন। আহা! মৃত্যুর পূর্ব্বদিবসও ৪০০ শত টাকা বেতনে এক দেওয়ানি কার্য্যের সনন্দ লইয়া তাঁহাকে লইবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গের কোন রাজসংসার হইতে লোক আসিয়াছিল। কিন্তু উপর রাজ্যের যে, কোন উচ্চ দেওয়ানী পদ তাঁহার জন্য শূন্য হইয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। দুইবৎসরাবধি পীড়িত থাকিয়া ৫৯ বৎসর বয়ঃক্রমে ইনি মর্ত্যধাম ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাঁর মন অতি প্রশস্ত ও নজর অতি উচ্চ ছিল। ইনি অতি উদার-প্রকৃতি, বচন প্রতিপালক ব্যক্তি এবং অনুগত, আশ্রিত ব্যক্তিদিগের উপর দয়ালু ছিলেন। উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ সদ্ব্যয় সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়া ও বহুলোককে অন্নদান করিয়া যশঃ সৌরভে চতুর্দ্দিক সুবাসিত করিয়া জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২ রা ডিসেম্বর। বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম ছয় মাসে আমীরের সহিত ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরলের আফগানিস্থান সম্বন্ধে যে সমস্ত চিঠি পত্র লেখালিখি হয় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। আমীর গবর্ণর জেনেরলকে যে পত্র লেখেন তাহাতে জানা যাইতেছে তিনি দুটী বিষয়ে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন তাহা হইতে কখন বিচলিত হইবেন না। প্রথম, তিনি বিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না। দ্বিতীয়, আফগানস্থানের ভাল হউক বা মন্দই হউক যখন যেরূপ অবস্থা হইবে তিনি তদ্বিষয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে সুন্দর রূপে জানাইবেন।

লণ্ডন ৭ ই ডিসেম্বর। [illegible] ডনগ্রেট্ নামক স্থানস্থ [illegible] হইতে [illegible] চোরিত হইয়াছে, এইরূপ অনুমান করা হইতেছে, অপহারকেরা [illegible] আভপাদে ঐ কার্য্য করিয়াছে।

[illegible] ৭ ই ডিসেম্বর। [illegible] কনভেনসন সভার অধিবেশন আরম্ভ হইতেছে। দুটী বিরোধী দলের ঐক্য হইয়াছে, আয়লণ্ডে একটী জাতীয় পার্লেমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা [illegible] বিষয়ে তাহারা প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন। [illegible] যে আজ্ঞা প্রচার করেন তাঁহারা তাহার অনুসরণ না করেন বা তাহাতে সাহায্য না দেন তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে [illegible] ছেন

পারিস ৩ রা ডিসেম্বর। এম্ রাউষ্টন এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। লোকের এই রূপ বিশ্বাস যে টিউনিসে অপর লোকে তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবেন।

ভিয়েনা ৪ ঠা ডিসেম্বর। ড্যানিউব নদীর নাবিকতা লইয়া অষ্ট্রিয়ায় ও রাউমেনিয়ায় গোলযোগ হওয়াতে অষ্ট্রিয়া গবর্ণমেণ্ট এই আজ্ঞা দিয়াছেন যে, রাউমেনিয়ার সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ আপাততঃ স্থগিত থাকে। কাউণ্ট কালনকিকোরম্পটাক এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেছেন। যে পর্য্যন্ত না তাহার শেষ হইবে, সে পর্য্যন্ত কোন কার্য্য করা হইবে না।

লণ্ডন ৫ ই ডিসেম্বর। সরকারী পত্রে এইরূপ প্রকাশ হইয়াছে যে, সেণ্ডাল সাহেবকে যে নেটালের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের পদে নিয়োজিত করা হইয়াছিল, তাহা রহিত করা হইয়াছে। নেটালের ব্যবস্থাপক সভার ইচ্ছা এই, তথায় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর না হইয়া এক জন গবর্ণর হন।

লণ্ডন ৫ ই ডিসেম্বর। বর্ত্তমান মাসের ৩ রা জাঞ্জিবারের অনতিদূরে একখানি ব্রিটিশ পিনাশ জাহাজ একখানি ক্রীতদাস ব্যবসায়ী জাহাজ আক্রমণ করিয়াছিল। ইহাতে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে কাপ্তেন সি, জে. ব্রাউনরিগ এবং তাঁহার চারি জন লোক হত হইয়াছে।

ওয়াসিংটন ৫ ই ডিসেম্বর। কনগ্রেস সভার উভয় গৃহের সভ্যগণ অদ্য একত্রিত হইয়াছিলেন। সভাপতি যে, পত্র দেন তাহা প্রকাশ করা হয় নাই, স্থগিত আছে।

লণ্ডন ৬ ই নবেম্বর। সরকারী পত্রে এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, আগামী এপ্রেল মাসে সার গার্ণেট ওলসলি একাউণ্ট জেনরলের পদ গ্রহণ করিবেন।

লণ্ডন ৭ ই ডিসেম্বর। ক্রীতদাস ব্যবসায়ী জাহাজ জাঞ্জিবারের নিকটবর্ত্তী উপদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, এই অনুমান হওয়াতে ঐ স্থান অবরোধ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই ডিসেম্বর। যে সকল পুলিষের লোক এবং সৈনিক, কার্য্য হইতে অবসৃত আছে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে আয়র্লণ্ডে রক্ষিপুরুষের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে আহ্বান করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

তুলার ভিতর যাহাতে কেহ অন্য কোন পদার্থ মিশ্রিত করিতে না পারে তজ্জন্য কতকগুলি আইন বিধিবদ্ধ আছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল আইন উঠাইয়া দিবার জন্য ষ্টেটসেক্রেটারির নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তিনিও তদনুসারে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে উক্ত আইন সমূহ উঠাইয়া দিবার আদেশ দিয়াছেন।

অধ্যাপক কর্ব্বাডি টমাসি ক্রুডিলি নামক এক ব্যক্তি ম্যালেরিয়ার অপর একটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যাঁহারা উপরের গৃহে বাস করেন ও স্বাস্থ্য রক্ষার্থ পরিচ্ছন্নভাবে থাকেন তাহাদিগেকে ম্যালেরিয়া জ্বর আক্রমণ করিতে পারে না। যাঁহারা দ্বিতল গৃহে বাস করেন ও বাতায়নের চতুর্দ্দিকে টবে পুষ্পবৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখেন তাঁহাদিগের সেই টবের মৃত্তিকা হইতে ম্যালেরিয়ারূপে বাষ্প উত্থিত হইয়া বিশুদ্ধ বায়ুকে দূষিত করে, পরিশেষে মানবদেহকে বিকৃত করে। ইহার উদাহরণে তিনি বলেন একটী স্ত্রীলোক ঐ রূপ পরিচ্ছন্ন ও পুষ্পবৃক্ষ-শোভিত গৃহে বাস করিতে করিতে ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়েন। তৎপরেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্নিহিত গৃহে কালযাপন করিতে করিতে রোগের অবসান হইতে লাগিল। চিকিৎসক রোগের এই কারণ দর্শন করিয়া গৃহের ফুলের টবগুলি সরাইয়া দিলেন। ১৮৬১ অব্দে আমেরিকাবাসী একজন চিকিৎসক এইরূপ উপায়ে মৃত্তিকা মধ্যে ম্যালেরিয়া বিষ আছে পরীক্ষা করেন। এই চিকিৎসক ম্যালেরিয়া স্থান হইতে মৃত্তিকা রাশি আনয়ন করিয়া উপরের গৃহের বাতায়নের নিকট রাখেন। কিছু দিনের মধ্যে একজন সুস্থ ব্যক্তি যিনি সেই গৃহে নিদ্রা যাইতেন শীঘ্রই তিনি সংক্রামক জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। কিন্তু যাঁহারা অপর গৃহে ছিলেন তাঁহারা পীড়িত হয়েন নাই।

মান্দ্রাজস্থ পূর্ব্বভারতবর্ষীয় ও ইউরেশীয় সভার যত্নে যথায় যে সকল স্ত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তন্মধ্যে রন্ধন বিদ্যা শিক্ষা দিবার রীতি প্রচলিত করিবার জন্য একটী শিক্ষিতা স্ত্রী-লোক বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিতেছেন, শুনা যাইতেছে আপাততঃ ৫।৬ ছয়টী যুবতী উক্ত বিদ্যা শিক্ষার্থ স্বন্ধ অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন।

কাইরোতে ইউরোপীয়দিগের আমোদ প্রমোদার্থ যে একটী নাট্যশালা আছে তাহাতে মিশর দেশীয় গবর্ণমেণ্ট বর্ষে বর্ষে ৯০০০ হাজার টাকা করিয়া ব্যয় দান করেন। তদ্দেশবাসীগণ এই ব্যয়ের বিষয়ে আপত্তি করাতে মিলিটরি কমিটী দ্বারা নাট্যশালা বন্ধ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

বোম্বাই ছোট আদালতের একজন জজ তত্রত্য প্রাচীন বেলিফের মকদ্দমা অন্যায় পূর্ব্বক ডিসমিস করাতে তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে ১০ দশ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণের নালিশ করিয়াছেন।

গত শুক্রবার প্রায় হাজার লোক গবর্ণর জেনেরলের কলিকাতাস্থ দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

পারিস নগরে মণ্ডুক বিক্রয়ের একটী বাজার বসিয়াছে। এই বাজার সপ্তাহে একবার করিয়া হয়। মণ্ডুকের দর শত করা ৩০।৩৪ টাকা। আমাদিগের দেশে মণ্ডুকের যেরূপ প্রাদুর্ভাব পারিস যদি নিকটে হইত তাহা হইলে ইহার ব্যবসায় উত্তম চলিত।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বিলাত হইতে তারে সংবাদ পাইয়াছেন যে গত সোমবার তথায় ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে পৃথক্ সৈন্য রাখিবার অনুপযোগীতার উল্লেখ করিয়া পত্র লেখাতে এই সভায় তাহারই বিচার হইয়া গিয়াছে।

আগামী ৯ ই জানুয়ারি সোমবার প্রেসিডেন্সি কালেজে গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষা আরম্ভ হইবে, যাঁহারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাদিগের লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকিউলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার কার্য্য হইবে।

দিল্লীকালেজ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ৫৪ হাজার টাকা চাঁদায় স্বাক্ষরিত হইয়াছে; কিন্তু ১০ হাজার টাকার অধিক সংগৃহীত হয় নাই; দেশের লোকের কি কেবল চাঁদায় স্বাক্ষর করিবার সময় যত উৎসাহ? আমরা ভরসা করি ভদ্রলোকেরা অবিলম্বে প্রতিশ্রুত দান, সমর্পণ করিয়া দেশের মান রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

মার্টিন লুথরের মত এই, যিনি ২০ বৎসরে সুশ্রী, ৩০ বৎসরে সবলকায়, ৪০ বর্ষে বিদ্বান, এবং ৫০ বর্ষে ধনবান হইলেন না তিনি কখন শ্রীবিষ্ট, বলবান, বিদ্বান ও ধনবান হইতে পারিবেন না।

লক্ষ্ণৌ উইটনেশ পত্রিকা নিউইয়র্ক মিউজিয়মের একটী প্রকাণ্ড কূর্ম্মের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার অবয়ব দৈর্ঘ্যে ৭ ফুট, উচ্চে ৩ ফুট, এবং ৩½ ফুট বিস্তৃত। ওজনে ২৫ মণ হইবে। পাদ চতুষ্টয় ৪ ফুটের কম লম্বা নহে।

মেলবোরণ আরগস পত্রিকা বলেন ২০ এ ও ২১ এ অক্টোবর বৃহস্পতি ও শুক্রবার অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণপূর্ব্ব ও পূর্ব্ব উপকূলে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। ইহাতে একখানি বাষ্পীয় পোত এবং দুই খানি অর্ণব পোত বিনষ্ট হইয়াছে। ইহা ভিন্ন বিস্তর গৃহাদি পতিত হইয়াছে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন নর্থব্রুক ক্লবের জন্য প্রায় লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বিজন গ্রামের মহারাণী দশ হাজার টাকা, সিন্ধিয়া ৪ হাজার, কুটলামের রাজা, হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

শ্যামরাজ তাঁহার রাজ্যে টীকা দিবার প্রথা প্রচলিত করিবার জন্য বীজ আনয়ন করিবার আদেশ দিয়াছেন।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি হইতে বিস্তর সিনকোনা রপ্তানি হইতেছে। ৩০০ বাণ্ডিল রপ্তানির জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এক একটী বাণ্ডিলের মূল্য ৩০০ টাকা।

৪ ঠা গবর্ণর জেনেরল যখন স্বদল সমভিব্যাহারে কলিকাতাস্থ রাজপ্রাসাদে আসিতেছিলেন, সেই সময়ে একজন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর ধাক্কা দিয়া একজন দেশীয় লোককে রাস্তায় ফেলিয়া দিয়াছিলেন, রাজপ্রতিনিধি এই ঘটনা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া অবিলম্বে গাড়ি থামাইয়া সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট পিয়ার্সে সাহেবকে ইহার অনুসন্ধান করিয়া একবারে তাঁহার নিকট রিপোর্ট প্রেরণের আদেশ দিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

চীনের সকলই নূতন। সে দিন আংচু নামক স্থানের মাজিষ্ট্রেটর একজন কেরাণীর বাটীতে আশ্চর্য্য রকমের চুরী হইয়া গিয়াছে, গৃহস্বামী সরকারী কার্য্যোপলক্ষে এক স্থানে গিয়াছিলেন, রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বাটীতে ফিরিয়া আইসেন নাই, চোরেরা ইত্যবসরে বাটীতে প্রবেশ করিয়া বাটীর দাসী প্রভৃতির মুখ বন্ধ করিয়া শেষে এই কথা বলে, গৃহস্বামীর স্বভাবের কোন দোষ নাই, অতএব আমরা তাহার পরিবারবর্গের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিব না। তবে সে যে অতি অর্থগৃধ্নু তাহা আমরা জানি, এই নিমিত্ত আমরা তাহার যাহা কিছু দ্রব্য সামগ্রী পাইব, তাহাই অপহরণ করিয়া লইয়া যাইব, এই কথা বলিয়া তাহারা তাহাদিগের ইচ্ছামত দ্রব্য সামগ্রী লইয়া দাসীদিগকে বন্ধনমুক্ত করিয়া গৃহস্বামীর নামে এক খানি চিঠি লিখিয়া দিয়া প্রস্থান করিল, পর দিন গৃহস্বামী প্রত্যাগত হইয়া ঘটনাবৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং পত্র পাঠ করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পত্রখানি পকেটে রক্ষা করিলেন, এবং সেই চোরদিগকে ধৃত করিয়া অপহৃত দ্রব্যের উদ্ধার চেষ্টায় নিবৃত্ত হইলেন। পত্রের মর্ম্ম যে কি, তাহা তিনি কাহাকেও বলেন নাই।

ফেরোজপুরের এক্‌জিকিউটীব ইঞ্জিনিয়র মেজর বেকেট একজন প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহাকে রোমান ক্যাথলিকদিগের একটী গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিবার আদেশ দেওয়াতে তিনি তাহা করিতে অসম্মত হন, এই কারণ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে করাচিতে বদলী করিয়াছেন।

ব্যারাকপুরের ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট রিভেট কার্ণাক অশ্ব হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

আমাদের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা নিম্নলিখিত সংবাদ কয়েটী পাঠাইয়াছেন "বিগত ২১ এ অগ্রহায়ণ সোমবার রাত্রি ৯ ঘটিকা ১৭ মিনিটের সময় এখানে চন্দ্রগ্রহণ হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে স্থানীয় প্রায় যাবতীয় হিন্দু নরনারী ও বিদেশীয় বিস্তর যাত্রী গঙ্গাস্নান করিয়াছেন। ঐ রজনীতে ভাগীরথীও অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। গঙ্গাবঘাট ঐ রজনী হরিসংকীর্ত্তন, হরিনাম ও শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া অভ্যাগত জনৈক মিসনরী সাহেব ও তাঁহার সঙ্গিগণকে বাথিতহৃদয় করিয়া দিয়াছে। পাদরী সাহেব চন্দ্রগ্রহণের পূর্ব্বে শ্রীপাঠ শান্তিপুরে আসিয়া স্থানে স্থানে মুক্তি ও খ্রীষ্টধর্ম্মবিষয়িণী অনেক বক্তৃতা করিয়াছিলেন, কিন্তু চন্দ্রগ্রহণের সময় আর্য্য-সন্তান সমূহের হিন্দুধর্ম্মের উপর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখিয়া "থ" হইয়া গিয়াছেন।

এবার রাণাঘাট, চাকদহ, শান্তিপুর, ও কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানের স্কুলে মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাটী গৃহীত হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন পরীক্ষার্থী ছাত্র পুঞ্জের বিস্তর সুবিধা ও উপকার হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পরীক্ষার প্রশ্নগুলি অপেক্ষাকৃত কূট হইয়াছিল। এক্ষণে পরীক্ষার ফল শ্রুতি উৎসাহবাঞ্জক হইলেই চতুর্দিক রক্ষা হয়।

আমাদের মিউনিসিপাল ইংরেজি স্কুল হইতে এবার ছয়জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে গমন করিয়াছে। প্রেরিত পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই সুশিক্ষিত, এজন্য আশা করা যাইতে পারে যে, উহাদের মধ্যে সকলেই পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া প্রধান মাষ্টর বাবুর ও স্কুলের গৌরব রক্ষা করিবে। বিগত বৎসরের ন্যায় এবার যদি উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল শ্রুতি অসন্তোষজনক হয়, তাহা হইলে শত্রুদিগের পাপরে পাঁচকীল ও খোরায় পাঁচ লাথি!! পরমেশ্বর শত্রুমুখে কালীচূণ দেন, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা ও ইচ্ছা।

মিউনিসিপালিটীর ভাইসচেয়ারম্যান ও কমিশনর বাবুরা যদি কাজের লোক হন, তাহা হইলে করদাতৃগণের কোন বিষয়ে কোন কষ্টানুভব করিতে হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অদ্যাপি সর্ব্বত্র নির্ব্বাচনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় নাই। কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান ও শ্রীরামপুর প্রভৃতি মিউনিসিপালিটীতে যেমন নির্ব্বাচনপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে, ঐরূপ প্রথা যদি সমুদায় স্থানের মিউনিসিপালিটীতে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে অনেক অযোগ্য ব্যক্তির "পরের ধনে পোদ্দারী" করা ঘুচিয়া যায়। লর্ড রিপনের কল্যাণে ও ছোট লাট ইডেনের কৃপায় যদি কখন ভারতবর্ষে আত্মশাসনপ্রণালী হয়, তাহা হইলে তখন প্রজাদের সুখস্বচ্ছন্দতা সমুদিত হইবে, নতুবা আমাদিগকে চিরকালই খেয়ায় কড়ি দিয়া ডুবে পার হইতে হইবে সন্দেহ নাই। আমরা মিউনিসিপালিটীর অধীনে বাস করি বটে, কিন্তু আমাদের রাস্তা ঘাট আলো জল প্রভৃতির অবস্থা নিতান্ত মন্দ। সে দিন চন্দ্রগ্রহণ হইয়া গিয়াছে, এজন্য হিন্দু মাত্রেই পাকপাত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু মিউনিসিপালিটীর অনুচরেরা উহা অদ্যাপি উঠাইয়া লইয়া যায় নাই। কালীমাখা পাকপাত্রগুলি রাস্তায় পড়িয়া মিউনিসিপালিটীকে যেন মুখব্যাদন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিতেছে।

১৬ ই অক্টোবর কেপকোষ্ট দুর্গ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আশান্তিরাজ তাঁহার প্রাচীন অট্টালিকা মেরামত করাইবার জন্য দুই শত যুবতীকে বলিদান দিয়া তাহাদিগের রক্ত গ্রহণ করিয়াছেন। যিনি এই সংবাদ প্রচার করিয়াছেন, তিনিও বন্দীদিগের মধ্যে ছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পলাইয়া বাঁচিয়াছেন। এরূপ নরবলী দিবার রীতি তথায় প্রচলিত আছে।

সোমবার যে চন্দ্রগ্রহণ হয় আমাদিগের এখানে তাহার সর্ব্বগ্রাস লক্ষিত হইয়াছিল।"

বোম্বাই গেজেট বলেন বীজাপুরের সবর্ডিনেট-জজ রাও সাহেব মধুরাও ঘুস লইয়া যথার্থ বিচার অপলাপ করিয়া রায় লেখাতে বেলগোমের সেসন জজ তাঁহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৬ মাস কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন ও হাজার টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

পাতীয়ালার মহারাজ অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট ১ লা জানুয়ারি হইতে বর্দ্ধমানের মহারাজের স্কুলে এল,এ খুলিবার আদেশ দিয়াছেন।

আমাদিগের গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপন ডিসেম্বর মাসের শেষে রেঙ্গুণে যাইবেন। ভারতেশ্বরী এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে এণ্ডামান দেখিতে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। লর্ড মেওর মৃত্যুই তাঁহার আশঙ্কার কারণ!

জাভার অন্তর্গত বাণ্টামের অবস্থা অতি শোচনীয়। গোমড়ক দেশে প্রায় আর পশু নাই। বিসূচিকা ও জ্বরে বিস্তর লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে, বাণ্টাম [illegible] শ্মশানভূমি, তাহার উপর ভয়ানক দুর্ভিক্ষ যে সকল লোক জীবিত আছে, তাহাদিগের উদরান্নের জন্য গবর্ণমেণ্ট রিলিফ খুলিয়াছেন।

বন বিভাগের কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য ডিহ্‌রাদুনে যে স্কুল হইয়াছে, তাহাতে দেশীয় শিক্ষার্থীদিগের মধ্যে সমুদয়ই বাঙ্গালী। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর স্থানীয় লোকদিগের এ বিষয়ে নিরুৎসাহ দর্শন করিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

পুনার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ উদ্যোগ

দিনাজপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর কুক সাহেব দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদিগের বিচারের আপীল শুনিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাগডোগরার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, কষ্ণ লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন স্থান সমূহের জষ্টিস অব পীস হইলেন।

মুর্শিদাবাদের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, বি, গ্যারেট সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

হুগলী—২৩ এ অগ্রহায়ণ।

অনেক দিন হইল মাননীয় সোমপ্রকাশের সাক্ষাৎলাভ করিতে পারি নাই, মনে করিয়াছিলাম ভাল করিয়া একখানি খবরের ডালি সাজাইয়া নিকট উপস্থিত হইব। কিন্তু আপনার হুগলীর সংবাদদাতার দুরদৃষ্টের কথা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি, না রচনার মাধুর্য্য, না সমাচারের প্রাচুর্য্য তবে ভরসা এই যে পাঠক মহাশয়েরা নিজগুণে আপনা হইতে উভয়ই সন্ধান করিয়া লইবেন। সম্প্রতি হুগলী কলেজে ২৪৩ টী প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ও ৫৩ টী ফাষ্ট আর্ট পরীক্ষা দিতেছে। প্রথম দুই দিন প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নগুলি মন্দ হয় নাই, কিন্তু ফাষ্ট আর্টে প্রশ্নই একটা কঠিন ছিল। হুগলী কলেজের ও ব্রাঞ্চ স্কুলের শিক্ষক মহাশয়েরা সকাল সকাল মাধ্যাহ্নিক সমাপন করিয়া পরীক্ষা পরিদর্শন করিতে যান, আর ঝাড়ূ ও ঘণ্টা প্রহরীর কার্য্য করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় দুঃখপ্রদ বঙ্গীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ক্যাম্বেল সাহেবের মতানুসারে শিক্ষকদিগকে বাছিয়া বাছিয়া সব ডেপুটীর কর্ম্ম দেওয়া যাইতে পারে। শুনিতে পাই, কলিকাতার নাকি শিক্ষক মহাশয়েরা প্রহরিতার জন্য অতিরিক্ত বেতন পান। যদি একপ হয় তবে কলিকাতা ও হুগলীতে বিসদৃশ থাকা উচিত নয়।

বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে গঙ্গার পূর্ব্ব পার ভাটপাড়ার বাঁধা ঘাটে একজন ইতরজাতীয় যুবা রাত্রিতে বসিয়া মারা যায়। আমাদিগের হুগলীর ডাক্তার সাহেব শব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে উক্ত ব্যক্তির বুকে রক্ত বাঁধিয়া মরিয়াগিয়াছে। বেচারার আর কেহ সংসারে নাই কেবল একটী নবীনা স্ত্রী মাত্র।

পূর্ব্বে যে হুগলীর উকীল বাবুর স্ত্রীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী অভিযোগের কথা লিখিয়াছিলাম, ভাগো ভাগো অবলা কুলবালা নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। এক্ষণে প্রার্থনা নব্য বাবুরা এই দেখিয়া উদ্ধত স্বভাবটী পরিত্যাগ করুন। শিষ্টাচারে সকলেই বশ হয়। হুগলীর মিউনিসিপাল কর্ত্তৃত্বের কথা অনেক বার সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু কথায় বলে "এঁর কুড়ের পাশ স্বর্গে যায় না" আমাদের ন্যায় অধমের বাক্যে কর্ত্তাদিগের কর্ণপাত হইবে সে কেবল দুরাশা। যাহা হউক, আবার তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দৃষ্টি করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধন করিতে চেষ্টা করিবেন। প্রথম সকল প্রকাশ্য রাস্তায় জল দেওয়া হয় না। কেবল যে পথে কর্ত্তৃপক্ষের গতিবিধি তাহাতেই হইয়া থাকে। পূর্ব্বে জজ সাহেবের কাছারির নিকট পর্য্যন্ত জল দেওয়া হইত, এক্ষণে হয় না। বিশেষ চুঁচুড়ার খড়ুয়া বাজার ও হুগলীর চকে জল সিঞ্চন না করায় প্রজাদিগের বড় কষ্ট। কেন না ঐ দুই স্থলে সর্ব্বদা লোকের সমাগম। দ্বিতীয়, মধ্যে মধ্যে মিউনিসিপাল কর্ত্তাদিগের বাটীর সম্মুখে আলো আছে, অথচ যেখানে থাকা উচিত, সেখানে দেওয়া হয় না। সকল রাত্রে সকল আলোকস্তম্ভে আলো থাকে না। তৃতীয়, আজ কাল ম্যাথরের কার্য্য মিউনিসিপাল কর্ত্তৃত্বে আসিয়াছে, কিন্তু প্রায় মাসে মাসে ম্যাথর পরিবর্ত্ত হইতেছে, তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে পাইখানা পরিষ্কার হয় না। একে এরূপ কর্ত্তৃত্ব না করাই উচিত, যদি করেন তবে যাহাতে কাহারও কষ্ট না হয় এমত বিধান করিবেন।

এখানকার জজ সাহেবের কাছারি মেরামত হইতেছে, কিন্তু উপরের অঙ্গরাগ মাত্র। আমরা বিশেষ অবগত আছি, এডিসনেল সব জজ বাবুর কাছারি ঘরে জল পড়িয়া সমস্ত ভাসিয়া যায়, আরো দুই এক ঘরে জল পড়ে, কিন্তু ছাদ মেরামত না হইয়া নিম্নে পাথর বসান হইতেছে। আমাদিগের স্থূল বুদ্ধিতে এই প্রকারে অর্থের অপব্যয় হইয়া থাকে।

বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ বাহাদুরের উপাধি প্রাপ্তির সমারোহে এখানকার জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব দুই একটা বাঙ্গালি হাকিম, উকীল ও ইংরাজী অধ্যাপকের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। যেন তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ! একটী একটী ব্রাহ্মণ প্রত্যেক বাটী হইতে নিমন্ত্রণ করার ন্যায় বিরাজ বাহাদুরের কি অভাব হইয়াছে যে অনেকানেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিমন্ত্রণ হইল না। এবারে মহরমে হুগলীর এমামবাড়াতে সমারোহ হইয়াছিল। বোধ হয় সোমপ্রকাশের অনেক পাঠক মহাশয় অবগত আছেন যে হুগলীতে দুইটী এমামবাড়া, পুরাতনটীর নাম বড় ও নূতনের নাম ছোট। বড়র মান বেশী। চুঁচুড়ার টেঁপু সুলতানের বংশধর হালিম সাহেব বাহাদুরের আর একটী গোঁয়ারা হয়, তাহাতেও বিলক্ষণ ধূমধাম। এই উপলক্ষে চুঁচুড়ার বাজারে দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য হইয়াছিল, অপর সাধারণ সকল মুসলমান হিন্দুদিগের দুর্গোৎসবের ন্যায় নূতন বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া নানারূপ আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে। এখানকার ষ্টেশনের নিকট একটী প্রশস্ত মাঠ আছে, ঐ স্থানে ঐ দিন বহুতর লোকের সমাগম হয়, দোকানী পসারিরা বিলক্ষণ দু-দশ টাকা লাভ করিয়া থাকে। চূড়ামণি যোগ ও গ্রহণ উপলক্ষে ভাগীরথীর উভয় কূল বড়ই শোভা ধারণ করিয়াছিল। ষ্টেশনে অনুমান দুই সহস্র বঙ্গদেশী যাত্রী আসিয়াছিল। ইহার অর্দ্ধ স্ত্রীলোক, পুরুষ অল্প। সব সম্ভ্রান্তা স্বাধীনভাবে আসিয়াছে; কিন্তু আমরা বঙ্গদেশের পর্দানসীনা দেখিলে সম্পূর্ণ প্রতীতি হইতে পারে যে বঙ্গদেশীয় হিন্দু সমাজে স্ত্রীস্বাধীনতা যথেষ্ট বিদ্যমান আছে। পিঞ্জরের পাখীর উপমা কবিকল্পনামাত্র। অনেক স্থলে পরদানসীনার চাক্ষ পরদা থাকা না থাকা বুঝা যায় না।

সারণ।

অদ্য মুসলমানদিগের মহরম পর্ব্ব। গোঁসাই জানান হইবে। এতদ্দেশে হিন্দুগণও মুসলমানদিগের সহিত সমবেত হইয়া এই উৎসবে উৎসাহিত হইয়া থাকেন। হিন্দুরাও ইমামহোসেনকে দেবতা বলিয়া পূজা করেন। বেশভূষা দ্বারা যবন ও হিন্দু চিনিতে পারা যায় না।

হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদিগের ধর্ম্মবন্ধন অত্যাধিক দৃঢ়তর রহিয়াছে। যে সমস্ত মুসলমান ইংলণ্ডে যাইয়া কৃতবিদ্য হইয়া আসিতেছেন, তাঁহারা পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত একত্র বাস করিতেছেন, আর পূর্ব্ব ধর্ম্মই অবলম্বন করিতেছেন। কিন্তু হিন্দুরা দুইদের বাহির হইয়া পড়িতেছেন। আমাদের একান্ত ইচ্ছা যে বিলাত ফেরত হিন্দুগণও ঐরূপ স্ব স্ব সমাজে মিলেন এবং সমাদৃত হয়েন।

মতিহারির অন্তর্গত তুরকৌলীয়া নামক স্থানে মান্যবর বাবু শ্যামাচরণ ঘোষ মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত নাট্যালয় আছে। ইংরাজ, বাঙ্গালি বেহারি অনেকেই উক্ত স্থানে ঐ উপলক্ষে শুভাগমন করিয়া প্রীতিলাভ করেন। বিগত শারদীয় পূজার সময় মহারাজ বেতিয়ার ভবনে তাঁহার অনুরোধে নাট্যাভিনয় হয়। তিনিও আনন্দলাভ করিয়া ১০০০ এক সহস্র মুদ্রা নাট্যশালার উন্নতিকল্পে দান করিয়াছেন।

এলাহাবাদ।

গত ২৮ এ নবেম্বর অত্রত্য প্রধান বিচারালয়ের

সেসনে যে একটী মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, অদ্য তাহার স্থূল বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

আগ্রা রেজিমেণ্টের চার্লস্ টমসন, জেমস্ ম্যাককযান এবং স্যামুয়েল টমসন এই তিন জন গোরা অকারণ গ্যারাও নামক একজন গাড়োয়ানের মৃত্যুর কারণ বলিয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ এবং ৩২৩ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় হইয়া অত্র বিচারালয়ে আনীত হয়। তাহারা গত ১২ ই মে ভ্রমণার্থ বাজার হইতে ঠিকা গাড়ী ভাড়া করিয়া সহরে বহির্গত হয়। তাহারা সহরে মদ্য ক্রয় করিয়া প্রথমতঃ রামবাগ তথা হইতে তাজমহলে যায়। তাহারা বলে, তাজমহল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় দেখিল গাড়োয়ান মাতাল হইয়াছে। সে জন্য তাহাকে গাড়ীর পশ্চাতে বসাইয়া তাহাদের মধ্যে দুই ব্যক্তি গাড়ী চালাইতে লাগিল। যখন গাড়ী অত্যন্ত দ্রুতবেগে চলিতেছে, তখন তাহারা হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল একজন এদেশীয় লোক রাস্তায় পড়িয়া আছে, তাহাকে তথা হইতে গাড়ীতে উত্তোলন করিবার সময় তাহার মস্তকে একটী ক্ষত দেখিয়াছিল। তদনন্তর গোরারা কি প্রকারে স্ব স্ব স্থানে আসিল, তাহা তাহারা নিজে বলিতে পারে না। কিন্তু কয়েকজন সাক্ষী ঠিক ইহার বিপরীত ঘটনা বিবৃত করিয়াছে। প্রথম সাক্ষী বলে, সে স্যামুয়েল টমসনের জন্য আগ্রার সদর বাজার হইতে ঠিকা পাল্কিগাড়ী ভাড়া করিয়া আনে। দ্বিতীয় সাক্ষী যুগলকিশোর কহে সে ঐ দিবস একটী কূপ হইতে জল আনিবার সময় দেখিল তিন জন গোরা একজন লোককে প্রহার করিতেছে, আহত ব্যক্তি বলিতেছে 'আমাকে মারিও না আমি গাড়ী লইয়া যাইতেছি' একখানি ঘোড়ার গাড়ীও তথায় ছিল। ঐ গোরাদের মধ্যে একজন তাহার হাত, অপর জন তাহার গলা ধরিয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহার গাত্রে কোনরূপ চিহ্ন দেখে নাই। তৃতীয় সাক্ষী বৃন্দ ভিস্তি বলে, সে কার্য্যান্তরে যাইবার সময় পথিমধ্যে ঘোড়ার গাড়ী দেখিয়াছিল, গাড়োয়ানকে দেখে নাই, কিন্তু অনতিদূরে তিন জন গোরা একজন এদেশীয় লোককে প্রহার করিতেছিল। তাহারা তাহার বক্ষঃস্থলে ঘুঁসি ও তলপেটে পদাঘাত করে। সে একটী বোতল ভাঙ্গার শব্দও শুনিতে পায়। তদনন্তর হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় সে দেখিল যেখানে গাড়ীখানি ছিল, তথায় বোতলভাঙ্গা পড়িয়া রহিয়াছে। সে সেই দিন সন্ধ্যার সময় [illegible] নামক রাস্তা দিয়া ঐ গাড়ী যাইতে দেখিয়াছিল, তখন এক জন গোরা চালাইতেছে। জুরিকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে সে উত্তর করিল যে, ঐ তিন জন গোরা বা ঐ গাড়োয়ানকে দেখিয়া এমন কিছুতে বোধ হয় নাই, যে তাহারা মাতাল হইয়াছে। চতুর্থ সাক্ষী চেদি গাড়োয়ান কহে, সে গাড়ী লইয়া পোষ্ট আফিস হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় একজন গোরা এক খানি গাড়ী চালাইয়া যাইতেছে দেখিয়াছিল এবং সেই গোরা যে স্যামুয়েল টমসন তাহাও দেখাইল। ব্যারাকের অতি সন্নিকটে আসিয়া ঐ গোরা গাড়ীখানি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। চেদি গাড়ীর সন্নিকটে আসিয়া দেখিল যে গ্যারাও তাহার ভিতর রহিয়াছে। তাহাকে বারম্বার আহ্বান করাতেও কোন উত্তর পাইল না। তাহার মুখ হইতে রক্ত বহির্গত হইতেছে। আদালত কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে সে উত্তর করিল যে, মৃত ব্যক্তির শরীরে কোন চিহ্ন কিম্বা সে যে সুরাপান করিয়াছিল, সে তাহা বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখে নাই। পঞ্চম সাক্ষী পুলিসের সব ইনস্পেক্টর সেখ মনিরুদ্দিন বলেন, গ্যারাও যখন পুলিসে আনীত হইল, তখন তাহার অবস্থা দেখিয়াই হাঁসপাতালে প্রেরণের জন্য আদেশ হয়। মাননীয় জজ সাহেব পুলিস সব ইনস্পেক্টরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে "যখন গ্যারাওকে তোমার নিকট আনিল, তখন তাহাকে দেখিয়া তোমার কি বোধ হইয়াছিল। প্রত্যুত্তরে সব ইনস্পেক্টর বলিলেন যে "বাঁচেগা নেহি।" তৎপরে এই প্রশ্ন হইল "মুমূর্ষু ব্যক্তির যেরূপ এজাহার লইবার রীতি আছে, তাহা লইবার জন্য তোমার কর্ম্মচারীকে সংবাদ দিয়াছিলে কি না?" উত্তর "না" পুনরায় প্রশ্ন হইল "দেও নাই কেন?" উত্তর "আমার বোধ হইয়াছিল যে কিছুক্ষণ বাঁচিবে" এই কথা বলিয়া সব ইনস্পেক্টর কিছু ফাঁপরে পড়িলেন, কারণ মাননীয় জজ সাহেব বলিলেন যে "তুমি এই বলিলে বাঁচেগা নেহি, আবার বলিতেছ কিছুক্ষণ বাঁচিবে, ইহা কিরূপ সঙ্গত?" পরে এ কথা চাপা পড়িল। পর দিন প্রাতঃকালে সব ইনস্পেক্টর ঘটনাস্থল তদারক করিতে গিয়া দেখেন, যেখানে বোতলভাঙ্গা পড়িয়াছিল, তথায় রক্তের চিহ্ন রহিয়াছে। তদনন্তর সারজাণ্ট ফ্রেডবের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল। তিনি বলিলেন যে ঐ দিবস অপরাধীরা ব্যারাক হইতে বহির্গত হইয়াছিল এবং সন্ধ্যার সময় চার্লস টমসনকে এবং ম্যাক্‌ক্যানকে মাতাল হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন। অপরাধীদিগের পক্ষের এক জন সাক্ষী কেগান সাহেব বলেন যে, চার্লস টমসনকে ১২ ই মে বেলা দুই প্রহর দুই টার সময় ব্যারাকে দেখিয়াছিলেন, তাহার তখন জ্বর হইয়াছিল, তাহার শয্যা তিনি নিজে প্রস্তুত করিয়া দেন। অপর আর একটী সাক্ষীর কথা এখানে নিষ্প্রয়োজন। এই ত গেল সাক্ষীদিগের বিবরণ, একণে আগ্রার সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার গার্ড সাহেব মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া তত্রত্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট কিরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহার সারাংশ এস্থলে বলা বিশেষ আবশ্যক। কারণ তাঁহার কথায় এই মকদ্দমার একপ্রকার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তির শরীর কৃশ ছিল, কিন্তু রুগ্ন নহে। তাহার কপালের বাম পার্শ্বে একটী ক্ষত আর বাম চক্ষুর প্রান্তভাগে ও বাম কোটির নিম্নে এক একটী আঘাতের চিহ্ন ছিল। তাহার মস্তকের উপর যেরূপ ক্ষতচিহ্ন ছিল তাহার সমান্তরাল ভিতরে সেরূপ ক্ষত দৃষ্ট হয় নাই। তিনি বলেন, ঐ ক্ষত কোন কাটিবার অস্ত্র দ্বারা বা ঘুসি দ্বারা হয় নাই। পড়িয়া যাইলে ঐ প্রকার ক্ষত হইতে পারে। কি প্রকারে যে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। তাঁহার মত এই, মৃত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা এইরূপ ছিল যে, সজোরে ভূমিতলে পড়িয়া গেলে তাহার মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। তিনি ইহাও বলেন যে, ঐ আঘাত সুরাপান করিয়া সে যে প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা অনুমিত হয় না এবং বোতলের দ্বারা ঐরূপ ক্ষত হইতে পারে না। সর্ব্বশেষে মাননীয় জজ সাহেব মকদ্দমার সারাংশ জুরিদিগকে বিবৃত করিতে গিয়া এইরূপ বলিলেন যে গার্ড সাহেবের সাক্ষ্যে ইহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে, মনুষ্যের কৃত কোনরূপ অত্যাচারে গ্যারাওর মৃত্যু হয় নাই, এবং তাহার মস্তকেও বোতল দ্বারা আঘাত করা হয় নাই। মৃত ব্যক্তির ফুসফুসে যে রক্ত জমিয়াছিল, বহিঃপ্রদেশ দেখিয়া তাহার কোন কারণ বলিতে পারেন না। জজ সাহেব ইহাও বলিলেন যে, যেখানে বোতলভাঙ্গা পড়িয়াছিল, তথায় যে রক্তচিহ্ন ছিল, তাহা মনুষ্যের, কিম্বা অন্য কোন জীবের তাহাও প্রমাণসাপেক্ষ। এইরূপ দুই চারি কথা বলার পর জুরিরা গৃহান্তরে গেলেন, এবং প্রায় ২৫।২৬ মিনিটের পর পুনরাগমন করিয়া অপরাধীরা নির্দ্দোষ বলিলেন, এবং মাননীয় জজ সাহেব তাঁহাদের মতে অনুমোদন করিয়া তাহাদের অব্যাহতি দিলেন। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে জুরিদের মধ্যে কেহই এদেশীয় বা বাঙ্গালি ছিলেন না, তাঁহারা সকলেই একধর্ম্মাবলম্বী।

গ্যারাও যে কিসে মরিল, এ কথা সকলের মনে উদয় হইতে পারে বটে; কিন্তু তৎপক্ষে এই বলিতে পারা যায় যে, সে নানাপ্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া আপনিই মরিয়া গিয়াছে॥

এখানে সেসন এখনও শেষ হয় নাই, আগামী ১২ ই ডিসেম্বরে মিরাটের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ফিসর সাহেবের মকদ্দমা হইবে, সময়ান্তরে তদ্বিবরণ প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

যশোহর।

২০এ অগ্রহায়ণ ১৮০৩।

সে দিবস যশোহরের স্কুল ডেপুটী ইনেস্পেক্টর বাবু যজ্ঞেশ্বর রায় মহাশয় আমাদিগের বাসভূমি চাকলা গ্রামের বিদ্যালয়টী পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন যে, ছাত্রদত্ত বেতন ও গ্রাম্য চাঁদা প্রভৃতিতে মাসিক ৩০।৩২ টাকা আদায় দেখাইতে পারিলে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য মঞ্জুর হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু এ টাকা আদায় হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। সম্প্রতি কাশিমবাজার নিবাসিনী দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী এবং আমাদিগের জমীদার স্বর্গীয়া রাণী রাসমণি দাসীর দৌহিত্র বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস মহাশয় আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন। আশা করি তাঁহারা যথোচিত সাহায্য করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিবেন।

সম্প্রতি এ দিকে কামজ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখ যাইতেছে। সুখের বিষয় এই, অদ্যাপি ইহাতে কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। এ বিভাগে জ্বরের বিশেষ প্রকোপ দেখা যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট কি এতদঞ্চলে ডাক্তার পাঠাইবেন না?

বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্ণী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

কলিকাতা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া বাজারের একটু পশ্চিম ১৪০ নং বাটী।

ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গুপ্ত কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাসুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাসুলসহ ৭।০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাসুল ।৵০, পদ্যামৃত সমগ্র সটীক ৩৶০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫।০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪।৵০ গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সং।

PARADISE LOST.

বা

সুখ ধাম বিনাশ।

এই পুস্তকের ১ ম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। গ্রাহকগণ স্ব স্ব অগ্রিম মূল্য নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। এখনও যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তকের গ্রাহক হইতে বাসনা করেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম, ঠিকানা, ও অগ্রিম মূল্য প্রেরণে বাধিত করিবেন। গ্রাহকগণের মধ্যে যদি কেহ পুস্তক না পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা সত্বর আমাকে জানাইলেই পুস্তক পাইবেন।

তারিখ ৭ ই নবেম্বর ১৮৮১ } শ্রীমহিমাচন্দ্র গুপ্ত ওভারসিয়ার আর, সি, সি, ময়মনসিং।

মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ।

মূল্য ১।০ ডাক মাসুল ৴১০।

কলিকাতা ১৪ নং কালেজ স্কোয়ার রায়প্রেস ডিপজিটরীতে এবং কতিপয় প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৮, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৸০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগপ্রথম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দুর্গোৎসব, রামায়ণ ও মহাভারতের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে পুনঃ প্রতিবাদ, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পাদপূরণ, এই ৭টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু	গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—আইহো	৯
"	" অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়—পানিহাটী	৫।০
"	" গোপালকিশোর ধর উকীল—বগুড়া	৭
"	" মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খিদিরপুর	৫।০
"	" মধুসূদন সরকার—ইসলামপুর	৭
"	" জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়—রাউলপিণ্ডি	৭
"	" নীলমণি গণ্টাইড গারু—মান্দ্রাজ	৬
"	" সারদাচরণ মুখোপাধ্যায়—বরকামতা	৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" ৫ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ৫ ই পৌষ। ইং ১৮৮১। ১৯ এ ডিসেম্বর

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়,

দে ও দত্ত।

(প্রশ্নের উত্তর।)

আমরা বড় হতভাগ্য। কেন না ব্রাহ্মেরা চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, দে ও দত্ত প্রভৃতি উপাধিগুলি গ্রহণ করেন বলিয়া এত দিন পরে আমাদিগকে শ্রদ্ধাস্পদ সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়কেও তাহার প্রতিবাদ করিতে দেখিতে হইল। আমাদের ভয় হইতেছে, হয় ত তিনি এবারে ব্রাহ্মদিগের নামগুলি লইয়াও পাড়াপীড়ি করিবেন। বলিবেন, ব্রাহ্ম! তুমি যখন হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছ, এখন তুমি হিন্দুদিগের রামচন্দ্র, সুশীলচন্দ্র প্রভৃতি নামগুলি পরিত্যাগ কর। কারণ, যে যুক্তিতে তিনি ব্রাহ্মদিগকে চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলি ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, সেই যুক্তির উপর ভর দিয়াই তিনি ব্রাহ্মদিগকে হিন্দুদিগের নামগুলি পরিত্যাগ করিতে বলিতে পারেন। তিনি স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলেন নাই অথচ বিহারি বাবুর পত্রখানিকে "ইঙ্গিতে" সমর্থন করিয়া সকল কথাই বলিয়াছেন। তিনি "ইঙ্গিতে" জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলি অন্য কোন জাতির আছে কি না এবং সেই উপাধিগুলি হিন্দুত্ব জ্ঞাপক কি না?" এ বিষয়টী লইয়া পুনরায় আন্দোলন করিতে আমাদের ইচ্ছা ছিল না, কারণ ইহা তত গুরুতর বিষয় নহে, অতি সামান্য বলিতে হইবে, কিন্তু সম্পাদক মহাশয় নিজে যখন ইহাতে হস্তার্পণ করিয়াছেন তখন আমাদিগকে তাঁহার প্রশ্নদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদান করিতেই হইবে। চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলি অন্য জাতির আছে কি না? ইহার উত্তর এই—না, ইহা অন্য জাতির নাই। তবে ইহা হিন্দুদের উপাধি বলিলেও ঠিক বলা হয় হইবে না। বলিতে হইবে, ইহা বাঙ্গালির * চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলি হিন্দুত্বজ্ঞাপক কি না? ইহার উত্তর এই—না, ইহা হিন্দুত্বজ্ঞাপক নহে। তবে ইহাদিগকে বাঙ্গালি হিন্দু-বংশজ্ঞাপক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। হিন্দুত্ব অথবা হিন্দুধর্ম্ম আর বাঙ্গালি হিন্দুবংশ এক পদার্থ নহে। আমি বাঙ্গালি হিন্দুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং আমি আপনার হিন্দুবংশের পরিচয় দিই বলিয়া আমিও যে এক জন হিন্দু, আমিও যে এক জন দেবদেবীর উপাসক, এমন কিছু প্রমাণ হয় না। ইহা প্রত্যক্ষের বিষয় যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী অথবা ভিন্ন ভিন্ন জাতি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নাম ও উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকে, ধর্ম্মের সঙ্গে তাহার বড় একটা সম্পর্ক থাকে না। দেখুন, এক খ্রীষ্টানধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও ফরাসি, জার্ম্মাণ, ইংরাজ, রুশিয়ান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিরা ভিন্ন ভিন্ন নাম ও উপাধি গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। আবার এক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হইয়া বাঙ্গালিদিগের এক প্রকার নাম ও উপাধি এবং হিন্দুস্থানী ও মান্দ্রাজী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন নাম ও উপাধি। সেইরূপ এক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও ভারতবর্ষ, সিংহল, চীন, জাপান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকদিগের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও উপাধি হইয়া থাকে। এমন কোথাও মাথার দিব্বি দেওয়া নাই যে, হিন্দু হইলেই তাহার নাম ও উপাধি শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি রাখিতেই হইবে, অথবা খ্রীষ্টান হইলে হেনিরি ওয়াটশন প্রভৃতি রাখিতেই হইবে। হিন্দু হইয়া যেমন শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হইতে পারে সেইরূপ রণজিৎ সিংহও হইতে পারে। সেইরূপ, খ্রীষ্টান হইলে যেমন হেনিরি ওয়াটশন হইতে পারে সেইরূপ ফের্ডিনাণ্ড ডেলেসেপ ও হইতে পারে। অতএব প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, ভিন্ন ভিন্ন নাম ও উপাধির সহিত ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও জাতির যেরূপ সম্বন্ধ, ধর্ম্মের সহিত কখনই সেরূপ সম্বন্ধ নহে। বঙ্গদেশের ব্রাহ্মেরা বাঙ্গালি হইয়া বাঙ্গালির নাম ও উপাধি গ্রহণ করিলে কিপ্রকারে যে মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আবার দেখুন, মিসর, রোম, আরব, ভারত, চীন প্রভৃতি দেশবাসীরা যখন পূর্ব্ব প্রচলিত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম, মহম্মদীয়ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহাদের স্বদেশপ্রচলিত নাম ও স্ববংশের উপাধি ত্যাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম ও উপাধি গ্রহণ করেন নাই। যদি এরূপ হইল তবে ব্রাহ্মেরা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া স্বদেশপ্রচলিত নাম ও স্ববংশের উপাধি কেন ত্যাগ করিবেন? এখানে এ কথা বলাও উচিত হইতেছে যে, মিসর প্রভৃতি দেশের লোকেরা যখন প্রাচীন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মহম্মদীয়ধর্ম্ম প্রভৃতি গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাদের যেরূপ নাম ও উপাধি ছিল এখনও যে ঠিক সেইরূপ নাম ও উপাধি চলিয়া আসিতেছে তাহা নহে, অবশ্য ক্রমশঃ সকল দেশের নাম ও উপাধির পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এ পরিবর্ত্তন ধর্ম্মের জন্য হয় নাই, কালের মাহাত্ম্য ও লোকের রুচির বৈলক্ষণ্যই এই পরিবর্ত্তনের কারণ হইতেছে। আমাদের দেশেও এখন আর কেহই পুত্র কন্যার ভীমসেন, দুর্ব্বাসা, চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য অথবা গোবৰ্দ্ধন ও থাকমণি নামকরণ করে না। কালের মাহাত্ম্যে ও রুচির পরিবর্ত্তনে যখন বাঙ্গালিদিগের নাম প্রভৃতি ভিন্নাকার ধারণ করিবে, তখন ব্রাহ্মেরাও কখনই সে পরিবর্ত্তনে যোগ দিতে বিমুখ হইবেন না। এখানে আর একটী কথাও বলা আবশ্যক হইতেছে যে, আজকাল খ্রীষ্টান ও মুসলমানেরা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার সময় একটী নূতন নামকরণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সেই নূতন

* [illegible] বাঙ্গালাদেশের কোন [illegible] মুসলমান অধিবাসীদিগকে বাঙ্গালি বলা উচিত। আমরা এ কথার প্রতিবাদ করিতে চাহি না, যাহার ইচ্ছা হইবে তিনি স্বচ্ছন্দে আমাদের প্রতিবেশী মুসলমান ভ্রাতাদিগকে বাঙ্গালি বলুন। তবে এখানে আমাদের অনুরোধ এই যাহারা মুসলমান ভ্রাতাদিগকে বাঙ্গালি বলিতে চাহেন, তাঁহারা যেন বঙ্গবাসী ফিরিঙ্গি ভ্রাতাদিগকেও বাঙ্গালি বলিতে বিস্মৃত না হন। যাহা হউক, পৃথিবীর সমস্ত লোকের নিকট যাহারা বাঙ্গালি বলিয়া পরিচিত, চতুর বুদ্ধিমান অথচ ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া যাহারা বিখ্যাত; রাত্রিতে প্রদীপ অথবা না ধরিয়া যাহারা শয়নাগারের বাহিরে আসিতে সক্ষম নহে অথচ মুখে বীরপুরুষের ন্যায় আস্ফালন করিতে, শত্রুর নাম করিয়া তাহার অসাক্ষাতে সজোরে ভূমে পদাঘাত করিতে যাহারা বিলক্ষণ শিক্ষিত; যাহারা অকালে কালকবলিত হয় বলিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বরকে, ও নিজ নিজ অদৃষ্টকে অভিসম্পাত করে, অথচ অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া অল্প বয়সে সন্তান উৎপাদন করিয়া, প্রতি মুহূর্ত্তে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইবার জন্য সদাই ব্যস্ত; যাহারা পরশ্রীকাতর, বিশেষতঃ যাহারা স্বজাতির ভাল দেখিতে পারে না, দেখিলে দ্বেষ হিংসায় জ্বলিয়া মরিয়া যাইতে থাকে, যাহারা নিজে পরের ভাল করে না, অথচ পরকে পরের ভাল করিতে দেয় না, নানাপ্রকারের বাধা দেয়া নিজের নীচ রুচির পরিচয় দিয়া থাকে; যাহারা এবংবিধ সম্প্রদায়কে বলে, দশ জনে মিলিয়া কি প্রকারে কাজ করিতে হয় তাহা জানে না, অথচ তাহা শিখিতেও চাহে না, কুঅভ্যাসে সুখ না করিতে পারিলে কাহাকে গ্রাহ্য করে না, যাহারা ভিন্ন জাতির সদ্গুণ সকলের প্রতি অন্ধ, দোষকে দূরপরাহত করে না, অথচ তাহাদের যাহা কিছু মন্দ, তাহার অনুকরণ করিতে, তাহা কাব্যে পরিণত করিতে বিলক্ষণ ব্যগ্র; যাহারা পরের অধীনে কার্য্য করিবার সময় বিলক্ষণ যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে সক্ষম, কিন্তু নিজে পরের উপর প্রভুত্ব করিবার সময় মহা অনর্থ করিয়া বসে এখানে আমরা সেই চিরপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালিদিগেরই কথা বলিতেছি, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারাই বাঙ্গালি নামের যোগ্য। এই বাঙ্গালিদের মধ্যে সকলেই যে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী এমন নহে; ইহাদের মধ্যে অনেকে নাস্তিক আছেন, খ্রীষ্টান আছেন, অর্দ্ধনাস্তিক আছেন, ফ্রীমেসন আছেন অথচ সকলেই বাঙ্গালিদিগের নাম ও বাঙ্গালি হিন্দুবংশের উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন। যদি এরূপ হইল, তবে বাঙ্গালিব্রাহ্মেরা কেন স্বজাতির নাম ও বংশের নাম ত্যাগ করিবেন? পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজনই বা কি?

নামটী ব্যবহার করিতেই হইবে এমন কোন অনুশাসন নাই, কেহ তাহা ব্যবহার করেন, কেহ তাহা ব্যবহার করেন না। বিশেষতঃ এরূপ স্থলেও কোন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ধর্ম্মজ্ঞাপক নাম প্রদত্ত হয় না। পারস্যের মুসলমান একজন হিন্দুকে মুসলমান করিলে যে নামকরণ করিবে, বাঙ্গালাদেশের এক জন মুসলমান কখনই সেরূপ নামকরণ করিবে না। সেইরূপ ফরাসীরা একজন বিধর্ম্মীকে খ্রীষ্টান করিলে তাহার যেরূপ নামকরণ করিবে, ইংরাজেরা কখনই সেরূপ নামকরণ করিবে না। এখানে সূক্ষ্মরূপে বুঝিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশ বা জাতিই ভিন্ন ভিন্ন উপাধি ও নাম করণের যেরূপ বলবৎ কারণ, ধর্ম্ম কখনই সেরূপ কারণ নহে। বিশেষতঃ স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার সময় খ্রীষ্টান ও মুসলমানেরা এক একটী নূতন নাম করণ করেন বলিয়া ব্রাহ্মদিগকে যে তাহা করিতেই হইবে, মুসলমানেরা কাছা খুলিয়া আল্লা আল্লা করেন বলিয়া, খ্রীষ্টিয়ানেরা উপাসনাচ্ছলে গির্জ্জাঘরে গিয়া বিবাহের সম্বন্ধ পাকাইয়া বসেন বলিয়া ব্রাহ্মদিগকে যে তাহা করিতেই হইবে এমন কিছু কথা নহে।

এখানে আর একটী কথার মীমাংসা করাও আবশ্যক হইতেছে। হিন্দুজাতির নাম হইতে হিন্দুধর্ম্মের নামকরণ হইয়াছে। অগ্রে হিন্দুজাতি, পরে হিন্দুধর্ম্ম। সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম না মানিলে হিন্দুত্ব নষ্ট না হইতে পারে। হিন্দুজাতির আদিপুরুষ কাহারা? না, সেই অতি প্রাচীনকালের আর্য্যেরা। তাঁহারা পূর্ব্বে সিন্ধুনদের সন্নিকটে বাস করিতেন বলিয়া যবনেরা তাঁহাদিগকে উচ্চারণদোষে সিন্ধুর পরিবর্ত্তে "হেন্দু" বলিয়া সম্বোধন করিত। এই হেন্দু নাম হইতে সেই আর্য্যেরা ক্রমে ক্রমে হিন্দু নামে পরিচিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের বংশধরদিগকে লইয়াই ক্রমে ক্রমে হিন্দুজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। বাঙ্গালার অধিবাসিরা প্রধানতঃ এই হিন্দুজাতির বংশধর ব্যতীত আর কিছুই নহে, সুতরাং তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া বলিতে হইলে অবশ্যই বাঙ্গালিজাতি বলিতে হইবে কিন্তু সাধারণভাবে বলিতে হইলে হিন্দুজাতি বলা কোন অংশে অসঙ্গত নহে। এ হিসাবে বাঙ্গালি ব্রাহ্মদিগকে অবশ্যই হিন্দু বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ব্রাহ্মেরা আপনাদিগকে যদি হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিতেন তাহা হইলে বোধ হয় সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় আদৌ কোন প্রশ্নই উত্থাপন করিতেন না। কিন্তু ব্রাহ্মদিগের আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় না দিবার একটী কারণ আছে। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুধর্ম্ম বলিলেই হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম্মই (১) বুঝাইয়া থাকে এবং হিন্দু বলিলে সেই উপধর্ম্মের, সেই পৌত্তলিকধর্ম্মের সেবক বলিয়াই লোকে বুঝিয়া থাকে। এমন অনেক শব্দ আছে যাহার আভিধানিক অর্থ এক প্রকার এবং প্রচলিত অর্থ অন্য প্রকার। হিন্দু শব্দের অর্থ যাহাই হউক, উহার প্রচলিত অর্থ পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী। সুতরাং এ অর্থে ব্রাহ্মেরা কখনই আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। তবে সেই আদিম কালের সিন্ধুনদতীরবাসী আর্য্যদিগের বংশধরদিগকে, তাঁহারা যে ধর্ম্ম গ্রহণই কেন করুন না, হিন্দু বলিতে যদি কাহারও কোন আপত্তি না থাকে তবে আমরা শত মুখে বলিতেছি ব্রাহ্মেরাও হিন্দু। সুতরাং এ হিসাবেও তাঁহারা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলি কেনই বা ত্যাগ করিবেন?

যমুনিয়া
১০ ই ডিসেম্বর ১৮৮১ } শ্রীভগবতীচরণ দে।

(১) এদেশে কিম্বদন্তী প্রসিদ্ধ আছে, আদিশূর রাজা যজ্ঞ করাইবার নিমিত্ত কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কি তাহাদিগেরই বংশধর নহেন? ইহাঁদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা কি বেদোক্ত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও পুরাণোক্ত দেবী-দেবাদির উপাসনা করিতেন না? ইহাঁরা কি এখনও দেবদেবীর উপাসনা করিতেছেন না? ইহাঁরাই কি প্রধান হিন্দু বলিয়া পরিগণিত নন? চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বলিলে লোকে কি এই বুঝে না, যে, যে হিন্দুজাতি পৌত্তলিক ও দেবদেবীর উপাসক, ইহাঁরা সেই হিন্দুজাতির অগ্রণী? লোকে পাছে পৌত্তলিক ভাবে বলিয়া যদি উপবীত পরিত্যাগ করা বিধেয় হয়, তাহা হইলে ঐ যুক্তিতে কি ঐ উপাধিগুলি ত্যাগ করা উচিত হয় না? চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলি কি পৌত্তলিকতার পরিচায়ক নহে? ব্রাহ্ম চট্টোপাধ্যায় যে পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম বলিয়া আপনার পরিচয় না দেন, সে পর্য্যন্ত কি নূতন ব্যক্তি তাঁহাকে পৌত্তলিক চট্টোপাধ্যায় জ্ঞান করেন না? সোঃ—সঃ।

আবার জিজ্ঞাসা এই, দে, দত্ত উপাধি কাহাদের?

গত ২৩ এ কার্ত্তিকের সোমপ্রকাশে আমি "একটী জিজ্ঞাসা" শীর্ষক যে প্রবন্ধটী লিখিয়াছিলাম; গত ২১ এ অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশে শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ দে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। বড়ই সুখের বিষয়। কিন্তু ভূমিকালিখনে তিনি তাঁহার সেই চির অভ্যস্ত কথাটী যে অদ্যাপিও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়! তিনি লিখিয়াছেন "বিহারী বাবুর প্রশ্নটী যেমন অসার ও অকিঞ্চিৎকর, তাঁহার সিদ্ধান্তটীও সেইরূপ অলীক ও অসঙ্গত।" স্বীকার করিলাম, আমার প্রশ্নটী অসার ও অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু আমি যখন সেই অসার ও অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছি, তখন তাহার উত্তর দিতে বসিয়া তাহাকে সারবান বিবেচনা করিয়া তাহার প্রকৃত উত্তর প্রদান করাই কি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য ছিল না? তিনি আমার প্রশ্নটীকে অসার ও অকিঞ্চিৎকর মনে করিলেও করিতে পারেন সত্য, কিন্তু আমার পক্ষে সেটী এখনও গুরুতর প্রশ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। কেন না আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, উন্নতমনা ব্যক্তিরা পরের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে ভাল বাসেন না। যাহা হউক, অধিক কথা বলিবার কোন আবশ্যকতা নাই; তবে তাঁহার প্রতিবাদ পত্রখানি কিরূপ সারবান, তাহারই বিচার করা এস্থলে সর্ব্বথা কর্ত্তব্য হইতেছে।

তিনি প্রথমেই লিখিয়াছেন "বিহারি বাবুর জানা উচিত যে কায়স্থ" "ব্রাহ্মণ" প্রভৃতি সংজ্ঞা যেমন জাতি বা বর্ণজ্ঞাপক, সেইরূপ "চট্টোপাধ্যায়" "মুখোপাধ্যায়" "দে" "দত্ত" প্রভৃতি সংজ্ঞা সকল বংশজ্ঞাপক মাত্র। ইহাদের সহিত জাতিভেদের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। দেশীয় খ্রীষ্টান ভ্রাতাদের ন্যায় এই বংশ বা উপাধি গুলি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য ইত্যাদি। "দে" "দত্ত" প্রভৃতি সংজ্ঞাসকল বংশজ্ঞাপক মাত্র, এ উত্তম কথা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, দে দত্ত প্রভৃতি সংজ্ঞাধারী যথার্থ পক্ষে কাহারা? দে-বংশ, দত্ত বংশ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে কাহারা প্রকৃত অধিকারী? যাঁহারা দে ও দত্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া দে ও দত্ত আছেন, তাঁহারাই কি সেই সকল উপাধি প্রয়োগ করিবার প্রকৃত অধিকারী নহেন? যাঁহারা দে ও দত্ত-বংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন বা তাহা হইতে খারিজ হইয়া গিয়াছেন, বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যাঁহারা বৃদ্ধ পৌত্তলিক দে বা দত্ত-উপাধিধারী পিতা পিতামহকে পরিত্যাগ করিতে অনায়াসেই সক্ষম! তাঁহাদের পিতৃপিতামহের বংশজ্ঞাপনে প্রয়োজন কি? গুটিপোকা যত দিন গুটির ভিতরে থাকে, ততদিনই সে গুটিপোকা! তার পর সেই পোকা যখন গুটি কাটিয়া প্রজাপতি হইয়া উড়িতে শিখে, তখনও সে কি গুটিপোকা নামে অভিহিত হইয়া থাকে? সে যে তখন স্বতন্ত্র উন্নতজীব—প্রজাপতি! তাহার পক্ষে তখন গুটিপোকা বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করা কি সত্য সত্যই নিকৃষ্টতাব্যঞ্জক হয় না? তাই বলি, যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যদি সেই বংশেই না থাকিলাম, যদি গুটি কাটিয়া প্রজাপতিই হইলাম, তবে সেই পূর্ব্ববংশের পরিচয় দিয়া আপনাকে ও তৎসঙ্গে সমাজস্থ ব্যক্তিগণকে প্রতারণা করায় কি ফলোদয় হইবে? সে বংশ ত্যাগ করাই—সারগ্রাহী ব্যক্তি কি বলেন বলিতে পারি না—কিন্তু অনাব-

[illegible] আমার পক্ষে সর্ব্বথা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়।

ভগবতী বাবু দেশীয় খ্রীষ্টান ভ্রাতাদিগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেও বিস্মৃত হন নাই। কিন্তু দেশীয় খ্রীষ্টান ভ্রাতারা যে সচরাচর এক পুরুষ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব উপাধি রাখিয়া থাকেন ও তৎপরে দ্বিতীয় পুরুষে যে প্রায়ই উপাধির পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন, বোধ হয় তিনি তাহা বিশেষরূপ অবগত নহেন। এমন অবস্থায় দেশীয়খ্রীষ্টান ভ্রাতাদিগের দৃষ্টান্তের অনুকরণ করাই যদি অভিপ্রেত হয়, তবে ব্রাহ্মতনয়দিগের উপাধি পরিবর্ত্তিত হয় না কেন? আর দেশীয় খ্রীষ্টান ভ্রাতারা যে পূর্ব্ব উপাধি প্রয়োগ করেন, ন্যায়ানুসারে বিচার করিয়া দেখিলে তাহাও তাঁহাদের পক্ষে অবৈধকার্য্য। কেন না তাঁহারা ত আর সে পূর্ব্ববংশে নাই। তবে তাঁহারা যে পূর্ব্ববংশের [illegible] প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা চক্ষুর লজ্জার খাতিরেই হউক, বা [illegible] হউক। [illegible] অন্য কোন কারণই নাই। ব্রাহ্মেরা যখন সত্যগ্রাহী, তখন তাঁহাদের পক্ষে দেশীয় খ্রীষ্টান ভ্রাতাদিগের ন্যায় [illegible] দৃষ্টান্তের অনুকরণ করা ও তজ্জন্য শ্লাঘা প্রকাশ করা কিরূপ বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত তাহা বিচার করা আমাদের পক্ষে সুদূরপরাহত বিষয়। [illegible] লেখক মহোদয় অবশ্যই এ বিষয়ের সূক্ষ্ম মীমাংসা করিয়া দিবেন।

প্রতিবাদকারীর শেষ যুক্তি বড়ই [illegible]। তিনি আপন [illegible] আবার [illegible] দিয়াছেন। বলিয়াছেন "[illegible] এখানে ইহাও জানা উচিত, যে পাছে মূর্খ পৌত্তলিকেরা ব্রাহ্মদিগকে ব্রাহ্মণ সন্তান মনে করে সেই জন্য তাঁহারা উপবীত [illegible] করেন নাই। তবে উপবীত গ্রহণের সহিত পৌত্তলিকতার কথঞ্চিৎ [illegible] ও জাতিভেদজ্ঞাপক সম্বন্ধ আছে বলিয়া তাঁহারা উপবীত [illegible] করা কর্ত্তব্য [illegible] করেন না।" বড় [illegible] যুক্তি। কেন না ব্রাহ্মণ সন্তান [illegible] পাছে মনে করে সেই জন্য উপবীত [illegible] হয় না, অথচ পৌত্তলিকতার কথঞ্চিৎ [illegible] ও "জাতিভেদজ্ঞাপক সম্বন্ধ" আছে বলিয়া [illegible] করা হয়। যদি "জাতিভেদজ্ঞাপক সম্বন্ধই" [illegible] ব্রাহ্মণ সন্তান বলিয়া মনে করিবে [illegible] যুক্তি। এ দুটি তর্কের অর্থ লেখক [illegible] আছেন, আমরা কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। পাঠকেরা কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন কি না [illegible] পারি না।

আর এক কথা [illegible] বলিবার আবশ্যকতা নাই; যদি "[illegible] ভেদজ্ঞাপক সম্বন্ধ" দূর করিবার নিমিত্ত [illegible] ব্রাহ্মেরা উপবীত পরিত্যাগ করেন এই কথাই সত্য হয়, তবে মনো মালিন্য-বিকার-রহিত অভেদজ্ঞানী ব্রাহ্মদিগের অভেদজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দোষারোপ হইতেছে কি না, ইহাও এস্থলে প্রতিবাদকারীর পুনর্ব্বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এ ত স্পষ্ট ভেদাভেদকারীর কথা! এ কথা কি অভেদজ্ঞানী ব্রাহ্মের মুখে শোভা পায়?

মূল বিষয়ে প্রতিবাদকারীর যে যে আপত্তি বা সদুত্তর প্রদান করা হইয়াছিল, তাহার সকলগুলিরই খণ্ডন করা গেল। এক্ষণে ভজ ও হরি এবং সম্পাদকের প্রতি অনুযোগ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা কর্ত্তব্য। অনুমানবলে বিজ্ঞ প্রতিবাদক যাহাকেই ভজ ও হরি স্থির করুন না কেন, আমার মতে রহস্য পরিত্যাগ করিয়া ভজ ও হরি ব্রাহ্মদিগের প্রতি যে দোষারোপের কথা ইঙ্গিতে বলিয়াছেন, তাহারই সদুত্তর প্রদান করিয়া তাঁহার সন্দেহ অপনোদন করা কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু অহো! তিনি ত সে পথে ক্ষণিক পাদক্ষেপ করেন নাই। কি কারণে তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

কোন্ কারণে বলিতে পারি না, কিন্তু বোধ হয় তিনি বিজ্ঞতম সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়কেও অনুযোগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বলিয়াছেন "যাহার ছাগল তিনি যদি তাহার ল্যাজের দিকে কাটেন, তবে তাঁহাকে কোন কথা বলিবার অপরের কোন অধিকার নাই" ইত্যাদি। এতদুত্তরে আমরা বলি, যাঁহার ছাগল, তিনি তাহার ল্যাজে [illegible] কোপ মারিয়াছিলেন [illegible] তাঁহাকে অকারণ অনুযোগ সহ্য করিতে হইবে কেন?

প্রসঙ্গক্রমে সত্যের উপরোধে আমি অনেক অপ্রিয় অথচ সত্য মনের কথা বলিয়া হয় অনেকের বিরাগভাজন হইয়া পড়িলাম। কিন্তু উপায় কি? যাহা হউক, উপসংহারে আমার ভগবতী বাবুর নিকট বিনীত অনুরোধ এই, তিনি যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, যেন [illegible] অন্তঃকরণে কেন্দ্রবর্জ্জিত হইয়া সেই বিষয়ের প্রকৃত বিচার দ্বারা আমার সন্দেহ দূর করেন। তিনি যদি যুক্তি দ্বারা আমার জিজ্ঞাসাটিকে অসার ও অকিঞ্চিৎকর প্রমাণ করিয়া দিতে সক্ষম হন, আমি অবশ্যই সানন্দে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিব। এস্থলে বলা বাহুল্য যে ক্রোধ ও অহঙ্কারাদি পরিত্যাগ করাই প্রকৃত মহত্বের লক্ষণ।

পীরপৈঁতি, ভাগলপুর }
তাং ২৭ এ অগ্রহায়ণ } শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়

সোমপ্রকাশ

৫ ই পৌষ সোমবার।

এই কি ভারতবাসির হিতার্থ ভারত শাসন?

যখন ফেউ ডেকেছে, তখনই আমরা বুঝতে পেরেছি, বাঘ এসেছে। যখন বাঘ এসেছে, তখন সে একটা লক্ষ্য না করিয়া আসে নাই। যাহাকে লক্ষ্য করিয়াছে, তার ঘাড় ভাঙ্গিবেই ভাঙ্গিবে। তুমি আজ লাঠি সোটার আঘাত কর, বন্দুকের শব্দ করিয়া ভয় প্রদর্শন কর, আজ ফিরিয়া যাইবে, কিন্তু কল্য আবার সেই লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইবে। লক্ষ্য যাবৎ জীবিত থাকিবে, তাবৎ সে ক্ষান্ত হইবে না। মাঞ্চেষ্টরের বণিকগণ কাপড়ের শুল্ক লক্ষ্য করিয়া যখন আক্রমণ করিয়াছেন, তখন যাবৎ উহা রহিত না হইতেছে, তাবৎ তাঁহারা বিরত হইতেছেন না। আজ হউক, কাল হউক, উহার যে অপমৃত্যু হইবে, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় নাই। তবে ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি এ বিষয়ে বক্তৃতাকালে যে কষ্ট পাইয়াছেন, তাহাই আমাদের বড় কষ্টকর হইতেছে। তিনি এ দিকে মাঞ্চেষ্টরের মনোরক্ষার্থ বিষম ব্যগ্র, ওদিকে ভারতের লোকে পাছে মনে করে মাঞ্চেষ্টরের অনুরোধে বস্ত্রের শুল্ক উঠাইয়া দিতেছেন, এ ভয়েও জড়সড় হইয়াছেন! একরূপ ব্যবহার কি রাজার ধর্ম্ম? শুল্ক উঠাইয়া দিলে ভারতের অনিষ্ট নাই, যদি তিনি ইহা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে বুঝিতেন, তাহা হইলে কখন জড়সড় হইতেন না। জড়সড় হওয়াতেই ত বেশ বুঝা যাইতেছে, তিনি অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে উদ্যত হইয়াছেন। হাসিও পায়, দুঃখও হয়। তিনি একটী বড় হাসির কথাও কহিয়াছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন, মাঞ্চেষ্টরের প্রতিনিধিগণ তাঁহাকে "কনবর্ট" স্বমত-প্রবিষ্ট করিয়াছেন। যাঁহার উপরে একটা বৃহৎ সাম্রাজ্যের ভার, তিনি কোথায় তুলাদণ্ড হস্তে ধরিয়া ন্যায়ান্যায়ের পরীক্ষা করিয়া সমস্ত বে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন, তাহা না করিয়া এক দলের মতপ্রবিষ্ট হইয়া কার্য্য করিতে বসিলেন! এ কিরূপ কথা? যাহা হউক, আমাদিগের অধিকতর দুঃখের বিষয় এই, মহানুভব লর্ড রিপন সে দিন কাশীর মিউনিসিপালিটীর অভ্যর্থনা-পত্রের প্রত্যুত্তর দানে স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, ভারতবাসির হিতার্থ ভারতশাসন তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। আজও তাহার অনুরণনধ্বনি আমাদের শ্রুতিবিবর হইতে বিনিবৃত্ত হয় নাই। কিন্তু ষ্টেট সেক্রেটারি তাঁহার উপরের কর্ত্তা। তিনি যদি তাঁহাকে (লর্ড

রিপনকে) উপেক্ষা করিয়া স্বমতে কার্য্য করিতে লাগিলেন, তাহা হইলে লর্ড রিপন কিরূপে স্বাভিপ্রেতসিদ্ধির অবসর পাইবেন? এই নিমিত্তই আমরা প্রস্তাবের শীর্ষস্থানে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই কি ভারতবাসির হিতার্থ ভারতে শাসন? পাঠক! ইহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত অতঃপর শ্রবণ করুন।

গত ১১ ই নবেম্বর ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ ইণ্ডিয়া হাউসে শ্রীযুক্ত লর্ড হার্টিংটনের নিকট উপস্থিত হইয়া কার্পাসজাত দ্রব্যের শুল্ক এককালে রহিত করিবার প্রস্তাব করেন। এই প্রতিনিধিদিগের মধ্যে মি লার্ড সাহেব, হগ ম্যাসন সাহেব, এবং আর্মিটেজ্ সাহেব বর্ত্তমান ছিলেন।

সর্ব্বাগ্রে লর্ড সাহেব মার্কুইস অব হার্টিংটনকে বলিলেন যে "ভারতবর্ষে রপ্তানির যাবতীয় কার্পাস দ্রব্যের শুল্ক এককালে রহিত করা বিবেচনাসঙ্গত হইতেছে। লর্ড সাহেব বলেন, ইহাতে ল্যাঙ্কসায়ারের মহাজনদিগের কিছুই স্বার্থ নাই; তাঁহারা স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে এমন উপদেশ দিতেছেন না। প্রকৃতপক্ষে এতদ্দ্বারা ভারতবর্ষেরই সমধিক উপকার সাধিত হইবে। কারণ, কার্পাস বস্ত্রের শুল্ক রহিত করিলে ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ উভয়দেশেরই বাণিজ্যপথ মুক্ত হইবে; উভয়দেশীয় লোকই নির্ব্বিঘ্নে ব্যবসায় করিতে পারিবে। গবর্ণমেণ্ট মোটা কাপড়ের শুল্ক রহিত করিলেন; কিন্তু মিহি বস্ত্রের শুল্ক প্রচলিত রহিল। এই অসদৃশ কার্য্যপ্রণালী ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকদিগের অভিমত নহে। এ প্রকার কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিলে উত্তরকালে নানারূপ বিঘ্ন ঘটিবে, পূর্ব্বেই তাহা অনুমান করা হইয়াছিল। বাস্তবিক এখন কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিতেছে। অন্যান্য অসুবিধার মধ্যে একটি প্রধান এই, মোটা বস্ত্রের শুল্ক রহিত করায় ভারতবাসিরা এখন অধিক পরিমাণে মিহি বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে।"

পাঠক! দেখুন, ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকদিগের [illegible] বলিবার কেমন একটী ভঙ্গী আছে। উপদেশের ভাবী ফল যেমন হউক, কিন্তু আপাততঃ উপদেশ-বাক্যটী শুনিতে বড় মিষ্ট। লর্ড সাহেব প্রস্তাবনায় বলিলেন,—ল্যাঙ্কসায়রের বণিকদিগের ইহাতে কিছুই স্বার্থ নাই, এতদ্দ্বারা ভারতবর্ষেরই মহোপকার সাধিত হইবে। কিন্তু আবার পরিশেষে বলিতেছেন যে,—মোটা কাপড়ের শুল্ক রহিত করায় এই ঘোর অসুবিধা ঘটিয়াছে যে ভারতবাসিরা এখন অধিক পরিমাণে মিহি বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে। ভালই ত; এটী ত ভারতবর্ষেরই লাভের কথা। তিনি ভারতবর্ষের হিতান্বেষণ করিতেছিলেন, এতদ্দ্বারা ভারতেরই ত হিত হইতেছে। তবে তিনি মনোব্যথা পাইতেছেন কেন? পাঠক! ম্যাঞ্চেষ্টরের দুঃখের কারণ বুঝিয়াছেন? এদেশে বিলাতের যে সমস্ত মিহি বস্ত্রের আমদানী হইতেছে, তজ্জন্য ম্যাঞ্চেষ্টরের শুল্ক লাগে। সুতরাং বোম্বাই নগরের মিহি বস্ত্র বিলাতি বস্ত্র অপেক্ষা অল্প মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। বিলাতি বস্ত্রের আদৃশ কাটতি নাই, কাজেই ম্যাঞ্চেষ্টরের সমধিক ক্ষতি। কিন্তু ঐ শুল্ক রহিত হইলে, ম্যাঞ্চেষ্টরের খরচ কম পড়িবে। অতএব বস্ত্রের মূল্যও কমাইয়া বোম্বাই নগরের বণিকদিগকে অবলীলাক্রমে মাটী করিতে পারিবেন। হিতেচ্ছাই বলুন আর যাহাই বলিতে ইচ্ছা করুন,—কাহাকে কি বলে আমরা ত সব ঠিক জানি না,—কিন্তু অন্তর্গত গূঢ় অভিসন্ধিটী এই, যাহাতে ভারতবর্ষের বাণিজ্য বিলুপ্ত হয়, তাহাই সকলের প্রধান লক্ষ্য। এদেশীয় লোকে একে ত বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন না; আবার যদিচ দুই একটী উৎসাহশীল সম্প্রদায় অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদের সম্মুখে এই সমস্ত প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইতেছে। এমন স্থলে কার্য্যসিদ্ধির প্রত্যাশা কোথায়? এদেশে বস্ত্র প্রস্তুত করা সামান্য ব্যাপার নহে। বিলাত হইতে কল ক্রয় করিয়া আনিতেই মহাজনকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। তদ্ভিন্ন এদেশীয় লোক এখন কার্য্যকৌশল কিছুই বুঝেন না। এমন অজ্ঞ ও নিঃসহায় লোকদের প্রতিযোগী হইতে ইংলণ্ডের লজ্জাবোধ হয় না? অন্তরে কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চারও হয় না?

পূর্ব্বে সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল এইরূপ নির্দ্দেশ করেন যে, শত করা ৫ টাকার হিসাবের শুল্ক নিতান্ত অল্প। ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকেরা বলিয়া থাকেন,—ইংলণ্ডে গৃহাদির ভাড়া অত্যধিক। সমস্ত খরচ হিসাব করিয়া দেখিলে শতকরা ১০ টাকারও অধিক শুল্ক পড়ে। যাঁহারা কেবল এক পক্ষের সুবিধা বা অসুবিধা দেখিয়া বিচার করেন, তাঁহারা কেমন প্রকৃতির লোক এবং তাঁহাদের বাক্যে কিছু সারবত্তা আছে কি না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বিলাত হইতে কল আনিতে তাহার মূল্যে এবং জাহাজ ভাড়ায় কত ব্যয় পড়ে তৎপ্রতি কাহারও দৃষ্টিপাত নাই। ভারতবর্ষ উষ্ণপ্রধান দেশ। মজুরেরা অধিকক্ষণ কারখানায় বদ্ধ থাকিতে পারে না। আবার তাহারা যতক্ষণ বদ্ধ থাকে তাহার মধ্যে অধিক কার্য্যও নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয় না; অল্প শ্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং অধিক দ্রব্য উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। এতদ্ব্যতীত, এদেশের মজুরলোক শিক্ষিত নহে। কলের কাজে তাহাদের নিপুণতা নাই। একটী বিষয়ে বারম্বার উপদেশ দিলেও ভালরূপ ব্যুৎপত্তি জন্মে না। এই সমস্ত কারণ পর্য্যালোচনা করিলে নিশ্চিত বলিতে পারা যায়, ভারতবর্ষে যে ব্যয়ে যত সময়ের মধ্যে যতগুলি লোকে যে পরিমাণে বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিবে, বিলাতে সেই ব্যয়ে সেই সময়ের মধ্যে ততগুলি লোকে প্রায় দেড়গুণ বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিবে। আমাদের বেশ বিশ্বাস আছে, স্পষ্টবাদী ব্যক্তি মাত্রেই এ কথা অস্বীকার করিবেন না।

সম্প্রতি মিহি বস্ত্রের শুল্কে অন্যূন ৪৮০০০০০ টাকা প্রতি বৎসর আদায় হয়। কিন্তু এই শুল্ক সংগ্রহের নিমিত্ত কর্ম্মচারিদিগের বেতনাদিতে অনেক ব্যয় হইয়া থাকে। সে কারণ ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকেরা বলেন যে, অল্প লাভের নিমিত্ত উক্ত কর গ্রহণ প্রথা প্রচলিত রাখা কর্ত্তব্য নহে। অপর ১৮৭৪ সালে তৎকালীন ষ্টেটসেক্রেটারী লর্ড সালিসবরি এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, সুযোগ হইলেই কার্পাস বস্ত্রের যে অবশিষ্ট শুল্ক চলিত রহিল, সর্ব্বাগ্রে তাহা রহিত করা হইবে। পর বৎসর আগষ্ট মাসে কিছু টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু তদানীন্তন গবর্ণর জেনারল লর্ড নর্থব্রুক অন্যান্য কর রহিত করিলেন। ১৮৭৯ সালের ৪ ঠা এপ্রেল কমন্স হাউসে এই প্রস্তাব হয় যে, আমদানী বস্ত্রের শুল্ক ক্রেতা ও বিক্রেতা কাহারও পক্ষে ইষ্টকর নহে। অতএব উহা উঠাইয়া দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। লর্ড সাহেব এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিয়া স্বীয় বক্তব্য পরিসমাপ্ত করিলেন।

তৎপরে হগ সাহেব বলিলেন,—"এই শুল্ক থাকাতে বস্তুতঃ ভারতবর্ষের ক্রেতাদিগেরই ক্ষতি হইতেছে। কারণ, ল্যাঙ্কোসায়রের বণিকদিগের যে শুল্ক লাগে, তাঁহারা সেই টাকা বস্ত্রের মূল্যের উপর ফেলিতেছেন। বিশেষতঃ ভারতবর্ষ কৃষিজীবী দেশ, তথায় যত স্বল্পমূল্যে বস্ত্র যোগাইতে পারা যায় ততই মঙ্গল।" আমাদের ব্যবহারিক শাস্ত্রের সূত্র বোধ না থাক, কিন্তু কার্য্যের ফল এক প্রকার আমরা বেশ বুঝিতে পারি। ভারতবর্ষবাসীরা যদি সুলভ মূল্যে বস্ত্রাদি ক্রয় করিতে পায়, সেটি তাহাদের পক্ষে লাভের কথা বটে। কিন্তু উহার আনুষঙ্গিক ক্ষতিগুলি কোথা হইতে দূর হইবে? ইংলণ্ড শীতপ্রধান দেশ। তথায় অধিক বস্ত্রাদি না হইলে শীতবাত নিবারণ হয় না। ভারতবর্ষ উষ্ণপ্রধান দেশ। এ স্থলে সামান্য বস্ত্র হইলেই অনায়াসে চলিতে পারে। বিশেষতঃ কৃষক ও মজুরেরা কখনই অধিক বস্ত্র ক্রয় করে না। দুই খানা ধুতি, একখানা গামছা ও একখানা শীতের মোটা চাদর হইলেই সম্বৎসর চলিতে পারে। আবার কলের কাপড় অধিককাল স্থায়ী নয়, সে জন্য সামান্য লোকদের মধ্যে অনেকেই চরকার সূতায় বস্ত্র

ধুনাইয়া লয়। একখানা দেশী মোটা কাপড় দুই বৎসরেও ছিঁড়ে না। এই গেল কৃষক ও মজুরদের বস্ত্র ক্রয়ের কথা। তদ্ভিন্ন এ দেশে যে যে স্থানে কাপড়ের কল আছে, তত্তৎস্থলে কত দীন দুঃখী মজুর লোক প্রতিপালিত হইতেছে। দেশীয় মহাজনের ঘরে অর্থাগম হইতেছে। আমরা নানা দিকেই ভারতবর্ষের উপকার দেখিতেছি। কিন্তু শুল্ক রহিত করিলে কত দিকে সর্ব্বনাশ,—দেখুন। সম্বৎসরে যে ব্যক্তি চারি টাকার কাপড় ক্রয় করিত, বস্ত্র সুলভ হওয়ায় তাহার ৩॥০ টাকার কাপড় লাগিবে। কিন্তু এ দিকে একটী রাজস্বের পথ বন্ধ হইল। অতএব ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত তাহাকে বাৎসরিক ৪ টাকা কর দিতে হইবে। সুতরাং বস্ত্রের শুল্ক রহিত করার এই ফল হইল,—যে কার্য্য ৪ টাকায় সম্পন্ন হইতেছিল এখন তাহাতে ৭॥০ টাকা লাগিবে। [illegible] গেল সাধারণের ক্ষতি। দেশীয় বণিক ও মহাজনদিগের যে কত ক্ষতি তাহা প্রকাশ করিবার নহে।

লর্ড হার্টিংটন এক সময় বলেন,—বস্ত্রের শুল্কে যে আয় হয়, তাহা পরিত্যাগ করিলে কোন ক্ষতি নাই। গত চারি বৎসরের ভিতর যদি যুদ্ধবিগ্রহাদি সংঘটিত না হইত, তবে রাজকোষে অন্যূন ১১৪০০০০০০ কোটী টাকা উদ্বৃত্ত থাকিত। ষ্টেটসেক্রেটারি মহোদয় আরও ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এক আফগান যুদ্ধে ইংলণ্ড ৬০০০০০০০ কোটী টাকা দিয়া ভারতবর্ষের সাহায্য করিয়াছেন। অতএব ইংলণ্ডও ভারতের করভার বহন করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন আরও দেখা যায়, কয়লা, কল প্রভৃতি দ্রব্যের উপর শুল্ক নির্দ্দিষ্ট নাই, অতএব কার্পাস বস্ত্রের উপর শুল্ক আদায় করা ন্যায়ানুগত নহে।

পাঠক! আমাদের ষ্টেটসেক্রেটারির মনের ভাব বুঝুন। কাবুল যুদ্ধ কি ভারতবর্ষের সীমার মধ্যে ঘটিয়াছিল? ইংলণ্ড নিজে প্রতিপত্তি রক্ষা করিবার নিমিত্ত কাবুল সঙ্গে অন্যায় করিয়া লিপ্ত হন। তাহাতে ভারতবর্ষের কিছুই ইষ্টসিদ্ধি ছিল না। ফ্রান্সের সঙ্গে যদি ইংলণ্ডের যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠে তাহাতে কি ভারতবর্ষের সংস্রব আছে, বলিব? কাবুলের সঙ্গে ইংলণ্ডের যে যুদ্ধ ঘটিয়া গেল তাহাও ঠিক সেইরূপ। এই যুদ্ধে ভারতের রাজস্ব হইতে এক পয়সাও গ্রহণ করিতে হইত না। কিন্তু উপায় কি? ভারত অক্ষম বোবা,—মুখে বাক্য নাই। যিনি যাহা করেন, সকলি সহ্য করিতে হয়। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, ভারতবর্ষই ইংলণ্ডের সমধিক সাহায্য করিয়াছেন। ইংলণ্ডকে সকল ব্যয়ভার বহন করিতে হউক, কিন্তু তিনি যৎসামান্য অর্থ দিয়া স্বয়ং নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। তাঁহার আশ্রিত কপিলা ধেনুকেই নিঃস্ব হইতে হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাহাতেও ভারতের পৌরুষ নাই। ভারতবর্ষই, প্রাণপণে ইংলণ্ডের উপকার করিয়াছেন। কিন্তু কালের এমনি বিচার, ইংলণ্ড তদ্বিপরীত বাক্য বলিয়া বসিলেন! উদারচরিত ব্যক্তির মুখে যদি এমন কথা বিনির্গত হইল, তবে অনুদারচরিত লোকে কি না বলিতে পারেন? ভাল,—আমরা ষ্টেটসেক্রেটারিকে একটী কথা বলি,—তিনি যথার্থই যদি ভারতবর্ষের মঙ্গলকামনায় কৃতসংকল্প হইয়া থাকেন। এ দেশীয় লোকের ত পদে পদে কষ্ট; এই কৃষিজীবী দেশের দুঃখ মোচন করিবার আরও অনেক প্রশস্ত পথ আছে। এক মুষ্টি মৃত্তিকা সিদ্ধ করিলে লবণ প্রস্তুত হয়; গবর্ণমেণ্ট লবণের একচেটিয়া রহিত করুন না? দুঃখী লোকের প্রাত্যহিক ব্যয়ের বিস্তর লাঘব হইবে।

লর্ড হার্টিংটন প্রতিনিধিদিগকে কোন স্পষ্ট প্রত্যুত্তর দিতে পারেন নাই। ফলতঃ কার্পাসজাত বস্ত্রের শুল্ক রহিত করাই তাঁহার ইচ্ছা। ষ্টেটসেক্রেটারী বলেন যে, এই শুল্ক রহিত করিলে ভারতবর্ষের বিস্তর উপকার সাধিত হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষের লোক এখনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা সন্দেহাকুল হইয়া ভাবিতেছেন যে, ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিকদিগের হিতার্থই গবর্ণমেণ্ট এই পথ অবলম্বন করিতেছেন।

কি জানি?—মনুষ্য মাত্রেই ভ্রান্ত। আমরা আবার মনুষ্যের অধম:—অনেক দিন রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করি নাই; সুতরাং আমাদিগের ভ্রান্তি আবার আরও অধিক। আমরা যৎকিঞ্চিৎ স্থির করিতে পারিয়াছি, তাহাতে ত কিছু শুভ লক্ষণ দেখি না। আমরা রাজকীয় ব্যাপারের গূঢ়াভিসন্ধি বুঝি না, কিন্তু বস্ত্রের শুল্ক রহিত করিলে রাজস্বের হানি হইবে তাহা জানিতে পারিতেছি। ভারতের রাজকোষে যে প্রকার অর্থাভাব, এমন সময় রাজস্বের হানি সামান্য কথা নয়,—নূতন কর প্রবর্ত্তিত না হইলে সে ক্ষতিপূরণ হইবে না। অতএব আশ্রিত দরিদ্র প্রজার অনিষ্ট করিয়া স্বদেশীয় স্বজাতীয় ধনী আত্মীয়ের ইষ্ট করা রাজধর্ম্ম নয়। যাহা হউক, লর্ড হার্টিংটন মহোদয় চতুর্দ্দিক রক্ষা করিয়া কার্য্য করেন এই আমাদের শেষ প্রার্থনা।

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মভঙ্গ বঙ্গদেশে মেলেরিয়া উৎপত্তির প্রধান কারণ।

যদি বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামগুলির সহিত ইউরোপের কোন প্রদেশের কোন পল্লীগ্রামের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে তাহাদের তুলনায় বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামগুলি পীড়ার আকর, ও যমের আবাস ভূমি। আমরা কথায় কথায় যমালয় নির্দ্দেশ করিতে গিয়া দক্ষিণ দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, কিন্তু ইউরোপের কোন ব্যক্তিকে যদি যমালয় কোথায় জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহা হইলে তিনি যদি বিশেষ অবগত থাকেন, তিনি নিঃসংশয়ে বাঙ্গালা দেশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিবেন "ঐ যমালয়"। বাস্তবিক যদি ইউরোপের কোন দেশের মৃত্যুসংখ্যার সহিত এদেশস্থ পল্লীগ্রামের মৃত্যুসংখ্যার তুলনা করা হয়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে, যে প্রতি সহস্রে ইউরোপে যত লোক মরে, এদেশে তাহার প্রতি সহস্রে অন্ততঃ দ্বিগুণসংখ্য লোক বর্ষে বর্ষে কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে এমন কোন জেলা, এমন কোন পরগণা, এমন কোন গ্রামই নাই যেখানে মৃত্যু ম্যালেরিয়ার আকারে বিচরণ করিতেছে না। মধ্যে মধ্যে এক একটী স্থান ওলাউঠা রোগে প্রায় লোকশূন্য হইয়া যাইতেছে। কোথাও বা বসন্তরোগের এত প্রাদুর্ভাব যে তাহার আক্রমণে তত্রত্য প্রজাপুঞ্জ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটে মধ্যে মধ্যে বঙ্গদেশের নানা স্থানের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিবরণ যেরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে, তৎপাঠে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

এ দিকে মফস্বলের প্রায় সকল গ্রামে এখানে জঙ্গল, ওখানে ময়লা, প্রজাবর্গের বাটী, ঘাট অপরিষ্কার, কোথাও বা পূতিগন্ধ উত্থিত হইতেছে, কোথায় জীবজন্তু মরিয়া পচিতেছে। মফস্বলবাসীদিগের বাটীর ভিতর যাও দেখিবে, সেখানেও ঐ অবস্থা, ঘর, দ্বার উঠান, সমুদায় অপরিষ্কার। এখানে জঙ্গল, ওখানে ততকগুলা খাদ, এ দিকে ময়লার স্তূপ, অন্য স্থানে একটা প্রকাণ্ড খাদ, তাহার মধ্যে ভাঙ্গা হাঁড়ি, খোলামালা, বিষ্ঠা মূত্র প্রভৃতি একাকার হইয়া আছে। আবার গৃহগুলি যেমন অল্পায়তন, তেমনই নিম্ন, তেমনই ভিজে ভিজে, আবাস ভূমি। ঘরের এক দিকে একটী ছোট দ্বার, জানলা প্রায় নাই বলিলেই হয়, যদি থাকে তাহা আবার তেমনি ক্ষুদ্র। আবার সেগুলি এমন ভাবে অবস্থিত যে বায়ু সেখান দিয়া গতায়াত করিতে পারে না। আবার দরিদ্রলোকের বাটী গিয়া দেখ যে তাহার ঘরের চাল নামমাত্র আছে, কার্য্যে কিছুই নাই বর্ষাকালের বৃষ্টি, শীতকালের হিম, গ্রীষ্মের সব রৌদ্র তদ্দ্বারা নিবারিত হয় না। ঘরে পাতিবার একখানি খাট অথবা চৌকি নাই। বাটীর সকলকেই ভিজে মেঝের উপর শয়ন করিতে হয়। আবার বাজারে গিয়া দেখ সেখানে রাশি রাশি পচা মৎস্য ও মাংস বিক্রয় হইতেছে, দুর্গন্ধে বাজারে প্রবেশ করা ভার। দোকানে যে সকল মিষ্টান্ন ও খাদ্য

দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই অস্বাস্থ্যকর। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কাহার মনে না এই বিশ্বাস জন্মে যে বাঙ্গালী অস্বাস্থ্যকর ভূমিতে বাস করিয়া অস্বাস্থ্যকর গৃহে শয়ন করিয়া অস্বাস্থ্যকর ভক্ষ্য আহার করিয়া অস্বাস্থ্যকর জল পান করিয়া এবং অস্বাস্থ্যকর বায়ু সেবন করিয়া শরীর নষ্ট করিয়া থাকে। মনুষ্যশরীর ত আর বজ্রে নির্ম্মিত নহে যে এত অত্যাচার তাহাতে সহ্য হইবে। সুতরাং বাঙ্গালীর শরীর শীর্ণ, জীর্ণ, ভগ্ন ও অকর্ম্মণ্য। পীড়ায় যে বাঙ্গালী এত কষ্ট পায় তাহার কারণ এই সকল ভিন্ন আর কিছুই নহে। অথচ কাহাকেও জিজ্ঞাসা কর তোমাদের দেশে মৃত্যু ও পীড়ার এত প্রাদুর্ভাব কেন? সে তখনই বলিবে এ সকল ঈশ্বরের হাত, মনুষ্যের ইহাতে কোন ক্ষমতা নাই। এই সকল নিবারণের যে উপায় আছে অজ্ঞ বাঙ্গালী তাহা জানে না। তাহাদের সকলই ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর। তাহারা নিজেই স্বাস্থ্যরক্ষার সহজ ও মূল নিয়ম ভঙ্গ করে, অথচ পীড়া ও মৃত্যুর জন্য ঈশ্বরের দোষ দিয়া থাকে। যাঁহারা যুক্তির মর্য্যাদা বুঝেন, ও যুক্তি অনুসারে বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা হয় ত বলিবেন, বঙ্গদেশের এ অবস্থা ত বরাবর আছে, পূর্ব্বে এত পীড়া হয় নাই, এখন এত পীড়া হইতেছে, তাহার কারণ কি? তদুত্তরে আমরা কহিতেছি, বঙ্গদেশের বরাবর এই অবস্থা ছিল, আমরা এ কথা স্বীকার করিনা। পূর্ব্বকার লোকে এক্ষণকার লোকের অপেক্ষা অনেক পরিস্কৃত ও পরিচ্ছন্ন ছিলেন, এবং স্নান ও আহারাদির নিয়মও সুন্দররূপে প্রতিপালন করিতেন, সুতরাং তদ্বিষয়ে তাঁহারা স্বাস্থ্যের কতক নিয়ম ভঙ্গ করিলেও তাঁহাদের স্বাস্থ্যহানি হইত না। কিন্তু এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। এখন আবার স্বাস্থ্যনাশক কতকগুলি আগন্তুক কারণও ঘটিয়া উঠিয়াছে। অতএব এখন স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন না করিলে স্বাস্থ্যরক্ষার সম্ভাবনা নাই।

ফলতঃ এখন বঙ্গদেশের সকলের স্বাস্থ্যরক্ষার সহজ ও মূল নিয়মগুলি জানা ও তাহার প্রতিপালন করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদিগকে এই সকল বিষয়ে শিক্ষাদান করা যেমন আবশ্যক আবার এই নিয়মগুলি যাহাতে তাহারা পালন করে তাহারও উপায়বিধান করা তেমনি আবশ্যক। যতদিন তাহা অবলম্বিত না হইবে, ততদিন বঙ্গদেশ হইতে পীড়ার যন্ত্রণা ও অকালমৃত্যু দূরগত হইবে না।

গবর্ণমেণ্টের অধীনে স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়বিধানার্থ একজন কমিশনর আছেন। তিনি অতি উচ্চ বেতন গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার আফিসে তাঁহার অধীনে অল্প ও উচ্চ বেতনের অনেক কর্ম্মচারীও আছেন। তাঁহাদের কার্য্য আর কিছুই নয়, তাঁহারা কেবল বৎসর বৎসর এক এক প্রকাণ্ড রিপোর্ট লিখেন। সেই রিপোর্ট আবার তাঁহাদের অপেক্ষা উচ্চতর বেতনভোগী রাজকর্ম্মচারিগণ পাঠ করিয়া থাকেন। কিসে এ রাজ্যের রোগের হ্রাস হইবে, কিসে যে লোকের যন্ত্রণার লাঘব হইবে, কিসে যে অকালমৃত্যু নিবারিত হইবে তাহার উপায় নির্দ্ধারণে তাঁহাদের বিশেষ যত্ন দেখা যায় না। বর্ষা শেষে যখন ভারতবর্ষ রোগ ও শোকে আচ্ছন্ন হয়, যখন চারি দিকে মহামারি ও হাহাকার পড়িয়া যায় তখন কোথায় তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন না তাঁহারা শৈলবিহারে ব্যাপৃত থাকেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রজাদিগকে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম শিক্ষা দেওয়া যেমন উচিত, আবার সেই নিয়ম গুলি যাহাতে প্রতিপালিত হয়, তাহার উপায় বিধান করা তেমনি উচিত। আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট এই অনুরোধ করি যে, তিনি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কমিশনরের দ্বারা গ্রাম ও নগরের স্বাস্থ্য রক্ষার কতকগুলি প্রধান প্রধান নিয়ম প্রস্তুত করাইয়া লউন এবং সেই নিয়ম ভারতবর্ষের নানা স্থানের মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে ও প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেটী কাছারিতে ও থানায় থানায়, প্রেরণ করুন। গবর্ণমেণ্ট সেই সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিন যে প্রজাদিগকে ঐ সকল নিয়ম অনুসারে অবশ্য কার্য্য করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন আমরা আরও একটী পরামর্শ দিতেছি। যদি উপাদেয় বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট যেন তাহাও অবলম্বন করেন। এক্ষণে বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক গ্রামে এক একটী পাঠশালা আছে। গ্রামস্থ প্রায় সকল বালক সেই পাঠশালায় অধ্যয়ন করে। গবর্ণমেণ্ট, স্যানিটারি কমিশনরের দ্বারা সহজ ভাষায় স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করাইয়া তাহা পাঠশালার অবশ্য পাঠ্য পুস্তক মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়া দিউন। এই সকল উপায় অবলম্বিত হইলে স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে লোকের জ্ঞান জন্মিবে এবং তাহার নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইলে এদেশের মহোপকার সাধিত হইবে।

বঙ্গদেশের এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লাইসেন্স টেক্স।

যখন লর্ড মেয়ো ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল ছিলেন, তখন ইনকম টেক্সের হুলুস্থুলে দেশ আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে করভারে দরিদ্রলোকই অধিক কাতর হইয়া পড়ে। লর্ড মেয়ো এইরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে,—যে কোন ট্যাক্স হউক না কেন,—সাক্ষাৎসম্বন্ধে এ দেশীয় লোকের হস্তে কর আদায়ের ভার সমর্পিত থাকিলে অবশ্যই প্রজাপীড়ন হইবে। আমরা এই বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ নহি। কেন?—এ দেশীয় লোকেরা কি নিষ্ঠুর এবং অত্যাচারী? যদিস্যাৎ দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা প্রজাপীড়ন হইয়া থাকে, সেটী তাঁহাদের দোষ নহে। সে দোষ উর্দ্ধতন কর্ত্তাদের। এসেসরদিগের সদাশয়তা এবং সদ্গুণের সুখ্যাতি করিবার যো নাই। প্রজালোক এসেসরের সুযশ উদ্ঘোষণ করিলে গবর্ণমেণ্ট বুঝেন যে, তবে তাঁহারা দয়া করিয়া অনেক ব্যক্তিকে করদায় হইতে নিষ্কৃতি দিতেছেন। বাস্তবিক এসেসরের এমন সদয়চিত্ততার পরিচয় না পাইলে প্রজাগণও ত তাঁহার সুখ্যাতি করে না। কিন্তু এই সুখ্যাতি ঘোষণ কাহারও পক্ষে মঙ্গলকর নহে। এতদ্দ্বারা প্রজারও হিত সাধিত হয় না, এসেসরেরও পদোন্নতি হয় না। কর সংগ্রহের স্বল্পতা দেখিয়া গবর্ণমেণ্টকে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হয়।

অর্থাভাব পরিপূরণের নিমিত্ত কর আদায় করিতে হয়; অতএব অধিক কর সংগৃহীত না হইলে গবর্ণমেণ্টের মনোরথ পূর্ণ হয় না। আসেসরেরা স্বীয় স্বীয় রিপোর্টে লেখেন,—"আহ্লাদ সহকারে জানাইতেছি এ স্থলে এত টাকা সংগৃহীত হইল।" এসেসরের আহ্লাদ বটে গবর্ণমেণ্টের আহ্লাদ বটে, কিন্তু নির্ধন প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ। প্রজাগণ করপ্রদানে অযোগ্য হইলেও এসেসরেরা "চিকণ ডাঁড়া" দেখিয়া কর নির্দ্দিষ্ট করেন; তাহাতে বিধিবহির্ভূত কার্য্য করিতে হইলেও চক্ষু মুদিত করিতে হয়। কারণ, কিছু বেশী বেশী কর আদায় না দেখাইতে পারিলে সুখ্যাতি হইবে না। ষ্ট্রাচি সাহেবের আমলে, নিতান্ত অন্যায়পূর্ব্বক লাইসেন্স ট্যাক্সের বিধি ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল। সাতিশয় দরিদ্র লোককে সে করভার বহন করিতে হইয়াছিল। পরে তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। যাঁহাদের বাৎসরিক পাঁচ শত টাকার ঊর্দ্ধ আয়, তাঁহাদের উপরেই কর নির্দ্ধারিত হইল। এই অভিনব নিয়ম প্রচলিত হওয়ায় করদাতৃগণের সংখ্যাও কমিয়া আসিল; যাহাই হউক, সংগৃহীত টাকা অধিক না দেখাইলে চলিবে না, সে কারণ তৃতীয় শ্রেণীর অনেক ব্যক্তি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে। বস্তুত সেই সমস্ত লোকের আয় কিছু মাত্র পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও ঠিক তদ্রূপ ঘটিয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং অযোধ্যাবাসিদের যে কি দুরবস্থা বঙ্গদেশের পাঠক তাহা সবিশেষ অবগত নহেন। তেমন দুর্দ্দশাপন্ন লোক ত্রিসংসারের আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। এলেন হিউম সাহেব তাঁহার

ইন্‌কম্‌ ট্যাক্স প্রবর্ত্তিত করেন। এইটী কত দূর অনিষ্টজনক হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করা যায় না। অনেক মহাত্মা ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই। বঙ্গদেশের ন্যায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও গত বৎসর হইতে কর আদায়ের নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেখানেও [illegible] বাৎসরিক আয় ৫০০ টাকার ন্যূন, তাহাদের উপর কর নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এই নূতন নিয়ম প্রচলিত হওয়ায় প্রায় বার আনা লোক অব্যাহতি পাইয়াছে। লোকসংখ্যা কমিল [illegible], কিন্তু তাহাদের সুবিচার হইল না। [illegible] হইলে আরও অনেক লোক [illegible]। যে কারণ তৃতীয় শ্রেণীর অনেক লোক দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কিছু অবৈধাচরণ হইয়াছে কি না, তাহা নিশ্চয় বলিবার উপায় নাই। আলাহাবাদের বোর্ড অব রেবিনিউ বলেন [illegible] করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর করদাতৃগণের [illegible] শ্রেণীতে গণিত হইয়াছে। আমরা ব্যবসায়িগণের কাগজপত্র [illegible] আছি তাহাতে প্রজাপীড়ন হয় কি না বলিতে পারি না। অনেক স্থলে ব্যবসাদারদিগের পরিষ্কার হিসাব পত্র থাকে না। অনেক স্থলে ব্যবসায়িদিগের কাগজ পত্র আসেসরেরা বিশ্বাস করেন না। অনেক স্থলে বিশুদ্ধ কাগজ পত্র দ্বারা এক বৎসরের ব্যবসায়ের প্রকৃত লাভ বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং লোকের প্রতি অন্যায়াচরণ হইবারই অধিক সম্ভাবনা।

গত বৎসরের রিপোর্ট দৃষ্টে বিচার করিলে কর আদায় যে ন্যায়ানুগত হয় নাই তাহা এক প্রকার অনুমান হয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এবং অযোধ্যার সমাজের ৫৪৮৩২ জনের নিকট হইতে ১১১৮৪ ৫,টাকা সংগৃহীত হয়; তন্মধ্যে ৮৬৩৫ জন ব্যক্তি কালেক্টরের নিকট আপিল করে। কালেক্টর সাহেবেরা বিচার করিয়া ১৪৫১৬০, টাকা কমাইয়া দেন। পুনশ্চ কমিশনরের নিকট আপিল করায় তাঁহারা ৮৭৩০, টাকা কমাইয়া দেন। ইহাদ্বারা স্পষ্টই সপ্রমাণ হইতেছে যে ন্যায়ানুসারে কর সংগৃহীত হয় নাই। করদাতারা কিছু কিছু লাভবান বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এক সময়ে [illegible] লাভকে নিষ্কৃতি বলা যায় না। [illegible] কোন ব্যক্তি হয় ত দুই টাকার [illegible] মুক্তি লাভের নিমিত্ত সমস্ত [illegible] ব্যয় করিয়াছে। [illegible] কর দিতে হয়; [illegible] সরকারী সময় [illegible] ও নষ্ট [illegible] আপিল করিতে হয়। অতএব অ[illegible] প্রজাদিগের [illegible] ক্লেশ।

অন্যায় ও অসঙ্গত কর আদায়ের আর একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে মথুরা বিভাগ হইতে ৭৬৩১৮, টাকা আদায় হইয়াছিল। নূতন নিয়ম প্রচলন হইলে তৃতীয় শ্রেণীর করদাতৃগণকে একেবারে মাফ দেওয়া হয়। আশ্চর্য্য দেখুন, এক্ষণে ঐ বিভাগ হইতে ৫৭০০০ টাকা আদায় হয়। প্রকৃত অত্যাচার না হইলে টাকা বেশী হইবার কোন ন্যায্য কারণ দৃষ্ট হয় না। যাহা হউক, আহলাদের বিষয় এই,—উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এই সমস্ত অত্যাচার বিলক্ষণ জ্ঞাত হইয়া সকল কর্ম্মচারীকেই সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

প্রথমতঃ, দরিদ্র ভারতবর্ষের পক্ষে কোন প্রকার করই দারুণ কষ্টের কারণ; আবার সেই কর যদি বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক সংগৃহীত করা না হয়, তবে কষ্টের আর সীমা থাকে না।

ভাবী ইনকম ট্যাক্স।

আমাদের বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি মহামান্য লর্ড রিপন যথার্থ ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি। ধর্ম্মোপজীবী ভারতবর্ষের পক্ষে তিনি উপযুক্ত পাত্রই হইয়াছেন। আবার ভাগ্যবলে রাজস্ব-সচিবটীও বেশ মিলিয়াছে,—মেজর বেয়ারিংও আমাদের মনের মত মানুষ। কিন্তু তা হইলে কি ?—আমাদের কপাল ত ভাল নয় ? অভাগাদিগের অদৃষ্টে যে কি আছে, এখন তাহা বলা যায় না। কার্পাসজাত বস্ত্রের শুল্ক এক প্রকার রহিত হইয়া গিয়াছে। মিহি বস্ত্রের যাহা শুল্ক আছে, তাহাও আর অধিক দিন থাকিবে না বোধ হইতেছে। বিলাতের চেম্বার অব কমার্স সংবাদের সম্বন্ধে যত্নবান হইয়া উহা রহিত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন। লর্ড হার্টিংটন ও অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন। কিয়ৎ পরিমাণে শুল্ক রহিত হওয়ায় রাজস্বের যৎপরোনাস্তি ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। বাকি শুল্ক রহিত হইলে আরও অসুবিধা বৃদ্ধি হইবে।

যৎকালে লর্ড মেয়ো ইনকম ট্যাক্স প্রবর্ত্তিত করেন, তখন তদ্বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না এবং যে ট্রাচ সাহেবের অজস্র নিন্দা বারি চতুর্দ্দিক হইতে বর্ষিত হইতেছে, তিনিও তৎকালে কতকটা বক্র ছিলেন। ১৮৬৯ সালে লর্ড মেয়ো এদেশে পদার্পণ করি[য়াই] মহা বিপদেই পড়িলেন। তদীয় পূর্ব্বতন গবর্ণর জেনেরল লর্ড লরেন্স, ইনকম ট্যাক্স প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত ষ্টেট সেক্রেটরীকে অনুরোধ করিয়া যান। ষ্টেট সেক্রেটরিও গবর্ণর জেনেরলের অভিপ্রায়ানুসারে ঐ ট্যাক্স প্রচলিত করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। এ দিকে আবার ধনাগারে অর্থাভাব। লর্ড মেয়োর মনো গত ইচ্ছা কি ছিল, তাহা বলিবার যো নাই। কিন্তু এই ট্যাক্স প্রবর্ত্তিত হইলে যে প্রজাপীড়ন হইবে এবং রাজপুরুষদিগকে সাধারণের অসন্তোষভাজন হইতে হইবে, ইহা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন। ১৮৭০ সালে তিনি একৈক লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরকে এই মর্ম্মে পত্র লেখেন যে, দেশীয় কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে কোন কর সংগৃহীত হউক না, নিশ্চিত তদ্দ্বারা প্রজা পীড়ন হইবে। সুতরাং তজ্জন্য সকলেই বিরাগভাজন হইতে হইবে। ফলতঃ অন্যান্য গবর্ণরকে এবং ডিউক অব আর্গাইলকে তিনি যে সমস্ত পত্র লেখেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয়,—ইনকম ট্যাক্সে তাঁহার সম্পূর্ণ মত ছিল না। সার জন ষ্ট্রাচ এই ট্যাক্সের দোষ স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিভিন্ন প্রকৃতির লোক; কাজেই কতক অন্তরঙ্গ কতক মুখস্থ এইরূপে দুই দিক রক্ষা করিয়া বলিলেন,—১৮৬০ সালের ট্যাক্সে ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগকেই অধিক অসন্তুষ্ট দেখা যায়। মহাত্মা লর্ড নর্থব্রুকের আমলে একবার ইহার প্রস্তাব হইয়াছিল। মেজর বেয়ারিং তৎকালে গবর্ণর জেনেরলের প্রাইবেট সেক্রেটরি ছিলেন। এ প্রস্তাব তাঁহাদের অনুমোদনীয় হয় নাই। ভারতবর্ষ নিতান্ত দরিদ্র দেশ; এখানে লোকের জীবিকার উপায় নাই বলিলে চলে। লর্ড নর্থব্রুক এবং মেজর বেয়ারিং প্রজার অবস্থা সবিশেষ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। ইনকম ট্যাক্স প্রবর্ত্তিত হইলে প্রজাদের যে কষ্টের অবধি থাকিবে না, তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। যৎকালে কার্পাসজাত দ্রব্যের শুল্ক রহিত করিবার প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হয়,তৎকালে তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, এটী নির্ধন ভারতবর্ষের ভাবী অনিষ্টপাতের পথ হইল। ভবিষ্যতে ভারতবর্ষকে যে দারুণ করভার বহন করিতে হইবে, এটী তাহারই সূত্রপাত। ল্যাঙ্কসায়ারের মহাজনেরা সকলেই মহা ধনবান ব্যক্তি সকলেই সম্ভ্রান্ত এবং ক্ষমতাপন্ন। তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইয়া শুল্ক উঠাইতে যত্নবান হইলেন, এই শুল্ক রহিত করিলে কৃষিজীবী ভারতের কত যে, অভাবনীয় হিত সাধিত হইবে, তাহার নানা প্রকার কৃত্রিম কারণ দর্শাইতে লাগিলেন। কিন্তু ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির চিত্ত কিছুতেই বিচলিত হয় না। তাঁহারা প্ররোচন বাক্যে সহসা কর্ণপাত করেন না। গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর এবং তদীয় সেক্রেটরী কোন ক্রমে শুল্ক রহিত করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। ইনকম ট্যাক্সের প্রস্তাব তাঁহাদের বিবেচনায় বিষবৎ জ্ঞান হইল। অতঃপর জ্বলন্ত অগ্নি হস্তে লর্ড লিটন ভারতের মাটী মাড়াইলেন, চতুর্দ্দিক ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। যাহা হউক, সে দিন

গিয়াছে। সম্প্রতি সুবিবেচক দয়াদ্রহৃদয় লর্ড রিপন আমাদের রাজপ্রতিনিধি; এবং যে যেরূপ বেয়ারিং ইনকম ট্যাক্সের অনুপযোগিতা এবং কষ্টকারিতা একবার হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, আজি তিনিও অলক্ত রাজকোষে শান্তিবারি সিঞ্চন করিতেছেন। তবে কি নির্ধন ভারতকে আর করভার বহন করিতে হইবে? কয়েক বৎসর হইল, এদেশের অবস্থা সাতিশয় শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। বোধ করি ভারতবর্ষের এমন দুর্দ্দশা অনেক দিন ঘটে নাই। প্রথমতঃ উপর্য্যুপরি কয়েকটী দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া গেল তাহাতে যৎপরোনাস্তি প্রাণ হানি ও ধন হানি হইয়াছে। স্বচ্ছলতার সময় যে পরিবারের মাসিক ২৫ টাকা হইলে দিনপাত হয়, দুর্ভিক্ষের সময় ১০০ টাকাতেও সে পরিবারের ভরণপোষণ চলে নাই। সুতরাং মধ্যবিত্ত লোকের ঘরে অলঙ্কার এবং তৈজস পত্র যাহা কিছু ছিল তৎসমুদায় বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। [illegible] শ্রমজীবী এবং সামান্য চাকুরে লোকদের ত কথাই নাই। কোন একটী হঠাৎ বিপদ ঘটিলে গৃহ হইতে এক পয়সা বাহির করিবার সঙ্গতি নাই। দ্বিতীয়তঃ, ম্যালেরিয়া জ্বর। এই কষ্টশত্রু এতদিন [illegible] বঙ্গদেশকে ধনে প্রাণে নিধন করিয়াছে। এখনও তাহার করালকরের প্রচণ্ড দণ্ডচালন ক্ষান্ত হয় নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ছিল ভাল। তথায় স্বাস্থ্য প্রীতিপ্রফুল্লবদনে এতদিন বাস করিতেছিল। কিন্তু সম্প্রতি সেখানেও তাহার মুখমণ্ডল ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিম দেশ এখন যমালয়, ক্রমে ক্রমে লোকশূন্য হইতে চলিল। লোকের প্রাণ গেল এবং চিকিৎসার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া মধ্যবিত্ত ও সামান্য গৃহস্থের গৃহে এক কপর্দ্দকেরও সঙ্গতি নাই। অনেক স্থানেই বিনা চিকিৎসায় লোকের মৃত্যু ঘটিতেছে। জ্বর, একবার যাহাকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহার আর আরোগ্যের সম্ভাবনা নাই। কৃষিকর্ম্ম এবং ব্যবসায়াদি সকলি বন্ধ হইয়াছে, লোকের দিনযাপন হয় না। তৃতীয়তঃ দেখুন, গত বৎসর হইতে চাউল ও ধান্যের মূল্য অত্যন্ত সস্তা হইয়াছে। চাষীলোক সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়াও রাজস্ব দিতে পারিতেছে না, তবে ভরণপোষণ কোথা হইতে চলে? এই ত দেশের অবস্থা। যদি পীড়া ও দুর্ভিক্ষ আর না হয়, তবে বিশ পঁচিশ বৎসরে প্রজাদের অবস্থা কিছু কিছু উন্নত হইতে পারিবে; তাহারা দুসন্ধ্যা দুমুষ্টি খাইতে পাইবে তাহার আশা হইবে। কিন্তু যদি ম্যালেরিয়ার এই প্রকার চিরস্থিত প্রকোপ থাকিয়া যায়, তবে ভারতবর্ষবাসিদিগকে জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইবে। এ দেশীয় দুরবস্থার যে কয়েকটী কথা উল্লিখিত হইল, বোধ করি তাহার একটীও অত্যুক্তিদোষে দূষিত নহে। মহাত্মা লর্ড রিপন সুবিবেচিত্বে সমস্ত বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখিলে আমাদিগকে কষ্ট [illegible] হইবে না। লর্ড হার্টিংটন যে প্রকার [illegible] করিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে বড় ভাল লাগিতেছে না। তিনি ইনকম ট্যাক্স প্রবর্ত্তিত করিতে অনুমতি দিবেন, আমাদের এমন বিশ্বাস [illegible]। কিন্তু এমন কোন সদ্বিবেচক গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর সম্পূর্ণ মনস্বিতা ও তেজস্বিতা প্রকাশ পূর্ব্বক এই দারুণ অনিষ্টকর প্রস্তাবের প্রতিবাদ না করিলে সহায়হীন ভারতবর্ষ একেবারে অধঃপাতে যাইবে। আমাদের অদৃষ্টদোষে আমরা প্রায় প্রতিনিধি রাজপুরুষের মুখ দেখিতে পাই না। আবার যদি ঈশ্বর কখন সুপ্রসন্ন হইয়া কাহাকেও প্রেরণ করেন, কিন্তু তেমন লোক মফস্বলের প্রকৃত অবস্থা কিছুই [illegible] পারেন না। সহরের ভিতর থাকিয়া কতকগুলি ভদ্র সন্তানের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন, সুতরাং মফস্বলের অবস্থা জানিবার উপায় কি? হাকিমেরা মফস্বল ভ্রমণের সময় যদি কৃষি ও অন্যান্য সামান্য লোকের সঙ্গে ক্ষণকাল আলাপ করেন, তবে অনেক বিষয়ে তাঁহাদের চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়। আমরা মহাত্মা লর্ড রিপনকে তাই অনুরোধ করিতেছি, তিনি এ সময় হইতে মফস্বলের অবস্থা জ্ঞাত হইয়া সাবধান হউন। কারণ ষ্টেট সেক্রেটারী জেদ করিলে তখন অন্যথাচরণ করা কঠিন হইবে।

মধ্য ইংরাজী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা।

কাল পরিবর্ত্তনশীল। যত দিন যাইতেছে তত লোকের বুদ্ধি খুলিতেছে, মন উন্নতিপথে ধাবিত হইতেছে, সকলের বুদ্ধিতে সকল [illegible] আসিয়া না, তুমি যাহা ভাল বোধ করিয়া করিলে আমি হয় ত তাহা মন্দবোধে তাহার পরিবর্ত্ত করিয়া আমার যাহা ভাল বোধ হইয়াছিল তাহাই করিলাম, কিন্তু ভাল মন্দের বিচার করে কে? কথা "[illegible]" এটী একটী পাকা কথা, তুমি কোন [illegible] কার্য্য করিবার সময়ে সকলের চক্ষে ধূলি দিতে পার কিন্তু কাল ও ফল এ দুইয়ের নিকটে তোমার কোন বুদ্ধিকৌশলই খাটিবে না, দশ দিন বাদে সে প্রকাশ হইবেই হইবে। অধিক দিনের কথায় কাজ নাই সার জর্জ কাম্বেলের সময় হইতে ইডেন সাহেবের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত দেখ; শিক্ষা বিভাগের বল, রাজনীতি বিভাগের বল, আর যে বিভাগেরই কেন বল না, জর্জ ক্যাম্বেল যাহা করিয়াছিলেন এখন তাহার আর কি আছে! পূর্ব্বকার এক একটীর সহিত এখনকার এক একটী করিয়া মিলাইয়া দেখ দেখিবে প্রত্যেকটীরই বহু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। পরস্পরের কার্য্য দেখিলে হঠাৎ বোধ হইবে যেন পূর্ব্ববর্ত্তী লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণরের [illegible] লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণরের বড় শত্রুতা ছিল তাই ইনি তাঁহার সমস্ত কার্য্যের বিপরীত করিয়াছেন। ফলক একটী [illegible] করিয়া বাহাদুরী লওয়া নহে, কোন রকমে তাঁহার চেষ্টাই এই নিয়মের [illegible]। "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ," মুনিদিগেরও [illegible] কথন মানুষ কোন ছার। [illegible] একটা কাজ করিলাম কিন্তু উল্টা উৎপত্তি হইল, [illegible] আর সকলেই যে ভাল হইবে এমন কিছু কথা নাই, দশটী বা ভাল হইল দুইটী বা মন্দ হইল, সে কিছু ধর্ত্তব্য নহে। [illegible] সংশোধন করিয়া লোকের উপকার করিতে পারেন তিনিই ধন্য হইয়া থাকেন। সকল লোকেরই [illegible] থাকা আবশ্যক, তখন [illegible] লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণরের কথা কি? তিনি এক্ষণে [illegible] বিলোপ করিয়াছেন, তাঁহার যে এ গুণ [illegible] কথা আমরা বলিতে পারি না। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস কোন বিষয়ে আমরা ত্রুটী দেখ[illegible] তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার সংশোধনে যত্নবান হ[illegible] আমরা একটী বিষয়ে তাঁহার ত্রুটী আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তিনি [illegible] [illegible] তাহাকে [illegible] [illegible] আমাদের দেশ ও [illegible] নাই, এ [illegible] তাহা তাঁহার [illegible] বাঙ্গা[illegible] আমাদের [illegible] ইহার যেরূপ দেখা এরূপ কখন কাহারও দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহার নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকগুলি যেন ঝকবাঁধা দড়ি, বালকেরা প্রাণপণে [illegible] কেন পড়ুক না, শেষ হইবার নহে।

আর এক [illegible] এই, পাঠ্যপুস্তক নামে নির্দ্দিষ্ট কিন্তু [illegible] নহে। [illegible] বালক [illegible] [illegible] [illegible] কথা [illegible] ব্যবস্থার উদ্দেশ্য [illegible] আমরা [illegible] [illegible] বালকদিগের [illegible] করিয়া দেওয়া আছে, যে বালক [illegible] মধ্যে [illegible] পরীক্ষা দিতে পারিবে সেই [illegible] হইবে। [illegible] এই নিয়মটী [illegible] পাঠক [illegible] বিবেচনা করিয়া দেখুন, [illegible] মারমতি বালকদিগকে এত অল্পকালের মধ্যে ইংরাজী ভাষার গদ্য পদ্য ব্যাকরণ ও [illegible] বাঙ্গালা [illegible] ঐ, এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের ইত-

[illegible] ভূগোল, ভারতবর্ষের ভূগোল ও প্রাকৃতিক [illegible], গণিত ক্ষেত্রতত্ত্ব ও পরিমিতি, স্বাস্থ্যরক্ষা, [illegible] ও প্রকৃতি বিজ্ঞান পড়িয়া পরীক্ষা দিতে হইবে। পরীক্ষিতব্য বিষয়ে ভালরূপ প্রবেশ বিনা কোন বালকই পরীক্ষা দিতে পারে না। উপরি উক্ত স্থলে উল্লিখিত বিষয় সমূহে উত্তমরূপ প্রবেশ কি একজন পঞ্চদশবর্ষীয় বালকের পক্ষে সম্ভব? পাঁচ বৎসর বয়ক্রম না হইলে আর কোন বালক প্রথম ভাগ পড়িতে আরম্ভ করে না, অবশিষ্ট দশ বৎসরের মধ্যে পীড়াদিতে দুই বৎসর যায়, বাকী আট বৎসরে উল্লিখিত প্রকার [illegible] অধ্যয়ন করিয়া ইংরাজী ও বাঙ্গালায় [illegible] হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নহে, [illegible] তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন। পুস্তক স্থির না থাকাতে বালকদিগের যে আর একটী মহৎ ব্যাঘাত ঘটিতেছে, এস্থলে তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যক। বিষয় এক হইলেও সকল গ্রন্থকার কিছু এক প্রকার ভাষায় ও এক প্রকার ভাব স্ব স্ব মনোগত ভাব ব্যক্ত করেন না। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকারের ভিন্ন ভিন্ন রকমের লেখা হইয়া থাকে। বালকেরা এক জনের এক খানি পুস্তক পড়িয়া পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত হইল, কিন্তু প্রশ্নকর্ত্তা হয় ত এরূপ ভাবের এমন প্রশ্ন দিলেন, যাহা কথিত বালক তাহার পুস্তকে আদৌ পড়েও নাই, সুতরাং সে তাহার উত্তর করিতে পারিল না।

এই প্রকার নানা কারণে অনেক বালক দিবা রাত্রি শ্রম করিয়াও ভালরূপ পরীক্ষা দিতে পারে না, অতিরিক্ত শ্রম নিবন্ধন এক দিকে তাহাদিগের স্বাস্থ্য ভঙ্গ অপর দিকে অর্থ নষ্ট হইয়া যায়। অল্পবয়স্ক বালকদিগকে বাল্যকাল হইতে বিদ্যালোচনায় নিযুক্ত করিবার জন্য এই পরীক্ষার সৃষ্টি কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাহাদিগের পরীক্ষার জন্য যেরূপ বহুল পরিমাণে গুরুতর বিষয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার ভাবগ্রহ করিতে তাহাদিগের কোমল মস্তিষ্ক কখনই সক্ষম নহে। ইহাদিগের সহিত তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী বালকদিগকেও এত গুরুতর বিষয় পাঠ করিতে হয় না, পরীক্ষার্থী বালকেরা যদি বাল্যকাল হইতেই এই সকল গুরুতর বিষয়ে চিন্তা করিয়া পীড়াক্রান্ত হয় এবং আপনার আপনার শরীর নষ্ট করিয়া ফেলে তাহা হইলে দেশের উন্নতি না হইয়া বরং বিপরীত ঘটে। আমরা দেখিতেছি, এই সকল কারণেই পরীক্ষার ফলশ্রুতি ক্রমেই মন্দ হইয়া আসিতেছে। পাঠক এস্থলে বিগত দশ বৎসরের পরীক্ষার ফল দেখুন। স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন ইহার অবস্থা কিরূপ শোচনীয়।

অব্দ	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা,	পরীক্ষোত্তীর্ণের সংখ্যা।
১৮৬৮	১৬১	১১৭
১৮৬৯	[illegible]	১৬০
১৮৭০	১৫৪	১৪৪
১৮৭১	[illegible]	৩০৭
১৮৭২	৩৮০	৩১২
[illegible]	[illegible]	৭৫
[illegible]	[illegible]	১৬০
[illegible]	২৩৮	১১৯
[illegible]	৪০৬	১৬১
১৮৮০	২৯৪	১২৬

[illegible] হউক, সত্বর এই বিভাগের একটী সুবন্দোবস্ত না হইলে ইহার ফলশ্রুতি যে আরও মন্দ হইবে তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। বিশেষতঃ উপস্থাপিত এইরূপ ফল হইলে সহজে যে কোন বালক উক্ত পরীক্ষা দিতে সাহস করিবে, আমাদিগের তাহা ত বোধ হয় না। কেবল ইহা নহে, যাঁহারা ইহার পরীক্ষক হন তাঁহারা পরীক্ষাকালে বালকদিগকে এরূপ কঠিন প্রশ্ন দিয়া থাকেন যে তদ্দর্শনে সহজেই বোধ হয় কোনরূপে বালকদিগকে নিরাশ করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। বালকদিগের বিদ্যা পরীক্ষার জন্য তাঁহারা আপনাদিগের যেরূপ বিদ্যা দেখাইতেছেন অতঃপর এরূপ দেখাইলে মহৎ অনিষ্ট ঘটনাই ঘটিবে, তাই আমরা এ বিষয়ে আমাদিগের মাননীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের দৃষ্টি আকর্ষণার্থ এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম। আমরা আশা করি তিনি এই বিষয়ে মনোযোগী হইয়া উল্লিখিত অনিষ্ট সমূহ দূর করিয়া বালকদিগকে রক্ষা করিবেন। কারণ অল্প অগ্নিতে অধিক চাপাইলে সে অগ্নি সহজেই নির্ব্বাণ হইয়া যায়।

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible] ১০ ই ডিসেম্বর। রিং থিয়েটেরের ধ্বংসাবশেষ হইতে ৫ শত লোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। সরকারী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে গৃহদাহের পর ২১৭ জন লোককে পাওয়া যাইতেছে না।

আয়র্লণ্ডস্থ ভূমিতে ভূস্বামিদিগের স্বার্থের রক্ষার জন্য লণ্ডনের লর্ড মেয়র সাধারণ চাঁদার প্রার্থনা করিয়াছেন।

টিউনিশ ১১ ই ডিসেম্বর। ক্রমাগত ভারী বৃষ্টি ও বন্যা হওয়াতে ২২ গ্রাম কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ওয়াসিংটন ১২ ই ডিসেম্বর। চিলির সহিত পেরুর যে বিবাদ চলিতেছে উহারা ইউরোপীয় রাজগণকে মধ্যস্থ মানিয়া তাহার মীমাংসা করিবার চেষ্টা পাওয়াতে আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া চিলির লোকদিগকে বলিয়াছেন তাহারা পেরুর রাজ্যের কোন অংশ আপনাদিগের রাজ্যভুক্ত না করিয়া আপনা আপনি বিবাদ মিটাইয়া ফেলেন।

ওয়াসিংটন ১৩ ই ডিসেম্বর। পেরুর সাধারণতন্ত্রের সভাপতি [illegible]কে কি জন্য বন্দী ও সভাপতি পদ হইতে বিচ্যুত করা হইয়াছে চিলির লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ইউনাইটেড ষ্টেট গবর্ণমেণ্ট [illegible] নামক এক ব্যক্তিকে বিশেষ দৌত্যকার্য্যে প্রেরণ করিয়াছেন।

পারিস ১৩ ই ডিসেম্বর। ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য বিষয়ক সন্ধিপত্র অদ্য উপস্থিত করা হইয়াছিল, কিন্তু সার চার্লস ডিউক অনুপস্থিত ছিলেন।

টিউনিশ ১৪ ই ডিসেম্বর। ফরাসীরা এনফিডা নামক স্থানে যে সকল মজুরকে উচ্চপদ দান করিয়াছিল টিউনিশের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক দূরীভূত করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৫ ই ডিসেম্বর। আয়র্লণ্ডের রমণীগণ দরিদ্রদিগের দুঃখ বিমোচনার্থ যে ধনধন সংগ্রহ করিতেছেন ইংলণ্ডেশ্বরী তাহাতে ২ হাজার টাকা চাঁদা দিয়াছেন।

পারিস ১৪ ই ডিসেম্বর। ফরাসী ধর্ম্মসংক্রান্ত সংবাদপত্র বলেন, পোপের অবস্থান অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। পোপের রোম ত্যাগ করা উচিত কি না, এই প্রশ্নের গাঢ়তর আন্দোলন হইতেছে।

লণ্ডন ১৬ ই ডিসেম্বর। ডবলিনে ইউনাইটেড আয়র্লণ্ড নামে যে সংবাদপত্র আছে পুলিষ তাহার এ সপ্তাহের সমুদায় কাগজ ও ছাপাখানার অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী কাড়িয়া লইয়াছে।

পারিস ১৫ ই ডিসেম্বর। হেনরী রচফোর্ট, রাউসটনের নামে যে অভিযোগ করেন তিনি তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার মুক্তিলাভে নিরুদ্বেগ দেশমধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে।

আলজিয়ার্স ১৫ ই ডিসেম্বর। ৪৫ হাজার বিদ্রোহী পরিবার মরক্কো নামক স্থানে যাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা তথায় চিরকাল বাস করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

কতিপয় উদ্যোগী ব্যক্তির যত্নে আমাদিগের বাসগ্রাম চাঙ্গড়িপোতায় একটী হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাতাগণ এক্ষণে যেরূপ আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত ইহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে।

বগুড়ার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সার্প সাহেবের চরিত্র সম্বন্ধে ভারতমিত্রের বগুড়াস্থ সংবাদদাতা এইরূপ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন সহরের অর্দ্ধ মাইল দূরে চেলাপাড়া গ্রামে কালীবাড়িতে এক দিবস রাত্রি নয়টার সময় স্থানীয় লোকেরা মনসা পূজা আরম্ভ করে, এতদুপলক্ষে ঢাক ঘণ্টা শঙ্খ আদির বাদ্য হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সার্পের ইহাতে নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং তাহাদিগকে শান্তিভঙ্গকারী বলিয়া পুলিষকে ধৃত করিবার আদেশ দেন, পুলিষও তদনুসারে কার্য্য করেন। বিচারে কয়েক জনের অর্থ দণ্ড হয়। ঐরূপ আর একদিন তিন জন পল্লীগ্রামস্থ লোক তাঁহার কুঠির নিকটস্থ রাস্তা দিয়া জোরে কথা কহিতে কহিতে যাইতেছিল, এই অপরাধে তিনি এক জনের ৫ টাকা ও অপর দুই জনের আট আট আনা জরিমানা করেন। আর এক দিন

তরক্তা এক বস্ত্রবিক্রেতার দোকানের চাকর কোতোয়ালী ঘাটে নদীর অপর পার হইতে মাজিকে বড় করিয়া ডাকাতে তিনি তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া অর্থ দণ্ড করিয়াছিলেন। ঐরূপ একখানি চূণের নৌকার মাঝি কাছারির সম্মুখ দিয়া কিছু জোরে কথা কহিতে কহিতে যাইতেছিল বলিয়া তিনি তাহাকেও ধৃত করিয়া অর্থ দণ্ড করিয়াছিলেন। রাখালেরা কাছারির সম্মুখস্থ মাঠে খেলা করিলে গোলমাল হয় বলিয়া তিনি তাহাদিগকে ধরিয়া আনাইয়া কামরার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখাইয়াছিলেন। শুদ্ধ ইহা নহে, আর এক দিন এক মকদ্দমায় দুই জন পশ্চিমা কাহারকে জামিন জন্য সার্প সাহেবের রিপোর্ট ক্রমে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল, তাহাদিগের পায়ে নাগরাই জুতা ছিল, তাহারা সেই জুতাশুদ্ধ তাঁহার সম্মুখে আসাতে তিনি তাহাদিগকে আদালতের অবজ্ঞা করা অপরাধে অপরাধী করিয়া এক জনের ২০ ও অপরের ৩০ টাকা জারিমানা করিয়াছিলেন। ওদিকে মোসলি, সে দিকে কিনার, এদিকে সার্প এই সকল বিচারপতি লইয়া গবর্ণমেণ্ট কিরূপে যে সুবিচারকারী বলিয়া যশোভাগী হইবেন, তাহা ত আমরা বুঝিতেছি না। ইহাঁদের কেবল বিদ্যারই পরীক্ষা লওয়া হয়, চরিত্রের পরীক্ষা লওয়া হয় না, ইহাই এরূপ ঘটনার কারণ। অতঃপর চরিত্রের পরীক্ষা লইবার একটী প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক।

সার আস্‌লি ইডেন গত বৎসর ৪০২০০০ টাকা শিক্ষাবিভাগে ব্যয় করিয়াছেন, এ বৎসর ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে স্থির হইয়াছে। বিগত ১১ ই অক্টোবর গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে অতিরিক্ত দান এক লক্ষ টাকা বিভাগ করিয়া দিতে ডাইরেক্টর ক্রফট সাহেবকে অনুরোধ করেন। ক্রফট সাহেব সেই অনুরোধক্রমে টাকা এইরূপে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন ;—

বিভাগ	বর্ত্তমানদান	প্রস্তাবিতদান	অতিরিক্ত
২৪পরগণা	১২০০০	১৯০০০	৭০০০
নদীয়া	১০০০০	১৮০০০	
যশোহর	১৬০০০	১৭০০০	১০০০
মুর্শিদাবাদ	১০০০০	১০০০০	
বর্দ্ধমান	১৬৭০০	১৮০০০	১৩০০
বাঁকুড়া	১০৩০০	১৩০০০	২৭০০
বীরভূম	৬৭০০	৮০০০	১৩০০
মেদিনীপুর	২৩০০০	৩০০০০	৭০০০
হুগলি	৮৩০০	১০০০০	১৭০০
হাবড়া	৩০০০	৫০০০	২০০০
রাজসাহী	১২০০০	১২০০০	
দিনাজপুর	১৩০০০	১৩০০০	
বগুড়া	৩০০০	৩৫০০	৫০০
রঙ্গপুর	১৬৮০০	১৪৮০০	
পাবনা	৮০০০	৯১০০	
জলপাইগুড়ি	৪০০০	৪০০০	
দার্জ্জিলিং	১২০০	১২০০	
ঢাকা	১০০০০	১৪০০০	৪০০০
ময়মনসিংহ	১১০০০	১৩০০০	২০০০
বাখরগঞ্জ	১০০০০	১৪০০০	৪০০০
ফরিদপুর	৯০০০	১১০০০	২০০০
ত্রিপুরা	৮০০০	১৪০০০	৬০০০
চট্টগ্রাম	৬০০০	৮০০০	২০০০
নওয়াখালি	৫০০০	৯০০০	৪০০০
পাটনা	৮০০০	১৪০০০	৬০০০
গয়া	১০০০০	১২৫০০	২৫০০
সাহাবাদ	৯০০০	১২০০০	৩০০০
সারণ	১০০০০	১৩০০০	৩০০০
চম্পারণ	৮০০০	৯৫০০	১৫০০
মজঃফরপুর	১১০০০	১৫০০০	৪০০০
দ্বারভাঙ্গা	১০০০০	১৪০০০	ঐ
ভাগলপুর	১০০০০	১৩০০০	
মুঙ্গের	১০০০০	১৩০০০	ঐ
পূর্ণিয়া	৮০০০	১০০০০	
মালদহ	৪০০০	৬০০০	ঐ
সাঁওতাল পরগণা	৭০০০	১০০০০	
হাজারিবাগ	৭০০০	৮০০০	
লোহারডগা	১০০০০	১১০০০	ঐ
মানভূম	৭০০০	৯০০০	
সিংহভূম	৩০০০	৪০০০	১০০০
কটক	১৩০০০	১৬০০০	
পুরী	৭০০০	৯০০০	
বালেশ্বর	৮০০০	১২০০০	৪০০০
সমষ্টি	৪০২০০০	৫০০০০০	৯৮০০০

শূন্য জাহাজ চালাইবার জন্য বার্লিনে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আয়লণ্ডের লোকদিগের দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি। প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বহু চেষ্টায়ও ইহাদিগকে দমন করিতে পারিতেছেন না। ইহারা মরি কি মারি এইরূপ পণে গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করিতেছে। অদ্যাপিও ইহারা এমন এক একটী ভয়ানক লোমহর্ষণ অত্যাচার করিতেছে যে তাহা শুনিতেও ভয় হয়। এত লোক বন্দী হইতেছে তথাপি তাহারা ভীত বা বিচলিত হইতেছে না। খাজনা লইয়া বিবাদ ছল মাত্র। বাস্তবিক আয়লণ্ডবাসীরা স্বাধীনতাপ্রার্থী। লিবরল গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে সেই স্বাধীনতা প্রদান করিয়া কেন যে আপনাদিগের ঔদার্য্যের পরিচয় দিতেছেন না এটী বুঝিয়া উঠা বড় কঠিন।

ওয়েডারবরণ সাহেব কৃষকদিগের নিমিত্ত যে ব্যাঙ্ক খুলিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন অনরেবল বিশ্বনাথ নারায়ণ মণ্ডলিক উহা কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশে আইনের পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এই ব্যাঙ্ক সংস্থাপিত হইলে গবর্ণমেণ্ট কিরূপে কত সাহায্য করিবেন তিনি তদ্বিষয় অবগত হইয়া পাণ্ডুলেখ্য ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিবেন।

বিগত জাণুয়ারি মাস হইতে ১২ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত নিম্ন লিখিত পরিমাণে সুরা এদেশে প্রেরিত হইয়াছে। যথা—

	মান্দ্রাজ	বোম্বাই	করাচি	কলিকাতা
পেল	২৮৭৫২	১২০৭৫	১৪০৩২	৪১৪৬২
পোর্টার	৪৯৫১	২৫০৭৪		৪২৭৩৬
ব্রাণ্ডি			৩০৮	১০৭৭৬৪

এতদ্ব্যতীত ১২৫২৫ বাক্স (কেনিস্) মদ, ২২১৬ বিলাতি রম ও ৩৮৩৯০ বাক্স ব্রিটিশ সুরা আছে।

আগামী ৯ ই জানুয়ারি এলাহাবাদে হাইকোর্টের উকীলদিগের পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

বাঙ্গালার লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর রিবর্স টম্‌সন সাহেব পুরী পর্য্যন্ত রেলওয়ে করিবার জন্য জরীপ করিতে হুকুম দিয়াছেন। উড়িষ্যার এই রেলওয়েকার্য্যে তিনি ইউরোপীয় ও দেশীয় ধনীদিগকে একত্র কার্য্য করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের রাণীগঞ্জ হইতে একটী ও সম্বলপুর হইতে আর একটী রেলওয়ে পুরী পর্য্যন্ত খুলিবার কল্পনা করা হইয়াছে।

পেট্রিয়ট পাঠে অবগত হওয়া গেল বগুড়ার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সার্প সাহেব হরিসংকীর্ত্তনকারীদিগকে যথেষ্ট অপমান করাতে ঐ দলের অধিনায়ক তাঁহার নামে মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করিয়াছিলেন। ২৬ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত মকদ্দমা মুলতুবি ছিল। বাদী এই মকদ্দমায় ব্যারিষ্টার নিয়োগের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন; কিন্তু মাজিষ্ট্রেট এদিকে গবর্ণমেণ্টের বিনানুমতিতে এ মকদ্দমা চলিতে পারে না বলিয়া ১৭ ই ডিস্মিস করিয়া দিয়াছেন। হাইকোর্টে ইহার আপীল হয়, বিচারপতিরা মাজিষ্ট্রেটের রায় বাহাল করিয়াছেন। এরূপ আইন প্রজার পক্ষে বড়ই অনিষ্টকর।

স্যামরাজের একজন দূত ভিয়ানায় গিয়া অস্ত্র

শস্ত্র ক্রয় করিতেছেন। শ্যামের লোকে যাহাতে অস্ত্রীয় সেনাভুক্ত হইতে পারে তিনি সে চেষ্টারও ত্রুটী করিতেছেন না।

গত সোমবার কলিকাতার কয়েকটী বালক কতকগুলি চটক পক্ষী ধরিয়া তাহাদের উপর নিষ্ঠুরাচরণ করাতে জীবক্লেশ নিবারিণী সভার একজন কর্ম্মচারী তাহাদিগের নামে পুলিষকোর্টের মাজিষ্ট্রেট মার্সডেন সাহেবের নিকট নালিশ করিবাছিলেন। বালকেরা অপরাধী সপ্রমাণ হয় কিন্তু মাজিষ্ট্রেট এই বলিয়া তাহাদিগকে অব্যাহতি দিয়াছেন যে, চটকপক্ষী গৃহপালিত জীব নহে অতএব তাহার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করায় দণ্ডবিধি আইন অনুসারে তিনি তাহাদিগকে কোন প্রকার দণ্ড বিধানে সমর্থ নহেন। বিচার অপেক্ষা আইন ও যুক্তিটী অধিক অদ্ভুত।

শুনা যাইতেছে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির প্রতিনিধি সভাপতি বাবু শ্যামাচরণ দে আগামী জানুয়ারি মাসে পদত্যাগ করিবেন। কিন্তু কারণ কি তাহা জানা যায় নাই।

কোলাপুরের রাজা ক্ষিপ্ত হওয়াতে রাজ্যভার যাহাতে তাঁহার মাতার হস্তে সমর্পিত হয় তজ্জন্য তত্রত্য অধিবাসীরা গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের আবেদন গ্রাহ্য করিয়া এ বিষয় বিবেচনাধীনে রাখিয়াছেন।

আগামী ২০ এ ফেব্রুয়ারি ডুমরাওনের রাজকুমারের রাজ্যাভিষেক হইবে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর স্বয়ং এই কার্য্যে ব্রতী হইবেন। রাজকুমার পিতার বর্ত্তমানে সাত বৎসর রাজকার্য্য চালাইয়াছিলেন।

নিউইয়র্কের কতকগুলি প্রেততত্ত্ববাদী নরনারী তথায় দিবারাত্রি একটী স্থান খনন করিতেছে, তাহারা বলে ভূতেরা প্রত্যাদেশ করিয়াছে তথায় প্রচুর স্বর্ণ নিহিত আছে।

সুইজরলণ্ডের অন্তর্গত বৌত্রি নামক স্থানের একজন ঘড়িওয়ালা এক প্রকার সুন্দর ঘড়ি প্রস্তুত করিয়াছেন। এই ঘড়িতে ১৫ বৎসর অন্তর দম দিতে হয়।

ফ্লগার্স আর্ক নামে এক প্রকার লতা আছে। ঐ লতার রসে ধাতু গলিত হইতে পারে।

দিল্লীর সাজাদারা ও আর ৪০ জন দেশীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোক কাশীর দরবারে লর্ড রিপণকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করেন। পুলিষ কমিশনর তাঁহাদিগকে একটী ঘরের কোণে বসাইয়া রাখেন, দরবার ভাঙ্গিল তাঁহাদের খোঁজ নাই, ভাগো শাজাদারা তাড় ভাড়ি গিয়া লর্ড বেরেসফোর্ডকে জানাইলেন তাই রক্ষা। তাই লর্ড রিপন আসিয়া আবার বাদসাহ নন্দনদিগকে রাজদর্শন দিলেন।

দিল্লী কালেজের পুনঃ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বহু বিবেচনা করিয়া শেষে উহার উপযোগিতা আদৌ অনুভব করেন নাই।

কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ ও মহম্মদ লৎফর রহমাণ কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার হইয়াছেন।

অধ্যাপক ষ্টুড়ার বলেন সিঙ্গাপুরের নিকটে ১২২ জাতীয় প্রবাল পাওয়া যায়। লোহিত সাগরে যে প্রকার প্রবাল জন্মে এ প্রবাল সেরূপ নহে। যে সাগরাংশের জল ঘোলা তথাকার প্রবাল ভাল হয়।

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল সস্ত্রীক হইয়া শুক্রবার টানাসিরাম নামক জাহাজে রেঙ্গুন যাত্রা করিয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয় গবর্ণমেণ্ট চটকবংশ ধ্বংস করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। চটকের এক শত ডিম ভাঙ্গিতে পারিলেই ২।০ পুরস্কার। এক এডেলেড নামক স্থানের লোকে এই পুরস্কারের লোভে ৪০০০০০ ডিম ভাঙ্গিয়াছে। গৃহস্থ যাহাতে গৃহ হইতে চটকের বাসা ভাঙ্গিয়া দেন তজ্জন্য আইন করা হইয়াছে। ইহার নিমিত্ত যে কমিশন নিয়োজিত হইয়াছে। তাহার ক্রমাগত অধিবেশন হইতেছে!

জুলু রাজ্যে আফ্রিও না কি ভয়ানক নারীহত্যা হইতেছে। তথায় এত স্ত্রীলোককে বধ করা হইয়াছে যে আর স্ত্রীলোক পাওয়া দুর্ঘট। প্রজারা অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিয়াছে। এই অনিষ্ট নিবারণের জন্য তাহারা ইংরাজদিগের শরণাগত হইয়াছে। জুলুদিগের প্রতিনিধিরা মারিজবর্গে আসিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহাদিগের কয়েক জন দলপতির কারাদণ্ড প্রার্থনা করিতেছে।

কোম্পানির কাগজের দর।

শতকরা ৪ টাকা মূল্যের কাগজ ১০১।০

৪॥০ ১৮৭০ (১৮৮৫) ১০২॥০ হইতে ১০২৸০

৪॥০ ১৮৭১ (১৮৮১) ১০১

৪॥০ ১৮৭৮-৭৯ (১৮৯৩) } ১১০৷৴০

৪॥০ ১৮৭৯ (১৮৯৩) }

৫ ১৮৬৭ (১৮৮২) ১০০

বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গাটুলালজী অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমে এক অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁর এক চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, বলিতে কি গঙ্গায় পা নামাইয়াছেন তথাপি বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার সাধে এক অষ্টমবর্ষীয়া বালিকাকে মজাইলেন। গাটুলালজী এক জন রিফরমার। অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়ম ইহাঁর বিস্তর সুখ্যাতি করিয়া থাকেন।

অতঃপর যাঁহারা বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের দরবারে যাইবেন তাঁহাদিগকে হয় বিচারপতিদিগের পোষাক না হয় বিদ্যালয়ের পোষাক পরিধান করিতে হইবে, পুরোহিতদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদিগের পোষাক পরিয়া যাইতে হইবে।

বোম্বাইয়ের এল এল বি পরীক্ষায় এবার ২৮ জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত হন, কিন্তু প্রশ্নের গুণে ও পরীক্ষকদিগের অনুগ্রহে ৩ জন কেবল দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। শুনা যাইতেছে এই কারণে পুনর্ব্বার উক্ত পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এবার কি সকল স্থানের পরীক্ষকদিগেরই এক গতি! এ দেশে ছাত্রবৃত্তি হইতে এল, এ পর্য্যন্ত পরীক্ষার প্রশ্ন দেখিয়া বোধ হয় পরীক্ষার্থীদিগকে কোন প্রকারে ঠকানই পরীক্ষকদিগের উদ্দেশ্য।

বিলাতের কতকগুলি লোক জাহাজের উপর বাণিজ্য প্রদর্শনী খুলিয়া বন্দরে বন্দরে ঘুরিয়া বেড়াইবার কল্পনা করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ২৬৪০ টন ভার বহনে সক্ষম এরূপ একখানি জাহাজ প্রস্তুত করা হইতেছে, ব্যবসায়ীরা ভাড়া দিলে ইহাতে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়েতে ইউরোপীয় কলচালকদিগের পরিবর্ত্তে দেশীয় কলচালক নিয়োগের আদেশ হইয়াছে।

কুইন্সল্যাণ্ডের গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যাহাতে উক্ত উপনিবেশে কুলি প্রেরণ করেন, ইনি তাহারই বন্দোবস্ত করিতে আসিয়াছেন।

আহম্মদ টুফিক এফেন্দি নামক এক ব্যক্তি তুরস্ক ভাষায় খ্রীষ্টান ধর্ম্মপুস্তক মুদ্রিত করাতে সুলতান তাঁহার মৃত্যু-দণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

ষ্টেট-সেক্রেটারি মগরাহাট হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলিতে আদেশ দিয়াছেন। অবিলম্বে ইহার কার্য্য আরম্ভ হইবে। মম্মতলার মিচেল কোম্পানি ইহার কণ্ট্রাক্ট লইতেছেন।

ভারতবর্ষে আয়কর পুনঃস্থাপিত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া বিলাতের অনেক সংবাদপত্র অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন ষ্টেট-সেক্রেটারি তুলকর উঠাইয়া দিবেন বলিয়া ভাল কাজ করেন নাই; ইহাতে তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতা প্রকাশ পাইতেছে। গতস্য শোচনা নাস্তি। এক্ষণে আশঙ্কিত বিপৎপাত যাহাতে না হয়, গবর্ণর জেনরল তদুপায় অবলম্বন করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

৬ ই নবেম্বর গ্রীসদেশবাসীরা কবি বাইরণের মৃত্যুস্থল মিসোলঙ্গি নামক স্থানে মহাসমারোহে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

ষ্টেটসম্যান সম্পাদক নাইট সাহেব বিলাত হইতে ভারতবর্ষে পুনরাগমন করিতেছেন।

আঞ্জুমানি পঞ্জাব নামক সংবাদপত্র বলেন, পঞ্জাব ও অমৃতসরের লোকেরা দারিদ্র্য নিবন্ধন উপবাসী থাকাতেই এবার তথায় ভয়ানক সাংক্রামিক জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অনাহারে থাকিয়া দুর্ব্বল হওয়াতেই সামান্য জ্বরেও অনেকে অকালে কালকবলিত হইয়াছে। থাবা থাবা কুইনাইন খাইয়াও যে জ্বর যাইতেছে না, সামান্যমাত্র সুরুয়া খাইতে দেওয়াতে তাহা আরোগ্য হইতেছে। অমৃতসরের সাল প্রস্তুতকারী তাঁতিরা জ্বরে জ্বরে কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে হাজার হাজার লোক কেবল সুরুয়া খাইয়া জ্বর তাড়াইয়াছে, কিন্তু এখনও অতি দুর্ব্বল।

দর্ব্বান হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ট্রান্সভেয়াল বাসীরা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছে, তাহারা বোয়ার্সদিগকে আক্রমণ করিবার ভয়প্রদর্শন করিতেছে। কাফিরেরাও অত্যন্ত ভীত হইয়াছে।

১১ ই ডিসেম্বর মিরাটের কালেক্টর ফিসার সাহেব মিষ্টার ফানথম ও গঙ্গারামের নামে এলাহাবাদ হাইকোর্টে অপবাদ দিবার অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান মকদ্দমার আশামীদ্বয় মিরাটের কমিশনর কলভিন সাহেবের নিকট ফিসারের চরিত্র সম্বন্ধে এই বলিয়া একখানি পত্র লিখিয়া পাঠান যে, ফিসার মুহম্মৎ দাকো নামক একটী স্ত্রীলোককে ভ্রষ্টা করিবার উদ্দেশে একদা তাহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি মুহম্মতের আত্মীয়বর্গের প্রতিবন্ধকে অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগত হয়েন। এই আক্রোশের প্রতিশোধ তিনি ঐ স্ত্রীলোক সংক্রান্ত এক মকদ্দমায় লইয়াছিলেন। ফিসারের চরিত্রদোষেই এই স্ত্রীলোকটী হত হইয়াছে, এবং তিনিই উক্ত স্ত্রী-হত্যার জন্য দায়ী। ইনি পীড়ন করিয়া লোকের নিকট হইতে অর্থ লইয়া নন্দচণ্ডী নামক স্থানে মেলা করেন এবং সরকারী কার্য্যে অবহেলা করিয়া উহার আমোদসুখ অনুভব করিয়াছিলেন। নাচ তামাসা উপলক্ষে ফিসার বেশ্যাদিগের সহিত অতি অভদ্র আচরণ করিয়াছেন। ইনি মনোমত বেশ্যাদিগের চিত্র পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। একজন উচ্চপদাভিষিক্ত রাজকর্ম্মচারীর পক্ষে ইহা যেমন গর্হিত, তেমনি ঘৃণিত ও লজ্জাকর বলিতে হইবে।

শুনা যাইতেছে আগামী বর্ষ হইতে বাবু দুর্গাচরণ লাহা কলিকাতার সেরিফের পদে নিয়োজিত হইবেন।

মক্কায় ভয়ানক বিসূচিকা হইতেছে, প্রত্যহ শত লোক ইহাতে প্রাণত্যাগ করিতেছে। ষ্টীমার যাত্রী আনা বন্ধ করিয়াছে।

আমাদিগের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা বলেন, কয়েক দিবস হইল, এখানকার গঙ্গার ঘাটে সেন ষ্টীমরের "দানসাগর" উপস্থিত হইয়াছে। বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরীর ষ্টীমার হংসেশ্বরী ও সিদ্ধেশ্বরী পূর্ব্ব নিয়মানুসারে কালনা হইতে কলিকাতা গমনাগমন করিতেছে। মৃত মহাত্মা রমাপ্রসাদ রায়ের পুত্র বাবু হরিমোহন রায় আবার শান্তিপুর হইতে কলিকাতা গমনাগমনের নিমিত্ত ষ্টীমার "মহাতাপ" ও "ঘাটাল" নিয়োজিত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ম্যানেজর বাবু উক্ত ষ্টীমারদ্বয়ের কার্য্য-প্রণালীর অদ্যাপি বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই, এজন্য আশানুরূপ আরোহী ও মাল জুটিতেছে না। ফলতঃ "মহাতাপ" ষ্টীমার খানি যদি নিয়মিতরূপে এখান হইতে কলিকাতায় গমনাগমন করে ও উহার কার্য্য-প্রণালী বিশুদ্ধভাবাপন্ন হয়, তাহা হইলে সিদ্ধেশ্বরী ও হংসেশ্বরীর অন্ন উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

ষ্টীমার ও নৌকার জ্বালায় এখানকার গঙ্গার ঘাটে হিন্দু নর-নারীর প্রাত্যহিক স্নানাদির বিশেষ প্রতিবন্ধকতা জন্মিতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করেন না। সভ্যতার অনুরোধে ও সাধারণের হিত কামনায় আমরা রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুকে অনুরোধ করি যে, তিনি স্নানের ঘাটের কণ্টক স্বরূপ ষ্টীমার ও নৌকার পৃথক ঘাট নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হউন। স্ত্রী পুরুষের স্নানের ঘাটের উপর ষ্টীমার ও নৌকার ব্যবসায় করা নিতান্ত নীতিবিরুদ্ধ সন্দেহ নাই।

এখানকার জ্বররোগ অদ্যাপি উপশমিত হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট প্রেরিত নেটিভ ডাক্তারগণ এক ড্রাম সিনকোনা লইয়া স্থানে স্থানে পদার্পণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা পীড়িত লোকদিগের কোন উপকার দর্শে নাই।

এ বৎসর এলাহাবাদের উচ্চশ্রেণীর বালিকা বিদ্যালয়ের দুটী ছাত্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দান করিয়াছেন।

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ বিদ্যালয় সমূহের বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে পারস্যভাষা শিক্ষার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য সিমলা শৈলস্থ বাঙ্গালীরা পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন।

সি, এ, টি ক্রস্থওয়েট ও এ, বি, ইংলিস গবর্ণর জেনেরলের ব্যবস্থাপক সভার সহকারী সভ্য হইলেন।

চারুবার্ত্তা বলেন, উত্রতা থানার খেয়াঘাটের মাঝি, আউট পোষ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে নৌকায় পার করিবার কিছু বকসীস প্রার্থনা করিয়াছিল, সাহেব ইহাতে কুপিত হইয়া তাহাকে গলাধাক্কা দিয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। এই মহাত্মার নিকট একটী দরিদ্র স্ত্রীলোক কিছু ভিক্ষা চাওয়াতে সাহেব তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। কি দয়া! রাজকর্ম্মচারীর উপযুক্ত কার্য্যই বটে।

ট্রান্সভেয়াল গবর্ণমেণ্ট ক্রেগ টাউনের যত স্বর্ণ খনি ডেভিড বেঞ্জামিন নামক এক ব্যক্তিকে একচেটে ইজারা দিয়াছেন।

খৃষ্টের জন্মোপলক্ষে বিলাতের গ্রাফিক নামক সংবাদপত্র ৫ লক্ষ ৫০ হাজার কাপি প্রকাশিত হইবে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কলিকাতার বাবু সাগর দত্ত শ্যামপাড়া বিদ্যালয়ের জন্য ৩ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

টি হরুনী নামক এক ব্যক্তি মেওরি নামক স্থানে বিদ্রোহসূচক বাক্যে ভবিষ্যদ্বাণী করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধৃত করিয়াছেন। তজ্জন্য লোকেরা এই ঘটনায় প্রোৎসাহিত হইয়া উঠাতে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের মধ্যেও এক শত ২৪ জন লোককে বন্দী করিয়াছেন।

বাবু ব্রজবল্লভ দত্ত (যিনি অনার পরীক্ষায় প্রকৃতি বিজ্ঞানে সর্ব্বোচ্চ হন) এই বৎসর হইতে কৃষি বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন। ইনি অধ্যয়নার্থ বিলাত যাইতেছেন।

হাইদ্রাবাদের সহকারী রাজপ্রতিনিধি সামসুল ওমরাও ১১ ই ডিসেম্বর প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ষ্টেটসম্যানের সম্পাদক রবার্ট নাইট সাহেবের সহিত ইহারই মকদ্দমা হইয়াছিল।

বিলাতের হাটন গার্ডেন পোষ্ট আপীসে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। দস্যুরা ৪০০০০০ টাকা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

শুনা যাইতেছে বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতসভার প্রতিনিধি হইয়া শীঘ্রই বগুড়া রাজসাহী ও পাটনায় গমন করিবেন। এই সকল স্থানে সভা করিয়া আত্মশাসন পদ্ধতি প্রচলিত করিবার উপযোগীতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করাই ইহার উদ্দেশ্য।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৮ ই ডিসেম্বর। মেদনীপুরের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রীক্ট সেসন হা

ন্যাডকক সাহেব কিছু দিনের জন্য কটকের সহকারী সেসন জজ হইলেন।

মানভূমের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু দেবেন্দ্র মিত্র ঐ জেলার গোবিন্দপুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

কটকের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জি. ই. মানেষ্টি ১৮৭৩ অব্দের ৭ আইন অনুসারে আপীল শুনিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিপুরার অন্তর্গত চাঁদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রজনীকুমার দত্ত নওয়াখালীর সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

চম্পারণের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, পসকোড ভাগলপুরের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

১৮৮১ অব্দের ২২ এ নবেম্বর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এল হেয়ারের প্রতি যে আদেশ হয় তাহা রহিত করিয়া তাঁহাকে রাজসাহীর সদর থানার প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার করিয়া দেওয়া হইল।

বাখরগঞ্জের সব ডেপুটি কালেক্টর বাবু পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য ১ ম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

হাবড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র কিছু দিনের জন্য ২৪ পরগণার সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১২ ই ডিসেম্বর। রাজসাহীর অন্তর্গত নাটোরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর গোমিস সাহেব ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারানুসারে সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১৩ ই ডিসেম্বর। রাজসাহীর প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এল, হেয়ার ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট হইয়া সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বারুইপুরের মুন্সেফ বাবু বেচারাম মুখোপাধ্যায় দুই মাস অতিরিক্ত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ—কানপুর।

মথুরা এবং হাট্রাস ষ্টেট রেলওয়ে প্রস্তুত কারণ ৩২৪১০০ টাকা এবং কানপুর ফরাক্কাবাদ ষ্টেট রেলওয়ের জন্য ৪৫০২০০ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। এই দুইটী লাইনের অবয়ব শীঘ্র বাড়িবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। ১ লা জানুয়ারী ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৯৩২৫ মাইল রেলওয়ে লাইন খুলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ব্রড গজ লাইন ৬৯০৬ মাইল।

৪ ফুটগজে—২৭ মাইল।

২ ফুট ৬ ইঞ্চি গজে—৫৭ ঐ।

ইহার মধ্যে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় ষ্টেট রেলওয়ের ১৫০৪ মাইল এবং অপরাপর গারাণ্টিড্ রেলওয়ে কোং ৪৫২৯ মাইল। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে ২৯৭২ ও অন্যান্য মিত্ররাজগণের অধীনে ২৯৭ মাইল।

কানপুরের গত মহরম নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে পুলিসের সুন্দর বন্দোবস্ত হইয়াছিল, মহরমের সময় লক্ষ্ণৌ সহরে যেরূপ ধুমধাম হইয়া থাকে বোধ হয় এত সমারোহ ভারতের কুত্রাপি হয় না। কিন্তু সেখানেও কোন গোলযোগ হয় নাই।

এখানে জানানা মিশনরী বিবীদের গমনাগমন প্রায় সকল ভদ্রপল্লীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের প্রযত্নে অনেক হিন্দুমহিলা বিদ্যাবতী হইতেছেন সন্দেহ নাই। ইহাঁদের অধ্যবসায়গুণে এখানে একটী বঙ্গবালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একটী বিবী তথায় অনেক কুমারীকে শিক্ষা দিয়া থাকেন. কিন্তু এ সম্বন্ধে অত্রত্য বঙ্গবাসীদের উৎসাহ তাদৃশ দেখা যায় না। ইহা কি লজ্জাকর নহে যে আমাদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইবার জন্য বিদেশী বিজাতীয়গণ যেরূপ অর্থ ব্যয় ও যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করেন আমরা তাহার কিছুই করি না? অথচ আমরা কৃতবিদ্য!! যাঁহারা বিদ্যার আস্বাদন পাইয়াছেন তাঁহারা যে কি প্রকারে অভাগিনীদিগকে অজ্ঞতামসে আচ্ছন্ন রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, ভাবিয়া উঠা যায় না।

অদ্য শনিবার প্রাতঃকালে ৭ টার সময় অত্রত্য কারাবাসে এক জন পুলিষ কনষ্টেবলের ফাঁশি হইয়া গিয়াছে। পূজার পূর্ব্বে ইহার কোন প্রতিবেশীর ভবনে চুরী হয়, তাহা উদ্ধারক করিবার জন্য কয়েক জন পুলিষ কনষ্টেবল যায়, কোন ব্যক্তিকে ঐ অপরাধী কনষ্টেবলের বাটী খানাতল্লাসী করা হয়, সেই সময়ে উহার পরিবারদের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করা হইয়াছিল, যখন পুলিসের কনষ্টেবলগণ ঐরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপারে নিযুক্ত ছিল, সেই সময় উক্ত ব্যক্তি বাটীতে আসিয়া পৌঁছে, সে তাহার চক্ষের উপর নানা প্রকার লজ্জাকর ও ঘৃণাজনক ব্যাপার হইতে দেখিয়া মরমান্তিক ব্যথিত হয়, কিন্তু তখন নিরস্ত্র থাকায় উপযুক্ত শাস্তি দিতে না পারিয়া তাহার দুই এক দিন পরে দিনের বেলা সে দুই জন কনষ্টেবলকে তরবারি দ্বারা কাটিয়া ফেলে। এখানকার জজ আদালতে তাহার ফাঁশির হুকুম হয়, ঐ রায় এত দিন পরে এলাহাবাদ হাইকোর্ট মঞ্জুর করায় উহার চূড়ান্ত শাস্তি অদ্য হইয়া গেল! ফাঁশ গলায় দিবার সময় উক্ত লোক ভীত হয় নাই, "জয় সীতা রাম" বলিয়া মৃত্যুফাঁশে গলা বাড়াইয়া দিয়াছিল!!

জামালপুর।

আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাধারণের উপকারার্থ সুলভ মূল্যে ঔষধ বিক্রয়ের জন্য যে একটী ঔষধালয় সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, সাধারণের সাহায্য ব্যতিরেকে ঔষধালয়টীর অবস্থা দিন দিন অবনত হইতেছে। ভরসা করি যাহাতে ইহার উন্নতি হয় তৎপক্ষে সকলে বিশেষ যত্ন করিবেন।

কিছুদিন হইল রামপুরহাটের প্লেটলেয়ার ফেরোরা সাহেবের গুলি করিয়া হত্যা করার বিষয় সোমপ্রকাশে প্রকাশ করা হইয়াছে। সম্প্রতি দায়রার বিচারে ফেরোরার ৫ বৎসর কাল কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে।

এক্ষণে এখানে বিলক্ষণ শীত পড়িয়াছে। ওদিকে ২। ১ জনের বসন্ত রোগও দেখা দিতেছে।

১০ ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকার সময় এতদঞ্চলে অত্যল্প ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ঐ কম্পনের সময় মুঙ্গেরের এক গুলিখোর ছাদে বসিয়া ঝিমাইতেছিল। হঠাৎ ভূমিকম্প হওয়ায় অট্টালিকা পতিত হইবার আশঙ্কায় সে ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়ে। লাফাইয়া পড়ায় লোকটার সাংঘাতিক আঘাত লাগিয়াছে। এক্ষণে হাসপাতালে তাহার চিকিৎসা হইতেছে।

খ্রীষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে জামালপুরের সাহেব বালকগণের আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য রেলওয়ে ওয়ার্কসপে নাগরদোলা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের সেসন দ্বিতীয় দিবস—২৯ এ নবেম্বর। ১৮৮১

সারজেণ্ট হ্যামণ্ড, জে, র, এ, এবং তুলসীরাম এই দুই জন আগ্রার অর্ডিনান্স বিভাগে নিযুক্ত ছিল: উভয়েই গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা এবং অপহরণের সহায়তা করার জন্য অভিযুক্ত হইয়া এই আদালতে আনীত হইয়াছে।

গত ১৮৮০ সালের ৭ ই ডিসেম্বরে গবর্ণমেণ্টের সহিত রামপ্রসাদ নামক আগ্রার একজন কণ্ট্রাক্টারের এই বন্দোবস্ত হয় যে সে আগ্রার দুর্গের পুরাতন লৌহ সেই স্থান হইতে আপন ব্যয়ে চূর্ণ করিয়া স্বস্থানে লইয়া যাইবে। সে এ প্রস্তাবে সম্মত হয়, এবং উক্ত কার্য্যের জন্য আপনার লোক নিযুক্ত করে। ২৭ এ ডিসেম্বর হইতে সে ঐ সকল লৌহ গাড়ী করিয়া আপন স্থানে আনিতে আরম্ভ

করে। এইরূপে কিছু দিন গত হইলে, ঘটনাক্রমে টিকারাম নামক এক ব্যক্তি রামপ্রসাদের গুদামে যায় এবং তথায় কতকগুলি ব্যবহার্য্য গোলা দেখে; এই সংবাদ সে তৎক্ষণাৎ পুলিসে দেয়। ইত্যবসরে মেজর মিকম আর, এ, ঐ মর্ম্মে এক খানি বেনামি পত্র প্রাপ্ত হন, এবং পরদিন উদ্ধারক করিতে যাইয়া দেখিলেন ১৬৬ টা ব্যবহার্য্য এবং ৭৫১ টী অল্প ভগ্ন বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র গোলা রামপ্রসাদের গুদামে রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আর, আর সমস্ত দ্রব্য ওজন করিয়া দৃষ্ট হইল অতিরিক্ত ৪৪ টন লৌহ তথায় রহিয়াছে। কন্ট্রাক্টার রামপ্রসাদ ইতিপূর্ব্বে অনেকগুলি গোলা দিল্লী, মথুরা এবং গোয়ালিয়রে বিক্রয় করিয়াছিল। যাহা হউক সে তৎক্ষণাৎ ধৃত হইয়া তত্রত্য ক্যান্টনমেন্ট মাজিষ্ট্রেট চাটারটন সাহেবের সমীপে নীত হয় এবং অপরাধী সপ্রমাণ হওয়াতে চারি বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস এবং সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ড হইয়াছে

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে হ্যামণ্ড অর্ডিন্যান্স বিভাগে নিযুক্ত ছিল সুতরাং গোলাগুলি ইত্যাদি সকল দ্রব্যের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল; দুর্বীরাম তাঁহার এক জন সহকারী। ইহাঁদের অজ্ঞাতসারে বা সহায়তা ব্যতীত রামপ্রসাদ কখনই এত অধিক সংখ্যক গোলা আত্মসাৎ করিতে পারিত না। এ মকদ্দমায় যথেষ্ট সাক্ষী ছিল তাহারা ইহাঁদের দোষ সুস্পষ্ট প্রমাণ করিয়া গিয়াছে কিন্তু জুরিরা অম্লানবদনে তাহাদের "নির্দ্দোষী" বলিলেন।

ডরচেষ্টরসায়র রেজিমেণ্টের লইড নামক এক জন গোরা সাগরের অন্তর্গত করারি নামক একটী গ্রামে কয়েকখানি গৃহ ইচ্ছাপূর্ব্বক দগ্ধকরণাপরাধে দণ্ডনীয় হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছে।

সাগর হইতে তিন ক্রোশ অন্তরে করারি বা গারপেরা গ্রামে মন্নু নামক একজন সামান্য মদ্য বিক্রেতা আছে। গত ৭ ই ডিসেম্বরে অপরাধী লইড এবং তাহার বন্ধু হারপার নামক আর একজন গোরা শীকার করণার্থ অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া বহির্গত হয়। তাহারা উক্ত দিবস রাত্রি ১০॥ ঘটিকার সময় মন্নুর বাটীতে আসিয়া তাহাকে বারম্বার আহ্বান করে, সে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দেখিল বাহিরে ছই জন গোরা মদ চাহিতেছে। এত অধিক রাত্রে মদ বিক্রয় করা আইন বিরুদ্ধ বলাতে গোরারা বন্দুক দ্বারা তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিল, মন্নু পুলিসে লোক প্রেরণ করিতে বাধ্য হইল। ইত্যবসরে তাহার স্ত্রীকে মদ গোপন করিতে ইঙ্গিত করিল। অপরাধী একটী দীপ লইয়া তাহার সমস্ত গৃহ অনুসন্ধান করিল কিন্তু অভিলষিত দ্রব্য না পাওয়াতে ক্রোধান্ধ হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল এবং জামার জেব হইতে দীপশলাকা লইয়া মন্নুর গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া প্রস্থান করিল।

এই মকদ্দমার প্রধান সাক্ষী মন্নুর স্ত্রী, সে ঐ রাত্রের সমস্ত দুর্ঘটনা সম্পূর্ণরূপে বিবৃত করিয়া বলিল যে অপরাধী তাহাকে বলিতে ছিল "আমাকে মদ দেও আমি তোমাকে বক্‌সিস্ দিব" কিন্তু সে তাহাতে অস্বীকার করাতে গোরা তাহার এইরূপ সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আরও কয়েকজন সাক্ষী গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহারা স্বচক্ষে অপরাধীকে মন্নুর গৃহে অগ্নি প্রদান করিতে দেখিয়াছিল কিন্তু কেহ নিবারণ করিতে সক্ষম হয় নাই।

অপরাধীর সাক্ষী তাহার সহচর হারপার, সে বলে যে তাহারা ঐ দিবস রাত্রিতে করারি গিয়াছিল এবং মন্নুর নিকট মদও চাহিয়াছিল কিন্তু তাহা না পাওয়াতে অপরাধী লইড বলিল "এখানে থাকিবার আর প্রয়োজন নাই, এই বলিয়া তাহারা রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইল। হারপার হঠাৎ পশ্চাৎ ভাগে অবলোকন করিয়া দেখিল ভয়ানক ধূম উত্থিত হইয়াছে, তদ্দর্শনেই লইড বলিল "ঐ আগুন লাগিয়াছে, এখানে আমরা থাকিব না, তাহা হইলে আমরা অপরাধী বলিয়া ধৃত হইব।" পরক্ষণেই ৪।৫ ব্যক্তি দৌড়িয়া তাহাদের নিকট আসিল; তন্মধ্যে একজন লইডের রাইফল অপর জন তাহার নিজের বন্দুক ধরিল। এই গোলযোগের সময় হারপারের টুপি পড়িয়া যায়। সে বলিল যে হয়ত সে মন্নুকে তাহার বন্দুক দ্বারা আঘাত করিয়া থাকিবে।

মাননীয় বিচারপতি ষ্ট্রেট সাহেব মকদ্দমার সারাংশ জুরিদিগকে বলিবার সময় যে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এস্থলে বলা বিশেষ আবশ্যক। তিনি বলিলেন ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অসভ্য শ্রেণীর লোকেরা এ দেশীয় লোকদিগকে নিতান্ত ঘৃণার পাত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে, এবং এই জন্যই অপরাধী লইড এরূপ অমানুষিক গর্হিত কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়া ছিল। অপরাধী যখন গৃহে অগ্নি প্রদান করে তখন কেহই যে তাহাকে নিবারণ করে নাই এ জন্য জুরিরা অবশ্যই বিস্ময়াপন্ন হইতে পারেন কিন্তু যখন এ দেশীয় লোকদিগের ভীরুতার বিষয় মনে হইবে তখনই সে ভাব সহজেই অপনীত হইবার সম্ভাবনা। গৃহস্বামী মন্নু সে সময় নিজের প্রাণের জন্যই ভীত, এজন্য সেও কিছুই করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু যখন দেখিল যে তাহার যথাসর্ব্বস্ব ভস্মীভূত হইতেছে, তখন সাহসে নির্ভর করিয়া গোরাদের পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়াছিল। তিনি বলিলেন যে, যদি সাক্ষীদিগের কথায় জুরিরা প্রত্যয় করেন, তাহা হইলে লইড যে যথার্থ অপরাধী তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই এবং তিনি সাক্ষীদিগের সরলভাবে সকল বিষয় আনুপূর্ব্বিক বলার নিমিত্ত বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। অপরাধীর সঙ্গী হারপরের, সাক্ষ্য সম্বন্ধে মান্যবর জজ সাহেব বলিলেন যে তাহারা উভয়ে বন্ধু সুতরাং তাহারা পরস্পর পরস্পরকে যে সহায়তা করিবে তাহার বিচিত্র কি? যাহা হউক সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এই বলিতে পারা যায় যে, যখন গোরারা শীকারার্থ ছুটি লইয়া পল্লীগ্রামে যায়, তখন হয় ত কোন পূজিত অবধ্য জন্তু বধ করে, নয়ত কোন সেবকের প্রতি অত্যাচার করে অথবা দেশীয় মদ্যপান করিয়া উপদ্রব করতঃ আদালতের যথেষ্ট সময় নষ্ট করিয়া থাকে। এবম্বিধ আরও দুই চারিটী কথা বলিবার পরে বিচারপতি জুরিদের বলিলেন যে, তাঁহারা এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন অপরাধী ইচ্ছা পূর্ব্বক গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়াছে, কি দৈবাৎ অগ্নি লাগিয়াছে। তদনন্তর জুরিরা গৃহান্তরে গেলেন ১০।১৫ মিনিট পরে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহাদের যেরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন, তাহা বোধ হয় পাঠক আমাদের বলিবার পূর্ব্বেই বুঝিয়াছেন। যাহা হউক যখন লইড নিষ্কলঙ্ক কলেবরে আদালত পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইল তখন মাননীয় জজ সাহেব তাহাকে এই কথা বলিলেন— যেন লইড এখন হইতে সাবধান হয় ও বারান্তরে আর কখন পল্লীগ্রামে যাইয়া সুরা প্রার্থী হইও না।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেন্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেন্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ।

মূল্য ১৷০ ডাক মাসুল /১০।

কলিকাতা ১৪ নং কালেজ স্কোয়ার রায়প্রেস ডিপজিটরীতে এবং কতিপয় প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৸০, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৸০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

——:০:——

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

PARADISE LOST.

বা

সুখ-ধাম বিনাশ।

এই পুস্তকের ১ ম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। গ্রাহকগণ স্ব স্ব অগ্রিম মূল্য নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। এখনও যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তকের গ্রাহক হইতে বাসনা করেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম, ঠিকানা, ও অগ্রিম মূল্য প্রেরণে বাধিত করিবেন। গ্রাহকগণের মধ্যে যদি কেহ পুস্তক না পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা সত্বর আমাকে জানাইলেই পুস্তক পাইবেন।

তারিখ } শ্রীমহিমাচন্দ্র গুপ্ত
৭ ই নবেম্বর ১৮৮১ } ওভারসিয়ার আর, সি, সি, ময়মনসিং।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ প্রথম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দুর্গোৎসব, রামায়ণ ও মহাভারতের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে পুনঃ প্রতিবাদ, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পাদপূরণ, এই ৭টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্মার ৮ কর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০৷০ টাকা ও ডাক মাসুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাসুলসহ ৭৷০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাসুল ।৵০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৶০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫৷০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪৷৵০ গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ । "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং" ৬ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাস্তুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ১২ ই পৌষ। ইং ১৮৮১। ২৬ এ ডিসেম্বর।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে মাস্তুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ দেও কি এক জন সংস্কারক হইলেন?

শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ দে আমাদের এক জন পরিচিত পুরাতন বন্ধু। সোমপ্রকাশে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইলে অন্যে উপেক্ষা বা অবহেলা করিলেও আমরা অতি সমাদরসহ পাঠ করিয়া থাকি, এবং তিনি অনেকের নিকট একজন সুলেখক বলিয়া পরিচিত। রাজনীতি, সমাজনীতি, গার্হস্থ্যনীতি ও ধর্ম্মনীতি কোন নীতিকেই তিনি অক্ষত রাখেন নাই,এবং প্রায়ই তাঁহাকে সংস্কারকের আসনে আসীন হইয়া লেখনী সঞ্চালন করিতে দেখা যায়। এখানকার অনেকে মধ্যে মধ্যে এই ভাবে প্রশ্ন করিয়া থাকেন, যে " এ ব্যক্তি কে এবং ইনি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী, ইহাঁকে কখন কখন দেখিতে পাই ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে লেখনী সঞ্চালন করিতেছেন, আবার কখনও বা হিন্দুধর্ম্মকে দেশছাড়া করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তিনি যেন সংসারের পাপতাপের দুর্গন্ধবর্জ্জিত কোন উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া ভারতের সমস্ত ধর্ম্মসমাজকে কঠোর শাসনে শাসিত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে খরশান অস্ত্র বর্ষণ করিয়া থাকেন,তাঁহার রচনা বড়ই কঠোর এবং সাহিত্য-সমাজের নিতান্ত রুচিকর বলিয়া বোধ হয় না।" আমরাও এই সকল কথার আংশিক পোষকতা করিয়া থাকি, এবং ভগবতী বাবু যে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী তাহা জানিবার জন্য এ পর্যন্ত আমরা কৌতূহলকে হৃদয় মধ্যে স্থান দান করিয়া রাখিয়াছি। এখন ভগবতী বাবু নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেই আমরা চরিতার্থ হই।

২১ এ অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশে "শত্রু না মিত্র"? এই প্রশ্নের ভগবতী বাবুর লিখিত একটী সুদীর্ঘ প্রস্তাব পাঠ করিলাম, প্রস্তাবটীর মর্ম্ম এই যে, যাঁহারা ধর্ম্মসংস্কারের বেশ ধরিয়া হিন্দুসমাজের ভিতর একেশ্বরবাদ প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা 'শত্রু না মিত্র?" আমরা বলি যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়া একেশ্বরবাদ প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা হিন্দুসমাজের শত্রু ব্যতীত মিত্র নহেন। ভগবতী বাবু হিন্দুসমাজের দুরবস্থার বিষয় যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের কোন কথা বলিবার নাই, বাস্তবিকই হিন্দুসমাজের বড়ই দুরবস্থা উপস্থিত। প্রায় এক সহস্র বৎসর হইতে বৈদেশিক ধর্ম্ম ও রীতিনীতি সমূহের কুটিল ও কঠোর প্রহারে হিন্দুসমাজকে শীর্ণ বিশীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। যে ধর্ম্ম এক সময়ে সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্মসমাজের পুষ্টিসাধন করিয়াছে, সেই ধর্ম্মই হিন্দুসমাজের প্রাণ, আজ সেই ধর্ম্মের সংস্কার উদ্দেশে ভগবতী বাবু মানব-প্রকৃতি-তত্ত্বজ্ঞ ও ব্রাহ্মপরায়ণ আর্য্য ঋষিদিগের বিধিবিহিত কনিষ্ঠাধিকারির উপযোগী দেব দেবীর উপাসনাদি উঠাইয়া দিতে প্রস্তুত এবং তৎপরিবর্ত্তে ভারতবাসিমাত্রই একেশ্বরবাদের কথা কহিতেছে দেখিলে তিনি বড়ই আনন্দিত হন। আমরা তাঁহার আনন্দ প্রবাহের পথে দণ্ডায়মান হইতে চাহি না, কেন না. এরূপ কল্পনা অতীব সুখপ্রদ এবং মধ্যে মধ্যে আমাদের এরূপ উচ্ছ্বাস উঠিয়া থাকে। কিন্তু হায়! মনুষ্য যাহা কল্পনা করে, বিধাতার বিধি যদি তাহাই হইত তাহা হইলে ভাবনা কি ছিল। মনুষ্য প্রকৃতির বৈষম্যই বিধাতার বিধি, ভগবতী বাবুর কথিত "পৌত্তলিকতাই" * তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল। প্রবল স্রোতস্বতীর বেগ তৃণাকার বালুকারাশি দ্বারা রোধ করিবার চেষ্টা করা যেমন বাতুলতা, অনধিকার অবস্থায় মনুষ্যের হৃদয় হইতে "পৌত্তলিকতার" উন্মূলন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে একেশ্বরবাদের বীজ বপনের চেষ্টা করা তদধিক বাতুলতা। বর্ত্তমান সময়ের একটী প্রকাণ্ড ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে বোধ হয় ভগবতী বাবু বুঝিতে পারিবেন যে মনুষ্য প্রকৃতির বৈষম্য নিবারণের চেষ্টা করা কতদূর সামান্য। যখন ঈশা জেরুজিলামে ও ক্রমে একেশ্বরবাদমূলক ধর্ম্ম প্রচার করেন, তখন দ্বাদশ জন সামান্য লোক তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করে। তিনি তাহাদিগকে প্রেমের মোহনরূপ দেখাইয়া বশীভূত করিলেন. কিন্তু তাহারা তাহাদিগের গুরুর গভীর জ্ঞানের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিল না। ঈশার ইহলোক পরিত্যাগ করিবার পরে তাঁহার শিষ্যগণ প্রকৃত গুরুদীক্ষিত ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারে নাই। তাহারা একেশ্বরবাদমূলক ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ঈশার নাম পর্য্যন্তও প্রচার করিতে লাগিল। ত্রিশ বৎসর পরে যখন সুপণ্ডিত পল ঈশার প্রচারিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে "খ্রীষ্ট আমার ভিতরে বাস করিতেছেন বলিয়া আমি এখন জীবিত আছি" এইরূপ প্রকারে খ্রীষ্টিয় সমাজে কালে ভগবতী বাবুর কথিত "পৌত্তলিকতার" সৃষ্টি হইল। খ্রীষ্টিয়সমাজে কত কত ধর্ম্মসংস্কারকের আবির্ভাব হইল; কিন্তু কেহই মনুষ্য-প্রকৃতির বৈষম্য দূর করিতে পারিল না, সকলেই পরাস্ত হইলেন এবং পৃথিবীতে নিজ নিজ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি রক্ষা করিয়া তিরোহিত হইলেন। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু থাকিলে কি হইবে ভগবতী বাবু নিতান্তই অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন, ধর্ম্মজগতে সাম্যভাব দেখিতে পাইলে তিনি আপনাকে চরিতার্থ মনে করেন। ভগবতী বাবু এক স্থানে লিখিয়াছেন যে "পৌত্তলিকই হউন, নাস্তিকই হউন অথবা সংসারবাদীই হউন, কেহই এখন সর্ব্বসাধারণসমক্ষে বা প্রকাশ্য সংবাদপত্রের মধ্যে দেব দেবীর গুণগরিমা ব্যাখ্যা করিতে ও পৌত্তলিকতা প্রচার করিতে সাহসী হন না"। অঙ্গুলির পর্ব্বসংখ্যার মধ্যেই যাহাদের গণনার শেষ হয়, তাদৃশ সামান্যসংখ্যক কতিপয় অভিনব একেশ্বরবাদির এই সকল অসঙ্গত কথা যখন আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে, তখন আর হাস্য সম্বরণ করা যায় না। হিন্দুরা দেব দেবীর উপাসনাকে কি এতই ঘৃণিত মনে করেন যে তাহার সম্মান রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদিগকে সংবাদপত্রাদির স্তম্ভের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে? তাঁহারা কতকগুলি অজ্ঞাতশ্মশ্রু একেশ্বরবাদির প্রলাপবাক্যে কর্ণপাতও করেন না। কিন্তু আমাদের যখন ভগবতী বাবুর প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবার জন্য সংবাদপত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইতেছে, তখন আমরা অকুণ্ঠিত হইয়া বলিতেছি যে দেব [illegible] উপাসনা যদি পৃথিবী হইতে উঠিয়া যাওয়া সম্ভব হয়, ও উঠিয়া [illegible] তাহা হইলে অনিষ্টের পরিসীমা থাকিবে না। [illegible] নাস্তিকতা, অবিশ্বাস মনুষ্য হৃদয়কে [illegible] ধর্ম্মরাজ্যে এক [illegible] উপস্থিত হইবে [illegible] ভগবতী বাবু "পৌত্তলিকতা" [illegible] অনিষ্টকর মনে করেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তাঁহার কি আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম দৃষ্টির অভাব আছে? তাহা ত বলিতে পারি না। কেন না তিনি মধ্যে মধ্যে সোমপ্রকাশ স্তম্ভে যে সকল প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন, তাহাতে ত বড় সূক্ষ্মদৃষ্টির অভাব লক্ষিত হয় না; আমাদের বোধ হয় তাঁহার সংস্কারই এইরূপ। [illegible] সংস্কার মনুষ্যকে কোন কোন বিষয়ে অন্ধ করিয়া ফেলে। আমাদের বিশ্বাস যে ভগবান্ সর্ব্বভূতে ওতপ্রোতভাবে বিরাজ করিতেছেন মনুষ্য নিজের সাধনগুণে যেখানে মনে করে, সেইখানেই তাহাকে দেদীপ্যমান দর্শন করিতে পারে, এবং অধিকার অনুসারে কেহ বা বাহিরে কেহ বা অন্তরে তাঁহার সত্তার অনুভব করিয়া চরিতার্থ হয়। সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত আমরা "পৌত্তলিকতার" সাধারণ মর্ম্ম বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম। পরিশেষে ভগবতী বাবু এই ভাবে তাঁহার প্রস্তাবের উপসংহার করিয়াছেন যে সকলের এখন "পৌত্তলিকতা" ত্যাগ করিয়া

* হিন্দুসমাজকে নিতান্ত নিঃসহায় ও দুর্ব্বল দেখিয়া খ্রীষ্টান ও মুসলমানেরা হিন্দুধর্ম্মকে "পৌত্তলিকধর্ম্ম" ও হিন্দুদিগকে "পৌত্তলিক" এইরূপ ঘৃণাব্যঞ্জক শব্দ দ্বারা অভিহিত করে, ভারতের অভিনব একেশ্বরবাদিরা হিন্দুসমাজের ক্রোড়ে পালিত ও শিক্ষিত হইয়া এরূপ ঘৃণাব্যঞ্জক শব্দ ব্যবহার করেন ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয়।

উত্তীর্ণ না হইবেন, তিনি উচ্চ পদ পাইবার যোগ্য হইবেন না।

হণ্টর সাহেবের ভারত বিবরণ।

ভারত রাজ্য ইংরাজদিগের হস্তগত হইল; কিন্তু এদেশ বড় বিস্তীর্ণ, নানা ভাগে বিভক্ত। এখানকার অধিবাসীরাও নানা সম্প্রদায়ের লোক; তাঁহাদের জাতি, ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, আচার ব্যবহার, ভাষা সকলি বিভিন্ন। আবার যে জাতি রাজা হইলেন, তাঁহারাও বৈদেশিক ও বৈধর্ম্মী। দেশের অবস্থা, প্রজাদের অবস্থা রাজা যদি সবিশেষ জ্ঞাত হইতে না পারেন তবে রাজ্যশাসন উৎকৃষ্টরূপে চলিতে পারে না। নানাপ্রকারে বিশৃঙ্খলা ঘটে। ইংরাজেরা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন, ভারতের সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন, কিন্তু ভারতবর্ষের সকল বিষয়েই অপরিচিত। রাজ্যশাসনে অনেক অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। তজ্জন্য পূর্ব্বে উইলসন্ সাহেব প্রভৃতি মহাত্মাগণ এতদ্দেশীয় যাবতীয় বৃত্তান্ত সঙ্কলনে ব্রতী হইয়াছিলেন; কিন্তু তত্তৎকালে বিস্তর ব্যয় হইতে লাগিল, ফলতঃ আশানুরূপ কার্য্য হইল। এক এক উদ্যমে ৩০০০০ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় হইয়া গিয়াছে; পরন্তু তৎকালে প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব ভিন্ন ভারতবর্ষের আধুনিক বিশেষ বৃত্তান্ত কিছুই সংগৃহীত হয় নাই। যাহা হউক, এসিয়াটিক রিসার্চে নানা স্থানের অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিস্তর বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যুক্ত তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের যথোচিত হিত সাধিত হয় নাই। এদেশীয় সমস্ত জাতি ও ধর্ম্মের বিবরণ, লোক সংখ্যা, শাসনপ্রণালী, উৎপন্ন দ্রব্য, বাণিজ্য, পূর্ত্তকার্য্য, রথ্যাকার্য্য, প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত হইবার নিমিত্তই গবর্ণমেণ্ট ব্যগ্র হইলেন। মধ্যে মধ্যে প্রভূত চেষ্টাও চলিতে লাগিল, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইয়া উঠিতে পারিলেন না। পরিশেষে ১৮৬৮ সালে মহাত্মা লর্ড মেয়ো এই বিপুল কার্য্যে ডাক্তার হণ্টরকে মনোনীত করিলেন। লোক কথায় বলে মণিকার না হইলে রত্ন চিনিতে পারে না; ভারতবিবরণের সঙ্কলন কার্য্যে হণ্টর সাহেবকে নির্ব্বাচন করায় এই বাক্যের স্বার্থকতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে কত শত কৃতবিদ্য ব্যক্তি ভয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন; কত শ্রম, কত সময় নষ্ট, অর্থ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু কার্য্য সিদ্ধি হয় নাই, এত শীঘ্র যে কার্য্যসিদ্ধি হইবে তেমন আশাও ছিল না। কিন্তু মহামান্য লর্ড মেয়ো অতি উপযুক্ত লোক ছিলেন; একবার দেখিলেই তিনি লোকের দোষ গুণ বুঝিতে পারিতেন। জ্যোতির্ব্বেত্তারা যেমন আকাশমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলেই প্রসিদ্ধ গ্রহ নক্ষত্রগুলি চিনিয়া দিতে পারেন, লর্ড মেয়ো তদ্রূপ রাজনীতির কোবিদ মণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন সুপণ্ডিত হণ্টর সাহেব চৈত্রনক্ষত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। গবর্ণর জেনারল বাহাদুর তাঁহাকেই উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। হণ্টর সাহেব অমিতশ্রমী, অসামান্য প্রতিভাশালী এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্যসম্পন্ন। তাঁহার প্রণীত রুরাল বেঙ্গল, উড়িষ্যা, ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাস প্রভৃতি পুস্তক যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই গ্রন্থকারের আলোক সামান্য বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়াছেন। তিনিই তাঁহার প্রস্তাবের সারবত্তা ও বর্ণনাকৌশল দৃষ্টে বিমুগ্ধ হইয়াছেন। সর্ব্বাগ্রে ডলমান্ সাহেব এবং শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার সহকারী ছিলেন। তৎপরে রিস্‌লি, ওডমেল, এলেন্, ম্যাকি এবং কিস্ সাহেব কোন কোন প্রদেশের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া হণ্টর সাহেবের বিস্তর আনুকূল্য করেন। যাহা হউক এই বৃহদ্ব্যাপারে আমরা গ্রন্থকারের অধ্যবসায় এবং কর্ম্ম দক্ষতার ভূরি পরিচয় পাইয়াছি। এই বিপুল কার্য্য সম্পাদন দ্বারা হণ্টর সাহেবের নাম ইংরাজি সাহিত্য ক্ষেত্রে অবিনশ্বর অক্ষরে খোদিত রহিল। গ্রন্থকার কেবল পরমুখাপেক্ষা করেন নাই, নানা স্থানের বিবরণ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তিনি অন্যূন ২৫০০০ ক্রোশ ভ্রমণ করিয়াছেন। ইংরাজ অধিকার ভুক্ত ভারতবর্ষ ২৪০ টী প্রদেশীয় বিভাগে বিভক্ত। হণ্টর সাহেবের সুব্যবস্থাপিত প্রশ্নে ঐ সকল জেলার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা যথোচিত উত্তর লিখিয়া পাঠাইতেন। আমরা তাঁহার প্রশ্নের ধরণ দেখিয়াই চমৎকৃত হইতাম। অনেক অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি স্বয়ং তত্তৎস্থলে উপস্থিত হইয়া যে কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেন, হণ্টর সাহেবের অনুকল্পিত প্রশ্নের এমনি গুণপনা যে তদ্দ্বারা চতুর্গুণ কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে। ইংরাজদিগের কথা কি, অন্য বৈদেশিক লোকের কথা কি?—ভারত বিবরণে যে সমস্ত বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে, আমরা ভারতবর্ষবাসী হইয়াও তাহার বিন্দু বিসর্গ জ্ঞাত নহি। ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়র নামক এই পুস্তক নয় খণ্ডে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ষ্টাটিষ্টিকাল নামক পুস্তক শত খণ্ডে বিভক্ত; তাহার যাবতীয় সারভাগ ইহাতে আকলিত হইয়াছে। এই মহোপকারী পুস্তকগুলি সকল ভারতবর্ষবাসীর গৃহে থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কি আইনবেত্তা, কি জমিদার, কি সাধারণ গৃহস্থ, কি চিকিৎসক ও ব্যবসায়ী সকলের পক্ষেই ঐ পুস্তক মহোপকারী সন্দেহ নাই।

আবকারির শুল্ক আদায়।

আমরা জীবিত আছি কি না, যদি সহজ বুদ্ধিতে তাহা বোধগম্য না হয়,—অনেক বিচার করিয়া যদি সে বাক্য সমর্থন করিতে হয়, তবে তেমন প্রাণ থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। এখন সর্ব্বত্র মদের ভাঁটী খোলা হইয়াছে; ইতর, ভদ্র, দরিদ্র ধনী মদ্যপান সকলেরই যেন নিত্য ক্রিয়া হইয়া পড়িয়াছে; প্রাতঃকাল হইল,—কারণবারির রোল হাজির। টাকা কড়ি ধূলীর ন্যায় উড়িয়া যাইতেছে; এক দিন মদ্যপান করিয়া পাঁচ দিনের দেহের আবল্য ঘুচিতেছে। ধনীর কথা না হয় আজি পরিত্যাগ করিলাম, দরিদ্র মুটে মজুর আর যে দুই সন্ধ্যা দুই মুষ্টি অন্ন পাইবে, সে আশা দূর হইতেছে। ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়া সারাদিন পরিশ্রম করিল, ৵০ তিন আনা মজুরী পাইল। দেহের ব্যথা সংশোধন করিতে, তাহার ৵১০ দশ পয়সা গেল বাকি ৵০ দুইটী পয়সা হয় ত বাঁচিল, নয় ত দুই চারি পয়সা আরও বেশী লাগিল। গৃহে আসিয়া গৃহলক্ষ্মীর প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন,—ঘরে অন্ন নাই। এই প্রকার কার্য্যপ্রণালীতে প্রজার সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতেছে কি না, স্বাস্থ্যরক্ষা হইতেছে কি না তাহা পাঠক বুঝিয়া লইবেন। মদের খোলা ভাঁটীতে দেশের উপকার হইতেছে বিচার করিয়া যদি কেহ এই বাক্য সমর্থন করেন,—করুন; কিন্তু আমরা তেমন উপকার চাই না। যে দারুণ শত্রু, তাহারও যেন তেমন উপকার হয় না।

মদের খোলা ভাঁটী প্রবল হওয়ায় সর্ব্বত্রই মহা উৎপাত হইতেছে। এ সম্বন্ধে আমরা কয়েকবার কয়েকটী প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম। তাহাতে গবর্ণমেণ্টের কিছুই চৈতন্য হয় নাই, বরং তাঁহারা নানাবিধ অলীক কারণ দর্শাইয়া আমাদের মতের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। ১৮৮০—৮১ সালের, মাদকদ্রব্যের শুল্ক সম্বন্ধের রিপোর্টে হুগলী বিভাগের কমিশনর লিখিয়াছেন,—“মাদক দ্রব্য সেবনে কিছুই ক্ষতি নাই; উহার অন্যায় ব্যবহারই অনিষ্টকর। বঙ্গবাসীরা নিতান্ত ক্লিষ্টকায়; বিশেষতঃ ইতর লোকদের দেহ নিরতিশয় ক্ষীণ; দিনান্তে তাহারা কোন প্রকার বলকর ভোজ্য সামগ্রীর মুখ দেখিতে পায় না; অতএব তাহারা যদি অল্প অল্প মদিরা পান করে, তাহা বরং হিতকর হয়। যাহাদের এই কুৎসিত দেশে বাস, স্বাদ গন্ধ রহিত একমাত্র অন্নই খাদ্য দ্রব্য, তাহাদের পক্ষে উবুচুবু বড় একপাত্র মদিরা বিশেষ গুণদায়িকা, সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশ ও বেহারের ৭৫০০০০০ লোকের মধ্যে প্রতি ব্যক্তি যদি সম্বৎসরে সাত পয়সার মদ্য পান করে, তবে মদিরা দ্বারা দেশটা উৎসন্ন হইতেছে এমন নির্দ্দেশ

করা যায় না।" পাঠক যে সে লোকে যদি এই অসার কথাগুলি বলিত, তবে আমরা হেসে উড়াইয়া দিতাম। কিন্তু সুবিজ্ঞ কমিশনর সাহেবের মুখ হইতে এই বাক্যগুলি বিনির্গত হইয়াছে। কমিশনর সাহেব একটী বৃহৎ বিভাগের কর্ত্তা; তদীয় হস্তে কত ব্যক্তির মান, প্রাণ, স্বত্বাসত্ত্ব রহিয়াছে; তাঁহার কথায় সহসা কি প্রকারে উপহাস করিব। অন্য লোক চিতাভস্ম হাড়মালা পরিধান পূর্ব্বক ভাঙ্গে ভোর হইয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইলে, "ভূতুড়ে ভাঙ্গড়" বলিতাম,—দেবাদিদেব শিবকে কি বলিতে পারি? ভাল,—কমিশনর সাহেব মদিরার কোন স্থানটায় এত গুণ দেখিলেন? আর তিনি এই কথাগুলি কি দেহতত্ত্বের নিয়মানুসারে বলিলেন, না—এ গুলি তাঁহার স্বকপোল কল্পিত? চিকিৎসক, দেহতত্ত্ববিৎপণ্ডিত, এবং রাসায়নিকতত্ত্ববেত্তারা এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন, মদিরা দেহিমাত্রেরই দেহে ঘোর অনিষ্টকর হইয়া থাকে। আমেরিকার সেণ্টমার্টিন নামক এক ব্যক্তির পাকস্থলীর ভিতর দিয়া গুলি ভেদ করিয়া গিয়াছিল। বহু চিকিৎসায় তাঁহার প্রাণ রক্ষা হয়, কিন্তু সেই ছিদ্রটী চিরকাল থাকিয়া গিয়াছিল। ডাক্তার বোমেণ্ট সেই ছিদ্রে নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য প্রবেশ করাইয়া কোন্ দ্রব্য সেবনে পাকযন্ত্রের কি প্রকার অবস্থা হয়, এই সমস্ত বিষয় পরীক্ষা করিতেন। মদ্য সেবন করিলে পাকযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির যে প্রকার ভয়ঙ্কর অবস্থা ঘটিয়া থাকে তাহা কথনীয় নহে। ঐ ঝিল্লিতে রক্তাধিক্য হওয়াতে উহা বিকট মূর্ত্তি ধারণ করে। তদ্দর্শনে অনেক সুরাপায়ী এককালে মদিরা সেবন পরিত্যাগ করিয়াছিল। প্রসিদ্ধ ডাক্তার বি. ডি. র্সন লিখিয়াছেন যে, অল্প মদ্য সেবন করিলেই মানুষের মদ্যপিপাসা প্রবল হইয়া উঠে, কিছুমাত্র আত্মশাসন থাকে না; অতঃপর মানুষকে ঘোর মাতাল করিয়া তুলে। তখন মদ্যপায়ীরা ঘোর মিথ্যাবাদী, মদচ্ছাচারী এবং সমাজের অনিষ্টকারী হইয়া পড়ে। অত এব মদ্যসেবন এককালে পরিত্যাগ করা বিধেয়।" অতএব প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার ফ্লিণ্ট ক্ষয়রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থার অবসরে মদ্য প্রয়োগের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু মদিরার যে প্রকার দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তৎপাঠে শরীর লোমাঞ্চিত হয়। এইরূপে সমস্ত সচ্চরিত্র চিকিৎসক মদের দোষই সর্ব্বত্র ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। মদ্যপানে দেহের পুষ্টিসাধনের সম্ভাবনা নাই, ইহাতে দৈহিক পেশী স্নায়ুর ক্ষয় নিবারণ হয় না। তদ্ব্যতীত অজ্ঞ নিরক্ষর ইতরলোকেরা শুঁড়ীর দোকানে গিয়া বসিল; তাহাদের কিছুমাত্র হিতাহিত জ্ঞান নাই। মনের আনন্দই বেশি বুঝে, হস্তে যতক্ষণ পয়সা থাকিল উদর পূর্ণ করিয়া মদ্যপান করিল। তাহাতে শরীর এককালে ভাঙ্গিয়া যায়। অধিকন্তু এই উষ্ণপ্রধান দেশে মদ্য দেহের পক্ষে বিষবৎ ক্রিয়া করে। আমরা দেখিয়াছি, বীরভূমাদি বিভাগে যথায় ইতরলোকেরা প্রত্যহ মদ্য সেবন করিয়া থাকে, তন্মধ্যে কেহই দীর্ঘজীবী নাই। কমিশনর সাহেব এমন ক্ষেত্রে মদ্যপানের উৎসাহ প্রদান করেন, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের কথা। অজ্ঞলোকদিগকে অল্প মদ্যপান করাইয়া কে ক্ষান্ত রাখিতে পারে। কলিকাতায় নাবিকেরা এবং গোরারা মদ্যপান করিয়া কি পর্য্যন্ত উৎপাত করে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অজ্ঞলোকের পক্ষে মদ্যপান করা ঘোর অনিষ্টের কারণ, উহা চুরী অত্যাচার ও অন্যান্য নানা উপদ্রবের জনয়িতৃস্বরূপ। স্বার্থপরতা এমনি বস্তু যে, উহা জ্ঞানবান্ ব্যক্তিকেও অন্ধ করিয়া ফেলে। ১৮৮০—৮১ সালে নিম্নবঙ্গের আবগারিতে ১৩৪৫৫২৮ টাকা অধিক লাভ হইয়াছে। ব্যয়ের পক্ষে কেবল ৯৯৭ টাকা বেশী দৃষ্ট হয়। সুতরাং সূক্ষ্ম লাভ ১৩৩৫৫৩১ টাকা হস্তগত হইয়াছে। ১৮৭৪ সাল হইতে ১৮৭৯ সাল পর্য্যন্ত তুলনা করিলে ১৮৮০—৮১ সালে ২২০০০০০ টাকা অধিক আয় হইয়াছে। ১৮৭৯—৮০ সালে মোট ৬৯৪৩৫৭২ টাকা আদায় হয়, কিন্তু ১৮৮০—৮১ সালে ৮২৮৯১০৩ টাকা আদায় হইয়াছে। মদের খোলা ভাঁটী প্রচলিত হওয়াই এত আয় বৃদ্ধির মূল কারণ।

১৮৭৯—৮০ সালে ৫৮৮৩ খানি দোকান ছিল; তন্মধ্যে ৯০২ খানি সদর ভাঁটীর অধীন। বাকি ৪৯৮১ খানি দোকান বাহিরের খোলা ভাঁটীর অন্তর্গত। ঐ সকল দোকান হইতে সাকল্যে ৩১৮৮৮৫১ টাকা সংগৃহীত হয়। ১৮৮০—৮১ সালে ৬২৮৪ খানি দোকান হইয়া উঠিয়াছে; তন্মধ্যে ৬২৭ খানি সদর ভাঁটীর অধীন; বাকি ৫৬৫৭ খানি মফস্বল ভাঁটী। এই সমস্ত দোকান হইতে সাকল্যে ৪২২১২৯৯ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর বলেন যে, শস্যাদি সস্তা হওয়াতেই আবগারির আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। আমরা তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইলাম। প্রথমতঃ দেখুন, শস্যাদি সস্তা হইলে মজুর লোকেরা যদি অধিক মদ্যপান করে, তাহা কি প্রার্থনীয়? এক দিকে দুঃখীলোকদের হস্তে দুটাকার সংস্থান করিয়া দিবার নিমিত্ত ডাকঘরে সেবিং ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইতেছে, আবার আর এক দিকে জলের মত তাহাদের হস্ত হইতে অর্থ গলিয়া যাইবার পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া হইতেছে, এই সমস্ত বিপরীত ভাবসম্পন্ন কার্য্যপ্রণালীর তাৎপর্য্য কি আমরা ত বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর যে যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহা আমাদের অনুমোদনীয় নহে। রাক্ষসপ্রকৃতি মদিরা চতুর্দ্দিক গ্রাস করিবার নিমিত্ত যে মুখব্যাদান করিতেছে, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ১৮৭৯—৮০ সালে যে কয়েকটী দোকান ছিল, পর বৎসরে তাহার উপর আরও ৪০১ দোকান বৃদ্ধি হইবার কারণ কি? হুগলীর কমিশনর যে লিখিয়াছেন, ৭৫০০০০০ লোকের মধ্যে প্রতি ব্যক্তি সম্বৎসরে যদি ⁄৴৫ সাত পয়সার মদ্যপান করে, তদ্দ্বারা কোন ক্রমে দেশ উৎসন্ন যাইতে পারে না। এই বাক্য কত দূর অযুক্ত ও অসার দেখুন। বঙ্গদেশের সকলেই কিছু মদ্যপান করে না। সাড়ে সাত লক্ষ লোকের মধ্যে পাঁচ হাজার লোক যদি মদ্যপান করে এবং তাহাদের নিকট হইতে যদি ঐ টাকাটী সংগৃহীত হয়, তবে বৎসর বৎসর কত লোক উৎসন্ন যাইতেছে তাহা বলিবার নহে। আমাদের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর যে প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, তাহা সহজে পরিবর্ত্তিত হইবে না। কিন্তু এই কুপ্রথা রহিত না হইলেও আর নিস্তার নাই; পল্লীগ্রামের ভদ্রলোকের শিশুসন্তানেরাও মদ্যপান করিতে শিখিতেছে। গবর্ণমেণ্ট রক্ষাকর্ত্তা হইয়া যদি কুকর্ম্মে উৎসাহ দান করেন, তবে প্রজার আর উপায় কি? এক্ষণে ধার্ম্মিকবর লর্ড রিপন কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইলে, প্রজাদের ধর্ম্ম অর্থ রক্ষা হয়। উপসংহারে আমরা বিনয় সহকারে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি পূর্ব্বকার বঙ্গদেশ সুরাপায়ী ছিল না এখন সুরাপায়ী হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বকার বঙ্গবাসিরা অধিকতর বলিষ্ঠ সুস্থ ও দীর্ঘজীবী ছিল কি এখনকার বঙ্গবাসীরা অধিকতর বলিষ্ঠ সুস্থ ও দীর্ঘজীবী হইয়াছে?

সার উইলিয়ম ডিগ্বির ভারতবর্ষ শাসন সংক্রান্ত প্রস্তাব।

ডিগ্বি সাহেব পূর্ব্বে "মান্দ্রাজ টাইম্‌স" নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং ভারতবর্ষের "ফেমিন রিলিফ ফণ্ডের" সেক্রেটরী ছিলেন। ১৮৭৭-৭৮ সালের দুর্ভিক্ষের সময় তিনি এতদ্দেশের বিস্তর উপকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি নাইট সাহেবের ন্যায় ভারতবর্ষবাসিদের একজন পরম বন্ধু। অধুনা তিনি প্লাইমাউথের ওয়েষ্টারন্ ডেলী মার্করি নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক। ইংরাজ শাসনাধীনে দিন দিন ভারতবর্ষের কষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে; ইংলণ্ডের ন্যাশন্যাল লিবারেল্ ফিডারেসন নামক সভাকে তদ্বিষয় জ্ঞাত করিবার নিমিত্ত তিনি একটী সুদীর্ঘ প্রস্তাব লেখেন। উহাতে ভারত শাসনের অযোগ্য কার্য্যপ্রণালী এবং প্রজাদিগের দুর্দ্দশা

বিবৃত হইয়াছে। মহাত্মা ডিগ্বি সাহেব এক স্থানে লিখিয়াছেন,—ভারতবর্ষের রাজকার্য্য যে প্রণালীতে নির্ব্বাহ হওয়া উচিত, তৎপক্ষে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়াছি। ভারতবাসিদিগকে সুখে রাখিতে আমাদের যে ইচ্ছা নাই, তাহা নহে। ভারতবর্ষ শাসন পক্ষে আমাদের অযোগ্যতাই এত কষ্টের মূলীভূত কারণ। বিশেষতঃ প্রজাবর্গকে আমরা ক্রমশঃ এতাদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন করিয়া ফেলিতেছি, যে তাহাদের আত্মশাসন ক্ষমতা একেকালে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। আমরা বৈদেশিক; তথাকার যাহা বুঝি না, ভারতবাসিরা তাহা বুঝিলেও আমরা তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে হস্তক্ষেপ করিতে দিব না।”

পাঠক! দেখুন, ডিগ্বি সাহেব যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। ইংরাজ শাসনকর্ত্তারা দিন দিন আমাদিগকে জড়বৎ করিয়া ফেলিতেছেন। আর যে উৎসাহ বর্দ্ধন হইবে, আমরা কার্য্যক্ষম হইব, সে প্রত্যাশা নাই। কস্মিন্‌কালে আমরা যে আপনার ভার আপনি গ্রহণ করিতে পারিব, সে ভরসা নাই। জেতৃবিজিত সম্বন্ধহেতু ইংরাজেরা আমাদিগকে কেবল অকর্ম্মণ্য করিয়া দিতেছেন। অবশ্য, ভারতবর্ষের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, এমন ইচ্ছা অনেকেরই আছে; পরন্তু তাঁহারা কোন কার্য্য সম্পাদন করিবার সময় এদেশীয় লোককে সহকারী করিয়া লন না, তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণও করেন না। তজ্জন্য সর্ব্বথা তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হয় না। বিশেষতঃ এদেশীয় লোকে আজি কালি বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ইংরাজদের প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছেন, তন্নিমিত্তও অনেকের মনে দারুণ ক্ষোভ উপস্থিত হইতেছে যাহাতে আর এদেশীয়দিগের চক্ষু প্রস্ফুটিত না হয়, তজ্জন্য কেহ কেহ যত্ন করিতেছেন। পঞ্জাবে বিশ্ববিদ্যালয় না রাখিবার একটী মুখ্য উদ্দেশ্য। পূর্ব্বে ফরাসিদিগের সঙ্গে যুদ্ধের সময় আর্কটের দুর্গে ইংরাজ এবং মান্দ্রাজি সৈন্য অবরুদ্ধ হইয়াছিল। মান্দ্রাজিরা স্বয়ং অন্নের মণ্ড ভক্ষণ করিয়া ইংরাজসৈন্যদিগকে অন্ন খাইতে দিয়াছিল। সেই অচলা ভক্তির দিন কি ইংরাজেরা এক্ষণে বিস্মৃত হইলেন? নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহায়তা এবং পরামর্শেই ইংরাজেরা আজি এই বিপুল ভারত রাজ্যের একাধীশ্বর হইয়াছেন; এখন কি তাঁহাদের সে দিন মনে নাই। পূর্ব্বে এ দেশীয়দের এত উচ্চ আশা ছিল না, সত্য কিন্তু তখন ভারতবাসীরা নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন; ধর্ম্মপরায়ণ সভ্য রাজা তাঁহাদিগকে চিরদিন কি সেই অবস্থায় ফেলিয়া রাখিতে ভাল বাসেন?

অতঃপর, ডিগ্বি সাহেব এ দেশের অন্নকষ্টের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুত এইটী আমাদের সর্ব্বপ্রধান উদ্বেগের কারণ। ভারতবর্ষ বহু বিস্তীর্ণ দেশ, এখানকার লোক-সংখ্যাও বিস্তর কিন্তু উপজীবিকার উপায় অতি সামান্য। অর্দ্ধশিক্ষিত এবং অর্দ্ধ সভ্য দেশে গ্রাসাচ্ছাদন পরিযোজনার যতগুলি অসুবিধা ঘটিতে পারে, তৎসমুদায় এখানে ঘটিতেছে ডিগ্বি সাহেব লিখিয়াছেন,—এখানকার প্রজারা বৎসর বৎসর সাতিশয় দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে; জীবিকোপায় যার পর নাই অতীব কষ্টকর হইতেছে বৃহৎ নগরে এবং রেলওয়ের সান্নিধ্যে নূতন নূতন কর্ম্ম উদ্ভাবিত হইতেছে এবং সহস্র সহস্র লোকে কোন না কোন কর্ম্মে ব্যাপৃতও হইতেছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তৎসঙ্গে দ্রব্যাদি এত দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে যে, আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়া পড়িতেছে; সুতরাং অনেকের পক্ষেই জীবন যাপন ভার বোধ হইয়াছে।”

ইংরাজ শাসনাধীনে বাস করিয়া আমাদের এতাদৃশ গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট ঘটিবার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রধান কারণ দেখুন, আমার জন্য কেহ শ্রম করিলে, আমি তাহাকে শ্রমের উপযুক্ত বেতন দিয়া থাকি। ৫০০ পাঁচশত লোকের নিমিত্ত যদি ১০০০ সহস্র ব্যক্তি শ্রম করে, তবে পাঁচশত ব্যক্তির নিকট হইতে সহস্র ব্যক্তি বেতন পাইবে; তাহাতে সহস্র ব্যক্তির জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। কিন্তু আমাদের নিমিত্ত যাহারা শ্রম করিতেছে, আমরা যাহাদিগকে বেতন দিতেছি, আমাদের বেতন প্রাপ্ত হইয়া যাহাদের দিন যাপন হইতেছে তাহারা এ দেশীয় লোক নহে বিদেশী। আমরা বিদেশীয় লোককে প্রতিপালন করিতেছি। আমাদের দেশীয় লোকের প্রাপ্য অংশ বিদেশীয় লোকে লইতেছে, সুতরাং সেই সমস্ত লোক অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে। আমার যে যে দ্রব্যের আবশ্যক, হয় ত তাহা এদেশে দুর্লভ কিম্বা দুর্ম্মূল্য, অগত্যা তৎসমুদায় দ্রব্য বিদেশীয়দের নিকট ক্রয় করিতে হইতেছে। যতদিন দেশে বাণিজ্য এবং শিল্পাদির উন্নতি না হয়, ততদিন বাবসায় নিবারক বিধি প্রচলিত থাকা ভাল। যদিচ কোন কোন ব্যবহারিক শাস্ত্রজ্ঞ ইহাকে দোষাবহ জ্ঞান করেন, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় জন বিশেষে এবং অবস্থা বিশেষে এতদ্দ্বারা মহৎ উপকার সাধিত হয়। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় দেশীয় রাজা থাকিলে, অবশ্যই বৈদেশিক বাণিজ্যজাত দ্রব্যের উপর অধিক শুল্ক নির্দ্ধারিত করিতেন। তদ্দ্বারা এ দেশের শ্রমজীবীদের গৃহে অন্নের সংস্থান হইত।

এ দেশীয় লোকের অন্নকষ্টের দ্বিতীয় মুখ্য কারণ এই—রাজ্যের যাবতীয় প্রধান প্রধান পদগুলি বিদেশীয় লোকের হস্তগত হইয়া আছে। এদেশীয় লোকে অনেক ব্যয়ভূষণ করিয়া কৃতবিদ্য এবং কার্য্যক্ষম হইতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের ব্যয়ানুরূপ লাভ হইতেছে না। পাঠক! এস্থলে আমরা অর্থ-ব্যবহারের মর্ম্মানুসারে এমন কথা বলিলাম; বিদ্যার নিমিত্তই বিদ্যাশিক্ষা; সে নীতিগর্ভবাক্য এ স্থলে ঘটিতেছে না।

ভারতবাসীরা কার্য্যক্ষম হইয়াও উপযুক্ত পদলাভের অধিকারী হইতেছেন না; তৎপক্ষে ডিগ্বি সাহেব লিখিতেছেন,—প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র ব্যক্তি উচ্চ অঙ্গের ইংরাজি বিদ্যায় কৃতবিদ্য হইতেছেন। তন্মধ্যে অনেকেই এতদ্দেশীয় কার্য্যের যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধান করিবার সুযোগ্য পাত্র। তাঁহারা স্বদেশীয় ইতিহাস জানেন। যথার্থ কথা বলিতে এবং তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য বিষয় লাভের নিমিত্ত যত্ন করিতে তাঁহাদের সাহসও জন্মিয়াছে।”

এই স্থানেই ভারতবর্ষবাসিদের যত অপরাধ। তাঁহারা লেখা পড়া শিখিয়াছেন; তাঁহাদের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে; স্বদেশকে আপনার বলিয়া জানিয়াছেন: রাজপদে রাজকার্য্যে তাঁহাদেরও অধিকার আছে এ সমস্ত বেশ জ্ঞাত হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা ইংরাজদের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছেন, রাজকার্য্যে যত দিন না এদেশীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবেন, তত দিন প্রজার কষ্ট দূর হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। মহাত্মা ডিগ্বি সাহেব এই প্রকার প্রস্তাব করিয়াছেন,—একটী বিভাগীয় সভার সৃষ্টি করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। সেই সভার অধিবেশনে বিশ জন কালেক্টর, ছয় জন ইউরোপীয়, ইউরেশীয় এবং দেশীয় ভদ্র লোক নিযুক্ত থাকিবেন। তদ্ভিন্ন বার জন ইউরোপীয়, ইউরেশীয় এবং দেশীয় ভদ্র লোক সাধারণের দ্বারা মনোনীত হইবেন। গবর্ণর জেনারল এবং এড্‌ভোকেট জেনারল অতিরিক্ত সভ্য থাকিবেন। অধীনস্থ ক্ষুদ্র রাজ্য হইতেও এই সভায় প্রতিনিধি নিযুক্ত হইতে পারিবে। সম্বৎসরে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সভার অধিবেশন হইবে। এ দেশীয় আয় ব্যয় সম্বন্ধে যাবতীয় কথার আন্দোলন ও নিষ্পত্তি ঐ সভায় হইলে ষ্টেট সেক্রেটরীর নিকট তাহা মঞ্জুর করাইবার নিমিত্ত প্রেরিত হইবে ইত্যাদি।

ভারতবর্ষের রাজকার্য্যে ভারতবাসিদের যতদূর লাভালাভের সম্বন্ধ আছে এত অন্য কাহারও নাই। অতএব কোন নূতন সৃষ্টি করিতে হইলে এদেশীয় লোকের মত না লইলে তাহাতে সাধারণের ইষ্টসিদ্ধি না হইবারই সম্ভাবনা। লর্ড রিপন স্বাধীনতন্ত্র রাজকার্য্যের পৃষ্ঠপোষক, অতএব তাঁহাকে একটী কথা বলা যায়,—তিনি রাজকার্য্যে এ দেশীয় প্রতিনিধি গ্রহণ করুন এ দেশীয় লোকের মত গ্রহণ করিয়া সকল

[illegible] করিলে প্রজার কষ্ট অনেকাংশে [illegible] হইবে।

ডেরাডুনের জঙ্গল বিভাগীয় বিদ্যালয়।

জঙ্গল বিভাগের কার্য্য কৌশল শিক্ষা করিবার নিমিত্ত ডেরাডুনে একটী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজের নবযুবকদিগের উন্নতিশিখরে আরোহণ করিবার এ একটী প্রশস্ত মার্গ। যাঁহারা বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া সৌখীন-ভাবে কালাতিপাত করিতে ইচ্ছা করেন না; সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া আতর গোলাপ [illegible] সকল দেহ সুচর্চ্চিত করিয়া ফিটফাট বাবুটী সাজিতে চাহেন না, তাঁহাদের পক্ষে এই বিদ্যালয় পরম হিতকর হইবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে উৎসাহশীল অনেক বঙ্গযুবক ঐ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছেন। পাঠশালার সমস্ত আয়োজন সমাধান হইবার পূর্ব্বে ছাত্রেরা জন, সেবনিক, জেমনশওয়ার প্রভৃতি স্থানের পর্ব্বতের শাল, পাইন, ও দেবদার্ব্বাদি বৃক্ষের অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তর উপদেশ পাইয়াছিলেন। কিরূপ সহজ কৌশলে বৃক্ষের গণনা করিতে হয়, কিরূপে বৃক্ষ পাড়িতে হয়, কি প্রকারে পথ নির্ম্মাণ করিতে হয়, সর্ব্বাগ্রে এই সমস্ত বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। শীত ঋতুই ছাত্রদিগের শিক্ষার উপযুক্ত সময়; এ বিভাগে গৃহমধ্যে থাকিয়া উপদেশ লইলে বিশেষ উপকার হয় না। জরিপ, উদ্ভিজ্জতত্ত্ব, রসায়নবিদ্যা এবং জঙ্গল বিভাগের আইন বিশিষ্টরূপে অবগত হইতে হইবে। আমরা ইহাতে রসায়ন বিদ্যার বিশেষ প্রয়োজন দেখিতেছি না। কেবল ভূমির অবস্থা জ্ঞাত হইবার নিমিত্তই, রসায়নতত্ত্বে যৎকিঞ্চিৎ দৃষ্টি থাকিলেই চলিবে।

বিদ্যালয়টী উপযুক্ত স্থানে এবং প্রশস্ত প্রণালীতে নির্ম্মিত হইয়াছে। গৃহের উপর তলায় জঙ্গল বিভাগ জরিপের কার্য্যালয়। তথায় কর্ম্মচারীরা মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া নাম ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত করিতেছেন। তাহার নীচের তলায় ছাত্রদিগের বিদ্যাশিক্ষার স্থান, বিদ্যার্থীদিগের অবগতির নিমিত্ত উদ্ভিজ্জ সম্বন্ধীয় যাবতীয় পদার্থ তথায় সংগৃহীত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বৃক্ষচ্ছেদনোপযোগী নানাবিধ অস্ত্রও আছে। অনতিদূরে একটী বৃক্ষবাটীকা আছে; সেই বৃক্ষবাটীকায় প্রধান প্রধান জাঙ্গলিক বৃক্ষ রক্ষিত হইয়া থাকে। ছাত্রেরা উপদেশ গ্রহণকালে তাহাদের পত্র, পুষ্প, ফলাদি দৃষ্টে বৃক্ষের সবিশেষ পরিচয় জ্ঞাত হইতে পারেন। বিদ্যালয়ের চত্বরে বীজতলা নির্দ্দিষ্ট আছে; সেখানে প্রধান প্রধান সকল জাতীয় বৃক্ষের বীজ রোপিত হয়। বীজোদ্ভিন্ন নূতন অঙ্কুরাবস্থা হইতে বৃক্ষের যাবৎ বৃদ্ধি দশা পর্য্যন্ত ছাত্রেরা দৃষ্টি করিয়া অপরিসীম অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত রাসায়ন কার্য্যবিভাগও তথায় বর্ত্তমান আছে। ছাত্রেরা নানা প্রকার ধাতু, লবণ, ক্ষার, অম্ল প্রভৃতি দ্রব্যের ক্রিয়া বিশিষ্টরূপ অবগত হইয়া থাকেন। এই সমস্ত পদার্থ ভূমিতে বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। অতএব মৃত্তিকায় কোন্ পদার্থ কি পরিমাণে থাকিলে তাহার কি প্রকার গুণ হয়; ভূমির উর্ব্বরতা সাধনের নিমিত্ত কোন্ কোন্ পদার্থ অত্যাবশ্যক, স্বল্প রসায়নবিদ্যা শিক্ষায় ছাত্রেরা তাহা অবগত হইতে পারিবেন। কৃষিকর্ম্মই যখন ভারতবর্ষের উপজীবিকা, তখন এই সমস্ত বিষয়ে নিগূঢ় ব্যুৎপত্তি জন্মিলে দেশের বিলক্ষণ মঙ্গল সাধিত হইবে। ডেরাডুন বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে কর্ম্ম দিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন বটে, কিন্তু সকলে কর্ম্ম স্বীকার না করিলেও দেশের অনেক উপকার হইবে। কৃষিকর্ম্মের প্রকৃত পন্থা, এ দেশের কোন ব্যক্তিই জ্ঞাত নহে। সুচারুরূপে ক্ষেত্রকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইলে বিদ্যা চাই, বুদ্ধি চাই। চাসার কর্ম্ম ত চাসারই কর্ম্ম,—মূর্খ চাসাই যেন কৃষিকার্য্যে সুপণ্ডিত। কেমন ভূমিতে কোন্ শস্য অধিক উৎপন্ন হইবে, ভূমিতে কি প্রকার সার দিলে উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি হইবে, সে জ্ঞান কাহারও নাই। জঙ্গলবিভাগীয় বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা সুপণ্ডিত হইলে, কৃষিকার্য্যের বিস্তর সুবিধা হইবে।

রসায়নপদার্থের গৃহে প্রস্তর এবং পার্থিব পদার্থও সঞ্চিত আছে। পার্থিব পদার্থগুলি কি প্রকারে বহিষ্কৃত হয়, তাহারা কেমন অবস্থায় কি প্রকার রূপ ধারণ করে, ছাত্রেরা উপদেশকালে তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে থাকেন। অন্য একটী গৃহে, আলোক সন্তাপ তাড়িৎ প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিবার উপযুক্ত যন্ত্র সংগৃহীত আছে।

মেজর বেলি এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ; এ ফিশর সাহেব সহকারী অধ্যক্ষ; ফার্ণান্ডেজ সাহেব জঙ্গলবিষয়ক শিক্ষক; ৪র্থ ডাক্তার ওয়ার্থ রসায়ন বিদ্যার শিক্ষক; বেডেন প্লাউডেন জঙ্গল বিভাগের আইনের উপদেষ্টা। আমরা ভরসা করি, ভারতবাসীরা অভিমান এবং আলস্য ত্যাগ করিয়া এই বিভাগীয় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হউন। ক্রমে সকল শাস্ত্রেই জ্ঞানোপার্জ্জন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। কাব্য সাহিত্য পাঠ করিয়া সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিলে এবং সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলে আর কোন উপকার নাই। এক্ষণে পদার্থজ্ঞানে সকলের অভিজ্ঞতার আবশ্যক হইয়াছে, অতএব সমাজের হিতকরী বিদ্যাশিক্ষায় সকলে উদ্যত হউন।

ভারতবর্ষীয় সভা ও আসাম প্রভৃতি স্থানে মজুর লইয়া যাইবার আইন।

ভারতবর্ষীয় সভা এই আইনটীর অবৈধতা প্রদর্শন পূর্ব্বক ইহার বিধি বন্ধন বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়া একটী প্রধান কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। আমাদের দেশের ইতর জাতীয়েরা আকারে কেবল মনুষ্য কিন্তু বুদ্ধি বিবেচনাদিতে তাহাদিগকে পশু বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহারা কাণ্ডজ্ঞান শূন্য, তাহারা আপনাদিগের হিতাহিত বোধে সমর্থ নয়। যাঁহারা তাদৃশ নির্ব্বোধ হতভাগ্যদিগের মঙ্গলচিন্তা করেন তাঁহারাই যথার্থ মানুষ। গত বৎসর যখন এই আইনটীর সংশোধন প্রস্তাব হয় তখন আমরা ইহার দৃঢ়তর প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। আমাদের বিবেচনায় ইহার তুল্য ঘৃণিত আইন আর হয় না। আমাদের গবর্ণমেণ্ট যেরূপ উচ্চ তাঁহাদের হইতে এরূপ নিকৃষ্ট আইন হওয়া কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় না। এ আইনের মূলে দোষ, প্রত্যেক অবয়বে দোষ ও জীবনে দোষ। আইনরূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া মজুর লইয়া একদলের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া দিতে হইবে এ কিরূপ কথা? আমরা এই যে মজুর খাটাইতেছি তন্নিমিত্ত কি বিশেষ আইনের প্রয়োজন হইতেছে। যখন মজুরীর এক একটী হার উঠে, তখন সেই হারে বেতন দিলে মজুরেরা কাজ করিয়া দেয়, যাহার ইচ্ছা হইল সে কাজ করিল যাহার ইচ্ছা না হইল সে করিল না। তবে যাহারা কোন কাজের কণ্ট্রাক্ট লয় তাহারা যদি চুক্তিভঙ্গ করে চুক্তি ভঙ্গের যে সাধারণ নিয়ম আছে তদ্দ্বারাই তাহাদের দণ্ডবিধান হইয়া থাকে। তন্নিমিত্ত বিশেষ আইনের প্রয়োজন কি? যে বেতনের লোভে আকৃষ্ট হইয়া মজুরেরা চা-ক্ষেত্রে মজুর করিতে যায় চা করেরা কি সে বেতন দিতে পারেন না? কেনই বা পারেন না, না পারিবার ত আমরা এক এক কারণ দেখিতেছি, তাঁহারা মজুরদিগকে অল্প বেতন দিয়া কাজ করাইয়া লইবেন আপনারা প্রচুর লাভ করিবেন সেই লাভে ইন্দ্রত্ব ভোগ করিবেন। মজুর বেটারা গো মহিষাদির ন্যায় খাটিয়া মরুক আর কেবল জীবন ধারণোপযোগী ভাত জল খাউক।

যদি বল অতি দূরতর প্রদেশ হইতে মজুরেরা আসাম প্রভৃতি স্থানে যাইবে কেন, তথায় পাথেয়াদি ব্যয়ও অধিক; তত ব্যয় করিয়া চা-করেরা যদি তাহাদিগকে লইয়া যান তাহার পর মজুরেরা তথায় গিয়া ইচ্ছামত কর্ম্ম পরিত্যাগ করে তাহা হইলে চা-করদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। তদুত্তরে আমরা বলি কণ্ট্রাক্টের যে সাধারণ নিয়ম আছে চা করেরা তদ্দ্বারাই আপনাদিগের ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে পারেন যে মজুর যে চা কর কর্ত্তৃক নীত হইয়া তাহার

কর্ম্ম করিতে অস্বীকার করিবে তাহাকে তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে হইবে। যদি সে অর্থ দ্বারা ক্ষতিপূরণ করিতে না পারে যাবৎ সে ক্ষতিপূরণ না হইবে তাবৎ সে খাটিয়া দিবে। ক্ষতিপূরণ হইয়া গেলে তাহার পর তাহার ইচ্ছা, সে ইচ্ছা করে সেই চা-করের নিকট কর্ম্ম করিবে, ইচ্ছা না করে অন্যত্র যাইবে। কিন্তু তাহাকে আইনরূপ শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক কাজ করাইয়া লইতে হইবে এ কিরূপ ন্যায় ও কিরূপ যুক্তি। এ ন্যায় ও যুক্তির কিছু সারবত্তা আছে? গবর্ণমেণ্ট যদি একটা দর নির্দ্দিষ্ট করিয়া এইরূপ আইন করেন যে মহাজনদিগকে সেই নির্দ্দিষ্ট দরে ক্রেতাদিগকে বিক্রেয় দ্রব্য দিতে হইবে। সে আইনটী কিরূপ হয়। আরও একটী দৃষ্টান্ত বলি গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া যদি প্রজাদিগকে বলেন জমীদার ইচ্ছামত যে খাজনায় যে জমি ধরাইতে চাহিবেন প্রজাকে সেই খাজনায় সেই জমী লইতে হইবে যদি না লয় দণ্ডনীয় হইবে, সে আইনটী বা কিরূপ হয়। চা-করও মজুর সম্বন্ধে যে আইন করা হইয়াছে ও যাহার সংশোধন প্রস্তাব হইতেছে তাহার সহিত কি জমীদার ও প্রজা সম্বন্ধের যে আইনের কথা কহিলাম, তাহার কি কিছু বৈলক্ষণ্য আছে?

চা-করদিগের তাড়াতাড়ি করিয়া বর্ত্তমান আইনের পরিবর্ত্ত করিবার কারণই বা কি? দুই বৎসর সুন্দররূপ শস্য জন্মিতেছে মজুরেরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহে সমর্থ হইতেছে, তাহারা আর আসাম মুখো হইতেছে না। আসামে যদি তাহাদের প্রলোভন থাকিত, চা-করেরা যদি মজুরদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেন তাহা হইলে মজুরেরা স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়াই চাক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইত। যখন তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক যায় না আইন করিয়া ও অনেক কৌশল করিয়া তাহাদিগকে লইয়া যাইতে হয় তখনই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে আসামে যাইবার তাহাদের কিছুই প্রলোভন নাই। চা-করেরাও সদ্ব্যবহার করেন না। যে বৎসর স্বদেশে ভালরূপ শস্য না জন্মিয়া অন্নকষ্ট উপস্থিত হয় সেই বৎসর মজুরেরা প্রাণের দায়ে কণ্ট্রাক্টারদিগের চক্রে পড়িয়া আসাম প্রভৃতি স্থানে গিয়া থাকে। যে আইনের উদ্দেশ্য অসৎ, হেতুবাদ অসৎ, সে আইন যে নিতান্ত গর্হিত, সে আইন সে সভ্য জনপদের যোগ্য নয়, সভ্য রাজার হস্ত হইতে বিনির্গত হইবার উপযুক্ত নয়, তাহা বলা বাহুল্য। যাহা হউক আমরা কয়েকটী বিষয়ে ও কয়েকটী আইনে পক্ষাশ্রয় দোষ দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। এ আইনটীতেও সেই পক্ষাশ্রয় দোষ যেন স্পষ্ট উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছে।

ভারতবর্ষীয় সভা বলেন আসামের চা-ক্ষেত্রের সহিত যাহাদের গাঢ়তর স্বার্থ সম্বন্ধ আছে, তাদৃশ কয়েক ব্যক্তির প্ররোচনাতেই এই পাণ্ডুলেখ্যটী ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইয়াছে। অতএব উল্লিখিত আইনের পাণ্ডুলেখ্যে যে বিলক্ষণ পক্ষাশ্রয় দোষ ঘটিয়াছে তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে। নূতন আইনে বাগানের সর্দ্দারের হস্তে মজুর সংগ্রহের অধিকতর ক্ষমতা সমর্পণ করা হইতেছে। পূর্ব্ব আইনে তিন বৎসর কাল কণ্ট্রাক্টের মিয়াদ ছিল। মজুরেরা তিন বৎসর কাল খাটিয়া দিলে নিষ্কৃতি পাইত এখন সেই মিয়াদ বাড়াইয়া পাঁচ বৎসর করা হইতেছে। চা-করেরা ইচ্ছামত মজুরদিগকে রুদ্ধ করিতে পারিবে ইত্যাদি বহু বিষয়ের দোষ প্রদর্শন করিয়া ভারতবর্ষীয় সভা বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল মহানুভব লর্ড রিপনের নিকটে এক খানি বৃহদায়ত আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। আবেদন পত্র লিখিত যাবতীয় বিষয়ের উল্লেখ করিতে গেলে, সোমপ্রকাশের সঙ্কীর্ণ দেহে স্থান সমাবেশ হওয়া সম্ভাবিত নয়। অতএব আমরা তদুল্লেখে বিরত হইলাম।

উপসংহারে আমরা আহ্লাদ সহকারে পাঠকগণের গোচর করিতেছি, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের প্রযত্নে ঐ স্বার্থপরতা দূষিত আইনটীর পাণ্ডুলেখ্য সত্বর বিধিবদ্ধ হইতে পারে নাই। তিনি গবর্ণর জেনেরল ব্রহ্মদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর ঐ পাণ্ডুলেখ্যটী বিধিবদ্ধ হইবার কথা আছে। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর অশরণ মজুরগণের শরণভূত হইয়া যে এই কার্য্যটী করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই।

নীলকর আর তুষের আগুন দুই সমান। তুষের আগুন যেমন নির্ব্বাণ হয় না নীলকরদিগের অত্যাচারও সেইরূপ নিবারিত হয় না, তাঁহাদিগের অত্যাচারে প্রজারা এরূপ দগ্ধ হইতেছে যে, দেখিলে যার পর নাই ক্ষোভ ও দুঃখ জন্মে, ইঁহারা আটঘাট বদ্ধ না করিয়া কোন কাজ করেন না। আমাদিগের কর্ত্তৃপক্ষদিগের ধারণা আছে, নীল হাঙ্গামার পর অবধি নীলকরদিগের প্রজার উপর অত্যাচার কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রথমতঃ ইঁহারা যেখানে নীল চাস করান সেখানে ভদ্র লোক নাই বলিলেই হয়। যাহারা দাদন লয় তাহারা দরিদ্র ও মূর্খ লোক সুতরাং ইহাদিগের অত্যাচারের কোন কথাই প্রকাশ হইতে পায় না। অত্যাচারে, প্রজাদিগের যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে তখনই তাহারা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রক্ষা পাইবার চেষ্টা করে। পাঠক ইহার প্রমাণ দেখুন সম্প্রতি মেদিনীপুরের অন্তর্গত সিলদহের অধীন বিনপুরের গ্রাধাই কামার নামক এক ব্যক্তি ওয়াটসন কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের অসহ্য অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া সম্প্রতি তাহাদিগের নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছে যে সাহেব ও তাঁহার কর্ম্মচারীরা তাহাকে জমিতে নীল বুনিতে বলে কিন্তু সে তাহাতে সম্মত না হওয়ায় গত ১৪ ই অগ্রহায়ণ সোমবার রাত্রিতে আসামীরা অপর কয়েক জন লোক দ্বারা তাহার গৃহে কয়েকখানি কাষ্ঠ রাখাইয়া পুলিসে সংবাদ দেন। পরে জমাদার আসিয়া তাহাকে ও আর কয়েক জন লোককে ধরিয়া লইয়া যান। মঙ্গলবার ইহারা ধাঁসপাহাড়ী নামক গ্রামে বুধবার শিমলাফাড়িতে বৃহস্পতি ও শুক্রবার বেল পাহাড়ির কুঠিতে, নায়েবের কাছারি বাটীর একটী প্রকোষ্ঠে অবদ্ধ থাকে, শেষে হেড কনষ্টেবল ও গমস্তা রতন খন্না নীলচাস করাইবার জন্য নানাপ্রকার পীড়ন ও প্রহার করে। অবশেষে ৪০ টাকা জরিমানা ও নীল বুনানি করিবার জন্য ৮ দিনের মেয়াদ লইয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

—:০:—

১৮৮০-৮১ অব্দের শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের অভিমত সমেত ২১ এ ডিসেম্বরের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। এ রিপোর্টটী অতি বৃহৎ এবারে সোমপ্রকাশে উহার স্থানসমাবেশ হইল না। আগামীবারে উহার স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত পাঠকগণের গোচর করিবার ইচ্ছা রহিল।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৮ ই ডিসেম্বর। টিহারাণ হইতে সংবাদ আসিয়াছে আয়ুব খাঁ ১০ জন সর্দার ও ৪ শত অশ্ব সমভিব্যাহারে গত মঙ্গলবার মেসেদ নামক স্থানে উপনীত হইয়াছেন।

লর্ড হার্টিংটন [illegible] নামক স্থানে বলিয়াছেন ল্যাণ্ডলিগবেরা আয়র্লণ্ডে যদিও এখন গোল করিতেছে বটে, কিন্তু তথাপি গোলযোগ থামিবার অনেক আশা আছে।

লণ্ডন ২০ এ ডিসেম্বর। স্ত্রীলোকেরা যে ল্যাণ্ডলিগ সভা করিয়াছে তাহাও আইন সঙ্গত নহে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

কায়রো ১৯ এ ডিসেম্বর। একজন ভণ্ড অবতার, সাহিবান নামক স্থানে ১৫ শত লোককে ধর্ম্মোন্মত্ত করিয়া ও পরে মিশর দেশীয় সেনা বধ করিয়াছে।

লণ্ডন ১৯ এ ডিসেম্বর। ডবলিনে কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্র যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী, ও রাজদ্রোহসূচক পত্র ধরা পড়িয়াছে। এই বিষয়ে লিপ্ত লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ গ্রেপ্তার হইয়াছে।

ওয়াশিংটন ২০ এ ডিসেম্বর। রৌপ্য মুদ্রার সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য সেনেট সভায় কয়েক খানি আইনের পাণ্ডুলিপি

সমর্পিত হইয়াছে। মাসে ২০ লক্ষ মুদ্রা যাহাতে প্রস্তুত হয় পার্লেমেণ্ট তাহার বিধান করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

নিউইয়র্ক ২০ এ ডিসেম্বর। আমেরিকার জিনাট নামক যে জাহাজ গত জুন মাসে বরফ চাপা পড়ে তাহার আরোহীগণ তিনখানি নৌকায় উঠিয়া প্রাণরক্ষা করে। ইহার মধ্যে একখানিকে লিনা নদীর মুখে, একখানি ইয়ঙ্কটস্কে পাওয়া গিয়াছে, অপর খানির উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই।

রোম ২২ এ ডিসেম্বর। টিউনিসের রাজকার্য্য সম্বন্ধে অদ্য সেনেট সভায় বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। বৈদেশিক রাজকার্য্যের মন্ত্রী বলিয়াছেন ইটালী বার্ডোর সন্ধিপত্র মান্য করিতেছেন না তিনি টিউনিসে ফরাসীদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তিনি বলেন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কোন প্রকার বাদানুবাদ না করিয়া সন্ধিপত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২১ এ ডিসেম্বর। পার্ণেল সাহেবকে কিলমেনহাম হইতে আর্মাগ নামক স্থানে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

ডবলিনে জমীদারদিগের একটী বৃহৎ সভা হইয়া গিয়াছে। ঐ সভার সভ্যেরা ল্যাণ্ডআক্ট নামক আইনের কার্য্যপ্রণালীর প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকটে ক্ষতি পূরণ প্রার্থনা করেন।

মাদ্রিড ২১ ডিসেম্বর। বোর্ণিয়ো চার্টর নামক সন্ধি পত্র সম্বন্ধে বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। পররাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী বলেন ইংরাজদিগের বোর্ণিয়ো অধিকার বিষয়ে স্পেন আপত্তি করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ও বিষয়ের আর বিশেষ সংবাদ দিতে পারেন না কিন্তু এই মাত্র জানেন যে বন্দোবস্ত চলিয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২২ এ ডিসেম্বর। জেলিনিউসের মাতস্থ বিশেষ সংবাদদাতা ওড়নোভান সুলতানের নিন্দা করাতে ধৃত হইয়াছেন।

লিমারিক নামক স্থানে ৩০ টা রাইফল ও পঞ্চাশটা রিভলভার ও কতক গুলি বারুদ ধরা পড়িয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

আমাদিগের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—নদীয়ার পোষ্ট আফিষ সমূহের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ম্ম হইতে বরখাস্ত হইয়াছেন। মৃতা কুমারী কার্পেণ্টারের প্ররোচনায় ইনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া পোষ্টাল ইনেস্পেক্টর হয়েন। পোষ্ট আফিসের নূতন বন্দোবস্তের সময় ইনি মাসিক তিন শত টাকা বেতনে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু এই উপাধিতে ধন কর্ম্মে যায় না বলিয়াই হউক, অথবা দাস ব্যবসায়ীর দুরদৃষ্ট নিবন্ধনই হউক, ইনি সামান্য অবস্থার অপরূপ রহিলেন। শশীপদ বাবু ডাক বিভাগে প্রবেশ করিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যে বিস্তর উন্নতি করিয়াছিলেন, কিন্তু সাহেবী ধরণে চলিয়া অকস্মাৎ "পপাত ধরণীতলে" হইলেন। ইহাঁর সস্পেণ্ড হইবার কারণ এই যে, ইনি মফস্বলে না থাকিয়া ও না যাইয়া "হলটিং" ও "ট্রাভেলিং অ্যালাউয়েন্স" প্রভৃতি চার্জ্জ করিতেন এবং সুযোগ পাইলেই ডাকবিভাগে নিজের লোকের কর্ম্ম করিয়া দিতেন। এতদ্ভিন্ন অতি অল্প দোষে ও অনর্থক অনেকগুলি ডাক বিভাগে কর্ম্মচারীর মাথা খাইতেন। যাহা হউক এক্ষণে শশীপদ বাবু স্বকৃত দোষ ক্ষালনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পদস্থ হয়েন, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

অনবব এই মার্চ্চ মাসের শেষে প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যক্ষ টনি সাহেব বিলাত যাত্রা করিবেন, আর প্রত্যাগত হইবেন না।

বাবু অম্বিকাচরণ দত্ত এম, এ কিরেঞ্চেষ্টারের কৃষিবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার জন্য ৩ বৎসরের নিমিত্ত বার্ষিক দুই হাজার টাকা করিয়া যে বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন তাহা তিনি লইতে অস্বীকার করিয়াছেন, দুই হাজার টাকায় বিলাতের ব্যয় সঙ্কুলানের সম্ভাবনা নাই বলিয়া তিনি যে হাজার টাকা পাথেয় পাইয়াছিলেন তাহাও ফেরত দিয়াছেন। ১৮৮১ অব্দের এই বৃত্তি কটক র‍্যাভেনসা কালেজের অধ্যাপক বাবু গিরীশচন্দ্র বসু প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি জানুয়ারি মাসে বিলাত যাত্রা করিবেন।

গরাণহাটার সাতু বাবুর মাঠের নূতন বাজার লইয়া অনাথ বাবুর সহিত সিমলার পুরাতন বাজারের মালিক শীল বাবুদিগের যে একটী গুরুতর বিবাদ চলিতেছিল, গত সপ্তাহের মিউনিসিপালিটীর বিশেষ অধিবেশনে তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া অনাথ বাবু জয়লাভ করিয়াছেন।

গত সপ্তাহে ভবানীপুর উলুপাট বাগানে কাওরা পাড়ায় দুটী অতি নৃশংস হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। এই হতভাগ্যেরা বিবাহিত স্বামী ও স্ত্রী, উভয়ে একখানি সামান্য কুটীরে বাস করিত। স্ত্রী-টীর বয়স ১২।১৩ বৎসর হইবে। সে সর্ব্বদাই তাহার পিত্রালয়ে বাস করিতে ভাল বাসিত বলিয়া তাহার স্বামীর সহিত সর্ব্বদা বিবাদ হইত, পরে যখন প্রকাশ পাইল স্ত্রীলোকটীর চরিত্র দোষ ঘটিয়াছে বলিয়াই সে ঐরূপ করে তখন ঐ কাওরা একবারে রাগান্ধ হইয়া আঁশবটী দিয়া প্রথমতঃ তাহার স্ত্রীকে বলি দেয়, পরে ঘরে আগুণ ধরাইয়া দিয়া আপনিও নিকটস্থ পুখুরের জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে এবং নেশার ঘোরে ঐ স্থানেই হাবুডুবু খাইয়া মরিয়া যায়।

রুশ সম্রাটের জীবনরক্ষা করা ভার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনিও রাজ্যে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবেন না প্রজারাও তাঁহাকে ছাড়িবে না। ক্রমে তুমুল কাণ্ড ঘটিবার সম্ভাবনা হইতেছে। সম্রাটকে বধ করিবার জন্য নিহিলিষ্টেরা তাঁহার শরীর রক্ষকদিগকে পর্য্যন্ত হত্যা করিতে উৎসুক। রুশের প্রধান পুলিষ কর্ম্মচারী জেনারল টেরভিনের উপর সম্রাটের শরীর রক্ষার ভার আছে। তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য করেন বলিয়া তাঁহাকেও হত্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। গ্রাণ্ড ডিউক ভ্লাডিমিয়ারকে মারিবার জন্য উহারা চক্রান্ত করিয়াছিল কিন্তু প্রকাশ হইয়া পড়ায় তাহাদিগের চেষ্টা বিফল হইয়া যায়। আবার শুনা যাইতেছে সম্রাট যখন সপরিবারে গ্যাসিন পরিত্যাগ করিবেন সেই সময়ে নিহিলিষ্টেরা তাঁহাকে সবংশে নিধন করিবার আয়োজন করিতেছে।

পোষ্ট আফিসে টাকা জমা দিলে গ্রহীতা যেমন তাহার দেশস্থ পোষ্ট আফিস হইতে টাকা লইতে পারে সেইরূপ টেলিগ্রাফ আফিস দ্বারা ডাকবিভাগের এই কার্য্য করাইবার প্রার্থনা করিয়া এক ব্যক্তি বিলাতের পোষ্টমাষ্টার জেনেরলকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উত্তরে বলিয়াছেন এক্ষণে যে নিয়মে এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে এতদপেক্ষা সত্বর কার্য্য করিবার বিশেষ আবশ্যক নাই।

বর্ত্তমান বর্ষের পুলিষ রিপোর্ট প্রচারিত হইয়াছে ইহার আয় ৩৭০০০৩৬ ও ব্যয় ৩৬৫০৮০৯৯৫/৮ টাকা। আত্মহত্যার সংখ্যা ২৫১৭। এতদ্ভিন্ন জলে ডুবিয়া ১১৮৮৯ সর্পাঘাতে ১১০০৫২ বন্য জন্তু কর্ত্তৃক ১২৯২ ঘরচাপা পড়িয়া ৪৭৯ ও অপরাপর কারণে ৩৩৯৬ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ৬৬৩১ জন লোকের দোষে তাহাদিগের বিষয় বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ইংলণ্ডের ও আমেরিকার সমান দুর্গতি। স্ত্রী লোকের সতীত্ব রক্ষার বিষয়ে কাহারও বিশেষ দৃষ্টি নাই সাধারণতঃ ইহাঁদিগের চরিত্র নেড়ানেড়ির ন্যায়। এই সকল কাণ্ডের অনেক সময়ে আদালত হইতে মীমাংসা হইয়া থাকে, আইনকর্ত্তারা উপপ্রণয়কে দোষাবহ মনে করেন না বলিয়া এ সকল পাপের দণ্ডও অতি লঘু হইয়া থাকে, সুখের বিষয় এই, এই ঘৃণিত কার্য্যকে এখন তাঁহাদিগের পাপ বলিয়া বোধ হইয়াছে, যাহাতে ইহার নিবৃত্তি হয় তাঁহারা তাহার উপায় বিধান করিতেছেন।

আগামী বর্ষে অষ্ট্রীয়ার রাজস্ব মন্ত্রীর ভারতবর্ষে আসিবার কথা আছে।

কলিকাতার পুলিষ কমিশনর ও মিউনিসিপালিটীর সভাপতি সুটার সাহেব বিলাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তকার্য্য বিভাগে একজন মন্ত্রী নিয়োগের যে প্রস্তাব হইয়াছে, বিলাতের ইণ্ডিয়া আফিস তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট রাণীগঞ্জ ও নাগপুরের মধ্য দিয়া সত্বর রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

তাঞ্জোরের জজ সাহেব আপন জেলাস্থ আদালত সমূহে কতকগুলি লোককে ইচ্ছামত উকীল করিয়া দিয়াছেন। ইহাঁরা বিনা পরীক্ষায় তথায় দিব্য ওকলাতী করিয়া দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেছিলেন। কিন্তু এক জন সনন্দধারী উকীল এ বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করাতে তাঁহাদিগকে দূরীকৃত করিয়া দিবার আদেশ হইয়াছে।

ইংলিসম্যান বলেন স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসার্থ গবর্ণমেণ্ট ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলিকাতায় একটী হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করিতেছেন, চাঁদা দ্বারা ৩০ হাজার টাকা উঠিয়াছে। শুনা যাইতেছে এই টাকা রোগীদিগের সুখার্থ ব্যয়িত হইবে। এটী ইউরোপীয় না দেশীয় কোন জাতীয়ের জন্য?

নেপালে যে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহা দূরীভূত হইয়াছে।

মান্দ্রাজের বিধবা বিবাহ সভার যত্নে রাজমন্ড্রীতে এবার দুটী বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন, বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব তুলজাত দ্রব্যের শুল্ক তুলিয়া দিবার প্রতিবাদ করাতেই কর্ত্তৃপক্ষেরা বিরক্ত হইয়া ইহাঁকে মান্দ্রাজের গবর্ণরের পদ প্রদান করেন নাই।

সেণ্ডাল সাহেবকে নেটালের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের পদ প্রদানের কথা শুনিয়া নেটালবাসীরা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তাহারা লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের ২৫০০০ হাজার টাকার স্থলে ৪০০০০ টাকা বেতন দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। সেণ্ডালের ন্যায় লোককে উক্ত পদ না দিয়া একজন উপযুক্ত সিবিলিয়ানকে যাহাতে দেওয়া হয়, গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহারা তাহারই প্রার্থনা করিয়াছে। সেণ্ডাল ইহাদিগের নিকট একবার বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশ করিয়াছেন নাকি?

এ বৎসর জর্ম্মণি হইতে ১১০৮০২ আয়র্লণ্ড হইতে ৫৩২৯৪ সুইডেন হইতে ২৮০৭৭ ইংলণ্ড হইতে ২২১ ১ নরওয়ে হইতে ১১৮৮৮ জন লোক উঠিয়া গিয়া আমেরিকায় বাস করিয়াছে।

এ বৎসর কলিকাতা বেথুন স্কুলের ও মফস্বলের কয়েকটী বালিকা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছে। বেথুন বালিকা বিদ্যালয় হইতে ৩ টী এলাহাবাদের বালিকা বিদ্যালয় হইতে ২ টী মিস পিগটের স্কুল হইতে ২ টী ফ্রি চর্চ্চ অর্ফানেজ হইতে ১ টী ও দেরাদুন এবং বহরমপুরের বালিকা বিদ্যালয় হইতে কয়েকটী প্রবেশিকা পরীক্ষা দানার্থ উপস্থিত হইয়াছিল। বেথুন স্কুল হইতে একটী বালিকা এবার এল, এ পরীক্ষাও দিয়া গিয়াছেন। আগামী বর্ষে এই বিদ্যালয় হইতে কয়েকটী ছাত্রী বি, এ পরীক্ষায় উপস্থিত হইবে।

বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী কুমারী শশিবালা দাসী ও হিরণ্ময়ী দেবী মধ্য ইংরাজী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার দ্বিতীয় বিভাগে এবং কুমারী গিরিবালা মজুমদার তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত আমীর আলী, কে, এম, চট্টোপাধ্যায় ও হাইড সাহেব মফস্বলের ওকালতী ও মোক্তারি পরীক্ষার পরীক্ষক স্থিরীকৃত হইয়াছেন।

সার রিচার্ড কাউচ হাইকোর্টের চীফ জষ্টিশ থাকিতে দুই জন এদেশীয় লোক সেরিফের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সার রিচার্ড গার্থ যে এক জনকেও উক্ত পদের উপযোগী দেখিলেন না, ইহাই বড় আশ্চর্য্যের। এবার তাঁহাকে সেরিফ মনোনীত করিতে বলাতে তিনি একজন ইউরোপীয়ের নামোল্লেখ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদিগের উদার গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপন সে কথা না শুনিয়া বাবু দুর্গাচরণ লাহাকেই উক্ত পদ প্রদান করিয়াছেন।

ব্যবস্থাপক সভার আইন প্রণেতা হুইটলি ষ্টেকস সাহেব শীঘ্রই বিলাত যাত্রা করিবেন, ইনি আর প্রত্যাগমন করিবেন না। সুখের খবর। কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতবাসীদিগকে যেরূপ জ্বালাতন করিয়াছেন তাহাতে যত শীঘ্র যান ততই ভাল।

প্রসিদ্ধ বাজিকর চিরাণি সাহেব শনিবার বৈকালে কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন।

দেওঘরের লোকেরা আদালত সমূহের কার্য্য দেবনাগর অক্ষরে সম্পন্ন করাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

শুনা যাইতেছে হাইদ্রাবাদে আর প্রতিনিধি রিজেন্ট রাখা হইবে না। আমিরী কাবিরের সঙ্গে সঙ্গেই পদটী গেল নাকি?

জয়পুরের মহারাজের পাটরাণী ঠাকুর রুস্তে সিংকে নাকি স্থানান্তরিত করিবার জন্য গবর্ণর জেনেরলের নিকট আবেদন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন তাঁহার অবস্থান নিবন্ধন রাজ্যের অনিষ্ট হইতেছে।

ঢাকার জজ রাম্পিনী সাহেবের সহিত উকীলদিগের বড়ই গোলযোগ যাইতেছে। সাহেব উকীল দিগের মান রাখিয়া কথা না কহাতেই এই গোলযোগ ঘটিয়াছে।

২৫ এ জানুয়ারি গবর্ণর জেনেরল কলিকাতায় ভারতনক্ষত্র উপাধি বিতরণ করিবেন। এতদুপলক্ষে যে দরবার হইবে, ইন্দোরের হোলকার, উদয়পুর ও মেওয়ারের মহারাণা, জয়পুরের মহারাজ, ভাওলপুরের নবাব ও পাতিয়ালার রাজপ্রতিনিধি সর্দ্দার দেবসিংহ তাহাতে উপস্থিত হইবেন।

শতকরা ৪ টাকা সুদের কাগজ ১০০॥৶০ হইতে ১০০৸০

৪॥০ ১৮৭০ (১৮৮৪) ১০২।০
৪॥০ ১৮৭১ (১৮৮১) ১০১
৪॥০ ১৮৭১ (১৮৯৩) } ১০৯॥০
৪॥০ ১৮৭৯ (১৮৯৩) }
৫ ১৮৬৭ (১৮৮২) ১০৯।০

তুলজাত দ্রব্যের উপর হইতে শুল্ক আদায় যে দিন হইতে বন্ধ হইবে, সেই দিন হইতেই নাকি কষ্টম হাউসও উঠিয়া যাইবে।

গত বৎসর কুর্গের বন হইতে ১৩৬০ মণ চন্দন কাষ্ঠের আমদানী হইয়াছে।

নানা সাহেব যে কতবার মরিলেন আর কতবার বাঁচিলেন তাহা বলা যায় না। ইনি সম্প্রতি আবার ক্যাসগারে মরিয়াছেন। তথায় প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করিতেন।

ঋণের জন্য কেহ যে কারারুদ্ধ হয়, আমাদিগের দয়ালু গবর্ণর জেনেরলের সেরূপ ইচ্ছা নয়। এই কারণে তিনি আইনের এই অংশটী সংশোধন করাইবার সংকল্প করিয়াছেন, মান্দ্রাজের গবর্ণর প্রভৃতির এ বিষয়ে মত কি, এক্ষণে তাহাই জানা হইতেছে।

আমরা ভাবিতাম ইউরোপের মূর্খ নীচ লোকেরাই দেশীয়দিগের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিয়া থাকে, কিন্তু এখন দেখিতেছি, ইউরোপীয় বিচারপতিদিগের অধিকাংশই তাহাদিগের অপেক্ষা এক কাঠি সরস। পরিদর্শক পত্রের এক জন পত্রপ্রেরক ভাগিরথের কমিশনরের যে এক নিষ্ঠুরাচরণের কথা প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তৎপাঠে যার পর নাই ব্যথিত হইয়াছি। লেখক বলেন সাহেব এক বাগিচার কোন মকদ্দমায় একজন সাক্ষীকে মুখভঙ্গী ও অর্দ্ধ বিস্ফারিত বাঙ্গালা ভাষায় প্রশ্ন করাতে চুকান বাঙ্গালাটী প্রথমে তাহা বুঝিতে না পারিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় ছল ছল চক্ষে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকে। সাহেব ইহাতে অবমান বোধ করিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন এবং তাহাকে রৌদ্রে লইয়া গিয়া সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া রাখিবার আদেশ দিলেন, একজন কনেষ্টবল তাহাকে এইরূপে কিছুক্ষণ রাখিবামাত্র তাহার মস্তক ঘর্ম্মাক্ত হইল এবং সে অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল, আশ্চর্য্যের বিষয় এই ইহাতেও সাহেবের দয়া হইল না। অনেকক্ষণ পরে তাহার সংজ্ঞা হইল, তখন সাহেব তাহাকে পুনরায় আনাইয়া জবানবন্দী গ্রহণ পূর্ব্বক বহু তর্জ্জন গর্জ্জনে বিদায় দিয়াছেন।

পারিসে টেলিফোনের বিলক্ষণ চলন হইয়াছে। টেলিফোনের কর্ত্তা উহা দ্বারা তিনটী রঙ্গ ভুমির সহিত ইলাইসা ভবনের যোগ করিয়া দিয়াছেন, অভিনয় কালে উক্ত ভবনে বসিয়া চারি জন করিয়া এক একটী তারে সকলে শুনিতে পাইবেন।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পৃথিবীর উত্তর কেন্দ্রে যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার জন্য যাইতেছেন জর্ম্মণিও তাহাতে যোগদান করিবার অভিপ্রায়ে রিচষ্টাগ হইতে ৩৮০০০০ মার্ক (মুদ্রা বিশেষ) চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনটী ভিন্ন জাতিতে এক যোগে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ায় নিযুক্ত হইতে এই আমরা প্রথম দেখিলাম।

আমরা দুই সপ্তাহের বঙ্গবাসী প্রাপ্ত হইলাম। লেখা মন্দ হইতেছে না, দোষের মধ্যে কিছু কর্কশ। সম্পাদক এখন মহোৎসাহের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সুতরাং ইহার এখনকার লেখা দেখিয়া কিছু বিশেষ মতামত প্রকাশ করা যাইতে পারে না।

মান্দ্রাজের গবর্ণর গ্রাণ্ট ডফ সাহেব সৈদাপট্ট নামক স্থানে কৃষি কালেজ খুলিবার সময়ে বলিয়াছেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কেবল শান্তিস্থাপন রেলওয়ে ও শিক্ষা বিস্তারের জন্যই বিশেষ যত্নবান। কিন্তু ভারতের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী সুতরাং ইহার উন্নতিকল্পে যত্নবান হওয়া তাঁহাদিগের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এরূপ কালেজ দ্বারা দেশের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা, অতএব তাঁহাদের এবিষয়ে দৃষ্টিপাত করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র এই কালেজে অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

বিজ্ঞানের বলে গল্পও সত্য হইয়া দাঁড়াইল। জলের ভিতর দিয়া জাহাজ চালানর গল্পই আমরা শুনিয়াছিলাম কিন্তু টৈয়ানো ফি য়াদারসেন নামক এক ব্যক্তি সত্য সত্যই তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। এই কার্য্যের নিমিত্ত তিনি এক খানি বাষ্পীয় পোত প্রস্তুত করিয়াছেন। এখানি ৬৬ হাত জলের নিম্ন দিয়া ১২ ঘণ্টা যাইতে পারে। জাহাজের মধ্যে বাতাস, গ্যাস প্রভৃতি সমস্তই থাকে, জলে ডুবাইবার সময়ে কয়েকটী কবাট খুলিয়া দিতে হয়, কিন্তু উঠাইবার সময়ে কিছু কষ্ট হইয়া থাকে, ১২ ঘণ্টার পরে বাতাস লইবার জন্য জাহাজ আর ভাসাইতে হয় না, পম্প দ্বারা বায়ু গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

কাঠ ও কয়লা পোড়াইবার সময়ে যাহাতে ধুম উত্থিত না হয় বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা তাহার চেষ্টা করিতেছেন।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম নিপাল রিসাম্বুস্সার ওকেনিলী সাহেব ও মজঃফরপুরের সব জজ বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু হাইকোর্টের অতিরিক্ত জজ হইলেন।

৩৯০ জন শিক্ষিত স্ত্রীলোক আমেরিকায় চিকিৎসকের কার্য্য করিতেছেন।

ওরিএণ্টাল টেলিফোন কোম্পানি মান্দ্রাজে টেলিফোন খুলিতেছেন। ইহার কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে মনোনীত করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণ অষ্ট্রীয়ায় যাহাতে কুলী প্রেরিত হয় তাহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য অষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট বোম্বাইয়ের গবর্ণরের ভ্রাতা মেজর ফার্গুসনকে দৌত্যকার্য্যে প্রেরণ করিয়াছেন।

আমাদের জনৈক সংবাদদাতা কাহালগ্রাম হইতে লিখিয়াছেন :—

" আজ কাল বঙ্গদেশেই যে কেবল বাল্য বিবাহের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এমত নহে। বিহারেও তাহার কতক কতক কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। গত ২৯ এ অগ্রহায়ণ এখানে একটী দন্তহীন বাঙ্গালি বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ইহাঁর বয়ঃক্রম কিঞ্চিদূন সপ্ততি বৎসর! ঈশ্বরেচ্ছায় ইনি ধনে পুত্রে সৌভাগ্যবান্। ইহাঁর ছয় পুত্র পৌত্র এবং কন্যা ও দৌহিত্রে গৃহ অলঙ্কৃত। ইহাঁর এ অবস্থায় এ ঘোঁড়ারোগ হইল কেন ঈশ্বরই বলিতে পারেন। কবে এমন বাল্য বিবাহ দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে? হিন্দুসমাজ আজিও তুমি এমন বিবাহ দিতে প্রস্তুত। তোমার বর্ত্তমান বিবাহ পদ্ধতিকে ধিক্।"

আমাদিগের চন্দননগরস্থ সংবাদদাতা বলেন হুগলীর ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার রবার্ট টমসন সাহেব চুচুড়ার কয়েকজন লোকের নিকট টাকা ঋণ করেন এবং পরিশোধ না করিয়া এখানে আসিয়া গা ঢাকা দেন। সকলে মনে করিয়াছিলেন যে, সাহেব এখান হইতে আর কোথাও চুচুড়ার মহাজনদিগের ভয়ে যাইতে পারিবেন না। কিন্তু সাহেব এখানেও সততার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। নবীনকৃষ্ণ দাসের দুই হাজার টাকা ঋণ করিয়া গত নবেম্বর মাসে এখান হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। তবে নবীন বাবু সাহেবের অনেক রকম দ্রব্য নিলামে বিক্রয় করিয়া অনেকাংশে প্রাপ্য মুদ্রা আদায় করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই সঙ্গে দরিদ্র গোয়ালা, রজক, প্রভৃতির অনেকগুলি টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণভারম আইন শিক্ষার্থ বিলাত গমন করিয়াছেন। ইনি অল্প কালের মধ্যে ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা ভালরূপে শিক্ষা করিয়া উত্তম পরীক্ষা দিয়াছেন, ইনি ইংরাজী ও সংস্কৃত অবলীলা ক্রমে এরূপ বলিতে পারেন যে তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইতে হয়। ইহাঁর হেথায় নাকি অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়ম ও মোক্ষমূলরের ন্যায় প্রতিষ্ঠালাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

আয়র্লণ্ডের জমীদারেরা প্রজার উপর যেরূপ অত্যাচার করেন এরূপ অত্যাচার কোন রাজ্যেই নাই। সভ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বুকের উপর বসিয়া জমীদারেরা অত্যাচার করিতেছেন, আর তাঁহারা তাহার নিবারণ চেষ্টা না করিয়া তাঁহাদিগের সহায়তা করিতেছেন এ বড় ক্ষোভের বিষয়। আয়র্লণ্ডবাসীরা এখন খণ্ড যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য আইন যত কঠোর করা হইতেছে, তাহাদিগের ক্রোধও তত প্রদীপ্ত হইতেছে। টথ নামক সংবাদ পত্র বলেন যে, একদা ভারতবর্ষের কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজ আয়র্লণ্ডের এক জন ভূস্বামীর বাটীতে গমন করিয়াছিলেন, কথোপকথনে তিনি তাঁহাকে এক জন বিশিষ্ট ভদ্র লোক জানিতে পারিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি নাকি তাঁহার প্রজাদিগকে মনুষ্য বলিয়াই জ্ঞান করেন না। তিনি তাহাদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করেন তদ্দর্শনে সাহেব বলিয়াছেন, আমি ভারতবর্ষে থাকিতে প্রজাদিগের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিয়াছি, কিন্তু আপনি যেরূপ করিতেছেন, এরূপ করিলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আমি কোন ক্রমে তাহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতাম না, আমার জীবন তাহাদিগের হস্তেই বিনষ্ট হইত।

১৮৮০-৮১ অব্দে ভারতবর্ষে তুলার চাস অতি উত্তম হইয়াছে, অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যায় ১ লক্ষ ২০ হাজার বিঘা অতিরিক্ত ভূমিতে তুলার চাস হইয়াছে। উক্ত প্রদেশ হইতে ১১২৭৫৪০ মণ তুলা রপ্তানির জন্য প্রেরিত হইয়াছে। বঙ্গদেশেও তুলার চাস মন্দ হয় নাই, বোম্বাইয়ে ২৬৮৮০ ও বঙ্গদেশে ১২৬৮০৮ মণ উৎপন্ন হইয়াছে।

চোরঙ্গীর ভিতর দিয়া যে ট্রামওয়ে খোলা হইয়াছে আগামী মাস হইতে ইহা দ্বারা মাল আমদানী রপ্তানী হইবে। গত মঙ্গলবার বৈকালে এঞ্জিন দ্বারা গাড়ি চালাইবার পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে।

কলিকাতার হেয়ার সাহেবের স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু গিরীশচন্দ্র দে ১ লা ফেব্রুয়ারি হইতে পেন্সন গ্রহণ করিবেন।

বিধবা বিবাহ ক্রমে বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়া উঠিল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসীরাও এক্ষণে ইহার উপকারিতা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয় ভদ্র লোক বিধবা বিবাহ করিয়া লোকদিগকে আপনাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

আমেরিকাবাসীরা গ্লাডষ্টোন সাহেবকে বড়ই শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকে, তাহারা দশ মুখে গ্লাডষ্টোনের সুখ্যাতি করে বলিয়া ইংরাজেরা গ্লাডষ্টোনের একটী প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের এজেণ্ট লাড ফোর্ড লেসলি সাহেব শীঘ্রই বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইবেন। বর্ত্তমান এজেণ্ট ক্যাম্বেল সাহেব ১৮ ই হইতে প্রধান লোকোমটীব সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া জামালপুরে যাইবেন।

বারাণসীর রাজা শিবপ্রসাদ গবর্ণর জেনেরলের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন।

প্রভাতী বলেন শ্রীরামপুরের একটী স্ত্রীলোক পুত্রশোকে অধীর হইয়া জলচ্ছিত্রায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

১৬ ই ডিসেম্বর রাত্রিতে বিডনষ্ট্রীটে এক আশ্চর্য্য রকমের চুরী হইয়া গিয়াছে। চোরেরা গৃহস্বামীর সহিত কথা কহিতে কহিতে এক আরক দ্বারা তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলে এবং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামিনীর মুখ বন্ধ করিয়া যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। বাবুর সন্তান সন্ততি নাই; দাস দাসীরাও নাকি ইহাতে লিপ্ত ছিল।

আমাদিগের মজীলপুরস্থ সংবাদদাতা বলেন, গত ১ লা পৌষ শনিবার বেলা ১২ টার সময় জয়নগর মিত্রগঞ্জ নামে প্রসিদ্ধ গঞ্জে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড সমুদ্ভূত হইয়া গঞ্জকে ছার খার করিয়া দিয়াছে। একটী সামান্য দোকানদারের অমনোযোগিতায় এই শোচনীয় কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। গঞ্জের ১৫০ খানি ঘর ও আটের চালা সকল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুখের বিষয় এই, মহাজনদের মাল বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। জয়নগর পুলিস ও জয়নগর মজিলপুরের অনেকগুলি ভদ্রবংশীয় যুবক মিলিত হইয়া মহাজনদের মাল রক্ষা করিয়াছেন। সর্ব্ব সমেত প্রায় ৪০ সহস্র টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

নদীয়ার সংবাদদাতা বলেন—জ্বর দেখা দিলেন। একখানি গ্রাম হইতে দশখানি গ্রাম করিয়া ক্রমে সমস্ত জেলা ব্যাপিয়া উঠিল, এইরূপ সংবাদ পূর্ব্বে দিয়াছি। তৎপরে জ্বররোগ শান্তভাব ধারণ করিবার পূর্ব্বেই আবার সাক্ষাৎ যমদূত বিসূচিকা এমন দারুণ শীতের সময়ে দেখিতেছি ২।৪ টী গ্রামে অগ্রসর হইয়া কতকগুলিকে শয্যাশায়িত এবং কয়েক জনকে অকালে কালকবলিত করিয়াছে।

আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোকের যত্নে "কমারসিয়াল কোম্পানি লিমিটেড" এই নামে সম্প্রতি উত্তর বঙ্গ ষ্টেট রেলওয়ের প্রান্তসীমাবর্ত্তী ষ্টেশন কাউনিয়া নামক স্থানে বাণিজ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। অবস্থা ও সুবিধা বিবেচনায় স্থানান্তরে শাখাকার্য্যালয় সংস্থাপিত হইবে। মূলধন ৩০,০০০ সহস্র টাকা। এই মূলধন ৩,০০০ তিন সহস্র অংশে বিভক্ত, প্রত্যেক অংশের মূল্য দশ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অংশার্থিকে আবেদনকালে প্রার্থিত সংখ্যক অংশের সম্পূর্ণ টাকা এক যোগে প্রদান করিতে হইবে।

বিলাতের যুবকদিগের মস্তক ক্রমে ছোট হইতেছে, সুতরাং মস্তিষ্ক কমিয়া যাইতেছে কি না, বৈজ্ঞানিকেরা তাহার পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন।

বোম্বাইয়ে ৬০৬০৯৩০ অবিবাহিত পুরুষ ও ২৫১৭৯৩০ রমণী এবং বিবাহিত পুরুষ ৩৬৯২৪৫৬ ও স্ত্রী ৪০১৩৮৫৭ আছে। এতদ্ভিন্ন ১৪২৪৭৩৬ বিধবা ও ৪৪৩৯১৭ পত্নীহীন পুরুষ আছে।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন তিব্বতদেশবাসীরা মৃত ব্যক্তির দেহ কুকুর দিয়া খাওয়াইয়া থাকে। দরিদ্র লোকদিগের দেহ মেটো কুকুরে খায় আর ধনী লোকদিগের দেহ ধর্ম্মমন্দিরস্থ কুকুরকে খাইতে দেওয়া হয়।

কলিযুগ বলেন পণ্ডিত নিত্যানন্দ মিশ্র ভাগল পুরের নীচ লোকদিগকে মদ্য পান হইতে নিবৃত্ত করিবার একটী উত্তম উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে কতকগুলি গাঁজাখোর ভণ্ড যোগী ও গোঁসাই সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন এবং তাহাদিগের উপর হিন্দু ধর্ম্ম প্রচারকের ভার সমর্পণ করিয়াছেন। এই যোগীদিগের মধ্যে এক এক জন প্রতি ভাটীতে যাইবে এবং যেখানে নীচ লোকেরা দলবদ্ধ হইয়া মদ্য পান করিবে যোগীও তাহাদিগের সহিত মিশিয়া মদের অপেক্ষা গাঁজা ও ভাঙ্‌ ভাল বলিয়া ব্যাখ্যা করিবে। ক্রমে যেমন তাহারা মদ ছাড়িয়া গাঁজা ভাঙ্‌ ধরিবে সেই সময়ে তাহাদিগের নিকট ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করা হইবে। যাহা হউক পরামর্শ মন্দ নহে। কার্য্যে পরিণত হইলে হয়।

জন ডেভিড নামক এক খানি জাহাজ পাট লইয়া চট্টগ্রাম হইতে ইংলণ্ড যাইতেছিল, কিন্তু দৈবাৎ অগ্নি লাগিয়া প্রায় ৩৫০০০ মণ পাট পুড়িয়া গিয়াছে।

বোম্বাইয়ের চর্ম্মব্যবসায়ীরা বানরের চামড়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এত বার দেখিতেছি বানর বংশ ধ্বংস হইবে।

চীন যুবকেরা আমেরিকায় বিজ্ঞান শিল্পাদি শিখিতে গিয়া সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালীর পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছিলেন বলিয়া চীন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিয়া ইউরোপে প্রেরণ করিতেছেন।

বোষ্টন নগরে একটী বাষ্প গাড়ি হইবার প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু [illegible] ৮ তোলা গৃহ [illegible] হইতে হয়, বাটী অধিকারী [illegible] জন্য দিতে [illegible] ইঞ্চি সরাইয়া দিয়াছেন। ইহার ওজন ১৯,০০০ মণ। সরাইতে ১৪ ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সহকারী সভাপতি বাবু [illegible] পদত্যাগের প্রার্থনা করিয়া যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা ফেরত লইয়াছেন।

আগামী ৯ ই জানুয়ারী বি, এ ও বি, এল পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। ভূতপূর্ব্ব ঠাকুর আইনের অধ্যাপক ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র ও ব্যারিষ্টার নগেন্দ্রনাথ ঘোষ এবার শেষোক্ত পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।

লোহা ও ইস্পাতের ন্যায় পাটে রণতরির আবরণ প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

শান্তিপুরের সংবাদদাতা বলেন, কমলমণি নাম্নী কোন ভদ্রলোকের পুত্রবধূ সম্প্রতি পত্র লিখিয়া স্বদেশ হইতে মহেশ্বর ঘোষ নামক এক ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন। [illegible] ঐ [illegible] পলায়ন করিতে হইয়াছে। কিন্তু [illegible] বলিয়া হউক, অথবা [illegible] বলিয়াই হউক, মহেশ্বর ঘোষ কমল সহিত অপরমণির শ্বশুরালয়ে ধৃত হইয়া পুলিস সোপর্দ্দ হয়, কিন্তু স্থানীয় সব ইনস্পেক্টর তাহাকে "মটীচোর" বলিয়া চালান দিতে অসম্মত হইয়া দরখাস্তে ঘটনার প্রকৃত বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠান এবং আসামীকে হাজির জামিন লইয়া ছাড়িয়া দেন। রাণাঘাটের ডেপুটী বাবুকে কোর্ট সব ইনিস্পেক্টর ঐরূপ রিপোর্ট [illegible] আসামীকে [illegible] উচিত। তদনুসারে সব ইনিস্পেক্টর [illegible] করিয়া দরখাস্তে চালান দিয়াছেন। [illegible] অভিপ্রায় ছিল।

সাব বর্ট ক্রস টকপোর্ট নামক স্থানে একটী জন সমাজের সভা সংস্থাপন করা হইয়াছে [illegible] গবর্ণমেণ্টের উপর সাধারণ লোকের [illegible] অনুরাগ ছিল, এক্ষণে তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছে, লোকে শীঘ্রই তাঁহাদিগের বিরুদ্ধাচারী হইয়া উঠিবে।

দেড় আনা ও তিন আনা মূল্যের [illegible] বিক্রয়ার্থ ভারতবর্ষে আসিয়াছে।

মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴০ আনা; ৴০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

১৬০ নং মাণিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ সম্মত সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা রক্তাতিসার শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। ইহা নির্ব্বিঘ্নে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন।—

কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধের আশু উপকারিতা দর্শনে আপন আপন রোগীদিগকে ব্যবহার করাইতেছেন।

এক শিশির মূল্য ২৲। প্যাকিং ৵০।

চন্দনাসব।

(সকল প্রকার মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।)

এই মহৌষধ এক সপ্তাহ সেবন করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ আরোগ্য হয়। প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত সপূয় ধাতু নির্গত হইলে তিন মাত্রা এই ঔষধ সেবনে তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেত প্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিতস্রাব এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা, এই ঔষধ দ্বারা অতি সত্বরে আরোগ্য হয়, এবং এই সকল রোগজনিত মস্তিষ্কের হীনবল, হস্ত পদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য থাকিলে, তাহাও ক্রমশঃ রোগের সহিত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয়গণ এই মহৌষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। ঔষধ সেবনের নিয়ম ও পথ্যাপথ্য শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

৪ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

চিকুরবিলাস।

এই সুগন্ধ বিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয়, এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

অনঙ্গমঞ্জরি তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথাভার, মাথাঝনঝনানি, মাথাবেদনা, আদকপালে, মস্তিষ্কহীনতা, চক্ষে জলপড়া, মাথা কামড়ান, শিরঃপীড়া ঘাড় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সেটেধরা ও সড়সড়ানি এবং কর্ণে পুঁজপড়া প্রভৃতি মস্তকের সমস্ত রোগ ও সমস্ত যন্ত্রণা দূর করিয়া স্বাভাবিক ভাব অবলম্বন করে, এবং চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়, দেহের পুষ্টিসাধন করে ও বমনাদি নিবারিত হইয়া শরীরের বল বৃদ্ধি করে, এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হয়।

এক শিশির মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভদোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য ৮ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

অমৃতাসব।

(সকল প্রকার কাশরোগের বিশেষ ঔষধ।)

সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সর্দ্দি,কাশী এবং তৎসংক্রান্ত বক্ষঃবেদনা, পার্শ্বশূল, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, শ্বাসকষ্ট (অর্থাৎ বায়ুনালিতে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অবিরামিক শ্বাসপ্রশ্বাস) হাঁপানি প্রভৃতি উপসর্গ সকলের সত্বর শান্তি হইয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে।

এক শিশির মূল্য ১॥০। প্যাকিং ৵০ আনা।

এই ঔষধালয়ে মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন।

মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ।

মূল্য ১॥০ ডাক মাসুল ⁄১০।

কলিকাতা ১৪ নং কালেজ স্কোয়ার রায়প্রেস ডিপজিটরীতে এবং কতিপয় প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৮ আউন্স ৭, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৶০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

——:০:——

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর,শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

বঙ্গবাসী

অল্প মূল্যে বৃহৎ বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০ ; অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১॥০ ডাক মাসুল সমেত ২, মাত্র। কলিকাতা, হুগলী, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, এই কয়েক স্থানের গ্রাহকগণ অগ্রিম ১॥০ টাকা দিলে এক বৎসর কাগজ পাইবেন। বঙ্গবাসীর উদ্দেশ্য জনসাধারণমধ্যে জ্ঞানের বিস্তার,—জনসাধারণকে রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য, জনসাধারণের চোখ্ মুখ্ ফুটাইবার জন্য বঙ্গবাসীর জন্ম। বাবু গোপালকৃষ্ণ ঘোষ উকীল; বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত; (সিপাই যুদ্ধের ইতিহাস প্রণেতা) বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; (রামমোহন রায়ের জীবনচরিত প্রণেতা) বাবু অম্বিকাচরণ মিত্র, এমএ, বিএল; বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এমএ, বিএল, চারুবার্ত্তার সম্পাদক বাবু অদ্বৈতচরণ বসু; বাবু কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায়,—ইঁহা ব্যতীত আরও দুই জন বিজ্ঞ বহুদর্শী লেখক বঙ্গবাসিতে লিখিবেন। ২৬ এ অগ্রহায়ণ বঙ্গবাসী প্রকাশিত হইবে। গ্রাহকগণ আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

নং ২৪ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট মৃজাপুর কলিকাতা। } শ্রীউপেন্দ্রনাথ সিংহ রায় কার্য্যাধ্যক্ষ।

বৈরাগ্য বিপিনবিহার।

(কাব্য)

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় বিরচিত।

কলিকাতার পটলডাঙ্গার ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত ডিপজিটরী এবং শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ টাকা ডাকমাসুল ৴০ আনা।

পাইকপাড়া নর্সরি।

এখানে সর্ব্বপ্রকার ফুল ও ফলের কলম, নানা প্রকার সুদৃশ্য উদ্যানশোভাকর তরু ও লতা উদ্যানকার্য্যের উপযোগী নানা প্রকার অস্ত্রাদি এবং দেশী ও বিদেশীয় বহু প্রকার শাক সবজীর বীজ অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়। তালিকার আবশ্যক হইলে একখানা ষ্টাম্প আমার নিকট পাঠাইতে হইবে। আপাততঃ রোপণযোগ্য সবজির বীজ অর্থাৎ চৈতে শশা কাঁকুড় তোবমুজ খোরমুজ পেঁড় আকারের বৃহৎ সুমিষ্ট খোরমুজ শাক ইত্যাদি হরেক রকমের বীজ প্রতি পেকেটের মূল্য ১৮০ এক টাকা বার আনা।

কৃষি ও উদ্যানকার্য্যে জ্ঞান বিস্তার জন্য নবসরি হইতে কৃষিতত্ত্ব নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। তিন বৎসর হইতে কৃষিতত্ত্ব যাবতীয় প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আসিতেছে; উহার বার্ষিক চাঁদা ডাক মাসুল সমেত ৩৵০ আনা মাত্র।

মফস্বলস্থ মহোদয়গণের অনুরোধে নর্সরি আফিসে আমরা এজেন্সির কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। বিদেশস্থ ব্যক্তিগণের যে কোন দ্রব্যের আবশ্যক হয় আমাদিগের দ্বারা তাহার সত্বর সুবন্দোবস্তে সরবরাহ হইয়া থাকে। পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে কমিশন লইয়া থাকি; অধিক টাকার দ্রব্য খরিদ করিতে হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হয়। অন্যান্য বিষয়ে আমাদিগকে পত্র লিখিলে জানান যাইবে। ভরসা করি দেশীয় মহোদয়গণ আমাদের এজেন্সির কার্য্যদক্ষতা এবং তাহার প্রণালী পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সরি কলিকাতা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত মৎকৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাসুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাসুলসহ ৭॥০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাসুল ।৵০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৵০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫।০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪।৵০ গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—উনা	১০
" " হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—খিদিরপুর	১০
" " কৈলাসচন্দ্র হালদার—ত্রিমোহনি	৭
" " বালগোবিন্দ সেন—গয়া	৭
" " কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায়—ভবানীপুর	৫
" " কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—ঐ	৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " ৭ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ১৯ এ পৌষ। ইং ১৮৮১। ২ রা জানুয়ারি। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

প্রেরিতপত্র।

কয়েকটী গ্রামের দুরবস্থা।

জেলা বৰ্দ্ধমানের শেষ পূর্ব্বাংশে কালনা থানার অধীনে মির্জাপুরের খাল বা খড়ী নদীর উভয় কূলে শ্রেণীবদ্ধরূপে নাদাই, গাঁপুর, বামেশ্বরপুর, গোপীনাথপুর ও চৈতন্যপুর প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম আছে। সুসভ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সুশাসন প্রভাবে ভারতবর্ষের কত স্থানের কত প্রকার উন্নতি ও পরিবর্ত্তন সংঘটন হইয়াছে। কিন্তু উল্লিখিত গ্রামগুলির বাহ্য ও আভ্যন্তরিক অবস্থা সকল দর্শন করিলে সেই অপরিবর্ত্তিত আদিম অসভ্যাবস্থাই স্মরণ হয়, এবং উহা যে কস্মিন্ কালেও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে আসিয়াছে, এরূপ অনুভব করাও কঠিন হয়। বেঙ্গলী পত্রের বর্ত্তমান সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ সিবিলিয়ান বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত পূজার সময় ষ্টীমার আরোহণে এ অঞ্চলে এক দিন ভ্রমণ উপলক্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি ক্ষণেকের নিমিত্ত গ্রামগুলির বাহ্য দুরবস্থা দর্শন করিয়া এতদূর দয়ার্দ্র-চিত্ত ও দুঃখিত হইয়াছিলেন, যে গত নবেম্বর মাসে এক খানি বেঙ্গলীতে সেই দুরবস্থার কতকটা উল্লেখ করিয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যদি তিনি এ অঞ্চলে দুই চারি দিন অবস্থিতি করিয়া গ্রামগুলির আভ্যন্তরিক অবস্থা সকলের একটু অনুসন্ধান লইতেন, তাহা হইলে নিজ পরদুঃখকাতরহৃদয়ে কতই যে বেদনানুভব করিতেন, তাহা বলিতে পারি না। গ্রামগুলিতে সুশিক্ষা ও স্বাস্থ্য রক্ষার সুনিয়ম থাকা দূরে থাকুক, পথ ঘাটের সুবন্দোবস্ত চুলোয় যাউক, অথবা সুখসেব্য দ্রব্যাদির সম্ভোগ বা সৌখীনতার সুবিধাদার নাই থাকুক, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। গ্রামগুলির দরিদ্র অধিবাসিগণ যে সকল দৈব উপদ্রব ও মনুষ্যকৃত অত্যাচারপরম্পরা এ যাবৎ ক্রমাগত সহ্য করিয়া আসিতেছে, উপায়ে তাহা হইতে পরিত্রাণ পায়, তাহারা আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান জ্ঞানে আপন অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দেয়। অধিবাসীদিগের অধিকাংশ সামান্যরূপ কৃষিকার্য্যের দ্বারা দিন নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তাহাদের লেখা পড়া শিখিবার প্রয়োজন কিছুমাত্র নাই। সুতরাং তাহারা অধিকাংশই নিতান্ত নিরীহ-স্বভাব, নিঃস্ব ও নিরক্ষর। একে স্বভাবতঃ তাহাদের এই শোচনীয় অবস্থা, তাহাতে গত কয়েক বৎসরাবধি বর্দ্ধিত দৈব বিড়ম্বনায় দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়া জ্বর ও অন্যান্য সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন স্থানগুলি প্রায় জনশূন্য অরণ্যের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। হতাবশিষ্ট মৃতকল্প যে কয়েক জন জীবিত আছে, তাহাদিগের উপর স্থানীয় তালুকদার ও তাঁহাদের অধীনস্থ আমলা ও গমস্তাদিগের যেরূপ দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার দেখা যাইতেছে, তাহাতে স্থানগুলির সম্পূর্ণ উৎসন্নদশা প্রাপ্ত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। ফলতঃ এই হতভাগ্য দীন ও দরিদ্র অধিবাসীদিগের শারীরিক, মানসিক ও সাংসারিক দুরবস্থা সকল যুগপৎ দর্শন করিলে মনে ইহাই ধারণা হয়, যে এই দুর্ভাগ্য মনুষ্যজাতীয় জীবগুলির মা বাপ কেহই নাই। ইহারা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কোন উৎকট পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত শুদ্ধ দৈব ও মনুষ্যকৃত বিবিধ অত্যাচার সহ্য করিবার জন্যই জগতের এই অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

গ্রামগুলি বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজের বৃহদায়তন বিস্তৃত জমীদারির অন্তর্গত। কিন্তু গ্রামবাসীদিগকে বর্দ্ধমান মহারাজের প্রজা বলিয়া পরিচয় দিবার বা অহঙ্কার করিবার উপায় নাই। কেন না, বৰ্দ্ধমান রাজসংসারের চিরপ্রচলিত রীত্যনুসারে পত্তনি বন্দোবস্তের দ্বারা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারের হস্তগত হইয়া বহুকালাবধি তাহাদেরই সম্পত্তি মধ্যে পরিগণিত ও তাহাদেরই দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার এবং অনুচিত প্রভুত্ব বিস্তারের এক মাত্র ক্ষেত্র হইয়া রহিয়াছে। ইহাই গ্রামগুলির যাবতীয় দুরবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ। কেন না, জমীদারী পত্তনি লওয়া পত্তনিদারদিগের একটা ব্যবসায়। লাভের জন্যই তাহারা পত্তনি লইয়া থাকে, সুতরাং ন্যায়ে হউক, অন্যায়ে হউক যাহাতে প্রজাদিগের নিকট দশ টাকা লাভ হয়, তাহারা যে স্বতঃ পরতঃ তাহারই চেষ্টা করিবে, ইহা বলা বাহুল্য। প্রজাদিগের সুখ দুঃখের সহিত তাহাদের সম্পর্ক কি? প্রজারা দুর্ভিক্ষের করাল কবলে নিপতিত হইয়া অনশনেই প্রাণত্যাগ করুক, বা ম্যালেরিয়া জ্বরে জর্জ্জরিত হইয়া, ঔষধ পথ্য ও চিকিৎসাভাবেই মরুক, কিম্বা শিক্ষা বিরহে মনুষ্য হইয়াও পশুরও অধম হইয়া থাকুক, অথবা পথ ঘাটের অভাবেই বহুবিধ কষ্টভোগ করুক, সে সকল বিষয়ে তাহাদের দৃষ্টিপাতের প্রয়োজন কি? তাহাতে তাহাদের লাভের বিষয় কি আছে? বরং সে সকল দুশ্চিন্তা করিয়া যে সময়টুকু বৃথা নষ্ট করিবে, সে সময়ের মধ্যে প্রজারা দুর্ভিক্ষাদি দৈব উপদ্রবে একান্ত অসমর্থ হইয়া অগত্যা খাজানার যে টাকাগুলি বাকী ফেলিয়াছে, তাহা আদায় করিবার তদ্বির করিলে, বা তদর্থে, তাহারা আপন আপন পীড়িত ও দুর্ব্বল শরীরের তরল রক্ত জল করিয়া কথঞ্চিৎ জীবন ধারণোপযোগী যে যৎকিঞ্চিৎ শস্য উৎপাদন করিয়াছে, তাহা ক্রোক করিয়া আত্মসাৎ করিলে, অথবা সামান্য একটা অপরাধের ছলনা করিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া দুটাকা জরিমানা করিতে পারিলে, তাহাদের অনেক উপকারে আসিবে। বস্তুতঃ সম্পাদক মহাশয়! তালুকদার ও তাহাদের অনুচরদিগের এইরূপ নির্দ্দয় ব্যবহারের দ্বারাই প্রধানতঃ গ্রামগুলির এই উৎসন্নদশা উপস্থিত হইয়াছে। মনে করুন, যদি তাঁহারা স্বার্থপরতা একটু পরিত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ সদয়চিত্ত ও পরোপকারী হইতেন, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ ও মারীভয়াদি দৈব বিপদ হইতেও অনেক লোকের জীবন রক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহাদের নিঃস্বার্থতা ও লোকহিতৈষিতা দূরে থাকুক, তাঁহারা নিজ নিজ সৌভাগ্যক্রমে এই নিঃস্ব ও অসহায় প্রজাদিগের উপর যে একটু প্রভুত্ব ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই প্রভুত্ব ও ক্ষমতার এতদূর অপব্যবহার করিয়া থাকেন, যে এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সুকঠোর বৃটিশ শাসনের অধীনে থাকিয়া তাদৃশ আচরণ নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াই অনেকে বোধ করিবেন। কিন্তু যদি তাঁহারা স্বচক্ষে এই "আঁধার গাঁয়ের শেয়াল বাঘ" মহাশয়দিগের দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার একবার দেখিয়া যান, তাঁহাদের সে বিশ্বাস তখনি যে অপনীত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "সিরাজউদ্দৌলা" মহাশয়দিগের সকলগুলিই প্রায় সমান। সকলগুলিই প্রায় এক ছাঁচে গঠিত। তন্মধ্যে একটা অবতার আবার সকলের অপেক্ষা এককাঠী সরস যাইতেছেন। এই গুণপুরুষের গুণের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইলেই তাঁহার অধিকারে প্রজারা কেমন পরমসুখে বসবাস করিতেছে, তাহা অনেকে বুঝিতে পারিবেন। এই জন্য প্রস্তাবটী সুদীর্ঘ হইলেও তাঁহার গুণের একটু পরিচয় না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

এই মহাশয়ের স্বর্গীয় পিতা ঠাকুর মহাশয় অতিশয় বৈষয়িক ও কৃপণাশয় ছিলেন। তন্নিবন্ধন সমস্ত জীবনে অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়া যান। ইনি নিজ উদার আশয়ের সহিত পিতৃসঞ্চিত বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। জমিদারীর "বাজে আদায়টা" ইহাঁর ও ইহাঁর আমলাগণের এমনি প্রিয় পদার্থ যে সেই প্রিয় "বাজে আদায়" বজায় রাখিবার জন্য যদি সত্য ও ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিতে হয়, যদৃচ্ছা মিথ্যা প্রমাণের সৃষ্টি করিতে অথবা তাহার বিরোধী কোন ব্যক্তিকে জব্দ করিবার জন্য যে কোন অসৎ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হয়, তাহার কিছুতেই তাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন। একটী অতি অদ্ভুত কৌশলে তিনি বা তাঁহার কর্ম্ম-

চারীরা ঐ সকল সৎকার্য্যে সততই কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। বিবিধ অত্যাচার করিয়া তাহা প্রমাণিত হইতে না দেওয়াই সেই কৌশল। মনে করুন, একটী প্রজাকে কোন কারণে ধরিয়া লইয়া গিয়া ইচ্ছামত তাহার জরিমানা বা তাহাকে মারপিট করিলেন, অপর যাহারা তথায় উপস্থিত থাকিয়া স্বচক্ষে দর্শন করিল, তাহাদিগকেও ঐরূপ অত্যাচারের ভয়প্রদর্শন করিয়া তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে বা প্রয়োজনমত তাহার সাক্ষ্য দিতে দৃঢ়রূপে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল। অত্যাচারভয়ে ভীত ব্যক্তিগণ কোন মতেই তাহা কাহারও নিকটে প্রকাশ করিল না, বা প্রয়োজনমত তাহার সাক্ষ্য দিতে সাহসী হইল না। সুতরাং উৎপীড়িত ব্যক্তি অত্যাচরিত হইয়াও আদালতের আশ্রয় লইতে পারিল না, অথবা লইলেও প্রমাণের অভাবে তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারিল না। এই সুকৌশলে তিনি তাঁহার অধিকৃত তালুকের দেওয়ানী ও ফৌজদারী ব্যাপার হস্তগত করিয়া লইয়াছেন। তাহাতেও তাঁহার বিলক্ষণ দশ টাকা আয় হইতেছে, এবং দুঃখী প্রজাদিগের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিয়াও অনায়াসে পার পাইয়া যাইতেছেন। বিচারপদ্ধতিও চমৎকার! ইহাঁর নিকট কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই জরিমানা হইয়া থাকে। প্রায় প্রতিনিয়তই এইরূপ সদ্বিচার বিতরিত হইতেছে, অথচ "ডুব দিয়ে জল খেলে শিবের বাবাও যেমন টের পান না" ইহাঁর ও ইহাঁর আমলাগণের কৃত এই সকল সদ্বিচার কখনও কোন আদালতের কর্ণগোচর হয় না। গ্রামে স্বাধীনচিত্ত সুশিক্ষিত ভদ্র লোক নাই বলিলেই হয়। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ যাঁহারা আপনাদিগকে ভদ্র বলিয়া পরিচয় দেন, সমুচিত সুশিক্ষা ও সুমার্জ্জিত বুদ্ধির অভাবে তাঁহারা ইতরলোকেরও অধম হইয়া গিয়াছেন। ইতরলোকদের মনের বল তত টা না থাকুক, সর্ব্বদা শ্রমজনক জীবিকা ও ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত থাকাতে তাহাদের অনেকের শরীরেও একটু বল আছে, কিন্তু ভদ্র নাম মাত্রে অভিহিত ব্যক্তিরা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও আলস্যপরায়ণ। ঐ হতভাগাদিগের শরীর ও মন উভয়ের কোনখানে কিছুমাত্র বলের কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং তাঁহারা ইতরলোক অপেক্ষাও অপমানসহিষ্ণু, ধুলী অপেক্ষাও অপদার্থ, এবং কুক্কুর অপেক্ষাও প্রভুভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা তালুকদার ও তাঁহাদিগের কর্ম্মচারীদিগের ঐ সকল অত্যাচারের পরিপন্থী হওয়া দূরে থাকুক, সমুচিত তেজস্বিতার অভাবে তাঁহারাই আবার উহার প্রধান প্রতিপোষক হইয়া থাকেন। প্রয়োজনমত মিথ্যা-সাক্ষ্য দিতে ইতরলোক অপেক্ষা ইহাঁদিগকেই অধিকতর অগ্রসর হইতে দেখা যায়। কেন না, ইতরলোকেরা আপন আপন শ্রমোপার্জ্জিত ন্যায়সঙ্গত জীবিকালাভে সন্তুষ্ট। কিন্তু তাস পাশা ও তোষামোদমাত্র উপজীবী এই ভদ্ররূপী অভদ্রেরা সেরূপ পরিশ্রমে একবারে অপারগ, সুতরাং অন্যায় ও অধর্ম্মের দ্বারা যদি কিছু সহজে উপার্জ্জন করিবার সুবিধা পান, কেনই বা তাহা পরিত্যাগ করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকের অদৃষ্টে সেরূপ উপার্জ্জনও ঘটে না, কেবল তোষামোদমাত্রের বশবর্ত্তী হইয়া শুধু প্রভুর মনস্তুষ্টিসম্পাদনের জন্যই অতি আগ্রহের সহিত অকুণ্ঠিতচিত্তে তাদৃশ অবৈধ আচরণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

একটীমাত্র স্বাধীনচিত্ত অথচ মধ্যবিত্ত ভদ্র লোক পূর্ব্বে বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে বিদেশে থাকিতেন। ইদানীং চারি পাঁচ বৎসরাবধি উল্লিখিত গ্রামগুলির কোন একখানি গ্রামে আসিয়া বসবাস করিতেছেন। তিনি নিজ জন্মভূমির ঐরূপ উৎসন্নদশা দর্শনে দয়ার্দ্র ও দুঃখিত হইয়া তদ্বিমোচনের জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিতেছেন। গ্রামবাসী বালকদিগের বিদ্যা শিক্ষার উপায় মাত্র ছিল না, তাঁহারই যত্নে ও উদ্যোগে যেমন হউক একটী বঙ্গবিদ্যালয় স[illegible]পিত হইয়া প্রশংসার সহিত এ পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে। লোকের চলিবার সুগম পথ ছিল না, তিনিই বহুবিধ যত্ন ও কায়িক পরিশ্রমে সাধারণ চাঁদা দ্বারা কতক টাকা সংগ্রহ করিয়া ও কাল্‌না ব্রাঞ্চ রোড ফণ্ড হইতে কতক সাহায্য লইয়া এবং সাধ্যানুসারে নিজ হইতেও কতক দিয়া মির্জ্জাপুরের বড় রাস্তা হইতে নাদাই খাঁপুর ও রামেশ্বরপুরের মধ্য দিয়া হুগ্গা গ্রামের শেষ পর্য্যন্ত একটী অতি উৎকৃষ্ট শাখাপথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই এই পক্ষ গ্রামবাসী পথিকগণ পরম সুখে গতায়াত করিতেছে। চিকিৎসার উপায়মাত্র ছিল না, তিনি নিজ ব্যয়ে সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা স্কট টমসন কোম্পানির বাটী হইতে অতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ঔষধ আনয়ন করিয়া দীন দুঃখীদিগকে অকাতরে বিতরণ করিতেছেন, তদ্দ্বারাও অনেকে অনেক উৎকট রোগের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। আমরা যত দূর জানি, নিশ্চয় বলিতে পারি, এই ঔষধ বিতরণ ব্যাপারে গত চারি বৎসরে তাঁহার এক সহস্র টাকারও অধিক ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। তথাপি তাহাতে তাঁহার আনন্দ বিনা ক্ষোভ নাই। সুদীন ও দরিদ্র অধিবাসীরা কোন উপায়ে তালুকদার বা তাঁহাদের তত্তোধিক দুরাচার কর্ম্মচারীদিগের নির্দ্দয় অত্যাচার হইতে নির্ম্মুক্ত হয়, ইহাও ঐ সদাশয় ভদ্রসন্তানের ঐকান্তিক বাসনা। কিন্তু তাঁহার সেই নির্ম্মল বাসনা পূর্ণ হওয়া দূরে থাকুক, অপরকে অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া তিনি নিজেই নানারূপে অত্যাচরিত হইতেছেন। কেন না, তাঁহার সেই সৎচেষ্টা দ্বারা পাছে প্রিয় "বাজে আদায়ের কোন বাধা উপস্থিত হয়, এই ভয়ে প্রাগুক্ত বাজে আদায়প্রিয় মহাপুরুষ ও তাঁহার অনুচরগণ উক্ত ভদ্রলোকটীর উপর এমনি আড়ে হাতে লাগিয়াছেন, যে যাহাতে তিনি এখানে আর বসবাস করিতে না পারেন, ইহাই তাঁহাদের প্রধান চেষ্টা হইয়াছে। আর আর বৃত্তান্ত পরে লিখিত হইবে।

হ য ব র ল।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

স্থান হইল না বলিয়া ভগবতী বাবুর পত্র ও মধ্যাস্থের পত্র এ সপ্তাহে প্রকাশিত হইল না।

সোমপ্রকাশ

১৯ এ পৌষ সোমবার।

বঙ্গদেশের পুলিশ।

নিম্ন বঙ্গের পুলিসের ইনস্পেক্টর জেনারল মনরো সাহেব অনেক দিন অবকাশ লইয়াছেন, তাঁহার অনুপস্থিতিকালে লায়েল সাহেব তদীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেন। ১৮৮০ সালের ১৮ ই ডিসেম্বর তিনি স্বীয় কার্য্যভার প্রতিগ্রহণ করেন। নিম্নবঙ্গের সিবিল পুলিসে, মিউনিসিপাল পুলিসে, পূর্ব্ব সীমা প্রদেশীয় পুলিসে, রেলওয়ে পুলিসে এবং চট্টগ্রাম পার্ব্বতীয় পুলিসে সমুদয়ে ৭৮ জন প্রথম শ্রেণীর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী আছেন; ৩০৯৭ জন নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী এবং ১৪৫৫০ জন কনষ্টেবল। ১৮৮০ সালে পুলিসের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বজেটে ৩৭০০০৭৬ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ ৩৬৫০৮০৯৸৶১২ টাকা খরচ হইয়াছে।

১৮৮০ সালে সর্ব্বসমেত ২৩১৭ জন আত্মহত্যা করিয়াছে; পূর্ব্ববৎসর ২২০৩ জন আত্মহত্যা করিয়াছিল; অতএব গত বৎসরে ১১৪ জন অধিক হইয়াছে। আত্মঘাতীদের মধ্যে স্ত্রীলোকই অধিক শতকরা প্রায় ৩৫.৭ জন পুরুষ এবং ৬৪.৩ জন স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছে। অন্যান্য স্থান অপেক্ষা নবদ্বীপেই আত্মহত্যার সংখ্যা অত্যধিক; তথায় ২৬৩ জন লোক আত্মহত্যা করিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ দুর্ব্বলা; যেমন অল্পেই তাহাদের মায়া দয়ার উদয় হয় [illegible] কারণেই বিপরীত [illegible] ও [illegible]

থাকে; এদিকে আবার আত্মশাসনক্ষমতা নাই, সুতরাং সহসা প্রাণবিনাশ করিয়া সকল জ্বালা নির্ব্বাণ করে। কিন্তু স্ত্রীলোকদের আত্মহত্যা করিবার আমরা আর একটী কারণ দেখিতে পাই; অন্ত্রে কৃমি থাকিলে স্বভাব সাতিশয় [illegible] এবং উগ্র হইয়া থাকে, তজ্জন্য তুচ্ছ কারণে ক্রোধোৎপত্তি হয়, এবং আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। আত্মঘাতিনী স্ত্রীলোকের মধ্যে [illegible] আনা লোকের অন্ত্রে কৃমি থাকিতে [illegible] বিবেচক পুরস্বামী স্ত্রীলোকদিগের [illegible] প্রতিবিধান করিলে বোধ হয় আত্মহত্যার [illegible] অপেক্ষাকৃত অনেক কমিয়া আসিবে।

গত বৎসর [illegible] ব্যক্তি আত্মহত্যা [illegible] হইয়াছে; তন্মধ্যে [illegible] ব্যক্তি জলমগ্ন হইয়া, [illegible] জন গলায় দড়ি দিয়া, [illegible] [illegible] ১১৩৮ অন্যান্য [illegible] প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সর্পাঘাতে মৃত্যুর [illegible] ১৮৭৯ সাল অপেক্ষা গত বৎসর ১২৭১ জনের মৃত্যু কম হইয়াছে। অনেক গ্রামের অজ্ঞ লোকেরা কুসংস্কারবশতঃ সর্প ধরিয়াও তাহার প্রাণবিনাশ করে না। এই কুসংস্কার অন্তর্হিত হইলে সর্পদংশনের দ্বারা অপঘাত মৃত্যু অনেক কম হইয়া আসিবে। বোধ করি মাজিষ্ট্রেট সাহেব গ্রামে গ্রামে পরওয়ানা দিলে এই কুপ্রথা রহিত হইতে পারে। গত বৎসর চৌর্য্যাদি অপরাধ, পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৬৬৩১ কম হইয়াছে। ইনস্পেক্টর জেনরল মহোদয় বলেন, (১) শস্যাদি সুলভ হওয়াই ইহার প্রধান কারণ। [illegible] চরিত্র ব্যক্তিদিগকে নিয়মিত দণ্ডবিধান করায়, [illegible] ক্রমে, এবং (৩) লোকসংখ্যার [illegible] পুলিস [illegible] দমন হইয়াছে। এই কয়েকটী কারণের [illegible] অন্য সহায় হইলে ইতরলোকে [illegible] চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে। [illegible] চাউল ও ধান্য সস্তা হওয়ায় [illegible] অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইয়া [illegible] মাজিষ্ট্রেট মহো[illegible] দিগকেও বিলক্ষণ শাসন করিয়াছেন, [illegible] চৌর্য্যাদি অনেক কম হইয়াছে। [illegible] প্রতিবৎসর বিস্তর ডাকাতি হইত [illegible] সাহেব কতকগুলা বদমায়েস [illegible] ডাকাতি একেবারে নাই বলিলেও হয়। [illegible] সর্ব্বপ্রকার উপদ্রবের নিবারণ হয়, এপক্ষে আমাদের

দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে নাই। অনেক স্থলেই পুলিসের চরিত্র বিশুদ্ধ হইতে এখনও বিলম্ব আছে; তদ্ভিন্ন সকলেই বলিবেন? নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির যদি চৈতন্য থাকে, তবে পুলিসেরও আছে। পুলিস উপস্থিত থাকিলে দুষ্ট ব্যক্তির অনিষ্টাচরণ করিতে যত সুবিধা হয়, অনুপস্থিত থাকিলে বরং তদ্দূর হয় না।

১৮৭৯ সাল অপেক্ষা গত বৎসর দাঙ্গা ও অন্যান্য প্রকার মারপিট বিবাদ কলহের মকদ্দমার সংখ্যা ১৮৬১ অধিক হইয়াছে। ইনস্পেক্টর জেনরল বলেন, মানুষের গ্রাসাচ্ছাদনের সচ্ছলতা হইলে সকলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়, সুতরাং বিবাদ বিসম্বাদ করিতে বিলক্ষণ অবসর পায়। তদ্ভিন্ন, শস্যাদি সস্তা হওয়ায় সকলের নিকট কিছু কিছু অর্থ সংস্থান হইয়াছে, অতএব সকলেই মকদ্দমার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইতেছে। এই যুক্তিটী আমাদের সর্ব্বতোভাবে অনুমোদনীয় নহে। চতুর্দ্দিকে মদের খোলা ভাঁটী প্রবল হওয়াই বিবাদ বিসম্বাদ বৃদ্ধি হইবার মূল কারণ। শস্যাদি সুলভ হওয়ায় চাসী ও ইতরলোকের হস্তে অর্থ সংস্থান হয় নাই; বরং তাহাদের কষ্ট হইয়াছে, তাহা আমরা বেশ দেখিতে পাইতেছি। যাঁহারা চক্ষে প্রত্যক্ষ করেন না, কেবল অনুমানবলে সকল কার্য্যের সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলি বলিতে পারেন। আমরা অহরহঃ মফস্বলের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিতেছি, অনুমানের উপর আমরা তাদৃশ নির্ভর করিতে পারি না। চাউল ও ধান্য সস্তা হওয়ায় কৃষিজীবী লোকের রাজস্ব সংস্থান হওয়া দায় হইয়াছে, সমস্ত ভূমির উৎপন্ন বার আনা শস্য বিক্রয় করিয়াও দেয় রাজস্ব হইতেছে না। এ দিকে শ্রমজীবীদেরও মজুরী সস্তা হইয়াছে; তবে তাহাদের সুবিধা এই, পয়সার পরিবর্ত্তে ধানাবাশি পারিশ্রমিক লইয়া কতক তাহারা গৃহে দেয় কতক শুঁড়ীর পাদপদ্মে সমর্পণ করে; মদের দোকানে কুরুক্ষেত্রের ব্যাপার পড়িয়া যায়। দাঙ্গার তবে অপ্রতুল কি?

গত বৎসরের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পুলিসের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছিল। যে সমস্ত অপরাধী ব্যক্তি ধৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে অনেকেই শাস্তি পাইয়াছে। এটী সুলক্ষণ বটে; এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, পুলিসকর্ত্তৃক অধিক নিরপরাধ ব্যক্তি ধৃত হয় নাই। কোন কোন বিভাগের কনষ্টেবলদিগকে কিছু অতিরিক্ত বেতন দিবার নিমিত্ত ১৮৮০—৮১ সালের বজেটে ১০০০০ টাকা স্বতন্ত্র মঞ্জুর করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর চব্বিশ পরগণা, হাবড়া, হুগলী, মুর্শিদাবাদ এবং মেদনীপুরের রিজার্ভ পুলিসের তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কনষ্টেবলদিগকে এক এক টাকা অতিরিক্ত দস্তুরি দিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

চৌকিদারী আইন সম্বন্ধে ইনস্পেক্টর জেনারল লিখিয়াছেন, চব্বিশ পরগণার মধ্যে কোন গ্রামে অপরাধ আর অপ্রকাশিত থাকে না। পূর্ব্বে চৌকিদারেরা সহজে বেতন পাইত না, বর্ত্তমান আইন অনুসারে তাহারা অক্লেশে বেতন পাইতেছে, অতএব নিজ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে যত্নবানও হইয়াছে। গ্রামস্থ চৌকিদারী পঞ্চায়ত পুলিসের বিস্তর সহায়তা করিতেছেন, তাহাতেও বিস্তর সুবিধা হইতেছে।

ফৌজদারী পঞ্চায়তটী এখনও আমাদের যথোচিত মনঃপূত হয় নাই। গ্রামস্থ সচ্চরিত্র ভদ্রলোকেই এই কাজে ব্রতী হইলে শুভ হয়; কিন্তু বিশিষ্ট ভদ্রসন্তানেরা যে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন তাহার যো নাই। আমরা দেখিতেছি, যাঁহারা পঞ্চায়তের মেম্বর হইতেছেন, মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের সঙ্গে ভদ্রোচিত সদ্ব্যবহার করেন না। পুলিসের সামান্য কনষ্টেবলের প্রতি যে প্রকার হেয় ব্যবহার করিয়া থাকেন, পঞ্চায়ত মেম্বরের প্রতিও তদ্রূপ অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। ছয় ও দশ ক্রোশ পথ হইতে এক পরয়ানা পাঠাইলেন,—"কল্যই প্রত্যুষে হাজির হইতে হইবে।" রাত্রি দশটার সময় পত্র পৌঁছিল; কাছারিতে পরদিন উপস্থিত হইতে বেলা দুই প্রহর হইল। হাকিম বাহাদুর চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কতকগুলা ভর্ৎসনা করিলেন,—যেন তাঁর খাসমোকামের খানসামা। আবার কথায় বাক্যায় হয় ত মেম্বের কাছে ছয় সাত ঘণ্টা খাড়া করিয়া রাখিলেন, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। মাননীয় ভদ্রসন্তানেরা এত লাঞ্ছনা সহ্য করিতে পারেন না। কাজেই অনেক স্থলে কতকগুলা আটপিটে চ্যাঙ্গাড়া চৌকিদারী পঞ্চায়তের মেম্বর হইয়া থাকে। এক দিকে অসঙ্কুচিতচিত্ত পুলিসের দৌরাত্ম্য, আবার আর এক দিকে এই সমস্ত বিগ্রহ পঞ্চায়তের মেম্বর, সহায়হীন অজ্ঞ-প্রজাদিগকে প্রাণটী কেবল হাতে করিয়া থাকিতে হয়।

আমরা সর্ব্বত্রেই যে পুলিস ও পঞ্চায়ত মেম্বরকে অধার্ম্মিক এবং অত্যাচারী বলিতেছি, তাহা নহে। কিন্তু স্থানে স্থানে দুঃশীল প্রকৃতি লোকেরও অসদ্ভাব নাই। তজ্জন্য আমরা ভরসা করি, হাকিমেরা যথাযোগ্য সাদর সম্ভাষণ এবং সম্মান করিলে পঞ্চায়ত মেম্বরের মধ্যে অনেক সৎকুলোদ্ভব ভদ্রসন্তান পাইতে পারিবেন, তদ্দ্বারা দেশের বিশেষ হিত সাধিত হইবে।

সর্ব্বত্রই নীচ জাতিরা চৌকিদারী কার্য্যে ভর্ত্তি হইয়া থাকে। এ দিকে দস্যুরাও প্রায় নীচ জাতির

লোক। অতএব চৌকিদারদের সঙ্গে তাহাদের হৃদ্যতা হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং কুকর্ম্ম করিতেও অনেক সুবিধা হইয়া থাকে। কিন্তু এতদ্দেশে জাত্যভিমান এখনও সাতিশয় প্রবল হইয়া আছে; অপেক্ষাকৃত ভদ্রজাতিরা যে চৌকিদার হইবে, সে দিন আসিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। বিশেষতঃ পল্লীগ্রামের চৌকিদারদিগের কর্ম্মটী যত নীচ হউক বা না হউক, তাহাদের প্রতি নীচের অধম ব্যবহার করা হয়। গ্রামে কনষ্টেবল কিম্বা পুলিসের অন্য কোন লোক পদার্পণ করিল অমনি চৌকিদারের হৃদয় থর থর কাঁপিতে লাগিল। চোরের অধম পাদুকা প্রহার সহ্য করিতে হয়, পুলিষের ব্যাগ মাথার উপর বহন করিতে হয়; আবার পুলিষদেবতার ষোড়শোপচারে ভোগের আয়োজন করা চাই; কোথা রুই কাত্‌লা মাছ, কোথায় খাঁটী দুধ ঘি, তাহার অনুসন্ধানে এ পাড়া ও পাড়া সে পাড়া টো টো করিয়া ফিরিতে হয়। বাপে খেদান ও মায়ে তাড়ান ভিন্ন এ সকল কি অন্যের কাজ? ক্রমে চৌকিদারদিগের বেতন বৃদ্ধি হইলে এবং পুলিষকর্ম্মচারীরা সদ্ব্যবহার করিতে শিখিলে উত্তরকালে অপেক্ষাকৃত কিছু ভদ্রজাতীয় লোক মিলিতে পারিবে, এমন আশা করা যায়।

চৌকিদারী আইন প্রচলিত হওয়ায় এখন প্রজাদিগকে নিয়মিতরূপে কর দিতে হইতেছে, অতএব গ্রামস্থ প্রজারা যাহাতে রাত্রিতে নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা যাইতে পারে, এমন বন্দোবস্ত করা উচিত। আমরা অনেক গ্রামেই দেখিয়াছি, চৌকিদারেরা প্রায় রাত্রিকালে স্বীয় স্বীয় গৃহের বহির্ভূত হয় না। নির্ম্মল পূর্ণিমার রাত্রি হইল, জল ঝড় শীত বাত কিছু না থাকিল, তবে ইচ্ছা হইল ত একবার চৌকি দিতে বাহির হইল, নয় ত নিরুদ্বেগে নিদ্রাসুখে নিশিভোর করিল। চৌকিদারেরা নিজ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ না হইলে প্রজালোকের অর্থ ব্যয় নিষ্ফল। আমাদের আর একটী প্রস্তাব আছে। চৌকিদারদিগকে একটী একটী বন্দুক দিলে ভাল হয়। প্রতি রবিবারে তাহারা থানায় গিয়া প্যারেড্ শিখিবে এবং উপযুক্তমত গুলি চালাইতে অভ্যাস করিবে। চৌকিদারদিগের হস্তে একটী লাঠি কিম্বা হল্‌কা থাকে, ডাকাতি পড়িলে তাহাতে কোন উপকার দর্শে না। আমরা দেখিয়াছি,—ডাকাতি পড়িল, চৌকিদারেরা সাহসপূর্ব্বক মিলিতও হইল; কিন্তু নিরস্ত্র, উপায় কি? অগত্যা রণে ভঙ্গ দিয়া আসিতে হইল। হাতে বন্দুক থাকিলে চোরেরও ত্রাস থাকিবে, চৌকিদারেরও সাহস জন্মিবে। এই কয়েকটী প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট সদ্বিবেচনায় লইলে অনেক উপকারের সম্ভাবনা।

ডাক্তার হন্টর এবং মান্দ্রাজ মেল।

ভারতবর্ষে অভ্যাগত সিবিলিয়ানদের মধ্যে মহাত্মা শ্রীযুক্ত হন্টর সাহেব একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। মনস্বিতা, তেজস্বিতা, সদাশয়তা প্রভৃতি সদ্গুণে তাঁহার সমকক্ষ লোক অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন, বুদ্ধিমত্তা, বিদ্যা ও কার্য্যদক্ষতার ত কথাই নাই। এ পর্য্যন্ত সমস্ত গবর্ণর জেনেরল তদীয় কার্য্য প্রণালীতে যার পর নাই প্রীত হইয়াছেন। কিন্তু কতকগুলি পরশ্রীকাতর ব্যক্তি কচিৎ তাঁহার নিন্দাবাদ উদ্ঘোষণ করেন। প্রসিদ্ধ ভারতবিবরণ (গেজেটিয়ার অফ ইণ্ডিয়া) প্রকাশিত হইয়াছে; তদ্বৃত্তান্ত আমরা পাঠক মহাশয়দিগকে গত সপ্তাহে অবগত করিয়াছি। ঐ সুমহৎ কার্য্যটী হন্টর সাহেবের অমিত শ্রম অধ্যবসায় এবং গুণবত্তার পরিচয় স্বরূপ। স্থানিক তত্ত্ব সংগ্রহে তিনি গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য অনেক কর্ম্মঠ সুচতুর কর্ম্মচারিদের নিকট ঋণী আছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি, ঐ সমস্ত উপকরণ লইয়া অন্য কোন ব্যক্তিই ভারতবিবরণকে এমন উৎকৃষ্টরূপে সুসম্পন্ন করিতে পারিতেন না। যাহা হউক, মাৎসর্য্যের তাড়নায় অনেকানেক ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, হন্টর সাহেব অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে বিশেষ আনুকূল্য পাইয়াও স্বীয় প্রকাশিত পুস্তকে তাহা বিশিষ্টরূপে স্বীকার করেন নাই। আমরা এই অযথা অনুযোগে যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। হন্টর সাহেব স্বীয় কর্ত্তব্য সাধনে কখনই ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন না। তিনি ভারতবিবরণের ভূমিকাতেই স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন,—"এই পুস্তকে যাহা কিছু গুণপণা আছে, তাহার অধিকাংশ স্থলই আমার সহকারী কর্ম্মচারিদের সৌহৃদ্যোচিত যত্নের উপাদেয় ফল। সমগ্র ভারতবর্ষের বিভাগীয় প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ আমাকে স্ব স্ব স্থানের বিস্তারিত বিবরণ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি। তাঁহাদেরই নিঃস্বার্থ শ্রমের গুণে আমি এ প্রকারে ভারতবিবরণ লিখিতে সক্ষম হইয়াছি।" ? পাঠক! বলুন দেখি, কৃতজ্ঞতা আবার কিরূপে প্রকাশ করিতে হয়? প্রতিবাদীরা কি হন্টর সাহেবকে দন্তে তৃণ করিয়া গললগ্নবাসে কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকিতে উপদেশ দেন? রাসায়নিকেরা বলেন, শীতে সকল দ্রব্য সঙ্কুচিত হয়; কিন্তু শীতপ্রধান দেশীয় লোকের সদ্বিবেচনাও যে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, তাহা আমরা জানিতাম না। গুণবান্ ব্যক্তিকে ভূরি ভূরি উৎসাহ প্রদান করা নিতান্ত শ্রেয়ঃকল্প। উৎসাহ লাভে গুণীর হৃদয় আরও শত গুণ তেজে বিস্ফারিত হইয়া পড়ে, অচিরে তাহার গুণপণা পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। অনর্থক নিন্দাবাদে সমাজের মঙ্গল নাই।

শ্রীযুক্ত হন্টর সাহেবের প্রতি কচিৎ কোন কোন ব্যক্তি এবম্বিধ অযুক্ত অভিযোগ করায়, কিয়দ্দিন হইল মহাত্মা ইলিয়ট সাহেব শ্রীযুক্ত হন্টর সাহেবের প্রতি অমূলক দোষারোপ ক্ষালনের নিমিত্ত তদীয় সহকারিদের প্রতি উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা স্বীকার মিরারে প্রকাশ করেন। তদ্দৃষ্টে মান্দ্রাজ-মেল সম্পাদকের চিত্তটী কিছু যেন বিচলিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—"এক্ষণে কথা হইতেছে এই, শ্রীযুক্ত ইলিয়ট সাহেব তাঁহার বন্ধুর দোষাপনোদন সম্বন্ধে প্রস্তাবটী যে ভাবে লইয়াছেন, প্রকৃত তাহা নহে। তিনি রাশিপরিমিত সহায়তা লাভ করিয়া এক ছত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সারিয়া দিয়াছেন, আমরা সে কথা ততটা ধরিতেছি না। কিন্তু হন্টর সাহেব তাঁহার আত্মীয় স্বজনের প্রেরিত উপকরণ যে প্রণালীতে স্বীয় কার্য্যে লাগাইয়াছেন এবং যে প্রকারে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে তাঁহারা কি ভাবিবেন? "ভারত বিবরণ" পুস্তক লইয়া কোন গুলি হন্টর সাহেবের স্বহস্তলিখিত এবং কোনগুলি তাঁহার সুহৃদগণের রচিত, ইহা যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিহ্নিত করা যায়, তবে এ কার্য্যে সম্পাদকের নিজের গুণপনা কতটুকু আছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের নিকট স্ফুট প্রতিপন্ন হয়। তদীয় বন্ধুবান্ধবের সহায়তায় তিনি যে বৃহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি অযথা স্ফীত হইয়া উঠিতেন এবং বোধ হয় "কে, সি, এস, আই, উপাধি লাভ করিতেন। কিন্তু তিনি যে প্রণালীতে উক্ত কার্য্য সমাধান করিয়াছেন, সে কারণ গবর্ণমেণ্টের নিকট ঐ উপাধি পাইতে পারেন কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। "এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকার" সম্পাদক কিছুমাত্র যশোভাজন হইতে পারেন নাই, কারণ তিনি সরল চিত্তে অপর ব্যক্তির লিখিত প্রস্তাবগুলি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হন্টর সাহেব অন্যের নিকট হইতে যে সমস্ত আনুকূল্য লাভ করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত স্বয়ং প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন।"

মান্দ্রাজ মেলের সম্পাদক বিলক্ষণ ন্যায়পরায়ণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁহার লেখনী হইতে এবম্বিধ বাক্য বিনির্গত হয়, ইহা সামান্য ক্ষোভের বিষয় নহে। সর্ব্বাগ্রে গবর্ণমেণ্টের এই আদেশ ছিল যে বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব স্থানের বিবরণ প্রেরণ করিলে হন্টর সাহেব তৎপরে ঐ সমস্ত বিষয় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তাঁহার স্বরচিত রসময় ধরণে পরিণত করিবেন। প্রথম প্রথম তদনুসারেই কার্য্য চলিতেছিল, অবশেষে গবর্ণমেণ্ট সাতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, তখন আর পাঁচ জন সহকারী কর্ম্মচারী

নিযুক্ত হইলেন। তৎকালে প্রস্তাব বিশেষে লেখকদিগের নাম নির্দ্দেশ করিতে অনুমতি দেওয়া হয় নাই। হণ্টর সাহেব গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারেই কার্য্য করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার অপরাধ কি আমরা তবুঝিতে পারি না। তিনি সহকারীদের প্রতি যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন না, এ দোষারোপ নিতান্ত অযুক্ত। অন্যের কথা কি উচ্চপদস্থ সিবিলিয়ানদের প্রতি তিনি ত কৃতজ্ঞ হইতেই পারেন। শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তদীয় অধীনস্থ সহকারী ছিলেন। তাঁহার প্রতিও যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে তিনি কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। তবে যাঁহারা ত্রৈলোক্য বাবুকে জানেন, তাঁহারা বলিতে পারেন যে,—ইনি অসামান্য কর্ম্মকুশল ও সুচতুর ব্যক্তি। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া সকলেই প্রীত হইয়া থাকেন। মহাত্মা বক্ সাহেব, রাইট সাহেব, ফুলার সাহেব, এটকিন্সন সাহেব প্রভৃতি সকলেই তাঁহার অজস্র সুখ্যাতি করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা বলি,অন্যান্য কাযো অবশ্যই সকলে ত্রৈলোক্য বাবুর বিচক্ষণ কর্ম্ম নিপুণতার প্রশংসানুবাদ করিতে পারেন, হণ্টর সাহেব গেজেটিয়র সঙ্কলনে কেন তাঁহার প্রতি এত প্রীত ও কৃতজ্ঞ হন? এটী কি হণ্টর সাহেবের অমায়িকতা ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় নহে? এটী কি তাঁহার সরল চিত্তের গুণ নয়? আমাদের বিশ্বাস তিনি গেজেটিয়রের ভূমিকায় যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে। তাঁহার সুহৃদগণ আর কিছুই দোষ দিতে পারেন না। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তিনি (কে, সি, এস, আই,) উপাধি লাভের যে উপযুক্ত কর্ম্মই করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকদিগের ঋণদায়ে কারামুক্তির ব্যবস্থা।

পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা পূর্ব্বে বর্দ্ধমান হাঁসপাতাল' শীর্ষক প্রস্তাবে লিখিয়াছিলাম,—গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রণালী ঠিক পদ্মানদীর পাহাড়, যমন চড়ি তেমনি পড়তি। কর্তৃকপক্ষীয়দের নানাপ্রকার কাজে এই মহাবাক্যের সার্থকতা প্রতিপাদিত হইতেছে। কিছুদিন অতীত হইল, মহাজনেরা দেনদার স্ত্রীলোকদের প্রতি যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন আরম্ভ করেন; তাহাদের গৃহে প্রবেশ করিয়া সপুত্রক ধরিয়া আনিতে যত্ন করিতেন, নানা প্রকার কষ্ট দিতেন। যাহাতে অন্তঃপুরবাসিনী মহিলারা অপমানিত না হন, সে কারণ সকল সংবাদপত্রেই এ বিষয় লইয়া ঘোর আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার ভারতসভাও এ সম্পর্কে একখানি আবেদনপত্র গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করেন। ফলতঃ অপরাধিনী এককালে দণ্ড হইতে মুক্তি পাউক এমন ইচ্ছা কাহারও নয়, তবে স্ত্রীলোকদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার না ঘটিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে আইনটী কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করাইবার নিমিত্তই সকলে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এমনি অদ্ভুত কার্য্যপ্রণালী যে, ঐ আইনের এককালে চূড়ান্ত সংশোধন হইয়া যাইতেছে, ঋণদায়ে আর কোন স্ত্রীলোক কারারুদ্ধ হইবে না, কর্তৃপক্ষীয়েরা এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন। হাইকোর্টের বিখ্যাতনামা জজ পিক্ক সাহেব বলিয়াছিলেন, মহাজনেরা আদালতে ডিক্রি পাইয়া টাকা আদায় করিতে ঘোর কষ্টে পড়িয়া থাকেন। এ প্রকার কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই, উত্তমর্ণ ডিক্রি পাইলেই অধমর্ণ অমনি নিজ সম্পত্তিগুলি গোপন ও বেনামী করিতে আরম্ভ করেন; পরিশেষে ইন্সলভেণ্ট লইয়া সকল দায় হইতে অব্যাহতি পান। আমরা প্রতিদিন চতুর্দ্দিকে দেখিতেছি, শঠ এবং প্রতারক ব্যক্তি কত লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা বলিবার নহে। প্রবঞ্চনা করাই অনেকের দৈনিক ক্রিয়া এবং জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। নিজ সম্পত্তিগুলি স্ত্রীধন বলিয়া কেহ স্বীয় স্ত্রীর নামে করিয়া রাখেন, কেহ আত্মীয় স্বজনের নামে করিয়া রাখেন, মহাজনেরা ডিক্রিজারি করিলে কিছুই পান না। পরিশেষে কারারুদ্ধ করিবেন, নিদানের আশ্রয় ইন্সলভেন্সী আছে। প্রবঞ্চক অবশেষে তাহারই শরণাপন্ন হয়। আমরা দেখিতেছি, দেনদারদের দণ্ডবিধি একেবারে রহিত করা কোনক্রমে বিধেয় নহে।

ইহাতে সাধারণ লোকের অনেক সময় ঘোর অসুবিধা ও কার্য্য ক্ষতি হইবে। টাকা ঋণ দিলে যদি তাহা আদায় করিবার উপযুক্ত উপায় না থাকে, তবে কেহ দায়গ্রস্ত হইলেও ঋণ পাওয়া দুর্ঘট হইবে। ইহাতে ব্যবসাদারের পদে পদে ক্ষতি হঠাৎ টাকার প্রয়োজন হইলে তিনি না পাইতে পারেন। বিশেষ বিশ্বাস ও পসার ভিন্ন কেবল সম্পত্তি দেখিয়া কেহই টাকা কর্জ্জ দিবে না। গৃহস্থ লোক বিপদাপন্ন হইলে হঠাৎ কেহ টাকা কর্জ্জ পাইবে না। কিন্তু দণ্ডবিধি প্রচলিত থাকিলে সকলের মনে ত্রাস থাকিবে,অতএব কেহ কাহাকেও প্রতারণা করিতে সাহস করিবে না।

স্ত্রীলোকদের মধ্যে পেসাদার প্রবঞ্চক প্রায় দৃষ্ট হয় না। কিন্তু অনেক স্থানে পুরুষেরা স্ত্রীলোককে সং সাজাইয়া মহাজনের নিকট টাকা কর্জ্জ করিয়া থাকে। অবলা অল্পবুদ্ধি প্রতারণা বুঝিতে পারে না, অজ্ঞাতসারে ফাঁদে পদার্পণ করিয়া পরিশেষে ঘোর দায়গ্রস্ত হইয়া পড়ে। অতএব যাহাতে বেনামি প্রথাটী প্রচলিত না থাকে, তাহার ই দৃঢ়তর উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কোনরূপে বেনামি প্রকাশ হইলে গুরুদণ্ড বিধান করা উচিত। বেনামি প্রথা রহিত হইলে স্ত্রীলোকঘটিত মকদ্দমায় অনেক হ্রাস হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। তবে যে স্ত্রীলোক বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রতারণা প্রবঞ্চনা ও শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহার দণ্ড হওয়া অনুচিত নয়।

১৮৮০—৮১ অব্দের শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট।

শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টরের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ইহার আনুপূর্ব্বিক পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছি। আমাদিগের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের শিক্ষা বিভাগের প্রতি যেরূপ তীব্র দৃষ্টি, তাহাতে সকল বিভাগের অপেক্ষা এ বিভাগের শীঘ্রই বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা আছে। সংক্ষেপে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি এই রিপোর্টমধ্যে সন্নিবেশিত করাতে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ক্রম্প সাহেবের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষাপেক্ষা গত বর্ষের ফলাফল কিছু শুভ বলিয়া বোধ হইতেছে। এ বৎসরে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৮১৩১ টী নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং ইহার ছাত্রসংখ্যাও ১০৯৪৫৯ হইয়াছে। যাহা হউক, প্রতি বর্ষে যে এই বিদ্যালয়ের সংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

অব্দ	বিদ্যালয়	ছাত্র
১৮৭৮	৪৭৪০	৫২০৪৯
১৮৭৯	৭০৬০	৮৬৩০৭
১৮৮০	৬০৯৮	৯১৩২১
১৮৮১	৮১৩১	১০৯৪৫৯

পাঠক! এক্ষণে দেখুন এই তিন বৎসর অপেক্ষা এবৎসর এই বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য চারি বৎসরে সমুদায়ে ২৬০২৯ টী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ও উহার ছাত্র সংখ্যা ৩৩৯১৬৮ হইয়াছে। বালক দিগের বিদ্যা শিক্ষার অনুকূল কারণই এই শুভ ফল প্রসবের মূল। কয়েক বৎসর উপর্য্যুপরি লোকের কষ্ট গিয়া গত বর্ষে অবস্থা কিছু স্বচ্ছল হয়, এবং স্থানে স্থানে নূতন বিদ্যালয় হওয়াতে অল্প ব্যয়ে বালকগণের লেখা পড়া শিখিবার সুবিধা হওয়াতেই বালকের সংখ্যাও এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবোধ শিশুগণ এক ক্রোশের অধিক দূরে বিদ্যাশিক্ষার্থ যাইতে পারে না, এবং পিতা মাতা ও ভরসা করিয়া পাঠাইতে পারেন না। এ কারণে ও অনেকে ইচ্ছা সত্ত্বে পুত্রকে লেখা পড়া শিখাইতে পারিতেন না, এরূপ

বিদ্যালয়ের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল আর ইহার অভাবও যে এখন দূরীভূত হইয়াছে আমাদিগের তাহা বোধ হইতেছে না। প্রতি গ্রামে যাবৎ এই রূপ এক একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হইবে, তাবৎ ইহার অভাব দূরীভূত হইবে না।

১৮৭৭ অব্দে এই বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২১৪৭৮ ও ছাত্র সংখ্যা ৫৮৯৩৫১ ছিল, এই সমষ্টির সহিত বিগত চারি বৎসরের বিদ্যালয়-প্রবিষ্ট বালক সংখ্যা ধরিলে সমুদায়ে ৯২৮৪৮৯ হয়। কিন্তু বঙ্গদেশের পুরুষের সংখ্যা ৩৪০০০০০০। শতকরা ১৫ জন হিসাবে বালক ধরিলে ৫১০০০০০ হয়। এই সমষ্টির সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে প্রতি ৬ জনের মধ্যে একজন বালক এক্ষণে বিদ্যালয়ে যাইতেছে। এই রূপ বালিকাদিগের ও ১৫০ জনের মধ্যে ১ জন মাত্র বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে। এক্ষণে বঙ্গদেশে যত প্রকার শিক্ষা প্রচলিত আছে তাহাদিগের সাধারণ অবস্থা কিরূপ নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল।

	১৮৮০		১৮৮১	
শিক্ষার প্রকার ভেদ	বিদ্যালয়	ছাত্র	বিদ্যালয়	ছাত্র
কলেজ	২০	২০৮০	২০	২৫২৬
উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়	২০০	৩৮৬১৮	২১৮	৪২৫৫৮
মধ্য শ্রেণীর " "	৫৫৪	৩২৮১২	৫৮৮	৩৫৩৪৮
উচ্চশ্রেণীর বঙ্গবিদ্যালয়	১০৮৫	৫৫৫৬২	১০২৮	৫৪ ০৮
নিম্ন শ্রেণী "	১৪৯৮	৫৪২৯৬	১৭০১	৫৯৩১৮
প্রাইমারি "	৩৫২৫৮	৬১৩৪৫২	৪১৬৯৯	৭০১৫৬৮
বিশেষ বিদ্যালয়	৫৮	৩৫২০	১৪২৫	১৩৫৩৬
স্ত্রী বিদ্যালয়	৬৫৭	১৫১৫৮	৮২৮	১৯৪২৭
ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় বিদ্যালয়	৪৬	৪৫৩২	•	•
সমষ্টি	৩৯১৭৬	৮ ৯০৩০	৪৭৫০৭	৯২৮৪৮৯

উল্লিখিত সমষ্টির মধ্যে গবর্ণমেণ্টের নিজের কলেজ স্কুল পর্য্যন্ত ৩০১ ছাত্র সংখ্যা ২৯৭৭৫। সাহায্যকৃত ৪০৯৯০ ছাত্র সংখ্যা ৭৭৭১৭৩, সাহায্যহীন ৬৭১৪ ছাত্র সংখ্যা ১২১৪৭১।

এই সকল বিদ্যালয়ের জন্য গত বর্ষে গবর্ণমেণ্টের নিম্নলিখিত টাকা ব্যয় হইয়াছে।

ব্যয়ের তালিকা	অনুমিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়
পরিদর্শন আদি কার্য্যে	৪১৮১০০	৪৪৩৬৪৭
কালেজ ও মাদ্রাসার জন্য	৪৫৩৫৫৮	৪৫৬৯৩৪
গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়	৬৪৭৩০০	৬৬৯৭৩১
উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের সাহায্য	৪২৫০০০	৪১৩৩২১
প্রাথমিক শিক্ষার	৪০০০০০	৪০৭২৮৬
বালকদিগের বৃত্তি	১৬০০০০	১৫০৮০৭
অন্যান্য ব্যয়	৪৮৭৪২	৩৭৩৪৬
সমষ্টি	২৫৫৩৭০০	২৫৭২০৭১
আয় বাদে	৪৬৬৮৯১	৫১০৮৫৬
গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সমষ্টি	২০৮৩৮০৭	২০৬১২১৫

অন্যান্য বৎসর সাহায্যকৃত বিদ্যালয় সমূহে গবর্ণমেণ্টের ৪৫০০০০ টাকা ব্যয়িত হইত, কিন্তু গত বর্ষে হ্রাস হইয়া ৪১১১১১ হইয়াছে। এই ব্যয় হ্রাস করিয়া দেওয়া আমাদিগের বিবেচনায় সঙ্গত হয় নাই। সাধারণতঃ সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের অবস্থা ভাল নহে। এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে যেরূপ শ্রম করিতে হয় তাহাতে স্বচ্ছল অবস্থার লোক এ বিভাগে কার্য্য করিতে আইসেন না। অবস্থার অসচ্ছলতা হেতু যাঁহারা মাষ্টারি বা পণ্ডিতি স্বীকার করেন, এরূপ বিদ্যালয়ে তাঁহাদিগের কি বেতন বৃদ্ধি কি পদোন্নতি কিছুরই আশা থাকে না, তাঁহারা একপ্রকার উৎসাহ বিহিন হইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ সাহায্যকৃত বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকদিগের যেরূপ অল্প বেতন তাহাতে তাঁহাদিগের উদরান্নের চিন্তায় সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। তাঁহারা মনঃসংযোগ পূর্ব্বক বালকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে পারেন না। অন্নের অভাব যত তাঁহাদিগের দূরগত হয়, কাজও তাঁহাদিগের দ্বারা সেই পরিমাণে অধিক পাওয়া যায়। সুতরাং এরূপ স্থলে গবর্ণমেণ্টের বরং কিছু অধিক অর্থ সাহায্য করাই উচিত, তাহা না করিয়া হ্রাস করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হয় নাই।

বিদ্যালয় সমূহের যে আয় ব্যয় অনুমিত হইয়াছিল, গত বর্ষে তদপেক্ষা ২২০০০ টাকা অধিক ব্যয় ও ৪৫০০০ টাকা অধিক আয় হইয়াছে। বালকদিগের বেতন ও জরিমানায় যে আয় ধরা হইয়াছিল তদপেক্ষা ৪০ হাজার টাকা অধিক আদায় হইয়াছে। ডাইরেক্টার সাহেব এটীকে শুভ লক্ষণ বলিয়া বোধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে কর্ত্তৃপক্ষেরা বালকদিগকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য অধিকতর যত্নবান। এস্থলে বালকদিগের দণ্ডের বিষয়ে আমাদিগের কিছু বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। একটী বিশেষ নিয়ম ব্যতীত কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে না তাহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু দেখা উচিত ভারতবর্ষে ধনী অথবা দরিদ্র কোন্ শ্রেণীর বালক নিয়মিতরূপে বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই ধনিলোকের পুত্রেরা উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় পর্য্যন্ত পড়িয়া পাঠ সমাপ্ত করে। ধনিসন্তানদিগের মধ্যে এমনও অনেক আছে তাহারা দুই চারি মাস বিদ্যালয়ে গিয়া পরে নিয়মিত সময়ে আহারাদি করিয়া কোন বেশ্যালয়ে অথবা কোন বাগানে গিয়া সময় কাটায়, মাস কাবার হইলে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে বেতন লইয়া মদ্যপানাদিতে ব্যয় করিয়া থাকে। বিদ্যালয়ে বালকের নাম আছে কি না কর্ত্তৃপক্ষেরা তাহার সন্ধানও লন না। এবং শিক্ষকেরাও তাহা জানেন না। কিন্তু দরিদ্র মধ্যবিধ অবস্থার বালকেরা সেরূপ নহে। তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই সকাল বিকালে বালক পড়াইয়া উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া থাকে, পরের ছাত্রের টাকা হয় ত ঠিক সময়ে আদায় হইল না, কিন্তু তজ্জন্য তাহাকে বিদ্যালয় অথবা কালেজের নিয়মানুসারে দণ্ড দিতে হইল। নতুবা ধনিসন্তানেরা কিছু দণ্ড দেয় না। দণ্ডস্বরূপ যে টাকা আদায় হয় তাহা দরিদ্র ও মধ্যবিধ অবস্থার বালকদিগের উপর দিয়াই হইয়া থাকে। এই কারণেই দণ্ডের নিয়মটী আমাদিগের তাদৃশ বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হইতেছে না।

এদেশের মুসলমানদিগের বিদ্যানুরাগিতা বৃদ্ধি করিবার জন্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা সম্যক ফলোপধায়ক হইতেছে না। উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ১৮৭৯—৮০ অব্দে যতগুলি বালক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিল গত বর্ষে তাহার হ্রাস হইয়াছে। অন্য বিভাগেও মুসলমান বালক নাই বলিলেই হয়। এক্ষণে ইঞ্জিনিয়রিং বিভাগে কেবল একজন মাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন। চিকিৎসা বিভাগে কেহই নাই, এক্ষণে কালেজ ও স্কুলে যে সকল বালক বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছে তাহাদিগের মধ্যে শতকরা ১৮॥ ও ২০ জন মাত্র মুসলমান বালক আছে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষায় তাহাদিগের সংখ্যা কম নহে। গত বর্ষে যতগুলি প্রাইমারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার ছাত্র সংখ্যা ১০৮০০০ ইহার মধ্যে ৩১০০০ মুসলমান। ইহা যে সন্তোষকর তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা যে এই হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাইতেছি তাহার কারণ এই, বাস্তবিক মুসলমানদিগের বিদ্যানুরাগিতা জন্মে নাই। তবে বালকেরা যৎকিঞ্চিৎ শিখিয়া আপনার স্বার্থ বুঝিয়া লইতে পারে, মোটামুটী হিসাব প্রভৃতি করিতে পারে, জমীদারের প্রদত্ত দাখিলাদি বুঝিয়া লইতে পারে এই উদ্দেশ্যেই পিতামাতা পুত্রগণকে লেখা পড়া শিখিতে দেন। সুতরাং এই জন্যই প্রাথমিক শিক্ষায় উহাদিগের সংখ্যাধিক্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এই সকল কারণে এক প্রকার বিনা বেতনে কলিকাতার মুসলমান

বালকদিগকে উচ্চশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি মহম্মদ মহসীনের প্রদত্ত অর্থ হইতে শিক্ষাভিলাষী মুসলমান বালকদিগের বেতনের তিনি অংশ দিবার প্রলোভন প্রদর্শন করাতে মুসলমান বালকের সংখ্যা শতকরা ৭॥ হইতে ১২ হইয়াছে। প্রাইমারি বিদ্যালয়ের মুসলমান বালকগণকে পূর্ব্বে হিন্দুবালকদিগের সহিত সমান বাঙ্গালা পড়িতে হইত বলিয়া তাহারা তাদৃশ উন্নতি করিতে পারিত না। কিন্তু লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাহাদিগের সে অসুবিধা দূর করিয়া যৎকিঞ্চিৎ বাঙ্গালা সাহিত্য অঙ্ক ও কোরাণ পাঠের ব্যবস্থা করাতে এখন ফল সন্তোষকর হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টার তাঁহার রিপোর্টের এক স্থানে বলিয়াছেন, স্থানীয় লোকদিগের বন্দোবস্তে বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহের যে নিয়ম করা হইয়াছে তাহাতে আশানুরূপ কার্য্য হইতেছে না। অতএব এই কার্য্য কৃতবিদ্য ও ক্ষমতাপন্ন লোকের উপর ন্যস্ত করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ডাইরেক্টারও এ বিষয়ে তাঁহার ঐকমত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন দেশে আত্মশাসন পদ্ধতি যত বৃদ্ধি হইবে শিক্ষা বিভাগের ততই উন্নতি হইবে। অতএব দেশের সকল লোকেরই বিদ্যালয়ের এই সকল কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করা উচিত। স্থানীয় উৎসাহশীল লোকদিগেরই এ কার্য্য সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য, কারণ তাঁহাদিগের উপরেই দেশের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে কথা সত্য, কিন্তু আমরা উপরেই বলিয়াছি দরিদ্র অথবা মধ্যবিধ অবস্থার বালকেরাই উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহার উপকারিতাও বুঝেন, কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যেরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত তাহাতে এ কার্য্যে তাঁহাদিগের অভিনিবেশ সহকারে প্রবৃত্ত হইবার সুবিধা নাই, এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে অহরহঃ ইহার উন্নতির জন্য তাঁহাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে, সময়ে ইহার পরিদর্শনাদি করিতে হইবে কিন্তু তাঁহাদিগের সে অবসর কোথায়? আর এ সকল কার্য্যে তাঁহাদিগের যে যত্ন নাই এ কথা আমরা বলিতে পারি [illegible] গবর্ণমেণ্ট যে তাঁহাদিগের হস্তে এক একটী [illegible] করিয়া এক একটী দায় হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করেন, সে সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। [illegible] মনঃস্থিতাব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার [illegible], গবর্ণমেণ্ট যাবৎ প্রজার অবস্থার উন্নতির দিকে দৃষ্টিপাত না করিতেছেন তাবৎ এ আশা [illegible] হইবার সম্ভাবনা নাই।

ধনিলোক দিগের মধ্যে এ প্রলোভন নাই বলিলেই হয়, তবে যে দুই চারি জনের আমরা দেখিতে পাই, যশোলাভই তাহার মূল উদ্দেশ্য। তবে কৃতবিদ্য লোক ইঁহাদিগের সঙ্গে থাকিলে ইষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে বটে কিন্তু বৃহস্পতি রাজা ও বুধ মন্ত্রী সকল স্থানে হওয়া সুকঠিন।

আসাম গোয়ালপাড়াবাসিরা ব্রিটিশ শাসনে থাকিয়াও যে কষ্ট ভোগ করিতেছেন, তদ্বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহারা যে একখানি পত্র আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা আমরা এই স্থলে প্রকাশ করিয়া সবিনয় অনুরোধ করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট পত্রখানির প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি করেন।

আমরা আসাম প্রদেশান্তর্গত গোয়ালপাড়া নিবাসী। আসাম, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ একটী বেবন্দোবস্তী মহল; আমরা সেই বেবন্দোবস্তী মহলের প্রজা হইয়া বঙ্গদেশবাসী প্রজাবর্গের ন্যায় সুবিচার ও সুনিয়মের সচ্ছন্দতা লাভ প্রত্যাশা কদাচিৎ করিয়া থাকি। উদার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে থাকিয়াও যে আমাদিগকে এত দূর দুঃখভোগ করিতে হইবে তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

অতি পূর্ব্বকালে গোয়ালপাড়া নিবিড় অরণ্যময় এবং আরণ্যকদিগের আবাসস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। পরে দয়াবান্ গবর্ণমেণ্ট এ জেলায় হেড কোয়ার্টার স্থাপন করাতে এ স্থলের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক উভয় প্রকার উন্নতিই সাধিত হয়। কিন্তু হেড কোয়ার্টার ধুবড়ীতে নীত হওয়া অবধি এ স্থানের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

সহরের এবং মফস্বলের সমস্ত স্থানই পূর্ব্ববৎ জঙ্গলময় হইয়া উঠিয়াছে, এবং স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের অবহেলায় ও মিউনিসিপালিটির কর্ত্তব্যজ্ঞান শূন্যতা বশতঃ নগরের সকল পথই কর্দ্দমময়, স্থানে স্থানে ভগ্ন ও জলমগ্ন এবং নগরের অধিকাংশ পয়ঃপ্রণালীই বদ্ধ, সুতরাং পূতিগন্ধ বিশিষ্ট হইয়া প্রজাবর্গের বিশেষ কষ্টকর হইয়াছে। আমাদের আশা ছিল যে নগরের পথগুলির জীর্ণসংস্কার হইবে; কিন্তু উল্লিখিত পথসমূহের জীর্ণসংস্কার জন্য যে সকল উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা ধুবড়ীর পথ প্রস্তুত করণার্থ তথায় নীত হওয়াতে আমরা সে আশা একেবারে ত্যাগ করিয়া বসিয়া আছি।

অনেক পথ নষ্ট করিয়া তাহাদের স্থানে খাল খনন করা হইয়াছে। বর্ষাকালে উক্ত খাল সমূহের দ্বারা বহু দূর জলপ্লাবিত হইয়া প্রায় সমুদায় সহরকে আর্দ্র করিয়া তুলে; পরে তাহাতে নানাজাতীয় উদ্ভিদ পচিয়া তাহা ম্যালেরিয়ার আকরভূমি হইয়া উঠে। উল্লিখিত কারণেই গত দুই বৎসর হইতে এখানে ম্যালেরিয়ার এক রূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

গোয়ালপাড়াবাসীগণকে শারীরিক অসচ্ছন্দতার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ক্লেশও বিলক্ষণ সহ্য করিতে হইতেছে। সদর ষ্টেশন উঠিয়া যাওয়া অবধি এখানে এক জন মাত্র বিচারক আছেন। তিনিও আবার সুবর্ডিনেট জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত নহেন। বিজ্‌নী, সিজলী, মেজপাড়া ও গোয়ালপাড়া প্রভৃতি স্থানে অনেক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ও ভদ্রলোক বাস করেন। তাঁহারা এক একটী সামান্য দেওয়ানী মকদ্দমার জন্য অত্যন্ত কষ্ট ও ব্যয় স্বীকার করিয়া থাকেন। ছোট আদালতের ভার বর্ত্তমান বিচারকের হস্তে সমর্পিত হইলে এবং আর এক জন বিচারপতি এখানে উপস্থিত থাকিলে গোয়ালপাড়াবাসিদিগকে এত কষ্ট পাইতে হয় না এবং মকদ্দমাও মুলতুবি পড়িয়া থাকে না।

উল্লিখিত অভাব এবং দুঃখ সমূহ বিমোচনার্থে আমরা ক্রমান্বয়ে স্থানীয় ডেপুটী কমিশনর ও চিফ কমিশনর বাহাদুরের নিকট আবেদন করিয়াছিলাম। কিন্তু বোধ হয়, হতভাগা গোয়ালপাড়াবাসিদের চীৎকার তাঁহারা বধির হইয়াছেন নতুবা এ পর্য্যন্ত আমাদের দুঃখ নিবারণের কোন আয়োজনই দেখিতেছি না কেন।

প্রাপ্ত।

আদর্শ লিপি (১)।

" ইউরোপে কাপিবুক একটা সামান্য জিনিস, কেন না বহুদিন হইতে উহার সৃষ্টি ও ক্রমোন্নতি হইয়া এখন সাধারণে এইরূপ সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে, যে ব্যক্তি লেখা পড়া শিখিবে কাপিবুক দেখিয়া তাহাকে হস্তাক্ষরের উৎকর্ষ সাধন করিতেই হইবে; সুতরাং ঐ দেশে এখন আর কাপিবুকের নবত্ব নাই। কিন্তু আমাদের দেশে বাঙ্গালা ভাষার কাপি বুক একটী নূতন জিনিষ। কারণ শিরোভাগে লিখিত আদর্শ লিপির ন্যায় সুশ্রেণীবদ্ধ উৎকৃষ্ট বর্ণাবলীর আদর্শ ইতিপূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই।

আমাদের দেশে যে অদ্যাপি এতাদৃশ উৎকৃষ্ট বর্ণ লেখক বর্ত্তমান আছেন, কালীময় বাবুর আদর্শ লিপি প্রকাশের পূর্ব্বে আমরা তাহা অবগত ছিলাম না। তিনি আদর্শ লিপির বিজ্ঞাপনে এই

(১) শ্রীকালীময় ঘটক প্রণীত। মূল্য ৷৵০ আনা। ২৭ নং ইজারা ষ্ট্রীট কলম্বিয়ান প্রেসে মুদ্রিত এবং ২৫ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট বি, বনার্জি কোম্পানির পুস্তকালয়ে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, "গবর্ণমেণ্ট স্কুল ও পাঠশালার বালকগণের উৎকৃষ্ট হস্তাক্ষর দেখিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু হস্তাক্ষর উৎকৃষ্ট করিবার প্রধান উপায় স্বরূপ যে কাপিবুক বাঙ্গালা ভাষায় তাহার একখানিও না থাকায়, তিনি তাঁহার কাপিবুকের সৃষ্টি করিলেন এবং বিজ্ঞাপনে এরূপ প্রার্থনাও করিয়াছেন যে,স্কুল ও পাঠশালার পরিদর্শক ও বালকদিগের অভিভাবকবর্গ বালকগণের হস্তাক্ষরের উন্নতির নিমিত্ত তাঁহার আদর্শলিপি মনোনীত করেন। আমরাও কালীময় বাবুর সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি সহকারে সাধারণের নিকট প্রার্থনা করি যে, তাঁহারা স্ব স্ব শিক্ষার্থী বালক বালিকাগণকে হস্তাক্ষরের উন্নতির জন্য এক একখানি ঐ আদর্শলিপি প্রদান করেন।

যিনি সাধারণের উপকারের জন্য আন্তরিক যত্ন ও উপযুক্ত আয়োজন করিয়া থাকেন, তাঁহার সাধারণের নিকট হইতে সাহায্য ও উৎসাহ পাইবার অধিকার আছে। বস্তুতঃ ঐ আদর্শলিপি খানি দেখিলেই প্রতীত হয় যে, কালীময় বাবু উহার সম্পাদনে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। উহার সংযোজন প্রণালীও উৎকৃষ্ট ও ফলোপধায়ক। অতএব শিক্ষার্থী বালক বালিকাগণের হিতার্থে যিনি এত করিয়াছেন তিনি আমাদের অজস্র ধন্যবাদের যোগ্য।

পুস্তক সমালোচনা।

গিরিজা। আদরিণী নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস প্রণীত। কলিকাতা ১৬৭ নম্বর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কর প্রেসে মুদ্রিত। এখানি প্রণয় ঘটিত বিয়োগান্ত উপন্যাস গ্রন্থ। অধুনা অনেক স্থলে প্রাচীন নিয়মানুসারে পিতা মাতা স্ব স্ব পুত্র কন্যার মত গ্রহণ না করিয়া ঘটকের দ্বারা বিবাহের যে সম্বন্ধ করিয়া থাকেন, তাহারই অনিষ্টকারিতা প্রদর্শন করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। বরকন্যার বাসরে দেখা হওয়ার প্রথা থাকা নিবন্ধন কত যে শোচনীয় কাণ্ড সংঘটিত হইতে পারে গ্রন্থকার নায়ক হরকুমার ও নায়িকা গিরিজার চিত্রে তাহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

হরিষে বিষাদ। ভবানীপুর ওরিএণ্টাল প্রেসে মুদ্রিত। এখানি কবিতাগ্রন্থ। নামেই বিষয়াংশের পরিচয় হইতেছে। গ্রন্থকার স্ত্রীবিয়োগে কাতর হইয়া এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। মন চঞ্চল থাকিতে যখন অতি সামান্য কার্য্যেও প্রবৃত্ত হওয়া নিষিদ্ধ, তখন হঠাৎ এরূপ গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যে কতদূর অকর্ত্তব্য তাহা বলা যায় না। গ্রন্থকার এখানি লিখিয়া নিজ দুঃখের ভার কিছু কমাইয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহাতে তাঁহার চিত্তের লঘুতা প্রকাশ হইয়াছে। কবিতাগুলি সরল ও হৃদয়গ্রাহক এবং মুদ্রণ কার্য্যও সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

ভীষ্মের শর-শয্যা। হরিষে বিষাদ ও প্রণয় প্রসূন প্রণেতা কর্ত্তৃক প্রণীত। এখানি নাটক। মহাভারতের কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ অবলম্বন করিয়া কবিতায় এখানি রচিত হইয়াছে। পদ্যে নাটক লিখিয়া গদ্যের ন্যায় ভাব প্রকাশ করা ও পাঠকের হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলা নিতান্ত সহজ নহে। কিন্তু গ্রন্থকার যেখানকার যেরূপ ভাব তাহা রক্ষা করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। কবিতাগুলি সরল অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত হওয়াতে এখানি সাধারণ লোকের সহজ-পাঠ্য হইয়াছে।

প্রেম মন্দাকিনী নাটক। শ্রীযুক্ত শারদাপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত। কলিকাতা ষ্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। রামায়ণ অবলম্বন করিয়া এখানি বিরচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সংস্কৃত নাটকের ধরণে এখানিকে রচনা করিতে যাওয়াতে আসল ও নকল দুই নষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থকার ইহাতে ভাবচাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু রচনা চাতুর্য্য ও বর্ণনা কৌশল না থাকাতে হৃদয়গ্রাহী হয় নাই।

নারদ সংবাদ। কুরুক্ষেত্রের যজ্ঞ ও পুনর্মিলন। ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত ও বিনামূল্যে বিতরিত। এখানির আগা গোড়া গানে পূর্ণ। গানগুলি নিতান্ত মন্দ নহে।

গো মহিমা। কালীর বাবু হরিশ্চন্দ্র প্রণীত। হিন্দু শাস্ত্রে গো জাতির পবিত্রতা ও মহিমা সম্বন্ধে যে সকল বিষয় লিখিত আছে, ইহাতে তাহারই সার সংগ্রহ করা হইয়াছে। মুসলমানদিগের সহিত গোহত্যা লইয়া হিন্দুদিগের এখন যে গোলযোগ যাইতেছে, এ সময়ে ক্ষুদ্র পুস্তক খানি প্রকাশিত হওয়াতে গোরুর প্রতি হিন্দুদিগের আস্থা আরও দৃঢ়ী ভূত করা হইয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৪ এ ডিসেম্বর। ল্যাণ্ডলিগ সম্প্রদায়ের একটী স্ত্রী লোককে সমন দিয়া আনা হয়, তিনি জামিন দিতে অসম্মত হওয়ায় তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। কেটন্ পীড়া নিবন্ধন কারামুক্ত হইয়াছেন।

টিউনিস ২৪ এ ডিসেম্বর। দক্ষিণ টিউনিসের ৩ টী প্রধান জাতি ক্রমাগত অবাধ্যতা প্রকাশ করিতেছে।

রোম ২৪ এ ডিসেম্বর। অদ্য পোপ সভায় বলিয়াছেন তাঁহার পর দিন দিন লোকের অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। এ বিষয়ে যে আরো অধিক পীড়াপীড়ি হইবে তাহা তাঁহার ধারণা হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৪ এ ডিসেম্বর। তুরস্কের ঋণের বন্দোবস্তের বিষয়ে রুশিয়া এই বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন যে ইহাতে নূতন বাধকের প্রাতিভাব্য সম্বন্ধ ঘটিতেছে।

কায়রো ২৬ এ ডিসেম্বর। মিসরের খেদাইভ অদ্য কতকগুলি প্রসিদ্ধ লোককে লইয়া একটী সভা করিয়াছিলেন। এই সভায় তিনি বলেন উদ্ধত ব্যবহার না করিয়া শান্তভাব অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কার্য্য যে নিয়মে সম্পন্ন করিলে উন্নত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ দিয়াছেন, এবং ইহাও বলিয়াছেন, পরস্পর জাতীয় মৈত্রীভাব রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

লণ্ডন ২৭ এ ডিসেম্বর। ষ্টাণ্ডার্ড পত্র বলেন ক্রনষ্টাদ নগরের এক চতুর্থাংশ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে, লোকে বলে নিহিলিষ্টেরাই এই কার্য্য করিয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ২৫ এ ডিসেম্বর। সুলতানের নিন্দা করা অপরাধে ও ডনেল্লানের ৩ মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছিল কিন্তু ব্রিটিশ রাজদূত জেনেরল ফার্ণট সাহেবের মধ্যস্থতায় তিনি মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৬ এ ডিসেম্বর। এইরূপ ঘোষণা পত্র প্রচার করা হইয়াছে, আয়রলণ্ডের যে সকল স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে সেই সকল স্থানের লোককে স্থান ত্যাগের জন্য ডাকে নোটিশ পাঠান হইবে।

আলজেরিয়া ২৮ এ ডিসেম্বর। ফরাসী সৈন্যেরা মরক্কো পর্য্যন্ত বিদ্রোহীদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে। যুদ্ধ আজও চলিতেছে।

লণ্ডন ২৯ এ ডিসেম্বর। আয়রলণ্ডের যে যে জিলায় গোল যোগ চলিতেছে তাহার পরিদর্শনার্থ পাঁচজন বিশেষ মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা সেই সেই জিলায় অবস্থান করিবেন শান্তি রক্ষার্থ যে যে আইন হইয়াছে তাহার কার্য্য কিরূপ চলিতেছে এবং যে পুলিশ ও সাংগ্রামিক সৈন্য সেই সেই স্থানে আছে তাহারা ঐ শান্তিকার্য্য নির্ব্বাহের উপযুক্ত কি না মাজিষ্ট্রেটেরা তাহার বিশেষ রিপোর্ট করিবেন।

প্যারিস ২৯ এ ডিসেম্বর। ইংরাজদিগের সহিত ফরাসীর বাণিজ্য বিষয়ে যে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা শনিবারে কার্য্য শেষ করিয়াছেন।

বার্লিন ২৯ এ ডিসেম্বর। প্রভিন্সিয়াল করসপণ্ডেন্স নামক অর্দ্ধ-রাজকার্য্য একখানি সংবাদ পত্র একটী প্রস্তাব লিখিয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তিনটি রাজ্যের রাজনীতি সংক্রান্ত মতের একতা শান্তিরক্ষার দৃঢ় ভিত্তি স্বরূপ।

লণ্ডন ৩০ এ ডিসেম্বর। লিষ্টওয়েল নামক স্থানে অস্ত্র সকল ধরা পড়িয়াছে। একটি গুপ্ত সভার অধিনায়ককে ম্যাক্রুম নামক স্থানে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। যে সকল কাগজ পত্র ধরা পড়িয়াছে তাহাতে প্রকাশ হইয়াছে যাহারা খাজনা দেয় তাহাদিগকে বধ করিবার নানা প্রকার উপায় কল্পনা করা হইয়াছে।

আফগান স্থানের সংবাদ।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আমীর মার বেঁচার দলের লোকদিগের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিতেছেন। তিনি উহাদিগের এক এক জনকে সপরিবারে কারারুদ্ধ করিয়াছেন। ইহার অত্যা-

চারের লোক সকল উৎপীড়িত হইয়া প্রোৎসাহিত হইয়াছে। অনেকে স্থান ত্যাগ করিয়া ইংরাজ রাজ্যে আসিয়া বাস করিতেছে।

আমীরের সহিত অযুবের বিবাদকালে গোলাম মহম্মদ আয়ুবকে যে সকল পত্রাদি লিখিয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত হওয়াতে আমীর তাঁহাকে ধৃত করিয়াছেন। তিনি দক্ষিণ আফগান স্থানের তুরাণী নামক জাতির উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিতেছেন। ক্রমে ইহাঁর উপর লোকের যেরূপ বিরক্তি জন্মিতেছে আর কিছু দিন এরূপ থাকিলে কান্দাহারে তাঁহার আধিপত্য রক্ষা করা ভার হইবে। সর্দার মহম্মদ ইসক খাঁ তাঁহার বিপক্ষে কতকগুলি লোককে উত্তেজিত করিয়া তাহাদিগকে সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। তুর্কিস্থানের সৈন্যদিগের আমীরের প্রতি যে বিশ্বাস আছে মহম্মদ ইসক তাহা নষ্ট করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। আয়ুব দক্ষিণ আফগান স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। তত্রত্য প্রজারা তাঁহার অত্যন্ত বাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, কান্দাহারের সর্দারেরা তাঁহার জন্য সর্ব্বদাই অনুতাপ করিয়া থাকেন। জমিন্দোয়ারের আলাইজ নামক জাতিকে আমীর কর্ম্ম দিবার আশা দিয়া রাখিয়াছিলেন কিন্তু তাহা না দেওয়াতে তাহারাও অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে।

ইংরাজদিগের আফগান স্থানের বিক্রান্ত যোদ্ধাদিগকে এই মাসের মধ্যেই পদক প্রদান করা হইবে।

আফগান যুদ্ধের সময়ে কামসারিয়েট বিভাগে আলস্য ঘুচাইয়া অনেকে অনেক দ্রব্য চুরি করিয়াছে। এক্ষণে তাহা প্রকাশ হওয়াতে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

২৫ টাকা পুরস্কার।

গত ৬ ই অগ্রহায়ণ। জেলা দিনাজপুরের অন্তঃপাতী "শালবাড়ী" পরগণার মধ্যস্থিত "উভর বাটনীয়া" গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ চৌধুরী জমীদার মহাশয়ের স্বাক্ষরের একটী শালজোড়, দুইটী ছোট গাদামোহর এবং একটী (চাদের মধ্যস্থিত [illegible] হাজার নম্বরের) বিলাতি দোনালা বন্দুক [illegible] দুইটী লম্বা এক হস্ত ৪। ৬ অঙ্গুলি পরিমাণ, [illegible] নূতন নহে) (তৎসঙ্গে আরো অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি) চুরী গিয়াছে। উক্ত তারিখের পর কোন দলিলের উপর যদি মোহর থাকে, তবে সে দলিল আদালতে অগ্রাহ্য। আর যিনি উক্ত নম্বরের বন্দুক অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন তাঁহাকে উপরিউক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

শ্রী দ্বারকানাথ দাস চৌধুরী।
সাং উভর বাটনীয়া।

বিবিধ সংবাদ।

আমাদিগের হুগলীস্থ সংবাদদাতা বলেন "গত সোমবার রাত্রিতে নৈহাটী থানার অন্তর্গত কাটাভাঙ্গা গ্রামে কালী ঘোষ নামক এক গোয়ালার বাটীতে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম ডাকাইতেরা প্রায় ১০। ১২ জন সশস্ত্র আসিয়া উক্ত ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অতিশয় আহত করিয়া ন্যূনাধিক পাঁচ ৫। ৬ ছয় শত টাকা নগদ ও অলঙ্কার লইয়া গিয়াছে। এক্ষণে পুলিষ তদারক হইতেছে। আহত ব্যক্তি নাকি দুই একজন দস্যুকে চিনিতে পারিয়াছে।

নৈহাটীর উত্তর গৌরিভাগ্রামে অনেকদিন হইতে সপ্তাহে দুইদিন গুড়ের হাট বসিত। বৎসরাবধি শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রযত্নে মূলাযোড়ে গুড়ের হাট বসায় উক্ত দুই হাটই ভাঙ্গা পড়িয়াছে, তজ্জন্য হুগলীবাসীদিগের বিশেষতঃ দোকানদারদের অনেক ক্ষতি হইতেছে।

এ বৎসর হুগলীর অন্তঃপাতী অনেক গ্রামে সংক্রামক জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল এক্ষণে কিছু কমিয়াছে। গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়তগণ যদ্যপি আবর্জ্জনা বিশিষ্ট পুরাতন পুষ্করিণী প্রভৃতি পরিষ্কারের পক্ষে যত্নবান হন তাহা হইলে বিস্তর সুবিধা হয়।"

শতকরা ৪ টাকা সুদের কাগজ ১০০৸৵০ হইতে ১০০৸৶

৪॥০ ১৮৭০ (১৮৮৫) ১০২।০
৪॥০ ১৮৭১ (১৮৮১) ১০০।০
৪॥০ ১৮৭৯ (১৮৯৩)) ⎫
৪॥০ ১৮৭৯ (১৮৯৩)) ⎭ ১০৯॥০
৫ ১৮৬৭ (১৮৮২) ১০৯।০

মেদিনীপুর খাজুরী হইতে একব্যক্তি লিখিয়াছেন। যদি কোন ষ্টিমার কলিকাতা হইতে সাগর সঙ্গম অভিমুখে গমন করে, তাহা হইলে তাহার গন্তব্য-পথের মধ্যে খাজুরী নামক ঘাটে ষ্টিমারখানি একবার থামিলে বোধ হয় সেখানকার এবং অন্যান্য স্থানের প্রায় একশত কি ততোধিক আরোহী সংগ্রহ হইতে পারিবে, কিন্তু পূর্ব্ব হইতে যদি ষ্টিমার গমনের ও উল্লিখিত স্থানে দণ্ডায়মান হইবার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমরা সাধারণ লোকের মধ্যে সংবাদ দিয়া যাত্রীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি করিতে পারি। অতএব যে ষ্টিমার গঙ্গাসাগর অভিমুখে প্রধাবিত হইবে, তাহার অধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উক্ত ঘাটে ষ্টিমারখানি থামাইলে সাধারণের বড়ই উপকার এবং বিস্তর লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। খাজুরীতে ষ্টিমারে আরোহণ করিলে কি নিয়মে কত ভাড়া লাগিবে অধ্যক্ষ মহাশয় সবিশেষ অবগত করাইলে আমরা অনুগৃহীত হইব।

একব্যক্তি লিখিয়াছেন কোতলপুর ও উহার পশ্চিমদিকবর্ত্তী কতকগুলি গ্রামের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়? কেই বা তাহাদিগের অজস্র অশ্রুপাত দেখিয়া একবিন্দু অশ্রুও না ফেলিয়া থাকিতে পারে? হায় কত গৃহ, কত জননী ক্রোড়শূন্য হইয়া গেল! চতুর্দ্দিকে আর্ত্তনাদ ভিন্ন আর কোন শব্দই নাই। শুধু ম্যালেরিয়াই বা কেন, ওলাউঠাও দেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শুনা যাইতেছে ইংরাজদিগের পেশোয়ারস্থ সৈন্যগণ আপন আপন বন্দুক প্রভৃতি বিক্রয় করিতেছে।

২৪ এ ডিসেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় সর্ব্বশুদ্ধ ৩৩৫ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

একব্যক্তি হিন্দুপেট্রিয়টে লিখিয়াছেন। কামারহাটীর দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় নামক একব্যক্তি গত মে মাসে বোর্ড-অব-রেভেনিউ হইতে কিছু লবণ ক্রয় করেন। প্রায় ৭ মাস পরে অক্ষয়কুমার গুহ নামক একজন পুলিষ সব ইন্সপেক্টর হঠাৎ এক দিবস তাহার কিয়দংশ ক্রোক করেন। দুর্গাচরণ তাঁহার খাতা প্রভৃতি দেখান কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য না করিয়া তাঁহাকে বিস্তর কষ্ট দেন। তখন অত্যাচরিত ব্যক্তি এই বিষয়ে পুলিষ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের গোচর করেন তিনি সব ইন্সপেক্টরের কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠান। সবইন্সপেক্টর এদিকে বিনা হুকুমে দুর্গাচরণ লবণ বিক্রয় করিতেছেন বলিয়া তাঁহাকে ধৃত করিবার আদেশ গ্রহণ করেন। দুর্গাচরণ এই সময়ে রেভেনিউবোর্ডের সেক্রেটারির নিকট আদালতের বিশ্বাসযোগ্য রওনার একখানি নকল প্রার্থনা করেন, মকদ্দমাও মুলতুবী থাকে। অক্ষয় এদিকে লোকনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক একজন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীকে লবণের ওজনসরকার বলিয়া হাতে হাতকড়ি দিয়া ধৃত করিয়া আনে এবং দুর্গাচরণকে ও উক্তরূপ দুরবস্থা করিবার ভয় প্রদর্শন করে। পরিশেষে ইহাঁদিগের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হওয়াতে বিচারপতি মকদ্দমা ডিসমিস্ করিয়া দিয়াছেন, এবং অক্ষয়ের বিরুদ্ধে নালিশ করিবার জন্য লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়কে আদেশ দিয়াছেন।

পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অনুমোদনানুসারে প্রিন্স অফ ওয়েল্স তাঁহার কর্ণওয়ালের সম্পত্তির আয় ছাড়া বার্ষিক ৪০০০০০ টাকা, এডিনবর্গের ডিউক ২৫০০০০, কোনটের ডিউক ২৫০০০০, প্রিন্স অফ ওয়ে-

ল্সের স্ত্রী ১০০০০০, রাজকুমারী রয়েল ৮০০০০, মৃত রাজকুমারী এলিস, রাজকুমারী হেলেনা, ও লুইস, প্রত্যেকে ৬০০০০, রাজকুমারী মেরি ৫০০০০, রাজকুমারী অগষ্টস ৩০০০০, কেম্ব্রিজের ডচেস ৩০০০০, কেম্ব্রিজের ডিউক ১২০০০০, ইংলণ্ডেশ্বরী স্বয়ং ৬০০০০০ টাকা বার্ষিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বেত্তিয়ার মহারাজ কুমার হরেন্দ্রকিশোর সিংকে দেওয়ানি আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হইবার নিয়ম হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

গত বর্ষে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মির্জ্জাপুরের এলাকাস্থ জঙ্গলে ৮০৫০০ মণ গালা পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে ৫৫৮৬৭ মণ রপ্তানির জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

গত বর্ষে আসামে ২৮ টী নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তৎপূর্ব্ব বর্ষে ইহার সংখ্যা ১২০০ শত ছিল, এই কারণে ইহার ব্যয়ও ১৭৪৪৪৮ হইতে ১৯০৮৪৯ টাকা হইয়াছে।

টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়ার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা বলেন মেজার বেরিং ও সার লিউইস ম্যালেটের জেদে ও পরামর্শে ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটারি তুলজাত দ্রব্যের উপর হইতে শুল্ক উঠাইয়া দিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম মিষ্টার রামচন্দ্রিয়া ত্রিবাঙ্কুরের চিফ জষ্টিসের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

প্রসিদ্ধ ইটালীয় বাজিকর চিরাণি সাহেব সোমবার কলিকাতায় নূতন নূতন ক্রীড়া দেখাইয়া দর্শক বৃন্দকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছেন।

সিঙ্গাপুরের ওয়াণ্টারন্যাগ নামক এক ব্যক্তি ম্যাগনিক সল্টকে সর্প বিষের মহৌষধ বলিয়া আবিকার করিয়া গত জুন মাসে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়াছেন।

কলিকাতা মনিঅর্ডার আফিসের তহবিল অত্যন্ত কম পড়িয়াছে। কেহ কি মোটমাট চক্ষু দান করিয়াছেন ?

রেঙ্গুনের নিকটস্থ ডালানামক স্থানে মঙ্গলবার রাত্রিতে একটী কারখানায় অগ্নি লাগিয়া অন্যূন চারিলক্ষ টাকা দ্রব্যাদি বিনষ্ট হইয়াছে।

অতঃপর জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর প্রভৃতি বিচারপতিগণ যাহাতে বৎসরের শেষে হিসাব পত্র ও রিপোর্ট প্রভৃতি নিয়মিত প্রদান করেন, হাইকোর্ট তজ্জন্য এক সারকিউলার প্রচার করিয়াছেন। যাঁহার এ বিষয়ে ত্রুটী হইবে, তিনি অকর্ম্মণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

শ্যামাচরণ খাস নবিশ নামক এক ব্যক্তি গত ১৯ এ নবেম্বর হাইকোর্ট বিচারপতিদিগের বিচারের বিরুদ্ধে বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলে নালিস করিয়া মকদ্দমায় জয়লাভ করিয়াছেন। অভিযোগকারী বাখরগঞ্জের অন্তর্গত পটুয়াখালির মুন্সেফি আদালতের এক জন উকীল ছিলেন। প্রায় ৬ বৎসর হইল আদালতের এক জন কর্ম্মচারী মুন্সেফের নিকট গিয়া বলে যে শ্যামাচরণ বাবু একটী দলিলের উপর আদালতের অজ্ঞাতসারে মোহর করাইবার জন্য ঘুষ দিয়াছেন। মুন্সেফ এই কথা শুনিয়া তাহাকে নিজ দোষ স্বীকার করিতে বলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মত হন, পরিশেষে মুন্সেফ বাবু তাঁহাকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করেন এবং বলেন, তিনি স্বদোষ স্বীকার করিলে ক্ষমাপ্রাপ্ত হইবেন। অবশেষে উকীলেরাও এ বিষয়ে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ জিদ করাতে তিনি উক্ত দোষ আপনার ঘাড়ে লয়েন। কিন্তু ঐ জিলার জজ পরম্পরা ঐ কথা শুনিয়া হাইকোর্টে রিপোর্ট করেন। হাইকোর্ট তাঁহাকে উকীল শ্রেণী হইতে খারিজ করিয়া দেন। যাহা হউক, শ্যামাচরণ বাবু অবিচলিত অধ্যবসায়ের সহিত এই দীর্ঘকাল নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়া প্রিভিকাউন্সিলের বিচারে স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, ইহা আহ্লাদের বিষয়।

দরিদ্র কৃষকদিগের শিক্ষার জন্য বোম্বাইয়ে ৯৯ টী বিদ্যালয় আছে। কৃষকেরা দিবসে ক্ষেত্রে কর্ম্ম করে, রাত্রিতে এই সকল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। এই বিদ্যালয় সমূহে ২৮৮২ জন ছাত্র আছে।

গত ২৬ এ ডিসেম্বর মান্দ্রাজের গবর্ণর গ্রাণ্ট ডফ সাহেব তথায় একটী প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন। উৎকৃষ্ট সূচিকর্ম্ম সকল ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। ইহারই উৎকর্ষ বিধানার্থ এই প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে।

ভূমিকম্পে নাকি অষ্ট্রিয়ার চিয়স নগর রসাতলে গিয়াছে।

আমেরিকার এক যুবতী বোষ্টনের প্রধান বিচারালয়ে ওকালতী করিবার জন্য বিচারপতির নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ভবিষ্যতে স্ত্রীলোকদিগকে ওকালতী করিতে না দিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

বাণ্টামের দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগকে বিতরণ করিবার জন্য নিদারলাণ্ড গবর্ণমেণ্ট সিগেয়ন নামক স্থান হইতে ১০০০০০ বস্তা চাউল ক্রয় করিয়াছেন।

কি উপায়ে দেশীয় কর্ম্মচারীরা প্রভুর একাধিপত্য হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে, এই বিষয়ে যিনি উত্তম প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিবেন, বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটার পত্রের সম্পাদক তাঁহাকে ১ শত টাকা পুরস্কার দিবেন।

এইরূপ জনরব মান্দ্রাজ হাইকোর্টের চীফ জষ্টিস চার্লস টর্ণার সাহেব মফস্বলের কাছারিসমূহ উঠাইয়া দিয়া স্থানে স্থানে ল এজেণ্ট রাখিবার সংকল্প করিয়াছেন। ইহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নিয়মিত বেতন পাইবেন না। মকদ্দমার সংখ্যানুসারে একটী মোট ফুরান থাকিবে।

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টকে অহিফেনের ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বিলাতে একটী সভা হইয়াছে। সভ্যগণ আজ কাল বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। নবেম্বর মাসে এই সভার অনেকগুলি অধিবেশন হইয়াছিল। ডিসেম্বর মাসে সেফিল্ড নামক স্থানে এই সভার এক অধিবেশন হয়। ইয়র্কের আর্ক বিশপ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, ম্যাঞ্চেষ্টরের বিশপও ইহাতে বিলক্ষণ যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিযোগী সভা থাকাতেই বিশেষ ফল এখনও দর্শে নাই। ইহারা অহিফেন ব্যবসায়ের অপকারিতা বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রতিনিধি প্রেরণের বন্দোবস্ত করিতেছেন।

ব্রহ্মদেশের রাজা আপন অধিকৃত স্থানের বাণিজ্য এক চেটিয়া করাতে ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিকগণের অন্তঃকরণে আঘাত লাগিয়াছে। তাঁহারা ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে এই বিষয় জানাইয়াছিলেন, শুনা যাইতেছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে ইহার একটী নিষ্পত্তি করিতে বলা হইয়াছে, ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মদেশের কমিশনর সাহেব ইহার একটী বন্দোবস্ত করিবার জন্য মান্দালাইয়ের গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র লিখিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত ছাপার কার্য্য সকল কণ্ট্রাক্ট দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। অনেক টেণ্ডরও ইহার জন্য পড়িয়াছে, কিন্তু সরকারী বন্দোবস্তে মুদ্রণ কার্য্য সম্পন্ন হওয়াতে বর্ষে বর্ষে যে ব্যয় হইয়া থাকে, টেণ্ডার দাতারা তদপেক্ষা অধিক মূল্য চাওয়াতে তিনি তাহাদিগের টেণ্ডর গ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। আগামী ৩ রা জানুয়ারি পুনরায় টেণ্ডার গ্রহণ করা হইবে। চুক্তির নিয়মকাল দশ বৎসর স্থিরীকৃত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয় মুদ্রাঙ্কনের ভার ভিন্ন ভিন্ন কণ্ট্রাক্টরকে দেওয়া হইবে, এক জনকেই যে সকল কার্য্য লইতে হইবে, তাহা নহে। সাধারণের কার্য্যোদ্যোগিতা উন্মেষিত ও পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্যই আমাদিগের গবর্ণর জেনরল এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বিহারের জমীদার সভার সভ্যগণ তথায় আত্মশাসনপদ্ধতি প্রচলিত করিবার উদ্দেশে পাটনার কমিশনরের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানী চুঁচুড়ার সম্মুখস্থ গঙ্গার উপর শীঘ্রই সেতু নির্ম্মাণ করিবেন। এই কার্য্যে ২৭॥ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সম্ভাবনা আছে। এই সেতুটী প্রস্তুত হইলে ঐ রেলওয়ের গাড়ি একবারে শিয়ালদহ পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে পারিবে।

রুশ সম্রাট একদা যখন তাঁহার বৈঠকখানায় বন্ধু বান্ধব লইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন সেই সময়ে দুইজন বণিক মাতাল হইয়া বলপূর্ব্বক তথায় প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে, সম্রাট ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে তরবারির আঘাত করিয়াছিলেন, বিচারে প্রথম তাঁহার নির্ব্বাসন দণ্ড হইয়াছিল, শেষে তাহার পরিবর্ত্ত করিয়া ৩ বৎসর দুর্গে অবস্থিতি করিবার আদেশ হইয়াছে।

একখানি ইংরাজী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, ত্রাণ্ডেরের রাজা এখন আর ইংলণ্ড হইতে মুদ্রা প্রস্তুত করাইয়া আনিতেছেন না।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বগুড়ার ভারত শুভসাধিনী সভার যত্নে সম্প্রতি তথায় দুটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

আর একজন আদর্শ বিচারপতি আবার আমাদিগের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইয়াছেন। ইহাঁর নাম বিমস। ইনি লালগোলায় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়া থাকেন। মুর্শিদাবাদ পত্রিকা বলেন, ইহাঁর অত্যাচারে স্থানীয় লোকেরা যার পর নাই উত্ত্যক্ত হইয়াছে। দরিদ্র লোকের কথা দূরে থাকুক, সম্প্রতি ইনি আজিমগঞ্জের প্রসিদ্ধ ধনী রায় ধনপৎ সিং বাহাদুরের পুত্রের সহিত এক তুচ্ছ বিষয় লইয়া যেরূপ নীচাশয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, আমরা তৎপাঠে বিস্মিত হইয়াছি। ইনি একদা বায়ু সেবন করিতে যাইবার নিমিত্ত ধনপৎ সিংহের পুত্রের নিকট একখানি গাড়ি চাহিয়া পাঠান। তিনি তাহা প্রদান করিলে সাহেব কাদার উপর লইয়া গিয়া গাড়িখানি ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং অবশেষে তাঁহার উপর মহাক্রুদ্ধ হন, পরে একদা উক্ত ব্যক্তির এক সামান্য অপরাধে বিলক্ষণ জরিমানা করিয়া যথেষ্ট অপমান করিয়া উপকারের প্রত্যুপকার করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, নদীয়ার জমীদার বাবু [illegible] পাল চৌধুরী বিলাতের মিড্লবরোর কারখানায় সুন্দররূপ কার্য্য শিক্ষা করিতেছেন। তিনি অধ্যবসায়গুণে অনেক সূক্ষ্ম কাজও শিখিয়াছেন। তিনি কারখানার কাজ ভালরূপে শিক্ষা না ক[illegible]িয়া আসিবেন না। শুনা যাইতেছে তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বয়ং কারখানা খুলিয়া দেশের লোককে ঐ কার্য্যে শিক্ষা দান করিবেন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতের মিডল টেম্পলের প্রথম আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

আমেরিকার এক ব্যক্তি তত্রত্য লোক সমূহের প্রকৃতি অনুসন্ধান করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছেন, তিনি বলেন নিউইয়র্কে ধনী, ফিলাডেলফিয়ায় সদ্বংশজাত, বোষ্টনে বুদ্ধিমান লোক, ওয়াসিংটনে উচ্চ পদারূঢ় ব্যক্তিকে লইয়া সমাজ সংগঠিত হইয়াছে, কিন্তু নিউইয়র্কে অপব্যয়িতা, ফিলাডেলফিয়ায় সৌজন্য, বোষ্টনে দেশহিতৈষিতা এবং ওয়াসিংটনে শিষ্টাচারিতা প্রবল।

ষ্টুয়ার্ট সাহেবের মৃত্যুতে হ্যারিসন সাহেব কলিকাতার পুলিস কমিশনর ও মিউনিসিপাল সভার সভাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, মথুরার শেঠেরা মথুরা হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত রেলওয়ে নির্ম্মাণের সংকল্প করিয়াছেন।

১৭ ই পৌষ (৩১ এ ডিসেম্বর) বেলা ৭৷৷৹ টার সময়ে আমাদের এ অঞ্চলে ভূমীকম্প ও জলকম্প হইয়া গিয়াছে। ভূমিকম্প প্রায় ৩। ৪ মিনিট ও জলকম্প ১০ মিনিট স্থায়ী হইয়াছিল।

গবর্ণর জেনেরলের কাশী দর্শন উপলক্ষে তত্রত্য বাঙ্গালীরা একটী স্থায়ী স্মরণ চিহ্ন স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়া তাঁহার নামে বর্ষে বর্ষে কয়েক জোড়া সুবর্ণবলয় পুরস্কার দিবার উদ্যোগ করিতেছেন। বাহিরের টোলের যে সকল ছাত্র সংস্কৃত ভাষার পরীক্ষায় ভালরূপ উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন, তাঁহারাই এই পুরস্কার লাভ করিবেন।

বরদার রাজার সিংহাসনাধিরোহণ উপলক্ষে মহাসমারোহ ব্যাপার উপস্থিত। বিস্তর লর্ড লেডি এতদুপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। লর্ড উইলচেষ্টার ও দরহামের আরল গত বৃহস্পতিবার মেলে বিলাত হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

রুশ সম্রাটের বাঁচা ভার দেখিতেছি। সম্প্রতি তাঁহাকে পুড়াইয়া মারিবার জন্য আর একটী চক্রান্ত হইয়াছিল দুই জন উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর কন্যা দুই জন ইহুদী ও কয়েক জন বিদ্যালয়ের ছাত্র ইহাতে লিপ্ত থাকায় ধৃত হইয়াছেন। ইহারা সম্রাটের গ্যাসিনার অট্টালিকা দগ্ধ করিবার জন্য একটী নূতন কল প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এই কলের মধ্যে কতকগুলি বারুদ ও গোলাগুলি পূর্ণ ছিল, অগ্নি স্পর্শে ইহা শূন্যে উঠিতে পারে, ইহা যেখানে পড়ে সেই খানে ফাটিয়া গিয়া চতুর্দ্দিকে অগ্নি বিস্তৃত হইয়া থাকে। যাহা হউক, সৌভাগ্যক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়াতে সম্রাট বাঁচিয়া গিয়াছেন।

সি, এন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডি, কে ঘোষ আইনের শেষ পরীক্ষায়, ঢাকার ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায়, পি, এল রায় গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাটিন ও শিল্পের পরীক্ষায়, এ, এল সাণ্ডেল ও তামিজউদ্দিন আহম্মদ চিকিৎসা শাস্ত্রের ৩ য় ও এম, এল দে ২ য় বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আজিজুদ্দিন আহম্মদ গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে, আশুতোষ চৌধুরী ক্যাম্ব্রিজের সেণ্ট জন কালেজে, নরেন্দ্রনাথ মিত্র মিডল টেম্পলে, এস, পি সিংহ লিনকোলনহলে ভর্ত্তি হইয়াছেন।

দীল্লির মীর মহম্মদ ও কলিকাতার ইউ, ডি বন্দ্যোপাধ্যায় চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষার্থ বিলাতে পৌঁছিয়াছেন।

অযোধ্যার রাজা রামপাল সিং ও কুচবিহারের কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ প্রত্যাগমন করিতেছেন।

মান্দ্রাজের গবর্ণর গ্রাণ্ট ডফ সাহেব একজন উদ্ভিদ-বিদ্যা-নিপুণ ব্যক্তি। ইনি এদেশে আসিয়া অবধি এ গাছ, সে গাছ আনাইয়া তাহার পরীক্ষা প্রভৃতি করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিতেছেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যার ১৮৮০—৮১ অব্দের শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৭৮—৭৯ অব্দে যত কলেজ ও স্কুল ছিল, গত বর্ষে তদপেক্ষা ১৭৯৭৭ কমিয়া গিয়াছে। ঐ বর্ষে সমুদায়ে তথায় ২২৪০৩ টী বিদ্যালয় ছিল। ইহার মধ্যে গবর্ণমেণ্টের ৬২০০ বিদ্যালয়, ছাত্র ২০৫০৬৫, সাহায্যকৃত ৩৫৫ বিদ্যালয়, ছাত্র ১৯০৪৯, প্রাইভেট স্কুল ৪০; ছাত্র সংখ্যা ১২৪৯। সমুদায় শিক্ষাবিভাগের আয় ৪৬৯৬৯০ টাকা। ইহার মধ্যে ৫২৪০১ মিউনিসিপালিটীর সাহায্য ও ১৯৪৫৭৩ চাঁদা দান, ১৪৬৮৪৯, বেতন ও ৭৫৮৬৭ পুণ্যার্থ দান। ব্যয় ১৯৭৫৯৩৩ টাকা। গবর্ণমেণ্ট ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ১৫০৬২৪৩ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

লাহোরের ৪৫ জন ধনী লোক একত্র হইয়া তথায় ময়দা ও তৈলের এক একটী কল খুলিয়াছেন। ইহাঁদিগের শীঘ্রই একটী কাপড়ের কলও খুলিবার সম্ভাবনা আছে।

আমেরিকার একখানি সংবাদপত্র বলেন, সম্প্রতি ষ্টেটেন দ্বীপে অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এই বৃষ্টির সহিত তথায় বিস্তর ভেক পতিত হইয়াছিল।

আয়র্লণ্ডের ল্যাণ্ডলিগদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত শীঘ্রই মার্সাল লা জারি হইবার সম্ভাবনা আছে। তাহা হইলেই ত আয়র্লণ্ড উৎসন্ন যাইবে। গবর্ণমেণ্ট কাহাকে লইয়া রাজ্য করিবেন?

শুনা যাইতেছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগে অতঃপর যখন কর্ম্ম খালী হইবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ অথবা এম, এ পরীক্ষোত্তীর্ণ ভিন্ন অপর কেহই তাহা প্রাপ্ত হইবেন না।

বিলাতের সেণ্টপল গির্জ্জার জন্য ৪৫০ মণ ওজ-নের একটী ঘণ্টা প্রস্তুত হইয়াছে।

বঙ্গদেশে ২০৪ জন সিবিলিয়ান আছেন। ইহাঁ-দিগের মধ্যে ১৮ জন ছুটী লইয়া বিলাত গমন করি-য়াছেন। আর ২৩ জন ছুটী লইতে পারেন।

অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে কোম্পানি হরিদ্বার পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলিবার সংকল্প করি-য়াছেন।

ডবলু হণ্টর ও আলীগড়ের সৈয়দ আহম্মদ খাঁ বাহাদুর ও ডবলু সি প্লাউডেন গবর্ণর জেনেরলের ব্যবস্থাপক সভার অতিরিক্ত সভ্য হইয়াছেন।

আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরলের বাস্ত-বিক ভারত হিতার্থই ভারত শাসন দেখিতে পাই-তেছি। ইতিপূর্ব্বে তিনি ভারতের সৈনিক বিভাগের ব্যয় লাঘব করিবার জন্য ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন,এক্ষণে শুনা যাইতেছে তাঁহার সম্মতিক্রমে ইনি এই বিভাগের ব্যয় সংক্ষে-পের জন্য একটী কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন যে ১৮২৮। ২৯ অব্দের শতকরা ৪ টাকা সুদের কাগজ ১৮৮২ অব্দের ১৭ এ মার্চ্চ পরিশোধ করিবেন।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, বর্দ্ধ-মানের সবজজ বাবু ভূপতি রায় বহুমূত্র রোগে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি রাজা রামমোহন রায়ের দৌহিত্র

ল্যাঙ্কাসায়রের বণিকগণ বোম্বাইয়ে একটী বস্ত্রের কল খুলিবার সংকল্প করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের দেশী কলওয়ালাদিগের অনিষ্ট করাই ইহাঁদিগের উদ্দেশ্য। ধন্য স্বার্থপরতা।

ভারতবর্ষের স্থান বিশেষের নীচ লোকে আজিও আপন আপন শিশুদিগকে সময়ে সময়ে পারস্যে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া আইসে, এই বিষয় সাহেব গোচর হওয়াতে তিনি উহা বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ইগলিণ্টন সাহেব নাকি ভূতপ্রেতের সহিত কথোপকথন করিয়া কলিকাতার অনেক লোককে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছেন। সে দিন তিনি পাথুরী-বাগানের বাবু দীননাথ মল্লিকের বাটীতে প্রেতাত্মার আবির্ভাব করিয়াছিলেন।। এটীও কি সাংক্রামিক রোগ হইয়া উঠিল ?

সংক্রামক জ্বরের কারণ নির্ণয়ার্থ বঙ্গদেশের লেপ্টে-নাণ্ট গবর্ণর যে কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন শুনা যাইতেছে তাঁহারা স্থানীয় বিচক্ষণ লোকদিগকেও ইহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কৃষ্ণনগরের এপি-ডেমিক সম্বন্ধে ইহাঁরা তত্রত্য ডাক্তার বাবু কালীচরণ লাহিড়ি ও ভূতপূর্ব্ব একজিকিউটীভ ইঞ্জিনিয়র বাবু রামেশ্বর নাথকে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি-লেন। কালী বাবু বলিয়াছেন ১৮৭৬ অব্দে গোদাখালী-গ্রামে প্রথম ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হয়। ঐ গ্রামটী একটী অবরুদ্ধ ও অপরিষ্কৃত খালের উপর অবস্থিত। তৎপরে ১৮৬৪ অব্দে রাণাঘাট ও কৃষ্ণনগরে একবার দেখা দেয়; এক্ষণে এদেশ ব্যাপিয়া পড়িয়াছে। কালী বাবু বলেন অঞ্জনা নদীর স্রোতোবরোধই কৃষ্ণনগরে ম্যালেরিয়া হইবার প্রধান কারণ। অতএব গোদাখালী একবার পরিদর্শন করা ও অঞ্জনার অবরুদ্ধ স্থান সকল পরিষ্কার করিয়া দেওয়াইবার ব্যবস্থা করা কমিশনের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

আমগ্রাম হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন। "মহ-কুমা মাদারীপুরের অন্তর্গত আমগ্রাম পল্লীতে হর-বোলা নামক একটী একাদশ বর্ষীয় বালক মূর্চ্ছা রোগাক্রান্ত হওয়ায় ক্রমশঃ অনেক বিজ্ঞ বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করান হয়, কিন্তু কিছুতেই পীড়ার উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এক দিবস প্রাতে বালক ও তাহার মাতা সুপ্তোত্থিত হইয়া দেখিল যে বালকের দক্ষিণ হস্তে একগাছি সূতার দ্বারা একটু সিকড় গ্রথিত রহিয়াছে,বালকও রোগমুক্ত হইয়াছে। তদ্দর্শনে সক-লেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া দৈব ঔষধ প্রাপ্তির জন্য আরাধ্য দেবতার পূজাদি করিলেন। কিন্তু ঐ ঔষধ প্রাপ্তির দিবস হইতে কেহ যেন শূন্য হইতে ঐ বালকের গায়ে ঢিল মারিত এবং সময়ে সময়ে ঐ দৈব দত্ত ঔষধ অপহরণ করিয়া বালককে পুনঃ পীড়িত করিত এবং সময়ান্তরে প্রতিদান করতঃ বালককে রোগমুক্ত করিত। অদ্য পর্য্যন্তও মধ্যেই গ্রাম ও পা[illegible] নানা গ্রাম এই অদ্ভুত পূর্ব্ব দৈব ঔষধ প্রাপ্তির জনরবে পরিপূর্ণ হইলে সমস্ত ভূত ও দৈবশক্তি বিরোধী ন্যা-য়শাস্ত্রবিদ্যা আসিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করি-য়াছেন ও করিতেছেন; কিন্তু কিছুতেই মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিতেছেন না। এমন কি বাল-ককে যেস্থানে লইয়া যাওয়া যায় সেই স্থানেই সময়ে সময়ে ঐ রূপ ঢিল পড়িতে থাকে"। অনুসন্ধানের ভাল হয় নাই বোধ হইতেছে।

পানামা যোজক কাটিয়া উত্তর দক্ষিণ আমেরিকা দ্বীপরূপে পরিণত করিবার যেমন চেষ্টা হইতেছে, এদিকেও আবার তেমনি ইংরাজেরা যোজক কাটিয়া মলয়দ্বীপকে দ্বিখণ্ড করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এই পথটী হইলে বিলাতগামী জাহাজ সমূহকে সিংহল বেষ্টন করিয়া যাইতে হইবে না। বাণি-জ্যের বিস্তর সুবিধা হইবে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট খ্রীষ্টধর্ম্মের পরিপোষণার্থ ভারতের রাজকোষ হইতে যেমন অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন, চীনের সম্রাটও সেইরূপ তাঁহার খ্রীষ্টান প্রজাদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া স্বধর্ম্মের উৎকর্ষ বিধানার্থ ব্যয় করিতেন, কিন্তু এ কার্য্যটী এক্ষণে অন্যায় বলিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হওয়াতে তাঁহারা তাহা পরিত্যাগ করিয়া উদারতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমাদের গবর্ণমেণ্ট কেন পিছিয়া পড়িয়া থাকেন ?

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, রাজা রাম-মোহন রায়ের পৌত্র বাবু প্যারীমোহন রায় খানা-কুলের একটী বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ১৭ শত টাকা আয়ের একখানি তালুক ছাড়িয়া দিয়া-ছেন। তত্রত্য ডাক্তারের বাসগৃহ নির্ম্মাণার্থ ইনি আরও ৫ হাজার টাকা দান করিবেন। যেরূপ লোকের পৌত্র এ কার্য্যও তদুপযুক্তই হইয়াছে।

প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের দুই পুত্র জাপান ভ্রমণ করিতে গিয়া হস্তে উল্কা পরিয়াছেন। একজন খঞ্জন অন্য জন সর্প আঁকাইয়াছেন। যিনি জাপানে যান তাঁহারই কি এইরূপ উল্কা লাগে ?

বিগত ২৩ এ ডিসেম্বর রবিবার বেলা ৩ টার সময় কলিকাতা হেয়ার গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বাঙ্গালা পাঠশালার ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দের পারিতোষিক বিতরণ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভা-পতির আসন পরিগ্রহ করেন। এটী বাঙ্গা-লার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিদ্যালয়। ইহার ছাত্র সংখ্যা ৬০০, ইহাতে [illegible] টী ছাত্রবৃত্তি আছে। প্রায় ১০ বৎসর [illegible] বিদ্যালয় হইতে পরীক্ষায় ছাত্র প্রেরিত হয়; কিন্তু ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে এই বিদ্যালয়ের ৪ চারিটী, ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে চারিটী, এবং ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে ৫-টী, বালক ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। সভাপতি ১৫-টী ছাত্রকে পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক ছাত্র, শিক্ষক, [illegible] ও সমবেত কর্তৃপক্ষীয়গণকে কয়েকটী উৎসাহ-পূর্ণ বাক্যে উৎসাহ দান করিয়া সভার কার্য্য শেষ করেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণ-রের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

[illegible] জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

বাবু শিবশঙ্কর সিংহ গবর্ণমেণ্টের পুস্তকাধ্যক্ষ [illegible] ২য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

[illegible] সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার টি, এল, এল, [illegible] অস্থায়ীরূপে [illegible] করিতেছিলেন।

সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এইচ, [illegible] ভারতাঙ্গার প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী [illegible] করিম [illegible] সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

যশোহরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মিড্লিটন সাহেব মেদিনীপুরের সদর ষ্টেসনে বদলী হওয়াতে মেদিনীপুরের বাবু শ্যামাপদ চৌধুরী যশোহরের সদর ষ্টেসনে আসিলেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় যশোহরের সদর ষ্টেসনে কার্য্য করিবেন।

ডবলিউ গ্রিওয়েল পাটনা সদর ষ্টেসনে সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

মেদিনীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কেদারনাথ দত্ত ৩ মাস [illegible] গ্রহণ করিলেন।

প্রতিনিধি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও সিবিল [illegible] টি, টি, এ [illegible] মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

দিনাজপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ মেদিনীপুরে বদলী হইলেন।

জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] সাহেব কিছু [illegible] সাহেবের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত দিনাজপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

পাটনা [illegible] সব ডেপুটী কালেক্টার মুন্সি কুতবুদ্দিন ভূমি সেটিলমেণ্ট করিবার জন্য ঐ জেলায় রহিলেন।

জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ ডবলিউ ককরান যে দিন হইতে কটকের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের কার্য্য হইতে [illegible] হইবেন, সেই দিন হইতে এক মাস ছুটী পাইবেন।

ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এন, এস আলেক্সাণ্ডার ২৮ এ ডিসেম্বর হইতে ১ মাস ১৮ দিন ছুটী পাইলেন।

ময়মনসিংহের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার আর, এ ইচ. [illegible] ঐ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু চন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত ঐ জেলার অন্তর্গত জামতাড়ায় রহিলেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডবলিউ [illegible] বীরভূম সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

[illegible] প্রতিনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার [illegible] মুখোপাধ্যায় নওয়াখালি সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

[illegible] প্রতিনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ই, এ, [illegible] সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু [illegible] কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] নব ডেপুটী কালেক্টার বাবু গোপীকৃষ্ণ পাল এক মাস অতিরিক্ত ছুটী পাইলেন।

মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার আর, এইচ, উইলসন প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

নোয়াখালির ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ এফ, ডবলিউ জে রিড প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ টি, স্মিথ প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

মজঃফরপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ এইচ, ডবলিউ গর্ডন্ ২ য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

দার্জ্জিলিঙের ডেপুটী কমিশনর এ, এ, ওয়েস সাহেব প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন, কিন্তু তিনি আপাততঃ [illegible] নিমিত্ত ডেপুটী কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

মেদিনীপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডবলু ফিড্রিয়ান ১ ম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

[illegible] জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এফ, [illegible] দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত রহিলেন।

[illegible] সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এস, এইচ, [illegible] সাহেব কিছু দিনের জন্য ২ য় শ্রেণীর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের পদ প্রাপ্ত হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৮৮২ অব্দের ১ লা জানুয়ারি হইতে নিম্ন লিখিত সুবর্ডিনেট জজদিগের পদোন্নতি হইল।

হাবড়া ও শ্রীরামপুরের ছোট আদালতের জজ বাবু শ্রীনাথ রায় ১ ম শ্রেণীতে, পাটনার ২ য় সুবর্ডিনেট জজ মৌলবী মহম্মদ নুরুল হোসেন, ভাগলপুর ও মুঙ্গেরের বাবু গোলকচাঁদ ২ য় শ্রেণীতে। পাটনার ১ ম সুবর্ডিনেট জজ বাবু পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গয়ার মৌলবী মাজাদীন ও বাখরগঞ্জের ২ য় সুবর্ডিনেট জজ বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩ য় শ্রেণীতে। বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি ১ ম সুবর্ডিনেট জজ বাবু রাজচন্দ্র সান্যাল, শিয়ালদহের প্রতিনিধি ছোট আদালতের জজ বাবু বলরাম মল্লিক, মুর্শিদাবাদের প্রতিনিধি সুবর্ডিনেট জজ বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র, হুগলীর প্রতিনিধি অতিরিক্ত সুবর্ডিনেট জজ বাবু রাধাকৃষ্ণ সেন ৪ র্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

নিম্ন লিখিত মুন্সেফগণের পদোন্নতি হইল।

বাঁকুড়ার অন্তর্গত [illegible] মুন্সেফ বাবু পার্ব্বতিকুমার মিত্র, বর্দ্ধমানের ২ য় মুন্সেফ বাবু মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়ার [illegible] দ্বারকানাথ ঘোষ, ছাপরার বাবু দীনেশচন্দ্র রায়, শিয়ালদহের বাবু দ্বারকানাথ মিত্র, রাণাঘাটের বাবু রাজেন্দ্রকুমার বসু, পাটনার ১ ম সদর মুন্সেফ বাবু অবিনাশচন্দ্র মিত্র প্রথম শ্রেণীতে, চট্টগ্রামের অন্তর্গত [illegible] বাবু শম্ভুচন্দ্র দে, দিনাজপুরের অন্তর্গত [illegible] বাবু নীলমাধব সামন্ত, চুয়াডাঙ্গার বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, চট্টগ্রামের অন্তর্গত আনোয়ারার মৌলবী আহম্মদ উল্লা, [illegible] বাবু চক্রধর প্রসাদ, শ্রীরামপুরের ১ ম মুন্সেফ বাবু প্রসন্নকুমার সেন ও নদীয়ার অন্তর্গত নবদ্বীপের বাবু শ্রীনাথ পাল ২ য় শ্রেণীতে। শ্রীহট্টের অন্তর্গত সুনামগঞ্জের বাবু ভুবনমোহন দাস, ময়মনসিংহের অন্তর্গত হোসেনপুরের ২ য় মুন্সেফ বাবু আনন্দনাথ মজুমদার, পাবনার অন্তর্গত সাহাজাদপুরের বাবু অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মেদিনীপুরের অন্তর্গত [illegible] বাবু শশীভূষণ চৌধুরী, পূর্ণিয়ার অন্তর্গত কৃষ্ণগঞ্জের বাবু [illegible] দে, গোয়ালন্দের শরৎকুমার ঘোষাল, ঢাকার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জের ৩ য় মুন্সেফ বাবু অক্ষয়কুমার সেন ৩ য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। পিরোজপুরের প্রতিনিধি অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, ঢাকার বাবু যোগেন্দ্রনাথ দে, পটুয়াখালীর বাবু যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, নোয়াখালীর অন্তর্গত দেওয়ানগঞ্জের বাবু হরমোহন বসু, ত্রিপুরার অন্তর্গত রামরত্ন গ্রামের বাবু বিহারিলাল মুখোপাধ্যায়, বরিশালের বাবু চন্দ্রনাথ ঘোষ, দিনাজপুরের বাবু সুরেশচন্দ্র ঘোষ চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

২৪ পরগণার ১ ম সুবর্ডিনেট জজ বাবু মথুরানাথ গুপ্ত রঙ্গপুরে বদলী হইলেন।

হুগলীর ২ য় সুবর্ডিনেট জজ বাবু কেদারেশ্বর রায় ঢাকা ও মুন্সিগঞ্জের ছোট আদালতের জজ হইলেন।

ফরিদপুর ও তাহার সুবর্ডিনেট জজ বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় বর্দ্ধমানের ১ ম সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

রঙ্গপুরের সুবর্ডিনেট জজ বাবু ভগবানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পূর্ণিয়ার সুবর্ডিনেট জজ হইলেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ২ য় আদেশ না হয় সে পর্য্যন্ত বাঁকুড়ার অতিরিক্ত সুবর্ডিনেট জজের কার্য্য করিবেন।

[illegible] প্রথম সুবর্ডিনেট জজ বাবু ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হুগলীর ২ য় সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

মুর্শিদাবাদের সুবর্ডিনেট জজ বাবু মধুলাল চট্টোপাধ্যায় বীরভূমে গেলেন।

ঢাকা ও মুন্সিগঞ্জের ছোট আদালতের জজ বাবু নফরচন্দ্র ভট্ট ২৪ পরগণার সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

চট্টগ্রামের প্রতিনিধি সুবর্ডিনেট জজ বাবু গিরীশচন্দ্র চৌধুরী ঢাকার ২ য় সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি প্রথম সুবর্ডিনেট জজ বাবু রাজচন্দ্র সান্যাল চট্টগ্রামের সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

শিয়ালদহ ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ বাবু বলরাম মল্লিক ফরিদপুরের সুবর্ডিনেট জজ হইলেন, কিন্তু শিয়ালদহের ছোট আদালতের জজেরও কার্য্য করিবেন।

মুর্শিদাবাদের প্রতিনিধি সুবর্ডিনেট জজ বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র ঐ পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

হুগলীর প্রতিনিধি সুবর্ডিনেট জজ বাবু রাধাকৃষ্ণ সেন সারণের সুবর্ডিনেট জজ হইলেন, কিন্তু হুগলীতে অতিরিক্ত সুবর্ডিনেট জজের কার্য্য করিবেন।

নদীয়ার অন্তর্গত [illegible] পুরের মুন্সেফ বাবু মতিলাল সরকার বাঁকুড়ার অতিরিক্ত সুবর্ডিনেট জজ হইলেন, কিন্তু পূর্ণিয়ার প্রতিনিধি সুবর্ডিনেট জজের কার্য্য করিবেন।

বাঁকুড়ার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের মুন্সেফ বাবু পার্ব্বতিকুমার মিত্র ময়মনসিংহের অতিরিক্ত সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

ছাপরার মুন্সেফ বাবু দীনেশচন্দ্র রায় ত্রিহুতের অতিরিক্ত সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

শিয়ালদহের মুন্সেফ বাবু দ্বারকানাথ মিত্র গয়ার অতিরিক্ত সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

বাঁকিপুরের প্রথম সদর মুন্সেফ বাবু অবিনাশচন্দ্র মিত্র [illegible] সুবর্ডিনেট জজের কার্য্য করিবেন।

যশোহরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় ২ য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] প্রতিনিধি জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এইচ, [illegible] প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ও ২২২ ধারানুসারে সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

পাটনার সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ডবলু গ্রিওয়েল ৩ য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীহট্টের ২ য় মুন্সেফ বাবু অশ্বিনীকুমার গুহ ২৪ পরগণার অন্তর্গত [illegible] মুন্সেফ হইলেন।

মুঙ্গেরের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার [illegible] আহম্মদ ৩ য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

—:০:—

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴০ আনা; ৴০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৬১ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৷৵০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

PARADISE LOST.

বা

সুখধাম বিনাশ।

এই পুস্তকের ১ম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। গ্রাহকগণ স্ব স্ব অগ্রিম মূল্য নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। এখনও যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তকের গ্রাহক হইতে বাসনা করেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম, ঠিকানা, ও অগ্রিম মূল্য প্রেরণে বাধিত করিবেন। গ্রাহকগণের মধ্যে যদি কেহ পুস্তক না পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা সত্বর আমাকে জানাইলেই পুস্তক পাইবেন।

তারিখ   শ্রীমহিমচন্দ্র গুপ্ত

৭ ই নবেম্বর ১৮৮১   ওভারসিয়ার আর,সি,সি, ময়মনসিংহ।

চন্দ্র-চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
নাবজ্ঞেয়ো মুদ্রিতেন ন জ্ঞেয়ো মুদ্রিতং বিনা

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতুদৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২৷৷০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠশোধক ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২৷০ টাকা।

ভাল রস সিন্দুর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রেয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীশশিমোহন সেন কবিরাজ।

কাশী, কাটিনিয়ার ৬৭ অথবা গণেশ মহল্লা।

জ্বর-চিকিৎসা।

আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রণীত।

এই পুস্তকে ম্যালেরিয়া ও তন্নিবন্ধন জ্বর সমূহের উৎপত্তির কারণ ও তন্নিবারণোপায় সমুদায় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রণেতা বহু দিবস ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া এই পুস্তকের চিকিৎসাংশ সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহা ম্যালেরিয়া পীড়িত প্রদেশস্থ জনসমূহের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ডাক মাশুল সমেত মূল্য ১ টাকা। কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘরের অধীন চাঙ্গড়িপোতা [illegible] নিকটে পাওয়া

রোগাঙ্কুশ।

৺ শ্রীবৃন্দাবন সনাতনকালীন জনৈক উদাসীন মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

এই আশ্চর্য্য দুষ্প্রাপ্য ঔষধ সেবন করিলে শুক্র বৃদ্ধির বিশেষ প্রাবল্য হয় ও সর্ব্ব প্রকার উদরাময়, অজীর্ণ, অরুচি, দৌর্ব্বল্য, মৃতবৎসা-দোষ ও স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সন্তান উৎপাদিকাশক্তিহীনতা রোগ প্রভৃতি অল্প দিবসেই আরোগ্য হয় এবং প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধি ও ক্ষুধার প্রাবল্য হয়। এই ঔষধের আর এক ক্ষমতা

এই যে নিত্য সেবন করিলে বার্দ্ধক্যে যৌবন ভাব জানা যায়। জরসত্বে সেবনীয় নহে। ব্যবহারের নিয়ম ও ব্যবস্থা পত্র ঔষধের সহিত পাঠান যায়। মূল্য ডাক মাশুল সহিত ২ টাকা। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হয় না।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বেনারস।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের পুষ্কি, চুলকুনি টাকপড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৵০ আনা।

টুথ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

ডাক্তার বরাটের কৃত

ষড় রসামৃত।

পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর-নাশক অব্যর্থ মহৌষধ। সীতাকুণ্ডের জলে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ৮ বৎসর হইতে তদধিক বর্ষ বয়স্কের পক্ষে দৈনিক এক কাঁচ্চার হিসাবে দুই বার সেবনীয়। ১২ আউন্স বোতলের মূল্য—১॥০। এই ঔষধের উপকারিতা সম্বন্ধে যে সকল প্রশংসাপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা পরে প্রকাশ করা যাইবে।

বঙ্গবাসী

অল্প মূল্যে বৃহৎ বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৴১০; অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১॥০ ডাক মাশুল সমেত ৵৴ মাত্র। কলিকাতা, হুগলী, বৰ্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, এই কয়েক স্থানের গ্রাহকগণ অগ্রিম ১॥০ টাকা দিলে এক বৎসর কাগজ পাইবেন। বঙ্গবাসীর উদ্দেশ্য জনসাধারণমধ্যে জ্ঞানের বিস্তার,—জনসাধারণকে রাজনীতি, সমাজ-নীতি, ইতিহাস বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য, জনসাধারণের চোখ মুখ ফুটাইবার জন্য বঙ্গবাসীর জন্ম। বাবু গোপালকৃষ্ণ ঘোষ উকীল; বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত; (সিপাই যুদ্ধের ইতিহাস প্রণেতা) বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; (রামমোহন রায়ের জীবনচরিত প্রণেতা) বাবু অম্বিকাচরণ মিত্র, এমএ, বিএল; বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এমএ, বিএল, চারুবার্ত্তার সম্পাদক বাবু অদ্বৈতচরণ বসু; বাবু কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায়,—ইহা ব্যতীত আরও দুই জন বিজ্ঞ বহুদর্শী লেখক বঙ্গবাসিতে লিখিবেন। ২৬ এ অগ্রহায়ণ বঙ্গবাসী প্রকাশিত হইবে। গ্রাহকগণ আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

নং ২৪ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট মৃজাপুর কলিকাতা। — শ্রীউপেন্দ্রনাথ সিংহ রায় কার্য্যাধ্যক্ষ।

বৈরাগ্য বিপিনবিহার

(কাব্য)

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় বিরচিত।

কলিকাতার পটোলডাঙ্গার ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত ডিপজিটরী এবং শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল /০ আনা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাশুলসহ ৭॥০ টাকা আর বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাশুল ।৵০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৶০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫॥০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪।৶০ গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বৰ্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দনারায়ণ ঘোষাল—পেসোয়ার ১০
" " ক্ষেত্রমোহন পাল—আলিগঞ্জ ১০
" " শ্যামাচরণ ঘোষ—যশোহর ৭
" " ক্ষীরোদনাথ চট্টোপাধ্যায়—সেরাজগঞ্জ ৫
" চন্দ্রবল্লা সাহ—পোরশা ১০
" মির আছমদ্দিন—বরিশাল ৫।০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বয়াত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৴০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ । " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " । ৮ সংখ্যা ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাস্তুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৮ সাল। ২৬ এ পৌষ। ইং ১৮৮২ ৯ ই জানুয়ারি। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাস্তুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

BARAT'S

PRONOUNCING ETYMOLOGICAL

AND PICTORIAL

DICTIONARY

OF THE

ENGLISH AND OF THE BENGALI LANGUAGE

ENGLISH TO ENGLISH AND BENGALI

ENGLISH TO BENGALI AND ENGLISH.

published in parts.

For further information apply to the

Publisher

TROILOKYA NATH BARAT.

No. 12, Pataldanga Street,

CALCUTTA.

২৫ টাকা পুরস্কার।

গত ৬ ই অগ্রহায়ণ। জেলা দিনাজপুরের অন্তঃপাতী "শালবাড়ী" পরগণার মধ্যস্থিত "উত্তর বাটনীয়া" গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ চৌধুরী জমীদার মহাশয়ের স্বাক্ষরের একটী শীলমোহর, দুইটী ছোট গালামোহর এবং একটী (চাপের মধ্যস্থিত ইং ৯০০০ নয় হাজার নম্বরের) বিলাতি দোনালা বন্দুক (নালা দুইটী লম্বা এক হস্ত ৪।৬ অঙ্গুলি পরিমাণ, একেবারে নূতন নহে) (তৎসঙ্গে আরো অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি) চুরী গিয়াছে। উক্ত তারিখের পর কোন দলিলের উপর যদি মোহর থাকে, তবে সে দলিল আদালত অগ্রাহ্য। আর যিনি উক্ত নম্বরের বন্দুক অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন তাঁহাকে উপরি উক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

শ্রী দ্বারকানাথ দাস চৌধুরী।
সাং উত্তর বাটনীয়া।

মহাভারতের শেষ হরিবংশ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। ইহার প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি ।০ এবং সমগ্র পুস্তকের মূল্য ৩৲ টাকা। ইহার ৬ ষষ্ঠ খণ্ড পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে, অবশিষ্ট ছয় খণ্ড অতি শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। বিদেশীয় গ্রাহকগণের প্রতি অতিরিক্ত ।৵০ আনা ডাক মাস্তুল সমেত অগ্রিম মূল্য ৩৲ টাকা না দিলে পুস্তক প্রেরিত হইবে না।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র
নিমতলা ১৫ নং
গোপীকৃষ্ণ পালের লেন। } শ্রীকৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন।

সকল প্রকার মেহ রোগের পরীক্ষিত মহৌষধ।

মূল্য ২ দুই টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই আশ্চর্য্য মহৌষধ নিয়মপূর্ব্বক সাত দিবস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন মেহ, শ্বেতপ্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত শোণিতস্রাব ও সপূয়ধাতু নির্গমন এবং প্রস্রাব শাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও ধাতুর পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয় যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

বড় শিশির মূল্য ২॥০ টাকা, ছোট শিশি ১॥০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, বাত, পারাদোষ, উপদংশ, নালী ঘা, রক্তদূষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ কৃশ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন ইহার সেবনে পক্ষান্তরে রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহপুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা শালসা ও কড্‌লিবর অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাদি শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

ঔষধ লইবার সময় উপরি উক্ত মনুষ্যাকৃতি দেখিয়া লইবেন।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রী হরিদাস দে ১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

আমি সপরিবারে পীড়িত অবস্থাতে সম্প্রতি নিম্ন লিখিত স্থানে অবস্থান করিতেছি, আমার নিকটে যাঁহাদিগের চিঠি পত্রাদি পাঠাইবার প্রয়োজন হয়,

তাঁহারা কাকিনীয়ায় না পাঠাইবা অবস্থিতিস্থানে পাঠাইবেন।

রামপুর বোয়ালিয়া
ঘোঁড়ামারা পোষ্ট
কুমার পাড়া } শ্রীগোবিন্দমোহন রায়।

প্রকাশিত পুস্তক অদ্ভুত ব্যাপার !!

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা অদ্ভুত রহস্য !!

মূল্য মায় মাশুল খরচ ১৮৵০ আনা মাত্র। বঙ্গীয় পাঠক মহোদয়গণ, পুস্তক আবশ্যক হইলে কার্য্যালয়ে স্ব স্ব নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইলে আমরা ডাকযোগে পুস্তক প্রেরণ করিব। আপনারা মাশুল দিয়া পুস্তক লইবেন। উভয়ের বিশ্বাস !! গুপ্তকথা কতক গুলি সম্বাদপত্রের নিকট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। সন ১২৮৮ সাল ৩০ এ কার্ত্তিক সোমপ্রকাশে সমালোচনা দেখুন !!

প্রকাশক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।
(কলিকাতা নথ সুবাধন টালা ২ নং কার্য্যালয়।)

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে তুমিই কি সেই দৈবকী-নন্দন দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, পক্ষিজাতির পক্ষবল, ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্, মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, ত্রিভঙ্গ মুখোপাধ্যায়, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পাদপূরণ, এই ৯টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, দে ও দত্ত।

(উপসংহার)

আমরা চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, দে ও দত্ত প্রভৃতি [illegible] বংশজ্ঞাপক উপাধিগুলি ব্যবহার [illegible] অংশে অবৈধ, অন্যায় বা অসঙ্গত [illegible] না, তাহা আমরা গত ৫ ই পৌষের [illegible] পাঠকদিগকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছি। কিন্তু শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয় আমাদের পত্রখানির একস্থলে একটী টিপ্পনী করিয়াছেন। অনাবশ্যক বলিয়া যদি আমরা তাহার উত্তর প্রদান না করি, পাঠকেরা মনে করিতে পারেন আমরা সম্পাদক মহাশয়কে উপেক্ষা করিলাম; আবার তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা স্থূলবুদ্ধি, বিচারস্থলে অনাবশ্যক বোধে কোন কথার উত্তর না দিলে "হেরে গেল" বলিয়া স্থির করা যাহাদের বুদ্ধির দৌড়, তাঁহারা অনায়াসেই মনে করিতে পারে, "তবে ব্রাহ্মেরা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলি ব্যবহার করিয়া সত্য সত্যই অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন।" আমরা সেই জন্য বাধ্য হইয়া উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে আর একবার লেখনী ধারণ করিলাম;

সম্পাদক মহাশয় "আদিশূর রাজা যজ্ঞ করাইবার নিমিত্ত কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কি তাঁহাদিগেরই বংশধর নহে? ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষেরা কি বেদোক্ত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও পুরাণোক্ত দেবী দেবাদির উপাসনা করিতেন না? ইহাঁরা কি এখনও দেব দেবীর উপাসনা করিতেছেন না? ইহাঁরাই কি প্রধান হিন্দু বলিয়া পরিগণিত নহেন? চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বলিলে লোকে কি এই বুঝে না যে, যে হিন্দুজাতি পৌত্তলিক ও দেবদেবীর উপাসক ইহাঁরা সেই হিন্দুজাতির অগ্রণী" এই প্রকার কতকগুলি প্রশ্ন দ্বারা ভূমিকা করিয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন লোকে পাছে পৌত্তলিক ভাবে বলিয়া যদি উপবীত পরিত্যাগ করা বিধেয় হয়, তাহা হইলে ঐ যুক্তিতে কি ঐ উপাধিগুলি ত্যাগ করা উচিত নহে?" আমরা তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তরে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাঁহাকে কে বলিল যে, লোকে পাছে পৌত্তলিক ভাবে বলিয়া ব্রাহ্মেরা উপবীত ত্যাগ করিয়া থাকেন? তাঁহার এ কথাটী লেখা ত ঠিক হয় নাই! যে বিহারি বাবু ব্রাহ্মদিগের এবং ব্রাহ্মসমাজের কোন সংবাদ রাখেন না, তাঁহার কথার উপর ভর দিয়া বিচারস্থলে উপস্থিত হওয়া ত ভাল হয় নাই! আমরা নিজেও এরূপ কথা কোথাও ত বলি নাই! আমরা ২১ এ অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা এই "বিহারি বাবুর এখানে ইহাও জানা উচিত যে, পাছে মূর্খ পৌত্তলিকেরা ব্রাহ্মদিগকে ব্রাহ্মণ সন্তান মনে করে, সেই জন্য তাঁহারা উপবীত ত্যাগ করেন নাই। তবে উপবীত গ্রহণের সহিত পৌত্তলিকতার কথঞ্চিৎ সংস্রব ও জাতিভেদজ্ঞাপক (১) সম্বন্ধ আছে বলিয়াই তাঁহারা উপবীত গ্রহণ বা ধারণ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন না।" অতএব এখানে দেখা যাইতেছে সম্পাদক মহাশয়ের প্রশ্নটী করিবার মূলেই ভুল হইয়াছে। যে প্রশ্নের মূলেই ভুল, তাহা প্রশ্নের মধ্যেই গণ্য নহে, সুতরাং তাহার উত্তর দেওয়ারও প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে না। মূল প্রশ্নটীর মূলেই যখন ভুল; মূলেই যখন তাহা অসিদ্ধ হইয়া গেল, তখন তাহার ভূমিকাস্বরূপ উপরি উক্ত আনুষঙ্গিক প্রশ্নগুলিও নিষ্প্রয়োজন হইয়া যাইতেছে, সুতরাং তাহার উত্তর দিবারও আর প্রয়োজন হইতেছে না। প্রয়োজন নাই সত্য, তথাপি আমরা স্বীকার করিতেছি যে, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বংশোদ্ভব ব্যক্তিরা শ্রীহর্ষ, দক্ষ, ভট্টনারায়ণ, বেদগর্ভ, ও ছান্দড় এই পাঁচ জন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের— যে হিন্দুস্থানীর নাম শুনিলে অবোধ বাঙ্গালিভায়ারা কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করেন, যে হিন্দুস্থানী ভ্রাতাদিগকে ভায়ারা ঘৃণার সহিত "ছাতুখোর" বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন—সেই হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণদিগের বংশধর। আমরা ইহাও স্বীকার করি যে, সেই ব্রাহ্মণেরা পৌত্তলিক ছিলেন কিন্তু তাঁহাদের পৌত্তলিকতার পরিচায়ক চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলি তাঁহারা যে সঙ্গে করিয়া (২) আনিয়াছিলেন কিছুতেই তাহা বলা যাইতে পারে না। এই চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শব্দগুলি বাঙ্গালার মাটি ও জল হাওয়ার গুণে এবং বাঙ্গালিদিগের রুচি অনুসারেই রচিত হইয়াছে। যিনি খুব দেবদেবীনিষ্ঠ তাঁহাকে মুখোপাধ্যায় বলা যাইবে, যিনি কম নিষ্ঠ

(১) চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলির সহিত কি পৌত্তলিকতার কথঞ্চিৎ সংস্রব ও জাতিভেদজ্ঞাপক সম্বন্ধ নাই? যদি কথঞ্চিৎ পৌত্তলিকতার সংস্রব ও জাতিভেদজ্ঞাপক সম্বন্ধ রহিল তবে ভগবতী বাবু আমার প্রশ্নের মূলে কি ভুল দেখিলেন? বলিতে কি, অসৎপক্ষ আশ্রয় করিয়া ভগবতী বাবুর স্বপক্ষ-সমর্থন-চেষ্টার কষ্ট দেখিয়া আমরা বড় কষ্ট পাইলাম। সো—স।

(২) উপাধিগুলি সঙ্গে করিয়া আনেন নাই বটে; কিন্তু পৌত্তলিকতা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলির যেরূপে সৃষ্টি হউক, এ স্থলে তাহার বিচারের প্রয়োজন হইতেছে না। চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যে সেই পৌত্তলিক শ্রীহর্ষ ও ভট্টনারায়ণাদির সন্তান, ভগবতী বাবু কি তাহা অস্বীকার করেন? যাবৎ ধৌত না হয়, তাবৎ কি পৌত্তলিক পিতার সন্তানে পৌত্তলিকতার গন্ধ রয় না? অধিক টিপ্পনী করিবার প্রয়োজন হইতেছে না। পুনরায় আমরা ২।১ টী প্রশ্ন করিয়া এ বিষয়ের উপসংহার করিলাম। ভগবতী বাবু বলুন দেখি, ব্রাহ্মণেরা পৌত্তলিক কি না? চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সেই ব্রাহ্মণ কি না? দুই চারি জন যদি চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি হইতে বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সাধারণ্যে ব্রাহ্মণত্বহানি হয় কি না? কয়েকটী শাখাপল্লবের ছেদন করিলে বৃক্ষের বৃক্ষত্ব লোপ হয় কি না? মুখোপাধ্যায়াদি উপাধি গুলি যেমন বংশের পরিচায়ক, তেমনি ব্রাহ্মণজাতীয়ত্বের পরিচায়ক কি না? সো—স।

অথবা মাখাল মনসার পূজা করেন না অথচ কালী দুর্গার পূজা করেন, তাহাকে চট্টোপাধ্যায় বলা হইবে—এই প্রকার অর্থে যদি চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শব্দগুলি শ্রীহর্ষ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা ব্যবহার করিতেন, অথবা যদি বাঙ্গালিরা সৃষ্টি করিতেন তাহা হইলে উহাদিগকে অবশ্যই পৌত্তলিকতাপরিচায়ক বলিয়া স্বীকার করা যাইত। কিন্তু ও অর্থে উহাদিগের ত সৃষ্টি হয় নাই। শ্রীহর্ষ দ্বারা যে বংশের উৎপত্তি, তাহাকে মুখোপাধ্যায় বংশ, দক্ষ দ্বারা যে বংশের উৎপত্তি তাহাকে চট্টোপাধ্যায় বংশ বলা হইবে—এই প্রকার অর্থেই উক্ত শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, সুতরাং ইহাদিগকে পৌত্তলিকতাপরিচায়ক নহে, বংশজ্ঞাপক বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

আর একটী কথা। শ্রীহর্ষ, দক্ষ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণে পৌত্তলিক ছিলেন, দেবদেবীর উপাসনা করিতেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। পৌত্তলিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের জন্যই কানাকুব্জ দেশ হইতে বাছিয়া বাছিয়া পৌত্তলিক ব্রাহ্মণদিগকেই আনা হইয়াছিল ইহা নিশ্চয় কথা বটে, কিন্তু তা বলিয়া তাঁহাদিগের বংশধরেরাও পৌত্তলিক হইবেন, অথবা তাঁহাদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে, এমন কোন অনুশাসন অথবা বিধির ব্যবস্থা নাই। প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে এবং প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের পূর্ব্বপুরুষ এবং পরপুরুষদিগের মধ্যে যেমন অনেকে পৌত্তলিক, সেইরূপ অনেকে আবার ব্রহ্মবাদী ও নিরীশ্বরবাদী প্রভৃতিও ছিলেন এবং এখনও আছেন, সুতরাং পৌত্তলিক পিতামাতার সন্তান মাত্রেই পৌত্তলিক অথবা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বংশের সকল লোকেই পৌত্তলিক, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যার পর নাই অপসিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। ব্রাহ্ম চট্টোপাধ্যায় বলিয়া পরিচয় না দিলে লোকে ব্রাহ্ম বলিয়া চিনিতে পারে না সত্য, কিন্তু সেইরূপ পৌত্তলিক চট্টোপাধ্যায় বলিয়া পরিচয় না দিলেও বিজ্ঞ লোকেরা ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না যে ইনি এক জন পৌত্তলিক; কারণ তাঁহারা জানেন যে চট্টোপাধ্যায় পৌত্তলিক, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান নাস্তিক প্রভৃতি সকলেই আছেন। তবে স্বীকার করি, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বলিবামাত্র অবিজ্ঞ ও অদূরদর্শী সাধারণ লোকেরা আপাততঃ তাঁহাদিগকে অবলাসরলা কুলবালাদিগের সর্ব্বসুখাপহারক বহুবিবাহপ্রিয় পৌত্তলিক বলিয়াই মনে করিতে পারেন বটে, যে হেতু অধিকাংশ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে তাহারা বহুবিবাহপ্রিয় ও পৌত্তলিকই দেখিয়া থাকে; কিন্তু তা বলিয়া যাহাঁরা বহুবিবাহপ্রিয় নন তাঁহাদিগকে কি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলি ত্যাগ করিতে হইবে? যদি না হয়, তবে অধিকাংশ চট্টোপাধ্যায়কে পৌত্তলিক দেখিয়া অজ্ঞ লোকেরা যদি আপাততঃ ব্রাহ্ম চট্টোপাধ্যায়কে পৌত্তলিক বলিয়াই মনে করে তাহাতে ক্ষতি কি? তজ্জন্য ব্রাহ্মেরা কেন আপন বংশজ্ঞাপক উপাধিগুলি ত্যাগ করিবেন? আসল কথা এই, যদি পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতি গুরুজনদিগের নাম জানা এবং সেই সঙ্গে নিজ বংশের অর্থাৎ আদিপুরুষের নাম স্মরণ করা অর্থাৎ তাঁহার নাম পরিচায়ক কোন উপাধি ব্যবহার করা প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, দে ও দত্ত প্রভৃতি বংশজ্ঞাপক উপাধিগুলি ত্যাগ করা ব্রাহ্মদিগের পক্ষে কিছুতেই কর্ত্তব্য (৩) নহে।

উপসংহার। ব্রাহ্মেরা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলি গ্রহণ করিয়া যে অন্যায় কাজ করেন না, তাহা আমরা পূর্ব্বে সপ্রমাণ করিয়াছি, এবারেও করিলাম। ব্রাহ্মদিগের এরূপ ন্যায় ব্যবহারের জন্য পত্র প্রেরক বিহারি বাবু ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিলেন! সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়ও তাঁহার সে পত্রখানি সানন্দমনে প্রকাশ করিয়াছিলেন! বিহারি বাবু ব্রাহ্মদিগের উক্ত অপরাধের জন্য তাঁহাদিগকে গত বারে আবার প্রতারকও বলিয়াছেন! সম্পাদক মহাশয়ও আবার সানন্দমনে তাঁহার সে পত্রখানিও প্রকাশ করিয়াছেন!! করুন, তাহাতে ব্রাহ্মদিগের কোন ক্ষতি হইবে না, তাঁহার নিজের ছাগল লইয়া তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। তবে তাঁহাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে, তাহা এই যে, ব্রাহ্মেরা নিরপরাধ হইলেও তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী ও প্রতারক বলা হইল, কিন্তু আজকালের অধিকাংশ ব্রাহ্মণই প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য নহেন, কেন না যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এবং অনসূয়া, শৌচ, মঙ্গল, অনায়াস, অস্পৃহা, দম, দান ও দয়া, হিন্দুশাস্ত্রে ব্রাহ্মণদিগের এই যে ছয়টী কর্ম্ম ও আটটি লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এখনকার ব্রাহ্মণেরা ইহার কোন ধারই না ধারিয়া, প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণ না হইয়াও আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন বলিয়া কোন নিক্ষোধ যদি তাঁহাদিগকে প্রতারক ও মিথ্যাবাদী বলিয়া একখানি পত্র লিখিয়া পাঠান তবে তিনি তাহা সোমপ্রকাশে প্রকাশ করেন কি না? এখানে একটী পরামর্শ দেওয়াও আবশ্যক হইতেছে—যাহাঁদের মুখ হইতে কথায় কথায় গালি বাহির হইয়া পড়ে,(৪) কোন্ স্থলে কিরূপ কথা কহিতে হয় যাহাঁদের সে বোধ নাই, কোন্ লেখার কিরূপ অর্থ তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, অথবা বিপরীত অর্থ ঘটাইয়া নিজের জয় হইল মনে করিয়া যাহাঁরা হঠাৎ লেখককে গালি দিয়া বসেন, আমাদের বিবেচনায় তাঁহাদের পক্ষে সোমপ্রকাশের প্রেরিত স্তম্ভে দেখা না দিয়া পরলোকগত গুড়গুড়ে (গৌরীশঙ্কর) ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরলোকগত "রসরাজ" পত্রিকাখানিকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া তাহার সম্পাদকীয় কার্য্যভার গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। কেন না, তাহা হইলে তাঁহারা অধিকতর সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন।

যমুনিয়া
২৩ এ ডিসেম্বর ১৮৮১ } শ্রীজগবতীচরণ দে।

(৩) বংশজ্ঞাপক উপাধিগুলি পরিত্যাগ করিতে বলি না। উপাধিগুলি যেমন বংশজ্ঞাপক চিহ্ন উপবীতও তেমনি ব্রাহ্মণ-বংশজ্ঞাপক চিহ্ন। উভয়ই যখন বংশজ্ঞাপক চিহ্ন হইল, তখন একটীর প্রতি আদর ও একটীর প্রতি অনাদর কেন? যদি বল উপবীতে পৌত্তলিকতার কথঞ্চিৎ সংস্রব ও জাতিভেদজ্ঞাপক সম্বন্ধ আছে. আমরা বলি উপাধিগুলিতেও ঐরূপ এ সংস্রব ও ঐ সম্বন্ধ অব্যাহত রহিয়াছে। সো—স।

শত্রু না মিত্র?

(উত্তর সম্বন্ধে দুই একটা কথা)

আমরা উপরি উক্ত প্রশ্নটী করিয়া সে দিন সোমপ্রকাশে যে একখানি পত্র প্রকাশিত করিয়াছিলাম, মুঙ্গের হইতে শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ ঘোষ মহাশয় বিগত ১২ ই পৌষের সোমপ্রকাশে তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছেন। বলিয়াছেন "যাহাঁরা আর্য্যশাস্ত্রানুমোদিত বৈজ্ঞানিক রীতিতে হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিতে না পারিবেন, তাঁহারা হিন্দুসমাজের শত্রু ভিন্ন মিত্র নহেন এবং এরূপ সংস্কারকদিগের সংখ্যা যতই নিঃশেষিত হইবে, ততই ভারতের মঙ্গল।" প্রিয়বন্ধুর উত্তরের শেষাংশটুকু পাঠ করিয়া আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল! মনে হইল ভাগ্যে তিনি, একজন উপবীতধারী ব্রাহ্মণ হন নাই, তাহা হইলে ত এখনই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইত! এখনই ত তিনি উপরি

(৪) গালি দেওয়া যে শিষ্টাচার বিরুদ্ধ কার্য্য, সে বিষয়ে সংশয় কি? তবে কি জানেন, গালি দেওয়ার প্রকারভেদ আছে। যদি কোন ঘোর বিষয়ী ব্রাহ্মণ যোগী সাজিয়া সকলকে প্রতারণাপূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জন করে, আর যদি কোন ব্যক্তি সাধারণের হিত উদ্দেশে সেই ব্রাহ্মণকে প্রতারক বলিয়া লিখিয়া পাঠান সে পত্র প্রকাশ করা অকর্ত্তব্য নয়, প্রত্যুত কর্ত্তব্য। কি ব্রাহ্মণ, কি বৌদ্ধ, কি খ্রীষ্টান, কি ব্রাহ্ম, সকল ধর্ম্মেই প্রতারক ও প্রবঞ্চক প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মের কলঙ্ক উৎপাদন করিয়াছে, যদি কেহ ধর্ম্মের মার্জ্জন উদ্দেশে করিয়া সেই সেই ব্যক্তির নামোল্লেখপূর্ব্বক পত্র লেখেন সে পত্র প্রকাশে দোষ হয় না। সো—স।

উক্ত সংস্কারকদিগের মূলোৎপাটনোদ্দেশে—একেবারে তাঁহাদের বংশলোপকামনায় তাঁহার যজ্ঞোপবীতকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিতেন !! বাস্তবিক উক্ত সংস্কারকদিগের বড় জোর কপাল তাই এ যাত্রা তাঁহারা রক্ষা পাইলেন! আমাদেরও বড় জোর কপাল, তাই আমরাও এ যাত্রা তাঁহাদের বংশলোপের নিমিত্ত কারণ বলিয়া পরিগণিত হইলাম না !! কিন্তু একটী দুঃখের বিষয় এই, আমাদের প্রশ্নের তিনি যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা ঠিক উত্তর হইয়াছে কি না তাহা নির্ণয় করা একপ্রকার অসম্ভব বলিতে হইবে। পাঠক মহাশয়দিগের স্মরণ থাকিতে পারে আমরা আমাদের প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও অতি স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছিলাম যে, "আমার কথা সত্য, তোমার কথা মিথ্যা" এরূপ বলিলে কেহই আমাকে সত্যবাদী এবং তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া স্থির করিবে না; এরূপ সকল কথার সত্যাসত্যবিষয়ে প্রমাণের প্রয়োজন।" তাই বলি এখন যাঁহারা ব্রাহ্মোপাসনা প্রচার করিতেছেন, ইঁহারা হিন্দুসমাজের শত্রু যে কেন, আমাদের লিখকবন্ধু তাহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই, কোন প্রমাণই প্রয়োগ করেন নাই সুতরাং বিজ্ঞলোকে তাঁহার কথায় শ্রদ্ধা বা আস্থা প্রদর্শন করা যাইতে পারে না। তিনি যখন আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন যে, এক্ষণকার একেশ্বরবাদমূলক ধর্ম্মপ্রচারকেরা হিন্দুসমাজের শত্রু এবং যত শীঘ্র তাঁহারা নিঃশেষিত হইবেন, ততই হিন্দুসমাজের মঙ্গল, তখন সেই সঙ্গে তাঁহার এ কথার সত্যাসত্যবিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগ করা উচিত ছিল, মুখে "রাজার মা ডাইনী" বলিলেই ত হইবে না! যে বিজ্ঞ লোক এরূপ কথা বলিবেন, তিনি সেই সঙ্গে উহার প্রমাণও করিয়া দিবেন। অতএব আমরা ভগবতী বাবুকে অনুরোধ করিতেছি, উক্ত প্রচারকেরা হিন্দুসমাজের শত্রু কেন? তাঁহাদের ধ্বংস হইলে হিন্দুসমাজের মঙ্গল হইবে কি প্রকারে? হিন্দুসমাজের প্রকৃত উন্নতি বা মঙ্গল কাহার নাম? আর্য্যশাস্ত্রানুমোদিত বৈজ্ঞানিক রীতি কাহাকে বলে, সে রীতি অনুসারে ইতিপূর্ব্বে কখনও কেহ হিন্দুসমাজমধ্যে ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিয়াছিলেন কি না? প্রচার কাহাকে বলে, এক্ষণকার প্রচারকদিগের মধ্যে এবং তখনকার প্রচারকদিগের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে বিভিন্নতা আছে? উহাঁদের প্রচারপ্রণালী উৎকৃষ্ট অথবা তাঁহাদের প্রচারপ্রণালী উৎকৃষ্ট? উভয় প্রচারকদিগের মধ্যে কাহারা শাস্ত্রকে বিকৃত করিয়াছেন? ধর্ম্মপ্রচার করিবার অধিকার আছে কি না—তিনি অনুগ্রহ করিয়া এই প্রশ্নগুলির উত্তর "হাঁ" অথবা "না" দ্বারা নহে, সদ্যুক্তি দ্বারা প্রদান করিবেন।

যমুনিয়া ২৯ এ ডিসেম্বর ১৮৮১ } শ্রীভগবতীচরণ দে

চট্টোপাধ্যায়, দে, দত্তের মধ্যস্থতা।

পথ ঘাট সাধারণের ব্যবহার্য্য। পথনির্ম্মাতা যদি পথিকদিগের নিকট কিছু কিছু রথ্যাকর গ্রহণ করেন, করুন; তিনি লাভ লোকসানের দায়ী, কিন্তু পথ সাধারণেরই ব্যবহারের নিমিত্ত। সংবাদপত্রের অধ্যক্ষ গ্রাহকমহাশয়দিগের নিকট যদিচ কিছু কিছু অর্থ গ্রহণ করেন, করুন; তিনি লাভ লোকসানের দায়ী, কিন্তু সংবাদপত্র সাধারণের উপকারের নিমিত্ত। পথে যদি খঞ্জ ব্যক্তি যষ্টি হস্তে বেঁকিতে বেঁকিতে চলিয়া যায়, তাহার কুৎসিত চলন দেখিয়া পথস্বামী তাহাকে পথ হইতে দূরীকৃত করেন না। সংবাদপত্রেও যদি কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি স্বীয় সন্দেহ ভঞ্জন করিতে অভিলাষ করেন, সম্পাদকও তাঁহার জিজ্ঞাস্য বিষয়কে তুচ্ছতাচ্ছীল্য করিতে পারেন না। জিজ্ঞাসু ব্যক্তির প্রশ্ন সম্পাদকের নিকট, অন্যান্য পাঠকের নিকট সহজ ও অসার বোধ হইতে পারে, কিন্তু যিনি সন্দেহারূঢ় হইয়া প্রশ্ন করেন তাঁহার নিকট তেমন প্রশ্ন অসার নয়। অতএব প্রশ্ন অসার ও অসঙ্গত হইলেও অনভিজ্ঞ ব্যক্তির ভ্রম দূরীকরণার্থ তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিলে,—"ল্যাজের দিক হইতে ছাগল কাটা" হয় না, যথাবিধি উৎসর্গপূর্ব্বক এক চোটে বলিদানই করা হয়।

ব্রাহ্মেরা চট্টোপাধ্যায়, দে, দত্ত উপাধি ধারণ করিয়া থাকুন; তাহাতে তাঁহাদের কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, বিশুদ্ধ হিন্দুসমাজের ক্ষতি আছে। তাঁহারা নানা বিষয়ে হিন্দুদিগের অনিষ্ট করিতেছেন এবং মনঃপীড়া দিতেছেন। সচ্চরিত্র উন্নতচেতা ব্রাহ্ম হইয়া লোককে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। ভগবতী বাবু জিজ্ঞাসা করিবেন, সে অনিষ্ট ও মনোব্যথা কেমন? আমরা দেখাই, দেখুন। কোন সদাচারী ব্রাহ্মণের গৃহে এক জন ভদ্রসন্তান ব্রাহ্ম আসিলেন। গৃহস্থ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়ের নাম?" ব্রাহ্ম উত্তর দিলেন,—"আমার নাম শ্রীরামদাস চট্টোপাধ্যায়"। "চট্টোপাধ্যায়" বলিলে আর "কি লোক" জিজ্ঞাসা করিতে হয় না। সদাচারী ব্রাহ্মণ হয় ত তাঁহাকে লইয়া একাসনে তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন; ব্রাহ্ম হয় ত তামাক খান, নিজের হুঁকাটী দিলেন। ব্রাহ্মদিগের খাদ্যাখাদ্য কিম্বা জাতিবিচার নাই। তাঁহাদের আচার ব্যবহার সদাচারী ব্রাহ্মণের চক্ষে যবনের সদৃশ। অতএব দেখুন, একাসনে তাম্বূল চর্ব্বণ করিয়া কিম্বা এক হুঁকায় তামাক খাইয়া ব্রাহ্মণের অনিষ্ট ও মনঃকষ্ট দেওয়া হইল কি না? যদি বলেন, ব্রাহ্মেরা সেটাকে অনিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের চক্ষে সকলি পবিত্র। এ যুক্তি আমাদের অনুমোদনীয় নহে। সকলের পক্ষেই স্ব স্ব মত বিশুদ্ধ ও আদরণীয়। একমতাবলম্বী ব্যক্তি, অন্যমতাবলম্বী ব্যক্তির বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। কপটভাবে কিম্বা বলপূর্ব্বক হস্তক্ষেপ করিলে আমরা তাহাকে অত্যাচার বলি। কেবল আমরাই বা কেন?—সকলেই বলেন, বোধ করি ভগবতী বাবুও বলিবেন। লর্ড লিটন জুতাপায়ে দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়িয়াছিল। "কিছুই নয়" বলিয়া ব্রাহ্মেরা যদি দেবমূর্ত্তিগুলি বিনষ্ট করেন, তবে সকলেই তাঁহাদিগকে "কালাপাহাড়" বলিবে। এখন দেখুন, সজ্জাতি হিন্দু নহেন, অথ চ কপট সজ্জাতি হিন্দুর উপাধি ধারণ করিয়া ব্রাহ্মেরা সদাচারী হিন্দুসমাজের অনিষ্ট করিতেছেন কি না? অতএব কে না বলিবেন, ব্রাহ্মদিগের উপাধিপরিত্যাগ করা সর্ব্বপক্ষে বিধেয়?

এই ত গেল উপাধির কথা। আবার পূর্ব্ব নামটী বজায় রাখা আমাদের যেন কেমন কেমন লাগে। বিশুদ্ধ হিন্দুবংশীয় ঘোষকুলোদ্ভব কোন কায়স্থকে নিজ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন,—"শ্রীকালীকিঙ্কর দাস ঘোষ"। দাস বলবার তাৎপর্য্য এই যে, পঞ্চ জন কুলীনকায়স্থ বিপ্রপঞ্চকের ভৃত্য হইয়া আদিশূরের সভায় আসিয়াছিলেন, তজ্জন্য তদীয় বংশধরেরা অদ্যাবধি সেই দাসত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু দত্তবংশীয় কায়স্থেরা অনেক দিন হইল, সে দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা স্বগর্ব্বে বলিলেন,—

দত্ত কারো ভৃত্য নয়, সঙ্গে আগমন।
বিপ্র সঙ্গে থাকি, করি তীর্থ দরশন ॥

আজি কালি কায়স্থ ব্রাহ্মেরা দত্তদিগের মত দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্তি লইতেছেন। বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম হইয়া ব্রাহ্মণের দাসত্ব কখনই স্বীকার করিতে পারেন না। তজ্জন্য কায়স্থ ব্রাহ্মদিগকে পরিচয় জিজ্ঞাসিলে বলেন,—"আমার নাম শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষ"। পাছে ব্রাহ্মণের ভৃত্য হইতে হয় বলিয়া "দাস" টুকু আর নাই। কিন্তু হিন্দুদিগের নামকরণও নিরর্থক নহে। ভক্তিপ্রযুক্ত উপাস্য দেবতার নাম বারম্বার উচ্চারিত হইতে পারিবে বলিয়া কেহ বা দেবতার নামে সন্তানাদির নামকরণ

করেন; কেহ বা উপাস্য দেবতার "পদ," "চরণ," "দাস," বা "কিঙ্কর" হইতে ভাল বাসেন। অতএব "কালীকিঙ্কর" বলিলে হয় ত ভূত প্রেত দৈত্য দানা বুঝাইতেছে, এ শব্দদ্বয় ব্যর্থ যাইতেছে না; তবে উপায়? কেবল দাসটুকু ত্যাগ করিলে ত চলে না? তজ্জন্যই বলিতেছি, বৈষ্ণবেরা ভেক লইলে; ব্রাহ্মণ দণ্ডাশ্রম গ্রহণ করিলে; খ্রীষ্টান বা মুসলমান হইলে যেমন নূতন নামকরণ হয়, ব্রাহ্মেরাও সেই পথ অবলম্বন করুন। সকল দিক রক্ষা হইবে।

এক জন মধ্যস্থ।

ভূমিকম্প।

কলিকাতা—১৮০৩ শক ১৭ ই পৌষ
শনিবার প্রাতঃকাল।

এ কি অকস্মাৎ পড়িল লেখনী,
মসী পাত্র হতে পড়িল মসী।
নড়ে ছবিগুলি দুলিছে বসন,
কেন টলে অঙ্গ—আছি তো বসি।

দুলে যেন ভিত—কি হলো কি হলো—
গাড়ী ঘোড়া না তো চলিছে পথে।
নহে সুলক্ষণ—কোথা পুঁটী ভোলা।
চল নীচে যাই এখান হতে॥

এখনো দুলিছে গৃহ আগা—গোড়া,
কোথা প্রিয়তমে! সবারে ডাক।
ভূমিকম্প বুঝি—করি অনুমান,
হও সাবধান—সচেত থাক।

ভূমিকম্প এই কাঁপিছে ধরণী,
অন্তর ধাতুর তরঙ্গ বলে।
অস্থির সংসার—সকলি চঞ্চল,
ব্রহ্মাণ্ড প্রলয় তিলেকে ফলে॥

ওই শুন শঙ্খ কাংস্য করতাল,
চারি দিকে বাজে মহোচ্চ রবে।
ভূমিকম্প এই করিছে ঘোষণা,
তোমরা বাজাও—বাজাও সবে॥

নহে রে অসাড় আর্য্যজাতি—চিত,
সামান্য আহ্বানে অমনি জাগে।
ভোগী—যোগী মন নিদ্রায় মগন,
বিধির নন্দন বিধান মাগে॥

এখনি প্রলয় ঘটিতে ত পারে,
হয় ত ভূভাগ যাইবে তল।
কিম্বা অগ্নিময় দ্রব ধাতু স্রাবে,
নাশিবে শোভন দেশ সকল॥

বল জগদীশ! কি ইচ্ছা তোমার,
জয়যুক্ত হোক্ তব বিধান।
যে তব বিধান তাতেই মঙ্গল,
জীবনে মরণে এক সমান॥

বাজাও একত্র শঙ্খ করতাল,
বিধির বিধান ধরিয়া শিরে।
হয় ত বাঁচিব নয় ত মরিব—
ভঙ্গুর জীবনে ভাবিস কি রে?

অযুত জগত ইঙ্গিতে চলিছে,
কাঁপিছে মেদিনী প্রতাপে যাঁর।
মৃত্যুর হ্রদের তীরে দাঁড়াইয়া,
বারেক গাওরে মহিমা তাঁর॥

থেমেছে কম্পন দেখ—দেখ যদি—
গাও বিভু নাম পুনশ্চ বলি।
এমন সঙ্কট অটুট রহিল,
তোমার সুখের সৌধ সকলি॥

জয় জয় জয় প্রেম-ক্ষেম ময়,
বিভু বিশ্বপতি! অনন্তজ্ঞান।
অনন্ত শকতি, অনন্ত মহিমা,
কতই প্রকারে কর কল্যাণ॥

সুস্থিরে রয়েছি—সুস্থিরা অবনী,
সামান্য নয়নে এই নিরখি।
কিন্তু চণ্ড গতি অন্তরে বাহিরে,
কি ছিল—কি হলো—হবে আর কি!!

সব চূর্ণ হয় মুহূর্ত্তে প্রলয়,
তুমি সেতু হয়ে রয়েছ ধরি।
সব ভাঁজে ভাঁজে কল্যাণ বিরাজে,
আহা কি বিচিত্র কৌশল মরি॥

অদ্ভুত কাণ্ড, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড,
মধুর প্রচণ্ড ক্রীড়া তোমার।
শুব্ধ হয় বোধ, বাক্য হয় রোধ,
ধন্য ধন্য তুমি—তুমিই সার।

শ্রীঈ—

সোমপ্রকাশ।

২৬ এ পৌষ সোমবার।

হরিষে বিষাদ।

মহামান্য শ্রীযুক্ত লর্ড রিপন যথার্থই ভারতবর্ষের উন্নতিসাধনের সংকল্প করিয়াছেন। অন্যান্য রাজপ্রতিনিধি এবং তাঁহাদের অমাত্যগণের কার্য্যপ্রণালী প্রত্যক্ষ দেখিলেও হয় ত আন্তরিক কূট দুরভিসন্ধিটুকু বুঝিতে পারিতাম না। অনেকের মুখেই হিত উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়; ভারতবাসিদের উন্নতির নিমিত্ত দুটা পরামর্শ দেন নাই ও দণ্ড ঝড়ের মত বক্তৃতা করেন নাই, কর্ত্তাদের মধ্যে এমন লোক প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে ভারতবাসিদের ভাগ্য ভাল যে তাঁহাদের সকল কথায় উপবিষ্ট কর্ত্তারা কর্ণপাত করেন না। কর্ত্তারা এক দিকে কণ্ঠ টিপিয়া ধরেন, মহাপ্রাণী কাঁপিয়া উঠে,—আর এক দিকে তাঁহারা হাসিয়া বলেন, "ভয় কি উপকার হবে,"—উপদেশগুলা "নিম্বভক্ষণ" আর কি! একুশ বৎসর বয়ঃক্রমে সকলে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিতেছিলেন, লর্ড লিটন উনিশ বৎসর করিয়া দিলেন,—তাহাতেও পরম উপকারের কথা! কার্পাসজাত বস্ত্রের শুল্ক রহিত করা হইতেছে, ভারতের বণিকসম্প্রদায় উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, তাহাতেও হিত! কিন্তু এখনও আমরা যতদূর পরিচয় পাইয়াছি, লর্ড রিপন ভারতের তেমন হিতৈষী নন। তিনি এতদ্দেশের প্রকৃত মঙ্গল কামনাতেই ফিরিতেছেন। গত ২৮ এ অক্টোবর ভারত গবর্ণমেণ্ট হইতে এই প্রকার প্রতিজ্ঞা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে যে, মুদ্রাযন্ত্রের অধ্যক্ষ সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিদের দ্বারা যাবতীয় ফরম আদি মুদ্রিত করাইয়া লইবেন।

গবর্ণমেণ্টের মুদ্রাযন্ত্রের অধ্যক্ষ উক্ত আদেশানুসারে অনেক ঠিকাদারকে আহ্বান করিয়াছিলেন; কিন্তু সকলেই যে প্রকার ব্যয়ের চুক্তি করিলেন, তাহা গবর্ণমেণ্টের ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইয়া পড়িল। সরকারি ব্যয় সম্বৎসরে অন্যূন ১১০০০০ এক লক্ষ দশ হাজার টাকা হইয়া থাকে। কিন্তু ঠিকাদারেরা এই ব্যয়ে যাবতীয় কার্য্য সম্পাদনে স্বীকৃত হইতে পারিলেন না। ব্যয়ের কথা ব্যতীত ঠিকাদারেরা অপর একটী সঙ্গত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্টের প্রায় ৩০০০০০০০ তিন কোটী ফরমের প্রয়োজন হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট প্রতি বন্দোবস্তে কেবল পাচ বৎসরের নিমিত্ত ঠিকা দিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ঠিকাদারেরা বলেন, এই বৃহৎ কার্য্যসম্পাদনের নিমিত্ত অনেক আয়োজন চাই; কিন্তু স্বল্পকালের জন্য বন্দোবস্ত থাকিলে ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া কিছুই লাভ পাইবার সম্ভাবনা নাই। গবর্ণর জেনরল এই আপত্তিটী যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া দশ বৎসরের নিমিত্ত প্রতিবারের ঠিকাবন্দোবস্ত করিতে অনুমতি দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের এমন কিছু বাসনা নয় যে, সমগ্র কার্য্যভার একজন ব্যক্তিকেই লইতে হইবে। মুদ্রাযন্ত্রের অধ্যক্ষ সাহেব সাধারণের কার্য্য সৌকর্য্যের নিমিত্ত সমস্ত ফরমকে চারি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন; যথা (১) রেলওয়ের ফরম; (২) ডাক ও জঙ্গলবিভাগের ফরম;

(৩) পূর্ত্তকার্য্য এবং সৈনিকবিভাগের ফরম, এবং (৪) অন্যান্য সাধারণ বিষয়ের ফরম। কোন ঠিকাদার স্বীয় ক্ষমতানুসারে ইহার একটী কিম্বা ততোধিক শ্রেণীর ঠিকা লইতে পারিবেন। ফরম সমস্ত মুদ্রাঙ্কিত করিয়া, বাঁধাইয়া যথা স্থানে প্রেরণ করিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্টের যন্ত্রালয় অপেক্ষা এতদ্দেশীয় লোকের যন্ত্রালয়ে কেন যে স্বল্প ব্যয়ে মুদ্রাঙ্কনাদি কার্য্য সম্পন্ন হইবে না, আমরা তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিলাম না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং অযোধ্যায় দেখিয়াছি, রোসনলাল, মুরলীধর, মুন্সিনেওয়াল সিংহ প্রভৃতি ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ গবর্ণমেণ্টের ঠিকার কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা ত গবর্ণমেণ্টের অপেক্ষা স্বল্প ব্যয়ে মুদ্রাঙ্কনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ করিতেছেন। তবে এ দেশে কি নিমিত্ত ব্যয় বাহুল্য পড়িবে? পূর্ব্বে উক্ত ঠিকাদারেরা কলিকাতা হইতে প্রয়োজনোপযোগী কাগজ ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন, তাহাতেও তাঁহাদের ক্ষতি হইত না। কলিকাতাবাসীরা সহরে বসিয়াই সমস্ত দ্রব্য পাইবেন, অনেক বিষয়ে তাঁহাদের ব্যয় সংক্ষেপ হইবার সম্ভাবনা। এ দিকে আবার গবর্ণমেণ্টের সেণ্ট্রাল প্রেসে আমিরী কাণ্ড, একা অধ্যক্ষেরই বেতন কত! তদ্ভিন্ন অনেক কর্ম্মচারীই গায়ে ফুঁ দিয়া আয়েস করিয়া বেড়ান। সে স্থলে অযথা ব্যয় পড়িয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দেশীয় লোকের যন্ত্রালয়ে অবশ্যই অল্প ব্যয় পড়িবে। কিন্তু একটা কথা হইতেছে, গবর্ণমেণ্টের মুদ্রাযন্ত্রালয়ে যে সমস্ত ফরম মুদ্রিত হয় তাহার কিরূপ হিসাবে ব্যয় ধরা হইয়াছে বলা যায় না। যদি কেবল কাগজ, কালী, সম্ভবপর কম্পোজ এবং মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় ও বাঁধাই প্রভৃতির খরচ ধরা হইয়া থাকে, তবে ঠিকাদারদের সঙ্গে ব্যয়ের ঐক্য ঘটিতে পারে। সেণ্ট্রাল প্রেসে অধ্যক্ষ প্রভৃতি কর্ম্মচারিদিগের বেতনে, দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যে এবং অন্যান্য সম্বন্ধে সাকল্যে কত টাকা বাৎসরিক ব্যয় হইয়া থাকে, সর্ব্বাগ্রে তাহাই জানা আবশ্যক; তৎপরে সম্বৎসরে কি পরিমাণে কার্য্য হয় এবং সেই সমস্ত কার্য্যের কত অংশ বাহির হইয়া আসিতেছে, এবং সেই অংশের উপর সূক্ষ্ম কত ব্যয় পড়িতে পারে; এ প্রকারে হিসাব করিয়া দেখিলে, বোধ করি ঠিকাদারদের চুক্তি সস্তা হইবে। আমরা মোটামোটী এই একটা হিসাব বুঝিতেছি, কাগজ কালী প্রভৃতি মুদ্রাঙ্কনাদির ব্যয় উভয় পক্ষেই যদি তুল্য হয়, কিন্তু অধ্যক্ষ প্রভৃতি কর্ম্মচারিদের বেতন কোথায় যাইবে? সেগুলি ত অতিরিক্ত ব্যয়। আমাদের অনুরোধ, গবর্ণমেণ্ট যখন এই মহোপকারী প্রস্তাবের উত্থাপন করিয়াছেন, তখন ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া কার্য্য শেষ করিলে ভাল হয়।

আর একটী আপত্তি আছে,—বাৎসরিক যতগুলি ফরমের প্রয়োজন হয়, বিশেষ কার্য্যানুরোধে তাহার অযথা বেশী ফরম আবশ্যক হইলে, তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে বিবেচনা করিতে হইবে। যদিচ ঠিকা কাজের এমন প্রথা নহে, কিন্তু এটা অন্য ঠিকা কাজের তুল্য নহে। দশ ক্রোশ পথ আট হাত প্রস্থে বাঁধাইতে হইলে কত ব্যয় পড়িবে, ঠিকাদার তাহা হিসাব করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ফরমের প্রয়োজন কোন্ বৎসর কিরূপ হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। চলিত তিন কোটীর কম হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, বৎসর বৎসর কার্য্য প্রণালী বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে, সুতরাং অধিক ফরমেরই প্রয়োজন হইতে পারিবে। দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যের ন্যূনাধিক্যের জন্যই ঠিকাদারেরা দায়ী। আমাদের বিবেচনায়, সেণ্ট্রাল প্রেসের নিঃসম্পর্ক লোক দ্বারা ঠিকা বিলি করাইলে উচিত কর্ম্ম হইত।

চৌকিদারী চাকরান ভূমির উপর ট্যাক্স সংগ্রহ।

ভারতবর্ষের রাজকার্য্য প্রণালী সর্ব্বত্র এক প্রকার নহে। স্থান ভেদে প্রাচীন প্রথা অদ্যাবধি অনেক স্থলে প্রচলিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে কচিৎ কোন কোন স্থানে পুর্ব্বতন ধারাগুলি জনসাধারণের বিশেষ হিতকর, আবার কোন কোন নিয়ম গুলি অনিষ্টপ্রদ দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি বঙ্গদেশের অনেক স্থানেই চৌকিদারী ট্যাক্স প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তথায় পঞ্চায়ত সভা এবং কলেক্টিং মেম্বর আছেন। কলেক্টিং মেম্বর গ্রামস্থ প্রজাদের নিকট হইতে প্রতি ত্রৈমাসিক কর সংগ্রহ করিয়া চৌকিদারদিগের বেতন দেন। যে যে স্থানে চাকরান ভূমি আছে, এখনও তত্তৎস্থানে প্রায় চৌকিদারী কর প্রবর্ত্তিত হয় নাই। পূর্ব্বে জমিদারেরা এখনকার মত কেবল ভূমির খাজনা আদায় করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না; তাঁহাদের বিস্তর কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল, রাজ্যের বিস্তর কাজ তাঁহাদের হস্তে উপন্যস্ত থাকিত। জমিদারেরা একপক্ষে পুলিসের যাবতীয় কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন। দাঙ্গা হাঙ্গামা, চুরী খুন প্রভৃতি সমস্ত অন্যায় অবৈধ কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে দায়ী থাকিতে হইত। প্রচলিষ্ণু সৈন্য সামন্তকে খাদ্যাদি যোগাইতে হইত, ফলতঃ মফস্বলের অনেক কাজ তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণে সমর্পিত ছিল।

তৎকালে চৌকিদারেরা জমিদারদের সাক্ষাৎ কর্ম্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইত, তজ্জন্যই তাঁহারা অন্যান্য চাকরের ন্যায় চৌকিদারদিগকেও নিষ্কর ভূমি দিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে টাকা কড়ি দুর্লভ ছিল, সে কারণ নিয়মিত দাস দাসী ও অপর কর্ম্মচারিদিগকে রাজা এবং জমিদারগণ ভূমি দান করিতেন। রাজকার্য্যে একবার কেহ নিযুক্ত হইলে তাঁহার তৎকার্য্যে অধিকার একেবারে কৌলিক হইয়া পড়িত। এক্ষণে যে যে গ্রামে, যে যে পরগণায় চৌকিদারদিগের চাকরান ভূমি দৃষ্ট হয়, তাহাও সেই প্রাচীন নিয়মের অধীন। চাকরান ভূমি মালের জমি নহে, ব্রহ্মোত্তরও নহে,—ভূমি নাম মাত্র, বস্তুতঃ সেটী নগদ টাকা,—চাকরের বেতন স্বরূপ। চৌকিদার চাকরান ভূমিতে চাস করে বটে, প্রত্যুত সে কাহারও প্রজা নহে,—সরকারী চাকর, সে এক্ষণে পুলিসের সর্ব্বনিম্ন কর্ম্মচারী। পুলিসের কনষ্টেবল প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ মাসে মাসে বেতন পাইয়া থাকে, চৌকিদারেরা সর্ব্বত্র সেরূপ পায় না, অনেক স্থলে চাকরান ভূমিই তাহাদের বেতন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, জমিদারীর অন্তর্গত অন্যান্য সাধারণ প্রজার সঙ্গে চৌকিদারেরা পরিগণিত হইতে পারে কি না? চৌকিদারেরা অন্যান্য সাধারণ প্রজার শ্রেণীভুক্ত বটে কি না? সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে চৌকিদারেরা অন্যান্য প্রজার সমশ্রেণিক নহে। চৌকিদারেরা চাকর,—প্রজা নহে। পূর্ব্বে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জমিদারের চাকর ছিল, এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ হইয়াছে; ফলতঃ তাহারা যে চাকর সেই চাকরই আছে। অতএব তাহাদের চাকরান ভূমির উপর রোড্‌সেস্ প্রভৃতি কর নির্দ্দিষ্ট হওয়া কখনই ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। কনষ্টেবল প্রভৃতির উপর ইন্‌কম ট্যাক্স নির্দ্দিষ্ট হইলে যে ফল হয়, এ স্থলেও কার্য্যে তাহাই ঘটিতেছে। কারণ, চাকরান ভূমি চৌকিদারের কেবল বেতন স্বরূপ। কিন্তু দেশে যখন ইন্‌কম ট্যাক্স প্রচলিত না থাকে, তৎকালে চৌকিদারদিগকে কি নিমিত্ত ট্যাক্স দিতে হয়? ঐ বেতনটী ভূমির স্বত্ব রূপে না থাকিলে চৌকিদারদিগের ত কর লাগিত না। নগদ টাকায় বেতন দিলে তাহারা এই কর ভার হইতে অব্যাহতি পাইত। সুতরাং বিবেচনা করা উচিত, এক স্থানে চৌকিদারী ট্যাক্স হইতে চৌকিদারকে সম্বৎসরে নগদ টাকায় ৪৮, টাকা বেতন দেওয়া হয়। আবার অন্যত্র চৌকিদারী ট্যাক্স প্রচলিত নাই, চাকারান ভূমির উপস্বত্ব হইতে চৌকিদারের সম্বৎসরে ৪৮, টাকা পোষাইয়া থাকে। এমন স্থলে ঐ ৪৮, টাকার উপর কোন প্রকার কর নির্দ্দিষ্ট হইলে অন্যায় ও পক্ষপাত করা হয়। এস্থলে

বেতনের কেবল রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে; অতএব এক স্থানে নগদ টাকায় বেতন দেওয়া হয়, তজ্জন্য চৌকিদার পূরা বেতন পাইল; আবার অন্যত্র নগদ টাকায় বেতন দেওয়া হয় না, তন্নিমিত্ত সে পূরা বেতন পাইতে পারিল না, এ প্রকার বিনিবৈষম্যকে কখন পক্ষপাতশূন্য বলা যায় না। এতদ্ভিন্ন আমরা দেখিতেছি, অনেক স্থানেই নিঃসঙ্কুচিত চিত্ত ভুস্বামীরা অযথা কর সংগ্রহ করিয়া থাকেন; তদ্দ্বারাও দরিদ্র চৌকিদারদের প্রতি অত্যাচার করা হইতেছে। চৌকিদারি চাকরাণ ভূমির কোন নির্দ্দিষ্ট খাজনা নাই, সে কারণ জমিদারেরা প্রায় অনিয়মিত খাজনা কল্পনা করিয়া তাহার উপর কর নিশ্চিত করিয়া থাকেন। এই রূপ নানা দিক দিয়া চৌকিদারদের ক্ষতি ও কষ্ট হইতেছে। আমাদের বিবেচনায়, চৌকিদারী চাকরাণ ভূমির কর নির্দ্ধারিত করা বিধেয় নহে, গবর্ণমেণ্ট উহা রহিত করিয়া দরিদ্র চৌকিদার দিগকে রক্ষা করুন।

লোক সমতি সম্বন্ধে অজ্ঞলোকের ত্রাস।

রঘুবংশকার লিখিয়াছেন,—তস্য সংবৃত মন্ত্রস্য গূঢ়াকারেঙ্গিতস্য চ। ফলানুমেয়াঃপ্রারম্ভঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব। রঘুরাজা যৎকালে মন্ত্রভবনে মন্ত্রণা করিতেন, কি উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত মন্ত্রণা হইতেছে, তদীয় আকার ইঙ্গিত দৃষ্টে কেহই তাহা বুঝিতে পারিত না; কিন্তু অতঃপর কার্য্যের দ্বারা মন্ত্রের ফল অনুমিত হইত। পাঠক! জানেন, লোক সংখ্যা নিশ্চিত করিবার সময় অজ্ঞলোকের চিত্তে কি না আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। কত লোকে কত কথাই বলিয়াছিল; কিন্তু লোক সংখ্যা গৃহীত হইলে কোন প্রকার কর নির্দ্দিষ্ট হইবে যে, তাহা সকলেই সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। সাঁওতালদিগের ত কথাই নাই। সে বার লোকসমিতির পর কর প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এ বারও গবর্ণমেণ্ট সেই উদ্দেশে লোক সংখ্যা লইতেছেন, এ আশঙ্কা তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। বহু যত্নে কেহই তাহাদের ভ্রম দূরীভূত করিতে পারেন নাই। অন্যান্য অজ্ঞলোকদিগকেও আমরা বিস্তর বুঝাইয়াছিলাম, তৎকালে আমাদের বাক্যে কেহই কর্ণপাত করে নাই। সম্প্রতি ইনকম ট্যাক্সের আশঙ্কা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কি কুমন্ত্রণায় লোক সংখ্যা করিয়াছিলেন, এখন ফলে তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। ঈশ্বর না করুন,—কিন্তু এ সময় যদি কোন নূতন কর প্রবর্ত্তিত হয়, তবে গবর্ণমেণ্টকে অজ্ঞলোকেরা আর কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না। পুনর্ব্বার লোক সংখ্যা গ্রহণের সময় কত যে উৎপাত ঘটিবে, তাহা এখন কে বলিতে পারে? অজ্ঞলোকদিগের মধ্যে যাহারা প্রবল, তাহারা লোক সংখ্যা কারিদের প্রতি অত্যাচার করিতে ত্রুটি করিবে না, দুর্ব্বলেরা সত্য কথা বলিবে না; যাহার ঘরে সাত জন লোক থাকিবে হয় ত তিন জন বলিয়া বুঝিবে।

এত দিন ইংরাজেরা অজ্ঞলোকদের চক্ষেই দেবতুল্য পবিত্র পুরুষ ছিলেন। তাঁহাদের ন্যায়পরতা বিচার প্রজাপালন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য সকলের চক্ষে পবিত্র বোধ হইত। সুশিক্ষিত লোকেরা আধুনিক ইংরাজদের চিত্ত-প্রবৃত্তি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছেন, তাঁহারা ত পদে পদে কুণ্ঠিত হইতে পারেন; কিন্তু কালের কেমন বিচিত্র গতি, সত্যকে অধিকক্ষণ গোপন করিয়া রাখা যায় না, অজ্ঞ লোকেরাও এখন তাঁহাদের মনের স্বার্থপরতাভাব বুঝিতেছে। যে স্থানে ভুরভিসন্ধি নাই, সেখান হইতে ও অবিশ্বাস ও অখ্যাতি স্ফুটিত হইয়া পড়িতেছে। একটী প্রবাদ আছে, রাজা বিদ্যা এবং যুবতি ভার্য্যাকে কখন বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে না। বাস্তবিক বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রণালী দেখিয়া অনেক বিষয়ে এই বাক্যের স্বার্থকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বে যে রাজাকে সকলে শুভ বলিয়া সম্মান করিত, আজ তাঁহাকেই চক্রী ও শোষক রাজা বলিতে কেহ সন্দিগ্ধ হইতেছে না।

রাজা না হয় প্রবল ক্ষমতাপন্ন; উৎকট আইন দ্বারা হউক কিম্বা গুরুতর দণ্ডবিধান দ্বারাই হউক, প্রজার মুখ বন্ধ করিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, রাজা কি প্রজালোকের আন্তরিক অনুরাগ প্রার্থনা করেন না? বিবেচনা করুন, লাইসেন্স ট্যাক্স প্রচলিত হওয়ায় দীন দুঃখী প্রজার উপর কি অত্যাচার না হইয়া গিয়াছে? ইংরাজ শাসনাধীনে এত অন্যায় অত্যাচার কস্মিনকালে হয় নাই। কর্ত্তারা মফস্বলের অবস্থা যত তন্ন তন্ন করিয়া জ্ঞাত হইতেছেন, প্রজাদের কোথায় কষ্টের লাঘব হইবে,—না ততই দুঃসহ যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইতেছে।

সম্প্রতি লাইসেন্স ট্যাক্স সম্বন্ধে লেপ্টেনাণ্টগবর্ণরের মতামত প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন,—পূর্ব্বে তিনি বড় প্রজাবন্ধু ছিলেন, এখন মূর্ত্তিটা কেমন!—কর্ত্তা হইলে যেমন হয়। ইনিই মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় আইনের বিধাতা, ইনিই অস্ত্র সম্বন্ধীয় আইনের পরামর্শদাতা, ইনি বাঙ্গালার আসনে আসীন হইয়া অনেকগুলি কীর্ত্তি রাখিলেন; লর্ড লিটন থাকিলে, আরও দুই চারিটী রাখিতেন, ধূপবৎ শুষ্ক বাঙ্গালা জ্বালিয়া দিতেন। ট্যাক্স সম্বন্ধে লর্ড মেয়ো এবং ষ্ট্রাচি সাহেব যে মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ইনি ও তাহাতে সহি দিতেছেন। সকল কর্ত্তাই বলিতেছেন,—ভারত বাসিদের কণ্ঠচ্ছেদন কর; তদ্বিষয়ে তাঁহাদের বড় দোষ দেখা যায় না, মতবৈষম্য ও নাই, যত দোষ এ দেশীয় ভেড়্যাদের,—তাঁহারা চোট মারিতে পারিতেছেন না। সর্ব্বাদৌ এই বিধি ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল, যাহার বাৎসরিক এক শত টাকার অনধিক আয় তাহার উপর কর নির্দ্দিষ্ট হইবে না। কারণ যাহার একশত টাকা আয় তাহার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়, তাহাকে পথের ভিক্ষুক বলিলেও বলা যায়। হয় ত গৃহে বৃদ্ধ অন্ধ মাতা, একটী স্ত্রী ও তিনটী সন্তান আছে; তাহাদের ভরণ পোষণ এবং নিয়মিত ম্যালেরিয়ার বাৎসরিক দেয় দস্তুরি কি রূপে বলে?—সুতরাং তার কর নাই। অতএব লোকের বাৎসরিক আয় এক শত এক টাকা হইল, অবস্থা ও স্বচ্ছল হইয়া পড়িল, কারণ আয় বাড়িয়াছে। এসেসর বাবু বিচক্ষণ ন্যায়পরায়ণ সূক্ষ্মদর্শী এবং আইনজ্ঞ, গবর্ণমেণ্টের অনুমতির অন্যথাচরণ করিতে পারেন না, কাজেই তেমন ব্যক্তির উপর কর নির্দ্ধারিত হইল।

যাহাদের এক শত টাকার অধিক আয় তাহাদের নিকট কর গ্রহণ করিলে সাতিশয় উৎপীড়ন হয়, তদ্দৃষ্টে দ্বিতীয়বার এই ব্যবস্থা হয় যে যাহাদের আড়াই শত টাকার কম আয় তাহাদের উপর কর নির্দ্দিষ্ট হইবে না। পরিশেষে তৃতীয় বারে এইরূপ আইন করা হয় যে, যাহাদের পাঁচ শত টাকার কম আয় তাহাদিগের কর লাগিবে না। ১৮৮০-৮১ অব্দে ১৪৮৪৮৬১ টাকা কর সংগৃহীত হইয়াছে। ১৮৭৯৮০ অব্দে ১৪৬৬৯৯৭ টাকা আদায় হইয়াছিল। পাঠক! আশ্চর্য্য দেখুন, কত লোককে অব্যাহতি দিয়াও ১৭৮৬৪ টাকা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহার প্রকৃত কারণ কি? পূর্ব্বাপেক্ষা ব্যবসায়ীদের যে বেশী লাভ হইয়াছে, এমন নির্দ্দেশ কিছু তই করা যায় না। পাঠকের স্মরণ আছে, আমরা পূর্ব্ব সপ্তাহে উল্লেখ করিয়াছি, অনেক নিম্ন শ্রেণীর করদাতা উপর শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে। আয় বৃদ্ধি হইবার ইহাই মুখ্য কারণ। ফরিদপুর জেলায় স্বয়ং কালেক্টর সাহেব এই পথ অবলম্বন করিয়া অনেক দরিদ্র ব্যক্তির জীবন সংশয় করিয়া তুলিয়াছেন। তদ্ভিন্ন মেদনীপুর এবং কটকেও এই ঘৃণিত অন্যায় প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে। এদিকে আবার দৃষ্ট হইতেছে, সর্ব্বত্র প্রজাদিগের অবস্থাও ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। যথাযথ অবস্থানুসারে কর নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে কার্য্যভার সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু বোর্ড তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন না। এক

একটী সবডেপুটীকে এক একটী জেলার ভারার্পণ করা হয়। ইহাতে কার্য্যের যতদূর সুব্যবস্থা হইবার সম্ভাবনা, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতেছে। পূর্ব্বে লর্ড মেয়ো এবং ষ্ট্রেচি সাহেব বলিয়াছিলেন যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন কর আদায়ের ভার এদেশীয় লোকের হস্তে সমর্পণ করিলে ভূরি অন্যায় ও অত্যাচার হইবারই সম্ভাবনা। ইডেন সাহেবও সেই প্রকার মতের পোষকতা করিয়াছেন, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের কথা নয়। সম্বৎসরে একটী জেলার সর্ব্বত্র পরিদর্শন করিতে হইবে; কেবল গ্রামের সদর রাস্তা দিয়া পাল্কি কিম্বা ঘোড়া চড়িয়া গেলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। প্রতি গ্রামের প্রত্যেক ব্যবসায়ীর প্রকৃত অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে; হিসাব পত্রের কাগজ দেখা চাহি, লোকের নিকট অনুসন্ধান করা চাহি; তবে কথঞ্চিৎ লোকের অবস্থা জ্ঞাত হইতে পারিবেন। এই প্রণালীতে কার্য্য সম্পন্ন করিলে প্রত্যেক গ্রামে ন্যূনকল্পে এক দিন করিয়া থাকা আবশ্যক। বাঁকুড়া জেলায় ৫৩৮৪ খানি গ্রাম, অতএব অন্যূন চোদ্দ বৎসর আট মাস পরিভ্রমণ না করিলে একটী সমগ্র জেলার প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হওয়া দুষ্কর। কাজেই আসেসর বাবু ৪৯১ খানির অতিরিক্ত গ্রাম পরিদর্শন করিতে পারেন নাই। আমাদের মতে ইহাও অত্যধিক হইয়াছে। কেবল গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করা আসেসরের কর্ম্ম নহে; তাঁহাকে আপীল শুনিতে হইবে, নিজ হিসাব পত্র দেখিতে হইবে, তাহাতে প্রায় ছয় মাস অতিবাহিত হয়, বক্রি ছয় মাসে কতদূর পরিভ্রমণ ও মফঃস্বলের অবস্থার তদন্ত হইতে পারে? অত্যাচার আসেসরেরা করেন না, গবর্ণমেণ্টের অনিয়মিত বন্দোবস্ত নিমন্ত্রণের পত্র পাঠাইয়া দারুণ অত্যাচারকে প্রজার গৃহে আনিয়া দেয়। যখন অযথা কর নির্দ্ধারণের অনুমতি রাজলেখনীর মুখাগ্র হইতে বিনির্গত হইয়াছে, অত্যাচার করিতে হইবে কেন,--- অত্যাচারকে তখনি ত সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া আনা হইয়াছে। আসেসরেরা ত অত্যাচারকে বসিতে বলেন নাই, স্বয়ং গবর্ণমেণ্টই ত আতিথেয় সৎকারের নিমিত্ত অত্যাচারকে আসন দিয়াছেন, আসেসরেরা করিবেন কি? কই,—প্রতি জেলার সংখ্যানুসারে আসেসর নিযুক্ত হউন, কোন প্রজার মুখে অত্যাচারের কথা বিনির্গত হয়,—দেখি? যদি বলেন, ব্যয় সঙ্কুলান হইবে কেন? তাই ত বলিতেছি অত্যাচার অন্যায় এবং প্রজাপীড়ন হইবে না কেন? ছাগ বলি দিতে হইবে, কিন্তু মা করিবে না,—ক্ষুদ্র বুদ্ধি ভারতবাসীরা সে কৌশল কখন শিক্ষা পান নাই। ভারতবাসীরা সভ্য জাতির নিকট অন্যান্য সকল বিদ্যা শিক্ষা করিবেন, কিন্তু তেমন বিদ্যা শিক্ষা করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি যাইবে না। তাঁহারা সভ্য ভব্য হইতে শিখিবেন, শিষ্টাচারী হইবেন, এ গুলি তাঁহাদের কৌলিক ধর্ম্ম, জাতীয় পেসা,—পরন্তু রাজনীতির কূট গূঢ়তায় চির দিন মূঢ় হইয়া থাকিবেন।

সর্ব্বাদৌ লাইসেন্স ট্যাক্স মূর্ত্তিমান পাষাণময় অত্যাচার। ছোট লাট সাহেব ত বঙ্গদেশের সবিশেষ অবস্থা বিলক্ষণ অবগত আছেন। বাঙ্গালার অবিদিত কোন বিষয় যদি তাঁহাকে বলা যায়, সেটী কেবল তাঁহাকে স্মরণ করিয়া দেওয়া হইবে মাত্র। তিনি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট হইতে স্বীয় অসাধারণ ধীশক্তি বলে আজ বঙ্গের উচ্চাসনে সমাসীন হইয়াছেন,—তবে তাঁহার অপরিচিত কি আছে? তিনি ডোমের কুটীর হইতে মণিকারের বিপণি পর্য্যন্ত দিব্য চক্ষে দেখিতেছেন। কাহার কি কষ্টে দিনপাত হয়, তিনি কি জানেন না? যৎকালে তিনি বারাশতের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন আমরা তাঁহার একান্ত অনুরাগী ছিলাম, অতঃপর যখন তিনি নীলকরদিগের উপদ্রব নিবারণ করিলেন, তৎকালে আমরা তাঁহার স্তাবক হইলাম। প্রজাহিতৈষী সজ্জনাগ্রগণ্য সাহেবদিগের নামোল্লেখ হইলে, আমরা ইডেন সাহেবকে সর্ব্বাগ্রে গণনা করিতাম। ইডেন সাহেব বাঙ্গালিদের পরিচয় বিলক্ষণ জানেন। কিন্তু বড় কষ্টের কথা শেষটা ভাল গেল না,—তিনিও আমাদের লইয়া সুখী হইলেন না, আমরাও তাঁহাকে লইয়া সুখী হইতে পারিলাম না।

ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষে প্রভেদ বিস্তর। ইংলণ্ডের অবস্থা দৃষ্টে এদেশে কিছুতেই কর প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। আমাদের অনেক রাজস্ব সচিব মহাত্মা লেইং সাহেব এই প্রকার মত প্রকাশ করেন,—"যদিও সুবিচক্ষণ লর্ড ক্যানিং" রাজাদিগকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি দিয়া সকলের অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন; কিন্তু ইনকম ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হওয়ায় এবং ভবিষ্যতে লাইসেন্স ট্যাক্স ও আরও অন্যান্য নানাবিধ ট্যাক্স প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে, এই আশঙ্কায় ইংরাজ শাসন যার পর নাই সকলের অতীব বিরাগের স্থল হইয়া উঠিল। এতদ্দ্বারা এ দেশীয় লোকের চিত্ত যে কি পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল, ইংলণ্ডবাসীরা তাহার কিছুই অনুমান করিতে পারিবেন না। ইংলণ্ডে ইনকম ট্যাক্স এবং লাইসেন্স ট্যাক্স ন্যায়ানুগত বলিয়াই বিবেচিত হয়। ভারতবর্ষে করদাতৃগণকে যথাক্রমে শ্রেণীবদ্ধ করা সাতিশয় দুষ্কর কর্ম্ম। ইনকম ট্যাক্স প্রচলিত করিবার সময় প্রায় ৭০০০০০ কিম্বা ৮০০০০০ এবং লাইসেন্স ট্যাক্স প্রচলিত করিবার সময় ৫০০০০০ কিম্বা ৬০০০০০ জন করদাতাকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া কর আদায় করিতে হইয়াছিল। এই সমস্ত ব্যক্তির অবস্থার তদন্ত করিবার নিমিত্ত স্বল্প বেতনে কতকগুলি কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়। সুতরাং তদ্দ্বারা যে প্রবঞ্চনা ও উৎপীড়নাদি দোষ ঘটিবে ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। চতুর্দ্দিক হইতেই রাজভক্ত পরম বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ আমাদিগকে বারম্বার কহিতে লাগিলেন যে, ইনকম ট্যাক্স প্রবর্ত্তিত হওয়ায় সাধারণ লোকের চিত্ত এককালে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ ভবিষ্যতে পাছে আরও অন্য কোন ট্যাক্স প্রচলিত হয়, তজ্জন্যও সকলে আশঙ্কা করিতেছে। লর্ড ক্যানিঙের সঙ্গে প্রথমে আমার সাক্ষাৎ হইলেই তিনি ইনকম ট্যাক্স প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন বলিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করেন ইনকম ট্যাক্স প্রচলিত না করিলে যদি ৪০০০০ হাজার ইউরোপীয় সৈন্য লইয়া ভারতরাজ্য বিপদগ্রস্ত হয়, তাহাও ভাল; তবু ট্যাক্স দ্বারা প্রজাপীড়ন করিয়া ১০০০০০ ইউরোপীয় সৈন্য লইয়া থাকা সুখজনক [illegible]। নূতন কর প্রবর্ত্তিত করায় আয় বৃদ্ধি হইয়াছে এবং উপকার দর্শিয়াছে, যদি এমন ধারণা হইয়া থাকে, তবে তাহার মূলোচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য। ১৮৬০ সালে ১০৭৯০০০০০ টাকার অসঙ্কুলান থাকে। তৎপরে ১৮৬২ সালে ১৪০০০০০০ টাকা উদ্বৃত্ত হয়। সৈনিক বিভাগ এবং অন্যান্য বিষয়ের ৮০০০০০০০ টাকা ব্যয় কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং ভূমি আবগারী শুল্ক লবণের শুল্ক ও ষ্ট্যাম্প প্রভৃতি হইতে ২০০০০০০০ টাকা আয় বৃদ্ধি হয়। তদ্ব্যতীত ১৫০০০০০ টাকা নূতন কর দ্বারা সংগৃহীত হয়। এতদ্দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষ এককালে কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল।"

লেইং সাহেব যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বাস্তবিক তাহা অযথা নহে। এদেশে কর দিবার যোগ্য কয় জন ব্যবসায়ী আছেন? যাঁহাকে প্রকৃত মহাজন নাম দেওয়া যায়, তেমন ধনী অতি অল্প। বিলাতের মত এদেশে একজন ধনী ব্যবসায়ী নাই। সে স্থলে লাইসেন্স প্রভৃতি ট্যাক্স সকলের পক্ষেই দারুণ ভারবহ হইবে, সন্দেহ কি? গবর্ণমেণ্ট সত্বর এই করপদ্ধতি রহিত করুন, কার্পাস বস্ত্রের উপর যে প্রকার শুল্ক ছিল, পুনর্ব্বার তাহা নির্দ্ধারিত করুন। তাহা হইলে রাজস্বের কোন ক্ষতি হইবে না। ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকসম্প্রদায় বস্ত্রের কিছু কিছু মূল্য বৃদ্ধি করিলে এ দেশীয় লোকেরও কষ্টকর হইবে না অথচ রাজস্বেরও অভাব দূরীভূত হইবে।

বারুইপুর মহকুমা।

আমরা অনেক দিন অবধি শুনিতেছি এই মহকুমাটী উঠিয়া যাইবে। এটী উঠিয়া গেলে যে অনিষ্ট ঘটিবে সেটী যেন আমাদের মনে সত বিজৃম্ভিত হইয়াছিল। ক্রমে আমরা লোকের মন চর্চ্চিয়া দেখিলাম। যাঁহারা বারুইপুরের অবস্থা বিশেষরূপে জানেন, তাঁহারা বলেন এ মহকুমাটী উঠিয়া গেলে মহা অনিষ্ট ঘটিবে। দস্যু তস্করাদির প্রভাব বাড়িবে, প্রবলের অত্যাচার বৃদ্ধি হইবে। গদাধর পাদপদ্ম চাপাইয়া দেওয়াতে গয়াসুর যেমন শির উত্তোলন করিয়া ত্রিজগৎ ধ্বংস করিতে পারিতেছে না, তেমনি বারুইপুরের মহকুমা থাকাতে দুষ্ট লোকেরা বারুইপুরের সুখস্বচ্ছন্দাদি সংহারে সমর্থ হইতেছে না। মাথা চাপা আছে বটে, তথাপি দুষ্টেরা এক এক বার মাথা নাড়া দেয় তাহাতেই বিচারপতিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। মধ্যে মধ্যে হাইকোর্টের উকীল, বারিষ্টার, জজ আদালতের উকীল প্রভৃতির বারুইপুর মাজিষ্ট্রেটী আদালতে যে পদধূলি পড়ে তাহার কারণ কি?

আমাদিগের বিবেচনায় ঐ মহকুমাটী উঠাইয়া দেওয়া কোনক্রমেই বিধেয় নহে। চলিত কথায় বলে দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা জানে না। যাঁহারা হিতবোধে এটী উঠাইয়া দিবার মানস করিয়াছেন, এটী উঠিয়া গেলে তখন তাঁহারা ইহার মর্য্যাদা জানিতে পারিবেন। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন এই মহকুমাটী থাকাতে কি উপকার লাভ হইতেছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করি, কি কারণে এই মহকুমাটী প্রতিষ্ঠিত হয়? এখন কি সে কারণ উন্মূলিত বা বিলুপ্ত হইয়াছে? এখন কি বারুইপুর সভ্যতার উচ্চতর সোপানে আরূঢ় হইয়া দুষ্ক্রিয়া হইতে বিরত হইয়াছে? চৌর্য্য ও দস্যুতা মহা পাপ বলিয়া দস্যু ও তস্করেরা কি তাহা পরিত্যাগ করিয়াছে? পাপ শঙ্কায় প্রবলেরা কি পর ধন লুণ্ঠন প্রয়াসে বিমুখ হইয়াছে? অত্যাচারিরা কি পরম ধার্ম্মিক হইয়াছে? যে বারুইপুর সেই বারুইপুরই আছে। আজ যদি মহকুমাটী উঠিয়া যায় দুষ্টের দল মাথা উঁচু করিয়া উঠিবে। মনু বলেন—

"সর্ব্বো দণ্ডজিতোলোকো দুর্লভোহি শুচির্নরঃ।"

অধিকাংশ দুষ্ট এখন দণ্ড ভয়ে মৌনব্রতাবলম্বী হইয়া আছে।

হিন্দুদিগের নিকটে গোরু এত পূজ্য কেন, গাভী দুগ্ধ দেয় সেই দুগ্ধে নিত্য নৈমিত্তিক দৈব ও পৈত্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বালক, বৃদ্ধ ও আতুরেরা দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করে। সুস্থব্যক্তিরাও ঐ দুগ্ধে পুষ্টদেহ হয়। গোময়ে গৃহ পবিত্র হইয়া থাকে। বৃষেরা ক্ষেত্র চসিয়া দেয়। ভার বহন করে এবং গোবংশের নিত্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে। গোরু হইতে নিত্য এত মহৎ উপকার হয় বলিয়া গোহত্যা হিন্দুশাস্ত্রে এত নিষিদ্ধ। এই সকল উপকার বিবেচনা করিয়াই গো-বধ করা দূরে থাকুক, জ্ঞানবান্ হিন্দু গোগাত্রে দারুণ প্রহারও করে না। আমরা আরও একটী দৃষ্টান্ত বলি। হিন্দুরা নারিকেল বৃক্ষকে পূজ্য জ্ঞান করিয়া থাকে, তাহারও কারণ ঐ, নারিকেল বৃক্ষ হইতে গৃহস্থের নিত্য উপকার। নারিকেল বৃক্ষের কোন অংশ ত্যাজ্য নয়। নিত্য উপকারী বলিয়া দেশের প্রবাদ এই নারিকেল বৃক্ষ ছেদনে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। অতএব যে নিত্য উপকারী তাহার সংহার বিধিবোধিত নহে। ঐরূপ বারুইপুর মহকুমাটী নিত্য উপকারী; ঐ মহকুমাটী থাকাতে দুষ্টলোকের নিত্য দমন হইতেছে। দুর্ব্বলেরা সুখে নিদ্রা যাইতেছে। নিরীহ লোকেরা সুখে ঘরসংসার করিতেছে। যাহা হইতে এত উপকার তাহার সংহার করা কর্ত্তব্য নয়। দীর্ঘ বিবেচনা না করিয়া যদি তাহার সংহার করা হয়, হঠকারিতা প্রকাশ হইবে সন্দেহ নাই।

যদি বল বারুইপুর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত রেল হইতেছে, উৎপীড়িত ব্যক্তিরা রেলযোগে কলিকাতায় গিয়া মকদ্দমা করিয়া আসিবে, এটী বড় সহজ কথা নয়। এক দিন রেল ভাড়া দিয়া কলিকাতায় গেলেই মকদ্দমার শেষ হইবে না। কলিকাতায় যদি আদালত হয়, উকীল মোক্তার প্রভৃতিকে সেই খানেই থাকিতে হইবে। না থাকিলে তাঁহাদের ব্যবসায় চলিবে না। অর্থি প্রত্যর্থিদিগকে উকীল মোক্তার প্রভৃতির বাসস্থানে গিয়া মকদ্দমার পরামর্শ জানিতে হইবে এবং আর্জ্জি ও জবাব প্রভৃতি লেখাইতে হইবে। এ সকল কার্য্য করিতে গেলে অর্থি প্রত্যর্থিদিগকেও কলিকাতায় বাসা করিতে হইবে। রেলওয়ের খরচ, বাসার খরচ, মকদ্দমার খরচ এবং উকীলের ফি দিয়া কয় জন লোক মকদ্দমা করিতে পারিবে? বারুইপুর মহকুমার এলাকা নিতান্ত সংকীর্ণ নয়। বিশেষতঃ এই এলাকার মধ্যে অধিকাংশ দুস্থ ও ইতরলোকের বাস। তাহারা কি ঐ বিপুল ব্যয় করিয়া মকদ্দমা চালাইতে পারিবে? সুতরাং অধিকাংশ লোককে কীল খাইয়া কীল চুরী করিতে হইবে। নিরুপায় হইয়া অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে। দস্যু তস্করাদির প্রশ্রয় বৃদ্ধি হইবে।

মহকুমাটী উঠিয়া যাইবার প্রস্তাব হইল কেন? এ বিষয়টীরও একবার পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। শুনিতে পাই, ফৌজদারী মকদ্দমার সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। এ কমিবারই বা কারণ কি? ঐ বারুইপুরে যে দেওয়ানী আদালত আছে তাহাতে দুই জন মুন্সেফ মকদ্দমা করিয়া ছিড়াম মারিতে পারেন না। দেওয়ানী সম্বন্ধে বারুইপুরের লোকেরা যদি সৎ না হইল, ফৌজদারী সম্বন্ধে তাহারা যে সৎ হইয়াছে ইহা কিরূপে আমরা বুঝিতে পারিব। তবে ফৌজদারী মকদ্দমার হ্রাস হয় কেন? আমরা ত ইহার নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। ভাল, এমন ত ঘটনা হয় নাই? বিচারপতি স্বয়ংই মকদ্দমার সংখ্যাস হ্রাসের কারণ হইয়াছেন? বোধ হয় বিচারপতি বড় কড়া, তাঁহার নিকটে আসামীর নিষ্কৃতি নাই, ফরিয়াদির নিষ্কৃতি নাই, সাক্ষীরও নিষ্কৃতি নাই। ফরিয়াদি যদি আসামীর দোষ প্রমাণ করিয়া দিতে পারিল আসামী দণ্ডনীয় হইল। যদি ফরিয়াদি আসামীর দোষ প্রমাণ করিতে না পারিল ফরিয়াদি দণ্ডনীয় হইল। কিন্তু অনেক স্থলে ফরিয়াদির দণ্ড হওয়া ন্যায়, যুক্তি ও আইনবিরুদ্ধ; অনেক স্থলে উকীল ও বারিষ্টারদিগের কূটপ্রশ্নের প্রভাবে ফরিয়াদি প্রকৃত ঘটনাও প্রমাণ করিতে পারে না। অনেক নির্ব্বোধ সামান্য সাক্ষী জেরায় একে আর বলিয়া ফেলে; এরূপ স্থলে ফরিয়াদির দণ্ড হওয়া কি ন্যায়ানুগত? এরূপ স্থলে সাক্ষীর দণ্ড হওয়াও বিধেয় নয়; আবার এরূপ ঘটনা হওয়াও অসম্ভবিত নয়, ফরিয়াদি ও আসামীতে মকদ্দমার আপোসে মীমাংসা হইয়া গেল, ইহাদের মকদ্দমা রফা হওয়াতে সাক্ষীরা আর আদালতে আসিল না, কিন্তু বিচারপতি তাহাদিগকে তলব করিয়া আনাইয়া বলিলেন ফরিয়াদি ও আসামী রফা করুক, কিন্তু তোমরা সমনের পৃষ্ঠে দস্তখত দিয়াছ অতএব তোমরা আদালতে উপস্থিত না হওয়াতে আদালতকে অমান্য করা হইয়াছে, এই বলিয়া বিচারপতি তাহাদিগের পাঁচ পাঁচ টাকা দণ্ড করিলেন। এ স্থলে এ দেশীয় অশিক্ষিত অজ্ঞলোকদিগের পক্ষে ভয়ঙ্কর কাণ্ড। বারুইপুর ফৌজদারী আদালতের যদি এরূপ ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়া থাকে এবং সেই নিমিত্ত মকদ্দমার সংখ্যার হ্রাস হইয়া থাকে, আর সেই সংখ্যার হ্রাস দেখিয়া উপরিস্থ কর্ত্তারা যদি মহকুমাটী উঠাইয়া দিবার কল্প স্থির করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কাজটী নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।

এক পয়সায় সংবাদ পত্র প্রেরণ।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট এক পয়সায় সংবাদ পত্র প্রেরণ করিবার যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের কেবল যে বদান্যতা প্রকাশ পাইয়াছে

এরূপ নয়, বিদ্যোৎসাহিতা গুণেরও সবিশেষ পরিচয় হইয়াছে। সংবাদ পত্রের মূল্য যত সুলভ ও মাশুল যত কম হইবে, ততই বিদ্যার বিস্তা দেশময় বিকীর্ণ হইবে। সংবাদ পত্র, পাঠকগণকে একবিধ জ্ঞানরূপ অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত করে না। উহা হইতে নানাবিধ জ্ঞানরত্ন উপার্জ্জিত হইয়া থাকে। মানুষের যে যে বিষয়ে জ্ঞানপিপাসা আছে, সংবাদ পত্র প্রায় তাহা পরিপূরণ করিয়া থাকে। সমাচার পত্রে প্রসঙ্গ সঙ্গতিক্রমে রাজ নীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, দর্শন, বিজ্ঞানাদি সকল বিষয়েরই আলো চনা হইয়া থাকে। যিনি যে বিষয়ে ভক্ত তাঁহার সেই বিষয়েই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, যে বিষয় হইতে জগতের এত লাভ গবর্ণমেণ্ট সেই বিষয়ের সৌলভ্য সম্পাদন করিয়া যে বিদ্যা বিষয়ে উৎসাহদান করিতেছেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম যে গবর্ণমেণ্ট তিন তোলা ওজনের সমাচার পত্র এক পয়সায় পাঠাইবার নিয়ম করিয়া সেই বদান্যতা ও বিদ্যোৎসাহিতার কার্য্যটিকে অর্দ্ধ সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। কার্য্যের অর্দ্ধ সম্পন্নতা এক প্রকার বিড়ম্বনা। এক জন দাতা যদি শত সহস্র লোককে অন্ন দেন কিন্তু যদি উদর পুরিয়া না দেন অর্দ্ধাশন মাত্র দান করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করেন সেটা কি বিড়ম্বনা নয়? তিন তোলা ওজনের নিয়ম করাতে সমাচার পত্র সম্বন্ধেও সেই বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যখন ঔদার্য্যের কার্য্য করিতে বসিলেন তখন তাহাকে সঙ্কুচিত ও সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিতেছেন কেন? এখন যে ওজনের সংবাদ পত্র আধ আনায় যাইতেছে, সেই ওজনের সংবাদ পত্র যাবৎ এক পয়সায় যাই-বার নিয়ম না হইতেছে তাবৎ গবর্ণমেণ্টের উল্লিখিত ঔদার্য্যের কার্য্যটা পূর্ণ অবয়বে বিকসিত হইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিয়া দেখুন পূর্ব্বে যে এক আনায় সংবাদ পত্র যাইবার নিয়ম ছিল, তাহার পর আধ আনায় হওয়াতে সংবাদ পত্রের সংখ্যা কত বৃদ্ধি হইয়াছে। ডাকঘরগুলি গবর্ণ-মেণ্টের লাভের স্থল না হয় এই আমাদের ইচ্ছা। দীর্ঘিকা সরোবরাদি দাতারা যেমন স্বয়ং ফলভোগী হইয়া সাধারণের উপকারকারী হন, গবর্ণমেণ্টও টেলিগ্রাফ আফিস গুলিতেও স্বয়ং ফলভোগী হইয়া সাধারণের উপকারকারী হউন। সাধারণের নিকট হইতে যে আয় হইবে, তাহাতে যদি ডাকঘর গুলির ব্যয় নির্ব্বাহ হয়, অথচ গবর্ণমেণ্টের নিজের কাগজ পত্র সকল এই ডাকযোগে নীতানীত হয়, তাহা হইলেই যথেষ্ট। এ বিষয়ে লাভার্থ হস্ত সঙ্কোচ করিবার হয় না।

ইউরোপীয় সমাচার।

পালমল গেজেট বলেন সার আসলি ইডেন ইণ্ডিয়ান কৌন্সিল সভার সভ্য পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

পারিস ১ লা জানুয়ারি। এম. গাম্বেটা পশম ও তুলজাত দ্রব্যের শুল্ক অসঙ্গত রূপ হ্রাস করিবার প্রস্তাব করাতে ইংরাজ কমিশনরেরা লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। কেবল ইংলণ্ডের রেবিনিউ আপীলে কো সাহেব পারিভাষিক বৃত্তান্ত লইয়া বাদানুবাদ করিতেছেন, পরস্পরের এক হওয়া অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে।

লণ্ডন ২ রা জানুয়ারি। টাইমস পারিস হইতে তারযোগে সংবাদ পাইয়াছেন যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স একবাক্য হইয়া মিশরের খেদাইবকে এক পত্র লিখিয়াছেন যে তাঁহারা তাঁহার প্রভুশক্তি রক্ষা করিবার প্রতিভূ থাকিবেন এবং গোলযোগ উপস্থিত হইলে শান্তিরক্ষা করিবারও উপায় করিবেন।

লণ্ডন ৩ রা জানুয়ারি। শ্যাওলিগ সম্প্রদায়ভুক্ত সাত জন স্ত্রীলোক ধৃত হইয়াছে।

লণ্ডন ২ রা জানুয়ারি। অদ্য চারি সহস্র ভূস্বামী একত্র হইয়া ডবলিনে এক সভা করিয়া ভূমি সংক্রান্ত আইনের অনুমো দন করিয়াছেন। কিন্তু সরকারী কমিশনর যদি খাজনা কম করেন তাহা হইলে তাঁহারা ক্ষতি পূরণের দাওয়া করিবেন।

লণ্ডন ৩ রা জানুয়ারি। মিশরের জাতীয়সম্প্রদায় সুলতানের প্রধান প্রভুশক্তি স্বীকার ও খেদাইবের প্রতি রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়া একটী প্রোগ্রাম প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে প্রতিনিধি গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা ও কিছুদিনের জন্য ইউরোপীয় তত্বাবধান ও সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ১৮ হাজার করিবার কথা বলা হইয়াছে।

লণ্ডন ৪ ঠা জানুয়ারি। ব্রাইট সাহেব তাঁহার বার্ম্মিংহামস্থ নিয়োগকর্ত্তাদিগের নিকট বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন ইংলণ্ডের যদিও মিত্র নাই বটে কিন্তু এক্ষণকার ন্যায় কখনই তাঁহার সুহৃদ সংখ্যা অধিক ছিল না। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট আয়র্লণ্ডে যে বল প্রয়োজ্য উপায় অবলম্বন করিয়াছেন বক্তা তাহার পোষকতা করিয়াছেন।

চেম্বার্লেন সাহেব একটী সভায় বলিয়াছেন প্রজাদিগের অত্যাচার শতকরা ৪০ অংশে কমিয়াছে। তিনি ভূস্বামিদিগের ক্ষতি পূরণ প্রার্থনার প্রতি উপহাস করিয়াছেন।

লণ্ডন ৫ ই জানুয়ারি। গতকল্য কাইরস নামক স্থানে কতক গুলি অস্ত্র শস্ত্র ধরা পড়িয়াছে।

ডেবিনিউস দক্ষিণ হইতে তারযোগে সংবাদ পাইয়াছেন জলপথ ময়লা হওয়াতে নেটালের সৈনিকদিগের অত্যন্ত জ্বর হইতেছে।

লণ্ডন ৬ ই জানুয়ারি। আমেরিকার সেক্রেটারি ব্লেন গত নবেম্বর মাসে এক সর্কুলার পত্র দ্বারা মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের লোকদিগকে জানাইয়াছেন যে তাঁহারা এ নবে-ম্বর মাসের মধ্যেই ওয়াসিংটনে আপন আপন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন, সকলে একবাক্য হইয়া সাধারণের স্বার্থ রক্ষার বিষয়ে পরামর্শ করিবেন এবং বিদেশীয় রাজারা তাঁহাদের স্বার্থের প্রতি যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে না পারেন তাহারও উপায় স্থির করিবেন।

বিবিধ সংবাদ।

কুচবিহারের মহারাজের ভ্রাতা কুমার গজেন্দ্র-নারায়ণ ভূপ কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া চারি বৎসরের পর ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছেন। ভারতের কৃষিকার্য্য মনুপরাশরাদির সময় হইতে প্রায় একরূপ চলিয়া আসিতেছে, কৃষির সংস্কার একান্ত আবশ্যক। সংস্কারক বিনা উহার সংস্কার হইবার সম্ভাবনা নাই। গজেন্দ্রনারায়ণ ভূপের সদৃশ কয়েকজন ধনবান ও ক্ষমতা সম্পন্ন লোক যদি কৃষির সংস্কারক হন তাহা হইলে ভারতবর্ষের সবিশেষ মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা আছে।

বর্দ্ধমানের মহারাজ কলিকাতা দর্শনার্থ আসি-য়াছেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম ২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী দলিলুদ্দীন খাঁ বাহাদুর বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন সভ্য হইয়াছেন।

আমাদিগের আর একটী আহ্লাদের সংবাদ এই, রাজসাহীর আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট বাবু নন্দকৃষ্ণ বসু সংস্কৃতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি ৮০০ টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট পুরস্কার প্রাপ্ত হই-য়াছেন। এরূপ পরীক্ষার পুরস্কার না হাজার টাকা? ইনি ৮০০ টাকা পাইলেন কারণ কি আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

গত ৩১ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যে সপ্তাহের শেষ হয় তাহাতে কলিকাতায় ২৩৯৩ জনের মৃত্যু হই-য়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা ৪২ জন কম। উহার মধ্যে ২৬ জন ওলাউঠায় ৫০ জন উদরাময়ে ৯৩ জন জ্বরে অন্যান্য কয়েক ব্যক্তির অন্যান্য রোগে মৃত্যু হইয়াছে। মৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ১১১ জন হিন্দু ৭০ জন মুসলমান ও ১২ জন অন্য শ্রেণীর লোক।

৪ ঠা জানুয়ারি বুধবার কলিকাতা চিত্রশালি-কায় মহাসমারোহে ইণ্ডষ্ট্রিয়াল আর্ট একজিবিসন প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। গবর্ণর জেনেরল প্রদর্শন স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেন জষ্টিস প্রিন্সেপ প্রভৃতি তাঁহার সমুচিত অভ্যর্থনা করেন। প্রিন্সেপ সাহেব একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিয়া যে যে বিষয়ের প্রদর্শন হইতেছে তাহার বর্ণন করিলেন। গবর্ণর জেনরলও সংক্ষেপে একটী বক্তৃতা করেন। সভা-স্থলটী অতি সুসজ্জিত হইয়াছিল। গবর্ণর জেনেরল

বাহাদুর প্রভৃতি তথায় উপনীত হইলে ঐ স্থানের শোভা অধিকতর সম্বর্দ্ধিত হয়। লর্ড লরেন্স ও লেডি লরেন্স মেইলবোগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারাও গবর্ণর জেমরলের সঙ্গে প্রদর্শনস্থলে গমন করিয়াছিলেন।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে যে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইয়াছে।

৩১ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের শস্যের ও স্বাস্থ্যের যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যাইতেছে শস্যের অবস্থা সাধারণো প্রীতিকর। স্বাস্থ্যসংবাদ সেরূপ প্রীতিকর নয়। নানা স্থানে নানাপ্রকার পীড়া প্রাদুর্ভূত আছে।

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ল্যাণ্ডলিগ সম্প্রদায়ের উপর এমনি চটিয়াছেন যে লণ্ডনে স্ত্রীলোকেরা যে ল্যাণ্ডলিগ সম্প্রদায় করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট তাহার বৈধতা স্বীকার করেন নাই। ঐ সম্প্রদায়কে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন।

সে দিন আমরা আমাদিগের এ অঞ্চলের যে ভূমি কম্পের সংবাদ লিখিয়াছিলাম, তাহা বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র এবং মান্দ্রাজে ও সিংহলে হইয়া গিয়াছে। কেবল বোম্বাইয়ের কথা শুনিতে পাই না।

সুইজারলণ্ডে নবেম্বর মাসের প্রারম্ভে নানা স্থানে ২২টী কম্পন হইয়া গিয়াছে।

রবর্ট নাইট সাহেব ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। এটী আমাদিগের আহ্লাদের সংবাদ সন্দেহ নাই। তিনি একজন ভারতের যথার্থ হিতৈষী। তাঁহা হইতে আমরা ভারতের অনেক কল্যাণ কামনা করিয়া থাকি।

ভারতে পুনরায় ইনকম ট্যাক্স হইবে বলিয়া যে জনরব উঠিয়াছিল, ভারতবর্ষীয় ষ্টেটসেক্রেটারি তাহার না কি প্রতিবাদ করিয়াছেন, এটী আহ্লাদের কথা বটে; কিন্তু ভারতে লাইসেন্স ট্যাক্স রাখিয়া তুলার মাসুল তুলিয়া দেওয়া হইল, এটী কেমন কথা? যদি পুনরায় ইনকম ট্যাক্স হয় কোন্ জাতিকে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে?

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, গোপালপুর থানার অন্তঃপাতী রাজপুর বঙ্গবিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে ৮ ই জানুয়ারি রবিবার পারিতোষিক প্রদান করা হইয়াছে।

কলিকাতার চৌরঙ্গি ট্রামওয়েতে যে কল চালাইবার প্রস্তাব হইয়াছিল, সে কলটী আসিয়া পৌছিয়াছে। উহা সারকিউলার রোড হইতে কালীঘাট পর্য্যন্ত গমনাগমন করিয়াছিল। কলটীতে অধিক ধুম উঠে না ও শব্দ হয় না। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর কলটী দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। লোক মারা না যায় তাহার একটী উত্তম বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। এ দেশের সামান্য ও ইতর লোকেরা অধিকতর সতর্ক নয়, তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবার যদি উত্তম উপায় না করা হয়, তাহা হইলেই বিপদের আশঙ্কা।

গত ১৮৮০। ৮১ অব্দে বঙ্গদেশের থানে ৫৩০৮-৯৭১৭ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে।

চীন দেশে কাণ্টননগরের একটী বৌদ্ধ মন্দিরে পুরোহিতদিগের অসদাচরণ দর্শন করিয়া লোকে মন্দিরটী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। এটি মন্দিরের অধ্যক্ষ পূজক ও মহান্ত প্রভৃতির শিক্ষার উত্তম আদর্শ হইবে। অন্য অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরাও যদি এ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে উত্তম ফল ফলিবে সন্দেহ নাই।

পারিসে তাড়িতযোগে গাড়ি চালাইবার চেষ্টা হইতেছে।

নেপালের নাবালক মহারাজের গদীতে অভিষেক উপলক্ষে তথাকার সমস্ত প্রজার নিকট হইতে বাটী প্রতি এক এক টাকা করিয়া সেলামী আদায় করা হইয়াছে। এটী ইংরাজি চক্ষে দেখিতে মন্দ বটে, কিন্তু ঐ সব সময়ে নজর গ্রহণ করা দেশীয় রীতি।

গবর্ণমেণ্ট ভারতের যে উচ্চ-শিক্ষা দান করিতেছেন, তাহা বন্ধ করিবার চেষ্টা অদ্যিও নিবৃত্ত হয় নাই। শুনা গেল ১৮৫৪ অব্দের ষ্টেট সেক্রেটরির শিক্ষা সংক্রান্ত পত্র অনুসারে কিরূপে শিক্ষা হইতেছে তাহার অনুসন্ধানার্থ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কমিশন নিয়োজিত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। কর্ত্তারা ভিতরের খবর জানেন না বলিয়াই অদ্যিও এ চেষ্টাটী পরিত্যাগ করিতেছেন না। ভারতবাসীরা গবর্ণমেণ্টের মুখ নিরপেক্ষ হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে স্ব স্ব সন্তানগণের শিক্ষা দানে সমর্থ হইবেন, সে সময় এখন অনেক দূরে আছে।

আসামে কুলি পাঠাইবার আইনের পাণ্ডুলেখ্য ৬ ই জানুয়ারি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইয়াছিল। পাণ্ডুলেখ্যটী বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এই পাণ্ডুলেখ্য লইয়া ব্যবস্থাপক সভায় যে বাদানুবাদ হয়, অদ্য আমরা তদ্বৃত্তান্ত পাঠকগণের গোচর করিতে পারিলাম না।

বরদা-রাজের সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষে যে সমারোহ হয় ঐ সমারোহে এক ব্যক্তি বেলুনে আরোহণ করিয়া ৪০ ফুট উর্দ্ধে উঠিয়াছিল। কিন্তু বেলুনটী ফাটিয়া যাওয়াতে ঐ ব্যক্তি সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

৪ ঠা জানুয়ারি নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের অহিফেন বিক্রীত হইয়াছে। বেহারের অহিফেন ২৩৫০ সিন্দুক, মূল্য ৩১২৮৫৭৫ টাকা এবং বারাণসীর অহিফেন ২৩৫০ সিন্দুক, মূল্য ৩১৫১০৫০ টাকা।

পঞ্জাবের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ইংলণ্ডেশ্বরীর ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে লাহোরে ২ রা জানুয়ারি একটী দরবার করিয়াছিলেন। দরবারগুলি এখন একপ্রকার তামাসা ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের টাকার শ্রাদ্ধ ও দেশীয় রাজাদের অর্থকৃচ্ছ্র সংঘটন ভিন্ন আর কিছু ফল দেখিতে পাই না। তবে সার চর্জ কুপার লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কালেজে কৃষি ও শিল্পের উৎসাহ দানার্থ যে দরবার করিয়াছিলেন, তাহাতে ফল আছে।

লণ্ডনে তাড়িতযোগে রেলওয়ে চালাইবার একটী কোম্পানি হইয়াছে। ঐ কোম্পানি পার্লিয়ামেণ্ট সভার নিকটে অনুমতি লাভের প্রার্থনা করিয়াছেন। পারিসেও ঐরূপ চেষ্টা হইতেছে। পারিশে তাড়িত যোগে নৌকা চালাইবার চেষ্টা ফলোপধায়িনী হইয়াছে।

এই মকর সংক্রান্তিতে প্রয়াগে কুম্ভমেলা হইবে, দ্বাদশ বৎসর অন্তর এই মেলা হয়। অসংখ্য লোকের সমাগম হইবে।

শান্তিপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, ২ রা জানুয়ারি সোমবার রাণাঘাটের দেশহিতৈষী সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামচরণ বসু শান্তিপুর মিউনিসিপালিটীর কতিপয় কমিশনর ও দেশীয় অন্যান্য কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ অত্রত্য শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র সেন মহাশয়ের সংস্থাপিত "হিন্দু সেমিনারি" নামক ইংরাজী বঙ্গ বিদ্যালয়টী পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। সেই দিবসই উক্ত বিদ্যালয়ের অল্প বয়স্ক বালকগণের পরীক্ষার্থ অত্র স্থানে একটী সভার অধিবেশন হয়। ডেপুটী বাবু ও সভাস্থিত অন্যান্য বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ বালকদিগকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহারা সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিলে, তাঁহারা বালকদিগের প্রতি ও বিশেষ তাঁহাদের বহুদর্শী শিক্ষক সেন মহাশয়ের প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সন্ধ্যার প্রক্কালে সভা ভঙ্গ করিয়া যান।

একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "গত ২৫ এ ডিসেম্বর রবিবারে চম্পারণ নাট্য-সমাজ তাহার ৪র্থ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে "শরৎ-সরোজিনী" নাটককে ক্রোড়ে লইয়া নাট্যমন্দিরকে অতি সুন্দর-দর্শোপযোগী সাজে সাজাইয়াছিলেন। জেলার সমুদয় বাঙ্গালী ও স্থানীয় ভদ্র মণ্ডলী আমন্ত্রিত হইয়া নাট্যপ্রাঙ্গণের সভাকে দ্বিগুণ শোভিত করিয়াছিলেন। অভিনয়টীও হৃদয়গ্রাহী ও সুন্দর হইয়াছিল। পর দিবস ২৬ এ ডিসেম্বর খ্রীষ্টের জন্মতিথি উপলক্ষে নাট্যসমাজের সভাপতি মহাশয় তুরকৌলীয়া নীলকুঠীর ম্যানেজর ডাক্তার হিল সাহেব কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সতী নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করান। এই অভিনয়টীর দিন নাট্যশালায়

প্রাঙ্গণভূমি অতি মনোহর সাজে সজ্জিত হইয়াছিল। প্রাঙ্গণটীর অর্দ্ধেক প্রায় ম্যানেজার সাহেবের আমন্ত্রিত জেলার সমুদয় রাজকর্ম্মচারী ও অন্যান্য ইউরোপীয় মহিলা দ্বারা পূর্ণ হয়। দুঃখের বিষয়, অভিনেতৃবর্গের ক্লান্তিবশতঃ অভিনয়টী তত সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক হয় নাই।

গত ৪ বৎসরের মধ্যে ঐক্যবাদনটীর কোন প্রকার সুশৃঙ্খলা হয় নাই; ভরসা করি যদি এই নাট্যশালাটীস্থাপনে অন্যান্য সদনুষ্ঠানের সহিত সঙ্গীতের উন্নতিসাধন করা সভ্যমণ্ডলীর বাঞ্ছনীয় ও গৌরবের বিষয় জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাহাতে ঐক্যবাদনটীর সমধিক উন্নতিসাধন হয়, তাহার জন্য কিঞ্চিদধিক যত্ন লওয়া কর্ত্তব্য।

দৃশ্য পটগুলির প্রতি দৃষ্টি করিলে আমাদের উপরি উক্ত দুঃখটীর বিশেষ হ্রাস হয়; বাস্তবিক ইহার অঙ্কন এখনও মনে করিলে দেবেন্দ্র বাবুর অঙ্কনকার্য্যের ব্যুৎপত্তিতে তাঁহাকে আমাদের হৃদয়পূর্ণ আনন্দ ও ধন্যবাদ না জানাইয়া থাকিতে পারি না। কৈলাসপর্ব্বতোপরি বিল্বকুঞ্জ মধ্যে উপবিষ্ট মহাদেবের দৃশ্যটী এরূপ চিত্তাকর্ষক হয়, যে যদি মহাদেবের সহিত নারদের কথোপকথন না হইত, তাহা হইলে বোধ করি দর্শকমণ্ডলীর সকলকেই চিত্রিত পট ভ্রমে পতিত হইতে হইত। বাস্তবিক মহাদেবের এই যোগসাধন দৃশ্যটী ভক্তি রসে হৃদয়কে সিক্ত করিয়া দেয়। অভিনয় কেবল বাঙ্গালী দর্শকদেরই চিত্তাকর্ষণ করে, কিন্তু দৃশ্য পটগুলি বিজাতীয়ের মনোহারিত্ব উৎপাদন করে।" +++

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৮ এ ডিসেম্বর ১৮৮১। পূর্ণিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী বাজলল করিম দার্জ্জিলিঙে বদলী হইলেন এবং উক্ত জেলার সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।

২৯ এ ডিসেম্বর। হাবড়ার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু সুরেশচন্দ্র দাস ২৪ পরগণায় বদলী হইলেন। তিনি ঐ জেলার সদর ষ্টেষণে থাকবেন।

বীরভূমের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু বিনোদবিহারি সরকার পূর্ব্বে যে ছুটী পান, তদতিরিক্ত ৫ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

কিছু দিনের জন্য ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত জলপাইগুড়িতে রহিলেন।

৩০ এ ডিসেম্বর। বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ টি, স্মিথ এক মাসের অবকাশ গ্রহণ করাতে জে, এফ, ব্রাডবরি বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

৩১ এ ডিসেম্বর। গয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী রামিজুদ্দীন দুই বৎসরের অবকাশ গ্রহণ করিয়াছেন।

৩ রা জানুয়ারি ১৮৮১। ঢাকার দেয়ারা সর্ভে কার্য্যে নিযুক্ত ডেপুটী কালেক্টার বাবু দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় পূর্ব্বে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু তারণচন্দ্র সরকার তিন মাসের অবকাশ গ্রহণ করিয়াছেন।

বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু হরমোহন সেন তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৮১ অব্দের ১৫ ই অক্টোবর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু বগলাপ্রসন্ন মজুমদারকে যে দেড় মাস ছুটী দেওয়া হইয়াছিল তাহা রহিত হইল।

বাখরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু আনন্দচন্দ্র সেন চতুর্থ শ্রেণীস্থ রহিলেন।

পঞ্চম শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু দীননাথ মুখোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় পঞ্চম শ্রেণীস্থ রহিলেন।

ষষ্ঠ শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শীতলনাথ বসু কিছু দিনের জন্য পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

লোহারডগার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু রাইচরণ ঘোষ ষষ্ঠ শ্রেণীস্থ রহিলেন।

সপ্তম শ্রেণীর ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু কেদারনাথ দত্ত কিছু দিনের জন্য ষষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

সপ্তম শ্রেণীর ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু অমূল্যচরণ মল্লিক কিছু দিনের জন্য ষষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

যশোহরের অন্তর্গত বাগেরহাটের কিছু দিনের ভার প্রাপ্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু অবিনাশচরণ মল্লিক সপ্তম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

সারণের অন্তর্গত সেওয়ানের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, এম, ডবলিউ ব্রেট এক মাসের অবকাশ গ্রহণ করিলেন।

ঢাকার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার সি, সি, ষ্টিভেন্স হুগলীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

হুগলীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, এচ, ডাউয়েল ২ য় আদেশ পর্য্যন্ত নওয়াখালীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

নওয়াখালীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ই, ভি, ওয়েষ্টম্যাকট ২ য় আদেশ পর্য্যন্ত ঢাকার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

ডবলিউ, এম, সুটারের মৃত্যু হওয়াতে কলিকাতার প্রতিনিধি পুলিস কমিশনর ও মিউনিসিপাল সভাপতি এচ, এল, হারিসন ঐ ঐ পদে স্থায়ী হইলেন।

এক জোন্সের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত অথবা ২ য় আদেশ পর্য্যন্ত মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এফ, ওয়ার ত্রিপুরার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

যশোহরের কিছু দিনের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক মাস সাত দিনের অবকাশ গ্রহণ করিয়াছেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

২৮ এ ডিসেম্বর। লোহারডগার ইনেস্পেক্টর হাকিম সিং তৃতীয় শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

৩০ এ ডিসেম্বর। ২৪ পরগণার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ই, ডবলিউ কলিন ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত সাতক্ষীরার কিছু দিনের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৩ রা জানুয়ারি। মানভূমের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার এ, এচ, কালিন ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু ললিতকুমার বসু কিছু দিনের জন্য রঙ্গপুরের অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন এবং সচরাচর গাইবান্ধায় থাকিবেন।

বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস কিছু দিনের জন্য ময়মনসিংহের অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন এবং সচরাচর বাজিতপুরে থাকিবেন।

বাবু শশিভূষণ বসু কিছু দিনের জন্য ময়মনসিংহের অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন এবং সচরাচর সেরপুরে থাকিবেন।

বাবু পূর্ণচন্দ্র দে কিছু দিনের জন্য ফরিদপুরের অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন এবং সচরাচর মাদারীপুরে থাকিবেন।

১৮৮১ অব্দের ৮ ই নবেম্বর বাবু সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মাদারীপুরের অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবার যে আজ্ঞা হয় তাহা রহিত হইল।

মুঙ্গেরের মুন্সেফ বারিষ্টার আর, কে, সেন ২৪ পরগণার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং সচরাচর সিয়ালদহে থাকিবেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসাতের প্রতিনিধি দ্বিতীয় মুন্সেফ বারিষ্টার এ, সি, মিত্র (যিনি বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন) মুঙ্গেরে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং সচরাচর সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।

কটকের মুন্সেফ বাবু জগদ্বন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় (যিনি বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন) নদীয়ার মুন্সেফ হইলেন এবং সচরাচর মেহেরপুরে থাকবেন।

মজঃফরপুরের অন্তর্গত হাজিপুরের মুন্সেফ বাবু গোপীনাথ মেত্তে সারণের অন্তর্গত ছাপরার খাজনার মকদ্দমা করিবার জন্য মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

বাঁকুড়ার অন্তর্গত থাতরার প্রতিনিধি অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু রামধন মুখোপাধ্যায় মজঃফরপুরে বদলী হইলেন এবং সচরাচর হাজিপুরে থাকিবেন।

ত্রিপুরার অন্তর্গত কুমিল্লার প্রথম মুন্সেফ বাবু যদুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়ার মুন্সেফ হইলেন এবং সচরাচর থাতরায় থাকিবেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত সাতক্ষীরা ও আলীপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু জানকীনাথ দত্ত ত্রিপুরার অন্তর্গত কুমিল্লায় খাজনার মকদ্দমা করিবার জন্য মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

ময়মন সিংহের অন্তর্গত সেরপুরের মুন্সেফ বাবু হরিনারায়ণ রায় ফরিদপুরে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং সচরাচর গোয়ালন্দে থাকিবেন।

বরীশালের মুন্সেফ বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বাঁকুড়ার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং সচরাচর বিষ্ণুপুরে থাকিবেন। ইনি ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিবার জন্য ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিপুরার অন্তর্গত চাঁদপুরের মুন্সেফ বাবু রাখালচন্দ্র বসু বাখরগঞ্জের মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং সচরাচর উক্ত বিভাগের সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।

ফরিদপুরের অন্তর্গত গোয়ালন্দের মুন্সেফ মৌলবী সাহবত আলী ত্রিপুরার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং সচরাচর চাঁদপুরে থাকিবেন।

দিনাজপুরের অন্তর্গত ঠাকুরগাঁর মুন্সেফ বাবু চন্দ্রপ্রসন্ন দত্ত (যিনি অবকাশ লইয়াছেন) পাটনার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং সচরাচর উক্ত বিভাগের সদর ষ্টেষণে থাকিবেন।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত আটীয়ার মুন্সেফ বাবু নীলমণি নাগ ঢাকার অন্তর্গত বালিগঞ্জের বাকী খাজনার মকদ্দমার বিচার করিবার জন্য মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং ৫০ টাকার পর্য্যন্ত মকদ্দমা করিবার জন্য ছোট আদালতের জজের কার্য্য করিবেন।

ঢাকার অন্তর্গত বালীগঞ্জের মুন্সেফ বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ (যিনি অবকাশ লইয়াছেন) ২৪ পরগণার অন্তর্গত আলীপুর ও সাতক্ষীরার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিবার জন্য ছোট আদালতের জজের কার্য্য করিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

রাজসাহী।

গত ১২ ই পৌষ সোমবার রাজসাহী এসোসিএসন সভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহাতে দেশহিতকর কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। উৎপীড়িত হইয়া একটী গ্রামের প্রধান প্রধান প্রজাগণ এই সভার সহায়তা প্রার্থনা করে। প্রজাগণ পূর্ব্বে এই উৎপীড়নবিষয়ে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও কোন ফল পায় নাই। এখন তাহাদিগের গ্রামে বাস করাই কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। রাজসাহীসভা তাহাদিগের এই উপস্থিত বিপদের প্রতিবিধানের কোন উপায় বিধান করেন, ইহাই প্রজাগণের প্রার্থনা ছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, দুর্ব্বল নিরুপায় প্রজাগণ এ বিষয়ে সভার কোন সহায়তা পায় নাই।

এই সভার অনেকগুলি সভ্য আছেন, অনেকেই কৃতবিদ্য। দীঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুরের যত্নে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইনিই ইহার সভাপতি। রাজা বাহাদুরের সঙ্গে আমাদিগের এই প্রথম সাক্ষাৎ। সাক্ষাৎ আলাপে আমরা অতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি এবং ইনি যে একজন মহৎ লোক তাহার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছি। ইহাঁর অসাধারণ সৌজন্যগুণে বাস্তবিকই আমরা মোহিত হইয়াছি। রাজা বাহাদুর বহুগুণের আধার।

আমরা এস্থলে রাজসাহীর কালেক্টার ও মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রডাক্ মহোদয়ের সৌজন্যগুণের প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। আমরা ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ আলাপ করিয়া—পরমাপ্যায়িত হইয়াছি। ইনি বিদ্যোৎসাহী ও ন্যায়পরায়ণ। অনেকের মুখেই ইহাঁর সদ্গুণের কথা শ্রুত হওয়া যায়। আমরা অল্প দিন হইল এখানে আসিয়াছি ইহার মধ্যেই রডাক্ সাহেবের বিশেষ গুণের পরিচয় পাইয়াছি। কয়েক দিন হইল শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এখানে আসিয়াছিলেন। অত্রত্য কলেজ গৃহে ইনি আত্মশাসন সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত বক্তৃতা করিয়া বিলক্ষণ যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন। বক্তৃতাটী বাস্তবিকই শ্রুতিমধুর ও সারগর্ভ হইয়াছিল।

গত শনি ও রবিবারে মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক—শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এখানে আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজগৃহে ও অন্যান্য ২।১ স্থানে ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতা ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে পুরাণ পাঠের একটী বিশেষ উপযোগিতা আছে। এতদ্বারা পৌরাণিক ধর্ম্মাবলম্বী জনগণের ব্রাহ্মসমাজে গতিবিধি এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদিগের ঘৃণা অপনীত হইতে পারিবে। যাহাঁরা নাম মাত্র ব্রাহ্ম, সাধন ভজন কিছু নাই—কেবল যথেচ্ছাচারপরায়ণ তাঁহাদিগকে দেখিয়াই পৌরাণিকগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং ব্রাহ্মমাত্রকেই ধর্ম্মবর্জ্জিত যথেচ্ছাচারী মনে করেন। সমাজে গতিবিধিও ভাল। ব্রাহ্মের সঙ্গে আলাপাদি করিলে ইহাঁরা ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন।

অপরাপর জেলা অপেক্ষা রাজসাহী জেলায় লাইসেন্স ট্যাক্সের পরিমাণ অল্প হওয়াতে কমিশনর অধস্তন কর্ম্মচারিদিগকে ইহার সংশোধন করিতে অনুমতি করেন, তদনুসারে ট্যাক্স বৃদ্ধি করণার্থ স্থানে স্থানে লোক নিযুক্ত হইয়াছে। যেরূপেই হউক ট্যাক্সের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেই হইবে। রাজসাহীর হতভাগ্য ব্যবসাদারগণের এবার আর রক্ষা নাই। রেশমের কারবার উঠিয়া যাওয়াতে এ অঞ্চলের ব্যবসাদারদিগের বিস্তর অসুবিধা হইয়াছে, কোনমতে যাহারা সামান্য কারবার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে তাহাদিগের এবার ক্রয় ত লাভে মূলে বিনাশ হইবে। একেই ত বঙ্গবাসী জনগণ বাণিজ্যের মহিমা জানে না ইহারা দাসত্বের একান্ত পক্ষপাতী। যে সকল ব্যক্তির দাসত্বের উপযুক্ত বিদ্যাবুদ্ধি নাই তাহারাই সামান্য বাণিজ্যকার্য্য দ্বারা কোন মতে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। লাইসেন্স ট্যাক্স সেই জীবিকার পরম শত্রু হইয়াছে।

সাঁড়াঘাট হইতে সপ্তাহে দুই বার করিয়া এখানে ষ্টীমার যাতায়াত করিতেছে। যাইবার সময় যাত্রীদিগের কোন অসুবিধা নাই, কিন্তু আসিবার সময়ে এক দিনে ষ্টীমার এখানে পৌঁছিতে পারে না, এজন্য হিন্দুযাত্রিগণকে স্নানাহারে ক্লেশ পাইতে হয়। যাহা হউক ষ্টীমারখানি হওয়াতে সাধারণতঃ লোকের মহা উপকার হইয়াছে। নাটর হইতে রামপুর বোয়ালিয়া চৌদ্দ ক্রোশ পথ গরুর গাড়িতে যাতায়াতে ভদ্র লোকদিগের বিস্তর কষ্ট হইত। মহাজনদিগেরও জিনিস পত্র আমদানী রপ্তানীর বিশেষ অসুবিধা ছিল। ইহাতে প্রথম শ্রেণীর নিমিত্ত ১২, ২ য় শ্রেণীর ২, এবং ৩ য় শ্রেণীর ১ টাকা ভাড়া দিতে হয়। প্রথম শ্রেণীটী ষ্টীমারে, ২ য় ও ৩ য় শ্রেণী ফ্লাটে অবস্থিত।

এখানে একটী ধর্ম্মসভা আছে, সভার গৃহটী অনেক টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। সভার অধীনে একটী যন্ত্রালয় আছে, এই যন্ত্র হইতে হিন্দুরঞ্জিকা নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া থাকে। প্রথম প্রথম সভার কার্য্য যে প্রকার উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইত, ইদানী আর সে প্রকার হয় না। এই সভার বার্ষিক বা বিশেষ অধিবেশনে নানা স্থানের প্রধান প্রধান পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত জনগণ নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। তৎকালে আর্য্যধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা ও শাস্ত্রবিচার হইয়া থাকে।

এস্থান পদ্মানদীর তীরে অবস্থিত বলিয়া ইহার সাধারণ স্বাস্থ্য মন্দ নহে। কিন্তু প্রতিবর্ষেই প্রায় ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। আমি এস্থানের নূতন প্রবাসী, সুতরাং এই শীতঋতু ব্যতীত অন্য কোন ঋতুর বিষয় অনুভব করিতে পারি নাই। শুনিলাম এখানে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত অধিক।

ছাপরা।

জেলার হাকিমগণ সকলেই শীত ঋতুতে পরিভ্রমণে নির্গত হন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে কেবল মাজিষ্ট্রেট সাহেবই যাইতেন, এবার শুনিতেছি, আসিষ্টাণ্ট ও জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটগণের প্রতিও মফস্বলে বাহির হইবার আদেশ আসিয়াছে। প্রজার অবস্থা দর্শন রাজকর্ম্মচারিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। এরূপ ভ্রমণের পাথেয় প্রজাদিগের যথার্থ কষ্টনিবারণের জন্য হইলে বড় একটা গায়ে লাগে না। পূর্ব্ব বৎসর এখানকার

ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট ম্যাকডোনেল সাহেব যখন সফরে আইসেন, তখন অনেক লাইসেন্স ট্যাক্স প্রপীড়িত প্রজাগণকে অব্যাহতি দেন, চৌকিদারগণের বেতন আদায় করিয়া দেন এবং জমীদার বা ঠিকাদারের কোনরূপ পীড়ন হয় কি না, গ্রামস্থ পঞ্চায়তগণের নিকটে তাহার অনেক অনুসন্ধান লন। মূর্খ প্রজাদিগকে আপন আপন ভূমির উপর কিরূপ স্বত্ব আছে, বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। খাজনা আদায়ের কিস্তি অর্থাৎ কোন্ কোন্ মাসে কি পরিমাণে দেয়, তাহা বিশেষরূপে অবগত করাইয়া দেন।

নীলের উপদ্রব নিবারণের বিশেষ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। নীলকরগণ প্রজার ভূমির চতুর্থ অংশ নীল করিবার জন্য যে লন, তাহা নীলকর বলপূর্ব্বক লইতে পারেন না। তবে তাহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দিলেই নীলকর নীল করিতে সক্ষম হন, ইহাও স্পষ্ট বুঝাইয়া দেন। আবার জমীদার ও ঠিকাদারদিগের অত্যাচার নিবারণের নিমিত্ত তিনি দণ্ডবিধির ১৫৫ ধারা এদেশে প্রচলিত করিবার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে একটী গ্রামে নীলকর ও প্রজার দাঙ্গা হয়, বিচারে নীলকরের কর্ম্মচারিগণ কারাবদ্ধ হন। পরে স্বয়ং নীলকর সাহেবকে উক্ত ধারায় দণ্ডনীয় করেন। কিন্তু শেষ হুকুম দিতে না দিতেই তিনি কলিকাতায় চলিয়া যান, পরবর্ত্তী মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই আদেশ দেন যে নীলকর সাহেবের ইষ্টার্থে দাঙ্গা হয়, অতএব তাহার এক শত টাকা দণ্ড দিতে হইবে। এই আইন জারি হইতে দেখিয়া জমীদার ও নীলকর সকলেই ভীত হইলেন। কিন্তু আপিলে জরিমানা ফেরত হওয়াতে বৃথা জলধিমন্থন হইল।

সম্প্রতি যখন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ছাপরায় আসিয়াছিলেন, তখন কতকগুলি প্রজা নীলকরের বিপক্ষে আবেদন করিয়াছিল। আবেদনের সার মর্ম্ম এই "যে ৭ বৎসরের জন্য যখন আমাদের গ্রাম ইজারা হয়, আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আপন জোতের কতকগুলি ভূমিতে নীল করিতে দিয়াছিলাম, ৭ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, জমীদার আবার গ্রামখানি নীলকরকে ইজারা দিয়াছেন, নীলকর পূর্ব্বদত্ত ক্ষেত্রগুলি আমাদিগকে দিতেছেন না, ৭ বৎসরের জন্য দিয়াছিলাম, ৮ বৎসরের জন্য নহে, অতএব যাহাতে স্ব স্ব ভূমি দখল করিতে পারি আদেশ দেওয়া হয়।" লেপ্টেনণ্ট-গবর্ণর জেলার কালেক্টর সাহেবকে ইহার তদন্ত করিতে আদেশ দিয়া যান। পরে কমিশনর সাহেব এই হুকুম দিয়াছেন, যে ভূমি এ বৎসর নীলকরের দখলে থাকিবে।

দেহড়দা।

বিগত ১৭ ই পৌষ এখানে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, এটী উৎক্ষিপ্ত কম্পন। কম্পনকালে বৃক্ষ লতা ঘর দ্বার কেবল মৃদুভাবে কাঁপিতে লাগিল। পুকুরের জল এক হস্ত দেড় হস্ত পর্য্যন্ত উচ্ছলিত হইয়াছিল।

এখানে মার্জ্জারবংশ ধ্বংস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গুটী কত হাঁচির পর বমী হয়, তৎপরে এক রাত্রিতেই নিকাশ হয়। এইরূপে ইহার চতুষ্পার্শ্বর্ত্তী গ্রামে যে কত বিড়াল মারা পড়িতেছে তাহার গণনা করা যায় না।

১৩ ই অবধি ১৫ ই পৌষ পর্য্যন্ত মেঘ হইয়া এতদঞ্চলে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এই গ্রামের অনতিদূরবর্ত্তী রতাই নামক স্থানে ৪০। ৫০ টা মহিষ অকস্মাৎ মারা পড়ে, ইহার কারণ কি তাহা নিশ্চতরূপে বলা যায় না। গোয়ালারা প্রাতঃকালে মহিষগুলিকে চরাইতে লইয়া গেল। ৩ প্রহরের পর মহিষেরা আর কিছু খাইল না। তাহাদের মুখ হইতে অনবরত লাল পড়িতে লাগিল। পরে রাত্রি এক প্রহরের সময় সমস্ত মহিষ শমনসদনে গমন করিল। দুর্ভাগা গোয়ালারা হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিল। ইহাদের যাহা কিছু সম্পত্তি হইয়াছে এবং অবস্থা যে পরিমাণে উন্নত হইয়াছে মহিষ তাহার এক মাত্র কারণ। আমরা অনুমান করি মহিষেরা যে জঙ্গলে চরিতেছিল সে জঙ্গলে নানাবিধ গাছ খাইয়াছিল তাহার মধ্যে কোন বিষাক্ত বৃক্ষের পত্র খাওয়াতে তাহাদের এরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে।

উড়িষ্যায় রেলওয়ে হইবার যে কথা হইতেছে তাহার নিমিত্ত ৪॥০ লক্ষ টাকার অংশী জুটিয়াছেন।

এখানকার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ হইয়াছে। গত দুই বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও দেহড়দা উড়িষ্যার প্রথম হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে অত্রত্য স্কুলের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয় অত্রত্য স্কুলটীকে মাইনরে উন্নীত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেন্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

—:•:—

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

১৪০ নং মাণিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ সম্মত সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমারক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা রক্তাতিসার শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। ইহা নির্ব্বিঘ্নে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন।—

কলিকাতায় সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধের আশু উপকারিতা দর্শনে আপন আপন রোগীদিগকে ব্যবহার করাইতেছেন।

এক শিশির মূল্য ২, । প্যাকিং ৵০।

চন্দনাসব।

(সকল প্রকার মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।)

এই মহৌষধ এক সপ্তাহ সেবন করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ আরোগ্য হয়। প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত সপূয় ধাতু নির্গত হইলে তিন মাত্রা এই ঔষধ সেবনে তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেত-প্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিতস্রাব এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা, এই ঔষধ দ্বারা অতি সত্বরে আরোগ্য হয়, এবং এই সকল রোগজনিত মস্তিষ্কের হীনবল, হস্ত পদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য থাকিলে, তাহাও ক্রমশঃ রোগের সহিত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয়গণ এই মহৌষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। ঔষধ সেবনের নিয়ম ও পথ্যাপথ্য শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

৪ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

চিকুরবিলাস।

এই সুগন্ধ বিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয়, এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

অনঙ্গমঞ্জরি তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথাভার, মাথাঝন্‌ঝনানি, মাথাবেথা, আদকপালে, মস্তিষ্কহীনতা, চক্ষে জলপড়া, মাথা কামড়ান, শিরঃপীড়া ঘাড় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সেটেধরা ও সড়সড়ানি এবং কর্ণে পুঁজপড়া প্রভৃতি মস্তকের সমস্ত রোগ ও সমস্ত যন্ত্রণা দূর করিয়া স্বাভাবিক ভাব অবলম্বন করে, এবং চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়, দেহের পুষ্টিসাধন করে ও বমনাদি নিবারিত হইয়া শরীরের বল বৃদ্ধি করে, এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হয়।

এক শিশির মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভদোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

অমৃতাসব।

(সকল প্রকার কাশরোগের বিশেষ ঔষধ।)

সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সর্দ্দি,কাশী এবং তৎসংক্রান্ত বক্ষোঃবেদনা, পার্শ্বশূল, অতিঘর্ম্ম, জ্বর, শ্বাসকষ্ট (অর্থাৎ বায়ুনালিতে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অবিরামিক শ্বাসপ্রশ্বাস) হাঁপানি প্রভৃতি উপসর্গ সকলের সত্বর শান্তি হইয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে।

এক শিশির মূল্য ১৷৷০। প্যাকিং ৵০ আনা।

এই ঔষধালয়ে মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন।

মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ।

মূল্য ১৷৷০ ডাক মাসুল /১০।

কলিকাতা ১৪ নং কালেজ স্কোয়ার রায়প্রেস ডিপজিটরীতে এবং কতিপয় প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

জ্বর-চিকিৎসা।

আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রণীত।

এই পুস্তকে ম্যালেরিয়া ও তান্নবন্ধন জ্বর সমূহের উৎপত্তির কারণ ও তন্নিবারণোপায় সমুদায় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রণেতা বহু দিবস ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া এই পুস্তকের চিকিৎসাংশ সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহা ম্যালেরিয়া পীড়িত প্রদেশস্থ জন সমূহের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ডাক মাসুল সমেত মূল্য ৩ টাকা। কলিকাতার দক্ষিণ [illegible] বাপুর ডাকঘর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম [illegible]র পাওয়া যাইবে।

পাইকপাড়া নর্সারি।

এখানে সর্ব্বপ্রকার ফুল ও ফলের কলম,নানা প্রকার সুদৃশ্য উদ্যানশোভকর তরু ও লতা উদ্যানকার্য্যের উপযোগী নানা প্রকার অস্ত্রাদি এবং দেশী ও বিদেশীয় বহু প্রকার শাক সবজীর বীজ অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়। তালিকার আবশ্যক হইলে একখানা ষ্টাম্প আমার নিকট পাঠাইতে হইবে। আপাততঃ রোপণযোগ্য সবজির বীজ অর্থাৎ চৈতে শশা কাঁকুড় তোরমুজ খোরমুজ খেঁড় আকারের বৃহৎ সুমিষ্ট তোরমুজ শাক ইত্যাদি হরেক রকমের বীজ পূর্ণ ফি পেকেটের মূল্য ১৵০ এক টাকা বার আনা।

কৃষি ও উদ্যানকার্য্যে জ্ঞান বিস্তার জন্য নরসরি হইতে কৃষিতত্ব নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। তিন বৎসর হইতে কৃষিতত্ব যাবতীয় প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আসিতেছে; উহার বার্ষিক চাঁদা ডাক মাসুল সমেত ১৷৵০ আনা মাত্র।

মফস্বলস্থ মহোদয়গণের অনুরোধে নর্সরি আফিসে আমরা এজেন্সির কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। বিদেশস্থ ব্যক্তিগণের যে কোন দ্রব্যের আবশ্যক হয় আমাদিগের দ্বারা তাহার সত্বর সুবন্দোবস্তে সরবরাহ হইয়া থাকে। পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে কমিশন লইয়া থাকি; অধিক টাকার দ্রব্য খরিদ করিতে হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হয়। অন্যান্য বিষয়ে আমাদিগকে পত্র লিখিলে জানান যাইবে। ভরসা করি দেশীয় মহোদয়গণ আমাদের এজেন্সির কার্য্যদক্ষতা এবং তাহার প্রণালী পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সারি কলিকাতা।

রোগাঙ্কুশ।

৺ শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যটনকালীন জনৈক উদাসীন মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

এই আশ্চর্য্য দুষ্প্রাপ্য ঔষধ সেবন করিলে শুক্র বৃদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা হয় ও সর্ব্ব প্রকার উদরাময়, অজীর্ণ, অরুচি, দৌর্ব্বল্য, মৃতবৎসা-দোষ ও স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সন্তান উৎপাদিকাশক্তিহীনতা রোগ প্রভৃতি অল্প দিবসেই আরোগ্য হয় এবং প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধি ও ক্ষুধার প্রাবল্য হয়। এই ঔষধের আর এক ক্ষমতা এই যে নিত্য সেবন করিলে বার্দ্ধক্যে যৌবন ভাব জানা যায়। জ্বরসত্বে সেবনীয় নহে। ব্যবহারের নিয়ম ও ব্যবস্থা পত্র ঔষধের সহিত পাঠান যায়।

মূল্য ডাক মাস্থল সহিত ২ টাকা। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হয় না।

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
দশাশ্বমেধ বেনারস।

বৈরাগ্য বিপিনবিহার।
(কাব্য)

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় বিরচিত।

কলিকাতার পটোলডাঙ্গার ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত ডিপজিটরী এবং শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ টাকা ডাকমাস্থল ৴৹ আনা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০৷৹ টাকা ও ডাক মাস্থল ২৸৹ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাস্থলসহ ৭৷৹ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাস্থল ।৵৹, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩।৵৹, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫৷৹, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪।৵৹ গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর,শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

PARADISE LOST.
বা
সুখ-ধাম বিনাশ।

এই পুস্তকের ১ ম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। গ্রাহকগণ স্ব স্ব অগ্রিম মূল্য নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। এখনও যাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পুস্তকের গ্রাহক হইতে বাসনা করেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম, ঠিকানা, ও অগ্রিম মূল্য প্রেরণে বাধিত করিবেন। গ্রাহকগণের মধ্যে যদি কেহ পুস্তক না পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা সত্বর আমাকে জানাইলেই পুস্তক পাইবেন।

তারিখ ৭ ই নবেম্বর ১৮৮১ } শ্রীমহিমাচন্দ্র গুপ্ত ওভারসিয়ার আর,সি,সি, ময়মনসিং।

চন্দ্র-চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
নাবজ্ঞেয়ো মুদ্রিতেন ন জ্ঞেয়ো মুদ্রিতং বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২৷৹ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২৷৹ টাকা।

ভাল রস সিন্দুর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রেয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীশশিমোহন সেন কবিরাজ।
কাশী, কাকিনিয়ার ছত্র অথবা গণেশ মহল্লা।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতায় প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৸৹ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাস্থল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র সাহা—কলিকাতা	১০
" " উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—গঙ্গা গোবিন্দপুর	২০
" " লালা বংশীগোপাল নন্দে—কালনা	১০
" " ধর্ম্মদাস কোঙর—রূপাদহ	৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাস্থল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাস্থল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাস্থল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵৹ দুই আনা তাহার পর ৴৹ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইতে চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাম্ " । ৯ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ৪ ঠা মাঘ। ইং ১৮৮২। ১৬ ই জানুয়ারি।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৸০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

তখন আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম যে যদিও আমাদের কিছু কিছু পয়সা লাগিত বটে, কিন্তু ইউনিয়নের দ্বারা আমাদের যে সকল উপকারের সম্ভাবনা ছিল, তাহার সহিত তুলনায় সে পয়সা অতি তুচ্ছ পদার্থ, তাহাতে আমাদের কাহারই বিশেষ ক্লেশের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা তৎকালে তাহা বুঝিতে না পারিয়া অপরের প্রদর্শিত ভয়ে ও প্রলোভনে ভুলিয়া তাঁহাদেরই স্বার্থপূর্ণ দুরভিসন্ধি সিদ্ধির সম্পূর্ণ সহায়তা করিয়াছি। এখন তজ্জন্য আমাদের যে অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আর কি বলিব। অন্যান্য ইউনিয়নের কথা বলিতে পারি না। কিন্তু আমাদের এই ইউনিয়নটীর কার্য্যভার যাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল, তাঁহাদের অধিকাংশই অতি ভদ্রলোক। বিশেষতঃ যিনি প্রতিনিয়তই আমাদের হিতকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া রাস্তা ঘাট ও বিদ্যালয়াদির জন্য প্রাণপণ করিতেছেন, এবং অপরের অত্যাচার হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য নিজেই নানারূপে অত্যাচারিত হইতেছেন, যখন সেই সদাশয় ভদ্র লোকটীও উহার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তখন উহা দ্বারা আমাদের উপকার বই অপকারের কোন সম্ভাবনা ছিল না। মরুক অন্য কোন উপকার সম্বন্ধ না থাকিলেও আমরা পয়সা দিয়াও অন্ততঃ এমন একটু আশ্রয় স্থান পাইতাম, যে অত্যাচারের প্রথম উদ্যমেই পলায়ন করিয়া তথায় আশ্রয় লইলেও অনেক অত্যাচার হইতে বাঁচিতে পারিতাম, অথবা অত্যাচার নিতান্ত অসহ্য হইলে, সেখানে গিয়া দুদণ্ড রোদন করিয়াও অন্তরের জ্বালা অনেকটা নিবারণ করিতে পারিতাম, কিন্তু আমরা যখন স্বহস্তে সেই আশ্রয়তরুর মূলোচ্ছেদন করিয়াছি, তখন আমরা নিশ্চয় জানিতেছি, আমাদের এ সকল দুরবস্থার আর শেষ নাই।

এই সময় মাননীয় ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট ও মহকুমার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাহাদুরেরা মফস্বল ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন, শুনিয়াছি প্রজাদিগের সুখ, স্বাস্থ্য ও সচ্ছন্দতার অনুসন্ধান জন্য স্ব স্ব চক্ষে তাহাদের অবস্থা সকল দর্শন করিয়া সুবিচার বিতরণ করাই ঐ ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য। যদি তাহাই হয়, তবে দয়া করিয়া এই হতভাগ্য প্রজাদিগের দুরবস্থা সকল একবার কি দর্শন করিবেন না?

আর্ত্ত প্রজাগণ।

অধিকাংশ বিদ্যাভিমানী প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকের চরিত্র!

শারীরিক বৃত্তির সহিত মানসিক বৃত্তির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে যে, একে বিকারপ্রাপ্ত হইলে অন্যও বিকারপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। শরীর যদি অসুস্থ হয়, তবে মনের সুস্থতা থাকে না; আবার মনের অসুস্থতায় শরীরেরও স্ফূর্ত্তি বা উন্নতি হয় না। উভয়ে সুদৃঢ় প্রণয়-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। কিন্তু একত্রভায়ের মধ্যে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, শারীরিক বৃত্তিই মূল-স্বরূপ। ইহারই উৎকর্ষাপকর্ষনিবন্ধন মানসিক বৃত্তির উন্নতি বা অবনতি হইয়া থাকে। যদি এইরূপই হয়, তবে এস্থলে এ কথা অনায়াসে জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়; আমাদের অধিকাংশ বঙ্গীয় যুবকের মানসিক বল কিরূপ? সাধারণতঃ মন সবল কি দুর্ব্বল?

মন সবল কি দুর্ব্বল, এ কথা জানিতে অধিক দূর যাইবার আবশ্যকতা নাই। আপন আপন শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এ প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। অনেকেই মুখে শক্ত, কিন্তু বলে তালপত্রের সিপাহী। অল্প শ্রমেই বিশেষরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়েন। বাঙ্গালী সাধারণতঃ দুর্ব্বল বলিয়া জগতে কেবলমাত্র পরিচিত নহে, বিশেষরূপ ঘৃণিত। যাহাদের শরীর দুর্ব্বল, হৃদয় দুর্ব্বল, তাহাদের মনও যে দুর্ব্বল, তাহাতে সন্দেহ নাই। দুই এক জনের মানসিকবৃত্তি বিলক্ষণরূপ সবল বলিয়া সকলের মন যে সবল, এ কথাও বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। যিনি যতই কেন শিক্ষিত হউন না, যতই কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করিয়া পণ্ডিতম্মন্য বলিয়া পরিচয় দিন না, সত্য-কথা বলিতে কি অনেকেরই মন বড় দুর্ব্বল, তাহার কিছুমাত্র দৃঢ়তা নাই। আজিও অনেকে মনের বন্ধন কিরূপ, তাহা শিখিতে ও জানিতে পারেন নাই।

যাহাদের মনের স্থিরতা, দৃঢ়তা বা বন্ধন নাই; যাহাদের মন অন্তঃসারশূন্য কিংশুক ফলের ন্যায়, সামান্য কারণরূপ উত্তাপে ফট্ করিয়া ফাটিয়া কেবল কতকগুলি তুলাসম লঘুকার্য্য করিয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া সমাজের পবিত্র দেহকে মলিন করিয়া থাকে, তাহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মের ভাব কিরূপ স্থায়ী ও প্রবল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। সেই হৃদয়ে ধর্ম্ম বিশাল তরঙ্গান্দোলিত অনন্ত সমুদ্রে অর্ণবযানের তুল্য। এই আছে এই নাই! একবার ডুবিতেছে, পরক্ষণে উঠিতেছে, আবার ডুবিয়া ডুবিয়া চলিতেছে!! সেই জন্য আমাদের সমাজও ডুবিয়া ডুবিয়া চলিতেছে। বালক বৃদ্ধের কথায় আবশ্যকতা নাই, যাহাঁরা পণ্ডিতাভিমানী যুবক, যাহাঁদের দ্বারা সমাজের উন্নতি সাধিত হইবার সম্ভাবনা, তাঁহাদের দোদুল্যমান মগ্নপ্রায় ধর্ম্মাশ্রিত মনের গতিকই যখন সংশয়াপন্ন তখন সমাজের অবস্থাও সেইরূপ শোচনীয় কেন না হইবে? যে সমাজে ধর্ম্মবন্ধন শিথিল, সে সমাজের উন্নতি কোথায়?

চরিত্রই মানসিক আধ্যাত্মিক বলের পরিজ্ঞাপক। যাঁহার চরিত্র যত উন্নত, তাঁহার মনও তদ্রূপ উচ্চ, বলবান্। যাঁহারা বিদ্যাভিমানী হইয়া বিদেশে থাকিয়া ২০। ২৫ টাকা বেতনে রেলওয়ের খালাসী বা নিরাশ্রয় পথিকদিগের অথবা পোষ্ট আপিসের পিয়নদিগের উপর বনগ্রামের জম্বুক রাজার মত বিলক্ষণ আধিপত্য প্রদর্শন দ্বারা অনবরত ঘণ্টা নাড়িয়া আত্মশ্লাঘা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মন কিরূপ উন্নত, উচ্চাভিলাষসম্পন্ন, তাহা চরিত্রেই প্রকাশিত হইতেছে। এই জন্য মনে বড় ইচ্ছা হইতেছে, একবার চক্ষুর লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের চরিত্র সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করি। এক্ষণে সোমপ্রকাশ আশ্রয় ও সাহসদান করিলে অনুগৃহীত হইব।

তাঁহারা যখন গৃহে থাকেন, তখন যেন গৃহপালিত মার্জ্জারের ন্যায় শান্তস্বভাবসম্পন্ন। গুরুজন দেখিলে মান্য করেন, আন্তরিক না হইলেও সমাজের অনুশাসনে দেবভক্তি প্রদর্শন করেন, ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য হইয়া সকল কার্য্য করিতে থাকেন, ভয়ে ভয়ে থাকিয়া নিরাশ্রয় ধর্ম্মকে (!) কোন গোলযোগে ফেলেন না। পরে যখন কর্ম্মস্থানে আসিবার জন্য ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির (অন্য কোন কোম্পানির বা দিকের কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই।) টিকিট ক্রয় করিয়া গাড়ীতে আরোহণ করেন, অমনি স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। বর্দ্ধমানে আসিয়াই অমনি গ্রাম্যস্বভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া বনাধিকার প্রাপ্ত হন, বনমার্জ্জার হইয়া বসেন। তখন হিন্দুর জলে পিপাসা শান্তি হয় না, হিন্দুর খাদ্য গ্রহণে রসনা অনুমতি দেয় না। মুসলমানের জলগ্রহণ বা বিস্কুট ভক্ষণ বিনা তৃপ্তিলাভ হয় না। সমাজের ভয় তখন চলিয়া যায়।

কর্ম্মস্থলে আসিয়া উন্নতজীব হইয়া পড়েন। সকলেরই সহিত একত্র ভোজন করিয়া উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। করিবেন না কেন? ইংরাজী পড়িয়াছেন, সুসভ্য হইয়াছেন; সুসভ্য অবস্থায় নিজ হস্তে রন্ধন করিতে অক্ষম; অথচ অল্প বেতন। সে বেতনে উত্তম সৎবর্ণজাত পাচক রাখিবার ক্ষমতা নাই। কাজে কাজেই বিকম্মার হইয়া সকলের রন্ধন ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য মনে হয়।

এক সময়ে ক্ষৌরকারককে বঞ্চনা করিবার জন্য শ্মশ্রু রাখা হয়। পৈতা ভাল দিলে না বলিয়া সেহা ফেলিয়া দিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করা হয়! লোক-

সমাজে পরিচিত হইবার জন্য সংস্কারকবেশে অবতীর্ণ হইয়া বাহ্বাস্ফোটনপূর্ব্বক অনবরত খৈ ফুটার ন্যায় ধর্ম্মবক্তৃতা করা হয়, সংবাদপত্রে লেখা হয়; স্বধর্ম্মকে নিন্দা করিয়া উন্নতির সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে চেষ্টা করা হয়। অথবা একবারে উচ্চে উঠিয়া নাস্তিক হইয়া পড়েন। ইহার অপেক্ষা উন্নতি আর কি আছে? ইহাই উন্নতির চরম সীমা!

আবার বাটী আসিবার সময় অন্যভাব! শ্মশ্রু ফেলিয়া দেওয়া ও উপবীত গ্রহণ করা হয়। বাটী গিয়া অচলা ভক্তি সহকারে পূর্ব্বে যাহাদিগকে পৌত্ত লিক বলিয়া নিন্দা করা হইত, যে হিন্দুদেব দেবীকে কেবল খড় দড়ির সমষ্টি ভাবা হইত, সেই পৌত্তলিকদিগের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দে সেই খড়দড়িবিশিষ্ট প্রতিমাকে এক ব্রহ্মজ্ঞানে পূজা করা হয় ইত্যাদি। আমাদের এ কথায় অনেক মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু সে ভয় পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করি, অল্প জলের শফরী বলিয়াই কি এরূপ করা হয়? না অন্য কারণ আছে? বোধ হয় গভীর জলের রোহিত হইলে এরূপে সমাজকে প্রতারিত করিবার ইচ্ছা কদাচিৎ হইত না।

তাই বলি যাঁহাদের চরিত্র এইরূপ, যাঁহারা অব্যবস্থিতচিত্ত, তাঁহারা কি মানসিক বলে উন্নত? কখনই নয়। তাঁহাদের শরীরও দুর্ব্বল, মনও দুর্ব্বল। এই দুর্ব্বলমনা ব্যক্তিদিগের দ্বারা কি কখন সমাজের উন্নতি হইতে পারে? এই সকল ব্যক্তি ভ্রমজালে আচ্ছন্ন, আর যাঁহারা এই সকল ব্যক্তি হইতে সমাজের উন্নতির আশা করেন, তাঁহারাও ভ্রান্ত। তাঁহারা বহুরূপী, তাঁহাদিগকে চিনিয়া উঠা বড়ই কঠিন!

তাং ২০ এ পৌষ ৮৮। শ্রীলঃ—

সোমপ্রকাশ।

৪ ঠা মাঘ সোমবার।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, এ বৎসর হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়ের ৫ জন এবং বঙ্গবিদ্যালয়ের ৭ জন ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের পরিশ্রমের উত্তম ফল ফলিয়াছে বটে; কিন্তু আমরা দুঃখিত হইতেছি, গবর্ণমেণ্ট এ বিদ্যালয়টীতে সাহায্যদান বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। গ্রামের লোকের চৈতন্য নাই। তাঁহাদিগের দোষেই এই অনিষ্ট ঘটিয়াছে। তাঁহারা শস্তা খুঁজিয়া বেড়ান। এখায় একটী পাঠশালা ওথায় একটী পাঠশালা করিয়া এক এক জন গুরুমহাশয় বসিয়া আছেন। গুরু পাঠশালায় ছেলে পড়াইতে দিলে কেবল যে শস্তা হয় এরূপ নয়, পিতা চতুর হইলে কিছু দিতেও হয় না। এ গুরুমহাশয় পয়সা চাহিলেন, বড় পীড়াপীড়ি করিলেন, তাঁহার ওখান হইতে ছেলে লইয়া আর এক পাঠশালায় দিলেন। বিদ্যাও তেমনি হয়। যেমন ব্যয় তেমনি লাভ। আজও আমাদের দেশের অনেকে তাহা বুঝেন না। এ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দান বন্ধ হওয়াতে বিদ্যালয়টীর যে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। অর্থের অভাবে শিক্ষকদিগের তেমন উৎসাহ নাই, শিক্ষা দিবার উপকরণ সংগ্রহও নাই। আমাদের ইচ্ছা এই, অধ্যক্ষ পুনরায় গবর্ণমেণ্টে সাহায্য দানের প্রার্থনা করেন। ডেপুটী ইনস্পেক্টর ও ইনস্পেক্টর মহোদয়দিগকেও আমাদের অনুরোধ এই, যাহাতে এই বিদ্যালয়টীতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যদান হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা অনুকূল চেষ্টা করেন।

রাজপুর মিউনিসিপালিটী।

রাজপুর মিউনিসিপালিটীর ১৮৮২। ৮৩ অব্দের আনুমানিক আয় ব্যয়ের একটী হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। এ বিষয়ে সাধারণের যে কিছু বক্তব্য আছে, তাহা জানিবার অভিপ্রায়ে কমিশনরগণ ঐ আয় ব্যয় বৃত্তান্ত লিখিয়া প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দিয়াছেন। করদাতৃগণ স্ব স্ব বক্তব্য ব্যক্ত করিয়া দুই খানি পত্র আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা সে দুই খানি পত্র এই খানে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম, তৎপাঠে কমিশনরগণ করদাতৃগণের অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। সে আয় ব্যয় বৃত্তান্তটী এই—

৮২। ৮৩ অব্দের অনুমিত আয় ব্যয়।

আয়।

৮১। ৮২ অব্দের বাকী	৫০০
ব্যক্তিগণের উপর ট্যাক্স	৪৯০০
৩ য় সিডিউল ভুক্ত ঘোড়ার গাড়ি ও অন্যান্য জন্তুর উপর ট্যাক্স	৩০০
গরুর গাড়ি রেজিষ্টারি ফি	৬০০
কারাচি গাড়ি প্রভৃতির ঐ	৪৫০
মিউনিসিপাল জরিমানা	৫০
জুয়াখেলার ঐ	২০
খোঁয়াড়ের আয়	২০০
১৮৬১ অব্দের ৫ আইন অনুসারে জরিমানা	৫০
১১২ ধারার মতে ওয়ারেণ্ট খরচা	১০০
অন্যান্য রকমের আয়	১০
	৭১৮০

ব্যয়।

২ জন কেরাণী ও কাগজ কলম প্রভৃতির	৩৭৮
ট্যাক্স কালেক্টারের বেতন ও বিল প্রভৃতি ছাপান খরচ	৩৪৮
৭৪ ধারা অনুসারে কমিশনরদিগের আফিষের খরচ	৪০
শতকরা ১ টাকার হিঃ একাউণ্টেণ্ট জেনরলের আফিষের খরচ	৬৬৷৷০
মাজিষ্ট্রেটের আফিষের খরচ	৫৫
অডিটরের ফিঃ শতকরা ১ টাকা	৬৬৷৷০
পুলিষের বেতন ও অন্যান্য খরচ	২২২৬৷৷৬
(ক) রাস্তার ইন্সপেক্টর	১৮০
(খ) কুলিদিগের বেতন	৭২০
(গ) গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান	৮৪
(ঘ) গোরুর খোরাক	৭২
(ঙ) ১ টী গোরু খরিদ	৪০
(চ) অন্যান্য খরচ	৪০
পবলিক ওয়ার্ক	২০০
ডিস্পেন্সারি খরচ	৩৮০
গাড়ির টিকিট বাবদী খরচ	৩৬
সাপুড়ের পুরস্কার	২৫
অন্যান্য খরচ	১০০
আদালতের খরচ	১০০
সঙ্গতিহীন ব্যক্তিদিগের ট্যাক্স রেয়াৎ	৩০০
	৭১৮০

৭১৮০ টাকা আয়ের মধ্য হইতে সাধারণ রাস্তা ঘাট প্রভৃতিতে ১৮০০ টাকা ব্যয়! রাজপুর মিউনিসিপালটীর অধিকার ও আয়াম ও আয়তন নিতান্ত সংকীর্ণ নয়, এই ব্যয় "হাতির মুখে দূর্ব্বাঘাস" এই যে একটী প্রবাদ বাক্য আছে তাহারই স্বরূপ। এ ব্যয়ে মিউনিসিপালিটীর মুখ্য উদ্দেশ্য যে করদাতৃগণের স্বাস্থ্যের উপায় সংস্থান, তাহার ঘটনা হইবার সম্ভাবনা কি? ৭১৮০ টাকা আয়ের মধ্যে প্রায় তিন অংশ এদিক ওদিক ব্যয়; প্রকৃত কার্য্যে ১৮০০ টাকা মাত্র। দুই জন কেরাণী! কি সর্ব্বনাশের কথা! যে স্থলে এরূপ বন্দোবস্ত, সে স্থলে স্বাস্থ্যের আশা করা নিতান্ত বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই। আমাদের স্বাস্থ্য সম্বর্দ্ধনার্থ অনেকগুলি ব্যয় একান্ত আবশ্যক। দ্বিতীয় পত্র খানিতে সেই আবশ্যক ব্যয় বিষয়ের অনেকগুলি উল্লিখিত হইয়াছে। ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া সেগুলি সম্পাদন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমরা দেখিতেছি ব্যয়ের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে অসঙ্গত ব্যয়ই অধিক। সেই অসঙ্গত ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া যাহাতে করদাতৃগণের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হয়, এরূপ ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। পাইখানার ও গ্রামের জল

নির্গমের এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের বন্দোবস্ত সর্ব্বাগ্রে করা উচিত। এই তিনটী বিষয়ের বন্দোবস্ত না থাকাতে গ্রামবাসিদিগের স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি হইতেছে। পত্র দুই খানি এই—

সম্পাদক মহাশয়! রাজপুর মিউনিসিপালিটীর আগামী বর্ষের জন্য বজেট প্রস্তুত হইয়া ঢোল দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। তাহার একটী নকল আপনার সুবিখ্যাত সংবাদপত্রে পাঠাইলাম. অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

আয়স্তম্ভে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাইবেন, মিউনিসিপালিটীর করদাতাদিগের নিকট হইতে যেগুলি টাকা আদায় হয়, তদ্ভিন্ন আরও দুই চারিটী আয়ের পথ লিখিত আছে—অর্থাৎ গ্রেমারা খেলা, মাতালদের জরিমানা, ওয়ারেণ্ট ফী, ইত্যাদি। আর ব্যয়স্তম্ভ দেখিলে জানিতে পারিবেন যে, পুলিষ ও পবলিক ওয়ার্ক প্রভৃতি অনেকগুলি ব্যয়ের বিষয় লেখা আছে। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, উপরে যতগুলি আয়ের পথ লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রায় সকলগুলি অনিশ্চিত; এমন কি, করসমষ্টিও অনিশ্চিত; কারণ মরণ ও পলায়ন হেতু নির্দ্ধারিত কর অনেক পরিমাণে আদায় হয় না, সুতরাং করসমষ্টি যে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যাইবে না, তাহা নিশ্চিত। আয়ের অন্যান্য পথগুলি যে আরও অনিশ্চিত, তাহা মহাশয় বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছেন। তবে অনরারী মাজিষ্ট্রেট মহাশয়গণ অনুগ্রহ ও মনযোগ করিলে সে প্রকার আয়গুলি যে আরও বর্দ্ধিত করিতে পারেন, তাহা বলা বাহুল্য। যাহা হউক, আয়ের বিষয় ত এইরূপ অনিশ্চিত। এ দিকে ব্যয়ের বিষয় এরূপ নিশ্চিত যে, পবলিক ওয়ার্ক ছাড়া অন্যান্য ব্যয়ের এক কড়া কম হইলে চলিবে না। আয়ের প্রায় অর্দ্ধেক পুলিষে গ্রাস করেন, অবশিষ্ট টাকার অধিকাংশ এষ্টাবলিশমেণ্ট খরচ, আইন খরচ ও বাজে খরচে নিঃশেষিত হয়। যদি কোন বৎসরে কিঞ্চিৎ বাঁচিয়া থাকে, তবে জীর্ণ, ভগ্ন, বনাকীর্ণ রাস্তার সংস্করণে পড়ে। এই কারণেই করদাতাদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয় রাস্তাগুলির প্রস্তুতকরণ ঘটিয়া উঠে না। তাহাতেই করদাতারা বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। এমন কি কর দিবার সময় তাঁহারা খড়্গহস্ত হন। এক্ষণে আমাদিগের প্রার্থনা যাহাতে পবলিক ওয়ার্ক শীর্ষে অধিক টাকা পড়ে, এরূপ বন্দোবস্ত করিলে ভাল হয়। এ বৎসর ১৮০০ টাকা পবলিক ওয়ার্ক শীর্ষে পড়িয়াছে দেখিতেছি; কিন্তু আয় যত কমিবে, পবলিক ওয়ার্কও তত কম হইবে, কারণ অপর ব্যয়গুলি এত নিশ্চিত যে, তাহা না হইলে চলিবে না। সুতরাং উক্ত ১৮০০ টাকার মধ্যে আরও অনেক কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে এষ্টাবলিশমেণ্ট খরচের প্রতি কমিশনরগণের দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

১০ ই জানুয়ারি।
রাজপুর মিউনিসিপালিটীর
করদাতৃগণ।

আমরা রাজপুর টাউন মিউনিসিপালিটীর ১৮৮২।৮৩ অব্দের অনুমিত আয় ব্যয় সংক্রান্ত একটী হিসাব দেখিয়া বড়ই কৌতুকাবিষ্ট হইয়াছি। সুখের বিষয় এই, কমিশনরেরা সাধারণের মতগ্রহণার্থী হইয়া এ হিসাবটী অধিকারস্থ করদাতৃবর্গের গোচর করিয়াছেন। এ নিয়মটী আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, রাজপুর মিউনিসিপালিটীতে ইহা নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা তাঁহাদিগের এই উদারতার কার্য্যে প্রবৃত্তি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। মিউনিসিপালিটীর আয় ৭১৮০ টাকা ধরা হইয়াছে, কিন্তু যে ব্যয় ধৃত হইয়াছে তাহা আমাদিগের নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হওয়াতে আমরা এস্থলে তাহার প্রতিবাদ না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিলাম না। এই সামান্য টাকার হিসাব প্রভৃতি রক্ষার জন্য দুই জন কেরাণীর বেতনে ও কাগজ কলম প্রভৃতিতে ৩৭৮ টাকা ধরা হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, পরিমিতাচার সকল কার্য্যেই আবশ্যক। আয় অনুসারে ব্যয়ের ব্যবস্থা না করিলে এই অল্প টাকায় কখনই অধীনস্থ গ্রামসমূহের উৎকর্ষ সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই। রাজপুর টাউন মিউনিসিপালিটী এত দিন অপরিমিতাচারী হইয়া কার্য্য করাতে এই দীর্ঘকালে কোন গ্রামের কোনপ্রকার উন্নতিসাধনে সমর্থ হন নাই। যাহা হউক এক্ষণে কথা এই, দেশের লোকের সাধারণতঃ যেরূপ দুরবস্থা তাহাতে তাহারা অতি কষ্টে গ্রামের উন্নতির জন্য ট্যাক্স দিয়া থাকে, সেই টাকা যদি রাস্তা ঘাটের নিমিত্ত ব্যয় না করিয়া নিরর্থক ব্যয় করা হয় তাহা হইলে বাস্তবিক তাহারা ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। এই কারণেই আমরা বলি, কমিশনরেরা এই সামান্য কার্য্যের জন্য দুই জন কেরাণী না রাখিয়া বাঙ্গালা ও ইংরাজী উভয় ভাষাই জানে দেশের এরূপ এক জন লোককে ১৫ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া লউন।

ঐরূপ ট্যাক্স আদায়কারীর বেতন প্রভৃতিতে ৩৪৮ টাকা ধরা হইয়াছে, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় এই কার্য্যে অন্যূন ৮৩ টাকা ব্যয় সংকোচ করা যাইতে পারে, অতএব দেশহিত কার্য্যের জন্য ব্যয় যত কম করা যাইতে পারে, কমিশনরদিগের সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অন্যথা যদি সমস্ত টাকাই রাস্তা ঘাটের দোহাই দিয়া অনাবশ্যক, অথবা অল্প আবশ্যক কার্য্যে ব্যয়িত হয় তাহা হইলেই ফল লাভের আশা কোথায়? যার মাথা নাই তার মাথা ব্যথা যেমন কমিশনরদিগের কার্য্যও সেইরূপ। রাস্তা নাই, ঘাট নাই অথচ তাহার ইনস্পেক্টরের বেতন ১৮০। কুলিদিগের বেতন ৭২০ রাস্তার ময়লা পরিষ্কার করিবার জন্য ১৯৬ ও অন্যান্য খরচ ৪০ টাকা ধরা হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই, কুলিদিগের যে বেতন ধরা হইয়াছে, সেই টাকায় যদি গ্রামের দরিদ্র মজুরদিগকে রাস্তার কার্য্যে খাটান হয়, তাহা হইলে কাজও অধিক পরিমাণে হয়, অথচ দরিদ্র গ্রামবাসী মজুরদিগকে প্রতিপালন করা হয়। রাস্তার ময়লা উঠাইবার জন্য যে ১৯৬ টাকা ধরা হইয়াছে, তাহা আমাদিগের ব্যর্থ বলিয়া মনে হইতেছে। কারণ রাজপুর মিউনিসিপালিটীর অধীনস্থ স্থান সমূহের পরিমাণ অন্যূন আড়াই ক্রোশ হইবে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি গ্রামও আছে, কিন্তু গাড়ি এক খানি থাকাতে মাসে এক বার এক এক গ্রামে তাহার দেখা পাওয়া ভার। সুতরাং এরূপ স্থলে উহা থাকা না থাকা উভয়ই সমান, আমাদিগের বিবেচনায় কমিশনরদিগের এ নিয়ম রক্ষা করার কোন প্রয়োজন নাই। ঐ টাকায় রাস্তার ধারের পচা পুষ্করিণী বুজাইয়া ও বাঁশতলার পূতিগন্ধ বিশিষ্ট মলমূত্র ত্যাগের স্থান সমূহ উঠাইয়া দিয়া টাটি প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত করিলে অধিক উপকারের সম্ভাবনা, নতুবা মনুষ্যে যার শয্যা শিশিরে তাহার বিশেষ অপকার কি? এই কারণেই আমরা বলি অগ্রে লোকের স্বাস্থ্য ভঙ্গের প্রধান কারণ সমূহের দূরীকরণ চেষ্টা করা হউক, পরে ময়লা ফেলিবার গাড়ি করিলেই চলিবে, এই সামান্য আয়ের ভিতর হইতে পুলিষের জন্য ২৫৩৯৬ টাকা ও অন্যান্য খরচ ধরা হইয়াছে, এ স্থলে আমাদিগের বাজে খরচ বলিয়া মনে হইতেছে, পুলিষ যে এত টাকা গ্রাস করিতেছেন, তাহার কার্য্য ত আমরা কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, দেবতার আরাধনা করিলে বরং দর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু পুলিষের আরাধনা করিয়াও দর্শন পাওয়া যায় না। এরূপ অবস্থায় পুলিষের ব্যয় যতই সংকোচ হয় ততই মঙ্গল। আর এক কথা, সকল টাকাই যদি অন্যান্য খরচে যাইল, তবে দেশের উন্নতি হয় কিসে? পাঠক! এক্ষণে আশ্চর্য্য দেখুন, সুবিজ্ঞ কমিশনরেরা পূর্ত্তকার্য্যের জন্য ২০০ ও দাতব্য ঔষধালয়ের জন্য ৩০০ এতদ্ভিন্ন সাপুড়ের পুরস্কার

প্রভৃতিতে ৬১ টাকা ব্যয় স্থির করিয়াছেন। বাস্তবিক দেশের হিতকর কার্য্যে রাধাপুর মিউনিসিপালিটী যে কিরূপ মুক্ত হস্ত তাঁহাদিগের কার্য্য যে কিরূপ বিবেচনা মূলক, তাহা এই কার্য্য দ্বারা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইতেছে। এরূপ মিউনিসিপালিটীর অস্তিত্বে আমরা ত কোন উপকারই দেখিতে পাই না, বরং প্রচুর অপকারই দেখিতে পাইতেছি, করদাতৃগণ ইহাতে যে কর দান করেন তাহা কর নহে দায় বলিলে হয়। যদি সমস্ত অর্থই কতকগুলি লোক প্রতিপালনে ও অন্যান্য খরচ এবং গবর্ণমেণ্টের পুলিস রক্ষায় ব্যয়িত হইল, তবে দেশের শ্রীবৃদ্ধির যে প্রধান উপায় রাস্তা ঘাট ও পয়ঃপ্রণালীর সংস্কার ও তাহার উৎকর্ষ সাধন তাহা কিরূপে হয় এবং ইহার অধীনস্থ গ্রামবাসীরা কিরূপেই বা ম্যালেরিয়া প্রেতের হস্ত হইতে রক্ষা পায়?

করদাতৃগণ।

ভারতবর্ষে ইংরাজের দুরবস্থা।

ভারত যে দিন দিন ইংরাজদিগের পক্ষে মহাকষ্টের স্থান হইয়া উঠিতেছে ভাবিয়া ষ্টেটসম্যান নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে ইংরাজগণ রিক্ত হস্তে এতদ্দেশে আসিয়া স্বল্পকাল মধ্যে এবং প্রায় বিনা পরিশ্রমে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া এক এক জন সাধারণ সমৃদ্ধিশালী, সম্ভ্রান্ত ও মান্য গণ্য হইয়া ইংলণ্ডে প্রতিগমন পূর্ব্বক পরম সুখসচ্ছন্দে কালযাপন করিতেন। পূর্ব্বে প্রায় গবর্ণমেণ্টের ও বাণিজ্যসংক্রান্ত সমস্ত উচ্চ উচ্চ পদে ইংরাজ বা ফিরিঙ্গি নিযুক্ত হইত। এক্ষণে আর সে দিন নাই। এক্ষণে কেহ শূন্য হস্তে ভারতবর্ষে আসিয়া অনায়াসে ধনসঞ্চয় করিতে পারেন না; বিশেষ যে সকল ইংরাজ এই দেশবাসী হইয়া গিয়াছিলেন, এবং এক সময়ে যাঁহাদিগের দ্বারা ব্রিটিশ রাজ্যের বিবিধ উপকার সাধিত হইয়াছিল, সম্প্রতি তাঁহাদের সন্তানগণ প্রায় উদরান্নের জন্য লালায়িত। মিশনরি সমাজ ও গবর্ণমেণ্ট বহুল পরিমাণে বিদ্যা চর্চ্চা প্রচলিত করিয়া ইংরাজ সন্তান সন্ততিদিগের এক মঙ্গলের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়াছেন। এক্ষণে সুশিক্ষিত দেশীয়দিগের প্রায়ই সর্ব্বত্র প্রভুত্ব। পূর্ব্বে যে সকল কার্য্য কেবল ইউরোপীয়দিগের দ্বারা সম্পাদিত হইত, এক্ষণে সেই কার্য্যে এক জন মাত্রও ইংরাজ [illegible] না। এখন ইংলণ্ড হইতে কোন ব্যক্তি কেবল মাত্র বি এ, বা এম এ পুঁথি লইয়া এ দেশে আসিয়া কিছু করিতে পারেন না, কারণ এক্ষণে দেশীয়দিগের মধ্যে বি, এ, এমের অসদ্ভাব নাই। আর এক কথা, গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত উচ্চপদগুলির জন্য গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ড হইতেই লোক আনয়ন করিয়া থাকেন, আর দুই শত টাকার উপর হইলেই ষ্টেট সেক্রেটারি দ্বারা লোক নিযুক্ত হইয়া থাকে; অতএব ভারতবর্ষে আসিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিব এ উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে থাকিয়া শিক্ষিত না হইলে এতদ্দেশবাসী ইংরাজ সন্তানদিগের সুখস্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিবার অন্য উপায় নাই। আর অধিকাংশ ইংলণ্ডবাসী ইংরাজ ভারতবর্ষকে যেমন অর্থোপার্জ্জনের এক মায়াময় মনোহর ক্ষেত্র বিবেচনা করিয়া থাকেন, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান ভাব জানিতে পারিলে আর কেহ এ দেশে পদার্পণ করিবেন না। যদি কেহ স্বদেশ হইতে অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক এখানে আসিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পারেন, তবেই তাঁহার সুবিধা। নচেৎ এ দেশে আর ইংরাজদিগের মঙ্গল নাই।

ষ্টেটসম্যান এইরূপে স্বজাতির দুঃখ চিন্তা করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার এই আক্ষেপ বাস্তবিক অথবা কৌতুককল্পিত। যদি বাস্তবিক হয় তাহা হইলে সুস্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, তাঁহার এই আক্ষেপ কত দূর সঙ্গত; এবং ইংরাজদিগের এই বিপদ ও দুরবস্থা প্রকৃত কি আনুমানিক? প্রথমতঃ উক্ত পত্রিকা সম্পাদকের মতে দেশীয়দিগকে উচ্চশিক্ষা দান করিয়া মিশনসমাজ ও গবর্ণমেণ্ট মহা অপরাধী হইয়াছেন সন্দেহ নাই। যদি আমরা এরূপ শিক্ষা না পাইতাম, তাহা হইলে আজ ইংরাজদিগের এই বিপদ উপস্থিত হইত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বিজ্ঞ সম্পাদক সমস্ত বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়াও অসঙ্কুচিত চিত্তে কেমন এক ভ্রান্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন। কি বিলাতীয় ইংরাজ আর কি এ দেশবাসী ইংরাজ আমরা কাহারও ত দুরবস্থা দেখিতে পাই না; দেশীয়দিগের প্রভুত্ব ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাঁহাদেরই আজ কাল বিষম দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে; বি এ, বা এম এ, হউন একটী কর্ম্ম পাওয়া আজ বিষম ব্যাপার; এ দেশবাসী ইংরাজদিগের সম্প্রতি একাধিপত্য, এবং এরূপ বোধ হয় স্বল্পকাল মধ্যে গবর্ণমেণ্টের অধীনে উচ্চ কর্ম্ম পাওয়া ভারতবাসীর পক্ষে মহাদুষ্কর বিষয় হইবে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে এবং অন্য অন্য অনেক আফিসে উচ্চ উচ্চ পদে বাঙ্গালীগণ নিযুক্ত ছিলেন। এক্ষণে কৌশল ক্রমে প্রায় সকলেই অপসারিত হইতেছেন এবং সেই সকল পদ ইংরাজদিগকে দেওয়া হইতেছে। এখন যে সকল কার্য্য এই ইংরাজদিগের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, তাহাই কষ্টে সৃষ্টে যদি আমাদের কেহ প্রাপ্ত হন। একটী ৩০ টাকার কাজ খালী হইলে অনেক এম, এ তাহার জন্য লালায়িত। অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে এ দেশীয় ইংরাজ অর্থাৎ ফিরিঙ্গীদের দুরবস্থা না ঘটিয়া বরং সর্ব্বপ্রযত্নে সম্প্রতি তাহাদের অবস্থার উন্নতি এবং অর্থোপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত হইয়াছে। আর কিছুকাল পরে ইহারাই যে সকল বিষয়ে সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষ ইহাদের উপর গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুগ্রহ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, আর দেশীয়েরা যাহাতে না কস্থ কোন্দোলন করিতে পারে ইংরাজ মাত্রেরই প্রায় সেই চেষ্টা।

সমস্ত উচ্চ পদগুলিই ইংরাজদিগের একচেটীয়া বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যখন দেখা হইল, বাঙ্গালীগণ বিলাত গমনপূর্ব্বক অনায়াসে সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে লাগিল, অমনি কেমন কৌশল পূর্ব্বক এই একমাত্র উন্নতির পথ রোধ করিয়া দিলেন। ১৯ বৎসর বয়সে কোন্ ব্যক্তি ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ? সুতরাং তোমরা পরীক্ষা দিতে পারিবে না, স্পষ্ট না বলিয়া ছলে বলে কেমন, প্রকাশ্যে ট্যাক্স না লইয়া লবণের শুল্কের ন্যায় আপনার কাজ সিদ্ধ করিয়া লইলেন! জানি না, কোথায় ইংরাজের বিপদ দেখিয়া ষ্টেটসম্যান এত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন।

পূর্ব্বে ইংরাজগণ এদেশে আসিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, এখন তাহা হয় না। এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য নয়। যখন ভারতবর্ষ গভীর অজ্ঞানতিমিরে নিমগ্ন ছিল, বিদ্যালোকে যখন ভারতবাসীর হৃদয় আকাশ এরূপ আলোকিত হয় নাই; হইতে পারে তখন একজন চতুর সুশিক্ষিত ইংরাজ রিক্ত হস্তে এ দেশে আসিয়া অনায়াসে আপনার বিদ্যা বুদ্ধি ও কৌশল প্রভাবে স্বল্পকাল মধ্যে অসীম ধন সম্পত্তির অধিপতি হইতে পারিতেন; এখনো যে কোন ইংরাজ এখানে আসিয়া দরিদ্রভাবে ইংলণ্ডে প্রতিগমন করেন, ইহা দেখিলেও বিশ্বাস হয় না। তবে এখন সকলেরই চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, এক্ষণে অনেকেই আপনার স্বার্থ সুন্দররূপ বুঝিয়াছেন, সুতরাং ইংরাজ আর সহজে তাঁহাদিগকে ভুলাইতে পারেন না। যখন ডাক্তার চার্লস সাহেব বিলাত গমন করেন, তিনি নগদ ১৫ পনর লক্ষ টাকা লইয়া যান, জিজ্ঞাসা করি তিনি এম, ডি ভিন্ন আর সঙ্গে কি লইয়া আসিয়াছিলেন? কেবল চার্লস সাহেব কেন, এক এক জন উকীল, ব্যারিষ্টার শুধু হাতে আসিয়া ক্রোরপতি হইয়া যাইতেছেন। ইহাদের কথাও স্বতন্ত্র, কত মূর্খ হ্যাট কোট মাত্র সম্বল লইয়া জাহাজের সেলর হইয়া আসিয়া শেষে কে, সি, এস, আই হইতেছেন! অতএব ষ্টেটসম্যান যে বিপদ কল্পনা করিয়া এত আক্ষেপ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ

অমূলক। তিনি নিশ্চিন্ত থাকুন, দেখিতে পাইবেন কিছুদিন পরেই বাঙ্গালীদের আর গবর্ণমেণ্টের অধীনে কার্য্য পাওয়া ভার হইবে।

এটী কি অত্যাচার নয়?

সিরাজউদ্দৌলার এত নাম প্রচার হইয়াছে কেন? তিনি এক জন অন্যায়কারী ছিলেন। অন্যায়কারী হইলে যদি সিরাজউদ্দৌলা হয়, তাহা হইলে আমরা এখন প্রত্যেক জেলায় প্রায় দুটী তিনটী সিরাজ-উদ্দৌলা বিরাজমান দেখিতে পাই। মুরশিদাবাদের অন্তর্গত লালগোলা বিভাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বিমস সাহেব রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুরের উপর কিরূপ অন্যায় করিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে আমরা তাহা বিবিধ সংবাদে সংক্ষেপে সন্নিবেশিত করিয়াছিলাম, বোধ হয় পাঠকগণের স্মরণ আছে। এই প্রস্তাবে সেই বিষয় বিস্তারিতরূপে সংযোজিত হইতেছে। কোন উচ্চপদাবলম্বী সিবিলিয়ান ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া যদি যথেচ্ছাচারী হন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। তাঁহার দোষ দোষের মধ্যেই নয়, কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতারাও বড় কম নন। বিম্‌স সর্ব্বশক্তিমান্‌ সিবিলিয়ান নহেন; তিনি এক জন সামান্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মাত্র, কিন্তু যেসকল হুজুর অন্যায় আচরণ ও উৎপীড়ন এবং স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা অপার কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, এবার এই ক্ষুদ্র প্রাণী বিম্‌স সাহেব তাঁহাদের কীর্ত্তি চন্দ্র রাহুর ন্যায় গ্রাস করিলেন সন্দেহ নাই। এই বিষয়ের প্রকৃত ঘটনা এই:—পূজার বন্দের কিছু দিন পরে যখন মহাত্মা বিম্‌স সাহেব তদীয় বিভাগের দর্শনীয় স্থান সকল পরিদর্শনে বাহির হন, সেই সময় তিনি রায় ধনপৎ সিংহের নিকট একখানি গাড়ি চাহিয়া পাঠান; রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুর তৎক্ষণাৎ আপনার একখানি গাড়ি পাঠাইয়া দেন। এক দিবস যখন মহাত্মা বিম্‌স সাহেব ঐ গাড়িতে চড়িয়া একটা কাঁচা খারাপ রাস্তার উপর দিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন, দৈবাৎ গাড়িখানি ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু বিম্‌স সাহেবের কোনরূপ আঘাত লাগে নাই। হাকিম বাহাদুর, ধনপৎসিংহ যে তাঁহাকে গাড়ী দিয়াছিলেন তজ্জন্য ধন্যবাদ না দিয়া বরং এক কড়া পত্র লিখিয়া মহা রাগ প্রকাশ করেন। সে পত্রের মর্ম্ম এই:—একজন ভদ্র লোকের জন্য এরূপ ভাঙ্গা গাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া আপনার ন্যায় ভদ্র লোকের কাজ হয় নাই। গাড়ি ভাঙ্গা ছিল কি তাঁহার দোষে ভাঙ্গিল, প্রথম এ [illegible] বিবেচনা করা উচিত, এবং তাঁহা দ্বারা রায় ধনপৎ সিংহের যে ক্ষতি হইল, তজ্জন্য বরং বিম্‌স সাহেবের লজ্জিত হওয়া এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু পাঠক! বিম্‌স সাহেব বাহাদুর কিরূপ ভদ্রতা প্রকাশ করিলেন! ভাল এই খানেই যদি ক্ষান্ত হইতেন, তাহা হইলে কোন কথাই ছিল না। দুর্ব্বল খলের হৃদয়ে যেমন বিষাগ্নি ভস্মাবৃত থাকে এবং সময় উপস্থিত হইলে জ্বলিয়া উঠে, এ স্থলে তাহাই ঘটিয়াছে। কিরূপে ধনপৎ সিংহকে অবমানিত করিবেন, হুজুর বাহাদুর মনে মনে তাহার সুযোগ্য অবসর সন্ধান করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার প্রায় একমাস পরে এক দিবস ধনপৎ সিংহের এক অল্পবয়স্ক পুত্র নৌকারোহণে নদীতে জলক্রীড়ার্থ গমন করেন। তথায় তিনি কয়েক জন মাল্লাকে মৎস্য ধরিতে দেখিয়া নিষেধ করেন। ধনপৎ সিংহ যে ধর্ম্মাবলম্বী, তাহাতে জীবহিংসা একেবারেই নিষিদ্ধ। ক্রমে উভয়দলে কথান্তর উপস্থিত হয়। জালিয়াগণ মারপিটের দাবি দিয়া ধনপতের পুত্রের নামে বিম্‌স সাহেবের আদালতে অভিযোগ করে। একে চায়, আরে পায়, বিম্‌স সাহেব অমনি বালকের ২৫০ টাকা জরিমানা করেন। দোষী প্রমাণ হইলে জরিমানা করিলে দোষ কি? কিছুই নয়, তবে এই মকদ্দমায় সাহেব বাহাদুর স্বেচ্ছাচারিতার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। মকদ্দমার নির্দ্ধারিত দিবসে প্রতিবাদীর উকিল এইরূপ প্রার্থনা করেন যে ধনপতের পুত্র স্বয়ং আদালতে উপস্থিত না হইয়া ক্রিমিনাল কোডের ১৫১ ধারা মতে যাহাতে এজেণ্টের দ্বারা কার্য্য নিষ্পত্তি হয় আদালত তাহার অনুমতি প্রদান করুন। আইন মতে এ মকদ্দমা কিছুই নহে, তথাপি কি নিগূঢ় কারণে তাহা হাকিম বাহাদুরই বিশেষ অবগত, এই আবেদন অগ্রাহ্য হয়, এবং প্রতিবাদীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ওয়ারেণ্ট জারি করা হয়, এমন কি জামিন লইতেও আদালত স্বীকৃত হন নাই। এইরূপে আমাদের মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে যে রাগদ্বেষ বিবর্জ্জিত হইয়া ব্যবহার দর্শন করিবেন বলিয়া নির্দ্দেশ আছে, এই কি সেই ব্যবহার দর্শন? কোথায় বা আইন, কোথায় বা ধর্ম্ম আর কোথায় বা ন্যায়—হুজুরের ইচ্ছাই সব। তাই বলি এখন সিরাজউদ্দৌলার অভাব নাই। যাহা হউক, ইহাতে আরো একটী কৌতুককর বিষয় আছে। প্রতিবাদীর এজেণ্টকেও গ্রাহ্য করিলেন না, অথচ ধনপৎ সিংহের পুত্র আদালতে না আসিলেও হাকিম বাহাদুর সেই এজেণ্টের সম্মুখেই বিচার আরম্ভ করিলেন। পাঠক! আপনি কি পূর্ব্বে আর কখন এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ করিয়াছেন? ধনপৎ সিংহ সেসন জজ বেনব্রিজ সাহেবের নিকট পরিশেষে আপিল করিলেন। জজ সাহেব বিম্‌স সাহেবের এই ঘোর অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারিতায় নিতান্ত অসন্তোষ প্রকাশ এবং ঐ জরিমানা কমাইয়া ৫০ টাকা করেন। পাঠক! তিনি কি বলিয়াছেন শুনুন:—আমার মতে এই মকদ্দমায় [illegible] [illegible] করা হইয়াছে। ইহা এক জন চঞ্চলস্বভাব বালকের প্রগল্‌ভতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রথম, বয়সের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অনেকটা ক্ষমা করাই উচিত, দ্বিতীয়তঃ কোন কাজ করিবার ক্ষমতা থাকিলেও যদি কোন ব্যক্তির প্রতিবেশী তাহাকে সেই কাজ করিতে নিষেধ করে, আর সেই ব্যক্তি তাহা না শুনিয়া স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহাতেও অসোজন্য প্রকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং বাদী বিশেষরূপ অবগত ছিল যে প্রতিবাদীর সম্মুখে মাছ ধরিলে তাঁহার বিরক্তি জন্মিবে। অতএব বোধ হয় বালস্বভাবসুলভ চপলতা বশতঃ প্রতিবাদী মাল্লাদের সম্মুখে তাঁহার নৌকা লইয়া যান এবং তাঁহার অনুচরদিগকে দুই একটা চড় চাপড় মারিতে বলেন। প্রথমে দুই পক্ষেই গালাগালি হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। সুতরাং এই সামান্য অপরাধের জন্য ২৫০ টাকা জরিমানা নিতান্ত আইনবিরুদ্ধ। আমি তজ্জন্য জরিমানা কমাইয়া ৫০ টাকা করিলাম। আমার মতে প্রতিবাদীর প্রতি যার পর নাই অত্যাচার করা হইয়াছে এবং বিম্‌স সাহেবও বিলক্ষণ স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করিয়াছেন। বালক প্রতিবাদী এজেণ্ট দ্বারা মকদ্দমা চালাইবার আবেদন করেন, অথচ প্রয়োজন হইলে স্বয়ংও আদালতে উপস্থিত হইতে স্বীকৃত হন, প্রতিবাদীকে স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে, মাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের এই যদি জেদ ছিল, তিনি অনায়াসে তাঁহাকে জানাইতে পারিতেন যে তিনি স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হইবেন, না হইলে গেপ্তার করা যাইবে। কিন্তু ইহা না করিয়া তিনি এক ওয়ারেণ্ট জারি করেন, এবং এদিকে সেই এজেণ্টের সম্মুখেই মকদ্দমার বিচার আরম্ভ করেন। এই সামান্য অপরাধ এবং এই বালক যেরূপ ভদ্রকুলসম্ভূত এবং তাহার ক্রোধের কারণ, এই সকল [illegible] বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর এই মকদ্দমায় [illegible] অবিবেকতা এবং আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করিয়াছেন।

বিম্‌স সাহেব কিরূপে ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া সিরাজউদ্দৌলার প্রিয় সখা হইয়াছেন, জজ সাহেবের কথাতেই পাঠক বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন, এ সম্বন্ধে আমাদের আর অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই। তবে এই এক মাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকা বেনব্রিজ সাহেবের উচিত হয় নাই। এ বিষয় তাঁহার হাইকোর্ট এবং বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টে জানান একান্ত কর্ত্তব্য ছিল।

এই সামান্য বিষয়টীকে বিমস সাহেব কেন যে এত তুমুল করিয়া তুলিলেন, অবশ্যই তাহার গূঢ় কারণ আছে। সে কারণ কি? এক মাস পূর্ব্বে তিনি যে গাড়ী ভাঙ্গিয়া ভাগ্যে ভাগ্যে রক্ষা পান, সেই আক্রোশ এত দিন হৃদয়ে জাগাইয়া বসিয়াছিলেন। এক্ষণে সময় পাইয়া তাহার প্রতিশোধ লইলেন এবং অনায়াসে অন্যায় ক্রোধের বশীভূত হওয়া স্বকর্ত্তব্য ভুলিয়া একজন সম্ভ্রান্ত সমৃদ্ধিশালী ভদ্র সন্তানের এইরূপ অবমাননা করিলেন। আমরা জানি ইডেন সাহেব অত্যাচারীদিগের পরম শত্রু, তাঁহার নিকট অন্যায় এবং আইনবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া কেহই নিস্তার পান না, এজন্য আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি এ বিষয়ের সদ্বিচার না করিয়া কখনই ক্ষান্ত থাকিবেন না। এস্থলে আমাদের একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইল। বিমস সাহেব রাজপদস্থ হইয়া কি যুক্তিতে রায় ধনপৎ সিংহের নিকটে গাড়ি চাহিলেন? তাহাতে তাঁহার দোষ হইয়াছে কি না? উপেক্ষা করিয়া বিনা দণ্ডে সে দোষ অমনি অমনি যাইতে দেওয়া উচিত কি না?

কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনের এবং শিক্ষিতদিগের একটী জীবনোপায়।

ভারত কৃষিজীবী দেশ। কৃষিকার্য্যের উন্নতিতে ভারতের প্রধানতঃ উন্নতি, কিন্তু আমরা একটী আশ্চর্য্য দেখিতেছি, ভারতে অন্যান্য বিষয়ের অবস্থা বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু ভারতের ভূমির ও কৃষিকার্য্যের অবস্থা পরাশরের সময় অবধি অপরিবর্ত্তিতভাবে প্রায় একরূপ চলিয়া আসিতেছে। অন্য অন্য অনেক বিষয় গ্রন্থাদিতে নিবদ্ধ হইয়াছে। সেই সেই গ্রন্থের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ ও সংখ্যারও বৃদ্ধি হইয়াছে। তত্তৎবিষয়ে অনেক নূতন নূতন গ্রন্থকারও নূতন নূতন গ্রন্থ রচনা করিয়া সেই সেই বিষয়ের সবিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছেন। কিন্তু কৃষিকার্য্যের বিষয়ে পরাশর যে কয়টী বাক্যের উপন্যাস করিয়া গিয়াছেন, তাহার পর তদ্বিষয়ে আর কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বরং পূর্ব্বে কৃষিকার্য্যের যে কিছু উন্নতি হইয়াছিল, ক্রমে তাহার হ্রাস হইয়া গিয়াছে। এখন আর সে আট গরু, ছয় গরু ও চারি গরুর হাল দেখিতে পাওয়া যায় না।

কৃ[illegible] উন্নতি নাই, তাহার প্রধান কারণ আল[illegible]ভ করিবার ইচ্ছার অভাব। ভারত[illegible] পরাধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ হও[illegible]রাং উহাঁদিগের সেই স্বাধীনতার [illegible] অভিলাষও ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিদেশীয় রাজারা নিজ নিজ সুখ সম্ভোগে প্রমত্ত ছিলেন। তাঁহাদিগের সেই সুখসাধন সামগ্রীর উপযোগী অর্থ সংগ্রহ হইলেই তাঁহারা আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিতেন, প্রজার উন্নতিসাধন বিষয়ে অথবা আপনাদিগের উৎকর্ষসাধন বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি বা চেষ্টা ছিল না। প্রজা ভারতবাসীরাও কথঞ্চিৎ গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান হইলেই কৃতকৃতার্থ হইত, অন্য কোন উন্নতিসাধনের চেষ্টা পাইত না। সুতরাং উন্নতিদেবী আরাধনার অভাবে বিমনায়মান ও অপ্রসন্ন হইতেন। প্রজাদিগের দৈবের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ছিল, দৈব যে বার প্রসন্ন হইলেন, সে বার প্রচুর শস্য জন্মিল, যে বার অপ্রসন্ন হইলেন, সে বার অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। এইরূপে ভারতবাসী প্রজাদের কালযাপন হইয়া আসিতেছে, আজও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। তবে এই একটু বিশেষ ঘটনা হইয়াছে, পূর্ব্বে শস্যের বিদেশে রপ্তানী ছিল না; সুতরাং শস্য সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইত। তন্নিবন্ধন কৃষকদিগের এবং মজুরীর অভাবে মজুরদিগের অতি কষ্ট ছিল, এখন শস্যের চতুর্দ্দিকে রপ্তানী হওয়াতে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে অধিকাংশ কৃষক সচ্ছল এবং মজুরি সচ্ছল হওয়াতে মজুরেরা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল হইয়াছে। কিন্তু ভূমি যেমন তেমনি আছে, তাহার অবস্থা পূর্ব্বে যেরূপ ছিল এখনও সেইরূপই আছে। যদি সুবৃষ্টি হইল, সুফসল জন্মিল, যদি বৃষ্টির ব্যতিক্রম ঘটিল শস্যোৎপত্তিরও ব্যাঘাত জন্মিল। ভূমির অবস্থার পরিবর্ত্তন নিবন্ধন কৃষকদিগের অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্ত ঘটে নাই। মধ্যে ভিন্ন দেশে দুর্ভিক্ষাদি নিবন্ধন শস্য নিতান্ত দুর্ম্মূল্য হওয়াতে কৃষকদিগের যেরূপ সুবিধা ঘটিয়াছিল, গত বৎসর ও এ বৎসর শস্য সুলভ হওয়াতে সে সুবিধাও আর নাই।

আমাদের বঙ্গবাসী পাঠকগণের সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশের ভূমির অবস্থার বর্ণন বিষয়ে আমরা এস্থলে প্রবৃত্ত হইলাম। বঙ্গদেশের অধিকাংশ ভূমিতে একমাত্র ধান্য জন্মে, কৃষকেরা জৈষ্ঠমাসের অর্দ্ধ, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসের কয়েকদিন কৃষিকার্য্যে লিপ্ত থাকে। ভাদ্র মাসের শেষভাগে ও আশ্বিনমাসের প্রথম অংশে কেহ নিড়াইয়া দেয়, কেহ দেয় না। তাহার পর অগ্রহায়ণ ও পৌষমাসে ধান্য চ্ছেদন ও বহনাদি কার্য্য করে, তাহার পর কৃষকদিগের ক্ষেত্রের সহিত আর সম্বন্ধ থাকে না। [illegible] সার দেওয়া বা অন্য অন্য শস্য উৎপাদন করিবার চেষ্টা, সে সকল প্রায় নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রের সহিত প্রজার ঠিকারূপে খাজনা দেওয়ার সম্বন্ধ, সুতরাং তাহাদিগের ক্ষেত্রের প্রতি যত্ন, মায়া, মমতা নাই। ক্ষেত্রের সহিত কায়েমী সম্বন্ধ হইলেও তাহারা যে উল্লিখিত প্রকার কৃষিকার্য্যের রীতি অতিক্রম করিয়া কিছু অধিক করিবে, তাহাদিগের কার্য্যপ্রণালী, স্বভাব ও রীতি দেখিয়া এরূপ বোধ হয় না।

যাহাতে ভারতে কৃষিকার্য্য উন্নত হইয়া উঠে, আমাদের রাজপুরুষেরা বিধিবোধিতরূপে সেই চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু কেবল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও কৃষিসংক্রান্ত উপদেশ দান প্রভৃতি কার্য্য অবলম্বন করিলে সে অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। ক্ষেত্রের যাহাতে উন্নতিবিধায়ক সুব্যবস্থা হয়, তাহারই উপায় করা কর্ত্তব্য। এখন আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে যেমন প্রজা, যাহার যেমন ক্ষমতা, সে তেমন দশ বিঘা পাঁচ বিঘা ভূমি ঠিকাহারে লইয়া কৃষিকার্য্য করে। এ প্রণালীতে কৃষিকার্য্য চলিলে কোনকালেই ইহার উন্নতি হইবে না, যে অবস্থায় এখন আছে, চিরকালই তদবস্থ থাকিবে। অতএব আমাদের বিবেচনায় এরূপ কার্য্যপ্রণালী করা কর্ত্তব্য যে এক এক ব্যক্তি অন্ততঃ ৫০ বিঘা করিয়া ভূমি লইবে। সেই ভূখণ্ড লইয়া সে তাহাতে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিবে। সেই ভূমিতে যে পরিমাণে যেরূপ সার দিলে ভূমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি হয়, সর্ব্বদা সে তাহার অনুসন্ধান করিবে। তাহাতে যে যে শস্য দিলে অধিক লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে, সে সেই শস্যের বীজ বপন ও রোপণাদি করিবে। বয়স ভোর দেখিয়া আসিতেছি, কার্ত্তিকে টাটি হইলেই ধান্যের ব্যাঘাত জন্মে। আমরা উপরে যে এক এক খণ্ড ভূমির কথা কহিলাম, যদি তাহার মধ্যে মধ্যে এক একটী ক্ষুদ্র জলাশয় করা হয়, তাহা হইলে যে বৎসর কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টি না হইবে, কৃষকেরা সেই সেই জলাশয় হইতে জল সেচন করিয়া প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিতে পারে এখন কথা এই, এ সকল কার্য্যে ব্যয় অধিক। সামান্য লোকের সে ব্যয় সংস্থান করা কঠিন, সে ব্যয় কিরূপে সংগ্রহ হয়? এ কার্য্যই বা কিরূপে নিষ্পন্ন হয়। এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি; এরূপে কৃষিকার্য্য করা সামান্য ইতর লোকের কর্ম্ম নয়, ভদ্র লোকদিগকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে, এখন অনেকে বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও উপাধি লাভ করিয়া চাকরির নিমিত্ত লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছেন। চাকরি জুটিতেছে না, তাঁহারা এইরূপ পঞ্চাশ, শত, দ্বিশত বা ততোধিক পরিমাণে এক এক খণ্ড ভূমি সংগ্রহ করুন, এবং আমাদিগের প্রদর্শিত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করুন। ঐরূপ এক এক খণ্ড ভূমি লইয়া ঐরূপে কৃষিকার্য্য করিতে পারেন, ভদ্র বংশজাত এরূপ অনেক ভদ্র লোক আছেন। যে

সকল ভদ্র লোকের ক্ষমতা নাই, অথবা যাঁহাদের ক্ষমতা অল্প, দেশীয় জমিদারেরা সঙ্গত খাজনায় তাহাদিগকে ভূমি দান করুন, এবং বিনা সুদে ঋণরূপে কিছু কিছু সাহায্য করিয়া তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করুন। এরূপ করিলে কেবল কৃষি কার্য্যের উন্নতি হইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এরূপ নয় হতভাগ্য চাকরি প্রত্যাশী শিক্ষিতদিগেরও এক একটী জীবনোপায় হইবে।

ব্রহ্মদেশ।

ব্রহ্মদেশ দিন দিন সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিতেছে। বস্তুতঃ তৎপ্রতি সকলেরই দৃষ্টিপাত হইবার কথা বটে। কতকগুলি অঙ্গহীনতা পরিত্যাগ করিলে ইহাকে দ্বিতীয় অমর নিকেতন বলিয়া জ্ঞান হয়। বৌদ্ধ বিপ্লবের পূর্ব্বে তদ্দেশে ত্রৈলঙ্গীরা উপনিবেশ করে, এইনিমিত্ত উহা তৈলং নামে খ্যাত ছিল। কিন্তু অধুনাতন ব্রহ্মনামটী কত দিন হইয়াছে তাহার স্থিরতা নাই।

সম্প্রতি ব্রহ্মদেশের লোকসংখ্যা ৩৭৩৬৭৭১।

এতন্মধ্যে ব্রহ্মদেশীয় এবং ত্রৈলঙ্গী	২৭৬৬৮২৭
কারেন	৫১৮২৯৪
চীন	৫৫০১৫
তঙ্গু	৩৫৫৫৪
শান	৫৯৭২৩
ভারতবর্ষীয়	২৪৬২৮৯
মহাচীন	১২৯৬২
ইউরোপীয়	১১৮৬০
অন্যান্য জাতি	২৭৫৯৮
সমষ্টি	৩৭৩৬৭৭১

ব্রহ্মদেশের চতুর্দ্দিকই জলপূর্ণ। বর্ষার আগমে কুত্রাপি শুষ্ক মৃত্তিকা দৃষ্ট হয় না। এক একটী গৃহ চতুর্দ্দিকেই জলরাশিতে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকে। চিকিৎসাতত্ত্বে ম্যালিরিয়ার যে প্রকার কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষের সেই সর্ব্ববাদিসম্মত পাপ ম্যালেরিয়ার কারণ ব্রহ্মদেশে কিছুই স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে না। অনূপা মৃত্তিকা সত্ত্বেও তদঞ্চলে এ পর্য্যন্ত জ্বররোগ স্বীয় জগৎবিধ্বংসী কর বিস্তার করিতে সক্ষম হয় নাই। ১৮৭২ অব্দের লোক সমিতিকালে তথাকার মানব সংখ্যা ২৭৪৭১৪৮ জন পরিগণিত হইয়াছিল। অতএব স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে শতকরা অন্যূন ৩৬ জনের অধিক লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্দ্দশা কথয়িতব্য নহে; এখানে শতকরা আট জনের অধিক লোক বৃদ্ধি হয় নাই। ব্রহ্মদেশে বালকের সংখ্যা নিতান্ত সামান্য নয়, এ দিকে আবার যে প্রকার লোক সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতেছে, অতএব সহজেই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, তথায় অধিক পীড়ার প্রাকোপ নাই।

সম্বৎসরে প্রায় ২২০ ইঞ্চ বৃষ্টিপাত হয়, এবং আষাঢ় শ্রাবণ মাসে জলপ্লাবন দ্বারা সর্ব্বত্র ধৌত হওয়ায় পলনকর্ত্তৃক ভূমির দ্বিগুণতর উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১৮৭১ সালে ন্যূনাধিক ৬২৭১১ ৫৮ বিঘা ভূমিতে উপযুক্ত চাস দেওয়া হইত। ১৮৮১ সালে ১০৫৫৬০৫৫ বিঘা ভূমি কর্ষিত হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশবাসীরা বিলক্ষণ শ্রমশীল; তাহারা নিশ্চিন্তভাবে কালক্ষেপ করে না। ভারতবর্ষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও অন্তঃপুরাবরুদ্ধ নহে। তাহারা স্বচ্ছন্দে স্ব স্ব কার্য্যানুরোধে ইতস্তত পরিভ্রমণ করে; এমন কি সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলাদিগকেও অন্তঃপুরের পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিতে হয় না। তথাকার প্রায় সকল স্ত্রীলোকই শিল্পী, এবং উপার্জ্জনশীল। তাহাদের স্বোপার্জ্জিত ধন সাংসারিক কর্ম্মে ব্যয়িত হয় না। স্ত্রীলোকেরা শ্রমী এবং অর্জ্জনশীল বটে, কিন্তু তাহাদের অঙ্গের ভাবনটুকু কিছু বেশী বেশী। নিজ পরিশ্রম দ্বারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে তাহাতে সকলেই বেশভূষা প্রস্তুত করাইয়া থাকে। তথাকার একজন সামান্য তাম্বলী এবং কৈবর্ত্তীর কণ্ঠে ও মহামূল্য মতিহার এবং অঙ্গুলিতে হীরকখচিত সুবর্ণ অঙ্গুরী দৃষ্ট হইবে। পাঠক! মতিমালার কথা শুনিয়াই হয় ত মণিহারী দোকানের দু-পয়সা মূল্যের কৃত্রিম মুক্তা ভাবিয়াছেন; কৃত্রিম মুক্তা হইলে আমরা এখানে সে কথার উল্লেখ করিতাম না, ধীবর কন্যার কণ্ঠেও দুই সহস্র টাকা মূল্যের মসৃণ উজ্জ্বল মৌক্তিকফল অনুপম শ্রীসম্পাদন করিতেছে, সচরাচর আপনাদের আমাদের গৃহেও যাহা দৃষ্ট হয় না, এমন মুক্তা,—তাই কথাটা কিছু বিশেষ করিয়া বিবৃত হইতেছে। পাঠক এক্ষণে বলিতে পারেন,—সামান্য বৃত্তি-সম্পন্ন লোকের গৃহেও এতাদৃশ অর্থাগম কি প্রকারে হয়? তাহার প্রকৃত কারণ এক্ষণে উল্লিখিত হইতেছে। চিরপ্রথিত বাক্য—বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি কথার ইহা সম্যকভাবে স্বার্থকতা লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মদেশের ভূমি বিলক্ষণ উর্ব্বরা। দশবৎসর পূর্ব্বে তথাকার ৬২৭৫ ১৩১৫৩৩৭৪ মণ চাউলের রপ্তানি হইত, সম্প্রতি ২৪০৯১৮৮৪ মণ চাউল বৎসর বিক্রীত হইতেছে। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মদেশের প্রসিদ্ধ সেগুণকাষ্ঠ তথাকার বাণিজ্যের একটী প্রধান দ্রব্য। নেপালের বিখ্যাত সালকাষ্ঠ দুর্লভ হওয়ায় ব্রহ্মদেশজাত সেগুণের বিলক্ষণ আদর বৃদ্ধি হইয়াছে। পাঠক আমাদের দেশে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সেগুণ কাষ্ঠ দৃষ্ট হয় তৎসমস্তই ব্রহ্মদেশ হইতে অভ্যাগত। পূর্ব্বে ঐ সেগুণকাষ্ঠ কেহ স্পর্শও করিত না, এক্ষণে ঐ কাষ্ঠে প্রতি বৎসর ১০২০০০০০ টাকা উপলব্ধ হইতেছে; দশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশীয় যাবতীয় রপ্তানি দ্রব্য ৫২২০০০৩০ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। গত বৎসর ১১৪৩০০০০০ টাকা মূল্যের দ্রব্য বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে। এ স্থলে সাকল্যে গবর্ণমেণ্টকে দেয় রাজস্ব ২১৬০০০০০ টাকা আদায় করিতে হয়। অতএব কৃষি এবং বণিকদের প্রায় নয় ক্রোর টাকা লাভ থাকিতেছে। এ প্রকার স্থলে দেশের সমধিক শ্রীসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবার কথা।

কিয়দ্দিন অতীত হইল ব্রহ্মদেশের বাণিজ্য কিঞ্চিৎ মন্দ হইয়া আসিয়াছে। মহামান্য শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারল বাহাদুর তাহার প্রতিবিধানার্থ সম্প্রতি রেঙ্গুন গমন করিয়াছিলেন। সেগুণকাষ্ঠের উপর যে শুল্ক নির্দ্দিষ্ট আছে, বোধ করি তাহা শীঘ্রই রহিত হইয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্ট কার্য্যতঃ যদি এই পথ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে নিশ্চিত উক্ত বাণিজ্য আবার পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিবে।

উপযুক্ত বাণিজ্য এবং শ্রম ভিন্ন কোন দেশের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয় না। ব্রহ্মদেশীয় স্ত্রীপুরুষ সকলেই শ্রমী তজ্জন্য তথায় দুষ্কর্ম্মের ভাগও অতি অল্প। লোক সংখ্যা অনুসারে বিচার করিয়া দেখিলে, ভারতবর্ষ অপেক্ষা ব্রহ্মদেশের জেলখানায় স্ত্রীলোক বন্দীর সংখ্যা অতি সামান্য। তথাকার কামিনীরা শ্রমশীল না হইলে কখনই এ প্রকার জেল দৃষ্ট হইত না। আমরা তথায় আর একটী সদ্দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। সেখানে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই। বালক বালিকার বয়োবৃদ্ধি হইলে তাহারা স্বয়ং পাত্র ও পাত্রী মনোনীত করিয়া লয়। তথায় কোন প্রকার প্রবল পীড়ার উপদ্রব নাই, বোধ করি বাল্যবিবাহের অভাবই তাহার মূলীভূত কারণ। ভারতবাসীরা কবে যে, সেই পথের পথিক হইবেন, আমরা অনুদিন তাহারই চিন্তা করিতেছি।

ইউরোপীয় সমাচার।

ভিয়েনা ৬ ই জানুয়ারি। দক্ষিণ ডালমেশিয়ায় পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ হইতেছে। ৬০০০ হাজার অষ্ট্রিয় সৈন্য তথায় প্রেরিত হইয়াছে।

লণ্ডন ৬ ই জানুয়ারি। অষ্ট্রীয়া জর্ম্মাণি ও তুরস্ক এই তিন রাজ্যে পরস্পর মৈত্রী বন্ধনের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

বার্লিন ৭ ই জানুয়ারি। প্রুসের মন্ত্রিসভার পক্ষ হইতে একটী রাজাজ্ঞা ঘোষিত হইয়াছে যে মন্ত্রিগণ সম্রাটের অধিকার রক্ষা ও তাঁহার অধীনতা স্বীকার বিষয়ে অবিকৃত মনোযোগী হন এবং রাজকর্ম্মচারীরা সকল প্রকার আন্দোলনে বিরত হন এবং গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির প্রতিপোষণে যত্নবান হন।

লণ্ডন ৭ ই জানুয়ারি। আয়র্লণ্ডে কেহ অস্ত্র লইয়া যাইতে না পারে গবর্ণমেণ্ট এই নিষেধ এবং দণ্ডবিধানের প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রধান সেক্রেটারি ফর্ষ্টার সাহেব কল্য অসবরণে ইংলণ্ডেশ্বরী সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

পারিস ৮ ই জানুয়ারি। ফরাসি সেনেট সভায় সভ্য মনোনীত করিবার সময়ে সাধারণতন্ত্র পক্ষের অতিরিক্ত ২২ জন ব্যক্তি মত প্রদান করাতে সেই পক্ষেরই জয় লাভ হইয়াছে।

কায়রো ৮ ই জানুয়ারি। ব্রিটিশ ও ফরাসি কনসল জেনরলেরা একবাক্য হইয়া মিশরের খেদাইবকে এই ভাবে পত্র লিখিয়াছেন যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন কোন গোলযোগ উপস্থিত হইলে তাঁহারা খেদাইবের প্রভু শক্তির রক্ষা করিবেন।

লণ্ডন ৯ ই জানুয়ারি। ডেলিনিউস সমাচার পত্র একটী প্রস্তাব লিখিয়া এই কথা সকলকে জানাইয়াছেন আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট পানামা খালের বিষয়ে [illegible] রক্ষার যে প্রস্তাব করেন, ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিগণ তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ঐ প্রস্তাব [illegible] ক্লেটন সন্ধির এবং জাতীয় নিয়মের বিরুদ্ধ।

কায়রো ১০ ই জানুয়ারি। সাধারণ লোকের উদ্বেগ এবং সাংগ্রামিক পক্ষের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের আতঙ্কহেতুক মিশর গবর্ণমেণ্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ইংরাজ ও ফরাসীরা একমতো যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের গোচর না হয়।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১০ ই জানুয়ারি। সর্ব্ব প্রকার শস্ত্রধারী রুশিয় সৈন্যগণ সংখ্যায় [illegible] ৮ হাজার হইয়াছে।

লণ্ডন ১১ ই জানুয়ারি। সার জন হকব আপীল শুনিবার লর্ড জষ্টিস হইয়াছেন।

আয়র্লণ্ডের অন্তঃপাতী কর্ক, টুলি এবং ক্লোনমেল নামক স্থানে বিস্তর অস্ত্র ও বারুদ ধৃত হইয়াছে।

লণ্ডন ১২ ই জানুয়ারি। সার আর্কিন পেরী প্রিভি কাউন্সিলের একজন সভ্য হইয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১১ ই জানুয়ারি। সুলতান নর্ম্মান পাশাকে সৈন্য সংস্কারার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। বেকর পাশা ভিন্ন আর কোন ইংরাজ অফিসরকে ইহার মধ্যে লওয়া হইবে না।

মর্ভের যে সমস্ত প্রতিনিধি সিয়োকটোনিতে যান, তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পুনরায় অধিকতর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে প্রতিনিধি করিবার আয়োজন করা হইতেছে।

কায়রো ১২ ই জানুয়ারি। ব্রিটিশ কনসল জেনারল মিশরের নায়সভার সভাপতিকে এই কথা বুঝাইয়া দিয়াছেন যে ইংরাজ ও ফরাসীরা ঐকমত্যে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, কেবল এম, গাম্বেটা যে পর্য্যন্ত হইয়াছেন তন্নিবন্ধন ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মিশরের সহিত যে বন্ধুতা আছে, তাহারই সমর্থন করা উদ্দেশ্য।

টিউনিস ১২ ই জানুয়ারি। ত্রিপলিস্থ ফরাসী মিশনের তিন জন পুরোহিত গাডামিস নামক স্থানে হত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৯ রা জানুয়ারি। গ্লাডষ্টোন সাহেব বলিয়াছেন [illegible] উপকার হয় এরূপ [illegible] সকলই বর্ত্তমান পার্লিয়ামেণ্ট সভার উদ্দেশ্য। [illegible] করণ [illegible] পার্লিয়ামেণ্ট সভার [illegible] আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে [illegible] সম্পন্ন হওয়া ভার।

বিবিধ সংবাদ।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম পুণার সার্ব্বজনিক সভা বর্ষে বর্ষে ১০ জন করিয়া দেশীয় যুবককে বিদ্যা শিক্ষার্থ ইংলণ্ড, জার্ম্মণি, ফ্রান্স ও রুশিয়ায় প্রেরণ করিবার কল্পনা করিয়াছেন। যুবকগণ তিন বৎসর করিয়া তথায় অবস্থিতি করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন।

আমাদিগের গবর্ণর জেনারল লর্ড রিপন গত শুক্রবার কলিকাতার নূতন সার্কস দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন।

গঙ্গায় একখানি পাটের নৌকায় অগ্নি লাগাতে সমস্ত পাট ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।

গত মঙ্গলবার বরণ কোম্পানীর একজন চাপরাশি ১২১০০ টাকার একখানি চেক লইয়া ব্যাঙ্কে ভাঙ্গাইতে যায়। চাপরাশি সেই চেক ভাঙ্গাইয়া টাকাগুলি লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

আমরা অবগত হইলাম রুটলেজ সাহেব কতকগুলি সর্প ধরিয়া বড় বড় বাক্সে পুরিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতেছেন।

ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁহার কন্যাদিগকে বিবাহের সময়ে ১০০০০০ টাকা করিয়া দিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কুলি নির্ব্বাসনবিধি বিধিবদ্ধ করিয়া এক্ষণে আসামের চীফ-কমিশনরকে চা-কর দিগের অত্যাচার হইতে কুলিদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সতর্ক থাকিতে বলিয়াছেন। সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা এই আইনের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন এখন বোধহয় তাহা তাঁহার চিত্তকে আকুলিত করিয়া তুলিয়াছে, নতুবা গোড়া কাটিয়া আগায় জল দিবার তাৎপর্য্য কি?

আমাদের রাণীগঞ্জস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন এখানকার মুনসেফী কাচারিগৃহ জীর্ণচ্ছাদিত। এ বৎসরের বর্ষার প্রবলতানিবন্ধন গৃহখানি অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। এখন কাচারির কার্য্য গৃহান্তরে চলিতেছে। ভাল জিজ্ঞাসা করি, মুনসেফী কাচারিগুলির এত দুর্দ্দশা কেন? দেশীয় হাকিমগণ এ সব কাচারিতে বিচারাসনে আসীন হয়েন বলিয়াই কি এ গুলি এত অবস্থাবিপন্ন?

এখানে একটী পান্থনিবাস নাই বলিয়া পশ্চিম অঞ্চলীয় পথিক জনের বড় ক্লেশ হয়। এখানে পশ্চিম দেশীয় লোকের সতত সমাগম হয়। যাহারা সিহাড়সোলের মহারাণীর সদাব্রতগৃহে রাত্রি যাপন করে, তাহারা যে সুখ সচ্ছন্দে থাকে তাহা আর বলিবার আবশ্যকতা নাই। তবে যাহারা তথায় সদাব্রত লইয়া রাণীগঞ্জ অভিমুখে আগমন করে তাহাদের ক্লেশের পরিসীমা থাকে না। এবম্প্রকার ক্লেশভোগ এই হতভাগ্যদের প্রতিনিয়ত ঘটিয়া থাকে। এখন কথা হইতেছে এই ক্লেশ নিবারণের কি কোন উপায় হইতে পারে না? এখানে অনেক গুলি মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী আছেন। তাঁহারা এক একজন ধন-কুবের বলিলেই হয়। আর তাঁহাদের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিলক্ষণ মতিও আছে। তাঁহাদিগকে কোন প্রকারে উত্তেজিত করিতে পারিলে এ অভাবটী অনায়াসেই নিবাকৃত হইয়া যায়। আমাদের বর্ত্তমান মাজিষ্ট্রেট অতি ধীর-প্রকৃতির লোক। তিনি নিজ সদাশয়তাগুণে সকলের বড় প্রীতিভাজন হইয়াছেন। আমরা বলি তিনি একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করুন, অনায়াসে এ কার্য্যটী সুসম্পন্ন হইয়া যাইবে।

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। দেখিলাম সিহাড়সোল স্কুলের ফল এবার অতি প্রীতিকর হইয়াছে। ছয় জন বালক পরীক্ষায় উপস্থিত হয়। ৪ জন অতি উচ্চ বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। ফলাংশে এ স্কুলটী অনেক জেলাস্কুলের সমকক্ষ হইয়াছে। ইহা এখানকার শিক্ষকবর্গের প্রগাঢ় যত্নের ফল বলিতে হইবে। বস্তুতঃ শিক্ষকগণ বড় শ্রমশীল ও কার্য্যকুশল। বিগতবারে ১ ম ও ২ য় শিক্ষকের বেতন পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এবারে অপর শিক্ষকদের কিছু কিছু বেতন বৃদ্ধি হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এ স্থলে পণ্ডিত বাবু গোপাল চন্দ্র মিত্রের বিষয় বিশুদ্ধ রূপে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি একজন বহুজ্ঞ লোক। বহু দিন শিক্ষা বিভাগে আছেন বলিয়া সংস্কৃত অধ্যাপনা বিষয়ে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা জন্মিয়াছে। এ দিকে আবার মিষ্টভাষী ও সদালাপী। বলিতে কি, শিক্ষকের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা তাঁহাতে সমস্তই আছে। এবম্প্রকার লোকের গুণের পুরস্কার না হওয়া বড় দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে আমরা সিহাড়সোল স্কুল কমিটী সমীপে সানুরোধ প্রার্থনা করি যেন তাঁহার বিষয় বিবেচনা করা হয়।

আমাদিগের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন জেলা নদীয়ার পোষ্টাফিস সমূহের উন্নতিশীল ব্রাঞ্চ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটী অপরাধে কর্ম্ম হইতে সস্পেণ্ড হইয়াছেন, এ সংবাদটী বিগত ১২ ই পৌষের সোমপ্রকাশের বিবিধ সংবাদস্তম্ভে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করা হইয়াছে, এক্ষণে কোন প্রামাণিক ব্যক্তির পত্রপাঠে অবগতি হইল যে বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারল

সাহেব শশিপদ বাবুকে নিম্নপদে নীত করিয়া মাসিক দেড়শত টাকা বেতনে বর্দ্ধমান পোষ্টাফিসের পোষ্টমাষ্টারী পদ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি ঐ পদ গ্রহণ না করিয়া স্বেচ্ছানুসারে "রিজাইন" দিয়াছেন। এরূপ জনশ্রুতি যে, পোষ্টমাষ্টার জেনেরল শশিপদ বাবুকে রিজাইন দিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং রিজাইন দেওয়া সঙ্গত কি না বিবেচনা করিবার জন্য তাঁহাকে সপ্তাহ কাল সময় দিয়াছেন, এই জনরবটী যদি সত্য হয়, তবে শশিপদ বাবুর উচিত যে তিনি "পা দিয়া লক্ষ্মী না ঠেলিয়া" দিন কতক বর্দ্ধমানের পোষ্টমাষ্টরী করুন। যদি তাঁহার অদৃষ্ট প্রসন্ন হয় ও গুণ থাকে, তাহা হইলে কিছু দিন পরে পুনর্ব্বার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন সন্দেহ নাই।

এ বৎসর এখানকার মিউনিসিপল স্কুল হইতে যে ছয় জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে চারি জন দ্বিতীয় ও এক জন তৃতীয় বিভাগে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া হেড মাষ্টার ও স্কুলের গৌরব রক্ষা করিয়াছে। মিউনিসিপল স্কুলের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলশ্রুতি প্রতি বৎসরই সন্তোষজনক হইয়া থাকে, কিন্তু গত বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় এক-জন মাত্র ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছিল, এজন্য শত্রুপক্ষীয়েরা সহাস্য মুখে উক্ত স্কুলের নিন্দাবাদ করিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় এ বৎসর সেই স্কুল হইতে পাঁচ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে নিন্দুকের মুখে—চুণ কালী পড়িল!!

মিউনিসিপালিটীর উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া স্থানীয় করদাতৃগণ এখানে সাধারণ প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী প্রচলনাভিপ্রায়ে বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট আবেদন পত্র প্রেরণের উদ্যোগ করিতেছেন। বর্দ্ধমান শ্রীরামপুর ও কৃষ্ণনগরের ন্যায় এখানে "ইলেক্টিভ সিসটেম" প্রচলিত হয়, ইহা বাঞ্ছনীয়।

আমরা ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে, "এখানে আজ কাল ষ্টীমারের "দানসাগর" হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি যে, সেই পুরাতন "সিদ্ধেশ্বরী" ও নূতন "হংসেশ্বরী" গমনাগমন করিতেছে। ষ্টিমার "মহাতাপ" অদর্শন হইয়াছে, সুতরাং পুরাতন সিদ্ধেশ্বরীরই "প্রিমিয়ম" বাড়িয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ম্যানেজার বাবুর কার্য্যপ্রণালীর দোষে মালের আমদানী ও রপ্তানীর মধ্যে মধ্যে গোলযোগ ঘটিয়া থাকে এবং মধ্যে মধ্যে আরোহীরও অসুবিধা হয়, অতএব আমরা আশা করি যে, ষ্টিমার সিদ্ধেশ্বরীর অধ্যক্ষ বাবু যেন একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে ম্যানেজার করিয়া, অশুদ্ধ কার্য্যপ্রণালী শুদ্ধ করিতে যত্নশীল হন।"

কলিকাতার ডেপুটী পুলিষ কমিশনর ল্যাম্বর্ট সাহেবের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ইনিস্পেক্টর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার সংবাদ সত্য নহে বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

কলিকাতা হাইকোর্টে টিকারির জমীদারি মকদ্দমার আপীল হইয়াছে। এডভোকেট জেনেরল রণবাহাদুর সিংহের পক্ষ সমর্থন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। ব্যারিষ্টার ইভেন্স রাণী রাজরূপ কুঁয়রির পক্ষে আছেন। এই মকদ্দমার বোধ হয় ইহাঁরা উচ্চ পর যাইবেন। গয়ায় যখন ইহার প্রথম বিচার হয়, সেই সময়ে উকীল মোক্তারে বিস্তর অর্থের শ্রাদ্ধ হইয়াছিল, এবার বোধ হয় গড়াইবে।

কাশ্মীরে এবার ভয়ানক তুষারপাত হইতেছে, কয়েকজন পথিক ইহাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

মান্দ্রাজে ভূমিকম্প হওয়াতে মিরাকাবা নামক স্থানের লোকেরা আসন্ন বিপদের আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছে। তাহারা দেবতাদিগের ক্রোধকেই ইহার মূল স্থির করিয়া যাহাতে গ্রহ শান্তি হয় তাহার চেষ্টা করিতেছে।

ইংলণ্ডে আবার ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। ইহাতেও লোকের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

পাটনার উকীল বাবু গোবিন্দচরণ ও শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বৎসর পাটনার মোক্তারি পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।

আমেরিকায় এক্ষণে নিত্য ২০০০ দুই হাজার টেঁকঘড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বাবু বৈকুণ্ঠনাথ বসু কলিকাতার প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

কলিকাতা ও ইহার উপনগর সমূহের পুলিষে ১৯৫০ জন দেশীয় কনষ্টেবল আছে। ইহার মধ্যে ২ শত মাত্র বাঙ্গালী, অবশিষ্ট উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী।

ব্রাহ্মণ পাচকে এক্ষণে জেলের হিন্দুকয়েদিদিগের খাদ্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। কিন্তু এ নিয়ম যে আর অধিক দিন থাকিবে আমাদের তাহা বোধ হইতেছে না। ইংলিসম্যান ইহা লইয়া মহা আন্দোলন করিতেছেন। তিনি বলেন, "পূর্ব্বে জাতি সম্বন্ধে হিন্দুদিগের সংস্কার অতি গুরুতর থাকায় হিন্দুকয়েদীরা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির অন্ন গ্রহণ করা অপেক্ষা অনশনে প্রাণত্যাগ করা শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিত বলিয়াই জেলখানাতে ব্রাহ্মণ পাচক রাখা আবশ্যক হইয়াছিল কিন্তু শীঘ্রই এ ব্যবস্থা তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা। গয়ার এক-জন শ্রেষ্ঠজাতীয় হিন্দু জাল করার অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। গয়া নিবাসী ব্রাহ্মণের পাক না হইলে সে অন্যের অন্ন গ্রহণ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হয় এবং দুই দিন অনশনে থাকে, অবশেষে কোন উপায়েই তাহাকে খাওয়াইতে না পারায় জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করা হয়, তিনি আবার কমিশনর সাহেবের নিকট রিপোর্ট করেন, অবশেষে সিদ্ধান্ত হয় কয়েদী অনাহারে আত্মহত্যার চেষ্টা করিতেছে বলিয়া তাহার প্রতি পুনরায় নূতন দণ্ড বিধান করা আবশ্যক। কমিশনরের এই আদেশ শুনিয়া সে তখন পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া জেলখানার পাচককে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জানিয়া তাহার অন্ন গ্রহণ করিতে সম্মত হয়। কয়েদী বিবেচনা করিয়াছিল যে তাহার কারাবাসের নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট একজন বিশেষ ব্রাহ্মণপাচক রাখিতে বাধ্য।"

আমরা দুঃখিত হইয়া লিখিতেছি বোম্বাইয়ের গবর্ণর ফারগুসন সাহেবের স্ত্রী ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। অধিকতর দুঃখের বিষয় এই সার জেমস্ ফারগুসন কাঠিওয়ার পরিভ্রমণার্থ গমন করিয়াছিলেন বলিয়া মৃত্যুকালে স্ত্রীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই।

মান্দালাইয়ে জনরব উঠিয়াছে সম্রাট থিবা উন্মত্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতা ও উপনগরের লোক সংখ্যা গ্রহণার্থ ২৭৮৩৩॥৶৫ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে মিউনিসিপালিটী ১২৮৮১৬৵১০ টাকা দিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল, এ পরীক্ষায় ৩৭১ জন ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে। ৪৩ জন প্রথম শ্রেণীতে, ১৪০ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৭৫ জন তৃতীয় শ্রেণীতে। ঢাকা কলেজ এই পরীক্ষায় সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। এই কলেজ হইতে প্রথম শ্রেণীতে ৮ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৪ ও তৃতীয় শ্রেণীতে ২১ জন সর্ব্বশুদ্ধ ৪৩ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম শ্রেণীতে ১২ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৩ জন এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ৪ জন সর্ব্বশুদ্ধ ২৯ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৩২৯ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীতে ২০৮ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৬২৭, তৃতীয় শ্রেণীতে ৪৯৪ জন; হিন্দু ও হেয়ারস্কুল সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। এই বর্ষে ৬ জন দেশীয় এবং ২টী ইউরোপীয় স্ত্রীলোক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে কুমারী কুমুদিনী কাস্তগিরী, অবলা দাস ভার্জ্জিনিয়া মেরী মিত্র নির্ম্মলবালা মুখোপাধ্যায় মিস সি, জনষ্টোন ও এচ, এল স্মিথ ২ য় বিভাগে এবং কুমারী প্রিয়োত্তমা দত্ত, বিধুমুখী বসু ৩ য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বগুড়ার সার্প সাহেবের ন্যায় সম্প্রতি চট্টগ্রামে আর একটী গৌরাঙ্গ অবতার অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহার নাম গুড। ভারতমিহির পাঠে অবগত হইলাম, গত ১৯ই পৌষ চট্টগ্রামের সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মোৎসব উপলক্ষে নগর সংকীর্ত্তন বাহির হইয়া দেওয়ান বাজারের নিকট উপস্থিত হইলে গুড সাহেব মহোদয় সস্ত্রীক তাঁহাদের পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া, প্রথমে চাপরাসী পাঠাইয়া পথ ছাড়িয়া দেওয়ার আদেশ করেন। চাপরাসী পশ্চাতের দুই একটী কৌতুকদর্শী বালককে সাহেব মহোদয়ের আদেশ জানাইয়াছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে পথ পরিষ্কার হইল না দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া সম্মুখস্থ ২। ৪ জন ভদ্র লোককে ধাক্কা ও ড্যাম র‍্যাসকেল বলিয়া গালি দিতে ত্রুটি করেন নাই। পরে যখন সঙ্গীতের কয়েক জন প্রধান প্রধান লোক সাহেব বাহাদুরকে বুঝাইয়া দিলেন যে এটা আর কিছু নয়, ধর্ম্মোদ্দেশে গান হইতেছে, আর এ বিষয়ে পুলিসের অনুমতি গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন সাহেব বাহাদুর কিছু বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। পরে স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট কার্বি সাহেব ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের দশ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন এবং পুলিষকেও দণ্ড দিয়াছেন। যদি গুড সাহেবদের জন্যই এরূপ ব্যাড কাজ হইল, তবে ব্যাড্ সাহেবদের নিকট হইতে আমরা আর কত গুড্ কাজের প্রত্যাশা করিতে পারি!! মাজিষ্ট্রেট সাহেব ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকের অর্থদণ্ড করিলেন, ইহার কারণ ত আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

আমেরিকার অন্তর্গত কলম্বিয়া নামক স্থানে এক প্রকার বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই বৃক্ষের ছালে কুইনাইন প্রস্তুত হয়।

প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ডার্বিন সাহেব পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, কিঞ্চিলিকা (কেঁচো) পর্ব্বত ভেদ করিতে পারে। ইহারা ভূমির উর্ব্বরতা সাধন বিষয়ে প্রধান উপযোগী।

কলিকাতায় যে শিল্প প্রদর্শনী হয়, তাহাতে যে সমস্ত দ্রব্য আনীত হয়, তন্মধ্যে জয়পুরের এক অন্ধ স্বর্ণকারের নির্ম্মিত একটী বিচিত্র কৌটা সকলকে চমৎকৃত করিয়াছে। আমরা স্বচক্ষে ইহার গুণপনা দর্শন করিয়াছি।

আহম্মদাবাদে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

গত বর্ষে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ১৫৩৮০০০ টাকা লাভ হইয়াছে। অংশীদারদিগকে শত করা দশ টাকার হিসাবে লাভ দেওয়া হইয়াছে।

ফ্রান্সের বহুমূল্য রাজরত্ন বিক্রীত হইতেছে, মূল্যের এক একটী তালিকা প্রচারিত হইতেছে। চতুর্দ্দশ লুই অবধি নেপোলিয়ান পর্য্যন্ত যিনি যে রত্ন পাইয়াছেন, তাহার কতকগুলি বিক্রয় হইবে।

পাইওনিয়র এলাহাবাদের এক ফকিরের বিষয়ে লিখিয়াছেন, তিনি ৫০ বৎসরকাল অনাবৃত স্থানে বাস করিয়া প্রচণ্ড শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদির প্রকোপ সহ্য করিতেছেন। পাওনিয়র এই সংবাদে বিস্মিত হইয়াছেন; কিন্তু এরূপ কত শত ফকির, মহান্ত উদাসীন ভারতের নানা স্থানে আছেন।

কলিকাতার বিখ্যাতনামা বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ইংরাজী নূতন বৎসর উপলক্ষে অনেকগুলি দীন দরিদ্রকে ভোজন ও দান করিয়াছেন। বাঙ্গালির ইংরাজি পর্ব্বাহে আমোদ করা লোকের ভাল লাগে না।

বরদায় অতি সমারোহে একটী দরবার হইয়া গিয়াছে। এই দরবারে লালজি পুরুষোত্তম রায়কে রায়বাহাদুর উপাধি দান ও সম্মানসূচক পাঁচ শত টাকার খেলাত দেওয়া হইয়াছে। ইনি গবর্ণর জেনারলের এজেন্টের একজন সহকারী, ১৬ বৎসর গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিয়াছেন।

স্থানীয় সংবাদ পত্রে দেখা গেল, গৌহাটীর সন্নিকটে এক স্থানে নৃত্যচন্দ্র ঘোষ নামক এক ব্যক্তির বাটীতে ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। বাটীর দুই জন আহত এবং নগদ ৮০০ টাকা ও অলঙ্কারাদি ২৮০ টাকা অপহৃত হইয়াছে।

চারুবার্ত্তা বলেন, মাধবপুর গ্রামে দুই জন নিম্ন শ্রেণীর লোক কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুত করিত, সম্প্রতি ১৭৫ কৃত্রিম টাকা ও কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্রের সহিত ধরা পড়িয়াছে। মুদ্রা গুলি কাঁসায় নির্ম্মিত।

২ রা মাঘ শনিবার কলিকাতা জোড়াসাঁকো হরিসভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে।

৩ রা মাঘ রবিবার রাজপুর বালিকা বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রীদিগের পারিতোষিক বিতরণ হইয়াছে। অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সম্প্রতি কম্বলিতে পক্ষ বিশিষ্ট এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ পিপীলিকা দৃষ্ট হইয়াছে। উহারা মধুমক্ষিকার ন্যায় ঝাক বাঁধিয়া সঞ্চরণ করে। যে স্থান দিয়া চলিয়া যায়, তাহার নীচে মেঘের ন্যায় ছায়া পড়ে। ইহারা প্রায় এক ইঞ্চি পুরু।

আমেরিকার এক খানি জাহাজ উত্তর কেন্দ্রের অভিমুখে গমন করিতেছিল। দুই পার্শ্বে পর্ব্বতাকার বরফ ভাসিয়া আসিয়া জাহাজখানিকে পেষণ করিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। কয়েকজন আরোহী নৌকাযোগে জীবনলাভ করিয়াছেন।

শিয়ালদহের নিকট যে একটী পাটের কল আছে তাহার একজন কর্ম্মচারী অপর কর্ম্মচারীর সহিত কলহ করিয়া লৌহদণ্ডের আঘাত তাহাকে বধ করিয়াছে।

প্রভাতীর একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন উড়িষ্যার শুভাকাঙ্ক্ষী বাবু প্যারিমোহন আচার্য্য মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি উড়িষ্যার অনেক মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন।

১ লা জানুয়ারি আকায়াবে ভয়ানক ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছিল।

বোম্বাইয়ে একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম দ্বারকানাথ রাঘবা, বয়স ৩৫ বৎসর। ইনি হায়দ্রাবাদের উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক এবং পাত্রীর নাম টানিবাই, বয়স ২০ বৎসর। ৬ বৎসর বয়সে বিধবা হন। ইনি একটী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী।

বরদার যুবকুমারের সিংহাসনাধিরোহণ উৎসব উপলক্ষে সার টি, মাধব রাও যুবকুমারের নিকটে ৫০ হাজার টাকা এবং মহারাণী যমুনা বাইয়ের নিকট হইতে হীরকখচিত একটী অঙ্গুরীয় প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বাঙ্গালোরে একটী বালক ইন্দ্রজাল দ্বারা সকল লোককে চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছে। যে ব্যক্তি যে কোন খাদ্যদ্রব্য চাহিতেছে, ঐ বালকটী তৎক্ষণাৎ শূন্য হইতে আনয়ন করিয়া দিতেছে। গল্পের অনেক শাখা প্রশাখা হয়। বোধ হয়, ইহার মধ্যে হোসেন খাঁর বুজরুকির ন্যায় কিছু বুজরুকি আছে।

বারাসতের অভিমুখে যে রেল হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। মাটীর কাজ আরম্ভ হইয়াছে, অন্য অন্য উপকরণ সামগ্রীও আসিয়া পড়িতেছে। আমাদের বর্ত্তমান লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব রেলওয়ে বিস্তার ও শিল্প প্রদর্শনাদিতে উৎসাহদান করিয়া দেশের মহোপকার সাধন করিতেছেন।

ভবানীপুর ও কালীঘাট প্রভৃতি স্থানসমূহের উপর সম্প্রতি মিউনিসিপালিটির বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে দেখিয়া আমরা সন্তোষলাভ করিলাম। কাঁচা-নর্দ্দামায় ভালরূপ জল নিকাশ হয় না, বিশেষতঃ নর্দ্দামার অব্যবহিত সীমাবর্ত্তী জমি সমূহের মালিকেরা পাকে চক্রে নর্দ্দামার জমি তিলার্দ্ধ গ্রহণ করিতে পারিলেও ছাড়েন না দেখিয়া মিউনিসিপালিটী সতর্ক হইয়াছেন, এবং সদর রাস্তার উভয় পার্শ্বে পাকা নর্দ্দামা প্রস্তুত করাইয়া এই উভয়বিধ অনিষ্টের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উত্তম কল্পনাই করিয়াছেন। ভবানীপুর চড়কডাঙ্গায় ইহার কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। তবে কালীঘাটে একে সরু রাস্তা-তায় গাড়ি ঘোড়া ও লোকজনের বেশি ভিড়, তায়-

পর, নর্দ্দামা ত যার যার খাস দখলেই আছে, সেই অপ্রশস্ত রাস্তায়ও আবার অর্দ্ধেক দোকানদার-গণের সাজপাট জোড়া থাকে, এ অবস্থায় মিউনিসিপালিটী কালীঘাটে যে কি উপায় করিবেন বুঝিতে পারিতেছি না। কিছু দিন হইল, এই উপলক্ষে নর্দ্দামার উপরের রকসমূহ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য রকের মালিকদিগের উপর মিউনিসিপালিটী হইতে নোটিস জারি হয়, কিন্তু আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, একই কারণ, একই বিষয়, একই উদ্দেশ্য হইলেও তাঁহারা সে নোটিস সর্ব্বত্র প্রবল রাখেন নাই কেন? ভিতরে কোন কারণ আছে কি?

চৌরঙ্গী ও কালীঘাট ট্রামওয়ে লাইনের কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া সম্প্রতি বড় হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। আয়ের সংখ্যা রোজ রোজ কম হওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাঁহারা গোপন অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া জানিতে পারিলেন, ইনস্পেক্টরদিগের প্রশ্রয়ে কণ্ডক্টরগণ ভাড়ার পয়সা চুরী করে বলিয়াই আয় কম হয়। কয়েকটী কণ্ডক্টর ধরাও পড়ে, তন্মধ্যে এক জনের তিন মাস কঠিন পরিশ্রম সহ কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে, অপরগুলি খালাস পাইয়াছে এবং প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী কয়েকজনও পদচ্যুত হইয়াছেন। যে নিয়মে সম্প্রতি কার্য্য চলিতেছে, এ নিয়মে চুরী বন্ধ করা কিছু কঠিন কথা, তবে ট্রামওয়ে কোম্পানী পরিশ্রমের সুবন্দোবস্ত করিয়া যদি অধিক বেতনে সুশিক্ষিত লোকদিগকে এ কার্য্যে প্রবৃত্তি লওয়াইতে পারেন, তাহা হইলে সকল দিকেই সুবিধা হইবে।

কলিকাতার লোকদিগকে শিবপুর কোম্পানির বাগানে গাড়ী করিয়া যাইতে হইলে অনেকটা পথ ঘুরিয়া যাইতে হইত. এ জন্য হাবড়ার পোল হইতে গঙ্গার পশ্চিম কিনারা দিয়া ঐ বাগান পর্য্যন্ত একটী সুন্দর রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে, ভবিষ্যতে আর কাহাকেও অনর্থক ঘুরিয়া কষ্ট পাইতে হইবে না।

দেশের সুশিক্ষিত যুবকের অনেকেই পরের এস্তেজারী করা অপেক্ষা সামান্য কারবার করাও ভাল, ইহা যে এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন, আমরা ইহাতে বড়ই আনন্দিত আছি। কিন্তু ইহাদের এই এক মহৎ দোষ যে, লাভকর ব্যবসায় অনেকে নির্ব্বাচন করিতে পারেন না। এক জন যাহা করিল, দলকে দল তাহাই করিতে আরম্ভ করিলেন, ইহাতে কাহারও লাভ নাই, অথচ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অনেকে ভগোদ্যম হইয়া পড়েন। ভাল জিজ্ঞাসা করি, চাকুরী অপেক্ষা ব্যবসায় ভাল, এটী যখন বিলক্ষণ তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তখন শিল্প ও কৃষি অবলম্বন করিলে দোষ আছে কি?

পঙ্কোদ্ধার জন্য বেলিয়াঘাটার খাল বন্ধ হওয়ায় মহাজনী নৌকা সকল এক্ষণে উল্টাডিঙ্গী ও টালীর খাল দিয়া বেশি পরিমাণে যাতায়াত করিতেছে। ইহাতে সময় সময় এরূপ ভীড় হয় যে অনেক নৌকা মারা যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কয়েকদিন ঐরূপ গোলে চেতলার পোলের উত্তর একখানি গোলপাতা ও কাষ্ঠ বোঝাই নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে।

লোকের অবস্থা কখন কি হয়, বলা যায় না। সম্প্রতি দেনার জন্য চেতলার হাট ও তৎসংসৃষ্ট সমস্ত সম্পত্তি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। লোকের কপাল মন্দ হইলে লক্ষ্মীও চঞ্চলা হন। উপযুক্ত লোক না থাকিলেই এরূপ দুর্দ্দশা হয়।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৬ই জানুয়ারি ১৮৮২। এ, পি, ম্যাকডনাল সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও বাণিজ্য বিভাগের তত্ত্বাবধায়কের কার্য্য করিবেন।

শাজাদপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু গিরীন্দ্রনাথ মিত্র ১৫ দিনের অবকাশ গ্রহণ করিলেন।

৮ই জানুয়ারি। ঢাকার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ. জে, ফেসার ১৮৭০ অব্দের দশ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ঢাকার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু বিপিনবিহারি মুখোপাধ্যায় ১৮৭০ অব্দের দশ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৯ই জানুয়ারি। ত্রিপুরার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ আর, এস, টাউয়ার এক মাস ৫ দিনের অবকাশ গ্রহণ করাতে মুর্শিদাবাদের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সি, বি, গারেট ২য় আদেশ পর্য্যন্ত ত্রিপুরার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

১০ই জানুয়ারি। শাজাদপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু গিরীন্দ্রনাথ মিত্র ১৮৮০ অব্দের (বি, সি,) ৭ আইন ও ৯ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

কিছু দিনের ভার প্রাপ্ত আরজাবাদ সব ডেপুটী কালেক্টার মুন্সি মহম্মদ গৌস এক মাস ১১ দিনের অবকাশ লইলেন।

হাবড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৬ মাসের অবকাশ লইলেন।

জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় দুই মাসের অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন।

নওয়াখালীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রজনীকুমার দত্ত পুনরায় নিজ কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

এল, বি, বি, কিং মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন বলিয়া যে আজ্ঞা প্রচার হয়, তাহা রহিত হওয়াতে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডবলিউ, এফ, মিরিস ২য় আদেশ পর্য্যন্ত মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তকার্য্যের ও রেলওয়ে বিভাগের বিশেষ ভার প্রাপ্ত বাবু মদনলাল মুখোপাধ্যায় ১৮৮১ অব্দের ২ রা ডিসেম্বর হইতে সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দেওঘরে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ছোটনাগপুরের প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু কঙ্কালীলাল ১৮৮১ অব্দের ১৮ ই এপ্রেল হইতে ২য় আদেশ পর্য্যন্ত পূর্ণিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু ২য় আদেশ পর্য্যন্ত পূর্ণিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন। ইঁহার পরিবর্ত্তে হাজারিবাগের কিছু দিনের ভার প্রাপ্ত সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার টি, ডি, বায়টন কিছু দিনের জন্য ২৪ পরগণার সদর ষ্টেশনে কার্য্য করিবেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

৬ই জানুয়ারি ১৮৮২। রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুড়িগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার টি, জে, মেডম প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

৯ই জানুয়ারি। বাবু বৈকুণ্ঠনাথ বসু ১৮৭৭ অব্দের ৪ আইনের ৮ ধারা অনুসারে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

১০ই জানুয়ারি। বাবু [illegible]চন্দ্র [illegible] অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত ২য় আদেশ না হয়, সেই পর্য্যন্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র দত্ত বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং সাহেবের দক্ষিণ শাবাজপুরে থাকিবেন।

২৪ পরগণার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার টি, ডি, বায়টন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং ফৌজদারী আইনের ২২৩ ধারা অনুসারে মকদ্দমার বিচার করিবেন।

নিম্নলিখিত মুন্সেফগণ অবকাশ গ্রহণ করিয়াছেন।

২৯ এ ডিসেম্বর। দক্ষিণ শাবাজপুরের তৃতীয় মুন্সেফ বাবু [illegible]চন্দ্র রায় ২ মাস ১০ দিন। রঙ্গপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু মতিলাল [illegible] ২ মাস। আরার তৃতীয় মুন্সেফ সি, ই, পেনস্ এক মাস। কাটোয়ার দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় দুই মাস।

সংবাদদাতার পত্র।

জামালপুর ও মুঙ্গের।

আমরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, লোকোমটিভ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্যাম্বেল সাহেবের হেড বাবু শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ২৯ এ ডিসেম্বর প্রাতে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি রাজকীয় কোন উচ্চপদাভিষিক্ত ছিলেন না, রেলওয়েতে কেরাণীগিরি কর্ম্ম করিতেন, তবে [illegible] অঙ্গের কেরাণী ছিলেন। কিন্তু ইঁহা দ্বারা জামালপুরের বিশেষ উন্নতি হইতেছিল। তজ্জন্যই আমরা

এবং সাধারণে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। বিদ্যালয়, পুস্তকালয়, ঔষধালয় প্রভৃতি যাহা কিছু ইহাঁরই যত্ন ও উদ্যমে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি মধ্যে মধ্যে নাটকাদিরও অভিনয় করাইয়া লোকের চিত্ত-বিনোদন করাইতেন। তদ্ভিন্ন ইহাঁর একটী বিশেষ গুণ ছিল, কোন কেরাণী মাতৃ পিতৃ দায় উপলক্ষে বিদায় ও পাশ না পাইলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলিয়া যাহাতে সে ছুটী ও পাশ পায় তৎপক্ষে বিশেষ চেষ্টা করিতেন। কোন কেরাণীর কোন অপরাধে কর্ম্ম যাইতেছে দেখিলে যাহাতে তাহার কর্ম্ম থাকে তদ্বিষয়েও যত্ন করিতে ক্রটী করিতেন না। এতদ্ভিন্ন স্বদেশ হইতে অনেকগুলি আত্মীয় স্বজনকে আনিয়া কর্ম্মকাজ করিয়া দিয়া প্রতিপালন করিতেছিলেন কিন্তু বিধাতার কেমন বিড়ম্বনা যে পাঁচজনকে প্রতিপালন করে, যাহার দ্বারা দেশের উন্নতি হয় অগ্রেই যেন তাহাকে লইতে হস্ত বাড়াইয়া আছেন। দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য ত্রিবেণীনিবাসী ৺ জগন্নাথ তর্ক পঞ্চাননের বংশোদ্ভব। ইহাঁর পুত্র সন্তান নাই, চারিটী কন্যা; তন্মধ্যে শেষোক্তটী এক্ষণে সূতিকা-ঘরে। ইহাঁর মুখ দর্শন আর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভাগ্যে ঘটে নাই। ইহার মৃত্যুতে লোকের যাদৃশ কষ্ট হইয়াছে; কিন্তু ইহার মৃতদেহ জ্ঞাতিবর্গের দোষে রেলগাড়ীযোগে মুঙ্গের লইয়া গিয়া সৎকার করিয়া হিন্দুধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করায় লোকের ততোধিক কষ্ট হইয়াছে। এমন কি এই কার্য্যের জন্য সাহেবেরাও দুঃখপ্রকাশ করিয়া হিন্দুসমাজকে ধিক্কার দিতেছেন। ফলতঃ সমাজের কোন দোষ নাই, দুর্গাচরণ বাবু সাধারণের যেরূপ উপকার করিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুসংবাদ যদ্যপি কেহ আফিস বসিবার অগ্রে জানিতে পারিতেন কিম্বা যদ্যপি কেহ শববহন জন্য ডাকিতে যাইতেন, শত শত লোক সন্তোষের সহিত হরিসংকীর্ত্তন করিতে করিতে যাইয়া সৎকার করিয়া আসিতেন। রেলওয়ে আফিস অতি প্রত্যূষে বসিয়া থাকে, সকলেই আফিসে যাইয়া এই সংবাদ ও তৎসহ ট্রেণে লোনার সংবাদে অবগত হইলেন, সুতরাং তখন আর কোন হাত ছিল না। ফলতঃ বাবুর জ্ঞাতিবর্গ কি কারণে যে অপর লোককে ডাকিলেন না বলা যায় না। বোধ করি, তাঁহারা এখানকার লোকের নিকট কোন সাহায্য প্রার্থনা করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, অথবা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত জ্ঞাতি-শত্রুতা সাধন করিবার উদ্দেশেই ঐরূপ কার্য্য করিয়া থাকিবেন। তাঁহাদের এই কার্য্যে এখানকার সাধারণের নিন্দা হইতেছে সত্য; কিন্তু আমরা দেখিতেছি ইহাতে সাধারণের কোন দোষ নাই। এ বিষয়ের যত দোষী তাহার জ্ঞাতিভ্রাতা তারাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়। তাঁহারই বুদ্ধি-গুণে এই কার্য্য হইয়াছে। হায়! প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বংশে এমন সব বুদ্ধির বৃহস্পতিদিগের আবির্ভাব বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়!!

জামালপুরের বাজারের সন্নিকটে বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। ২। ১ জনের উক্ত রোগে মৃত্যুও হইয়াছে।

দুর্গাচরণ বাবুর মৃত্যু হওয়ায় লোকো সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু লালবিহারী গুপ্ত মহাশয়কে ডাকিয়া বিদ্যালয় ও পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষতার ভার গ্রহণ করিতে কহিয়াছেন। তৎপূর্ব্বদিন ম্যানেজিং কমিটীর মেম্বরগণও লালবিহারী বাবুকে অধ্যক্ষতা পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। লালবিহারী বাবুও এক জন উপযুক্ত লোক, অতএব উপযুক্ত লোকের হস্তে উপযুক্ত বিষয়ের ভারার্পণ হওয়ায় আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি। ভরসা করি লালবিহারী বাবুর যত্নে বিদ্যালয় ও পুস্তকালয়ের সমূহ উন্নতি হইবে।

ইতিমধ্যে মান্যবর "ধর্ম্মপ্রচারক" সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী বোহার নামক স্থানের মহম্মদীয় ধর্ম্মাক্রান্ত মুন্সীমহাশয় মণ্ডলী কর্ত্তৃক ধর্ম্মার্থ বক্তৃতা করিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। মুন্সীমহাত্মাগণের হৃদয় অতি প্রশস্ত, সমুদার ও ধর্ম্মপক্ষপাত-বিহীন, নতুবা তাঁহারা আর্য্যধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যান শুনিবার জন্য উক্ত কুমার মহাশয়কে কখনই আহ্বান ও অভ্যর্থনা করিতেন না। মান্যবর শ্রীমৎ-মুন্সী নবাবজান সাহেব ও তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার সদাশয়তা ও সৌজন্যে বক্তা অতীব প্রীতি লাভ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ভারতের দিগ্দিগন্ত ভ্রমণ করিয়াও অনেক আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীকেও ধর্ম্মার্থ-বার্ত্তালাপে ঈদৃশ আগ্রহযুক্ত দেখিতে পান নাই। উক্ত মুন্সীগণের যত্নে বোহারে দাতব্য ইংরাজী ও পারস্যাদি বিদ্যালয় আছে। তাঁহাদের সৌজন্যে নিকট নিবাসী হিন্দুগণও প্রীতি লাভ করেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ বিস্মৃত হইতে হয়। উক্ত মহাত্মার বক্তৃতাকালে অন্যূন ৫০। ৬০ জন শিক্ষিত মুসলমান ও অনেক হিন্দু উপস্থিত ছিলেন। হিন্দুগণ যে বক্তৃতা শ্রবণে আশাতীত আনন্দলাভ করিয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আগত পত্রে বিদিত হইলাম মহম্মদীয় ধর্ম্মাক্রান্ত শ্রোতৃমাত্রেই যথোচিত সুখী হইয়াছেন। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের আর্য্যধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের ইতিবৃত্তে এই ঘটনাটী বোধ করি জলন্ত অক্ষরে লিখিত থাকিবে। হিন্দুমাত্রেই যে এই সমাচার পাঠে আনন্দিত হইবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। সুদীর্ঘ বাচনিক বক্তৃতাটী অনেক সারগর্ভ উপদেশ পূর্ণ ছিল। বক্তা তাহাতে প্রাচীন আর্য্যগণের ধর্ম্মপ্রকৃতির প্রকৃত চিত্র করিয়া লোক সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ বক্তার ধর্ম্মার্থবিক্রমের সহায়তা করুন এবং সমস্ত মুসলমানের হৃদয় বোহারস্থ মুন্সীমহাত্মামণ্ডলীর হৃদয়ের উপাদানে সংস্কার করুন, ইহাই প্রার্থনা।

গত ২৪এ ও ২৫এ ডিসেম্বর মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব যথারীতি ক্রমে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিনে বাবু দীননাথ মজুমদার মহাশয় তত্রস্থ রাজকীয় বিদ্যালয়ে "বিবিধ ধর্ম্মের একত্ব" বিষয়িণী একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, বক্তৃতাকালে লোকসংখ্যা আশানুরূপ না হইয়া অল্পই হইয়াছিল। বাস্তবিক সাধারণ লোকে সর্ব্বদাই তাহাদের "এক ধর্ম্মে বিবিধত্ব" দর্শন করিয়া থাকে, সুতরাং কতকগুলি কাল্পনিক কথায় কর্ণপাত করিতে আর ইচ্ছা করে না। দ্বিতীয় দিনে উপাসনা, ব্যাখ্যান, দরিদ্রদিগকে দান ও সংকীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। ব্রাহ্মগণের মধ্যে আর তাদৃশ উৎসাহ ও উদ্যম দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের উদ্যানমধ্যে মৃত প্রচারক অঘোরনাথ বাবুর স্মরণার্থ একটী ইষ্টকময় ক্ষুদ্র শৈলাকার গঠন হইয়াছে।

মুঙ্গের পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের এক জন ক্লার্ক বারাঙ্গনা ভবনে যাইয়া কোথায় অদৃশ্য হয়। লোকে ভাবিল লোকটা বুঝি উপে গিয়াছে। তৎপরে তাহাকে গয়ায় ক্ষিপ্তাকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক্ষণে সে হাসপাতালের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় গয়ার কতিপয় সম্ভ্রান্ত ও ধর্ম্মোৎসাহি মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক নিতান্ত অনুরুদ্ধ ও আহূত হইয়া সনাতন আর্য্যধর্ম্ম প্রচারার্থ গত শনিবারে তথায় গমন করিয়াছেন। উক্ত মহাত্মাগণ পাথেয় ব্যয়াদি পূর্ব্বেই প্রেরণ করিয়াছিলেন।

রাণাঘাট।

সে দিন এই রাণাঘাট থানার অধীন বড়বড়ে নামক গ্রামের প্রাইবেট স্কুলের শিক্ষক সর্ব্বেশ্বর ঘোষ লাম্পট্য দোষে ধরা পড়িয়া বিলক্ষণ শিক্ষা প্রাপ্ত করিয়াছে। ইহার নিবাস যশোহর জেলার অন্তর্গত কোটচাঁদপুর থানার অধীন গোবিন্দপুর গ্রাম। সর্ব্বেশ্বর ছলে ও নানা কৌশলে বড়বড়ে গ্রামের একজন গৃহস্থের কন্যার মনোহরণ করিয়া তাহার সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হয়। যুবতীর স্বামী প্রায় ৭। ৮ মাস বিদেশে উপার্জ্জনার্থ গমন

করিয়াছে। কন্যাটীর মাতা প্রথমে এই ঘটনা টের পাইয়া দত্তপুল গ্রামে তাহার আত্মীয়ের বাড়ীতে স্বীয় কন্যাকে লইয়া যায়। কিন্তু সর্ব্বেশ্বর ইহাতেও ক্ষান্ত হয় নাই। কিছু দিন পরে কন্যার মাতা কন্যাসহ ঐ বড়বড়ে গ্রামে ফিরিয়া আইসে এবং স্বীয় কন্যাকে, কন্যার শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করে। কিন্তু সর্ব্বেশ্বর ও যুবতীর প্রণয় কিছু বাড়াবাড়ী, কন্যাটী সর্ব্বেশ্বরকে তাহার কন্যার শ্বশুরালয়ে আসিতে পত্র লিখে। তদনুসারে সমাজশিক্ষক সর্ব্বেশ্বর প্রণয়িনীর শ্বশুর বাড়ীতে যায় এবং যুবতীর সঙ্কেতানুসারে তাহার শ্বশুর বাড়ীর ঘরের মধ্যে প্রথম রাত্রি স্বচ্ছন্দে বাস করে!! দ্বিতীয় রাত্রিতে কন্যার দেবর গৃহের মধ্যে হঠাৎ পদসঞ্চালনের শব্দ পাইয়া প্রদীপ জ্বালিয়া সর্ব্বেশ্বরকে দেখিতে পায় এবং চোর ভ্রমে তাহাকে ধৃত করে। প্রথমতঃ গৃহস্থ চোর বলিয়া আসামী সর্ব্বেশ্বরকে পুলিসে চালান দেয়। পরে সর্ব্বেশ্বর তাহার প্রণয়িনীর প্রেরিত পত্র দেখাইতে গৃহস্থ আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া আদালতে গোপনীয় সকল কথা খুলিয়া বলে। আমাদিগের মাননীয় ডেপুটী মাজি-ষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ বসু মহোদয় বিশিষ্ট প্রমাণ পাইয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ৪৫৭ ধারা (কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থ রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে কি দোষ ভাবে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ) মত শিক্ষক সর্ব্বেশ্বরের কঠিন পরিশ্রম সহকারে এক বৎসর কারাবাসের আদেশ করিয়াছেন। সর্ব্বেশ্বর [illegible] অপরাধ, অধিক কি তাহার নিজের [illegible] সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে [illegible] চরিত্র দোষ আছে। চরিত্র দোষ সম্বন্ধে [illegible] সত্ত্বেও রাণাঘাট সবডি-ভিজনের [illegible] সদৃশ [illegible]গণের চৈতন্য হয় না, [illegible]

খোলা ভাঁটী হওয়াতে [illegible] যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। গত ১৮৮০ অব্দের এপ্রেল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত শান্তি-পুরের কাত্তিক সাহা নামক এক ব্যক্তির মদের দোকান হইতে, ১০৩ গ্যালন মদ বিক্রয় হয়। কিন্তু ১৮৮১ অব্দের এপ্রেল [illegible] অক্টোবর পর্য্যন্ত ঐ কার্ত্তিক সাহার দোকানে [illegible] চারি শত চল্লিশ গ্যালন মদ বিক্রয় হইয়া [illegible] তোমরা গোল করিও না। আমাদিগের কর্ত্তারা বলেন, কিছু নয়, এ বৎসরে ধান্যাদি সস্তা হওয়াতে প্রজার অবস্থা কিছু ভাল হইয়াছে এই জন্যই এবারে অধিক মদ বিক্রয় হয়। অর্থাৎ খোলা ভাঁটী হওয়াতে যে অধিক মদ বিক্রয় হইয়া দেশ উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে, আমাদিগের ধর্ম্মভীরু কর্ত্তারা স্বীকার করেন না।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা-পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞা-পনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴০ আনা; ৴০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯১ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টো-পাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্প-দ্রুমের কলিকাতার এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়া-ছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রু-মের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকা-তায় পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে তুমিই কি সেই দেবকী-নন্দন? দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, [illegible], ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্, মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, ত্রিভঙ্গ মুখোপাধ্যায়, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, [illegible]-পূরণ, এই ৯টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রাহকেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাক-ঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, [illegible], চুলকুনি টাকপড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল [illegible] হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে [illegible], মাথা জ্বালা ও মাথা [illegible] বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৵০ আনা।

[illegible] —দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত ও [illegible] সুন্দর [illegible] হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

ডাক্তার বরাটের কৃত

ষড় রসামৃত।

পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর-নাশক অব্যর্থ মহৌষধ। সীতাকুণ্ডের জলে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ৮ বৎসর হইতে অধিক বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে দৈনিক এক কাচ্চার হিসাবে ৩ বার সেবনীয়। ১২ আউন্স বোতলের মূল্য— ১।০। এই ঔষধের উপকারিতা সম্বন্ধে যে সকল প্রশংসাপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা পরে প্রকাশ করা যাইবে।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাসুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাসুলসহ ৮০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ২ টাকা ও ডাক মাসুল।৵০, পদাঙ্ক সমস্ত সটীক ২।০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫।০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৬।৵০ গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া প্রভৃতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নিষ্কিঘ্নে করাইয়া সাধারণের বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

কর্ণ-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র গুপ্ত এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ।

মূল্য ২০ ডাক মাসুল /১০।

কলিকাতা ১৬ নং কালেজ স্কোয়ার রায়প্রেস ডিপজিটরীতে এবং কতিপয় প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

বৈরাগ্য বিপিনবিহার।

(কাব্য)

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় বিরচিত।

কলিকাতার পটোলডাঙ্গার কানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত ডিপজিটরী এবং শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ টাকা ডাকমাসুল /০ আনা।

চন্দ্র-চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
নাবজ্ঞেয়ো মুদ্রিতেন ন জ্ঞেয়ো মুদ্রিকং বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২৷৷০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২।০ টাকা।

ভাল রস সিন্দুর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রেয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীশশিমোহন সেন কবিরাজ।
কাশী, কাকিনিয়ার ছত্র অথবা গণেশ মহল্লা।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৭, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৸০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ দাস পাল—দেরুগড়		৫।
”	” রামগোপাল দাস—মির্জ্জাপুর	৬৷৷০
”	” শ্যামাচরণ রায়চৌধুরী বেড়বল্লভপুর	৫৷৷০
”	” প্রিয়নাথ শীল—অরাই	৫
”	” গোপালচন্দ্র দাস—গাববেড়ে	৭
”	” বনমালী চৌধুরী—পোতাজিয়া	১০
”	” দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রামেশ্বরপুর	১০
”	” ঈশ্বরচন্দ্র বসু—কলিকাতা	৭
”	কুমার মহেন্দ্রলাল খাঁন—নাড়াজোল	১০
”	উইলিয়ম বেনউইক স্কোয়ার—রাজসাহি	১০
”	মুন্সি হবিরুদ্দিন আহম্মদ—নবাবগঞ্জ	৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের ষ্ট্যাম্প প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ । " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তা " ১০ সংখ্যা ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা । মাসিক মূল্য ১ এক টাকা ।

১২৮৮ সাল । ১১ ই মাঘ । ইং ১৮৮২ । ২৩ এ জানুয়ারি ।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র ।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ।

তুলাজাত সূক্ষ্ম বিলাতি বস্ত্রাদির উপর এখন যে যৎসামান্য কর আছে, তাহা উঠাইয়া দিবার জন্য লর্ড কার্লিংটন ও বিলাতি বণিকগণ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, এবং তাহা যে অতি শীঘ্র উঠিয়া যাইবে, তদ্বিষয় বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই কর উঠিবার স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি এই যে এতদ্দ্বারা ভারতবাসিদিগের অনেক সুবিধা হইবে। দুঃখী ভারতসন্তান অল্প মূল্যে বিলাতি ধুতি চাদর পরিধান করিতে পারিবে, ইতিপূর্ব্বে যখন তুলাজাত বস্ত্রাদির উপর শুল্ক উঠাইবার সময় মোটা বিলাতি কাপড় সস্তা হইবে বলিয়া যে প্রবোধ দেওয়া হইয়াছিল, এবং ভারতবাসিদিগের প্রতি সদয় হইয়া ম্যাঞ্চেষ্টার বণিকগণ যেরূপ অগ্রবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, ঠিক লর্ড সালিসবেরির আদেশক্রমে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট যে শুল্ক উঠাইয়া দেওয়াতে বিলাতি মোটা থান ও বস্ত্রাদি সস্তা হইল না কেন? ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতি কাপড়ের যে দর ছিল, এখনও প্রায় তাহাই আছে, তবে মিথ্যা ভোক দিয়া অজ্ঞ ভারতবাসিদের চক্ষে ধূলি দিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিবার ভান করা কেন? দুঃখীদের উপকার হইবে, এই জন্য সূক্ষ্ম বিলাতি বস্ত্রের অবশিষ্ট কর উঠিতেছে এ কথায় আর আমাদের বিশ্বাস হয় না। মোটা কাপড়ের উপর কর উঠাতেও যখন আমাদের কোন সুবিধা হয় নাই, এবং দুঃখী ভারতবাসীর যে দুঃখ সে দুঃখই যখন আছে, তখন আর মরার উপর খাঁড়ার ঘা কেন? বিলাতি তুলার উপর শুল্ক থাকাতেই এদেশীয় তাঁতের বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছিল। এমন কি ১৮৭৪ খ্রীঃ ৭৭৬৮৭১২০ টাকা ও ১৮৭৫ খ্রীঃ ৫২৩৬৯৯০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে, (১) এবং বিলাতি তুলার কর একেবারে উঠিয়া গেলে যে ভারতবাসীরা কিরূপ উপকৃত হইবেন, তাহা আমরা ত কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কেহ কেহ বলেন যে যে রাজার প্রধান নীতি "স্বাধীন বাণিজ্যের" উৎকর্ষসাধন করা, সে রাজা পণ্যদ্রব্যাদির উপর (Protection Duty) কর স্থাপন করিতে পারেন না। বেশ কথা, তবে তুলার করের সঙ্গে সঙ্গে লবণকর উঠাইয়া দেওয়া হউক। ভারতে এমন দুঃখী লোক অনেক আছে যে কখন নূতন বস্ত্র অঙ্গে দেয় নাই, কিন্তু ২৫ কোটী ভারতবাসী নরনারীর মধ্যে এমন দীন হীন ভিক্ষুক নাই যে একটু লবণ ভিন্ন দিনাতিপাত করিতে পারে। লবণ ধনী নির্দ্ধন সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকে, যদি ইহা সত্য হয়, তবে ইংরাজ মহাপুরুষগণ সর্ব্বাগ্রে ভারতের দুঃখে কাতর হইয়া এই লবণ কর উঠাইয়া দিয়া যশস্বী হউন। তাহা হইলেই বুঝিব যে তোমরা (Free trade) স্বাধীন বাণিজ্য মান, তাহা হইলেই বুঝিব যে তোমাদের (Principles of Protection Duty) ন্যায়ানুগত। যে ভারতের পদ ধৌত করিয়া লবণ সমুদ্র বিস্তৃত রহিয়াছে, যে ভারতবক্ষে সৈন্ধব-লবণ-খনি লবণগিরি মস্তকোত্তোলন করিয়া রহিয়াছে, সেই ভারতবাসীরা যে বিলাতি লবণে প্রাণ ধারণ করে, ইহা সামান্য আক্ষেপের বিষয় নয়!

ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজবণিকগণ তুলার ব্যবসা শিক্ষা করিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানি ভূরো ভারতবর্ষজাত নানা প্রকার সূতার বস্ত্রাদি ইউরোপে রপ্তানি করিয়াছিলেন। কেলিকো নামক বস্ত্র যাহা এককালে বিলাতবাসীদিগের লজ্জা রক্ষা করিয়াছিল, তাহা সর্ব্বাগ্রে ভারতবর্ষীয় "কেলিকট" নামক স্থান হইতে উৎপন্ন হইত। ১৬৭৮ খ্রীঃ ভারতবর্ষীয় বস্ত্রের বাণিজ্য ইংলণ্ডে এত অধিক শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে ইংরাজবণিকগণ স্বদেশীয় বস্ত্রাদির উন্নতি হওয়া অসম্ভব বিবেচনা করিয়া তদ্দেশ মধ্যে তুমুল কাণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ১৭০০ খ্রীঃ ভারতবর্ষীয় বস্ত্রাদি ইংলণ্ডে যাহাতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে না পায়, তজ্জন্য একটী বিশেষ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। সেটী (Act 11 and 12 William III. Chapter 10)। এই স্বার্থপূর্ণ অদ্ভুত আইন অনুসারে যাহারা ভারতবর্ষীয় বস্ত্র ব্যবহার করিত তাহাদিগকে ন্যূনাধিক ৫০ টাকা এবং যাহারা তাহা বিক্রয় করিত, তাহাদিগকে ২০০ টাকা জরিমানা দিতে হইত। (২) এখন কালক্রমে বিলাতি বস্ত্রের আমদানিতে আমাদের দেশী বস্ত্রের দফারফা হইয়া গেল। কলের বসন বিনা আমাদের আর লজ্জারক্ষা হয় না। এখন উপরি উক্ত আইনের ন্যায় একটী অভিনব আইন করিয়া বিলাতি বস্ত্রের আমদানি রোধ করিতে না পারিলে দেশী তন্তুবায়গণকে শীঘ্র ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু হইবার নয়, ইংরাজ রাজপুরুষগণ ইহা কখনই করিতে সাহসী হইবেন না। তাঁহাদের হস্তপদ ভারতে, কিন্তু মস্তক ও হৃদয় ইংলণ্ডে। এখন দেশীবণিকগণের বদ্ধপরিকর হইয়া বোম্বাই প্রদেশের ন্যায় এই দেশে তুলার কারখানা ও কল চালাইতে না পারিলে রক্ষা নাই। কাণপুরে দুইটী কাপড়ের কলে বিলক্ষণ আয় হইতেছে, কিন্তু এ দেশীয় বণিকগণ ইহার মধ্যে নাই!

শ্রী বেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

(১) Mr Cotton's Report on the sea borne trade of Bengal.

(২) (How to develope productive industry in India the East page. 5)

গয়া।

প্রসিদ্ধ গয়াক্ষেত্রে সনাতন আর্যধর্ম্ম প্রচার, গয়াবাসী আর্য্যসন্তানের হৃদয়ে আর্য্যভাব পুনরুদ্দীপন ও আর্য্যজাতির বর্ত্তমান দুরবস্থা বর্ণন মানসে মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সম্পাদক ও আর্য্যধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয় সম্প্রতি গয়াধামে শুভাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর গয়া আগমন বিষয় পূর্ব্বেই প্রচার হয়। গত ১৮ ই পৌষ রবিবার দিবা ১০ ঘটিকার সময় তিনি ষ্টেষণে পৌঁছেন। এ দিকে ষ্টেষণ হইতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনয়ন নিমিত্ত এখানকার সুবর্ডিনেট জজ, দুইজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, দুইজন মুন্সেফ, জজ আদালতের উকীল ও অন্যান্য অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোক অগ্রেই তথায় প্রস্তুত ছিলেন। তিনি গাড়ি হইতে নামিলে পর, বিশেষ সম্মানের সহিত তাঁহারা তাঁহাকে গ্রহণ করেন ও সমাদর করিয়া লইয়া আইসেন। ১৯ এ পৌষ সোমবার বেলা ৩ টার সময় গবর্ণমেণ্ট স্কুলহলে বক্তৃতার স্থান নিরূপিত হয়। প্রায় তিন শত লোক

সভাস্থলে উপস্থিত হন। শ্রীকৃষ্ণ বাবু তথায়—“বর্ত্তমান ভারতের উন্নতিসাধন” শীর্ষক বক্তৃতা করেন। আর্য্যজাতির পূর্ব্বকার উন্নতি, বর্ত্তমান অবনতি, আর্য্যঋষিদিগের প্রাতঃস্নান, পুষ্পচয়ন ও অস্থর্য্যলি প্রভৃতি ব্যবস্থাগুলি যে, শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, এই ত্রিবিধ উন্নতিমূলক, তাহা তিনি অতি বিশদরূপে অকাট্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন, ও পরিষ্কারভাবে শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। আর্য্যঋষিগণ সমস্ত কার্য্য, সমস্ত নিয়ম, সমস্ত প্রণালী, এমন কি সমস্ত জগৎকে ধর্ম্মময় দেখিতেন। সুতরাং তাঁহাদিগের গ্রন্থ সকল, উপদেশ সকল, ধর্ম্মভাবে পূরিত। তাঁহারা যাহা করিতেন, যাহা বলিতেন, বা যাহা লিখিতেন, সকল বিষয়ই ধর্ম্মানুরোধে করিতেন। কারণ, তাঁহারা ধর্ম্ম পরায়ণ ছিলেন, ধর্ম্মহীন কিছুই ভাল বাসিতেন না, কি দেখিতেন না; তাই বলিয়া, তাঁহারা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কিছু বলেন নাই, বা প্রকৃতিবিরুদ্ধ কিছুই করেন নাই। তাঁহারা সত্যস্বরূপের আশ্রিত ছিলেন, সত্যই তাঁহাদের জীবনের অবলম্বন ছিল, তাঁহারা সর্ব্বদাই হৃদয়মধ্যে সেই জ্যোতির্ম্ময় সত্যের উপলব্ধি করিতেন। তাহাতেই তাঁহারা উন্নতির চরম সীমায় সমাসীন হন। তাহাতেই তাঁহাদের জগদ্ব্যাপী মান ও প্রভা। তাঁহারা কখন সত্য হইতে বিচ্যুত ছিলেন না। আর্য্যগণ এই অখণ্ড ও অপরিসীম জগৎকে এক সত্তাময় দেখিতেন, ভ্রমাত্মক জগতের সহিত তাঁহাদের কোন সংস্রব ছিল না, সুতরাং তাঁহাদের উপদেশকে ও বিধিকে ভ্রমসঙ্কুল জ্ঞান বা অসত্য দোষে দূষিত করা আমাদের ঘোরতর ভ্রান্তি ও একটী ভয়ানক পাপের কার্য্য। আর্য্যদিগের উপদেশানুসারে না চলিলে, আর্য্যধর্ম্মের আশ্রয় না লইলে, আর্য্যপথের পথিক না হইলে ভারতের উন্নতি হইবে না, অধোগতি ঘুচিবে না। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাবু স্বীয় বক্তৃতায় এই সমস্ত অতি বিস্তারিতরূপে, অতি বিশুদ্ধরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। বক্তৃতা শেষ হইল, শ্রোতৃগণ বক্তাকে ধন্যবাদ, বক্তার প্রতি প্রীত হইয়া শুভ বিষয় হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া স্বগৃহে চলিয়া গেলেন, দিবাও অবসান হইল। মঙ্গলবার রাত্রি ৭ টা হইতে ১০ টা পর্য্যন্ত গয়ার বিষ্ণুমন্দিরে “ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব মোচন” বিষয়ক বক্তৃতা হয়। প্রায় পাঁচ ছয় শত লোকের দ্বারা সভাস্থল পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কিরূপে ভারতবাসী আর্য্যসন্তানেরা শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন; বিজাতীয় শাসনাধীনতার অবশ্যম্ভাবী অনুকরণ করণের প্রলোভনে পতিত [illegible] তাঁহাদের আচার, ব্যবহার, রীতি নীতি, পরিচ্ছদাদির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ও প্রবৃত্তি [illegible] কতদূর কলুষিত হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা কি প্রকার শোচনীয় দুরবস্থা সংঘটিত হইয়াছে, প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠত্ব মোচনেরই বা উপায় কি, এই সমস্ত অতি সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছিলেন। বুধবার সন্ধ্যার পর এখানকার একটী উন্নতিহীন ধর্ম্মসভায় শাস্ত্রালোচনা হয়। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর সহিত একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত আসিয়াছিলেন, তিনি তথায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা করেন, পরে ধর্ম্মবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ বাবুর বক্তৃতা হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত রায় শ্যামলাল মিত্র মহাশয়ের ভবনে বাঙ্গালা ভাষায় (অপর সমস্ত হিন্দিতে) বক্তৃতা হয়। সমস্ত বাঙ্গালী ও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত হিন্দুস্থানী সভাস্থলে বর্ত্তমান ছিলেন। সে দিবস “ধর্ম্মসাধন” বক্তৃতার বিষয় ছিল। আনুষঙ্গিক, জাতিভেদের আবশ্যকতা ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিষময় ফল, প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছিল। শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪ টার সময় গবর্ণমেণ্ট স্কুলের কম্পাউণ্ডের মধ্যে বক্তৃতা হয়। সে দিন লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল, বৃহৎ কম্পাউণ্ড জনস্রোতে পূর্ণ হইয়া যায়। “আর্য্যদিগের মূর্ত্তি পূজা” সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। শ্রীকৃষ্ণ বাবু অতি প্রশস্তরূপে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে আর্য্যজাতির মধ্যে কেহই পৌত্তলিক নহেন। আর্য্যজাতির মূর্ত্তি পূজা যদি পৌত্তলিক হয়, তবে পৃথিবীতে এবম্বিধ কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় নাই, যাঁহারা তদ্রূপ মূর্ত্তিপূজার হস্ত হইতে পরিমুক্ত। তদনন্তর আধ্যাত্মিকভাবে পৌরাণিক অবতার বাদের ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা শেষ করেন। শনিবার বিশ্রাম অথবা শ্রীকৃষ্ণ বাবুর বৌদ্ধ গয়া দর্শন। রবিবার দিবা ৮ টার সময় টেকারির অন্যতর ভূপতি রাজা রণ বাহাদুর সিংহের বাটীতে একটী সভা হয়। রাজা, রায় বাহাদুর, জমিদার, দেশীয় হাকিম ও অন্যান্য বহুতর ভদ্রলোক তথায় আহূত হন। সেস্থলেও শ্রীকৃষ্ণ বাবুর একটী বক্তৃতা হইয়াছিল। মদ্যপায়ী, বেশ্যাসক্ত ও বাহিরে হিন্দু ভিতরে ম্লেচ্ছব্যবহারী ব্যক্তিদিগের গর্হিতাচরণ বক্তৃতায় মধ্যস্থিত ব্যক্ত, [illegible] গয়াবাসীদিগের বেদ শিক্ষা ও ধর্ম্মচর্চ্চার সুবিধার জন্য গয়াতে একটী বৈদিক বিদ্যালয় সংস্থাপন নিমিত্ত সভার জনগণকে বারম্বার উত্তেজিত ও অনুরোধ করা হয়। বক্তৃতা পরিসমাপ্ত হইলে ধর্ম্মসভা ও বৈদিক বিদ্যালয়ের বাটী প্রস্তুত করিবার চাঁদা সংগ্রহের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। সভাস্থিত ব্যক্তিগণ উপযুক্তানুসারে চাঁদার ফর্দে স্বাক্ষর করিলেন। কেহ কেহ বা বিবেচনা পূর্ব্বক পরে স্বাক্ষর করিবেন প্রতিশ্রুত হইলেন। একা রাজা রণ বাহাদুর সিং এক সহস্র টাকা নগদ দেন। মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় কয়েক ব্যক্তির কয়েক প্রকার সংশয় জন্মিয়াছিল, লোকের মনে সন্দেহ রাখা অকর্ত্তব্য বোধে, তদ্বিষয়ে অপর একটী বক্তৃতার প্রয়োজন হয়। রবিবার বৈকালে স্কুলের কম্পাউণ্ডের মধ্যে সেই সুদীর্ঘ বক্তৃতাটী হইয়াছিল। বক্তৃতাস্থলে অনুমান আট নয় শত লোকের সমাগম হয়। দিবা ৩ টার সময় বক্তৃতারম্ভ হইয়াছিল। লোকের সংশয়চ্ছেদককে সঙ্গে লইয়া সূর্য্যদেব অস্তাচলের চূড়াবলম্বী হইলেন, বক্তৃতাও শেষ হইল। সন্ধ্যার পর বালকদিগের নিমিত্ত একটী সুনীতিসঞ্চারিণী সভা স্থাপন হয়। সুনীতি সঞ্চারিণী সভাতেও শ্রীকৃষ্ণ বাবু একটী নীতিগর্ভ বক্তৃতা করেন। মনুষ্যের প্রফুল্লতা চির দিন স্থির থাকিতে পারে না। গয়াবাসীরও অধিক দিন রহিল না, গয়ার আমোদ আহ্লাদ সঙ্গে লইয়া, হৃদয়ে বেদনা দিয়া, ধর্ম্মোৎসাহের অঙ্গ হানি করিয়া কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন গয়া ছাড়িয়াছেন। ২৬ এ পৌষ সোমবার দিবা দেড়টার ট্রেণে মুঙ্গের যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার অবস্থিতির কয়েকটী দিন এই গয়াতীর্থ, ধর্ম্মোৎসবে উদ্ভাসমান ছিল। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাবু একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন সদ্ব্যক্তি। তাঁহার বক্তৃতা যেরূপ সারবান ও প্রাঞ্জল, তদ্রূপ হৃদ্য ও সুললিত। তাঁহার বক্তৃতার যথেষ্ট মাধুর্য্য আছে। তিনি অনর্গল চারি পাঁচ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা করিয়াও বিশ্রাম আকাঙ্ক্ষা করেন না বা [illegible]। অধীন হন না। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর বক্তৃতা কেবল শান্তিরসোদ্দীপক এমত নহে, তন্মধ্যে অনেকটা বীরভাবও আছে। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে লোকের [illegible] যেরূপ ভক্তিরসে [illegible] হয়, বৈরাগ্যের পক্ষপাতী হয়, তদ্রূপ উৎসাহে পরিপূর্ণ হয় এবং [illegible] উত্তেজিত হইয়া উঠে। শ্রীকৃষ্ণ বাবু যেমন বক্তৃতা কার্য্যে সুদক্ষ ও গুণপূর্ণ, সেই-

[illegible] বিচক্ষণ ও [illegible] তাঁহার লোকচিত্ত আকর্ষণের ক্ষমতা আছে। তিনি বিরুদ্ধ স্বভাবের লোকেরও চিত্তাকর্ষণ করিতে পারেন। ধনী [illegible] উভয় শ্রেণীর লোকেই তাঁহাকে ভাল বাসিতে [illegible]। কি বিদ্বান কি মূর্খ সকলে তাঁহার [illegible]। তিনি বালক বৃদ্ধ যুবা ত্রিবিধ লোকেরই প্রেমপাত্র বা সন্নিকট বন্ধু। তাঁহার সমীপে অবস্থার ইতর বিশেষ নাই, লোকের বিভিন্

[illegible] তারতম্য নাই। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর বক্তৃতা ও [illegible] সংক্ষেপে এইটুকু বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, আর্য্যধর্ম্ম বিদ্বেষ্টাগণও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া [illegible] য়ের সঙ্গে ধন্যবাদ দিয়াছেন। তাহার নিকট ঋণী থাকা স্বীকার করিয়াছেন। ধন্য কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, যিনি ধর্ম্মের জন্য স্বজাতির কল্যাণ কামনায় ভারতের দিগ্দিগন্তর পর্য্যটন করিতেছেন। ধন্য!

ক মহাশয় অপর স্থলে বলিয়াছেন, উপবীতের সহিত যেরূপ, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলির সহিতও সেইরূপ পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদজ্ঞাপক সম্বন্ধ (৫) আছে। কিন্তু উপবীতের ন্যায় চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলির সহিত যে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদজ্ঞাপক সম্বন্ধ নাই, তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি, এবারেও উপরে কতক প্রদর্শিত হইল। যতক্ষণ না সম্পাদক মহাশয় আমাদের সে সকল কথার অসারতা প্রতিপন্ন করেন, ততক্ষণ আমাদের তদ্বিষয় সম্বন্ধে আর অধিক কিছু লিখিবার প্রয়োজন হইতেছে না।

মধ্যস্থ মহাশয় স্বকর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পারেন নাই দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। তিনি বরাবরই একদিকে ঝোঁক দিয়া মধ্যস্থতা করিয়াছেন। তিনি যদি "মধ্যস্থ" নামটী গ্রহণ না করিয়া "এক চক্ষো" নামটি গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে দেখিতে, শুনিতে, এবং লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ ভালই হইত। তিনি সংবাদপত্রের সঙ্গে পথ ঘাটের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, খঞ্জ ব্যক্তি বাঁকিতে বাঁকিতে পথে চলিলে যেমন পথস্বামী তাহাকে পথ হইতে দূর করিয়া দেন না, সেইরূপ কোন ব্যক্তি সন্দেহারূঢ় হইয়া নিজ ভ্রম দূরীকরণার্থ কোন বিষয়ের প্রশ্ন করিয়া পাঠাইলে সম্পাদক তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। কিন্তু মধ্যস্থ মহাশয়কে আমাদের এখানে জিজ্ঞাস্য এই, যিনি নিজে সন্দেহারূঢ়, নিজের ভ্রম দূর করিবার জন্য যিনি অপরের আশ্রয় অথবা সাহায্য গ্রহণ করিবেন, তাঁহার পক্ষে ধীর ও বিনম্রভাবে প্রশ্ন লইয়া উপস্থিত হওয়া উচিত, অথবা একে গাধা, ওকে মিথ্যাবাদী, তাহাকে প্রতারক বলিতে বলিতে—এই প্রকার সুমধুর বাক্য বিন্যাস করিতে করিতে উপস্থিত হওয়া কি উচিত? সকলেরই রাস্তা দিয়া চলিবার অধিকার থাকিলেও যে ব্যক্তি রাস্তা অপরিষ্কার করে, তাহাকে কিরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, তাহা কি মধ্যস্থ মহাশয় অবগত নহেন? বিশেষতঃ যে পাগলকে রাস্তায় ছাড়িয়া দিলে, কেবল পথের নহে, পথিকদিগেরও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, সে পাগলকে যেমন গৃহমধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখাই সকলের পক্ষে মঙ্গল, সেইরূপ, যে সন্দেহারূঢ় ব্যক্তির প্রশ্ন প্রকাশ দ্বারা কেবল সংবাদপত্রের কলঙ্ক নহে, সেই সঙ্গে নিরপরাধ ভদ্র লোকদিগেরও নিগ্রহ হইবার সম্ভাবনা, সে প্রশ্ন অপ্রকাশিত রাখাই কি সম্পাদকদিগের কর্ত্তব্য নহে?

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে "কালীকিঙ্কর" "দুর্গাচরণ" প্রভৃতি নামগুলি প্রচলিত থাকে, ইহা মধ্যস্থ মহাশয়ের ইচ্ছা নহে। আমরা তাঁহাকে জানাইতেছি, ইহা ব্রাহ্মদিগেরও ইচ্ছা নহে, এবং সেই জন্যই তাঁহারা তাঁহাদের যে সকল সন্তানাদি হইতেছে, তাহাদের আর ওপ্রকার নামকরণ করেন না। তবে পৌত্তলিক পিতামাতা দ্বারা যে সকল ব্রাহ্মের ওপ্রকার নামকরণ হইয়া গিয়াছে, পৌত্তলিক পিতামাতা প্রদত্ত উপবীত পরিত্যাগের ন্যায় তাঁহারা উক্ত নাম সকল পরিত্যাগ করা তত আবশ্যক বিবেচনা করেন না। কারণ, উপবীত ধারণ করার যে সকল দোষ উপরে কথিত হইয়াছে, পিতামাতার প্রদত্ত উক্তনামগুলি ব্যবহারে সেরূপ কোন বিশেষ দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি বা দোষ থাকে, তাহা নাম পরিত্যাগের অনিষ্ট অপেক্ষা গুরুতর নহে।

মধ্যস্থ মহাশয়ের আর একটী কথার উত্তর দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন, ব্রাহ্মেরা খাদ্যাখাদ্য ও জাতিবিচার করেন না, অথচ তাঁহারা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিগুলি ব্যবহার করেন বলিয়া হিন্দুদিগের অনিষ্ট হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলিয়াছেন, বাবু ... চট্টোপাধ্যায় একজন ব্রাহ্ম কিন্তু একজন সদাচারী ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ব্রাহ্ম না জানিয়া কেবল চট্টোপাধ্যায় শুনিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণবোধে তাঁহার সহিত একাসনে বসিয়া তাম্বূলাদি ভক্ষণ করিলেন; সুতরাং তাঁহার অনিষ্ট হইল। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই, যাঁহারা প্রকৃত সদাচারী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু, ব্রাহ্মদিগের সংস্রবে ও সংস্পর্শে যাঁহারা আপনাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যাঘাত হইল মনে করেন, গায়ের জোরের কথা নহে, মিথ্যা কথাও নহে, মধ্যস্থ মহাশয় ইহা সত্য কথা বলিয়াই জানিবেন যে, ব্রাহ্মেরা সেরূপ স্থলে অগ্রেই আপনাদের পরিচয় প্রদান করিতে অথবা আহারাদির পূর্ব্বে সেরূপ সদাচারী হিন্দু হইতে পৃথক হইয়া পড়িতে ত্রুটি করেন না। তবে যদি কেহ এমন ব্রাহ্ম থাকেন, যিনি ঐরূপ স্থলে আপনি পৃথক হইয়া পড়েন না, অথবা নিজ পরিচয় গোপন রাখিবার চেষ্টা করেন, আমরা বজ্রধ্বনিতে বলিতেছি তিনি ব্রাহ্মনামের কলঙ্কমাত্র। কিন্তু এখানে একথাও না বলিলে ব্রাহ্মদিগের প্রতি অবিচার করা হইবে যে, যিনি একস্থলে আপনাকে সদাচারী হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু অপর স্থলে ব্রাণ্ডি ও বিফের শ্রাদ্ধ করেন, অথবা যিনি হিন্দুনামধারী ব্রাণ্ডি ও বিফভোজী সহস্র সহস্র ব্যক্তির সহিত একাসনে বসিয়া তাম্বূলাদি চর্ব্বণে কোন দোষ মনে করেন না, অথচ ব্রাহ্ম অথবা খ্রীষ্টীয়ানের সংস্রবে গেলেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল মনে করেন, এমন কপট, ভণ্ড ও বকধার্ম্মিকদিগের হইতে আহারাদির সময়ে পৃথক হইতে অথবা যথা সময়ে তাঁহাদিগকে আত্মপরিচয় দিতে ব্রাহ্মেরা কখনই ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বাধ্য নহেন। *

যমুনিয়া
১৪ ই জানুয়ারি ১৮৮২ — শ্রীভগবতীচরণ দে।

(৪) ...কেবল বেদমন্ত্রাদি। উচ্চারণে অধিকার দেন নাই বটে, কিন্তু সে যে ব্রাহ্মণ নয়, এ কথা বলেন নাই। ব্রাহ্মণশব্দটী যোগরূঢ়। ব্রাহ্মণ যখন উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হইয়া বেদে অধিকারী হয়, তখন ব্রাহ্মণ শব্দে যৌগিক অর্থ তাহাতে সংগত হয়, আর যখন অনুপনীত থাকে, তখন রূঢ় অর্থ সংগত হইয়া থাকে। অনুপনীত ব্রাহ্মণ বালক যে ব্রাহ্মণ এ কথা পত্র প্রেরক স্বয় স্বীকার করিয়াছেন। সে যখন ব্রাহ্মণ হইল, তখন ইতর জাতীয় হইতে ভিন্ন হইল। ব্যবহারেও সে ইতর জাতীয়ের সহিত আহারাদি করে না। মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধেও অবিকল এই কথাগুলি সমাবিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব মুখোপাধ্যায় উপাধি ব্রাহ্মণত্ব সপ্রমাণ করিতে পারে না এ কথা কি রূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? আমরা উপরে প্রতিপন্ন করিয়াছি ... ব্রাহ্মণ ও মুখোপাধ্যায়ে অন্য কোন ইতর বিশেষ নাই, মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্মণের শ্রেণী ভেদ মাত্র। সো—স।

(৫) উপ... প্রতিপাদিত হইল, ভগবতী বাবু অপক্ষপাত চিত্তে ... পর্য্যালোচনা করিয়া বলুন দেখি উপবীতের অপেক্ষা মুখো... উপাধিতে অধিকতর পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ জ্ঞাপক সম্বন্ধ আছে কি না? উপসংহারে আমরা ভগবতী বাবুকে অনুরোধ করি, তিনি এ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরে হস্তক্ষেপ করুন। এ বিষয়ের বিচারে আর নূতনতা নাই। সো—স।

সোমপ্রকাশ

১১ ই মাঘ সোমবার।

গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ?

আমাদের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বলেন বিপক্ষ। ১৮৮০।৮১ অব্দের বঙ্গদেশের শাসন কার্য্যের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি স্পষ্টাক্ষরে এই দোষের আরোপ করিয়াছেন তিনি কখনই এতদ্দেশীয় সমাচার পত্র গুলিকে সস্নেহ নয়নে দর্শন করিলেন না। তাঁহার যে চির বিদ্বেষ আছে, ঐ দোষারোপ সেই তাহারই ফল হয়

* পাঠকেরা এমন যেন ইহা মনে করিবেন না যে, খ্রীষ্টিয়ানদিগের ন্যায়, নব্য তন্ত্রের হিন্দুদিগের ন্যায় ব্রাহ্মেরাও ব্রাণ্ডি ও বিফের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, এমন অনেক ব্রাহ্ম আছেন, যাঁহারা ব্রাণ্ডি ও বিফ খাওয়া দূরে থাকুক, মৎস্য পর্য্যন্ত আহার করেন না। তবে এ কথা বলাও আবশ্যক যে, জাতি যাইবার ভয়ে তাঁহারা যে উহা খান না, তাহা নহে, জীবহিংসা করা নিতান্ত নিষ্ঠুরতা সুতরাং অধর্ম্ম এবং সুরাপান দ্বারা শারীরিক ও মানসিক অনিষ্ট হয় বলিয়াই তাঁহারা তাহাতে বিরত আছেন।

তাহা হইলে আমাদিগের ক্ষোভ প্রকাশ ভিন্ন অন্য কোন বক্তব্য নাই। সীমান্ত অক্ষর বিপরীত ভাবে মুদ্রিত হইয়া থাকে। আমাদের বোধ হয় তাঁহার নিজের বিদ্বেষই এ দেশীয় সমাচার পত্র সম্বন্ধে বিপরীত বাক্য সাধন করিয়াছে। আমাদের কিন্তু এতদ্দেশীয় সংবাদ পত্র সকলকে গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ ভাবাবলম্বী বলিয়া সংস্কার নাই। ইডেন সাহেবের এদেশীয় সংবাদ পত্রের প্রতি যে বিরূপ ভাবের একটী বিশেষ কারণ আছে, যে কারণটী ক্রমশঃ উদ্ভিন্ন হইতেছে।

সকল মানুষেরই বুদ্ধি বিবেচনা ও রুচি ভিন্ন ভিন্ন। বুদ্ধি বিবেচনাদি ভিন্ন বলিয়া মতভেদ সঙ্কোচ ও সংস্কার বিভিন্ন এই কারণে ... ... মত ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে ... স্বার্থ সম্বন্ধ আছে,

সকল দেশে ও সকল কালে চলিয়া আসিতেছে ও আসিয়াছে। এই মতভেদই সম্প্রদায় ভেদের কারণ। ভারতে প্রাচীন ও নব্য এই দ্বিবিধ সম্প্রদায় চিরপ্রসিদ্ধ ধর্ম্ম সংক্রান্ত সম্প্রদায় ভেদের সংখ্যা করা ত সহজ নয়। প্রাচীন গ্রীস ও রোমেও এই মতভেদ নিবন্ধন কত তুমুল কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ খণ্ডের মধ্যেও ঘটিত সেই সমুল কাণ্ডের অদ্যাপি বিরাম নাই, মতভেদ হইলেই বিপক্ষ হইল এ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হয় না। অনেক স্থলে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীর এক বন্ধনে ... দোষ ... পাওয়া যায়।

গবর্ণমেণ্ট যে যুক্তি বলিয়া যে কার্য্য করিলেন প্রজারাও যে সেই যুক্তির ও সেই কার্য্যের অনুমোদন করিবে ইহা সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ রাজায় ও প্রজায় অনেক সময়ে স্বার্থ ঘটিত বিরোধ ঘটিয়া থাকে ... নিজ স্বার্থের অনুসন্ধান করেন, প্রজারাও নিজ স্বার্থ রক্ষায় চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়। পরস্পর স্বার্থ রক্ষা মূলক এরূপ ... মতভেদ ঘটিলে প্রজা রাজদ্বেষী ও গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ হইল, এরূপ ... করা ন্যায়সঙ্গত ... এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকেরা এদেশীয় প্রজাগণের প্রতিনিধি স্বরূপ; ইঁহারা প্রজাগণের স্বার্থ রক্ষার্থই সতত যত্নবান। গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যে সকল কার্য্য ... নিয়মাদি করেন সে সমুদায় ... প্রজার স্বার্থের প্রতিপোষক হয়, তাহা ... প্রতিনিধি স্বরূপ সমাচার পত্র সম্পাদকেরা ... সেই বিষয়ের বর্ণন করিয়া রাজার কর্ণগোচর করেন, ইহাতে অপরাধ কি? রাজার ... তুলজাত দ্রব্যের মাশুল পরিত্যাগ ... ভাবিলেন যে আয় ক্ষতি হইবে ... ইডেন সাহেব স্বয়ংই যে প্রজার হিতের ... গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাই বলিয়া কি ইডেন সাহেব ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ হইলেন? আমরা ইডেন সাহেবকে মধ্যস্থ মানিতেছি, তিনি বলুন দেখি ভারতবর্ষে লাইসেন্স ট্যাক্স রাখিয়া ম্যাঞ্চেষ্টরের সুবিধার নিমিত্ত তুলজাত দ্রব্যের মাশুল তুলিয়া দেওয়া উচিত হইতেছে কি না? বাস্তবিক মাশুল থাকাতে ভারতবর্ষের অধিক ক্ষতি; না লাইসেন্স ট্যাক্স থাকাতে অধিক ক্ষতি? বস্ত্রের মাশুলে না লাইসেন্স ট্যাক্সে কিসে বাণিজ্যের স্বাধীনতার অধিক বিঘ্ন পড়িতেছে। ম্যাঞ্চেষ্টার না ভারত কে অধিক ধনী? কে প্রতিপালন যোগ্য? আমাদের দেশের নীতি শাস্ত্রকারেরা দরিদ্র পালনের উপদেশ দেন। দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্ প্রতিবাদে আর বিপক্ষতায় বড় বৈলক্ষণ্য। প্রতিবাদকারী হইলেই বিপক্ষ হয় এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নয়।

এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকেরা গবর্ণমেণ্টের যে কার্য্য বা যে নিয়মে এদেশীয় প্রজার অনিষ্ট দর্শন করেন, তাহারই প্রতিবাদ করিয়া থাকেন, কিন্তু যে কার্য্যে বা যে নিয়মে ইষ্ট সম্বন্ধ আছে, তাহার প্রশংসা ইহাদের মুখে ধরে না। ইহাই কি বিপক্ষতার লক্ষণ? তবে যে ইডেন সাহেব ইঁহাদিগকে বিপক্ষ ভাবেন, তাহার কারণ কি?

আমরা অনুমান করি, ইডেন সাহেবের মনের ভাব এই, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের অনেক হিতসাধন করিয়াছেন। কোন রাজা কোন কালে এরূপ করেন নাই। ইহাতে এদেশীয়দিগের সন্তুষ্ট থাকাই উচিত। গবর্ণমেণ্টের কোন কাজে বিরুদ্ধবাদ করা কর্ত্তব্য নয়। প্রতিবাদ করিলেই ইডেন সাহেব মনে করেন, এদেশীয়দিগের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ হইল। তাহাতেই তাঁহার মনে আঘাত লাগে, তিনি কুপিত হন। ক্রোধ বিকার উপস্থিত হইলে মানুষের মন বস্তুর স্বরূপ দর্শনে সমর্থ হয় না। সুতরাং এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের স্বত্ব প্রতিবাদ তিনি বিপরীত ভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। অকৃতজ্ঞ কাহাকে বলা যায়? যে ব্যক্তি উপকৃত হইয়া সেই উপকার স্বীকার না করে। এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকেরা কি সে উপকার স্বীকার করেন না? এক গুণে সহস্র গুণ স্বীকার করিয়া থাকেন। তবে মানুষের এই একটী স্বভাব দেখিতে পাই, প্রিয় কার্য্য দর্শন করিলে তাহার মন প্রফুল্ল হয়, তেমনি অপ্রিয় দর্শনে কলুষিত হইয়া উঠে। পিতা জন্ম দিয়াছেন, জীবন রক্ষা করিয়াছেন, প্রতিপালন করিয়া বৰ্দ্ধিত করিয়াছেন, কিন্তু সেই পিতা যদি কোন পুত্রের প্রিয় ও কোন পুত্রের অপ্রিয় কার্য্য করেন, পুত্রেরা কি মৌনাবলম্বী হইয়া থাকে? তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদে কি বিমুখ হয়? জগতীতলে পিতার তুল্য উপকারী কে আছে? পিতা যে পুত্রের অপ্রিয় কার্য্য করিলেন, সে যদি তাহার প্রতিবাদ করে, তাহাতে পুত্রের অকৃতজ্ঞতা বা বিপক্ষতা প্রকাশ বা অন্য কোন দোষ প্রকাশ পায় না। সে দোষ পিতারই তাঁহার বুদ্ধির ও বিবেচনার দোষ। এই নিমিত্তই শাস্ত্রকারেরাও কহিয়াছেন "দোষা বাচ্যা গুরোরপি।"

ইডেন সাহেব এ কথাটীও একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় প্রজাদিগের উন্নতি রোধক কোন অপ্রিয় কার্য্য করিলেন, প্রজারা যদি তাহার প্রতিবাদ না করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া চুপ করিয়া থাকে, তাহা হইলে এদেশীয়দিগের উন্নতির আর আশা থাকে কি না? মাঘ কবি কহিয়াছেন:—

সম্পদা সুস্থিরম্মন্যো ভবতি স্বল্পয়াপি যঃ।
কৃতকৃত্যো বিধির্মন্যে ন বর্দ্ধয়তি তস্য তাং॥

যে ব্যক্তি স্বল্প সম্পত্তিতেও সুস্থির হইয়া থাকে, তাহার সম্পদ বৰ্দ্ধন দায়ী বিধি নিশ্চিন্ত হন, তাহার সম্পত্তির আর বৃদ্ধি করিয়া দেন না।

মহানুভব ইডেন সাহেব জানিবেন, এদেশীয় সংবাদপত্র সম্পাদকেরা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের যে প্রতিবাদ করেন, এটী তাহার মুখ্য কারণ। ইহারা যদি তারস্বরে চীৎকার না করিতেন, বঙ্গদেশীয় ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কি বঙ্গদেশীয়দিগকে জিলার জজের ও হাইকোর্টের জজের পদে অধিকার দিতেন? তবু এখনও দেশীয়দিগের মনোরথ সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। আমরা জজ ম্যাজিষ্ট্রেটাদি পদে এদেশীয়দিগের অধিকার পাওয়ার কথা যে বলিতেছি, পাঠক! বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট কি এদেশীয়দিগের বিনা চীৎকারে ইহাদিগকে ইউরোপীয়দের তুল্যকক্ষরূপে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি পদে অভিষিক্ত করিতে উন্মুখ হইবেন?

উপসংহারে আমরা দুঃখিত হইয়া লিখিতেছি যে, ইডেন সাহেব বঙ্গদেশের একজন প্রকৃত হিতৈষী হইয়া এদেশীয় সমাচারপত্র সম্পাদকদিগের কৃত গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কেন বুঝেন না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। প্রজাগণের হিতসাধন চেষ্টা ভিন্ন সম্পাদকদিগের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, ইডেন সাহেবের এটী বুঝা উচিত। তিনি যখন এদেশের একজন হিতৈষী, তখন তাঁহার এ প্রতিবাদে কোপ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য হয় না। তাঁহার কোপ করা আর এদেশীয়দিগের উন্নতিপথে কণ্টকারোপণ করা তুল্য কথা।

ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিক এবং ভারতবর্ষ।

চন্দ্র ক্ষীরোদার্ণবে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন, কিন্তু ঊর্ম্মিসহ বাড়বাগ্নির সন্তাপে দেহ দগ্ধ হইয়া উঠিল। কার সাধ্য সেখানে অবস্থিতি করে?—শশাঙ্ক সাগর গর্ভ পরিত্যাগ করিলেন। এখন কোথায় আশ্রয় লইবেন? শিব সর্ব্বসংহারকর্ত্তা; তাঁহার শরণাগত হইলে দারুণ কষ্ট অপহৃত হইবে, এই ভাবিয়া কুমুদিনীকান্ত মহাদেবের ললাটে প্রবেশ করিলেন। হতভাগ্যের ভাগ্য সঙ্গে যায়।—শিবের কপাল কালাগ্নি ধক ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, শশধর জর্জ্জরিত কলেবরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। দশদিক অন্ধকার এখন কোথায় গিয়া প্রাণ রক্ষা করেন? আকাশে নির্ব্বিঘ্নে থাকিব, এই আশা করিয়া হিমাংশু আকাশে আশ্রয় লইলেন। ভাগ্য সঙ্গে সঙ্গে চলিল,—দুরন্ত রাহু গগনেও শশীকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল। পাঠক! বিচার করিয়া দেখুন, আজ কাল আমরাও চন্দ্রের মত ভাগ্য পাইয়াছি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ত্তৃত্বাধীনে ভারতবর্ষ ছিল, প্রজাবর্গের প্রতিনিয়তই কষ্ট বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরী স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন,—প্রজাদিগকে স্তোভবাক্যে কতই পুলকিত করিলেন, "চাঁদটী আনিয়া হাতে দিব" এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া বসিলেন। কিন্তু তবু প্রজার ক্লেশ দূরীভূত হইল না। ইংলণ্ডের রাজকার্য্য দুটী মহাসভার কর্ত্তৃত্বাধীনে উপন্যস্ত আছে। অনুদারচরিত সম্প্রদায়ের লোক সাতিশয় স্বার্থপর; তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে আপনার হিতই বুঝেন; অন্যের অনিষ্ট হয়, হউক। তৎপ্রতি বিশেষ দৃক্ষেপ নাই। উদারচরিত সম্প্রদায়ের লোক কতকটা ন্যায়পরায়ণ এবং সহৃদয়। তাঁহারা সাধারণ লোকের হিতকামনা করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতের ভাগ্য সর্ব্বদা সমান। ইংলণ্ডেশ্বরী আমাদের নিমিত্ত যে সকল উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, অনুদারচরিত সম্প্রদায়ের লোক এক একটী করিয়া ক্রমে সমস্ত পথ অবরুদ্ধ করিলেন। অনেক ভরসা ছিল, উদারচরিত সম্প্রদায়ের হস্তে রাজ্যভার সমর্পিত হইলে এতদ্দেশের দারুণ কষ্টের লাঘব হইবে, কিন্তু পোড়া কপাল যেখানে যাইতেছে সেই খানেই ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। কই,—আমরা উদারচরিত সম্প্রদায়ের হস্তে সুখী হইতে পারিলাম কই? মহাত্মা লর্ড হার্টিংটন রাজকার্য্যে নিরন্তর ব্যস্ত আছেন; যে গুলিতে ভারতবর্ষের প্রকৃত হিতসাধিত হইবে, তৎসমুদায় কার্য্য তাঁহার বিবেচনাধীনে রহিয়াছে, কতই ভাবিতেছেন, কত প্রকার বিচার করিতেছেন,—চিন্তিয়া আকুল মস্তিষ্ক ঘুরিয়া পড়িতেছে, কিন্তু এখনও কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। ওদিকে যে সমস্ত কার্য্যে ইংলণ্ডের হিত হইবে, সে গুলি বড় সহজ ও অনায়াসসাধ্য। স্বদেশ ইংলণ্ডের স্বার্থ রক্ষিত হইতেছে, ভারত অধঃপাতে যাউক না কেন, ষ্টেট সেক্রেটারী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অগ্রে সেই সমস্ত কার্য্য পরিসমাপ্ত করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। অনুদারচরিত সম্প্রদায় ভারতের উন্নতির পথ রোধ করিয়াছেন। এখনও যেগুলি মুক্ত আছে, উদারচরিত সম্প্রদায় তৎসমস্ত রুদ্ধ করিয়া আপনাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠতার চূড়ান্ত পরিচয় দিতে বসিয়াছেন। এতদ্দেশীয় লোকে ভারতবর্ষীয় সিবিল মেডিক্যাল পরীক্ষা দিয়া ভারতবর্ষে আর সিবিল সার্জ্জনের পদলাভে অধিকারী হইতে পারিবেন না, ষ্টেট সেক্রেটারী মহোদয়ের প্রতিভাশালী মস্তিষ্কে এই কল্পনার উদয় হইয়াছে। আবার এ দিকে ভারতের কোষ শূন্যপ্রায়; তবু বাক্যের কত প্রকার ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিয়া ম্যাঞ্চেষ্টরের কার্পাসজাত বস্ত্রের শুল্ক রহিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। আমরা যতই কেন রোদন করি না, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদের যে কাতরোক্তি শুনিবেন, এমন সম্ভাবনা নাই। ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকেরা ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি, তাঁহাদের অনুরোধ উল্লঙ্ঘন করা আধুনিক রাজপুরুষদিগের ক্ষমতাও নহে। স্বার্থশূন্য দৃঢ়ব্রত বিশেষ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ভিন্ন কখন কেহ মনের তেজস্বিতার পরিচয় দিতে পারেন না। ক্রমে চতুর্দ্দিকে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে, নানাবিধ কারণে তাহার স্পষ্ট লক্ষণ উপলক্ষিত হইতেছে। আপনার ক্ষমতা, আপনার বাহুবল ও আপনার যত্ন ব্যতিরেকে কখন আপনার মঙ্গল হয় না। অপরে আমার শুভ সাধন করিয়া দিবে, আমি সুখভোগ করিব, এ আশা অলসের। আমরা অলস বলিয়াই পরমুখ প্রত্যাশী হইয়া আছি। পর হইতে যে সুখ হয় তাহা ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণিকমাত্র। তাহার স্থায়িত্বের আশা করা বিড়ম্বনা। আমরা অবসর পাইলেই স্বদেশীয়দিগকে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া স্বদেশ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়া থাকি। কিন্তু এক আলস্য অনুৎসাহ ও অনধ্যবসায় দোষে সে পরামর্শদান উষর ভূমিতে জলসেচনের ন্যায় নিষ্ফল হয়।

সম্প্রতি আমাদের সহযোগী অমৃতবাজার পত্রিকা যে একটী প্রস্তাব করিয়াছেন, সুমেরু হইতে দ্বারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষবাসীর এক মনে এক প্রাণে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এতদ্দেশীয় যাবতীয় ব্যক্তি দৃঢ়সঙ্কল্প হউন, আর কেহ ম্যাঞ্চেষ্টরের বস্ত্র ক্রয় করিবেন না। যদি বিবস্ত্র হইয়া থাকিতে হয়, তাহাও শ্রেয়স্কর, তবু স্বার্থপরায়ণ ম্যাঞ্চেষ্টরের বস্ত্র আর আমরা পরিধান করিব না। আমরা ভারতবাসী, বৃক্ষের গলিত পত্র ভোজন করিয়া বৃক্ষের ত্বক পরিধান করিয়া সুখে কালযাপন করিব, আমরা কি কায়িক কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করি? আমরা বনচারী বিষয় বীতরাগ ঋষিকুমার,—আমাদের চিত্রবিচিত্র চিক্কণ পরিচ্ছদে কাজ কি? আইস এক্ষণে সকলে ভারতের গৌরব ভারতের স্বার্থ রক্ষা করিব। মাটী হইয়া থাকিব না। যার প্রাণ যায়—যাক্। কিন্তু স্বদেশের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে তৎপর হইব, বোম্বাই নগরের বণিকদিগকে,—আইস উৎসাহ দেওয়া যাউক। যাহাতে ভারতের শিল্পকার্য্য পরিপুষ্ট হইয়া দাঁড়ায়, এমন যত্ন সকলে করিব। এক আনার দ্রব্য এক টাকায় ক্রয় করিতে হয় হউক, তবু আর বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিব না। সকলেই সংকল্প করিয়া স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহার করিতে থাকিব, তবেই ভারতের লক্ষ্মীশ্রী পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিবে, আবার এই মৃতকল্প ভারতের উপর কমলা দেবী হাসিতে থাকিবেন। রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার আমাদের অধিকার নাই, কিন্তু এই নিবারক উপায় দ্বারা ভারতবর্ষের সকলপক্ষে মঙ্গল হইবে। অর্থনীতির বশবর্ত্তী হইয়া আমরা চলিতে ইচ্ছা করি না। আমাদের অদৃষ্ট ভাঙ্গিতে আর বাকি আছে কি? যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, এই প্রতিনিবারক উপায় অবলম্বন করি,—তদদৃষ্টের ষোল কলা পূর্ণ হইয়া যাউক।

এক্ষণে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ বদ্ধপরিকর হইয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতে থাকুন। স্থানে স্থানে সভা করুন। বিদেশীয় বস্ত্র যাহাতে আর এতদ্দেশে বিক্রীত হইতে না পায়, তৎপক্ষে সকলেই যত্ন করিতে থাকুন, এই উপায় ভিন্ন ভারতবর্ষের জীবন রক্ষার আর উপায়ান্তর নাই। দেশীয় তন্তুবায় এবং বোম্বাই নগরের বণিকদিগকে উৎসাহ দিলে অবশ্যই তাঁহারা পর্য্যাপ্ত বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া এখানকার অভাব দূরীকৃত করিতে পারিবেন। ক্রমে কলিকাতা নগরেও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ বস্ত্রের কল স্থাপন করুন, তাহা হইলে দেশের লোকের পরিধেয় কাপড় উৎপন্ন হইতে পারিবে, সুতরাং আর ম্যাঞ্চেষ্টরের মুখাপেক্ষা করিতে হইবে না।

দেখিবামাত্র এই প্রস্তাবটী কিঞ্চিৎ অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন, যত্নের অসাধ্য কিছুই নাই। কতকগুলি স্বার্থশূন্য অধ্যবসায়শীল ব্যক্তি চেষ্টাবান্ হইলেই, ইহা অক্লেশে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। যে যে স্থলে বস্ত্রের কল সংস্থাপিত হইয়াছে তত্তৎস্থানের লোক অবশ্যই এই প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিতে

অগ্রসর হইবেন। অতএব এতদ্দেশের মহাজন-দিগকে লইয়া বন্দোবস্ত করিতে পারিলে অক্লেশে অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারিবে। মফস্বলে কতকগুলি ব্যক্তি ভ্রমণ করিতে থাকুন, তাঁহারা জনসাধারণকে এই প্রস্তাবের উপকারিতা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিবেন, কোন ব্যক্তি যেন বিলাতিবস্ত্র ক্রয় করেন না, এক এক গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তির নিকট এই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লইবেন। এদিকে দেশীয় বণিকেরা সকল কাপড়েই একটী নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন রাখিবেন, তদ্দ্বারা উহা কোন দেশের বস্ত্র সকলে জ্ঞাত হইতে পারিবেন। আমাদের অন্য বল নাই, এই একমাত্র দুর্ব্বলের বল। [illegible] সমস্ত ভারতবর্ষবাসী একমত হইয়া এবম্বিধ উপায় অবলম্বন করিলে, দিন দিন [illegible] হইবে। নগরে [illegible] শিক্ষিত সমাজের লোকেরা চাঁদা [illegible], [illegible] এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন সভা এই [illegible] পাইয়া সাধারণ লোককে [illegible] করুন। অন্যান্য স্থলেও আর [illegible] সভা সংস্থাপিত হউক। প্রত্যেক সভার কার্য্য একপরামর্শানুসারে সম্পন্ন হইতে থাকুক, তবেই নিশ্চিত মনোরথ পূর্ণ হইবে।

ভারতবাসের অবস্থা যতই কেন মন্দ হউক না, কিন্তু [illegible] যত্নবান হইয়া কার্য্য করিলে আমাদিগকে অপরের কৃপাপাত্র হইতে হয় না। মনুষ্য-জীবনের [illegible] অত্যাবশ্যক [illegible] দ্রব্যই এই ভারতবর্ষে [illegible] পারে। আমাদের কোন দ্রব্যেরই অপ্রতুল নাই। অতএব ভয় কি, ভাবনা বা ভাবনা কি? আর আমরা [illegible] স্বর্ণ পরিপূর্ণ ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকদের [illegible] হইতে পারি না। [illegible] হইলে [illegible] তের মঙ্গল হইবে, তেমন মিথ্যা প্রলোভন-বাক্যে আমরা ভুলিতে চাহি না। এখন অন্যের দ্বারা আমাদের কোন উপকার হইবে না, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যতই কেন সদাশয় হউন না, তাঁহারা প্রবলের অনুরোধ পরিহারে কখনই সমর্থ হইবেন না। অতএব আমরা পুনরায় কহিতেছি, ভারতের হিতসাধন ভারতবাসীর হস্তে বিন্যস্ত আছে, যদি আপনারা স্বয়ং স্বদেশের সুখোন্নতি করিতে পারেন, তবে এদেশের প্রকৃত অবস্থা মার্জ্জিত হইবে। নচেৎ মঙ্গলের প্রত্যাশা করা কেবল বিড়ম্বনামাত্র। যাঁহারা বাণিজ্য দ্বারা এতদ্দেশের ধন সংগ্রহ করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে যাঁহারা নিঃস্বার্থতার পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করেন, [illegible] লোকের ন্যায় ত্রিসংসারে ঘোর ভ্রান্ত আর কে আছে?

একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, আমরা বিপদটী কি ভয়ঙ্কর। রাজকোষে অর্থের সম্পূর্ণ অসদ্ভাব, তথাপি বস্ত্রের শুল্ক কিয়ৎপরিমাণে রহিত করা হইয়াছে এবং অবশিষ্ট যে শুল্ক আছে, তাহাও আর অধিক কাল থাকে না। অর্থের অনটন হইলেই ট্যাক্স নির্দ্দিষ্ট হইবে, তাহারও একটা জনরব চলিতেছে। ভারতের কুত্রাপি যুদ্ধ বিগ্রহ নাই, এক্ষণে সর্ব্বত্রই শান্তি বিরাজ করিতেছে। এমন সময়েও যদি লাইসেন্স ট্যাক্স এবং ইনকম ট্যাক্স প্রচলিত থাকে, তবে [illegible] যুদ্ধাদি উপস্থিত হইলে কি সূত্রে অর্থ সংগ্রহ হইবে, বলিতে পারেন? ব্রহ্মদেশে মনুষ্য সংখ্যার উপর যে প্রকার কর নির্দ্ধারিত আছে, তৎকালে তাহাই প্রবর্ত্তিত হইবে না কি?

আবকারী সম্বন্ধে পূর্ব্ব রাজপুরুষদিগের মত।

পাঠক! আবগারীর বর্ত্তমান ব্যবহারে দেশের কিপ্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এ সম্বন্ধে আমরা কয়েকবার লেখনী ধারণ করিয়াছি। কিন্তু সে সমস্ত চীৎকার কেবল অরণ্যে রোদন হইতেছে। কেবল এ দেশীয় লোকেই যে বর্ত্তমান আবগারী বন্দোবস্তের প্রতিকূলে বাদী, এমন নহে। গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্ব কর্ত্তৃপক্ষীয়েরাও এ কুপ্রথার বিস্তর নিন্দাবাদ করিয়াছেন। বাস্তবিক জ্ঞানরত্ন বিভূষিত জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্যকে মদিরা সেবন করাইয়া চতুষ্পদ পশুর অধম করিবার চেষ্টা, কোন বিবেক ব্যক্তি বুদ্ধিতে শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হইতে পারে না। লোকহিতৈষী ইডেন সাহেবের মস্তিষ্ক খোলা ভাঁটীর প্রস্তাব যে কিরূপে উদ্ভাবিত হইল, কিরূপেই বা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইল, কিরূপেই বা কার্য্যে পরিণত হইল, আমরা ভাবিয়া আকুল হইতেছি। তাঁহার মস্তিষ্ক আন্দোলিত [illegible] কর্দ্দমাক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এটী কি এদেশের একটী হিত সাধনের পথ? চতুর্দ্দিকে খোলা ভাঁটীর ধূম কাণ্ড মদের সাগর প্রবাহিত! ইহাতে কি আর রক্ষা আছে? পাঠক! ১৮৬০-৬১ অব্দে আবগারীর অবস্থা দেখিয়া তদানীন্তন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর এবং বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর গ্লাডষ্টোন সাহেব কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন দেখুন।

১৮৫৯-৬০ অব্দে কলিকাতার অধীনস্থ বিভাগ গুলিতে আবগারীর আয়ে সর্ব্বসমেত ৯৪৮৯২৭ টাকা লাভ হয়। ১৮৬০-৬১ অব্দে সাকল্যে ১০২৬৭৩৬ টাকা লাভ হইয়াছিল। পূর্ব্বে গোরারা মদের দোকানে অত্যন্ত উৎপাত করিত; বলপূর্ব্বক এদেশীয় মদ ক্রয় করিয়া পান করিত। গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতীকারের নিমিত্ত সতর্ক হওয়ায় বারাকপুরে এত দেশীয় মদ্য অধিক বিক্রীত হয় নাই। কলিকাতায় পূর্ব্বাপেক্ষা ৮৯৯৪ টাকা অধিক লাভ হইয়াছিল, কিন্তু সেখানেও দেশীয় মদ্য রম এবং গাঁজা অধিক বিক্রীত হয় নাই। বোর্ডের সেক্রেটারী ইহা দেখিয়া এই অনুমান করিয়াছিলেন, যে দোকানদারেরা বিবেচনা করিয়াছিল সত্বর মাদক দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি হইবে। সেই আশঙ্কায় তাহারা ১৮৬০ অব্দে একবারে সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল।

পাঠক! একবার আশ্চর্য্যের কথা শুনুন, গবর্ণমেণ্টের এমন বিশ্বাস আছে,—শুল্ক বৃদ্ধি করিলে অধিক লোকে বহুমূল্য দিয়া মাদক দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিবে না। অতএব অল্প লোকেই মাদক দ্রব্য সেবন করিবে। সেটী কি প্রার্থনীয় নহে? শিশুদিগের পাঠ্যপুস্তকে আছে,—একটী সরোবরে কতক গুলি ভেক মুখ তুলিয়া ভাসিতেছিল। ইত্যবসরে কয়েকজন নিষ্ঠুর বালক তাহাদের উপর লোষ্ট্রাঘাত করিয়া খেলা করিতে লাগিল। তখন একটী ভেক বলিল,—বালকগণ! তোমাদের পক্ষে এটী কৌতুক বটে, কিন্তু আমাদের যে সর্ব্বনাশ? আমরাও তাই বলিতেছি,—আমরাও তাই বলিতেছি,—বর্ত্তমান বন্দোবস্ত দ্বারা গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ আহ্লাদ বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের যে সর্ব্বনাশ! ১৮৫৯। ৬০ অব্দে কয়েকটী স্থানের আবগারী শুল্কে এই রূপ আয় হয়,—

	সুরা	অহিফেন	অন্যান	সমষ্টি
দমদম	২১৬৪	১১৮০	০	৩৪৪৪
নবদ্বীপ	২৭৬৯২	১৫৮২৮	২১১	৪৩৭৩১
যশোহর	২৮৪৫০	১৪৪৪৫	১৩	৪২৯১৮
বারাশত	১৭৫২৫	৯৯৩২	২৯৮	২৭৭৫৫
চব্বিশপরগণা	২৬৩৮০৪	৮৫৬৩২	৪৪৮৫৩	৩৯৩২৮৯
বারাকপুর	২০১২১	৭৭৭৬	২	২৭৮৯৯
কলিকাতা	২৮৫১৭৬	১০৭১১৬	১৫৮৪৪৯	৫৫১০৯১

১৮৬০—৬১ সালে।

	সুরা	অহিফেন	অন্যান	সমষ্টি
দমদম	৭২৬৮	১৭৩৬	০	৯০০৪
নবদ্বীপ	৩২৯৭১	২১৬৯৩	২৫	৫৪৭৫৯
যশোহর	৩৭৯৯৩	১৯০৯৬	৮৩	৫২৫৭২
বারাশত	১৬০৫১	১১৬৭৮	৫৭৯	২৮৩০৮
চব্বিশপরগণা	৭১৫৪০	১১৭৫৩৬	২৬৪২৭৭	৪৫৯৩৫৩
বারাকপুর	১৮৪২৫	৮৮৬২	০	২৭২৮৭
কলিকাতা	৭৮৮০৫	১৩৯৭১৬	৩৪৭৫৪৬	৫৬৬০৬৭

তদানীন্তন আবগারীর এই প্রকার আয় দেখিয়া মান্যবর লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এই মন্তব্য ব্যক্ত করেন যে খোলা ভাঁটীর দ্বারা চতুর্দ্দিকে সুরাপানের যৎপরোনাস্তি উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। কিন্তু এ অনিষ্টকর ফল অদ্যাপি বোর্ডের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। যাবৎ তাঁহারা উত্তমরূপে ইহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিবেন, তৎকাল পর্য্যন্ত অবশ্যকর্ত্তব্য সংস্কার তাঁহাদের দ্বারা সাধিত হইতেছে না। বর্দ্ধমানের কমিশ-

নবত্ব প্রকাশ করেন,—খোলা ভাঁটীর প্রথা এককালে রহিত না হইলে গবর্ণমেণ্টের সম্ভ্রম রক্ষা হইতেছে না। পাঠক! দেখুন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রেই এই কুৎসিত নিয়মের দোষ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। আমরা উপসংহারে অতি দুঃখিত হইয়া লিখিতেছি, ইডেন সাহেব বঙ্গদেশে কৃষিশিক্ষাদি বিষয়ে উৎসাহ দান করিয়া যেমন যশোলাভ করিলেন তেমনি খোলা ভাঁটী বহুল প্রচার করিয়া মহা অকীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন।

১৮৮০। ৮১ অব্দে বঙ্গদেশীয়
শাসন বার্ত্তা বিবরণ।

ইং ১৮৮১ অব্দ আরম্ভ হইতে না হইতে এই বিবরণটী প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সার আসলি ইডেন সাহেবের কর্ম্মিষ্ঠতা ক্ষিপ্রকারিতা ও কার্য্যদক্ষতা বিশেষ রূপে সপ্রমাণ করিতেছে। বিবরণ গ্রন্থখানি বহু অংশে সুন্দর হইয়াছে, ইহাতে শাসন সংক্রান্ত প্রায় যাবতীয় বিষয় সন্নিবেশিত দৃষ্ট হইল। যাঁহার শাসন সংক্রান্ত বিষয় সকল জানিবার ইচ্ছা, তিনি অনেক জানিতে পারিবেন। এখানি যে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন হইয়াছে, সে কথা আমরা বলিতেছি না। আমরা কোন কোন বিষয় সম্পূর্ণভাবে দর্শন করিবার বাসনা করিয়া পাত উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিলাম, কিন্তু হতাশ হইলাম। ইহার দুই তিনটী প্রমাণ দিতেছি, পাঠক! দর্শন করুন।

রিপোর্ট মধ্যে লিখিত আছে, সার আসলি ইডেন প্রস্তাবিত বর্ষে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ছিলেন। তিনি এ বর্ষে দুই বার মফস্বল ভ্রমণে যান। পাটনা বিভাগের সাতটা জেলার মধ্যে ছয়টী এবং বাঙ্গালা ও বিহারের অনেক জেলা পরিদর্শন করিয়াছিলেন। যে যে স্থান দর্শন করিয়াছিলেন, তত্তৎ স্থানে ইউরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোকদিগকে অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। স্থানীয় আদালতে পারসীক অক্ষরের পরিবর্ত্তে যে কয়টি অক্ষর প্রচলিত করা হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া বিহারবাসিরা কতিপয় অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন।

ইডেন সাহেব মফস্বল ভ্রমণকালে দেশের হিতার্থ কি কি কার্য্য করিলেন, বিস্তারিতরূপে তাহা জানিবার নিমিত্ত আমরা সতত উৎসুক। কিন্তু কৈ ইডেন সাহেব ত কার্য্যবিবরণ বিজ্ঞাপন দ্বারা আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিলেন না। স্টেষণে স্টেষণে যে ইউরোপীয় ও দেশীয়দিগকে অভ্যর্থনা করা হয়, তাহা ত কাজের মধ্যেই নয়। তাহাতে তাঁহারই জাঁক জমক বাড়িয়াছে। আমাদের বিবেচনায় তাহাতে বরং অনিষ্ট ঘটিয়াছে। কর্ম্মচারিদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মের কম্ম ক্ষতি করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে হইয়াছিল। দ্বার ভাঙ্গায় গমন কালে তিনি যে রাজার লাতৃবিরোধ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছেন, কাজের মধ্যে এই আমরা একটী দেখিতে পাইতেছি। উড়িষ্যায় গিয়া তিনি যে জল-সেকার্থ কৃত খালের কার্য্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতেও কোন ব্যক্তির কথা আমরা রিপোর্ট মধ্যে দেখিলাম না। তিনি যদি উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করিয়া নূতন কিছু করিতেন, তাহা রিপোর্ট মধ্যে আড়ম্বর সহকারে লিখিত হইত সন্দেহ নাই, কৈ আমরা তাহার কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

আর একটী দৃষ্টান্ত এই, উক্ত বর্ষে কোর্টফীতে ৭১৯৮৮৫৪ টাকা গবর্ণমেণ্টের লাভ হইয়াছে, তাহার পূর্ব্ব বৎসর ৭১৯১২১৬ টাকা আয় হইয়াছিল; ১৪-৭৮ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। জিলা ভেদে ষ্টাম্প টিকিট বিক্রয়ের যে হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা লিখিত হইয়াছে, কিন্তু বাকি খাজনার মকদ্দমায় কত ষ্টাম্প বিক্রীত হইয়াছে ও অন্য অন্য বিষয়ে বা কত কোর্টফী বিক্রীত হইয়াছে, তাহা বিশেষ করিয়া লিখিত হয় নাই। তাহা বিশেষ করিয়া লিখিত হইলে দেশের অবস্থা বিশেষরূপে জ্ঞাত হইবার উপায় হইত।

পুনা সার্ব্বজনিক সভার মহৎ সংকল্প।

আমরা পুনা সার্ব্বজনিক সভার মহৎ অনুষ্ঠান দর্শন করিয়া যার পর নাই প্রীতি লাভ করিয়াছি। আজ কাল শিক্ষিত সমাজের উৎসাহশালী যুবকগণ যথার্থই এক একটী গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। উপযুক্ত বিদ্যা ও শিল্প-শিক্ষার অসদ্ভাবে ভারতবর্ষ দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছে। আর ম্যাঞ্চেষ্টরের বুটিশ ফ্যক্টরির কেন আমরা বশীভূত হইব? এতদ্দেশে যদ্যপি উপযুক্ত যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইত, তবে আমরা কাহাকেও তৎবহ জ্ঞান করিতাম না। শিল্পের অভাবই এদেশের সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষের এ প্রকার দীনাবস্থা যে এখানে বসিয়া কেহ শিল্পনৈপুণ্য শিক্ষা করিবেন, তাহার কোন উপায় নাই। এখানে উপযুক্ত শিক্ষার কল কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। ইউরোপ কিম্বা আমেরিকা যাত্রা ভিন্ন আমাদের গতি নাই, কিন্তু কয়জনের অবস্থায় দূরদেশ গমন ঘটিয়া উঠে? যাঁহাদের ঐশ্বর্য্য আছে, অক্লেশে অর্থরাশি ব্যয় করিতে পারেন, তাঁহারা ব্যসনের ক্রীতদাস হইয়া গৃহে ভোগ সুখে মগ্ন আছেন ননীর অঙ্গে পাছে আতপ লাগে, তজ্জন্য সর্ব্বদাই সাবধান। এক্ষণে কতকগুলি মধ্যবিধ লোক স্বদেশের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত ব্যগ্র; কিন্তু তাঁহাদের অর্থসম্বল নাই। সুতরাং সাহস করিয়া কেহ বিদেশ গমন করিতে অভিলাষ করিলেও তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হয় না। পুনার সার্ব্বজনিক সভা এই অভাব দূরীকরণার্থ সম্প্রতি কতকগুলি প্রস্তাব করিয়াছেন। তৎসমুদায় প্রকটিত হইতেছে:—

১। এই সভা প্রতি বৎসর দশ জন এতদ্দেশীয় বিদ্যার্থীকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণি, রুশিয়া এবং আমেরিকাতে প্রেরণ করিবেন। বিদ্যার্থীগণ যে জাতীয় এবং যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন না, তৎসম্বন্ধে কোন আপত্তি থাকিবে না। তাঁহারা এই সভার নিয়মে বদ্ধ থাকিবেন। এক একটী রাজ্যে এক জন কিম্বা ততোধিক ছাত্র থাকিতে পারিবেন। ছাত্রদিগকে যথাসম্ভব তত্তৎদেশের ভাষা, সাহিত্য, এবং শিল্পাদি অভ্যাস করিতে হইবে। সভার আদেশানুসারে প্রত্যেক ছাত্রকে এক স্থানে অন্যূন তিন বৎসর থাকিতে হইবে।

২। স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, প্রত্যেক ছাত্রের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত বাৎসরিক ৩০০০ তিন হাজার টাকা লাগিতে পারিবে, অর্থাৎ দশ জন ছাত্রের পাথেয়, বিদেশের গ্রাসাচ্ছাদন এবং শিক্ষা প্রভৃতির ব্যয়ে বাৎসরিক ৩০,০০০ ত্রিশ হাজার টাকা পড়িবে।

৩। বরদা, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, হায়দরাবাদ, মহীসুর, ত্রিবাঙ্কুর, নেপাল, কাশ্মীর, জয়পুর এবং পাতিয়ালা, ইহাঁরা এক জন করিয়া ছাত্রের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিবেন এবং তাঁহারা প্রত্যেকে পনর বৎসরের নিমিত্ত প্রত্যেক বর্ষে ৩০০০ তিন হাজার কিম্বা ৫০০০ [পাঁচ] হাজার টাকা প্রদান করিয়া বিশেষ আনুকূল্য করিবেন। পনর বৎসরের পর ১৫০ দেড় শত যুবক কৃতবিদ্য হইয়া এতদ্দেশে প্রত্যাগত হইতে পারিবেন। তাঁহাদের প্রয়োজনোপযোগী যন্ত্র নির্ম্মাণের জন্য সাকল্যে [পাঁচ] লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

৪। এতদর্থে সভা বোম্বাইনগরের এবং বঙ্গদেশের ধনাঢ্য ব্যক্তি ও ভূস্বামিদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। যাহাতে প্রতি বৎসর দশ জন করিয়া বিদ্যার্থী প্রেরিত হইতে পারে, সভার এই একান্ত প্রার্থনা।

৫। ছাত্রেরা স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে যখন তাঁহাদের অবস্থার উন্নতি হইবে, তৎকালে তাঁহারা কিঞ্চিৎ সুদ সমেত ঐ টাকা ক্রমশঃ পরিশোধ করিবেন। এই উপায় অবলম্বন করিলে সাধারণ বদান্য জনগণকে বিরক্ত করিতে হইবে না এবং এই মহৎ কার্য্য অনায়াসে চিরকাল চলিতে পারিবে। পনর বৎসরের পরে বায়িত অর্থ সঞ্চিত হইতে থাকিবে, সুতরাং বৎসর বৎসর অন্যান্য ছাত্রও বিদ্যাশিক্ষার্থ বিদেশ যাত্রা করিতে পারিবেন।

৬। যে যে রাজা এই মহৎ উদ্দেশ্যে আনুকূল্য করিবেন, তাঁহারা আপন আপন প্রজার মধ্যে কোন ছাত্রকে মনোনীত করিবেন। তদ্ভিন্ন যে স্থানে যে প্রকার বিদ্যা শিক্ষা করিলে সাধারণের উপকার হইতে পারিবে, তৎস্থানে বিদ্যার্থী সেই প্রকার বিদ্যাশিক্ষা করিতে বাধিত হইবেন।

৭। কোন রাজা কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা [illegible] প্রেরিত হইলে, স্বদেশ প্রত্যাগমনের পর ঐ সমস্ত প্রেরকের আদেশানুসারে সেই ছাত্রকে তাঁহাদের [illegible] তিন বৎসর হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে।

সভার এই অনুষ্ঠান দর্শন করিয়া হর্ষে আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে। এক দিন অবশ্য এই স্বপ্ন ভূমি [illegible] অনুষ্ঠিত হইবে আমাদের মনে এমন আশা [illegible]। সুশিক্ষার্থ সুসভ্যদেশে গমন না করিলে পরে বলিয়া আমাদের উন্নতি হইবার উপায় নাই। প্রথমতঃ বিদেশ ভ্রমণ না করিলে মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি প্রস্ফুটিত হয় না, কিম্বা অভিজ্ঞতা জন্মে না। জননীর ক্রোড় মধ্যে থাকা যেমন, নিয়ত এক স্থানে আবদ্ধ থাকাও ঠিক সেইরূপ। শিক্ষার্থী ইংরাজিবিদ্যা পাঠ করিবার প্রারম্ভেই "পে" সাহেবের পদ্য পুস্তকে পাঠ করে—"তুমি কি সুবিজ্ঞ ইউলিসিসের ন্যায় নানা দেশ সমুদ্রে গমন করিয়া এতাদৃশ জ্ঞানী হইয়াছ।" [illegible] নানা স্থানের নানা প্রকার আচার ব্যবহার, রীতি নীতি এবং কার্য্যপ্রণালী স্বচক্ষে দর্শন না করিলে মনুষ্যের বুদ্ধি বিবেচনা বিস্তৃত হয় না। নানাবিধ স্থান পরিভ্রমণ করিলে বিবেচনা বিকসিত হইয়া উঠে, মানুষের সাহস জন্মে এবং অনেক বিষয়ের ভ্রম নিরাকৃত হয়। ইউরোপের সমস্ত সুপণ্ডিত ব্যক্তি বিদ্যাশিক্ষা করিয়া প্রধান প্রধান দেশগুলি পরিভ্রমণ করেন। আমেরিকার লোকেরা বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বিদেশ পর্য্যটনে [illegible] হন। আমাদের ভারতবর্ষীয়গণ অন্য দেশের আচার পরিদর্শন করিবেন কি, [illegible] স্বদেশ [illegible] বিশ্বা [illegible] আক্রমণ করেন নাই। আজি কালি যিনি [illegible] দর্শন করিবার মানস করেন, তিনি [illegible] প্রবেশ [illegible] করেন, [illegible] দেখিতে পারেন, কিন্তু [illegible] রাজনীতি প্রভৃতি বিদ্যা [illegible] করিবেন, তিনি ইউরোপ ও আমেরিকা [illegible], নতুবা বুদ্ধি বিকাশ প্রাপ্ত হইবে না। [illegible] যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, [illegible] সকল অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। এক্ষণে আমরা অনুরোধ করি, বঙ্গদেশের ধনবান জমিদারগণ জাগরিত হউন। তাঁহাদের পুনার সুহৃৎ, শিয়রে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছেন, একবার নয়ন উন্মীলন করিয়া আলিঙ্গন করুন, সাদর সম্ভাষণ করুন। অর্থরাশিতে ঘুণ ধরিতেছে, কাহার অর্থরাশি সুরা ও বেশ্যায় আহুতি হইতেছে,—একবার লজ্জিত হউন; সাম্প্রদায়িকসভাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। বঙ্গদেশের যতগুলি জমিদার আছেন, সকলেই আপন আপন বাৎসরিক আয়ের এক ষোড়শাংশ বিতরণ করিয়া স্বদেশের মঙ্গলসাধন করুন। দেখুন মাতৃশ্রাদ্ধে পিতৃশ্রাদ্ধে, পুত্র কন্যার বিবাহে একদিনে কত টাকা ব্যয়িত হয়। এক একটী নাচ গাহনায় [illegible] টাকা উড়িয়া যায়। আমরা অনুরোধ করি, এই হিতকারী কার্য্যে সকলে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করুন।

ইউরোপীয় সমাচার

কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল ১৩ ই জানুয়ারি। ইংরাজ ও ফরাসিরা একবাক্যে মিশরের খেদিবকে যে পত্র লিখেন, তৎসম্বন্ধে তুরস্কের সুলতান আপনার নানাস্থানস্থ প্রতিনিধিদিগকে পত্র লিখিয়া এই কথা জানাইয়াছেন, মিশর দেশের উপর তাঁহার [illegible] আছে। বিদেশীয় রাজাদের তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। তিনি ঐ পত্র লিখিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৪ ই জানুয়ারি। চিলি হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ২২ এ নবেম্বর কোকিম্বো নামক বন্দরে যখন লোহাবৃত জাহাজ [illegible] করিয়াছিল, সেই সময়ে বারুদের পিপা ফাটিয়া ৩ জন হত ও ৭ জন আহত হইয়াছে

পারিস ১৪ ই জানুয়ারি। ফরাসী শাসনপ্রণালীর সংস্কার [illegible] ডেপুটী [illegible] আইনের একটা পাণ্ডুলেখ্য [illegible] হইয়াছে। [illegible] সেনেট সভার রাজস্ব বিষয়ক [illegible] প্রথার পরিবর্ত্তের কথা [illegible]।

লণ্ডন ১৬ ই জানুয়ারি। কায়রো হইতে সংবাদ আসিয়াছে, প্রধান ব্যক্তি। আয় ব্যয়ের উপরে [illegible] নিযুক্ত স্থির করিতেছেন। ইংরাজ ও ফরাসি কন্‌ট্রোলর জেনরলেরা তাহাতে আপত্তি করিয়াছেন। [illegible] সংবাদ পাইয়াছেন, মিশর দেশীয় [illegible] সভাপতি [illegible], প্রধান ব্যক্তিরা যদি তাঁহাদের দাবি [illegible] করেন, সভাপতি পদত্যাগ করিবেন।

লণ্ডন ১৬ ই জানুয়ারি। মিশর দেশীয় [illegible] সভা [illegible] করিয়া একটী [illegible] করিয়াছেন, [illegible] তাহাতে গবর্ণমেণ্টের [illegible] হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রিসভার সভাপতি তাহা গ্রাহ্য করিতে সম্মত হন নাই।

লণ্ডন ১৬ ই জানুয়ারি। মিশর দেশে বিদেশীয় রাজার হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে তুরস্কের সুলতান যে পত্র লিখিয়াছেন তুরস্কের দূত তাহা লর্ড গ্রানবিলকে দিয়াছেন।

পারিস ১৩ ই জানুয়ারি। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ফরাসী চেম্বর সভার নিকটে এই প্রস্তাব করিয়াছেন, ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধি আর এক মাস স্থায়ী হয়।

লণ্ডন ১৭ ই জানুয়ারি। ডালমেসিয়ার বিদ্রোহ হাজি গোবিনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। প্রভূত সৈন্য তথায় প্রেরিত হইয়াছে।

টিউনিস ১৭ ই জানুয়ারি। টিউনিসের শাসন কর্ত্তার [illegible] বিদ্রোহাপরাধে ধৃত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১৮ ই জানুয়ারি। পার্লিয়ামেণ্টের কার্য্যপ্রণালীর সংস্করণার্থ যে নূতন নিয়ম হইয়াছে, তাহাতে বাহুল্যরূপে সভ্যদিগের কমিটীর বাধা দিবার বাদানুবাদ করিবার ক্ষমতা হ্রাস করিয়াছে। ঐ নিয়ম দ্বারা ইহাও স্থির করা হইয়াছে যে সচরাচর বাদানুবাদের সময়ে যে পক্ষে সামান্য মাত্র অধিক লোকের মত হইবে তদনুসারেই কার্য্য হইবে, কিন্তু বিশেষ স্থলে বিশেষ ব্যবস্থা।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১৭ ই জানুয়ারি। মস্কো হইতে ৬০ জন প্রতিনিধি আস্ত্রাখানে উপনীত হইয়াছে। তাহাদিগকে সবল ভাবে অভ্যর্থনা করা হইয়াছে।

বোলিভিয়ার সহিত চিলির সন্ধি হইয়া গিয়াছে। বোলিভিয়া উপকূলবর্ত্তী প্রদেশ গুলি ছাড়িয়া দিয়াছে এবং পেরুর সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছে।

কায়রো ১৮ ই জানুয়ারি। বৃটিশ ও ফরাসী কন্সলজেনেরল দিগকে এই দৃঢ়তর উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, যে আয় ব্যয় সম্বন্ধে মিশর গবর্ণমেণ্ট প্রতিনিধিদিগের কৌন্সিল সভার মতে সম্মত না হবেন তদ্বিষয়ে তাঁহারা যত্নবান থাকেন।

লণ্ডন ১৯ এ জানুয়ারি। আয়র্লণ্ডে যে ল্যাণ্ড কমিশন বসিয়াছেন তাঁহারা আপীলের নিষ্পত্তি করিতেছেন। খাজনার যে হার কমান হইয়াছে সাধারণে তাঁহারা সেই রায়ই বাহাল করিতেছেন কেবল জজ ওর্যান তাঁহাদিগের সহিত ঐকমত্য অবলম্বন করিতেছেন না।

পারিস ১৯ এ জানুয়ারি। এম, গাম্বেটা শাসনপ্রণালীর সংস্কারার্থ যে আইনের পাণ্ডুলেখ্য করিয়াছেন তাহার বিচারার্থ ফরাসী প্রতিনিধি চেম্বার সভা যে কমিটী নিয়োজিত করিয়াছেন তাঁহারা সেই পাণ্ডুলেখ্যের প্রতিকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ভিয়েনা ১৯ এ জানুয়ারি। হার্জিগোভিনায় যুদ্ধ চলিতেছে। অষ্ট্রেলিয় গবর্ণমেণ্ট [illegible] তুরস্ক কর্ম্মচারির [illegible] প্রতিবাদ করিয়াছেন

লণ্ডন ২০ এ জানুয়ারি। যুদ্ধ সংক্রান্ত ষ্টেট সেক্রেটারী [illegible] বলিয়াছেন সৈন্য সংগ্রহ সংস্কার বিষয়ের ফল সর্ব্বত্রই উৎকৃষ্ট রূপে দৃষ্ট হইয়াছে। উহাতে সকলেই প্রীত হইয়াছেন। এক্ষণে [illegible] এবিষয়ে অধিকতর পরিবর্ত্তনের বাসনা নাই। যে [illegible] আবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে কিরূপ কার্য্য হয় তাহা দর্শন [illegible] ইচ্ছা করিয়াছেন

বিবিধ সংবাদ।

আমরা অতিশয় দুঃখসহকারে প্রকাশ করিতেছি গত ১৮ ই জানুয়ারি মালঞ্চ নিবাসী বাবু গৌরীপ্রসাদ মৈত্রেয়ের মৃত্যু হইয়াছে। সন্ধ্যার পর দুগ্ধ

পান করিয়া দুই ঘণ্টার পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। গৌরী বাবু স্বদেশের অনেক হিতানুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ পরিণাম দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।

হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু গিরিশচন্দ্র দেব পেন্সন লইয়াছেন। তাঁহার পদে হিন্দু স্কুলের ভোলানাথ বাবু স্থায়ী হইলেন।

ডুমরাওনের মহারাজের অভিষেকোৎসব ব্যাপার ৬ ই আরম্ভ হইয়া ১০ ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত থাকিবে। আমাদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব সদলে ৭ ই ফেব্রুয়ারি তথায় উপস্থিত হইয়া ৮ ই মহারাজকে বাক্যে অভিষেক করিবেন। উৎসব কেবল ডুমরাওনের নয়।

আজি কালি কলিকাতায় অনেক প্রধান ব্যক্তির পদধূলি পড়িয়াছে ও পড়িবার সম্ভাবনা হইয়াছে। বিজনগ্রামের মহারাজ কলিকাতায় উপনীত হইয়া রাজপ্রতিনিধি কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্ট হাউসে অভ্যর্থিত হইয়াছেন। হোলকারের মহারাজ শীঘ্রই উপনীত হইবেন। বৰ্দ্ধমানের মহারাজ অসুস্থ হইয়া রাজধানীতে প্রতিগমন করিয়াছেন। নাটোরের রাজা ভবানীপুরে আছেন।

সিমলাপাহাড়ে কয়েক দিবস ধরিয়া অতিরিক্ত তুষারপাত হইতেছে। ভূমির উপর তিন ফুট করিয়া বরফের চাপ বাঁধিয়াছে।

লণ্ডনের পশু, পক্ষী, কুম্ভীর প্রভৃতি ব্যবসায়ী এক ব্যক্তি এই সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, যিনি এক বৎসরের বা তাহার অধিক বয়সের ব্যাঘ্রশাবক স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করিয়া দিতে পারিবেন, তিনি শাবক প্রতি ৩৬০৷ টাকা করিয়া পুরস্কার পাইবেন।

লর্ড রিপন যখন রেঙ্গুনে ছিলেন, তত্রত্য কয়েক জন সম্ভ্রান্ত লোক তথাকার গবর্ণমেণ্ট হাউসের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া প্রহরির কার্য্য করিয়াছিলেন। রাজপ্রতিনিধি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। এ নূতন প্রকারের ভক্তি প্রদর্শন।

গিটোর বিচার লইয়া তলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। স্কোভাইল তাঁহাকে আদালতের নিকটে পাগল প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করাতে তিনি বলিয়াছেন পাগল বলিয়া মুক্তিলাভ করা অপেক্ষা বিবেক বিশিষ্ট দোষী বলিয়া ফাঁসীকাষ্ঠে ঝোলা প্রার্থনীয়, অতএব আমাকে যথার্থ হত্যাকারী বোধে ফাঁসী দেওয়া যাহাতে স্থিরীকৃত হয় তাহা করাই উচিত।

বাঙ্গালার এডভোকেট জেনারল অনরেবল পল সাহেব কিছু দিনের ছুটী লইয়া বিলাত গমন করিবেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে ষ্টাণ্ডিং কৌন্সিলের মেম্বরাধ্যক্ষ ফিলিপ সাহেব তৎপদে কার্য্য করিবেন এবং ডবলিউ, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় ফিলিপ সাহেবের কার্য্য করিবেন।

খ্রীষ্টের জন্মদিনে বেলা ৮ ঘটিকার সময়ে আকায়াবে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। কিছুক্ষণ পরে চিড়বা নামক স্থানে হঠাৎ অগ্ন্যুৎপাত হয়। ঐ স্থানের দক্ষিণাংশ গ্যাস ও মৃত্তিকোৎপাদিত তৈল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বাঙ্গালায় যে কমিশন আছে, গত বৎসর তাহার জন্য ৪৯৫৮২৭ টাকা ব্যয় হইয়াছে। অর্থাৎ ব্যয় সংখ্যা পূর্ব্ব বর্ষ অপেক্ষা ৮৮৮০৫ টাকা অধিক হইয়াছে।

যে ব্যক্তি মৃত লর্ড ক্রফোর্ড সাহেবকে সমাধি মন্দির হইতে উত্তোলিত করিয়া লইয়া গিয়াছে তাহাকে যে ধৃত করিয়া দিতে পারিবে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে ১০০০ টাকা এবং তাঁহার পারিবারিক ব্যক্তিগণ ৫০০০ টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

১৪ ই জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব-বাঙ্গালা রেলওয়ে কোম্পানির ১৬৬১০ টাকা ও পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের ১২৪৪-৯০৬ টাকা আয় হইয়াছে।

কাশ্মীরের মহারাজ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে কর স্বরূপ একটী সুন্দর ঘোটক ৫ স্বর্ণ নির্ম্মিত জিন ছয় খানি সাল এবং ছয় খানি বিচিত্র রুমাল প্রেরণ করিয়াছেন।

বেহারের একখানি সংবাদপত্রে বলেন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর পাটনা গড় পরিদর্শন করিতে গিয়া রটাসের কীর্ত্তিস্তম্ভ পুনস্থাপন এবং শের সাহের সমাধি মন্দির সংস্কারের নিমিত্ত পব্লিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের উপর আদেশ প্রদান করিয়াছেন। এই উভয় কার্য্যে ১০০০০ টাকা ব্যয়িত হইবে।

হাবড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক বাবু ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী এম,এ বর্ত্তমান বর্ষে কিরেন্সেষ্টার কলেজের কৃষিকার্য্যের বৃত্তি পাইবার জন্য মনোনীত হইয়াছেন। পূর্ব্বে রাজেন্দ্র দত্ত এম, এ কে মনোনীত করা হয়, তিনি যাইতে অস্বীকার করিয়াছেন।

১৪ ই জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৫৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে তন্মধ্যে ৩১ জন ওলাউঠায় ৪৪ উদরের পীড়ায় এবং ৮১ জন জ্বর রোগে মরিয়াছে।

শতকরা ৪ টাকা সুদের কাগজ ১০১।৵০ হইতে ১০১৷৶

৪॥০ ১৮৭০ (১৮৫৫) ১০২॥০

৩॥০ ১৮৭১ (১৮৬১) ১০০।০

৪॥০ ১৮৭১ (১৮৬৩) ⎫
৪॥০ ১৮৭৯ (১৮৯৩) ⎭ ১০৯।৵০ ঐ ১০৯॥০

মিরার অবগত হইয়াছেন ক্যাম্বিজেস্যারে যে টাকা চুরী যায়, জুয়লজিকাল গার্ডেনের জমাদার তাহা চুরী করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। সে বলে যে বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবুর সহিত তাহার যোগ ছিল।

কিয়দ্দিবস গত হইল কানসাউ নামক স্থানে যে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রায় ২৪৭ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

এক খানি বিলাতি সংবাদ পত্র বলেন, আগামী মে মাসে রুশ সম্রাটের সিংহাসনারোহণোৎসব হইবে, এখন হইতেই আয়োজন হইতেছে।

বালক অপরাধীদিগের চরিত্র সংশোধন করিবার যে চেষ্টা হইতেছে, তাহার উপাদেয় ফল দেখিয়া আমাদিগের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। পূর্ব্বে ইহাদিগকে সূত্রধর কর্ম্মকার প্রভৃতির কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইত এক্ষণে ইহাদিগকে লেখা পড়া শিখান হইতেছে।

সম্প্রতি পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে একটী দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে, ১৫ ই জানুয়ারি হাবড়া হইতে এক খানি ট্রেণ যাইতেছিল, শিকোয়াবাদের নিকট এক খানি মাল গাড়িতে ধাক্কা লাগে। এই দুর্ঘটনাতে ১১ জন আরোহী হত এবং ১৪ জন আহত হইয়াছে।

গত ২৩ নবেম্বর সেইগনে এক প্রকার বিষাক্ত বায়ু প্রবাহিত হওয়াতে ৬০, হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন তত্রত্য বন্দরস্থিত দুই খানি জাহাজ যে কোথায় গিয়াছে, তাহার চিহ্ন মাত্রও পাওয়া যায় নাই।

"একজন পত্রপ্রেরক বলেন, গত ১৮ ই জানুয়ারি বুধবার বঙ্গ নাট্যালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত দুর্গেশ-নন্দিনীর অভিনয় হইয়া গিয়াছে, গন্থকার পুস্তক রচনা বিষয়ে যেরূপ নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন, অভিনেতারা অভিনয় কার্য্যেও কোন ভাবের বৈলক্ষণ্য না করিয়া বিশেষ পারদর্শিতা প্রকাশ করি... কিছু মাত্র ত্রুটী করেন ... অভিনেতৃগণের মধ্যে জগৎ সিংহ, বীরেন্দ্র সিংহ বিদ্যাদিগ্‌গজ ও ওসমান এবং বিমলা, আয়েশার ও আসমানির অভিনয় অত্যন্ত সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তিলোত্তমা ও বিমলা যে কয়টী গীত গাইয়াছিলেন, উহা অতি মনোহর বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। কিন্তু অনেক সময়ে অন্যান্য দর্শকগণের পাদুকার খট্ খট্ শব্দ ও অস্পষ্ট প্রলাপে কথা গুলি শ্রবণ-বিষয়ে অত্যন্ত বিঘ্ন ঘটিয়াছিল, শেষ বক্তব্য রঙ্গ ভূমির অধ্যক্ষ যেন সমবেত বাদ্যের উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ যত্নবান হন।"

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট হিন্দু স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ও তাহার নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদিগের মাসিক বেতন

কমাইয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে পাঁচ টাকা ছিল, এখন ৪ টাকা হইয়াছে।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের একজন ভলণ্টিয়ার গার্ডের একটী ঘড়ি ও চেন এবং একজন আরোহীর গহনাদি অপহরণ করাতে তিন মাস কারাবাস ও এক শত টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে।

কলিকাতার ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ছয় মাসের ছুটী লওয়াতে বাবু নীলমণি দে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

পাকপাড়ার কুমার পূর্ণচন্দ্র সিংহ বেঙ্গল হোটেলের জন্য হাজার টাকা এবং নর্থব্রুক ক্লবে পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন।

প্রতাপগঞ্জের আসিষ্টাণ্ট কমিশনর মগ্রাস সাহেব একজন ভদ্র লোককে বিনা কারণে চাবুক মারেন। ডেপুটী কমিশনরের নিকট আবেদন করাতে সাহেবের পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। ভদ্রলোককে প্রহারের মূল্য পাঁচ টাকা বই নয়? তবে ত অনেক ভদ্রলোকের পিট বাঁচান ভার।

গত বর্ষে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৭৮ টী ব্যাঘ্র, ৩২৬ চিতাবাঘ, ১৬৬৭ টা নেকড়ে, ৩৭২ ভল্লুক, এবং ৪৬২ হায়না, বধ করা হইয়াছে। শীকারীদিগকে গবর্ণমেণ্ট ৭১৯৫ টাকা পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন। হিংস্রজন্তু কর্ত্তৃক অধিবাসীদিগের ৮৩৬১ গো হত হইয়াছে। প্রত্যেকের মূল্য গড়ে ১০ টাকা করিয়া ধরিলে প্রজা লোকের ৮৩৬১০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

বরদার দেওয়ান সার টি, মাধবরাও একেবারে তিন লক্ষ টাকা দানস্বরূপ পাইবেন। এটা কি মহারাজের গদীতে আরোহণের পুরস্কার।

দিল্লীর এক খানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে, দিল্লী দুর্গের তিন জন সৈনিক রাজপুতানা রেলওয়ের পালম ষ্টেষণের নিকটবর্ত্তী স্থানে মৃগয়ার্থ গমন করে। ইহারা ময়ূর শীকার করিতে উদ্যত হয়। তত্রত্য অধিবাসিরা এই পক্ষীদিগকে দেব বাহন বলিয়া অর্চ্চনা করে। সৈনিক পুরুষদিগের এই অন্যায় আচরণ দেখিয়া গ্রামবাসিরা উক্ত কার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য বাধা দেওয়াতে ইহারা ক্রুদ্ধ হইয়া একজনকে হত ও দুই জনকে আহত করিয়া বেগে প্রস্থান করে গ্রামবাসিগণ সৈনিকদিগের অনুসরণ করিয়া দিল্লীর পুলিসে সংবাদ দেওয়াতে তাহারা ধৃত হইয়াছে। সৈনিকেরা এদেশীয়ের প্রাণবধ করিয়াছে, তাহার সংবাদ পত্রে আবার আন্দোলন কি? এদেশীয়েরা মানুষ! তাহাদের জীবন? তাহার বধে আবার দোষ!

১৮৮০ সালের শেষে এবং ৮১ সালের প্রথমে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজে ১৭২ জন ছাত্র ছিল। ইহাদের মধ্যে ১০০ জন হিন্দু ৬৮ জন খ্রীষ্টান তিন জন পার্শি ও এক জন মুসলমান। দেশীয় ছাত্রদিগের বাসের জন্য গঙ্গার ধারে একটী বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। গৃহ নির্ম্মাণ হইলে ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

বোম্বায়ের গবর্ণর ফার্গুসন সাহেবের স্ত্রী বিয়োগ হওয়াতে তিনি অতিশয় শোক সন্তপ্ত হইয়াছেন। অতি শোকে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে। তাঁহার স্বাস্থ্য লাভের জন্য ডাক্তারগণ তাঁহাকে গণেশখিন্দ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর গমনের পরামর্শ দিয়াছেন।

হাইদ্রাবাদের প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা আমীরিকাবীরের পদটী উঠিয়া গেল। গবর্ণমেণ্ট ইহার অস্তিত্বের প্রয়োজন স্বীকার করেন না।

কাটামুণ্ডের বর্ত্তমান চক্রান্ত বিষয়ে প্রেস কমিশনরের নিকট হইতে আমরা নিম্নলিখিত সম্বাদটী পাইয়াছি। এই চক্রান্তে লিপ্ত ৮০ জন ব্যক্তি ধৃত হয়। উহার মধ্যে ৫ জনকে নিস্কৃতি দেওয়া হয় ও ২১ জন স্বদোষ স্বীকার করে। তাহারা বলে অভীষ্ট সিদ্ধি না হওয়াতে তাহারা যার পর নাই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এক বৎসরের অধিক হইতে চলিল রাণার পরিবারের কয়েক জনকে হত্যা করিবার জন্য তাহারা ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু কোন সুবিধা না পাওয়াতে মনোরথ পূর্ণ হয় নাই।

রুষিয়ার টিরোরিষ্ট সম্প্রদায় সম্রাটকে এই বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিয়াছেন যে আগামী মে মাসে যাহাতে তাঁহার রাজ্যাভিষেক না হয় তাঁহারা তদ্বিষয়ে বিশেষ রূপ ব্যবস্থা করিবেন। গবর্ণমেণ্ট কোন ক্রমেই তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারিবেন না।

সম্প্রতি কাছাড়ে বিষম গোলযোগ বাঁধিয়াছে। ১৫ ই জানুয়ারি কতকগুলি কাছাড়বাসী সমবেত হইয়া গংগং নামক স্থানের দুর্গ আক্রমণ করিয়া তাহা এক কালে ধ্বংস করিয়া ফেলে। পরে সৈয়ং নামক স্থানে ডেপুটী কমিশনর ও সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আক্রমণ করে। এই উপলক্ষে উভয় পক্ষে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে কমিশনর সাহেবের মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে এই বিগ্রহ দমনের জন্য শীঘ্রই সৈন্য প্রেরিত হইবে।

সম্প্রতি ইংলণ্ডের সৈন্য কাপ্তেন টেম্পার, পাউএল, এম, পি এবং এগ্‌ গ্রাণ্ডার সাহেব সেলাডিন নামক ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া প্রথমে বাথ হইতে একষ্টার পরে তথা হইতে বোপোর্ট নামক স্থানে গমন করেন। শেষোক্ত স্থানে ব্যোমযানখানি প্রবলবেগে ভূমির উপর পড়িয়া যায়; টেম্পার এবং গ্রাণ্ডার সাহেব যান হইতে পড়িয়া যান; ইহাতে ভার কমিয়া যাওয়াতে যানখানি পাউএল সাহেবকে লইয়া সমুদ্রাভিমুখে যে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার কিছুই অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই।

এদেশে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য শীঘ্রই একটী কমিটি নিয়োজিত হইবে; ডাক্তার হণ্টর সভাপতির পদ গ্রহণ করিবেন।

আমেরিকার বাগ্মী মিষ্টার যোসেফ কুক বোম্বাইয়ে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। তিনি দর্শনশাস্ত্রে যেমন ব্যুৎপন্ন, তর্কশাস্ত্রে তেমনি দক্ষ। তাঁহার বক্তৃতাশক্তি অসাধারণ।

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাক্তার জে মিকুলিজ মনুষ্যের পাকস্থলী পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত এক অত্যাশ্চর্য্য যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। পাকস্থালির অবস্থা, খাদ্য পরিপাক হইয়াছে কি না, ঐ যন্ত্রযোগে তাহা চক্ষে দেখিতে পাওয়া যাইবে। ঐ যন্ত্রে একটী নল আছে। সেই নলযোগে উদরে বৈদ্যুতিক আভা প্রবিষ্ট করাইতে হয়। বৈদ্যুতিক আলোক প্রবেশ করিলে নল দিয়া উদর দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা মনুষ্যের মুখে প্রবিষ্ট করিয়া দিবার পূর্ব্বে তাহাকে একপ্রকার ঔষধ খাওয়াইয়া তাহার বমি ও কাশির আবেগ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

আমাদের ছাপরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "অদ্য কয়েক দিবস হইল মতিহারীতে একটী ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। দেশীয় সুরার সুলভ মূল্য হওয়াই ইহার মূলীভূত কারণ। এক দিবস কালেক্টরির ২ জন চাপরাসী, সোরা মহলের আর একজন চাপরাসী ও অপর এক ব্যক্তি একটী গৃহ রাত্রের জন্য ভাড়া লইয়া, মদের মজলিস করে। যখন সকলে মাতিল তখন এক বারবিলাসিনীও আসিল। এইরূপ আমোদ আহ্লাদের পর দুর্ভাগ্য সোরা মহলের চাপরাসিটী নিদ্রা যাইতে লাগিল। ইহাকে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া জনেক সমভিব্যাহারি অপরকে কহিল যে এই লোকের নিকট কিছু টাকা আছে অতএব এই সুযোগে ইহাকে সংহার পূর্ব্বক ঐ টাকাগুলি কাড়িয়া লওয়া যাউক। প্রথমতঃ ২য় ব্যক্তি সম্মত হইল না, পরে অর্থের লোভে এই দুরূহ কার্য্যে উভয়েই এক মত হইল। প্রথমতঃ একখানি কুঠারি দ্বারা মস্তকে আঘাত করিল, কিন্তু তাহাতে একবারে প্রাণবিয়োগ হইল না দেখিয়া, একজন ঐ চাপরাসীকে ধরিল ২য় ব্যক্তি কোনরূপে একটী বর্শা আনিয়া একবার গলদেশের দক্ষিণ ভাগে আর একবার বামভাগে মারিল। তখন হতভাগা চিরনিদ্রায় শয়ন করিল। এক্ষণে সংস্কার করিবার জন্য

ভয়ে স্থানান্তর যাইতে না পারিয়া ঐ গৃহমধ্যে খনন করিয়া পুতিয়া রাখিল। ৪। ৫ দিবস পরে এক ব্যক্তি ঐ গৃহস্বামীর নিকটে বাটী ভাড়া করিয়া থাকিতে গিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দুর্গন্ধ অনুভব করে। পরে অদূরে অত্যল্প মৃত্তিকাচ্ছন্ন ঐ শবটীকে দেখিতে পাইয়া পুলিষে জানায়। পুলিষ অনেক তদন্তের পর হত্যাকারিগণকে ধৃত করিয়াছেন। মকদ্দমা সেসনে গিয়াছে। মদের দৌরাত্ম্যে যে কি ভয়াবহ কাণ্ডকারখানা হইতেছে কর্তৃপক্ষগণের এক বার দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক।"

আমাদের উক্ত ছাপরাস্থ সংবাদদাতা বলেন, "অদ্য লাটবন্দির হাঙ্গাম মিটিয়া গেল। জমিদারেরা কষ্টে স্বষ্টে মালগুজারি দাখিল করিয়া নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইলেন। একে শস্যের বাজার মন্দ, তাতে এবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় গবর্ণমেণ্ট প্রজাগণকে অহিফেনের দাদুনি লাটের পূর্ব্বে না দিয়া একটী বড় অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। জমিদারগণ প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় করিবার জন্য বৈধ অবৈধ নানাবিধ উপায় করিলেন। তাহাতে আদায় হইল না দেখিয়া স্ত্রী পুত্রের অঙ্গাভরণ বন্ধক রাখিয়া রাজস্ব দিলেন। প্রজাগণও দাদুনি পাইলে টাকা দিব মনে করিয়া নানারূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ঋণ গ্রহণ করিল। রোডসেস, পবলিক ওয়ার্কসেস আবার তাহার উপর এই মোটা মোটা সুদ দিল। যদি ৫। ৭ দিন পূর্ব্বে এই দাদনের টাকা পাইত, তাহা হইলে রাজা প্রজা কাহাকেও অন্ততঃ ।৵০ আনা ফি টাকায় সুদ দিতে হইত না। সরকার বাহাদুর সুদ বাঁচাইলেন, অগত্যা কষ্টভার এই দরিদ্রদিগের স্কন্ধেই ভোগ হইল।"

সাহজাদপুর হইতে একটী স্ত্রীলোক শ্রীমতী বিন্দুভাবিনী এই নাম স্বাক্ষর করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়টী আমাদের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। আমাদের অনুরোধ এই, নব যুবকগণ ইহার উত্তর দান করেন। "মহাশয় ও মহাশয়ের পাঠক সমীপে নিম্নস্থ বিষয়টীর সন্দেহ ভঞ্জন করণার্থ উপস্থিত করিলাম। অস্মদ্দেশীয় অনেকানেক ইদানীন্তন চপল আর্য্যযুবক স্ব স্ব জন্মাভ্যস্ত অন্তঃপুরবাসিনী নারীগণকে (রামবাজা ইংরাজ রাজাশ্রিত) নাটশালা প্রভৃতি সাধারণ মন্দিরে নিজ নিজ পার্শ্ববর্তিনী করেন।

জিজ্ঞাস্য এই যে তাঁহারা কোন অশিষ্ট জাতির অধিকারে যাইয়া আপন আপন সম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ কি না? তবে কেন পূর্ব্ব রীতি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মূর্খ স্ত্রীগণকে ক্ষণকালীন মনোরঞ্জক ফ্যাসানরূপ ব্যোমযানে চড়াইয়া আপনার পদে আপনি কুঠারাঘাত করেন?"

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১০ ই জানুয়ারি ১৮৮২। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, হোয়াইট সাহেব দার্জ্জিলিঙ্গে রহিলেন।

১৩ ই জানুয়ারি। অনরেবল এইচ, জে, রেণল্ড সাহেব কার্য্যান্তরে গমন করাতে মি, এফ বাক্‌লর বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগের সেক্রেটারির প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।

দার্জ্জিলিঙ্গের সহকারী কমিশনর মেজর ডবলিউ, এল, স্যামুয়েলস একমাস ছুটী পাইয়াছেন।

১৪ ই জানুয়ারি। এ, সি, টিউট ২ য় আদেশ পর্য্যন্ত ঢাকার প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইয়া কার্য্য করিবেন

হুগলীর আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার টি, ইংলিস সাহাবাদ সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

১৬ ই জানুয়ারি। পূর্ণিয়ার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার কে, সি ডাবেনপোর্ট মানভূম ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

কিছু দিনের জন্য বাকরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন

মজঃফরপুরের পতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মোলবী সৈয়দ মহম্মদ একমাস দশ দিন বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বোর্ডঅব রেভেনিউর প্রতিনিধি সেক্রেটারি এইচ, জে, এস কটন ঐ পদে স্থায়ী হইলেন।

রাজসাহী এবং কুচবিহার বিভাগের কমিশনরের প্রতিনিধি পারসনাল আসিষ্টাণ্ট রায় রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব্বে যে ছুটী পাইয়াছেলেন, তদতিরিক্ত ছয় মাস ছুটী পাইয়াছেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১০ ই জানুয়ারি ১৮৮২। দার্জ্জিলিঙ্গের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, হোয়াইট ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা মতে সমন বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন এবং প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাও প্রাপ্ত হইলেন।

১৬ ই জানুয়ারি। বাঁকুড়ার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর আর, বি, লত ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে সমন বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কালনার ভারপ্রাপ্ত সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার মি, সি, কামপাল ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে সমন বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১৭ ই জানুয়ারি। বাবু মাতলাল সিংহের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত ২ য় আদেশ না হয় সেই পর্য্যন্ত বাবু ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় রঙ্গপুরে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং সচরাচর সদর ষ্টেসনে থাকিবেন।

জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত বাবু রজনীনাথ মিত্র বি, এল বৰ্দ্ধমানের মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং সচরাচর কাটোয়ায় থাকিবেন।

বাবু নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত বাবু মতিলাল সরকার লোহাগড়ার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

নওয়াখালীর অন্তর্গত সুধারামের প্রথম মুন্সেফ বাবু অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ঐ চৌকী হাতীয়া আদালতের মকদ্দমা করিবেন।

বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদারের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত বাবু নীলমাধব ত্রিপুরার মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং সচরাচর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় থাকিবেন।

নিম্ন লিখিত মুন্সেফেরা অবকাশ লইয়াছেন।

লোহাগড়ার অন্তর্গত নড়াইলের মুন্সেফ বাবু নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় আড়াই মাস। ত্রিপুরার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদার দুই মাস। ২৪ পরগণার অন্তর্গত শিয়ালদহের মুন্সেফ বাবু দ্বারকানাথ মিত্র ১৭ দিন।

সংবাদদাতার পত্র

এলাহাবাদ—কুম্ভের মেলা।

দ্বাদশ বৎসর অন্তর এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে। তাহা "কুম্ভের মেলা" বলিয়া অভিহিত। কুম্ভের মেলা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বার বৎসরের পর বৃহস্পতি কুম্ভরাশিতে আসিয়া কয়েক দিবসের জন্য স্থিত হন এবং সেই সময় বিশেষ যোগ হইয়া থাকে। কোন মতে বৃহস্পতি এবার তিন দিবস অন্য মতে নয় দিবস কুম্ভরাশিতে অবস্থিতি করিবেন। হরিদ্বারে এইরূপ একটী মেলা হইয়া থাকে এবং তথায় ইহার মাহাত্ম্যও অল্প নহে। কিন্তু এটী তীর্থশ্রেষ্ঠ প্রয়াগ বলিয়া এখানে লোকের সমাগম অনেক হইয়া থাকে। শুনিতে পাই এখনকার গঙ্গার মাহাত্ম্য স্থানান্তরিত হইতেছে। এই মেলা পৌষ মাসের শেষ দিবস হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং একমাসকাল ব্যাপিয়া থাকিবে। সহরের দুই ক্রোশ অন্তরে। গঙ্গা তথায় বেণীতীর নামক স্থানে উক্ত মেলা হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের অপেক্ষা এবারে লোকসংখ্যা যথেষ্ট হইয়াছে। কত দেশ দেশান্তর হইতে যে যাত্রী আসিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। লোকসংখ্যা বোধ হয় অন্যূন ৭। ৮ লক্ষ হইবে। সহরে স্থানাভাব হইয়া উঠিয়াছে। কতক লোক বৃক্ষ মূলে, কতক বা প্রান্তরে অবস্থিতি করিতেছে। অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ হইতে অপোগণ্ড পর্য্যন্ত মেলায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এবার রেলওয়ে কোম্পানির লাভের আর সীমা নাই। তাঁহারা যাত্রীদিগের জন্য গাড়ি যোগাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। অতিরিক্ত দুই তিন খানি গাড়ি ত আছেই তথাপি মালগাড়িতে লোক আসিতেছে। অনেক গমনোন্মুখ যাত্রী টিকিট অভাবে ২। ৩ দিবস

যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩২ নং কালীঘাট রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

১৪০ নং মাণিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ সম্মত সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

নবীন অম্ললেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা রক্তাতিসার শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। ইহা নির্ভয়ে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন।—

কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধের আশু উপকারিতা দর্শনে আপন আপন রোগীদিগকে ব্যবহার করাইতেছেন।

এক শিশির মূল্য ২, । প্যাকিং ৵০।

চন্দনাসব।

(সকল প্রকার মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।)

এই মহৌষধ এক সপ্তাহ সেবন করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ আরোগ্য হয়। প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত সপূয ধাতু নির্গত হইলে তিন মাত্রা এই ঔষধ সেবনে তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেত প্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিতস্রাব এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা, এই ঔষধ দ্বারা অতি সত্বরে আরোগ্য হয়, এবং এই সকল রোগ জনিত মস্তিষ্কের হীনবল, হস্ত পদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য থাকিলে, তাহাও ক্রমশঃ রোগের সহিত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয়গণ এই মহৌষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। ঔষধ সেবনের নিয়ম ও পথ্যাপথ্য শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

৪ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

চিকুরবিলাস।

এই সুগন্ধ বিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয়, এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

অনঙ্গমঞ্জরী তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথাভার, মাথাঝনঝনানি, আদকপালে মাথাব্যথা, মস্তিষ্কহীনতা, চক্ষে জলপড়া, মাথা কামড়ান, শিরঃপীড়া ঘাড় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সেঁটেধরা ও সড়সড়ানি এবং কর্ণে পুঁজপড়া প্রভৃতি মস্তকের সমস্ত রোগ ও সমস্ত যন্ত্রণা দূর করিয়া স্বাভাবিক ভাব অবলম্বন করে, এবং চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়, দেহের পুষ্টিসাধন করে ও বমনাদি নিবারিত হইয়া শরীরের বল বৃদ্ধি করে, এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হয়।

এক শিশির মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

অশোক ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত সাক্ষাৎ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

অমৃতাসব।

(সকল প্রকার কাশরোগের বিশেষ ঔষধ।)

সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সর্দ্দি,কাশী এবং তৎসংক্রান্ত বক্ষোবেদনা, পার্শ্বশূল, অতিঘর্ম্ম, জ্বর, শ্বাসকষ্ট (অর্থাৎ বায়ুনালিতে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অবিরামিক শ্বাসপ্রশ্বাস) রক্তোদ্গার প্রভৃতি উপসর্গ সকলের সত্বর শান্তি হইয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে।

এক শিশির মূল্য ১॥০। প্যাকিং ৵০ আনা।

এই ঔষধালয়ে মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা চাহিলেই প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন।

পাইকপাড়া নর্সরি।

এখানে সর্ব্বপ্রকার ফুল ও ফলের কলম, নানা প্রকার সুদৃশ্য উদ্যানশোভাকর তরু ও লতা উদ্যানকার্য্যের উপযোগী নানা প্রকার অস্ত্রাদি এবং দেশী ও বিদেশীয় বহু প্রকার শাক সবজীর বীজ অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়। তালিকার আবশ্যক হইলে একখানা ষ্টাম্প আমার নিকট পাঠাইতে হইবে। আপাততঃ রোপণযোগ্য সবজির বীজ অর্থাৎ চিচিঙ্গে শশা কাঁকুড় তরমুজ খরমুজ [illegible] আকারের বৃহৎ সুমিষ্ট [illegible] শাক ইত্যাদি চরেক রকমের বীজ প্রতি প্যাকেটের মূল্য ১৷৷৵০ এক টাকা বার আনা।

কৃষি ও উদ্যানকার্য্যে জ্ঞান বিস্তার জন্য নরসরি হইতে কৃষিতত্ত্ব নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। তিন বৎসর হইতে কৃষিতত্ত্ব ভারতীয় প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আসিতেছে; উহার বার্ষিক চাঁদা ডাক মাশুল সমেত ১৷৷০ আনা মাত্র।

মফস্বলস্থ মহোদয়গণের অনুরোধে নর্সরি আফিসে আমরা এজেন্সির কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। [illegible] যে কোন দ্রব্যের আবশ্যক হয় আমাদিগের দ্বারা তাহার সত্বর [illegible] হইয়া থাকে। পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে কমিশন লইয়া থাকি, অধিক টাকার দ্রব্য খরিদ করিতে হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হয়। অন্যান্য বিষয়ে আমাদিগকে পত্র লিখিলে জানান যাইবে। ভরসা করি দেশীয় মহোদয়গণ আমাদের এজেন্সির কার্য্যদক্ষতা এবং তাহার প্রণালী পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীনগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সরি কলিকাতা।

—:০:—

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে তুমিই কি সেই দেবকী-নন্দন? দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, পণ্ডিতদিগের পঞ্চবল, ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্, মনুসংহিতা, সাংখ্যদর্শন, ত্রিভঙ্গ মুখোপাধ্যায়, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পাদপূরণ, এই ৯টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই

আঁটপেজি ফম্মার ৮ ফম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাস্তুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাক ঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব-তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাস্তুল ২৬০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাস্তুলসহ ৭।।০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাস্তুল ।৶০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৶০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫।।০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৪।৶০ গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা, আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বন্ধ।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সংক্রান্ত সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ।

মূল্য ১।।০ ডাক মাস্তুল ⁄১০।

কলিকাতা ১৪ নং কালেজ স্কোয়ার রায়প্রেস ডিপজিটরীতে এবং কতিপয় প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

বৈরাগ্য বিপিনবিহার।

(কাব্য)

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় বিরচিত।

কলিকাতার পটোলডাঙ্গার ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত ডিপজিটরী এবং শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ টাকা ডাকমাস্তুল ⁄০ আনা।

চন্দ্র-চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
নাবজ্ঞেয়ো মুদ্রিকেন ন জ্ঞেয়ো মুদ্রিতং বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২।।০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২।০ টাকা।

ভাল রস সিন্দূর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রেয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীশশিমোহন সেন কবিরাজ।

কাশী, কাকিনিয়ার ছত্র অথবা গণেশ মহল্লা।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেন্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৮, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৫০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাস্তুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন চৌধুরী—মাদারিপুর ৭
" " কৃষ্ণলাল ঘোষ—তারাপুর ৭
" " রাখালপ্রসাদ দাস দে—ময়নানগর ৭।।০
" " চাঁদপুর স্কুল ষ্টুডেণ্ট—চাঁদপুর ৬
" " নালিয়া মহরি—বগলটুলি ৭
" " উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বরিশাল ৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাস্তুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাস্তুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ⁄০ দুই আনা তাহার পর ⁄০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইতে চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " ১০ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। ১২৮৮ সাল। ১৮ ই মাঘ। ইং ১৮৮২। ৩০ এ জানুয়ারি। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। হিন্দু হইয়া, অন্ততঃ হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবারও যাঁহাদের ইচ্ছা আছে, তাঁহারা ভাল পৈতা পান না বলিয়া তাহা ত্যাগ করেন, পাচক ব্রাহ্মণ রাখিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া সকল জাতির অন্ন গ্রহণ করেন এবং মাসে নূনকল্পে চারিটা পয়সা খরচের ভয়ে শ্মশ্রু ধারণ করেন—এ কথা পত্রপ্রেরক যে শ্রেণীর লোক, সেই শ্রেণীর লোক ব্যতিরেকে নিশ্চয়ই আর কেহ বিশ্বাস করিবেন না। তবে স্বীকার করি, আজকাল কি প্রবাসী কি অপ্রবাসী প্রায় সকল বঙ্গীয় যুবকই দেবদেবীতে বিশ্বাস ও প্রায় অন্ন বিচার করেন না এবং প্রায় সকলেরই দাড়ি রাখা একটা রোগের মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পত্রপ্রেরক যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা, তিনি জানিবেন জ্ঞানচর্চ্চা, সভ্যতা বৃদ্ধি ও বর্ত্তমান কালের ফ্যাসানই তাহার কারণ। বঙ্গীয় যুবকের এখন যে প্রায় বাহিরে অন্নবিচার করেন না, এবং দেবদেবীকে ঈশ্বর বলিয়া মানেন না—তাহা ভাল কি মন্দ তাহার আমি বিচার করিতে চাহি না, তবে তজ্জন্য দোষ দিতে হয় প্রবাসী অপ্রবাসী সকল বঙ্গীয় যুবককেই দোষী কর, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু পত্রপ্রেরক যে বলিয়াছেন, প্রবাসী যুবকেরা বাহিরে পৈতা ফেলেন এবং দাড়ি রাখেন কিন্তু ঘরে আসিবার সময় পৈতা গ্রহণ ও দাড়ি ত্যাগ করেন, এ কথার কোন মূল নাই। ইহা মিথ্যা কথা। কেন না, পৈতা পরিয়াও এবং দাড়ি না রাখিয়াও ভিন্নজাতির অন্ন গ্রহণ, ও দেবদেবীতে অবিশ্বাস করিবার এবং সংস্কারক হইবার ও সংবাদপত্রে লিখিবার কোন বাধা নাই। তবে আর একটী কথা আছে। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে বটে দাড়ি রাখেন, উপবীত ত্যাগ করেন, ভিন্নজাতির অন্ন গ্রহণ করেন এবং সংস্কারকের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এখানেও প্রবাসী ও অপ্রবাসীর বিচার নাই। যাহা হউক আমি নিজে দাড়ি রাখিবার উপর বড় চটা, সুতরাং তাহা সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাহি না, তাহা রাখার কোন প্রয়োজনও দেখি না। তবে সমাজসংস্কারক বলিয়া নামজারি করিবার জন্য তাঁহারা যে পৈতা ত্যাগ করেন, ভিন্নজাতির অন্ন গ্রহণ করেন এ কথা কখনই বলা যাইতে পারে না, এ কথা সত্যাসত্যই মিথ্যা কথা। গুরুতর কর্ত্তব্যজ্ঞান করিয়াই তাঁহারা ওরূপ করেন এবং সংস্কারকের ব্রতও অবলম্বন করেন। এমন অনেক হিন্দু আছেন, দেবদেবীর উপাসক আছেন, যাঁহারা ব্রাহ্মদিগের সহিত বিলক্ষণ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, ব্রাহ্মধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করেন এবং ব্রাহ্মসমাজেও যাতায়াত করেন, তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ প্রবাসে পৈতা ফেলিয়া দেন, ভিন্নজাতির অন্ন গ্রহণ করেন অথচ ঘরে গিয়া যে হিন্দু সেই হিন্দু, যে পৌত্তলিক সেই পৌত্তলিক হন, পত্রপ্রেরক এমন কি প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন? যদি তাঁহার সে ক্ষমতা থাকে বীরের ন্যায় তাঁহার নিজের নাম এবং যাঁহারা ওরূপ কপটাচরণ করেন তাঁহাদের নাম প্রকাশ করুন এবং তাঁহার নিজের কথার সত্যতা সপ্রমাণ করিয়া দিউন। তাহা না পারিলে জগৎ তাঁহাকে মিথ্যানিন্দক বলিয়া জানিবে এবং বলিবে—ছি! ভদ্রলোকের এই কাজ!!

একজন প্রবাসী বঙ্গবাসী।

কবি রামেশ্বর শর্ম্মা।

কবি রামেশ্বর শর্ম্মা বিরচিত শিবসংকীর্ত্তন গ্রন্থানিতে কবিতার ও কাব্যের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হয়। আমাদের দেশে যে রামেশ্বরী সত্যনারায়ণের কথা প্রচলিত আছে, সেই রামেশ্বর শর্ম্মাই, এই শিবসংকীর্ত্তনের রচয়িতা। শিবসংকীর্ত্তন এবং ভারতচন্দ্র প্রণীত অন্নদামঙ্গল, দুইখানি গ্রন্থই শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের আংশিক অনুবাদ, সুতরাং উভয় গ্রন্থেই শিবের দক্ষযজ্ঞ নাশ ও বিবাহাদি বর্ণনা আছে। কিন্তু শিবসংকীর্ত্তনখানি, অন্নদামঙ্গলের কিছু পূর্ব্বে রচিত। কারণ রামেশ্বর শর্ম্মা মেদিনী পুরাধিপ রাজা যশমন্ত সিংহের সভাসদ ছিলেন। হরিভক্তিবিলাস দিলীপোপাখ্যানের শেষ—

" ভণে দ্বিজ রামেশ্বর ভেবে ভাগবত
যশমন্ত সিংহ নরেন্দ্রের সভাসদ।"

শিববন্দনার শেষে আছে—

" রঘুবীর মহারাজা, রঘুনাথ সম তেজা
ধার্ম্মিক রসিক রণধীর।
যাঁহার পুণ্যের ফলে, অবতীর্ণ মহীতলে
রাজারাম সিংহ মহাবীর॥
তস্য পোষ্য যশমন্ত, সিংহ সর্ব্ব গুণবন্ত
শ্রীযুক্ত অজিত সিংহ তাত।
মেদিনীপুরাধিপতি কর্ণগড়ে অবস্থিতি
ভগবতী যাঁহার সাক্ষাৎ॥
রাজা, রণে ভৃগুরাম, দানে কর্ণ রূপে কাম
প্রতাপে প্রচণ্ড যেন রবি।
শক্রের সমান সভা, জলন্ত অনল প্রভা
সুবেষ্টিত পণ্ডিত সৎকবি॥
দেবী পুত্র নৃপবরে, স্মরিলে পাতক হরে
দর্শনেতে আনন্দ বর্দ্ধন।
তস্য পোষ্য রামেশ্বর, তদাশ্রয়ে করে ঘর
বিরচিল শিবসংকীর্ত্তন॥"

ইঁহার রচনায় আমূল অনুপ্রাসের ছটা অতি আশ্চর্য্য। অনুপ্রাসের উপর কোমলতা ও মাধুর্য্য প্রচুর পরিমাণেই আছে।

" চঞ্চচূড় চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর
ভব ভাব্য ভব্য কাব্য ভণে রামেশ্বর।"
" বিশ্বনাথ চলে চটে চলিলে বিস্তর।"
" দীন দেহ দক্ষিণা দেবাদিদেব দেবে।"
" ত্রিভুবনে দ্বন্দ্ব বুঝে তুমি জান তাকে।"

শিবসংকীর্ত্তনের নিম্নাঙ্কগুলি অতি আনন্দ জনক। পাঠ করিলেই বোধ হয় কবি রামেশ্বর শর্ম্মার মুখে কবিতাসকল আটক থাকিত না এবং মিত্রাক্ষর অন্বেষণ করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইত না।

" রাণী বলে বিকল সে শিবে দিবে ঝি
তবে আর এ কথার জিজ্ঞাস্য বা কি?"
" পায় হইতে মস্তক মস্তক হইতে পা
প্রচুর প্রবন্ধ করে পাষাণীর মা।"
" বিষধরে বুদ্ধি দিল বিধাতার পো
শিরে হাত বাড়াইতে সাপে মারে ছো।"

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এই কবি রামেশ্বর আধুনিক উন্নতিশীল শিক্ষিত সমাজে মনের মত আদর পান নাই। পান নাই বলিয়া কি তাঁহার সুধাময় মুখের অমৃতধারা তিক্ত হইবে? তাহা কখনই হইবে না। আধুনিক শিক্ষিতসমাজ, বীররসাত্মক কাব্য ভাল বাসেন। শিবসংকীর্ত্তনখানি, মেঘনাদবধাদির ন্যায় বীররসাত্মক নহে সত্য বটে, কিন্তু সেরূপ ধরিলে অন্নদামঙ্গলও বীররসাত্মক নহে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, অনন্তরজাত বলিয়াই তাহাতে অধিক অলঙ্কার ও রচনার পারিপাট্য আছে। এস্থলে ভারতচন্দ্রকে কবি রামেশ্বরের অনুকারী বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। ইহাঁরা উভয়েই সদাত্মা সুবিদ্বান সুলেখক এবং সুকবি ছিলেন। কবি রামেশ্বরের শিবসংকীর্ত্তন, নিতান্ত নির্দ্দোষও নয়। স্বর্গে নিরবচ্ছিন্ন সুখ, সুতরাং অঙ্গ খঞ্জের সম্পূর্ণ অভাব। কিন্তু কবি রামেশ্বর, মহাদেবের মদনমোহন মূর্ত্তি দর্শনে হিমালয়রূপ স্বর্গীয় নারীগণের নিজ নিজ পতিনিন্দাস্থলে অন্ধ খঞ্জাদির বর্ণনা করিয়াছেন। আর মহাদেবের কোচবিহার ও বাগ্দিনীবিহারও বড় বিসদৃশ হইয়াছে। যাহা হউক গুণরাশির মধ্যে স্বল্প দোষ, ইন্দুর অঙ্কের ন্যায় গ্রাহ্য নহে। এ স্থলে দোষের পংক্তিগুলি বাদ দিলেই আর কোন বিবাদ থাকে না।

রাজা যশমন্ত সিংহের আদেশ মতে কবি রামেশ্বর, শর্কবাকন্দ আলু প্রস্তুত করিয়াছিলেন, না হয় তৎপরবর্ত্তে সময়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে কবি

গিরিশচন্দ্র, খাঁটী রসগোল্লা তয়ের করিয়া ফেলি য়াছেন। কবি রামেশ্বর, অন্নদামঙ্গল প্রণেতা ভারত-চন্দ্রের পথ প্রদর্শক তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অন্নদামঙ্গলের রচনাপেক্ষা শিবসংকীর্ত্তনের রচনা অধিক। রামেশ্বর শম্মার ভণিতায় আছে "রাচ রাম অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরে মধু।" তাঁহার এই বাক্য সম্পূর্ণই সফল হইয়াছে। ফল কথা এই কবি রামেশ্বর শম্মার ও শিক্ষিতসমাজে সমুচিত সম্মান ও সমাদর থাকা অতি আবশ্যক। তাঁহার খ্যাতি লোপ করা কখনই যুক্তিসিদ্ধ নয়।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীরাজকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
চন্দননগর বোড়ো
১৬ই জানুয়ারি ১৮৮২।

সোমপ্রকাশ

১৮ ই মাঘ সোমবার।

অধিকন্তু দোষে পড়া কষ্ট।

মহাত্মা লর্ড রিপন এতদ্দেশে পদার্পণ করা অবধি সহস্র মুখে আমরা তাঁহার যশঃকীর্ত্তন করি-তেছি। বাস্তবিক তিনি সুখ্যাতির পাত্র, ইহাতে কেহই সন্দেহ করিতে পারেন না; কিন্তু তিনি ধর্ম্ম মন্দিরের বেদিকাসনের যেরূপ উপযুক্ত আচার্য্য রাজাসনের তদ্রূপ উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা বটেন কি না, সে সন্দেহ আমাদের অপনীত হইতেছে না। তাঁহার বিশিষ্ট পরিচয় পাইবার অনেক অবসর পাইলাম; এখনও সে সন্দেহ যদি দূরীভূত হইল না, বোধ করি আর তবে হইবে না। আমাদের এক্ষণে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিয়াছে লর্ড রিপন দয়া-দাক্ষিণ্য হইলেই তদীয় প্রবৃত্তির অনুরূপ বৃত্তি অব-লম্বন করা হইত। আমাদের মাননীয় গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের কিছুমাত্র তেজস্বিতা নাই; তিনি নিতান্ত নিরীহ ব্যক্তি। চক্ষুর লজ্জায় কাহারও যে উপরোধ অতিক্রম করিবেন সে যো নাই।

পাঠক বিগত সংবাদে সে দিন পাঠ করিয়াছেন, আসাম চা-ক্ষেত্রের কুলি নির্ব্বাসন আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই আইনটী অল্প অসহায় দীন দরিদ্র অন্নহীন কুলিদিগের সর্ব্বনাশের মূল হইল। এদেশীয় বিচক্ষণ সমস্ত লোক অনেক আপত্তি করিলেন; কলিকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা, কলিকাতার ভারত সভা আইনের দোষগুণ দর্শাইয়া দিলেন; কিন্তু সকলি বিফল হইল। রোগ হইলে চিকিৎসা আছে, দুষ্প্রবৃত্ত হঠকারিতার চিকিৎসা নাই, স্বার্থপরতা রোগের ঔষধ নাই। শুদ্ধভাবে কেহ যুক্তিযোগ করিতে গেলে, রোগী ভূতোপহত ব্যক্তির ন্যায় বিকটদন্তে দংশনাঘাত করিতে আইসে। আমাদের মাননীয় হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদক মহাশয় উক্ত আইন সম্বন্ধে বিস্তর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তদ্দৃষ্টে শ্রীযুক্ত বিবর টমসন সাহেব ক্রোধে অস্থির চিত্ত হইয়া বলিলেন,—হিন্দুপেট্রিয়ট ১৪৬ ধারার উল্লেখ করিয়া যে প্রতিবাদ করিয়াছেন তদ্রূপ অসৎ এবং ঘৃণাকর বাক্য আর কিছুই হইতে পারে না। মতদ্বৈধতাকে কি অসৎ এবং ঘৃণা-কর বলা যায়? আমরা একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, স্বয়ং গবর্ণর জেনরেল যদি পেট্রিয়টের সদৃশ যুক্তি উদ্ভাবন করিতেন, তবে টমসন সাহেব তাঁহার আপত্তিকে অসৎ এবং ঘৃণাকর বলিতে পারি-তেন কি না? নিশ্চিত তিনি কখনই এতাদৃশ অশিষ্ট-বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিতেন না। এক্ষণে রাজপুরুষেরা মনে মনে বুঝিয়া লউন, দেশীয় সংবাদপত্রের ভাষা কি জন্য রূঢ় হইয়া উঠে। বস্তুতঃ এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রে রূঢ়তার লেশমাত্র নাই, সত্য বাক্য বলিলেই দোষী ব্যক্তির কর্ণকুহরে বিষবর্ষণ করে। ব্যবস্থাপক সভায় আইনের ত সমস্ত বিধাতা-পুরুষগুলি উপস্থিত ছিলেন, এতাদৃশ অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগের কোন নিবারণ-বিধি কি তাঁহারা করিবেন না? বারম্বার কটু-বাক্য প্রয়োগ করিলে মৃতদেহও উত্তেজিত হয়। সুবিবেচক লর্ড রিপন কি দেখিলেন না, ঐ আইনের ব্যবস্থাপনের স্থান কোথায়? সে ত দেশীয় সংবাদ-পত্র নয়, এই সমস্ত স্বেচ্ছাচারী স্বয়ংসিদ্ধ রাজপুরু-ষেরাই তাহার উপযুক্ত পাত্র। যাবৎ তাঁহারা শিষ্টা-চার করিতে না শিখিবেন, তত দিন পর্য্যন্ত প্রজা-গণ দারুণ অপমানের বেদনায় কাতরোক্তি করিতে থাকিবে।

প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীযুক্ত লর্ড নর্থব্রুকের ব্যবস্থাপক সভায় মিউনিসিপাল বিল লইয়া কত গোলযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল, অনেক সমস্ত সাহেব কত জেদ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্বীয় অমানুষী তেজস্বিতা শক্তিতে কাহারও অনুরোধে কর্ণপাত করেন নাই। কার্পাসজাত বস্ত্রের শুল্ক রহিত করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডবাসিরা চতুর্দ্দিক হইতে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, লর্ড নর্থ-ব্রুককে বারম্বার কত জেদ করিলেন; কিন্তু অন্যায় কর্ম্মে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না, সুতরাং বিশেষ বিপদাপন্ন হইয়া তিনি পদত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রতি-গমন করিলেন, তথাপি ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন না। আমাদের লর্ড রিপনের তেমন তেজস্বান্ গুণটী দেখিতেছি না। ইনি চক্ষুর লজ্জার বশানুবর্ত্তী হইয়া পারিসদবর্গের অনুরোধ অতিক্রম করিতে পারেন না। কলিকাতার ভারত সভা, আসাম কুলি নির্ব্বাসন বিধির প্রতিবাদ করিয়া যে আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন; তৎসম্বন্ধে গবর্ণর জেনরেলের সেক্রেটারি এই প্রত্যুত্তর প্রদান করেন যে, "ভারত সভা হইতে ৪ ঠা জানুয়ারি আসাম কুলি নির্ব্বাসন সম্বন্ধে যে আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা আমি শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরেল বাহাদুরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি। ঐ আবেদন পত্র মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া তিনি যে প্রকার মন্তব্য ব্যক্ত করেন তাহা অদ্যকার সংবাদপত্র পাঠে আপনারা জ্ঞাত হইতে পারিবেন। সভা বিলক্ষণ সরল ও ধীরভাবে বিচার করিয়াছেন, কিন্তু এই আইন বিধিবদ্ধ করিতে কাল বিলম্ব করি-বার কোন প্রয়োজন দেখিলেন না।" কেন—দুই মাস অপেক্ষা করিয়া সুস্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি ছিল? চা-ক্ষেত্র স্বামিদের কি এতই সর্ব্বনাশ হইতেছিল যে আর দুদিন বিলম্ব সয় না? কোন বিষয়ে আপত্তি উপস্থিত হইলে হঠাৎ তাহার মীমাংসা করা বিবেচনা সঙ্গত নহে। রাজপুরুষেরা স্বয়ং মফস্বলের অবস্থা বিন্দুবিসর্গও জ্ঞাত নহেন, সে স্থলে দেশীয় লোকের বাক্য অধিক-তর প্রামাণিক বলিয়া গণনা করিতে হইবে। বিশেষতঃ কুলিরা সুখ সাচ্ছন্দে থাকিলে এ ব্যবস্থাটী আমাদের পক্ষে অমঙ্গলকর নহে। নিরন্ন লোক কার্য্যাভাবে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে; দেশে শ্রমের অবসর নাই, দরিদ্র লোকের জীবিকা লাভের কোন বৃত্তি নাই; অতএব যে স্থলে আমা-দিগকে স্বয়ং উদ্যোগী হইতে হয়, সে কার্য্যে আমরা এক বাক্যে কেন বক্র হই?—অবশ্যই ইহার কোন বিশেষ নিগূঢ় কারণ আছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন না। আমাদের তজ্জন্য নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিতেছে, ইহার মূলে কোন স্বার্থ-পরতা আছে। চা-ক্ষেত্রের সাহেবদিগের অনুরোধ স্বজাতীয় হইয়া কে অতিক্রম করিতে পারে? তিন বৎসরে যে আইন রচিত হইল না, তৎসম্বন্ধে কত আন্দোলন, কত বিচার হইল; কিন্তু যে আইন দ্বারা অবোধ অজ্ঞান নিঃসহায় কুলির প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইবে, সে আইন দুই দিনে বিধিবদ্ধ হইয়া গেল! ইহা অপেক্ষা আর অধিকতর রহস্যের বিষয় কি হইতে পারে?

শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর গত বৎসরের রিপোর্টে লিখিয়াছেন,—বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রের সম্পাদকেরা মফস্বলের সাধারণ লোকের মনোগত ভাব অতি অল্পই অবগত আছেন, সুতরাং তাঁহারা জনসমাজকে শিক্ষা দিতে

কিম্বা তাঁহাদের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহেন।” যিনি বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানে স্থাপিত আছেন, তাঁহার এ প্রকার ভ্রম দেখিয়া আমরা যৎপরনাস্তি বিস্মিত হইলাম। প্রথমতঃ দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা এতদ্দেশীয় লোক, আজন্ম তাঁহারা এই দেশেই লালিত পালিত ও শিক্ষিত হইয়াছেন, এদেশীয় লোকের সহবাসে কালযাপন করিতেছেন, বিশেষতঃ তাঁহাদের অনেকেই আবার পল্লীগ্রাম নিবাসী; তাঁহারা হ্যাট পেণ্টুলান পরিয়া বিভিন্নভাষী ভিন্নাচারী বিদেশ হইতে পোতারোহণে ভারতের মৃত্তিকায় পদার্পণ করেন নাই, কেবল নির্জ্জন প্রাসাদে বসিয়া তাঁহারা লেখনী পেষণ করেন না, সর্ব্বদাই এ দেশীয় সাধারণ লোকের সংসর্গে থাকেন। এতগুলি অবসর সত্ত্বেও দেশীয় লোকেরা কি এত অনভিজ্ঞ যে, তাঁহারা লোকের মনোগত ভাব কিছুই বুঝেন না? লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর প্রায় চল্লিশ বৎসর এদেশে অতিবাহিত করিলেন, পরিশেষে তাঁহার কি এই দেশকালের বাৎপত্তি জন্মিল? আমরা জানি বিলাতি রাজপুরুষেরা এবং বিলাতি সংবাদপত্রের সম্পাদকেরাই ভারতবাসিদের প্রকৃত মনোগত ভাব ঘুণাক্ষরেও জ্ঞাত নহেন। তাঁহারা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে এদেশে আইসেন, আমাদের ভাষা আমাদের আচার ব্যবহার ধর্ম্ম রীতিনীতি মনের আন্তরিক ভাব সুখ দুঃখের কারণ তাঁহারা বিন্দুমাত্র জানেন না। এ সমস্ত যদি তাঁহারা অবগত থাকিতেন, তবে নয় আইনের সৃষ্টি হইত না। শিষ্টতা এবং রাজভক্তি বিষয়ে ভারতবর্ষীয়েরা অন্যান্য জাতির নিকট আচার্য্যের কার্য্য করিয়া আসিতে পারেন। যদি তাঁহারা প্রজাবর্গের চিত্তের প্রকৃত নির্ম্মলাবস্থা বুঝিতেন, তবে অস্ত্র সম্বন্ধীয় বিধি আজ ভারত ব্যবস্থায় স্থান পাইত না। ভারতের প্রকৃতিবর্গকে সুখে রাখিলে অধিক কি তাঁহারা নৃপতিকে দেবতার তুল্য পূজা করেন। কিন্তু মাংসলোলুপ নৃশংস শ্বাপদের ন্যায় কেবল তাঁহাদের শোণিত শোষণের চেষ্টায় ফিরিলে কে শান্তভাব অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে? রাজপুরুষেরা প্রজাগণের যদি প্রকৃত কষ্ট জানিতেন কার্পাস বস্ত্রের শুল্ক রহিত হইত না। দরিদ্র ভারত পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে জীর্ণ শীর্ণ তন্তুসার হইয়া পড়িল। অদ্ধাশন শাক অন্নে স্বল্পকাল জীবনরক্ষা পাইতে পারে, তাহাতে কি বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয়? আমরা পল্লীগ্রামে দেখিতে পাই, সহস্র ব্যক্তির মধ্যে দশ জনের প্রত্যহ দুগ্ধ ঘৃতের সংযোগ হয় কি না সন্দেহ। মাংসের ত কথাই নাই,—এ বৎসর আশ্বিন মাসের মহা অষ্টমীতে এক খানি অস্থি আবার অন্য বৎসর মহা অষ্টমীতে এক খানি। মনুষ্যের হীনবীর্য্যতাই ভারতবর্ষব্যাপক ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ। পূর্ব্বে আপামর সাধারণ সকল লোকেই অপর্য্যাপ্ত দুগ্ধ ঘৃত নবনীত প্রভৃতি পুষ্টিকর সামগ্রী সেবন করিতে পাইত, তাহাতে এক এক জন প্রসিদ্ধ অসুর অবতার হইয়া উঠিতেন। এক্ষণে এক জনও তদ্রূপ বলবান্ ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। রাজা ক্রমশঃ শোষণ করিয়া প্রজাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ফেলিলেন, এখন অস্থিচর্ম্ম অবশিষ্ট আছে। বোধ করি তাহাও আর অধিক দিন থাকে না। কর্তৃপক্ষীয়ের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইলে এবং তাঁহারা এ দেশের যথাযথ অবস্থা জ্ঞাত থাকিলে কখনই লোকের এমন শোচনীয় দশা উপস্থিত হইত না। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন,—দেশীয় সম্পাদকেরা লোকের অকৃত্রিম অবস্থা ব্যক্ত করিতে পারেন না। এটী সর্ব্বাপেক্ষা অতীব কৌতুককর কথা। তিনি কি বিস্মৃত হইয়াছেন,—স্বয়ং সম্পাদকেরাই যে দেশীয় লোক, তাঁহারাই যে সমস্ত লোকের মনোগত ভাবের দর্পণ স্বরূপ? এই কুলিনির্ব্বাসন আইনে দেশীয় লোকেরাই ত দুঃখী কুলিদিগের দুর্ব্বিষহ কষ্টের কথা ব্যক্ত করিলেন। যদি চা-করেরা ইংরাজ না হইতেন, তবে দেখিতে পাইতেন এই আন্দোলনে তলস্থুল ব্যাপার পড়িয়া যাইত। দেশীয় দুঃস্থ লোকের কষ্ট জানাইতে অনেকেই আছেন, কিন্তু তাঁহাদের সকাতর চীৎকারে কর্ণপাত করেন এমন দয়ার্দ্রচিত্ত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি প্রায় দৃষ্টিগোচর হন না। মহাত্মা ইডেন সাহেব বঙ্গদেশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিলেন না, আশা ছিল তদীয় উত্তরাধিকারী তাঁহার কলঙ্ক রাশি মোচন করিবেন; কিন্তু আমাদের সে আশাও ফলবতী হইবে না। যদিস্যাৎ রিবর টমসন তাঁহার পদে অধিরূঢ় হন, তবে তিনি যে রূপ সদ্ব্যবহার করিবেন এই কুলি নির্ব্বাসন আইনে তাহার আভাস পাওয়া গেল। লর্ড রিপণেরও যশের ঢিঢি কাণ্ড পড়িতেছিল; মনে করিয়াছিলাম তিনি কীর্ত্তি মরীচির ষোল কলা পূর্ণ করিয়া এদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন। কিন্তু পৌর্ণমাসীতে রাহু শশীকে গ্রাস করিল, আমরা পূর্ণ চন্দ্র দেখিতে পাইলাম না,—প্রতিপদে আবার ক্ষয়া চাঁদ দেখা দিতে লাগিল; বুঝি বা লর্ড রিপণের সুনাম ও সৎকীর্ত্তির এই স্থানেই শেষ সীমা।

ভারতবর্ষীয় কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের

নূতন প্রস্তাব।

পাঠকদিগকে আমরা কয়েকবার জ্ঞাত করিয়াছি, ভারতবর্ষীয় কৃষি এবং বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারি মহাত্মা বক্ সাহেব একজন যথার্থ উদার প্রকৃতির লোক। তাঁহার চিত্তে কিছুমাত্র জাতীয় বিচ্ছেদভাব স্থান পায় না; ইংলণ্ডের সম্পূর্ণ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তিনি এদেশের হিতসাধনে তৎপর হইতে পারেন। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার অভাবনীয় স্নেহ মমতা দর্শন করিলে, স্বার্থপরায়ণ ম্যাঞ্চেষ্টারকে হৃদণ্ড স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইতে হয়,—এবা লর্ড লিটন দাঁড়াইবেন কোন্ কথা!

এতদ্দেশীয় মধ্যবিত্ত এবং নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের অবস্থা কি উপায়ে উন্নত হইবে, কি উপায়ে এ দেশীয় কৃষি ও বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধন হইবে, কি উপায়ে আপামর সাধারণ যাবতীয় প্রজা সচ্ছলে থাকিবে, বক্ সাহেবের তাহাই যেন জপমালা হইয়াছে। আমরা অনেক সময়ে দেখিয়াছি, তিনি যেন ভারতের হিত কামনার অনুধ্যানেই মগ্ন আছেন; অথচ কে, সি, এস, আই প্রভৃতি কিছুই নয়, বর্ণমালার বর্ণে তাঁহার কি হইবে?—সোহাগে তাঁহাকে “ভারত-বন্ধু” বলিয়া ডাকিলেই যথোপযুক্ত উপাধি প্রদান করা হয়। সম্প্রতি বক্ সাহেব ভারতবর্ষের একটী প্রধান বাণিজ্যের পথ মুক্ত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, ঈশ্বর প্রসাদাৎ যদি আমাদিগের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয় তবে একটী প্রধান কার্য্যগুণ উদ্ভাবিত হইবে সন্দেহ নাই। অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের সঙ্গে ভারতবাণিজ্যের নিতান্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। সম্প্রতি বক্ সাহেব অষ্ট্রেলিয়ার শাসনকর্ত্তার নিকট এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষজাত বৈদ্যক গ্রন্থোক্ত যে সমস্ত ঔষধ দ্রব্যের দ্বারা যথার্থ উপকার সাধিত হয় তৎসমুদায় ভারতবর্ষ হইতে অষ্ট্রেলিয়াতে প্রেরিত হইবে। তথায় উহাদের গুণ এবং আময়িক প্রয়োগ পরীক্ষিত হইলে যদি যথার্থ ফলোপধায়ক বিবেচিত হয়, তবে সেই সমস্ত দ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে ক্রমাগত তদ্দ্বীপে প্রেরিত হইতে থাকিবে। এতদ্ভিন্ন এলোপ্যাথি গ্রন্থোক্ত যে সমস্ত দ্রব্যের ভারতবর্ষজাত ঔষধ দ্রব্যের সঙ্গে নিকটসম্বন্ধ আছে তাহাও প্রেরিত হইবে, আশানুরূপ ফলোপলব্ধি হইলে ঐ সকল ঔষধও এদেশ হইতে অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে নীত হইবে। ভারতবর্ষজাত ঔষধ দ্রব্যের বিস্তারিত বিবরণ সঙ্কলনার্থ বক সাহেবের আদেশে আমাদের সুহৃৎ সুযুক্ত বাবু জ্ঞানলাল মুখোপাধ্যায় ব্রতী হইয়াছেন। কার্য্য সমাপ্ত হইলে তাহার ফলাফল আমরা আবার পাঠকদিগকে সবিশেষ জ্ঞাত করিব।

যাহা হউক আমাদের বিবেচনায় এই সৎ কল্পনই একবারে নিরর্থক যাইবে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সুবিজ্ঞ ইংরাজ চিকিৎসকেরা এ দেশজাত যে সকল ঔষধ দ্রব্যের ভূরি পরীক্ষার দ্বারা তাহাদের রোগনিবারণীশক্তি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন,

সম্প্রতি ঐ সমস্ত অবশ্যই পরিগৃহীত হইবে। ফার্ম্মাকোপিয়ার [illegible], ডাক্তার ওয়ারিং, ডাক্তার [illegible] প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ বৈদ্যক শাস্ত্রোক্ত বিস্তর উদ্ভিদের গুণানুবাদ করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল দ্রব্যের উপকারিতা সকলেরই স্বীকার্য্য; অতএব এক্ষণে আর মতবিসম্বাদিতা উপস্থিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই। আবার অধুনা অন্যান্য স্থানের [illegible] করিবার জন্য উপযুক্ত প্রণালীতে পরীক্ষা করিলে যথার্থ ফলপ্রদ বিস্তর ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবে। অভিনিবিষ্ট চিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে, এদেশবাসীরা উক্ত কুইনাইন প্রভৃতি দুই চারিটী ঔষধ পরিত্যাগ করিলে [illegible] গুণ এতদ্দেশজাত ঔষধ [illegible] অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। আমাদের সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদের পঠন পাঠন এক প্রকার রহিত হইয়া পড়িয়াছিল, সে কারণ উপযুক্ত বৈদ্যও প্রায় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। আবার ঔষধ দ্রব্যেরও অত্যন্ত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, অকৃত্রিম ঔষধ প্রায় নূতন ও সতেজ পাওয়া যায় না। বণিকের দোকানে দুর্গন্ধময় পচা ধসা মাকড়সার আবদ্ধ গাছড়াগুলি সঞ্চিত আছে, ঔষধ ক্রয় করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলে তাহাই বাহির করিয়া দেয়। তন্মধ্যে সার পদার্থের লেশমাত্র নাই, অতএব গুণ দর্শিবার সম্ভাবনা কি? অবিকৃত ও সতেজ প্রকৃত দ্রব্য হইলে নিশ্চিত গুণ দর্শিতে পারে।

এদেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আরম্ভ হওয়া অবধি আমাদের [illegible] সকলেই কুইনাইন ব্যবহার করিয়া থাকেন। ম্যালেরিয়া জনিত জ্বর [illegible] একটী মহৌষধি তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্যান্য রোগে এবং পুরাতন জ্বরে [illegible] বিশেষ হিতকর, তাহার প্রমাণ [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] চিকিৎসা [illegible], কোন শাস্ত্রে তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। আবার অনেক স্থলে আমাদের বৈদ্যকশাস্ত্রোক্ত [illegible] রোগ [illegible] নিদান ও নিরূপণে অনেক [illegible], কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, [illegible] উপলব্ধি হয় না। আচার্য্যেরা [illegible] উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে এই অনুষ্ঠানের নিমিত্ত আমরা শ্রীযুক্ত [illegible] ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া [illegible] কষ্ট মোচন পূর্ব্বক সকলের অনুরাগভাজন এবং আশীর্ব্বাদের পাত্র হউন, ঈশ্বর তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। অদ্বৈতদয়ার চিকিৎসক সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের এই অনুরোধ, তাঁহারা যেন অল্প [illegible] সৎকার্য্যে কিঞ্চিৎ অধিককাল ব্যাপিয়া সমস্ত দ্রব্যের গুণ ও আময়িক প্রয়োগের ফলাফল তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন। চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ে লোকের বদ্ধসংস্কার হইয়া থাকে, অতএব সামান্য কারণেই যেন এদেশীয় ঔষধের প্রতি তাঁহাদের অবিশ্বাস এবং অভক্তি না জন্মে। বিশেষ ধৈর্য্যাবলম্বন না করিলে কিছুতেই নিঃসন্দিগ্ধরূপে এ কার্য্যের পরিসমাপ্তি হইবে না। ঔষধের গুণ পরীক্ষা নিতান্ত দুঃসাধ্য-সাধন, সহসা মনের ভ্রম দূর করা অত্যন্ত কঠিন। কোন রোগে একটী নূতন ঔষধ পরীক্ষা করিবার সময় শীঘ্র ফলোপধায়ক না হইলে মনের মধ্যে এমন সন্দেহ জন্মিতে পারে যে,—হয় ত সর্ব্বজনমানিত চিরপ্রচলিত ঔষধ প্রয়োগ করিলে এত দিনে রোগের শান্তি হইত। কিন্তু বস্তু কর্ত্তৃক এমন হইতে পারে যে, সে ব্যাধির প্রকৃতি এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে চিরপ্রচলিত সর্ব্বজনাদৃত ঔষধের ব্যবস্থা করিলেও রোগের কিছুমাত্র লাঘব হইত না। তজ্জন্য আমরা বলিতেছি, বিশেষ বিচক্ষণতা এবং বহুল পরীক্ষার দ্বারা যেন সকল দ্রব্যের গুণ নিশ্চিত করা হয়, নতুবা ভ্রম দূর হইবে না।

ডাকঘরের কার্য্য বিশৃঙ্খলা।

পূর্ব্বে ভারতবাসীর অতি অল্প লোকেই বিদেশে থাকিতেন, সুতরাং স্থানান্তরে পত্রাদি প্রেরণের অধিক প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এক্ষণে আর সে দিন নাই; নানাবিধ কার্য্যোপলক্ষে সকল স্থানের লোককেই বিদেশে থাকিতে হইতেছে, তদ্দ্বারা ডাক বিভাগের কার্য্যের যে কত বৃদ্ধি হইতেছে তাহা বলিবার নহে। প্রতি বৎসর পত্রাদির সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতেছে আবার এই উন্নতি, পল্লীগ্রামেই অধিক দৃষ্ট হয়, সহরে তদ্রূপ হয় না। তাহার কারণ, অনেক পল্লীগ্রামের লোকে এখনও স্বীয় বাসস্থান অতিক্রম করিয়া তিন ক্রোশ দূরে গিয়াছেন কি না সন্দেহ, তন্মধ্যে অনেকেই আবার প্রবাসে থাকেন কি না সন্দেহ। বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান নগরের দূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামবাসিরা এখনও কষ্টে স্বষ্টে স্বীয় স্বীয় জন্ম ভূমিতে বাস করিতেছেন, কদাচিৎ কুটুম্বতা উপলক্ষে কিম্বা তীর্থ ভ্রমণ প্রসঙ্গে কেহ কেহ স্থানান্তরে যাত্রা করিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত তাঁহাদের বিদেশ গমনের অন্য কোন অবসর নাই। কিন্তু ক্রমশঃ সত্ত জীবিকা অর্জ্জন কষ্টকর হইয়া পড়িতেছে, তাই সকলকে জঠর জ্বালায় দেশ বিদেশে যাইতে হইতেছে, নতুবা একস্থানে বসিয়া আর প্রাণ-যাত্রা নির্ব্বাহের উপায় নাই।

আমরা দেখিতেছি পল্লীগ্রামের যে যে স্থানে পূর্ব্বে একটীও ডাকঘর ছিল না, ক্রমে তথায় ডাকঘর স্থাপিত হইতেছে। যে যে স্থানে মাসিক পত্রাদির সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল তত্তৎ স্থানে প্রতি বৎসর ক্রমশই পত্রের সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। কিন্তু এমন ক্ষেত্রেও গবর্ণমেণ্টের একটী দারুণ ঔদাসীন্য দৃষ্ট হয়। ডাকঘরের কার্য্য কিপ্রকার বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছে গবর্ণমেণ্টকে তাহা দর্শাইতে হইবে না, কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রেও হতভাগ্য পোষ্ট মাষ্টার এবং পিয়নদের প্রতি কাহারও কৃপাদৃষ্টি পতিত হইল না। পোষ্ট আফিসের কার্য্য বৃদ্ধি হইতেছে, সুতরাং আয়ও বাড়িতেছে, কিন্তু পোষ্ট মাষ্টারদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে একবারও কেহ প্রস্তাব করিলেন না। আমাদের বিবেচনায় ডাক বিভাগের কর্ম্মচারিদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পোষ্ট মাষ্টারের হস্তে অসংখ্য অসংখ্য ব্যক্তির বহুমূল্য ধন সম্পত্তি সর্ব্বদাই আসিতেছে, তাঁহাকে সর্ব্বদাই ডাকঘরে উপস্থিত থাকিতে হইতেছে, অন্য কোন গৃহকর্ম্ম দেখিবেন, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও অবসর নাই। আবার মনের ব্যাকুলতা কত, স্বয়ং সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হইলেও অপরের কুচক্রে সতত বিপাকে পড়িবার সম্ভাবনা। তাঁহার নিকট বহুমূল্য নোট, হুণ্ডী, অলঙ্কার, টাকা, হীরা প্রভৃতি নানাবিধ মূল্যবান্ দ্রব্য সর্ব্বদাই আসিতেছে। হয় ত অন্য কোন পোষ্টআফিসে দ্রব্যাদি কোন প্রকারে অপহৃত হইল, তাহাতে একের দোষে অন্যকে দায়গ্রস্ত হইতে হইতেছে। যে সকল কর্ম্মচারীর হস্তে এবম্বিধ দায়ী কার্য্যভার উপন্যস্ত আছে, তাঁহাদের উন্নতি সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের সবিশেষ মনোযোগ থাকা আবশ্যক। ১৫।১৬ টাকা বেতনে চিরকাল কেহ ডাক ঘরে কর্ম্ম করিলেন কিন্তু কস্মিন কালে বেতন বৃদ্ধি হইল না, পদোন্নতিও হইল না। গবর্ণমেণ্টের এই ঔদাসীন্য যারপর নাই সাতিশয় ক্ষোভের বিষয়। এদিকে আবার পিয়নদিগের দুর্দ্দশা দেখুন, তাহাদের কিঙ্করগণের নিকটে লৌহময় বাষ্প শকটও পরাজয় মানিয়াছে,—রক্তমাংসময় ঘোটকের ত কথাই নাই। এক এক জন পিয়নকে প্রতিদিন কতদূর পর্য্যন্ত যে পর্য্যটন করিতে হয়, শুনিলে অন্তঃপ্রাণী কাঁপিয়া উঠে। পাঠক! আমরা দেখিয়াছি, বীরভূম জেলার অন্তঃপাতী গনোটীয়া ডাকঘরের অধীনে ৬৫ পঁয়ষট্টি খানি গ্রাম আছে, কিন্তু তথায় দুই জনের অধিক পিয়ন নাই। আমরা বিশেষ গণনা করিয়া দেখিলাম প্রত্যেক পিয়নকে দৈনিক ১০।১২ ক্রোশ রাস্তা পরিভ্রমণ করিতে হয়, আবার বর্ষা ঋতুর সমাগমে সর্ব্বত্র জলপ্লাবিত হইয়া পড়ে, তখন পিয়নদিগের দুঃসহ ক্লেশ দর্শনে গবর্ণমেণ্টের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার না হউক, কিন্তু নৃশংস শৃগাল কুক্কুরেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। পরদুঃখে দুঃখিত

হইয়া পশুরও চুচক্ষে জলধারা বহিতে থাকে। প্রজাদিগের কোন কষ্ট মোচনের কথা যখন গবর্ণমেণ্টের সমীপে প্রস্তাবিত হইতেছে, তখনি রাজকোষের শূন্য সিন্দুকের ডালা তুলিয়া,—টাকা নাই টাকা নাই,—বলিয়া ধুয়া ধরিতেছেন। টাকা নাই সত্য পরিতোষপূর্ব্বক কণ্ঠায় কণ্ঠায় ইংলণ্ডের উদর পরিপূরণের নিমিত্ত সকলে যেপ্রকার ব্যগ্র হইয়াছেন, তাহাতে রাজকোষ কেন ? —সমুদ্রের জলও উড়িয়া যাইবার কথা; কিন্তু স্বদেশীয় আত্মীয় স্বজনের প্রীতিসাধনার্থ এ ওজরটী ত শুনিতে পাওয়া যায় না। সে দিন কর্ণাল হারিসন বঙ্গদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রাপ্য পেন্সনের অতিরিক্ত তাঁহাকে ৫৫০০০ পঞ্চান্ন হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। কই,—এ কাজটীতে ত গবর্ণমেণ্টের কিছুই অরুচি দেখিলাম না, এটীতে ত ওজর আপত্তির কথা শুনিলাম না! ইংলণ্ডের কোন কার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত সকল কাজ অম্লান বদনে করা যাইতে পারে; কিন্তু ভারতবর্ষের কার্য্যে ব্যয় ভূষণ করিতে হইলে হিসাব পত্রের কাগজ বাহির হইয়া পড়ে,—সুতরাং তখন রাজকোষে টাকা থাকিবার সম্ভাবনা কি ?

পিয়নদিগের মানুষের শরীর,—লৌহময় উপাদানে গঠিত নয়। জল নাই, শীত তাত নাই, প্রত্যহ এত দূর পরিভ্রমণ করিলে মনুষ্যের স্বাস্থ্য কি রক্ষিত হইতে পারে ? অনেক স্থলেই পিয়নেরা স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইতে পারে না। রোগাক্রান্ত হইয়া তাহারা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধিত হয়। আবার যে যে স্থলে স্বভাবতঃ দৃঢ়কায় ব্যক্তিরা দীর্ঘকাল কর্ম্ম করিতেছে, তাহাদিগকে সুস্থকায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে কেবল যে পিয়নদিগকে অল্পায়ু করা হইতেছে, এমত নহে, সময়ে সময়ে সাধারণ লোকেরও বিস্তর ক্ষতি হইয়া থাকে। এজন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের একান্ত অনুরোধ, তাঁহারা ডাকবিভাগের অবস্থা কিঞ্চিৎ উন্নত করুন। মফস্বলের অবস্থা বিবেচনা করিয়া আয়ানুসারে দুই এক জন করিয়া পিয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিউন। ইন্‌স্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টার পিয়নদিগের গন্তব্য গ্রামের যে প্রকার দূরতা নিশ্চিত করিয়া দেন, কার্য্যতঃ সচরাচর তাহার অতিরিক্ত পথ হইয়া পড়ে। সুতরাং বর্ত্তমান বন্দোবস্তে মানুষের কাজ করা এক প্রকার অসাধ্য বলিতে হয়।

আমরা এস্থলে সাধারণ লোকের একটী বিষম অসুবিধার কথার উল্লেখ না করিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। পল্লীগ্রামের ডাকপিয়নেরা দুই মাইলের অন্তর্বর্ত্তী গ্রাম গুলিতে প্রত্যহ পত্রাদি বিলি করিয়া থাকে। দুই মাইলের অতিরিক্ত হইলে তদূর্দ্ধ স্থানে কোন নির্দ্দিষ্ট দিনেই পত্রাদি বিলি হয়। এই নিয়মটী সাধারণ লোকের পক্ষে নিতান্ত অসুবিধাজনক। যে যে গ্রামে প্রতিমাসে দেড়শত কিম্বা তদোধিক পত্র আইসে, সেখানে প্রত্যহই পিয়নের গতিবিধি থাকা আবশ্যক। এমন অনেক বাণিজ্যের স্থান আছে, যে খানে সর্ব্বদাই অত্যাবশ্যক পত্রাদি প্রেরিত হইয়া থাকে; কিন্তু সেই সমস্ত পত্র যথাকালে প্রেরিত না হইলে ব্যবসায়িদের সম্পূর্ণ ক্ষতির সম্ভাবনা। নিতান্ত প্রয়োজনীয় প্রত্যেক পত্র রেজেষ্টরী করিয়া পাঠান অসম্ভব। ব্যবসায়ীরা দ্রব্যাদির মূল্য নিশ্চিত করিবার নিমিত্ত ও অন্যান্য তথ্য অবগত হইবার নিমিত্ত নিয়তই পত্র লিখিয়া থাকেন, কিন্তু অনেক পত্রগুলি দুই তিন দিবস পিয়নের নিকট রহিল। নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত না হইলে তাহার বিলি হইল না। জনসমাজের এই দারুণ অসুবিধা দূরী করণার্থ পিয়নের সংখ্যাবৃদ্ধি ভিন্ন আর উপায় নাই। সুতরাং এস্থলে গবর্ণমেণ্ট টাকা নাই বলিলে ডাক ঘর সংস্থাপনের ফল সকলে তুল্যরূপে উপভোগ করিতে সমর্থ হন না। সকলেই নির্দ্দিষ্ট মাসুল সমান রূপে দিয়া থাকেন; কিন্তু কেহ ডাকঘরের নিকটবর্ত্তী বলিয়া অধিক সুবিধা ভোগ করিতে পারিতেছেন, আবার কেহ দূরবর্ত্তী বলিয়া সে ফলে বঞ্চিত হইতেছেন, এই ব্যবস্থাটী যার পর নাই অন্যায় পক্ষপাত-দোষে দূষিত। আমরা ইহার প্রতিকারার্থ গবর্ণমেণ্টের অন্য বিভাগের অর্থানুকূল্য অভিলাষ করিতেছি না, অন্য [illegible] ডাকঘরের আয়গুলি প্রার্থনা করি না, যে ডাকঘরে [illegible] গ্রামগুলির অন্তর্ভুক্ত, আমরা সেই ডাকঘরেরই আয় হইতে কিঞ্চিৎ ব্যয় লাভের আকিঞ্চন করি। বোধ করি আমাদের এটী দুরাশা নহে। এটী নেটিবদের অসুবিধা মোচন, এই বলিয়া মনে যদি কোন প্রকার ভাববৈষম্য উপস্থিত না হয়, তবে ন্যায়ানুমতে সমস্ত লোকের প্রতি সম দৃষ্টি রক্ষা করিবার জন্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত ব্যয় স্বীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই সকলের প্রতি তুল্য ব্যবহার করা হইবে, এবং কাহারও আর কোন অসুবিধার কারণ থাকিবে না।

বাকী খাজনার মকদ্দমার বৃদ্ধি।

আমরা বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের ১৮৮০—৮১ অব্দের শাসন সংক্রান্ত রিপোর্ট পাঠে অবগত হইলাম, বঙ্গেশ্বর গত বর্ষে সিবিলিয়ানদিগের দেওয়ানী বিচার শিক্ষার একটী সুন্দর নিয়ম করিয়াছেন। সিবিলিয়ানেরা একাদশ ও দ্বাদশ বর্ষ কর্ম্ম করিলেই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারের আপীল এবং বিংশতি বর্ষকাল কর্ম্ম করিলেই সদর আদালতের বিচারের আপীল শুনিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এটী তাঁহাদিগের [illegible] প্রথা। তাঁহারা বিচারকার্য্যে দক্ষ হউন বা না হউন, তাঁহাদিগের যোগ্যতা লাভের অবসর হউক বা নাই হউক, তথাপি নিয়মানুসারে তাঁহারা নিয়মকাল পূর্ণ করিয়া অতি গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন এই কারণে অনেক সময়ে এই বিভাগের শোচনীয় পরিণামও ঘটিয়া উঠিত। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে বর্ত্তমান লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর আপনার উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়া তাঁহাদিগের দেওয়ানী কার্য্য শিক্ষার একটী সদুপায় করিয়া দিয়াছেন।

ঐ রিপোর্ট মধ্যে দৃষ্ট হইল, তিনি বাকী খাজনার মকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্য কতকগুলি মুন্সেফ নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এটীও তাঁহার উদ্ভাবনা শক্তির অপর পরিচয়। এতদ্দ্বারা প্রজাদিগের স্বভাবের পরিচয় হইতেছে। প্রজারা যে সহজে জমীদারের খাজনা দিতে চায় না, তাহা সুন্দররূপে সপ্রমাণ হইতেছে। তাহারা যদি সহজে খাজনা দিত, জমীদারেরা যদি অনায়াসে খাজনা পাইতেন, তাহা হইলে কখন তাঁহারা প্রজার নামে বাকী খাজনার নালিস করিতেন না। যথাসময়ে জমীদারের প্রাপ্য খাজনা দেওয়া প্রজাদিগের স্বভাব সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে কি তাহাদিগের এ স্বভাব ছিল না ? দশ আইনে কি এরূপ সৃষ্টি করিয়াছে ? [illegible] এত মকদ্দমা প্রচলিত ছিল, এখনও [illegible] তবে যে পূর্ব্বে এত মকদ্দমা হইত না, [illegible] পূর্ব্বে জমীদারেরা স্বহস্তে আইন [illegible] তাঁহাদের কর্ম্মচারীরা [illegible] অত্যাচার করিতেন এবং তাহাদিগকে [illegible] কষ্ট দিয়া টাকা আদায় করিতেন। [illegible] বিবেচনা করিলেই [illegible] হইয়াছে। [illegible]

অনেক প্রজাদিগের সহজে খাজনা না দিবার [illegible] করিবার এক মাত্র কারণ। [illegible] লোকের কর্ত্তব্যজ্ঞান অল্প। তাহারা যথাসাধ্য জমীদারের প্রাপ্য খাজনা ফাঁকি দিবার চেষ্টা পায়; জমীদারেরা আর পূর্ব্বের মত [illegible] করিয়া টাকা আদায় করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদিগকে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়; তাহাতেই মকদ্দমার বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু এটী দেশের কল্যাণকর নহে। এ অবস্থার সংশোধনের একটী উপায় উদ্ভাবন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। জমীদার কর্ত্তৃক প্রজাপীড়ন নিষেধক আইন

বৈধিক হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ইডেন সাহেব দরিদ্র বিহারবাসীদিগের উন্নতির জন্য এত চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু এই সামান্য ত্রুটি নিবন্ধন তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা।

জৰ্ম্মণির এক ব্যক্তি তালিকা সঙ্কলন করিয়া দেখাইয়াছেন, ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে ৫২১ টী রঙ্গশালা অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত হইয়াছে।

অর্গানাইজার বলেন আমাদের এ অঞ্চলে লোকে যেমন গোময়ে ঘুঁটে দিয়া বিক্রয় করে পুনা মিউনিসিপালিটী সেইরূপ সহরের সমস্ত নরমলের ঘুঁটে দিয়া বিক্রয় করেন। অনেক কৃষক এই ঘুঁটে লইয়া আপনাদের ফসলের পুষ্টিসাধন ও মিষ্টতাসম্পাদন করিয়া থাকে। ৩১ এ ডিসেম্বর নীলামে ৭৬৫৫ টাকার বিষ্ঠার ঘুঁটে বিক্রয় হইয়াছে।

জাহাজী মাতাল গোরাদিগকে মদ ছাড়াইয়া কাফি ধরাইবার জন্য রাধাবাজারের মোড়ে লালবাজারের রাস্তার উপর যে আড্ডাটী আছে, গবর্নমেন্ট এতদিন তাহার সাহায্যার্থ মাসিক ১০০০ টাকা দিতেছিলেন, এখন অবধি ২৫০ টাকা দিবেন, মাতাল বাঙ্গালী বাবুদের জন্য এইরূপ একটী কাফি হাউস প্রতিষ্ঠিত হইলে ভাল হয়।

ভারতের হিতার্থ বিলাতে যে নর্থব্রুক ক্লব হইতেছে ভারতবর্ষের অনেক ধনীলোক তাহাতে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন। বিজয়নগরের মহারাণী ইহার নিমিত্ত এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, রাজ্ঞীর জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ আলবার্ট এই সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল টাকার হিসাব পত্র তিনি স্বহস্তে রাখিতেছেন। যাহা হউক ভারতের হিতকার্য্যে তিনি লিপ্ত থাকিলেও আমাদিগের অনেক আশা থাকে।

শুনা যাইতেছে হাইকোর্টের অন্যতর বিচারপতি অনারেবল [illegible] সাহেব শীঘ্রই পদত্যাগ করিবেন। হাইকোর্টের বিচারপতিদিগের বেতন হ্রাসের জন্য যে সংকল্প প্রচারিত হইয়াছে তৎপাঠে আদালতের প্রাচীন উকীলেরা বলিয়াছেন হাইকোর্টে জজের পদ খালি হইলে তাঁহারা আর গ্রহণ করিবেন না এইরূপ সংকল্প করিয়াছেন।

১৮৮১ অব্দের ১৭ ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় যে লোক সংখ্যা করা হয়, তাহাতে ৪০১৬৭১ জন এবং উপনগরে ২৫১৪৫৯ পরিগণিত হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের এক খানি সংবাদ পত্র জানিতে পারিয়াছেন কোলাপুরের কর্তৃপক্ষ এই সংকল্প করিয়াছেন যে, দেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাদের নিন্দা করেন তাঁহাদের নামে ফৌজদারী মকদ্দমা করিবেন।

জেনেরল জঙ্গ বাহাদুর নেপালে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উপস্থিতি সংবাদ সাধারণে প্রচারিত হইলে বিদ্রোহ বৃদ্ধির বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, চক্রান্তকারীরা ইঁহার প্রাণ বিনাশের জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা তাহারা নিজ মুখে প্রকাশ করিয়াছে।

ডবলিন মিউনিসিপাল সভার সভ্যেরা প্রসিদ্ধ ল্যাণ্ডলিগের পার্ণেল ও ডিলন সাহেবকে নগরের মধ্যে স্বাধীন ভাবে অবস্থিতি করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের সেকোরাবাদ নামক স্থানে গাড়িতে গাড়িতে যে সংঘর্ষণ হয়, তাহাতে অনেক লোকের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, যে মাল গাড়ির সহিত সংঘর্ষণ হইয়াছিল, তাহার গার্ড হাঁসপাতালে আসিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু কলচালক যে কোথায় পালাইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান হয় নাই। নৌকা ডুবিলে যেমন মাঝি মরে না, গাড়িতে গাড়িতে সংঘর্ষণ হইলে তেমনি ড্রাইভর মরে না।

মক্কায় একণে অত্যন্ত গোলযোগ যাইতেছে। যাত্রীগণের অধিকাংশ বিসূচিকায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে, আবার আরবেরা যে মাসে মক্কা নগরী লুণ্ঠন করিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল মুসলমান যাত্রী তথায় গমন করিয়াছিল, তাহাদিগের যথাসৰ্ব্বস্ব বিলুণ্ঠিত হইয়াছে। মক্কার প্রধান সরিফ আবতুল মোতালফও কয়েক মাস হইতে লোকদিগের প্রতি অতি অসদাচরণ করিতেছেন। তথায় এক প্রকার অরাজক কাণ্ড উপস্থিত।

ন্যানিলার অন্তর্গত মেয়র নামক আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্ন্যুৎপাত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

চিরলহারষ্ট নামক স্থানের সমাধিমন্দির হইতে কেহ কেহ সম্রাট নেপোলিয়নের মৃতদেহ চুরী করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

২১ এ জানুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় সৰ্ব্বশুদ্ধ ২৪৫ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

ঋণের জন্য কৰ্ম্মচারীর বেতন ক্রোক দিবার যে আইন আছে শুনা যাইতেছে তাহার সংশোধন করা হইবে। ১২ টাকার ন্যূন বেতনভোগী গবর্ণমেণ্ট অথবা রেলওয়ে কৰ্ম্মচারীর বেতন দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর জন্য ক্রোক হইতে পারিবে না।

মুসলমানেরা মৃত সম্রাটের চিরস্মরণার্থ সেকেন্দর মসজিদ নামে একটী মসজিদ সেণ্টপিটার্সবর্গে নির্ম্মাণের প্রস্তাব করিয়াছেন।

এলাহাবাদে ভয়ানক বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

ইংরাজদিগের কার্য্য সৌর জগতের শৃঙ্খলার ন্যায় পরস্পর বদ্ধ। একদিকে তুলজাত দ্রব্যের শুল্ক তুলিয়া দিবার কথা হইয়াছে অপরদিকে ভারতের রাজকোষে ভাবী অর্থ সঞ্চয়ের হিসাব প্রস্তুত হইতেছে। ভারতের আগামী আয় ব্যয় বৃত্তান্তে না কি ৪০ লক্ষ ষ্টালিং উদ্বৃত্ত দেখান হইবে।

১৮৮২ অব্দের ১ লা অবধি ১১এ জানুয়ারি পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির ৩৫৬৮৪২ টাকা আয় হইয়াছে।

রুশ গবর্ণমেণ্টের সৈনিক সংখ্যা যেমন ইংরাজদিগের অপেক্ষা অধিক অস্ত্র শস্ত্রের সংখ্যা ও সেইরূপ অধিক। কিন্তু তথাপি তাহাতে ও তাঁহারা সন্তুষ্ট নহেন, উক্ত গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি আবার ককেসিয়ান্ত কসাক সৈন্যদিগকে দিবার জন্য ১০০০০০ রাইফল বন্দুক ক্রয় করিতেছেন।

১৮৮০—৮১ অব্দের শাসনকার্য্য বৃত্তান্ত মধ্যে দেখা গেল ১৮৭২ অব্দে বঙ্গদেশের যে লোক সংখ্যা করা হইয়াছে তাহার পর ৮১ অব্দের ১৭ ই ফেব্রুয়ারি যে লোকসংখ্যা করা হয় তাহাতে এই নয় বৎসর কালে বঙ্গদেশে ৬২৭২৭৪৭১ হইতে ৬৯১৩৩০-৬১৯ লোক বৃদ্ধি হইয়াছে। ফলতঃ ৬৪০৬১৪৮ লোক বৃদ্ধি হইয়াছে। বাস্তবিক যেটী বাঙ্গালা দেশ বলিয়া বিখ্যাত তথায় শতকরা ৬ জন, বেহারে শতকরা ১৫ জন ও উড়িষ্যায় শতকরা ২০ জন বৃদ্ধি হইয়াছে। ফলতঃ উড়িষ্যার লোক সংখ্যা বাঙ্গালার অপেক্ষা ত্রিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। বাঙ্গালার মধ্যে কেবল বর্দ্ধমানের লোক সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। সাংক্রামিক জ্বরই তাহার কারণ। উপরে যে লোক সংখ্যা দেওয়া গেল তাহার মধ্যে ৩৪৫৬১৭০১ পুরুষ এবং ৩৪৭১২৯১৮ স্ত্রী। স্ত্রীলোক শতকরা পুরুষ অপেক্ষা ১·২ অধিক।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম বাবু মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৪ এ জানুয়ারি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি একজন যথার্থ ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে সকলেই যারপর নাই দুঃখিত হইয়াছেন। ইনি কয়েক বৎসর কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপকতা ও কয়েক বৎসর হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন।

ফ্রান্সের এক ব্যক্তি তাড়িত সংযোগে নৌকা চালাইতেছেন। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ৩ই তিন স্থানে রেলের গাড়িও ইহা দ্বারা চালিত হইতেছে। ধন্য বিজ্ঞান!

কৃষ্ণনগর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, গত ১১ ই মাঘের "সোমপ্রকাশে" আপনার এলাহাবাদস্থ সংবাদদাতা "কুম্ভের মেলায়" অর্থ সংগ্রহে

একটী ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "কুম্ভের মেলা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বার বৎসরের পর বৃহস্পতি কুম্ভরাশিতে আসিয়া কয়েক দিবসের জন্য স্থিত হন এবং সেই সময় বিশেষ যোগ হইয়া থাকে। কোন মতে বৃহস্পতি এবার তিন দিবস অন্য মতে নয় দিবস কুম্ভরাশিতে অবস্থিতি করিবেন।" এটী তাঁহার ভ্রম। বৃহস্পতি দ্বাদশ বৎসরে সূর্য্যমণ্ডলকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করেন, সুতরাং প্রত্যেক রাশিতে তাঁহার স্থিতিকাল এক বৎসর। তিন বা নয় দিবসের ন্যায় অত্যল্প সময় কোন রাশিতে তাঁহার স্থিতিকাল হইতে পারে না। বিশেষতঃ এক্ষণে বৃহস্পতি মেষরাশিতে ভরণী নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছেন। আগামী ২ রা চৈত্রে তিনি বৃষরাশিতে যাইবেন। কুম্ভরাশিতে যাইতে আর নয় বৎসর লাগিবে।

আমাদিগের ছাপরাস্থ সংবাদদাতা বলেন, জেলা ছাপরার মসরখ থানার অন্তর্গত ফরিদনপুর নামক এক গ্রামে অদ্য একটী কূপমধ্যে এক স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। শুনিতেছি ৩।৪ দিবস হইল, ঐ স্ত্রীলোকটী দুই জন উপপতির সমভিব্যাহারে রাত্রিযোগে বাহির হইয়া যায়। পরে ঐ কুলটার আত্মীয় স্বজন অনেক অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে না পাইয়া নিরস্ত থাকে। যে গ্রামের কূপমধ্যে শবটী পাওয়া গিয়াছে, তাহা স্ত্রীলোকটীর পিত্রালয় হইতে এক ক্রোশ দূর; এই পিত্রালয়েই উনি অবস্থিতি করিতেন। এই সংবাদ পাইয়া দারগা ও কনষ্টেবল আসিয়া নিকটস্থ গ্রামগুলির সরগরম করিয়া তুলিয়াছে। উপপতিদ্বয়ের এক জন কয়েক দিন পরে প্রত্যাগমন করিয়াছে, অপর মহাপুরুষ এ পর্য্যন্ত আসেন নাই, পুলিষ উত্তমরূপ তদন্ত করিলেই এই দুর্ঘটনার প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন। নচেৎ মৃগীরোগাক্রান্ত বলিয়া রিপোর্ট করিলেই হইবে।"

বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কয়েদিদিগের স্বাস্থ্য রক্ষার যে সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছেন, আমরা তৎপাঠে প্রীত হইলাম। তিনি তাহাদিগের বৈজ্ঞানিক রীতিতে আহার প্রদানের নিয়ম করিয়াছেন। যে কয়েদী যেরূপ শ্রম করিতে পারে, তাহাকে তদনুরূপ আহার দেওয়া হইবে এবং প্রতি পক্ষে তাহাদিগকে ওজন করা হইবে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মদেশের ব্যবসায় সম্বন্ধে ব্রহ্মরাজকে যে পত্র লেখেন "হিজ ম্যাজিষ্টি" শব্দ প্রয়োগ করাতে পাইওনিয়র তাহাতে ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তিনি বিরক্ত হইয়া বলিয়াছেন, ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিবার উপযুক্ত পাত্র, নরহত্যাকারী অসভ্য থিবাকে গবর্ণমেণ্ট যে বন্ধুভাবে পত্র লিখিবার সময়ে "ইওর ম্যাজিষ্টী" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা পাঠ করিলে কে না অধীর হইয়া উঠে। পাওনিয়র ভিন্ন আর যে কেহ অধীর হইবেন, আমাদের ত এমন বোধ হয় না। এই সকল মহাপ্রভুর মনোগত ভাব দেখিয়াই কি গবর্ণর জেনেরল "ভদ্রলোক শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন?

কলিকাতা ছোট আদালতের উকীলেরা প্রেসিডেন্সি স্মলকজকোর্ট বিলের তিরোধান প্রার্থনা করিয়া পুনরায় গবর্ণর জেনেরলের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। এই আইন হওয়াতে উকীলেরা এক্ষণে হাজার টাকার অধিক দাবীর মকদ্দমা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

পোর্ট ব্লেয়রে দুগ্ধকৃচ্ছ্র হওয়াতে তত্রত্য সৈনিক পুরুষেরা দুগ্ধ খাইতে পাইতেছিল না। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের সুবিধার জন্য ২৬ টী গাভী তথায় প্রেরণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে গো-খাদক দলের যেরূপ দিন দিন সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আর কিছুদিন পরে দুগ্ধ আদৌ পাওয়াই দায় হইবে। হিন্দুরা এই কারণেই গোহত্যার প্রতিবাদ করিয়া থাকেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হইয়া কলিকাতায় আর একটী ছাত্রনিবাস প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। মফস্বলের যে সকল বালক কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করেন, তাঁহারা এই নিবাসে স্থান প্রাপ্ত হইবেন। এই নিমিত্ত এক লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয়ের সম্ভাবনা আছে। চাঁদার দ্বারা ৫০ হাজার টাকা উঠিয়াছে, অবশিষ্ট ৭০ হাজার টাকা বোধ হয় গবর্ণমেণ্টকে আনুকূল্য করিতে হইবে।

আলীপুরের কাছারীঘর সকল মেরামতের জন্য আবদ্ধ থাকায় এবার ২৪ পরগণার অন্তর্গত গবর্ণমেণ্ট বৃত্তিপ্রাপ্ত গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালা সমূহের ছাত্রগণের প্রাইমারী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা কালীঘাট বঙ্গবিদ্যালয়ের গৃহে গ্রহণ করা হইয়াছে। ছাত্র সংখ্যা সর্ব্বসমেত ৭৯। গত সোম ও মঙ্গল দুই দিনে পরীক্ষা কার্য্য শেষ হয়। প্রথম দিন প্রাতে ভাষা ও হস্তলিপি পাঠ, বৈকালে হস্তলিপি ও স্বাস্থ্যরক্ষা, পর দিবস প্রাতে পাটীগণিত, শুভঙ্করী ও মানসাঙ্ক, বৈকালে বাজার হিসাব, জমিদারী হিসাব ও পরিমিতি এই সকল বিষয়ের পরীক্ষা করা হইয়াছে। আমরা প্রশ্নের কাগজগুলি দেখিয়া কিছু দুঃখিত হইলাম। কারণ, সহরের ও সহরতলীর ২।৪ টী বালক ব্যতীত অপর কেহই এমন কি অনেক গুরুমহাশয় পর্য্যন্ত এ প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। কার্য্যেও তাহাই ঘটিয়াছে। ফলতঃ এ বিষয়ের মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে ইনস্পেক্টর মহাশয়ের স্কন্ধেই অধিক দোষ পড়ে। কারণ, তাঁহার উপরেই যখন গুরুনির্ব্বাচনের ভার রহিয়াছে, তখন তাঁহার এরূপ গুরু কখনই নির্ব্বাচন করা উচিত নয়, যাহারা প্রশ্নের কাগজ হাতে করিয়া ছাতের কড়ি, রাস্তার গাড়ী ও গাছের পাতা গণনা করে। সুতরাং এরূপ গুরুর ছাত্রের নিকট হইতে আর কি অধিক প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? আমরা ভরসা করি এবিষয়ের প্রতি শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষেরা একটু বিশেষ মনোযোগ করিবেন।

চৌরঙ্গী কালীঘাট ট্রামওয়ে লাইনের কর্তৃপক্ষেরা ঐ লাইনের জন্য আরও কয়েকখানি নূতন এঞ্জিন আনিয়াছেন। ইহার প্রত্যেকখানিই স্বতন্ত্র প্রকারের ও নূতন নূতন ধরণের। এক্সপ্রেস নামক এঞ্জিনখানি ইহার মধ্যে অতি সুন্দর।

শতকরা ৪ টাকা সুদের কাগজ ১০১/০ হইতে ১০১৷৯/০

৪॥০ ১৮৭০ (১৮৮৫) ১০২॥০

৪॥০ ১৮৭৯ (১৮৮৯) ১০০।০

৪॥০ ১৮৭৯ (১৮৯৯) }
৫॥০ ১৮৭৯ (১৮৯৯) } ১০১।০

গত শ্রীপঞ্চমীর রাত্রে শোভাবাজার রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনে বাগবাজারের ও যোড়াসাঁকোর সখের হাফ আখড়াইয়ের দলের সঙ্গীতে লড়াই হইয়া গিয়াছে।

কয়েক দিন হইল বেলতলাবাসী একটী বাঙ্গালী যুবক ইডেন গার্ডনে বেড়াইতে যাইয়া অনবধানতা বশতঃ দুটী গোলাপ ফুল তুলিয়াছিলেন, বাগানের মালীরা তাহা দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া তাহাদের কর্ত্তার নিকট লইয়া যায়, সে স্থলে জামিন দিয়া সেদিনকার মত বেচারি পলে, পর দিন লালবাজার পুলিষ কোর্টের বিচারে তাঁহার পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। "লঘু পাপে গুরু দণ্ড" দেখিয়া অতঃপর ইডেন উদ্যানের সান্ধ্য সমীরণ-সেবী সৌখিন যুবকগণ যেন সাবধান হন।

কয়েক দিন হইল চৌরঙ্গী কালীঘাট ট্রামওয়ে কোম্পানি তাঁহাদের এক্সপ্রেস নামক ইঞ্জিন খানি লইয়া বড় বিষম লজ্জায় পড়িয়াছিলেন। কোম্পানির প্রধান কর্ম্মচারী ইঞ্জিনের গতিবিধি ও বলাবল দেখাইবার জন্য কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বন্ধুবান্ধব ও সুবর্ব্বণ কমিশনরগণকে নিমন্ত্রণ করেন, এবং ষ্টেষণ হইতে বরাবর চড়কডাঙ্গায় আসিয়া উপনীত হন, পরে সে স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পুলিষ থানা পর্য্যন্ত যাইয়া ইঞ্জিন খানি অচল হইয়া পড়িল, চালক নানারূপ চেষ্টা করিয়াও তাহাকে সচল করিতে পারিল না। অবশেষে কুলিরা ধরাধরি করিয়া তাহাকে ষ্টেষণে লইয়া যায়। কি নাকাল! এত সাধু ঘোড়া, এত রূপের তোড়া সব কি না বৃথায় গেল?

আমাদের ব্যবস্থাপক সভার আইনকর্ত্তা হুইটলি ষ্টোক্স সাহেব অনেক অন্যায় আইন বিধিবদ্ধ করিয়া লোকের নিকট মুখঝাম্টা খাইয়া এক্ষণে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। আইনের ভাল মন্দ বিচার নাই, যাহা সম্মুখে পাইতেছেন তাহাই বিধিবদ্ধ করিয়া ফেলিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি আর কয়েকটী অন্যায় আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, সম্প্রতি আবার বিষয় হস্তান্তরকরণ সম্বন্ধীয় আইনের পাণ্ডুলেখাটী বিধিবদ্ধ করিয়া হিন্দুসমাজের মহৎ অনিষ্টসাধন করিয়াছেন। এ বিষয়ে অনেকের মতবিভিন্নতাও ঘটিয়াছিল, কিন্তু ষ্টোক্স সাহেব তাঁহাদিগের আপত্তি শুনিয়া কোন প্রকার মীমাংসা করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি এইরূপ কতকগুলি অবিমৃষ্যকারি কর্ম্মচারীর দোষে নির্দ্দোষ উপরিস্থ কর্ম্মচারীরাও লোকের অসন্তোষ ভাজন হইয়া থাকেন। সুখের বিষয় এই যে পুরাতন আমলের আমলারা একে একে যাইতেছেন, নূতন যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত ধীরপ্রকৃতি।

আমেরিকার অন্তর্গত নিউইয়র্কের একটী দেশহিতৈষী ধনী সম্প্রদায় বাসগৃহের উৎকর্ষসাধন সভা নামে একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। সাধারণ্যে বাসগৃহের উৎকর্ষসাধনের উপকারিতা-জ্ঞান বিস্তৃতির উদ্দেশে তাঁহারা এই সভাটী করিয়াছেন। যে আদর্শে বাটী ঘর প্রস্তুত করা উচিত তাঁহারা তদুপযুক্ত একটী গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ইহাতে অনূ্ন সহস্র লোক সুখে থাকিতে পারে। সাধারণ প্রজার পাঠের নিমিত্ত ইহাঁরা ঐ বাটীতে একটী বৃহৎ পুস্তকালয়ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আমাদিগের দেশের লোকেরও এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হওয়া একান্ত আবশ্যক। অন্যথা কেবল আমরা রোগে শোকে জর্জ্জরিত হইতেছি বলিয়া মুখে আক্ষেপ করিলে কোন ফলোদয়েরই সম্ভাবনা নাই।

ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতায় শিক্ষাসংক্রান্ত কমিশনের একটী সভাধিবেশন হইবে। মান্যবর ডবলু ডবলু হণ্টার এই সমিতির সভাপতি হইবেন।

ডেকান হেরাল্ড বলেন বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও ভদ্র লোকদিগের অকর্ম্মণ্য পুত্রদিগকে পুলিসবিভাগে কার্য্য দিবার সংকল্প করিয়াছেন। যাঁহাদিগের অন্য বিভাগে কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে ভাল হইল বটে, কিন্তু অপর লোকে যে মারা যায়। একেই বলে তেলা মাথায় তেল দেওয়া।

পঞ্জাবের অঞ্জুমান সভার যে সকল সভ্য বিলাতে আছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা সভার উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধ করাইবার জন্য রোপর লেথব্রিজ সাহেব এই সভার নিকট বিলাতে একটী আপীষ খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

কলিকাতার শিল্পপ্রদর্শনী সভার সভাপতির সহিত কার্য্য সম্পাদকের মতের ঐক্য না হওয়াতে কার্য্য সম্পাদক পদত্যাগ করিয়াছেন।

আমেরিকার প্রসিদ্ধ বক্তা কুক সাহেব বোম্বাইয়ে বক্তৃতাকালে বৈদিক ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন।

সৈনিক কার্য্য পরিদর্শনার্থে গবর্ণমেণ্টের যে ব্যয় নিরূপিত আছে, জেনারল রবর্ট তাহা অল্প বোধে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন। কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত দশ সহস্র টাকা এই নিমিত্ত ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশে শীঘ্রই যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট রণতরী সমূহের মধ্য হইতে কতকগুলিকে রেঙ্গুনে যাইতে আদেশ করিয়াছেন।

সিবিল মিলিটরি গেজেট বলেন বর্ত্তমান মন্ত্রী সম্প্রদায় আর জোর দুই বৎসর মাত্র পদস্থ থাকিবেন, বিশেষতঃ প্রাদেশিক গবর্ণর ও কমাণ্ডারইন চীফের পদ উঠাইয়া দেওয়া একরূপ স্থিরই হইয়াছে।

বেহার হেরাল্ড বলেন, সে দিন ২১ বৎসরবয়স্ক একটী ব্রাহ্মণ বালক সহরের পুলিষ ইনস্পেক্টরের এক জোড়া শাল চুরী করিয়া ধৃত হয়। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৬ মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এই ব্যক্তি দুই তিন দিবস জেল খাটিয়া শেষে একটী হত্যাকাণ্ডের কথা প্রকাশ করিয়া ফেলে এবং বলে তিন বৎসর পূর্ব্বে সে একবার মুর্শিদাবাদে এক ব্যক্তির মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়া তাহাকে হত্যা করে এবং প্রকৃত নাম গোপন করিয়া স্থানান্তরে পলায়ন করে। অনুসন্ধানে জানা হইয়াছে, তাহার কথা সত্য। অপরাধী নিজ মুখে স্ব দোষ স্বীকার করাতে সেই হত্যাপরাধের বিচারের জন্য তাহাকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করা হইয়াছিল, কিন্তু বিচারে তাহার কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে। এই ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে আদমসুমারে কর্ম্ম করিত। কিন্তু সে এক্ষণে তাহার দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত লজ্জিত হইয়া কারাদণ্ড অপেক্ষা প্রাণদণ্ড শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া এই কথা বলিয়াছিল, সে বলে যে বাঁচিয়া থাকিলে পাছে আর কোন পাপ কার্য্য করিতে হয়, কিন্তু প্রাণদণ্ড হইলে আর এ শঙ্কা থাকে না।

ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটরি কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর রিপোর্ট পাঠ করিয়া লোকের স্বাস্থ্য বিষয়ক উন্নতি বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

চিও নামক স্থানে যেরূপ উপর্য্যুপরি ভূমিকম্প হইতেছে, তদ্দর্শনে ইটালীস্থ সকল লোকেই অত্যন্ত ভীত হইয়াছে, অনেকে অতি সত্বরেই সমগ্র ইটালির বিনাশ আশঙ্কা করিতেছে। ভূমিকম্পে ভূমিকম্পে নানা স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণ বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

এবার বোম্বাইয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৪ টী যুবতী পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন।

দেশীয় সংবাদ পত্রের একটী তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষে ইহার সংখ্যা ১১১ ও গ্রাহক সংখ্যা ৩৬০০০ ইহার মধ্যে ৪৫ খানি নিম্ন বঙ্গ হইতে প্রকাশিত হয়, তাহার গ্রাহক সংখ্যা ২০০০০। অবশিষ্টগুলি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, পঞ্জাব, মধ্যভারতবর্ষ ও রাজপুতানা হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের মধ্যে এক খানির কেবল ৪ হাজার গ্রাহক আছে, ঐরূপ লাহোরের এক খানি পাক্ষিক পত্রের ১৭৮০। বাঙ্গালা ভাষার দৈনিক সংবাদ পত্রের সংখ্যা ৬, ইহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খানির গ্রাহক সংখ্যা ৭০০ মাত্র।

আগামী ১ লা ও ২ রা ফেব্রুয়ারি কলিকাতা, ঢাকা, পাটনা, কটক ও গৌহাটীতে ওকালতী পরীক্ষা হইবে।

আমরা ১২৮৯ সালের এক খানি গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রতি বৎসর ইহা যেরূপ পরিষ্কার ও সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া থাকে, এবারও সেইরূপ হইয়াছে। মূল কথা এরূপ অল্প মূল্যে এমন সুন্দর পঞ্জিকা ভারতের কুত্রাপি মুদ্রিত হয় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভার বাটী নির্ম্মাণার্থ শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঠাকুর পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

১৮৮০-৮১ অব্দে ১৪৮৮৫ জন উপনিবেশ গমনের জন্য কলিকাতার কুলি হাউসে জমিয়াছিল। ইহার মধ্যে ১২১৫৫ ইংরাজ ও বৈদেশিক উপনিবেশে গমন করিয়াছে।

বর্দ্ধমানে জলের কল প্রস্তুত করাইবার জন্য বর্দ্ধমানের মহারাজ প্রথমে ৩০ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। এক্ষণে আবার ২০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ সওদাগর রবার্ট চেরিয়েল দেউলিয়া হওয়াতে অনেক মহাজনের অনেক টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" লর্ড রিপন ভাল কীর্ত্তি রাখিলেন। তিনি দেশীয় সংবাদ পত্রের উপর হইতে আইনটী রহিত করিয়া সমগ্র ভারতবাসীর ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, এই কার্য্যে আমরা যেমন হর্ষে পুলকিত হইয়াছি, তেমনি অনেক অসদ্বৃত্ত প্রভুত্ব প্রয়াসী নির্ব্বোধ মর্ম্মে ব্যথা পাইয়াছেন। যাহা হউক সে কথার প্রয়োজন নাই। আমরা এই কার্য্যের জন্য লর্ড রিপনকে কেবল অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু সুখের বিষয় এই, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যত্নে গত শনিবার টাউনহলে একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মাননীয় গবর্ণর জেনেরলের এই উদার কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাকে সাধুবাদ করিয়া এক অভিনন্দন প্রদানের জন্য এই সভা হইয়াছিল, দেশীয় সংবাদ পত্র সম্পাদকদিগের মধ্যে অনেকেই এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ব্রহ্মদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ঋণের জন্য কারাদণ্ডের ব্যবস্থা উঠাইয়া দিবার সংকল্প করিয়া এ বিষয়ে কয়েক জন বিচারপতির মত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

অধ্যাপক বান্দারকার পুনা কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সংস্কৃত ভাষায় ইনি যে একজন ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, যে সংস্কৃত ভাষার জন্মস্থান এই ভারতভূমি সেই ভারত হইতে এরূপ যোগ্য লোক পাওয়া গেল না, যে পুনা কালেজে সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন। আর্য্যসন্তানদিগের পবিত্র মাতৃভাষা শিক্ষা দিবার জন্য কালে ম্লেচ্ছ ইউরোপীয়দিগেরও আরাধনা করিতে হইল।

পোর্ট ব্লেয়ার হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, ৩১ এ ডিসেম্বর প্রায় ৩ বার ভূমিকম্প হইয়াছিল। পোর্ট ব্লেয়ার যত দুষ্কর্ম্মান্বিত পাপীদিগের বাসস্থান। পৃথিবী বোধ হয় তাহাদিগের ভার বহনে অক্ষম হইয়া এই কার্য্য করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, অযোধ্যার রাজা রামপাল সিংহ কানপুরের সবজজ মৌলবী করাজ উদ্দীনের বাটীতে একটী সভা করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার জাতীয় কুসংস্কার দূরগত হইয়াছে, তিনি ইতিপূর্ব্বে একবার ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তথায় স্থায়ী হইয়া থাকিবার অভিপ্রায়ে সত্বর আবার ইংলণ্ডে গমন করিবেন এবং স্বদেশীয়ের উপকার সাধনে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া কার্য্য করিবেন।

ইণ্ডিয়ান হেরাল্ড বলেন অযোধ্যার জুডিসিয়াল কমিশনরের পদ ও এলাহাবাদ হাইকোর্টে অযোধ্যার মকদ্দমার শেষ আপীল করিবার প্রথা শীঘ্রই উঠিয়া যাইবে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে উচ্চ বেতনে গার্ড ও ড্রাইভার নিযুক্ত করিবেন না এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই রেলওয়ে এক্ষণে গার্ড ও ড্রাইভার প্রভৃতিরা যেরূপ অধিক বেতন পান দেশীয়দিগকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলে তাহার তিন ভাগ ব্যয় সংকোচ হইতে পারে। এ দেশীয় লোকে রেলওয়ের প্রায় সমুদায় কার্য্যেই বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছে, ইহাদিগের দ্বারা কার্য্যও সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে তথাপি গবর্ণমেণ্ট কেন যে অযথা ব্যয়সাধ্য কার্য্যে অধিক ব্যয় করিতেছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে সমূহে যে সকল দেশীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন আমরা তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও মাসিক তিন শত টাকার অধিক বেতন দেখিতে পাই না, কিন্তু সেই সকল কার্য্যে ইউরোপীয় কর্ম্মচারির অন্যূন চারিগুণ অধিক বেতন হইয়া থাকে। ইহারই বা তাৎপর্য্য কি? এ দেশীয় লোককে এই দেশের আবশ্যক কার্য্যে শিক্ষা দান করিয়া তাহাদিগের দ্বারা কাজ লওয়া যত অল্প ব্যয়সাধ্য হইবে কোন শিক্ষিত ইউরোপীয়কে এ দেশে আনিয়া তাঁহার দ্বারা কাজ লওয়া কখনই তত অল্প ব্যয়সাধ্য হইবে না।

অনেকে মনে করেন ইংরাজদিগের সৈনিকবল অতি অল্প। ইঁহারা কেবল চতুরতা দ্বারা জগৎকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং মিথ্যা বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া জগতের প্রবল জাতিকে ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। যাঁহাদিগের এরূপ সংস্কার আছে তাঁহারা ভ্রান্ত। ১৮৮০ অব্দে ইংরাজদিগের সমরোপযোগী সৈনিক ১৮৮৯৮৬ সেনা বিভাগের জন্য রক্ষিত ৩৯৯৬১ মিলিসিয় ১৩৬৩৩১ ইয়োম্যানরী ১১৪৯৮ ভলণ্টিয়র ২০৬৫০৭ ছিল, এতদ্ভিন্ন যুদ্ধজাহাজ চতুর্দ্দিকেই বিদ্যমান। এই সকল সৈনিকপুরুষ যেরূপ রণপণ্ডিত তাহাতে পৃথিবীর কোন জাতীয় সৈনিকপুরুষ ইহাদিগের সমকক্ষ নহে। আমরা রুশের বিক্রমের কথা স্মরণ করিয়া সময়ে সময়ে যে শঙ্কিত হই, তাহা আমাদিগের অলীক আশঙ্কা, রুশের সৈনিকপুরুষ সকল যেরূপ শিক্ষিত ইংরাজদিগের সহিত তাহার তুলনা করিলে একজন ইংরাজ সৈন্যে ও ৩ জন রুশ সৈন্যে সমকক্ষ।

গত বৎসর বাঙ্গালার সরকারী কাজের জন্য ৪৯৫৮২৯ টাকার কাগজ কলম প্রভৃতি খরচ হইয়াছে। লোকসংখ্যা গ্রহণ উপলক্ষে ফরম ছাপানতেই এত অধিক ব্যয় হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রকার ব্যয় দান করিয়াও গত বর্ষে ২০৫৮১৪ টাকা লাভ পাইয়াছেন।

উকীল ও মোক্তারি পরীক্ষার নূতন নিয়ম প্রচারিত হইয়াছে। বি, এল পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে যেমন প্রথম শ্রেণীর ও প্রবেশিকা অথবা এল, এ পরীক্ষা দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর উকীল হইতে পারিতেন, এখন আর সেরূপ হইবে না। গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন যাঁহারা এল, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নির্দ্দিষ্ট কাল কোন সরকারী ল কলেজে অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহারাই ওকালতী পরীক্ষা দিতে পারিবেন, আর যাঁহারা এল, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নহেন তাঁহারা মোক্তারি পরীক্ষা দিতে পারিবেন।

গত ডিসেম্বর মাসে মান্দ্রাজে দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের উচ্চশ্রেণীর পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। ৩ টী স্ত্রীলোক ইংরাজী ও মান্দ্রাজি ভাষার পরীক্ষায় ২১ জন ইংরাজী ও ১ জন হিন্দি এবং ৫ জন সূচীকর্ম্মের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

মেদিনীপুরের কলেক্টর [illegible] ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] হইয়াছে [illegible] ডিসেম্বর [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন।

[illegible] বাবু [illegible] বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এইচ [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের [illegible] আদেশ [illegible] আদেশ হয়, তাহা [illegible]

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের [illegible] সহকারী সেক্রেটরী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য [illegible] হইলেন।

মেদিনীপুরে কিছু দিনের জন্য নিযুক্ত প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] ডিসেম্বর ১ লা জানুয়ারি হইতে [illegible] শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

[illegible] জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] এইচ [illegible] কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর হইলেন।

কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] ছুটী লইয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

জে, পম [illegible] হইতে কিছু দিনের নিমিত্ত দ্বিতীয় শ্রেণী [illegible] জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন

কিন্তু যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয় সে পর্য্যন্ত ইনি প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

উড়িষ্যা বিভাগের পার্সনাল আসিষ্টাণ্ট কমিশনর বর্দ্ধমান বিভাগে বদলি হইলেন।

জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এইচ, টমসন্ ১৮৭০ অব্দের দশ আইন অনুসারে ঐ জেলার কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বালেশ্বরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কেদারনাথ বিশ্বাস তিন মাস বিদায় আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় দুই মাস অতিরিক্ত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বাবু ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী ও বাবু দুর্গানন্দ দাস চট্টগ্রামের খাস তহসিলদার হইলেন।

গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে বিভাগের বিশেষ সব ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ হেস্যান ২৪ পরগণার অন্তর্গত মগরা হাট হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত রেলওয়ের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৫০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

পাবনার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জেফ্রি সাহেব দিনাজপুর সদর ষ্টেসনে বদলি হইলেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অণ্ডার সেক্রেটরী এইচ, এম, কিচ ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি হইতে ছয় মাস বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ব্যবস্থাপক বিভাগ।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরলের অনুমোদনানুসারে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সি. সি পল ও ডি, এম. বান্দরকে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সমাজের সভ্য মনোনীত করিয়াছেন।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর অনারেবল টি ডবলু ক্রফের সভ্য পদ পরিত্যাগের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়াছেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জেফ্রি সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারানুসারে সরাসরি বিচার করিতে পারিবেন।

দার্জ্জিলিঙ্গের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, হোয়াইট ঐ জেলার সদর ষ্টেসনে মুন্সেফ ও সমস্ত জেলায় ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

শাহাবাদের অন্তর্গত সাসিরামের মুন্সেফ সৈয়দ আবদুল আলী ৬ ই ফেব্রুয়ারি হইতে ১১ দিন এবং ময়মনসিংহের অন্তর্গত ঈশ্বরগঞ্জের মুন্সেফ বাবু শরৎচন্দ্র দাস ১ লা ফেব্রুয়ারি হইতে এক মাস ২৭ দিন বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

গোবরডাঙ্গা।

কয়েক দিবস হইল সেণ্ট্রাল বেঙ্গল রেলওয়ের ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এখানকার রেলওয়ে পতিত ভূমির যেরূপ মূল্য দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কাহারও মুখ হইতে কোন অসন্তোষ বাক্য শুনা যায় নাই।

এবার এখানকার স্কুল হইতে তিনটী প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে গিয়াছিল, তন্মধ্যে একটী দ্বিতীয় ও আর একটী তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে স্কুলটী যাইবার উপক্রম হইয়াছে। পূর্ব্বে এই স্কুলে এক শতেরও বেশী ছাত্র ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহার কিছুই নাই, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ৩০ টী মাত্র ছাত্র অবশিষ্ট আছে। কর্তৃপক্ষীয়েরা এ বিষয়ে মনোযোগ না করিলে স্কুলটী উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

এখানে ডাক্তারের অভাব নাই, এই সামান্য পল্লীগ্রামে ২০। ২৫ জন ডাক্তার জমিয়াছেন, সকলি নেটীব কেবল একজন মাত্র আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন কিন্তু পীড়া সেরূপ দেখা যায় না, তবে এক স্থানে এত লোকের সমাগম কেন বুঝিতে পারিতেছি না। এখানকার ভূস্বামী মহাশয়েরা কয়েক জন নেটীব ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসাদি করান।

এখানকার মিউনিসিপালিটীর অবস্থা অতীব মন্দ। রাস্তা অতি জঘন্য। তবে চিনির কারখানার কল্যাণে রাস্তার অনেক সংশোধন হইতেছে।

শান্তিপুর।

এ বৎসর এখানে অনেকগুলি সরস্বতী পূজা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সাত্বিক পূজার সংখ্যা অত্যল্প। রং মহলে ও গুপ্ত বৃন্দাবনে এবার যে কয়েকখানি তামসিক সরস্বতী পূজা হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে পুকুর পারের পূজাই সকলের টেক্কা। এই পূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর নৈশ নৃত্য গীত ও মদের আদ্যশ্রাদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এবার ঐ পূজায় পদ্মলোচন, বেহায়াচরণ ও তাহার সহচরবর্গের সমাগমে শ্রাদ্ধ গড়াইয়া গিয়াছে! কালনেমি মামা ঐ শ্রাদ্ধের প্রধান অভিনেতা। মামা চটাকখানি মাল টানিয়া যেমন মাতলামী করিয়াছিলেন, তেমনি উপযুক্ত ভাগিনের লাঠি মারিয়া তাঁহার মাথা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। মামা স্থানীয় পুলিষে ভাগিনেয় বাপুর নামে এজাহার দিয়াছেন, তদনুসারে পুলিষ তাঁহার মাথার জখম প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহাকে সরকারী ডাক্তারের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। ডাক্তার বাবু মামার মাথার জখম পরীক্ষা করিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন, কিন্তু তাহা তাঁহার মনের মত হয় নাই। পদ্মলোচন ওরফে বেহায়াচরণ মামার মকদ্দমার সময়োচিত তদ্বির করিতেছেন, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইবেন, তাহা বলা যায় না। এই মকদ্দমার বিচারের ফলশ্রুতি পরে জানাইবার ইচ্ছা রহিল।

মিউনিসিপালিটীর গাড়িধরা রোগটী দিন দিন বৃদ্ধি হওয়াতে এবার এখানে হৈমন্তিক শস্যাদির আশানুরূপ আমদানী হয় নাই। মেহেরপুর অঞ্চল হইতে সম্প্রতি যে কয়েকখানি হৈমন্তিক শস্য বোঝাই গরুরগাড়ির আমদানী হইয়াছিল, মিউনিসিপাল অনুচরেরা তৎসমস্ত ধরিয়া প্রত্যেক গাড়ির লাইসেন্স এক টাকা ও বাজে খরচ বাবদী এক আনা আদায় করিয়া লইয়াছে, এতন্নিবন্ধন গাড়োয়ান মহলে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। আমদানী অভাবে বাজারে হৈমন্তিক শস্যাদি অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হইতেছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহাতেও মিউনিসিপালিটীর গাড়িধরা রোগটী উপশম হইতেছে না।

ভাগলপুর।

কয়েক বৎসর হইতে এখানকার বঙ্গীয় যুবকগণ সরস্বতী পূজার দিবস মহা সমারোহে শ্রীশ্রী ৺ সরস্বতী পূজা করিয়া আসিতেছেন। এ বৎসরও মহা সমারোহে জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা করিয়াছেন। পূজা রীতিমত করা হয় বটে, কিন্তু যেরূপ চাঁদা আদায় হয় সে হিসাবে দরিদ্রদিগকে ভোজন করান হয় না। তামসিক আনন্দ কিয়ৎ পরিমাণে অল্প উপভোগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে প্রতিবৎসর সেই অর্থে আরও কিছু কিছু অধিক পরিমাণে দরিদ্রগণকে আহার প্রদান করা কর্ত্তব্য। সেই আনন্দই যথার্থ আনন্দ।

পীরপৈঁতির এক ব্যক্তি এক মাড়োয়ারির কিছু অর্থ ধারিত। মাড়োয়ারি তাহার নিকট অনেক দিন পর্য্যন্ত তাগাদা করিয়াছিল, কিন্তু শেষে অর্থ আদায় করিতে না পারিয়া একরূপ হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছিল। দৈবাৎ এক দিন সেই অধমর্ণ, অপর একব্যক্তির ১০ টাকার এক খানি নোট সেই মাড়োয়ারির নিকট ভাঙ্গাইতে আইসে। শুনিলাম মাড়োয়ারি সুযোগ পাইয়া নোটখানি হস্তগত করিয়া আর টাকা দেয় নাই ইহাতে অধমর্ণ তাহার প্রতি "বলপূর্ব্বক তাহার নিকট হইতে নোট কাড়িয়া লইয়াছে" এই বলিয়া প্রায় দুই মাস হইল, এখানকার আদালতে তাহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। বিচার অদ্যাপিও শেষ হয় নাই; কিন্তু শুনিলাম, ইহার মধ্যে আসামীর প্রায় ইহাতে ৬০০ শত টাকা ও ফরিয়াদির প্রায় ৮০। ৯০ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। এখনও কত ব্যয় হইবে তাহা ভগবানই জানেন। দশ টাকার জন্য প্রায় ৭০০ টাকা অর্থ ব্যয় আবার প্রত্যহ প্রায় শারীরিক পরিশ্রম স্বীকার করা অপেক্ষা মূর্খতার বিষয় আর কি আছে? এই দুশ্চিকিৎস্য রোগে অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেল, তথাপি চৈতন্য নাই!

পীরপৈঁতির বাজারে আবার ইতিমধ্যে অগ্নি লাগিয়া প্রায় ২০। ২৫ খানি গৃহ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। এত শীঘ্র শীঘ্র ইহাতে কেন অগ্নি লাগে, তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। লোকের অনবধানতাই বোধ হয় ইহার কারণ। নতুবা দুষ্টলোকেরা যে গৃহে অগ্নিপ্রদান করিয়া থাকে, এ কথা তত বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ এ বৎসর দ্রব্য সামগ্রী ত মহার্ঘ্য নহে; যখন দ্রব্য সামগ্রী সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে, তখন অকারণ কদাচিৎ লোকের কুপ্রবৃত্তি জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

কারাগোলার বিখ্যাত মাঘী পূর্ণিমার মেলাও আসিয়া পড়িল। ইহার মধ্যেই বহু স্থান হইতে বহু লোকের সমাবেশ হইতেছে। এক্ষণে দেখা যাউক কিরূপ হয়।

রাজসাহী—৮ ই মাঘ ১২৮৮।

সম্প্রতি এখানে টেলিগ্রাফ আপিস সংস্থাপিত হইয়াছে এবং কয়েকদিন হইল তারে সংবাদ আদান প্রদান চলিতেছে, এতদ্দ্বারা রাজসাহী জেলার একটী অভাব নিদূরিত হইল। পদ্মানদীর ধারে যে বাঁধ আছে সেই বাঁধের উপর দিয়া তারের বাঁশ গাড়া হইয়াছে, শীঘ্রই কাঠের থাম প্রস্তুত হইবার কথা আছে।

এখানে সপ্তাহে দুইবার যে ষ্টিমার যাতায়াত করিতেছে এ সংবাদ পূর্ব্বেই লেখা গিয়াছে, সম্প্রতি নাটোর ও বোয়ালিয়ায় গমনাগমনের আরও একটী উপায় হইতেছে। এখানে একটী গরুরগাড়ির ডাক হইল। গাড়ির আবরণাদি উৎকৃষ্ট হইবে। আরোহীর ইহাতে সাধারণ ডাক হইতে অনেক সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। এক এক গাড়িতে তিন জন করিয়া যাইবার নিয়ম হইয়াছে, প্রতি জনে ভাড়ার নিয়ম বার আনা। প্রত্যেক আরোহী আধমন করিয়া লগেজ সঙ্গে লইতে পারিবে। উত্তর বঙ্গ রেলওয়ের টাইমের সঙ্গে ডাকগাড়ির টাইমের যোগ থাকিবে। পথে আহারাদি করিবার উপযুক্ত সময় দেওয়া হইবে।

কয়েক দিন হইল অত্রত্য ধর্ম্মসভার এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে সভাপতি পরিবর্ত্তন ও কয়েকটী পুরাতন নিয়মের পরিবর্ত্তে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিবার পরামর্শ হইয়াছে। কোন্ কোন্ নিয়ম পরিবর্ত্তন করা উচিত এই বিষয়ে বিবেচনা করিবার ভার সব কমিটির প্রতি অর্পিত হইয়াছে। এই সভার পুরাতন নিয়ম মধ্যে কয়েকটী নিয়ম বর্ত্তমান কালের নিতান্তই অনুপযোগী। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি এই সভার বিষম বিদ্বেষ। ইহার নিয়মাবলী শ্রবণ করিয়া স্পষ্ট বোধ হয় যে, কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিকূলতার নিমিত্তই এ সভার সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রাহ্মদিগের কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা ব্রাহ্মদিগের সংস্রব রাখিবেন তাঁহারাও এই সভার পরিত্যাজ্য ও শাসনার্হ হইবেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম বিগর্হিত অসদাচারপরায়ণ, যাঁহারা বেশ্যাসক্ত, যাঁহারা নিয়ত মদ্য পানে রত সভা তাঁহাদিগকে সাদরে ক্রোড়ে স্থান দিবেন। ইহা কি উদার আর্য্যধর্ম্মের মতানুমত? সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েই ভাল মন্দ লোক আছে। এমত স্থলে নির্ব্বিশেষে ব্রাহ্মমাত্রকেই ঘৃণা ও দ্বেষ করা কি উচিত?

ধর্ম্মসভার উপাচার্য্য মহাশয়ের সহিত আমাদিগের বিশেষ আলাপ পরিচয় আছে ইনি বিজ্ঞ গুণজ্ঞ ও সচ্চরিত্র। ইনি শাস্ত্রজ্ঞ, এবং শাস্ত্রবিধি পালনে ইহাঁর বিশেষ যত্ন আছে।

সম্প্রতি এস্থানের সাধারণ স্বাস্থ্য মন্দ নহে। কিন্তু টাউনের নিম্নে পদ্মানদীর যেরূপ অবস্থা দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় চৈত্র বৈশাখ মাসে বিলক্ষণ জলকষ্ট হইবে। তাহা হইলেই পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা। পদ্মাই এস্থানের বিশুদ্ধ জলপানের একমাত্র উপায়। এখানকার কূপের জল ভাল নহে এবং একটীও ভাল পুষ্করিণী নাই। সহরের মধ্যে অনেকগুলি পচাপুকুর ও কর্দমা জলপূর্ণ ডোবা আছে এ গুলি এ স্থানের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের নিতান্ত প্রতিকূল।

এক্ষণে দামুকদিয়া হইতে যে ষ্টিমারখানি এখানে যাতায়াত করিতেছে, এখানি নিতান্ত ছোট, শুনিতেছি অতি শীঘ্র ইহার পরিবর্ত্তে একখানি বড় ষ্টিমার হইবে এবং একদিনেই আরোহীগণ যাহাতে এখানে পৌঁছিতে পারে তাহার উপায় করা হইবে।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴০ আনা; ৴০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের-কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৬৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩৩ নং কালীঘাট রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের এজেণ্ট হইতে স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিবা উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাসুল ২৷৵০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাসুলসহ ৭৷৷০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাসুল ।৵০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৷৵০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৩৷০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ৭৷৵০ গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা

আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

—:০:—

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকুনি টাকপড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৵০ আনা।

টুথ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

ডাক্তার বরাটের কৃত

বড় রসামৃত।

পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর-নাশক অব্যর্থ মহৌষধ। সীতাকুণ্ডের জলে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ৮ বৎসর হইতে তদধিক বর্ষ বয়স্কের পক্ষে দৈনিক এক কাঁচ্চার হিসাবে দুই বার সেবনীয়। ১২ আউন্স বোতলের মূল্য—১॥০। এই ঔষধের উপকারিতা সম্বন্ধে যে সকল প্রশংসাপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা পরে প্রকাশ করা যাইবে।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন। প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

বৈরাগ্য বিপিনবিহার।

(কাব্য)

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় বিরচিত।

কলিকাতার পটোলডাঙ্গার ক্যানিং লাইব্রেরী, সংস্কৃত ডিপজিটরী এবং শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ টাকা ডাকমাসুল /০ আনা।

চন্দ্র-চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
নাবজ্ঞেয়ো মুদ্রিতেন ন জ্ঞেয়ো মুদ্রিতং বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২॥০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২॥০ টাকা।

তাল রস সিন্দুর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রেয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীশশিমোহন সেন কবিরাজ।
কাশী, কাকিনিয়ার ছত্র অথবা গণেশ মহল্লা।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৬০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়—জলপাইগুড়ি ১০
" " ভোলানাথ সিংহ—ময়ূরভঞ্জ ৭
" " রামচন্দ্র মৌলিক—বারাণসী ৭
" " বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়—ভাগলপুর ১০
" " ক্ষেত্রনাথ সরকার—কবহরবাদী ৭
" " বিজয়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—বাদুড়িয়া ৭
" সৈয়দ আলী উল্লা জমীদার—বগুড়া ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অদ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং" ১২ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ২৫ এ মাঘ। ইং ১৮৮২। ৬ ই ফেব্রুয়ারি। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

শিরঃপীড়া, বাত, পারাদোষ, উপদংশ, নালী ঘা, রক্তদুষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ কৃশ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন ইহা সেবনে পক্ষাঘাতের রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহপুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা শালসা ও কড্‌লিবর অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাদি শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

ঔষধ লইবার সময় উপরি উক্ত মনুষ্যাকৃতি দেখিয়া লইবেন।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রী হরিদাস দে ১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

লক্ষ্ণৌর কৃষি ও শিল্পপ্রদর্শনী মেলা।

বিগত ২৯এ ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ মেলা আরম্ভ হইয়া ৩রা জানুয়ারি শেষ হইয়া গিয়াছে। আমরা মেলার বিজ্ঞাপনী প্রাপ্ত হইয়া মনে করিয়াছিলাম, লক্ষ্ণৌর শিল্পিগণ এই অবসরে যেমন আপনাদের অসাধারণ শিল্পচাতুরীর বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়া মেলার গৌরব সমধিক বৃদ্ধি করিবেন; সেইরূপ ছাপাওয়ালারা ছিট ও কুলালেরা মৃৎপ্রতিমূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া মেলার মুখ উজ্জ্বল করিবে। ঐ যে বলে "যাবে তুমি বঙ্গে, তোমার কপাল যাবে সঙ্গে" আমাদের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছে। যে ভারতে প্রাচীন শিল্প চাতুরী দেখিয়া ভিন্ন দেশীয় শিল্পিগণ অবাক হইয়াছে, উপস্থিত সময়ে কি আর সে ভারত আছে যে লক্ষ্ণৌর শিল্প চাতুরী দেখিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিতে সক্ষম হইব? কালের কেমন চমৎকার গতি যে ভারতের প্রাচীন শিল্পের কথা উপকথা হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের শিল্পিগণ যে কোন সময়ে অসাধারণ শিল্প চাতুরী দেখাইয়া জগৎকে বিমোহিত করিয়াছিল, যদিও এ পর্য্যন্ত তাহার বহুল প্রমাণ বহুতর স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তথাপি উপস্থিত সময়ের শিল্প চাতুরী দর্শন করিয়া অনেকে তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন। তাঁহারা কুণ্ঠিত হউন; কিন্তু আমরা যে কখন কুণ্ঠিত হইব, সেরূপ বোধ হয় না। যে কোন কারণেই হউক, আমরা যে চিরকালই ভারতের শিল্প চাতুরীর প্রশংসা করিব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যখন প্রাচীন সুগীসিদ্ধান্ত, ঢাকার মসলীন, কাশীর কিন্‌খাপ, লক্ষ্ণৌ চিকিন, পুরীর ও বুদ্ধগয়ার মন্দির, আমাদের স্মৃতিপথে আসিয়া উদয় হয়, তখন আমাদের এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে কি একটী অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা অনির্ব্বচনীয় বলিয়া অনুভূতি হয়। এখন "না সে রাম, না সে অযোধ্যা"। এখন কালের অপূর্ব্ব গুণে ধনবান হইতে দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলেই সভ্য। আবার সেই সভ্যতা কেবল খানায় আর বসনে। দেশী খানায় আর দেশী বসনে সে সভ্যতা প্রকাশ পায় না। সেজন্য যেমন আর কেহ শাক সেগুন ক্রয় করে না, সেই রূপ দেশী বসন কেহ আর গ্রহণ করে না। দেশী দ্রব্যের সমাদর না থাকিলে যে দেশের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না, সকলে না হউক আমাদের দুরদৃষ্টক্রমে কৃতবিদ্যগণের মধ্যে অনেকে তাহা স্বীকার করেন না। সেজন্য কৃষি, বা শিল্প প্রদর্শনী মেলায় উৎকৃষ্ট দ্রব্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। যে জাতি আজ আপনাদিগকে মনুষ্য উন্নতিশীল জানিয়াও উন্নতির চরম সীমায় উপনীত মনে করিতেছে, আমরা আজ কাল যাহাদের তুল্য হইবার জন্য উন্নতি, উন্নতি করিয়া গগনভেদী স্বরে ভারত প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছি, বাস্তবিক যাহারা আমাদের ন্যায় দিন দিন অধঃপাতে না যাইয়া উন্নতির অত্যুচ্চ শিখরের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের এই অসাধারণ উন্নতি যে কোন গুণের ফলে হইতেছে; যদ্যপি একবার চিন্তা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দর্পণে যেমন আপন প্রতিকায় অবিকল দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ সেই চিন্তা মুকুরে স্বদেশজাতদ্রব্যপ্রিয়তাই যে ইহার ভিত্তি তাহা সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। আজ আমরা যে জাতির বিনির্ম্মিত দ্রব্যে আপন দেহ আপন গেহ সুসজ্জিত করিতেছি, সকলে না হউক, অন্ততঃ যাঁহারা কার্য্য সূত্রে সংবদ্ধ হইয়া ভারতে বাস করিতেছেন, তাঁহারা যদি আমাদের দেশজাত দ্রব্যে আপন গৃহ, আপন দেহ সুসজ্জিত করিতেন, তাহা হইলেও আমাদের দেশের শিল্পিগণের এই শোচনীয় দশা সংঘটিত হইত না। আজ যেন তাঁহারা স্বজাতিপ্রিয়তার অনুরোধে দেশজাত বসনে দেহ সুসজ্জিত করিতেছেন, কিন্তু কোন সময়ে যে ভারতজাত সূক্ষ্ম বসন অত্যাস্ত রোমের ও তুরস্কের অন্তঃপুর বিহারিণীগণের সুকোমলাঙ্গ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। এক্ষণে আর তাহা নাই। এক্ষণে নাই বলিয়া যে কখনই ছিল না, তাহা কখন হইতে পারে না। যে কারণে উপস্থিত সময়ে তাহার অভাব হইয়াছে, সেই কারণের অভাব হইলেই যে সে অভাব দূর হইবে তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

শুনিতে পাওয়া যায় কোন সময়ে ঢাকার তন্তুবায়েরা এমত সূক্ষ্ম বসন বয়ন করিতে পারিত, যে সেই বসন রাত্রিকালে কোন অনাবৃত স্থানে বিস্তৃত করিয়া রাখিলে পর দিবস প্রাতঃকালে কোন স্থানে যে সেই বস্ত্র আছে, তাহা না কি নির্ণয় করা কঠিন হইত। অর্থাৎ সেই বসন যখন নিশা-নীহারে আর্দ্র হইত, তখন কোন স্থানে তাহা রাখা হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারা যাইত না। সত্য বটে আজ কাল ম্যাঞ্চেষ্টার কলের প্রসাদে নানা প্রকারে আপনাদের শিল্পের পরিচয় প্রদান করিয়া ভারতের শিল্পের গৌরব নষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছেন, পরন্তু কখন যে ঢাকার মসলীনের, লক্ষ্ণৌর চিকিনের, কাশীর কিন্‌খাপের তুল্য বসন বয়ন করিতে সক্ষম হইবেন, তাহা অনুমিত হয় না। এ ত অতি দূরের কথা, উপস্থিত সময়ে শান্তিপুরের তন্তুবায়েরা বস্ত্রে যে কারিকরি দেখাইতেছে, তত্তুল্যও যে তাঁহারা কখন বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিবেন, তাহাও অনুভূত হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আজ কাল ভারতবাসীরা ম্যাঞ্চেষ্টারের শিল্পের এরূপ পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন, যে আর তাহাদের নেত্রে দেশীয় শিল্প উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং এই মেলায় যে সকল দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য প্রদর্শনার্থ রাখা হইয়াছিল, আমাদের দেশীয় শিল্পিগণের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার একটীও কাহার মন মোহিত করিতে পারে নাই। তবে সম্পাদকগণ যদি সেই সকল দ্রব্যের ললাটদেশে ইংরাজী অক্ষরে ছাই ভস্ম যাহা হয় একটা কিছু লিখিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই দর্শকের মন মোহিত করিতে পারিত। কারণ এক্ষণে কোন দ্রব্যের উপরে ইংরাজী অক্ষর দেখিলে লোককে সেই দ্রব্যের যেরূপ সমাদর করিতে দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ অন্য কোন দ্রব্যের দেখিতে পাওয়া যায় না। কবে যে এই কুসংস্কার দূর হইবে তাহা বলিতে পারি না।

মৃৎপ্রতিমূর্ত্তি,—আমরা যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে আমাদের বোধ হয়, কৃষ্ণনগর, পাণ্ডুয়া, বর্দ্ধমান, চুনার, আজমগড়, লক্ষ্ণৌ এবং সাহারণপুর এই কয়েকটী স্থানের কুলালেরা যেরূপ মৃৎপ্রতিকায় প্রস্তুত করিতে পারে, সেরূপ অন্য কোন স্থানের কুলালেরা পারে না। যদিও কৃষ্ণনগরের কুলালদিগের সহিত অন্য কোন স্থানের কুলালের তুলনা হইতে পারে না, কারণ তত্রত্য কুলালেরা মৃত্তিকায় প্রস্তুত না করিতে পারে এমন কোন দ্রব্যই নাই; কিন্তু বর্দ্ধমান, চুনার এবং লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের কুম্ভকারেরা যে অনেকাংশেই কৃষ্ণনগরের কুলাল-

দিগের তুল্য বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সন্দেহ না থাকিলে হইবে কি? সমাদর কোথায়? যখন ভারতবাসীরা শিল্পের সমাদর করিতে জানিত, তখনই তাহারা পরস্পরকে শিল্পচাতুরীতে পরাজয় করিয়া গুণের পুরস্কার পাইবার আশায় ভদ্রসমাজে উত্তম উত্তম মৃৎপ্রতিকায় সকল প্রস্তুত করিয়া প্রদর্শন করিত। এক্ষণে আর সে সমাদর নাই। এক্ষণে ভারতবাসীর সেই শিল্পপ্রিয়তা ভিন্ন দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যে হরণ করিয়াছে। সুতরাং এক্ষণে আর পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বজন-মনোহর মৃৎপ্রতিকায় সকল প্রস্তুত হয় না। তথাপি এই মেলায় লক্ষ্ণৌ, আজমগড় এবং সাহারণপুরের কুলালদিগের বিনির্ম্মিত যে সকল মৃৎপ্রতিকায় আনা হইয়াছিল, তাহা যে কোন অংশেই পুরস্কার পাইবার উপযুক্ত হয় নাই তাহা আমরা বলিতে চাহি না। বরং যাহা কিছু প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে যে অনেকগুলিই দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছিল, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব। কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যে কাহাদের মন মোহিত হইবে? হতভাগ্য লক্ষ্ণৌর কুলালেরা যাহাদের মন মোহিত করিবার জন্য যথাসাধ্য শিল্পচাতুরী দেখাইতে প্রস্তুত, তাহাদের মন যে এক্ষণে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া ভিন্নদেশে ভ্রমণ করিতেছে। সেই সকল বিদেশীয় শিল্প-প্রিয় দর্শকগণের মন যদি তাহাদের নিকটে থাকিত, তাহা হইলে ভারতের শিল্পের এ দুর্দ্দশা কখনই ঘটিত না। ফল কথা আজ কাল ভারতবাসীর মন যেরূপ বিদেশী শিল্পের পক্ষপাতী হইয়াছে, তাহাতে অচিরে যে ভারতের শিল্পের উন্নতি সাধিত হইবে তাহা বোধ হয় না। আজ যদি মেলার অদূরদর্শী সম্পাদকেরা লক্ষ্ণৌ, কাশী, পাটনা, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের বাইওয়ালীদিগকে আহ্বান করিয়া সেই সকল বৃথামোদপ্রিয় দর্শকগণকে নৃত্য গীত দর্শন ও শ্রবণ করাইতেন, তাহা হইলে এক্ষণে যাহারা বৃথা কষ্ট ও পয়সা ব্যয় হইল বলিয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহারা সকলেই পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় সার্থক, এবং মেলা উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া চলিয়া যাইত।

ব্যায়াম।—পূর্ব্বে এ প্রদেশে স্থানে স্থানে মল্লদিগের আখ্‌ড়া ছিল। যেমন টোলের পণ্ডিতেরা বিদ্যার্থী শিষ্যদিগকে আপন গৃহে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া বিবিধ শাস্ত্রের শিক্ষা দিতেন, সেইরূপ এই সকল আখ্‌ড়াধারী মল্লগণ যাহারা তাহাদিগের নিকট মল্লবিদ্যা শিক্ষা করিতে আগমন করিত, তাহাদিগকে তাহারা আপন গৃহে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়া কসরৎ সকল শিখাইয়া দিত। এক্ষণে আর তাহার কিছুই নাই। কারণ পূর্ব্বে সেই সকল মল্ল যাহাতে স্বশিষ্যে সুখে কালযাপন করিতে পারে, তাহার জন্য রাজারা তাহাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। সে জন্য তাহারাও নিশ্চিন্ত থাকিয়া আগত শিষ্যদিগকে আপন গৃহে রাখিয়া শিক্ষা দিত। আর রাজাদেরও সে দৃষ্টি নাই, তাহাদের সে প্রথা নাই। সুতরাং আর পূর্ব্বের ন্যায় উৎকৃষ্ট কসলৎওয়ালা দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে এ প্রদেশে সকল লোকেরই কসলৎ করা দৈনিক কার্য্য ছিল। এক্ষণে কেবল "কসরৎ" শব্দটী রহিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কসলৎ দ্বারায় যে শরীরের কি উপকার সাধিত হয় তাহা আর কেহ বুঝে না। কসলৎ করিতে হইলে মৃত্তিকা লেপন করিতে হয় বলিয়া এক্ষণে তাহা অসভ্যজন-কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। আমরা জানিতাম এই অসঙ্গত চিন্তা বাঙ্গালীকেই অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি এই অসঙ্গত চিন্তা বাষ্পীয়শকটযোগে এ প্রদেশেও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সে জন্য মেলার স্থানে এমন কৌশল কেহই দেখাইতে পারে নাই, যাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। যে জাতির মধ্যে পূর্ব্বে মল্লযুদ্ধ সাধারণ যুদ্ধ ছিল, আজ কি না সেই জাতি মল্লযুদ্ধে লোকের মন মোহিত করিতে পারিল না। ইহার অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি আছে?

চতুষ্পদ। হয়, হস্তি, মেষ, মহিষ, গো, ছাগ, কুকুর প্রভৃতি বহুবিধ জন্তু প্রদর্শনার্থ আনীত হইয়াছিল; কিন্তু, তন্মধ্যে এমন কোন চতুষ্পদ জন্তুই ছিল না, যাহা দেখিবার জন্য দর্শকের ব্যগ্রতা বৃদ্ধি পাইতে পারে।

কৃষিজাত দ্রব্য,—শাক, বেগুণ, মূলা, কচু, কপি, আলু, কলাইশুটী প্রভৃতি তরকারী, এবং যব, গম, চানা, শরিষা, বজরা, জনেরী, ভুট্টা, কাঁকুন, শ্যামা, কোদো, মেড়ুই, চিনা, লোবিয়া প্রভৃতি শস্য যাহা কিছু ছিল, তাহা দেখিলে কেহ যে প্রেরণ করিয়াছে, এমন বোধ হয় না। কারণ তাহার মধ্যে এরূপ কিছুই ছিল না, যাহা বাজারে সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাহা কিছু রাখা হইয়াছিল, তৎসমুদায়ই প্রতিদিন দেখিতে পাওয়া যায়। সে জন্য তাহার বিষয়ে আমরা বিশেষ কিছু লিখিতে পারিলাম না।

এই প্রকার ৩১ এ ডিসেম্বর কৃষি ও শিল্পপ্রদর্শনী মেলা শেষ হইলে, নূতন বর্ষের অনুরোধ ১ লা জানুয়ারি মেলার স্থান বন্ধ থাকে। ২ রা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ছোট লাট সাহেব একটী সাধারণ দরবার এবং স্বহস্তে মেলারে প্রদত্ত পুরস্কার প্রদান করেন। শুনিলাম পুরস্কার বিতরণ না কি পক্ষপাতদোষ বিবর্জ্জিত হয় নাই। পুরস্কার বিতরণ কার্য্য শেষ হইলে ছোট লাট সাহেব ইংরাজি ভাষায় জমিদারদিগকে লক্ষ্য করিয়া একটী বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতার অর্থ সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারাতে, তাঁহার সহকারী সেক্রেটারি সাহেব তাহার অর্থ উর্দ্দু ভাষায় সাধারণকে বুঝাইয়া দেন। তিনি জমিদারদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, আপনারা আত্মসুখের জন্য যেরূপ চিন্তা করিয়া থাকেন, সেইরূপ নিজ নিজ প্রজার সুখের জন্য যদ্যপি শতাংশের একাংশও করিতেন তাহা হইলে আপনাদের যে কিরূপ গৌরব বৃদ্ধি পাইত তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। ইহা সকলেই জানেন, আপনারা আপনাদের প্রজার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা কোন ক্রমেই ন্যায়বান্ লোকের প্রীতিকর হইতে পারে না। আপনাদের প্রজাবর্গ যে কি কষ্টে কালযাপন করে, তাহা আপনারা দেখিয়াও দেখেন না। যতদূর পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয় আপনাদের সেইরূপ প্রজাই অধিক, যাহাদের না আছে চাল, না আছে চুলো। ইহারা এক বৎসর ভিন্ন দুই বৎসর কোন জমিই কর্ষণ করিতে পায় না বলিয়া প্রতিনিয়ত নানা স্থানী হইয়া বেড়ায়। প্রজার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিলে যে কেবল প্রজাই নানা স্থানী হইয়া থাকে এমত নহে। ইহাতে ভূমিরও উর্ব্বরতা নষ্ট হয়। এক বৎসরের অতিরিক্ত কোন প্রজাই কোন জমির অধিকারী হয় না বলিয়া, যেরূপ কর্ষণে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়, সেরূপ কর্ষণ কেহই করে না। "ধরি মাছ, না ছুঁই পানি" মত সকলেই কাজ করিয়া থাকেন। আজ যেন আপনারা জোর জবরদস্তির সহিত প্রজার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া রাজস্ব আদায় করিতেছেন, কিন্তু কাল যখন জমি এককালে মরুভূমি হইয়া পড়িবে, তখন যে রাজস্ব আদায় করা যার পর নাই কষ্টকর হইয়া উঠিবে, তাহা আপনারা একবার চিন্তা করিয়াও দেখেন না। সত্য বটে লোকে স্বকৃত অসদাচরণের বিষময় ফল সঙ্গে সঙ্গে উপভোগ করে না; কিন্তু কোন দিন যে করিতেই হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহাতে আপনাদিগকে সেই বিষময় ফল ভবিষ্যতে ভোগ করিতে না হয়, তজ্জন্য ১৯ আইনের ৪১, ৪২ এবং ৪৩ ধারা অনুসারে অযোধ্যা প্রদেশে কার্য্য করা আবশ্যক হইয়াছে।

সহকারী মহাশয় এই কথা বলিয়া উপবেশন করিলে, বলরামপুরের মহারাজ দুর্গ্বিজয় সিং, সাণ্ডিলার চৌধুরী হশমৎ হোসেন প্রভৃতি কতকগুলি প্রধান প্রধান লোক উক্ত কয়েকটী ধারা অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করা যে কর্ত্তব্য তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া-

ছেন। অপরাপর জমিদারের এই কথা শুনিয়া চক্ষু স্থির হইয়াছে। সেই অবধি এ পর্য্যন্ত অযোধ্যা অঞ্জুমান সমিতিতে বাদানুবাদ চলিতেছে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার চর্জ্জ কুপার সাহেব এখন লক্ষ্ণৌয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। আগামী ২৯ এ জানুয়ারিতে না কি তিনি এলাহাবাদে যাত্রা করিবেন।

বশম্বদ
শ্রীনকুড়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মক্তিলাবাদ ষ্টেষণ
১৭।১।৮২

রাণাঘাট শ্রীপঞ্চমী সমিতির ত্রৈবার্ষিক অধিবেশন।

এই অধিবেশন রাণাঘাটের সুপ্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নাথ পাল চৌধুরীর ভবনে গত ১১ ই মাঘ শ্রীপঞ্চমীতে অপরাহ্ন ২ টার সময়ে আরম্ভ হয়। শ্রীপঞ্চমীর উদ্দেশ্য ও গত তুই বৎসর বিস্তৃত বিবরণ ক্রমে প্রকাশ করিয়া এই পত্রে উক্ত অধিবেশনের বিবরণ মাত্র লিখিত হইবে। আমি ঐ অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া উহার আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপার দেখিয়াছি। যাহা দেখিয়াছি, তাহা যদি ভাল করিয়া বলিতে পারি, পাঠকবর্গ তদ্দ্বারাই ইহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন।

উক্ত পাল চৌধুরী বাবুর পূজা বাটীর প্রাঙ্গনস্থ চাঁদনীর মধ্যে ঐ অধিবেশন হয়। বাটীর তোরণদ্বারে প্রবেশ করিবামাত্র "শ্রীপঞ্চমী বিদ্যানন্দন" এই পদদ্বারা বর্ণাবলী শোভিত বসন্ত বায়ু বিধূনমান লোহিত পতাকা সকল আমাদিগের নেত্র আকর্ষণ করিল। বাবুদের পূজার দালান ত্রিতলস্পর্শী স্তম্ভরাজি বিরাজিত চাঁদনী ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ সৌধাবলী একেই রমণীয় ও সতত সুসজ্জিত; তাহাতে আবার এই উপলক্ষে বিশেষ সজ্জা প্রাপ্ত হইয়া অধিকতর শ্রীধারণ করিয়াছিল। বিশেষতঃ অদ্য সেই দালানে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র ও পুস্তকের মধ্যে শত শ্বেত শতদল বাসিনী শ্বেতভুজার পূজা হইতেছিল। অধিবেশনে বাবু রামচরণ বসু রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, বাবু রাজেন্দ্রকুমার বসু মুন্সেফ, বাবু বিষ্ণুচরণ দত্ত পোষ্ট ইনস্পেক্টর, বাবু যোগেশচন্দ্র পাল চৌধুরী, বাবু ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় এম, এ রাণাঘাট স্কুলের অধ্যক্ষ, বাবু অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য বি, এ, হেড মাষ্টার, বাবু প্রেমারাম মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস, বাবু পুলিনবিহারী সান্যাল এম, ডি, বাবু আশুতোষ মৈত্র উকীল, পণ্ডিত কালীময় ঘটক, বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র কবিরাজ, বাবু শরচ্চন্দ্র দে চৌধুরী, বাবু রাধাকান্ত দে চৌধুরী, বাবু ব্রজমোহন রায় মধ্য বাঙ্গালা ষ্টেট রেলওয়ের ডেপুটী কালেক্টর, বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, বাবু ইন্দ্রভূষণ ঘোষ, বাবু মুক্তাগোপাল বিশ্বাস প্রভৃতি বহুসংখ্য সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

১। বাবু শরচ্চন্দ্র দে চৌধুরী সদলাধিষ্ঠিত হইয়া ঐকতান বাদন করিলেন।

২। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামচরণ বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

৩। অদ্য রাণাঘাট শ্রীপঞ্চমী সমিতির তৃতীয় অধিবেশন উপলক্ষে রাণাঘাটের বহুসংখ্যক লোক বিমলানন্দ সম্ভোগার্থ এক স্থানে সমাগত হইয়াছেন, বাবু সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী তাহা সকলকে জানাইলেন।

৪। বালিকা বিদ্যালয়ের পঞ্চদশটি বালিকা উৎকৃষ্ট বসনাভরণে সজ্জিতা হইয়া সভামধ্যে অর্দ্ধ বৃত্তের পরিধিতে দণ্ডায়মানা হইল এবং সমস্বরে কয়েকটী কবিতা পাঠ করিল। কবিতাগুলি আমাদিগের মাননীয় বন্ধু বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীময় ঘটক মহোদয়ের রসময়ী লেখনী হইতে নিঃসৃত। এই, বালিকাকণ্ঠ সমুত্থিত মধুস্বরে সুললিত কবিতা পাঠ শুনিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কবিতা গুলি যেমন সময়োপযোগী তেমনি সুন্দর ও কবিত্ব পূর্ণ। এই স্থলেই সেগুলি প্রকাশের বলবতী লালসা ত্যাগ করিতে পারিলাম না। সেই কবিতাগুলি এই:—

কত সুখে গত নিশা পোহাইল স্বজনী
কি সুখের ছবি আজ রেখে গেছে রজনী।
কত শোভা মনোলোভা আজিকার গগনে!
বাসন্তি কুসুম গন্ধ আজিকার পবনে।
বসন্ত রাগের ছায়া বিহঙ্গের কূজনে!
মধুকর মনোহর স্বরে গায় সঘনে।
পিককুল ভাঙ্গা গলা মন সাধে সাধিছে
নব তারে ভগ্ন বীণা পাপিয়ায় বাঁধিছে।
মলয় অনিল মাঝে,—মাঝে সাড়া দিতেছে,
উত্তর বাতাস যেন জ্যান্তে মরা হয়েছে,
কেন আজ হেন ভাব ধরিয়াছে ধরণী
যে দিকে তাকাই যেন, হাসে দিক রমণী।
ঘুরিল বর্ষের চাকা ফিরে মাঘ আইল
কবিগণে হৃষ্ট মনে ইষ্ট দেবী পাইল।
বেদমাতা বীণাপাণি বঙ্গবাসি গৃহেতে
এসেছেন পুনরায় ভক্তগণে তুষিতে।
তাই বঙ্গ বরাঙ্গনা নববেশ ধরেছে
পঞ্চমী মেলায় তাই রাণাঘাট মেতেছে।
বাগবাদিনি সরস্বতি শিক্ষাশিল্পরূপিণি!
বঙ্গদেশে সুবিখ্যাত বালকের জননি!
এক চোটে থেকো না মা, ছেলেদের পূজাতে
ছেলে মেয়ে ভিন্ন বোধ করে কোন্ মায়েতে
আমরাও থালা করে দোতগুলি ধুয়েছি
নূতন কলম কেটে তার মুখে দিয়েছি।
বাকস পলাস দ্রোণ কত ফুল তুলেছি
আমের বোল্ যবের শীষ যত্ন করে এনেছি,
আমরাও বীরখণ্ডি টৈচুর খেয়েছি,
তপ্ত ভাত টেনে ফেলে চিঁড়ের ফলার করেছি
হাতা বেড়ি ছাড়ি মাগো, পাঁজি পুথি ধরেছি,
মূর্খনাম ঘুচাইব সার পণ করেছি।
অবলা বাঙ্গালি বালা বলে ঘৃণা করো না
জ্ঞানদাত্রি! জ্ঞান কণা দিতে যেন ছলো না,
পঞ্চমী মেলার নাহি দেখি কোথা তুলনা
এমন সুখের মেলা যেন কেহ ভুলে না
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম মোক্ষ, চতুর্বর্গ ইহাতে
কি আছে এমন যজ্ঞ, পাপপূর্ণ কলিতে?
বিদ্যায় উৎসাহ দান বিদ্যা দেবীর সম্মুখে
ইহার মহিমা কিবা প্রকাশিব এ মুখে?

৫। অনন্তর রাণাঘাট স্কুলের সম্পাদক বাবু সুরেন্দ্র নাথ পাল চৌধুরী স্কুলের গতবর্ষীয় বিজ্ঞাপনী পাঠ করিলেন। ইংরাজী স্কুলে তিন বৎসর হইতে শিক্ষার একটী নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে; এবং গত বর্ষে শিক্ষক সম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তন, শিক্ষার ফলাফল, বিদ্যালয়ের অবস্থা ইত্যাদি বিজ্ঞাপনীতে সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে। আমরা পত্রান্তরে তদ্বিষয়ক বক্তব্য প্রকাশ করিব।

৬। সভাপতি দণ্ডায়মান হইয়া বালক বালিকাগণকে ৫২ টী পারিতোষিক বিতরণ করিলেন। পারিতোষিকের মধ্যে পুস্তক, রৌপ্যাভরণ, চিত্র, পুত্তলিকা, মানচিত্র, আদর্শ লিপি, প্রভৃতি নানাবিধ সামগ্রী ছিল। ৫২ টী পারিতোষিকের মধ্যে ৩৭ টী ইংরাজি বঙ্গবিদ্যালয়ে এবং ১৫ টী বালিকা বিদ্যালয়ে দান করা হয়। ইং, বং বিদ্যালয়ের ৩৭ টী পারিতোষিকের মধ্যে ৩৬ টী বার্ষিক পরীক্ষার ফলানুসারে এবং ২ টী ইংরাজী ও বাঙ্গালা প্রবন্ধ রচনার জন্য দেওয়া হয়। বালিকা বিদ্যালয়ের ১৫ টী পারিতোষিকের মধ্যে ১৩ টী পরীক্ষার ফলানুসারে এবং ২ টী পারিতোষিক, কবিতা পাঠের নৈপুণ্যানুসারে দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত অপরাপর বালিকাদিগকেও কিছু কিছু পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছিল এবং সভাপতি, ছাত্র ও সভ্যগণকে জানাইলেন যে, ইংরাজী বিদ্যালয়ের যে ছাত্রটী প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে, তাহাকে একটী রৌপ্য পদক দেওয়া যাইবে; কিন্তু কোনরূপ প্রতিবন্ধকতাবশতঃ সেই পদকটী এ সভায় দান করা ঘটিল না।

৭। সভাপতি ইংরাজী ভাষায় একতার ফলাফল বিষয়ে একটী সুন্দর হৃদয়গ্রাহী অর্দ্ধঘণ্টাব্যাপিনী বক্তৃতা করিলেন।

৮। সভাপতির আদেশানুসারে বাবু নৃত্যগোপাল বিশ্বাস আমাদিগের অবস্থা ও উন্নতি উপলক্ষে কয়েকটী সুন্দর বাঙ্গালা কবিতা পাঠ করিলেন।

৯। ডেপুটী কালেক্টার বাবু ব্রজমোহন রায়, সরস্বতী পূজার সঙ্গে, রাণাঘাটে এই নূতন প্রকার উৎসবের সংযোগ দর্শনে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং তিনি দীর্ঘকাল নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু কোথায়ও এমন সুন্দর দিনে—সুন্দর উৎসব দেখেন নাই, ইংরাজি ভাষায় সেই সকল মনোভাব প্রকাশ করিলেন।

১০। সভাপতি বালক বালিকাগণকে বর্ত্তমান বর্ষে মনোযোগ পূর্ব্বক শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ দিয়া সভা ভঙ্গের আদেশ করিলে পুনর্ব্বার ঐকতান বাদন হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

১১। অনন্তর যাবতীয় বালক বালিকাকে দুই শ্রেণীতে বসাইয়া উত্তমরূপ জলযোগ করান হইল। এতগুলি বালক বালিকা জল খাইবার জন্য একত্র বসিয়াছে, এটী আমাদিগের পক্ষে অপূর্ব্ব দর্শন।

১২। অপরাহ্ণ ৫ টা হইতে ৭ টা পর্য্যন্ত উৎসব কার্য্য স্থগিত থাকিয়া পুনরায় রাত্রি ৮ টা হইতে ১১ টা পর্য্যন্ত নানাবিধ গীত বাদ্য হইল।

রাণাঘাট
২৮ এ জানুয়ারি
১৮৮২ খ্রীঃ অব্দ

দর্শক
শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ।

সোমপ্রকাশ

২৫ এ মাঘ সোমবার।

ভারতবর্ষের দৈন্যাবস্থা।

ভারতবর্ষের প্রতি দিন দিন যে কমলার নিগ্রহ হইতেছে, ভারতবর্ষবাসিদের যে জীবিকালাভ ঘোর কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে, এখন সকলেই তাহা অনুভব করিতে পারিতেছেন। পূর্ব্বকালে অন্নকষ্ট এবং দুর্ভিক্ষ এককালে ছিল না, এমন নহে। পুরাণে ও এ দেশীয় অন্যান্য পুস্তকে লোমহর্ষ দুর্ভিক্ষের নাম ভূরি শ্রুত হয়। হউক, অন্নকষ্ট ছিল,—কিন্তু এ প্রকার ঘরে ঘরে ছিল না; দুর্ভিক্ষ ছিল,—কিন্তু এমন বৎসর বৎসর ঘটিত না। পিতামহ প্রপিতামহের মুখে কোন্ কালের ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের গল্প শুনিতাম, তৎপরে আর তেমন দুর্ভিক্ষ কর্ণগোচর হয় নাই। কিন্তু এখন একপুরুষ অতিবাহিত না হইতেই তেমন কত ছিয়াত্তরে মন্বন্তর" ভারতবর্ষের অস্থিপঞ্জর জীর্ণ করিয়া দিয়া গেল। যেমন বৎসর ঘুরিলেই শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতু অবশ্যই আসিবে, রাজনীতিজ্ঞ রাজার গুণে দুর্ভিক্ষও এখন তদ্রূপ নৈসর্গিক নিয়মগত হইয়া পড়িয়াছে,—বৎসর ফিরিলে কোন না কোন স্থানে দুর্ভিক্ষও নিশ্চিত আসিবে।

অধিক দিনের কথা নয়, প্রায় ২৫ বৎসর অতীত হইল অযোধ্যা নবাবের শাসনাধীনে ছিল। সে সময়ে তত্রত্য প্রজাগণের ধনপ্রাণ যে নির্ব্বিঘ্নে ছিল, কিছুতেই তাহা স্বীকার করা যায় না। চতুর্দ্দিকে বিবাদ বিসম্বাদাদি ঘোর বিপ্লব চলিতেছিল। কৃষিবল সশস্ত্র হইয়া স্ব স্ব ক্ষেত্রে যাইত। পথিকগণ বিনা অস্ত্রে গৃহের বহির্ভূত হইত না। এত কষ্ট পাইয়াছিল, তথাপি এখনও প্রজাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা নবাবশাসনের গুণকীর্ত্তন করে। নিতান্ত মূর্খ লোকও বিনা চিন্তায় বলিয়া বসে যে,—"ইংরাজ রাজ মে, বরকত নহি হ্যায়" অর্থাৎ ইংরাজ রাজত্বে লক্ষ্মীশ্রী নাই। ইহার কারণ কি? যত টাকাই উপার্জ্জন কর না কেন, কিছুতেই লোকের হাহাকার ঘুচিতেছে না। যাহা হউক এ বিষয়ের যথার্থ যাথার্থ্যের নিরূপণ করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি না। তবে সাধারণ লোকের অবস্থা দর্শনে এইমাত্র নির্দ্দেশ করিতে পারি, যে সকল লোকেরই যৎপরোনাস্তি অন্নকষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে, আর কিছু দিন পরে সাধারণ লোকের দিন যাত্রা নির্ব্বাহ করা এককালে উপায়শূন্য হইয়া পড়িবে, তদ্বিষয়ে ঘুনাক্ষরেও সংশয় নাই।

এই ঘোর অনিষ্টপাতের প্রত্যক্ষ কারণ কি তাহা আমরা পাঠকদিগকে অনেকবার জ্ঞাত করিয়াছি, এবার তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত তৎসমুদায় কারণ বিশদরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ভারতবর্ষের অর্থাগমের উপায় অতি অল্প,—একমাত্র কৃষিকর্ম্ম, কিন্তু রাজ্যের ব্যয় অকূল ও অব্যবস্থেয়। সেই মহা পর্ব্বতপিণ্ড সদৃশ ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত একমাত্র ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্যই আমাদিগের সহায়। কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া তাহার লাভ হইতে এই বিপুল রাজ্যের অপরিসীম ব্যয় নিষ্পাদিত হইতেছে,—কৃষিবলই ভারতবর্ষের জীবন ও প্রাণবায়ু। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যের এমন দুর্দ্দশা নহে; ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্য চাই না, কেবল শিল্পজাত দ্রব্যেই বৃহৎ বৃহৎ দেশ প্রতিপালিত হইতেছে। আমাদের দেশে শিল্পকার্য্য নাই, অধিকাংশ খাদ্য সামগ্রীই দেশ দেশান্তরে প্রেরিত হইতেছে। বিবেচনা করুন ১০ কোটী টাকার শস্য আমরা বৎসর বৎসর অন্য রাজ্যে প্রেরণ করি; যদি এ দেশে শিল্পকার্য্য থাকিত তবে ৫ কোটী টাকার শস্য এবং ৫ কোটী টাকার শিল্পদ্রব্য বিদেশে পাঠাইলে আমাদের আয়ের ক্ষতি হইত না, অথচ এখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যসামগ্রী থাকিয়া যাইত। কোন স্থানে অধিক দ্রব্য এবং গ্রাহক অল্প হইলে বিক্রেয় দ্রব্য যেমন শস্তা হয়, সেইরূপ এখানে যদি লোকসংখ্যা সেই থাকিত অথচ খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি হইত, তাহা হইলে শস্য অবশ্যই সস্তা হইত। কিন্তু ভারতবর্ষের সে অবস্থা নয়, এখানে শিল্পকর্ম্মের নামও নাই। শিক্ষিতসমাজের যদি কেহ শিল্পকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, বিলাতের ধনাঢ্য এবং সর্ব্বশক্তিমান বণিকদল বাজার সহায়তায় তাঁহাদের উৎসাহ ভঙ্গ করাইয়া সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছেন।

এই গেল আয়ের কথা। এ দিকে ব্যয়ের হিসাব করিতে সংখ্যা রাশির মধ্যে নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না,—কি বলিয়া প্রকাশ করিব। সত্য, অবশ্য-প্রয়োজনীয় ব্যয় স্বীকার না করিলে রাজ্য চলে না। কিন্তু আমাদের রাজ্যে প্রায় ন্যায্য ব্যয় নাই, সকলি অসঙ্গত ও অপরিমিত। এক, জলবায়ুর জন্যে রাজকর্ম্মচারিদিগের বেতন এত অধিক, যে তদ্রূপ বেতন অন্য কোন দেশে স্বপ্নে শুনিতে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের জল বায়ু যদি এতই অস্বাস্থ্যকর, তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফরাসিস অধিকার গুলিতে অল্প বেতনে সম্ভ্রান্ত লোকেরা কিরূপে থাকিতেছেন? তাঁহারা কি এ দেশের মৃত্তিকায় পদার্পণ করিয়াই রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছেন? আমরা ত দুই বেলা চন্দননগরের অবস্থা দেখিতেছি, কই তথায় সাহেবেরা ত পীড়িত হন না? ইংরাজেরা যথার্থই যদি এ দেশে আসিয়া রুগ্ন হইয়া পড়েন, তাহার স্বতন্ত্র কারণ আছে। সাহেবদিগের মোটা মোটা বেতন, তাঁহাদের অনেকেই ভারতবর্ষে আসিয়া বিলাসী ও ব্যসনাশক্ত হইয়া পড়েন এবং অনিয়মিত মদ্যপান করেন। মদ্যপানে সাহেবদের যে রুচি ও অনুরক্তি তাহা আমাদের বিশিষ্টরূপ হৃদগত হইয়াছে। অনেকেই পৃষ্ঠপোষক হইয়া যে প্রকারে খোলা ভাঁটীর পক্ষ সমর্থন করিতেছেন এবং উহার অভাবনীয় উপকারিতা দেখাইতেছেন, স্বয়ং উপকারানুভব না করিতে পারিলে কখন এত জেদ করিয়া উহার পক্ষপাতী হইতে পারিতেন না এবং উহার এতাদৃশ গুণকীর্ত্তনও করিতেন না। কিন্তু আমরা বলি, আশু উপকার হইলেও পরিণামে তাহাতে মন্দ ফল ঘটে। গো এবং মেষ মাংস এবং সুরা উষ্ণপ্রধান দেশের সুপথ্য নয়। শীতপ্রধান দেশে তদ্দ্বারা শরীর ভাল থাকিতে পারে। অতএব সিবিলিয়ানেরা পান ভোজনের প্রতি সতর্ক-দৃষ্টি রাখিলে তাঁহারা সুস্থ থাকিবেন, সুতরাং অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে এ দেশে আসিতেও পারিবেন। তদ্দ্বারা অনেক টাকা বাঁচিয়া যাইবে।

যে ভিন্ন বিলাতে ১৯ কোটি টাকা প্রতি বৎসর প্রেরিত হইয়া থাকে। নাদীর শা ভারতবর্ষ হইতে ৩০ কোটি টাকা লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমরা সেই দুর্ঘটনাকে ঘোর অনিষ্টের কারণ বলিয়া গণনা করি। কিন্তু এখন দুই বৎসর ইংরাজ শাসন ও নাদীর সার এক বৎসরের লুঠ, এই উভয়ে তুল্য মূল্য হইতেছে। ভারত রাজ্যের এই অনিয়মিত ব্যয় কোথা হইতে নিষ্পন্ন হইতেছে, ১৮৭৯ সালের বাবসায় বিবরণ দৃষ্টি করিলে তাহা প্রতিপন্ন হইবে। ঐ বৎসর এদেশজাত ৮২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের দ্রব্য বিক্রীত হয়। তন্মধ্যে ৬৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা দিয়া বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিতে হইয়াছে। বক্রী ১৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা আমাদের লাভ থাকে, তাহাই আমরা ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতেছি। আমরা ৬৩ ক্রোর ৬০ লক্ষ টাকায় যে সমস্ত বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করি, তন্মধ্যে ১৩ কোটি টাকার স্বর্ণ ও রৌপ্য; ইহাই আমাদের স্থায়ী সম্পত্তি। বাকি টাকার দ্রব্য অস্থায়ী, স্বল্পকাল ব্যবহারেই বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হয়। যত্ন করিলে সেই সমস্ত দ্রব্য এই ভারতবর্ষেই উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং প্রতি বৎসর ৫০ পঞ্চাশ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা আমাদিগের ক্ষতি হইতেছে। কোন্ কোন্ দ্রব্যের বিনিময়ে আমরা কি কি বৈদেশিক দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহার পর্য্যালোচনা করিলেই এই ক্ষতির মুখ্য কারণ অনুভূত হইবে।

এ দেশজাত যে সমস্ত পণ্য-দ্রব্য প্রেরিত হয়
তাহার মূল্য।

১।	আফিম	১৪৬,১০০,০০০
২।	কার্পাস	১৩৮,১৮০,০০০
৩।	বস্ত্র	১০,৮৬০,০০০
৪।	শস্য	৯৫,৫৫৬,০০০
৫।	সর্ষপ,তিষি ইত্যাদি	৬২,৫২০,০০০
৬।	পাট	৩৮,৪১২,০০০
৭।	বোরা, চট ইত্যাদি	৭,৯৫৬,০০০
৮।	চর্ম্ম	৩৭,১৪০,০০০
৯।	নীল	৩৫,৬৭৬,০০০
১০।	চা	৩০,৯৪৮,০০০
১১।	কাফি	১৭,১৮৪,০০০
১২।	পশম	১২,৪৩২,০০০

বিদেশীয় পণ্য-দ্রব্য যাহা এ দেশে গৃহীত হয়
তাহার মূল্য।

১।	কার্পাস বস্ত্র	২২৬,৭৪০,০০০
২।	ধাতু	৩৯১,১৮০,০০০
৩।	মদ্য	১৬,০৩২,০০০
৪।	পাথুরিয়া কয়লা	১০,০২০,০০০
৫।	সকরা	৯,৮২৮,০০০
৬।	পশমী বস্ত্র	৯.৩৬ .০০০
৭।	রেল ইত্যাদি	৯,০৮৪ ০০০
৮।	রেশমী বস্ত্র	৮,৯৬৪,০০০
৯।	রেশম	৭,৮৩৬,০০০
১০।	বিলাতী পোষাক	৬.৭৮০,০০০
১১।	লবণ	৬,৬৭২,০০০

এ স্থলে আমরা কেবল কতকগুলি প্রধান প্রধান দ্রব্যের নামোল্লেখ করিলাম। বিবেচনা করুন, যে সমস্ত বিলাতি দ্রব্য উপরে উল্লিখিত হইল, তৎসমুদয় না হইলে আমাদের দিনপাত হয়, অথবা মনে করিলে ঐ সমস্ত দ্রব্যগুলি আমরা এই দেশেই প্রস্তুত করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে আর বিদেশীয় লোকের উদর পূরণ করিতে হয় না। কিছু দিন পূর্ব্বে আমরা এদেশীয় বস্ত্রই পরিধান করিতাম, দেশীয় তন্তুবায়ের প্রস্তুত বস্ত্রই চলিত ছিল। এক্ষণে আমরা ২২ কোটি টাকা মূল্যের বিলাতী বস্ত্র ক্রয় করিতেছি; উহা হইতে কার্পাসের মূল্য ত্যাগ করিলে ৯ কোটি টাকা মূল্যের মজুরি আমরা বিদেশীয়দিগকে বৎসর বৎসর দিতেছি। যদি প্রত্যেক তন্তুবায়ের বাৎসরিক সংসার খরচ ১০০ এক শত টাকা হয়, তবে ঐ ৯ কোটি টাকায় ৯ লক্ষ এ দেশীয় তাঁতি প্রতিপালিত হইতে পারিত। অতএব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইল যে, বিলাতি বস্ত্র ক্রয় করায় ৯ লক্ষ লোকের অন্ন মারা গিয়াছে। সুতরাং উপায় বিহনে এতগুলি লোককে "হা অন্ন" করিয়া ফিরিতে হয়, বারম্বার দুর্ভিক্ষের করাল কবলে পতিত হইতে হয়। আবার দেখুন, লবণ সকলেরই চাই; পূর্ব্বে উহা ভারতবর্ষেই প্রস্তুত হইত। এক্ষণে এ দেশে আর লবণ প্রস্তুত হয় না, সুতরাং ৬৬৭২০০০ টাকার মজুরি মারা গিয়াছে। কাজেই প্রতি বৎসর কত ক্ষতি হইতেছে দেখুন। এই ৬৭ কোটি টাকার ক্ষতি পূরণার্থ আমাদিগকে প্রতি বৎসর প্রায় ৩৫ মণ শস্য বিক্রয় করিতে হইতেছে, অর্থাৎ ২৫ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে বৎসর বৎসর ৬ কোটি লোকের খাদ্য বৃথা দিতে হয়। পূর্ব্বকালে এই শস্যের কতকাংশ সঞ্চিত থাকিত, স্বর্ণ রৌপ্য মণি মুক্তা ছিল না বটে, কিন্তু লোকের খাদ্যদ্রব্যের অনটন ছিল না। এক এক জন কৃষকের গোলায় শত বৎসরের ধান্য থাকিত, অতএব দুই এক বৎসর অনাবৃষ্টিতে কেহ কষ্টানুভব করিত না। কিন্তু এক্ষণে সকলেই "অদ্যভক্ষধনুর্গুণঃ" হইয়া পড়িয়াছেন। এক বৎসর যদি ফসল না জন্মিল তবেই দেশময় হাহাকার শব্দ পড়িয়া গেল। প্রজাদিগের কেন অন্নকষ্ট হয়, পাঠক! দেখিলেন? এত দুর্ভিক্ষ কেন হয়, পাঠক! শুনিলেন? আপনাদের ভিন্ন আর কাহাকে সাক্ষী মানিব?—যাঁহাদের মানিলে দুঃখ ঘুচিবে, তাঁহারা আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন না; কর্ণপাত করিলে ভারত বাঁচিবে বটে, কিন্তু ইংলণ্ডীয় ব্যবসায়ের যে হানি হইবে?

পার্লামেণ্টের সভ্যগণের ভারতবর্ষ শাসন।

ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ আগমনের পথ দিন দিন যে প্রকার সুগম হইতেছে, এক্ষণে ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে সকলে আগমন করিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ঘুচাইতে পারেন। গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপ হয়, শীতকালের সুস্নিগ্ধ সামুদ্রিক বায়ু সেবন করিতে করিতে এদেশে আসিলে দেহের কোন অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এবৎসর কয়েকজন মহাত্মা শুভাগমন করিয়াছেন; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহাতে ভারতবর্ষের কোন ইষ্ট আছে, না তাঁহাদের পাথের সংযোগের নিমিত্ত আমাদিগকে কোন প্রকার করভার বহন করিতে হইবে? বড় বড় রাজপুরুষদিগের স্থানান্তরে গমন হইবে শুনিলে আমাদের অন্তরাত্মা শুষ্ক হইয়া উঠে। ডিউক অব এডিন্‌বর্গ এবং প্রিন্স অব ওএল্‌স ভারতবর্ষ সন্দর্শনে আসিয়াছিলেন। কেন?—এদেশে রাজপুত্রদিগের কেন শুভাগমন হইয়াছিল কেহ কি বলিতে পারেন? তাঁহাদের আগমনে প্রজাবর্গের কোন প্রকার কি হিত সাধিত হইয়াছে, বলিতে পারেন? এদেশের যদি কোন মঙ্গল হইয়া থাকে, কিম্বা ভাবী মঙ্গলের প্রত্যাশা থাকে, তবে—সে মঙ্গল কেমন আমরা জানিতে পারি না। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যৎটুকু স্থির করিতে পারিতেছি, তাহাতে কেবল অমঙ্গল ও অপব্যয় ভিন্ন আর কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। রাজপুত্রদিগের অভ্যর্থনার নিমিত্ত কত টাকা অনর্থক ব্যয়িত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। তাঁহারা কত বহুমূল্য উপঢৌকন লইয়া গিয়াছেন, তাহার গণনা নাই। এই রূপ তাঁহাদের দুই একবার শুভযাত্রা হইলে ভারতবর্ষকে কাঙ্গাল হইয়া পড়িতে হয়। এত ব্যয়ভূষণ করিয়া প্রজারা কি উপকার পাইয়াছে? এক বিন্দুও নয়; তাঁহাদের আগমনে দেশের কোন উপকার হয় নাই। যাহা হইয়াছে,—তাহা ক্ষতিই বলিতে হইবে।

এ দিকে রাজপ্রতিনিধি বৎসর বৎসর এ রাজার রাজ্যে ও রাজার রাজ্যে গমনাগমন করিয়া থাকেন। চতুর্দ্দিকে মহা সমারোহের ধুম কাণ্ড পড়িয়া যায়। নানা স্থানে নানা প্রকার কৌশল করিয়া প্রজাগণ তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা পায়। এসমস্ত অনর্থক ব্যয়ের কারণ কি, আমরা ত বুঝিতে পারি না। যন্ত্রের শুল্ক রহিত করিলে নির্ধন ভারতবর্ষের হিত হইবে, এই কথা যে মহাপুরুষেরা বুঝাইয়া থাকেন, তাঁহারা লেখনী ধারণ করিলে রাজ-

পুরুষদিগেরও দেশ ভ্রমণের উপকারিতা বুঝাইতে পারেন, কিন্তু আমাদের ধারণাশক্তি অল্প, পরোচনা-বাক্যে সহজে স্থূলবুদ্ধি প্রবিষ্ট হয় না। গবর্ণর জেনারেল ও তদীয় সহকারী ছোটলাট সাহেব এবং তাঁহার সহকারী স্থানে স্থানে যে প্রণালীতে পরিভ্রমণ করেন, তাহাতে রাজ্যের ক্ষতি এবং সাধারণ প্রজার ক্ষতি ভিন্ন কোন উপকার এখনও আমাদের নয়ন পথে পতিত হয় নাই। রাজপুরুষেরা এই প্রকার ক্রীড়াজনক ভ্রমণ পরিত্যাগ করিলে, অনেক টাকা বাঁচিয়া যায়। আমরা বলিতে পারি, প্রকৃত প্রণালীতে মফঃস্বল ভ্রমণ করিতে পারিলে রাজ্যের বিশেষ উপকার আছে। কিন্তু তৎপক্ষে তিনটী বিষয়ের প্রয়োজন। এক প্রজাদিগের প্রতি যেন পূজাকে অনুমতি দেওয়া হয়, তাঁহারা যেন রাজপুরুষদিগের সমাদরের নিমিত্ত অর্থব্যয় না করেন, গ্রাম ও নগর যে অবস্থায় আছে তদবস্থাতেই যেন থাকে। দ্বিতীয় রাজপুরুষগণের প্রকৃত ধার্ম্মিক এবং হিতৈষী হওয়া চাই। তৃতীয় তাঁহারা যেন পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিয়া সাধারণ প্রজার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন। রাজপুরুষদিগের অভ্যর্থনার ব্যয় এককালে রহিত না করিলে, এই অযথা অর্থবিনাশ স্রোত দেশের পক্ষে মহা ক্ষতিজনক হইয়া পড়িবে, ইংরাজ জাতির আবার অভিমানটী বড় সাংক্রমিক অতএব আজ লাটসাহেব যে সম্মানটুকু খুঁজিতেছেন, দুই বৎসর পরে ছোট ছোট সিবিলিয়ান সাহেবেরাও তাহার দাবি করিয়া বসিবেন, তখন আর কেহ চক্ষুলজ্জা এড়াইতে পারিবেন না। প্রতি বৎসর কখন শীত ঋতুতে গৃহ [illegible] করিতে হইবে যে ভূতচতুর্দ্দশীর মত সারি সারি দীপ জ্বালিতে হইবে, তাহা না করিলে শ্রীযুক্ত হাকিম বাহাদুরদের মন উঠিবে না। কিন্তু মাসে মাসে ঋতুতে ঋতুতে বৎসর বৎসর দীপ জ্বালিলে প্রজাদের যথাসর্ব্বস্ব বিনষ্ট। এ দিকে আবার দেখুন, বড় বড় সাহেবের জন্যই হইবে বা কেন বৃথা অর্থ নষ্ট হয়? তাহাতে ত প্রজার ক্ষতি ভিন্ন কোন উপকার নাই। রাজপুরুষেরা আহ্লাদে পুলকিত হন, প্রজার অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। তাঁহাদের অর্থাধিশাস্ত্রে কি উপদেশ আছে? এই রূপ কি বৃথা আমোদে সঞ্চিত ধন ব্যয়িত হইবে; তাহাই কি ব্যবস্থা? অন্যান্য বিষয়ে যাঁহাদের দৃষ্টি দশদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু প্রজার যাহাতে অর্থ ধ্বংস হয় তৎপ্রতি একটীও উপদেশবাক্য শুনিতে পাওয়া যায় না কেন? আমরা ভরসা করি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই কুপ্রথা সত্বর রহিত করিয়া দিবেন।

দ্বিতীয়, লোকহিতকামনায় মফঃস্বল ভ্রমণ না করিলে প্রজার উন্নতির আশা নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা তেমন দয়াবান রাজপুরুষ অতি অল্পই দেখিতে পাই। হয় ত ছোটলাট বাহাদুর মফঃস্বলে গিয়া মদের ভাটীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হইতে পারে কি না পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তাহারই তদন্ত লইতে থাকিবেন। কোন্ স্থানে কতগুলি সুরাপায়ী আছে, কি উপায়ে লোকের মদ্যপানে প্রবৃত্তি জন্মিবে, হয় ত সেই অনুসন্ধানেই ফিরিবেন। প্রজার ঘরে কি উপায়ে অর্থাগম হইবে, কি উপায়ে প্রজা সুখে সচ্ছন্দে থাকিবে তৎপ্রতি মনোযোগ করিবেন কি বলিতে পারি না, কিন্তু কিসে রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধি হইবে তাহাই অনুধ্যান। তাই বলিতেছি হিতাকাঙ্খায় মফঃস্বল ভ্রমণ না করিলে প্রজার অনিষ্ট বই কোন ইষ্ট নাই।

তৃতীয়, রাজপুরুষেরা মফস্বল পরিভ্রমণের সময় সাধারণ লোকের সঙ্গে বাক্যালাপ না করিলে দেশের প্রকৃত অবস্থা কিছুই জানিতে পারিবেন না। কতকগুলি সুশিক্ষিত ভদ্রসন্তান দেখিয়া মনে করিতে পারেন যে, বিদ্যারস সর্ব্বত্র বিলক্ষণ বিকীর্ণ হইয়াছে, যত্নপূর্ব্বক সকলেই বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে, দেশের সমস্ত লোক বিলক্ষণ সভ্য ভব্য হইতেছে। কিন্তু কর্ত্তাদের এটী যে কতদূর ভ্রম তাহা ব্যক্ত করা যায় না। যদি কেবল দন্ত দেখিয়া হস্তীকে মসৃণ শ্বেতবর্ণ সরু বক্রাকার একটী ছোট খাট পদার্থ বোধ করা যায়, তবে এমন ভ্রম আর কিসে জন্মিতে পারে? সকল বিষয়েই অব্যাপ্ত তর্ক অন্যায় গর্হিত। কোটী কোটী লোকের মধ্যে যদি পাঁচ সাত জনের অবস্থা দৃষ্টে সমস্ত লোকের অবস্থা নিশ্চিত করা হয়, তবে সে ভয়ঙ্কর ভ্রমের কি আর ঔষধ আছে। আমাদের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড মেও কলিকাতার অবস্থা দেখিয়া উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজি শিক্ষা রহিত করিতে মানস করেন। ক্যাম্বেল সাহেবও সেই মতের পক্ষপাতী। ক্যাম্বেল সাহেব সাধারণ লোকের বিদ্যা বিস্তারের কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের অভিমত বটে, কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজি শিক্ষাদান রহিত করা আমাদের অভিমত নহে। দেশীয় লোক বিদ্যাশিক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন এবং তেমন অবস্থা হয় নাই। শুনিতে পাওয়া যায় মহাত্মা লর্ড রিপণের চিত্তেও নাকি সেই সাংক্রামিক রোগটী আসিয়া বসিয়াছে। তিনিও উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজি শিক্ষা রহিত করিয়া মফস্বলে কতকগুলা সামান্য পাঠশালা সংস্থাপন করিয়া পূর্ব্ব সুহৃদগণের নাম বজায় রাখিবেন। বস্ত্রের শুল্ক রহিত করিবার কল্পনা, দেশীয় লোককে সিবিল সার্ভিসের পদে অধিকৃত করিবার কল্পনা, নূতন কর প্রবর্তিত করিবার কল্পনা, উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষা রহিত করিবার কল্পনা,—এই সকল গুলিই ভারতবর্ষীয়দের পক্ষে শুভলক্ষণ দেখাইতেছেন। মন্দ নয় এত দিন রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই, যেই হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—প্রজাবৎসলতার তাহা পরিচয় দিতেছেন। বাস্তবিক লর্ড রিপণের অবস্থা ভাবিলে আমাদের আন্তরিক দুঃখ হয়, তাঁহার কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই। হোম সেক্রেটারি যেমন তার নাড়িতেছেন, তাঁহাকে হেলিয়া দোলিয়া সেই ভাবে নড়িতে হইতেছে,—তাঁহাকে অনিচ্ছা বিপরীত কত কাজ করিতে হইতেছে। আবার তাঁহার চিত্ত স্বভাবতঃ অতি কোমল, পারিষদগণ তাঁহাকে যে দিকে লওয়াইতেছেন, তাঁহাকে সেই দিকে নম্র হইয়া পড়িতে হইতেছে; নচেৎ আসাম কুলি নিষ্কাসন আইন সহসা বিধিবদ্ধ হইবে কেন? যাহা হউক লর্ড রিপন বড় বড় অসুখী আছেন; বাস্তবিক আমরা তাঁহার অবস্থা ভাবিয়া বড় দুঃখিত হই।

এক্ষণে পার্লামেণ্টের সভ্যগণ এ দেশ পরিভ্রমণ করিতে আসিতে লাগিলেন। এটী ভারতের পক্ষে শুভগ্রহ কি না, এখন নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। যখন স্বয়ং রাজপুরুষের এ দেশে আসায় কোন মঙ্গল হয় নাই, তখন পার্লামেণ্টের সভাগণের আগমনে যে কোন ফলোদয় হইবে স্বপ্নেও তাহা বিশ্বাস হয় না। হয় ত স্বদেশের বাণিজ্য স্থির করিবার নিমিত্তই তাঁহারা আসিয়াছেন। রাজস্ব সম্বন্ধে অনেক জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইবে, হয় ত তাঁহারা স্বচক্ষে যাবতীয় ব্যাপার পরিদর্শন করিয়া আমাদেরই অনিষ্ট করিয়া বসিবেন। ভারতবর্ষের সম্পত্তি কেহ কম দেখেন না। আমাদের এরূপ আশঙ্কা করিবার অনেক কারণ আছে। যাঁহারা হিমশীত ভূমি দেখিয়া চিরাভ্যস্ত, ভারতের রবিরশ্মিপুষ্ট মৃত্তিকা দেখিলে তাঁহাদের চক্ষু চমকিত হইয়া উঠে। এ দেশ না জানি কতই ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার, ইহাই মনে করেন,—সুতরাং প্রজার প্রতি রাজকর বৃদ্ধি [illegible] নহে বৃথা কথা। তাই ভাবিতেছি, পার্লামেণ্টের সভ্যগণের আগমনে ভারতবর্ষের কোন মঙ্গল হইবে কি না, বলিতে পারি না।

নব আইন।

ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা এবং শিব সংহারকর্ত্তা। লর্ড লিটন এদেশে নয় (৯) আইনের সৃষ্টি করিয়া গেলেন, ভারতবর্ষে তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ হইল। মহাত্মা [illegible] আসিয়া হইতে এবং [illegible] পুরুষের [illegible]

লেন। আবার মহানুভব লর্ড রিপন সেই নয় আইনকে সংহার করিলেন, এখন নয়টী দক্ষিণে আসিয়াছে। রাজপুরুষেরা যখন বাম ছিলেন নয়টী তখন আইনের বামে ছিল; রাজপুরুষেরা দয়া দাক্ষিণ্য দেখাইলেন এখন নয়টীও আইনের দক্ষিণে আসিয়াছে, নয় আইন আর আইন নয়। আমরা কেবল যে, নয়টীর এ প্রকার পরিবর্ত্তন দেখিতেছি, এমন নয়, বলিব কি, হাস্য সম্বরণ করা যায় না,—কাউন্সিলের অনেক সভ্যেরও এই প্রকার চিত্তপরিবর্ত্তন দেখিলাম। নয় আইন সৃষ্টিকালে যাঁহারা কটিতে বসন আঁটিয়া, বীরমাটি মাখিয়া, অসি চর্ম্ম ধরিয়া, অনেক যুঝিয়া এই আইনটী প্রচলিত করিয়াছিলেন, সেই দেবাত্মারা এ দিনও সভায় উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু মূর্ত্তিটা আর সেমন নয়। আইনের প্রলয় কালই ত বটে!—এই বায়ু এই অগ্নি এই জল, সংসার রক্ষা করিতেছে; কিন্তু প্রলয়কালে আবার ইহারাই বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে। তখন প্রবল প্রলয় বাত্যা বহে, বাড়বানল জ্বলিতে থাকে, বিশ্ব জলমগ্ন হইয়া যায়,—সকলেই সংহাররূপী রুদ্রের অনুকূল। লর্ড লিটন বলিলেন,—৯ আইনের নিতান্ত প্রয়োজন, বীরের [illegible] উঠিল, সকলে বলিলেন— তাহাতে সন্দেহ কি? লর্ড রিপন বলিলেন,—এ বৃন্দাবনের আইন রহিত করিতে হইবে। সকলে বলিয়া উঠিলেন,—তাহাতে আর কাল বিলম্ব নয়। পাঠক! এ গুলি বেশ হাসির কথা,—নয়?

৯ আইন রহিত হইবার সময় গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের সভায় অনেকেই বক্তৃতা করিয়াছেন; কিন্তু ভারত-সুহৃদ মহাত্মা হণ্টর সাহেবের বাক্যগুলিই অধিকতর সারবান হৃদয়গ্রাহী এবং উপদেশপূর্ণ। ভারতবর্ষের প্রতি হণ্টর সাহেব যে প্রকার গাঢ় অনুরাগ দেখাইয়া আসিতেছেন, এ বিষয়েও তিনি সেই প্রকার অসাধারণ ঔদার্য্যগুণের পরিচয় দিয়াছেন। এই প্রকার দয়াবান ব্যক্তির হস্তে রাজ্যভার সমর্পিত না হইলে প্রজাগণ কিছুতেই সুখী হইতে পারে না। মহানুভব ডাক্তর হণ্টর হৃদয় প্রকাশ করত বলিলেন,—১৮৬১ সাল হইতে ১৮৭৫ সাল পর্য্যন্ত আমি যে কার্য্যে ব্রতী ছিলাম, তজ্জন্য প্রতি সপ্তাহেই আমাকে দেশীয় সংবাদপত্র গুলি পাঠ করিতে হইত। তৎকালে আমার যে অভিজ্ঞতা জন্মে তাহাতে আমার মনে এ সম্বন্ধে এক প্রকার ধারণাও হইয়া গিয়াছিল এই সংক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপিখানি, যাহা অদ্য বিধিবদ্ধ করা হইবে ইহাতে দেশসম্বন্ধে কাউন্সিলের মনোগত ভাবের বিশেষ সংস্রব আছে, দেখিতেছি। ১৮৭৮ সালের ৯ আইন প্রচলিত হইবার কারণ কি, সভাসদ তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, এক্ষণে বর্ত্তমান আইন দ্বারা সেই পূর্ব্ব আইন রহিত করা হইতেছে। ১৮৭৮ সালে, দেশীয় সংবাদপত্রের বিদ্রোহসূচক বাক্য নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই নূতন আইন প্রণয়ন করিতে বাধিত হন। কিন্তু প্রচারিত প্রমাণগুলি পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, এ প্রকার আইন বিধিবদ্ধ করিতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ক্ষমতা লইয়াছিলেন ইহা, অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়।

পাঠক এস্থলে হণ্টর সাহেবের বাক্যগুলি মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করুন। তিনি বার বৎসরকাল যাবৎ এতদ্দেশীয় সংবাদপত্র পাঠ করিয়া আসিতেছেন, তিনি এতদ্দেশীয় ভদ্রসমাজের সঙ্গে সর্ব্বদা বাক্যালাপ ও তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করেন। এদেশের বিবরণ আচার ব্যবহার লোকের মনোগত প্রকৃত ভাব তিনি যেমন জ্ঞাত আছেন, অন্য কোন ইংরাজ তদ্রূপ অবগত নহেন। বহুকালের অভিজ্ঞতায় হণ্টর সাহেবের মনে কোন প্রকার সন্দেহ বা বিভ্রাট জন্মিল না, কিন্তু যাঁহারা আকাশ হইতে মৃত্তিকায় পদার্পণ করিয়া কেবল নিজ রাজপ্রাসাদে কালযাপন করেন তাঁহারাই লোকের সকল ভাবভঙ্গী বুঝিয়া লইলেন! সংবাদপত্রের সুর তীব্র কিম্বা কর্কশ নহে, তাহাতে কোন প্রকার বিদ্রোহসূচক বাক্য থাকে না। রাজপুরুষদিগের মনে প্রজ্বলিত আত্মাভিমানই সকল অনর্থপাতের মূল কারণ। আমরা সামান্য প্রজা হইয়া তাঁহাদের মতের প্রতিবাদ করি, কেহ অবৈধ কর্ম্ম করিলে তাহার দোষ দর্শাইয়া দিই,—বিদ্রোহ বল, আর বটুকাই বল,—এই প্রতিবাদই সব। লোকের প্রকৃতি এই, মনের মত কথা না হইলে অসন্তোষ জন্মে, অসন্তোষ জন্মিলে যাঁহার ক্ষমতা আছে তিনি সর্ব্বদা বলিতে পারেন, সর্ব্বদা করিতে পারেন। কিন্তু তেমন প্রকৃতি কিরূপ লোকের হয়, যাঁহারা রাজ্যভার গ্রহণ করেন, যাঁহাদের হস্তে অসংখ্য লোকের সুখ দুঃখ ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহাদের এ প্রকার প্রকৃতি হওয়া উচিত নহে। তেমন লোকের অনেকটা ঔদার্য্য গুণ থাকা আবশ্যক। এদেশীয় রাজগণের চর থাকিত, তাঁহারা পল্লীতে পল্লীতে লোকের মনোগত ভাব শ্রবণ করিয়া রাজাকে তাহা বিদিত করিতেন। এক্ষণে সেই চরের স্থানীয় সংবাদপত্র প্রচলিত হইয়াছে, সংবাদপত্র পাঠে রাজা প্রজাবর্গের চিত্তগত ভাব জ্ঞাত হইয়া থাকেন। রাজাই হউন আর অন্য কোন ব্যক্তিই হউন, সৎকর্ম্ম করিলে লোকে তাঁহার প্রশংসা করে, অসৎকর্ম্ম করিলে লোকে নিন্দাবাদ করিয়া থাকে। এটী সাধারণ লোকের নিত্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত। রাজার অনুষ্ঠিত কোন নিয়ম দ্বারা প্রজার কষ্ট হইলে তাহা কেহ প্রকাশ করিতে পারিবেন না, এ কেমন কথা? কেবল মনুষ্য নয় জীবমাত্রেরই এ সহজ ধর্ম্ম। পশু পক্ষীও কষ্ট পাইলে চীৎকার করে, যে কার্য্যে লোকের কষ্ট হয় তাহা হইতে নিবৃত্ত না হইলে এ কাতরোক্তির প্রতিকার নাই।

দেশীয় সংবাদ পত্রের মর্ম্ম রাজপুরুষদিগের রুক্ষ বোধ হইবার আর একটী কারণ আছে। ইংরাজেরা স্বয়ং এ দেশীয় ভাষা বুঝেন না, ইংরাজি অনুবাদ পাঠ করিয়া পত্রের মর্ম্ম অবগত হইতে হয়। অনুবাদে প্রকৃত রস ও ভাবভঙ্গী রক্ষিত হওয়া কঠিন, এ দেশীয় ভাষায় কোন স্থলে হয় ত সরস কৌতুকোক্তি থাকিল, ইংরাজেরা তাহার বিভিন্ন ভাব গ্রহণ করিলেন। বিশেষতঃ অনেক স্থলে আবার সম্পাদকেরা ইংরাজ সম্পাদিত ইংরাজী পত্রের মর্ম্ম বঙ্গভাষায় কিম্বা এ দেশীয় অন্য কোন ভাষায় গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহার কারণ এই সম্পাদকেরা স্বীয় মতের সারবত্তা সমর্থনের নিমিত্ত ইংরাজদের মত প্রমাণস্বরূপ দেখাইয়া দেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইংরাজেরা কোন কথা বলিলে তাহা বিদ্রোহসূচক হয় না, কিন্তু এতদ্দেশীয়েরা সেই বাক্য শব্দান্তরে প্রকাশ করিলে দারুণ বিদ্রোহী হইয়া পড়েন। এ অতীব রহস্যের কথা, সন্দেহ নাই। যদি বলেন সাধারণ লোকে সেই দোষের কথা জানিতে পারিলে তাহাদের মনে অভক্তি জন্মে, অতএব দোষ গোপন করিয়া রাখাই ভাল। কিন্তু আমরা বলি, সংবাদ পত্র পাঠে প্রজার মনে কিছুই অভক্তি জন্মিতেছে না, কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যপ্রণালী দৃষ্টেই অশ্রদ্ধা উপস্থিত হইতেছে। যে দিন নন্দকুমারকে ফাঁসীকাষ্ঠে চড়ান হইয়াছিল, সেই দিন ভাবী ইংরাজশাসনের নাড়ী নক্ষত্র এ দেশের আপামর সাধারণ সকলেই গণনা করিয়া রাখিয়াছেন। তৎপরে এখন জেলায় জেলায় আদর্শ সিবিলিয়ানেরা লোকের সেই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত করিয়া দিতেছেন। লোকের মনে সেই ধারণা এমন কালিতে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া গিয়াছে যে, আর সপ্তসমুদ্রের জল দিয়া তাহা ধৌত করিলেও মুছিবে না। লোকের দোষ কি, প্রজার ইহাতে অপরাধ কি?—অবিবেকী রাজপুরুষেরা স্বয়ং আত্ম পরিচয় দিবেন, তাহাতে লোকে কি করিবে? প্রজাগণ নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রতিবাদ না করিয়া কখন সুস্থির থাকিতে পারে না। রাজা দয়াবান হউন, আমরা উপদেশ দিই—রাজা প্রজাগণের মনোরঞ্জন করুন, তাহা হইলে অপ্রিয় প্রতিবাদ বাক্য তাঁহাদের শ্রুতিগোচর হইবে না।

উপসংহারে আমরা লর্ড রিপন এবং উপযুক্ত পারিষদ গিব্‌স ও হণ্টর সাহেবকে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ দিই। তাঁহারা চিরজীবী হইয়া থাকুন। আজ মুদ্রাযন্ত্রে আমাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া

তাঁহারা যেমন সকলের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইলেন, ক্রমে অন্যান্য বিষয়েও আমাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া তাঁহারা ভারতবর্ষে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাউন।

ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী।

ভারতবাসীরা প্রতি বৎসর কি প্রকার দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া আসিতেছেন এক্ষণে সকলেরই তাহা জানিত হইতেছে। ইংরাজরাজা রাম রাজা, এ ভ্রম আর অনেকের মনে নাই। বলিবেন যে উচ্চশিক্ষা দ্বারা লোকের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তজ্জন্যই লোকে এমন কথা বলে, তাহা নয়। আমরা নিরক্ষর অজ্ঞলোকের মুখেও বর্ত্তমান রাজার শাসনপ্রণালীকে নিন্দা করিতে শুনিতে পাই। ফলতঃ সুখ দুঃখের দ্বারাই রাজার গুণাগুণ বিবেচিত হয়। অতএব সহজ বুদ্ধির নিকট ও প্রকৃতাবস্থা অধিককাল গোপন থাকে না। এক্ষণে ভারতবর্ষ শাসনের কদর্য্য প্রণালী লোকমাত্রেই স্বীকার করেন। ম্যালেট নামা এতদ্দেশীয় জনৈক ভূতপূর্ব্ব সিবিলিয়ান এ সম্বন্ধে বিস্তর অনুশোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন,—সম্প্রতি দাক্ষিণাত্যের সাতিশয় দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। পেশোয়া শাসনাধীনে প্রজাবর্গের বিলক্ষণ সুখস্বচ্ছন্দতা ছিল। ইংলিসম্যানের সম্পাদক বিবেচনা করেন যে, ব্রিটিশ রাজের সুনিয়মে ভারতবর্ষের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতেছে; বলিব কি?—তাঁহাদের চক্ষু দারুণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সামান্য উপায়ে সে ভ্রমজাল নিরাকৃত হইবার নহে!—কই, কে দেখাইয়া দিবেন, দিউন; কোন অংশে ভারতবর্ষের অবস্থা উন্নত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট করিয়া প্রমাণ করুন। লোকের সুখের মধ্যে এই দেখিতে পাই, আমরা দস্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি; বর্গির উপদ্রবে আর আমাদিগকে উৎপীড়িত হইতে হয় না। কিন্তু ইংরাজের শাসন কল্যাণে আমাদের সে ভয় বহুকাল দূরীভূত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আমাদের আর কি সুখ আছে বলিতে পারেন? নবাবের রাজত্বকালে দস্যুভয় ছিল বটে, কিন্তু তৎকালেই এদেশে ধনবান ব্যক্তির সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে যাঁহাদিগকে আমরা বঙ্গের ভূষণ বলিয়া পূজা করিয়া থাকি সেই সমস্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি মুসলমানদের সময়েই জন্মলাভ করিয়াছেন। এ স্থলে আমরা প্রাচীন রাজাদের কথা উল্লেখ করিতেছি না, প্রসিদ্ধ বণিক মহাজন এবং ধনী জমিদারদের কথাই বলিতেছি। ইংরাজ শাসনকালে কয়জন জগৎশেঠ উৎপন্ন হইয়াছেন? কত ঘর বর্দ্ধমান ও নবদ্বীপ জন্ম লইয়াছে? এই বিশাল ভারতবর্ষ অনুসন্ধান করিলে একটীও মিলিবে না। বরং যে যে ধনাঢ্য রাজবংশ এবং বণিকবংশ ছিল ক্রমে তৎসমুদায় মহান্ বৃক্ষাকার হইতে ক্ষুদ্র বর্ত্তুলে সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। ইংরাজের কর্ত্তৃত্বাধীনে, রাজাদিগের আর ত পূর্ব্ববৎ ঐশ্বর্য্য নাই, এখন নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। এই কি সৎশাসনের গুণ? পূর্ব্বে দস্যুভয় ছিল বটে, কিন্তু এত কঠিন পরাধীনতা শৃঙ্খল কাহারও পদে আবদ্ধ ছিল না। লোকে অনেক পরিমাণে স্বাধীনতাসুখ উপভোগ করিত। প্রজাদিগের এত নিরানন্দও ছিল না, অন্নবস্ত্রের সুখ, জীবনের স্বচ্ছন্দতা প্রচুররূপে সকলেই ভোগ করিতে পাইত। তাহার কারণ এই, ভারতবর্ষের উৎপন্ন দ্রব্যের তখন বড় আদর ছিল, ভারতবর্ষবাসীরা উচ্চ উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত হইতে পাইতেন, এক্ষণে সে পথ লৌহ কবাটে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা ভারতবর্ষ শাসন করেন বটে, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহারা ইংলণ্ডের যাবতীয় বণিক সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি স্বরূপ। নামে না হউন, কার্য্যতঃ তাহাই বটেন, এ বিষয়ে কে সন্দেহ উত্থাপন করিতে পারেন? এ দেশের ব্যবসায়ের কণ্ঠরোধ করিয়া বিলাতের বাণিজ্য-বৃক্ষের মূলে জলাভিষেক করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য-পালন। এই সকল কারণে ভারতবর্ষ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে।

ম্যালেট সাহেব বলেন যে,—"পূর্ব্বে যখন পথ ঘাট নিতান্ত কদর্য্য ছিল, রপ্তানী শস্যের উপর শুল্ক গৃহীত হইত, তৎকালে অনেকের গৃহে সঞ্চিত শস্য দেখিতাম। ঐ সমস্ত শস্য চারি বৎসর পর্য্যন্ত সঞ্চিত থাকিত। ১৮[illegible] সালে শস্যের রপ্তানি শুল্ক রহিত হইয়াছে, পথঘাটের উন্নতি হইয়াছে, রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে, দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রয়েরও বেশ সুবিধা হইয়াছে কিন্তু কাহারও গৃহে সঞ্চিত শস্যাদি নাই। অবশ্য পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে পণ্য দ্রব্য চালানের সম্পূর্ণ সুবিধা হইয়াছে, কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ হইলে অনায়াসে খাদ্য সামগ্রী প্রেরিত হইতে পারে। পূর্ব্বে এ প্রকার কোন সুবিধা ছিল না। এদেশে পর্য্যায়ক্রমে দুর্ভিক্ষ স্বতই ঘটিয়া থাকে, তাহা এক প্রকার অপরিহার্য্য। যাহা হউক আমরা দেখিতেছি, দেশটী ক্রমশঃ উৎসন্ন যাইতেছে, ইংলণ্ডবাসীরা ইহার প্রকৃত কথা কিছুই অবগত নহেন, এবং এতদ্দেশে যে সমস্ত রাজপুরুষ আছেন, তাঁহারাও ঐ মহৎ অনিষ্টের কোন উপায় স্থির করিতে পারিতেছেন না।"

পাঠক! শ্রবণ করুন, ম্যালেট সাহেব কি বলিলেন, আমরা দেখিতেছি শস্যরাশির রপ্তানী হেতু যে, দেশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেছে এমন নহে। স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যের রপ্তানীতে প্রায়ই, বরাবর অর্থাগম হইয়া থাকে। শস্য সঞ্চয় আর টাকা সঞ্চয়—একই কথা। টাকা কেবল শস্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু কই শস্যের পরিবর্ত্তে আমরা প্রজার গৃহে টাকাও দেখিতে পাই না। প্রজাগণের নির্ধন হইবার অন্য কোন বিশেষ কারণ আছে; ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট সে কারণ জ্ঞাত আছেন, ম্যালেট সাহেব বলিতেছেন, লণ্ডনের ইণ্ডিয়া আফিস তৎসমস্ত জ্ঞাত আছেন, কিন্তু এই কুটিল প্রশ্নের কারণ উদ্ঘাটন এ পর্য্যন্ত করেন নাই, তজ্জন্যই দুর্ভিক্ষের এত প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়।

আমরা এ প্রশ্নের গূঢ় কারণ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারি। আমাদের চক্ষে এ প্রশ্ন বড় জটিল ও দুর্জ্ঞেয় বোধ হয় না। গবর্ণমেণ্ট কিঞ্চিৎ লোভ সম্বরণ করুন, তাহা হইলেই প্রজার কষ্ট মোচন হইবে। দেশীয় রাজাদের শাসনকালে ভারতবর্ষে অন্নকষ্ট ছিল না, তাহার কারণ এই, তৎকালে উৎপন্ন শস্যের উপর রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট ছিল। যে বৎসর যেমন শস্য উৎপন্ন হইত, সেবার রাজা তদনুরূপ কর পাইতেন। প্রচুর শস্য জন্মিলে সে বৎসর রাজার প্রচুর লাভ হইত, তাহা শুকা হইলে সে বৎসর ভূস্বামীর ক্ষতি হইত। নৃপতি প্রজাদিগের সুখ দুঃখের একজন অংশভাক্ ছিলেন। "বঙ্গদেশে জন্মাবধি চাষা শুকা মরুক" এই কথা শ্রুতিগোচর হয়। বাস্তবিক যে দেশে কেবল ফসলই লোকের উপজীবিকা, আবার যে স্থলে শস্যোৎপত্তির এত অনিশ্চয়তা সে স্থলে এ প্রথা চলিত না থাকিলে প্রজাগণের যে কষ্টের একশেষ হবে, ইহা ত সহজ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ভূমির নির্দ্দিষ্ট কর ভারতবর্ষের বর্ত্তমানাবস্থায় প্রজার পক্ষে সুবিধাজনক নহে। আমরা দেখিতেছি এক বৎসর ভালরূপ শস্য উৎপন্ন হইল, তাহার পর যদি ভাল শস্য না জন্মে চারি পাঁচ বৎসর কৃষকের কোন রাজস্বদায়ে ভূমি হইতে বঞ্চিত হয়,—দিনের মজুরী পোষায় না। এমন স্থলে চাষের ব্যয় বাদ বরং শস্যের এক তৃতীয়াংশ ভূস্বামীকে করস্বরূপ প্রদান করিলে প্রজারা সুখী হইতে পারে, কিন্তু রাজস্বের ক্ষতি হইবে বলিয়া যাঁহাদের প্রাণ চমকিত হইয়া উঠিবে, তাঁহাদের এ বাক্যের মর্ম্মে কাজ কি?—ধমনী চিরিয়া শোণিত পান করিব অথচ মৃত জীবকে জীবিত রাখিব, এরূপ উভয়কূল কে রক্ষা করিতে পারে? দুর্ভিক্ষ-নিবারণের নিমিত্ত যখন সভার অধিবেশন হইয়াছিল, [illegible] তাহার পূর্ব্বে এক কথায় সকল মীমাংসার শেষ করিয়া দিলেন,—"দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান কর, প্রতীকার চেষ্টা কর, কিন্তু যেন রাজস্বের ক্ষতি হয় না।"

গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেকে নিযুক্ত করিতেছেন বলিয়া যদি প্রকারান্তর বৃদ্ধি হইতেছে, এমন হয় তাহা হইলে রাজস্বের ক্ষতি স্বীকার না করিলে চলিবে কেন?

এ দেশীয় লোকে যাহাতে যোগ্যতানুসারে রাজ্যের উচ্চপদ প্রাপ্ত হন, তজ্জন্য আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি, কিন্তু কপাল গুণেই হউক, আর এই দৈববশতই হউক আমাদিগের সকল কথাই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। রাজপুরুষেরা কোথায় ঔদার্য্যগুণে ইতর বিশেষ না করিয়া সমভাবে এই সকল পদ প্রদান করিবেন, তাহা না করিয়া বরং এক একটী করিয়া উঠাইয়া দিতেছেন; আজ কাল যিনি ভারতের শীর্ষ দেশে বিরাজ করিতেছেন তিনি অতি সহৃদয় দয়ালু লোক সুতরাং আমরা আমাদিগের আক্ষেপ তাঁহার নিকট প্রকাশ না করিয়া নিবৃত্ত হইতে পারিতেছি না। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এ দেশীয় লোককে বেঙ্গল আপীসে সহকারী সেক্রেটারির পদ প্রদান করিয়া সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন, কিন্তু জানি না কি কারণে তিনি আবার উক্ত পদে দেশীয় লোকের পরিবর্ত্তে ইউরোপীয় নিয়োগের কামনা করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই পদে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি একজন বিজ্ঞ ও উপযুক্ত ব্যক্তি তিনি যেরূপ গুরুতর কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে ঐ কার্য্য তাঁহার পক্ষে অতি সামান্য বলিতে হইবে, এবং তিনি যে এ কার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতেন এ কথা বলাই বাহুল্য। দুঃখের বিষয় এই তথাপি তাঁহার উপরিস্থ কর্ম্মচারী তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট ছিলেন না, তিনি তজ্জন্যই অনুযোগ করিতেন বলিয়া রাজেন্দ্র বাবু ছয় মাস বিদায় গ্রহণ করেন। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই কার্য্যের ভার পান তাঁহারও কার্য্য উপরিস্থ কর্ম্মচারীর মনঃপূত না হওয়াতে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। এইবার মূলে কুঠারাঘাত করিবেন। কেহ কেহ বলেন, কাগজের তাড়া পড়াতে দেশীয় লোক দ্বারা তাহা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইবার সম্ভাবনা অল্প দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট এই পদে ইউরোপীয় সিবিলিয়ান নিয়োগের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কিন্তু এটী নিশ্চয় যে কোন নূতন সিবিলিয়ান কেন এই কার্য্যভার গ্রহণ করুন না শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র অথবা বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তুলনায় তাঁহাদিগের কার্য্যপটুতা যে অধিক হইবে না এটী এক প্রকার নিশ্চিত।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৭এ জানুয়ারি। ইউনাইটেড ষ্টেট গবর্ণমেণ্টের সহিত চিলি ও পেরুর রাজনৈতিক বিষয়ে যে সকল পত্র লেখালিখি হয় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ব্লেন সাহেব চিলি ও পেরুকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন সভাপতি আর্থর তাহা রহিত করিয়াছেন দক্ষিণ আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের ওয়াশিংটনে যে সভা হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ভিয়ানা ২৭এ জানুয়ারি। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে মণ্টিনিগ্রো অনেকগুলি প্রজা ও সর্দ্দার বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করিয়াছে।

লণ্ডন ২৮এ জানুয়ারি। আর্ল গ্রান্‌ভীলের প্রণামা যে এক সংক্রান্ত পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তিনি তাহাতে ক্লেটন বুলওয়ার সন্ধির পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন।

ওয়াসিংটন ২৮এ জানুয়ারি। চিলির সহিত পেরুর যে সন্ধি সাব্যস্ত হইয়াছে তাহাতে পেরুকে তাঁহার টারাপাকা প্রভৃতি নামক নগরী ও লোবস দ্বীপ পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং যুদ্ধের খরচা স্বরূপ ২০ লক্ষ পাউণ্ড দিতে হইবে। ১৬ বৎসরের কিস্তিবন্দীতে এই টাকা আদায় হইবে। আপাততঃ চিলি আরিকার বন্দর অধিকার করিবেন। কিস্তিবন্দীর টাকা যদি না দেওয়া হয় চিলি উহা স্বহস্তে রাখিবেন। পেরু যদি এ প্রস্তাবে সম্মত না হন তাহা হইলে চিলি আর বিবাদের মীমাংসার জন্য ইউনাইটেড ষ্টেট গবর্ণমেণ্টের মধ্যস্থতা মান্য করিবেন না।

লণ্ডন ৩০এ জানুয়ারি। গত শনিবার আয়র্লণ্ডের ৪০ জন লোককে বন্দীকৃত করা হইয়াছে।

কায়রো ৩০এ জানুয়ারি। মিশরের সম্ভ্রান্ত লোকদিগের কয়েকজন প্রতিনিধি অত্রত্য কাউন্সিল সভার সভাপতি ও মন্ত্রিসম্প্রদায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা মন্ত্রিসম্প্রদায়ের সহিত এক যোগে আয় ব্যয়ের হিসাব সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবেন। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে যে গোলযোগ ছিল তাহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

প্যারিস ৩১এ জানুয়ারি। এম, ফ্রিসিনেট ফরাসি সভায় তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠান পত্র প্রদান করিয়া বলিয়াছেন অলজিরিয়া ও টিউনিসে শান্তি স্থাপন ও প্রজাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানের জন্য সাধ্যমতে চেষ্টা করিবেন। যত দিন না বর্ত্তমান চেম্বার সভা পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ততদিন শাসন সংক্রান্ত নিয়মের সংস্কার সাধন হইতেছে না। শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি কোন বাড়াবাড়ি, নূতন রেলওয়ে ক্রয় এবং কর সংক্রান্ত পরিবর্ত্তন করা হইবে না।

লণ্ডন ১লা ফেব্রুয়ারি। লর্ড বরা সার চার্লস ডিল্ক বক্তৃতা কালে বলিয়াছেন মিশরের উপর শাসন রাখা কর্ত্তব্য। ফ্রান্সের সহিত বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধি প্রস্তাবের মীমাংসার সম্ভাবনা আছে। আফগানিস্থান সম্বন্ধে উদারনৈতিক দলের নীতি গ্রহণ করাতে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়াছে।

কায়রো ১লা ফেব্রুয়ারি। মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পদ যাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

লণ্ডন ২রা ফেব্রুয়ারি। ম্যানসন হাউসে গত কল্য একটী সভা হইয়া গিয়াছে। রুশ ইহুদিদিগের সাহায্য দান করা এই সভার উদ্দেশ্য। উহাদিগের সাহায্যার্থ ১০০০০০ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে।

লর্ড লিটন হাউস্‌ অফ লর্ডসে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন ভারতবর্ষের রাজস্বের অবস্থা উত্তম। তিনি বলেন লবণ শুল্কের যে প্রভেদ আছে তাহা অবিলম্বে রহিত করা কর্ত্তব্য। তিনি এ কথাও কহিয়াছেন যে ভারতবর্ষে তুলাজাত দ্রব্যের মাশুল রহিত করা যায় না এটী নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ বাক্য। রুশেরা যে আসিয়ায় অগ্রসর হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে যে উচ্চবাচ্য করিতেছেন না এটী বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। এ কথারও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

কায়রো ২রা ফেব্রুয়ারি। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের চেম্বার সভা মন্ত্রিসম্প্রদায়কে পদচ্যুত করিবার রীতিমত প্রার্থনা করিয়াছেন।

নিউইয়র্ক ২রা ফেব্রুয়ারি। রুশিয়ায় ইহুদিদিগকে যে পীড়ন করা হইতেছে, তাহাদিগের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অদ্য এখানে একটী বৃহৎ সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় এই স্থির হইয়াছে যে ইউনাইটেড ষ্টেটস গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই প্রার্থনা করা হইবে যে, ইহুদীদিগকে যাহাতে আর পীড়ন করা না হয় তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করেন।

ভিয়ানা ২রা ফেব্রুয়ারি। বোসনিয়া ও হার্জিগোভিনায় যুদ্ধ চলিয়াছে। প্রতি দিন বিদ্রোহীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

লণ্ডন ৩রা ফেব্রুয়ারি। ষ্ট্যাণ্ডার্ড নামক পত্র তারযোগে সংবাদ পাইয়াছেন ২২এ ডিসেম্বর রুশের সহিত পারস্যের সীমা সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া এক সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করা হইয়াছে। ঐ সন্ধি দ্বারা রুশ আথালটেকীর সমুদায় অংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

সাজিতানপুরের শ্রীমতী বিন্দুতারিণী সাধারণের উপকারার্থ নিম্নলিখিত ঔষধটী প্রকাশ করিতেছেন। ঐ ব্যাধি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণকে বিদিত করিতেছি যে, ঐ রোগ হইতে মুক্ত হইবার একটী সহজ উপায় দেখিতে পাইলাম, যাহা তিন চারি দিবস সেবন করিলে উত্তম স্ফূর্ত্তিলাভ হয় ও জ্বর নাশ হয়। অপক্ক পেপে ফল লইয়া ভিনিগার নামক সিরকায় আচার করিবেন এবং উহা খাইবার মত হইলে প্রত্যহ প্রভাতে এক চামচ করিয়া খাইলে নিশ্চয় আরোগ্য লাভ হইবে।

শ্রীযুক্ত রসলাল বাবু লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, বীরভূম জেলার অন্তর্গত ময়ূরেশ্বর থানার এলাকাধীন কোটাশুর গ্রামে এক প্রকার লতা আছে। উহার পত্রের রসে অন্য কাটা স্থান অল্প সময়ের মধ্যেই জোড়া লাগিয়া যায়। উহার আবিষ্কার অতীব কৌতুককর। একটী ধীবর কন্যা একটী মৎস্য খণ্ড খণ্ড করিয়া উহার পত্রে বাঁধিয়া কোন ভদ্রলোকের বাটীতে পাঠাইয়া দেয়। সেখানে পত্র খুলিয়া সকলে দেখিল যে খণ্ডগুলি একেবারে যোড়া লাগিয়া গিয়াছে। পরে ক্ষত স্থানে ঐ পত্রের রস লাগাইয়া অনেকেই পরীক্ষা করিয়াছেন, অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে উহা জোড়া লাগে। শীত ও গ্রীষ্মকালে ঐ লতার পত্র থাকে না। সুতরাং রসলাল বাবু এখন ও স্বয়ং পরীক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি স্বয়ং পরীক্ষা করিলে ঐ লতার নাম এবং যথার্থ গুণ আমরা পাঠকদিগকে বিদিত করিব।

আমাদের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা বলেন, আমাদের মিউনিসিপালিটী আছে বটে কিন্তু রাস্তা ঘাটের

অবস্থা অত্যন্ত মন্দ। মিউনিসিপালিটীর বিলক্ষণ আয় আছে, কিন্তু এক পুলিসের ব্যয়ের জন্য প্রায় প্রতি বৎসর সাত হাজার টাকা প্রদান করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় ও অন্যান্য বিষয়ের ব্যয় স্বতন্ত্র। লর্ড রিপন বাহাদুরের কথাতে যদি গবর্ণমেণ্ট পুলিসের ব্যয় ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে একদা মিউনিসিপালিটীর দ্বারা সাধারণ হিতকর কার্য্যের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ শুভ দিন কবে উপস্থিত হইবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এক্ষণে মিউনিসিপালিটীর এমনি দুরবস্থা যে, প্রকাশ্য রাস্তার উপর মরা বিড়াল, মরা কুকুর অথবা অন্য কোন মরা জন্তু পড়িয়া থাকিলে ময়লা ফেলা গাড়ীর গাড়োয়ানেরা তাহা প্রাণান্তে উঠাইয়া লইয়া যায় না সুতরাং মিউনিসিপাল হেড্ কনেষ্টবলকে গঙ্গাপুত্রের উপাসনা করিতে হয়। গঙ্গাপুত্র ঐ কার্য্য সম্পাদন করিয়া বহুকষ্টে পারিতোষিক কর পয়সা আদায় করিয়া লয়; ইহা কি সামান্য লজ্জার বিষয়।

আমরা নিরতিশয় দুঃখিত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে; জয়রাম কুলপ্রদীপ শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবল্লভ প্রামাণিক অকস্মাৎ মায়াময় দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগ্য ধামে গমন করিয়াছেন। ইনি এখানকার একজন সামাজিক লোক ছিলেন।

আমেরিকার অন্তর্গত ব্রুকলিন নামক স্থানের বহুবিবাহ নিবারণী সভার যত্নে তিন সহস্র খ্রীষ্টান স্ত্রীলোক একত্র হইয়া অমা নামক স্থানের বহুবিবাহের রীতি উঠাইয়া দিবার জন্য কনগ্রেস সভার নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

রাণীগঞ্জ হইতে পুরী পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে খুলিবার কল্পনা হইয়াছে তাহার দৈর্ঘ্য ৩১২ মাইল। এই রেলওয়ে বাঁকুড়া মেদনীপুর বালেশ্বর ও কটকের মধ্য দিয়া যাইবে।

কাশ্মীরের মহারাজ নিত্য প্রয়াগ ও বারাণসীতে ৮০ জন ব্রাহ্মণকে আহার দিতেছেন। এতদ্ভিন্ন পুর মন্দিরের নিকটবর্ত্তী উত্তর বাহিনীতে এক সহস্র হিন্দুবালককে বিদ্যাদান করিতেছেন। এই সকল বালককে শিক্ষা দিবার জন্য প্রসিদ্ধ বৈদিক সংস্কৃত অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। যে সকল বালক ইহার পরীক্ষায় ভালরূপে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে তাহারা ২০ টাকা করিয়া বৃত্তি ও পারিতোষিক পাইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে সকল ছাত্রী উত্তীর্ণা হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এলেন ডি এব্রু, অবলা দাস, এল, এচ স্মিথ ও নির্ম্মল বালা মুখোপাধ্যায় বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন

আমাদের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা পাইপুরের অবস্থা বর্ণন করিয়া যে এক খানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহা আমরা কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া, আমরাও অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা ঐ গ্রামটী দর্শন করেন। পানাপূর্ণ পুষ্করিণী ও স্রোতোহীন নদ নদী প্রভৃতি যে ম্যালেরিয়া বিষ উৎপাদন করে, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় নাই। সেই কারণেই আমাদের এই বিশেষ অনুরোধ।

"বীরভূমে সংক্রামক জ্বরের প্রকোপ নিবারণ উদ্দেশে যে কমিশন বসিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট অনুসন্ধান জন্য অনেক বিষয়ঞ্জাপন করিবার আছে, অদ্য আমরা একটী স্থানের বিষয় প্রসঙ্গ করিব। আশা করি সে দিকে তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে।

পাইপুর—এ গ্রাম খানি অজয় নদের তীরে অবস্থিত। গ্রামের দিকে পুল নানা স্থানে ভগ্ন হওয়ায় বর্ষাগমে গ্রামের অধিকাংশ স্থান বন্যার জলে নিমগ্ন থাকে। আবার গ্রামের ঠিক দক্ষিণেই একটী কাঁদর আছে। তাহার জল নিকাশের পথ রুদ্ধ আছে বলিয়া জল ভয়ঙ্কর দূষিত হইয়া পড়ে। সে জল ব্যবহার যে পীড়াদায়ক হইবে, তাহা আর বলিয়া দিবার আবশ্যকতা নাই। গ্রামে অনেকগুলি পুকুর। বহুকাল তাহাদের পঙ্কোদ্ধার হয় নাই। অধিবাসীদিগকে অনন্যগতি হইয়া এই সব পুকুরের জল ব্যবহার করিতে হয়। এবম্প্রকার জল ব্যবহার স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে কতদূর সঙ্গত তাহা আপনিই বিবেচনা করুন। যে গ্রাম এরূপ অবস্থাপন্ন সে গ্রাম যে পীড়ামুক্ত থাকিবে ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। আপনি যে গৃহে গমন করিবেন, সেই গৃহই পীড়ার আবাসভূমি হইয়া রহিয়াছে। কত যে লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহা গণনা করিয়া উঠা সুকঠিন। এখানে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। বিনা ব্যয়ে লোকে একজন ডাক্তারের সাহায্য পাইতেছিল। এখন আর সে ডাক্তারখানাটী নাই, কয়েক জন স্বাধীন ব্যবসায়ী ডাক্তার গ্রামে প্রবেশ করিয়াছেন। অধিবাসীরা একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আর ঔষধের মূল্য প্রদানে সক্ষম হইয়া উঠিতেছে না। আমরা বলি এই গ্রামের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য কমিসন সর্ব্বাগ্রে এই স্থানে আগমন করুন। তাঁহারা দেখিতে পাইবেন আমরা কিছুমাত্র অতিবর্ণনা করি নাই। আমাদের প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট যদি অজয় নদের তীরবর্ত্তী গ্রামগুলি রক্ষা করিতে চাহেন, তবে অচিরাৎ পুল প্রস্তুত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করুন। পুল হইলেই গ্রামের অবস্থা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক পরিমাণে উন্নত হইবে।

কাবুলের আমীরের অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। ২৭ এ জানুয়ারি সিবি হইতে সংবাদ আসিয়াছে তিনি আগামহউল্লা খাঁ গিলজাই ও নবাব খাঁ কোহিস্থানীকে কারারুদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছেন। ইনি ইতিপূর্ব্বে মহম্মদ জানকে হত্যা করাতে তথায় ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। বাস্তবিক মহম্মদ জান যেরূপ বুদ্ধিমান ও বীরপুরুষ ছিলেন তাহাতে তাঁহার মৃত্যু নিবন্ধন স্বদেশবাসীদিগের শোক প্রকাশ করা কিছু আশ্চর্য্যের নহে।

রুশেরা মার্ভ অধিকার করাতে কান্দাহারে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। অনেকে ইংরাজ সাহায্য গ্রহণের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া আমীরকে উপায় অবলম্বন করিতে বলিতেছেন। আর এক জনরব উঠিয়াছে আয়ুব মার্ভে গমন করিয়াছেন মুসাজান আয়ুবের পরামর্শানুসারে হিরাটের সন্নিকটস্থ কাফ নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। রুশের মার্ভ অধিকার যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইংরাজ রুশ যুদ্ধ অধিক দূরবর্ত্তী নয়। বর্ত্তমান রুশ সম্রাটের শাসন প্রণালী পরিবর্ত্তন প্রার্থী প্রজাগণকে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত রাখা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

হাইকোর্টের অন্যতর বিচারপতি জষ্টিস পণ্টিফেক্স সাহেব মার্চ্চ মাসে পদত্যাগ করিলে রেঙ্গুনের রেকর্ডর সি জে উইলকিন্স অথবা কলিকাতার প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট এফ, জে মার্সডেন সাহেবের উক্ত পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে।

আমরা আজি অতি শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি একজন পরোপকারী লোক ছিলেন। সাধারণের হিতার্থ ইনি গবর্ণমেণ্টের চাকরী পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত দরিদ্র ব্যক্তিগণের উপকার সাধনে নিরত থাকিতেন। ইহাঁর মৃত্যুতে ইহাঁর পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই যার পর নাই ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইয়াছেন।

১৮৭৪ অব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত গঙ্গার পোলে গড়ে মাসিক ৯ হাজার টাকা আয় হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন রেলওয়ে কোম্পানী ১২৫০০ টাকা দিয়াছেন। সমুদায়ে বার্ষিক ২৩৩০০০ টাকা আয় হইয়াছে। এই হিসাবে ১৮৭৪ অব্দ হইতে ১৮৮২ অব্দ পর্য্যন্ত মোট ১৮৬৪০০০ টাকা আয় হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বগুড়া শুভঙ্করী সভার যত্নে তথায় দুইটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

পোষ্ট আপীসের ডাইরেক্টার জেনারেল হগ সাহেব আর এক বৎসর কাল নিজ কার্য্যে থাকিবেন।

পূর্ব্বে যে শুনা গিয়াছিল প্রেসিডেন্সি কালেজের অন্যতর অধ্যাপক টনি সাহেব বিলাত গমন করিবেন

আর প্রত্যাগমন করিবেন না এ সংবাদ অলীক। তিনি দুই বৎসরের ছুটী লইয়া বিলাত যাইতেছেন, তাঁহার অনুপস্থিতিকালে শ্রীযুক্ত জে বেলেট সাহেব তৎপদে কার্য্য করিবেন।

কার্ণুল জেলার অন্তর্গত শ্যামবক্ষ নামক স্থানে তিন জন ইউরোপীয় সৈনিকপুরুষ মৃগয়া করিতে গিয়া একটী দেশীয় স্ত্রীলোককে হরিণী ভ্রমে গুলি করিয়া মারিয়া কোথায় যে পলায়ন করিয়াছে তাহার আর উদ্দেশ হয় নাই।

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি,এপরীক্ষায় ১০৫ জন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম ৬ দ্বিতীয় ১৫ ও তৃতীয় বিভাগে ৭ জন, জেনারল আসেম্বিব প্রথম ১ দ্বিতীয় ৬ ও তৃতীয় বিভাগে ১৪ জন, হুগলী কালেজের প্রথম ৪ দ্বিতীয় ৭ ও তৃতীয় বিভাগে ২ জন, মেট্রোপলিটান ইনিষ্টিটিউসন হইতে প্রথম ৩ দ্বিতীয় ১ ও তৃতীয় বিভাগে ৩ জন, ঢাকা কালেজের প্রথম ১ দ্বিতীয় ৪ ও তৃতীয় বিভাগে ২ জন, পাটনা কালেজের প্রথম ১ ও দ্বিতীয় বিভাগে ৫ জন মিউর সেণ্ট্রাল কলেজের প্রথম ১ দ্বিতীয় ১ ও তৃতীয় বিভাগে ৩ জন, ক্যানিং কালেজের প্রথম ২ ও তৃতীয় বিভাগে ১ জন, রাজসাহী কালেজের দ্বিতীয় বিভাগে ৩ জন, ফ্রিচর্চ্চ ইনিষ্টিটিউসনের দ্বিতীয় ১ ও তৃতীয় বিভাগে ২ জন, লাহোর কালেজের দ্বিতীয় ১ ও তৃতীয় বিভাগে ১ জন বিসপ কালেজের দ্বিতীয় বিভাগে ১ জন, বাঁকেনসী কালেজের দ্বিতীয় বিভাগে ১ জন, কৃষ্ণনগর কালেজের দ্বিতীয় বিভাগে ১ জন, শিক্ষক দ্বিতীয় বিভাগে ২ ও তৃতীয় বিভাগে ২ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজের দেশ ভ্রমণে চারি লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

বেহার হেরাল্ড বলেন টিকারী রাজবংশের বাবু —— বাহাদুর কলিকাতায় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। বিষয় লইয়া ইহাঁর সহিত মহারাণীর যেরূপ গুরুতর বিবাদ যাইতেছে তাহাতে উভয়েরই উচ্ছন্ন যাইবার কথা। বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর দ্বারভাঙ্গার রাজার ভ্রাতৃবিরোধের ন্যায় যদি এই বিবাদের একটী মীমাংসা করিয়া দেন তাহা হইলে এই বংশের একটী মহোপকার করা হয়।

নর্থ চায়না হেরাল্ড নামক সংবাদ পত্র বলেন চীনের কুলজার উপনিবেশবাসীগণ রুষের শাসন প্রার্থনা করিতেছে।

ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মদেশে কৃষকদিগের অবস্থার ক্রমোন্নতি হইতেছে। কৃষকেরা অর্থের অভাবে ক্ষেত্রের উৎকর্ষ বিধানে অসমর্থ হইয়া দুরবস্থা গ্রস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহারা আপনাদিগের অবস্থোন্নতির জন্য কৃষিকার্য্যের আবশ্যক ব্যয় লইবার প্রত্যাশায় মান্দ্রাজের উপকূল হইতে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত এক শ্রেণীর মহাজন খাড়া করে, ও তাহাদিগের নিকট হইতে টাকা লয়। প্রথমে এইরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল যে অধমর্ণ কৃষকেরা ঋণদায়ে জড়িত হইয়া ভূমির স্বত্ব হইতে বিচ্যুত হইবে কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহারা সে দায় মুক্ত হইয়াছে। রেঙ্গুনের নিকটবর্ত্তী স্থানের ৭৮১১ জন কৃষক এইরূপ ঋণে বদ্ধ হয়, ক্রমে সকলেই মুক্ত হইয়া ঘুচাইয়া লইয়াছে। কেবল ৫৮ জন মাত্র অবশিষ্ট আছে।

দিন কত গোঁড়া বৈষ্ণবেরা জ্বালাইয়াছিলেন, এখন আবার গোঁড়া ব্রাহ্মেরা জ্বালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিল্বপত্র শিবের প্রিয় বলিয়া গোঁড়া বৈষ্ণবেরা তাহার নাম করেন না, বলেন, ত্রেকড়কার পাতা। গোঁড়া ব্রাহ্মেরাও ঠাকুর গোঁসাইয়ের নাম লন না। ইহাঁরাই ত দেখতেছি, আর্য্যজাতিকে অনার্য্য করিয়া তুলিলেন! এখন পাঠক উত্তর পাড়ার বিন্ধ্যবাসিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্রখানি পাঠ করুন।

" আমার স্বামী ব্রাহ্ম এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠও ব্রাহ্ম আমি কাজেই তাঁহাদের উপদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপালন করি, কিন্তু বড় বিপদে পড়িয়াছি আমার ভাশুর আমাকে বলেন " বিন্দু " তুমি আমাকে বড়ঠাকুর বলিও না। ওটী " পৌত্তলিক কথা " অর্থাৎ " ঠাকুর " কথাটী ব্যবহার করিতে মানা করেন, বড় ঠাকুরের বদলে আমি কি বলিব তাহা যদ্যপি বমুনিয়া প্রবাসী ভগবতী বাবু অনুগ্রহ পূর্ব্বক উপদেশ দেন, অতিশয় বাধিত হইব। কিম্বা বিদ্যাভূষণ মহাশয় আপনি বড় বড় টিপ্পনী করেন এ বিষয়ে আপনি কি বিধান দেন? "

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের স্ত্রীলোক আরোহীদিগের নিকট হইতে স্ত্রীলোক দ্বারা টিকিট গ্রহণ করাইবার রীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের সম্ভ্রম রক্ষার্থে যখন গাড়ির স্বাতন্ত্র্য বিধান করা হইয়াছিল, তখন টিকিট গ্রহণের ভার স্ত্রীলোকের হস্তে না থাকাতে এ কার্য্যটী অসম্পূর্ণভাবে ছিল। যাহা হউক, এক্ষণে ইহাকে সম্পূর্ণ দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি।

পাটনা কালেজের মোক্তারী পরীক্ষায় এবার ৫ শত পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছে।

কোলাপুরের রাজা যেরূপ ক্ষিপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে চিকিৎসকেরা তাঁহার সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টও এই কারণে পাটরাণীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি করিয়াছেন।

কটকের লোক সংখ্যা গ্রহণের কাগজ পত্র ভস্মীভূত হওয়াতে উহা পুনর্গ্রহণের জন্য বোর্ডিলন সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিকট ১৩০০০ টাকা চাহিয়াছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোক সংখ্যা গ্রহণে গবর্ণমেণ্টের ৬৯৩৬৬ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

গত বর্ষে ২০০৯৬ মণ রেশম কলিকাতা হইতে রপ্তানী হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট নিজ কার্য্যে ভাল কাগজের পরিবর্ত্তে বালির কাগজ প্রচলিত করাতে গত বর্ষে ৫০ হাজার টাকা ব্যয় লাঘব হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, দেবাহুন বন বিদ্যালয়ে তিন জন বাঙ্গালী যুবক রীতিমত বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন।

১২৮৭ সালে কলিকাতা হইতে ২৪৬৮৪৫ মণ পরিষ্কার চিনী ও ৩১৯৩২৩ মণ অপরিষ্কৃত চিনী জল পথ ও স্থল পথে রপ্তানী হইয়াছে।

রেলওয়ে অবতারদিগের অত্যাচার নিবারণের একটী সদুপায় স্থির করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটী কমিশন নিয়োগ করিতেছেন, প্রেসিডেন্সি কমিশনর পিকক সাহেব সভাপতি হইবেন।

গত সোমবার রাত্রিতে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহার পাথুরিয়াঘাটাস্থ ভবনে লেডি রিপনের যথোপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। অনেকগুলি সাহেব বিবি এই উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের যত্নে ঐ দিবস তথায় বিলক্ষণ নৃত্য গীত হইয়াছিল।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, বাবু কেশবচন্দ্র সেন বহুমূত্র রোগে শয্যাগত হইয়াছেন। কাশ্মীরের মহারাজ ও আমাদিগের রাজস্বসচীব মেজর বেরিংয়ের পত্নীও পীড়ায় কষ্ট পাইতেছেন, ইহাঁরা সত্বর যাহাতে সুস্থ হন, ঈশ্বরের নিকট এই আমাদিগের প্রার্থনা।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ১৮৮২ অব্দের ১লা এপ্রেল হইতে পোষ্ট আফীসে সেবিং ব্যাঙ্ক খুলিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও বন্দোবস্ত বিভাগ।

দ্বারা অতিরিক্ত জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এস.

ফিলুকেন বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অণ্ডার সেক্রেটারির পদে প্রতি-ষ্ঠিত হইলেন।

রাজসাহীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ দার্জ্জিলিঙে বদলী হইলেন। এই আদেশ নিবন্ধন পূর্ণিয়ার মৌলবী বাজলল করিমের প্রতি যে আদেশ হয় তাহা রহিত হইল।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দেওঘরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এফ. ই. পিফার্ড ১ মাস, মেদিনী-পুরের অন্তর্গত ঘাটালের বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় ৪ মাস বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

পাটুয়াখালীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মেদিনীপুরের অন্তর্গত ঘাটালের প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ডবলু এস ওয়েলস্ ২ মাস অতিরিক্ত বিদায়াদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

হাজারিবাগের অন্তর্গত গিরিডির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এচ. রাট্রে ১ লা ফেব্রুয়ারি হইতে ৬ মাস ও নোয়া-খালীর প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২ মাস ৫ দিন বিদায়াদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে বিভাগের ডেপুটি কালেক্টার বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ ভূমী সংগ্রহার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

গবর্ণমেণ্টের জল সেচন বিভাগে নিযুক্ত বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার বাবু শাম্ভপ্রসাদ মজঃফর-পুরে ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু হরিচৈতন্য ঘোষ ৩ মাস ও দিনাজপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সিরকোর সাহেব ৩ মাস বিদায় আদেশ প্রাপ্ত হইলেন।

বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কালী-কিঙ্কর সেন ত্রিপুরার সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন ও প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু যাদবচন্দ্র গোস্বামী ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে ২৪ পরগণায় কালে-ক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু জগ-মোহন রায় উড়িষ্যার সাময়িক আসিষ্টাণ্ট কমিশনর হইলেন। ইনি কটকের করদ মহলের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্যও করিবেন।

নদীয়ার অন্তর্গত কুষ্টিয়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার আগুসন সাহেব চট্টগ্রামে বদলী হইলেন।

কটকের অন্তর্গত জাজপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ও, টি, ব্যারো কুষ্টিয়ায় বদলী হইলেন।

পাটনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু দ্বারকা-নাথ রায় আজমপুরে বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কালীপদ মুখো-পাধ্যায় পাবনায় কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জি, এম কুরি ৯ রা ফেব্রুয়ারি হইতে ২ বৎসর বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ, ম্যান-সন ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ব্যবস্থাপক বিভাগ।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনারেলের অনুমত্যনুসারে বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাবু ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ই, জে, কাইথ-নেস সাহেবকে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ প্রদান করিলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

বাবু পূর্ণনারায়ণ দাস বি. এল বাখরগঞ্জের অন্তর্গত দক্ষিণ সাহাবাজপুরের মুন্সেফ হইলেন। এই আদেশ নিবন্ধন ১০ ই জানুয়ারিতে বাবু কৈলাসচন্দ্র দত্তের প্রতি যে আদেশ হয় তাহা রহিত হইল।

নদীয়ার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রজনী-নাথ চট্টোপাধ্যায় ১ ম শ্রেণীর এবং রাজসাহীর ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

লোহারডগার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে-ক্টার এ, ডবলু ম্যাকাই লোহারদগা ছোটনাগপুরের অন্তর্গত স্থান সমূহে ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

উড়িষ্যার সাময়িক আসিষ্টাণ্ট কমিশনর বাবু জগমোহন রায় ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারানুসারে সরাসরি বিচার করি-বার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ইনি আর ফৌজদারী আইনের ৩৬ ও ২৬৬ ধারানুসারে করদ মহল সমূহে ছোট আদালতের জজের কার্য্য করিবেন।

বাবু মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ময়মনসিংহের অন্তর্গত আটি-য়ার মুন্সেফ হইলেন।

পাবনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায় ৩ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

এলাহাবাদ—কুম্ভের মেলা
দ্বিতীয় দিবস।

ইতিপূর্ব্বে আমরা কুম্ভমেলার কতক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু বিগত ৭ ই মাঘ বৃহস্পতি-বার উক্ত মেলা চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না, এরূপ সমারোহ এবং জনতা অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; দৃশ্যটী অতি অপূর্ব্ব হইয়াছিল। মেলার সকল বিষয় সুচারুরূপে অবগত হইবার জন্য সে দিবস আমরা প্রাতঃকাল হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত তথায় ছিলাম এবং সকল স্থানের সকল ঘটনা তন্ন তন্ন করিয়া দেখি-বার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। এবার যে, কত লোক আসিয়াছিল, তাহা মনুষ্যের গণনার অতীত, এবং কেহই তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সম্রাট আকবর সাহেব বাঁধ হইতে গঙ্গাগর্ভ পর্য্যন্ত রাস্তাটী ৪০।৫০ হস্ত প্রশস্ত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই ১০।১২ ঘণ্টার মধ্যে উক্ত রাস্তার লোক সংখ্যা হ্রাস হইতে দেখা গেল না, আমাদের বোধ হয় এবারে বিংশতি লক্ষ লোক আসিয়াছিল।

প্রথমতঃ আমরা সন্ন্যাসীদিগের আখড়া দেখিতে প্রবৃত্ত হইয়া "উদাসীন" "নির্ম্মলা" "নির্ব্বাণী" "নিরঞ্জনী" ইত্যাদি সম্প্রদায় পরিদর্শন করিলাম। প্রত্যেক আখড়ায় এক একটী পতাকা উড্ডীন রহি-য়াছে, তাহার সম্মুখে একটী বিচিত্র চন্দ্রাতপ, তন্নিম্নে বেদী, তদুপরি মখমল ও সাটিনের চাদর বিস্তৃত। সকল আখড়াতেই এক একজন মহান্ত আছেন, এবং সকলেই এক এক কার্য্যে ব্যাপৃত। কেহ বা গ্রন্থ পাঠ, কেহ বা পূজার আয়োজন, কেহ বা আগন্তুক-দিগকে প্রসাদ বিতরণ, কেহ বা প্রণামী গ্রহণ করি-তেছেন। এ সকল পরিত্যাগ করিয়া অন্য সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইলাম, তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও হিম এবং তাপ নিবারণের জন্য আচ্ছাদন আছে, অধিকাংশ লোকের তাহাও নাই। ইহাদের মধ্যে একজন সন্ন্যাসী আমাদের সহিত ইংরাজীতে কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহার পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কৌতূহল পরবশ হইয়া তাঁহার বিষয় জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম, কিন্তু তিনি কিছু ব্যক্ত করিলেন না, কিছু পীড়াপীড়ি দেখিয়া অব-শেষে সরিয়া পড়িলেন। বেলা ৯ টা হইতে ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্নানের ধুম পড়িয়া গেল, সকলকেই পর্য্যায়ক্রমে যাইতে এবং আসিতে হইয়াছিল। প্রথমে নাগারা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তাহারা সকলেই উলঙ্গ হইয়া স্নানার্থ যাইতেছে। উলঙ্গ হইয়া স্নান করা বোধ হয় শাস্ত্রানুমোদিত হইতে পারে না এবং দৃশ্যটী কতদূর জঘন্য এবং লজ্জাকর তাহা বর্ণনাতীত। এরূপ প্রথার কখনই যে কেহ পক্ষপাতী হইতে পারেন তাহা বোধ হয় না। তাহারা উলঙ্গ অথচ লজ্জাশূন্য হইয়া মধ্যে মধ্যে সমস্বরে দেবতাদিগের নাম উচ্চারণ করিয়া যাই-তেছে। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে পঞ্জাবী পঞ্চায়েত নানকপন্থীরা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। তাঁহাদের এক খানি "গ্রন্থ" আছে তাহারই পূজা করিয়া থাকেন, উক্ত পুস্তক খানিকে স্বর্ণ এবং নানা প্রকার কারুকার্য্যে খচিত পাল্কীতে সংস্থাপিত করিয়া গঙ্গাগর্ভে লইয়া যাইতেছিলেন।

এই মেলাতে কতকগুলি অন্যায় কার্য্য পরি-লক্ষিত হইয়াছে। তথায় দ্রব্য সামগ্রী যেরূপ দুর্ম্মূল্য, অনেক স্থলে সেইরূপ কদর্য্য; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সহর হইতে কোন দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতে বা পাঠাইতে নিতান্ত অসুবিধা হইত। তথায় দোকানদারেরা যে একচেটিয়া করিয়াছে

এমত নহে, তথাপি কোন দ্রব্য পাঠাইতে হইলে তৎসঙ্গে দুই এক পয়সা না পাঠাইলে তাহা কেহই লইয়া যাইতে পারিত না। পিয়নিয়র বলেন পূর্ব্বে ইহা কর্তৃপক্ষদিগের কর্ণগোচর হইলে তৎক্ষণাৎ নিবারিত হইত, কিন্তু আমরা বলি কর্ত্তৃপক্ষরা ত অধিক দূরে ছিলেন না। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারি অতি সন্নিকটে ছিল, আর পুলিষ কর্ম্মচারীরা প্রবেশের পথ হইতে সর্ব্ব স্থানেই বিরাজ করিতেছিলেন, তবে এ সকল যে তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই ইহাই আশ্চর্য্য। স্থানীয় হিন্দুদিগের হস্তে মেলার কার্য্য পরিদর্শনের ও তত্ত্বাবধারণের ভার দিলে এরূপ বিশৃঙ্খল না হইবার অনেক সম্ভাবনা ছিল।

খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করণাভিলাষে কয়েক জন মিশনরী এই মেলাতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের ব্যবহারে আমরা সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। ইহাঁদের মধ্যে এক জন পাদরি ব্রডওয়ে সাহেব পুস্তক বিক্রয় করিতেছিলেন। তিনি তারস্বরে যাত্রীদিগকে পুস্তক ক্রয় করিবার জন্য আহ্বান করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন—"রাম ও লক্ষণের এবং কৃষ্ণের জীবন-চরিত, অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় হইতেছে, নগদ দুই দুই পয়সা, তোমরা এ সুবিধা কেহই নষ্ট করিও না ইত্যাদি" সাধারণ লোকে বিশেষ কিছুই না বুঝিয়া ঐ সকল পুস্তক ক্রয় করিতেছে কিন্তু তাহার মর্ম্মাবগত হইয়া পূর্ব্ব ভাব একেবারে অপনীত হইতেছে। ঐ সকল পুস্তকে তাহাদের দেবতার দোষ এবং নিন্দা সন্নিবেশিত রহিয়াছে। এইরূপ প্রতারণার প্রয়োজন? ইহা কি তাঁহাদের ন্যায় লোকের করা উচিত? আপনাদিগের দেব দেবীর নিন্দাবাদ পাঠ করিয়া এক ব্যক্তি পাদরি সাহেবের পুস্তক সর্ব্বসমক্ষে খণ্ড খণ্ড করতঃ অপর লোককে তাহা ক্রয় করিতে নিবারণ করিয়াছিল, ইহাতে এক জন মিশনরী সাহেব ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে লইয়া যান, কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই ঘটনা বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিয়াছিলেন কি না তাহা আমরা জানি না। তবে ইহা শুনিয়াছি যে, তিনি তাহাকে কোনরূপ শাস্তি দেন নাই।

যাত্রিদিগের সুবিধার জন্য রেলওয়ে কোম্পানী এবার যথেষ্ট শ্রম করিয়াছেন, প্রত্যেক ঘণ্টা অন্তর এক এক খানি অতিরিক্ত গাড়ি চলিয়াছিল। ষ্টেষণটী বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত হইয়াছিল। কিন্তু জব্বলপুর লাইনে যাইবার টিকিট এখানে বিলি না হইয়া লাইনে দেওয়াতে যাত্রীদিগের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল, অতীব দুঃখ সহকারে এস্থলে একটী রেলওয়ে দুর্ঘটনা বিবৃত করিতেছি। বোধ হয় তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সে দিবস এলাহাবাদের ১৯ টী ষ্টেষণ অন্তরে শিকোয়াবাদ নামক ষ্টেষণে মাল এবং ডাক গাড়িতে ধাক্কা লাগিয়া ১২ জন হত এবং ১৪ জন আহত হইয়াছে। ঐ হত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাত্রীবাও থাকিতে পারে তাহার আর সন্দেহ নাই। এইরূপ দুর্ঘটনা হইবার কারণ প্রথমতঃ কুজ্ঝটিকা, দ্বিতীয়তঃ মাল গাড়িতে অতিরিক্ত দ্রব্য বোঝাই করা। উক্ত গাড়ির এঞ্জিন ৪ শত টন পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে সমর্থ কিন্তু ৪৫০ টন বোঝাই করা হইয়াছিল, দেশীয় গার্ড এরূপ অতিরিক্ত বোঝাই করিতে আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত করা হয় নাই। শুদ্ধ যে ঐ সকল কারণের জন্য এরূপ দুর্ঘটনা হইয়াছে এরূপ নহে। ডাক গাড়ির কয়েক খানি শকট পুরাতন এবং জীর্ণ ছিল, সজোরে আঘাত লাগিবামাত্র মধ্য শ্রেণীর এক খানি গাড়ি তৃতীয় শ্রেণীর অপর এক খানি গাড়িকে চূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করাতে এত গুলি লোকের জীবন নষ্ট হইয়াছে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম ডাক গাড়ীর ড্রাইভারের অসাবধানতা ইহার অন্যতর কারণ, তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করা হইয়াছিল, তথাপি গাড়ির বেগ সংযত করা হয় নাই, যাহা হউক সে দোষী সপ্রমাণিত হইয়া সেসন জজের সমীপে আনীত হইয়াছে, বিচারে কি হয় বলা যায় না।

মধ্যে বেণীতীরে বিসূচিকা রোগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হওয়াতে অনেককে উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশানুসারে কল্পবাসীও অনেক সন্ন্যাসী তথায় থাকিতে সমর্থ হন নাই। এই সময়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একজন প্রধান ব্যক্তির প্রতি কিছু পরুষ ব্যবহার করা হইয়াছিল। প্রথমতঃ সশিষ্যে তাঁহাকে উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিতে আদেশ করা হয় কিন্তু তিনি তাহাতে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই, মাজিষ্ট্রেট সাহেব উপায় বিহীন হইয়া বেত্রাঘাতের ভয় প্রদর্শন করেন, যাহা হউক এক্ষণে বেণীতীরে উক্ত পীড়ার তাদৃশ প্রাদুর্ভাব নাই এবং পুনর্ব্বার আদেশ হইয়াছে যে, তথায় কেহ ইচ্ছা করিলে থাকিতে পারিবে।

মাঘ মেলার ফল বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব ভিন্ন আর কিছু আপাততঃ পরিলক্ষিত হইতেছে না, সহরের অনেক লোক উক্ত রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে। শীত একবালে নাই বলিলে হয়। অত্রত্য অধিকাংশ লোক সশঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

চন্দননগর।

গত ১ লা কার্ত্তিক কাঁটাপুকুরের খুনের বিষয় যাহা সোমপ্রকাশে প্রকাশিত করিয়াছিলাম, তাহার বিচার এতদিনের পর শেষ হইয়াছে। সাক্ষিদিগের সংখ্যাধিক্যে প্রত্যহ দুইবার করিয়া বিচার হয় এবং ২৩ এ জানুয়ারি আরম্ভ হইয়া ২৬ এ শেষ হইয়াছে। এতদর্থে দুইজন খৃষ্টিয়ান ও চারিজন ফ্রেঞ্চ জুরী নিয়োজিত হইয়াছিলেন। বিচারে জুরী ও জজ উভয়ে একমত হইয়া নিম্নলিখিত দণ্ডাজ্ঞা দিয়াছেন। ১ ম নটবর কলু প্রধান আসামী যাবজ্জীবন, ২ য় নটবরের পিতা ও মাতুল,খুনের সহায়তাকারী প্রত্যেকের বিশ বৎসর মেয়াদ, ৩ য় দুইজন গুলিখোর লাশ চালানকারী একের এক বৎসর অপরের দুই বৎসর মেয়াদ ও চারিশত ফ্রাঙ্ক জরিমানা হইয়াছে। সন্দেহ বশতঃ অপর একব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণাভাবে সে ব্যক্তি অব্যাহতি পাইয়াছে।

এখানকার ছোট আদালতের জজের পদে একজন দেশীয় ব্যক্তি নিয়োজিত হইয়াছেন, ইহাঁর নাম কাসুস্বামী। জন্মস্থান পণ্ডিচারী এবং ইনি জাতিতে মালাবার কায়স্থ। ইহাঁর বিচারপ্রণালী অতীব প্রশংসনীয়। ইহাঁর সহিত আর একজন আসিয়াছেন তিনি লেপ্টেনাণ্টের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, ইনিও জাতিতে মালাবার। ঈশ্বর সমীপে এই প্রার্থনা, যে উভয়েই এখানে দীর্ঘকাল থাকেন।

সম্প্রতি মিউনিসিপালিটী হইতে এই আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, যে এখানকার বাজারের দোকানদারেরা বাজারের ভিতরস্থ রাস্তার ধারের রকের উপর দ্রব্যাদি সাজাইতে অথবা ভিতরের রাস্তার উপর বসিয়া বিক্রয় করিতে পারিবে না, যাহাতে লাইন ঠিক সমান থাকে তাহা করিতে হইবে। এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া অনেকগুলি দোকানদার রক পূর্ব্ববৎ রাখায় গত শুক্রবার মিউনিসিপাল ইন্সপেক্টর সাহেব স্বয়ং আসিয়া রকগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। এ কারণ বাজারের অর্দ্ধেক দোকানদার ধর্ম্মঘট করিয়া ব্যবসায় বন্ধ করিয়াছে। এক্ষণে মিউনিসিপালিটীর সুযোগ্য সেক্রেটারি মসিএসি ডুমেন সাহেব ও কমিটীর সদস্যগণের নিকট এই প্রার্থনা যে, যাহাতে উভয়দিক বজায় থাকে এমন আদেশ দিয়া সকলকেই সুখী করেন।

ঈশ্বরেচ্ছায় এ বৎসর ধান্য সুলভ হওয়ায় দুঃখী লোকের কোন কষ্ট নাই। বিশেষ পূর্ব্বাঞ্চল হইতে অধিক পরিমাণে চাউল আমদানি হওয়ায় বাজারদর অত্যন্ত সুলভ। কিন্তু লবণের মণ পূর্ব্বে তিন টাকা চারি আনা ছিল, এক্ষণে সাড়ে পাঁচ টাকা হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুরে ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের-কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩২ নং কালীঘাট রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

১৪০ নং মাণিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ সম্মত সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা রক্তাতিসার শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। ইহা নির্ব্বিঘ্নে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন।—

কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধের আশু উপকারিতা দর্শনে আপন আপন রোগীদিগকে ব্যবহার করাইতেছেন।

এক শিশির মূল্য ২৲। প্যাকিং ৵০।

চন্দনাসব।

(সকল প্রকার মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।)

এই মহৌষধ এক সপ্তাহ সেবন করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ আরোগ্য হয়। প্রস্রাবকালীন জ্বালা ও প্রস্রাবের সহিত সপূয় ধাতু নির্গত হইলে তিন মাত্রা এই ঔষধ সেবনে তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেত প্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিতস্রাব এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা, এই ঔষধ দ্বারা অতি সত্বরে আরোগ্য হয়, এবং এই সকল রোগজনিত মস্তিষ্কের হীনবল, হস্ত পদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য থাকিলে, তাহাও ক্রমশঃ রোগের সহিত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয়গণ এই মহৌষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। ঔষধ সেবনের নিয়ম ও পথ্যাপথ্য শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

৪ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

চিকুরবিলাস।

এই সুগন্ধ বিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয়, এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

অনঙ্গমঞ্জরী তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথাভার, মাথাঝন্‌ঝনানি, আদকপালে মাথাব্যথা, মস্তিষ্কহীনতা, চক্ষে জলপড়া, মাথা কামড়ান, শিরঃপীড়া ঘাড় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সেটেধরা ও সড়সড়ানি এবং কর্ণে পূঁযপড়া প্রভৃতি মস্তকের সমস্ত রোগ ও সমস্ত যন্ত্রণা দূর করিয়া স্বাভাবিক ভাব অবলম্বন করে, এবং চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়, দেহের পুষ্টিসাধন করে ও বমনাদি নিবারিত হইয়া শরীরের বল বৃদ্ধি করে, এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হয়।

এক শিশির মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

সুবাক্ত ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভদোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

অমৃতাসব।

(সকল প্রকার কাশরোগের বিশেষ ঔষধ।)

সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সর্দ্দি,কাশী এবং তৎসংক্রান্ত বক্ষোবেদনা, পার্শ্বশূল, অতিঘর্ম্ম, জ্বর, শ্বাসকষ্ট (অর্থাৎ বায়ুনালিতে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অনিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাস) হাঁপানি প্রভৃতি উপসর্গ সকলের সত্বর শান্তি হইয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে।

এক শিশির মূল্য ১৷০। প্যাকিং ৵০ আনা।

এই ঔষধালয়ে মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন।

পাইকপাড়া নর্সারি।

এখানে সর্ব্বপ্রকার ফুল ও ফলের কলম,নানা প্রকার সুদৃশ্য উদ্যানশোভাকর তরু ও লতা উদ্যানকার্য্যের উপযোগী নানা প্রকার অস্ত্রাদি এবং দেশী ও বিদেশীয় নানা প্রকার শাক সবজীর বীজ অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়। তালিকার আবশ্যক হইলে একখানা ষ্টাম্প আমার নিকট পাঠাইতে হইবে। আপাততঃ রোপণযোগ্য সবজির বীজ অর্থাৎ ঢেঁড়স শশা কাঁকুড় তোরমুজ খোরমুজ ধেঁড় আকারের বৃহৎ স্কোয়াস তোরমুজ শাক ইত্যাদি হরেক রকমের বীজ পূর্ণ কি পেকেটের মূল্য ১৷৵০ এক টাকা বার আনা।

কৃষি ও উদ্যানকার্য্যে জ্ঞান বিস্তার জন্য নর্সরি হইতে কৃষিতত্ত্ব নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। তিন বৎসর হইতে কৃষিতত্ত্ব যাবতীয় প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আসিতেছে; উহার বার্ষিক চাঁদা ডাক মাসুল সমেত ৩৷৵০ আনা মাত্র।

মফস্বলস্থ মহোদয়গণের অনুরোধে নর্সরি আফিসে আমরা এজেন্সির কার্য্য আরম্ভ করি-

যাছি। বিদেশস্থ ব্যক্তিগণের যে কোন দ্রব্যের আবশ্যক হয় আমাদিগের দ্বারা তাহার সত্বর সুবন্দোবস্তে সরবরাহ হইয়া থাকে। পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে কমিশন লইয়া থাকি, অধিক টাকার দ্রব্য খরিদ করিতে হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হয়। অন্যান্য বিষয়ে আমাদিগকে পত্র লিখিলে জানান যাইবে। ভরসা করি দেশীয় মহোদয়গণ আমাদের এজেন্সির কার্য্যদক্ষতা এবং তাহার প্রণালী পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সরি কলিকাতা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগির গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৮০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাস্থল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

চন্দ্র-চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
নাবদ্ধোযো মুদ্রিতেন ন জ্ঞেয়ো মুদ্রিতং বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা [illegible] এবং ধাতু [illegible] আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২॥০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২৷০ টাকা।

ভাল রস সিন্দুর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীমণিমোহন সেন কবিরাজ।
কাশী, কাকিনিয়ার ছত্র অথবা গণেশ মহল্লা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত মৎকৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ৪০৷০ টাকা ও ডাক মাস্থল ২৮০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাস্থলসহ ৭॥০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাস্থল ৷৵০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৶০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫॥০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু সম্পূর্ণ ৬৸০, গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

—:০:—

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ তৃতীয় সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে মহাভারত ও রামায়ণের পৌর্ব্বাপৌর্য্য সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসন, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, অদ্ভুত কাব্য জগৎ, ত্রিভঙ্গ মুখোপাধ্যায়, মনুসংহিতা, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পাদপূরণ, এই ৭টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই অক্টপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাস্থল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র কর—খালদহ	৭
" " মুক্তারাম বন্দ্যোপাধ্যায়—ছাতাপাথর	৭
" " নিত্যানন্দ নন্দী—সিবইল	৭
" " রামধন শাশমল—কাঁথি	১০
" কামালদ্দীন—প্রধান চেলিবাড়ী	৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাক মাস্থল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাস্থল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ — " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " — ১৩ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ২ রা ফাল্গুন। ইং ১৮৮২। ১৩ ই ফেব্রুয়ারি।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

পান ও সপুং ধাতু-নির্গমন এবং প্রস্রাব শাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীনতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর ও ধাতুর পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

প্রতি শিশির মূল্য ২৸০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, বাত, পারাদোষ, উপদংশ, নালী ঘা, রক্তদূষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ কৃশ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন ইহা সেবনে পক্ষান্তরে রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহপুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা শালসা ও কডলিবর অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাদি শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

ঔষধ লইবার সময় উপরি উক্ত মনুষ্যাকৃতি দেখিয়া লইবেন।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রী হরিদাস দে ১৯ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র

কয়েকটী গ্রামের দুরবস্থা।

তৃতীয় প্রস্তাব।

এক্ষণে আমাদের গ্রামগুলির বাহ্য দুরবস্থার (যাহা দেখিয়া শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবু নিতান্ত দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন) অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিবরণ সম্বন্ধে আরও দুই চারিটী কথা বলিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। পূর্ব্ব প্রস্তাবে আমরা কেবল নাদাই, খাঁপুর, রামেশ্বরপুর, গোপীনাথপুর ও উত্তরনাপুর, এই কয়খানি গ্রামের নাম উল্লেখ করিয়াছিলাম। কিন্তু কেবল ঐ কয়েকখানি গ্রাম আমাদের লক্ষ্য নহে। খড়ী নদীর ভিতর প্রবেশ করিয়া মুড়াপুর হইতে নাদনঘাট পর্য্যন্ত নদীর উভয়কূলে যতগুলি গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়, সকলগুলিরই প্রায় সমান অবস্থা। এ কথায় কেহ যেন এরূপ না বুঝেন, যে আমরা উক্ত গ্রামগুলির যাবতীয় তালুকদারকেই সমান অত্যাচারী বলিতেছি। বরং আমরা বিশেষ জানি, কোন কোন গ্রামে কোনরূপ অত্যাচারের নাম গন্ধও নাই। তবে সত্যানুরোধে এ কথা অবশ্য সকলকে বলিব, যদিও অনেকে কোন প্রকার অত্যাচারাদি না করুন, কিন্তু দরিদ্র অধিবাসীদিগের উপকারার্থে কখন কেহ কিছু করেন নাই। যদি তাহাই করিবেন, তাহা হইলে গ্রামগুলির এত দুরবস্থাই বা ঘটিবে কেন? নিম্নে যে সকল দুর্দশার কথা উল্লিখিত হইতেছে, তালুকদার মহাশয়েরা তন্নিবারণের জন্য একটুমাত্র যত্নবান বা মনোযোগী হইলে কি উহার অনেকাংশ অপনীত হইত না?

নদী হইতে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে গ্রামগুলিকে সহসা বিজন অরণ্যের ন্যায় বোধ হয়। পূর্ব্বে এই জনপদগুলি বিলক্ষণ জনপূর্ণ ছিল। বিশেষতঃ উহার মধ্যস্থলে ধোবার কুঠি নামে একটী অতি বৃহৎ, চিনির কুঠির বিলক্ষণ চলতি থাকাতে তদুপলক্ষে বহু লোকের সমাগমে ও কুঠির সাহেবদিগের অনুগ্রহে হাট বাজার ও রাস্তা ঘাটগুলি বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ছিল। এক্ষণে সেই ধোবার কুঠির চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া বাবলা বনে পরিণত হইয়াছে। এ দিকে গত কয়েক বৎসরাবধি উপর্য্যুপরি দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়াদি দৈব উপদ্রবে জনপদবাসী বহুপরিবার একবারে বিনাশ প্রাপ্ত হওয়াতে তাহাদের শূন্য বাসস্থান সকলে বাঁশ, বাকস, বাবলা ও লালভেরেণ্ডা প্রভৃতি গাছ পালা উৎপন্ন হইয়া গ্রামগুলির ভিতর বাহির সমস্ত বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। পূর্ব্বে এ সকল গ্রামে ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্য জন্তু কেহ কখন চক্ষেও দেখে নাই, এক্ষণে বনরাজ্য ঐরূপ বিস্তৃত হওয়াতে উহারা স্থানে স্থানে উপস্থিত হইয়া পল্লিদার বাবুদের ন্যায় এক একটা জঙ্গল অধিকার পূর্ব্বক যেন তাঁহাদেরই দেখা দেখি অপরাপর ইতর জন্তুগণের উপর দৌরাত্ম্য অত্যাচার ও একাধিপত্য বিস্তার করিতেছে। জঙ্গলের শ্রীবৃদ্ধি নিবন্ধন পূর্ব্বকার পথ ঘাটগুলি ক্রমশঃ এমন অপ্রশস্ত হইয়া পড়িয়াছে, যে একটী লোক যো যা করিয়া কোন মতে চলিতে ফিরিতে পারে। পার্শাপার্শি দুটী লোক হইলেই কিছু বিপদ উপস্থিত হয়। কেন না পদার্থ বিদ্যার মতে দুইটী বস্তু এক সময় একস্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না। স্থিতিবিরোধগুণে একটীকে সরিয়া যাইতে হয়। কিন্তু পদার্থ বিদ্যার এই মান রক্ষার জন্য যিনি সরিবেন, তাঁহাকে হয় খানায়, না হয় ডোবায়, না হয় কাঁটায়, পড়িতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বর্ষাকালে আবার ঐ সকল পথের স্থানে স্থানে জল কাদা বদ্ধ হইয়া এমন সুবিধা হয়, যে পথিকেরা মনে করে যেন "তুষারে অবগাহন করিতেছে।"

সুশিক্ষার এমন সুবিধা যে এই ২৫।৩০ খানি গ্রামের মধ্যে প্রায় ৬টী গুরু পাঠশালা গুরুমহাশয়দের বিদ্যাবলে যত না হউক, হস্তপদের বলে অনায়াসে একরূপ করিয়া চলিতেছে। কেন না পদের দ্বারা বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ না করিলে স্কুলের মাহিয়ানা আদায় হওয়া সুকঠিন। আর হস্তের দ্বারা ধৃত করিয়া না আনিলে অনেক বালক সহজে বিদ্যালাভ করিতে আইসে না।

স্বাস্থ্যরক্ষার সুবিধাটাও বেশ আছে। শুনিয়াছি, জল বায়ু আর জ্যোতিঃ জীবের জীবনরক্ষার প্রধান সহায়। কিন্তু বন জঙ্গলের দ্বারা সেই জ্যোতিঃ ও সদাগতির গতি রোধ হওয়াতে গ্রামগুলির জলসিক্ত স্থানসকল শীঘ্র শুকাইতে পারে না, সুতরাং তাহা হইতে ম্যালেরিয়া নির্ব্বিঘ্নে জন্ম লাভ করিয়া নিজের প্রিয় বাসস্থান "পচাপুকুর" "সাংকুড়" ও গোময়ের গাদার বসিয়া নিরাপদে পূতিগন্ধ বিস্তার পূর্ব্বক মনুষ্যজাতির সদ্যঃ প্রাণ সংহার করিতেছে। স্বাস্থ্যরক্ষার অপর উপায় পানীয় জলের নির্ম্মলতা। খড়ী নদীর স্বভাবনির্ম্মল সুস্বাদ জল তাহার অনুপযোগী নহে। কিন্তু ইতর লোকদিগের স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্ব্ব্যবহারের দ্বারা প্রতি নিয়ত উহার নির্ম্মলতা নষ্ট হইতেছে। উহারা বর্ষাকালে উহার যেখানে সেখানে শোণ ও পাটাদি পচাইয়া এবং শীত গ্রীষ্মকালে মৎস্য ধরিবার জন্য উহার উভয় কূল সন্নিহিত জলে প্রচুর পরিমাণে ডালপালা নিক্ষেপ করিয়া সর্ব্বদা নদীর জলটুকু নষ্ট করিতেছে। প্রভুদিগের দুটো মুখের কথা দ্বারা উহা অনায়াসে নিবারিত হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা পাছে বা পরের একটু উপকার হইয়া পড়ে ইহাই ভাবিয়া বোধ হয় তাহা প্রাণান্তেও নিবারণ করেন না। ঐ সকল ডালপালা পচিয়া নদীটির নির্ম্মল জল, সর্ব্বদাই দূষিত হইতেছে। সেই দুর্গন্ধময় মলিন জল পান করিয়া, উদরাময় রক্তামাশয় ও ওলাউঠা দ্বারা যে বহুলোক আক্রান্ত হইতেছে, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে; তথাপি কেহ কিছু বলেন না, ইহার কারণ কি জানেন? এখানে ঐ সকল রোগের সুচিকিৎসার সুবিধাটা সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেন না, প্রত্যেক পল্লীতে সুচিকিৎসকের অভাব নাই। ধোবা নাপিত হইতে আরম্ভ করিয়া যুগী, জোলা, জেলে, এমন কি হাড়ি মুচি পর্য্যন্ত সকলেই সুচিকিৎসক। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ

বৈদ্যেরও অভাব নাই। তবে অভাব কেবল তাঁহাদের বিদ্যার, বুদ্ধির আর একটু নাড়ী জ্ঞানের। কিন্তু তাই বলিয়া এমন সুলভ উপজীবিকা কে পরিত্যাগ করিবে? ইহাতে নিকাশ প্রকাশ নাই, দায় দফা নাই, কোন হাঙ্গামা নাই। সুতরাং যাঁহার অন্য কিছু না জুটিল, তিনিই একটা ঔষধের পুটলী বাঁধিয়া চিকিৎসক হইয়া বসিলেন। তার মধ্যে কেহ কেহ আবার একটু "সোডা" কিঞ্চিৎ "কুইনিয়ান" কিছু বেলেস্তারা "কালপিন" ক্ষুবর্ণ্ণ ও ভাইনম্ গিলিসাই প্রভৃতি ডাক্তারী ঔষধ সকল সংগ্রহ করিয়া "নিউ মেডিকেলহল" নাম দিয়া যমের দ্বিতীয় আলয় স্বরূপ একটা ঔষধালয় খুলিয়া ফেলিলেন। ইহাঁদের "ডিপ্লোমা" সকলও চমৎকার। কেহ কিছুদিন কোন ডাক্তারের কম্পাউণ্ডারী করিয়াছিলেন। কেহ বা তাঁহার জুতা ক্রুশ করিয়াছেন, আবার কেহ বা সে সকল কিছু করেন নাই। তবে তিনি গ্রামের গোমস্তার ভাই, অথচ লেখা পড়া কিছু জানেন না, সুতরাং কোন কর্ম্ম কাজ হয় নাই। ভদ্র লোকের ছেলে বেকার থাকিবেন কেন, কাজেই ডাক্তার হইয়া বসিলেন। আমাদের অতি নিকটে ঐরূপ একটী ভদ্রসন্তান ডিস্পেন্সরি খুলিয়াছেন। ইনিও গ্রামের গোমস্তার ভাই। তাহাতে আমাদের একটী আত্মীয় বলেন যে "জমীদারের গোমস্তা মহাশয়েরা স্বভাবতঃ গরীবের যম, ইনি তাঁহার কনিষ্ঠ। অতএব যখন, যেমন হউক এক প্রকার "যমের কনিষ্ঠ সহোদর" হইতেছেন, তখন চিকিৎসা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার ইহাঁর না থাকিবে কেন? সে যাহা হউক, এই সকল সুচিকিৎসকের অনুগ্রহে ও তাঁহাদের প্রদত্ত অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধের প্রভাবে শুধু রোগের যন্ত্রণা কেন, সংসারের সমুদায় জ্বালা যন্ত্রণা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া প্রতিনিয়ত কত লোক পরলোক প্রস্থান করিতেছে, তাহাতেই ইহ লোকে বাবলাবনের এত বৃদ্ধি। কেন না, ইহাঁদের ঐরূপ চিকিৎসা দ্বারা যাহারা অতঃপর এই ক্ষণভঙ্গুর মানবদেহ একেবারে পরিত্যাগ করিবে, সেই দেহগুলি পোড়াইবার জন্য কাষ্ঠের অভাবে যেন বিশেষ কষ্ট পাইতে না হয়। এই ত গেল চিকিৎসার বন্দোবস্ত ও তাহার ফলাফল।

একণে গ্রামগুলিতে সুখসেব্য দ্রব্যাদির সম্ভাব নাই বা সৌখীনতার সুবিধামাত্র নাই, ইহাই বা কি প্রকারে বলিব। প্রতি গ্রামেই দুই এক খানি করিয়া মুদীখানা আছে। তাহাতে যখন যাউন না কেন, শুমো চিঁড়ে, মোটা চাউল, কালো লবণ, চিটে গুড় ও ভুটে তামাকু এবং পোড়া মুড়ী মুড়কী প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়। আমার বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের কল্যাণে ও অনুগ্রহে স্থানে স্থানে খোলা ভাঁটী থাকাতে "অতি উৎকৃষ্ট আনন্দজনক বলকর পানীয় দ্রব্যেরও অপ্রতুল নাই। এ সকল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবুর ন্যায় এক জন বড় লোকের চক্ষে অতি সামান্য বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু গ্রামবাসী গরীব দুঃখী কৃষক প্রজাদিগের পক্ষে উহাই প্রচুর বলিতে হইবে। তাহারা তদপেক্ষা আর অধিক কি প্রত্যাশা করিতে পারে? যদি জমিদারের অত্যাচার, ও মহাজনের জ্বালা তাহাদিগকে সহ্য করিতে না হইত, ডাকট্যাক্স রোডসেস ও পবলিক ওয়ার্কসেস যোগাইতে যোগাইতে তাহাদের দফা শেষ না হইত, দণ্ডবিধি কার্য্যবিধি এবং জমীদার ও প্রজাসংক্রান্তবিধি ব্যবস্থাদি দ্বারা তাহাদিগকে চির দাসত্ব শৃঙ্খলে একেবারে বদ্ধ হইতে না হইত, তাহারা ঐ সকল দুরবস্থাকেও অতি সুখের অবস্থা ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাকিত, সন্দেহ নাই। এক জন বাঙ্গালী কবি, কোন পার্ব্বত্য অসভ্য জাতির ঐরূপ অসভ্যাবস্থার সহিত স্বাধীনতা জনিত নির্ম্মল সুখের বর্ণনাবসরে বলিয়াছেন।

"নাহি কাজ সভ্যতায়,
"কে বল সভ্যতা চায়"
"অসভ্যতা যদি আহা! সুখের এমন"।

যদি ঐ পার্ব্বত্য অসভ্য জাতির ন্যায় ইহাদেরও একটু স্বাধীনতা থাকিত, আইনের অধীনতা না থাকিত, ইহারাও উক্ত কবির ন্যায় মুক্তকণ্ঠে ঐরূপ আনন্দ ধ্বনি করিতে পারিত।

এস্থলে অনেকে বলিবেন, যদি আইনের অধীনতাই এতদূর ঘৃণ্য ও দূষণীয়, তবে আর আইনের আবশ্যকতা নাই। আইনের আবশ্যকতা নাই, বা আইনের দ্বারা কোন উপকার নাই, এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। বরং আইন না থাকিলে লোকস্থিতি সুরক্ষিত হওয়াই সুকঠিন হইত। মহানুভব মনু বলিয়াছেন:—

"সর্ব্বোদণ্ডজিতোলোকোদুর্লভোহি শুচির্নরঃ।
দণ্ডস্য হি ভয়াৎ সর্ব্বং জগদ্ভোগায় কল্পতে।"

ইহা শত সহস্রবার সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যে আইনের কেবল মন্দ ফলগুলি গরীবে, আর ভাল ফলগুলি বড় মানুষে ভোগ করিয়া থাকেন, যাহার প্রতিকূল বিধিগুলি গরীবের পক্ষে, আর অনুকূল বিধিগুলি বড় লোকের ভাগ্যে বর্ত্তিয়া থাকে; তাহার মূলে অবশ্য কোন দোষ আছে, ইহা সহস্রবার বলিব। দেখুন, এই জনপদবাসী দীন ও সরল কৃষকেরা, কিঞ্চিৎ উদরান্ন আহরণের জন্য কি না করিতেছে। তদর্থ তাহারা শরদের হিম, শীতের শিশির, গ্রীষ্মের উত্তাপ ও বর্ষার বৃষ্টিধারা আপন আপন অনাবৃত মস্তকোপরি বহন পূর্ব্বক ক্ষুধার জ্বালা, তৃষ্ণার যাতনা সমুদায় সহ্য করিয়া প্রতিনিয়ত ভূমি কর্ষণ করিতেছে। চাসের সময় সময়মত চাটি আহার করিবারও অবকাশ পায় না। সমস্ত দিন প্রাণান্তকর পরিশ্রম করিয়া অবসন্ন শরীরে সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী আসিয়া, কিঞ্চিৎ শাকান্নমাত্র আহার করতঃ কোন মতে জীবন ধারণ করে। রাত্রিকালে, ছেঁড়া-মাদুরে, না হয় ভূমে, সেই পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত শরীরে নিক্ষেপ করিয়া অকাতরে নিদ্রা যায়। মশা, ডাঁশ, ও ছারপোকার কামড় অনুভব করিবারও অবকাশ পায় না। এইরূপ যাহাদের অবস্থা, সেই কৃপাপাত্র দরিদ্রদিগের সেই দুর্দ্দশা দর্শনে দয়ার্দ্র ও দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহাদের উপর যাঁহার যেমন ইচ্ছা হইতেছে, তিনি তাহাই করিতেছেন। জমীদার বহুবিধ অত্যাচার করিতেছেন, মহাজন জ্বালাতন করিতেছেন। জমীদারের গোমস্তাগণ কখন তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া বসাইয়া রাখিতেছেন, কখন জরিমানা বা মারপিট করিতেছেন—আবার কখন বা কোন কারণে তাহাদের একমাত্র আশা নিবন্ধন জমীখানি জোর করিয়া কাড়িয়া লইতেছেন। নিরুপায়দিগের একমাত্র সকরুণ ক্রন্দন ব্যতীত ইহার আর কি উপায় আছে?

অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন কেন আইন আছে, আদালত আছে, আইনে ঐ সকল অত্যাচারের যথোপযুক্ত দণ্ড বিধান আছে। কিন্তু তাঁহারা জানেন না, যে "কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া জলে বাস" করা কেমন কঠিন কাজ। অত্যাচার নিতান্ত অসহ্য না হইলে আর কেহ আইন বা আদালতের আশ্রয় লইতে চাহে না। যদি কেহ সে দুঃসাহস করে, তাহার আর রক্ষা নাই। অত্যাচারী মহাশয়েরা তখন তাহাকেই আবার "উল্টে জব্দ করিবার জন্য যে কিছু যোগাড়ের প্রয়োজন," তাহার কোনটীই বাকী রাখেন না। তখন তাঁহারা নানা উপায়ে তাহার মানিত সাক্ষীদিগকে বশীভূত করিয়া, বা বেতনভুক্ত অন্যান্য সাক্ষী দ্বারা তাহার বিরুদ্ধ প্রমাণাদি প্রদর্শন করিয়া, কিম্বা স্থলবিশেষে পুলিষকর্ম্মচারীবিশেষকে "দক্ষি... কিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্যং" সমর্পণ করিয়া কোন মতেই তাহা সপ্রমাণ হইতে দিলেন না। দেখিয়া শুনিয়া, অভিযোক্তা ভায়ার বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপাপত্তি পাইল। বা ভয়প্রযুক্ত নিজের "নালিশী বিবরণ" নিজেই মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিয়া ফেলিল (১)।

আদালত আইনের বাধ্য, সুতরাং আইন অত-

(১) কেহ মনে করিবেন না যে আমি ইহা কেবল কল্পনা করিয়া বলিতেছি। সম্প্রতি অবিকল ঐরূপ একটা ঘটনা হইয়া গিয়াছে। প্রমাণের সহিত তদ্বিস্তারিত পরে প্রকাশ করিব।

[illegible]বে প্রকাশ্যভাবে মোকদ্দামাটী ডিস্‌মিস্‌ করিয়া [illegible] কাৰ্য্য সম্পন্ন করিলেন। আবার বেশী [illegible]দীঘলে "হয় ত বাদী মিথ্যা মোকদ্দামা [illegible]ত করিয়াছিল বলিয়া সেই নিরপরাধ গরীব [illegible]কে দণ্ডবিধির ২১১ ধারার অপরাধে অপরাধী [illegible]য়া জেলে দিলেন। আইনের কাৰ্য্য শেষ হইল। [illegible]দিকে অত্যাচারী মহাশয়েরা সেই ক্ষুদ্র শত্রুকে [illegible]শেষ জব্দ করিয়া বা একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া, [illegible]ল্লাসে উন্মত্ত ও অক্ষত শরীরে প্রত্যাগত হইয়া অপরাপর গরিব দুঃখীদিগের উপর অত্যাচার করিবার যে অধিকারটুকু পাইয়াছেন—তাহা পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল করিতে লাগিলেন (২)।

এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহা আইনের দোষ? না আইনানুসারে শাসনের ভার যাঁহাদের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে—তাঁহাদের দোষ? অথবা ঐ অভাগাদিগের পোড়া কপালের দোষ? ইহার উত্তরেও অনেকে বলিবেন যে, যখন প্রমাণ ব্যতীত অপরাধ নির্ণয়ের আর অন্য উপায় নাই, তখন সেই প্রমাণ না পাইলে আইন আদালত এতদ্ব্যতীত আর কি করিবেন। আমিও ইহা মানিলাম। কিন্তু তাহা মানিয়াও এ কথা শত সহস্রবার বলিব যে, যে কোন অপরাধ করা যাউক না কেন, তাহার প্রমাণ গোপন করিতে পারিলেই রাজদণ্ড হইতে অনায়াসে অব্যাহতি পাওয়া যায়। সেই জন্য বলিয়াছি যে, যে রাজ্যে অপরাধী ব্যক্তি সহস্র অপরাধ করিয়াও নিজের অবলম্বিত কোন নিকৃষ্ট কোশলে রাজদণ্ড হইতে পুনঃপুনঃ পরিত্রাণ পাইতেছে, অথচ নিরপরাধ ব্যক্তি তৎকর্ত্তৃক বারম্বার উৎপীড়িত হইয়াও তাহার কোন প্রতিকার করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহা করিতে গিয়া স্থল বিশেষে নিজেই আবার দণ্ডনীয় হইতেছে;—সে রাজ্যের শাসন কৌশলের মূলে অবশ্যই কোন মারাত্মক দোষ অথবা অসম্পূর্ণতা আছে, তাহার সন্দেহ নাই। তাই বলি, এখনকার আইন কানুন একটা তামাসা মাত্র। বড় লোকে অর্থ ব্যয় করিয়া সেই তামাসা দেখিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত উহা দ্বারা গরীব দুঃখীদিগের কোন উপকার আছে কি না? সুবিচক্ষণ বহুদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা একবার নির্জ্জনে চিন্তা করিয়া দেখিবেন, এরূপ রাজ-

(২) অত্যাচারে সকল নিতান্ত অসহ্য হওয়াতেই হউক বা গত কয়েক বৎসর উপর্য্যুপরি ফসল অজন্মা হওয়াতেই হউক কি শস্যাদির মূল্য সস্তা হওয়াতেই হউক, কি জন্য জানি না, এ বিভাগের বহু প্রজা আপন আপন পিতৃ পিতামহাদির আমল হইতে ভোগ করিয়া আসিতেছে, এরূপ জমা সকলও ইস্তফা দিতেছে। ইহাতে বোধ হইতেছে বাঙ্গালা বনের আরও শ্রীবৃদ্ধি হইতে চলিল।

নীতির অতলস্পর্শ গভীর জলে নিমগ্ন হইবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কেন না আমরা "গণ্ডুষ জল মাত্রেণ শফরী ফরফরায়তে।"

আৰ্ত্ত প্রজাগণ।

সোমপ্রকাশ

২ রা ফাল্গুন সোমবার।

শিক্ষাসম্বন্ধে সাহায্যদান প্রণালীর ফলানুসন্ধান।

আজি আমরা যে প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি, তাহা অনেক দিনের কথা, তখন সোমপ্রকাশের জন্ম হয় নাই। তখন সার চারল্‌স উড (পরে যিনি লর্ড হেলিফ্যাক্স উপাধি পান) ভারতবর্ষের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের মঙ্গল উদ্দেশে ভারতবর্ষের শিক্ষাপ্রণালীর ব্যবস্থাপন করিয়া যে একখানি পত্র প্রেরণ করেন, এত দিন যে তদনুসারে কার্য্য চলিয়া আসিল, সম্প্রতি তাহার ফলানুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে। সেখানি ১৮৫৪ অব্দের পত্র। আজ ১৮৮২ অব্দ। অতএব পরীক্ষার কাল অতীত হইয়াছে সন্দেহ নাই। আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল লর্ড রিপন বাহাদুর সেই পত্রের অনুসারী কার্য্যে কিরূপ ফল লাভ হইল তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেই অনুসন্ধানার্থ কমিশন নিয়োজিত করা হইয়াছে। গবর্ণর জেনারল বাহাদুর কমিশনকে যে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহার মধ্যে তিনটী সার কথা দেখিলাম। প্রথম, মধ্যে এ দেশীয়দিগের উচ্চ-শিক্ষা-নিরোধের যেরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তন্নিবন্ধন এ দেশীয়দিগের মনে যেরূপ আতঙ্ক হয়, বোধ হয় তাহার নিরসনার্থ আমাদের শান্তপ্রকৃতি প্রজাবৎসল গবর্ণর জেনরল স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, ঐ উচ্চ শিক্ষার নিরোধ করা তাঁহার কমিশন নিয়োগের উদ্দেশ্য নহে। এটী আমাদের আশ্বাস স্থান সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ ভয়শূন্য হইতে পারিতেছি না। কি কারণে আমরা ভয়শূন্য হইতেছি না, তাহা পরে ব্যক্তীকৃত হইতেছে।

দ্বিতীয়, সামান্য ও ইতর লোকের বাহুল্যরূপে শিক্ষাদান চেষ্টা। এটী একান্ত আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। এক্ষণে যে প্রণালীতে উহাদিগের শিক্ষা দান করা হইতেছে তাহা একপ্রকার বিড়ম্বনার বিষয়। যে শিক্ষা চিত্তশুদ্ধি, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান জন্মাইয়া দিতে না পারে, সে শিক্ষা শিক্ষাপদবাচ্য নহে। আমরা এখন দেখিতেছি যে ইতর লোকেরা যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করিয়া কেবল বদ্‌মায়েস হইয়া উঠিতেছে। যাহাতে উহাদের উদার শিক্ষা লাভ হয়, লার্ড বাহাদুর তাহার ব্যবস্থা করেন এই আমাদের ইচ্ছা।

তৃতীয়, এ দেশীয়েরা নিজ শিক্ষার ব্যয় নিজে সম্পন্ন করেন, উল্লিখিত ১৮৫৪ অব্দের পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। লার্ড রিপন বাহাদুরও তৎসাধনে যত্নবান্ হইয়াছেন এবং তাহার একটী অমোঘ উপায়েরও আবিষ্কার করিয়াছেন। মিউনিসিপালিটীর উপর সেই ভার সমর্পণের সঙ্কল্প করিয়া কমিশনের প্রতি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমাদের গবর্ণমেণ্ট আমাদের দেশের মিউনিসিপালিটীগুলিকে ক্রমে রামজয় বাবুর রামসিং দ্বারবান্ করিয়া তুলিতেছেন। রামজয় বাবুর কোন বন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, রামসিংকে তমাক দিবার নিমিত্ত ডাকা হইল, সে কল্কে হাতে হাজির হইল। বাজারে যাইতে হইবে, রামসিং ধামা ঘাড়ে করিয়া চলিল। কাহাকে ডাকিতে হইবে, রাম সিং দৌড়িল। জল আনিতে হইবে, রাম সিং তখনি ঘড়া হাতে সজ্জিত। দ্বার রক্ষা করা তাহার ত প্রধান কর্ম্ম। পাঠক এখানে একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে রাম সিংহের এত কাজ, তাহা হইতে তাহার প্রধান কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম দ্বাররক্ষা-কার্য্যটা কেমন সম্পন্ন হয়। আমরা মিউনিসিপালিটীগুলির যে রামজয় বাবুর রাম সিঙের তুলনা দিলাম, পাঠক এখন তাহার তাৎপর্য্য বুঝুন। এ দেশীয়দিগকে স্বশাসন শিখাইতে হইবে, মিউনিসিপালিটী আছেন। রাত্রিকালে দস্যু তস্করের উপদ্রব হইতে ঘরবাড়ী রক্ষা করিতে হইবে, মিউনিসিপালিটী আছেন। গ্রামের রাস্তাঘাট প্রস্তুত করিতে হইবে, মিউনিসিপালিটী আছেন। গ্রামের জল নিকাশ করিতে হইবে, মিউনিসিপালিটী করিবেন। রাস্তায় আলো দিতে হইবে, মিউনিসিপালিটী দিবেন। গ্রামে স্কুল করিতে হইবে, মিউনিসিপালিটী করিবেন। মিউনিসিপালিটীর উপর যদি যাবতীয় কাৰ্য্যের ভার সমর্পিত হয়, কোন কাৰ্য্যই যে সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবে না, তাহা কি পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন না? এখনই ত আমরা দেখিতে পাইতেছি, অনেক স্থলে মিউনিসিপালিটীর অধিকাংশ আয় পুলিশ গ্রাস করিতেছে। সুতরাং মিউনিসিপালিটির প্রধান কৰ্ত্তব্য যে গ্রামের স্বাস্থ্যসম্পাদনের উপায়বিধান তাহার কিছুই করিতে পারিতেছেন না। তাহার পর যদি বিদ্যালয়-পোষণের ভার বিন্যস্ত হয়, মিউনিসিপালিটী যে বিহস্ত হইবেন, সে বিষয়ে কি সংশয় আছে? আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি "ইতো ভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ" হইবে সন্দেহ নাই। আর এক কথা

এই, মিউনিসিপালিটীর উপরে যদি বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয়ভার বিন্যস্ত হয়, তাঁহারা যদি কথঞ্চিৎ ব্যয় সঙ্কলন করিতে পারেন, তাঁহারা যে শিক্ষা দান কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে পারিবেন না, তাহা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আমরা কমিশনকে অনুরোধ করিতেছি, মফস্বলের যে সকল বিদ্যালয়ে সাহায্যদান প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার কার্য্য কিরূপ চলিতেছে, কমিশন যেন তাহার বিশেষরূপে অনুসন্ধান করেন। সে সকল বিদ্যালয়ের কার্য্য যথাবিধি সম্পাদিত হইতেছে না, ইহা যদি প্রমাণ হয়, তাহা হইলে ইহাও প্রমাণ হইবে যে, এ দেশীয়েরা আজও স্বশিক্ষার ভার গ্রহণে সম্যক্ সমর্থ হন নাই। প্রমাণ-সংগ্রহার্থ দূর অন্বেষণের প্রয়োজন হইতেছে না। এ দেশীয়ের বা অন্যদেশীয়ের প্রতিষ্ঠিত কোন বিদ্যালয় এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের প্রতিযোগিতা বা সমকক্ষতা করিতে সমর্থ হইয়াছে? কোন বিদ্যালয়ই যদি সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ত স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাদান কার্য্য হইতে হাত গুটাইলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক প্রকারান্তরে এ দেশীয়দিগের উচ্চ শিক্ষার নিরোধ হইয়া উঠিবে।

এখন পাঠক! আমাদিগের আশঙ্কার অবসর দেখুন, লর্ড রিপন বাহাদুর যে বলিয়াছেন, এ দেশীয়দিগের উচ্চশিক্ষার নিরোধ করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তাহা বাস্তবিক না হইলেও কাজে কাজে ঘটিয়া উঠিতেছে। গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করিলেই এ দেশীয়দিগের উচ্চ শিক্ষা অধঃপাতে যাইবে। অতএব কমিশনের নিকটে আমাদের বিনীত অনুরোধ এই, তাঁহারা শিক্ষাদান কার্য্য হইতে গবর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগের পরামর্শ না দেন এবং মিউনিসিপালিটীর স্কন্ধেও শিক্ষাদান-কর্ত্তৃত্বভার সমর্পণ না করেন। এ স্থলে আমাদিগের মনে একটী প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা হইল; মিউনিসিপালিটীর উপরে যদি শিক্ষাদান কার্য্যের ভার সমর্পণ করা হয়, আর তাঁহারা যদি টাকা দেন, গবর্ণমেণ্ট এতদিন শিক্ষা সম্বন্ধে যে ব্যয় দিতেছিলেন, সে টাকায় কি হইবে? গবর্ণমেণ্টের ত সে টাকা বাঁচিয়া গেল। সে টাকা কি জমা থাকিবে? না, স্বদেশে প্রেরিত হইবে? অথবা অন্য বিষয়ে ব্যয়িত হইবে?

মদের খোলা ভাঁটি একটী কৌতুকের কথা।

ভারতবর্ষের প্রতি যাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র স্নেহ আছে, ভারতবাসির মঙ্গলে যাঁহার হৃদয়ে উল্লাস ও অমঙ্গলে বিষাদ জন্মে, তাদৃশ সহৃদয় পরিণামদর্শী ব্যক্তিমাত্রেই দিন দিন ভারতে মাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়া কাতর হইতেছেন। আমরা ৮ ই ফেব্রুয়ারির কলিকাতা গেজেটে মদের খোলাভাঁটি সংক্রান্ত উত্তর প্রত্যুত্তররূপে লিখিত কয়েকখানি পত্র প্রচারিত দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম। মুঙ্গেরের প্রসিদ্ধ মিসনরি ইভান্স সাহেবই ঐ পত্রগুলির প্রধান কারণ। তিনি মুঙ্গেরে মাতালের দৈনন্দিন সংখ্যা বৃদ্ধি দর্শনে দুঃখিত হইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরেলের নিকটে একখানি আবেদন করেন। তিনি বলেন "হিন্দুজাতি মাতাল নয়, ২৬ বৎসর গত হইল, আমি ভারতবর্ষে আসিয়াছি। আমি প্রথমে বাজারে প্রায় মাতাল দেখি নাই, কিন্তু এখন আমি এমন বাজার ও গ্রাম দেখিতে পাই না যেখানে মাতলামী দেখিয়া ব্যথিত হইতে না হয়। কিন্তু যদি সুরার প্রবল স্রোত এইরূপে আর কিছুকাল প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে বিলক্ষণ আশঙ্কা জন্মিতেছে, চীনদেশীয়েরা যেমন অহিফেন সেবন করিয়া জড়বৎ হইয়া গিয়াছে, ভারতবাসিরাও তেমনি মত্ততারূপ গাঢ়পঙ্কে নিমগ্ন হইবে।"

ইভান্স সাহেব বলেন, খোলাভাঁটী মাতালের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। তিনি আর এক কথা বলেন, খোলা ভাঁটিতে যে মদ প্রস্তুত হয়, তাহাতে লঙ্কা ভমিকা ও ধুতুরা দেওয়া হইয়া থাকে। তিনি খোলা ভাঁটিতে প্রস্তুত করা মদের দুটী বোতল পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার পরীক্ষা করাইয়া প্রমাণ করিয়াছেন, তাহাতে কোন বিষাক্ত পদার্থ নাই। ফলতঃ ইভান্স সাহেবের সব কথা সপ্রমাণ হয় নাই। সপ্রমাণ না হউক, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের জয়লাভ হউক, কিন্তু একটী প্রশ্ন এই, দ্রব্য সামগ্রী শস্তা হইলে যে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, সে বিষয়ে কি মতদ্বৈধ আছে? একটী বাজারে পাঁচ জন দোকানদার আছে, যে দোকানদার সামগ্রী শস্তা দেয়, তাহার দোকানে কি খরিদদারের ভিড় হয় না? অল্প পয়সায় রেলওয়েতে যাতায়াত হয় বলিয়া কি আরোহির সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই? মদ শস্তা হওয়াতে যে মাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, এটী প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। ইহার কোন ক্রমেই অপলাপ করা যাইতে পারে না। খোলা ভাঁটি হওয়াতে মদ যে শস্তা ও অনায়াস লভ্য হইয়াছে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। যেথা সেথা স্বল্প মূল্যে মদ পাওয়া যায় বলিয়া আমরাই দেখিতে পাইতেছি পূর্ব্বে আমাদিগের গ্রামের মধ্যে দুই এক জন মাতাল ছিল, এখন প্রায় প্রতি বাড়ীতেই দুই এক জন মাতাল হইয়াছে।

যাহা হউক দেশের এ অবস্থা একান্ত শোচনীয়, এ দেশে সুরাপানে কিছুমাত্র উপকার নাই, প্রত্যুত বিপুল অপকার। এ দেশে সুরাপানে শরীরের বা মনের কিছুমাত্র উন্নতি হয় না, বরং যার পর নাই অবনতি হয়, অপকার হইবার প্রধান কারণ এই এ দেশীয়দিগের আহারীয় দ্রব্য অতি যৎসামান্য, তাহাতে প্রায় পুষ্টিকর পদার্থের সম্পর্ক নাই। বিশেষতঃ ইতর লোকেরা যে আহার করে তাহাতে জীবন ধারণ হয় এই মাত্র। সেই আহারের সঙ্গে তীক্ষ্ণবীর্য্য সুরা একত্র সমাবেশ হইলে সুরা সেই ভুক্ত পদার্থের বলকারিতা নষ্ট করিয়া যে কেবল ক্ষান্ত হয় তাহা নয়, শরীরের ধাতু পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া ফেলে এই কারণে আমরা সচরাচর দেখিতেছি এ দেশের সুরাপায়ীরা দীর্ঘজীবী হয় না। মদ্যপায়ীর মন যে বিকৃত হইয়া যায় তাহার বিস্তর কারণ আছে। এ দেশ উষ্ণপ্রধান এখানকার লোকের বিষয়াসক্তি প্রবল, সুরা বিষয়ে আসক্ত করিবার একটী প্রধান কারণ, আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যাহারা সুরায় আসক্ত হয় তাহারা সুরা সেবনের মাত্রা স্থির করিয়া রাখিতে পারে না, যেমন উহার মাত্রার দৈনন্দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে, তেমনি শরীর ও মনের মাত্রারও হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। বিশেষতঃ এ দেশের অধিকাংশ লোক অকর্ম্মা, ঐ অকর্ম্মা দলের যাহারা সুরাসক্ত হয়, তাহারা দিবা রাত্রিই সুরাতেই মগ্ন হইয়া থাকে। সুতরাং প্রতি দিনই তাহাদের জীবনীশক্তি হ্রাস হয়, মন ও একান্ত বিকৃত হইয়া উঠে। অতএব শরীরতঃ, কার্য্যতঃ, অর্থতঃ, বিষম অনিষ্টকারী বিষম শত্রু সুরা সেবনে দ্রাঘিমার যাহাতে সঙ্কোচ হয়, আমাদের দয়ালু, ধর্ম্মপরায়ণ, পোলিটিক্যাল গবর্ণমেণ্টের তাহা করা একান্ত আবশ্যক। আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি সময়ে যদি এই সুরা সেবনের প্রাদুর্ভাব নিবারণের কোন সদুপায় করা না হয়, শীঘ্র ভারত উৎসন্ন যাইবে। অতএব গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের প্রার্থনা এই, খোলা ভাঁটী বন্ধ করিয়া দিয়া হউক মদের মূল্য বর্দ্ধিত করিয়া হউক, আর অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া হউক, সুরা সেবনের প্রাদুর্ভাব নিবারণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

আমরা এই প্রস্তাবের শীর্ষস্থানে যে একটী কৌতুকের কথা বলিয়া লিখিয়াছি এখন পাঠক সেই কৌতুকটী দেখুন। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বলেন কর্ম্মচারিদিগের অধিকতর আগ্রহবশতঃ মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানে খোলা ভাঁটীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। ভবিষ্যতে যাহাতে আর এরূপ না হয়, তিনি তাহার উপায়বিধান করিবেন। পাঠক! এটী কি কৌতুকের কথা নয়? ঘরে সাপ ছাড়িয়া দিয়া কিম্বা আগুন দিয়া যদি গৃহস্থকে বলা যায় যে তোমরা গৃহ মধ্যে স্বচ্ছন্দে থাক যাহাতে কোন অনিষ্ট না

হয় আমরা তাহার চেষ্টা করিব এ কথা বলা যেরূপ খোলা ভাঁটীর নিয়ম করিয়া যাহাতে খোলা ভাঁটীর সংখ্যা বৃদ্ধি না হয়, এবং তজ্জনিত অনিষ্ট না ঘটে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের এই বাক্যটীও সেইরূপ হইয়াছে। কর্ম্মচারিদিগের অত্যাগ্রহ বশতঃ যখন খোলা ভাঁটীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, তখন ভবিষ্যতে যে কর্ম্মচারীর অত্যাগ্রহ ঘটিবে না, এবং খোলা ভাঁটীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে না, তাহার প্রমাণ কি? কর্ত্তার অনুগ্রহ ভাজন হইব বলিয়া, কর্ত্তার অভিপ্রায় (সে অভিপ্রায় বাস্তবিক না হইলেও) অনুমান করিয়া অধীন কর্ম্মচারীরা প্রায়ই নিয়মাতিরিক্ত কর্ম্ম করিয়া থাকে, এ কথা কি মিথ্যা? যে জাতি ভিন্ন দেশীয় প্রজার অহিফেন সেবনে উৎসাদ দশা দর্শন করিয়া অহিফেন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তজ্জাতীয় গবর্ণমেণ্ট নিজ প্রতিপাল্য প্রজার সুরা সেবনে উৎসন্ন দশা দর্শনে যদি উদাসীন হইয়া থাকেন, তাহার পর ক্ষোভের বিষয় আর কি আছে।

দুর্ভিক্ষ নিবারণোপায়।

ভারতবর্ষের দুরবস্থার কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় হতভাগ্যদের দুর্দ্দশা যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, এখন আমরা কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। অন্ন বস্ত্রের কষ্ট যে অবধি হইতে পারে তাহা হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ এক প্রকার সাময়িক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ভারতবর্ষবাসিদের ধনৈশ্বর্য্য চাই না, বেশ ভূষা চাই না, তাহারা সকল সাধ আহ্লাদ পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু যত দিন জীবনটা থাকিবে তত দিন কিছু কিছু ভোজন ত করা চাই? সামান্য ভোজ্যোপকরণেরই বা সংযোগ কি প্রকারে হয়, তাহাই কঠিন সমস্যা হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত রাজপুরুষেরা উপযুক্ত পথ অবলম্বন না করুন, কিন্তু তাঁহারা নিশ্চিন্ত নাই; ইংরাজ রাজার শাসনাধীনে বোধ হয় আমরা কতকটা নূতন সৃষ্টি দেখিলাম। দুর্ভিক্ষ ঘটিলে পূর্ব্বে নৃপতিরা প্রজাপুঞ্জের কত দূর আনুকূল্য করিতেন বলিতে পারি না। হিন্দু রাজারা প্রজার কষ্ট দেখিলে যে নিরুদ্বেগে থাকিতেন না তাহার সহস্র সহস্র প্রমাণ দৃষ্ট হয়। তদানীন্তন বিশ্বাস মতে প্রথমেই ত দৈবানুষ্ঠান হইত; তৎপরে অন্নহীন প্রজাকে অন্নদানও করা হইত; তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদের সাহায্যের নিমিত্ত লোক নিযুক্ত হইত না, এমন অনুমান হয়। এটী ইংরাজ রাজত্বে এ দেশে নূতন দেখিতেছি।

আমাদের জ্ঞানে এই কয়েক বৎসরের মধ্যে দুর্ভিক্ষে নিতান্ত অল্প লোকের মৃত্যু হয় নাই। ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে ১০০০০০০ দশ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। ১৮৭৬ সালে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে ৫২৫০০০০ বায়ান্ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোকের মৃত্যু ঘটে। এই দুটী দুর্ভিক্ষে প্রয়োজনানুরূপ আয়োজন ছিল না, তজ্জন্যই অসংখ্য অসংখ্য লোক যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইয়াছে এবং অসংখ্য অসংখ্য লোক অন্ন বিরহে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যের ত্রুটি হয় নাই; দুর্ভিক্ষ প্রকাশ পাইলেই আমাদের মহাশয় গবর্ণমেণ্ট অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তাহাতে কিছু কৃপণতা করেন নাই। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে নিরন্নদিগের আনুকূল্য এবং রাজস্ব ক্ষমা করায় সাকল্যে ১৫৩৬১৬০০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের ব্যয় ১১১৯৪৩২০০ টাকা পড়িয়াছিল। এত অর্থ রাশি দিয়াও ব্যয়ানুরূপ উপকার হইল না, বহু সংখ্যক লোকের মৃত্যু ঘটিল, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট যার পর নাই সাতিশয় ভাবিত আছেন। ইহার প্রতিকার উপায় কি সকলেই তাহা চিন্তা করিতেছেন।

প্রকৃত দুর্ভিক্ষ ঘটিলে এক কালে তাহার নিবারণ করিবার কোন উপায় নাই; দুর্ভিক্ষ এক বার করাল মুখব্যাদান করিলে কতকগুলি লোককে নিশ্চিত গ্রাস করিয়া ফেলিবে, সে বিপত্তি অপরিহার্য্য। তবে যাহাতে দেশ একবারে জনশূন্য হইয়া না যায়, পূর্ব্ব হইতে যত্ন করিলে এই উপকার সাধিত হইতে পারে।

দুর্ভিক্ষে অধিকাংশ লোকের মৃত্যু ঘটিবার দুটী প্রধান কারণ আছে; প্রথম প্রকৃত দুর্ভিক্ষ হইয়াছে কি না, প্রথমাবস্থায় তাহা নিশ্চিত করা সুকঠিন; সুতরাং অন্নকষ্টে বিস্তর লোকের মৃত্যু হইলে তখন সকলের চৈতন্য হয়। এদিকে তন্নিবারণের উপায় করিতে করিতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থান জনশূন্য হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে গবর্ণমেণ্ট অন্ন দান করিতে থাকেন, তখন ১০। ১৫ দিনের অনাহারী ব্যক্তি শোণিত-লোলুপ পশুর ন্যায় অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া ভোজন করিতে থাকে; মরা অন্ত্রে খাদ্য দ্রব্য পড়িয়া দ্বিগুণতর অনিষ্ট করে। আমরা স্বচক্ষে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যক্তিদিগের যে প্রকার ব্যাকুলতা দেখিয়াছি, বলিব কি?—পাষাণ হৃদয় ও তদ্দর্শনে স্থির থাকিতে পারে না।

উপরে মৃত্যুর যে দুটী কারণ কথিত হইল, প্রায় সর্ব্বত্র উহা বর্ত্তমান দেখা যায়। কেবল ১৮৭৪ সালে বেহার অঞ্চলের দুর্ভিক্ষে ঐ দুটী কারণ বিদ্যমান ছিল না। তৎকালে বিচক্ষণ সদাশয় মহাত্মা লর্ড নর্থব্রুকের হস্তে সর্ব্বকার্য্য ন্যস্ত ছিল; রাজার পুণ্যে রাজ্য রক্ষা পায়; তিনি আগন্তুক দুর্ভিক্ষের লক্ষণ পূর্ব্বাহ্নেই বুঝিতে পারিয়া তৎপ্রতিকারের উপযুক্ত উপায় করিতে লাগিলেন, অতএব অনাহারে প্রায় কাহারও মৃত্যু হইল না। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে প্রথম হইতেই মহা গোল চলিতে লাগিল। স্থানীয় প্রজাগণ অন্নকষ্টে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিলেন, কিন্তু তৎপ্রদেশীয় রাজকীয় কর্ম্মচারীগণ তাঁহাদের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। দুর্ভিক্ষ হইবে না এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া তাঁহারা নিরুদ্বেগে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। পরিশেষে যখন দুর্ভিক্ষ চতুর্দ্দিক অধিকার করিয়া বসিল, পথে ঘাটে সহস্র সহস্র লোক অন্নাভাবে শীর্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল, কলিকাতায় সহস্র সহস্র লোক পলায়ন করিয়া আশ্রয় লইল, টাকা দিয়া কটকের বাজারে এক মণ চাউল পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল,—নিরুদ্বিগ্ন রাজপুরুষেরা তখন চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন,—"এ কি?—সর্ব্বনাশ রাজস্ব আদায় করিব কাহার নিকটে?" তখন রিলিফ কার্য্যের মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। উড়িষ্যা পর্য্যন্ত রেল নাই, অর্থ ব্যয় করিলেও শীঘ্র প্রচুর খাদ্য তথায় নীত হইবে সে উপায় ছিল না; আবার এক কালে লক্ষ লক্ষ মণ চাউল বা কোথায় মিলিবে। সে বৎসর সকল স্থানেই চাউল অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য হইয়াছিল; কলিকাতা হইতে এককালীন অধিক চাউল ক্রয় করিলে তথায় দুর্ভিক্ষ ঘটিতে পারিত। সুতরাং সত্বর প্রচুর চাউল ক্রয় করিয়া তাহা বিপন্ন স্থানে প্রেরিত হইতে অনেক বিলম্ব হইয়া পড়িল, তন্মধ্যে অসংখ্য লোক উদর জ্বালায় প্রাণত্যাগ করিল।

এই সমস্ত কারণের পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা দেখিতেছি, যথার্থ প্রতিকারের চেষ্টা করিতে হইলে সতত দুইটী বিষয়ের প্রতি তীক্ষ্নদৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। প্রথম, এমন কোন ব্যবস্থা করিয়া রাখা আবশ্যক যদ্দ্বারা দুর্ভিক্ষের আগমন পূর্ব্বাহ্নে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। দ্বিতীয়, দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। যাঁহারা দুর্ভিক্ষের আমূল অবস্থা দেখেন নাই, তাঁহারা মনে করিতে পারেন,—দুর্ভিক্ষের আসন্ন উপস্থিতি বুঝিতে কিছুই কষ্ট নাই। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; সর্ব্বদাই দুর্ভিক্ষের আগমন অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় না। অনেকে মনে করিতে পারেন, অজন্মা হইলেই দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া থাকে; কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। এক প্রদেশে অজন্মা হইলে অন্যত্র ফসল জন্মিতে পারে কিম্বা পূর্ব্বসঞ্চিত শস্য থাকিতে পারে তাহাতে দুর্ভিক্ষ হয় না। কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে এক বৎসর শস্য উৎপন্ন না হইলে, দুর্ভিক্ষের কোন

আশঙ্কা হয় না। কিন্তু কলিকাতার প্রচুর নিকটে শস্য জন্মিলেও পূর্ব্বাঞ্চল এবং রাঢ়ে অজন্মা হইলে মহা অনর্থপাত ঘটে।

দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বলক্ষণ জানিবার নিমিত্ত সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট অনেক বহুদর্শী বিজ্ঞ কর্ম্মচারীর মত লইয়াছিলেন। আমরা দেখিতেছি তন্মধ্যে কেহই সৎপরামর্শ দিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলেন অজন্মা হইলে খাদ্যসামগ্রী দুর্ম্মূল্য হয়, তাহা হইলে সাধারণ লোকের অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়, সুতরাং দুর্ভিক্ষ ঘটিবার সম্ভাবনা। কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন,—গ্রাম্য কুক্কুর ক্ষীণকায় হইয়া পড়িলে অচিরে দুর্ভিক্ষ ঘটিতে পারে। কেহ কেহ আবার একটী কৌতুককর নিদর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন; তাঁহারা বলেন, স্বল্প বেতনে লোকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেই দুর্ভিক্ষ ঘটিতে পারে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক স্থানে অজন্মা হইলে অন্যত্র দুর্ভিক্ষ না ঘটিতে পারে। অতএব অজন্মা দুর্ভিক্ষের পূর্ব্ব লক্ষণ নহে। আবার শস্যের মূল্য বৃদ্ধিও দুর্ভিক্ষের কারণ হইতে পারে না। চাউলের কত মূল্য বৃদ্ধি হইলে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করা যাইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। শ্রীযুক্ত হণ্টর সাহেব তদীয় গেজেটিয়রে লিখিয়াছেন যে, টাকায় আট সের কিম্বা দশ সের চাউল বিক্রীত হইলেই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে। এ নির্দ্দেশটীও যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না; কারণ সচরাচর প্রতি মণ চাউলে ২ দুই টাকা লাগিতেছে; সে স্থলে ৩ তিন টাকা লাগিলেই দরিদ্রলোকের ঘোর কষ্ট হয় এবং তাহাদিগকে অনাহারে থাকিতে হয়। আবার ৩॥০ সাড়ে তিন টাকা মূল্য হইলে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ সম্পন্ন ব্যক্তিদিগেরও কষ্ট হইবে; ৪ চারি টাকা মূল্য হইলে যাহারা তদপেক্ষা সম্পন্ন ব্যক্তি তাহাদের কষ্ট হইবে। ১০ টাকায় অৰ্দ্ধ মণ চাউল মিলিলে, কাহারও তাহাতে দৃক্‌পাত থাকে না, কাহারও পক্ষে তাহা মহার্ঘ্য এবং কাহারও পক্ষে তাহা ঘোর কষ্টকর এবং অন্যের পক্ষে তাহা দুর্ভিক্ষ সুতরাং একের পক্ষে যাহা দুর্ভিক্ষ, অন্যের পক্ষে তাহা নহে; অতএব শস্য মহার্ঘ্য হইলেও সহজে দুর্ভিক্ষ নিশ্চিত হইতে পারে না; এমন একটী সহজ অথচ স্পষ্ট উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে যদ্দ্বারা প্রকৃত দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বরূপ অনেকাংশে জ্ঞাত হইতে পারা যাইবে, এবং অন্নাভাবের কতদূর সীমা তাহাও বোধসুগম হইবে। যদ্রূপ তাপমান যন্ত্রের সাহায্যতায় বায়বীয় সন্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি উপলব্ধি হয়, তদ্রূপ এমন একটী সদুপায় অবলম্বন করা আবশ্যক যদ্দ্বারা দুর্ভিক্ষের ও প্রাখর্য্য নির্ণীত হইতে পারে। আমরা এ স্থলে একটী অনায়াসসাধ্য উপায়ের উল্লেখ করিতেছি, তদ্দ্বারা উপরের উল্লিখিত উভয়বিধ অভীষ্টসিদ্ধির সম্পূর্ণ প্রত্যাশা আছে। দুর্ভিক্ষ প্রতিবিধান ফণ্ডে যে টাকা সঞ্চিত হইতেছে তাহাতে প্রতি জেলায় সাধারণের হিতোপযোগী কিছু কিছু কার্য্যের অনুষ্ঠান রাখা কর্ত্তব্য, যথা পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার, ভরাট পুষ্করিণী খনন, জঙ্গল কর্ত্তন ইত্যাদি। নর্দ্দামা এবং জঙ্গল পরিষ্কার করিলে দেশের ম্যালেরিয়া অনেকাংশে বিনষ্ট হইবে, মাঠের পুরাতন ভরাট পুষ্করিণী খনন করিলে ম্যালেরিয়া বিনাশ এবং কৃষিকর্ম্মের সুবিধা হইবে; এই দুটী উপকার গেল। তদ্ভিন্ন দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বরূপ বুঝিবার উপায় দেখুন:—দেশে মজুরদিগের যে প্রকার চলিত বেতন আছে, এই সমস্ত কার্য্যে তদপেক্ষা এক আনা কম বেতনে লোক নিযুক্ত থাকিবে। যে যে স্থানে শ্রমজীবিদের প্রচুর কর্ম্ম মিলে তথায় অল্প বেতনে তাহারা কখনই গবর্ণমেণ্টের কার্য্য স্বীকার করিবে না। অতএব এই রিলিফ কার্য্য বিভাগে যখন লোক থাকিবে না, কিম্বা অল্প সংখ্যক মজুর আসিয়া কার্য্য স্বীকার করিবে তখন দেশে দুর্ভিক্ষ নাই ইহাই বুঝিতে হইবে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় সকলেরই কষ্ট হয়, সুতরাং সে সময় মজুরদের প্রচুর কর্ম্ম মিলে না; তাহাদিগকে আলস্যে দিন যাপন করিতে হয়। কটকের দুর্ভিক্ষের সময় অনেকেই কেবল "পেট ভাতায়" চাকরী স্বীকার করিয়াছিল। যে স্থলে মাসিক তিন টাকা বেতন এবং অন্ন বস্ত্র দিয়া চাকর মিলে না, সে স্থলে কেবল উদরান্নে তুষ্ট; তাই বলিতেছি, দুর্ভিক্ষ ঘটিলে চলিত বেতন অপেক্ষা এক আনা কম কেন, বার আনা কমে লক্ষ লক্ষ লোক গিয়া রিলিফে কর্ম্ম স্বীকার করিবে। অতএব দুর্ভিক্ষের আগমন বুঝিবার কতদূর সুবিধা হইল দেখুন। যখন লোকের অন্নকষ্ট ছিল না তখন অল্প বেতনে এক জনও কর্ম্ম স্বীকার করে নাই। যখন লোকের কিছু কিছু অন্নকষ্ট হইল, দুই চারি জন আসিয়া কর্ম্ম স্বীকার করিল। ক্রমে যখন অল্প বেতনে অনেকেই কার্য্যে নিযুক্ত হইতে লাগিল, তখন গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিত বুঝিলেন যে, দুর্ভিক্ষ ঘটিবে। এই মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধিই দুর্ভিক্ষ পরিজ্ঞানের ক্রম গবর্ণমেণ্ট মজুরের সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই আসন্ন দুর্ভিক্ষের লক্ষণ বুঝিয়া পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক হইতে পারিবেন। যে পরিমাণে মজুর বৃদ্ধি হইবে, [illegible] মেণ্টও সেই পরিমাণে সাবধান হইবেন, রিলিফ কার্য্য বাড়াইতে থাকিবেন এবং চাউলের সংযোগ করিবেন।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতেছে গবর্ণমেণ্ট এই সৎ ও সারবান পরামর্শ গ্রহণ করিবেন, অনায়াসে তাহা হইলে দুর্ভিক্ষের পূর্ব্ব লক্ষণ জানিতে পারিবেন এবং তাহাতে এক জন মনুষ্যেরও প্রাণবিয়োগ হইবে না। এই উপায়ের আরও কত ফল দেখুন, দুর্ভিক্ষের সময়ে অনেক টাকা নানা বিষয়ে বিফল নষ্ট হয়, দেশময় একটা হুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়া যায়, সে সমস্ত কিছুই ঘটিবে না; অথচ ধীরে ধীরে কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে। অতএব পথ ও বাঁধ নির্ম্মাণ, জঙ্গল কর্ত্তন, নর্দ্দামা পরিষ্কার, ভরাট পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি কার্য্যে লোক নিযুক্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট দেশের প্রকৃত উপকারে হস্তক্ষেপ করুন, সকল দিক রক্ষা হইবে।

ত্রিবাঙ্কুর।

এই রূপ জনরব যে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ শীঘ্রই কলিকাতায় আসিবেন। পাঠক! বোধ করি জ্ঞাত আছেন, এই পুণ্যাত্মা ভারতবর্ষের এক জন প্রসিদ্ধ নরপতি; তাঁহার প্রজাবৎসলতা দেখিলে সুখময় রামরাজ্য আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়। ভূপালের মহারাণী সাজেহান বেগম, এবং জয়পুরের মহারাজ স্বর্গীয় রামসিংহ প্রজাপালন দ্বারা ভারতবর্ষে মহৎ কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কোন ক্রমে ত্রিবাঙ্কুর রাজের সমকক্ষ নহেন। এই মহাত্মা যথার্থই প্রজাদিগকে অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া থাকেন; ইনি অনাথের আশ্রয়, দীন হীন দরিদ্রের পালক। আজ প্রসঙ্গ সঙ্গতি ক্রমে আমরা ত্রিবাঙ্কুরের কিঞ্চিৎ জ্ঞাতব্য বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

এই রাজ্য পুরাতন কেরল রাজ্যের অন্তর্গত। পরশুরাম পৃথিবী নিক্ষত্রিয় করিয়া অবশেষে এইখানে উপনীত হন। কিন্তু কেবল ব্রাহ্মণ শূন্য দেশ, তথায় দ্বিজাতির বাস ছিল না। কেবল কৈবর্ত্ত জাতি সেখানে অবস্থিতি করিত। পরশুরাম তদ্দৃষ্টে নিতান্ত বিস্মিত হইয়া তাহাদের সূত্র পরাইয়া কৈবর্ত্তদিগকে ব্রাহ্মণ করিয়া দিলেন। তজ্জন্য আমাদের শাস্ত্রে একটী বচন আছে যে, কেবল ব্রাহ্মণেরা বৃহস্পতি তুল্য পণ্ডিত হইলেও তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবে না। ধীবরেরা ব্রাহ্মণ হইল, আর ত মৎস্য ধরিতে পারিবে না, তবে তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় কি?—ইহাই ভাবিয়া পরশুরাম সমুদ্রকূলে উপবিষ্ট হইয়া একখানি কুঠার জলে নিক্ষেপ করিলেন, কুঠারখানি যতদূর গিয়া পড়িল সেই পর্য্যন্ত স্থল হইয়া গেল। মতান্তরে পরশুরাম কুঠারনিক্ষেপ করিয়া তথায় স্থলের সৃষ্টি করেন। ঐ ভূমি তিনি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন, উহা বোম্বাই নগরের দক্ষিণ হইতে কুমারী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইদানীং উহার মধ্যে কালিকট কোচীন এবং ত্রিবাঙ্কুর আছে। ত্রিবাঙ্কুর ভারতবর্ষের শেষ ভাগ। পূর্ব্বে নীলাচল, পশ্চিমে ভারত সমুদ্র, দক্ষিণে সিংহল এবং উত্তরে

কোচীন, এই চতুঃসীমার অন্তর্গত স্থান ত্রিবাঙ্কুর নামে খ্যাত ছিল। ইহার আয়তন ৩১২৬ বর্গ ক্রোশ এবং লোকসংখ্যা ২৩১১৩৭৯, এবং রাজস্ব ৫৩৪৬০০০ টাকা। ত্রিবাঙ্কুর রাজ রাম বর্ম্মার বয়ঃক্রম ৪৫ বৎসর। তিনি ইংরাজি সংস্কৃত, মহারাষ্ট্রীয়, তামিল, মলয়লম এবং হিন্দীভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন। বিখ্যাত সার মাধবরাও ইহাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন। ত্রিবাঙ্কুরের শাসন প্রণালী অনেকাংশে ইংরাজ রাজ্যের তুল্য, আরও সুখের এই,—মহারাজ রাম বর্ম্মা ইংরাজ শাসন প্রণালীর দোষভাগ গুলি পরিত্যাগ করিয়া গুণভাগ গুলি গ্রহণ করিয়াছেন, তজ্জন্য প্রজাগণ আরও সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। বিচারালয়, বিদ্যালয় কারাগার, দাতব্য চিকিৎসালয়, সদাব্রত প্রভৃতি সার্ব্বজনীয় সৎকার্য্য গুলি বিলক্ষণ সুপ্রণালীতে সম্পাদিত হয়। প্রজাগণ যাহাতে গ্রাসাচ্ছাদনের কোন কষ্ট না পায়, রাজা তৎপ্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। রাজ কর অতি সামান্য, তথায় দরিদ্রতা একেবারে নাই বলিলে হয়। অধিকাংশ রাজস্বই ভূমি হইতে সংগৃহীত হয়। তথাকার ভূমির [illegible] শ্রেণী আছে যথা,—দেবাশ্রম, ব্রহ্মাশ্রম এবং সরকারি ভূমি। যাহার উপস্বত্ব দেব সেবায় ও সদাব্রতে ব্যয়িত হয়, তাহাই দেবাশ্রম; পরশুরাম কৃত সমুদ্রোত্থিত ভূমিকে ব্রহ্মাশ্রম বলে, উহা বঙ্গদেশের ঠিক ব্রহ্মোত্তর ভূমির সদৃশ। ব্রাহ্মণেরা ঐ ভূমি স্বয়ং নিষ্কর ভোগ করেন, তজ্জন্য রাজাকে কিছুই রাজস্ব দিতে হয় না। কিন্তু অন্য জাতিকে বিক্রয় করিলে সে ব্রাহ্মণের ন্যায় স্বত্ববান্ হইতে পায় না, তাহাকে রাজস্ব দিতে হয়। কিন্তু সে রাজস্ব সামান্য মাত্র। অবশিষ্ট ভূমি রাজ ভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ, কৃষকেরা তাহাতে কর্ষণ করে। ভূমিতে প্রজাদিগের চিরস্থায়ী স্বত্ব আছে, রাজা কেবল তাহার করের অধিকারী। তিনি প্রজাদিগকে কখন ভিটা বিচ্যুত করেন না এবং মনে করিলেও তাহা করিতে পারেন না। ত্রিবাঙ্কুর রাজস্বের নিয়ম প্রজার পক্ষে অতি সুগম ও সুখকর। প্রতি বিঘায় বপন করিবার নিমিত্ত যত বীজের প্রয়োজন হয়, ঠিক তাহার তিন গুণ নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যেই রাজস্ব সংগৃহীত হয়, নগদ টাকায় খাজনা প্রায় গৃহীত হয় না। সুতরাং খাজনা দিতে প্রজাদিগের কিছুমাত্র কষ্ট নাই। ইংরাজ শাসনাধীনে নগদ টাকায় খাজনা গৃহীত হইয়া থাকে, এ প্রথা প্রজার পক্ষে যার পর নাই কষ্টকর। কারণ যে বৎসর শস্য না জন্মিল সে বৎসর প্রজার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইয়া পড়িল; যে রাজস্ব নির্দ্ধারিত আছে, কিছুতেই তাহার অন্যথা ঘটিবে না। কিন্তু কৃষকের কি দুর্দ্দৈব দেখুন, তাহার খাজনা লাগিল, চাসের নিমিত্ত অর্থ ব্যয় করিতে হইল অথচ ক্ষেত্রের উপস্বত্ব পাইল না। এদেশে সুচারুরূপ ফসল জন্মে না, তজ্জন্য কৃষকলোক নির্ধন হইয়া পড়িতেছে।

ত্রিবাঙ্কুরের প্রজাগণ পরম সুখী। শস্য উৎপন্ন না হইলে তৎক্ষণাৎ রাজস্ব ক্ষমা করা হয়। প্রজাদিগের কষ্ট উপস্থিত হইলে রাজসংসার হইতে ধান্য দিয়া আনুকূল্য করা হয়। রাজস্বের অধিকাংশ ধান্যই পথে পথে সংগৃহীত হয়, এবং সদাব্রতে ব্যয়িত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, পথিক, বিদেশী, দুঃখী, অন্ধ, খঞ্জ, প্রভৃতি সকলেই ঐ সদাব্রত হইতে খাদ্য দ্রব্য পায়। সে রাজপথের স্থানে স্থানে তদুপযোগী ভোজ্য দ্রব্য সঞ্চিত থাকে।

[illegible] নানাবিধ মসলা দ্রব্য উৎপন্ন হয়। আমরা যে সমস্ত গোলমরিচ এলাচি, জায়ফল, [illegible] ও লবঙ্গ ব্যবহার করি, তাহার অধিকাংশই ত্রিবাঙ্কুর হইতে অধিগত হয়। পূর্ব্বে এলাচি জঙ্গলেই স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইত, এক্ষণে উহার চাস আরম্ভ হইয়াছে। ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা প্রথমে ত্রিবাঙ্কুরে আসিয়া আঞ্জেঙ্গ নামক স্থানে ব্যবসায়ের কুঠি স্থাপন করেন। ১৭৫৬ সালে যখন মাদুরা ও তিনেবেলীর মুসলমান এবং পালিগারেরা ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, তৎকালে ত্রিবাঙ্কুরের রাজা ইংরাজদের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তৎপরে হাইদার আলি এবং টিপু সুলতানের সঙ্গে সংগ্রামের কালেও তিনি ইংরাজদের পক্ষ হন। ১৭৯২ সালে টিপু সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধ পরিসমাপ্ত হইলে, ইংরাজেরা অর্থ লোভে অন্যায় এবং ত্রিবাঙ্কুর রাজের উপকার বিস্মৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে ঐ রাজ্যে অধিকার বিস্তার করিতে যত্নবান্ হইয়া উঠিলেন। ১৭৯৩ সালে কর স্বরূপ সরিচ দিবার নিমিত্ত রাজাকে বাধ্য করিয়া ফেলিলেন। ১৭৯৫ সালে ইংরাজদিগের তিন পল্টন সৈন্যের ব্যয় দিবার জন্য রাজাকে স্বীকৃত করিলেন। ১৮০৫ সালে আবার আর এক পল্টন সৈন্যের ব্যয় দিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিলেন। রাজা কি করিবেন, কিছুতেই কহিলেও তাঁহারা সদ্ভাব রক্ষা করেন না, উপকার করিলেও কৃতজ্ঞতা নাই; কেবল স্বীয় লাভের প্রতি তীব্র দৃষ্টি, অনুরোধ না রক্ষা করিলে সর্ব্বনাশ, সুতরাং তাঁহাদের অন্যায় ও অসঙ্গত প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন, কিন্তু এই খানেই অন্যায় অত্যাচারের শেষ হইল না, তাঁহারা ঐ টাকা আদায়ের জন্য ক্রমে রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে সৈনিক ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত বাৎসরিক ৮০০০০০ আট লক্ষ টাকা কর নির্দ্দিষ্ট হইল। বোধ করি এই সমস্ত কারণেই উত্তেজিত হইয়া ১৮০৮ সালে দেওয়ান বৈলুথম্বি এবং তাঁহার ভ্রাতা বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। দেওয়ানের সঙ্গে ৩০০০০ ত্রিশ হাজার সৈন্য এবং আঠারটী তোপ ছিল, কিন্তু তিনি সংগ্রামে পরাভূত হন। স্বয়ং রাজা বোধ হয় দেওয়ানের মতে পূর্ব্বে সম্মতি দেন নাই, তিনি ইংরাজদের শরণাগত হইলেন। ইংরাজেরা তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন না, কিন্তু আপনাদের ব্যবসায়ের বিলক্ষণ সুবিধা করিয়া লইলেন। পণ্য দ্রব্যের উপর নানাপ্রকার শুল্ক ছিল, তাহা এককালে রহিত করিয়া দিলেন। পূর্ব্বে লবণ, তামাক, গোলমরিচ ও আফিমের ব্যবসায় রাজার নিজস্ব ছিল। ইংরাজেরা তাহা নিজ হস্তগত করিয়া লইলেন, অধিকন্তু স্বয়ং আবার তাহার উপর একটী কর নিশ্চিত করিলেন। গোলমরিচের ব্যবসায়ে পূর্ব্বে রাজার ১৫০০০০ টাকা আয় ছিল, এক্ষণে ৫৫০০০ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তামাক হইতে ১০০০০০০ দশ লক্ষ টাকা আয় ছিল, এক্ষণে নয় লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে লবণের আয় ৫ পাঁচ লক্ষ টাকা ছিল, এক্ষণে ৯৮৮০০০ টাকা। রাজ্যের অপরাপর আয় ব্যয় এইরূপ,—

আয়—

ভূমির রাজস্ব	১৬,৯৩,৬৫১
বিচারালয়	১,৪৪,২৫৮
শুল্ক	৩,৮৭,৯৯৪
আবগারী	১,৩৪,৯৯৬
এলাচি প্রভৃতি	২,২৪,৮৭০
জঙ্গলের কাষ্ঠ	১,০১,৭১০
কোম্পানির কাগজের সুদ	১,০৬,৬৭৭
বাকি খাজনা আদায়	২৭,৬৬৪
বিবিধ	৬,২৯,৮০৭

ব্যয়—

দেবাশ্রম	৫,৭৩,২৫১
সদাব্রত	৩,০৯,৬৪৪
রাজ সংসার	৫,৪১,৯৩০
বিচারালয়	৭,১১,১৫০
পুলিস	১,৪২,৪১১
সৈন্য	১,৫৫,৯০৫
হস্তী ও অশ্ব	৬৬,২৫১
বিদ্যালয়	১,১৪,৩৪৬
চিকিৎসালয়	১,৪৫,৪৮০
পেন্সান	২,৩৫,০২৯
পূর্ত্তকার্য্য	১০,১৫,৯১৯
মাস্থল	৩,৭৮,০০৮
কর	৮,১০,৫৫১
বিবিধ	২,০১,১০২

ত্রিবাঙ্কুরের অবস্থা অতি উত্তমই বলিতে হইবে। পূর্ব্ব হইতে যদি ইংরাজেরা উহার গর্ভে প্রবিষ্ট না হইতেন, তবে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অবস্থা আমরা

আরও উন্নত দেখিতে পাইতাম। কিন্তু সে গত অনুশোচনায় কিছুই ফল নাই, ভারতবর্ষের যথাসর্ব্বস্ব দিন দিন কৌশলের দ্বারা ইংলণ্ডের উদরসাৎ হইবে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। ত্রিবাঙ্কুর কোন অপরাধ করেন নাই, বরং বিপদ কালে মিত্রতাই করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিবার নিমিত্ত যত্ন। হাইদ্রাবাদেরও ঠিক ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। ফলতঃ ব্রিটিশ রাজ্যের শাসনপ্রণালীর গূঢ় অভিসন্ধি সকল সময়ে বুঝিতে পারা যায় না; পরিণামে কেবল ঘোর অনিষ্ট দেখা যায়।

একটী নূতন বিধির আবশ্যকতা।

অন্যায় অত্যাচারাদির প্রতিবিধানের নিমিত্তই নূতন বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। লোকসমাজে যদি কোন প্রকার অত্যাচারাদি না থাকিত, এক জন অপরের কোন অনিষ্ট না করিত, সকলেই সুপ্রণালীতে থাকিত, তবে কোন প্রকার বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি, সুতরাং স্বতই তাহারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। কেহ অন্যের উপকার করিতেছে, কেহ আবার অপকার করিতেছে; কেহ অকাতরে নিজের সর্ব্বস্ব বিতরণ করিতেছে, কেহ অন্যের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে; কেহ দুর্ব্বলের প্রাণ রক্ষা করিতেছে, কেহ দুর্ব্বলের প্রাণনাশ করিতেছে। সংসারে এইরূপ বিপরীত ভাবাপন্ন লোকচরিত্র এইরূপ বহু বৈচিত্রে চিত্রিত। লোক সমাজে শান্তি ও সুপ্রণালী রক্ষা করিবার নিমিত্তই রাজার প্রয়োজন, এবং সমস্ত বিচারের ঐকমত্য রক্ষা করিবার জন্য ব্যবস্থাপিত নিয়ম আবশ্যক হয়। যে স্থলে ইচ্ছাই রাজার নিয়ম, ইচ্ছাই রাজার বিচার, সেখানে কিছুমাত্র শৃঙ্খলা থাকে না। তথায় বিস্তর পক্ষপাত ঘটে। সুতরাং একটী সামান্য নিয়ম সেই তৎশ্রেণীর সামান্য অপরাধমাত্রেই খাটিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে অপরাধের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা করিয়া তাহার দণ্ডবিধি ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু কার্য্য, স্থান ও পাত্রভেদে কোন সামান্য বিধি সর্ব্বত্র খাটে না। তজ্জন্য বিশেষ বিধিব্যবস্থারও প্রয়োজন হয়। যেমন, সর্ব্বত্রই দেখুন মজুরের প্রতি কোন বিশেষ বিধি নাই; যাহার ইচ্ছা হইল, সে অন্যের নিকট পরিশ্রম করিল, নিজের বেতন লইল, এতদ্ভিন্ন আর কোন সম্বন্ধ নাই। আমরা গৃহ কর্ম্মে নিত্য কত মজুর খাটাইতেছি, কিন্তু কাহারও নিকট কোন করারপত্র লিখিয়া লই না। কিন্তু চা-ক্ষেত্রের কথা স্বতন্ত্র; চাক্ষেত্র-স্বামীরা অনেক ব্যয় ভূষণ করিয়া দূর হইতে কুলি লইয়া যান; কুলিরা যদি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া কার্য্য স্বীকার করিতে অনিচ্ছু হয়, কিম্বা অপরের প্ররোচনায় হঠাৎ কর্ম্মত্যাগ করে, তবে ক্ষেত্রস্বামীর ঘোর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। তন্নিমিত্ত অবৈধ হইলেও স্বাধীন কুলিদের পায়ে দাসত্বশৃঙ্খল পরাইতে হয়। কার্য্যের গতিকে এ প্রকার বিশেষ নিয়ম না করিলে সংসার চলে না।

আবার আর একটী দৃষ্টান্ত দেখুন, বিশেষ কার্য্যগতিকে রাজপুরুষদিগকে মুদ্রাযন্ত্রসংক্রান্ত আইন ব্যবস্থাপিত করিতে হইয়াছিল। এই বিশেষ আইনটীতে নিগূঢ় বুদ্ধির তাৎপর্য্য দেখুন, যদি সাধারণ সংবাদপত্রের প্রতি এই বিধি ব্যবস্থাপিত হইত, তাহা হইলে ইংরাজ সম্পাদকদিগকেও সঙ্কুচিত করিত। কিন্তু স্বদেশীয় লোকের পক্ষে সে নিয়ম অসহনীয়। যদি এ প্রকার ব্যবস্থা হইত যে, দেশীয় সম্পাদকদিগের প্রতি মুদ্রাযন্ত্রের আইন খাটিবে, তাহা হইলে লোকে বেতন দিয়া নামে ইংরাজ সম্পাদক নিযুক্ত করিতেন; সুতরাং দেশীয় ভাষার প্রতি ঐ বিশেষ বিধি ব্যবস্থাপিত হইল। বিশেষ অভিসন্ধির নিমিত্ত উক্ত বিশেষ নিয়মটী বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। আমরা দেখিতেছি, অনেক কাজেই ঐ প্রকার নূতন নূতন বিশেষ বিধির প্রয়োজন হইতেছে।

পাঠক! জ্ঞাত আছেন, এপর্য্যন্ত ইউরোপীয়দের হস্তে এদেশীয় কত নিরপরাধ ব্যক্তির যে প্রাণ বিনাশ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। নিরন্ন জঠরজ্বালাকাতর অন্নপ্রার্থী কুলি মজুরেরা সাহেবদের নিকটে চাকরী স্বীকার করে। সাহেবেরা তুচ্ছ কারণ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় কুলিদিগকে কীল, লাথী, চড় চাপড়, রুল, ছুরী, ঘুষি মারিয়া তাহাদের প্রাণবধ করেন। আবার বিজ্ঞ চিকিৎসকদিগেরও তাঁহাদের প্রতি সমধিক দৃষ্টি আছে, এপ্রকার মৃতদেহ দোষনেহ প্লীহার বিদীর্ণতা, অন্ত্রে রক্তাধিক্য প্রভৃতি একটী পুরাতন কারণ নির্দ্দেশ করিয়া সকল জ্বালা নির্ব্বাণ করিয়া দেন। এদেশেও ত অনেক দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধে, মোটা মোটা লাঠি সোঁটা লইয়া সকলে মারপিট করে, কই,— তাহাতে ত এত প্লীহা ফাটে না? অন্ত্রে ও পাকযন্ত্রে রক্তাধিক্য

লোকের অকস্মাৎ মৃত্যুও ত কখন ঘটে না। কিন্তু সাহেবেরা ছুঁয়েছেন কি অমনি মানুষটা একেবারে মারা গিয়াছে, আর চক্ষু পালটাইতে দেখিতে দেয় না। এমন মারের যমদণ্ড ত কখন দেখি নাই! হবে না কেন, বিয়ার-বীফ খেকো বজ্রমুষ্টি, শাক ভাতের শরীরে কি সহ্য হয়?

পাঠক! আমরা পুরা পূর্ব্ব গত এই শ্রেণীর ঘটনার নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছি না। সম্প্রতি আর একটী নূতন দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। জেমস্ উড নামক জনৈক সৈনিক পুরুষ উক্ত চলনসহি অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি একজন পাখা টানিবার কুলির প্রাণ বধ করেন। অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিতে হয় নাই, মুষ্টিপ্রহারেই কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে! পাটনার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মকদ্দমা রুজু হয়। বিচারে অপরাধীর কোন দণ্ড হয় নাই, এ কথা লিখিলে সোমপ্রকাশের দুছত্র বৃথা নষ্ট করা হয়,— পাঠকের তাহা ত জানাই আছে। আবার মৃত দেহ পরীক্ষা করিয়া শ্রীযুক্ত সিবিল সার্জ্জন বাহাদুর কি নিশ্চিত করিয়াছেন তাহা লিখিলে কেবল পুরাতন কথার উল্লেখ করা হয়। তবু বলিতেছি—সার্জ্জন মেজর সাহেব বিশেষ পরীক্ষার পর স্থির করিলেন, মৃত ব্যক্তির পূর্ব্ব হইতে পাকযন্ত্রের এবং অন্ত্রের রক্তাধিক্য পীড়া ছিল, তাহাই মৃত্যুর সাক্ষাৎ কারণ। আমরা ত জানি, আঘাত লাগিলেই ঐ সকল স্থানে রক্তাধিক্য হয়, এবং তাহাতে মনুষ্যের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু সার্জ্জন মেজরের সমীপে আমাদের কোন কথা বলা শোভা পায় না। যাহা হউক, এ প্রকার প্রহারে অনেকগুলি দেশীয় লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে এটী এক প্রকার চলনসহি ঘটনার মধ্যে গণ্য হইয়াছে। সাহেবেরা স্পর্শ করিলেই সুস্থ শরীরে নানা রোগ আসিয়া ঘটে এবং তাহাতে ভারতবাসীদের মৃত্যু হয়, শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এখন ইহা নিশ্চিত করিয়াছেন। যেমন ম্যালেরিয়ায় প্লীহার বৃদ্ধি হয়, বজ্রাঘাতে কখন কখন মৃত্যু হয়, তেমন সাহেবেরা স্পর্শ করিলে এদেশীয় লোকের প্লীহা বিদীর্ণ হয়, অন্ত্রাদিতে রক্তাধিক্য হয় এবং শীঘ্র মৃত্যু হয়, তাহাও সকলে নিশ্চিত করিতে পারিয়াছেন। অনেক দোষদোষ মানুষের অভিজ্ঞতা জন্মে। এ প্রকার ঘটনা অনেক ঘটিয়া গিয়াছে,—অতএব অভিজ্ঞতা জন্মিবে না কেন?

এখন আমরা বলিতেছি, গবর্ণমেণ্ট বিচার করিয়া দেখুন, ইহার প্রতিকারের উপায় কি? এপ্রকার অত্যাচারকে আর আমরা কাদাচিৎ ঘটনা বলিতে পারি না, ঘটিতে লাগিল, অতএব ইহার প্রতিবিধান নিমিত্ত কোন উপায় না করিলে কিছুতেই আর নিস্তার নাই। গবর্ণমেণ্টের কোন ক্রমে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত হয় না, এ ঘটনা আর উপেক্ষণীয় নহে। সত্বর একটী বিশেষ বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু কি উপায় দ্বারা অত্যাচারীর উৎপীড়ন হইতে দেশীয় জনগণ প্রাণী সকলের জীবন রক্ষা পাইতে পারে? ইহার কোন উপায় নাই যে, এমন কথা বলা যায় না। স্বজাতি বলিয়া রাজপুরুষেরা যেমন পক্ষপাত করিয়া আসিতেছেন, যদি সে ভাব পরিত্যাগ করেন, তবে অনেক বিস্তর

উপর আছে। বিবেচনা করুন, একজন অশ্বারোহের পক্ষে চপেটাঘাত কিছুই নয়—কেবল ফুলবাণ মাত্র, কিন্তু সদ্যঃপ্রসূত শিশুর পক্ষে তাহা [illegible] হস্তীর পক্ষে অঙ্গুলির নিষ্পীড়ন কিছুই [illegible] কিন্তু মক্ষিকার পক্ষে তাহা মহাপ্রলয়; তদ্রূপ লাথি, ঘুসি, কিল, চাপড় প্রভৃতি দৃঢ়কায় ইংরাজদের অঙ্গেই শোভা পায়, ক্ষীণপ্রাণী ভারতবাসীর পক্ষে তাহা জীবন নাশক। তোপের গোলায় ইংরাজদের দেহের যে ক্ষতি করে, অঙ্গুলির প্রহারে এতদ্দেশীয় লোকের সেই ক্ষতি হয়। আমাদের এ প্রকার নির্দ্দেশকে কেহ অত্যুক্তি বলিবেন যে, সে যোটী নাই,—আমরা তাহার লক্ষ লক্ষ প্রমাণ দিতে পারিব। অতএব ইংরাজকে গোলা করিলে যে শাস্তি বিধান হইতে পারে, এতদ্দেশীয় লোককে অঙ্গুলি প্রহার করিলে সেই শাস্তির বিধান হউক। ইংরাজকে গুলি করিলে যে দণ্ড হয়, এতদ্দেশীয় ব্যক্তিকে ধনকাইলে সেই গুরুতর দণ্ড হউক, নতুবা চিরকগ্ন ক্ষীণপ্রাণী ব্যক্তির আর বাঁচিবার উপায় নাই। সভ্য ইউরোপে নানা স্থানীয় অসহায় জাতির জীবন রক্ষার নিমিত্ত এক একটী সভা আছে, কিন্তু চিরকগ্ন ক্ষীণপ্রাণীদের কি কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই? লর্ড রিপণ নিতান্ত ভাল। ভাল মানুষের মত এক একটী কার্য্য করা চাই। বড় বড় রাজপুরুষদিগের সম্মুখে নিত্য এ প্রকার নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিতে থাকিবে তাঁহারা চক্ষুরুন্মীলন করিবেন না, অথচ কাকে কাকে ন্যায়পরায়ণ প্রজাবৎসল লোকহিতৈষী প্রভৃতি নামে নিনাদিত গ্রন্থে আয়তনযুক্ত বিশেষণবিশিষ্ট সুখ্যাতির বাহাদুরী লইয়া যাইবেন, আমরা তাহা ভাবিনা। স্বদেশীয় লোকের হস্তে জয়োদ্‌ঘোষণের ভেরী দিলে কি হইবে, সুখ্যাতি লইতে ইচ্ছা থাকে, তবে আমাদিগকে বাঁচাইতে হইবে।

অত্যাচার নিবারণের আমরা যে উপায় নিশ্চিত করিলাম তৎপাঠে ইংরাজ রাজপুরুষেরা উপহাস করিতে পারেন। বাস্তবিক ঐ যুক্তিটী উপহাসের যোগ্য নহে। যদি আমাদিগকে মানুষ বলিয়া না দয়া করেন, কিন্তু কার্য্যোপযোগী জীব বলিয়াও কিছু দয়া করিতে হয়। তবে এ নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই কেন? আমরা অনুরোধ করি, ভারতহিতৈষিণী কলিকাতার ভারতসভা এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এ সম্বন্ধে একটী সভা করিয়া মহামান্য গবর্ণর জেনারলের নিকট এক খানি আবেদন পত্র প্রেরণ করুন। দেশীয় লোকের প্রতি সাহেবদের আচরণ সম্বন্ধে কোন বিশেষ আইন বিধিবদ্ধ না করিলে দরিদ্র লোকের আর নিস্তার নাই। কিন্তু দরিদ্র লোকেরা মূক; বিপত্তিতে পড়িলে তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইবে তবু বাক্য স্ফূরিত হইবে না। অতএব সুশিক্ষিত সম্প্রদায় দ্বারা তাহাদের জীবন রক্ষার কোন প্রকার উপায় নিশ্চিত না হইলে নিস্তার নাই।

মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে দেশীয় লোকদিগের একটী কর্ত্তব্য।

আমাদের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা তত্রত্য মিউনিসিপালিটীর ১৮৮১।৮২ অব্দের আয় ব্যয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া যে এক খানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা আজ আমাদের মনে একটী নূতন ভাবের উদয় করিয়া দিতেছে। শান্তিপুরের বার্ষিক আয় ষোল হাজার পঞ্চাশ টাকা, ইহার মধ্য হইতে রাস্তা ঘাট প্রভৃতির বার্ষিক ব্যয় দুই হাজার টাকা মাত্র। একা পুলিস ছয় হাজার নয় শত পইত্রিশ টাকা গ্রাস করেন। শান্তিপুর এতবড় একটা নগর, তাহার রাস্তা ঘাট প্রভৃতিতে দুই হাজার টাকা ব্যয়। ইহাতে নগরের স্বাস্থ্যরক্ষার বা কি উপায় হইবে, নগরের শ্রী ছাঁদইবা কি হইবে। সকল মিউনিসিপালিটীরই এই অবস্থা। এ অবস্থার সংশোধনের কি উপায় নাই? আছে। আমাদের আলস্য ও অনুৎসাহ কেবল সে উপায় অবলম্বন করিতে দেয় না। আমরা যদি আমাদের গ্রামগুলির মিউনিসিপাল কর্ত্তব্য সমুদায় কার্য্যের ভার স্বয়ং গ্রহণ করি, এত টাকা বাজে ব্যয় হয় না। পক্ষান্তরে গ্রামগুলির যথাবিধি শোভা ও স্বাস্থ্য সম্পন্ন হয়, অথচ বর্ত্তমান প্রণালীতে মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বলিয়া যে ভাণ করা হয়, তাহা ভাণমাত্র, ইহাতে তুলা পরাধীনতা নাই বলিলে হয়। যিনি সভাপতি তিনি এক জন রাজকর্ম্মচারী তাঁহার অমতে কোন কাজই হয় না। কমিশনরদিগকে তাঁহার ধামাধরা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু আমরা যে প্রস্তাব করিতেছি, তাহাতে এ প্রকার অকটিকর বন্ধন থাকিবে না। গ্রামের লোকেরাই সমস্ত কর্ত্তা হইবেন। তাঁহারা রাত্রিকালে গ্রাম রক্ষার্থে কনষ্টেবল নিযুক্ত করিবেন। গ্রামের মঙ্গলার্থে যেখানে যে কাজ আবশ্যক, তাহা করাইবেন। এইরূপে তাঁহারা কমিটী করিয়া সকল কাজই করিবেন, কেবল জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকটে বার্ষিক রিপোর্ট দিবেন এই মাত্র। স্থানীয় বিচারপতিরা বার্ষিক পরিভ্রমণ কালে এক একবার গ্রামগুলি দেখিয়া যাইবেন। যেখানে যে বিষয়ের অভাব বা দোষ বোধ হইবে, তাঁহারা তাহা কমিটীকে জানাইয়া যাইবেন। কেবল স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কমিটীর হস্তে টাকা আদায়ের আইনসিদ্ধ ক্ষমতা দিবেন। এরূপ ব্যবস্থা হইলে যাবতীয় বাজে খরচ বাঁচিয়া যাইবে, তত কর দিতে হইবে না, অথচ কাজ উৎকৃষ্ট হইবে। আর যদি কর অধিক দেওয়া আবশ্যক হয়, কাজ অধিক হইবে সন্দেহ নাই। এখন মফস্বলের পোষ্ট আফিস সকলে সেভিংব্যাঙ্ক হইতে চলিল, সেখানে টাকা জমা রাখিয়া প্রয়োজন মত খরচ করিলে এবং কমিটী মাসে মাসে আয় ব্যয় দর্শন করিলে টাকা বৃথা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। এ ব্যবস্থায় মিউনিসিপালিটীর কত টাকা বাঁচিবার যে সম্ভাবনা আছে, আমরা তাহার একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। শান্তিপুরের পুলিসের ব্যয় প্রায় ৭ হাজার টাকা, কিন্তু যদি গ্রামবাসিরা কমিটী করিয়া কার্য্য চালান, তাঁহারা এক হাজার টাকা বার্ষিক ব্যয়ে পুলিসের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। এইরূপ সকল বিষয়েরই ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া কমিটী যাবতীয় আয় নগরবাসিদিগের কল্যাণার্থ ব্যয় করিতে পারেন।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই, যে যে স্থানে মিউনিসিপালিটী হইয়াছে, তত্তৎ স্থানের অধিবাসিরা আমাদের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টে আবেদন করেন এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ও ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন সভা এ বিষয়ের প্রার্থনা করিয়া আবেদনকারী মিউনিসিপাল গ্রামবাসিদিগের সাহায্যদান করেন। পত্রখানি এই:—

"আমাদের মিউনিসিপাটীর বার্ষিক (১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দের) আয় ষোল হাজার পঞ্চাশ টাকা। এই টাকা হইতে স্থানীয় পুলিসের ব্যয় বাবদী মিউনিসিপালিটীকে প্রতি বৎসর ছয় হাজার নয় শত পৌঁত্রিশ টাকা আট আনা প্রদান করিতে হয়, কিন্তু মিউনিসিপাল কমিশনর বাবুদের পুলিসের উপর কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার নাই; তবে মধ্যে মধ্যে পুলিষ যে দুই একটী মিউনিসিপাল মকদ্দমা বিচারার্থ পাঠাইয়া দেন, তাহা তাঁহারা ঘরের খাইয়া বনের মহিষ চরানের ন্যায় করিয়া থাকেন এবং কখন কখন কঞ্জারভেন্সী সংক্রান্ত মকদ্দমার বিচার করিয়া করদাতৃগণের বিরাগভাজন হন। মিউনিসিপাল পুলিষ মিউনিসিপালিটীর প্রতিপাল্য, কিন্তু উহা ডিষ্ট্রীক্ট পুলিষ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ভিন্ন অন্য কাহারও অধীন নহে। ইহাকেই না বলে "যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দৈ"?

আমাদের মিউনিসিপালিটীর নিজ আফিসের বার্ষিক ব্যয় দুই হাজার এক শত চুয়ান্ন টাকা। কর আদায়ী সরকারগণের বেতন বার্ষিক ছয় শত যাইট টাকা। মিউনিসিপাল হিসাবাদি অডিট বাবদী ব্যয় বার্ষিক এক শত ষাইট টাকা। কঞ্জারভেন্সী ব্যয় বার্ষিক পাঁচ শত পঞ্চাশ টাকা। রাস্তা

হাজরী জন প্রতি যোগাযোগ করিলেন। গ্লাডষ্টোন সাহেব গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করিলেন, তিনি উচ্চভাবে লাণ্ড কমিশনের সমর্থন করিলেন, এবং বলিলেন বিনা পক্ষপাতে লাণ্ড আক্ট অনুসারে কার্য্য করা হইয়াছে। তিনি পার্ণেলকে বিশেষরূপে দূষিত করিলেন, অতঃপর বাদানুবাদ বন্ধ রহিল।

ডাক্তরেরা বিশ্রাম ও পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দেওয়াতে ইংলণ্ডেশ্বরী মার্চ্চ মাসে মেণ্টোন নামক স্থানে গমন করিবেন।

লণ্ডন ৯ ই ফেব্রুয়ারি। আবেরডীন আলবানিয়াঙ্ক টাইমস্ সংবাদের পত্র প্রেরকের প্রাণদণ্ড করিয়াছে।

টুকলডের সংবাদ এই, গোয়েবেরা কনভেনসন সভা নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া মণ্টাসনার সম্পাদকে আক্রমণ করিয়াছেন। [illegible] পরাজিত হইয়াছে, তথাপি অন্যান্য যুদ্ধ হইতেছে।

রুশিয়ায় ইহুদিদিগের প্রতি যে অত্যাচার হইতেছে তৎসংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে গ্লাডষ্টোন সাহেব দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিয়াছেন জাতীয় নিয়মাধীনে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আর কিছু করিতে পারেন না তবে যদি কোন প্রকার উপস্থিত হয় তাহারই মধ্যস্থতা করিতে পারেন।

বিবিধ সংবাদ।

ছোট আদালত সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্যের যেরূপ সংশোধন হইয়াছে, তাহাতে এটর্ণি ও জেলা কোর্টের উকীলগণ ছোট আদালতের ৫ টী সহস্র টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু উক্ত আদালতের উকীলদিগকে সে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে আগ্রার যে সকল বালক কালেজে অধ্যয়ন করে, তাহাদিগের প্রত্যেককে শিক্ষাদানের জন্য গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক ১৬১০ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

সম্প্রতি ফিরোজপুরে আবার এক জন সৈনিক পুরুষ এদেশীয় এক ব্যক্তিকে আহত করিয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতির বাচস্পত্য নামক অভিধানের সাহায্যার্থ বিজয়নগ্রামের মহারাজ ৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন ও ৫০ খণ্ড পুস্তকের গ্রাহক হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ১ শত খণ্ড পুস্তক লইবেন ও ২০ হাজার টাকা দিবেন বলিয়া স্বীকার করাতেই এই মহৎ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

সুলতান টিউনিসের বে কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ফরাসীদের বিপক্ষ দলের দলপতিকে তৎপদ প্রদানের কল্পনা করিতেছেন।

গত ৬ ই ফেব্রুয়ারি শনিবার সন্ধ্যার সময়ে কলিকাতার স্পেন্সেস হোটেলের নিকট দিয়া ঘোড়াইবানা একজন ধনী নবাবপুত্র গাড়ী করিয়া যাইতেছিলেন এবং একজন সিবিলিয়ানও একখানি টাণ্ডমে আরোহণ করিয়া অপর দিক হইতে আসিতেছিলেন। এমন সময়ে ট্রামওয়ের গাড়িও তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। এতদ্দর্শনে উভয়েই গাড়ি থামাইয়া দাঁড়ান। ট্রামগাড়ি চলিয়া যাইলে সাহেব যখন বগীর পার্শ্ব দিয়া যান, সেই সময়ে বগীস্থ পার্শীকে কশাঘাত করিয়াছিলেন। পার্শী চীৎকার করাতে সাহেব টাণ্ডম হইতে অবতীর্ণ হইয়া উপর্য্যুপরি কয়েকবার চাবুক মারিয়া চলিয়া যান। এই ঘটনা পুলিষ আপীসের দ্বারে হইয়াছিল। পুলিষ কর্ম্মচারীরাও দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিয়াছিলেন। সাহেব বাজার জাতি, তাহার অধিক স্পর্দ্ধা হইবারই কথা।

আগামী ২০ এ ফেব্রুয়ারি এটর্ণি পরীক্ষা হইবে। এবার ৯ জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইবে। ইহাদিগের মধ্যে ৮ জন দেশীয় ও এক জন ইউরোপীয়।

সাহাবাদ জেলার চর্ম্মকারেরা এক নূতন উপায়ে গোহত্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ব্বে ইহারা চর্ম্মের লোভে গরুকে সেঁকো বিষ খাওয়াইত এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে কারজারি নামক এক প্রকার বিষাক্ত ফল গুঁড়া করিয়া ছুচের ন্যায় প্রস্তুত করে এবং তদ্দ্বারা গোগাত্রে বিদ্ধ করিয়া রক্তের সহিত সংযোগ করিয়া দেয় পরক্ষণেই গরু প্রাণত্যাগ করে।

কুচবেহারের মহারাজের অভিষেকোৎসব উপলক্ষে ধুম পড়িয়া গিয়াছে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ক্রমে গিয়া উপস্থিত হইতেছেন।

মহারাষ্ট্রীয় ও কাইসারি নামক সংবাদপত্রে কোলাপুরের নিন্দা সূচক পত্র প্রকাশিত হওয়াতে কর্তৃপক্ষ তাঁহাদিগের নামে অভিযোগ করিয়াছেন। এলফিন্‌ষ্টোন কালেজের ছাত্রেরা সম্পাদকদিগের সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন।

সার চার্লস এচিসন বর্ত্তমান মাসের ২৪ এ লণ্ডন পরিত্যাগ করিবেন ইনি পঞ্জাবের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হইয়া আসিতেছেন।

বোম্বাইয়ের দেশীয় বণিক-সভা তত্রত্য গবর্ণর সার জেমস ফার্গুসনের স্ত্রী-বিয়োগ হওয়াতে শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিকট এক অভিনন্দন প্রেরণ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে দেশীয় শিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা এক খানি অভিনন্দন দিয়াছেন এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ও ইহাতে তাঁহাদিগের সমদুঃখদুঃখতা প্রকাশ করিয়াছেন। এপত্নী যে অত্যন্ত হিতৈষিণী ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এটী বোম্বাইয়ে আমরা এই প্রথম দেখিলাম।

কয়া নামক বাগানের এক জন ইউরেশীয় বেলওয়ে কর্ম্মচারী ২ রা ফেব্রুয়ারি এক জন দেশীয় লোকের সহিত বিবাদ করিয়া তাহাকে গুলি করিয়া বধ করে। অপর দুই জন দেশীয় লোক তথায় উপস্থিত ছিল তাহারা এতদ্দর্শনে কলরব করিবার চেষ্টা পায়। ইহাতে কয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করে কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। অবশেষে পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে।

বোলপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন বোলপুর, সাঁকুলিপুর, মঙ্গলকোট এই, কয়েকটী থানার সন্নিকটে বিসূচিকা রোগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কোন কোন গ্রাম জনশূন্য প্রায় হইতে বসিয়াছে। আমাদের দয়াবান্ গবর্ণমেণ্ট এ সময়ে এই অনাথ দুঃখীদিগের প্রাণ রক্ষার কি ব্যবস্থা করিতেছেন ?

বারাকপুর থানার এলাকাধীন তেবরীয়া নামক গ্রামের কাঁচা রাস্তাগুলি ৭। ৮ বৎসর হইল প্রস্তুত হইয়াছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে উহা ২। ১ বার মাত্র স্থানে স্থানে যৎসামান্যরূপ মেরামত হইয়াছিল। এ নিমিত্ত ক্রমে ক্রমে উহার অবস্থা এরূপ মন্দ হইয়া উঠিয়াছে যে, গত বর্ষায় উহার অনেক স্থানে দেড় হাত দুহাত পর্য্যন্ত জল বাঁধিয়াছিল। এরূপ রাস্তায় রাত্রির কথা ছাড়িয়া দাও, দিনের বেলায়ও গাড়ী, গরু, মানুষ, পাল্কী, প্রভৃতির গমনাগমন যে কত কষ্টসাধ্য তাহা সকলেই সহজে বুঝিতে পারিতেছেন। বর্ষাকাল ত দুঃখে কষ্টেই কাটিয়া গেল। কর্তৃপক্ষেরা এই সময় এক বার দুস্থ তেবরীয়ার প্রতি কৃপা নয়নে চাহিলে ভাল হয় না ?

চেতলা গোপাল নগর রোডটীর সম্প্রতি মেরামত আরম্ভ হইয়াছে, ভাল, জিজ্ঞাসা করি, রাস্তা মেরামত বা নূতন প্রস্তুত হইলে, তাহার মধ্যস্থল উভয় পার্শ্ব অপেক্ষা উচ্চ না নিম্ন হয় ? যদি উচ্চ হয়, তবে রীতিমত মেরামত হইতেছে না কেন ? যদি নিম্ন হয় তবে এরূপ মেরামতচ্ছলে করের জন্য প্রজাদিগকে বৃথা কষ্ট দেওয়া হয় কেন ? যদি খেয়ার কড়ি দিয়া ডুবিয়া ডুবিয়াই পার হইতে হইল, তবে আর সে কড়ি ব্যয় কেন ?

ধুবড়ী হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "আমাদের গৌরীপুরে এবার অগ্নিদেবের প্রচণ্ড প্রতাপ প্রদর্শন করিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছি। ২০ এ মাঘ রাত্রি এক ঘটিকার সময় বাজারে অগ্নি প্রবেশ করিয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ২৯। ৩০ খানি গৃহ একবারে উদর সাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাতে প্রায় ৪০। ৫০ হাজার টাকার দ্রব্যাদি ভস্মসাৎ হইয়াছে। তৎপরদিবস ও রজনীযোগে অগ্নি লাগিয়া ২৫। ২৬ হাজার টাকার জিনিস ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

পূর্ণিয়া জেলার জমিদারেরা প্রজার নিকট হইতে ছয় সাত ও আট আনা রোডসেস্ ও পবলিক ওয়ার্ক সেস্ আদায় করাতে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট একটী রেজলিউসন করিয়াছেন।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহার মিট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনে ল-ক্লাস খুলিবার জন্য সিণ্ডিকেটের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

আগামী ২৭ এ মার্চ্চ সোমবার হইতে শিয়ালদহ মেডিকাল স্কুলে কম্পাউণ্ডার দিগের পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

বগুড়ার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সার্প সাহেবের সহিত তত্রত্য ব্রহ্মসংকীর্ত্তনকারিদিগের যে গোলযোগ হয়, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি ফোসেস কক্‌রেন সাহেবের লিখিত তৎসংক্রান্ত একখানি পত্র প্রচারিত হইয়াছে। অসময়ে ঐ খানি আমাদিগের হস্তগত হওয়াতে উহার বিশেষ বৃত্তান্ত ও আমাদিগের মতামত পাঠকগণের গোচর করিতে পারিলাম না। স্থূল কথা এই, ঢোঁড়া হইয়া গিয়াছে।

বোলপুরে গোবসন্তেরও ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। রাণাঘাটের ভূতপূর্ব্ব সবইনেস্পেক্টার বাবু শ্রীরাম সরকার বোলপুর থানার ভার প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন। ইনিই রাণাঘাটের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুর বিষনয়নে পতিত হইয়া অনেক কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। ইনি এক জন কার্য্য দক্ষ ও সৎস্বভাবান্বিত বলিয়াই স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

বোলপুরের মহাজনদিগকে কলিকাতায় চাউল চালান দিতে হইলে যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করিতে হয়। ৫। ৭ দিবস মাল রেল গুদামে না রাখিলে আর এক খানি ট্রেণ পাওয়া যায় না। আমরা আশা করি রেল ওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের একবার এখানকার মহাজনদিগের দুরবস্থা দর্শন ও মোচন করিয়া সাধারণকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেন।

এখানে বারইয়ারি পূজা উপলক্ষে মহাজনেরা যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, তামসিক আমোদে এই টাকাগুলি ব্যয় না করিয়া যদি সেই অর্থ দ্বারা অনাথ বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে কি তাহাতে অধিকতর ফল লাভের আশা নাই? আমাদের দেশে বারইয়ারি পূজা উপলক্ষে তামসিক আমোদে যে টাকা ব্যয় হয়, তদ্দ্বারা বেশ একটী কাপড়ের কল অনায়াসে হইতে পারে।

বগুড়ার মাজিষ্ট্রেট সার্প নামে যেমন, কর্ম্মেও তেমনি দেখা যাইতেছে। তাঁহার ধাবে মাছি কাটে বলিলেই হয়। তিনি ব্রাহ্মসংকীর্ত্তনকারীদিগের যথেষ্ট অপমান করিলেন, আবার নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্নও হইলেন। লর্ড উইলিক ব্রাউন ইহার অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিলেন। তিনি সাক্ষ্য লইয়া তাঁহাকে দোষী বোধ করেন নাই। কিন্তু সাক্ষ্য যেরূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহা একটু বিবেচনা সহকারে বিচার করিলে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বলিয়া স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। যাহা হউক, বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য বশতই হউক অথবা অন্য কোন বিশেষ কারণ আছে বলিয়াই হউক শ্রীমন্ত বাবুর সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ ডবলু ককব্যান (ইনি ছুটী লইয়াছেন) গয়া সদর ষ্টেষণে রহিলেন।

ই, টি লইড উড়িষ্যা বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন কিন্তু কটক সদর ষ্টেষণে রহিলেন।

পূর্ণিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ ৩ মাস বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

নদীয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু নবীনকৃষ্ণ সরকার, নওয়াখালীর প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ পাল ও নওয়াখালীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রজনীকুমার দত্ত ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

কটকের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রীক্ট সেসন জজ ওয়ার্গান সাহেব ১৯ এ ডিসেম্বরের অতিরিক্ত বিদায় আদেশের পর ৬ দিন, ত্রিপুরার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কালীপ্রসন্ন মজুমদার ১ লা হইতে ২১ দিন, হাবড়ার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডবলু এচ পেজ ১ লা মার্চ্চ হইতে দুই মাস ২৪ দিন ও নওয়াখালীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী সৈয়দ ওবেদুল্লা গত ১৩ ই ডিসেম্বরের অতিরিক্ত বিদায় আদেশের পর আবার ২ মাস বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মুঙ্গেরের অন্তর্গত বেগুসরাইয়ের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ম্যাগুইয়ার সাহেব চট্টগ্রামে বদলী হইলেন।

কটকের অন্তর্গত যাজপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ও, টি, ব্যারোর প্রতি ৩১ এ জানুয়ারি যে আদেশ হয়, তাহা রহিত করিয়া তাঁহাকে মুঙ্গেরের অন্তর্গত বেগুসরাইয়ে বদলী করা হইয়াছে।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ডি, আর লায়েল সাহেব কিছু দিনের জন্য ২৪ পরগণার কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

হুগলীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার সি, সি ষ্টিভেন্স কিছু দিনের জন্য ২৪ পরগণার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

বাখরগঞ্জের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ ম্যাকলিন সাহেব ২ রা মার্চ্চ হইতে ৮ মাস বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

২৪ পরগণার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার টি, ডি বিটন বাখরগঞ্জের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ব্রজমোহন রায় ১০ আইন অনুসারে ফরিদপুর জেলায় কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ভাগলপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে পসফোর্ড ৭ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বগুড়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার আর এম, ওয়ালার ১ লা মার্চ্চ হইতে ৬ মাস বিদায় গ্রহণ করিবার আদেশ পাইলেন।

রাজসাহীর অন্তর্গত নাটোরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার গোমিজ সাহেব ৫৫ দিন বিদায় আদেশ প্রাপ্ত হওয়াতে রঙ্গপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার আর, এস গ্রীনসিল্ডস নাটোরের কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগ।

প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক এফ, জে রো অতিরিক্ত ৩ মাস, প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যক্ষ টানি সাহেব আগামী ২৩ এ মার্চ্চ হইতে ২ বৎসর, কৃষ্ণনগর কালেজের প্রতিনিধি অধ্যক্ষ ষ্টাক সাহেব ৬ মাস বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

কটক র্যাভেন্স কালেজের সহকারী অধ্যাপক বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ দাস কৃষ্ণনগর কালেজের অধ্যাপক হইলেন।

হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু ভোলানাথ পাল ১ লা হইতে হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়াছেন।

হিন্দু স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১ লা হইতে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

সারণের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এচ, জি ফৌজদারী আইনের ৫২১ ধারানুসারে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

কটকের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার লইড সাহেব ৩ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু প্রমথনাথ মজঃফরপুরের অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায় হাজিপুরে থাকিবেন।

বাবু পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী বি, এল ময়মনসিংহের মুন্সেফ হইলেন কিন্তু প্রায় ইসলামগঞ্জেই থাকিবেন।

মেদিনীপুরের প্রতিনিধি দ্বিতীয় সবর্ডিনেট জজ বাবু কেদারনাথ মজুমদার ৪ মাস বিদায় প্রাপ্ত হওয়াতে নদীয়ার অন্তর্গত রাণাঘাটের মুন্সেফ বাবু রাজেন্দ্রকুমার বসু মেদিনীপুরের দ্বিতীয় সবর্ডিনেট জজের কার্য্য করিবেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুরের মুন্সেফ বাবু চোরাম মুখোপাধ্যায় অতিরিক্ত ২ মাস ও মাণিকগঞ্জের প্রথম মুন্সেফ বাবু নীলমাধব রায় ৩ মাস বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

হুগলী ২৭ এ মাঘ ১২৮৮।

কয়েক দিন হইল হেমন্ত বিদায় লইয়া গেলেন, মলয় মারুত আসিয়া বলিল বসন্ত আসিতেছেন, আবার আজ দুই দিন হইল হিমালয়ের পালিত পবনকে সহায় করিয়া হেমন্ত ফিরিয়া আসিয়াছেন। শঠের প্রকৃতি বোঝা ভার, তবে ভরসা এই দুষ্টের চাতুরী চিরদিন থাকে না।

এখানকার কালেক্টারি, ফৌজদারি ও দেওয়ানী আদালতের গৃহ সমস্ত সংস্কার হইতেছে। মধ্যে প্রায় মাসাবধি দেওয়ানী আদালতটি স্থানছাড়া মান ছাড়া হইয়াছিল, গত কল্য হইতে প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। সব জজের কাছারি উঠিয়া কালেক্টরির নূতন ঘরে বসিয়াছিল। আমাদের হুগলীর ছোট লাট না কি দূর দূর করিয়া আমলাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। শেষটা মিটিয়া গেল। জজ বাহাদুর বড় লোক, তাঁহার অধীনস্থ বাঙ্গালিদিগের ভাবনা কি? আমাদের মত লোক হইলে গাছ তলা সার হইত! পাঠক মহাশয় বোধ হয় ছোট লাট নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিবেন, কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিবেন জেলায় জেলায় এমন কি প্রত্যেক আপীষে, বিদ্যালয়ে, পাড়ায় পাড়ায় ছোট লাট বড় লাট। আমরা বালক কালে জানিতাম, এদেশে একজন বড় সাহেব আছেন। এখন দেখিতেছি বড় সাহেব সকল স্থানে আছেন।

পূর্ব্ব ভারত ও পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের সম্মিলন হইতেছে। হুগলীতে বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে পতাকা উড়িতেছে, সাহেবেরা ছুটাছুটী করিতেছেন। হুল স্থূল ব্যাপার। ভাগীরথীর উপর দিয়া সেতু নির্ম্মাণ হইবে। পূর্ব্ব ভারত বক্র গতিতে (ইংরাজি S আকারে) হুগলীর মধ্য দিয়া

গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্ব বাঙ্গালার সহিত নৈহাটীতে সাক্ষাৎ করিবেন। কাহার উল্লাস, কাহারও সর্ব্বনাশ। যাহাদের বাটী ঘর ভাঙ্গা পড়িবার সম্ভাবনা, তাহারা মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছে। কি বলিব শক্তি নাই, নহিলে মনের সাধে গুণ গাইতাম। বাল্মীকির লেখনীতে হনুমান একটী সেতু বন্ধন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন, আর আমাদের রেলওয়ে কোম্পানী কত সেতু বাঁধিতেছেন, আজ ভারতে বাল্মীকি নাই কে গাইবে?

চুচুড়ার কলেজ এবার বিশেষ যশোলাভ করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষাতেই উৎকৃষ্ট ফল হইয়াছে। ব্রাঞ্চ স্কুলের ফলও নিতান্ত মন্দ নয়, তবে যত দূর আশা ছিল তাহা হয় নাই। অপরাপর বিদ্যালয়গুলি তদ্বৎ। কলেজের বাটী মেরামত হইতেছে, তজ্জন্য কলেজের অধীন স্কুল বিভাগ বারিকে উঠিয়া আসিয়াছে, আর কলেজের শ্রেণীগুলি কষ্টেসৃষ্টে সেই খানেই মাথা গুঁজিয়া আছে।

সরস্বতী পূজা উপলক্ষে ভাটপাড়া গ্রামে ঠাকুর মহাশয়দিগের বাটীতে সে দিন সংস্কৃত বেণীসংহার নাটকাভিনয় হইয়া গিয়াছে। টোলের ছাত্রেরা অভিনেতা। শুনিলাম অভিনয় উত্তম হইয়াছিল, বিশেষতঃ ভীম, দুর্য্যোধন, ও যুধিষ্ঠির সুন্দর হইয়াছিল। ইংরাজি সভ্যতার ঢেউ সর্ব্বত্র লাগিয়াছে।

সুবর্ণপুর ও মোল্লাবেলিয়ার সংবাদ।

"নানাবিধ উৎকট রোগে পল্লীগ্রামগুলি যতই ক্রমশঃ জনশূন্য হইয়া পড়িতেছে, ততই শৃগাল, ব্যাঘ্রাদি, হিংস্র জন্তুর প্রাদুর্ভাব হইতেছে। প্রায় এক মাস হইতে সুবর্ণপুর, জাগুলি ও অন্যান্য স্থানে ব্যাঘ্রের অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। ব্যাঘ্রে অনেকগুলি গোরু ও ছাগল মারিয়া ফেলিয়াছে। মনুষ্যের প্রতি অদ্যাপি কোনরূপ অত্যাচার করে নাই। সুবর্ণপুরের ঢুলিয়ারা (ইতরজাতি বিশেষ) একটী ব্যাঘ্র মারিয়াছে, তথাপি ব্যাঘ্রের উৎপাত কমে নাই। গ্রামগুলি যেরূপ ভীষণ জঙ্গলে আচ্ছন্ন, তাহাতে লোকে যত্ন না করিলে যে ব্যাঘ্র শীঘ্র শীঘ্র ঐ সকল পল্লী পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবে, অথবা প্রাণে বিনষ্ট হইবে তাহার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ম্যালেরিয়াদি দুরন্ত রোগে কাহার এমন ক্ষমতা আছে, যে ভীষণ ব্যাঘ্রের সম্মুখে যাইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিবে? সকলেরই প্রায় "চাচা আপনা বাঁচা" হইয়া পড়িয়াছে। এ অবস্থায় স্থানীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের সহায়তা না পাইলে উপায়ান্তর নাই।

কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে রাণাঘাটের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহাশয় মফস্বল পরিদর্শনে এখানে আসিয়াছিলেন। শুনিলাম তিনি নাকি গ্রামের অবস্থা দেখিয়া ও ব্যাঘ্রের অত্যাচার শুনিয়া জঙ্গল কাটিবার অনুমতি দিয়া গিয়াছেন। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে আমাদিগের উপকার হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। ভীষণ জঙ্গল নিবন্ধন যেমন হিংস্র জন্তুর অত্যাচার বৃদ্ধি হইতেছে, তেমনি পরিস্কৃত বায়ু রোধ জন্য অধিবাসিগণের স্বাস্থ্যেরও অনেক ব্যাঘাত জন্মিতেছে। জঙ্গল পরিষ্কার হইলে অনেক দিকে মঙ্গল হয়।

এতদঞ্চলে ভাল রাস্তা ঘাট নাই, ইহা আমরা বহু দিবস হইতে বলিয়া আসিতেছি। আপাততঃ আমরা রাস্তা চাই না। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহাশয় মফস্বল পরিদর্শন করিয়া পানীয় জলের অবস্থা সম্ভবতঃ দেখিয়া গিয়াছেন। যদি তিনি কোন উপায়ে নিদাঘতাপে তাপিত পিপাসার্ত্ত গ্রামবাসিগণে বিশুদ্ধ পানীয় জলের উপায় করিয়া দিতে পারেন, তবেই তাঁহার কীর্ত্তি চিরকাল অক্ষয় হইয়া থাকিবে। বলা বাহুল্য ইহার মধ্যেই যমুনা গা ঢালিয়াছেন। অনেক স্থানেই ইহার মধ্যে জল শুষ্ক হইয়া গেল।

দেউলীতে গবর্ণমেণ্ট একটী বঙ্গ বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। এখন সেই বিদ্যালয়ের অবস্থা অতীব শোচনীয়। ৫। ৭ কি ১০ টী মাত্র বালক সেই বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতে আসিয়া থাকে। এই সামান্য মাত্র বালকের জন্য একটী বিদ্যালয় রাখা কর্ত্তব্য নহে। ইতি মধ্যে নদীয়া জেলার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর এখানে বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থ আসিয়াছিলেন যদি তিনি ঐ বিদ্যালয়ের সাহায্য বা (এড্) কুরুমবেলিয়া বসন্তপুরের স্কুলে প্রদান করেন, তাহা হইলে এখানে একটী বিদ্যালয় হইয়া অনেক বালকের বিশেষ উপকার হইতে পারে। শুনিলাম তিনি ঐ এড্ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া গিয়াছেন। এক্ষণে যত শীঘ্র দেন ততই মঙ্গল।

মোল্লাবেলিয়ার জনৈক মুখোপাধ্যায় বংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির একটী গোরু আশ্চর্য্য মৃত বৎস প্রসব করিয়াছে। বৎসটী ঠিক মনুষ্যের মত। লোকে বলিতেছে, "গোরুর উদরে মানুষ জন্মিয়াছে।" তাহার বর্ণ মশকের ন্যায়। গাত্র লোমহীন। মস্তক গোল মনুষ্যের মত, বৃদ্ধের ন্যায় দাড়ি গোঁপ। পুচ্ছ হীন, আদৌ পুচ্ছের চিহ্ন নাই। পা চারি খানি অতি ছোট। তন্মধ্যে সম্মুখের দুই খানি, পশ্চাতের দুই খানি অপেক্ষা অতি ছোট, ঠিক মনুষ্যের হস্তের ন্যায়। তবে অঙ্গুলি ছিল না। পা জোড়া, অল্প খুর আছে, বলিয়া বোধ হয়। এই সামান্য খুরের চিহ্ন ব্যতীত তাহাতে গো বৎসের আর কোনই চিহ্ন ছিল না। বিস্তর লোক এই অপূর্ব্ব বৎসটী দেখিতে আসিয়াছিল; বোধ করি নিকটে কোন মিউজিয়াম্ থাকিলে বিলক্ষণ পয়সা হইত। এ গাঁজাখুরি গল্প নহে; আমরাও স্বচক্ষে এটী দেখিয়াছি। কালে কালে কতই হইতেছে।

এখানকার অধিবাসিগণের স্বাস্থ্যের অদ্যাপিও পরিবর্ত্তন হয় নাই। এখনও নূতন জর দুই একটীর হইতেছে, পুরাতনের ত কথাই নাই। পুরাতন রোগীর পক্ষে শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত সমুদয়ই অন্ধ ব্যক্তির দিবরাত্রির ন্যায় সমান।

জামালপুর ও মুঙ্গের।

জামালপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বালকগণের বেতন তিন টাকা এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর দুই টাকা ইত্যাদি পর্য্যায়ক্রমে ধার্য্য করিয়া রীতিমত আদায় উশুল করা হইতেছে। এই অতিরিক্ত বেতন বৃদ্ধি করায় সামান্য বেতনের কেরাণীদিগের বালকগণের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। আমরা ভরসা করি শিক্ষাবিভাগের ও রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এবিষয়ে মনোযোগ করিয়া বেতন কমাইয়া দিয়া সাধারণের বিশেষ আশীর্ব্বাদ ভাজন হইবেন। বিশেষতঃ ন্যায্য বিচার করিলে এ স্কুল এত উৎকৃষ্ট নহে যে তিন টাকা বেতন দেওয়া যাইতে পারে। এ বৎসর এখানকার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ফল পাঁচটীর মধ্যে একটী তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সাহেবপুরের উন্নতিবিধায়িনী সভার অধিষ্ঠাতা ধর্ম্মোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি এক দিন মুঙ্গেরে আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভায় "গৃহস্থদিগের ধর্ম্মসাধন" সম্বন্ধে একটী সরল ও আর্য্যভাব পূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তৎপর দিন জামালপুর নেটিভ ইনিষ্টিটিউসন হলে একটী সুদীর্ঘ ইংরাজী বক্তৃতা করেন। সকল ধর্ম্মাপেক্ষা সনাতন আর্য্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করা বক্তার প্রধান লক্ষ্য ছিল। সাধন সম্বন্ধে তিনি যেরূপ উদার ও গম্ভীর ভাব পূর্ণ প্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বক্তৃতার উপসংহার কালে তিনি আগ্রহের সহিত সমস্ত ভারতবাসীকে লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা করেন যে, কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের সংস্থাপিত ভারতীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার কার্য্যের সাহায্যার্থ সকলেই সযত্ন হউন। যে মহাত্মা তৎসভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ

অতীব রহস্যজনক ও শ্রোতৃবর্গের বিরক্তিকর হইয়াছিল। তিনি লোক হাসাইতে সক্ষম হলে না দওয়ায় মান হইলেই ভাল হইত।

সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে মুঙ্গের দাতব্য সভা ৬০০ শত দুঃখীকে আহারীয় ও ১৬০ জন কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত অন্ধ খঞ্জকে বস্ত্র দান করিয়াছেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আমরা অন্তঃকরণের সহিত সাধুবাদ প্রদান করি।

মজঃফরপুরবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভায় ৩৫ টাকা এবং পুস্তকালয়, বঙ্গীয় পাঠশালা ও দাতব্য সভা আদিতে যথোচিত দান করিয়াছেন।

মুঙ্গের আর্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার উৎসব কার্য্য ১২ ই মাঘ হইতে ১৬ ই মাঘ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত মত সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীশ্রীশ্রীমন্নারায়ণ, শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন পুরাণাদি সহ ৺ সরস্বতী দেবীমূর্ত্তির পূজা হয়, তৎপরে সুনীতি সঞ্চারিণী সভার বালকগণ সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রবর্গ এবং অন্যান্য সকলে একত্রিত হইয়া সমস্বরে বাগ্‌দেবীর স্তোত্র পাঠ পূর্ব্বক দেবী চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে। এই সময়ের মনোহর দৃশ্যটী প্রত্যেকের হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার করিয়াছিল। মধ্যাহ্ণে ব্রাহ্মণ ভোজন ও অপরাহ্ণে নগর সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। সঙ্কীর্ত্তনে ভাগলপুর, জামালপুর এবং পাটনা প্রভৃতি স্থান সকল হইতে ধর্ম্মোৎসাহী মহোদয়গণ আসিয়া যোগ দান করিয়া হরিগুণ গানে মত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা মুঙ্গেরের প্রধান প্রধান রাজবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার সময় আর্য্য সভায় প্রত্যাগমন করেন, তৎপরে সায়াহ্ণে ৺ সরস্বতী দেবীর আরতি হয়। ১৩ ই মাঘ অপরাহ্ণে "সুনীতি সঞ্চারিণী সভার" বালকবর্গ এবং অন্যান্য সুজনগণ পতাকা হস্তে মিলিত হইয়া দেবী মূর্ত্তি সহ শঙ্খ ও ভেরী নিনাদ করিতে করিতে বড় বাজার চক ও মুঙ্গেরের অপরাপর প্রধান প্রধান স্থান পর্য্যটন করিয়া সন্ধ্যার সময় কষ্টহারিণী ঘাটে প্রতিমা বিসর্জ্জন করেন। ১৪ ই মাঘ অপরাহ্ণে প্রায় ৩।৪ শত দরিদ্রকে যথাসাধ্য দান করা হয়। ১৫ ই মাঘ শুক্রবার সন্ধ্যার পর বালকদিগের সুনীতি সঞ্চারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় প্রথমতঃ বালকগণ কয়েকটী নীতি ও ধর্ম্ম সঙ্গীত গান করে। তৎপরে সভার বার্ষিক কার্য্য বিবরণ পাঠ ও কয়েকটী প্রবন্ধ পাঠ হইলে কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন "পিতা মাতার বালকগণের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য" এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। ১৬ ই মাঘ অপরাহ্ণে পণ্ডিত মণ্ডলীর সভাধিবেশন হয়। সভায় অনেকগুলি শ্রোতা উপস্থিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিতগণের প্রায় দুই ঘণ্টা কাল শাস্ত্রার্থ বিচার হইলে সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রবর্গকে পারিতোষিক বিতরণ করা হয়। তৎপরে কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন "সংস্কৃত বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা" বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ১৭ ই মাঘ পূর্ব্বাহ্ণে সদালোচনী সভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। ১৭ ই মাঘ রবিবার অপরাহ্ণে আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার অধিবেশন হয়। এই দিন সভা অতি রমণীয় বেশ ধারণ করিয়াছিল। সভার ভক্তিদের বেশ দর্শনে সকলের মনে এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হইয়াছিল। প্রথমে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকাদত্ত মিশ্র দ্বারা যাজ্ঞবল্ক সংহিতার ব্যাখ্যান হইলে, সভার কার্য্য সম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ভাইরাম অগ্নিহোত্রী মহাশয় দ্বারা সভার বার্ষিক কার্য্য বিবরণ পাঠ হইল। তদনন্তর ধর্ম্ম প্রচারক পত্র সম্পাদক কর্ত্তৃক "মহা সমুদ্র মন্থন" বিষয়িণী একটী বক্তৃতা হয়। বক্তা উপরি উক্ত বিষয় বিজ্ঞান শাস্ত্রানুসারে অতি সুন্দররূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্যবিন্যাস এবং প্রত্যেক ভাব অভিনব বলিয়া বোধ হইয়াছিল। বক্তৃতা শেষ হইলে স্তোত্র পাঠ শ্রীশ্রীশ্রীমন্নারায়ণের আরতি ও হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা ; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়েরকার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কালেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩১ নং কালীঘাট রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

মহাভারতের শেষ হরিবংশ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। ইহার প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি ।০ এবং সমগ্র পুস্তকের মূল্য ৩ টাকা। ইহার ৬ ষষ্ঠ খণ্ড পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে, অবশিষ্ট ছয় খণ্ড অতি শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। বিদেশীয় গ্রাহকগণের প্রতি অতিরিক্ত ।৵০ আনা ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা না দিলে পুস্তক প্রেরিত হইবে না।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র
সিমলা ১৫ নং
গোপীকৃষ্ণ পালের লেন। } শ্রীকৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেন্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৸০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

চন্দ্র-চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
নাবজ্ঞেয়ো মুদ্রিতেন ন জ্ঞেয়ো মুদ্রিতং বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২৸০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২৷০ টাকা।

ভাল রস সিন্দূর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীশশিমোহন সেন কবিরাজ।
কাশী, কাকিনিয়ার ছত্র অথবা গণেশ মহল্লা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০৷০ টাকা ও ডাক মাসুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাসুলসহ ৭৷৷০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাসুল ।৵০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৵০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫৷৷০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু সম্পূর্ণ ৬৸০, গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

—:০:—

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকুনি টাকপড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৵০ আনা।

টুথ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

ডাক্তার বরাটের কৃত
ষড় রসামৃত।

পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর-নাশক অব্যর্থ মহৌষধ। সীতাকুণ্ডের জলে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ৮ বৎসর হইতে তদধিক বর্ষ বয়স্কের পক্ষে দৈনিক এক কাঁচ্চার হিসাবে দুই বার সেবনীয়। ১২ আউন্স বোতলের মূল্য—১৷০। এই ঔষধের উপকারিতা সম্বন্ধে যে সকল প্রসংশাপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করা যাইবে।

জামালপুর নিউমেডিকেল হলে উহা প্রাপ্তব্য।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ তৃতীয় সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে মহাভারত ও রামায়ণের পৌর্ব্বাপৌর্য্য সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসন, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, অদ্ভুত কাব্যজগৎ, ত্রিভঙ্গ মুখোপাধ্যায়, মনুসংহিতা, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পাদপূরণ, এই ৭টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ডাক মাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুমযন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ ।   " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং "   ১৪ স

১০ টাকা । মাসিক মূল্য ১ এক টাকা ।   মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র ।

স্যা ও স্বপ্ন ধাতু-নির্গমন এবং প্রস্রাব শাদা খড়ি ন্যায় ঘোলা হওয়া ও তৎসংক্রান্ত মাথা ঘোরা শারী রিক দৌর্ব্বল্য ক্ষীণতা এবং স্ত্রীলোকদিগের শ্বেত প্রদর ও ধাতুর পীড়া প্রভৃতি যে প্রকার উপসর্গ থাকুক না কেন সপ্তাহ মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হয় যাঁহারা নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিয়া নিষ্ফল হইয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমাদের ঔষধ সেবন করিয়া দেখিবেন আমাদের এই অনুরোধ।

শক্তি-সঞ্চারক ও রক্ত-পরিষ্কারক আরক।

প্রতি শিশির মূল্য ২॥০ টাকা, প্যাকিং ।০ আনা।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা শিরঃপীড়া, বাত, পারাদোষ, উপদংশ, নালী ঘা রক্তদূষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণেই কৃশ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন ইহা সেবনে পরম্পরায় রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ পুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা শালসা ও কডলিবর অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাদি শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

ঔষধ লইবার সময় উপার উক্ত মনুষ্যাকৃতি দেখিয়া লইবেন।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রী হরিদাস দে ১২ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র।

অজয় নদের পার্শ্বস্থ গ্রামবাসীদিগের কষ্ট।

সম্পাদক মহাশয়! আমাদিগের দয়ালু নাএব গবর্ণর বাহাদুর কৃষ্ণনগর ও বীরভূম জেলার সাংক্রামিক জ্বরের কারণ নির্ণয়ার্থ কমিশন নিযুক্ত করিয়া দেশের সুমহৎ হিত সাধনে কৃতসংকল্প হওয়ায় বঙ্গদেশবাসিগণের চির ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্দ্ধমান জেলার সর্ব্বোত্তর প্রান্তে অজয় নদের উত্তর কূলবর্ত্তী প্রজাগণের দুরবস্থার কারণ অদ্যাপি তাঁহার সুগোচর না হওয়াতেই বোধ হয় তৎপ্রতি তাঁহার লক্ষ্য হয় নাই, এটী স্থানীয় জনগণের নিতান্ত দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে।

অজয় নদের বাঁধ নানা স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়া গঙ্গাসাগর সঙ্গমের ন্যায় বহু শাখা প্রশাখা দ্বারা নিম্ন ভূমিগুলি এককালে জলমগ্ন করে। বহুকাল হইতে অজয় নদের উত্তর প্রান্তের বাঁধ জমিদার বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ বাহাদুর কর্ত্তৃক বহু ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়া প্রতি বর্ষে যথা সময়ে তাহার সংস্কার হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির লুপ লাইন নামক রেল পথ প্রস্তুত হইবার কাল অবধি এই বাঁধের প্রতি ক্রমশঃ যত্নের ত্রুটি হইতে থাকে এবং রেলপথ অব্যাহত রাখিবার জন্য স্থানে স্থানে সঞ্চিত জল নিকাশের জন্য বাঁধ কাটিয়া দেওয়া হয়। মেরামত না হওয়াতে কালক্রমে বাঁধ ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া গিয়া এক্ষণে সহস্র ভাগে পরিণত হইয়াছে। বর্ষার প্রারম্ভ হইতে নদীর জলপ্লাবন আরম্ভ হইয়া কার্ত্তিকমাস পর্য্যন্ত ঐ সকল ভাঙ্গা দ্বারা জল নির্গম হইয়া সেই ভগ্ন পথগুলি বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক ন্যূনাধিক ৬।৭ ক্রোশ দীর্ঘ এবং ২।৩ ক্রোশ প্রশস্ত ভূমি জলমগ্ন করিয়া রাখে, এই কারণ ধান্য ও ইক্ষু উভয়বিধ শস্যই যৎসামান্য রূপে জন্মিতেছে। সুতরাং অন্য ব্যবসায় বিহীন কৃষিজীবী প্রজাপুঞ্জের দরিদ্রতার বৃদ্ধি পাইতেছে। অপর পক্ষে ভূমি জলমগ্ন থাকায় নানা জাতীয় উদ্ভিদ ও কীট পতঙ্গাদি বহুবিধ জীবজন্তু পচিয়া প্রদেশটীকে সাংক্রামিক জ্বর আদি নানা পীড়ায় জনশূন্য করিতেছে। ইতাগ্রে একবার এই সাংক্রামক জ্বরে সন ১২৭৮ হইতে ১২৮০ সাল পর্য্যন্ত অসংখ্য মানব অকালে কাল কবলিত হইয়াছে, তৎকালে স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট মেটকাফ সাহেব চিকিৎসার এবং পথ্যের সুব্যবস্থা করিয়া উৎসন্নদশাগ্রস্ত স্থানটীর বহুতর দরিদ্র রোগীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। তদ্বিবরণ স্থানীয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় রিপোর্টে প্রকাশ আছে। মধ্যে কয়েক বৎসর বন্যার প্রাদুর্ভাব না থাকায় স্থানটীর স্বাস্থ্য কিয়ৎপরিমাণে সুধরাইয়া আসিতেছিল বর্ত্তমান বর্ষের শ্রাবণ মাসে ভয়ানক বন্যা হইয়া জীর্ণ বাঁধটীকে শত সহস্র স্থানে ভগ্ন করিয়া বহু ধারাবাহী করিয়া দিয়াছে। ভাদ্র মাস গত হইতে না হইতেই ১২৭৯।৮০ সালের তুল্য সাংক্রামক জ্বর উৎপন্ন হইয়া এক্ষণ পর্য্যন্ত অসংখ্য মানবকে সংহার করিয়াছে ও করিতেছে। ভাদ্র আশ্বিন মাসে যখন প্রথম সাংক্রামক জ্বর হইতে আরম্ভ হইল, তখন দীন দুঃখীগণ দেশীয় অশিক্ষিত ডাক্তার নামা যমদূতগণকে যাহার যেমন ছিল অলঙ্কার অথবা তৈজসপত্র বন্ধক বা বিক্রয় করিয়া তাহাদের অর্থলালসা পূর্ণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কূপোদক মিশ্রিত চিরতা অথবা লাহার জল ও দুই এক পুরিয়া সিনকোনা প্রাপ্ত হওয়াতে অত্যল্পকাল স্থায়ী জ্বর বিরাম গ্রহণ করিল, তৎপরে সপ্তাহ মধ্যেই জ্বর দ্বিগুণতর বেগে পুনরাগমন করিল সেবারেও যোগে যাগে চালিয়াছিল। এক্ষণে সেই সকল রোগী নিরুপায় হইয়া কালের অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। দুর্ব্বল দেখিয়া তাহার উপর ওলাউঠাও আক্রমণ করিতেছে। পীড়া সম্বন্ধে ত এই গেল, আবার একমাত্র জীবনোপায় কৃষি, বন্যার জলে তাহার ভূমির সারভাগ উর্ব্বরা মৃত্তিকা পর্য্যন্ত তুলিয়া লইয়া যাওয়ায় অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর যৎসামান্য শস্য জন্মিয়াছে। জলমগ্ন ভূমিতে কোন স্থলে চারি আনার অধিক শস্য জন্মে নাই। তাহাও আবার কৃষকদিগের পীড়া নিবন্ধন অনেক ভূমির ধান্য এ পর্য্যন্ত কাটা হয় নাই, ধান্যের ভাও ও অনেক সুলভ। ভূম্যধিকারীগণ প্রতি কিস্তি খেলাপে চারি আনা করিয়া সুদ গ্রহণ করিতেছেন। তজ্জন্য রাজস্বে ও সুদে তুল্য হওয়াতে অনেক মৌরসী প্রজা দলে দলে বর্ত্তমান মাসে সধানো জমী জমায় ইস্তফা দিতেছে। উপরে যতগুলি কষ্টের কারণ নির্দ্দেশ করা গেল, ইহার মূল অজয় নদের বাঁধ পূর্ব্ববৎ রক্ষা না করা। নদের উত্তর কূল বীরভূমের অধীন সাকুলিপুর ও বর্দ্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার এলাকাধীন ন্যূনাধিক এক শত গ্রাম উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। আমরা স্থানীয় ভূম্যধিকারিগণকে এতন্নিমিত্ত বহুদিন হইতে অনুনয় বিনয় করাতেও কি জানি নদের জল নির্গমের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট কিয়ৎপরিমাণে পাছে ব্যয় ভার তাঁহাদের উপর অর্পণ করেন, এই আশঙ্কায় তাঁহারা নীরব ও নিশ্চিন্ত আছেন। একমাত্র ভরসাস্থল দয়াবান্ গবর্ণমেণ্ট। এ জন্য বিনয়ের সহিত নিবেদন যে অন্ততঃ তাঁহারা একবার উপযুক্ত ন্যায়বান্ রাজকর্ম্মচারীগণের দ্বারা স্থানটীর উৎসন্ন হইবার কারণ অনুসন্ধান করাইয়া যাহা উচিত হয় তৎবিধান করেন।

কুলাইগ্রাম, থানা কেতুগ্রাম	বিপদাপন্ন
জেলা বর্দ্ধমান কান্দরা পোষ্ট	প্রজাগণ।

শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ দে
(শত্রু না মিত্র)

আমাদের বিজ্ঞ বন্ধুবর বাবু ভগবতীচরণ দে ২৬ এ পৌষের সোমপ্রকাশে আমাদের প্রতিবাদের উত্তর প্রদান করিয়াছেন। দেখিলাম তিনি কিছু ভীত হইয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহার এত ভীত হইবার কারণ কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমরা আমাদের প্রতিবাদপত্রে ইহাই লিখিয়াছিলাম যে "যাঁহারা আর্য্যশাস্ত্রানুমোদিত বৈজ্ঞানিক রীতিতে হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিতে না পারিবেন তাঁহারা হিন্দুসমাজের শত্রু

ভিন্ন মিত্র নহেন, এবং এরূপ সংস্কারকদিগের সংখ্যা যতই নিঃশেষিত হইবে ততই ভারতের মঙ্গল।" আমাদের এরূপ লেখাতে কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে আমরা অভিনব সংস্কারকদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিবার বাসনা করি? বন্ধুবরকে আশ্বাস দিবার জন্য আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে আমরা সশরীরে সংস্কারকদিগের জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইবার কামনা করি না, কিন্তু হিন্দুসমাজের অকল্যাণ সাধনোদ্দেশে যে প্রবৃত্তিরূপা এক দ্বিতীয় সংস্কারিকা শক্তি তাঁহাদের শরীরাভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারই নিঃশেষ হওয়ার কামনা করিয়াছিলাম মাত্র। আশা করি ভগবতী বাবু আমাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া নিরুদ্বিগ্নচিত্ত হইবেন।

এবার ভগবতী বাবু আমাদের বড় বিপাকে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কতকগুলি কূট প্রশ্নের অবতারণা করিয়া আমাদিগকে ঘোর বিচারজালে জড়ীভূত করিবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু তাঁহার যাহাই কেন অভিপ্রায় থাকুক না আমরা তাঁহার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত নহি। যে বিষয় লইয়া আমাদের আলোচনা চলিতেছে তাহার সীমান্তরে পদবিক্ষেপ করিতে পারি এমন অবকাশ আমাদের নাই, সুতরাং ভগবতী বাবুর আশা পূর্ণ করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইতেছি।

ভগবতী বাবুর প্রশ্নগুলির মধ্যে দুইটী প্রশ্ন আমাদের আলোচনার বিষয় বলিয়া স্বীকার করি, সেই দুইটী প্রশ্ন এই "(১) একেশ্বরবাদমূলক ধর্ম্ম প্রচারকেরা হিন্দুসমাজের শত্রু কেন? (২) আর্য্যশাস্ত্রানুমোদিত বৈজ্ঞানিক রীতি কাহাকে বলে? সে রীতি অনুসারে ইতিপূর্ব্বে কেহ কখন হিন্দুসমাজ মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিয়াছিলেন কি না?" আমরা এই দুইটী প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে প্রথম প্রশ্নটীর সম্বন্ধে ইহাই বলিতে চাই যে আমরা ইহার উত্তর প্রমাণসহকারে আমাদের পূর্ব্ব পত্রেই দিয়াছি, যদি আর কিছু শুনিতে চান তাহা হইলে অবধান করুন। কি জন্য অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে ভারতের অভিনব একেশ্বরবাদিরা অর্থাৎ ব্রাহ্মেরা বহু চেষ্টা ও বহু আয়াস দ্বারা তাঁহাদের অভিনব মত প্রচার করিয়া এবং অকৃত্রিম প্রেম ও মিত্রতা দেখাইয়া ভারতবাসী আর্য্যসন্তানগণের মন আকর্ষণ করিতে পারিতেছেন না? আমরা ইহার এই উত্তর দিতে পারি যে হিন্দুরা নানা কারণে ব্রাহ্মদিগের মিত্রতাকে শত্রুতার প্রতিরূপ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ হিন্দু বৃদ্ধ পিতামাতারা তাঁহাদের চির সেবিত প্রিয় আর্য্যধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের অজাতশ্মশ্রু কিশোর বয়স্ক সন্তান সন্ততিগণের অকস্মাৎ উপেক্ষার ভাব দর্শন করিয়া ভীত হন এবং ইহার কারণানুসন্ধান করিতে গিয়া দেখেন যে ব্রাহ্মেরা চাকচিক্য কাচের প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাদের নির্ব্বোধ সন্তানদিগকে আর্য্যধর্ম্মরূপ কাঞ্চনের প্রতি অনাস্থা জন্মাইয়া দিয়াছেন এবং কিছু দিন বাদে দেখিলেন যে বালকেরা যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া ধার্ম্মিকের চূড়ান্ত আদর্শ প্রদর্শন করিল, আবার দিনকতক বাদে অসবর্ণ বিবাহ করিয়া সামাজিক সংস্কারকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার পর কি হইল পাঠক বুঝিতেই পারিতেছেন। "কুসংস্কারি" জনক জননীর ও আত্মীয় স্বজনের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিয়া সংস্কারক মহাশয় গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মবন্ধুদিগের বাসাবাটীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সকল শোচনীয় ব্যাপার দেখিয়া হিন্দু কেমন করিয়া অভিনব একেশ্বরবাদিদিগকে এক জন মিত্রের শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিতে পারেন। দ্বিতীয়, ব্রাহ্ম একেশ্বরবাদিদিগের "পৌত্তলিকতার" উপর ঘৃণা এবং ইহাকে একটী "ভয়ানক" পাপ জ্ঞান করিয়া ইহার প্রতি সাধারণের অনাস্থা জন্মাইয়া দেওয়া হিন্দুসমাজের প্রতি একটী ভয়ানক শত্রুতার কার্য্য। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভগবতী বাবুর কথিত "পৌত্তলিকতা" ধর্ম্মসাধনের একটী অনিবার্য্য ফল। যত দিন মনুষ্য জড় জগতের শক্তির আঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে একটী ক্রীড়ার সামগ্রীর ন্যায় ইতস্ততঃ করিবে যত দিন তাহার বুদ্ধি জড় জগতের সীমাতিক্রম করিয়া অন্তর্জ্জগতে প্রবেশ না করিবে, যত দিন না মনুষ্য সমাধিস্থ হইবে তত দিন তাহার "পৌত্তলিকতার" হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশা কোথায়? আমরা দেখিয়াছি অভিনব একেশ্বরবাদিরা বা ব্রাহ্মেরা হিন্দুদিগের দেবদেবীর উপাসনা প্রণালীকে এতদূর ঘৃণার চক্ষে দর্শন করেন যে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি কার্য্যে পুষ্পাদির প্রয়োজন হইলে ব্রহ্মমন্দিরের! উদ্যানের পুষ্প দান করিয়া ক্রয় করিতেও সঙ্কুচিত হন, পাছে ঘোর নরক সদৃশ "পৌত্তলিকতাকে" প্রশ্রয় দিয়া ভগবানের নিকট অপরাধী হন সেই জন্য বোধ হয় এই প্রকার নির্ম্মল বুদ্ধি তাঁহারা ভগবানের নিকট হইতে অনেক প্রার্থনা করিয়া লাভ করিয়াছেন। ভগবতী বাবু বলুন দেখি, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া হিন্দুরা কেমন করিয়া এই সকল বিচিত্র একেশ্বরবাদিদিগকে মিত্র শ্রেণীতে গণ্য করিতে পারেন? তৃতীয়, জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া সমস্ত পৃথিবীকে এক ভ্রাতৃভাব সূত্রে আবদ্ধ করিতে অভিনব একেশ্বরবাদিদিগের বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যম দেখা যায়। বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্যজাতির মধ্যে গুণগত জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল, পরে সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য শ্রেণীবদ্ধ হইল, কিন্তু গুণের সম্মানের উপেক্ষা করা হয় নাই। এখন ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির মধ্যে সমূহ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত। চিরকাল পরাধীন থাকাই ইহার প্রধান কারণ, এখন জাতিভেদ কুলগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদিও বিভিন্ন জাতি সকল পরস্পরের অন্ন ভোজনে সঙ্কুচিত কিন্তু গুণের সম্মান এখনও অটুট রহিয়াছে, এখন এক জন নীচজাতি সাধুত্ব লাভ করিলে সকল প্রকার উচ্চ জাতির নিকট তাহার যথোচিত সমাদর হইয়া থাকে, এমন কি হিন্দুসমাজ দেব তুল্য সম্মান দিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। যত দিন ঘৃণা ও অভিমানাদি প্রবৃত্তি চিরপ্রশমিত না হইবে তত দিন জাতিভেদ উঠাইবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে এই অভিমান ও ঘৃণাদি সূচক জাতিভেদ প্রথা সভ্যতা ও উদারতার আবরণ ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে আপনার বিদ্যমানতার পরিচয় দিয়া থাকেন। গুণগত জাতিভেদ প্রথা কোন জাতির নিকটেই অনাদৃত নহে, এবং আমরাও ইহার সম্পূর্ণ পক্ষপাতি, কিন্তু একেশ্বরবাদিরা কি তাহাই রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন, না তাহার প্রতি কথঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখিয়া কেবল অন্নগত জাতির সৃষ্টি করিবার জন্যই বিশেষ তৎপর। পরস্পরের গুণ গরিমার অনুসন্ধানে বিরত হইয়া এবং সাধু ও অসাধু বিবেচনা না করিয়া স্বেচ্ছাচারির ন্যায় যথেচ্ছা অন্ন ভোজনে কি এতই উদারতা ও ভ্রাতৃভাব রক্ষা করা হয়? হিন্দুসমাজকে এই প্রকার কল্পিত স্বাধীনতা ও উদারতার আদর্শ দেখাইয়া ভগ্নচেতা হিন্দুসন্তানগণের মন আকর্ষণ করাতে হিন্দুসমাজ একেশ্বরবাদিদিগকে মিত্র শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত করিতে পারেন না। ভগবতী বাবু ইহাও জানিবেন যে উদারচেতা হিন্দুসমাজ এত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও এখন অভিনব একেশ্বরবাদী বা ব্রাহ্মদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই, এখন শাস্ত্র সম্মত অনুতাপাদি করিলে এক জন ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব যজ্ঞোপবীতত্যাগী ব্রাহ্মের জন্য হিন্দুসমাজের দ্বারোদ্ঘাটিত দেখিতে পান, এখনও অন্যান্য জাতীয় ব্রাহ্মেরা অসবর্ণ বিবাহাদির অনুষ্ঠান বিবর্জ্জিত হইলে, অনায়াসে সামান্য অনুতাপাদির অনুষ্ঠান করিয়া হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিতে পারেন। গো খাদক মহম্মদ এবং গো ও শূকর খাদক খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় এই দুই বিজাতীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের শিষ্যত্ব স্বীকার না করাতে এবং অনেকটা জাতীয় ভাবের ধর্ম্মালোচনার রীতি থাকাতে হিন্দুসমাজ এখন এই উদার অধিকার হইতে ব্রাহ্মদিগকে বঞ্চিত করেন নাই।

ভগবতী বাবুর দ্বিতীয় প্রশ্ন "আর্য্যশাস্ত্রানুমোদিত বৈজ্ঞানিক রীতি কাহাকে বলে, সে রীতি

[illegible] ইতিপূর্ব্বে কখন কেহ হিন্দুসমাজ মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিয়াছিলেন কি না? "এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমরা ভগবতী বাবুকে জানাইয়া রাখিতেছি যে আর্য্যশাস্ত্রানুমোদিত বৈজ্ঞানিক ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতির নিগূঢ় তত্ত্ব সকল অতি গুহ্য বিষয়, ইহা এখন পর্য্যন্ত যোগিদিগের মধ্যে গুরুশিষ্য পরম্পরায় বর্ত্তমান রহিয়াছে, কেবল মুমুক্ষু তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি যোগী মহাত্মাদিগের নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেই গূঢ় তত্ত্বের অধিকারী হইতে পারেন নচেৎ অন্য কাহার পক্ষে সম্ভব নহে। ভগবতী বাবু বোধ হয়, অবিদিত নাই যে জড় জগতের সঙ্গে মনুষ্যদেহের একটী বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এমন কি মনুষ্যের মনোপ্রকৃতির উপরও জড় জগতের শক্তি বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আধিপত্য করিয়া থাকে। পুরাতন আর্য্যঋষিগণ এই প্রকার সম্বন্ধের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিয়া মনুষ্যের ধর্ম্ম প্রবৃত্তিকে নিয়মিত সাধন মার্গে নিয়োজিত করিবার জন্য নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক কৌশলের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে উপাসনা তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে কিছু বলিতে চাই। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু-সমাজে অনভিজ্ঞ কৌলিক গুরুগণ বৈজ্ঞানিক সাধন তত্ত্বের অনভিজ্ঞতা বশতঃ নিজ নিজ শিষ্যদিগের দ্বারা অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন। আর্য্যশাস্ত্রের এমন শিক্ষা নয় যে সাধক তাঁহার সাধনার প্রথম সোপানেই চিরকাল দণ্ডায়মান থাকিবেন, দিন দিন সাধন-তত্ত্বের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিবার অধিকার তাঁহার সম্পূর্ণই আছে, কেবল শাস্ত্রানভিজ্ঞ গুরুর দুর্ব্বলতা দোষে অনেককে এই উচ্চ অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। সাধকের চিত্ত স্থির ও চিত্তশুদ্ধি করিয়া পরমাত্মার দর্শন করাই সমস্ত সাধন তত্ত্বের চরম উদ্দেশ্য। এই দুরূহ ব্যাপার সাধন করিবার উদ্দেশে সাধককে সাধন বিজ্ঞানের পরীক্ষার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। আমরা ইঙ্গিতে ভগবতী বাবুকে কয়েকটী সাধন তত্ত্বের কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব। যদি তাঁহার পরে বিশেষ করিয়া জানিবার ইচ্ছা থাকে, আমরা তাঁহাকে [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত পাতঞ্জল ইত্যাদি যোগ শাস্ত্র সকল পাঠ করিতে বলি, আর যদি তাঁহার [illegible] এবং কার্য্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা থাকে তবে তাঁহাকে হিন্দু হইতে হইবে এবং [illegible] উন্নত মস্তককে অবনত করিয়া সদ্গুরুর অনুসন্ধান করিতে হইবে, গুরু ব্যতীত সাধনতত্ত্ব [illegible] আর অন্য পন্থা নাই।

[illegible] ইন্দ্রিয় ও মনকে দমন করাই সাধনা। সাধনা চারি প্রকার (১) নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক অর্থাৎ ব্রহ্ম নিত্যবস্তু আর সকলি অনিত্য এইরূপ বুদ্ধি। (২) ঐহিক ও পারত্রিক কর্ম্ম জন্য ফলভোগেচ্ছায় নিবৃত্তি। (৩) শমদমাদি সাধন অর্থাৎ ঈশ্বর বিষয়কে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন এবং অন্তরেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, আর ইন্দ্রিয়দিগের বাহ্য বিষয়ের আস্বাদ নিবৃত্তি। (৪) মোক্ষেচ্ছা। ইহাদিগের অন্তর্গত আর চারিটী সাধন আছে যথা উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, এবং শ্রদ্ধা। এতদ্ভিন্ন যোগ সাধন করিবার আর অষ্টাঙ্গ পন্থা আছে যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। যোগশাস্ত্র পাঠ করিলে ইহাদিগের তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইবে। এই সকল সাধন তত্ত্ব গুরু, শিষ্যকে প্রথমাবস্থাতেই শিক্ষা দিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের মধ্যে প্রাতঃসন্ধ্যাদি, ও সায়ং সন্ধ্যায় ইহার অনেক আভাস আছে। গুরুরাই আর্য্যসমাজের ধর্ম্ম প্রচারক, কিন্তু এখন তাঁহারা কর্ত্তব্য কার্য্যে পরাঙ্মুখ, তাহাতেই ভারতে এত অমঙ্গলের সূত্রপাত হইয়াছে।

উপসংহারকালে আমি ভগবতী বাবুর নিকট হইতে কিছু দিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আজ চারি মাস হইতে ম্যালেরিয়া জ্বরে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছি, সুতরাং কিছু দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, যদি ভগবানের ইচ্ছায় কিছু সবল হই, তাহা হইলে পুনরায় ভগবতী বাবুর সহিত সোমপ্রকাশ স্তম্ভে সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা রহিল।

মুঙ্গের }
২৪ এ মাঘ ১২৮৮

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ।

(বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা)

আগামী ২০ এ ফাল্গুন শুক্রবার, ২১ এ ফাল্গুন শনিবার ও ২২ এ ফাল্গুন রবিবার, "বোয়ালিয়ার ধর্ম্ম সভার" ষোড়শ সাম্বৎসরিক সভাধিবেশন হইবে।

১। ২০ এ ফাল্গুন প্রাতঃকালে সভারম্ভ হইয়া প্রথমতঃ নগর সংকীর্ত্তন, তৎপরে দেবার্চ্চনা ও বেদাদি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ হইয়া, দিবা একাদশ ঘটিকার সময়ে সভা ভঙ্গ হইবে। পুনর্ব্বার দিবা দুই প্রহর দুই ঘটিকার সময়ে সভারম্ভ হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত প্রথম বিষয়ে বক্তৃতা ও লিখিত প্রবন্ধ পাঠ হইয়া সভা ভঙ্গ হইবে। পুনরায় সন্ধ্যার পর সভারম্ভ হইয়া রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত ঈশ্বর গুণানুবাদাঙ্গীন সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইবে।

২। ২১ এ ফাল্গুন প্রাতঃকালে সভারম্ভ হইয়া দিবা দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত দর্শন শাস্ত্রের বিচার হইয়া সভা ভঙ্গ হইবে। পুনর্ব্বার দিবা দুই প্রহর এক ঘটিকার সময়ে সভারম্ভ হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয়ে বক্তৃতা ও লিখিত প্রবন্ধ পাঠ হইয়া সভা ভঙ্গ হইবে। পুনরায় সন্ধ্যার পর সভারম্ভ হইয়া রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত ঈশ্বর গুণানুবাদাঙ্গীন সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইবে।

৩। ২২ এ ফাল্গুন প্রাতঃকালে সভারম্ভ হইয়া দিবা দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত স্মৃতিশাস্ত্রের বিচার হইয়া সভা ভঙ্গ হইবে। পুনর্ব্বার দিবা দুই প্রহর এক ঘটিকার সময়ে সভারম্ভ হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত চতুর্থ ও পঞ্চম বিষয়ে বক্তৃতা ও লিখিত প্রবন্ধ পাঠ হইয়া সভা ভঙ্গ হইবে। পুনরায় সন্ধ্যার পর সভারম্ভ হইয়া সভার বার্ষিক আয় ব্যয় ও কার্য্য বিবরণ পাঠ এবং সমাগত নানা দেশীয় পণ্ডিত ও রাজা, জমিদার, ধনাঢ্য প্রভৃতি ধর্ম্মানুরাগী ভদ্রমণ্ডলীর সহিত একবাক্যে সভার উদ্দেশ্য সাধনের বিশেষ উপায়াবধারণ হইয়া পণ্ডিতগণের বিদায়ান্তে ঈশ্বর গুণানুবাদাঙ্গীন সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইবে।

৪। যে পাঁচ বিষয়ে শাস্ত্রিক ও যৌক্তিক হেতুগর্ভ বক্তৃতা ও লিখিত প্রবন্ধ পাঠ হইবে তাহা এই—

১।—ভক্তির এবং তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষণ কি? ঐকান্তিক ভক্তি এবং তত্ত্বজ্ঞানে কোন বিশেষ আছে কি না? যদি থাকে, তবে মুক্তির প্রতি সাক্ষাৎ কারণ কে?

২। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ এবং যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" ইত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, ঈশ্বর মনুষ্যগণের কর্ম্মপ্রবর্ত্তক; তবে কি নিমিত্ত মনুষ্যগণ পাপপুণ্যভাগী হয়?

৩। সর্ব্বশাস্ত্রে ঈশ্বরের একত্ব সত্ত্বেও উপাসনায় উপাসকের এবং উপাস্যের ভেদ হইবার কারণ কি?

৪। পুণ্যবান্ এবং পাপিষ্ঠ উভয় ব্যক্তির কাশ্যাদি মরণে তুল্য ফল হয় কি না? এবং গঙ্গাসলিল দ্বারা পবিত্রীকৃত শূদ্রান্ন দ্বিজাতির ব্যবহার্য্য কি না?

৫। মুক্তি কয় প্রকার? তাহার স্বরূপ ও ফল কি?

৫। পর্য্যায়ক্রমে ঐ সকল বিষয়ে প্রথমতঃ নিমন্ত্রিত কাশী, মিথিলা, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বগুড়া, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, বিক্রমপুর, মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা, বর্দ্ধমান, চব্বিশপরগণা, পাবনা, বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি প্রদেশীয় ও এই জেলার পণ্ডিত মহাশয়গণ, তদনন্তর ধর্ম্মানুরাগী অন্যান্য মহোদয়গণ বক্তৃতা করিবেন। বক্তৃতাকারী মহাশয়গণ কেহ বাচনিক বক্তৃতা করিলেও তাহা লিখিত প্রদান করিতে হইবে।

৬। কোন ধর্ম্মানুরাগী মহাশয় প্রস্তাবিত এক বা সমুদায় বিষয়ে বক্তৃতা সদক্ষরে লিখিয়া ডাক-

যোগে বা অন্য প্রকারে প্রেরণ করিলে সভা তাহা সাদরে গ্রহণ ও সভায় পর্য্যায়ক্রমে পাঠ করিবেন।

৭। যিনি যে বিষয়ে বক্তৃতা করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাহা সম্পাদককে জ্ঞাপন করিতে হইবে। সম্পাদক বিবেচনা পূর্ব্বক বক্তার আসনে উপবিষ্ট করাইবেন।

৮। এই উৎসবোপলক্ষে যে সকল মহোদয়কে নিমন্ত্রণ করা হইবে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রতিনিধি গ্রাহ্য হইবে না এবং অনুরোধ করি যে, পণ্ডিত মহাশয়গণ ২০ এ ফাল্গুনের পূর্ব্বে বোয়ালিয়ায় উপস্থিত হইবেন। রাজা, জমিদার ও ধনাঢ্য মহোদয়গণও স্বয়ং সভায় উপস্থিত হন, সভার এইটী একান্ত অভিলাষ।

৯। নিমন্ত্রিত বা অনিমন্ত্রিত রাজা, জমিদার, ধনাঢ্য ও বিষয়ী মহাত্মাগণ নষ্টপ্রায় হিন্দুধর্ম্মের উন্নতিকল্পে ধর্ম্মানুরাগ বশতঃ এই কার্য্যের ব্যয়ানুকুল্যার্থ যিনি যে পরিমিত দান করিবেন, যে সুযোগেই হউক, তাহা আমার সমীপে "বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা" ঠিকানায় পাঠাইবেন। সভা তাহা সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবেন।

১০। এই উপলক্ষে যিনি যে দান বা অন্য প্রকার সাহায্য করিবেন এবং যিনি যে বিষয়ে যেরূপ বক্তৃতা করিবেন, তাহা এবং সভার আদ্যোপান্তিক বিবরণ সকল "হিন্দুরঞ্জিকা" নাম্নী সভার সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশ করা হইবে।

১১। প্রস্তাবিত তিন দিবসে সভার উদ্দেশ্য সমুদায় বিষয় সম্পাদিত হইতে না পারিলে, এই কার্য্যোপলক্ষে আরও এক বা ততোধিক দিন সভা হইতে পারিবে।

১২। এতদতিরিক্ত কার্য্যনির্ব্বাহক বা উদ্দেশ্যসাধক কোন নিয়ম করা প্রয়োজন হইলে, অধ্যক্ষগণের অনুমত্যনুসারে সর্ব্বদাই তাহা হইতে পারিবে।

১৩। সুযোগ হইলে দীন দরিদ্রগণের উপকার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন ও উদ্যোগ করা হইবে।

১৭ এ মাঘ ১২৮৮ — শ্রীভুবনমোহন মৈত্রেয় সম্পাদক।

সোমপ্রকাশ

৯ ই ফাল্গুন সোমবার।

বগুড়ার ব্রাহ্মসংকীর্ত্তন জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সার্প সাহেব ও গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি।

পর্ব্বত সত্য সত্য প্রসব বেদনা পায় না এবং সত্য সত্য তাহার মূষিক সন্তান হয় না। এ ব্যাপারটী যে কি, তাহা বগুড়ার ব্রাহ্মসংকীর্ত্তনকারিদিগের সহিত তত্রত্য জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সার্প সাহেবের যে কাণ্ড ঘটিয়াছিল এবং তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের যে পত্র প্রকাশ হইয়াছে, তাহা সুন্দররূপে আমাদিগের ও পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেছে। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি কক্‌রেল সাহেবের পত্রে লিখিত হইয়াছে, সংকীর্ত্তনকারিরা যখন সার্প সাহেবের বাসস্থানের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়ে সার্প সাহেব ব্যাপারটা কি জানিবার নিমিত্ত এক জন লোক পাঠাইয়া দেন। লোক জিজ্ঞাসা করিয়া কিছুই জানিতে পারিল না, তাহার কথা কেহ গ্রাহ্য করিল না। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট তাহার পর পুলিস সব ইনস্পেক্টরকে ডাকিলেন, সংকীর্ত্তনকারীদিগকে পুলিস লাইনে লইয়া যাইতে বলিলেন। সাহেবের অভিপ্রায় এই, তিনি স্বয়ং তথায় গিয়া এ বিষয়ের তথ্য অবগত হইবেন। তাহার পর যখন তিনি শুনিলেন, এটী একটী ধর্ম্মোৎসব এক জন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও এক জন মুন্সেফ তন্মধ্যে আছেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে যাইতে অনুমতি দিলেন। তিনি পূর্ব্বে ইহার কোন বৃত্তান্ত জানিতেন না এবং সংকীর্ত্তনকারিরা যে পাশ লইয়াছেন, তাহা তিনি অবগত ছিলেন না। পুলিস সব ইনস্পেক্টর প্রথমে সংকীর্ত্তনকারিদিগকে সার্প সাহেবের বাটীতে তাহার পর যে পুলিস লাইনে লইয়া যান, সেটী তাঁহার ভ্রম নিবন্ধন ঘটিয়াছিল।

সার্প সাহেব নিজে এই কথা কহিয়াছেন। অতএব তাঁহার বাক্যে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। তাঁহার বাক্যে আমরা অবিশ্বাস করিতেছি না। কিন্তু তাঁহার বাক্য যেমন সরল ভাবের, কার্য্যটী তেমন সরলভাবের হয় নাই, তাহাতেই যত গোলযোগ ঘটিয়াছে। তিনি যদি সরলভাবের কাজ করিতেন, তাহা হইলে সংকীর্ত্তনকারিদিগকে তাঁহার বাটীতে ও পুলিস লাইনে লইয়া যাইবার কোন প্রয়োজন হইত না। তাঁহার প্রথম প্রেরিত লোক প্রত্যাগত হইলে পর তিনি পুলিস সব ইনস্পেক্টরকে পাঠাইয়া তাঁহার জিজ্ঞাসিতব্য যাবতীয় বিষয় সহজে জানিতে পারিতেন, এবং সংকীর্ত্তনকারিদিগকে দায়মেলে আসামীর ন্যায় এক নিমেষের নিমিত্তও পুলিস লাইনে আটক করিয়া রাখিতে হইত না।

আমাদের অনুমান হইতেছে, প্রকৃত ঘটনা এই, সার্প সাহেবের প্রথম প্রেরিত লোক প্রত্যাখ্যাত হইয়া আসিলে তিনি আপনাকে অবমানিত জ্ঞান করিয়া কুপিত হন। তাঁহার হস্তে অসীম ক্ষমতা আছে। অতএব তাঁহার সেই অবমানের পরিশোধ লওয়া উচিত নয়। তিনি সুচতুর লোক। সংকীর্ত্তনকারিদিগকে কিয়ৎ ক্ষণের নিমিত্ত পুলিসলাইনে আটক রাখিয়া কৌশলে সেই অবমানের পরিশোধ লইলেন। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এ অভিসন্ধিটী বুঝেন নাই, আমাদের এমন বোধ হয় না। বোধ হয় রাজনীতির অনুরোধে তাঁহারা ইহা বুঝিয়াও বুঝেন নাই। এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, সে রাজনীতি কি?

যে কোন উপায়ে হউক, রাজকর্ম্মচারিদিগকে এ দেশীয়দিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা সেই রাজনীতি। গবর্ণমেণ্টের মনের ভাব এই, রাজকর্ম্মচারিদিগকে যদি এদেশীয়দিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা না হয়, তাঁহাদের রাজত্ব রক্ষা করা ভার হইয়া উঠিবে। সেই রক্ষা কার্য্য সম্পাদনার্থ যদি ন্যায়ে জলাঞ্জলি দিতে হয়, তাহাও স্বীকার।

এস্থলে আমরা অতি দুঃখিত চিত্তে দুই একটী বক্তব্যের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। এ নীতি প্রশংসনীয় নয়। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের গৌরব হানি হয়। যে কোন উপায়ে হউক, গবর্ণমেণ্টের ন্যায়পথ রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। সকলকে ন্যায় পথে প্রবর্ত্তিত রাখিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের এত আইন, এত আদালত ও এত দণ্ডের সৃষ্টি। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট নিজে যদি সেই ন্যায়পথ পরিত্যাগ করেন, আইন আদালত প্রভৃতি সকলেরই ধর্ম্মবল হ্রাস হইয়া যায়।

সংকীর্ত্তনকারিদিগকে যে পুলিস লাইনে আটক করা হইয়াছিল, তাহা সার্প সাহেবের বুদ্ধিপূর্ব্বকই করা হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তিনি কি তন্নিমিত্ত একটা অনুযোগ বাক্যেরও ভাজন হইলেন না? গবর্ণমেণ্ট ও রাজকর্ম্মচারিদিগের প্রতি প্রজার ভয় ও ভক্তি উভয় থাকা আবশ্যক। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সার্প সাহেবের বিষয়ে যে ব্যবহার করিলেন, তাহাতে প্রজার ভয় বৃদ্ধি হইবে বটে; কিন্তু ভক্তির এককালে লোপ হইয়া যাইবে।

উপসংহারে ব্রাহ্মসংকীর্ত্তনকারিদিগের প্রতিও আমাদিগের কিছু বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। সার্প সাহেব যখন বলিতেছেন, তিনি সংকীর্ত্তনের বিষয় কিছু জানিতেন না এবং বিরুদ্ধ বুদ্ধিতেও সংকীর্ত্তনকারিদিগকে পুলিস লাইনে লইয়া যান নাই, তখন আর এ বিষয় লইয়া পীড়াপীড়ি করা কোনক্রমেই বিধেয় হয় না। পীড়াপীড়ি করিলে কেবল যে ভদ্রতার ব্যাঘাত জন্মিবে তাহা নয়, ক্ষমাগুণের ও উদার্য্যেরও অবমাননা করা হইবে। যাঁহারা ধর্ম্মের উন্নতি সাধন-কর্ম্মে যত্নবান, তাঁহাদিগের এ দুটী গুণের অভাব একান্ত শোচনীয়।

সম্পাদকদিগের দৈন্যদশা নানা অভি-যোগের কারণ।

আমরা পূর্ব্বে পাঠক সম্প্রদায়কে অবগত করিয়াছি, কুলিনির্ব্বাসন আইনের দোষাদোষ বিচার করিয়া হিন্দুপেট্রিয়ট বিশেষ আন্দোলন করেন। কিন্তু তৎসমুদায় প্রতিবাদ বাক্য টমসন সাহেবের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিবাদের স্পষ্ট যুক্তিরাশিতে তদীয় মস্তিষ্ক অকুশিত হইয়া পড়ে, তিনি যদৃচ্ছ কতকগুলা কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। এই প্রকারে নানা বিষয়ে দেশীয় সম্পাদকদিগকে দুঃসহ লাঞ্ছনা সহিতে হয়। ইহার প্রকৃত কারণ কি?—আমরা দেখিতেছি, ভারতবাসিদের নিরতিশয় দৈন্যাবস্থাই ইহার প্রকৃত কারণ। আমরা নির্দ্ধন, সকল কার্য্যে অক্ষম, রাজ্যের গূঢ় কার্য্যে আমাদের অধিকার নাই, সুতরাং আমাদিগকে পদে পদে লজ্জিত ও উপহসিত হইতে হয়। সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগের হস্তে অতি গুরুতর ভার ন্যস্ত রহিয়াছে; গবর্ণমেণ্টের কোন রাজকর্ম্মচারীর কিম্বা সাধারণ লোকের কার্য্যপ্রণালীর প্রতিবাদ করিতে হইলে সকল বিষয়ের যথা তথ্য অগ্রে নিশ্চিত করা আবশ্যক, কেবল জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া কোন গুরুতর বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা অনুচিত। সংবাদপত্রের দোষালোচনকে যাঁহারা ঘোর অপমান বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহাদের পক্ষে সংবাদপত্রগুলি একপ্রকার বিচারালয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সংবাদপত্রের হস্তে তাঁহারা দণ্ডিত ও অবমানিত হইতেছেন, তাঁহাদের অস্থিতে অস্থিতে কলঙ্কের কালি লিপ্ত হইয়া পড়িতেছে, জনসাধারণের চিত্তে তাঁহাদের প্রতি একটা দারুণ কুসংস্কার জন্মিতেছে। কিন্তু বিচারালয়ে, রাজদ্বারে স্পষ্ট প্রমাণাভাবে কেহ দণ্ড প্রাপ্ত হয় না; পাছে সহস্র সহস্র দোষীলোকের মধ্যে একজনও নির্দ্দোষী লোক শাস্তি পায়, সে কারণ বিচারকালে বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদয় হইলে অপরাধী ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া হইতেছে। আমাদের দৈন্যাবস্থা অনুদ্যোগিতা এবং অননুসন্ধিৎসা হেতু আমরাও সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্টকে, রাজকর্ম্মচারিদিগকে এবং সাধারণ লোককে অভিযুক্ত এবং শাস্তি বিধান করি। যদিও অনেক সময়ে বাস্তবিক আমরা অভিযোগ এবং দণ্ডবিধান করিয়া, কাহারও মতের প্রতিবাদ করিয়া, কোন অসদৃশ কার্য্যে দোষাদি দেখাইয়া যথার্থ পক্ষে দোষী হই না; কিন্তু আমাদের প্রমাণ নাই, অতএব আমাদিগকে লজ্জিত হইতে হয়, আমরা নিরপরাধী হইলেও আমাদিগকে অপরাধী হইতে হয়। বেরার লইয়া গবর্ণমেণ্ট যে প্রকার অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, হাইদ্রাবাদের প্রতি যতদূর পর্য্যন্ত অত্যাচার হইয়া গিয়াছে, কোন দেশে কোন সভ্য রাজার শাসনাধীনে এ প্রকার ঘটিয়াছে কি না, সন্দেহ। মুসলমানদিগকে সকলে অত্যাচারী বলেন, আমরা বলিতে পারি তাঁহারাও কখন এমন অন্যায় অধর্ম্ম করেন নাই। কিন্তু এতদ্দেশীয় লোক কিছুতেই সে বাক্য মুখাগ্রে আনিতে পারেন না; প্রমাণ ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কে লেখনী ধারণ করিবে? ষ্টেটসম্যান সম্পাদক স্বয়ং ইংরাজ, তাঁহার অঙ্গ কান্তি কুন্দকলিকার ন্যায় শুভ্র, তিনি অকুতোভয়ে সকল গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু ভারতবাসিদের কথা স্বতন্ত্র, তাঁহাদের কোন ক্ষমতা নাই, সুতরাং গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিলে তাহার প্রমাণ দিতে পারেন না কেবল দোষী হইতে হয়

সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমনোযোগিতা হেতু একটি অসদৃশ কর্ম্ম হইয়াছিল তজ্জন্য মহা হুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গেল, তিনি পদচ্যুত হইলেন। কিন্তু শুভ্রকায় সিবিলিয়ানেরা যদৃচ্ছাচারী হইয়া দিন দিন কত অবৈধ কর্ম্ম করিতেছেন, খামখেয়ালী ছোট ছোট ছোকরা সিবিলিয়ানেরা লোকের মান হরণ করিতেছেন; কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ দোষের কারণ হয় না, কারণ আমরা অক্ষম তাঁহাদের দোষ সপ্রমাণ করিতে পারি না। সমক্ষে কোন অত্যাচার দেখিলে বদিসাৎ তাহা ব্যক্ত করি, কিন্তু প্রমাণ করিবার উপায় থাকে না। এইরূপে কোন অন্যায় ও অসঙ্গত কার্য্যপ্রণালী বিশিষ্টরূপে সপ্রমাণ করিবার আমাদের কোন ক্ষমতা নাই, তজ্জন্য আমাদিগকে অপদস্থ হইতে হয়। শ্যামনগর ষ্টেশনে ভয়ঙ্কর রেলওয়ে দুর্ঘটনা ঘটিলে বিস্তর জীবিত লোকও গোপনে পদ্মানদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, মৃত পরিচরণ সরকার মহোদয় আনুপূর্ব্বিক সমস্ত যথার্থ বিবরণ এডুকেশন গেজেটে প্রকাশ করেন। তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কোন অপরাধ ছিল না; ঐ দুর্ঘটনার সবিশেষ তদন্ত লইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট অনুমতি দেন। কিন্তু এতদ্দেশীয় লোক কতদূর ক্ষীণচেতা এবং ভীরু দেখুন, যে সমস্ত লোক পূর্ব্বে ব্যক্ত করিয়াছিল যে, রেলওয়ে কোম্পানী শত শত হত ও আহত আরোহীকে কুষ্টিয়ার সান্নিধ্যে পদ্মানদীতে নিক্ষেপ করিয়াছে, ইহা তাহারা সচক্ষে দেখিয়াছে কিন্তু কমিশনরের সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার সময় সেই সকল লোকের সম্পূর্ণ ভাবান্তর ঘটিল, তাহারা আর কোন কথা ব্যক্ত করিল না। পাঠক! আমরা পদে পদে গবর্ণমেণ্টকে অপরাধী করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা স্বয়ং কিরূপ অপদার্থ, একবার তাহা ভাবুন দেখি?

আমরা এ প্রকার হীনাবস্থ ব্যক্তি যে স্বার্থহত না হইলে কোন অনিষ্টকর বিষয় গবর্ণমেণ্টের হৃদগত করিয়া দিতে পারি না। নিরালস্য হইয়া যদ্যপি আমরা স্বদেশের হিত কামনায় একাগ্রচিত্তে রত থাকিতে পারি তবে সাহসপূর্ব্বক সকল কথায় লেখনী সঞ্চালন করিতে পারিব, তবে আমাদের যুক্তি ও প্রতিবাদ সসার এবং সঙ্গত বোধ হইবে। বর্ত্তমান কুলিনির্ব্বাসন প্রস্তাবটী ইহার উদাহরণ স্বরূপ দেখুন। সকলেই জ্ঞাত আছেন, আসাম, কাছাড়, সিলেট প্রভৃতি অঞ্চলে চা-ক্ষেত্র আছে; প্রতি বৎসর তত্তৎপ্রদেশে বিস্তর কুলি প্রেরিত হয়, এবং তাহারা তত্তৎস্থানে পশুর অধিক যন্ত্রণা ভোগ করে। আসামাদি স্থানে কুলি নিতান্ত দুর্লভ। সুতরাং বাঙ্গালার পশ্চিমাংশ এবং বেহার হইতে কুলি সংগ্রহ করিয়া সেই সকল অঞ্চলে প্রেরিত হয়। অজ্ঞান অসহায় বিদ্যাবুদ্ধিবিহীন মজুরদিগকে কিপ্রকারে সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহাদের সঙ্গে কিরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে, এই সকল প্রস্তাব লইয়া এত আন্দোলন চলিয়াছিল। আমরা যদ্যপি অন্যত্র হইতে শত শত দাস দাসী আনয়ন করি, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতও করিবেন না, কোন প্রকার আইন বিধিবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইবেন না। চা ক্ষেত্র স্বামীরাও তদ্রূপ অনায়াসে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে কুলি লইয়া যাইতে পারিতেন, তাহাতে কেহই প্রতিপক্ষতা করিতেন না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন, কুলিসংগ্রাহক চাপড়াশীরা নানা প্রকার ভাণ করিয়া প্রলোভনবাক্যে কুলিদিগকে ভুলাইয়া থাকে, সংকীর্ণ জাহাজে বহুসংখ্যক লোক ঠাসিয়া লইয়া যায় এবং তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দেয়। গবর্ণমেণ্ট সেই সমস্ত অন্যায়াচরণ নিবারণ করিবার নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র আইন বিধিবদ্ধ করিলেন, অতএব গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য মহৎ, তাহাতে সংশয় নাই। এই আইন বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল, সম্প্রতি উহার কতকগুলি ধারা সংশোধনের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট পুনর্ব্বার উক্ত আইনে হস্তক্ষেপ করেন। এখন কথা হইতেছে, কুলিরা কষ্ট পাইয়া থাকে এ কথা সত্য, চাপড়াশীরা মিথ্যা লোভ দর্শাইয়া কুলি সংগ্রহ করে, তাহাও মিথ্যা নয়; কিন্তু এই সমস্ত প্রবাদের প্রমাণ কই? যে স্থলে কুলি সংগৃহীত হয়, সেখানে মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে সকল কথা বুঝাইয়া দেন, আবার কলিকাতায় তাহাদিগকে সমস্ত বিষয় বিদিত করা হয়, তথাপি কুলিরা কি প্রকার কষ্ট পায় তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ দেখাইতে না পারিলে গবর্ণমেণ্ট কেবল সামান্য বাক্যের প্রতিবাদে কর্ণপাত করিতে পারেন না। দেখুন, কমাণ্ডারেন্ চিফ্ যখন আসামে গিয়া-

ছিলেন, চতুর চা-ক্ষেত্রস্বামীরা কুলিদিগকে কেমন স্বচ্ছন্দাবস্থায় রাখিয়াছিলেন। সে কয়েক দিন তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহারা মনের উল্লাসে আনন্দোপভোগ করিতে লাগিল। মনের স্ফূর্ত্তিতে চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কমাণ্ডারেন্ চিফ্ কুলিদের তদবস্থা দর্শন করিয়া অম্লান বদনে লিখিলেন যে, কুলিদের স্বাধীনতা দর্শনে তাহাদিগকে ক্ষেত্রস্বামী বলিয়াই বিবেচিত হইল। এতদ্দেশীয় লোকেরাও কুলিদের যন্ত্রণা ভোগ সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত তদ্রূপ কোন কৌশল অবলম্বন করিতে পারিলে তবে প্রকৃত উপকার দর্শে, নতুবা পদে পদে কেবল উপহাসাস্পদ হইতে হইবে। যথার্থ স্বদেশানুরাগিতা এবং তিতিক্ষাগুণের পরিচয় দিতে পারিলে তবে চীৎকার ও প্রতিবাদ সফল হইতে পারে। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কুলি নির্ব্বাসন আইনের প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু একটীও গুরুতর প্রমাণ দিতে পারিলেন না। যদি তিনি ভুক্তভোগী কতকগুলি কুলির দ্বারা যাবতীয় বিসদৃশ বিবরণ প্রকাশ করিতে পারিতেন তবে তাঁহার প্রতিবাদ বলবত্তর হইত। আমরা তাই বলিতেছি, যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী হইলে কতকগুলি ভদ্রলোককে কুলি সাজাইয়া চা-ক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে হয়, তাঁহারা তথাকার যথাবৎ সমস্ত ব্যাপার চাক্ষুস দেখিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট ব্যক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদিগকে আর লজ্জিত হইতে হয় না। এই প্রকার সকল কাজেই উদ্যোগীতা, তিতিক্ষা এবং অনুরাগ আবশ্যক করে। অন্যান্য দেশে অত্যাচার; ও কার্য্যের অসুবিধা নিবারণ করিবার নিমিত্ত ধনবান্ লোকেরা এক একটী সভা করিয়া থাকেন; তাহার ব্যয়ে নানা প্রকার সৎকার্য্য সম্পন্ন হয়। আমাদের দেশে সেই প্রকার কোন কার্য্যানুষ্ঠান না করিলে গুরুতর কার্য্যগুলি সম্পন্ন হইবে না।

চীনদেশের উন্নতি।

চীনদেশের উন্নতি প্রায় ভারতবর্ষের মত কূপোদক সদৃশ স্থির ভাবে আছে। সকলেই স্বয়ংসিদ্ধ; নূতন নূতন জ্ঞান শিক্ষা করিতে কাহারও অভিলাষ নাই। তবে আমাদের অপেক্ষা চীনবাসিরা নানা বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহারা ব্যবসায়ের অনুরোধে সর্ব্বত্রই গমনাগমন করিয়া থাকে। পৃথিবীর এমন কোন স্থান নাই যে স্থলে চীনবাসিদের গতিবিধি নাই। আমেরিকায় ইহাদের সংখ্যা বৎসর বৎসর এত অধিক হইয়া পড়িতেছে যে, কোন কোন স্থানের লোক ইহাদের আগমন বন্ধ করিবার কল্পনা করিতেছেন। আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়াতেও ইহাদের সংখ্যা অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছে। চীনদিগের সর্ব্বত্র গতিবিধি আছে বটে, তাহাদের জাতি বিচার নাই। তাহারা সকলেই নিরতিশয় পরিশ্রমী ও শিল্পনিপুণ এবং তাহারা স্বাধীন জাতি। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের বিদ্যা বুদ্ধির উন্নতির ফল তাহারা কিছু মাত্র প্রাপ্ত হয় নাই। অত্যল্প কাল মধ্যে জাপান পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য জাতির সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, চীনেরাও এক দিন পৃথ্বীতলে একটী মহা পরাক্রমশালী জাতি হইয়া উঠিতে পারিত, কিন্তু ঘোর আত্মাভিমান এবং আফিম সেবন ইহাদের সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছে। স্বয়ং সিদ্ধ এবং আত্মাভিমানী লোকের কস্মিন কালে উন্নতি হয় না। মনুষ্যের কর্ত্তব্য এই, নিজের সদ্গুণ গুলি রক্ষা করিয়া দোষরাশি পরিত্যাগ করিবে, এবং অপরের গুণের অনুকরণ করিবে, এ প্রকার না করিলে কাহারও উন্নতির সম্ভাবনা নাই। পুরাকালে সভ্যতার সমধিক উৎকর্ষ সাধনে চীনবাসিরা অন্যান্য জাতির বিশেষ সহকারী হইয়াছিল। মুদ্রাযন্ত্র, কাগজ, বারুদ প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য চীনদেশেই আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় চীনদেশেরও উন্নতির পথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছে। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চীন রাজ্য যে অবস্থায় ছিল, এখনও তাহার কিঞ্চিৎ মাত্র সংস্কার হয় নাই।

কয়েক বৎসর অতীত হইল চীনদেশে একটী সামান্য রেলগাড়ীর পত্তন হইতেছিল, বলিতে পারি না কি কারণে চীনের রাজকর্ম্মচারিদিগের তাহা মনঃপূত হইল না। তথাকার সৈনিকেরা এ পর্য্যন্ত যুদ্ধকালে ধনুর্ব্বাণ এবং সামান্য বন্দুক ব্যবহার করে। চীনের কোন না কোন স্থলে নিয়তই বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্জ্বলিত আছে। কয়েক বৎসর অতীত হইল, শ্যাম রাজ্যের উত্তর য়ুন্যান প্রদেশে চীন মুসলমানগণ বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। এইরূপে চীনতাতারও আতালিক গাজীর পরাক্রমে স্বাধীন হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রগণের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়; সেই সুযোগে চীন সৈন্য পুনর্ব্বার আপনাদের আধিপত্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে, চীনবাসিরা এখনও যদি সতর্ক না হয় তবে অনতিকাল বিলম্বে সেই বিপুল রাজ্য যে রুষের হস্তগত হইবে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে। চীনদেশীয় অনেক দূরদর্শী লোক ইহা বুঝিতে পারিতেছেন এবং ইহার সদুপায় করিবার নিমিত্ত রাজকর্ম্মচারীদিগকে পরামর্শ দিতেছেন। কয়েক বৎসর গত হইল ইহাঁদের উপদেশানুসারে নানা শাস্ত্র শিক্ষা করিবার নিমিত্ত কতকগুলি ছাত্র আমেরিকায় প্রেরিত হয়। কিন্তু সম্প্রতি চীনের প্রধান অমাত্য আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন; তিনি দেখিলেন যুবকগণ চিরপ্রথানুগত বেণীচ্ছেদন করিয়াছে, চীনের পরিচ্ছদ নাই,—আমেরিকা চলিত বস্ত্র ধারণ করিয়াছে। তদ্দর্শনে অমাত্য যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে স্বদেশে আনাইলেন। সুতরাং তদ্দেশের আশু উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। পূর্ব্বকালে চীনেরা এ প্রকার দেশাচার পরবশ ছিল না, বৌদ্ধেরা অনায়াসেই তাহাদিগকে স্বমতে আনিতে পারিয়াছিলেন; সুতরাং সপ্রমাণ হইতেছে, তৎকালে দেশাচার কিছুই প্রতিকূলাচরণ করিতে পারে নাই। চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণ এদেশের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া আচার ব্যবহার শিক্ষা করিতেন। ফা হাএন এবং হোয়াং থসাং প্রভৃতির নাম পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ফরাসিদিগের দেশে অদ্যাবধি খাঙ্গাহি সম্রাটের নাম পূজিত হইতেছে। তিনি ১৬৫১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তদীয় গৌরব জ্যোতিঃ সর্ব্বত্রই বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। জেস্যুট পাদরিরা গত শতাব্দীতে তাঁহার জীবনচরিত ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত করেন। কি উপায়ে স্বদেশের এবং প্রজাপুঞ্জের উন্নতি হইবে, ইহাতেই তাঁহার যত্ন ও অনুধ্যান ছিল। রুষের পিটার সম্রাটের ন্যায় তিনিও স্বয়ং নানা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহা প্রজাদিগকে শিখাইতেন। তিনি নানা প্রকার সৎসন্দর্ভ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখিত পুস্তক হইতে আমরা কয়েকটী জ্ঞানগর্ভ বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি;—(১) সংসারের নিয়ম আমরা কিছুই জ্ঞাত নহি; যাহা প্রথমে অতি সহজ এবং সুগম বোধ হয়, অনুধাবন পূর্ব্বক চিন্তা করিতে করিতে তাহা নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু আমাদের অজ্ঞানতায় কোন ক্ষতি হয় না, কারণ এ অজ্ঞানতা দ্বারা আমি অসৎ পথ পরিত্যাগ করিতে এবং সৎপথে চলিতে অসমর্থ হই নাই। (২) সকলেই আয়ুর্দ্দৈর্ঘ্য কামনা করেন, কিন্তু কেহই পরিমিতাচারী নহেন। উৎকৃষ্ট ঔষধ আবিষ্কার করিলে কি হইবে, অল্প আহার কর তবে ভালরূপ পরিপাক হইবে। (৩) ঈশ্বর সকল মনুষ্যকেই নিজ নিজ ভাবানুরূপ দ্রব্যাদি প্রদান করেন। (৪) শত শত অট্টালিকা নির্ম্মাণে ফল কি?—আমি যদি প্রজাদের নিমিত্ত নূতন ফল নূতন শস্য আনিতে পারি, তবে অধিকতর সুখী হই। মহাত্মা আকবরের মত ইনি সর্ব্বদেশী এবং সর্ব্ব ধর্ম্মী লোকের নিকট জ্ঞান শিক্ষা করিতেন। এক্ষণে যদি চীনে ভাগ্যবলে এমন একজন সম্রাট হ[illegible] তবে তথাকার উন্নতি সহজে সিদ্ধ হইতে পারে।

ভারতবর্ষেও দেখুন, ঠিক তদ্রূপ অবস্থা ঘটিয়াছে; প্রাচীন আচার ব্যবহার এবং ধর্ম্ম নিয়ম গুলিই এদেশের নিয়ন্তা, কোন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি এখানকার উপদেষ্টা নাই,তজ্জন্য সামাজিক নিয়ম লৌহশৃঙ্খলবৎ দৃঢ় হইয়া পড়িয়াছে,তাহা সহজে ছিন্ন করিবার উপায় নাই; সুতরাং লোকের উন্নতি অতি ধীরে ধীরে হইতেছে।

ভারতবর্ষের নানা প্রদেশীয় ওজনের সমন্বয়।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এত প্রকার ওজন প্রচলিত আছে যে, যতগুলি জেলা ততগুলি নূতন প্রকার ওজন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোন স্থানে ৫৮ তোলায় সের, কোন স্থানে ৬০ তোলায়, কোন স্থানে ৮০, কোথাও ১০৫, এই প্রকার নানা স্থানে নানাবিধ প্রণালী চলিত আছে। এতদ্বারা ব্যবসায়ীদের সময়ে সময়ে অসুবিধার পরিসীমা থাকে না, সকল সময়েই তাঁহাদিগকে অনর্থক বিস্তর অঙ্ক পাত করিতে হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য কয়েকবার প্রস্তাব হইয়াছিল,কিন্তু সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার কোন চেষ্টা করা হয় নাই। আমাদের ইচ্ছা এই, গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আর ঔদাসীন্য অবলম্বন না করেন।

আলোয়ার প্রভৃতি কয়েক স্থানের রাজা ইংরাজি টাকার ওজন অবলম্বন পূর্ব্বক এই সুবিধা করিয়াছেন যে, ইংরাজি টাকা আলোয়ারে চলিতে পারিবে এবং আলোয়ারি টাকা ইংরাজাধিকারে গৃহীত হইবে। কিন্তু এখন এই সুবিধাজনক প্রথা অবলম্বনে অনেক রাজা বিমুখ রহিয়াছে; কাশ্মীর, হাইদ্রাবাদ, জয়পুর প্রভৃতি করদরাজ্যে এখনও পুরাতন টাকা চলিতেছে। ওজনের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে; এক বঙ্গদেশের ভিতরেই যে কত প্রকার ওজন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে ৮০ সিক্কার ওজন, চন্দননগরে ৮২ সিক্কা, বর্দ্ধমানে ৬০ সিক্কা, বীরভূমে ৮৮॥৵, উড়িষ্যাতে ১০৫, এইরূপ এক এক স্থানে এক এক প্রকার। আবার এক স্থানের মধ্যে দ্রব্য-বিশেষে ওজনের বিস্তর ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। কলিকাতার সন্নিকটস্থ স্থানে অন্যান্য দ্রব্য ওজন করিতে ৮০ সিক্কা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু পাটের ওজন ২ সিক্কায় হইয়া থাকে। আবার ধান্যের মাপ প্রায় পাঁচ ক্রোশ অন্তর পৃথক্ পৃথক্। পুনশ্চ জমির মাপও এত প্রকার যে, সকল স্থানেই তাহা লইয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়, এবং জমিদার ও প্রজার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইবার এ একটী প্রধান কারণ। এক গ্রামেই কোন স্থানে ৪ হাতে কাঠা, কোথাও পাঁচ হাতে কাঠা, এইরূপ মীমাংসায় মহা অনর্থ ঘটে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানের বিঘা এখানকার সরকারী বিঘার প্রায় তিনগুণ অধিক। আজি কালি দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে নানা বিষয়ের অনুসন্ধান চলিতেছে, অতএব ভূমি এবং ধান্যের মাপে যাহাতে কোন ভ্রান্তি উপস্থিত না হয়, এমন সদুপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। বীরভূমে এক বিঘায় সচরাচর তিন বিশ ধান্য হয়, কিন্তু এই বিশ শব্দ শুনিয়া আমাদের নিম্ন বঙ্গের লোক চমকিত হইয়া উঠিবেন। তথাকার বিশ আবার অন্য প্রকার।

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন প্রকার ওজন প্রচলিত থাকায় লোকের বিশেষ ক্ষতি না হউক, কিন্তু এ প্রথা যে সম্পূর্ণ অসুবিধাজনক, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ ব্যবসায়িগণ এ অসুবিধাকে অহরহঃ অনুভব করিতেছেন। একটী দারুণ অসুবিধাজনক কুপ্রথা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে বলিয়া যে, তাহার বশানুবর্ত্তী হইয়া থাকিতে হইবে এমন কোন ব্যবস্থা নাই। সভ্যতার উন্মেষে সর্ব্বাগ্রে ব্যবহারিক ও সামাজিক নিয়মগুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। মহাত্মা আকবর সামাজিক ব্যবহারের নূতন পথ দেখাইবার সূত্রপাত করিয়াছিলেন; একটী দৃষ্টান্ত দেখুন,— তৎকালে মহম্মদীয়েরা হিজরী সন ধরিয়া সময় গণনা করিয়া আসিতেন, এ দিকে হিন্দুদিগের সংবৎ চলিত ছিল। কিন্তু দুটীরই চান্দ্রমাসে বৎসর পরিগণিত হয়। চান্দ্রমাসের ও চান্দ্রবৎসরের কিছুই স্থিরতা নাই, ত্র্যহস্পর্শ দ্বারা মাস পরিগণনায় অত্যন্ত গোল উপস্থিত হয় এবং প্রায় ৩৪৮ কিম্বা ৩৫০ দিনে বৎসর হইয়া থাকে। মহরম কিম্বা দুর্গোৎসবের অগ্রপশ্চাৎ ঘটিলে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না; কিন্তু রাজস্ব আদায় কর্ম্মচারিদিগকে বেতন প্রদান প্রভৃতি রাজকার্য্যে মহা বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল। তজ্জন্য তিনি পূর্ব্ব প্রচলিত দুটী সনই উঠাইয়া দিয়া এবং হিজরী সনের সঙ্গে ঐক্য রাখিবার নিমিত্ত সংবতের কতক অংশ কর্ত্তন করিয়া ফসলী সন প্রবর্ত্তিত করিলেন। উহাই এক্ষণে বাঙ্গালা এবং পশ্চিমাঞ্চলে চলিত রহিয়াছে। তাঁহার দ্বিতীয় সংস্কার, টোডর মল্ল দ্বারা সাধারণ বন্দোবস্ত করাইবার পূর্ব্বে তদীয় অধিকারভুক্ত সমস্ত রাজ্যকে পরগণা, জিলা, সরকার, চাকলা প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সময়েই ভূমি জরিপ করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে যখন এ দেশ অত্যন্ত বিশৃঙ্খলাবস্থায় ছিল, তখন সম্রাট আকবর এ প্রকার নূতন নূতন প্রণালী প্রচলিত করিতে শক্ত হইয়াছিলেন, আর আজি ইংরাজ এদেশের একাধীশ্বর হইয়া অপেক্ষাকৃত সভ্যসমাজে কি ওজনের এবং মাপের প্রথার একটী সমন্বয় করিতে অশক্ত হইবেন? নূতন ওজন ও নূতন মাপ চলিত হইলে প্রথমে অশিক্ষিত সাধারণ লোকের একটু বাধ বাধ ঠেকিবে বটে, কিন্তু সে অসুবিধা শীঘ্রই নিরাকৃত হইবে। আমরা অনুরোধ করি, সুশিক্ষিত বঙ্গবাসিরা এতদ্বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে হস্তক্ষেপ করুন।

এক্ষণে কথা হইতেছে, নূতন প্রথা চলিত করিতে হইলে কি প্রকার ওজনের প্রণালী অবলম্বন করা কর্ত্তব্য? আমাদের বিবেচনায় এমন একটী প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, যাহা সাধারণের পক্ষে সুবিধাজনক হয়। ইংলণ্ডে যে প্রকার ওজন ও মাপের প্রথা চলিত আছে, এক্ষণে আমাদের দেশে তাহা প্রচলিত হইলে বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন নূতন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইতেছে, তখন এমন পথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য যাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিবে এবং কালসহকারে যে প্রথা সমস্ত সভ্য জাতিই অবলম্বন করিবেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডে যে মানপ্রথা চলিত আছে, তাহা সাধারণের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। এক একটী দ্রব্যের এক একটী বিভিন্ন মাপ, তাহা কণ্ঠস্থ রাখিবার এবং তদ্দ্বারা হিসাব করিবার বড় অসুবিধা। আমাদের মতে ফরাসি দেশের পরিগৃহীত দশমিক প্রণালী অবলম্বন করিলে সর্ব্বপক্ষে বিলক্ষণ সুবিধা হয়। আজি কালি সকল দেশের পণ্ডিতেরা ঐ প্রথার আদর করিতেছেন, বাস্তবিক হিসাবের পক্ষে তদ্রূপ সুবিধা আর কিছুতেই হইবার নহে, অতএব সেই প্রণালী ভারতবর্ষে চলিত করা কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডেও এই নূতন প্রণালী অবলম্বিত হইলে উভয় দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

মধ্য শ্রেণীর বাঙ্গালা ও ইংরাজী ছাত্রবৃত্তির নিয়মের পরিবর্ত্তন ও সংশোধন প্রার্থনায় আমরা কয়েকবার এ সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিয়াছিলাম। সুখের বিষয় এই যে ডাইরেক্টার আমাদিগের কথায় কর্ণপাত করিয়াছেন। অতঃপর বর্ত্তমান নিয়মানুসারে মধ্য শ্রেণীর বাঙ্গালা ও ইংরাজী স্কুলের ছাত্রেরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে ফলানুসারে বাঙ্গালা ও ইংরাজী বৃত্তির একটী না একটী লাভ করিতে পারিবে। বাঙ্গালা বৃত্তি ৪ টাকা করিয়া দেওয়া হইবে। কোন উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী স্কুলে পড়িলে ইহা ৪ বৎসর ও প্রথম শ্রেণীর নর্ম্মাল স্কুলে পড়িলে তিন বৎসর দেওয়া হইবে। ঐরূপ ইংরাজী বৃত্তি ৫ টাকা করিয়া দেওয়া হইবে। কোন উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী স্কুলে পড়িলে ইহা তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইবে। ইহার পরেও বৃত্তিভোগী বালকগণ যদি সচ্চরিত্রতা প্রমাণপত্র প্রদর্শন করিতে পারেন, তাহা

হইলে বাঙ্গালা বৃত্তিভোগীরা ২ ও ইংরাজী বৃত্তিভোগীরা ১ বৎসর বিনা বেতনে পড়িতে পারিবেন. ১৬ বৎসরের অধিক বয়স হইলে কেহ ইংরাজী ও ১৫ বৎসরের অধিক বয়স হইলে কেহ বাঙ্গালা বৃত্তির জন্য পরীক্ষা দিতে পারিবে না। ইংরাজী পরীক্ষার্থীদিগকে ২ এবং বাঙ্গালা পরীক্ষার্থীদিগকে ১ টাকা করিয়া ফি দিতে হইবে। পরীক্ষার্থীদিগকে নিম্ন লিখিত বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে।

	পূর্ণসংখ্যা
ইংরাজী ভাষা	১৫০
বাঙ্গালা	১৫০
পাটীগণিত	১৫০
ইতিহাস, ভূগোল ও প্রাকৃতিক ভূগোল	১৫০
জ্যামিতি ও পরিমিতি	১০০
স্বাস্থ্যরক্ষা	৫০
পদার্থতত্ত্ব উদ্ভিদতত্ত্ব ও রসায়ণ এই তিনটীর মধ্যে একটী	৫০

এই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে সাহিত্য ও অঙ্কে শতকরা ৩৩ নম্বর থাকিলে বালকেরা বৃত্তিলাভে সমর্থ হইবে। অধিকতর আনন্দের বিষয় এই যে পুস্তক নির্ব্বাচনের ভার টেকষ্টবুক কমিটীর উপর ন্যাস্ত হইবে। আর যে যার আপনার আপনার আত্মীয় স্বজনের বিরচিত পুস্তক প্রচলিত করিয়া সুকুমারমতি বালকদিগকে কষ্টদানে সমর্থ হইবেন না।

—:০:—

যমালয় ও ফৌজদারী আদালত এতদুভয়ই সমান। যে রীতিতে এক্ষণে ফৌজদারী আইন বিধিবদ্ধ আছে, যাবৎ সে রীতির আমূল সংস্কার না হইতেছে তাবৎ এ ভয় লোকের অন্তঃকরণ হইতে বিদূরিত হইতেছে না। আইনের কঠোরতা নিবারণের যে পর্য্যন্ত না একটী সদুপায় স্থির হইতেছে, সে পর্য্যন্ত ভারতবাসীর মঙ্গল নাই।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, সিলেক্ট কমিটী ইহার মধ্যে কয়েকটী ধারার সংশোধনে যত্নবান হইয়াছেন। সে কয়েকটী এই:—

বর্ত্তমান আইন অনুসারে আদালত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিবার অভিপ্রায়ে এমন কূট প্রশ্ন করিতে পারেন যদ্দ্বারা নির্দ্দোষী ব্যক্তিও একে আর বলিয়া দোষী হইয়া পড়ে, সিলেক্ট কমিটী এরূপ প্রশ্ন করাকে বিধিসিদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করেন না। তাঁহারা বিচারপতিদিগের এ ক্ষমতা সংকোচ করিতে চাহেন।

অপর, বেত্রাঘাত সম্বন্ধে এই নিয়ম করিতেছেন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিনানুমতিতে কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কাহাকেও বেত দিতে পারিবেন না। ঘোড়া বেত অথবা সরু বেত কাহাকেও মারিতে পারিবেন না এবং ৪৫ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তিকে আদৌ বেত মারিতে পারিবেন না।

কোন দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তি অব্যাহতি লাভের প্রত্যাশায় আপীল করিলে আপীল আদালত তাহার আর দণ্ড বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারিবেন না।

কোন স্ত্রীলোকের খানাতল্লাসীর আবশ্যক হইলে স্ত্রীলোক ভিন্ন পুরুষে তাহার খানাতল্লাস করিতে পারিবেন না, অথবা তাহার লজ্জার ব্যাঘাত হয় এমন কোন প্রকার কার্য্যই করিতে পারিবেন না।

গৃহ দাহের সময়ে গ্রামবাসী লোককে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিয়া আনিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না। পুলিষকেই তাহার বিহিত করিবার চেষ্টা পাইতে হইবে।

পুস্তক সমালোচনা।

সচিত্র শিশু-সখা। প্রথম ভাগ। অসংযুক্ত বর্ণের পদ্যমালা। সেন এবং মল্লিক প্রণীত ১২ নম্বর পটলডাঙ্গা বরাট যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য দুই আনা। এখানি সুকুমারমতি বালকদিগের পাঠোপযোগী হইয়াছে। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় ভাগের পর বালকদিগকে এই খানি ধরান উচিত। কারণ ইহাতে সন্নিবেশিত বিষয়গুলি নীতিঘটিত অথচ সরল কবিতায় লিখিত। এ কারণে পাঠকালে বালকদিগের অধিক আনন্দানুভব করিবার সম্ভাবনা। কবিতা এক প্রকার গান সুতরাং উহা পাঠে বালকগণের মন যে অভিনিবিষ্ট হইবে, তাহা বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, এই কারণেই ইহা দ্বারা যে বিশেষ উপকারও হইবে, তাহা এক প্রকার স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

কল্পনা কুসুম। উর্ব্বশী নাটক প্রভৃতির গ্রন্থকর্ত্রী শ্রীমতী কামিনী সুন্দরী দেবী কর্ত্তৃক বিরচিত। কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ৩০৬ সংখ্যক ভবনে বঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি কবিতা গ্রন্থ। আমরা ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। পুস্তক সন্নিবেশিত বিষয় সমূহের মধ্যে অনেক গুলিই গ্রন্থকর্ত্রীর বিলক্ষণ বিদ্যানুশীলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাঁহার হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষতঃ ঐতিহাসিক বিষয়ে যে বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে তাহা আমাদিগের স্পষ্ট উপলব্ধী হইতেছে। সন্নিবেশিত বিষয় গুলি নানা প্রকার ছন্দে লিখিত হইয়াছে। তবে ইহাতে যে যৎসামান্য দোষ পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহা চন্দ্রের গুণ সমষ্টির তুলনায় দোষভাগ যেমন ধর্ত্তব্য নহে ইহাও তাদৃশ।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১০ ই ফেব্রুয়ারি। প্রণালীর নিম্ন দিয়া সুড়ঙ্গ করিবার যে কল্পনা হইতেছে, চাইল্ডার্স ও সর গার্নেট ওলসলি তদ্বিষয়ে অনুকূল মত প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু জেনরল এডের তাহাতে সম্পূর্ণ অমত। গবর্ণমেণ্ট মতামত প্রকাশ করেন নাই।

স্মিথ যে সংশোধন প্রস্তাব করেন, কমন্সসভা তাহা অগ্রাহ্য করিবার পূর্ব্বে গ্লাডষ্টোন সাহেব আয়র্লণ্ডে স্বশাসন প্রণালীর প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতার উল্লেখ করেন। ঐ স্বশাসন প্রণালী অনিচ্ছা পূর্ব্বক রহিত করা হইয়াছে। নানা প্রকার মতামত উত্থিত হইলে তিনি হোমরুলরদিগকে পরামর্শ দিলেন, আয়র্লণ্ডীয় পার্লামেণ্ট সভার কার্য্য কিরূপ হইবে, অগ্রে তাহা স্থির করা কর্ত্তব্য।

গবর্ণমেণ্ট মধ্য আসিয়া সংক্রান্ত কাগজ পত্র হাউসে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সম্প্রতি কোন ঘটনা নাই। কেবল কতকগুলি রুষীয় সংবাদ পত্রের সার সংগ্রহ আছে এই মাত্র।

রুষীয় পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্য্যের মন্ত্রী গত ১৫ ই জুন বলিয়াছিলেন, মর্ভ তুর্কমানদিগের সহিত সন্ধির বা তথায় রুষীয় রেসিডেণ্ট রাখিবার কোন প্রস্তাব হয় নাই।

লণ্ডন ১২ ই ফেব্রুয়ারি। টাইমসের বিশেষ সংবাদদাতা আলবানিয়ায় হত হইয়াছেন বলিয়া যে, সংবাদ লিখিত হয়; তাহা মিথ্যা।

রুষে ইহুদিদিগের প্রতি অত্যাচার হওয়াতে ইউরোপস্থ অন্য রাজগণ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন বলিয়া যে প্রস্তাব হয়, সেণ্টপিটার্সবর্গস্থ এক খানি সরকারি পত্র দ্বারা তাহারা অনাবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, অত্যাচার নিবারণার্থ বিশেষ উপায় অবলম্বন করা হইবে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১২ ই ফেব্রুয়ারি। তুরস্কের সুলতান আপনার প্রতিনিধিদিগকে এই বলিয়া সংবাদ লিখিয়াছেন যে, তিনি ইজিপ্টের খেদাইবকে জাতীয় দলের সম্মাননা করিতে এবং ইজিপ্টে যাহাতে কোন গোলযোগ না থাকে, তাহা করিতে আদেশ দিয়াছেন।

লণ্ডন ১৩ ই ফেব্রুয়ারি। আয়র্লণ্ডে আবার কতকগুলি লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৪ ফেব্রুয়ারি। ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরল ভারতবর্ষীয় রোমান কাথালিক পাদারিদিগের বিষয়ে পোপের নিকটে কোন প্রকার পত্র পাঠান নাই গোয়ার আর্কবিশপের সীমা নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করেন নাই।

ক্লেয়ার জেলার গোড়াইকের মাজিষ্ট্রেট লয়েডকে গুলি করা হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার আঘাত লাগে নাই। তবে তাঁহার সমভিব্যাহারে যে পুলিষের লোক ছিল, সে সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

লণ্ডন ১৪ ই ফেব্রুয়ারি। লোজবোলাক নামক স্থানে মড়ক উপস্থিত হইয়াছে।

বিয়েনা ১৪ ই ফেব্রুয়ারি। অষ্ট্রীয়া বলেন, দক্ষিণ হর্জিগোভিনা ভিন্ন আর সমুদায় স্থানের বিদ্রোহ নিবারিত হইয়াছে।

লণ্ডন ১৫ ই ফেব্রুয়ারি। চার্লস ডাইক প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন রুশে ও পারস্যে যে সীমা স্থির হইতেছে, তাহাতে ইংরাজ প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবেন, গবর্ণমেণ্ট এরূপ প্রস্তাব করেন নাই। টিহারণস্থ ব্রিটিশ মন্ত্রী তারযোগে সংবাদ পাঠাইয়াছেন, রুশ সীমা সেরাকের ১৫০ মাইল ব্যবহিত।

লণ্ডন ১৫ ই ফেব্রুয়ারি। এচ. এম. এস. ফালকন নামক জাহাজের অধ্যক্ষ মেলভি এনাটোলিয়া প্রদেশের আর্টাকি নামক স্থানে শীকার করিতেছিলেন এমন সময়ে আক্রান্ত হইয়া সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন, বিটিশ দূত এ বিষয় সুলতানের গোচর করাতে তিনি আক্রমণকারীদিগকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দিয়াছেন।

মোজবোলাক নামক স্থানে যে সড়ক উপস্থিত হইয়াছিল তাহার শান্তি হইয়াছে।

টিহারাণ ১৩ই ফেব্রুয়ারি। পারস্যের এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে রুশ পারস্যের সীমা নির্দ্ধারণকার্য্যে পাঠান হইয়াছে। ব্যক্ত এই যে পূর্ব্বে যিনি ঐ কার্য্যে গিয়াছিলেন তিনি রুশ গবর্ণমেণ্টকে অনেক স্থান ছাড়িয়া দিয়াছেন।

লণ্ডন ১৫ ই ফেব্রুয়ারি। সার চার্লস ডাইক কমন্স হাউসে প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন হিরাটে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রচার হয় তাহা মিথ্যা।

সার ষ্টাফোর্ড নর্থকোট টুটং নামক স্থানে ভোজের সময়ে বলিয়াছেন পার্লিয়ামেণ্টের নিয়ম সমূহের পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে প্রস্তাব করিয়াছেন তিনি তাহার অনুমোদন করেন নাই। তিনি বলেন ঐ প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য হইলে অল্প সংখ্যক ব্যক্তির মত প্রদান কালের যে স্বত্ব আছে তাহার লোপ হইবে এবং বাদানুবাদ বিষয়ক স্বাধীনতা ও থাকিবে না।

বিবিধ সংবাদ।

শতকরা ৪ টাকা সুদের কাগজ ১০১।/০
৪॥০ ১৮৭০ (১৮৮৫) ১০১॥০ হইতে ১০১৸০
৪॥০ ১৮৭১ (১৮৮১) ১০০।০
৪॥০ ১৮৭১ (১৮৯৩) } ১০৮৸০
৫॥০ ১৮৭৯ (১৮৯৩) }

স্ত্রীশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষাপ্রণালীর যাহাতে উৎকর্ষ সাধন হয় তদুদ্দেশে ভারতবর্ষীয় সভা শিক্ষা সংক্রান্ত সমিতির নিকট এক খানি দরখাস্ত করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ বোম্বাই ভ্রমণ কালে তত্রত্য বস্ত্র ও রেশমের কাপড় প্রভৃতির কল পরিদর্শন করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি কলের অধিকারী দিগের প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তর দান কালে স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন, তাঁহার বোম্বাই দর্শনে বিশেষ ফললাভ হইয়াছে। এবং নিজ রাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া ঐ প্রকার কল স্থাপনা করিয়া রাজ্যে উন্নতিকল্পে মনোযোগী হইবেন। ২১ এ ফেব্রুয়ারি ইঁহার কলিকাতায় আসিবার কথা আছে।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সভাপতি হগ্ সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোকে তাঁহার একটী স্মরণ-চিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন, এবং তাঁহার নামে একটী রাস্তা করিবার ও কল্পনা করিয়াছেন।

আইনকর্ত্তা হুইটলি ষ্টোকস্ সাহেব বডলিয়ান পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ পদে মনোনীত হইয়াছেন। ইঁহার বেতন মাসিক হাজার টাকা স্থির হইয়াছে।

ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা গ্রহণ করিতে সর্ব্বশুদ্ধ ১৮॥ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে আজমীরে ২৭৩৩ আসামে ৩২৪৮০ বঙ্গদেশে ৬০১৮২৫ বেরারে ২১৫৭০ বোম্বাইয়ে ২১৪১০৪ ব্রহ্মদেশে ৭৪৬৩৪ কুর্গে ৩৩৯০ মধ্যপ্রদেশে ১৩৮০০০ মান্দ্রাজে ২৪৮০০০ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ২৫০৩৭৫ এবং পঞ্জাবে ১২৭০০০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। তবে কটকের লোক সংখ্যা গ্রহণের কাগজ পত্র দগ্ধ হওয়াতে এই ব্যয় আর কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে।

গবর্ণর জেনরল ১৬ ই মার্চ্চ শীমলায় গমন করিবেন। মধ্যে কেবল একবার পাতিয়ালায় যাইবেন।

বেহারে বাঙ্গালীরা যাহাতে কর্ম্ম না পায় বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সেই আদেশ প্রদান করাতে সকল লোকে যারপর নাই ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইয়াছিলেন। ছাপরাবাসীরা এবিষয়ে তাহাদিগের দুঃখ জানাইয়া তাঁহার নিকট এক আবেদন করেন। কিন্তু তিনি তদুত্তরে পাটনার কমিশনরকে এই আদেশ প্রদান করিয়াছেন যে অতঃপর বেহারবাসী বাঙ্গালীরাও বেহারী দিগের ন্যায় তত্রত্য সরকারী কর্ম্ম প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

আমাদিগের রাণাঘাটস্থ সংবাদদাতা বলেন, রাণাঘাটের অধীন দত্তপুলিয়া গ্রামের জনসংখ্যা ন্যূনাধিক ১২০০ বার শত। গত ভাদ্র মাস হইতে এ পর্য্যন্ত ঐ দত্তপুলিয়া গ্রামের ন্যূনাধিক এক শত লোকের জ্বরাদি পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে! ইহার মধ্যে অনুমান ১০। ১২ জনের রক্ত আমাশয় রোগে মৃত্যু হয়, অবশিষ্টের মধ্যে অধিকাংশের জ্বরে মৃত্যু হইয়াছে!! দত্তপুলিয়া উচ্চ ভূমিতে স্থিত গ্রাম, গ্রামটী তাদৃশ জঙ্গলে বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, পচা জলপূর্ণ ডোবা বিশিষ্ট নহে; অর্থাৎ যাহা থাকিলে জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়, এ গ্রামটীতে তাহা দৃষ্ট হয় না। আমরা ভরসা করি, আমাদিগের কার্য্য কুশল ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ বসু মহোদয় কি কারণে দত্তপুলিয়ায় জ্বরাদির প্রাদুর্ভাব হইল, তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দুঃখী প্রজাগণকে রক্ষা করিবেন।

ইতিপূর্ব্বে এই রাণাঘাট সবডিবিজনের অধীন বয়ড়ায় একটী, বীরুই নামক গ্রামে একটী, নিজ রাণাঘাটের লালগোপাল পালের কাপড়ের দোকানে একটী রীতিমত চুরী হইয়া গিয়াছে; কিন্তু, আমাদিগের সুযোগ্য পুলিষ এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই কিনারা করিতে পারেন নাই।

ইতিপূর্ব্বে উলায় উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কাপড়ের দোকানে যে চুরী হইয়াছিল, নিজ রাণাঘাট থানার পুলিষ সব ইনস্পেক্টর বাবু পরাণচন্দ্র সরকারের কল্যাণে তাহার এক প্রকার কিনারা হইয়া হিয়েমস পাড়ে ভুবনঘোষ ও বরকুতুল্লা ওস্তাগর ফৌজদারী সোপর্দ্দ হইয়াছে। বিচারের ফলাফল পরে প্রকাশ করিব।

গত তিন বৎসর রাণাঘাট শ্রীপঞ্চমী সমিতির সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা অবগত হইলাম, গত দুই বৎসর হইতে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা গ্রহণ করা হইতেছে। আমরা ভরসা করি, শ্রীপঞ্চমী সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণ যে সকল টাকা আদায় করেন, তাহার আয় ব্যয় সমেত শ্রীপঞ্চমীর কার্য্য বিবরণ প্রতি বৎসর মুদ্রিত করিয়া সাধারণের গোচর করিবেন।

বিগত নবেম্বর মাসে বোম্বায়ে ব্রাউনলো নামে এক সাহেব একটী দেশীয় নাবিকের অঙ্গে ছুরিকা ছুড়িয়া কঠিন আঘাত করে। নাবিক ব্রাউনলো সাহেবের নামে বোম্বায়ের মাজিষ্ট্রেট কুপার সাহেবের নিকট অভিযোগ করে। কুপার সাহেব বিচার করিয়া আসামী দেশীয় নাবিককে সামান্য আঘাত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড করেন। বোম্বায়ের গবর্ণমেণ্ট এই মকদ্দমা সংক্রান্ত কাগজ পত্র পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে নাবিক কঠিনরূপেই আঘাত পাইয়াছিল, সুতরাং আসামীর ৫০০ টাকা অর্থ দণ্ড হওয়াতে সমুচিত দণ্ডই হয় নাই। এই জন্য গবর্ণমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট কুপারকে তিরস্কার করিয়াছেন।

জাপানের এক ব্যক্তি ফরাসীদেশে রণতরি বিভাগে কার্য্য শিক্ষার্থ গমন করিয়া এক প্রকার নূতন ধরণের কামান প্রস্তুত করিয়াছেন।

আয়ুব খাঁ পারস্য দেশে মহা হুলস্থুল করিতেছেন। কান্দাহারস্থ গিলজাই সৈন্যেরা অসন্তুষ্ট হওয়াতে তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার জন্য কাবুল হইতে সৈন্য যাইতেছে। আমীরের দশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হওয়াতে তিনি প্রজাদিগের নিকট হইতে পীড়ন করিয়া রাজস্ব আদায় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া রাজ্যের প্রায় সকল লোকেই ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। যে শাসনকর্ত্তা আমীরের পক্ষ হইতে হিরাট অধিকার করিয়াছিলেন একণে তিনি বাঁকিয়াছেন, তিনি উহাকে নিজের বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন।

শুনা যাইতেছে গবর্ণমেণ্ট আর আগ্রা কালেজের ব্যয়ভার বহন করিতে পারেন না এই কারণে একণে উহা উঠাইয়া দিবার কল্পনা করিয়াছেন, তবে যদি থাকে এই সরতে থাকিবে স্থানীয় লোকদিগের মধ্যে যাঁহারা উক্ত কালেজটীর স্থায়িত্ব কামনায় গবর্ণ-

মেণ্টকে পীড়াপীড়ি করিবেন তাঁহাদিগকে উহার ভার গ্রহণ করিতে হইবে, এবং যাহাতে উহার উন্নতির হ্রাস না হইতে পারে তজ্জন্য তাঁহাদিগকে প্রতিভূ থাকিতে হইবে, গবর্ণমেণ্ট কেবল সাধারণ নিয়মানুসারে সাহায্য দান করিবেন।

রাণাঘাটের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘাটালে বদলী হওয়াতে ঘাটালবাসীরা তাঁহার অন্যত্র বদলী প্রার্থনা করিয়া না কি গবর্ণমেণ্টে ৩।৪ খানি দরখাস্ত প্রেরণ করিয়াছেন। লোকের একবার অসম্মান হইলে এইরূপই হইয়া থাকে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম শ্রীহট্টের বাবু বিপিনচন্দ্র দাস গত ১৪ শে মাঘ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বৎসর দুই পূর্ব্বে ইনিই রমাবাইয়ের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমরা গত সপ্তাহে ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের প্রেরিত এক খানি নিয়ম পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি, এখানি সাধারণের অত্যন্ত উপকারী বলিতে হইবে, মূল্য এক পয়সা, পোষ্ট আপীষ মাত্রেই পাওয়া যাইবে, ইহাতে ডাকঘর সংক্রান্ত যাবতীয় আবশ্যক বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত জোসেনপুরের ভূতপূর্ব্ব মুন্সেফ বাবু উপেন্দ্রনাথ বসুর দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে হাইকোর্টে কতকগুলি লোক আবেদন করিয়াছিলেন, হাইকোর্ট তাহার কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যাহা দিয়াছিলেন, তাহা সন্তোষজনক না হওয়াতে হাইকোর্ট বরিশালের ডিষ্ট্রীক্ট সেসন জজের প্রতি এই আদেশ দিয়াছেন, উপেন্দ্র বাবু যাবৎ সন্তোষজনক উত্তর দ্বারা নিজ নির্দ্দোষীতা সপ্রমাণ করিতে না পারিবেন, তাবৎ তাঁহার যেন পদোন্নতি করিয়া না দেন।

কলিকাতার পুলিষ কমিশনর ল্যাম্বার্ট সাহেব ঠগী ও ডাকাইতি বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছেন।

পূর্ব্ব বাঙ্গালার এক হাকিমের দৌরাত্ম্যে বোধ হয় গরিব বাঙ্গালীদিগের খর্জ্জুর রস অথবা গুড় খাওয়া বন্ধ হয়। ইনি নিজ আইন জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের জন্য সম্প্রতি আইনের এইরূপ মর্ম্মোদ্ভেদ করিয়াছেন যে, তাড়ি আবগারির মধ্যে উহা বিক্রয় করিতে হইলে বিক্রেতাকে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে। আইনে আছে তাড়ি দুই প্রকার। তাল ও গাঁজলা, তাই হাকিম বাহাদুর ধরিয়াছেন, গাঁজলা বিক্রয়ের জন্য যখন লোকে লাইসেন্স লইতে বাধ্য তখন তালায় অবশ্য লাইসেন্স লইতে কেন না বাধ্য হইবে, এই কারণে তিনি পুলিসের উপর এই আদেশ দিয়াছেন, অতঃপর তাল রস যে কেহ বিক্রয় করিবে, তাহাকেই যেন ধৃত করা হয় ও তাহার নিকট হইতে লাইসেন্স ফিঃ আদায় করা হয়। এই আদেশ নিবন্ধন তথায় অত্যন্ত অত্যাচারও হইতেছে, বিচারপতির অগ্রে দেখা উচিত যে, তাল রস তাড়ি নহে। তাল রসে গাঁজলা হইলে তাড়ি হয়।

সাধারণ শিক্ষার উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট যে কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন, তাহার নির্ব্বাচন ঠিক হয় নাই বলিয়া সাধারণে যে আক্ষেপ করিতেছেন, আমরা দেখিতেছি তাহা নিতান্ত অলৌকিক নহে। এই কমিশনের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রেভরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি থাকিলে কমিশনটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। এত সাহেবের বদলে দেশীয়ের সংখ্যা আর কিছু বৃদ্ধি করিলে আমাদিগের অধিকতর ফল লাভের প্রত্যাশা থাকিত।

এই বারেই দেখিতেছি ছাতুর হাঁড়িতে বাড়ি পড়িয়াছে। ইতিপূর্ব্বে সফিক ক্রম সাহেব টাইফইড জ্বরে প্রাণত্যাগ করাতে ও সম্প্রতি মেজর বেরিংয়ের পত্নী উক্ত পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া নানা প্রকার কষ্ট পাওয়াতে কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ক কমিশনরগণের ত্রুটী নিবন্ধন জল বায়ুর দোষ সপ্রমাণিত হইয়াছে। ইংলিসম্যান তীব্র দন্তাঘাত আরম্ভ করিয়াছেন, কমিশনরগণ ছট্‌ ফট্‌ করিতেছেন। এত আর দেশীয়দিগের নিদরুণ প্রাণ নয় যে, যাইলেও দুঃখ নাই, থাকিলেও সুখ নাই।

এতদিনের পরে ঠিক হইল, মালঞ্চ নিবাসী মৃত বাবু গোরীপ্রসাদ মৈত্রেয়ের বিষাক্ত দুগ্ধ পানেই মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু কে যে দুগ্ধে বিষ মিশ্রিত করিল তাহার কিছুই নিরাকরণ হয় নাই। যাহা হউক এরূপ পুণ্যাত্মা লোকের যিনি এই দুর্গতি করিয়াছেন জগদীশ্বরকে যে তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র নরকের সৃষ্টি করিতে হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, এক্ষণে পাপিষ্ঠ ধৃত হইলে সকল লোকেই যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হয়।

গত সোমবার বেলা ৫৷৷০ টার সময়ে জয়পুরের মহারাজ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি শনিবার প্রেসিডেন্সি কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করিয়া প্রথমটীতে একটী ও দ্বিতীয়টীতে দুইটা বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ধাত্রী চিকিৎসালয়ে ৫ শত, জীব ক্লেশ নিবারণী সভায় ১ শত, ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারিতে ১০০ টাকা ও ভারত সংস্কারক সভায় ৫০ টাকা দান করিয়াছেন।

ঢাকার স্ত্রী বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী হীনসর্ব্বি বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে ৩ শত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ব্রহ্মরাজ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত গোলযোগ নিষ্পত্তি করিবার উদ্দেশে গবর্ণর জেনেরলের নিকট একজন দূত প্রেরণের সংকল্প করিয়াছেন। তিনি পণ্য দ্রব্যের একচেটিয়া উঠাইয়া দিতে সম্মত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই আদেশ দিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট আপীসের যত কাজ অতঃপর এদেশীয় ভাল কাল কালীতেই চলিবে, তবে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যে ষ্টিফেনের প্রস্তুত করা কালী ব্যবহার করা হইবে, এতদ্ভিন্ন চামড়ার কটিবন্ধ যাহা পূর্ব্বে বিলাত হইতে আসিত তাহাও এদেশ হইতে ক্রয় করা হইবে।

আফ্রিকায় আজিও দাস ব্যবসায় হইতেছে। সভ্য ফরাসী দেশীয় লোকে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত। ইহারা দাস দাসীদিগকে আফ্রিকার মধ্য ভাগ হইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইয়া আসিবার ও পেম্বায় যাহাজে আরোহণ করাইয়া শেষে আরব দেশে আনিয়া বিক্রয় করিয়া যায়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ও ইহার নিরাকরণ মানসে আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে মানওয়ার রাখিয়াছেন।

গত বর্ষে মান্দ্রাজ অঞ্চল হইতে ৪৫৭৯১০০০ টাকা ভূমির রাজস্ব আদায় হইয়াছে।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত মাসিক পত্র ও গ্রন্থগুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

✓ নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের বেঙ্গল মিসলেনী. শ্রীরামপুর কালেজের অধ্যাপক বাবু বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, সম্পাদিত। ইহাতে ইংরাজী ও বাঙ্গালা এতদুভয় বিষয়ের প্রবন্ধ সন্নিবেশিত আছে।

গ্রাম্যে কস্মিংশ্চিৎ পিতৃবনে লিখিতং শোক গানম্‌ (Elegy written in a country church yard) এখানি সংস্কৃত অনুবাদ। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

জানুয়ারি মাসের বেঙ্গল ম্যাগাজিন। শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন প্রকাশিত সংক্ষেপ ভাগবতামৃতং প্রথম সংখ্যা। পৌষ মাসের আচার্য্য। শ্রীযুক্ত দ্বারকনাথ বিশ্বাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত মাঘ মাসের আদর্শিনী। কুমারী কামিনী শীল কর্ত্তৃক সম্পাদিত অগ্রহায়ণ মাসের খৃষ্টীয় মহিলা। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মাসিক খণ্ডে প্রকাশিত পৌষ মাসের হোমিওপ্যাথিক প্রচারক। শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের কৃষিতত্ত্ব। মাঘ মাসের বামাবোধিনী পত্রিকা। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এম, ডি, কর্ত্তৃক সম্পাদিত, জানুয়ারি মাসের কলিকাতা জর্ণাল অব মেডিসিন। কলিকাতা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার তৃতীয়

বাৎসরিক অনুষ্ঠান পত্র। ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় নম্বর। মূল ও বঙ্গানুবাদসহ কালীনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত অধ্যাত্ম রামায়ণ আদিকাণ্ড। শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ডের ৬ ষ্ঠ খণ্ড।

রবিবারে মদের দোকান যাহাতে বন্ধ থাকে তজ্জন্য কলিকাতার অনেক লোকে প্রার্থনা করাতে শুঁড়িরা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। তাহারা ইহার বিপক্ষে একখানি দরখাস্তও করিয়াছে। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম রবিবারে মদ্য বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য যাঁহারা উদ্যোগী হইয়াছেন তাঁহারা লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকট একজন প্রতিনিধি প্রেরণের প্রস্তাব করাতে তিনি তাহা গ্রাহ্য করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে কোম্পানীর নিকট হইতে উক্ত লাইন ক্রয় করিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন।

জনরব উঠিয়াছে বোম্বাইয়ের গবর্ণর সার জেমস ফার্গুসন শীঘ্র পদত্যাগ করিবেন। স্ত্রী বিয়োগে কাতর হওয়াতেই বোধহয় লোকে এই কথা রটাইয়াছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম আমাদিগের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব টিকারীর রাজাদিগের গৃহবিচ্ছেদের মীমাংসার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

ফরাসীদিগের ভারতবর্ষস্থ অধিকৃত স্থান সমূহ হইতে ১৮৮২ অব্দে যে টাকা আয় হইবে স্থির হইয়াছে তাহা ব্যয়েই যাইবে। তাঁহারা লাভ চাহেন না। খরচ চলিলেই যথেষ্ট। সমুদায়ে ১২০০৪৩১ ফ্রাঙ্ক আয় ধরা হইয়াছে, ব্যয়ও তাহাই। ইহার মধ্যে পণ্ডিচরি ১২০৩৮০২ চন্দন নগর ১৯৯৪৩১; কারিকল ৪২০৫৮৩ মেহি ৪৯২০৪ ও এনায়ণ হইতে ৪১৮৫ ফ্রাঙ্ক আয় হইবে এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে।

ফরিদপুরের কতকগুলি লোক তথায় বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। এই সভার সভ্যদিগের বলে বিধবার সবর্ণ বিবাহ দেওয়াই মত। ব্রাহ্মণ স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণে শূদ্র স্বশ্রেণীর শূদ্রে ভিন্ন ব্রাহ্মণ শূদ্রে অথবা শূদ্র ব্রাহ্মণে বিবাহ করিতে পারিবেন না। যাঁহারা এই সভার মতানুসারে কার্য্য করিবেন, সভ্যগণ তাঁহাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিবেন।

দ্বারভাঙ্গার মহারাজ পাটনা কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে বিতরণ করিবার জন্য ৫ টী স্বর্ণপদক প্রদান করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় সভার সভ্য সার আরস্কিন পেরির পদে সার আর্থর হবহাউসের অধিষ্ঠানের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

রথ্‌স্‌চাইল্ড ব্রাদর্স প্রভৃতি কয়েক জন ধনী সাবরমতি হইতে দিল্লী ও আগ্রা পর্য্যন্ত রাজপুতানা রেলওয়ে ক্রয় করিবার অভিপ্রায়ে ইণ্ডিয়া আপীসের সহিত বন্দোবস্ত করিতেছেন।

গত বুধবার কোলাপুরের অপবাদ ঘটিত মকদ্দমার বিচার হইয়াছিল। প্রতিবাদীর উকীল নানা বাদ এই বলিয়া স্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, যে ১৮৮১ অব্দের ৩ রা নবেম্বর পোলিটীকাল এজেণ্টের আজ্ঞানুসারে মহারাজকে ঔষধের সহিত বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা সেবন না করাতেই রক্ষা পাইয়াছিলেন, কিন্তু সহকারী পোলিটীকাল এজেণ্ট এ কথা অস্বীকার করিয়া বলেন, মহারাজ অতি ভীষণ স্বভাবের লোক। রাজকারবারী সেরূপ নহেন। তিনি ভাল লোক।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই রেজলিউসন করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের কমিসরী জেনারলের আপীস অতঃপর আর সিমলায় না যাইয়া কলিকাতায় থাকিবে।

রুশ সম্রাট নাট্যশালার অভিনেতাদিগকে উপাধি প্রদান আরম্ভ করিয়াছেন।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব পদত্যাগ করিলে কে যে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে, আজিও তাহার কিছু স্থির হয় নাই। গবর্ণর জেনারল আজিও কাহাকে মনোনীত করেন নাই, তবে কি রিভার্স টমসনের উক্ত পদ লাভের সংবাদ অলীক?

আমাদের কালনাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন; "সম্প্রতি বর্দ্ধমানেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী মহোদয়া কালনার বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। ইনি কালনায় থাকিলে অত্রত্য দীন দরিদ্র অন্ধ অনাথদিগের কোন ক্লেশ বা উদরের অন্নের জন্য ক্ষুণ্ণ হইতে হয় না। এমন দিন নাই যে কোন না কোন শুভোদ্দেশে দরিদ্রকে দান না করেন। রাজেশ্বরী হইয়া কিরূপে অর্থের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হয়, অনাথবর্গকে কি উপায়ে প্রতিপালন করিতে হয়, তাহা তিনি উত্তম জানিয়াছেন। বিশেষতঃ বিধবাদিগের দান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই যে কেবল মাত্র ব্রত, তাহা তিনি বিশেষ জ্ঞাত হইয়াছেন। বিষয় স্পৃহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কি নিয়মে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়, কিরূপ কঠোরতা স্বীকার করিতে হয়, সুখে জলাঞ্জলি দিতে হয়, তাহা মহারাণী মহোদয়া বেশ শিক্ষা করিয়াছেন। কি রাজোচিত বসন ভূষণ কি পদ ও পরিচ্ছদ কি উপাদেয় উপভোগ সকলেই বীতরাগ, কেবল স্বামীর সমাধি মন্দিরে সন্ন্যাসিনীর ন্যায় অবস্থান, ভূতলে কৃষ্ণসার চর্ম্মে শয়ন, রুদ্রাক্ষমালাই আভরণ, পতিপদ চিহ্ন পূজা নিত্যব্রত সার করিয়াছেন। কেশ ও বেশের দুর্দ্দশার শেষ এবং যথাকালে জীবন ধারণ উপযোগী সামান্য আহার মাত্র দেখিয়া স্ত্রীলোক মাত্রেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না। বিকারের বস্তু মাত্রই সম্মুখে থাকিলেও যাহার চিত্তবিকার না জন্মে, তিনিই ধর্ম্মের মর্ম্ম জানেন। তাঁহারই উচ্চলক্ষ্য সংসাধিত হয়। তাঁহারই যথার্থ গৌরব। আমাদের রাজমাতা সেই গৌরবের স্থান।

কর্ত্তব্যের অনুরোধে আরও প্রকাশ করিতেছি যে, এত শাল, বনাত, কম্বল ও বস্ত্রাদি দান করিয়া কিছুমাত্র গর্ব্ব করেন না, যশের আশা করেন না, এটী তাঁহার অসাধারণ গুণ সন্দেহ নাই। রাজমাতার এ গুণটী দাতা মাত্রেরই অনুকরণীয়।"

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১১ ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮২। মুর্শিদাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ঈশানচন্দ্র সেন ১ লা জানুয়ারি হইতে ষষ্ঠ শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের পদে স্থায়ী হইয়াছেন।

ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ১ লা জানুয়ারী হইতে সপ্তম শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের পদে স্থায়ী হইয়াছেন।

হুগলীর প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্যামাধব রায় কিছু দিনের জন্য সপ্তম শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

বালেশ্বরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কেদারনাথ বিশ্বাস কিছুদিনের জন্য সপ্তম শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

গত ৪ ঠা তারিখে ই, টি, লইড সাহেবের প্রতি যে আদেশ হয়, তাহা রহিত করিয়া তাঁহাকে ঢাকার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ইনি ৩ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। এবং তত্রত্য সদর ষ্টেসনে প্রায় অবস্থিতি করিবেন।

১৪ ই ফেব্রুয়ারি। দার্জ্জিলিঙের সহকারী কমিশনর মেজর ডবলিউ, এল, সামুয়েলস হাজারিবাগের অন্তর্গত গিরিডিতে বদলী হইলেন। ১৩ ই জানুয়ারি ইনি এক মাস বিদায় গ্রহণের যে আদেশ পান তাহা রহিত হইয়াছে।

হাজারিবাগের সহকারী কমিশনর এচ, এচ, রিসলি ১৩ ই তারিখ হইতে ২০ দিন অবকাশ গ্রহণ করিয়াছেন।

সাহাবাদের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শিবনন্দনলাল রায় পাটনায় বদলী হইলেন, কিন্তু উক্ত বিভাগের সদর ষ্টেসনে থাকিবেন।

রেলওয়ে বিভাগের পূর্ত্তকার্য্যের বিশেষ ভার প্রাপ্ত প্রতিনিধি ডেপুটী কালেক্টার বাবু আশুতোষ সরকার ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে দিনাজপুরে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

হাবড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু ভগবান্ চন্দ্র বসু ২১ এ সেপ্টেম্বর যে একমাস বিদায়ের আদেশ প্রাপ্ত হন তাহা রহিত হইয়াছে।

চম্পারণের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এচ. এম, টবিন ১৮৮২ অব্দের ৫ ই এপ্রেল হইতে চারি মাস বিদায় গ্রহণ করিবেন।

মুর্শিদাবাদের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ এ. জে. আর সেনবিজ ২০ এ অথবা তাহার পর যে দিনে সুবিধা হইবে সেই দিন হইতে ১৫ দিন ছুটি লইবেন।

২৪ পরগণার আডিসনাল ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ এচ. বেভারিজ ৯ ই এপ্রেল অথবা তাহার পর যে দিন সুবিধা হইবে সেই দিন হইতে এক বৎসর বিদায় গ্রহণ করিবেন।

সাঁওতাল পরগণার ডেপুটী কমিশনর ডবলু, বি, ওল্ডহাম ১৫ ই মার্চ্চ হইতে ২ মাস ১৯ দিন ছুটীর আদেশ পাওয়াতে ঐ জেলার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এস, এস ত্রোন্স কিছু দিনের জন্য তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

মজঃফরপুরের অন্তর্গত হাজিপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ডি, বি এলেন ৩ মাস ছুটী লওয়াতে ২৪ পরগণার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ই, ডবলু কলিন তৎপদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায় ৩ মাস বিদায় গ্রহণের আদেশ পাইয়াছেন।

জে. বি ওয়ার্ণীন রাজসাহীর ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ হইলেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয় সে পর্য্যন্ত তিনি কটকে ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

সাহাবাদের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ জে, টুইডি ও চ'কার আর, এফ রাম্পিনী স্ব স্ব পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

রঙ্গপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জে. লাওনে বগুড়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগ।

কৃষ্ণনগর কালেজের বক্তা বরদাপ্রসাদ ঘোষ হাবড়া ইঞ্জিনিয়রিং কালেজের শারীর বিজ্ঞানের বক্তা হইলেন।

হুগলী কালেজের ব্যবস্থা বিষয়ক বক্তা বাবু দীনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৩ মাস বিদায় গ্রহণ করাতে বাবু অধিকাচরণ মিত্র, বি, এ. বি, এল তৎপদে কার্য্য করিবেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

পুরার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, ডবলু বচনাপ ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং সামান্য বিচার করিতে পারিবেন।

রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুমিল্লার মুন্সেফ বাবু জানকীনাথ দত্ত ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ইনি ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন।

দমদমার প্রতিনিধি সহকারী ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট সি, ই, ডানু ম্যাকডোনাল্ড দমদমা উপবিভাগেরও ভার প্রাপ্ত হইলেন।

বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি প্রথম সবর্ডিনেট জজ বাবু প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ জেলার ২ য় সবর্ডিনেট জজ হইলেন।

মানভূমের অন্তর্গত গোবিন্দপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, এচ, কলিন্স লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন স্থান সমূহের শান্তিরক্ষক হইলেন।

বাবু যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নদীয়ার অন্তর্গত রাণাঘাটের মুন্সেফ হইলেন।

বাখরগঞ্জের অন্তর্গত পিরোজপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শশিশেখর দত্ত সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ফরিদপুরের অন্তর্গত ভাঙ্গার মুন্সেফ বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক ১ লা মার্চ্চ হইতে ১৮ দিন, গোয়ালন্দের ১ ম মুন্সেফ মৌলবী মহম্মদ আলী ২ মাস, কটকের মুন্সেফ বাবু ত্রিগুণাপ্রসন্ন বসু, ১ লা ফেব্রুয়ারি হইতে ৩ মাস বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

শান্তিপুর।

বিগত ৩০ এ মাঘ শনিবার কৃষ্ণনগরে ভয়ানক শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখানে কেবল ঝড় ও বৃষ্টি হইয়াছিল মাত্র। কৃষ্ণনগর হইতে আগত কোন প্রামাণিক বন্ধু বলেন যে, তিনি ঐরূপ ভয়ানক শিলাবৃষ্টি আর কখন দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই। শিলাবৃষ্টির পর কৃষ্ণনগরের রাস্তা ঘাটে প্রায় অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ উচ্চ শিল জমিয়াছিল, এক্ষণে সেখানকার চৈতালিক শস্যাদির বিস্তর অপকার হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু "শত বাক্যের পুরা দেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ" এই চির প্রচলিত প্রবাদ বাক্যে অবোধ কৃষককে প্রবোধ দেওয়া উচিত!

এত দিনের পর এখানে সদয় সরকার গবর্ণমেণ্ট একটী কুৎঘর সংস্থাপন করিলেন। কুৎঘরটী পুরাতন কাছারিবাটী দখল করিয়া বসিবে, এজন্য স্থানীয় পুলিস ও মিউনিসিপাল আফিস স্থানান্তরে উঠিয়া যাইতেছে। কুৎবাটী সংস্থাপিত হইলে গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ লাভ হইবার সম্ভাবনা, এজন্য স্বরূপগঞ্জ হইতে উহা শান্তিপুরে উঠিয়া আসিতেছে। স্বরূপগঞ্জে সম্ভবতঃ উহার একটী শাখা থাকিবে মাত্র।

আমাদের মিউনিসিপালিটীর ১৮৮২—৮৩ খ্রীষ্টাব্দের আয় ব্যয় বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে। ঐ বজেটটী ১৮৮১—৮২ খ্রীষ্টাব্দের বজেটের প্রায় অনুরূপ। আয় ব্যয়ের হ্রাস, বৃদ্ধি ঐ বজেটে কিছু মাত্র পরিলক্ষিত হইল না। কিন্তু ব্যয়ের ঘরের প্রথমেই "ঋণের সুদ" বলিয়া একটী নূতন ঘর খোলা হইয়াছে। এত দিন আমাদের মিউনিসিপালিটীর "যত্র আয় তত্র ব্যয়" ছিল, কিন্তু কিছুমাত্র ঋণ ছিল না। এক্ষণে নূতন ভাইস চেয়ারম্যান বাবু যখন ঋণের সুদ বলিয়া ব্যয়ের ঘরে একটী নূতন ঘর খুলিয়াছেন, তখন তিনি পদস্থ থাকিলে যে ঋণ করিবেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বজেটটী এই:—

আয়।

১	গত'দের টাকা	১ ০০০
২	গরুরগাড়ীর রেজিষ্টারী ফি	. ১০০
৩	পাউণ্ড	. ০
৪	ঘোড়ারগাড়ীর ফি	১০
৫	ঐ কোচম্যানের ফি	১০০
৬	জরিমানা	১০০
৭	বিবিধ বিষয়িণী আয়	৫০
৮	বিগত বর্ষের মজুত টাকা	২০০
	মোট	১৬২৫০

ব্যয়।

১	ঋণের সুদ	
২	আফিস ও আদায় তহশীল	৩,১১৯
৩	পুলিস	৬,৯৩৫
৪	রথ্যা পরিষ্কারকরণাদি	৫৫০
৫	রাস্তা মেরামত ও রাস্তা প্রস্তুত	২,১০০
	মিউনিসিপাল গৃহাদি সংস্করণ	২০০
৭	সাধারণ হিতকর কার্য্য	৭৫০
৮	দাতব্য চিকিৎসালয়	৯১৬
৯	বিদ্যাদান ও শিল্পশিক্ষা	৭২০
১০	মুদ্রণ কার্য্যাদি	৩১৫
১১	পাউণ্ড	১২১
		৪৬৩।
	মোট	১৬,২৫০

এই ত গেল আমাদের মিউনিসিপাল বজেটের স্থূল বিবরণ। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, এবার গরুরগাড়ীর লাইসেন্সের কল্যাণে মিউনিসিপালিটীর অপেক্ষাকৃত আয় বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু বজেটে তাহার কোন লক্ষণ লক্ষিত হইল না। বিগত জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে পাকা আমের গাড়ীর লাইসেন্স বাবদী বিস্তর টাকা আদায় করা হইয়াছে। শাকের প্রারম্ভে ও উহার গাড়ীর লাইসেন্স হিসাবেও বিস্তর টাকা উঠিয়াছে ও অদ্যাপি উঠিতেছে। এতদ্ভিন্ন প্রতিদিন অন্যান্য গরুরগাড়ী হইতেও বিস্তর টাকা আদায় করিয়া লওয়া হইতেছে। এমন অবস্থায় গরুরগাড়ীর লাইসেন্স বাবদী কেন যে আয় বৃদ্ধি হইল না, তাহা ভাইসচেয়ারম্যান বাবুই বলিতে পারেন।

শান্তিপুর একটী প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর। ইহার লোক সংখ্যা প্রায় আটাইশ হাজার। দুঃখের বিষয় এই যে, এত বড় নগরের পক্ষে মিউনিসিপালিটীর অবস্থানুরূপ ব্যয় নাই। কেবল মাজাতাব আমলে এখানে কয়েকটী রাস্তা প্রস্তুত হইয়া-

ছিল, এক্ষণে তৎসমস্তের সংস্কার করিয়া রক্ষা করা হইতেছে। নূতন রাস্তা অথবা নূতন নর্দামা কিছু মাত্র প্রস্তুত করা হয় না, অথচ ঐ সম্বন্ধে মিউনিসিপালিটীর কিছু কিছু ব্যয় বজেটে দেখান হয়। প্রতি বৎসর পুলিসের বাবদ বাবুদা মিউনিসিপালিটীকে প্রায় সাত হাজার টাকা ব্যয় করিতে হয়, কিন্তু স্থানীয় লোকের শান্তি ও সম্পত্তি রক্ষা প্রত্যাশানুরূপ হয় না। মিউনিসিপাল বজেটে প্রতি বৎসর যে সকল বাজে খরচ দেখা যায়, তন্মধ্যে বিদ্যা ও ঔষধ দান ভিন্ন ত অন্য কোন বিষয়ে সদ্ব্যয় নাই। এই দুইটী সদ্ব্যয় উঠাইয়া দেওয়া অনেকের ঐকান্তিক ইচ্ছা, কিন্তু পুলিসের সাত হাজার টাকা ব্যয় বিষয়ে কাহারও বাক্যব্যয় করিবার অধিকার ও ক্ষমতা নাই।

আজকাল এখানকার বড় বাজারে প্রতিদিন পচা ইলিস মাছ বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এ বিষয়ে স্থানীয় পুলিসের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। নতুবা পরিণামে বিষময় ফল ফলিত হইবার সম্ভাবনা। কারণ পচা ইলিস ওলাউঠার সহোদর।

বেলগড়ে গ্রামে একটী বড় গোচের চুরী হইয়াছে। পুলিস ঐ চুরির মাল ও চোরের অনুসন্ধান করিতেছেন, কিন্তু অদ্যাপি কিছুই কিনারা করিতে পারেন নাই। মালীপোতার পোষ্ট আফিসেও একটী মধ্যম গোচের চুরী হইয়াছে। পুলিস উহারও কোন অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই। পুলিসের সব ইন্স্পেক্টর বাবু কি করিতেছেন নিদ্রাগত না কি?

—:০:—

সোমড়া।

বহু দিবসের পর আপনার সোমড়ার সংবাদদাতা অদ্য পাঠকগণের সমীপে উপস্থিত হইলেন। নিয়তিনেমি আজ কাল তাঁহার প্রতি বড়ই প্রতিকূল কখন হাসাইতেছে, কখন কাঁদাইতেছে, কখন ঘুরাইতেছে, কখন শোক-সাগরে ভাসাইতেছে। জানি না কত দিন তাঁহাকে এই অদৃষ্টচক্রে ভ্রমণ করিতে হইবে। পঞ্জাবের অন্তসীমা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলাম দেশের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই; কিন্তু ঘটনা অনেক ঘটিয়াছে।

বিগত আশ্বিন মাসে আমাদিগের গ্রামের মোদকদিগের অট্টালিকার মধ্য হইতে একটী এক মাসের শিশুসন্তানকে শৃগালে লইয়া গিয়াছে। একটী শৃগাল ক্ষিপ্ত হইয়া দুই দিনের মধ্যে নাটাগড়ি হইতে জিরাট পর্য্যন্ত তিন ক্রোশ ব্যবধান স্থানের মধ্যে প্রায় ১২৫ জন ব্যক্তিকে দংশন করে। সোমড়ায় যে ১৫।১৬ জন ব্যক্তিকে কামড়াইয়াছিল, সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে, কেবল দুই জন মাত্র জীবিত আছে। অন্যান্য গ্রামেরও এই অবস্থা। গত বৎসরও এই গ্রামে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ও একটী শিশুকে গৃহাভ্যন্তর হইতে শৃগালে লইয়া গিয়াছিল। ১৮৮১ সালের ১০ ই জানুয়ারি তারিখের সোমপ্রকাশে এ সংবাদ পাঠকগণকে দিয়াছিলাম। দেখুন যেখানে এক বৎসরের মধ্যে তিনটী জীয়ন্ত মনুষ্যকে গৃহের মধ্য হইতে শৃগালে লইয়া গেল এবং ১৫।১৬ জনকে দংশন করিয়া তাহাদের জীবন নষ্ট করিল, সেখানে শৃগালের কত আধিক্য ও কত ভয় হইয়াছে, তদ্ব্যতীত বন্য শূকরের ভয়ও বিলক্ষণ হইয়াছে। আমাদের পরম দয়ালু [illegible] মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কর্ণিস সাহেব মহোদয় সদরেই মফস্বল পরিদর্শন জন্য এখানে আগমন করেন। আমরা বিনীত প্রার্থনা করি যে, তিনি স্বচক্ষে এই দুর্ভাগা গ্রামবাসিদিগের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া গ্রামের জঙ্গলগুলি সমূলে নির্ম্মূল করিবার আদেশ দিয়া আমাদিগকে হিংস্রক জন্তুগণের ব্যাদন হইতে রক্ষা করুন। গত বৎসরেও আমরা এ প্রস্তাব করিয়াছিলাম; ভরসা করি এবারে আর তিনি উপেক্ষা করিবেন না।

সহানুভূতি অভাবে গুপ্তিপাড়ার ইংরাজী বঙ্গ বিদ্যালয়টী উঠিয়া গিয়াছিল। স্থানীয় জমীদার শ্রীপাদ জগদানন্দ আশ্রমের আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহে তাহা পুনঃস্থাপিত হইয়াছে, মোহান্ত মহাশয় নিজ ব্যয়ে বিদ্যালয়ের সমস্ত উপকরণ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন এবং নিজেই সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিতেছেন।

সোমড়াতে একটী নূতন ধরণের মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। মতিলাল ঘোষ নামক এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রী বাহির করণ অপরাধে গত আষাঢ় মাসে প্রতিবাদী হীরালাল ঘোষ ও ভিন্ন গ্রামের অপর এক ব্যক্তির নামে অভিযোগ করে। বিচারে হীরালাল নির্দ্দোষী হইয়া খালাষ পায়। তাহার কিছু দিন পরে মতিলালের ভ্রাতৃবধূ শারদানামী উক্ত হীরালাল ও দ্বারকানাথ ঘোষ নামক অপর এক প্রতিবাদীর নামে সন ১২৮৩ সালের লিখিত এক খানি খতের টাকা পাইবার জন্য নালিষ করিয়া আসল মায় সুদ ও খরচা প্রায় ৭৫ টাকার ডিক্রী করে। ডিক্রীজারি ও সম্পত্তি ক্রোকের ইস্তাহার পাইয়া হীরালাল ও দ্বারকানাথ অবাক হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে। তাহারা বলে এ খত আমরা লিখিয়া দিই নাই। মকদ্দমা সালিসী বিচারে অর্পিত হইয়াছে। বিচার নিষ্পত্তি হয় নাই, এজন্য আমরা এক্ষণে এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে প্রস্তুত নহি। ফলাফল পরে পাঠকগণের গোচর করিব।

আজ কাল যাত্রারদলের বড়ই উৎকর্ষ। এখানকার যাত্রারদলের রুচি, পরিচ্ছদ, অভিনয় বাক্যবিন্যাস সমস্তই উন্নত ভাব ধারণ করিয়াছে। ইহা প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। আমরাও সুরুচির উন্নতি প্রার্থনা করি। কারণ ইহাতে ভাষার উন্নতি আছে। সোমড়া হইতে বলাগড় এই এক ক্রোশের মধ্যে আজ কাল চারিটী দল। ব্রজরায়, নবীন ডাক্তার, যাদবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও কৃষ্ণ মাষ্টার প্রথম ৩ টী বেশ চলিতেছে। কৃষ্ণ মাষ্টার গত বৎসর ভাদ্র মাসে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমে বেশ মুখপাত দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু প্রজ্বলিত হুতাশন একেবারেই নির্ব্বাপিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। দলটীর অবস্থার উন্নতি নাই। কৃষ্ণ মাষ্টার দলত্যাগ করিয়া যে "মাষ্টার" সেই "মাষ্টার" হইয়াছেন।

ধান্য চাউল শস্যাদির অবস্থা মন্দ নহে। গত ৩০ এ মাঘ বেশ বৃষ্টি হইয়াছে। কথায় বলে "ধন্য রাজার পুণ্য দেশ যদি বর্ষে মাঘের শেষ।" আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজার নিকট পরিচিত নহি। যিনি যখন তাঁহার প্রতিনিধি থাকেন, তিনিই আমাদের রাজা। উদার প্রকৃতি, ধর্ম্মভীরু, প্রজাবৎসল, লর্ড রিপন বাহাদুর আজ কাল আমাদের রাজা। তাঁহারই পাপ পুণ্যের উপর আমাদের সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে। ঠিক মাঘ মাসের শেষ দিনে বৃষ্টি তাঁহারই পুণ্য—তাঁহারই ধর্ম্মশীলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাঁহার রাজত্বের পূর্ব্বে ভারতের কি দুর্দ্দিনই গিয়াছে। মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ, কাবুলের যুদ্ধ, মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন সকল দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা প্রভৃতি স্মরণ করিলে এখনও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়!! আর তিনি যে দিন হইতে ভারতে পদার্পণ করিয়াছেন সেই দিন হইতে চতুর্দ্দিকে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে রত্ন-প্রসবা ভারত প্রচুর শস্যভারে অবনত হইয়াছেন। এত অধিক শস্য বোধ হয় দশ বৎসরের মধ্যে উৎপন্ন হইয়াছে কি না সন্দেহ, মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইনের সমাধি হইয়াছে; দ্রব্য সামগ্রী সুলভ হইয়াছে। সমস্ত ভারত "জয় লর্ড রিপনের জয়" বলিয়া উর্দ্ধকণ্ঠে তাঁহার যশ ঘোষণা করিতেছে। আমরা নিয়ত তাঁহার যশ স্বাস্থ্য ও মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি।

মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ⁄০ আনা; ⁄০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩১ নং কালীঘাট রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

১৪০ নং মানিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ সম্মত সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা রক্তাতিসার শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। ইহা নির্ব্বিঘ্নে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন।—

কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধের আশু উপকারিতা দর্শনে আপন আপন রোগীদিগকে ব্যবহার করাইতেছেন।

এক শিশির মূল্য ২৲। প্যাকিং ৵০।

চন্দনাসব।

(সকল প্রকার মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।)

এই মহৌষধ এক সপ্তাহ সেবন করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ আরোগ্য হয়। প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত সপূয ধাতু নির্গত হইলে তিন মাত্রা এই ঔষধ সেবনে তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেত-প্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিতস্রাব এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা, এই ঔষধ দ্বারা অতি সত্বরে আরোগ্য হয়, এবং এই সকল রোগজনিত মস্তিষ্কের হীনবল, হস্ত পদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য থাকিলে, তাহাও ক্রমশঃ রোগের সহিত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয় এই মহৌষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। ঔষধ সেবনের নিয়ম ও পথ্যাপথ্য শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

৪ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

চিকুরবিলাস।

এই সুগন্ধ বিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয়, এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

অনঙ্গমঞ্জরী তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথাভার, মাথাঝনঝনানি, আদকপালে মাথাব্যথা, মস্তিষ্কহীনতা, চক্ষে জলপড়া, মাথা কামড়ান, শিরঃপীড়া ঘাড় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সেটেধরা ও সড়সড়ানি এবং কর্ণে পুঁজপড়া প্রভৃতি মস্তকের সমস্ত রোগ ও সমস্ত যন্ত্রণা দূর করিয়া স্বাভাবিক ভাব অবলম্বন করে, এবং চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়, দেহের পুষ্টিসাধন করে ও বমনাদি নিবারিত হইয়া শরীরের বল বৃদ্ধি করে, এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হয়।

এক শিশির মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

অমৃতাসব।

(সকল প্রকার কাশরোগের বিশেষ ঔষধ।)

সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। এই ঔষধ দ্বারা সকলপ্রকার সর্দ্দি,কাশী এবং তৎসংক্রান্ত বক্ষোবেদনা, পার্শ্বশূল, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, শ্বাসকষ্ট (অর্থাৎ বায়ুনালিতে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অবিরামিক শ্বাসপ্রশ্বাস) হাঁপানি প্রভৃতি উপসর্গ সকলের সত্বর শান্তি হইয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে।

এক শিশির মূল্য ৸০। প্যাকিং ৵০ আনা।

এই ঔষধালয়ের মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন।

—:০:—

পাইকপাড়া নর্সারি।

এখানে সর্ব্বপ্রকার ফুল ও ফলের কলম,নানা প্রকার সুদৃশ্য উদ্যানশোভকর বৃক্ষ ও লতা উদ্যানকার্য্যের উপযোগী নানা প্রকার অস্ত্রাদি এবং দেশী ও বিদেশীয় বহু প্রকার শাক সবজীর বীজ অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়। তালিকার আবশ্যক হইলে একখানা ষ্টাম্প আমার নিকট পাঠাইতে হইবে। আপাততঃ রোপণযোগ্য সবজির বীজ অর্থাৎ চৈতে শশা কাঁকুড় তোরমুজ খোরমুজ ঢেঁড় আকারের বৃহৎ সুমিষ্ট তোরমুজ শাক ইত্যাদি তরেক রকমের বীজ পূর্ণ ফি পেকেটের মূল্য ১৸০ এক টাকা বার আনা।

কৃষি ও উদ্যানকার্য্যে জ্ঞান বিস্তার জন্য নর্সারি হইতে কৃষিতত্ত্ব নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। তিন বৎসর হইতে কৃষিতত্ত্ব যাবতীয় প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আসিতেছে; উহার বার্ষিক চাঁদা ডাক মাসুল সমেত ৩৶০ আনা মাত্র।

মফস্বলস্থ মহোদয়গণের অনুরোধে নর্সারি আফিসে আমরা এজেন্সির কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। বিদেশস্থ ব্যক্তিগণের যে কোন দ্রব্যের আবশ্যক হয় আমাদিগের দ্বারা তাহার সত্বর

সুবন্দোবস্ত সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে কমিশন লইয়া থাকি, অধিক টাকার দ্রব্য খরিদ করিতে হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হয়। অন্যান্য বিষয়ে আমাদিগকে পত্র লিখিলে জানান যাইবে। ভরসা করি দেশীয় মহোদয়গণ আমাদের এজেন্সির কার্য্যদক্ষতা এবং তাহার প্রণালী পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
পাইকপাড়া নর্সরি কলিকাতা।

মহাভারতের শেষ হরিবংশ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। ইহার প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি ।০ এবং সমগ্র পুস্তকের মূল্য ৩ টাকা। ইহার ৬ ষষ্ঠ খণ্ড পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে, অবশিষ্ট ছয় খণ্ড অতি শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। বিদেশীয় গ্রাহকগণের প্রতি অতিরিক্ত ।৶০ আনা ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা না দিলে পুস্তক প্রেরিত হইবে না।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র
নিমতলা ১৫ নং
গোপীকৃষ্ণ পালের লেন। } শ্রীকৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নিৰ্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ধাধার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৷০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

চন্দ্র-চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
নাবজ্ঞেয়ো মুদ্রিতেন ন জ্ঞেয়ো মুদ্রিতং বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২৷৷০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২৷০ টাকা।

ভাল রস সিন্দুর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রেয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীশশিমোহন সেন কবিরাজ।
কাশী, কাকিনিয়ার ছত্র অথবা গণেশ মহল্লা।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ তৃতীয় সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে মহাভারত ও রামায়ণের পৌর্ব্বাপৌর্য্য সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসন, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, অদ্ভুত কাব্য-জগৎ, ত্রিভঙ্গ মুখোপাধ্যায়, মধুসংহিতা, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পাদপূরণ, এই ৭টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি কম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বৰ্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ দে চৌধুরী—শ্রীরামপুর ৫
" " রামকিশোর দেওয়ান—শ্রীরামপুর ১০
শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ মিত্র—ইন্দোর ১০
" " মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—থয়েটমো ২০
" " বলরাম দাস মহান্ত—লেগ ৭
" " রাজকৃষ্ণ সিংহ—কৃষ্ণগঞ্জ ৯
" " বিষ্ণুচরণ দত্ত—খাঁটুরা ১০
" " ক্ষেত্রমোহন দাস—ডায়মণ্ড হারবার ৭৷৷
" " বৈকুণ্ঠনাথ গুহ—বগুড়া ৫
" " রামব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায়—খোর্দ্দা ৫
" " রাসবিহারি মিত্র—ছুবরাজপুর ৫৷৷
" " দ্বারকানাথ দাস—বগড়ি ৫৷৷
" " অনন্ত অধিকারী গোস্বামী—আসাম ১০
" শান্তিপুর রিডিংরুম ৮
" রহিম বক্স—মিঠাপুকুর ৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাষিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাংড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৬ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " ১৫ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ১৬ ই ফাল্গুন। ইং ১৮৮২। ২৭ এ ফেব্রুয়ারি। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, বাত, পারাদোষ, উপদংশ, নালী ঘা, রক্তদূষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ কৃশ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন ইহা সেবনে পক্ষা মধ্যে রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ পুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা শালসা ও কড্‌লিবর অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাদি শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

ঔষধ লইবার সময় উপরি উক্ত মহাত্মাকৃতি দেখিয়া লইবেন।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রী হরিদাস দে ১১ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকের চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের দুই একটী বক্তব্য।

গত ১৮ ই মাঘের সোমপ্রকাশে "একজন প্রবাসী বঙ্গবাসী" "প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকদিগের পক্ষ সমর্থন" করিয়া যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, আমরা দেখিতেছি, তাহাতে পক্ষ সমর্থন করা হউক আর নাই হউক, প্রায় প্রতি পরিচ্ছেদের (প্যারাগ্রাফের) নিম্নে "ছি! ভদ্রলোকের কি এই কাজ!!" এই কথা লিখিয়া, তিনি প্রথমেই বিলক্ষণরূপে আসর জমকাইয়া লইয়াছেন! তাহার পরে পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া তিনি এতই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন যে, সত্যকথা বলিতে কি, তিনি নিজেই সাধুজনসুলভ ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারেন নাই! একবারেই অধৈর্য্য হইয়া লেখককে বা পত্রপ্রেরককে তিনি "অপবিত্র হৃদয়, নীচাশয়, পরশ্রীকাতর, দ্বেষী, হিংস্রক ও দারুণ ক্রোধ সম্পন্ন" বলিয়া নিজের পবিত্র চরিত্রের পরিচয় দিয়া ভদ্রলোকের যাহা প্রকৃত কার্য্য তাহা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই! উত্তম ভদ্রের কার্য্যই হইয়াছে! এইরূপ নিরপেক্ষ, পবিত্রহৃদয়সম্পন্ন বঙ্গীয় যুবক লইয়াই আজকাল সাধারণতঃ বঙ্গসমাজ পরিপূর্ণ! এ দোষ তাঁহার নহে, এ সময়ের দোষ! যাহা হউক, যখন গুরুতর দোষ অনায়াসে বলা যাইতে পারে, তখন আমরা লেখকের পক্ষ হইয়া প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকদিগের পক্ষ সমর্থনকারীর পত্র সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতেছি, ইহাতে কিছুই দোষ হইবে না।

"প্রবাসী বঙ্গবাসী" তাঁহার পত্রের শিরোভাগেই যে লিখিয়াছেন, "ছি! ভদ্রলোকের কি এই কাজ!!" আমরা প্রথমেই দেখাইব, সেটী অভদ্রের কি ভদ্রের কাজ হইয়াছে। যদি অধিকাংশ প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকের চরিত্র মন্দ না হইয়া উত্তম হইত, আর লেখক সচ্চরিত্র যুবকদিগকে মিথ্যা করিয়া অসচ্চরিত্র বলিয়া বর্ণন করিতেন, তাহা হইলেই পত্রপ্রেরকের অভদ্রের কার্য্য করা হইত। কিন্তু প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকের চরিত্র সাধারণতঃ যেরূপ, তাহা শুদ্ধ ভারতবাসী নহেন, অনেক বিদেশবাসীও অবগত আছেন। স্বতন্ত্র প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দিবার কোন আবশ্যকতা নাই। এরূপস্থলে প্রিয় হইবার ও বাহাদুরী লইবার উদ্দেশ্যে পত্রপ্রেরক যে স্বদেশবাসী ভাই, বন্ধু ও প্রতিবেশিগণের চরিত্র গোপন না করিয়া সত্য কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্য পক্ষসমর্থনকারী ব্যতিরেকে বোধ হয় সকলেই মুক্তকণ্ঠে লেখককে আমাদের সহিত সাধুবাদ দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। যে ব্যক্তি অপ্রিয় হইবার ভয়ে সত্য কথা গোপন করেন, তিনিই কি "প্রবাসী বঙ্গবাসীর" পক্ষে ভদ্র বলিয়া গণ্য? এ সদ্যুক্তি বটে!

পক্ষ সমর্থনকারীর প্রথম আপত্তি এই, "পত্রপ্রেরক যদি প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকের চরিত্র বর্ণন না করিয়া, তাঁহাদের শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার কারণ (১) এবং তাহার অপনোদনের সহজ ও প্রকৃত উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন, তবে তাঁহার প্রকৃত বন্ধুর বা ভদ্রের কার্য্য করা হইত। কিন্তু হায়! তিনি নিজের নীচ লক্ষ্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কতকগুলি লোককে অযথা আক্রমণ করিয়া নিজের কুটিল হৃদয় হইতে বিষ উদ্গীরণ করিয়া, তাঁহাদের খ্যাতি প্রতিপত্তি লোপের চেষ্টা করিয়াছেন! ছি! এই কি ভদ্রলোকের কাজ!!" আমরা লেখকের পক্ষ হইয়া বলিতেছি, এরূপ করিলেও অনেকটা বন্ধুর কার্য্য করা হইত বটে, কিন্তু আমাদের মতে লেখক প্রথমেই তাঁহাদের চরিত্র বর্ণন করিয়া আরও প্রকৃত বিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় প্রকৃত বন্ধুর ও প্রকৃত ভদ্র লোকের কার্য্য করিয়াছেন। যিনি বিজ্ঞ চিকিৎসক, তিনি রোগীকে দেখিতে আসিয়া প্রথমে তাহার অবস্থা দেখেন, তৎপরে উপসর্গগুলির অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া অবগত হন, এবং রোগ নির্ণয় করিয়া পরিশেষে ঔষধের ব্যবস্থা করেন। নতুবা অমুক রোগাক্রান্ত হইয়াছে শুনিয়াই যিনি না দেখিয়া, রোগনির্ণয় না করিয়া হঠাৎ ঔষধের ব্যবস্থা করেন, তিনি কি বিজ্ঞ চিকিৎসক বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন? তিনি ত গো-বৈদ্য! পত্রপ্রেরক যে গো-বৈদ্য না হইয়া অসচ্চরিত্রতারূপ মহা রোগাক্রান্ত বঙ্গীয় যুবকগণের প্রথমেই অবস্থা ও উপসর্গ দেখিয়াছেন এবং সংবাদপত্রের সাহায্যে তাঁহাদের প্রতিবাসিগণকে দেখাইয়া দিয়াছেন; ইহা আমাদের মতে প্রকৃত বিজ্ঞের ও ভদ্রের কার্য্য করা হইয়াছে। কোন দোষ হয় নাই। রোগ নির্ণয় হইয়াছে, এক্ষণে ঔষধের ব্যবস্থা! কিন্তু বঙ্গবাসীরা যে বিকারে রোগী। বলপূর্ব্বক ঔষধ সেবন না করাইলে যে তাঁহারা প্রায় ঔষধ সেবন করেন না! কত মহাত্মা যে সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ও বক্তৃতাদির দ্বারা নিত্য তাঁহাদের উপদেশরূপ উপযুক্ত ঔষধ সেবন করাইতেছেন, কিন্তু তাহাতে রোগের উপশম কৈ হইতেছে? বরং দিন দিন রোগের বৃদ্ধিই বলিতে হইবে!

আমরা দেখিতেছি, পত্রপ্রেরক "বিদেশে ২০। ২৫ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিয়া অনবরত ঘণ্টা নাড়িয়া" ইত্যাদি লিখিয়াই বিষম অনর্থ ঘটাইয়া ফেলিয়াছেন! তাই পক্ষ সমর্থনকারী মহাশয় পক্ষ সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছেন, "অধস্তন কর্ম্মচারীদিগের উপর আধিপত্য করিলে যদি আত্মশ্লাঘা প্রদর্শন করা হয়; অনুন্নতমনা ও নীচাভিলাষসম্পন্ন বলিয়া গণ্য হইতে হয়; তবে আমি তুমি, পত্রপ্রেরক ও গবর্ণর জেনারল সকলেই উক্ত অপরাধে অপরাধী ইত্যাদি। প্রতিবাদ করিবার সময় প্রতিবাদকের এই কথাটী বুঝিতে ভুল হইয়াছে। অবশ্য যাঁহার যেরূপ ক্ষমতা, তিনি সেইরূপ ক্ষমতা প্রদর্শন করুন, তাহাতে দোষ নাই; বরং তাহার অন্যথা করিলে ন্যায়তঃ দোষী হইতে হয়, এ কথা আমরা স্বীকার করি এবং পত্রপ্রেরকও লেখার ভঙ্গিতে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তবে কথা এই, যাঁহার যেরূপ ক্ষমতা, তিনি যদি সেই ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করেন, তবে বাস্তবিকই তাহা নিন্দনীয় হয় কি না? পক্ষসমর্থনকারী স্বীকার করুন আর নাই করুন, যিনি রেলওয়ে বাবুদিগের কার্য্য দেখিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে পত্রপ্রেরকের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিবেন, অধিকাংশ রেলওয়ে বাবু কি পোষ্ট মাষ্টার, খালাসীদিগের, অসহায় পথিকদিগের ও পিয়নদিগের উপর সময়ে সময়ে নবাবের ন্যায় মহা আধিপত্য প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত নহেন। অধিক কাগজ ও কালী ব্যয় করিবার আবশ্যকতা নাই, জিজ্ঞাসা করি, এইরূপ কার্য্যই কি উন্নতহৃদয়ের অনুমোদনীয়?

(১) পক্ষ সমর্থনকারী নিজের কথাতেই প্রমাণ করিয়া দিতেছেন যে, বাঙ্গালীর মন দুর্ব্বল। এক্ষণে পাঠক! যাহাদের মন দুর্ব্বল, তাহাদের চরিত্র কতদূর উত্তম হইতে পারে, ও পক্ষ সমর্থনকারীর বাক্য কতদূর সত্য তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন!

অপ্রবাসী বঙ্গীয় যুবকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া লেখক যে, প্রবাসী বঙ্গীয় যুবকদিগের চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন, সেই জন্য "প্রবাসী বঙ্গবাসীর" নিকট লেখক কিম্ভূত কিমাকারের লোক বলিয়া গণ্য হইয়াছেন! কিন্তু সীমাবদ্ধ দর্শনশক্তিসম্পন্ন পক্ষ সমর্থনকারীর জানা উচিত, যে সকল অপ্রবাসী বঙ্গীয় যুবক সমাজে বাস করিয়া থাকেন, সমাজের ভয়েই হউক আর অন্য কোন কারণেই হউক, তাঁহাদের চরিত্র প্রবাসী (সমাজের বহু দূরে স্থিত) বঙ্গীয় যুবকের চরিত্র অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। মনে যাহাই থাকুক, সমাজের ভয়ে, অভিভাবকদিগের শাসনে তাঁহারা একবার উপবীত পরিত্যাগ আবার তাহা গ্রহণ করিয়া অনবস্থিতচিত্ততার পরিচয় দিতে পারেন না। যদি উপবীত পরিত্যাগ করা, কি সকলের অন্ন ভোজন করা তাঁহারা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন, তবে "ঢাক ঢাক গুড় গুড়" না করিয়া তাঁহারা প্রায় প্রকাশ্যরূপেই তাহা করিতে বাধ্য হন। প্রবাসীরা কি সেইরূপ করিয়া থাকেন? কখনই নয়। তাঁহারা দুই দিক বজায় রাখিবার চেষ্টা করেন, তাই তাঁহাদের ওরূপ দুরবস্থা। আমরা স্বচক্ষে অনেককেই দেখিয়াছি, বিদেশে তাঁহাদের একভাব—শ্মশ্রু রাখেন, উপবীত ত্যাগ করেন, সকলের অন্ন ভোজন করিতেও তত কুণ্ঠিত হন না আবার গৃহে আসিলে অন্যভাব; পরম হিন্দু! এরূপ কার্য্য যথার্থই কি নিন্দনীয় নহে? ইহা যথার্থই কি সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের কার্য্য নহে? নাম প্রকাশের আবশ্যকতা কি, "প্রবাসী বঙ্গবাসী" যদি প্রবাসে থাকিয়া সত্য সত্যই এরূপ স্বভাবের লোক কখন চক্ষে না দেখিয়া থাকেন, তবে আমরা অবশ্যই সময়ে তাঁহার সন্দেহ ও অনভিজ্ঞতা দূর করিয়া দিব। বলা বাহুল্য, পত্রপ্রেরক কিম্ভূত কিমাকারের লোক নহেন, তাঁহার হৃদয় মহৎ না হউক, কিন্তু বাস্তবিক নীচাশয়তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না।

আর একটী কথা বলিয়া আমরা পত্রের উপসংহার করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন, "যিনি এরূপ কুটিল-হৃদয়, তাঁহার নাম অবশ্য প্রকাশ করা উচিত ছিল। নতুবা জগৎ তাঁহাকে বিশ্বনিন্দুক বলিয়া জানিবে ও বলিবে—ছি! ভদ্রলোকের কি এই কাজ!!" আমরা বলি, "একজন প্রবাসী বঙ্গবাসী" এই নাম স্বাক্ষর না করিয়া অগ্রে নিজের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া, নিজের নাম প্রকাশপূর্ব্বক পরে পরের ছিদ্র অনুসন্ধান করা ও পরের নাম প্রকাশ করিতে উপরোধ করা ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য ছিল; তবেই সাহসী ভদ্রলোকের মত কার্য্য করা হইত। যাহা হউক আশা করি, আগামীবারে তিনিও নিজের নাম প্রকাশ করিয়া পক্ষ সমর্থন করিবেন।

কৃষ্ণবেলিয়া মোল্লা-বেলিয়া ৪ঠা ফাল্গুন। } শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়

সোমপ্রকাশ।

১৬ ই ফাল্গুন সোমবার।

ভারতে উচ্চশিক্ষার অনিষ্ট শঙ্কা।

"বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।" এটী একটী যথার্থ নীতিবাক্য। লর্ড রিপনের শাসনকালে আমাদিগের এ আশঙ্কা কেহ কেহ অলীক আশঙ্কা মনে করিতে পারেন। কিন্তু আমরা বলি তাহা নহে, সমুদ্র রত্নাকর হইলেও তাহা ভয়ঙ্কর। লর্ড রিপন লিটনের ন্যায় নিষ্ঠুর না হইলেও তথাপি তিনি যে কার্য্যে ব্রতী তাহাতে তাঁহাকে আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। তাঁহার বুদ্ধি স্থির, তিনি কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করেন, তাই তাঁহার অনুষ্ঠেয় কোন কার্য্যের নাম শ্রবণেই আমাদিগের মনে নানা প্রকার তর্কের উদয় হইয়া থাকে। একটী প্রবাদে আছে "নরমে লোহা কাটে" লর্ড রিপনের কার্য্যও তাহাই। অন্যান্য গবর্ণর জেনারল উচ্চ শিক্ষার বিরোধী হইয়াও সাক্ষাৎ কোন অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাঁহারা এমন কোন সুন্দর কৌশল অবলম্বন করিতে পারেন নাই, যদ্দ্বারা ভারতের লোককে স্তোভ দিতে পারেন এবং জনসাধারণের তাহাতে তৃপ্তি জন্মে। কিন্তু লর্ড রিপন এক্ষণে যে উপায় অবলম্বন করিতেছেন তদ্দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণরদিগের অভীষ্ট সাধনের একটী সুন্দর উপায় হইয়াছে। তিনি যে শিক্ষাসংক্রান্ত সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহার দ্বারা ভারতবাসীরা তাহাদিগের ভাবী মঙ্গলের কামনা করিতেছেন বটে কিন্তু ভিতরে ভিতরে গবর্ণমেণ্ট যে শিক্ষা কার্য্যের ভার এ দেশীয়ের স্কন্ধে অর্পণ করিয়া স্বচ্ছন্দ হইবার উপক্রম করিতেছেন তাহা আমরা দিবাচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। ভারতবর্ষের লোকে এক্ষণে যেরূপ আত্মশাসনের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছেন তাহাতে এ ভার তাঁহাদিগের স্কন্ধে ন্যস্ত হইলে ইহা যে তাঁহাদিগের পরিত্যাগ করা সঙ্কটের হইবে তাহাও বেশ বুঝা যাইতেছে।

পাঠক! আগ্রা কালেজের বিলোপ প্রস্তাবই আজি আমাদিগের মনে নানা প্রকার কুতর্কের উদয় করিয়া দিতেছে। শিক্ষা সংক্রান্ত সভা যাহা করিবেন, আগ্রা-কালেজ সংক্রান্ত প্রস্তাবে তাহার একটী চিত্র আমাদিগের হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া দিতেছে, সুতরাং এই কারণেই অদ্য আমরা ভবিষ্যৎ কথনে প্রবৃত্ত হইতেছি। তবে কথা এই, নানা মুনির নানা মত। গবর্ণমেণ্টের মনের কথা যখন কাহারও জানিবার কোন উপায় নাই তখন সকলেই যে ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা করিতে পারেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? এবং আমরাও যে সাহস সহকারে আমাদিগের মতকে অভ্রান্ত বলিতে পারি তাহাও পারি না। তবে যুক্তিগুলি আপাততঃ মধুর বলিয়া প্রতীয়মান হয় কি না, এ স্থলে তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। গবর্ণর জেনারল আগ্রা কালেজের বিষয়ে স্বয়ং বলিয়াছেন ইহার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে। সুতরাং উহার রক্ষার বিষয়ে তাঁহারা ঐকান্তিক যত্নও করিতে পারিতেছেন না। তবে স্থানীয় লোকে যদি উহা রক্ষা করিবার জন্য বিশিষ্টরূপে সচেষ্ট হন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের তাহাতে আপত্তি নাই তবে এই কালেজের জন্য যে টাকা দান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে সেই টাকার কিয়দংশ লইয়া এমন কতকগুলি লোককে প্রতিভূ হইতে হইবে যে তাঁহাদিগের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া কালেজের উন্নতি ভিন্ন অবনতি হইতে না পারে। গবর্ণমেণ্ট কেবল স্থানীয় নিয়মানুসারে সাহায্য দান করিবেন মাত্র।

এক্ষণে কথা এই, ভারতের বিশেষতঃ পশ্চিমাঞ্চলের লোকে অর্জিত বিদ্যার এমন মধুর রসাস্বাদ পায় নাই, যে জন্য তাহারা মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হইবে, সে চেষ্টা যদি তাহাদিগের থাকিত তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে না কেন আজ উহার ভার পরিত্যাগে উদ্যত হইতে হইবে? কালেজ যে আপনার নাম আপনি [illegible] করিয়া বরং তাহা উজ্জ্বল দেখাইতে পারিত। আমরা দেখিতেছি এ দেশে অদ্যকাল স্ত্রীশিক্ষার আদৌ উন্নতি নাই। সকল লোকে ইহার উপকারিতাও বুঝে না। অনেক পিতামাতা বলিয়া থাকেন স্ত্রীলোকে চাকুরী করে না, আমাদিগের কন্যাগণ লেখাপড়া শিখিয়াও তাহা করিবে না, তবে যতক্ষণ বই পড়িয়া সময় নষ্ট করিবে, ততক্ষণ গৃহকর্ম্ম করিলে ফল আছে। তবে গবর্ণমেণ্ট কেন এই কুসংস্কার দূর করিবার উদ্দেশে এত চেষ্টা করিতেছেন? স্ত্রীশিক্ষার বিস্তৃতির জন্য কেন তাহারা এত প্রলোভন দেখাইতেছেন? বিনা বেতনে বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় করিয়া দিয়া; কালী, কলম পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া দিয়া এবং তাহা-

[illegible]দিগকে গৃহ হইতে ডাকিয়া আনিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দিতেছেন? উচ্চশিক্ষারও এক সময়ে এরূপ হীন দশা ছিল, ক্রমে লোকের মন উহার দিকে যাইতেছে, এ সময়ে গবর্ণমেণ্ট যদি উহার [illegible]দানে অমনোযোগী হন তাহা হইলে উহার যৎসামান্য উন্নতি হইয়াছে তাহা অচিরে বিলুপ্ত হইবে। সর্ব্বসাধারণে পুরুষেরা বিদ্যাশিক্ষা করিত [illegible] অদ্যাপিও বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত হয় না। রাজভাষার সংস্রবই লোকের অধিক, রাজা সকল কার্য্য নিজ ভাষায় সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাই লোকে [illegible] সংসর্গের অভিপ্রায়ে মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়াও উক্ত ভাষা শিক্ষা করিতেছে। কিন্তু যেই কার্য্যোপযোগী বিদ্যা হয়, সেই তাহারা চাকুরী করিতে আরম্ভ করে আর শিক্ষিত বিষয়ের আলোচনার বড় অবসর থাকে না।

এ দেশীয় অধিকাংশ লোকের মূলধন নাই, যে কেহ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া কোন বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে। রাজা স্বজাতি পালনে অধিকতর মুক্তহস্ত, সুতরাং এ দেশীয় লোকে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াও তাহা প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র পায় না। ক্রমে বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিয়া মাটী হইয়া যায়। ভারতবর্ষের মধ্যে এমন অনেক স্থান আছে যেখানে অসংখ্য ভদ্রলোকের বাস, এমন কি সেই সকল স্থানের সকল লোকেই যদি বিদ্যার মধুর রসাস্বাদ পাইত, তাহা হইলে সেই সেই স্থানে এক একটী উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় ও কালেজ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি[illegible] [illegible] তাহার সাহায্যও করিতে [illegible] কন্ত কে আমরা ত তাহার কিছুই দেখিতে পাই না। [illegible]

[illegible] বিনা আমরা [illegible] স্কুল অথবা কালেজ ভালরূপ চলিতে দেখিতে পাই না অনেক [illegible] অনেকে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া বিদ্যালয় খুলিয়াছেন কিন্তু তাহার কোনটীরই অবস্থা তাদৃশ উন্নত বলিয়া আমাদিগের বোধ হয় না। প্রতিষ্ঠাতাগণ প্রথম প্রথম উৎসাহসহকারে কার্য্যারম্ভ করেন বটে, কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারেন না। স্থানীয় লোকের আন্তরিক যত্ন ও শিক্ষিত লোকের নিয়ত তত্ত্বাবধান বিনা স্কুলের উন্নতি সম্ভবে না। এই কারণেই গবর্ণমেণ্টের বিনা সাহায্যে যাঁহারা স্কুল অথবা কালেজ খুলেন তাঁহাদের স্কুল অথবা কালেজের [illegible] হয় না এবং অচিরকাল মধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অধুনা [illegible] বাঙ্গালা ও বোম্বাইয়ে উচ্চ যৎসামান্য উন্নতি ও প্রীতিকর পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের [illegible] তুলনায় তাহা কিছুই নহে। [illegible] উচ্চ [illegible] কলিকাতার স্কুল কালেজের কিছু উন্নত অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় ভারতবাসিদিগের সাধারণতঃ এইরূপ অবস্থারই কল্পনা করিয়াছেন নতুবা কখনই আগ্রা কালেজটী উঠাইবার প্রস্তাব করিতেন না। ভাল, এস্থলে আমরা একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আদি বাস খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত স্থানে। সে স্থান কিছু মন্দ নহে, অনেক ভদ্র লোকের বাস আছে, এবং পার্শ্বস্থ গ্রামগুলিও বিশিষ্ট জনপদ। বিদ্যাসাগর মনে করিলেই সেখানে কালেজ প্রভৃতি গড়িতে পারিতেন, তাঁহার স্বদেশ উন্নতির জন্য ঐকান্তিক চেষ্টাও আছে, তবে যে তিনি সে সকল পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া, কলিকাতায় মেট্রোপলিটান স্কুল, মেট্রোপলিটান কালেজ খুলিলেন তাহার তাৎপর্য্য কি? দেশের লোকের নিরুৎসাহ ও উদ্যমশূন্যতাই কি ইহার কারণ নয়? গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, অধিক দূরে যাইতে হইবে না, কলিকাতার ১৫। ২০ মাইল দূরে এমন অনেক স্থান আছে যে, সেখানকার লোকে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ভিন্ন আর কিছুই দেখে নাই। এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট যদি শিক্ষাকার্য্যের ভার পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেশের যৎপরোনাস্তি শোচনীয় অবস্থা সংঘটিত হইবে।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যয়বৃদ্ধি করা ভিন্ন উচ্চ শিক্ষা বিস্তৃতির কোন সম্ভাবনাই নাই। মিউনিসিপালিটীর স্কন্ধে এক্ষণে পুলিসের ব্যয় দানের যে ভার সমর্পিত আছে, গবর্ণমেণ্ট তাহা উঠাইয়া লইয়া সেই টাকায় বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত করিতে চাহেন। যেখানে তাহাতে সঙ্কুলান না হইবে, সেইখানে বালকদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবার পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু সেগুলি যে কতদূর সঙ্গত,পাঠক একবার তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। মিউনিসিপ্যালিটীর অবস্থা আপনারা কেহই অনবগত নহেন। পুলিস মিউনিসিপালিটীর আয়ের প্রায় অৰ্দ্ধেক গ্রাস করেন বলিয়া দেশের উন্নতিকর কার্য্যের ব্যাঘাত হয়,আর এই নিমিত্ত আমরা সচরাচর সাধারণকেই অনুযোগ করিতেও দেখিতে পাই, এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট যদি সেই ব্যয়টী উঠাইয়া দিয়া শিক্ষা বিভাগকে মিউনিসিপালিটীর হস্তে নিক্ষেপ করেন তাহা হইলে পুলিসের জন্য যে টাকা ব্যয়িত হইত ইহাতে তদপেক্ষা অধিক টাকা ব্যয় হইবে, সুতরাং রাস্তা ঘাটের অধিকতর অবনতি হইবার সম্ভাবনা। বেতন বৃদ্ধির সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য এই, এক্ষণে বালকদিগের যে বেতন নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা দিয়া অনেক দরিদ্র বুদ্ধিমান বালক নিয়মিত বিদ্যালাভে সমর্থ হয় না। তাহার উপর আবার বেতন বৃদ্ধি হইলে মধ্য শ্রেণীর লোকও যে নিজ নিজ বালকগণকে বিদ্যাধ্যয়ন করাইতে পারিবে তাহা ত কোন ক্রমে বোধ হয় না। অতএব বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব যে নিতান্ত অসঙ্গত তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। আমরা দেখিতেছি গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। বিলাতে যেমন মিউনিসিপালিটীই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন ভারতবর্ষের মিউনিসিপালিটীর দ্বারা গবর্ণমেণ্ট সেইরূপে কতক কতক গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করাইতে চাহেন। কিন্তু অগ্রে দেখা উচিত ইংলণ্ডের সহিত ভারতের কত প্রভেদ। ইংলণ্ডে শত শত বৎসর ধরিয়া যে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার রীতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে চিরপরাধীন ভারতে কি সে রীতির ফলোপধায়িতার সম্ভাবনা আছে? ভারতের মিউনিসিপালিটীগুলিকে সদ্যোজাত শিশু বলিলে হয়। আজও ইহার অবয়ব পুষ্ট ও মানসিক বল পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। এখন মিউনিসিপালিটীগুলির নাম মাত্রে স্বাধীনতা কিন্তু বাস্তবিক স্বাধীনতা নাই। সে গুলিকে গবর্ণমেণ্টের পোষ্যপুত্র বা দাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ অবস্থায় মিউনিসিপালিটীর স্কন্ধে যে গুরুভার নিক্ষিপ্ত হইবে, মিউনিসিপালিটী কখনই সে ভার বহনে সমর্থ হইবে না। এ অবস্থায় অভিলষিত ফল লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। অগ্রে মিউনিসিপালিটীকে স্বাধীনতা দেওয়া হউক, অগ্রে তাঁহাদিগের কমিশনর তাঁহারা মনোনীত করিতে থাকুন, কার্য্যধুরা বহন করিতে এবং সুন্দররূপে কার্য্য সম্পাদন করিতে অভ্যস্ত হউন তাহার পর যদি গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপালিটীর হস্তে বিদ্যা শিক্ষার ভার সমর্পণ করেন তখন অভিলষিত ফললাভের আশা করিতে পারে। এই আগ্রা কালেজেই ইহার সুন্দর পরীক্ষা হইবে। আগ্রা ত অনেক কালের প্রাচীন ও একটী প্রধান সহর। এখানকার লোকে যদি কেবল গবর্ণমেণ্টের সাহায্য মাত্র গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থার তুল্য অবস্থায় কালেজটী রক্ষা করিতে পারেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিব গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপালিটীর হস্তে উচ্চশিক্ষার ভার দিবার যে সংকল্প করিয়াছেন তাহা ফলোপধায়ী হইবে। যাবৎ এ পরীক্ষা না হইতেছে তাবৎ মিউনিসিপালিটীর হস্তে উচ্চশিক্ষার ভার দিলে যে মহা অনিষ্ট ঘটিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বলিতে কি কথায় বলে "তোমায় কিছু বলিব না তোমার উঠান চষিব।" ইহাও সেইরূপ হইবে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষা বন্ধ করা হইবে না বটে, কিন্তু প্রকারান্তরে হইবে। অতএব আমাদের সানুনয় অনুরোধ এই, গবর্ণমেণ্ট এই সংকল্পিত বিষয় হইতে আপাততঃ বিরত হউন।

দুর্ভিক্ষ কষ্ট নিবারণার্থ মূলধন সংগ্রহ করা আবশ্যক কি না?

অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ
প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতে ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ।

এ বচনটী ভারতবর্ষীয়ের রচিত। যিনি ইহার রচনা করিয়াছেন তিনি এক জন ভুক্তভোগী বহুদর্শী ব্যক্তি সন্দেহ নাই। তাঁহার এই বাক্য দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে ভারতবর্ষ পর্যায়ক্রমে চিরকাল এই ছয়টী উপদ্রব ভোগ করিয়া আসিতেছে। কখন অতিবৃষ্টি হইয়া শস্য পচিয়া যায়, কখন অনাবৃষ্টি হইয়া শস্য দগ্ধ হয়, কখন পঙ্গপাল পড়িয়া শস্য ভক্ষণ করে, কখন পক্ষী ও মূষিক দলে শস্য বিনষ্ট করে এবং কখন জিগীষু রাজা আসিয়া রাজ্য মধ্যে উপদ্রব করে। এই ছয়টী দুর্ভিক্ষ হইবার কারণ। দুর্ভিক্ষ ঘটিলে কেবল যে জীবহত্যা হয় তাহা নয় দারুণ যাতনা উপস্থিত হয়। জঠর জ্বালায় অস্থির হইলে লোকের দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও হিতাহিত বিবেচনা বিলুপ্ত হইয়া যায়। রাজ্য মধ্যে বিষম অরাজক কাণ্ড উপস্থিত হইয়া উঠে। অসভ্য রাজার রাজত্বকালে এ সমস্ত উপেক্ষণীয় হয়, কিন্তু সভ্য রাজার রাজত্বকালে এ সকল কোনক্রমে উপেক্ষণীয় নয়। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈবায়ত্ত। মনুষ্য রাজার তন্নিবারণ ক্ষমতা নাই। তবে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে প্রজারা কষ্ট না পায় এবং অনাহারে বিপদাপন্ন না হয়, রাজা তাহার উপায় মাত্র বিধান করিতে পারেন। আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট এত দিন এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। কিন্তু উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে পরম্পর ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া অসংখ্য লোক দেহত্যাগ করাতে তাঁহাদের যেন মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ না হয়, তাহার উপায়চিন্তায় রাজপুরুষদিগের মন একান্ত আন্দোলিত হইয়া উঠে। কত প্রস্তাব হইল, কত প্রস্তাব ভাসিয়া গেল, শেষ অর্থ সংগ্রহ করিয়া মূল ধন সংস্থান করিবার কল্প অবধারিত হইল। লাইসেন্স ট্যাক্স জন্ম পরিগ্রহ করিল। কিন্তু সংগৃহীত অর্থের যেরূপ অপব্যয় হইল তাহাতে অনেকের মনে এই ধারণা হইয়াছে এটী গবর্ণমেণ্টের একটী বাব। বাস্তবিকও বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে ভাবী দুর্ভিক্ষ কষ্ট নিবারণার্থ মূলধন সংগ্রহ করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

দুর্ভিক্ষ ঘটনার কিছু মাস, তিথি, বার ধরা নাই, উহা কোন নিরূপিত সময়ে ঘটে না। তবে "গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেলের প্রয়োজন? এক ব্যক্তি কোন্ কালে দুর্ভিক্ষ হইবে এই আশঙ্কায় নিয়মিত সময়ের মধ্যে গবর্ণমেণ্টকে যে একটী বার্ষিক কর দিবেন তাহাই বা কিরূপ সঙ্গত কথা?---আর সেই টাকা যে গবর্ণমেণ্টের রাজকোষে সঞ্চিত থাকিবে তাহারই বা প্রমাণ কি? আমরা সেই ১১৭৬ অব্দে মন্বন্তরের কথা শুনিয়াছি, আবার ১২৭৬ এ বঙ্গদেশে অন্নকষ্ট দেখিলাম মধ্যে একশত বৎসরের ব্যবধান। এ ব্যবধানে নিশ্চয়ই যে দুর্ভিক্ষ ঘটিবে তাহারও প্রমাণ নাই। সুতরাং অনিশ্চিত দুর্ভিক্ষের কাল ধরিয়া কোনক্রমেই মূল ধন সংগ্রহ করা সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ লোকে এক শত বৎসর পরে কি পঞ্চাশ বৎসর পরে দুর্ভিক্ষ ঘটনা হইবে সেই আশঙ্কা করিয়া মুখ রক্তউঠা টাকা গবর্ণমেণ্টকে নিয়মিত সময়ে দিতে না পারিলে দণ্ড দিবে তাহাই বা কিরূপ বৈধ হয়? আর এই নির্দ্দিষ্ট কর পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে দেওয়াও কি হীনদশাপন্ন ভারতবাসীর পক্ষে সুবিধাকর? গবর্ণমেণ্ট প্রজার মঙ্গলের জন্য এই অনুষ্ঠান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি ইহাতে তাঁহারা প্রজার অনুরাগভাজন না হইয়া বরং বিরাগভাজনই হইবেন। বিশেষতঃ এ নীতিও ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণের উৎকৃষ্ট উপায় নহে। মনে কর ভারতবর্ষের এক অনুর্ব্বর প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হইল, যে দেশ উর্ব্বর কোন কালে দুর্ভিক্ষ সম্ভাবনা নাই, সে দেশকে যদি স্থানান্তরের লোকের সুবিধার জন্য পুরুষানুক্রমে একটী করভার বহন করিতে হয় তাহা হইলে উদর পিণ্ডী বুধর ঘাড়ে দেওয়া হয় কি না? তাই বলি যাহাতে দেশ উর্ব্বর হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহার উপায় বিধান করুন। জমী উর্ব্বরা করিবার যে প্রধান উপায় খাল তাহা অধিক পরিমাণে খনন করাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিউন, কৃষকদিগের শস্য যাহাতে সঞ্চয় হয় তাহার উপায় বিধানে যত্নবান হউন। অন্যান্য স্থানের কৃষকে যাহাতে বঙ্গদেশের কৃষকদিগের ন্যায় ক্ষেত্রজাত শস্য সঞ্চয় করিয়া মজুরি দ্বারা আপনাদিগের সাংসারিক ব্যয়, রাজা মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিতে পারে তাহার উপায় করিয়া দেওয়া হউক। যে খানে কাজ না মিলিবে সেই সকল স্থানে গবর্ণমেণ্ট যদি পূর্ত্তকার্য্য বিস্তৃত করেন তাহা হইলে অনায়াসে অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারিবে এবং তদ্দ্বারা দেশেরও যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইবে। তাহার জন্য যদি কিছু কর স্থাপনা করিতে হয়, হউক। এরূপ করিলে প্রজাদিগের ক্ষেত্রজাত শস্য সঞ্চিত হইবে এবং মজুরী দ্বারা অন্য ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া তাহারা আপনাদিগের অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিবে। ফল কথা দরিদ্র লোকের অবস্থার উন্নতি সাধক উপায় অবলম্বন করা ভিন্ন দুর্ভিক্ষ নিবারণের প্রকৃত উপায় আমরা ত আর কিছুই দেখিতে পাই না। টাকা থাকিলেই যে লোকে অনশনে প্রাণত্যাগ করে না, এ যুক্তি তাদৃশ সদ্যুক্তি বলিয়া আমাদিগের বোধ হইতেছে না। উড়িষ্যায় যখন দুর্ভিক্ষ হয়, তখন অনেকে টাকা সত্ত্বেও প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। অর্থ লইয়া লোকে দোকানে দোকানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে তথাপি শস্য ক্রয় করিতে পায় নাই, [illegible] টাকা হাতে থাকিতেও অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। সেই কারণেই আমরা বলি দরিদ্র প্রজার গৃহে শস্য সঞ্চয় ব্যতিরেকে দুর্ভিক্ষ নিবারণ হইবে না।

ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সংগৃহীত অর্থ রাজকোষে যে সঞ্চিত থাকিবে তাহাও আমাদিগের বোধ হয় না। গবর্ণমেণ্ট যতই কেন বলুন না, টাকা সঞ্চিত থাকা কোন ক্রমেই যে সম্ভাবিত নহে, এস্থলে আমরা তাহার একটী প্রমাণ দেখাইতেছি। স্বচ্ছল লোক ব্যতীত আর কেহই এক বিষয়ের টাকা অন্য বিষয়ে ব্যয় করিব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন না। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই আমাদিগের দেশের মধ্যে যাঁহার পাঁচটী কাজ কারবার আছে, তিনি কখনই এক বিষয়ের আয় অন্য বিষয়ে ব্যয় করিব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা রক্ষা করিতে পারেন না। যাঁহার পাঁচটী জ্বালা তাঁহার এক বিষয়ের আয় অন্য বিষয়ে ব্যয় করা ভিন্ন সম্মান রক্ষারও উপায় নাই। আমাদিগের গবর্ণমেণ্টও সেইরূপ স্বচ্ছল নহেন, সুতরাং এক বিষয়ের আয় অন্য বিষয়ে ব্যয় করিব না এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কখনই যে তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না, তাহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। সার জন ষ্ট্রাচি যখন রাজস্বমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনিও ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু আফগানস্থানে সমরানল প্রজ্বলিত হইলে তিনি ফেমিন ইনসুরেন্স ফণ্ডের সমস্ত টাকাই তাহাতে পূর্ণাহুতি দিলেন। সেইরূপ আবার কোন বিপৎপাত হইলে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টও যে তাহা করিবেন না, তাহাই বা আমরা কিরূপে বিশ্বাস করি? বিপদ উপস্থিত হইলে মনুষ্যের দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। ভাল, গবর্ণমেণ্ট যদিই সেই নিয়ম রক্ষায় সমর্থ হন তাহা হইলেই বা দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানের লোকদিগের তাহাতে সুবিধা কি? আমরা দেখিতে পাই কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইতে ও শস্য প্রভৃতি রপ্তানী করিতে কাল প্রায় শেষ হইয়া যায়—দরিদ্র লোক জঠর জ্বালায় প্রাণত্যাগ করে। এরূপ ঘটনা ঘটিবার প্রধান কারণ এই, স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীগণ এ সংবাদে সহসা প্রত্যয় করেন না। ক্রমে লোকের যখন কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়া আইসে সেই সময়ে তাঁহারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে তাহার নিবারণোপায় দেখিতে থাকেন। দুর্ভিক্ষের সংবাদ প্রচারিত হইলে [illegible] আন্দোলন হয়, তাহার উপর আবার চতুর্দ্দিকে [illegible]-

নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে, যাবৎ আমাদের হীনবীর্য্যতার কারণগুলি নিরাকৃত না হইতেছে, তাবৎ পুষ্টিকর পদার্থ ভোজনেও আমাদের হীন-বীর্য্যতা অনেক অংশে দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা।

টাউনহলের সভা।

গত ১৮ ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতা টাউনহলে একটী বৃহৎ সভা হইয়া গিয়াছে। প্রায় তিন হাজার লোক সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সভাধি-বেশনের দুটী মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এক বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত যে ৯ আইন রহিত করিয়াছেন তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন। দ্বিতীয়, এ দেশে স্বাধীন মিউনিসিপা-লিটী সংস্থাপিত হয় তাহার চেষ্টা। সভাগণ যে ভাবে আনন্দ প্রকাশ করুন, আমরা কেবল আনন্দ প্রকাশের এই একটী কারণ দেখিতে পাইতেছি আমাদিগের রাজপুরুষেরা পক্ষপাতদূষিত একটী জঘন্য আইন প্রনয়ণ করাতে তাঁহাদের নাম যে কলঙ্কপঙ্কে অঙ্কিত হইয়াছিল ঐ আইনটী রহিত হওয়াতে তাহা ধৌত হইল।

দ্বিতীয় বিষয়টী যদি সাধিত হয় তাহা হইলে আমাদের দেশের একটী মহা শুভ লাভ হইবে। সভ্যেরা মিউনিসিপালিটী সম্বন্ধে সর্ব্বত্র নির্ব্বাচন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে চান, তাঁহারা সকল বিষয়েই স্বাধীনতা লাভের বাঞ্ছা করিতেছেন। এখন যেমন মিউনিসিপালিটী প্রাদেশিক মাজিষ্ট্রেট বা জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির পরাধীন হইয়া আছে, সভা তাহা রহিত করিবার অভিলাষ করেন। তাঁহারা সভাপতি,সহকারী সভাপতি ও সভা মনো-নীত করিবেন, গবর্ণমেণ্টের কেবল এক চতুর্থাংশ সভ্য নিয়োগের ক্ষমতা থাকিবে। বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেবের নিকটেও এই বিষয়ে একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে। আমরা তাহাতে অনেকগুলি প্রার্থনাও দেখিলাম।

ফলতঃ মিউনিসিপালিটীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতিরেকে আমাদের দেশের মঙ্গল নাই। গবর্ণ-মেণ্ট যে অভিপ্রায়ে মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি করিয়া-ছেন, তাহাও সুসিদ্ধ হইবে না। যদি রাজপুরুষ-দিগের উপদেশের ও আজ্ঞার অধীন হইয়া মিউনি-সিপালিটীকে চলিতে হয়, তাহা হইলে মিউনি সিপাল সভ্যদিগের সশাসনপ্রণালী শিক্ষার সুবিধা কোথায়? এখন যেমন মিউনিসিপালিটীর আয়ের অধিকাংশ অপব্যয়িত হইতেছে, কিরূপেই বা সে অপব্যয়ের নিবারণ হইবে? আমরা পূর্ব্বে একটী প্রস্তাবে প্রতিপন্ন করিয়াছিলাম, যাবৎ মিউনি সিপাল সভ্যেরা স্বয়ং সিদ্ধ হইতে না পারিবেন,তাবৎ নগরের সৌষ্ঠব সম্পাদন ও স্বাস্থ্যের উপায় বিধান প্রভৃতি মিউনিসিপালিটীর মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে কোন ক্রমেই সমর্থ হইবেন না। এখন বস্তুনের চাউল চর্ব্বণেই যায়। এখন যে মিউনিসিপাল আয় হয়, তাহার অধিকাংশই কর্ম্মচারী ও পুলিষে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। অতএব মিউনিসিপালিটীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতিরেকে, এই সকল দোষের সংশোধন হইয়া, উহার সুব্যবস্থা হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব টাউনহলের সভা এ বিষয়ে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা যদি কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের মহোপকারিণী বলিয়া চির ধন্যবাদের পাত্র হইবেন সন্দেহ নাই।

রবিবার মদ্য বিক্রয় বন্ধ প্রস্তাব ও সার এসলি ইডেন সাহেব।

গত ১৭ ই ফেব্রুয়ারি সহরের অনেকগুলি বর্দ্ধিষ্ণু লোক রবিবারে মদ্য বিক্রয় বন্ধ রাখিবার উদ্দেশে দেশের লোকের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু কি ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয়, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট স্বার্থই বড় হইল। শুঁড়িদিগের জিদই বলবৎ রহিল,ভদ্রলোকের মান সম্ভ্রম বড় হইল না। দেশের কল্যাণের নিমিত্ত প্রতিনিধিগণ হতমান হইলেও তাহাতে তাঁহাদিগের অগৌরব নাই। পরন্তু মদে দেশ যদি উৎসন্ন যায়, তথাপি আবগারির কড়া ক্ষতিকর কার্য্যে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী নহেন! চীনের অহিফেন ব্যবসায় পরি-ত্যাগ করিতে ও ভারতবর্ষের খোলা ভাঁটী তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করিলে, রাজপুরুষদিগের অন্তরে যেন শেল বিদ্ধ হয়। তাঁহারা উহার বিপক্ষে কত যুক্তি,কত প্রমাণ দেন যে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এ দেশের লোকের ভেতো শরীর, তাহারা শাক সবজি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে মাত্র, তাহাদিগের শরীর তীব্র সুরা ধারণে কখনই যে সক্ষম নহে তাহা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। উপযুক্ত আহারাভাবে যে দ্রব্য শরীরস্থ মাংস পর্য্যন্ত ক্ষয় করে সে দ্রব্য পান করা কি দৈন্যদশাগ্রস্ত হীন-বীর্য্য ভারতবাসীর কর্ম্ম? নির্ব্বোধ ভারতবাসীরা তাহা বুঝে না। যে জাতি রাজার উৎসাহে উৎসা-হিত হইয়া আপনাদিগের দেহপাত করিতে উদ্যত নহে সে জাতির মঙ্গলের জন্য রাজপুরুষদিগের ক্ষণেকের জন্যও চিন্তা করা উচিত। মুখে বল আইনে, কার্য্যে বল, রাজপুরুষেরা সামান্য স্বার্থের লোভে মাতালদিগের ক্ষমতার ও যৎপরোনাস্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন। মাতাল অবস্থায় কেহ কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে মৌখিক বিচারে সে উপেক্ষনীয়। আই-নের নিকট তাহার দোষ গণ্য নহে। মদ্যপানে উৎসাহ দেওয়া ও নৃশংস কার্য্যে প্রশ্রয় দেওয়া একই প্রকার। মানুষ যতই কেন দুষ্কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হউক না, প্রকৃতিস্থ থাকিয়া করা কদাচ সম্ভাবিত নহে। মাদক সেবন করিলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান রহিত হইয়া যায় সুতরাং তখন অভিপ্রেত দুষ্কর্ম্ম করিতে কিছুমাত্র বাধা জন্মে না। এক্ষণে পাঠক দেখুন, মাদক সেবনে উৎসাহ দেওয়া আর প্রকারান্তরে দুষ্কর্ম্মে প্রশ্রয় দেওয়া এক কি না?

আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী, রবিবার সেই খ্রীষ্টের উপাসনার দিন, এই দিনে আবাল বৃদ্ধ বনিতার ধর্ম্মালয়ে গিয়া ধর্ম্ম সেবায় দিন অতি-বাহিত করা উচিত। তাহা না করিয়া অনেক ইউরোপীয় মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া পথে পথে টো টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় দেখিয়া পাদরী সম্প্রদায়, ধর্ম্ম প্রচারক সম্প্রদায় অত্যন্ত বিরক্ত। এই ঘটনা নিবন্ধন ব্যবসায়ীদিগের ব্যবসায়ের ক্ষতি, তজ্জন্য তাহারা বিরক্ত; আর ভদ্রলোকের বিশ্রামের দিনেও পথে ঘাটে বাহির হওয়া সুকঠিন, এই কারণে তাঁহারাও বিরক্ত। এরূপ অবস্থায় গবর্ণ-মেণ্টের বিচার করিয়া দেখা উচিত সর্ব্ব সাধারণে যে এত বিরক্ত হয় তাহার কারণ কি? কেবল আপনার কথা পাঁচকথা ধরিয়া লোকের সঙ্গে অকারণ বিবাদ করা সভ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের শোভা পায় না। আবেদনকারীদিগের আবেদন অনাদৃত হইবার আমরা ত কোন কারণই দেখিতে পাই না। তাঁহাদিগের সকল কথাই যুক্তিমূলক; তাঁহারা বলিয়াছেন, ইউরোপীয় ও দেশীয় দিগের মদ্য পান প্রবৃত্তি দিন দিন যেরূপ বৰ্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে সাধারণ লোকেই যৎপরোনাস্তি আশঙ্কিত হইয়াছে; বিশেষতঃ রাস্তায় মাতাল খালাসি প্রভৃতির উৎপাত লোকের অসহ্য হইয়াছে। শনিবার ও রবিবার কি ইউরোপীয় কি দেশীয় সকল জাতীয় মাতালই স্ফূর্ত্তি করিয়া মদ্য পান করিতে থাকে। ইহাদিগের অধি-কাংশই শনিবারে মদ্যপান করিতে আরম্ভ করে আর রবিবার সন্ধ্যার পর বিশ্রাম দেয়। এই কারণেই তাঁহারা শনিবার সন্ধ্যার পর হইতে সোমবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত মদের দোকানগুলি বন্ধ করিবার প্রার্থনা করেন। আর এ রীতি যে কেবল এই দেশে প্রচলিত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে এমন নহে, স্কটলণ্ড আয়ার্লণ্ড প্রভৃতি স্থানে ইহা প্রচ-লিত আছে। কিন্তু লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এতদুত্তরে যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা কতদূর সঙ্গত পাঠক একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। তিনি বলিয়াছেন রবিবারে মদের দোকান বন্ধ করি... চুরিভঙ্গ করা হয় আর ... সাহেবের

নামে ক্ষতিপূরণের নালিসও করিতে পারে। এত দূর মদ্যপানে দেশের যে বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে, এ কথা তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন না কারণ পুলিষের রিপোর্টই তাহার প্রমাণ। কলিকাতা ও তাহার উপনগর সমূহ সাড়ে পাঁচ লক্ষ লোকের বাস। এই বৃহৎ সমষ্টির মধ্যে মদ্যপানে উন্মত্ত হওয়া অপরাধে যেরূপ অল্প সংখ্যক লোক বর্ষে বর্ষে পুলিষ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইতেছে তদ্দর্শনে কোনক্রমেই এরূপ বোধ হয় না যে,মদ্যপানে মত্ত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি পুলিষ রিপোর্ট হইতে দেখাইয়াছেন, ১৮৭৯ অব্দে ৫৮৩ জন, ১৮৮০ অব্দে ২৬৬ এবং ১৮৮১ অব্দে ৭৭০ জন লোক এই অপরাধে পুলিষ কর্তৃক ধৃত হইয়াছিল। গত তিন বৎসরের অবরুদ্ধ মাতালের সংখ্যা ধরিলে নগর ও উপনগরে দৈনিক ২ জন ও কেবল সহরে ১ জন মাত্র মাতাল হইয়াছিল। অতএব ইহা কোন ক্রমেই ভয় অথবা আশঙ্কার কারণ নহে। এ হিসাবে কলিকাতাকে পৃথিবীর অন্যান্য নগরীর সহিত তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বলিতে হইবে। উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন, প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুমোদন করিলে আরও অনিষ্টফল ফলিবার সম্ভাবনা। কারণ,মদ্যপায়ী বা তাহা হইলে আরও অধিক বিষাক্ত দ্রব্য সেবন করিয়া আপনাদিগের অধিক অপকার করিবে। বন্দোবস্তের গুণেই আবগারির আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি নিবন্ধন নহে। ইউরোপীয়ের মদ্য পান ক্রমেই হ্রাস হইতেছে, তবে দেশীয় মধ্য শ্রেণীর লোকে মদ্যপানে অধিকতর আসক্ত হইতেছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের ইহা নিবারণের বিশেষ ক্ষমতাও নাই। তবে আগামী বর্ষে শুঁড়িদিগের সহিত বন্দোবস্তকালে ইহার বিষয়ে বিবেচনা করিবেন।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখা হউক,লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের এই কথাগুলি কতদূর যুক্তিসঙ্গত। তিনি যে পুলিষ রিপোর্ট দেখাইয়াছেন তাহা খণ্ডন করিবার উপযোগী প্রমাণ আমাদের নাই, তবে প্রত্যক্ষ যাহা দেখা যায় এই রিপোর্টে তাহার অপলাপ করিতেছে। পুলিষ মাতালগণকে ভূমিতে পতিত হইতে না দেখিলে অবরুদ্ধ করিতে পারেন না। যাহারা পাকা মাতাল তাহারা সহজে ভূমিতে পতিত হয় না। তাহারা টলিতে টলিতে সমস্ত সহর পরিভ্রমণ করে এবং লোকের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া থাকে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, ইউরোপীয় মাতালেরা দলে দলে রাস্তার উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া পথিকদিগের গমনের নানা প্রকার ক্লেশোৎপাদন করিয়া থাকে কিন্তু জমী না হইলে ধরিবার বন্দোবস্ত নাই বলিয়া আমাদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মাতালের উৎপাতে অধিবাসীরা যে কিরূপ পীড়িত হয় তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তৎপরে তিনি বলিয়াছেন মধ্যবিত্ত অবস্থার মাতালদিগকে মদ্যপানে বিরত করিবার উপযোগী আইন করা সম্ভাবিত নহে। এ কথার তাৎপর্য্য-গ্রহে আমরা সমর্থ হইতেছি না। বিদ্যালয়ের অনেক বালক মদ্যপান আরম্ভ করিলে বিশেষতঃ পাটনায় যখন ইহার প্রাদুর্ভাব অধিক হইয়াছিল সেই সময়ে বোর্ড তাহার নিবারণার্থ ১৬ বৎসরের অল্প বয়স্ক ছাত্রকে মদ বিক্রয় যেমন নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন সেইরূপ একটী নিয়ম দ্বারা মধ্যবিত্ত অবস্থার মাতালদিগকে কি মদ্যপান হইতে নিরত করা যাইতে পারে না? এই রবিবারে মদের দোকান বন্ধ থাকিলে তাহাদিগের মদ্যপান যে অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইত তাহাতে সন্দেহ নাই। আর লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর শুঁড়িদিগের সহিত যে চুক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই শুঁড়িদিগের সহিত কোন প্রকার বন্দোবস্ত করা গবর্ণমেণ্টের হাত। গবর্ণমেণ্টের যদি প্রজার কল্যাণ করিবার বাস্তবিক ইচ্ছা হয় তাহা হইলে একটী কাল নিয়ম করিয়া শুঁড়িদিগের সহিত বন্দোবস্ত করা কঠিন হয় না। রবিবারে মদ্য বিক্রয় বন্ধ হইলে যদি শুঁড়িদিগের ক্ষতি হইবার আশঙ্কা থাকে সে ক্ষতি অন্য উপায়ে পূরণ করিয়া দিলে চলিতে পারে। বাস্তবিক আমরা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরকে প্রজাগণের মদ্যপান নিবারণ চেষ্টায় সমধিক যত্নবান দেখিতে পাই না। বলিতে কি প্রকারান্তরে বোধ হয় প্রজারা মাতাল হয় সেটী তাঁহার অনভিমত নহে। যাহা হউক আমরা কয়েকটী বিষয়ে এ সম্বন্ধে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের ব্যবহার দর্শন করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। তাঁহা হইতে এ বিষয়ে যে কোন প্রকার উপকার লাভ হইবে আমাদের এরূপ বোধ হয় না। তবে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি এ বিষয়ে মনোযোগী হন তবেই রক্ষা।

মুর্শিদাবাদের একজন পত্রপ্রেরক বলেন:—জেলা মুর্শিদাবাদ থানা গোয়াসের অধীন ইস্লামপুরে একটী হাট আছে। প্রতি সোমবার এখানে হাট হয়। এই হাটে ২। ৩ দিবসের পথ হইতে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ আগমন করে। প্রতি হাটে অন্যান্য দ্রব্য বাদে ন্যূন কল্পে ১০। ১২ হাজার টাকার রেশম বিক্রয় হয়। ইসলামপুরের তিন ক্রোশ ব্যবধানে একটী নীল কুঠি আছে। এই কুঠির পরশ্রীকাতর সাহেব ও কর্ম্মচারীগণ ইসলামপুরের হাট ভাঙ্গিয়া লইয়া যাইবার বাসনায় ১৮৮০ অব্দের জুলাই কি আগষ্ট মাসে এই হাটের এক কি দেড় মাইল ব্যবধানে সোমবারে এক হাট বসাইবার উদ্যোগ করেন। নীলকর সুলভ অত্যাচার দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতাগণকে হাটে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। পুরাতন হাট ৫০। ৬০ বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং লোকের তথায় থাকিবার নিতান্ত বাসনা। কুকর্ম্মকারীর অবতার স্বরূপ নীলকরগণ বড়ই অত্যাচার করুন গরিব প্রজাগণ তাহা সহ্য করিয়াও নূতন হাটে না গিয়া পুরাতন হাটে যাইতে লাগিল। হাটের পূর্ব্বরাত্রে (রবিবার রাত্রে) নীলকর দিগের লোকগণ হাটগামী লোকদিগকে বলপূর্ব্বক নূতন হাটে লইয়া যাইবার জন্য চতুর্দ্দিকে পথে পথে বিচরণ করিতে লাগিল। এই প্রকারে প্রায় দুইবৎসর যাবৎ নীলকরগণ নৃশংস আচরণ করিতেছে এবং গরিব প্রজাগণ মার খাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া এ পথ ও পথ দিয়া প্রচ্ছন্নভাবে পুরাতন হাটে আসিতেছে। শুনিলাম মাসাবধি হইতে নীলকরগণের অত্যাচার আরও বৃদ্ধি হইয়াছে।

গত রাত্রে বহরমপুর ত্যাগ করিয়া কার্য্যানুরোধে স্থানান্তর যাইতে ছিলাম। যখন আমরা ইসলামপুরের নিকট আসিলাম তখন ভোর হইল। এক স্থানে অনেকগুলি লোক দেখিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম এইটী হাট। হাট অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দূর যাইয়া দেখিলাম, তিন চারিটী স্ত্রীলোক কাঁদিতেছে, দুই জন লোক দৌড়াইয়া পলাইতেছে এবং ৫। ৬ জন লোক লাঠির উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় স্ত্রীলোক কয়েকটী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, বাবা আমরা আড়াই টাকার মাছ কিনিয়া লইয়া ইসলামপুরের হাটে যাইতেছিলাম। সাহেবের হাটে যাইতে অসম্মত হওয়ায় আমাদিগের সব মাছ কাড়িয়া লইয়াছে এবং আমাদিগকে মারিয়াছে। ঐ দুই জন মাছ লইয়া পলাইল, আর এই কয় জন সাহেবের লোক দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। আমরা শুনিয়া অবাক। ইংরাজ রাজ্যে এই প্রকার অত্যাচার! স্ত্রীলোকগণ কাঁদিতে লাগিল, পামরগণ হাসিতে হাসিতে অন্য বিক্রেতার অপেক্ষা করিতে লাগিল। আমরা নিরুপায় কি করিব, কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া গন্তব্য পথাভিমুখে চলিলাম। কিয়দ্দূর যাইয়া গোয়াসেথানার নিকট উপস্থিত হইলাম। তখন বেলা ৭ টা রাস্তার উপরেই থানা। সুতরাং দেখিলাম একটী লোক কাঁদিতেছে। থানার এক জন কর্ম্মচারী বলিলেন "তোর গাড়ি কোথায় আমরা কি জানি? নূতন হাটে যা পাবি।" প্রাতে হাট দেখিয়াছি, পথে লুঠ দেখিয়াছি সুতরাং রহস্য জানিবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হইল। কিয়ৎক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়া অন্যান্য লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম। আমাদিগের ন্যায় তথায়

...কদশী লোক অনেক ছিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ঐ লোকটী এক গাড়ি কলাই লইয়া পুরাতন হাটে যাইতেছিল, ১৬। ১৭ জন লোক তাহাকে গাড়ি লইয়া নূতন হাটে যাইতে বলে। সে ব্যক্তি যাইতে অসম্মত হইলে তাহার গাড়ি লুঠিতে আরম্ভ করে ইত্যাদি। পুরাতন হাট ভাঙ্গিয়া নূতন হাট বসাইবার চেষ্টায় জমীদারে জমীদারে দিন কত কাল বঙ্গদেশে তুমুল সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। তাহাতে শান্তিভঙ্গ পরস্বাপহরণ ও একজনের সম্পত্তির উচ্ছেদ মনুষ্য হত্যা ও সাংঘাতিক আঘাত প্রভৃতি ন্যায়,যুক্তি ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ অনেক কার্য্য ঘটিত কিন্তু তাহাতে এই এক লাভ ছিল, ভীরু জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী দিগেরও বিলক্ষণ সাহস ও বলবীর্য্যাদির বৃদ্ধি হইত। কিন্তু এখন আর সে সকল নাই। সে উপকার সম্বন্ধ নাই। কিন্তু আজিও যে পুরাতন হাট ভাঙ্গিয়া নূতন হাট বসাইবার চেষ্টায় একের সম্পত্তির উচ্ছেদ প্রভৃতি ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য চলিতেছে অথচ রাজা তাহার নিবারণ করিতেছেন না এটী বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। সমাজ যখন সুশ্লিষ্টরূপে সংবদ্ধ হয় তখন শান্তিরক্ষার দিকেই রাজা ও প্রজা সকলেরই দৃষ্টি নিপতিত হয় কিন্তু ইসলামপুরের হাটের প্রতি সে দৃষ্টি নিপতিত হইতেছে না কেন?

একজন পত্র প্রেরক আমাদিগের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। নববিভাকর তাঁহার ৯ই ফাল্গুনের পত্রে লিখিয়াছেন যে,বনগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের বিচার প্রণালী সম্বন্ধে অনেক দোষের কথা শুনিতে পাইতেছেন। উক্ত ডেপুটী আমাদিগের নিকট নিতান্ত উদাসীন বা অপরিচিত নহেন। আমরাও তাঁহার সংবাদ পাইয়া থাকি এবং আমরা যাহা শুনি তাহা ত নববিভাকর যাহা বলেন, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। উক্ত ডেপুটী যে যে স্থানে কর্ম্ম করিয়াছেন, সর্ব্বত্রই সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তিনি অনুরোধের অগম্য ও অত্যন্ত ন্যায়পর এবং কৃতবিদ্য কার্য্যদক্ষ ও বিচক্ষণ। এই জন্য বোধ হয় নববিভাকর কুক্রাবেশে উল্লিখিত কথা গুলি তুলিয়াছেন, ও গুলি তাঁহার প্রলাপবাক্য।

মকদ্দমায় দুই পক্ষের এক পক্ষ বিচারপতিকে ভ্রান্ত বা পক্ষপাতী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, অর্থাৎ যে পক্ষ হারিয়া যায় সে বিচারপতি অন্যায় করিয়াছেন, বলিবেই বলিবে। হয়ত এই প্রকার কোন ব্যক্তি নববিভাকরের অনুগত, তাহারই কথাতে নববিভাকর প্রাগুক্ত কথাগুলি নিজ পত্রে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

যাহা হউক নববিভাকর যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিতান্ত অমূলক। কিন্তু সে জন্য আমরা নববিভাকরকে দোষী করি না, কেন না নিজ ব্যবসায়ের সাফল্য ও উন্নতির জন্য কে না কি বলে। তিনি যে ভাবে লিখিয়াছেন, তাহা নিতান্ত বিরুদ্ধ ও দূষণীয়।

নববিভাকর দেশীয় ডেপুটীদিগকে "রামকেষ্ট শ্যামকেষ্ট" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এগুলি অবজ্ঞা সূচক বাক্য। বোধ হয় নববিভাকরের সংস্কার আছে, মান্য ও পদস্থ ব্যক্তিদিগকে অবজ্ঞা সূচক বাক্যে ও নীচ ভাষায় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিলেই আপনার মান ও গৌরব বৃদ্ধি হয়। কিন্তু উচ্চমনা ও ভদ্রমনা লোকের ইহার বিপরীত সংস্কার। নববিভাকর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের প্রতি রামকৃষ্ণ শ্যামকৃষ্ণ ইত্যাদি অবজ্ঞা সূচক যে বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নিজেই অবজ্ঞাত হইয়াছেন এবং তাঁহার নিজেরই নীচতা প্রকাশ পাইয়াছে। + + + +

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট হাজি গোলাম হোসেনকে শিক্ষা সংক্রান্ত সভার সভ্য মনোনীত করাতে তত্রত্য লোকে তাদৃশ সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন না। ইনি একজন ধনী লোক, অমৃতসরের শাল ব্যবসায়ী, ইনি এক বার বিলাতেও গিয়াছিলেন, কিন্তু শালের নমুনা আনিতে কি বিদ্যা শিক্ষা করিতে তাহা কেহ অবগত নহেন। সুতরাং বিদ্যোৎসাহী লোক ব্যতীত এ কার্য্যে সভ্য মনোনীত করা যে গবর্ণমেণ্টের অকর্ত্তব্য তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। দেশীয় লোককে সাক্ষীগোপাল রাখিয়া উচ্চ শিক্ষার কোন অনিষ্ট করিলে তাহাতে আর কাহারও ওজরটী চলিবে না। আমরা "ডিটো" দেওয়া সভ্য চাহি না। সভার যে সকল দেশীয় লোককে সভ্য মনোনীত করা হইয়াছে, তাহাতে নির্ব্বাচন-প্রণালীকে তাদৃশ উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে না, আমরা দেখিতেছি এ দেশের প্রকৃত বিদ্যোৎসাহী ও বিদ্বান এবং স্বাধীন মত প্রদানে সক্ষম লোক অল্পই মনোনীত হইয়াছেন, তাহাতেই উচ্চশিক্ষার অনিষ্ট আশঙ্কা আমাদিগের মনে দৃঢ়ীভূত হইতেছে। মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইনটী বিধিবদ্ধ করিবার সময়ে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের যেমন মত লইয়া কাজটী পাকা করা হইয়াছিল, ইহাতেও সেইরূপ এ দেশীয় কয়েক জন ধনী লোকের মত লইয়া অনিষ্টকর কোন কাজ করিলে ভারতবাসীর সর্ব্বনাশ হইবে। তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি চলিবে না, তদপেক্ষা বরং এক তরফা হওয়া ভাল। অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের দেশের লোকে সম্মান লাভের প্রত্যাশায় অন্ধ হইয়া যাঁহার যে কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, তিনিও সেই কার্য্যের ভার লইয়া তাহা করিবার জন্য অগ্রপদ হইয়া দেশের অনিষ্ট করিয়া ফেলেন।

আমরা প্রায়ই মধ্যে মধ্যে নানা স্থান হইতে নাট্যাভিনয়ের সংবাদ পাইয়া থাকি। মানুষ স্বভাবত আমোদপ্রিয় বিশেষতঃ বঙ্গদেশের লোক। অতএব স্থানে স্থানে যে অভিনয় হইবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এটী নূতন সংবাদ বা বিশেষ আনন্দের সংবাদ নহে। তবে আমাদের একটী আহ্লাদের বিষয় এই যে, মধ্যে দিন কত কাল আমোদ সম্বন্ধে লোকের যে প্রকার জঘন্যরুচি হইয়াছিল বহুলভাবে তাহার পরিবর্ত্ত হইয়াছে। ক্রমে আমরা রুচি মার্জ্জিত দেখিতেছি। এতন্মূলক বঙ্গভাষারও সবিশেষ উন্নতিলাভ হইতেছে। এখন আমরা সচরাচর দুটী আমোদকর বিষয়ের অনুষ্ঠান দেখিতে পাইতেছি। এক, অভিনয়,দ্বিতীয় যাত্রা। এখনকার যাত্রা গুলিও উচ্চ অঙ্গের হইয়াছে। এই যাত্রাতেও অনেক অভিনয়ের ধরণ ও ভাষার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। কিছু দিন হইল আমরা ব্রজরায়ের দলের (যে দল একণে বাবু গোপীমোহন রায় চালাইতেছেন) যাত্রা শুনিয়াছিলাম। দেখিলাম তাঁহাদের সকল বিষয়েই কি পরিচ্ছদ, কি সঙ্গীত, কি সঙ্গীত বিদ্যায় নিপুণতা সকল বিষয়েই তাঁহারা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই উন্নতি দর্শনে অনেকেই তাঁহাদিগকে বিশেষ রূপ পুরস্কার দিয়া থাকেন। ঐ দল, সঙ্গীতবিদ্যা বিশারদ রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নিকট হইতে একটী পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ দল মুক্তাগাছায়, বাঁকুড়ায় ও পুঁটিয়ায় এক একটী পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেশের লোকেরা জঘন্য যাত্রায় ও অভিনয়ে উৎসাহ না দিয়া যদি উচ্চ অঙ্গের উৎকৃষ্ট অভিনয়ে ও যাত্রায় উৎসাহ দেন তাহা হইলে তাঁহাদেরও বিশুদ্ধ আমোদ ভোগ হয় দেশের ও সবিশেষ মঙ্গল হয়।

আমরা বহুকাল অবধি ভারতবাসীকে শস্ত্রশিক্ষা দিবার ও তাহাদিগকে সৈনিক শ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়া আসিতেছি কিন্তু এতদিনের পর তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। দেশীয় সেনা সম্বন্ধে বিলাতে যে কমিশন বসিয়াছিল তাহার রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগকে অধঃস্তন সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া উচ্চ শ্রেণীর সামরিক কার্য্যে প্রবেশাধিকার প্রদান করা হইবে। এটী পরম আহ্লাদের কথা, এই নিয়ম দ্বারা ভারত সাম্রাজ্য এক দিকে যেমন সুদৃঢ় হইবে অপর দিকে তেমনি রাজার কর্ত্তব্যপালন নিবন্ধন কৃতজ্ঞ হইবে।

রাজা প্রজার শারীরিক ও মানসিক এই দ্বিবিধ উন্নতির জন্য দায়ী, অতএব এটী তাঁহার একটী অন্যতর উপায়। অতীতসাক্ষী ইতিহাস পাঠে দেখা যায় সকল রাজাই বিজিত রাজ্যের প্রজাদিগকে সৈনিক শ্রেণীভুক্ত করিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছেন। এই সভ্যতম ইংরাজ জাতি এক সময়ে যখন রোমকদিগের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন তখন রোমকগণ তাঁহাদিগের বীরপনা দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে অভিন্নভাবে সৈনিককার্য্যাদি শিক্ষা দিয়া রাজোচিত কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন সে সময়ের বহু পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখন সভ্যতার স্রোত চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত, প্রজার অনুরাগ ভাজনের যে ইষ্টফল আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট তাহা বিলক্ষণ বুঝেন, তথাপি কেন যে নানা প্রকার বন্ধনে ভারতীয় বীরদিগের হৃদয়কে একেকালে উদ্যমশূন্য করিয়া তুলিতেছিলেন তাহা ত আমরা বুঝিতে পারি না। পূর্ব্বে যখন আইনের কঠোরতা ছিল না তখন এক এক জন বাল্যপুরুষ ও এক একজন শিখ যোদ্ধার যুদ্ধ বিদ্যায় নিপুণতার বিষয় আলোচনা করিলে হৃদয় আনন্দে পুলকিত হইত। গবর্ণমেণ্ট এই ভারত একছত্র করিবার সময়ে তাহার বিলক্ষণ পরিচয়ও পাইয়াছেন। আফগান যুদ্ধই বল, আর যাহাই কেন বল না দেশীয় সৈন্যগণের বলেই বল। আর তাহারা যে কিরূপ বিশ্বাসী গবর্ণমেণ্ট অনেক গুলি কার্য্যে তাহার পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি কেন যে এই ভ্রমান্ধকার দূরীভূত হয় না, তাহা ত আমরা বুঝিতে পারি না। ১৮৫৭ অব্দে কতকগুলি নির্ব্বোধ সিপাহি দাঁতে টোটা কাটিলে ধর্ম্মলোপ হইবে এই আশঙ্কায় বিদ্রোহী হইয়া উঠাতে, আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট তাহার বিভীষিকা দেখিয়া সর্ব্বদাই আশঙ্কিত হইতেছেন কিন্তু সেটী সমূলক কি অমূলক তাঁহারা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার অবসর পান নাই। যাহা হউক এক্ষণে ইহা শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হইলে চির আশ্রয়ী ভারতবাসীর পক্ষে মহৎ মঙ্গল হইবে, তাঁহাদিগের ভ্রমধারণা ভঙ্গের এটী একটী মহৎ উপায়।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ১৮ ই ফেব্রুয়ারি। গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা নয় যে আয়র্লণ্ডে ল্যাণ্ড আক্ট যতদূর কার্য্য হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান হয় কিন্তু লার্ড সভা যে আপত্তি সত্বেও ল্যাণ্ড আক্ট আইনের কার্য্য দর্শনার্থ একটী সিলেক্ট কমিটি নিয়োগের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। স্বপক্ষে ৯৬ জনের ও বিপক্ষে ৫৩ জনের মত হইয়াছে।

তেলিগ্রাফ বলেন, ইংরাজ ও ফরাসিরা একত্র হইয়া ইজিপ্টের রাজনীতি সম্বন্ধে যে পত্র অন্য অন্য রাজার নিকটে প্রেরণ করেন, তাঁহারা তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন।

পারিস ১৮ ই ফেব্রুয়ারি। জেনরল স্কবেলফ অদ্য অত্রত্য সর্ব্বিয় ছাত্রদিগের নিকটে এই ভাবে বক্তৃতা করিয়াছেন যে, জর্ম্মণির সহিত রুসের যুদ্ধ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

টিউনিসে ফরাসিদিগের যে সৈন্য আছে, তাহাদিগকে তথা হইতে লইয়া যাওয়ায় তথায় অন্য অন্য দেশীয় লোক লইয়া সৈন্য করা হইবে, এইরূপ সংকল্প করা হইয়াছে

ভিয়ানা ১৮ ই ফেব্রুয়ারি। একদল অষ্ট্রীয় সৈন্য বিদ্রোহিদিগের একটী সিন্দুক ধরিয়াছে, তাহাতে রুষীয় সাংগ্রামিক উপকরণ আছে।

বিদ্রোহের উত্তেজনা করিতেছিলেন বলিয়া অন্যতর রুষীয় সেনাপতি জেনরল জানকফকে সোফিয়ায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৯ এ ফেব্রুয়ারি। জেনরল স্কবেলফ পারিসে যে বক্তৃতা করেন, তাহা লইয়া ভিয়ানায় ঘোর আন্দোলন চলিয়াছে। পারিসের সংবাদ পত্র সকল উহার দুর্নাম করিতেছেন।

সিয়াম হইতে সংবাদ আসিয়াছে, পেরুবিয়ার লুঠকারেরা সিয়েস্তা নামক স্থানের উচ্ছেদ-সাধন করিয়াছে এবং তথাকার এক হাজার লোকের ও তত্রত্য বিদেশীয় ৩০০ লোকের প্রাণবধ করিয়াছে।

সেণ্টপিটর্স বর্গ ১৯ এ ফেব্রুয়ারি। এখানে এই সঠিক সত্য সংবাদ আসিয়াছে যে, এক দল কসাক সৈন্য মর্ভে প্রেরিত হইয়াছে।

লণ্ডন ২০ এ ফেব্রুয়ারি। ইংলণ্ডের ও অন্য অন্য রাজ্যের মত এই, জেনারল স্কবেলফ যে বক্তৃতা করিয়াছেন, রুষ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, তাহা গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত নয় বলিয়া প্রচার করিয়া দেওয়া হয় এবং জেনরল স্কবেলফ বক্তৃতা করিয়াছিলেন বলিয়া তিরস্কার করা হয়।

রুসে ইহুদিদিগের প্রতি যে অত্যাচার করা হইয়াছে, তাহা কন্সলের রিপোর্ট দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে এবং ইহাও প্রমাণ হইয়াছে, কর্ত্তৃপক্ষের অক্ষমতা নিবন্ধন ঐ অত্যাচার ঘটিয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৯ এ ফেব্রুয়ারি। জর্ম্মণি সুলতানকে ব্লাক ঈগল এই উপাধি দান করিয়াছেন। যাঁহারা ঐ উপাধি দিতে যান সুলতান তাঁহাদের অকপট অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

লণ্ডন ২০ এ ফেব্রুয়ারি। আয়রলণ্ডের ল্যাণ্ড আক্ট আইনের কার্য্যের অনুসন্ধানার্থ যে সিলেক্ট কমিটী নিয়োগের প্রস্তাব হয় আরল গ্রানভিল তাহার সভা হইতে অবসৃত হইয়াছেন। গ্লাডষ্টোন ২৭ এ ফেব্রুয়ারি এই প্রস্তাব করিবেন, বর্ত্তমান সময়ে আয়রলণ্ডের ল্যাণ্ড আক্ট আইনের কার্য্যের অনুসন্ধানার্থ যদি কমিটী নিয়োজিত করা হয়, তাহা হইলে অভিপ্রেত সিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিবে, এবং আয়রলণ্ডকে উত্তমরূপ শাসনে রাখা ভার হইয়া উঠিবে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ২০ এ ফেব্রুয়ারি। সম্রাট্যের বিশপ রুষ সম্রাটকে এই ভাবে পত্র লিখিয়াছেন, যে তিনি তাঁহার নির্জ্জন বাস পরিত্যাগ করেন। নির্জ্জনে বাস করাতে তাঁহার ভীরুতা প্রকাশ পাইতেছে, এবং উত্তরকালে রাজ্যাংশ যে বিপদাপন্ন হইবে তাহার সূত্রপাত হইতেছে।

লণ্ডন ২০ এ ফেব্রুয়ারি। এইরূপ সংবাদ আসিয়াছে যে, আমেরিকায় বন্যা হইয়া তথায় যে যে স্থানে তুলা জন্মে, তাহার বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিয়াছে।

লণ্ডন ২১ এ ফেব্রুয়ারি। গত রাত্রিতে কমন্সহাউসে গ্লাডষ্টোন সাহেব পার্লেমেণ্ট সংক্রান্ত নূতন নিয়মের প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি আপাততকালীনদিগের প্রাদুর্ভাবের বিষয় প্রদর্শন করিয়া বলেন পার্লামেণ্টের কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। তিনি তাঁহার প্রস্তাবের এইরূপে পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন, মতগ্রহণকালে এক পক্ষে ৪০ জনের কম হইবে, তখন পক্ষান্তরে এক শত লোকেরও অধিক মত হওয়া আবশ্যক। সার ষ্টাফোর্ড নর্থকোর্ট ইহাতে আপত্তি করেন, ইহা লইয়া অনেকক্ষণ বাদানুবাদ হয়, শেষে সকলের সম্মতিক্রমে আপাততঃ এ বিষয়ের বাদানুবাদ বন্ধ থাকে।

সার চার্লস ডাইক প্রশ্নোত্তরে কহিয়াছেন সুয়েজ খাল সংক্রান্ত সাংক্রামিক পীড়া বিষয়ক যে সকল নিয়ম আছে, তদ্বিষয়ে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইংলণ্ডের প্রতিনিধি সর্ব্বদাই এ বিষয়ে পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতার বিষয় কহিয়া থাকেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইজিপ্টের কর্ত্তৃপক্ষকে এই কথা বলেন যে বর্ত্তমান স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নিয়ম সকল পূর্ব্বকালের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অবস্থার অনুকূল নহে।

সেনাপতি সেলস্তি যে আঘাত প্রাপ্ত হন তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

নর্দ্দাম্‌টনে যে সভ্যপদ খালী হইয়াছে লোকেরা তাহাতে ব্রাড্‌লকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে প্রস্তাব করেন, কমন্স হাউস তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। মতামত গ্রহণকালে স্বপক্ষে ৮১ জন ও বিপক্ষে ৩০৭ জন মত প্রদান করেন। ব্রাড্‌ল হঠাৎ চার্টারের টেবিলের কাছে যান, শপথ করেন, এবং তৎসংক্রান্ত কর্ম্মচারীর আগমনের অপেক্ষা না করিয়া নাম স্বাক্ষর করেন; তাহার পর তাঁহাকে চলিয়া যাইবার আজ্ঞা দেওয়া হয়, তিনি তাহা প্রতিপালন করেন, কিন্তু পরে ফিরিয়া আইসেন এবং ঐ পদ লাভের প্রার্থনা করেন। লর্ড র‍্যান্‌ডাল্‌ফ চর্চ্চিল নূতন সমনের প্রস্তাব করেন। সভার সম্মতিক্রমে ঐ প্রস্তাব আগামী বার পর্য্যন্ত বন্ধ রহিল।

বিবিধ সংবাদ।

ব্যবস্থাপক সভার আইনপ্রণেতা হুইটলি ষ্টোক্স সাহেব পদ ত্যাগ করিলে "একুইটী বারের" ইলবার্ট সাহেব তৎপদে অধিষ্ঠিত হইবেন।

আমরা নাগরপুর হইতে নিম্ন লিখিত সংবাদ কয়টী প্রাপ্ত হইয়াছি।

অত্রস্থলে দেশীয় সুরার ভাটীখানা হওয়া অবধি যে, এখানকার কত লোক সুরাপায়ী হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। সময়ে সময়ে দেখিতে পাই যে, কতকগুলি লোকে সুরাপানোন্মত্ত হইয়া পথে পথে মাতলামী করিয়া নানা প্রকার অশ্লীল ভাষাদি প্রয়োগ করে, বস্তুতঃ দেশী মদের ভাটীখানাতে এই গ্রামের সমূহ অনিষ্ট হইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ কি একবার ইহা দেখিবেন না?

বর্ষান্তে এখানকার নদীটী একেবারে শুষ্ক হইয়া যায়। এতন্নিবন্ধন অত্রত্য ব্যবসায়ীবর্গের বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী রপ্তানী করা একান্ত কষ্ট ও ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়ে। যদ্যপি কর্ত্তৃপক্ষ কৃপা করিয়া বিনাইয়ের ঘাট হইতে নাগরপুর পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, তাহা হইলে লোকজনের গতায়াত এবং বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানীর পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়।

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ বৃহস্পতিবার বেলা ৫ টার সময়ে গবর্ণর জেনেরলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

চট্টগ্রামের সীমা প্রদেশে গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা হওয়াতে দেশীয় পদাতিক সৈনিকদলের কতকগুলি সৈন্যকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে বলা হইয়াছে।

১৮ ই ফেব্রুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের ৭৭৯৮৩ টাকা ও পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানীর ১০১৬১২০ টাকা আয় হইয়াছে।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শিয়ালদহ ছোট আদালতের কাগজ পত্র দেখিতেছেন। জাল কোর্ট ফি আছে কি না তাহাই পরীক্ষা করা তাঁহার উদ্দেশ্য।

ইষ্ট বেঙ্গল নসিবাবাদ চা-বাগিচা সম্বন্ধীয় ম্যানেজার হিগিন্স সাহেব একদা তাঁহার বাঙ্গলার নিকটস্থ জঙ্গলে ব্যাঘ্র শীকার করিতে ইচ্ছুক হইয়া কুলিদিগকে বন ঠেঙ্গাইতে বলেন। কুলিরা কোনক্রমে যাইতে চাহে না, কিন্তু সাহেব নাছোড়বান্দা হইয়া তাহাদিগকে লইয়া যান। পরে স্বয়ং জঙ্গলের মধ্যে গিয়া একটী নিরাপদ স্থানে বন্দুক লইয়া দাঁড়ান, কুলিরা তখন বনে আঘাত করিতে থাক। এমন সময়ে হঠাৎ একটী ব্যাঘ্র বহির্গত হইয়া একজন কুলিকে আক্রমণ করে, সাহেব তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করেন কিন্তু সে গুলি তাহাকে না লাগিয়া কুলিকেই লাগে। পরক্ষণেই ব্যাঘ্র আর একজন কুলিকে আক্রমণ করে, সাহেব এবারও তাহার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিতে কুলি মরিয়াছে। হতভাগাদিগের বোধ হয় পূর্ব্বজন্মের কিছু পুণ্য ছিল তাই আর কাঁটাবন দিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার কষ্ট ভোগ করিতে হইল না!

ভাগলপুরে যাহাতে পাটওয়ারী আইন বিধিবদ্ধ করা না হয় এই অভিপ্রায়ে ভাগলপুরের জমীদারেরা বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়াছেন।

কুইন্সল্যাণ্ডে গো মহিষ বিস্তর। ইহাদিগের দুগ্ধে ঘৃত প্রস্তুত করিতে পারিলে অনেক স্থানে প্রচুর ঘৃতের আমদানী হইতে পারে। কিন্তু তত্রত্য অধিবাসীরা ঘৃত প্রস্তুত করিতে জানে না এই কারণে প্রস্তুত করিতে পারে না। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম এক সাহেব তাহাদিগকে এই কার্য্য শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষ হইতে কয়েক জন গোয়ালাকে তথায় প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশীয় গবর্ণমেণ্ট যে সকল দ্রব্যের একচেটীয়া করিয়াছিলেন তাহা ১৬ ই ফেব্রুয়ারি হইতে একেবারে উঠাইয়া দিয়াছেন।

পার্লামেণ্টের সভ্য বকষ্টার সাহেব পুনায় অবস্থান কালে তত্রত্য সার্ব্বজনিক সভার এক জন প্রতিনিধি বোম্বাইবাসীদিগের দুরবস্থার বিষয় জ্ঞাপন করিবার জন্য একখানি দরখাস্ত লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। কথোপকথনের পর তিনি দরখাস্ত পাঠ করিয়া দেখিয়া তাহা প্রত্যর্পণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন দরখাস্ত যেরূপ তীব্র ভাষায় লিখিত হইয়াছে তাহার সংশোধন ব্যতিরেকে তিনি উহা গ্রহণ করিতে পারেন না।

বৃষ্টির অভাবে মহীশূরে ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। পুষ্করিণী ও কূপ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। মাঠে তৃণ পর্য্যন্ত নাই। পশুদের ভয়ানক কষ্ট হইয়াছে। ক্রমে শস্যাদিরও বিলক্ষণ মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে।

লাহোরের সন্নিকটস্থ একস্থানে কতকগুলি লোক খনন করিতে করিতে মুসলমান সম্রাট আকবর ও সাজিহানের প্রস্তুত করা মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছে।

গত ডিসেম্বর মাসে সুইটজারলণ্ডে ২১ টী ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। এতন্নিবন্ধন অনেক স্থান ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছে।

রয়াল ইঞ্জিনিয়ার কর্ণেল ফ্রেড ব্রাউন আর, ই, ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতে আসিবার অভিপ্রায়ে তদুপযোগী ব্যোমযান প্রস্তুত করিয়াছেন। টাইমস্ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি সম্প্রতি মেসার্স সিমমন্স ও বেডেন পাওয়েলকে সমভিব্যাহারে লইয়া এই ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া ডোভার দর্শন করিতে গিয়াছেন।

সিবিল মিলিটারি গেজেট বলেন লাহোরের অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর নবাব আব্দুল্লা খাঁর নিকট হজারা এক জন হিন্দু জমীদারের একটী বিষয় সংক্রান্ত মকদ্দমা ছিল। নবাব সাহেব যাহাতে তাঁহার অনুকূলে বিচার করেন, জমীদার মহাশয় এই অভিপ্রায়ে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ উৎকোচ দানের প্রস্তাব করেন। ক্রমে লোকের মধ্যে এই কথা চালাচালি হইতে লাগিল, অবশেষে জমীদার তাঁহার অনুমতিক্রমে এক দিন ৫ শত টাকা লইয়া গিয়া তাঁহার পদতলে রাখেন। তখন নবাব সাহেব স্বয়ং দুর্ব্বলা তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য ভৃত্যগণকে আদেশ দেন। হাকিমের হুকুম, চাকরেরা তাঁহাকে এমন ঠেঙ্গান ঠেঙ্গাইয়াছে যে তাঁহার পোলে বক্ষ পাড়াইয়া দিয়াছে।

মহীশূরের কাফি কর ভক্ত উইলিয়ম ডি, উইণ্টন নামক এক জন সাহেব হত্যাপরাধে অপরাধী হইয়া মান্দ্রাজ হাইকোর্টের বিচারে বিনা পরিশ্রমে এক মাস কারাবাসের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিচার কালে সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে গত ১৮৮০ অব্দের ১২ ই ডিসেম্বর হত ব্যক্তি উইণ্টন সাহেবের অধীনে কার্য্য করিত। সে ও তাহার স্ত্রী সাহেবের বাঙ্গালার নিকট বাস করিত। এক দিন তাহারা উভয়ে কলহ করিতে থাকে। হত ব্যক্তি বোধ হয় ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া স্ত্রীকে প্রহার করে, স্ত্রী আর্ত্ত হইয়া চীৎকার করায় সাহেব দৌড়িয়া আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় হতব্যক্তির দোষ প্রমাণ হয়। পরিশেষে তিনি তাহাকে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে দুই চারিটী ঘুসা মারেন ও পদাঘাত করেন। তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। তবে, সাহেব হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে মারেন নাই সপ্রমাণ হওয়াতে এই লঘু দণ্ড হইয়াছে।

জলের কল বৃদ্ধি করিবার জন্য ঢাকার মিউনিসিপালিটী এক লক্ষ টাকা ঋণ করিতে আকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন।

পাটনা কালেজ ও তাহার অন্তর্গত স্কুল হইতে যাহাতে আরবী ভাষা শিক্ষা দিবার প্রথা না উঠিয়া যায় স্থানীয় ভদ্র মুসলমানগণ এতদভিপ্রায়ে আবেদন করিবার জন্য রবিবারে একটী সভা করিয়াছিলেন।

শনিবারে রেওয়ার মহারাজ ও মঙ্গলবার প্রাতঃকালে বিজয়নাগ্রামের মহারাজ কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন।

এখন ডাকগাড়ির গার্ডদিগেরই তত্ত্বাবধানে চিঠি পত্র দিয়া থাকে। সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের আর কোন লোক থাকে না। সম্প্রতি পুণা লাইনের ডাকগাড়ির একজন গার্ড নিয়মানুসারে মুঙ্গেরের চিঠি পত্র লইয়া যাইতেছিলেন। ইতিমধ্যে তেমন অন্যমনস্ক হইয়াছেন, জানি কে যে তাহা চুরী করিয়াছে তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

বোম্বে গেজেটে একব্যক্তি লিখিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধীয় সভায়, ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড লিটনকে তাঁহার জন্মের জন্য দায়ী করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। তাঁহার প্রধান চেলক ষ্ট্রাচি সাহেবও ইহা হইতে অব্যাহতি পান নাই। তিনি আরও সমস্যায় পড়িয়াছেন। তাঁহাদিগের কোম্পানির ওয়া এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে।

শনিবারে টাউনহলে যে সভা হয় সেই সভায় কতকগুলি দেশীয় শিক্ষিত স্ত্রীলোক রাজনৈতিক বিষয়ে এ দেশবাসী হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া আলোচ্য বিষয়ের অনুমোদন করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের একটী হিন্দু স্ত্রীলোক স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া একজন ইউরোপীয়কে বিবাহ করিয়াছিলেন। পরিণয় কার্য্য ইউরোপীয় রীত্যনুসারে সম্পন্ন হয়। দম্পতি বহুকাল সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করেন। ক্রমে গতে আটটী সন্তান সন্ততি হয়।

পরি শেষে তাঁহাদিগের পরস্পরে বিবাদ বিসম্বাদ হওয়াতে স্বামী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করেন। স্ত্রী তখন অনন্যোপায় হইয়া স্বামীর নামে আদালতে নালিশ করিয়াছিলেন। হাইকোর্ট এই মকদ্দমার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। বিচারপতিরা বলিয়াছেন তাঁহাদিগের পরস্পর বিবাহ অসিদ্ধ। তাঁহার সন্তান সম্পত্তির অধিকারী নহে। তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে প্রথম বিবাহিত ব্যক্তির স্ত্রী। অতএব তাঁহার আপত্তি কোন কার্য্যেরই নহে।

আগামী ১লা মার্চ্চ হইতে কলিকাতা দক্ষিণ পূর্ব্ব ষ্টেট রেলওয়ে বারুইপুর পর্য্যন্ত খোলা হইবে। ৫। ৫০ মিনিটে যে ট্রেণ কলিকাতা হইতে ছাড়িত তাহা ৬। ৩০ মিনিটে ছাড়িবে।

টাইমস পত্র বলেন গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের টেলিফোন একচেটিয়া করিবার নিমিত্ত কোম্পানীর সহিত দর দাম করিতেছেন। এ ত বড় বিপদের কথা। যেটীতে লাভ হইবে সেইটীই কি গবর্ণমেণ্টকে দিতে হইবে?

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আশামে একটী কৃষিবিভাগ সংস্থাপনের সংকল্প করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ফতেজাবাদ রেলওয়ে হাটরাসের সংযোগ স্থল হইতে বৃদ্ধি করিবার আদেশ দিয়াছেন এবং মথুরায় যমুনার উপর সেতু নির্ম্মাণ করিতে বলিয়াছেন।

নানাভাই হরিদাস পুনরায় বোম্বাই হাইকোর্টের প্রতিনিধি জজের কার্য্য করিতেছেন। বোম্বাই হাইকোর্টের যখনি কোন বিচারপতি ছুটী লয়েন তখনই ইহাঁকে তাঁহার কার্য্য করিতে হয় কিন্তু এরূপ যোগ্য লোককে কি স্থায়ী পদ প্রদান করিলে ভাল হয় না। বোম্বাইয়ের বর্ত্তমান গবর্নর অপক্ষপাতী লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতএব যখন অপরাপর হাইকোর্টে দুই এক জন দেশীয় লোককে জজের পদ প্রদান করা হইয়াছে তখন বোম্বাইয়ে আর কেন এই অসম্পূর্ণতা দোষটুকু থাকে।

আমাদিগের ছাপরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন। এ অঞ্চলে রবি শস্যের কর্ত্তনকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। একে বৃষ্টির অভাবে আশানুরূপ ফল হয় না, তাহাতে এখন বৃষ্টি হইলে কিছু ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। অহিফেন উঠান হইতেছে, এ বৎসর বড় ভাল হইবে না। নীলও বপন হইতেছে তবে এ সময়ে প্রাতঃকালে অত্যন্ত শীত থাকাতে অধিক পরিমাণে হইতেছে না। লোকের স্বাস্থ্য অতি উত্তম। মধ্যে মধ্যে বসন্তরোগ দেখা যাইতেছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কাশ্মীরের মহারাজ দ্রাক্ষালতা রোপণ করিতেছেন।

ইঁহার দ্রাক্ষারসে অতি উত্তম মদ্য প্রস্তুত হইতেছে। কি রং কি গন্ধ কোন বিষয়েই ইহা বিলাতি মদ্যের অপেক্ষা হীন নহে। ইহা এক্ষণে বাজারে বিক্রয় করিবার বিলক্ষণ উপযোগী হইয়াছে। মহারাজ এই কার্য্যের জন্য একজন ইংরাজ কলাইকর রাখিয়াছেন। এ মদ বোধ হয় দেবতারাও পান করিতে পারেন, কেন না সে সোমরস আর এ দ্রাক্ষারস।

কাবুলের আমীরের ভারতবর্ষে আসিবার যে কল্পনা ছিল বাঙ্কাগাঁঘাটির গোলযোগ নিবন্ধন তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

১৮৮২-৮৩ অব্দে যে টাকা রাজস্ব আদায় হইবে ইউরোপীয় মুদ্রার সহিত তাহার বিনিময়ে প্রতি টাকায় চারি পেন্স অর্থাৎ প্রায় এগার পয়সা বাট্টা লাগিবে।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ অনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সাহিত্য প্রথম বিভাগ—বরদাচরণ মিত্র প্রেসিডেন্সি কলেজ। ২ য় বিভাগ—যদুনাথ মজুমদার ফ্রিচর্চ্চ ইনষ্টিটিউসন। ঈশানচন্দ্র ঘোষ জেনেরল এসেম্ব্লি ইনষ্টিটিউসন। যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রেসিডেন্সি কালেজ। আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্রিচর্চ্চ ইনষ্টিটিউসন। গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় হুগলী কালেজ। ৩ য় বিভাগ—লালবিহারি মিত্র ও নীলমাধব মজুমদার হুগলী কালেজ। নরেন্দ্রনাথ অধিকারী প্রেসিডেন্সি কলেজ।

সংস্কৃত, ২ য় বিভাগ—আশুতোষ চক্রবর্ত্তী, সংস্কৃত কালেজ।

আরবী ১ ম বিভাগ—হসমত উল্লা, মিউর সেণ্ট্রাল কালেজ।

ইতিহাস, ২ য় বিভাগ—মহেন্দ্রকুমার ঘোষ ঢাকা কালেজ। ভবানী দাস লাহোর কালেজ। সারদাচরণ ঘোষ, ঢাকা কালেজ।

অঙ্ক, ২ য় বিভাগ—নাগেন্দ্রমোহন সেন ও কালীপদ বসু প্রেসিডেন্সি কালেজ। ৩ য় বিভাগ—যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রেসিডেন্সি কালেজ।

স্বভাব বিজ্ঞান ১ ম বিভাগ—বাশিভূষণ ঘোষ হুগলী কালেজ। কৃষ্ণনাথ ভট্ট, মিউর সেণ্ট্রাল কালেজ। অঘোরনাথ চন্দ্র প্রেসিডেন্সি কালেজ। বিনায়ক মোরেশ্বর কেলকার, মিউর সেণ্ট্রাল কালেজ। ২ য় বিভাগ—রামলাল সাহা পাটনা কালেজ। রাম লাল সেন প্রেসিডেন্সি কালেজ। কেদারনাথ, লাহোর কালেজ। হরিলক্ষ্মণ ইন্দ্রকর, মিউর সেণ্ট্রাল কালেজ।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রসন্নকুমার বসু ঢাকা কালেজ। হরিদাস ভট্টাচার্য্য, রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও দক্ষিণাচরণ সেন সংস্কৃত কালেজ। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, জেনেরল আসেম্ব্লি ইনষ্টিটিউসন। অক্ষয়কুমার সুর প্রেসিডেন্সি কালেজ।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রথম বিভাগ—দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় ও নির্ম্মলচন্দ্র সিংহ প্রেসিডেন্সি কালেজ। ২ য় বিভাগ—কিশোরিলাল হালদার হুগলী কালেজ। অমরচাঁদ সাহা ঢাকা কালেজ। নরেন্দ্রনাথ সেন ও নরেন্দ্রকিশোর দত্ত প্রেসিডেন্সি কালেজ। আশুতোষ সরকার ঢাকা কালেজ। সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রেসিডেন্সি কালেজ। পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ পাটনা কালেজ। শ্রীনাথ সেন, অবিনাশচন্দ্র মিত্র, তারকনাথ দত্ত প্রেসিডেন্সি কালেজ। গোবিন্দচন্দ্র মিত্র হুগলী কালেজ। পুলিনবিহারি বসু ও দেবেন্দ্রবিজয় বসু প্রেসিডেন্সি কালেজ। অবাধাকিশোর, পাটনা কালেজ। হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজ। কালিমোহন রায় পাটনা কালেজ। বিজয়গোপাল বসু, অভয়চরণ লাল, তশলীমুদ্দিন আহম্মদ, রামেশ্বর মণ্ডল, নন্দলাল সরকার, শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রেসিডেন্সি কালেজ। চন্দ্রনারায়ণ রায় কৃষ্ণনগর কালেজ। যুগদাস ভট্টাচার্য্য, উপেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী, ধীরনারায়ণ দাস প্রেসিডেন্সি কালেজ। বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলী কালেজ। অন্নদাচরণ সেন ও চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজ। কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় পাটনা কালেজ। যাদবচন্দ্র সেন ঢাকা কালেজ। মির্জা মহম্মদ ইসমাইল পাটনা কালেজ। মহাদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ও বংশীধরলাল হাতী প্রেসিডেন্সি কালেজ। কমলনাথ দাস ঢাকা কালেজ। রমাপতি দে প্রেসিডেন্সি কালেজ। তারাপ্রসন্ন দাস ঢাকা কালেজ। মহেন্দ্রনাথ দাস, চন্দ্রকান্ত লাহিড়ী, ত্রৈলোক্যনাথ বসু, উগ্রকান্ত রায় প্রেসিডেন্সি কালেজ। পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মিউর সেণ্ট্রাল কালেজ। যদুনাথ ঘোষ প্রেসিডেন্সি কালেজ। মহিনীমোহন দত্ত, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায় হুগলী কালেজ। অতুলচন্দ্র ঘোষ প্রেসিডেন্সি কালেজ। কৃষ্ণভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলী কালেজ। প্রিয়নাথ পালিত, অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়, শশীভূষণ সেন, যদুনাথ গোস্বামী, শরৎচন্দ্র পাল, রসিকচন্দ্র দাস, রামপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী, রামকুমার কুণ্ডু, বিনোদবিহারী ঘোষ প্রেসিডেন্সি কালেজ। রেবতীকান্ত নাগ ঢাকা কালেজ। যোগেন্দ্রনাথ বসু ও তুলসীচরণ পাল প্রেসিডেন্সি কালেজ।

গবর্ণমেণ্ট নারিকুল হইতে তারকেশ্বর পর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য ৬৫০০ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, মান্দ্রাজে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিবার জন্য শীঘ্রই ব্যবস্থাপক সভায় আইনের একটী পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করা হইবে।

প্রয়াগের কুম্ভমেলা উপলক্ষে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানীর ৯ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন হইয়াছে।

গবর্ণর জেনারলের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদিগের পেন্সন দিবার নিয়ম রহিত করাতে যোগ্য ইংরাজ সভ্য পাওয়া কঠিন হইয়াছে। অধ্যাপক ব্রাউন, ও এ, জে, ম্যাকফার্সনকে ঐ পদ দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। অবশেষে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি উইলসন ও মান্দ্রাজ হাইকোর্টের চার্লস টর্ণারকে উক্ত পদে মনোনীত করা হইতেছে, কিন্তু ইহাঁদিগের মত অদ্যাপিও জানা যায় নাই।

আগামী এপ্রেল মাসেই ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগ ব্রিটিশ চিকিৎসা বিভাগের সহিত মিলিত হইয়া যাইবে।

সিবিল মিলিটারি গেজেট সংবাদ পাইয়াছেন আমীর হিরাটের গবর্ণর আবদুল কোদস খাঁকে কান্দাহারের গবর্ণরের পদ প্রদান করিয়া হিরাট পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া বলেন, ইমা খাঁ তাঁহাকে তত্রত্য গবর্ণরী দিয়াছেন অতএব তিনি তাঁহার বিনানুমতিতে উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আমীর এই উত্তর প্রাপ্ত হইয়া কোদস খাঁর ভ্রাতা আবদুল গাফেজ খাঁর প্রাণ বিনাশ করিয়া অবমানের প্রতিশোধ লইয়াছেন।

১০ ই মে ভিয়ানায় দাবা খেলার সভা বসিবে। ভারতবর্ষের ভাল ভাল দাবা খেলয়াড়দিগকে ইহাঁরা আমন্ত্রণ করিতেছেন। পৃথিবীর যেখানে যত ভাল দাবাখেলয়াড় আছে তাঁহাদিগের সকলেই এই সভায় আমন্ত্রিত হইয়াছেন।

রুশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে দৃঢ়রূপে নৌসেনা রক্ষার বন্দোবস্ত করিতেছেন। ভালদিভষ্টক নামক স্থানে টার্পিডো কামান প্রস্তুত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটী কারখানা প্রস্তুত করাইয়াছেন এবং অন্যান্য স্থান হইতে ৬০০০০ টাকার কল ক্রয় করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

বিষয় হস্তান্তর করণ সম্বন্ধীয় আইনের পাণ্ডুলেখ্য গত বৃহস্পতিবার বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া এ কার্য্য করা উচিত ছিল, এ সম্বন্ধে নানা প্রকার আপত্তিও উঠিয়াছিল, কিন্তু গবর্ণর জেনেরল বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া চীফ জষ্টিসের পরামর্শ ক্রমে বিধিবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম মেজর বেরিংয়ের পত্নী অনেক সুস্থ হইয়াছেন।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ২২ এ কুচবিহারে গমন করিয়াছেন। ৬ ই মার্চ্চ কলিকাতায় প্রত্যাগত হইবেন।

অতঃপর কলিকাতার শিল্প প্রদর্শনী সভা যাঁহারা দেখিতে যাইবেন, তাঁহারা দুই আনা দর্শনী দিয়া যাইতে পারিবেন।

কলিকাতা ছোট আদালতের উকীলেরা গবর্ণর জেনেরলের নিকট আবেদন করায় তিনি তাহাদিগের হাজার টাকারও উপর মকদ্দমায় দাঁড়াইবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

কুলিবিল লইয়া বিলাতেও আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম মূর্খ দরিদ্রদিগের রক্ষার্থে সভা ইহার সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিতেছেন এবং এই আইন নিবন্ধন হতভাগ্য কুলিদিগের কিরূপ অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা অবধারণ করিবার জন্য একটী সভা বসিয়াছে। ষ্টেট সেক্রেটারি যদ্যপি এই আইনের অনুমোদন না করেন, ইহাঁরা তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন। এ বিষয় তাঁহারা পার্লামেণ্ট সভাতেও উপস্থিত করিবেন।

পৃথিবীতে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৭২৭৪ খানি সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্র আছে। ইহার মধ্যে ইউরোপে ১৯৫৫৭ এবং উত্তর আমেরিকায় ১২৫৮০, এই সংখ্যার মধ্যে ১৬৫০০ ইংরাজী ভাষায়, ৭৮৮০ জর্ম্মণ ভাষায়, ৩৮৫০ ফরাসী ভাষায় এবং ১৬০০ স্পেনীয় ভাষায় মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়।

গত সোমবার রাত্রি ৩॥০ টার সময়ে বাবু হরিমোহন রায়ের স্টীমার ঘাটাল হইতে ১০৬ জন আরোহী লইয়া মল্লিকের ঘাটে আসিতেছিল হঠাৎ পোলের ধাক্কা লাগিয়া জলমগ্ন হয়। পুলিসের যত্নে ৯ জন নাবিক ও ১০৬ জন আরোহীর প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

মঙ্গলবার ঘুসড়ির পাটের কলে অগ্নি লাগিয়া অনূন ২৮০০০০ টাকার সামগ্রী ভস্মীভূত হইয়াছে।

রুশের অত্যাচারে ওয়ার্স নগরের প্রায় ২০১১ ইহুদী অত্যন্ত বিপন্নদশাগ্রস্ত হইয়াছে।

গ্যাস কোম্পানী কলিকাতায় যে আলোক জ্বালিতেছেন তাহাতে গন্ধকের গন্ধ বহির্গত হইতেছে। অনেকে বলিতেছেন ইহাতেই মেজর বেরিংয়ের পত্নীর পীড়া হইয়াছে। মিউনিসিপালিটী ইহা নিবারণের উদ্দেশে কোম্পানীর নামে উকীলের চিঠি দিয়াছেন। কিন্তু কোম্পানীর রাসায়নিক পরীক্ষক বলিয়াছেন উহাতে গন্ধক নাই।

গবর্ণর জেনেরলের সভার সভ্যগণ শিমলা গমনকালে অতঃপর পাথেয় ব্যয় পাইবেন।

১১ [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধিদান কার্য্য সম্পন্ন হইবে, লর্ড [illegible] সভাপতির আসন গ্রহণ [illegible]

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও শাসন বিভাগ।

১৭ ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮২। [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী [illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible] হইলেন।

জলপাইগুড়ির ডেপুটী [illegible] ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible] বিলম্ব [illegible] করিয়াছিলেন [illegible] [illegible] কার্য্য করিবেন।

১৮ ই ফেব্রুয়ারি। ২৪ পরগণার [illegible] ডেপুটী কালেক্টর জে, এস, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবেন।

২০ এ [illegible] [illegible] ডেপুটী কালেক্টর বাবু অক্ষয়কুমার [illegible] হইলেন এবং উক্ত [illegible] [illegible]

২৮ এ [illegible] জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] [illegible] জন্য ২৪ [illegible] ও [illegible] ডিষ্ট্রিক্ট ও সসন জজের কার্য্য করিবেন।

[illegible] ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ এচ [illegible] ১৮৮২ অব্দের ১৫ ই মার্চ্চ হইতে দুই মাস ২৩ দিন অবকাশ গ্রহণ করিবেন।

২১ এ ফেব্রুয়ারি। পাটনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল জব্বর ১৫ ই মার্চ্চ হইতে এক মাস অবকাশ গ্রহণ করিবেন।

বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অন্নদা প্রসাদ বসু ৩১ এ মার্চ্চ হইতে দুই মাস অবকাশ গ্রহণ করিবেন।

চট্টগ্রামের অন্তর্গত [illegible] ডেপুটী কালেক্টর বাবু দুর্গাচরণ ঘোষ [illegible] জন্য প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

চট্টগ্রামের [illegible] কালেক্টর মৌলবী [illegible] নওয়াখালীতে বদলী হইলেন।

বাবু কালীপদ চক্রবর্ত্তী কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিবেন।

মেদিনীপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এফ, এবাল্ড বাউবক (তিন ছুটী লইয়াছিলেন) ১০ ই [illegible] হইতে প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিতেছেন।

পাবনার অস্থায়ি সিরাজগঞ্জের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ১ লা মার্চ হইতে এক মাস অব[illegible]

রঙ্গপুরের ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর কে. টি. [illegible] কিছু দিনের জন্য পাবনার অস্থায়ি সিরাজগঞ্জের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

দিনাজপুরের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু গীতানাথ মজুমদার কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

বাবু দীননাথ চক্রবর্ত্তী কিছু দিনের জন্য রঙ্গপুরের দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

মৌলবী আবদুল হক কিছু দিনের জন্য নওয়াখালির দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

রঙ্গপুরের সব ডেপুটী কালেক্টর মুন্সি ফজলল রহমান [illegible] বদলী হইলেন এবং উক্ত বিভাগের অস্থায়ী [illegible] থাকিবেন।

মালদহের অস্থায়ী [illegible] সব ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী [illegible] দ্বারভাঙ্গায় বদলী হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

১৭ ই ফেব্রুয়ারি। বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ. বি, এল, রঙ্গপুরে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত সদরেই থাকিবেন।

২০ এ ফেব্রুয়ারি। ভাগলপুরের অস্থায়ী [illegible] ভার প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু উমাচরণ [illegible] ফৌজদারী আইনের ২২২ ধারা অনুসারে নরহত্যার বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

কর্ণেল এফ. জে, টেনাণ্ট আর, ই ১৮৭৯ অব্দের (বি, সি,) ৮ আইন অনুসারে কাছাড় কলিকাতা ও ঢাকার উপবিভাগের কল সমস্ত পরিদর্শন [illegible] প্রাপ্ত হইলেন।

২১ এ ফেব্রুয়ারি। বাবু অক্ষয়কুমার মিত্র কটকে মুন্সেফের কার্য্য করিবেন এবং [illegible] সদর ষ্টেশনে থাকিবেন।

[illegible] সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর পি, জি, মিলিটন [illegible] শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[illegible] বাবু [illegible] এল, [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছেন [illegible]

[illegible] বাবু [illegible] হইবেন [illegible]

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ স্থান সমূহের জষ্টিশ অব দি পিশ হইলেন।

জলপাইগুড়ির প্রতিনিধি ডেপুটি কালেক্টর বাবু গোবিন্দ প্রসাদ শুকুল দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

২৪ পরগণার সুবার্ডিনেট জজ এবং মেদিনীপুর ও নদীয়ার আডিসনল সুবর্ডিনেট জজ বাবু কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায় ১৮৮২ অব্দের ১ লা জানুয়ারি হইতে তৃতীয় শ্রেণীর সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

রাজসাহীর অস্থায়ি নাটোরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আর. এল, গ্রীনসিল্‌স প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

সোমড়া।

আজ কাল এখানকার চৌকীদারী ইউনিয়নের বড়ই গোলযোগ। গত বৎসর এপ্রেল মাস হইতে বলাগোড় মিউনিসিপাল ইউনিয়ন উঠিয়া গিয়া এই চৌকীদারী আইন প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু এক বৎসর যাইতে না যাইতেই ইহার ভিতরে গলদ ও হিসাবে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সোমড়া বাঁকীপুর, জগড়া, নাটাগড়ি, ও বাগিগড় এই পাঁচ খানি গ্রাম লইয়া সোমড়া নিউনিয়ন। এই ইউনিয়নে প্রায় ৯৮৫ টাকা বাৎসরিক ট্যাক্স আদায় হইয়া থাকে। এই পাঁচ খানি গ্রামের শান্তিরক্ষার্থ প্রথমতঃ ১১ জন চৌকীদার নিযুক্ত হন, কিন্তু এক্ষণে এক জনে ঠেকিয়াছে। ইহাতে কার্য্য কেমন করিয়া সুচারুরূপে চলিবে বলিতে পারি না; গ্রামে কোনরূপ অশু উপস্থিত হইলে কে তাহার দায়ী হইবে? পঞ্চায়েতগণ আগাগোড়া বিবেচনা করিয়াই ট্যাক্স ধার্য্য ও চৌকীদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তবে এখন এরূপ বিশৃঙ্খলা কেন? কর্ত্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে তাঁহারা চৌকীদার ছাড়াইলেন কেন? চতুর্থ কোয়ার্টারের ট্যাক্স সম্পূর্ণ আদায় হইয়াছে, কিন্তু যখন চৌকীদারের সংখ্যা কমিয়া গেল তখন এ টাকা যায় কোথা? প্রথমে মাসিক ৩৪ টাকা চৌকীদারের বেতন লাগিত, এক্ষণে ২৬ টাকা লাগিতেছে। মাসিক অবশিষ্ট ৮ টাকার কি পরিণাম হইবে? ট্যাক্স আদায় সম্বন্ধে ঠিক আইন মত কার্য্য হইতেছে; এক দিন বিলম্ব হইলেই দায় জরিমানা আদায় হইতে পারে, কিন্তু আসল কার্য্যে এত গলদ কেন? আমরা ভরসা করি আমাদের মাজিষ্ট্রেট কলিন সাহেব বাহাদুর এ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন।

দুঃখের পর সুখ বড়ই মিষ্ট লাগে। সোমড়া পোষ্ট আপিসের ভূতপূর্ব্ব সব পোষ্ট মাষ্টার গোপালচন্দ্র ঘোষের ব্যবহারে ও খামখেয়ালী কার্য্যে সাধারণে এত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, সকলেই নিয়ত তাঁহার স্থানান্তর গমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এক্ষণে সাধারণের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। তিনি বদলী হইয়া গিয়াছেন। প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে যিনি ছই মাসের জন্য এখানে আসিয়াছেন, তিনি সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব এবং এই অল্পকালের মধ্যে স্বীয় সচ্চরিত্রতা, ও কর্ত্তব্যপরায়ণতায় সাধারণের এত প্রীতিভাজন হইয়াছেন যে, সকলেই তাঁহার স্থায়ীত্বের প্রার্থনা করিতেছেন। আমরা অনুরোধ করি হাবড়া বিভাগের সুযোগ্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত দত্ত মহোদয় আমাদের এই প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন।

আমরা শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম সুখড়িয়া নিবাসী বিখ্যাতনামা জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রপতি মুস্তোফী মহোদয়ের ভ্রাতা বাবু চন্দ্রপতি মুস্তোফী মহোদয় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। জমিদার ও প্রজাদিগের প্রতিনিধি হইয়া তাহাদিগের স্বার্থ রক্ষা করে এত দিন ঐ সভায় এদেশের কোন ব্যক্তিই ছিলেন না এবং আমরাও এ অভাব বিলক্ষণ অনুভব করিতেছিলাম। চন্দ্র বাবুর তুল্য সুশিক্ষিত ও উপযুক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত হওয়াতে আমাদের সেই অভাব দূরীভূত হইল। আমরা প্রার্থনা করি তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া রাজা প্রজার মঙ্গল বিধানে যত্নশীল থাকুন।

"সিদ্ধেশ্বরী" ষ্টীমারের অধ্যক্ষগণ সোমড়াতে একটী ষ্টেশন খুলিতেছেন। বহুদিবসের পর আমাদের আশা সফল হইল। অনেকগুলি গ্রামের যাত্রীগণ ইহাতে বিশেষ সুবিধা বিবেচনা করিবেন সন্দেহ নাই। কারণ, ষ্টীমার ভিন্ন অন্য পথে যাতায়াত আমাদের বড়ই কষ্টকর।

জামালপুর।

আমরা ইতিপূর্ব্বে জামালপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ের বালকগণের বেতন বৃদ্ধির বিষয় সোমপ্রকাশে অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু যাহাতে সাধারণের উপকার হয় তদ্বিষয়ের বেশী আন্দোলন হওয়া উচিত; কারণ শিক্ষাবিভাগের ও রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগের কর্ণগোচর হইলে উপকারের সম্ভাবনা বিধায় পুনরায় লিখিতে বাধ্য হইলাম। জমালপুরে প্রথমে যখন রেলওয়ে আফিসগুলি সংস্থাপিত হয় তখন এখানে বিদ্যাশিক্ষার কোন উপায় না থাকায় স্কুলের বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু লালবিহারী গুপ্ত, বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহা-

শয়কে মুঙ্গের হইতে জামালপুরে আসিয়া ঐ সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন। কেশব বাবুও তদনুসারে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতার মর্ম্ম রেলওয়ে কোম্পানী অনেককে প্রতিপালন করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ কেরাণীদিগের মধ্যে অধিকাংশের এরূপ অবস্থা নহে যে বালকগণকে স্থানান্তরে রাখিয়া বিদ্যা শিক্ষা দেন, অথচ জামালপুরেও কোন বিদ্যালয়াদি নাই; এ অবস্থায় রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যদ্যপি গরিব বালকগণের বিদ্যাশিক্ষার্থ এখানে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন সাধারণের বিশেষ উপকার করা হয়। তাঁহার বক্তৃতায় রেলওয়ের বড় বড় সাহেব চাঁদায় স্বাক্ষর করিলেন এবং এখানে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। এক্ষণে সেই বিদ্যালয়টী আর গরিব বালকগণের জন্য নহে। কারণ কোন্ গরিব ২।৩টী ছেলেকে ৩ টাকা বেতন দিয়া পড়াইতে সক্ষম হইবে? অকস্মাৎ স্কুলের এরূপ বেতন বৃদ্ধি হইবার কারণ কি? কেহ কেহ বলেন "ভূদেব বাবু স্কুল দেখিতে আসিয়া নিম্ন শ্রেণীর জন্য দুই জন অতিরিক্ত শিক্ষক লইতে ও বালকগণের বেতন বৃদ্ধি করিতে বলিয়াছিলেন বলিয়াই ঐরূপ করা হইয়াছে। ভূদেব বাবু দুই জন শিক্ষক লইবার কথা বলিতে পারেন, বালকগণের বেতন বৃদ্ধির কথা যে বলিবেন ইহাও বিশ্বাস হয় না। যদিই বলিয়া থাকেন তাঁহার আদেশ মত ২০ টাকার হিসাবে ৪০ টাকায় নিম্নশ্রেণীর জন্য দুই জন শিক্ষক নিযুক্ত করিলেই হইত, তাহা না করিয়া ৪০ টাকায় একজন তৃতীয় শিক্ষক নিযুক্ত করা হইল। দ্বিতীয় শিক্ষক ঐ বেতন পাইতেন বলিয়া তাঁহার বেতন বাড়ান হইল সুতরাং প্রথম শিক্ষকের বেতন বাড়িল। গরিব কেরাণীদের গলায় ছুরী দিয়া এত বেতন বাড়াইবার ধুম পড়িল কেন? বিশেষ বেহারের মধ্যে জামালপুরের স্কুল এবার নিকৃষ্টতম হইয়াছে, এ বৎসর বেতন বাড়াইয়া শিক্ষকদিগকে উৎসাহ দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয় নাই। আমাদের মতে ভূদেব বাবুর আদেশমত নিম্ন শ্রেণীর জন্য যেমন একজন শিক্ষক লওয়া হইয়াছে, তেমি আর একটী শিক্ষক লইলেই স্কুলের এডেও রেলওয়ে কোম্পানীর সাহায্যে এবং বালকগণের বেতনে উত্তমরূপ চলিতে পারিত, সামান্য কেরাণীদিগের এত কষ্ট হইত না। স্কুলটীর একটী মেনেজিং কমিটী আছে। সেই কমিটীর সভ্যেরাই এইরূপ বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা যাহা করিয়াছেন উত্তম, আমরা এক্ষণে একমাত্র চাই বালকগণের বেতন কমাইয়া দেন। বেতন কমাইলে যদ্যপি বিদ্যালয়ের ব্যয়-সঙ্কুলান না হয় তাহা হইলে পল্লীগ্রামের স্কুলের সম্পাদক ও মেম্বরগণকে যেমন সময়ে সময়ে টাকা দিতে দেখা যায় সেইরূপ বাকী টাকা তাঁহাদের এবং সম্পাদককে মাসে মাসে ঘর হইতে অংশ করিয়া দিতে হইবে। নচেৎ ভূয়ো মেম্বর ও সম্পাদক থাকিবার আমরা কোন আবশ্যক দেখিতেছি না।

বসন্তের সমাগমে এখানে বসন্তরোগও দেখা দিয়াছে। কোন কোন পল্লীতে ২।১টী করিয়া বালক বালিকার উক্ত রোগে মৃত্যু হইয়াছে।

কয়েক দিন হইল সফিয়াবাদে এখানকার ভলেণ্টিয়ার দলের একটী ভোজ হইয়াছিল। সফিয়াবাদ জামালপুর হইতে বেশী দূর নহে। পূর্ব্বে এই স্থান গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে থাকায় এবং ইহাতে একটী সরাই থাকায় অদ্যাপি কেহ কেহ ইহাকে সফিয়া সরাইও কহে। ভোজের দিন জামালপুরের প্রায় যাবতীয় সাহেব সপরিবারে উক্ত স্থানে যাইয়া আমোদ উপভোগ করেন। ঐ দিন ঐ স্থানে কৃত্রিম যুদ্ধ প্রভৃতি দেখান হয়। তদ্ভিন্ন ক্রীড়া কৌতুক ও নাগরদোলায় দোল খাওয়া হইয়াছিল। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম একটী প্রাচীনা ও একটী বালিকা দোল খাইতে খাইতে পড়িয়া গিয়া অ ঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জয়পুরের মহারাজ মুঙ্গেরে আসিয়া সীতাকুণ্ড প্রভৃতি দর্শনান্তর কিছু কিছু দান করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন। যে রাজাকে বড় লাট, ছোট লাট প্রভৃতি সম্মান করেন তাঁহার অভ্যর্থনার্থ মুঙ্গেরের মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি ঐ দিন ষ্টেসনে না আসায় আমাদের আন্তরিক দুঃখ হইয়াছিল। এক্ষণে শুনিয়া সুখী হইলাম মাজিষ্ট্রেট মহোদয় ঐ সময়ে অসুস্থ হইয়াছিলেন।

কয়েক মাস পূর্ব্বে মুঙ্গেরে গোহত্যা উপলক্ষে হিন্দু মুসলমানে যে দাঙ্গা হইয়াছিল, তাহাতে এক জন মহাজনের ৬ মাস ও অপরাপর কয়েক জন হিন্দুর ৩।৪ মাস করিয়া কারাদণ্ড হয়। উহাদের মধ্যে মহাজন কামিনে খালাস হইয়া ভাগলপুরে আপীল করিয়াছিল। সম্প্রতি আপীলের বিচারে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৶০ আনা, তাহার পর ৴০ আনা; ৴০ আনার নূ্যন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩৭ নং কালীঘাট রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ ম বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাসুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাসুলসহ ৭।০ টাকা আর

বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাসুল।৶০, পদামৃত সমগ্র সটীক ৩৶০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫॥০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু সম্পূর্ণ ৬৸০, গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের খুস্কি, চুলকুনি টাকপড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৶০ আনা।

টুথ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

—:০:—

মহাভারতের শেষ হরিবংশ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। ইহার প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি ।০ এবং সমগ্র পুস্তকের মূল্য ৩ টাকা। ইহার ৬ ষষ্ঠ খণ্ড পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে, অবশিষ্ট ছয় খণ্ড অতি শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। বিদেশীয় গ্রাহকগণের প্রতি অতিরিক্ত ।৶০ আনা ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা না দিলে পুস্তক প্রেরিত হইবে না।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র
নিমতলা ১৫ নং
গোপীকৃষ্ণ পালের লেন। } শ্রীকৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বড়বাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৶, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৸০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

চন্দ্র-চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
নাবশ্যো মুদ্রিতেন ন শ্রেয়ো মুদ্রিতং বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ১॥০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২।০ টাকা।

ভাল রস সিন্দুর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রেয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীমণিমোহন সেন কবিরাজ।
কাশী, কাকিনিয়ার ছত্র অথবা গণেশ মহল্লা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ রায়—জব্বলপুর ৫॥০
" " শ্যামাচরণ ঘোষ—ভুবংকোলিয়া ১০
" " রাসবিহারি চৌধুরী জমীদার হরিপুর ১২
" " মহাসেন বেজা—গোবিন্দপুর ৭
" " প্রসন্নকুমার দাস—দিল্লী ৭
কে, কে এণ্ড মলেন স্কোয়ার—কলিকাতা ১৫॥০
এফ, আর ডর্ণাল স্কোয়ার—কলিকাতা ৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা হয় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাষিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৬ শ ভাগ। "প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং" ১৬ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। } ১২৮৮ সাল। ২৩এ ফাল্গুন। ইং ১৮৮২। ৬ই মার্চ্চ। { অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, বাত, পারাদোষ, উপদংশ, নালী ঘা, দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ রুগ্ন ও ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন ইহা সেবনে পক্ষ মধ্যে রক্ত পরিষ্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ পুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা শালসা ও কড্লিবর অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাদি শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

ঔষধ লইবার সময় উপরি উক্ত মনুষ্যাকৃতি দেখিয়া লইবেন।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রী হরিদাস দে ১১ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বড়বাজার, কলিকাতা।

হণ্টর সাহেবের ভারত বিবরণ।

ইতিপূর্ব্বে সোমপ্রকাশে মহাত্মা হণ্টর সাহেবের ভারত বিবরণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত পুস্তকগুলিতে গ্রন্থকার স্বীয় গুণবত্তার অসীম পরিচয় দিয়াছেন, গুণগ্রাহী পাঠক মাত্রেই তদ্দৃষ্টে অতুল প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, ছিদ্রান্বেষী ব্যক্তিগণ মৎসরের কণ্ডুয়নে উত্তেজিত হইয়া কেবল দোষেরই অনুসন্ধান করেন, সুতরাং সমালোচকের যথার্থ কর্ত্তব্যানুষ্ঠান স্মরণ থাকে না। সুবিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিরাও এই দোষ হইতে নির্ম্মুক্ত নহেন; কেন না হইবে, উচ্চ পর্ব্বতের পাদদেশ গভীর নিখাতে মগ্ন।

হণ্টর সাহেবের সংকলিত ভারতবিবরণে এতদ্দেশীয় যাবতীয় বৃত্তান্ত নিবদ্ধ হইয়াছে, এখানকার সমস্ত গ্রামের ও নদ নদীর নাম তাহাতে লিখিত হইয়াছে। যেমন ক্ষুদ্র দর্পণে বৃহৎ হস্তীর আপাদমস্তক সমস্ত আকার অবয়ব দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ কয়েকখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে ভারতের সমস্ত বিবরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে অনেকানেক গ্রাম ও নদনদীর এ প্রকার নাম আছে, যাহার ব্যুৎপত্তি এক্ষণে আমাদের বোধসুগম হয় না। ফলতঃ, বিশুদ্ধ সংস্কৃত সূত্রানুসারে তাহাদের নামকরণ করা হইয়াছে, অথবা আদৌ অসভ্য জাতিরা যদৃচ্ছাক্রমে যেমন তেমন এক একটা নাম রাখিয়া দিয়াছে, এখন তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি না। কিন্তু সংস্কৃত অতি কোমল ভাষা, সংস্কৃত সূত্রের অসাধ্য সাধন কিছুই নাই; অতএব গ্রামাদির নামের রূপসিদ্ধিবিষয়ে যদ্যপি আমরা পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া সংস্কৃত সূত্রসম্মত বিশুদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করি, তাহা হইলে শব্দজগতে একটা মহাবিপ্লব ঘটিয়া যায়,—আর কেহ যে গ্রামের এবং নদনদীর ও দ্রব্যসামগ্রীর নাম বুঝিয়া লইবেন সে উপায় থাকে না। আমরা দেখিতেছি, "কোপাই-নদী" "ভেরোনদী" "হুড়হুড়েনদী" প্রভৃতি নাম চলিয়া আসিতেছে। যদ্যপি সংস্কৃত সূত্রানুসারে এই সকল নামগুলি বিশুদ্ধরূপে লিখিত হয়, পাঠক! বলুন দেখি, কোন্ ব্যক্তি তবে বুঝিতে পারেন? এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্রীযুক্ত হণ্টর সাহেব স্থানাদির নাম সঙ্কলন বিষয়ে অতি সরল পথ অবলম্বন করিয়াছেন। যে শব্দসকলের বোধ সুগম হইবে, তদীয় পুস্তকে তাহাই গৃহীত হইয়াছে। এই যুক্তি সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক্ষণে পাঠক! দেখুন, ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন রুচি; এ প্রকার পথ অবলম্বন সকলের অনুমোদনীয় নহে। সংজ্ঞাদিতে যেখানে অপসিদ্ধ পদযোগ হইয়াছে, অনেকে তাহা দূষনীয় বোধ করেন। ভারতবিবরণের স্থলবিশেষে "কালনদী" নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। এস্থলে "কাল" এই শব্দে বর্ণ বুঝাইলে তাহার সংজ্ঞাতে স্ত্রীলিঙ্গে "কালী" এই প্রকার রূপসিদ্ধি হইবে। এতদ্দর্শনে পাওনিয়রে জনৈক লেখক, হণ্টর সাহেব কৃত "কালনদী" পদ দূষণীয় জানিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই প্রতিবাদে আমরা কেবল যে বিস্মিত হইয়াছি, এমন নহে; প্রতিবাদকারীর ন্যায় কোন মহাপুরুষ "ভারত বিবরণ" সংকলনে ব্রতী হন নাই, তজ্জন্য পরমেশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞও হইতেছি। তাদৃশ ব্যক্তি এই কার্য্যে নিযুক্ত হইলে আমরা একখানি নূতন অভিধানের সহায়তা ব্যতীত গ্রাম এবং নদনদীর নাম বুঝিতে পারিতাম না। পাঠক! দেখুন, "কালনদী" আমাদের এই বঙ্গদেশেই আছে। যশোহর এবং নবদ্বীপের কালেক্টারেরা হণ্টর সাহেবকে এই নাম লিখিয়া পাঠান। হণ্টর সাহেব ছিদ্রান্বেষিদের মনস্তুষ্টি সম্পাদনের নিমিত্ত বৃথা মস্তিষ্ক চালন করেন নাই; ইতর ভদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই যে নাম ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, যে নাম চিরকাল চলিত হইয়া আসিতেছে, সরলভাবে তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে আমরা তাঁহার কোন দোষ দেখিতে পাই না, বরঞ্চ তিনি সমুচিত পথই অবলম্বন করিয়াছেন। এস্থলে যদ্যপি "কালীনদী" এই প্রকার নাম লিখিত হইত, তাহা হইলে বঙ্গবাসীরা কখনই "কালনদী" বুঝিতেন না, তাঁহারা অন্য কোন পৃথক নদী মনে করিতেন। এতদ্ভিন্ন আরও দেখুন, বঙ্গভাষায় কি বিশেষ্যে কি বিশেষণে কি সংজ্ঞাতে উপযুক্ত বিভক্তি বিধান নাই বলিলেই হয়। স্ত্রীলিঙ্গে প্রায় সর্ব্বত্রই পুং বিশেষণ ব্যবহৃত হয়, সংজ্ঞাদির প্রতিও তাদৃশ মনোযোগ দেখা যায় না। অধিকন্তু, আদৌ "কালনদী" এই নাম করণ কি নিমিত্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিবার কোন উপায় নাই। এ স্থলে "কাল" এই পদ বিশেষ্য কিম্বা বিশেষণ তাহাই বা আমরা কি প্রকারে জানিব? কালবর্ণ ইহার স্ত্রীলিঙ্গে সংজ্ঞা করিয়া "কালী" রূপসিদ্ধি না করিলে যে চলিবে না, তাহারই কারণ কি? যখন আমরা নদীটীর নামকরণের প্রকৃত কারণ জ্ঞাত নহি, তখন "কালী" এ প্রকার সংজ্ঞাই বা কেন করিব? "কাল" ইহাকে বিশেষ্য পদ স্বীকার করিলেও ত সমাসে "কালনদী" এইরূপ সিদ্ধি হইতে পারে? ব্রহ্মকুলা: (ব্রাহ্মণৈরবিস্তা নদী সরস্বতী) স্বর্ণদী (স্বর্গভা নদী—অলকনন্দা) তদ্রূপ সংজ্ঞা না করিয়া বিশেষ্যরূপে কাল শব্দকে গ্রহণ করিলে কালেনেহিমশৈলনির্ম্মিত্রা নদী—কালনদী; কালেন কৃতান্তেন প্রেরিতা নদী কালনদী, এবম্বিধ বহুপ্রকারে উক্ত পদসিদ্ধি হইতে পারে। যাহা হউক, উক্ত নদীর নামকরণের নিগূঢ় তত্ত্ব কেহই অবগত নহেন, অতএব এ সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে গেলে কেবল উপহাসাস্পদ হইতে হয়। সে কারণ আমাদের মত এই, গ্রাম এবং নদনদীকে সাধারণ লোকে যে নামে ডাকিয়া থাকে, সেই নামই প্রচলিত থাকা সর্ব্বপক্ষে বিধেয়, নতুবা নানা বিষয়ে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইবে। উপসংহারে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, হণ্টর সাহেব যে প্রকার বৃহদ্ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা যে একবারে ভ্রমশূন্য হইয়াছে এমন কখনই প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু দুই একটী দোষ থাকিলেও তাহা সহস্র সহস্র গুণরাশির মধ্যে অভিভূক্ত আছে, সুতরাং ধর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ, গ্রন্থের অনুপম মধুর সৌরভ দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিতেছে; যাঁহারা গোলাপ বৃক্ষে কণ্টক দেখিয়া ভীত হন, পুষ্পচয়ন করিয়া কাজ কি?—শাখাতেই আঘ্রাণ লউন না। আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি, হণ্টর সাহেব স্বীয় সুললিত মধুর প্রবন্ধ দ্বারা সকলকেই তুষ্ট করিবেন, কিন্তু তিনি বধিরের মনস্তুষ্টির জন্য বীণায় তান সংযোগ করিবেন না।

শ্রীরঃ—

[illegible]মূল্য জানিয়াও বিপরীত কাজ করেন তাহার দোষ উপেক্ষণীয় নহে। কারণ জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। বিজিত জাতির জীবন ও ধন জিতরাজার অনুগ্রহাধীন। রাজা নিরঙ্কুশা হইলে অন্যায়পূর্ব্বক তাহাদিগকে দণ্ডবিধান করিতে তাহাদিগের যথা সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিতে অধিকন্তু তাহাদিগের প্রাণ বিনাশও করিতে পারেন। এই নিমিত্ত অধিকাংশ স্থলে পরাধীনের জীবন দুঃখ ভারাক্রান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আর শাস্ত্রকারেরাও এই কারণেই পরাধীনতাকে পাপ বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। মনুর বচন আছে, যে ব্যক্তি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া হত হয়, তাহার ভরণ-পোষণ কর্ত্তা প্রভুর যে কিছু পাপ থাকে সে ব্যক্তি সে সমুদায় প্রাপ্ত হয়। স্পার্টানদিগেরও নীতি ছিল, শত্রুকে হয় চালের উপর শয়ান করাইবে না হয় শত্রুর চালের উপর আপনি শয়ন করিবে তথাপি রণে পৃষ্ঠদর্শন করাইবে না। এ নীতির তাৎপর্য্য এই, পরাধীনতা স্বীকার করা অপেক্ষা রণস্থলে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতেও গৌরব আছে। ফলতঃ যে রাজা প্রজাপালনের রীতি জানেন তিনি বিজিতের সহিত আত্মবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। স্বজাতীয় রাজাই হউন আর বিজাতীয় রাজাই হউন, উৎপীড়ক হইলেই রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া পড়ে এবং রাজাকেও নানা প্রকার কষ্ট দেয়।

পাঠক! আমরা এস্থলে ইংলণ্ডের ইতিহাসকেই উদাহরণস্থলে গ্রহণ করিতেছি। ইংলণ্ডে যিনি যিনি রাজা হইয়াছিলেন প্রায় তিনিই ভারতবর্ষে মুসলমান সম্রাটদিগের বঙ্গদেশ জয়ের ন্যায় স্কটলণ্ড ও আয়ালণ্ড জয় করিয়া আপনাদিগের বাহুবল দেখাইয়াছেন। কিন্তু রাজ্ঞী এনের রাজত্বকালে ইহা অনেক পরিমাণে বিদূরীত হইয়া যায় এবং স্কটলণ্ড ইংলণ্ডের রাজার রাজ্যভুক্ত হইয়া তদবধি এক প্রকার নিষ্কণ্টক হইয়া আছে। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের অধীনে ভারতও প্রায় সকল প্রকার উপদ্রব শূন্য হইয়াছে। তবে মধ্যে মধ্যে তাঁহারা যে দুই একটী বিষয়ে উদ্দাম চিত্ততার পরিচয় প্রদান করেন তাহাই আমাদিগের নিতান্ত ক্ষোভ ও পরিতাপের কারণ হয়। বাবু লালমোহন ঘোষ সে দিন টাউনহলে বক্তৃতাকালে যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহাই অদ্য আমাদিগের এ প্রস্তাবের আলোচ্য বিষয়। অনুদার নীতিকদল অপদস্থ হইলে এবং উদার মতাবলম্বী দলে পদস্থ হইলে আমরা যেরূপ মঙ্গলের আশা করিয়াছিলাম কার্য্যতঃ তাহা না হওয়াতে তিনি সেদিনকার সভায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাঁহার সহিত আমরাও এ স্থলে বলিতেছি—

> যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রয়াতি।
> যচ্চেতসা ন গণিতং তদিহাভ্যুপৈতি॥

মনে যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা দূরগত হইল, যাহা কল্পনা করি নাই তাহাই ঘটিল। লিবারাল গবর্ণমেণ্টের পদলাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের মনে নানা প্রকার সুখের আশা জন্মিয়াছিল কিন্তু এক তুলজাত দ্রব্যের উপর হইতে বাণিজ্য শুল্ক তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা হওয়াতে ও এ দেশীয়দিগকে গবর্ণমেণ্টের চিকিৎসা-কার্য্য হইতে বঞ্চিত এবং ইনকমট্যাক্স পুনঃস্থাপিত করিবার সংবাদে আমাদিগের আশালতা শুষ্ক হইয়াছে।

কনসরবেটিব গবর্ণমেণ্টকে যে সময়ে অপদস্থ করিয়া উদারনৈতিক দল পদস্থ হইয়াছিলেন সেই সময়েই আমরা বলিয়াছিলাম যত গর্জ্জে তত বর্ষে না। তাহার পর যাহা কিছু দেখিলাম সে কেবল আমাদিগের উচ্চমনা গবর্ণর জেনেরলের গুণে। বাবু লালমোহন ঘোষও এই উদার মতাবলম্বীদলের একজন পোষক ব্যক্তি। কনসরবেটিব গবর্ণমেণ্টের অত্যাচারে ভারতবাসীর অস্থি যখন জর্জ্জর হইয়াছিল, সেই সময়ে লিবারল গবর্ণমেণ্ট পদস্থ হওয়াতে তাহারা সকল দুঃখ ভুলিয়াছিল কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিতে বিলম্ব দেখিয়া যখন ভারতবাসীরা ভগ্ন হৃদয় ও ব্যথিত অন্তঃকরণ হইয়াছিল তখন লালমোহন বাবু তাহাদিগকে বিলম্বের মধুর ফল দেখাইয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনিই আবার ভগ্ন হৃদয়ে ব্যথিত অন্তঃকরণে লিবারল গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞাত বিষয় অপূর্ণ থাকা নিবন্ধন ক্ষুণ্ণমনে অনুযোগ করিয়াছেন। লর্ড রিপন মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন উঠাইয়া দেওয়াতে ও এ দেশে আত্মশাসন প্রণালী বিস্তার করিতে অভিলাষী হওয়াতে তিনি তাঁহার নিকট যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, দেশে আজিও অনেক কুপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহা রহিত করিতে না পারিলে সম্যক অভীষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই। পক্ষপাত দূষিত অস্ত্র সংক্রান্ত আইন আজও বিধিবদ্ধ থাকাতে গবর্ণমেণ্টের কলঙ্ক হইতেছে। এ দেশীয়গণ যাহাতে সিবিলিয়ান হইতে না পারেন পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট তদভিপ্রায়ে যে ঘৃণিত নিয়ম প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট তাহা বিলক্ষণ দোষাবহ স্বীকার করিয়াও আজ পর্য্যন্ত অবিকৃত রাখিয়াছেন। দেশীয় জজদিগের বেতন হ্রাস করাও যার পর নাই অন্যায় হইয়াছে। ইউরোপীয়দিগের তুল্য ক্ষমতাবিশিষ্ট ব্যক্তিরাও তাঁহাদিগের সহিত সমকক্ষভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন অথচ তাঁহাদিগের বেতনের দুই তৃতীয়াংশ মাত্র প্রাপ্ত হন, তাহার উপর আবার হ্রাস করাতে অত্যাচার করা হইয়াছে। তুলজাত দ্রব্যের শুল্ক রহিত করিলে এ দেশীয়দিগের অর্থ অপহরণ করিয়া ইউরোপীয় বণিকদিগের উদর পূর্ণ করা হইবে মাত্র। এই সমস্ত কথার উল্লেখ করিয়া উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন, এ দেশীয়দিগকে শাসন করিবার জন্য আইন প্রনয়ণ-কালে দেশের উপযুক্ত লোকদিগকে গ্রহণ করা হয় না। সত্য বটে কয়েক জন দেশীয় লোক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য আছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের দেশের উপকারের দিকে দৃষ্টি নাই, তাঁহারা কেবল রাজপুরুষদিগের মতের অনুমোদন করিয়া থাকেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইনের সৃষ্টি ও বিলোপ দেখাইয়া বলিয়াছেন, যাঁহারা লর্ড লিটনের সময়ে ইহা বিধিবদ্ধ করিবার বিষয়ে মত প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহারাই আবার লর্ড রিপনের সময়ে ইহার বিলোপ প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের নিকটে উপাধি দানও আর একটী অনিষ্টের মূল। ইহা দ্বারা লোকদিগকে অসঙ্গত কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করা হইতেছে।

আমরা দেখিতেছি বাবু লালমোহন ঘোষ উপরি উক্ত বাক্যগুলির উল্লেখ করিয়া যে অনুযোগ করিয়াছেন তাহা নূতন নহে। ভারতবাসীরা এ বিষয়ে বহু আন্দোলন করিয়াছেন। তাঁহার কথার এক বিন্দুও অসঙ্গত নহে। তিনি বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের নিকট অনেক প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, এক্ষণে ভগ্নমনোরথ হওয়াতে তিনি সরলভাবে যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রকৃত মনোগত ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। অতি আশায় নৈরাশ হইলে অন্তঃকরণে যেমন দারুণ আঘাত লাগে, তাঁহার ঠিক তাহাই লাগিয়াছে। তিনি সেদিন যাহা বলিয়াছেন তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের কৃত অন্যায় কার্য্যগুলির সমষ্টি করিলে একখানি বৃহৎ ইতিহাস হইয়া পড়ে। ভারত সাম্রাজ্য ইংরাজ জাতির হস্তগত হওয়া অবধি যাবতীয় অত্যাচারকর নিয়মাদি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার দুই একটী ব্যতীত সকল গুলিই অবিকৃতভাবে আইন পুস্তকে বিরাজ করিতেছে। যিনি নূতন গবর্ণর অথবা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হইয়াছেন, তিনিই এক একটী ভাল মন্দ আইন জারি করিয়া আপনার কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী গবর্ণর অথবা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর যেখানে তাহার কিছু সংশোধন করা আবশ্যক বোধ করিয়াছেন, সেই খানে তিনি তাহার যৎকথঞ্চিৎ সংশোধন করিয়া

সন্তাপ রক্ষার নিমিত্ত পর্য্যাপ্ত মদ্য মাংস ভোজন করেন, সুতরাং মস্তিষ্ক গরম হইয়া উঠে, সে কারণ জন্যের ন্যায় সে স্থলে পাগল অধিক, অতএব মত্ততার আপত্তি দেখাইলেই তাহা বিশ্বাসযোগ্য হয়। যাহা হউক, অন্যান্য সামান্য অপরাধে লোকে শাস্তি পাইতেছে, কিন্তু প্রাণদণ্ডরূপ বার পর নাই অতিশয় গুরুতর অপরাধ করিয়া লোকে নিস্তার পায়, ইহা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়। একমাত্র দণ্ডের প্রণালী ইহার মুখ্য কারণ। আমরা তাই বলি, যে দণ্ডের ভীষণ প্রকৃতি দৃষ্টে বিচারপতিগণ শঙ্কিত হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যসাধনকালে ঔদাসীন্যভাব অবলম্বন করেন এবং সামান্য সন্দেহের অনুরোধে বহুসংখ্যক অপরাধীকে মুক্ত করিয়া দেন, সে প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা কি প্রচলিত রাখা কর্ত্তব্য? যেমন নিরপরাধীকে শাস্তি দেওয়া অনুচিত, তদ্রূপ অপরাধীকেও নিষ্কৃতি দেওয়া অবিধেয়। অতএব প্রাণদণ্ডবিধি সত্বর পরিবর্জ্জিত করিয়া অন্য বিধি ব্যবস্থা করা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক হইয়াছে, সদ্বিবেচক রাজপুরুষগণ ইহার প্রতি মনোনিবেশ করুন।

মহীসুরের দুরবস্থা।

মহীসুর রাজ্যে যে প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সামান্য মাত্র বিবরণ আমরা পাঠকদিগকে পূর্ব্বে জ্ঞাত করিয়াছি। কিন্তু ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রে গবর্ণমেন্টের যে প্রকার অবৈধ আচরণের বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ ও চিন্তা করিলে হতচৈতন্য হইতে হয়। গবর্ণমেন্টের ও গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারিদের গূঢ় দুরভিসন্ধির তাৎপর্য্য কি, তাহা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু যে প্রকার জনরব, তাহাতে আমাদের সভ্যতম গবর্ণমেন্টের শুভ্র গাত্রে কলঙ্ককালিমা লিপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

মহীসুরের একজন সংবাদদাতা নাইট সাহেবকে লেখেন যে,—১৮৬৮ সালে মেজর ইলিয়ট, রঙ্গচালু এবং অন্য অন্য সম্ভ্রান্ত লোকের পঞ্চায়ত দ্বারা মৃত মহীসুররাজের সুবর্ণ সৈন্ধাসন এবং বহুমূল্য অলঙ্কারাদির ৩৬০০০০০ ছত্রিশ লক্ষ টাকা মূল্য নিশ্চিত হয়। ঐ সমস্ত সম্পত্তি গবর্ণমেন্টের জিম্মায় ছিল। অনেকগুলি অলঙ্কার উপর্য্যুপরি স্তরে স্তরে মূল্যবান মণিতে খচিত ছিল। নিম্নস্তরের প্রস্তর দ্বারা উপরিস্থ প্রস্তরের জ্যোতি অতিশয় উজ্জ্বল ও শোভাবিশিষ্ট হয়, তজ্জন্য দুইস্তর প্রস্তর নিবেশিত থাকে। ঐ সমস্ত অলঙ্কার ক্রমশঃ মান্দ্রাজে প্রেরিত হইয়াছিল। তথায় উপরের মণিগুলি উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে, এবং নিম্নের প্রস্তরগুলি কিঞ্চিৎ উচ্চ করিয়া দিয়া তাহার নিম্নে চিক্কণ রোপ্যপত্রকলা লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং উহার জ্যোতির ব্যতিক্রম ঘটে নাই। উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বহুমূল্য প্রস্তর উঠাইয়া লইয়া অলঙ্কারগুলির সংশোধনের পর পুনর্ব্বার মহীসুরে আনীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরো বিস্তর বহুমূল্য অলঙ্কার ছিল, মহীসুর রাজ্যেই মান্দ্রাজী শিল্পী তাহার মূল্যবান প্রস্তর উঠাইয়া তদ্বৎস্থানে সামান্য মণি সংলগ্ন করিয়া দিয়াছে। পুরাতন অলঙ্কারের যে সমস্ত তালিকা ও বিবরণপত্র ছিল, তৎসমুদায় বিনষ্ট করা হইয়াছে।

আমরা ইহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে কিছু নিশ্চিত বলিতে পারি না। পরমেশ্বর করুন, এ বাক্যের সমুদায়ই মিথ্যা হউক; কিন্তু একটী কথা হইতেছে, এতদ্দেশে ইংরাজকে সকলেই ভয় করেন, ইংরাজ কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে কেহ কোন অমূলক অভিযোগ প্রকাশ করিলে, তাহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। বিশেষতঃ মহীসুর রাজ্যের ভিতরে এ প্রকার বিস্তর অন্যায় আচরণ ঘটিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য আমরা নিশ্চল চিত্তে কোনরূপ মত প্রকাশ করিতে সাহসী হই না। যাহা হউক, গবর্ণমেন্ট এই সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হইলে উত্তরোত্তর বড় অমঙ্গল দেখিতেছি। ভারতবাসীরা দুর্ব্বল, তাহারা কিছু না বলুন; কিন্তু সভ্য ইউরোপের নিকটে অতিশয় নিন্দিত হইতে হইবে। যে জাতি ন্যায়পরতার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সভ্যতার ধাত্রী স্বরূপ—আশ্রিত রাজার রাজ্যরক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া যদি সেই জাতি লোভ সম্বরণ করিতে না পারেন, তবে ইউরোপে যে হাস্যের কোলাহল পড়িয়া যাইবে সন্দেহ কি? পাছে "ডাইনের কোলে পুত্র সমর্পণ" বলিয়া বৈদেশিকেরা উপহাস করে, আমরা সেই চিন্তায় আকুল হইতেছি। ভারতবাসীরা ইংরাজদিগকে মা বাপ বলিয়া জানেন, পূর্ব্ববৎ প্রজাপালন করিয়া তাঁহারা নিজ কর্ত্তব্য পালন করুন। সত্য না হউক, এ প্রকার জনরবও ঘোর কলঙ্কের কারণ; কিন্তু নির্দোষ ব্যক্তির কেহ কলঙ্ক রটাইতে ভাল বাসে না। অতএব মহাশয় গবর্ণমেন্ট ইহার তথ্যানুসন্ধান করিয়া মহীসুররাজের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়।

এদেশের উচ্চ শিক্ষা অধঃপাতে যাইতে বসিল।

আমরা ক্রমান্বয়ে কয়েকটী প্রস্তাবে প্রতিপন্ন করিয়াছি, এ দেশীয়েরা আজও নিজ উচ্চ শিক্ষার ভার গ্রহণে সমর্থ হন নাই। অদ্য আমরা তাহার আর একটী প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি। আমাদের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

"এখানকার মিউনিসিপাল স্কুলটী গবর্ণমেন্টকে উৎসর্গ করিয়া দিবার জন্য কতকগুলি মতলববাজ লোক জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই আবেদনপত্রখানি শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টারের হুজুরে পাঠাইয়া দেন, কিন্তু তিনি তাহা এই বলিয়া না মঞ্জুর করিয়াছেন যে, শান্তিপুর একটী প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর। ইহার অধিবাসিগণের মধ্যে প্রায় অনেকেই কৃতবিদ্য, উন্নতিশীল এবং সভ্য। অতএব এত বড় নগরের লোকেরা যদি একটী স্কুল রক্ষা করিতে না পারেন, তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট নাচার।"

গবর্ণমেন্ট মনে করিতেছেন, এ দেশীয়েরা উপযুক্ত হইয়াছেন, ইহাঁদিগের হস্তে স্বশিক্ষার ভার প্রদান করিলে ইহাঁরা তদ্বহনে সমর্থ হইবেন। এই সংস্কার হওয়াতে তাঁহারা ক্রমে হাত গুটাইতে বসিয়াছেন; কিন্তু এ দেশীয়দিগের স্কন্ধ যে ভার বহনক্ষম হয় নাই, তাহা শান্তিপুর সংবাদদাতার বাক্য দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। একটী প্রধান সভ্য নগর শান্তিপুর যখন স্বশিক্ষার ভার মস্তকে গ্রহণ করিয়া স্থিরপদ হইয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না, তখন মফস্বলের সামান্য গ্রাম নগরবাসিরা যে দাঁড়াইতে পারিবেন, তাহা কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে।

অন্য অন্য স্থানের কথা দূরে থাকুক, ভারতের প্রধান রাজধানী যে কলিকাতা, সেই স্থানেই কয়জন লোক স্বদেশীয়ের শিক্ষাভার গ্রহণে শক্ত হইয়াছেন? এত দিনের পর আমরা এক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিজ বিদ্যালয়ে আইন শিক্ষার ক্লাস খুলিতে দেখিলাম। এই ভারতে কয় জন বিদ্যাসাগর আছেন? তাঁহার ন্যায় কয় ব্যক্তির স্বদেশহিতৈষিতা, বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যানুরাগিতার প্রতিষ্ঠা আছে? রাজপুরুষেরা যদি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, অনেককেই অবিদ্যার আলস্যের ও অনুৎসাহের সাগর দেখিতে পাইবেন।

যাহা হউক, শান্তিপুরের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া সিদ্ধান্ত হইতেছে, রাজপুরুষেরা যে এ দেশীয়দিগের উচ্চ শিক্ষাদানকর্ত্তৃত্ব হইতে অবসৃত হইবেন, তাহা স্থির করিয়াছেন। তবে শিক্ষা সংক্রান্ত কমিশন নিয়োগ, এটী লোকপ্রদর্শন মাত্র। এক্ষণে আমাদের দেশের লোকের কর্ত্তব্য, তাঁহারা আলস্য ও অনুৎসাহ পরিত্যাগ করুন, কর্ত্তব্য কার্য্যে ব্রতী হউন। যাঁহারা আপনাদিগকে দেশহিতৈষী বলিয়া পরিচয় দিবার বাসনা করেন, তাঁহাদিগের উত্তম অবসর উপস্থিত। স্বদেশের বিদ্যাশিক্ষা দান কার্য্যের অপেক্ষা দেশের হিতকর কার্য্য আর নাই। দেশমধ্যে বহুলভাবে বিদ্যা বিস্তৃত না হইলে দেশ কখন উন্নত ও দেশের লোক মানুষের মত হইতে পারে

না। ইউরোপখণ্ড যে, সকল বিষয়ে অগ্রগণ্য হইয়াছে, এক শিক্ষা বাহুল্যই তাহার কারণ।

এদেশীয়ের হস্তে উচ্চশিক্ষার ভার নিপতিত হইলে যে কিরূপ অবস্থা ঘটিবে, তাহা আমরা এক হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয় দর্শন করিয়া বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। ঐ বিদ্যালয়ে এখন অপরের সাহায্য দান করিবার প্রয়োজন নাই। ছাত্রেরা যে বেতন দেয়, তাহাতেই উহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্যালয়ের সুন্দর কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, গ্রাম মধ্যে এরূপ লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতা হইতে আসিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য দর্শন করেন। প্রায় এক শতাব্দীর এক অংশ অতীত হইতে চলিল, বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রামস্থ লোকেরা এ পর্য্যন্ত উহার একটী স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণে সমর্থ হইলেন না। রাজপুর হরিনাভি কোদালিয়া চাঙ্গড়িপোতা এ গুলি গণ্ডগ্রাম, এবং কলিকাতার অতি সন্নিহিত, এখানকার অবস্থাই যখন এরূপ হইল, তখন কলিকাতার দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে অধিক প্রত্যাশা করা দুরপ্রত্যাশা সন্দেহ নাই।

———o———

মকদ্দমায় অবিচার হইবার একটী প্রধান কারণ।

চিকিৎসা শাস্ত্র, ব্যবস্থা শাস্ত্র ও বিচার কার্য্য প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় আজও অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে। এ গুলি অসম্পূর্ণতার একবিধ কারণ নয়। সে সমুদায় কারণের পর্য্যালোচনা করা অদ্য আমাদের অভিপ্রেত নহে। মকদ্দমার অবিচার হইবার যে একটী প্রধান কারণ আছে, অদ্য তাহারই উল্লেখে প্রবৃত্ত হইলাম। সে কারণটী এই:— আমরা সময়ে সময়ে দেখিতে পাই, কোন কোন বিচারপতির এইরূপ স্বভাব যে তাঁহারা মকদ্দমাকালে কোন একটী বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা এবং সকল বিষয় হৃদয়ঙ্গম না করিয়া হঠাৎ একটী সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন। তাঁহাদিগের মন সেই দিকে এমনি ঝুঁকিয়া যায় যে তাঁহারা আর তাহা ফিরাইতে পারেন না। মনের এরূপ অবস্থা ঘটিলে তাহাদের আর বিষয়ের স্বরূপবোধে সামর্থ্য থাকে না। সুতরাং তাঁহারা যে সিদ্ধান্ত করেন, তাহা নিতান্ত অপসিদ্ধান্ত হইয়া পড়ে। আবার কোন কোন বিচারপতি কোন কোন বিষয়ের এক একটী সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। সর্ব্বত্র যে সেই সিদ্ধান্তের অনুরূপ ঘটনা হইবে, ইহা সম্ভাবিত নহে। এক পীড়ারই যেমন অবস্থা ভেদে দেহভেদে বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে, বিষয় বিশেষেরও তেমনি অবস্থা ভেদে ঘটনা ভেদ হয়। সুতরাং সেই বিষয়ের সিদ্ধান্তকারীর সিদ্ধান্ত যে অপসিদ্ধান্ত হইবে সে বিষয়ে সংশয় কি? এই অপসংস্কারই মকদ্দমার অবিচার হইবার প্রধান কারণ। বিচারপতির মন বিচারকালে অচলভাব অবলম্বন করিবে। সকল বিষয়ে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিচার করা কর্ত্তব্য তাঁহার মনে নিক্তির ওজনের থাকা সাপেক্ষ আবশ্যক নিক্তি যদি কোন দিকে ঝুঁকিয়া যায় তাহা হইলে যেমন ওজন ঠিক হয় না তেমনি বিচারপতির মন এক দিকে ঝুঁকিলে সুবিচার হইবার সম্ভাবনা থাকে না। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, যে বিচারপতির বুদ্ধির স্থৌল্যতার অধিক তাঁহারই মন এক দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। আমাদের ছাপরার সংবাদদাতার প্রেরিত একটী সংবাদ আমাদের এ বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিবার কারণ হইয়াছে। সে সংবাদটী এই:—

"দুই জন জমিদারে কোন সম্পত্তি লইয়া বহু দিবস হইতে বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে। ১। ১ বার ফৌজদারী আদালতেও মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহাতে যেরূপ দণ্ডবিধান হইয়াছিল তাহাতে উভয়ের কাহারও মনস্তুষ্টি হয় নাই। পরে কোন সুযোগ বুঝিয়া একজন জমিদার আপন একজন প্রজাকে এইরূপ শিখাইয়া দেন, যে তোমার যে বাঁশবাগান অনেক দিন হইতে বেদখল আছে, ঐ সম্পত্তি দখল করিতে যাও, তাহা হইলে আমার শত্রুপক্ষ অপর জমিদার তোমাকে সহজে দখল করিতে দিবে না। অবশ্য মারপিট হইবে এবং ফৌজদারী আদালতে তুমি প্রজা হইয়া বাদী হইবে এবং জমীদার প্রতিবাদী হইবেন। জমিদার পক্ষায় মারপিট হইলেই প্রবলপক্ষ নিশ্চয়ই দণ্ড পাইবে! এইরূপ কৌশল করিয়া একটী মকদ্দমা উপস্থিত করেন। প্রকৃতপক্ষে মারপীটও হয়, জমীদারই উভয় মধ্যমরূপ আঘাত প্রাপ্ত হন পরে চক্রান্তকারীরা অলক্ষিত থাকিয়া মকদ্দমার জোগাড় করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষে অর্থেরও যথেষ্ট অপব্যয় হইল। ডেপুটীর বিচারে জমিদারের কারাবাস ও অর্থ দণ্ডের হুকুম হইল। তাঁহার বিবেচনায় প্রজা যদি ও জমিদারকে মারিয়াছে, কিন্তু সে আপন সম্পত্তি রক্ষার জন্য এরূপ করিয়াছে অতএব তাহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হইল। জমীদার নিরপরাধে জেলে গেলেন। আবার অর্থ ব্যয় করিয়া খোদ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল করিলেন, সৌভাগ্যের বিষয় যে আমাদের সুবিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট কুইন সাহেব আপিলকারীদিগের আপীল মঞ্জুর করিয়া দণ্ড হইতে তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দিয়াছেন। তাই বলি জমিদার প্রজায় ও বিবাদ হইলে একবারে জমিদারই যে দোষী হইবে, বিচারকগণের এইরূপ স্থির নিশ্চয় করা নিতান্ত অনুতাপের বিষয়। উভয়কে সমভাবে দেখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা অবিচার পদে পদে হইবে।

আত্মশাসন প্রণালীর বিস্তার।

অনেকে বলেন আমাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব বিজাতীয় অভিমানী, এদেশীয় প্রজারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া উচ্চ হইয়া উঠে, উচ্চ উচ্চ কথা কয় স্বশাসনক্ষম অর্থাৎ স্বকর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইয়া জেতৃজাতীয় রাজপুরুষদিগের সমকক্ষ হন, এ গুলি তিনি ভাল বাসেন না। ইহা যদি তাঁহার বাস্তবিক অভিপ্রেত হয়, যদি ইহার মধ্যে তাঁহার কিছু নিগূঢ় অভিসন্ধি থাকে থাকুক কিন্তু তাঁহার এক্ষণকার কার্য্য দেখিয়া আমরা ইহার বিপরীত পরিচয় পাইতেছি। গবর্ণর জেনারল যেমন এদেশীয়দিগের স্বশাসনপ্রণালী বিস্তার করিবার অভিলাষ করিয়াছেন, অমনি ইডেন সাহেব চিরাভ্যস্ত নিজ কার্য্যদক্ষতা-প্রভাবে স্থানীয় কমিশনরদিগের ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের মত জানিয়া ঐ বিষয়ের সম্পাদনকল্পে মনোনিবেশ করিয়াছেন। তবে তাঁহার বহুদর্শিতা প্রভাবে যে সাবধানতা শিক্ষা হইয়াছে, তিনি সেই সাবধানতাবে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, তিনি সর্ব্বত্র স্বশাসন প্রণালীর বিস্তার করিবার প্রস্তাব করিয়া নিজ মত প্রচার করিয়াছেন।

আমরা সর্ব্বাগ্রে পাঠকগণকে একটী আনন্দজনক সংবাদ দিতেছি, আগামী এপ্রেল মাস অবধি গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর স্কন্ধ হইতে পুলিসের ব্যয়ভার অপসারিত করিয়া লইবেন। কেবল কলিকাতা উপনগর ও হাবড়ার মিউনিসিপালিটীকে পুলিসের ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বলেন, এই মিউনিসিপালিটীগুলি এ ব্যয়ভার বহনে সমর্থ। কারণ উহাদিগের আয়দ্বার প্রশস্ত কালক্রমে যে ঐ মিউনিসিপালিটী গুলি পুলিসের ব্যয়ভার হইতে মুক্ত হইবেন, সে আভাস ও দেওয়া হইয়াছে।

পুলিসে মিউনিসিপালিটীর আয়ের অধিকাংশই গ্রাস করিতেছিল, এখন সে আয় বাঁচিয়া গেল। অতএব এখন মিউনিসিপালিটীর মুখ্য উদ্দেশ্য যে গ্রাম ও নগরের স্বাস্থ্য ও সৌষ্ঠব সম্পাদন তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সম্পাদিত হইবে, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সে অভিপ্রায়ও স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপালিটীর স্কন্ধ নিক্ষিপ্ত পুলিসের ব্যয়ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, অতএব মিউনিসিপালিটীর যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে, তাহাতে নগরের স্বাস্থ্য ও সৌষ্ঠবের উপায়বিধান করা হইবে কিন্তু করদাতাদিগের কর কমাইয়া দেওয়া হইবে না।

গ্রাম ও নগরাদি যে সুন্দররূপে পরিষ্কৃত থাকে,

জল নির্গমের উত্তম বন্দোবস্ত এবং স্বচ্ছ পানীয় জলের যে সংস্থান হয় তদ্বিষয়ে আমাদের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর অতিশয় যত্নবান। স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর অধিকার মধ্যে এই কার্য্যগুলি প্রকৃতরূপে অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া আমরা সর্ব্বদা আক্ষেপ করিয়া থাকি। এইবারে বোধ হয় এইগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে সম্পাদিত হইবে। তাহা হইলে করদাতৃরূপে আমরা যে অর্থ দান করি তাহা সার্থক হইবে সন্দেহ নাই। বাগর গ্রামের জল যে সুন্দররূপে নির্গত হয়, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্বিষয়ে তিনি অতিরিক্ত টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারীর দোষে সকল গ্রামের জল নির্গমের উপায় বিহিত হয় না।

লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর আগামী বৎসরের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার নিমিত্ত এক লক্ষ টাকা অতিরিক্ত দিতেছেন; গত বৎসর এক লক্ষ টাকা দিয়াছেন। অতঃপর বর্ষে বর্ষে দুই লক্ষ টাকা দেওয়া হইতে চলিল। তিনি রোডসেস কমিটির হস্তে অধিক টাকা দিবেন এ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিয়াছেন। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর নির্ব্বাচন-প্রণালীরও প্রতিকূল নহেন। তিনি মফস্বলের বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে এক্ষণে কোন নির্দ্দিষ্ট মত প্রকাশ করেন নাই, এটী আমাদের আহ্লাদের বিষয়। তিনি এ দেশে অধিক দিন বাস করিয়া যে বহুদর্শিতা ও বহুজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এটী তাহার অনুরূপ কার্য্যই হইয়াছে। আমাদের ইচ্ছা ও অনুরোধ এই, বহু যত্নে ও অর্থব্যয়ে এদেশীয়দিগকে উন্নতির কয়েকটী সোপানে উন্নীত করা হইয়াছে, এখন ইহাদিগকে তাহার অধস্তলে নিক্ষিপ্ত করা না হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি শিক্ষাদান কর্ত্তৃত্বভার পরিত্যাগ করেন আমরা যে আশঙ্কা করিতেছি তাহাই ঘটিয়া উঠিবে।

গত বর্ষে মিউনিসিপালিটী-সাধারণে সমুদায়ে ১৫০৫৪৮১ টাকা আয় এবং সমুদায়ে ১৩৯৭৯৫৩ টাকা ব্যয় হইয়াছে। যে উদ্বৃত্ত টাকা দেখা যাইতেছে এই টাকায় এবং মিউনিসিপালিটীর স্কন্ধ হইতে পুলিসের ব্যয়ভার অপসারিত হইলে যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে তাহাতে অনেক মঙ্গলকর কার্য্য সাধনের আশা জন্মিতেছে।

বদ্ধনদীগুলি পরিষ্কার করা একান্ত আবশ্যক।

জলপথ বদ্ধ হওয়াতে এ দেশে মেলেরিয়ার যে উৎপত্তি হইয়াছে, মৃত রাজা দিগম্বর মিত্র বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। আমাদের বর্ত্তমান লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের ইহা এক প্রকার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। দেশের লোকেরাও ক্রমে ক্রমে ইহা বুঝিতে পারিতেছে। বাহারা তাঁহারা সময়ে সময়ে এই সোমপ্রকাশে বদ্ধ নদী ও জলপথগুলি পরিষ্কার করিবার প্রস্তাব করিয়া পত্র লিখিয়া থাকেন। আমরাও তাহা রাজগোচর করিতে ঔদাসীন্য অবলম্বন করি না। অদ্য আমরা দুইখানি পত্রের এক এক অংশ রাজদ্বারে উপনীত করিলাম

"তারকেশ্বর মন্দিরের প্রায় এক ক্রোশ পশ্চিমে "কাণা" নামে যে নদী আছে, তাহা পূর্ব্বে দামোদরের সহিত মিলিত ছিল বলিয়া বর্ষাকালে [illegible] স্বচ্ছরূপে প্রবাহিত হইত এবং স্বীয় বেলা[illegible] দ্বারা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের যাবতীয় দুর্গন্ধ পতিত দূষিত দ্রব্যাদি জলপ্রবাহে দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রজাগণের স্বাস্থ্য সম্পাদন করিত। কিন্তু আমাদের বিচক্ষণ গবর্ণমেণ্ট তাহা ম্যালেরিয়া রোগের আকর বিবেচনা করিয়া এবং দেশের লোকদিগের কৃষিকর্ম্মের পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাতক বোধ করিয়া উক্ত নদীকে দামোদর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে এই ফল হইয়াছে যে, রোগ ও অসুখের পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস না হইয়া বরং দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। আলবাল বন্ধন জন্য বর্ষাকালে কাণানদীর অতিরিক্ত জলরাশি পার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহে বিকীর্ণ হইয়া থাকে এবং প্রণালীর অভাবে তাহার অধিকাংশই নির্গত হইতে পারে না। অবশিষ্ট ভাগ স্থানে স্থানে গুহদাকার জলাশয়রূপে রাশীকৃত পূতিগন্ধ ও দূষিত দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া সমস্ত শীতকাল ব্যাপক সংক্রামক রোগের আধার হইয়া উঠে। সুতরাং সেই সময়ে তারকেশ্বর প্রভৃতি স্থানগুলি যে ভয়ানক আকার ধারণ করে, তাহা ব্যক্ত করিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। প্রজাগণের মধ্যে কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি বনিতা সকলেই জ্বর ও প্লীহা রোগে শীর্ণকায়, দুর্ব্বল ও মুমূর্ষু প্রায়। এক সংসারের ভিতর সকলেই শয্যায় শায়িত; পথ্যের কথা দূরে থাকুক; একটু জল দিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে এমন কেহই থাকে না। সকল গৃহেই রোদনধ্বনি এবং সকল স্থানেই রোগের সমান প্রাদুর্ভাব। অনেক স্থান একেবারে জনশূন্য অরণ্যের ন্যায় পতিত রহিয়াছে।

এতদ্দেশীয় লোকদিগের কৃষিকর্ম্ম দ্বারা এককপ জীবনোপায় সাধিত হয়। প্রজারা যে অনায়াসে হৈমন্তিক ধান্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য সকল হাট বাজারে লইয়া আনিয়া বিক্রয় করিবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই। বর্ষাবসান হইতে শীতের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত পথ সকল এমনই কদাকাররূপ ধারণ করে যে, তাহাতে গমনাগমনের অশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। একে সংক্রামক রোগে জীর্ণ ও বলহীন, তাহাতে সেই কর্দ্দম পূর্ণ পথাদিতে গমনাগমন জন্য দারুণ ক্লেশ তাহাদিগকে অনবরত অশেষ যাতনা দিতেছে এবং সর্ব্বোপরি জমীদারদিগের অযত্নে তাহারা একান্ত নিপীড়িত ভাবে অবস্থান করিতেছে এবং বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা হইতে উদ্ধারের পথ নাই দেখিয়া হতাশ হইতেছে।

গ্রামের মধ্যে মধ্যে যে সকল পুষ্করিণী আছে, তাহাও কুম্ভী ও দামে এরূপ আবৃত ও দুর্গন্ধময় যে তাহার জল একবারেই অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম জমীদারগণের অনবধানতাবশতঃ ঐ সমুদয় পুষ্করিণীর সংস্করণ কার্য্যে কখন কেহই হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহারা সকলেই দূর দেশবাসী, কেহই উক্ত গ্রামাদিতে অবস্থান করেন না। তাঁহারা যে কখনও এ সকল পল্লীতে পদার্পণ করেন এমন অনুমিত হয় না। সুতরাং তাঁহারা প্রজাগণের হিতচিকীর্ষু হইলেও আলস্য ও অমনোযোগ বশতঃ চিরকালই অকৃতকর্ম্মাবস্থাতেই কালাতিপাত করিতেছেন। কবে যে প্রজাগণের ও স্বদেশের হিত বিধানে তাঁহাদিগের অনুরাগ জন্মিবে, তাহা চিন্তা পথে আইসে না। এমন স্থলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের উচিত যে তাঁহারা নিজে এই সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করেন। শিবরাত্রি ও চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে তারকেশ্বরে বহু লোকের সমাগম হয়। তাহারা সেই সকল দূষিত জলবায়ু সেবন করিয়া বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালকবলে নীত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলে এই দুর্নিবার রোগমূলক জলবায়ুর পরিষ্করণ এবং রাস্তা ঘাটাদির সংস্করণ কার্য্য কখনই জমীদারগণ দ্বারা সংসাধিত হইবে না। অক্ষম ও মুমূর্ষু প্রায় প্রজাবর্গের নিকট হইতে রাজকর, রথ্যাকর, চৌকিদারি প্রভৃতি বহুবিধ কর সংগৃহীত হইতেছে, কিন্তু তদ্দ্বারা গ্রামের ত কোনই হিতকর কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে না? দুঃখী প্রজাগণের কেহই নাই এবং তাহাদের পক্ষ সমর্থন করে এমন লোকও নাই। তাহারা পূর্ব্বাপর রথ্যাকর দিয়া আসিতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কি তারকেশ্বর, কি রামনগর প্রভৃতি কোন স্থানে একটী রাস্তা বা পরিষ্কৃত স্থান দৃষ্টিগোচর হয় না।

অতএব আমরা এ বিষয়ে হুগলীর মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সানুনয় নিবেদন করিতেছি যে তিনি তাঁহার জাতি-সুলভ হৃদয়ের প্রশস্ততা হেতু এই সমুদায় দেশহিতৈষিতা-কার্য্যে যত্নবান এবং ক্লিষ্ট, শীর্ণ ও দুরবস্থাপন্ন প্রজাবর্গের শোকাশ্রু নিবারণ জন্য হস্ত প্রসারণে কৃতসংকল্প হয়েন।" দ্বিতীয় পত্র এই:—

গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তিনী যমুনা নদী অতি বিশীর্ণা হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি সামান্য খালের ন্যায় প্রবা-

হিত হইতেছে, ইহাতে বড় বড় নৌকায় দ্রব্যাদি বোঝাই দিয়া আবোহিরা অতিশয় কষ্টে গোবরডাঙ্গায় আনয়ন করে। এইজন্য সচরাচর অনেক দ্রব্য সমেত নৌকার প্রায়শঃ গতায়াত রহিত হইয়াছে। সুতরাং বাজারে চাউল, কলাই, মুগ, ইত্যাদি দ্রব্য সকল সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় না। যমুনানদীর বর্ত্তমান অবস্থার অনতিপূর্ব্বে আমরা যে সকল পরিপূর্ণ সজ্জিয়া বোঝাই বড় বড় নৌকা সচরাচর দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহার কিছুমাত্র দেখা যায় না। অন্যান্য স্থানে অর্থাৎ চবিংঘাটা হইতে নিকট প্রভৃতি স্থানীয় যমুনানদী এককালীন বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছেন। সামান্য নৌকাযোগে তত্রত্য স্থানে গমনাগমন করা যায় না। বরং নদী দর্শনে মনে শোচনীয়ভাব উপস্থিত হয়। গোবরডাঙ্গার স্থানীয় ব্যবসায়িদিগের মাত গুড় প্রভৃতি নৌকাযোগে কলিকাতায় প্রেরণ করিতে হইলে শিরোবেষ্টনাসিকা স্পর্শের ন্যায় ইচ্ছামতী নদী ও খাল দিয়া কালবিলম্বে পাঠাইতে হয়। এই অশুভ দায় নিবারণ জন্য অত্রত্য কতিপয় মহোদয় যদি গবর্ণমেণ্টের নিকটে দরখাস্ত করেন, তাহা হইলে বোধ হয় দরখাস্তকারিদিগের মনোরথ সফল হইতে পারে। শুনিয়াছি যে গবর্ণমেণ্ট যমুনা নদীর পরিষ্করণ জন্য যে ব্যয় হইবে, তাহার সাহায্য করিতে উদ্যত আছেন। যমুনানদী বক্তা হইলে সাধারণের হিত এবং রোগাদি অল্প হইতে পারে। আহ্নিকতত্ত্বে আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রমাণ আছে। যথা তোয়ং সপ্তগুণং প্রোক্তং স্বচ্ছং লঘু চ শীতলং। সুগন্ধি সংস্কৃতরসং তৃষ্ণাভৃষ্ণা প্রণাশনং। অর্থাৎ নির্ম্মল, লঘু, শীতল, সুগন্ধি, সুরস, মনোজ্ঞ ও তৃষ্ণানাশকারি এই সপ্তগুণযুক্ত জলে স্বাস্থ্যগুণ হয়। ইহার বিপরীতগুণ হইলে পীড়া জন্মাইতে পারে। যথা পিচ্ছিলং কৃমিসংক্লিষ্টং পর্ণশৈবালকর্দ্দমৈঃ। বিবর্ণং বিরসং সান্দ্রং দুর্গন্ধং ন হিতং জলং। অর্থাৎ মলিন কীটাদি বিশিষ্ট এবং পর্ণশৈবালকর্দ্দমের দ্বারা বিবর্ণ বিস্বাদ ঘন ও দুর্গন্ধ এইরূপ জলে অহিত ঘটনা হয়। অতএব যমুনানদী পরিষ্কার হইলে কি পর্য্যন্ত শ্রেয়ঃ সাধন হয় তাহা বর্ণনাতীত।"

এ দেশীয়েরা যে যত বিষয়ে বঞ্চিত হইয়া আছেন সে দিন ব্যাকষ্টার সাহেব টাঁরাবাগ টাউনহলে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যাকষ্টার সাহেব পার্লামেণ্ট সভার অন্যতর সভ্য। তিনি ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিতে আসিয়া ভারতবাসিদিগের দুরবস্থা দর্শনে দুঃখিত হইয়া যে সকল বাক্যের উপন্যাস করিয়াছেন, তাহাতে অনেক একগুঁয়ে ভারতবৈরী বিষম চটিয়া উঠিয়াছেন। পুনা সার্ব্বজনিক সভার যত্নে এই সভাধিবেশন হইয়াছিল। তাঁহারা ভারতের দুরবস্থার কথা বর্ণন করিয়া কয়েকটী বিষয়ে উক্ত মহাত্মাকে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করেন। তিনি তাঁহাদিগের বক্তব্য শুনিয়া পরিশেষে বলিয়াছিলেন ভারতের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারল একজন উদার স্বভাব সম্পন্ন মহৎ লোক, সিবিল সার্ব্বিস সংক্রান্ত দূষিত নিয়মাদি তিনিই উঠাইয়া দিয়া নিজ মহত্বের পরিচয় প্রদান করিবেন। আর পার্লামেণ্টের অনেক অপক্ষপাতী সভ্য ভারতবাসীর স্বার্থ রক্ষার জন্য উৎসুক এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদিগের অনেকের এদেশে আসিয়া এ দেশবাসিদিগের প্রকৃত অবস্থা, অভাব তদন্ত করিয়া জানিবার সম্ভাবনা আছে। তিনি বলেন, ভারতের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার যে ধারণা হইয়াছে তাহা এ দেশবাসীর অনুকূল। ভারতশাসনের জন্য যে সকল অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে তাহার প্রতিকার করা একান্ত আবশ্যক। এমন অনেক দোষ পরিলক্ষিত হইল যে তাহা হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া ব্যতীত ভারতবাসীর অবস্থার উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। ব্যবস্থা সমূহে এমন অনেক অসম্পূর্ণতা দোষ রহিয়াছে যে তাহার সংশোধন ব্যতিরেকে ভারতবাসির নিস্তার নাই। এই সকল অনিষ্ট বিদূরিত করিবার জন্য যখন পার্লামেণ্টের নিকট আবেদন করা হইবে, তখন যেন আবেদনপত্রের ভাষা নম্র, ধীর অথচ গম্ভীর হয় এবং অন্যায় অনুরোধ অথবা অতি বর্ণনা দোষে দূষিত না হয়। নূতন কর প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হইলে অথবা প্রবর্ত্তিত কর নিবন্ধন প্রজার কিরূপ কষ্ট হইতেছে আবেদন পত্রে তাহাই যেন বিসদরূপে লিখিত হয়। ভারতের বর্ত্তমান দুরবস্থা যে কোন বৈদেশিক স্বচক্ষে দর্শন করিবেন তাঁহারই অন্তঃকরণ ইহাদিগের জন্য দুঃখিত হইবে, এবং যে কর সংগ্রহ না করিলে নয় তাহারই সংগ্রহের ঔচিত্য বোধ হইবে। কিন্তু সীমাপ্রদেশে যুদ্ধ কল্পনা করিলে সে ধারণা হইতে বিরত হইতে হইবে। খ্রীষ্টধর্ম্মের পুষ্টিসাধনের জন্য ভারতের রাজকোষ হইতে যে অর্থ ব্যয়িত হয় তাহা ন্যায়সঙ্গত নহে। ধর্ম্মোপদেষ্টারা দরিদ্র সৈনিকপুরুষ অথবা নির্ধন ইউরোপীয়কে ধর্ম্মোপদেশ দেন না। তাঁহারা ধনকুবের সদৃশ সওদাগর, নীলকর, চা-কর প্রভৃতিকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া থাকেন। এই সকল লোক ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের ব্যয় অক্লেশে বহন করিতে পারেন, এই প্রস্তাব নিবন্ধন তাঁহারা অথবা তাঁহাদিগের আত্মীয় সংবাদপত্র সম্পাদকেরা রুষ্ট হইয়া যদি ভর্ৎসনা করেন তাহা তিনি সহ্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

এই মহাত্মার দূরদর্শীতা দর্শনে আমরা পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। ভারতের দুঃখ দূর করিতে যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে সক্ষম তাঁহারা ইহার প্রকৃত অবস্থা দেখিতে ও শুনিতে পান না। যাহা হউক ব্যাকষ্টার সাহেবের ন্যায় সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিরা যদি এক একবার আসিয়া আমাদিগের দুরবস্থা দর্শন করেন তাহা হইলে অনেক পরিমাণে আমাদিগের মঙ্গলের আশা থাকে।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষীয় পোষ্ট আফিসের সেভিংস ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে স্থূল স্থূল নিয়মাবলী নিম্নে অবিকল প্রকাশ করিলাম।

১। যে যে পোষ্ট আফিসে মনি-অর্ডরের কার্য্য হইয়া থাকে, পোষ্ট আফিস সেভিংস ব্যাঙ্কও সেই সেই পোষ্ট আফিসে থাকিবে। পোষ্ট আফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে রবিবার ও পোষ্ট আফিসের বন্ধের দিন গুলি ব্যতীত আর সকল দিনেই প্রাতঃ বেলা ১২টা হইতে অপরাহ্ণ ৪টা পর্য্যন্ত ডিপজিট লওয়া যায়।

২। এই সকল ব্যাঙ্কে কোন ব্যক্তি, স্ত্রী পুরুষ বালক বা বালিকা হউক ডিপজিট রাখিতে পারেন। চারি আনার কম, বা যে অঙ্ক চারি আনার গুণিতক নহে, তাহা ডিপজিট লওয়া যাইবে না; এবং প্রতি বৎসরে ৫০০ শত টাকার অধিক কেহ ডিপজিট দিতে পারিবেন না। স্ত্রী পুরুষ বালক বা বালিকা যে কেহ আপন নামে ডিপজিট রাখিবেন; গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ডিপজিটের টাকা সুদ সমেত ফেরত দিতে অঙ্গীকার করিতেছেন। যাহাদের বয়স ১৮ বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই এরূপ নাবালকের নামে, তাহাদের পিতা মাতা বা অন্যান্য আত্মীয় ব্যক্তি ডিপজিট রাখিতে পারেন; কিন্তু তাহারা যে পর্য্যন্ত না বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, ততদিন তাহাদের পক্ষে আইন অনুযায়ী অভিভাবক ভিন্ন অন্য কাহাকেও গবর্ণমেণ্ট ঐ টাকা ফেরত দিবেন না।

৩। এ বিষয়ে দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত, প্রতি পুরা পাঁচ টাকাকে মাসিক এক পয়সা অর্থাৎ ইংরাজি তিন পাই হিসাবে সুদ দেওয়া যাইবে। মাসের ১লা হইতে ২৪ এ তারিখের মধ্যে যে কোন দিনে সর্ব্বাপেক্ষা কম জমা বাকি থাকিবে, সেই বাকির উপরে সেই মাসের সুদ গণনা করা যাইবে। বৎসরে এক বার করিয়া ৩১ এ মার্চ্চ তারিখের পরে সুদ প্রত্যেক একাউণ্টে জমা করিয়া দেওয়া হইবে।

৪। প্রথম ডিপজিট রাখিবার সময়, প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপনার নাম, বিষয়কর্ম্ম ও বাসস্থান এবং এতদ্দেশীয় হইলে, অধিকন্তু পিতার নাম ও কোন জাতি, তাহা জ্ঞাপন করিতে হইবে। তৎপরে তাহাকে নিম্ন লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে

ইটালির বিখ্যাত বীর গরিবল্ডির সঙ্কট পীড়া হইয়াছে, তাঁহার বাঁচিবার আশা নাই।

টিকারী রাজের মকদ্দমার আপোষে মীমাংসা হইয়াছে। রণবাহাদুর সিং বার্ষিক ১৮০০০ টাকা উপস্বত্বের বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন।

হাইদ্রাবাদের রেসিডেণ্ট বঙ্গদেশের দুই জন উপযুক্ত মুসলমান ডেপুটী কালেক্টরকে হাইদ্রাবাদে জজের পদ প্রদান করিবার অভিলাষে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। শুনা যাইতেছে গবর্ণমেণ্ট তদনুসারে পাটনার ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী অব্দুল জব্বর ও ২৪ পরগণার মৌলবী দলীলুদ্দিনকে এই পদ প্রদানের কল্পনা করিতেছেন।

বেহার হেরাল্ড বলেন দানাপুরে পুলিষ একটী অত্যাচারের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। গত ৭ ই তারিখ নওয়াদি রেলওয়ে ষ্টেষণের নিকটস্থ একটী পুষ্করিণীতে এক সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায়। রেলওয়ে পুলিষের ইনস্পেক্টার রিরডন সাহেব ইহার অনুসন্ধান করিতে থাকেন। বাহাদুর খাঁ নামক এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার দেনা পাওনা সম্বন্ধে বিবাদ ছিল, তিনি ২০ এ তারিখে বাহাদুর খাঁর বাটীতে উপস্থিত হন এবং বলপূর্ব্বক দরজা খুলিয়া তাহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ৪ টী স্ত্রীলোককে ধৃত করিয়া লইয়া যান। তৎপরে রাত্রি ৭টার সময়ে দুই জনকে ছাড়িয়া দেন এবং তাহার দুই কন্যাকে আটক করিয়া রাখেন। পর দিবস তাহাদিগকে ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করান হয়। ডাক্তার বলিয়াছেন তাহাদিগের ভ্রূণহত্যার কোন লক্ষণই লক্ষিত হয় না। এই কথা শুনিয়া তিনি তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়াছেন। উত্তম শান্তিরক্ষা! নিরপরাধীকে অপরাধী করিয়া এবং লোকের মান সম্ভ্রম নষ্ট করা কি শান্তিরক্ষার নিয়ম?

আমরা পূর্ব্বে সংবাদ দিয়াছিলাম পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটান কালেজে ল-ক্লাস খুলিবার জন্য সিণ্ডিকেটের নিকট আবেদন করিয়াছেন, এক্ষণে আমরা দেখিয়া অতীব আনন্দিত হইয়াছি যে তাঁহারা তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়াছেন। অন্যান্য কালেজে যেমন উচ্চ বেতন নির্দ্দিষ্ট আছে বিদ্যাসাগর ইহাতে তদপেক্ষা অনেক অল্প করিয়াছেন। মেট্রোপলিটান কালেজে এক্ষণে যে রীতিতে শিক্ষাদান কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে তাহাতে ইহা দুই একটী ব্যতীত অপর সকলগুলিকেই ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। উচ্চশিক্ষার যেরূপ গোলযোগ দেখা যাইতেছে, তাহাতে এরূপ অনুষ্ঠান যত হয় ততই মঙ্গল। বিদ্যাসাগর অনেক সৎকার্য্যে পথপ্রদর্শক হইয়া সমাজের বিশেষ উপকার করিলেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই, তিনি দীর্ঘায়ু হইয়া এইরূপ দেশহিতকর কার্য্যে নিয়তই রত থাকুন।

বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার অধীনস্থ স্থান সমূহের লোকে হাবড়া হইতে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সেলামাবাদ পর্য্যন্ত জনাই ও তারকেশ্বর প্রভৃতি গণ্ডগ্রাম দিয়া একটী শাখা রেলওয়ে করিবার প্রার্থনা করিয়া লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিয়াছেন। এই শাখাটী ৪১ মাইল হইবে এবং নির্ম্মাণ করিতে ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে অনুমিত হইয়াছে

সিন্ধু দেশের মুগরপীর নামক স্থানের সন্নিকটে এক জন কৃষক নিজ ভূমি খনন করিতে করিতে একটী পাত্রের মধ্যে সিন্ধুদেশের আমীরের সময়ের ৫০০ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কলিকাতার ধনাগারে গত মাসে নিম্ন লিখিত টাকা সঞ্চিত হইয়াছে।

৭ ই ফেব্রুয়ারি	২১১৮৮৪৯৭
১৪ ই ঐ	১৯৬১২১২৪
২১ এ ঐ	২১০২৮৪৯৫
২৮ এ ঐ	২৪৮৬৭০৬৫

বিদ্যালয় অথবা পাঠশালার বালকগণকে প্রথম নীতিশিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর নিয়ম অনুসারে বালকগণ তাহা পায় না। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম লর্ড রিপনের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা সংক্রান্ত কমিশন ইহার উপযোগীতা বুঝিতে পারিয়া আপাততঃ এই বিষয়ে একটী কর্ত্তব্য অবধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

পঞ্জাবের অন্তর্গত গুরুদাসপুরের আর্য্য সমাজের উদ্যোগে গত ২২ এ ফেব্রুয়ারি তথায় একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র ও পাত্রী উভয়েই ক্ষত্রিয়।

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ অসুস্থতা নিবন্ধন রবিবারে কলিকাতা হইতে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন নাই।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ছোট আদালতের জজের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের লোকেরা বিনা করে তামাকের চাস করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

ঘাটাল হইতে কয়েক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "বিগত ৯ ই ফাল্গুন তারিখের সোমপ্রকাশের বিবিধ সংবাদ মধ্যে লিখিয়াছেন যে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘাটাল হইতে বদলী করিবার জন্য ঘাটালবাসিরা না কি গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করিয়াছেন। এ সংবাদটী নিতান্ত অমূলক। ঘাটাল হইতে কোন দরখাস্তই যায় নাই এবং তাঁহার কার্য্যের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, তিনি অল্পকাল মধ্যেই প্রজাবর্গের নিকট বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। ফলতঃ ঘাটালের জলবায়ু মন্দ বলিয়া তিনি নিজেই এখানে থাকিতে অনিচ্ছুক, এমন পক্ষপাত বিহীন সুযোগ্য হাকিমের এখানে থাকা না হইলে আমরা নিতান্ত দুর্ভাগ্য বিবেচনা করিব।"

কলিকাতা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "বিগত ৯ ই ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ডুমরাউনের নবভূপতির অভিষেক উপলক্ষে বারাণসীর হিন্দু ন্যাসনাল থিয়েটরের অভিনয় হয়। অভিনেতৃগণ সকলেই বঙ্গদেশবাসী হইয়া হিন্দী ভাষাতে অভিনয় করেন। তাঁহারা অভিনয়কালে মনোমোহকর এমন বাক্‌পটুতা অঙ্গ ভঙ্গি প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, দর্শন মাত্রেই দর্শকগণ মোহিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সেই রঙ্গভূমিতে এমন কোন দর্শক ছিলেন না যে, যাঁহার মুখ হইতে অন্ততঃ একবার না একবার প্রশংসাবাচক শব্দ নির্গত হয় নাই। প্রথমতঃ তাঁহাদের অভিনয় দর্শনে আমার এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তাঁহারা সকলেই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী কিন্তু পরিশেষে সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রশংসা না করিয়া আর থাকিতে পারিলাম না।"

জেলা বর্দ্ধমান হইতে এক ব্যক্তি নিম্নলিখিত বিবাহ তামাদি হইবার কৌতুককর সংবাদটী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, "জেলা যশোহরের অন্তর্গত বাজিতপুর পরগণার সন্নিকটস্থ দক্ষিণ শ্রীপুরের কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বুদ বুদ উপবিভাগের অধীন উড়োসাকুলের বৈকুণ্ঠনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যাকে ৫।৬ শত টাকা পণ দিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা স্বামীর বাটীতে যাইতে কোন ক্রমে সম্মত না হওয়ায় এবং বৈকুণ্ঠ তাঁহার কন্যাকে জামাতৃগৃহে পাঠাইতে অসম্মত হওয়ায় কেদার তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া যাইবার প্রার্থনায় বুদ বুদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুর নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ জবাব দেন যে, আমি আমার কন্যাকে পাঠাইতে অসম্মত নহি, অনেক দিন গত হইল একবার কন্যাকে কেদারের বাটীতে পাঠাইয়াছিলাম; সে সময়ে কেদার আমার কন্যাকে নানাপ্রকার যন্ত্রণা দিয়াছিলেন বলিয়া কন্যা তথায় যাইতে সম্মত নহে, চট্টোপাধ্যায়-দুহিতা জবাব দেন যে, পিতা আমার অজ্ঞানকালে বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন, অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত আমি এরূপ অনুপযুক্ত স্বামীর

উত্তর কাছাড়ের অন্তর্গত গজ্জায় নামক স্থানে বিদ্রোহী কাছাড়িরা পুলিশগৃহ দগ্ধ করিয়াছে, আসামের চীফ কমিশনর ইলিয়ট সাহেব সৈন্যসামন্ত ও পুলিস লইয়া তথায় গমন করিয়াছেন এবং দলপতিদিগকে ধৃত করিবার জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করিতেছেন।

মান্দ্রাজের অন্তর্গত রাজমন্ত্রি কালেজের টেলিগু ভাষার অধ্যাপক তথায় বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য অত্যন্ত উদ্যোগী হইয়াছেন। তিনি এ সম্বন্ধে স্থানে স্থানে বক্তৃতাদি করিতেছেন এবং ইহার কর্ত্তব্যতা সপ্রমাণের জন্য কয়েক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যোগে তথায় দুটী বিধবা বিবাহও সম্পন্ন হইয়াছে, লোকে তাঁহাকে সমাজচ্যুত করাতে তিনি বিধবা বিবাহের স্বপক্ষ লোকদিগকে লইয়া সমাজ রচনা করিতেছেন।

দাড়ি রাখা উচিত কি না ইংলণ্ডে আবার ইহার বাদানুবাদ আরম্ভ হইয়াছে। পোর্টল্যাণ্ডের ডিউক দাড়ির উপর বড় চটা। তিনি এক্ষণে উচ্চ পদস্থ করিয়া অধীনস্থ সৈনিক প্রভৃতিকে দাড়ি ফেলিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এ বিষয়ে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে।

হুনানের মহারাজ তাঁহার সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষে মাসাবধি হইল, কালেজ খুলিয়াছেন। ইতিমধ্যেই স্কুলে ৬শত ও কালেজে ৪০ জন বালক ভর্তি হইয়াছে।

গোদাবরীর এক ব্যক্তি ভূত বিবেচনা করিয়া তত্রত্য একটী বালককে হত্যা করিয়াছে। হত্যাকারী রাত্রি ৮ টার সময়ে একটী নির্জ্জন পুষ্করিণীর পাড় দিয়া যাইতেছিল। একটী ৮।৯ বৎসর বয়স্ক বালক তথায় বসিয়াছিল। হত্যাকারী তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় বালক কোন কথাই কহে নাই। হত্যাকারী ইহাতে তাহাকে দৈত্য বিবেচনা করিয়া হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা আঘাত করিয়া বধ করিয়াছে। বালকও যেমন প্রাণত্যাগ করিল হত্যাকারীও ভূত মারিয়াছি বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করে। পরিশেষে দায়রার বিচারে কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার ছয় বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। দেশের লোকের কি ভয়ানক কুসংস্কার! সে দিন রামপুর হাটেও এইরূপ আর একটী নৃশংস কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। এক ব্যক্তি তাহার সন্তানসন্ততি না হওয়াতে গ্রামস্থ এক সন্ন্যাসীর নিকট গমন করিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করে, সন্ন্যাসী মহা আড়ম্বরে মন্ত্র তন্ত্র পাঠ করিয়া পরিশেষে বলে "তোমার মাতা ডাকিনী" সেই তোমার স্ত্রীর গর্ভ নষ্ট করিয়াছে এবং তাহারই দোষে তোমার সন্তানসন্ততি হইতেছে না। মূর্খ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তরবারির আঘাতে মাতার মস্তকচ্ছেদন করিয়াছে।

লণ্ডন ষ্টেটসম্যানে হাইদ্রাবাদের রাজ প্রতিনিধি কর্ণাল মিডের বিরুদ্ধে যে সকল কথা প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য মিড ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট দায়ী হন। কিন্তু বিচারে তিনি মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

একটী দুষ্ট বালক না কি চট্টগ্রামের তৃণাচ্ছাদিত ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে আগুন দিয়া ভস্ম করিয়াছে। দ্রব্য সামগ্রী যাহা কিছু ছিল, সমস্তই নষ্ট হইয়াছে।

ইহা বলেন, চট্টগ্রামের সীমা প্রদেশে সিন্ধুরা ভয়ানক উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। উহারা রত্তনপকা নামক স্বাধীন পার্ব্বত্যরাজের প্রজাদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছে। রত্তনপকা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুগত। উহারা তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ও একটী বিধবা কন্যা এতদ্ভিন্ন ২৪ জন লোককে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়া ৬৫ জনকে বধ করিয়াছে।

ডন নামক স্থানে কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ডের হন্তা গিটোর ৩০ এ জুন ফাঁসী হইবে। এ ব্যক্তি পুনরায় বিচার প্রার্থনা করিতেছে।

কোহিমা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, কুকিরা মনিপুরের সন্নিকটবর্ত্তী টকউইমা নামক পল্লী লুট করিয়া ১৯ জন পুরুষ ও ১৬ জন স্ত্রীলোক ও বালককে বধ করিয়াছে।

রেঙ্গুন ও আকায়াবে যে ভূমিকম্প হয় তাহাতে আকায়াবের গভীর কূপের জল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

নদীয়া জেলার জ্বরের কারণ নির্ণয়ার্থ যে কমিশন বসিয়াছে, তাঁহারা মেহেরপুরের কার্য্য শেষ করিয়া বনগ্রামে গমন করিয়াছেন। এখানকার কার্য্য শেষ হইলে নদীয়া জেলার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাইবে। তৎপরে কৃষ্ণনগরে আসিয়া ইহারা রিপোর্ট লিখিবেন।

পঞ্জাবের দেশীয় অস্ত্রকারেরা আজকাল অতি সুন্দর অস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে দেখিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ প্রদান করিয়াছেন যে অতঃপর পুলিস বিভাগে অথবা অন্য যে কোন বিভাগে তরবারির আবশ্যক হইবে স্থানীয় অস্ত্রকারদিগের নিকট পাওয়া না যাইলে পঞ্জাবের পুলিস ইনেস্পেক্টার জেনারলকে জানাইয়া তথা হইতে তরবারি আনান হইবে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের সেক্রেটারি কেজর সাহেব সামরিক বিভাগে পদ প্রাপ্ত হওয়াতে রেলওয়ের ডাইরেক্টার জেনারল টেম্পল সাহেব তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

আসামের অন্তর্গত লক্ষ্মীপুরের সমস্ত ভদ্রলোক একত্র হইয়া তত্রত্য ডেপুটী কমিশনর ম্যাক উইলিয়ম সাহেবকে একখানি অভিনন্দন দান করিয়াছেন। ইহার সুশাসনগুণে তত্রত্য লোকে যৎপরোনাস্তি সুখিত হইয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্ত এই অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। সাহেব পদত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। ইহাতে তত্রত্য সকল লোকেই দুঃখিত। তাঁহারা তাঁহার একটী স্থায়ী স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপনের কল্পনা করিয়াছেন।

এইরূপ স্থির হইয়াছে সমুদ্রে ঝড় বাতাসের সময়ে মেল শনিবার ও অন্য সময়ে মঙ্গলবার কলিকাতা হইতে যাইবে।

আয়ার্লণ্ডের একজন প্রভু জমীদারকে খাজনা দেওয়াতে তত্রত্য অপরাপর প্রজারা একত্র হইয়া তাহাকে তাহার বিছানা হইতে বলপূর্ব্বক উঠাইয়া লইয়া গিয়া জলন্ত অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিয়াছে।

৩১ এ ডিসেম্বর নিকোবর দ্বীপে যে ভূমিকম্প হয় তত্রত্য লোকের তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। অনেক স্থান ফাটিয়া গিয়াছে এবং অনেক নারিকেল বৃক্ষ পর্য্যন্ত পতিত হইয়াছে।

আমরা জ্ঞাত হইলাম "ভিক্টোরিয়া রাজসূয়" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্যার থিয়োডোর মার্টিন প্রণীত ভারতেশ্বরীর স্বর্গীয় স্বামি প্রিন্স কনসর্টের জীবনচরিত বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার করিতে মনন করিয়াছেন। বঙ্গদেশের সমস্ত গবর্ণমেণ্ট কালেজ এবং বিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ে রক্ষার্থ এবং ছাত্রদিগকে পুরস্কার দানের জন্য গোপাল বাবু ইহা বিনামূল্যে বিতরণ করিতে মনন করিয়াছেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপন এই গ্রন্থখানি তাঁহার নামে উৎসর্গ করিতে সম্মতি দিয়াছেন।

কলিকাতার শ্রীযুক্ত বাবু অতুল কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নিম্ন লিখিত সংবাদটী পাঠাইয়াছেন, "আমি এক বৎসর পর্য্যন্ত ক্ষয়কাশ রোগে কষ্ট পাইয়া জীবনের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ৮ কাশীধামে গমন করিয়াছিলাম। তথায় শুনিলাম জেলা নদীয়ার অন্তর্গত সুখপুখরিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয়ের স্বপ্নলব্ধ কাশরোগের ঔষধে বিস্তর লোকে উক্ত ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছেন। আমি উক্ত ঔষধ ডাকযোগে আনাইয়া নিয়ম পূর্ব্বক ১৫ দিবস সেবন করায় সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিতেছি।"

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

গয়ার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ ডবলু কচরাণ পাটনার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইলেন।

বাবু কৈলাসচন্দ্র পাল চট্টগ্রামের খাস তহশীলদার হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু অন্নদাপ্রসাদ সেন রঙ্গপুর সদর থানায় রহিলেন। ইনি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিপুরার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জি টয়েন বি যে দিন হইতে আবশ্যক বোধ করিবেন সেই দিন হইতে ১ মাস ১০ দিন ছুটী পাইবেন।

রেবিনিউ বোর্ডের সভ্য আর, এল ম্যাঙ্গলস ১৪ ই এপ্রেল হইতে ৬ মাস ছুটী পাইলেন। ময়মনসিংহের অন্তর্গত কিশোরীগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী মহম্মদ যে দিন হইতে আবশ্যক বিবেচনা করিবেন সেই দিন হইতে ৩ মাস ছুটী লইতে পারিবেন।

ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু নবেন্দ্রনাথ চৌধুরী কিশোরীগঞ্জে বদলী হইলেন।

ঢাকার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ত্রিপুরার সদর থানায় বদলী হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগলপুরে বদলী হইলেন।

নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী মাঈনুদ্দিন ৩ মাস বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গয়ার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রাম অনুগ্রহনারায়ণ সিং সারণে বদলী হইলেন।

পঞ্চম শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু বংশীধর রায় মুর্শিদাবাদের সদর থানায় কার্য্য করিবেন।

ঢাকার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এ, নি টিউট ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্র ১ মাস অতিরিক্ত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ছোট নাগপুরের কমিশনর জে, এফ, কে হিউইট ৩ মাস বিদায় গ্রহণ করাতে চম্পারণের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জে ওয়ার এডগার তৎপদে কার্য্য করিবেন।

ব্যবস্থাপক বিভাগ।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরলের অনুমত্যনুসারে মৌলবী মহম্মদ ইসফকে নিজ ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদ প্রদান করিয়াছেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগ।

বাবু রাজকুমার সেন চট্টগ্রাম কালেজের এবং জে, কথার মুর্শিদাবাদ কালেজের প্রধান শিক্ষক হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

সাহাবাদের অতিরিক্ত সবর্ডিনেট জজ বাবু যোগেশচন্দ্র মিত্র পাটনার সবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ হইলেন।

মেদিনীপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডবলু কিডিন ২ য় ও ৩ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদিগের বিচারের আপীল শুনিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

হাজারিবাগের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু গিরীন্দ্রনাথ মিত্র ও ঢাকার মণ্টিথ ২ য় শ্রেণীর এবং সিরাজগঞ্জের বেবোনা ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত নিমলের ২ য় মুন্সেফ বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়ায় বদলী হইলেন।

কাটোয়ার মুন্সেফ বাবু জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় রাজসাহীর অন্তর্গত গোয়ালিয়ায় বদলী হইলেন।

গোয়ালিয়ার মুন্সেফ বাবু কালীচরণ ঘোষাল মেদিনীপুরের অন্তর্গত নিমলে বদলী হইলেন। ইনি ছোট আদালতের জজের ক্ষমতানুসারে ৫০ টাকা মূল্যের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

দিনাজপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ফেফি সাহেব ২ য় ও ৩ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদিগের বিচারের আপীল শুনিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু শিবনাথ বন্দোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল ছোট নাগপুরের অন্তর্গত মানভূমের মুন্সেফ হইলেন, কিন্তু প্রায় পুরুলিয়ায় থাকিবেন।

সারণের প্রথম সবর্ডিনেট জজ বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ১ মাস বিদায় গ্রহণ করাতে ত্রিহুতের অতিরিক্ত সবর্ডিনেট জজ বাবু দীনেশচন্দ্র বসু তৎপদে কার্য্য করিবেন।

পুরুলিয়ার মুন্সেফ বাবু প্রিয়নাথ শর্ম্মা ১ মাস, জাহানাবাদের প্রথম মুন্সেফ বাবু সরদাপ্রসন্ন সোম ২ মাস বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বিজ্ঞাপন

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কল্পদ্রুম যন্ত্রে নানাপ্রকার জবওয়ার্ক হইতেছে। সঙ্গত মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা।

বিনয়সহকারে সাধারণের গোচর করা যাইতেছে, সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্যাদিসংক্রান্ত যাবতীয় চিঠি ও কাগজ পত্রাদি সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর /০ আনা; /০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩১ নং কালীঘাট রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

১৬০ নং মাণিকতলাষ্ট্রীট সিমলা-কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ সম্মত সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা রক্তাতিসার রোগে যে কোন উপসর্গ থাকুক ৭ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। ইহা নির্ভয়ে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন।—

কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধের আশু উপকারিতা দর্শনে আপন আপন রোগীদিগকে ব্যবহার করাইতেছেন।

এক শিশির মূল্য ২, । প্যাকিং ৵০।

চন্দনাসব।

(সকল প্রকার মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।)

এই মহৌষধ এক সপ্তাহ সেবন করিলে নিশ্চয়

সর্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ আরোগ্য হয়। প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত সপুষ ধাতু নির্গত হইলে তিন মাত্রা এই ঔষধ সেবনে তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেত প্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিতস্রাব এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা, এই ঔষধ দ্বারা অতি সত্বরে আরোগ্য হয়, এবং এই সকল রোগজনিত মস্তিষ্কের হীনবল, হস্ত পদাদির জ্বালা, গাত্রের কক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য থাকিলে, তাহাও ক্রমশঃ রোগের সহিত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয় এই মহৌষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। ঔষধ সেবনের নিয়ম ও পথ্যাপথ্য শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

৪ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ২ টাকা।
প্যাকিং ৵০ আনা।

চিকুরবিলাস।

এই সুগন্ধ বিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয়, এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

অনঙ্গমঞ্জরী তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথাভার, মাথাঝনঝনানি, আদকপালে মাথাব্যথা, মস্তিষ্কহীনতা, চক্ষে জলপড়া, মাথা কামড়ান, শিরঃপীড়া ঘাড় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সেঁটেধরা ও সড়সড়ানি এবং কর্ণে পুঁজপড়া প্রভৃতি মস্তকের সমস্ত রোগ ও সমস্ত যন্ত্রণা দূর করিয়া স্বাভাবিক ভাব অবলম্বন করে, এবং চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়, দেহের পুষ্টিসাধন করে ও বমনাদি নিবারিত হইয়া শরীরের বল বৃদ্ধি করে, এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হয়।

এক শিশির মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

সুবাস্ত ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

অমৃতাসব।

(সকল প্রকার কাশরোগের বিশেষ ঔষধ।)

সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। এই ঔষধ দ্বারা সকল প্রকার সর্দ্দি,কাশী এবং তৎসংক্রান্ত বক্ষোবেদনা, পার্শ্বশূল, অতিঘর্ম্ম, জ্বর, শ্বাসকষ্ট (অর্থাৎ বায়ুনালিতে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অবিরামিক শ্বাসপ্রশ্বাস) হাঁপানি প্রভৃতি উপসর্গ সকলের সত্বর শান্তি হইয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে।

এক শিশির মূল্য ১৷০। প্যাকিং ৵০ আনা।

এই ঔষধালয়ে মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর,শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র প্রধান এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৭, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ১৶০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

চন্দ্র-চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃপ্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
নাবজ্ঞেয়ো মুদ্রিতেন ন জ্ঞেয়ো মুদ্রিতং বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২৷৷০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২৷০ টাকা।

তাল রস সিন্দূর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রেয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীশশিমোহন সেন কবিরাজ।
কাশী, কাকিনিয়ার ছত্র অথবা গণেশ মহল্লা।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকেট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হরো চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৬ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং " ১৭ সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ৬॥০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ১লা চৈত্র। ইং ১৮৮২। ১৩ ই মার্চ্চ। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৩॥০, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র

বিজ্ঞাপন

এই মহৌষধ দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা, শিরঃপীড়া, বাত, পারদদোষ, উপদংশ, নালী ঘা, বহুদূষিত ক্ষত এবং শরীর যে কোন কারণবশতঃ রক্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হউক না কেন ইহা সেবনে শরীর রক্ত পরিস্কার, ক্ষুধাবৃদ্ধি, বলাধান, দেহ পুষ্টি ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ করে এবং যাঁহারা কোন প্রকার কঠিন রোগে পারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা শালসা ও কডলিবর অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাদি শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

ঔষধ লইবার সময় উপরি উক্ত মনুষ্যাকৃতি দেখিয়া লইবেন।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রী ... বিদাস দে ১১ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার, কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র

কয়েকটী গ্রামের দুরবস্থা।

বগুড়া ও দিনাজপুর জেলার প্রান্তবর্ত্তী কয়েকটী গ্রামের এরূপ দুরবস্থা যে তদ্দর্শনে প্রেজ্ঞাসম্পন্ন লোকমাত্রেই মনে করিবেন যে এ গ্রামগুলি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে নয় এবং কখন ছিলও না। প্রাবৃট্‌কালে যখন বৃষ্টিজলে সমস্ত নিম্নভূমি প্লাবিত হইয়া যায়, তখন এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতে হইলে মাঝে মাঝে সন্তরণ না করিলে কোন ক্রমেই চলে না। বৃদ্ধ, বালক, স্ত্রী বা রুগ্ন ব্যক্তি বাড়ীর বাহির হইতে পারে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এটী একটি সামান্য দুঃখমাত্র, ইহার অপেক্ষা আরও কয়েকটী গুরুতর দুঃখের কারণ আছে। সর্ব্বত্রই ধনী লোক অপেক্ষা দরিদ্রের সংখ্যা অধিক। এখানকার দরিদ্র লোকেরা হাটে না যাইয়া এক দিনও বাঁচিতে পারে না। ইঁহাদের জীবনধারণ এবং স্ত্রী-পুত্রাদি প্রতিপালন জন্য কৃষিই একমাত্র উপায়। এই কৃষি হইতে উৎপন্ন সামগ্রীগুলি হাটে বিক্রয় করিতে না পারিলে এই দীন কৃষিজীবীদিগের দিনাতিপাত করা অতীব দুষ্কর হইয়া উঠে। এই জন্য বর্ষাকালের প্রাণনাশক বাধাগুলিও তাহাদিগের সামান্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু অগ্রিকে সামান্যজ্ঞানে যদি কেহ দুঃসাহসে ভর করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে কি সে ব্যক্তি দগ্ধ হয় না? প্রাণ রক্ষার চেষ্টায় অনেক লোকে জলমগ্ন হইয়া চিরকালের জন্য সাংসারিক বন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করে। কেবল যে ... অসুবিধা তাহা নহে, এই গ্রামগুলির মধ্যে গয়েশপুর এবং রাউতাইল নামক দুইটী স্থান ঘোর অরণ্যাচ্ছন্ন। এই অরণ্য স্থানে স্থানে এত নিবিড় যে দিবাভাগেও সে সকল স্থানে আলোক প্রবেশ করিতে পারে না। এই অরণ্যাচ্ছন্ন গ্রামদ্বয়ে পূর্ব্বে অনেক ধনী লোকের বসতি ছিল। ইঁহাদিগের আবাস গৃহ এবং দেবালয়াদির দৃঢ় নির্ম্মিত অট্টালিকাগুলি এখনও বর্ত্তমান আছে। শ্যামবাজার নামক একটি স্থানে পূর্ব্বে একটী কাপড়ের কুঠি ছিল, সে কুঠিটিও এখন অরণ্যাচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে। এই নিবিড় অরণ্যের নিম্ন দিয়া একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী প্রবাহিতা। এই সকল কারণে এই অরণ্যটী হিংস্র ব্যাঘ্র বরাহ প্রভৃতি প্রাণিনাশক অরণ্য জন্তুর সুবিধাকর আবাসস্থান হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, লোক যাতায়াতের পথও এই অরণ্যের মধ্য দিয়া ভিন্ন আর নাই। কিন্তু প্রাণরক্ষার এবং পরিবার প্রতিপালনের দায়ের পক্ষে ভয় একটী সামান্য প্রতিবন্ধক মাত্র। "অন্নচিন্তা গরীয়সী" এত ভীতি সমষ্টিকেও পশ্চাৎ করিয়া লোককে অগত্যা এই ভয়ানক পথ দিয়া যাতায়াত করিতে হয়। এই অরণ্যে গৃহপালিত পশুনাশের উল্লেখ করিবার ত কথাই নাই, সম্প্রতি ১২৮৭ সালের পৌষমাসে হাট হইতে আসিবার সময় একটী লোক ব্যাঘ্রহস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিল এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে।

আমরা এই সমস্ত এবং আরও কতকগুলি অসুবিধার কারণ দর্শাইয়া এই গ্রামসমূহের একশত পঁচিশ জনের নাম স্বাক্ষরিত করিয়া বিগত অক্টোবর মাসে এই অরণ্যটির মধ্য দিয়া একটী পথ প্রস্তুত করণের জন্য বগুড়া জেলার রোডসেস কমিটীতে একখানি আবেদন পত্র পাঠাই। আমাদের স্থির বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের আবেদন গ্রাহ্য হইবে। কে মনে করিতে পারে যে এরূপ অবস্থায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদের প্রার্থনা শুনিবেন না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট শুনিয়াছেন, আমাদের প্রার্থনাও গ্রাহ্য হইয়াছে; আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন তবে এত বাড়াবাড়ি কেন? বাড়াবাড়িরও কারণ আছে। যত দিন মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয়েরা জেলার সকল কার্য্যের কর্ত্তা তত দিন আর দুঃখের অন্ত নাই। আমরা শুনিলাম এখন টাকার অভাব। ভাল আমরা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি না যে টাকার অভাব হয় কেন? আমরা কি রোডসেস দিই না? আমরা পাঁচ বৎসর এই কর দিয়া আসিতেছি। পাঁচ বৎসরের পরে দুঃখের কথা জানাইয়া রোডসেস কমিটি ও গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের একটী দুঃখময় ইতিবৃত্ত প্রদান করিলাম, গবর্ণমেণ্ট শুনিলেন, কিন্তু দুঃখের কিছুই প্রতিবিধান করিলেন না, দুঃখ আরও দ্বিগুণ বাড়িল। এক্ষণে উপায় কি? "রোডসেস ফণ্ডে টাকার অভাব, তোমাদের নিকট হইতে যত টাকা লওয়া হইয়াছিল, সমস্তই গুরুতর কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। তোমাদের দশ পনর হাজার দরিদ্র-লোকের অসুবিধায় আমাদের কি? জেলার উপরে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাসা হইতে ডাক্তার সাহেবের বাসা পর্য্যন্ত এবং সেখান হইতে সহকারী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের উদ্যান পর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত রাস্তার আবশ্যকতা থাকায় সেই সকল কার্য্যে এবারকার সমস্ত টাকাগুলি ব্যয়িত হইয়াছে। বৎসরান্তে মফস্বল ভ্রমণের সময় প্রশস্ত পথের অভাববশতঃ একটু অসুবিধা হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু শীতকালে সে অভাব আমরা তত বোধ করি না।" ইহা ভিন্ন রথ্যাকরের কর্তৃপক্ষীয়েরা আর কি কারণ দর্শাইতে পারেন? এবং ইহার অপেক্ষা গুরুতর কারণই বা আর কি হইতে পারে?

গত শীত ঋতুতে বগুড়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয় স্বয়ংই এই সকল স্থান ও তন্মধ্যবর্ত্তী অরণ্যাদি দেখিয়া গিয়াছেন। গত বর্ষে এই গয়েশপুরের যে কত হতভাগ্যের অমূল্য জীবন শার্দ্দূলগ্রস্ত হইয়াছিল তাহাও বোধ হয় ইঁহার অবিদিত নাই। ইহাতেও যদি এ পথটী শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুত করণের আবশ্যকতা উপলব্ধি না হইল, তাহা হইলে আর আশা ভরসার স্থল কোথায়?

প্রজার শ্রীবৃদ্ধি সাধন রাজার প্রাথমিক কার্য্য, আমরা ভরসা করি আমাদের দয়ার্দ্রচিত্ত মহামান্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সর এস্‌লি ইডেন মহোদয় আমাদের রোদনে কর্ণপাত করিবেন। পূর্ব্বোক্ত গ্রামসমূহের অদ্ধাংশ বগুড়া ও অপরার্দ্ধ দিনাজপুর জেলার অন্তর্বর্ত্তী। একটী জেলায় যদি টাকার অভাব হইয়া থাকে, তবে মহামান্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর মনে করিলে দিনাজপুর হইতেও এই পথটি প্রস্তুত করণের অনুমতি দিতে পারেন। প্রজার স্বাস্থ্য, প্রাণরক্ষা এবং সুবিধা রক্ষার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।

বশম্বদ
শ্রীঃ——

———

চিকিৎসা-প্রণালীর বিপ্লব ম্যালেরিয়ার একটী কারণ।

আমাদের এই বঙ্গদেশ ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানা

উপদ্রবে ছারখার যাইতে বসিয়াছে। কি শারীরিক বল কি মানসিক বল কি দীর্ঘজীবিতা সকলেরই ক্রমে লাঘব হইয়া আসিতেছে। অধিক কি, আপনারা বাল্যকালে যেরূপ সবলকায় বাঙ্গালী দেখিয়াছেন, এখন আর সেরূপ দেখিতে পাইবেন না। এই সকল অতি শোচনীয় অনিষ্টপাতের অনাবিধ বহু কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু চিকিৎসাপ্রণালীর বিপ্লবও যে তন্মধ্যে একটী প্রধান কারণ তাহা দূরদর্শী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। শীতপ্রধান দেশের পরীক্ষিত ঔষধ গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসী দুর্ব্বল বাঙ্গালিগণের পক্ষে কোনপ্রকারেই উপযোগী হইতে পারে না। ইহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তৎকালে কোন প্রকার অনিষ্ট না করিলেও ক্রমে যে ক্ষীণ বাঙ্গালীশরীরের অধিকতর অসারতা সম্পাদন করিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্তস্থলে বিলাতি মদ্যকে বেশ ধরা যাইতে পারে। যে সকল ব্রাণ্ডী সেম্পিন প্রভৃতি তীক্ষ্ণবীর্য্য মদ্য পান করিয়া ইউরোপীয়গণ সচ্ছন্দ শরীরে বিচরণ করিতে পারেন, তাহার অর্দ্ধমাত্র কিম্বা পাদমাত্রা পান করিলেই বাঙ্গালী যুবকের তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞা নাশ করে এবং কালে শরীর ক্ষয়ের প্রধান কারণ হয়, তদ্রূপ ইউরোপীয় ঔষধও যে বাঙ্গালী শরীরের অহিত করিবে তাহার সন্দেহ নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এ অনিষ্টের নিরাকরণ কিরূপে হইতে পারে? গবর্ণমেণ্ট কি সহসা মেডিকালকলেজ উঠাইয়া দিয়া দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের বিদ্যালয় স্থাপনপূর্ব্বক বলিবেন যে তোমরা পূর্ব্ববৎ দেশীয় ঔষধাদি ব্যবহার কর অথবা দেশীয় লোকেই কি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া ইউরোপীয় চিকিৎসার সংস্রব পরিত্যাগ করিবেন? তাহা কোন মতেই হইতে পারে না। লোকে রোগগ্রস্ত হইয়া জীবনের দায়ে ঔষধ খায়। সে সময় ভবিষ্য চিন্তার অবসর থাকে না, অথবা সেই সময়েই যদি মৃত্যু হইল,তবে আর তাহার ভবিষ্যতের ইষ্টানিষ্টের সহিত সম্পর্ক কি থাকিল। এ নিমিত্ত আমরা বলিতেছি এখন যেরূপ চলিতেছে তাহাই চলুক, এখন অনেকে ইউরোপীয় চিকিৎসার সংস্রব পরিত্যাগও করিতেছেন, তাহা করুন। এ দিকে স্বদেশহিতৈষী মহোদয়গণ দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হউন। যখন দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র স্বদেশরক্ষণে সমর্থ হইবে, তাহার কার্য্যকারিতা লোকের হৃদয়ঙ্গম হইবে (জগদীশ্বরের কৃপায় তাহা হইলে ১৬ টাকা দর্শনীর হস্ত হইতেও মুক্ত হওয়া যাইবে) তখন লোকে আপনা হইতেই তাহার আশ্রয় লইবে। তখন কাহারও অনুরোধ উপরোধের অপেক্ষা থাকিবে না। মহাশয় শুনিয়া সুখী হইবেন, প্রায় দুই তিন বৎসর হইল ভবানীপুরস্থ উকীল মহাশয়গণ আয়ুর্ব্বেদব্যবসায়িগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ একটী সভা সংস্থাপন করিয়া ঐ সভায় আয়ুর্ব্বেদাধ্যায়ী ছাত্রগণের পরীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক ছাত্রবৃত্তি ও তৃতীয় পরীক্ষায় (উপাধি পরীক্ষায়) উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে পারিতোষিক প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে তাহার সুফলও ফলিয়াছে। পূর্ব্ব দুই বৎসর প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষাই গৃহীত হয়। গত বৎসর তৃতীয় পরীক্ষার্থী তিনটী ছাত্র উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে পণ্ডিতবর কৈলাসচন্দ্র সেন কবিরাজ মহাশয়ের একটী ছাত্র প্রসন্নকুমার সেন সুশ্রুত ও চরক প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সভার স্বীকৃত ৭৫ টাকা, অন্য একটী জমিদার প্রদত্ত একখানি রৌপ্য-পদক এবং কবিরত্ন উপাধি পাইয়াছেন। এই ছাত্রটী এখন বাখরগঞ্জে গিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। শুনিতেছি এ বৎসর তাঁহার একটী ছাত্রও না কি পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইতেছেন। এই পরীক্ষা গ্রহণ যদিও মৃতপ্রায় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের পুনরুদ্ধারের প্রধান উপায় নহে, তথাপি এতদ্দ্বারা যে কিঞ্চিৎ উপকার হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহার অনুষ্ঠাতৃগণও এই দেশহিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়া সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। কিন্তু আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হইয়াছি যে দেশীয় রাজা মহারাজ ও জমিদার প্রভৃতি বদান্যবর্গ এই সৎকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ রহিয়াছেন। কারণ কি? এটী কি তাঁহারা দেশহিতকর কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করেন না অথবা এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে কেহই উত্তেজিত করেন নাই? যাহা হউক, এখন আর তাঁহারা উদাসীন না থাকেন, এই প্রার্থনা। এ কার্য্যটী দেশের মহৎ কল্যাণকর এবং এই সকল কার্য্যে দানই প্রকৃত সাত্ত্বিক দান। আয়ুর্ব্বেদীয় সভার সভ্য মহোদয়গণ, সম্পাদক মহাশয় ও সভাপতি মহাশয়কেও বলি, তাঁহারা যখন এই মঙ্গলকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তখন ইহার যাহাতে প্রকৃত উন্নতি হয়, তৎপক্ষে আপনারা যত দূর পারেন করিতেছেন করুন এবং সাধারণের নিকট যাহাতে সাহায্য পান তাহার চেষ্টা করিতে থাকুন। আমাদের দেশের ধনিগণ এখনও স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া দান করিতে অভ্যস্ত হন নাই। সভ্যগণ সম্ভবমত উপযুক্ত স্থানে যাইয়া প্রধান মহাত্মাদিগকে উত্তেজিত করুন। সম্প্রতি কলিকাতাতে দেশীয় অনেক মহারাজ উপস্থিত আছেন। ইঁহারা অনেক সৎকার্য্যে দানাদিও করিতেছেন। এই সৎকার্য্যে কিঞ্চিৎ দান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন? কখনই না। ইঁহাদিগকে লওয়ান চাই। সভ্য মহাশয়েরা যত্ন করুন। অবশ্যই সফলপ্রযত্ন হইবেন। বিশেষতঃ এ কার্য্যে অপমান বোধ করার ত কোন কারণ নাই। উপসংহারকালে আয়ুর্ব্বেদীয় সভার সভ্য মহোদয়গণকে আর একটী কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। তাঁহারা ছাত্রগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ বৃত্তি ও পুরস্কারের যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেইরূপ উপাধ্যায়গণেরও উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ কিছু করা আবশ্যক। সম্প্রতি যদি ব্যয়সাধ্য কোন কার্য্যে সমর্থ না হন, অন্ততঃ একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়া উত্তীর্ণ ছাত্রের উপাধ্যায়কে সম্মানিত করার ব্যবস্থা করুন।

১২৮৮ } বড়বাজার গার্হস্থ সাহিত্য
২০ এ ফাল্গুন } সভার একজন সভ্য।

ভারতীয় রাজকোষে অর্থের সচ্ছলতা ও কার্পাস শুল্ক।

মহাশয়! আমরা যখন কোন একটী বহু ব্যয়সাধ্য সৎকার্য্যের নিমিত্ত ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি, প্রায় তখনই গবর্ণমেণ্ট বাক্সের ডালা দুই হাতে তুলিয়া আমাদিগকে খালি বাক্স দেখাইয়াছেন ও অনেক আশায় নিরাশ করিয়াছেন, কিন্তু ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকদিগের নিকট আবার গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতীয় রাজকোষে এক্ষণে অর্থের সচ্ছলতা হইয়াছে, কার্পাস শুল্ক শীঘ্রই রহিত করিয়া দেওয়া হইবে। আমরা এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের কোন্ কথায় বিশ্বাস করিব? মন্দ ব্যাপার নহে!! এ দিকে ঘরের ছেলেরা শাক ভাতের উপর একটু নুণ চাহিলে অর্থাভাবের ভাণ করিয়া তাহাদিগকে প্রবোধ দেওয়া হইতেছে; কিন্তু ও দিকে আবার ঘৃতশর্করাভোজী বাহিরের ছেলেদিগকে প্রচুর ভোজের নিমন্ত্রণ দেওয়া হইতেছে। সম্পাদক মহাশয় এটী কিরূপ ব্যাপার? যদি তোমার হাতে টাকাই আছে, তবে তোমার ঘরের ছেলেদিগকে সুভোজ্যদানে কষ্ট দিতেছ কেন? এরূপে নিজের বালকদিগকে কষ্ট দিয়া অপর বালকদিগকে ভোজ দিলে তোমার কোন্ ধর্ম্ম সঞ্চয় হইবে? কত যশোলাভ হইবে? যদি যথার্থই গবর্ণমেণ্টের অর্থের সচ্ছলতা হইয়া থাকে, তবে তাহা ধনকুবের ম্যাঞ্চেষ্টরবাসিদিগের হিতার্থ ব্যয় না করিয়া দরিদ্র ভারতবাসিদিগের হিতার্থ ব্যয় করা হইবে না কেন? ভারতের সকল প্রকারেই অভাব মোচন হইয়াছে কি?

ভারতের অভাব অসংখ্য; ভারতের উন্নতির এক অংশও এ পর্য্যন্ত পূরণ হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ, কাবুল যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনার নাম করিয়া

অর্থাভাব দর্শাইয়া যে সকল সৎকার্য্য বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, এক্ষণে সেই সকল কার্য্যে উদ্বৃত্ত টাকা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন কেন? এক দিকে অর্থাভাব দর্শাইয়া কলেজের বেতন বৃদ্ধির কল্পনা করিয়া সমুন্নত উচ্চ শিক্ষার কোমল মস্তকে কঠিন দণ্ডাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। হাইকোর্টের জজদিগের বেতন হ্রাস করিয়া সুযোগ্য বিচারপতিদিগের মন ক্ষুণ্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আবার অন্য দিকে অর্থের সচ্ছলতা দর্শাইয়া ম্যাঞ্চেষ্টরের তেলা মাথায় তেল ঢালিবার নিমিত্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়াছেন। পাঠক মহাশয়গণ! আপনারা কখন একই সময়ে এরূপ অর্থাভাব ও অর্থের সচ্ছলতার কথা দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন?

ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকগণের ত দয়ার শেষ নাই, তাঁহারা ভারতীয় দুরবস্থ প্রজাদিগের দুঃখে বড়ই কাতর; ভারতবর্ষের দুঃখী প্রজাসকল সস্তাদরে কাপড় পরিতে পাইতেছে না, এ দুঃখ আর তাঁহারা সহিতে পারিতেছেন না। গবর্ণমেণ্টও তাঁহাদিগের সহৃদয়তায় যোগ দিয়াছেন, কিন্তু এদিকে যে গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় অন্নক্লিষ্ট প্রজাগণের শরীরে লাইসেন্স ট্যাক্স রূপ ভয়ানক শস্ত্র বিদ্ধ করিয়া শোণিত শোষণ করিতেছেন, তাহাতে কাহারই ভ্রূক্ষেপ হইতেছে না। লাইসেন্স ট্যাক্স কি প্রজাপীড়ক নহে? লাইসেন্স ট্যাক্স কি স্বাধীন বাণিজ্যের ব্যাঘাতকারী নহে? বড় মানুষের যদি অনর্থক দশ টাকা ব্যয় হয়, তাহাতে তাঁহার কিছু আইসে যায় না, কিন্তু উচিত কার্য্যে একটী টাকা ব্যয় করিতে হইলেও দরিদ্রের মাথা ঘুরিয়া যায়। ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিক সম্প্রদায়ের সহিত লাইসেন্স করদাতা ভারতীয় লোকদিগের ঠিক সেইরূপ তুলনা হয়। আমাদিগের বিবেচনায় বরং লাইসেন্স ট্যাক্স তুলিয়া দিয়া কার্পাস শুল্ক আরও বৃদ্ধি করা উচিত। চাকচিকাশালী বহুমূল্য বিলাতী বস্ত্র না পরিলে আমাদিগের তত ক্ষতি হইবে না। তবে যখন আমাদিগের অর্থের সচ্ছলতা হইবে, আমরা দুই সন্ধ্যা উদর পূরিয়া খাইতে পাইব, তখন বহু বর্ণ বিশিষ্ট মূল্যবান্ বস্ত্রের বিবেচনা করা যাইবে।

ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিক সম্প্রদায় আমাদিগকে সকল প্রকারে বঞ্চনা করিতে চান। তাঁহারা সস্তাদরে কাপড় বিক্রয় করিবার ভাণ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইয়া মোটা কাপড়ের শুল্ক রহিত করাইয়া বোম্বায়ের [illegible] কারখানা গুলির মূলে কুঠারাঘাত করিলেন, কিন্তু আমরা সস্তাদরে কাপড়ও পরিতে পাইলাম না। চারি দিক দিয়া আমাদিগেরই ক্ষতি; এ দিকে আমাদিগের দেশের কারখানা গুলির উন্নতির পথে কণ্টক রোপিত হইল, কিন্তু ওদিকে আমাদিগের পয়সা যেমন খরচ হইতেছিল, তেমনই হইতেছে। প্রকাশ্যতঃ মোটা কাপড় গুলি পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু সস্তা বলিয়া বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে সব ফাঁকি। এক্ষণে যে সকল মোটা কাপড়ের আমদানী হইতেছে, তাহা পূর্ব্বের ন্যায় উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন নহে। ও গুলি মাপিয়া দেখিতে গেলে পূর্ব্বাপেক্ষা দুই হাত আড়াই হাত দীর্ঘে ও চারি অঙ্গুলি ছয় অঙ্গুলি প্রস্থে কম হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় মূল্য যে পরিমাণে কম হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আর কিছুই নহে, কেবল যে পরিমাণে কাপড় কম হইয়াছে, সেই পরিমাণে মূল্যও কম হইয়াছে। অনুপাত অনুসারে দেখিতে গেলে, আমরা পূর্ব্বে যে দরে ক্রয় করিতাম, এখনও সেই দরে ক্রয় করিতেছি; ম্যাঞ্চেষ্টরবাসিগণ কেবল আমাদিগকে সোজা বুঝান বুঝাইয়াছেন। এরূপ চালাকি না করিলে তাঁহারা সস্তাদরে কাপড় বিক্রয় করিতে পারিতেন না। তাঁহারা যিশুখৃষ্টের শিষ্য, তাঁহারা ধর্ম্মভীরু, তাঁহাদিগের সকলই শোভা পায়। এই অন্যায় ব্যবহার নিবন্ধন তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে একটী শব্দও শুনা যাইতেছে না, কিন্তু যদি অন্য কোন দেশবাসী ব্যবসায়ীরা এরূপ ব্যবহার করিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, বিলাতী সকল সংবাদ পত্রই তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিতেন এবং এরূপ অন্যায়াচারী ব্যবসায়ীদিগের দেশ রসাতলে দিবার নিমিত্ত রণতরী ও সৈন্য প্রেরণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে বারম্বার উত্তেজনা করিতেন। এক্ষণে আমরা আর ম্যাঞ্চেষ্টরের বাক্যে ভুলিব না। আমরা এক্ষণে নিজের মঙ্গল অমঙ্গল বুঝিতে পারিয়াছি, স্বত্বাস্বত্ব বুঝিতে পারিয়াছি।

আমি কথায় কথায় মূল ছাড়িয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, কিন্তু এ কথা গুলি বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই যে, গবর্ণমেণ্টের হঠাৎ এরূপ অর্থের সচ্ছলতা কোথা হইতে হইল? কর্জ্জে যাহার মাথা বিক্রয় হইয়া রহিয়াছে, তাহার অর্থসাচ্ছল্য হইলে সে প্রথমে মহাজন পরিশোধ করে, না অনর্থক যেখানে সেখানে টাকা ছড়াইয়া বেড়ায়? যদি গবর্ণমেণ্টের অর্থসাচ্ছল্য হইয়া থাকে প্রথমে কর্জ্জ গুলি পরিশোধ করুন; আমরা আর কত সুদ বহিব? যদি বেশী টাকা হাতে আসিয়া থাকে, লাইসেন্স ট্যাক্স উঠাইয়া দাও, শিক্ষা সম্বন্ধে আরও চব্বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় বাড়াও, আগ্রা কালেজ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিও না বরং [illegible] কলেজ পুনরায় স্থাপনের চেষ্টা কর, কলেজের ছাত্রদিগের বেতন না বাড়াইয়া বরং আরও কম কর, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ খুব বাড়াও, পোষ্ট আফিসের সংখ্যা বৃদ্ধি কর, দেশীয়দিগের শিল্পশিক্ষায় ব্যয় বাড়াও তাহা হইলে তাহাদিগের অন্ন বস্ত্রের নিমিত্ত তোমাদিগকে আর ভাবিতে হইবে না; রোডসেসের কার্য্য প্রসারণ কর, এখনও অধিকাংশ পল্লীগ্রামের লোক ভাল পথের অভাবে যথেষ্ট কষ্ট পাইতেছে। এরূপ সহস্র সহস্র কার্য্য অসম্পূর্ণাবস্থায় পড়িয়া থাকিতেও কি যেখানে সেখানে টাকা ছড়াইয়া ফেলিতে হয়? এ সকল সৎকার্য্য করিয়াও যদি তোমার টাকা বাঁচিয়া যায়, তবে তাহা ভবিষ্যৎ আপদ নিবারণের নিমিত্ত সঞ্চয় কর, যেন উপস্থিত সময়ে তোমাকে ইংলণ্ডের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া না বেড়াইতে হয়। যখন তাহা হইতেও অধিক টাকা তোমার হাতে হয়, তখন তুমি ম্যাঞ্চেষ্টরবাসির হিতার্থ ব্যয় করিতে পার, তাহাতে আমরা একটী কথাও বলিব না। আর এখন যদি তোমার আরও টাকার আবশ্যক থাকে, তবে আমাদিগের পরামর্শ শুন; মদের শুল্ক দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি কর। ইহাতে হয় তোমার রাজকোষ পূর্ণ হইবে, নয় অন্ধ ভারতবাসিরা সুরাবিষপানে আত্মহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হইবে।

আমরা যে এতক্ষণ পর্য্যন্ত এত বকাবকি করিলাম, তাহা শুনিয়া যদি কোন রক্তমুখ শ্বেতকায় মহাশয় বলেন যে "তোমরা কে? তোমাদিগের এ সকল বিষয়ে তর্ক করার কি অধিকার আছে? আমরা বলপূর্ব্বক তোমাদিগের দেশ জয় করিয়াছি, আমরা তোমাদিগকে বলপূর্ব্বক শাসন করিতেছি, আমরা যাহা ভাল বুঝিব তাহাই করিব। আমরা যতটুকু অনুগ্রহ তোমাদিগের প্রতি প্রদর্শন করিব তোমাদিগকে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।" তবে এরূপ কথার উত্তরে আমরা ইহাই বলিব "যে আমরা ন্যায়বান ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রজা, গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে এরূপ বলিবার অধিকার দিয়াছেন বলিয়াই আমরা এরূপ বলিতেছি, রুশ গবর্ণমেণ্টের রাজ্যে থাকিলে আমরা এরূপ স্বাধীন ভাবে কথা বলিবার আশা কদাচ করিতাম না। আমরা পরম দয়াবতী ভারতেশ্বরীর দীন সন্তান, তিনি আমাদিগের দুঃখ শুনিয়া তাহার নিবারণের নিমিত্ত আমাদিগের অভাব শুনিয়া তাহা মোচনের নিমিত্ত কাণ পাতিয়া আছেন; তাই আজ আমরা দুঃখ পাইয়া তাহার প্রতিকারের আশায় স্নেহবতী মায়ের নিকট চীৎকার করিয়া রোদন করিতেছি। আমরা সকলে বলিতেছি, অন্য কাহারও এ বিষয়ে কথা বলিবার অধিকার কিছুমাত্র নাই।"

আমাদিগের ছোট প্রভু বলেন "দেশীয় ভাষায়

সংবাদ পত্রের সহিত দেশীয় প্রজা সাধারণের কিছু মাত্র সহানুভূতি নাই।" তবে কি তাঁহার বিবেচনায় পাইয়োনীয়র বা ইংলিসম্যানের সহিত আমাদিগের সহানুভূতি আছে? অদ্য আমরা যে এই দেশীয় ভাষার সংবাদ পত্রের সাহায্যে এতগুলি মনের কষ্ট প্রকাশ করিলাম, সেই "আমরা" তবে কে? আমরা কি ভারতবাসী প্রজা নহি? ভারতীয় হলবাহী কৃষকেরা দেশীয় ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে না পারিয়া "ইংলিসম্যানের" ভাষায় প্রকাশ করিয়া থাকে কি? হায়!! ইডেন সাহেব এত দীর্ঘকাল এদেশে থাকিয়া এত দেখিয়া শুনিয়াও যদি এরূপ অন্যায় কথা বলেন তবে আমরা আর কোথায় যাইব, আমাদিগের রোদনধ্বনি তবে ভারতেশ্বরীর কর্ণগোচর আর কে করিবে?

১২৮৮ সাল ১৭ই ফাল্গুন। শ্রীঃ——রায় ভাগলপুর।

সোমপ্রকাশ

১লা চৈত্র সোমবার।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দানে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ও আমাদের কর্ত্তব্য।

সর চারলস মেটকাফ ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া যান, তদবধি এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে যে যে ঘটনা হইয়া গেল, সেগুলির পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাদানের প্রয়োজন ও তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের তুল্য সুচতুর বুদ্ধিমান দূরদর্শী গবর্ণমেণ্ট আর নাই বলিলে হয়। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাদানে যে কি ইষ্টলাভ হয়, অন্য সামান্য রাজার তাহা হৃদয়ঙ্গম হওয়া দূরে থাকুক, ফ্রান্স জর্ম্মনি প্রভৃতি উচ্চতম গবর্ণমেণ্টগুলিও তদ্বোধে সমর্থ নহেন। স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্র শাসন কার্য্যের একটী প্রধান সহায়। সভ্য গবর্ণমেণ্ট হইলেই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দিতে হয়, তাই বলিয়া যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান করিয়াছেন, তাহা নয়, এতদ্দানে তাঁহাদিগের একটী প্রধান স্বার্থ সম্বন্ধ আছে। তাঁহারা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান করিয়া ঐ উপায় দ্বারা অনায়াসে প্রজার হৃদগত ভাব বুঝিতে পারিতেছেন। যে স্থলে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা জন্মিতেছে, পূর্ব্বাহ্নে তাহার প্রতীকারের উপায় বিধান করিতেছেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতানিবন্ধন ভারতের উন্নতি হইবে, ভারতবাসির মনে স্বাধীনতা সঞ্চারিত হইয়া সাহাসিকতা মনস্বিতা ও তেজস্বিতা প্রভৃতির বৃদ্ধি ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এই ভাবিয়া গবর্ণমেণ্ট ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাদান করেন নাই। তাঁহাদের স্বার্থ সাধনই মুখ্য উদ্দেশ্য, ভারতের শ্রীবৃদ্ধি আনুষঙ্গিক ফল। ভারতের শ্রীবৃদ্ধি মুখ্য উদ্দেশ্য হইলে কখন ৯ আইনের সৃষ্টি হইত না। যে সময়ে ৯ আইনের সৃষ্টি হয়, তখন ভারতে বিদ্রোহাদি কোন উপদ্রব ছিল না। রুষ কর্ত্তৃক ভারতাক্রমণের আতঙ্ক ছলমাত্র।

এ স্থলে পাঠক! জিজ্ঞাসা করিবেন, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতারোধক ৯ আইন সৃষ্টির যদি কোন প্রয়োজন ছিল না, রাজপুরুষেরা তবে তাহার সৃষ্টি করিলেন কেন? তাহার সৃষ্টির কারণ এই, অধিকাংশ রাজপুরুষ এদেশীয়ের মুখে উচ্চ কথা শুনিতে ভাল বাসেন না। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই, এদেশীয়েরা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ভোগ করিয়া রাজনীতি লইয়া তর্ক বিতর্ক করুন; কিন্তু উগ্র ও তীব্রভাবে বাক্‌প্রয়োগ করিতে পারিবেন না, যে কিছু বক্তব্য থাকে তাহা বিনীত ও নম্রভাবে নিবেদন করিবেন। এখন বোধ হয় পাঠক! বুঝিতে পারিলেন, তীব্রভাবে গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির পর্য্যালোচনা ৯ আইন সৃষ্টির প্রধান কারণ। তীব্রভাবে রাজনীতির পর্য্যালোচনা হয় বলিয়া এদেশীয়দিগের প্রতিষ্ঠিত কি ইংরাজী পত্র কি দেশীয় ভাষার পত্র, কাহার উপরে রাজপুরুষেরা প্রীত ও প্রসন্ন নহেন। তাঁহাদের অনেকের মনে এই ধারণা আছে, এদেশীয় সমাচারপত্রসম্পাদকেরা প্রজাপুঞ্জের মনে বিরাগ উৎপাদন করিয়া দিতেছেন। এই সংস্কারটী অনেকের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হওয়াতে তাঁহারা এদেশীয় সমাচার পত্রের প্রতি বিশেষ বিরূপ।

ফলতঃ এক্ষণে বঙ্গবাসী—কেবল বঙ্গবাসী কেন—অধিকাংশ ভারতবাসীই আর নিবিড় অজ্ঞতাতিমিরে নিমগ্ন নন। আপনাদের কর্ত্তব্য এক্ষণে অনেকেই সুন্দররূপ বুঝিয়াছেন। আমাদের কৃতবিদ্য ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণ যে মধ্যে মধ্যে সভা করিয়া বক্তৃতাদি দ্বারা রাজনীতির আলোচনা এবং ইংরাজরাজের কৃত নূতন নিয়মের গুণ দোষ বিচার করিয়া থাকেন, ইংরাজগণ তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন। অদ্যাপি অনেকেরই আন্তরিক ইচ্ছা, ভারতবাসীরা এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে সুসভ্য সুবিজ্ঞ ইংরাজ রাজত্বে সেই প্রাচীন কালের অসভ্য অর্ব্বাচীন নৃশংস মুসলমান অধিকারের ন্যায় গভীর অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন থাকে। প্রজাগণ যাহাতে ধনে মানে জ্ঞানে সর্ব্ব বিষয়ে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া মনুষ্য সমাজে সভ্য বিদ্বান ও বুদ্ধিমান জাতি বলিয়া বিখ্যাত হয়, গবর্ণমেণ্টের সে ইচ্ছা থাকিলেও প্রধান কর্ত্তার কতকগুলি পারিষদের দোষে সে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। কিসে ভারতবাসী সুখসচ্ছন্দে কালহরণ করিবে এবং কিসে রাজ্যের সর্ব্বত্র সন্তোষ ও শান্তি বিরাজ করিবে, গবর্ণমেণ্টের এই আশা ও এ চেষ্টা একান্ত বলবতী হইলেও তাহা কার্য্যকর হয় না। তিনি কোন একটী সদ্বিষয়ের অনুষ্ঠান করিবেন, চতুর্দ্দিক হইতে ইংরাজী সংবাদপত্র বা উচ্চপদস্থ ইংরাজগণ খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। ইংরাজ বিদেশীয় রাজা, বিদেশীয়দিগের সন্তোষ সাধন করিবার জন্য স্বদেশীয়দিগকে অসন্তুষ্ট করা তাঁহার পক্ষে সম্ভাবিত নহে। সুতরাং তাঁহাকে সেই সদনুষ্ঠান হইতে বিরত হইতে হয়।

ভারতবাসী উচ্চ-শিক্ষা লাভ করিয়া সভ্য ও জ্ঞানী হইয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের পর্য্যালোচনা করেন, ইহা প্রায় কোন ইংরাজের ইচ্ছা নয়। সে দিবস কলিকাতা টাউনহলের সভায় যে বক্তৃতা হইয়াছিল, সেই উপলক্ষে পাওনিয়র বাঙ্গালিদিগকে অনেক ভর্ৎসনা করিয়াছেন। তিনি বলেন "যে মনুষ্যদিগকে দেশীয় রাজার অধীনে ক্রীতদাসের ন্যায় জীবনাতিপাত করিতে হইত, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে বাক্যের স্বাধীনতা পাইয়া আজ তাহারা সেই মহানুভব গবর্ণমেণ্টেরই নিন্দা-ঘোষণা করিয়া থাকে।"

ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে আমরা নির্ভয়ে অসঙ্কুচিত চিত্তে মনোভাব প্রকাশ করিতে পারি সত্য, এবং সে জন্য ভারতবাসী ব্রিটিশজাতির নিকট কঠিন কৃতজ্ঞতাজালে আবদ্ধ। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কেন যে আমাদিগকে এই অধিকার দান করিয়াছেন, যদ্যপি পাওনিয়রের সুবিজ্ঞ সম্পাদক একবার বিবেচনা করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে আজ আমাদিগকে এই তিরস্কার সহিতে হইত না। ইংরাজজাতি যার পর নাই চতুর; তাঁহার কঠিন রাজনীতির মর্ম্মভেদ করা সামান্য লোকের কার্য্য নয়। এই জটিল রাজনীতি অর্থাৎ চতুরালীর উপর এই প্রকাণ্ড ভারত সাম্রাজ্য চলিতেছে। ৫০,০০০ হাজার ইংরাজ সৈন্য যে কেবল ২৫০০০০০০০ কোটী লোকের উপর চৌকি দিয়া থাকেন, তাহা নয় তাহাদিগের তুল্য সুশিক্ষিত প্রায় সেইরূপ সুসজ্জিত ১৫০০০০ লক্ষ সিপাহির উপরও তাহাদিগের সতত সতর্ক দৃষ্টি আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গবাসীরাই ভীরু, নতুবা এই ভারতবর্ষ বীরপ্রসূ। পঞ্জাবী রাজপুত প্রভৃতি জাতির ন্যায় বীরজাতি ভূমণ্ডলে বিরল। কিন্তু এক মুষ্টি ইংরাজ এই অসংখ্য বীরকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার কারণ কি? ৫০০০০ সহস্র ইংরাজ ভারতবর্ষ রক্ষা করিতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ এবং তাহারাও এই বীরজাতিদিগকে দমনে রাখিয়া রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তির বিস্তার করে

নাই। কৌশলময় রাজনীতির গুণেই এই বিশাল সাম্রাজ্য শান্তিভোগ করিতেছে। প্রজাদিগকে বাক্যের স্বাধীনতা দান এক অদ্ভুত কুটিল কৌশল। ইহার সঙ্গে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিষম স্বার্থ এক ভাবে বদ্ধ রহিয়াছে। আমরা মন খুলিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারি,—দেশীয় সংবাদ পত্র কি ধনী কি প্রজা—সকলেরই মনের কথা, তাহাদিগের আশা তাহাদিগের অভাব এবং তাহাদিগের সুখ অসুখ প্রায় সমভাবে সর্ব্বদা গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করিয়া থাকেন; গবর্ণমেণ্ট তদ্দ্বারা সতর্ক হইয়া রাজ্য করিতেছেন।

ইংরাজদিগের ইচ্ছা আমরা গবর্ণমেণ্টের দোষ গুণ বিচার না করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার স্তোত্রপাঠ করি। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট এই স্বাধীনতা দান করিয়াছেন, তাহা হইলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদিগের যখন যাহা অভাব হইতেছে, আমরা সুখে কি অসুখে আছি এবং যিনি যখন আমাদের উপর অত্যাচার বা উৎপীড়ন করিতেছেন, আমরা সে সমস্তই নির্ভয়ে গবর্ণমেণ্টকে জানাইতেছি, গবর্ণমেণ্ট তদ্দ্বারা স্বদোষ সংশোধন এবং অত্যাচারীর দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। কিন্তু আজ যদি আমাদিগের এই বাক্যের স্বাধীনতা অপহৃত হয়; আমরা নিরুদ্বেগে মনোভাব প্রকাশ করিতে পারিব না,—আমাদের দুঃখ অভাব ও অত্যাচারীর উৎপীড়ন সমস্তই গোপন করিতে বাধ্য হইব। তখন সেই অসন্তোষভাব এই পঞ্চবিংশতি কোটি লোকের হৃদয়ে সংগুপ্ত হইয়া অনবরত ঘূর্ণিত চালিত ও তরঙ্গিত হইতে থাকিবে।

বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এই অসংখ্য প্রজাবর্গের অবস্থা-বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিয়া সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে কখনই সমর্থ হইবেন না। প্রজা স্বাধীনভাবে রাজার কার্য্যপরম্পরার পর্য্যালোচনা করিলে রাজার বা রাজ্যের বিপদের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু প্রজা অসন্তুষ্ট হইয়া সেই অসন্তোষ হৃদয়মধ্যে নিহিত রাখিলে রাজার পদে পদে অনিষ্ট ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যে রাজ্যের প্রজাবর্গ রাজার উপর অসন্তুষ্ট, সে রাজাকে সর্ব্বদা সশঙ্কিতভাবে দিন যাপন করিতে হয়। প্রজা অসন্তুষ্ট না হইলে রাজ্যে কখন রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয় না। প্রজা অসন্তুষ্ট থাকাতেই ১৮৭১ সালের প্রশীয় যুদ্ধে ফ্রান্সরাজের পতন হয়। প্রজা সন্তুষ্ট থাকিলে বহিঃশত্রু কখন রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রজার দুঃখের প্রতিকার হইলেই প্রজা সন্তুষ্ট; রাজা সেই দুঃখ জানিতে পারিলেই তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হন। নতুবা সেই অসন্তোষ হৃদয়মধ্যে ঘূর্ণিত তরঙ্গিত ও চালিত হইয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় পরিশেষে উদ্গীর্ণ হইয়া রাজ্য ধ্বংস করিয়া ফেলে। অতএব এই বিপদের প্রতিবন্ধক মহৌষধ স্বরূপ চতুর ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রজাদিগকে বাক্যের স্বাধীনতা দিয়াছেন।

রাজনীতিজ্ঞ ইংরাজমাত্রেই এই স্বাধীনতা দানের নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত আছেন। তাঁহারা জানেন এই স্বাধীনতা প্রজার নিকট হইতে অপহরণ করিলে রাজ্যের মঙ্গল নাই। কন্সারবেটিব সম্প্রদায় অবিমৃষ্যকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া ৯ নয় আইন বিধিবদ্ধ করিলে ভারতবাসী তীব্র নাদে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল। তাই বলিয়া কি সেই মহা অনিষ্টকর ইংরাজ জাতির কলঙ্কস্বরূপ আইনটী রহিত করা হইয়াছে? তাহা নয়। আমরা যত কেন রোদন করি না, যত কেন চীৎকার করি না, যত কেন আন্দোলন করি না, স্বার্থ না থাকিলে বা স্বার্থের বিঘ্ন ঘটিলে গবর্ণমেণ্ট কোন কাজ করেন না। উদার সম্প্রদায় আইন হইবামাত্রই উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন, কালে ইহাতে মহা অনিষ্ট ঘটিবে; এই গর্হিত বিধি বিধিবদ্ধ করিয়া লার্ড লিটন যার পর নাই অবিমৃষ্যকারিতা প্রকাশ করিয়াছেন। তখন ক্ষমতা ছিল না. এক্ষণে ক্ষমতা পাইয়া তাঁহারা উক্ত আইন রহিত এবং ভারতবাসীকে পুনর্ব্বার পূর্ব্ব স্বাধীনতা প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।

পাওনিয়র আর এক স্থলে বলেন "বাঙ্গালীদিগকে উচ্চ শিক্ষা দান করিয়া গবর্ণমেণ্ট জুনিয়স, হ্যাম্পডেন প্রভৃতির ন্যায় রাজদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছেন।" বাঙ্গালীগণ বিদ্যাবলে এক্ষণে ন্যায় অন্যায় বিচার করিতে পারেন। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট কোন অন্যায় কার্য্য করিলে তাঁহারা তাহার প্রতিবাদ এবং বিচার করিয়া থাকেন। বিদ্যা শিখিয়া বঙ্গবাসী সভ্য ও জ্ঞানী হইয়াছেন। তাঁহারা ইংরাজের দোষ ধরিয়া দেন এবং গুণের প্রশংসা করেন। বঙ্গবাসিমাত্রেই ইংরাজের পক্ষপাতী। কিন্তু পঞ্জাবী প্রভৃতি উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ অসভ্য মূর্খ জাতিরা কিরূপ ভয়ঙ্কর বিবেচনা করিয়া দেখিলে পাওনিয়র উচ্চ শিক্ষার বিরুদ্ধ কোন কথা মুখে আনিতেন না। জিজ্ঞাসা করি, মূর্খ হইয়া বাঙ্গালীরা এক এক জন সের আলি এবং আমির খাঁ হয়, ইহাই কি বাঞ্ছনীয়? শিক্ষিত হইতে না অশিক্ষিত হইতে বিদ্রোহের অধিকতর আশঙ্কা? কুমার সিং যে বিদ্রোহী হইয়াছিল, সে শিক্ষিত না অশিক্ষিত? আমরা শুনিয়াছি, নানা সাহেব অর্দ্ধশিক্ষিত। অর্দ্ধশিক্ষা বড় ভয়ঙ্কর পদার্থ, তাহা হইতে যে বিপদ না ঘটে, এমন বিপদই নাই। যাহারা সুশিক্ষিত হয়, তাহাদের অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা থাকে, তাহারা সাহস কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। ফলতঃ প্রজা সভ্য ও বিদ্বান হইলে রাজ্যের অমঙ্গল হয়, এরূপ বিবেচনা করা বিষম ভ্রম সন্দেহ নাই।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই, ইংরাজেরা চটেন বলিয়া কি আমরা স্বাধীনভাবে সকল বিষয়ের গুণ দোষ বিচারে বিরত হইব? তাহা হইলে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লাভে ফল কি? সকল বিষয়ের বিচার ধীর স্থির নম্র ও বিনীত ভাবে করা কর্ত্তব্য। কেবল কতকগুলি কটুবাক্য প্রয়োগ না করিয়া যুক্তি দ্বারা প্রস্তাবিত বিষয়ের গুণ দোষ পরীক্ষা করিলে কোন কথা জন্মে না। বোধ হয়, ভদ্র ইংরাজেরা তাহাতে বিরক্ত হন না। তবে যাঁহাদের মন উগ্র, শোণিত উষ্ণ, একটা দোষের কথা শুনিলে গাত্রে শেল বিদ্ধ হয়, তাঁহারা চটেন চটুন, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। বিনীতভাবে রাজনীতির পর্য্যালোচনায় যে আমাদের অভীষ্টলাভ হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। আমাদের গবর্ণমেণ্ট তাহাতে বিরক্ত হইবেন না। বিনীতরূপে স্বাধীনভাবে রাজনীতির পর্য্যালোচনার্থই গবর্ণমেণ্ট মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান করিয়াছেন।

সে দিন লার্ড রিপন ভারত মিত্রের অধ্যক্ষের প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রের প্রত্যুত্তরে গবর্ণমেণ্ট এ দেশীয় সমাচারপত্রের অধ্যক্ষ ও সম্পাদকদিগকে বিশ্বাস করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা সে বিশ্বাসবিরুদ্ধ কার্য্য না করেন। এই আভাস প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল যে বিদ্রোহসূচক প্রস্তাব লিখিলেই বিশ্বাস ভঙ্গ হইবে এরূপ অভিপ্রেত নয়, যে কারণে ৯ আইনের সৃষ্টি হইয়াছিল, সে কারণটী নিরাকৃত না হইলেও বিশ্বাস ভঙ্গ করা হইবে। সে কারণ কি? আমরা তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তীব্র ও উগ্রভাবে রাজনীতির পর্য্যালোচনাই সেই কারণ।

যেরূপে ৯ আইন রহিত করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা আমাদের আর একটী শিক্ষাও হইতেছে। লিবরাল দল ইংলণ্ডীয় পার্লিমেণ্টের অধিনায়কতাপদে অধিষ্ঠিত হইয়াই ৯ আইনটী রহিত করিবার অভিলাষ করেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি এ বিষয়ের ভার অর্পিত হয়। ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রায় দুই বৎসর কাল অপেক্ষা করিলেন। এতদ্দ্বারা ইহাই সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইল, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মত ব্যতিরেকে কেহ ইংলণ্ডে জানাইয়া কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুগত থাকিয়া স্বাভীষ্ট সাধন করিতে হইবে।

১৮৮১। ৮২ অব্দের আনুমানিক আয় ব্যয় বক্তৃতা।

যে বাটীর কর্ত্তা ভাল, তাহার পরিবারও ভাল, অন্য কথা কি তাহার চাকর দাসী পর্য্যন্ত ভাল হয়। যে বাড়ির কর্ত্তা ভাল না হয় তাহার কেহই ভাল হয় না। আমরা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে পর্য্যায়ক্রমে এই প্রসিদ্ধ বাক্যটীর অব্যর্থতা উপলব্ধি করিলাম। লর্ড লিটন ও লার্ড রিপন ইহার প্রমাণ স্থল। লর্ড লিটন যেমন ছিলেন, তাঁহার রাজস্বমন্ত্রী ষ্ট্রাচি সাহেবও তেমনি জুটিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে লর্ড রিপন দীনদয়ালু প্রজাবৎসল সাধারণের হিতাভিলাষী বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ও পরম ধার্ম্মিক, তাঁহার রাজস্বমন্ত্রীও সেই সেই উদারগুণ ভূষণ দ্বারা বিভূষিত হইয়াছেন। ভারতের বর্ত্তমান রাজস্বমন্ত্রী অনরেবল মেজর বেয়ারিঙ সাহেব ১৮৮২। ৮৩ অব্দের যে আয় ব্যয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার ঐ গুণগুলির বিশেষরূপে পরিচয় হইয়াছে। তিনি যে কেমন বুদ্ধিমান দূরদর্শী সবিবেচক সর্ব্বতশ্চক্ষু দীনের প্রতি দয়াবান গুণের পুরস্কার কর্ত্তা এবং ভারতহিতৈষী, তাহা তাঁহার কৃত আয় ব্যয় সংক্রান্ত বক্তৃতার প্রতি পংক্তি উজ্জ্বল অক্ষরে করিয়া দিতেছে। আমরা ক্রমে ক্রমে ইহার প্রমাণ দিতেছি।

তাঁহার বক্তৃতাটী এমনি সুস্পষ্ট ও পরিষ্কৃত হইয়াছে, যে উহার কোন অংশের অর্থবোধে কিছু মাত্র কষ্ট অনুভব হয় না। রাজস্ব বিষয় একান্ত জটিল, তাহাতে এরূপ বিশদভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করা বিশেষ বুদ্ধিমান না হইলে কেহ করিতে পারেন না। যে নিয়মে হিসাব ধরা হইয়াছে, তদবধি আরম্ভ করিয়া রাজস্ব সম্বন্ধে যে যে বিষয় লোকের জানিবার ইচ্ছা হয়, সেই সমুদায় বিষয়েরই প্রায় উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাও বেয়ারিঙ সাহেবের বুদ্ধিমত্তার অপর প্রমাণ। ১৮৮২। ৮৩ অব্দের আয় ব্যয়ের যে হ্রাস বৃদ্ধি গণনা করা হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে পাঠকগণের গোচর করা যাইতেছে।

১৮৮২। ৮৩

	আয় পৌণ্ড	বৃদ্ধি পৌণ্ড	হ্রাস পৌণ্ড
১ ভূমির রাজস্ব	২১৪৮৭০০০	•	২৮৩০০০
২ কর	৭০১০০০	•	২০০০০
৩ বন বিভাগ	৮০৯০০০	•	১১০০০
৪ আবগারী	৩৩৩১০০০	•	৮০০০০
৫ টাক্স	৫৩৮০০০	•	•
৬ প্রাদেশিক	১৬৪৯০০০	•	২৩৬০০০
৭ মাস্থল	১১৮১০০০	•	১১০৯০০০
৮ লবণ	৬০৪৯০০০	•	১১৬৪০০০
৯ অহিফেন	৯৫০০০০০	•	৪০০০০০
১০ ষ্টাম্প	৩৩৪২০০০	১৪০০০	
১১ রেজিষ্টরি	২৮৪০০০	৪০০০	
১২ টাকশাল	১৪৫০০০	৮৭০০০	
১৩ পোষ্ট আপীস	২৬৭০০০০	•	৯০০০
১৪ টেলিগ্রাফ	৫২৫০০০	৪৯০০০	
১৫ অন্যান্য বিভাগ	৬৬০০০	•	৪৭০০০
১৬ আইন ও বিচার	৬৫৯০০০	১৬০০০	
১৭ পুলিষ	২৪৮০০০	৬০০০	
১৮ সামুদ্রিক— বিভাগ	১৮৩০০০	•	২৩০০০
১৯ শিক্ষা বিভাগ	১৭৭০০০	•	২০০০
২০ চিকিৎসা— বিভাগ	৪১০০০	•	২০০০
২১ ছাপাখানা ও— কাগজ কলম প্রভৃতি	৫৯০০০	•	১০০০
২২ সুদ	৬৫২০০০	•	২৪০০০০
২৩ পেন্সন প্রভৃতি	৩০৭০০০	•	৫০০০
২৪ নানাপ্রকার	২৬৮০০০	•	১১১০০০
২৫ রেলওয়ে	১০০০	•	১০০০
২৬ জল সেচন	১৩৩০০০	৪০০০	•
২৭ অন্য পূর্ত্তকার্য্য	৪৮৫০০০	•	৭২০০০
২৮ সৈন্য	৮৬৮০০০	•	১০১০০০
২৯ আফগান যুদ্ধে ইংরাজ সাহায্য	•	•	২৩০৫০০০
৩০ আফগান স্থানে যুদ্ধ	০	•	২৬৭০০০
৩১ বিনিময় লব্ধ	৩৮১০০০	•	১০০০০
মোট টাকা	৫৬০৩৬০০০	০	৬৩১৯০০০

যে পূর্ত্তকার্য্যে আয় আছে।

	আয়পৌণ্ড	বৃদ্ধিপৌণ্ড	হ্রাসপৌণ্ড
১ ষ্টেট রেলওয়ে	২১৭৬০০০	২৯১০০০	•
২ যে রেলওয়ে গবর্ণমেণ্ট প্রতিভূ	৩৩৭৩০০০	•	১৭০০০
৩ ইষ্ট ইণ্ডিয়া— রেলওয়ে	২৬৬০০০০	•	৪৫০০০০
৪ জলসেক কার্য্য হইতে সাক্ষাৎ— সম্বন্ধে আয়	৮৪৪০০০	৪০০০০	•
৫ কানাল কোম্পানি	১৫০০		৫০০০
৬ জলসেক নিবন্ধন— ভূমির আয়	৬৮৫০০০	৬০০০	
মোট	১০৪৫৩০০০	০	১৩০০০০০
সমুদায় মোট	৬৬৪৫৯০০০	০	৬৪৫৪০০০

ব্যয়।

	ব্যয় পৌণ্ড	বৃদ্ধি পৌণ্ড	হ্রাস পৌণ্ড
ঋণের সুদ	৩৯১৭০০০	•	১৭০০০০
২ অন্য বিষয়ক সুদ	৪৫৯০০০	১৪০০০	
৩ প্রত্যর্পণ	৫১১০০০	৮৮০০০	
৪ ভূমির রাজস্ব	৩১৬৮০০০	১৩১০০০	
৫ বন বিভাগ	৫৮১০০০	•	১৯০০০
৬ আবগারী	৯৯০০০		
৭ ট্যাক্স	১৫০০০	১০০০	
৮ প্রাদেশিক	৪৩০০০		
৯ মাস্থল	১৬৩০০০		৩৩০০০
১০ লবণ	৬৩০০০০	৯৫০০০	
১১ অহিফেন	২২৫০০০০	১৮৮০০০	
১২ ষ্টাম্প	১১৯০০০	১০০০	
১৩ রেজিষ্টরি	১৮৬০০০	৮০০০	
১৪ টেকশাল	১০৮০০০	১৪০০০	
১৫ পোষ্ট আপীস	১১৭৩০০০	২৩০০০	
১৬ টেলিগ্রাফ	৬৩৭০০০	৭০০০০	
১৭ শাসন প্রণালী	১৫০৪০০০	২০০০	
১৮ অন্যান্য বিভাগ	৪৪২০০০	•	১০
১৯ আইন ও বিচার	৩৩৪৭০০০	১৬৬০০০	
২০ পুলিষ	২৬৩৫০০০	৮৪০০০	
২১ সামুদ্রিক বিভাগ	১১১০০০	১০০০	
২২ শিক্ষা বিভাগ	১১৪৯০০০	৯২০০০	
২৩ পৌরহিত্য	১৬৩০০০	৩০০০	
২৪ চিকিৎসা বিভাগ	৭০৩০০০	২৫০০০	
২৫ ছাপাখানার কাগজ কলম প্রভৃতি	৪৪০০০০		১২২০০০
২৬ রাজনীতি	৫২০০০০		১৪৩০০০
২৭ বিশেষ দান	১৯৩৯০৮০	৭০০০	
২৮ ছুটী	২৭৪০০০	১১০০০	
২৯ পেন্সন প্রভৃতি	২১০১০০০	২৮০০০	
৩০ নানা প্রকার	২৭১০০০	•	২২০০০
৩১ দুর্ভিক্ষাদি	৭৫০০০	•	২৩০০০
৩২ রেলওয়ে	৫৯২০০০	৩১১০০০	
৩৩ সাহায্য প্রাপ্ত রেলওয়ে	৫০০০০	১১৮০০	
৩৪ সীমা রেলওয়ে	২২৩০০০	১৪০০০	
৩৫ ভূমীতে জলসেক	৯৭৪০০০	৯৫০০০	
৩৬ অন্য পূর্ত্তকার্য্য	৫৩৭১০০০	৪৯০০০	
৩৭ সৈন্য	১৬১২৮০০০		৯৯১০০০
৩৮ আফগানস্থানের যুদ্ধ কার্য্য	•		১৬১১০০০
৩৯ বিনিময় ক্ষতি	৩১৫৬৩০০		৫২৯৬০০
মোট	৫৮১৩৭০০০		২২০৪০০০

ব্যয়।

	ব্যয় পৌণ্ড	বৃদ্ধি পৌণ্ড	হ্রাস পৌণ্ড
১ ষ্টেট রেলওয়ে	১৭৪১০০০	২৫০০০	০
২ গবর্ণমেণ্ট যে রেলওয়ে প্রতিভূ আছেন	৩৮২৫০০০	১৩৫০০০	০
৩ ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে	১৪৩৪০০০	০	৩০০০
৪ ভূমিতে জলসেক	৫০৩০০০	৫০০০০	
৫ রক্ষা কার্য্য	৫০০০০		
৬ মান্দ্রাজ ক্যানাল— কোম্পানী	২৬৭৪০০০	১৪৭০০০	
৭ ঋণের সুদ	১০০২৭০০০	৩৫৪০০০	
সমুদায় মোট	৬৬১৭৪০০০	৫১১৮০	

ফলতঃ বেয়ারিঙ্‌ সাহেব ১৮৮২।৮৩ অব্দের যে আয় ব্যয় গণনা করিয়াছেন, তাহাতে আয় ৬৬৪৫-৯০০০ পৌণ্ড। ব্যয় ৬৬১৭৪০০০। "উদ্বৃত্ত ২৮৫০০০" অনুমিত হইয়াছে।

যদি টাক্স উঠাইয়া না দেওয়া হয় এবং অহিফেনে খরচ খরচা বাদে ৭২৫০০০০ পৌণ্ড আয় হয়, তাহা হইলে ৩১৭১০০০ পৌণ্ড উদ্বৃত্ত হইবে।

অসুবিধা হয় বলিয়া রাজস্বমন্ত্রী টাকায় না ধরিয়া পৌণ্ডে আয় ব্যয় গণনা করিয়াছেন। এই হেতু আমরাও সেই পৌণ্ড ধরিলাম।

আমরা উপরে বলিলাম, আমাদের রাজস্বমন্ত্রী দীনের প্রতি দয়াবান্, তাহার একটী প্রধান প্রমাণ এই, তিনি লবণের শুল্ক কমাইয়া দিয়াছেন। মণ-করা লবণ ২ টাকা হইয়াছে। সর্ব্বত্র এই নিয়ম প্রচলিত হইবে, কেবল ব্রিটিশ ব্রহ্ম ও পঞ্জাবের সিন্ধুর পর পারে এ নিয়ম প্রচলিত হইবে না। ইহাতে আয়ের ১৪০০০০০ পৌণ্ড কমিয়া যাইতেছে।

লবণের শুল্ক কমাইয়া দেওয়াতে কেবল যে দরিদ্রের প্রতি দয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা নয়, একটী দুর্নামও দূর করা হইয়াছে। দেশীয় রাজগণের রাজ্যে জুলুম করিয়া লবণের মাসুল বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। তত্রত্য প্রজারা তাহাতে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, তাহারা এখন সন্তোষ লাভ করিবে।

আমরা উপরে মেজর বেয়ারিঙকে গুণের পুর-স্কারকর্ত্তা বলিয়া যে বর্ণন করিলাম, তাহার কারণ এই, তিনি নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারিদিগের বেতন বৃদ্ধির একটী ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমাদের এখানকার ডেপুটি কালেক্টার ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চল প্রভৃতির তহসিলদার মামলাতদার প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর অনেকগুলি কর্ম্মচারী আছেন। ইঁহারা বিস্তর পরি-শ্রম করেন, ইঁহাদের উপরে বিস্তর ঝুঁকিও আছে, অথচ ইঁহারা যৎসামান্য বেতন পান। রাজস্বমন্ত্রী এই স্থির করিয়াছেন, ডেপুটী কালেক্টরেরা মাসিক ৩০০ টাকা, প্রদেশ বিশেষে ২৫০ টাকার কম পাইবেন না, ওদিকে মাসিক ৮০ টাকা ও স্থান বিশেষে ৬০০ টাকার উর্দ্ধ পাইবেন না। তহসিল দার প্রভৃতির ন্যূনকল্পে বেতন ১৫০ ও স্থল বিশেষে ১০০ এবং উদ্ধকল্পে ২৫০ টাকা ও স্থলবিশেষে ইহার ন্যূনাতিরেক হইবে। এই ব্যবস্থায় গবর্ণ মেণ্টের বার্ষিক ৫০০০০ পৌণ্ড ব্যয় বৃদ্ধি হইবে।

এই ব্যবস্থায় লর্ড রিপন ও মেজর বেয়ারিঙের কেবল যে অন্তঃকরণের ঔদার্য্য প্রকাশ পাইয়াছে, এরূপ নয়, ইহাতে বিলক্ষণ লাভ আছে। যাঁহারা রাজপদস্থ হন, তাঁহাদিগকে মান মর্য্যাদা রাখিয়া চলিতে হয়। সুতরাং তাঁহাদিগের কিছু অধিক অর্থের প্রয়োজন। যথাস্বরূপ অর্থ না মিলিলে তাঁহাদিগকে লোকের নিকটে অশ্রদ্ধেয় হইতে হয়। আর একটী এই দোষ ঘটে, যাহাদিগের ধর্ম্মের অপেক্ষা মান মর্য্যাদার দিকে দৃষ্টি অধিক, তাঁহারা প্রায় বিপথে পদার্পণ করেন। তন্নিবন্ধন কর্ত্তব্যা-নুষ্ঠানকল্পে বিলক্ষণ বিঘ্ন ঘটে। তন্মূলক গবর্ণ মেণ্টেরও অতিশয় অপ্রতিষ্ঠা হয়। সে দোষ নিবা-রিত হইল। নিম্নপদস্থ দেওয়ানী কর্ম্মচারিদিগের প্রতিও রাজস্বমন্ত্রীর কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি করা উচিত ছিল। মুন্সেফেরা অতিভেদী পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের হইতে গবর্ণমেণ্টেরও বিলক্ষণ দশ টাকা আয় হয়, অথচ তাঁহাদের বেতন তদনুরূপ নয়। অধিকাংশ মুন্সেফ বিচারস্থলের আসবাবগুলি দর্শন করিলেও শোকের উদয় হয়। তাঁহাদের পদানুরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মে না।

লাইসেন্স টাক্সের কিছুই পরিবর্ত্ত হইল না। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর এ দেশের উপযোগী নয়। আমরা প্রতি বৎসরই ইহার জন্য কষ্ট ভোগ করিয়া থাকি। যাঁহার উপরে বার্ষিক লাইসেন্স টাক্স নির্দ্ধারণের ভার হয়, খাতা পত্র প্রমাণে হিসাব পত্র তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া অতিশয় কঠিন হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে বণিকসভা গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়া ইহার যে যে দোষের উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহার একটীও মিথ্যা নয়। এটী উঠিয়া গেলে বড় ভাল হইত।

তুলজাত দ্রব্যের মাসুল ও আমদানী শুল্ক যে উঠিয়া গিয়াছে, তাহা বলিয়া না দিলেও বোধ হয়, পাঠক! বুঝিতে পারিতেছেন, তাহা উঠিয়া গিয়াছে। তন্মূলক গবর্ণমেণ্টের ১২১৯০০০ পৌণ্ড ক্ষতি হইবে।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে পাটয়ারি সেস বলিয়া একটী বাব ছিল এবং জমীদারেরা অযোধ্যায় পাট-য়ারিদিগের বেতন দিতেন, তাহা রহিত করা হই-য়াছে। গবর্ণমেণ্ট অযোধ্যায় পাটয়ারিদিগের বেতন নিজে দিবেন। এই ব্যবস্থায় গবর্ণমেণ্টের ২১৬০০০ পৌণ্ড বার্ষিক ক্ষতি হইল।

স্বশাসন প্রণালীর বিষয়ে রাজস্বমন্ত্রী যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তদ্বৃত্তান্ত আমরা পূর্ব্বে পাঠকগণকে বিদিত করিয়াছি, অতএব তাহার পুনরুল্লেখ বিফল।

প্রস্তাবটী দীর্ঘ হইল; আমরা অন্য অন্য বিষ-য়ের প্রসঙ্গে বিরত হইলাম।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সভায় লর্ড রিপনের বক্তৃতা।

১১ ই মার্চ্চ শনিবার বেলা ৪ টার সময়ে কলি-কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দান ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। তৎকালে আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল লর্ড রিপন বাহাদুর একটী যথার্থ বক্তৃতা করেন। আমরা বক্তৃতার বিষয়টী যত আলোচনা করিতে লাগিলাম, ততই তাঁহার গুণের প্রতি আমাদের পক্ষপাতিতা জন্মিতে লাগিল। বক্তৃতার প্রারম্ভেই তাঁহার বিনয় ও শিষ্টাচার দেখিয়া মহা কবি কালিদাসকে আমাদিগের মনে পড়িয়া গেল। মহাকবি রঘুবংশগ্রন্থের আরম্ভে লিখিয়াছেন:—

ক সূর্য্য প্রভবো বংশঃ কচাল্প বিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষু র্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরং।
মন্দঃ কবিযশঃ প্রেপ্সু র্গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।

সূর্য্যবংশ বৃহৎ বংশ, আমার বুদ্ধি সামান্য, আমি যে সেই বৃহৎ বংশের বর্ণনা করি, আমার সে ক্ষমতা নাই। অতএব আমার সেই বংশের বর্ণন করিবার ইচ্ছা, নির্ব্বুদ্ধিতাহেতু ভেলা দ্বারা দুস্তর সাগর পার হইবার ইচ্ছার ন্যায় হইয়াছে।

কবিরা যে যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন, আমি মূর্খতা প্রযুক্ত সেই যশোলাভার্থী হইয়াছি। অতএব দীর্ঘপুরুষে যে ফল পাড়িতে পারে, তাহা পাড়িবার আশায় বামন ঊর্দ্ধে বাহুক্ষেপ করিলে লোকে যেমন তাহাকে উপহাস করে, আমাকেও তেমনি উপহাস করিবে।

লর্ড রিপন বক্তৃতারম্ভে কহিয়াছেন "কলি-কাতা বিশ্ববিদ্যালয় সভার ন্যায় সভার অগ্রে বক্তৃতা করা এবং অল্প ক্ষণের নিমিত্তও সভার চিত্ত আকর্ষণ করা সামান্য ব্যাপার নয়। যে ব্যক্তির পূর্ব্বে চিন্তা ও বিবেচনা করিয়া এ কার্য্য সম্পন্ন করিবার প্রচুর অবসর আছে, তাঁহারই যখন এ কার্য্য সম্পাদন করা মহা কষ্টসাধ্য, তখন যে ব্যক্তির সমুদায় সময় নিজ কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত হয়, কদাচিৎ এক আধ ঘণ্টা অবসর মিলে, তাহার পক্ষে এ কার্য্য

নির্ব্বাহ করা যে কেমন চক্কর, তাহা বলা বাহুল্য। মহাশয়গণ! আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, যে সকল ব্যক্তির পণ্ডিত উপাধি গ্রহণে অধিকার নাই পণ্ডিত ব্যক্তিরা সচরাচর তাহাদিগকে যে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন, আমি তদপেক্ষা অধিকতর প্রশ্রয়ের বশীভূত হইয়া আপনাদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি।

পাঠক দেখুন, যিনি ভারতের শীর্ষস্থানে আছেন, তাঁহার কেমন বিনয়। অনন্তর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টিকাল ও ইহার উদ্দেশ্য প্রভৃতির বিষয় বর্ণন করেন। ১৮৫৭ অব্দে ইহার সৃষ্টি হয়। লর্ড কানিঙ্গ সর্ব্ব প্রথমে ইহার সভাপতি হন। তিনি যে এক জন শান্তপ্রকৃতি সাহসী ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, তাহারও উল্লেখ করা হইল। এ দেশীয় দিগের সহযোগে ইউরোপীয় দর্শন বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দান করা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে উদ্দেশ্য, তৎসম্বন্ধেও তিনি বিমুখ হইলেন না।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এক দিন সকল বিষয়েই ভারতবাসিদিগকে কষিয়া ও চাপিয়া রাখিয়া কাজ করিতেছিলেন। সেরূপে কাজ করা মহোদার প্রকৃতি লর্ড রিপনের অভিপ্রায় ইচ্ছা ও স্বভাবের বিরুদ্ধ। তিনি অন্য অন্য বিষয়ে যেমন ভারতবাসিকে স্বাধীনতা দানে উদার হইয়াছেন, এখানেও তেমনি তাঁহার স্বাধীনপ্রবৃত্তি স্পষ্ট দৃষ্ট হইল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষ রূপে সতর্ক করিয়া দিলেন, তাঁহারা এদেশীয় বিদ্যালয় সকলের উন্নতি রোধে প্রবৃত্ত না হন।

অনন্তর তিনি বলিলেন, গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম বিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হয় না। গবর্ণমেণ্ট এতৎ সংক্রান্ত শিক্ষা দান করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা বদ্ধ আছেন। এই কারণে তাঁহারা ধর্ম্মশিক্ষা দিতে পারিতেছেন না। কিন্তু লর্ড রিপনের মতে ধর্ম্মশিক্ষা ব্যতিরেকে শিক্ষাকার্য্য সম্পূর্ণ হয় না।

লর্ড রিপনের ধর্ম্মবিষয়ে প্রবৃত্তি বলবতী, অতএব তিনি যে এস্থলে এবিষয়ের উল্লেখ করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু আমাদের সংশয় এই, নানা ধর্ম্মাশ্রয় ভারতে কোন্ ধর্ম্মের শিক্ষা দান করা হইবে?

সাধারণের শিক্ষা বিষয় প্রসঙ্গ করিয়া তিনি দেশের ধনী ব্যক্তি দিগকে তদ্বিষয়ে যত্নবান ও মনোযোগী হইতে উপদেশ ও পরামর্শ দিলেন। ইংলণ্ডে অধিকাংশ বিদ্যাশিক্ষা কার্য্য স্থানীয় ব্যক্তি দিগের দ্বারা সম্পাদিত হয়, ইহাও দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লিখিত হইল।

লর্ড রিপন যখন ইংলণ্ডে ছিলেন, তখন তিনি শুনিয়াছিলেন ভারতবাসিদিগের সাধারণ মত নাই। কিন্তু ভারতে আসিয়া তাঁহার বিপরীত সংস্কার জন্মিয়াছে। এখানে তিনি বিচ্ছিন্ন ভাবে সাধারণ মত দেখিতে পাইতেছেন, তবে ঐ সাধারণ মতের আজও প্রগাঢ়তা জন্মে নাই। বিদ্যাশিক্ষার প্রাচুর্য্য না হইলে ঐ প্রগাঢ়তা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। এই কারণে তিনি বিদ্যাশিক্ষার বহুলপ্রচার চেষ্টারও উপদেশ দিলেন। এদেশীয়েরা ইউরোপীয়দিগের যে অনুকরণপ্রিয় হন, সেটী তাঁহার অভিমত নহে। এদেশীয়েরা স্বদেশীয় বিদ্যাশিক্ষার সহিত ইউরোপীয় বিদ্যাশিক্ষা করিয়া মানুষের মত হন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত।

সর্ব্বশেষে তিনি ছাত্রদিগকে কয়েকটী সৎপরামর্শ উপদেশ দিয়া বক্তৃতার উপসংহার করেন। আমরা এস্থলে তাঁহার দুই একটী বাক্যের অনুবাদ করিয়া দিলাম। যথা—"ছাত্রের মনোমধ্যে অসংখ্য ঘটনার সমাবেশ করিয়া দিলে,বিজ্ঞান শাস্ত্রের অবান্তর ভেদ বলিতে পারিলে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না। ছাত্রের স্বভাবতঃ যে সকল ভিন্ন ভিন্ন মানসিক বৃত্তি আছে তাহার কর্ষণ, উন্মেষণ ও দৃঢ়ীকরণ বিদ্যা শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভই শিক্ষার প্রথম আবশ্যক। উপর উপর বহু বিষয় জানা অপেক্ষা অল্প বিষয় যদি সম্পূর্ণরূপে জানা যায় তদ্দ্বারা মানসবৃত্তির উত্তমরূপে শিক্ষা হইতে পারে।" ইত্যাদি।

ফৌজদারী আইনের যে কত দোষ তাহা আমরা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। তৎপর বিষয়, সেই সকল দোষের কোথায় সংশোধন হইবে না। তৎপরিবর্ত্তে আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। লর্ড রিপন এখন ভারতের গবর্ণর। তাঁহার বিমল হস্ত হইতে পক্ষপাত দূষিত আইন বাহির হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত সন্দেহ নাই। ভারত তাঁহার দ্বারা যেরূপ উপকারের প্রত্যাশা করিতেছি এরূপ কোন গবর্ণরেরই নিকট করে নাই, অতএব তিনি কোন অন্যায় কার্য্যের অনুমোদন করিলে সাধারণে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইবে। এদেশীয়দিগের জন্য এক প্রকার ও ইউরোপীয়দিগের জন্য অন্য প্রকার আইন থাকাতে তাঁহাদিগকে অত্যাচার করিবার অধিকার দান করা হইয়াছে, এবং তাঁহাদিগের অত্যাচারে দেশীয়দিগের অস্থি জর্জ্জর হইতেছে। কোথায় সেই বৃদ্ধি প্রশমিত করিবার জন্য আইন হইবে না আরও অধিকার বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হইতেছে! সে দিন ব্যবস্থাপক সভায় স্থির হইয়াছে কোন ইউরোপীয়, বিচারপতি কর্ত্তৃক অন্যায় অবরুদ্ধ হইতেছেন বলিয়া যদি হাইকোর্টে আবেদন করেন তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিতে পারিবেন না। কিন্তু দেশীয়দিগের সম্বন্ধে সেরূপ নহে, তাহারা মাথাই কুটুক আর লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট দরখাস্তই করুক তাহাদিগকে কারাগারে থাকিতে হইবে। ব্যবস্থাপক সভার দেশীয় সভ্যেরা এবিষয়ে অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদিগের কথা উপেক্ষিত হইয়াছে। লর্ড রিপনের কথাবার্ত্তা শুনিলে আমাদের হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে কিন্তু এই সকল অন্যায় কার্য্যের পোষকতা দর্শন করিলে আমাদিগের যার পর নাই দুঃখ হয়। অতএব তিনি যাহাই করুন দৃঢ়তা সহকারে কার্য্য না করিলে আমাদিগের কোন উপকার সাধন করিতে পারিবেন না।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩ রা মার্চ্চ। রাজ্ঞী বিচলিত হন নাই। সকল লোকেই তাঁহার জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। যে গুলি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহা পাওয়া গিয়াছে। অদ্য মাজিষ্ট্রেট এই ঘটনার তদন্ত করিয়াছেন। মেক্লিন স্বীকার করিয়াছে, সে দরিদ্র, রাজ্ঞীকে হত্যা করিবার তাহার অভিলাষ ছিল না একটী ভীতি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে এই কার্য্য করিয়াছে। এ ব্যক্তি এক বার বাতুলালয়ে গিয়াছিল বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

লণ্ডন ৪ ঠা মার্চ্চ। ফ্রেসিনেট বলেন চীন গবর্ণমেণ্ট আফগানিস্থান সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসায় মধ্যস্থ হইতে প্রস্তাব করিয়াছেন।

মিসর ও রয়াল ইঞ্জিনিয়র কর্ণেল ওয়ারেন মরুভূমিতে আরোহণ করিয়া চলিয়া যাইবার সময়ে সমুদ্রে পতিত হন এবং নৌকা-যোগে দেশান্তরে নীত হইয়াছিলেন।

মত আদালতে যাঁহাদের প্রতি সন্দেহ করিয়া তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ৫ ই মার্চ্চ। য়িহুদিদের প্রতি রুষের অত্যাচার বিষয়ে কমন্সসভায় বাদানুবাদ হইয়াছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যাহাতে রুষ গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যের প্রতিকার করেন, ব্যারণ ডি ওয়ার্মস সেই প্রস্তাব করিয়াছিলেন। গ্লাডষ্টোন সাহেব তাহাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, তিনি সদুপদেশ দান ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারেন না।

রাজ্ঞী বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়াতে সর্ব্বসাধারণে তজ্জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

লণ্ডন ৬ ই মার্চ্চ। হাটিন গার্ডেন পোষ্ট আপিস হইতে যাহারা চিঠিপত্র অপহরণ করিয়াছিল, তাহারা ক্রমেই নানা স্থানে ধৃত হইয়াছে।

সার ষ্টাফোর্ড নর্থকোর্ট অদ্য সন্ধ্যাকালে কমন্স হাউসে ব্রাডলর শপথ গ্রহণের প্রতিবাদ করেন এবং এবিষয়ে একটি প্রস্তাব ও করিয়াছিলেন। লিবারেল সভ্যগণ অঙ্গীকার অথবা শপথ গ্রহণ করিবার বিধিটী সংশোধন করিয়া উহা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু অনুকূলে ২৫২ ও প্রতিকূলে ২৯০ জন মত প্রদান করাতে অগ্রাহ্য হইয়াছে।

বেলগ্রেড ৬ ই মার্চ্চ। অদ্য প্রিন্স মিলনকে সার্ভিয়া রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

লণ্ডন ৭ ই মার্চ্চ। রাজ্ঞী বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়াতে লর্ড ও কমন্স সভা আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন দিবেন স্থির করিয়াছেন।

ফর্ষ্টার সাহেব মুলামোর নামক স্থানে বক্তৃতাকালে গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত আয়র্লণ্ড সংক্রান্ত নীতির পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। এবং আয়র্লণ্ডবাসীরা ভয়ে খাজানা স্বীকার করাতে তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, জমীদার অথবা প্রজা পরস্পরের কেহই ভূমী সংক্রান্ত আইনের বিপরীত আচরণ করিতে পারিবেন না।

পার্লামেণ্টের সভ্যগণ ঈশ্বরকে মান্য করেন কি না তদ্বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিবার জন্য লর্ড রেডসডেল লর্ড সভায় অদ্য সন্ধ্যাকালে আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছেন।

আলজিয়ার্স ৭ ই মার্চ্চ। ফরাসী ও মুরিশ সৈন্যদিগের মধ্যে পরস্পর অকৌশল হওয়াতে ফিগুইগ নামক স্থানে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই মার্চ্চ। সৈনিক ব্যয় ১৫৪৩৭০০০০ টাকা অনুমিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা ৫৬২০০০০ টাকা হ্রাস দেখান হইতেছে।

ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের বিশেষ সংবাদদাতা ইভেন্স বিদ্রোহীদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করাতে রেগুসা নামক স্থানে বন্দীভূত হইয়াছেন।

সেণ্টপিটার্সবর্গে কোকন্দের সিংহাসনচ্যুত খাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে।

লণ্ডন ৯ ই মার্চ্চ। বিলাতের সংবাদপত্র সম্পাদকেরা ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবের পোষকতা করিতেছেন। টাইমস এ বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া বলিয়াছেন, আফিমের ব্যবসায়ের উপর নির্ভর করিয়া একেকালে কোন কর উঠাইয়া দেওয় বিচক্ষণ রাজস্ববিদ ব্যক্তির পক্ষে সঙ্গত নহে। আর আয় ব্যয় বাদে যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে, তাহার জন্য দায়িত্বের ভাগী হইবার সম্ভাবনা নাই এবং তদনুসারে ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট লবণকর হ্রাস করিয়া দিয়া উত্তম কাজ করিয়াছেন।

ডেলিনিউসও আয় ব্যয় বৃত্তান্তের অনুমোদন করিয়া বলিয়াছেন বৎসরের মধ্যেই কিছু ঋণ গ্রহণ করা আবশ্যক হইবে।

লর্ড মেয়রের অধ্যক্ষতায় গত কল্য ম্যানসন হাউসে স্বেধাক্ষর সভার অনুকূলে সভাধিবেশন হইয়াছিল। বক্তাগণের মধ্যে ইংলণ্ডীয় ব্যাঙ্কের গবর্ণর ও পার্লামেণ্টের কয়েকজন সভ্য ছিলেন।

লণ্ডন ১০ ই মার্চ্চ। ম্যাক্লিন রাজদ্রোহী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

গোল্ডকোষ্ট হইতে সংবাদ আসিয়াছে গামিনেরা কুমাসি নামক স্থানের নিকটস্থ অশান্তদিগের পল্লী আক্রমণ করিয়াছিল। ইহাদিগের পরস্পর শীঘ্রই যুদ্ধ ঘটনার সম্ভাবনা আছে।

ভিয়ানা ১০ ই মার্চ্চ। হার্জিগোভিনার বিদ্রোহীদিগের ক্রবাসে পরাজয় হইয়াছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ১০ ই মার্চ্চ। সেনাপতি স্কবেলফের সহিত সম্রাটের কথোপকথন হইয়াছিল। সম্রাট তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন তাঁহারাই রুশিয়ার অপ্রতিভের কারণ।

লণ্ডন ৯ ই মার্চ্চ। আয়র্লণ্ডে ভূমি সংক্রান্ত আইন অনুসারে কিরূপ কার্য্য হইতেছে, তাহা দেখিবার জন্য লর্ড সভা যে কমিটী নিয়োগ করিয়াছিলেন, গ্লাডষ্টোন সাহেব কমন্স হাউসে তাহার নিন্দা করিয়া যে প্রস্তাব করেন, তাহার সপক্ষে ৩০৩ ও বিপক্ষে ২৩৫ জন মত প্রদান করিয়াছেন।

নেটাল ৭ ই মার্চ্চ। বোয়ারেরা সৈন্য সামন্ত ও অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দুই বার মণ্টিসিমার সর্দ্দারকে আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু বিস্তর ক্ষতি সহ দূরীকৃত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

বৃহস্পতিবার মেডিকাল কালেজের এম, বি ও এল এম এস পরীক্ষার ফল প্রকাশ হইয়াছে। মোট ৪৯ জন পরীক্ষা দিয়াছিল তন্মধ্যে এম. বি পরীক্ষায় ৯ জন ও এল, এম এস পরীক্ষায় ৯ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বঙ্গদেশ ও মান্দ্রাজে পৃথক সৈন্য যাহাতে না রাখা হয় তদ্বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল তাহার না কি এইরূপ মীমাংসা হইয়াছে পৃথক সৈন্য রাখার প্রথা একেকালে উঠিয়া যাইবে না। সময় বিশেষে রাখা হইবে। আশার অর্দ্ধেক ফল।

দিল্লী গেজেট বলেন আগ্রা কালেজের সাহায্যার্থ মিউনিসিপালিটী বার্ষিক ৬ হাজার টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন। ভিক্টোরিয়া কালেজের প্রতিভূগণ আগ্রা কালেজের ভারগ্রহণে উৎসুক হইয়াছেন। আলীগড়ের মুসলমান দিগের কালেজের প্রতিভূগণ আগ্রাকালেজের জন্য প্রাপ্ত দানের টাকা ব্যয় করিবার ভার গ্রহণে ইচ্ছুক আছেন।

বেহার হেরাল্ড বলেন সাহাবাদের কালেক্টার নোলান সাহেব আবার একটী ভোজ উপলক্ষে অনেক দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক ও ইউরোপীয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইহাদের পরস্পর সৌহার্দ্দ জন্মাইয়া দিবার চেষ্টাই এরূপ করিবার মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্যান্য সিবিলিয়ানে দেখুন।

কলিকাতা মেডিকেল কালেজের অন্যতর অধ্যাপক কনিংহাম সাহেব ছুটী লইয়া বিলাত গমন করাতে প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাঁসপাতালের সার্জ্জন এ বারক্লে তৎপদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

২৮ এ মার্চ্চ কলিকাতা হাইকোর্টে বিতীয় দায়রার অধিবেশন হইবে।

বঙ্গদেশের কর সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি অপরিবর্ত্তিত ভাবেই রহিল, বেহারে কিছু পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা আছে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম ডবলু সি বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাণ্ডিং কৌন্সেলের পদলাভ করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সহকারী সেক্রেটারি বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের ছুটী শেষ হইলে তিনি ছোট আদালতে জজের পদ প্রাপ্ত হইবেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতর জজ জষ্টিস পণ্টিফেক্স সাহেব পদত্যাগ করিতেছেন।

হাইকোর্টের জজদিগের বেতন যাহাতে হ্রাস না হয়, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল ষ্টেট সেক্রেটারিকে তদ্বিষয়ে অনুরোধ করিয়াছেন।

রুশ সম্রাট তাঁহার ১৭ টী প্রাসাদ উচ্চ শ্রেণীর স্কুলের নিমিত্ত ছাড়িয়া দিয়াছেন। রুশের ১৫০০০০০০ লোক বিদ্যালয়ে গিয়া শিক্ষা করিয়া থাকে।

রথচাইল্ড সাহেব রাজপুতানা রেলওয়ে সাড়ে চল্লিশ লক্ষ পৌণ্ড দিয়া ক্রয় করিয়াছেন। ইহার প্রকৃত মূল্য ৯০ লক্ষ পৌণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তকার্য্যের সেক্রেটারির কর্ম্মচারিগণ ১৮ ই সিমলায় গমন করিবেন।

বিজ্ঞানসভার গৃহনির্ম্মাণার্থ লক্ষ্মৌ ক্যানিং কালেজের সংস্কৃত আইনের অধ্যাপক বাবু রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী ৫ শত টাকা দান করিয়াছেন।

বাবু আশুতোষ গুপ্ত এম, এ, এ বৎসর প্রেমচাঁদ রায় চাঁদের প্রদত্ত বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সামরিক বিভাগে ৪ জন কেরাণীর আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু ৭৫ জন কর্ম্মপ্রার্থী উপস্থিত হয়। এতদুপলক্ষে ২০ এ ও ২১ এ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্যভাবে পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। ৩ জন ইংরাজ ও একজন বাঙ্গালী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ২২ এ এপ্রেল বিলাতযাত্রা করিবেন। পুরাতন আমলাদিগের সকলেরই কি বিদায়কাল একবারে উপস্থিত হইয়াছে?

ধোলপুরের মহারাজ রাণা ব্রিটিশ সৈন্যদলে অবৈতনিক মেজরের পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

শুক্রবার উইলকিন্স সাহেব কলিকাতার ডেপুটী কমিশনরের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আব্দুল কোদস খাঁ হিরাটের গবর্ণরের পদ প্রাপ্ত হওয়াতে তত্রত্য লোকেরা যৎপরোনাস্তি সন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু হিরাটবাসীরা যাহা মনে করিবেন তাহাই যে করিবেন আমীর তাঁহাদিগকে সে স্বাধীনতা দানে ইচ্ছুক নহেন, কেহ বলে তাহাদিগের সহিত সমকক্ষ নহেন বলিয়া এই দীনতা সহ্য করিতেছেন।

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল আদেশ দিয়াছেন

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের জন্য যে সকল দ্রব্য আবশ্যক হইবে, তন্মধ্যে যেগুলি ভারতবর্ষে পাওয়া যাইবে তাহা আর বিদেশ হইতে আনান হইবে না। এইটী কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি এই নিয়ম করিয়াছেন, অতঃপর কোন দ্রব্য খুচরা ক্রয় করা হইবে না। প্রত্যেক বিভাগের প্রধান নগরে এক একটী ভাণ্ডার থাকিবে। স্থানীয় আপীস সমূহের আবশ্যক দ্রব্যাদি তাহাতেই সঞ্চিত থাকিবে। একটী সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, সেই সময়ের মধ্যে আপীসের কর্ত্তারা তাঁহাদিগের আবশ্যক মত দ্রব্যাদি তথা হইতে আনাইতে পারিবেন। আমরা দেখিতেছি এরূপ উৎসাহদান করিলে যে দ্রব্য ভারতবর্ষে না হয়, তাহাও সত্বরে প্রস্তুত হইবে।

ডিগিন্দ নামে যে ব্যক্তি বাঘ মারিতে দুই জন মানুষ মারিয়াছেন, তিনি হতব্যক্তিদিগের আত্মীয় বর্গকে এক এক শত টাকা দিয়া রক্ষা করিয়া ফেলিয়াছেন।

দানাপুরের রেলওয়ে পুলিস ইনস্পেক্টার রিয়র্ডন সাহেব, বাহাদুর খাঁর পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের উপর মিথ্যা ভ্রূণহত্যার সম্ভাবনা করিয়া তাহাদিগকে অবমান করাতে বাহাদুর প্রতিকারের আশায় ক্যান্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট লেপ্টেনাণ্ট হেষ্টিংসের নিকট নালিশ করে। কিন্তু বিচারে তিনি ফৌজদারী আইনের ৯৯ ও ১০০ ধারানুসারে ইনস্পেক্টরের এ দোষ অগ্রাহ্য বিবেচনা করিয়া মকদ্দমা ডিস্‌মিস করিয়াছেন।

আমাদের চাপরার সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, কলিকাতা গেজেটে দোল যাত্রা উপলক্ষে ৪ঠা মার্চ্চ শনিবার আফিষ বন্ধ থাকিবে দেখিলাম। কিন্তু উক্ত দিবস কাছারি বন্ধ রহিল, উৎসবের কিছুই দেখা গেল না। রবিবার প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত এ প্রদেশবাসীরা ধুলি কর্দ্দম ও নানা প্রকারে দুর্গন্ধ পদার্থ লইয়া আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও অপরিচিত পথিক দিগের গাত্রে মাখাইতে লাগিল। স্ত্রী পুরুষ বিচার রহিল না। একস্থলে দেখিলাম কতকগুলি ভদ্রবংশজাত নাম ধারী যুবা পুরুষ একটী স্ত্রীলোককে কর্দ্দমাক্ত করিতে করিতে বিবস্ত্রা করিয়া ফেলিল। এরূপ বর্ণনা ও বোধ হয় অশ্লীল হইল। আবার এই সময়ে বাছিয়া বাছিয়া সুমধুর স্বরে যে সমস্ত গীত আরম্ভ হইল, তাহা শ্রবণমাত্রে কোন সভ্য ব্যক্তি কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান না করিয়া থাকিতে পারিল না। ক্ষণকাল পরে মাতালের দল ভাঁটী হইতে বাহির হইলেন। ইহাদের বৃত্তান্ত, বোধ হয় লিখিবার আবশ্যকতা নাই, আপনারা অনায়াসে অনুভব করিয়া লইবেন। এই ভাঁটীরূপ মহাতীর্থে অদ্য মাহেন্দ্র যোগ, লোকে লোকারণ্য। শুঁড়ী আর যোগাইতে পারেনা, নাই বলিতেও পারেনা, নিকটস্থ কুপোদক বিক্রয় আরম্ভ হইল, ইহাতেও কুলান নাই। আর আনুষঙ্গিক অসভ্যাচরণ যে কত হইতে লাগিল, তাহা বলিয়া জানান যায় না, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা মাতালের সংখ্যা যে বাড়িয়াছে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল।

মদের ও মাতালের দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া আমরা যার পর নাই দুঃখিত হইতেছি। কত দিনে এই খোলা ভাঁটী উঠিয়া যাইবে বলিতে পারিনা। রাজকোষে বিলক্ষণ দশ টাকা আয় হইতেছে বটে, কিন্তু গরিব মারা পড়িতেছে। রাজার কি প্রজার মঙ্গল সাধন করা উদ্দেশ্য নয়?

উপসংহারে আমরা আমাদের বেহারবাসী বন্ধুবর্গকে এই কথা বলি যে, তাঁহারা বিশেষতঃ এই দেশের খোলাভাটী প্রথা যত শীঘ্র উঠিয়া যায় তাহার চেষ্টা করুন। সেদিন বেহারের জমিদারগণের সভা লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরকে যে অভিনন্দন প্রদান করেন তাহাতে এই খোলাভাঁটী বন্ধ করিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, বোধ হয় তিনি কোন আদেশ না দেওয়াতে আর কেহ চেষ্টা করেন না। চেষ্টা একবার বিফল হইল বলিয়া যে পুনরায় চেষ্টা করিতে নাই এ বড় অসার কথা।

একজন পত্রপ্রেরক বলেন গত শনিবার ৪ঠা মার্চ্চ কলিকাতা ইটালী মিউনিসিপ্যাল সাহায্য প্রাপ্ত বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই কার্য্যোপলক্ষে অনেক ভদ্র বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি সমাগত হইয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়টী ১৮৭৫ সালের জুলাই মাসে শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের যত্নে ও উৎসাহে সংস্থাপিত হয়, উক্ত মহোদয়ের পরিশ্রমে, চেষ্টায় ও অর্থসাহায্যে বিদ্যালয়টী জীবিত থাকিয়া দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে।

চারুবার্ত্তা বলেন একজন নূতন সিবিলিয়ান বঙ্গভাষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১০০০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন, তিনি বিচারাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে একটী ষাঁড় চুরির মকদ্দমা উপস্থিত। ষাঁড় শব্দের অর্থ সাহেবের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না, মোক্তার বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন, সাহেব বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, হাঁ হাঁ বুঝিয়াসে বুঝিয়াসে পুরুষ মানুষ গোরু আসে!

যিনি গুলেস্তাঁনা প্রভৃতির রচয়িতা কবি সেখ সাদীর সময়ের অন্যান্য মুসলমান কবিদিগের জীবনবৃত্ত সংক্ষেপে উর্দ্দু ভাষায় লিখিতে পারিবেন, কলিকাতাস্থ মুসলমান সভা তাঁহাকে এক শত টাকা মূল্যের একটী স্বর্ণপদক প্রদান করিবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হইয়াছেন:— অনারেবল আর ই টটেনহাম সি, এস; কর্ণল জি, টি চেসনি; অনরেবল ফ্রাঙ্কলিন প্রেস্কট; অনারেবল কৃষ্ণদাস পাল, সি, আই, ই; রাইট রেভরেণ্ড পি, এ বিগ্‌লাণ্ডেট ডি, ডি; কর্ণেল এস, টি ট্রেভর আর, ই; ডি, ও রাই স্কোয়ার এম, ডি, এ বার্চ স্কোয়ার এম, ডি; জি, বেলেট স্কোয়ার এম, এ; এস, ডাউনিং স্কোয়ার বি, এ; জি উইলসন স্কোয়ার এম, এ এবং সৈয়দ আমীর হোসেন।

রেলওয়ে পুলিসের কর্য্যাদি সবিশেষ জানিয়া শুনিয়া কর্ত্তব্য অবধারণের জন্য যে কমিশন বসিয়াছে সেই কমিশন ভারতবর্ষের নানা স্থান ভ্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া নিম্নলিখিত স্থানে যাইবেন স্থির করিয়াছেন। এই পুলিষ সম্বন্ধে স্থানীয় লোকদিগের যাঁহার যেরূপ মত ইচ্ছা করিলে তিনি কমিশনকে জানাইতে পারিবেন। কমিশন বর্ত্তমান ১লা ২রা ও ৩রা এলাহাবাদে, ৫ ই ৬ ই বোম্বাইয়ে, ৮ ই ৯ ই ১০ই মান্দ্রাজে, ১২ ই ১৩ ই পুনরায় বোম্বাইয়ে, ১৫ই আজমীরে, ১৬ ই জয়পুরে, ১৭ ই আলয়ারে, ১৯ এ ও ২০ এ দীল্লিতে, ২১ এ লাহোরে, ২৩ এ আটকে ২৪এ আবার লাহোরে, ২৫ এ ও ২৬ এ আগ্রায়, ২৭ এ রামপুরে, ২৮ এ ও ২৯ এ লক্ষ্ণৌয়ে, ৩০ এ বারাণসীতে, ৩১ এ বাঁকিপুর ও গয়াতে বসিবে।

কলিকাতার সওদাগর মা কিনলেসন সাহেব পাটনা এবং বাঁকিপুরের মধ্যে ট্রামওয়ে চালাইবার সংকল্প করিয়াছেন।

আমাদের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন নদীয়া জেলার সংক্রামিক জ্বরের নির্ণয়ার্থ যে কমিশন বসিয়াছেন, তাঁহারা বনগ্রাম ও রাণাঘাটের কার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়া অদ্য (৬ ই মার্চ্চ) শান্তিপুরে আসিয়াছেন। এখানকার কার্য্য শেষ করিয়া তাঁহারা শীঘ্রই কৃষ্ণনগরে গমন করিবেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা ঐ স্থান হইতে জ্বরসংক্রান্ত রিপোর্ট লিখিবেন।

আমলাদিগকে বিষনয়নে দেখা রোগ বিচারপতিকে সংক্রামিত হইয়া উঠিতেছে। আমলাদিগের উপর অসঙ্গত প্রভুত্ব প্রদর্শন ও অতি প্রত্যাহিক তাড়না করা রোগটির উপশম না হইলে বিষম বিপদ। ঢাকা প্রকাশ লিখিয়াছেন, তত্রত্য ফৌজদারীর হেড মোহরার বাবু অনন্তচন্দ্র রায় নূতন মাজিষ্ট্রেট কালেক্টারের দৌরাত্ম্যের তাড়নায় পেন্সন গ্রহণের প্রার্থনা জ্ঞাপন পূর্ব্বক কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কালেক্টারির সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও পেস্কার শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র মুস্তফীও বোধহয় পেন্সন গ্রহণার্থী হইয়া শীঘ্রই কাজে ইস্তফা করিবেন।

আবকারির আয়ের কোন ক্ষতি হয়, রাজপুরুষদিগের তাহা অভিমত নহে, অন্যে পরে কা কথা স্বয়ং মন্ত্রিবরই তাহাতে সম্মত হয়েন। স্বার্থের লোভে মানুষ হইয়া মানুষের পরকাল নষ্ট করা মনুষ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধ। চীনের অহিফেন ব্যবসায় হইতে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টকে নিবৃত্ত করিবার জন্য লোক কত চীৎকার করিতেছেন, কিন্তু কেহই তাহা শুনিয়াও শুনেন না। বিলাতে ইহার জন্য এক সম্প্রদায় কত বক্তৃতা করিতেছেন, কত যুক্তি দেখাইতেছেন, পরিশেষে তাঁহারাই আবার উৎসাহিত হইয়া মন্ত্রিবর গ্লাডষ্টোনের নিকটে প্রতিনিধি প্রেরণের সংকল্প করেন, কিন্তু আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, গ্লাডষ্টোন সাহেব এই প্রতিনিধিগ্রহণে অসম্মত হইয়া প্রায় সকলেরই আশার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন।

ব্রহ্মরাজ থিবার এক একটী নিষ্ঠুরাচরণের কথা শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সামান্য কারণে নরহত্যা করিতে তাঁহার হৃদয় সঙ্কুচিত হয় না। আমরা প্রায় যখন তখন তাঁহার হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাই। কিন্তু তাহার নিবারণোপায় কাহাকেও অবলম্বন করিতে দেখা যায় না। সম্প্রতি রেঙ্গুন গেজেট লিখিয়াছেন থিবা মিঙ্গান নামক স্থানে এক পক্ষের মধ্যে পাঁচ জন লোককে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিয়াছেন।

রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা শীঘ্র কলিকাতায় উপনীত হইবে এবং বিডন স্কোয়ারে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মাঙ্কাষ্ট্রার-মেলের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা বলেন যে মাসে বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেবের শাসনকাল পূর্ণ হইলে সার মাইকেল কেনেডির উক্ত পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে।

বঙ্গের ন্যায় মান্দ্রাজেও বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিয়ম এই, যিনি বার্ষিক ৬ টাকা চাঁদা দিবেন, তিনি সভ্য হইতে পারিবেন।

আজ কাল দেশীয় রাজাদিগের প্রজারা আবার চক্রান্ত করিতে শিখিতেছে। নেপালের রাজা ভূমির রাজস্ব বৃদ্ধি করাতে প্রজারা তাঁহাকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে জোটবদ্ধ হইয়াছে। আবার বরদার মহারাজকে হত্যা করিবার জন্য চক্রান্ত হইতেছে। কয়েক জনের উপর সন্দেহ হওয়াতে তাহারা ধৃত হইয়াছে। নর টি মাধব রাওকে বোম্বাই হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বলা হইয়াছে। তিনি পদত্যাগ করিবেন না।

মহারাষ্ট্রীয় নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক কোলাপুরের পলিটিকাল এজেণ্টের নিন্দা করাতে যেমন দোষী হইয়াছেন।

ইষ্টার্ণ ষ্টেষণরির প্রতিনিধি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রাইল্যাণ্ড সাহেব এই মাসের শেষে ছোট আদালতের জজ হইবেন, এবং হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট বক্লণ্ড সাহেব তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

পরিদর্শক বলেন শ্রীহট্টের একজন এসেসর শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন সেসন জজ মসপ্রাট সাহেবের নিকট বিদায় প্রার্থনা করাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত গালাগালি দিয়াছেন।

যে সকল দ্রব্য উত্তাপ লাগিলে নষ্ট হইয়া যায় সেই সকল দ্রব্য নিরাপদে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইবার নিমিত্ত ব্রিগস এবং ফেনার কোম্পানী এক প্রকার নূতন গাড়ির সৃষ্টি করিতেছেন। ইহা ভারতীয় রেলওয়ে সমূহে চলিবে। এই গাড়ি দুই তালা হইবে। উপর তালায় শীতল বায়ু বদ্ধ থাকিবে এবং নিম্নের তালায় বরফের বাক্স রক্ষিত হইবে। একটী ট্রেণে এইরূপ যত গাড়ি থাকিবে সকল গুলিই পরস্পর নলের দ্বারা সংযুক্ত থাকিবে এবং সেই নল আরোহীদিগের গাড়ির সহিত এরূপে যুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে যে ট্রেণ চলিবার সময়ে আরোহীর গাড়ী সেই শীতল বাতাসে পূর্ণ হইবে।

জুলুরাজ সেটিবাও যাহাতে দেশে প্রত্যাগত না হন তজ্জন্য তত্রত্য অধিবাসীরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিতেছে।

পোষ্ট আপীষের ডাইরেক্টার জেনারল মণ্টিথ সাহেব আর প্রত্যাগত হইবেন না। প্রতিনিধি ডাইরেক্টার হগ সাহেব স্থায়ী পদলাভ করিলেন।

আসামের লোকদিগের অবস্থার উৎকর্ষ বিধানার্থ শিবসাগরে একটী সভাবিষ্ঠিত হইয়াছে।

ঢাকা কালেজের অধ্যাপক ডাক্তার পি, কে রায় ১৮৮২ অব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষার ভূগোলের পরীক্ষক মনোনীত হইয়াছেন।

কিছু দিন গত হইল শ্রীরামপুরের পোলঘাটে একখানি নৌকা প্রচণ্ড ঝটিকাবেগে ১৪ জন আরোহীর সহিত জলমগ্ন হয়, দুই জন কষ্টে জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

মেদিনীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্র রঙ্গপুরের সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

রঙ্গপুরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেদিনীপুরের সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত জামতাড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু চন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত কিছু দিনের জন্য স্বকার্য্য ভিন্ন দেওঘরের কার্য্য করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইলেন।

পাটনার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জি, এ গ্রিয়ারসন ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

হাজারিবাগের অন্তর্গত গিরিডির সহকারী কমিশনর ডবলু এল সামুএলস ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

রঙ্গপুরের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ম্যাথিউ ৭ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী সেরার আলী পাটনায় বদলী হইলেন।

জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এচ টমসন ১৫ ই মার্চ্চ হইতে ৩ মাস বিদায় গ্রহণ করিবেন, কিন্তু রেজিষ্ট্রেশনের প্রতিনিধি ইনিস্পেক্টার জেনারল এফ, এম, হ্যাণ্ডলে ৩ মাস বিদায় প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া ২ রা জানুয়ারির কলিকাতা গেজেটে যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা রহিত হইল।

বর্দ্ধমানের কমিশনর টি, ই, রেভেন্সা কর্ম্ম পরিত্যাগ করাতে প্রতিনিধি কমিশনর জে, বিমস তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

বিমস সাহেবের পদোন্নতি নিবন্ধন চম্পারণের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জে, ওয়ার্ড এডগার ১ ম শ্রেণীতে, পাবনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জে ২ য় শ্রেণীতে, দিনাজপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ও কক্সহেড বালেশ্বরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার বিডন, ৩ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

হাবড়ার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডবলু, এচ পেজ প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

মুঙ্গেরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জি, জি, ডে কিছু দিনের জন্য প্রথম শ্রেণীস্থ হইলেন।

ভাগলপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে পাসফোর্ড ২ য় শ্রেণীভুক্ত হইলেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয় সে পর্য্যন্ত ইনি ১ ম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্য করিবেন।

রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের প্রতিনিধি ইনস্পেক্টার জেনারল বোর্ডিলন ঐ পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন। ইনি স্বকার্য্য ভিন্ন লোক সংখ্যার কার্য্যও করিবেন। এই আদেশ নিবন্ধন প্রতিনিধি ইনস্পেক্টার জেনারল হ্যাণ্ডলে সাহেব রেজিষ্ট্রি আপীসের ইনস্পেক্টার হইলেন।

সুন্দরবনের প্রতিনিধি কমিশনর এফ, ই পার্জ্জিটর এপ্রেল মাসে কলিকাতায় সংস্কৃতের পরীক্ষা দিবার জন্য ৪ মাস বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজমহলের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু গোপীকৃষ্ণ লাল কিছু দিনের জন্য পাকুড়ে বদলী হইলেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগ।

মেদিনীপুর কালেজের প্রধান শিক্ষক বাবু গঙ্গাধর আচার্য্য ৩ মাস বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কৃষ্ণনগর কালেজের অধ্যাপক জে এ. মার্টিন ঐ কালেজের অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কলিকাতা মাদ্রাসার প্রতিনিধি অধ্যক্ষ ও প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রতিনিধি অধ্যাপক এ, এফ, আর হর্ণেল সাহেবের প্রতি ২৩ এ জানুয়ারি যে আদেশ হয় তাহার পরিবর্ত্ত করিয়া তাঁহাকে ৪ র্থ শ্রেণীতে স্থাপিত করা হইল।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

পূর্ণিয়ার প্রতিনিধি সবর্ডিনেট জজ বাবু মতিলাল সরকার ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন, ইনি ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

রঙ্গপুরের অন্তর্গত গাইবান্ধার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু প্রভাতনাথ রায় ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

পাটনার সবর্ডিনেট জজ বাবু পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩ মাস বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

রাণাঘাট — ৭ ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮২।

এবার সুপ্রসিদ্ধ ঘোষপাড়ার মেলা বা দোল যাত্রার পর্ব্বে তাদৃশ অধিক লোকের সমাগম হয় নাই, ন্যূনাধিক ১০।১২ সহস্র লোক আসিয়াছিল মাত্র। ঘোষপাড়ার মেলার কর্ত্তৃপক্ষগণ এবার মকদ্দমা লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। খুড়ো ভাইপোতে বিলক্ষণ বিবাদ চলিতেছে। খুড়ো বৃদ্ধ ঈশ্বরপাল গদি দখল করিয়া বসিয়া আছেন, ভাইপো রসিক পাল সমান ভাগের জন্য আদালত খাইয়া লাগিয়া গিয়াছেন। রাণাঘাটের ডেপুটী বাবু ঘোষপাড়ায় উপস্থিত না থাকিলে বিলক্ষণ দাঙ্গাহেঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা ছিল। যাহা হউক, ঘোষপাড়ার মত (অর্থাৎ ধর্ম্মের মত) কি তাহা আমরা জানি না কিন্তু যে সকল লোক এই মেলায় আসিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন মাতাল, লম্পট, বেশ্যা ও গুণ্ডা, এ কথা বলিলে আমরা অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইব না। বঙ্গদেশের দেবালয় পুণ্যার্জ্জনের স্থান না হইয়া ক্রমে পাপার্জ্জনের স্থল হইয়া উঠিয়াছে। যত রাজ্যের মাতাল লম্পট ও বেশ্যা যাইয়া উহার পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে। পাঠকবর্গ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, ঘোষপাড়ার দোলদারেরা ইজারা করিয়া তিন দিবসের জন্য একখানি গাঁজার ও একখানি মদের দোকান বসাইয়াছিল !! তিন দিনের গাঁজার দোকানের লাইসেন্স ট্যাক্স ৯ টাকা ও মদের দোকানের লাইসেন্স ট্যাক্স ১২ টাকা দোকানদারদিগকে দিতে হইয়াছিল !!

নদীয়া জেলার জ্বরের কারণ নির্ণয়ার্থ যে কমিশন (ফিবর কমিশন) বসিয়াছেন, সম্প্রতি তাঁহারা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আগামী মাসে ইঁহারা শান্তিপুরের অভিমুখে গমন করিবেন। প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট প্রজাগণকে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই কমিশন বসাইয়াছেন। কিন্তু কমিশন প্রকৃত প্রস্তাবে কৃতকার্য্য হইবেন কি না তদ্বিষয়ে আমাদিগের বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। কমিশনের নাম শুনিলেই আমাদিগের ভক্তি উড়িয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট এদেশে অনেকবার কমিশন বসাইয়াছেন। ইণ্ডিগো কমিশন, ফেমিন-কমিশন, আর্ম্মি-কমিশন প্রভৃতি এ পর্য্যন্ত ৬।৭ টা কমিশন বসিয়াছিল; কিন্তু ইণ্ডিগো কমিশন ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট আর কোন কমিশন হইতেই ফললাভ করিতে পারেন নাই। গবর্ণমেণ্ট আরও একবার (১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে) এই মেলেরিয়া জ্বরের কারণ নিরূপণার্থ কমিশন বসাইয়াছিলেন; কিন্তু তদ্দ্বারা দেশের কিছুমাত্র উপকার হয় নাই, এবং মেলেরিয়া জ্বরের প্রকৃত কারণও উদ্ভাবিত হয় নাই। আমরা এ সম্বন্ধে আমাদিগের মতামত সময়ান্তরে পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিবার ইচ্ছা করিতেছি।

আড়ংঘাটার ষ্টেষণ হইতে নামিয়া দত্তপুলিয়া যাইতে হইলে (বিশেষতঃ বর্ষাকালে) সর্ব্বসাধারণের ও গাড়ি প্রভৃতির যে কিরূপ অসুবিধা হইত তাহা লিখিতে কাষ্ঠময়ী লেখনীও বিদীর্ণা হইয়া যায়। আমরা গত বৎসরে এই সোমপ্রকাশে লিখিয়াছিলাম যে দত্তপুলিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল দত্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ বসু জমীদার মহাশয় আড়ংঘাটা হইতে দত্তপুলিয়া পর্য্যন্ত যাইবার কারণ একটী নূতন রাস্তার জন্য প্রত্যেক ৫০০ শত টাকা দিয়াছেন। সেটী আমাদিগের ভ্রম হইয়াছিল। যদিও হরিচরণ বাবু জমীদার এবং মনে করিলে ৫০০ শত টাকা কেন ৫০০০ সহস্র টাকা দিতে পারেন; কিন্তু এই রাস্তার জন্য তিনি কিছুই দেন নাই। মতিলাল বাবুর টাকাতেই এই রাস্তাটী প্রস্তুত হইতেছে, আর কিছু দিন গেলেই রাস্তাটী সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়া লোকের অনায়াস ও সুগম্য হইবে। মতিবাবু এই ৫০০ শত টাকা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। দত্তপুলিয়ার যে ডাকঘরটি আছে তাহা ইঁহার টাকায় প্রস্তুত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মতিবাবু স্বগ্রামবাসী ছাত্রী ও বিপন্ন ব্যক্তিগণকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন। গ্রামবাসিগণের কাহারও টাকার প্রয়োজন হইলে কাহাকেও সামান্য সুদে কাহাকেও বা বিনা সুদে টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকেন। পাঠকবর্গ! এটী সামান্য উপকার নহে, আমরা বিশ্বস্তসূত্রে আরও শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, মতিলাল বাবু উপরি লিখিত রাস্তাটী সম্পূর্ণ হইলে দত্তপুর কুশবাড়ীয়ার সন্নিকট বিবাস্তর মাঠের মধ্যে ঐ রাস্তার পার্শ্বে একটী সুদীর্ঘ সুগভীর পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া পরিশ্রান্ত পথশ্রমণ কাতর পথিক ও গবাদির জলপিপাসা নিবারণের মনস্থ করিয়াছেন। যাহা হউক, পল্লীগ্রামের ধনাঢ্য ও জমিদারগণ পরস্পর বিবাদ দলাদলি ও দাঙ্গাহাঙ্গামাদি না করিয়া এইরূপ যতই দেশহিতকর কার্য্যে মনোযোগী হইবেন, ততই দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, তাঁহারাও গবর্ণমেণ্টের নিকট সম্মানিত হইবেন।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রথম সেসন।

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২।

গত ১৭ ই জানুয়ারি শিকোয়াবাদ ষ্টেষণের সন্নিকটে মাল ও ডাক গাড়িতে যে ধাক্কা লাগিয়াছিল, তজ্জন্য ডাক গাড়ির ড্রাইভার ওয়াটস্ সাহেব দোষী সপ্রমাণ হইয়া বিচারার্থ জজ আদালতে নীত হইয়াছে।

উক্ত মকদ্দমার প্রথম সাক্ষী মাল গাড়ির গার্ড গিল সাহেব বলেন, গত ১৭ ই জানুয়ারি রাত্রি ৮-২৫ মিনিটের সময় কানপুর হইতে মাল গাড়ি ছাড়া হয়, উক্ত গাড়িতে ৪৫ টন অতিরিক্ত বোঝাই থাকে, এ সংবাদ তথাকার ষ্টেষণ মাষ্টারকে দেওয়া হয়, কিন্তু বোঝাই কমান হয় নাই, তবে পেকুণ ষ্টেষণে আসিয়া এক খানি শকট পরিত্যাগ করা হয়। মালগাড়ি সাধারণতঃ ঘণ্টায় ২০ মাইল যাইতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত বোঝাই হওয়াতে ঘণ্টায় ১৬ মাইল যাইতেছিল। প্রাতঃকাল বেলা ৬-৩৫ মিনিটের সময়ে মালগাড়ি "লাইন পরিষ্কার সংবাদ" লইয়া বাদান ষ্টেষণ ত্যাগ করে। সে দিবস প্রত্যূষে এরূপ ভয়ানক কুজ্ঝটিকা হইয়াছিল যে, ৫০ হস্ত দূরস্থ কোন বস্তুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। গিল সাহেব শিকোয়াবাদের ডিষ্টাণ্ট সিগন্যাল দেখিবার জন্য গাড়ি হইতে কিঞ্চিৎ বহির্গত হইতেছেন, এরূপ সময়ে পশ্চাৎ হইতে বাঁশীর শব্দ শ্রুত হইল, তিনি সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখেন ডাকগাড়ির ইঞ্জিন ৫০ হস্ত দূরে রহিয়াছে, তদ্দৃষ্টে ব্রেকভ্যান হইতে লম্ফ প্রদান করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, অমনি দুই গাড়িতে ধাক্কা লাগিয়া তিনি দূরে নিক্ষিপ্ত হইলেন। চৈতন্য লাভ করতঃ তিনি ডাকগাড়িতে যান এবং তথায় পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। দ্বিতীয়বার সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখেন যে, তিনি শিকোয়াবাদের ডাক বাঙ্গালায় আছেন। প্রতিবাদীর ব্যারিষ্টার জিজ্ঞাসা করিলে এই উত্তর দেন যে, তিনি অতিরিক্ত বোঝাই হওয়ার কথা লোকোমেটিভের বেগাধিক্যে অবগত করেন, কিন্তু তাহাতে আবোহীর শকট ছিল না বলিয়া কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা

হয় নাই। যশোবন্তনগর ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ির মন্দগতির কথা ড্রাইভারকে জ্ঞাত করা হইয়াছিল, এবং সে এই ক্ষতি পূরণ করিয়া লইবার আভাস দেয়। বাদানে আসিয়া তিনি তথাকার নিম্ন সহকারী ষ্টেষণ মাষ্টারকে ডাকগাড়ির সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দেন যে "তাহার কোন সংবাদ নাই।"

দ্বিতীয় সাক্ষী ডাকগাড়ির গার্ড কোলার্ড সাহেব। তিনি ১৭ ই জানুয়ারি রাত্রি ৯২৫ মিনিটের সময় কানপুর হইতে ডাকগাড়ি লইয়া আইসেন। বাদানে উপস্থিত হইলে "সতর্ক হইয়া যাইবার সংবাদ" প্রাপ্ত হন এবং ড্রাইভারকেও তাহা প্রদত্ত হয়। এরূপ সংবাদে তাঁহার ইহা উপলব্ধি হইয়াছিল যে, মালের গাড়ি অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে। এই গাড়ির ইষ্টানিষ্টের জন্য তিনি এবং ড্রাইভার উভয়েই দায়ী। শিকোয়াবাদ ষ্টেষণের নিকটে আসিয়া বাঁশীর শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং তাহার অনতিবিলম্বেই উভয় গাড়িতে ধাক্কা লাগিল এবং তিনিও তৎক্ষণাৎ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। প্রতিবাদীর ব্যারিষ্টার কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে এই বলেন, মালগাড়ি যে মন্দ গতিতে যাইতেছে, এ কথা বাদানে তাঁহাকে কেহ বলে নাই। ডাকগাড়ি স্বাভাবিক বেগের অপেক্ষা এরূপ মন্দ গতিতে যাইতেছিল যে, লাইনে কোনরূপ প্রতিবন্ধক ঘটিলে শিকোয়াবাদ পহুছিতে ৬। ৭ মিনিট বিলম্ব হইত মাত্র।

ডাকগাড়ির ফায়ারম্যান পোটার সাহেব তৃতীয় সাক্ষী। তিনি বলেন যে, ১৭ ই জানুয়ারিতে অত্যন্ত কুজ্ঝটিকা হইয়াছিল। তাঁহার কার্য্য ব্রেক কষা এবং বাষ্পকে সমভাবে রাখা। গাড়িতে ধাক্কা লাগিবার ২.১ মিনিট পূর্ব্বে অপরাধী বাষ্প বন্ধ করে; সে সময় গাড়ির বেগ স্বাভাবিকের অপেক্ষা অত্যন্তই মন্দীভূত হইয়াছিল। ৪০ ফুট অন্তর হইতে মালগাড়ির শেষাংশ দৃষ্টিগোচর হইলে তিনি যেমন বলপূর্ব্বক ব্রেক কষিতে অগ্রসর হইলেন, অমনি সজোরে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন।

চতুর্থ সাক্ষী ডাকগাড়ির ব্রেক কর্ম্মকারী আদিত্য তেওয়ারি বলে যে সে অতি অল্পদূর হইতেই মাল গাড়ির পশ্চাৎ স্থিত আলোক দৃষ্ট করিয়া ব্রেক কষিয়াছিল। ধাক্কা লাগিবার সময় গাড়ির গতি অল্পই হ্রাস হইয়াছিল নতুবা ইতিপূর্ব্বে স্বাভাবিক বেগে আসিতেছিল।

পঞ্চম সাক্ষী বাদানের নিম্ন সহকারী ষ্টেষণ মাষ্টার পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এইরূপ সাক্ষ্য দেন যে গত ১৭ ই জানুয়ারিতে ১৭ নং মালের গাড়ি ৬৩০ মিনিটে বাদানে আসিয়া উপস্থিত হয়। গাড়িখানির আসিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়াছিল। এলাহাবাদের মেলার জন্য সকল গাড়িই নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইতে পারিত না; সুতরাং এতাদৃশ বিলম্বের কারণ অনুসন্ধান না করিয়া গিল সাহেবকে "লাইন পরিষ্কার সংবাদ" প্রদত্ত হয়। উক্ত সাহেব ডাক গাড়ির সংবাদ জিজ্ঞাসু হইলে এই বলা হয় যে উহা যশোবন্তনগর পরিত্যাগোন্মুখ হইয়াছে এবং ড্রাইভারও এ বিষয় অজ্ঞাত ছিলেন না। মালগাড়ি বাদান ষ্টেষণ পরিত্যাগ করিলে, ডাকগাড়ি তথায় আসিবার জন্য ছাড়িয়াছিল এবং বেলা ৭ ঘটিকার সময় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাকগাড়ির ড্রাইভার ও গার্ডকে "সতর্ক" হইয়া যাইতে উপদেশ দেওয়া হয় এবং তাঁহারা ৭-৩ মিনিটের সময় বাদান পরিত্যাগ করেন। শিকোয়াবাদ ষ্টেষণে যাইতে ডাকগাড়ির ২৮ মিনিট লাগিয়া থাকে। অপর পক্ষ হইতে প্রশ্ন হইলে তদুত্তরে এই বলেন অগ্রগামী মালগাড়ি যে সময়ানুসারে যাইতে পারিতেছে না, এ কথা ডাকগাড়ির ড্রাইভার বা গার্ডকে জ্ঞাত করান হয় নাই। তিনি যদি পূর্ব্বে জানিতে পারিতেন যে মালগাড়ি যথা সময়ে শিকোয়াবাদে উপস্থিত হইতে পারিবে না তাহা হইলে ডাকগাড়িকে তথায় আটক করিয়া রাখিতেন। রেলওয়ে কোম্পানির এই আদেশ আছে যে ডাকগাড়ি ষ্টেষণে উপস্থিত হইলে ষ্টেষণ মাষ্টারকে সে সময়ে তথায় থাকিতে হইবে: কিন্তু সে দিবস তিনি পীড়িত ছিলেন এজন্য উপস্থিত হইতে অসমর্থ হন। সহকারী ষ্টেষণ মাষ্টার তখন নিদ্রিত, সুতরাং সকল ভারই তাঁহার স্কন্ধে আরোপিত ছিল। বাদান হইতে যাইবার জন্য স্থানীয় গাড়ির (লোকাল-ট্রেণ) ৩৮ এবং মালগাড়ির ৪৬ মিনিট অবধারিত আছে। যদি তিনি অগ্রে জানিতে পারিতেন যে সে দিবস ১৭ নং গাড়ি সাধারণ মালগাড়ির ন্যায় যাইবে তাহা হইলে উক্ত গাড়ির গার্ড তদনুসারে পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেন। তদনন্তর অপর কয়েক জন সাক্ষীর বিবরণ এ স্থলে প্রকটিত না করিয়া রেলওয়ে কোম্পানির ট্র্যাফিক ইনস্পেক্টর কমিংস সাহেব যেরূপ সাক্ষ্য দিলেন তাহা বলা আবশ্যক। ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইলে তিনি সেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং দেখেন যে ডাকগাড়ির ইঞ্জিন মালগাড়ির প্রথম ওয়্যাগণের উপর উঠিয়াছে, চাকাগুলি লাইনের চতুষ্পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে, মালগাড়ির ব্রেকভ্যানের চাকাগুলির অবস্থা তদনুরূপ হইয়াছে। ডাকগাড়ির ইঞ্জিন ও তাহার শিকল চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, মালগাড়ির ব্রেকভ্যান ও অপর দুইখানি ওয়াগণের দশা অবিকল তাহাই হইয়াছে এবং তাহার অন্যান্য শকটগুলি জখম হইয়াছে। ডাকগাড়ির মধ্যস্থিত একখানি তৃতীয় শ্রেণীর শকট অপর একখানি মধ্য শ্রেণীর গাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অপর চারিখানি শকট রেলভ্রষ্ট হইয়াছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া তাঁহার এই অনুমিতি হইতে পারে যে, হয় মালগাড়ি স্থিরভাবে ছিল কিম্বা অত্যল্প গতিতে যাইতেছিল, অথবা ডাকগাড়ি স্বাভাবিক বেগে আসিয়াছিল। তিনি ইহার দ্বিতীয় কারণ এই নির্দ্দেশ করেন যে, উক্ত মালের গাড়ি ঘণ্টায় ৮ মাইল এবং ডাকগাড়ি তাহার স্বাভাবিক বেগকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল। কমিংস সাহেব আরও বলেন যে উক্ত দিবসের প্রাতঃকালের সকল বিষয় সম্পূর্ণরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে যে, ডাকগাড়ির ঘণ্টায় ১৫ মাইলের অতিরিক্ত যাওয়া কখনই শ্রেয়স্কর হয় নাই। প্রতিবাদীর ব্যারিষ্টার জিজ্ঞাসা করিলে এই উত্তর দিলেন তৃতীয় শ্রেণীর যে গাড়িখানি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহা পুরাতন ছিল বটে কিন্তু অব্যবহার্য্য হয় নাই। যাহা হউক, সে দিবসের ঘটনাপরম্পরা সর্ব্বতোভাবে আলোচনা করিয়া অপরাধী যদি গাড়ি লইয়া আসিতে অসম্মত হইত, তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে তিরস্কার করিতে পারিতেন না। অতঃপর গবর্ণমেণ্ট পক্ষায় ব্যারিষ্টার এ মকদ্দমা চালাইতে নিবৃত্ত হইলেন। কারণ, তিনি দেখিলেন যে কয়েক মিনিট বা সেকেণ্ডের তারতম্যের জন্য এক ব্যক্তিকে দণ্ডিত করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তখন মান্য বিচারপতি ষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন যে তিনি এই মকদ্দমার বিষয় যতদূর জানিতে পারিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতীতি হইয়াছে যে এইরূপ দুর্ঘটনার জন্য অপরাধী কখন দণ্ডনীয় হইতে পারে না। কারণ, বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইবে যে তিনি ক্ষতিপূরণার্থ কোন মকদ্দমা করিতে বসেন নাই, তিনি কেবল ইহাই দেখিবেন যে অপরাধীর কোন প্রকার কার্য্যের নিমিত্ত দণ্ডবিধি আইনের ব্যভিচার ঘটিয়াছে কি না। ইহা বিশেষরূপে উপলব্ধি হইয়াছে যে, অপরাধী স্বেচ্ছাক্রমে এরূপ কার্য্য করিতে অগ্রসর হয় নাই অথবা স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার বিবেচনায় ভ্রমজনিত যে দোষ ঘটিয়াছে, তজ্জন্য সে দণ্ডবিধি আইনভুক্ত হইতে পারে না। সত্য বটে এরূপ দুর্ঘটনায় কয়েক জনের জীবন নষ্ট হইয়াছে। তাহা বলিয়া ইহাকে দোষী করিতে পারা যায় না। এইরূপ আরও কয়েকটী কথা বলিয়া অপরাধীকে "নির্দ্দোষ" বলিবার জন্য জুরিদিগকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারাও মান্য জজ সাহেবের পক্ষ সমর্থন করিয়া অপরাধীকে অব্যাহতি দিলেন।

এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই, অপরাধীর একটী ঠ্যাঙ্গা কাটিয়া গেল; তিনি এখন অনেক দিন বাঁচিবেন। ঘরের পয়সা দিয়া গাড়ি চড়িয়া সিকোহাবাদে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া বিধাতা যে কয়জনের অদৃষ্টে লিখিয়াছেন, তাঁহার সে লিখনও পূর্ণ হইল, সে অংশে কোন দোষ হয় নাই, কিন্তু রেলওয়ে কোম্পানির যে ক্ষতি হইল, তাহা কে পূরণ করে?

জামালপুর।

গত শুক্রবার অত্রত্য মেকানিক ইনষ্টিটিউসন হলে জামালপুর হিন্দু-নাট্যসমাজ কর্তৃক হরিশ্চন্দ্র নাটকাভিনয় হইয়া গিয়াছে। লোকোমটিভ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ক্যাম্বেল সাহেব মহোদয়ের এ বিষয়ে বিশেষ অনুগ্রহ দেখিয়া আমরা বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তিনি কলিকাতা হইতে কন্সর্ট আনিবার জন্য কয়েকখানি পাশ পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন। আমরা জামালপুরে আসিয়া যে কয়েক বৎসর অভিনয় দেখিয়াছি, তন্মধ্যে এবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। প্রায় ৫০।৬০ জন ইংরাজ ও ৪।৫ শত বাঙ্গালী অভিনয় স্থলে উপস্থিত ছিলেন, এবং ভাগলপুর ও মুঙ্গের হইতেও অনেকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তপোবনে বিশ্বামিত্রের সহিত রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ, কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাটে মৃতপুত্র ক্রোড়ে শৈব্যা এবং হরিশ্চন্দ্রের রাজবেশ প্রভৃতি কয়েকটী দৃশ্য বড় সুন্দর হইয়াছিল। অভিনেতাদিগের মধ্যে নটের পাদুকা সহিত রঙ্গভূমে আসিয়া মস্তকের টুপী খুলিয়া, ইতস্ততঃ চঞ্চলভাবে পরিভ্রমণ এবং কালাপেড়ে ধুতি পরিধান করিয়া বাবু সাজাটী ভাল হয় নাই। তিনি একটু শিষ্ট শান্ত ও বিনীতভাব প্রকাশ করিলেই ভাল হইত। নটীর অভিনয় ও গীতাদি মন্দ হয় নাই, তবে তাঁহার পোশাকটী যেন নেপালদেশীয় স্ত্রীদিগের ন্যায় হইয়াছিল। অভিনেতৃগণ সকলেই সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে রাজেন্দ্রের ও শৈব্যার অভিনয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। বিশ্বামিত্রের সাজ অতি সুন্দর হইয়াছিল এবং তিনি অভিনয়ও উত্তম করিয়াছিলেন; কিন্তু ক্রোধ প্রকাশটা তত ভাল হয় নাই এবং গলার স্বরটা বৃদ্ধের ন্যায় না হইয়া যুবকের ন্যায় হইয়াছিল। একটু বিকৃত স্বরে কথা কহিলেই বড় সুন্দর হইত। যা হউক, ভবিষ্যতে এই সামান্য দোষ সংশোধন করিলে অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারিবে।

এবার ইঁহাদের প্রধান কার্য্য ভাল হয় নাই, এবং নাট্যসমাজ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। যেহেতু থিয়েটরের দিন ইঁহারা বিজ্ঞাপন প্রচার করেন যে, দর্শকদিগের মধ্যে কেহ ছেলে সঙ্গে করিয়া আনিতে পারিবেন না; কিন্তু আমরা যাইয়া দেখিলাম অনেকগুলি বড় বড় কেরাণী ছেলে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং অল্প বেতনের কেরাণীরা ঐ সকল ছেলের মুখ দেখিয়া নিজের ছেলে মনে পড়ায় একবার দ্বারের নিকট আসিতেছেন, ও একবার যাইয়া নিজ স্থানে বসিতেছেন। না হবে কেন? ছেলে ত সকলেরই এক, তবে কেহ বা বড় কেরাণীর ঘরে, কেহ বা ছোট কেরাণীর ঘরে জন্ম লইয়াছে মাত্র। ফলতঃ বিজ্ঞাপন দিয়া সে প্রতিজ্ঞাটী পালন করিতে না পারায় আমাদের যেন বোধ হইতেছে বিজ্ঞাপনটা কেবল ছোট কেরাণীদিগের জন্যই দেওয়া হইয়াছিল। পাছে স্থান সঙ্কুলান না হয়, এজন্য অনেককে টিকিট দেওয়া হয় নাই অথচ রাঁধুনী বামুন ও সাহেব বাড়ীর বাবরচী ও খানসামার গাঁদি লাগিয়াছিল। যাহা হউক, সম্পাদক মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু লালবিহারী গুপ্ত মহাশয় অতি সরল ও ভদ্রলোক এবং এ বৎসর তিনি নূতন এই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়াই ওরূপ হইয়া থাকিবে, ভবিষ্যতে আর না হইবার সম্ভাবনা। সম্পাদক ও নাট্যসভার নিকট এক্ষণে আমাদের নিবেদন এই, ভবিষ্যতে যেন চারি আনা মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া টিকিট বিক্রয় করা হয়। ঐরূপ করিয়া যে টাকা সংগ্রহ হইবে, তাহা পুস্তকালয়টীতে দান করিলে ইহার ও যথেষ্ট সাহায্য করা হইবে; অথচ "ও টিকিট পেলে, আমি পেলাম না কেন?" ইত্যাদি অভিযোগও তাঁহাদিগকে শুনিতে হইবে না।

হরিসভা গৃহের কি একটা দোষ ঘটিয়াছে। ইহার প্রতি এক কালে সাধারণের কখন শুভদৃষ্টি পড়িল না! পূর্ব্বে যখন ইহার প্রতি সাধারণের সুদৃষ্টি ছিল, তখন কতকগুলি বড় কেরাণী সুনজরে চড়িতেন না। এক্ষণে বড় কেরাণী বাবুদের শুভদৃষ্টি পড়িয়াছে, ওদিকে সাধারণের আর সে দৃষ্টি নাই। বৎসর বৎসর দোলযাত্রা উপলক্ষে হরিসভা গৃহে ২।৩ দিন ধরিয়া উৎসব হইত। গত বৎসর নামে মাত্র উৎসব হইয়াছিল। এ বৎসর হওয়া অপেক্ষা না হইলেই ভাল হইত। এ বৎসরের হরিসভার উৎসব সম্বন্ধে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে, দোলের দিন নারায়ণকে সভা-গৃহে আনিয়া সচন্দন তুলসী দিয়া যৎসামান্য মিষ্টান্ন খাওয়ান হয় এবং তৎপর দিন দীন দরিদ্রদিগকে যথাসাধ্য দান করা হইয়াছিল।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, কলিকাতার সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ প্রামাণিক মহাশয় হরিসভা গৃহের সাহায্যার্থ ২৫ টাকা দান করিয়াছেন।

এ বৎসর হিন্দুস্থানীদিগের হোলি পর্ব্বটী বড় সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন বাজারের সন্নিকটে অশ্লীল গানের দৌরাত্ম্যে ভদ্র লোকের যাতায়াত করা সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। স্থানীয় পুলিসের এ বিষয়ে একটু যত্ন লওয়া উচিত ছিল।

পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতার ও ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উহাঁদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

ভাগবততত্ত্ববোধিকা।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণব-তোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাসুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাশুলসহ ৭।০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৪ টাকা ও ডাক মাসুল।৵০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৷৵০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫৷০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু সম্পূর্ণ ৬৸০, গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের ষ্কি, চুলকুনি টাকপড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়াযাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৵০ আনা।

টুথ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া যায়।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৩ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

চন্দ্র-চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃপ্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
নাবক্লেষো মুক্তিতেন ন জ্ঞেয়ো মুক্তিতং বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২৷০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২৷০ টাকা।

ভাল রস সিন্দুর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রেয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীশশিমোহন সেন কবিরাজ।
কাশী, কাকিনিয়ার ছত্র অথবা গণেশ মহল্লা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যার গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর,শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

অন্ত্র-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র রায়ের এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেন্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতায় প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৲, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২৸০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি,নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ মিত্র—ভবানীপুর		৫৷০
"	" পঞ্চানন মিত্র—কলিকাতা	১০
"	" রাধানন্দ মহান্ত ঠাকুর—আগর ভিহি	১০
"	" ফাগুলাল মণ্ডল—কাশীমগঞ্জ	৲৭
"	কে, ডবলিউ টক স্কোয়ার—বহরমপুর	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা যাণ্মাষিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইতে চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ । " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাে ম হীয়তাং " ১৮ সংখ্যা ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা।

১২৮৮ সাল। ৮ ই চৈত্র। ইং ১৮৮২। ২০ এ মার্চ্চ।

অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন

প্রেরিতপত্র

কটুবাক্য বা মিষ্টবাক্য প্রয়োগে অধিক ফল দর্শে।

যে কোন কাজ করি না, বিশেষ বিবেচনার সহিত করা একান্ত উচিত। চঞ্চলতা বা প্রগল্‌ভতা প্রদর্শন করিলে আশানুরূপ ফললাভ হয় না, বরং সাধারণসমীপে উপহাসাস্পদ হইতে হয়। কি সংসারে প্রতিপত্তিলাভ, কি স্বকার্য্য উদ্ধার কি বৈরনির্য্যাতন, সমস্ত দুরূহ কার্য্যই মিষ্ট বাক্য দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। মিষ্ট বাক্যে ও সদালাপে শত্রু মিত্র হয় এবং জগৎ বশীভূত হয়। নীরস কটুবাক্যে ইষ্টসিদ্ধি না হইয়া অনিষ্ট ঘটিবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা। উহাতে মিত্র শত্রু এবং সংসারের সমস্ত লোকই বিষয়বিদ্বেষী হইয়া উঠে। বিশেষ আমরা পরাধীন জাতি, আমাদের সর্ব্বদা নম্রতা ও সতর্কতার সহিত গবর্ণমেণ্টের সহিত তর্ক বিতর্ক ও রাজকার্য্যের সমালোচনা করা কর্ত্তব্য। বিদেশীয় রাজার কিরূপে রাজ্য রক্ষা হইবে, এই চিন্তাই প্রধান। রুষিয়া ভারত আক্রমণ করিলে ব্রিটিশ-কেশরী কখনই বলিবেন না, ভারতবাসী! আমরা ভয় পাইয়াছি, পলাইলাম, তোমরা এখন স্বাধীনভাবে ও স্বচ্ছন্দ রাজত্ব কর। ভারতবর্ষ দগ্ধ করিয়া ফেলিলে যদি রুষসৈন্য পরাজিত হয়, ইংলণ্ড অগত্যা তাহাই করিবেন। গবর্ণমেণ্টের আত্মরক্ষা যখন প্রধান হইল, যখন তাঁহারা কটু বাক্য সহ্য করিতে পারেন না। প্রত্যুত, তাহাতে অনিষ্ট বিবেচনা করেন, তখন অনর্থক তীক্ষ্ন কটু বাক্য প্রয়োগ দ্বারা বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অসন্তোষ বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে পরম শত্রু করিয়া তুলা স্বহস্তে স্বীয় আশালতিকার মূলোৎপাটন মাত্র। কিন্তু সুশিক্ষা পাইয়াও ভারতবাসী অদ্যাপি এই প্রাচীন মুনিবাক্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইংলণ্ডে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার মন্ত্রী ও মেম্বরগণের পরস্পরে কখন কখন বাদানুবাদকালে তীব্র কটুবাক্য প্রয়োগ ও গালাগালি হইয়া থাকে সত্য; কিন্তু ইংলণ্ড স্বাধীন দেশ, সেখানে রাজা প্রজা মন্ত্রী সকলেই সমান। সেখানে প্রজাগণ আপনারা আপনাদের ইচ্ছামত মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বিচারক ও দণ্ডকর্ত্তাদিগকে নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন; কর্ম্মে অযত্ন বা অযোগ্যতা প্রকাশ হইলেই আপনারা দণ্ডবিধান করেন। লাড বিকন্স্ফিল্ড গ্লাডষ্টোন সাহেবকে এবং গ্লাডষ্টোন সাহেব ডিসরেলি সাহেবকে গালি দিতেন। কিন্তু এক জন পরাধীন ভারতীয় প্রজা বা সংবাদপত্র সম্পাদক এবং গবর্ণমেণ্ট বা গবর্ণমেণ্টের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ। অধীন প্রজারা যে ঐরূপ তীব্র বাক্য প্রয়োগ করিবে, গবর্ণমেণ্টকে গালি দিবে, রাজপুরুষেরা তাহা কখনই সহ্য করিবেন না। কটুবাক্য বলিয়া গালি দিলে গবর্ণমেণ্ট স্বার্থের হানি করিয়া কি কখন স্বাবধি সংশোধন করিবেন? বরং গালিদাতাদিগকে অধিকতর চাপিয়া ধরিবেন, এবং যাহাতে না আর গালি দিতে পারেন তাহারই ব্যবস্থা করিবেন। কার্য্যেও তাহাই ঘটিয়াছে। মধ্যে কতকগুলি সংবাদপত্র ও নূতন বাগ্মিসম্প্রদায় বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেন। গবর্ণমেণ্টকে অযথা কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে পারিলে তাঁহারা আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন। তাহার বিষময় ফল "মুখবন্ধ বিধি" অর্থাৎ ৯ আইন তাহার প্রমাণ। গবর্ণমেণ্ট পরিশেষে একান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দেখাইলেন "নির্ব্বোধ!" তোমরা বৃথা চীৎকার করিয়া মরিতেছ, আমরা উহাতে ভীত হই নাই, আমরা তোমাদের কথা শুনিব না, এই দেখ তোমাদের মুখ বন্ধ করিলাম।" অতএব আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য গবর্ণমেণ্টের সন্তোষ সাধন করা; ইহা ভিন্ন আমাদের দুঃখমোচনের অন্য উপায় নাই। এ কথায় কেহ বিবেচনা করিবেন না যে আমরা বলিতেছি সকলে আইস একবাক্যে গবর্ণমেণ্টের গুণকীর্ত্তন ও তোষামোদ করি, তাঁহার দোষের প্রতি লক্ষ্য করিব না। তিনি যাহা করিবেন, যাহা বলিবেন, তাহাই মঙ্গলকর বলিয়া স্বীকার করিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লইব, কেহ তাহার প্রতিবাদ বা তাহা লইয়া আন্দোলন করিতে পারিব না। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনা কর, তাহা লইয়া সভা কর, বক্তৃতা কর, আন্দোলন কর, শতবার গবর্ণমেণ্টের রীতি নীতি ও অনুষ্ঠানের প্রতিবাদ কর। আমরা তাহা করিতে বারণ করি না। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতি আমাদের কাহারও কি কোন আপত্তি নাই? গবর্ণমেণ্ট ত আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতা দিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু কটুবাক্য কহিবার প্রয়োজন কি? গালি দিয়া কি কাজ পাওয়া যায়? মিষ্ট কথায় ধীরতা, গাম্ভীর্য্য ও বিবেচনার সহিত বিচার করিয়া গবর্ণমেণ্টকে দেখাইয়া দাও, বুঝাইয়া দাও তাঁহার কি ভুল হইয়াছে; কোন্ কার্য্যটী ন্যায় বা অন্যায় হইয়াছে, এবং তৎপরিবর্ত্তে কি করিলে প্রজাবর্গ সুখী হইবে। মিষ্ট কথায় চণ্ডালেরও অন্তঃকরণ দ্রব হয়, শত্রুও বিপক্ষতা বিস্মৃত হয়। গবর্ণমেণ্ট আমাদের উপর প্রীত থাকিলে স্বভাবতই আমাদের মঙ্গলের ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইবে। তখন একবার ক্লেশ জানাইলেই তাহার প্রতিবিধানার্থ তিনি তৎপর হইবেন।

মন্দ্রাজের গবর্ণর গ্রাণ্ট ডফ সাহেবের ভবনে পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্য মান্যবর ব্যাক্সটার সাহেব মধ্যে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় পুরোহিতদিগের জন্য ভারতের রাজকোষ হইতে বৎসর বৎসর বিস্তর অর্থ অন্যায় ব্যয় হইয়া থাকে। যাহাতে এই অপব্যয়টী উঠিয়া যায়, সেই বিষয় লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। পুনার সার্ব্বজনিক সভার অনেকগুলি সভ্য এই সম্বন্ধে মহোদয় ব্যাক্সটার সাহেবের নিকট এক আবেদন করেন। তাঁহারা সেই উপলক্ষে তীব্র বাক্যে গবর্ণমেণ্টের নিন্দা করিয়াছিলেন। ব্যাক্সটার সাহেব তাঁহাদের বাক্যের স্বাধীনতা দর্শনে বিস্মিত ও অসন্তুষ্ট হইয়া এইরূপ উপদেশ দেন যে আপনারা এত তীব্র বাক্য ব্যবহার করিবেন না; মিষ্ট ভাষায় নম্রভাবে আপনাদের দুঃখ দূরীকরণার্থ যত্নবান্ হইবেন। কেবল যে ব্যাক্সটার সাহেব অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এমন নহে; গবর্ণর বাহাদুরও বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক উক্ত সাহেবকে বলেন যে আপনি সার্ব্বজনিক সভার সভ্যদিগকে আসিতে দিয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। এ দিকে "পুনা অবজার্ভার" নামক সংবাদপত্রও নৃত্য করিতে উঠিয়াছেন। তিনি বলেন "যে মান্যবর ব্যাক্সটার সাহেব যে সার্ব্বজনিক

সভার সভ্যদিগকে এই মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়াছেন তাহা খুব ভালই হইয়াছে। উক্ত সভার সভ্যগণ অমৃতবাজার পত্রিকার ন্যায় রাজবিদ্রোহী কটুভাষা প্রচার করিবার জন্য মহা উদ্যোগী।”

এক্ষণে দেখুন উক্ত সভা সাধারণের মঙ্গল সাধন করিতে গিয়া যে কেবল ইংরাজমাত্রের ঘৃণা এবং বিরক্তিভাজন হইলেন এমন নয়, ব্যাক্সটার সাহেবও তিরস্কৃত হইলেন। সুতরাং তিনি যে এ বিষয়ে আর হস্তক্ষেপ করিবেন সে আশা রহিল না। আমরা দুর্ব্বল, ভারতবর্ষ আমাদের জন্মভূমি এবং পৈতৃক সম্পত্তি। কিন্তু স্মরণ করিয়া রাখা উচিত, আমরা প্রবল পরাক্রান্ত ইংরাজজাতির অধীন। আমাদের ধন প্রাণ মান সমস্তই তাঁহাদের ইচ্ছার বশবর্ত্তী। কোন বিষয়েই আমাদের জোর নাই। তবে অনুগ্রহ করিয়া গবর্ণমেণ্ট যাহা কিছু করেন। সুতরাং কটুভাষা প্রয়োগ দ্বারা ইংরাজজাতির অপ্রীতিভাজন হইয়া প্রয়োজন? একখানি বঁটী বা দা সুশাণিত করিয়া গৃহে রাখিবার সাধ্য নাই; তবে আমাদের আর মান আর অপমান অথবা অভিমানই বা কিসের? একমাত্র বাক্যবল ভিন্ন আমাদের অন্য কোন বল নাই। সেই বাক্যবলের অবমাননা করিয়া অনর্থ আমাদের অসুখে আহুতি দিয়া ফল কি? প্রতিকার করুন আর নাই করুন, গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে দুঃখ জানাইবার অধিকার দিয়াছেন। দুঃখ জানাইবারও বিস্তর উপায় আছে। মিষ্টকথায় লিখিয়া হউক, বক্তৃতায় হউক, তোমার কি অভিপ্রায় বল,—এই পর্য্যন্ত তোমার শক্তি—পরে গবর্ণমেণ্টের যা অভিরুচি হয় করিবেন; তাহাতে কাহার হাত নাই।

যদি বল দুই একজন ইংরাজ বা ইংরাজীসম্পাদক ক্রোধান্বিত হইলেন তাহাতে ক্ষতি কি? ক্ষতি সম্পূর্ণ আছে। গবর্ণমেণ্ট কি? কেবল কতকগুলি ইংরাজের সমষ্টিমাত্র। সুতরাং ইংরাজ চটিলেই আমাদের অনিষ্ট। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বঙ্গবাসী গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম পাইবেন না, নিয়ম হইল। বাঙ্গালীর বন্ধু ইডেন সাহেব বাঙ্গালির কতই অপমান করিলেন, বেহারে বাঙ্গালী চাকরী পাইবেন না বিধি হইল, কই কেহ কিছু করিতে পারিলেন? এক কোরেকার সাহেবের বিপক্ষে কথা কহিতে ইডেন সাহেবের ইচ্ছা বা সাধ্য হইল না। তখন আমাদের স্ত্রীলোকের ন্যায় মিছামিছি তীব্রকণ্ঠে গালাগালি করিয়া অপদস্থ হইবার কোন আবশ্যকতা নাই। তবে গবর্ণমেণ্ট যেন আমাদিগকে মূর্খ বা অজ্ঞান বিবেচনা না করেন; তিনি অন্যায় করিলে ধরিয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। অতুষা এই কটুভাষা ব্যবহার করিয়া সম্প্রতি বাঙ্গালীগণ ইংরাজমাত্রেরই মহাবিদ্বেষভাজন হইয়া উঠিয়াছেন। ভারতবর্ষের কোন ইংরাজই তাঁহাদের উপর সন্তুষ্ট নন। কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকদিগের ন্যায় ইংরাজদের পদসেবা করা, পাচকা পরিষ্কার করা উচিত নয়। যতদূর সাধ্য আপনার মান বজায় রাখিয়া ইংরাজের মনোরঞ্জনপূর্ব্বক স্বকার্য্য উদ্ধার করা এক্ষণে আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

মুসলমান জাতিও অদ্বিতীয় পরাক্রান্ত হইয়া দুর্ব্বলের উপর ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। আকবরের বংশধরগণ যে এত অল্পকালে কালের গভীর গর্ভে বিলীন হইবে, কেহই বিশ্বাস করেন নাই। জগতের সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল; এই পরিবর্ত্তনে কত জাতির উদ্ভব ও পতন হইতেছে। অতএব অধীর হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। আমাদের তর্জ্জন গর্জ্জন শরদের মেঘগর্জ্জনের ন্যায়। অতএব গবর্ণমেণ্টকে প্রতি কার্য্যে কটু বাক্যে জ্বালাতন না করিয়া মিষ্টবাক্যে বশীভূত করিয়া যাহাতে রাজায় প্রজায় সৌহৃদ্য ও অপত্যভাব জন্মে, সেই চেষ্টা করাই বিধেয়; তাহা হইলে সময়ে আমাদের দুঃখের অবসান হইবার সম্ভাবনা।

১লা চৈত্র—১২৮৮। শ্রীঃ—

হলুদবাড়ীতে একটী নূতন সবরেজেষ্টরী অফিস সংস্থাপিত হইলে গবর্ণমেণ্টের লাভ ও প্রজাদের কি কিছু উপকার হইবে না?

মহাশয়! আমাদের “হলুদবাড়ীতে একটী নূতন সব রেজিষ্টারী আফিস সংস্থাপিত হইলে গবর্ণমেণ্টের লাভ ও প্রজাদের কি উপকার করা হইবে না?” এই প্রস্তাব লইয়া অদ্য মহোদয়ের পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত ভবদীয় পত্রৈকপার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম। ভরসা করি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক একটু স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

কাজলীগড় সব রেজেষ্টরী আফিস সংস্থাপিত হওয়াতে আমাদের যে পর্য্যন্ত অসুবিধা ও কষ্ট হইয়া থাকে, তাহা ইতিপূর্ব্বে সংবাদ পত্রিকার দ্বারা আমাদের ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রগাঢ় নিদ্রা ভঞ্জনার্থ কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত করিয়া ও স্বতন্ত্র আবেদন করিয়াও এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের মন আমাদের প্রার্থনার আকর্ষণ করিতে পারি নাই। এ সম্বন্ধে প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত তাহার কি কোন সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন? আবার মধ্যে মধ্যে অধস্তন কর্ম্মচারীর নিকটে শুনিতে পাইতেছি যে, দুই তিন থানা একত্রভূত না হইলে কখন একটী থানা লইয়া একটী সব রেজিষ্টারী অফিস প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই কথা যখন আমাদের মনোমন্দিরে উদয় হয়, তখন সকল আশা বিফল বলিয়া বোধ হয়। আবার নন্দিগ্রাম থানার অধিবাসীদের রেজেষ্টরী করণ জন্য তাহাদিগকে মহিষাদলে যাইতে হয়। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে আমাদের ন্যায় নন্দিগ্রামের অর্গস্থ অধিবাসীদের বিস্তর অসুবিধা ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কার্য্য সাধন করিতে হয়। এ স্থলে আমাদের মহামান্য গবর্ণমেণ্টের নিকট সানুনয় প্রার্থনা এই যে প্রাগুক্ত উভয় থানাকে একত্রভূত করিয়া আমাদের হলুদবাড়ীতে একটী নূতন সব রেজিষ্টারী আফিস অনতিবিলম্বে সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রজাবৎসল শব্দের সার্থকতা সম্পাদন করুন।

আমাদের দয়ালু মহামান্য কালেক্টার সাহেব মহোদয়ের নিকট ইতিপূর্ব্বে এক আবেদন করা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি আমাদের সম্বন্ধে যে কি করিলেন, আমরা এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারি নাই। আমাদের হর্ত্তা কর্ত্তা কালেক্টার মহোদয় প্রাগুক্ত উভয় থানার রেজেষ্টরী করা যে কতদূর অসুবিধাজনক, তিনি যদি একবার স্থানীয় তদারক করিয়া জানেন, সকল সুন্দররূপে জানিতে পারিবেন।

সাঁওতানচক খাজুরি পোষ্ট মেদিনীপুর	অনুগৃহীত শ্রীউমাচরণ মাইতি।

নরকের ভীষণ দৃশ্য।

সমাজ! তোমার পাষাণ-বক্ষে অবাধে কতই ভীষণ পাশব ক্রিয়ার অভিনয় হইতেছে,—দিনে দিনে দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, কত উজ্জ্বল রত্ন সদৃশ ব্যক্তি পাপের মোহময় আকর্ষণে উন্মত্তবৎ উদারনীতি ও বিশুদ্ধ জ্ঞান চরণতলে দলিত করিয়া কুৎসিত স্বৈরাচার ও বিবিধ যথেচ্ছাচার সমর্থনে জঘন্য পাশব ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে তোমাকে অবনতির অন্ধকারময় গভীর গহ্বরে লইয়া যাইতেছে, তুমি অন্ধের ন্যায় চক্ষু মুদিয়া উহা বিনা বাক্যব্যয়ে সহ্য করিতেছ! কে বলে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সমুজ্জ্বল আলোকে ভারত সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতেছে? কে বলে ভারতীয় জ্ঞান ও নীতির সহিত ইউরোপীয় জ্ঞান-নীতির মিশ্রণ জনিত ভারতের মুখ আলোকিত হইতেছে? যে বলে তাহার দৃষ্টি সর্ব্বব্যাপিনী নহে।—সে সকল দিক ভালরূপ দেখিতে পায় না। তলাবগাহী হইয়া ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, সম্যকরূপ নীতি-শিক্ষার অভাবে অর্দ্ধ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের প্রবল অত্যাচারে ভারতের মুখ দিন দিন পরিম্লান হইয়া আসিতেছে,

মতিত্বশূন্য, জ্ঞানশূন্য, হৃদয়হীন, কর্ত্তব্যবিমুখ, পশুস্বভাব নীচমনা ও দুষ্কর্ম্মা ভারতবাসী নিরন্তর দুর্নিবার পাপস্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া অধঃপতনের পূর্ণ গহ্বরাভিমুখে আনন্দে ভাসিয়া যাইতেছে, আর সমাজহৃদয়ের প্রত্যেক গ্রন্থি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া উহাকে বিষম দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিতেছে.—শিক্ষিত সমাজের সাধ্য কি যে একটী কথা বলেন! এক দিন এই ভারতে নীতি শিক্ষার চরম উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছিল।—এক দিন প্রত্যেক সহৃদয় ভারতসন্তান নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা প্রভাবে দেবজন স্পৃহণীয় পবিত্র জ্ঞান-গরিমা প্রচারে ভারতবর্ষকে সভ্যজগতের শীর্ষ স্থানীয় করিয়াছিল---আজিও তাহার যশঃ সৌরভে সভ্যসমাজের পবিত্র ইতিহাস-বক্ষ আমোদিত রহিয়াছে। কিন্তু হায়! এখন সে দিন কোথায়? দুর্নীতি ও দুষ্ক্রিয়ার স্রোতে আজ ভারতসমাজ বিশেষতঃ বঙ্গসমাজ ভাসিয়া যাইতেছে! এ পাপস্রোত কি নিবারিত হইবে না? সমাজে কি সহৃদয় মনুষ্য নাই যিনি এই পাপস্রোত দমনে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করেন?

পাপ সুরা ও নিকৃষ্ট বারবনিতা ভারতের সর্ব্বনাশ করিল। এই দুই ভয়ানক দস্যু ভারতের সাব সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবার জন্য এমন বিকট মুখ ব্যাদান করিয়া আছে যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহাদের উদরস্থ হইলেও ইহাদের তৃপ্তি নাই। ইহাদের কঠোর আক্রমণে কত সম্ভ্রান্ত পরিবার জন্মের মত ভিখারী হইয়াছে---ইহাদের কঠোর আক্রমণে কত যুবক অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে, কত যুবক জন্মের মত জ্ঞান মানে জলাঞ্জলি দিয়া নিকৃষ্ট পশু অপেক্ষাও নীচভাবাপন্ন হইয়াছে। ইহাদেরই অত্যাচারে কত পতিপরায়ণা সতী নিরন্তর অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং আজিও কত সরলতা ও পবিত্রতার প্রাণরূপিণী পতিব্রতা কামিনী হৃদয়ের এক মাত্র অবলম্বন স্বামীকে দুষ্ক্রিয়াসক্ত দেখিয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখে দগ্ধ হইতেছে এবং সুকুমারমতি বালক বালিকা মুষ্টিমিত অন্নের জন্য হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছে! সমাজ এ ভীষণদশা-দর্শনে তোমার চক্ষু ঝলসিয়া যায় না?---তোমার হৃদয় ব্যথিত হয় না? মাতঃ ভারতভূমি! তুমি এক দিন যাহাদিগকে তোমার ভবিষ্য উন্নতির বিধাতা মনে করিয়াছিলে, যাহাদের হৃদয়ক্ষেত্রের কমনীয়কান্তি বিশিষ্ট অর্দ্ধ বিকশিত কুসুমনিচয় পূর্ণ বিকাশে বিকশিত হইলে নয়নের তৃপ্তিকর নিরুপম সৌন্দর্য্য ও মনোমোহন সৌরভ-ভারে সভ্য জগতের মন প্রাণ বিমোহিত করিবে ভাবিয়াছিলে, ঐ দুই দস্যুর কঠোর আক্রমণে হৃদয়কুসুম প্রস্ফুটিত হইতে না হইতে তাহাদেরও হৃদয় ঘোর মরুভূমির ভীষণতায় পরিণত হইতেছে। এখন তোমার আশা কোথায়? সমাজ! তোমারই শূন্যহৃদয়তায়, তোমারই অন্যায় সহনশীলতায় দিন দিন এই পাপস্রোত বর্দ্ধিত হইতেছে। জঘন্য বিষয়ের প্রশ্রয় দানে তোমার কিছুমাত্র চিত্তবিকার উপস্থিত হয় না? হা ধিক! ন্যায়ানুমোদিত ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্যানুষ্ঠানের বিপক্ষে তুমি শাসনের উপর কঠোর শাসন প্রণালী বিধিবদ্ধ করিবে,—ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত সুশিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন যুবকদিগকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া তোমার বক্ষ হইতে দূরে তাড়াইয়া দিবে,—ভারতের শুভকরী কোন নব প্রথার অনুষ্ঠাতাদিগকে তুমি সহস্র গালিবর্ষণে বিদায় দিবে,—চির দুঃখিনী বালবিধবার দারুণ নৈরাশ্যপূর্ণ মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে তোমার কঠোর চক্ষে একবিন্দুজল আসিবে না,—তাহাকে পুনরায় সুখের পরিণয়-শৃঙ্খলবদ্ধ হইতে দেখিলে তোমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইবে,—তোমার মস্তকে শত সহস্র অশনি সম্পাত হইবে; কিন্তু বল তুমি কোন প্রাণে সর্ব্বনাশিনী মদিরা ও বারাঙ্গনার প্রশ্রয় দান করিতেছ? গুরু পদাঘাতে এই দুই কাল ভুজঙ্গিনীর দর্প চূর্ণ করিবার ক্ষমতা প্রয়োগে তুমি ভীত কাপুরুষের ন্যায় নিশ্চেষ্ট। অহো কি লজ্জা!! কি লাঞ্ছনা!!! যে সমস্ত পুণ্য কার্য্যে ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহার বিরুদ্ধে তুমি দুর্দ্দম তেজোবিক্রম সহকারে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রজাল বিস্তার করিতে বিলক্ষণ সাহসী; কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে যাহারা তোমার হৃদয়ের শোণিত শোষণে তোমাকে নিতান্ত অন্তঃসারশূন্য ও একান্ত নীচ ভাবাপন্ন করিতেছে, তাহাদের বিপক্ষে তুমি সাহস করিয়া একটী কথাও বলিবে না? ধন্য তোমার সহৃদয়তা! ধন্য তোমার কর্ত্তব্যপরায়ণতা!!

কুদিনে কুক্ষণে আমাদের নাট্যশালা সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই পাপ নাট্যশালা হইতে সুরা ও বেশ্যার প্রতি সমাজের আস্থা দিন দিন বাড়িতেছে। বেশ্যাসমাজ আর পূর্ব্বের ন্যায় ঘৃণার চক্ষে দৃষ্ট হয় না; সুরার প্রতিও আর তেমন অভক্তি নাই। সাধারণে এই বিশ্বাস প্রবল যে রঙ্গভূমি আমাদের দেশের বদ্ধমূল কুরুচির মূলোচ্ছেদ করিয়া অশেষ সমাজ সংস্কার করিতেছে। যাঁহারা মনোমধ্যে ঐরূপ বিশ্বাসের স্থান দান করেন, তাঁহারা কি ভ্রান্ত! আমরা স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইতেছি যে, কতিপয় সুরাপ্রিয়, বেশ্যাভক্ত ও বেশ্যাসক্ত, বৃথাভিমানী যুবক সমাজের বক্ষে পদাঘাত করিয়া বেশ্যাগণের অযথা প্রশ্রয় দানে সাধারণের মার্জ্জিত রুচি দিন দিন কলুষিত করিতেছে—অভিনয়ের মহৎ উদ্দেশ্য কিছু মাত্র সাধিত হইতেছে না। পিশাচপ্রকৃতি সুরাপ্রিয় বেশ্যাসক্ত যুবক যাহার অভিনেতা এবং নীচকুলসম্ভবা বেশ্যা যাহার অভিনেত্রী, তাহা হইতে যিনি সমাজসংস্কারের আশায় মনে স্থান দেন, তিনি নিতান্ত ভ্রান্ত। বারবিলাসিনীদিগকে রঙ্গভূমিতে আনিয়া তাহাদের অহঙ্কার ও স্পর্দ্ধা শতগুণ বাড়ান হইয়াছে এবং অধিকাংশ তরলমতি অর্দ্ধ শিক্ষিত যুবকের বিকাশোন্মুখ কর্ত্তব্যজ্ঞান কলঙ্কিত করা হইতেছে। ভদ্র লোকের প্রশ্রয় পাইয়া এই নীচ প্রকৃতি বারবনিতাগণ বিষম গর্ব্বভরে সমাজের উন্নত মস্তকে পদাঘাত করিয়া অপরিণামদর্শী যুবকবৃন্দের উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। সমাজ! তুমি এ অবনতি আর কত দিন সহ্য করিবে? লজ্জা সরমের নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া জ্ঞান-গরিমায় জলাঞ্জলি দিয়া সমাজ সংস্কারের ছলনায় মদের শ্রাদ্ধ ও বেশ্যাপূজার জন্যই যদি বর্ত্তমান দেশীয় নাট্যশালার প্রয়োজন হয়, তবে উহা এই মুহূর্ত্তেই পুড়িয়া ছাই হউক,—আর কেহ যেন অর্থব্যয়ে কুরুচি ও কুপ্রবৃত্তি কিনিয়া আনিয়া উচ্ছিন্ন না যান।

সে দিন দোলযাত্রা উপলক্ষে বেঙ্গল থিয়েটরের কোন অভিনেত্রীর বাটীতে সুরাদেবীর আবির্ভাবে যে কুৎসিত নাটকাভিনয় হইয়া গিয়াছে, এ স্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। দোলের দিন রাত্রিতে উহার বাটীতে সহরের ভদ্র ও অভদ্র নামধারী বিস্তর বাবু নিমন্ত্রিত হইয়াছিল, সহরের অধিকাংশ বেশ্যাও সম্মিলিত হইয়াছিল। সন্ধ্যা সমাগম হইতে নিশা অবসান পর্য্যন্ত সমস্ত সময় উহাদের ঘোরতর মাতলামি অসভ্যতা কুৎসিত গান ও জঘন্য আমোদে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এক স্থানে এক এক বার বহুসংখ্যক মাতাল ও বেশ্যার কোলাহল ও মাতলামিতে স্থানটী দ্বিতীয় নরক বলিয়া পাড়ার লোকের ভ্রম হইয়াছিল। সে বীভৎস অভিনয় বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। কেটি ও জুড়ীশোভী অনেক দুর্ম্মতি বাবু বিবিধ বেশ ভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া রঙ্গভূমির শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাস্তায় অসভ্যতা ও মাতলামি করাতে শান্তিরক্ষকদিগের হস্তে এরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছিল যে, তাহা মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। একজন অল্পবয়স্ক যুবক তাহাদের গুরুতর প্রহারে পথের ধূলিকর্দ্দমে লুণ্ঠিত হইয়া এমন গভীর আর্ত্তনাদ করিয়াছিল, যে তাহা মনে হইলে বিষম দুঃখ জন্মে। অহো ভদ্রসন্তানের কি দুর্গতি! সম্পাদক মহাশয়! আপনি যদি সেই ভয়ানক দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিতেন, তাহা হইলে জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্যের দুর্গতি ও অবনতির চরমসীমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া আপনার অন্তঃকরণ দুঃখ ঘৃণা ও ক্ষোভে পূর্ণ হইয়া যাইত। রাত্রি দুইটার সময়

থিয়েটরের অভিনেতা ও অভিনেত্রীগুলির গভীর কোলাহল আরও ভয়ানক হয়। অভিনয়ের অন্তে নীচ-মনা হতভাগারা বেশ্যাদল সমভিব্যাহারে নিমন্ত্রণ-স্থলে আসিয়া ভোজন করিতে করিতে এরূপ অসভ্যতা ও মাতলামি করিতে আরম্ভ করিল যে তাহা শুনিয়া আমাদিগকে স্তম্ভিত হইতে হইয়াছিল। তখন আমরা ভাবিলাম এই নরকের কীটতুল্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের হস্তে সংস্কারের ভার পড়িয়াছে! ইহারা যদি সমাজের হিতসাধন করিবে, তবে সমাজকে অধঃপতনে লইয়া যাইবে কে? এই সমস্ত পিশাচপ্রকৃতি লোকের গভীর কোলাহলে সে রাত্রি পাড়ার লোকের শান্তিভঙ্গ হইয়াছিল, সম্পাদক মহাশয় একন্য কে দায়ী?

অনেকে মনে করেন, বেশ্যাদিগকে লেখাপড়া শিখাইলে ও সাধুসঙ্গে মিশিতে দিলে পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য ও কলঙ্কিত জীবনের জন্য তাহাদের অনুতাপ জন্মে এবং তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হয়। উদাহরণ স্থলে তাঁহারা নাট্যশালার বেশ্যাদিগকে নির্দ্দেশ করেন। এই অমূলক যুক্তি প্রদর্শনে যাঁহারা বারবিলাসিনীদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন, আমরা তাঁহাদিগকে দূর হইতে নমস্কার করি—সেই ভ্রান্তমতি যুবকদিগের মনে রাখা উচিত, যাহার জাতির যেমন স্বভাব মরিলেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে না। যে নরকের কীট—নরকে যাহার জন্ম, সে নরকের মমতা কিরূপে ত্যাগ করিবে? জন্মের দোষ ও আজন্ম কুদৃষ্টান্তের দোষ কয়জন বেশ্যা ভুলিতে পারে? তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

সুরা ও বেশ্যাপ্রিয় ভদ্রবংশোদ্ভব কুলাঙ্গারগণ; তোমরা কি একবার মনে কর না যে তোমরা দিন দিন কি ভয়ানক পশুস্বভাব হইতেছ? তোমাদের পিতামাতা কত কষ্টে কত যত্নে তোমাদিগকে প্রতিপালন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা দিয়াছেন, তোমরা কি তাঁহাদের ঋণ এইরূপে পরিশোধ করিতেছ? যে স্ত্রী পুত্র কন্যাগণ তোমাদিগকে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন, তাঁহাদের সেই স্বর্গীয় ভালবাসার ঋণ কি এইরূপে পরিশোধ করিতে হয়? নর-কুল-কলঙ্কগণ! দিনের বেলা তোমরা যখন রাত্রীর পৈশাচিক বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ভদ্রসমাজে প্রবিষ্ট হও, তখন তোমাদের ঘৃণিত, কলঙ্কিত জীবনের জন্য একবিন্দু অনুতাপ হয় না? হতভাগাগণ! যে তোমাদের পাল্কীবাহক ভৃত্য, সেও তোমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ, সুরার উপদ্রব ও নিকৃষ্ট বেশ্যার পদাঘাত হইতে সে নিরাপদ। তোমার বরবপু ফিটন্ ও জুড়ীতে শোভা পায় বলিয়া তুমি এমন মনে করিও না যে তুমি তোমার নিষ্কলঙ্কজীবন ভৃত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ!

হায় সেই সুখের দিন কবে আসিবে, যে দিন ভারত-সমাজের প্রত্যেক নরনারী সুরাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে শিখিবে এবং বেশ্যা ও মাতালের ছায়া স্পর্শে পাপাশঙ্কা করিয়া উহাদের হইতে সহস্র হস্ত দূরে থাকিবে! মাতৃজন্মভূমি! আমরা কিম্বা আমাদের ভবিষ্যবংশীয়গণ তেমন সুখের দিন উপভোগ করিতে পারিব না? ভারতের প্রাতঃ-স্মরণীয়, প্রতিভাশালী, হৃদয়বান্ কৃতবিদ্যগণ! আর কত দিন আপনারা সমাজের এই অবনতি চক্ষে দেখিবেন? আপনারা যদি বদ্ধপরিকর হইয়া সমাজকে সুরা ও বেশ্যার আক্রমণ হইতে মুক্ত করিতে পারেন, তবেই আপনাদের বিদ্যা বুদ্ধি সার্থক। সমাজের মঙ্গল সাধনের জন্যই আপনারা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন; সমাজ যায়, এখন তাহাকে রক্ষা করিয়া সভ্য জগতের নিকট আপন আপন বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দান করুন। ঐ শুনুন সর্ব্বমঙ্গলদাতা বিশ্ববিধাতা গম্ভীরভাবে আপনাদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে আজ্ঞা করিতেছেন, তাঁহার আজ্ঞাপালনে যত্নবান হউন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত সুশিক্ষিত ভ্রাতৃগণ! বিদ্যালয় সমূহের অল্পবয়স্ক ছাত্র ভ্রাতৃবর্গ। আপনাদের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আসুন আজি হইতে আমরা এক মনে, এক প্রাণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, আমরা ক্ষণস্থায়ী অলীক আমোদের জন্য দেশীয় থিয়েটরে উৎসাহ দিব না—অর্থব্যয়ে টিকিট কিনিয়া বেশ্যাসক্ত যুবকদিগকে ও নীচ বারবনিতাদিগকে প্রশ্রয় দিব না। জঘন্য নাট্যমন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক। দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া যিনি কাঁদিতে শিখিয়াছেন, তিনিও আসুন, আমরা সকলে মিলিত হইয়া প্রাণপণে চেষ্টা করি, দেখি সমাজ হইতে মদ ও বেশ্যার আধিপত্য দূর করিতে পারি কি না? দেশকে দুর্নীতির স্রোত হইতে রক্ষা করিতে পারি কি না? আসুন আমরা সকলে মিলিয়া দয়াবান ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট কাঁদিয়া বলি—তাঁহারা কি আমাদের সকাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবেন না? উদারহৃদয় লার্ড রিপন ও মেজর বেয়ারিং মহাত্মাদ্বয়ের নিকট গিয়া কাঁদি—তাঁহারা মুদ্রণশাসনী প্রথা রহিত করিয়া আমাদের দেশীয় সাহিত্যের উন্নতির পথ নিষ্কণ্টক করিয়া জগতের অশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন; এক্ষণে তাঁহারা সহরের প্রকাশ্য স্থান অর্থাৎ বিদ্যামন্দির, ধর্ম্ম-মন্দির, সাধারণের প্রকাশ্য সম্মিলন স্থল ও ভদ্র গৃহস্থ পল্লী প্রভৃতির সম্মুখ হইতে বেশ্যা তাড়াইয়া সুকুমারমতি বালক ও তরুণবয়স্ক যুবকদিগের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া সাধারণের প্রাণগত ভক্তি ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি লাভ করুন। সহরের বাহিরে হতভাগ্যা বেশ্যাদিগের জন্য কোন একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট হউক, তথায় সহরের সমস্ত বেশ্যা একত্র দলবদ্ধ হইয়া বাস করিবে। ঐ স্থান "কলিকাতা নরক" নামে অভিহিত হইবে—কোন ভদ্রসন্তান সে নরকের নিকট যাইতেও সাহসী হইবে না। আমরা যদি সকলে মিলিয়া চেষ্টা পাই তাহা হইলে বেশ্যা ও মদের উপর কোন একটী কঠোর বিধিবদ্ধ করিতে পারি। সুশিক্ষিত ভ্রাতৃগণ! আসুন আজি হইতে আমরা প্রত্যেক প্রধান প্রধান বাঙ্গালা ও ইংরাজী সংবাদপত্রে এই বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন করিতে থাকি; এই আন্দোলনের ফল একদিন নিশ্চয়ই ফলিবে। উপসংহারে আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে সকলেই যেন এ সম্বন্ধে কিছু কিছু লিখিতে আরম্ভ করেন।

১ লা চৈত্র, ১২৮৮ }
কলিকাতা। }

বিনয়াবনত
শ্রীঃ—

সোমপ্রকাশ

৮ ই চৈত্র সোমবার।

হাইকোর্টের জজদিগের বেতন হ্রাস সম্বন্ধে লুইস জ্যাক্সন সাহেবের মত।

প্রবল ঝড়, সপ্তাহব্যাপী বাদল, বা সমুদ্রের জলপ্লাবন উপস্থিত হইলে হঠাৎ তাহার বেগ নিবৃত্তি হয় না। ঝড় প্রতিনিবৃত্ত হইলেও বহুক্ষণ বায়ুর বহমান ভাব থাকে; মেঘাচ্ছন্নভাব সহসা আকাশমণ্ডল পরিত্যাগ করে না, সমুদ্রের জলকম্পনও দীর্ঘকাল দৃষ্টিগোচর হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের জজদিগের বেতন হ্রাস প্রস্তাব লইয়া আজও যে আন্দোলন চলিবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ মহামান্য লুইস জ্যাক্সন সাহেব এ সম্বন্ধে অমত প্রকাশ করিয়া সম্প্রতি একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন। জ্যাক্সন সাহেব একজন দেশ বিখ্যাত লোক। তিনি একজন বুদ্ধিমান লোক বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। অতএব তাঁহার বাক্য অনাদর যোগ্য নহে। পক্ষান্তরে ষ্টেট সেক্রেটারি লর্ড হার্টিংটন সাহেব একজন উচ্চদরের রাজনীতিজ্ঞ। তিনি যে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ এক কাজ করিয়াছেন তাহাও আমাদিগের বোধ হইতেছে না। কথায় বলে "হাকিম নড়ে ত হুকুম নড়ে না।" অতএব তিনি যাহা করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা যে আর পরিবর্ত্তিত হইবে তাহা ত আমাদিগের মনে হয় না। তিনি অবশ্যই যে কোন সদ্যুক্তির উপর

নির্ভর করিয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমাদিগের সংশয় জন্মিতেছে না। সিবিল গবর্ণমেণ্ট পরস্থ হইলেই কলরব উঠে মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গবর্ণরের পদ উঠিয়া যাইবে। তাঁহাদিগের আসনে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর প্রতিষ্ঠিত হইবেন। গবর্ণর জেনেরলের বেতন, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের বেতন, তাঁহাদিগের সভার সভ্যদিগের বেতন, প্রধান সৈনিক পুরুষ প্রভৃতির বেতন হ্রাস হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার কিছুই হইল না। এক, কলিকাতা হাইকোর্টের জজদিগের বেতন কথঞ্চিৎ হ্রাস হওয়াতেই যখন মহা হুলস্থূল, প্রথম পত্তনেই যখন এত আপত্তি, এত রোষ, তখন ষ্টেট সেক্রেটারি অন্য অন্য বিষয়ের ব্যয় সংক্ষেপ কার্য্য যে সম্পন্ন করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবেন, তাহা ত আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। তবে কলিকাতা হাইকোর্টের জজদিগের বেতন হ্রাস বিষয়ে আমাদের এই বোধ হয়, তিনি যাহা করিয়াছেন টাটকা টাটকি তাহার পরিবর্ত্তন করিলে তাঁহার অব্যবস্থিত-চিত্ত বলিয়া দুর্নাম হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ তিনি যে কর্ত্তব্যজ্ঞানের বিপরীত কার্য্য করিবেন না তাহা তদীয় অপরাপর কার্য্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকদিগের অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া তিনি যখন তুলজাত দ্রব্যের শুল্ক উঠাইয়া দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, তখন বিশ কোটী দরিদ্র ভারতবাসীর চীৎকারে কর্ণপাত করেন নাই। কাহারও রোষ-কষায়িত লোচনের প্রতি কটাক্ষপাত করেন নাই। তিনি নিজ বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করিয়া দৃঢ়তার যে পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, সেই তিনি যে আজ আবার অব্যবস্থিত চিত্ততার পরিচয় দিবেন, তাহাতে কোন ক্রমেই বোধগম্য হইতেছে না। ভারতবাসীর যেরূপ দুরবস্থা তাহাতে তাহারা যে দিকে দু-পয়সা সুলভ হয়, সেই দিকেই যায়। ব্রাহ্মণের গরু অল্প খাইবে অথচ বিস্তর দুহিবে, তাহারা এই রূপই চায়। বেতন কম হইবে, অথচ বিচক্ষণ লোক পদস্থ হইবেন, কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে, এরূপ লোকই এখন ভারতের অবস্থার অনুকূল। হাতী পোষা সচ্ছল অবস্থার লোকের কাজ। যাহার দেনার দায়ে মাথার চুল বিক্রয় হইতেছে, তাহার লম্বা-চৌড়া ব্যবহার শোভা পায় না। আমাদের বর্ত্তমান রাজস্ব মন্ত্রী এবার সচ্ছল অবস্থা দেখাইয়াছেন বটে; কিন্তু ভারতের রাজস্ব বিষয়টী "বাজির মার খেল" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাজিকর কখন হাঁসের ডিম, কখন আহ্লাদে বুড়ি, কখন বা মাটীর গুলি দেখায়। মেজর বেয়ারিং সেইরূপ উদ্বৃত্ত দেখাইলেন, আবার যদি হঠাৎ এক জন নূতন রাজস্ব মন্ত্রী আইসেন, তিনি অপ্রতুল দেখাইবেন। আমরা দেখিতেছি যে, ভারতের রাজস্ব সম্বন্ধে সচরাচর এইরূপ কাণ্ড হইয়া আসিতেছে। অতএব যে বিষয়েই হউক, যাহাতে দু-পয়সা ব্যয় কমে তাহা করা একান্ত কর্ত্তব্য। তবে যদি এমন বুঝিতাম হাইকোর্টের জজদিগের বেতন হ্রাস করিলে ভাল লোক পাওয়া যাইবে না, তাহা হইলে আমরা এরূপ ব্যয় হ্রাসের অনুমোদন করিতাম না। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে, যে পরিমাণে বেতন হ্রাস করা হইতেছে, তাহা অধিক নহে, তখন কেন যে তাহাতে ভাল লোক পাওয়া যাইবে না আমরা তাহার ত কোন কারণই দেখিতে পাই না। এখন লেখা পড়ার যেরূপ চর্চ্চা বহুল হইতেছে, তাহাতে এখন যোগ্য লোক দুর্লভ নয়। অনায়াসলভ্য হইলে সকল বিষয়েরই দর কমিয়া যায়। অতএব হাইকোর্টের জজদিগের বেতন হ্রাসের যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে যে যোগ্য লোক মিলিবে না, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। তবে লুইস জ্যাকসনের এরূপ অনুযোগের কারণ কি, তাহা ত আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। তিনি বলেন কলিকাতা হাইকোর্টের জজদিগের কার্য্যে দায়িত্ব অধিক, শ্রম অধিক কার্য্য-পটুতা ও বিচক্ষণতা গুণও অধিক আবশ্যক। এই কারণেই তাঁহারা অধিক বেতন পাইয়া থাকেন এবং অধিক বেতন পাইবার যোগ্য; এতদ্ভিন্ন কলিকাতায় থাকিবার ব্যয়ও অন্য অন্য স্থানের অপেক্ষা অধিক, সুতরাং তাঁহাদিগের বেতন হ্রাস হওয়া কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় না। বেতন হ্রাস নিবন্ধন হাইকোর্টে ভবিষ্যতে অযোগ্য লোক স্থান প্রাপ্ত হইলে যে যে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, তিনি তাহারও উল্লেখে বিমুখ হন নাই। সত্য বটে উপযুক্ত লোক না হইলে কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ঘটে, সত্য বটে তন্নিবন্ধন গবর্ণমেণ্টের অখ্যাতি ও প্রজার অনিষ্ট ঘটিতে পারে, কিন্তু এই বেতন যৎসামান্য হ্রাস করাতে কেন যে সেই আশঙ্কিত অনিষ্ট ফল ফলিবে আর ভাল লোক পাওয়া যাইবে না তাহা ত আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা উপরেই বলিয়াছি, বাজারের অবস্থা বুঝিয়া দ্রব্যের মূল্য হইয়া থাকে। যখন শিক্ষিত লোকের অসদ্ভাব ছিল, তখন অধিক বেতনে উপযুক্ত লোক নিয়োগের আবশ্যকতা হইয়াছিল; কিন্তু এখন সে সময়ের অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখন শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বহুল পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। দিন দিন সুশিক্ষিত সিবিলিয়ানের ও কৃতবিদ্য ব্যারিষ্টারের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। চাকুরী হউক না হউক, বিদ্যাশিক্ষা করা যে আবশ্যক তাহা এক্ষণে আপামর সাধারণেই বুঝিতে পারিয়াছেন। তবে লেখাপড়া শিখিয়া নিরবলম্বন হইয়া না থাকিয়া অসংখ্য বৃহস্পতি সদৃশ বুদ্ধিমান লোকে যখন ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তখন বেতন হ্রাস করিলেও অবশ্য ভাল লোক পাওয়া যাইবে। তবে যদি আমরা বুঝিতাম, এরূপ অসঙ্গত বেতন হ্রাস করা হইতেছে যে তাহাতে বিচারপতির পদোচিত মান মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলা ভার হইবে, তাহা হইলেও একদিন কথা ছিল। বেতনের অসঙ্গতরূপে হ্রাস করা হইতেছে না। আর এক কথা এই, বহুদিনের প্রচলিত কোন একটী প্রথার পরিবর্ত্ত করিলে প্রথম তাহা কিছু অন্যায় বলিয়া মনে হইয়া থাকে কিন্তু পরে সে ভাব থাকে না। কেন না ১৭৭৪ অব্দে যখন হাইকোর্ট প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন জজেরা বার্ষিক ৬০,০০০ টাকা বেতন প্রাপ্ত হইতেন। তৎপরে যখন উহা সদর কোর্টের সহিত একত্র হইয়া যায়, সেই সময়ে তদানীন্তন ষ্টেট সেক্রেটারি জজদিগের বেতন ৫০,০০০ টাকা নিরূপিত করিয়া দেন। তখন কোন কথা হয় নাই। আর এখন সস্তার বাজারে বর্ত্তমান ষ্টেট সেক্রেটারি ৪৫০০০ টাকা করিয়া দেওয়াতে, অসন্তোষ বাক্য প্রকাশ করা উচিত হয় না। তবে সাধারণতঃ কোন পরিবর্ত্তন না হইয়া কেবল কলিকাতা হাইকোর্টের জজদিগের বেতন হ্রাস করিয়া দেওয়াতে জ্যাকসন সাহেব যে অনুযোগ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বটে; কেন না ১৮৬২ অব্দে ষ্টেট সেক্রেটারি সার চার্লস উড যখন বেতন হ্রাস করেন, তখন সাধারণতঃ করিয়াছিলেন। তিনি কাউন্সিলের সভ্যদিগের ৯২০০০ সিক্কা টাকা হইতে ৮০০০০ কোম্পানির টাকা, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারির ৫০,০০০ হইতে ৪০০০০ টাকা বেতন করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব বর্ত্তমান ষ্টেট সেক্রেটারির যে সেইরূপ এককালে সকল বিষয়ে ব্যয় সংক্ষেপ করা উচিত ছিল, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

জ্যাকসন সাহেব যে বলিয়াছেন, কলিকাতা হাইকোর্টের কার্য্য অধিক, দায়িত্ব অধিক; শ্রম, সহিষ্ণুতা ও বিচক্ষণতা প্রভৃতি অন্যান্য হাইকোর্টের জজদিগের অপেক্ষা অধিক। এ কথা আমরাও স্বীকার করি। এই আদালতের অধীনে ৮০০০০০০০ লোকের বাস, কার্য্য বাহুল্যও বিলক্ষণ বিশেষতঃ অনেক জটিল মকদ্দমার মীমাংসা করিতে হয়। আরও বঙ্গদেশে শিক্ষিত লোক অনেক, সংবাদপত্র সম্পাদক অনেক, এবং ইউরোপীয়দিগের দৃষ্টি অনেক; সুতরাং বিচারকালে অনেক চিন্তা বিবেচনা ধৈর্য্য, শ্রম ও বিচক্ষণতা প্রকাশ করিতে হয়। তন্নিবন্ধন অন্যান্য হাইকোর্টের জজদিগের অপেক্ষা কলিকাতা হাইকোর্টের জজদিগের সম্মান অধিক, অতএব তাঁহাদিগের সহিত ইহাদিগের বেতনের সমতা বিধান করিলে সত্য সত্যই কিছু অগৌরব হয় বটে, কিন্তু ষ্টেট সেক্রেটারি যে তাহা

অপরিবর্ত্তিতভাবে রক্ষা করিবেন তাহা আমাদিগের বোধ হইতেছে না। তিনি অন্যান্য জজেরও এই পরিমাণে বেতন হ্রাস করিয়া দিয়া ইহাঁদিগের গৌরব রক্ষা বিষয়ে উপেক্ষা করিবেন, তাহা আমরা মনে ভাবিতেছি না।

জ্যাকসন সাহেব আর এক স্থলে বলিয়াছেন, বেতন হ্রাস করিলে কেবল ব্যারিষ্টারেরাই উক্ত পদে কর্ম্ম স্বীকার করিবেন। ভাল জিজ্ঞাসা করি, ব্যারিষ্টারেরা কি সিবিলিয়ানদিগের ন্যায় যোগ্য ও বিদ্বান নহেন? সিবিলিয়ানেরা যেমন জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেটী হইতে আরম্ভ করিয়া কার্য্য করিয়া পরিপক্ক হইয়া উঠেন, সেইরূপ অনেক ব্যারিষ্টার বহু দিন হইতে আইনের ব্যবসায় করিয়া বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন। তাঁহাদিগের ক্ষমতা সিবিলিয়ান জজদিগের অপেক্ষা কোন ক্রমে ন্যূন নহে, বরং অনেক স্থলে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এরূপ যোগ্য লোক যদি জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? যদি বলেন এরূপ ব্যারিষ্টারেরা অল্প বেতনে কর্ম্ম স্বীকার করিবেন না। আমরা বলি তাহা নহে, ভদ্র লোকের ধনের অপেক্ষা মানের মূল্য অধিক। অতএব তাঁহারা যে বেতনের সামান্য তারতম্য নিবন্ধন কর্ম্ম স্বীকার করিবেন না এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। আর ভবিষ্যতে সিবিলিয়ানেরাও যে এদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন না এবং অনেকে সিবিল সর্ব্বিসে প্রবিষ্ট হইতে চাহিবেন না বলিয়া যাহা উল্লিখিত হইয়াছে এ আপত্তিও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না। কেন না এখন বিদ্যার আদর দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, যশের প্রত্যাশায় বালকেরা অতি গুরুতর বিষয়ের পরীক্ষা দিতে অগ্রসর। সত্য বটে সুবিচারের সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেন্টের প্রতি প্রজার ভক্তি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বৃদ্ধি হইতেছে, অবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে, সৌহার্দ্দ বৃদ্ধি ও বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে। সত্য বটে সুবিচারকের উন্নতি দেখিয়া লোকের শাসনবিধির উপর ভক্তি জন্মে এবং অবিচারক হইলে সে সকলের লোপ হয়; কিন্তু কথা এই, সম্মানের ভয় সকলেরই আছে, ৫০,০০০ টাকা যাঁহার বার্ষিক বেতন, তাঁহার যেমন মানের ভয়, ৪৫০০০ হাজার টাকা বার্ষিক বেতনের কর্ম্মচারীরও তেমনি সম্মানের ভয়। অতএব কেহ যে ইচ্ছাপূর্ব্বক দুর্নাম ক্রয় করেন তাহা নহে, তবে ভ্রমপ্রমাদ বশতঃ সময়ে সময়ে যে গোলযোগ উপস্থিত হয়, তাহা এখনও হইতেছে তখনও হইবে। সুবিচারক হইলে যে যশ ও অবিচারক হইলে যে অপযশ, বেতনের হ্রাস বৃদ্ধি নিবন্ধন তাহার ব্যতিক্রম ঘটে না। হাইকোর্টে সকল সময়ে সকল জজই কিছু ভাল হন নাই। যখন ভাল জজ থাকেন, তখন সুখ্যাতি হয়, যখন তাহার অসদ্ভাব হয়, তখন অপযশও হইয়া থাকে। অতএব বেতন হ্রাস করিলেই যে কলিকাতা হাইকোর্ট অধঃপাতে যাইবে, এরূপ ধারণা ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই, দেওয়ানী আদালতে এখন অনেক বিচক্ষণ মুন্সেফ দেখা যায় যে তাঁহারা সুবিচার দ্বারা সাধারণের অত্যন্ত প্রীতিভাজন হইয়া থাকেন এবং হাইকোর্টও তাঁহাদিগের বিস্তর প্রশংসাবাদ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদিগের ন্যায় যাঁহারা সুবুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষ নন তাঁহাদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগের কি বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেন? আর বেতন বৃদ্ধি না করিয়া দিলে তাঁহারা কি পদত্যাগ করিয়া থাকেন, এবং করিলেও কি উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় না? সেইরূপ বেতন হ্রাস হইলে এক্ষণকার ন্যায় ভাল লোকই ইহাতে স্থান প্রাপ্ত হইবেন এবং বিচার কার্য্য এক্ষণের ন্যায় সুন্দররূপে সম্পাদিত হইবে। তবে ষ্টেটসেক্রেটারি কেবল এক সম্প্রদায়ের এরূপ বেতন হ্রাস করাতে পক্ষপাতিতা দোষে দোষী হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা বাসনা করি, তিনি সাধারণতঃ বেতন হ্রাসের একটী নিয়ম করিয়া অনুযোগের কারণ দূরীভূত করিয়া মিতব্যয়িতার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করেন এবং রাজকোষে অর্থসঞ্চয়ের আর একটী নূতন পথ প্রস্তুত করিয়া রাখেন।

রেলওয়ে কর্ম্মচারিদের একরার পত্র।

পোষ্ট আফিসের এবং রেলওয়ের কর্ম্মচারিদিগের হস্ত দিয়া প্রত্যহ অসংখ্য অসংখ্য লোকের ধনসম্পত্তি আসিতেছে ও যাইতেছে। অল্প কার্য্য শৈথিল্যে অথবা অবিশ্বাসে সাধারণের সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে, সুতরাং এ প্রকার কর্ম্মচারিদিগের নিকট হইতে বিশেষ জামিন ও একরার লওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। একজন সামান্য পোষ্টমাষ্টার হয়ত মাসিক পনর টাকা বেতন পান; কিন্তু প্রত্যহ নোটে, মণি-অর্ডারে, মণি মুক্তায়, তাঁহার হস্ত দিয়া বহুমূল্য দ্রব্য যাতায়াত করিতেছে। একবার তাঁহার মন বিচলিত হইলে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে তিনি প্রলয় ঘটাইতে পারেন, তিনি অনেককেই কাঙ্গাল করিয়া দিতে পারেন। রেলওয়ে কর্ম্মচারিদের হস্তেও এরূপ দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। তাঁহারাও কিঞ্চিৎ লোভের বশবর্ত্তী হইলে অনেক লোককে ভিক্ষোপজীবী হইতে হয়। সুতরাং এই সমস্ত কর্ম্মচারীকে বিশেষ প্রতিভূ দ্বারা আবদ্ধ রাখা আবশ্যক। কিন্তু সকল কাজের সীমা আছে, ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করিয়া একরারের সর্ত্তগুলি ব্যবস্থাপিত করা উচিত। সম্প্রতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের কর্ম্মচারিদিগের জামিন লইবার জন্য রেলওয়ে কোম্পানির প্রতিষ্ঠিত একটী "গবেণ্টিফণ্ড" স্থাপিত হইয়াছে। এই "গবেণ্টিফণ্ডের" অধ্যক্ষগণ যাবতীয় রেলওয়ে কর্ম্মচারীর নিকট এক একখানি একরার পত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লইবেন। এবং সমস্ত স্বাক্ষরকারী নিজ নিজ বেতনের এক নির্দ্দিষ্টাংশ ঐ ফণ্ডে দিতে থাকিবেন। যথাকালে কার্য্য পরিত্যাগের সময় কর্ম্মচারিগণ নিজ নিজ দত্ত টাকা ও তাহার সুদ প্রাপ্ত হইবেন; কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যে কোন অখ্যাতি ঘটিলে সমস্ত টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। এ ব্যবস্থাটী মন্দ হয় নাই, কিন্তু একরার পত্রের অসঙ্গত নিয়মাবলি দৃষ্টে আমরা যার পর নাই বিস্মিত হইলাম। পাঠকের গোচরার্থ আমরা যথাবৎ নিয়মগুলি প্রকাশ করিতেছি।—

"রেলওয়ের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে বলিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির অধ্যক্ষগণ আমাকে ---টাকা জামিন দিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছেন; তদনুসারে গবেণ্টি ফণ্ড আমার নিমিত্ত সেই টাকার জামিন হইয়াছেন, তজ্জন্য আমি সর্ব্বতোভাবে উক্ত ফণ্ডের নিয়মাবলিতে এক্ষণে আবদ্ধ থাকিতেছি। এবং উক্ত কোম্পানির অধ্যক্ষগণকে আমি এই ক্ষমতা দিতেছি যে, এই জামিনের নিমিত্ত উল্লিখিত নিয়মানুসারে টাকা দিবার জন্য তাঁহারা সময়ে সময়ে আমার বেতন হইতে এক নির্দ্দিষ্টাংশ কর্ত্তন করিয়া লইবেন।

আমি আরও স্বীকার করিতেছি, এই জামিনের উক্ত ফণ্ড কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে আমার দত্ত টাকায় আমার কোন অধিকার থাকিবে না। আমি আরও স্বীকার করিতেছি, উক্ত ফণ্ডের যে সমস্ত ব্যয় এবং ক্ষতি হইবে তাহা আমি পরিশোধ করিব। অপরন্তু, যদি ঐ ফণ্ডের কর্ম্মচারিগণ আমার কৃত কোন ত্রুটির সংবাদ পান, কিম্বা এই প্রতিভূত্ব হেতুবশতঃ প্রাপ্য স্বত্বের আপত্তি করেন, তাহা হইলে উক্ত কর্ম্মচারিগণ কিম্বা তাঁহাদের নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ, কিম্বা কিয়ৎকাল পরে, আমাকে পূর্ব্বাহ্ণে সংবাদ দিউন কিম্বা নাই দিউন, আমার বাটির কোন প্রকোষ্ঠ অথবা অন্য কোন বাটীতে যথায় আমার সম্পত্তি থাকিতে পারে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহির্দ্বার অথবা অন্তঃপুরের দ্বার জানালা ও তালা এবং সিন্ধুকাদি ভাঙ্গিয়া ঐ সকল সম্পত্তি অধিকার করিতে পারিবেন, তাহাতে আইনবিরুদ্ধ কার্য্য হইবে না। অধ্যক্ষগণ আপনাদের ইচ্ছানুসারে ঐ সম্পত্তি সেই বাটীতেই রাখিতে পারিবেন, কিম্বা আবদ্ধ রাখিবার জন্য স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে আমার

প্রাপ্য খাজনা, বেতন, কোন ভাড়া বা অন্য কোন টাকা সমস্তই গ্রহণ করিতে পারিবেন। অথবা প্রবিডেণ্ট ফণ্ডের নিকট, সেবিংব্যাঙ্কে কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট আমি যে টাকা পাইব, তন্নিমিত্তও পাবেষ্কার রসিদ দিব।

আমার নিমিত্ত এই জামিনের জন্য যদ্যপি উক্ত ফণ্ডকে ক্ষতিপূরণ করিতে হয়, তাহা হইলে আমার দ্রব্য সামগ্রীর যৎকিঞ্চিৎ বিক্রীত হওয়া আবশ্যক বোধ হইবে তাঁহারা অনায়াসে তৎসমুদায় বিক্রয় করিতে পারিবেন। এই সম্পত্তির মূল্য হইতে তাঁহারা ক্ষতিপূরণের টাকা উক্ত টাকার সুদ, এবং এই টাকা আদায় নিমিত্ত ও অন্যান্য কারণে যত ব্যয় হইবে তৎসমুদায় কর্ত্তন করিয়া লইতে পারিবেন। এ সকল টাকা পরিশোধের পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা আমাকে কিম্বা আমার কর্ম্মচারী অথবা অন্য ব্যক্তির প্রতি ভারার্পণ করিব, তাঁহাকে দিবেন।"

আমাদের বিবেচনায় এই একরার পত্রের নিয়মগুলি অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। প্রথমতঃ, জামিনের জন্য সকলেই কি কারণে গবর্ণমেণ্ট ফণ্ডের নিকট আবদ্ধ থাকিবে, তাহার তাৎপর্য্য গ্রহে আমরা সমর্থ হইলাম না। কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে যাঁহাদের অর্থসঙ্গতি আছে, তাঁহারা গবর্ণমেণ্ট কাগজ জামিনের জন্য আবদ্ধ রাখিতে পারেন। এই প্রথা অবলম্বন করিলে কোন পক্ষের ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। রেলওয়ে কোম্পানির নিকট কাগজ থাকিল, সুতরাং কোন কর্ম্মচারী অবৈধাচরণ করিলে কোম্পানিকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না, তাঁহারা অনায়াসে ঐ কাগজের মূল্য হইতে আপনাদের আকাঙ্ক্ষিত ক্ষতি পূরণ করিয়া লইবেন। এদিকে জামিনদারেরা যথাকালে কাগজের সুদ পাইতে থাকিবেন, তাহাতে বৎসর বৎসর তাঁহারও কিছু কিছু উপস্বত্ব হইতে পারিবে। যে স্থলে কর্ম্মচারিগণ গবর্ণমেণ্টের কাগজ আবদ্ধ রাখিতে অশক্ত হইবেন, সেরূপ ক্ষেত্রে কোন স্থাবর সম্পত্তি জামিন রাখিতে পারেন। রেলওয়েকোম্পানি রীতিমত রেজেষ্টরি করিয়া যে স্থলে ঐ সম্পত্তি থাকিবে তথায় ঘোষণা দিবেন, তাহা হইলে অন্য কেহ উহা আবদ্ধ রাখিবেন না অথবা ক্রয় করিবেন না। যে স্থলে এরূপ কোন সম্পত্তি না থাকিবে তথায় গবর্ণমেণ্টিফণ্ড কর্ম্মচারিদিগের নিমিত্ত জামিন থাকুন, তাহাতে ক্ষতি নাই।

দ্বিতীয়তঃ, অপরাধি কর্ম্মচারীর গৃহাদি ভগ্ন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করা ন্যায়ানুগত বিবেচিত হয় না। কোন ব্যক্তিকে প্রথমে দোষী বলিয়া বোধ হইলেও পরিণামে তিনি নিরপরাধ সপ্রমাণ হইতে পারেন। অতএব, কোন কর্ম্মচারীকে অগ্রে দোষী জ্ঞান করিয়া তাঁহার গৃহাদি ভগ্ন করিয়া যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহার মানহানি ও অর্থহানি হইল; কিন্তু পরিশেষে তিনি নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইলে এই সমস্ত ক্ষতিপূরণ কে করিবে? ভদ্র লোকের মানসম্ভ্রম অমূল্যধন, প্রাণ যায় তাহাতেও ক্ষতি নাই কিন্তু মানহানি হইলে জীবন ধারণ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। রেলওয়ে কোম্পানি সকল ক্ষতিপূরণ করিতে পারেন; কিন্তু অপমানিত ভদ্রসন্তানের মান ফিরাইয়া দিতে পারেন না। হিন্দুমহিলাগণ অন্তঃপুরবাসিনী, তাঁহারা অসূর্য্যম্পশ্যা, কখন গৃহের বহির্গত হন না। বিবেচনা করুন, ষ্টেষণমাষ্টারের স্ত্রী কন্যা ষ্টেষণ মধ্যে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করিবার নিমিত্ত নিকটে অন্য গৃহাদি নাই, সে স্থলে কি "গ্যরেণ্টিফণ্ডের" নিয়োজিত কর্ম্মচারিগণ বলপূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব গ্রহণ করিবেন? অস্পৃশ্যা মহিলাগণের অঙ্গাভরণ উন্মোচন করিয়া লইবেন? আবার দেখুন, স্ত্রীলোকদিগকে স্থানান্তরিত করিবার উপায় থাকিলেও তাহারা অবাধে অন্যত্র প্রস্থান করিতে পাইবেন না। পাছে তাঁহারা গুপ্তভাবে কোন সম্পত্তি লইয়া প্রস্থান করিতেছেন, এই আশঙ্কায় তাঁহাদের বস্ত্রাদিও অনুসন্ধান করিতে হইবে। বলুন দেখি, লজ্জাবনতা কুলবধূদিগের পক্ষে এই অসদৃশ ব্যবহারটী কতদূর ঘৃণাকর? এতদ্দেশীয় হিন্দু এবং মুসলমানেরা অম্লানমুখে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, এত নশ্বর জীবন—তাহাও অবলীলাক্রমে বিসর্জ্জন দিতে পারেন, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের প্রতি এ প্রকার অসহনীয় ব্যবহার তাঁহারা কিছুতে দেখিতে পারেন না। অপরঞ্চ, যদি সহসা ফণ্ডের নিয়োজিত ব্যক্তিরা দোষী রেলওয়ে কর্ম্মচারীর বাসপল্লীতে আসিয়া তাঁহার গৃহাদি আক্রমণ করেন, তবে ত আরও ঘোর অনিষ্টের কথা। আমাদের পল্লীগ্রামের রীতি এই, এক জনের বাটীতে প্রতিবেশীর অন্য বাটীর স্ত্রী পরিজন গতিবিধি করেন। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা ভূষণপ্রিয়, তাঁহারা প্রায় সর্ব্বদাই রজত কাঞ্চন মণি মাণিক্যে বিভূষিত হইয়া থাকেন। বিবেচনা করুন, কোন রেলওয়ে কর্ম্মচারীর বাটীতে প্রতিবেশীর রত্নভূষণা মহিলাগণ বসিয়া বাক্যালাপ করিতেছেন ইত্যবসরে গ্যরেণ্টিফণ্ডের লোকেরা তাঁহার বাটীতে প্রবেশ করিলেন, সম্মুখে যাঁহারে দেখিলেন সকলেরই ভূষণাদি গ্রহণ করিলেন। এক জনের দায়ে কত লোকে কষ্ট পাইবেন ভাবিয়া দেখুন তজ্জন্য আমরা এই ব্যবস্থাটীকে ঘোর অবিচার জ্ঞান করিতেছি। ইহা প্রচলিত হইলে কেবল অপরাধীর নয়, কোম্পানির নিঃসম্পর্ক কিন্তু নিরপরাধী ব্যক্তিকেও সময়ে সময়ে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইবে।

পাঠক! এ পক্ষে আর একটী রহস্য দেখুন, বর্ত্তমান একরার পত্র প্রচলিত হইলে এতদ্দেশবাসিদেরই সমধিক অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা। রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে এতদ্দেশীয়দেরই ঘর সংসার আছে, তাঁহারা স্থাবর অস্থাবর প্রভৃতি নানারূপে কিছু কিছু সম্পত্তিও রাখেন। কার্য্যে কোন একটুকু ত্রুটি হইলে তাঁহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে, কিন্তু যে সমস্ত ইউরেসিয়ান, ইহুদি, ইউরোপীয় ও অন্যান্য বৈদেশিকগণ রেলওয়ের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের ঘর সংসার নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হ্যাট পেণ্টুলানই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব, নগদ টাকা গোপনে কোথাও গচ্ছিত রাখিতে পারেন, অতএব তাঁহারা অপরাধ করিলে বিশেষ কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই।

আমরা দেখিতেছি আমাদের দয়াবান গবর্ণমেণ্টের কেমন কলঙ্কের কপাল পড়িয়াছে। রেলওয়ের সৃষ্টিকালাবধি এ পর্য্যন্ত ইহার কার্য্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইয়া আসিতেছে, কখন তাদৃশ গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। ক্বচিৎ কখন কোন কর্ম্মচারী অন্যায়াচরণ করিয়া থাকে, কিন্তু সকল বিভাগেই তদ্রূপ অন্যায্য কার্য্য দৃষ্টিগোচর হয়। আজ কোথায় গবর্ণমেণ্টের হস্তে রেলওয়ে আসিয়া বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিবে, না দুশ্চিন্তায় তাহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। ইহাতে সকলেই গবর্ণমেণ্টের দুর্নাম ঘোষণা করিবে। আমাদের বিবেচনায় রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের নিকট হইতে জামিন এবং একরার পত্র গ্রহণ করা হউক, সেটী যুক্তিসিদ্ধ এবং সাধারণ জনসমাজের পক্ষে মঙ্গলকর, তাহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি, কিন্তু রেলওয়ে কোম্পানির অধ্যক্ষগণ যে প্রণালীতে একরার গ্রহণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহাতে অনুমোদন করিয়া ভারতবাসিদের রীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন। রেলওয়ের কর্ম্মচারিগণ স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি আবদ্ধ রাখুন। অসামর্থ্য পক্ষে কেবল কর্ম্মচারিদিগের বেতন কর্ত্তন করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্যরেণ্টি ফণ্ডে সঞ্চিত রাখুন। কোন ব্যক্তি বিধিবিরুদ্ধ কার্য্য করিলে যথা রীতি বিচারের পর তাঁহার সম্পত্তি বিক্রয় করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। অন্যান্য সকল কার্য্যে এই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে কোন কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটে না। তবে রেলওয়ের কার্য্যে এত দুরূহ নিয়ম ব্যবস্থাপিত করিবার আবশ্যকতা কি?

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর নিয়োগ।

বহুদর্শী কার্য্যচতুর সিবিলিয়ানগণ লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। এক

দিন যিনি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটরূপে জেলার বিচারাসনে আসীন থাকেন, যদি গবর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক গূঢ় পদ্ধতির প্রতিবাদ না করেন, অবিতর্কিতচিত্তে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালীর অনুসারী হইয়া কর্ম্ম নিপুণতার পরিচয় দিতে পারেন, তবে আর এক দিন তিনি একটী বৃহৎ প্রদেশের দণ্ডধর হইয়া উঠেন। আজ যিনি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর, বৃহৎ প্রদেশের কিরীট ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিকে অপ্রতিহত প্রভাব বিকীর্ণ করিতেছেন, কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তিনি একজন মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ছিলেন; আসামী ফরিয়াদির এজেহার শুনিতেন, অন্য এক লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আজ্ঞা পালন করিতেন। আজ যিনি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাঁহার পুত্র পৌত্রকেও জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের দ্বার দিয়া লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হইতে হইবে। পিতৃপিতামহের পদে তাঁহারা এককালে উন্নীত হইতে পারিবেন না। পাঠক! তবে দেখুন নিম্ন-শ্রেণীর সিবিলিয়ানদের সঙ্গে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের কত কারণে সহানুভূতি থাকিতে পারে। ছোট ছোট সিবিলিয়ান সাহেবেরা যতই কেন অপরাধ করুন না, তাঁহারা এতদ্দেশীয় লোকের প্রতি যতই কেন অত্যাচার করুন না, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরকে সে সমস্ত দোষ উপেক্ষা করিতে হয়। সিবিলিয়ানদিগকে অপরাধানুরূপ দণ্ডবিধান করিলে তাঁহার নিজের ক্ষতি, এক সময়ে তিনি স্বয়ং যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই পদের অমর্য্যাদা করা হয়, তজ্জন্য তিনি অপরাধী সিবিলিয়ানকে নিষ্কৃতি দেন।

সকল সম্প্রদায়েই ভাল মন্দ উভয়বিধ মনুষ্য আছে; যত কেন শিক্ষিত বা সুসভ্য হউন না, সমস্ত ব্যক্তিই যে এককালে দেবতুল্য পবিত্রচিত্ত হইবেন, এমন প্রত্যাশা করা কেবল দুরাশা মাত্র। সিবিলিয়ান হইলেই যে, সমস্ত সম্প্রদায় একবারে বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইবেন এমন ভরসা কিছুতেই করা যায় না। প্রতি বৎসর নব্য সম্প্রদায়ের সিবিলিয়ানগণ উদ্ধত স্বভাব প্রযুক্ত দেশীয় লোকদিগের প্রতি বিস্তর অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার কোন প্রতিবিধান হইতেছে না। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট এ পর্য্যন্ত অনেক আপিল হইল, কিন্তু কোন অপরাধী ব্যক্তি দোষী সপ্রমাণ হইলেন না। গবর্ণমেণ্টের মনে এপ্রকার ধারণা হইয়াছে যে, সিবিলিয়ানদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিলে তাঁহাদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভয় থাকিবে না, সকলেই তাঁহাদিগকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিবেন সুতরাং রাজ্য শাসন করা সুকঠিন হইয়া উঠিবে। এই যুক্তি নিতান্ত হেয় ও অকিঞ্চিৎকর; জগৎ স্নেহের-বশীভূত সদাচরণে শ্রদ্ধা ও মুগ্ধ হয়; কিন্তু অসদাচরণে আন্তরিক প্রীতি জন্মে না। বিচারপতিগণ প্রজাবর্গকে বাৎসল্যভাবে প্রতিপালন করিলে সকলেই তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিবেন, সকলেই তাঁহাদের আজ্ঞাধীন ভৃত্য হইয়া থাকিবেন। আমরা দেখিতেছি, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের মনে পূর্ব্বোক্তরূপ সহানুভূতি না থাকিলে অবশ্যই তিনি অত্যাচারীর উপযুক্ত শাস্তিবিধান পূর্ব্বক প্রতিপাল্য প্রজাদিগকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য যত্নবান হইতেন, কিন্তু ঐকান্তিক সহানুভূতিই তাঁহাদের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের দারুণ প্রতিবন্ধক হইয়াছে। আমরা তজ্জন্য এই প্রস্তাব করি, মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই প্রদেশে যদ্রূপ নূতন অভ্যাগত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হন, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের পদে তদ্রূপ ব্যক্তি নিযুক্ত হইলে অনেক মঙ্গলের সম্ভাবনা। প্রথমতঃ, তাঁহারা বিলাতের পবিত্রভাব লইয়া এদেশে আগমন করিবেন, সহজে তাঁহাদের হৃদয় স্বার্থপরতাদোষে কলুষিত হইবে না, তাঁহারা প্রজারঞ্জন করা জীবনের এক মাত্র অনুষ্ঠেয় ব্রত জানিয়া আপনার কর্ত্তব্যসাধনে তৎপর থাকিবেন। দ্বিতীয়তঃ এতদ্দেশীয় সিবিলিয়ানদের সঙ্গে তাঁহাদের তত ঘনিষ্ঠতা না থাকিতে পারে, সুতরাং তাদৃশ সহানুভূতিও থাকিবে না। সিবিলিয়ানদের অন্যায় অত্যাচার দর্শনে তাঁহাদের চক্ষু অভ্যস্ত নহে, অতএব কোন অবৈধ আচরণের সংবাদ শ্রবণমাত্র তাঁহাদের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিবে, সত্বর তাহার প্রতিকার না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন না। আজ যিনি সর্ব্বেসর্ব্বা হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা,—প্রদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হইয়াছেন, হয় ত তিনি মাজিষ্ট্রেটরূপে নবাবয়সে অত্যাচার করিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছেন; এক্ষণে তিনি স্বয়ং লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হইয়া নব্যবয়স্ক অপরাধী সিবিলিয়ানকে কিরূপে শাস্তি দেন? বিলাত হইতে নূতন আগত গবর্ণর নিযুক্ত হইলে তাঁহার এই সমস্ত অনুরোধ থাকিবে না, নিরুদ্বিগ্নচিত্তে তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য পালনেই যত্নবান থাকিবেন।

অধুনাতন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরগণ রাজকার্য্যের নিম্নদেশ হইতে উর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত বরাবর দর্শন করিয়া আসিতেছেন, অতএব তাঁহাদের অভিজ্ঞতা অসীম। কোথায় কি প্রকার উপায় অবলম্বন করিলে রাজ্য সুশৃঙ্খল হইবে, প্রকৃতিপুঞ্জ সুখে থাকিবে, এ সমস্ত বিষয় তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত আছেন। নূতন অভ্যাগত গবর্ণর আসিলে দেশের কার্য্যপ্রণালী জ্ঞাত হইবার জন্য তাঁহার অর্দ্ধেক শাসনকাল অতিবাহিত হইয়া যায়, সুতরাং তাঁহার যথার্থ রাজকার্য্য নির্ব্বাহের অবসরকাল নিতান্ত অল্প। এ গুলি প্রকৃত অসুবিধা, সন্দেহ নাই; কিন্তু এ অসুবিধাও উপেক্ষণীয়। যখন মহামান্য গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যাবতীয় কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন, তখন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর যে, একটী প্রদেশের কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ হইবেন না তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। বিশেষতঃ, প্রজাদিগের প্রতি সদয়াচরণ করিলে আমরা যৎসামান্য অসুবিধাকে অসুবিধা জ্ঞান করি না। আমরা স্নেহ ও সদয়াচরণেরই প্রার্থী, আমরা ন্যায়পরতার আকাঙ্ক্ষী। ভারতবর্ষ ইংলণ্ড হইতে কেবল ভৌগোলিক সীমা দ্বারা বিচ্ছিন্ন, নতুবা উভয়স্থানই পৃথিবীতলে অবস্থিত। ভারতবাসীদের ভাষা বিশ্বাস এবং বর্ণ বিভিন্ন, নতুবা অভ্যন্তরে সকলই অভিন্ন। সভ্য রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কবে ঔদার্য্য গুণের বশানুবর্ত্তী হইয়া সকলের প্রতি অভিন্ন ব্যবহার করুন। উভয়ের মধ্যে ভিন্নভেদ সংস্কার এককালে ধৌত করিয়া দিউন। পূর্ব্বে আয়লণ্ডের এবং স্কটলণ্ডের সঙ্গে ইংলণ্ডের কত বিবাদ বিসম্বাদ গিয়াছে, কিন্তু আজ কয়েকটী জাতি মিলিত হওয়ায় ব্রিটেন মহাসমরপরাক্রান্ত,—পৃথিবীতে অদ্বিতীয় বীরজাতি। কিন্তু স্কটলণ্ড ও আয়লণ্ডের সঙ্গে ইংলণ্ড মিলিত না থাকিলে কখনই তাহার এতাদৃশ শৌর্য্যবীর্য্যের স্ফূর্ত্তি হইত না। ইংলণ্ড অতি ক্ষীণ ক্ষুদ্রভাবে বহিঃপত্রের ন্যায় সমুদ্রজলে ভাসিতে থাকিত। একতাই শক্তি, শক্তিতেই বলবীর্য্য,—তিনটী স্থান মিলিত হইয়াছিল, সে কারণ ব্রিটিশসিংহ কেশর ফুলাইয়া পৃথিবীকে ভয়াকুল করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলণ্ড তদ্রূপ মিলিত হইলে কোন্ জাতির এত প্রবল প্রতাপ হইবে? চিরকাল এই মিত্র সামঞ্জস্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু সেই আন্তরিক সন্ধির সংস্থাপন কি?—উভয় জাতির মনোমালিন্য ধৌত করিবার উপায় কি?—জেতৃ বিজিতের ভাব দূরীভূত করাই ইহার একমাত্র সৎপরামর্শ। সমদর্শিতা দেখাইতে পারিলে মনোমালিন্য ধৌত হইতে পারে। কিন্তু এই উচ্চআশা সম্পন্ন করিতে রাজপুরুষদিগের বিশেষ ঔদার্য্যগুণ আবশ্যক। [illegible] যে দেবোচিত মহত্ত্ব অর্থরাশি ঢালিয়া দিয়া ক্রীতদাসদিগকে নিষ্কৃতি দিয়াছে, এখানে সেই মহত্ত্বের অনুষ্ঠান করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়। [illegible] ব্যক্তি উৎপীড়িত হইল, রক্ষাকর্ত্তার নিকট মনের বেদনা জানাইল, কিন্তু তিনি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেন, স্বজাতীয় স্নেহ তাঁহার হস্ত ধরিয়া রাখিল, কর্ত্তব্যকর্ম্ম প্রতিপালন করিতে দিল না। এ প্রকার কার্য্যপ্রণালী দ্বারা সকলেই অন্তঃকরণে দুঃখ পায়। অতএব প্রথমতঃ রাজপুরুষদিগের অন্যায়াচরণ নিবা-

রণের নিমিত্ত উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। কিন্তু একদেশীয় বহুদর্শী প্রাচীন ইংরাজ সিবিলিয়ানের হস্তে প্রাদেশীয় শাসনভার সমর্পণ করিলে অত্যাচার দূরীভূত হইবার প্রত্যাশা নাই। সে কারণ আমরা প্রস্তাব করিতেছি, ইংলণ্ডে যে সমস্ত ব্যক্তি সচ্চরিত্র এবং পক্ষপাতশূন্য বলিয়া সকল পরিচিত এমন লোক লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইলে ক্রমে ক্রমে দেশের উন্নতি হইবে এবং উত্তরকালে ব্রিটেন এবং ভারতবর্ষ অবিচ্ছিন্ন প্রণয়সূত্রে বদ্ধ হইতে পারিবে।

ভারতীয় বিজ্ঞান সভা।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এক জন যথার্থ উন্নতমনা, অধ্যবসায়শীল, বিদ্যানুরাগী ও স্বদেশহিতৈষী। অনেকে বাক্যে ঐ সকল গুণের পরিচয় দেন বটেন, কিন্তু কার্য্যে পরিচয় দিবার লোক অতি বিরল। আমরা ডাক্তার সরকারকে উন্নতমনা বলিয়া যে নির্দ্দেশ করিলাম, তাহার কারণ এই, যাঁহার মন উন্নত না হয়, তাঁহার কখন অন্যকে উন্নত করিয়া তুলিবার ইচ্ছা হয় না। ডাক্তার সরকার বহুদিবস অবধি স্বদেশকে উন্নতির উচ্চতর সোপানে অধিরোহিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, ক্রমে সেই চেষ্টা কার্য্যে পরিণত করিয়া তুলিতেছেন। বিদ্যাই দেশকে উন্নত করিয়া তুলিবার প্রধান সাধন। বিজ্ঞান আবার সেই বিদ্যার উচ্চতম অঙ্গ। মহেন্দ্রলাল সরকারের যত্ন যদি এ দেশে বিজ্ঞানের বহুল চর্চ্চা হয়, আমাদের দেশ ক্রমে ইউরোপখণ্ডের সমকক্ষ হইয়া উঠিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতে দর্শন শাস্ত্রেরই সমধিক চর্চ্চা ও উন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু বিজ্ঞান শাস্ত্রের সমধিক অনুশীলন হয় নাই; আনুষঙ্গিক আলোচনা হইত মাত্র। এই কারণে ভারতবাসিরা সংসারবিরত ঈশ্বরনিষ্ঠ হইয়া উঠেন। বিজ্ঞানের বহুল চর্চ্চা ব্যতিরেকে সংসারের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা হয় না।

আমরা যে ডাক্তার সরকারকে অধ্যবসায়বান বলিলাম তাহার কারণ এই, যখন তিনি উক্ত বিজ্ঞান সভার প্রথম প্রস্তাব ও অনুষ্ঠান করেন, তখন কাহারই মনে এ ধারণা হয় নাই যে তিনি এত বৃহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারিবেন। কিন্তু এক্ষণে তাহা সম্পন্নপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে।

গত ১০ ই মার্চ ২১০ নম্বর বহুবাজার ষ্ট্রীটে উপদেশ গৃহের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। গবর্ণর জেনারেল লর্ড রিপন বাহাদুর স্বয়ং প্রস্তর প্রোথিত করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে যে বৃহৎ সভার অধিবেশন হয়, সেই সভায় ডাক্তার সরকার পূর্ব্ব ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়াছেন। যথা—

১৮৬৯ অব্দের ডিসেম্বর মাসে বিজ্ঞানের আলোচনার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া তিনি (ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার) কলিকাতা জর্ণাল অব মেডিসিন নামক পত্রে প্রথম প্রস্তাব লিখেন। সংবাদ পত্র সম্পাদক ও দেশের বিদ্যোৎসাহী লোকেরা ইহার উপযোগিতা স্বীকার করিয়া তাঁহার প্রস্তাবের অনুমোদন ও চাঁদা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। এক লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইলে কার্য্যারম্ভ হইবে, ইহা স্থির হয়। ১৮৭৫ অব্দে ৫০০০০ টাকা সংগৃহীত হয়। তদানীন্তন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল প্রস্তাবিত বিষয়ের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া বিস্তর উৎসাহদান করেন। ১৮৭৫ অব্দের এপ্রেল মাসে চাঁদাদাতাদিগের একটী সভা হয়। সভাগণের ঐকমত্যে ২০ এ নবেম্বর একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৬ অব্দের ১১ ই জানুয়ারি এই সভার তৃতীয় অধিবেশন উপলক্ষে সার রিচার্ড টেম্পল সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। ঐ অব্দের ২৩ এ ফেব্রুয়ারি তিনি কলিকাতা গেজেটে একটী মিনিট লিখিয়া নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন এবং ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও অন্য অন্য উদ্যোগী ব্যক্তিদিগের বিশেষ প্রশংসা করেন। ঐ সময়ে ৮০ হাজার টাকা চাঁদায় স্বাক্ষরিত হয়। তিনি সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন, স্কুল ও কালেজের উত্তীর্ণ বালক দিগকে শারীর বিজ্ঞান, রসায়ন ও ভূতত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা দিয়া তাহাদিগের জ্ঞান পরিপক্ক ও সম্পূর্ণ করাই এরূপ বিদ্যালয় খুলিবার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সকল বিষয়ে যাঁহারা বক্তৃতা করিবেন, তাঁহাদিগের বেতন বালকদিগের বৃত্তি, যন্ত্র, পুস্তক ও বাটী নির্ম্মাণ করিতে অনেক অর্থ ব্যয়িত হইবে দেখিয়া তিনি বিনা ভাড়ায় গবর্ণমেণ্ট হইতে বাটী দেন। তদ্ভিন্ন উদ্যোগকারিদিগের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

১৮৭৬ অব্দের ২৯ এ জুলাই হইতে গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত অট্টালিকায় বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা আরম্ভ হয়। ফাদর লফোঁ প্রতিপক্ষে একবার করিয়া বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন, পরে ডাক্তার সরকার বক্তৃতা আরম্ভ করাতে সপ্তাহে একবার করিয়া বক্তৃতা হইল, তৎপরে ১৮৭৮ অব্দ হইতে বাবু তারাপ্রসন্ন রায় বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলে সপ্তাহে ৩ বার বক্তৃতা হইতে লাগিল। এই অব্দ হইতে বৃত্তি স্থাপিত হয় এবং ৬০ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত শ্রোতা হইতে লাগিল। এই সময়ে বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ২৫ হাজার টাকা দান করাতে শারীরতত্ত্বের বিষয় ব্যাখ্যা করিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়। এক্ষণে এই কার্য্যের জন্য সমুদায়ে ১ লক্ষ ৮ হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। চাঁদাদাতাদিগের মধ্যে যাঁহারা অধিক টাকা দিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিতেছি, বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর উল্লিখিত ২৫ হাজার ভিন্ন ২৫০০ ও মাসিক ২৫ টাকা, পাতিয়ালার মহারাজ ৫ হাজার, মহারাণী স্বর্ণময়ী ৮ হাজার, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ২৫০০ ও মাসিক ২৫ মহারাজ কমলকৃষ্ণ ২ হাজার ও মাসিক ২৫ বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১ হাজার বালকদিগের বৃত্তির জন্য বার্ষিক দুই শত ও মাসিক ২৫ টাকা সাহায্যদান করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট বিনা ভাড়ায় যে বাটী দিয়াছিলেন, তাহা বক্তৃতাদির উপযোগী না হওয়াতে ৩০ হাজার টাকা মূল্যে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া ৫ শত লোকের যাহাতে সমাবেশ হয় তদনুরূপ করিয়া প্রস্তুত করা হইতেছে। মৃত কুমার কান্তিচন্দ্র সিংহ ইহার জন্য ৩০ হাজার টাকা মূল্যে একটী দূরবীক্ষণ যন্ত্র ক্রয় করিয়া দিয়াছেন। বাটী নির্ম্মাণের জন্য বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ৫ হাজার, কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিং ৫ হাজার, রাজা কুমুদনারায়ণ ভূপ ৫ হাজার, কুমার শরৎচন্দ্র সিং ২ হাজার, মহারাজ কমলকৃষ্ণ এক হাজার, বাবু প্যারিমোহন রায় এক হাজার, রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এক হাজার বাবু রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী ৫ শত, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ৫ শত টাকা দান করিয়াছেন। ডাক্তার সরকার বলিয়াছিলেন, সংগৃহীত অর্থেও আবশ্যক কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। তদ্ভিন্ন অধ্যাপকদিগের বেতনের জন্য মূলধন সংগ্রহ করা সবিশেষ আবশ্যক। তদ্ব্যতিরেকে এ কার্য্যের স্থায়িতা সম্ভাবিত নয়।

ডাক্তর সরকারের বক্তৃতা শেষ হইলে লর্ড রিপন বাহাদুর অবসরোপযোগী একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন এবং দেশীয় ধনিদিগের বিশেষতঃ বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের দানশৌণ্ডতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

পুস্তক সমালোচনা।

নিম্নলিখিত মাসিক পত্র প্রভৃতি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে:—ফেব্রুয়ারি ও মার্চ্চ মাসের বেঙ্গল ম্যাগাজিন। প্রথম ভাগ প্রথম সংখ্যা ভারতেন্দু ত্রৈমাসিক পত্র। ১২৮৮ সালের মাঘ মাসের কবিতা। রজিমাবাদ পুস্তকালয়ের প্রথম সাম্বৎসরিক বিবরণ। ৪ র্থ সংখ্যা সংক্ষেপ ভাগবতামৃতং। ফাল্গুন মাসের আর্য্যদর্শন ও ফেব্রুয়ারি মাসের কলিকাতা জর্ণাল অব মেডিসিন।

১৮৮০-৮১ অব্দের হিন্দু ফেমিলি এন্যুইটী ফণ্ডের দশম রিপোর্ট। দেশের কতকগুলি হিতচিকীর্ষু

ব্যক্তি দ্বারা একটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে সকল লোকেরা আর বিশিষ্ট ব্যক্তি ভবিষ্যতের জন্য এককালে অধিক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন না তাঁহারা এই ফণ্ডে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জমা দিলে উত্তরকালে পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। আমরা বর্ষে বর্ষে ইহার ক্রমোন্নতি দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া গেল গত বর্ষের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১০৮২৫৫।।/৮ টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট গচ্ছিত হইয়াছে। চাঁদা দাতার সংখ্যাও এই বর্ষে ৬০ জন বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং মাসিক ১৬৮৭৸৵০ টাকা চাঁদা ও আদায় বার্ষিক বৃত্তি দানে ৪৯১৯।০ টাকা ব্যয়িত হইতেছে।

মহাভারত। খিল হরিবংশ পর্ব্ব। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৫ নং গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত। ইহা খণ্ডাকারে প্রকাশ হইতেছে, আমরা ইহার ৬ খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। আদ্যোপান্ত পাঠে দেখা গেল, অনুবাদ সরল ও হৃদয়গ্রাহী হইতেছে।

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রণীত দ্বিতীয় সংস্করণ। ৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট কালেজ-স্কোয়ার সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি হইতে মুদ্রিত। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। গ্রন্থকার পূর্ব্বাঞ্চলবাসী তিনি স্বয়ং বহুবিবাহকারী রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ হইয়া বহুবিবাহ পদ্ধতি উঠাইবার জন্য যেরূপ দৃঢ় ব্রত হইয়া দেশের মহোপকার করিয়াছেন তাহাতে এ পুস্তকখানি আমাদিগের যার পর নাই আদরের বস্তু। গ্রন্থকার ইহাতে অন্য কোন পাণ্ডিত্য দেখান নাই, তিনি সামান্যত যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন ইহাতে তাহা ও তাহার ফল লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার শত সহস্র প্রতিবন্ধ সত্ত্বেও নিরুদ্যম না হইয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে দেশহিতকর কার্য্যের জন্য কিরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন করা আবশ্যক তাহার বিষয় শিক্ষা করা যায়।

সন্ন্যাসী। পার্ব্বতীয় উপন্যাস। সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত। শরচ্চন্দ্র, বিরাজমোহন, সোপান ও ভিখারী প্রণেতা শ্রী দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী বিরচিত। কলিকাতা ৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট বীণাযন্ত্রে মুদ্রিত। গ্রন্থকার যে একজন উপন্যাস-লেখক তাহা না বলিলেও পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন। গ্রন্থের নামেও বিষয়াংশের পরিচয় হইতেছে। অধুনা কুরুচি সম্পন্ন বহুতর উপন্যাস লিখিত হও য়াতে সহজে আমরা ইহারও পাঠে প্রবৃত্ত হইতে পারি নাই, কিন্তু অবশেষে ধৈর্য্যসহকারে পাঠ করিয়া দেখিলাম গ্রন্থকার ইহাতে বীর, করুণ, শৃঙ্গার প্রভৃতি রসের সমাবেশ করিয়া হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছেন। প্রণয়ের ফল, অর্থের মোহিনী শক্তি, জিগীষা বৃত্তির পরিণাম প্রভৃতি ইহাতে যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তৎপাঠে আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। এখানি কেবল উপন্যাস নহে ইহাতে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাও সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। লেখক ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক বিষয়েরও অনেক পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। আমরা ইহার ভাষা সম্বন্ধে দুই এক স্থলে যে যৎসামান্য দোষ দেখিলাম তাহা গুণ সমষ্টির সহিত তুলনা করিলে ধর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ এরূপ উপন্যাসের বহুলপ্রচার প্রার্থনীয়।

ইউরোপীয় সমাচার।

ডর্ব্বান ১১ ই মার্চ্চ। লার্ড কিম্বরলে শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, নেটালের প্রজারা তাহা গ্রহণ করিবে কি না, তাহার মীমাংসার্থ নেটালের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ব্যবস্থাপক সভা ভঙ্গ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৩ ই মার্চ্চ। রণতরি ও তৎসংক্রান্ত সৈন্যাদি সম্বন্ধে ১০৫০০০০০ পৌণ্ড এষ্টিমেট করা হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা ২২১০০০ কম।

টিউনিস ১২ ই মার্চ্চ। ইটালির কন্সল কহিয়াছেন, টিউনিসে কাহারও জীবন বা সম্পত্তি নিরাপদ নয়। তিনি তথাকার শাসনকর্ত্তাকে (বে-কে) দায়ী করিতেছেন।

লণ্ডন ১৪ ই মার্চ্চ। মধ্য আমেরিকা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, কোষ্টারিসা নামক স্থানে ভূমিকম্প হইয়া বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। কেবল গুলাজিরার চারিটী নগর বিনষ্ট হইয়াছে। কয়েক হাজার লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

ইংলণ্ডেশ্বরী সম্প্রতি যে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহার প্রজারা যে আনন্দ ও ভক্তি প্রকাশ করে, তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া ছোট বড় সকল প্রজাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। তাঁহার পত্র মধ্যে এ কথারও উল্লেখ আছে, তিনি স্বদেশের গৌরব রক্ষা ও প্রজার সুখ সমৃদ্ধি ও সম্পত্তি রক্ষার অবাধে চেষ্টা করিবেন।

লণ্ডন ১৪ ই মার্চ্চ। গত ২১ এ ডিসেম্বর পারস্যের সহিত রুষের যে সন্ধি হয়, তাহাতে নিম্নলিখিত প্রকার সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আট্রেক নদী হইতে চাট হইয়া খোজেককালা দিয়া সম্বার নদী পর্য্যন্ত লাইন চলিয়া গিয়াছে। কারিকালা নামক স্থান রুষকে দেওয়া হইয়াছে। তথা হইতে আস্কাবাদের দক্ষিণ বেবাডরমজ পর্য্যন্ত সাত মাইল পর্ব্বতের ভিতর দিয়া গিয়াছে। বেবাডরমজ গেওক্টেপের ২০ মাইল অন্তর। সন্ধিতে এইরূপ নির্দ্ধারিত আছে, পারস্য জয়ের কিলকলেট নামক স্থান পরিত্যাগ করিবেন। রুষ স্বীকার করিয়াছেন, তথায় দুর্গ নির্ম্মাণ করিবেন না। তুর্কোমানদিগকে উভয় পক্ষেই স্বীকার করিয়াছেন অস্ত্র বিক্রয় করিবেন না।

লণ্ডন ১৭ ই মার্চ্চ। ইংলণ্ডেশ্বরী মেনটোন নামক স্থানে উপনীত হইয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

আয়র্লণ্ডের লোকেরা নিরীহ পশুদিগের প্রতি যে অত্যাচার করে তাহা নিবারণ করিবার উদ্দেশে ইংলণ্ডেশ্বরী তত্রত্য পশুদিগেরপ্রতি অত্যাচার নিবারণী সভার নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল যদি ঐ রূপ গোহত্যা নিষেধক কোন উপায় অবলম্বন করেন তাহা হইলে ভারতবর্ষের মহোপকার হয় এবং ঘৃত দুগ্ধ সস্তা হইয়া পড়ে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কতক গুলি দেশীয় ধনী লোক ও ইউরোপীয় একত্র হইয়া যশোহরের অন্তর্গত কৃষ্ণগঞ্জ হইতে কোটচাঁদপুর পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে খুলিবার কল্পনা করিয়াছেন।

এলাহাবাদ হাইকোর্টে শীঘ্রই এক জন দেশীয় লোকের জজ হইবার সম্ভাবনা আছে।

জনরব ব্রহ্মরাজ থিবা পুনরায় ব্যবসায় দ্রব্যের একচেটিয়া করিয়াছেন।

পারস্যে ভয়ানক বৃষ্টি ও তুষারপাত হইতেছে।

গবর্ণর জেনারল ডক্টার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভায় এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

মহম্মদ হায়ত খাঁর ফাঁড়া কাটিয়াছে। তাঁহার উপর যে গুরুতর দোষারোপ করা হইয়াছিল তিনি তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন।

মৃত সিবিল সার্জ্জন আর, সি বসুর কন্যাদ্বয় বিলাত যাইতেছেন। কনিষ্ঠা চিকিৎসা-শাস্ত্র ও জ্যেষ্ঠা অন্য শাস্ত্র শিক্ষা করিবেন। ইহাঁরা ৩১ এ মার্চ্চ বোম্বাই পরিত্যাগ করিবেন।

১১ ই মার্চ্চ যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় সর্ব্ব শুদ্ধ ২ শত লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

শুক্রবার অপরাহ্ণ ৬ টার সময়ে গবর্ণর জেনারল সিমলা যাত্রা করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কাশীর বাবু হরিশ্চন্দ্র গত বর্ষের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রমণীদিগকে এক এক খানি মূল্যবান বারাণসীয় সাটী পুরস্কার দিয়াছেন।

সিমলা শৈলে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। অপরিগণ্য লোকের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। বাজারের দোকান ঘর প্রভৃতি পতিত হইয়াছে। তথায় ক্রমে বসন্ত রোগও দেখা দিতেছে।

শিলঙের প্রধান কমিশনর ও কণ্ট্রোলারের আপীসে আগুন লাগিয়া কাগজ পত্র পুড়িয়া গিয়াছে।

শিক্ষা সংক্রান্ত সভার দ্বারা কিছু সুবিধার সম্ভা-

বনা দেখা যাইতেছে। তাঁহারা টাউনহলে বসিয়া দেশের শিক্ষিত লোকদিগের জবানবন্দী গ্রহণ করিতেছেন। বৃহস্পতিবারে রেভরেণ্ড কে.এম বন্দ্যোপাধ্যায়ের জবানবন্দী গৃহীত হইয়াছে। এই সভা বসিলে সাধারণে গিয়া ইহার কার্য্যাদি দর্শন করিতে পারেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ টনি সাহেবের জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে।

বিখ্যাত কবি জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুলকোটের একজন হিন্দুর নিকট রামচন্দ্রের রাজত্বকালের একটী মুদ্রা আছে। ইহার এক পৃষ্ঠে রাম ও সীতার মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে ও অপর পৃষ্ঠায় নগরী অক্ষরে কি যে অস্পষ্ট লিখিত আছে, তাহা কেহ বুঝিতে পারেন নাই।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট অতঃপর কোন নবাগত মাজিষ্ট্রেটের হস্তে উপবিভাগের সম্পূর্ণ ভার দিবেন না এইরূপ কল্পনা করিয়াছেন। নূতন লোকের দ্বারা উপবিভাগের বিচারকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয় না এবং অবিচার নিবন্ধন অনেক দরিদ্র লোক মারা পড়ে। আমরা পুনঃ পুনঃ গবর্ণমেণ্টকে এ কথা বলিয়া আসিতেছি। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট যে ইহার তাৎপর্য্যগ্রহে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা অবশ্য আমাদিগের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। এই কারণেই বলে গরিবের কথা বাসী হইলেই মিষ্ট লাগে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম বিদুষী রমা বাই বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিবার মানসে শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিয়াছেন। তথায় ইহাঁর কেহ অভিভাবক না থাকাতেই ইনি বাধ্য হইয়া কন্যাটীকে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন।

এবার ৫ জন এটর্ণি পরীক্ষা দিয়াছিলেন তন্মধ্যে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ১ জন মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

১৮৮২-৮৩ অব্দের আয় ব্যয় বৃত্তান্ত উপস্থিত হইলে রাজা শিবপ্রসাদ লাইসেন্স টাক্স উঠাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। পাইওনিয়র ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে অযথা আক্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা ইহাতে দুঃখিত নহি, কেন না স্বভাব যায় মলে আর ইল্লদ যায় ধুলে।

গত মর্ষুমে বম্বাই হাউসে ৫৩৮২ টী নূতন প্রস্তাব হয় ও তৎসংক্রান্ত ১৪৮৩৬ টী বক্তৃতা হইয়াছিল।

শিল্পের আদর ক্রমেই লোপ পাইতে লাগিল। এই ভারতবর্ষে কত ভাল ভাল শিল্পী ছিল, কিন্তু উৎসাহের অভাবে তাহারা শিল্পকার্য্য ভুলিয়া যাইল। এই কার্য্যের উৎসাহদানার্থ ইউরোপের কত স্থানে কত প্রদর্শনী হইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ভারতবর্ষে শিল্পপ্রদর্শনী উপলক্ষে নাচ তামাসা হইয়া থাকে। দেশের লোকে যদি ক্রমশঃ এই সকল বিষয়ের স্বাদগ্রহে সমর্থ হন, তাহা হইলে একটী মহোপকার হয়। দেশের শিল্পীদিগের গুণপনা পরীক্ষা করিবার লোক নাই, এই বড় দুঃখের বিষয়। পত্রান্তরে দেখা গেল, বুলন্দ সহর বিভাগে আলী মজিদ নামক একজন কুম্ভকার মৃৎপাত্র সকল এমন সুন্দররূপে নির্ম্মাণ করে যে, অনেক সূক্ষ্মদর্শী লোক তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া থাকেন। সম্প্রতি উক্ত বিভাগের কালেক্টর ঘটনাক্রমে তাহার নির্ম্মিত একখানি প্লেট দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তাহার গুণপনা সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার জন্য বিলাতের দক্ষিণ কেনসিংটন মিউজিয়মে লিখিয়া পাঠান। এ ব্যক্তি উক্ত মিউজিয়মের নিমিত্ত নানাপ্রকার মৃৎপাত্র প্রস্তুত করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

আসামের কুলিনিক্কাসন বিধি সম্বন্ধে মূর্খদিগের রক্ষার্থ সভা যে অনুসন্ধান করিতেছেন সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল তাহার ফল-শ্রুতির অপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না। তিনি সত্বরেই ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে এই বিষয়ের দরখাস্ত করিবেন।

টেলিফোনে চিকিৎসা-কার্য্যও সম্পন্ন হইতে লাগিল। আমেরিকার একখানি সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে তত্রত্য এক গৃহস্থের একটী অল্পবয়স্ক বালকের সর্দ্দি হইয়া বসিয়া যায় এবং তাহার শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়। গৃহস্থ সুচিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবার জন্য ১০ মাইল দূরস্থিত একজন ডাক্তারকে টেলিফোনে বলিয়া পাঠান। ডাক্তার অবসর অভাবে আসিতে পারিবেন না বলাতে গৃহস্থ বালককে নিকটস্থ টেলিফোন আপীসে লইয়া গিয়া তার সংযোগে বালকের কাশীর শব্দ শুনান। এবং তাহার সমুদায় বিষয় ডাক্তারকে বলেন। ডাক্তার এই শব্দ প্রভৃতি শুনিয়া তাহাকে যে ঔষধ দেন তাহাতেই বালক আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

পোষ্টমাষ্টারদিগের বেতন কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়া দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা ব্যয় দিতে সম্মত হইয়াছেন; কিন্তু ডেপুটী পোষ্টমাষ্টারদিগের কি? জলেই জল বাঁধে।

কোরা কাপড় ধৌত করিবার জন্য বোম্বায়ে একটী কল স্থাপিত হইতেছে। সেদিন তত্রত্য একটী কাপড়ের কলে আগুন লাগিয়া ৮ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। ওদিকে ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিকগণ লাগিয়াছেন, এদিকে ব্রহ্মা লাগিলেন।

আমদানী শুল্ক উঠিয়া যাইতেছে বলিয়া গবর্ণমেণ্টের পোর্মিটটী রাখিবার ইচ্ছা নাই। লবণ, ও মদ্য প্রভৃতির শুল্ক রেবিনিউ বোর্ড কালেক্টরি ও পুলিস দ্বারা সংগ্রহ করিবেন।

প্রভাতী বলেন এতাবৎ পলতা হইতে কলিকাতায় মাটীর পাইপে জল আসিতেছে। পূর্ত্ত খাল বিভাগের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বকলি সাহেব নহরের বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। মাটীর পাইপে যেরূপ খরচা হয়, নহরের বন্দোবস্ত হইলে তদ্দূর হইবে না। কলিকাতার মিউনিসিপালিটী বকলি সাহেবের মতে মত দিয়াছেন। পলতা হইতে বারাকপুরের ট্রঙ্ক রোড ও ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের মধ্যের রাস্তা দিয়া আসিবে। এক জন বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার এবং এক জন ইংরাজ ওভারসিয়ার বারাকপুর হইতে জরীপ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। কিম্বার সাহেব মিউনিসিপালিটির এ প্রস্তাবে মত দেন নাই। তিনি বলেন যে, জল অনাবৃত থাকিলে, রাস্তার ধুলা ও কাদায় তাহা অপরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা। আমাদিগের ও ঐ মত। কেবল রাস্তার ধুলা বা কাদা নহে, অন্যান্য অনেক কারণেও অপরিষ্কার হইবে।

নিম্ন-শ্রেণীর ওকালতী ও মোক্তারী পরীক্ষা সম্বন্ধে যে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতেছে, সে নিয়মটী যাহাতে আর এক অথবা দুই বৎসর কাল স্থগিত থাকে, তদুদ্দেশে নিম্ন শ্রেণীর ওকালতী পরীক্ষার্থীগণ লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিয়াছেন। যাঁহারা পড়িয়া শুনিয়া এবার নিম্ন শ্রেণীর ওকালতী পরীক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা উত্তীর্ণ হইতে না পারিবেন, তাঁহাদিগের শ্রম এককালে ব্যর্থ হইবে, এই ভাবিয়া ইহাঁরা লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকট কাল বৃদ্ধির প্রার্থনা করিতেছেন।

আমরা সময়ে সময়ে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধনের নানাবিধ উপায় উদ্ভাবিত দেখিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিতেছি। এ সপ্তাহে একখানি অনুষ্ঠানপত্র আমাদিগের হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহাতে দেখিলাম, "আগামী বৈশাখ মাস হইতে "পঞ্চায়ৎ" নামে একখানি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হইবে। "পঞ্চায়ৎ" প্রত্যেক মাসে বাহির না হইয়া এক এক মাস অন্তর বাহির হইবে। ইহাতে বাঙ্গালা এবং ইংরাজী এই দুই ভাষায় প্রকাশিত সমুদয় পুস্তকের সমালোচনা করা হইবে। সমালোচক মহাশয়দিগের ইচ্ছামত কোন কোন উত্তম ইংরাজী গ্রন্থের সমালোচনা ইংরাজীতেও লিখিত হইতে পারে। কাব্য, দর্শন, জ্যোতিষ, গণিত, সংগীত, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জন্য দুই তিন জন করিয়া কৃতবিদ্য, নিরপেক্ষ ও সুযোগ্য সমালোচক নিযুক্ত থাকিবেন।

রুসের কৃষকেরা কিবিনেফ নামক স্থানের ইহুদীদিগকে বধ করিয়াছে।

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর লবণকর উঠাই বার প্রতিকূলে বিতণ্ডা করাতে ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর নামক পত্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে, গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই এক প্রকার ইকনোট ও সাড়ে বার টাকা মূল্যের কোম্পানীর কাগজ বাহির করিবেন।

বৈদেশিকদিগের অবস্থানের জন্য ১৮৫৬ অব্দে বিলাতে একটী আশ্রয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে এক্ষণে ৮ হাজার বৈদেশিক অবস্থিতি করিতেছে, ইহার মধ্যে ১৭৫০ ভারতবর্ষের আশ্রয়হীন লোক।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ আরোহীদিগের রিটরন টিকিটের নিম্ন লিখিতরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যে সকল আরোহী ১৩০ মাইলের অধিক ভ্রমণ করিবেন, তাঁহারা দেড়া ভাড়ায় যে রিটরন টিকিট প্রাপ্ত হইবেন, তাহা দ্বারা তিনি ৪ মাসের মধ্যে প্রত্যাগত হইতে পারিবেন। সাধারণ রিটরন টিকিট প্রথম দ্বিতীয় ও মধ্য শ্রেণীর আরোহীদিগকে প্রদত্ত হইবে, তাঁহারা এক এক তৃতীয়াংশ ভাড়া দিয়া ছয় দিবসের মধ্যে প্রত্যাগত হইতে পারিবেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া পাটনা, গয়া, ত্রিহুত ষ্টেট নলহাটী ষ্টেট রাজপুতনা, মালওয়া, গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা, বোম্বাই, বরদা ও মধ্য ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে ৪ মাসেরই টিকিট প্রদত্ত হইবে, কেবল সিন্ধু, পঞ্জাব, দিল্লী, ইণ্ডস উপত্যকা, কান্দাহার ষ্টেট, পঞ্জাব, উত্তর ষ্টেট, মান্দ্রাজ ও নিজাম, ষ্টেট রেলওয়েতে দুই মাসের অধিক কালের টিকিট প্রদত্ত হইবে না।

পূর্ব্ব প্রতিধ্বনি বলেন, ম্যাকিনান ম্যাকেঞ্জি কোম্পানীর জাহাজে অত্যন্ত অত্যাচার হইয়া থাকে। বিনাপরাধে অনেক আরোহী ভদ্র সন্তান অনেক সময়ে নিগ্রহ সহ্য করিয়া থাকেন। কাপ্তেনকে জানাইলে তিনি ইহার কোন প্রতিকার করেন না।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ মেডিকাল কালেজ হইতে এম, বি, পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কালীকৃষ্ণ বাগচি, নারায়ণচন্দ্র বসু, বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর ও সুন্দরীমোহন দাস, বীরচাঁদ দে, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় উমেশচন্দ্র পাল, গিরিজাশঙ্কর রায় ও খগেন্দ্রনাথ সেন।

এল, এম, এস দ্বিতীয় বিভাগ।

বিধুশঙ্কর বসু, বামাচরণ চক্রবর্ত্তী, জয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ব্রজনাথ দাস, অবিনাশচন্দ্র দত্ত, অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ, নির্ম্মলচন্দ্র ও প্রিয়নাথ গুপ্ত, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বিষ্ণুপদ সেন গুপ্ত।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

কটক করদ মহলের অন্তর্গত অঙ্গুলের তহসিলদার বাবু বীরচাঁদ পট্টনায়ক ৩ মাস ছুটি লওয়াতে বাবু নিত্যানন্দ দাস তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইনি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী কালেক্টার ও মুন্সেফের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু হরিমোহন সান্নাল ১ লা এপ্রেল হইতে ৩ মাস ছুটী পাইবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দেওঘরের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এফ, ই পিকাড়কে এক মাস ছুটী দিবার যে আদেশ হইয়াছিল, তাহা রহিত হইল।

বাবু কেশবলাল চট্টোপাধ্যায় নওয়াখালীর ২ য় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

মানভূমের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জে, সি, আর্ব্বিথনট হাজারিবাগের সদর থানায় বদলী হইলেন।

বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার জে. সি ভিসে ২৪ এ এপ্রেল হইতে ১০ মাস ও মুর্শিদাবাদের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু জগৎচন্দ্র রায় ৩ মাস ছুটী পাইয়াছেন।

বাবু বনমালী প্রামানিক মুর্শিদাবাদের সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন

২৪ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবারের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ই, এম রেলি এক বৎসরের ছুটী লওয়াতে বাবু হরিমোহন সেন তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইনি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ঢাকার প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু খগেন্দ্রনাথ মিত্রের ত্রিপুরায় বদলী হইবার যে আদেশ হয়, তাহা রহিত করিয়া তাঁহাকে মানভূমের সদর থানায় বদলী করা হইয়াছে।

মানভূমের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু অক্ষয়কুমার বসু ত্রিপুরার সদর থানায় বদলী হইলেন।

শিক্ষাসংক্রান্ত বিভাগ।

গ্যারেট সাহেব ছুটী লওয়াতে প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক এ, এম নাস ২২ এ ফেব্রুয়ারি হইতে প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টারের কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

কলিকাতার প্রতিনিধি ডেপুটী পুলিসকমিশনর এচ, জি উইলকিন্স ২৪ পরগণার প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন, এবং কলিকাতা নগরী ও লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ স্থান সমূহের শান্তিরক্ষার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

যশোহরের সুবর্ডিনেট জজ বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র মাহ্যাবাদের অতিরিক্ত সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি দ্বিতীয় সুবর্ডিনেট জজ বাবু প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যশোহরের সুবর্ডিনেট জজ হইলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমোলুকের প্রথম মুন্সেফ বাবু মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ চৌকীর বাকী খাজনার মকদ্দমা করিবার ভার প্রাপ্ত হইলেন। ইনি ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন।

কলিকাতা বন্দরের লেপ্টেনাণ্ট এ. ডাব্লু ষ্টিং কলিকাতা নগরী ও লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন স্থানের শান্তিরক্ষার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিপুরার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবেড়িয়ার মুন্সেফ বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদার হুগলীর অন্তর্গত জাহানাবাদে বদলী হইলেন। ইনি বাকী খাজনার মকদ্দমা করিবেন, এবং ছোট আদালতের জজের ক্ষমতানুসারে ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন।

রাজসাহীর অন্তর্গত নাটোরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার আর. এস, গ্রীনশিল্ডস লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন স্থান সমূহের শান্তিরক্ষার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বাবু তারানাথ রায় বি. এল ময়মনসিংহের অতিরিক্ত মুন্সেফ হইলেন এবং প্রায় বাজিতপুরে থাকিবেন।

সংবাদদাতার পত্র।

শান্তিপুর।

আমাদের জন্মভূমি শ্রীপাঠ শান্তিপুরে বারমাসে তের পার্ব্বণ। অদ্বৈত গোস্বামীর আশীর্ব্বাদে ও হিন্দুদম্পের কল্যাণে এখানে প্রতিদিন প্রায় বার লক্ষ শঙ্খ ঘণ্টা ও কাঁসর ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, এতদ্ভিন্ন পরমভাগবত অদ্বৈত সন্তানদের ভবনে বিগ্রহ-সেবার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয়দের মধ্যে প্রায় সকলেই লক্ষ্মীবন্ত। একন্য অনেকেরই ভবনে প্রাত্যহিক অতিথি-সেবার পবিত্র পদ্ধতি পুরুষানুক্রমে প্রচলিত রহিয়াছে। আমরা গোস্বামীদের গৃহে নিত্য নৈমিত্তিক যে সকল পুণ্য কর্ম্ম দেখিতে পাইয়া থাকি, তন্মধ্যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রাটী সকলের শ্রেষ্ঠ। দোলযাত্রা উপলক্ষে গোস্বামী মহাশয়দের ভবনে প্রতিবৎসর যে সকল আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে উড়িয়া গোস্বামীদের প্রতিপদের দোলই সকলের শ্রেষ্ঠ। এই প্রতিপদের দোল উপলক্ষে প্রতি বৎসর উড়িয়া গোস্বামীর ভবনে অনেকগুলি বিগ্রহ একত্রিত হইয়া থাকেন। একন্য সেখানে বিস্তর লোকের সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বিগ্রহ দর্শন করিবার সময় লম্পটেরা স্ত্রীলোকদিগকে বড় জ্বালাতন করিয়া থাকে। অতএব আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, রাণাঘাটের ডেপুটী বাবু পার্ব্বণের সময় লম্পটদিগের উপর তীব্র দৃষ্টি রাখেন, নতুবা পরিণামে বিষময় ফল ফলিত হইবার সম্ভাবনা।

নদীয়া জেলার ফিবর কমিশনরেরা এখানে এক দিন মাত্র অবস্থিতি পূর্ব্বক কয়েকটী পুরাতন পুষ্করিণী, কয়েকটী প্রধান রাস্তা ও মরা গাঙ্গীটী পরিদর্শন করিয়া কৃষ্ণনগরে গিয়াছেন। ঐ স্থান হইতে তাঁহারা জ্বর সংক্রান্ত রিপোর্ট লিখিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন। আমাদের দুঃখ হইতেছে যে, উক্ত কমিশন তন্ন তন্ন করিয়া এখানকার

কুৎসিত রাস্তা ঘাটগুলি পরিদর্শন করিলেন না এবং স্থানীয় স্বাধীনচেতা ভদ্র লোকদিগকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক সংক্রামক জ্বরের প্রকৃত কারণানুসন্ধান করিলেন না, কেবল স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর পরামর্শে কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিসমাপ্তি পূর্ব্বক যথা স্থানে প্রস্থান করিলেন। যে কয়েকটী পুষ্করিণী দেখিলেন, তৎসমস্ত কি চির দিন ঐ ভাবেই থাকিবে? না, বুজাইয়া দেওয়া হইবে? পুরাতন পুষ্করিণী কি সংক্রামক জ্বরের বাসস্থান নয়? যদি তাহাই স্থির হয়, তবে মরা গাঙ্গী ত উহার জন্মভূমি। যাহা হউক, কমিশনের কল্যাণে যদি মরা গাঙ্গীটী কাটাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে স্থানীয় লোকের সমূহ উপকার লাভের সম্ভাবনা। পুরাতন পুষ্করিণীগুলির পঙ্কোদ্ধার করা না করা সমান। অতএব উহা বুজাইয়া দেওয়াই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত।

আমাদের মিউনিসিপালিটিকে পুলিসের ব্যয় বাবদ প্রতি বৎসর সাত হাজার টাকা প্রদান করিতে হইত, এজন্য স্থানীয় সাধারণ হিতকর কার্য্যের প্রত্যাশানুরূপ অনুষ্ঠান হইত না। এক্ষণে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ প্রায় সমুদায় মিউনিসিপালিটীকে পুলিসের ব্যয় ভার হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তদনুসারে আমাদের মিউনিসিপালিটীর বার্ষিক সাত হাজার টাকা বাঁচিয়া গিয়াছে। এক্ষণে ঐ উদ্বৃত্ত টাকায় মিউনিসিপালিটী কি কি হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তৎসমস্ত বিবেচনা করিবার জন্য বিগত ৬ই মার্চ্চ সোমবার একটী বিশেষ সভাধিবেশন হয়। ঐ সভায় কার্য্যগতিকে চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যান বাবু উপস্থিত হইতে পারেন নাই; কিন্তু আমাদের মাননীয় কমিশনর বাবুরা বুদ্ধির দৌড় দেখাইবার জন্য আপনাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে ভাইসচেয়ারম্যান মনোনীত করিয়া সভার কার্য্য করিয়াছেন। আইন অনুসারে ঐ সভার কার্য্যকলাপ অসিদ্ধ। অতএব চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যান বাবুকে লইয়া বিগত ১৩ ই মার্চ্চ সোমবার একটী বিশেষ সভাধিবেশন করা হইয়াছে। এই সভায় পূর্ব্ব সভার কৃত কার্য্যকলাপ সংশোধিত করিয়া চেয়ারম্যান বাবু যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তৎসমস্ত বারান্তরে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

গুপ্তিপাড়া হইতে অনেক কোন প্রামাণিক ব্যক্তির বাচনিক পরিজ্ঞাত হইলাম যে, সেখানকার পুলিস আউট পোষ্টের হেড কনষ্টেবলের অত্যাচারে স্থানীয় লোক বড় জ্বালাতন হইয়াছে। প্যারি মিউনী নাম্নী একটী স্ত্রীলোক উক্ত হেড কনষ্টেবলের প্রতিকূলে দণ্ডবিধি আইনের ৩২৪।৩৮৪।৪৪৮ ধারার বিধান মতে হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাধব রায় মহাশয়ের নিকট অভিযোগ করিয়াছে। বিচারের ফলশ্রুতি পরে জানাইব।

চাপদা।

কল্য চাপদা জেলার অন্তঃপাতী মসবথ থানার অন্তর্গত পানাপুর গ্রামে অগ্নি লাগিয়াছিল। আজকাল এখানে সমূহ পশ্চিম বায়ু বহিতেছে, প্রত্যহই আগুন লাগিবার সম্ভাবনা। উক্ত দিবস পানাপুর গ্রামে একটী স্ত্রী ও একটী পুরুষ জ্বলিয়া মরিয়া গিয়াছে। যদি পুলিস কিঞ্চিৎ তাগিদ করিয়া প্রতি গৃহস্বামীকে আপন আপন গৃহের উপর জলপূর্ণ কলসী রাখাইয়া দেন, তবে অগ্নি নির্ব্বাণ সত্বরেই হইতে পারে। এখানকার প্রধান অসুবিধা জলকষ্ট। কারণ, এতদঞ্চলে পুষ্করিণী নাই এবং সর্ব্বত্র নদী ও হ্রদ নাই। কেবল একমাত্র কূপই ভরসা। আগুন লাগিলে কূপ হইতে জল তুলিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাইতে অনেক বিলম্ব হয়। তবে একটা উপায় আছে যে কূপ হইতে আপন আপন বাটীর নিকট পর্য্যন্ত যদি এক একটী পয়নালা করিয়া রাখা হয়, তবে অতি শীঘ্র জল আসিতে পারে, এবং আগুন লাগিলে জলের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। যদি এটী সদ্যুক্তি হয়, তবে ইহার প্রচলনে সকলের যত্নবান হওয়া উচিত।

এলাহাবাদ।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সর জর্জ কুপার সাহেবের শাসনকাল অতীত হইয়া আসিয়াছে, এক্ষণে তিনি বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে গমন করিবেন। এতদুপলক্ষে বিগত ৩রা মার্চ্চ সোমবার এলাহাবাদ গবর্ণমেণ্ট হাউসে একটি ভোজ হইয়া গিয়াছে। উক্ত ভোজে এ প্রদেশের সকল সিবিলিয়ান নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সমষ্টি অশীতি হইবে।

আজি কালি বক্তৃতার স্রোতের সর্ব্বত্রই প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপ্রতিনিধি হইতে অধস্তন কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলে সময়ে সময়ে এক একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া থাকেন; তদ্দ্বারা সাধারণের কোনরূপ মঙ্গল হউক বা না হউক, অনেক সময়ে বক্তার হৃদয়ের নিগূঢ় ভাব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এরূপ মহোৎসবে বক্তৃতারূপ যে কিছুই হয় নাই, ইহা মনে করিয়া পাঠকেরা যেন হতাশ না হন। এখানকার লেঃ গবর্ণর এস্থলে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পাঠকদিগের কৌতূহল পরিতৃপ্ত্যর্থ তাহার স্থলবিশেষের কতক কতক অংশ এস্থলে প্রকাশ করিতেছি।

লেঃ গবর্ণর সিবিলিয়ানদিগকে সম্বোধন করিয়া প্রথমে বলিলেন যে তিনি দীর্ঘকাল হইতে এ প্রদেশে আছেন, এবং তিনি সকলের বয়োজ্যেষ্ঠও হইবেন। তদনুসারে তিনি তাঁহাদিগকে "পুত্র" বলিয়া সম্বোধন করিবার যোগ্য। এই নিমন্ত্রণে তাঁহারা সকলেই সমাগত হইয়াছেন বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন, এবং আর যে কখন তাঁহাদিগকে একস্থলে এইরূপ সমবেত হইতে দেখিবেন তাহারও আশা নাই। তিনি সিবিলিয়ানদিগের যশঃকীর্ত্তন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে এই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অধিকাংশই এরূপ আছেন যে সময় উপস্থিত হইলে তাঁহারা অনেকেই মেটকাফ, রিকেটস এবং টেলর সাহেবদের ন্যায় মহৎ মহৎ কার্য্য সম্পাদিত করিয়া সুবিমল যশোরাশি বিস্তৃত করিতে পারিতেন; কিন্তু এ স্থলে সে সকল অতীত গৌরবের কথা উত্থাপিত করা, তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তিনি যে ছয় বৎসরকাল এপ্রদেশ শাসন করিয়া আসিয়াছেন, তৎকালে তাঁহারা যে অশেষ সহায়তা ও সমভাবে তাঁহার সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, সেই সকল কার্য্যের জন্য সকৃতজ্ঞ সাধুবাদ প্রদান করাই তাঁহার এই আহ্বানের চরম উদ্দেশ্য। আগ্রার মিউনিসিপাল কমিটীতে গবর্ণর জেনরল মহোদয় এতদঞ্চলের ১৮৭৭—৭৮ সালের দুর্ভিক্ষের বিষয় উত্থাপন করিয়া কিরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা সকলের স্মরণ থাকিতে পারে। এইরূপ নানা বিষয় অনুধাবন করিয়া সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারেন যে তিনি শাসন কার্য্য বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন, আর ভবিষ্যতে যদি কখন এই সুশাসনের কথা উত্থিত হয়, তখন তাঁহারা (সিবিলিয়ানেরা) এই মনে করিয়া সন্তোষ লাভ করিবেন যে "ইহা আমরা করিয়াছি।" উক্ত দুর্ভিক্ষ সময়ে তাঁহারা এতাদৃশ আত্মনিগ্রহ ও সবিশেষ উদ্যমসহকারে লেঃ গবর্ণর সাহেবের সর্ব্বাঙ্গীন সহায়তা না করিলে ইহার পরিণাম কখনই এরূপ সন্তোষজনক হইত না এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইহার কার্য্যকারিতার এরূপ হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করিতেন না। যাহা হউক, তাঁহাদের ন্যায় অসীমধীশক্তিসম্পন্ন, কার্য্যকুশল ব্যক্তিগণকে পাওয়া সামান্য স্পর্দ্ধার কথা নহে; আর ইহাও ভাবিতে হইবে যে এই ছয় বৎসরকাল এতাদৃশ অসামান্য ব্যক্তিদিগের শীর্ষস্থানীয় হইয়া থাকা, তাঁহাদের বিশ্বাস ভাজন, ও তাঁহাদের নিকট সম্মানিত হওয়া কতদূর গৌরবের বিষয়। একজন কবি বলিয়াছেন, যে "রাজা এক ব্যক্তিকে ডিউক, মারকুইস বা নাইট করিতে পারেন, কিন্তু তিনি এক জনকে সৎ লোক করিতে পারেন না।" এস্থলে আরও একটী কথা বলা হইয়াছে যে "রাজ্ঞী এক ব্যক্তিকে তোমাদের শীর্ষ-

স্থানীয় করিয়া দিতে পারেন, তিনি এক জনকে লেঃ গবর্ণর করিতে পারেন; কিন্তু এই বিষয়টী তাঁহার সাধ্যের অতীত—তিনি এমন একটী লোক দিতে পারেন না যে তোমরা সকলেই তাঁহাকে সম্মান কর। তবে যে পর্য্যন্ত না উক্ত ব্যক্তি স্বীয়গুণবত্তার পরিচয় প্রদান করিয়া তোমাদের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন, সে পর্য্যন্ত তোমরা তাঁহাকে সমাদর করিতে পার না।" লেঃ গবর্ণর সার জর্জ কুপারকে বিদায় দানার্থ তাঁহারা যে নানা স্থান হইতে অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া এ স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ শ্লাঘা জ্ঞান করেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে যেরূপ সম্মান লাভ করিয়াছেন তাহা তাঁহার আজীবন স্মরণ থাকিবে। অতঃপর ইহা বলিতে পারা যায় যে "যে ব্যক্তি এরূপ সকলের নিকট অধিকতর সম্ভ্রম লাভ করিয়াছে, তাহার যাহাই কেন দোষ থাকুক না, ভবিষ্যতে এরূপ কেহ বলিতে পারিবেন না যে তাহার নাম কালির দ্বারা লিখিত হইয়াছিল অথবা তাহার থাকা কোনরূপ ফলোপধায়ী হয় নাই।"

বোধ হয় এতক্ষণে পাঠকেরা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেঃ গবর্ণর সার জর্জ কুপার সাহেবের বক্তৃতার সবিশেষ মর্ম্ম অবগত হইতে পারিলেন। কিন্তু রহস্য এই, তিনি কেবল তাঁহার সিবিলিয়ান ভ্রাতাদের নিমন্ত্রণ করিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদেরই ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং প্রকারান্তরে নিজ মুখে স্বীয় গুণগরিমা প্রচার করিতে ত্রুটি করেন নাই। আবার অন্য দিকে সিবিলিয়ানেরাও তাঁহাকে তদনুরূপ স্তুতিবাদ করিতে বিমুখ হন নাই। এ পদ্ধতিটী ধন্যবাদের যোগ্য সন্দেহ নাই! তিনি যে কয়েক বৎসর এতদঞ্চলের ধুরন্ধর হইয়াছিলেন, তাহার মঙ্গলোদ্দেশে কি কি সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া চলিলেন, তাহাই আমাদের জানিবার প্রয়োজন। সত্য বটে তাঁহার শাসন সময়ে দুর্ভিক্ষ হয়, এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্য দান কার্য্য দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট তিনি বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছেন; কিন্তু ইহা বলিতে পারা যায় যে যদি ষ্টেটসম্যান পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক নাইট সাহেব না থাকিতেন, তাহা হইলে উক্ত ঘটনা আরও সুন্দর বর্ণে চিত্রিত হইত, এমন কি দুর্ভিক্ষের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতে পারিত! যাহা হউক, এক্ষণে তিনি এদেশ ত্যাগ করিয়া চলিলেন এবং সার এ, সি লায়াল উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। দেখা যাউক, এখন এ প্রদেশের লোকের ভাগ্যে কিরূপ ফল ফলে।

সমস্ত যন্ত্রণা দূর করিয়া স্বাভাবিক ভাব অবলম্বন করে, এবং চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়, দেহের পুষ্টি-সাধন করে ও বমনাদি নিবারিত হইয়া শরীরের বল বৃদ্ধি করে, এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হয়।

এক শিশির মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৶৹ আনা।

সুবাহ্ ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভ দোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

এক সেরের মূল্য ৪ টাকা। প্যাকিং ৶৹ আনা।

অমৃতাসব।

(সকল প্রকার কাশরোগের বিশেষ ঔষধ।)

সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সর্দ্দি,কাশী এবং তৎসংক্রান্ত বক্ষো-বেদনা, পার্শ্বশূল, অতিসার, জ্বর, শ্বাসকষ্ট (অর্থাৎ বায়ুনালিতে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অনিয়মিক শ্বাস-প্রশ্বাস) হাঁপানি প্রভৃতি উপসর্গ সকলের সত্বর শান্তি হইয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে।

এক শিশির মূল্য ১৷৹। প্যাকিং ৶৹ আনা।

এই ঔষধালয়ে মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন।

—:০:—

রোগাঙ্কুশ।

৬ শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যটন কালীন জনৈক উদাসীন মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

এই আশ্চর্য্য দুষ্প্রাপ্য ঔষধ সেবন করিলে শুক্র বৃদ্ধির বিশেষ প্রাবল্য হয় ও সর্ব্ব প্রকার উদরাময়, অজীর্ণ, অরুচি, বৌদ্ধনা, মূত্রবেগ দোষ ও স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সন্তান উৎপাদিকাশক্তিহীনতা রোগ প্রভৃতি অল্প দিবসেই আরোগ্য হয়। এবং প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধি ও ক্ষুধার প্রাবল্য হয়। এই ঔষধের আর এক ক্ষমতা এই যে নিত্য সেবন করিলে বার্দ্ধক্যে যৌবনভাব জানা যায়। জ্বর সত্বে সেবনীয় নহে। ব্যবহারের নিয়ম ও ব্যবস্থা পত্র ঔষধের সহিত পাঠান যায়। মূল্য ডাক মাসুল সহিত ২ টাকা। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হয় না

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।

দশাশ্বমেধ বেনারস।

চন্দ্র-চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃপ্রমেহব্যাধিনাশকঃ।
নাবজ্ঞেয়ো মুদ্রিতেন ন জ্ঞেয়ো মুদ্রিকং বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্য-রূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২॥৹ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২৷৹ টাকা।

ভাল রস সিন্দূর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রেয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীশশিমোহন সেন কবিরাজ।

কাশী, কাকিনিয়ার ছত্র অথবা গণেশ মহল্লা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর,শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ব্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৸৹ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাসুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি,নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণগোপাল ঘোষ—সাঁইতা ১০
" " মহেন্দ্রনাথ রায়—চাকুয়াল ৭॥৹
" " রামনিধু মুখোপাধ্যায়—পাণ্ডুয়া ৬
" " চন্দ্রকান্ত ঘোষ—খঞ্জনপুর , ৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহার নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥৹ টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাকমাসুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাষিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয় তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵৹ দুই আনা তাহার পর /৹ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ। প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং ১৯ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ১৫ ই চৈত্র। ইং ১৮৮২। ২৭ এ মার্চ্চ। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০, অগ্রিম ... মাসুল সমেত ...র্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

প্রেরিতপত্র

পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির।

জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির ভারতবাসিদের একটী প্রাচীন কৃতি ও কীর্ত্তি। উহার গঠননৈপুণ্য দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। অনেকে বিবেচনা করেন গ্রীশদেশীয় শিল্পী দ্বারা ঐ মন্দির গঠিত হইয়াছিল; কিন্তু বাস্তবিক সে অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। অদ্যাবধি আগ্রা এবং জয়পুরে সুনিপুণ ভাস্করেরা চমৎকার প্রস্তরের কার্য্য করিতেছেন। জয়পুর রাজ্যের সমাধি মন্দিরগুলি দর্শন করিলে বোধ হয় যে, ইউরোপেও তাদৃশ পরিষ্কার কার্য্য অদ্যাবধি সম্পন্ন হয় না। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরও প্রায় তদ্রূপ একটী উপাদেয় সামগ্রী, কিন্তু দুঃখের বিষয়, হিন্দুদিগের এই পুরাতন কীর্ত্তিটী লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িতেছে। মন্দিরের চতুর্দ্দিকের প্রাচীর এবং তদন্তর্গত দেবমন্দিরগুলির অনেক দিন পর্য্যন্ত সংস্কার হয় নাই। এক্ষণে সেগুলি জীর্ণাবস্থাপন্ন, তরুলতায় আচ্ছন্ন, এবং পতনোন্মুখ হইয়া দর্শকদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছে। এতদবস্থায় সংস্কার না হইলে তাহা শীঘ্র ভূমিসাৎ হইবে, সন্দেহ নাই। প্রধান মন্দিরটীরও অবস্থা ভাল নহে, সে বৎসর উহার মধ্যদেশ হইতে একটী বৃহদাকার প্রস্তর স্খলিত হইয়া পড়ে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এক্ষণে উহার কোন কোন অংশ ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে। ন্যূনাধিক এক বৎসর গত হইল উহার মধ্যবর্ত্তী একটী দ্বার জীর্ণতাবশতঃ অবরুদ্ধ হইয়া যায়।

পুরীর তত্ত্বাবধায়ক রাজা সে বৎসর দ্বীপান্তরিত হন। তাঁহার সন্তানটী নিতান্ত শিশু, অতএব রাজসংসারের কোন ব্যক্তির নিকটে এক্ষণে এ বিষয়ে উপকার লাভের প্রত্যাশা নাই। এ দিকে ভক্তিপরায়ণ যাত্রিগণ জগন্নাথদেবকে যাহা দান করিতেছেন, তৎসমুদায় সম্পত্তি মঠধারী বাবাজিরাই গ্রাস করিয়া ফেলেন। তাঁহারা অতুলধনসম্পন্ন, আবার এই সকল অর্থ লইয়া কেবল আপনাদের সুখৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতেছেন, প্রস্তরময় সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইতেছেন, বহুমূল্য হস্তী ক্রয় করিতেছেন, কিন্তু যে দেবতার প্রভাবে তাঁহাদের ঈদৃশ প্রতিপত্তি, তৎপ্রতি বিন্দুমাত্র মনোযোগ নাই।

পূর্ব্বে পুরীতে উক্ত মন্দির সংস্কারের নিমিত্ত একটী সভা সংস্থাপিত হয় এবং বিজ্ঞাপন পত্র মুদ্রিত করাইয়া সদাশয় ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু তৎকালে কেহই এতদ্বিষয়ে মনোযোগী হন নাই। যেপ্রকার কাল পড়িয়াছে, এক্ষণে দেবদেবীর প্রতি আর কাহারও শ্রদ্ধাভক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব ভক্তিপরতন্ত্র হইয়া কেহ যে এই সৎকার্য্যে অর্থদান করিবেন, সে আশা অনেক দিন অন্তর্হিত হইয়াছে। সম্প্রতি আমাদের একমাত্র ভরসা এই,—গবর্ণমেণ্ট আর্য্যদিগের প্রাচীন কীর্ত্তি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতেছেন। যেখানে উৎকৃষ্ট মন্দিরাদি দেখিতেছেন, বহুব্যয় স্বীকারপূর্ব্বক তাহার সংস্কার করাইতেছেন। আমরা সেই আশায় উৎসাহান্বিত হইয়া প্রার্থনা করি, আমাদের দয়াবান্ গবর্ণমেণ্ট এই বহুকালের প্রসিদ্ধ মন্দিরটীর সংস্কার করাইয়া হিন্দুদিগের একটী প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা করুন। এ দিকে দেশীয় রাজা এবং জমিদারদিগকেও জ্ঞাত করিতেছি, হিন্দুনামের প্রায় সমস্ত কৃতি দিন দিন লুপ্ত হইয়া আসিতেছে, কতকগুলি প্রাচীন গ্রন্থ ভিন্ন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের আর কোন সম্পত্তি নাই। অতএব তাঁহারাও এই সৎকার্য্যে আনুকূল্য করিয়া স্বদেশের একটী মহৎকার্য্য রক্ষা করুন।

কটক
সম্প্রতি কলিকাতা } শ্রীনারায়ণচন্দ্র আচার্য্য।

গোবরডাঙ্গা।

যাঁহারা সেণ্ট্রাল বেঙ্গল রেলওয়ের নক্সা দেখিয়াছেন, তাঁহারা গোবরডাঙ্গার সন্নিহিত রেলপথের বক্রতা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন একমাত্র গোবরডাঙ্গাই এই বক্রতার কারণ। যাহার জন্য সহজ সরল রেলপথের এরূপ বক্রভাব ঘটিল তাহা কিরূপ স্থান স্বল্প দিনের মধ্যে যতদূর জানিতে পারিয়াছি লিখিতেছি। বসীরহাট সবডিভিজনের মধ্যে লোকসংখ্যা বাণিজ্য ও সমৃদ্ধিতে গোবরডাঙ্গা অদ্বিতীয়। তাবে বোধ হইতেছে এ স্থানটী রেলওয়ে কোম্পানির একটী প্রধান আড্ডা ও বিশেষ লাভের কারণ হইবে। গোবরডাঙ্গার বাহ্যদৃশ্যও দূর হইতে দেখিলে বড় মন্দ দেখায় না। কিন্তু যতই ইহার ভিতর প্রবেশ করা যায় ততই বিরক্তি জন্মিতে থাকে, কেন এমন হয় ক্রমে সংক্ষেপে লিখিতেছি।

(বিদ্যালয়) গোবরডাঙ্গায় একটী ইংরাজি বিদ্যালয় ও খাটুরায় একটী বাঙ্গালা স্কুল আছে, উভয়ই গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে পরিচালিত। কিন্তু কোথাও আশানুরূপ ছাত্রসংখ্যা নাই। লোকের বিদ্যানুরাগহীনতাই বিদ্যালয়ের দুর্দ্দশার নিদান। এখানে যে সমস্ত ধনী মহাশয় আছেন, বিদ্যা তাঁহাদের ধনের হেতু নহে, সুতরাং তাঁহারা স্বীয় সন্তানদিগকে অধিক লেখাপড়া শিখান আবশ্যক বিবেচনা করেন না, সচরাচর হাতের লেখা ও মণকষা সেরকষা শিখিয়াই ধনীসন্তানগণ ব্যবসায়কার্য্যে নিযুক্ত হন, এই নিমিত্ত বিদ্যালয়ে ছাত্র পাওয়া যায় না, সাধারণে তাহার সাহায্যও করে না, এ দিকে সামান্য পাঠশালার সংখ্যা ৫। ৬ টী এবং তাহার ছাত্রসংখ্যা অন্যূন ৩।৪ শত হইবে। কিন্তু উক্ত উভয় স্কুলের ছাত্রসংখ্যা একত্রে দেড়শতেরও অল্প। গোবরডাঙ্গার জমিদার মহাশয়েরা অগত্যা বৃত্তি দিয়া বৈদেশিক ছাত্র আনয়ন করিয়া কোনক্রমে স্কুলের জীবন রক্ষা করিতেছেন!! যে স্থানে বিদ্যার এত অনাদর সে স্থানটী কেমন পাঠক মনে মনে তাহার চিত্র অঙ্কন করুন।

(নদী) বিশীর্ণদেহ, পঙ্কিল ও শৈবালাচ্ছন্ন। যমুনা অত্রত্য লোকের জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন। সমধিক ব্যয়সাধ্য বলিয়া ইহার সংস্কারে কাহারও আন্তরিক যত্ন নাই। কাহারও মতে সংস্কার করিলেও অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে আবার যে সেই হইবে, অতএব এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বিড়ম্বনা মাত্র। আমি কিন্তু এ সকল কথা বুঝিতে পারিলাম না। বারোয়ারি, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন ও সৌখীনতায় অর্থের সপিণ্ডীকরণ হইতেছে। যদি এই সমস্তের কিয়দংশ বাঁচাইয়া প্রতি গৃহস্থের নিকট কিছু কিছু চাঁদা লওয়া যায় এবং তেমন করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট সকলে সমস্বরে ক্রন্দন করা যায় মনোরথ নিশ্চয়ই সুসিদ্ধ হইবে। পঞ্চাশ বৎসর পরে পুনরায় কাটাইতে হইলেই বা দোষ কি? যদি তেমন আবশ্যক হয় তবে মন থাকিলে পুনরায় টাকার যোগাড় করা তখন অসাধ্য হইবে না। শরীর সুস্থ ও সচ্ছন্দ থাকিলে কিসের অভাব। পুনরায় সংস্কারের ভয়ে হাত পা ছাড়িয়া দিলে গৃহ নির্ম্মাণ প্রভৃতি কোন কার্য্যই হয় না। আবার ক্ষুধা লাগিবে বলিয়া কে কোথায় আহার ত্যাগ করিয়া থাকে? শুনিলাম কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাবু সুরথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের যত্নে যমুনা সংস্কারের বিশেষ আন্দোলন হইয়াছিল কিন্তু তিনি তাদৃশ বড়লোক নহেন। যাঁহারা যত্ন করিলে দশজনকে একত্র করিতে পারেন তৎকালে তাঁহারা কোর্ট অব ওয়ার্ডে ছিলেন। ফলতঃ যতদিন গোবরডাঙ্গার জমীদার মহাশয়েরা সাধারণের ক্লেশে সহানুভূতি প্রকাশ না করিবেন ততদিন এ অঞ্চলের ভদ্রস্থতা নাই। জগদীশ্বর যাঁহাদের হস্তে বিপুল ক্ষমতা দিয়াছেন তাঁহাদিগকে শুভ বুদ্ধি দিয়া প্রজাক্ষয় নিবারণ করুন। এত ধনী থাকিতে কেন এখানকার লোক বিষ খাইয়া মরে? কেন সকলে স্বয়ং একমত হইয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারে না?

এ সকল কথার একমাত্র উত্তর বিদ্যাহীনতা। যাঁহারা ধন ও বিদ্যার প্রভেদ সহজে বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা গোবরডাঙ্গা দর্শন করুন!

(রাস্তা) পূর্ব্বেই বলিয়াছি গোবরডাঙ্গা একটি বাণিজ্যপ্রধান সমৃদ্ধ স্থান। সুতরাং ইহাতে লোকের ও গাড়ীর ভিড় যথেষ্ট। কিন্তু রাস্তার মত রাস্তা এখানে একটাও নাই। কলিকাতা সহরের আবর্জ্জনারাশি যে স্থানে নিক্ষিপ্ত হয় গোবরডাঙ্গার দক্ষিণবর্ত্তী সদর রাস্তার সহিত তাহার উপমা দেওয়া যাইতে পারে। ইহার পার্শ্বে উপরে ও যেখানে সেখানে প্রতিবর্ষে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার গুড় খাবরা ও চিনির পচা শেওলা বিশৃঙ্খলভাবে নিক্ষিপ্ত হয়। এই সকল দ্রব্যের ও জ্বালানি গুড়ের অপূর্ব্ব গন্ধে আগন্তুক লোকে নাসিকা আবৃত না করিয়া চলিতে পারে না। কত দিনের পর হঠাৎ বৃষ্টি হইলে যে কি ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হয়, পাঠক নিজে তাহা অনুভব করিয়া লইবেন, এই দুর্গন্ধের নিমিত্ত মাছির উৎপাতে দিবাভাগে আহার নিদ্রার বিষম ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। কারখানার পার্শ্বে ও ভিতরে পর্ব্বত প্রমাণ কাষ্ঠের রাশি দেখিলে বোধ হয় এখানকার লোকে অদ্যাপি পাথুরিয়া কয়লার গুণ জানিতে পারে নাই অথবা জানিয়া শুনিয়াও অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া পিতৃপিতামহের কুলক্রমাগত রীতির অন্যথাচরণ করিতে সাহসী হয় না!!

(পুল) যমুনার সংকীর্ণ গর্ভে কয়েকটী পাকা ভিত্তি দণ্ডায়মান আছে। শুনিলাম মৃত মহাত্মা সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় পুলটী সমাপন করিতে না করিতেই অকালে দেহযাত্রা সম্বরণ করিয়াছেন। স্কুল ডাক্তারখানা প্রভৃতি গোবরডাঙ্গার যাহা কিছু গৌরবের দ্রব্য আছে, সকলই তাঁহার প্রসাদে। তদীয় পুত্রগণও উহা সুন্দররূপে চালাইয়া আসিতেছেন, কিন্তু তাঁহার পুণ্য সঙ্কল্প কীর্ত্তি সম্পূর্ণ করিতে অদ্যাপি তাদৃশ মনোযোগ করেন নাই। পুলটী সম্পূর্ণ হইলে বাজারের ও নগরের বিশেষ উন্নতি হইতে পারে।

বাজার। শুনিলাম সারদাপ্রসন্ন বাবুর সময়ে ইহার বিশেষ উন্নতি ছিল। এক্ষণে ক্রমেই হীনদশার [illegible] হইতেছে, পণ্য বিহীন শূন্য দোকান ঘর বিস্তর দেখিলাম। প্রাত্যহিক বাজারে তরকারী ও মৎস্যাদি [illegible] পরিমাণে আসে না, সুতরাং তৎসমুদায় [illegible] অত্যন্ত মহার্ঘ। জমীদার বোধ হয় [illegible] বাবুরা বাজারের কাণ্ড ততটা বুঝিতে পারেন না। দুই প্রহরের রৌদ্রে ক্রেতা ও বিক্রেতার কষ্ট দেখিলে চক্ষে জল আইসে। বর্ত্তমান সভ্যতানুসারে একটা চাঁদনী হওয়া একান্ত আবশ্যক। পুল হইলেই বোধ হয় বাজারের দুর্দ্দশা আপনা হইতে অপনীত হইতে পারে।

অধিবাসী। বিদ্যালয় বর্ণন সময়েই অধিবাসীর চরিত্র এক প্রকার বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি আর দুই চারিটী কথা বলিতেছি। ইহার অধিকাংশই নিতান্ত স্বার্থপর, সাধারণের কার্য্য আদৌ বুঝে না। সাধারণের মঙ্গলকর কার্য্যে পারতপক্ষে সাহায্য করে না। তবে যখন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বা তাদৃশ কোন লোক যত্ন করেন তখন কিন্তু বাক্‌নিষ্পত্তি না করিয়া দান করিতে উদ্যত হয়। সেবার বর্ণাকুলার স্কুলের জন্য গোবরডাঙ্গায় বিস্তর চাঁদা আদায় হইয়াছিল!! এখানকার লোকেরা অত্যন্ত ভীরু স্বভাব, পাছে ঝঞ্জাটে পড়িতে হয় এজন্য ক্ষতি স্বীকার ও সত্য গোপন করিতে পারে।

গোবরডাঙ্গার পশ্চিমভাগ অতিশয় রমণীয়। বাবুর বাটী, তাঁহাদের পুষ্পোদ্যান, দেবালয়, স্কুল, ডাক্তারখানা, পুলিস ও ডাকঘর সমুদায়ই এই ভাগে অতি পরিষ্কাররূপে ব্যবস্থাপিত। পুলিস ও ডাকঘর পাকা হইলে দেখিতে আরও সুন্দর হইবে। পুলিসের সম্মুখবর্ত্তী স্থানের চাঁচীর ঘরটা ভাঙ্গিয়া ফেলা উচিত। এই ভাগে মশা মাছি নাকারজনক দুর্গন্ধ প্রভৃতি কোন আপৎ নাই।

কোন রেলওয়ের কর্ম্মচারী।

সেলামাবাদ রেলওয়ে।

বিগত ২৩ এ ফাল্গুনের সোমপ্রকাশের সংবাদস্তম্ভে দৃষ্ট হইল যে বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার লোকেরা হাবড়া হইতে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সেলামাবাদ পর্য্যন্ত একটী শাখা রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার জন্য মহামান্য গোবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন, ইহা যে অতিশয় আনন্দের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এস্থলে আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে, গবর্ণমেণ্ট যে সকল রেলওয়ে প্রস্তুত করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের স্বার্থ আছে কি না? আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, সামরিক কার্য্যের সুবিধা ও বাণিজ্যের পথ পরিষ্কার হইবে বলিয়া সমস্ত রেলওয়ের সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু প্রস্তাবিত হাবড়া-বর্দ্ধমান রেলওয়ে জনাই প্রভৃতি গ্রামসমূহের মধ্য দিয়া গমন করিলে উক্ত দুই বাসনার কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিবে, আমরা ত তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যে ২৬ লক্ষ টাকা আনুমানিক ব্যয় ধরা হইয়াছে, তাহার এক চতুর্থাংশ ডানকুনির মাঠে রাস্তা ও পুল প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে খরচ হইয়া যাইবে, ইহাতেও সম্পন্ন হইবে কি না, সন্দেহ। এই ২৬ লক্ষ টাকায় যদি এই ৪৩ মাইল রাস্তাটি সম্পূর্ণ হয়, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে ৯০ বা শত বৎসরেও এই রেলওয়ে (মূলধন পরিশোধ করা দূরে থাকুক) ইহার মাসিক ব্যয়ও সংকুলান করিতে পারিবে না। কারণ, জনাই, বাক্সা ও সিয়াখালা ব্যতীত অন্যান্য যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম দিয়া এই রেলওয়ে যাইবে, তথায় ব্যবসায় বাণিজ্য নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং কয়েকজন মাত্র আরোহী গতায়াত করিলে ইহা যে ভবিষ্যতে দ্বিতীয় মাতলা রেলওয়ে হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন? এই জন্য আমরা বলি যে, যদি প্রজাহিতৈষী গবর্ণমেণ্ট উক্ত দুই জেলার লোকের প্রতি সদয় হইয়া উক্ত রেলওয়েটি প্রস্তুত করিয়া দেন, তবে হাবড়া হইতে উহা বহির্গত না করিয়া সেওড়াফুলি বা বৈদ্যবাটী হইতে বহির্গত করুন। ইহাতে ব্যয়েরও বিস্তর লাঘব হইবে এবং উভয় জেলার লোকেরও যথেষ্ট সুবিধা হইবে। বৈদ্যবাটীর নিকট পশ্চিম ডানকুনির মাঠ মহাত্মা ৮ গোবর্দ্ধন রক্ষিত মহাশয়ের নির্ম্মিত একটী সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত পথ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া আছে, আজকাল তাহাতে প্রায় লোকের গতায়াত নাই। গবর্ণমেণ্ট যদি সেই রাস্তার সংস্কার করিয়া বৈদ্যবাটী হইতে গোবিন্দপুর, দুর্গারামপুর, সিঙ্গুর, নালিকুল, হরিপাল, তৈতাল, বালগাছি ও তারকেশ্বর প্রভৃতির মধ্য দিয়া ঐ শাখা রেলওয়েটী সেলামাবাদ পর্য্যন্ত লইয়া যান, ইহার মধ্যে প্রায় কোন স্থানেই পুল বাঁধিতে হইবে না। ইহাতে বোধ হয় [illegible] ১০। ১২ লক্ষ টাকাতেই রাস্তার কার্য্য সমাধা হইতে পারিবে। উল্লিখিত গ্রামগুলির প্রত্যেকটি এক একটী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম এবং ইহার উভয় পার্শ্বেই আধক্রোশ বা এক ক্রোশের মধ্যে যে সকল গ্রাম আছে, সে সকলও উক্ত বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামসকল অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন হইবে না। বিশেষতঃ সিঙ্গুরের মধ্য দিয়া যে রাস্তা পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়াছে তাহাতে অন্যূন দুইশত বা ততোধিক গোযান গাড়ি, পাঁচ ছয় শত গরুর গাড়ি, এবং সহস্র সহস্র লোক প্রত্যহ যাতায়াত করিতেছে। ইহা ব্যতীত বৈদ্যবাটীর হাটের দিন (সপ্তাহে দুইবার হাট হয়) কত যে গরুর গাড়ি কত প্রকার দ্রব্য বোঝাই করিয়া যাতায়াত করে, তাহার সংখ্যা হয় না। মনুষ্যের ত কথাই নাই। এতদ্ব্যতীত শিবরাত্রি ও চড়ক পার্ব্বণের সময়ে এই রাস্তা দিয়া বোধ হয় পাঁচ ছয় লক্ষ লোক তারকেশ্বরে যাতায়াত করে। সুতরাং রেলওয়ে হইলে যে এই সকল লোকের কতদূর সুবিধা হইবে, তাহা বলা যায় না, এবং ইহাতে

গবর্ণমেণ্টেরও বিশেষরূপে লজ্জা হইবে। এই জন্য আমরা বিনীত বচনে আমাদের মহামান্য লেঃ গবর্ণর ইডেন বাহাদুরকে অনুনয় করিতেছি যে তিনি দণ্ডাপুলি বা বৈদ্যবাটী হইতে এই রেলওয়েটি প্রস্তুত করিয়া দিয়া অন্ততঃ এই দুই জেলার লোকের চিরস্মরণীয় হউন।

উপসংহারে আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে গবর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষ লোকের দ্বারা আমাদের কথার সত্যাসত্যতার অনুসন্ধান করিয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করুন।

১৫ ই মার্চ্চ ১৮৮২। একান্ত বশম্বদ
শ্রীতারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোমপ্রকাশ

১৫ ই চৈত্র সোমবার।

যথার্থ গ্রীষ্মের ক্লেশ না পদমর্য্যাদা?

শীতের করাত আর ঋতু পরিবর্ত্তন ভারতবর্ষের পক্ষে এই উভয়ই সমান। শীতঋতু অন্তর্হিত হইল, মার্ত্তণ্ডের উত্তাপ প্রখর হইয়া আসিল,—ভারতের অংশ্রাদ্ধের বারতিথি উপস্থিত, জলস্রোতের ন্যায় টাকা খরচ হইতে লাগিল, রাজপুরুষেরা সুরম্য শৈল শিখরে গিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। আবার গ্রীষ্ম বর্ষা শরদের অত্যয়ে ধীরে ধীরে সকলে পূর্ব্ব নিকেতনে উপস্থিত হইলেন। এই যে গ্রীষ্মকাল আসিয়াছে, ভারত বুক চিরিয়া টাকা বাহির করিয়া দিউন, নতুবা সুখবিলাসী পুরুষদিগের উত্তপ্ত দেহ সুশীতল হয় কই?—গরমে আপাদ মস্তক আরবের মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিয়া উঠিয়াছে। পাঠক! বলিতে পারেন, এ গরমটুকু কিসের? সাহেবেরা শীতপ্রধান স্থানের লোক, তাঁহাদের জন্মভূমি চিরনীহারাচ্ছন্ন, সেখানে সতত হিমাক্ত শীতল সমীরণ বহিতেছে, ভারতবর্ষের অনলস্ফারবৎ উত্তপ্ত বায়ু তাঁহাদের সহ্য হয় না, তজ্জন্য কি তাঁহারা শীতল শৈল শিখরে আরোহণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন? গরমি বটে, কিন্তু সেটী স্থানের গরমি নয়,—মনে মনে বুঝিয়া দেখুন, এটী পদের গরমি, এটী একপ্রকার পদমর্য্যাদা। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইলে গ্রীষ্মকালে শীতল শৈলচূড়ায় গিয়া অবস্থান করিতে হয়, না হইলে বোধ করি কোনরূপ অবমাননা আছে। পদমর্য্যাদা,—এটী পদের গরমি কেন বলিতেছি? পাঠক! দেখিতেছি, তাই এমন কথা বলিতেছি। বলুন দেখি কথাটা কি অন্যায় ও অসঙ্গত হইতেছে? মহাত্মা ইডেন সাহেব আমাদের অনেক কালের পরিচিত লোক। আমরা তাঁহাকে বারাসতের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে দেখিয়াছি। তৎকালে তিনি বঙ্গের প্রিয় সুহৃৎ পরম হিতৈষী ছিলেন। আমরা সহস্র বদনে তাঁহার গুণানুবাদ করিতাম। কই,—তখন ত সেই মানুষ, সেই শরীর,—এত গরমি ত লাগিত না? তিনি অন্যান্য আরও অনেক কার্য্য করিতেন, এ দেশে অনেককাল আছেন;—কই তখন ত শৈলবিহারে যাইতেন না? বলুন দেখি, হিমসিক্ত ইংলণ্ডনিবাসী লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মহোদয়ের তখন এ গরমি কোথায় ছিল? আমরা জানি না, তাপমান-যন্ত্র সংযোগেও তাহার নিদর্শন পাই না। কিন্তু লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের পদ পাইলেন, আর অমনি গ্রীষ্মে গলদ্ঘর্ম্ম, শরীর জর্জ্জর হইয়া উঠিল,—শৈলসঞ্চালিত মারুত হিল্লোল না হইলে আর প্রাণ বাঁচে না। বলুন দেখি, তবে কি এটা পদমর্য্যাদা নয়?

আমরা দেখিতেছি, এই পদমর্য্যাদাই ভারতবর্ষের বিনাশহেতু হইয়াছে। যিনি চিরকাল গ্রীষ্মের প্রাখর্য্য সহ্য করিয়াছেন, আর পাঁচ বৎসরকাল যে তাহা সহ্য করিতে পারেন না, ইহা কখন সম্ভাবিত নহে। যাহা হউক, প্রধান ব্যক্তি চলিলেন, তৎসঙ্গে তাঁহার অনুচরবর্গ চলিলেন, তাঁহাদের পাথেয় এবং অতিরিক্ত ব্যয়, এই সমস্ত অযথা খরচে ভারতের সর্ব্বনাশ হইতেছে। কয়েক বৎসর যাবৎ দেশীয় সংবাদপত্রগুলিতে এই প্রস্তাব লইয়া ঘোর আন্দোলন চলিতেছে, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণও এই অবৈধ ব্যয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছেন শুনিয়া আমরা যার পর নাই আহ্লাদিত। কিন্তু দুঃখের কথা, আমরা শুনিতেছি এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারীর প্রতিই অধিক কড়াকড় করা হইতেছে। তাঁহারা যে যথার্থ ব্যয়ানুরূপ ন্যায্য টাকা পাইবেন, তদ্বিষয়েও সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। আমরা আশা করি, এই প্রবাদটী আদৌ মিথ্যা হউক। কারণ, ইহাতে দুটী অনিষ্ট ঘটিতেছে। এক অনিষ্ট এই, গবর্ণমেণ্ট যখন ব্যয় সংকীর্ণ করিবার কল্পনা করেন, তখনই প্রায় এতদ্দেশীয় হতভাগ্য ব্যক্তিদিগেরই প্রথমে প্রাণসংশয় হয়, সুতরাং সেটী গবর্ণমেণ্টের কলঙ্কের কথা। দ্বিতীয় অনিষ্ট এই, এদেশীয় কর্ম্মচারিগণ যৎসামান্য বেতন পাইয়া থাকেন। সে কারণ তাঁহাদিগকে উপযুক্ত টাকা না দিলে শৈলবাসের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে না। শৈলারোহণ এককালে নিষিদ্ধ হওয়াই শ্রেয়ঃ, কিন্তু কোন্ কালে যে এই আশা ফলবতী হইবে আমরা তাহা বলিতে পারি না। সিমলায় গবর্ণর জেনরলের রম্য ভবন নির্ম্মিত হইলে বরং কলিকাতা নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া পড়িবে, সিমলাই ভারতবর্ষের প্রধান রাজধানী হইয়া উঠিবে। তখন ইতস্ততঃ পরিভ্রমণের ব্যয় বাহুল্য হইয়া আসিবে। যাহা হউক, এখন আমরা ভবিষ্যৎ পঞ্জিকাগণনায় অঙ্কপাত করিতে অভিলাষ করি না। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট এ প্রকার বিধি ব্যবস্থাপিত করুন যে, এতদ্দেশীয় লোকমাত্রেই শৈলগমনের যাবতীয় ন্যায্য ব্যয় পাইবেন। কারণ, পর্ব্বতবাসে তাঁহাদিগের কিছুমাত্র স্বার্থ নাই। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় কর্ম্মচারীকে এ সম্বন্ধে এক কপর্দ্দকও দেওয়া হইবে না। কারণ, তাঁহারা নিজ স্বার্থের নিমিত্ত শৈলবাস করেন; তাহাতে রাজ্যের কোন উপকার নাই। যে কার্য্যে রাজ্যের উপকার নাই তজ্জন্য সাধারণ রাজস্ব হইতে অর্থ গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য। যদি এমন বিবেচনা করেন, ভারতবর্ষের জলবায়ু ইংলণ্ডবাসিদের পক্ষে অনিষ্টকর, সুতরাং স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিতে না পাইলে কোন সম্ভ্রান্ত লোক এদেশের রাজকার্য্যে ব্রতী হইয়া আসিবেন না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ আশঙ্কা সমূলক নহে। জজ, মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি অসংখ্য ইংরাজ ভদ্রসন্তানেরা বিলক্ষণ সুস্থ শরীরে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের ত প্রায় কোন পীড়া হয় না। তবে কয়েকজন গবর্ণর জেনরল এ দেশ হইতে প্রতিগত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তদ্দর্শনে অনেকেই ভীত হইতে পারেন। কিন্তু আমরা তাঁহাদের আয়ুঃ হ্রাসের অন্য কারণ দেখিতেছি; এতদ্দেশে আসিয়া তাঁহারা সর্ব্বদাই আপন গৃহ মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, নির্ম্মল বায়ু সেবনের নিমিত্ত বহির্গত হইতে পারেন না, সুতরাং শরীর সুস্থ থাকে না। প্রভাতে এবং সন্ধ্যাতে উপযুক্তরূপ বায়ু সেবন করিলে অবশ্যই দেহ সুস্থ থাকিতে পারে। প্রাসাদের উপর বায়ু সেবন করিয়া তাদৃশ উপকার হয় না। আমাদের বিবেচনায় বঙ্গদেশে গবর্ণর জেনরলের যেমন আবাসস্থান আছে, উহা ঠিক তদ্রূপ থাক; সিমলায় গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া বৃথা অর্থ ব্যয়ের কিছুই আবশ্যকতা নাই। রাজপ্রতিনিধি মধ্যে মধ্যে দার্জ্জিলিঙে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে গেলেই তাঁহার শরীর অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এদিকে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর শৈলগমনের কোন প্রয়োজন নাই। এই উপায় অবলম্বন করিলে বিস্তর অর্থ বাঁচিয়া যাইবে।

দেশীয় রাজগণের সেনাবল।

পাওনিয়র পত্রিকাখানি থাকিয়া থাকিয়া এক একবার নিদ্রাঘোরে প্রলাপ দেখিয়া ফুকুরে চীৎকার করিয়া উঠেন। সম্প্রতি [illegible] একটা অসঙ্গত

আশঙ্কা দেখিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। এতদ্দেশীয় রাজগণের নিকট রূপদেহ পটকাধারী কয়েকজন করিয়া তালপত্রের সিপাহি আছে, পাওনিয়র বলেন কোন কালে এই সমস্ত সৈন্য একত্র মিলিত হইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনিষ্ট করিতে পারে। এই আশঙ্কাটী যার পর নাই বিস্ময়াবহ। যাঁহারা এ দেশে অবস্থিতি করিয়া এদেশীয় লোকের আচরণ ও মনোগত ভাব বুঝিতে না পারেন, এমন গুরুতর বিষয়ে তাঁহাদের লেখনী ধারণ করা কর্ত্তব্য নহে। তদ্দ্বারা সকলেরই ঘোর অনিষ্ট হয়। লেখকের এবম্বিধ ভয় ও সঙ্কোচ দেখিয়া আমাদের একটী কৌতুকাবহ গল্প মনে পড়িয়া গেল। একস্থানে রামায়ণের সংগীত হইতেছিল; গায়কেরা চামর দুলাইয়া, মন্দিরাতে ঝমাঝম শব্দ করিয়া, দুপ্ দুপ্ পা ফেলিয়া লঙ্কেশ্বর রাবণবধের পালা গাইতেছিল। ইত্যবসরে তথায় এক গুলিখোর উপস্থিত হইয়া গায়কদিগের বীরবেশ এবং সমর সজ্জা দর্শনে ক্রোধভরে বলিল,—"থাম থাম, দেবদত্ত ধনুকে ব্রহ্মাস্ত্র জুড়িয়া রামচন্দ্র সকলি করেছিল, তোমরা আবার চামর মন্দিরায় রাবণ বধ করিবে?" পাঠক! পাওনিয়রের আশঙ্কাফলও আমরা ঠিক তদ্রূপ দেখিতেছি। যখন ব্রিটিশ প্রতাপ এদেশে বদ্ধমূল হইতে পারে নাই, ইংরাজদের সঙ্গে যখন এদেশীয়দের বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধ ঘটে নাই, যৎকালে এদেশীয় রাজগণের বল বিক্রম অক্ষুণ্ণ ছিল, তখন তাঁহারা খড় ইংরাজের অনিষ্ট করিয়াছেন, তা এখন আবার সকলে মিলিত হইয়া তাঁহাদের উপর উৎপীড়ন করিবেন। এপ্রকার প্রলাপবাক্য মুখাগ্রে আনিতেও আমাদের লজ্জা বোধ হয়।

যে সকল বৈদেশিক ব্যক্তির মনে এরূপ সন্দেহ উদিত হয়, আমরা আহ্বান করিয়া বলিতেছি তাঁহারা অতীতসাক্ষী ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা করুন,—ভারতবাসীদের চরিত্র এবং প্রভুভক্তি নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিতে পারিবেন। আমরা নিশ্চিত বলিতেছি, তাঁহাদের মনের সংশয় এককালে তিরোহিত হইবে। মুসলমান সম্রাটের শাসনকালে এদেশীয় অনেক নৃপতির সৃষ্টি হয়। সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতেন ইহা নাম মাত্র, পরন্তু অন্তঃপুরে অপ্সরা তুল্য মোহিনীগণেই পরিবেষ্টিত থাকিতেন। রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার ক্ষণকাল অবসর পাইতেন না। এক একটা প্রদেশে শাসনকর্ত্তা থাকিতেন, তাঁহাদেরও কর্ম্মদক্ষতা ততোধিক। সকলেই ইন্দ্রিয় সুখভোগ বিলক্ষণ বুঝিতেন, রাজকার্য্যে কদাচিৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন। চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারেরা যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেন বলিলে অন্যায় হয় না। তাঁহাদের নিকট বিস্তর সৈন্য থাকিত, নবাবের কিম্বা সম্রাটের প্রয়োজন হইলে তাঁহারা স্বয়ং সসৈন্যে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন। ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, বীরসিংহপুরের রাজগণ সর্ব্বদাই মুর্শিদাবাদের নবাবকে বহুসংখ্যক সৈন্য দিয়া বিশেষ আনুকূল্য করিতেন। বর্দ্ধমানের এবং নবদ্বীপের ভূম্যধিকারী নবাবের বিস্তর সহায়তা করিয়া বঙ্গদেশে এতাদৃশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। আকবরের যাবতীয় সেনা মহারাজ মানসিংহের অধীনে ছিল। মুসলমান নবাব এবং সম্রাট অত্যাচারী না হইলে তাঁহাদের প্রচণ্ডপ্রতাপরবি কস্মিনকালে অস্তমিত হইত না। কিন্তু সামান্য রাজস্ব বাকি পড়িলেও তাঁহারা জমিদারদিগের প্রাণবধের আজ্ঞা দিতেন, তজ্জন্য কখন কখন গোলযোগ উপস্থিত হইত, নতুবা এদেশীয় রাজগণের প্রভুভক্তির তুলনা নাই।

আমরা অধিক দিনের কথা বলিতে ইচ্ছা করি না, অন্যের কথা উল্লেখ করিয়াই বা ফল কি? পূর্ব্ব হইতেই এদেশীয় রাজগণ ইংরাজদিগের প্রাণপণে কতদূর সহায়তা করিয়াছেন, তাহা কে বিস্মৃত হইয়াছে? বলিতে কি ত্রিবাঙ্কুর, হাইদ্রাবাদ, জয়পুর প্রভৃতি স্থানের নৃপতিদিগের নিকটে ইংরাজেরা অনেক বিষয়ে ঋণী আছেন। কাবুল যুদ্ধে, বোয়ার যুদ্ধে দেশীয় রাজগণ সবিশেষ আনুকূল্য করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এখন তাঁহাদের সৈন্য ও সমরায়োজন কমাইয়া দিলে কেবল যে কৃতঘ্নতা প্রকাশ করা হয় এমন নহে, কেবল দেশীয় রাজগণকে দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য করিয়া দেওয়া হয় এমন নহে, তাহাতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টেরও সম্পূর্ণ ক্ষতি আছে। বলিতে ভয় না, কিন্তু উপদেশচ্ছলে বলি তাহাতে অপরাধ নাই,—ইতিবৃত্তে দেখাইয়া দিউন, কোথায় কোন জাতির প্রতাপ চিরকাল অক্ষুণ্ণ আছে। ঐ রোমক পৃথিবীতে একাধিপত্য করিয়াছেন, তাঁহার অব্যাহত প্রতাপ বিনষ্ট হইবে, কাহার এমন বিশ্বাস ছিল? গ্রিসের দিন মনে করুন, কে জানিত তাঁহার বল বীর্য্য অবসন্ন হইয়া পড়িবে? আজ ইংরাজরাজ চতুর্দ্দিকে একাধিপত্য বিস্তার করিতেছেন, তাঁহার সুখসম্পত্তি দর্শনে ইউরোপীয় রাজগণ মাৎসর্য্যানলে দগ্ধ হইতেছেন, এক দিন তাঁহারা যে এদেশ আক্রমণ করিবেন না, তাহা কখন সম্ভাবিত নহে। কিন্তু দেশীয় রাজগণের সমীপে সৈন্য সামন্ত প্রস্তুত থাকিলে তাঁহারা অনায়াসে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্য করিতে পারিবেন এবং আত্মরক্ষায়ও সমর্থ হইবেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে সহায়শূন্য এবং দুর্ব্বল করিয়া রাখিলে সেই ঘোর দুর্দ্দিনে মনোকষ্ট পাইতে হইবে। আমাদের বিবেচনায় তাঁহাদের সৈন্যবল বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া আবশ্যক; তাঁহারা রণনিপুণ হইলে, তাঁহাদের প্রচুর সমরায়োজন থাকিলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অসময়ে ভূরি উপকার লাভ করিবেন। রাজ্য ব্যয়ভারাক্রান্ত হইবে না, অথচ তাঁহারা প্রয়োজনানুমত বিস্তর সৈন্য পাইবেন। এদেশীয় লোক প্রতারণা বিদ্যায় দীক্ষিত নহেন, তাঁহারা ন্যায়সঙ্গত কার্য্য করেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজগণের সঙ্গে মিত্রতা বন্ধন করিলে কোন আশঙ্কা নাই, এ কথা আমরা নিশ্চিত বলিতেছি। পাওনিয়রের আশঙ্কা অনর্থক ও অমূলক। ভারতবর্ষকে দৃঢ় করিতে হইলে এখানকার সেনা সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া সর্ব্বাংশে বিধেয়। এ দেশের লোকেরা পণ্ডিত হইলে এবং সামরিক কার্য্যে স্বাধীনতা লাভ করিলে এদেশীয় প্রতাপ কখনও নিস্তেজ হইয়া পড়িবে না।

ভারতের স্বত্বাধিকার কি ইংলণ্ডেরই লাভের নিমিত্ত নহে?

লো সাহেব নিশ্চিত করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের স্বত্বাধিকার ইংলণ্ডের গলগ্রহ স্বরূপ হইয়াছে, ইহার অধিকারে ক্ষতি ভিন্ন লাভের লেশমাত্র নাই। তিনি বলেন, ভারতবর্ষ রক্ষা করিবার নিমিত্ত ৭০,০০০ সত্তর হাজার ইউরোপীয় সৈন্য এখানে অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু উষ্ণপ্রধান দেশে ইংলণ্ডবাসীরা কিছুতে সুস্থ শরীরে থাকিতে পারে না, সে কারণ বৎসর বৎসর বহুসংখ্যক লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। সৈন্যদিগের বেতনাদি ব্যয়ে যে ক্ষতি হইতেছে, তাহা প্রত্যর্পণ করা যায়, কিন্তু ইংলণ্ডের যে মনুষ্যগুলি এখানে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তাহাদিগকে কে প্রত্যর্পণ করিবে?

লো সাহেবের এই বাক্যগুলি কতদূর যুক্তিযুক্ত পাঠক! বিচার করিয়া দেখুন। প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষে ৭০,০০০ হাজার ইউরোপীয় সৈন্য নাই, গড় ৬০,০০০ ষাট হাজার ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ এখানে অবস্থিতি করিয়া থাকে। কিন্তু এই ষাট হাজার সৈন্য প্রতি বৎসর ইংলণ্ড হইতে আনীত হয় না এবং যাহারা এ দেশে আগমন করে, চিরকালের জন্য তাহারা এখানে বাস করে না। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সকলেই স্বদেশে প্রতিগত হইতেছে, অতএব এতদ্দেশের জল বায়ু জনিত দোষে যাহাদের মৃত্যু হয় তাহারাই প্রকৃত ক্ষতির মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু ইংলণ্ডের তুলনায় এখানে সৈনিক শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের মৃত্যুসংখ্যা কত অধিক তাহার বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। সম্প্রতি ভারতবর্ষে ইউরোপীয় সৈনিকদিগের শতকরা দুই জনের মৃত্যু হয়, ইংলণ্ডে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের শতকরা এক জনের মৃত্যু হয়, অতএব ভারত

ঐ ইউরোপীয় সৈনাদের মধ্যে প্রতি বৎসর ৬০০ শত লোকের মৃত্যু হইতেছে, স্বদেশে থাকিলে তাহাদের কেবল ৩০০ তিন শত লোকের মৃত্যু হইত। ভারতের জল বায়ুর কথা আমরা তত টা গুরুতর জ্ঞান করি না, সকলেই আপন আপন জন্ম ভূমিতে সুস্থ থাকিতে পারে, পরন্তু ইংলণ্ডে অন্যান্য বহুবিধ মৃত্যুর কারণ বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। তথায় প্রতি বৎসর কেবল রেলওয়ের দুর্ঘটনায় পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রায় ছয় সাত শত লোকের মৃত্যু হয়। তদ্ভিন্ন যাহারা কারখানায় কার্য্য করে, তন্মধ্যে অধিকাংশ লোকের নিতান্ত অল্প বয়সে মৃত্যু হইয়া থাকে, এমন কি কারখানায় শ্রমজীবীদিগের গড়ে ৩৪ চৌত্রিশ বৎসর আয়ুকাল নিশ্চিত হইয়াছে। যে সমস্ত ব্যক্তি সৈন্য শ্রেণীস্থ হইয়া এতদ্দেশে আগমন করে, তাহারা কিছু সম্পন্ন ব্যক্তি নহে। স্বদেশে থাকিলে তাহাদিগকেও সামান্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইত। অতএব ঐ সমস্ত সৈন্য ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিলে যে দীর্ঘায়ু লাভ করিত, তাহারই বা সম্ভাবনা কি? এতদ্ব্যতীত আরও দেখুন, ব্রিটেন রাজ্যে দিন দিন জীবিকোপায় অতীব কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে, তজ্জন্য অনেক লোক দেশান্তরে গিয়া উপনিবেশ করিতেছেন। যাঁহারা ভারতবর্ষে আগমন করেন, মাতৃভূমিতে থাকিলে সেখানেও যে তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন, তাহারই বা আশা কি? আমরা যে প্রকার অবস্থা দেখিতেছি, স্বদেশে তাঁহাদের সকলের অন্নসংস্থান হওয়া সুকঠিন হইত, অবশ্যই তাঁহাদের মধ্যে অনেকে দেশদেশান্তরে গিয়া পড়িতেন। আজ যদ্যপি ভারতবর্ষবাসী সমস্ত ইউরোপীয় এককালে ইংলণ্ডে গিয়া উপস্থিত হন, তবে তথাকার যে কি দুর্দ্দশা ঘটে বলিতে পারা যায় না। ইংলণ্ডবাসিগণ বাণিজ্য কার্য্যের অনুরোধে এবং অন্যান্য নানা স্বার্থলাভের নিমিত্ত কত স্থানে নিয়ত গমনাগমন করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের কত শত দুর্ঘটনা ঘটে এবং এক এক স্থানে এক এক অসমসাহসী কার্য্যোপলক্ষে কত লোকের মৃত্যু হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। বিবেচনা করুন তবে কি ভারতে লোক সংখ্যা ক্ষয় এত অধিক ও এত বিরুদ্ধ হইল?

আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি আজ যদি ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের হস্তগত না থাকিত, তবে তথাকার কি ঈদৃশ অভ্যুদয় লক্ষিত হইত? ভারতের সর্ব্বস্ব ইংলণ্ডে নীত হইতেছে; এ দেশের পূর্ব্বতন রাজাদিগের গৃহে বহুমূল্য মণিমাণিক্য ছিল, ক্রমশঃ সমস্তই ইংলণ্ডের উদরভুক্ত হইল। পূর্ব্বে এ দেশে যে ধনৈশ্বর্য্য ছিল, কুত্রাপি তাহার তুলনা ছিল না, এক্ষণে ভারতের সেই সমস্ত সম্পত্তি ইংলণ্ডের করগত হইয়াছে। ভারতের অধিকারে ইংলণ্ডের লাভ নাই, এ কথা কি তবে যুক্তিসঙ্গত না শ্রবণযোগ্য?

ভারতবর্ষের জল বায়ুর দোষ দর্শাইয়া ইংলণ্ডবাসীরা সময়ে সময়ে অনেক প্রকার ভাণ করেন, মৌখিক কত আপত্তিই দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু আমরা বলিতে পারি ভারতের অধিকার ইংলণ্ডের গলগ্রহ নয়, এটী ইংলণ্ডের পরম শুভগ্রহ। এখানে কত শত ইউরোপীয় প্রতিপালিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। এক এক জনের বেতন সংগ্রহ করিলে কুবেরের ভাণ্ডার তুল্য হয়, স্বদেশে থাকিলে কি তাঁহাদের এত প্রতিপত্তি ও এত লাভ হইত? ইংলণ্ডের উদর পরিপূরণের নিমিত্ত ভারতবর্ষ অস্থিচর্ম্মাবশেষ হইল, তথাপি সকলে বলেন ইংলণ্ডের লাভ নাই। রাজকার্য্যের প্রতি দৃষ্টি করুন, কয়টী প্রধান পদে এ দেশীয় লোক প্রতিষ্ঠিত আছে? উচ্চ উচ্চ যতগুলি পদ, তৎসমস্তই ইংরাজদিগের অধিকৃত, সামান্য কেরাণীর পদগুলিই এ দেশীয়দিগের লভ্য। কিন্তু সম্প্রতি ফিরিঙ্গিদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের যে প্রকার কৃপাদৃষ্টি পতিত হইয়াছে, তদ্দর্শনে অনুমান হয় উত্তরকালে এ দেশীয়দিগকে কেরাণীর পদগুলিও প্রদান করা হইবে না। সে দিন বেরেসফোর্ড সাহেব বিনা অপরাধে মিলিটারি ক্লার্ককে পদত্যাগ করিতে বলেন, দয়াবান গবর্ণর জেনরল তাহার কিছুই তদন্ত লইলেন না। গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী বিভাগগুলি কেবল ফিরিঙ্গি কর্ম্মচারীতেই পরিপূর্ণ, এ দেশীয়েরা আর আদর প্রাপ্ত হইতেছেন না। ফিরিঙ্গিদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, অতএব স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে, কিছু কাল পরে এ দেশীয়েরা সকল কার্য্যেই বঞ্চিত হইবেন। ফলতঃ যে কোন উপায়ে ইংলণ্ডের স্বার্থ রক্ষিত হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট অসঙ্কুচিত মনে তদুপায় অবলম্বন করিতেছেন। ইংলণ্ডের মনস্কামনা পরিপূরণের নিমিত্ত হয় ত ভারতবর্ষের সমস্ত জাতি এককালে নির্ম্মূল হইবে এমন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য তথাপি অনেকে বলেন ভারতের অধিকারে ইংলণ্ডের কোন লাভ নাই।

অতঃপর বাণিজ্যকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন। ভারতবর্ষনিবাসী ২৫০০০০০০০ পঁচিশ কোটী লোক ইংলণ্ডের প্রস্তুত করা দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহার করিতেছে, অন্নজল ব্যতীত এদেশের উৎপন্ন কোন দ্রব্যই এদেশীয়েরা আর ব্যবহার করেন না, বোধ করি এটী অসঙ্গত প্রয়োগ নহে। যদ্যপি ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধিকৃত না থাকিত, তবে এখানে বিদেশীয় বাণিজ্য কখনই এতাদৃশ বিস্তীর্ণতা লাভ করিত না, আজ ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকেরা যদৃচ্ছাক্রমে ভারতের সর্ব্বনাশ করিতে পারিতেন না, ইংরাজ বণিকেরা নানা প্রকার কৌশলোদ্ভাবন দ্বারা এ দেশের যাবতীয় ব্যবসায়ের কণ্ঠাবরোধ করিয়া স্বদেশীয় বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিতেছেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায় এখন ইংলণ্ডের একপ্রকার একচেটিয়া হইয়া উঠিয়াছে। যদ্যপি রাজকার্য্য এ দেশীয় লোকের হস্তে থাকিত, তবে কি ইংরাজ বণিকেরা ভারতের সর্ব্বনাশ করিতে সমর্থ হইতেন? এদেশীয় লোক ক্ষীণ, তাঁহাদের কোন ক্ষমতা নাই, সুতরাং অবিচারে পড়িয়া ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইতেছেন, তথাপি মুখে বাক্য নাই। বাণিজ্যই ইংলণ্ডের লক্ষ্মীশ্রী, ইংলণ্ডের অতুল প্রতিপত্তি কেবল বাণিজ্যের বলে। এই ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের সেই বাণিজ্যকার্য্যের প্রধান ক্ষেত্র। এখানকার সমস্ত উপস্বত্ব ইংলণ্ডে প্রেরিত হইতেছে, তথাপি কোন কোন ইংলণ্ডবাসী বলেন যে, ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া কিছুই ইষ্টসিদ্ধি নাই। ইহার তাৎপর্য্য কি আমরা বুঝিতে পারি না। ব্রহ্মরাজ তথাকার বাণিজ্য একচেটিয়া করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট একবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠেন। বোধ করি ব্রহ্মদেশাধিপতি গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে সম্মত না হইলে এত দিন ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত। ব্রহ্মদেশ একটী সামান্য স্থান, বিশাল ভারতবর্ষের কণার কণা, সেখানে ব্যবসায়ের যৎকিঞ্চিৎ অসুবিধা দর্শনে এতাদৃশ ব্যাকুল হইয়াছিলেন, কেন? -কি কারণে এত ব্যাকুলতা প্রকাশিত হইয়াছিল? ইংলণ্ডের ক্ষতির সম্ভাবনা হইয়াছিল, সেই কারণ নয়? অবশ্যই তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মরাজ তথাকার ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া লইলে ইংলণ্ডীয় বাণিজ্যের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইত। দেখুন সামান্য ব্রহ্মদেশের বাণিজ্যে অল্প প্রতিবন্ধ উপস্থিত হইলে যখন ঈদৃশ ক্ষতি বিবেচিত হইতেছে, তখন সমস্ত ভারতবর্ষে বাণিজ্যের ব্যাঘাত জন্মিলে ইংলণ্ড কি সুস্থির থাকিতে পারেন? এক্ষণে ভারতবর্ষই ইংলণ্ডের প্রধান উপজীব্য, তথাপি ইংলণ্ডবাসীরা অনর্থক অভিযোগ করেন যে ভারতাধিকার তাঁহাদের ঘোরতর গলগ্রহ হইয়াছে।

প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতি।

পাঠক! আপনারা এত বুদ্ধিলেশপরিশূন্য নিতান্ত নির্ব্বোধ কেন বলিতে পারেন? কি কারণে আপনাদের সাংসারিক উন্নতির নাম মাত্র নাই, তাহা জানেন? আপনারা জ্ঞাত নহেন। আপনাদের দুরবস্থার যথার্থ কারণ আপনারা কিছুই জানেন না। যদি তাহা অবগত থাকিতেন, অবশ্যই তবে এত দিন তাহার প্রতিকারের উপায়

করিতেন। আপনাদের পরম সুহৃদ রাজনীতি বিশারদ মহাত্মা লর্ড লিটন সুক্ষ্মবুদ্ধি পরিচালন দ্বারা এত দিনে তাহা নিশ্চিত করিয়াছেন। এখন তদীয় উপদেশানুসারে চলিতে ইচ্ছা করেন ত চলুন, আপনারা সভ্য ভব্য সংসারে একটা গণ্য মান্য মহা বিখ্যাত জাতি হইয়া উঠিবেন। শুনিয়াছেন, আপনারা গোহত্যাকে মহাপাতক বিবেচনা করেন, সে কারণ আপনারা অজ্ঞ, আপনারা সাংসারিক কোন প্রকার উন্নতির অধিকারী হইতেছেন না।

লর্ড লিটন যৎকালে ভারতবর্ষের প্রধান আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, মহামহোদয় ষ্ট্রেচি সাহেব তাঁহার কর্ণে গুরুমন্ত্র পাঠ করিয়া দিতেন. তৎকালে এদেশের কীদৃশ দুর্দশা ঘটে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সাম্রাজ্যের সকল বিভাগেই মহা গোলযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল, প্রজাবর্গ আলাতন হইয়া উঠিল,—আবার সেই পূর্ব্বকালের পুরাণ কথা, নিরো সিরাজদ্দৌলার জীবন বৃত্তান্ত সকলের স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল। আমরা বলিতে পারি, অনুমান বলে নয়, যথার্থ জ্ঞানচক্ষে দৃষ্টি করিয়াই বলিতে পারি,—তদ্রূপ চরিত্রের শাসনকর্ত্তা যদি উপর্যুপরি দুই তিন জন এতদ্দেশে শুভাগমন করেন, তবে হয় ভারতবর্ষ এককালে উৎসন্ন যায় কিম্বা এদেশে ইংরাজ শাসন একেবারে মূলে উৎপাটিত হইয়া পড়ে। ইংরাজ ইতিহাসবেত্তারা মুসলমান সম্রাটদিগের এবং মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের অপযশ ঘোষণা করিয়া থাকেন, যাহাতে মুসলমানদের প্রতি আমাদের চিত্ত কলুষিত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করেন; কিন্তু দেখুন মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের যতই কেন দোষ থাকুক না, তাঁহাদের ঔদার্য্যগুণ অপ্রমেয় ছিল। এক স্বেচ্ছাচারিতাদোষের নিমিত্ত সকলেই তাঁহাদিগকে দূষিত করেন, কিন্তু এখন এক এক জন ইংরাজ শাসনকর্ত্তার চিত্ত গতি দর্শন করিয়া আবার সমস্ত পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণপথে জাগরূক হইতেছে। লর্ড লিটন এদেশে থাকিয়া স্বেচ্ছাচারিতাদোষের চূড়ান্ত পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে ইংলণ্ডে প্রতিগত হইয়া তিনি নিশ্চিন্ততা লাভ করেন নাই। ভারতবর্ষে ত কোন ক্রমে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিলেন না, কেহই তাঁহার গুণের পক্ষপাতী হইলেন না। সম্প্রতি তিনি মাঞ্চেষ্টরের বণিকদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের স্বার্থরক্ষা এবং মনোরঞ্জন দ্বারা জগতে খ্যাতি স্থাপন করিবেন এই আশা মরীচিকায় প্রতারিত হইয়া তিনি ভারতের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছেন। যে কোন উপায়ে কার্পাসজাত দ্রব্যের শুল্ক এক কালে রহিত হয়, এইটী তাঁহার আন্তরিক বাসনা। তিনি বলেন, রাজকার্য্য সম্পাদনে ভারতবাসিদের মত গ্রহণ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। যে জাতি এখনও শীতলা দেবীর পূজা করে, গোহত্যাকে মহাপাতক বলিয়া বিশ্বাস করে, রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে তাঁহাদের মত গ্রহণ করিলে রাজ্যের কিঞ্চিন্মাত্র উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

পাঠক! লর্ড লিটন যদ্যপি এদেশে না আসিতেন, তবে আমরা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতাম যে, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার তিনি কিছুই অবগত নহেন কিন্তু এদেশে তিনি কয়েক বৎসর অবস্থিতি করিয়া গেলেন, ভারত সাম্রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় প্রধান আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এখনও তিনি এতদ্দেশীয় বিবরণে এত অনভিজ্ঞ? ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে বিদ্যালোক কেমন সুবিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, তাহা কি তিনি জানেন না? এদেশের নব যুবকেরা অল্প বয়সে বৈদেশিক ভাষায় বৈদেশিক বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া ইংলণ্ডে গমন পূর্ব্বক বিদ্যা বুদ্ধিতে তদ্দেশবাসিদিগের প্রতিযোগী হইয়া উঠিয়াছেন, সে কারণ গবর্ণমেন্ট স্বয়ং সশঙ্কিত। পাছে ইংলণ্ডের অর্থোপার্জ্জনের পথে কণ্টক বিকীর্ণ হয়, পাছে এদেশীয় লোকে এদেশের প্রধান প্রধান পদগুলি অধিকার করিয়া বসেন, সে কারণ ইংলণ্ড ঈর্ষা ও ক্ষোভে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা কি তিনি জানেন না? লর্ড লিটন এদেশীয়দিগের বর্ত্তমান উন্নতিপথ স্বয়ং অবরুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সে কথাটী কি স্মরণ নাই? ভারতের অজ্ঞানমূঢ়তার দিন গত হইয়া গিয়াছে, কৃতবিদ্য যুবকেরা আর এখন অন্ধ নয়নে দৃষ্টি সঞ্চালন করেন না, তাঁহারা এখন সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও রাজনীতিবিশারদ, এখন তাঁহারা অনায়াসে সভ্য রাজার মন্ত্রদাতা হইতে পারেন, তবে এখন কি তাঁহাদের সৎপরামর্শ গ্রহণযোগ্য নহে? লর্ড লিটন স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া কেবল যে আত্মাভিমানের পরিচয় দিয়াছেন এমত নহে, তিনি দম্ভ করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা যথেষ্ট স্বেচ্ছাচারিতাও প্রকাশিত হইয়াছে। যৎকালে ভারতরাজ্য মহারাণীর হস্তগত হয়, তখন তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মা মিল বলিয়াছিলেন যে, ভারত শাসনের ভার কোম্পানীর কিম্বা তদনুরূপ কোন সম্প্রদায়ের হস্তে সমর্পিত থাকিলেই ভাল হয়। কারণ ইংলণ্ডের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ লইয়া যে প্রকার দলাদলি চলিয়া থাকে, তাহাতে পার্লিয়ামেন্টের অধীনে ভারত শাসনের ভার বিন্যস্ত থাকিলে তথাকার লোকদিগের জীবন সংশয় হইবে। পাঠক! দেখুন মিল যাহা বলিয়া গিয়াছেন, এখন কার্য্যতঃ ঠিক তাহাই ঘটিতেছে। ইংলণ্ডে উদারনীতিক এবং অনুদারনীতিক সাম্প্রদায়িক লোকদিগের দ্বারা রাজকার্য্য নিষ্পন্ন হয়। তন্মধ্যে একটী সম্প্রদায় রাজশাসন পক্ষে যে প্রণালী অবলম্বন করেন, অন্য সম্প্রদায় প্রায় তাহার বিপরীত আচরণ করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের যাবতীয় লোকে সুশিক্ষিত, বিশেষতঃ তাঁহারা সকলেই স্বাধীন, নির্ভয়ে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদের বড় একটা অনিষ্ট ঘটিতে পারে না, কিন্তু ভারতবর্ষের সে প্রকার অবস্থা নহে, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের দৃঢ় মুষ্টির ভিতর আবদ্ধ রহিয়াছে, তিলার্দ্ধ পার্শ্ব ফিরাইবার অবকাশ নাই, সুতরাং ইংলণ্ডের রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের দলাদলিতে এখানকার লোকদিগের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইতেছে। কেহ মনের বেদনা ব্যক্ত করিলে হয় ত গবর্ণমেণ্ট তাহা বিদ্রোহসূচক বাক্য ভাবিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিতেছেন, কিম্বা প্রজাদিগের কষ্টের কথা জ্ঞাত হইয়া তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছেন। অধিকন্তু ভারতবাসিদের মধ্যে অনেকেই অজ্ঞ ও সাহসহীন, সকল সময়ে তাঁহারা মনের কষ্ট প্রকাশ করিতে পারেন না। এই সমস্ত কারণে এদেশীয়দিগের ঘোরতর অনিষ্ট ঘটিতেছে। শাসনকর্ত্তা ও তদীয় পারিষদবর্গ ধার্ম্মিক ও ন্যায়বিচারক হইলেই মঙ্গল হয়, অন্যথা প্রজাপুঞ্জের কষ্টের পরিসীমা থাকে না।

লর্ড লিটন স্বদেশে প্রতিগত হইয়া বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার হুঙ্কারধ্বনি এখনও নিরস্ত হয় নাই, এখনও কার্পাসজাত দ্রব্যের শুল্ক এককালে রহিত করিবার জন্য চীৎকার করিতেছেন। লর্ড লিটন এবং তৎপক্ষীয় রাজনীতিজ্ঞ মহাপুরুষেরা বলিতেছেন যে, বস্ত্রের শুল্ক রহিত করায় মাঞ্চেষ্টরের কোন ইষ্টসাধনের অভিলাষ নাই, তদ্দ্বারা কেবল ভারতবর্ষেরই মঙ্গল সাধিত হইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যাচক ব্যক্তি কাহার উপকারের নিমিত্ত গৃহস্থের দ্বারস্থ হইয়া অর্থ প্রার্থনা করিতে আইসে? দান করিলে গৃহস্থের পুণ্যলাভ হইবে, তজ্জন্য কি যাচক অর্থ যাচ্ঞা করিতে আইসে? আমরা ত এমন বিশ্বাস করিতে পারি না। যাচক স্বীয় স্বার্থসাধনের নিমিত্তই গৃহস্থের দ্বারস্থ হয়। মাঞ্চেষ্টর যখন পুনঃ পুনঃ জেদ করিয়া বস্ত্রের শুল্ক রহিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তখন এ প্রার্থনার অন্তর্ভূত কোন প্রকার স্বার্থ আছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যদি পরহিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া মাঞ্চেষ্টর এ প্রকার প্রস্তাব করিতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার কার্য্যপ্রণালী স্বতন্ত্র প্রকার দেখিতাম। যে কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা রাজকোষের অর্থহানি হইবে, মাঞ্চেষ্টর [illegible] আনন্দের [illegible] প্রস্তাব করিতেন না। ব স্ত্র

করা ভিন্ন ভারতবর্ষের উপকার করিবার কি সং-

কোন উপায় নাই? যে ভারতের উদরে অন্ন নাই, গাত্রে বসন নাই, মস্তকে আচ্ছাদন ও শয়নের গৃহ নাই, বসিবার আসন নাই, সম্ভাষণ করিবার বন্ধু নাই, তাহার উপকার করিবার জন্য কি আবার সুযোগ সন্ধান করিতে হয়? মাঞ্চেষ্টরের বণিকগণ শিল্পী প্রেরণ করিয়া বোম্বাই নগরের তন্তুবায়দিগকে বস্ত্র-প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত কৌশল শিক্ষা দিউন, ইংলণ্ড হইতে বস্ত্রের রপ্তানি এককালে রহিত করিয়া দিউন। দেখুন, কোন কাজটীতে এ দেশের যথার্থ উপকার হয়। বস্ত্রের শুল্ক রহিত করিলে এ দেশের যথার্থ হিত সাধিত হয়, অথবা ইংলণ্ড হইতে বস্ত্রের আমদানি এককালে রহিত করিলে এখানকার সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল হয়, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। যদি ভারতবাসীরা ভারতবর্ষজাত বস্ত্র ব্যবহার করেন, তবে বণিকদিগের বিলক্ষণ লাভ হইবে এবং বিস্তর দরিদ্র শ্রমজীবী লোকের অন্নসংস্থান হইবে। কই,—দেখি মাঞ্চেষ্টরের কেমন চিত্তৌদার্য্য, বস্ত্রের আমদানি এককালে বন্ধ করুন। কেমন লোকহিতৈষণাবৃত্তি প্রবল দেখিব, কই বোম্বাই নগরের বণিকদিগকে উৎসাহ প্রদান করুন? বাক্যব্যয়ে সংসারে কার কৃপণতা আছে? পান ভোজনের সময় সকলেই ত ক্ষুধাতুরের মুখে অন্ন জল দান করে; কিন্তু যথার্থ পরোপকারের নিমিত্ত দুটা সারবান্ কথা বলে এমন সাধু ব্যক্তি অতি বিরল, ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া পরকে অন্ন জল দান করে এমন দাতা অতি অল্প।

বস্ত্রের শুল্ক রহিত করিবার নিমিত্ত যে প্রকার তলস্থূল ব্যাপার চলিতেছে, আজ লর্ড রিপন আমাদের গবর্ণর জেনরল থাকিয়াও তাহা ক্ষান্ত করিতে পারিলেন না। তিনিও সৌম্যমূর্ত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক বিনীতভাবে স্বীয় মত প্রকাশ পূর্ব্বক শুল্ক রহিত করিবার প্রস্তাবের পক্ষপাতী হইয়াছেন সে মত এই, আমি নিজে যে মত ও বিশ্বাসের পক্ষপাতী এবং যাবৎ এখানকার রাজকার্য্য আমার হস্তে সমর্পিত থাকিবে, তত দিন আমি দৃঢ়রূপে তাহা প্রতিপালন করিব এবং উপযুক্ত সুযোগ পাইলেই ভারতবর্ষের চিরস্থায়ী উপকার করিব, আমি নিশ্চিত বলিতেছি, গবর্ণমেণ্ট বস্ত্রের যে শুল্ক রহিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন; যদ্যপি তদ্দ্বারা কেবল ভারতবর্ষের ক্ষতি এবং ইংলণ্ডের লাভ হইবে এমন সম্ভাবনা থাকিত তবে আমি কখনই গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করিতাম না আমার আন্তরিক ইচ্ছা এই, যত দিন আমি এই পদে নিযুক্ত থাকিব, প্রাণপণে ভারতবর্ষের এবং এখানকার প্রজাদিগের উপকার করিব। যে কার্য্যে এ দেশীয়দিগের উপকার সাধিত হইবে না, এমন বিবেচনা করিব, কোনক্রমে তেমন মতের পক্ষপাতী হইব না।"

উদারপ্রকৃতি মহাত্মা লর্ড রিপন সরল চিত্তে যে প্রকার স্বাভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার উপর আর আমাদের প্রতিবাদ করিবার যো নাই। যিনি ধর্ম্মনিষ্ঠ মনে আপনার মত প্রকাশ করিতেছেন, কোন্ পাষণ্ড তাঁহার নিন্দাবাদ করিতে পারে? সকল কাজেই রিপনের অমায়িকতা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। তিনি সরলান্তঃকরণে যে প্রকার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, নিশ্চিত তাঁহার মনের ভাব তদ্রূপ। কিন্তু এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই, মানুষের মন ভ্রমপ্রমাদে পূর্ণ। অতএব সর্ব্বক্ষণই বিবেচনাগত দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি ভারতবর্ষের অবস্থামত ব্যবস্থা করা হইল না। বাণিজ্যকার্য্যে স্বাধীনতা প্রদান করা শ্রেয়স্কর, তাহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু দেশের অবস্থা প্রজার অবস্থা এবং রাজ্যের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। অন্যান্য কার্য্য যেমন অবৈধ হইলেও রাজনীতির অনুরোধ রক্ষা করিতে হয়, এখানেও তদ্রূপ কিয়ৎপরিমাণে রাজনীতির অনুরোধ রক্ষা করা আবশ্যক ছিল। বিবেচনা করুন, সর্ব্বসাধারণের হিতের নিমিত্ত যেমন ব্যবসায়ের স্বাধীনতা প্রদান করা আবশ্যক, তদ্রূপ সর্ব্বসাধারণের হিতের নিমিত্তই ত রাজস্ব গৃহীত হয়? নতুবা রাজাই হউন, প্রজাই হউন, আর যে কেহ হউন না, একের অর্জ্জিত ধনে অন্যের অধিকার কি? প্রজা ভূমি কর্ষণ করিয়া শস্যলাভ করে তাহাতে ভূস্বামীর অধিকার কি? কেহ আফিম-বৃক্ষ রোপণ করিলে বা লবণ প্রস্তুত করিলে গবর্ণমেণ্ট কেন তাহাতে বাদী হন? টাকা না হইলে রাজ্য চলে না, কিন্তু রাজ্য হইতে অর্থ সংগ্রহের এক একটী নির্দিষ্ট উপায় করা চাই, তজ্জন্য এক একটী পন্থা দ্বারা রাজস্ব সংগ্রহ করিতে হয়। রাজকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত প্রজার দেয় অর্থের যে কোন নাম দিউন না,—তাহাকে খাজনাই বলুন, শুল্কই বলুন, করই বলুন, যাহা ইচ্ছা তাহাই বলুন না, আদৌ সেটী রাজস্ব; রাজ্যের সর্ব্বসাধারণের হিতকর কার্য্যে তাহা ব্যয়িত হয়। এ দিকে কোন্ শ্রেণীর লোকে সেই রাজস্ব প্রদান করিবে তাহাও নিশ্চিত করা উচিত। সর্ব্বত্র সম্পন্ন ব্যক্তিরাই করদানে সক্ষম, অতএব তাঁহারাই এই রাজস্ব প্রদানের উপযুক্ত পাত্র। প্রজার উপর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন কর নির্দ্ধারিত করিলে বিস্তর অত্যাচার হয়, লোকের প্রকৃত আয় নিশ্চিত করা যায় না, তজ্জন্য অনেকেই কষ্ট পায়; কিন্তু পরোক্ষ কর নিশ্চিত হইলে কাহারও ক্লেশ হয় না। বস্ত্রের উপর শুল্ক গ্রহণ পরোক্ষ কর। অতএব এ প্রথা রহিত করা ভারতবর্ষের পক্ষে অতি কল্যাণকর। এখানকার রাজকোষে একে ত অর্থের বিষম অনটন, তাহাতে শুল্ক রহিত করিলে ভবিষ্যতে মহা দুরবস্থা ঘটিবে। আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, কেবল এই কারণেই ভবিষ্যতে কোন প্রকার একটী ট্যাক্স প্রচলিত করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট লবণের শুল্ক কমাইয়া দিয়া মনে করিতেছেন উত্তরকালে অর্থের প্রয়োজন হইলে আবার লবণের শুল্ক বৃদ্ধি করিলে নূতন কোন কর প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে না, কিন্তু সেটী দুরাশা মাত্র। যখন বস্ত্রের শুল্ক ও লবণের পূর্ব্ব পরিমিত শুল্ক প্রচলিত ছিল, তখনও অর্থের যৎপরোনাস্তি অসদ্ভাব ঘটিয়াছে, এখন ত বস্ত্রের শুল্ক এককালে রহিত হইল, তবে কেবল লবণের শুল্কে কি প্রকারে অর্থের অসঙ্গতি পরিপূরণ হইবে বলিতে পারি না। আরও এক কথা দেখুন, এদেশে কোন প্রকার বাণিজ্য নাই; ক্রমে ক্রমে সকল ব্যবসায় নিরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। বোম্বাই নগরে বস্ত্রের দুই একটী কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অতএব তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে উৎসাহ প্রদান করা কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডের সঙ্গে প্রতিযোগী হইয়া কার্য্য করে, ভারতবর্ষের এখনও তাদৃশ অবস্থা হয় নাই। কিন্তু যদ্যপি বস্ত্রের শুল্ক এককালে বন্ধ হয়, তবে বোম্বাই কারখানার আশাঙ্কুর এই খানেই শুষ্ক হইয়া যাইবে। লর্ড রিপন সুযোগ পাইলে এদেশীয়দিগের উপকার করিবেন প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, কিন্তু উপস্থিত উপকার করিবার যে সুযোগ রহিয়াছে, তাহা ত অন্তর্দ্ধান হইতে লাগিল। এদেশের স্থায়ী উপকারের আমরা ত কোন সৎ পন্থা দেখি না; যে কাজগুলিতে উপকার আছে, গূঢ় রাজনীতি তাহাদের চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত। ভাল, অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহা ত ঘটিল, বস্ত্রের শুল্ক এককালে রহিত না হইয়া যায় না; এখন দেখি মহাত্মা লর্ড রিপন আমাদের কি স্থায়ী উপকার করিয়া সকলের আশীর্ব্বচন লইতে লইতে এদেশ হইতে প্রস্থান করেন।

দেওয়ানী আদালতের শ্রীবৃদ্ধি কি পূর্ণতা লাভ করিয়াছে?

স্বত্ব ও স্বামিত্ব নির্দ্ধারণ প্রভৃতি জটিল কার্য্যের মীমাংসার ভার যে বিভাগের উপর ন্যস্ত, তাহার যতই উৎকর্ষ সাধিত হয়, দেশের ততই মঙ্গল। সুবিচার বিতরণের যতই চেষ্টা হয়, ততই ভাল। এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু এবিষয় সম্বন্ধে আজ একটী প্রশ্ন বিচার স্থলে উপস্থিত হইতেছে। সেটী এই:—আমাদের দেওয়ানী আদালতগুলির শ্রীবৃদ্ধি কি পূর্ণতা লাভ করিয়াছে? এই আদালতগুলির উৎকর্ষ সাধন বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যেরূপ যত্ন, হাইকোর্টের দেওয়ানী আদালত সমূহের কার্য্যপ্রণালীর

উপর যেরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও ইহার কার্য্যপ্রণালীকে বিশুদ্ধ করিবার যেরূপ চেষ্টা, তাহাতে ইহার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি আজও যে পূর্ণতা লাভ করিতেছে না, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। পূর্ণতালাভের কয়েকটী প্রতিবন্ধক কারণ আছে। তন্মধ্যে বিচারপতি নিয়োগগত দোষ একটী প্রধান। এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করাই আজ আমাদের উদ্দেশ্য। চিকিৎসকের দোষে যেমন রোগির বিপদ ঘটে, বিচারপতির দোষে তেমনি স্বত্বরক্ষার্থীর স্বত্বের অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ক্রমে এ বিষয়টী বিশদ করিয়া পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া হইতেছে।

সৌর জগতের পরস্পর শৃঙ্খলাবদ্ধের ন্যায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কার্য্যপরম্পরা পরস্পর নিবদ্ধ। দেওয়ানী আদালতে ফৌজদারীর ন্যায় যদিও দৈহিক দণ্ড হয় না বটে, কিন্তু অর্থদণ্ডের পর দণ্ড আর নাই। অর্থহীন হইলে লোকে প্রকার দুষ্ক্রিয়ায় আসক্ত হইতে পারে, তন্নিবন্ধন অবশেষে ফৌজদারীতে দণ্ডভোগ করিয়া থাকে। অতএব এরূপ গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিবার ভার যাঁহাদিগের উপর ন্যস্ত, তাঁহাদিগের যোগ্যতা কার্য্যপটুতা ও বুদ্ধিমত্তার সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া কার্য্যভার অর্পন করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করা যে নিতান্ত কর্ত্তব্য, তাহা বোধহয় সকলে সহজেই অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সে রীতি প্রচলিত না থাকাতেই মধ্যে মধ্যে অর্থি প্রত্যর্থির অনিষ্ট ঘটে।

অধুনা নিম্ন শ্রেণীর দেওয়ানী আদালতে যে রীতিতে বিচারপতি নিয়োগ করা হইয়া থাকে, তাহা বিশুদ্ধ নহে। বর্ত্তমান নিয়মানুসারে বি, এল পরীক্ষা দিয়া দুই তিন বৎসর জজ আদালতে গমনাগমন করিয়া জজের সহিত পরিচিত হইলে যে কোন ব্যক্তি মুন্সেফী গ্রহণ করিতে পারেন। এ নিয়মটী বিশুদ্ধ কি না, পাঠক একবার বিচার করিয়া দেখুন। দাসত্ব করিতে সহজে প্রায় কেহই ইচ্ছুক হয় না। বিশেষতঃ মুন্সেফদিগের স্কন্ধে যেরূপ গুরুতর কার্য্যভার ন্যস্ত হয়, তাঁহাদিগকে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ অস্থিভেদী পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাতে বিশিষ্ট যোগ্যব্যক্তি এ কর্ম্ম গ্রহণ করিতে সম্মত হন না। অতি নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যেও সচরাচর দেখা যায় যাহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, শ্রম করিবার ক্ষমতা ও কার্য্যপটুতা অধিক সে কখন কোন গৃহস্থের বাটীতে চাকর থাকিতে চাহে না। চাকুরীতে তাহার পোষায় না বলিয়া সে এমন কোন উপায় অবলম্বন করে যে তদ্দ্বারা তাহার চাকুরী স্বীকার অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন হয়, অথচ স্বাধীনতা থাকে। সেইরূপ যাঁহারা বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই কিছু সমান বুদ্ধিমান নহেন, যিনি বিশেষ চতুর হন ও যাঁহার বিশেষ আইন জ্ঞান থাকে, তিনি কোন না কোন স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া তাহার উন্নতি সাধন করিয়া তুলেন, সুতরাং তিনি দাসত্ব স্বীকারে উন্মুখ হন না। পক্ষান্তরে, যাঁহার সেই সেই গুণ অল্প, তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না, তাঁহার ব্যবসায় ভালরূপ চলে না। কাজেই অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাকে চাকুরী স্বীকার করিতে হয়।

একণে সহজেই প্রতীতি হইতেছে, উক্ত কার্য্যে যাঁহারা নিযুক্ত হন, তাঁহাদিগের সকলেই সবিশেষ কার্য্যপটু ও সূক্ষ্মবুদ্ধি নহেন। তবে যে আমরা এ বিভাগে এক একজনকে বৃহস্পতিসদৃশ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ দেখিতে পাই, তাহার কারণ এই, যাঁহাদিগের বক্তৃতাশক্তি কম অথচ আইনজ্ঞান প্রভৃতি ভালরূপ আছে তাঁহারা বহু সংখ্যক উকীলের মধ্যে সহজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন না, সুতরাং মুন্সেফী গ্রহণ করেন কিন্তু মুন্সেফী গ্রহণ করিয়া তাঁহারা এরূপ সুচারুরূপে কার্য্য সম্পাদন করেন যে তন্নিবন্ধন তাঁহাদিগের শীঘ্রই খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইয়া উঠে এবং পদোন্নতি দ্বারা তাঁহাদিগের গুণের পুরস্কারও হইয়া থাকে। তাই বলি গুরুতর স্বত্বাস্বত্বের বিচার করিবার ভার যাঁহাদিগের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে, তাঁহাদিগকে প্রথমে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করাই কর্ত্তব্য। অতএব আমরা এই প্রস্তাব করিতেছি, তিন বৎসরকাল জজ আদালতে পদধূলি দিয়া এবং জজসাহেবের চিত্তের অনুবৃত্তি ও চাটুবাদ দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিয়া মুন্সেফ পদে কেহ প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারেন; যিনি ওকালতী করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবেন, জজ ও সুবর্ডিনেট জজেরা যাঁহার ওকালতী-কার্য্যে পরিতুষ্ট হইবেন, তাঁহাকেই মুন্সেফী পদ প্রদান করা হইবে। তবে এস্থলে এই একটী আপত্তি হইতে পারে, ওকালতীতে যাঁহার পসার হইবে, তিনি অল্প বেতনে মুন্সেফী স্বীকার করিবেন কেন? এই নিমিত্তই আমরা অবসর পাইলেই মুন্সেফদিগের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়া থাকি। বেতন বৃদ্ধি হইলে আর এ আপত্তি হইতে পারে না। আর এক কথা এই, চতুর বুদ্ধিমান ও আইনজ্ঞ হইলেই যে উকীলের পসার হয়, তাহা হয় না। মক্কেল জুটাইয়া পসার করা সে একটী স্বতন্ত্র গুণ। সে গুণ সকলের থাকে না। পসার না হউক, কিন্তু যে উকীলের চতুরতা বুদ্ধিমত্তা ও আইনজ্ঞতা থাকে, জজ ও সুবর্ডিনেট জজ প্রভৃতির তাহা অবিদিত থাকে না। তাঁহারা যাঁহার ঐ সকল গুণের প্রশংসা পত্র দিবেন, তাঁহাকেই মুন্সেফের পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে, এ নিয়ম হইলে দুর্ব্বিচারনিবন্ধন প্রজাকে কষ্ট পাইতে হয় না।

মুন্সেফদিগের পদোন্নতির একটী বয়কাল নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়াও নিতান্ত আবশ্যক। এক্ষণে সে নিয়ম না থাকাতে তাঁহাদিগের যোগ্যতা পরীক্ষার পথও রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ একটী নিয়ম করা কর্ত্তব্য, যিনি নিয়মিত কালের মধ্যে পদোন্নতি করিতে সমর্থ না হইবেন, তিনি পদচ্যুত হইবেন। তাহা হইলে কার্য্যপটুতা প্রভৃতি গুণের পরীক্ষা হইবে এবং প্রজাদিগের কষ্টও অনেক পরিমাণে হ্রাস হইবে। বর্ত্তমান নিয়মানুসারে একজন মুন্সেফ কার্য্যারম্ভ করিয়া পেন্সনের কাল পর্য্যন্ত যদি পদোন্নতি করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার অযোগ্যতা নিবন্ধন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তিরস্কৃত হন ও স্থানান্তরিত হইয়া থাকেন মাত্র; কিন্তু এরূপ স্থলে দেখা উচিত, যাঁহার কর্ত্তৃপক্ষের তাড়নায় ও স্থানান্তরিত হওয়া প্রভৃতি অবমানেও কিছুমাত্র উন্নতি না হয় তাঁহার আর যে জীবনে উন্নতি হইবার আশা থাকে না, ইহা একপ্রকার স্থির। তাদৃশ লোকের দ্বারাও বিচারকার্য্য সম্পন্ন হইলে অর্থি প্রত্যর্থীর যে কি অনিষ্ট হয়, তাহা বলিয়া বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। পদমর্য্যাদার হ্রাসে ও স্থানান্তরে অর্থি প্রত্যর্থীর উপকার কি? তিনি যেখানেই যাইবেন, সেই স্থানের লোককে তাঁহার বিচারে উত্যক্ত হইতে হইবে। তিনি স্থানান্তরিত হইলে লোকে সৌভাগ্য বিবেচনা করিবে এই মাত্র।

উপসংহারে আমাদের আর একটী প্রস্তাব এই, জজদিগের মফস্বল ভ্রমণ নিয়মটী দৃঢ়তররূপে কার্য্যে পরিণত করাও একান্ত আবশ্যক। তত্ত্বাবধান ব্যতীত কোন কার্য্যই সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব জজেরা যদি নিরূপিত সময়ে এক এক বার অধীনস্থ দেওয়ানী আদালত গুলিতে গিয়া বিচারপতিদিগের কার্য্যাদি পরিদর্শন করেন ও দুই একটী বিচারকার্য্য দেখেন, তাহা হইলে বিচারপতির যোগ্যতা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। তদনুরূপ উপায় অবলম্বন দ্বারা হয় তাঁহার গুণের পুরস্কার না হয় পদচ্যুতি হইলে লোকের বিশেষ উপকার হইতে পারিবে। এ বিভাগে মন্দ লোকও স্থান প্রাপ্ত হইবে না। নচেৎ আপীলে বিচারপতির গুণের সম্যক পরীক্ষা হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন না এদেশের সাধারণ লোকেরই অবস্থা মন্দ, নিতান্ত স্বত্বের ব্যাঘাত না হইলে কেহ কোথাও আদালতের আশ্রয় গ্রহণ ক[illegible]

না। ফলতঃ অনেকে দেওয়ানী আদালতের ব্যয় দানে অসমর্থ হইয়া মকদ্দমা চালাইতে পারে না। তাহার পর বিচারপতির ভ্রম নিবন্ধন যদি তাহার স্বত্ব ধ্বংস হয়, তাহা হইলে তাহার উদ্ধার সাধন যে কিরূপ দুরূহ হইয়া উঠে, পাঠক! তাহা বোধ হয় বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছেন। আপীল আদালতের খরচ অধিক, অনেকে অন্যায়রূপে পরাজিত হইয়াও আপীল আদালতের ব্যয় দানে সমর্থ হয় না বলিয়া আপীল করে না। মনে কর, এক ব্যক্তি ৫০ টাকা মূল্যের একটী বিষয় হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, সে দেওয়ানী আদালতে মকদ্দমা করিয়া বিচারপতির ভ্রম নিবন্ধন ৩০। ৭০ টাকা ব্যয় করিয়া পরাজিত হইল এবং প্রতিবাদীর খরচার দায়ী হইল। তাহার পরে আপীল আদালতের ব্যয় করিয়া তাহাকে স্বত্ব রক্ষা করিতে হইবে। এরূপ স্থলে কাহার কাহনের প্রবৃত্তি জন্মে? পরাজয়ে যাহাদিগের হৃদয়ে শত বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা ধরে, তাহারা ভিন্ন এ অর্থের ক্ষতি ও কষ্ট স্বীকারে কেহ উন্মুখ হয় না।

আমরা গত সপ্তাহে পাঠকগণকে সংবাদ স্তম্ভে ষ্টক নোটের সৃষ্টির সংবাদ দিয়াছি। এই ষ্টক নোট ১২॥০, ২৫, ৫০, ১০০, টাকা মূল্যের হইবে। শতকরা সুদ ৪ টাকা প্রদত্ত হইবে। এপ্রেল মাস হইতে এই ষ্টক নোট প্রচলিত হইবে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যের জন্য ষ্টক নোট দ্বারা ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার পরিশোধ বিষয়ে জামিন থাকিবেন। ইহা ষ্টাম্প বিক্রেতারা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে পারিবে। ইহার বাজারের কোম্পানীর কাগজের বাজারের ন্যায় হ্রাস বৃদ্ধি হইবে না। ষ্টক নোট বিক্রয় কালে অধিকারির স্বাক্ষর না থাকিলেও ক্রয় বিক্রয় হইতে পারিবে। ইহার সুদের উপর কোন প্রকার টাক্স থাকিবে না।

যে সমাজে ধর্ম্মের বন্ধন শ্লথ, সে সমাজ শীঘ্রই উচ্ছেদ দশায় পতিত হয়। ধর্ম্মই সমাজের বল বীর্য্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের মূল। যাঁহার মনে ধর্ম্ম ভয় নাই, যিনি কোন ধর্ম্ম মানেন না, তাঁহার অকর্ত্তব্য কার্য্য জগতে কিছুই নাই। পক্ষান্তরে, যাঁহার [illegible] সকল কার্য্যই করিতে পারেন। ইহার নূতন একটী দৃষ্টান্ত এই, —রুশেরা যখন তুরষ্কের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তুরষ্কের ক্রমে বল ক্ষয় হইলে সুলতান ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তুরষ্কের স্ত্রী পুরুষ পর্য্যন্ত উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাহারা সকলেই প্রমীলার ন্যায় রণসজ্জায় রণপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অতএব এক ধর্ম্মের বলেই যখন লোকে এত বলীয়ান, তখন সেই ধর্ম্মের উন্নতির জন্য সকল জাতিরই দৃঢ়তর আস্থাবান হওয়া উচিত; কিন্তু কি ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয় আমাদের হিন্দু সমাজের ক্রমে সেই বন্ধন শ্লথ হইয়া যাইতেছে, হিন্দুদিগের বেশ ভূষা আচার ব্যবহার সমস্তই বিজাতীয় ভাবাক্রান্ত হইতেছে। এখন আর ধর্ম্মের মূল যে বেদ বেদ কেন সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা বিরল উপস্থিত হইয়াছে। কাহাকেও ইহার উন্নতির পক্ষে যত্ন করিতে দেখা যায় না। অতএব এরূপ অবস্থায় যাঁহারা বেদের ও সংস্কৃতের চর্চ্চা করেন, তাঁহারা হিন্দু সমাজের আদরের পাত্র সন্দেহ নাই। কাশীনিবাসী পণ্ডিত জয়রাম বেদান্তবাগীশ ও পণ্ডিত জয়কৃষ্ণ বিদ্যাসাগর সম্প্রতি চাঙ্গড়িপোতার হরিসভায় যে বেদগান করিয়াছিলেন তাহাই আজ আমাদিগের এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিবার কারণ। বেদগানে তাঁহাদিগের বিলক্ষণ প্রাবীণ্য দেখিলাম। তাঁহারা যদি উৎসাহ পান, উত্তরোত্তর ইহার শ্রীবৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই। বেদ রক্ষা হইলে অনেকাংশে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা হয় সন্দেহ নাই।

ইউরোপীয় সমাচার।

টেহেরন ১৭ ই মার্চ্চ। একদল রুশিয় সৈনিক মস্কট হইতে মার্ভে উপনীত হইয়াছে, তথায় সমাদরে গৃহীত হইয়াছে।

আয়ুব খাঁ কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে টেহেরানের অভিমুখে চলিয়াছেন।

কেপ পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশনকালে সার হারকিউলিস [illegible] বাসুতোলাণ্ডে শান্তিরক্ষার্থ কতকগুলি সেনা [illegible] স্থির করিয়াছেন।

লর্ড হার্টিংটন প্রস্তাব করিয়াছেন কাবুলের আমীর লক্ষ [illegible] দেওয়া করিয়াছেন। তিনি এরূপ বিশ্বাস করেন না। বর্ত্তমান [illegible] আমীরকে সমুদায়ে ৪০৫০ পাউণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

[illegible] অনুমোদন করিয়াছেন, [illegible] গবর্ণমেণ্ট এবং ভারতবর্ষীয় [illegible] হইয়া [illegible] প্রার্থনা করেন নাই।

ভিয়ানা ১৮ ই মার্চ্চ। অষ্ট্রিয়ার [illegible] ইটালির [illegible] সময়ে [illegible] গমন করিবেন।

নিউইয়র্ক ১৮ ই [illegible] ৮৫০০০ হাজার লোক নিরুপায় হইয়াছে।

লণ্ডন ১৯ এ মার্চ্চ। টাইমস পত্রের [illegible] সংবাদদাতা বলেন, তুর্কিস্থানের শাসনপ্রণালী প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যে কমিশন নিয়োজিত হইয়াছেন, জেনারল [illegible] তাহার সভাপতি হইয়াছেন।

লণ্ডন ২০ এ মার্চ্চ। এডিনবরার ডিউক সস্ত্রীক হইয়া [illegible] দর্শন করিতেছেন। উঁহারা তথায় এডিনবরা নামক যোদ্ধৃত জাহাজ লইয়া গিয়াছেন।

লিবরপুলে আলবার্ট ডকের আচ্ছাদন দগ্ধ হইয়াছে। উহার নিকটে ভলাণ্টিয়ারদিগের যে অস্ত্রাগার আছে, তাহা লুঠ করিবার নিমিত্ত ফেনিয়ানেরা ঐ কার্য্য করিয়াছে এইরূপ বলা হইয়াছে।

নেটালের সংবাদ এই ট্র্যান্সভালের দক্ষিণ পশ্চিম সীমায় ঘোর উপদ্রব হইয়াছে।

টিউনিসের দক্ষিণাংশে গোলযোগ বৃদ্ধি হওয়াতে তথায় এক দল সৈন্য পাঠাইবার আয়োজন হইতেছে।

লণ্ডন ২০ এ মার্চ্চ। ইষ্টর উৎসব নিবন্ধন ৪ ঠা হইতে ১৭ ই এপ্রেল পর্য্যন্ত পার্লিয়ামেণ্ট বন্ধ থাকিবে।

আয়র্লণ্ডে প্রতি দিনই গুলি করিবার ও অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবার নূতন নূতন ঘটনা হইতেছে।

টিউনিস ২০ এ মার্চ্চ। এখানে ইটালীয়দিগের সহিত ফরাশিদিগের প্রায়ই দাঙ্গা হইতেছে।

ভিয়ানা ২০ এ মার্চ্চ। হার্জিগোভিনার বিদ্রোহীরা অনবস্থিত ভাবে যুদ্ধ করিতেছে এবং অষ্ট্রিয়ার এক খানি খাদ্যদ্রব্য বোঝাই জাহাজ অবরুদ্ধ করিয়াছে।

লণ্ডন ২২ এ মার্চ্চ। ডবলিনে বদমায়েসের অনুসন্ধানার্থ যে বিভাগ আছে তাহার বাটী বিনষ্ট করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। বাটীটীর সামান্যরূপ ক্ষতি হইয়াছে। কাহারও আঘাত লাগে নাই।

কায়রো ২২ এ মার্চ্চ। আরাবি বের প্রধান মন্ত্রী হইবার সম্ভাবনা।

লণ্ডন ২৩ এ মার্চ্চ। ট্র্যান্সভাল হইতে সংবাদ আসিয়াছে দক্ষিণ পশ্চিম সীমার উপদ্রবের এখনও শান্তি হয় নাই। দেশীয় লোকেরা বোয়ারদিগকে তিন বার পরাস্ত করিয়াছে।

বার্লিন ২২ এ মার্চ্চ। সম্রাট উইলিয়মের জন্মতিথি [illegible] অতিশয় সমারোহ হইয়াছিল।

লণ্ডন ২৪ এ মার্চ্চ। কমন্স সভা প্রিন্স লিওপোল্ডকে [illegible] বার্ষিক দশ হাজার পাউণ্ড দিবার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। বৃত্তি দানের পক্ষে ৪৮৭ জন এবং বিপক্ষে ৪৭ জন মত প্রদান করেন। যাঁহারা বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন, তাঁহারা [illegible] ও র্যাডিকাল দলের লোক। সার ষ্টাফর্ড নর্থকোট [illegible] মতামত প্রদান করেন নাই।

পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্যদিগের [illegible] ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, কাহার নাই এই বিষয় জানিবার প্রস্তাব করায় লর্ড [illegible] যে একটী আইনের পাণ্ডুলেখ্য করেন লর্ড সভায় দ্বিতীয় বার পাঠকালে তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

[illegible] বর্ণবি বেলুনযানে আরোহণ করিয়া ইংলিস চ্যানেল পার হইয়াছেন। ঐ বেলুনযান বলোনে দৃষ্ট হইয়াছিল।

বিবিধ সংবাদ।

মেদিনীপুরের জজ সাহেব দ্বার রোধ করিয়া বিচারকার্য্য সম্পন্ন করেন। সহযোগী মেদিনী এতন্নিবন্ধন আক্ষেপ করিয়াছেন এবং তাঁহার গুণাগুণের পরিচয় ক্রমে প্রদান করিবেন বলিয়াছেন।

কেহ বলেন বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ভোলা নামক স্থানে অগ্নি লাগিয়া প্রায় চারি সহস্র টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি ভস্মীভূত হইয়াছে। বিস্তর লোক

দগ্ধ হইয়াছে। ১১ টী গরু ও ছাগল জীবন্ত পুড়িয়া মরিয়াছে।

শিক্ষা সংক্রান্ত সভা প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যক্ষ টনি সাহেবকে ৪৭ টী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে সাধারণতঃ বালকদিগের শারীরিক উন্নতির কোন উপায় অবলম্বিত হইয়াছে কি না এ কথাও জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল। উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, কোন কোন কালেজে ব্যায়াম চর্চ্চার নিয়ম আছে বটে কিন্তু দেশীয় শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে অনেকেই ইহার পক্ষপাতী নহেন সুতরাং অতি অল্প বালক ব্যায়াম চর্চ্চা করিয়া থাকে। কিন্তু এ কার্য্যে পুরস্কারের লোভ প্রদর্শন করিলে উপকার দর্শিতে পারে।

১৮৮০—৮১ অব্দে ১৫৯০০৭০০০ সংবাদ পত্র ও চিঠি প্রভৃতি ডাকে প্রেরিত হইয়াছে। পোষ্টকার্ড ১৪৮৬৫০০০ ও নয় মাসে ৪২৯৫০০০০ টাকার মণিঅর্ডার ও ৭৮৭৬০০০০ টাকার দ্রব্য বিমা করা হইয়াছিল তন্মধ্যে ১০৪০০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মাতালদিগের পোষকতাই করুন আর মদ্যপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে না বলিয়া সাধারণকে যতই স্তোক দিন কিন্তু মনের অগোচর পাপ নাই বিশেষতঃ ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে তিনি এক দিকে আসল কথা গোপন করিতেছেন, ওদিকে রাজস্বমন্ত্রী অসঙ্গত ভাটীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১৫ লক্ষ টাকার মদ বিক্রয়ে অধিক আয় দেখাইয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। মদ্য বিক্রয়ের সুবিধা করিয়া দিলে মাতালের সংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে যে উৎসাহ দেওয়া হয়, তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া যে অকর্ত্তব্য তাহা তিনি বলিয়াছেন।

১ লা মে হইতে আসিষ্টাণ্ট ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং পুলিষ জেল চিকিৎসা ও বনবিভাগের কর্ম্মচারীদিগের ষাণ্মাসিক পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

ইংলিসম্যানের সংবাদদাতা বলেন আব্দুল কোদস খাঁ আয়ুবের সহিত সন্ধি করিয়া হিরাট তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন। আয়ুবের শ্বশুর ও বল্খের গবর্ণর মহম্মদ ইসা খাঁ আয়ুবের সাহায্য দানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কান্দাহারের বড় বড় খাঁ এই কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। কোহীস্তানীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। আমীরের অনুমত্যনুসারে এক জন রুশিয় ময়মনা নামক স্থানে উপনীত হইয়াছেন, তিনি তত্রত্য দুর্গ ও তুর্কোমানদিগের আবুলে কিরূপ সম্ভ্রম তাহা পরিদর্শন করিতেছেন। ঘিল্জিনীর সর্দ্দারেরা সম্প্রতি কাবুল দেখিয়া গিয়াছেন আমীর তাঁহাদিগের যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত সভা টনি ও রেভরেণ্ড কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায়ের জবানবন্দী গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার পর ফাদর লাফোঁ, সৈয়দ আহাম্মদ খাঁ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পাল, আমীর আলী, রেভরেণ্ড রুপ দীশ্বর ভট্টাচার্য্য, ফ্রিচর্চ্চের অধ্যক্ষ রবার্টসন, বাঙ্গালোরের হডসন, জেনারল আসেম্ব্লির হেষ্টি, বোম্বাইয়ের মেকিচান ও প্রোসাডরি এবং লণ্ডন মিশনরীর আইন ভিন্ন শ্রীযুক্ত ভোলানাথ পাল, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাব অব্দুল লতিফ খাঁ, সৈয়দ আমীর হোসেন ও জেবেরেল আল্মীরের জবানবন্দী গ্রহণ করিবেন।

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোথায় চোর ডাকাইতের উপদ্রব হ্রাস হইবে না ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। ঠগি ও ডাকাইতি বিভাগের কার্য্য বিবরণে দেখা গেল ১৮৮০ সালে ২৪৫ টী দস্যুবৃত্তিতে ২০৬৭৬৭৮৶৫ টাকার সম্পত্তি বিলুণ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে ২৪৯৩৶১০ টাকার সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বর্ষে অন্য বর্ষাপেক্ষা অধিক লোক হত ও আহত হইয়াছে, পূর্ব্ববর্ষে ৩ জন হত ও ৮৩ জন আহত হয় কিন্তু এই বর্ষে ২২ জন হত ও ১৪০ জন আহত হইয়াছে। বিষ প্রয়োগ দ্বারা অচৈতন্য করিয়া এই বর্ষে ১৩ টী চৌর্য্যবৃত্তি সাধিত হইয়াছিল তন্মধ্যে বরদা রাজ্যে ৮ টী এবং অন্যান্য স্থানে পাঁচটী।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি জজ ডবলু ম্যাকফার্সন সাহেব হাইকোর্টের জজ হইলেন।

ব্রহ্মদেশের চীফ কমিশনরের অধীনে ৮৭০০০ বর্গ মাইলের মধ্যে ৫৬০০ জন মাত্র কৃষিকর্ম্ম করে। অপর ভূমি প্রায় পতিত। এই নিমিত্ত কমিশনর ভারতবর্ষ হইতে তথায় লোক প্রেরণের উদ্দেশে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে এই বিষয় জানাইয়াছেন। লোক সংখ্যা অল্প বলিয়া মজুর পাওয়া দুষ্কর। মজুরেরা সাত হইতে দশ আনা পর্য্যন্ত লইয়া দৈনিক মজুরী করিয়া থাকে। ১৮৭৪ অব্দে বঙ্গদেশ ও ১৮৭৬ অব্দে মান্দ্রাজে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে ১২৫০০০ টাকা ব্যয়ে তথায় ৭০০০ লোক ও ৩৭৪৪৮ টাকা ব্যয়ে ৭৫৮ জন লোক রেঙ্গুন হইতে লইয়া যাওয়া হয়।

আমাদের সোমড়াস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ সোমড়া সাধারণ পুস্তকালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ ব্যয় সাহায্যার্থ এককালীন ৫০ টাকা দান করিয়াছেন।"

আমাদিগের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "বিগত ৭ ই মার্চ্চ শুক্রবার রজনী অনুমান একাদশ ঘটিকার সময় ১২। ১৪ জন লোক যাঠি হস্তে অকস্মাৎ মার মার শব্দে অত্রত্য রথের সরাণের অন্যতম দোকানদার গিরিধারী পোদ্দারকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, কিন্তু সে ব্যক্তি অতি শান্ত প্রকৃতির লোক, এজন্য দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় নাই। আক্রমণকারীগণ গিরিধারীর দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে দাঙ্গায় উত্তেজিত করণাভিপ্রায়ে নানাবিধ কুৎসিত ও অশ্রাব্য গালাগালি দিতে লাগিল, কিন্তু সে ব্যক্তি তাহা যেন শুনিয়াও শুনিল না, কেবল প্রাণের ভয়ে মধ্যে মধ্যে "পাহারাওয়ালা, পাহারাওয়ালা" বলিয়া ডাকিতে লাগিল ও মহাজনীর দোহাই পাড়িল। পাহারাওয়ালা ঐ সময় অতি নিকটে থাকিয়া শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায়, তাহা প্রতীক্ষা করিতেছিল, এজন্য ভয়ার্ত্ত গিরিধারীর আর্ত্তনাদ ধ্বনি শুনিয়াও শুনিল না এবং কোন উত্তরও দিল না। ঈশ্বরেচ্ছায় ঐ সময় ঘটনাস্থলে কতকগুলি স্থানীয় ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়া আক্রমণকারীগণকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু গিরিধারী প্রাণের ভয়ে ঐ রজনীতে দোকান বন্ধ করিয়া গৃহে যাইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অনন্তর শেষ রাত্রে একজন লোক সঙ্গে করিয়া গিরিধারী গৃহে যাইয়া প্রাণ রক্ষা করিল। এক্ষণে আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে, রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ঐ ঘটনার সত্যাসত্য অনুসন্ধান পূর্ব্বক অপরাধীকে সমুচিত শাস্তি দেন।

বিগত ২ রা ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে প্রকাশিত করিয়াছিলাম যে, এখানকার পুলিষের সব ইনেস্পেক্টর নাদের আলী খাঁর সহিত মিউনিসিপাল হেড কনষ্টেবল সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোরতর বিবাদ চলিতেছে। সীতানাথ দারোগার নামে নালিশ করিবার অভিপ্রায়ে ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঐ অনুমতি প্রদান করাতে সীতানাথ, সব ইনেস্পেক্টরের প্রতিকূলে রাণাঘাটের ডেপুটী বাবুর হুজুরে অভিযোগ করেন। এতদনুসারে নাদের আলীর পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে এবং ডেপুটী বাবু উভয়কে স্থানান্তরিত করণাভিপ্রায়ে যথাস্থানে রিপোর্ট দিয়াছেন।"

ডাক্তার জলি আগামী বর্ষের জন্য ঠাকুর আইনাধ্যাপক মনোনীত হইয়াছেন।

এব্রাহাম বক্স নামক একজন ফিরিঙ্গি এক ব্যক্তিকে বধ ও আর এক ব্যক্তিকে আহত করাতে ৫ ই মার্চ্চ তাহার বিচার হয়। জুরিদিগের ও জজের বিচারে তাহার কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

কলিকাতা হাইকোর্ট বিস্তর আপীলের মকদ্দমা জমিয়া যাওয়াতে ৬ মাসের জন্য একজন সিবিলিয়ান জজ নিযুক্ত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষ সংক্রান্ত রাজকার্য্যাদি দর্শন করিবার নিমিত্ত বিলাতে একটী রাজনৈতিক সভা প্রতিষ্ঠিত

হইতেছে। ভারতবর্ষস্থ লোকদিগের নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অবগত হইয়া ইউরোপীয়দিগকে বুঝাইয়া দেওয়া এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। কতকগুলি ভারতহিতৈষী ব্যক্তি এই সদ্ভাব সভা মনোনীত হইয়াছেন।

১৮ ই মার্চ্চ যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২২৩ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

হিন্দুপেট্রিয়টের একজন সংবাদদাতা শ্রীরামপুর উপবিভাগের অন্তর্গত রাধানগর থানার দারোগা বাবু শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তীর অদ্ভুত স্মরণ-শক্তির কথা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাঁর নিকট যে কোন পুস্তকের কেহ ৪০ ছত্র পর্য্যন্ত পাঠ করিলে ইনি পরক্ষণেই সেই ৪০ ছত্র মুখস্থ বলিতে পারেন। এবং মধ্যবিত্ত আকারের পুস্তক এক রাত্রি পাঠ করিয়া সমস্ত মুখস্থ বলিতে পারেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি উইলসন সাহেব বোম্বাই হাইকোর্টের চীফ জষ্টিসের পদ প্রার্থনা করিয়াছেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের উকীলদিগের সহিত জনৈক জজের বড়ই গোলযোগ বাধিতেছে। বিচারপতি উকীলদিগের সহিত অতি অসৎ ব্যবহার করিতেছেন। আমরা দেখিতেছি এটী একটী হাতাহাতি হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ।

ব্যবস্থাপক সভার গত অধিবেশনে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১০টী ধারার সংশোধন করা হইয়াছে। তন্মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া সমন প্রভৃতি প্রেরণের ডাক মাস্থল এবং রেজিষ্টরি ফি রহিত করিতে ও স্থানবিশেষে কোর্টফি গ্রহণ করিতে পারিবেন। গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত পেন্সন ক্রোক হইতে পারিবে না। এবং গবর্ণমেণ্টের ও রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের বেতন ২০ টাকার ন্যূন হইলে তাহাও ক্রোক হইতে পারিবে না। ২০ টাকার উর্দ্ধ হইলে অর্দ্ধেক ক্রোক হইতে পারিবে। পাপরে নালিস করিলে ৩৪৭ ধারানুসারে অভিযোগকারীকে কোন খরচই দিতে হইবে না। ৩৬৮ ধারায় বিধান আছে যে, প্রতিবাদীর বা প্রতিবাদীদিগের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার স্থলে বাদী অপরকে প্রতিনিধি করিবার নিমিত্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদন করিলে তাহার সেই আবেদন মঞ্জুর হইতে পারে, এরূপ সময় নির্দ্দেশ থাকায় বাদীর পক্ষে অসুবিধা হয়, অতএব যাহাতে সেই অসুবিধা না থাকে ঐ ধারায় তাহার বিধান করা হইয়াছে। এক্ষণে বিচার সম্পর্কীয় কর্ম্মচারীরা রেবিনিউ আদালতের গ্রেপ্তারী পরয়ানা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন এবং ৬৫১ ধারায় ঐ আদালতের ওয়ারেণ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত চেষ্টা পাইতে পারা যাইবে।

ষ্টম আপীসে যাঁহারা চাকুরী করিতেন তাঁহাদিগের কর্ম্ম গেল। কিন্তু সুখের বিষয় এই, পোষ্ট-আপীসে যে সেবিংস ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ইহাঁদিগের অনেকেই তাহাতে কর্ম্ম পাইবেন। ইহাঁদিগের দাওয়া অগ্রগণ্য হইবে।

সহচর বলেন কলিকাতা কালেক্টরিতে ভূমির খাজনা দিবার সুবিধার্থ কালেক্টার সহরকে ১১ টী ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এবিষয়ের বিশেষ সংবাদ কালেক্টারের নিকট আবেদন করিলে পাইতে পারা যাইবে।

আসামের কর সংক্রান্ত আইনের সংশোধনের জন্য তত্রত্য চীফ কমিশনর গবর্ণর জেনরলের সভায় একটী পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছেন।

বাস্তবিক পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানী যেরূপে কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, ভারতবর্ষের মধ্যে কোন রেলওয়ে কোম্পানীই এরূপ দক্ষতা সহকারে কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। হোম গবর্ণমেণ্ট এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ষ্টেট রেলওয়েগুলির কার্য্যভার ইহাঁদিগের উপর ন্যস্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। তাঁহারা ইহাঁদিগের কার্য্য পরীক্ষা করিবার জন্য আপাততঃ সিন্ধিয়ার অসম্পূর্ণ ষ্টেট রেলওয়েটীর ভার ইহাঁদিগের হস্তে সমর্পন করিয়া উহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য ১৭ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। কোম্পানীর এজেণ্ট লাইন পরিদর্শন করিয়া রিপোর্ট করিবেন।

আইন প্রণেতা হইটলি ষ্টোক্স সাহেব এমাসে যাইলেন না। ইলবার্ট সাহেব এপ্রেল মাসের মাঝামাঝি এখানে আসিবেন। তাহার পর ষ্টোক্স যাত্রা করিবেন।

মেজর বেরিং আয় ব্যয় বৃত্তান্তে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির সুখ্যাতি করিয়া তাঁহাদিগের বেতন বৃদ্ধির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন ষ্টেট সেক্রেটারি তাহা মঞ্জুর না করিলে কার্য্যে কিছু পরিণত হইবে না। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কিরূপ নির্দ্দেশ করেন তাহা তিনি জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, কিন্তু আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম তাঁহারা তাঁহাদিগের বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে অনুকূল মত প্রদান করিবেন।

আত্মশাসন পদ্ধতি প্রচলিত করিবার বিষয়ে গবর্ণর জেনেরল এবং রাজস্ব মন্ত্রী শিমলায় গিয়াও পরামর্শ করিবেন। স্থানীয় গবর্ণরেরা মতামত প্রকাশ করিতেছেন।

গত বৃহস্পতিবার একজিকিউটীব কাউন্সিলের অধিবেশনে কর সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপির মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। সকল সভ্য ইহার মর্ম্ম এখনও অবগত হইতে পারেন নাই। গবর্ণর জেনেরল বহুশ্রমে অনেক জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন।

বিলাতের সংবাদ পত্র সমূহ বলিতেছেন মান্দ্রাজের গবর্ণর গ্রাণ্ট ডফ সাহেবের উপর তত্রত্য লোকেরা প্রসন্ন নহে। সহরের বড় বড় বণিকেরা গ্লাডষ্টোন সাহেবের নিকট তাঁহার বিপক্ষে আবেদন করিবার কল্পনা করিতেছেন। তিনি যাহাতে পদস্থ না থাকেন এই তাঁহাদের ইচ্ছা।

হায়ত খাঁ মুক্ত হওয়াতে লাহোরবাসী মুসলমানেরা তিন দিন ৫ বার করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছে। দরিদ্রদিগকে ভোজন করাইবার জন্য চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে। সাধারণ লোকের আনন্দ জানাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছে। মসীদে প্রতিনিয়তই ঈশ্বরের আরাধনা হইতেছে।

এবার তিনটী লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরী খালি হইতেছে, পঞ্জাবে সার চার্লস এচিসন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সার আলফ্রেড লায়াল লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের পদ পাইলেন কিন্তু বঙ্গদেশের ছোট লাটের কার্য্যকাল নিঃশেষিত হইলে কে যে তৎপদে অধিষ্ঠিত হইবেন তাহার কিছুই ঠিক হয় নাই, অনেকে বলিতেছেন রিভার্স টমসনেরই উক্ত পদ লাভের সম্ভাবনা আছে।

কোম্পানির কাগজের দর।

শতকরা ৪ টাকা সুদের কাগজ ১০১/০ হইতে ১০১৶০

৪॥০	১৮৭০ (১৮৮০)	১০১৷৷৵০
৪॥০ ১৮৭৮৭৯	(১৮৯১)	১০৮৸৶০
৫ ১৮৫৭	(১৮৮২)	১০০

গত বর্ষে ইংলণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ ৪১১০ খানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ১১৯৬ খানি সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে।

আমাদের ছাপরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, "রবি শস্যের অবস্থা বড় মন্দ নহে, এইরূপ সংবাদ প্রায়ই দিয়াছি। এখন আশাপ্রদ হইল না বলিলে লোকে অদূরদর্শী বলিবে। কিন্তু এদোষ কেবল আমারই নহে, অনেকেরই ভ্রম হইয়াছে। এ বৎসর এদেশে ভাদ্রমাসে প্রচুর বৃষ্টি হয় নাই, কেবল শেষে হাথিয়া (হস্তা) নক্ষত্রে অত্যন্ত বর্ষা হইয়াছিল। হাথিয়ার বৃষ্টিতে যে ভূমিতে হাল দেওয়া হয়, সে কেবল ৩। ৪ ইঞ্চি মাত্র। বীজ বপন মাত্রে অঙ্কুরিত হইল, পরে অধিক নিম্নে যখন ঐ অঙ্কুরের মূল প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন পর্য্যাপ্ত রস পাইল না। এইজন্য ফল উত্তমরূপ হইল না। অনেকে পুরাতন

নীলকর জমিতে চাস দিয়া শীঘ্র শীঘ্র বীজ বপন করিয়াছিল। নীলের গাছ জন্মিল, ২ পত্র, ৪ পত্র, ৭ পত্র, ১০ পত্র, ধারাবাহিকরূপে (এইরূপ নীলের পত্র হইবার নিয়ম) হইল। এদিকে গাছের শীকড় ভূমি ভেদ করিতে না পারিয়া শুকাইয়া যাইতে লাগিল। এইজন্য অনেক স্থলে পুনরায় বপন হইতেছে। কিন্তু অজ্ঞ ভারতীয় কৃষক পূর্ব্বে কিছু বুঝিতে না পারিয়া এবার হাখিয়া বৃষ্টি দ্বারা প্রতারিত হইল। ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলে ভাল হইবে। এক্ষণে কমিটির নিকট আমাদের প্রার্থনা যেন দরিদ্র কৃষিজীবী লোকের সন্তানদিগকে কিছু কিছু কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। আদর্শ কৃষিকার্য্য দেখাইবার জন্য একটী করিয়া কার্য্যালয় স্থাপন করা কর্ত্তব্য। এত নীলকুঠী এদেশে রহিয়াছে ইহাদিগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করণ ও বীজ বপন প্রণালীর এ পর্য্যন্ত কেহ অনুকরণ করিল না। ইহারা মনে করে যে এই সমস্ত নিয়ম নীলের কার্য্যের নিমিত্ত। অতএব অল্পবয়স্ক বালকদিগকে কিছু কিছু শিক্ষাদান করিলে তাহাদের মহোপকার হইতে পারে।"

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ মফস্বলের উচ্চ শ্রেণীর ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

মতিলাল মিত্র, বিনোদবিহারী বসু, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, গৌরচন্দ্র কুণ্ডু, চৈতন্যচরণ দাস, আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অম্বিকাচরণ পোদ্দার, জৈমিনিকুমার মুখোপাধ্যায়, কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়, হরিনাথ দাস, শশিকুমার চক্রবর্ত্তী, মনোমোহন রায়, মথুরানাথ ধর, যাদবচন্দ্র লাহিড়ী, শ্যামলাল সেন, নবকুমার মিত্র, বিপ্রচরণ নন্দী, বেণীপ্রসাদ, শ্যামলানন্দ, শ্যামপ্রকাশ, ভূদেব চট্টোপাধ্যায়, হরিমোহন দত্ত, সংসারবিহারী চট্টোপাধ্যায়, রাধাবিনোদ দাস, নন্দগোপাল নন্দী, রামসুন্দর রায়, অবিনাশচন্দ্র বসু, বিজয়শঙ্কর রায়, নারায়ণপ্রসাদ দত্ত, পূর্ণচন্দ্র মজুমদার, মণিমোহন ঘোষ, গঙ্গাচরণ দাস, সৈয়দ এমদাদ হোসেন, গোপালচন্দ্র বসু, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ কুণ্ডু, অনুকূল চন্দ্র মিত্র, ব্রজনাথ গোস্বামী, যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, আলী বক্স, বলদেও সহায়, আশুতোষ মুখো, জানকীনাথ বিশ্বাস, রাজকুমার ঘোষ, জজ, জে, কর্ডন, দ্বারকানাথ মুখো, কিশোরীমোহন পাল, শ্রীনাথ চট্টো, জানকীনাথ মুখো।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ নিম্ন শ্রেণীর ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। জয়চন্দ্র দে, কালীপ্রসাদ খলিপা, গাককৃষ্ণ দাস, জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ, অশ্বিনীকুমার দে, বিহারীলাল দে, রজনীকান্ত কুমার, মতিলাল রায়, রামগোপাল মুখো, প্রসন্নকুমার দাস, বিশ্বাধর দাস, মহানন্দ ঘোষ, আনন্দচন্দ্র দাস, মৈনিউদ্দীন আহম্মদ, হরকিশোর পাল, বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, পূর্ণচন্দ্র সেন, কামিনীভূষণ চন্দ্র, মহিমচন্দ্র গঙ্গো, উমেশচন্দ্র সেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, যামিনীকান্ত বসু, গোপালচন্দ্র দীননাথ বন্দ্যো, প্রমথনাথ গাঙ্গুলি, রত্নমণি চৌধুরী, কালীপ্রসন্ন মুখো, ভজহরি ঘোষ, মাখনলাল রায়, বিপিনবিহারী সেন, গুরুদাস ভট্টাচার্য্য, যাদবচন্দ্র দাস, নিবারণ চন্দ্র দত্ত, শশধর মিত্র, উমেশচন্দ্র মাল্লা, অম্বিকাচরণ সিংহ, প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য, গোপালচন্দ্র দে, অঘোরচন্দ্র বসু, মহেশনারায়ণ রায়, মথুরানাথ দাস, গৌরসুন্দর বিশ্বাস, শ্যামাচরণ তালুকদার, ভরতচন্দ্র ধর, জগদীশ্বর সরকার, রামযদু রায় বিশ্বাস, হেমচন্দ্র সিংহ, বঙ্কবিহারী নন্দী, অম্বিকাচরণ মুখো, প্রাণকৃষ্ণ ভাদুড়ী, কৃষ্ণচন্দ্র বসু, রায় শ্যাম বাহাদুর, নন্দকিশোর লাল, বাসুদেও লাল, নবীনচন্দ্র দে, নবকিশোর দাস, মহেন্দ্রনাথ দেব, গোপালচন্দ্র রায়, সুধীকৃষ্ণ ঘোষ, হরিদাস বন্দ্যো, সৈয়দ আবদুল বারী, যোগেশচন্দ্র বসু, ভুবনচন্দ্র বন্দ্যো, গিরীন্দ্রমোহন গুপ্ত, প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী, বরদাকান্ত বিশ্বাস, ভুবনমোহন মিত্র, রাধিকানাথ বসু, শরৎচন্দ্র বন্দ্যো, জোসেফ মার্সাল ডিক্রুজ, কিশোরীলাল মুখো, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যো, প্রিয়নাথ গোস্বামী, শিবহরি পাঠক, কালীকুমার দাস, চন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্যামাচরণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র ভদ্র, মহেন্দ্রনাথ বসু, মহেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

পাটনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার সি, টি মেট্‌কাফ ভাগলপুরের কামশনর হইলেন। বার্লো সাহেব ৩ মাস ছুটী লইয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগের সেক্রেটারি রেনল্ড্‌স সাহেব ম্যাঙ্গলস সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত রেবিনিউ বোর্ডের সভ্য হইলেন।

চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী মহম্মদ সুবাম হাইদর এক মাস ২৩ দিন ছুট লইলেন।

সাঁওতাল পরগণার সব ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী নাজিমুদ্দিন পূর্ণিয়ায় বদলী হইলেন।

ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার সিংকোর ৩ মাস; বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় অতিরিক্ত ২ মাস যশোহরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ই, জে বার্টন ৩ মাস ছুটী পাইলেন।

বাঁকুড়ার বিশেষ সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু শিতিকণ্ঠ ঘোষ সদরপুর হইতে কাত্রা পর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য ভূমি সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

গয়ার অন্তর্গত জাহানাবাদের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার পিটার্সন ১৫ ই এপ্রেল হইতে দুই মাস বিদায় প্রাপ্ত হওয়াতে রাজসাহীর অন্তর্গত নাটোরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর গোবিন্দ তৎপদে কার্য্য করিবেন।

রাণীগঞ্জের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার কাসপার্সি ৩ মাস ও চট্টগ্রামের সহকারী বন্দোবস্ত কার্য্যের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারী ক্যাসন দেড় বৎসর বিদায় আদেশ প্রাপ্ত হইলেন।

সুন্দরবনের প্রতিনিধি কমিশনর পার্জিটর সাহেব চট্টগ্রামের নোয়াবাদ তালুকের বন্দোবস্তের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কান্দির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রঙ্গপুরের সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন। এই আদেশ নিবন্ধন মেদনীপুরের পূর্ণ বাবুর প্রতি যে আদেশ হয় তাহা রহিত হইল।

রাজমহলের সব ডেপুটী কালেক্টার রেনেলো ভাগলপুরের অন্তর্গত সুপুলে বদলী হইলেন, এবং সুপুলের সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোপীকৃষ্ণ নাগ রাজমহলে বদলী হইলেন, এবং অন্য আদেশ পর্য্যন্ত পাকুড়ে কার্য্য করিবেন।

মুন্সি আনওয়ার আহম্মদ কিছু দিনের জন্য সাহাবাদের অন্তর্গত বক্সারের দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর হইলেন।

পুরীর অন্তর্গত খুর্দার সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু নারায়ণচন্দ্র নায়ক করদ মহলের অন্তর্গত অঙ্গুলের তহশিলদার হইলেন, এই আদেশ নিবন্ধন বাবু নিত্যানন্দ দাসের প্রতি যে আদেশ হয় তাহা রহিত হইল। বাবু নারায়ণচন্দ্র নায়ক ২ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ও মুন্সেফের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ইনি অঙ্গুলে না যাইতেছেন সে পর্য্যন্ত বাবু গৌরচন্দ্র সেন তাঁহার কার্য্য করিবেন।

ত্রিপুরার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ওয়াট্‌স্‌ আর হুগলীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

ত্রিপুরার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর টয়েনবি অন্য আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

বিচারসংক্রান্ত বিভাগ।

কলিকাতা পুলিসের প্রতিনিধি ডেপুটী কমিশনর উইলকিন্স কলিকাতার পুলিস মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মৌলবী হামিদুদ্দিন সাহাবাদের অন্তর্গত সাসিরামের মুন্সেফ হইলেন।

রাজমহলের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এপ্সাল মুন্সেফের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু রজনীনাথ মিত্র যশোহরের অন্তর্গত মাগুরার মুন্সেফ হইলেন।

গয়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার বেকার সরাসরি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

জামালপুর।

এ বৎসর এখানে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা বসন্ত রোগের উপদ্রব দিন দিন বৃদ্ধি হইতে দেখা যাই-

[illegible]ছে জনরব উঠিয়াছে যে [illegible] বলিয়াছেন এক শত লোকের বেশী গ্রহণ করিবেন না; কিন্তু প্রায় এক শত হইতে চল্লিশ [illegible] বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস দেখা যাইতেছে না। স্থানীয় মিউনিসিপালিটী প্রত্যেক পচা নৰ্দ্দামা পরিষ্কার করিয়া স্থানে স্থানে ধুনা ও গন্ধক জ্বালাইয়া দিতেছেন; তত্রাপি কিছুই করিতে পারিতেছেন না। ব্রাহ্মণেরা সকল গুণের শ্রেষ্ঠ একথা প্রশস্য; কিন্তু এই বসন্তের হাঙ্গামায় দেখা যাইতেছে তাঁহাদের গুণের মধ্যে অনেকগুলি গুণ বিগুণ হইয়া গিয়াছে, আর তাঁহারা স্বজাতির শব বহন করিতে ইচ্ছা করেন না। কারণ মধ্যে অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির বসন্ত রোগে মৃত্যু হইলে ব্রাহ্মণেরা স্পর্শ না করায় [illegible]রেরা স্কন্ধে করিয়া সৎকার করিয়া আসে। অতএব ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে [illegible]রেরা আমাদের [illegible] কি না?

মধ্যে অত্রত্য আগমসভার সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর ইহাদের উৎসব উপলক্ষে দুই দিবস বেশ সমারোহ হইয়াছিল। দরিদ্রদিগকে দান ও অপরাপর কার্য্যগুলি দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি।

কয়েক দিন হইল জেনরল মাকফার্সন সাহেব আসিয়া ১৩শ ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে ভলেণ্টিয়ার দলের শিক্ষাদান পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এতদুপলক্ষে সমস্ত লাইনের ভলেণ্টিয়ারগণ এখানে আসিয়াছিল। মুঙ্গেরে পরিদর্শন [illegible] সম্পন্ন করা হয়।

দুই তিন দিবস হইল মুঙ্গেরে ছোটকেলাবাড়ী নিবাসী আমির খাঁ নামক এক জন মুসলমানের স্ত্রী একটী মৃত পুত্র প্রসব করিয়াছিল। বালকটির মস্তকে জটা, চারিটী চক্ষু, দুটী নাসিকা, দুইটী হস্ত এবং দুইখানি ডানা।

হুগলী—৯ ই চৈত্র ১২৮৮।

এবার এখানে ধারে আগুনের বড় ধুম। প্রায় এক মাসের মধ্যে তিন স্থানে আগুন লাগিয়াছিল। এক স্থানে [illegible] একবারে নিঃশেষ হইয়া পুড়িয়াছে। অপর দুই স্থানে [illegible] নির্ব্বাণ হইয়াছিল। [illegible] আগুন লাগিয়া [illegible] বিশেষ [illegible] হয়। [illegible] বিবেচনায় [illegible] ক্রমশঃ [illegible]। [illegible] দূর করিবার ব্যবস্থা [illegible]।

আজ [illegible] কয়েক দিন হইল চোরা আফিম বোঝাই একখানি [illegible] ধরা পড়িয়াছে প্রায় ৭।০ জন নাবিক [illegible] হইয়াছে। নৌকা ও তাহাতে যে কিছু বোঝাই ছিল সমস্ত নিলাম হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম নৌকায় ১৩।/ মণ আফিম ছিল। পুলিস ও গোয়েন্দা অনেক পুরস্কার পাইবে।

সাধারণী পত্রিকায় এখানকার ব্রাঞ্চ স্কুল ও কলেজিএট স্কুল উভয় বিদ্যালয়ে গত পাঁচ বৎসর মধ্যে যত ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহার তালিকা দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় প্রথমোক্ত বিদ্যালয়টীতে গড় শতকরা ৫৫ ও দ্বিতীয়টীতে ৫২ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। উভয় বিদ্যালয়ের মোট ছাত্র সংখ্যা ও সরকারি ব্যয় এবং শিক্ষক সংখ্যা প্রভৃতির তুলনা করিলে প্রথমটীর অপেক্ষাকৃত উত্তম ফল হইয়াছে বলিতে হইবে [illegible] উভয় বিদ্যালয়ে এতদপেক্ষা উত্তম ফলে সাধারণের প্রত্যাশা।

জনরব যে নৈহাটী থানার অন্তঃপাতী [illegible] গ্রামে গত সপ্তাহে এক গৃহস্থের বাটীতে ডাকাইতি হইয়াছিল, কিন্তু গৃহস্বামী একজন ডাকাইতকে আহত করায় ডাকাইতেরা পলাইয়া গিয়াছে। অনেকে বলেন যে বহু দিন পূর্ব্বে যেমন গোর শীকারী ও কেরামদী শীকারী নামে বিখ্যাত ডাকাইতদ্বয় দল করিয়াছিল, আবার তদ্রূপ একটী নূতন দল নৈহাটীর অন্তঃপাতী কোন গ্রামে হইতেছে। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন, কিন্তু পুলিসের অতিশয় সাবধানে কাজ করা উচিত। আমরা দেখিতে পাই পল্লীগ্রামে এখন আর থানা হইতে রাত্রিতে রোঁদ বাহির হয় না। চৌকীদারগণ পঞ্চায়েৎ মহাশয়দিগের আজ্ঞাবহ হইলে মন যোগাইতে পারিলেই পায় [illegible] সুখে নিদ্রা যাইতে পারে, [illegible] পঞ্চায়েৎ যোগ্য ও বিজ্ঞ হইলে তাহা হয় না, কিন্তু সেরূপ পঞ্চায়েৎ বিরল। যাহা হউক নৈহাটীতে যখন মধ্যে মধ্যে ডাকাইতি হইতেছে তখন তদঞ্চলবাসীর বিলক্ষণ আশঙ্কা, গঙ্গা পার হইয়া আসিতে [illegible]।

এলাহাবাদ—১৯এ মার্চ্চ ১৮৮২।

মহাশয়। এতদঞ্চলে দোলযাত্রার বিশেষ ধুম হইয়া থাকে, এতদুপলক্ষে যে সকল অশ্লীল কাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় তাহা পাঠক মহাশয়কে অবিদিত নাই। এই সময় সাধারণ লোকে বালবৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে অশ্লীল গীত গাইয়া বেড়ায়। বিশেষতঃ অনেকে সুরাদেবীর আধিপত্য ভয়ানক প্রবল হওয়াতে ঐ সকল লোক তাঁহার প্রভাবে সম্পূর্ণরূপে মত্ত হইয়া নানা প্রকার ঘৃণাকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না, এবং অনেক সময়েই তাহারা ভদ্রলোকদিগের যথেষ্ট কষ্ট ও বিরক্তির কারণ হইয়া থাকে। এই সকল অত্যাচার নিবারণোদ্দেশে অত্রত্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে আবেদন করিয়াছিলেন; তিনি তাহা গ্রাহ্য করতঃ এই আদেশ প্রচার করেন যে হোলী উপলক্ষে কেহ অশ্রাব্য গান করিয়া রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইলে তাহাকে বিশেষরূপে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। যদিও ইহাতে হোলীর উপদ্রব অনেক পরিমাণে নিবারিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু স্থলবিশেষে আবার অনেকেই পুলিসের চক্ষে ধূলা প্রদান করিতে ত্রুটি করে নাই। রাজপুরুষেরা ধর্ম্ম সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিতে সহজেই অভিলাষী হন না, কিন্তু যে স্থলে ধর্ম্মের তাদৃশ সংস্রব নাই অথচ সাধারণের অনিষ্টাশঙ্কা স্বতই অপনীত হয় এরূপ স্থলে ইহার প্রতিবিধানে কৃতসঙ্কল্প না হওয়া বিশেষ আক্ষেপের বিষয়।

আমরা অতিশয় শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে অত্রত্য ইণ্ডিয়ান হেরল্ডের অকালমৃত্যুর সংবাদ পাঠকদিগকে বিদিত করিতে নিতান্ত বাধ্য হইলাম। গত ১৮৭৯ খ্রীঃ ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং নানা প্রকার ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া অবশেষে বিগত ১৮ ই মার্চ্চ একবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যিনি এই পত্রিকার জীবন তিনি এত দিবস ইহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাঁহার সকল যত্ন, সকল আশা একেবারেই ভূতলশায়ী হইয়াছে। কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে অদক্ষ লোক ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়া পত্রিকার এইরূপ শোচনীয় পরিণাম হইয়াছে বরং তদ্বিপরীতে ইহা বলিতে পারা যায় যে এরূপ সুবন্দোবস্ত অনেক স্থলে পরিলক্ষিত হয় কি না সন্দেহ। কারণ হেরল্ডের অধ্যক্ষ একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও সম্পত্তিশালী ব্যক্তি। উক্ত পত্রিকার সম্পাদকের আবশ্যকতা হওয়াতে তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, কলিকাতা, মান্দ্রাজ ইত্যাদি নানা স্থান অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু সর্ব্বত্রই বিফলমনোরথ হইয়া অবশেষে ইংলণ্ড হইতে একজন সুযোগ্য ব্যক্তিকে আনয়ন করতঃ তাঁহার উপর সম্পাদকীয় ভার ন্যস্ত করেন; তিনিও এত দিন স্বীয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু যে ব্যাপার সাধারণের সহানুভূতি সাপেক্ষ তাহাতে দুই চারি ব্যক্তির যত্নে কোন ফল দর্শে না। হেরল্ডের অধ্যক্ষ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যখন ইহা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন যে, এরূপ সহানুভূতি শূন্য স্থানে উক্ত পত্রিকার অস্তিত্ব কখনই সম্ভবে না তখন হতাশ হইয়া অগত্যা পত্রখানির প্রকাশ একেবারে স্থগিত করিয়া দিলেন। ইহাতে তাঁহার যে অন্যূন পঞ্চাশৎ সহস্র মুদ্রা ক্ষতি হইয়াছে তাহাতে তিনি তত দূর ব্যথিত না হউন বোধ হয় হেরল্ডের

অস্তিত্ব বিলোপ জনিত দুঃখ তদপেক্ষা তাঁহার অধিক হইয়া থাকিবে, তাহায় আর সন্দেহ নাই। এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, যে উদ্দেশে উক্ত পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় সেই পথ অবলম্বন করিলে সুফলপ্রদ হইবার বোধ হয় বিশেষ সম্ভাবনা ছিল।

আমরা এস্থলে একটী পুলিশের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিব। এখানকার হাইস্কুলের মেথরের একটী কুকুর আছে, গত ১১ ই মার্চ্চ কয়েকজন পুলিশ কনষ্টেবল চারিজন ডোমকে সঙ্গে করিয়া ঐ কুকুরটীর বধোদ্দেশে স্কুল প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে, সে প্রাণীটি তাহার প্রভুর কুটীরে লুকায়িত হইল। কুকুর হন্তাদিগকে তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইতে দেখিয়া মেথর জিজ্ঞাসা করিল তে মরা কি জন্য এই কুকুর মারিতে আসিয়াছ? এতদুত্তরে কনষ্টেবলেরা বলিল যে রাত্রিকালে কুকুরের রবে ছোট লাট সাহেবের নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে এজন্য গবর্ণমেণ্ট হাউসের নিকটস্থিত সকল কুকুর মারিতে হইবে। এইরূপ গোলযোগের সময় স্কুলের চৌকীদার সেস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কনষ্টেবলদের বলিল যে এটী পোষা কুকুর, সুতরাং এরূপ পোষিত কুকুরকে মারিবার কোন বিধি নাই, তবে যদি তোমরা আমাদের কথা না শুন, তবে স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পার। বোধ হয় চৌকীদারের মনে এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে সেও কনষ্টেবলদিগের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের একজন চাকর, সুতরাং তাহাদের নিকট হইতে অনিষ্টাশঙ্কা সম্ভবে না। হতভাগ্য চৌকিদারের কি ভ্রম! সে জানিত না যে পুলিস-কর্ম্মচারী এ পৃথিবীর লোক নহে! একেই ত সহজে তাঁহাদের সম্মুখীন হওয়া অতীব দুষ্কর, তাহাতে আবার ছোট লাট সাহেবের আদেশ প্রতিপালন করিতে আসিয়াছে, এখন তাহারা দ্বিগুণ বলে বলীয়ান, সুতরাং প্রথমে কথান্তর, তৎপরে কটূক্তি অবশেষে প্রহার। কনষ্টেবলেরা দুর্ভাগা চৌকিদারকে বিশিষ্ট রূপেই উত্তম মধ্যম দিয়াছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক তথায় উপস্থিত হইলে সে অব্যাহতি পায়, এবং তিনি এ ঘটনার আদ্যোপান্ত সমুদায় বিষয় জ্ঞাত হইয়া স্কুল কমিটীর সম্পাদক অত্রত্য সহকারী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট লিখিয়া পাঠান, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে, যে পর্য্যন্ত না চৌকিদার কনষ্টেবলদিগের নামে অভিযোগ করিতেছে সে পর্য্যন্ত তিনি ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। তদনুসারে গত কল্য শনিবার স্কুলের চৌকিদার কনষ্টেবলদিগের নামে অভিযোগ করিয়াছে, এক্ষণে দেখা যাউক ইহার পরিণাম কি হয়। আমরা শুনিলাম সহরের কোতওয়াল সেই সময়ে ঘটনা স্থলের কিঞ্চিদ্দূরে স্বীয় গাড়ীতে উপবিষ্ট ছিলেন, কিন্তু তিনি কনষ্টেবলদিগকে নিবারণ করেন নাই, তবে কি তিনি তথায় তামাসা দেখিতেছিলেন?

গত কল্য শনিবার বাবু বিনোদবিহারী ভাদুড়ী মহাশয়ের বাড়ীতে অত্রত্য "আমিটিয়র থিয়েট্রিকেল কোম্পানী" কর্ত্তৃক বিয়োগান্ত নবনাটক অভিনীত হইয়া গিয়াছে। স্থানাভাব প্রযুক্ত এ স্থলে সবিস্তারে তাহার সমালোচনা করিতে অসমর্থ হইলাম। অভিনীত বিষয়গুলি অনেক স্থলে আনন্দদায়ক হইয়াছিল তাহা বোধ হয় সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। চিত্ততোষ গবেশবাবু সুবোধ ও সুধীর এই কয়েক ব্যক্তির অভিনয় বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছে। অভিনয়ের প্রারম্ভে যাত্রার দলের নোকিবের ন্যায় এক ব্যক্তির সাজিয়া আসিবার কোন আবশ্যকতা দেখি না। নেপথ্যে যে গীতটী হইয়াছিল তাহাতে কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। উক্ত নাটকের অভিনয়কার্য্য সমাপ্ত হইলে "ঝকমারির মাসুল" নামক একখানি প্রহসনও অভিনীত হয়। আমরা আহ্লাদ সহকারে বলিতেছি যে ইহার অভিনয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল; তবে আমরা একটী কথা থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানিকে বলি যে, তাঁহারা একতান বাদ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করেন এবং ভবিষ্যতে সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্তের প্রতি তাঁহারা যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। তাঁহারা প্রথম যেরূপ সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন যদি ঐ কয়েকটী দোষ না ঘটিত তাহা হইলে বোধ হয় সকলেই যার পর নাই সুখী হইতেন।

বিজ্ঞাপন।

আমি বিক্রয় করিব। শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্যারিজন ইঞ্জিনিয়ার্স আফিস, কলিকাতা কেল্লা, কিম্বা নং ১৮ রামমোহন দত্তের গলী ভবানীপুর চক্রবেড়।"

ভাগবততত্ত্ববোধিকা

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা, যাহা মাসিক পুস্তকাকারে প্রকাশ হইতেছিল, সমাধা হইয়াছে। ইহাতে বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল, স্বামিকৃত টীকা ১ম হইতে শেষ স্কন্ধ পর্য্যন্ত, ও ১০ মে বৈষ্ণবতোষিণী ও ১১ শ ও ১২ শ স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভ টীকার সহিত সংস্কৃত আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ সহ সমস্ত বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হইয়াছে। সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৪০।০ টাকা ও ডাক মাশুল ২৸০ টাকা। ইহা ব্যতীত উজ্জ্বল নীলমণি মূল্য ডাকমাশুলসহ ৭॥০ টাকা আর বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকাশিকা ১২ শ খণ্ডের মূল্য ৭ টাকা ও ডাক মাশুল ।৵০, পদামৃত সমুদ্র সটীক ৩৶০, পদ্ম পুরাণ ১৬ শ খণ্ড ৫॥০, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু সম্পূর্ণ ৬৸০, গোপালতাপিনী ১, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ১ টাকা আমার নামে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

পরীক্ষিত।

কেশ সংরক্ষিণী (সুগন্ধ তৈল)—ইহার দ্বারা কেশের অকালপক্কতা, মস্তকের শুষ্কি, চুলউঠা টাকপড়া ও নানা কারণে চুল উঠিয়া যাওয়া নিশ্চয় নিবারণ করে। চুল ঘন এবং চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক শীতল রাখে এবং মাথা ঘোরা, মাথা জ্বালা ও মাথা ধরা ইত্যাদি বায়ুরোগের বিলক্ষণ উপকারী।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা। মফস্বলে প্যাকিং খরচ ৵০ আনা।

টুথ্ পাউডার (সুগন্ধযুক্ত)—দন্ত শূল, রক্ত পড়া এবং পুঁজ পড়া ইত্যাদি দন্তরোগের মহৌষধ। নিত্য ব্যবহারে দন্ত অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ হইয়া দন্তমূল দৃঢ় এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

☞ প্রশংসা পত্রাদি ঔষধের সঙ্গেই পাওয়া

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত ডাক্তার।
৭ নং চড়কডাঙ্গা—ভবানীপুর
কলিকাতা।

চন্দ্র-চূড়রস।

অসৌ চন্দ্রচূড়রসঃ প্রমেহব্যাধিনাশকঃ।

নাবশ্যোয়ো মুদ্রিতেন ন জ্ঞেয়ো মুদ্রিতং বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২॥০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২॥০ টাকা।

ভাল রস সিন্দূর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কার্য্যালয়ে ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রেয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীশশিমোহন সেন কবিরাজ।
কাশী, কাকিনিয়ার ছত্র অথবা গণেশ মহল্লা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র প্রাদার এণ্ড কোং স্বত্ববান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৸০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ পাল—গেওখালী ৭
" " শিবনাথ দত্ত—বস্তির
" " হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়—ইলছোবা ৭
" " হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কাহানাবাদ ৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাষিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴০ এক আনা দিতে হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

২৬ শ ভাগ। " প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "। ২০ সংখ্যা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাশুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ২২ এ চৈত্র। ইং ১৮৮২। ৩ রা এপ্রেল। | অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৹, অসমর্থ পক্ষে মাশুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

প্রেরিতপত্র

পবলিক ওয়ার্ক সেস।

রোড সেসের প্রকৃত উপকারিতা এখনও সর্ব্বত্র প্রকাশিত হয় নাই, এ সম্বন্ধে আমরা কয়েকবার সোমপ্রকাশের স্তম্ভে লেখনী চালন করিয়াছি। বোধ করি তদ্বৃত্তান্ত পাঠকের স্মৃতিপথে জাজল্যমান থাকিতে পারে। পবলিক ওয়ার্ক নামে আর একটী স্বতন্ত্র কর আছে, জমিদারের খাজনার সঙ্গে ঐ কর নিয়মিতরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। প্রজাগণ কি নিমিত্ত উক্ত করের জন্য দায়ী, ঐ কর প্রদানে প্রজার কি প্রকার উপকার সাধিত হয়, অজ্ঞব্যক্তিগণ তাহার কিছুই জ্ঞাত নহে। বাস্তবিক তাহারা কিরূপেই বা ঐ করপ্রদানের উপকারিতা অবগত হইবে? নিতান্ত প্রয়োজন হইলেও বঙ্গদেশের সকল স্থানে বাঁধ এবং অন্যবিধ পবলিক ওয়ার্কের কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় না। মেদিনীপুরে প্রথমে বাঁধ বন্দীর আইন প্রচলিত হয়, পরিশেষে সেই বিধি সর্ব্বত্রই প্রবর্ত্তিত হইল। এ দিকে রথ্যা কার্য্য, পূর্ত্তকার্য্য প্রভৃতি নানারূপ সাধারণের হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত নানাপ্রকার করও প্রচলিত হইল, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে দরিদ্র প্রজার নিকট হইতে তাহাদের কপোলস্বেদার্জ্জিত অর্থরাশি গৃহীত হইতেছে সকল স্থানে সে উদ্দেশ্য অনুসারে কার্য্যের ব্যবস্থা করা হয় না; তজ্জন্য অজ্ঞ অকৃতবিদ্য সামান্য প্রজাগণ এই সমস্ত করকে কেবল যৎপরোনাস্তি কষ্টকর জ্ঞান করিয়া অহর্নিশ অনুতাপ করিতে থাকে। বঙ্গদেশের কত স্থানে বৎসর বৎসর বন্যা প্লাবিত নদীকর্ত্তৃক কতদূর ক্ষতি হইয়া থাকে, কত লোকের ধন প্রাণ গো মেষ মহিষাদি নষ্ট হয়, কত শত গৃহ ও অট্টালিকাদি ভগ্ন হইয়া যায়, কত শত শস্যশালিনী উর্ব্বরা ভূমি স্তূপাকার বালুকারাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, গবর্ণমেণ্ট তাহার কিছুই জ্ঞাত নহেন। পল্লীগ্রামের প্রজাগণের অধিকাংশই অজ্ঞ ও সাহসহীন, তাহাদের দুঃখের সংবাদ গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করিলে কষ্টের প্রতিবিধান হইতে পারে, সদাশয় গবর্ণমেণ্ট তাহাদের কষ্টের কারণ দূরীভূত করিতে পারেন, এ কথা কেহই জানে না, উপদেশ দিলে কেহ বুঝে না বিশ্বাসও করে না। নিরক্ষর প্রজাদিগের স্থির সিদ্ধান্ত এই, গবর্ণমেণ্ট যেন অন্তর্যামী, রাজ্যের কোন বৃত্তান্ত গবর্ণমেণ্টের অগোচর নাই, কোথায় প্রজাদের কি কষ্ট কি সুখ দুঃখ হইতেছে তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট অনভিজ্ঞ নহেন, এক স্থানে বসিয়া আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত করদর্পণে দেখিতেছেন। প্রজাগণ স্থির করিয়া রাখিয়াছে, দেশের কল্যাণকর কার্য্যসাধনের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতে হয় না, আবেদন করিলেও কোন কার্য্যসিদ্ধির প্রত্যাশা নাই, গবর্ণমেণ্ট সকল কার্য্য আপন ইচ্ছানুসারে করিয়া থাকেন। প্রজাগণ মনের বেদনা জ্ঞাত করুক আর নাই করুক, অভিমত না হইলে কখনই গবর্ণমেণ্ট কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই সমস্ত অমূলক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নিদারুণ কষ্ট পাইলেও প্রজাদের মুখে বাঙ্‌নিষ্পত্তি নাই, বিরলে বসিয়া কেবল অদৃষ্টের প্রতি দোষারোপ করিতে থাকে।

সোমপ্রকাশ পাঠকের অনেকেই জ্ঞাত থাকিতে পারেন, দামোদর, অজয়, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি নদ-নদী হইতে বৎসর বৎসর বিস্তর ক্ষতি হইয়া থাকে। গত বর্ষায় দামোদর উচ্ছলিত হইয়া জনসাধারণের কি অবধি অনিষ্ট করিয়াছে, সংবাদপত্র পাঠকদিগের কাহারও তাহা অবিদিত নাই, বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত ইংরাজি ও বাঙ্গালা পত্রে তদ্বৃত্তান্ত আন্দোলিত হইয়াছিল। দামোদরের বাঁধ ভগ্ন হইলে অনেকেই তদ্বিবরণ জানিতে পারিয়াছিলেন, কারণ তথাকার অনেক প্রজা কৃতবিদ্য এবং ধনাঢ্য। এই সমস্ত অমঙ্গলকর দুর্ঘটনা প্রকাশিত হইলে কতদূর ফলোদয় হইতে পারে তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া লোকের যেপ্রকার অনিষ্ট করিয়াছে, ময়ূরাক্ষীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া এক এক স্থানে তাহার শতগুণ ক্ষতি করিতেছে। কিন্তু তত্তৎ স্থলে উপযুক্ত ব্যক্তি নাই, প্রজাগণের মধ্যে সকলেই চাষী লোক, অতএব সেই দুর্ঘটনা কেহই জানিতে পারেন না, গবর্ণমেণ্টেরও কর্ণগোচর হয় না। কয়েক বৎসর অতীত হইল, বীরভূম জেলার অন্তর্গত ময়ূরেশ্বর থানার অধীন নিমে নামক স্থানে ময়ূরাক্ষী নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া কত শত গ্রামকে যে উপপ্লাবিত করিয়াছিল তাহা কথয়িতব্য নহে। কিন্তু ঐ স্থান মহারাজ বর্দ্ধমানাধিপতির অধিকারভুক্ত, সুতরাং প্রজাদিগকে অধিক দিন কষ্ট পাইতে হয় নাই। তিনি সত্বর উদ্যোগী হইয়া ঐ স্থানে পুনর্ব্বার বাঁধ বাঁধাইয়া দিলেন, গবর্ণমেণ্টও তৎকার্য্যে বিশেষ যত্নশীল হইয়াছিলেন। কিন্তু লাভপুর থানার অধীন নায়েকপুর, ভক্রলে, কুম্ভীরখালা, লাঘোষা প্রভৃতি স্থানে ময়ূরাক্ষীর বাঁধ অনেক দিন ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে প্রজাদের কি অবধি বিপদ ও কষ্ট হয় তাহা লেখনী দ্বারা প্রকাশিত হয় না। এই সমস্ত গ্রামের গৃহগুলি এক একটী উচ্চ মৃত্তিকার ঢিপের উপর নির্ম্মিত। বর্ষাকালে প্রায় আট দশ দিন অন্তর নদীতে প্রবল বন্যা আসিয়া থাকে, তৎকালে সমস্ত জনপদ, শস্যক্ষেত্র, পুষ্করিণী, খাল, বিল একার্ণব হইয়া যায়। মনুষ্যের গতিবিধি এককালে নিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, এক বাটী হইতে অন্য বাটীতে কেহ যে গমনাগমন করিবেন সে উপায় থাকে না। সমস্ত ব্যক্তির প্রাণ সংশয়, রাত্রিকালে প্রাণটী হাতে করিয়া জাগ্রত থাকিতে হয়; কাহারও অঙ্গণে, কাহারও বহির্বাটীতে এক হাঁটু, এক কোমর ও এক গলা জল। গৃহের দ্বার মৃত্তিকারাশিতে বদ্ধ করিতে হয়, নতুবা গৃহ মধ্যে জল প্রবেশ করে। দিবারাত্রি চতুর্দ্দিকে কেবল কলরব, রোদনের চীৎকার ধ্বনি এবং ভগ্ন গৃহাদির দুপ দাপ ঝুপ ঝাপ শব্দ। যাহাদের গৃহে সঞ্চিত ভোজ্যসামগ্রী থাকে, বন্যার সময়ে তাহারাই একমুষ্টি করিয়া অন্ন পায়, কিন্তু দরিদ্র লোকদিগের এবং গোমেষাদির কষ্ট দেখিলে পাষাণেরও হৃদয় দ্বিখণ্ড হয়। কুত্রাপি গতিবিধির উপায় থাকে না, গৃহেও তণ্ডুলাদি কিছুই নাই, প্রত্যহ শ্রম করিয়া যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করে প্রত্যহ তাহাতেই জীবিকানির্ব্বাহ হয়; বন্যায় সমস্ত একাকার, মজুরী নাই, কোন কাজকর্ম্ম করিবার উপায় নাই, শিশু সন্তানাদি লইয়া উপবাসে দিন গত হয়। আবার দৈবাৎ যদি গৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তবে ত ঘোর বিপদ; প্রায় বৃক্ষাদির শাখা আশ্রয় করিতে হয়।

অনেক সময়ে দিবাকালে বন্যা আসিলে বালক, বালিকা, কৃষক এবং গোমেষাদির জীবন বিপদগ্রস্ত হইয়া উঠে। বালক বালিকাগণ গোষ্ঠে গোচারণ করিতে থাকে, কৃষকগণ ক্ষেত্রে কার্য্য করে, ইত্যবসরে বন্যা আসিলে অনেকেরই প্রাণ সংশয়। যাহারা ময়দানে থাকে সহসা তাহারা গ্রামে প্রত্যাগত হইতে পারে না। গ্রামের অভ্যন্তর জলপ্লাবিত হয়, মাঠও জলপূর্ণ; চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত কর আর কিছুই নয়নগোচর হইবে না,—কেবল বিদ্যুদ্বেগে

স্রোত ছুটিতেছে, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ পড়িয়া ধপাস্ ধপাস্ শব্দ করিতেছে; মধ্যে মধ্যে কেবল এক একটী গৃহ উচ্চ হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ললাটাবলীর উপর গঙ্গামৃত্তিকার ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে; রাখাল ও কৃষকেরা মাঠের বৃক্ষশাখা অথবা উচ্চ পুষ্করিণীর পাড় আশ্রয় করে। গো ছাগ মেষাদি বিপন্ন হইয়া হম্বা-রব করিতে থাকে। লাখোরা গ্রামে আমাদের একটী বাসাবাড়ী আছে, তাহার দ্বারদেশ হইতে চতুর্দ্দিকে একক্রোশ দূর পর্য্যন্ত জল প্লাবিত হয়, জলস্রোতে কত মৃতদেহ গো মেষাদি যে ভাসিয়া যায় দেখিয়া আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে।

এইগুলি ত বন্যার আশু অনিষ্ট, ইহার পরিণাম অতীব ভয়ঙ্কর। কোন স্থানে ভূমি স্রোতোজলে একেবারে খাল হইয়া যায়, কোন স্থান বালি রাশিতে পরিপূর্ণ, সমস্ত শস্য বিনষ্ট হয়, সুতরাং কৃষকদিগের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইয়া পড়ে। রাজার রাজস্ব হয় না, ভূস্বামী তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে থাকেন; এ দিকে আবার সম্বৎসরের অন্ন সংস্থানও হয় না, একবেলা অর্দ্ধাশনে দিনপাত করিতে হয়। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, লাখোরা, মীরবাঁধ, কুম্ভীরখালা, নারেকপুর, তকলে, ঘীলে, বাকুড়া, বোঁয়াপোতা, খাসপুর, দাঁড়কা, কেঁদো, ঘেড়াল, পঞ্জলা, দেশ, সিমুলে প্রভৃতি কয়েকটী গ্রামে প্রতি বৎসর প্রায় দুই হাজার বিঘা ভূমির সর্ব্বতোভাবে ঘোর অনিষ্ট হইতেছে। যদি প্রত্যেক বিঘায় ন্যূনকল্পে দশ টাকার শস্য উৎপন্ন হয়, তবে বৎসর বৎসর ২০,০০০ হাজার টাকার শস্য হানি হইতেছে। এতদ্ভিন্ন কত গৃহাদি ভাঙ্গিয়া এবং পশ্বাদি ভাসিয়া গিয়া লোকের ক্ষতি হইতেছে, লেখনী দ্বারা তাহা প্রকাশিত হয় না। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক ভূমিতে সামান্যরূপ যে ক্ষতি হয় তাহা আমরা গুরুতর জ্ঞান করি না। পরিণামে স্থানে স্থানে বন্যার জল সঞ্চিত থাকায় এবং মৃতদেহ উদ্ভিজ্জাদি বিগলিত হওয়ায়, শরৎকালে ম্যালেরিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে; তাহাতেও সিকি লোকের মৃত্যু হয়, অবশিষ্ট যে সকল ব্যক্তি মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আইসে, তাহারাও মরণাপন্ন হইয়া থাকে। যাবতীয় পুষ্করিণীতে বন্যা প্রবেশ করে, সুতরাং তন্মধ্যে একটীও মৎস্য থাকে না। এ দিকে আবার জল এ প্রকার বিকৃত হইয়া পড়ে যে ম্যালেরিয়া যেন মূর্ত্তিমান হইয়া তাহাতে বাস করিতে থাকে। তাহাতে স্নান করা চাই না, তাহা পান করা চাই না, তদাঘ্রাণে ও তৎস্পর্শেই ম্যালেরিয়া দেহে আসিয়া অধিষ্ঠান করে।

আমরা যে স্থানের এই শোচনীয় বৃত্তান্ত পাঠকদিগের গোচর করিলাম, তথায় ধনাঢ্য জমিদার নাই। কয়েক খানি গ্রাম সামান্য জমিদারের অধীন এবং কয়েক খানি ধনবান্ ভূস্বামীর অধিকারভুক্ত। এখানে সাধারণ প্রজাগণের অবস্থা নিতান্ত মন্দ, বৎসরের মধ্যে অনেকেরই দুই বেলা উদরান্নের সংযোগ হয় না। যে কয়েকজন সামান্য জমিদার আছেন, তাঁহাদের কথা ধর্ত্তব্য নহে, নিজের দিন নির্ব্বাহ হয় না তাহাতে প্রজার হিত করিবেন কি? কিন্তু যে কয়েক জন অতুল সম্পত্তিশালী ভূস্বামী আছেন, তাঁহাদেরই কার্য্যপ্রণালী এবং চিত্তগতি দর্শনে আমরা বিস্ময়াপন্ন হইতেছি। তাঁহারা জমিদারী স্বত্ব পত্তনী বিলি করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বিষয়রসে ভোর থাকিলেন, নির্দ্দিষ্ট লাভটী পাইতেছেন কোন ভাবনা নাই, প্রজার অবস্থার প্রতি দৃষ্টিও নাই। জমিদারের প্রজাপালন এবং গোপ জাতির গাভি পালন এ উভয়ই সমান কথা, আপরিতোষ দোহন করিতে পারিলেই ইষ্টসিদ্ধি হইল। প্রজাগণ সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, জমিদারের কোন ভাবনা নাই; এক বার কোন তত্ত্বও গ্রহণ করেন না, স্বয়ং নিয়মিত সময়ে লাভ পাইতেছেন, দুর্ভাবনা কি? এই গেল জমিদারের কথা; পত্তনীদার আসিলেন, প্রজাকে নিষ্পীড়ন করিলেন তৎপরে তিনিও বিনামী হইয়া পড়িলেন, মহালটী দর-পত্তনীতে বিলি করা হইল; নিবিড় নিষ্পীড়নে টোপে টোপে দুই এক বিন্দু রস নিঃসৃত হইল, তাহা শোষণ করিয়া দর-পত্তনিদার মহাশয় বিষয়টীকে আবার সে-পত্তনীতে বিলি করিলেন। প্রজাদিগকে নিংড়াইলেন মোচড়াইলেন—নিষ্পীড়িত শুষ্ক ইক্ষুদণ্ডে আর কত রস থাকে? অবশেষে পিপীলিকার ন্যায় গায়ে বসিয়া দংশন করিতে লাগিলেন,—প্রাণ ওষ্ঠাগত। পাঠক! বলুন দেখি, ইহাতে প্রজার কিছু সঙ্গতি থাকে;—না দুকড়ার সে পত্তনীদার নিজ ব্যয়ে প্রজার কোন উপকার করিতে পারে? যেমন দরিদ্র প্রজা তেমনি কাঙ্গাল জমিদার উভয়েই সমান। আমরা ভূস্বামীদের নিন্দাবাদ করিবার জন্য এ সকল কথা বলিতেছি না, এখানকার সমস্ত ভূস্বামীই আমাদের পরম আত্মীয়। আমরা সর্ব্বদাই তাঁহাদের প্রণয় প্রার্থনা করি। কিন্তু দোষই হউক আর গুণই হউক, সত্য কথা বলিবার সময় আমরা বন্ধুজনকেও ক্ষমা করি না। আমরা ভূস্বামিদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইতেছি, নিন্দাবাদ নহে—তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য সাধনে অগ্রসর হইতে বলাই আমাদের প্রস্তাবের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমাদের একান্ত বাসনা, জমিদারগণ আর সুখ-নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিবেন না, তাঁহারা বাৎসল্যভাবে প্রজাপালনে তৎপর হউন। আমরা কেবল যে এই স্থানের ভূস্বামিদিগকে উৎসাহ দিতেছি, এমত নহে, যে যে স্থলে প্রজাদের এবম্বিধ কষ্ট হইয়া থাকে, তত্তৎ স্থলেই জমিদারগণ প্রজার কষ্ট মোচনে উদ্যোগী হউন।

তিন বৎসর অতীত হইল কয়েক জন ভদ্রলোক যত্নবান্ হইয়া প্রজাদিগের নিকট অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক উক্ত ময়ূরাক্ষী নদীর বাঁধ বাঁধাইয়া দেন। গত বর্ষায় উহা আবার ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে প্রজাগণ এপ্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে যে আর তাহারা বাঁধ বাঁধাইবার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহে সমর্থ নহে। কিন্তু উক্ত কার্য্য সমাধার নিমিত্ত যে টাকা ব্যয়িত হইবে, প্রজারা তাহার অর্দ্ধাংশ প্রদান করিতে সম্মত আছে, কিন্তু অপর অর্দ্ধাংশ গবর্ণমেণ্ট না দিলে প্রজাদের প্রাণ ও ধনসম্পত্তি রক্ষার উপায়ান্তর নাই। শীত ঋতুতে মাজিষ্ট্রেটগণ মফস্বল ভ্রমণ করিতে আইসেন; কিন্তু তাঁহাদের পর্য্যটনের ফল কেহই জ্ঞাত হইতে পারেন না। বাস্তবিক হাকিম বাহাদুরদের মফস্বল ভ্রমণ শীতকালের কেবল একটা আহ্লাদ আমোদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। জেলা পরিত্যাগ করিয়া মফস্বলে আসিলেন, ছাউনী করিলেন, তবেই সকল কার্য্য সিদ্ধ হইল আর কি? এ ক্রিয়া কৌতুকে কাজ কি?—বৃথা অর্থ শ্রাদ্ধে ফল কি?—যদ্যপি মফস্বলে আসিয়া পল্লীগ্রামের অবস্থা জ্ঞাত না হইবেন, যদি সমস্ত বিষয়ের তদন্ত না লইবেন তবে সাধারণ রাজস্বের প্রতি আক্রমণ করা ত শ্রেয় নয়। প্রজাদিগের যদি এই সমস্ত কষ্ট দূরীভূত করা না হয়, তবে কি নিমিত্ত তাহারা নিয়মিতরূপে পবলিক ওয়ার্ক কর প্রদান করিতেছে? দরিদ্র লোক এক পয়সার মা বাপ, অনেক কষ্টে তাহারা একটী পয়সা উপার্জ্জন করে, তেমন ব্যক্তির বৃথা এ অর্থ দণ্ড কেন? আমরা বারম্বার অনুরোধ করিতেছি, মাজিষ্ট্রেটগণ মফস্বল পর্য্যটনের সময়ে পল্লীগ্রামের অবস্থা সুন্দররূপে অবগত হইতে চেষ্টা করুন, পল্লীগ্রামের নিরক্ষর অজ্ঞলোকেরা নিজ নিজ কষ্ট ও অসুবিধা গবর্ণমেণ্টকে অবগত করিতে জানে না, তাহাদের তদ্দূর সাহসও হয় না। বিচারপতিগণ স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া এই সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইবার জন্য যত্নবান্ না হইলে প্রজারা কষ্টমুক্ত হইতে পারিবে না। রোডসেস পবলিক ওয়ার্কসেস প্রভৃতি করের টাকা যেখানে যে কার্য্যে লাগাইলে সাধারণ জনপদের প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে গবর্ণমেণ্ট সেখানে তদ্রূপ কার্য্যে উক্ত টাকা ব্যয় করুন, নচেৎ এই সকল কর প্রদান করা তাহাদের পক্ষে কেবল দণ্ড স্বরূপ। একটি আশ্চর্য্যের কথা দেখুন,

যেস্থলে কৃতবিদ্য বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বাস করেন, সেখানে তাঁহারা এ সকল প্রদত্ত করের আনুকূল্য গ্রহণ পূর্ব্বক স্বস্থানের উপযুক্ত হিতকর কার্য্য করাইয়া লইতেছেন; কিন্তু যেস্থলে অজ্ঞ লোকেরা বাস করে তথায় তাহারা এই কর দানের কোন ফল প্রাপ্ত হইতেছে না। মূর্খ প্রজাগণ বোবা, কিছুতেই তাহাদের মুখে বাক্য নাই, কোন সৎকার্য্যের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট টাকা প্রার্থনা করে না, গবর্ণমেণ্টও স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া প্রজাদিগের উপকারের নিমিত্ত কোন কার্য্যে অর্থদান করেন না, সুতরাং অনেক স্থলে প্রজারা নিয়মিত কর দিয়া কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। এটী কি অন্যায় ও অসঙ্গত নহে?—সদাশয় গবর্ণমেণ্টের এই কি কর্ত্তব্য নিষ্ঠতা, এই কি পুত্রবৎ প্রজাপালন? সকলেই স্বদেশের উপকারের নিমিত্ত করপ্রদান করিতেছে, কিন্তু যে ব্যক্তি সাধারণের হিতের জন্য নিজ প্রদত্ত অর্থ প্রার্থনা করিতে জানে সে অর্থ পাইতেছে; যে ব্যক্তি মূর্খ, অর্থ দিয়াও কার্য্যকালে তাহা চাহিতে জানে না, সে অর্থ সাহায্য পাইতেছে না, এটী কি পক্ষপাত নহে? আমরা স্বীকার করি, গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছাপূর্ব্বক এই পক্ষপাতদোষে দূষিত হন নাই; গবর্ণমেণ্টের কার্য্য-শৈথিল্যই এই পক্ষপাতের একমাত্র কারণ।

আমরা ময়ূরাক্ষীর যে বাঁধের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহার সংস্কারের নিমিত্ত প্রজাগণ অর্দ্ধেক ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে সম্মত আছে; দয়াবান গবর্ণমেণ্ট পবলিক ওয়ার্ক প্রভৃতি কর ফণ্ড হইতে অপরার্দ্ধ ব্যয় প্রদান করিয়া অসংখ্য লোকের হিত সাধন করুন।

শ্রীরঃ—

শুভঙ্কর পণ্ডিত ও আত্মারাম সরকার।

জীবনী ইতিহাসের প্রধান অঙ্গ। জীবনবৃত্ত পাঠে বহু জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে বলিয়া সকল সুসভ্য দেশবাসিগণই প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের জীবনী সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দেশে আবার যে ব্যক্তি সামান্য স্বদেশহিতকর কার্য্য বা সামান্য একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাঁহারও জীবনবৃত্ত মহাসমাদরে লিখিত হয়। সেই জন্য তথাকার অধিবাসিগণের এত উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে আমাদিগের দেশে জীবনবৃত্তের তত আদর ছিল না। পাশ্চাত্যশিক্ষার গুণে আমরা এক্ষণে আমাদের দেশীয় গুণগ্রামসম্পন্ন ব্যক্তিগণের জীবনচরিত্র সংগ্রহ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। অভিলাষী হইয়াছি সত্য বটে, কিন্তু অস্মদ্দেশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের বাসস্থান, জন্ম, মৃত্যু ও কার্য্যকলাপ এত অজ্ঞাতভাবে আছে যে, নিবিড় অন্ধকারময় খনিগর্ভ হইতে রত্ন সংগ্রহ করা যেমন সুদূরপরাহত বিষয়, সে সকল কার্য্যও অবিকল তদ্রূপ অবস্থাপন্ন। তথাপি যদি কোন পাঠক ইহাঁদের বিষয় অবগত থাকেন, এই আশায় আমরা অদ্য সোমপ্রকাশের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

শুভঙ্কর পণ্ডিত ও আত্মারাম সরকার যদিও নিউটন কিম্বা গ্যালেলিওর ন্যায় জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন না সত্য; কিন্তু তাঁহারা যে বহু গুণে বিভূষিত ছিলেন, বহু ব্যক্তির উপকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সময়ে তাঁহারা গণ্য, মান্য ও প্রধান ব্যক্তি বলিয়া জনসমাজে পরিগণিত ও আদৃত হইয়াছিলেন তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব এমন লোকের জীবন বৃত্তান্ত অবগত হওয়া আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

১ ম। শুভঙ্কর পণ্ডিত। শুভঙ্কর পণ্ডিত গণিতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সময়ে আমাদের দেশে যেরূপ গণিতের চর্চ্চা হইত, তাহাতে শুভঙ্করকে অবশ্য অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিতে হইবে। তাঁহার প্রসাদে গুরু পাঠশালার অল্পবয়স্ক ছাত্রেরা যে সকল অঙ্ক অতি অল্পক্ষণের মধ্যে মৌখিক হিসাবে কষিয়া দিতে সক্ষম, বোধ করি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ সে অঙ্ক বহু ক্ষণ ধরিয়া অঙ্কপাত ভিন্ন কষিতে সমর্থ হন না। দেখায় গুরু শুভঙ্কর কতকগুলি অঙ্কের সূক্ষ্ম নিয়ম বাহির করিয়া আর্য্যা করিয়া গিয়াছেন। আমরা সচরাচর আর্য্যাতে কাঠাকালি, জমাবন্দী, মাসমাহিনা, বৎসরমাহিনা, কড়িকষা, সেরকষা, মণকষা, সুদকষা, বাঁটোয়া, গলিকষা, কাগজ কসা, ইটকালি, দেয়ালকালি, পুষ্করিণীকালি, নৌকাকালি, সপকালি, দধিকালি, বরজিয়াকালি, আসল সত্য ও মাথট প্রভৃতি অঙ্ক দেখিতে পাই। এই অঙ্কগুলিতে সাধারণ লোকের সন্তানগণের কত উপকার হইয়া থাকে। যিনি সাধারণ লোকের শিক্ষার এই সদুপায় করিয়া গিয়াছেন, যাঁহার প্রসাদে অনেক ব্যক্তি ব্যবসায়াদি করিয়া সূক্ষ্ম হিসাবের গুণে অনায়াসে সুখে স্বচ্ছন্দে প্রতারিত না হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে; তাঁহার জীবনী সংগ্রহ পূর্ব্বক সাধারণ লোকের নিকট তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করা, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে দেওয়া স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের পক্ষে শ্রেয়স্কর কি না?

অনেকে "শুভঙ্কর" এই নাম শুনিয়া বলিয়া থাকেন, এটি কাল্পনিক নাম। কিন্তু শুভঙ্কর যখন তাঁহার আর্য্যার ভণিতার শেষে শুভঙ্কর দাস বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তখন কাল্পনিক নাম হওয়া কিরূপে সম্ভবিতে পারে? কাল্পনিক নাম হইলে "দাস" এই জাতি বা বংশজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহৃত হইবে কেন?

আর এক কথা এই, শুভঙ্করের সময়ে যে সকল পাঠশালা ছিল, সেই সকল পাঠশালার গুরুমহাশয়দিগের মন এত উদার ছিল না, যে তাঁহারা এক একটী অঙ্কের সূক্ষ্ম নিয়ম বাহির করিয়া তাহা শুভঙ্করের নামে প্রচার করিয়া দিবেন? যাঁহারা কোন প্রকারে দেশ মধ্যে আপনাদের নাম জাহির করিতে ব্যতিব্যস্ত, তাঁহারা যে একটী কাল্পনিক নামকে জনসমাজে আদরণীয় করিবেন এ কথা বিশ্বাস্য নহে। অধিকন্তু যদি শুভঙ্কর নাম কাল্পনিক হয়, তবে তাঁহার প্রণীত অঙ্কগুলি যে একজনের নয় অনেক জনের রচিত, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অনেক জনে নানা স্থান হইতে যে এক নামের ভণিতা দিবেন, ইহাও বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। তাই বলি শুভঙ্কর কাল্পনিক মনুষ্য নহেন, তিনি প্রকৃতই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কায়স্থ বংশে তাঁহার জন্ম হয়। কারণ, তাঁহার প্রণীত আর্য্যায় "আনী তিলে কড়া হয় কায়স্থের পো" এইরূপ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে শুনিতে পাওয়া যায়। সকলেই স্বজাতির শিক্ষা ও উন্নতি সাধনে যখন যত্ন করিয়া থাকে, তখন কায়স্থের পো ও দাস এই দুই শব্দ দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে তিনি কায়স্থ ছিলেন। তবে তাঁহার জন্মভূমি বঙ্গদেশের কোন্ স্থানে, কোন্ সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ও কখনই বা কালগ্রাসে পতিত হন ইত্যাদি আর কোন বিষয়ই জানিবার উপায় দেখা যাইতেছে না। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের কৃপায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বহুল প্রচার হইতে চলিল, এই সময়ে কষ্ট করিয়া যদি কেহ তাঁহার জীবনবৃত্ত সংগ্রহ করিতে যত্নবান হন, তবেই তাঁহার বিষয় আমরা অবগত হইতে পারিব, নতুবা অনুমানে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে!

২ য় আত্মারাম সরকার। ইনি কিমিয়া বা ভোজ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ভোজবিদ্যা এক সময়ে—এখনও অনেক স্থানে—অত্যন্ত সম্মানের ও আদরের বিষয় কথিত আছে, ভোজরাজদুহিতা ভানুমতীর সময়ে ভোজবিদ্যার চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল; এজন্য অনেকে অদ্যাপি ভোজবিদ্যাকে ভানুমতীর বাজী বলিয়া থাকেন। আত্মারাম সরকার ভোজবাজীকরদিগের পরম শত্রু ছিলেন। নিকটে যেখানে ভোজবাজী হইত, তিনি সেখানে যাইয়া গুপ্ত রহস্যগুলি প্রকাশ করিয়া দিয়া তাহাদের জারি জুরী ভাঙ্গিয়া দিতেন। এজন্য বাজীকরেরা তাঁহাকে পরম শত্রু জ্ঞান করিত। এমন কি এখনও যখন বাজীকরেরা কোন স্থানে বাজী

করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন সর্ব্বাগ্রে ভূমিতে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাঁহার মস্তকোপরি সজোরে তিন বার বাম পদাঘাত করিয়া তবে বাজী করিতে থাকে। শুনিতে পাওয়া যায়, আত্মারামও কায়স্থ ছিলেন। হুগলী জেলার কোন গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। এ কথার সত্য মিথ্যা ভগবানই বলিতে পারেন।

আজ কাল দুই একজনেও "কৌতুক তরঙ্গ" "মনোহর দর্পণ" ইত্যাদি নাম দিয়া বৈজ্ঞানিক রীতিতে ইউরোপীয় ভোজবাজীর পুস্তক প্রণয়ন করিতেছেন। ইহা দেখিয়া মনে মনে আশা হইতেছে, অবশ্যই কেহ না কেহ হিন্দুদিগের ভোজবাজী ও তৎসঙ্গে আত্মারাম সরকার প্রভৃতি দুই একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কিমিয়া বিদ্যানিপুণ ব্যক্তিগণের জীবন চরিত্র সংগ্রহ করিয়া হিন্দুদিগের বৈজ্ঞানিক কৌতুককর কীর্ত্তিগুলি রক্ষা করিতে যত্নশীল হইবেন।

ভাগলপুর
তারিখ ১৬ ই চৈত্র } শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।

সোমপ্রকাশ

২২ এ চৈত্র সোমবার।

আবগারী সংক্রান্ত নীতি।

মহাকবি মাঘ একস্থানে লিখিয়াছেন:—

সচ্ছাক্ষিদৃশ. স্বগুনয়ে পরদোষেক্ষণ দিব্যচক্ষুষঃ

কতকগুলি লোক আছে, তাহারা নিজ দুর্নীতির দর্শন বিষয়ে স্বভাবত অন্ধ, কিন্তু পরের দোষ দর্শনকালে দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হয়।

আমাদের প্রধান রাজপুরুষগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি এই কথা বলেন, এ দেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকেরা বিচারণীয় বিষয়ের সকল দিক দর্শন করিয়া প্রস্তাব লিখিতে পারেন না। এ বাক্যটী এদেশীয় সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের বিষয়ে সম্পূর্ণ সঙ্গত হউক না হউক, আবগারি সংক্রান্ত রাজনীতি বিষয়ে পূর্ণভাবে আসিতেছে। আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, গবর্ণমেণ্টের আয়ের দিকেই দৃষ্টিপাত করিয়া এই নীতিটী সঞ্চারিত হইয়াছে, কিন্তু এই নীতির প্রবর্ত্তনকালে প্রজার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি অণুভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করা হয় নাই। এক জন কবি কহিয়াছেন:—

"যা লোকদ্বয়সাধনী [illegible] সা চাতুরী চাতুরী"

ইহলোক ও পরলোক উভয় লোক রক্ষা করিয়া যে চাতুরী প্রয়োগ করা যায়, সেই চাতুরীই চাতুরী। চাতুরী, পলিসী, নীতি, একই পদার্থ। রাজা ও প্রজার মঙ্গল, এই উভয় দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া যে নীতি সঞ্চারিত হয়, সেই নীতিই নীতি। আমরা আবগারি সম্বন্ধে এই উপাদেয় উভয় নীতি প্রসব দেখিতে পাইতেছি না। এ সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বিত হইয়াছে, তাহাকে একচখো নীতি বলাই সঙ্গত হয়। খোলা ভাঁটিকেই আজ আমরা উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিলাম। আমাদের ছাপরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, একটী ভাঁটির আয় প্রথম বৎসর ৫০০ ছিল, এ বৎসর ১২০০ হইয়াছে। পাঠক দেখুন, খোলা ভাঁটির উত্তরোত্তর কেমন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

প্রয়োজনীয় দ্রব্য, বিশেষতঃ আমোদকর বিলাস দ্রব্য যত স্বল্প মূল্য ও সহজলভ্য হইবে, তত তাহার ক্রেতা ও গৃহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। ইহার পর: সহস্র উদাহরণ আছে। ডাকের মাসুল যত কমান হইতেছে এবং লোকের বাটীর দ্বারে দ্বারে যত ডাকস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ততই গ্রাহক সংখ্যা বাড়িতেছে। আর অধিক উদাহরণ দিবার প্রয়োজন কি? খোলা ভাঁটী হওয়াতে মদ্যের মূল্য সুলভ হইয়াছে এবং প্রায় প্রতি গ্রামে ভাঁটি হওয়াতে মদ্য বিলক্ষণ অনায়াসলভ্যও হইয়াছে। অতএব ইহার গ্রাহক সংখ্যা যে বৃদ্ধি হইবে, সে বিষয়ে সংশয় কি? আমরা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতেছি, অশিক্ষিত ও অৰ্দ্ধশিক্ষিত দলে দিন দিন মাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। আমাদের প্রধান রাজপুরুষগণের অনেকের মনে এই অভিমান আছে, তাঁহারা এদেশের লোকের আচার ব্যবহার ও অবস্থার বিষয়ে বিলক্ষণ নিষ্ণাত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের এ অভিমান প্রত্যক্ষ বিরোধী। তাঁহারা যদি প্রতি গ্রামের লোক সংখ্যা করিয়া কত লোক শিক্ষিত, কত লোক অশিক্ষিত ও কত লোক অর্দ্ধশিক্ষিত, তাহার গণনা করেন, এবং পূর্ব্বে গ্রাম মধ্যে কত লোক মাতাল ছিল, এখন বা কত লোক মাতাল হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করেন, তাহা হইলেই আমাদের বাক্যের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

এখন আর একটি বাক্যের অবতারণা করা আবশ্যক হইতেছে। রাজপুরুষদিগের অনেকের এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে, এদেশীয়দিগের পুষ্টিকর আহার নাই। মদ্য বলকর উত্তেজক পদার্থ, ইহার বহুল ব্যবহার হইলে এদেশীয়দিগের বল বীর্য্য উৎসাহ ও সাহসাদি গুণের বৃদ্ধি হইবে। সে দিন একজন রাজপুরুষ স্পষ্টাক্ষরে এ কথার উল্লেখও করিয়াছিলেন। কিন্তু এদেশীয় সুরাপায়িদিগের যদি শরীর পরীক্ষা করা হয়, তাহাদিগের কার্য্য দর্শন করা হয় এবং তাহাদিগের মত্তাবস্থার ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করা হয়, তাহা হইলে ঐ সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্ত, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রতীয়মান হইবে। আমরা দেখিতে পাইতেছি, এদেশের দরিদ্র ও মধ্যবিধ অবস্থার যে সকল লোক মদিরা পান করে, তাহাদের উপযুক্ত আহারের অভাবে শরীর ক্রমে শীর্ণ হইয়া যায়। যকৃৎ প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য রোগ আসিয়া তাহাদের দেহ আশ্রয় করে। অতএব অল্পকাল মধ্যে তাহাদের প্রাণ বিয়োগ হয়। এ গুলি প্রত্যক্ষ, কোন ক্রমেই অপলাপযোগ্য নহে। উন্মাদকালে সুরাপায়িদিগের সাহসাদির কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু তাহা মত্তাবস্থার অবস্থান কাল পর্য্যন্ত, তাহার পর যে স্বভাব, সেই স্বভাব। অনেকের আবার মত্ততাকালীন সাহস প্রায় দুঃসাহসে পর্য্যবসিত হয়। অধিকাংশ কুক্রিয়ার অনুষ্ঠান মাতাল হইতে যে জন্মগ্রহণ করে, তাহা কি মিথ্যা?

মাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে আপাততঃ অনুরূপ শান্ত প্রকৃতি গ্রামীন জনের বিষম একটী অসুখ বৃদ্ধি হইয়াছে। সাহিত্যদর্পণকার বলেন—

উত্তমপ্রকৃতিঃ শেতে মধ্যো হসতি গায়তি।
অধমপ্রকৃতিশ্চাপি পরুষং বক্তি রোদিতি॥

যাহারা উত্তম লোক, তাহারা মদ্যপান করিয়া কোন উপদ্রব করে না, কেবল শয়ন করিয়া থাকে, মধ্যমেরা হাস্য ও গান করে, অধমেরা কটুবাক্য কয় এবং রোদন করে।

কিন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছি যাহারা উত্তম কুলে জন্মিয়াছে, তাহারাও খোলা ভাঁটীর প্রসাদে নীচপ্রবৃত্তি হইয়া যাইতেছে। তাহারা মত্ত হইয়া নানা প্রকার উপদ্রব করে। তাহাদের মুখ হইতে কটু ও অশ্লীল ভিন্ন অন্য বাক্য প্রায় নির্গত হয় না। বাস্তবিক কথা বলিতে কি, খোলা ভাঁটিগুলি গ্রামস্থ লোকদিগের বিষম কণ্টক হইয়া উঠিয়াছে। আমরা যদি সুরাপানে এদেশীয়দিগের কোন উপকার দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে হৃষ্টচিত্তে ইহার অনুমোদন করিতাম, শাস্ত্র নিষিদ্ধ হইলেও আমরা ইহার অনুমোদনে সঙ্কোচ করিতাম না। পক্ষান্তরে, সুরাপান হইতে এদেশের কেবল অপকারই হইতেছে। শাস্ত্রকারেরা সুরাপানের যে এত নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার কারণও এই—তাঁহারা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, সুরাপান হইতে এদেশের অপকার ভিন্ন কিছুমাত্র উপকার নাই। এই কারণে তাঁহারা সুরাপানকে মহাপাতক মধ্যে গণনা করিয়াছেন।

আমরা বড় দুঃখিত হইলাম, আমাদের বর্ত্তমান লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এদেশের বহু বিষয়ে বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু আজও এদেশের অন্তরবস্থা জানিতে পারেন নাই। খোলা ভাঁটি হওয়াতে

এদেশের যে কি অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা তিনি বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। তিনি বেহারবাসিদিগের দুরবস্থার নিমিত্ত সর্ব্বদা দুঃখ করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি খোলা ভাঁটিরূপ যে পথ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদিগের অবস্থার যে কোন কালে সংশোধন হইবে, তাহার ত সম্ভাবনা দেখি না। মিতাচার, মিতাহার, মিতব্যয় না থাকিলে লোক কি কখন উন্নত হইতে পারে? বেহারবাসিরা ত একে নিরেট মূর্খ, ললাটস্বেদ বিনিময় করিয়া তাহারা যে অর্থ উপার্জ্জন করিবে, দারুণ বন্যার ন্যায় মদ-স্রোতে তাহা যদি ভাসাইয়া লইয়া যায়, তাহাদিগের কিরূপে উন্নতি হইবে? এক দিকে তাহাদিগের অবস্থার সংশোধন চেষ্টা হইতেছে, অন্য দিকে তাহাদের অধঃপাতে যাইবার পথ প্রস্তুত করা হইতেছে। ইহার তুল্য পরস্পরবিসম্বাদিনী নীতি বোধ হয় আর হইতে পারে না।

উপসংহারে আমরা পরম ধার্ম্মিক মহামনা লর্ড রিপণের নিকটে সবিনয়ে এই প্রার্থনা করিতেছি, তিনি একবার ভারতের এই শোচনীয় অবস্থাটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। যদি বলেন, খোলা ভাঁটি উঠাইয়া দিলে রাজস্ব ক্ষতি হইবে, তদুত্তরে আমরা বলি, গবর্ণমেণ্ট অন্যরূপে যে রাজস্ব ক্ষতি করিতেছেন, এ রাজস্ব ক্ষতি তদপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর। প্রজার মঙ্গল সর্ব্বাগ্রে দর্শনীয়। প্রজাকে উৎসন্ন দেওয়া ধার্ম্মিক প্রজাবৎসল রাজার কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নয়।

টক নোট।

এ দেশের সামান্য অবস্থার লোকদিগের হস্তে কিছু কিছু অর্থের পুঁজি করিয়া দিবার নিমিত্ত আমাদের দয়াবান রাজস্ব সচিব মহাত্মা মেজর বেয়ারিং নানাবিধ কৌশল উদ্ভাবন করিতেছেন। অল্পবুদ্ধি লোকদিগের হস্তে একে ত টাকা সঞ্চিত হইতে পায় না, মাসিক যাহা উপার্জ্জন করে সাংসারিক কার্য্যে তাহা ব্যয়িত হয় এতদ্ভিন্ন অর্থ খাটাইবার উপায়ও অতি অল্প। যাঁহারা তেজারতী করেন তাঁহাদেরই টাকা এক প্রকার খাটিতেছে, কিন্তু পল্লীগ্রামে তেজারতীর কাজ ভালরূপ চলে না। বিশেষতঃ যাহাদের মূলধন অতি সামান্য মাত্র, তাহাদের সঞ্চিত অর্থের কোন কার্য্যই নাই, যৎসামান্য টাকা যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা খাটাইতে অবসরও থাকে না মেজর বেয়ারিং ডাকঘরে অর্থ সঞ্চিত রাখিবার যে কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন তদ্দ্বারা এদেশের সামান্য অবস্থার লোকদিগের অনেক উপকার সাধিত হইবে। সম্প্রতি লাভকর পূর্ত্তকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য কতক টাকা ঋণ করা হইবে, এই ঋণ গ্রহণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট সামান্য মূল্যের খুচরা কোম্পানির কাগজ প্রচার করিবেন। এই কাগজ গুলি টক নোট নামে অভিহিত হইবে। পূর্ব্বে ৫০০, টাকার ন্যূন কোম্পানির কাগজ ছিল না, পরে ষ্ট্রাচি সাহেব ১০০, টাকারও কোম্পানির কাগজ প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে ১০০ টাকার, ৫০ টাকার, ২৫ টাকার এবং ১২॥০ টাকার ও খুচরা কোম্পানির কাগজ প্রকাশিত হইবে। ইহার বার্ষিক সুদ শতকরা ৪।০ চারি টাকা চারি আনার হিসাবে দেওয়া হইবে। এতদ্ভিন্ন এই খুচরা কোম্পানির কাগজে আর একটী সুবিধা আছে; অধিক টাকার কোম্পানির কাগজের মূল্যের ন্যূনাধিক্য হয়। ১০০০, এক হাজার টাকার কাগজ কখনও হাজার টাকার অধিক মূল্যে কখন হাজার টাকার অল্প মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু এই খুচরা কোম্পানির কাগজের মূল্য নিশ্চল থাকিবে, বাজার দরে কখনও ইহার মূল্যের তারতম্য হইবে না। বর্ত্তমান প্রচলিত করেন্সি নোটের সুদ নাই, কিন্তু মনে করিলেই ইহা তদ্দণ্ডেই ভাঙ্গাইতে পারা যায়। ভারতবর্ষের সমস্ত লোক বিনা আপত্তিতে উহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। করেন্সি আফিসেও স্বীকৃত টাকা অবলীলাক্রমে পাওয়া যায়। টক নোটের টাকা গবর্ণমেণ্ট বিশবৎসরের মধ্যে প্রত্যর্পণ করিবেন না, কিন্তু উহা ইচ্ছা করিলেই বিক্রীত হইতে পারিবে। এই নোট হস্তান্তরিত করিবার সময় ক্রেতা বিক্রয়ের দিবস পর্য্যন্ত সুদ দিয়া ক্রয় করিবেন। অধিক মূল্যের কোম্পানির কাগজের সুদ ছয় মাস অন্তর দেওয়া হয়, টক নোটের সুদ বৎসরে একবার মাত্র দেওয়া হইবে, এবং এই কাগজের সুদের উপর কস্মিনকালে কোন প্রকার কর ধার্য্য হইবে না। কাগজের মূল্য এবং সুদের বিবরণ উহার পৃষ্ঠে এতদ্দেশীয় ভাষায় লিখিত থাকিবে। মাসে মাসে যত সুদ প্রাপ্য হইবে তাহাও কাগজের পৃষ্ঠে নির্দ্দিষ্ট করা হইবে। জেলায় এবং সবডিভিজনের খাজনাখানায় এই নোট বিক্রীত হইবে। যাঁহারা এই কাগজ বিক্রয় করিবেন তাঁহাদিগকে শতকরা ১, টাকা দস্তুরি দেওয়া হইবে। এই কাগজ এখনও বিলাতে প্রস্তুত হইতেছে, দুই তিন মাসের মধ্যে এ দেশে প্রচলিত হইতে পারে।

গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যানুষ্ঠানে ব্রতী হইয়েছেন ইহাতে লোকের সম্পূর্ণ উপকার হইতে পারিবে, সন্দেহ নাই. কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। সামান্য অবস্থার লোকের নিমিত্ত টক নোটের সৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু সামান্য অবস্থার লোকেরা অল্প সুদে টাকা দিতে ইচ্ছুক হইবে না। পল্লীগ্রামে সচরাচর টাকা প্রতি এক পয়সা করিয়া সুদ গৃহীত হয়, অতএব বার্ষিক শতকরা ১৮৸০ সুদ হইতেছে। এমন স্থলে ৪।০ টাকা সুদে টক নোট বহুলভাবে ক্রীত ও বিক্রীত হইবে আমাদের এমন বোধ হয় না। সামান্য অবস্থার লোকদিগের কিছু কিছু অর্থ সংস্থান করিয়া দেওয়াই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু এত অল্প সুদে কাগজ প্রচলিত করিলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। যে সমস্ত ব্যক্তি অধিক মূল্যের কোম্পানির কাগজ ক্রয় করেন, তাঁহারাই টক নোট ক্রয় করিতে পারিবেন। করেন্সি নোট গৃহে রাখিলে তাহার কিছুই সুদ নাই, অতএব করেন্সি নোট না লইয়া অনেকেই টক নোট লইতে পারিবেন। কারণ যত দিন উহা গৃহে পড়িয়া থাকিবে, যাহা হউক তবু কিছু কিছু সুদ আদায় হইতে পারিবে। তজ্জন্য আমাদের বিশ্বাস হইতেছে ক্রমে করেন্সি নোটের চলন অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প হইয়া আসিবে। কার্য্যতঃ করেন্সি নোট এবং টক নোটে কোন প্রভেদ নাই, মনে করিলেই উভয় প্রকার নোট সহজে ভাঙ্গাইতে পারা যায়। তবে করেন্সি নোটের টাকা গবর্ণমেণ্ট দিতে পারেন, টক নোটের টাকা বিশবৎসরের পরে গবর্ণমেণ্ট দিবেন, এই মাত্র প্রভেদ। কিন্তু এই নোট প্রচলিত হইলে সাধারণ লোকের মধ্যে হস্তান্তরিত করিবার কোন কষ্ট থাকিবে না, বিশবৎসরের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট টাকা না দিউন তাহাতে কোন অসুবিধা হইবে না। এই নোটের সুদ পাওয়া যাইবে, তজ্জন্য সকলেই আগ্রহান্বিত হইয়া ইহা গ্রহণ করিবে। কিন্তু যেস্থলে নিকটে সেবিং ব্যাঙ্ক আছে, তথায় এই নোট কতদূর প্রচলিত হইবে বলিতে পারি না, কারণ সেবিং ব্যাঙ্কে নগদ টাকা ইচ্ছানুসারে পাওয়া যায়, এবং তাহাতে সুদও আছে অতএব টক নোট অপেক্ষা সেবিংব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখা অনেকের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে।

আমরা টক নোটের একটী প্রধান অসুবিধা দেখিতেছি, যদ্যপি জেলার খাজনাখানায় সুদ আদায় করিতে হয়, তবে অনেকেই এই কোম্পানির কাগজ গ্রহণ করিতে পারিবে না। বিবেচনা করুন, জেলা হইতে কোন ব্যক্তির নিবাস ১০।১২ ক্রোশ দূরে, তাহার নিকট একখানি ১২॥০ টাকার কিম্বা ২৫ টাকার কোম্পানির কাগজ আছে। তাহার বাটী হইতে জেলায় গিয়া সুদ আনিতে দুই দিন লাগিবে, এই দুই দিনের মজুরি ক্ষতি এবং দুই দিনের খাসাখরচ ইহাতে প্রায় ॥৵০ আনা যাইতেছে, কিন্তু ১২॥০ টাকার একখানি কাগজে ॥১০ আনার অধিক সুদ পাওয়া যাইবে না। ২৫ টাকার কাগজে ১৵০ অধিক সুদ মিলিবে না, অতএব সামান্য অবস্থার লোকদিগের সুবিধা কই? তাহারা এককালে অধিক টাকার কাগজ ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে না,

স্বল্পমূল্যের কাগজ লইলেও সুবিধা নাই। তজ্জন্য আমাদের বিবেচনায় যদ্যপি প্রতি ডাকঘরে সুদ গ্রহণের কোন প্রকার উপায় করা হয় তবেই সাধারণ লোকের সুবিধা হইতে পারে। মফঃস্বলে প্রত্যেক পল্লীগ্রাম হইতে ডাকঘরে সকলেই গিয়া অনায়াসে সুদ গ্রহণ করিতে পারিবে, তাহাতে কাহারও অসুবিধা কিম্বা কার্য্য ক্ষতি হইবে না।

ইক নোট প্রচারের আদেশ প্রকাশিত হইলে অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ অনেক প্রকার প্রলাপবাদ করিতেছে। রুষ জাতি অগ্রসর হইতেছেন, বুঝি বা ব্রিটিস সিংহাসন টল মল করিয়া উঠে, এই আশঙ্কায় ভারতবাসিদের অনেকেই শঙ্কিত। অজ্ঞ লোকেরা বলিতেছে যে, অল্পমূল্যের কোম্পানির কাগজ প্রচলিত হইলে ধনী ও দরিদ্র কাহারও গৃহে কিছুমাত্র নগদ টাকা থাকিবে না, সকলেই কাগজ ক্রয় করিবে, ইংলণ্ড ভারতের অর্থরাশিতে পরিপূর্ণ হইবে; কিন্তু এখানকার কাহারও এক পয়সার সংস্থান থাকিবে না। রুষজাতি আসিয়া এদেশ অধিকার করিয়া লইলে সকলেই নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া পড়িবে। অতএব গবর্ণমেণ্ট যে পথ অবলম্বন করিতে চাহিতেছেন তদ্দ্বারা এদেশীয় লোকের কোন উপকার নাই, বরং সম্পূর্ণ অপকারই হইবে। আমরা নিশ্চিত বলিতেছি, অজ্ঞ লোকদিগের এই অমূলক আশঙ্কা সহজেই নিরাকৃত হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেরা ইক নোট ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলে ক্রমে ক্রমে সাধারণ লোক মাত্রেই উহা ক্রয় করিবে, তবে আমরা অনুরোধ করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট উহার সুদ বৃদ্ধি করিয়া দিউন এবং যাহাতে ডাকঘরে সুদ গ্রহণের সুবিধা হয় এমন উপায় করুন।

[illegible]

(প্রথম প্রস্তাব)

আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারেল নিষ্কর বাণিজ্যকার্য্যের পৃষ্ঠপোষক, সকল ব্যবসায়েই স্বাধীনতা প্রদান করা তদীয় কার্য্যপ্রণালীর উদ্দেশ্য। ব্যবসায়ে নিবারকবিধি প্রচলিত করা উচিত অথবা স্বাতন্ত্র্যভাব প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য, এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে ব্যবহারিক শাস্ত্রবেত্তাদিগের ঘোর বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে পার্লামেণ্ট মহাসভা প্রতিনিবারক পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন, এখনও ইউরোপের অনেক রাজ্যে এই বিধি প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডে যে উহা এককালে পরিত্যক্ত হইয়াছে, এমন নহে স্থান বিশেষে পণ্যদ্রব্য, বিশেষে নিবারক নিয়মপ্রচলিত আছে। মহাত্মা লর্ড রিপন সকল ব্যবসায়ে স্বাধীনতা প্রদান করিতে নিতান্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছেন, আমদানি দ্রব্যের উপর শুল্ক নির্দ্দিষ্ট থাকিলে বৈদেশিক বণিকদিগের বাণিজ্যকার্য্যে অনেক বিঘ্ন ঘটে। বিবেচনা করুন, আমাদের ভারতবর্ষে এক হাজার থান বস্ত্র প্রস্তুত করিতে যদ্যপি তিন হাজার টাকা খরচ পড়ে, তাহা হইলে এখানকার বণিকেরা প্রতি টাকায় এক পয়সা লাভ লইয়া ঐ সমস্ত বস্ত্র ৩০৪৬৸৵ মূল্যে বিক্রয় করিতে পারেন। বিদেশেও যদ্যপি ১০০০ এক হাজার থান বস্ত্র প্রস্তুত করিতে ৩০০০ তিন হাজার টাকা ব্যয় হয়, এবং আমদানি শুল্কের নিমিত্ত যদ্যপি শতকরা চারি আনা খরচ পড়ে, তবে এদেশ অপেক্ষা শুল্কে ৭॥০ সাড়ে সাত টাকা অতিরিক্ত ব্যয় পড়িল, তদ্ভিন্ন পথখরচ আছে, সুতরাং এ সমস্ত খরচ নির্ব্বাহ করিয়া লাভবান্ হওয়া সুকঠিন হইয়া উঠে। বৈদেশিক বণিকদিগের বাণিজ্যরোধ করিবার জন্যই স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এ উপায় অবলম্বন করেন। আমেরিকায় এই বিধি অত্যন্ত প্রবল; একজন আমেরিকাবাসীর আপাদমস্তক দৃষ্টি করিলে তাঁহার কুত্রাপি বৈদেশিক দ্রব্য দেখিতে পাইবেন না; পাদুকা, মোজা, পরিধেয় বস্ত্র, টুপী, রুমাল প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যই আমেরিকাদেশজাত। আমেরিকাবাসিদের গৃহসজ্জা দেখুন, কুত্রাপি বৈদেশিক দ্রব্যের নাম গন্ধও নাই, গৃহগুলি কেবল তদ্দেশজাত দ্রব্যে সুসজ্জিত। ইংলণ্ডের অর্থনীতি শাস্ত্রজ্ঞেরা এক্ষণে স্বাধীনতন্ত্র ব্যবসায়ের পক্ষপাতী হইয়াছেন। ইহার কোন্ মতটী বিবেচনাসঙ্গত এবং মনুষ্যসমাজের মঙ্গলকর, আমরা তাহার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি না। লর্ড রিপন এই মতাবলম্বী হইয়া বিশুদ্ধান্তঃকরণে ইংলণ্ডের কার্পাসজাত দ্রব্যের শুল্ক রহিত করিয়াছেন, তিনি যাবতীয় বাণিজ্যব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করিতে অগ্রসর হইতেছেন, অতএব তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির কতদূর সম্ভাবনা আছে এই প্রস্তাবে তাহাই বিবেচিত হইতেছে।

পাঠকের স্মরণ থাকিবে, প্রজাহিতৈষী মহাশয় লর্ড রিপন বস্ত্রের শুল্ক রহিত করা সম্বন্ধে সরলচিত্তে যে কথাগুলি বলিয়া ছিলেন তাহা আমরা পূর্ব্ব সপ্তাহে প্রকাশিত করিয়াছি। গবর্ণর জেনারল বাহাদুর ব্যবসায় মাত্রে স্বাধীনতা প্রদান করিবেন, এটী তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই অভিলাষ কি কার্য্যে পরিণত হইতে পারিবে? বস্ত্রের শুল্কটী অনায়াসে রহিত করিতে উদ্যোগী হইলেন, বস্ত্রের শুল্ক রহিত করায় ইংলণ্ডের সম্পূর্ণ লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই, অতএব এই কার্য্যানুষ্ঠানে আমরা তাঁহার তাদৃশ সাহসের পরিচয় পাইলাম না। যদ্যপি প্রথমে অন্যান্য ব্যবসায়ে স্বাধীনতা প্রদান করিতে পারিতেন তবেই তাঁহার অসমসাহসিক মনোবৃত্তির পরিচয় দিতেন। স্বাভাবিক উপায় দ্বারা যে কোন পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে তাহাতে প্রতিবন্ধক না হওয়া, এবং বিনা শুল্কে ও বিনা আপত্তিতে সেই সমস্ত দ্রব্য অন্যত্র বিক্রয় করিতে দেওয়াকে ব্যবসায়ের স্বাধীনতা বলা যায়, তদ্ভিন্ন পরস্পরের দ্রব্য নিরুদ্বেগে বিনিময় করিতে দেওয়া স্বাধীন ব্যবসায়ের অন্তর্ভূত। যেদেশে যে যে দ্রব্য উৎকৃষ্ট রূপে ও অল্প মূল্যে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহাতে প্রতিবন্ধক হইলে ব্যবসায়ে স্বাধীনতা প্রদান করা হয় না। পাঠক! স্বাধীনব্যবসায় সংজ্ঞার এই ত অর্থ হইল। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, পরাধীন রাজ্যে এই নিয়ম প্রচলিত হইতে পারে কি না। গন্ধক, সোরা এবং অঙ্গার ভারতবর্ষে বিলক্ষণ সুলভ, সুতরাং ভারতবাসীরা স্বল্প মূল্যে অনায়াসে বারুদ প্রস্তুত করিতে পারেন। এ দেশে লৌহ জন্মে, সুতরাং অনায়াসে বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে, কেমন—গবর্ণমেণ্ট এই সকল ব্যবসায়ে স্বাধীনতা প্রদান করিবেন? যদি বলেন ভারতবাসীরা বিলাতের ন্যায় উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিবেন না। আমরা সে কথা স্বীকার করি, কিন্তু ভারতবাসীরা সে কার্য্যে অভ্যস্ত নহেন তজ্জন্যই তাঁহারা তদ্রূপ কার্য্যে সুনিপুণ নহেন। যদ্যপি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে ভারতবাসিদিগকে অধিকার না দেওয়া হয়, তবে কস্মিনকালে হইতে তাঁহাদের চতুরতা জন্মিবে না। ভারতবাসিরা কিছুকাল অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করিলে তবে তাঁহারা কর্ম্মঠ হইবেন। এখন জিজ্ঞাসা করি, গবর্ণমেণ্ট এই ব্যবসায়ে ভারতবাসিদিগকে কি স্বাধীনতা দিবেন? যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট এতদূর উদারতা অবলম্বন করেন তবে সর্ব্বাগ্রে অস্ত্র সম্বন্ধীয় আইন রহিত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অস্ত্র সম্বন্ধীয় আইন প্রচলিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগকে শান্তশয় অবিশ্বাস করিয়াছেন, এটী যার পর নাই ক্ষোভের কারণ। কেবল বস্ত্রের শুল্ক রহিত করিলে ব্যবসায়ে স্বাধীনতা প্রদান করা হয় না। অস্ত্র শস্ত্র এবং বারুদ ও গোলা গুলি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করুন। যদি বলেন, তাহাতে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইবার সম্ভাবনা আছে; আমরাও তাই বলিতেছি, স্বাধীন রাজ্যের পক্ষে ব্যবসায়েও স্বাধীনতা খাটে কিন্তু যে রাজ্যে নানা বিষয়ে সঙ্কুচিত হইয়া চলিতে হইবে সে স্থানে আবার স্বাধীনতা কি? ব্যবসায়ে বলুন আর যে কোন কার্য্যেই বলুন, স্বাধীনতা শব্দ প্রয়োগ করিতে চাহেন করুন, কিন্তু আমরা জানি সে স্বাধীনতা প্রচার নহে, রাজার পক্ষেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা খাটে।

যে কাপড় স্বাধীনতা প্রদান করিলে ইংলণ্ডের ক্ষতি হই ... ভারতের লাভ হইবে, গবর্ণমেণ্ট যেমন কাপড় ও হস্তক্ষেপ করিবেন না? তবে বলি, বলুন কোন অন্যায় হয় কি?—যাঁহারা স্বাধীন ব্যবসায়ের পক্ষপাতী, তাঁহারা কি সমদর্শী হইয়া সকল কাজেই স্বাধীনতা দান করেন, না করিতে অভিলাষ জন্মে? আমরা এমন কথা বলি না যে, অস্ত্র সম্বন্ধে ভারতবাসিদিগকে স্বাধীনতা দিলে তাঁহারা রাজভক্তি অতিক্রম করিয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ত মনে মনে সেই আশঙ্কাই করিতেছেন। নতুবা এ আইনের সৃষ্টি কেন?

তৎপরে দেখুন, লাইসেন্স ট্যাক্সের বিধি ব্যবস্থা। ভারতবাসীরা সামান্যরূপ কোন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিন যাপন করিতেছেন, তাঁহাদের ব্যবসায়ের উপর কর নির্দ্দিষ্ট করা কেন হয়? আমরা কর বিশেষের নামান্তর শুনিয়া ভুলিতে চাহি না, সেটী প্রবোধবাক্য মাত্র। বলুন দেখি, বিলাতের আমদানি বস্ত্রের উপর শুল্ক গ্রহণ করা এবং এতদ্দেশীয় ব্যবসায়ীর নিকট লাইসেন্স কর গ্রহণ করা কার্য্যতঃ একই পদার্থ বটে কি না? এখানে এক জন তন্তুবায় পঞ্চাশখানি তাঁত রাখিয়া ব্যবসায় চালাইতেছে, তাহার নিকট কর গৃহীত হইলে ব্যবসায়ের স্বাধীনতা প্রদান করা হয় না। এইরূপে যে কোন ব্যবসায়ীর নিকট কর গ্রহণ করা হউক না, সেই কর যে কোন নামে অভিহিত হউক না, আদৌ ব্যবসায়ের নির্বিঘ্ন ঐ কর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এখন দেখুন, ন্যায়ানুসারে বিচার করিলে কোন ব্যবসায়ীর নিকট কোন প্রকার কর গ্রহণ করা যায় না। ব্যবসায়ীর নিকট কর গ্রহণ করিলে স্বাধীন ব্যবসায় নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। এক্ষণে বলিবেন, ব্যবসায়িদের নিকট হইতে সর্ব্বপ্রকার কর গ্রহণ করা রহিত করিলে রাজ্যের ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। আমরাও তাই আপত্তি করিতেছি, রাজ্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করা কঠিন হইবে বলিয়াই বস্ত্রের শুল্ক রহিত করা কর্ত্তব্য নহে। ম্যাঞ্চেষ্টরের বস্ত্রের শুল্ক রহিত করিতে হইলে কলিকাতা প্রভৃতি নগরের এবং অন্যান্য স্থানের যাবতীয় ব্যবসায়ির উপর যত প্রকার কর নির্দ্ধারিত আছে, তৎসমুদায় এককালে রহিত করা উচিত। আমরা বলিতে পারি ম্যাঞ্চেষ্টরের প্রেরিত বস্ত্রের উপর যে শুল্ক নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা নিবারক বিধির অনুমত নহে,—সে একটী সামান্য রাজস্বমাত্র। আমদানী বস্ত্রের উপর কিরূপ শুল্ক গ্রহণ নিবারক বিধির অনুগত হয় বিচার করিয়া দেখুন। বিলাতি ... তদ্দেশের একখানি বস্ত্রের মূল্য এক টাকা হয় ... রূপ একখানি বস্ত্র ... পায় বস্ত্র ... দেশে ...

মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে, সেস্থলে যদি গবর্ণমেণ্ট দুরভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া আমদানি বস্ত্রের উপর এমন কর নির্দ্ধারিত করেন যে, বিক্রেতা কর দিয়া কোন ক্রমেই লাভবান্ হইতে পারেন না, তবেই সেই কার্য্যপ্রণালী নিবারক নামে অভিহিত হইতে পারে। ভারতবর্ষে এতকাল ম্যাঞ্চেষ্টরের প্রতিযোগী বণিক কোথায় ছিল? এক দিন কি ম্যাঞ্চেষ্টরকে বাধ্যভাবে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত শুল্ক গৃহীত হইয়াছিল? এ কথা আমরা ত স্বীকার করি না, অন্যেও যে স্বীকার করিবেন না আমরা এমন বিশ্বাস করি না। আজ বোম্বাই নগরে বস্ত্রের কল স্থাপিত হইয়াছে, সে কারণ ম্যাঞ্চেষ্টরের আমদানি বস্ত্রের শুল্ক নিবারকবিধি মধ্যে পরিগণিত হইল, ফলতঃ উহা সামান্য কর ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অর্থনীতি শাস্ত্রবেত্তারা যদাপি এই করকে নিবারক বিধি মধ্যে পরিগণিত করিতে চাহেন, তবে আমাদের বিবেচনায় হয় স্বাধীন ব্যবসায় এককালে প্রচলিত করা অসাধ্য, কিম্বা রাজ্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করা অসম্ভব। কারণ স্থানিক ব্যবসায়িদের নিকট কর গ্রহণ না করিলে রাজকার্য্য চলে না, আবার যদাপি তাহাদের নিকট কোন প্রকার কর গ্রহণ করা যায় তবে স্থানিক ব্যবসায়ীরাই নিবারক বিধির অধীন হইয়া পড়ে। বিবেচনা করুন, কলিকাতায় কেহ ঘড়ীর দোকান করিলেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিকট হইতে লাইসেন্স ট্যাক্স, মিউনিসিপাল ট্যাক্স প্রভৃতি নানা প্রকার কর গ্রহণ করিতে লাগিলেন, সুতরাং ঘড়ী নির্ম্মাণের ন্যায্য ব্যয়ের উপর আরও অতিরিক্ত খরচ পড়িতে লাগিল, এক্ষণে চন্দননগর হইতে যদি কোন ব্যক্তি তথাকার নির্ম্মিত ঘড়ী আনিয়া কলিকাতায় বিক্রয় করে, তবে তাহার মূল্য স্বল্প হইতে পারে কি না? এস্থলে অনুমান করুন, কলিকাতায় এবং চন্দন নগরে একই প্রকার ঘড়ী নির্ম্মিত হয়, উভয় স্থানে তাহাদের মূল্যেরও ন্যূনাধিক্য নাই, কিন্তু কলিকাতার ঘড়ী-নির্ম্মাতাকে অনেক প্রকার কর দিতে হয়, সুতরাং তাঁহার ঘড়ী অধিক মূল্যে বিক্রীত না হইলে লাভ হয় না; কিন্তু চন্দননগরের ঘড়ী-নির্ম্মাতাকে আদৌ কর দিতে হয় না, কিম্বা অপেক্ষাকৃত অল্প কর দিতে হয়, সুতরাং স্বল্প মূল্যে ঘড়ী বিক্রয় করিলে তাহা স্বাধীন ব্যবসায় বিধির বিরুদ্ধ হইল কি না? এদিকে দেখুন অন্যান্য শ্রেণীর লোকের ন্যায় ব্যবসায়িদের নিকট কিছু কিছু কর গ্রহণ না করিলেও রাজ্য চলে না। অতএব ব্যবসায়ে স্বাধীনতা প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কার্য্যে ঘটিয়া উঠে না। সে কারণ আমাদের বিবেচনায় ম্যাঞ্চেষ্টরের নিকট কিছু কিছু শুল্ক গ্রহণ করিলে কোন ক্ষতি নাই।

শিক্ষাসংক্রান্ত কমিশনের নিকট একটী প্রস্তাব।

বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করা একটী গুরুতর কার্য্য, দেশের উন্নতি কেবল একমাত্র ইহারই উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। শিক্ষার কয়েকটী প্রকার-ভেদ আছে, অতএব শরীরে তাহার চর্চ্চা করিবার আনুষঙ্গিক কতকগুলি অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্মও আছে। অস্মদ্দেশে সেই আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির কিরূপ কার্য্য হইতেছে তাহার নির্ণয় করা তত দুরূহ নহে কিন্তু মূল বিষয়ের সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করাই দুরূহ হইতেছে। যে চিন্তার বলে নিউটন পৃথিবীর আকর্ষণীশক্তির ও সাংখ্যকার ঈশ্বর নিরাকরণ করিয়াছেন শিক্ষাসংক্রান্ত সভাকে উপস্থিত স্থলে সেরূপ চিন্তাসহকারে কার্য্য করিতে না হউক, কিন্তু তাঁহাদিগের অপেক্ষা শারীরিক শ্রম অধিক পরিমাণে করিতে হইবে। তাঁহারা দেশের শিক্ষিত লোকদিগকে এ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাহা করুন, কিন্তু তাঁহাদিগকে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া ও স্বচক্ষে দেশের অবস্থা দর্শন করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে হইবে। তদ্ব্যতিরেকে ইষ্ট ফললাভের সম্ভাবনা দেখা যায় না।

আমাদিগের ভারতহিতৈষী গবর্ণর জেনেরলের ইচ্ছা প্রজারা আপনাদিগের শিক্ষার ব্যয় আপনারাই বহন করে, তবে যাহারা ইহার রসাস্বাদ পায় নাই তাহাদিগেরই জন্য গবর্ণমেণ্ট সাহায্যদান করেন এবং নীতিশিক্ষার সহিত ধর্ম্মশিক্ষার প্রবর্ত্তনা হয়। এগুলি অতি হিতকর প্রস্তাব তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু মূল কথা এই, এই কয়েকটী প্রস্তাবই উচ্চশিক্ষা ঘটিত। উচ্চ শিক্ষার যত বৃদ্ধি হইবে প্রজারা ততই গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধের ভার আপনাদিগের স্কন্ধে গ্রহণ করিবে, বিজ্ঞ ব্যক্তি কখনই পরভাগ্যোপজীবী হইয়া থাকিতে চাহেন না। তবে যে স্থলে কোন উপায় নাই সেই স্থলেই তাঁহাদিগকে পর প্রত্যাশা করিতে হয়। এই উচ্চশিক্ষার বলে লোকের যত অবস্থার উন্নতি ও জ্ঞানবৃদ্ধি হইতেছে ততই তাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় ও কালেজ প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের বিনা সাহায্যে চালাইবার জন্য তাঁহাদিগের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ অজ্ঞলোকদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য আন্তরিক যত্ন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে কিছু কিছু শিক্ষাও দেওয়া হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এই শ্রেণীর লোকের অবস্থোন্নতির প্রতি একটু অনুকূল দৃষ্টি রাখিলে তাঁহাদিগের এ অভীষ্ট এদেশীয় উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারাই পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু এককালে উচ্চশিক্ষার পথ রোধ করিয়া নিম্নশিক্ষার বহুল চর্চ্চা বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিবার চেষ্টা কোন

ক্রমেই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। বালকদিগকে নীতিশিক্ষা দিবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা না করিলেও বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। বালকগণের পাঠ্য পুস্তক সকল নীতিঘটিত হইলে তৎপাঠেই কাঙ্ক্ষিত ফললাভ হইতে পারে। শিক্ষকেরা সেইগুলি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলে যথেষ্ট উপকার হইবে। ব্যায়াম প্রভৃতি আর যত আনুষঙ্গিক অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম আছে, তাহার জন্য গবর্ণমেণ্টের উৎসাহই যথেষ্ট। প্রেসিডেন্সি কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ টনি সাহেব বলিয়াছেন শিক্ষিত লোকে ইহার চর্চ্চা বিষয়ে বীতরাগ, তাঁহারা এরূপ কার্য্যের উৎসাহ দিতে লজ্জিত হন। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে; শিক্ষিতলোক মাত্রেই ইহার উৎসাহ দানে অগ্রসর, কিন্তু অধুনা দুই একটী বিদ্যালয়ে ইহা যে রীতিতে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে ইহা কোনক্রমে অনুরাগ অথবা উৎসাহদানের যোগ্য নহে। সচরাচর এরূপ ব্যায়াম চর্চ্চায় বিদ্যালয়ের নির্ব্বোধ বালকগণই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, এতদুপলক্ষে তাহাদিগের যাহা কিছু পড়াশুনা বন্ধ হইয়া যায়, ক্রীড়াবোধে তাহারা বাটীতে আসিয়া আবার সেই প্রকার ব্যায়ামের যন্ত্রতন্ত্র প্রস্তুত করে এবং পাড়ার কতকগুলি অসৎ বালককে সঙ্গী করিয়া নিরন্তর তাহাতেই অনুরক্ত থাকে। বিদ্যালয়ে গিয়াও সেই কৌতুকের সময়ের আগমন প্রতীক্ষা করে, এবং নিজ পাঠে আদৌ মনোনিবেশ করিবার অবসর পায় না। এই কার্য্যে বাহাদুরী লইবার চেষ্টায় তাহারা ব্যাপৃত থাকিয়া প্রায় সমস্ত সময় নষ্ট করে ও সঙ্গিদোষে দূষিত স্বভাব হইয়া পড়ে। শিক্ষিত লোকে এই সকল অপকারিতা দর্শনে ইহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতে সাহসী হন না। অতএব গবর্ণমেণ্ট যদি ইহাকে বিশুদ্ধভাবে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা পান তাহা হইলে সকল লোকেই যে ইহার পক্ষপাতী হইয়া পড়ে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কমিশন যে রীতিতে যে সকল ব্যক্তিকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাহাতে নানা মুনির নানা মত হইবারই সম্ভাবনা। তদ্দ্বারা প্রকৃত বিষয়ের নির্ণয় করা কঠিন হইবে সন্দেহ নাই। তাঁহারা সহরে বসিয়া যেরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন করুন কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই, তাঁহারা দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে গিয়া এবিষয়ের অনুসন্ধান করুন। অন্যথা কেবল নগরবাসী শিক্ষিত লোকের নিকট জানিয়া ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড জনসন, মিষ্টর লফো প্রভৃতি আমাদিগের এই ধারণা দৃঢ় করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই উচ্চ শিক্ষার ব্যয়দানে গবর্ণমেণ্টকে নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট উচ্চশিক্ষার ব্যয় বহন করাতেই এদেশীয় লোকে ইহার ব্যয় দানে যত্নবান হইতেছেন না; কিন্তু উহা রহিত করিবার এই প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং রহিত করিলে মেট্রোপলিটান কালেজ, সিটি কালেজ, আলবার্ট কালেজের ন্যায় ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায় বিশেষের দ্বারা অনেক কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

তাঁহাদের এই বাক্যগুলি যে, ভূয়োদর্শনজাত বহুদর্শিত প্রসূত নয়, তাহা আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি, তাঁহারা আজি এই কলিকাতার অবস্থা দর্শন করিয়া সাধারণতঃ ভারতের এই অনিষ্টকর প্রস্তাব করিয়া দুর্নীতির পোষকতা করিতেছেন। ভাল জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কলিকাতার ব্যক্তিবিশেষের নবপ্রতিষ্ঠিত কালেজ কয়েকটীর ন্যায় অন্য কোন স্থানে এইরূপ কালেজ প্রতিষ্ঠার সংবাদ দিতে পারেন? তবে কমিশন যদি লোকের অবস্থা বিদ্যানুরাগীতা প্রভৃতি দর্শন করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, বিস্তর ভদ্রসন্তান অর্থাভাবে অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত হইয়া আছে, কেহই আপন আপন অবস্থার উন্নতি বিধানে সমর্থ নহে, কেবল কায়ক্লেশে দুই বেলা দুই মুষ্টি আহার করিয়া দিনাতিপাত করিতে পাইলেই হইল, পাদরী সাহেবেরা মনে করিয়াছেন, উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত লোকের সংখ্যা বহুল পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মফস্বলের অজ্ঞজনাকীর্ণ স্থান সমূহ হইতে দুই একজন করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন, সকলেই এক স্থানে সমবেত হওয়াতে তাঁহাদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, কিন্তু ভারতবর্ষের সমগ্র লোকসংখ্যার সহিত তুলনা করিলে শতকরা ১০ জন লোকে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে এরূপ প্রমাণ হইবে না। তবে এক চাকুরী লইয়া কাড়াকাড়ি দেখিয়া যদি তাঁহাদিগের এরূপ ধারণা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা তাঁহাদিগের ভ্রমধারণা। কারণ এই, যাঁহারা লেখা পড়া শিখিতেছেন, তাঁহারা অন্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন চেষ্টায় বিমুখ হইয়া একমাত্র চাকুরীকে আশ্রয় করিতেছেন, বিশেষতঃ দরিদ্র ও মধ্যবিধ অবস্থার লোকের অর্থসঙ্গতি-বিরহে অন্য উপায় অবলম্বনেরও সুবিধা হয় না। সুতরাং তাঁহাদেরও চাকরী একমাত্র উপজীবা হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতেই চাকুরীর বাজার এত গরম। ঐ চাকুরীয়াদলে কিঞ্চিৎ শিক্ষিতেরই সংখ্যা অধিক তদ্দ্বারা উচ্চশিক্ষার পরিমাণ হইতে পারে না।

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই, কমিশনরেরা গ্রামে গ্রামে গমন করুন, তথাকার লোকদিগের শিক্ষার অবস্থা পরীক্ষা করুন, সুশিক্ষিতই বা কত, অশিক্ষিতই বা কত এবং অর্দ্ধশিক্ষিতই বা কত তাহার নির্দ্ধারণ করুন। অশিক্ষিত ও কিঞ্চিৎ শিক্ষিতের ভাগ যদি অধিক হয়, তাহার কারণ স্থির করুন, গ্রামের মধ্যে যাঁহারা সুশিক্ষিত আছেন, তাঁহারা গ্রামের লোকের শিক্ষাভার স্বয়ং বহন করিতে সমর্থ কি না তাহার অবধারণ করুন। গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাকার্য্য হইতে বিরত হইলে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন কি না তাহার নিশ্চয় করুন। পূর্ব্বে গ্রামবাসিদিগের কিরূপ ব্যায়ামচর্চ্চা ছিল, এখনই বা কিরূপ আছে, যদি না থাকে, কেন নাই তাহার কারণ অনুসন্ধান করুন, কি উপায়েই বা ব্যায়াম চর্চ্চায় লোকের আস্থা জন্মে তাহার নির্দ্ধারণ করুন। গ্রাম মধ্যে প্রচুরভাবে যাহাতে ধর্ম্মনীতির সঞ্চার হয়, তাহারই বা উপায় কি? তাহার অনুসন্ধান করুন, ফলতঃ গ্রামে গ্রামে গিয়া কমিশনরেরা সকল বিষয়ের অনুসন্ধান না করিলে গবর্ণমেণ্ট যে উদ্দেশে কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন, যথাযথরূপে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা নয়। আমরা অনেক বিষয়ে অনেক কমিশন নিয়োগ দেখিয়াছি; কিন্তু তাঁহারা সফলযত্ন হইতে পারেন নাই, তাহার কারণ এই, যেরূপ অনুসন্ধান করা উচিত, তাঁহারা তাহা করেন নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কমিশনদিগের বিফলযত্নতা দেখিয়াই আজ আমরা এই প্রস্তাব করিলাম।

ঋণের জন্য স্ত্রীলোকদিগকে কারাকদ্ধ করিবার প্রথা রহিত করিবার অভিপ্রায়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন সভা গবর্ণর জেনেরলের নিকট অভিনন্দন প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পুরুষদিগের সম্বন্ধে এ নিয়ম অব্যাহত রাখিবার প্রস্তাব করিয়া বরং এই যুক্তি দেখাইয়াছিলেন যে পুরুষদিগের সম্বন্ধে ইহার কোন ব্যাঘাত ঘটিলে তেজারতি ও বাণিজ্যাদিকার্য্যের সমূহ ব্যাঘাত হইবে এবং তন্নিবন্ধন প্রজার ক্লেশ উপস্থিত হইতে থাকিবে। কিন্তু আমাদিগের গবর্ণর জেনেরল এতদুত্তরে বলিয়াছেন ঋণের নিমিত্ত কারাবরোধ প্রথা ভাল নহে এবং সাধারণতঃ ইহার বিলোপ প্রার্থনীয় তবে ইহার লোপ হইলে কি কি অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া এ বিষয়ে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের অভিমত সহিত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠান হয় এই তাঁহার ইচ্ছা। তবে যাবৎ ঋণের নিমিত্ত কারাবরোধ প্রথা উঠিয়া না যাইতেছে তাবৎ স্ত্রীলোকদিগকে কারাগারে প্রেরণ করিবার সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে

এবং বিশেষ আবশ্যক বোধ না হইলে তাহাদিগকে খুন করাও হইবে না। এতদ্ভিন্ন তাহাদিগের জেলেরও ভাল বন্দোবস্ত করা হইবে।

কলিকাতার হেলথ অফীসরের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা গত বৎসর আরও মন্দ গিয়াছে। গত বর্ষে সমুদায়ে ১১১২ খানি জাহাজ পরিদর্শন করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১৭২৯ জন লোককে পীড়ার জন্য হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয় কিন্তু গত বর্ষের মৃত্যু সংখ্যা শতকরা ৭৯ হইতে ৮১ হইয়াছিল। এক মাত্র বিসূচিকাই ইহার কারণ, এই ত গেল ইউরোপীয়দিগের কথা, দেশীয় খালাসী প্রভৃতির ও মৃত্যু সংখ্যা শতকরা ৩৬ হইতে ৭০, কিন্তু সন্নিপাত কি জ্বর প্রভৃতি পীড়ায় মৃত্যুসংখ্যা অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা নিতান্ত অল্প। ১৬৮১ সালে ১৬০১ জন নাবিক বিসূচিকা রোগে [illegible] ও ১১ জন বন্দরে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৫ এ মার্চ। [illegible] স্বীকার করিয়াছে এবং [illegible]।

লণ্ডন ২৬ এ মার্চ। [illegible] নামক স্থানে [illegible] প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহাতে ৪৪০ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

[illegible] নামক স্থানে ৮৪ ও ৮০ নম্বর [illegible] চলিতেছে। [illegible] কয়েক জন [illegible] হইয়াছে।

লণ্ডন ২৭ এ মার্চ। [illegible]

[illegible] তুলিয়া দিতে [illegible]।

আয়র্লণ্ডের [illegible] প্রদেশে [illegible] নামক স্থানে ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] সাহেবের [illegible] বিরুদ্ধে [illegible]।

লণ্ডন ২৮ এ মার্চ। [illegible] অবলম্বন করিয়াছেন [illegible] আশা [illegible] হইতে [illegible] তিনি [illegible] প্রকাশ করা [illegible] উপায় অবলম্বনের প্রস্তাব [illegible]।

পার্লেমেণ্ট [illegible] হইবার উদ্দেশে [illegible] হইয়াছে।

[illegible] বিচার [illegible] করিয়াছিলেন তাহাদের [illegible] প্রস্তাব করিয়াছিলেন [illegible] পক্ষে [illegible] ও বিপক্ষে ১৬০ জন [illegible] হইয়াছে।

[illegible] কালিফর্ণি [illegible] স্থানে [illegible] লুণ্ঠিত ও [illegible]

লোকগণ আহত হওয়াতে উহার কাপ্তেন ক্ষতি পূরণের বিষয়ে যে প্রস্তাব করিয়াছেন সার ষ্টাফোর্ড নর্থকোট তাহার স্বপক্ষে মত প্রদান করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৯ এ মার্চ। পেলি সাহেব অধিকাংশ লোকের সম্মতিক্রমে কার্ন্সবিজনের সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। ইনি উদার মতাবলম্বী দলের লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এটিনি জেনেরল, লোইন, ম্যাকেনফিল ও কাণ্টরবরির লোকদিগের দুর্নীতি নিবন্ধন তাহাদিগের স্বাধীনতা হরণ করিবার নিমিত্ত আইনের একটী পাণ্ডুলেখা কমন্স সভায় উপস্থিত করিবার জন্য বিদায় প্রার্থনা করিয়াছেন।

রুশ ও পারস্য উভয়ে সন্ধিদ্বারা পরস্পরের সীমা স্থির করিয়াছেন।

[illegible] ফোনিয়ান দলের একজন শকট চালককে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে। পুলিসের অনুসন্ধানে হত্যাকারী ও অপর কয়েক জন লোক এবং বিস্তর অস্ত্রশস্ত্র ধৃত হইয়াছে।

লণ্ডন ৩১ এ মার্চ। রথস্‌চাইল্ড সাহেবের রাজপুতানা রেলওয়ে ক্রয় করার কথা লর্ড হার্টিংটন অস্বীকার করিয়াছেন। [illegible] কথা বার্ত্তা চলিতেছে কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ না করিয়া কিছু স্থির করা হইবে না।

কেনী নামক স্থানে ম্যাজিষ্ট্রেট হার্কোট সাহেবকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

কোলাপুরের মহারাজ ক্ষিপ্ত হওয়াতে বোম্বাইয়ের গবর্ণর পোলিটীকাল এজেণ্টের হস্তে রাজকার্য্য নির্ব্বাহের ভার সমর্পণ না করিয়া শাসনসমিতির হস্তে ভার ন্যস্ত করিয়াছেন।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার হিন্দু স্কুল আপনাদিগের হস্তে রাখিবেন না। যদি কোন ব্যক্তি অথবা কোম্পানী উহা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হয়েন তাহা হইলে ছাড়িয়া দিবেন।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন কলিকাতার আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে অদ্যাপি কিছু মীমাংসা হয় নাই। ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে উহা উপস্থিত করা হইবে।

[illegible] রাজা নিষ্ঠাবান হিন্দু। [illegible] মদ্য বিক্রয় করিবার দোকান প্রভৃতি সমস্ত তুলিয়া দিয়াছেন। তিনি এই আদেশ দিয়াছেন তাঁহার রাজ্যে যে কেহ মদ্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবে তাহাকে দশটী গোরু ও ১০০ টাকা দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

তাড়িৎযোগে ব্যোমযান চালাইবার প্রথা প্যারিসেই প্রথম দেখা গেল। তত্রত্য একটী প্রদর্শনীতে একব্যক্তি এই কৌতুক দেখাইয়াছেন। তিনি একখানি ব্যোমযান প্রতি মিনিটে তুইশত ফুট এমন তিন কোয়াটার ধরিয়া শূন্যে তুলিয়াছিলেন।

রুশ সাম্রাজ্যের পাঁচ কোটী প্রজা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে।

কলিকাতার পোর্ট-কমিশনরেরা নাকি শীঘ্রই জাহাজের টন করা একআনা মাসুল গ্রহণের বন্দোবস্ত করিবেন। এখন তিন আনা করিয়া লওয়া হইতেছে।

ইংরাজদিগের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রীর সামান্য মনোমালিন্য নিবন্ধন পরস্পর পরিত্যাগের প্রথা প্রচলিত থাকায় স্ত্রীলোকদিগকে অধিকাংশস্থলে অশেষ প্রকার কষ্টভোগ করিতে হয় দেখিয়া পার্লেমেণ্টের কতকগুলি সভ্যের স্ত্রী এ প্রথা রহিত করিবার উদ্দেশে সভাদি করিতেছেন।

বাঁকীপুরের শিল্পবিদ্যালয়টী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার মূলধনের সুদ মাসিক ৬৭৭ টাকার উপর গবর্ণমেণ্ট ২৫০ টাকা সাহায্য দান করিবেন।

আমেরিকার একখানি সংবাদপত্র বলেন রুশের খ্রীষ্টানেরা বিস্তর ইহুদীর প্রাণনাশ করিয়া অনেক স্ত্রীলোকের ধর্ম্মনষ্ট করিয়াছে। ইহারা ইহুদীর বাটী দেখিলেই লুণ্ঠন করিয়া পরিশেষে অগ্নির দ্বারা ভস্ম করিয়া দিতেছে।

ময়মনসিংহের অন্যতর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরসুন্দর তর্করত্ন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী সংস্কৃত পরীক্ষার স্মৃতি শাস্ত্রের পরীক্ষক হইয়াছেন।

আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েলস সাহেব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, কর্ত্তৃপক্ষের উপর বিরক্তিই ইহার কারণ।

কৃষিবিদ্যার উৎকর্ষ সাধনার্থ বোম্বাইয়ে একটী কোম্পানি জুটিয়াছেন।

এল এ ও বি,এ পরীক্ষার সম্বন্ধে পাঠ্যপুস্তক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এল এ পরীক্ষায় রঘুবংশের শেষার্দ্ধের কয়েক সর্গ ও হর্ষ চরিতের কিয়দংশ এবং বি,এ পরীক্ষায় ভারবীর কয়েক সর্গ ও কাদম্বরীর উত্তরার্দ্ধের কিয়দংশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সভাপদ লাভ করিবেন। রিভার্স টমসন তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

অশ্ব মাংস ভোজন প্রথা ইউরোপীয় সমাজে চলিত করিবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। পারিসের কতকগুলি ভদ্রলোক নিউইয়র্কে একটী ভোজে অশ্ব মাংস ভোজন করিবেন।

২৮ এ মার্চ্চ শিমলায় আবার ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। তথায় রাস্তা ঘাট ও ময়লাফেলার বন্দোবস্ত করিতে এবং নূতন বাজার বসাইতে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

মান্দ্রাজের গবর্ণরের উদ্যোগে স্থানীয় পুস্তকাগার বিভাগ লুপ্তপ্রায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সমূহ সংগ্রহ করিতেছেন।

"রিপ্লাই পোষ্টকার্ড" নামে এক প্রকার নূতন পোষ্টকার্ড ভারতবর্ষে প্রচলিত করিবার জন্য পার্লামেন্টে পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হইয়াছে। ইহার মর্ম্ম এই, একব্যক্তি পোষ্টকার্ড পাঠাইলে অপর ব্যক্তি তাহারই অপরার্দ্ধে তাহার প্রত্যুত্তর লিখিয়া বিনা মাস্তুলে পাঠাইতে পারিবে, অর্থাৎ একখানি পোষ্টকার্ডে মূল ও তাহার জবাব দুই লেখা চলিবে। স্বতন্ত্র মাস্তুল লাগিবে না।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কুচবিহারের মহারাজ বিজ্ঞান সভার জন্য এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

ম্যাকলীন নামক এক জন পাগল মহারাণীকে হত্যা করিবার উদ্দেশে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যে গুলিক্ষেপ করে, সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সে গুলি না লাগাতে চতুর্দ্দিকে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ রাজ্য সমূহের প্রজারা ইহাতে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের প্রায় প্রতি গ্রামে লোকে সভা করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছে ও রাজ্ঞীর নিকট আপনাদিগের আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছে। এ গুলি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তির কার্য্য। কি দুঃখের বিষয় এরূপ নিরীহ লোকদিগকেও কতকগুলি ইংরাজ রাজপুরুষ রাজদ্রোহী বলিয়া প্রতীত করিতে চেষ্টা করেন।

শুনা যাইতেছে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট জজ বাউটন সাহেবের বেতনের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ইঁহার বেতন কম হইবে না। তাহার পর সকলেরই এক দশা হইবে।

ব্যারিষ্টার ডবলু জ্যাকসন সাহেব ২৫ এ মার্চ্চ বিলাত হইতে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "আমি প্রায় ৫।৬ বৎসর পর্য্যন্ত যক্ষ্মাকাশে ও মাতাঠাকুরাণী ২।৩ বৎসর অম্লশূলের পীড়ায় যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেছিলাম। নানা প্রকার চিকিৎসা করিয়া কিছুতেই উপকার না হওয়ায় ৮ বৈদ্যনাথ গমন করিয়াছিলাম, তথায়ও কোন উপকার না হওয়ায় দুঃখিত চিত্তে বাটী প্রত্যাগমন করিতেছি, বর্দ্ধমানের ষ্টেষণে নারায়ণপুর নিবাসী একজন ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হওয়ায় তিনি কহিলেন "আমার ক্ষয়কাশ ও আমার পরিবারের অম্লশূলের পীড়া হইয়াছিল, জেলা নদীয়ার অন্তর্গত গুপপুখুরিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয়ের স্বপ্নলব্ধ অম্লশূলের ও কাশরোগের ঔষধে সপ্তাহ মধ্যে উভয়ে উত্তমরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছি" তাঁহার নিকট এই অনুসন্ধান পাইয়া বাটী আসিয়াই ঔষধের মূল্য ইত্যাদি ১।৶০ পাঠাইয়া ডাকযোগে ঔষধ প্রাপ্ত হইলাম, মহোদয়ের ব্যবস্থা পত্রের নিয়ম মত সেবন করায় সপ্তাহ মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছি। এক্ষণে আমি ইহা বলিতে পারি যে, কাশরোগের ও শূলব্যাধির ইহার তুল্য ঔষধ অদ্যাবধি আর হয় নাই।"

ভূপালের বেগম ও তাঁহার স্বামী কলিকাতায় অবস্থানকালে স্ত্রীলোক ও বালকদিগের চিকিৎসার্থ হাঁসপাতালে, ১০০০ প্রাদেশিক দাতব্য সভায় ৫০০, সেণ্টভিনসেণ্ট গির্জ্জায় ৫০০, কলিকাতা মাদ্রাসায় ৫০০০, সেণ্ট ভিনসেণ্ট হোমে ৫০০, লরিটোর অনাথাশ্রমে ৫০০, মেও হাঁসপাতালে ২৫০, ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে ২৫০, ভারতীয় বিজ্ঞান সভায় ২৫০, আলীপুরের প্রাণিবাটিকায় ১০০০, ধাত্রী বিদ্যালয়ে ২০০ মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুরের দ্বারা বিজ্ঞান সভায় ৫৫০, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের পুরস্কার ১৩৫৬ ও অন্যান্য দান ১৪০ টাকা করিয়া গিয়াছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার সিবাকস্থ সংবাদদাতা কয়েকজন ফকিরের আশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই ফকিরেরা তত্রত্য ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশ করিতে চাহে, কিন্তু উহা সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত বন্ধ রাখিবার নিয়ম থাকাতে দ্বার রক্ষকেরা দ্বার খুলিতে অসম্মত হয়। ফকিরেরা তখন ইমামের স্মরণ করিয়া আল্লা আল্লা শব্দ করিতে আরম্ভ করে এবং কবাট আপনা হইতে খুলিয়া যায়। পরে তাহারা উপাসনাদি করিয়া পুনরায় দ্বার পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধ করিয়া দেয়। এই সংবাদ প্রধান পুরোহিতের নিকট প্রেরিত হইলে তিনি তাহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দেন এবং পুনরায় এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু কিছুই নিরাকরণ করিতে পারেন নাই।

সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে বৃত্তি ও পারিতোষিক দিবার জন্য বর্দ্ধমানের মহারাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে পাঁচ হাজার টাকা সমর্পণ করিয়াছেন। এই টাকার সুদ হইতে ৫০ টাকার দুটী বৃত্তি ও ৫০ টাকার দুটী পারিতোষিক প্রতি বৎসর প্রদত্ত হইবে।

আমাদের ছাপরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "সে দিন এখানকার কালেক্টরিতে ঘাট ও আবগারি মহলের বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। ঘাটের আয় প্রতি বৎসর আত্যান্তিক বৃদ্ধি হইতেছে। গত বৎসর একটী ঘাটের জমা ১২০০ শত টাকা ছিল, এ বৎসর ২৮০০ শত হইয়াছে। একটী সামান্য ঘাটে ৬০০ শত টাকা জমা বৃদ্ধি হইল। ইজারদার এবার যে কিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিবে, বুঝিয়া লউন। প্রথম ঘাটটার ৩ ক্রোশ অন্তর আর একটী ঘাটের ১০০০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে, পূর্ব্বে দুই হাজার দুই শত ছিল এবার তিন হাজার দুই শত হইল। কর্ত্তৃপক্ষের আয়ই সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইল, কিন্তু দরিদ্রের দুঃখের বিষয় এক বারও ভাবিলেন না। সরকারের নির্দ্ধারিত পারাণীর হার যে, অপরিবর্ত্তিত রহিল, সে কেবল কাগজ কলমেই রহিল।

খোলা ভাঁটী গুলির নিলাম কার্য্যও শেষ হইয়া গিয়াছে। ইহারও আয় পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। একটী ভাঁটীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি দেখুন। প্রথম বৎসর ৫০০ তৎপরে ৭০০ তৎপরে ১০০০ এক্ষণে ১২০০ হইল। শুঁড়ির লাভ না হইলে সে কখন এত বেশী টাকা দিতে পারিত না। ভাল জিজ্ঞাসা করি এই সমস্ত খোলা ভাঁটীর মদ সাহেব-সুবায় স্পর্শ করেন না। যাহারা এই ভাঁটীর প্রস্তুত মদ্য পান করে, তাহার অধিকাংশই কৃষক শ্রেণীর লোক। বেহারের কৃষকদিগের অবস্থা আপনারা সকলেই জানেন। প্রতি বৎসর ভাঁটী কলে, কৌশলে, এই বেচারাদিগের বহু কষ্টলব্ধ অর্থ টানিয়া লইতেছে। রাজকর্ম্মচারিগণ হুজুরের আয় বৃদ্ধি করিয়া বাহবা লইতেছেন, কিন্তু প্রজার যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা একবারও ভাবিতেছেন না। কবে যে এই নীতিবিষ এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইবে বলিতে পারি না।

বিখ্যাত কবি লঙফেলো প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার কবিতাগুলি সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে।

আমরা এ সপ্তাহে দুই খানি অনুষ্ঠান পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। একখানি "দি লিডর আইয়ার" নামক সাপ্তাহিক ইংরাজী সংবাদ পত্র, অপর খানি বিজ্ঞান দর্পণ নামক বাঙ্গালা মাসিক পত্র। প্রথমোক্ত খানি এপ্রেল মাস হইতে ও শেষোক্ত খানি বৈশাখ মাসের প্রথম হইতে প্রকাশিত হইবে। প্রথমটীতে সামাজিক, নৈতিক, জ্ঞানালোচক, রাজনৈতিক বিষয় সকল আলোচিত হইবে। ইহার মূল্যও অতি অল্প নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সাধারণে জ্ঞান বিস্তৃতিই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। অপর খানিতে ভূমণ্ডলের যাবতীয় পদার্থপুঞ্জের শক্তি নির্ণয়, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিসাধন বিষয়ক শাস্ত্র এবং দর্শনশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র, বিচারশাস্ত্র, ব্যাকরণশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, সামুদ্রিকশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র, রতিশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, খগোল বিবরণ, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, অর্থ ব্যবহার, আত্মতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ভাষাজ্ঞান, কালজ্ঞান, নীতিজ্ঞান, রাজ্যজ্ঞান, যৌবাহা-

বিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, স্বরবিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান ভূবিজ্ঞান, আবহবিজ্ঞান, মানবের প্রাকৃতিক ইতিহাস, পুরাবৃত্তসার, প্রাকৃতিক ভূগোল প্রভৃতির শিক্ষাদান করা হইবে। সম্পাদক প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলে দেশের মহোপকার করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

পোষ্ট আপীসের কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৮০-৮১ অব্দে ভারতবর্ষে ১১২ টী ডাকঘর ২৯৪ টী চিঠির বাক্স ও ১৩১ জন ডাকহরকরা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। সমুদায়ে এক্ষণে ৪৫২২ টী রাজকীয় ডাকঘর ৭২৮ টী প্রাদেশিক ডাকঘর ৬৭২০ টী চিঠির বাক্স এবং ২৮৩৩ জন ডাকহরকরা এই বিভাগের কার্য্যাধীন রহিয়াছে। এই বর্ষে এই সকল ডাকঘর দিয়া ১ ৮৬৬৭০০০ চিঠি পত্র প্রেরিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৪৮৬৫০০০ পোষ্ট কার্ড ও ১৮০০০০০ মাসুল দেওয়া চিঠি ও ২৭১০০০০ রেজিষ্টরি পত্র। মণিঅর্ডার দ্বারা এই বর্ষে গড়ে মাসিক ৩৮৩০০০০ টাকা প্রেরিত ও তন্নিবন্ধন ৪৪০০০ টাকা কমিশনে গবর্ণমেণ্টের আয় হইয়াছে। কেবল অবিশ্বাসী কর্ম্মচারীর দ্বারা ১৫০০ টাকা অপহৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বোধ হয় অনূ্যন ৮ কোটী টাকার সামগ্রী বিমা করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ১০৪০৪ টাকা কর্ম্মচারীর দোষে গবর্ণমেণ্টকে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। রেজিষ্টরি পত্র অপ্রাপ্তির নিমিত্ত ঐ বর্ষে ২৯৫ টী অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে যে ব্যয় হইয়াছে, তাহা বাদে ১১১৯০০০ টাকা লাভ হইয়াছে।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর আগামী ১৭ ই এপ্রেল দার্জ্জিলিং যাত্রা করিবেন।

পুনা সার্ব্বজনিক সভা বর্ষে বর্ষে কতকগুলি বালককে ইউরোপে বিদ্যা শিক্ষার্থ প্রেরণ করিবার বন্দোবস্ত করাতে বেহারের জমীদারেরা তাহার আনুকূল্য করিবার উদ্দেশে প্রতি বৎসর ছই হাজার টাকা দান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের কলচালকেরা স্থির করিয়াছেন, বস্ত্র বয়নাদি কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহারা তথায় একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবেন।

মহীসূরে ইউরোপীয় উপনিবেশ সংস্থাপনের নিমিত্ত সার জেমস্ গর্ডন সুরক্ষিগেলার দ্বারা লক্ষ টাকা তুলিবার আদেশ গ্রহণ করিয়াছেন।

এইরূপ জবাব আগামী নবেম্বর মাসে নূতন নিজাম হাইদ্রাবাদের সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন

বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর অতঃপর বেহারের সরকারী কার্য্য সকল কাইতি লিপিতে সম্পন্ন করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। বেহার গেজেট ঐ অক্ষরে মুদ্রিত হইবে। এই অক্ষরের বহুল বিস্তৃতির জন্য গবর্ণমেণ্ট ইহার ছাঁচ অধিক মূল্যে ব্যক্তিবিশেষের মুদ্রাযন্ত্র হইতে ক্রয় করিবার আদেশ দিয়াছেন।

বালীর কাগজের আদর ক্রমে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট আপীস সমূহে বালীর কাগজ প্রচলিত করিয়া অনেক টাকার সাশ্রয় করিতেছেন, মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট আবার এই সকল দেখিয়া শুনিয়া এই কলওয়ালাদিগের সহিত কাগজ লইবার একটী বন্দোবস্ত করিতেছেন, ইহার প্রধান গুণ টেকসহি অথচ অল্প পয়সায় হয়।

১৮৮০-৮১ অব্দে ভারতবর্ষে ৫৮১৩০০০ টাকার ডাক টিকিট বিক্রীত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ৪২৯ ৫০০০ টাকার বিক্রয় হইয়াছিল।

মহম্মদ হোসেন খাঁর শুভগ্রহ বলিতে হইবে, তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিবার জন্য এত দিকে এত কাণ্ড করা হইল কিন্তু তথাপি তিনি নির্দ্দোষী প্রমাণিত হইলেন, আবার পদস্থও রহিলেন। তিনি এক্ষণে দেরা ইস্মাইল খাঁর জুডিসিয়াল আসিষ্টাণ্ট কমিশনরের কার্য্য করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

হাইদ্রাবদের প্রধান মন্ত্রী সার সালর জঙ তাঁহার দুটী পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষার্থ এপ্রেল মাসে বিলাতে প্রেরণ করিবেন।

ব্রহ্মদেশ ও মণিপুরের সীমা লইয়া উভয় রাজ্যে বিষম গোলযোগ যাইতেছে, উভয়েই নাকি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছেন।

গৌহাটী স্কুল কালেজে পরিণত হইল না; কিন্তু এই নিয়ম হইয়াছে, অতঃপর এতদ্দেশীয় বালকগণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে মাসিক ২০ টাকা করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতায় বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিবে। প্রতি বর্ষে ১৪ জন ছাত্রকে চারি বৎসরের নিমিত্ত এই বৃত্তি প্রদত্ত হইবে। শ্রীহট্ট ও কাছাড় অঞ্চলের ছাত্রেরা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে প্রথম ৮ জনকে ১৫ টাকা করিয়া দুই বৎসর বৃত্তি দেওয়া হইবে। এল, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে বন্ধ হইয়া যাইবে কিন্তু উত্তীর্ণ হইলে আবার বি, এর জন্য বৃত্তি দান করা হইবে।

মোকামা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "গত ১১ এ মার্চ্চ মেল ট্রেণে ৩ জন ইংরাজ দানাপুর হইতে কলিকাতা আসিতেছিল। দুই জন বাঁকিপুর পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট ও একজন টিকিট না লইয়া যাত্রা করিয়াছিল। মোকামা ষ্টেষণে টিকিট সংগ্রহ হইবার পূর্ব্বেই উহারা নামিয়া হোটেলে প্রবেশ করে, পরে একজন বুকিং আপীসে টিকিট লইবার নিমিত্ত গমন করিয়া ৩ খানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট চাহে ও লুপ লাইন হইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে, টিকিট বাবু তাহাদের মোকামা আসিবার টিকিট দেখিতে ইচ্ছা করায় সত্যবাদী সাহেব কহে যে, আমরা টিকিট কলেক্টর সাহেবকে টিকিট দিয়াছি, তাহাতে টিকিট বাবু যদিও টিকিট প্রদান করিলেন, কিন্তু টিকিট কলেক্টরদিগের নিকট অনুসন্ধান লইতে বিরত থাকিলেন না। টিকিট কলেক্টরেরা সকলেই অস্বীকার করায় প্রধান টিকিট কলেক্টর আরোহিগণের প্রতারণা বুঝিয়া লুপ লাইনের সমস্ত গাড়ি আ দ্যাপান্ত অন্বেষণ করিয়া হতাশ্বাস হইয়া প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু "ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে" আরোহীরা লুপ লাইনে না গিয়া উক্ত ডাক গাড়িতেই প্রথম ঘণ্টা দিবার পর অর্থাৎ গাড়ি গমন করিবার ৫ মিনিট পূর্ব্বে এক খানি মধ্য শ্রেণীর গাড়িতে দ্বার বন্ধ করিয়া বসিয়াছিল। এমন সময়ে প্রধান টিকিট কলেক্টর সাহেব উহাদের দর্শন লাভ করিয়া টিকিট দেখাইতে অনুরোধ করায় আরোহীরা মোকামা হইতে যে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট লইয়াছিল, তাহাই দেখাইল ও পূর্ব্ব টিকিট গোপন রাখিল। পরে ষ্টেষণ মাষ্টার বারম্বার অনুরোধ করায় এক একজন করিয়া দুই খানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট যাহা বাঁকিপুর পর্য্যন্ত লইয়াছিল দেখাইল ও অপর সঙ্গি বিনা টিকিটে আসিতেছে, প্রমাণ দিল। তাহাতে দুই জনের নিকট হইতে অতিরিক্ত ভাড়া ও এক জনের নিকট দানাপুর হইতে মোকামার ভাড়া লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। আজ কাল জুয়াচুরী করিতে পারিলে কেহই ছাড়ে না।"

আমরা মোকামা হইতে সংবাদ পাইলাম "গত ২৫ এ মার্চ্চ একজন হিন্দুস্থানী বক্তিয়ারপুর ষ্টেষণের প্লাটফরমের পশ্চিম অংশে কাটা পড়িয়াছে, তাহার একটী জানু ও মস্তকের কোন কোন অংশ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, রাত্রি প্রভাত হইলে দেখা গেল যে, উক্ত ব্যক্তি দিবসের প্যাসেঞ্জর ট্রেণে যাইবার জন্য বারাণসীর টিকিট লয় ও গাড়িতে চড়িতে না পারাতে তাহাকে ষ্টেষণের বাহিরে রাখা হয়। পরে পাগলের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি ও গাড়ি দেখিলেই আরোহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হওয়াতে ষ্টেষণস্থ কর্ম্মচারিগণ নিবারণ করিয়া রাখে ও প্লাটফরমে প্রবেশ করিতে দেয় না। পরে রাত্রিতে সে রাস্তার উপরে আসিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। কোন্ গাড়ি দ্বারা কাটা পড়িয়াছে, তাহার কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। উপর যাইবার লাইনের রেলেই কাটা পড়িয়াছিল, ষ্টেষণ মাষ্টার মহাশয়দিগের এ সমস্ত বিষয় পরিদর্শন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

বেহারবাসিদের শুভগ্রহ বলিতে হইবে। ইডেন সাহেবের কল্যাণে ইহাঁদিগের একচেটে চাকুরী লাভ হইল। বেহার হেরাল্ড শুনিয়াছেন পাটনার কমিসনর সাহেব কতকগুলি শিক্ষিত বেহারীকে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে তত্রত্য কালেজের অধ্যক্ষের নিকট নাম চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।

ইণ্ডিয়া গেজেট বলেন আগামী ১ লা জুন হইতে নূতন দেওয়ানী আইন ও ১ লা জানুয়ারি হইতে নূতন ফৌজদারী আইন অস্মদ্দেশে প্রচলিত হইবে। ষ্টোক্স সাহেব কি তাঁহার আইন কানুন সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন? এবার যিনি আইনকর্ত্তার পদে অভিষিক্ত হইয়া আসিতেছেন, তিনি তরুণ বয়স্ক বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য সর্ব্বথা প্রশংসার যোগ্য। এই কারণে আমাদিগের বোধ হইতেছে তিনি জরা বিনা বৃদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন।

গত বর্ষে আমেরিকার অন্তর্গত ইউনাইটেড ষ্টেটে ২৪২ জন লোক আত্মহত্যা করিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ গ্রাণ্ট সাহেব ২৪ পরগণার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ হইলেন এবং মুর্শিদাবাদের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার প্যারেট সাহেব গ্রাণ্ট সাহেবের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

কটকের অন্তর্গত কেন্দ্রাপাড়ার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার কে, সি গুপ্ত মুর্শিদাবাদের সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

হাজারিবাগের সহকারী কমিশনর রিস্‌লে সাহেব মানভূমের সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

বনগাঁর সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু হেমচন্দ্র মিত্র ৩ মাস ছুটী পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু তারণচন্দ্র সরকার মেদিনীপুরের অন্তর্গত ঘাটালের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ঘাটালের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রাপাড়ায় বদলী হইলেন।

নওয়াখালীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ বিজ সাহেব দেড় মাস ছুটী লওয়াতে ময়মনসিংহের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার গ্রিবন তৎপদে কার্য্য করিবেন।

বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু অন্নদাপ্রসাদ বসু ২ মাস ছুটী পাইলেন বলিয়া ২১ এ ফেব্রুয়ারির কলিকাতা গেজেটে যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা রহিত হইল।

ফরিদপুরের অন্তর্গত মাদারীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু অম্বিকাচরণ রায় চৌধুরী ২ মাস ২০ দিন ছুটী লওয়াতে বাখরগঞ্জের অন্তর্গত দক্ষিণ সাহাবাজপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ তৎপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। এতন্নিবন্ধন বাবু অন্নদাপ্রসাদ বসু দক্ষিণ সাহাবাজপুরের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

বাঁকুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট জজ বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার শীল ২৩ দিন ছুটী লওয়াতে বীরভূমের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে, হুইটমোর তৎপদে কার্য্য করিবেন।

সুন্দরবনের প্রতিনিধি কমিশনর ই, এফ পার্জ্জিটার সাহেবের প্রতি ২১ এ তারিখে যে আদেশ হয় তাহা রহিত করিয়া তাঁহার উপর চট্টগ্রামের অন্তর্গত নয়াবাদ তালুকের বন্দোবস্ত কার্য্যের ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে।

পাটনার অন্তর্গত বাড়ের প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার টেলার সাহেব ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে ভূমি সংগ্রহার্থ কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

পাবনার অন্তর্গত সেরাজগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বেবোনা জল্‌পাইগুড়ির সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন।

ডেপুটী কালেক্টার বাবু মহানন্দ গুপ্ত উড়িষ্যার কোষ্ট কেনালের জন্য মেদিনীপুর ও বালেশ্বর হইতে ভূমি সংগ্রহ করিবার জন্য ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মেদিনীপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ডবলু, কীডিয়ান বাখরগঞ্জের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় কিছু দিনের জন্য কেন্দ্রাপাড়ায় বদলী হইলেন।

হুগলীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার আর কর্নিশ ৮ মাস ছুটী লইলেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগ।

রাজসাহী বিভাগের স্কুল ইনেস্পেক্টার জি, বেলেট এম. এ. কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যক্ষ টনি সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত তৎপদে কার্য্য করিবেন।

পূর্ব্বাঞ্চলের স্কুল ইনেস্পেক্টার সি, এ, মার্টিন নিজ কার্য্যের সহিত রাজসাহী বিভাগেরও কার্য্য করিবেন।

চট্টগ্রামের স্কুল সমূহের জয়েণ্ট ইনেস্পেক্টার বাবু দীননাথ সেন ঢাকায় বদলী হইলেন।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল ইনেস্পেক্টার গ্যারেট সাহেব ছুটী লওয়াতে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণের পদোন্নতি হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক এ, পেডলার ২ য় শ্রেণী হাবড়ার গবর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের অধ্যাপক পিলিঙ্গাও ২ য় ও বৰ্দ্ধমান বিভাগের সহকারী স্কুল ইনেস্পেক্টার বাবু ব্রহ্মমোহন মল্লিক ৪ র্থ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

সি, এচ টনি সাহেব ছুটী লওয়াতে জি বেলেট ১ ম শ্রেণী প্রেসিডেন্সি বিভাগের সহকারী স্কুল ইনেস্পেক্টার নাস ২ য় ও রাজসাহী কালেজের অধ্যক্ষ ক্লার্ক এডওয়ার্ড ৩ য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষা বিভাগের নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের পদোন্নতি হইয়াছে।

বাবু গিরীশচন্দ্র দে পদত্যাগ করাতে কটকের রাভেন্সা কলেজের অধ্যক্ষ এম, এজার ১ ম শ্রেণী, প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃতাধ্যাপক বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২ য় শ্রেণী, পাবনার ডেপুটী স্কুল ইনিস্পেক্টার বাবু শরৎ চন্দ্র দাস ৩ য় শ্রেণী ত্রিপুরার ডেপুটী স্কুল ইনিস্পেক্টার বাবু বৈদ্যধরদাস ৪ র্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

বাবু হরিদাস ঘোষ পদত্যাগ করাতে রাজসাহী কালেজের অধ্যাপক বাবু হরগোবিন্দ সেন ২ য় শ্রেণী, ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু রতনমণি গুপ্ত ৩ য় শ্রেণী ও গয়া জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু সারদা প্রসাদ গাঙ্গুলি ৪ র্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

কলিকাতা হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১ ম শ্রেণী, প্রেসিডেন্সি বিভাগের সহকারী স্কুল ইনিস্পেক্টার বাবু রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ১ ম শ্রেণী, ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মৌলবী ওবেদুল্লা ২ য় শ্রেণী, পাটনা বিভাগের সহকারী স্কুল ইনিস্পেক্টার টেরি ৩ য় শ্রেণী, ময়মনসিংহের ডেপুটী স্কুল ইনিস্পেক্টার বাবু রাজেন্দ্রকুমার গুহ ৪ র্থ শ্রেণীভুক্ত হইলেন। মুর্শিদাবাদ স্কুলের প্রধান শিক্ষক জি, লরিমার ৩ য় শ্রেণীভুক্ত এবং কলিকাতা মাদ্রাসার ইংরাজী ও পারস্য বিভাগের প্রধান শিক্ষক হইলেন।

কলিকাতা মাদ্রাসার ইংরাজী ও পারস্য বিভাগের প্রধান শিক্ষক বাবু নন্দলাল দাস মুর্শিদাবাদ স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইলেন।

বিচার সংক্রান্ত বিভাগ।

অযোধ্যার এজেণ্ট গবর্ণর জেনেরল এফ, এ উইলসন রাজবাটীতে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ঘাটালের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু তারণ চন্দ্র সরকার ১ ম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত নেত্রকোণার মুন্সেফ বাবু আনন্দ নাথ মজুমদার ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন। ইনি ঐ চৌকীতে বাকী খাজনার মকদ্দমা করিবেন।

দক্ষিণ সাহাবাজপুরের মুন্সেফ বাবু বিপিন চন্দ্র রায় ২৪ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ড হার্বরে বদলী হইলেন।

রঙ্গপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফ বাবু মতিলাল সিংহ বৰ্দ্ধমানের সদর ষ্টেষণে বদলী হইলেন। ইনি ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

যশোহরের অন্তর্গত নড়াইলের সব ডেপুটী কালেক্টার বাবু পূর্ণ চন্দ্র দাস ৩ য় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ওকালতি ও মোক্তারি পরীক্ষক সভার সম্পাদক ই, টি ট্রিবিলিয়ান ৮ ই এপ্রেল হইতে বিনা বেতনে ৯ মাস ছুটী গ্রহণ করাতে ব্যারিষ্টার এচ, টি হাইড তৎপদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

বৰ্দ্ধমান।

বৰ্দ্ধমানের স্বর্গীয় মহারাজ বিনা বেতনে অনাথ বালকদিগের শিক্ষার জন্য কালেজ স্থাপন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। যদি নবীন রাজা অনাথ বালকদিগের রীতিমত অন্ন, পুস্তক ও বাসস্থান দিবার ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে আজ আমরা বৰ্দ্ধমানাধিপকে বঙ্গমুকুটরূপে শিরোভূষণ করিতে পারিতাম। কতকগুলি টাকা দিয়া উপাধি লইলে অধিক সম্মান বৃদ্ধি হয়? না, অশিক্ষিত বঙ্গ-

বাসীকে শিক্ষিত করিলে অধিকতর সম্মান লাভ হয়?

বর্দ্ধমানের সদর ও গলি রাস্তাগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বায়ুর একটু বেগ হইলেই পথিকের চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়। বর্দ্ধমানের অধিবাসিগণ কি মিউনিসিপালিটীকে কর দেয় না। তাই তাঁহাদের এতদূর কষ্টভোগ করিতে হয়?

ষ্টেষণের পূর্ব্বাংশে কাটোয়া যাইবার রাস্তার ধারে বট বৃক্ষে গলায় দড়ি দেওয়া একটী মৃতদেহ টাঙ্গান ছিল। এ ব্যক্তি গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছিল, কি কেহ প্রাণনাশ করিয়া টাঙ্গাইয়া দিয়াছিল, তাহার কোন সটীক সংবাদ আমরা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই।

এ বৎসর এখানে দোলযাত্রা উপলক্ষে বিলক্ষণ আমোদ প্রমোদ হইয়াছিল। দোলে যে টাকা ব্যয় হয়, তাহার অধিকাংশই তামসিক আমোদে ব্যয় হইয়াছে।

এবার বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলার কতক অংশে বিসূচিকা রোগে ভার থার হইল। প্রত্যহই আমরা ১০। ১৫ টী মৃত্যু সংবাদ পাইতেছি।

শান্তিপুর।

পাশ্চাত্য-পলিসীর গুণে ও লার্ড রিপন বাহাদুরের কল্যাণে এপ্রেল মাস হইতে প্রাদেশিক মিউনিসিপালিটীগুলি পুলিসের ব্যয়ভার হইতে মুক্ত হইবে। এজন্য আমাদের স্থানীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার আসলী ইডেন, মিউনিসিপাল কমিশনরগণের নিকট ১৮৮২—৮৩ খ্রীষ্টাব্দের সংশোধিত আয় ব্যয় বিবরণ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। আমাদের মিউনিসিপাল কমিশনরেরা ছোট লাট সাহেবের ঐ হুকুমটী তামিল করণাভিপ্রায়ে বিগত ১৩ ই মার্চ্চ একটী বিশেষ সভা করেন; ঐ সভায় ১৮৮২—৮৩ খ্রীষ্টাব্দের যে সংশোধিত বজেট সম্প্রতি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ব প্রকাশিত বজেট অপেক্ষা প্রয়োজনীয়। বজেটটী এই: —

আয়।

১। গৃহাদির টেক্স	১৩,০০০
২। ঘোড়ার গাড়ীর টেক্স	৬
৩। গরুর গাড়ীর রেজিষ্টারি ফি	৩,০০০
৪। পাউণ্ডের আয়	৬০০
৫। ঘোড়ার গাড়ীর লাইসেন্স	১০০
৬। গাড়োয়ানের লাইসেন্স	১০০
৭। জরিমানা	২১০
৮। বিবিধ আয় স্কুল ফি সমেত	৩০৫০
৯। বিগত বর্ষের বাকি টাকা	৭৫০
মোট	২,০৮১৬

ব্যয়।

১। এষ্টাবলিসমেণ্টের খরচ	২৬৪৮
২। কঞ্জারভেন্সী	১৯১৮
৩। রথ্যা সংস্করণ ও প্রস্তুত করণ	৩৯৪১
৪। নর্দ্দামার কার্য্য	৪০০০
৫। মিউনিসিপাল গৃহ সংস্করণ	২০০
৬। অন্যান্য সাধারণ কার্য্য	১৫০০
৭। পাউণ্ডের খরচ	২২১
৮। দাতব্য চিকিৎসালয়	১০০০
৯। বিদ্যাদান ও শিল্পশিক্ষা	৪৩৪৩
১০। মুদ্রণ কার্য্য	৩২৫
১১। বিবিধ ব্যয়	১৫০
১২। উদ্বৃত্ত	৫৭০
মোট	২০৮১৬

এই ত গেল আমাদের সংশোধিত মিউনিসিপাল বজেটের ১৮৮২—৮৩ খ্রীষ্টাব্দের আয় ব্যয় সংক্রান্ত স্থূল বিবরণ। এতদ্দ্বারা পূর্ব্ব প্রকাশিত বজেট অপেক্ষা সংশোধিত বজেটের আয় ব্যয় বিবরণে ৪.৫৬৬ টাকা বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মিউনিসিপাল কমিশনরেরা বার্ষিক ২০৮১৬ টাকা আয় পাইয়াও সাধারণ হিতকর কার্য্যে প্রত্যাশানুরূপ ব্যয় করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছেন। সংশোধিত বজেটে দাতব্য চিকিৎসালয়ের উৎকর্ষ সাধনের অভিপ্রায়ে কমিশনরেরা বার্ষিক এক হাজার টাকা ব্যয় ধরিয়াছেন। পূর্ব্ব প্রকাশিত বজেটে ঐ সম্বন্ধে বার্ষিক ৬৩৬ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছিল; কিন্তু দাতব্য চিকিৎসালয়ে "ইনডোর পেসেন্ট" প্রথা প্রচলন করণাভিপ্রায়ে এবার ৩৬৪ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি মঞ্জুর করা হইয়াছে। এটী উত্তম কল্প বটে, কিন্তু অকৃত্রিম ঔষধাদি ক্রয় সম্বন্ধে আরও কিছু টাকা ব্যয় করা উচিত ছিল। আপাততঃ যে ৩৬৪ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি মঞ্জুর করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা স্থানীয় দীনদুঃখী লোকের সম্যকরূপ অভাব কখনই বিদূরিত হইবে না। বিদ্যাদান ও শিল্প-শিক্ষা সম্বন্ধে স্কুলের ফি বার্ষিক ৩০০০ টাকা বাদে ১৩৪৩ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং কমিশনরেরা এই এক হাজার তিন শত তেতাল্লিশ টাকার একটী উচ্চ অঙ্গের ইংরাজী স্কুল, একটী মধ্যবিধ বিদ্যালয় এবং কয়েকটী নিম্ন শ্রেণীর পাঠশালা চালাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তাঁহাদের ঐ ইচ্ছা কতদূর সফল হইবে, তাহা ভবিষ্যৎগর্ভে নিহিত। আমাদের বিবেচনায় একটী উচ্চঅঙ্গের ইংরাজি বিদ্যালয় সুচারুরূপে চালাইতে হইলে অন্ততঃ বার্ষিক ১২০০ টাকা ব্যয় করিতে হয়। এই বার শত টাকা বাদে অবশিষ্ট যে ১৪৩ টাকা থাকিল, তদ্দ্বারা একটী মধ্যবিধ ইংরাজি বাঙ্গালা স্কুল ও কয়েকটী নিম্ন শ্রেণীর পাঠশালার ব্যয় নির্ব্বাহ করা সুদূরপরাহত, অতএব বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে আরও কিছু অধিক টাকা ব্যয় মঞ্জুর করাই উচিত ছিল। কারণ গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত ইচ্ছা যে, প্রাদেশিক মিউনিসিপালিটীগুলি স্থানীয় বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে অবস্থানুরূপ অর্থ সাহায্য করেন। আমাদের কমিশনরেরা সংশোধিত বজেটে নর্দ্দামার কার্য্যে ৪০০০ টাকা ব্যয় ধরিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এখানে সামান্য "নয়ানজুলী" ভিন্ন অন্য কোন প্রকার নর্দ্দামা দেখা যায় না। বর্ষাকালের জল ঐ সকল "নয়ানজুলী" দিয়া বহির্গত হয় এবং যেখানে নয়ানজুলী নাই, সেখানে বর্ষার জল লোকের বসতবাটীর প্রাঙ্গণে বসিয়া যায়। অতএব নগরের চতুর্দ্দিকে পাকা নর্দ্দামা প্রস্তুত করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে, কিন্তু উহা প্রস্তুত করিতে অন্যূন লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা উচিত। সামান্য চারি হাজার টাকা ব্যয়ে কমিশনর বাবুরা কিরূপ নর্দ্দামা প্রস্তুত করাইবেন, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। যাহা হউক সংশোধিত বজেটে গরুর গাড়ীর রেজিষ্টারী বাবুদী যে ৩০০০ টাকা আয় ধ। হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে আমরা পরম পরিতুষ্ট হইলাম। কারণ বিগত বৎসরদ্বয় ঐ বাবুদী বার্ষিক দুই হাজার টাকা আয় ধরা হইয়াছিল।

রথ্যা সংস্করণ ও রথ্যা প্রস্তুত করণ সম্বন্ধে সংশোধিত বজেটে বার্ষিক ৩৯৪১ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে, উত্তম। কিন্তু রথ্যা কার্য্যভার যদি "বাস্তুঘুঘুর" হস্তে বিনাস্ত করা হয়, তবেই চক্ষুস্থির আর কি? অতএব ঠিকাদার দ্বারা ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করানই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত।

ঠিকানা।

চাঙ্গড়িপোতা, কলিকাতার দক্ষিণ সোণা-পুর ডাকঘর, জেলা ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি।

আমরা বিনয়সহকারে সাধারণকে জানাইতেছি, যাঁহারা সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা সোমপ্রকাশের পংক্তি গণিয়া বিজ্ঞাপনের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ✓০ আনা; ✓০ আনার ন্যূন আর লওয়া হয় না।

কলিকাতার-এজেণ্ট।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি বাবু সীতানাথ দত্ত ও ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং ৩২ নং কালীঘাট রোড শ্রীপ্যারিনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের অনুরোধক্রমে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের এজেণ্ট হইবেন, স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গ্রাহক মহোদয়গণকে বিনয়সহকারে জানান যাইতেছে, ডাকযোগে সোমপ্রকাশ ও কল্পদ্রুমের মূল্য পাঠাইবার যাঁহাদের অসুবিধা ও কলিকাতায় ও ভবানীপুরে পাঠাইবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা উপরি উক্ত স্থানে টাকা দিয়া উঁহাদের নিকট হইতে রসিদ লইবেন।

কল্পদ্রুম চতুর্থ ভাগ পঞ্চম সংখ্যা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগের পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে জগতের আদিম মানব-জাতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রের জ্যোতিষ, পরমাণুক ও দ্ব্যণুক তত্ত্ব, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, সখের দোলযাত্রা, মনুসংহিতা, পত্র দ্বারা রস শোষণ, সাংখ্যদর্শন, নিরাশ-হৃদয়, বৈজ্ঞানিক কৌতুক, পাদপূরণ, এই ১০ টী বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ডিমাই আটপেজি কর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা ভাল কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ৫ পাঁচ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ সোণাপুর ডাকঘরে সোমপ্রকাশ কার্য্যসম্পাদকের নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। অগ্রিম মূল্য না পাইলে কাহারও নিকট কল্পদ্রুম প্রেরিত হয় না।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধালয়।

১৪০ নং মাণিকতলাষ্ট্রীট সিমলা কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ সম্মত সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ ধাতু ঘটিত ঔষধ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

নবীন অবলেহ।

এই ঔষধ দ্বারা নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার আমাশয়, আমরক্ত, গ্রহণী, অম্লগ্রহণী, সূতিকাগ্রহণী, এবং তৎসংযুক্ত জ্বর বা রক্তাতিসার শোথ যে কোন উপসর্গ থাকুক ৩ দিবস এই মহৌষধ সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। ইহা নির্ব্বিঘ্নে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন।—

কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত ডাক্তারগণ এই ঔষধের আশু উপকারিতা দর্শনে আপন আপন রোগীদিগকে ব্যবহার করাইতেছেন।

এক শিশির মূল্য ২, । প্যাকিং ৵০।

চন্দনাসব।

(সকল প্রকার মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।)

এই মহৌষধ এক সপ্তাহ সেবন করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার নূতন এবং পুরাতন মেহ আরোগ্য হয়। প্রস্রাবকালীন জ্বালা বা প্রস্রাবের সহিত সপূয ধাতু নির্গত হইলে তিন মাত্রা এই ঔষধ সেবনে তাহার আশু শান্তি হইবে। এতদ্ভিন্ন শ্বেত-প্রদর ও মূত্রকৃচ্ছ্র স্বপ্নদোষ এবং তৎসংক্রান্ত জ্বর, শোণিতস্রাব এবং প্রস্রাব সাদা খড়ির ন্যায় ঘোলা, এই ঔষধ দ্বারা অতি সত্বরে আরোগ্য হয়, এবং এই সকল রোগজনিত মস্তিষ্কের হীনবল, হস্ত পদাদির জ্বালা, গাত্রের রুক্ষতা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য থাকিলে, তাহাও ক্রমশঃ রোগের সহিত অন্তর্দ্ধান হয়। এ পর্য্যন্ত যে সকল মহোদয় এই মহৌষধ ব্যবহার করিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। ঔষধ সেবনের নিয়ম ও পথ্যাপথ্য শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

৪ দিবস ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ২ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

চিকুরবিলাস।

এই সুগন্ধ বিশিষ্ট তৈল ব্যবহারে কেশহীনতা (টাক) ও অকাল পক্কতা দূর হইয়া কেশ পরিবর্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয়, এবং মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ আরোগ্য ও মস্তিষ্ক সুশীতল হয়।

এক শিশির মূল্য ১ এক টাকা প্যাকিং ৵০ আনা।

অনঙ্গমঞ্জরী তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথাভার, মাথাঝনঝনানি, আদকপালে মাথাব্যথা, মস্তিষ্কহীনতা, চক্ষে জলপড়া, মাথা কামড়ান, শিরঃপীড়া ঘাড় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সেটেধরা ও সড়সড়ানি এবং কর্ণে পুঁজপড়া প্রভৃতি মস্তকের সমস্ত রোগ ও সমস্ত যন্ত্রণা দূর করিয়া স্বাভাবিক ভাব অবলম্বন করে, এবং চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়, দেহের পুষ্টিসাধন করে ও বমনাদি নিবারিত হইয়া শরীরের বল বৃদ্ধি করে, এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হয়।

এক শিশির মূল্য ১ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

সুবাহু ঘৃত।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঘৃত গর্ভস্থ জরায়ুর উপর ক্রিয়া দর্শাইয়া জরায়ুর সমস্ত রোগকে নষ্ট করে। বিশেষতঃ শ্বেত প্রদর ও রক্ত প্রদর, বাধক বেদনা, বন্ধ্যা দোষ, অকালে অধিক পরিমাণে শোণিতস্রাব এবং গর্ভদোষ জন্য প্রসূত সন্তানের অকাল মৃত্যু ও অকালে গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগ সকল এই সুসিদ্ধ ঘৃত সেবনে সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে।

এক পোয়ার মূল্য ৫ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা।

অমৃতাসব।

(সকল প্রকার কাশরোগের বিশেষ ঔষধ।)

সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সর্দ্দি,কাশী এবং তৎসংক্রান্ত বক্ষোবেদনা, পার্শ্বশূল, অতিঘর্ম্ম, জ্বর, শ্বাসকষ্ট (অর্থাৎ বায়ুনালিতে শ্লেষ্মা আবদ্ধ হইয়া অবিরামিক শ্বাস-প্রশ্বাস) হাঁপানি প্রভৃতি উপসর্গ সকলের সত্বর শান্তি হইয়া রোগকে সমূলে নষ্ট করিয়া থাকে।

এক শিশির মূল্য ১৷০। প্যাকিং ৵০ আনা।

এই ঔষধালয়ে মূল্য নিরূপণ পত্রিকা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। পত্র দ্বারা জানাইলেই প্রাপ্ত হইবেন। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাপত্র ঔষধের সহিত পাইবেন।

—:০:—

রোগাঙ্কুশ।

৺ শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যটন কালীন জনৈক উদাসীন মহাপুরুষ হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

এই অশ্চর্য্য দুষ্প্রাপ্য ঔষধ সেবন করিলে শুক্র বৃদ্ধির বিশেষ প্রাবল্য হয় ও সর্ব্ব প্রকার উদরাময়, অজীর্ণ, অরুচি, দৌর্ব্বল্য, মৃতবৎসা দোষ ও স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সন্তান উৎপাদিকাশক্তিহীনতা রোগ প্রভৃতি অল্প দিবসেই আরোগ্য হয়। এবং প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে তিন দিবসেই শুক্র বৃদ্ধি ও ক্ষুধার প্রাবল্য হয়। এই ঔষধের আর এক ক্ষমতা এই যে নিত্য সেবন করিলে বার্দ্ধক্যে যৌবনভাব জানা যায়। জ্বর সত্বে সেবনীয় নহে। ব্যবহারের নিয়ম ও ব্যবস্থা পত্র ঔষধের সহিত পাঠান যায়। মূল্য ডাক মাসুল সহিত ২ টাকা। বেয়ারিং পত্র গৃহীত হয় না

শ্রীবাণীচন্দ্র সেন গুপ্ত।

দশাশ্বমেধ বেনারস।

বাটী বিক্রয়।

"বালিগঞ্জের ষ্টেষণের নিকট কসবা গ্রামে আমার একটী একতালা পাকাবাটী (গৃহস্থের উত্তম বাসোপযোগী) মায় বিস্তর বাঁধাঘাট পুষ্করিণী এবং বাগান, সমুদয়েতে তিন বিঘা আট কাঠা জমি আমি বিক্রয় করিব। শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গবর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার্স আফিস, কলিকাতা কেল্লা, কিম্বা নং ১৮ রামমোহন দত্তের গলী ভবানীপুর চক্রবেড়।"

পারারোগারোগ্য সমাচার।

"শিবাক্ষয়-ঘৃত শরীরস্থ পারা নাশকের অব্যর্থ মহৌষধ কি না, তাহা এই নিম্নের আরোগ্য সমাচার পত্রের দ্বারা বিবেচিত হইবে।

"শ্রীযুক্ত বাবু কে, সি, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আপনার আবিষ্কৃত "শিবাক্ষয় ঘৃত আমার ভাগ্নেয় ও ভ্রাতুষ্পুত্রের পারা-রোগে ব্যবহারে আশ্চর্য্য আরোগ্য দেখিয়া, ইহা যে শরীরস্থ পারা নাশক অব্যর্থ মহৌষধ আমি এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি জানিবেন ইতি তাং ১৪ ই ফাল্গুন সন ১২৮৮ সাল শ্রীমাধবচন্দ্র দাঁ। ঠিকানা, সুরের বাজার, বাগবাজার কলিকাতা।

মহাশয়! দুই বৎসর অতীত হইল আমি আপনার শিবাক্ষয় ঘৃত ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। রোগী এই ঘৃত ব্যবহারে আরোগ্য হইয়া এই দীর্ঘ কাল স্বচ্ছন্দ শরীরে কালাতিপাত করিয়া আসিতেছেন, আর যখন এতাবৎকাল মধ্যে তাঁহার গাত্রে পারা-রোগের চিহ্ন কিছুই প্রকাশ হয় নাই, তখন ইহা যে পারানাশকের অদ্বিতীয় মহৌষধ তাহাতে আমাদিগের অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইতি তাং ১০ই ফাল্গুন সন ১২৮৮। শ্রী অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ঠিকানা, মান্যবর সার ৺ প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহোদয়ের ষ্টেটের খাতাঞ্জি। পাথুরিয়াঘাটা কলিকাতা।

উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা

অদ্ভুত রচনা।—মাসিক পত্র।

মাসিক মূল্য মায় ডাকখরচ ১৮/০ আনা মাত্র।

কার্য্যসম্পাদক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ।

(কলিকাতা নর্থ সুবার্ব্বন টাউন ২ নং কার্য্যালয়)

চন্দ্র-চূড়রস।

অস্মো চন্দ্রচূড় রসো প্রমেহবারি বনাশকঃ।

[illegible] মুদ্রিতেন ন ভেষজো মুদ্রিতং বিনা।

এই ঔষধটী যুক্তিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার প্রমেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্য আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হয়। ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা ঔষধসহ ব্যবস্থাপত্র পাওয়া যায়।

গ্রহণী রোগের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ২৷৷০ টাকা। পুরাতন জ্বর অথবা প্লীহাযুক্ত জ্বরের ঔষধ ২১ দিবসের মূল্য ৩ টাকা।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর ঔষধ অর্থাৎ যাহাদিগের মল পরিষ্কার না হইয়া নানা প্রকার রোগ জন্মায় ২১ দিবসের মূল্য ২।০ টাকা।

ভাল রস সিন্দুর ১ তোলা ৪ টাকা।

এই কয়েকটী ঔষধ লিখিত মূল্যের ন্যূন বিক্রেয় নহে এবং অগ্রে মূল্য দিতে হয়।

শ্রীশশিমোহন সেন কবিরাজ।

কাশী, কাকিনিয়ার ছত্র অথবা গণেশ মহল্লা।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি।

সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীট ১৮৯ নং ভবনে থাকিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় গত ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ ম্যালেরিয়া জ্বর, শিশুর পীড়া, স্ত্রীলোকদের পীড়া ঝটিতি আরোগ্য ও প্রসব ইত্যাদি নির্ব্বিঘ্নে করাইয়া সাধারণকে বিশেষ উপকৃত করিতেছেন।

জল-কোরণ্ড, মাংস-কোরণ্ড, ও মূত্রশিলা (বা পাথরী) রোগ প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা রোগীর গৃহে বসিয়া করেন।

প্রসব সচরাচর সহজে করাইয়া থাকেন। তাঁহার কৃত ধাত্রীবিদ্যা, শিশু ও স্ত্রীজাতির পীড়া চিকিৎসার পুস্তক একত্র বাঁধান ৫ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়।

নূতন জ্বর, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, আমাশয়, গ্রহণী, ওলাউঠা, কাশ ও নূতন রক্তোৎকাশ প্রভৃতি পীড়ার তাঁহার কৃত অব্যর্থ পেটেণ্ট ঔষধ জ্ঞানেন্দ্র ব্রাদার এণ্ড কোং শুদ্ধবান হইয়া ঐ স্থানে বিক্রী করিতেছেন। প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা মাত্র।

জ্বরনাশক সিঙ্কোনা।

গবর্ণমেণ্টের এই সিঙ্কোনা কুইনাইনের ন্যায় উপকারী। কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতারা ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রাপ্তব্য। ৪ আউন্স ৬, ৮ আউন্স ১১, ১৬ আউন্স শিশি ২০৸০ আনা। নগদ মূল্যে বিক্রীত, ডাক মাস্থল স্বতন্ত্র দিতে হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এ সপ্তাহে সোমপ্রকাশের মূল্য প্রেরণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—জুনিয়াদহ	১০
" " শ্যামাচরণ সিংহ—যশোহর	৭
" " কৃষ্ণপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—ভাগলপুর	৭
" " লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ দেও—চাঁইবাসা	৭
" " ভুবনমোহন সাহা—জঙ্গিপুর	৭
" " বীরেশ্বর সরকার—ভাগলপুর	৭
" অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি—বর্দ্ধমান	১০
" ডবলিউ, ই, কেগ স্কোয়ার সিরাজগঞ্জ	৭
" মফিজুদ্দিন মণ্ডল—বসিরহাট	৫

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে সোমপ্রকাশ কাহারই নিকট প্রেরণ করা যায় না।

সমর্থপক্ষে ইহার অগ্রিম মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা অসমর্থ পক্ষে ডাকমাশুল সমেত ৭ টাকা। অসমর্থ পক্ষে মাসিক ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিকের নিয়ম নাই।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরিত হয় না। যাঁহারা সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া কলিকাতার দক্ষিণ সোনাপুর ডাকঘরে কার্য্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর নামে নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যাঁহারা মাস্থল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /০ এক আনা দিতে হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ডাক হইয়া চাঙ্গড়িপোতা কল্পদ্রুম যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ।

২৬ শ ভাগ। "সর্ব্বলতা প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাং"। সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মাসুল সমেত ১০ টাকা। মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। | ১২৮৮ সাল। ২৯ এ চৈত্র। ইং ১৮৮২। ১০ ই এপ্রেল। | অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫॥০, অসমর্থ পক্ষে মাসুল সমেত বার্ষিক ৭ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহাদের এই আরক কিছু দিন সেবন করা অতি আবশ্যক। ইহা শালসা ও কড্‌লিবর অয়েল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ঔষধ সেবনের ব্যবস্থাদি শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা শ্রীহরিদাস দে
১১ নং দুর্গাচরণ পিতুড়ির গলি, বহুবাজার,
কলিকাতা।

প্রেরিতপত্র

সেলামাবাদ রেলওয়েতে গবর্ণমেণ্টের
প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?

বৈদ্যবাটী কিম্বা সেওড়াফুলি হইতে একটী শাখা রেলওয়ে বহির্গত হইয়া সেলামাবাদ পর্য্যন্ত যাইবার গবর্ণমেণ্টের সঙ্কল্প হয়। তৎপরে বিচক্ষণ গবর্ণমেণ্ট বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, এবং কতকগুলি স্বদেশহিতৈষী মহোদয়ও দেখাইয়া দিলেন বৈদ্যবাটী কিম্বা সেওড়াফুলি হইতে শাখা রেলওয়েটী খুলিলে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কিছুই লাভ হইবে না। কিন্তু এই রেলওয়ে যদি হাবড়া হইতে কতকগুলি প্রসিদ্ধ গ্রামের মধ্য দিয়া খোলা হয়, তাহা হইলে বৈদ্যবাটী হইতে খুলিলে যত আয় হইত, হাবড়া হইতে খুলিলে তাহার অপেক্ষা চতুর্গুণ আয় বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহারা আরও একটী বিশেষ কারণ দেখাইলেন, বৈদ্যবাটী কিম্বা সেওড়াফুলি হইতে সেলামাবাদ প্রায় ৩০। ৩৫ মাইল; কিন্তু হাবড়া হইতে সেলামাবাদ ৪০ মাইলের অধিক দূর নহে। যদি বৈদ্যবাটী হইতে রেলওয়ে খোলা হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে কত বাধা অতিক্রম করিয়া ও কত অর্থ ব্যয় করিয়া রাস্তা এবং পুল প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহাদের সম্মুখেই যে বহু বিস্তৃত সুদীর্ঘ ডানকুনির মাঠ রহিয়াছে, তাহার উপর দিয়া রেলওয়েটী [illegible] এই মাঠের মধ্য দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার বিশেষ সংস্কার না করিলে এবং কোন নদের পুলের ন্যায় এক একটী পুল প্রস্তুত না করিলে কখনই উহার উপর দিয়া রেলওয়ে প্রস্তুত হইতে পারে না। ঐরূপ সুদীর্ঘ রাস্তা এবং পুলের সৃষ্টি করিতে গেলে গবর্ণমেণ্টের ২৬ লক্ষ মুদ্রাই নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। যদি ভবিষ্যতে উহার উপর গবর্ণমেণ্টের এরূপ আশা থাকিত যে, ইহার আয়ের দ্বারা [illegible] পূরণ হইবে, তাহা হইলে অবশ্যই বৈদ্যবাটী কিম্বা সেওড়াফুলি হইতে রেলওয়ে প্রস্তুত করিতে গবর্ণমেণ্ট স্বীকৃত হইতেন। গবর্ণমেণ্ট এই সকল অসুবিধা দর্শন করিয়া স্বীকৃত না হওয়াতে কতকগুলি স্বদেশহিতৈষী মহোদয় একত্র হইয়া যাহাতে হাবড়া হইতে সাঁতরাগাছি, কোণা, ডোমজুড়, ঝাঁপড়দহ, মাকড়দহ, বননপাড়া, আন্দুল, বলুহাটী, গরলগাছা, বরিজহাটী, চণ্ডীতলা, জনাই, বাক্সা, মশাট, শিয়াখালা, গোপালপুর, হরিপাল, কৈকালা, বালগোড় ও তারকেশ্বর ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গ্রাম সমূহের মধ্য দিয়া রেলওয়ে হইলে গবর্ণমেণ্টের যে বিশেষ আয় হইবে এবং অতি অল্প ব্যয়েই রাস্তা প্রস্তুত হইয়া যাইবে, তাহা দেখাইয়া দিয়া লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট এক আবেদন করা হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট এই আবেদনের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন। জনৈক প্রতিবাদক মহাশয় ১১ ই চৈত্রের সোমপ্রকাশে কতকগুলি অযৌক্তিক বাক্য প্রয়োগ করিয়া গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনীয় বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রতিবাদক মহাশয়ের যুক্তিগুলি যে অসার আমি ক্রমে তাহা দেখাইয়া দিতেছি। প্রতিবাদক মহাশয় কহিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট যে উদ্দেশে ষ্টেট রেলওয়ে সকলের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তারকেশ্বর, জনাই প্রভৃতি স্থান সমূহের মধ্য দিয়া তাহা করিলে কোনক্রমেই তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে না। আর ৪০ মাইল রাস্তা প্রস্তুত করিতে আনুমানিক যে [illegible] লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে, জনাই এবং তারকেশ্বরের রাস্তা প্রস্তুত করা দূরে থাক, এক ডানকুনির ময়দানে রাস্তা ও পুল বাঁধিতে ২৬ লক্ষের চতুর্থাংশ টাকা ব্যয় হইয়া গেলে, গবর্ণমেণ্ট অবশিষ্ট টাকা লইয়া কি প্রকারে সমুদায় রাস্তা প্রস্তুত করিবেন? এখন প্রতিবাদক মহাশয়ের এই দুই অসার যুক্তির [illegible] দেখাইয়া দেওয়া যাউক,—

১ম। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, সাঁতরাগাছি, কোণা, ঝাঁপড়দহ, মাকড়দহ, বননপাড়া, আন্দুল, বলুহাটী, গরলগাছা, বরিজহাটী, চণ্ডীতলা, জনাই বাক্সা, মশাট, শিয়াখালা, বন্দীপুর, গোপালপুর, হরিপাল ইত্যাদি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামসমূহে কত কৃতবিদ্য ভদ্র লোকের বাসস্থান? এমন কি আমরা নিশ্চয়ই বলিতে পারি, উপরিউক্ত গ্রাম প্রত্যেক গ্রামে ৪। ৫ শত করিয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির বাস এবং এই সকল জাতির একমাত্র চাকরিই অবলম্বন; তাঁহাদের অধিকাংশই [illegible] কলিকাতায় কর্ম্ম করিয়া থাকেন; যদি উক্ত গ্রাম সমূহের মধ্য দিয়া রেলওয়ে হয়, তাহা হইলে যাঁহারা কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই বাটী হইতে ডেলি প্যাসেঞ্জার হইয়া প্রত্যহ গমনাগমন করিতে পারেন। যদি ৪। ৫ শত লোক ডেলি প্যাসেঞ্জার হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের কত আয় দাঁড়াইতে পারে? বৈদ্যবাটী হইতে রেলওয়ে হইলে এই আয় হইতে গবর্ণমেণ্টকে বঞ্চিত হইতে হইবে। সিঙ্গুর, নালিকুল, গোবিন্দপুর, বালগোড়ে কৈকালা হইতে কিছু ডেলিপ্যাসেঞ্জার হইবে না এবং হইবার লোকও নাই।

দ্বিতীয়, প্রতিবাদক মহাশয় কহিয়াছেন, সিঙ্গুরের মধ্য দিয়া যে রাজপথ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়াছে, তাহাতে অন্যূন দুই শত বা ততোধিক ঘোড়ার গাড়ি, পাঁচ ছয় শত গরুর গাড়ি, এবং সহস্র সহস্র মনুষ্য প্রত্যহ যাতায়াত করিতেছে; কিন্তু তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, হাবড়া হইতে যে দুটী বৃহৎ রাস্তা বহির্গত হইয়া একটী সালিকার মধ্য দিয়া চণ্ডীতলা জনাই প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রাম সকলের মধ্য দিয়া বরাবর পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া এক বারে কাশীর রাজপথের সহিত মিলিত হইয়াছে, এই রাজপথে ঘোড়ার গাড়ি এবং গোরুর গাড়ির অভাব কি? এই রাস্তা দিয়া প্রত্যহ তিন চারি শত ঘোড়ার ও অসংখ্য গোরুর গাড়ি যাতায়াত করিতেছে এবং আর একটী যে রাজপথ হাবড়া হইতে বাহির হইয়া বেঁটরা, সাঁতরাগাছি, ডোমজুড় ঝাঁপড়দহ, জগৎবল্লভপুর প্রভৃতির মধ্য দিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে, তাহাতে পথিক ও গাড়ির কি অপ্রতুল আছে? প্রতিবাদক মহাশয় বোধ হয় কখন এই দুই রাজপথ দিয়া কোন স্থানে গমন করেন নাই। তিনি না জানিয়া শুনিয়া কতকগুলি ভ্রান্তিসঙ্কুল বাক্য প্রয়োগ করিয়া স্বপক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তবে আপনি যদি এক বার ডোমজুড়ের থানার কাছে এবং সালিকা রাজপথের মধ্যে গাবতলায় যে ঘোড়ার গাড়ির আড্ডা আছে, তাহা স্বচক্ষে দর্শন করেন, তাহা হইলে আমাদের এই প্রস্তাবের সার্থকতা আছে কি না তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারেন। [illegible] হইতে রেলওয়ে হইয়া সেলামাবাদ পর্য্যন্ত [illegible]। আর একটী কথা প্রতিবাদক মহাশয় বলেন, যদি বৈদ্যবাটী হইতে রেলওয়ে পথটী খোলা না হইয়া হাবড়া হইতে খোলা হয়, তাহা হইলে এই রেলওয়েটী অবশেষে মাতলা রেলওয়ের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইবে। বোধ হয়, প্রতিবাদক মহাশয়ের আশা ভগ্ন হওয়াতে মনোদুঃখে এই অভিশাপ দিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমান সময়ে মাতলা রেলওয়ের উন্নতির অবস্থা না জানিয়া দুর্ব্বাসার ন্যায় ক্রোধগ্রস্ত হইয়াছেন। উপসংহারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি সিঙ্গুরের রাস্তা দিয়া যে খড়ের গাড়ি, কলার গাড়ি, আলুর মোট, বেগুনের বাজরা যায় এবং কেহ কেহ বা আনারসের বাজরা, কুমড়ার বাজরা,

আমের ঝুড়ি মস্তকে করিয়া বৈদ্যবাটীর হাটে বিক্রয় করিতে আইসে, তাহারা কি নিজ পয়সা দিয়া রেলওয়ে করিয়া বৈদ্যবাটীর হাট করিতে আসিবে ?

২১ চৈত্র } একান্ত বশম্বদ
কলিকাতা। } শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ
বহুবাজার।

মনের ব্যথা।

মহাশয়, আপনার " দেওয়ানী আদালতের শ্রীবৃদ্ধি কি পূর্ণতা লাভ করিয়াছে " ইত্যাদি নামধেয় প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আমি যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি। এণ্ট্রেন্স, এল এ, বি এ, এম এ ও বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুই তিন বৎসর জজ আদালতে ওকালতী করিয়াও যে, কোন ব্যক্তি মুন্সেফী পদের উপযুক্ত নহেন, ইহা শুনিলে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। তবে কি ইংরাজি সাহিত্য—ইংরাজি বিজ্ঞানের কোন গুণ নাই? ইহা কি যে কোন অজ্ঞ ব্যক্তিকে বিজ্ঞ করিতে পারে না? বঙ্গীয় বালক পাঁচ বৎসরের সময় ক খ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে ১৬। ১৭ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জজ আদালতে ওকালতী করিতে বহির্গত হইলেন। পৃথিবী কাহাকে বলে তিনি কিছুই জানেন না। শঠতা চাপল্য তাঁহার আয়ত্ত নহে। শামের পাগড়ি মাথায় দিয়া একবার করিয়া আদালতে যান আবার ফিরিয়া আসেন। মওক্কেল জোটে না, তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয়ও হয় না। কাজেকাজেই তাঁহাকে লোকে ভেবা গঙ্গারাম বলিয়া জানিল, জজ মহোদয়ও তাঁহাকে চিনিলেন না। কিন্তু একবার তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দাও, তাঁহার গুণ নিতে পারিবে। মুন্সেফী করিতে দাও, তাঁহার ...োর পরিচয় পাইবে। আপনি যদি জজের উপর নির্ভর করিতে চান, তাহা হইলে বাস্তবিক অনেক গুণী ব্যক্তি মারা যাইবে। আবার ভাল উকীল হইলেই যে ভাল মুন্সেফ হইবে এরূপ মতের পোষকতা করা আপনার মত বিজ্ঞ সম্পাদকের ভাল দেখায় না। অনেকে মোক্তার হস্তগত করিয়া উকীল হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিক কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ করাইয়া দেখুন, দেখিতে পাইবেন অনেক ভাল উকীল অপেক্ষা মুন্সেফের মত কার্য্য করিবেন। অতএব ভাল ভাল উকীলদিগের মধ্য হইতে মুন্সেফ বাছিয়া লইলে দেওয়ানী আদালতগুলির শ্রীবৃদ্ধি পূর্ণতা লাভ করিবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। আর যে জজের উপর যোগ্যাযোগ্য নির্ব্বাচন করিবার ভার অর্পণ করিতেছেন তাহাতেও অনেক গণ্ডগোল হইবার সম্ভাবনা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একবার ডেপুটী শ্রেণীর উপর নয়নপাত করুন। ডেপুটী বাবুদিগের মধ্যে (দুই একটী ব্যতীত) তেমন খুব ভাল লোক নাই কেন?—নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া। রমেশ বাবু সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব, কিন্তু বিদ্যা এণ্ট্রেন্স পর্য্যন্ত—ডেপুটী হইলেন, আর উপযুক্ত উপযুক্ত এম এ, বি এল, সকল স্ব স্ব গুণোপযোগী চাকুরীর অভাবে অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছেন। এখন যেরূপ ডেপুটী শ্রেণীর মধ্যে গুণিগণের অভাব, শুদ্ধ জজের উপর নির্ভর করিলে মুন্সেফদিগের মধ্যে সেইরূপ ঘটিবে। যিনি জজের মন যোগাইবেন, তিনি মুন্সেফী পদের উপযুক্ত হইবেন আর উপযুক্ত ব্যক্তিগণ তোষামোদের অভাবে মারা যাইবেন। যথার্থ গুণের অনাদর হইবে মন যোগানের মূল্য বর্দ্ধিত হইবে।

আপনার আর একটী কথা আমাদের নিতান্ত ভাল লাগিল না। " যিনি (যে মুন্সেফ) নিয়মিত কালের মধ্যে পদোন্নতি করিতে সমর্থ না হইবেন, তিনি পদচ্যুত হইবেন। " উঃ কি ভয়ানক !! আপনার কি বিশ্বাস যে পদোন্নতি গুণপরিচায়ক? এরূপ বিশ্বাস কতদূর যুক্তিসঙ্গত জানি না। তবে কি আমরা বুঝিব—যিনি যত অধিক মাহিনা পান তিনি তত অধিক বিদ্বান গুণবান ও বুদ্ধিমান? পৃথিবীতে প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে আমরা কি সর্ব্বদা গুণের পূজা দেখিতে পাই? বোধ হয় না। বরং আমাদিগের বিশ্বাস অধিকাংশ ব্যক্তি চাতুর্য্যের বলে মনযোগানের গুণে পদোন্নতি লাভ করিয়া থাকেন, আর প্রকৃত গুণি লোকও তোষামুদি করিতে না পারিয়া উচ্চপদ লাভ করিতে পারেন না।

আমাদিগের যাহা বক্তব্য বলা হইল। যদি ভ্রমে পতিত হইয়া থাকি, আশা করি, বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় আমাদিগের ভ্রম সংশোধন করিয়া চিরবাধিত (১) করিবেন।

কলিকাতা } আপনার অনুগত
২৩ এ চৈত্র } জনৈক সত্যবাদী।

(১) বোধ হয়, দেওয়ানী আদালত সংক্রান্ত প্রস্তাবে আমাদের মনের ভাব ব্যক্ত হয় নাই, তাহাতেই পত্রপ্রেরক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমাদের অভিপ্রেত এই, বুদ্ধিমান কার্য্যচতুর আইনজ্ঞ লোক দেখিয়া মুন্সেফী পদে নিয়োজিত করা হয়। নির্ব্বোধ ব্যক্তির বিচারপতিত্ব অনেক স্থলে নিতান্ত বিড়ম্বনার বিষয়। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, নির্ব্বোধ বিচারপতিরা উকীল মোক্তার ও অর্থি প্রত্যর্থিগণের নিকট নিয়ত উপহাসিত হইয়া থাকেন। তাঁহাতে নিয়োজক রাজপুরুষগণের ও নিয়োগ পদ্ধতি এবং বিচার পদ্ধতির অবমাননা হয়। পত্রপ্রেরক বিচার কার্য্য কি সহজ মনে করেন? বিচারকালে অনেক সময়ে এরূপ জটিল তর্ক বিতর্কের উত্থান হয় যে নির্ব্বোধ বিচারপতিরা তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন না; একে আর করিয়া ফেলেন। নির্ব্বোধ বিচারপতিরা চতুর মিথ্যাবাদির মিথ্যা কথা ও সরল সত্যবাদির খাঁটী কথা ভঙ্গী বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহাদের জন্মান্ধের মনে সকলই কূটময় বোধ হয়। সুতরাং তাঁহারা সুবিচার করিয়া উঠিতে পারেন না। বি এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই কি সকলে কার্য্যক্ষম হয়? পত্রপ্রেরক কি পাণ্ডিত্য মূর্খে ... জানেন নাই? বি এল, পরীক্ষোত্তীর্ণ দলে অনেক পাণ্ডিত মূর্খ আছেন। ঐ দলে এরূপ নির্ব্বোধ আছেন যে তাঁহাদের সামান্য জ্ঞান নাই দেখিলে অনুভূতি হয় না। ঐ সকল ব্যক্তি কোন দেশে মুন্সেফী পদ না পান, এই আমাদের ... স্কুলে পড়িলেই সকলে বিদ্বান ও কাজের লোক হয় না। ... চাণক্য কহিয়াছেন," বিতর্তি গুণঃ শাস্ত্রে বিদ্যা যথা ... রুতে " কিন্তু ফলাংশে উভয়ের মহ বৈলক্ষণ্য হয়। সো—স

সন্দেহ!!!

মহাশয়! বাচস্পতিপ্রতিম শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সঙ্কলিত শব্দস্তোম মহানিধি নামধেয় অভিধানের কতিপয় শব্দসাধন সন্দর্শনে সাতিশয় সংশয়াক্রান্তস্বান্ত হইয়া তত্তৎ শব্দ উদ্ধৃত করিলাম। ভরসা করি, উক্ত মহোদয় সন্দেহ নিরাস করিবেন। " মৃগয়ু, মৃগ × অস্ত্যর্থে যু "। পাণিনি ব্যাকরণে মৃগ শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে যু প্রত্যয়ের সূত্র লক্ষিত হইল না। প্রত্যুত, সিদ্ধান্ত কৌমুদীকার প্রভৃতি অন্য প্রকারে সাধিয়াছেন। যথা " মৃগয়াদয়শ্চ " (উণাদি সূত্র) ইহার অর্থ এই, মৃগয়ু প্রভৃতি কতিপয় শব্দ কুপ্রত্যয়ান্ত করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হয়। কর্ত্তৃবাচ্য মৃগং যাতীতি মৃগয়ু র্ব্যাধঃ "। মৃগপদ পূর্ব্বক যাধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে কুপ্রত্যয়, (কুর কইৎ যাইয়া উকার মাত্র থাকে) অনন্তর " আতো লোপ ইটিচ " ৬। ৪ ৬৪ এই পাঃ সূত্রের দ্বারা আকার লোপ। (সিদ্ধান্তকৌমুদী) এবং " মৃগয়ুমিব মৃগোহথ দক্ষিণেশ্বঃ " ভট্টি ৪। ৪৪। অত্র মৃগং যাতীতি মৃগয়ুর্নিপাতনাদিতি ভরতঃ। মৃগান্ যাতীতি মৃগয়ুঃ মৃগয়াদয়শ্চেত্যৌণাদিক কুপ্রত্যয়ান্ত ইতি প্রামাণিক জয়মঙ্গলশ্চ। " মৃগান্ বিনিঘ্নন্ মৃগয়ুঃ স্বহেতুনা " ভারবি ১৪। ১৫ " শয়ালুর্ম্মৃগয়ুর্ম্মৃগান্ " মাঘ ২। ৮০ উভয়ত্র মৃগান্ যাতীতি মৃগয়ুর্ব্যাধঃ মৃগয়াদয়শ্চেত্যৌণাদিক কুপ্রত্যয়ান্তো নিপাত ইতি মহামহোপাধ্যায় মল্লিনাথঃ।

বৃহস্পতি " বৃহত্যাঃ পতিঃ "। অতি প্রামাণিক পণ্ডিতগণ ইহার বিপরীতে ব্যুৎপত্তি করিয়া বৃহস্পতি সিদ্ধ করিয়াছেন। যথা " তদ্বৃহতোঃ করপত্যোশ্চৌর দেবতয়োঃ সুট্ তলোপশ্চ " এটী বার্ত্তিক সূত্র, ইহার অর্থ, চৌর ও দেবতা বুঝিতে তদ্ শব্দ ও বৃহৎ শব্দের (স্থানে সুট্ ও) দ স্থানে ত ও ত লোপ হয় এবং কর ও পতি শব্দের পরে সুট্ হয়। সুটের উ, ও, ট, ইত যাইয়া স মাত্র থাকে। বৃহতো বাক্ সমূহস্য পতিঃ বৃহস্পতিরিতি শব্দেন্দুশেখরঃ (সিদ্ধান্ত-

তাঁহাকে অভিনন্দন করিতেছি, তিনি ইংলণ্ডে গিয়া সুখী হউন, তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কার্য্যের নিমিত্ত বঙ্গদেশ কিয়ৎপরিমাণে, তাঁহার নিকট ঋণী আছে। আমরা শিষ্টাচারিতার অনুরোধে এই সুখসম্ভাষণ করিতেছি, তিনি স্বদেশে প্রতিগত হইয়া দীর্ঘ আয়ু লাভ করুন। যে সমস্ত কাজে তাঁহার নামে কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে, ইংলণ্ডে গিয়া ভারতের উপকার করুন, তাঁহার সেই কলঙ্ক ধৌত হইয়া যাইবে। আজ তাঁহাকে আমরা প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিতে পারিলাম না, এটি সামান্য ক্ষোভের বিষয় নহে। তিনি লর্ড লিটন এবং সার জন ষ্ট্রাচির ন্যায় মলিন বেশে এদেশ হইতে প্রস্থান করিতেছেন, এটী যার পর নাই অনুশোচনার বিষয়।

উচ্চতম রাজপুরুষেরা এদেশ হইতে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলেই সকলে তাঁহাদিগকে এক এক খানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়া থাকেন। আমরা দেখিতে পাই, অনেক স্থলেই যোগ্যাযোগ্য পাত্রের কিছুই বিচার করিয়া দেখা হয় না। বোধ করি, এই প্রথানুসারে কার্য্য করিলে আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট অবিশ্বাসী হইয়া উঠিব, গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে নিতান্ত অবিশ্বাসী বিবেচনা করিবেন। যাঁহার কার্য্যে দেশের লোকে অসন্তুষ্ট, তাঁহাকেও যদ্যপি আমরা অনুরক্তচিত্তে অভিনন্দন পত্র দান করি, তবে গবর্ণমেণ্ট জানিবেন যে, আমাদের সকল কাজই মৌখিক, প্রকৃত রাজভক্তি নাই। অতএব যাঁহাদের গুণে এবং সদনুষ্ঠানে আমরা মুগ্ধ ও উপকৃত হইয়াছি, হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তাঁহাদিগকেই অভিনন্দন পত্র প্রদান করা আমাদের কর্ত্তব্য। ইডেন সাহেব শেষাবস্থায় আমাদের প্রতি তাদৃশ সদয় চক্ষে দৃষ্টিপাত করেন নাই, সে কারণ আমরা অত্যন্ত অসুখী আছি। যাহা হউক, তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কতকগুলি সৎকার্য্যে উপকৃত হইয়াই আমরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছি। ইডেন সাহেব সুখী হউন, ইংলণ্ডে গিয়া ভারতের উপকার করিতে থাকুন। আমরা সাধারণের প্রতিনিধি, তৎসম্বন্ধে আমরা এই বাক্যপ্রয়োগ করিলাম। কিন্তু আমাদের নিজের সম্বন্ধে তিনি আমাদের হিতকারী মিত্র। পক্ষ ধরে, তিনি আমাদের শত্রু-আচরণও করিয়াছেন। কিন্তু আমরা অপকার অপেক্ষা উপকারকে অধিকতর গরীয়ান জ্ঞান করিয়া থাকি। সে অংশে তিনি আমাদের আদরণীয়। অতএব তাঁহার বিচ্ছেদে আমাদের চিত্ত ব্যাকুল হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা [illegible]চিত্তে তাঁহাকে বিদায় দিলাম। কিন্তু [illegible] করি, ইংলণ্ডের বিশুদ্ধ বাতাস লাগিয়া তাঁহার [illegible] অবিশুদ্ধভাব যেন দূরীভূত হয়। অতঃপর তিনি পবিত্র অন্তঃকরণে ভারতের নিয়ত কল্যাণ চেষ্টা করেন।

মহোদয় রিভার্স টমসন সাহেব এক্ষণে আমাদের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হইলেন। আমরা সর্ব্বতোভাবে আশা করি, তিনি বঙ্গদেশের উপকার করিয়া প্রজাবর্গের অনুরাগভাজন হউন। এস্থলে আমাদের মনে যে একটী ভাবের উদয় হইল, তাহা ব্যক্ত করা আবশ্যক হইতেছে। এদেশে একটী প্রসিদ্ধ বাক্য আছে, রামধন তর্কবাগীশ যে বেদিতে বসিয়া কথকতা করিতেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে সেই বেদিতে বসিয়া অন্য কথকের কথকতা করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করা কঠিন হইত। আমরাও বলি, যে সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া গ্রাণ্ট, ক্যাম্বেল ও টেম্পল সাহেব কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, সে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অপরের প্রতিষ্ঠালাভ করা অতি কঠিন। বঙ্গদেশে প্রায় সাত কোটি লোকের বাস। এই সাত কোটি লোকের সাত কোটি প্রকার বুদ্ধি। যিনি এই সাত কোটি লোকের শিরস্থানে আরূঢ় হইবেন, তাঁহার মস্তক ও হৃদয় এরূপ প্রশস্ত হওয়া চাই যে তাহাতে এই সাত কোটি বুদ্ধির সমাবেশ করিয়া তাহাদের প্রার্থনীয় বিষয় সকলের মীমাংসা করিয়া তিনি তাহাদের হৃদয়ের পরিতোষ সাধন করিতে পারেন। আমাদের বাঞ্ছা এই যে, আমাদের নূতন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর কার্য্যক্ষেত্রে সেই প্রশস্তহৃদয়তা ও প্রশস্তশিরস্কতার পরিচয় দিয়া স্বকর্ত্তব্য কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন করুন।

ভারতের স্বাধীনতায় কি ইংলণ্ডের লাভের নিমিত্ত নাই?

ভারতের স্বাধীনতায় ইংলণ্ডের ইষ্টসিদ্ধি নাই,—এটী কেবল কথার কথা। এই বাক্যে যদ্যপি কিছু মাত্র সারবত্তা থাকিত, এই বাক্য যদ্যপি হৃদয়ের অন্তরতম গহ্বর প্রদেশ হইতে বিনির্গত হইত, তবে ইংলণ্ডের প্রকৃতি এবং কার্য্যপ্রণালী আমরা বিভিন্ন প্রকার দেখিতাম। যদ্যপি ভারতের মঙ্গল এবং ভারতবর্ষের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত ইংরাজেরা ভারত শাসন করিতেন, তবে সকল কাজে তাঁহারা ভারতবাসিদিগকে এ প্রকার হস্তপদ বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখিতেন না। ভারতবাসিরা সুশিক্ষিত এবং সভ্য ভব্য হউন, তাঁহাদের আত্মশাসন এবং আত্মরক্ষার ক্ষমতা হউক, গবর্ণমেণ্টের যদি এরূপ আন্তরিক উদ্দেশ্য হইত, তবে ভারতবাসিদের [illegible] সঙ্কুচিত করিয়া দিতেন না। কদাচ ভারতবাসিদিগকে এমন জড়বৎ করিয়া রাখিতেন না। এত দিন নানা বিষয়ে বিস্তর স্বাধীনতা দিতেন, নানা কার্য্যে অপরিসীম ক্ষমতা প্রদান করিতেন; কি উপায়ে এতদ্দেশীয়েরা বীরপুরুষ এবং রণপণ্ডিত হইয়া উঠিবেন, বৈদেশিক জিগীষু ভূপতি আক্রমণ করিলে অনন্যসহায় হইয়া কি উপায়ে তাঁহারা আত্মরক্ষায় সক্ষম হইবেন, গবর্ণমেণ্ট নিয়তই এইরূপ যত্ন করিতেন। অদ্য ইংরাজেরা বলিতেছেন, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের গলগ্রহ স্বরূপ হইয়াছে; কল্য যদি তাঁহারা এই দুর্ব্বিষহ ভার পরিত্যাগ করিয়া স্বস্তিলাভ করিতে অভিলাষ করেন, তবে আমাদের উপায় কি? গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই আমাদের পরিত্রাণের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেন। কিন্তু কই,—গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাভিসন্ধি ত আমরা সে প্রকার দেখি না? পাছে ভারতবাসিরা সুশিক্ষিত ও ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠেন, পাছে তাঁহারা আত্মরক্ষায় সক্ষম হন, গবর্ণমেণ্ট সেই ভয়েই আকুলিত হইতেছেন; আমরা যত উন্নতিমুখে অগ্রসর হইতেছি, গবর্ণমেণ্ট ততই স্বার্থহানির আশঙ্কা করিয়া আমাদিগকে জড়বৎ রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। আমরা সত্ত্ববান্ হইয়া ইংরাজদের সহযোগী হইতে চেষ্টা করিতেছি, রাজকার্য্যে তাঁহাদের সহায়তা করিব, উভয়ে জাতিনির্ব্বিশেষে মৈত্রভাবে ভারত শাসন করিব, ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু আমরা সহযোগী হইলেও গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে প্রতিযোগী জ্ঞান করিতেছেন, সকল কার্য্যেই আমাদিগকে পৃথক করিয়া রাখিতেছেন। অতএব ভারতের স্বাধীনতায় ইংলণ্ডের যে লাভ নাই, এ প্রকার নির্দ্দেশ কোন প্রকারে বিশ্বাস্য নহে। এটী কেবল মৌখিক কথা, [illegible] প্রকাশ করিবার জন্য এক একবার এমন কথা বলিয়া থাকেন।

আমরা যে [illegible] গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালী দৃষ্টি করি, সেই দিকেই ভারত শাসনে ইংলণ্ডের [illegible] দেখিতে পাই। রুশ তুরস্কের মধ্যে যোরতর সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল, গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় অসংখ্য সৈন্য মাল্টায় প্রেরণ করিলেন, ইউরোপে সৈন্য সামন্তের প্রয়োজন হইলে ইংলণ্ডের কোন অভাব থাকে না, এই ভারতবর্ষ হইতে কোটী কোটী যোদ্ধা রণক্ষেত্রে প্রেরিত হইতে পারে। ভারতবর্ষ এবং [illegible] সুশিক্ষিত থাকিলে [illegible] যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত [illegible] না। পঞ্জাবী ও শিখেরা [illegible] নিযুক্ত হইয়া পড়িতেছেন, [illegible] নানা স্থানে দুষ্কার্য্য ও অসম সাহসী [illegible] দান করিতেছে। যুদ্ধকার্য্যে তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিলে, ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত না হইলেও [illegible] ভারতবর্ষ রক্ষা করিতে পারিবেন। [illegible] সৈন্য এ দেশে [illegible] হইয়া পড়ে, গবর্ণমেণ্টের এ আশঙ্কা দূরীভূত হইবে [illegible]

সিপাহী বিদ্রোহ বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের প্রতি সন্দেহ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সে সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে অমূলক। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এ দেশীয় লোক প্রকৃত বৈরাচরণ করেন নাই। সমস্ত বঙ্গবাসী এবং অনেক দেশীয়রাজা ইংরাজদেরই পক্ষে ছিলেন। এ দেশীয়েরা প্রকৃত শত্রুতা করিলে ইংরাজেরা খাদ্যদ্রব্য কিম্বা এক গণ্ডূষ জলও পাইতেন না। ইংরাজ শাসন সকলেরই প্রার্থনীয়, কেবল কতকগুলি অজ্ঞ ধর্ম্মান্ধ সিপাহী হইতে সে বিভ্রাট ঘটিয়াছিল; ভারতবাসীরা এক-পরামর্শ হইয়া সে কাজে ব্রতী হন নাই। অতএব কতকগুলি অজ্ঞ ধর্ম্মান্ধ লোকের অসদাচরণে গবর্ণমেণ্ট যাবতীয় প্রজাকে এতাদৃশ অবিশ্বাস করেন, ইহা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়। ভারতবর্ষ অক্ষয় সেনা সামন্তের ভাণ্ডার; আমরা জানি, এ দেশের বাণিজ্য এদেশের উচ্চপদ এবং এ দেশের সেনাবল ইংলণ্ডের প্রধান বল। গবর্ণমেণ্ট সুপ্রণালীতে কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে ভারতের সেনাবল দ্বারা ইংলণ্ড ভুবনবিজয়ী হইতে পারেন।

ভারতের স্বত্বাধিকার দ্বারা ইংলণ্ডের এই সমস্ত উপকার সাধিত হইতেছে: এতদ্ভিন্ন আমরা অন্যান্য আরও বিস্তর উপকার দেখিতে পাই। ভারতের শাসনভার ইংলণ্ডের হস্তগত থাকায় তদ্দেশীয়দিগের বিদ্যানুশীলন অপরিসীম উৎকর্ষলাভ করিতেছে। প্রতিযোগী সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষা ইংলণ্ডীয় নবযুবকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে বিলক্ষণ উৎসাহ প্রদান করিতেছে; প্রতিযোগী সিবিল-সার্ব্বিস পরীক্ষাপ্রথা চলিত না থাকিলে ইংলণ্ডে বিদ্যালোচনার দ্বিগুণ উদ্যোগ লক্ষিত হইত না, আমরা এমন কথা বলিতেছি না; কিন্তু যে কোন কার্য্যে হউক না, প্রতিযোগিতা থাকিলে সকলেই তদ্বিষয়ে অসীম শ্রম ও যত্ন করিয়া থাকেন, অন্যকে বিদ্যা বুদ্ধিতে পরাজয় করিবার স্পৃহা সকলেরই মনে বলবতী হইয়া উঠে; সুতরাং বিদ্যোপার্জ্জনে সমধিক যত্ন না করিলে মনস্কামনা সিদ্ধ হয় না; ভারতবাসিদের উন্নতিপথ অবরুদ্ধ করিয়া ইংরাজেরা স্বয়ং আপনাদের বিদ্যাশিক্ষার সুগমপথ অনেকটা সংকীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন, অন্যথা সিবিলসার্ব্বিসের পরীক্ষাদান প্রথা ইংলণ্ডের পক্ষে পরম শুভকরী সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষবাসিরা কৃতবিদ্য হইয়া এ দেশ হইতে ইংলণ্ডে গিয়া সিবিল-সার্ব্বিসের পরীক্ষা দিতেছিলেন, ভারতরাজ্যের উচ্চপদ হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত পরীক্ষার্থীদিগের বয়ঃক্রম উনিশ বৎসর করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এতদ্দ্বারা এ দেশীয়দিগের প্রতি ত সম্পূর্ণ অন্যায় আচরণ করা হইয়াছে কিন্তু ইহাতে ইংলণ্ডেরও সম্পূর্ণ ক্ষতি দেখা যায়। যাঁহারা সিবিল সার্ব্বিসের পরীক্ষা দিয়া থাকেন, তাঁহারা বিদ্যা শিক্ষার প্রচুর অবসর প্রাপ্ত হন না। অল্প বয়ঃক্রমে এ দেশে আসিয়া এক একটী জেলার কিম্বা এক একটী সব ডিবিজনের একাধীশ্বর হইয়া পড়েন, সুতরাং তাঁহাদের চরিত্র গঠিত হয় না এবং তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বিদ্যালোচনাও করিতে পান না। ইংরাজেরা পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিতে ত্রুটি করেন না সন্দেহ নাই; [illegible] বিদ্যালয় পরিত্যাগ করায় [illegible] হয় না। এ দিকে স্বীয় কর্ত্তব্যকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হয়, তৎপরে এখানকার [illegible] করা আছে, শরীর ও মনের "আরাম" করিতেই অধিক সময় গত হইয়া যায়। [illegible] বাঙ্গালিদিগের বিবাহেই বিদ্যাশিক্ষার অবধি, অনেক অংশে ইংরাজদিগেরও সিবিলসার্ব্বিস লাভ মানসিক উন্নতির সীমাপ্রদেশ হইয়া দাঁড়ায়। সিবিলিয়ানগণ যে, দিন দিন এত নিন্দাভাজন ও অত্যাচারী হইয়া উঠিতেছেন, অতি বাল্যাবস্থায় তাঁহাদের হস্তে গুরুতর কার্য্যভার সমর্পণ করাই তাহার একমাত্র মুখ্য কারণ। নিতান্ত "কাঁচা বয়েস" কিছুমাত্র প্রবীণতা জন্মে নাই, বুদ্ধির পাকতা হয় নাই, মনের চপলতা যায় না, হিতাহিত বোধ নাই, শ্রমবলে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া বিচারপতি হইলেন,—অনর্থ ঘটিবে না কেন? যৌবন, ধন, প্রভুত্ব, অবিবেকতা সকল গুলিই একত্রে মিলিত হইয়াছে, এই ত অত্যাচারের স্থান। অতিস্পষ্টভাবে আমরা বলিতে পারি, গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি সিবিল-সার্ব্বিস পরীক্ষার্থীদিগের বয়ঃক্রম আরও ৫।৭ বৎসর বৃদ্ধি করিয়া না দেন, তবে ক্রমশঃ ঘোর অনর্থপাত হইবে, উত্তরোত্তর ইংরাজ নামে ঘোর কলঙ্ক বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। এক্ষণে সকলেই ত স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ভারতবাসিদিগকে সিবিলসার্ব্বিসের কর্ম্ম হইতে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত পরীক্ষার্থীদিগের বয়ঃক্রম কমাইয়া দেওয়া হইল, অতএব আমাদিগকে ভোলাবাক্যে আর ভুলাইবার প্রয়োজন কি? প্রবীণ প্রবীণ বিলাতি সিবিলিয়ান আসিয়া যদ্যপি সুবিচার করেন, তবুও অনেকটা মঙ্গল।

সিবিলিয়ানগণ অল্প বয়ঃক্রমে পরীক্ষা দান করিয়া এ দেশে আইসেন, সে কারণ তাঁহাদের আবক উন্নতি হইতে পায় না: এ কথা আমরা সহস্র বার স্বীকার করি। কিন্তু সে কারণ ভারতবর্ষ দায়ী কিম্বা দোষী নহেন; ইংলণ্ডই ভারতবর্ষের অনিষ্টসাধন করিতে গিয়া নিজের ক্ষতি করিয়াছেন। যাহা হউক, সিবিলিয়ানগণ যদ্যপি আরও কিছুকাল বিদ্যা শিক্ষা করিতে পান, তবে তাঁহাদের বিলক্ষণ উন্নতি হয় সন্দেহ নাই। প্রতিযোগী সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষাই এই উন্নতির একমাত্র কারণ। এইরূপে আমরা ভারতশাসনের যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি, সেই দিকেই দেখিতে পাই যে, ইংলণ্ডের স্বার্থ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, ইংরাজেরা ভারত শাসন দ্বারা নানা উপায়ে লাভবান হইতেছেন। অতএব যাঁহারা বলেন, ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডের কোন ইষ্টসিদ্ধি নাই, তাঁহাদের বাক্য কোন্ পক্ষে প্রামাণিক, কই—আমরা ত বুঝিতে পারিলাম না।

থিয়োসফি—যোগশাস্ত্র।

খানাকুল কৃষ্ণনগর রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি। তিনি যখন কলিকাতায় আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন, তৎকালে কলিকাতার একজন ধনী আপনার এক বয়স্যকে বলিয়াছিলেন "আমরা জানিতাম শূন্যাকার, কোথাকার এক পাড়াগেঁয়ে এসে আবার একটা ব্রহ্ম তুলিয়েছে।" আমরাও তেমনি বলিতেছি, যোগশাস্ত্র কালবশে মরণোন্মুখ হইয়াছে, কোথা হইতে এক ঘোর [illegible] আসিয়া তাহাকে উজ্জীবিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। পাঠক! উপমা সকল অংশে খাটে না। চন্দ্রের ন্যায় মুখ, এ কথা বলিলে মুখটী ঠিক চন্দ্রের মত গোল ও [illegible] বুঝায় না। চন্দ্র দেখিলে যেমন মনে আহ্লাদ জন্মে, মুখটী দেখিলেও তেমনি আনন্দ হয়। এই অংশেই উপমা। আমাদের বাক্যটীও সেইরূপ পাঠক! বিবেচনা করিবেন।

আমরা দেখিতেছি, দেশের লোকেরাও এ বিষয়ে উৎসাহ দান করিতেছেন। সে দিন মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটার বাটীতে থিয়োসোফিষ্ট দলের অধিনায়ক শ্রীযুক্ত কর্ণেল অলকট সাহেব আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি তথায় বিশেষরূপে সমাদৃত ও অভ্যর্থিত হইয়াছেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনুরাগ প্রদর্শন, এটী আমাদের দেশের পৈতৃক ধর্ম্ম। অতএব এ দেশের লোকেরা এ বিষয়ে যে অনুরাগ প্রদর্শন করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পূর্ব্বাচার্য্যেরা সাংসারিক কার্য্যে উদাসীন হইয়া কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়ের উন্নতিসাধনে কালক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যেরূপ বুদ্ধিমান চিন্তাশীল ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন, যদি তাঁহারা সাংসারিক কার্য্যের উন্নতিসাধন কল্পে মনোনিবেশ করিতেন, তাহার যে কত উন্নতি হইত, বলিয়া শেষ করা যায় না। ভারতভূমির উর্ব্বরতা, জল ও মৃত্তিকার গুণে এবং সামাজিক ব্যবস্থার প্রভাবে তাঁহাদিগের সাংসারিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার অণুমাত্র প্রয়োজন হয় নাই। তাঁহাদের কিছুমাত্র অন্নচিন্তা ছিল না। [illegible] সামান্য চেষ্টায়

প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগকে জীবিকার নিমিত্ত কিছুমাত্র ভাবিতে হইত না। এখানে নিয়ত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার বহুল অনুষ্ঠান ছিল। যিনি যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করুন, ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে তাহা সম্পাদিত হইত না। অনুষ্ঠিত ক্রিয়ার অধিকাংশ উপকরণ সামগ্রী ব্রাহ্মণসাৎ হইত, ব্রাহ্মণদিগের অশন বসনাদি স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইত। তখনকার ব্রাহ্মণদিগের বিলাসিতা ছিল না। তাঁহারা অন্নে তুষ্ট হইতেন। তাঁহারা জীবিকা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যে বিষয়ের গাঢ় অনুশীলন করিবেন, তাহারই উন্নতি হইবে, এটী সিদ্ধান্ত বাক্য। ষড়দর্শন ও অন্য অন্য শাস্ত্র তাঁহাদের গাঢ় চিন্তা ও অনুশীলনের ফল। আমরা উপরে যে কহিলাম, আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনুরাগ প্রদর্শন এ দেশীয়দিগের পৈতৃক ধর্ম্ম, পাঠক! এখন তাহা সুন্দররূপে বুঝিতে পারিলেন।

আর একটা কথা এই, দেশমধ্যে একটী নূতন কাণ্ড উপস্থিত হইলে দেশের লোকেরা ব্যগ্র-চিত্তে তাহাতে অগ্রসর হন। টমসন নামে এক ব্যক্তি একবার এ দেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট বক্তৃতাশক্তি ছিল। তিনি রাজনীতি সম্বন্ধে কয়েকটী সুমধুর বক্তৃতা করেন। তচ্ছ্রবণে যুবকদল উন্মত্তপ্রায় হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। দিনকতকাল এমনি ধুমধাম হইয়া উঠিয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্টের মনে বিদ্রোহের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। যুবকগণ যখন যে বিষয়ে মগ্ন হন, তখন তাঁহাদের হৃদয়ে উত্তরকালের চিন্তা থাকে না। আমাদের দেশের লোকেরা কর্ণেল আলকটের অভ্যর্থনায় যে অনুরক্ত হইয়াছেন, এটীও তাহার একটী কারণ।

এখন বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক, যোগশাস্ত্রের অভ্যুদয়ে দেশের কি অভ্যুদয় লাভ সম্ভাবনা আছে? যাজ্ঞবল্ক্য বলেন;—

"সংযোগোযোগইত্যুক্তোজীবাত্মপরমাত্মনোঃ।"

পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগের নাম যোগ।

যোগশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক মহামুনি পতঞ্জলি যে লক্ষণ করিয়াছেন, তাহা এই;—

"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।"

চিত্তকে বিষয়ান্তর হইতে ব্যাবৃত্ত করিয়া এক বিষয়ে রুদ্ধ করার নাম যোগ।

চিত্তকে বিষয়ান্তর হইতে ব্যাবৃত্ত করিয়া ঈশ্বরনিষ্ঠ করিতে গেলে যমনিয়মাদি কতকগুলি বিষয়ের অভ্যাস করিতে হয়। সংসারসম্পর্ক থাকিলে সে অভ্যাস দুরূহ হইয়া উঠে। এই কারণে যাঁহারা যোগ অভ্যাস করেন, তাঁহারা সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যান। অতএব যোগশাস্ত্রের প্রসাদে সংসারের উন্নতির না অবনতির কিসের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা? যাঁহারা যোগী হন, তাঁহারা যদি সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তাহা হইলে সমাজের বলক্ষয় হইল। যে শাস্ত্রের আলোচনায় সমাজের বলক্ষয় হইল, তাহার অভ্যুদয়ে ইষ্টলাভ কি? যোগিদিগের অবস্থার যেরূপ সংবাদ পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহারা এক প্রকার জড় পদার্থ হইয়া উঠেন। খিদিরপুরের বাবুদিগের বাটীতে যে এক যোগী আনীত হইয়াছিলেন, তাঁহাতে আর জড় পদার্থে কিছুমাত্র ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয় নাই। আমাদের সামাজিক লোকেরা কর্ণেল আলকটের সাহায্যে কি কতকগুলি অজড় পদার্থকে জড় পদার্থ করিয়া তুলিতে চান? পুরাণাদি ও কাব্যাদি শাস্ত্রে যোগির যে প্রকার বর্ণন দৃষ্ট হয়, তাহাতেও তাঁহারা যে জড়পদার্থ প্রায় হইয়া উঠেন, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

তবে পাঠক বলিবেন, ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার অভিন্নতালাভের তুল্য মানুষের উচ্চ অভিলষণীয় বিষয় আর কি আছে? তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই, যোগিরা যে পথ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর লাভ করিবার চেষ্টা করেন, ঐ পথ যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত, সে সিদ্ধান্ত করা বড় কঠিন। শাস্ত্রকারদিগেরও এ বিষয়ে বহু মতভেদ আছে। বৈদান্তিকেরা জীবকে অনিত্য বলেন এবং জীবব্রহ্মের ঐক্যকে মোক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। নৈয়ায়িকদিগের আবার এ মত নয়। তাঁহারা বলেন, পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মাও নিত্য। জীবের আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির নাম মুক্তি। সাংখ্যকার আবার ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে প্রকৃতিপুরুষের ভেদ জ্ঞানের নাম মোক্ষ। এখন আমরা কাহার বাক্যে আস্থা করিব? যোগিরা কোনটী লক্ষ্য করিয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিবেন? এ স্থলে আর একটী কূট প্রশ্নের উদয় হইতেছে। ঈশ্বর যদি নিরাকার হন, তাহা হইলে যোগিরা কিরূপে তাঁহার প্রণিধান ও তাঁহার সমাধি করিবেন? এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলে ঈশ্বরের সাকারতা প্রমাণ করিতে হয়। সে প্রমাণ হইলেও মানুষ যখন সাকার ঈশ্বর দর্শন করেন নাই, অতএব তাহাতেই বা কিরূপে মন অর্পণ করিবেন? যাহা হউক, আমরা যোগশাস্ত্রের উদ্ভাবনে কোন ইষ্টলাভ দেখিতেছি না। যোগী হওয়া আর কতকগুলি অকর্ম্মণ্য লোক প্রস্তুত হওয়া একই কথা। ঐ অকর্ম্মণ্য দল অধিকাংশ সময়েই সমাজের গলগ্রহ স্বরূপ হইয়া উঠে। যে শাস্ত্রের আলোচনার এই ফল, আমাদের দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাহাতে কেন যে এত উৎসাহ দিতেছেন, তাহাও আমরা বুঝিতেছি না।

রুশ হইতে ইংলণ্ডের অলীক শঙ্কা।

বিকন্সফিল্ডের অধিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট আর গ্লাড্‌ষ্টোনের অধিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টে যে কত প্রভেদ—এই বিষয়টী দ্বারা তাহা সুন্দর রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। বিকন্সফিল্ডের গবর্ণমেণ্ট রুশের ভারতবর্ষ গ্রহণের অলীক শঙ্কাবশপরবশ হইয়া কাবুলে অকারণ মহাসমরানল প্রজ্বলিত করেন, কত অর্থ ব্যয় কত সৈন্য ক্ষয় ও কত অব্যাজক দায় উপস্থিত হয়; তাহার ইয়ত্তা নাই। দুঃখের বিষয় এই, রুশের আভ্যন্তরিক অবস্থা কিরূপ, রুশ প্রতিযোগী হইয়া ইংলণ্ডের অনিষ্ট সাধনে সমর্থ কি না, বিকন্সফিল্ডের গবর্ণমেণ্ট একবার সে চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। কিন্তু আমরা আহ্লাদিত হইলাম, লিবরাল গবর্ণমেণ্ট এই সূক্ষ্ম ভেদ বুঝিয়াছেন। তাঁহারা বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, রুশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এমন উন্নত নহে যে ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। প্রথমতঃ যুদ্ধ করা বড় সহজ নহে, ইহা দরিদ্র প্রজার নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করা নহে যে আসিলেন আর ধরিয়া লইয়া গিয়া টাকা আদায় করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। ইহাতে বহু অর্থ সৈন্য সামন্ত সংগ্রহের প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ রুশদিগকে বহুতর দুলঙ্ঘ্য পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, অল্পদিন পূর্ব্বেই তাঁহারা তুরস্কের রণপ্রাঙ্গণ হইতে মৃতকল্প হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন। চতুর্থতঃ, রুশ যে সৈনিকবল তাহা ইংরাজদিগের সমকক্ষ নহে। পঞ্চম, গুপ্তবিচ্ছেদে সম্রাট স্বয়ংই কয়েদী আসামীর ন্যায় নিজ গৃহেই নিরুদ্ধ হইয়া আছেন। ভয়ে গৃহের বাহির হইতে পারেন না। যে রাজার ও যে রাজ্যের অবস্থা এইরূপ, সেই রাজা যে প্রবলপ্রতাপান্বিত বদ্ধমূল ব্রিটিশ রাজার সহিত সমরে দণ্ডায়মান হইবেন, তাহার সম্ভাবনা কি? রুশের অন্তর্বল নিতান্ত দুর্ব্বল। যাহার অবস্থা এইরূপ শোচনীয়, সে কি প্রতাপসম্পন্ন লোকের সমকক্ষ হইয়া বিরোধ করিতে সমর্থ হয়? যদি নিজ দুর্দ্দৈব বশতঃ বিরোধে প্রবৃত্ত হয়, তাহার যে অচিরাৎ বিনাশদশা উপস্থিত হইবে, সে বিষয়ে কি সংশয় আছে? আমরা একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করি, তাহা হইলেই পাঠক উভয়ের অন্তর বুঝিতে পারিবেন। বোধ করুন, দুই ব্যক্তি দুটী ঘোড়ার জুড়ি আনিয়া উপস্থিত করিলেন। একটী ক্ষীণ, অন্য একটী নিরেট। উভয়ের সংঘর্ষ হইলে কোনটী

ভাঙ্গিয়া যায়? ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট লোহার নিরেট ভাঁটা, আর রুশ গবর্ণমেণ্ট ফাঁপা ভাঁটা। এ উভয়ের সংঘর্ষ হইলে রুশ যে উৎসন্ন যাইবে সেবিষয়ে সন্দেহ কি? ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সৈন্যবল, অর্থবল, ও মিত্রবল সকলি প্রবল। পক্ষান্তরে, রুশের সকলি দুর্বল। বিশেষতঃ রুশের গৃহশত্রু প্রবল। যাহার গৃহশত্রু প্রবল, সে কি কখন বহিঃশত্রুর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয়? রুশের অবস্থা বাস্তবিকই যে সঙ্কটাপন্ন, তাহা ক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। রুশের আইন অতি কঠোর বলিয়া কেহ কিছু ফুটিয়া বলিতে না পারুন, তথাপি অনুন পাঁচ কোটী লোক নিহিলিষ্ট রাজদ্রোহী হইয়াছে। সম্রাট তাহাদিগকে যত গুরুদণ্ড দানের ব্যবস্থা করিতেছেন, ততই এই বিদ্রোহবহ্নি ভীষণ বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ইহাতে ভীত বা চলচিত্ত হইতেছে না। বড় বড় সেনাপতি প্রভৃতিও ভিতরে ভিতরে এ বিষয়ে যোগ দিতেছেন। সে দিন কতকগুলি নিহিলিষ্টের বিচার উপলক্ষে যে সকল রহস্যের উদ্ভেদ হইয়াছে, তৎপাঠে আমরা লিবারল গবর্ণমেণ্টের কৃত সিদ্ধান্তের ও অবলম্বিত নীতির প্রশংসা না করিয়া বিরত হইতে পারিতেছি না। নিহিলিষ্টেরা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে,তাহাদিগের প্রতি অতি কঠোর ব্যবহারই তাহাদিগকে এই দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছে। তাহারা এরূপ উত্যক্ত হইয়াছে, যে রুশ গবর্ণমেণ্টের অধিকারে জীবিত থাকা অপেক্ষা তাহাদের মৃত্যুই শ্রেয়স্কর, এই কারণে তাহারা সকল বিষয়ে আপনাদিগের দোষ স্বীকার করিয়া লইতেছে এবং নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিবার কোন চেষ্টাই করিতেছে না। তাহারা বলিয়াছে এক সময়ে ফরাসী সম্রাট ইটালীর প্রতি অনুচিত ব্যবহার করাতে ইটালির লোকসাধারণের প্রতিনিধি আরসিনি তাঁহাকে আক্রমণ করেন, এবং সেই অবধি তাঁহার সেই দুর্নীতির সংশোধন হয়। বর্ত্তমান ঘটনায় রুশ সম্রাটেরও সেইরূপ হইবে, এই তাহাদিগের সংস্কার। এত দিন কেবল সম্রাটকে হত্যা করাই তাহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু এক্ষণে রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারিপ্রভৃতিকে পর্য্যন্ত হত্যা করা ভিন্ন ইষ্টসিদ্ধির উপায় নাই বলিয়া তাহাদিগের বিশ্বাস। এইরূপ করিলে হয় শেষে সাধারণ তন্ত্র প্রচলিত হইবে, না হয় মৃত্যু বা নির্ব্বাসন দণ্ড দ্বারা এ যাতনা দূর হইবে। বিদ্রোহীরা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছে, ঐ সকল উপায় দ্বারা কোন প্রকার প্রতিকার না হইলে যুদ্ধ করিয়াও রাজতন্ত্র লোপ করিবার চেষ্টা করা হইবে। তাহারা বলিয়াছে রুশের এক্ষণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার ক্ষমতা নাই। বোসনিয়ার বিদ্রোহীরা প্রকাশ্যভাবে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়াতেই রুশগবর্ণমেণ্ট ব্যতিব্যস্ত। তদ্ভিন্ন রাজ্যের আভ্যন্তরিক বিষয়ে তাঁহারা এরূপ ব্যস্ত যে, এক্ষণে অন্য বিষয়ের চিন্তায় এক মুহূর্ত্তও ব্যয় করিবার অবসর পান না। সেনাপতি স্কবেলফও রুশের বর্ত্তমান রাজনীতির অনুমোদন করেন না। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন এ নীতি প্রচলিত থাকিলে রাজ্যের শান্তিরক্ষা করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে সত্বরই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বাস্তবিক সভ্য ইউরোপীয় জাতিসমূহের সহিত তুলনায় রুশিয়া বহু পশ্চাতে পতিত হইয়া আছেন। তাঁহার সৈনিকবল বিলক্ষণ প্রবল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে. বৈদেশিকের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণাই রুশের দুরবস্থার প্রধান কারণ। রুশেরা বিদেশীয়ের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে সম্মত নহে। এতদ্ভিন্ন তুরস্ক প্রভৃতির সহিত যুদ্ধে রুশিয়া একপ্রকার ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সৈনিক ব্যয়ে বিস্তর অর্থ ব্যয় এবং উৎপাদিত ফসলও লোকের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয় না। জর্ম্মণিও তাঁহার সৈন্যের অধিকাংশ ব্যয় রুশের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

রুশের অধিকাংশ লোক রুশের এই শোচনীয় দশা বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা এক্ষণে আইনসঙ্গত সভা, বিদেশীয়দিগের সহিত প্রণয়, সাস্তদিগের সহিত শান্তিস্থাপন ও বিদ্রোহ প্রভৃতি নিবারণ করিয়া রাজ্য সুখময় করিবার নিমিত্ত উৎসুক। সম্রাট ইহাতে অভিমত নহেন বলিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা সশঙ্কচিত্তে রাজভবনে অবস্থিতি করিতে হইতেছে। এই সকল কারণে রাজ্যে এক প্রকার অরাজক কাণ্ড উপস্থিত; সরকারী কর্ম্মচারীদিগের উপরও তিনি সাহস করিয়া নির্ভর করিতে পারেন না. দোষী ব্যক্তিকেও শাসন করিতে সঙ্কুচিত হন। এই কারণেই ইহুদিদিগের উপর অত্যাচারের নিবারণ হইতেছে না। যে যাহা মনে করিতেছে, সেই তাহা করিতেছে। ইত্যাদি....

পাঠক! এক্ষণে উপরি উল্লিখিত ঘটনাগুলি দ্বারা রুশের আভ্যন্তরীণ শোচনীয় অবস্থার বিষয় সুন্দর বুঝিতে পারিলেন। যিনি স্বয়ং অসিদ্ধ, যিনি আত্মবিপদে সংশয়িত জীবন হইয়া পরিত্রাণ পাইবার জন্য সর্ব্বদা বন্দীর ন্যায় গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ, যাঁহার সৈন্যদিগের রণকৌশল ও অশিক্ষা নিবন্ধন সেনাপতি পর্য্যন্ত দুঃক্ত, যাঁহার প্রজারা তাঁহার প্রাণ সংহারের জন্য প্রাণ পণ করিয়াছে, যাঁহার দোষী ব্যক্তিকে দণ্ড দিবারও সাহস হয় না, যিনি চতুর্দ্দিকে যুদ্ধ ও বিদ্রোহ নিবন্ধন ব্যতিব্যস্ত, তিনি যে জগতের অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী ইংরাজ জাতির সহিত রণে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা কি সম্ভাবিত? মধ্য আসিয়ায় সম্রাট যে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন, সে ভারতবর্ষ আক্রমণের নিমিত্ত নহে, নিজ প্রজার বিদ্রোহদমনই তাহার প্রধান লক্ষ্য। অতএব এরূপ অবস্থায় যাঁহারা রুশ হইতে ভারত আক্রমণের আশঙ্কা করেন, তাঁহারা কোন ক্রমেই পরিণামদর্শী নহেন। ইংলণ্ডীয় বর্ত্তমান লিবরাল গবর্ণমেণ্ট যথার্থ পরিণামদর্শী, তাঁহারা এই সূক্ষ্ম বিষয়গুলি বুঝিয়াছেন এবং তদনুরূপ কার্য্য করিতেছেন। যাঁহারা তাঁহাদিগকে রুশের বিষয়ে উদাসীন বলিয়া নিন্দা করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। আর এক কথা এই, ইংরাজদিগকে পরাজয় করা কি সহজ কথা! পরাজয় করিব, মনে করিলেই কি পরাজয় করা যায়?

এখানে অসমসাহসী ইংরাজ সৈনিক বহু পরিমাণে অবস্থিতি করিতেছে, দেশীয় রাজগণও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রধান সহায়, আবার রুশের অত্যাচারের সংবাদ যত প্রচারিত হইতেছে, ভারতীয় প্রজাগণের মনেও তাহাদিগের উপর ঘৃণা বৃদ্ধি হইতেছে। অতএব বিপদকালে তাহারাও যে এমন সুসভ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে পরিত্যাগ করিয়া রুশের সাহায্য করিবে না, সেটী স্থির সিদ্ধান্ত। রুশসৈনিক পুরুষেরা বলে ও সাহসে ইংরাজ সৈনিক পুরুষদিগের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। তদ্ভিন্ন বহুসংখ্য সাহসী সিপাহিও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সৈনিক পদে প্রতিষ্ঠিত আছে। এ অবস্থায় দুই এক লক্ষ রুশসৈন্যের এখানে কৃতকার্য্যতা লাভের সম্ভাবনা নাই। এই সকল বিবেচনা করিয়া বর্ত্তমান ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত নীতি প্রশংসনীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহারা এই নীতি হইতে বিচলিত হইয়া পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্টের ন্যায় ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় মহাদেশকে বিপদাপন্ন না করেন, এই আমাদের প্রার্থনা। রুশ পারস্যের সহিত মিলিত হইয়া রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারণ করুন, মার্ভে আগমন করুন, আর হিরাটের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করুন, ইহার কোন সংবাদই বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত নীতি হইতে বিচলিত হইবার কারণ নহে।

প্রাপ্ত।

মান্দ্রাজযাত্রী।

জাহ্নবীর জল নির্ম্মল,—সুধীর, নিবিড়নীলিমবর্ণে টল টল করিতেছে, মান্দ্রাজ গমনের নিমিত্ত আমি যাত্রা করিলাম। আমি কলিকাতা রাজধানীর "পি ও" কোম্পানির "আনকোণা" নামক জলপোতে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রকোষ্ঠের আরোহী হই,

জাহাজ দ্রুত অথচ মসৃণ বেগে তর তর করিতে করিতে ছুটিতে লাগিল। পাঠক! শিল্পকুশল ইউরোপীয় জাতির যে কোন কার্য্যনৈপুণ্য দৃষ্টি করি তাহাতেই আমাদিগকে চমৎকৃত হইতে হয়। স্থল পোত, জলপোত, সকলি অদ্ভুত ব্যাপার, এ দেশীয় যে সমস্ত আত্মাভিমানী ব্যক্তি কিছু কিছু বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া শিল্প-নিপুণ ইউরোপের সমকক্ষ হইয়াছেন, ভাবিয়া মনে করেন, একখানি জাহাজের অভ্যন্তর পরিদর্শন করিলেই তাঁহাদের সকল গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া যায়। স্বর্গ মর্ত্ত্যে যত ব্যবধান, ইউরোপীয়ে ও দেশীয়ে আজও ততদূর ইতর বিশেষ। আমরা যে জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলাম, তাহার অভ্যন্তর প্রায় এক খানি ছোট খাট গ্রামের সদৃশ, প্রায় এক লক্ষ মণ বোঝাই লইতে পারে; ইহার কল ছয় শত অশ্ববল ধারণ করে; ফলতঃ ইহার বেগ প্রতি ঘণ্টায় আট ক্রোশের ন্যূন নহে।

উষার মধুর মন্দ মারুত বহিতে লাগিল, পূর্ব্ব দিগ্‌ভাগ লোহিত আভায় অনুরঞ্জিত হইল, প্রাতঃকাল ৬টার সময় জাহাজ ছাড়িল। কলাগাছীতে আসিয়া ভাটা হইল। পাঠকের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন, সকল নদীরই সঙ্গমমুখে এক একটী বালীর আলবাল আছে। এই আলবাল হইতে স্রোতোবেগ মন্দীভূত হইয়া তথা হইতে জলপ্রবাহ ধীরে ধীরে সমুদ্রে পতিত হইতে থাকে। উপরের পর্ব্বত বর্ষার জলে ধৌত হইয়া পলিরাশি নদীর জল সহযোগে নিম্নে আসিয়া সঞ্চিত হয় এবং ক্রমে তথায় চড়া পড়ে। এইরূপে সুন্দরবনের সৃষ্টি হইয়াছে, এখনও দিন দিন ইহার আয়তন বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। ভাটার সময় বৃন্দাকার জাহাজ নদীমুখস্থিত এই সকল চড়া অতিক্রম করিয়া সমুদ্রে যাইতে পারে না; সুতরাং কলাগাছীতে জাহাজ খানি সমস্ত রাত্রি নঙ্গর করিয়া থাকিল। পর দিন প্রাতঃকালে জাহাজ ছাড়িয়া এক ঘণ্টায় সাগর দ্বীপে গিয়া উপনীত হইল। এই পুণ্যদ্বীপ হিন্দুদিগের পরম পবিত্র স্থান। বৎসর বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে অসংখ্য অসংখ্য যাত্রী এই খানে সাগর-সঙ্গমে স্নান করিতে আইসে। এ সময় সাগরের মেলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, দোকানী পসারী কিছুই নাই, কেবল শূন্য ক্ষেত্র পড়িয়া আছে। কিয়ৎক্ষণ পরেই আমরা সাগরে উপস্থিত হইলাম। তথায় অনেক "পালতোলা" জাহাজ বাষ্পীয়পোতের প্রতীক্ষায় আছে। পালসংযুক্ত জাহাজগুলি কেবল বায়ুর আনুকূল্যে সমুদ্রপথে যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকে চালিত হইতে পারে, কিন্তু নদীতে যাইতে পারে না; সুতরাং নদীর সঙ্গমমুখে আসিয়া ইহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হয়। কলিকাতার বন্দর হইতে বাষ্পীয় জাহাজ গিয়া ইহাদিগকে টানিয়া আনে।

গঙ্গার সঙ্গম স্থানে সমুদ্র কৃষ্ণবর্ণ নহে,—হরিদ্রাবর্ণ। সমুদ্রের জল গাঢ় নীলবর্ণ। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র এবং গঙ্গার ঘোলা জল মিশ্রিত হওয়ায় সঙ্গম স্থান বিবর্ণ হইয়া উঠে। গঙ্গার জল অপরিষ্কার বটে, কিন্তু ঐরাবতীর তুল্য নহে। এই নদীর জল যেখানে পতিত হইতেছে, তথায় সমুদ্র জল প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ পর্য্যন্ত বিবর্ণ হইয়া থাকে। জাহাজ সমুদ্রে গিয়া উপস্থিত হইলে পাঁচ ছয় ঘণ্টার পর নির্ম্মল কৃষ্ণবর্ণ জল দৃষ্ট হয়। জাহাজ চলিতে চলিতে যেখানে উড্ডীয়মান মৎস্যজাতি ভয়াকুল চিত্তে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িতে থাকে, সেই খানে প্রকৃত সমুদ্র জল পাওয়া যায়। এই সামান্য মৎস্যজাতি গভীর সমুদ্র ভিন্ন কখন কূলের নিকটবর্ত্তী হয় না। ইহাদের শরীরের দুই পাশে ৩টী ডানা আছে, উহাই পক্ষীর পক্ষের কাজ করে। জাহাজ সমীপবর্ত্তী হইলেই উহারা জল হইতে উত্থিত হয়। উড়িবার সময়ে ঊর্দ্ধে পাঁচ ছয় হাত উঠিতে পারে, ক্রমে ছয় সাত শত হাত উড়িয়া গিয়া পুনর্ব্বার জলে পতিত হয়। কথিত আছে, যতক্ষণ ইহাদের ডানা রসার্দ্র থাকে, তাবৎ ইহারা শূন্যে উড়িতে পারে, ডানার জল শুষ্ক হইলে আর উড়িতে পারে না, তখন ঝুপ ঝুপ করিয়া সমুদ্রে পড়িতে থাকে। নাবিকেরা বলে এই মৎস্য খাইতে অতীব সুস্বাদ, কিন্তু ইহা অতি দুষ্প্রাপ্য এবং ইহাকে ধরিবারও বিশেষ কোন কৌশল নাই; কেবল অত্যন্ত ঝড়ের সময় তরঙ্গোচ্ছ্বাসের সঙ্গে কচিৎ দুই একটী জাহাজের উপরে আসিয়া পড়ে। দেশীয় নাবিকগণ ইহাকে আফিমের সঙ্গে শুষ্ক করিয়া রাখে এবং এতদবস্থায় ইহাকে বলকারক মহৌষধ জ্ঞান করে।

এ সময় বঙ্গোপসাগর নীরব, নিশ্চল, তরঙ্গমালা যেন অঙ্গপ্রক্ষালন করিয়া অবসন্ন হইয়াছিল, এখন বিশ্রাম সুখ ভোগ করিতেছে। জাহাজগুলি বট পত্রের ন্যায় নির্ম্মল জলে টল টল করিতেছে,— চলিতেছে না; এক খণ্ড কাষ্ঠের উপর ভাসিতেছি, তাহা বোধ হয় না। সমুদ্র নিশ্চল, নিস্তব্ধ বটে, তবু রাক্ষসের হাসি, মিষ্টালাপও ভৈরব দশন,—সমুদ্রের স্থৈর্য্যভাবও উত্তালতরঙ্গ গঙ্গা অপেক্ষা ভয়ঙ্কর। জাহাজ যে প্রকার দ্রুতবেগে ছুটিতে থাকে, দেখিয়া বোধ হয় যেন সমুদ্রের বলবীর্য্য অতিক্রম করিয়া সাগর হৃদয় বিদীর্ণ করিতে করিতে ছুটিয়াছে। এরূপ বেগবতী সমুদ্রতরী কিপ্রকারে চলনশীল হয় তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

জাহাজের উপরে থাকিয়া যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই অনন্ত নীলাভ সাগর, অন্ত আচ্ছন্ন করিয়া আছে, জাহাজখানি একটী চক্রমধ্যস্থিত বিন্দু স্বরূপ। সমুদ্র মধ্যে থাকিয়া অস্তগামী সূর্য্যের অনুপম শ্রীসৌন্দর্য্য দেখিতে অতীব চমৎকার, সূর্য্যমণ্ডল নিবিড় লোহিত মূর্ত্তি ধারণ করিল,—কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বসিতেছে, সরিয়া আসিতেছে, দেখিতে দেখিতে হঠাৎ যেন অগ্নিনির্ম্মিত চক্রখানির ন্যায় লম্ফ করিয়া সিন্ধুজলে ডুবিয়া গেল। অন্ধকার রাত্রিতে [illegible] জলও দেখিতে অতি সুন্দর। জাহাজ দ্রুতপদে জল বিদীর্ণ করিয়া যায়, তাহার সম্মুখে প্রচুর ফেন উত্থিত হয়, তদ্দ্বারা চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়া উঠে। মধ্যে মধ্যে এক একটী শোষক চারি দিকে ফিরিয়া ঘুরিয়া ক্রীড়া করিতে থাকে। উহার আকার অবয়ব কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবল এক একটী উজ্জ্বল রেখা কখন দক্ষিণ পার্শ্বে, কখন বাম পার্শ্বে, কখন বা সম্মুখে সামান্য স্ফুরৎ তরঙ্গে দেখা যায়। নাবিকেরা বলিল, শোষক জাতি সমুদ্র মধ্যে ঐরূপ ক্রীড়া করে।

সাগর জলে অত্যন্ত ফস্‌ফরাস্‌ আছে," তজ্জন্য রাত্রিতে উহার জল দেখিতে দীপ্তিমান। গ্রীষ্মকালে গঙ্গার জলও রাত্রিতে সঞ্চালিত করিলে চন্দ্রাভার ন্যায় দীপ্তি প্রকাশিত হয়; কিন্তু সমুদ্রজলে ফস্‌ফরসের পরিমাণ অত্যধিক। এক দিন প্রাতঃকালে স্নান করিতে গিয়া যেমন জল ছাড়িয়া দিয়াছি, হঠাৎ জলের উপর যেন সহস্র সহস্র খদ্যোত সদৃশ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। পাঠক! অনুমান করুন, সমুদ্র জলে কত ফস্‌ফরাস সঞ্চিত থাকে।

এই সমুদ্রপথে কত দেশের লোকে কত স্থানে যাতায়াত করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই, কেবল দুর্ভাগা হিন্দুগণই বন্দীর ন্যায় স্বগৃহে আবদ্ধ আছেন তজ্জন্যই ভারতবাসিদের ঐহিক জীবনের কোন উন্নতি নাই। কলিকাতা নগরে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করেন, কিন্তু দুই এক খানি হিন্দু জাহাজ প্রস্তুত করাইয়া যে কার্য্যে এবং বাণিজ্যে হিন্দুদিগকে উৎসাহ দান করেন এমন লোকই নাই। চাকরীর চেষ্টা, সংবাদ পত্র প্রকাশ [illegible] করা ভিন্ন এদেশে এখনও শিক্ষা লাভের অন্য কোন ফলোদয় হয় নাই। যত দিন দেশোৎপাদিত এবং বৈদেশিক বাণিজ্য দ্রব্য স্বদেশে প্রবর্ত্তিত করা না হইবে, তত দিন সমাজের উন্নতি নাই। বাহিরের ধন গৃহে প্রবেশ না করিলে কোন গৃহস্থ ধনবান হয় না। তদ্রূপ বিদেশের ধন স্বদেশে না আসিলে কোন জাতি ঐশ্বর্য্যবান হইতে পারে না। ভারতবর্ষের বাণিজ্য এক কালে বিলুপ্ত হওয়াতেই আমরা এত নির্ধন ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সকলেরই বাণিজ্যকার্য্যের প্রতি [illegible] সংযোগ করা আবশ্যক।

পুস্তক সমালোচনা।

নিম্নলিখিত পুস্তক, দৈনিক পত্র ও মাসিক পত্রগুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ললিতমাধব নাটক তৃতীয় সংখ্যা। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত মহাভারত খিল হরিবংশ পর্ব্ব ৭ম ৮ম ৯ম ও ১০ম খণ্ড। উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা ৬ষ্ঠ খণ্ড। দৈনিক পত্র—সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়। ৫ম সংখ্যা নিরপেক্ষ ধর্ম্মতত্ব বিনামূল্যে বিতরিত। মাসিক পত্র—এপ্রেল মাসের ইণ্ডিয়ান বান্ধব। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারি বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ৫ম সংখ্যা হোমিওপাথিক প্রচারক, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত ফাল্গুন মাসের আচার্য্য। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার কর কর্ত্তৃক সম্পাদিত ফাল্গুন মাসের তত্ত্ব কৌমুদী। চৈত্র মাসের বামাবোধিনী পত্রিকা।

ভিখারী. সামাজিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত। ৭০ নম্বর বেনেটোলা নববিভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত। গ্রন্থকার সমাজে অপরিচিত নহেন। তিনি এ গ্রন্থে সকল রসেরই অবতারণা করিয়াছেন, কুরুচি প্রণয়ে পুস্তক খানি কলঙ্কিত হয় নাই, জমীদারের অত্যাচার; ব্রাহ্মসমাজের দুর্দ্দশা, শিক্ষিত লোকের বিশ্বাসঘাতকতা চিত্তচাপল্য ও চিত্তদৌর্ব্বল্যতা, দস্যুর মনে ধর্ম্মভাব, প্রকৃত জ্ঞানী বিদ্যাধরীর ধৈর্য্য, সাহস ও আশ্চর্য্য ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এবং চিন্তামণির অকৃত্রিম প্রণয় বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমরা যার পর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি। এরূপ উপন্যাসের বহুল প্রচার সমাজের বিশেষ মঙ্গলকর। অধুনা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লোকের এক প্রকার অভক্তি জন্মিয়াছে। দেবীপ্রসন্ন বাবু ইহার আর একটী চিত্র করিয়া লোকের ধারণা দৃঢ় করিয়া দিয়াছেন। বাস্তবিক অনেকের দূষিত প্রবৃত্তি নিবন্ধন এই ধর্ম্ম কলুষভাব ধারণ করিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই, ভাষার দোষ ও বর্ণাশুদ্ধি নিবন্ধন পুস্তক খানিতে কলঙ্কারোপ হইয়াছে, আশা করি, গ্রন্থকার ভবিষ্যতে ইহার সংশোধন করিয়া [illegible] খানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবেন।

প্রায়শ্চিত্ত। নবন্যাস। শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দোপাধ্যায় প্রণীত ৫৩ নম্বর কলুটোলা ষ্ট্রীট, ক্যানিং প্রেসে মুদ্রিত। অসৎ সংসর্গ নিবন্ধন মনুষ্যের যে কি পর্য্যন্ত শোচনীয় পরিণাম ঘটিতে পারে, ইহাতে তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। মনুষ্য চন্দ্রাবৃত সাক্ষাৎ পিশাচ নগেন্দ্রের কুহকে পড়িয়া শিক্ষিত নির্ম্মলচন্দ্রের দুর্দ্দশা ও তৎপরে ভগবানচন্দ্রের অকৃত্রিম প্রভুভক্তি পাঠ করিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। যাহারা এক একবার এখানি পাঠ করিলে তাহাদিগের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।

তীর্থদর্পণ। শ্রীযুক্ত হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। বর্ত্তমান কালের তীর্থ সমূহের প্রকৃত অবস্থা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

দেওয়ানী আদালতের কার্য্যপদ্ধতি। শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মৈত্রের দ্বারা সঙ্কলিত, কুমারখালী মথুরানাথ যন্ত্রে মুদ্রিত। ১৮৭০ হইতে ১৮৮১ অব্দ পর্য্যন্ত হাইকোর্ট যে সকল দেওয়ানী সরকুলার ও সাধারণ বিধি প্রচারিত করিয়াছেন, ইহাতে তাহাই সঙ্কলিত হইয়াছে।

সতীবাসনা। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র সেন গুপ্ত দ্বারা প্রকাশিত। করপ্রেসে মুদ্রিত। এ খানি ক্ষুদ্র কবিতা গ্রন্থ। ঈশান বাবুর স্ত্রীর দ্বারা বিরচিত। পুস্তকের নামেই বিষয়াংশের পরিচয় হইতেছে, পুস্তক সন্নিবিষ্ট বিষয়গুলি বালিকাদিগের বিশেষ পাঠোপযোগী হইয়াছে। যে সকল স্ত্রীলোক পতিভক্তি নিবন্ধন শাস্ত্রে পূজ্য বলিয়া কথিত, গ্রন্থকর্ত্রী সরল কবিতায় তাঁহাদিগের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন পতিভক্তি বিবাহ ও শ্বশুরালয়ে কর্ত্তব্য, পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয়গুলি সংক্ষেপে ও সরল কবিতায় যেরূপ লিখিত হইয়াছে, আমরা তৎপাঠে প্রীত হইয়াছি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩১ এ মার্চ্চ। গ্লাডষ্টোন সাহেব ওল্ডোরের সমক্ষে বলিয়াছেন, তিনি ইষ্টার পর্ব্বের বন্ধের সময়ে আয়র্লণ্ডের প্রজা দিগের বর্ত্তী খাজনার [illegible] বিষয় বিবেচনা করিবেন।

[illegible] লিভরপোলে [illegible]। তাঁহার বিবাহ বোধ হয় কিছু দিন পরে হইবে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে হত্যা করা অপরাধে ডাক্তার ম্যাকলেনের মৃত্যুদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে। কিন্তু ইউনাইটেড ষ্টেট গবর্ণমেণ্ট তাহাকে পাগল বলিয়া ক্ষমা করিতে বলিতেছেন।

বার্সিলোনা ৩১ এ মার্চ্চ। বাণিজ্য সম্বন্ধে ফ্রান্সের সহিত স্পেনের যে সন্ধি নিষ্পন্ন হইয়াছে, লোকে তাহাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন স্পেনের কোন কোন স্থানে ও বার্সিলোনায় ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে।

মাড্রিড। এণ্ডালোসিয়া অনেক [illegible] হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

সেণ্টপিটার্সবর্গ ৩১ এ মার্চ্চ। জেনেরল ষ্ট্রেলনিকভকে অডেসা নামক স্থানে গুলি করিয়া মারিয়াছে। উক্ত হত্যাকারী ধৃত হইয়াছে।

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে যে দশ জন প্রধান নিহিলিষ্টের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে ৯ জনের যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

লণ্ডন ১ লা এপ্রেল। গ্লাডষ্টোন সাহেব ২০ এ এপ্রেল আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব উপস্থিত করিবেন।

লণ্ডন ২ রা এপ্রেল। লিবারল সভ্য অকলাণ্ড সাহেব অধিকাংশ লোকের সম্মতিক্রমে ইষ্ট কর্ণওয়ালের সভ্য পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গ্যালওয়ের সভ্য টি. পি. ও কোনারের ভগ্নী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রজাদিগকে খাজনা দিতে নিবারণ করাতে ধৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু জামিন দিতে অসম্মত হওয়াতে ৬ মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

লণ্ডন ৩ রা এপ্রেল। ফিনিষ্টার নামক অন্তরীপে ডরো ও ড্রাকবার্ট নামক বাষ্পীয়পোত দ্বয়ে পরস্পর সংঘর্ষণ হইয়া উভয়েই জলমগ্ন হয়। প্রথম খানির ১২০ জন রক্ষা পায় এবং বাপ্তেন ও জাহাজের কর্ম্মচারীগণ সকলেই প্রাণত্যাগ করেন। দ্বিতীয় খানির ৩৭ জন রক্ষা পায় ও ৩০ জন প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

লণ্ডন ৪ ঠা এপ্রেল। ওয়েষ্টমিথের জমীদার স্মিথকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রোহী প্রজারা গুলি করিয়াছিল কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার লাগে নাই। হত্যাকারীরা অবশেষে তাঁহার স্ত্রী ও আত্মীয়দিগের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে।

আশামে কুলি পাঠাইবার সম্বন্ধে যে আইন হইয়াছে লর্ড হার্টিংটন তাহার বিষয়ে চিন্তা করিয়া পরিশেষে কমন্স হাউসে প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন উহা পরিবর্ত্তিত বা বন্ধ করিবার কোন কারণ নাই তিনি ইহার কার্য্য সম্বন্ধে বার্ষিক রিপোর্ট দেখিতে চাহিয়াছেন।

লণ্ডন ৪ ঠা এপ্রেল। অদ্য সন্ধ্যাকালে প্রধান মন্ত্রী কমন্স হাউসে আয়র্লণ্ডের অবস্থার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহার গত ৫০ বৎসরের অবস্থার তুলনা করিয়া বলিয়াছেন এক্ষণে আয়র্লণ্ডে বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। ল্যাণ্ডলিগবাদিগের উত্তেজনায় সর্ব্বদাই নানা প্রকার পাপকার্য্য সমাধা হইতেছে। হিল সাহেব গ্লাডষ্টোন সাহেবের প্রতি অবমান সূচক বাক্য প্রয়োগ করাতে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান [illegible] অবস্থায় সময়োচিত উপায় অবলম্বন করিবেন।

গ্লাডষ্টোন সাহেব পার্লেমেণ্টে বলিয়াছেন আমেরিকার যে সকল লোক সন্দেহক্রমে আয়র্লণ্ডে ধৃত হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য সাধ্য করিতেছেন।

লণ্ডন ৫ ই এপ্রেল। গবর্ণমেণ্ট প্রণালীর নিম্ন দিয়া সুড়ঙ্গ খনন করা কার্য্যতঃ বন্ধ রাখিতে বলিয়াছেন। ইংলণ্ডের সামরিক সভার রিপোর্টের অপেক্ষা করা হইতেছে।

চীনদেশীয় লোকদিগকে নিউইয়র্ক হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার সম্বন্ধে আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য হইয়াছে সভাপতি আর্থর তাহাতে মত প্রদান করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে জবা ফুলের ন্যায় এক প্রকার ফুলের গাছ আছে, তাহার ফুলে সুন্দর জুতার কালী প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত স্থান সমূহে যে সকল লোক বাস করিবে উক্ত গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে ফরাসী নগরবাসিদিগের স্বত্বাধিকার দান করিবেন এই রূপ সংকল্প করিয়াছেন।

সিডেন সাহেব পিটহেড বন্দরে ঝড়ের সময়ে তৈল ঢালিয়া দিয়া তুফান থামাইয়াছেন।

বারুনী স্নান উপলক্ষে নৈহাটির গঙ্গায় একটী রমণী তাহার একটী শিশু সন্তানকে ফেলিয়া দেয়। কারণ এই, স্ত্রীলোকটীর ছেলে হইয়া মরিয়া যাইত, তাই সে গঙ্গার নিকট মানত করে তাহার ছেলে হইয়া বাঁচিলে সে প্রথমটী গঙ্গাকে দিবে এবং তদনুসারে তাহাই করিয়াছে। রমণী এক্ষণে হাজতে আছে।

আমাদিগের লেপ্টেনান্ট গবর্ণর ২৪ এপ্রেল পিকিন নামক বাষ্পীয়পোত যোগে বিলাত যাত্রা করিবেন। রিভার্স টমসন ১৮ ই এপ্রেল বঙ্গ দেশের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে অধিষ্ঠিত হইবেন।

কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য সিঙ্গাপুরে যে সকল ইউরোপীয় কারখানা খুলিয়াছেন, তাঁহারা বিলাত হইতে এক প্রকার লাঙ্গল আনাইয়াছেন, উহা কলে চলে। অনূন ৮ই শত চীনদেশীয় লোকে ইহার কার্য্য করিতেছে। উহা দ্বারা কার্য্য উত্তমরূপ চলিতেছে এবং বিস্তর ভূমি কর্ষিত হইতেছে। একটী কলের লাঙ্গল চালাইতে মাসে অনূন ৩০।২০ টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু উহা বাদে যথেষ্ট লাভ হইয়া থাকে।

আমেরিকায় স্ত্রীলোক কর্ম্মচারীদিগের বেতন পুরুষদিগের অপেক্ষা অল্প। নিউ ইয়র্কের একটী স্ত্রীলোক পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আপীসে কর্ম্ম করিত এবং পুরুষের সমান বেতন গ্রহণ করিত কিন্তু প্রকাশ হইয়া পড়াতে বিচারে রমণীর ৬ মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

মহীসুরের বড় বড় জমীদারেরা একত্র হইয়া একটী কৃষিসভা সংস্থাপন করিয়াছেন। স্থানীয় চীফ কোর্টের রেজিষ্ট্রার কেমাপি রাও ইহার একজন উদ্যোগী। সভাপতি ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের যাবতীয় কৃষিবিদ্যালয় ও কৃষিসভার সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া এ বিষয়ের উন্নতির পরামর্শ করিবেন। ইঁহারা নানা প্রকার বীজ ও যন্ত্র তন্ত্র আনাইয়াছেন, সুযোগমত সেই সকলের চাস করাইবেন।

কমিশরিয়েটের চুরী ধরিবার উদ্দেশে গবর্ণমেন্ট আফগানস্থানের যুদ্ধ ক্ষেত্রের ফেরত কর্ম্মচারী দিগকে একে একে ধরিতেছেন। হায়ত খাঁ মুক্ত হইলেন, এখন আবার ঝিলমের একজন তহশিলদার ঘুস লওয়ার অপরাধে রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। দেখা যাউক বড় বড় সাহেব এই বার পড়েন কি না? কাণ টানিলেই মাথা আসে।

পাশার ও কাছাড়ের মধ্যে সা ফিনলেসন-কোম্পানি অতি সত্বর রেলওয়ে প্রস্তুত করিতেছেন। এপ্রেল মাসের শেষ পর্য্যন্ত ১২ মাইল রেলওয়ে সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে।

জার্ম্মণির দুইজন বৈজ্ঞানিক চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে আসিয়াছেন। তাঁহারা দামগিরী নামক পর্ব্বতের অধিবাসীদিগের প্রতিকৃতি গ্রহণ করিতেছেন এবং তাহাদিগের নানাবিধ পরিধেয়, তার, চুপড়ি, পশম, ধূমপানের নল, পাকপাত্র প্রভৃতি ক্রয় করিতেছেন।

এডিনবর্গের প্রসিদ্ধ সংস্কৃতশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ডাক্তার জন মিউর প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার ৭১ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। ইনি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনাও করিয়াছিলেন। এডিনবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপনারীতি প্রচলিত করিবার জন্য ইনি ৫০০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

মিসিসিপি নদীর জলপ্লাবনে আমেরিকার দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশের ৬০,০০০ লোকের যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়াছে।

জিনানায় ভয়ানক জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে।

পিটার ভন্ মেক্লাইন তাহার ভ্রাতার জীবন ভিক্ষা করিয়া প্রেসিডেন্ট গারফিল্ডের স্ত্রীর নিকট একখানি অভিনন্দন প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই।

অধ্যাপক রিচার্ড প্রক্টর বলেন এবার যে বৃহৎ ধূমকেতুটী আসিতেছে, উহা যদি সূর্য্যের উপর পড়ে তাহা হইলে কিরণ এত প্রখর হইয়া উঠিবে যে চরাচরস্থ যাবতীয় জীব দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে।

দ্বাদশ শতাব্দী হইতে চীন রমণীদিগের ক্ষুদ্রপদ সৌন্দর্য্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ঐ শতাব্দীতে টিবু কোঙ চীনের সম্রাট ছিলেন, তা কায়া নামে তাঁহার রূপলাবণ্য সম্পন্ন এক অতি তেজস্বিনী পত্নী ছিলেন। এই রমণীর দেহের মধ্যে পদতল কিছু বক্র ছিল। রাজ্ঞী উহা গোপন করিবার উদ্দেশে পদতল উত্তমরূপে বস্ত্রের দ্বারা বন্ধন করিয়া লৌহ নির্ম্মিত ক্ষুদ্র জুতা পরিতে আরম্ভ করেন. তাঁহার দেখাদেখি অন্যান্য রমণীও সেইরূপ ক্ষুদ্র লৌহ নির্ম্মিত জুতা পরিতে থাকেন। এবং তদবধি এই রীতি অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিতেছে।

বিলাতে বিদ্যাধ্যয়ন করিবার অভিপ্রায়ে একটি দরিদ্র বালক জাহাজে নাবিকের কার্য্য করিয়া তথায় যাইবার জন্য কলিকাতার ষ্টেনস এজেন্টের নিকট এই বলিয়া এক আবেদন করিয়াছিলেন, যে তিনি একজন উচ্চকুলোদ্ভব বিষয়ীলোকের সন্তান। সরিকদিগের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ হওয়াতে তিনি নিজ পৈতৃক অংশেও অধিকার পান নাই। তাই তিনি এই কষ্ট স্বীকার করিয়া বিলাতে অধ্যয়ন করিতে যাইতেছেন, তথায় অবস্থিতিকাল পর্য্যন্ত মাতা নিজ গহনা বিক্রয় করিয়া তাঁহার বিদ্যালয়ের বেতন ও বাসাখরচ দিতে সম্মত হওয়াতে তিনি এই উপায়ে যাইবেন মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু পাওনিয়র এই কথা শুনিয়া একেবারে হাসিয়া গড়াগড়ি দিয়াছেন, তিনি বিদ্রূপচ্ছলে বলিয়াছেন বিলাতগামী বাঙ্গালী যুবেরা আজ কাল জাহাজের এজেন্টদিগের গলগ্রহ হইয়াছেন। বাঙ্গালীদিগের উন্নতি সম্পাদকের চক্ষুঃশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি রসিকতা করিয়া যাহাই কেন বলুন না, বাঙ্গালী যুবকের এই সহিষ্ণুতা দর্শনে নিশ্চয়ই যে তাঁহার হৃদয়ে শত বৃশ্চিক দংশন করিয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই।

গত ১৫ এ ফেব্রুয়ারি কেম্ব্রিজে ভারতীয় ভাষা পরীক্ষার দিন অবধারিত ছিল। কিন্তু একটীও পরীক্ষার্থী উপস্থিত হয় নাই।

সিরেন্সেষ্টার কালেজের ছাত্র বাবু অম্বিকাচরণ সেন কৃষিবিদ্যার পরীক্ষায় তাঁহাদিগের শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ হইয়াছেন।

বায়ুর সাহায্য ব্যতীত আলোক কখন জ্বলিতে পারে না এই সাধারণ লোকের বিশ্বাস কিন্তু বিজ্ঞানের বলে তাড়িতালোক বায়ুর বিনা সাহায্যেও জ্বালান হইতেছে। ইউরোপে সম্প্রতি ঐ আলোক এক ব্যক্তি করনেটাটিনের দ্বারা জল মধ্যে প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন। তাহাতে জলের যাবতীয় পদার্থ সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

আমাদিগের বাসগ্রাম চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে বিসূচিকা রোগ দেখা দিয়াছে। দুঃখের বিষয় ৭। ৮ টী এই রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিংটীর নাম পরিবর্ত্ত হইয়া বেঙ্গল আপীস হইল। এই নূতন অট্টালিকাটি প্রস্তুত করিতে গবর্ণমেন্টের ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১৮ ই মার্চ্চ বেলা ৫ টার সময়ে মেকোয়াবাদে পুনরায় গাড়িতে গাড়িতে সংঘর্ষণ হইয়া ৩৭ জন লোক আহত হইয়াছে।

রুসিয়ায় এক প্রকার মূষিক আছে তাহার চর্ম্ম গন্ধাদির ন্যায় সুগন্ধযুক্ত। এই কারণে তদ্দেশবাসী লোকেরা পরিচ্ছদের সহিত এই চর্ম্ম ব্যবহার করিয়া থাকে। সম্প্রতি তত্রত্য জনৈক চিকিৎসক এই চর্ম্ম মৃগনাভির পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিতেছেন। তিনি নাকি ঐ জাতীয় ২০। ২৫ টী মূষিকের চর্ম্ম লইয়া এক বোতল এলকোহল এবং কতকটা চূণের জলে ৮। ১০ দিন ভিজাইয়া রাখেন পরে তাহা ছাঁকিয়া লইলে বিশেষ সৌগন্ধযুক্ত আরক হয়। ইহার গন্ধ সাধারণ মৃগনাভি অপেক্ষা দ্বিগুণ তেজাল। এরূপ এক একটি ইন্দুর চর্ম্মের মূল্য ॥০ আনা হইতে ৷৷০ আনা মাত্র

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

মেদিনীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ডেপুটি ও কালেক্টার বাবু ...চন্দ্র মিত্র, পাবনার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জে বদলী হইলেন।

রাজসাহীর অন্তর্গত নাটোরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীনসিব্জন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হোম বিভাগে নিযুক্ত হইলেন।

রাজসাহীর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার বাবু নন্দকৃষ্ণ বসু ঐ জেলার জামালপুর বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু তারণচন্দ্র সরকার রাজসাহীর অন্তর্গত নাটোরে বদলী হইলেন। ইঁহার প্রতি মেদিনীপুরের অন্তর্গত ঘাটালে যাইবার যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত হইল।

যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু অধরলাল সেন ঘাটালে বদলী হইলেন।

সাহাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু দুর্গাদাস চৌধুরী ময়মনসিংহের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

সাহাবাদের অন্তর্গত বক্সারের সব ডেপুটী কালেক্টার মৌলবী নসিরুদ্দিনের প্রতি ২২ এ ফেব্রুয়ারির কলিকাতা গেজেটে যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা রহিত করিয়া তাঁহাকে দ্বারভাঙ্গার ...সব ডেপুটী কালেক্টারের কার্য্যভার প্রদান করা হইয়াছে।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সহকারী সেক্রেটারি বাবু রাজেন্দ্র মিত্র অতিরিক্ত তিন মাস বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু রতনলাল ঘোষ ৭ আইন অনুসারে কালেক্টারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ডবলিউ, ডি, ব্রাইন বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের অণ্ডর সেক্রেটারি হইলেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সহকারী সেক্রেটারি বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্র (ইঁনি ছুটী লইয়াছেন) প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

মুর্শিদাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু সারদাপ্রসাদ সরকার কান্দীর ভার প্রাপ্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের খাস তহশীলদার বাবু ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী কিছু দিনের জন্য রেবিনিউ বোর্ডের অধীনে কার্য্যভার প্রাপ্ত হওয়াতে বাবু গোপীমোহন ঘোষ তৎপদে কার্য্য করিবেন।

জলপাইগুড়ির ডেপুটী কমিশনর মর্গন সাহেব ১ মাস ছুটী লওয়াতে বগুড়ার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার এচ, জি, সার্প তৎপদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

ফোডাইস সাহেব উড়িষ্যার দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টার হইলেন।

বীরভূমের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার জে হইটমোর বাঁকুড়ার ডিষ্ট্রীক্ট জজ ও বর্দ্ধমানের সহকারী সেসন জজ হইলেন বলিয়া যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা রহিত হইল।

পাবনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারি কটন সাহেব ৩ মাস ছুটী লওয়াতে ২৪ পরগণার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার সি, সি, ষ্টিভেন্স তৎপদে কার্য্য করিবেন।

হুগলীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ভাওয়েলস সাহেব পাটনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার হইলেন।

বাবস্থা সংক্রান্ত বিভাগ।

এচ, এ কক্‌রেল বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জি, সি পল লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ ত্যাগ করাতে এ. ফিলিপস তৎপদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভাগ।

ঢাকা কালেজের সঙ্কর বাবু মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় এম. এ ভাগলপুর বিভাগের সহকারী স্কুল ইনেস্পেক্টার হইলেন।

সংবাদদাতার পত্র।

শান্তিপুর।

বিগত ২৭ এ মার্চ্চ সোমবার এখানে যে মিউনিসিপাল সভাধিবেশন হয়, সেই সভায় রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামচরণ বসু ও স্থানীয় প্রায় যাবতীয় কমিশনর উপস্থিত থাকিয়া বাবু পরমার্থ গঙ্গোপাধ্যায়কে ১৮৮২—৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জন্য ভাইস চেয়ারম্যানী পদে মনোনীত করিয়াছেন। পরমার্থ বাবু ১৮৮১—৮২ খ্রীষ্টাব্দেও ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন; কিন্তু তাঁহার কার্য্যকলাপ প্রত্যাশানুরূপ বিশুদ্ধভাবাপন্ন ছিল না; এজন্য প্রায় সমুদায় করদাতা আশা করিয়াছিলেন যে, এবৎসর একজন উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে ভাইস চেয়ারম্যানের গুরুতর কার্য্যভার বিন্যস্ত হইবে। কিন্তু আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান বাবু ও কমিশনরেরা করদাতৃগণের ঐ আশা কেন যে পূর্ণ করিলেন না, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। আমরা অনুমান করি যে, উপযুক্ত ব্যক্তির অভাবই ঐরূপ ঘটিবার মূল কারণ। আপাততঃ যাঁহারা কমিশনর আছেন, তন্মধ্যে বাবু আনন্দময় মৈত্রেয় ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি ভাইস চেয়ারম্যানী পদের উপযুক্ত পাত্র নহেন। কিন্তু মৈত্রেয় বাবু বহুকাল যাবৎ ভাইস চেয়ারম্যানী পদ একচেটিয়াভাবে ভোগ দখল করিয়া আসিয়াছেন, এজন্য বোধ হয় চেয়ারম্যান ও কমিশনরেরা তাঁহাকে ঐ পদ না দিয়া বাবু পরমার্থ গঙ্গোপাধ্যায়কে দিয়াছেন। এক্ষণে গঙ্গোপাধ্যায় বাবু যদি নিরপেক্ষ ও নিঃস্বার্থভাবে ভাইস চেয়ারম্যানী করিতে পারেন, তাহা হইলেই সকল দিক রক্ষা হয়।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে, বাবু সুরেন্দ্রনাথ ... মোদিনীর সঙ্গে এ টাঙ্গাইলে নিকট ৩১ এ মার্চ্চ বুধবার রাণাঘাট মিউনিসিপালিটীতে নির্ব্বাচনপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শান্তিপুর প্রথম শ্রেণীর মিউনিসিপালিটী হইয়াও অদ্যাপি ইহাতে নির্ব্বাচনপ্রণালী প্রচলিত হইল না। মধ্যে কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচনপ্রণালী প্রচলন করণাভিপ্রায়ে চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কেন যে তাহা ফলে পরিণত হইল না, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। যাহা হউক, এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট আত্মশাসন প্রণালী প্রচলন সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপাঠে জানা গিয়াছে যে, চেয়ারম্যান সহানুভূতি প্রদান করিলে প্রথম শ্রেণীর মিউনিসিপালিটীতে নির্ব্বাচনপ্রণালী প্রচলিত হইতে পারে। আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান বাবু কেন এই সুযোগে এখানে নির্ব্বাচনপ্রণালী প্রচলনপূর্ব্বক একটী অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করুন না?

আমাদের মিউনিসিপালিটী বিনা দক্ষিণায় জনৈক মুচীকে গো-ভাগাড় ইজারা দিয়াছেন। যখন গো-ভাগাড় ইজারা দেওয়া হয়, তখন আমরা যথাসাধ্য প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। কিন্তু কাঙ্গালের কথা বাসী না হইলে মিষ্ট লাগে না বলিয়া চেয়ারম্যান বাবু ও কমিশনরেরা তৎকালে আমাদের সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। এক্ষণে মুচিরা প্রায় প্রতি দিন বিষ খাওয়াইয়া গো-হত্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এতন্নিবন্ধন অনেকগুলি গৃহস্থের গোয়াল শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। অতএব আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে, রাণাঘাটের ডেপুটী বাবু ঐ বিষয়ের সত্যাসত্য অনুসন্ধানপূর্ব্বক মুচির হস্ত হইতে গো ভাগাড় ইজারা ছাড়াইয়া লউন, নতুবা পরিণামে গোবংশ ধ্বংস হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

এখানকার গোস্বামী মহাশয়েরা বহু ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক কুলীনে কন্যাদান করিয়া থাকেন। এটী তাঁহাদের বংশপরম্পরা প্রথা। কিন্তু এক্ষণে কেহ কেহ কুলীনে কন্যাদান করিয়া পরে জামাতার বাস্তভিটা বিক্রয় পূর্ব্বক বিধবা দুহিতার পুঁজি করিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শ্যামবাজারের শ্রদ্ধাস্পদ রঘুনাথ গোস্বামী মহাশয় আমাদের ঐ কথার সম্যক উদাহরণ। উক্ত গোস্বামী অবস্থানুরূপ অর্থব্যয় পূর্ব্বক কুলীনে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার জামাতা অকালে কালকবলিত হয়েন। কিন্তু তিনি (জামাতা) জীবদ্দশায় ... সহধর্ম্মিণীকে যথা সর্ব্বস্ব প্রদান করিতে ত্রুটি করেন নাই। রঘুনাথ তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া ... বিধবা দুহিতার দ্বারা জামাতার মাতা ও ভ্রাতার বাস্তভিটার অংশ প্রার্থনায় হাইকোর্টে নালিশ করিয়াছেন। ঐ অংশ পাইলে রঘুনাথ তাহা বিক্রয়

পূর্ব্বক বিধবা দুহিতার পূজা করিয়া দিবেন ধন্য স্বার্থপরতা।

নাগরপুর।

দেখিতে দেখিতে চৈত্র মাসেরও দুই সপ্তাহ গত তথাপি একবিন্দু বারিবর্ষণ হইল না। আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বায়ু মিশ্রিত ধূলিরাশি নিপতিত হইতেছে উহাই কেবল নয়নগোচর হয়। বিশেষতঃ মধ্যাহ্নকালে প্রখর রৌদ্রোত্তাপে দ্বারের বাহির হওয়া দুঃসাধ্য। বাস্তবিক সত্বর বারিপাত না হইলে সাধারণের স্বাস্থ্যসম্বন্ধে ও কৃষকগণের কৃষিকার্য্যে বহুল বিঘ্ন উৎপাদিত হইবে। ইতিমধ্যেই স্থানে স্থানে ওলাউঠা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে; কিন্তু বসন্তের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় নাই।

বৃষ্টি না হওয়াতে স্থানে স্থানে অগ্নিকাণ্ডের অভিনয় দেখা যাইতেছে। কতিপয় দিবস গত হইল ডাঙ্গাগ্রামে ৭৬, থিওরের বাজারে ১১৫ এবং মীরনগর গ্রামে চারিখানি গৃহ ও একটী গো, ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। থিওরের বাজারটী দগ্ধ হওয়ায় অনেকগুলি ব্যবসায়ীর যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। বস্তুতঃ এ বৎসর এ প্রদেশে অগ্নির প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে; প্রায় মধ্যে মধ্যে চতুর্দ্দিক হইতে গৃহদাহের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। বাহুল্য ভয়ে আমরা তৎসমুদায় প্রকাশে বিরত রহিলাম। প্রতি বৎসরই এ অঞ্চলে ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত হইয়া থাকে, তাহার প্রধান কারণ এই যে, এদেশে প্রায়ই খড়ের ছাউনির ঘর; তন্নিবন্ধন অগ্নিদেবও বিশেষ স্ফূর্ত্তি প্রকাশ করেন। কর্তৃপক্ষের সমীপে আমাদিগের সানুনয় অনুরোধ এই যে, পূর্ব্ববঙ্গে খোলার ঘর প্রস্তুত করিবার নিয়ম প্রচলিত করিয়া দিলে গৃহস্থদিগের গৃহ ও সম্পত্তি কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

পূর্ব্ববঙ্গ বিভাগস্থ পোষ্ট আপিস সমূহের সুযোগ্য ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনেরল জি, বাটন গোডস সাহেবের কল্যাণে এ বিভাগের পোষ্টআপিস সমূহের অনেক উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, ইনি নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারী (সব পোষ্টমাষ্টার) দিগের বেতন বৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। বস্তুতঃ আজকাল পোষ্টআপিসে যেরূপ কার্য্যবাহুল্য হইয়াছে এই সঙ্গে গরিব বেচারাদিগের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বেতন বৃদ্ধি হইলেও অনেকটা উৎসাহ বর্দ্ধিত হইবে।

আগামী ১ লা এপ্রেল হইতে নাগরপুরের অন্তর্গত ভাড়াগ্রামে একটী "ভিলেজ ব্রাঞ্চ" পোষ্ট আপিস স্থাপিত হইবে; তবে গয়ঘাটা গ্রামে ঐরূপ একটী পোষ্টআপিস স্থাপিত করা আর বাকি থাকে কেন? উক্ত স্থানের স্কুলের কনৈক শিক্ষক দ্বারা এ কার্য্য উত্তমরূপে চলিতে পারে।

এত দিনের পর অত্রত্য মধ্যশ্রেণী ইংরাজি বিদ্যালয়ের গৃহটী নির্ম্মাণ হইতেছে। এই স্কুলের ব্যয়দাতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র সাহা প্রামাণিক মহাশয় নিজ ব্যয়ে এই গৃহ প্রস্তুত করাইতেছেন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, এই স্কুলের নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষাকার্য্যের সৌকর্য্যার্থ আরও এক জন ৩য় পণ্ডিত নিযুক্ত হইবেন।

এ গ্রামের আজকাল যেরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রথমতঃ এক দলাদলিই সর্ব্বনাশের হেতুভূত হইয়াছে। তথাপি গ্রাম্য কর্ত্তাদিগের চৈতন্য নাই। এতন্নিবন্ধন সময়ে সময়ে দেওয়ানী ও ফৌজদারি আদালতে মকদ্দমাও হইতেছে। বাস্তবিক মকদ্দমা করিয়া অর্থ ব্যয় করা অপেক্ষা একতা বড় সুখের বিষয়। বাঙ্গালির গৃহ বিবাদে অনেক অপব্যয় হয়, তাহাতে সামাজিক লোকের মনেও সর্ব্বদা বিদ্বেষবহ্নি সতত জ্বলিতে থাকে। যাঁহারা একটু গম্ভীর চিন্তাশীল তাঁহারা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে আমরা এ কি কুকর্ম্ম করিয়া অর্থ ধ্বংস করিতেছি।

রাণাঘাট—১৮ ই এপ্রেল।

কিছু দিন গত হইল এই সবডিবিজনের অধীন উলা বীরনগর নিবাসী জনৈক ব্রাহ্ম ভদ্রলোক (অর্থাৎ অমুক বাবু) কলিকাতা হইতে ২ য় শ্রেণীর গাড়ীর টিকিট লইয়া সুখে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে টিকিট একজামিনর সাহেব কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ফৌজদারী সোপর্দ্দ হন। মাননীয় ডেপুটী বাবু আসামীর দোষের প্রমাণ পাইয়া পাঁচটাকা অর্থদণ্ড ও টিকিটের অবশিষ্ট মূল্য দিতে আদেশ করিয়াছেন। আমরা বাবুটীকে জিজ্ঞাসা করি, এই বার তাঁহার প্রথম, না অনেকবার এইরূপ প্রতারণা করিয়া এইবার ধরা পড়িয়াছেন?

সে দিন রাণাঘাটের নিকারী-পাড়ার ক্ষেপা নামক একজন নিকারী স্বীয় স্ত্রীকে হত্যা করা অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হয়। ডেপুটী বাবু প্রমাণ পাইয়া তাহাকে কৃষ্ণনগরের সেসন আদালতে বিচারার্থ অর্পণ করিয়াছেন।

অদ্য রাণাঘাট ষ্টেষণের নাতিদূরে নং ৩ ডাউন ট্রেণ হইতে একজন প্যাসেঞ্জার পতিত হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় রাণাঘাটের দাতব্য ঔষধালয়ে প্রেরিত হইয়াছে। ডাক্তার বাবু বলিতেছেন, আহত ব্যক্তি প্রাণে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। এই হতভাগ্য ব্যক্তি কি প্রকারে ট্রেণ হইতে পতিত হইয়াছে রেলওয়ে পুলিষ আফিস তাহার তদারক করিতেছেন।

সম্প্রতি অত্রত্য হরিশচন্দ্র স্বর্ণকারের কোট আগুণ লাগিয়া কোটার ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, সৌভাগ্যের বিষয় কাহারও প্রাণ নষ্ট হয় নাই। বিপদ বিপদের অনুগমন করে, যে সময়ে সকলে অগ্নি নির্ব্বাণ জন্য ব্যস্ত ছিল, সেই সময়ে কোন বদমায়েশ হরিশের একটী ছোট ভাইপোর গলা হইতে সোণার মাদুলী ও হাতের সোণার বালা চুরি করিয়া চম্পট দিয়াছে। একেই বলে "কাহারও সর্ব্বনাশ কাহারও পৌষ মাস।

প্রায় মাসাবধি হইল শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্র [illegible] মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, এখানে নূতন মুন্সেফ হইয়া আসিয়াছেন, যোগেন্দ্র বাবু মিষ্টভাষী অমায়িক ও শান্তপ্রকৃতির লোক, বিচারকার্য্যও এক প্রকার মন্দ করিতেছেন না।

জনাই।

উত্তরপাড়া হইতে জনাই যাওয়ার রাস্তাটী কয়েক বৎসর হইল পাকা হইয়াছে; কিন্তু জনাই যাইবার যেটী প্রধান রাস্তা সেটী দিয়া প্রত্যহ শত শত লোক কোন্নগরে ও রেল যোগে কলিকাতায় যাতায়াত করিতেছে, সেই প্রধান রাস্তাটীর প্রতি হুগলীর রোডসেস কমিটী কেন যে কৃপানয়নে চাহিতেছেন না জানি না। বর্ষার কাদায়, গ্রীষ্মের ধূলায় পথিকদিগের প্রাণ এক বারে কণ্ঠাগত হইয়া উঠে। কি করিবে, গন্তব্য পথে যাইতেই হইবে। কোন্নগরের ষ্টেষণ হইতে জনাই ন্যূনাধিক সাড়ে তিন ক্রোশ পথ হইবে। ইহার মধ্যে ষ্টেষণ হইতে প্রায় দেড় মাইল, ও জনাই হইতে শ্রীধরের পুষ্পগ্রাম অর্থাৎ ঐ রাস্তার সংযোগস্থল প্রায় এক মাইল পর্য্যন্ত পাকা আছে। অবশিষ্ট রাস্তাটুকু যদি প্রতি বৎসর এক মাইল করিয়াও পাকা হয়, তাহা হইলেও লোকের কষ্টের ক্রমশঃ লাঘব হইতে থাকে। জনাইনিবাসী প্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরা এ বিষয়ে একটু মনোযোগ করিলে অনায়াসে লোকের এই কষ্ট নিবারিত হইতে পারে।

জনাই একটী প্রসিদ্ধ সমৃদ্ধ গ্রাম। ইহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহেও অনেক ধনীলোকের বাস, তথায় জনাই হাই স্কুলটীর দশা দিন দিন এত নীচ ও শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে কেন, বুঝিতে পারি না। কয়েক বর্ষের মধ্যে একটীও ছাত্র পাস হয় নাই। তবে কি স্কুলে পড়াশুনা ভাল হয় না? না,—স্থানীয় লোকের, ও সেক্রেটারির বা মেম্বরদিগের এতৎ প্রতি কোন যত্ন নাই? শুনিলাম আর